"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ, প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস, মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতীয় বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ
ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক, ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান

ষোড়শ ভাগ।

যু—রোচা

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ-কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও

প্রকাশিত।

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে
শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত।

১৩১২

অর্থাৎ নির্ব্বিকার, এবং যাহার নিকট মৃৎভাণ্ড, পাষাণ ও সুবর্ণ একই প্রকার এবং যে যোগী যোগারূঢ় অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে যুক্ত কহে।

৪ রৈবত মনুর পুত্র। (হরিবংশ ৭।২৮) ৫ মিলিত সংলগ্ন। ৬ নিযুক্ত। ৭ অবশিষ্ট। ৮ আসক্ত। ৯ ব্যাপৃত। (ক্লী) ১০ হস্তচতুষ্টয়। (মেদিনী)

যুক্তকারিন্ (ত্রি) যুক্তং উচিতং করোতীতি কৃ ণিনি। উপযুক্ত কার্য্যকারী, যিনি ন্যায্য কার্য্য করেন।

যুক্তকৃৎ (ত্রি) যুক্তং করোতীতি কৃ ক্বিপ্ তুক্‌চ। উপযুক্ত-কার্য্যকারী।

যুক্তগ্রাবন্ (ত্রি) উদ্যত প্রস্তর।

যুক্তত্ব (ক্লী) যুক্তস্য ভাবঃ, 'ত্বতলৌ ভাবে' ইতি ত্ব। উপযুক্তত্ব, যুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

যুক্তদণ্ড (ত্রি) উপযুক্ত রূপ দণ্ড।

"সহি সর্ব্বস্য লোকস্য যুক্তদণ্ডতয়া মনঃ।" (রঘু ৪।৮)

যুক্তমনস্ (ত্রি) যুক্তং মনো যস্য। যোগী, যাহার মন যোগযুক্ত হইয়াছে। সংযতচিত্ত।

যুক্তরথ (পুং) নিরূহবস্তিভেদ। ইহার লক্ষণ—

"এরণ্ডমূলনিক্বাথো মধুতৈলং সসৈন্ধবম্।
এষ যুক্তরথো বস্তিঃ সবচা পিপ্পলীফলঃ॥" (ভাবপ্র০ মধ্যখ০)

এরণ্ডমূলের ক্বাথ, মধু, তৈল, সৈন্ধব, বচ এবং পিপ্পলী এই সকল একত্র করিয়া তদ্দ্বারা যে বস্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহাকে যুক্তরথবস্তি কহে।

যুক্তরসা (স্ত্রী) যুক্তঃ রসোঽস্যাঃ। ১ গন্ধরাস্না। ২ সামান্য রাস্না, চলিত কাঁটা আমরুলী।

"রাস্না যুক্তরসা রস্যা সুবহা রসনা রসা।
এলাপর্ণী চ সুরসা সুগন্ধা শ্রেয়সীতথা॥" (ভাবপ্র০)

যুক্তরূপ (ত্রি) উপযুক্ত।

যুক্তবৎ (অব্য০) যুক্ত-ইবার্থে বৎ। যুক্ততুল্য।

যুক্তশ্রেয়সী (স্ত্রী) গন্ধরাস্না। (রাজনি০)

যুক্তসেন (ত্রি) যুক্তা সেনা যস্য। যাহাদের সেনা যুদ্ধকার্য্যে গমনোদ্যুক্ত।

যুক্তাক্ষর (ক্লী) যুক্তমক্ষরম্। যুক্ত অক্ষর। যুক্ত বর্ণ।

যুক্তা (স্ত্রী) যুক্ত-টাপ্। বৃক্ষবিশেষ, চলিত এলানী। ২ রাস্না।

যুক্তায়স্ (ক্লী) লৌহাস্ত্রভেদ।

যুক্তার্থ (ত্রি) উপযুক্তার্থ। ২ জ্ঞানী।

যুক্তাশ্ব (ত্রি) অশ্বসহিত। (ঋক্ ৫।৪১।৫)

যুক্তি (স্ত্রী) যুজ্যতে ইতি যুজ-ক্তিন্। ১ ন্যায়। (মেদিনী) ২ মিলন। ৩ রীতি।

"তস্য তদ্বচনং শ্রুত্বা ধর্ম্মযুক্তিসমন্বিতম্।
উপগম্য ততো হৃষ্টঃ কপোতঃ প্রাহ লুব্ধকম্॥"
(পঞ্চতন্ত্র ৩।১৬১)

৪ লোকব্যবহার। ৫ অনুমান। ৬ কারণ। ৭ নাট্যালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—"যুক্তিরর্থাবধারণং" (সাহিত্যদ০ ৬।৫০১)

যে স্থলে অর্থযুক্ত বাক্যের অবধারণ হয়, তাহাকে যুক্তি কহে। নাটকে এই যুক্তি প্রদর্শন করা আবশ্যক। উদাহরণ—

"যদি সমরমপাস্য নাস্তি মৃত্যো-
র্ভয়মিতি যুক্তমিতোঽন্যতঃ প্রযাতুং।
অথ মরণমবশ্যমেব জন্তোঃ
কিমিতি মুধা মলিনং যশঃ কুরুধ্বং॥" (সাহিত্যদ০)

যদি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া মৃত্যুর হাত এড়াইতে পার, তাহা হইলে এই পলায়ন উচিত, কিন্তু জীবের যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, তখন বৃথা কেন যশ মলিন কর।

"সম্প্রধারণমর্থানাং যুক্তিঃ" (সাহিত্যদ০ ৬।৩৪৩)

অর্থের সম্প্রধারণ অর্থাৎ নিশ্চয়ের নাম যুক্তি।

৮ উপায়। ৯ ভোগ।

"ত্রিচতুঃকর্ণযুক্ত্যাপ্তাস্তে দ্বিঘ্রাত্রিজ্যয়া হৃতাঃ।
স্ফুটাঃ স্বকর্ণস্থিত্যাপ্তা ভবেয়ুর্বানলিপ্তিকাঃ॥" (সূর্য্যসি০ ৭।১৪)

১০ প্রমাণবিশেষ।

"অসম্বাদিপ্রযুক্তানাং বাক্যানাং প্রতিষেধনম্।
স্ববাক্যসিদ্ধিরপি চ ক্রিয়তে তন্ত্রযুক্তিতঃ॥"
(সুশ্রুত উত্তরত০ ৬৫ অ০)

যুক্তিকর (ত্রি) যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিজ্ঞ (ত্রি) যুক্তিং জানাতি জ্ঞা-ক। যিনি যুক্তি অবগত আছেন, যুক্তিকুশল।

যুক্তিমৎ (ত্রি) যুক্তিঃ বিদ্যতেঽস্য, যুক্তি-মতুপ্। ১ যুক্তিবিশিষ্ট। ২ যুক্তিযুক্ত।

যুক্তিযুক্ত (ত্রি) যুক্ত্যা যুক্তং। যুক্তিদ্বারা উপযুক্ত, যুক্তিবিশিষ্ট।

যুক্তিশাস্ত্র (ক্লী) যুক্তিপ্রধানং শাস্ত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা০। যুক্তিপ্রধান শাস্ত্র, প্রমাণশাস্ত্র, যে শাস্ত্রে প্রধান অবলম্বন যুক্তি।

যুগ, যুগি যুগ ধাতু বর্জ্জন। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ যুগতি। লোট্ যুগতু। লিট্ যুযুগ। লুট্ যুগিতা। লুঙ্ অযুগীৎ।

যুগ (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যুজ-ঘঞ্, কুত্বং, ন গুণঃ। যুক্ত-[illegible] [illegible] বিশিষ্টবিবাহে চ [illegible] নিষ্যতে। [illegible]

[illegible] যোগ এব অর্বাদি (কাশিকা ৩।১।১১৮)। ১ যুক্ত, যুগল, জোড়া। ২ বৃদ্ধি ও ঋদ্ধি নামক ঔষধ। ৩ হস্তচতুষ্ক, চারিহাত।

"যে বিক্রতী কথা হস্তো স্রাস্ত্যতীর্থাদিবেষ্টয়ন্ [illegible]
চতুর্হস্তং ধনুর্দণ্ডো নাড়িকা যুগমেব চ।" (মার্ক॰ পু॰ ৪৯।৩৯)

৪ কৃতাদি কালচতুষ্টয়, সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ।

"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" (গীতা ৪।৮)

যখন পাপের বৃদ্ধি এবং ধর্ম্মের হ্রাস হইতে থাকে, তখন ভগবান্ স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। ইহাই সকল শাস্ত্রের মত।

ঋগ্বেদে (১।১৫৮।৬) দীর্ঘতমা "দশমে যুগে" জরাগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে, এই 'যুগ' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ একমত হইতে পারেন নাই, কেহ কেহ "যুগ" অর্থে ৫ বৎসর বলিয়া অনুমান করেন। 'বেদাঙ্গ জ্যোতিষে' যুগ সংজ্ঞাকে পঞ্চবর্ষপরিমিত কালবোধক শব্দ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। পিটার্স্‌বর্গে প্রকাশিত অভিধানের মতে ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'যুগ' শব্দের অর্থ কালবাচক নহে,—উহা বংশ বা পুরুষবাচক, গ্রাসমান সাহেব এই মত সমর্থন করিয়াছেন। ইহাঁদের মতে "দশম যুগ" অর্থ 'দশম পুরুষ' তাহার দ্বারা কি বুঝা যায়—তৎসম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত হয় নাই।

"যুগ" শব্দ ঋগ্বেদের সময়ও কালবাচক ছিল, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। অন্ততঃ এই শব্দের একটী অর্থ কালবাচক ছিল, এ কথা মানিতেই হইবে। পিটার্সবর্গের অভিধানেও অথর্ব্ববেদে (৮।২।২১) উল্লিখিত যুগ শব্দের কালবাচক অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শুধু ঋগ্বেদের প্রয়োগে যুগ "বংশ বা পুরুষানুক্রমিক" অর্থে ব্যবহৃত—উক্ত অভিধান এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ঋগ্বেদে 'মানুষা যুগা' বা 'মনুষ্যা যুগানি' শব্দ যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হইয়াছে, পিটার্সবর্গের অভিধান সে সকল স্থানে ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'মনুষ্যবংশ'। এই অর্থ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ সকলেই সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু সায়ণ ও মহীধর এইস্থানেও যুগ অর্থে কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—ইহাঁদের মতে, মনুষ্যযুগ অর্থ মনুষ্যসম্বন্ধীয় কাল। আবার কোন কোন স্থানে (১।১২৪।২, ১।১৪৪।৪,) সায়ণ "যুগ" অর্থ "যজ্ঞ" বা "যুগল" বলিয়া গ্রহণ করিতেও অনিচ্ছুক নহেন, মনুষ্যযুগ অর্থ তাহা হইলে "মনুষ্যদ্বয়" বা "মনুষ্যযজ্ঞ" হয়। সায়ণকৃত ঐ ব্যাখ্যা হইতেই সম্ভবতঃ পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ তাহা-[illegible] অর্থ বুঝিয়াছেন। যুগ শব্দের বাস্তব নিম্নলিখিত [illegible] করা যাইতে পারে,—১, রাত্রি এবং দিন—এই যুগ। ২, মাস যুগ—শুক্ল, ৩, দুই পক্ষ বা সূর্য্য ও চন্দ্রের যোগ অর্থাৎ এক মাস। কলিযুগের প্রারম্ভে সূর্য্য এবং গ্রহগণের যোগ ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত আছে, এজন্য এই কালকে যুগ আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সুতরাং 'যুগ' অর্থ—'যোগ' 'যজ্ঞ' অথবা 'একপুরুষ' ইহাদের কোন একটি বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণ ঋগ্বেদে ব্যবহৃত 'যুগ' শব্দের অর্থ কালবাচক বলিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক, পাছে তাহা হইলে সত্য ত্রেতা প্রভৃতি যুগকল্পনার আভাস ঋগ্বেদে ছিল ইহা মানিয়া লইতে হয়। তদ্রূপ যুগকল্পনা পরবর্ত্তী সময়ের বলিয়া তাঁহারা সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঋগ্বেদে "যুগে যুগে" শব্দ অন্ততঃ ছয়বার প্রাপ্ত হওয়া যায়, (৩।২৬।৩, ৬।১৫।৮, ১০।৯৪।১২ ইত্যাদি), ইহার প্রত্যেক স্থলেই সায়ণ ইহার অর্থ কালবাচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঋগ্বেদের ৩।৩৩।৮, ১০।১০।১০ এবং ১০।৭২।১ এই সকল স্থলে "উত্তরযুগানি" ও "উত্তরযুগে" এই দুইটি প্রয়োগ পাওয়া যায়, ইহার অর্থ "পরবর্ত্তীকাল।" পরবর্ত্তীকাল ছাড়া আর কিছু হইতে পারে না; সুতরাং পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের সিদ্ধান্ত স্থির থাকে না। ১০।৭২।২ এবং ১০।৭২।৩ এই দুই স্থলে আমরা পুনরায় "দেবানাং পূর্ব্ব্যে যুগে" এবং "দেবানাং প্রথমে যুগে" এই দুইটি প্রয়োগ দেখিতে পাই, "দেবানাং" শব্দ বহুবচনান্ত এবং যুগশব্দ একবচনান্ত। শুধু এখানে যুগ শব্দের "পুরুষ" অর্থ কল্পনা করা যায় না, বিশেষতঃ সমগ্র স্থানটির অর্থ শ্রাল করিয়া চিন্তা করিলে দেখা যায়, সৃষ্টি এবং দেবগণের জন্মের কথাই ঐ স্থলের প্রতিপাদ্য, সুতরাং উক্ত স্থানগুলিতে যুগ শব্দের কালবাচক অর্থ না হইয়া যায় না। এখন "দেবানাং যুগম্" কথার অর্থ যদি "দেবতাদিগের কাল" বুঝিতে হয়, তবে "মনুষ্যযুগানি" বা মনুষ্যযুগ বলিতে "মনুষ্য সম্বন্ধীয় কাল" এই অর্থ গ্রহণ করিতে আপত্তির কিছু মাত্র কারণ দেখা যায় না। তাহা ছাড়া ঋগ্বেদের কোন কোন স্থলে "মানুষ যুগ" শব্দের এরূপ ব্যবহার আছে—যে স্থানে যুগ শব্দের অর্থ "পুরুষ" হইতেই পারে না। দৃষ্টান্ত স্থলে ঋগ্বেদের ৫।৫২।৪ ঋকের "মানুষে যুগে" শব্দ পুরুষবোধক হইতেই পারে না। এই ঋক্‌টির সম্বন্ধে মোক্ষমূলর যুগ শব্দকে কষ্টকল্পনা দ্বারা 'পুরুষ বা বংশ' বাচকরূপে প্রতিপন্ন করিতে যাইয়া একান্ত ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। গ্রিফিথ সাহেব এই ভ্রম অনুভব করিয়া "যুগ" শব্দের অর্থ প্রকারান্তরে কালবাচক বলিয়াই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ১০।১৪০।৬ ঋকেও "মানুষযুগে" শব্দ কালবাচক ব্যতীত কিছু হইতে পারে না।

এখন "মানুষযুগ" যদি কালবাচক করা হয়, তবে এক যুগের পরিমাণ কি তাহা নির্ণয় করা প্রয়োজনীয়। অথর্ব্ব-বেদে (৮।২।২১) একটী স্তোত্রে এই ভাবের প্রার্থনা আছে—"আমরা তোমার ১০০০০০০ বৎসর, ২।৩ অথবা ৪ যুগ পরিমিত জীবন কামনা করি।" এখানে যুগ শব্দের অর্থ অন্ততঃ দশ হাজার বৎসরব্যাপক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ঋগ্বেদে যুগ শব্দের অর্থ অতি অল্পকালব্যাপক ছিল—তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মহামতি বালগঙ্গাধর তিলক কৃতকৃত "the Arctic Home in the Vedas" নামক পুস্তকে ঋগ্বেদের ১।১১৫।৮, ১।১২৪।২; ৮।৭৬৬, ১০।৩৫।৪, ঋক্গুলি উদ্ধৃত করিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ঋগ্বেদের ব্যবহৃত যুগ শব্দের অর্থ এক বৎসর কালেরও ন্যূন সময়ব্যাপক ছিল। কোন কোন স্থলে "যুগ" শব্দ এক মাস কাল সময়ের অর্থেও ব্যবহৃত হইত। ক্রমে এই শব্দ দীর্ঘকালবাচক হইয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে পুরাণবক্তা সৌতির নিকট ঋষিগণ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরীয় যুগ চতুষ্টয়ের বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় সৌতি উত্তরে যুগ, যুগভেদ, যুগধর্ম্ম, যুগসন্ধি, যুগাংশ ও যুগসন্ধান, যুগসম্বন্ধীয় এই ছয় প্রকার বিবরণ ব্যক্ত করিয়াছেন।

যুগনিরূপণ।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুষঙ্গপাদে ৬১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—নিমেষ, কাষ্ঠা, কলা ও মুহূর্ত প্রভৃতি সময়সংজ্ঞক শব্দের মধ্যে একটী লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যতটুকু কাল লাগে, তাহার নাম নিমেষ। পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিশ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিশ কলায় এক মুহূর্ত্ত এবং ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। মানবীয় অহোরাত্রের বিধানকর্ত্তা সূর্য্য। ইহার মধ্যে দিবা কর্ম্মচেষ্টার জন্য এবং রাত্রি নিদ্রার জন্য কল্পিত। মানবীয় পরিমাণে এক মাসে পিতৃগণের এক অহোরাত্র হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষ তাঁহাদের দিবা এবং শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। মানুষমানের ত্রিশ মাসে পিতৃগণের এক মাস এবং উক্ত মানের ৩৬০ মাসে পিতৃগণের এক সম্বৎসর হইয়া থাকে। মানুষ মানের শত বর্ষে তাঁহাদের তিন বৎসর চারি মাস হয়। লৌকিক মানে যে অব্দ নির্দ্দেশ আছে, শাস্ত্রে তাহা দিব্য অহোরাত্র মানে উল্লিখিত। এই দিব্য রাত্রি-দিনের বিভাগ এইরূপ;—উত্তরায়ণ দিবা ও দক্ষিণায়ন রাত্রি।

মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দিব্য এক মাস এবং একশত বৎসরে দিব্য তিন মাস দশ দিন হয়। দৈব বৎসরাদি গণনার নিয়ম এইরূপেই জানিতে হইবে।

মানবীয় তিনশত ষাট বৎসরে দিব্য এক বৎসর এবং মানবমানের তিন হাজার ত্রিশ বৎসরে সপ্তর্ষিগণের এক [illegible]।

মানবমানের ছয় হাজার নব্বই বৎসরে [illegible] এবং উক্ত মানের ছত্রিশ হাজার বৎসরে দিব্য এক শত [illegible]। মনুষ্যের তিন নিযুত ষাটহাজার বৎসরে দিব্য এক হাজার বৎসর। দিব্য প্রমাণ দ্বারা এইরূপই যুগ সংখ্যা নিরূপিত হইয়াছে। যুগসংখ্যার কল্পনা সর্ব্বত্রই দিব্য প্রমাণে স্থির হয়।

ভিন্ন ভিন্ন যুগ ও যুগসন্ধির মান।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ বলেন,—এই ভারতবর্ষে চারিটী যুগ নিরূপিত হইয়াছে, প্রথম কৃত বা সত্য, দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় দ্বাপর এবং চতুর্থ কলি। এই চারি যুগের মধ্যে সত্য যুগের পরিমাণ চারি হাজার বৎসর। ইহার সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ উভয়ই চারিশত বৎসর। ত্রেতাযুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর। সন্ধ্যা তিনশত ও সন্ধ্যাংশ তিনশত বর্ষ। দ্বাপর যুগের পরিমাণ দুই হাজার এবং সন্ধ্যা দুই শত ও সন্ধ্যাংশ দুইশত বর্ষ।

কলিযুগের পরিমাণ দুই হাজার বৎসর এবং সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ দুই শত বর্ষ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগ-চতুষ্টয়ের মোট দিব্য পরিমাণ বার হাজার বৎসর।

মনুষ্যমানে সত্যযুগের পরিমাণ ১৪৪০০০০ বর্ষ। অন্যান্য যুগেরও মানুষমান উক্ত অনুপাতে স্থির করিতে হইবে। মনুষ্যমানে চারিযুগের মোট পরিমাণ—৪৩২০,০০০ বর্ষ।

বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত হইয়াছে, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলায় এক ঘটিকা, দুই ঘটিকায় এক মুহূর্ত্ত, ত্রিংশৎ মুহূর্ত্তে এক অহোরাত্র, ত্রিংশদ্ অহোরাত্রে শুক্ল কৃষ্ণপক্ষদ্বয়াত্মক মাস, ছয় মাসে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হয়। দক্ষিণ অয়ন দেবগণের রাত্রি এবং উত্তরায়ণ দিবা; সুতরাং মনুষ্যমানের এক বৎসরে দেবগণের এক দিবা ও রাত্রি। এইরূপ দেবমানের বার হাজার বৎসরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ হইয়া থাকে। সুতরাং তিন হাজার বর্ষে এক এক যুগ হয়। প্রতি যুগের পূর্ব্ব সন্ধ্যার পরিমাণ যথাক্রমে চারি, তিন, দুই ও একশত বৎসর এবং সন্ধ্যাংশও তদ্রূপ। এইরূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি ইহার চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। (বিষ্ণুপু০ ১।৩ অ০)

এই চারিযুগের মধ্যে সৃষ্টির প্রথমে সত্যযুগ, এবং তৎপরে ত্রেতা ও দ্বাপর এবং শেষে কলিযুগ হইয়া থাকে। প্রথম সত্যযুগে ব্রহ্মা ভূতসমূহের সৃষ্টি ও অন্তিম কলিযুগে সকল সৃষ্টি উপসংহার করিয়া থাকেন। সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ এবং কলিতে পাদমাত্র থাকেন।

মৈত্রেয় পরাশরকে [illegible] কলিযুগের [illegible] জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

[illegible] বিযুক্ত হইবে, [illegible] যাহা হস্তে আসিবে, সে তাহাতেই গর্ব্ব করিয়া প্রকাশ করিবে, এবং আপন আপন অভিপ্রায়ানুসারে সকলে সকল দেবতারই উপাসনা করিবে এবং সকলে সকল আশ্রমে স্বচ্ছন্দ ভাবে প্রবেশ করিবে। মনুষ্যগণ ধর্ম্মের জন্য যাচনা করিয়া বৃথানিপীড়ন ও তোষামোদে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিবে। স্ত্রীগণ সামান্য রূপ সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইবে। স্ত্রীর সুহৃদের প্রার্থনায় অণুমাত্রও বাধা দিতে সক্ষম হইবে না। শূদ্রগণ 'ব্রাহ্মণের সহিত আমাদের কোন বিশেষ নাই' ভাবিয়া গর্ব্বিত হইবে। লোক সকল দুর্ভিক্ষ, রাজকর এবং ব্যাধিদ্বারা নিতান্ত পীড়িত, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ লোপ, লোক সকল পাষণ্ড ও অল্পায়ু হইবে। এইযুগে অষ্টম, নবম এবং দশমবর্ষবয়স্ক পুরুষ সহবাসেই পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তমবর্ষবয়স্কা বালিকারা সন্তান প্রসব করিবে। এই সময়ে ১২ বৎসরে বৃদ্ধ এবং ২০ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। এইযুগে জীবের প্রজ্ঞা অল্প, ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তি অতিকুৎসিত এবং অন্তঃকরণ অতি অপবিত্র হইবে। শ্বশুর ও শাশুড়ী এবং শ্যালক পূজ্য এবং তাহাদের অনুগত হইয়া পিতা মাতার প্রতি অবজ্ঞা করিবে। যাহার স্ত্রী সুন্দরী, তিনি সুহৃদ্ হইবেন। মেঘ সম্যক্‌বর্ষী না হওয়ায় ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ হইবে। যাহা কিছু দোষশব্দবাচ্য ও সাধুবিগর্হিত, সেই সমস্তই এই যুগে ধর্ম হইবে। কিন্তু কলিযুগের এই সকল দোষ থাকিলেও একটী মহৎগুণ এই যে, সত্যকালে কঠোর তপস্যা দ্বারা যে পুণ্য অর্জ্জিত হয়, কলিতে অতি অল্প পরিশ্রম করিলেই মনুষ্য তাহা অর্জ্জন করিতে পারিবে। (বিষ্ণুপু০ ৬।১-২অ০)

দেবী ভাগবতে লিখিত আছে যে, কলিযুগ প্রভাবে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি জাতীয় আচার, সন্ধ্যাবন্দন ও যজ্ঞসূত্র পরিত্যাগ করিবে। চারিবর্ণই স্বকীয় শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছশাস্ত্র অধ্যয়ন ও ম্লেচ্ছাচারী হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় শূদ্রের দাসত্ব, এবং তাহারা পাচক শকটবাহক প্রভৃতি নিকৃষ্ট কর্ম করিবে। পৃথিবী শস্যহীনা, তরুসকল ফলহীন, স্ত্রীগণ রূপহীন ও গাভীসকল দুগ্ধশূন্য হইবে। দম্পতীর পরস্পর প্রীতি থাকিবে না। পুরুষ সকল সত্ত্বহীন, রাজা প্রতাপশূন্য, প্রজা সমস্ত করভারপীড়িত, নদ, নদী, দীর্ঘিকাদি জলশূন্য, ধর্মভূমি ধন ও পুণ্যহীন হইবে। [illegible] স্ত্রী ও বালক [illegible] এবং [illegible] সর্ব্বদা [illegible] করিবে। কোন কোন [illegible] হইবে। [illegible]

[illegible] ব্যক্তিরা পুরাণাদির নিন্দক, দয়াহীন ও মহাপাতকী হইবে। পুরুষ ও স্ত্রীসকল সর্ব্বদাই নিরত ব্যাধিযুক্ত ও খর্ব্বাকৃতি হইবে। মানব ১৬ বৎসরে জরাযুক্ত ও ২০ বৎসরে প্রাণত্যাগ করিবে। স্ত্রীগণ ৮ বৎসরেই ঋতুমতী এবং ১৬ বৎসরে বৃদ্ধা এবং অধিকাংশ স্ত্রীই বন্ধ্যা হইবে। চারিবর্ণই কন্যাদি বিক্রয় করিবে। মনুষ্যগণ প্রায়শঃ মাতা, পত্নী, পুত্রবধূ, ভগিনী ও কন্যা ইহাদের ব্যভিচারলব্ধ ধন দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। হরিনাম বিক্রয় করিয়া মানব অর্থ সঞ্চয় করিবে, মানব কন্যা, পুত্রবধূ, ভগিনী প্রভৃতি সকল অগম্যাগমন করিবে, কেবল মাতৃযোনি পরিত্যাগ করিয়া সকল স্ত্রীর সহিতই বিহার করিবে, এবং পতিপত্নীর নির্ণয় থাকিবে না। বেশ্যা, রজস্বলা, বৃদ্ধা ও কুট্টিনী স্ত্রী বিপ্রগণের রন্ধনশালায় পাচিকা হইবে। আহারাদির নির্ণয় ও যোনিবিচার কিছুই থাকিবে না। সমস্ত লোক স্ত্রীর বশীভূত এবং প্রতিগৃহেই স্ত্রীগণ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবে। গৃহিণীই গৃহের ঈশ্বরী হইবে। স্ত্রী কন্যাদি ব্যতীত অন্য কাহারও সহিত সম্বন্ধ থাকিবে না। সহাধ্যায়িগণের সহিত সম্ভাষণাদিও থাকিবে না। পরিচয় মাত্রই লোকের বন্ধুতা হইবে অন্য কোনরূপ উপকারাদির সংস্রব পরস্পর থাকিবে না। স্ত্রীর অনুমতি ব্যতীত পুরুষ কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে না। এই যুগপ্রভাবে যখন জনসমাজের কোন মাত্র বিভেদ না থাকায় লোক সকল ম্লেচ্ছ হইয়া পড়িবে, তখন ভগবান্ বিষ্ণু কল্কি অবতার হইয়া ইহাদের ধ্বংস করিয়া পুনরায় সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন।

এই সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইলে ধর্ম পূর্ণ ভাবে বিরাজমান থাকিবেন। জগতে ব্রাহ্মণগণ তপস্বী ও ধার্ম্মিক হইয়া বেদাদি প্রভৃতি বিশেষরূপে অবগত হইবেন। প্রতিগৃহে স্ত্রীগণ পতিব্রতা ও ধর্মিষ্ঠা হইবে। বিপ্রভক্ত ক্ষত্রিয়গণ রাজা, এবং তাহারা অত্যন্ত প্রতাপশালী, ধার্ম্মিক এবং সর্ব্বদা পুণ্যকার্য্যে রত থাকিবেন। বৈশ্য ও শূদ্র তাহারা স্ব স্ব ধর্ম্মে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে। কেহ কিঞ্চিন্মাত্রও পাপানুষ্ঠান করিবে না। সকলেই স্ব স্ব ধর্ম্মে নিযুক্ত এবং সকলেরই বুদ্ধি অতি নির্ম্মল হইবে। অধর্ম্মের লেশ মাত্রও থাকিবে না। ধর্ম ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, সুতরাং অতি অল্পমাত্র অধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। দ্বাপরে দ্বিপাদ এই জন্য তখনকার লোকের পাপপুণ্য মিশ্রিত হইবে।

এই রূপ সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে ৩৬০ যুগ অতীত হইলে দেবগণের এক যুগ হয়। (দেবীভাগবত ১৮অ০)

বৃহৎপরাশরসংহিতায় যুগচতুষ্টয়ের ধর্ম এইরূপ নিরূপিত হইয়াছে,— সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দানই একমাত্র প্রধান ধর্ম।

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুত্তমম্।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"

(বৃহৎপরাশর ১ অ০)

চারিযুগের সংহিতানির্ণয়বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতম স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতঃ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ ॥"

(পরাশরস০ ১ অ০)

সত্যযুগে মনুসংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র, ত্রেতায় গৌতমসংহিতা, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিতসংহিতা এবং কলিযুগে পরাশর সংহিতাই ধর্ম্মশাস্ত্র।

সত্যযুগে পতিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে পতিত হইতে হয়, ত্রেতায় পতিত স্পর্শে, দ্বাপরে পতিতান্ন ভক্ষণে এবং কলিযুগে কর্ম্মদ্বারাই পতিত হইতে হয়। সত্যযুগে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দান, ত্রেতায় আহ্বান করিয়া দান, দ্বাপরে প্রার্থনা করিলে দান এবং কলিকালে সেবা করিলে দান করা থাকে। এই সকল দানের মধ্যে যাহাকে দান করিতে হইবে, তাহার নিকট যাইয়া দানই উত্তম, আহূত দান মধ্যম, যাচ্যমান দান অধম এবং সেবাদান নিষ্ফল। সত্যযুগে জীবের প্রাণ অস্থিগত, ত্রেতায় মাংসগত, দ্বাপরে রুধিরগত এবং কলিকালে অন্নগত বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সত্যযুগে শাপ তৎক্ষণাৎ ফলবান্ হয়, ত্রেতায় দশ দিনে, দ্বাপরে একমাসে এবং কলিতে সম্বৎসরে শাপ ফলিয়া থাকে। কলিযুগে ধর্ম্ম, সত্য, ও আয়ু, চতুর্থাংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রতিযুগেই যুগধর্ম্মে বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণ পূজ্য ও মাননীয়।

"কৃতে সম্ভাষ্য পতিতস্ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ভক্ষণেঽন্নস্য কলৌ পততি কর্ম্মণা ॥
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতাস্বাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচমানস্য সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥
অভিগম্যোত্তমং দানং আহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ ত্বন্নাদ্যমেব চ ॥
কৃতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দিনৈঃ।
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলৌ সম্বৎসরেণ তু ॥
যুগে যুগেষু যে ধর্ম্মাস্তেষু ধর্ম্মেষু যে দ্বিজাঃ ॥
তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপা দ্বিজোত্তমাঃ।
ধর্ম্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ তুর্য্যাংশেন কলৌ যুগে ॥"

(বৃহৎপরাশর স০ ১ অ০)

মনুতে লিখিত আছে, যে, সত্যযুগে চারিশতবর্ষ পরমায়ু, ত্রেতায় তিনশত, দ্বাপরে দুইশত, এবং কলিতে শতবৎসর পরমায়ু। সত্যযুগে লোক সকল অরোগী এবং সকল বিষয়েই সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। ত্রেতাদি যুগে এই সকল পাদপাদহীন জানিতে হইবে। শ্রুতিতে 'পুরুষ শতায়ুঃ' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে, কিন্তু সত্যযুগে চারিশত, ও ত্রেতায় তিনশত বৎসর পরমায়ু হইবে, এইরূপ হইলে শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধ হয়। কিন্তু শত শব্দের অর্থ কলিপর অর্থাৎ কলিযুগে জীবের শতবর্ষ পরমায়ু হইবে, কিন্তু বহুত্বপর এইরূপ ব্যাখ্যা করিলে আর বিরোধ হয় না।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্বর্ষশতায়ুষঃ।
কৃতে ত্রেতাদিষু হ্যেষামায়ুর্হ্রসতি পাদশঃ ॥" (মনু ১।৮৩)

'শতায়ুর্বৈপুরুষ ইত্যাদি শ্রুতৌ তু শতশব্দো বহুত্বপরঃ কলিপরো বা' (কুল্লূক)

এই যে আয়ুকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুকৃতি বা দুষ্কৃতি বশে ইহারও হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মার আয়ু বৃদ্ধি, এবং পাপীর আয়ুর হ্রাস হয়।

"তপঃপরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥" (মনু ১।৮৬)

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ, এবং কলিযুগে দানই একমাত্র পরম ধর্ম্ম।

"ধ্যানং পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমধ্বরঃ।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥"

(কূর্ম্মপু০ ২৮ অ০)

সত্যযুগে ধ্যান যজ্ঞ, ত্রেতায় জ্ঞানযজ্ঞ, দ্বাপরে কর্ম্মযজ্ঞ এবং কলিযুগে এক মাত্র দানযজ্ঞই প্রধান ধর্ম্ম। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করিবার জন্য চারি যুগে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। তিনি সত্যযুগে সর্ব্বভূতহিতার্থে মহর্ষি কপিলাদিরূপ অবলম্বন করিয়া সকল প্রাণীকে উৎকৃষ্ট সত্যজ্ঞান প্রদান করেন। ত্রেতাযুগে চক্রবর্ত্তী স্বরূপে দুষ্টগণের নিগ্রহ করিয়া জগৎ রক্ষা করেন। দ্বাপরে বেদব্যাসরূপ ধারণ করিয়া এক বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত ও পশ্চাৎ শত শাখায় বহুলীকৃত করেন, এবং পুনর্ব্বার উহাকে অনেক অংশে বিভাগ করিয়া দেন। কলিযুগের শেষে কল্কিরূপ গ্রহণ করিয়া দুর্বৃত্তদিগকে সৎপথে আনয়ন করেন। (বিষ্ণুপু০ ৩২ অ০)

বৃহৎসংহিতায় যুগের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—প্রভবাদি ষষ্টিসম্বৎসরে ১২টী যুগ হয়, সুতরাং ৬০ বৎসরে ১২টী যুগ হইলে প্রতি পাঁচ বৎসর করিয়া এক একটী যুগ হইবে।

থাকে। এই দ্বাদশ যুগের দ্বাদশ জন অধিপতি আছেন। এই অধিপতিগণের নাম যথা—বিষ্ণু, সুরেজ্য, বলভিদ্, অগ্নি, ত্বষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্রানিল, অশ্বি ও ভগ। এই যুগাধিপতিগণের নামানুসারে যুগ সকলের নাম হয়। যথা নারায়ণযুগ, বৃহস্পতিযুগ, ইন্দ্রযুগ ইত্যাদি।

পাঁচ পাঁচ বৎসরে এক যুগ হয়, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই যুগের অন্তর্বর্ত্তী পাঁচ পাঁচ বৎসরের আবার ৫টী করিয়া সংজ্ঞা আছে, ইহাদের নাম যথা—১ সংবৎসর, ২ পরিবৎসর, ৩ ইদাবৎসর, ৪ অনুবৎসর, ৫ ইদ্বৎসর, অধিপতি যথা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, প্রজাপতি, ও মহাদেব।

পূর্ব্বে যে ১২টী যুগের কথা বলা হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথম চারিটী যুগ, যাহাদিগের অধিপতি বিষ্ণু, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও অনল এই চারি যুগই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। তৎপরবর্ত্তী চারিটী যুগ মধ্যম এবং শেষ চারিটী যুগ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। প্রথম বিষ্ণু যুগ। বৃহস্পতি যে সময় ধনিষ্ঠা নক্ষত্রের প্রথমাংশ প্রাপ্ত হইয়া মাঘ মাসে উদিত হন, তখনই প্রভব নামক বৎসর আরম্ভ হয়। এই বৎসর প্রাণিগণের হিতকারক। দ্বিতীয় বর্ষের নাম বিভব, তৃতীয় শুক্ল, চতুর্থ প্রমোদ এবং পঞ্চম বৎসরের নাম প্রজাপতি। এই বৎসর সকল উত্তরোত্তর শুভপ্রদ। এই সকল বৎসর রাজগণ পৃথিবীকে এরূপভাবে শাসন করেন যে, তাঁহাদিগের শাসনগুণে পৃথিবী শালী, ইক্ষু, ও যবাদি শস্য সকলের নিষ্পাদনকারিণী এবং জনসমূহ ভয়শূন্য ও শত্রুতাবিহীন হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় যুগে অর্থাৎ বৃহস্পতি যুগে যে পাঁচটী বৎসর, তাহাদের নাম অঙ্গিরা, শ্রীমুখ, ভাব, যুবা ও ধাতা, তন্মধ্যে প্রথম তিনটী বৎসর অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। অপর দুইটী সমভাবাপন্ন, অঙ্গিরা আদি তিনটী বর্ষে দেবগণ উত্তমরূপ সুবৃষ্টি করেন এবং লোকগণ নিরাতঙ্ক ও নির্ভয় হয়। শেষ দুইটী বৎসরে যদিও সমভাবে সুবৃষ্টি হয়, কিন্তু রোগ ও সমর হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বিচরণ বশে ঐন্দ্রনামক যে তৃতীয় যুগ প্রবৃত্ত হয়, তাহার প্রথম বর্ষের নাম ঈশ্বর, দ্বিতীয় বহুধান্য, তৃতীয় প্রমাথী, চতুর্থ বিক্রম, এবং পঞ্চম বৃষ। ইহার মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ শুভপ্রদ, এমন কি প্রজাদিগের মঙ্গলে যেন সত্যযুগের অনুকরণ করে। প্রমাথীবর্ষ অত্যন্ত পাপদায়ক। বিক্রম ও বৃষ নামক বর্ষ সুভিক্ষপ্রদ হইলেও এই বর্ষে রোগ ও ভয়াদি হইয়া থাকে।

চতুর্থ হুতাশ নামক যুগের প্রথম বর্ষের নাম চিত্রভানু, এই বৎসর উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। দ্বিতীয় বর্ষের নাম সুভানু, ইহা মধ্যফলবিশিষ্ট। তৃতীয় বর্ষের নাম তারণ, ইহাতে অত্যন্ত বৃষ্টি হয়। চতুর্থ বৎসরের নাম পার্থিব, এই বৎসর পৃথিবী শস্যশালিনী হয়। পঞ্চম বর্ষের নাম ব্যয়, এই বর্ষে প্রাণিগণ কামোদ্দীপ্ত ও উৎসবাকুল হইয়া শোভা পায়।

ত্বাষ্ট্র নামক পঞ্চম যুগের প্রথম বর্ষের নাম সর্ব্বজিৎ, দ্বিতীয় সর্ব্বধারী, তৃতীয় বিরোধী, চতুর্থ বিকৃত, এবং পঞ্চম খর। এই পাঁচটীর মধ্যে দ্বিতীয় বর্ষটী মঙ্গলকারক, এবং অবশিষ্ট গুলি ভয়ের কারণ জানিতে হইবে।

প্রোষ্ঠপদ নামক ষষ্ঠ যুগে প্রথম বৎসরের নাম নন্দন, দ্বিতীয় বিজয়, তৃতীয় জয়, চতুর্থ মন্মথ এবং পঞ্চম দুর্ম্মুখ। এই পাঁচটী বৎসরের মধ্যে প্রথমাবধি তিনটী উৎকৃষ্ট, মন্মথ বৎসর সমফলী এবং পঞ্চম অত্যন্ত হেয়।

সপ্তম পিতৃযুগের প্রথমবর্ষ হেমলম্ব, দ্বিতীয় বিলম্বী, তৃতীয় বিকারী, চতুর্থ শর্ব্বরী এবং পঞ্চম প্লব, ইহার প্রথমবর্ষে ঈতিভয় ও ঝঞ্ঝাবিশিষ্ট বারিবর্ষণ, দ্বিতীয় বর্ষে শস্যবৃদ্ধি অল্প, তৃতীয়বর্ষে অতিশয় উদ্বেগ ও অত্যন্ত উৎপাত, চতুর্থবর্ষে দুর্ভিক্ষ ও ভয় এবং পঞ্চমে সুবৃষ্টি ও শুভ হইয়া থাকে।

অষ্টম বৈশ্বযুগের প্রথম বর্ষের নাম শোভকৃৎ, দ্বিতীয় শুভকৃৎ, তৃতীয় ক্রোধী, চতুর্থ বিশ্বাবসু এবং পঞ্চম পরাভব। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর প্রজাদিগের প্রীতিকারক। তৃতীয় বৎসর বহুদোষপ্রদ, এবং অবশিষ্ট দুইটী বৎসর সমফলী, কিন্তু পরাভববর্ষে অগ্নি, শস্ত্র, রোগ, পীড়া এবং ব্রাহ্মণ ও গো সকলের ভয় হয়।

নবম সৌম্য যুগের প্রথম বৎসরের নাম প্লবঙ্গ, দ্বিতীয় কীলক, তৃতীয় সৌম্য, চতুর্থ সাধারণ, ও পঞ্চম রোধকৃৎ। ইহাদের মধ্যে কীলক ও সৌম্য বৎসর অত্যন্ত শুভপ্রদ। প্লবঙ্গ বৎসরে প্রজাদিগের অত্যন্ত কষ্ট, সাধারণ বৎসরে সামান্য বৃষ্টি ও ঈতিভয় হয়। রোধকৃৎ বৎসরে সুবৃষ্টি ও পৃথিবী শস্যশালিনী হইয়া থাকে।

দশম শক্রানিলদৈবতযুগের প্রথম বৎসরের নাম পরিধাবী, ২য় প্রমাদী, ৩য় আনন্দ, ৪র্থ রাক্ষস এবং ৫ম অনল। তন্মধ্যে পরিধাবী নামক বৎসরে মধ্যদেশ নাশ, রাজার হানি, সামান্য বৃষ্টি ও অগ্নিভয় হয়। প্রমাদী বৎসরে লোক সকল অত্যন্ত অলস এবং নানাপ্রকার বিপ্লব ঘটে। আনন্দবর্ষ আনন্দদায়ক এবং রাক্ষস ও অনলবৎসর ভয়জনক।

একাদশ অশ্বিনামকযুগের প্রথমবৎসরের নাম পিঙ্গল, ২য় কালযুক্ত, ৩য় সিদ্ধার্থ, ৪র্থ রৌদ্র এবং ৫ম দুর্ম্মতি। ইহার প্রথমবর্ষে অত্যন্ত বৃষ্টি, চৌরভয়, শ্বাস [illegible] হয়। কালযুক্তবর্ষ অত্যন্ত দোষকারী, সিদ্ধার্থ বর্ষ শুভফলপ্রদ, রৌদ্র বৎসর অশুভফলপ্রদ, এবং দুর্ম্মতি বৎসর মধ্যফলী হইয়া থাকে।

দ্বাদশ ভগাধিদৈবতযুগের প্রথম বর্ষের নাম দুন্দুভি, ২য় উদ্গারী, ৩য় রক্তাক্ষ, ৪র্থ ক্রোধ এবং ৫ম ক্ষয়। ইহার মধ্যে প্রথম বর্ষ শুভফলপ্রদ, দ্বিতীয় বর্ষে রাজার ক্ষয় ও অসমান বৃষ্টি, তৃতীয় বৎসরে দংষ্ট্রিজন্য ভয় ও রোগ, চতুর্থ বর্ষে যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যনাশ, পঞ্চম ক্ষয় নামক বর্ষে ক্ষয় হয়, এই বৎসর ব্রাহ্মণদিগের ভীতিপ্রদ ও কৃষীবলের বৃদ্ধিকারী এবং পরধনাপহারী বৈশ্য ও শূদ্রগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (বৃহৎসংহিত ৮অ০)

যুজ্যোতে বলীবর্দ্দৌ অস্মিন্নিতি। ৫ রথহলাদ্যঙ্গ। চলিত জোয়ালি। "নাবেব নঃ পারয়তং যুগেব" (ঋক্ ২।৩৯।৪) (সায়ণ) 'যুগা ইব যথা রথস্য যুগে নভ্যেব' যথা চ রথচক্রনাভি কলকে। ধূর্য্যঙ্গগত যানাঙ্গ, রথ, শকট, লাঙ্গল প্রভৃতির অঙ্গবিশেষ।

যুগকীলক (পুং) যুগস্য কীলকঃ। যুগকাষ্ঠের কীলক। চলিত জোয়ালের খিল, পর্য্যায় শম্যা। (অমর)

যুগক্ষয় (পুং) যুগস্য ক্ষয়ঃ। যুগের ক্ষয়, যুগের নাশ।

যুগচ্ছদ (পুং) বৃক্ষবিশেষ, চলিত আপটাগাছ। (বৈদ্যকনি০)

যুগন্ধর (পুং) যুগং ধারয়তীতি ধারি (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃবৃজিধারিসহিতপিদমঃ। পা ৩।২।৪৬) ইতি খচ্, ততো মুম্। কুবর, যুগকার্য্যে যে কাষ্ঠ সংলগ্ন থাকে, গাড়ীর বোম, লাঙ্গলের ঈষ প্রভৃতি। ২ পর্ব্বতবিশেষ।

"নিষধো মাল্যবান্ বিন্ধ্যো হেমকূটো যুগন্ধরঃ।"(শব্দরত্না০)

৩ তুণিপুত্র, ইনি সাত্যকির পৌত্র। (হরিবংশ ১৭০।৩১)

যুগপ (পুং) গন্ধর্ব্ব। (ভারত ১।১৩৩।৫৩)

যুগপত্র (পুং) যুগং পত্রমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। (হেম) ২ যুগ্মপর্ণ বৃক্ষমাত্র। স্বার্থে-কন্।

যুগপত্রিকা (স্ত্রী) যুগং পত্রমস্যাঃ, কপ্-টাপ্, অকারস্যেত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (ত্রিকা০)

যুগপদ্ (অব্য০) যুগমিব পদ্যতে পদ্-ক্বিপ্। একদা, এককালীন, একেবারে।

"কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশততত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥" (ভাগবত ৩৬.২)

যুগপার্শ্বগ (পুং) যুগস্য পার্শ্বং গচ্ছতীতি গম-ড। অভ্যাসার্থ লাঙ্গলপার্শ্ববদ্ধ গো, চলিত পাটে বাঁধা গরু।

যুগমাত্র (ক্লী) যুগং মাত্রা যস্য। যুগপরিমাণ, হস্তচতুষ্ক, চারিহস্ত পরিমাণ।

যুগল (ক্লী) যুজ্যতে পরস্পরং সংগচ্ছত ইতি যুজ, 'বৃষাদিভ্যঃ কলচ্' ছন্দ্বাদি[illegible]কুত্বং। যুগ্ম, জোড়া।

যুগলক (ক্লী) যুগ্মক। যে দুইটী শ্লোকে কোন বিষয়ের পূর্ণ অর্থ জ্ঞাপন করে।

যুগলমন্ত্র (পুং) যুগলাখ্যো মন্ত্রঃ শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। লক্ষ্মীনারায়ণমন্ত্র।

"ইদং রহস্যং পরমং লক্ষ্মীনারায়ণাহ্বয়ম্।
রাজংস্তবাপি বক্ষ্যামি প্রপত্তিং শরণাগতিম্॥
যস্মাৎ পরতরো মন্ত্রো নাস্তি সত্যং ব্রবীমি তে।
যস্মাৎ পরতরো ধর্ম্মো নাস্তি লোকেষু কশ্চন॥
সর্ব্বেষাং কৃষ্ণমন্ত্রাণাং মধ্যে যুগলসংজ্ঞকম্।
মন্ত্রং হি সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠং কৃষ্ণজপ্যমনুত্তমম্॥
সর্ব্বতো যুগলং মন্ত্রং কার্ষ্ণং পরতরং নৃপ।
গুহ্যাদ্‌গুহ্যতমং জাতু জ্ঞেয়ং তত্ত্বদুপাসকৈঃ॥"

(পাদ্মোত্তরখ০ ২৫ অ০)

যুগলাখ্য (পুং) যুগলমিব আখ্যা যস্য। বর্ব্বুরকবৃক্ষ, চলিত বাবলাগাছ। (রাজনি০) (ত্রি) ২ যুগ্মনামক।

যুগবাহু (ত্রি) দীর্ঘবাহু। যুগবদায়ত বাহু।

যুগাংশক (পুং) যুগস্য অংশকঃ ক্ষুদ্রাংশ ইতি। ১ বৎসর। (হারাবলী) ২ যুগবিভাজক।

যুগাক্ষিগন্ধা (স্ত্রী) বৃদ্ধদারকলতা, বীজতাড়ক। (পর্য্যায়মুক্তা০)

যুগাদি (পুং) যুগের আদি। সৃষ্টির প্রারম্ভ।

যুগাদিকৃৎ (পুং) শিব।

যুগাদিজিন (পুং) যুগের আদিতে যে জিন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঋষভ।

যুগাদিজিন শ্রী, ঋষভদেবের নামান্তর।

যুগাদীশ (পুং) ঋষভদেব।

যুগাদ্যা (স্ত্রী) যুগস্য আদ্যা আদিভূতা। যুগারম্ভতিথি, যে তিথিতে প্রথম যুগারম্ভ হইয়াছিল, তাহাকে যুগাদ্যা কহে।

বৈশাখমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, অতএব ঐ তিথি যুগাদ্যা, এইরূপ কার্ত্তিকমাসের শুক্লা নবমীতে ত্রেতাযুগ, ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশীতে দ্বাপরযুগ, এবং পৌষমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কলিযুগ প্রবর্ত্তিত,সুতরাং এইসকল যুগপ্রবর্ত্তিকা তিথি যুগাদ্যা। এই তিথিতে তিথিকৃত্য বিষয়ে তিথি যুগ্মতা নাই, যে দিন এই তিথিতে রবি উদিত হইবে, সেই দিনই তিথিকৃত্য হইবে। এই তিথি অনন্তপুণ্যজনক, ইহাতে স্নান, দান ও শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিলে অনন্ত ফলদায়ক হয় এবং পাপাদির অনুষ্ঠান করিলে তাহাও অনন্তফলপ্রদ হয়। অতএব এই তিথিতে কদাচ পাপাদির অনুষ্ঠান করিবে না।

"বৈশাখে শুক্লপক্ষেতু তৃতীয়ায়াং কৃতং যুগম্।
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষে তু ত্রেতাথ নবমেঽহনি॥
অথ ভাদ্রপদে কৃষ্ণত্রয়োদশ্যান্ত দ্বাপরম্।
মাঘে চ পৌর্ণমাস্যাং বৈ ঘোরং কলিযুগং স্মৃতম্॥

যুগারম্ভাস্তু তিথয়ো যুগাদ্যাস্তেন বিশ্রুতাঃ ॥

এতা যুগাদ্যাঃ কথিতাঃ পুরাণৈরনন্তপুণ্যাস্তিথয়শ্চতস্রঃ।

উপপ্লবে চন্দ্রমসো রবেশ্চ ত্রিষষ্টকাষ্টপায়নদ্বয়ে চ ॥

পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।

শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমাঃ সহস্রং রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥

যুগাদ্যাবর্ষবৃদ্ধিশ্চ সপ্তমী পার্ব্বতী প্রিয়া।

রবেরুদয়মীক্ষান্তে ন তত্র তিথিযুগ্মতা ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগাধ্যক্ষ (পুং) যুগস্য অধ্যক্ষঃ। ১ প্রজাপতি, যুগাধিপতি। ২ শিব।

যুগান্ত (পুং) যুগানামন্তো যত্র, যুগানামন্তো বা। ১ প্রলয়। প্রলয়ে যুগ ধ্বংস হয়, এইজন্য উহাকে যুগান্ত কহে। ২ যুগশেষ।

যুগান্তক (পুং) যুগান্ত এব স্বার্থে কন্। প্রলয়কাল।

যুগান্তর (ক্লী) অন্যৎ যুগং যুগান্তরং। অপর যুগ, ভিন্ন যুগ।

যুগিন্ (ত্রি) দুইখানি।

যুগেশ (পুং) যুগস্য ঈশঃ। যুগের অধিপতি। (বৃহৎস০ ৮।২৩)

যুগোরস্ক, সৈন্যসমাবেশভেদ। সেনা সাজাইবার প্রকারভেদ।

যুগ্ম (ক্লী) যুজ্যতে ইতি যুজ্ (যুজিরুচিতিজাংকুশ্চ। উণ্ ১।১৪৫) ইতি মক্। ১ দ্বয়, জোড়া। পর্য্যায়—দ্বন্দ্ব, যুগল, যুগ। (অমর) ২ মিলন, দুই দুই তিথির মিলনকে তিথিযুগ্ম কহে, তিথির ব্যবস্থা বিষয়ে প্রথমেই যুগ্মাদর দেখিয়া তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হইবে, কোন তিথির সহিত কোন তিথির যুগ্মত্ব আছে, তাহার বিষয় তিথিতত্ত্বে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া, এইরূপ চতুর্থীর সহিত পঞ্চমীর, ষষ্ঠীর সহিত সপ্তমীর, অষ্টমীর সহিত নবমীর, একাদশীর সহিত দ্বাদশীর, চতুর্দ্দশীর সহিত পৌর্ণমাসীর এবং প্রতিপদের সহিত অমাবস্যার যে মিলন, তাহাকে যুগ্ম কহে। এইরূপে তিথিযুগ্ম স্থির করিয়া তৎপরে তৎকৃত্যাদির বিষয় নির্ণয় করিতে হয়।

"যুগ্মাগ্নিকৃতভূতানি ষণ্মুন্যোর্বসুরন্ধ্রয়োঃ।

রুদ্রেণ দ্বাদশীযুক্তা চতুর্দ্দশ্যাথ পূর্ণিমা ॥

প্রতিপদাপ্যমাবাস্যা তিথ্যোর্যুগ্মং মহাফলম্।

এতদ্ব্যস্তং মহাঘোরং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥"

'দ্বিতীয়াতৃতীয়য়োশ্চতুর্থীপঞ্চম্যোঃ ষষ্ঠীসপ্তম্যোঃ অষ্টমীনবম্যোরেকাদশীদ্বাদশ্যোঃ চতুর্দ্দশীপৌর্ণমাস্যোঃ প্রতিপদমাবাস্যয়োর্যুগ্মং মেলনং' (তিথিতত্ত্ব)

৩ দ্বয়বিশিষ্ট। (মনু ৩।৪৮) ৪ মিথুনরাশি। ৫ দুই শ্লোকের সম্বন্ধ, যে স্থলে দুই শ্লোকে অন্বয় একত্র হয়, তাহাকে যুগ্ম কহে।

"দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।

কলাপকং চতুর্ভিঃ স্যাত্তদূর্দ্ধং কুলকং স্মৃতম্ ॥" (সাহিত্যদ০)

যুগ্মক (ত্রি) দুইটী শ্লোক, যাহার একটী ক্রিয়াপদের সহিত অন্বয় করা হইয়াছে।

যুগ্মকণ্টকা (স্ত্রী) বদরীবৃক্ষ, কুলগাছ। (মদনপাল)

যুগ্মজ (পুং) যুগ্মং জায়তে জন-ড। যুগ্মজাতি, যমজ।

যুগ্মৎ (ত্রি) সমান। (শতপথব্রা০ ৯।৩।৩।৫)

যুগ্মধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ মিলনশীল। ২ মিথুনধর্ম্মী।

যুগ্মন্ (ত্রি) যুগ্ম, জোড়া। (শতপথব্রা০ ৯।৩।৩।৪)

যুগ্মপত্র (পুং) যুগ্মং পত্রমস্য। ১ রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। (রত্নমালা) ২ ভূর্জবৃক্ষ। ৩ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি০) (ক্লী) যুগ্মং পত্রং। ৪ যুগলপর্ণ। স্বার্থে-ক। যুগ্মপত্রক।

যুগ্মপত্রিকা (স্ত্রী) যুগ্মং পত্রমস্যাঃ (শেষাদ্বিভাষা। পা ৫।৪।১৫৪) ইতি কপ্, টাপি অত-ইত্বং। শিংশপাবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

যুগ্মপর্ণ (পুং) যুগ্মং পর্ণমস্য। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (রাজনি০) স্ত্রিয়াং টাপ্। যুগ্মপর্ণা বৃশ্চিকালীক্ষুপ। (শব্দ০ চি০) (ক্লী) যুগ্মং পর্ণং। ৩ যুগলপত্র।

যুগ্মফলা (স্ত্রী) যুগ্মং ফলমস্যাঃ। ১ ইন্দ্রচির্ভিটী, ইন্দীবরালতা। ২ বৃশ্চিকালীলতা, চলিত বিছুটীলতা। (রাজনি০) ৩ গন্ধিকা। (রত্নমালা)

যুগ্মফলিনী (স্ত্রী) দুগ্ধিকা, চলিত খিরুই। (পর্য্যায়মুক্তা০)

যুগ্মফলোত্তম (পুং) ফলভেদ (Asclepias Rosea)

যুগ্মবিপুলা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

যুগ্মাঞ্জন (ক্লী) যুগ্মং অঞ্জনং কর্ম্মধা০। অঞ্জনদ্বয়। স্রোতোঽঞ্জন এবং সৌবীরাঞ্জন। (বাভট)

যুগ্মাদর (পুং) যুগ্মস্য আদরঃ। তিথিবিশেষ যোগ দ্বারা তিথিখণ্ড বিশেষের আদর।

তিথির ব্যবস্থা স্থলে যুগ্মাদর দ্বারাই তিথির ব্যবস্থা স্থির করিতে হয়। যেরূপ দ্বিতীয়া তিথির সহিত তৃতীয়া তিথির যুগ্মত্ব আছে, কিন্তু প্রতিপদের সহিত দ্বিতীয়ার যুগ্মত্ব নাই, সুতরাং প্রতিপদ্‌যুক্তা দ্বিতীয়া আদরণীয়া নহে, কিন্তু দ্বিতীয়াযুক্তা তৃতীয়া আদরণীয়া, এইরূপ যে তিথির সহিত যে তিথির যুগ্মতা আছে, তাহাই গ্রহণীয়, এইজন্য উহাকে 'যুগ্মাদর' কহে। [যুগ্ম দেখ]

যুগ্মাদরণ (ক্লী) যুগ্মস্য আদরণং। যুগ্মতিথিপূজ্যতা।

"ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী যা তু সৈব পূজ্যা সদা তিথিঃ।

ন তত্র যুগ্মাদরণমন্যত্র হরিবাসরাৎ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

যুগ্মিন্ (ত্রি) যুগ্ম সম্বন্ধীয়।

যুগ্য (ক্লী) যুগায় হিতং যুগ (উগবাদিভ্যো যৎ। পা ৫।১।২)

ইতি যৎ, যুগমর্হতীতি বা 'দণ্ডাদিভ্যঃ যৎ, যদ্বা যুজ্যত ইতি যুজ. (যুগ্যঞ্চ পত্রে। পা ৩।১।১২১) ইতি ক্যবন্তো নিপাতিতঃ। ১ বাহন, যান।

"যত্রাপবর্ত্ততে যুগ্যং বৈগুণ্যাৎ প্রাজকস্ত তু।
তত্র স্বামী ভবেদ্দণ্ড্যো হিংসায়াং দ্বিশতং দমম্ ॥" (মনু ৮।২৯৩)

(পুং) যুগং বহতীতি যুগ (তদ্বহতি রথযুগপ্রাসঙ্গং। পা ৪।৪।৭৬) ইতি যৎ। ২ যুগবোড়া, যুগবাহী পশু।

যুগ্যবাহ (পুং) অশ্বচালক। গাড়োয়ান।

যুঙ্গিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। গঙ্গাপুত্রের কন্যা এবং বেশধারীর ঔরসে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

"গঙ্গাপুত্রস্ত কন্যায়াঃ বীর্য্যেণ বেশধারিণঃ।
বভূব বেশধারী চ পুত্রো যুঙ্গী প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৹ ব্রহ্মখ৹)

যুচ্ছ, প্রমাদ, অনবধানতা, ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ অক৹ সেট্। লট্ যুচ্ছতি। লোট্ যুচ্ছতু। লিট্ যুযুচ্ছ। লুট্ যুচ্ছিতা। লুঙ্ অযুচ্ছীৎ।

যুজ্, যোগ, যুতি। রুধাদি৹ উভয়৹ সক৹ অনিট্। লট্ যুনক্তি, যুঙ্ক্তঃ, যুঞ্জন্তি। যুঙ্ক্তে। লোট্-হি যুঙ্গ্ধি। আনি যুনজানি। স্ব-যুঙ্ক্ষ। লিঙ্ যুঞ্জ্যাৎ, যুঞ্জীত। লঙ্ অযুনক্, অযুঙ্ক্ত, অযুঞ্জাতাং অযুঞ্জত। লিট্ যুযোজ, যুযুজে। লুট্ যোক্তা। লৃট্ যোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অযুযৎ, অযৌক্ষীৎ, অযুক্ত। কর্ম্মণি লট্ যুজ্যতে। লুঙ্ অযোজি সন্ যুযুক্ষতি-তে যঙ্ যোযুজ্যতে। যঙ্লুক্ যোযুজীতি, যোযোক্তি।

যুজ—২ সংযম, বন্ধন চুরাদি৹ পক্ষে ভ্বাদি৹ পরস্মৈ৹ সক৹ সেট্। যোজয়তি, যোজতি। লুঙ্ অযূযুজৎ। অযোজীৎ। যুজ ৩ নিন্দা। চুরাদি৹ আত্মনে৹ সক৹ সেট্। যোজয়তে। যুজ ৪ সমাধি। দিবাদি৹ আত্মনে৹ অক৹ অনিট্। লট্ নিযুজ্যতে।

অনু+যুজ=অনুযোগ। প্রশ্ন। অভি+যুজ=অভিযোগ। আ+যুজ=সংযমন। প্রশংসা। উদ্+যুজ=উদ্যোগ। উপ+যুজ=উপযোগ। ভোগ। সেবা। নি+যুজ=নিয়োগ। প্রেরণ। প্র+যুজ=প্রয়োগ, প্রেরণ। উল্লেখ। উদাহরণ। অর্পণ। অনুপ্র+যুজ=পশ্চাদ্‌প্রয়োগ। বিপ্র+যুজ=বিপ্রযোগ। বিয়োগ। বি+যুজ=বিয়োগ। সন্+যুজ=সংযোগ।

যুজ্২ (ত্রি) যুজ—যোগে কিন্। ১ যোগকর্ত্তা। মেলনকর্ত্তা।

"গুহায়াং নিরগাদ্বালী সিংহো মৃগমিব দ্রাবন্।
ভ্রাতরং যুঙ্ ভিয়ঃ সংখ্যে যোযেগাপুরমিন্দিশঃ ॥" (ভট্টি ৬।১১৮)

যুজ্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'যুঙ্' এইরূপ পদ হয়। ২ যুগ্ম, জোড়া। ৩ সম, ইহা ছন্দের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পাদরূপ।

"বিষমে যদি সৌ সলগা দলে ভৌ যুজি ভাদ্ গুরুকাবুপচিত্রং ॥"
(ছন্দোমঞ্জরী ৩১)

(পুং) ৪ অশ্বিনীকুমারদ্বয়। এই অর্থে এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত, 'যুজৌ' এইরূপ পদ হইবে। (ত্রিকা৹)

যুজ্য (ত্রি) ১ সংযুক্ত। ২ যোগ করার যোগ্য। ৩ সংযোগ। ৪ সামভেদ।

যুঞ্জক (ত্রি) যুক্ত। কার্য্যনিরত।

যুঞ্জন্দ (স্ত্রী) স্বানভেদ।

যুঞ্জবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ, পাঠান্তর মুঞ্জবান্। (মার্ক৹পু৹ ১৩০।১২)

যুঞ্জাতক (পুং) বৃক্ষবিশেষ। ইহার গুণ—বলকর, শীতল, গুরু, স্নিগ্ধ, তর্পণ, বৃংহণ, বাতপিত্তনাশক, স্বাদু ও বৃষ্য। (চরকসূ৹২৭অ৹)

যুঞ্জান (পুং) যুজ-শানচ্। ১ সারথি। ২ বিপ্র। (মেদিনী) ৩ যোগিবিশেষ। ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে যে, যুক্ত ও যুঞ্জানভেদে যোগী দুই প্রকার। এই যুঞ্জান যোগী চিন্তা করিলে সকল বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইঁহারা সমাধি অবলম্বন করিয়া সকল বিষয় অবগত হইয়া থাকেন।

"যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্ত সর্ব্বদা ভানং চিন্তাসহকৃতোঽপরঃ ॥" (ভাষাপরি৹ ৬৫)

'চিন্তা ধ্যানং তদেব কারণং তৎসহকারাৎ স্থূলসূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টান্ অর্থান্ মনঃ প্রত্যক্ষীকরোতি।' এই যুঞ্জান যোগী ধ্যানস্থ হইয়া সকল বিষয়ই অবগত হইতে পারেন, কিন্তু যুক্ত যোগীর আর ধ্যানের আবশ্যক করে না। [যুক্ত দেখ]

যুঞ্জানক (ত্রি) যোগীভেদ। [যুঞ্জান দেখ]

যুঝা (দেশজ) যুদ্ধ করা।

যুটি (দেশজ) পরস্পর একত্র মিলিত করা।

যুড়াই (দেশজ) শান্তি লাভ করি, আনন্দ লাভ করি।

যুড়ান (দেশজ) শান্তি লাভ করা, সুখ প্রাপ্ত হওয়া।

যুড়ি (দেশজ) ১ জোড়া, একত্র করা, সেলাইকরা। ২ যুগ্ম, যথা যুড়ি গাড়ী।

যুড়িয়াধান (দেশজ) ধান্যভেদ।

যুৎ (স্ত্রী) যুত্-কিপ্। নিন্দা।

যুত, দীপ্তি। ভ্বাদি৹ আত্মনে৹ অক৹ সেট্। লট্ যোতজে। লুঙ্ অযোতিষ্ট। ণিচ্ যোতয়তি। লুঙ্ অযোযুতৎ।

যুত (ত্রি) যু-ক্ত। ১ হস্তচতুষ্টয়। (মেদিনী) (ত্রি) ২ যুক্ত, অপৃথগ্‌ভূত, মিলিত।

"স্ত্রীভির্যুতান্যপ্সরসামিবৌঘৈ
র্মেরোঃ শিরাংসীব গৃহাণি যস্যাং ॥" (ভট্টি ২।৭)

৩ হস্তীতে পদাঘাত।

যুতক (ক্লী) যুত-ক। ১ সংশয়। ২ যুগ। ৩ নারীবস্ত্রাঞ্চল। ৪ যুক্ত। ৫ চলনাগ্র। ৬ যৌতুক। ৭ মৈত্রীকরণ। (শব্দরত্না০) ৮ স্ত্রীবস্ত্রভেদ। (হেম) ৯ সংশ্রয়। ১০ শূর্পাগ্র।

যুতদ্বেষস্ (ত্রি) পৃথক্‌ভূতশত্রুক। (ঋক্ ১৫৩৩)

যুতবেধ (পুং) চন্দ্রের সহিত পাপগ্রহের যোগ হইলে তাহাকে যুতবেধ কহে। পাপগ্রহের সপ্তমে চন্দ্র থাকিলে অথবা চন্দ্র পাপযুক্ত হইলে যুতবেধ হয়, যুতবেধে বিবাহ ও যাত্রাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। [যামিত্র শব্দ দেখ]

যুতা (হিন্দী) বিনামা।

যুতি (স্ত্রী) যু-ক্তি। যোগ, মিলন।

যুৎকার (ত্রি) যুদ্ধকারী। "জিষ্ণুন। যুৎকারেণ চ্যুচ্যবনেন যুক্ষ্ণা" (ঋক্ ১০।১০৩।২) 'যুৎকারেণ যুদ্ধকারিণা' (সায়ণ)

যুদ্ধ (ক্লী) যুধ্যতে ইতি যুধ ভাবে ক্ত। যোধন, চলিত লড়াই। পর্য্যায়—আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্য, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, কলহ, বিগ্রহ, সংপ্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ, সংরাব, আনাহ, সম্পরায়ক, বিদার, দারণ, সংবিৎ, সম্পরায়, তীক্ষ্ণ, অস্বরীষ, বলজ, আনর্ত্ত, অভিমর, সমুদয়। (জটাধর)

বৈদিক পর্য্যায়—রণ, বিবাক্, বিখাদ, নদনু, ভর, আক্রন্দ, আহব, আজি, পৃতনাজ্য, অভীক, সমীক, মমসত্য, নেমধিতা, সঙ্ক, সমিতি, সমন, মীড়্বাহ, পৃতনা, স্পৃধ, মৃধ, পৃৎসু, সমৎসু, সমর্য্য, সমরণ, সমোহ, সমিথ, সঙ্খ, সঙ্গ, সংযুগ, সঙ্গথ, সঙ্গম, বৃত্রতূর্য্য, পৃক্ষ, আণি, শূরসাতি, সমনীক, খল, খজ, পৌংস্য, মহাধন, বাজ, অজ্ম (অজ্মন্), সদ্ম, সংযৎ, সংবত এই ৪৬টী যুদ্ধের পর্য্যায়। (বেদনি০ ২।১৭)

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে, যুদ্ধে নিম্নোক্ত বিষয় সকল বর্ণনা করিতে হয়। যথা—চর্ম্ম, বর্ম্ম, বল, চর, ধূলি, তূর্য্যধ্বন, সিংহনাদ, শবমণ্ডল, রক্তনদী, ছিন্নছত্র, রথ, চামর, হস্তী, অশ্ব, কেতু, বিদীর্ণকুম্ভকহস্তিকুম্ভমুক্তা, ব্যূহরচনাবস্থিত সেনা ও সুরপুষ্পবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

"অগ্নিষ্টোমাদিভির্যজ্ঞৈরিষ্ট্বা বিপুলদক্ষিণৈঃ।
নতৎফলমবাপ্নোতি সংগ্রামে যদবাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি যজ্ঞবিদঃ প্রাহুর্যজ্ঞকর্ম্মবিশারদাঃ।
তস্মাত্তত্তে প্রবক্ষ্যামি যৎফলং শস্ত্রজীবিনাম্ ॥" (অগ্নিপু০যুদ্ধপ্র০)

প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে যে ফল লাভ না হয়, একমাত্র ন্যায়ানুসারে যুদ্ধ করিলে তাদৃশ ফল লাভ হইয়া থাকে। পরসৈন্য ভেদ করিয়া যুদ্ধে মৃত্যু হইলে তাহার ধর্ম্ম, অর্থ ও যশোলাভ বিষ্ণুলোকে গতি এবং চারিটী অশ্বমেধযজ্ঞের ফল হয়।

"ধর্ম্মলাভোঽর্থলাভশ্চ যশোলাভস্তথৈব চ।
যঃ শূরো বধ্যতে যুদ্ধে বিমৃদন্ পরবাহিনীম্ ॥
বিষ্ণোঃ স্থানমবাপ্নোতি এবং যুধান্ রণাজিরে।
অশ্বমেধানবাপ্নোতি চতুরস্তেন কর্ম্মণা ॥" (অগ্নি০পু০যুদ্ধপ্র০)

যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, সমতল স্থানে রথযুদ্ধ, বিষমক্ষেত্রে হস্তিযুদ্ধ, মরুভূমিতে অশ্বযুদ্ধ, দুর্গমস্থানে পত্তি-যুদ্ধ, জলে নৌকাযুদ্ধ এবং বিপত্তিকালে সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধই বিধেয়। যুদ্ধকালে সেনাপতি সৈন্যদিগকে সূচীমুখ করিয়া রাখিবেন, কারণ ইহাতে অল্প সৈন্য বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে।

"রথযুদ্ধং সমে দেশে বিষমে হস্তিসঙ্গরঃ।
অশ্বযুদ্ধং মরৌ দেশে পত্তিযুদ্ধঞ্চ দুর্গমে ॥
অত্যয়ে সর্ব্বযুদ্ধং স্যান্নৌকাযুদ্ধং জলপ্লুতে।
সংহত্য যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্বহূন্ ॥
সূচীমুখমনীকং স্যাদল্পং হি বহুভিঃ সহ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

রাজাদিগের দুর্গই একমাত্র প্রধান বল। যদি রাজগণ অল্প বলবান্ হইয়াও দুর্গবলসম্পন্ন হন, তাহা হইলে তিনি স্থির বলবান্ হইয়া থাকেন। একজন ধনুর্দ্ধারী যোদ্ধা প্রাকা-রস্থ হইয়া শতসংখ্যক যোদ্ধৃপুরুষের সহিত যুদ্ধ করিতে পারে। শত দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ, সুতরাং দুর্গই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

"রাজ্ঞো বলং নহি বলং দুর্গমেব বলং বলম্।
অপ্যল্পবলবান্ রাজা স্থিরো দুর্গবলাদ্ ভবেৎ ॥
একঃ শতং যোধয়তি প্রাকারস্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
শতং দশসহস্রাণি তস্মাৎ দুর্গং বিশিষ্যতে ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

দুর্গ কৃত্রিম ও অকৃত্রিম ভেদে দুই প্রকার। পর্ব্বত ও নদ্যাদি আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয়, তাহা অকৃত্রিম, ইহা শত্রু-নৃপতিগণের এক প্রকার অলঙ্ঘনীয়। প্রাকার, পরিখা ও অরণ্য আশ্রয় করিয়া যে দুর্গ হয় তাহা কৃত্রিম, ইহা শত্রু-গণের লঙ্ঘ্য ও অলঙ্ঘ্য দুইই অর্থাৎ লঙ্ঘন করিতেও পারে, নাও পারে।

"অকৃত্রিমং কৃত্রিমঞ্চ তৎপুনর্দ্বিবিধং ভবেৎ।
যদ্দৈবমুচিতং দুর্গং গিরিনদ্যাদি সংশ্রিয়ম্ ॥
অকৃত্রিমমিদং জ্ঞেয়ং দুর্লঙ্ঘ্যমরিভূভুজাম্।
প্রাকারপরিখারণ্যসংশ্রয়ং যত্তবোদহ।
কৃত্রিমং নাম বিজ্ঞেয়ং লঙ্ঘ্যালঙ্ঘ্যন্তু বৈরিণাম্ ॥" (যুক্তিকল্পতরু)

মহাভারতে রাজধর্ম্মানুশাসন-পর্ব্বাধ্যায়ে বর্ণিত হই-

রাছে,—সত্য, জীবিত, নিরপেক্ষতা, শিষ্টাচার ও কৌশল দ্বারাই যুদ্ধধর্ম্ম প্রতিপালিত হইয়া থাকে। সকলেরই সরল ও বক্র দুই প্রকার বুদ্ধি থাকা আবশ্যক। লোকে বক্রবুদ্ধি দ্বারা লোকের অনিষ্ট না করিয়া সমাগত বিপদ্ সমুদয় অবগত হইবে। অরাতিগণ রাজ্য মধ্যে ভেদ উৎপাদন করিয়া নরপতির সর্ব্বনাশ করিবার চেষ্টা করে। কিন্তু ভূপতি বক্রবুদ্ধিসম্পন্ন হইলে তাহারা কখনই স্বার্থসাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারে না।

যুদ্ধার্থী ভূপতিগণ গজ, চর্ম্ম, বৃষ, অজগরের অস্থি, ও কণ্টক, চামর, শাণিত অস্ত্র, পীত লোহিত বর্ম্ম, নানাবর্ণে রঞ্জিত ধ্বজ ও পতাকা, ঋষ্টি, তোমর, নিশিত খড়্গ, পরশু, ফলক, চর্ম্ম এবং কৃতনিশ্চয় যোধগণকে সংগ্রহ করিয়া রাখিবেন, চৈত্র বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধার্থ সেনাসংযোগ করাই উচিত। কারণ ঐ সময় পৃথিবী বারিপূর্ণা ও শস্যশালিনী হয় এবং শীত বা গ্রীষ্মের আতিশয্য থাকে না। অতএব ঐ দুইমাসই শত্রুগণকে আক্রমণ করিবার উপযুক্ত সময়। শত্রুগণ ব্যসনাপন্ন হইলে যে কোন সময়ে হউক না কেন, তাহাদিগকে আক্রমণ করা যুক্তিসঙ্গত। অভিজ্ঞ কার্য্যদক্ষ চরগণের সুবিদিত স্থলপথ বা জলপথ দিয়া যুদ্ধ যাত্রা করা উচিত। জয়ার্থী ভূপতি সেনাদিগকে উত্তম পথ দিয়া লইয়া যাইবেন। সৎকুলসম্ভূত মহাবল পরাক্রান্ত বীরগণকেই সৈন্যগণের অগ্রণী করা বিধেয়। স্বীয় দুর্গ একদ্বারযুক্ত ও সলিলসম্পন্ন হইলে উহা আশ্রয় করিয়া সমাগত শত্রুগণকে অনায়াসে নিবারণ করা যায়। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ বীরগণ শূন্যপ্রদেশ অপেক্ষা বনের নিকটস্থ ভূমি সৈন্য সংস্থাপনের উপযুক্ত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। অতএব সেই স্থানে সসৈন্যে অবতরণপূর্ব্বক পদাতিগণকে গোপনে রাখিয়া শত্রুগণ উপস্থিত হইবা মাত্র তাহাদের সহিত যুদ্ধ করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য।

সপ্তর্ষিগণকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া অচলের ন্যায় স্থিরচিত্তে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয়শত্রুগণকেও পরাজয় করিতে পারা যায়। যুদ্ধজয়ে শুক্র অপেক্ষা সূর্য্য এবং সূর্য্যাপেক্ষা বায়ুর অনুকূলতা শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

সংগ্রামনিপুণ বীরগণ বারিকর্দ্দমবিবর্জ্জিত লোষ্ট্রবিহীন প্রাকারাদি শূন্য প্রদেশকে অশ্বারোহীদিগের, উদকবিহীন কাশযুক্ত অবন্ধুর প্রদেশকে রথীদিগের, ক্ষুদ্রবৃক্ষাদি সঙ্কুল প্রদেশকে গজারোহীদিগের এবং পর্ব্বত, উপবন ও বেণুবেত্রসমাকুল বহু দুর্গ সমন্বিত প্রদেশ পদাতিকদিগের সংগ্রামোপযোগী বলিয়া বিবেচনা করেন। সৈন্য মধ্যে পদাতিসংখ্যা অধিক হইলে উহা সুদৃঢ় বলিয়া পরিগণিত। নির্ম্মল দিনে রথাশ্ববহুল সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে যুদ্ধ করিতে হইলে সৈন্য মধ্যে অধিক পরিমাণে হস্তী ও পদাতি সৈন্য রাখা আবশ্যক। যে ব্যক্তি দেশকাল বিবেচনা করিয়া এই সকল নিয়ম অনুসারে সুচারুরূপে সৈন্য সংযোজনপূর্ব্বক উৎকৃষ্ট তিথিনক্ষত্রে যুদ্ধ যাত্রা করেন, সতত তাহার জয়লাভ হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রসুপ্ত, তৃষিত, পরিশ্রান্ত, প্রচলিত, পান বা ভোজনে আসক্ত, নিহত, দৃঢ়তর আহত, নিবারিত, বিশ্বস্ত, কার্য্যান্তরব্যাপৃত, তাপিত, বহির্গত, তৃণাদির আহরণকর্ত্তা, শিবিরে পলায়মান এবং রাজার বা অমাত্যের পরিচর্য্যানিরত অধ্যক্ষদিগকে আঘাত করা বিধেয় নহে।

রাজা যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে প্রধানানুসারে ক্রমে ক্রমে সমুদয় যোদ্ধাকে আহ্বান করিয়া কহিবেন যে, এক্ষণে জয়লাভার্থ সংগ্রামস্থলে গমন করিয়া পরস্পর কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না বলিয়া আমাদিগকে শপথ করিতে হইবে। এবং আমাদের মধ্যে যাহারা ভীরুস্বভাব আছেন, অথবা যাহারা নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া আত্মপক্ষীয় প্রধান ব্যক্তির বধ সাধন করিবে, তাহারা যেন এই সময়েই ক্ষান্ত হয়। তাহারা যেন সমরাঙ্গণে গমন করিয়া আত্মীয়ের বিনাশ বা যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে। বীরপুরুষেরা আত্মপক্ষীয় সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া পরিশেষে বিপক্ষগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন। রণে পলায়ন করিলে অর্থনাশ, মৃত্যু ও ঘোরতর অপযশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা নিরপেক্ষভাবে সংগ্রামে গমন করিয়া হয় জয়লাভ, না হয় বিপক্ষের হস্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া সদ্গতি লাভ করিব।

রাজা বা সেনাপতি এইরূপে সৈন্যগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধকালে খড়্গচর্ম্মধারি-পদাতি-সৈন্যগণকে অগ্রভাগে, ও শকটারোহী সৈন্যগণকে পশ্চাদ্ভাগে অবস্থাপন করিয়া মধ্যস্থলে অন্যান্য বীরগণকে সন্নিবেশিত করা কর্ত্তব্য। ঐ সময় যাহারা অগ্রবর্ত্তী থাকিবেন, তাঁহারা শত্রুবিনাশের নিমিত্ত পদাতিগণকে রক্ষা করিবেন। মনস্বিগণ সর্ব্বাগ্রে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে অন্যান্য সৈন্যগণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিয়া তাহাদের রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হইবে। ভীরুদিগের উৎসাহবর্দ্ধনার্থ যত্নসহকারে তাহাদিগের সমীপে অবস্থান করা বীরগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। সেনাপতি সমরপ্রবৃত্ত অল্পসংখ্যক সৈন্যগণকে চতুর্দ্দিকে বিস্তার করিয়া যুদ্ধ করিবেন। অধিক সৈন্যের সহিত অল্পসৈন্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সূচীমুখ ব্যূহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে সেনাপতি সৈন্যদিগকে উৎসাহিত

করিবার জন্ত কহিবেন, 'শত্রুপক্ষীয়েরা পলায়ন করিতেছে, এবং আমাদের মিত্রবল উপস্থিত হইয়াছে। তোমরা নির্ভীকচিত্তে প্রহার কর' এবং সৈন্তগণের উৎসাহবর্দ্ধন শঙ্খ, বেণু, শৃঙ্গ, ভেরী, মৃদঙ্গ ও পনব প্রভৃতি বাস্তধ্বনি সহকারে সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যুদ্ধস্থলে কুল ও দেশাচারপ্রচলিত শস্ত্র ও বাহন ব্যবহার করাই প্রশস্ত। বীরপুরুষেরা ঐ নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়াই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

বর্ম্মধারী না হইয়া ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া ও একত্র হইয়া অনেক ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করা রাজার অকর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি যুদ্ধে অক্ষম হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা অবশ্যকর্ত্তব্য। প্রতিদ্বন্দ্বী বর্ম্ম ধারণ করিয়া আগমন করিলে নরপতি বর্ম্ম ধারণ এবং সৈন্ত সমভিব্যাহারে আগমন করিলে তাহার সৈন্তের সাহায্য গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। বিপক্ষ যদি কপটতা আশ্রয় করিয়া যুদ্ধ করে, তাহা হইলে ভূপতিও কপট যুদ্ধ করিবেন। অশ্বারোহী হইয়া কদাপি রথীর অভিমুখে গমন করিবে না, রথারোহণ করিয়া রথীর অভিমুখী হওয়া উচিত। বিপন্ন, ভীত, বা পরাজিত ব্যক্তির প্রতি কদাচ অস্ত্রনিক্ষেপ করা উচিত নহে। বিষলিপ্ত বা কুটিল বাণ লইয়া যুদ্ধ করা নিতান্ত অনুচিত, দুর্ব্বল, অপত্যহীন, শস্ত্ররহিত, বিপন্ন, ছিন্ন কার্ম্মুক ও হতবাহন ক্ষত্রিয়গণকে বধ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য।

স্বায়ম্ভুব মনু ধর্ম্ম যুদ্ধ করিতেই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সাধুদিগের সতত ধর্ম্ম আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম বিনষ্ট করা বিধেয় নহে। যিনি শঠতা সহকারে অধর্ম্ম যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তিনি আপনি আপনার বিনাশের মূলীভূত হন। অধর্ম্ম যুদ্ধে জয় লাভ করা অপেক্ষা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ পরম ধর্ম্ম। এইজন্ত যুদ্ধকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ক্ষত্রিয়গণ কবচধারণপূর্ব্বক সৈন্তসাগরে অবতীর্ণ হইলেই যুদ্ধ যজ্ঞে অধিকারী হইয়া থাকেন। কুঞ্জরগণ এই যুদ্ধযজ্ঞের ঋত্বিক্, অশ্বগণ অধ্বর্য্যু, অরাতির মাংস হবি, শোণিত আজ্য, এবং শৃগাল, গৃধ্র ও কাকগণ উহার সদস্ত। ঐ সদস্তগণ ঐ যজ্ঞের আজ্যশেষ পান ও হবি ভক্ষণ করিয়া থাকে। শাণিত প্রাস, তোমর, খড়্গ, শক্তি ও পরশু ঐ যজ্ঞের স্রুক্ এবং শত্রুশরীরভেদী নিশিত সায়ক উহার স্রুব। শাণিত খড়্গ উহার স্ফিক্; প্রাশ, শক্তি, ঋষ্টি ও পরশুর আঘাত উহার ধনসম্পত্তি। বীরগণের পরস্পর আক্রমণ ও প্রহার নিবন্ধন যে রুধিরধারা নির্গত হয়, তাহাই ঐ যজ্ঞের সর্ব্বকামপ্রদ পূর্ণাহুতি। সৈন্তগণ মধ্যে 'মার কাট' প্রভৃতি যে সকল শব্দ শ্রবণগোচর হইয়া থাকে, উহা সামগান। শত্রু পক্ষীয়ের সেনামুখ উহার আজ্যস্থালী, হস্তী, অশ্ব এবং চর্ম্মধারী মনুষ্যও সমুদায় শ্যেনচিহ্ন বহ্নি। সংগ্রামে সৈন্ত নিহত হইলে যে কবন্ধ উত্থিত হয়, উহা ঐ যজ্ঞের অষ্টকোণবিশিষ্ট খাদির যূপ, ঢক্কাদি উহার উদ্গাথা। যে মহাবীর ভয়াবহ ঘোরতর শোণিত নদী প্রবাহিত করিতে পারেন, তিনিই যুদ্ধ যজ্ঞের অবভৃত স্নানের উপযুক্ত পাত্র। যিনি নির্ভীকচিত্তে স্বামানুসারে যুদ্ধ করেন, তাহার অশেষ প্রকার সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। যে যোদ্ধা ভীতচিত্তে সমরপরাঙ্মুখ হইয়া বিপক্ষ শরে নিহত হয়, সে নিঃসন্দেহ নরকে গমন করে। (ভারত শান্তিপ° ৯৪।১০২ অ°)

মনুসংহিতা, নীতিময়ূখ, কামন্দকীয় নীতিসার, বৃদ্ধ শার্ঙ্গধর, নীতিপ্রকাশিকা ও শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে যুদ্ধে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিষয় সবিস্তর বর্ণিত আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহার পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে।

"ন চ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্।
ন মুক্তকেশমাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্॥
ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্।
নায়ুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্।
ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥"

(নীতিময়ূখধৃত মনুবচন)

যুদ্ধ ক্ষেত্রে যিনি যান হইতে ভূমিতে অবতরণ করিয়াছেন, তাঁহাকে হনন করা বিধেয় নহে। ক্লীব, অঞ্জলিবদ্ধ, মুক্তকেশ এবং যে 'আমি আপনার শরণাগত' এই কথা বলে, তাহাদিগকে হনন করা অনুচিত। নিদ্রিত, যুদ্ধযোগ্য পরিচ্ছদবিহীন, নগ্ন ও নিরস্ত্র ব্যক্তিকেও আঘাত করিবে না। যিনি যুদ্ধ করিতেছেন না, কেবল মাত্র যুদ্ধ অবলোকন করিতেছেন, এবং যিনি অপরের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, যিনি বিহ্বল ও পলায়নপরায়ণ, এই সকল ব্যক্তিকে হনন করা, বিশেষ নিষিদ্ধ। ইহা ভিন্ন বৃদ্ধ, বালক, স্ত্রী, স্ত্রীবেশধারী, ব্রাহ্মণ, আয়ুধব্যসনপ্রাপ্ত, অর্থাৎ যাহার অস্ত্র ফুরাইয়াছে, মুখে তৃণকারী, ইহাদিগকেও হনন করিতে নাই। কূট আয়ুধ, বিষলিপ্ত অস্ত্র এবং অত্যুষণ অস্ত্র ও বিবিধ যন্ত্রাস্ত্র দ্বারা যুদ্ধ করা বিধেয় নহে।

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
দিগ্ধৈরত্যুষণৈরগ্নিযন্ত্রৈশ্চৈব পৃথক্‌বিধৈঃ॥" (নীতিপ্রকাশিকা)

ধর্ম্মযুদ্ধে কূটাস্ত্রাদি ব্যবহার বিশেষ নিষিদ্ধ। বর্ত্তমান সময়ে কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ হয়, উহা কূটাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং কামানাদি দ্বারা যে যুদ্ধ তাহা ধর্ম্মবিগর্হিত।

ধর্ম্মযুদ্ধ বিষয়ে মনু বলিয়াছেন যে, প্রজাপালনকারী রাজা সমান, মধ্যম ও উত্তম ব্যক্তি কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইয়া যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন না। রাজগণ পরস্পর পরস্পরের বধেচ্ছু হইয়া সমধিক শক্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে যিনি পরাঙ্মুখ না হন, তিনি স্বর্গগামী হইয়া থাকেন।

"সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ।
ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষত্রধর্ম্মমনুস্মরন্॥
আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ।
যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" (মনু)

রাজা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষিত করিবেন, বিধিপূর্ব্বক অস্ত্রাদির শিক্ষা শ্রমবিধি বলিয়া অভিহিত। যতদিন না অস্ত্র শিক্ষা সমাপ্ত হয়, ততদিন শ্রমবিধির অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।' শ্রমক্রিয়া সুসিদ্ধ না হইলে ও অভ্যস্তাস্ত্র পাছে ভুলিয়া যায় সেই জন্য বৎসরের মধ্যে দুই মাস করিয়া শিক্ষিতাস্ত্রের পরিচালন করা বিধেয়। আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই দুই মাসই উহার পক্ষে প্রশস্ত। কিন্তু অন্য ঋতুতে ইহার পরিচালন করিতে নাই।

"এবং শ্রমবিধিং কুর্য্যাৎ যাবৎ সিদ্ধিঃ প্রজায়তে।
শ্রমে সিদ্ধে চ বর্ষাসু নৈব গ্রাহ্যং ধনুঃ করে॥
পূর্ব্বাভ্যাসস্য শস্ত্রাণামাবিস্মরণহেতবে।
মাসদ্বয়ং শ্রমং কুর্য্যাৎ প্রতিবর্ষং শরদৃতৌ॥" (শার্ঙ্গধর)

সেনা সকল পত্তি, সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমূ, অনীকিনী ও অক্ষৌহিণী এই কয়ভাগে বিভক্ত। ইহাদের সংখ্যাদির বিষয় নীতিপ্রকাশিকায় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট—

পত্তি—১ রথ, ১ হস্তী, ৫ পদাতি, ৩ অশ্বারোহী, এই সকল একত্র থাকিলে পত্তি নামে অভিহিত হয়।

সেনামুখ—৩০ রথী, ৩০ গজারোহী, ৩০০০০০ পদাতি ও ৩০০০ অশ্বারোহী একত্র মিলিত থাকিলে তাহাকে সেনামুখ কহে।

গুল্ম—৯ রথী, ৯০ গজারোহী, ৯০০০ অশ্বারোহী ও ৯০০০০০ পদাতি সৈন্য থাকিলে তাহাকে গুল্ম কহে।

গণ—২৭ রথী, ২৭০ হস্তী, ২৭০০০ অশ্ব, ও ২৭০০০০০ পদাতি এই সকল সমবেত হইলে তাহার নাম গণ।

বাহিনী—৮১ রথ, ৮১০ হস্তী, ৮১০০০ অশ্ব, ৮১০০০০০ পদাতি এই সকল মিলিতের নাম বাহিনী।

পৃতনা—২৪৩ রথ, ২৪৩০ হস্তী, ২৪৩০০০ অশ্ব, এবং ২৪৩০০০০০ পদাতি, থাকিলে পৃতনা বলে।

চমূ—৭২৯ রথ, ৭২৯০ হস্তী, ৭২৯০০০ অশ্ব, ৭২৯০০০০০ সৈন্য থাকিলে তাহাকে চমূ কহে।

অনীকিনী—২১৮৭ রথ, ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০০০ অশ্ব এবং এক বিংশতি কোটি সপ্তাশীতি লক্ষ পদাতি থাকিলে তাহাকে অনীকিনী কহে।

অক্ষৌহিণী—উক্ত অনীকিনীর দশ গুণ সৈন্য থাকিলে তাহাকে অক্ষৌহিণী কহে।*

শার্ঙ্গধরকৃত ধনুর্ব্বেদসংগ্রহে অক্ষৌহিণীর পরিমাণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে—এই অক্ষৌহিনী সৈন্যের মধ্যে ২১৮০০০ রথ, ৭০ সামন্ত রাজা, ৭০ হস্তী, ১০৯৩৫০ পদাতি, ৬৫১১০ অশ্ব থাকিবে।

রাজা এই সকল সেনার মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের

* "একো রথো গজশ্চৈকো নরাঃ পঞ্চ হয়াস্ত্রয়ঃ।
যস্যাং সা পত্তিরেতেষাং সহায়ান্ প্রক্রবেঽধুনা॥
সেনামুখে তু গুণিতাস্ত্রয়শ্চৈব রথা গজাঃ।
ত্রিংশত্রিলক্ষপদগা ত্রিসহস্রং হি বাজিনঃ॥
গুল্মে নব রথাঃ প্রোক্তা নাগানাং নবতিং বিদুঃ।
অশ্বানাং নবসাহস্রং নব লক্ষাঃ পদাতয়ঃ॥
গণাখ্যেষু শতাঙ্গানাং বরাণাং সপ্তবিংশতিঃ।
স্তম্বেরমাণাং দ্বিশতং সপ্ততিং প্রাহুরার্য্যকাঃ॥
সপ্তবিংশতিসাহস্রা গান্ধর্ব্বাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ
সপ্তবিংশতিলক্ষাস্তু স্মৃতাশ্চাত্র পদাতয়ঃ॥
বাহিন্যাং স্যন্দনাং প্রোক্তা হ্যেকাশীত্যা নিয়োজিতাঃ।
দশোত্তরাষ্টশতকাঃ পাদ্মিনশ্চাত্র কীর্ত্তিতাঃ॥
একাশীতিসহস্রাস্তু তুরঙ্গাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ।
একাশীতিকলক্ষা বৈ বিখ্যাতাঃ পাদচারিনঃ॥
ত্রয়শ্চ চত্বারিংশচ্চ দ্বিশতং পৃতনা রথাঃ।
চতুঃশতঞ্চ ত্রিংশচ্চ দ্বে সহস্রে চ দন্তিনাং॥
তুরঙ্গাণাং সহস্রাণি ত্রিচত্বারিংশদেবঃ তু।
দ্বে লক্ষে চৈব রাজেন্দ্র দ্বে কোটী চ নৃণাং ভবেৎ॥
চম্বাখ্যো সপ্তম ব্যূহে গণনাং বচ্মি বিস্তরাৎ॥
চম্বাং সপ্তশতং চৈকন্যূনত্রিংশদ্রথাঃ স্মৃতাঃ॥
সপ্তৈব চ সহস্রাণি দ্বেশতে নবতি স্তথা।
গজানাং সপ্ত লক্ষাণি চৈকোনত্রিংশদেব তু॥
সহস্রাণি হয়ানাঞ্চ পদাতীনামথো শৃণু।
সপ্তকোট্যশ্চ চৈকোনত্রিংশল্লক্ষাণি ভূপতে॥
অনীকিন্যাংস্তু দ্বে সহস্রে সপ্তাশীত্যধিকশতং।
রথানামথ নাগানাং গণনাং বচ্মি তেঽনঘ॥
একবিংশৎসহস্রাণি তথাচাষ্ট শতং নৃপ।
সপ্ততিশ্চেতি অশ্বানাং সংখ্যাং শৃণু সমাহিতঃ॥
একবিংশতিলক্ষাণি সপ্তাশীতিসহস্রকম্।
একবিংশতিকোট্যশ্চ পদাতীনাং নরাধিপ॥
সপ্তাশীতিশ্চ লক্ষাণাং বিদ্ধি বুদ্ধিমতাং বর।
এতদ্দশগুণা যা স্যাৎ তামক্ষৌহিণীং শৃণু॥" (নীতিপ্রকাশিকা)

পতাকাদি স্থাপন করিবেন। কারণ উহাতে তিনি নিজ বা পর পক্ষ স্থির করিতে পারিবেন। এই যে সকল সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছি, রাজা ইহাদের উপর এক জন সেনাপতি নিযুক্ত করিবেন। এই সেনাপতি সৎকুলোদ্ভব, জিতেন্দ্রিয়, নানা বিদ্যায় ও যুদ্ধকার্য্যে পারদর্শী ও সুনিপুণ, সুন্দরাকৃতি, ইঙ্গিতবোদ্ধা, সৈন্যনীতিতে অভিজ্ঞ, দুর্দ্ধর্ষ, যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদিগকে সান্ত্বনা করিতে সমর্থ ইত্যাদি গুণসম্পন্ন হইবেন।

যিনি সকল সেনার উপর আধিপত্য করিবেন, তাহাকে সেনাপতি, ইহা ভিন্ন অক্ষৌহিণীপতি, পত্তিপতি, সেনামুখনেতা, গুল্মনায়ক, গণনায়ক, অনীকিনীপতি, চমূপতি প্রভৃতি থাকিবে। এই সকল অধিপতি নিজ নিজ অধীনস্থ সৈন্যপরিচালনা করিবেন, কিন্তু ইহারা সকলেই প্রধান সেনাপতির অধীন থাকিবেন। রাজা সেনাপতির ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তিকে পত্তি, গুল্ম প্রভৃতির আধিপত্যে নিযুক্ত করিবেন। যাহারা সৈন্যদিগকে উত্তমরূপে শিক্ষা দিতে সমর্থ, তাদৃশ ব্যক্তিই সর্ব্ববিধ সেনাপতির উপযুক্ত পাত্র। কার্য্যবিশেষে দুই দুই বা তিন তিন সেনার উপর এক কিংবা ততোঽধিক অধিপতি নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

যিনি যেরূপ সৈন্যের আধিপত্য গ্রহণ করেন, সেই সৈন্যের উপরই তাঁহার স্বাধীনতা থাকিবে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ বিদ্যমানে অর্থাৎ তাহা অপেক্ষা কোন প্রধান সেনাপতি থাকিলে তিনি তাহারই অধীন হইয়া থাকিবেন।

পত্তি প্রভৃতি আটজন অঙ্গপতি আপন আপন জ্যেষ্ঠের অনুগত থাকিবেন। জ্যেষ্ঠানুসারী থাকিয়া স্ব স্ব সৈন্যদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। যিনি সর্ব্বসেনাপতি, তিনি সকলকে অনুগামী করিয়া সুনিয়মে অনুশাসন ও পরিচালনাদি করিবেন। পত্তি প্রভৃতি প্রত্যেক সৈন্যবিভাগে আবার তিন জন করিয়া অধিপতি নিযুক্ত করিবেন এই অধিপতি উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন ভাগে বিভক্ত। ইহারা সকলে আপন আপন প্রধানের অধীন থাকিবেন।

সেনাপতিগণ আপন আপন সৈন্যমধ্যে বিভাগ ক্রমে প্রতিদিন এক একটী করিয়া সঙ্কেত প্রচার করিবেন। ইহা কেবল তিনিই জ্ঞাত থাকিবেন। সেনাপতিগণ আপন আপন সেনাদিগকে একস্থানে রাখিবেন না, এবং প্রতিদিন তাহাদের পরিবর্ত্তন করিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। কেননা সৈন্যগণ একস্থানে ও অপরিবর্ত্তিত থাকিলে শঙ্কার কারণ হইয়া উঠে।

সেনাপতি যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে ব্যূহাকারে রচিত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। ব্যূহের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। নীতিময়ূখকার ছয় প্রকার ব্যূহের উল্লেখ করিয়াছেন, যদিও গরুড়পুরাণপ্রভৃতিতে অনেক প্রকার ব্যূহের উল্লেখ আছে, তাহা হইলেও তাঁহার মতে এই ৬ প্রকারের মধ্যে সকল ব্যূহ অন্তর্ভূত আছে।

"ষণ্ণপ্যন্তে চ গরুড়াদয়ো ব্যূহভেদেনোক্তাস্তথাপ্যেতেষামন্তর্ভাবাৎ ষোঢ়ৈব ব্যূহভেদা জ্ঞেয়াঃ। ব্যূহস্তু মকরশ্যেনসূচীশকটবজ্রসর্ব্বতোভদ্রভেদাৎ ষোঢ়া ॥" (নীতিম০)

এই ছয় প্রকার ব্যূহ যথা—১ মকর, ২ শ্যেন, ৩ সূচী, ৪ শকট, ৫ বজ্র, ও ৬ সর্ব্বতোভদ্র। কোন স্থলে কিরূপ ব্যূহ নির্ম্মাণ করিতে হয়, তাহার বিষয়ে মহাভারতে এইরূপ উক্ত হইয়াছে। যে স্থানে সম্মুখে ভয় থাকে, তথায় মকরব্যূহ, অথবা শ্যেন বা সূচীব্যূহ করিতে হয়। পশ্চাদ্ভাগে ভয় থাকিলে শকটব্যূহ, পার্শ্বদ্বয়ে ভয়কারণ থাকিলে বজ্রব্যূহ, এবং যে স্থলে সকল দিকেই ভয় সম্ভাবনা থাকে, তথায় সর্ব্বতোভদ্র ব্যূহ করিতে হয়। অগ্নিপুরাণে দশ প্রকার ব্যূহ প্রধান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যুদ্ধকালে প্রাণীর অঙ্গের সাদৃশ্য লইয়া এবং ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের গঠন প্রকার অবলম্বন করিয়া বহুবিধ ব্যূহ রচিত হইয়া থাকে।

"গরুড়ো মরকব্যূহশ্চক্রঃ শ্যেনস্তথৈব চ।
অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ বজ্রশ্চ শকটব্যূহ এব চ ॥
মণ্ডলঃ সর্ব্বতোভদ্রঃ সূচীব্যূহস্তথৈব চ।
ব্যূহাঃ প্রাণ্যঙ্গরূপাশ্চ দ্রব্যরূপাশ্চ নৈকধা ॥"

(অগ্নিপু০ রণদীক্ষাপ্রকরণাধ্যা০)

দশ প্রকার ব্যূহ যথা—গরুড়, মকর, চক্র, শ্যেন, অর্দ্ধচন্দ্র, বজ্র, শকট, মণ্ডল, সর্ব্বতোভদ্র ও সূচী।

সেনাপতি যুদ্ধস্থান অবলম্বন করিয়া শত্রুগণের অজ্ঞাতসারে আপনার সৈন্য রচনা করিবেন। অল্প সৈন্য সমবেত হইয়া বহুর সহিত, ইচ্ছা হইলে বহু অল্পের সহিত, আবশ্যক মতে বহু সৈন্যকেও বিস্তৃত করিয়া যুদ্ধ করিবেন। নীতিসার ও নীতিময়ূখ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেনাপতি ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার সর্ব্বাগ্রভাগে অবস্থান করিবেন। অন্যান্য বীরপুরুষ তাহাকে বেষ্টন করিয়া যুদ্ধ করিবে। কিন্তু এই সকল সৈন্য সর্ব্বপ্রযত্নে অগ্রে সেনাপতিকে রক্ষা করিবেন। স্ত্রীলোক, অর্থ, রাজা, খাদ্য দ্রব্য ও তদ্রক্ষক এই সকল ব্যূহের মধ্যস্থলে রাখিতে হয়।

হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতি এই চতুর্ব্বিধ সৈন্যই ব্যূহে বিন্যস্ত থাকে, তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে ইহাদিগকে সাজাইতে হয়। যত প্রকার ব্যূহ আছে, সকল ব্যূহেই এক সাধারণ নিয়মানুসারে হস্ত্যাদির সমাবেশ করিতে হয়।

প্রথমে ব্যূহ রচনা করিয়া তাহার উভয়পার্শ্বে অশ্বারোহী, অশ্বারোহীর পার্শ্বে রথারোহী, রথের পার্শ্বে হস্ত্যারোহী এবং হস্তীর পার্শ্বে পদাতিসৈন্য থাকিবে।

নীতিময়ূখকারের মতে প্রত্যেক ব্যূহে দুইজন করিয়া সেনাপতি থাকা প্রয়োজন, কারণ একজন সম্মুখভাগ আর এক জন পশ্চাদ্‌ভাগ রক্ষা করিবেন। যুদ্ধকুশল সেনাপতি চতুরঙ্গবল অগ্রগামী করিয়া যুদ্ধোপকরণযুক্ত সৈন্যসমূহের পশ্চাদ্ভাগে গমন ও অবস্থান করিবেন এবং খেদপ্রাপ্ত, পলায়মান ও ভগ্নাস্ত্র সৈন্যদিগকে আশ্বাস প্রদান করিবেন।

অগ্নিপুরাণে রণদীক্ষা অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, রাজা এককালে সকল সৈন্য ব্যূহে নিয়োজিত করিবেন না, তিনি সমস্ত সৈন্যকে পাঁচভাগে বিভাগ করিবেন। ইহার মধ্যে দুই ভাগ পক্ষে এবং দুইভাগ অনুপক্ষে এবং একভাগ লুকাইয়া রাখিবেন। বিবেচনানুসারে একভাগ বা দুইভাগ দ্বারা যুদ্ধ করিবেন। অপর তিনভাগ ইহাদের রক্ষার্থে নিযুক্ত করিবেন। রাজা যদি সৈনাপত্যে অবস্থিত না থাকেন, তাহা হইলে তিনি কদাচ যুদ্ধক্ষেত্রে থাকিবেন না। অন্যূন এক ক্রোশ দূরে অবস্থান করিবেন এবং সুদৃঢ় রক্ষিবর্গে পরিবৃত হইয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ দিবেন। যুদ্ধকালে যদি প্রধান সেনাপতি পলায়ন করেন, তাহা হইলে কাহারও যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করা বিধেয় নহে। সকলেরই আত্মরক্ষার্থে পলায়ন করা উচিত।

ব্যূহ মধ্যে সৈন্যসঞ্চালনের নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে যে, সেনাপতি যোদ্ধৃগণকে সংহত করিবেন না, বা বিরল থাকিতে দিবেন না, অস্ত্রসঞ্চালনের ব্যাঘাত না হয়, অস্ত্রে অস্ত্রে ঠেকাঠেকি না হয় এইভাবে সৈন্যদিগকে পরিচালন করিবেন। যখন শত্রুসৈন্য বা ব্যূহ ভেদ করিবার ইচ্ছা হইবে, তখন সংহত হইয়া অর্থাৎ বহু সৈন্য একত্র ও স্রোতের ন্যায় হইয়া ভেদ করিতে হইবে এবং পরসৈন্য যখন আপন সৈন্যদিগকে ভাঙ্গিবার উপক্রম করিবে, তখনও তাহা সংহত হইয়া রক্ষা করিতে হইবে।

এরূপ নিয়মে ব্যূহ প্রস্তুত করা আবশ্যক যে, ইচ্ছা করিবা মাত্র এই ব্যূহ তৎক্ষণাৎ ভাঙ্গিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু ব্যূহ রচনা করা যাইতে পারে। হস্তিসৈন্যের চারিটী পাদরক্ষক রথের জন্য চারিটী অশ্বসৈন্য এবং চারিটী চর্ম্মধারী এবং ইহাদের রক্ষার জন্য চারিজন ধনুর্দ্ধারী নিযুক্ত করা আবশ্যক।

রণমুখে চর্ম্মী অর্থাৎ ঢালধারী সৈন্য রাখিতে হইবে। ইহাদের পশ্চাদ্ভাগে ধনুর্দ্ধারী, এবং ইহাদের পৃষ্ঠদেশে অশ্বারোহী এবং অশ্বারোহীর পৃষ্ঠে রথারোহী ও তৎপশ্চাতে হস্তিসৈন্য স্থাপন করিতে হয়।

এই সকল সৈন্য অতিশয় যত্নের সহিত আপন আপন কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিবেন। যাহারা শূর, উৎসাহী ও নির্ভীক, তাহাদিগকেই সম্মুখভাগে দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক ভীরু একত্র হইলে ব্যূহ ভাঙ্গিয়া যায়, এজন্য তাহাদিগকে কদাপি সম্মুখে দিবে না। যুদ্ধস্থলে কোন ব্যক্তি হত বা আহত হইলে তাহাদিগকে রণস্থল হইতে অপনয়ন করিতে হয়, চর্ম্মধারী যোদ্ধা শত্রুসৈন্য ভেদ, সৈন্যের রক্ষা ও দল বাঁধিয়া থাকিলে তাহাদিগকে বিচ্ছিন্নকরণ এই সকল কার্য্য করিবেন। ধনুর্দ্ধারিযোদ্ধৃগণ শত্রুদিগকে বিমুখ এবং যাহাতে তাহারা অগ্রসর হইতে না পারে, তাহা করিবেন। রথীরা শত্রুদিগের ত্রাস উৎপাদন করিবেন। গজের দ্বারা সংহতের ভেদ, প্রাচীর, তোরণ ও অট্টালিকাদি ভেদ করিবেন। বন্ধুর ভূমিতে পদাতিসৈন্যের দ্বারা, সমতলস্থানে রথিসৈন্য দ্বারা ও জলকর্দ্দমাদিযুক্ত স্থানে গজ সৈন্যদ্বারা যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যূহরচনাপূর্ব্বক সূর্য্যদেবকে পশ্চাদ্‌ভাগে রাখিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতে হয়। এই সময় গ্রহগণ ও বায়ু অনুকূল হইলে যুদ্ধে প্রায়ই জয় হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগের নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহিত ও উত্তেজিত করা আবশ্যক। (অগ্নিপু° রণদীক্ষাপ্র°)

যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যূহস্থ সেনা ও সেনাপতিগণ কিরূপভাবে সঞ্চরণ বা কিরূপে যুদ্ধ করিবেন, শুক্রনীতিতে তাহার বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—সৈন্যগণ সমবেত হইলে ব্যূহ রচনার জন্য বাদ্য বা সঙ্কেত ধ্বনি করিতে হয়, ইহা শুনিয়া সৈন্যগণ পূর্ব্বের শিক্ষানুসারে ব্যূহাকারে অবস্থান করিবে। এই বাদ্য বা সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া অপর কেহ জানিতে না পারে যে কোন প্রকার ব্যূহ রচিত হইয়াছে। ইহা কেবল স্বীয় সৈন্যেরাই অবগত থাকিবে।

রাজা বা সেনাপতি বহুবিধ ব্যূহ রচনা করিবেন। যে স্থলে যেরূপ প্রয়োজন বোধ করিবেন, তথায় অশ্ব, হস্তী ও পদাতি সৈন্যের ভিন্ন ভিন্ন ব্যূহ নির্ম্মাণ করিবেন। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি ব্যূহসঙ্কেত সকল উচ্চরবে শুনাইবেন। ব্যূহের বাম বা দক্ষিণভাগে এবং সময় বিশেষে মধ্যস্থলে থাকিয়া এরূপ উচ্চরবে সাঙ্কেতিক শব্দ করিবেন যেন ব্যূহস্থ সকল সৈনিকই তাহা শুনিতে পায়।

সৈনিকগণ সেই সঙ্কেতধ্বনি শুনিয়া শিক্ষাকালে যেরূপ উপদেশ পাইয়াছিল, তদনুসারে কার্য্য করিবে। সম্মীলন, প্রসরণ, প্রভ্রমণ, আকুঞ্চন, যান, প্রয়াণ, অপযান, পর্য্যায়ক্রমে সাম্মুখ্য, সমুত্থান, লুণ্ঠন, অষ্টদলাকারে অবস্থান, বা চক্রাকারে বেষ্টন, সূচীতুল্য, শকটাকার, অর্দ্ধচন্দ্রাকার, পৃথক্‌ভবন,

অগ্রে অগ্রে পর্য্যায় ক্রমে পংক্তিপ্রবেশ, ভিন্ন প্রকারে অস্ত্রশস্ত্রাদির ধারণ, সন্ধান, লক্ষ্যভেদ, অস্ত্রক্ষেপ, শস্ত্র-নিপাত, শীঘ্র সন্ধান, শীঘ্র অস্ত্রাদি গ্রহণ, শীঘ্র আত্মরক্ষা, অথবা আপনাকে লুক্কায়িত করা, পরকীয় সৈন্য বা প্রহরীর প্রতীঘাত করা, দুই দুই, তিন তিন বা চারি চারিজনে একত্র হইয়া পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন করা, পিছু হাঁটা, সম্মুখদিকে বা পশ্চাদ্‌ভাগে পলায়ন করা অথবা শত্রুর দিকে ধাবিত হওয়া ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্য পূর্ব্বশিক্ষা অনুসারেই করিবে, কদাচ ইহার অন্যথাচরণ করিবেন না।

ব্যূহস্থিত সৈনিক অব্যর্থতার জন্য প্রথমে একটু অগ্রে ধাবিত হইয়া পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ পিছু হাঁটিয়া অস্ত্রত্যাগ করিবে। বিক্ষিপ্তাস্ত্র সৈনিক বসিয়া পড়িবেন, বা পিছু হাঁটিয়া আসিবে। বিপক্ষকে যখন উপবিষ্ট দেখিবে, তখনই অমনি তৎসমীপ-বর্ত্তী হইয়া অস্ত্র ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

শুক্রনীতিতে ব্যূহরচনার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; রাজা বা সেনাপতি যেরূপ সঙ্কেত প্রকাশ করিবেন, সৈনিকগণ তদনুসারে হয় একে একে না হয় দুয়ে দুয়ে কিংবা বহুজনে শিক্ষানুরূপ সঞ্চরণ করিবে। বলাকাসমূহ যেমন আকাশে পঙ্‌ক্তিক্রমে গমন বা ভ্রমণ করে, যুদ্ধ স্থান ও সৈন্যবল বিবেচনা করিয়া সেইরূপ ক্রৌঞ্চব্যূহ করিতে হইবে। বক যেরূপ দল বাঁধিয়া বিচরণ করে, সেইরূপ দলে দলে ইহা সাজান হয় বলিয়া এই ব্যূহের নাম ক্রৌঞ্চব্যূহ।

শ্যেনব্যূহ—ইহার পঙ্‌ক্তিক্রমে গ্রীবাদেশ সূক্ষ্ম, পুচ্ছদেশ মধ্যম, পক্ষদ্বয় স্থূল করা আবশ্যক। শ্যেনব্যূহের পক্ষ বিস্তৃত, গলদেশ ও পুচ্ছ মধ্যম, মুখ শ্যেনপক্ষীর ন্যায়।

মকরব্যূহ—চতুষ্পদাকার, বক্ত্রদেশ স্থূল ও দীর্ঘ, ওষ্ঠ দ্বিগুণ। সূচীব্যূহের মুখ সূক্ষ্ম, দীর্ঘ ও সমদণ্ডাকার, এবং রন্ধ্রযুক্ত।

চক্রব্যূহের মার্গ অর্থাৎ প্রবেশযোগ্য পথ একটী, ৮টী কুণ্ডলাকৃতি পঙ্‌ক্তির দ্বারা বেষ্টিত।

সর্ব্বতোভদ্রব্যূহের চতুর্দ্দিকে ৮ পরিধি, ইহার প্রবেশ যোগ্য দ্বার নাই, ইহা বলয়াকৃতি ৮টী পঙ্‌ক্তি দ্বারা নির্ম্মিত ও গোল। সকল দিকেই ইহার মুখ থাকে। শকটব্যূহ শকটাকার, ব্যালব্যূহ সর্পাকার। এইরূপ অন্যান্য ব্যূহও অন্যান্য জন্তুর আকারবিশিষ্ট।

বিপক্ষপক্ষের সৈন্য অল্প কি অধিক এবং রণভূমি সম বা বন্ধুর, তাহা স্থির করিয়া এক বা ততোধিক ব্যূহ রচনা করিতে হয়। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া সেনাপতি মিশ্রব্যূহও রচনা করিতে পারেন।

রাজাদিগের বহু শত্রু, এবং পররাজ্যের সহিত তাহাদের সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ হইবার সম্ভাবনা। এইজন্য তাহাদের এক একটী দুর্গম্যস্থান প্রস্তুত রাখা আবশ্যক। এই সকল দুর্গম্য দুর্ভেদ্য স্থান দুর্গ নামে অভিহিত হয়। ইহা রাজাদের একটী প্রধান সম্পদ্। রাজগণ দুর্গে অবস্থান করিয়া বহু সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন। [দুর্গের বিবরণ দুর্গ শব্দে দ্রষ্টব্য]

যুদ্ধকালে রাজা বা সেনাপতি মুহুর্মুহুঃ উৎসাহবর্দ্ধক বাক্যের দ্বারা যোধগণকে উত্তেজিত করিবেন। বীরগণ ঐ বাক্যে উত্তেজিত হইয়া জীবনান্ত পণ করিয়া যুদ্ধ করিবে।

রণে জয়লাভ হইলে রাজা যোধগণকে পারিতোষিক প্রদান করিবেন, ইহার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। রণক্ষেত্রে যোধগণ সেনাপতির আজ্ঞানুরূপ কার্য্য সম্পাদন করিলে রাজা তাহাকে সমাদর, সর্ব্বসমক্ষে তাহার প্রশংসা এবং পারিতোষিক প্রদান করিবেন। যে শূর শত্রুরাজাকে বধ করে, রাজা তাহাকে হৃষ্ট হইয়া নিযুত খর্ব্ব (সুবর্ণ মুদ্রা) প্রদান করিবেন, যুবরাজ বা প্রধান সেনাপতি বধ করিলে তাহার অর্দ্ধ, অক্ষৌহিণীপতি বধ করিলে তদর্দ্ধ, মন্ত্রী বা প্রধানামাত্যকে বধ করিলে তদর্দ্ধ পুরস্কার দেওয়া কর্ত্তব্য। অনীকিনী, চমূ, পৃতনা, বাহিনী, গণ, গুল্ম, সেনামুখ ও পত্তি এই সকলের অধিপতিদিগকে বধ করিতে পারিলে অর্দ্ধক্রমে পারিতোষিক পাইবে।

যতবার রণযাত্রা হইবে, তাহার প্রত্যেক যাত্রাতেই রাজা সৈন্য ও ভৃত্যদিগকে আহার ও আচ্ছাদন (খোরাক-পোষাক) নিজ কোষ হইতে প্রদান করিবেন। কিন্তু যখন রণাদি থাকিবে না, তখন কেবলমাত্র তাহাদিগকে বেতন দিবেন।

পর রাজ্য জয় হইলে যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠিত হইবে, রাজা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ গ্রহণ করিবেন এবং অপরার্দ্ধ সৈনিক-দিগকে বিভাগ করিয়া দিবেন।

কোন সৈনিক রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে রাজা তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে মাসিকবৃত্তি প্রদান করিবেন। কেহ আহত হইলে রীতিমত তাহার চিকিৎসা করাইবেন। কোন সৈনিক রণে আহত হইয়া অকর্ম্মণ্য হইলেও তাহার জীবিকা প্রদান করা বিধেয়।

"যুদ্ধে স্বার্থে মৃতা যে চ শক্রভিস্তৎস্ববন্ধুষু।
সেবয়া জীবিতা যে চ দেয়ং তেষাং হি জীবনম্ ॥" ইত্যাদি।
(নীতিপ্রকা°)

যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণত ধনুঃ, ইষু, ভিন্দিপাল, শক্তি, দ্রুঘণ, তোমর, নলিকা, লগুড়, পাশ, চক্র, দন্তকণ্টক, ভুসুণ্ডী, পরশু,

গোশীর্ষ, অসি, কুন্ত, লঘিত্র, স্থূণ, প্রাস, পিণাক, গদা, মুদ্গর, সীর, মুষল, পট্টিশ, পরিঘ, ময়ূখী, শতঘ্নী, দণ্ড, দণ্ডচক্র, ধর্ম্ম-চক্র,কালচক্র, ঐন্দ্রচক্র, শূল, ব্রহ্মশির, মোদকী, বরুণপাশ, বায়ু অস্ত্র, ক্রৌঞ্চাস্ত্র, হয়শির, বিদ্যা, অবিদ্যা, গন্ধর্ব্ব, নন্দন, বর্ষণ, শোষণ, প্রস্বাপন, প্রশমন, সন্তাপন, বিলাপন,নাগাস্ত্র, গারুড়াস্ত্র, নারাচ ও জৃম্ভণ প্রভৃতি শত শত অস্ত্র ব্যবহৃত হইত।

মহাভারতাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে পরস্পর ধর্ম্ম নিয়ম প্রচার করা হইত, উভয়পক্ষ পরস্পর এইরূপ প্রতিজ্ঞাসূত্রে আবদ্ধ হইত যে, আমরা অধর্ম্ম বা অন্যায়পূর্ব্বক রণ করিব না, আরব্ধ সমর সমাপ্ত হইলে পুনর্ব্বার আমাদের মধ্যে প্রীতি সংস্থাপিত হইবে। দিন দিন দৈনিক আহবের অবসানে রাত্রিকালে আমাদের শত্রুতা বিদূরিত হইবে। তুল্যযোগ অতিক্রম, অন্যায়াচরণ ও কেহ কাহাকে প্রতারণা করিব না। বাক্‌যুদ্ধ কালে বাক্‌যুদ্ধ ও অস্ত্র-যুদ্ধকালে অস্ত্রকাণ্ডই হইবে। পলায়িত ও ব্যূহচ্যুত ব্যক্তিকে প্রহার করা হইবে না। রথী রথীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত,পদাতি পদাতির সহিত যোগ্যতা, উৎসাহ, বল ও অভিলাষানুসারে রণ করিবে, তাহাতে কেহ প্রতিকূল কি প্রতিবন্ধক হইবে না। অগ্রে সতর্ক করিয়া পশ্চাদ্ প্রহার করিবে। বিশ্বস্ত ও ভয়বিহ্বল ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না, নিরস্ত্র ও বর্ম্মরহিত ব্যক্তিকে প্রহার করা বিধেয় নহে। সারথি, ভারবাহী, শাস্ত্রনেতা, দাস ও বাদ্যকর প্রভৃতিকে বধ করা নিষিদ্ধ।

পূর্ব্বে যে সকল অস্ত্রের নাম উল্লেখ করিয়াছি, ইহা ভিন্ন দেবাস্ত্র অর্থাৎ মন্ত্রাত্মক বহুবিধ অস্ত্রেরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদে লিখিত আছে যে, কলিকালে ঐ সকল অস্ত্র বিকৃত হইয়া যায়, তাহার কারণ এই যে, কালের পরিবর্ত্তনে মানবের দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। দেহ, শক্তি ও বুদ্ধির বিকারবশতঃ লৌহ-গুলিকা বা সীসক-গুলিকার নিক্ষেপক, লৌহাদি নির্ম্মিত যন্ত্র সকল এবং অন্যান্য প্রাণিসংহারক যন্ত্র সকল দ্বারা কলিকালের লোক সকল কূটযুদ্ধ করিবে। এই সকল কূটযুদ্ধ ধর্ম্মবিগর্হিত, এবং ইহাতে কিছু মাত্র পৌরুষ নাই।

"এতানি বিকৃতিং যাস্তি যুগপর্য্যায়তো নৃপ।
দেহদার্ঢ্যানুসারেণ তথা বুদ্ধ্যনুসারতঃ॥
যন্ত্রাণি লৌহসীসানাং গুলিকাক্ষেপণানি চ।
তথা চোপলযন্ত্রাণি কৃত্রিমাণ্যপরাণ্যপি।
কূটযুদ্ধসহায়ানি ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে॥"

(বৈশম্পায়নপ্রোক্ত ধনুর্ব্বেদ)

ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রাচীন রণপ্রথার অনেক তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। পুরাকালের শুম্ভনিশুম্ভ, ও রাম-রাবণের রণ, কুরুপাণ্ডবের ভারতসমরকথা যথাযথভাবে পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতাদিতে বর্ণিত আছে। ভারতের ঐ সকল সুবিখ্যাত ও সর্ব্বজনপরিচিত মহাযুদ্ধ যে সময়ে সংঘটিত হয়, সেই সমকালে প্রাচীন সমৃদ্ধ আসিরীয়া, বাবিলোনীয় প্রভৃতি রাজ্যে খৃষ্টপূর্ব্বের প্রায় ৩ হাজার বৎসর পূর্ব্বে রথারোহণে রণ করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত ছিল। এখন নিনিভে, খোর্শাবাদ, নিমরুদ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীন ধ্বস্তকীর্ত্তির মধ্যে প্রস্তরফলকাঙ্কিত যে সকল রণচিত্র প্রতিফলিত রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে আসিরীয় ও বাবিলোনীয় প্রাচীন জনগণ ধনুর্ব্বাণহস্তে রথারোহণে যুদ্ধ করিতেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে য়ুরোপেও তীরধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও কামান বন্দুক প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিবার রীতি ছিল। য়ুরোপেও প্রথমে কাড়াবিন্ (Carabine) নামক বন্দুকের ব্যবহার ছিল। তৎপরে বন্দুক ও কামানের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্ব হইতে রোমক, বর্ব্বর, হূণ ও কার্থেজীয়-দিগের রণে অক্ষয় খ্যাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। কার্থেজীয় হানিবল একজন অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। গ্রীক কবি হোমারের গ্রন্থে ইউলিসিস্ প্রভৃতি মহাবীরের উল্লেখ দেখা যায়। জরক্ষেশ ও দরায়ুস প্রভৃতি পারস্যরাজ এবং মাকিদনপতি আলেকসান্দারের যুদ্ধকাহিনী জগতে অতুলনীয়। মোগলপতি চেঙ্গিশ খাঁর দেশবিধ্বংসী পরাক্রমের কথা ইতিহাসে বিবৃত আছে।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে যখন ভারতে ইংরাজ, ফরাসি, মুসলমান প্রভৃতি খণ্ডবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া স্ব স্ব প্রতিপত্তি স্থাপনে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তখন য়ুরোপের বিখ্যাত বীর নেপোলিয়ানের (বোনাপার্ট) প্রাদুর্ভাব হয়। নেপোলিয়ান যুদ্ধবিদ্যার অনেক সংস্কার করিয়া গিয়াছিলেন। এই সকল রণে, কামান, বন্দুক, তরবারি ও বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র প্রধানতঃ ব্যবহৃত হইয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দের ট্রান্সভাল সমরে 'লঙ্ টম্' নামক বিখ্যাত কামান নির্ম্মিত হয়। ইহার পূর্ব্বে জর্ম্মণির প্রসিদ্ধ ধাতুবিদ্ সামুয়েল মাক্সিম 'Maxim gun' নামক সুপ্রসিদ্ধ কামানের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ঐ কামানের সাহায্যে ঘণ্টায় ২ বা ৩ শত গোলা নিক্ষেপ করা যায়। ইংরাজরাজ টিরা অভিযানে ও বর্ত্তমান তিব্বত অভিযানে ঐ 'মাক্সিম গান্' আস্তে আস্তে চালাইয়া ছিলেন।

বর্ত্তমান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুষজাপান যুদ্ধে যেরূপ

বৈজ্ঞানিক অস্ত্রশস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, এরূপ ভয়াবহ যুদ্ধ আর জগতে সংঘটিত হয় নাই। নেপোলিয়ানের অষ্ট্রা-লিট্জ্ সমর ও ইংরাজ নৌসেনাপতি নেল্‌সনের ট্রাফল্‌গার রণ বর্ত্তমান ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতে গজনী-পতি মাহ্মুদ, মহম্মদঘোরি, বাবরশাহ, নাদির শাহ প্রভৃতির আক্রমণ কালে অনেকবার সমর ঘটিয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাতে উভয় পক্ষের বলাবল সমতুল্য ছিল না। ঐ সময় হইতে ভার-তীয় রাজন্যগণের মধ্যেও স্বাধিকারপ্রতিষ্ঠা লইয়া সংখ্যাতীত রণক্রীড়া হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল রণের মধ্যে ইংরাজাধিকারে ভারতীয়ের স্বাধীনতাপ্রয়াস উপলক্ষে মহারাষ্ট্র-সমর ও সিপাহী-বিদ্রোহ সামান্য রণকৌশলের পরিচায়ক নহে।

৩ গ্রহদিগের পরস্পরমিলনকে যুদ্ধ কহে, ইহার মধ্যে একটু বিশেষ এই মঙ্গলাদি পঞ্চ গ্রহের পরস্পর মিলনই যুদ্ধ নামে, চন্দ্রের সহিত মিলন সমাগম এবং সূর্য্যের সহিত মিলন অস্ত নামে অভিহিত হয়। বৃহৎসংহিতায় এই গ্রহযুদ্ধের বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

"বিয়তি চরতাং গ্রহাণামুপর্য্যুপর্য্যাত্মমার্গসংস্থানাং।
অতিদূরাদ্দৃগ্‌বিষয়ে সমতামিব সম্প্রয়াতানাম্॥
আসন্নক্রমযোগাদ্ভেদোল্লেখাংশুমর্দ্দনাসব্যৈঃ।
যুদ্ধং চতুষ্প্রকারং পরাশরাদ্যৈর্মুনিভিরুক্তং॥"(বৃহৎস॰ ১৭।২-৩)

উপর্য্যুপরি ভাবে আত্মমার্গসংস্থিত গ্রহগণের যে অতি দূর হইতে দর্শন-বিষয়ে সমতা তাহাকে গ্রহযুদ্ধ কহে। পরা-শরাদি মুনিগণ এই গ্রহযুদ্ধকে আসন্ন ক্রমযোগ হেতু ভেদ, উল্লেখ, অংশুমর্দ্দন ও অপসব্য এই চারি ভাগে বিভাগ করিয়াছেন।

গ্রহদিগের ভেদ যুদ্ধ হইলে অনাবৃষ্টি, সুহৃদ্ ও কুলীন-গণের ভেদ হয়। উল্লেখে শাস্ত্রভয়, মন্ত্রিবিরোধ ও দুর্ভিক্ষ, অংশুমর্দ্দনে রাজগণের যুদ্ধ ও রোগ এবং অপসব্যে নৃপতি-গণের সমর উপস্থিত হইয়া থাকে।

সূর্য্য মধ্যাহ্নে আক্রন্দ, পূর্ব্বাহ্নে পৌর এবং অপরাহ্নে যায়ী। (আক্রন্দ, পৌর ও যায়ী ইহা গ্রহদিগের এক প্রকার গতি।) বুধ, গুরু ও শনি ইহারা সর্ব্বদা পৌর, চন্দ্র নিত্য আক্রন্দ, কেতু, কুজ, রাহু, ও শুক্র ইহারা যায়ী অর্থাৎ গ্রহসকল ঐ প্রকার গতিবিশিষ্ট।

যে গ্রহ দক্ষিণদিকস্থিত রুক্ষ, কম্পিত, অপ্রাপ্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে নিবৃত্ত অর্থাৎ বক্রী ক্ষুদ্র অন্তগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত, বিকৃত, নিষ্প্রভ ও বিবর্ণ বোধ হয়, সেই গ্রহ পরাজিত হইয়া থাকে, আর ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে গ্রহ জয়ী বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু বিপুলমণ্ডল স্নিগ্ধ ও দ্যুতিমান্ হইয়া দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী হইলেও তাহাকে জয়ী বলা যায়। এই লক্ষণটী কেবল শুক্রের পক্ষে জানিতে হইবে। কারণ শুক্র ভিন্ন কোন গ্রহই জয়ী হইয়া দক্ষিণদিক্‌বর্ত্তী হয় না। আর ইহাও জানা উচিত যে, শুক্র দক্ষিণদিকেই থাকুক বা উত্তরেই থাকুক প্রায়ই সমরে জয়ী হয়।

"উদক্‌স্থো দক্ষিণস্থো বা ভার্গবঃ প্রায়শো জয়ী।" (সূর্য্যসি॰)

গ্রহযুদ্ধকালে দুইটী গ্রহই যদি রশ্মিযুক্ত, বিপুলমণ্ডল ও স্নিগ্ধ হয়, তাহাকে অন্যোন্যপ্রীতি কহে। এইরূপ হইলে পৃথি-বীতে রাজগণের যুদ্ধকালে সমতা হয়।

গ্রহদিগের এইরূপ নক্ষত্রাদির সহিতও সমর হইয়া থাকে। গ্রহ ও নক্ষত্রগণ যে সকল দেশ ও দ্রব্যাদির অধিপতি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,যে যে গ্রহ বা নক্ষত্র যখন পরাজিত হয়, তখন সেই সেই দ্রব্য বা সেই সেই দেশের অনিষ্ট হইয়া থাকে। যে গ্রহ জয়ী হয়, তদধীন দ্রব্য ও দেশের শুভ হইয়া থাকে।

(বৃহৎস॰ ১৭ অ॰)

যুদ্ধক (ক্লী) যুদ্ধমেব স্বার্থে ক। যুদ্ধ।

যুদ্ধকারিন্ (ত্রি) যুদ্ধং করোতি কৃ ণিনি। যুদ্ধকর্ত্তা, যিনি যুদ্ধ করেন।

যুদ্ধকীর্ত্তি (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।

যুদ্ধপুরী (স্ত্রী) নগরভেদ।

যুদ্ধভূ (স্ত্রী) যুদ্ধস্য-ভূঃ বা যুদ্ধোপযুক্তা-ভূঃ। যুদ্ধের ভূমি, যুদ্ধোপযুক্তভূমি, যে ভূমিতে যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুদ্ধময় (ত্রি) যুদ্ধ-স্বরূপে ময়ট্। ১ যুদ্ধস্বরূপ। ২ রণসম্ব-ন্ধীয়। ৩ রণপ্রিয়।

যুদ্ধমুষ্টি (পুং) উগ্রসেনের পুত্র। (বিষ্ণুপু॰)

যুদ্ধমেদিনী (স্ত্রী) যুদ্ধোপযুক্তা মেদিনী। রণভূমি।

(রামায়ণ ৬।১৯।১৬)

যুদ্ধরঙ্গ (পুং) যুদ্ধে রঙ্গো রাগো যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। (শব্দচ॰) যুদ্ধস্য রঙ্গঃ। ২ যুদ্ধস্থল।

"অন্যোহন্যং জঘ্নিরে ক্রুদ্ধাঃ যুদ্ধরঙ্গগতা নরাঃ।"(ভারত ৭।৯৫।১৮)

যুদ্ধবৎ (ত্রি) যুদ্ধং বিদ্যতেঽস্য যুদ্ধ (বলাদিভ্যোমতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি মতুপ্, মস্য ব। ১ রণবিশিষ্ট। এই সূত্রানুসারে পক্ষে ইন্ প্রত্যয় করিয়া 'যুদ্ধিন্' এইরূপ পদও হইবে।

যুদ্ধবস্তু (ক্লী) যুদ্ধার্থং বস্তু। যুদ্ধোপকরণ, যুদ্ধের দ্রব্য।

যুদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) যুদ্ধস্য বিদ্যা। যুদ্ধবিষয়কবিদ্যা।

যুদ্ধবীর (পুং) যুদ্ধে বীরঃ। রণনিপুণ, রণকুশল।

যুদ্ধশালিন্ (ত্রি) যুদ্ধ-শাল-ণিনি। ১ যোধপুরুষ, যোদ্ধা, রণকারী। ২ সাহসী।

যুদ্ধসার (পুং) যুদ্ধস্য সারঃ। ঘোটক। (শব্দচ০)

যুদ্ধস্থল (ক্লী) যুদ্ধস্য স্থলং। যুদ্ধের স্থান।

যুদ্ধাচার্য্য (পুং) যুদ্ধস্য আচার্য্য। রণশিক্ষাদাতা, যাহার নিকট রণকৌশল শিক্ষা করা যায়। ব্রাহ্মণ যুদ্ধাচার্য্য হইলে নিন্দিত হন।

"পক্ষিণাং পোষকো যশ্চ যুদ্ধাচার্য্যস্তথৈব চ।" (মনু ৩।১৬২)

যুদ্ধাঙ্গি (পুং) অঙ্গিরার গোত্রাপত্য।

যুদ্ধাধ্বন্ (পুং) যুদ্ধস্য অধ্বা। ১ রণে গমন। ২ যুদ্ধপথ।

যুদ্ধাবসান (ক্লী) যুদ্ধস্য অবসানং। যুদ্ধের শেষ।

যুদ্ধিন্ (ত্রি) যুদ্ধমস্যাস্তীতি (বলাদিভ্যো মতুবন্যতরস্যাং। পা ৫।২।১৩৬) ইতি পক্ষে ইনি। যুদ্ধবিশিষ্ট, যুদ্ধবান্।

যুদ্ধোন্মত্ত (ত্রি) যুদ্ধে উন্মত্তঃ। অতিশয় যুদ্ধপরায়ণ। (পুং) ২ রাক্ষস। (রামায়ণ ৫।১২।১৪)

যুদ্ধোপকরণ (ক্লী) যুদ্ধস্য উপকরণং। যুদ্ধের উপকরণ, অস্ত্রশস্ত্রাদি, যাহা দ্বারা যুদ্ধ করা যায়।

যুদ্ভূ (স্ত্রী) রণভূমি, রণক্ষেত্র।

যুধ,যুদ্ধ। দিবাদি০ আত্মনে০ অক০ অনিট্, হননার্থে সকর্ম্মক। লট্ যুধ্যতে। লোট্ যুধ্যতাং। লিট্ যুযুধে। লুট্ যোদ্ধা। লৃট্ যোৎস্যতে। আশীর্লিঙ্ যোৎসীষ্ট। লুঙ্ অযুদ্ধ, অযুৎসতাং, অযুৎসত। সন্ যুযুৎসতে। যঙ্ যোযুধ্যতে। যঙ্ লুক্ যোযোদ্ধি। ণিচ্ যোধয়িতা। লুঙ্ অযুযুধৎ।

যুধ্ (স্ত্রী) যোধনমিতি যুধ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ, সংগ্রাম।

"যো ন দেবাসুরৈঃ সর্ব্বৈঃ শক্যঃ প্রসহিতুং যুধি।
তং পশ্য সুখসংসুপ্তং তৃণেষু সহ সীতয়া॥"
(রামায়ণ ২।৫২।১০)

যুধাংশ্রৌষ্টি (পুং) জনৈক ঋষি। (ঐতরেয়ব্রা০ ৮।২১)

যুধাজি (পুং) অঙ্গিরার বংশধর।

যুধাজিৎ (পুং) ১ ক্রোষ্টু নৃপপুত্র, মাদ্রী গর্ভজাত নৃপভেদ। (হরিবং ৩৫ অ০) ২ কেকয়পুত্র, ভরতের মাতামহ। ৩ বৃষ্ণিপুত্র। ৪ উজ্জয়িনী-রাজভেদ।

যুধান (পুং) যুধ্যতেঽসৌ যুধ (যুধি বুধি দৃশঃ কিচ্চ। উণ্ ২।৯০) ইতি আনচ্, স চ কিৎ। ১ ক্ষত্রিয়। ২ রিপু। (উজ্জ্বল)

যুধামন্যু (পুং) রাজভেদ। ভারতযুদ্ধকালে ইনি পাণ্ডব পক্ষে থাকিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

"যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।" (গীতা ১।৬)

যুধাসুর (পুং) রাজা নন্দের নামভেদ।

যুধিক (ত্রি) যুধ-ষ্ঠিক্। যোদ্ধা।

যুধিঙ্গম (পুং) যুদ্ধে গমন। (অথর্ব্ব০ ২০।১২৪।১১)

যুধিষ্ঠির (পুং) যুধি সংগ্রামে স্থিরঃ (গবিযুধিভ্যাং স্থিরঃ। পা ৮।৩।৯৫) ইতি ষত্বং। (হলদন্তাৎ সপ্তম্যাঃ সংজ্ঞায়াং। পা ৬।৩।৯) ইতি অলুক্। পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠপুত্র, পর্য্যায় অজাতশত্রু, শল্যারি, ধর্ম্মপুত্র, অজমীঢ়। (হেম)

হস্তিনাপুরের চন্দ্রবংশীয় স্বনামখ্যাত রাজা। ইনি পঞ্চপাণ্ডবের জ্যেষ্ঠ ছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে যে, কুন্তী দুর্ব্বাসাপ্রদত্ত মন্ত্র যথাবিধানে জপ করিয়া ধর্ম্মের সহযোগে এই পুত্র লাভ করেন। কার্ত্তিকমাসের পূর্ণাতিথি অর্থাৎ শুক্লাপঞ্চমীতে চন্দ্রযুক্ত জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে, অভিজিৎ নামক অষ্টম মুহূর্ত্তে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় কুন্তী এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, "পাণ্ডুর এই প্রথম পুত্র ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ,বিক্রান্ত, নরোত্তম,সত্যবাদী, ভূমণ্ডলের একছত্রাধিপতি, ত্রিলোকবিশ্রুত যশস্বী, তেজস্বী, ব্রতপরায়ণ এবং যুধিষ্ঠির নামে বিখ্যাত হইবেন।" এইরূপে যথাক্রমে কুন্তীর গর্ভে ভীম ও অর্জ্জুন এবং মাদ্রীর উদরে নকুল ও সহদেবের উৎপত্তি হয়। অনন্তর মৈথুনধর্ম্মের অনুগামী হইয়া ভূপাল পাণ্ডু হতচেতন হন। [পাণ্ডু দেখ।]

পাণ্ডুর ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাপিত হইলে, কুন্তী, ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্ম বন্ধুগণের সহিত সমস্ত কুরুগণকে ও সহস্র সহস্র বিপ্রশ্রেষ্ঠকে ভোজন করাইলেন। তদনন্তর তাঁহারা কৃতশৌচ পাণ্ডবগণকে লইয়া হস্তিনাপুরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পাণ্ডবগণ বেদবিহিত সংস্কারসমূহ প্রাপ্ত হইয়া বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ সহকারে পিতৃগৃহেই পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা হৃষ্টচিত্তে ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সহিত ক্রীড়া করিতেন। এখানে তাঁহারা বাল্যক্রীড়ারত হইয়া কৃত্রিম যুদ্ধাদি অভ্যাস করিয়াছিলেন। পিতামহ ভীষ্মদেব পৌত্রগণের বিশিষ্টরূপ বিদ্যা ও বিনয়শিক্ষার নিমিত্ত বাণপ্রয়োগনিপুণ, অস্ত্রবিদ্যাবিশারদ বীর্য্যশালী দ্রোণাচার্য্যকে নিযুক্ত করেন। মহাভাগ দ্রোণাচার্য্য যুধিষ্ঠিরাদিকে ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। অল্পকালের মধ্যেই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সর্ব্বশস্ত্রে সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করেন। যুধিষ্ঠির রথিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। বর্শা চালনায় তাঁহার লক্ষ্য স্থির ছিল। তিনি শাসন ও পরিদর্শন কার্য্যে যেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায় সেরূপ প্রখর প্রভাব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মহাভারতের আদিপর্ব্বে ১৩৪ অধ্যায়ে শ্যেননিগ্রহপ্রসঙ্গে অর্জ্জুনব্যতীত পাণ্ডবকৌরবগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি, লক্ষ্য জ্ঞান ও যুদ্ধশাস্ত্রে অভিজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। [দ্রোণাচার্য্য দেখ।]

শিক্ষা সমাপ্ত হইয়া সংবৎসর অতীত হইলে পর ধৃতরাষ্ট্র

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। এই আচরণে বিরক্ত ও ঈর্ষান্বিত হইয়া দুর্য্যোধন অন্ধ পিতাকে তিরস্কারপূর্ব্বক পাণ্ডবগণের সৌভাগ্যনাশের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অনন্তর শকুনি, রাজা দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও কর্ণ একত্র হইয়া সপুত্রা কুন্তীদেবীকে দগ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। এই কুমন্ত্রণার ফলে পাণ্ডবগণের বারণাবতে গমন ও জতুগৃহদাহব্যাপার সংঘটিত হয়। বিদুরের পরামর্শে যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা ও কুন্তী নৌকাযোগে পলায়ন করেন এবং ঘটনাচক্রে এক নিষাদী পঞ্চপুত্রসহ তাহাতে দগ্ধীভূত হয়।

অতঃপর পাণ্ডবগণকে মৃত জানিয়া দুর্য্যোধনাদি মহোল্লাসে কিছুকাল যাপন করেন। পাণ্ডবগণ মাতা কুন্তীসহ এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করেন। এখানে হিড়িম্ববধ ও হিড়িম্বাবিবাহ ঘটে। [ভীমসেন দেখ।]

দ্রুপদদুহিতা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরসভায় পঞ্চভ্রাতা দরিদ্র ব্রাহ্মণবেশে যাইয়া উপনীত হন। অর্জ্জুন লক্ষ্যভেদ করিয়া যাজ্ঞসেনী লাভ করেন। সকলের প্রার্থনায়ও যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পত্নীত্বে বরণ করিতে চাহেন নাই; অবশেষে কুন্তীর আদেশক্রমে পাঁচ ভায়ে তাঁহাকে বিবাহ করেন। দুই দিন করিয়া দ্রৌপদী প্রত্যেকের ঘরে থাকিতেন। কেবল দ্বাদশ বর্ষ বনবাস ও অজ্ঞাতবাসকালে তাঁহারা কেহই দ্রৌপদীর গৃহে প্রবেশ করেন নাই।

যুধিষ্ঠিরের প্রাসাদে পাণ্ডবদিগের অস্ত্রশস্ত্র থাকিত। একদিন যখন দ্রৌপদী তথায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন অর্জ্জুন দস্যুভয়দমনার্থ অস্ত্র লইতে তথায় প্রবেশ করেন। যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, পিতৃহীন কনিষ্ঠ ভ্রাতার পিতার স্বরূপ, সুতরাং অর্জ্জুনের আগমনে কোন পাপ হয় নাই বলিয়া মিষ্টবাক্যে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক বারিত হইলেও অর্জ্জুন পাপক্ষালনের জন্য বনগমন করেন।

পাণ্ডবগণ নির্ব্বাসন হইতে প্রত্যাগত হইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে রাজপাট স্থাপন করেন। যুধিষ্ঠির রাজাসনে আসীন হইয়া প্রজাপালন করিতে থাকেন। তাঁহার ন্যায় কেহই ন্যায়পরতা ও সুবিচারপূর্ব্বক রাজ্যশাসন করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মের বলে প্রজাপুঞ্জও ধার্ম্মিক হইয়া পড়িয়াছিল এবং বসুন্ধরাও ধনধান্যে পূর্ণা হইয়াছিলেন। এক্ষণে অক্ষুণ্ণ প্রতাপ পাণ্ডবগণকে দমন করিতে না পারিয়া পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গ তাঁহার সহিত বন্ধুতা স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধনৈশ্বর্য্যে পাণ্ডবরাজকোষ পূর্ণ হইয়াছিল।

অর্জ্জুন বানপ্রস্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে পর যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। দিগ্বিজয়কালে মগধরাজ জরাসন্ধ পাণ্ডবের অধীনতাস্বীকারে অস্বীকার করায় কৌশলে নিহত হন। [রাজসূয় দেখ।]

রাজসূয়-যজ্ঞে যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও সম্মান নিরীক্ষণ করিয়া দুর্য্যোধন হিংসাবিষে জর্জ্জরিত হইয়া উঠেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পক্ষীয় কৌরবগণও পাণ্ডবগণের বিরোধী হইয়া পড়েন। তদনুসারে তাঁহারা যুধিষ্ঠিরকে নিমন্ত্রণ করিয়া অক্ষক্রীড়ায় নিযুক্ত করেন। পাশা খেলিতে খেলিতে রাজা যুধিষ্ঠির অক্ষনিপুণ শকুনির নিকট একে একে রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, ভ্রাতা, স্ত্রী, সকলই হারিয়া তাঁহার দাস হইলেন। দ্রৌপদীও দাসীরূপে সভায় আসিতে আদিষ্ট হইলেন, তিনি আসিতে সম্মত না হওয়ায় দুঃশাসনকর্ত্তৃক কেশাকর্ষিত হইয়া সভায় আনীত হন; এই সময় ভীম ক্রোধে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠিরের শান্তিপূর্ণ মুখের ইঙ্গিতে ধীরভাব ধারণ করেন।

যখন বাহিরের এই গোলযোগের ব্যাপার অন্তঃপুরে বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পৌছিল, তখন তিনি বাহিরে আসিয়া পুত্রদিগকে এই অন্যায় আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া পুত্রবধূ দ্রৌপদী ও পঞ্চ পাণ্ডবগণকে বিদায় দিয়া বলিলেন, "তোমরা দুর্য্যোধনের এই আচরণ ভুলিয়া যাও।" কিন্তু দুর্য্যোধন ক্রোধান্ধ হইয়া পুনরায় মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে দ্যূতক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। প্রতিজ্ঞা রহিল, এইবার যে বাজী হারিবে, সেই দ্বাদশবর্ষ বনবাস ও একবর্ষ অজ্ঞাত বাস করিবে।

পুনরায় খেলা আরম্ভ হইল। শকুনির কৌশলে যুধিষ্ঠির এবার পাশায় হারিলেন, পঞ্চভ্রাতায় দ্রৌপদীসহ বনগমন করিলেন। দ্বাদশবর্ষ বনবাস কালে তাঁহারা দস্যুহস্ত হইতে একবার দুর্য্যোধনকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময়ে সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে অপহরণ করিতে চেষ্টা পান। ব্যর্থ মনোরথ হইয়া শেষে জয়দ্রথ পাণ্ডবহস্তে বন্দী হন। যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায় পাণ্ডবগণ জয়দ্রথকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

এই সময়ে দ্বাদশবর্ষ অতীত হইয়া আসিলে, পঞ্চভ্রাতা ও দ্রৌপদী অজ্ঞাতবাসের নিমিত্ত বিরাটভবনে আসিয়া যুধিষ্ঠিরের কর্ম্মচারী পরিচয়ে রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। যুধিষ্ঠির অক্ষদক্ষ কঙ্ক নামক ব্রাহ্মণ বেশে, ভীম সূপকার, অর্জ্জুন ক্লীবনর্ত্তকী, নকুল অশ্বচিকিৎসক ও সহদেব গোপালক এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রীরূপে অবস্থান করেন। এখানে কীচক কর্ত্তৃক দ্রৌপদী অপমানিত হইলে ভীম ক্রোধে তাহাকে নিধন করেন। অর্জ্জুন উত্তর-গোগৃহের যুদ্ধে সারথি হইয়াছিলেন। [বিরাট দেখ।]

অজ্ঞাতবাসের সময় উত্তীর্ণ হইলে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজ্যপ্রত্যর্পণের জন্য দুর্য্যোধনের নিকট দূত

রূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। ভ্রাতৃগণ ও কৃষ্ণের প্ররোচনায় তিনি যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হন। যুদ্ধে তাহার আদৌ অভিলাষ ছিল না।

যুধিষ্ঠির হস্তিনারাজ্য ও পরে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা করিলে, দাম্ভিক দুর্য্যোধন উত্তর করিয়াছিলেন যে, বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র ভূমিও দান করিব না। এই সূত্রে মহাভারতীয় বিখ্যাত কুরুক্ষেত্রের মহাসমর সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে পাণ্ডব পক্ষে ধৃষ্টদ্যুম্ন, সাত্যকি, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তীভোজ, শৈব্য, যুধামন্যু, উত্তমৌজা প্রভৃতি এবং কৌরবপক্ষে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা, কৃপ, বিকর্ণ, ভূরিশ্রবা, জয়দ্রথ, ভগদত্ত, শল্য, শাল্ব প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যোধগণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই সময়ে অর্জ্জুনকে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ যে উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তাহাই ভগবদ্গীতা নামে প্রসিদ্ধ হয়।

[অর্জ্জুন, কৃষ্ণ ও গীতা দেখ]

ভারতীয় সমরে শল্যরাজকে পরাজয় ব্যতীত যুধিষ্ঠিরের আর বিশেষ বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। ভীম ও অর্জ্জুনই ভারতযুদ্ধে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের পরামর্শানুসারে 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' বাক্যে গুরু দ্রোণাচার্য্যকে মৃত্যুমুখে পতিত করায় যুধিষ্ঠিরের কাপুরুষতাই প্রকাশ পাইয়াছিল এবং এই পাপের জন্য তাঁহাকে নরকদর্শনও করিতে হইয়াছিল।

কর্ণের সহিত রণে পরাজিত হইয়া অপমানে ও বিপক্ষের লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত হইয়া যুধিষ্ঠির গাণ্ডীবধন্বা অর্জ্জুনকে তিরস্কার করেন। কারণ তিনি ঐ রণে জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমকে কোন সাহায্য করেন নাই। অর্জ্জুন পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞা মত গাণ্ডীবনিন্দাকারী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে হনন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ আসিয়া মধ্যস্থ হইয়া অর্জ্জুনকে এই দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করেন। [মহাভারত দেখ]

ভারতীয় মহাসমরের অবসান হইলে, যুধিষ্ঠির শোকে অভিভূত হন। কর্ণের জন্য তিনি বিশেষ বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনন্তর তিনি ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও অপরাপর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা করেন। বৃদ্ধ জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্রকে সসম্মানে রাখিয়া তিনি কিছুকাল রাজ্যশাসন করেন। অতঃপর তিনি সসাগরা ধরার উপরে পাণ্ডবীয় প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিলেন। মহাভারতের আশ্বমেধিকপর্ব্বে ঐ যজ্ঞের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

অতঃপর ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও কুন্তীদেবী গৃহধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বন গমন করেন, ইহাতেও যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চভ্রাতা বিশেষ শোকাবিষ্ট হন। দুই বৎসর পরে মহর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ-যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া বনালয়ে ধৃতরাষ্ট্রাদির প্রাণত্যাগবৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। তজ্জন্য শোকাভিভূত পঞ্চভ্রাতা গঙ্গাতীরে তর্পণ ও ব্রাহ্মণদিগকে ধনদান করিয়াছিলেন।

মুষলপ্রভাবে বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশের ক্ষয় এবং মহাত্মা বাসুদেবের স্বর্গগমনবৃত্তান্ত অবগত হইয়া তিনি অপর ভ্রাতৃচতুষ্টয় ও দ্রৌপদীকে সঙ্গে লইয়া পরীক্ষিতকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া হিমালয় দেশে মহাপ্রস্থান করেন। কর্ম্মফলে ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদী হিমালয়বক্ষে মনুষ্যশরীর পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন। অতঃপর যুধিষ্ঠির দেবরাজ ইন্দ্রের আদেশানুসারে স্বশরীরে স্বর্গে গমন করেন।

দেবিকা নামক পত্নীর গর্ভে যুধিষ্ঠিরের যৌধেয় নামে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। বিষ্ণুপুরাণে তাঁহার পুত্রের নাম দেবক এবং পত্নীর নাম যৌধেয়ী লিখিত হইয়াছে। (ব্রহ্মপুরাণ ২১২ অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ১।৯,১৪,১৫অঃ, ১০।৭৪,৭৫অঃ, দেবী ভাগবত ২।৭ অঃ, মার্কণ্ডেয়পু° ৫অঃ, স্কান্দে নাগরখ° হাটকেশ্বরমাহাত্ম্য ১৪৫, ২১৫, ২১৬ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠিরের প্রসঙ্গ আছে।)

প্রাচীন রাজবংশের তালিকায় ও কোন কোন শিলালিপিতে যুধিষ্ঠিরাব্দের উল্লেখ দেখ যায়। রাজতরঙ্গিণীর মতে কলির ৬১৫ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবগণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ পুলিকেশির শিলালিপিমতে, এখন যে কল্যব্দ চলিতেছে, তাহাই ভারতযুদ্ধাব্দ।

[যুধিষ্ঠিরাব্দের বিবরণ সংবৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

যুধেন্য (পুং) যোধনার্হ, যুদ্ধোপযুক্ত। "রণেষু প্রপশ্যন্তো যুধেন্যানি ভূরি" (ঋক্ ১০।১২০।৫) 'যুধেন্যানি যোধনার্হাণি' কৃত্যার্থে তবৈকেন্‌কেন্যত্বন' ইতি যুধেরর্হার্থে কেন্য প্রত্যয়:'। (সায়ণ)

যুধীয় (ত্রি) যুধ-ঈয়। যোদ্ধা।

যুধ্ম (পুং) যুধ্যতে বা যুধ্যতে যেন ইতি যুধ (ইষি যুধি ইন্ধি দসিশ্যাধূসূভ্যো মক্। উণ্ ১।১৪৪) ইতি মক্। ১ সংগ্রাম। ২ ধনু। (মেদিনী) ৩ বাণ। ৪ যোদ্ধা। "কৃণোতি যুধ্ম ওজসা জনেভ্যঃ" (ঋক্ ১।৫৫।৫) 'যুধ্মঃ যোদ্ধা' (সায়ণ) ৫ শেষ সংগ্রাম। ৬ শরভ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

যুধ্য (ত্রি) যুদ্ধ করিবার যোগ্য, যাহার সহিত যুদ্ধ করা যাইতে পারে।

যুধ্যামধি (পুং) যুধ্যামধি নামক সপত্ন। "যুধ্যামধিমশি শাদতীকে" (ঋক্ ৭।১৮।২৪) "যুধ্যামধিং যুধ্যামধি নামকং সপত্নং' (সায়ণ)

যুধ্বন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। "যুধ্মাসন্নক্ষভিরোথ" (ঋক্ ৯৷৬৬৷১৬) 'যুধ্মা সন্ শক্রভিঃ সহ যুদ্ধং কুর্ব্বন্' (সায়ণ)

যুপ, বিমোহন, ব্যাকুলীকরণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ যুপ্যতি। লোট্ যুপ্যতু। লিট্ যুযোপ, যুযুপতুঃ। লুট্ যোপিতা। লুঙ্ অযোপীৎ, অযুপৎ। সন্ যোযুপিষতি। যঙ্ যোযুপ্যতে, যঙ্ লুক্ যোযুপ্তি।

যুযু (পুং) অশ্ব।

যুযু (দেশজ) শব্দ, ছোট ছোট ছেলেদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য বলা হয় 'জুজু' ধরিয়া লইয়া যাইবে।

যুযুকগুরু (পুং) যুর্নিন্দিতঃ যুক্ রোজয়ামস্ত, তাদৃশঃ খুরো যস্য। ক্ষুদ্র ব্যাঘ্র। (শব্দচ°)

যুযুজানসপ্তি (ত্রি) যুজ্যমান অশ্ব। "ভুরতো যুযুজানসপ্তী" (ঋক্ ৬৷৬২৷৪) 'যুযুজানসপ্তী যুজ্যমানাশ্বৌ' (সায়ণ)

যুযুৎসা (ত্রি) যোদ্ধুমিচ্ছা যুধ-সন্, আপ্। যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা।

যুযুৎসু (ত্রী) যোদ্ধুমিচ্ছু, যুধ-সন্ সমস্তাচ্ছঃ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক। ২ ধৃতরাষ্ট্রের এক পুত্র। "যুযুৎসু করণো নৃপ" (ভরত)

যুযুধন্ (পুং) মিথিলা রাজভেদ। (ভাগবত ৯৷১৩৷২৫)

যুযুধান (পুং) যুধ্যতেঽসৌ যুধ (মুচি যুধিভ্যাং সন্বচ্চ। উণ্ ২৷৯১) ইতি আনচ্, কিৎকার্য্যং সন্বৎকার্য্যঞ্চ। ১ সাত্যকি।

"শৈনেয়স্তু শিনের্নপ্তা যুযুধানশ্চ সাত্যকিঃ।" (ত্রিকা°)

২ ইন্দ্র। ৩ ক্ষত্রিয়। (ত্রি) ৪ যোদ্ধা।

যুযুধি (ত্রি) শত্রুকর্তৃক যুধ্যমান পুরুষ। "যুযুধয়ঃ ন জগ্মঃ" (ঋক্ ১৷৮৫৷৮) 'যুযুধয়ঃ শত্রুভির্যুধ্যমানাঃ পুরুষাঃ' (সায়ণ)

যুবক (পুং) যুবন্-কন্ যুবা। ১৬ বৎসরের পর ৩৫ বর্ষ বয়স্ক ব্যক্তিকে যুবক কহে।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।" (হারীত ১৫ অঃ)

যুবখলতি (ত্রি) যুবা খলতি (যুবা খলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২৷১৷৬৭) ইতি সমাসঃ। রোগযুক্ত যুবা, যে যুবকের মাথায় 'খলতি' ইন্দ্রলুপ্ত অর্থাৎ টাক্ আছে, ইন্দ্রলুপ্তরোগবিশিষ্ট যুবক। কর্ম্মধারয় সমাসে বিকল্পে পর নিপাত 'খলতিযুবা' এইরূপ পদও হইবে। 'যুবতী খলতী' ইহাতে 'যুবখলতী' এইরূপ পদ হইবে। ইন্দ্রলুপ্তরোগগ্রস্তা যুবতী।

যুবগণ্ড (পুং) যূনাং গণ্ড আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্য, যুবগণ্ড অর্শ আদ্যচ্। যুবকদিগের গণ্ডস্থ ব্রণবিশেষ, চলিত বয়সফোড়া।

"যুবগণ্ডো বয়গণ্ড স্যাৎ বয়স্ফোটাহ্বয়ে বরম্।" (শব্দরত্না°)

যূনাং গণ্ডঃ। ২ যুবকদিগের গণ্ডস্থল।

যুবজরতী (স্ত্রী) যুবতির্জরতী (যুবাখলতিপলিতবলিন জরতীভিঃ। পা ২৷১৷৬৭) ইতি সমাসঃ। যুবতী হইয়াও জরাযুক্তা, অথচ জরতী।

যুবজানি (পুং) যুবতী জায়া যস্যেতি (জায়ায়া নিঙ্। পা ৫৷৪৷১৩৪) ইতি নিঙ্। যুবতীপতি। যাহার পত্নী যুবতী, তাহাকে যুবজানি কহে।

"যুবজানির্ধনুষ্পাণির্ভুমিষ্ঠং খবিচারিণঃ।
রামো বজ্রক্রহো হন্তি কালকল্পশিলীমুখঃ॥" (ভট্টি ৪৷১৩)

যুবতি (স্ত্রী) যুবন্ (যূনস্তিঃ। পা ৪৷১৷৭৭) ইতি-তিঃ। প্রাপ্ত যৌবনা, যৌবনবতী।

যুবতী (স্ত্রী) যু-শতৃ-ঙীপ্। প্রাপ্তযৌবনা। পর্য্যায় যুবতী, যূনী, তরুণী, তলুনী, দিকরী, ধনিকা, মধ্যমা, দৃষ্টরজাঃ, মধ্যমিকা, ঈশ্বরী, বর্য্যা, বয়স্থা। (রাজনি°)

স্ত্রীদিগকে ১৬ বৎসরের পর ৩২ বৎসর পর্য্যন্ত যুবতী কহে। এই যুবতী স্ত্রীসংসর্গে বলক্ষয় হয়।

"বালা তু প্রাণদা প্রোক্তা যুবতী প্রাণহারিণী।
প্রৌঢ়া করোতি বৃদ্ধত্বং বৃদ্ধা মরণমাদিশেৎ॥" (রাজব°)

রাজবল্লভের মতে যোগ্যা স্ত্রী মাত্রই যুবতী পদবাচ্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, ভাগুরির মতে স্ত্রীসাধারণকে যুবতী কহে। বাৎস্যায়নের মতে প্রাক্‌যৌবনা রমণীই যুবতী।

'যোগ্যা যুবতী ইতি রাজবল্লভঃ' স্ত্রী সামান্যং যথা—
"প্রমদা চেতি বিজ্ঞেয়া যুবতিশ্চ তথা স্মৃতা। ইতি ভাগুরিঃ। প্রাক্ যৌবনা ইতি বাৎস্যায়নঃ॥" (অমরটীকা ভরত)

রাজবল্লভের মতে দুষ্টার্ত্তবা স্ত্রী যুবতী। ২ প্রিয়ঙ্গু। ৩ স্বর্ণযূথিকা। (বৈদ্যকনি°) ৪ হরিদ্রা। (শব্দচন্দ্রিকা)

যুবতীষ্টা (স্ত্রী) যুবতীনামিষ্টা। স্বর্ণযূথিকা। (রাজনি°)

যুবদ্দেবত্য (ত্রি) তোমরা দুইজন দেবতা যার। (শত° ব্রা° ৮৷২৷১৷২)

যুবদ্রিক্ (ত্রি) তোমাদের দুইজনের প্রতি অভিলক্ষিত।

যুবামেব গচ্ছন্ প্রিতঃ প্রাপ্তঃ। (ঋক্ ৪৷৪৩৷৭ সায়ণ)

যুবধিত (ত্রি) তোমাদের দুইজনের উপযোগী। (ঋক্ ৬৷৬৭৷৯)

যুবন্ (ত্রি) যৌতীতি যু (কনিন্ যু বৃষিতক্ষি রাজিধন্বিদ্যু প্রতিদিবঃ। উণ্ ১৷১৫৬) ইতি কনিন্। ১ তরুণ। (পুং) যৌবনাবস্থাবিশিষ্ট। কাহারও কাহার মতে ১৬ বৎসরের পর ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত যুবা। কোন মতে ১৬ বৎসরের পর ৭০ বর্ষ পর্য্যন্ত যুবা।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালস্তরুণস্তত উচ্যতে।
বৃদ্ধঃ স্যাৎ সপ্ততেরূর্দ্ধং বর্ষীয়ান্ নবতেঃ পরম্॥" (ভরতধৃত স্মৃতি)

হারীতের মতে ১৬ বর্ষ পরে ৩৫ পর্য্যন্ত যুবা।

"আষোড়শাদ্ভবেদ্বালঃ পঞ্চত্রিংশৎ যুবা নরঃ।" (হারীত ১৫ অ°

পর্য্যায়—বয়স্থ, বয়ঃস্থ, তলুন, গর্ভরূপ, বেষ্টক। (জটাধর)

যুবনাশ্ব (পুং) সূর্য্যবংশীয় একজন রাজা। গৌরীর গর্ভে প্রসেনজিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পুত্র মান্ধাতা।

"তস্যাঃ প্রসেনজিজ্জজ্ঞে লেভে ভার্য্যা পতিব্রতা।
গৌরী নামাভিশপ্তা সা নদীভূতা তরঙ্গিণী।
তস্যাং প্রসেনাজজ্জজ্ঞে যুবনাশ্বঃ মহীপতিম্॥"
(অগ্নিপু০ সগরোপাখ্যানাধ্যায়)

যুবনাশ্বজ (পুং) যুবনাশ্বাৎ জাতঃ জন ড। মান্ধাতৃরাজ। (হেম)

যুবন্যু (ত্রি) যৌবনবিশিষ্ট, যুবক। (ঋক্ ৫।৪২।১৫)

যুবপলিত (ত্রি) যুবা পলিতঃ। যুবা বয়সে পলিতকেশ, যৌবনাবস্থায় যাহার কেশ পলিত হইয়াছে।

যুবপ্রত্যয় (ত্রি) যুবা অর্থে ব্যবহৃত প্রত্যয় অর্থাৎ যে প্রত্যয়ান্ত পদ যুবাকে মাত্র বোধ করায়।

যুবমারিন্ (ত্রি) যৌবনাবস্থায় যাহার মৃত্যু হইয়াছে।

যুবয়ু (ত্রি) যুবা কাময়মান, যিনি যুবা কামনা করেন। "ন জগ্মুর্যুবয়ুঃ সুদানু" (ঋক্ ৪।৪১।৮) 'যুবয়ুঃ যুবাং কাময়মানাঃ পদাতয়ঃ' (সায়ণ)

যুবরাজ (পুং) ভাবিবুদ্ধ বিশেষ। পর্য্যায় মৈত্রেয়, অজিত (ত্রিকা০) যুবা বালো রাজা যুনাং বা রাজা, ট সমাসান্তঃ। ২ রাজপুত্র, পর্য্যায় কুমার, ভর্ত্তৃদারক। (অমর)

"ময়ি জায়েত যঃ পুত্রঃ স ভবেত্বদনন্তরম্।
যুবরাজো মহারাজ সত্যমেতদ্ব্রবীমি তে॥" (ভারত ১।৭৩।১৬)

যুবরাজত্ব (ক্লী) যুবরাজস্য ভাবঃ ত্ব। যুবরাজের ভাব বা ধর্ম্ম, যুবরাজের কার্য্য।

যুবরাজ্য (ক্লী) যুবরাজের পদ।

যুববলিন (ত্রি) যুবা বলিনঃ। যৌবনাবস্থায় বলিযুক্ত।

যুবশ (ত্রি) যুবা, প্রকৃষ্ট যৌবনোপেত। "ধেনুঃ কর্ত্তা যুবশা কর্ত্তা" (ঋক্ ১।১৬১।৩) 'যুবশা যুবানৌ শয়ানৌ প্রকৃষ্টযৌবনোপেতৌ' (সায়ণ)

যুবা (স্ত্রী) অগ্নির বাণভেদ। (তৈত্তিরীয় সং ৪।৫।৯।১)

যুবাকু (ত্রি) তোমাদের দুই জনের অধিকৃত। (ঋক্ ১।৩।৩)

যুবাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দুই জনকে যাহা দেওয়া হইয়াছে। "যুবাদত্তস্য ধিষ্ণ্যা" (ঋক্ ৮।২৬।১২) 'যুবাদত্তস্য যুবাভ্যাং যৎ স্তোতৃভ্যো দীয়তে তৎ' (সায়ণ)

যুবানপিড়কা (স্ত্রী) যৌবনকৃত মুখব্রণ, বয়স্ফোটক, বয়স ফোড়া।

যুবানীত (ত্রি)তোমাদের দুইজন কর্ত্তৃক আনীত।
(ঋক্ ৮।২৬।১২)

যুবাম (ক্লী) নগরভেদ।

যুবায়ু (ত্রি) তোমাদের উভয়কে কামনাকারী। (ঋক্ ১।১৩৫।৬) এই অর্থে 'যুবয়ু' পদও হইবে।

যুবাযুজ্ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের জন্য যুজ্যমান অশ্বাদি।
(ঋক্ ১।১১৯।৫)

যুবাবৎ (ত্রি) তোমাদের দুই জনের তুল্য। (ঋক্ ৬।৬২।১)

যুষ্টগ্রাম (পুং) প্রাচীন নগরভেদ। (রাজতর০ ৩।৮)

যুষ্মদ্ (সর্ব্বনাম ত্রি০) যৌষতি ভজতীতি যুষ (যুষ্যসিভ্যাং মদিক্। উণ্ ১।৩৮) ইতি মদিক্। তুমি, মধ্যম পুরুষ। এই শব্দের তিন লিঙ্গেই সমানরূপ হয়।

যুষ্মদীয় (ত্রি) যুষ্মদ্-ঈয়। তোমাদের সম্বন্ধীয়, তোমাদের।

যুষ্মদ্বিধ (ত্রি) যুষ্মাকং বিধাইব বিধা যস্য। তোমাদের সদৃশ, তোমাদের তুল্য।

"সত্যং বয়ং ভো বনগোচরা মৃগা যুষ্মদ্বিধান্ মৃগয়ে গ্রামসিংহান্"
(ভাগবত ৩।১৮।১০)

যুষ্মাদত্ত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা দত্ত। (ঋক্ ৫।৫৪।১৩)

যুষ্মাদৃশ্ (ত্রি) তোমাদের তুল্য।

যুষ্মাদৃশ (ত্রি) তোমাদের সমান।

যুষ্মানীত (ত্রি) তোমাদের দ্বারা পরিচালিত। (ঋক্৭।২৭।১)

যুষ্মাবৎ (ত্রি) তোমাদের ন্যায়। (ঋক্ ২।২৯।৪)

যুষ্মেষিত (ত্রি) আপনাদিগের প্রেরিত। "যুষ্মেষিতো মরুতো মর্ত্ত্যেষিত আ" (ঋক্ ১।৩৯।৮) 'যুষ্মেষিতঃ যুষ্মাভিঃ প্রেষিতঃ' (সায়ণ)

যুষ্মোত (ত্রি) তোমাদের প্রিয় বা অনুগত। (ঋক্ ৪।৫৮।৪)

যূ (স্ত্রী) যুষ। (হেম)

যূই (দেশজ) যূথিকা পুষ্প। ইহা শ্বেতবর্ণ ও ক্ষুদ্রাকার। গন্ধ তীব্র ও মধুর। ইহা দ্বারা সুবাসিত তৈল এবং ইহা হইতে প্রস্তুত আতর সৌখীনদিগের আদরের জিনিষ। সাধারণে ইহার মালা গাঁথিয়া গলায় পরে।

যূইপাণী (দেশজ) (Justicia nasuta) গুল্মভেদ।

যূক (পুং) যৌতীতি যু (অজিযুধূনীভ্যোদীর্ঘশ্চ। উণ্ ৩।৪৭) ইতি কন্, দীর্ঘশ্চ। মৎকুন, চলিত উকুন।

যূকদেবী (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ।

যূকা (স্ত্রী) যূক-স্ত্রিয়াং টাপ্। মৎকুন, চলিত উকুন, ও যুঞী। পর্য্যায় কেশকীট, স্বেদজ, ষট্পদ, পালী, বালকৃমি। (জটাধর) ইহা স্বেদজ।

"স্বেদজং দংশমশকং যূকা মক্ষিকমৎকুনম্।
উষ্মনশ্চোপজায়ন্তে যচ্চান্যৎ কিঞ্চিদীদৃশম্॥" (মনু ১।৪৫)

২ কৃমিবিশেষ। বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে কৃমি দুই প্রকার। বাহ্যমল অর্থাৎ ঘর্ম্ম, কফ, রক্ত ও পুরীষ হইতে

ইহাদের উৎপত্তি হয়। এই কৃমি বিংশতি প্রকার। যূকাখ্য কৃমি শারীরিক স্বেদজাত। ইহার আকৃতি ও বর্ণ তিল-সদৃশ। এই সকল কৃমি কেশ ও বস্ত্র আশ্রয় করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রভেদ এই যে, যে গুলি বহু পাদ-সমন্বিত, তাহাদিগকে যূক (উকুন) এবং যে গুলি সূক্ষ্ম, তাহাদিগকে লিখ্যা (নিকী) বলে। যূকাখ্য কৃমি কেশে এবং লিখ্য বস্ত্রে অবস্থান করে। এই কৃমি হইতে ক্রমে পিড়কা, কণ্ডূ ও স্ফোটকাদি উৎপন্ন হয়।

ইহার অত্যন্ত উপদ্রব হইলে ধুতুরাপাতা বা পাণের রসের সহিত পারদ লেপন করিলে উকুন আশু বিনষ্ট হয়। ধুতুরা পাতার রস বা কল্ক দ্বারা তৈল পাক করিয়া মর্দন করিলেও যূক মরিয়া যায়। (ভাবপ্র° কৃমিরোগাধি°)

"নামতো বিংশতিবিধা বাহ্যাস্তত্র মলোদ্ভবাঃ।
তিলপ্রমাণসংস্থানবর্ণাঃ কেশাম্বরাশ্রয়াঃ॥
বহুপাদাশ্চ সূক্ষ্মাশ্চ যূকা লিখ্যাশ্চ নামতঃ।
দ্বিধা তে কোঠপিড়কাঃ কণ্ডূগণ্ডান্ প্রকুর্ব্বতে॥"

(মাধব নিদান ক্রিম্যধি°)

হারীতের চিকিৎসিতস্থানে লিখিত আছে যে, ক্রিমি বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দুই প্রকার। ইহার মধ্যে বাহ্য-ক্রিমি যূকা এবং আভ্যন্তর ক্রিমি কিঞ্চুলুক নামে প্রসিদ্ধ। এই যূকা আবার অতিবিকটা, চর্ম্মাভা, চর্ম্মযূকিকা, বিন্দুকী, বর্ত্তুলা, মূত্রসম্ভবা ও মৎকুণা ভেদে ৭ প্রকার। ইহারা সকলেই রূক্ষ, অতি সূক্ষ্ম, কৃষ্ণবর্ণ এবং মস্তক আশ্রয়ে অবস্থিত।

চিকিৎসা—বিড়ঙ্গ ও গন্ধোৎপল কল্ক যোগে গোমূত্রসিদ্ধ কটুতৈল পাক করিয়া মস্তকে দিলে উকুন আশু দূর হয়। কেশে গোমূত্রের সহিত বলামূলের প্রলেপ দিলেও ইহার উপদ্রব বিনষ্ট হয়।

"বিড়ঙ্গগন্ধোৎপলকল্কযোগাৎ গোমূত্রসিদ্ধং কটুতৈলমেতৎ।
অভ্যঙ্গযোগেন শিরোরুহাণাং যূকাদি লীক্ষাপ্রচয়ং নিহন্তি॥
গোমূত্রেণ বলামূললেপো যূকানিবারণঃ।" (কামরত্ন)

২ পরিমাণভেদ।

"পরমাণুঃ পরঃ সূক্ষ্মং ত্রসরেণুর্ম্মহীরজঃ।
বালাগ্রঞ্চৈব লিক্ষা চ যূকাং চাথ যবোদরম্॥" (মার্কপু° ৪৯।২৭)

যবোদর অর্থাৎ যবের অর্দ্ধেক পরিমাণকে যূকা কহে। ৩ কৃষ্ণোদুম্বর। ৪ যমানী। (বৈদ্যকনি°)

যূকাণ্ড (পুং) লিখ্যা, চলিত নিকি, এক প্রকার উকুন।

যূকারী (স্ত্রী) লাঙ্গলিকা, চলিত বিষলাঙ্গুলিয়া। (বৈদ্যকনি°)

যূকাবাস (পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শ্যাওড়া গাছ। (রাজনি°)

যূতি (স্ত্রী) যু-ক্তি উতি যূতি জূতি সাতিহেতিকীর্ত্তয়শ্চ। পা ৩।৩।৯৭) ইতি ক্তিন্ নিপাতনাদ্দীর্ঘত্বঞ্চ। মিশ্রণ।

"করোমি বো বহির্যূতীন্ পিবধ্বং পাণিভির্দৃশঃ।" (ভট্টি ৭।৬৯)

যূথ (ক্লী) যু-মিশ্রণ (তিথপৃষ্ঠগূথযূথপ্রোথাঃ। উণ্ ২।১২) ইতি থক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতং। সজাতীয় সমূহ, পশু পক্ষীর স্বজাতীয়পাল, সমূহ, দল।

"তত্র কুঞ্জরযূথানি মৃগযূথানি চৈব হি।
বিচরন্তি বনান্তেষু তানি দ্রক্ষ্যসি রাঘব॥" (রামায়ণ ২।৫৪।৪১)

যূথক (ত্রি) যূথ-কন্। সমূহযুক্ত।

"অধীয়মানো গন্ধর্ব্বৈর্গীতবাদিত্রযূথকৈঃ।" (ভাগ° ১২।৮।২২)

'গীতবাদিত্রযূথকৈঃ গায়কাদি সমুদায়িভিঃ' (স্বামী)

যূথগ (পুং) চাক্ষুষ মন্বন্তরের দেবগণভেদ।

যূথনাথ (পুং) যূথস্য নাথঃ। ১ যূথপতি, দলপতি। ২ বন্যকরি-সমূহের প্রধান, পর্য্যায়—যূথপ। (অমর)

যূথপ (পুং) যূথং পাতীতি—পা-ক। ১ অরণ্য-হস্তীর প্রধান। (শব্দরত্না°) ২ প্রধান মাত্র।

"রাজা পাণ্ডুর্ম্মহারণ্যে মৃগব্যালনিষেবিতে।
চরন্ মৈথুনধর্ম্মস্থং দদর্শ মৃগযূথপম্॥" (ভাগবত ১।১৮।৫)

যূথপতি (পুং) যূথস্য পতিঃ। যূথপ। দলপতি।

যূথপরিভ্রষ্ট (পুং) যূথাৎ পরিভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (শব্দমালা) (ত্রি) যূথভ্রষ্টমাত্র, দলচ্যুত, যাহারা দল হইতে চ্যুত হইয়াছে।

যূথপশু (পুং) দশমাংশের এক অংশরূপ রাজকর।

যূথপাল (পুং) যূথং পালয়তীতি অণ্। যূথপ, যূথপতি।

যূথভ্রষ্ট (পুং) যূথাদ্ভ্রষ্টশ্চলিতঃ। যূথপরিভ্রষ্ট। যূথ হইতে পলায়িত হস্তী। (ত্রি) যূথভ্রষ্ট মাত্র।

"আসীৎ সংবিগ্নহৃদয়া যূথভ্রষ্টা মৃগী ইব।" (ভাগবত ৪।২৮।৪৬)

যূথমুখ্য (পুং) সেনাপতি।

যূথর (ত্রি) যূথ—চতুর্ষ্বর্থেষু (অশ্মাদিভ্যো রঃ। পা ৪।১।৮০) ইতি র। ১ যূথ যে দেশে আছে। ২ যূথ হইতে নিবৃত্ত। ৩ যূথের নিবাসস্থান। ৪ যূথের অদূরভব।

যূথশস্ (অব্য°) যূথ বাহার্থে শস্। যূথসমূহ।

"অভ্যধাবন্ গজা মত্তাঃ সিংহব্যাঘ্রাশ্চ যূথশঃ।" (ভাগ° ৪।১০।২৬)

যূথহত (ত্রি) যূথাৎ হতঃ পরিভ্রষ্টঃ। যূথভ্রষ্ট।

যূথাগ্রণী (পুং) অগ্রং নীয়তে নী-ক্বিপ্, যূথস্য অগ্রণীঃ। দল-পতি, যূথের অগ্রণী।

"বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ।"(ভাগ° ৯।২২।২০)

যূথিকা (স্ত্রী) যূথং পুষ্পবৃন্দমস্যা অস্তীতি যূথ-ঠন্-টাপ্। ১ পাঠা। (রাজনি°) ২ অম্লানক। (মেদিনী) ৩ পুষ্প-

বিশেষ, চলিত জুঁইফুল। (Jasminum auricalatum) হিন্দী—যূহী, স্বর্ণযূহী। মহারাষ্ট্র পাণ্ডরীযূই। কলিঙ্গ বিলি মোলে। সংস্কৃত পর্য্যায়—গণিকা, অম্বষ্ঠা, মাগধী, ইহা পীতবর্ণ হইলে হেমপুষ্পিকা নামে অভিহিত হয়। যূথী, প্রহসন্তী, শিখণ্ডিনী, বাসন্তী, বালপুষ্পিকা, বহুগন্ধা, ভৃঙ্গানন্দা। ইহার গুণ—স্বাদু, শীতল, শর্করারোগ, পিত্ত, দাহ, তৃষ্ণা এবং নানা প্রকার ত্বক্‌দোষনাশক। সকল প্রকার যূথিকাই রস ও বীর্য্য তুল্য; কিন্তু স্বর্ণযূথিকা সর্ব্বাপেক্ষা দেখিতে সুন্দর ও অতিশয় গন্ধযুক্ত। ভাবপ্রকাশমতে যূথিকা ও স্বর্ণযূথিকা এই পুষ্পদ্বয় শীতবীর্য্য, তিক্ত, মধুর, কষায় ও কটুরস, কটুবিপাক, লঘু, হৃদয়গ্রাহী, পিত্তনাশক, কফ ও বায়ুবর্দ্ধক এবং ব্রণ, রক্তদোষ, মুখরোগ, দন্তরোগ, নেত্ররোগ, শিরোরোগ ও বিষনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

যূথী (স্ত্রী) যূথ-অর্শ আদ্যচ্, ততো ঙীষ্। যূথিকা। (শব্দর৹)

যূথীন (পুং) যূথং পাতীতি যূথ-খ। যূথপ। (শব্দচ৹)

যূথ্য (ত্রি) যূথে ভবঃ যূথ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। যূথভব।

যূন (ক্লী) ১ বন্ধনী। ২ রজ্জু।

যূনি (স্ত্রী) ১ যোগ। ২ মিশ্রণ। (সিদ্ধান্তকৌ৹)

যূনী (স্ত্রী) যুবন্-ঙীষ্ (শ্বযুবমঘোনামতদ্ধিতে। পা ৬।৪।১৩৩) ইতি বস্য উত্বং। যুবতী।

যূপ (পুং ক্লী) যৌতি মিশ্রয়তীতি যূয়তে যুজ্যতেঽস্মিন্নিতি বা (কুযুভ্যাং চ। উণ্ ৩।২৭) ইতি প, দীর্ঘত্বঞ্চ। যজ্ঞে পশুবন্ধনকাষ্ঠ। এই যূপ চারি হস্ত পরিমাণ যজ্ঞোডুম্বর বৃক্ষে প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গোল, স্থূল ও দেখিতে সুন্দর করা উচিত; ইহার মস্তকে একটা বৃষ অঙ্কিত করিতে হইবে।

কলিকালে বিল্ব ও বকুল বৃক্ষের যূপ প্রশস্ত।

"চতুর্হস্তো ভবেদ্‌যূপো যজ্ঞবৃক্ষসমুদ্ভবঃ।
বর্ত্তুলঃ শোভনঃ স্থূলঃ কর্ত্তব্যো বৃষমৌলিকঃ॥
ভবিষ্যে,—বিল্বস্য বকুলস্যৈব কলৌ যূপঃ প্রশস্যতে।"

(সামবেদি-বৃষোৎসর্গতত্ত্ব)

২ জয়স্তম্ভ। ৩ যাগস্তম্ভ।

"সংগ্রামনির্বিষ্টসহস্রবাহুরষ্টাদশদ্বীপনিখাতযূপঃ।
অনন্যসাধারণরাজশব্দো বভূব যোগী কিল কার্ত্তবীর্য্যঃ॥"

(রঘুব৹ ৬।৩৮)

* পশুবন্ধনার্থ যজ্ঞভূমিতে যে কাষ্ঠ প্রোথিত হয়, তাহাকে যূপ কহে। চলিত ইহাকে হাড়িকাঠ কহে।

যূপক (পুং) প্লক্ষবৃক্ষ। (মদ৹ব৹)

যূপকটক (পুং) যূপস্য কটক ইব। যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক পশুবন্ধনের জন্য যে স্তম্ভ আরোপিত হয়, তাহার নাম যূপ, এই যূপের অগ্রভাগে যে বলয়াকৃতি বা ডমরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট কাষ্ঠবিকার দেওয়া হয়, তাহাকে যূপকটক কহে। কাহারও কাহার মতে যূপাগ্রে যে লৌহবলয় দেওয়া হয়, তাহাই যূপকটক। পর্য্যায়—চাষাল। (অমর)

যূপকর্ণ (পুং) যূপস্য কর্ণ ইব। যূপৈকদেশ, পর্য্যায় ধৃতাবলি। (হেম)

যূপকেতু (পুং) ভূরিশ্রবার নামান্তর।

যূপদারু (ক্লী) যূপনির্ম্মাণার্থ (বেল বা যজ্ঞডুম্বুরের) কাষ্ঠ।

যূপদ্রু (পুং) যূপায় দ্রুঃ। খদির বৃক্ষ, রক্ত খদির। (ত্রিকা৹)

যূপদ্রুম (পুং) যূপায় দ্রুমঃ। খদির বৃক্ষ। রক্তখদির।

যূপধ্বজ (পুং) যজ্ঞ।

যূপলক্ষ্য (পুং) যূপো লক্ষ্য উপবেশনার্থমস্য। পক্ষী। (শব্দমালা)

যূপবৎ (ত্রি) যূপ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। যূপবিশিষ্ট।

যূপবাহ (ত্রি) যূপবহনকারী, যাহারা যজ্ঞীয় যূপকাষ্ঠ বহন করে। (ঋক্ ১।১৬২।৬)

যূপব্রস্ক (ত্রি) যূপার্হ বৃক্ষছেদনকারী।

"যূপব্রস্কা উতথে যূপবাহাশ্চষালাং।" (ঋক্ ১।১৬২।৬)

'যূপব্রস্কা যূপবাহাশ্ছিন্নস্য বোঢ়ারঃ' (সায়ণ)

যূপাক্ষ (পুং) রাক্ষসভেদ।

যূপাগ্র (ক্লী) যূপস্যাগ্রং। যূপের অগ্রভাগ, পর্য্যায় তর্ম্ম।

যূপাহুতি (স্ত্রী) যূপকাষ্ঠস্থাপনসময়ের পূজোপহার।

যূপ্য (ত্রি) যূপ মর্হতি যূপ (ছন্দসি চ। পা ৫।১।৬৭) ইতি যৎ। পলাশবৃক্ষ, যূপযোগ্য।

যূযুবি (ত্রি) সকলের পৃথক্‌কর্ত্তা। "পথেষ্টাং দ্বিষো যূষেতি যূযুবিঃ" (ঋক্ ৫।৫০।৩) 'যূযুবিঃ সর্ব্বস্য অমিশ্রয়িতা পৃথক্ কর্ত্তা' (সায়ণ)

য়ুরোপ, একটী মহাদেশ। প্রাচীন মহাদ্বীপের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার উত্তরে উত্তর মহাসাগর, পূর্ব্বে উরল পর্ব্বত, উরল নদী, কাস্পিয়ান সাগর; দক্ষিণে—ককেশস্ পর্ব্বত, কৃষ্ণসাগর, ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর। ভূপরিমাণ—৩৮ লক্ষ বর্গ মাইল। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট অন্তরীপ হইতে কারা নদীর মোহানা পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৪০০ মাইল এবং লাপলাণ্ডের অন্তর্গত নর্ডকিন অন্তরীপ হইতে মাটাপান অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তার ২,৪০০ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ২১টী দেশ আছে, যথা—

উত্তরে—রুষিয়া, ডেন্মার্ক, হলণ্ড (নেদারলণ্ড), বেলজিয়ম। উত্তর-পশ্চিমে—গ্রেটবৃটেন (ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলস্) আয়র্লণ্ড, নরওয়ে ও সুইডেন (স্কান্দিনেভিয়া)।

মধ্যে—ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড, জর্মণ সাম্রাজ্য, অষ্ট্রিয়া-হঙ্গেরি। দক্ষিণে—পর্ত্তুগাল, স্পেন, ইতালী, গ্রীস, তুরুষ্ক, বুলগেরিয়া, সার্ভিয়া, রুমাণিয়া ও মন্তেনিগরো।

সমুদ্রতীরসংলগ্ন দেশভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগর ও উপসাগর দেখা যায়, ঐ সকলের নাম ও স্থানসন্নিবেশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উত্তরে—শ্বেতসাগর (হোয়াইট সি) রুষিয়ার উত্তর; বল্টিকসাগর রুষিয়া, সুইডেন ও প্রুসিয়ার মধ্যে; এই সাগরের উত্তরাংশে বোথনিয়া উপসাগর এবং পূর্ব্বাংশে ফিন্লণ্ড ও রীগা উপসাগরদ্বয়।

দক্ষিণে—ভূমধ্যসাগর (মেডিটারেনিয়ান্ সী) য়ুরোপ ও আফ্রিকার মধ্যে আড্রিয়াতিক সাগর ইতালী, অষ্ট্রিয়া ও তুরুষ্কের মধ্যে; আর্কিপিলেগো বা ইজিয়ান সাগর, গ্রীস্ ও এসিয়াটিক তুরুষ্কের মধ্যে। কৃষ্ণসাগর রুষিয়ার দক্ষিণ; আজব সাগর কৃষ্ণসাগরের উত্তর।

পশ্চিমে—উত্তরসাগর বা জর্ম্মণমহাসাগর, এই সাগরের এক দিকে গ্রেট বৃটেন, অপর দিকে বেলজিয়ম, হলণ্ড, প্রুসিয়া ডেন্মার্ক ও নরওয়ে; কাটিগাট ডেন্মার্ক ও সুইডেনের মধ্যে; বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের পশ্চিম।

য়ুরোপের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর সীমায় এবং মধ্যস্থিত সাগরসমূহে নানা দ্বীপ আছে। ঐ সকল প্রায়ই য়ুরোপীয় রাজগণের অধিকৃত। নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া গেল,—

উত্তর মহাসাগরে—ফ্রান্স্ জোসেফলণ্ড, নবজেম্বলা, স্পিটস্বর্গেন ও লফোডেন দ্বীপপুঞ্জ।

আটলান্টিক মহাসাগরে—আইসলণ্ড, ফারোদ্বীপপুঞ্জ, শেটলণ্ড ও অর্কনী, হেব্রাইডিস্, গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড, মান, আজোর্স ও এঙ্গল সী।

বল্টিকসাগরে—জীলণ্ড, ফিউনেন, রিউগেন, বরণহল্ম, লালণ্ড, ইউসেল, ডাগো, ওলোণ্ড, গটলণ্ড ও আলণ্ড দ্বীপপুঞ্জ।

ভূমধ্যসাগরে—বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ (ম্যাজর্কা, মিনর্কা, ইভীকা, ফরমেন্তারা) কর্সিকা, সার্ডিনিয়া, সিসিলি, এলবা, লিপারীদ্বীপপুঞ্জ, মাল্টা, য়োনীয় দ্বীপপুঞ্জ (করফু) প্যাক্সো, সেন্টমরা, ইথাকা, সিফালোনিয়া, জান্তি ও সেরিগো। গ্রীসের পশ্চিম উপকূলে, ক্রীট (কাণ্ডিয়া)।

ইজিয়ান সাগরে—নিগ্রোপণ্ট, সাইক্লাডিজ। প্রায়োদ্বীপের মধ্যে—উত্তর পশ্চিমে—স্কান্দিনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন) ও জটলণ্ড (ডেন্মার্কের উত্তরাংশ)। এবং দক্ষিণে—আইবিরিয়ান উপদ্বীপ, (পর্ত্তুগাল ও স্পেন), ইতালী, মোরিয়া গ্রীসের দক্ষিণ, ক্রিমিয়া (রুষিয়ার দক্ষিণ)।

এখানে দুইটী মাত্র যোজক আছে। করিন্থ নামক যোজকটী মোরিয়াকে উত্তর গ্রীসের সহিত যোগ করিতেছে এবং পেরিকপ্ ক্রিমিয়াকে রুষিয়ার সহিত যোগ করিতেছে।

অন্তরীপ—নর্ডকিন ও উত্তর অন্তরীপ (নর্থ কেপ) নরওয়ের উত্তর, নেজ নরওয়ের দক্ষিণ।

মাটাপান গ্রীসের দক্ষিণ; স্পার্তিবেন্তো ইতালির দক্ষিণ; পাসারো সিসিলির দক্ষিণ।

য়ুরোপা ও টেরিফা স্পেনের দক্ষিণ; ট্রাফালাগার, স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম; সেণ্ট ভিনসেণ্ট—পর্ত্তুগালের দক্ষিণ পশ্চিম; রোকা পর্ত্তুগালের পশ্চিম, অর্ত্তিগাল ও ফিনিষ্টার স্পেনের উত্তর-পশ্চিম; লাহোগ ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিম, কেপ্-ক্লিয়ার আয়র্লণ্ডের দক্ষিণ, লিজার্ডপয়েণ্ট ও লাণ্ডসএণ্ড, ইংলণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিম; ব্র, স্কট্লণ্ডের উত্তর।

প্রণালী,—সাউণ্ড, জিলণ্ড ও সুইডেনের মধ্যে; গ্রেট বেল্ট, জিলণ্ড ও ফিউনেনের মধ্যে; লিট্ল বেল্ট, ফিউনেন ও ও ডেন্মার্কের মধ্যে। ইংলিস্ প্রণালী (চেনল) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে; ডোবর, ইংলিশ প্রণালীর সহিত উত্তর সাগরকে যোগ করিতেছে; সেণ্ট জর্জ্জ প্রণালী (চেনল); ওয়েল্স ও আয়র্লণ্ডের মধ্যে; জিব্রল্টর, ভূমধ্যসাগরকে আটলান্টিক মহাসাগরের সহিত যোগ করিতেছে; বেনিফাসিয়ো, কর্সিকা ও সার্ডিনিয়া দ্বীপের মধ্যে; মেসীনা, ইতালি ও সিসিলি দ্বীপের মধ্যে; দার্দ্দনেলিজ, ইজিয়ান ও মর্ম্মরা সাগরের মধ্যে; কনস্তান্তিনোপল বা বস্ফরস্ প্রণালী, মর্ম্মরা সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে, য়েনিকালে আজব ও কৃষ্ণ সাগরের মধ্যে।

পর্ব্বত ও পর্ব্বতমালার নাম—

উরল পর্ব্বত, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে; কায়োলেন, নরওয়ে ও সুইডেনের মধ্যে; ডোভ্রেফিল্ড, নরওয়ে দেশে; গ্রাম্পিয়ান স্কটলণ্ডের মধ্যাংশে; চিভিয়ট, ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের মধ্যে; পিরেনিজ (পিরেনিজ পর্ব্বত পশ্চিম দিকে ফিনিষ্টার অন্তরীপ পর্য্যন্ত কাস্তাব্রিয়ান নামে বিস্তৃত হইয়াছে) ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে; কাষ্টাইল, সিয়ামরিনা, সিয়ানিভেডা, স্পেন দেশে; আপিনাইন, ইতালি দেশে; আল্পস্ শ্রেণী ইতালির উত্তর ও ফ্রান্স, সুইজর্লণ্ড জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বিস্তৃত; য়ুরোপের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত। সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ মণ্ট ব্লঙ ১৫৮০০ ফিট উচ্চ। জুরা, ফ্রান্স ও সুইজর্লণ্ডের মধ্যে কার্পেথিয়ান পর্ব্বত, অষ্ট্রিয়ার উত্তর-পূর্ব্বে; বল্কান বা হেমস ও পিন্দাস্ তুরস্কে।

আগ্নেয় পর্ব্বত—হেক্লা আইসলণ্ড দ্বীপে; এত্না,

সিসিলি দ্বীপে ; ষ্ট্রম্বলী (লিপারি দ্বীপ পুঞ্জের একটী দ্বীপে) ; ভিষুভিয়স ইতালি দেশে (নেপল্‌সের নিকট)।

হ্রদসমূহ— ওনেগা, লাডোগা, সৈমা ও পৈইপস রুষিয়ায় ; ওয়েনার, ওয়েটার, মেলার ও হিয়েলমার সুইডেনে ; জেনেবা নুশাটেল, কনস্তান্‌স বা বোদেন্‌ সি, জুরিক, ও লুসরণ, সুইজর্লণ্ডে ; মাদ্‌জোরে কমো, গর্দ্দা, উত্তর ইতালিতে ; বালাটন বা প্লাটেন্‌ সি হঙ্গেরিতে, নিউসাইডলার-সি অষ্ট্রিয়ায় ; উইণ্ডারমিরি ও ডরওয়েণ্ট-ওয়াটার বা কেজ্‌ইক ইংলণ্ডে, লোমণ্ড ও কেট্‌রিন স্কটলণ্ডে।

হ্রদ ব্যতীত য়ুরোপে অসংখ্য নদ ও নদী প্রবাহিত আছে, তন্মধ্যে দানিয়ুব প্রধান। যে যে দেশে যে যে নদী প্রবাহিত, নিম্নে তাহাদের নাম লিখিত হইল,—

রুশিয়ায়,—পেশারা উরল পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তর মহাসাগরে পড়িতেছে ; উত্তর ডুইনা শ্বেতসাগরে পড়িতেছে, ওনেগা ওনেগা উপসাগরে পড়িতেছে, নিভা লাডোগা হ্রদ হইতে বাহির হইয়া ফিনলণ্ড উপসাগরে পড়িতেছে ; দক্ষিণ ডুইনা রীগা উপসাগরে পড়িতেছে ; নিষ্টার কার্পেথিয়ান পর্ব্বত ও নিপার মধ্য-রুষিয়া হইতে বাহির হইয়া উভয়েই কৃষ্ণসাগরে পড়িতেছে ; ডন আজব সাগরে পড়িতেছে। ভল্‌গা (য়ুরোপের মধ্যে বড় নদী) ভালডাই পাহাড় এবং উরল উরল-পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উভয় নদী কাস্পিয়ান সাগরে পড়িয়াছে।

স্কান্দিনেভিয়ায়,—লমন (নরওয়েতে) ডোভরেফিল্ড পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়াছে, গোটা (সুইডেন) উভয় নদী কাটিগাট উপসাগরে পড়িতেছে।

ইংলণ্ডে,—হম্বর ও টেমস্‌ উত্তর সাগরে পড়িতেছে ; শেভরণ বৃষ্টলপ্রণালীতে পড়িতেছে।

স্কটলণ্ডে,—টে গ্রাম্পিয়ান পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে। আয়র্লণ্ডে,—শ্যানন আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে।

ফ্রান্সে,—সিন ইংলিশ প্রণালীতে ও লয়ার বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে, গারোণ পিরিনিজ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া বিস্কে উপসাগরে পড়িতেছে ; রোণ সুইজর্লণ্ডের আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া লিয়ঁ উপসাগরে পড়িতেছে।

স্পেন ও পর্ত্তুগালে,—ডুরো, টেগস্‌ ও গোয়াদিয়ানা আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে ; গোয়াদেল-কুইবার ও ইব্রো স্পেনে প্রবাহিত হইয়া ১মটী আটলাণ্টিক মহাসাগরে পড়িতেছে ও ২য়টী ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

জর্ম্মণ সাম্রাজ্যে,—রাইন আল্পস্‌ পর্ব্বতে বাহির হইয়া সুইজর্লণ্ড, অষ্ট্রিয়া ও জর্ম্মণি দিয়া উত্তরসাগরে পড়িতেছে ; ওডর জর্ম্মণি দিয়া বাল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; ভিষ্টুলা, কার্পেথিয়ান পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত হইয়া পোলণ্ড ও প্রুসিয়া দিয়া বল্টিক সাগরে পড়িতেছে ; দানিয়ুব আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া জর্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে, এবং সার্ভিয়া ও বুলগেরিয়ার উত্তর প্রান্ত দিয়া কৃষ্ণসাগরে পড়িয়াছে।

ইতালি দেশে,—পো আল্পস্‌ পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া আড্রিয়াতিক সাগরে এবং টাইবর আপিনাইন পর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া ভূমধ্যসাগরে পড়িতেছে।

য়ুরোপীয় রাজ্য ও নগরাদির সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

বৃটীশ দ্বীপপুঞ্জ য়ুরোপের পশ্চিম ; ইহাকে গ্রেট বৃটেন ও আয়র্লণ্ড বলে। পূর্ব্বে বৃটীশ দ্বীপ কতিপয় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ইংলণ্ড, ওয়েলস, স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ড প্রধান। য়ুরোপে গ্রেট বৃটেনই বৃহৎ দ্বীপ। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত—ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স (দক্ষিণে) এবং স্কটলণ্ড (উত্তরে)। এক্ষণে এই সমস্ত রাজ্য এক রাজার শাসনাধীন। ইংলণ্ড ৪০টী, ওয়েলস ১২টী ও স্কটলণ্ড ৩৩টী কাউণ্টিতে (সায়ারে) বিভক্ত।

ইংলণ্ড—রাজধানী লণ্ডন (টেমস নদীর ধারে, পৃথিবীর মধ্যে সমৃদ্ধিশালী নগর ও সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্যস্থান) ; লিভারপুল (মার্সে নদীর মোহানায় ; বাণিজ্যে ও লোকসংখ্যায় ইহা ২য় নগর) ; বৃষ্টল (এখানে কাচ, পিত্তল ও সাবানের কাজ হয়) ; হাল (বন্দর) ; নিউকাসল (কয়লার জন্য বিখ্যাত) ; ডোভার (বন্দর) ; সাউদাম্‌টন (ডাকের বাষ্পীয় অর্ণবযানের প্রধান আড্ডা)। ম্যাঞ্চেষ্টর (কাপড়ের জন্য বিখ্যাত) ; অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ) কাণ্টরবরী, (এখানে সুন্দর ভজনালয় আছে) ; উইণ্ডসর, (টেমস্‌ নদীর ধারে, এখানে রাজপ্রাসাদ আছে)। লণ্ডন, লিবারপুল, সণ্ডরলণ্ড, পোর্টস্‌মাউথ ও প্লাইমাউথ, এই কয়টী পোতনির্ম্মাণের প্রধান স্থান ; গ্রিনউইচ্‌ (মানমন্দিরের জন্য বিখ্যাত)।

ইংলণ্ডের অধিবাসীদিগকে ইংরাজ বলে ; ইহারা বলবান্‌, সাহসী, তেজস্বী, পরিশ্রমী, বুদ্ধিমান্‌, স্বাধীনতাপ্রিয় ও রণনিপুণ। ইহাদের ভাষাকে ইংরাজী ভাষা কহে। ইংলণ্ডের পার্লিমেণ্ট নামে প্রজাদিগের এক প্রতিনিধি সভা আছে। এই সভার আজ্ঞা অনুসারে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হয়। স্কটলণ্ডের অধিবাসীদের স্কচ্‌ ও আয়র্লণ্ডের অধিবাসীদের আইরিষ বলে। ইংলণ্ডেশ্বর ১ম এডওয়ার্ডের একজন

প্রতিনিধি এ দেশ শাসন করিয়া থাকেন, ইহাকে লর্ড লেপ্টেনান্ট বলে। বৃটীশ সাম্রাজ্যে সূর্য্য কখন অস্তমিত হয় না; কারণ পৃথিবীর সকল অংশেই ইহাঁদের অধিকার আছে।

ওয়েল্‌স—কার্ডিফ ও সোয়ানসি (দক্ষিণ ওয়েল্‌সের বন্দর), মণ্টগোমরী।

স্কটলণ্ড—এডিনবরা (এই নগরের দৃশ্য বড় সুন্দর, এখানে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে), গ্লাসগো, (বৃহৎ নগর, বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত), গ্রীনক্, ডণ্ডী, বালমোরাল (এখানে ইংলণ্ডেশ্বরের গ্রীষ্মনিকেতন আছে)।

আয়র্লণ্ড—ডবলিন (বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রসিদ্ধ), বেলফাষ্ট (উত্তর-পূর্ব্বে), কর্ক (দক্ষিণে), লণ্ডনডরী (উত্তরে) ওয়াটারফোর্ড (দক্ষিণে, বন্দর)।

বৃটীশ সাম্রাজ্যের অধিকার ও উপনিবেশ।

য়ুরোপে—জিব্রাল্টার, মাল্‌তা ও গাজো।

এসিয়ায়—ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মপ্রদেশ; সিংহলদ্বীপ, ষ্ট্রেট্‌ সেট্‌ল্‌মেণ্ট, হংকং, সাইপ্রস, মলয় উপদ্বীপ এবং আরব মধ্যস্থিত আশ্রিত রাজ্যসমূহ।

আফ্রিকায়—কেপকলোনি, নেটাল, বাসুতোলণ্ড, গাম্বিয়া, সিয়ারলিওন্, গোল্ড কোষ্ট, লাগোস, মরিশস্, সেণ্ট হেলেনা, আসেনসন দ্বীপ, বৃটীশ দক্ষিণ ও পূর্ব্ব আফ্রিকা, নিগার রাজ্য, মিশরীয় সুদান ও আশ্রিত রাজ্যসমূহ এবং নবাধিকৃত ট্রান্সভাল্ ও অরেঞ্জ ফ্রি-ষ্টেট ইত্যাদি।

আমেরিকায়—কানাডারাজ্য, নিউফাউণ্ডলণ্ড, লাব্রাদর, বর্মাদস্, বৃটীশ হন্দুরাস, বৃটীশ গায়েনা, ফকলণ্ড দ্বীপ ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জামেকা প্রভৃতি।

ওশেনিয়ায়—অষ্ট্রেলিয়া, তাস্‌মানিয়া, নিউজিলণ্ড; নিউগিনি, ফিজিদ্বীপপুঞ্জ ও বোর্ণিওর কিয়দংশ।

ফ্রান্স—পারিস (সিন নদীর তীরে); লিয়ঁ (রোণ নদীর তীরে, রেশমী কাজের জন্য বিখ্যাত); মার্সেলস (ভূমধ্যসাগরের কূলে, প্রধান বন্দর), বর্দ্দোঁ (গেরোণ নদীর তীরে, এখান হইতে ব্রাণ্ডি মদ, তৈল ও নানাপ্রকার ফল রপ্তানী হয়); নাঁতস্ (লয়ার নদীর তীরে বাণিজ্য স্থান); হেবার (সিন নদীর মোহানায়); কালে (ডোভার প্রণালীতে, এই নগরটী বহুকাল ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ফরাসী বলে; ইহারা শিষ্টাচারী, প্রফুল্লচিত্ত, সরল ও সমরগৌরবপ্রিয়। কৃষিকর্ম্ম সামান্য লোকদিগের প্রধান অবলম্বন। শিল্পকর্ম্মে ফ্রান্সকে ইংলণ্ডের পরেই গণনা করিতে হয়। ইহারা কারুকার্য্যে বড় দক্ষ। মদ এখানকার মূল্যবান্ বাণিজ্য দ্রব্য। এখান হইতে রেশম, পশম, চর্ম্ম ও ব্রাণ্ডি রপ্তানি হয়। এদেশে সাধারণতন্ত্র-শাসনপ্রণালী প্রচলিত।

ফ্রান্সের বিদেশীয় অধিকার।

ফ্রান্সের অধিকারে কসিকা দ্বীপ, প্রধান নগর আইয়াচো।

এসিয়ায়—চন্দননগর, পুঁদিচেরী ও মহী (ভারতবর্ষে), নিম্ন কোচিন, টঙ্কিন, ফরাসী-শ্যাম, আনাম ও কাম্বোডিয়া (আশ্রিত রাজ্য)। আফ্রিকায়—আলজীরিয়, তিউনিস, সেনিগাল, ফরাসী-সুদান, ফরাসী-গিনি, ফরাসী-কঙ্গো ইত্যাদি।

দক্ষিণ আমেরিকায়—ফ্রেঞ্চগায়েনা। ওশেনিয়ায়—নিউ কালিডোনিয়া, সোসাইটী দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

মোনাকো—(ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ক্ষুদ্ররাজ্য), একজন গবর্ণর জেনারলের শাসনাধীন। নগর—মোনাকো, কাণ্ডামাইন, মন্তেকারলো।

বেলজিয়ম—ব্রসেল্‌স্ (সেন নদীর তীরে, কার্পেট ও জরির কার্য্যের জন্য বিখ্যাত); অন্তোয়ার্প (বাণিজ্যপ্রধান নগর); গেণ্ট (এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); লিয়েজ (লোহার কাজের জন্য বিখ্যাত); অষ্টেণ্ড (বন্দর, উত্তর মহাসাগরের উপকূলে)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে বেলজীয়ান বলে; ইহারা কৃষিকর্ম্মে পারদর্শী। স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যে ইহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছেন।

হলণ্ড (নেদারলণ্ড)—আমষ্টার্ডাম (আমষ্টেল নদীর মোহানায়); হেগ (উপকূলে) লেডেন (রাইন নদীর তীরে), রটর্ডাম (বন্দর)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ওলন্দাজ বলে; ইহারা পরিশ্রমী, সমুদ্রের ধারে এক প্রকাণ্ড বাঁধ বাঁধিয়া দেশ রক্ষা করিতেছেন। এ দেশ উর্ব্বরা।

ওলন্দাজদিগের বিদেশীয় অধিকার।

এসিয়ায়—যবদ্বীপ, বোর্ণিও, সুমাত্রা, বাঙ্কা ও আম্বয়না, সিলিবিসের কিয়দংশ, নিউ গিনি, মলক্কাস ইত্যাদি (ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ)।

উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায়—কুরাকা ও অরুবা প্রভৃতি দ্বীপ এবং ডচ্ গায়েনা বা সুরিনম।

জর্ম্মণ-সাম্রাজ্য—মধ্য য়ুরোপের ২৬টী রাজ্য লইয়া এই সাম্রাজ্য গঠিত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রেসিয়া, বাভেরিয়া, ওর্টেম্বুর্গ, ও শকসেনি প্রধান।

ফ্রাঙ্কো-প্রসিয় যুদ্ধের পর প্রেসিয়ার রাজা জর্ম্মণ-সাম্রাজ্যের সম্রাট্ (কই-সর Kaiser) হইয়াছেন। বার্লিন নগর রাজধানী বলিয়া স্থির হইয়াছে।

প্রুসিয়া—বার্লিন (বিশ্ববিস্তালয়ের জন্ম বিখ্যাত); পোষ্টডাম (বার্লিনের পশ্চিম, এখানে অনেকগুলি রাজপ্রাসাদ আছে), ফ্র্যাঙ্কফোর্ট (সেন নদীর ধারে); ডানজিগ্ (ভিষ্টুলা নদীর মোহানাস্থ বন্দর); ষ্টেটীন(ওডার নদীর মোহানায়); মেমেল (উত্তর-পূর্ব্ব সীমাস্থ বন্দর); কলোন (রাইন নদীর তীরে, অডিকোলন নামক গন্ধ দ্রব্যের জন্ম বিখ্যাত), এক্সলা-শাপেল বা আকেন (পশ্চিম সীমায়—উষ্ণপ্রস্রবণ জন্ম বিখ্যাত)।

বাভেরিয়া—প্রধান নগর মিউনিক (এখানে নানাবিধ চিত্র ও ভাস্করকার্য্য আছে); ও মুরেনবর্গ (মধ্যভাগে)।

জর্ম্মণীর বিদেশীয় অধিকার।

আফ্রিকায়—টোগোলণ্ড, কেমেরুণ, জর্ম্মণ দক্ষিণ ও পশ্চিম আফ্রিকা, জর্ম্মণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকা। প্রশান্ত মহাসাগরে—সলোমন পুঞ্জ, মার্সাসপুঞ্জ, বিসমার্ক আর্কিপিসেগো ইত্যাদি।

সুইজর্লণ্ড—বার্ণ (আর নদীর ধারে, এখানে একটী বিশ্ববিস্তালয় আছে); জেনেভা (রোণ নদীর তীরে, ঘড়ির জন্ম বিখ্যাত); জুরিক (জুরিক হ্রদের ধারে); নুশাটেল (নুশাটেল হ্রদের ধারে)। এখানকার অধিবাসদিগকে সুইস্ বলে। এখানে বাহাদুরী কাষ্ঠ, ঘড়ি, পনির প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। •

অস্ট্রো-হুঙ্গেরী—(Austro-Hungary)

অস্ট্রিয়া—ভিয়েনা (দানিয়ুব নদীর তীরে, প্রধান বাণিজ্য স্থান); প্রেগ্ (বোহিমিয়ার প্রধান নগর); ত্রিয়েস্ত (আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে); ক্রাকো (ভিষ্টুলা নদীর তীরে)।

হুঙ্গেরি—বুদা বা ওফেন ও পেস্ত (দানিয়ুব নদীর উভয় তীরে)।

১৮৭৮ খৃঃ অব্দে বোসনিয়া ও হারজেগোবিনা (তুরুস্কের প্রদেশদ্বয়) অস্ট্রিয়ার শাসনে আসিয়াছে।

বসোনিয়া—সিরাজিভো। হারজেগোবিনা—মুষ্টার।

রুষিয়া,—সেণ্টপিটার্সবর্গ (রাজধানী, নিভা নদীর তীরে); আর্কেঞ্জেল (উত্তর ডুইনা নদীর মোহানার নিকট); ওয়ার্সা (ভিষ্টুলা নদীর তীরে, পূর্ব্বে পোলণ্ডের রাজধানী ছিল); রীগা (রীগা উপসাগরে, রপ্তানী দ্রব্যের আড়ত), হেলসিংফোর্স (ফিনলণ্ডের প্রধান নগর); মস্কো (মধ্যভাগে, রুষিয়ার প্রাচীন রাজধানী); নিজ্নি-নব গরদ্ (ভল্গা নদীর তীরে); ওডেসা ও খারশন (কৃষ্ণসাগরতীরস্থ বন্দর); শিবাস্তোপল (ক্রিমিয়ার দুর্গের জন্ম বিখ্যাত), অষ্ট্রাকান (ভল্গা নদীর মোহানার নিকট, মৎস্য-ব্যবসায়ের জন্ম বিখ্যাত)।

য়ুরোপীয় রুষিয়া য়ুরোপের প্রায় পূর্ব্বার্দ্ধ ব্যাপিয়া আছে। অধুনা এই সাম্রাজ্য পোলণ্ড ও ফিন্লণ্ড সহ ৬৮টী গবর্ণমেণ্টে বিভক্ত। এদেশ অতি বিস্তীর্ণ, এইজন্ম স্থানভেদে এখানে শীত ও গ্রীষ্মাদি ঋতুর তারতম্য হইয়া থাকে। উত্তর-মহাসাগরের নিকটবর্ত্তী ভূমি চিরতুষারাচ্ছন্ন। য়ুরোপের অপরাপর সাম্রাজ্য অপেক্ষা এখানকার লোকসংখ্যা অধিক এবং অধিবাসীরা অপেক্ষাকৃত অসভ্য বলিয়া পরিগণিত। রুষিয়ার সম্রাট্‌কে "জার" (সিজার শব্দের অপভ্রংশ) বলে। রুষিয়ার মধ্যভাগ ও দক্ষিণপশ্চিমাংশ উর্ব্বরা। ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধি অনুসারে বাসারাবিয়া প্রদেশ রুষিয়ার অধিকারে আসিয়াছে। প্রধান নগর কিশিনেফ।

স্কান্দিনেভিয়া—নরওয়ে ও সুইডেন একত্র এই নামে পরিচিত। এ রাজ্য পর্ব্বত ও হ্রদাকীর্ণ।

নরওয়ে—ক্রিষ্টিয়ানা (দক্ষিণ পূর্ব্বে, এখানে বিশ্ববিদ্যালয় আছে); বার্জ্জেন ও ট্রণ্ডেম (পশ্চিমে) এ দুইটী বন্দর।

নরওয়ে পার্ব্বত্য দেশ। ১৮১৪ খৃষ্ট অব্দে সুইডেনের সহিত মিলিত হইয়া একজন রাজার শাসনাধীন হইয়াছে, কিন্তু এই উভয় দেশের শাসনপ্রণালী বিভিন্ন। নরওয়ের অধিবাসীদের নরউইজিয়ান্ বলে, ইহারা পরিশ্রমী ও সাহসী।

সুইডেন—ষ্টকহলম্ (মেলার হ্রদের নিকট, সমুদ্র-বন্দর); গোথেনবর্গ (দক্ষিণ-পশ্চিমে বাণিজ্যস্থান); কারল্‌স্‌ক্রোণা (দক্ষিণ-পূর্ব্বে, সুইডেনের রণতরীর প্রধান আড্ডা); অপ্‌শালা (এখানে বিশ্ববিস্তালয় আছে)।

সুইডেনের অধিবাসিগণ 'সুইডিস্' নামে অভিহিত। ইহারা সুশিক্ষিত ও পরিশ্রমী। লাপলণ্ডের (বোথনিয়া উপসাগরের উত্তর) কিয়দংশ নরওয়ে-সুইডেনের ও কিয়দংশ রুষিয়ার অধিকৃত।

ডেন্মার্ক (স্কট্লণ্ডলসহ)—কোপেনহেগেন (জিলণ্ডের পূর্ব্বে); এলশিনর। এখানকার অধিবাসীদিগকে দিনেমার বলে।

আইসলণ্ড (প্রধান নগর রিকিয়াভিক); গ্রীনলণ্ড এবং পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সেণ্টেটমাস ইত্যাদি দ্বীপ ডেন্মার্কের অধিকারে আছে।

স্পেন—মাদ্রিদ, বার্সিলোনা (উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে); সালামানকা (এখানে বিশ্ববিস্তালয় আছে); সেবিল (গোয়াদেলকুইবার নদীর তীরে); করুণা (আটলাণ্টিক মহাসাগরের বন্দর); জিব্রাল্টার (দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত)।

এখানকার অধিবাসীদিগকে স্পানিয়ার্ড বলে। ভূমধ্যসাগরের মাজর্কা, মিনর্কা, ইভিকা প্রভৃতি দ্বীপ স্পেনের অধিকারে আছে। বিদেশীয় অধিকার—প্রশান্ত মহাসাগরে—ক্যারোলাইন, সুলু ইত্যাদি। আফ্রিকায়—কেনারী দ্বীপপুঞ্জ

ফর্ণন্দোপো, আনাবন, সানজুয়ান ইত্যাদি। আমেরিকায়—পর্ত্তোরিকো।

পিরেনিজ পর্ব্বতের আন্দোরা নামক ক্ষুদ্র প্রদেশ স্পেনদেশস্থ অর্গেল নগরের প্রধান ধর্ম্মযাজকের ও ফ্রান্সের কর্ত্তৃত্বাধীনে। এখানে সাধারণতন্ত্র প্রচলিত।

পর্ত্তুগাল—লিসবন (টেগস্ নদীর ধারে); অপর্ত্তো (ডাইরো নদীর মোহানার নিকট, পোর্ট নামক সুরার জন্য বিখ্যাত)।

পর্ত্তুগাল ৬টী প্রদেশে বিভক্ত। এখানকার অধিবাসীদিগকে পর্ত্তুগীজ বলে। এখানকার ভূমি উর্ব্বরা বটে, কিন্তু কৃষিকর্ম্মের তেমন উন্নতি নাই। বিদেশীয় অধিকার—এশিয়ায় গোয়া, দমন্, ও দীউ (ভারতবর্ষে); তাইমুর (ভারত-মহাসাগরে), মাকো (চীন দেশে)। আফ্রিকায়—পর্ত্তুগীজ পূর্ব্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা, কেপভার্দ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদি।

১৭৪৫ খৃষ্ট অব্দের ভূমিকম্পে লিসবনের ৬০,০০০ লোকের মৃত্যু হয়।

ইতালী—রোম (টাইবার নদীর তীরে, এখানকার সেন্ট-পিটার গীর্জ্জা বড় সুন্দর); নেপল্স (পশ্চিম উপকূলে, ইতালীর মধ্যে বড় নগর।) মিলান (জেনোআ) উত্তরপূর্ব্ব উপকূলের প্রধান বন্দর ; ভিনিস (আড্রিয়াতিক সাগরের উত্তরাংশে); ফ্লরেন্স, ব্রিন্দিসী (আড্রিয়াতিক সাগরের উপকূলে অবস্থিত) য়ুরোপ হইতে এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এখানে ডাকষ্টীমার থামে। এখান হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত আছে।

সম্প্রতি সান্‌সেরিণো প্রদেশ ভিন্ন সমগ্র ইতালী (সার্ডিনিয়া ও সিসিলি দ্বীপসহ) একজন রাজার শাসনাধীন এবং ইতালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত।

এখানকার অধিবাসীদিগকে ইতালিয়ান বলে। বিদেশীয় অধিকার—আফ্রিকায় ইরীত্রিয়া (লোহিতসাগর উপকূলে), সোমালিলণ্ড ও গালা প্রভৃতি।

সিসিলি-দ্বীপ—পালার্‌মো।

সার্ডিনিয়া—কাগলিয়ারী।

মাল্টা,—ভালিতা (ইংরাজদিগের ভূমধ্যসাগরস্থ রণতরীর প্রধান আড্ডা)।

গজো, কমিনো (সিসিলির দক্ষিণ) ইংরাজদিগের অধিকারে।

গ্রীস—আথেন্স (ইজিনা উপসাগরের উত্তর); পাত্রস (করিন্থ উপসাগরে প্রবেশপথের নিকট, বন্দর); স্পার্টা (দক্ষিণে)।

অধিবাসীদিগকে গ্রীক বলে; ইঁহারা নাবিকের কার্য্যে বড় পটু।

য়ুরোপীয় তুরুষ্ক—কনস্তান্তিনোপল বা স্তাম্বুল (বস্‌ফোরস্ প্রণালীতে); গালিপোলি (দার্দানেলজ প্রণালীর নিকট); আড্রিয়ানোপল ; সালোনিকা।

ইস্‌লামধর্ম্মই অত্রত্য রাজধর্ম্ম। এখানকার রাজা স্বেচ্ছাচারী ; তাঁহাকে সুলতান ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রীকে উজির বলে।

কাণ্ডিয়া (ক্রীত)—কাণ্ডিয়া।

করদ রাজ্য—বুলগেরিয়া ও পূর্ব্ব রুমাণিয়া—সোফিয়া ; ফিলিপপোলি (পূর্ব্ব রুমাণিয়ার প্রধান নগর)।

পূর্ব্ব রুমাণিয়া বুলগেরিয়ার সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণ বুলগেরিয়া নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।

সামসদ্বীপ (এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে)।

নিম্নলিখিত রাজ্যগুলি রুষ-তুরুষ্কের যুদ্ধের পর ১৮৭৮ খৃষ্ট অব্দে বার্লিন নগরের সন্ধি অনুসারে স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

রুমাণিয়া—বুখারেষ্ট ; জাসে (মল্ডেভিয়ার প্রধান নগর)। সার্ব্বিয়া—বেলগ্রেড। মন্টেনিগ্রো—সত্তিনে।

মলডেভিয়া, ওয়ালাশিয়া ও দোব্রুজা প্রদেশ লইয়া রুমাণিয়া রাজ্য।

প্রকৃতি ও অধিবাসী।

য়ুরোপ পরিমাণে এসিয়ার এক-চতুর্থাংশেরও কম। ভৌগোলিক বিবরণানুসারে ইহা এসিয়া মহাদেশের উত্তর পশ্চিম কোণে সম্বদ্ধ। য়ুরোপের সমগ্র দেশভাগ কর্কটক্রান্তির উত্তরে অবস্থিত হওয়ায় এখানে গ্রীষ্মাভাব ঘটিয়াছে। এতদ্ভিন্ন উত্তরদিকের অধিকাংশ স্থান সুমেরু-কেন্দ্রের (Arctic-zone) মধ্যগত থাকায় অর্থাৎ ৫৭° অক্ষরেখার উত্তরবর্ত্তী দেশসমূহের শৈত্যের প্রাবল্যহেতু ধান্যগোধুমাদি আদৌ জন্মে না। এই হেতু তত্তদ্দেশে নিরন্তরই জনসংখ্যার হ্রাস ঘটিয়া থাকে। পর্ব্বতময় স্কটলণ্ডের উত্তরাংশে, নরওয়ে ও সুইডেনে এবং রুষিয়ার উত্তরভাগে অত্যধিক হিমপাত হওয়ায় কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। তজ্জন্য ঐ সকল দেশের দক্ষিণে যেভাগে গোধূম জন্মিয়া থাকে, সেই ভাগেই লোকের বসতি দেখা যায়। য়ুরোপের পশ্চিম অপেক্ষা পূর্ব্ব দিকেই শীতের প্রভাব অধিক, এক অক্ষরেখায় অবস্থিত এডিনবরা নগরী অপেক্ষা মস্কউ নগরে শীতাধিক্য উপলব্ধি হইয়া থাকে।

য়ুরোপ ও এসিয়ার প্রাকৃতিক গঠন লইয়া তুলনা করিলে উভয় মহাদেশকেই প্রায় একরূপ বলিয়া কল্পনা করা যায়। য়ুরোপের দক্ষিণে স্পেন, ইতালী ও তুরুষ্ক রাজ্য যেরূপ প্রায়োপদ্বীপাকারে বিলম্বিত আছে, এসিয়ার দক্ষিণেও তদ্রূপ আরব, ভারত ও গঙ্গাবহির্ভূত উপদ্বীপ (Trans-Gangetic

Peninsula) বিদ্যমান আছে। স্পেনের উত্তর হইতে পিরিনিজ, আল্‌পস্ ও কার্পেথিয়ান্ পর্ব্বতশ্রেণী যেরূপ সমসূত্রে পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত রহিয়াছে, মধ্য এসিয়ার উচ্চ ভূমিতেও সেইরূপ একটী সমরেখায় গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়। উত্তর য়ুরোপ ইংলণ্ডের পূর্ব্ব হইতে য়ুরাল পর্ব্বত পর্য্যন্ত যেমন সমতল ক্ষেত্রে বিরাজিত, এসিয়ার সাইবিরিয়া রাজ্য তেমনই সুদীর্ঘ সমতল প্রান্তরে পরিবেষ্টিত রহিয়াছে।

স্পেন, ইতালী ও তুরুষ্ক রাজ্য, য়ুরোপের মধ্যে গ্রীষ্ম-প্রধান। এই কারণ এখানে স্বল্প পরিমাণে ধান্যাদি উৎপন্ন হয়। ফ্রান্স, বেলজিয়ম, প্রুসিয়া ও পোলণ্ডের সমতল ক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। বল্টিক হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত পোলণ্ড ও মধ্য রুষিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্তর ভিস্‌চুলা, ওডার, নিপার ও নিষ্টার নদী দ্বারা জল-প্লাবিত হওয়ায় উহা সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর হইয়াছে এবং উহাই য়ুরোপের শস্যভাণ্ডার বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এখান হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপীয় শস্যহীন দেশে প্রচুর পরিমাণে গোধূম রপ্তানি হয়।

গ্রীষ্মাভাব হেতু এখানে বন্য জীব জন্তু এবং বৃক্ষলতাদির একান্ত অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। রুষিয়ার উত্তরে এবং অষ্ট্রিয়ার পার্ব্বতীয় জঙ্গলে ভয়াবহ নেকড়ে বাঘ (Wolf) ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু এখানে নাই। এমন কি, চিতা, বিড়াল প্রভৃতিও এখানে দৃষ্ট হয় না। সেক্সপীয়ারের গ্রন্থে যে "bearded [illegible] উল্লেখ আছে, তাহাকে স্পেনদেশীয় par-[illegible]) ; প্রেগ (বোহিমি[illegible] pard' নামক [illegible]) ; ক্রাকো [illegible] য়ুরোপ সভ্যতার শীর্ষসোপানে dine lynx বলিয়া জানা যায়। [illegible] পেস্ত (দা[illegible] জন্তুর সংখ্যা অনেক আরোহণ করাতেও বর্ত্তমানে বন্য হিংস্র [illegible] আমরা কমিয়া আসিয়াছে। কারণ ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানিতে পারি যে, প্রাচীন কালে য়ুরোপে হস্তী, গণ্ডার, ব্যাঘ্র, বৃষ ও হরিণ প্রভৃতি জন্তু ছিল। শীকারপ্রিয় য়ুরোপবাসীর হস্তে অথবা হিমপ্রলয়ে সম্ভবতঃ ঐ সকল জীবজন্তুর ক্ষয় ঘটিয়াছে। সমগ্র য়ুরোপ মহাদেশ অনুসন্ধান করিলে শতাধিক বিভিন্ন জাতীয় বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

প্রকৃতি কর্ত্তৃক এরূপ দীনভাবে রক্ষিত হইলেও য়ুরোপ-বাসী জাগতিক উন্নতির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছেন। কি বিজ্ঞান, কি শিল্প, কি সাহিত্য, কি সামরিক কৌশল সকল বিষয়ে য়ুরোপীয়গণ অন্যান্য দেশবাসী অপেক্ষা উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

য়ুরোপবাসিগণ আপনাকে প্রাচীন আর্য্য বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচিত করেন। যথাক্রমে কেল্টিক ইতালীয় বা [illegible] হেলেনীয় টিউটন, লেটিশ ও স্লাভনীয়গণ পারস্য বা মধ্যএসিয়া হইতে য়ুরোপে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। [illegible] স্কটলণ্ড, আয়রলণ্ড, ওয়েলস্, কর্ণওয়াল, পশ্চিম ফ্রান্স ও স্পেনে কেল্টিক-গণের বাস দেখা যায়। ইতালী, ফ্রান্স, স্পেন, পর্ত্তুগাল, ওলাসিয়া ও মলডাভিয়া নামক স্থানে রোমকগণ এবং গ্রীস ও গ্রীসীয় দ্বীপপুঞ্জে হেলেনগণের বাস রহিয়াছে। ইংরাজ, ওলন্দাজ, জর্ম্মণ ও স্কান্দিনেবিয়গণ টিউটনশাখা বলিয়া পরিচিত। টিউ-টনদিগের প্রাচীন মিসোগথিক্ (Mœso-Gothic) ভাষার সহিত সামঞ্জস্য করিয়া অধ্যাপক বপ্ (Comparative grammar) লিখিয়াছেন যে, বাঙ্গালা অপেক্ষা এই ভাষা অধিকতর সংস্কৃতের অনুগামী। তুরুষ্ক, হঙ্গেরী, বোহেমিয়া ও পোলণ্ড প্রান্তর ভাগে শেষ ঔপনিবেশিক আর্য্যগণের বংশধরেরা বসবাস করিতেছে। এতদ্ভিন্ন সমগ্র য়ুরোপের নানাস্থানে প্রায় তিন লক্ষ "জিপ্‌সীর (Gipsy) বাস আছে। উহাদের ভাষা ও আকৃতি প্রকৃতি প্রায় হিন্দুর মত। ভারতীয় ডোমদিগের সহিত ইহাদের বিশেষ পার্থক্য দেখা যায় না।

সমাগত আর্য্য ব্যতীত পিরিনিজ ও লাপ্‌লণ্ড ভূভাগে কতকগুলি প্রাচীন অনার্য্যজাতির বাস আছে। মোঙ্গলীয় বা তুর্কগণ তুরুস্কে, তাতারগণ পূর্ব্ব ও দক্ষিণ রুষিয়ায় এবং মগ্যারগণ হঙ্গেরীতে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তুর্কগণ ব্যতীত বর্ত্তমান য়ুরোপের সমস্ত অধিবাসীই প্রায় খৃষ্টান-ধর্ম্মাবলম্বী। ঐ খৃষ্টানদিগের মধ্যে মধ্যে আবার সাম্প্রদায়িক প্রভেদ আছে। গ্রীকসমাজের (Greek church) নেতা রুষ-সম্রাট্, রোমান্-কাথলিক সমাজের নেতা রোমের পোপ। প্রোটেষ্টাণ্ট সমাজের কোন বিশিষ্ট নেতা নাই। ধর্ম্ম অনুসারে লাটিন্ বা রোমকগণ রোমান-কাথলিক, টিউটনগণ প্রোটেষ্টাণ্ট ও রুষসাম্রাজ্যবাসিগণ গ্রীকচার্চের অধীন। গ্রীক ও ক্রীতবাসীদিগের মধ্যেও রোমান-কাথলিকই অধিক।

এখানকার [illegible] লোকসংখ্যা প্রায় ৩০০০ লক্ষ। ঐ সকল বাক্তির মধ্যে ইতালীয়, [illegible] বগর্‌[illegible], স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের ভাষা কতকাংশে লাটিন্ মিশ্রিত। জর্ম্মাণ, ফ্লেমিস্, ওলন্দাজ, সুইডিস্, দিনেমার ও ইংরাজদিগের ভাষায় টিউটনদিগের ভাষার প্রভাব লক্ষিত হয়। পোলণ্ড, রুষিয়া, বোহেমিয়া ও য়ুরোপীয় তুরুস্কে স্লাভনিক ভাষার ছায়া দেখা যায়। উয়েলস্, স্কট্‌লণ্ড, আয়র্লণ্ড, উত্তরপশ্চিমফ্রান্স ও ল্যাপ্‌লণ্ডে কেল্টিক্‌ভাষায় ব্যবহার আছে। বর্ত্তমান গ্রীক ও অন্যান্য কএকটী ভাষা এক্ষণে য়ুরোপখণ্ডে প্রচলিত রহিয়াছে। প্রাচীন গ্রীকভাষার সহিত বর্ত্তমান গ্রীকভাষার অনেক প্রভেদ দৃষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালে য়ুরোপ মহাদেশ নিয়মতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র ও

সাধারণতন্ত্র নামক শাসনপ্রণালীতে পরিচালিত হইতেছে। রাজকীয় বিভাগ লক্ষ্য করিলে জানা যায় যে, য়ুরোপ মহাদেশ রুষিয়া, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গেরী, জর্ম্মণি ও তুরুষ্ক নামক চারিটী সাম্রাজ্য বিভক্ত। প্রুসিয়া, বাভেরিয়া, বুর্টেম্বার্গ ও সাক্সনিরাজ্য, বদেন, মেক্লেন্‌বর্গ, স্কেরিন, হেসি, ওল্ডেনবর্গ, সেক্সবিমার, মেক্লেনবর্গ, ষ্ট্রলিটজ্ নাম প্রাপ্ত ডচি ও ব্রান্সউইক, সেক্সমেনিঞ্জেন, এন্‌হাল্ট, সেক্সকোবার্গ গোথা ও সেক্স অল্টোবর্গ নামক ডচি এবং বল্‌-বেক্, লিপে, স্বার্জবার্গ রুডোলষ্টর্ড স্বার্জবার্গ-সোণ্ডারশুজেন, বোল্ডেবার্গ-লিপে ও রিউস্ গ্রীজ্ নামক সামন্ত রাজ্য (Principality) এবং এল্‌সাস্‌লোরেন্ প্রদেশ ও হাম্বার্গ, লুবেক, ব্রেমেন প্রভৃতি ফ্রি-টাউন লইয়া জর্ম্মণ সাম্রাজ্য গঠিত।

তুরুষ্ক, সার্ভিয়া, মণ্টিনিগ্রো ও রুমাণিয়া লইয়া তুরুষ্ক সাম্রাজ্য।

এতদ্ভিন্ন বেলজিয়ম, ডেনমার্ক, গ্রেটব্রিটেন ও আয়র্লণ্ড, গ্রীস, হলণ্ড, ইতালী, স্পেন, পর্ত্তুগাল, সুইডেন ও নরওয়ে এবং জর্ম্মণির অন্তর্ভুক্ত চারিটী রাজ্য লইয়া এখানে সর্ব্বসমেত ১৩টী রাজ্য আছে। আঁদোরে, ফ্রান্স, সানমারিণো ও সুইজর্লণ্ড নামক রাজ্যচতুষ্টয় সাধারণতন্ত্র বলিয়া গণ্য।

য়ুরোপের ইতিহাস বলিতে সমগ্র সভ্য জগতের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, কলাবিদ্যা ও যুদ্ধবিদ্যার উন্নতির ইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক।

পৌরাণিক গ্রীক কাব্য পাঠে জানা যায় যে, জুপিটর এখানে য়ুরোপাকে (Europa) আনিয়া রাখেন, তদবধি এই স্থান য়ুরোপ নামে খ্যাত হয়। বোকার্ট (Bochart) ফিনিকীয় Urappa শব্দ হইতে য়ুরোপ শব্দের ব্যুৎপত্তি স্থির করিয়াছেন। ফিনিকীয় Urappa ও গ্রীক্ lenks prosopos শব্দ একপর্য্যায়বাচক। উহার অর্থ শ্বেত বা সুন্দরবর্ণ। সম্ভবতঃ য়ুরোপবাসীর শ্বেতকায় দেখিয়া এই মহাদেশকে ঐ নামে অভিহিত করা হইয়া থাকিবে। মুসেঁ। গেবেলিন্ (M. Gebelin) ফিনিকীয় "Wrab" শব্দ হইতে নামোৎপত্তি স্বীকার করেন। তাঁহার মতে ফিনিকীয়ার অর্থাৎ এসিয়ার পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া এই স্থানের নাম য়ুরোপ হইয়াছে। Wrab শব্দের অর্থ পশ্চিম। কারণ ফিনিকীয় বণিকগণ বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যব্যপদেশে ভূমধ্যসাগরের য়ুরোপীয় উপকূলে আসিয়া বাস করিয়াছিল। তাহারা পশ্চিম দিকে আসিয়াছিল বলিয়া এই স্থানকে Wrab পশ্চিম শব্দে উল্লেখ করিয়া থাকিবে।

য়ুরোপীয় পুরাবিদেরা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, য়ুরোপের অধিবাসিগণ এসিয়া হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে। যে সময়ে এসিয়া মহাদেশে সুবৃহৎ ও মহাসমৃদ্ধিশালী সাম্রাজ্যসমূহ বিদ্যমান থাকিয়া জাতীয় উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রচার করিতেছিল, সেই সময়ে য়ুরোপ বর্ব্বরতায় নিমজ্জিত ছিল। য়ুরোপীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে গ্রীক-রাজ্য বর্ব্বরতা হইতে অভ্যুত্থিত এবং অনতিকাল মধ্যেই উচ্চ শিক্ষা ও সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়। গ্রীকগণ জাতীয় উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ইতালী এবং গল ও স্পেন-রাজ্যের সমুদ্রোপকূলে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। এই সময় হইতেই রোম নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৮ম শতাব্দে রোমরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

অভ্যুত্থিত রোমের বীরচেতা অধিবাসিগণের বাহু বলে ক্রমে সমগ্র ইতালী এবং সর্ব্বশেষে য়ুরোপ মধ্যে একটী সাম্রাজ্যের বিস্তার হয়। তৎকালে কেবল মাত্র উত্তর-য়ুরোপবাসী জাতি মাত্র রোমের অধীনতাপাশ বহন করে নাই।

রোম-সাম্রাজ্যের অধঃপতনে য়ুরোপে বর্ব্বর জাতির (barbarians) প্রতিপত্তি বিস্তৃত হয়। বর্ব্বরগণ এসিয়ার নানাস্থান হইতে দলে দলে অগ্রসর হইয়া য়ুরোপলুণ্ঠন এবং তদ্দেশবাসীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে। বর্ব্বর জাতির সমাগমের পর, কএক শতাব্দ ধরিয়া য়ুরোপ মহাদেশে ভয়াবহ অরাজকতাস্রোতঃ প্রবাহিত হইতে থাকে। অতঃপর ভিসিগথ (Visigoth)-গণ স্পেনরাজ্যে, ফ্রাঙ্কগণ (Franks) গলরাজ্যে, লম্বর্ডগণ (Lombard) ইতালীতে, সাক্সনগণ (Saxon) উত্তর জর্ম্মণিতে, আভেরী (The Avari) দক্ষিণ জর্ম্মণিতে এবং সর্ব্বশেষে এঙ্গ্‌লো-সাক্সনগণ ব্রিটেন রাজ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে রাজপাট স্থাপন করেন। পূর্ব্ব য়ুরোপে গ্রীক-সাম্রাজ্যই কনষ্টান্তিনোপলে বিগত রোম-রাজ্যের পরিচায়ক ছিল।

প্রায় খৃষ্টীয় ৮০০ অব্দে বিখ্যাত যোদ্ধা ও দণ্ডমুণ্ডবিধাতা সার্লিমেন (Charlemagne) পশ্চিম য়ুরোপের অধিকাংশ স্থান অধিকারপূর্ব্বক একটী বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। সেই বীরবরের বংশধরগণ আপনাদের রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে অশক্ত হওয়ায় শাসনশৃঙ্খলায় শৈথিল্য উপস্থিত হয় এবং গৃহবিবাদহেতু সেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালী, লোরেণ, প্রোভেন্স, বার্গাণ্ডি প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে উত্তর য়ুরোপের মহাসমৃদ্ধিসম্পন্ন রুষিয়া, সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক প্রভৃতি রাজ্য শক্তিসঞ্চয়ে সমুন্নত হইয়া য়ুরোপীয় অপরাপর শক্তির সমকক্ষ হইয়া উঠে।

খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে মূরগণ স্পেনীয় প্রায়োদ্বীপ আক্রমণ করিয়া রাজ্য শাসন করিতে থাকে। তাহাদের সমৃদ্ধ রাজ্যশাসনের পরিচয় যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কর্ডোভার মূরকীর্ত্তি জগতে অতুলনীয়। লিয়োঁ, কাষ্টাইল, আর্গো ও পর্ত্তুগালের খৃষ্টান্ রাজগণের অভ্যুদয়ে তাহারা চির সাধের স্পেনসাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল অধিকারপূর্ব্বক তথায় রাজপাট স্থাপন করে। ঐ সময় হইতেই য়ুরোপের সমৃদ্ধিশালী অপরাপর রাজ্যগুলির প্রতিষ্ঠা কাল কল্পনা করা যায়। [মূর দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে ইউনাইটেড্ নেদারলণ্ড প্রদেশসমূহ স্পেনীয় শাসনশৃঙ্খল উচ্ছেদ করিয়া স্বাধীন মুকুট গ্রহণ করে এবং ১৮শ খৃষ্টাব্দে পদার্পণ করিয়াই প্রুসিয়া স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে গঠিত হয়। ৯১১ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত জর্ম্মাণ সাম্রাজ্য ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্যক্‌রূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। ৯৯২ খৃষ্টাব্দে পোলণ্ড একটী স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে পরিগণিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের রুষ রাজাদেশানুসারে উহা রুষসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে। প্রুসিয়া ও অষ্ট্রিয়া পূর্ব্বেই কতকগুলি প্রদেশ অধিকার করিয়া স্বতন্ত্র হইয়াছিল।

১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ফরাসী-বিপ্লবে য়ুরোপে যে সাধারণ রণরঙ্গ সমুৎপাদিত হয়, তাহা হইতে য়ুরোপের অনেক ঐতিহাসিক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ফরাসী-সম্রাট্ ১ম নেপোলিয়ান্ ঐ সময়ে য়ুরোপের সর্ব্বত্র স্বীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ফরাসী সাম্রাজ্যের অধঃপতন ঘটিবার পর, অনেকাংশে পূর্ব্বতন রাজ্যশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে গ্রীকগণ তুরুষ্ক সাম্রাজ্যের অধীনতা পাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে নেদারলণ্ডস্ হলণ্ড ও বেলজিয়ম নামক দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। ৩য় নেপোলিয়ানের সহিত ইতালীরাজের বন্ধুত্ব স্থাপিত হইলে, অষ্ট্রিয়াসম্রাট্ লম্বর্ডিরাজ্য ফরাসী সম্রাটের হস্তে সমর্পণ করেন। নেপোলিয়ান্ পরে উক্ত সার্ডিনিয়া রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে রুমাণিয়ার সামন্তরাজ্য সংগঠিত হয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ব্যতীত জর্ম্মণ-সামন্ত রাজ্যগুলি একতাবদ্ধ হইয়া একটী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিল। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে বার্লিন্ নগরের সন্ধিপত্রানুসারে তুরুষ্কের সুলতানের অধিকৃত কতকগুলি প্রদেশ স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য করা হইয়াছিল।

উপরে যে সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক পর্য্যায় লিখিত হইল, তাহার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ তত্তৎ দেশ নামে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, সুতরাং এখানে বিভিন্ন দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস উল্লেখ করা গেল না। [তত্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

যূষ, বধ, ভ্বাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট্। লট্ যূষতি। লোট্ যূষতু। লিট্ যুযূষ। লুট্ যূষিতা। লুঙ্ অযূষীৎ লৃট্ যূষিষ্যতি। সন্ যুযূষিষতি। যঙ্ যোযূষ্যতে। যঙ্‌লুক্ যোযূষীতি।

যূষ্ (পুং ক্লী) যূষ-ক। মুদ্গাদি কাথরস, মুদ্গাদির ঝোল। মুগ বা মৎস্যাদির যে ঝোল হয়, তাহাকে যূষ কহে।

"বৈদলান্ বিতুষান্ ভৃষ্টান্ চতুর্ভাগাম্বুসাধিতান্।

নিষ্পীড্য তোয়মেতেষাং সংস্কৃতং যূষ উচ্যতে॥" (পর্য্যায়মু॰)

দাইল ভাজিয়া তাহার তুষ (খোসা) ফেলিয়া দিবে, পরে চারি ভাগ জলে উহা সিদ্ধ করিয়া উহাতে লবণাদি মিশ্রিত করিবে, তদনন্তর উহা উত্তমরূপ নিষ্পীড়ন করিয়া ছাকিয়া লইলে তাহাকে যূষ কহে। এই যূষ বহু প্রকার।

এই যূষের বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ লিখিত আছে। মুদ্গযূষ কফনাশক, অগ্নিকর, বমন ও বিরেচন দ্বারা শুদ্ধশরীর ব্যক্তিদিগের মুখপ্রিয়। ইহা অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। মুদ্গযূষ দাড়িম ও দ্রাক্ষা সংযোগে প্রস্তুত হইলে তাহাকে রাগষাড়ব কহে। মসূর, মুদ্গ ও কুলথ লবণ সংযোগে প্রস্তুত হইলে রুচিকর, লঘুপাক ও দোষের অবিরোধী হয়। ইহা কফ ও পিত্তের অবিরোধী, বাতব্যাধির পক্ষে উপকারী এবং বায়ুরোগীর পক্ষে সুপথ্য, রুচিকর, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় ও লঘুপাক।

পটোল ও নিম্বের যূষ কফঘ্ন, মেদঃশোধক, পিত্তনাশক, অগ্নিকর, মুখপ্রিয় এবং কৃমি, কুষ্ঠ ও জ্বরনাশক। মূলকের যূষ শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, প্রসেক, অরুচি ও জ্বরনাশক এবং কফ, মেদ ও গলরোগে বিশেষ উপকারী। কুলত্থের যূষ বায়ুনাশক, শ্বাস, পীনস, কাস, অর্শ, গুল্ম, ও উদাবর্ত্ত রোগে হিতকর। দাড়িম ও আমলা দ্বারা উহা প্রস্তুত হইলে মুখপ্রিয়, দোষের সংশমনকারী ও লঘুপাক হয়। মুদ্গ ও আমলকের যূষ বলকর, পিত্তজনক, মূর্চ্ছা ও মেদোনাশক, পিত্ত ও বায়ুদমনকারী, সংগ্রাহী এবং কফ ও পিত্তের হিতকর। যব, কূল ও কুলত্থের যূষ কণ্ঠশোধনকর ও বায়ুনাশক। সকল প্রকার মুগাদি ও শমীধান্যের যূষ উক্ত প্রকার গুণসম্পন্ন, বৃংহণ ও বলবর্দ্ধক।

যূষমাত্রই হৃদ্য এবং বায়ু ও কফের হিতকর। তৈল, লবণ, ঘৃত ও ঝাল এই সকল দ্বারা প্রস্তুত না হইলে তাহাকে 'অকৃত যূষ' এবং তৈল, লবণ ও ঝাল সংযুক্ত হইলে তাহাকে কৃতযূষ কহে। দধি, কাঁজি ও কলায়রস রস সহ যে নর্কিল

যূষ প্রস্তুত হয়, তৎসমুদায় উত্তরোত্তর লঘু ও হিতকর। সংস্কৃত অপেক্ষা অসংস্কৃত যূষ লঘু ও হিতকারী। দধি, দধিমস্তু ও অম্ল দ্বারা পক্ব হইয়া রস প্রস্তুত হইলে তাহাকে কাম্বলিক যূষ কহে।

মাংসের যূষ তৃপ্তিকর; শ্বাস, কাস ও ক্ষয়রোগনাশক, বাতঘ্ন, তৃপ্তিকারক, সংঘাতকর, এবং শুক্র ওজঃ ও বলবর্দ্ধক।

(সুশ্রুত সূত্রস্থা০ ৪৫ অ০)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"অষ্টাদশগুণে নীরে শমীধান্তশৃতো রসঃ।
বিরলাস্নে ঘনঃ কিঞ্চিৎ পেয়াতো যূষ উচ্যতে।
উক্তঃ স এব নির্যূহো রুচিকৃচ্চ বিশেষতঃ॥"

শমীধান্য (মুগ মুসুর প্রভৃতি) আঠার গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিলে সিক্থ (সিটা) বিরহিত অথচ পেয়া অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ঘন যে সামগ্রী প্রস্তুত হয়, তাহাকে যূষ বলা যায়। ইহা রুচিকারক। যূষের প্রকারান্তর-কুট্টিতদ্রব্য (যূষের উপাদান শমীধান্যাদি) একপল, শুণ্ঠী অর্দ্ধতোলা ও পিপ্পলী অর্দ্ধ তোলা এই সকল একত্র চারিসের জলের সহিত পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে যূষ কহে। ইহা বলকারক, লঘুপাক, রুচিকারক, কণ্ঠশোধক এবং কফনাশক।

মুদ্গযূষবিধি দুইপল ও মুগ চারিসের জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া যখন একসের অবশেষ থাকিবে, তখন উহা নামাইয়া চটকাইতে হইবে, যখন দাইল ও জল একেবারে মিশিয়া যাইবে, তখন উহা ছাকিয়া লইয়া উহাতে দাড়িমের রস এক পল মিশ্রিত করিতে হইবে। পরে উহাতে সৈন্ধব, শুণ্ঠী, ও ধনে ইহাদের চূর্ণ মিলিত চারিতোলা, এবং জীরা ও পিপুল মিলিত একতোলা ধীরে ধীরে মিশাইতে হইবে। এই মুদ্গ যূষ অতি উৎকৃষ্ট, অগ্নিদীপ্তিকারক, শীতবীর্য্য, লঘু, ব্রণ, দাহ, কফ, পিত্ত, জ্বর ও রক্তদোষনাশক। মিলিত মুগ ও আমলকীর যূষ ভেদক, শীতবীর্য্য, পিত্ত, বায়ু, পিপাসা, দাহ, মূর্চ্ছা, ভ্রম ও মদরোগনাশক।

মসূরযূষ ধারক, পুষ্টিকারক, মধুররস এবং প্রমেহরোগনাশক। (ভাবপ্র০) জ্বরাদি রোগে এইরূপ প্রণালীতে যূষ প্রস্তুত করিয়া পথ্য দিতে হয়।

হারীতের প্রথমস্থানে নবম অধ্যায়ে এই যূষের বিধি ও গুণের বিষয় লিখিত আছে। সারকৌমুদীর মতে রন্ধনদ্রবকেই যূষ কহে। 'রন্ধনদ্রবো যূষঃ' (সারকৌ০)

(পুং) যূষতীতি যূষ-ক। ২ ব্রহ্মদারুবৃক্ষ। (শব্দরত্না০)

য়ুসুফ, আকাএদ য়ুসফ নামক দেবতত্ত্বসম্বন্ধীয় একখানি আরবীয় গ্রন্থরচয়িতা, আহ্মদনগরে ইঁহার বাস ছিল।

য়ুসুফ আমিরী (মৌলানা) জনৈক মুসলমান কবি। ইনি শাহরুক মীর্জার আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইয়া তৎপুত্র বাইসন্‌ঘর মীর্জার গুণবর্ণনাপূর্ব্বক একখানি কাব্য রচনা করেন।

য়ুসফআদিল শাহ, বিজাপুরের আদিলশাহী বংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিনাম য়ুসুফ আদিল খাঁ। তিনি দাক্ষিণাত্যের বাহ্মণী-রাজবংশধর সুলতান ২য় মহম্মদ শাহের জনৈক সভাসদ ছিলেন। উক্ত সুলতানের মৃত্যুর পর, সুলতান ২য় মাহ্মুদ রাজা হন। তাঁহার মন্ত্রিসভা তাঁহার ধ্বংসসাধনে ষড়যন্ত্র করিতেছে দেখিয়া য়ুসুফ আদিল আহ্মদাবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক আপনার বিজাপুর রাজধানীতে-গমন করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি বিজাপুরের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত ছিলেন।

য়ুসুফ আহ্মদনগর ছাড়িয়া আসিবার কালে বাহ্মণীরাজের বৈদেশিক সেনাপতি ও প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ তাঁহার অনুগমন করেন। এইরূপে স্বদলে বিজাপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি তথায় একটী স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে কল্পনা করেন। তিনি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহ যুদ্ধে জয় করিয়া আপনার রাজ্যসীমা পরিবর্দ্ধিত করিতে থাকেন।

এইরূপে অর্থবলে ও সৈন্যবলে রাজশক্তিসম্পন্ন হইয়া তিনি ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে মালিক আহ্মদ বহ্‌রীর অনুমোদনক্রমে শাহ উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। বিজাপুরে তাঁহার নামে খুৎবা পঠিত হয়। দোর্দণ্ড প্রতাপে ২১ বৎসর রাজত্ব করিয়া ১৫১০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর নগরে তিনি পরলোক গমন করেন।

য়ুসুক আনাটোলিয়াবাসী ২য় মোরাদের পুত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা, রাজরক্ষী সেনাদলে নিযুক্ত করিবার জন্য জনৈক বণিকের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া তাঁহাকে আহ্মদাবাদে আনা হয়। [আদিলশাহী বংশ দেখ।]

য়ুসুফ আলি খাঁ, রামপুরের জনৈক নবাব। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ সময়ে তিনি ইংরাজের পক্ষে থাকিয়া বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ লর্ড ক্যানিং তাঁহাকে বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়ের একটী ভূসম্পত্তি এবং মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া "ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দান করেন।

য়ুসুফ আবুল হাজ্জি, স্পেন দেশের অন্তর্গত গ্রাণাডা রাজ্যের মুর রাজা। ইনি ১৩৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার দ্বারা আলহাম্ব্রার বিখ্যাত শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ প্রাসাদের নির্ম্মাণ-কার্য্য সমাহিত হয়। ১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে ইনি তথাকার দুর্গের বিচার নামক প্রবেশ দ্বার নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

১৩৫৪ খৃষ্টাব্দে আল্‌হাম্‌রার মস্‌জিদে ইনি গুপ্ত শত্রুকর্তৃক নিহত হন।

য়ুসুফ খাঁ (মীর্জা), জনৈক মোগল সেনাপতি। তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের অধীনে আড়াই হাজারী মনসবদার ছিলেন। পরে উক্ত সম্রাটের রাজত্বের ৩০ বর্ষে কাশ্মীরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দাক্ষিণাত্যে আবুলফজলের অধীনে তিনি বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ছিলেন। ১০১০ হিঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তিনি সৈয়দবংশীয় ও মসদ্‌বাসী ছিলেন।

য়ুসুফ খাঁ, সিন্ধুপ্রদেশের জনৈক মুসলমান শাসনকর্ত্তা। তিনি সম্রাট্ শাহজাহানের সমকালে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার রচিত ঠট্টের ইদ্‌গা শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক। উহার গাত্রস্থ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে উহার গঠন-কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল।

য়ুসুফজৈ, উত্তর-পশ্চিম-ভারত সীমান্তবাসী আফগান জাতি। ইহারা স্বাধীন। কতকলোক ইংরাজাধিকারে এবং কতক-গুলি ইংরাজরাজ্যসীমার বহির্ভাগে বাস করে। হাজার্ণো ও মহাবন পর্ব্বতশ্রেণীর উত্তরদিক্‌স্থিত স্বাধীন স্বাত ও বুনের জেলা এবং উক্ত পর্ব্বতদ্বয়ের দক্ষিণস্থ স্বাত ও সিন্ধুনদীর মধ্য-বর্ত্তী সমতল ভূভাগে ইহাদের বাস আছে। ইহারা যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিকার করিয়া আছে, তাহার উত্তরে চিত্রল ও ঘসিন, পশ্চিমে বজাবর ও স্বাতনদী, দক্ষিণে কাবুলনদী এবং পূর্ব্বে সিন্ধুনদ।

হাজার্ণ ও মহাবন পর্ব্বতের দক্ষিণ যে সকল য়ুসুফজৈ বাস করে, তাহারা ইংরাজরাজের শাসনাধীন। ঐ স্থানে প্রাচীন পুষ্কলাবতী জনপদ বিদ্যমান ছিল বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা। য়ুসুফজৈ জাতির সমগ্র বাসভূমিই প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়।

য়ুসুফজৈগণ গজনী ও কান্দাহারের মধ্যবর্ত্তী আপনাদের প্রাচীন বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া কাবুলে আসিয়া বাস করিবার চেষ্টা করে। এই উদ্দেশে ইহারা মীর্জ্জা-উলঘবেগ কাবুলীর রাজ্যকালে কএকবার কাবুল আক্রমণ করিয়া ছিল, কিন্তু কৃতকার্য্য না হওয়ায় উহারা উদ্দেশ পরি-ত্যাগপূর্ব্বক স্বাত ও বজাবর প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন এখানে সুলতানী বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। সুলতানীগণ আপনাদিগকে আলেকসান্দারের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। সম্ভবতঃ তাহারা যবন-রাজবংশের কোন শাখা হইবেন।

ইহারা প্রথমে স্বাত ও বজাবর এবং পরে কাবুল ও সিন্ধু-নদের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অধুনা ইহারা লোদে সিন্ধু বা কাবুল নদীর পূর্ব্ববর্ত্তী সমুদায় ভূভাগ অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সম্রাট্ বাবর শাহের সময়ে নবাগত হইলেও স্বকীয় বীর্য্যবলে অতি অল্পদিনের মধ্যে ইহারা একটী বিস্তীর্ণ উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সানি-রাণিজৈ শাখার য়ুসুফজৈগণ ইংরাজসীমা অতি-ক্রম করিয়া উপদ্রব করিতে থাকে। ঐ সময়ে সর্ কলিন কাম্বেল একদল সেনা লইয়া উহাদের বিরুদ্ধে গমন করেন। রাণিজৈগণ তদবধি ইংরাজরাজের প্রস্তাবিত সন্ধি ভঙ্গ করিয়া আর কখনও বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। রাণিজৈ-গণ ইংরাজাধিকারের বহির্ভাগে সানি ও স্বাত প্রবাহিত জেলায় বাস করিতেছে।

য়ুসুফজৈ প্রান্তরে যে বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষসমূহ পতিত রহিয়াছে, তাহার অধিকাংশই এখনও উৎখাত হয় নাই। ঐ সকলে বৌদ্ধবিহারাদি বিদ্যমান ছিল। সাবলধর, শাহরি-বহলোল, ও জমালগঢ়ীর বিবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি ও প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি হইতে জানা যায়, যে এখানে প্রাচীনকালে ভারতীয় ভাস্করগণ যবনরাজদিগের অধীনে থাকিয়া এই সকল বৌদ্ধ-মূর্ত্তি প্রভৃতি গঠন করিয়াছিল। ঐ কয় স্থানের ধ্বংসরাশি সমগ্র প্রদেশের দশাংশের একাংশও হইবে না। এখনও স্বাত, বজাবর, বুনের, নবা গ্রাম, খড়কি, পাজা প্রভৃতি নানাস্থানে অতীতকীর্ত্তির অসংখ্য নিমজ্জিত স্মৃতি ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ সকল কীর্ত্তি দর্শন করিলে প্রাচীন সমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ইস্‌লাম ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে ঐ সকল ধ্বংসমুখে পতিত হইতে থাকে। গজনীপতি মাহ্মুদের হস্তেই ইহার শেষ ধ্বংস সাধিত হয়।

য়ুসুফজৈগণ আপনাদিগকেই প্রকৃত আফগান ও বনি ইস্‌রাএলের বংশধর বলিয়া গণনা করে। ইহাদের নামের অর্থ য়ুসুফের (Joseph) বংশধর বা য়ুসুফ-জাত এবং ইহা-দের দেশের অনেকগুলি স্থানবাচক ও জাতিবাচক নাম বাইবেল গ্রন্থের নামানুসারে কল্পিত দেখা যায়। এমন কি স্থূলদৃষ্টিতে অনেকেই স্বদেশকে দ্বিতীয় পালেষ্টিন বলিয়া মনে করিতে পারেন।

ইহারা প্রতিহিংসাপ্রিয়, পরশ্রীকাতর, অর্থলোলুপ, দুর্দ্ধর্ষ, স্বাধীনতাভিলাষী ও রণকুশল। বন্ধুর প্রতি বিশ্বাস ও আশ্রি-তের প্রতি দয়া ইহাদের একটী মহদ্‌গুণ। খাটক প্রভৃতি অন্যান্য আফগান জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে বিজয়ী শিখজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া ইহারা আপনাদের যুদ্ধ-কৌশল ও দুর্দ্ধর্ষতায় যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিল।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, সম্রাট্ অকবর শাহের বৈমাত্র ভ্রাতা এবং

পাঁচ হাজারী মন্‌সবদার। ৯৭৩ হিঃ অত্যধিক মদ্যপানে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

য়ুসুফমহম্মদ খাঁ, তারিখ-মহম্মদ-শাহী নামক ইতিবৃত্ত-প্রণেতা। ইনি দিল্লীশ্বর মহম্মদশাহের রাজ্যকালের ঘটনা-সমূহ ঐ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

য়ুসুফ্ বিন্ মহম্মদ, কাএদাৎ উল্ অথ্‌বার নামক হেকিমী-গ্রন্থ-রচয়িতা।

য়ুসুফশাহ পূরবী, বাঙ্গালার জনৈক পাঠান শাসনকর্ত্তা। বর্বাক্ শাহের পুত্র। ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। [বাঙ্গালা দেখ।]

য়ুসুফ, শেখ, মূলতানের প্রথম মুসলমান রাজা। মহম্মদ ঘোরীর আক্রমণ হইতে ১৪৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মূলতান দিল্লী সরকারের শাসনাধীন থাকে। য়ুসুফ এই সময় মধ্যে মূলতানের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, সামরিক রাষ্ট্রবিপ্লবে, তিনিও অন্যান্য শাসনকর্ত্তাদিগের ন্যায় স্বাধীনতাপ্রয়াসী হইয়া আপনাকে মূলতানের রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। মূলতান এবং উচ্চবাসী জনগণ য়ুসুফের জ্ঞান, বিদ্যা ও মহানুভবতা সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে আপনাদের রাজা বলিয়া স্বীকার করে। য়ুসুফ কোরেশজাতীয় আরব ছিলেন।

সিংহাসনাধিরূঢ় হইয়া দুই বৎসর অতীত হইতে না হইতেই য়ুসুফ স্বীয় লঙ্গাজাতীয় শ্বশুর রায়-সেহরা কর্ত্তৃক ধৃত ও বন্দি-ভাবে দিল্লীতে প্রেরিত হন। অতঃপর রায় সেহরা জামাতার স্থলে কুতব্ উদ্দীন মাহ্মুদ লঙ্গা নাম গ্রহণ করিয়া রাজাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। আইন-ই-অকবরী নামক মুসলমান ইতিহাসে য়ুসুফের সপ্তদশ বর্ষ রাজত্বের কথা লিখিত আছে।

য়ুসুফ শেখ, গুজরাতবাসী জনৈক মুসলমান-গ্রন্থকার। ইনি তজ্‌কিরাৎ উল্ আত্‌কিয়া নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

যে (দেশজ) যদ্‌শব্দের অপভ্রংশ, বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তু, যিনি।

য়েজ্দ্, খোরাসানের অন্তর্গত একটী বিভাগ ও তাহার প্রধান নগর। এখানকার অধিবাসীরা বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভারতে আসিয়া রেশমের বাণিজ্য করিয়া আসিতেছে। এই নগর পারস্যের মরুদেশের মধ্যস্থিত "ওয়েসিস্" বলিয়া কথিত। এখানকার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ মুসলমান, সূর্য্যোপাসক ও য়িহুদী।

য়েজ্‌দেগার্দ্দ ৩য়, পারস্যের শেষ নরপতি। ইনি খলিফা ওমারের পুত্র আবদুল্লা কর্ত্তৃক পরাজিত হন। তাঁহার সেনাপতি রস্তম ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে কদেশিয়ার যুদ্ধে আরবসৈন্য-গণকে বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন, অবশেষে রস্তমের মৃত্যু হইলে আরবগণ সাসানীয়দিগের ছত্র অধিকার করিয়া লয়। যুদ্ধজয়ে আরবগণ আসিরীয়রাজ্য ও টেসিফোন্ অধিকার করেন। যলুলা ও নহ্বন্দ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যেজদেগার্দ্দ ৬৪১ খৃষ্টাব্দে পলায়ন করেন। ঐ সময়ে পারস্য-রাজশক্তি খর্ব্ব হইয়া পড়ে। নহ্‌বন্দনগর মিদিয়-রাজধানী হক্‌মতান নগরের উপর স্থাপিত।

উদ্ধত আরবগণ রস্তমের ভ্রাতা ইস্‌কান্দিয়ারের সহায়তায় পারস্যরাজের পদানুসরণ করিয়া অক্ষু নদীতীর পর্য্যন্ত গমন করে। রাজা চীনসম্রাট্ ও খাকন তুর্কদিগের সাহায্য লাভ করিয়া কএকবৎসর যুদ্ধ করেন। অবশেষে তুর্কগণ তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ৬৫২ খৃষ্টাব্দে আরবীয়গণের ভয়ে পলায়মান রাজা একটী কুটীর মধ্যে নির্দ্দয়রূপে নিহত হন। তখন খলিফা ওমান্ ৮ বৎসর মাত্র রাজত্ব করিতেছিলেন।

য়েজিদ্ ১ম, ওম্মরবংশীয় দ্বিতীয় খলিফা। তিনি আলীর পুত্র হুসেনকে কার্বালা-রণক্ষেত্রে নিহত করেন। ঐ জন্য পারসিকগণ তাঁহাকে বিশেষ নিন্দা করিয়া থাকেন। তাঁহার অধিকারে মুসলমানগণ সমগ্র খোরাসান ও খ্বারজম্ প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তিনি একজন সুবক্তা ও কবি ছিলেন। হাফিজ সময় সময় তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যারোহণ ৬৮০ খৃষ্টাব্দ এবং মৃত্যু ৬৮৩ খৃষ্টাব্দ।

য়েজিদ্, ২য় ও ৩য় ওম্মরবংশের নবম ও দ্বাদশ খলিফা।

য়েজিদি, ইউফ্রেটিস্ নদীতীরবাসী মুসলমান জাতিবিশেষ।

য়েদুর, কৃষ্ণানদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। এখানকার বীরভদ্রের মন্দির বহু প্রাচীন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মন্দিরের সংস্কারকালে উহার গঠনাদির অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হই-য়াছে। মহাশিবরাত্রি পর্ব্বোপলক্ষে এখানে একমাসকাল-স্থায়ী একটী মেলা হয়। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পেশবা বালাজী বাজীরাও এখানে সসৈন্যে আসিয়া ছাউনী করেন। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে পরশুরাম ভাউ-পরিচালিত কাপ্তেন লিট্‌লের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্য টিপুসুলতানকে দমনার্থ এই স্থান দিয়া গমন করিয়াছিল।

যেদেত্তোর, মহিসুররাজ্যের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১৬৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত। অক্ষা০ ১২°২৮′২০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫°২৫′২০″ পূঃ। এখানকার অর্কেশ্বর মন্দির দেখিবার জিনিষ।

যেদ্দতুর, মহিশুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কাবেরী-নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে নদীতীরে একটী সুন্দর মন্দির আছে।

যেন (দেশজ) যথা, যেরূপ, অনুমত্যর্থ।

যেনুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা৹ ১৩° ১′ ৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি৹ ৭৫°১১′ ৫″ পূঃ। এখানে ৩৮ ফিট উচ্চ একটী জৈনপ্রতিমূর্ত্তি আছে।

যেন্ন, সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী নদীপ্রপাত।

যেফদরে, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতে মহাকালীর উদ্দেশে নির্ম্মিত দুইটী গুহা আছে।

যেমত (দেশজ) যেমন, যেরূপ, যদ্রূপ, যথা।

যেমন (দেশজ) যেরূপ, যদ্রূপ।

যেমন্তেমন (দেশজ) যথাতথা।

যেমেন, আরবদেশের দক্ষিণপশ্চিমকোণে অবস্থিত একটী প্রদেশ। পশ্চিম উপকূলে লোহিতসাগর এবং দক্ষিণ ভারত-মহাসাগর দ্বারা বিধৌত। ভূপরিমাণ ৭০ হাজার বর্গমাইল।

এই স্থানের উত্তর অংশ পার্ব্বতীয় এবং দক্ষিণ সমতল বা তেহামা নামে খ্যাত। দক্ষিণবিভাগ বালুকাপূর্ণ মরুস্থান হইলেও সমুদ্রোপকূলে অনেকগুলি বাণিজ্যবহুল নগর আছে; তন্মধ্যে তর্সেন্, লোহের, বৈত-এল্-ফকি, মোচা, জেবিদ, আজিয়া, নেজরান্, হামদান ও সান প্রভৃতি নগর উল্লেখযোগ্য। ঐ গুলির কতক উপকূলবর্ত্তী প্রবালদ্বীপে এবং অপর কতক-গুলি এক একটী উপবিভাগের সদররূপে পরিগণিত।

এই বিভাগের সর্ব্ব পশ্চিমকোণে ইংরাজাধিকৃত আদেন নগরী বিদ্যমান। বহু প্রাচীন কাল হইতে ভারতের সহিত মিশরীয় এবং য়ুরোপীয় বাণিজ্য এই নগর দিয়া পরিচালিত হইত। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে রোমকগণ ভারতীয় বাণিজ্য স্বহস্তে গ্রহণ-মানসে ঐ নগর ধ্বংস করিয়া দেন। ১১শ শতাব্দে আদেন পুনরায় সমৃদ্ধশালী হইয়া উঠে। য়ুরোপীয় বণিকগণ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতাগমনের পথ আবি-ষ্কার করিলে এই স্থানের সমৃদ্ধি হ্রাস হইতে থাকে। তখন তুর্কগণ এই নগর অধিকার করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ যখন এই স্থান জয় করে, তখন লোকসংখ্যা প্রায় হাজার ছিল। কিন্তু ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে নানা জাতীয় বণিকের সমাগম হওয়ায় উহার জনসংখ্যা প্রায় ২০ গুণ বাড়িয়া যায়।

[আদেন দেখ।]

য়েমৃন্নুর, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কুলবর্গার মুসলমান সাধু রাজা বাঘেশ্বরের উদ্দেশে এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে একটী মেলা হয় এবং তদুপলক্ষে প্রায় লক্ষাধিক লোকসমাগম হয়। প্রবাদ, বিজাপুরের আদিল-শাহীবংশের অধঃপতনের (১৪৮৯-১৬৮৭) অব্যবহিত পরে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দে বিজাপুরে খাজাবন্দ নবাজ ও কুলবর্গায় শাহমীর আব্দুল কাদরী নামে দুইজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর আবির্ভাব হয়। কাদিরী ব্যাঘ্রে আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেন বলিয়া সাধারণে "রাজা বাঘেশ্বর" বলিয়া পূজিত হন।

যেরদ, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। পাটন হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার একটী আম্রবনে যেদোবা নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। চৈত্রপৌর্ণমাসীতে এখানে একটী মেলা হয়।

যেরকল বড়ু, দাক্ষিণাত্যবাসী আদিম জাতি বিশেষ। নেল্লূর প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাস। গোমাংস ব্যতীত ইহারা অন্য জীবজন্তুর মাংসভোজনে দ্বিধা বোধ করে না। বর্ত্তমানকালে অনেকে বৈষ্ণব ও ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ইহারা শবদাহ করে।

নেল্লূরবাসী সভ্যতানুকারী যেকলগণ ঝুড়ী বোনে এবং গৃহপালিত পক্ষী, শূকর, গর্দ্দভ ও কুকুর প্রভৃতি পশু পোষে। দস্যুবৃত্ত ও কন্যাহরণ করিয়া তাহাকে বেশ্যাবৃত্তিতে নিয়োগ করা ইহাদের অন্যতম ব্যবসা।

ইহারা ক্ষুদ্রাকার, কৃষ্ণবর্ণ ও দৃঢ়কায়। নাসা ক্ষুদ্র, চক্ষু ও কপাল নিম্নগর্ত্ত। সামান্য কৌপীন ব্যতীত ইহাদের আর পরিধেয় বাস নাই। ইহারা মাথার চুল গাঁইট বাঁধিয়া রাখে। ইহাদের প্রথম বিবাহে প্রায় ৫০৲ টাকা খরচ লাগে, কিন্তু দ্বিতীয় দারপরিগ্রহকালে ৩৪ টাকা মাত্র খরচ করিলেই চলে।

ইহাদের মধ্যে আর একটী নূতন প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। কোন গৃহস্থের প্রথম দুই কন্যা তাহার মাতুলের প্রাপ্য। সে ভাগিনেয়ীদ্বয়কে লইয়া নিজ পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়। মাতুলকে ৫০৲ টাকার স্থলে ৫৲ টাকা মাত্র দিতে হয়। যদি মাতুলের পুত্র না থাকে, তাহা হইলে সে ঐ কন্যাপণ দিয়া ভাগিনেয়া লইয়া অপরের সঙ্গে বিবাহ দিতে পারে।

যেরকুদ্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য উপনিবেশ। শেভরয় পর্ব্বতের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। অক্ষা৹ ১১°৪১′৩৮″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮°১৩′৫″ পূঃ। এই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৮২৮ ফিট উচ্চ। স্থানীয় জলবায়ু প্রীতিপ্রদ।

যেরাকর, দাক্ষিণাত্যের কুর্গরাজ্যের অন্তর্গত কোড়গের সর্দ্দারগণের অধীন আদিম জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্বে ক্রীতদাসের ন্যায় বিক্রীত হইত। কখন কখন অর্থ লইয়া স্বীয় প্রভুর নিকট আত্মসমর্পণ করিত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কুর্গ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, কমিশনর ইউল সাহেব নিয়ম করিলেন যে, ইহাদিগকে দেনার দায়ে দাসরূপে কেহ আর বিক্রয় করিতে পারিবে না।

ইহারা মধ্যমাকৃতি, বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ। মাথার চুল খোঁচা খোঁচা। ইহারা ভূতের পূজা করে। পূজাকালে কোন পুরোহিত থাকে না। ইহাদের বিশ্বাস, মলবার উপকূলে ইহাদের আদিম বাস ছিল। ভাষা অনেকাংশে মলয়ালম্‌দিগেরই মত।

যেরূপ (দেশজ) যদ্রূপ, যৎসদৃশ।

যেলগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর সালেম জেলার অন্তর্গত একটী পার্ব্বত্য অধিত্যকা প্রদেশ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান ৪৪৩৭ ফিট।

যেলান্দুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা তালুক। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান পূর্ণাইয়াকে ইংরাজরাজ এই ভূসম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ৭৩½ বর্গ মাইল।

২ মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ পূঃ। হোন্‌হোলে নদীতীরে অবস্থিত। বিজয়নগর-রাজবংশের অধিকারকালে এই স্থান একটি সামন্ত রাজারূপে পরিগণিত ছিল। এখানকার গৌরেশ্বর মন্দিরে ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে।

যেলুসবিরা, দক্ষিণভারতের কুর্গ রাজ্যের অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯১ বর্গ মাইল। ১৭শ শতাব্দে রাজা দোদ্দ বীরপ্প মহিসুররাজের নিকট হইতে এই প্রদেশ অধিকার করিয়া লন। এখানে কফি, ধান্য প্রভৃতির চাস হয়। স্থানীয় মলয়ীপর্ব্বত ৪৪৮৮ ফিট উচ্চ।

যেল্লম্ম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। এখানে সরস্বতী নদীর গর্ভে বেলগাম্ দুর্গের নিকট একটী প্রাচীন জৈনমন্দির আছে। এখানে ১৪১৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলাফলক পাওয়া যায়। ১৫০৮-১৫২৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ এখানে মহামায়ীর মন্দির স্থাপন করেন। পার্শ্বে গণপতির মন্দির বিরাজিত। প্রতিবৎসর মার্গশীর্ষ ও চৈত্র-পূর্ণিমায় এখানে দেবীর উদ্দেশে দুইটী মেলা হয়।

যেল্লমল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। কর্ণূল ও কড়াপা জেলায় বিস্তৃত। অক্ষা° ১৪°৩১´ হইতে ১৪°৫৭´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১০´ হইতে ৭৮°৩২´৩০´´ পূঃ মধ্য। সমগ্র পর্ব্বত জঙ্গলাবৃত। সেই বনমধ্যে কেঁচবার ও কোরারা নামক পার্ব্বতীয় অসভ্যজাতির বাস আছে।

যেল্লাপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ১৫° ৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৪° ৪৫´ পূঃ।

যেল্লুরগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ৩॥০ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত একটি প্রাচীন দুর্গ, এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত। এই গিরিদুর্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩৩৬৫ ফিট উচ্চ।

যেবাষ (পুং) যবাষ।

যেষ, যত্ন। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ যেষতে। লোট্ যেষতাং। লিট্ যিযেষে। লুঙ্ অযেষিষ্ট। ণিচ্ যেষয়তি। লুঙ্ অযিযেষৎ।

যেষ্ঠ (ত্রি) অতিশয় গমনকারী। 'যাত্রিতমঃ' (সায়ণ)

যেহেতু (দেশজ) যৎকারণ, যদ্ধেতু।

যো (দেশজ) যোত্র শব্দজ। ১ উপায়। ২ সুযোগ। ৩ মূলধন।

যোআলি (দেশজ) যুড়িবার কাষ্ঠ, যোক্ত্র।

যোঁক (দেশজ) স্বেদজ কীটবিশেষ। [জলৌকা দেখ।]

যোঁকা (দেশজ) ১ মাপগ্রহণ। ২ পরিমাণ নির্দ্ধারণ।

যোঁকাই (দেশজ) মাননির্দ্দেশকার্য্য, দুইটী দ্রব্য পরস্পরে সংলগ্ন করিয়া তাহার মান বা পার্থক্যনির্দ্দেশ।

যোক্তৃ (ত্রি) যুজ-তৃণ্। যোগকর্ত্তা।

"যোগায় যোক্তারং শোকায়াভিসর্ত্তারং" (শুক্লযজু° ৩০।১৪)

'যোক্তারং যোগকর্ত্তারং' (মহীধর)

যোক্ত্র (ক্লী) যুজ্যতেঽনেনেতি যুজ (দাম্নীশসযুযুজস্তুতুদেতি। পা ৩।২।১৮২) ইতি ষ্ট্রন্। হলবন্ধনরজ্জু, যোতদড়ি, যোআলি। পর্য্যায়—আবন্ধ, যোত্র। (অমর)

"অর্কৈর্হরীণাং বৃষন্ যোক্ত্রমশ্রেঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।২)

'যোক্ত্রং নিয়োজনরজ্জুং' (সায়ণ) ২ মন্থনরজ্জু।

"ততো নিশ্চিত্য মথনং যোক্ত্রং কৃত্বা চ বাসুকিম্।

মন্থানং মন্দরং কৃত্বা মমন্থুরমিতৌজসঃ॥" (রামা° ১।৪৫।১৮)

যোক্ত্রক (ক্লী) যোক্ত্র।

যোগ (পুং) যুজ সমাধৌ ভাবাদৌ যথাযথং ঘঞ্। ১ সংযোগ, মেলন। ২ উপায়। ৩ সন্নহন, বর্ম্মপরিধান। ৪ ধ্যান। ৫ সঙ্গতি। ৬ যুক্তি। (অমর) ৭ প্রেম।

"স্বীয়ান্ গুণান্ প্রবিস্তার্য্য প্রবদংস্তদাসৌ

তাং প্রেমদামসুচকার চ যোগযুক্তঃ।" (দেবীভাগবত ৩।১৫।১৩)

'যোগযুক্তঃ প্রেমযুক্তঃ' (নীলকণ্ঠ) ৯ ছল। (মনু ৮।১১৫)

১০ অপূর্ব্বার্থসম্প্রাপ্তি। ১১ বপুঃস্থৈর্য্য। ১২ প্রয়োগ।

১৩ বিষ্কুম্ভাদি। ১৪ নৈয়ায়িক। ১৫ ধন। (হেম) ১৬ ভেষজ, ঔষধ। ১৭ বিশ্বাসঘাতক। ১৮ দ্রব্য। ১৯ কার্ম্মণ। (মেদিনী) ২০ লাভ। ২১ শুভকাল। ২২ প্রণিধি, চর। ২৩ শকট। ২৪ নৌকাদিযান। ২৫ কৌশল। ২৬ পরিণাম। ২৭ নিয়ম। ২৮ উপযুক্ততা। ২৯ সামাদি চতুর্ব্বিধ উপায়, সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড। ৩০ বশীকরণোপায়। ৩১ সূত্র। ৩২ যুক্তি। ৩৩ সম্বন্ধ। ৩৪ সদ্ভাব। ৩৫ ধন-সম্পত্তির উপার্জ্জন ও বর্দ্ধন। ৩৬ 'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' পাতঞ্জলোক্ত সকল বিষয় হইতে অন্তঃকরণবৃত্তির নিরোধরূপব্যাপার।

৩৭ 'সংযোগঃ যোগমিত্যাহুর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।'

জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য অর্থাৎ যে উপায় দ্বারা জীবাত্মা, পরমাত্মার সহিত এক হইতে পারে, তাহার নাম যোগ। ৩৮ সমুদয় শব্দের অবয়বার্থ সম্বন্ধ। ৩৯ 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মবিষয়ে কৌশল, কর্ম্মবিষয়ে কৌশলের নাম যোগ। যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথারূপ প্রতিপাদন। ইহার তাৎপর্য্য এই,—একমাত্র কর্ম্মই বন্ধনের কারণ, কর্ম্মবশেই জীব সুখ-দুঃখ-ভোগাদি নানাপ্রকার বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যে কর্ম্ম সংসারের বন্ধনহেতু হয় না, অথচ মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে, তাদৃশ কর্ম্মই যোগ। অতএব যথাবস্থিত বস্তুর অন্যথাপ্রতিপাদন হওয়ায় যোগ হইল। 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং' কর্ম্মে যে কুশলতা অর্থাৎ যে কর্ম্মে সংসার বন্ধন হয় না, তাহাই যোগ।

জ্যোতিষোক্ত যোগ।

৪০ জ্যোতিষোক্ত রবি-চন্দ্র-যোগাধীন বিষ্কুম্ভাদি সপ্তবিংশ সংখ্যক কালবিশেষ। এই সকল যোগ যথা—১ বিষ্কম্ভ,২ প্রীতি, ৩ আয়ুষ্মান্, ৪ সৌভাগ্য, ৫ শোভন, ৬ অতিগণ্ড, ৭ সুকর্ম্মা, ৮ ধৃতি, ৯ শূল, ১০ গণ্ড, ১১ বৃদ্ধি, ১২ ধ্রুব, ১৩ ব্যাঘাত, ১৪ হর্ষণ, ১৫ বজ্র, ১৬ অসৃক্, ১৭ ব্যতীপাত, ১৮ বরীয়ান্, ১৯ পরিঘ, ২০ শিব, ২১ সিদ্ধ, ২২ সাধ্য, ২৩ শুভ, ২৪ শুক্র, ২৫ ব্রহ্ম, ২৬ ইন্দ্র, ২৭ বৈধৃতি। জ্যোতিষে এই সকল যোগের শুভাশুভের বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে,—

"পরিঘস্য ত্যজেদর্দ্ধং শুভকর্ম্ম ততঃ পরম্।
ত্যজ্যাদৌ পঞ্চ বিষ্কুম্ভে সপ্ত শূলে চ নাড়িকা॥
গণ্ডব্যাঘাতয়োঃ ষট্ চ নব হর্ষণবজ্রয়োঃ।
বৈধৃতিব্যতিপাতৌ চ সমস্তৌ পরিবর্জ্জয়েৎ।
শেষা যথার্থনামানো যোগাঃ কার্য্যেষু শোভনাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই সকল যোগের মধ্যে পরিঘযোগের প্রথমার্দ্ধ, বিষ্কম্ভযোগে আদি ৫ দণ্ড, শূলযোগের প্রথম ৯ দণ্ড, গণ্ড ও ব্যাঘাত যোগে ৬ দণ্ড, হর্ষ ও বজ্রযোগের ৯ দণ্ড এবং বৈধৃতি ও ব্যতীপাত যোগ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শুভকার্য্য করিতে হইবে। ইহা ভিন্ন আর যে সকল যোগ অভিহিত হইয়াছে, ঐ সকল যোগ শুভ। উহাতে সকল কার্য্যই করা যাইতে পারে।

৪১ তিথিবার নক্ষত্রের অন্যতর বা অন্যতমের সম্বন্ধবিশেষ। তিথি বা বার বিশেষ অথবা তিথি, বা নক্ষত্র বিশেষ অথবা নক্ষত্র বিশেষের মিলনে যোগ হয়, যেরূপ অমৃতযোগ, সিদ্ধিযোগ, অর্দ্ধোদয় যোগ ইত্যাদি। তিথি বা বারাদিক সহিত যুক্ত হওয়ায় উহা যোগ নামে কথিত হয়।

৪২ অঙ্কশাস্ত্রে দুই বা ততোধিক রাশির সমষ্টিকরণ, দুই রাশিকে একত্র করা, চলিত ঠিক দেওয়া।

৪৩ সুশ্রুতে লিখিত আছে, "যেন বাক্যং যুজ্যতে স যোগঃ" অর্থাৎ যৎকর্ত্তৃক বাক্যযুক্ত হয়, তাহাই যোগ।

(সুশ্রুত উত্তরতন্ত্র ৬৫ অধ্যায়)

দর্শনোক্ত যোগ।

যোগের বিষয় এই রূপ আছে—

'যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ' চিত্তের বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। এই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দুই প্রকার, রাজযোগ ও হঠযোগ। পতঞ্জলি পাতঞ্জলদর্শনে রাজযোগ নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং তন্ত্র শাস্ত্রাদিতে হঠযোগ বর্ণিত হইয়াছে। (এই দুই যোগের বিষয় পরে বর্ণিত হইবে।)

ভাগবতে ইহার আবার তিন প্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায়।

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥"

(ভাগবত ১১।২০।৬-৮)

জীবের কল্যাণপ্রদ তিনপ্রকার যোগ কথিত হইয়াছে— জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিন প্রকার যোগ অবলম্বন করিয়া জীব অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে। অধিকারিনিয়মে এই যোগ অবলম্বন করা বিধেয়। অধিকারীর মধ্যে যাহারা কর্ম্মনির্ব্বিণ্ণ অর্থাৎ কর্ম্মফলে অনাসক্ত, তাহারা জ্ঞানযোগ, যাহারা কর্ম্মাসক্ত বা কামী, যাহাদের কামনাবুদ্ধি তিরোহিত হয় নাই, তাহারা কর্ম্মযোগ, এবং যাহারা নির্ব্বিণ্ণ বা নাতিসক্ত নহে এবং ভগবৎ-কথাশ্রবণে যাহাদের রতি হয়, তাঁহারাই ভক্তিযোগের অধিকারী।

ভগবান্ গীতায় নিষ্কাম যোগ উপদেশ দিয়াছেন, এজন্য গীতাকে "যোগশাস্ত্র" কহে। তাই আমরা গীতার ২য় অধ্যায়ে সাংখ্যযোগ, ৩য় কর্ম্মযোগ, ৪র্থ জ্ঞানকর্ম্মযোগ, ৫ম কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ, ৬ষ্ঠ ধ্যানযোগ, ৮ম তারকব্রহ্মযোগ, ৯ রাজগুহ্যযোগ, ১০ বিভূতিযোগ, ১২ ভক্তিযোগ, ১৩ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞযোগ, ১৪ গুণত্রয়যোগ, ১৫ পুরুষোত্তমযোগ ও ১৮শ অধ্যায়ে সন্ন্যাসযোগ বিবৃত দেখি। এতন্মধ্যে সাংখ্যযোগই সাধারণতঃ "যোগ" নামে খ্যাত।

পাতঞ্জল বা যোগদর্শন।

মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রে সাংখ্যযোগেরই পরিচয় দিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনের একটী নামও সাংখ্যপ্রবচন। তাহার কারণ পতঞ্জলি সাংখ্যদর্শনের প্রবর্ত্তক মহর্ষি কপিলের দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ ও সমর্থন করিয়াছেন। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অর্থাৎ পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চ মহাভূত এই পঁচিশটী সাংখ্যদর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়। পাতঞ্জলদর্শনেও এই পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব অবলম্বিত হইয়াছে। বিশেষত্ব এই—"সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন নাই, কিন্তু পতঞ্জলি পঞ্চবিংশতিতত্ত্বের উপর আর একটী অধিক তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তাহাই ঈশ্বর। পাতঞ্জলের ব্যাসভাষ্য মতে এই ঈশ্বর প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে স্বতন্ত্র—তিনি পুরুষ-বিশেষ। সে জন্য নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলদর্শনকে পৃথক্ করিবার জন্য ইহাকে "সেশ্বর সাংখ্য" বলা হয়। বলিতে কি পাতঞ্জলদর্শন হইতে ঈশ্বরতত্ত্ব ও চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায়প্রসঙ্গ তুলিয়া লইলে সাংখ্যদর্শন হইতে পাতঞ্জলকে পৃথক্ করিবার আর কোন বিশেষত্ব থাকে না।

[সাংখ্যদর্শন দেখ]

পাতঞ্জলদর্শন চারিপাদে বিভক্ত। এই চারিপাদের নাম যথাক্রমে সমাধিপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ। প্রথম পাদে যোগের উদ্দেশ ও লক্ষণ, যোগের উপায়, ও প্রকারভেদ, দ্বিতীয় পাদে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল, ও কর্ম্মফলের দুঃখত্ব, হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়, তৃতীয়ে যোগের অন্তরঙ্গ, অঙ্গ, পরিণাম, যোগসিদ্ধিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তি এবং চতুর্থ পাদে কৈবল্য মুক্তির বিষয় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। *

এই চারিপাদে মোট ১৯৫ সূত্র। ঈশ্বরতত্ত্বনিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য। সেই ঈশ্বরতত্ত্ব কি? মহর্ষি পতঞ্জলি নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

"ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।"

(যোগসূ° ১।২৪)

অর্থাৎ ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক, ও আশয়ের সম্পর্কশূন্য, পুরুষবিশেষই ঈশ্বর।

"তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং।" (যোগসূ° ১।২৫)

অর্থাৎ তাঁহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ। তিনি সর্ব্বজ্ঞ।

"স এষ পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" (১।২৬)

তিনি (ব্রহ্মাদি) পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও গুরু; কারণ তিনি কালের অতীত।

ক্লেশ পাঁচ প্রকার;—অবিদ্যা (মিথ্যাজ্ঞান), অস্মিতা, (বিভিন্ন বস্তুতে অভেদপ্রতীতি), রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ (মরণভয়)। কর্ম্ম সুকৃত ও দুষ্কৃত (পাপ ও পুণ্য); বিপাক অর্থাৎ কর্ম্মফল। কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ—জন্ম, আয়ুঃ ও ভোগ। আশয় অর্থাৎ বিপাকের অনুরূপ সংস্কার। সাধারণ পুরুষ এই সকলের সংস্রব এড়াইতে পারে না। অবশ্য মুক্ত পুরুষে ক্লেশাদির কোনরূপ সম্পর্ক থাকে না; কিন্তু মুক্তির পূর্ব্বে তিনিও ক্লেশাদির অধীন ছিলেন। কিন্তু পুরুষবিশেষ ঈশ্বরে কোনকালেও ক্লেশাদির সংস্পর্শ ছিল না। কারণ, তিনি নিত্যমুক্ত। পুরুষ (জীব) যেমন বহু, পুরুষবিশেষ (ঈশ্বর) সেরূপ বহু নহেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। ঈশ্বর কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—তিনি ত্রিকালেরই অতীত। ব্রহ্মা, মনু, সপ্তর্ষি প্রভৃতি যে কল্প মন্বন্তরের প্রারম্ভে শাস্ত্রাদির উপদেশ বা প্রচার করেন, তাঁহারা সে শাস্ত্রজ্ঞান কোথা হইতে প্রাপ্ত হন, ঈশ্বরের নিকট হইতে। এইজন্য তাঁহাকে পূর্ব্বগুরুগণেরও গুরু বলা হইয়াছে।

ক্ষুদ্র জলাশয় অপেক্ষা নদীর পরিমাণ বৃহৎ, আবার নদী অপেক্ষা সমুদ্রের পরিমাণ বৃহৎ। এইরূপ জ্ঞানেরও কমবেশী আছে। যাঁহাতে জ্ঞানের মাত্রা চরমসীমায় উপনীত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই ঈশ্বর।

তাই পাতঞ্জলদর্শনের মতে, তত্ত্ব ২৫টি নহে, ২৬টি। কিন্তু ঐ সকল তত্ত্বের আলোচনা এ দর্শনের মুখ্য বিষয় নহে। বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"ন চৈতানি প্রধানাদিসদ্ভাবপরাণি কিন্তু যোগস্বরূপতৎসাধন-তদবান্তরফলবিভূতি-তৎপরমফলাপবর্গরূপাণি পরিণামাঃ প্রপঞ্চিতাঃ। সংযমাদ্ভূতিসংযোগস্তাসু জ্ঞানং বিবেকজম্।" (যোগবার্ত্তিকে বাচস্পতিমিশ্র)

* "যোগস্তোদ্দেশনির্দ্দেশৌ তদর্থং বৃত্তিলক্ষণং।
যোগোপায়াঃ প্রভেদাশ্চ পাদেঽস্মিন্ প্রবর্ণিতাঃ।
ক্রিয়াযোগং জগৌ ক্লেশান্ বিপাকান্ কর্ম্মণামিহ।
তদ্দুঃখত্বং তথা ব্যূহান্ পাদে যোগস্য পঞ্চকম্।

কৈবল্যব্যুৎপাদনপরাণি।" অর্থাৎ প্রধানাদির প্রতিপাদন যোগশাস্ত্রের মুখ্য বিষয় নহে; কিন্তু যোগের স্বরূপ, সাধন, গৌণ ফল বিভূতি ও তাহার পরম ফল কৈবল্যের নিরূপণই যোগশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। সুতরাং যোগই পাতঞ্জলদর্শনের মুখ্য বিষয়; সেই জন্যই ইহার অপর নাম যোগদর্শন।

যোগশাস্ত্রের চারি পদ,—হেয়, হেয়হেতু, হান ও হানোপায়। অন্যান্য দর্শনের ন্যায় পাতঞ্জলদর্শনেরও মতে,

"সর্ব্বং দুঃখমেব বিবেকিনঃ। হেয়ং দুঃখমনাগতম্।" (যোগসূ° ২।১৫—১৬)।

সংসার দুঃখময়; অতএব হেয়।

এই হেয় সংসারের নিদান বা হেতু কি? প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ।

"দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ।" (যোগসূ° ২।১৭)

কিন্তু এই সংসারের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবপর, এই হেয়ের নিবৃত্তি সাধিত হইতে পারে; ইহারই নাম হান।

"তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্।" (যোগসূ° ২।২৫)।

এই হানের উপায় কি? প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান।

"বিবেকখ্যাতিঃ অবিপ্লবা হানোপায়ঃ।" (যোগসূ- ২।২৬)

এ সম্বন্ধে ব্যাস বলিয়াছেন,—'যথা চিকিৎসাশাস্ত্রং চতুর্ব্যূহং রোগঃ রোগহেতুঃ আরোগ্যং ভৈষজ্যমিতি এবমিদমপি শাস্ত্রং চতুর্ব্যূহমেব, তদ্যথা সংসারঃ সংসারহেতুঃ মোক্ষঃ মোক্ষোপায় ইতি। তত্র দুঃখবহুলো সংসারঃ হেয়ঃ, প্রধানপুরুষয়োঃ সংযোগো হেয়হেতুঃ, সংযোগস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্হানং, হানোপায়ঃ সম্যগ্দর্শনম্।'—(২।১৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।)

অর্থাৎ যেমন চিকিৎসাশাস্ত্র রোগ, নিদান, আরোগ্য ও ভৈষজ্য, এই চারি ভাগে বিভক্ত, সেইরূপ যোগশাস্ত্রও চারি ব্যূহে বিভক্ত; যথা সংসার, সংসারের হেতু, মুক্তি ও মুক্তির উপায়। দুঃখবহুল সংসার হেয়, প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ সংসারহেতু, সংযোগের অত্যন্তনিবৃত্তি হান, হানের উপায় সম্যগ্দর্শন।

এই যে প্রকৃতি পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান, যাহা পাতঞ্জল মতে মোক্ষলাভের অদ্বিতীয় পন্থা, সে জ্ঞান অর্জ্জন করিবার উপায় কি? সাংখ্যেরা বলেন যে, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের সহিত পরিচিত হইতে পারিলেই সেই সম্যগ্ জ্ঞান লাভ করা যায়। পাতঞ্জলের মতে কিন্তু সে পরিচয় যথেষ্ট নহে। সেই জন্যই যোগশাস্ত্রের অবতারণা। কারণ পতঞ্জলির মতে প্রকৃতি-পুরুষের নিশ্চল ভেদজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় যোগ।

এই যোগ কি?

যোগের লক্ষণ।

"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (যোগসূত্র° ১।২)

চিত্তবৃত্তি নিরোধের নামই যোগ।

'সর্ব্বশব্দাগ্রহণাৎ সম্প্রজ্ঞাতোঽপি যোগ ইত্যাখ্যায়তে। চিত্তং হি প্রখ্যাপ্রবৃত্তিস্থিতিশীলত্বাৎ ত্রিগুণং। প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্যবিষয়প্রিয়ং ভবতীতি' (ব্যাসভাষ্য)

যোগের লক্ষণে সর্ব্বশব্দ প্রবেশ অর্থাৎ সকল চিত্তবৃত্তির নিরোধ যোগ, যদি এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে সংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে যোগের লক্ষণ যায় না, সুতরাং অব্যাপ্তিদোষ ঘটিয়া থাকে, কারণ সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় চিত্তের ধ্যেয় আকারে সাত্ত্বিক বৃত্তি থাকে, সমস্ত বৃত্তি নিরোধ হয় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংপ্রজ্ঞাত অবস্থায় কিছু না কিছু থাকিয়া যায়, একেবারে সকল সম্পূর্ণরূপে নিরোধ হয় না, সুতরাং কিরূপে সম্প্রজ্ঞাত যোগ হইতে পারে?

যোগের লক্ষণে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধকে যোগ বলে, এইরূপ লক্ষণ যদি না করা হয়, তাহা হইলে ব্যুত্থান (ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত) অবস্থায় যোগ হইতে পারে। কারণ তাহাতে কোন না কোন বৃত্তির নিরোধ আছে। কারণ চিত্তবৃত্তির স্বভাব এই যে, একের আবির্ভাব কালে অপরের তিরোভাব হয়। এখন দেখা যাইতেছে, সর্ব্বশব্দপ্রবেশ বা অপ্রবেশ অর্থাৎ চিত্তের বৃত্তি নিরোধ বা চিত্তের সর্ব্ববৃত্তি নিরোধ এই দুই লক্ষণই দুষ্ট হয়। সর্ব্বশব্দের প্রবেশ করিলে লক্ষ্যে (সংপ্রজ্ঞাতসমাধিতে) লক্ষণ যায় না, এবং সর্ব্বশব্দ প্রবেশ না করিলে অলক্ষ্যে (ক্ষিপ্তাদি অবস্থায়) লক্ষণ যায় বলিয়া অতিব্যাপ্তি দোষ হয়।

ভাষ্যকার ইহার মীমাংসা এইরূপ করিয়াছেন, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং" এই সূত্রের সহিত একবাক্যতা করিয়া 'দ্রষ্টুঃ স্বরূপাবস্থিতিহেতুশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ যে চিত্তবৃত্তি নিরোধটী দ্রষ্টার (আত্মার) স্বরূপে অবস্থানের কারণ হয়, তাহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে পুরুষ দ্রষ্টৃস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে, সেই উপায়ই যোগ।

ক্ষিপ্তাদি অবস্থায় চিত্তবৃত্তি নিরোধ সকল তদ্রূপ নহে, উহাতে আত্মার স্বরূপে অবস্থান হয় না। সম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তি থাকে বলিয়া আত্মার স্বরূপে অবস্থান না হইলেও অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় হইয়া থাকে। সম্প্রজ্ঞাত হইতেই অসম্প্রজ্ঞাতের উৎপত্তি ঘটে। সুতরাং সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আত্মার স্বরূপাবস্থানের হেতু।

ভাষ্যকার বলেন 'যোগঃ সমাধিঃ, স চ সার্ব্বভৌমশ্চিত্তস্য ধর্ম্মঃ। ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তং একাগ্রং নিরুদ্ধমিতি চিত্তভূময়ঃ, তত্র বিক্ষিপ্তে চেতসি বিক্ষেপোপসর্জ্জনীভূতসমাধির্ন যোগপক্ষে বর্ত্ততে যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখং করোতি স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে। স চ বিতর্কানুগতঃ, বিচারানুগতঃ, আনন্দানুগতঃ অস্মিতানুগত ইত্যুপরিষ্টাৎ প্রবেদয়িষ্যামঃ। সর্ব্ববৃত্তিনিরোধেত্বসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ।' (যোগভাষ্য ১।১)

যোগের অর্থ সমাধি, বা চিত্তবৃত্তি নিরোধ। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্রভেদে চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। ইহাকে চিত্তভূমি কহে। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত চিত্ত ভূমিতে যোগ হইতে পারে না, কেবল একাগ্র ও নিরুদ্ধাবস্থায়ই যোগ হইয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ই চিত্তের উপাদান, সুতরাং উহার ধর্ম্ম সকল চিত্তে নিহিত আছে। যে সময় রজোভাগের আধিক্য বশতঃ তদ্দ্বারা চিত্ত চালিত হইয়া তড়িৎ-প্রবাহের ন্যায় বিষয়ান্তরে গমন করে, তাহাকে ক্ষিপ্ত বলে। এ অবস্থায় চিত্ত কিছুতেই স্থির হয় না, সর্ব্বদাই অত্যন্ত চঞ্চল থাকে, সুতরাং চিত্তের এইরূপ অবস্থায় কিছুতেই যোগ হইতে পারে না। চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা থাকিতে যোগাবলম্বন বিড়ম্বনা মাত্র। আলস্য, তন্দ্রা ও মোহ প্রভৃতি বৃত্তিকে মূঢ় কহে। এই অবস্থায়ও যোগ হয় না। সর্ব্বদাই চঞ্চল থাকিয়া কখন স্থির ভাব অবলম্বন করাকে বিক্ষিপ্ত ভূমি কহে। এই অবস্থায় যদিও কখন চিত্তস্থির হয়, তাহা হইলেও ইহাতে যোগ হয় না; কারণ উহা বিক্ষেপের উপসর্জ্জন অর্থাৎ বিক্ষেপ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। বিক্ষিপ্ত চিত্তে যদিও কখন সাত্ত্বিকভাব আবির্ভূত হইয়া চিত্তের স্থিরতা জন্মায়, তথাপি উহা বিক্ষেপ কর্ত্তৃক সম্পূর্ণ পরিহিত।

এক বিষয়ে জ্ঞানধারার নাম একাগ্র। সংস্কারমাত্র শেষ থাকিয়া সমুদায় বৃত্তিনিরোধের নাম নিরুদ্ধভূমি। একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই দুই চিত্তভূমিতে যোগ হইতে পারে। চিত্ত যখন ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্তাবস্থার অতীত হইয়া একাগ্রাবস্থায় উপনীত হয়, তখনই যোগাবলম্বন বিধেয়।

চিত্তের একাগ্র ও নিরুদ্ধভূমিতে সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ যোগ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একাগ্রে 'মধুমতী' 'মধুপ্রতিকা' ও 'বিশোকা' এই তিনটী অবস্থা, আর নিরুদ্ধ ভূমিতে কেবল সংস্কারশেষ অবস্থা হইয়া থাকে।

'সম্প্রজ্ঞায়তে ধ্যেয়স্বরূপমত্র' অর্থাৎ যে অবস্থায় ধ্যেয়ের যথার্থরূপ প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত কহে। সাধক যখন যোগাবলম্বন করিয়া যোগের সিদ্ধিতে অভীষ্ট দেবতাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তখন তাহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশকে ক্ষীণ করে, সুতরাং ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে, ক্লেশ পঞ্চকের আশ্রয়ে থাকিয়াই ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম ফল প্রদানে সমর্থ হয়। বিষয়ভেদে এই সম্প্রজ্ঞাত যোগ বিতর্কানুগত প্রভৃতি চারি ভাগে বিভক্ত। বিরাট্ পুরুষ চতুর্ভুজ প্রভৃতি স্থূল মূর্ত্তি বিষয়ে বৃত্তিধারাকে বিতর্কানুগত; স্থূলের কারণ সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার; ইন্দ্রিয় বিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ; অস্মিতা অর্থাৎ গ্রহীতৃ (আত্মা) বিষয়-সমাধির নাম অস্মিতানুগত।

'বিতর্কঃ চিত্তস্য আলম্বনে স্থূলঃ আভোগঃ, সূক্ষ্মঃ বিচারঃ, আনন্দঃ হ্লাদঃ, একাত্মিকা সম্বিদ্ অস্মিতা, তত্র প্রথমঃ চতুষ্টয়ানুগতঃ সমাধিঃ সবিতর্কঃ। দ্বিতীয়ঃ বিতর্ক বিকলঃ সবিচারঃ তৃতীয়ঃ বিচারবিকলঃ সানন্দঃ চতুর্থঃ তদ্বিকলঃ অস্মিতামাত্র ইতি সর্ব্বে এতে সালম্বনাঃ সমাধয়ঃ।'* (ভাষ্য)

কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সবিতর্ক সমাধি বলে, ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাব অবলম্বন করিয়া তদাকারেই চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সবিচার সমাধি (এস্থলে স্থূল শব্দে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ মাত্রই বুঝিতে হইবে এবং উহার কারণভূত সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সূক্ষ্ম শব্দবাচ্য), আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, স্থূল-ইন্দ্রিয় (চক্ষুঃ প্রভৃতি) বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারার নাম সানন্দ সমাধি। অহঙ্কারতত্ত্ব বিষয়ে চিত্তবৃত্তি ধারাকে অস্মিতা সমাধি বলে। ইহাতে বিশেষ এই, অহঙ্কার তত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া সমাধিতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হয়।

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগের মধ্যে প্রথমটীর (সবিতর্ক) মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট থাকে। দ্বিতীয়টীতে (সবিচার) বিতর্ক থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয়টীতে (সানন্দ) বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থ টীতে (অস্মিতা) বিতর্ক, বিচার ও আনন্দ এই তিনটী থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। এই চতুর্ব্বিধ সম্প্রজ্ঞাতযোগ* সালম্বন অর্থাৎ ইহাতে কোননা কোন অবলম্বন থাকে।

উল্লিখিত চারিপ্রকার সম্প্রজ্ঞাত যোগকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে, গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতৃ-বিষয়ক। গুণত্রয়ের তামসভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্ত্বিকভাগ

* "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতা রূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (যোগসূ° ১।১৭)

হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য বিষয় স্থূল সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। স্থূলপঞ্চমহাভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, সূক্ষ্ম পঞ্চভূতবিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। (যাহার দ্বারা জ্ঞান হয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ) বা গ্রহণবিষয়ও স্থূল সূক্ষ্মভেদে দ্বিবিধ; চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ স্থূল এবং ইন্দ্রিয় সকলের কারণ অহস্কার তত্ত্ব সূক্ষ্মগ্রহণ ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ এবং অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্ম গ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম অস্মিতা। সর্ব্বত্রই কার্য্যকে স্থূল ও কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গ্রহীতৃবিষয়ক বলে, কারণ ইহাতে গৃহীতা (আত্মা) অহঙ্কারের সহিত অভিন্ন ভাবে ভাসমান হয়।

পূজা সন্ধ্যা প্রভৃতি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, ইহাকে সম্প্রজ্ঞাত যোগ বলা যাইতে পারে।

যে অবস্থায় একটীও বৃত্তির উদয় হয় না, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ বলে। সংপ্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলেই অসংপ্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বকঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ"

(যোগসূ° ১।১৮)

চিত্তের সমুদয় বৃত্তি তিরোহিত হইলে সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইরূপ নিরোধকে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ কহে। অসংপ্রজ্ঞাত যোগের কারণ পরবৈরাগ্য, ইহাতে চিন্তনীয় কোনই বস্তু থাকে না, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় না, চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে সম্ভবে? ইহাতে একটু প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিলে সহজেই প্রতিপন্ন হয় যে, সংপ্রজ্ঞাতযোগে যদি চিত্ত শতসহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া একটী বিষয় অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে, তবে আরও একটু উন্নতি লাভে একেবারে নিরালম্বে থাকিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

অসংপ্রজ্ঞাত-যোগই যোগের চরম ভূমি। অসম্প্রজ্ঞাত যোগ সিদ্ধ হইলে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। যে কোনও রূপে চিত্তের বৃত্তি হইয়া উহা পুরুষে প্রতিবিম্বিত হওয়াকেই বন্ধন বলে।

সর্ব্বথাভাবে চিত্তবৃত্তি পুরুষে পতিত না হইলেই মুক্তি হয়। চিত্তের হইলেই পুরুষে পতিত হয়, কিন্তু অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের কোনরূপ বৃত্তি থাকেনা, যোগ দ্বারা সমস্ত বৃত্তিই নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ইহাই যোগের চরম লক্ষ্য।

কেহ কেহ 'ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্' এই সূত্রভাষ্যের অভিপ্রায়ানুসারে 'ক্লেশকর্ম্মাদিপরিপন্থী চিত্তবৃত্তিনিরোধো যোগঃ' অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধ ক্লেশকর্ম্মাদির বিনাশক হয়, এই জন্য উহাকে যোগ কহে। যে উপায় অবলম্বন করিলে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাক ও আশয়ের অতীত হইতে পারা যায়, তাহাই যোগ।

চিত্ত প্রখ্যা-প্রবৃত্তি স্থিতিরূপ যথাক্রমে সত্ত্বরজস্তমঃস্বভাব বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। চিত্ত ত্রিগুণাত্মক না হইলে তাহাতে প্রখ্যাদি ধর্ম্মের সম্ভাবনা থাকিত না, কারণের গুণই কার্য্যে সংক্রামিত হয়। প্রখ্যাশব্দে প্রসাদলাঘব, প্রীতি প্রভৃতি সমস্ত সাত্ত্বিকধর্ম্ম, প্রবৃত্তিশব্দে পরিতাপ শোক প্রভৃতি সমস্ত রাজসধর্ম্ম ও স্থিতিশব্দে গৌরব আবরণ প্রভৃতি সমস্ত তামসধর্ম্ম জানিতে হইবে। চিত্ত গুণত্রয়ের কার্য্য বলিয়া উল্লিখিত সমস্ত ধর্ম্মই তাহাতে আছে।

ক্ষিপ্তাদি পাঁচটী চিত্তভূমির কথা বলিয়াছি, তন্মধ্যে রজোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাবের নাম ক্ষিপ্ত অবস্থা, ইহাতে উন্মত্তের ন্যায় চিত্ত জাগতিক বিষয়-ব্যাপারে সর্ব্বদা ব্যাপৃত থাকে, ক্ষণকালও পরমার্থ পথে স্থিররূপে অবস্থান করিতে পারে না। মূঢ় অবস্থা ইহা অপেক্ষাও নিকৃষ্ট, তখন তমোগুণের সম্পূর্ণ আবির্ভাব হওয়ায় চিত্ত মোহজালে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া ভাল মন্দ বিচারে সর্ব্বথা অসমর্থ হয়। তখন মনুষ্যে ও পশুপ্রভৃতিতে ভেদ থাকে না বলিলেও চলে। বিক্ষিপ্ত অবস্থা পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্ত অবস্থা হইতে কিঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট।

চিত্তকে জয় করিতে হইলে অগ্রে তাহার বিষয় অর্থাৎ যোগের আলম্বন স্থূল পদার্থকেই ধরা কর্ত্তব্য। পরে যত সঙ্কোচ করিতে শক্তি জন্মে, ততই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম বিষয়ে অবগাহন করিয়া পরিশেষে এমন কি বিষয় পরিত্যাগ করিয়াও চিত্ত স্থির থাকিতে পারে। চিত্তকে জয় করিতে পারিলে আর যোগের আবশ্যক থাকে না।

একাগ্রাবস্থায় সাত্ত্বিকবৃত্তির উদয় (চিত্ত ও পুরুষের ভেদস্ফুরণ) হয়, তথনও রজোগুণের অংশ অল্প মাত্রায় সত্ত্বের সাহায্য করে, একাগ্র অবস্থা ও নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগভূমি। ইহার মধ্যে একাগ্রাবস্থায় সম্প্রজ্ঞাত যোগ এবং নিরুদ্ধ অবস্থায় অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হইয়া থাকে।

'পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যভিধীয়তে।' (যোগবার্ত্তিক) যে উপায় দ্বারা পুরুষপ্রকৃতি হইতে বিযুক্ত হয়, তাহাই যোগ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,—সৃষ্টির আদিতে প্রত্যেক পুরুষের এক একটী সূক্ষ্মশরীর উপাধিভাবে সৃষ্ট হয়। উহা প্রলয় পর্য্যন্ত অবস্থান করে। যেমন স্ফটিকের উপাধি জবাকুসুম, মুখের উপাধি দর্পণ, সূর্য্য ও চন্দ্রের উপাধি জলাশয়, তদ্রূপ

এই লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্মশরীর পুরুষের উপাধি। যেমন জবাকুসুমরূপ উপাধির ধর্ম্ম রক্তিমাগুণসন্নিহিত স্বচ্ছ স্ফটিকে প্রতিবিম্বিত হয়, তদ্রূপ উক্ত দেহদ্বয়রূপ উপাধির ধর্ম্ম স্থূলতা, কৃশতা, সুখদুঃখজ্ঞান প্রভৃতি পুরুষে আরোপিত হয়, ইহাতেই সুখী, দুঃখী প্রভৃতিরূপে পুরুষ আবদ্ধ হয়। জবাকুসুমকে দূর করিতে পারিলে স্ফটিকে আর রক্তিমা জন্মে না, স্ফটিক আপনার স্বচ্ছধবলভাবে অবস্থান করে। এইরূপ উক্ত দেহদ্বয়ের সহিত পুরুষের সম্বন্ধ বিনাশ করিতে পারিলে পুরুষের আর বন্ধন (সংসার) থাকে না, তখন স্বকীয় স্বচ্ছনির্ম্মলরূপে অবস্থান করিয়া মুক্ত হইতে পারে। কেবল চিত্ত পুরুষের বিষয় নহে, বিষয়াকারে পরিণামরূপ বৃত্তিযুক্ত চিত্তই পুরুষের বিষয়, অর্থাৎ বৃত্তিবিশিষ্ট চিত্তেরই ছায়া পুরুষে পড়ে। 'কখনও বৃত্তি হয় না' চিত্তকে এই-রূপ করিতে পারিলেই পুরুষের মুক্তি হয়। এই উপায়ই অসম্প্রজ্ঞাত যোগ।

যোগ করিতে হইলে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিতে হইবে, প্রথমে তাহার বিষয় জানা আবশ্যক। বৃত্তি না জানিয়া তাহাকে নিষেধ করা যায় না। চিত্তের বৃত্তি অসংখ্য, উহা শতসহস্র জীবনে জানিলেও শেষ হয় না, এই জন্য পতঞ্জলি চিত্তের বৃত্তিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এক একটী করিয়া বৃত্তিসকল জানা যায় না সত্য, কিন্তু পাঁচ প্রকারে শ্রেণীবদ্ধ করিলে অনায়াসেই জানা যাইতে পারে। এই পাঁচটী বৃত্তি কি ?

"প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ" (যোগসূ০ ১।৬)

প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি।

ইন্দ্রিয়রূপ প্রণালী দ্বারা বাহ্যবস্তুর সহিত চিত্তের উপরাগ (সম্বন্ধ) হইলে ঐ বাহ্যবিষয়ে সামান্য ও বিশেষস্বরূপ অর্থের বিশেষ নিশ্চয় যাহাতে প্রধান থাকে, এইরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। 'ইন্দ্রিয়প্রণালিকয়া চিত্তস্য বাহ্যবস্তূপ-রাগাৎ তদ্বিষয়া সামান্যবিশেষাত্মনোঽর্থস্য বিশেষাবধারণ-প্রধানা বৃত্তিঃ প্রত্যক্ষং প্রমাণং' (ব্যাসভাষ্য) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ বাহ্য বিষয়ে আসক্ত হইলে সেই বস্তুতে চিত্তের অনুরাগ জন্মে। পরে প্রথমে সামান্য বস্তুরূপে অবস্থিতি হইয়া সেই সেই বিষয়ের বিশেষরূপ অর্থবোধ হয়। ইহার নাম প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ও আগম এই তিনটী প্রমাণ। [প্রমাণ শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য]

"বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠং" (যোগসূ০ ১।৮)

এক বস্তুকে অন্যরূপে জানার নাম বিপর্য্যয় বা ভ্রমজ্ঞান; যেমন রজ্জুতে সর্পজ্ঞান, শুক্তিতে রজতজ্ঞান ইত্যাদি। প্রথমে শুক্তি রজত প্রভৃতি ভ্রমজ্ঞান জন্মে, পরিশেষে এটী রজত নহে, কিন্তু শুক্তি, এইরূপ যথার্থজ্ঞান জন্মিলে পূর্ব্ব জ্ঞান বাধিত হয়।

'এটী ইহা কিনা' ইত্যাদি সংশয়জ্ঞানও বিপর্য্যয়ের অন্ত-র্গত। বিপর্য্যয় ও সংশয়ের প্রভেদ এই, বিপর্য্যয়স্থলে বিচার করিয়া পদার্থের অন্যথাভাব প্রতীতি হয়, জ্ঞানকালে তাহা হয় না। সংশয় স্থলে জ্ঞান-কালেই পদার্থের অস্থিরতা প্রতীত হয়, অর্থাৎ সংশয় স্থলে পদার্থ সকল 'এটী এইরূপই' এইরূপ ভাবে নিশ্চয় হয় না। উত্তরকালে জ্ঞান হইলে 'ওটী ওরূপ নহে' এইরূপে বাধিত হয়।

"শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ।" (যোগসূ০ ১।৯)

বিষয় না থাকিলেও (নরশৃঙ্গ প্রভৃতি) শব্দ শ্রবণ করিলে সকলেরই একরূপ জ্ঞান হয়, উহাকে বিকল্পবৃত্তি বলে। শব্দের এমনই একটী অনির্ব্বচনীয় প্রভাব আছে যে, অর্থ থাকুক আর নাই থাকুক, উচ্চারিত হইলেই একটী অর্থ বুঝাইয়া দেয়। মীমাংসক বলিয়াছেন, "অত্যন্তমপি অসত্যর্থে শব্দো জ্ঞানং করোতি হি" অর্থাৎ পদার্থ সকল অসৎ হইলেও শব্দজ্ঞান উৎপন্ন করিয়া থাকে, নরশৃঙ্গ, আকাশকুসুম প্রভৃতি পদার্থ নাই, তথাপি ঐ সকল শব্দ শ্রবণ করিলে একটা অর্থ বুঝায়, ইহা-কেই বিকল্পবৃত্তি বলে। সত্যস্থলে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনটী বর্ত্তমান থাকে। বিকল্প স্থলে অর্থ থাকে না, কেবল শব্দ ও জ্ঞান থাকে। বিকল্পবৃত্তি দ্বারা কোনও স্থলে অভেদে ভেদ, কোথাও বা ভেদে অভেদ প্রতীত হইয়া থাকে।

"অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনির্দ্রা।" (যোগসূ০ ১।১০)

অর্থাৎ যে বৃত্তির অভাবপ্রত্যয়ই আলম্বন, তাহাই নিদ্রা। সুতরাং নিদ্রা একটী প্রত্যয় বা অনুভব বিশেষ। কারণ জাগ্রৎ অবস্থায় উহার স্মরণ হয়। আমি সুখে নিদ্রা গিয়া-ছিলাম, আমার মন নির্ম্মল হইয়া স্বচ্ছবৃত্তি উৎপন্ন করিতেছে, এইটী সাত্ত্বিক স্মরণ। আমি দুঃখে নিদ্রিত ছিলাম, আমার মন অকর্ম্মণ্য হইয়া অস্থির ভাবে ভ্রমণ করিতেছে, ইহা রাজসিক স্মরণ। আমি অতিশয় মূঢ়ভাবে নিদ্রিত ছিলাম, আমার শরীর ভারবোধ হইতেছে, চিত্ত শ্রান্ত হইয়া অলস হইয়াছে, চিত্ত নাই বলিয়াই যেন বোধ হইতেছে, এইটী তাম-সিক স্মরণ। নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তবৃত্তি না হইলে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির উক্তরূপ স্মরণ হইতে পারে না, চিত্তে আশ্রিত বৃত্তি বিষয়ে স্মৃতিও হইতে পারিত না, সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে, নিদ্রাকালে তমোবিষয়ে চিত্তের বৃত্তি হইয়া-ছিল, অতএব নিদ্রা একটী প্রত্যয় বিশেষ অর্থাৎ অনুভব।

"অনুভূতবিষয়া সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।"

অর্থাৎ অনুভূত বিষয়ের যে অসম্প্রমোষ (অচৌর্য্য) তাহাকে স্মৃতি কহে। চিত্ত, প্রমাণ, বিপর্য্যয় প্রভৃতি দ্বারা অধিগত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থের বিষয় করে না, এইরূপ চিত্ত-বৃত্তির নাম স্মৃতি। সংস্কারকে দ্বার করিয়া অনুভবই স্মৃতির জনক হইয়া থাকে।

এই স্মৃতি দুই প্রকার,—ভাবিতস্মর্ত্তব্য ও অভাবিতস্মর্ত্তব্য। যাহার স্মর্ত্তব্য (স্মরণের বিষয়) ভাবিত অর্থাৎ কল্পিত, তাহাকে ভাবিতস্মর্ত্তব্য, এবং যাহার স্মরণের বিষয়টী পূর্ব্বের ন্যায় কল্পিত নহে, তাহাকে অভাবিতস্মর্ত্তব্য কহে।

উক্ত পাঁচটী বৃত্তি আবার দুই ভাগে বিভক্ত—

"বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ক্লিষ্টাক্লিষ্টাঃ" (যোগসূ° ১।৫)

'ক্লেশহেতুকাঃ কর্ম্মাশয়প্রচয়ে ক্ষেত্রীভূতাঃ ক্লিষ্টাঃ খ্যাতি-বিষয়া গুণাধিকারবিরোধিন্যঃ অক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টপ্রবাহপতিতা-হপ্যক্লিষ্টাঃ' ইত্যাদি। (ভাষ্য)

ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট। অবিদ্যাদিক্লেশ যাহার কারণ, যাহাতে সংসারবন্ধন হয়, তাহাই ক্লিষ্টবৃত্তি। অক্লিষ্টবৃত্তি ইহার বিপরীত, ইহাতে সংসারবন্ধন ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়।

অবিদ্যাদি ক্লেশ যে সকল বৃত্তির কারণ, যাহা হইতে সুখ-দুঃখ জন্মে, যাহারা কর্ম্মানুসারে ফলজননে ক্ষেত্রস্বরূপ হয়, তাহাদিগকে ক্লিষ্ট বা সাংসারিক চিত্তবৃত্তি বলে। খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের ভেদজ্ঞান যাহার বিষয়, যাহা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয়ের অধিকার বা কার্য্যারম্ভের বিরোধী হয়, তাহাকে অক্লিষ্টবৃত্তি কহে। অক্লিষ্টবৃত্তির বিষয় খ্যাতি অর্থাৎ চিত্ত ও পুরুষের বিবেকজ্ঞান, ইহা হইলে আর চিত্তের কার্য্য থাকে না।

'বিবেকখ্যাতিপর্য্যন্তং জ্ঞেয়ং প্রকৃতিচেষ্টিতম্।'

বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্তই প্রকৃতির চেষ্টা, তখন অকিঞ্চিৎ-কর চিত্ত আত্মার ন্যায় নিগুর্ণভাবে কিছুকাল অবস্থান করিয়া পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়।

সচরাচর ক্লিষ্টবৃত্তি কিরূপে জন্মিবে? কিরূপেই বা বিবেক-খ্যাতিরূপ স্বকার্য্য করিতে সমর্থ হইবে? এই আশঙ্কা নিবা-রণের জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন, ক্লিষ্টপ্রবাহ পতিত হইলেও অক্লিষ্টবৃত্তির অক্লিষ্টতা নষ্ট হয় না, যে যাহা সে তাহাই থাকে, অক্লিষ্টবৃত্তি ক্লিষ্টের অন্তঃপাতী হইলেও ক্লিষ্ট হইয়া যায় না। ক্লিষ্টের ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি হইতে পারে।

ক্লিষ্টবৃত্তিকে প্রবৃত্তি ও অক্লিষ্ট বৃত্তিকে নিবৃত্তিমার্গ বলা যাইতে পারে। বিষয়লোলুপ ঘোর সংসারীর চিত্তেও বৈরাগ্য দেখা যায়, শ্মশানক্ষেত্রে ইহা অনেকেই অনুভব করিয়া থাকেন, এইটী ক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে অক্লিষ্ট বৃত্তি জন্মিতে পারে।

পক্ষান্তরে উগ্রতপা ঋষিদিগেরও যোগভ্রংশ শুনা যায়। এইটী অক্লিষ্টের ছিদ্র, এই ছিদ্রে ক্লিষ্টবৃত্তি প্রবলবেগে উৎপন্ন হয়। ক্লিষ্ট ও অক্লিষ্ট এই উভয় পক্ষে সংসারক্ষেত্রে ঘোরতর সংগ্রাম চলিতেছে, এই উভয়েরই বিচরণস্থল চিত্তভূমি।

প্রথমে অক্লিষ্ট বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া ক্লিষ্ট বৃত্তির নিরোধ করিতে হইবে, পরে পরবৈরাগ্য দ্বারা অক্লিষ্ট বৃত্তিকেও নিরোধ করিতে পারিলে অসম্প্রজ্ঞাত যোগ হয়। সংস্কারই সংস্কারের নাশক হইয়া থাকে। অক্লিষ্টসংস্কার দ্বারা ক্লিষ্টসংস্কার নষ্ট হয়।

উক্ত পাঁচ প্রকারের অতিরিক্ত আর চিত্তবৃত্তি নাই। এই চিত্তবৃত্তিসমূহের নিরোধ করিতে হইবে। কারণ, চিত্তের সহিত পুরুষের সংযোগহেতু চিত্তের সমস্ত বৃত্তি পুরুষে উপ-চরিত হয়। পুরুষ স্বচ্ছ, কেবল, নির্গুণ। যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবা আনিলে স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে, আবার নীল অপরাজিতা আনিলে স্ফটিক নীলবর্ণ ধারণ করে; বাস্তবিক স্ফটিকের কোনই বর্ণ নাই, তবে উপাধির বর্ণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় মাত্র। সেইরূপ, কেবল নির্ম্মল পুরুষে সুখ দুঃখ মোহ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হইলে, পুরুষ তাহাদের সহিত সারূপ্য লাভ করিয়া আপনাকে সুখী দুঃখী মনে করে। বাস্তবিক পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই নাই। ইহা কেবল বৃত্তির উপরাগ মাত্র।

এই যে পাঁচ প্রকার চিত্তবৃত্তির বিষয় অভিহিত হইল। এই সকল চিত্তবৃত্তিই সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। এই সকল বৃত্তি নিরোধ করিতে হইলে যে সকল ক্লিষ্টবৃত্তি উত্তরোত্তর বিষয়াসক্তি বৃদ্ধি করে, প্রথমে তাহাই নিরোধ করিতে হইবে। অক্লিষ্টবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তি মার্গে ধর্ম্মবৃত্তি সকলকে প্রথমে নিরোধ করিতে হইবে না। প্রথমে নিবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া প্রবৃত্তিমার্গের বাধা দিতে হইবে। এই অক্লিষ্টবৃত্তি দৃঢ় হইলে পরিশেষে উহা পরিত্যাগ করিলে ক্ষতি হয় না।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং।"৩ "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র।"১।৪

যোগের দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে আর পুরুষে বৃত্তির ছায়া নিপতিত হয় না। তখন পুরুষ নিজের স্বরূপে অবস্থান করেন।

এই চিত্তবৃত্তিনিরোধের প্রণালী কি? পতঞ্জলি ভিন্ন ভিন্ন আট প্রকার প্রণালীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে যে কোনটির অনুসরণ করিলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করা যাইতে পারে।

১ম। "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম্ তন্নিরোধঃ।"(যোগসূ° ১।১২)

অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।

২। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্ বা।" (যোগসূ° ১।২৩)

অথবা, ঈশ্বরের প্রণিধান হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। এ সম্বন্ধে ভাষ্যকার এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—'কিমেতস্মাৎ এবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি। অথাস্য লাভে ভবতি অন্যোঽপি কশ্চিৎ উপায়ো ন বেতি। ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা। প্রণিধানাৎ ভক্তিধানাৎ ভক্তিবিশেষাদ্ আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্নাতি অভিধ্যানমাত্রেণ, তদভিধ্যানাদপি যোগিন আসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ ফলঞ্চ ভবতীতি।' (১।২৩ ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ এই অভ্যাস বৈরাগ্য হইতেই কি অচিরে সমাধিলাভ হয়, অথবা ইহার প্রাপ্তির পক্ষে আরও কোন উপায় আছে? তদুত্তরে বলি যে, বিশেষ ভক্তিসহকারে আরাধিত হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া "ইহার অভীষ্ট সিদ্ধ হউক" এইরূপে অনুগৃহীত করেন, এই প্রকার সঙ্কল্পসহকারে যোগীর সমাধিলাভ সুলভ হয়।

৩। "প্রচ্ছর্দ্দনবিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য।" (যোগসূ° ১।৩৪)

অথবা প্রাণের নিঃসারণ ও বিধারণ দ্বারাও চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইতে পারে।' অর্থাৎ, প্রাণায়ামও সমাধিলাভের অন্যতম উপায়।

৪। "বিষয়বতী বা প্রবৃত্তিরুৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী"(১।৩৫)

অথবা, ইন্দ্রিয়বিশেষে ধারণা দ্বারা গন্ধাদি বিষয়ের সাক্ষাৎকার হইলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, নাসাগ্র, জিহ্বামূল প্রভৃতিতে ধারণা করিলে যোগী অলৌকিক গন্ধ রূপ রস স্পর্শ শব্দ প্রভৃতির অনুভব করেন, তাহাতে তাহার চিত্ত নিবিষ্ট হইয়া যায়। অতএব, চিত্তস্থৈর্য্যের ইহাও অন্যতম উপায়।

৫। "বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী।"—(১।৩৬)

অথবা (হৃৎপদ্মে ধারণা করিলে) যে শোক-রহিত জ্যোতির প্রকাশ হয়, তাহার দ্বারাও চিত্তের স্থিরতা হইতে পারে। জ্যোতির সাক্ষাৎকারও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৬। "বীতরাগ-বিষয়ং বা চিত্তম্।"(১।৩৭)

'অথবা যাঁহারা বীতরাগ, (বিষয়বিরক্ত) তাঁহাদের বিষয়ে ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়'; অর্থাৎ, নিষ্কাম মহাত্মার ধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

৭। "স্বপ্ননিদ্রাজ্ঞানাবলম্বনং বা।"—(১।৩৮)

"অথবা, স্বপ্নজ্ঞান কিংবা নিদ্রাজ্ঞানকে অবলম্বন করিলেও চিত্ত স্থির হয়।' অর্থাৎ, স্বপ্নে মূর্ত্তিবিশেষ কিংবা সাত্ত্বিক বৃত্তিকে আশ্রয় করিয়াও চিত্তস্থৈর্য্য লাভ করা যাইতে পারে।

৮। "যথাভিমতধ্যানাৎ বা।"—(১৩৯)

অভিমত যে কোন বিষয়ের ধ্যান করিলেও চিত্ত স্থির হয়। অর্থাৎ, অভিমতধ্যানও চিত্তস্থৈর্য্যের অন্যতম উপায়।

সাধনাবস্থায়, যোগাভ্যাসের ফলে যোগীর কতকগুলি অলৌকিক শক্তির সঞ্চার হয়; ইহাদিগকে বিভূতি বা সিদ্ধি বলে। পাতঞ্জলদর্শনের তৃতীয় পাদে এই সকল সিদ্ধির সবিস্তার উল্লেখ আছে। ইহারা প্রকৃত যোগসাধনার পক্ষে নহে, কিন্তু—অন্তরায়।

"তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ"—(৩।৩৭)

অর্থাৎ, সমাধিরহিতের পক্ষে এই সকল বিভূতি বলিয়া গণ্য হয়, কিন্তু সমাধিযুক্ত যোগীর পক্ষে ইহারা উপসর্গমাত্র। এই উপসর্গ কি?

"ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তে২ন্তরায়াঃ" (যোগসূ° ১।৩০)

যাহা দ্বারা চিত্তের বিক্ষেপ হয় অর্থাৎ একাগ্রতা বিনষ্ট হয়, তাহাকে অন্তরায় বলে, ব্যাধি, স্ত্যান, সংশয়, প্রমাদ, আলস্য, অবিরতি, ভ্রান্তিদর্শন, অলব্ধভূমিকত্ব ও অনবস্থিতত্ব এই ৯টী অন্তরায়।

ধাতু, বায়ু, পিত্ত ও কফের বৈষম্য জন্য ব্যাধি, চিত্তের কার্য্যকারিতা শক্তির অভাবই স্ত্যান, এই বস্তুটী এইরূপ কি না? এইরূপ জ্ঞানই সংশয়, সমাধির উপায়ের অনুষ্ঠানই প্রমাদ, তমোগুণের আধিক্যবশতঃ চিত্তের এবং কফাদির আধিক্যবশতঃ শরীরের গুরুতাপ্রযুক্ত প্রযত্নের অভাবের নাম আলস্য, সর্ব্বদা বিষয়সংযোগরূপ তৃষ্ণাবিশেষই অবিরতি, এক বস্তুতে অন্যবস্তু বলিয়া জানার নাম ভ্রান্তিদর্শন, মধুমতী প্রভৃতি সমাধিভূমির লাভ না হওয়া অলব্ধভূমিকত্ব।

"ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যং মূলমুত্তমং।"

শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না, তাই সূত্রকার প্রথম ব্যাধিকেই বিঘ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সংশয় ও বিপর্য্যয় এই দুইটীই চিত্তের বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং যোগ বৃত্তির বিরোধী, কারণ যুগপদ্ চিত্তের বৃত্তি হয় না, 'জ্ঞানদ্বয়স্যাযৌগপদ্যাৎ'। ব্যাধি প্রভৃতি চিত্তবৃত্তি না হইলেও ইহারা যোগের বিরুদ্ধ বিক্ষেপ বৃত্তি উৎপাদন করিয়া যোগের প্রতিপক্ষ হয়।

অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারাই কার্য্যকারণভাব গৃহীত হয়, সুতরাং অন্তরায় থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ হয়, না থাকিলে হয় না, অতএব ব্যাধি প্রভৃতি অন্তরায় চিত্তের বিক্ষেপক জানিতে হইবে।

সকল বিষয়েই যে পর্য্যন্ত পরিপক্ব না হওয়া যায়, ততদিন বিশেষ সতর্ক থাকিতে হয়, ধ্যেয় সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত পদে পদে যোগভ্রংশ হইতে পারে, অতএব বিশেষ প্রণিধান সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়।

চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে দুঃখ, দৌর্মনস্য, শরীরকম্পন, শ্বাস ও প্রশ্বাস হইয়া থাকে।

এই সকল বিক্ষেপ নিবারণের জন্য ঈশ্বর অথবা অভিমত অন্য কোন বিষয়ে চিত্ত নিবেশ করিতে হইবে। যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বদা প্রসন্ন রাখিতে হয়, চিত্ত অপ্রসন্ন থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। যোগ ত দূরের কথা। সুতরাং যাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হয়, যোগী যত্ন সহকারে তাহাই করিবেন। চিত্তপ্রসাদের উপায় কি?

"মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনং" (যোগসূ° ১।৩৩)

সুখিগণের প্রতি প্রেম, দুঃখীর প্রতি দয়া, ধার্ম্মিকে হর্ষ ও পাপিগণের প্রতি ঔদাসীন্য করিলে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া থাকে। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, চিত্তশুদ্ধির কারণ, স্বরূপ এবং ফলই বা কি? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে, জগতের সমস্ত সুখী লোকের প্রতি সৌহার্দ্দ করিবে, ইহা করিতে পারিলে চিত্তের যে ঈর্ষানল আছে, তাহা বিনষ্ট হইবে। যেরূপ নিজের দুঃখদূর করিতে সর্ব্বদা চেষ্টা হয়, তদ্রূপ অন্য প্রাণীর দুঃখ দূর করিতে যত্ন করিবে। ইহাতে পরাপকাররূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়, ধার্ম্মিক লোক দেখিয়া সন্তুষ্ট হইবে, ইহাতে গুণে দোষারোপ অর্থাৎ অসূয়া নিবৃত্তি হয়, অধার্ম্মিক লোকের প্রতি উদাসীন থাকিবে অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবে, ইহাতে ক্রোধরূপ চিত্তমল বিনষ্ট হয়। এইরূপে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করিলে চিত্তে শুক্লধর্ম্ম অর্থাৎ রাজসতামসবৃত্তি-তিরোহিত হইয়া সাত্ত্বিকবৃত্তি উদয় হইতে থাকে, তখন চিত্তপ্রসন্ন হইয়া সুস্থির হয়, পূর্ব্বের ন্যায় আর তড়িদ্‌বেগে বিষয়দেশে গমন করে না।

যোগের অঙ্গ।

"যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়োঽষ্টা-বঙ্গানি। (যোগ সূ° ২।২৯)

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই আটটী যোগের অঙ্গ। সাধন ভিন্ন সিদ্ধ হওয়া যায় না, এই জন্য যোগাঙ্গানুষ্ঠান বিধেয়, যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ, এই পাঁচ প্রকার বিপর্য্যয় (মিথ্যা)-জ্ঞানের ক্ষয় হইয়া থাকে। উহার ক্ষয় হইলে সম্যক্ জ্ঞানের অভিব্যক্তি হইতে থাকে, যোগাঙ্গানুষ্ঠানের তারতম্যানুসারে অশুদ্ধিরও তিরোধান হয় এবং অশুদ্ধির বিনাশ হইলে তদনুসারে জ্ঞানেরও দীপ্তি বৃদ্ধি হয়, ঐ বৃদ্ধি হইতে বিবেকখ্যাতি হইয়া থাকে।

উক্ত আটটী অঙ্গের মধ্যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার একয়টী বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটী অন্তরঙ্গ।

"অহিংসা সত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (যোগসূ° ২।৩০) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ এই পাঁচটীকে যম কহে। কোনও প্রকারে কোনও কালে প্রাণীর প্রাণ বিয়োগ হয়, এইরূপ চেষ্টা না করাকে অহিংসা কহে। পরবর্ত্তী সত্যাদি যম ও শৌচাদি নিয়ম সমস্তই অহিংসামূলক, অর্থাৎ অহিংসা রক্ষা না করিয়া সত্যাদিই অনুষ্ঠান করা বিফল।

এই অহিংসা বৃত্তির স্বচ্ছতার নিমিত্ত সত্যাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা না হইলে অসত্য প্রভৃতি দোষে অহিংসা মলিন হইয়া যায়। যথার্থ বাক্ ও মনকে সত্য কহে। অর্থাৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও শব্দ জন্য বাক্যের ও মনের জ্ঞান হইয়াছে, তদ্রূপেই শ্রোতার যাহাতে জ্ঞান জন্মে, এ প্রকারে কথা বলিলে সত্য বলা হয়।

প্রতিগ্রহ ব্যতিরেকে পরের দ্রব্য গ্রহণ করাকে স্তেয় (চৌর্য্য) বলে। উহার অভাবের নাম অস্তেয়। কেবল চুরি না করা নহে, মন হইতে পরের দ্রব্যে স্পৃহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গ-মৈথুন-নিবৃত্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য। বিষয়ের সহিত উপভোগ্য বস্তুর উপার্জ্জন, রক্ষা, ক্ষয়, সঙ্গ, ও হিংসা দোষ অনুভব করিয়া তাহা হইতে বিরত থাকার নাম অপরিগ্রহ। বিষয়-বৈরাগ্যের অপর নামও অপরিগ্রহ। "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রাণিধানানি নিয়মাঃ" (যোগসূ° ২।৩২) শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচ প্রকার নিয়ম। মৃত্তিকা ও জলাদির মার্জ্জনা ও মেধ্য পবিত্র বস্তু আহার করার নাম বাহ্য শৌচ। চিত্তের মল (ঈর্ষাসূয়াদি) দূর করার নাম অন্তঃশৌচ। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতার নাম তপস্যা, উপনিষদ্, গীতা প্রভৃতি মোক্ষশাস্ত্র অধ্যয়ন অথবা ওঙ্কার জপকে স্বাধ্যায়, পরমগুরু পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করার নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। ইহাদিগকে নিয়ম কহে।

[বিশেষ বিবরণ নিয়ম শব্দ দেখ]

যম ও নিয়ম এই দুইটী সিদ্ধ হইলে তৎপরে তৃতীয় যোগাঙ্গের অনুষ্ঠান বিধেয়। তৃতীয় যোগাঙ্গ আসন।—

"স্থিরসুখমাসনং" (যোগসূ° ২।৪৬)

স্থিরভাবে অধিককাল থাকিলে যাহাতে কষ্টবোধ না হয় তাহাকে আসন বলে, তাদৃশ আসনই যোগের অঙ্গ। যোগভাষ্যে পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিক, দণ্ডাসন, সোপা-

ভদ্র, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চনিষদন, হস্তিনিষদন, উষ্ট্রনিষদন, সমসংস্থান, স্থিরসুখ ও যথাসুখ প্রভৃতি আসনের উল্লেখ আছে। শয়ন করিয়া থাকিলে নিদ্রা আসে, অন্যভাবে থাকিলে শরীর ধারণেই ব্যস্ত থাকিতে হয়, এবং অধিককাল থাকা যায় না, এই নিমিত্ত আসনের উপদেশ আছে, যে ভাবে অধিক কাল থাকিলেও কোনরূপ কষ্ট হয় না, তাহাই স্থিরসুখ আসন, উহার কিছুই নিয়ম নাই। আসন কত প্রকার হইতে পারে, তাহারও কিছু নিয়ম নাই। গুরুর উপদেশ ব্যতীত আসন শিক্ষা হয় না, তাহাতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে, এবং অতি উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইতে হয়। আসন সমুদয় শিক্ষা করিবার সময় কষ্টকর বোধ হয়। একবার সুন্দররূপে অভ্যস্ত হইলে আর কষ্ট হয় না। যে পর্য্যন্ত বিনা ক্লেশে আসনে উপবিষ্ট হওয়া যায়, ততদূর অভ্যাস করিতে হইবে। এই আসন দুই প্রকার। বস্ত্র, অজিন ও কুশ প্রভৃতি বাহ্য আসনের নাম পদ্ম ও স্বস্তিকাদি শারীর আসন। যোগপ্রদীপে যোগসাধন আসনের বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

আসন-সিদ্ধির পর প্রাণায়াম করিতে হয়।

"শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" (যোগসূ০ ২।৪৯) শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রাণবায়ুর সংযমকে প্রাণায়াম বলা যায়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক এই তিন প্রকার প্রাণায়াম বহিঃস্থিত বায়ুকে অন্তঃপ্রবেশকরণকে শ্বাস ও অন্তরের বায়ুকে বহিঃনিঃসরণ করাকে প্রশ্বাস বলে। এই উভয়বিধ ক্রিয়ার নিরোধ প্রাণায়াম। [প্রাণায়াম দেখ]

যম, নিয়ম ও আসন জয়ের পর প্রত্যাহার যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রত্যাহার—"স্ববিষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" (যোগসূ০ ২।৫৪) চিত্ত শব্দাদি বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলে ইন্দ্রিয়গণও নিশ্চল হইয়া চিত্তের অনুকরণ করে, ইহাকে প্রত্যাহার কহে। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় শব্দাদির সহিত সংযোগ না হইলে চিত্তের স্বরূপের যেন অনুকরণ হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধের নামই প্রত্যাহার। [প্রত্যাহার দেখ]

যমাদি পাঁচটী বহিরঙ্গ-সাধনের পর অন্তরঙ্গ-সাধন আবশ্যক।

ধারণা—"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা" (যোগসূ০ ৩।১)

অপর বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাভিচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয় এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বিষয়ে চিত্তকে স্থির করার নাম ধারণা। নাভিস্থান, হৃদ্‌পদ্ম, মস্তকজ্যোতিঃ, নাসিকার অগ্রভাগ, জিহ্বার অগ্রভাগ প্রভৃতি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বাহ্যোদ্দেশে চিত্তকে স্থির করিতে পারিলেই ধারণা হয়।

ধারণা সিদ্ধ হইলে তৎপরে ধ্যানানুষ্ঠান বিধেয়।

"তত্র প্রত্যয়ৈকতানতাধ্যানং" (যোগসূ০ ৩।২)

বিষয়ান্তর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত যে বিষয়ে চিত্ত স্থির করা হয়, সেই বিষয়াকারে বারংবার চিত্তবৃত্তি পরিণত হওয়াকে ধ্যান বলা যায়, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যে কোনও বিষয়ে চিত্তের ধারণা হইয়াছে, সেই বিষয়ে বারংবার সদৃশরূপে বৃত্তি হওয়াই ধ্যান। কেবল ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য বিষয়ে কোনরূপ চিত্তবৃত্তি হইবে না, কিন্তু ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশপ্রবাহ হইবে। তাহা হইলে ধ্যান সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে। ধ্যানের পর সমাধি, ইহাই যোগের চরমফল, সমাধি হইলে আর যোগানুষ্ঠানের আবশ্যকতা থাকে না।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ"

(যোগসূ০ ৩।৩)

ধ্যান পরিপক্ক হইয়া যখন ধ্যেয়াকারেই ভাসমান হয়, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার মত বোধ হয়। সেই অবস্থার নাম সমাধি।

জবাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এইরূপ অবস্থাই সমাধি।

এই সমাধি দ্বিবিধ, সবীজ ও নির্ব্বীজ। সবীজ সমাধিতে চিত্তের আলম্বন থাকে; সে অবস্থায় চিত্তের সূক্ষ্ম সাত্ত্বিক বৃত্তি তিরোহিত হয় না। সেই জন্য সবীজ সমাধির আর একটি নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। নির্ব্বীজ সমাধিতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবল সংস্কারমাত্র অবশিষ্ট থাকে; সেই জন্য এই সমাধিকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৭)

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ।"

(যোগসূত্র ১।১৮)

ব্যাসভাষ্যে সমাধির এইরূপ লক্ষণ করা হইয়াছে,—

'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে।'

তৎকালে ধ্যেয় বস্তু সম্যক্‌রূপে প্রজ্ঞাত হয়। কেন না, তৎকালে ধ্যেয়বিষয়ক বৃত্তিও নিরুদ্ধ হয় বলিয়া কিছুই প্রজ্ঞাত হয় না। উক্ত দ্বিবিধ যোগের সাধারণ নাম সমাধিযোগ।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চতুর্ব্বিধ—সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার ও নির্ব্বিচার; ইহাদিগকে সবীজ বলে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধাৎ নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ।"

(যোগসূত্র ১।৫১)

তাহারও নিরোধে সমস্ত নিরুদ্ধ হইলে নির্ব্বীজ সমাধি হয়। এই নির্ব্বীজ সমাধিই পাতঞ্জলের অনুমোদিত যোগ।

'তস্মিন্নিবৃত্তে পুরুষঃ স্বরূপপ্রতিষ্ঠঃ অতঃ শুদ্ধো মুক্ত ইত্যুচ্যতে।'
১।৫ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

এই নির্ব্বীজ সমাধি বা যোগ আয়ত্ত হইলে পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। তখন পুরুষকে শুদ্ধমুক্ত বলে।
ইহারই নাম কৈবল্যসিদ্ধি। ইহাই পাতঞ্জলদর্শনের চরম লক্ষ্য।

"সত্ত্বপুরুষয়োঃ শুদ্ধিসাম্যে কৈবল্যমিতি।" (৩।৫৫)

'জ্ঞানাদদর্শনং নিবর্ত্ততে, তস্মিন্নিবৃত্তে ন সন্ত্যুত্তরে ক্লেশাঃ ক্লেশাভাবাৎ কর্ম্মবিপাকাভাবঃ, চরিতাধিকারাশ্চৈতস্যামবস্থায়াং গুণা ন পুরুষস্য পুনর্দৃশ্যত্বেনোপতিষ্ঠন্তে, তৎপুরুষস্য কৈবল্যম্, তদা পুরুষঃ স্বরূপমাত্রজ্যোতিরমলং কেবলীভবতি।'(ব্যাসভাষ্য)

অর্থাৎ, জ্ঞান জন্মিলে অদর্শনের (অবিদ্যার) নিবৃত্তি হয়; অদর্শনের নিবৃত্তি হইলে পঞ্চ ক্লেশের নিবৃত্তি হয়, ক্লেশের নিবৃত্তি হইলে কর্ম্ম পরিপক্ক হইয়া আর ফল জন্মাইতে পারে না। এই অবস্থায় প্রয়োজন চরিতার্থ হওয়ায় প্রকৃতি আর পুরুষের দৃশ্য হয় না। পুরুষ তখন কেবল (স্বতন্ত্র) হন, এবং নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করেন।

"তদা সর্ব্বাবরণমলাপেতস্য জ্ঞানস্যানন্ত্যাজ্জ্ঞেয়মল্পম্।" (৪।৩০)

"পুরুষার্থশূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা চিতিশক্তেরিতি।" (৪।৩৪)

অর্থাৎ সেই সমাধিযোগের অবস্থায় অবিদ্যাদি সমস্ত ক্লেশ ও কর্ম্মরূপ আবরণ হইতে চিত্ত-সত্ত্ব মুক্ত হইলে তাহার সর্ব্বত্র প্রসার হয়। তখন তাহার জ্যোতিঃ সকল স্থানেই পরিব্যাপ্ত হয়। সে অবস্থায় যোগীর অজ্ঞাত বিষয় কিছুই থাকে না। যে যোগসিদ্ধের এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতি আর পরিণত হইয়া ভোগ বা অপবর্গ জন্মায় না। ইহাই কৈবল্য, ইহাই পাতঞ্জলদর্শনোক্ত মুক্তি। এ অবস্থায় চিতিশক্তি (পুরুষের) স্বরূপে প্রতিষ্ঠা হয়।

এই সকল যোগাঙ্গ সিদ্ধ হইলে নানাবিধ সন্তোষ ও ক্ষমতা, অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলাভ এবং পরিশেষে কৈবল্যমুক্তি লাভ হইয়া থাকে, তখনই যোগের চরম ফল হইয়াছে স্থির করিতে হইবে।

গীতা ও পাতঞ্জল।

প্রথমেই লিখিয়াছি, গীতাও যোগশাস্ত্র বলিয়া খ্যাত। এখন দেখা যাউক গীতায় ও পাতঞ্জলে কোন প্রকার পার্থক্য আছে কিনা? উভয়ের বিশেষত্ব কি? গীতা যোগপ্রণালীর অনুমোদন করিয়াছেন। গীতার মতে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" (গীতা ৬।৪৬)

যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও।

গীতা পাতঞ্জল-প্রদর্শিত অষ্টাঙ্গ যোগের সাধারণতঃ অনুমোদন করিয়াছেন।—

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥" (গী০ ৬।১০)

যোগী একাকী নির্জ্জনে থাকিয়া আশা ও পরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক সংযতচিত্তে সতত আত্মার যোগসাধন করিবেন।

"শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্॥
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরং।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥"(৬।১১-১৩)

তিনি পবিত্র দেশে, নাতি-উচ্চ নাতি-নিম্ন স্থানে, কুশ, অজিন ও বস্ত্র বিছাইয়া আপনার স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন। সেখানে তিনি মন একাগ্র করিয়া এবং চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া সংযত করিয়া আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত, আসনে উপবেশন করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন।

শরীর, মস্তক ও গ্রীবা সরলভাবে ধারণ করিয়া এবং দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক নাসিকার অগ্রভাগে স্থাপন করিয়া, স্থিরভাবে অবস্থান করিবেন।

"প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥" (৬।১৪)

যোগী প্রশান্ত, নির্ভয়, ব্রহ্মচারি-ব্রতধারী ও সংযতচিত্ত হইয়া ভগবান্‌কে সার করিয়া ভগবানে চিত্ত সংযুক্ত করিবেন।

"সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥" (গী০ ৬।৪-৬)

সংকল্পজ সমস্ত কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া, মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে সকল বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবেন। ধারণার দ্বারা বুদ্ধিকে বশীভূত করিয়া ধীরে ধীরে উপরত হইবেন। মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিয়া কিছুই চিন্তা করিবেন না। চঞ্চল অস্থির মন, যথা যথা ধাবিত হইবে, সেখান হইতে তাহাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আত্মাতে নিবিষ্ট করিবেন।

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥"(গী০ ৫।২৭-২৮)

যে মোক্ষপরায়ণ মুনি বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভ্রূযুগলের মধ্যে চক্ষু সংস্থাপিত করিয়া নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিয়া, ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি সংযত করত, ইচ্ছা ভয় ও ক্রোধ পরিহার করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত।

উল্লিখিত শ্লোকে গীতা সংক্ষেপে অষ্টাঙ্গ যোগের উপদেশ করিলেন। 'শুচি দেশে স্থির আসন সংস্থাপন করিবেন';—ইহা আসনের উপদেশ। 'নাসার অভ্যন্তরে প্রাণ ও অপানকে সমীকৃত করিবেন',—ইহা প্রাণায়ামের উপদেশ। 'বাহ্য বিষয়ের সংস্পর্শ পরিত্যাগ করিবেন',—ইহা প্রত্যাহারের উপদেশ। 'ব্রহ্মচারি-ব্রতগ্রহণ, পরিগ্রহপরিত্যাগ' ইত্যাদি যমের উপদেশ। 'ইন্দ্রিয়ের বশীকরণ, চঞ্চল মনের সংযম, আশা পরিত্যাগ' ইত্যাদি নিয়মের উপদেশ। 'নাসিকাগ্রে দৃষ্টিধারণ, মনকে আত্মাতে সংস্থাপন' ইত্যাদি ধারণার উপদেশ। 'ভগবানে চিত্তস্থাপন, মনের একাগ্রতাসাধন' ইত্যাদি ধ্যানের উপদেশ। 'কিছুই চিন্তা করিবে না, মনকে আত্মাতে স্থাপিত করিবে',—ইত্যাদি সমাধির উপদেশ।

আমরা দেখিয়াছি যে, পাতঞ্জলমতে যোগের চরম অবস্থায় পুরুষের স্বরূপে অবস্থান হয়। পুরুষ চিৎস্বরূপ, এ মতে তিনি আনন্দঘন নহেন, অতএব পাতঞ্জলোক্ত মুক্তি—সুখদুঃখের অতীত কৈবল্য অবস্থা। ইহাতে দুঃখের নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু অনন্ত সুখের কথা নাই। গীতায় ভগবান্ কিন্তু যোগের ফল অত্যন্ত সুখ ব্যক্ত করিয়াছেন।

"সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥"(৬।২১-২৩)

যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় নিরতিশয় সুখের উপলব্ধি হয়, যে অবস্থায় অবস্থান করিলে তত্ত্ব হইতে বিচ্যুতি ঘটে না, যে অবস্থা লাভ করিলে অন্য লাভকে অধিক বোধ হয় না, এবং যে অবস্থায় উপস্থিত হইলে গুরুতর দুঃখও বিচলিত করিতে পারে না,—দুঃখের সংস্পর্শশূন্য এই অবস্থার নামই যোগ। নির্ব্বেদশূন্যচিত্তে সেই যোগ নিশ্চয়ের সহিত অভ্যাস করিবে। অতএব গীতার মতে যোগের অবস্থায় নিরতিশয় সুখলাভ হয়। যোগসিদ্ধ হইলে এই সুখ আরও ঘনীভূত হইয়া ব্রহ্মানন্দে পরিণত হয়।—

"প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥" (গীতা ৬।২৭-২৮)

প্রশান্তচিত্ত, রজোবিহীন, নিষ্পাপ, ব্রহ্মভূত যোগী উত্তম সুখ অনুভব করেন। নিষ্পাপ যোগী এই প্রকারে নিয়ত আত্মাকে যোগযুক্ত করিয়া অনায়াসে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ-রূপ অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হন।

"বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥" (গীতা ৫।২১)

যাঁহার চিত্ত বাহ্যবিষয়ে অনাসক্ত, তিনি আত্মাতে যে সুখ, সেই সুখ অনুভব করেন এবং ব্রহ্মে সমাধি করিয়া অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন।

পাতঞ্জল মতে জীব ও ঈশ্বর ভিন্ন; যোগের যে চরম অবস্থা নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে আত্মসাক্ষাৎকার হয় মাত্র; ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয় কি না স্পষ্ট উল্লেখ নাই। গীতার মতে কিন্তু যোগ দ্বারা ভগবানের সঙ্গ বা সাক্ষাৎলাভ হয়।

"যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥" (গীতা ৬।১৫)

সংযতচিত্ত যোগী এইরূপে আত্মাকে সমাহিত করিয়া আমাতে (ভগবানে) স্থিতিরূপ মোক্ষপ্রধান শান্তি লাভ করেন।

"সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥" (গীতা ৬।২)

সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিশীল সমাহিতচিত্ত যোগী সমস্ত ভূতে আত্মাকে এবং সমস্ত ভূতকে আত্মাতে অবলোকন করেন। সমস্ত ভূতে যে আত্মা বিরাজিত, তিনি পরমাত্মা (ভগবান্) ভিন্ন আর কে? পূর্ব্বেই পাতঞ্জলদর্শনপ্রসঙ্গে লিখিয়াছি,—

"পুংপ্রকৃত্যোর্বিয়োগোঽপি যোগ ইত্যুদিতো যয়া।"

অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষের যে বিয়োগ বা বিবেক (পার্থক্য-জ্ঞান), তাহাকেই যোগ বলে।

কিন্তু পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যোগ শব্দের সংযোগ অর্থই অনুমোদিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন,—

"সংযোগো যোগ ইত্যুক্তো জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।"

জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে সংযোগ তাহারই নাম যোগ। বলা বাহুল্য সে সংযোগ, প্রযত্ন বা উদ্‌যোগ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না।

"আত্মপ্রযত্নসাপেক্ষা বিশিষ্টা য মনোগতিঃ।

তস্তা ব্রহ্মণি সংযোগো যোগ ইত্যভিধীয়তে ॥"(বিষ্ণুপু°৬।৭।৩১)

অর্থাৎ, আত্মার যত্নসাপেক্ষ যে অসাধারণ মনোবৃত্তি, তাহার ভগবানে সংযোগকেই যোগ বলে।

গীতায় ভগবান্ যোগের যেরূপ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই মতই গীতার অনুমোদিত। কারণ, গীতা যোগীকে মনঃসংযম করিয়া চিত্ত ঈশ্বরে নিহিত করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

"মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ।" গীতা ৬।১৪।

গীতা আরও বলিতেছেন যে,

"শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি।" গীতা ৬।১৫।

যোগের ফলে যে নির্ব্বাণপরমা শান্তিলাভ করা যায়, তাহা আমাতে (ভগবানে) থাকার ফল।

পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, যোগসিদ্ধির জন্য পতঞ্জলি যে সকল উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, "ঈশ্বর-প্রণিধান" তাহাদিগের অন্যতম। এই উপায়ই যে অদ্বিতীয় উপায়, পতঞ্জলি তাহা স্বীকার করেন না। যোগী চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্য যেমন অন্যান্য উপায়ের অনুসরণ করিতে পারেন, সেইরূপ ইচ্ছা হইলে ঈশ্বর-প্রণিধানও করিতে পারেন।

বিক্ষিপ্ত চিত্তকে একাগ্র করিবার জন্য পতঞ্জলি সাধককে 'ক্রিয়াযোগের' অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ক্রিয়াযোগ আয়ত্ত হইলে চিত্ত সমাধির অনুকূল হয়।

"তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ।" (যোগসূত্র ২।১)

তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানের নাম ক্রিয়াযোগ। সমাহিত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগে অধিকারী। বিক্ষিপ্ত চিত্ত ব্যক্তি সমাধিযোগের অধিকারী নহে, কিন্তু ক্রিয়াযোগের অধিকারী। প্রথমাধিকারী প্রথমে ক্রিয়াযোগের অনুষ্ঠান করিবে, তদ্দ্বারা কালে তাহার ক্লেশ সকল ক্ষীণ হয় এবং সমাধিযোগের অধিকার জন্মে।

তপস্যাবিহীন ব্যক্তির যোগ সিদ্ধ হয় না, আদি রহিত চিরকাল প্রবহমান ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্ম ও অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ সংস্কার দ্বারা চিত্রীকৃত। অতএব চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের সমুদ্রেক তপস্যা ভিন্ন অপনীত হয় না। এই জন্য চিত্ত-প্রসাদন তপস্যা এরূপভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে ধাতুবৈষম্য না হয়। কারণ শরীর সুস্থ না থাকিলে কোন কার্য্যই হয় না। সুস্থ ব্যক্তিরই তপশ্চর্য্যা সম্ভব। প্রণব প্রভৃতি পবিত্র মন্ত্রের জপ অথবা উপনিষদ্ প্রভৃতি মোক্ষ-প্রতিপাদক শাস্ত্রের অধ্যয়নকে স্বাধ্যায় বলে। পরম গুরু ঈশ্বরে সমস্ত ক্রিয়া অর্পণ বা ক্রিয়ার ফলত্যাগকে ঈশ্বর-প্রণিধান কহে। ঈশ্বরপ্রণিধান শব্দে এইরূপ বুঝিতে হইবে।

"কামতোঽকামতো বাপি যৎ করোমি শুভাশুভং।
তৎসর্ব্বং ত্বয়ি সংন্যস্তং ত্বৎপ্রযুক্তঃ করোম্যহম্ ॥"

ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় আমি ভালমন্দ যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনাতে অর্পণ করিলাম। আমি যাহা কিছু করি, তাহা আপনার দ্বারা প্রেরিত হইয়াই করি। ইহাই ক্রিয়ার অর্পণ বা ঈশ্বরপ্রণিধান। প্রণবজপ ও প্রণবার্থ-ভাবনারও অপর নাম ঈশ্বরপ্রণিধান। চিত্তের একাগ্রতা ও স্থৈর্য্যসম্পাদনের অনেক উপায় অভিহিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ঈশ্বর-প্রণিধান উৎকৃষ্ট এবং সুলভ উপায়।

পতঞ্জলির মতে, ঈশ্বর-প্রণিধান অষ্টাঙ্গযোগের বহিরঙ্গ পঞ্চবিধ নিয়মের অন্যতম। সুতরাং পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বরের স্থান গৌণ। কারণ, ঈশ্বর-প্রণিধান যোগসিদ্ধির নানা উপায়ের অন্যতম উপায় মাত্র।

"শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ"(যোগসূ°২।৩২)

ঈশ্বর-প্রণিধানের উপদেশ দিয়া পতঞ্জলি যোগীকে ভগবানের ধ্যান করিতে বলেন নাই, তাঁহাতে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে বলিয়াছেন মাত্র। ইহাই গীতোক্ত কর্ম্মযোগ। ভগবান্ অর্জ্জুনকে যে বলিয়াছেন,—

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" (গীতা ২।৪৭)

কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার, ফলে অধিকার নহে।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥" (গীতা ৯।২৭)

যাহা কিছু করিবে, যাহা খাইবে, যাহা যজিবে, যাহা দিবে বা যাহা তপিবে, সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।

পাতঞ্জলোক্ত ঈশ্বর-প্রণিধান এই ধরণের কথা। ধ্যান-যোগ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। পতঞ্জলির মতে যে কোনও বিষয়ে চিত্তের একতানপ্রবাহই ধ্যান। ভগবান্ই যে ধ্যেয় (ধ্যানের বিষয়) হইবেন, তাঁহাকেই যে ধ্যান করিতে হইবে, এরূপ স্পষ্ট কোন কথা নাই।

পতঞ্জলির মতে,যোগী ঈশ্বর-প্রণিধান করেন, অর্থাৎ ভক্তি-পূর্ব্বক ঈশ্বরে সমস্ত কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, তাহা হইলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইয়া প্রকৃতি-পুরুষের বিবেকজ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুলভ করিয়া দেন। তাহার ফলে, যোগীর আত্মা ভগবানে সংযুক্ত হয় না—বিবেকজ্ঞান নিশ্চল হয় মাত্র। "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপি অন্তরায়াভাবশ্চ' (যোগসূ° ১।২৯)। অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রণিধানের ফলে ব্যাধি প্রভৃতি বিঘ্ন দূর হয় এবং আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হয় না। 'প্রত্যাসত্তির স্বাত্মানি সাক্ষাৎকারহেতুর্ন পরাত্মনি।' (বাচস্পতিমিশ্র, ঐ সূত্রের টীকায়)।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার পাতঞ্জলদর্শনের পরিচয়স্থলে ঈশ্বর-প্রণিধান শব্দের এই অর্থ করিয়াছেন—"ঈশ্বর-প্রণিধানং নামাভিহিতানামনভিহিতানাঞ্চ সর্ব্বাসাং ক্রিয়াণাং পরমেশ্বরে পরমগুরৌ ফলানপেক্ষয়া সমর্পণম্।" কিন্তু ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্ বা" এই সূত্রের বার্ত্তিকে বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ লিখিয়াছেন,— "প্রণিধানমত্র ন দ্বিতীয়পাদবক্ষ্যমাণং, কিন্তু অসম্প্রজ্ঞাত-কারণীভূতসমাধিভাবনাবিশেষ এব। তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ ইত্যাগামিসূত্রেণৈব আত্মপ্রণিধানস্ত অত্র লক্ষণীয়ত্বাৎ। * * ব্রহ্মাত্মনা চিন্তনরূপতয়া প্রেমলক্ষণভক্তিরূপাবক্ষ্যমাণাৎ প্রণিধানাদাবর্জ্জিতোঽভিমুখীকৃত ঈশ্বরস্তং ধ্যায়িনমভিধ্যানমাত্রেণ অস্ত সমাধিমোক্ষৌ আসন্নতমৌ ভবেতামিতীচ্ছামাত্রেণ রোগাশক্ত্যাদিভিরুপায়ানুষ্ঠানমান্দ্যেঽপ্যনুগৃহ্লাতি আনুকূল্যং ভজতে অতস্তস্মাদভিধ্যানাদপি প্রণিধাননিষ্পত্ত্যাদিদ্বারা যোগিনামাসন্নতমৌ সমাধিমোক্ষৌ ভবতঃ"—(১২৩ সূত্রের যোগবার্ত্তিক)। অতএব বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই সূত্রে ঈশ্বর-প্রণিধান অর্থে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ নহে—ঈশ্বরে চিত্তার্পণ বা ভাবনা বিশেষ—ভক্তিসহকৃত ব্রহ্মচিন্তন।

কিন্তু গীতার মতে ঈশ্বরে চিত্তসংযোগই যোগ। ঈশ্বরকে ছাড়িয়া দিলে যোগ একেবারেই অসম্ভব। সেই জন্য গীতাতে যেখানেই যোগের প্রসঙ্গ, সেখানেই ঈশ্বরের উল্লেখ।

তাই ভগবান্ বলিয়াছেন,—

"যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥"
(গীতা ৬।৪৭।)

তিনিই শ্রেষ্ঠযোগী, যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া, আমাতে (ভগবানে) চিত্ত সংযুক্ত করিয়া আমাকে ভজনা করেন।

"যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥"(গীতা ৬।৩০-৩১)

যে আমাকে (ঈশ্বরকে) সকলেতে দেখে, এবং সকলকে আমাতে দেখে, আমি কখনও তাহার অদৃশ্য হই না, এবং সেও আমার অদৃশ্য হয় না।

যে যোগী একত্ব অবলম্বন করিয়া সর্ব্বভূতস্থ আমাকে ভজনা করে, সে যে ভাবেই থাকুক না কেন, আমাতেই অবস্থিতি করে।

গীতা আরও বলিয়াছেন যে, যোগী যদি দেহত্যাগকালে ওঁকাররূপ ব্রহ্মমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভগবান্কে স্মরণ করিয়া দেহত্যাগ করেন, তবেই পরমগতি প্রাপ্ত হন।

"ওঁমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥"

সেই জন্য ভগবান্ গীতাতে এইরূপে চরম যোগের উপদেশ দিয়াছেন,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ।" (গীতা ৯।৩৪)

আমাতে মন অর্পণ কর, আমাকে যজন কর, আমাকে ভজনা কর, আমাকে প্রণাম কর, আমাকেই সার কর; এইরূপে আত্মাকে যোগ করিলে, আমাতে মিলিত হইবে।

ভগবানে চিত্তার্পণই যে শ্রেয়োলাভের উপায়, তাহা শাস্ত্রের অন্যত্রও উপদিষ্ট হইয়াছে।

"এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্॥"
(ভাগবত ৩।২৫।৪১)

তীব্রভক্তিযোগে (আমাতে ভগবানে) স্থির চিত্তার্পণই ইহলোকে মুক্তির উপায়।'

এই যোগের বিষয় যাহা অভিহিত হইল, ইহার নাম রাজযোগ, এইক্ষণ হঠযোগ ও অন্যান্য যোগের বিষয় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

হঠযোগ।

হঠযোগ করিতে হইলে প্রথমে দেহকে শোধন করিয়া লইতে হয়, দেহ বিশুদ্ধ না হইলে যোগের উপযুক্ত হয় না, সুতরাং সর্ব্বাগ্রে শোধন বিশেষ আবশ্যক। সপ্তবিধ সাধন দ্বারা দেহকে শোধন করিতে হয়,সপ্তবিধ সাধন যথা—শোধন, দৃঢ়তা, স্থৈর্য্য, ধৈর্য্য, লাঘব, প্রত্যক্ষ ও নির্লিপ্ত।

"শোধনং দৃঢ়তা চৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবম্।
প্রত্যক্ষঞ্চ নির্লিপ্তঞ্চ ঘটস্য সপ্তসাধনম্॥"(দত্তাত্রেয় সংহিতা)

ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীরের শোধন, আসন দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা, মুদ্রা দ্বারা শরীরের স্থিরতা, প্রত্যাহার দ্বারা শরীর-স্থৈর্য্য, প্রাণায়াম দ্বারা শরীর লাঘব, ধ্যান দ্বারা ধ্যেয়ের প্রত্যক্ষতা এবং সমাধি দ্বারা নির্লিপ্ততা লাভ হয়। এই সপ্ত সাধনসম্পন্ন হইলে অবশেষে নিশ্চয়ই মোক্ষ হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়, এখন এই ষট্‌কর্ম্মের বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লৌলিকী, ত্রাটক এবং কপালভাতি, এই ষট্‌কর্ম্ম আচরণ করিলে শরীরের চৈতন্য হয়। যাহাদের শরীরে মেদ ও শ্লেষ্মার আধিক্যদোষ আছে, তাহারাই এই ষট্‌কর্ম্মের আচরণ করিবেন, যাহাদের শরীর উক্ত রূপ দুষ্ট নহে, তাহারা ষট্‌কর্ম্মাচরণ করিবেন না।

ধৌতি—ধৌতি চারি প্রকার, অন্তর্ধৌতি, দন্তধৌতি, হৃদ্ধৌতি ও মূলশোধন। এই চারিপ্রকার আচরণ করিয়া শরীরকে মলবিহীন করিতে হয়।*

অন্তর্ধৌতি—ইহা চারিপ্রকার, বাতসার, বারিসার, বহ্নিসার ও বহিষ্কৃত। এই চারিপ্রকার অন্তর্ধৌতি দ্বারা শরীর মলশূন্য হয়।

বাতসার—স্বীয় মুখ কাকচঞ্চুর ন্যায় করিয়া বারংবার বায়ুপান করিবে এবং ঐ বায়ু উদর মধ্যে চালিত করিয়া পশ্চাৎ মুখদ্বারা বাহির করিবে। প্রভাত ও সন্ধ্যা এই দুই সময় ইহার আচরণ করিতে হয়। এই ধৌতি অতি গোপনীয়, ইহা দ্বারা দেহ নির্ম্মল, সর্ব্বরোগনাশ এবং দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত হয়।†

বারিসার—মুখদ্বারা কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া ক্রমশঃ জলপান করিবে, পরে ঐ জল উদরে চালিত করিয়া উদর হইতে গুহ্যদেশ দিয়া উহা বাহির করিতে হয়। এই ধৌতি-যোগসাধনে মলদেহ শোধন হইয়া দেবদেহ প্রাপ্ত হয়।

অগ্নিসার—শ্বাস রুদ্ধ করিয়া নাভির গ্রন্থিদেশ মেরুদণ্ডে একশত বার সংলগ্ন করিবে, ইহাতে কোষ্ঠাগ্নির বিশুদ্ধিতা এবং যোগ সিদ্ধি হইয়া থাকে।

বহিষ্কৃত ধৌতি—কাকীমুদ্রা অর্থাৎ কাকের চঞ্চুর ন্যায় মুখ করিয়া বায়ুপানপূর্ব্বক উদর পরিপূর্ণ করিতে হইবে, পরে ঐ বায়ু উদর মধ্যে অর্দ্ধপ্রহর কাল পর্য্যন্ত ধারণ করিয়া পরে গুহ্যদেশ দিয়া চালিত করিবে।

প্রক্ষালন—যোগী নাভিদেশ পর্য্যন্ত জলমগ্ন হইয়া শক্তি-নাড়ীকে বহিষ্কৃত করিবে, পরে ঐ নাড়ীর মলসমূহ যে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উহা ধুইতে হইবে। পরিশেষে উত্তমরূপে প্রক্ষালন করা হইলে ঐ নাড়ীকে উদর মধ্যে পুনঃপ্রবিষ্ট করাইবে। এই প্রক্ষালন যোগ অতি গোপনে করিতে হয়। যে পর্য্যন্ত যোগী চারিদণ্ড কাল শ্বাস ধারণ করিতে সমর্থ না হয়, সেই পর্য্যন্ত এই প্রক্ষালন যোগানুষ্ঠান করিবে না।*

দন্তধৌতি—ইহা পাঁচ প্রকার, দন্তমূল, জিহ্বামূল, কর্ণরন্ধ্র এবং কপালরন্ধ্র। খদিররস বা মৃত্তিকা দ্বারা দন্তমূল মার্জ্জন করিতে হইবে, যেন তাহাতে কিছুমাত্র ক্লেদ না থাকে।

জিহ্বামূলধৌতি—তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিনটী অঙ্গুলী একত্র গলার মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া জিহ্বার মূল পর্য্যন্ত মার্জ্জন করিতে হইবে, বারংবার এইরূপে জিহ্বা-মার্জ্জনদ্বারা কফদোষ নিবারিত হয়। নবনীত দ্বারা জিহ্বাকে পুনঃ পুনঃ মার্জ্জন ও দোহন এবং জিহ্বার অগ্রভাগ লৌহযন্ত্র-দ্বারা টানিয়া বাহির করিতে হইবে, প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল এই দুই সময়ে উক্তরূপে জিহ্বা মার্জ্জন করিতে হয়, ইহাতে জিহ্বা দীর্ঘ এবং জরা মরণ ও রোগাদি নষ্ট হয়।

কর্ণধৌতি—তর্জ্জনী ও অনামিকা এই দুই অঙ্গুলী দ্বারা কর্ণকুহর মার্জ্জন করিবে, ইহাদ্বারা কর্ণে নাদান্তর প্রকাশ পায়।

কপালরন্ধ্রধৌতি—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা কপালের

---

* "ষট্‌কর্ম্মণা শোধনঞ্চ আসনেন ভবেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়াঃ স্থিরতা চৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা ॥
প্রাণায়ামাল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মনি।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব নসংশয়ঃ ॥
শোধনং—
ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতিঃ লৌলিকী ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চৈতানি ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ ॥
মেদশ্লেষ্মাধিকঃ পূর্ব্বং ষট্‌কর্ম্মাণি সমাচরেৎ।
অন্যথা নাচরেত্তানি দোষাণামপ্যভাবতঃ ॥
অন্তর্ধৌতির্দন্তধৌতির্হৃদ্ধৌতির্মূলশোধনং।
ধৌতি চতুর্বিধাং কৃত্বা ঘটং কুর্ব্বন্তু নির্ম্মলম্ ॥"
† "বাতসারং বারিসারং অগ্নিসারং বহিষ্কৃতম্।
ঘটস্য নির্ম্মলার্থায় অন্তর্ধৌতিশ্চতুর্বিধা ॥
কাকচঞ্চুবদাস্যেন পিবেদ্‌বায়ুং শনৈঃ শনৈঃ।
চালয়েদুদরং পশ্চাদ্বর্ত্মনা রেচয়েচ্ছনৈঃ ॥"
(ঘেরণ্ড সংহিতা)

* "আকণ্ঠং পূরয়েদ্বারি বক্ত্রেণ চ পিবেচ্ছনৈঃ।
চালয়েদুদরেণৈব চোদরাদ্রেচয়েদধঃ ॥
বারিসারং পরং গোপ্যং দেহনির্ম্মলকারকম্।
সাধয়েত্তং প্রযত্নেন দেবদেহং প্রপদ্যতে ॥
নাভিগ্রন্থিং মেরুপৃষ্ঠে শতবারঞ্চ কারয়েৎ।
অগ্নিসারমেষা ধৌতিযোগিনাং যোগসিদ্ধিদা ॥
কাকীমুদ্রাং শোধয়িত্বা পূরয়েদুদরং মরুৎ।
ধারয়েদর্দ্ধযামন্তু চালয়েদধোবর্ত্মনা ॥
নাভিমগ্নো জলে স্থিত্বা শক্তিনাড়ীং বিসর্জ্জয়েৎ।
করাভ্যাং ক্ষালয়েন্নাড়ীং যাবন্মলবিসর্জ্জনং ॥
তাবৎ প্রক্ষাল্য নাড়ীঞ্চ উদরে বেশয়েৎ পুনঃ ॥
ইদং প্রক্ষালনং গোপ্যং দেবানামপি দুর্লভম্।
কেবলং ধৌতিমাত্রেণ দেবদেহো ভবেদ্ধ্রুবং ॥
যামার্দ্ধং ধারণাং শক্তিং যাবন্ন সাধয়েন্নরঃ।
বহিষ্কৃতং মহদ্ধৌতিস্তাবচ্চৈব ন জায়তে ॥
স চাবশ্যং ক্ষালনঞ্চ কুর্য্যান্নাড্যাদিশোধনং।
নেউলীযোগমার্গেণ নাড়ীক্ষালনতৎপরঃ ॥
ভবত্যেব মহাকালো রাজরাজেশ্বরো যথা।
কেবলং প্রাণবায়োস্তু ধারণাৎ ক্ষালনং ভবেৎ ॥" (ঘেরণ্ড সংহিতা)

রন্ধ্রদেশ মার্জ্জিত করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহা নিদ্রাবসানে, ভোজনশেষে এবং সায়ংকালে করিতে হয়।

হৃদ্ধৌতি তিন প্রকার—দণ্ডধৌতি, বমনধৌতি ও বাসধৌতি।

দণ্ডধৌতি—কলার মাজ, বা হরিদ্রার মাজ অথবা বেত্রদণ্ড, হৃদয় মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রবেশ করাইয়া পরিচালনপূর্ব্বক বাহির করিবে। ইহা প্রথমে কোমলপদার্থের দণ্ড হইতে শেষে ক্রমশঃ কঠিন পদার্থের দণ্ডদ্বারা অভ্যাস করিতে হয়। ইহাতে কফপিত্তাদি ক্লেদ মুখ হইতে নির্গত হয়।

বমনধৌতি—আহারের শেষে কণ্ঠ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ করিয়া জলপান করিতে হয়, পরে ক্ষণকাল ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া সেই জল বমন করিয়া ফেলিবে।

বাসধৌতি—প্রথমে চতুরঙ্গুল বিস্তৃতি সূক্ষ্মবসনখণ্ড ক্রমশঃ গলাধঃকরণ করিয়া পুনর্ব্বার বহিষ্কৃত করিবে। ইহা অভ্যাস হইলে ৩২ হস্ত পরিমাণ বস্ত্র উক্তরূপে গলাধঃকরণ করিয়া পরে উহা বাহির করিতে হইবে।

মূলশোধন—যে কাল পর্য্যন্ত মূলশোধন অর্থাৎ গুহ্যদেশ প্রক্ষালন করা না হয়, সে পর্য্যন্ত অপানবায়ুর কুটিলতা থাকে। অতএব এই অপানবায়ুর কুটিলতা নষ্ট করিবার জন্য মূলশোধন করিতে হয়। হরিদ্রামূল বা মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা যত্নপূর্ব্বক জল দিয়া বার বার গুহ্যদেশ ধৌত করিতে হইবে।

বস্তি—ইহা দুই প্রকার, জলবস্তি ও শুষ্কবস্তি। জলবস্তি জলে এবং শুষ্কবস্তি স্থলে করিতে হয়। জলে নাভি পর্য্যন্ত ডুবাইয়া উৎকটাসনে উপবেশন করিয়া গুহ্যদেশ আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতে হইবে, ইহার নাম জলবস্তি। স্থলে এইরূপ ক্রিয়ার নাম শুষ্কবস্তি।

নেতিযোগ—অর্দ্ধহস্ত পরিমিত সরু সূতা নাকের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইয়া পরে মুখ দিয়া বাহির করিতে হইবে, ইহাদ্বারা খেচরীসিদ্ধি ও কফদোষ নষ্ট হয়।

লৌলিকী যোগ—অতিবেগে উদরকে উভয়পার্শ্বে সঞ্চালিত করিবে, ইহাতে সকল রোগ নষ্ট এবং অগ্নি-বৃদ্ধি হয়।

ত্রাটক—যে পর্য্যন্ত চক্ষু হইতে জল পতিত না হয়, সে পর্য্যন্ত নিমেষ না ফেলিয়া কোন সূক্ষ্মবস্তু লক্ষ্য করিয়া নিরীক্ষণ করিবে। এই ত্রাটক যোগ অভ্যাস করিলে শাম্ভবীমুদ্রাসিদ্ধি এবং চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

কপালভাতিযোগ, ইহা তিনপ্রকার—বাতক্রম, ব্যুৎক্রম ও শীৎক্রম।

বাতক্রম—বামনাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া বহির্গত করিবে, এবং দক্ষিণ নাসাপুট দিয়া বায়ু পূরণ করিয়া বামনাসারন্ধ্র দ্বারা রেচন করিবে, পূরক ও রেচক করিবার কালে বেগে বায়ুচালন এবং অধিক কাল বায়ুধারণ করিবে না।

ব্যুৎক্রম—নাসাযুগ দ্বারা জল আকর্ষণ করিয়া লইয়া মুখ-দ্বারা রেচন করিবে, এবং এইরূপে মুখ দিয়া লইয়া নাসা দিয়া বাহির করিতে হইবে।

শীৎক্রম—মুখদ্বারা শীৎকার অর্থাৎ শোষণ করিয়া জলগ্রহণ-পূর্ব্বক নাসারন্ধ্র দিয়া রেচন করিবে। এই যোগানুষ্ঠানে শ্লেষ্মদোষ নিবারিত হয়।

যোগী যোগের প্রারম্ভে এই সকল দেহশোধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসন শিক্ষা করিবেন। দেহ বিশুদ্ধ না হইলে আসন কোন ফলদায়ক হয় না, এই জন্য দেহশোধন প্রথমে বিশেষ আবশ্যক। জীব জন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যা অসংখ্য, তাহার মধ্যে ৩২ প্রকার আসন যোগোপযোগী, এই আসন যথা—সিদ্ধ, পদ্ম, ভদ্র, মুক্ত, বজ্র, স্বস্তিক, সিংহ, গোমুখ, বীর, ধনু, মৃত, গুপ্ত, মৎস্য, মৎস্যেন্দ্র, গোরক্ষ, পশ্চিমোত্তান, উৎকট, সংকট, ময়ূর, কুক্কুট, কূর্ম্ম, উত্তানকূর্ম্মক, উত্তানমণ্ডুক, বৃক্ষ, মণ্ডুক, গরুড়, বৃষ, শলভ, মকর, উষ্ট্র, ভুজঙ্গ এবং যোগা-সন এই ৩২ আসন। [এই সকল আসনের বিবরণ যোগাসন শব্দে দেখ।]

যোগীর দেহশুদ্ধির পর আসনসিদ্ধি হইলে তৎপরে মুদ্রা অভ্যাস করিতে হয়, এই মুদ্রাও বহুবিধ, তন্মধ্যে ২৫ প্রকার মুদ্রা যোগোপকারিণী। আসন জয় করিয়া মুদ্রা অভ্যাস করিতে পারিলে তখন যোগপথে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই সকল মুদ্রা যথা—মহামুদ্রা, নভোমুদ্রা, উড্ডীয়ানমুদ্রা, জলন্ধর, মূলবন্ধ, মহাবন্ধ, মহাবেধ, খেচরী, বিপরীতকরণী, যোনি, বজ্রোণী, শক্তিচালিনী, তাড়াগী, মাণ্ডবী, শাম্ভবী, অধোধারণা, আম্ভসীধারণা, বৈশ্বানরীধারণা, বায়বী-ধারণা, নভোধারণা, অশ্বিনী, পাশিনী, কাকী, মাতঙ্গী, ও ভুজঙ্গিনী। এই সকল মুদ্রা অভ্যাসে কুলকুণ্ডলিনীশক্তি জাগ্রতা হন এবং ষট্চক্রস্থিত পদ্ম ও গ্রন্থিসকল ভেদ হইয়া থাকে। ব্রহ্মরন্ধ্রমুখস্থিতা নিদ্রিতা পরমেশ্বরী কুলকুণ্ডলিনীশক্তিকে জাগান বিশেষ আবশ্যক। কিন্তু মুদ্রাভ্যাস ভিন্ন তাহা হইতে পারে না। [মুদ্রা দেখ।]

যোগী বৎসরের মধ্যে বসন্ত ও শরৎ ঋতুতে যোগারম্ভ করিবেন, অন্য ঋতুতে যোগ আরম্ভ করিলে যোগ সিদ্ধ হয় না, বরং নানাবিধ রোগ হইয়া থাকে। যোগী প্রথম কুশাসন, হরিণ বা ব্যাঘ্রচর্ম্ম, অথবা কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া পূর্ব্ব

বা উত্তর মুখে উপবেশন করিবেন। পরে পূর্ব্বে যে ধৌতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠান করিবেন। ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা ধৌতিযোগ সিদ্ধি হইলে প্রাণায়াম যোগের অনুষ্ঠান করিবেন। গুরুর উপদেশানুসারে সগর্ভ ও নিগর্ভ প্রাণায়ামযোগ শিক্ষা করিতে হইবে।

প্রাণায়াম উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ধ্যান করিতে হইবে, এই ধ্যান তিন প্রকার, স্থূল, সূক্ষ্ম ও জ্যোতিঃ।

যাহাতে মূর্ত্তিময় ইষ্টদেবতাকে বা পরমগুরুকে ভাবনা করা যায়, তাহার নাম স্থূল ধ্যান, যাহা দ্বারা তেজোময় ব্রহ্ম বা প্রকৃতিকে চিন্তা করা যায়, তাহাকে জ্যোতির্ধ্যান বলে এবং যাহা হইতে বিন্দুময় ব্রহ্ম ও কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ধ্যান দ্বারা দর্শন করিবার শক্তি জন্মে, তাহাকে সূক্ষ্মধ্যান কহে।

যোগী স্বীয় অন্তরে নয়ন নিমীলন করিয়া এইরূপ ধ্যান করিবে যে, সুন্দর অমৃতরাশিপূর্ণ একটা মহাসাগর বিস্তৃত রহিয়াছে। সেই সাগরের মধ্যে রত্নদ্বীপ বিরাজিত আছে। তাহাতে রত্নময় বালুকা সকল অপূর্ব্ব দ্যুতি বিকীর্ণ করিতেছে। কদম্ব-বিটপিসমূহ দ্বারা রত্নদ্বীপের চারিদিকে সাতিশয় শোভা বর্দ্ধিত হইতেছে। কদম্বোদ্যানের চারিদিকে মালতী মল্লিকা প্রভৃতি নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ পুষ্পে বিভূষিত হইয়া বিরাজিত আছে। এই উপবনের অভ্যন্তরে মনোরম কল্পতরু আছে। তাহার চতুর্ব্বেদময় চারিটী শাখা। এই কল্পবৃক্ষতলে মণিমাণিক্যময় বেদী আছে, এই বেদীর উপর নিজ ইষ্টদেবতা বিরাজমান আছেন। যোগী এইরূপে ইষ্টদেবতাকে ধ্যান করিবেন। ইহাই স্থূল ধ্যান।

তেজোধ্যান— গুহ্য দেশ ও লিঙ্গমূলের মধ্যবর্ত্তী মূলাধারপদ্মে সর্পিণীর আকারে কুণ্ডলিনী শক্তি অবস্থিত আছেন। এইস্থলে জীবাত্মা প্রদীপ-শিখার আকারে স্থিত আছেন। এখানে তেজোরূপী ব্রহ্মের ধ্যান করিতে হয়। এই ধ্যান দ্বারা যোগ সিদ্ধি এবং আত্মার প্রত্যক্ষতা হইয়া থাকে।

সূক্ষ্মধ্যান—যোগীর অনেক ভাগ্যবলে কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রতা হইয়া আত্মার সহযোগে নেত্ররন্ধ্র পথে নির্গত হইয়া ঊর্দ্ধস্থ রাজমার্গ নামক স্থলে বিচরণ করে, বিচরণ কালে সেই কুণ্ডলিনী শক্তিকে তাহার সূক্ষ্মত্ব ও চঞ্চলত্বহেতু ধ্যানযোগে দর্শন করিতে পারা যায় না, অতএব যোগী শাম্ভবীমুদ্রা অবলম্বন করিয়া কুণ্ডলিনীর ধ্যানপরায়ণ হইবে। এই ধ্যানে আত্মসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে।

ধ্যানযোগ সিদ্ধ হইলে সমাধি হইয়া থাকে। যোগী সমাধি যোগ অনুষ্ঠান করিবার কালে মনকে শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া পরমাত্মার সহিত সংমিলিত করিবে, ইহারই নাম সমাধি। এই সমাধিযোগ-সাধনে যোগীর এইরূপ জ্ঞান হয় যে আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, আমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহি অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ আমি নিত্যমুক্ত স্বভাববান্ এবং সচ্চিদানন্দরূপ, ইহাই যোগের চরমফল।

এই সমাধিযোগ আবার ছয় প্রকার—১ ধ্যানযোগসমাধি, ২ নাদযোগসমাধি, ৩ রসানন্দযোগসমাধি, ৪ লয়সিদ্ধিযোগসমাধি, ৫ ভক্তিযোগসমাধি, ও ৬ রাজযোগ সমাধি।

ধ্যানযোগ-সমাধি—প্রথমে শাম্ভবী মুদ্রা অবলম্বন করিয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, পরে বিন্দুময় ব্রহ্মকে দৃষ্টিপথ মধ্যে আনয়ন করিয়া মনকে ঐ বিন্দুস্থানে নিযুক্ত করিতে হইবে, পরে শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় আকাশ মধ্যে জীবাত্মাকে আনয়ন এবং জীবাত্মার মধ্যে ঐ শিরঃস্থ ব্রহ্মলোকময় শূন্য স্থানকে আনয়ন করিতে হইবে। যোগী এইরূপে জীবাত্মাকে ব্রহ্মলোকময় দেখিয়া অর্থাৎ পরমাত্মাতে লীন করিয়া মুক্ত ও সদানন্দযুক্ত হইবে। [সমাধিযোগ ও হঠযোগ শব্দ দেখ।]

যোগীর সমাসিযোগ সিদ্ধ হইলে তাহার আর কিছুই অভিলষণীয় থাকে না, তখন ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া জন্মমৃত্যুরূপ সংসার হইতে পরিত্রাণ পায়। (ঘেরণ্ডসংহিতা ও দত্তাত্রেয়স॰)

[যোগী শব্দে অপরাপর বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

যোগীর কর্ত্তব্য।

যোগশিক্ষা করিতে হইলে যোগাভ্যাসরত ব্যক্তিকে প্রথমে পথ্যাপথ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, কারণ কুপথ্যকারী ব্যক্তি কদাচ যোগানুষ্ঠান করিতে পারে না। যোগী কটু, অম্ল, রুক্ষ, লবণ ও সর্ষপতৈলাদি বর্জ্জন করিবে, যোগীর পক্ষে অতিভোজন একেবারে নিষিদ্ধ। গোধূম, শালি, যব, ষষ্টিক ধান্য, ঘৃত, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, কর্পূরাদিবাসিত এবং চূর্ণবিহীন তাম্বূল সেবন হিতকর। যোগীর স্ত্রীসঙ্গ বিশেষ নিন্দিত। যোগী সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত, সর্ব্বদা সৎকর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপবর্জ্জিত হইয়া যোগ অনুষ্ঠান কারবেন।*

*যোগিনাং পথ্যং—
গোধূমশালিযবষষ্টিকভোজনান্নং ক্ষীরাদ্যখণ্ডনবনীতসিতা মধূনি।
শুণ্ঠীকপোলকফলাদিকপঞ্চশাকং মুদ্গাদিদিব্যমুদকং যতীন্দ্রপথ্যং॥
তেষামপথ্যং—
কট্বম্লতিক্তলবণোষ্ণহরীতশাকসৌবীরতৈলতিলসর্ষপমৎস্যমদ্যং।
আজাদিমাংসদধিতক্রকুলথকোলপিণ্যাকহিঙ্গুলশুনাদ্যমপথ্যমাহুঃ॥
যদি সঙ্গং করোত্যেব বিন্দুস্তস্য বিনশ্যতি।
আয়ুঃক্ষয়ো বিন্দুহানাদসামর্থ্যঞ্চ জায়তে॥
তস্মাৎ স্ত্রীণাং সঙ্গবর্জ্জং কুর্য্যাদভ্যাসমাদরাৎ।
যোগিনোঽঙ্গস্য সিদ্ধিঃ স্যাৎ সততং বিন্দুধারণাৎ॥" (দত্তাত্রেয়সংহিতা)

এই সকল নিয়মানুসারে চলিতে পারিলেই যোগাভ্যাস করিবার নিশ্চয়ই অধিকার জন্মে। যোগাভ্যাসের সময় অন্য কোন বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা রাখিতে নাই, যোগাবলম্বী প্রথমে বিষয়-বাসনা, সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়লিপ্সাদি সমুদয় বিষয় হইতে অপসৃত হইয়া যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইবেন। ইহা ভিন্ন যোগাভ্যাসের পূর্ব্বে প্রথমে স্বরোদয় শাস্ত্র উত্তমরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। কারণ এই শাস্ত্রে নাড়ী সমূহের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে। নাড়ীসমূহের বিষয় অবগত হইতে পারিলে যোগসাধনের উপযোগিতা লাভ হয়। ঈড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না এই তিনটী নাড়ীই প্রধান। প্রাণায়াম সাধন করিতে হইলে এই তিনটী নাড়ীর জ্ঞান থাকা বিশেষ আবশ্যক।

যোগানুষ্ঠান করিতে হইলে স্বরসাধনেরও বিশেষ প্রয়োজন। যোগিগণ কুম্ভককাল ভিন্ন দক্ষিণ নাসারন্ধ্রে বায়ু প্রবেশকালে ভোজন এবং বাম নাসিকায় বায়ুপ্রবেশকালে শয়ন করিবেন। কারণ বাম নাসিকাতে বায়ু বহনকালই কুণ্ডলিনী দেবীর নিদ্রাকাল এবং দক্ষিণ নাসায় বায়ুবহন কালই জাগরণ-কাল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

যোগের প্রকার।

যোগ অনেক প্রকার, সদ্গুরুর নিকট উত্তমরূপে শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে সকল প্রকার যোগেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। যোগ সাধন করিতে যাইয়া অন্যায় আচরণে যোগভ্রষ্ট হইলে কঠিন ও দুঃসাধ্য পীড়া হইয়া থাকে, অতএব এই যোগাবলম্বনকালে বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

বিবিধ যোগ, যথা—রাজযোগ, রাজাধিরাজযোগ, পঞ্চাঙ্গযোগ, জপনিয়মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ, ষড়ঙ্গযোগ, হঠযোগ, নেতিযোগ, দন্তিযোগ, ধৌতিযোগ, নেউলীযোগ, গজকরিণীযোগ, বস্তিযোগ, নৌলিক যোগ, কপালভাতিযোগ এবং পঞ্চমকারাদিযোগ। যোগাবলম্বন করিতে হইলে আসন করিয়া যোগ শিক্ষা করিতে হয়, কারণ আসন ভিন্ন কোন যোগ হয় না, এই জন্য যোগীর যে বহুবিধ আসনের উল্লেখ আছে, তাহার বিষয়ও অবগত হওয়া অতীব কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন কতকগুলি মুদ্রা এবং দেহস্থিত মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূরক, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা এবং সহস্রারচক্র বা পদ্ম ইহাদের তথ্য অবগত হইতে হয়।

এই সকল উত্তমরূপে অবগত ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া নির্জ্জনে গুরুর উপদেশানুরূপ যোগ শিক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

যোগের ফল।

ঘেরণ্ডসংহিতায় লিখিত আছে যে,—

"নাস্তি মায়াসমং পাশং নাস্তি যোগাৎ পরং বলং।
নাস্তি জ্ঞানাৎ পরোবন্ধুর্নাহঙ্কারাৎ পরো রিপুঃ॥
অভ্যাসাৎ কাদিবর্ণানি যথা শাস্ত্রাণি বোধয়েৎ।
তথা যোগং সমাসাদ্য তত্ত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে॥
সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈঃ কার্য্যৈর্জায়তে প্রাণিনাং ঘটঃ।
ঘটাদুৎপদ্যতে কর্ম্ম ঘটিযন্ত্রং যথা ভ্রমেৎ॥
তদ্বৎ কর্ম্মবশাজ্জীবো ভ্রমতে জন্মমৃত্যুভিঃ।
আমকুম্ভমিবাম্ভস্থো জীর্য্যমাণঃ সদা ঘটঃ॥
যোগানলেন সংদহ্য ঘটশুদ্ধিং সমাচরেৎ॥" (ঘেরণ্ডসংহিতা)

যেরূপ মায়ার সমান বন্ধন নাই, জ্ঞানের সমান মিত্র নাই ও অহঙ্কারের সমান শত্রু নাই, তদ্রূপ যোগের তুল্য আর শ্রেষ্ঠ বল নাই। যেরূপ 'ক' 'খ' প্রভৃতি অক্ষর সমূহ অভ্যাস দ্বারা ক্রমে সমশাস্ত্র শিক্ষালাভ করা যায়, সেইরূপ এই যোগাভ্যাস দ্বারা ক্রমশঃ তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। জীবের সৎকার্য্য দ্বারা পুণ্য এবং অসৎ কর্ম্ম দ্বারা পাপভোগায়তন এই পার্থিব শরীর সৃষ্ট হইয়াছে, যেরূপ কর্ম্ম করা যায়, তদনুরূপ ফল এই শরীর হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। ঘটিকাযন্ত্র যেরূপ ঊর্দ্ধাধোভাবে ঘূর্ণিত হয়, তাদৃশ জীবসমূহ কর্ম্মবশে পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু, সুখ, দুঃখ, পুণ্য, পাপ ইত্যাদি নানাবিধ অবস্থানুগত কর্ম্মফল ভোগ করিতেছে। মানবশরীর আমমৃত্তিকাময় কলসের ন্যায়, জীবন জলের ন্যায়, ও যোগ অগ্নির ন্যায়। যেরূপ জলপূর্ণ আমমৃত্তিকা কলস গলিত হইয়া ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ঐ কলস যদি অগ্নিতে পোড়াইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে উহা আর গলিয়া যায় না পরন্তু স্থায়ী হয়, তদ্রূপ এই দেহ ক্ষীণ ও জীর্ণ হইতেছে, অতএব এই দেহকে যোগরূপ অনলে দাহ করিলে অর্থাৎ যোগাবলম্বন করিলে ইহা দৃঢ় ও সুদীর্ঘকাল স্থায়ী হয়।

যোগাভ্যাস করিতে হইলে যোগীর নিকট উপদেশ লইতে হয়। যাঁহারা যোগী নহেন, অর্থাৎ যোগাভ্যাসে সিদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের কথা বা নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে যোগাবলম্বন করিলে গতি স্খলিত হইবার সম্ভাবনা।

বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন,—

"নাস্তি সাংখ্যসমং জ্ঞানং নাস্তি যোগসমং বলং।
অত্র মা সংশয়ো মাভূজ্জ্ঞানং সাংখ্যং পরম্ মতম্॥"
(সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য)

যোগের সমান বল নাই এবং সাংখ্যের সমান জ্ঞান নাই। যত প্রকার বল আছে, তাহার মধ্যে যোগবলই প্রধান।

যোগী যোগাভ্যাস দ্বারা অশেষবিধ, অদ্ভুত, অসাধ্য ও অভাবনীয় শক্তিসম্পন্ন হন। যোগসিদ্ধ হইলে বাক্‌সিদ্ধি, ইচ্ছানুসারে গমনাগমন, দূরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, অতিসূক্ষ্মদর্শন, পরশরীরপ্রবেশ, অন্তর্ধান, অন্তর্গামিত্ব, শূন্যপথে অবিরোধে ও অনায়াসে বিচরণ, কায়ব্যূহ, দেহধারণ অণিমালঘিমাদি অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্তি, দেবতুল্যতা ও মৃত্যুঞ্জয়ত্বলাভ ইত্যাদি ক্ষমতা জন্মে। ব্রহ্মাণ্ডে যোগীর অসাধ্য ও অগোচর কিছুই থাকে না।

মানব শাস্ত্রনির্দিষ্ট যোগাবলম্বন করিয়া ইহলোকে উৎকট ব্যাধি হইতে বিমুক্ত এবং দীর্ঘজীবন লাভ ও পরকালে পরব্রহ্মের সহিত মিলিত হইতে পারে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসই জীবের জীবন। শ্বাস বহির্গত হইয়া পুনঃ পুনঃ প্রবিষ্ট না হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে, এবং ঐ শ্বাস প্রবেশ ও নির্গম যাহা ক্রমাগতই হইতেছে, তাহা দ্বারাই দেহ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

"যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবিতমুচ্যতে।
মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিবন্ধয়েৎ॥" (ঘেরণ্ডসং)

যতক্ষণ দেহে বায়ু বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ দেহী জীবিত বলিয়া অভিহিত, এই বায়ু দেহ হইতে নির্গত হইলে মৃত্যু হয়, অতএব দেহে বায়ু থাকিতে থাকিতে তাহাকে রোধ করা বিধেয়। দেহমধ্যে বায়ু রোধ করিয়া রাখিতে পারিলেই চিরজীবী হইতে পারা যায়। এই শ্বাসরোধক্রিয়া অভ্যাস করা অত্যন্ত কঠিন, ইহা অতীব সাবধান ও সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ ধীরে ধীরে করিতে হয়। [যোগশাস্ত্র শব্দে অপর বিবরণ, ইতিহাস ও যোগ গ্রন্থের বিষয় দ্রষ্টব্য।]

যোগকক্ষা (স্ত্রী) যোগপট্ট। 'যোগকক্ষাং যোগপট্টং' (স্বামী)

যোগকন্যা (স্ত্রী) যশোদা-গর্ভজাত কন্যা। বসুদেব ইঁহাকে অপহরণ করিয়া দেবকীর কাছে লইয়া যান। কংস ইঁহাকে নিহত করিতে অগ্রসর হইলে ইনি হস্তচ্যুত হইয়া শূন্যে অন্তর্ধান করেন। (হরিবংশ) [কংস দেখ।]

যোগকরণ্ডক (পুং) রাজা ব্রহ্মদত্তের মন্ত্রী।

যোগকরণ্ডিকা (স্ত্রী) বৌদ্ধ পরিব্রাজিকাভেদ।

যোগকুণ্ডলিনী (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগক্ষেম (ক্লী) যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ তয়োঃ সমাহারঃ। অলব্ধবস্তুর লাভ ও লব্ধবস্তুর রক্ষা, অনাগতের আনয়ন এবং আগতের রক্ষণ।

"দিবাবক্তব্যতা পালে রাত্রৌ স্বামিনি তদ্‌গৃহে।
যোগক্ষেমেঽন্যথা চেত্তু পালো বক্তব্যতামিয়াৎ॥" (বৃহস্পতি)
"অনাগতস্য চানেতা আগতস্য চ রক্ষকঃ।
তাভ্যামপি যদাত্মোহস্তি তদা স্বামী ন দোষভাক্‌॥"
(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

গীতাভাষ্যে শঙ্করাচার্য্য যোগ শব্দে অপ্রাপ্তের প্রাপ্তি এবং ক্ষেম অর্থে তদ্‌রক্ষণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামী যোগশব্দে ধনাদি লাভ এবং ক্ষেম শব্দে তাহার রক্ষা বা মোক্ষ অর্থ করিয়াছেন।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥"
(গীতা ৯।২২)

'যোগোঽপ্রাপ্তস্য প্রাপণং ক্ষেমং তদ্রক্ষণং তদুভয়ং বহামি' (শঙ্কর) 'যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমং তৎপালনং মোক্ষং বা' (স্বামী) 'যোগশ্চ ক্ষেমশ্চ' এই দুইটী শব্দে ইতরেতরদ্বন্দ্ব সমাস করিলে দ্বিবচন হইয়া 'যোগক্ষেমৌ' এইরূপ পদ হয়। সমাহারদ্বন্দ্ব করিলেই ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হইবে।

ভট্টিটীকায় ভরত ইহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, অলব্ধ ফল পুষ্পাদির সাধন যোগ এবং লব্ধশরীরাদির পালন ক্ষেম। জয়মঙ্গল বলেন, শরীরের স্থিতি ও পালনের নাম যোগক্ষেম।

"যোগক্ষেমকরং কৃত্বা সীতায়া লক্ষ্মণং ততঃ।
মৃগমন্বসুপদী রামো জগাম গজবিক্রমঃ॥" (ভট্টি ৫।৫২)

'ফলপুষ্পাদেরলব্ধস্য সাধনং যোগঃ শরীরাদের্লব্ধস্য পালনং ক্ষেমঃ।' (ভরত) 'যোগক্ষেমৌ শরীরস্থিতিপালনে' (জয়মঙ্গল)

যোগগতি (স্ত্রী) অগ্নিত্ব।

"পাবকঃ পাবমানশ্চ শুচিরিত্যগ্নয়ঃ পুরা।
বসিষ্ঠশাপাদুৎপন্নাঃ পুনর্যোগগতিং গতাঃ॥"(ভাগ° ৪।২৪।৪)
'যোগগতিং অগ্নিত্বং' (স্বামী)

যোগেন গতিঃ। ২ যোগদ্বারা গমন।

যোগস্য গতিঃ। ৩ যোগের গতি। ৪ আদিম অবস্থা।

যোগচক্ষুস্‌ (ত্রি) যোগ এব চক্ষুর্যস্য। ব্রাহ্মণ, ইহারা যোগদ্বারা অবলোকন করেন বলিয়া ইহাদিগকে 'যোগচক্ষুঃ' কহে।
(মার্কণ্ডেয়পু° ৯৭।৯)

যোগচর্য্যা (স্ত্রী) যোগানুষ্ঠান।

যোগচর (পুং) যোগেষু চরতীতি চর (চরেষ্টঃ। পা৩।২।১৬) ইতি ট। ১ হনুমান্‌। (শব্দরত্না°)

যোগচন্দ্র মুনি, যোগসারপ্রণেতা।

যোগচূর্ণ (ক্লী) মন্ত্রপূত চূর্ণবিশেষ।

যোগজ (পুং) যোগেভ্যো জায়তে জন-ড। ১ প্রত্যক্ষসাধন অলৌকিক সন্নিকর্ষভেদ। যাহা দ্বারা যোগীদিগের অলৌকিক বস্তু প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকেরা অলৌকিক সন্নিকর্ষকে তিনভাগে বিভাগ করিয়াছেন, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ এই যোগজ অলৌকিক সন্নিকর্ষ

আবার দুই প্রকার, যুক্ত ও যুঞ্জান। এই অবস্থা যোগদ্বারা লাভ করা যায় বলিয়া, ইহার নাম যোগজ হইয়াছে। যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহাদের অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে। ঐ ক্ষমতার তারতম্যানুসারে যুক্ত ও যুঞ্জান এই দুইভাগ হইয়াছে। যে সকল যোগী চিন্তা না করিয়াও অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান বিষয় হস্তস্থিত আমলকফলের ন্যায় অবগত হইতে পারেন, তাঁহারা যুক্ত এবং যাঁহারা চিন্তা করিয়া অর্থাৎ সমাধি বা ধ্যানস্থ হইয়া উহা অবগত হইতে পারেন, তাঁহাদিগকে যুঞ্জান কহে। সর্ব্বদা যোগের সহিত মিলিত বলিয়া যুক্ত, আর যোগের সহিত মিলিত হইতে পারেন বলিয়া যুঞ্জান নাম হইয়াছে।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণো জ্ঞানলক্ষণো যোগজস্তথা॥
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তা সহকৃতোঽপরঃ॥"
(ভাষাপরিচ্ছেদ ৬৫,৬৬)

'যোগজ যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্মবিশেষঃ, শ্রুতিপুরাণাদিপ্রমাণক ইত্যর্থঃ, যুক্তযুঞ্জানরূপয়োর্দ্বৈবিধ্যাৎ ধর্ম্মস্য দ্বৈবিধ্যমিতি। যোগাভ্যাসভাবগত্যা বশীকৃতসমাধিসমাসাদিতবিবিধসিদ্ধির্যুক্ত ইত্যুচ্যতে। অয়মেব বিশিষ্টযোগবশাৎ যুক্ত ইত্যুচ্যতে' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

২ অগুরু, কাষ্ঠাগুরু। (ভাবপ্র°)

যোগতত্ত্ব (ক্লী) যোগস্য তত্ত্বং। ১ যোগের তত্ত্ব, যোগের বৃত্তান্ত। ২ উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগতন্দ্র (পুং) যোগনিদ্রা।

"একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজত্ত্রিধা॥"
(ভাগবত ২।১০।১৩)

যোগতস্ (অব্য) একত্র। একযোগে। যোগানুসারে। যথাযোগ্য সময়ে।

যোগতারকা (স্ত্রী) যোগতারা, যোগনক্ষত্র।

"তাড়য়েদ্ যদি চ যোগতারকামাপ্নুয়োতি বপুষা যদাপি বা।"
(বৃহৎস° ২৪।৩৪)

যোগতারা (স্ত্রী) কোন নক্ষত্রের প্রধান তারকা।

যোগতীর্থ, তীর্থভেদ। (যোগিনীতন্ত্র)

যোগত্ব (ক্লী) যোগের ভাব বা অবস্থা।

যোগদা, আসামের অন্তর্গত নদীভেদ।

যোগদান (ক্লী) যোগেন দানং। ১ যোগদ্বারা দান, ছলদ্বারা দান।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহম্।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥" (মনু ৮।১৬৫)

'যোগদানং যোগশব্দশ্ছলবাচী ছলেন বহুকর্ম্মবিক্রয়দানপ্রতিগ্রহাঃ ক্রিয়ন্তে' (কুল্লূক)

২ অভ্যাসকে যোগশাস্ত্রসম্মত শিক্ষাদান দ্বারা অধিক উৎকৃষ্ট অভ্যাসকরণী।

যোগদালা, রঘুনাথপুরের নিকটবর্ত্তী পঞ্চকূট শৈলের অন্তর্গত একটা পর্ব্বত। (দেশা°)

যোগদিন (ক্লী) অহর্গণকে ৮৩৩ দিয়া পূরণ করিয়া ৩৫৩০০ যোগ করিয়া ২০ হাজার দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে তাহা নক্ষত্রদিন ও যোগদিন নামে খ্যাত।

যোগদেব (পুং) জৈন গ্রন্থকারভেদ।

যোগধর্ম্মিন্ (ত্রি) যোগধর্ম্ম অস্ত্যস্যেতি ইনি। যোগাবলম্বী, যোগী।

"ইতি তৎপ্রণতাং তেষাং মুনীনাং যোগধর্ম্মিণাং।" (ভাগ°৩।১৬।১)

যোগধারণা (স্ত্রী) যোগাভিনিবেশ।

যোগধারা, নদীভেদ, ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিয়াছে।
(হিমবৎ ৩৫।৩৩)

যোগনন্দ (পুং) নবনন্দের মধ্যে একজন। [নন্দ দেখ।]

যোগনাড়ী (স্ত্রী) অষ্টাঙ্গযোগসাধনকালে নাড়ীর অবস্থা বিশেষ।

যোগনাথ (পুং) শিব।

যোগনাবিক (পুং) মৎস্যবিশেষ, পর্য্যায় গর্গাট। (হারাবলী)

যোগনিদ্রা (স্ত্রী) যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিস্তদ্রূপা নিদ্রা। ১ যুগাবসানে বিষ্ণুর নিদ্রা, সেই নিদ্রারূপা দুর্গা।

"যোগনিদ্রাং যদা বিষ্ণুর্জগত্যেকার্ণবীকৃতে।
আস্তীর্য্য শেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥"
(মার্কণ্ডেয়পু° ৮১।৪৯)

যোগেন সন্নহনোপায়াদিনা সাধ্যা নিদ্রা। ২ বীরদিগের নিদ্রা।

"মার্গে চ দুর্গে বিনিবিষ্টসৈন্যো বিধায় রক্ষাং বিধিবদ্বিধিজ্ঞঃ।
সন্নদ্ধপার্শ্বস্থিতবীরযোধঃ সেবেত সাধ্বীং সুখযোগনিদ্রাং॥"
(কামন্দকীয় নীতিসা°)

৩ যোগরূপ নিদ্রা, চিত্তের বিষয়ান্তর নিবৃত্তিরূপ নিদ্রা। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ, চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে তখন আর বাহ্য জ্ঞান থাকে না, এইজন্য ঐ অবস্থা নিদ্রা নামে অভিহিত হইয়াছে। ৪ প্রলয়কালে ব্রহ্মার বা পরমেশ্বরের সর্ব্বজীব সংহারেচ্ছাহেতু যোগব্যাপার।

যোগনিদ্রালু (পুং) বিষ্ণু। ভগবান্ বিষ্ণু প্রলয়কালে যোগনিদ্রায় মগ্ন থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে যোগনিদ্রালু কহে।

যোগনিলয় (পুং) শিব।

যোগন্ধর (পুং) ১ অস্ত্রশস্ত্রাদির শোধনার্থক মন্ত্রবিশেষ। ২ শতানীকের মন্ত্রিভেদ। ৩ পিত্তলের নামান্তর।

যোগপট্ট (ক্লী) যোগস্য পট্টঃ বসনবিশেষঃ যোগার্থং পট্টমিতি বা। বসনবিশেষ, যে বস্ত্রদ্বারা পৃষ্ঠ ও জানু বন্ধন হয়, তাহাকে যোগপট্ট কহে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিদ্যমানে ইহা ধারণ করিবেন না।

"পাদুকে যোগপট্টঞ্চ তর্জ্জন্যাং রৌপ্যধারণম্।
ন জীবৎপিতৃকঃ কুর্য্যাৎ জ্যেষ্ঠে ভ্রাতরি জীবতি॥
পৃষ্ঠজান্বোঃ সমাযোগে বস্ত্রং বলয়বদ্দৃঢ়ম্।
পরিবেষ্ট্য যদুচ্ছিন্ত স্থিতেস্তদ্‌যোগপট্টকম্॥"
(পদ্মপু° কার্ত্তিকমা° ২ অ°)

২ যোগপদক, পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয়-বিশেষ।

"অভাবে ধৌতবস্ত্রাণাং শাণক্ষৌমাবিকানি চ।
কুতপো যোগপট্টং বা দ্বির্বাসা যেন বা ভবেৎ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

যোগপতি (পুং) যোগস্য পতিঃ। ১ বিষ্ণু। ২ যোগেশ্বর শিব।

যোগপত্নী (স্ত্রী) পীবরী, যোগা, যোগমাতা।

যোগপথ (পুং) যোগস্য পন্থাঃ, ৬তৎ, সমাসান্তাদন্তলোপঃ। যোগের পথ, যোগমার্গ।

যোগপদ (ক্লী) যোগাবস্থা।

যোগপদক (ক্লী) যোগস্য পদকং। পূজাদিতে ধার্য্য উত্তরীয় বিশেষ। চলিত যোগপাটা। এই যোগপদক ব্যাঘ্রচর্ম্ম মৃগচর্ম্ম এবং সূত্রনির্ম্মিত ভেদে ত্রিবিধ। ইহা যজ্ঞসূত্রের ন্যায় ধার্য্য। ইহার বিস্তার চারি আঙ্গুল হইবে।

"ত্রিবিধং যোগপদকমাদ্যং ব্যাঘ্রাজিনোদ্ভবম্।
দ্বিতীয়ং মৃগচর্ম্মাঢ্যং তৃতীয়ং তন্তুনির্ম্মিতম্।
চতুর্ম্মাত্রং প্রবিস্তারং দৈর্ঘ্যেণ যজ্ঞসূত্রবৎ॥"

'চতুর্ম্মাত্রং চতুরঙ্গুলমাত্রং' (বীরমিত্রোদয়ধৃত সিদ্ধান্তশেখর)

যোগপাতঞ্জল (পুং) পাতঞ্জলির শিষ্যসম্প্রদায়। ইহারা যোগধর্ম্মের আচার্য্য ছিলেন বলিয়া এই নামে পরিচিত।

যোগপারঙ্গ (পুং) ১ যোগাভ্যস্ত। ২ শিব।

যোগপীঠ (ক্লী) যোগস্য যোগার্থং বা পীঠমাসনং। দেবতাদিগের যোগাসন।

"মণ্ডলং যোগপীঠঞ্চ পদ্মং পদ্মে বিচিন্তয়েৎ।
পাবাদীন্নাসনানীহ চত্বার্য্যপি বিচিন্তয়েৎ॥"
(কালিকাপু° ৬ অ°)

যোগপ্রাপ্ত (ত্রি) যোগ দ্বারা লব্ধ।

যোগভাবনা (স্ত্রী) যোগস্য ভাবনা। ১ যোগবিষয়ক ভাবনা, যোগের চিন্তা। ২ বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রকরণ ভেদ। গুণফলের সমষ্টি দ্বারা অঙ্কানুপাত (Composition of numbers by the sum of the products) করাকে যোগভাবনা বলা হইয়া থাকে।

যোগভবপুর, নগরভেদ। (জানরাজ ১৭১)

যোগভ্রষ্ট (ত্রি) যোগমার্গ হইতে বিচ্যুত।

যোগময় (ত্রি) স্বরূপার্থে ময়ট্। ১ যোগস্বরূপ। ২ বিষ্ণু।

যোগময়জ্ঞান (ক্লী) যোগবল লব্ধ বুদ্ধি।

যোগমহিমন্ (পুং) যোগস্য মহিমা। যোগের ক্ষমতা, যোগের প্রভাব।

যোগমাতৃ (স্ত্রী) ১ দুর্গা। ২ পীবরী।

যোগমায়া (স্ত্রী) যোগ এব মায়া। ভগবতী, বিষ্ণুমায়া।

"ততশ্চ সৌরির্ভগবৎপ্রচোদিতঃ সুতং সমাদায় স সূতিকাগৃহাৎ।
যদা বহির্গন্তুমিয়েষ তর্হ্যজা যা যোগমায়াজনি নন্দজায়য়া॥"
(ভাগবত ১০।৩ অ°)

যোগমালী, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ২৭।৫১)

যোগমূর্ত্তিধর (পুং) ১ শিব। ২ পিতৃগণভেদ।

যোগযাত্রা (স্ত্রী) ১ জ্যোতিষোক্ত উপযুক্ত যাত্রাকাল। বরাহমিহিরকৃত যোগযাত্রা নামক গ্রন্থে উহা বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে।

যোগযুক্ত (ত্রি) যোগেন যুক্তঃ। যোগী, যোগ দ্বারা যুক্ত।

যোগযোগিন্ (ত্রি) যোগনিমজ্জিত। যোগাসনে উপবিষ্ট।

যোগরঙ্গ (পুং) যোগেন রঙ্গো রাগো যস্য। নারঙ্গ, নাগরঙ্গ বৃক্ষ। (রাজনি°)

যোগরত্ন (ক্লী) ঐন্দ্রজাল বিদ্যাপ্রভাবে প্রস্তুত রত্ন।

যোগরথ (পুং) যোগ এব রথঃ, বা যোগস্য রথঃ। যোগপ্রাপ্তি সাধন। "আসাঙ্ককারোপসুপর্ণমেনমুপাসতে যোগরথেন ধীরাঃ।" (ভাগবত ৮।৫।২৯)

যোগরহস্য (ক্লী) যোগস্য রহস্যং। যোগের রহস্য বা গুহ্য বিষয়।

যোগরাজ (পুং) ১ মধ্বের সমসাময়িক জনৈক ন্যায়াচার্য্য। ২ ত্রিস্কন্ধভূষণ ও যোগরত্নাবলী নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা। ৩ স্তুতিকুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে রত্নকণ্ঠ কর্তৃক উল্লিখিত জনৈক কবি।

যোগরাজগুগ্গুলু (পুং) যোগরাজাখ্যঃ গুগ্গুলুঃ। উরুস্তম্ভ ও বাতরক্তরোগাদিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী—

চিতা, পিপুলমূল, যবানী, কৃষ্ণজীরা, বিড়ঙ্গ, জীরা, দেবদারু, চই, এলাচি, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, গোক্ষুর, ধনে, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী, মুথা, শুঁঠী, পিপ্পলী, মরিচ, দারু-

চিনি, বেণার মূল, যবক্ষার, তালীশপত্র, ও তেজপত্র এই সকল সমভাগে উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকলের তুল্য পরিমাণ গুগ্‌গুলু মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা ঘৃত দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া স্নিগ্ধ পাত্রে স্থাপন করিবে। এই ঔষধ উপযুক্ত মাত্রায় সেবন করিয়া যথেচ্ছ আহার করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে আহারের কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না। ইহাতে মন্দাগ্নি, আমবাত, কৃমি, দুষ্টব্রণ, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, অর্শ এবং সন্ধি ও মজ্জাগত বাতরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নিদীপ্তি, তেজ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

(ভাবপ্র° আমবাতরোগাধি°)

ইহা ভিন্ন বাতব্যাধি-রোগাধিকারে মহাযোগরাজগুগ্‌গুলুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; তাহার প্রস্তুত প্রণালী—

মহাযোগরাজগুগ্‌গুলু—শুণ্ঠী, পিপ্পলীমূল, চই, মরিচ, চিতা, ভাজা হিং, যবানী, সর্ষপ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, রেণুকা, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পলী, কট্‌কী, আতইচ, বামনহাটী, বচ, স্বচীমুখী, তেজপত্র, দেবদারু, পিপ্পলী, কুড়, রাস্না, মুস্তক, সৈন্ধব, এলাচি, গোক্ষুর, হরিতকী, ধনে, বহেড়া, আমলকী, দারুচিনি, বেণারমূল ও যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপে চূর্ণ করিতে হইবে, পরে এই সকল চূর্ণের সমষ্টি পরিমাণ গুগ্‌গুলু ঘৃতদ্বারা মর্দ্দন করিয়া উহার সহিত মিলিত করিতে হইবে। পরে উহা পিণ্ডাকৃতি করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিতে হয়। প্রথমে ইহা অর্দ্ধতোলা মাত্রায় সেবনীয়। ক্রমে এই মাত্রা বৃদ্ধি করিয়া ২ তোলা পরিমাণ সেবন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ পরম রসায়ন। ইহা সেবন করিয়া স্ত্রীপ্রসঙ্গ, আহার ও পান যথেচ্ছারূপে করিতে পারিবে, তৎপক্ষে কোন নিয়ম নাই।

এই ঔষধসেবনে অর্শ, গ্রহণী, প্লীহা, গুল্ম, উদর, আনাহ, মন্দাগ্নি, শ্বাস, কাস, অরুচি, মেহ, নাভিশূল, কৃমি, ক্ষয়, সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কুষ্ঠ, দুষ্টব্রণ, শুক্রদোষ ও রজোদোষ প্রভৃতি আশু বিনষ্ট হয়। ইহা অনুপান বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন রোগে আশু ফলপ্রদ হইয়া থাকে। এই ঔষধ রাস্নাদিকাথের সহিত সংযোগ করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার বাতরোগ, কাকোল্যাদিগণের কাথ সহযোগে সেবনে পিত্তজরোগ, আরগ্বধাদিগণের কাথের সহিত সেবনে কফজরোগ, দারুহরিদ্রার কাথের সহিত সেবনে মেহ, গোমূত্রের সহিত সেবনে পাণ্ডু, মধুর সহিত সেবনে মেদোবৃদ্ধি, নিম্বের কাথের সহিত সেবনে কুষ্ঠ, শুলঞ্চের কাথের সহিত সেবনে বাতরক্ত, শুক মূলার কাথসহ সেবনে শোথ, পারুলের কাথসহ সেবনে মূষিকবিষ, ত্রিফলার কাথের সহিত সেবনে দারুণ নেত্রবেদনা এবং পুনর্ণবার কাথের সহিত সেবনে সর্ব্বপ্রকার উদররোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° বাতব্যাধিরোগাধি°)

যোগরাজোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ।

যোগরূঢ় (পুং) যোগার্থপ্রতিপাদকো রূঢ়ঃ। যোগার্থপ্রতিপাদনান্তর রূঢ়্যর্থবোধক শব্দ অর্থাৎ প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগে উৎপন্ন শব্দের পরস্পর (প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের) অর্থ সঙ্গত রাখিয়া যে সকল পদার্থের উপলব্ধি হয়, তাহাদিগের যাবতীয় বস্তুকে না বুঝাইয়া উহাদিগের মধ্যে যদি কেবল একটীকে মাত্র বোধ করায় তবে উহাকে যোগরূঢ় শব্দ বলে। শব্দ তিন প্রকার—যোগরূঢ, রূঢ় এবং যৌগিক। অলঙ্কারকৌস্তভে লিখিত আছে,—শব্দ সকল তিন প্রকারে বিভক্ত। পঙ্কজ প্রভৃতি শব্দ যোগরূঢ় শব্দের অন্তর্গত। পঙ্ক—জনি—ড প্রত্যয়ে পঙ্করূপ জনি কর্ত্তার অভিধায়ক কোন একটী যোগ দ্বারা পদার্থেরই উপলব্ধি হয়। কিন্তু কুমুদাদি অর্থের উপলব্ধি হইবে না। যোগার্থ প্রতীতি হইবার পর যে রূঢ়ি অর্থ বুঝায়, তাহারই নাম যোগরূপ। এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছা-সঙ্কেত-বলে সহসা পদ্মেরই স্মরণ হইয়া থাকে।*

"স্বান্তর্নিবিষ্টশব্দার্থস্বার্থয়োর্বোধকৃন্মিথঃ।
যোগরূঢ়ং ন যত্রৈকঃ বিনান্যস্যাস্তি শাব্দধীঃ॥"

'যন্নাম স্বাবয়ববৃত্তিলভ্যার্থেন সমং স্বার্থস্যান্বয়বোধকৃৎ তন্নাম যোগরূঢ়ং যথা পঙ্কজকৃষ্ণসর্পাধর্ম্মাদি। তদ্ধি স্বান্তর্নিবিষ্টানাং পঙ্কাদিশব্দানাং বৃত্তিলভ্যেন পঙ্কজনিকর্ত্ত্রাদিনা সমং স্বশক্যস্য পদ্মাদেরন্বয়ানুভাবকং পঙ্কজমিত্যাদিতঃ পঙ্কজনিকর্ত্তৃপদ্মমিত্যনুভবস্য সর্ব্বসিদ্ধত্বাৎ। ইয়াংস্তু বিশেষো যদ্রূঢ়মপি মণ্ডপরথকারাদিপদং যোগার্থবিনাকৃতস্য রূঢ্যর্থস্যেব রূঢ্যর্থবিনাকৃতস্যাপি যোগার্থস্য বোধকং মণ্ডপে শেতে ইত্যাদৌ যোগার্থস্য মণ্ডপানকর্ত্ত্রাদেরিব মণ্ডপং ভোজয়েৎ ইত্যাদৌ সমুদিতার্থস্য গৃহাদেরযোগ্যত্বেন অন্বয়াবোধাৎ। যোগরূঢ়ন্তু পঙ্কজাদিপদমবয়ববৃত্ত্যা রূঢ্যর্থমেব সমুদায়শক্ত্যা চাবয়বলভ্যার্থমেবানুভাবয়তি নত্বন্যং ব্যুৎপত্তিবৈচিত্র্যাৎ তথৈব সাকাঙ্ক্ষত্বাৎ। অতএব পঙ্কজং কুমুদমিত্যত্র পঙ্কজনিকর্ত্তৃত্বেন ভূমৌ পঙ্কজমুৎপন্নমিত্যাদৌ চ পদ্মত্বেন পঙ্কজপদস্য লক্ষণয়ৈব কুমুদস্থলপদ্ময়োর্বোধঃ।' (বার্ত্তিক)

বার্ত্তিক-মতে—স্বীয় অবয়ববৃত্তি (প্রকৃতিপ্রত্যয় দ্বারা)

---

* 'তে শব্দা পুনস্ত্রিধা ভবন্তি। যোগরূঢ়াঃ পঙ্কজাদয়ঃ। পঙ্কজনি ড প্রত্যয়ৈঃ পঙ্কজনিকর্ত্রভিধায় কেন যোগেনাপি পদার্থ এব প্রতিপদ্যতে ন কুমুদাদ্যর্থ ইতি। যোগার্থপুরস্কারেণাপি রূঢ্যর্থ এবেতি যোগরূঢ়ঃ। এবং ঈশ্বরসঙ্কেতমহিম্না ঝটিতি পদ্মস্যৈব স্মৃতেঃ।' (অলঙ্কারকৌস্তভ ২কিরণ)

লক্ষ্য অর্থের সহিত যাহা স্বায় (রূঢ়) অর্থের অন্বয় বুঝাইয়া দেয়, তাহারই নাম যোগরূঢ়। যথা পঙ্কজ, কৃষ্ণসর্প, অধর্ম ইত্যাদি।

ইহার মর্ম্ম এইরূপ,—যেমন পঙ্কজ শব্দের অন্তর্নিবিষ্ট পঙ্ক (কর্দম) জনি (উৎপত্তি) ড (কর্তৃবাচ্যে), ইহাদিগের প্রত্যেকের অর্থ সঙ্গত রাখিয়া অর্থ প্রকাশ করিতে হইলে পঙ্কজাত বস্তুমাত্রেরই উপলব্ধি হয়, কিন্তু এস্থলে তাহা না হইয়া পঙ্কজশব্দের স্বীয়শক্তি দ্বারা পঙ্কজাত এক পদ্মকে মাত্রই বোধ করাইতেছে। অপর রূঢ় শব্দের সহিত ইহার বিশেষত্ব এই যে রূঢ় (মণ্ডপরথকারাদি) শব্দ যোগার্থের (প্রকৃতি-প্রত্যয়ার্থের) বোধক কোন পদার্থকে না বুঝাইয়া কেবল স্বীয় শক্তিদ্বারা যে অর্থ প্রকাশ করে, তাহারই মাত্র উপলব্ধি হয়; যেমন মণ্ডপশব্দে মণ্ডপানকর্ত্তাকে না বুঝাইয়া শব্দশক্তিবলে গৃহকেই বোধ করে; কিন্তু যোগরূঢ়শব্দ প্রকৃতি প্রত্যয়ের অর্থ রাখিয়াই রূঢ়ার্থ প্রকাশ করে, পৃথক্ কোন বস্তুকে বোধ করায় না। আবার যদি কোন স্থলে "পঙ্কজ কুমুদ" এবং যে ভূমিতে জাত পঙ্কজ এরূপ প্রয়োগ থাকে, তবে সেই স্থলে লক্ষণা শক্তি দ্বারা পঙ্কজ শব্দে যথাক্রমে কুমুদ ও স্থলপদ্মকে বুঝাইতেও পারে।

যোগরোচনা (স্ত্রী) ঐন্দ্রজালিক প্রলেপবিশেষ। ইহা গাত্রে মাখাইলে লোকে অন্যের অদৃশ্য হইয়া থাকে।

যোগবৎ (ত্রি) যোগ-অস্ত্যর্থে-মতুপ্-মস্য ব। যোগযুক্ত, যোগী।

যোগবাণী, হিমালয়স্থ তীর্থভেদ।

যোগবর্ত্তিকা (স্ত্রী) ভোজবিদ্যাবিষয়ক আলোকভেদ (Magic lantern)।

যোগবহ (ত্রি) সহযোগে সম্পাদিত।

যোগবাশিষ্ঠ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বসম্বন্ধীয় গ্রন্থভেদ। দেবর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বেদান্ততত্ত্ব ও আত্মার চিরশান্তিবিষয়ক যোগোপদেশ দান করেন, তাহা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বাল্মীকিকৃত রামায়ণের উত্তরখণ্ড বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম বাশিষ্ঠ-রামায়ণ। বৈরাগ্য, মুমুক্ষুব্যবহার, উৎপত্তি, স্থিতি, উপশম ও নির্ব্বাণ নামক ৬ প্রকরণে গ্রন্থখানি বিভক্ত। ইহার ভাষা ও ভাবতত্ত্ব সাধারণের পক্ষে কঠিন। অদ্বয়ারণ্য, আত্মসুখ, আনন্দ-বোধেন্দ্র-সরস্বতী, গঙ্গাধরেন্দ্র সরস্বতী, মাধবসরস্বতী, সদানন্দ প্রভৃতি ইহার টীকা রচনা করিয়া গিয়াছেন।

যোগবাহ (পুং) যোগস্য বাহঃ যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ্। ১ অনুস্বার, বিসর্গ, জিহ্বামূলীয়, উপাধ্মানীয়।

যোগবাহিন্ (ত্রি) যোগং বহতি বহ-ণিনি। ১ যোগদ্বারা-বহনশীল। ২ ক্ষারবিশেষ; [illegible] ৩ পারদ। ৪ ভেষজাঙ্গ। ৫ রোগবিশেষে মিশ্রিত ঔষধের প্রয়োগ। ঔষধ সকলের একত্র মিলনে যে গুণ হয়, তাহাকে যোগবাহী কহে।

"যোগবাহিরসাঃ সর্ব্বে সর্ব্বরোগগণগ্রহে।" (রসেন্দ্রসারস°)

যোগবাহী (স্ত্রী) যোগং বাহয়তীতি বহ-ণিচ্-অণ ততো ঙীষ্। ১ ক্ষারবিশেষ। (হেম) ২ পারদ।

যোগবিদ্ (ত্রি) যোগং বেত্তি বিদ্-কিপ্। ১ যোগজ্ঞ, যিনি যোগের সমস্ত তত্ত্ব অবগত আছেন। (পুং) ২ মহাদেব। ৩ ভোজবাজীকর। ৪ ভেষজাভিজ্ঞ (Compounder of medicines)।

যোগবিভাগ (পুং) কোন একটী যুক্ত বস্তুর দুই ভাগ। একটী বিধি ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে দুইটী নিয়ম প্রবর্ত্তন।

যোগশব্দ (পুং) ধাত্বর্থ-বোধক শব্দ, যাহা যোগরূঢ় নহে।

যোগশরীরিন্ (ত্রি) ১ যোগার্থশরীরধারী। ২ যোগী।

যোগশায়িন্ (ত্রি) অর্দ্ধনিদ্রিত ও অর্দ্ধধর্ম্মচিন্তা বা যোগ-অভিভূত।

যোগশাস্ত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং শাস্ত্রং। যে শাস্ত্রে যোগের অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিনিরোধের উপায় বিবৃত হইয়াছে, পাতঞ্জলাদি শাস্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় বহুতর যোগশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রচলিত আছে, নিম্নে অকারাদিক্রমে সেই সকল গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম উদ্ধৃত হইল;—[পাতঞ্জল-দর্শন শব্দে ১৯৬-১৯৭ পৃষ্ঠায় যোগশাস্ত্রের উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দ্রষ্টব্য।]

গ্রন্থ		গ্রন্থকার
অজপাগায়ত্রী-পুরশ্চরণপদ্ধতি	...	শঙ্করাচার্য্য।
অদ্ভুতযোগ		
অধ্যাত্মযোগ		
অমনস্ক	... ...	সুন্দরদেব
অমনস্ককল্প		
অমনস্কযোগ		
		অল্লমপ্রভুদেব (স্বাত্মারাম কর্ত্তৃক হঠপ্রদীপিকায় উদ্ধৃত)
অষ্টাঙ্গহৃদয়সংহিতা		
অষ্টাঙ্গযোগ	... ...	শঙ্করাচার্য্য
আচারপদ্ধতি	... ...	বাসুদেবেন্দ্র।
আসনাধ্যায়		
ঈশ্বর-বামদেব-সংবাদ		
		কাকচণ্ডীশ্বর (স্বাত্মারাম কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)
কপিলগীতা	... ...	কপিল
কেদারকল্প		

গ্রন্থ — গ্রন্থকার

কুম্ভকপদ্ধতি ... ... সুন্দরদেব
ক্রিয়াযোগ (১) বিট্‌ঠল আচার্য্য (২) বেঙ্কট যোগিন্
খেচরীবিদ্যা (মহাকাল যোগশাস্ত্রোক্ত) আদিনাথ
গোরক্ষশতক বা জ্ঞানশতক গোরক্ষনাথ (মীননাথশিষ্য)
গোরক্ষশতকটিপ্পণ ... ... মথুরানাথ শুক্ল
গোরক্ষশতকটীকা ... ... শঙ্কর
গোরক্ষসংহিতা ... ... গোরক্ষনাথ
ঘেরণ্ড-সংহিতা
চতুরশীত্যাসন ... ... গোরক্ষ
ছায়াপুরুষাববোধন
জগগায়ত্রীযোগশাস্ত্র (অষ্টাঙ্গযোগশাস্ত্রোক্ত)
জ্ঞানামৃত ... ... গোরক্ষনাথ
জ্ঞানামৃতটিপ্পণ ... ... সদানন্দ
জ্ঞানপ্রদীপ বা যোগসারসংগ্রহ
তত্ত্বপঞ্চশীর্ষযোগচিন্তা
তত্ত্ববিন্দু ... ... রামচন্দ্র পরমহংস
তত্ত্বশারদী ... ... বাচস্পতি মিশ্র
তত্ত্বার্ণব
তত্ত্বার্ণবটীকা ... ... রামানন্দ তীর্থ
তত্ত্বাববোধ ঐ
তিলক (যোগসূত্রভাষ্যটীকা) ... বাচস্পতি মিশ্র
দশাঙ্গযোগ
দৃষ্টান্তর
দেহস্থ-স্বরোদয়
নাগবোধ (ক্ষেমরাজ ও স্বাত্মারাম উদ্ধৃত)
নাড়ীজ্ঞানদীপিকা
ন্যায়রত্নাকর বা নবযোগকল্লোল ... ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত
পবনবিজয় ... ... শিব
পাতঞ্জল বা পাতঞ্জলসূত্র (যোগসূত্র দ্রষ্টব্য)
পাতঞ্জলরহস্য ... ... শ্রীধরানন্দ যতি
প্রভুদেব (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
বন্ধত্রয়বিধান
বিন্দুনাথ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
বিলেশয় ঐ
ব্রহ্মসিদ্ধান্তপদ্ধতি
ভগবতী গীতা
ভবদেব মিশ্র (১৬৪৬খৃঃ) (পাতঞ্জলীয়াভিনব-
ভাষ্য, যোগদর্পণটীকা, যোগবিন্দু-
টীকা, যোগসংগ্রহ, যোগসূত্রবৃত্তি-
টিপ্পণ প্রভৃতি রচয়িতা)
ভবানী-সহায় (যোগচিন্তামণি-টিপ্পণকার)
ভালুকি (হঠপ্রদীপিকাধৃত)
ভুবন (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মৎস্যেন্দ্র
মন্থানভৈরব (হঠপ্রদীপিকা ধৃত)
মহাদেব (যোগসূত্রটীকা ও হঠপ্রদীপিকাটীকা,
মহেশসংহিতা ... ... মহেশ
মানানন্দ (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মীন বা মীননাথ (গোরক্ষনাথের গুরু)
মূলদেব (শক্তিরত্নাকরধৃত)
মুদ্রাপ্রকাশ ... ... কৃপারাম
যাজ্ঞবল্ক্যগীতা (যোগী যাজ্ঞবল্ক) ও গীতা)
যোগকল্পদ্রুম ... ... কুলমণি শুক্ল
যোগকল্পলতা ... ... মথুরানাথ শুক্ল
যোগগ্রন্থ ... ১ দত্তাত্রেয়, ২ বেঙ্কটাচার্য্য
যোগগ্রন্থটীকা ... ... গুণাকরমিশ্র
যোগচন্দ্রটীকা ... ... রামানন্দ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা ১ গোবর্দ্ধন যোগীন্দ্র ও নারায়ণ তীর্থ
যোগচন্দ্রিকা বা যোগসূত্রটীকা ... অনন্ত
যোগচর্য্যা
যোগচিন্তামণি ১ গোরক্ষমিশ্র, ২ বালশাস্ত্রিন্ গোদে, ৩ শিবানন্দ সরস্বতী, ৪ গদাধর মিশ্র।
যোগচিন্তামণিটীকা ... ... ভবানীসহায়
যোগচূড়ামণি
যোগচূড়ামণ্যুপনিষদ্
যোগজ্ঞান ... ... আনন্দ সিদ্ধ
যোগতত্ত্ব
যোগতত্ত্বপ্রকাশ
যোগতত্ত্ববোধ বা যোগতত্ত্বোপনিষদ্
যোগতরঙ্গ ১ রমাশঙ্কর, ২ বিশ্বেশ্বর দত্ত, (দেবতীর্থ স্বামিন্)
যোগতারাবলী ... ১ শঙ্করাচার্য্য, ২ শুক।
যোগদর্পণ (হেমাদ্রি কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)
[কৃষ্ণনাথ ও ভবদেব কর্ত্তৃক তট্টীকা]
যোগদীপিকা (সুন্দরদেব কর্ত্তৃক উদ্ধৃত)
যোগন্যাস
যোগপদ্ধতি ... ... ধরণীধর

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগপ্রকাশ	
যোগপ্রকাশটীকা ...	... কৃষ্ণনাথ
যোগপ্রদীপ ...	... দেবীসিংহদেব
যোগপ্রদীপিকা	
যোগপ্রবেশবিধি	
যোগবিন্দুটিপ্পণ ...	... ভবদেব
যোগবীজ (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগভাস্কর (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	কবীন্দ্রাচার্য্য
যোগমঞ্জরী	
যোগমণিপ্রদীপিকা	
যোগমণিপ্রভা বা যোগসূত্রবৃত্তি	... রামানন্দ:সরস্বতী
যোগমহিমা ...	... গোরক্ষনাথ
যোগ বা যোগিযাজ্ঞবল্ক্য	
যোগরত্নসমুচ্চয়	
যোগরত্নাকর ...	... বীরেশ্বরানন্দ
যোগরসায়ন (শিবভাবিত)	
যোগরহস্য (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগবর্ণন ...	... মথুরানাথ শুক্ল
যোগ-বাচস্পত্য (ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্যটীকা)	বাচস্পতি মিশ্র
যোগবার্ত্তিক ...	... বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগবাশিষ্ঠ ...	... বশিষ্ঠপ্রোক্ত
যোগবিন্দুটিপ্পণ ...	... ভবদেব
যোগবিবরণ ...	... বশিষ্ঠ।
যোগবিবেক ...	১ হরিশঙ্কর, ২ বৃন্দাবন শুক্ল
যোগবিবেকটিপ্পণ ...	... রামানন্দ তীর্থ
যোগবিষয় ...	... মার্কণ্ডেয়
যোগবীজ ...	... শিব
যোগবৃত্তি ...	... ভোজরাজ
যোগবৃত্তিসংগ্রহ ...	... উদয়ঙ্কর
যোগশতক	
যোগশতকব্যাখ্যানম্...	... সনাতন গোস্বামী
যোগশাস্ত্র ...	১ দত্তাত্রেয়,২ পতঞ্জলি,৩ বশিষ্ঠ।
যোগশিক্ষা ...	... হরিহর
যোগসংগ্রহ ...	ভবদেব ভট্ট, শ্রীকৃষ্ণ শুক্ল।
যোগসংগ্রহটীকা ...	... পূর্ণানন্দ
যোগসাধন	
যোগসার (মল্লিনাথ ও সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসারসংগ্রহ ...	... কৃষ্ণ শুক্ল
" ...	... বিজ্ঞানভিক্ষু
যোগসারসমুচ্চয় ...	... হরিসেবক
যোগসারাবলি	
যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা	
যোগসিদ্ধান্তপদ্ধতি ...	... গোরক্ষনাথ
যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (পদ্মনাভকর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগসুধাকর	
যোগসূত্র (যোগানুশাসনসূত্র বা সাংখ্যপ্রবন বা পাতঞ্জল)	

টীকা যথা—

১ অনন্তকৃত যোগসূত্রার্থচন্দ্রিকা বা পদচন্দ্রিকা, ২ আনন্দ শিষ্যকৃত যোগসুধাকর, ৩ উদয়ঙ্করকৃত যোগবৃত্তিসংগ্রহ, ৪ উমাপতি ত্রিপাঠীকৃত ঐ, ৫ ক্ষেমানন্দ দীক্ষিত কৃত নবযোগকল্লোল ও ৬ বিজ্ঞানভিক্ষুশিষ্য ভাবগণেশ কৃত ৭ জ্ঞানানন্দ কৃত ঐ টীকা, ৮ নারায়ণভিক্ষু রচিত যোগসূত্রার্থদ্যোতনিকা বা যোগসিদ্ধান্তচন্দ্রিকা, ৯ নারায়ণতীর্থ বা নারায়ণেন্দ্র সরস্বতীকৃত ঐ টীকা, ১০ ভবদেব কৃত পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য, ১১ ভবদেব কৃত যোগসূত্রবৃত্তিটিপ্পণ,১২ ভোজদেব কৃত রাজমার্ত্তণ্ড, ১৩ মহাদেব কৃত ঐ. ১৪ রামানন্দ কৃত যোগমণিপ্রভা, ১৫ রামানন্দতীর্থ সরস্বতীকৃত ঐ, ১৬ বৃন্দাবন শুক্ল, ১৭ শঙ্কর ও ১৮ সদাশিবকৃত ঐ টীকা, ১৯ রামানুজ কৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২০ ব্যাসকৃত যোগসূত্রভাষ্য, ২১ নাগেশ কৃত পাতঞ্জলসূত্রবৃত্তিভাষ্যব্যাখ্যা, ২২ বাচস্পতি মিশ্র কৃত তিলক বা পাতঞ্জলসূত্রভাষ্যব্যাখ্যা, ২৩ রাঘবানন্দ যতিকৃত পাতঞ্জলরহস্য, ২৪ শ্রীধরানন্দযতিকৃত ঐ, ২৫ বিজ্ঞানভিক্ষু কৃত পাতঞ্জলভাষ্যবার্ত্তিক বা যোগবার্ত্তিক।

গ্রন্থ	গ্রন্থকার
যোগসূত্রটিপ্পণ ...	... বৃন্দাবন শুক্ল
যোগসূত্রবৃত্তি	১ ক্ষিমানন্দ বা ক্ষেমানন্দ ও ২ নারায়ণ তীর্থ, ৩ সদাশিব
যোগহৃদয় (সুন্দরদেব কর্তৃক উদ্ধৃত)	
যোগাক্ষরনিঘণ্টু	
যোগাখ্যান ...	... যাজ্ঞবল্ক্য
যোগাচার (মল্লিনাথ কর্তৃক কুমারসম্ভব-টীকায় উদ্ধৃত)	
যোগানুশাসন ...	... আধারেশ্বর
যোগাভ্যাসক্রম	
যোগাভ্যাস প্রকরণ	

গ্রন্থ			গ্রন্থকার
যোগাবলি	...	...	রামানন্দতীর্থ
যোগাসনলক্ষণ			
যোগেশার্ণব			
যোগোপদেশ	...	...	পরাশর
	রন্তিদেব (শক্তিরত্নাকরোদ্ধৃত যোগাচার্য্য)		
রাজমার্ত্তণ্ড (যোগসূত্রবৃত্তি)		...	ভোজদেব রণরঙ্গমল্ল
রাজযোগ	...	...	রামচন্দ্র পরমহংস
রাজযোগবিধি			
রাজযোগোৎসব	...	...	ঈশ্বর
লঘুচন্দ্রিকা	...	...	নারায়ণ ভট্ট
লয়যোগ			
বর্ণপ্রবোধ	...	...	দত্তাত্রেয়
বশিষ্ঠসার	...	...	তীর্থশিব
	বিরূপাক্ষ (হঠদীপিকাধৃত)		
বিবেকমার্ত্তণ্ড	...	...	গোরক্ষনাথ
বিবেকমার্ত্তণ্ড (সুলতান গিয়াস্‌উদ্দীনের সভাস্থ)			রামেশ্বর ভট্ট
শব্দানুবিদ্ধসমাধিপঞ্চক			
	শারদানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)		
শিবযোগ			
শিবযোগদীপিকা			
শিবরামগীতা			
শিবসংহিতা	...	...	শিবপ্রোক্ত
শিবসংহিতাটীকা	...	...	সদানন্দ
ষট্‌চক্রক্রম বা ষট্‌চক্রনিরূপণ বা ষট্‌চক্রভেদ			পূর্ণানন্দ
ষট্‌চক্রভেদটীকা	...	...	রমানাথ সিদ্ধান্ত
ষট্‌চক্রসঙ্কেতরঞ্জিনী	...	...	রামবল্লভ
ষট্‌চক্রদীপিকা	...	...	ব্রহ্মানন্দ
ষট্‌চক্রদীপিকাবৃত্তি	...	...	পূর্ণানন্দ
ষট্‌চক্রধ্যানপদ্ধতি	...	...	ব্রহ্মচৈতন্য যতি
ষট্‌চক্রনিলয়			
ষট্‌চক্রভেদটিপ্পনী	...	...	শঙ্কর
ষট্‌চক্রবিবৃতিটীকা	...	...	বিশ্বনাথ রামদেব
ষট্‌চক্রস্বরূপ			
ষট্‌চক্রাদিসংগ্রহ	...	...	মথুরানাথ শুক্ল
ষট্‌চক্রোপনিষদ্দীপিকা			
ষোড়শমুদ্রালক্ষণ	...	...	শুক্ল যোগী
সদাচারপ্রকরণ	...	...	শঙ্করাচার্য্য
সমরসারস্বরোদয়	...	...	রাম
সপ্তভূমিকাবিচার			
সমাধিপ্রকরণ			
সাংখ্যপ্রবচন বা পাতঞ্জল যোগসূত্র			
সাংখ্যযোগদীপিকা			
সারগীতা			
সিদ্ধখণ্ড	...	...	রামচন্দ্র সিদ্ধ
	সিদ্ধপাদ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)		
	সিদ্ধবুদ্ধ (হঠদীপিকাধৃত)		
সিদ্ধসিদ্ধান্ত	...	...	নিত্যানন্দ সিদ্ধ
সিদ্ধান্তপদ্ধতি	...	...	গোরক্ষনাথ
	সুরানন্দ (হঠপ্রদীপিকাধৃত)		
স্পর্শযোগশাস্ত্র (সুন্দরদেবধৃত)			
	স্বাত্মারাম বা আত্মারাম যোগীন্দ্র (হঠপ্রদীপিকাকার)		
স্বরোদয়	...	...	ব্যাস
হঠতত্ত্বকৌমুদী	...	...	সুন্দরদেব
হঠপ্রদীপিকা বা হঠদীপিকা			১ স্বাত্মারাম, ২ চিন্তামণি
হঠপ্রদীপিকাজ্যোৎস্না টীকা			১ ব্রহ্মানন্দ, ২ উমাপতি, ৩ রামানন্দতীর্থ, ৪ ব্রজভূষণ ও ৫ মহাদেব
হঠযোগ	...		১, আদিনাথ ও ২ গোরক্ষনাথ
হঠযোগবিবেক	...	...	বামদেব
হঠযোগসংগ্রহ	...	...	মথুরানাথ শুক্ল
হঠযোগাধিরাজ	...	...	শিব
হঠযোগাধিরাজটীকা		...	রামানন্দতীর্থ
হঠযোগাধিরাজসংগ্রহ		...	রামানন্দ তীর্থ
হঠরত্নাবলী (সুন্দরদেবধৃত)			
হঠসঙ্কেতচন্দ্রিকা			১ শঙ্কর দাস ও (বিশ্বনাথদেব সুত) ২ সুন্দরদেব
হরিহরযোগ।			

যোগশিক্ষা (স্ত্রী) যোগস্য শিক্ষা। ১ যোগাভ্যাস। ২ উপনিষদ্‌-ভেদ। কোন কোন স্থলে ইহার নাম 'যোগশিখা' এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

যোগস্‌ (ক্লী) যুজ্‌ (অক্ত্যাশিযুজিভূজিভ্যঃ কুশ্চ। উণ্‌ ৪।২১৫) ইতি অসুন্‌, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। ১ সমাধি। ২ কাল। (উজ্জ্বল)

যোগসমাধি (পুং) যোগেন সমাধিঃ। যোগদ্বারা সমাধি। যোগ যখন সিদ্ধ হয়, তখন সম্প্রজ্ঞাত ও পরে অসম্প্রজ্ঞাত-সমাধি লাভ হয়।

যোগসার (পুং) যোগস্যৌষধপ্রয়োগস্য সারঃ। সর্ব্বরোগ-হরণোপায়। যে উপায় অবলম্বন করিলে আর ব্যাধি হয় না,

তাহাকে যোগসার কহে। বৈদ্যকে ঋতুচর্য্যাস্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে, অমুক ঋতুতে অমুক দ্রব্য নিষিদ্ধ। সেই ঋতুতে সেই সেই দ্রব্য বর্জ্জনীয়। দোষের বৃদ্ধি না হইলে ব্যাধি হয় না, যে উপায় অবলম্বনে দোষ বৃদ্ধি না হইয়া সমান থাকে, তাহাই যোগসার।

"সর্ব্বরোগহরং সিদ্ধং যোগসারং বদাম্যহম্।
শৃণু সুব্রত সংক্ষেপাৎ প্রাণিনাং জীবহেতবে॥"(গরুড়পু°১৭২অ)

যোগসিদ্ধ (পুং) যোগেন সিদ্ধঃ। যোগদ্বারা সিদ্ধ, যাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

"যোঽসাবাস্তে যোগসিদ্ধঃ কলাপগ্রামমাস্থিতঃ।"(ভাগ° ৯।১২।৬)

যোগসিদ্ধা (স্ত্রী) বাচস্পতির ভগিনীভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

যোগসিদ্ধিপ্রক্রিয়া (স্ত্রী) যোগস্য সিদ্ধেঃ প্রক্রিয়া। যোগসিদ্ধির উপায়, যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে যোগসিদ্ধি লাভ হয়।

যোগসিদ্ধিমৎ (ত্রি) যোগসিদ্ধিবিদ্যতেঽস্য মতুপ্। যোগসিদ্ধিযুক্ত, যিনি যোগদ্বারা বিবিধ সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

যোগসূত্র (ক্লী) যোগপ্রতিপাদকং সূত্রং। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত সূত্রসমূহ। পতঞ্জলি এই সকল সূত্রে যোগের বিধিনিয়মাদি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এইজন্য উহাকে যোগসূত্র কহে।

[যোগশাস্ত্র দেখ]

যোগসেবা (স্ত্রী) যোগসাধন, যোগচর্য্যা।

যোগস্থ, যিনি যোগাবলম্বন করিয়া আছেন

যোগাই (দেশজ) যোগাড় দেওয়া, কোন কর্ম্মনির্ব্বাহের সাহায্য করা।

যোগাকর্ষণ (ক্লী) (Cohesion) যোগ ও আকর্ষণ। যে গুণ দ্বারা একাধিক পরমাণু একত্র হইয়া থাকে, পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, পরমাণুসমূহের সমষ্টিকরণ, বন্ধন।

যোগাগ্নিময় (ত্রি) যোগরূপ বহ্নি বা শক্তিসমন্বিত। যোগদ্বারা সিদ্ধ।

যোগাঙ্গ (ক্লী) যোগস্য অঙ্গং। যোগের অঙ্গ, পাতঞ্জলে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই ৮টী অঙ্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দে দেখ।]

যোগাচার (পুং) বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চারিশ্রেণীর বৌদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—মাধ্যমিক, যোগাচার, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক। যোগাচার মতে বাহ্যবস্তুমাত্রই অলীক, কেবল ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ আত্মাই সত্য। ঐ ক্ষণিক বিজ্ঞান আবার দুইপ্রকার, প্রবৃত্তিবিজ্ঞান ও আলয়বিজ্ঞান। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম প্রবৃত্তিবিজ্ঞান, আর সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহার নাম আলয়বিজ্ঞান। কেবল আত্মাকেই অবলম্বন করিয়া ঐ জ্ঞান থাকে। (সর্ব্বদর্শনস°)

২ বৌদ্ধ পণ্ডিতবিশেষ ৩ যোগানুষ্ঠান।

যোগাচার্য্য (পুং) ১ যোগোপদেষ্টা। ২ ইন্দ্রজালশিক্ষক।

যোগাঞ্জন (ক্লী) রোগপ্রশমনকারী অঞ্জন বা প্রলেপৌষধ বিশেষ।

যোগাড় (দেশজ) ১ কর্ম্মনির্ব্বাহের উপায়, কর্ম্মের উদ্যোগ। ২ সংগ্রহ।

যোগাত্মন্ (ত্রি) যোগঃ আত্মা স্বরূপঃ যস্য। যোগী।

যোগাধমন (ক্লী) যোগেন আধমনং। ছলদ্বারা বন্ধক।

"যোগাধমনবিক্রীতং যোগদানপ্রতিগ্রহং।
যত্র বাপ্যুপধিং পশ্যেৎ তৎসর্ব্বং বিনিবর্ত্তয়েৎ॥" (মনু)

যোগান (দেশজ) প্রতিদিন দেওয়া। কম না পড়ে তাহা করিয়া দেওয়া।

যোগানন্দ (পুং) যোগে আনন্দো যস্য। যোগাবলম্বনে যাহার আনন্দ হয়।

যোগানন্দ, ১ সাংখ্যকারিকাব্যাখ্যা ও সাংখ্যসূত্রবিবরণপ্রণেতা। ২ ক্রীড়াবলীকাব্যরচয়িতা, ইঁহার পিতার নাম কালিদাস।

যোগানুযোগ (ক্লী) যোগ ও অনুযোগ। (প্রজ্ঞাপা° ৩৩৫)

যোগানুশাসন (ক্লী) অনুশিষ্যতেঽনেন অনুশাসনং যোগস্য অনুশাসনং। যোগশাস্ত্র।

যোগান্ত (পুং) মঙ্গলগ্রহকক্ষার সপ্তমভাগের একাংশ।

যোগান্তর (ক্লী) ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগ।

যোগান্তরায় (ক্লী) যোগের বিঘ্নোৎপাদক আলস্যাদি দশবিধ বিষয়। লিঙ্গপুরাণের ৯ম অধ্যায়ে ইহা বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে।

যোগাপত্তি (পুং) প্রচলিতপ্রথার বা আচার ব্যবহারের সংস্কার। (আশ্ব° শ্রৌ° ১।১।১১)

যোগাম্বর (পুং) বৌদ্ধদেবতাভেদ।

যোগারম্ভ (পুং) যোগেন ঋতুযোগেন আরম্ভঃ। নারঙ্গ।

যোগারূঢ় (ত্রি) যোগং বিষয়নিবৃত্তিং যমাদিকং বা আরূঢ়ঃ। ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি ও তৎসাধনকর্ম্মে অনাসক্ত।

"আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্মকারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥
যদাহি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥" (গীতা ৬।৩-৪)

যে মুনি যোগারূঢ় হইতে চাহেন, যোগসাধনের পক্ষে

কর্ম্মই তাঁহার কারণস্বরূপ এবং যিনি যোগারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই পরম সাধন। অন্তঃকরণশুদ্ধি-জনিত তীব্র বৈরাগ্যের নাম যোগ। যিনি এইরূপ যোগে আরূঢ় হইতে চাহেন, তিনি আরুরুক্ষু নামে অভিহিত। বেদ-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানপূর্ব্বক চিত্তশুদ্ধি হইলে যোগারূঢ় হওয়া যায়। যোগারূঢ় হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠায় পরিপক্ব হইলে তাহাকে আর কর্ম্ম করিতে হয় না, কিন্তু যাহাদের বৈরাগ্যের উদয় হয় না, তাহাদিগকে যাবজ্জীবনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

যখন মানব শব্দাদি বিষয়ে অনাসক্ত, কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্পূর্ণ বিনিবৃত্ত এবং সকল প্রকার সংকল্পবর্জ্জিত হন, তখনই তাহাকে যোগারূঢ় কহে। যখন মানবের সাধনগুণে জগৎ মিথ্যাজ্ঞান হওয়ায় মনোবেগ ইন্দ্রিয়প্রাপ্ত বিষয়ে ধাবিত হয় না, যখন নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য, ও নিষিদ্ধ কোন প্রকার কর্ম্মেই চিত্তবৃত্তি প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নিজ কোন প্রয়োজন সিদ্ধিরই আবশ্যকতা থাকে না, এবং অমুক কার্য্য করিতে হইবে, অমুক কার্য্য করিলে অমুক ফল হইয়া থাকে, মনো-বৃত্তির অন্তর্ম্মুখতাবশতঃ অন্তঃকরণে যাহার এরূপ সংকল্পের তরঙ্গ উত্থিত হয় না, তিনিই যোগারূঢ়।

মনোবৃত্তি নিরোধ করিবার সামর্থ্যই যোগীর প্রধান লক্ষণ। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগসূত্রের প্রথমেই বলিয়াছেন যে,"যোগশ্চিত্ত-বৃত্তিনিরোধঃ" মনের সমস্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা ও স্মৃতি। ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা উপলব্ধি করিয়া মনের অনুভববিশেষের নাম প্রমাণ। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশাদি বৃত্তি-ভেদে মিথ্যাজ্ঞানের নাম বিপর্য্যয়। শব্দশ্রবণপূর্ব্বক বিশেষ অর্থবাদশূন্য চিন্তা বিশেষের নাম বিকল্প, যেরূপ বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম ইত্যাদি শব্দশ্রবণে তত্তাবত্তের প্রকৃতার্থ অভাবে কোন যথার্থ অনুভূতি না হওয়ায় একটী অলীক চিন্তা মাত্র উদয় হয়, সেইরূপ চিত্তবৃত্তির নাম বিকল্প। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প ও স্মৃতি এই বৃত্তিনিচয় যে তমোগুণের গভীর আবেশে স্ফুরিত হয় না, তাদৃশ চিত্তবৃত্তির নাম নিদ্রা। পূর্ব্বানুভূত সংস্কার হইতে যে জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার নাম স্মৃতি। এইরূপ সকল চিত্তবৃত্তি যিনি নিরোধ করিতে সমর্থ, তিনিই যোগারূঢ়। [বিশেষ বিবরণ যোগ শব্দে দেখ]

যোগাসন (ক্লী) যোগস্যাসনং, যোগসাধনমাসনমিতি বা। ব্রহ্মাসন, ধ্যানাসন, পদ্মাসনাদি। (ভট্টিটীকা ৭।৭৭ জয়ম০)

যে আসনে বসিয়া যোগাভ্যাস করা হয়, তাহাকে যোগাসন কহে। আসন ব্যতীত যোগাভ্যাস করা যায় না, এইজন্য যোগাবলম্বীর আসন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়।

এই আসনের বিষয় ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে ;—

জীবজন্তুর সংখ্যার ন্যায় আসনের সংখ্যাও অনন্ত, তাহার মধ্যে মহাদেব চতুরশীতি লক্ষ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল আসনের মধ্যে চতুরশীতি প্রকার আসনই প্রধান। আবার তাহাদের মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৩২ প্রকার আসনই শুভদায়ক। মর্ত্ত্যলোকে এই ৩২ প্রকার আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করা বিধেয়।

৩২ প্রকার আসন যথা—১ সিদ্ধ, ২ পদ্ম, ৩ ভদ্র, ৪ মুক্ত, ৫ বজ্র, ৬ স্বস্তিক, ৭ সিংহ, ৮ গোমুখ, ৯ বীর, ১০ ধনুঃ, ১১ মৃত, ১২ গুপ্ত, ১৩ মৎস্য, ১৪ মৎস্যেন্দ্র, ১৫ গোরক্ষ, ১৬ পশ্চিমোত্তান, ১৭ উৎকট, ১৮ সঙ্কট, ১৯ ময়ূর, ২০ কুক্কুট, ২১ কূর্ম্ম, ২২ উত্তানকূর্ম্মক, ২৩ উত্তানমণ্ডূক, ২৪ বৃক্ষ, ২৫ মণ্ডূক, ২৬ গরুড়, ২৭ বৃষ, ২৮ শলভ, ২৯ মকর, ৩০ উষ্ট্র, ৩১ ভুজঙ্গ, ৩২ যোগ (যোগাসন), এই ৩২ প্রকার আসন সিদ্ধিপ্রদ।

"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা॥
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্॥
সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ॥
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা॥
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষং॥
শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্॥"(ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই সকল আসনের লক্ষণ ঘেরণ্ডসংহিতায় এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,—

১ সিদ্ধাসন—জিতেন্দ্রিয় ও যোগী ব্যক্তি একগুল্ফদ্বারা যোনিস্থান (গুহ্যদেশের ঊর্দ্ধভাগ অবধি কোষমূলের নিম্নভাগ পর্য্যন্ত স্থানকে যোনি কহে) পীড়িত করিয়া ও অপর গুল্ফ উপস্থের উপরে রাখিয়া হৃদয়ের উপরে চিবুক স্থাপন করিবে এবং স্থির ও অবক্রশরীর হইয়া স্থিরদৃষ্টিতে উভয়ভ্রূদেশের মধ্যভাগ অবলোকন করিবে, এইরূপে উপবেশন করিলে তাহাকে সিদ্ধাসন কহে। এই সিদ্ধাসন দ্বারা মোক্ষলাভ হইয়া থাকে।

প্রকারান্তর—যোগজ্ঞ সাধক যত্নপূর্ব্বক একপাদমূলদ্বারা

যোনিদেশ পীড়িত করিয়া অপর পাদমূল লিঙ্গের উপর সংস্থাপিত করিবে এবং ঊর্দ্ধদৃষ্টি দ্বারা উভয় ভ্রূর মধ্যভাগ নিরীক্ষণ করিবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকেও সিদ্ধাসন কহে। এই আসন নির্জ্জনস্থানে নিরুদ্বিগ্ন, স্থিরচিত্ত, অবক্রশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল সংযত করিয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়। এই সিদ্ধাসন অভ্যাস দ্বারা শীঘ্র যোগসিদ্ধি হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীর এই আসন নিত্য সেবনীয়। এই আসন দ্বারা সাধক অনায়াসে পরম গতি লাভ করিতে পারেন। সিদ্ধাসন সকল আসনের শ্রেষ্ঠ।

২ পদ্মাসন।—পদ্মাসন দুইপ্রকার, বদ্ধপদ্মাসন ও মুক্তপদ্মাসন। বামউরুর উপরে দক্ষিণ চরণ ও দক্ষিণ উরুর উপরে বামচরণ সংস্থাপিত করিয়া দুইহস্ত দ্বারা পৃষ্ঠভাগ হইতে দুইপদের বৃদ্ধাঙ্গুল দৃঢ়রূপে ধারণ করিবে এবং বক্ষঃস্থলে চিবুক রাখিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। এইরূপে অবস্থান করিলে তাহাকে বদ্ধপদ্মাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয়। কেবল বাম উরুর উপরে দক্ষিণ চরণ এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামচরণ স্থাপনপূর্ব্বক তদুপরি দুই করতল বিন্যাস করিলে মুক্তপদ্মাসন হয়।

অন্যবিধ—বাম উরুর উপরে দক্ষিণপাদ ও বামহস্ত এবং দক্ষিণ উরুর উপরি বামপাদ ও দক্ষিণ হস্ত চিত করিয়া রাখিয়া নাসার অগ্রভাগে দৃষ্টিসংস্থাপনপূর্ব্বক দন্তমূলে জিহ্বা স্থাপিত করিবে এবং চিবুক ও বক্ষঃস্থল উন্নত করিয়া ক্রমে বায়ু যথাশক্তি আকর্ষণপূর্ব্বক উদরে পূরণ ও ধারণ করিবে ও পশ্চাদ্ যথাসাধ্য অবিরোধে রেচন করিতে হইবে। এই আসন সর্ব্বব্যাধিনাশক। কেবল বুদ্ধিমান্ যোগীই এই আসন অভ্যাস করিতে সমর্থ। ইহার অনুষ্ঠানে তৎক্ষণাৎ প্রাণ বায়ু সমানরূপে নাড়ীছিদ্রে চলিতে থাকে, তজ্জন্য প্রাণায়াম সময়ে বায়ুর গতি সরল হয়। যে যোগী পদ্মাসনস্থ হইয়া যথাবিধানে প্রাণ ও অপানবায়ুর পূরণ রেচন প্রভৃতি করেন, তিনি সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন।

৩ ভদ্রাসন—অণ্ডকোষের নিম্নভাগে উভয় গুল্ফ বিপরীত ভাগে সংস্থাপিত করিয়া উভয়পদের বৃদ্ধ অঙ্গুলি দুই হস্তদ্বারা পৃষ্ঠদেশ দিয়া ধারণপূর্ব্বক জালন্ধরবদ্ধ করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিতে হইবে। ইহাকে ভদ্রাসন কহে। এই আসনাভ্যাসে সমস্ত ব্যাধি বিনষ্ট হয়।

৪ মুক্তাসন—গুহ্যমূলে বামপাদমূল ও তাহার উপরে দক্ষিণপাদমূল সংস্থাপিত করিবে এবং মস্তক ও গ্রীবা সমান করিয়া অবক্র শরীরে অর্থাৎ ঠিক সরল হইয়া বসিবে। ইহার নাম মুক্তাসন, এই আসন সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।

৫ বজ্রাসন—উভয় জঙ্ঘা বজ্রাকৃতি করিয়া চরণযুগল গুহ্যদেশের দুইপার্শ্বে সংস্থাপিত করিবে, ইহাকে বজ্রাসন কহে।

৬ স্বস্তিকাসন—উভয় জানু ও উরুর মধ্যে উভয়পাদতল সংস্থাপিত করিয়া ত্রিকোণাকৃতি আসন বন্ধনপূর্ব্বক সরলশরীরে উপবিষ্ট হইলে তাহাকে স্বস্তিকাসন কহে। এই আসন অভ্যাস করিলে কোন ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না, এবং সকল দুঃখনষ্ট হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। এই আসনের অপর নাম সুখাসন।

৭ সিংহাসন—উভয় গুল্ফ অণ্ডকোষের নিম্নে পরস্পর উল্টা করিয়া পশ্চাদ্দিকে ঊর্দ্ধভাগে বহিষ্কৃত করিবে এবং উভয়জানু ভূমিতে সংস্থাপিত করিয়া ঐ দুই জানুর উপরে মুখ প্রকাশিতরূপে উন্নত করিয়া স্থাপনপূর্ব্বক জালন্ধরবদ্ধ অবলম্বন করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। ইহার নাম সিংহাসন, এই আসনাভ্যাসে সকল রোগ নষ্ট হয়।

৮ গোমুখাসন—পাদযুগল ভূমিতে সংস্থাপনপূর্ব্বক পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিবেশিত করিয়া স্থির শরীরে গোমুখের ন্যায় ঊর্দ্ধে মুখ করিয়া বসিবে। ইহার নাম গোমুখাসন।

৯ বীরাসন—একচরণ একউরুদেশে সংস্থাপিত করিবে, এবং অন্যচরণ পশ্চাদ্ভাগে রাখিতে হইবে। ইহাকে বীরাসন কহে।

১০ ধনুরাসন—ভূমিতে পাদযুগল দণ্ডের ন্যায় সমান করিয়া প্রসারণপূর্ব্বক দুই হস্ত দিয়া পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঐ দুই চরণ ধারণ করিয়া সমস্ত শরীরকে ধনুকের ন্যায় বক্র করিতে হইবে, এইরূপে ধনুরাসন হয়।

১১ মৃত বা শবাসন—শবের ন্যায় চিৎ হইয়া শয়ন করিলেই শবাসন হয়। এই আসন দ্বারা শ্রমদূর ও চিত্তের বিশ্রাম হইয়া থাকে। ইহার অন্য নাম মৃতাসন।

১২ গুপ্তাসন—উভয় জানুর মধ্যে উভয় চরণ গোপন করিয়া রাখিবে এবং উভয়পাদের উপরি গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহার নাম গুপ্তাসন।

১৩ মৎস্যাসন—মুক্ত পদ্মাসন করিয়া দুই কূর্পর (কণুই) দ্বারা মস্তক বেষ্টনপূর্ব্বক চিত হইয়া শয়ন করিবে। ইহাকে মৎস্যাসন কহে।

১৪ গোরক্ষাসন—উভয়জানু ও উরুর মধ্যে উভয় চরণ উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া অপ্রকাশিতরূপে সংস্থাপনপূর্ব্বক উভয় হস্ত চিত করিয়া গুল্ফদ্বয় আচ্ছাদিত করিবে, এবং

কণ্ঠদেশ সঙ্কুচিত করিয়া নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে। এইরূপে এই আসন হয়।

১৫ মৎস্যেন্দ্রাসন—উদরকে পৃষ্ঠবৎ সরল করিয়া অবস্থিত হইবে এবং বামচরণ নত করিয়া দক্ষিণজানুর উপরে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার উপরে দক্ষিণ কনুই ও দক্ষিণহস্তের মুখ বিন্যাস করিয়া জ্রদ্বয়ের মধ্যভাগ দেখিবে, ইহাকে মৎস্যেন্দ্রাসন কহে।

১৬ পশ্চিমোত্তানাসন—ভূমিতে চরণদ্বয় দণ্ডবৎ সরলরূপে প্রসারিত করিয়া ও উভয় হস্তদ্বারা যত্নপূর্ব্বক ঐ পদযুগল ধারণ করিয়া জঙ্ঘাযুগলের মধ্যে মস্তক সংস্থাপিত করিতে হইবে, এইরূপে পশ্চিমোত্তানাসন হয়।

উগ্রাসন—দুই চরণকে অসংলগ্নরূপে প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা দৃঢ়রূপে ধারণপূর্ব্বক উভয় জানুর উপরে মস্তক রাখিবে। ইহার নাম উগ্রাসন। কেহ কেহ ইহাকেও পশ্চিমোত্তানাসন কহেন। এই আসনসাধনে যোগাভ্যাস করিলে আশু যোগ সিদ্ধ হয়।

১৭ উৎকটাসন—দুইচরণের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা ভূমি অবলম্বনপূর্ব্বক দুই গুল্‌ফ অবলম্বন ব্যতিরেকে শূন্যে রাখিয়া ঐ দুই গুল্‌ফের উপরে গুহ্যদেশ স্থাপিত করিবে। ইহাকে উৎকটাসন কহে।

১৮ সঙ্কটাসন—বামপাদ ও বামজঙ্ঘামূল ভূমিতে রাখিয়া বামচরণ দক্ষিণচরণ দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক উভয়জানুতে উভয় হস্ত স্থাপিত করিবে। ইহার নাম সঙ্কটাসন।

১৯ ময়ূরাসন—উভয় করতল দ্বারা পৃথিবী অবলম্বনপূর্ব্বক উভয় কূর্পর (কনুই) উপরে নাভির উভয় পার্শ্বভাগ স্থাপন করিয়া মুক্তপদ্মাসনের ন্যায় পদযুগল ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিয়া শূন্যে দণ্ডের ন্যায় সমানভাবে উত্থিত হইবে। ইহাকে ময়ূরাসন কহে।

২০ কুক্কুটাসন—কোন মঞ্চের উপরিভাগে মুক্তপদ্মাসন করিয়া উভয় জানু ও উভয় উরুর মধ্যে উভয় হস্ত স্থাপনপূর্ব্বক দুই কূর্পর দ্বারা উপবিষ্ট হইবে। ইহার নাম কুক্কুটাসন।

২১ কূর্ম্মাসন—অণ্ডকোষের নিম্নে দুই গুল্‌ফ পরস্পর বিপরীতক্রমে রাখিয়া গ্রীবা, মস্তক ও শরীর সরল করিয়া উপবিষ্ট হইবে, ইহাকে কূর্ম্মাসন কহে।

২২ উত্তানকূর্ম্মাসন—কুক্কুটাসন হইয়া উভয় হস্তদ্বারা কন্ধরধারণপূর্ব্বক কূর্ম্মের ন্যায় উত্তান হইবে, ইহাকে উত্তানকূর্ম্মাসন কহে।

২৩ মণ্ডুকাসন—দুই পদতল পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্ব্বক ঐ দুই চরণের বৃদ্ধাঙ্গুলী পরস্পর সংস্পৃষ্ট করিবে ও উভয় জানু সম্মুখভাগে রাখিবে, ইহাকে মণ্ডুকাসন কহে।

২৪ উত্তান-মণ্ডুকাসন—মণ্ডুকাসনে উপবিষ্ট হইয়া উভয় কূর্পর দ্বারা মস্তক ধারণপূর্ব্বক ভেকের ন্যায় উত্তান হইয়া অবস্থিত হইবে। ইহাকে উত্তান-মণ্ডুকাসন কহে।

২৫ বৃক্ষাসন—বাম উরুমূলে দক্ষিণপাদ রাখিয়া ভূমিতে বৃক্ষের ন্যায় সরলভাবে অবস্থান করিবে। ইহার নাম বৃক্ষাসন।

২৬ গরুড়াসন—উভয় জঙ্ঘা ও উরুদ্বয় ভূমি পীড়িত করিয়া ও উভয়জানু দ্বারা স্থিরশরীর হইবে, পরে জানুদ্বয়ের উপরে দুই হস্ত রাখিবে, ইহাকে গরুড়াসন কহে।

২৭ বৃষাসন—দক্ষিণ গুল্‌ফের উপর পায়ুমূল অর্থাৎ গুহ্যদেশ সংস্থাপন করিয়া তাহার বামভাগে বামপদ উল্টাইয়া ধরিয়া ভূমি স্পর্শ করিবে, ইহার নাম বৃষাসন।

২৮ শলভাসন—অধোমুখে শয়নপূর্ব্বক দুইহস্ত বক্ষঃস্থলে রাখিয়া উভয় করতল দ্বারা ভূমি অবলম্বন করিবে ও দুই চরণ শূন্যে অর্দ্ধহস্ত প্রমাণ ঊর্দ্ধে রাখিবে। ইহাকে শলভাসন কহে।

২৯ মকরাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া ভূমিতে বক্ষঃস্থল স্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া দুই হস্তদ্বারা মস্তক ধারণ করিবে। ইহাকে মকরাসন কহে। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নিবৃদ্ধি হয়।

৩০ উষ্ট্রাসন—অধোমুখে শয়ন করিয়া উভয় পদ উল্টা করিয়া পৃষ্ঠদেশে আনয়নপূর্ব্বক উভয় হস্তদ্বারা ধারণ এবং উদর ও মুখ আকুঞ্চিত করিবে, ইহার নাম উষ্ট্রাসন।

৩১ ভুজঙ্গাসন—চরণের অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি অবধি নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অধোভাগ ভূমির উপরে বিন্যস্ত করিয়া দুই করতল দ্বারা ভূমি ধারণপূর্ব্বক সর্পের ন্যায় ঊর্দ্ধে মস্তক উত্তোলিত করিবে। ইহার নাম ভুজঙ্গাসন। এই আসন অভ্যাসে দেহের অগ্নি বর্দ্ধিত এবং সর্ব্বরোগ বিনষ্ট ও কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হন।

৩২ যোগাসন—উভয় চরণ চিত করিয়া হাঁটুর উপরে সংস্থাপনপূর্ব্বক দুই হস্ত চিত করিয়া ঐ আসনের উপরে রাখিবে এবং পূরক দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করিয়া কুম্ভক দ্বারা নাসার অগ্রভাগ অবলোকন করিবে, ইহার নাম যোগাসন। এই যোগাসন যোগসাধনের পক্ষে বিশেষ প্রশস্ত (ঘেরণ্ডসংহিতা)

এই যে যোগসাধন আসনের বিষয় উল্লিখিত হইল, এই সকল আসনই গুরুগম্য, উপযুক্ত সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে আসন সকল অভ্যাস করা বিধেয়। নচেৎ প্রতিপদে বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা। [যোগশব্দ দেখ।]

যোগিত (ত্রি) ১ যোগযুক্ত। ২ মন্ত্রমুগ্ধ। ৩ ভৌতিক-ক্রিয়াবলে উন্মত্তীকৃত।

যোগিতা (স্ত্রী) ১ যোগীর ভাব বা ধর্ম্ম। [যোগিন্ দেখ।] ২ অপর বিষয়ের সহিত সংযোগসূত্রে আবদ্ধ বা সম্বন্ধযুক্ত।

যোগিত্ব (ত্রি) ১ যোগভাবাপন্নত্ব। ২ যোগীর ভাব।

যোগিদণ্ড (পুং) যোগিনাং দণ্ডঃ অবলম্বনযষ্টিঃ। বেত্র।

যোগিন্ (ত্রি) যোগোঽস্ত্যস্য যোগ-ইনি যদ্বা যুজ সমাধৌ যুজির যোগে বা (সংপৃচাম্বুরুধেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ্। যোগযুক্ত, যোগাবলম্বী।

"স্বর্ণে লোষ্ট্রে গৃহেঽরণ্যে সুস্নিগ্ধচন্দনে তথা।
সমতা ভাবনা যস্য স যোগী পরিকীর্ত্তিতঃ॥"
(ব্রহ্মবৈ০ গণপতি০ ৩৫ অ০)

স্বর্ণ বা লোষ্ট্র, গৃহ বা অরণ্য অথবা সুস্নিগ্ধচন্দনে যাহার সমান ভাবনা, অর্থাৎ যিনি ভাল মন্দ, সুখ, দুঃখ, উভয়ই তুল্য জ্ঞান করেন, তাঁহাকে যোগী কহে। গীতায় অভিহিত হইয়াছে যে,—

"আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥" (গীতা ৭অ০)

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার ন্যায় সকলকে অবলোকন করেন, এবং যাহার সুখ বা দুঃখ উভয়ই তুল্য, তিনি যোগী। যিনি যোগাবলম্বন করেন, তাঁহাকেও যোগী কহে।
[বিশেষ বিবরণ যোগশব্দ দেখ]

২ শিব।

৩ (যোগী) যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। যিনি যোগাভ্যাসে সতত নিরত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্ যোগিসম্বন্ধে গীতায় বলিয়াছেন যে, তপস্বী অপেক্ষা, এমন কি সকল কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও যোগী শ্রেষ্ঠ। [যোগ দেখ]

যোগদর্শনে অবস্থাভেদে চারিপ্রকার যোগীর উল্লেখ পাওয়া যায়,—প্রথমকল্পিক, মধুভূমিক, প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ ও অতিক্রান্তভাবনীয়। যাঁহারা কেবল যোগশিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, যাঁহাদের পরচিত্তাদি বিষয়ে জ্ঞান দৃঢ় হয় নাই, হইবার উপক্রম হইয়াছে মাত্র, তাঁহাদিগকে প্রথমকল্পিক যোগী কহে। দ্বিতীয় মধুভূমিক—ইহার অপর নাম ঋতম্ভরপ্রজ্ঞ, এই শ্রেণীর যোগীরা ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের জয়াভিলাষী। তৃতীয় প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ—ইঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে সম্পূর্ণ বশীভূত করিয়াছেন। ভূত ও ইন্দ্রিয়জয়বশতঃ পরচিত্তাদি জ্ঞানে ইঁহাদের সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। চতুর্থ অতিক্রান্তভাবনীয়, এই যোগীর কেবল চিত্তলয় অবশিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন আর সকল সমাধিই সিদ্ধ হইয়াছে জানিতে হইবে।

যোগের আরম্ভ হইতে কৈবল্য পর্য্যন্ত চারি অবস্থার প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ প্রথমকল্পিক যোগীর পক্ষে দেবগণের সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনা নাই। তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় যোগিগণ দেবগণ অপেক্ষা উন্নত, সুতরাং দেবগণ তাঁহাদের প্রলোভন দেখাইতে সমর্থ নহেন, কেবল দ্বিতীয় অবস্থাই প্রলোভন কাল, এই অবস্থায় চিত্ত দৃঢ় হয় নাই, কেবল সিদ্ধির অঙ্কুর দেখা দিয়া থাকে মাত্র, এই সময় ইন্দ্রাদি দেবগণ যোগীর চিত্তশুদ্ধি অবগত হইয়া স্বর্গাদিস্থানের বিবিধ উপভোগ্য বিষয় দ্বারা তাঁহাদের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়া থাকেন। পাছে যোগসিদ্ধিপ্রভাবে যোগিগণ দেবতাদের অধিকারচ্যুতি ঘটায়, এই ভয়ে দেবগণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া বলেন, 'আপনি এই স্থানে অবস্থিতি ও বিহার করুন, এই ভোগ কমনীয়, এই কন্যা চিত্তহারিণী, এই ঔষধ জন্মমৃত্যু-বিনাশক, এই রথ গগনচারী, এই কল্পবৃক্ষ আপনার সকল মনোরথ পূরণ করিবে,' ইত্যাদি নানাপ্রকার প্রলোভনে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন। *

যোগী যদি ইহাতে প্রলুব্ধ হন, তাহা হইলে যোগভ্রষ্ট হইয়া পরিশেষে নিরয়গামী হইয়া থাকেন। যতদিন অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি লাভ না হয়, ততদিন যোগী কিছুতেই যোগপথ পরিত্যাগ করিবেন না, যত বিভীষিকা বা সম্পদ্-লাভ হউক না কেন, কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ধীরে ধীরে গুরুর উপদেশানুসারে যোগ করিতে থাকিবেন, কিছুতেই যোগত্যাগ করিবেন না।

বর্ত্তমান কালে যোগিগণ শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কাণফট্ প্রভৃতি যোগি-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি বহুপ্রাচীন না হইলেও, প্রাচীনতম কাল হইতে ভারতবর্ষে যোগীদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। দত্তাত্রেয় নারদ, এমন কি, দেবাদিদেব মহাদেবও পরম যোগী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

হঠপ্রদীপিকা, দত্তাত্রেয়-সংহিতা, গোরক্ষসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে যোগিসম্প্রদায়ের অনুষ্ঠেয় আসন-প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ সমুদায়ের যথাযথ প্রণালী নিবদ্ধ হইয়াছে। সহজানন্দ চিন্তামণি স্বাত্মারাম যোগীন্দ্রের হঠপ্রদীপিকায় যোগিদিগের চারিটী উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম উপদেশে প্রধান প্রধান হঠযোগীর নাম; যোগসাধনের অনুকূল ও প্রতিকূল ক্রিয়াসমূহের বিবরণ; যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়ামাদি যোগাঙ্গ; যোগাধিকারের লক্ষণ ও যোগিদিগের ভোজন-

---

* "তত্র মধুমতীং ভূমিং সাক্ষাৎকুর্ব্বতো ব্রাহ্মণস্য স্থানিনো দেবাঃ সত্ত্বশুদ্ধিমনুপশ্যন্তঃ স্থানৈরুপনিমন্ত্রয়ন্তে, ভোঃ ইহাস্যতাং, ইহরম্যতাং কমনীয়োঽয়ং ভোগঃ, কমনীয়েয়ং কন্যা, রসায়নমিদং জরামৃত্যুং বাধতে, বৈহায়সমিদং যানং, অমী কল্পদ্রুমাঃ, পুণ্যা মন্দাকিনী, সিদ্ধা মহর্ষয়ঃ, উত্তমা অনুকূলা অপ্সরসঃ, দিব্যে শ্রোত্রচক্ষুষী, বজ্রোপমঃ কায়ঃ স্বগুণৈঃ সর্ব্বমিদমুপার্জ্জিতমায়ুষ্মতা, প্রতিপদ্যতামিদমক্ষয়মজরমমরস্থানং দেবানাং প্রিয়মিতি।" (যোগভাষ্য ৩।৫১)

নিয়ম। দ্বিতীয়ে ধৌতি, বস্তী প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্ম ও কএক প্রকার কুম্ভকের লক্ষণ; তৃতীয়ে দশপ্রকার মুদ্রাসাধন বিবরণ এবং চতুর্থ উপদেশে সমাধির বিষয় ও নানারূপ সিদ্ধাবস্থার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

অত্রি ও অনুসূয়ার পুত্র দত্তাত্রেয় ঋষি ভগবানের ষষ্ঠ অবতার ও পরমযোগী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি যোগধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদাদি সাধকদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন। (ভাগবত ১।৩)

মার্কণ্ডেয়-পুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক লোকসংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া বহুকাল সরোবরে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। তৎপ্রতিপাদিত সংহিতায় মন্ত্রযোগের নিকৃষ্টত্ব সূচিত হইয়াছে এবং লয়যোগের সূচনাপ্রসঙ্গে নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি, ভূতলে শয়ন, মৃত্যুঞ্জয়ধ্যান প্রভৃতির অঙ্গ ও প্রণালীক্রমে অষ্টাঙ্গ হঠযোগের সবিস্তার বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি দত্তাত্রেয়ের মতে—

"যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রাণায়ামশ্চতুর্থঃ স্যাৎ প্রত্যাহারশ্চ পঞ্চমঃ॥
ষষ্ঠী তু ধারণা প্রোক্তা ধ্যানং সপ্তমমুচ্যতে।
সমাধিরষ্টমঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বপুণ্যফলপ্রদঃ॥"

গোরক্ষ-সংহিতাকার গুরু গোরক্ষনাথ স্বকীয় গ্রন্থে হঠপ্রদীপিকা ও দত্তাত্রেয়সংহিতার যোগপ্রকরণ-পদ্ধতির অনুসরণ করিলেও যম ও নিয়ম ব্যতীত ষড়্‌যোগাঙ্গের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন তদ্‌গ্রন্থে ষট্‌চক্র-সাধনের বিশেষ বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে।

অহিংসাদি দশ প্রকার যমনিয়ম* পালন ব্যতীত যোগীদিগকে ভোজনবিষয়ে আরও নানাপ্রকার কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। কেবল পরিমিতাহারই যোগীর পক্ষে প্রশস্ত নহে। অম্ল, লবণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণদ্রব্য, হরীত শাক, বদরীফল, তৈল, তিল, সর্ষপ, মৎস্য, মদ্য, ছাগলাদির মাংস, দধি, তক্র, কুলথ, কলায়, বরাহমাংস, পিণ্যাক, হিঙ্গু ও লশুনাদি দ্রব্য যোগীদিগের অভক্ষ্য। গোধূম, শালিধান্য, যব, ষষ্টিকধান্যরূপ সুচারু অন্ন, ক্ষীর, অখণ্ডনবনীত, চিনি, মধু, শুণ্ঠী, কপোলকফল, পঞ্চশাক, মুদ্গ প্রভৃতি ও উত্তমজল প্রভৃতি সামগ্রী সংযমীদিগের সুপথ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

* "অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং কৃপার্জ্জবম্।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমা দশ॥
তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্।
সিদ্ধান্তশ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চ জপো হুতম্।
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।" (হঠপ্রদীপিকা ১উপ০)

বিন্দুধারণ করিলে যোগীদিগের যোগাঙ্গসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে। অতএব বিন্দুক্ষয়জনিত আয়ুনাশ ও বলহানি প্রতিবিধান জন্য যোগিগণের সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন আরও বিধান আছে যে, হঠযোগীরা উপদ্রবশূন্য নির্জ্জন স্থানে অবস্থিত থাকিয়া যোগমঠে প্রবেশপূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিবেন। যে স্থানে যেরূপ ভাবে এই মঠ নির্ম্মাণ করিতে হয়, হঠপ্রদীপিকায় তাহার এইরূপ বিবরণ লিখিত আছে,—

"স্বল্পদ্বারমরন্ধ্রগর্ত্তপিটকং নাত্যুচ্চনীচায়তম্
সম্যগ্‌গোময়সান্দ্রলিপ্তমমলং নিঃশেষবাধোজ্‌ঝিতম্।
বাহ্যে মণ্ডপকূপবেদিরচিতং প্রাকারসংবেষ্টিতম্
প্রোক্তং যোগমঠস্য লক্ষণমিদং সিদ্ধৈর্হঠাভ্যাসিভিঃ॥"

(হঠপ্রদীপিকা)

অর্থাৎ, যোগমঠ ক্ষুদ্রদ্বারবিশিষ্ট, রন্ধ্রহীন, গর্ত্তযুক্ত, নাতি উচ্চ বা নাতি নিম্ন, গোময় দ্বারা সম্যগ্‌রূপে লিপ্ত, পরিষ্কৃত ও যোগের বিঘ্নদায়ক দ্রব্য পরিশূন্য হওয়া কর্ত্তব্য। উহার বাহিরে মণ্ডপ, কূপ ও বেদিরচিত থাকিবে এবং সমগ্র স্থান প্রাচীর পরিবেষ্টিত হইবে। আলস্য পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিদিন সম্মার্জ্জনার দ্বারা মঠ পরিষ্কৃত এবং ধূপ, ধূনা, গুগ্‌গুলু ও অন্যান্য সুগন্ধি দ্বারা মঠ সুবাসিত রাখা যোগীর একান্ত কর্ত্তব্য। তিনি এইরূপে সুবাসিত গৃহমধ্যে উপবেশন করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত হইবেন। যোগাসনে উপবিষ্ট হইবার যে সকল কৌশল আছে, যোগীরা তাহাকে আসন বলিয়া থাকেন। সর্ব্বসমেত প্রায় ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ দেখা যায়। সংহিতামতে, যোগসাধনব্যাপারে যে সকল প্রকার আসন বিহিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পদ্মাসন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু হঠপ্রদীপিকায় সিদ্ধাসনেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত দেখা যায়।

গোরক্ষসংহিতায় পদ্মাসনের অনুষ্ঠান-বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে,—

"বামোরূপরি দক্ষিণং হি চরণং সংস্থাপ্য বামং তথা-
প্যন্যোরূপরি তস্য বন্ধনবিধৌ ধৃত্বা করাভ্যাং দৃঢ়ম্।
অঙ্গুষ্ঠং হৃদয়ে নিধায় চিবুকং নাসাগ্রমালোকয়ে-
দেতদ্‌ব্যাধিবিনাশকারি যমিনঃ পদ্মাসনং প্রোচ্যতে।"

(গোরক্ষ সংহিতা)

এইরূপে আসনবদ্ধ হইয়া প্রাণায়াম করিতে হয়, অর্থাৎ নাসিকাদ্বারা শরীর মধ্যে বায়ুপূরণ ও ধারণ করিয়া পশ্চাৎ রেচন অভ্যাস করিবে। প্রথম অভ্যাসকালে জল ও দুগ্ধপানই প্রশস্ত; কিন্তু উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে পর আর এ নিয়ম পালন করিতে হয় না।

শরীর মধ্যে বায়ুকে স্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধ করাকে কুম্ভক বলা যায়। কুম্ভককালে ইন্দ্রিয় সকলের স্ব স্ব বৃত্তি হইতে নিরোধের নাম প্রত্যাহার। শীৎকার, ভ্রমরী প্রভৃতি নানাপ্রকার কুম্ভকের উল্লেখ দেখা যায়। হঠপ্রদীপিকা-রচয়িতা লিখিয়াছেন যে, যোগীরা অভ্যাসবলে রেচন ও পূরণ না করিয়াও কুম্ভকসাধন করিতে সমর্থ হন। ক্রমাগত অভ্যাসবলে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন হইয়া তাঁহারা পদ্মাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া ক্রমশঃ ভূমিপরিত্যাগপূর্ব্বক শূন্যে অবস্থান করিতে পারেন। ঐ সময়ে তাঁহাদের বিচিত্র শক্তি লাভ হইয়া থাকে। অল্প বা বহুভোজন করিলেও তাঁহারা পীড়িত হন না। প্রাণায়াম সিদ্ধ হইলে শরীরের লঘুতা ও দীপ্তি এবং জঠরাগ্নিবৃদ্ধি ও দেহের কৃশতা সমুপস্থিত হইয়া থাকে।

যদি এরূপে শরীর শুদ্ধ না হইয়া শ্লেষ্মাদি ঘটিত পীড়া জন্মে, তাহা হইলে যোগিগণ ধৌতি, নেতী প্রভৃতি কতকগুলি ব্যাপার সাধন করিয়া থাকেন। হঠপ্রদীপিকায় লিখিত আছে যে, ১৫ হাত দীর্ঘ ও ৪ অঙ্গুলী প্রস্থ একখণ্ড জলসিক্ত বস্ত্র গুরূপদিষ্ট পথদ্বারা ক্রমশঃ গ্রাস করিয়া পরে তাহা নির্গত করিয়া ফেলিবে, ইহাকে বস্তিকর্ম্ম বা ধৌতিকর্ম্ম কহে। ইহার দ্বারা কাস, শ্বাস, প্লীহা, কুষ্ঠ, কফরোগ প্রভৃতি বিংশতি-প্রকার ব্যাধির শান্তি হইয়া থাকে। এইরূপে নাসারন্ধ্রে সূত্র প্রবেশ করাইয়া মুখদ্বারা নির্গত করণের নাম নেতীকর্ম্ম। নেত্রযুগল স্থির করিয়া অশ্রুপাত না হওয়া পর্য্যন্ত কোন সূক্ষ্ম লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখার নাম ত্রাটককর্ম্ম। শরীরের মধ্যে জলপূরণ, বায়ুপূরণ এবং তদুভয়ের বহির্নির্গমন প্রভৃতি শোধকব্যাপার অনুষ্ঠানেরও আদেশ আছে। এই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে যোগীরা কএকপ্রকার অঙ্গভঙ্গী অভ্যাস করিয়া থাকেন, উহাকে মুদ্রা বলা যায়। কপাল-বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে বিপরীতভাবে প্রবিষ্ট ও বদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংন্যস্ত করার নাম খেচরীমুদ্রা। ইহা যোগসাধনকালে বায়ুরোধের বিশেষ উপযোগী। [মুদ্রা দেখ।]

কখন কখন যোগীরা পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে এবং মস্তক অধো-ভাগে রাখিয়া ব্যায়ামকুশলীর ন্যায় অবস্থান করেন। এই প্রকার অঙ্গভঙ্গী প্রথমে ক্ষণকাল হইতে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অভ্যাস করিতে হয়। এরূপ অনুষ্ঠানে কেশের শুক্লতা ও মাংসকুঞ্চনাদিরূপ বার্দ্ধক্যচিহ্ন সকল ছয় মাসের মধ্যে অপহৃত হইয়া যায়। প্রতিদিন একপ্রহরকাল অভ্যাসে মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়া থাকে।

ষট্‌চক্রভেদ যোগীদিগের একটী প্রধান সাধন এবং হংস-মন্ত্রজপ অতি মহদ্ব্যাপার। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সময় 'হং' শব্দে বায়ু বহির্গত হয় এবং 'স' শব্দে শরীর মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করে। দিবারাত্রে জীব ২১৬০০ বার এই মন্ত্র জপ করে। এই অজপা নাম গায়ত্রী যোগীদিগের মোক্ষদায়িকা।

শরীর মধ্যে স্থানবিশেষে বায়ুধারণের নাম ধারণা। পৃথিবী, আম্ভসী, আগ্নেয়ী, বায়বী ও নভোধারণা ভেদে ইহা পাঁচ প্রকার। পায়ু দেশের ঊর্দ্ধে এবং নাভির অধোভাগে পাঁচ দণ্ডকাল বায়ুধারণের নাম পৃথিবী-ধারণা। নাভিস্থলে রক্ষিত হইলে আম্ভসী, নাভির ঊর্দ্ধমণ্ডলে আগ্নেয়ী, হৃদয়ে বায়বী এবং ভ্রূমধ্য হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত মস্তকের সমুদায় স্থানে বায়ুধারণের নাম নভোধারণা। যোগীদিগের বিশ্বাস যে, পৃথিবী ধারণা করিলে পৃথিবীতে মৃত্যু হয় না, আম্ভসী ধারণা করিলে জলে মৃত্যু ঘটে না, আগ্নেয়ীধারণা করিলে অগ্নিতে শরীর দগ্ধ হয় না, বায়বী ধারণা করিলে কোনভয় থাকে না এবং নভোধারণা করিলে কিছুতেই মৃত্যু হয় না। এই কারণে গোরক্ষনাথ বায়ুস্থির রাখিবার জন্য যোগীদিগকে পুনঃ পুনঃ সাবধান হইতে আদেশ দিয়াছেন।

"গজ বাধিয়া রাজা পবন বাধিয়া যোগী।
ধান্য বাধিয়া গৃহস্থ বিন্দু বাধিয়া ভোগী॥"

যোগশাস্ত্রে সগুণ অর্থাৎ সাকার দেবতার এবং নির্গুণ অর্থাৎ নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান করিবার বিধি আছে। যোগিগণ সগুণ উপাসনা দ্বারা অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করেন এবং নির্গুণ ধ্যানদ্বারা সমাধিযুক্ত হইয়া ইচ্ছানুরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের বিশ্বাস, সমাধি সিদ্ধ হইবার পর, মানব ইচ্ছানুসারে দেহত্যাগ বা দেহরক্ষা করিয়া সুখসম্ভোগ করিতে সমর্থ হন। দত্তাত্রেয়সংহিতায় লিখিত হইয়াছে যে—

"সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ।
কদাচিৎ স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেঽপি সঞ্চরেৎ॥
মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ।
সিংহব্যাঘ্রগজো বাপি স্যাদিচ্ছাতোঽন্যজন্মতঃ॥"

অর্থাৎ সাধক যোগী যদ্যপি দেহত্যাগের বাঞ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি অবলীলাক্রমে পরব্রহ্মে লীন হইতে পারেন, নতুবা অণিমাদি ঐশ্বর্য্যবলে দেবাদি বিভিন্ন মূর্ত্তিরূপ ধারণ-পূর্ব্বক সর্ব্বলোকে অশেষবিধ সুখসম্ভোগ করিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হন।

যোগশব্দে যোগীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারিত হওয়ায় এবং যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ, মুদ্রা, ষট্‌চক্রভেদ প্রভৃতি আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত থাকায় এখানে বিশদভাবে লিখিত হইল না। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

বর্ত্তমান কালে আমরা কএক জন যোগী পুরুষের যোগ-

বলের কথা ইংরাজরাজপুরুষদিগের মুখেও শুনিয়া থাকি। মাক্রাজবাসী শিশাল নামক এক দক্ষিণদেশীয় যোগী কুম্ভক দ্বারা শূন্যে উত্থিত হইয়া জপ করিতেন*। পঞ্জাবকেশরী রাজা রণজিৎ সিংহের দরবারে জেনারল ভেন্তুরা ও কাপ্তেন ওয়েডের সমক্ষে হরিদাস সাধুর যোগসমাধি ও দশমাস কাল ভূগর্ভমধ্যে অবস্থানকথা সকলেই জ্ঞাত আছেন। + কিছুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৭৫৪ শকে কলিকাতার দক্ষিণে খিদিরপুরের ভূকৈলাস নামক স্থানে এক যোগিপুরুষ আনীত হন, ভূকৈলাসরাজ সত্যচরণ ঘোষাল তৎকালে জীবিত ছিলেন। ডাঃ গ্রেহাম তাঁহার নাসারন্ধ্রে এমোনিয়া ধারণ করিয়াও যোগভঙ্গ করিতে পারেন নাই। যোগভঙ্গ হইবার পর ঐ যোগী দুল্লানবাব বলিয়া আপনার পরিচয় দেন। তিনি দুই একটীর অধিক কথা কহিতেন না। ১৭৫৫ শকে উদরভঙ্গ রোগে তাঁহার দেহত্যাগ ঘটে।

অধুনাতন যোগীদিগের মধ্যে নানা সাম্প্রদায়িকবিভাগ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কণফট্‌যোগী, অওঘড়যোগী, মচ্ছেন্দ্রী, শারঙ্গীহার, ডুরীহার, ভর্ত্তৃহরি, কাণিপা ও অঘোরপন্থী প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকের নাম উল্লেখযোগ্য। স্ত্রীলোকে যোগধর্ম্ম গ্রহণ করিলে যোগিনী বা নাথিনী বলা যায়। ইহারা গেরুয়া বস্ত্র, ত্রিশূলাদি শিবচিহ্ন ও কর্ণে মুদ্রাও ব্যবহার করে। অনেককে অলঙ্কার দ্বারা শরীর অলঙ্কৃত করিতেও দেখা যায়। স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া গৃহস্থযোগী"সংযোগী" নামে খ্যাত।

উত্তরপশ্চিম ভারতে যোগিসম্প্রদায়ী বহুলোকের বাস আছে। উহাদের মধ্যে অওঘর ও গোরখপন্থীর সংখ্যাই অধিক। যোগিশ্রেষ্ঠ গোরক্ষনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তাঁহার দ্বাদশ শিষ্য হইতেই পশ্চিমাঞ্চলীয় যোগী সম্প্রদায়ের বৃদ্ধি ও পুষ্টি হইয়াছে। বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক লোকের মুখে ঐ দ্বাদশ জনের বিভিন্ন নাম পাওয়া যায়—

১ সত্যনাথ, ধর্ম্মনাথ, কায়নাথ, আদিনাথ, মৎস্যনাথ, অভয়পন্থীনাথ, কালেপ (কাণিপা), ধ্বজপন্থী, হণ্ডীবিরঙ্গ, রামজী, লক্ষ্মণজী, দরিয়ানাথ।

২ আইপন্থী, রামজী, ভর্ত্তৃহরি, সৎনাথ, কাণিবাকি (জালন্ধরনাথের শিষ্য,) কপিলমুনি, লক্ষ্মণ, নটেশ্বর, রতন নাথ, সন্তোষনাথ, ধ্বজপন্থী (হনুমানের শিষ্য), মীননাথ।

৩ শান্তনাথ, রামনাথ, অভঙ্গনাথ, ভরঙ্গনাথ, ধরনাথ, গলাইনাথ, ধ্বজনাথ, জালন্ধরনাথ, দর্পনাথ, কনকনাথ, নীমনাথ ও নাগনাথ।

কাবুল ও পেশাবর জেলায় যে সকল যোগী দেখা যায়; তাহাদের আচার ব্যবহার অহিন্দুজনোচিত। বৌদ্ধপ্রধান প্রাচীন জনপদে হিংসাদ্বেষপূর্ণ এরূপ যোগি-সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থান দেখিয়া বৈদেশিক জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, সম্ভবতঃ ইহারা ভোটদেশীয় হইবে।

অন্যান্য যোগীদিগের মধ্যে ভর্ত্তৃহরি ও নন্দিয়া যোগীদিগকে হিন্দু বলা যায় এবং ভঙ্গীগণ প্রায়ই মুসলমান। শেষোক্ত যোগিগণ দাড়ি রাখে, গুদড়ী পরিধান করে, মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধে ও স্কন্ধে ঝুলী লইয়া বিচরণ করে। ভর্ত্তৃহরি যোগীরা শারঙ্গী বাজাইয়া পথে পথে বেড়ায়। গলায় রুদ্রাক্ষমালা ও হস্তে বৈরাগী-ছড়ি লইয়া যায়। ইহারা সামুদ্রিকবিদ্যা ও জ্যোতিকবিদ্যা দ্বারা জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

নন্দিয়া যোগীরা ঐরূপে গেরুয়া বসন পরিধান ও মাল্যাদি ধারণ করে বটে, কিন্তু তাহারা শারঙ্গী বাজাইয়া গান করেনা, তাহারা প্রায়ই পাঁচপদযুক্ত অথবা কোন বিকৃত গোপালন করিয়া দেবস্থান বা মেলাদিতে অর্থোপার্জ্জন করে। মহাদেবের অনুচর নন্দী বলিয়া আপনাদিগকে পরিচিত করায় এই শ্রেণীর যোগীরা নন্দিয়া নামে সাধারণে খ্যাত। ইহারা পুরুষপরম্পরায় ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। বালকেরা দীক্ষাকালে মস্তক মুণ্ডন করে ও গুরুর নিকট হইতে গুদড়ী প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভর্ত্তৃহরি যোগীরা ভর্ত্তৃহরি, রাজা গোপীচাঁদ ও মহাদেবের উদ্দেশে গান করিয়া বেড়ায়। ভঙ্গী ও নন্দী যোগীরা কখনও গান করে না। যাহারা গান করে, তাহারা কেবল মহাদেবের মহিমাই সংকীর্ত্তন করিয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের যোগিগণ জাহির পীর, হীরা ও রঞ্জার প্রেমগীতি এবং অমরসিংহ রাঠোরের বীরত্বকাহিনী গান করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দর্জ্জির কাজ করে, কেহ বা রেশম কাটে।

মার্কোপোলো চুগী (chugi) শব্দে যোগীদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহারা ব্রাহ্মণ (A braimau) ও ধর্ম্মসম্প্রদায়। দেবোপাসক স্বতন্ত্র ইহারা প্রায়ই ১৫০ হইতে ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে*।

যোগিনী (স্ত্রী) যোগ-ইনি, যোগিন্, ঙীপ্। ১ যোগযুক্তা নারী।

"তে উভে ব্রহ্মবাদিন্যৌ যোগিন্যৌ চাপ্যুভে দ্বিজ।"

(মার্কণ্ডেয়পু৹ ৫২।৩১)

২ ভগবতীর সখীরূপা আবরণদেবতা। এই যোগিনী কোটিবিধ। ইহাদের মধ্যে চতুঃষষ্টি প্রধানা, দুর্গাপূজার

* Saturday Magazine, Vol I. p, 28.

+ W. G. Osborne's Court and Camp of Runjit Sing, p, 124.

* Marco Polo's Travels, Vol. II, p. 130.

সময় এই সকল যোগিনীর পূজা করিতে হয়। প্রধানা চতুঃষষ্টি যোগিনীর এইরূপ নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়,—

১ নারায়ণী, ২ গৌরী, ৩ শাকম্ভরী, ৪ ভীমা, ৫ রক্তদন্তিকা, ৬ ভ্রামরী, ৭ পার্ব্বতী, ৮ দুর্গা, ৯ কাত্যায়নী, ১০ মহাদেবী, ১১ চণ্ডঘণ্টা, ১২ মহাবিদ্যা, ১৩ মহাতপা, ১৪ সাবিত্রী, ১৫ ব্রহ্মবাদিনী, ১৬ ভদ্রকালী, ১৭ বিশালাক্ষী, ১৮ রুদ্রাণী, ১৯ কৃষ্ণপিঙ্গলা, ২০ অগ্নিজ্বালা, ২১ রৌদ্রমুখী, ২২ কালরাত্রি, ২৩ তপস্বিনী, ২৪ মেঘস্বনা, ২৫ সহস্রাক্ষী, ২৬ বিষ্ণুমায়া, ২৭ জলোদরী, ২৮ মহোদরী, ২৯ মুক্তকেশী, ৩০ ঘোররূপা, ৩১ মহাবলা, ৩২ শ্রুতি, ৩৩ স্মৃতি, ৩৪ ধৃতি, ৩৫ তুষ্টি, ৩৬ পুষ্টি, ৩৭ মেধা, ৩৮ বিদ্যা, ৩৯ লক্ষ্মী, ৪০ সরস্বতী, ৪১ অপর্ণা, ৪২ অম্বিকা, ৪৩ যোগিনী, ৪৪ ডাকিনী, ৪৫ শাকিনী, ৪৬ হাকিনী, ৪৭ হাকিনী, ৪৮ লাকিনী, ৪৯ ত্রিদশেশ্বরী, ৫০ মহাষষ্ঠী, ৫১ সর্ব্বমঙ্গলা, ৫২ লজ্জা, ৫৩ কৌশিকী, ৫৪ ব্রহ্মাণী, ৫৫ মাহেশ্বরী, ৫৬ কৌমারী, ৫৭ বৈষ্ণবী, ৫৮ ঐন্দ্রী, ৫৯ নারসিংহী, ৬০ বারাহী, ৬১ চামুণ্ডা, ৬২ শিবদূতী, ৬৩ বিষ্ণুপ্রিয়া, ৬৪ মাতৃকা। এই চতুঃষষ্টি যোগিনী।

(বৃহন্নন্দিকেশ্বরপুরাণোক্ত দুর্গাপূজাপ০)

কালিকা-পুরাণে চতুঃষষ্টি যোগিনীর নাম অন্যরূপ লিখিত আছে। যথা—ব্রহ্মাণী, চণ্ডিকা, রৌদ্রী, ইন্দ্রাণী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, দুর্গা, নারসিংহী, কালিকা, চামুণ্ডা, শিবদূতী, বারাহী, কৌশিকী, মাহেশ্বরী, শাঙ্করী, জয়ন্তী, সর্ব্বমঙ্গলা, কালী, কপালিনী, মেধা, শিবা, শাকম্ভরী, ভীমা, শান্তা, ভ্রামরী, রুদ্রাণী, অম্বিকা, ক্ষমা, ধাত্রী, স্বাহা, স্বধা, অপর্ণা, মহোদরী, ঘোররূপা, মহাকালী, ভদ্রকালী, ভয়ঙ্করী, ক্ষেমঙ্করী, উগ্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, চণ্ডা, চণ্ডবতী, চণ্ডী, মহামোহা, প্রিয়ঙ্করী, বলবিকারিণী, বলপ্রমথিনী, মনোন্মথিনী, সর্ব্বভূতদমনী, উমা, তারা, মহানিদ্রা, বিজয়া, জয়া, শৈলপুত্রী, চণ্ডঘণ্টা, স্কন্দমাতা, কালরাত্রি, চণ্ডিকা, কুষ্মাণ্ডী, কাত্যায়নী ও মহাগৌরী।

(কালিকাপু০ ৫২, ৫৩ অ০)

এই সকল যোগিনীরও পূজা করিতে হয়। তিথিবিশেষে যোগিনী এক এক দিকে অবস্থিতি করেন, ইহার বিষয় এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রতিপদ ও নবমী তিথিতে যোগিনী পূর্ব্বদিকে থাকে, উহার নাম ব্রহ্মাণী, দ্বিতীয়া ও দশমী তিথিতে উত্তরে, উহার নাম মাহেশ্বরী, তৃতীয়া ও একাদশীতে উত্তরে, নাম কৌমারী, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋতকোণে, নাম নারায়ণী, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, নাম বারাহী, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, নাম ইন্দ্রাণী, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে নাম চামুণ্ডা, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে, নাম মহালক্ষ্মী। যোগিনী সম্মুখ করিয়া যাত্রা করিতে নাই।

"ব্রহ্মাণী সংস্থিতা পূর্ব্বে প্রতিপন্নবমীতিথৌ।
মাহেশ্বরী চোত্তরে চ দ্বিতীয়া দশমী তিথৌ॥
স্থিতাগ্নেয়ে চ কৌমারী তৃতীয়ৈকাদশীতিথৌ।
নারায়ণী চ নৈর্ঋতে চতুর্থী দ্বাদশী তিথৌ॥
পঞ্চম্যাঞ্চ ত্রয়োদশ্যাং বারাহী দক্ষিণে তথা।
ষষ্ঠ্যাঞ্চৈব চতুর্দ্দশ্যামিন্দ্রাণী পশ্চিমে তথা॥
সপ্তম্যাং পৌর্ণমাস্যাঞ্চ চামুণ্ডা বায়ুগোচরে।
যোগিনীসম্মুখে নৈব গমনাদি প্রকারয়েৎ॥" (গরুড়পু০ ৫৯অ০)

যোগিনী ভ্রমণ সম্বন্ধে খনার বচনে লিখিত আছে যে,—

"পূ, বা, দ, ঈ, প, অ উনি।
চারি চারি দণ্ডে ফিরে যোগিনী।
ঘোড়ার পৃষ্ঠে দেবী যায়, দক্ষিণে সম্মুখে ধীরে ধায়॥ (খনা)

জ্যোতিষে লিখিত আছে যে,—

"প্রতিপন্নবমী পূর্ব্বে রামা রুদ্রাশ্চ পাবকে।
শরত্রয়োদশী যাম্যে বেদা মাসাশ্চ নৈর্ঋতে॥
ষষ্ঠী চতুর্দ্দশী পশ্চাৎ বায়ব্যাং মুনিপূর্ণিমে।
দ্বিতীয়া দশমী বক্ষে ঐশান্যাং চাষ্টমী কুহূঃ॥
যোগিনী নবদণ্ডান্ত শেষা বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
দক্ষসম্মুখযোগিন্যাং গমনং নৈব কারয়েৎ॥
বামে শুভকরী দেবী পৃষ্ঠে সর্ব্বার্থসাধিনী।
বধবন্ধকরী চাগ্রে দক্ষিণে মৃত্যুদায়িনী॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

যোগিনী প্রতিপদ্ ও নবমীতে পূর্ব্বে, তৃতীয়া ও একাদশীতে অগ্নিকোণে, পঞ্চমী ও ত্রয়োদশীতে দক্ষিণে, চতুর্থী ও দ্বাদশীতে নৈর্ঋত কোণে, ষষ্ঠী ও চতুর্দ্দশীতে পশ্চিমে, সপ্তমী ও পূর্ণিমাতে বায়ুকোণে, দ্বিতীয়া ও দশমীতে উত্তরে, অষ্টমী ও অমাবস্যাতে ঈশানে অবস্থান করে। যাত্রাদি শুভকার্য্যে যোগিনীর শেষ ৯ দণ্ড পরিবর্জ্জনীয়। দক্ষিণ ও সম্মুখস্থ যোগিনীতে যাত্রা করিলে বধবন্ধনাদি হয়, এবং বাম ও পৃষ্ঠস্থ যোগিনীতে গমন করিলে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়।

কোন শুভকার্য্যে গমন করিতে হইলে যোগিনীর শুভাশুভ দেখিয়া যাত্রা করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

ভূতডামরে যোগিনী-সাধনের বিধি আছে, যথাবিধি যোগিনীসাধন করিলে নানাবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ হইয়া থাকে।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি যোগিনীসাধনোত্তমং।
সর্ব্বার্থসাধনং নাম দেহিনাং সর্ব্বসিদ্ধিদম্॥
অতিগুহ্যা মহাবিদ্যা দেবানামপি দুর্লভা।
যাসামভ্যর্চ্চনং কৃত্বা যক্ষেশোঽভূদ্ধনাধিপঃ॥" (ভূতডামর)

এই যোগিনীসাধন সর্ব্বার্থ সিদ্ধিপ্রদ, অতি গোপনীয় এবং দেবতাদিগেরও দুর্ল্লভ। যক্ষাধিপতি এই যোগিনীসাধন করিয়া ধনাধিপ হইয়াছেন।

নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে যোগিনীসাধন করিতে হয়। প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া 'হ্রৌঁ' এই মন্ত্রে আচমন করিবে, পরে 'ওঁ সহস্রারং হুং ফট্' এই মন্ত্রে দিগ্‌বন্ধন করিয়া মূল মন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হইবে। তদনন্তর 'হ্রীং' এই মন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। ঐ পদ্ম-মধ্যে যোগিনীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া পীঠপূজাপূর্ব্বক দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"পূর্ণচন্দ্রনিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাম্॥"

এই মন্ত্রে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে পাদ্যাদি দ্বারা পূজা করিতে হইবে। যথাবিধানে পূজা করিয়া 'ওঁ হ্রীং আগচ্ছ সুরসুন্দরী স্বাহা' এই মূলমন্ত্র সহস্রবার জপ করিতে হইবে, প্রতিদিনই সায়ং, সন্ধ্যা ও মধ্যাহ্ন কালে পূর্ব্বোক্তরূপে ধ্যান করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাসকাল জপ করিয়া মাসান্ত-দিনে বৃহতী পূজা ও বলি দিতে হয়। তৎপরে একাগ্রমনে দেবীকে জপ করিতে হইবে।

পরে দেবী সাধকের দৃঢ়ভক্তি জানিয়া নিশীথসময়ে তাহার নিকট উপস্থিত হইবেন। তখন সাধক দেবীকে উপস্থিত দেখিয়া পাদ্যাদি দান করিয়া পুষ্পাঞ্জলিহস্তে নিজের অভিলাষ ব্যক্ত করিবেন। সাধক দেবীকে মাতা ভগিনী বা ভার্য্যাভাবে সম্বোধন করিবেন। দেবীকে মাতৃসম্বোধন করিলে দেবী বিত্ত, উত্তমদ্রব্য, রাজত্ব এবং সাধক যাহা প্রার্থনা করে, তাহাই প্রদান করিয়া তাহাকে পুত্রবৎ পালন করিয়া থাকেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে নানাবিধ দ্রব্য ও দিব্যবস্ত্রপ্রদান করিয়া দিব্যকন্যা আনিয়া দেন, সাধক এই সাধনাবলে ভূত-ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, এবং যাহা প্রার্থনা করে, দেবী তৎ-সমুদয় প্রতিদিন প্রদান করিয়া থাকেন।

যদি দেবী সাধকের ভার্য্যা হন, তাহা হইলে সাধক সর্ব্বরাজপ্রধান এবং স্বর্গে বা পাতালে সকল স্থানে গমন করিতে পারে, এই সাধনে দেবী যে সকল দ্রব্যপ্রদান করেন, তাহা অবর্ণনীয়। সাধক এই ভাবে সাধনা করিয়া কদাচ অন্য স্ত্রীসম্ভোগ করিবেন না, কেবল দেবীর সহিতই সম্ভোগ করিবেন। *

অন্যবিধ যোগিনীসাধন—

"ততোঽন্যসাধনং বক্ষ্যে নির্ম্মিতং ব্রহ্মণা পুরা।
নদীতীরং সমাসাদ্য কুর্য্যাৎ স্নানাদিকং ততঃ॥" (ভূতডামর)

এই যোগিনীসাধন পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা ঠিক করিয়াছিলেন। এই সাধন করিতে হইলে নদীতীরে যাইয়া স্নান ও সন্ধ্যাদি সমাপন করিবে। পরে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া চন্দন দ্বারা মণ্ডল লিখিতে হইবে. ঐ মণ্ডল মধ্যে স্বীয় মন্ত্র লিখিয়া আবাহন করিয়া মনোহরাকে ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"কুরঙ্গনেত্রাং শরদিন্দুবক্ত্রাং বিম্বাধরাং চন্দনগন্ধলিপ্তাং।
চীনাংশুকাং পীনকুচাং মনোজ্ঞাং শ্যামাংসদা কামদুঘাং বিচিত্রাং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া যথাবিধানে দেবীর পূজা করিতে

অথ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃত্বা স্নানাদিকং শুভং।
প্রাসাদঞ্চ সমাসাদ্য কুর্য্যাদাচমনং ততঃ।
প্রণবাদ্যে সহস্রারং হুংফট্ দিগ্‌বন্ধনং চরেৎ।
প্রাণায়ামং ততঃ কুর্য্যাৎ মূলমন্ত্রেণ মন্ত্রবিৎ।
ষড়ঙ্গং মায়য়া কুর্য্যাৎ পদ্মমষ্টদলং লিখেৎ।
তস্মিন্ পদ্মে তথা মন্ত্রী জীবন্যাসং সমাচরেৎ।
পীঠে দেবীং সমভ্যর্চ্চ ধ্যায়েদ্দেবীং জগৎপ্রিয়াম্।
ওঁ পূর্ণচন্দ্র নিভাং দেবীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
পীনোত্তুঙ্গকুচাং বামাং সর্ব্বজ্ঞামভয়প্রদাং।
ইতি ধ্যাত্বা চ মূলেন দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভং।
প্রণবাদ্যে ভুবনেশি আগচ্ছ সুরসুন্দরী।
বহ্নের্জায়া জপেন্মন্ত্রং ত্রিসন্ধ্যঞ্চ দিনে দিনে।
সহস্রৈকপ্রমাণেন ধ্যাত্বা দেবীং সদা বুধঃ।
মাসান্তে ব্যাপ্য দিবসং বলিপূজাং সুশোভনং।
কৃত্বা চ প্রজপেন্মন্ত্রং নিশীথে যাতি সুন্দরী।
সুদৃঢ়ং সাধকং জ্ঞাত্বা যাতি সা সাধকালয়ে।
সুপ্রেম্না সাধকাগ্রে সা সদা স্মেরমুখী ততঃ।
দৃষ্ট্বা দেবীং সাধকেন্দ্রো দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং শুভম্।
সুচন্দনং সুমনসো দত্ত্বাভিলষিতং বদেৎ।
মাতরং ভগিনীং বাথ ভার্য্যাং বা ভক্তিভাবতঃ।
যদি মাতা তদা বিত্তং দ্রব্যঞ্চ সুমনোহরম্।
নৃপতিত্বং প্রার্থিতং যত্তদ্দদাতি দিনে দিনে।
পুত্রবৎপালয়েল্লোকে সত্যং সত্যং সুনিশ্চিতং।
স্বসা দদাতি দ্রব্যঞ্চ দিব্যং বস্ত্রং তথৈব চ।
দিব্যকন্যাং সমানীয় নাগকন্যাং দিনে দিনে।
যদ্ যদ্ ভবতি ভূতঞ্চ ভবিষ্যতীতি তৎ পুনঃ।
ভার্য্যা বা যদি বা দেবী সাধকস্য মনোহরা।
রাজেন্দ্রঃ সর্ব্বরাজানাং সংসারে সাধকোত্তমঃ।
স্বর্গে লোকে চ পাতালে গতিঃ সর্ব্বত্র নিশ্চিতা।
যদ্ যদ্ দদাতি সা দেবী কথিতুং নৈব শক্যতে।
তয়া সার্দ্ধঞ্চ সম্ভোগং করোতি সাধকোত্তমঃ॥" (ভূতডামর)

* "তাসামাদ্যাং প্রবক্ষ্যামি সুরাণাং সুন্দরীং প্রিয়ে।
অস্যাভ্যার্চ্চনেনৈব রাজত্বং লভতে নরঃ।

হইবে। পূজাবসানে 'ওঁ হ্রীঁং মনোহরে স্বাহা' এই মূল মন্ত্র দশহাজার বার জপ করিতে হইবে।

এইরূপে একমাস জপ করিয়া মাসান্ত দিবসে নিশীথ সময় পর্য্যন্ত জপ করিতে হইবে। এইরূপে জপাদি করিতে থাকিলে মনোহরা দেবী সাধককে নিতান্ত অনুরক্ত জানিয়া তাহাকে বর দিবার জন্য তাহার নিকট উপস্থিত হন। তখন সাধক ভক্তিপূর্ব্বক পাদ্যাদি দ্বারা তাহার অর্চ্চনা এবং 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মাংসবলি দিয়া পূজা করিবে। তখন মনোহরা সাধকের প্রতি প্রসন্না হইয়া তাহার প্রার্থিত বর প্রদান এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ দান করেন। প্রতিদিন সাধক এইসকল সুবর্ণই ব্যয় করিয়া ফেলিবেন, নচেৎ দেবী আর তাহাকে দিবেন না। এই সাধনাতে অন্যস্ত্রী সহবাস পরিত্যাগ করিতে হয়। এই সাধনবলে সাধকের গতি সর্ব্বত্র অব্যাহত থাকে।

অপর প্রকার যোগিনীসাধন—

সাধক বটবৃক্ষতলে যাইয়া প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া দেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"প্রচণ্ডবদনাং গৌরীং পক্কবিম্বাধরাং প্রিয়াম্।
রক্তাম্বরধরাং বামাং সর্ব্বকামপ্রদাং শুভাং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া 'হ্রীঁ' এই মন্ত্রে প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গ ন্যাস করিয়া মাংসোপহারে দেবীর পূজা করিবে। "ওঁং হ্রীঁ হূঁং রক্তকর্ণ্ণাণি আগচ্ছ স্বাহা" দেবীর এই মূলমন্ত্র প্রতিদিন দশ হাজার করিয়া জপ করিতে হইবে। প্রতিদিন ইহাকে উচ্ছিষ্ট রক্ত দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করা বিধেয়। এইরূপ করিলে দেবী তাহাকে অনুরক্ত জানিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হন। পরে সাধক তাহাকে অর্চ্চনা করিলে দেবী সপরিবারে তাহার ভার্য্যা হইয়া থাকেন। ইহা সিদ্ধ হইলে নিজপত্নী ত্যাগ করিতে হয়। দেবী তাহার ভার্য্যা হইয়া সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

কামেশ্বরী নামক যোগিনীসাধন—

ইহাতে সাধক পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া ভূর্জ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যথা বিধানে দেবীর পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"কামেশ্বরীং শশাঙ্কাস্যাং চলৎখঞ্জনলোচনাং।
সদা লোলগতিং কান্তাং কুসুমাস্ত্র[illegible]মুখীং॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া পূজা এবং 'ওঁ হ্রীঁং আগচ্ছ কামেশ্বরি স্বাহা' এই মূল মন্ত্র শয্যায় [illegible] করিয়া এক সহস্র জপ করিতে হইবে। প্রতিদিনই এইরূপে সহস্র জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস করিয়া মাসান্তদিন ঘৃত ও মধু দ্বারা প্রদীপ জ্বালিয়া পূর্ব্বোক্ত রূপে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। দেবী নিশীথকালে সাধকের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া থাকেন। দেবী তাহাকে পত্নীর ন্যায় সেবা ও বিবিধ দ্রব্য প্রদান করেন, এইরূপে সমস্ত রাত্রি তাহার নিকট থাকিয়া প্রভাত কালে গমন করেন।

রতিসুন্দরী যোগিনীসাধন—

সাধক পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া ভূর্জ্জপত্রে দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া তাহার ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"সুবর্ণবর্ণাং গৌরাঙ্গীং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
নূপুরাঙ্গদহারাঢ্যাং রম্যাঞ্চ পুষ্করেক্ষণাম্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ওঁ হ্রীঁ আগচ্ছ রতিসুন্দরি স্বাহা" এই মূল মন্ত্রে পূজা করিয়া সহস্রবার এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এই পূজায় জাতীপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত। পরে প্রতিদিন এইরূপে এক হাজার করিয়া এই মন্ত্র জপ করিতে হয়। এক মাস এইরূপে জপ করিয়া শেষ দিনে দেবীর পূজা করিয়া জপ করিতে থাকিবে। তখন সুন্দরী সাধককে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানিয়া নিশীথ সময়ে তাহার নিকট আগমন করেন। সাধক সেই সময় তাঁহাকে অর্চ্চনা করিবেন। ইহাতে দেবী সন্তুষ্টা হইয়া প্রীতিপ্রদ ভোজনাদি দ্বারা সাধককে সন্তুষ্ট করিয়া থাকেন এবং সাধকের ভার্য্যা হইয়া অভিলষিত বর প্রদান করিয়া প্রভাতকালে সাধকের আজ্ঞানুসারে চলিয়া যান। সাধক নির্জ্জন স্থানে বা প্রান্তরে এইরূপে সিদ্ধ হইয়া স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া তথায় অবস্থান করিবেন। ইহার অন্যথাচরণ করিলে সাধক বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পদ্মিনী নামক যোগিনীসাধন—

সাধক স্বগৃহে বা শিব সমীপে পূর্ব্ববৎ সকল কার্য্য করিয়া রক্তচন্দন দ্বারা "ওঁ হ্রীং আগচ্ছ পদ্মিনি স্বাহা" এই মূল মন্ত্র ভূর্জ্জপত্রে লিখিতে হইবে। পরে তাহার ধ্যান করিয়া যথা বিধানে পূজা করিবে।

ধ্যান যথা—

"পদ্মাননাং শ্যামবর্ণাং পীনোত্তুঙ্গপয়োধরাং।
কোমলাঙ্গীং স্মেরমুখীং রক্তোৎপলদলেক্ষণাং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিয়া এক সহস্র মূল মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপে প্রতিদিন করিয়া মাসান্ত পূর্ণিমা তিথিতে যথাবিধানে পূজা করিয়া ভক্তি পূর্ব্বক মন্ত্র জপ করিতে থাকিবে। পরে দেবী নিশীথ সময়ে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার

ভার্য্যা হন এবং তাহাকে ভূষণাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। পদ্মিনী এইরূপে প্রতিদিন তাহার প্রতি পতিব্যবহার করিয়া তাহাকে স্বর্গে লইয়া যান। সাধক স্বীয় ভার্য্যা পরিত্যাগ করিয়া কেবল পদ্মিনীকেই ভজনা করিবেন।

নটিনী যোগিনীসাধন—

বিশ্বামিত্র এই যোগিনীসাধন করিয়াছিলেন। সাধক অশোকতরুতলে গমন করিয়া মূলমন্ত্রে বিধিপূর্ব্বক সমস্ত কার্য্য করিবেন, পরে এই বিদ্যার ধ্যান করিতে হইবে।

ধ্যান যথা—

"ত্রৈলোক্যমোহিনীং গৌরীং বিচিত্রাম্বরধারিণীং।
বিচিত্রালঙ্কৃতাং রম্যাং নর্ত্তকীবেশধারিণীম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া মূল মন্ত্রে পূজা করিতে হইবে। 'ওঁ হ্রীঁ নটিনি স্বাহা' দেবীর এই মূল মন্ত্র, প্রতিদিন হাজার করিয়া জপ করিতে হয়। এইরূপে একমাস পূজা ও জপ করিয়া শেষ দিনে মহতী পূজা আবশ্যক। এইরূপে জপ করিয়া পূজা করিতে থাকিলে অর্দ্ধরাত্র সময়ে দেবী সাধককে প্রথমে একটু ভয় প্রদর্শন করান। ইহাতে সাধক ভীত না হইয়া বিধিমত জপ করিতে থাকিবেন। পরে দেবী তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বরগ্রহণ করিতে আদেশ করেন, সাধক দেবীর ঐ বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে মাতা, ভগিনী বা ভার্য্যা বলিয়া সম্বোধন করিবেন। সাধক দেবীকে যেরূপ সম্বোধন করিবেন, দেবীও তদনুরূপ আচরণ করিয়া সাধককে সন্তুষ্ট করেন। মাতৃ-সম্বোধন করিলে দেবী তাহাকে পুত্রবৎ পালন এবং প্রতিদিন শত সুবর্ণ ও নানাবিধ অভিলষিত দ্রব্য প্রদান করেন। ভগিনী সম্বোধন করিলে দেবকন্যা, নাগকন্যা, বা রাজকন্যা আনিয়া দেন, ইহাতে সাধক ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সমস্ত বিষয় জানিতে পারে। ভার্য্যা সম্বোধন করিলে বিপুলধন ও সকল অভিলাষ পূরণ করেন।

মৈথুনপ্রিয়া যোগিনীসাধন—

ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুম দ্বারা দেবীর প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া অষ্টদলপদ্ম অঙ্কিত করিবে। তৎপরে স্নানাদি করিয়া ঐ প্রতিমূর্ত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া ধ্যান করিবে।

ধ্যান যথা—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং নানারত্নবিভূষিতাং।
মঞ্জীরহারকেয়ূররত্নকুণ্ডলমণ্ডিতাম্ ॥"

এইরূপে ধ্যান এবং প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। মূলমন্ত্র "ওঁ হ্রীঁ গবাহ্বয়ানিপি মৈথুনপ্রিয়ে স্বাহা" এই সাধনা কৃষ্ণাপ্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিতে হয়, ইহাতে প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাতে পূজা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। পরে পূর্ণিমা তিথিতে গন্ধাদি দ্বারা যথাবিধানে পূজা করিবে। এইরূপে পূজা করিয়া সমস্ত দিবারাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। দেবী প্রভাতকালে সাধকের নিকট আগমন করিয়া তাহার অভিলষিত বরপ্রদান করেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, যক্ষ বা রাক্ষসকন্যা ইহারা সাধককে চর্ব্ব-চোষ্যাদি নানাপ্রকার দ্রব্য আনিয়া দেন। দেবী সাধককে প্রতিদিন শতসুবর্ণ প্রদান করেন। দেবী এইরূপ বর দিয়া নিজালয়ে প্রস্থান করেন। এই সিদ্ধিবলে সাধক চিরজীবী, নীরোগ, সর্ব্বজ্ঞ, সুন্দর এবং সকলের অধিপতি হইয়া থাকে। (ভূতডামর)

যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাদের উপদেশানুসারে এই সকল সাধন করিতে হয়, কারণ গুরূপদেশ ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সাধক নিজে নিজে এই সকল করিলে তাহা সিদ্ধ হয় না।

বৃহদ্ভূতডামরে ইহা ভিন্ন চতুঃষষ্টিযোগিনীসাধনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহার বিষয় বর্ণিত হইল না। চতুঃষষ্টিযোগিনী সপ্তকোটি যোগিনীর মধ্যে প্রধানা।

এই সকল যোগিনীর যথাবিধানে চক্রধারণ করিয়া সাধনা করিতে হয়, এই চক্রধারণ ব্যতীত সিদ্ধ হওয়া যায় না।

"ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামি যোগিনীচক্রমুত্তমম্।
যেন বিনা ন সিধ্যন্তি কলৌ ভূতেন্দ্রনায়িকা ॥"

(বৃহদ্ভূতডা০)

যোগিনীতন্ত্রেও ইহার সাধনাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

যোগিনীচক্র (ক্লী) যোগিনীদিগের সাধন জন্য যে চক্র করিতে হয়। (প্রভাসখ০)

যোগিনীপুর (ক্লী) বিশালের অন্তর্গত নগরভেদ। যন্ত্ররাজ-মতে ২৮।৩৯ অক্ষাংশে অবস্থিত।

যোগিপত্নী (স্ত্রী) যোগীর স্ত্রী।

যোগিপুর, গয়ার অন্তর্গত ফল্গুনদীতীরবর্ত্তী নগরভেদ।

(ভ০ ব্রহ্মখণ্ড ৩৬।৪)

যোগিভট্ট, পঞ্চাঙ্গতত্ত্ব নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

যোগিমাতৃ (স্ত্রী) যোগীর মাতা।

যোগিরাজ্ (পুং) যোগীশ্রেষ্ঠ।

যোগিবীর, (ত্রি) মহাসিদ্ধ, সিদ্ধযোগী।

যোগী, বঙ্গদেশবাসী হিন্দুজাতির শ্রেণীবিশেষ। সাধারণে যুগী নামে পরিচিত। কিছুকাল পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্রবয়নই ইহাদের প্রধানব্যবসা ছিল, এখনও হীনাবস্থাপন্ন অনেকে উক্ত বৃত্তি-দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে সমধিক সমুন্নত হইয়া এক্ষণে অনেকে বস্ত্রবয়নবৃত্তি পরিত্যাগ

অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যমকল্কতা।
এতানি মানসান্যাহুর্ব্রতানি ব্রতধারিণাম্॥
তৎসর্ব্বং কায়িকং পুংসাং ব্রতং ভবতি নান্যথা॥
উপবাসোহয়াচিতং নক্তং ভোজনং, আদিশব্দাদযাচিতাদিঃ'

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের মধ্যে স্ত্রী, পুরুষ সকলেরই ব্রতে অধিকার আছে, ইঁহারা সকলেই ব্রতানুষ্ঠান দ্বারা পাপমুক্ত হইয়া শ্রেষ্ঠগতি লাভ করিয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, তাঁহাদের কর্ম্মে অধিকার থাকা আবশ্যক, এই অধিকারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যাঁহারা বর্ণানুসারে স্ব স্ব আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, এবং বিশুদ্ধ চিত্ত, অলুব্ধ, সত্যবাদী, সর্ব্বভূতের হিতকারী, শ্রদ্ধাযুক্ত, মদ ও দম্ভরহিত, এবং পূর্ব্বে শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিয়া তদনুসারে কার্য্যকারী এই সকল সদ্গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী; অর্থাৎ যিনি ধার্ম্মিক তিনিই ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ ব্যক্তিই ব্রত করিলে তাহার ফল পাইয়া থাকেন, অন্যথা নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ তাহাদের ব্রতের ফল হয় না। ধার্ম্মিক শব্দের অর্থ এই রূপ লিখিত আছে যে, পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ, তপস্যা, সত্য, অক্রোধ, স্বদারে সন্তোষ, শৌচ, অনসূয়া, আত্মজ্ঞান, তিতিক্ষা, এই গুলি সাধারণ ধর্ম্ম নামে অভিহিত, এই সকল সাধারণ ধর্ম্মানুসারে যাঁহারা বিচরণ করেন, তাহারাই ধার্ম্মিক। এই রূপ ধার্ম্মিক ব্যক্তিই ব্রতে অধিকারী। "ব্রতসামান্যধর্ম্মস্তদধিকারিণশ্চ—

ব্রতোপবাসনিয়মৈঃ শরীরোত্তাপনৈস্তথা।
বর্ণাঃ সর্ব্বেঽপি মুচ্যন্তে পাতকেভ্যো ন সংশয়ঃ॥

তদেবং বচনসন্দর্ভেণোক্তনিয়মবতাং চতুর্ণামপি বর্ণানাং স্ত্রীপুংসাধারণ্যেন ব্রতেঽধিকারঃ।

নিজবর্ণাশ্রমাচারঃ নিয়তশুদ্ধমানসঃ।
ব্রতেঽধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ।
অলুব্ধঃ সত্যবাদী চ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ।
ব্রতেঽধিকৃতো রাজন্নন্যথা বিফলঃ শ্রমঃ॥
পূর্ব্বং নিশ্চিত্য শাস্ত্রার্থং যথাবৎ কর্ম্মকারকঃ।
অবেদনিন্দকো ধীমানধিকারী ব্রতাদিষু॥
শ্রাদ্ধকর্ম্মতপশ্চৈব সত্যমক্রোধ এব চ।
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং নিত্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষা চ ধর্ম্মঃ সাধারণো মতঃ॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

চারিবর্ণের স্ত্রী মাত্রেরই ব্রতানুষ্ঠানে অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে একটু বিশেষ বিধি এই যে, সধবা স্ত্রী স্বামীর অনুজ্ঞা লইয়া ব্রত করিবেন, অনুজ্ঞা ব্যতীত ব্রত করিতে পারিবেন না, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে তাহাদের পক্ষে পৃথক্ যজ্ঞ, ব্রত, উপবাস প্রভৃতি কিছুই নাই, একমাত্র পতিশুশ্রূষাই তাহাদের ধর্ম্ম, ইহা দ্বারাই তাহারা উৎকৃষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে।

অবিবাহিতা কন্যা পিতার আদেশে এবং সধবা পতির আজ্ঞায় ও বিধবা পুত্রের অনুজ্ঞা লইয়া ব্রতাচরণ করিবে।

"তত্রায়ং পরো বিশেষঃ যৎ স্ত্রীণাং ভর্ত্ত্রাজ্ঞাং বিনা ন স্বাতন্ত্র্যেণ ব্রতাদিষ্বধিকারঃ—

নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণম্।
পতিং শুশ্রূষতে যত্তু তেন স্বর্গে মহীয়তে॥
নারী চ ত্বসনুজ্ঞাতা পিত্রা ভর্ত্রা সুতেন বা।
বিফলং তদ্ভবেত্তস্যা যৎ করোত্যৌর্দ্ধদেহিকম্॥

পিত্রেতি কন্যায়ে, ভর্ত্রেতি সৌভাগ্যদশায়াং, সুতেনেতি বৈধব্যদশায়াং, ঔর্দ্ধদেহিকং ব্রতাদি।" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

কুমারী, সধবা ও বিধবা স্ত্রী মাত্রেরই পিতা, পতি ও পুত্রের আদেশে ব্রতধারণ বিধেয়। অন্যথা তাহারা ব্রতের ফলভাগিনী হইবে না।

ব্রতাচরণ করিতে হইলে তাহার পূর্ব্বদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। পরে ব্রতারম্ভ দিনে সঙ্কল্প করিয়া করিতে হয়। ব্রতের পূর্ব্বদিন ব্রীহি, ষষ্টিক, মুদ্গ, কলায়, জল, দুগ্ধ, শ্যামাক, নীবার ও গোধূম এই সকল দ্রব্য ভোজন করিতে পারে, কিন্তু কুষ্মাণ্ড, অলাবু, বার্ত্তাকু, পালঙ্কী, জ্যোৎস্নিকা এই সকল দ্রব্য ভোজন নিষিদ্ধ।

চরু, শক্তু, শাক, দধি, ঘৃত, মধু, শ্যামাক, শালি, নীবার, মূল এবং পত্রাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। মধু ও মাংস নিষিদ্ধ।

"ব্রীহিষষ্টিকমুদ্গাশ্চ কলায়াঃ সলিলং পয়ঃ।
শ্যামাকাশ্চৈব নীবারা গোধূমাদ্যা ব্রতে হিতাঃ॥
কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকৌ পালঙ্কীজ্যোৎস্নিকাস্ত্যজেৎ।
চরুভৈক্ষ্যং শক্তুকণাঃ শাকং দধি ঘৃতং মধু॥"

(হেমাদ্রিব্রতখ°)

এই দিন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্য শব্দে অষ্টাঙ্গ মৈথুননিবৃত্তি বুঝিতে হইবে। ব্রতকারী, এই দিনে সকল ভূতের প্রতি দয়া, ক্ষান্তি, অনসূয়া, শৌচ প্রভৃতি পালন করিয়া চলিবেন।

ব্রতারম্ভ কালে অশৌচাদি হইলে ব্রত করিতে নাই। কিন্তু ব্রতারম্ভের পর যদি ব্রতদিনে অশৌচ হয়, তাহা হইলে ব্রত করিতে পারিবে, তাহাতে দোষ নাই। অর্থাৎ একটী ব্রত ৭ বৎসর ধরিয়া করিতে হয়, তন্মধ্যে যে বারে প্রথম ব্রতারম্ভ হইবে,

সেই বারে অশৌচাদি ঘটিলে করিতে পারিবে না। কিন্তু পর বৎসরে যদি ব্রতের সমসময়ে অশৌচ বা স্ত্রী রজস্বলা হয়, তাহা হইলে ব্রত বাধ হইবে না, অপর দ্বারা করা যাইবে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রত করিবেন, উপবাসাদি নিজেই করিবে, উপবাসে অসমর্থ হইলে রাত্রিতে ভোজন করিবে, অত্যন্ত অসমর্থ হইলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারা উপবাস করাইবে। স্বামীর ব্রতে স্ত্রী, এবং স্ত্রীর ব্রতে স্বামী প্রতিনিধি হইতে পারে। তাহা না হইলে পুত্র, ভ্রাতা বা ভগিনী প্রতিনিধি হইবে। ইহারা না হইলে ব্রাহ্মণকেও প্রতিনিধি করা যাইতে পারে।

"ব্রতযজ্ঞবিবাহেষু শ্রাদ্ধে হোমেঽর্চ্চনে জপে।
আরব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্॥
তত্র বিশেষয়তি মৎস্যপুরাণম্—
গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদা শুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥
উপবাসাশক্তৌ তু নক্তং ভোজনং কুর্ব্বীত।
উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।
ইতি বচনান্তরাৎ অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ, কায়িক-
কোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া বা স্বয়ং ক্রিয়তে। অত্যন্তা-
সামর্থ্যে পুত্রাদিপ্রতিনিধিদ্বারা উপবাসঃ কার্য্যঃ। তদভাবেঽনুকল্পঃ
ভার্য্যা ভর্ত্তৃব্রতং কুর্য্যাৎ জায়ায়াশ্চ পতিস্তথা।
অসামর্থ্যাৎ দ্বয়োস্তাভ্যাং ব্রতভঙ্গো ন জায়তে॥
পুত্রং বা বিনয়োপেতং ভগিনীং ভ্রাতরং তথা।
এষামভাবে এবাঙ্গঃ ব্রাহ্মণং বিনিয়োজয়েৎ॥" (হেমাদ্রিব্রতখ°)

যথাবিধানে ব্রত গ্রহণ করিলে সমাপনান্তে সেই ব্রতের প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। ব্রত বিশেষে ৫, ৭, ১৪ প্রভৃতি বৎসরে তাহার প্রতিষ্ঠা বিহিত হইয়াছে। যদি কেহ ব্রত আরম্ভ করিয়া ব্রতের সমাপ্তিকাল পর্য্যন্ত না বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রতের অসমাপ্তি জন্য দোষ হইবে না। ব্রতের ফলভাগী হইবে। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি লোভ, মোহ, প্রমাদবশতঃ ব্রতভঙ্গ করে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তা-নুষ্ঠানের পর পুনর্ব্বার ঐ ব্রত করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ে লিখিত আছে যে, তিন দিন উপবাস এবং কেশমুণ্ডন করিবে। কেশমুণ্ডন যদি না করে, তাহার মূল প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়-শ্চিত্ত করিতে হয়। উপবাস করিতে না পারিলে ২৪ পণ বরাটক-দানরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। কিন্তু সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের কেশবপন করিতে নাই। তাহাদের কেশের অগ্রভাগ হইতে দুই অঙ্গুল পরিমাণ কেশ-ছেদন করিলেই হইবে। এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরে আবার ব্রত করিবে। যদি কেহ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতগ্রহণপূর্ব্বক সেই ব্রত না করে, তাহা হইলে জীবিতাবস্থায় চণ্ডালত্ব এবং মরণের পর কুক্কুরযোনি প্রাপ্ত হয়।

"আরব্ধব্রতস্যাসমাপ্তৌ মরণেঽপি তৎফলপ্রাপ্তিমাহাঙ্গিরাঃ—
যো যদর্থং চরেদ্ধর্ম্মং ন সমাপ্য মৃতো ভবেৎ।
স তৎপুণ্যফলং প্রেত্য প্রাপ্নুয়াদঙ্গিরব্রবীৎ॥
'প্রেত্য পরলোকে' শাম্বপুরাণং—
লোভান্মোহাৎ প্রমাদাদ্বা ব্রতভঙ্গো যদা ভবেৎ।
উপবাসত্রয়ং কুর্য্যাৎ কুর্য্যাদ্বা কেশমুণ্ডনম্॥
মোহো ভ্রমঃ, প্রমাদোঽনবধানতা, বা শব্দঃ সমুচ্চয়ে, তেন
মুণ্ডনঞ্চ কার্য্যং মুণ্ডনাকরণে দ্বিগুণং প্রায়শ্চিত্তং। উপবাসত্রয়া-
শক্তৌ চতুর্বিংশতি পণা দেয়াঃ।
বপনং নৈব নারীণাং নানুব্রজ্যা জপাদিকম্।
ন গোষ্ঠে শয়নং তাসাং ন চ দধ্যাদ্গবাজিনম্॥
সর্ব্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য ছেদয়েদঙ্গুলদ্বয়ং।
এবমেব তু নারীণাং মুণ্ডমুণ্ডনমাদিশেৎ॥
প্রায়শ্চিত্তমিদং কৃত্বা পুনরেব ব্রতী ভবেং।
জীবন্ ভবতি চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে॥"
(প্রায়শ্চিত্তবিবেকধৃত বচন)

ব্রতগ্রহণ বিষয়ে পূর্ব্বাহ্ন কালে সঙ্কল্প করিতে হয়। পূর্ব্ব দিনে সংযতচিত্ত হইয়া ব্রতদিন প্রাতঃকালে স্নানসন্ধ্যাদি করিয়া আচমন, সূর্য্যার্ঘ্য, গণেশ, শিবাদি পঞ্চ দেবতা, আদিত্যাদি নব-গ্রহ ও ইন্দ্রাদি দশদিক্‌পাল প্রভৃতির পূজা, সূর্য্য, সোম ইত্যাদি স্বস্তিবাচন করিয়া পরে সঙ্কল্প করিবে।

"প্রাতঃ সঙ্কল্পয়েদ্বিদ্বানুপবাসব্রতাদিকম্।
নাপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে পিত্র্যকালৌ হি তৌ স্মৃতৌ॥"
একাহারং পূর্ব্বদিনে কৃত্বা পরদিনে স্নাত্বাচম্য সূর্য্যাদি-
দেবেভ্যো নিবেদ্য ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ' ইত্যাদি মন্ত্রেণ সান্নিধ্য
প্রার্থ্য ব্রতমাচরেৎ, ততঃ সঙ্কল্পয়েৎ।
যাবন্ন দীয়তে চার্ঘ্যং ভাস্করায় মহাত্মনে।
তাবন্ন পূজয়েদ্বিষ্ণুং শঙ্করং বা মহেশ্বরীম্॥
নবগ্রহমখং কৃত্বা ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ।
অন্যথা ফলদং পুংসাং ন কার্য্যং জায়তে কচিৎ॥
আদিত্যং গণনাথঞ্চ দেবীং রুদ্রং যথাক্রমং।
নারায়ণং বিশুদ্ধাখ্যং অন্তে চ কুলদেবতাম্॥' (হেমাদ্রিব্রতখ°)
ইত্যাদি রূপে পূজাদি করিয়া ব্রতাচরণ করিবে।

ব্রত যে কয় বৎসর সাধ্য হইবে, সেই কয় বৎসর একই, নিয়মে ব্রতানুষ্ঠান করিয়া নিয়মিত বৎসর পূর্ণ হইলে বিধি অনু-সারে সেই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে যদি জন্ম বা মরণাশৌচ হয়, তাহা হইলেও পূর্ব্ব সঙ্কল্পানুসারে প্রতিষ্ঠা

কার্য্য সিদ্ধ হইবে, তাহাতে কোনরূপ দোষ হইবে না। কিন্তু যাহার ব্রত, তিনি উপবাসাদি ভিন্ন আর কিছুই করিতে পারিবেন না।

যদি কোন দৈবগতিকে প্রতিষ্ঠা বৎসরে প্রতিষ্ঠা না হয়, তাহা হইলে অশৌচে হইবে না। যদি ঐ বৎসর গুরু শুক্রের বাল্য, অস্ত ও বৃদ্ধজনিত অকাল ও মলমাসাদি হয়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠা হইবে না। যে বৎসর অকাল, মলমাস প্রভৃতি না হয়, এবং অশৌচাদি না থাকে, সেই বৎসরেই প্রতিষ্ঠা হইবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠা-বৎসরে প্রতিষ্ঠা না করায় অবশ্য পাপভোগী হইতে হইবে।

ব্রতকারী ব্রতানুষ্ঠানের পর ব্রতকথা শ্রবণ করিবেন। ব্রত প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে আর কথা শুনিতে হয় না। কিন্তু কোন কোন ব্রতে বিশেষ আছে যে, প্রতিষ্ঠার পরও কথাশ্রবণ, ও ডোরোৎসর্গ করিতে হয়, যেমন কুক্কুটীসপ্তমীব্রতে প্রতিষ্ঠার পরও যাবজ্জীবন ব্রতকথা শ্রবণ ও ডোর ধারণ করিতে হয়।

প্রত্যেক ব্রতের বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে লিখিত হইয়াছে, এই জন্য এই স্থলে আর লিখিত হইল না। অকারাদি ক্রমে কতকগুলি ব্রতের নাম নির্দ্দিষ্ট হইল। ভবিষ্য পুরাণ, মৎস্যপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি পুরাণ সমূহে এই সকল ব্রতের বিধান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

১। অক্ষয়তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যোত্তরে বর্ণিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসের চান্দ্র শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই তিথিতে স্নান, জপ, হোম, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ, দান প্রভৃতি যাহা কিছু করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। এই তিথি সত্য যুগাদ্যা। এই তিথিতে সকল ফল অক্ষয় হইয়া থাকে, এই জন্য এই তিথির নাম অক্ষয়া তৃতীয়া।

২। অক্ষয়ফলাবাপ্তি ফলকাখ্য তৃতীয়া ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে। অক্ষয়া তৃতীয়ার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩। অখণ্ডৈকাদশী ব্রত—এই ব্রতবিধান বামনপুরাণে লিখিত আছে। আশ্বিন মাসের শুক্ল একাদশীর দিন এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

৪। অগ্নিচতুর্থী ব্রত—এই ব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লাচতুর্থীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫। অঘোরাখ্যচতুর্দ্দশী—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রতবিধান আছে, ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর নাম অঘোরাখ্য চতুর্দ্দশী, এই তিথিতে ব্রত করিতে হয়। রঘুনন্দন তিথিতত্ত্বে এই ব্রতের বিধান উল্লেখ করিয়াছেন।

৬। অঙ্গারচতুর্থী ব্রত—মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিধান আছে। যে কোন মাসের মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৭। অচলা সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮। অদারিদ্র্যষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক মাসের ষষ্ঠী তিথিতে এক বৎসর কাল ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৯। অনঘাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত লিখিত আছে। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১০। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরে এই ব্রত উক্ত হইয়াছে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

১১। অনঙ্গত্রয়োদশীব্রত—কালোত্তরে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২। অনন্তচতুর্দ্দশীব্রত—এই ব্রত ভবিষ্যপুরাণে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়। এই ব্রত চতুর্দ্দশ বর্ষসাধ্য। ব্রতারম্ভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর এই ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৩। অনন্ততৃতীয়া ব্রত—এই ব্রতের বিধান পদ্মপুরাণে লিখিত আছে। নির্দ্দিষ্ট তৃতীয়া তিথিতে ব্রত করিলে অনন্ত ফল লাভ হয়, এই জন্য ইহার নাম অনন্ত তৃতীয়া ব্রত। শ্রাবণ, বৈশাখ বা অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪। অনন্তদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যে এই ব্রতের বিষয় লিখিত আছে। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। ইহা এক বৎসরসাধ্য।

১৫। অনন্তপঞ্চমী ব্রত—এই ব্রত স্কন্দ পুরাণের প্রভাস খণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬। অনন্তফলসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ইহা ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১৭। অনোদনসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮। অপরাজিতাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত, ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা বর্ষ সাধ্যব্রত।

১৯। অমাবস্যা ব্রত—কূর্ম্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন

অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করা যায়। অমাবস্যা তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে যে কোন দ্রব্য বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে দান করিলে মহাদেব তাহার উপর প্রীত হন, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সপ্ত জন্ম কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।

২০। অভীষ্ট সপ্তমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

২১। অভুক্তভরণসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২। অরুন্ধতী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বসন্ত ঋতুতে তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩। অর্কব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়। প্রত্যেক মাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের ষষ্ঠী ও সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৪। অর্কসপ্তমী ব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত দুই বৎসর সাধ্য। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫। অর্কসম্পুটসপ্তমী ব্রত। ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে সূর্য্যের উদ্দেশে উপবাসাদি করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৬। অর্কাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন মাসে শুক্লপক্ষে রবিবারে যদি অষ্টমী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭। অর্দ্ধশ্রাবণকব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্ল পক্ষে এই ব্রত হইয়া থাকে।

২৮। অর্দ্ধোদয় ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। যে দিন অর্দ্ধোদয় যোগ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়। মাঘ মাসের অমাবস্যার দিন যদি রবিবার, ব্যতীপাত যোগ ও শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে অর্দ্ধোদয় কহে। প্রথমে বসিষ্ঠ দেব, পরে জামদগ্ন্য ও সনকাদি ঋষিগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন।

২৯। অলবণতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। এই ব্রত যাবজ্জীবন করিতে হয়। দ্বিতীয়াতিথিতে উপবাস করিয়া তৃতীয়ার দিন লবণ ভক্ষণ করিতে নাই। প্রতিমাসেই এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে, পুরুষ মনোরমা পত্নী, এবং স্ত্রী মনোরম পতি লাভ করিয়া থাকে।

৩০। অবিঘ্ন-বিনায়ক চতুর্থী ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রতের ফলে সকল বিঘ্ন বিনষ্ট হয়।

৩১। অবিয়োগ-তৃতীয়া ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে উপবাস ও রাত্রিতে চন্দ্রদর্শন করিয়া পায়স ভোজন এবং পর দিন তৃতীয়ায় এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের অবৈধব্যকর।

৩২। অবিয়োগ দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া করিতে হয়।

৩৩। অব্যঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়। শ্রাবণের শুক্লসপ্তমী তিথিতে এই ব্রত শেষ হয়।

৩৪। অশূন্য-শয়ন দ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চাতুর্ম্মাস্যে অর্থাৎ শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাসে কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৫। অশোকত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ, জ্যৈষ্ঠ ও ভাদ্র এই তিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৬। অশোকপূর্ণিমা ব্রত। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার নাম অশোক-পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৭। অশোক-প্রতিপদ ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত করিলে পিতা, ভ্রাতা, পতি, পুত্র প্রভৃতির শোক হয় না।

৩৮। অশোকাষ্টমী ব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত, এই ব্রত চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে করিতে হয়। এই দিনে মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ৮টী অশোকপুষ্পকলিকা পান করিতে হয়। এই ব্রত ফলে শোক হয় না।

ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে অন্য প্রকার আরও একটী অশোকাষ্টমী ব্রত আছে।

৩৯। অহিংসা ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। অধ্যাত্মে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০। আগ্নেয় ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। যে কোন নবমী তিথিতে এই ব্রত করা যায়।

৪১। আজ্ঞাসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। ইহার ফলে আজ্ঞা অপ্রতিহত হইয়া থাকে।

৪২। আদিত্য ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত, এক বৎসর করিতে হয়। যে মাসের রবিবারে এই ব্রত গ্রহণ করা হয়, তাহার দ্বাদশ মাস পরে এই ব্রত শেষ হইবে।

৪৩। আদিত্যশয়ন ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি রবিবারে কিংবা সংক্রান্তির দিন হস্তা নক্ষত্র ও সপ্তমী তিথি হয়, তাহা হইলে সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪। আদিত্য-নন্দাদি ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি দ্বাদশী তিথি ও হস্তানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫। আনন্দব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬। আনন্দ-পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭। আনন্দনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লা নবমী তিথিকে আনন্দ নবমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে ফাল্গুন মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে একবার ভোজন এবং ষষ্ঠী তিথিতে রাত্রিকালে ভোজন, এবং সপ্তমী তিথিতে অযাচিত রূপে ভোজন এবং অষ্টমীতে উপবাস করিয়া পরে নবমী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৮। আয়ুধব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক এই চারিমাস কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়া করিতে হয়।

৪৯। আরোগ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে আশ্বিনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

বরাহপুরাণে আরও একটী অন্য প্রকার আরোগ্যব্রতের উল্লেখ আছে। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫০। আরোগ্য-দশমী ব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া দশমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১। আয়ুব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে সংযত হইয়া পূর্ণিমার দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৫২। আয়ুঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৩। আশাদিত্যব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের মধ্যে রবিবার দিন এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

৫৪। আশ্রমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৫৫। আষাঢ়ব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতে আষাঢ়ের প্রতিদিন একবার ভোজন ও বিষ্ণুপূজা করিতে হয়।

৫৬। ইন্দ্রপৌর্ণমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পূর্ণিমার দিন করিতে হয়। পূর্ণিমার উপবাস করিয়া ৬০ জন দম্পতীকে অলঙ্কারাদিদ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাদের পূজা করিবে।

৫৭। ঈশানব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে বৃহস্পতিবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৮। ঈশ্বরব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫৯। উদকসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৬০। উভয়দ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৬১। উভয়নবমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও এক বৎসর করিতে হয়। মাসের উভয় নবমীতিথিতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে।

৬২। উভয়সপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতও একবৎসরসাধ্য। মাসের উভয় সপ্তমীতে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬৩। উমামাহেশ্বরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

দেবীপুরাণ, ভৃগুসংহিতা ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে আরও তিন প্রকার এই ব্রত আছে।

৬৪। উত্থানবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লানবমীর নাম উত্থানবমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৫। ঋতুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত বসন্ত ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া ৬টী ঋতুতে করিতে হয়।

৬৬। ঋষিপঞ্চমীব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণের শুক্লাপঞ্চমীর নাম ঋষিপঞ্চমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৬৭। একভক্ত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসে একবারমাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৬৮। ঐশ্বর্য্যতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৬৯। কদলীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

৭০। কন্দুচতুর্থীব্রত—মাঘমাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম কন্দুচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭১। কপিলাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে যদি ব্যতীপাতযোগ ও রোহিণী নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কপিলাষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৭২। করণব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্ল পক্ষে যে দিন ববকরণ হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৭৩। কমলসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লাসপ্তমীকে কমলসপ্তমী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৭৪। কল্কিদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৭৫। কল্পবৃক্ষব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পয়োব্রতের নিয়মানুসারে তিন দিন অবস্থান ও কাঞ্চনকল্পপাদপ প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিবে।

৭৬। কল্যাণসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। রবিবারে যদি শুক্লাসপ্তমী হয়, তাহাকে কল্যাণসপ্তমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৭৭। কাঞ্চনপুরীব্রত-গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত শুক্লাতৃতীয়া, কৃষ্ণাএকাদশী, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, অমাবস্যা ও অষ্টমী এই সকল পর্ব্বদিনে করিতে হয়।

৭৮। কামব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্রমাসের ত্রয়োদশীতিথিতে করিতে হয়।

৭৯। কামদাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম কামদাসপ্তমী। এই তিথিতে ঐ ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮০। কামদেবব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত বৈশাখমাসের শুক্লাত্রয়োদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া চৈত্রশুক্লাত্রয়োদশীতে শেষ করিতে হয়।

৮১। কামধেনুব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়।

৮২। কামব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত ত্রয়োদশী তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

৮৩। কামষষ্ঠীব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসরসাধ্য।

৮৪। কামাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৮৫। কার্ত্তিকমাসব্রত—নারদোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৬। কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতিথিকে কার্ত্তিকেয়ষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৮৭। কালরাত্রিব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৮৮। কালাষ্টমীব্রত—বামনপুরাণোক্তব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে যদি মৃগশিরা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে কালাষ্টমী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত অভিহিত হইয়াছে।

৮৯। কীর্ত্তিব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত অষ্টমীতিথিতে করিতে হয়।

৯০। কুক্কুটীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লাসপ্তমীতিথিতে করিতে হয়।

৯১। কুবেরতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। এই ব্রত তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

৯২। কুমারষষ্ঠীব্রত—কালোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত শুক্লাষষ্ঠী হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

৯৩। কুম্ভীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাএকাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৪। কূর্ম্মদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোক্তব্রত। এই ব্রত পৌষ মাসের শুক্লাদ্বাদশীতে করিতে হয়।

৯৫। কৃচ্ছ্রব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্তব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক মাসের শুক্লৈকাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৯৬। কৃচ্ছ্রচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

৯৭। কৃত্তিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৮। কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ফাল্গুনমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৯৯। কৃষ্ণাদ্বাদশীব্রত—বরাহপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাদ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০০। কৃষ্ণব্রত—পদ্মপুরাণোক্তব্রত। একাদশী তিথিতে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১০১। কৃষ্ণষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষষ্ঠীতিথিতে বিহিত হইয়াছে।

১০২। কৃষ্ণাষ্টমীব্রত—দেবীপুরাণোক্তব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৩। কৃষ্ণৈকাদশীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাএকাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৪। কোকিলাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। আষাঢ়-

পূর্ণিমার দিন আরম্ভ করিয়া শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১০৫। কোটীশ্বরীতৃতীয়াব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া ৪ বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। এই ব্রতফলে দরিদ্রও কোটিপতি হইয়া থাকে।

১০৬। কৌমুদীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১০৭। ক্ষেমব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতে যক্ষ ও রক্ষোগণের পূজা করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১০৮। গণপতিচতুর্থীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। গণপতি চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ২ বৎসরসাধ্য। ইহাতে গণপতি পরিতুষ্ট হইয়া অভীষ্ট ফলপ্রদান করেন।

১০৯। গন্ধব্রত—শিবধর্ম্মোক্ত ব্রত। পূর্ণিমার দিন উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত একবৎসরসাধ্য।

১১০। গলন্তিকাব্রত—শিবরহস্যোক্ত ব্রত। গ্রীষ্মকালে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১১। গায়ত্রীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে ভগবান্ সূর্য্যদেব উদয়ের পূর্ব্বে গায়ত্রীজপদ্বারা সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে সকল রোগ প্রশমিত হয়।

১১২। গুড়তৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্তব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাতৃতীয়াতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৩। গুণাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৪। গুরুব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। বৃহস্পতিগ্রহের প্রীতির জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

১১৫। গুর্ব্বষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমীতিথিতে গুরুবার হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৬। গুহ্যকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে গুহ্যকদিগের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১১৭। গৃহপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত পঞ্চমীতিথিতে করিতে হয়।

১১৮। গোপদত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া ও চতুর্থী এই দুই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১১৯। গোপালনবমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২০। গোময়াদিসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২১। গৌরীচতুর্থী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লাচতুর্থীর নাম উমাচতুর্থী। এই চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২২। গৌরীব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লতৃতীয়াতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত স্ত্রীদিগের সৌভাগ্যবর্দ্ধক।

১২৩। গোবৎসদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৪। গোবিন্দদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। গোবিন্দ দ্বাদশীতে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৫। চণ্ডিকাব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। প্রতি মাসের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশীতিথিতে চণ্ডিকাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত এক বৎসর করিতে হয়।

১২৬। চতুর্দ্দশীজাগরণব্রত—কালিকাপুরাণোক্তব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৭। চতুর্দ্দশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশীতিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৮। চতুর্দ্দশ্যষ্টমীনক্তব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশীতিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি মাসের দুই অষ্টমী ও দুই চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১২৯। চতুর্মাসীব্রত—ইহাকে চাতুর্মাস্যব্রতও কহে। ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া কার্ত্তিক মাসের শুক্লা একাদশী পর্য্যন্ত এই চারি মাস করিতে হয়।

১৩০। চতুর্মূর্ত্তিচতুর্থীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্তব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩১। চতুর্যুগব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ হইতে চতুর্থী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

১৩২। চন্দ্রব্রত—বরাহপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত পঞ্চদশবর্ষসাধ্য।

১৩৩। চন্দ্ররোহিণীশয়নব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সোমবারে যদি পূর্ণিমা তিথি বা রোহিণী নক্ষত্র হয় তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৪। চন্দ্রার্কব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্রসূর্য্য একত্র অবস্থান করেন, এই দিনে এই উভয়ের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৩৫। চম্পাষষ্ঠীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের ষষ্ঠী

তিথিতে বৈধৃতিযোগ, বিশাখানক্ষত্র, মঙ্গলবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে চম্পাষষ্ঠী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৩৬। চান্দ্রায়ণব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে, পাপনাশের জন্য এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রে অপর প্রকার চান্দ্রায়ণব্রতেরও বিধান আছে। যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি হয়, সেইরূপ আহারের হ্রাসবৃদ্ধিমূলক এই চান্দ্রায়ণব্রত অভিহিত হইয়াছে। এই ব্রত পাপক্ষয়সাধন।

১৩৭। চিত্রভানুসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে যদি চিত্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৩৮। চৈত্রভাদ্রমাঘতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত চৈত্র, ভাদ্র ও মাঘমাসের শুক্লা তৃতীয়াতিথিতে করিতে হয়।

১৩৯। চৈত্রশুক্লপ্রতিপদ্‌বিহিততিলকব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্রশুক্লাপ্রতিপদে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৪০। জয়ন্তীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম জয়ন্তীসপ্তমী। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪১। জয়পৌর্ণমাসীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৪২। জয়াপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাপঞ্চমীকে জয়াপঞ্চমী কহে। এই পঞ্চমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৪৩। জয়াবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমাতিথির পর প্রতিপদতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া একমাস এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৪। জয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। যদি শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে রোহিণী, অশ্লেষা, মঘা বা হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাহইলে তাহাকে জয়াসপ্তমী কহে। ঐদিনে এই ব্রত করিবে।

১৪৫। জাতিত্রিরাত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের ত্রয়োদশীতিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৬। জামদগ্ন্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীকথিত ব্রত। ইহা বৈশাখমাসের দ্বাদশীতে করিতে হয়।

১৪৭। জ্ঞানাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সমস্ত বৈশাখমাসে রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৮। জ্যেষ্ঠাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের যে দিনে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হয়, সেই দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৪৯। জ্যৈষ্ঠব্রত—মহাভারতবর্ণিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫০। তপশ্চরণসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের সপ্তমীতিথিতে ইহা করিতে হয়।

১৫১। তপোব্রত—পদ্মপুরাণবর্ণিত ব্রত। মাঘ মাসের সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৫২। তাম্বুলসংক্রান্তি ব্রত - স্কন্দপুরাণকথিতব্রত। এই ব্রত চৈত্রসংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

১৫৩। তারকদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে তারকদ্বাদশী কহে। সেই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৫৪। তিথিনক্ষত্রবারব্রত—কালোত্তরকথিত ব্রত। তিথি, নক্ষত্র ও বারবিশেষের যোগ হইলে সেইদিনে এই ব্রত করিতে হয়। বুধবার, রোহিণীনক্ষত্র ও অষ্টমীতিথি এবং বৃহস্পতিবার শুক্লা চতুর্দ্দশী ও পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত হইলে এই ব্রত হয়। এইরূপ প্রায় সকল নক্ষত্র, বার ও তিথিবিশেষের যোগে এই ব্রত হইবে।

১৫৫। তিথিযুগলব্রত—যমস্মৃত্যুক্ত ব্রত। মাসের দুই অষ্টমী, দুই চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই যুগল তিথিতেই উক্ত ব্রত করিতে হয়।

১৫৬। তিন্দুকাষ্টমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিকে তিন্দুকাষ্টমী কহে। সেই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

১৫৭। তিলদাহী ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৫৮। তিলদ্বাদশীব্রত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে যদি পূর্ব্বাষাঢ়া বা মূলা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

১৫৯। তীর্থব্রত—সৌরপুরাণোক্ত ব্রত। শিবক্ষেত্রে নিজ চরণদ্বয় ছেদ করিয়া যাবজ্জীবন অবস্থান করিলে অন্তে মুক্তি হয়।

১৬০। তুরগ সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬১। তুষ্টিপ্রাপ্তিতৃতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা তৃতীয়া তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে সেই দিনে এই ব্রত হয়। কিন্তু শ্রাবণের কৃষ্ণা তৃতীয়ার দিন শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ অতি দুর্ঘট।

১৬২। তেজঃসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষ। এই ব্রত চৈত্র সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি

সংক্রান্তিতে করিতে হয়। এক বৎসর পরে ব্রত প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৬৩। ত্রয়োদশদ্রব্যসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। উত্তরায়ণ অতীত হইলে শুক্লপক্ষে রবিবারে সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৪। ত্রিগতিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৫। ত্রিবিক্রমতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৬। ত্রিবিক্রমত্রিরাত্রশত ব্রত—বিষ্ণুরহস্যকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৭। ত্রিবিক্রম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ করিয়া তিন মাস যাবৎ ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৬৮। ত্র্যম্বকব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৬৯। দশাদিত্য ব্রত—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত শুক্লপক্ষের রবিবারে যদি দশমীতিথি হয়, তাহা হইলে ঐদিনে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত ফলে দুর্দ্দশা দূর হয়।

১৭০। দশাবতারব্রত—বিষ্ণুপুরাণে লিখিত ব্রত। একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭১। দাম্পত্যাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭২। দিবাকর ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। রবিবারে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে উক্ত ব্রত হইবে।

১৭৩। দীপ্তি ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতে সন্ধ্যাকালে দীপ দান করিতে হয়।

১৭৪। দুর্গন্ধদৌর্ভাগ্যনাশনত্রয়োদশী ব্রত—ভবিষ্যকথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৫। দুর্গানবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন শুক্লা নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গা দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৭৬। দুর্গাব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৭। দুর্গাগণপতি-চতুর্থী ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা চতুর্থী বা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা চতুর্থী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৮। দূর্ব্বাত্রিরাত্র ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্ল পক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৭৯। দূর্ব্বাষ্টমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত ৮ বৎসর পর্য্যন্ত করিয়া পরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

১৮০। দেবমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া চারিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৮১। দেবব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর পর্য্যন্ত রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হয়। কালোত্তরোক্ত ব্রত ভেদ। চতুর্দ্দশী তিথিতে বৃহস্পতিবারে এই ব্রত হইয়া থাকে।

১৮২। দেবীব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এইরূপ কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতেও দেবীপুরাণোক্ত ব্রত বিশেষের বিধান আছে।

১৮৩। দ্বাদশসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ দ্বাদশ মাসের ১২টী সপ্তমী তিথিতেই এই ব্রত করিতে হইবে। এই ব্রতে প্রতিমাসে ভিন্ন ভিন্ন বিধি আছে।

১৮৪। দ্বাদশসাধ্যতৃতীয়া ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। এই ব্রত তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সকল তৃতীয়াতেই উপবাস করিয়া করিতে হয়। এক বৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা হইবে।

১৮৫। দ্বাদশাদিত্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া ১২ মাসে ধাতা প্রভৃতি দ্বাদশ আদিত্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৮৬। দ্বাদশীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতিথিতে এই ব্রত করিবে।

১৮৭। দ্বীপব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর কথিত ব্রত। চৈত্র শুক্ল পক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন জম্বু প্রভৃতি সপ্ত দ্বীপের পূজা করিতে হয়।

১৮৮। ধনসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়। বৎসর পূর্ণ হইলে প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

১৮৯। ধনাবাপ্তি ব্রত—ধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমার পর প্রতিপদ্ তিথি হইতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে। এই ব্রতের ফলে নির্ধন ধনবান্ হইয়া থাকে।

১৯০। ধন্তব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের প্রতিপদ্ তিথিতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯১। ধরাব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। উত্তরায়ণে শুভদিনে কাঞ্চনময়ী ধরা প্রস্তুত করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯২। ধর্ম্মব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ধর্ম্মরাজের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৩। ধান্তব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। বিষুবসংক্রান্তিতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৪। ধান্যসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লা সপ্তমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৫। ধাম ত্রিরাত্রব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত—ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৬। ধারাব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্রমাস হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

১৯৭। ধ্বজনবমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্লা নবমীর নাম ধ্বজনবমী। ঐ তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

১৯৮। ধ্বজব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। চৈত্র মাস হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত দ্বাদশবৎসরসাধ্য।

১৯৯। নক্তচতুর্থীব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। বিনায়ক চতুর্থীতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০০। নক্ষত্রপুরুষ ব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র-মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০১। নক্ষত্রার্থব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। মৃগশিরা নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২০২। নদীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন যথাক্রমে হ্লাদিনী, হ্লাদিনী, পাবনী, সীতা, ইক্ষু, সিন্ধু ও ভাগীরথী নদীর পূজা করিবে।

২০৩। নন্দব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

২০৪। নন্দাদিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। রবিবারে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৫। নন্দাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৬। নন্দাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমীর নাম নন্দাসপ্তমী। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২০৭। নয়নপ্রদসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্রের যোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে নয়নপ্রদসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে ঐ ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত বর্ষসাধ্য।

২০৮। নরকপূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি পূর্ণিমাতে এই ব্রত করিতে হয়।

২০৯। নরসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত—নরসিংহপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে নরসিংহ চতুর্দ্দশী কহে। এই চতুর্দ্দশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত প্রতি বর্ষে করিবার বিধান আছে।

২১০। নরসিংহত্রয়োদশীব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। বৃহস্পতিবারে যদি ত্রয়োদশী তিথি হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১১। নবম্যাদ্যুপবাস ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। নবমী, অষ্টমী, পূর্ণিমা ও চতুর্দ্দশী এই সকল তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২১২। নবরাত্রি ব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। দেবী ভাগবত প্রভৃতি পুরাণেও এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। আশ্বিন শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে ভগবতী দুর্গা দেবীর প্রীতি কাম-নায় নবমী পর্য্যন্ত ৯ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২১৩। নাগদষ্টোদ্ধরণপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৪। নাগপঞ্চমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। নাগ পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৫। নাগব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষে এই ব্রত করিতে হয়।

২১৬। নানাফলপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পূর্ণিমা তিথিতে নানাবিধ ফল দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়।

২১৭। নামতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত প্রতি মাসের তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়। ইহা বর্ষসাধ্য।

২১৮। নামদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২১৯—নামনবমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে ভগবতী দুর্গাদেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২২০। নামসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র

মাসের শুক্লপক্ষের, সপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি-মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হইবে।

২২১। নিক্ষুভার্কসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী, সপ্তমীতিথি, সংক্রান্তি বা রবিবার দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

২২২। নিজ লৈকাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন নিরম্বু উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২২৩। নীরাজনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে নীরাজন দ্বাদশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২৪। নৃসিংহদ্বাদশী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৫। পক্ষসন্ধিব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পক্ষসন্ধি প্রতিপদ্ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৬। পঞ্চঘটপূর্ণিমা ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। পাঁচটী পূর্ণিমা তিথিতে পাঁচটী ঘটদানরূপ ব্রত।

২২৭। পঞ্চপিণ্ডিকাগৌরীব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগর খণ্ডোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২২৮। পঞ্চমহাপাপনাশনদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে বর্ণিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবে।

২২৯। পঞ্চমহাভূত পঞ্চমীব্রত - বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেকথিত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৩০। পঞ্চমূর্ত্তি ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ইহা চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ও পৃথিবী এই পঞ্চমূর্ত্তির উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩১। পঞ্চাগ্নিসাধনরম্ভাতৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে নিয়মযুক্ত হইয়া এই ব্রত করিবে।

২৩২। পত্রব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ইহা তাম্বূল ভক্ষণের আদিতে করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর করিয়া পরে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

২৩৩। পদার্থব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর কাল করিতে হয়।

২৩৪। পদ্মনাভ দ্বাদশী ব্রত—বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৫। পয়োব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত অমাবস্যা তিথিতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

২৩৬। পর্ব্বনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রতও অমাবস্যার দিন আরম্ভ করিয়া এক বৎসর করিতে হয়।

২৩৭। পর্ব্বভোজন ব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। পর্ব্ব দিনে পৃথিবীতে অন্ন রাখিয়া ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৮। পাতালব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৩৯। পাত্রব্রত—নরসিংহপুরাণে কথিত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা একাদশী হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৪০। পাপনাশনীসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তানক্ষত্র হয়, তাহাকে পাপ-নাশিনী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪১। পাপমোচন ব্রত—সৌরপুরাণে কথিত ব্রত। বিল্ব-বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া দ্বাদশ দিন উপবাস রূপ এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রতফলে ভ্রূণ হত্যার পাপ বিনষ্ট হয়।

২৪২। পাপত্রাণসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। সংক্রান্তিতে পাপত্রাণের জন্য এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৩। পালী চতুর্দ্দশী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরে কথিত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লপক্ষের চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৪। পাশুপত ব্রত—বহ্নিপুরাণে কথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে একবার ভোজন, ত্রয়োদশীতে অযাচিত ভোজন এবং চতুর্দ্দশীতে উপবাস করিয়া মহাদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৫। পিতৃব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ইহা চৈত্র প্রতিপদ্ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া করিতে হয়।

২৪৬। পিপীতকী দ্বাদশীব্রত—তিথিতত্ত্ব ধৃত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে পিপীতকী দ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৪৭। পুণ্ডরীকপ্রাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৮। পুত্রকামব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে পুত্র কামনা করিয়া সপত্নীক এই ব্রত করিতে হয়।

২৪৯। পুত্রপ্রাপ্তি ষষ্ঠীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত।

বৈশাখ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫০। পুত্রপ্রাপ্তিব্রত—দেবীপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫১। পুত্রসপ্তমীব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া পুত্র কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৫২। পুত্রীয়ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৫৩। পুত্রীয়সপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৬। পুত্রোৎপত্তি ব্রত—আদিত্যপুরাণে কথিত ব্রত। প্রত্যেক শ্রবণা নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

২৫৭। পুরশ্চরণসপ্তমী ব্রত—স্কন্দপুরাণের নাগরখণ্ডোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৫৮। পুষ্পদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

২৫৯। পূর্ণিমা ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অগ্নিপুরাণে শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন আরও একটী পূর্ণিমাব্রতের বিধান আছে।

২৬০। পৃথিবীপঞ্চমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬১। পৌরন্দর পঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্তব্রত। পঞ্চমী তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬২। প্রকৃতিপুরুষদ্বিতীয়াব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্রমাসের শুক্লাদ্বিতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া ব্রত করিবে।

২৬৩। প্রতিপৎক্ষীরপানব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিক বা বৈশাখ মাসের প্রতিপদ তিথিতে করিবে।

২৬৪। প্রতিমাব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। এই ব্রত কার্ত্তিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত প্রতিমাসের চতুর্দ্দশী তিথিতে করিতে হয়।

২৬৫। প্রদোষব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ত্রয়োদশী তিথিতে প্রদোষকালে এই ব্রত করিতে হয়।

২৬৬। প্রভাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এক পক্ষ পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া কপিলাধর দানরূপ ব্রত।

২৬৭। প্রাজাপত্যব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। একবৎসর যাবৎ একবেলা ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হইবে।

২৬৯। ফলব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বিষ্ণু শয়ন হইতে উত্থান পর্য্যন্ত চারিমাস ব্যাপিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭০। ফলতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে আরম্ভ করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

২৭১। ফলষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭২। ফলসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মহাবিষুব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিসংক্রান্তিতে বিভিন্ন ফলদান দ্বারা এই ব্রত করিতে হয়। একবৎসর পরে ইহার প্রতিষ্ঠা বিধেয়।

২৭৩। ফলসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৪। ফাল্গুনব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসে প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৫। বাণিজ্যলাভব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। বাণিজ্য লাভ কামনায় পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৬। বুদ্ধদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৭। বুধব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। বিশাখা নক্ষত্রে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৭৮। বুধাষ্টমীব্রত—শুক্লাষ্টমী তিথিতে যদি বুধবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২৭৯। ব্রহ্মকূর্চ্চব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া পূর্ণিমায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৮০। ব্রহ্মণ্যপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৮১। ব্রহ্মণ্যাবাপ্তিব্রত—প্রভাসখণ্ডোক্ত ব্রত। ইহা জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে বিহিত হইয়াছে।

২৮২। ব্রহ্মব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। দ্বিতীয়া তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৩। কূর্ম্মব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। যে কোন পুণ্য দিনে এই ব্রত করা যায়।

২৮৪। ব্রহ্মসাবিত্রীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের ত্রয়োদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৫। ভর্তৃপ্রাপ্তিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৬। ভদ্রকালী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

২৮৭। ভদ্রচতুষ্টয় ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে পঞ্চমী তিথি পর্য্যন্ত এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

২৮৮। ভদ্রাতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। ইহা কার্ত্তিক মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে করিতে হয়।

২৮৯। ভদ্রাসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি হস্তা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভদ্রাসপ্তমী কহে। এই ব্রত করিতে হইলে চতুর্থীর দিন একবার ভোজন, পঞ্চমীতে রাত্রি ভোজন, ষষ্ঠী তিথিতে অযাচিত ভোজন করিয়া পরে এই সপ্তমী তিথিতে ব্রতাচরণ করিতে হইবে।

২৯০। ভবানীতৃতীয়াব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। তৃতীয়া তিথিতে শিবালয়ে ভবানী দেবীর উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

২৯১। ভবানীব্রত—লিঙ্গপুরাণোক্ত ব্রত। অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে ভবানীর প্রীতিকামনায় ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

২৯২। ভাদ্রপদব্রত—মহাভারতে লিখিত ব্রত। সমস্ত ভাদ্র মাসে একাহারী হইয়া এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৩। ভানুব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে রাত্রিতে ভোজন করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৪। ভাস্করব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। ষষ্ঠী তিথিতে উপবাস করিয়া সপ্তমীতে সূর্য্যের প্রীতিকামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

২৯৫। ভীমদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে ভীমদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২৯৬। ভীমব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। উপবাস করিয়া ধেনুদানরূপ ব্রত।

২৯৭। ভীষ্মপঞ্চকব্রত—নারদপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত তিথিকে ভীষ্মপঞ্চক কহে। এই ভীষ্মপঞ্চকে ব্রতাচরণ করিতে হয়।

২৯৮। ভূভাজনব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। এই ব্রতে এক বৎসরকাল মাটীতে অন্নাদি রাখিয়া ভোজন করিতে হয়।

২৯৯। ভূমিব্রত—কালোত্তরোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে যদি শুক্লা চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে ঐদিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০০। ভোগসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০১। ভোগাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। জ্যৈষ্ঠী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রত করিবে।

৩০২। ভৌমবারব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৩। ভৌমব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মঙ্গলবারে যদি স্বাতি নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে এই ব্রত বিধেয়।

৩০৪। মঙ্গলাব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। আশ্বিন, মাঘ, চৈত্র বা শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী হইতে শুক্লাষ্টমী পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৫। মঙ্গল্যসপ্তমীব্রত—গরুড়পুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩০৬। মৎস্যদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩০৭। মদনদ্বাদশীব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত ব্রত। চৈত্র শুক্লা দ্বাদশীকে মদনদ্বাদশী কহে। এই দ্বাদশী তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩০৮। মধুকতৃতীয়াব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনের শুক্লা তৃতীয়ার নাম মধুকতৃতীয়া, এই তিথিতে উক্ত ব্রত হয়।

৩০৯। মনোরথদ্বাদশীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত, ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১০। মনোরথ পূর্ণিমাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর এই ব্রত করিতে হয়।

৩১১। মনোরথসংক্রান্তি ব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। উত্তরায়ণ সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসরকাল করিতে হয়।

৩১২। মন্দারষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতিথিকে মন্দারষষ্ঠী কহে। এই ষষ্ঠীতিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩১৩। মন্দারসপ্তমীব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘমাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৪। মরীচসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৫। মরুৎসপ্তমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৬। মল্লদ্বাদশীব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের দ্বাদশী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর প্রতি দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১৭। মহাজয়া সপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। সংক্রান্তির দিন যদি শুক্লা সপ্তমী হয়, তাহা হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

২১৮। মহাতপোব্রত—মহাভারতোক্ত ব্রত। প্রতিমাসে তিন দিন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়, এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য।

৩১৯। মহাফলদ্বাদশীব্রত—বিষ্ণুরহস্যোক্ত ব্রত। পৌষ মাসের কৃষ্ণপক্ষে একাদশী তিথিতে যদি বিশাখা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৩২০। মহাফল ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। এই ব্রত প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত করিতে হয়, এই ব্রতে ভোজন বিষয়ে বিশেষ আছে। যথা—প্রতিপদে ক্ষীরভোজন, দ্বিতীয়ায় পুষ্পাহার, তৃতীয়ায় লবণবর্জ্জিত ভোজন, চতুর্থীতে তিল ভোজন, পঞ্চমীতে ক্ষীরভোজন, ষষ্ঠীতে ফল, সপ্তমীতে শাক, অষ্টমীতে বিল্ব, নবমীতে পিষ্টক, দশমীতে অনগ্নিপকাহার, একাদশীতে উপবাস, দ্বাদশীতে ঘৃত, ত্রয়োদশীতে পায়স, চতুর্দ্দশীতে যাবকাহার, পূর্ণিমায় গোমূত্র ও কুশোদক ভোজন, এইরূপ নিয়মে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

২২১। মহত্তমব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্রমাসের শুক্লা প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩১২। মহারাজ ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্দ্দশী তিথিতে আর্দ্রা বা ভাদ্রপদ নক্ষত্র হইলে এই ব্রত হইবে।

৩২৩। মহালক্ষ্মী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। ভাদ্র মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত হয়।

৩২৪। মহাব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৫। মহাসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। মাঘ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইবে।

৩২৬। মহেশ্বরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। ফাল্গুনমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত উপবাস করিয়া মহেশ্বরের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৭। মহেশ্বরাষ্টমী ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৮। মহোৎসব ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। চৈত্র মাসে মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসবের সহিত এই ব্রত করিতে হয়।

৩২৯। মাঘমাসব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। সমস্ত মাঘ মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩০। মাতৃনবমী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের নবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩১। মাতৃব্রত—বরাহপুরাণে কথিত ব্রত। অষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৩২। মার্গশীর্ষ ব্রত—মহাভারতে কথিত ব্রত। সমস্ত অগ্রহায়ণ মাসে প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। মার্ত্তণ্ডসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। পৌষ মাসের শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিকে মার্ত্তণ্ডসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে সূর্য্যদেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৪। মাসব্রত—দেবীপুরাণোক্ত ব্রত। অগ্রহায়ণ মাস হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্যদানরূপ ব্রত ভেদ। ইহা সংক্রান্তিতে করিতে হয়।

৩৩৫। মাসোপবাস ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত গ্রহণপূর্ব্বক এক মাস পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৩৬। মুক্তিদ্বারসপ্তমীব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। হস্তানক্ষত্রযুক্ত সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৭। মুখব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। এক বৎসর মুখবাস পরিত্যাগ করিয়া এই ব্রত করিবে। বৎসরান্তে গোদান করিতে হয়।

৩৩৮। মূলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরকথিত ব্রত। সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত হইয়া থাকে।

৩৩৯। মৃগশীর্ষব্রত—পদ্মপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪০। মেঘপালী তৃতীয়া ব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৩৪১। মৌনব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৩৪২। যমচতুর্থীব্রত—কূর্ম্মপুরাণে কথিত ব্রত। চতুর্থী তিথি ও ভরণী নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৩৩। যমদ্বিতীয়া ব্রত—ভবিষ্যোত্তর কথিত ব্রত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াকে যম দ্বিতীয়া কহে। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৪। যমব্রত—ভবিষ্যপুরাণে কথিত ব্রত। দশমী তিথিতে রোগনাশ কামনায় যমের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে। ইহা ভিন্ন কূর্ম্মপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মহাভারত প্রভৃতিতেও অন্য প্রকার যমব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়।

৩৪৫। যমাদর্শনত্রয়োদশী ব্রত—ইহা ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োদশী তিথিতে যদি সৌম্যবার হয়, তাহা হইলে ঐ দিন হইতে আরম্ভ করিয়া নিরন্তর এক বৎসর যাবৎ ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৪৬। যুগাদিব্রত—এটী আদিপুরাণোক্ত। যুগাদ্যা তিথিতে অর্থাৎ যেমন বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া সত্যযুগাদ্যা, এইরূপ সকল যুগাদ্যা তিথিতেই এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৭। যুগাবতার ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত ব্রত। ভাদ্র মাসের কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৮। যোগব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। বিষ্কম্ভ যোগ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৪৯। যোগেশ্বরদ্বাদশী ব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। কার্ত্তিক মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া পরদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫০। রক্ষাবন্ধনপৌর্ণমাসী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৫১। রথনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের কৃষ্ণানবমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৫২। রথসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ইহা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে করিতে হয়।

৩৫৩। রথাঙ্গসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। এই ব্রত মাকরী সপ্তমীতে বিহিত হইয়াছে।

৩৫৪। রম্ভাত্রিরাত্র—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি হইতে তিন দিন এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৫। রবিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সমস্ত মাঘ মাসে ভগবান্ সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ত্রিসন্ধ্যায় যথাকালে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৫৬। রসকল্যাণিনী তৃতীয়া—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিকে রসকল্যাণিনী তৃতীয়া কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত এক বৎসর পর্য্যন্ত করিতে হয়।

৩৫৭। রাঘবদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বাদশীতিথিতে আরম্ভ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৫৮। রাজরাজেশ্বর ব্রত—কালোত্তরোক্ত। বুধবারে স্বাতিনক্ষত্র ও অষ্টমী তিথি হইলে ঐ দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৫৯। রাজ্যতৃতীয়া—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৬০। রাজ্যদ্বাদশী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে রাজ্য কামনায় ইহা করিতে হয়।

৩৬১। রাজ্যাপ্তিদশমী—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিবার বিধান আছে।

৩৬২। রাম নবমী—অগস্ত্যসংহিতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা নবমীকে রামনবমী কহে। এই তিথিতে রামচন্দ্রের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৩। রাশিব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসর যাবৎ ইহা করিতে হয়।

৩৬৪। রুক্মিণ্যষ্টমী—স্কন্দপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণাষ্টমীকে রুক্মিণ্যষ্টমী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৬৫। রুদ্রব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। এক বৎসর কাল প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া পাপ ও শোকনাশের জন্য রুদ্রদেবের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৬৬। রূপনবমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। পৌষমাসে ইহা করিতে হয়।

৩৬৭। রূপসত্র—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৬৮। রূপসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণোক্ত। সংক্রান্তির দিনে ইহা করিতে হয়।

৩৬৯। রূপাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুনীপূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭০। রোহিণীদ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীকে রোহিণীদ্বাদশী কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৩৭১। রোহিণী ব্রত—স্কন্দপুরাণে কথিত ব্রত। রোহিণী নক্ষত্রে ইহা করিতে হয়।

৩৭২। লক্ষণার্দ্রা ব্রত—মৎস্যপুরাণে কথিত ব্রত। শ্রাবণ মাসীয় অষ্টমী তিথিতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে উমা-মহেশ্বরের উদ্দেশে ইহা করিতে হয়।

৩৭৩। লক্ষ্মীনারায়ণ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে লক্ষ্মীনারায়ণের উদ্দেশে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৪। লক্ষ্মীপঞ্চমীব্রত—যমপুরাণে কথিত ব্রত। পঞ্চমী তিথিতে উপবাস করিয়া ইহা করিতে হয়। এটী সর্ব্বসাধ্য।

৩৭৫। ললিতাতৃতীয়া—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাসের শুক্ল

পক্ষের তৃতীয়া তিথির নাম ললিতাতৃতীয়া। এই তিথিতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৭৭। ললিতাব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। আশ্বিন শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৭৮। ললিতাষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৭৯। লাবণ্যাব্যাপ্তি—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। কার্ত্তিকী পুর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে ইহা করিতে হয়।

৩৮০। লোকব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপৎ তিথি হইতে ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮১। বটসাবিত্রী—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পুর্ণিমা তিথিতে ইহা বিহিত হইয়াছে।

৩৮২। বরচতুর্থী—অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাচতুর্থী তিথিকে বরচতুর্থী কহে, এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৩। বরব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভদিনে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন ইহা করিতে হয়।

৩৮৪। ববাটিকাসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। যে কোন সপ্তমী তিথিতে ইহা করিতে পারা যায়।

৩৮৫। বরাহদ্বাদশী—ধরণীব্রতোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বরাহদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৮৭। বরুণব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। রাত্রিকালে জলে অবস্থান করিয়া প্রভাতকালে গোদানরূপ ব্রত।

৩৮৮। বহুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৮৯। বস্ত্রত্রিরাত্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসে তিন দিন রাত্রিকালে ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯০। বহ্নিব্রত—বিষ্ণুপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিন ইহা করিতে হয়।

৩৯১। বামনদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা দ্বাদশীকে বামনদ্বাদশী কহে। এই দিনে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯২। বায়ুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশী হইতে আরম্ভ করিয়া ইহা করিতে হয়।

৩৯৩। বারিব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। চৈত্রাদি চারি মাস ধরিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৪। বাসুদেবদ্বাদশীব্রত—ধরণীব্রতোক্ত। বাসুদেবের উদ্দেশে আষাঢ় মাসে দ্বাদশী তিথিতে ইহা করিতে হয়।

৩৯৫। বিজয়াদ্বাদশী—আদিত্যপুরাণোক্ত। শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিলে মহাপুণ্য হয়। ব্রহ্ম বৈবর্ত্তপুরাণে ভাদ্রমাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে অন্য আরও একটী বিজয়াদ্বাদশী ব্রতের বিধান আছে।

৩৯৬। বিজয়াসপ্তমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে রবিবার হইলে তাহাকে বিজয়াসপ্তমী কহে। এই সপ্তমীতে উক্ত ব্রত করিতে হয়।

৩৯৭। বিজয়াসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সংক্রান্তিতে সপ্তমী তিথি হইলে সেই দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৮। বিদ্যাপ্রতিপদ্ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসের পুর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৩৯৯। বিদ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষী পুর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০০। বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত—আদিত্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লাসপ্তমী তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত সমাপ্ত করিতে হয়। পরে দ্বাদশমাসের সপ্তমী তিথিতে একই নিয়মে ঐ ব্রত করিতে হইবে। যথাবিধানে দ্বাদশ সপ্তমীতে এই ব্রত করা হয় বলিয়া ইহাকে বিধানদ্বাদশসপ্তমী ব্রত কহে।

৪০১। বিভূতিদ্বাদশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ, ফাল্গুন, বৈশাখ বা আষাঢ় মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে লঘু ভোজন এবং তৎপর একাদশীর দিন উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন এই ব্রত করিবে।

৪০২। বিবত্রিরাত্রব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। জ্যৈষ্ঠ মাসের পুর্ণিমা তিথিতে জ্যেষ্ঠানক্ষত্র হইলে ঐ দিনে এই ব্রত হইবে।

৪০৩। বিশোকদ্বাদশী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৪। বিশোকষষ্ঠী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে শোকনাশ কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৫। বিশোকসংক্রান্তি—স্কন্দপুরাণে লিখিত। বিষুব সংক্রান্তির দিন ব্যতীপাত যোগ হইলে ঐ দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৬। বিশ্বব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। একাদশী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪০৭। বিশ্বরূপব্রত—কালোত্তরোক্ত। শুক্লাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪০৮। বিষ্টিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। যে দিন বিষ্টিভদ্রা তিথি হয়, সেই দিনে এই ব্রত করিতে হইবে।

৪০৯। বিষ্ণুদেবকীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিন হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১০। বিষ্ণুব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত ব্রত। আষাঢ় মাসের পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১১। বিষ্ণুপ্রাপ্তিদ্বাদশী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। দ্বাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪১২। বিষ্ণুব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। এই ব্রতও দ্বাদশী তিথিতে করিতে হয়। পদ্মপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরেও এই বিষ্ণুব্রতের বিধান আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর মতে পৌষ মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করাই কর্ত্তব্য।

৪১৩। বেদব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৪। বৈতরণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথিকে বৈতরণী তিথি কহে। এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪১৫। বৈনায়কচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে রাত্রিভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৬। বৈশাখ ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বৈশাখ মাসের প্রতিদিন একবার ভোজন করিয়া ইহা করিতে হয়।

৪১৭। বৈশ্বানর ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। বর্ষা ঋতু হইতে আরম্ভ করিয়া চারিটী ঋতুতে কাষ্ঠাদি দানরূপ ব্রত।

৪১৮। বৈষ্ণব ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। আষাঢ় হইতে চারি মাস প্রাতঃস্নান করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪১৯। ব্যতীপাত ব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। ব্যতীপাত দিনে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২০। ব্যোমব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। অগস্ত্যকে অর্ঘ্য-দানের পর এই ব্রত করিতে হয়।

৪২১। ব্যোমষষ্ঠীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে ব্যোম প্রস্তুত করিয়া তাহাতে সূর্য্য দেবের উদ্দেশে এই ব্রত করিবে।

৪২২। ব্রতরাজতৃতীয়া—দেবীপুরাণোক্ত। শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪২৩। শক্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আশ্বিন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে ইন্দ্রের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়। পদ্ম-পুরাণে আরও একটী শক্রব্রতের বিধান আছে।

৪২৪। শঙ্করনারায়ণ ব্রত—দেবীপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শঙ্কর ও নারায়ণের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৫। শঙ্করার্ক ব্রত—কালিকাপুরাণোক্ত। রবিবারে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিবে।

৪২৬। শনিব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত ব্রত। শনিবার দিন শনিগ্রহের প্রীতি কামনায় এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৭। শর্করাসপ্তমী ব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত ব্রত। বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪২৮। শাকসপ্তমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪২৯। শান্তাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীর নাম শান্তাচতুর্থী। এই দিনে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৩০। শান্তিতৃতীয়া—গরুড়পুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে শান্তি কামনায় ইহার বিধান।

৪৩১। শান্তিপঞ্চমী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩২। শান্তিব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শান্তি কামনায় এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৩৩। শাস্তরায়ণী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতি মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৪। শিলাচতুর্থী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। চতুর্থী তিথিতে এই ব্রতের বিধান আছে।

৪৩৫। শিবচতুর্দ্দশী—মৎস্যপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীকে শিবচতুর্দ্দশী কহে। এই তিথিতে উক্ত ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৩৬। শিবনক্ত ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। কৃষ্ণাষ্টমী ও কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রি কালে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৩৬। শিবরথ ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। হেমন্ত ঋতুতে প্রতিদিন একবার করিয়া ভোজন এবং মাঘ মাসে সংযত হইয়া ফাল্গুন মাসে শিবের উদ্দেশে রথ নির্ম্মাণ করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৩৮। শিবরাত্রি—স্কন্দপুরাণোক্ত। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর নাম শিবচতুর্দ্দশী, এই তিথিতে শিবের উদ্দেশে আচণ্ডাল সকলেই এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৩৯। শিবলিঙ্গ ব্রত—শিবধর্ম্মোত্তরোক্ত। অঙ্গুষ্ঠমাত্রপরি-মাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া পদ্মের কেশর মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক শ্বেত চন্দন ও পুষ্পাদিদ্বারা পূজা করিতে হয়।

৪৪০। শিবব্রত—কালোত্তরোক্ত। পক্ষের উভয় অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৪১। শিবাচতুর্থী—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। ভাদ্র মাসের শুক্লা চতুর্থীকে শিবাচতুর্থী কহে, এই তিথিতে ঐ ব্রত করিতে হয়।

৪৪২। শিবোপবীত ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৪৩। শীলতৃতীয়া—পদ্মপুরাণোক্ত। তৃতীয়া তিথিতে অনগ্নিপক্ব দ্রব্য ভোজন করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৪৪। শীলাবাপ্তি ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাস অতীত হইলে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৫। শুক্র ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্রবারে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্র হইলে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৪৬। শুদ্ধিব্রত—বহ্নিপুরাণোক্ত। দ্বাদশ মাসের একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৪৭। শুভদ্বাদশী—বরাহপুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্ল পক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৪৮। শুভ সপ্তমী—পদ্মপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত করিবার বিধান আছে।

৪৪৯। শূলদান—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এক বৎসর যাবৎ অমাবস্যার দিন উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫০। শৈলব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবার বিধান।

৪৫১। শৈবনক্ষত্রপুরুষব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে যে দিন হস্তানক্ষত্র হয়, সেই দিনে এই ব্রত হইবে।

৪৫২। শৈবমহাব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। পৌষ মাসে নক্ত ভোজন করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৩। শৈবোপবাস ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত: উভয় পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে শিবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৫৪। শৌর্য্যব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। আশ্বিন মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৫৫। শ্রদ্ধাব্রত—পদ্মপুরাণোক্ত। শুভ দিনে শম্ভু বা কেশবের অগ্রে উপলেপন করিয়া এই ব্রত করিবে।

৪৫৬। শ্রবণা দ্বাদশী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। শুক্লা একাদশী তিথিতে যদি শ্রবণা নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে ঐ একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশী তিথিতে ব্রত করিবে।

৪৫৭। শ্রীপঞ্চমী—গরুড়পুরাণোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা পঞ্চমীকে শ্রীপঞ্চমী কহে। ঐ তিথিতে লক্ষ্মীর উদ্দেশে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৫৮। শ্রীপ্রাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। বৈশাখী পূর্ণিমার পর প্রতিপৎ তিথি হইতে এই ব্রত করিবে।

৪৫৯। শ্রীবৃক্ষনবমী—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। ভাদ্রমাসের শুক্লা নবমী তিথিতে এই ব্রতের ব্যবস্থা।

৪৬০। শ্রীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬১। ষষ্ঠীব্রত—ব্রহ্মপুরাণোক্ত। ষষ্ঠী তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৬২। সংবৎসর ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৩। সঙ্ঘাটকব্রত—বরাহপুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া এই ব্রত করিবার নিয়ম।

৪৬৪। সন্তানদব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিতে হয়।

৪৬৫। সন্তানাষ্টমীব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৬৬। সপ্তর্ষিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্র শুক্লা প্রতিপদ্ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমী পর্য্যন্ত ৭ দিন সপ্তর্ষিগণের উদ্দেশে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

৪৬৭। সপ্তসারস্বতব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। এই ব্রতও চৈত্র মাসের শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত করিবার বিধান।

৪৬৮। সপ্তসুন্দরক ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত। প্রতিদিন একবার মাত্র ভোজন করিয়া ৭ দিন ধরিয়া এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৬৯। সমুদ্রব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া ৭ দিন পর্য্যন্ত এই ব্রত পালন করিবে।

৪৭০। সম্পূর্ণব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। শুভদিনে যথাবিধানে এই ব্রত করা কর্ত্তব্য।

৪৭১। সম্ভোগ ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাসের দুইটী পঞ্চমী ও প্রতিপৎ তিথিতে এই ব্রত করিবে।

৪৭২। সর্পপঞ্চমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। নাগপঞ্চমীতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৩। সর্পবিষাপহপঞ্চমীব্রত—স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডোক্ত। শ্রাবণ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৪। সর্ব্বকাম ব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া একবৎসর পর্য্যন্ত এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৫। সর্ব্বকামাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমা তিথিতে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৭৬। সর্ব্বব্রত—সৌরপুরাণোক্ত। শনিবারে শুক্লাত্রয়োদশী হইলে ঐ দিনে এই ব্রত আচরণীয়।

৪৭৭। সর্ব্বাপ্তিসপ্তমী ব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের সপ্তমী তিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৮। সর্ষপসপ্তমীব্রত—ভবিষ্যপুরাণোক্ত। সপ্তমীতিথিতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৪৭৯। সাগরব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। শ্রাবণাদি চারিমাসে এই ব্রত করিতে হয়।

৪৮০। সাধ্যব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৪৮২। সারস্বত পঞ্চমী—পদ্মপুরাণোক্ত। ইহাতে শুক্ল-পক্ষীয় পঞ্চমীতে শুক্লমাল্যানুলেপনাদিদ্বারা বীণাক্ষমালাদিধারিণী গায়ত্রীদেবীর পূজা করিতে হয়।

৪৮৩। সারস্বত ব্রত—প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে একাগ্রচিত্তে ইষ্টপূজন করিতে হয়; পরে বৎসরান্তে ব্রাহ্মণকে ঘৃতকুম্ভ, বস্ত্রযুগ্ম তিল ও ঘণ্টা দান করার নিয়ম আছে। (পদ্মপু°)

৪৮৪। সার্ব্বভৌমব্রত—কার্ত্তিকী শুক্লা দশমীতে নক্তাশী হইয়া প্রত্যেক দিকেই বলি প্রয়োগ করিবে। (বরাহপু°)

৪৮৫। সিতসপ্তমী—অগ্রহায়ণ মাসীয় শুক্লা সপ্তমীতে উপবাসী থাকিয়া শ্বেতকমল বা অন্য কোন শ্বেতপুষ্প এবং শ্বেত-চন্দন ও শ্বেতবটকাদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্ম°)

৪৮৬। সিদ্ধার্থকাদিসপ্তমী—অগ্রহায়ণ বা মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমাগত ঐ পক্ষীয় সাতটী সপ্তমী পর্য্যন্ত সিদ্ধার্থক (শ্বেতসর্ষপ) আদিদ্বারা সূর্য্যদেবের পূজা বিধাতব্য। (ভবিষ্যপু°)

৪৮৭। সিদ্ধিবিনায়ক চতুর্থী—যে কোন মাসে ভক্তির উদয় হইলে তত্তৎ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে শুক্ল তিলাদি দ্বারা গণ-পতির পূজা করিতে হয়। (স্কন্দপু°)

৪৮৮। সুকলত্রপ্রাপ্তি—পতিকামা কুমারীর উত্তরফল্গুনী, উত্তরষাঢ়া বা উত্তরভাদ্রপদ, ইহার একতম নক্ষত্রে "মাধবায় নমঃ" এই মন্ত্রে নিয়ত হরির আরাধনা করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮৯। সুকুলত্রিরাত্র—ত্রিরাত্রোবাস পূর্ব্বক অগ্রহায়ণ মাসীয় ত্র্যহস্পর্শ তিথিতে শ্বেত, পীত ও রক্ত, এই তিন বর্ণের পুষ্পদ্বারা ত্রিবিক্রমদেবের পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৮০। সুকৃতদ্বাদশী—ফাল্গুনমাসের শুক্লা একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন তদবস্থায়ই শ্রীহরির অর্চ্চনা কর্ত্তব্য।

৪৯১। সুখব্রত—ভবিষ্যপুরাণমতে কৃষ্ণা অষ্টমী বা সপ্ত-মীতে অথবা মঙ্গলবারে চতুর্থী তিথি হইলে তাহাতে উপবাসান্তর সমস্ত রাত্রি যাপিয়া ইষ্টদেবের পূজা করিতে হয়।

৪৯২। সুখষষ্ঠী ব্রত—ষষ্ঠীতিথিতে ঋষিদিগের যথাযথ ভাবে পূজা বিধেয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৩। সুখসুপ্তিব্রত—কার্ত্তিকী অমাবস্যায় দেবগণ সুখ-নিদ্রায় অভিভূত থাকেন; ঐদিনে বালক এবং আতুর ব্যতিরেকে সকলে উপবাসী থাকিয়া প্রদোষ সময়ে লক্ষ্মীপূজা এবং দেবগৃহ, চত্বর, চতুষ্পথ প্রভৃতি স্থানে যথাশক্তি দীপমালা প্রদান কর্ত্তব্য। (আদিত্যপু°)

৪৯৪। সুগতিব্রত—অষ্টমী তিথিতে নক্তাশী হইয়া বৎস-রান্তে গাভী প্রদান করিতে হয়। (পদ্মপু°)

৪৯৫। সুগতিদ্বাদশী—ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় একা-দশী তিথিতে ইষ্টদেবের অর্চ্চনা পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশত "কৃষ্ণ" নাম জপ করিবে। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৬। সুজন্মদ্বাদশী—পৌষ মাসের শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রের যোগ হইলে, সেই দিবসে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা আরম্ভ করিয়া বৎসরাবধি যাবৎ প্রতিমাসের ঐ তিথিতে উপবাসানন্তর বিষ্ণুপূজা করিয়া দান-ধ্যানাদি করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৪৯৭। সুজন্মাবাপ্তিব্রত—রবির মেষসংক্রমণ দিবসে উপ-বাসী থাকিয়া যথাবিধি পরশুরামের পূজা করিতে হয়, পরে বৃষ-সংক্রমণে ঐরূপ শ্রীকৃষ্ণের, মিথুন সংক্রমণে শ্রীবিষ্ণুর, কর্কট সংক্রান্তিতে বরাহদেবতার, সিংহসংক্রমণে নরসিংহদেবের, কন্যা-সংক্রমণে বামনদেবের, তুলাসংক্রমণে কূর্ম্মাবতারের, বৃশ্চিক-সংক্রমণে কল্কীদেবের, ধনুঃসংক্রমণে বুদ্ধদেবের, মকরসংক্রান্তিতে দাশরথি রামচন্দ্রের, কুম্ভসংক্রমণে বলরামদেবের এবং মীন-সংক্রমণে মীনাবতারের অর্চ্চনা করিবার নিয়ম আছে। (বিষ্ণুধর্ম্ম)

৪৯৮। সুদর্শনষষ্ঠী—রাজন্যগণ ষষ্ঠীতিথিতে উপবাসানন্তর একটী চক্রাব্জ প্রস্তুত করিয়া তাহার কর্ণিকা মধ্যে সুদর্শন এবং প্রতিদলে অন্যান্য আয়ুধ সমূহের যথাবিধি পূজা করিয়া থাকেন। (গরুড়পু°)

৪৯৯। সুনামদ্বাদশী—অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দ্বাদশীর অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী দশমীর দিন একবেলা হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া পরদিন একাদশীতে নিরম্বু উপবাসানন্তর যথারীতি জনার্দ্দন বিষ্ণুর পূজা করিয়া তৎপর দিবস দ্বাদশীতে ভোজন করিবে, এই-রূপ বৎসরাবধি করিতে হইবে। (বহ্নিপু°)

৫০০। সুরূপদ্বাদশী - পৌষমাসীয় পুষ্যানক্ষত্র সংস্পৃষ্ট রাত্রিতে সংযতচিত্তে বিষ্ণুর ধ্যান করিতে হয়, পরে নিরবচ্ছিন্ন শ্বেতবর্ণ গাভীর গোময়াগ্নিতে তিলদ্বারা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিতে হয়; অতঃপর পরবর্ত্তী কৃষ্ণৈকাদশীতে উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত হরিমূর্ত্তি তিলপূর্ণ পাত্রের উপরিস্থ কুম্ভোপরি স্থাপনপূর্ব্বক যথাবিধি তাঁহার অর্চ্চনা করিতে হয়। (উমামহেশ্বরস°)

৫০১। সূর্য্যব্রত—রবিবারে শুক্লা চতুর্দ্দশী ও অশ্বিনীনক্ষত্রের যোগ হইলে রোচনাদ্বারা পরমাত্মশিবের অঙ্গরাগ এবং রক্তপুষ্প কপিলাগাভীর দুগ্ধ ও ঘৃত প্রভৃতি দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিবে। (কালোত্তর)

এতদ্ভিন্ন বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, সৌরধর্ম্মোত্তর, পদ্মপুরাণ, ভবিষ্য-পুরাণ প্রভৃতিতেও সূর্য্যব্রতের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

৫০২। সূর্য্যনক্তব্রত—প্রতি রবিবারে অথবা হস্তানক্ষত্রযুক্ত রবিবার হইতে আরম্ভ করিয়া সংবৎসর যাবৎ প্রত্যেক রবিবারে দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনদ্বারা দ্বাদশদল পদ্ম অঙ্কিত করিয়া তদুপরি অনন্তোপায় ভাবিয়া একান্তমনে সূর্য্যদেবের পূজা করিয়া রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে নিশ্চয়ই যাবতীয় ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করা যায়। (মৎস্যপুরাণ)

৫০৩। সূর্য্যষষ্ঠী—ভাদ্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া সূর্য্যাস্তকালে রক্তচন্দনাঙ্কিতপদ্মোপরি সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্চগব্যাদিদ্বারা স্নান ও রক্তবক বা রক্তকরবীর পুষ্প দ্বারা তাঁহার পূজা করার নিয়ম। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৪। সূর্য্যসপ্তমীব্রত—চৈত্র মাসের শুক্লা ষষ্ঠী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া পরদিন সপ্তমীতে পঞ্চবর্ণ-গুড়িকা দ্বারা অঙ্কিত অষ্টদলকমলে দেবদেবের অর্চ্চনা করিতে হয়। (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

৫০৫। সোমদ্বিতীয়াব্রত—শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ব্রাহ্মণকে সৈন্ধবলবণের সহিত ভোজ্যান্ন দান করণীয়। (পদ্মপু°)

৫০৬। সোমব্রত—বৈশাখী পূর্ণিমার দিন যখন সূর্য্যদেব পশ্চিমদিকে অবস্থিত এবং সোমদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হন, সেই সময়ে বারিপূর্ণ তাম্রপাত্রাভ্যন্তরে চন্দ্রচূড়-মূর্ত্তি সংস্থাপন পূর্ব্বক যথাবিধি তদীয় পূজা সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য। (ভবিষ্যপু°)

এতদ্ভিন্ন কালোত্তর ও কালিকা-পুরাণাদিতেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫০৭। সোমবারব্রত—প্রথমতঃ চিত্রানক্ষত্রযুক্ত সোমবারে নক্তবিধানানুসারে সোমদেবের পূজা করিয়া পরে তাহা হইতে সপ্তম সোমবারে চতুর্দ্দশীর মহারাজব্রতোক্ত রজতনির্ম্মিত সোম-মূর্ত্তি কাংস্যপাত্রে স্থাপনপূর্ব্বক তদীয় পূজা যথাবিধি করিতে হয়। (ভবিষ্যোত্তর)

৫০৮। সোমাষ্টমীব্রত—উভয় পক্ষের সোমবারে অষ্টমী তিথিতে নিশাকালে হরগৌরী মূর্ত্তির যথাবিধি পূজা করা কর্ত্তব্য। (স্কন্দপু°)

৫০৯। সৌখ্যব্রত—মাঘ মাসের অষ্টমী, একাদশী [illegible] তিথিতে একাহারী হইয়া অগ্নিজনকে শ্বেতবস্ত্র, উপানহ, কম্বল প্রভৃতি দান করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১০। সৌগন্ধব্রত—এই ব্রতাবলম্বী হেমন্ত ও শিশির ঋতুতে সৌগন্ধি পুষ্প পরিত্যাগ করিয়া ফাল্গুন মাসে যথাশক্তি কাঞ্চন নির্ম্মিত পত্রত্রয় দান এবং যথাশক্তি হরিহর মূর্ত্তির পরি-তুষ্টিসাধন অবশ্য করণীয়। (পদ্মপু°)

৫১১। সৌভাগ্যব্রত—ফাল্গুন মাসের শুক্লা তৃতীয়ার দিবা-ভাগে উপবাসী থাকিয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বা হরপার্ব্বতী মূর্ত্তির উপা-সনানন্তর রাত্রিতে হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে হয়। (বরাহপু°)

গরুড়পুরাণেও এই ব্রতের উল্লেখ আছে।

৫১২। সৌভাগ্যব্রত—এই ব্রতে পৌর্ণমাসী তিথিতে সাতি-শয় ভক্তি-সহকারে সোমদেবের পূজা করিতে হয়। (ভবিষ্যপু°)

৫১৩। সৌভাগ্যশয়নব্রত—মৎস্যপুরাণোক্ত। চৈত্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়। প্রতি মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে যথাবিধানে এই ব্রত কর্ত্তব্য। এই ব্রতে প্রতি মাসে এক একটী দ্রব্য ভোজন করিতে হয়। চৈত্র মাসে গোশৃঙ্গোদক, বৈশাখে গোময়, জ্যৈষ্ঠে মন্দারকুসুম, আষাঢ়ে বিল্বপত্র, শ্রাবণে দধি, ভাদ্রে কুশোদক, আশ্বিনে দুগ্ধ, কার্ত্তিকে দধিমিশ্র ঘৃত, অগ্রহায়ণে গোমূত্র, পৌষমাসে ঘৃত, মাঘে কৃষ্ণতিল, ফাল্গুনে পঞ্চ-গব্য, এইরূপে দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ দ্রব্য ভোজনের বিধান আছে। এই ব্রতফলে সকল কামনা সিদ্ধি হয়।

৫১৪। সৌভাগ্যসংক্রান্তিব্রত—স্কন্দপুরাণোক্ত। বিষুব-সংক্রান্তিতে এই ব্রত আরম্ভ করিয়া এক বৎসর পর্য্যন্ত ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৫১৫। সৌভাগ্যাবাপ্তিব্রত—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরোক্ত। মাঘী-পূর্ণিমার পর প্রতিপদ হইতে এই ব্রত করিতে হয়।

৫১৬। সৌরনক্ত ব্রত—নৃসিংহ পুরাণোক্ত। রবিবার দিন হস্তা নক্ষত্র হইলে সেই দিনে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫১৭। সৌর সপ্তমী—পদ্ম পুরাণোক্ত। সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রত করিবে। ইহা এক বৎসর সাধ্য।

৫১৮। স্ত্রীপুত্রকামাবাপ্তিব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। কার্ত্তিক মাসে এক মাস পর্য্যন্ত প্রতিদিন একবার ভোজন ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া এই ব্রত করা বিধেয়।

৫১৯। স্নেহব্রত—পদ্ম পুরাণোক্ত। আষাঢ় মাস হইতে আরম্ভ করিয়া আশ্বিন পর্য্যন্ত চারিমাস এই ব্রত করিতে হয়। এই কালমধ্যে তৈলাভ্যঙ্গ নিষিদ্ধ।

৫২০। হর পঞ্চমী—শালিহোত্রোক্ত, চৈত্র মাসের শুক্লা পঞ্চমীতে এই ব্রত বিহিত হইয়াছে।

৫২১। হরতৃতীয়া—স্কন্দ পুরাণোক্ত। মাঘ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে উপবাসী থাকিয়া এই ব্রত অনুষ্ঠেয়।

৫২২। হরব্রত—ভবিষ্য পুরাণোক্ত। যে কোন অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত করিতে পারা যায়।

৫২৩। হরিব্রত—বরাহ পুরাণোক্ত, দ্বাদশী তিথিতে হরির উদ্দেশে এই ব্রত করণীয়।

৫২৪। হরিকালী ব্রত—ভবিষ্যোত্তরোক্ত, ভাদ্র মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথিতে এই ব্রতের বিধান। ইহার ফলে দুর্ভাগ্য নাশ এবং স্বর্গ লাভ হয়।

এই সকল ব্রতের বিশেষ বিবরণ উক্ত পুরাণ বা হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে বিশেষ রূপে লিখিত আছে, এবং এই সকল ব্রতের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্রতের বিবয় তত্তৎ শব্দেও অভিহিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

যথা বিধানে ব্রত করিয়া পরে বিধি অনুসারে তাহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

মহিলা ব্রত।

উপরিউক্ত ব্রতসমূহ ব্যতিরেকে ফলগছান, এয়োসংক্রান্তি প্রভৃতি অনেক প্রকার যোষিদ্ ব্রত আছে, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিশেষ কোন প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল স্ত্রীলোক পরম্পরায়ই ইহার প্রচলন দৃষ্ট হয়।

আমাদের দেশের বালিকারা শৈশাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পিত্রালয় এবং বিবাহের পর শ্বশুরালয়ে বাস কালেও ঐ সকল ব্রত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। উহাদের অধিকাংশই পুরাণাখ্যায়িকা অবলম্বনে গঠিত না হইলেও কতকগুলিতে পুরাণের ভাব কথঞ্চিৎ পরিমাণে গুপ্ত ভাবে সংমিশ্রিত দেখা যায় বটে, কিন্তু তাহাও এতদূর পৃথক্ যে প্রথম দৃষ্টিতেই তাহাতে মেয়েলী ছায়া প্রতিভাত হয়। ঐ সকল ব্রতের অল্লাংশ কোন সাধু চরিত্র পুরুষ বা সুশীলা রমণী অথবা নিয়ত ব্রতনিয়মপরায়ণ ও সাধু সেবারত দম্পতীর পুণ্যময় আখ্যান লইয়া কল্পিত। ঐ ব্রতকথাগুলি কোথাও গদ্যে, কোথাও বা পদ্যে গ্রথিত হইয়াছে। বৎসরের কোন্ কোন্ মাসে কি কি ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয় নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

ব্রত	মাস	বিষয়
গোকাল	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত	গাভী পূজা
দশপুত্তলি	,,	দশরথ, রাম, কৌশল্যা প্রভৃতি
রণে এয়ো	,,	রণচণ্ডী
হরির চরণ	,,	শ্রীহরি
অশ্বত্থ পত্র	,,	অশ্বত্থ মহিমা
পুণ্য-পুষ্করিণী	,,	জলাশয়োৎসর্গ বিশেষ
ঘোয়াথুবী	,,	মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক যথাস্থানে গৃহদ্রব্যবিন্যাস
অক্ষয় ফল	বৈশাখ অক্ষয় তৃতীয়া	নারায়ণের উৎসৃষ্টবস্তু ব্রাহ্মণকে দান
অক্ষয় ধন	ঐ	ঐ
অক্ষয় সিন্দুর	ঐ	ব্রাহ্মণকন্যা
রূপ হলুদ	বৈশাখ মাস	ব্রাহ্মণকন্যাকে তৈলহরিদ্রা মাখান
বৈশাখ চাপা	,,	শিবপূজা
সন্ধ্যামণি	,,	নক্ষত্রপূজা
এয়োসংক্রান্তি	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে প্রতি সংক্রান্তি	(ভগবতী ব্রাহ্মণকন্যা)
নিত্যসিন্দুর	চৈত্র সংক্রান্তি হইতে বৈশাখ সংক্রান্তি	ঐ
ফলগছান	,,	ব্রাহ্মণকে ফলদান
ধনগছান	,,	ঐ ধনদান
জ্যৈষ্ঠচাঁপা	বৈশাখ সংক্রান্তি হইতে জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তি	শিবপূজা (শুক্লচম্পক)
জয়মঙ্গলবার	জ্যৈষ্ঠমাসের প্রতি মঙ্গল	মঙ্গলচণ্ডী
প্রবোধদ্বাদশী		
আল-দুর্গা	অগ্রহায়ণ হইতে পূর্ণ বৎসর	দুর্গা
কুলুইচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবার	চণ্ডিকা
যমপুকুর (যর্ম্মপুকুর)	কার্ত্তিক মাস	যমরাজ
সেঁজুতি	অগ্রহায়ণ	গৃহাপকরণ
নখছুট	চৈত্র	চৈত্র সংক্রান্তিতে নখ কাটিয়া দান
তুঁষ তুষলী	অগ্রহায়ণ	তুষ ও গোময়
গুপ্তধন	প্রতি সংক্রান্তি	গুপ্তভাবে দান
মধুসংক্রান্তি	,,	পাত্রে মিষ্টান্ন দান
কলাছড়া	চারি বৎসর প্রতি সংক্রান্তি	কলাদান
ঘৃতসংক্রান্তি	প্রতি সংক্রান্তি	প্রস্তর পাত্রে ঘৃত দান
একাদুধে-পঞ্চামৃত	সারা বৈশাখ	নারায়ণ পূজা
তেজপত্র-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দর্পণ-সংক্রান্তি	,,	ঐ
দধি-সংক্রান্তি	,,	ঐ
আদা সিংহাসন	সারা বৈশাখ	ভগবতী ভাবে ব্রাহ্মণকন্যার পূজা
হরিষ-মঙ্গলচণ্ডী	বৈশাখ প্রতি মঙ্গলবার	মঙ্গলচণ্ডিকা
জয়মঙ্গলচণ্ডী	বারমাসের যে কোন মঙ্গলবার	চণ্ডিকাদেবী
রাই-আরাধনা	বৈশাখ সংক্রান্তি	শ্রীরাধিকা
সঙ্কট মঙ্গলচণ্ডী	অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার	চণ্ডী (সঙ্কটা)
অরণ্যষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ষষ্ঠীদেবী
শীতলষষ্ঠী	মাঘ মাস	ঐ
লোটনষষ্ঠী	পৌষ মাস	ঐ
মূলাষষ্ঠী	অগ্রহায়ণ	ঐ
চাওড়াষষ্ঠী	আষাঢ় (মতান্তরে ভাদ্র)	ঐ
জামাইষষ্ঠী	জ্যৈষ্ঠ মাস	ঐ
লুণ্ঠনষষ্ঠী	শ্রাবণ	ঐ
অক্ষয়া ষষ্ঠী	ভাদ্র	ঐ
বোধন বা দুর্গাষষ্ঠী	আশ্বিন	ঐ
শ্মশান ষষ্ঠী	কার্ত্তিক মাস	ঐ
দুর্ব্বাষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ
দাহ ষষ্ঠী	বৈশাখ	ঐ
অশোকষষ্ঠী	চৈত্র	ঐ

ব্রত	মাস	বিষয়
গুপোষষ্ঠী	ফাল্গুন	ঐ
নাগপঞ্চমী	শ্রাবণ	মনসা
নীলষষ্ঠী	চৈত্র	দুর্গা
গাড়শী	আশ্বিন সংক্রান্তি	লক্ষ্মীপূজা
ক্ষেত্র	অগ্রহায়ণ, শুক্লপক্ষের ১ম শনিবার	ক্ষেত্রপাল
বুড়াঠাকুরাণী	ঐ	বনদেবী
ইতুয়া'ল বা ইতুপূজা	কার্ত্তিক সংক্রান্তির পর প্রতি রবিবার	সূর্য্যপূজা
নাটাই	অগ্রহায়ণ, রবি সন্ধ্যাকাল	
পাটাই বা পাষাণ চতুর্দ্দশী	পৌষ শুক্লাচতুর্দ্দশী	দুর্গা
দুর্গা সোহাগা (বিজয়া দশমী)		
লক্ষ্মী পূর্ণিমা	কোজাগর পূর্ণিমা	লক্ষ্মী
শিবদুর্গা	শিবচতুর্দ্দশী	শিব ও দুর্গা
কুলইব্রত	অগ্রহায়ণ, রবি বা বৃহস্পতিবার	কুলদেবতা

ব্রতক (ক্লী) ব্রতশব্দার্থ।

ব্রতচর্য্যা (স্ত্রী) ব্রতস্য চর্য্যা। ব্রতাচরণ, ব্রতানুষ্ঠান।

ব্রতচারিতা (স্ত্রী) ব্রতচারিণো ভাবঃ তল্ টাপ্। ব্রতচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, ব্রতানুষ্ঠানকারীর কার্য্য।

ব্রতচারিন্ (ত্রি) ব্রতেন চরতীতি চর-ণিনি। ব্রতাচরণকারী, ব্রতানুষ্ঠানকারী।

ব্রততি (স্ত্রী) প্র-তন বিস্তারে-ক্তিচ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ পস্য ব। ১ বিস্তার। ২ লতা।

"অপি বৃশ্চ্-পুরাণবদ্ ব্রততেরিব" (ঋক্ ৮।৪০।৬)

'ব্রততেরিব যথা লতায়াং গুল্ফলং নির্গতাং শাখাং' (সায়ণ)

ব্রততী (স্ত্রী) ব্রততি-পক্ষে-ঙীষ্। ১ বিস্তার। ২ লতা। (ভরত দ্বিরূপকোষ)

ব্রতদণ্ডিন্ (ত্রি) ব্রতস্যস্য দণ্ডধারী। (হরিবংশ)

ব্রতদান (ক্লী) ব্রতবিষয়ক দান।

ব্রতদুগ্ধ (ক্লী) ১ ব্রতরূপ দুগ্ধ। ২ ব্রতের নিমিত্ত দুগ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ৮।২।২)

ব্রতদুঘা (স্ত্রী) ব্রতদোহনকারিণী। (শতপথব্রা° ৬।২।২।১৪)

ব্রতধর (ত্রি) ধরতীতি ধৃ-অচ্ ধরঃ, ব্রতস্য ধরঃ। ব্রতধারী, ব্রতাচরণকারী, যিনি ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ভাগবত ৬।১৭।৮)

ব্রতধারণ (ক্লী) ব্রতস্য ধারণং। ব্রতচর্য্যা, ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের আবরণ। (ভাগবত ১১।১১।৩৭)

ব্রতনিমিত্ত (ত্রি) ব্রতের উদ্দেশভূত। ব্রতের জন্য।

ব্রতনী (স্ত্রী) পয়ঃপ্রদান দ্বারা কর্ম্মের নেত্রী। (ঋক্ ১০।৬৫।৬)

ব্রতপক্ষ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩৩) (পুং) ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষকে ব্রতপক্ষ কহে, এই পক্ষে অনেক ব্রতের বিধান আছে, বলিয়া ইহা ব্রতপক্ষ নামে অভিহিত।

ব্রতপতি (পুং) ব্রতস্য পতিঃ। ব্রত পালক। অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের পালক। "অগ্নে ব্রতপতে ব্রতঞ্চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাং" (শুক্ল যজু° ১।৫) 'হে ব্রতপতে, ব্রতস্য অনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণঃ পতে পালক হে অগ্নে' (মহীধর) এই স্থলে ব্রতপতি অগ্নির বিশেষণ।

ব্রতপত্নী (স্ত্রী) ১ ব্রতপতির স্ত্রী। ২ আপ। (কৌশিতকী ৫৬)

ব্রতপা (ত্রি) ব্রতং পাতি পা-ক্বিপ্। ব্রত পালক। "ব্রতপা যা তব তনূরিয়ং" (শুক্ল যজু° ৫।৬) 'ব্রতপাঃ ত্বমস্মদীয়স্য বর্ত্তমানব্রতস্য পালকো ভবসীতি' (মহীধর)

ব্রতপারণ (ক্লী) ব্রতস্য পারণং ব্রতান্তে পারণ, ব্রতানুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় দিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিতে হয়।

ব্রতপ্রতিষ্ঠা (ত্রি) ব্রতগ্রহণ পূর্ব্বক তাহার উদ্যাপন ক্রিয়া।

ব্রতপ্রদ (ত্রি) ব্রতফলপ্রদানকারী পশু। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।১)

ব্রত প্রদান (ক্লী) ব্রতপুঞ্জ দান।

ব্রতভঙ্গ (ত্রি) নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালন বা উদ্যাপন করিতে অসমর্থ হওন।

ব্রতভিক্ষা (স্ত্রী) ব্রতে উপনয়ন কালে ভিক্ষা। উপনয়নকালীন ভিক্ষা, উপনয়ন সংস্কার হইলে তাহার পরে যে ভিক্ষা করিবার বিধান আছে, তাহাকে ব্রত-ভিক্ষা কহে।

অথ ভৈক্ষ্যঞ্চরতি, অথ শব্দস্তষ্ণীমাদিত্যোপস্থান অগ্নিপ্রদক্ষিণঞ্চ সংসতি।

প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থাপ্য চ ভাস্করম্ প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্ ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥ ইতি মনু বচনাৎ, ভিক্ষাসমূহং ভৈক্ষ্যং তচ্চাতি মাতরমেবাগ্রে যে চান্যে সুহৃদঃ যাবত্যো বা সন্নিহিতাঃ স্যুঃ। যাচতে ইত্যধ্যাহার্য্যং।

মাতরং বা স্বসারং বা মাতুর্বা ভগিনীং নিজাম্।
ভিক্ষেত ভিক্ষাং প্রথমাং যা চৈনাং নাবমানয়েৎ ॥
ইত্যাদি।" (সংস্কারতত্ত্ব°)

উপনয়ন সংস্কারকালে উপবীতগ্রহণের পর মাতা প্রভৃতির নিকটে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়, এই ভিক্ষাগ্রহণের নাম ব্রত ভিক্ষা। প্রথমে মাতার নিকট, "ভবতি! ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া ভিক্ষা গ্রহণ করিবে, পরে ভগিনী প্রভৃতির নিকট ভিক্ষা করিয়া তৎপরে পিতা ও সেই স্থলে যে সকল লোক থাকে তাহাদের সকলের নিকট হইতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। ভিক্ষায় যাহা কিছু পাওয়া যায়, সে সমস্তই আচার্য্যকে দিতে হয়।

ব্রতভৃৎ (ত্রি) ব্রতং বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ব্রতগ্রহণকারী ব্রতধারী।

ব্রতলুপ্ত (ত্রি) ব্রত (উপবাসাদি)-ভ্রষ্ট।

ব্রতলোপন (ক্লী) ব্রতভঙ্গ। যে নিজের পবিত্রতা বা ব্রতাচার নষ্ট করিয়াছে।

ব্রতবৎ (ত্রি) ব্রত অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতধারী।

ব্রতবৈকল্য (ত্রি) ব্রতোদ্‌যাপন না হওয়া।

ব্রতশয্যা গৃহ (ক্লী) ব্রতানুষ্ঠান স্থান। যে গৃহে ব্রতযোগ্য দ্রব্যাদি বিন্যস্ত থাকে।

ব্রতশ্রপণ (ক্লী) ব্রতজন্য দুগ্ধ জ্বাল দেওয়া।

ব্রতসংগ্রহ (পুং) ব্রতস্য সংগ্রহঃ। দীক্ষা। (হেম)

ব্রতস্থ (ত্রি) ব্রতে তিষ্ঠতীতি-স্থা-ক। ব্রতস্থিত, ব্রতে অবস্থানকারী, ব্রতধারী। ব্রহ্মচারী।

"ব্রতস্থমপি দৌহিত্রং শ্রাদ্ধে যত্নেন ভোজয়েৎ।" (মনু ৩।২৩৪)

'ব্রতস্থং ব্রহ্মচারিণং' (কল্লূক)

ব্রতস্থিত (ত্রি) ব্রতে স্থিতঃ। ব্রতে অবস্থানকারী। ব্রতধারী।

ব্রতস্নাত (ত্রি) ব্রতৈঃ স্নাতঃ। ব্রতস্নাতক, ব্রহ্মচারিভেদ। বিদ্যাস্নাতক, ব্রতস্নাতক ও বিদ্যাব্রতস্নাতক এই তিন প্রকার ব্রহ্মচারী। যে ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে বিদ্যা সমাপ্ত করিয়া ব্রত অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাস্নাতক; যিনি ব্রত সমাপন করিয়া বেদ অসমাপ্ত থাকিতে সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে ব্রতস্নাতক, এবং যিনি বিদ্যা ও ব্রত উভয়ই শেষ করিয়া সমাবর্ত্তন করেন, তাহাকে বিদ্যাব্রতস্নাতক কহে।

"বেদবিদ্যাব্রতস্নাতান্ শ্রোত্রিয়ান্ গৃহমেধিনঃ।
পূজয়েদ্ধব্যকব্যেন বিপরীতাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৩১)

"যঃ সমাপ্য বেদানসমাপ্য ব্রতানি সমাবর্ত্ততে স বিদ্যা-স্নাতকঃ, যঃ সমাপ্য ব্রতানি অসমাপ্য বেদান্ সমাবর্ত্ততে স ব্রতস্নাতকঃ, উভয়ং সমাপ্য যঃ সমাবর্ত্ততে স বিদ্যাব্রতস্নাতকঃ। (কুল্লূক)

ব্রতস্নাতক (পুং) ব্রতস্নাত। (পারস্করগৃ° ২।৫)

ব্রতস্নান (ক্লী) ব্রত সমাপনপূর্ব্বক সমাবর্ত্তন।
(ভাগবত° ১।১০।২৮)

ব্রতাতিপত্তি (স্ত্রী) ব্রতভঙ্গ। ব্যাঘাতজন্য ব্রতের অসমাপ্তি।
(আশ্ব° শ্রৌ° ৩।১৩।২)

ব্রতাদেশ (পুং) ব্রতস্য আদেশঃ। উপনয়ন।

"আ-দন্তজননাৎ সদ্য আচূড়াদেকরাত্রকম্।
ত্রিরাত্রমাব্রতাদেশাৎ দশরাত্রমতঃ পরম্॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ব্রতাদেশন (ক্লী) ব্রতস্য আদেশনং। বেদোপদিষ্ট উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারীকে বেদোপদেশ দিতে হয়।

"কৃতোপনয়নস্যাস্য ব্রতাদেশনমিষ্যতে।
ব্রহ্মণো গ্রহণঞ্চৈব ক্রমেণ বিধিপূর্ব্বকম্॥" (মনু ২।১৭৩)

'কৃতোপনয়নস্য ব্রহ্মচারিণো ব্রতাদেশনমিষ্যতে ক্রিয়তে চাচার্য্যৈঃ'। (কুল্লূক)

ব্রতিক (ত্রি) ব্রতিন্-কন্। ব্রতধারী, এই শব্দ প্রায় একটী উপপদপূর্ব্বক ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা বিড়ালব্রতিক ইত্যাদি।

ব্রতিন্ (পুং) ব্রতমস্যাস্তীতি-ব্রত-ইনি। ১ মুনিবিশেষ। ২ যজমান, (অমর) ৩ ব্রহ্মচারী, যতি।

"ভৈক্ষ্যেণ বর্ত্তয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেদ্‌ব্রতী।
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো বৃত্তিরুপবাসসমা স্মৃতা" ॥ (মনু ২।১৮৮)

(ত্রি) ৪ 'ব্রত বিশিষ্ট, ব্রতানুষ্ঠানকারিমাত্র। ব্রতধারী তিথি বা উৎসবের অন্তে যথাবিধানে পারণ করিবেন।

"তিথ্যন্তে চোৎসবান্তে বা ব্রতী কুর্ব্বীত পারণম্"। (তিথিতত্ত্ব)

ব্রতেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২০।৪)

ব্রতেশ (পুং) শিব।

ব্রতোপনয়ন (ক্লী) ব্রতাদেশ। শিক্ষার জন্য উপনয়ন।

ব্রতোপহ (ক্লী) সামভেদ।

ব্রতোপায়ন (ক্লী) ব্রতার্থে প্রবেশ। (শতপথব্রা° ৪।১।৭।১)

ব্রত্য (ত্রি) ব্রতকর্ম্মপরায়ণ। ব্রহ্মচারী। (ঋক্ ৮।৪৮।৮)

ব্রন্দিন্ (ত্রি) ১ মৃদুভাব প্রাপ্ত। ২ সমূহবিশিষ্ট। ব্রন্দিনঃ মৃদুভাবঃ-প্রাপ্তান্ যদ্বা সমূহবতঃ। (ঋক্ ১।৫৪।৪ সায়ণ)

ব্রয়স্ (ক্লী) বর্জ্জন। (ঋক্ ২।২৩।১৬, সায়ণ)

ব্রশ্চ, ছেদে। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° বেট্। লট্ বৃশ্চতি। লুঙ্ অব্রশ্চীৎ, অব্রাক্ষীৎ।

ব্রশ্চন (পুং) বৃশ্চত্যনেনেতি ব্রশ্চ করণে ল্যুট্। ১ স্বর্ণাদি-ছেদিকা, চলিত ছেনী, যে অস্ত্র দিয়া স্বর্ণাদি ধাতু ছেদন করা যায়। পর্য্যায়—পত্রপরশু, পত্রপশু, স্বর্ণ লোহাদি ছেদক। (জটাধর) ২ বৃক্ষ ছেদন জাত নির্য্যাস, গাছ কাটিলে যে আটা গলে, তাহাকেও ব্রশ্চন কহে।

"দেবতার্থং হবিঃ শিগ্রুং লোহিতান্ ব্রশ্চনাংস্তথা।
অনুপাকৃত মাংসানি বিড়জানি কবকানি চ॥"

ব্রশ্চনাং বৃক্ষছেদনজাতান্ লোহিতানপি।" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ৩ কুঠার। (কাতন্ত্র) (ক্লী) ব্রশ্চ-ল্যুট্। ৪ ছেদন। "স রক্তেমনা-ব্রশ্চনায় ভবতি" (শত° ব্রা° ৩।৬।৪।৭)

ব্রস্ক (ত্রি) কর্ত্তক, কর্ত্তনকারী, ছেদনকারী।

ব্রা (স্ত্রী) ১ রাত্রি। ২ উষা। 'তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তীতি ব্রা রাত্রি বা প্রকাশেন বৃণোতীতি ব্রা উষাঃ।' (ঋক্ ১।১২১।২ সায়ণ) ৩ সমূহ, দল। (নিরুক্ত ৫।৩)

ব্রাচড় (পুং) অপভ্রংশ ভাষাবিশেষ।

ব্রাজ (পুং) ১ গ্রাম কুক্কুট্। (হেম) ২ গমন, গতি। ৩ দল, সমূহ। (অথর্ব্ব ১।১৬।১)

ব্রাজপতি (পুং) দলপতি, নায়ক। "কুলপা ন ব্রাজপতিং চরন্তম্।" (ঋক্ ১০।১৭৯।২)

ব্রাজবাহু (পুং) মৃত্যুর হস্তবিস্তার। "মৃত্যোর্হ বা এতৌ ব্রাজবাহূ।" (শাঙ্খায়নব্রা° ৭।৯)

ব্রাজি (স্ত্রী) ব্রজতি গচ্ছতীতি ব্রজ গতৌ (বসিবপিযজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। বায়ু।

ব্রাজিন্ (ত্রি) স্থানস্থায়ী, গমনশীল নহে। (শতপথব্রা° ৫।৫।১।১২)

ব্রাত (পুং) ১ সমূহ। (অমর)

"নানারণ্যমৃগব্রাতৈরনাবাধে মুনিব্রতৈঃ।" (ভাগ° ৪।২৫।১৯)

২ ব্যাধাদি। (ব্রাত্যশব্দটীকা ভরত)

৩ মনুষ্য। (নিঘণ্টু ২।৩)

'বৃঞ্ বরণে—তাত ব্রতে লাত সুপিত্ত' ইত্যাদি সূত্রেণ ভোজরাজেন কৃৎপ্রত্যয়ে আড়াগমো নিপাত্যেতে বৃণুন্তি স্বমতিমতং দেবতাভ্যঃ তপসা রাধিতেভ্যঃ প্রক্রিয়ন্তে বা যজ্ঞাদৌ, যথা ধান্যাদি সঞ্চয়ঃ, তদন্তো ব্রাতা মত্বর্থীয়োঽকারঃ। যথা ব্রতমিতি কর্ম্ম নাম অন্নং বা, অন্নমপি ব্রতায়ৈতস্মাদেবেত্যুক্তেঃ শ্রুতীয়াঃ 'তস্তেদং' ইত্যণ্।

"কর্ম্মণা জায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রমুচ্যতে" ইত্যুক্তেঃ কর্ম্মণামধিকারিত্বাচ্চ মনুষ্যাণাং কর্ম্মসম্বন্ধিত্বং ইত্যাদি। (দেবরাজ যজ্বা) (ক্লী) ৪ শরীরায়াস জীবিকর্ম্ম। (কাশিকা ৫।২।২১)

ব্রাতজীবন (ত্রি) শারীরিক বা পরস্পরের পরিশ্রমে জীবিকানির্ব্বাহকারী।

ব্রাতপতি (ত্রি) ব্রতপতি সম্বন্ধীয়। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

(আশ্ব°শ্রৌ° ২।১২।৩)

ব্রাতপতি (পুং) দলপতি। (শুক্লযজু° ১৬।২৫)

ব্রাতসাহ (ত্রি) দলপতি। 'সমূহানামভি ভবিতারঃ'।

(ঋক্ ৬।৭৫।৯ সায়ণ)

ব্রাতিক (ত্রি) ব্রতসম্বন্ধীয় (সংবৎসর)। (গোভিল ৩।১।১৩)

ব্রাতীন (পুং) শরীরায়াসেন যে জীবন্তি তেষাং কর্ম্ম ব্রাতঃ তেন জীবতীতি ব্রাত (ব্রাতেন জীবতি। পা ৫।২।২১) ইতি খঞ্। সঙ্ঘজীবি। (হেম)

"ব্রাতীনব্যালদীপ্রাস্ত্রঃ সুত্বনঃ পরিপূজয়ন্।" (ভট্টি ৪।১২)

ব্রাত্য (পুং) ব্রাতো ব্যাধাদিঃ স ইব (শাখাদিভ্যো যৎ। পা ৫।৩।১০৩) ইতি যৎ। ১ ব্রতসম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৭।১৩) ২ দশসংস্কাররহিত। ৩ উপনয়ন সংস্কাররহিত। পর্য্যায়—সংস্কারহীন, সাবিত্রীপতিত, বাগ্দুষ্ট, পুঙ্গবোক্তিক। (জটাধর)

"আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ-দ্বাবিংশাৎক্ষত্রবন্ধোরাচতুর্বিংশতে র্বিশঃ॥
অত ঊর্দ্ধং ত্রয়োঽপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতাঃ॥"(মনু ২।৩৮-৩৯)

ব্রাহ্মণের ১৬ বৎসর, ক্ষত্রিয়ের ২২ বৎসর এবং বৈশ্যের ২৪ বৎসর পর্য্যন্ত উপনয়ন কাল। এই কালের মধ্যে যদি ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার না হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে ব্রাত্য কহে এবং ইহারা আর্য্যবিগর্হিত।

এক সময়ে সাবিত্রীসংস্কার বা উপনয়নহীন দ্বিজ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়) মাত্রই ব্রাত্য বলিয়া পরিচিত ছিলেন। কিন্তু অথর্ব্ববেদের ১৫।৮।১ ও ১৫।৯।১ মন্ত্রদ্বয় হইতে আমরা জানিতে পারিবে, ব্রাত্য দেবপ্রতিম, এমন কি পরম পিতারই অনুকল্প। ইহাদিগের দ্বারা রাজন্য ও ব্রাহ্মণগণ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন।

সাবিত্রীপতিত উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন ব্যক্তিই ব্রাত্যনামে অভিহিত। ব্রাত্যের যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়ায় অধিকার নাই—ব্রাত্য ব্যবহারযোগ্যও নহে, ইহাই এক শ্রেণীর শাস্ত্র-সম্মত সিদ্ধান্ত; কিন্তু অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডটী কেবল ব্রাত্যমহিমাতে পরিপূর্ণ। ব্রাত্য বৈদিককার্য্যে অধিকারী, ব্রাত্য মহানুভব, ব্রাত্য দেবপ্রিয়, ব্রাত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতির পূজ্য, অধিক কথা কি, ব্রাত্য স্বয়ং দেবাধিদেব। ব্রাত্য যেখানে গমন করেন, বিশ্বজগৎ ও বিশ্বদেবগণও সেইখানে তাঁহার অনুগমন করেন। তিনি যেখানে অবস্থান করেন, বিশ্বদেবগণ সেই স্থানে অবস্থান করেন, তিনি তথা হইতে গমন করিলে তাঁহারাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে গমন করেন। সুতরাং তিনি যখন যেখানে গমন করেন, তখন যেন রাজার ন্যায় গমন করিয়া থাকেন।

সমগ্র পঞ্চদশ কাণ্ডেই এইরূপ কেবল ব্রাত্যমহিমা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডোক্ত ব্রাত্য বাচ্যবিষয়ে ধর্ম্মসংহিতোক্ত ব্রাত্য হইতে সম্যক্ স্বতন্ত্র। এই ব্রাত্য-সকল বৈদিক পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং পৌরাণিকগণের বর্ণিত বিরাট্ পুরুষ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। এস্থলে অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ড হইতে এতদ্বিষয়ক কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"ব্রাত্য আসীদীয়মান এব স প্রজাপতিং সমৈরয়ৎ।
স প্রজাপতিং সুবর্ণমাত্মন্নপশ্যৎ তৎ প্রাজনয়ৎ॥
তদেকমভবৎ, তল্ললাম অভবৎ, তন্মহদভবৎ তজ্জ্যেষ্ঠমভবৎ
তদ্ব্রহ্মাভবৎ তৎতপোঽভবৎ তৎসত্যমভবৎ তেন প্রাজায়।
সোঽবর্দ্ধৎ স মহানভবৎ স মহাদেবোঽভবৎ।
স দেবানামীশাং পর্য্যৈৎ স ঈশানোঽভবৎ।
স একো ব্রাত্যোঽভবৎ স ধনুরাদত্ত তদেবেন্দ্রধনুঃ।
নীলমস্যোদরং লোহিতং পৃষ্ঠম্।

নীলেনৈবাপ্রিয়ং ভ্রাতৃব্যং প্রোর্ণতি লোহিতেন দ্বিষন্তং
বিধ্যতীতি ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি। (১৫।১।১-৮)
স উদতিষ্ঠৎ স প্রাচীং দিশমনু ব্যচলৎ। ১
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যচলন্। ২
বৃহতে চ বৈ স রথন্তরায় চাদিত্যেভ্যশ্চ বিশ্বেভ্যশ্চ
দেবেভ্য আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদতি। ৩
বৃহতশ্চ বৈ স রথন্তরস্য চাদিত্যানাঞ্চ বিশ্বেষাঞ্চ
দেবানাং প্রিয়ং ধাম ভবতি তস্য প্রাচ্যাং দিশি। ৪
শ্রদ্ধা পুংশ্চলী মিত্রো মাগধো বিজ্ঞানং বাসো
হরোষ্ণীষং রাত্রীকেশা হরিতৌ প্রবর্ত্তৌ কল্মলির্মণিঃ। ৫
তং বৈরূপঞ্চ বৈরাজং চাপশ্চ বরুণশ্চ রাজানুব্যচলন্। ১০
বৈরূপায় চ বৈ স বৈরাজায় চাদ্ভ্যশ্চ বরুণায় চ
রাজ্ঞ আ বৃশ্চতে য এবং বিদ্বাংসং ব্রাত্যমুপবদন্তি। ১১

এই পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের সপ্তম পর্য্যায় সূক্ত পাঠে জানা যায় যে, এই ব্রাত্য পুরুষই যজ্ঞ শ্রদ্ধা প্রজাপতি পরমেষ্ঠী পিতা পিতামহ প্রভৃতির লক্ষীভূত বিষয়। তদ্ যথা

"তং প্রজাপতিশ্চ পরমেষ্ঠী চ পিতা চ পিতামহশ্চাপশ্চ
শ্রদ্ধা চ বর্ষ ভূত্বানুব্যবর্ত্তয়ন্ত"। (১৫।৭।২)

দ্বিতীয় অনুবাকের অষ্টম পর্য্যায়সূক্ত পাঠে ব্রাত্যপুরুষকে বিরাট্ পুরুষেরই নামান্তর বলিয়া বলবতী ধারণা জাগিয়া উঠে;

তদযথা—"ব্রাত্যস্য সপ্তপ্রাণাঃ সপ্তাপানাঃ সপ্ত ব্যানাঃ।
তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্য প্রথমঃ প্রাণ উর্দ্ধোনামায়ং স অগ্নিঃ।
দ্বিতীয়ঃ প্রাণঃ প্রৌঢ়ো নামাসৌ স আদিত্যঃ * *
তৃতীয়ঃ প্রাণোঽভ্যূঢ়ো নামাসৌ চন্দ্রমাঃ।
চতুর্থঃ প্রাণোবিভূর্নামায়ং স পবমানঃ।
পঞ্চমঃ প্রাণো যোনি নাম তা ইমা আপঃ।
ষষ্ঠঃ প্রাণঃ প্রিয়োনাম ত ইমে পশবঃ।
সপ্তমঃ প্রাণো পারিমিতো নাম তা ইমাঃ প্রজাঃ।"

ব্রাত্যের অপান সম্বন্ধেও এইরূপ লিখিত হইয়াছে। যথা—

"তস্য ব্রাত্যস্য যোঽস্যপ্রথমোঽপানঃ সা পৌর্ণমাসী"

এইরূপ দ্বিতীয় অপান সাষ্টকা, তৃতীয় অপান আমাবস্যা, চতুর্থ অপান শ্রদ্ধা, পঞ্চম অপান দীক্ষা, ষষ্ঠ অপান যজ্ঞ।

পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের নবম পর্য্যায় সূক্তে ব্রাত্যের ব্যান সম্বন্ধে লিখিত আছে—

ব্রাত্যের প্রথম ব্যান ভূমি, দ্বিতীয় ব্যান অন্তরীক্ষ, তৃতীয় ব্যান দ্যৌ, চতুর্থ ব্যান নক্ষত্র, পঞ্চম ব্যান ঋতু, ষষ্ঠ ব্যান আর্ত্তব ও সপ্তম ব্যান সংবৎসর।

এই কাণ্ডের উপসংহারে অর্থাৎ দ্বিতীয় অনুবাকের একাদশ পর্য্যায় সূক্তে লিখিত হইয়াছে—

"তস্য ব্রাত্যস্য। যদস্য দক্ষিণমক্ষ্যসৌ স আদিত্যো
যদস্য সব্যমক্ষ্যসৌ স চন্দ্রমাঃ।
যোঽস্য দক্ষিণঃ কর্ণোঽয়ং সোঽগ্নির্যোঽস্য সব্যঃ কর্ণোঽয়ং স পবমানঃ। অহোরাত্রে নাসিকে দিতিশ্চাদিতিশ্চ শীর্ষকপালে সংবৎসরঃ শিরঃ অহ্না প্রত্যঙ্ ব্রাত্যো রাত্র্যা প্রাঙ্ নমো ব্রাত্যায়।"

পঞ্চদশ কাণ্ডের প্রথম অনুবাকের ষষ্ঠ পর্য্যায় সূক্তের প্রথম সূক্তে লিখিত আছে "স মহিমা সদ্রুর্ভূত্বা পৃথিব্যা অগচ্ছৎ স সমুদ্রোঽভবৎ।"

আমরা ঋগ্‌বেদের পুরুষসূক্তে আরও দেখিতে পাই—

"এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি। ১০।৯০।৩
তস্মাদ্বিরাড জায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমিমথো পুরঃ ১০।৯০।৫
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ॥ ১০।৯০।৬
চন্দ্রমা মনসো জাত শ্চক্ষোঃ অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাদ্বায়ুরজায়ত॥
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষ, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দ্দিশঃ শ্রোত্রাৎ তথা লোকাঁ অকল্পয়ৎ॥"

ঋগ্বেদের এই পুরুষ-মহিমার সূক্ত এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য-মহিমার সূক্ত এক প্রকার ও একভাববিশিষ্ট।

অথর্ব্ববেদের পঞ্চদশ কাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকের পঞ্চম পর্য্যায় সূক্তে যেরূপ ভাবে ব্রাত্যমহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া মনে হয় যে, প্রাচীন বৈদিককালে এক শ্রেণীর পুণ্যবান্ ব্রতকর্ম্মশীল বিদ্বান্ পুরুষই কোন কারণে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতেন। ব্রাত্য অতিথিরূপে যাহার গৃহে বাস করিতেন, তাহার অশেষ পুণ্যের সঞ্চার হইত। যথা—

"তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্য একাং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি।
যে পৃথিব্যাং পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।
তদ্ যস্যৈবং বিদ্বান্ ব্রাত্যো দ্বিতীয়াং রাত্রিমতিথির্গৃহে বসতি
যেঽন্তরীক্ষে পুণ্যা লোকাস্তানেব তেনাবরুন্ধে।" ইত্যাদি

এইরূপ এই সূক্তে ব্রাত্যের আতিথ্যপ্রদানের ফল বর্ণিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে মনে হয় যে, ব্রাত্য সম্ভবতঃ সাধু পরিব্রাজক। কিন্তু এই ব্রাত্য-মহিমার উপক্রমোপসংহার পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, ব্রাত্য অনাদিকারণ পুরুষ। এখানে যে ব্রাত্যকে গৃহে আতিথ্যদানের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্যার্থ এই যে, সেই পরম পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে স্থান দান করেন, তাঁহার বহুল পুণ্য অর্জ্জিত হইয়া থাকে।

এক পরম পুরুষই যে বৈদিক যুগে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইত, প্রশ্নোপনিষদেও তাহার প্রমাণ আছে, এবং কেন যে তাহাকে ব্রাত্য বলা হইত তাহারও কারণ উক্ত গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"ব্রাত্যস্ত্বং প্রাণৈকঋষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ।
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্বন্॥"

(প্রশ্নোপনিষৎ ২।১১।)

অর্থাৎ হে পরম পুরুষ তুমি প্রথমে জন্মিয়াছ বলিয়া তোমার সংস্কারক কেহই ছিল না, তাই তুমি ব্রাত্য কিন্তু তুমি অতীব পবিত্র। হে প্রাণ তুমিই একমাত্র ঋষি, তুমি ভোজক, তুমি সকলের সৎপতি, আমরা তোমায় আজ্য দিতেছি, তুমি বায়ুর পিতা।

প্রশ্নোপনিষদের এই ব্রাত্য ও ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তের পুরুষ এবং অথর্ব্ববেদের ব্রাত্য ব্রহ্মের অনুরূপ পদার্থ।

(১৭।১৬ এবং ২৪।১৮ দ্রষ্টব্য।)

এতদ্ব্যতীত সামবেদীয় তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণে আমরা ব্রাত্য শব্দের অপর এক বাচ্যবিষয় দেখিতে পাই। তৎপাঠে জানা যায়, দেবতাগণ যখন স্বর্গে গমন করেন, তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে, কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাদের সঙ্গে না যাইয়া এই মর্ত্ত্য-লোকেই পরিভ্রমণ করেন, ইঁহারাই ব্রাত্য নামে অভিহিত হই-তেন। অবশেষে ইঁহারা স্বর্গগমনেচ্ছু হইয়া ভ্রমণ করিতে করিতে পুনরায় স্বর্গের প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হয়েন। অর্থাৎ ইঁহাদের সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণ যে স্থান হইতে স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন, সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হয়েন। কিন্তু ইঁহারা বৈদিক মন্ত্র জানিতেন না। সুতরাং ইঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। ইঁহাদের এই অবস্থা দেখিয়া স্বর্গগামী দেবগণ মরুতের প্রতি ইঁহাদিগকে বেদশিক্ষার ভার প্রদান করেন। মরুৎ ইঁহাদিগকে অনুষ্টুপ্‌ ছন্দে "ষোড়শ" উপদেশ প্রদান করেন, তৎপরে ইঁহারা স্বর্গে গমন করেন।*

আবার কৌষীতকী তাণ্ড্যমহা ব্রাহ্মণও ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়াছে।†

ব্রাত্যগণ অনাবৃত যুদ্ধরথের চালকতাকার্য্য করিতেন, ধনু ও বর্শা বহন করিতেন, তাঁহারা মস্তকে উষ্ণীষ ও রক্ত-প্রান্ত পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, পরিচ্ছদগুলি বায়ুবেগে আলোড়িত হইত। তাঁহাদের নেতৃগণ কপিলবর্ণ পরিচ্ছদ ও রৌপ্যনির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি করিতেন না। তাঁহাদের শাসনবিধিরও শৃঙ্খলা ছিল না। তাঁহাদের ভাষা সংস্কৃত হইলেও উচ্চারণের অনেক বৈষম্য ছিল। তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণের এই ব্রাত্য-দেবগণ প্রথমতঃ হয়ত সম্মানিত ছিলেন, পরে বেদানভিজ্ঞতানিবন্ধন তাঁহারা সমাজে অনাদৃত হইয়া পড়েন। বস্তুতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে সম্মানহীন এই ব্রাত্যগণই প্রকৃতপক্ষে সাবিত্রীভ্রষ্ট ব্রাত্য কি না তাহা অনু-সন্ধেয়। ফলতঃ আমরা বাজসনেয়সংহিতাতেও এক শ্রেণীর লোককে ব্রাত্য বলিয়া অভিহিত হইতে দেখিতে পাই।

(শুক্লযজুঃ ৩০।৮)

এতদ্ব্যতীত লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (৮।৬।২,৭,৮) এবং কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে (২২।৪।৩) আমরা ব্রাত্য শব্দের উল্লেখ দেখিতে পাই। অসবর্ণগণই শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। কি প্রকারে ব্রাত্য শব্দের এইরূপ অর্থাবনতি সংঘটিত হইল, পরব্রহ্মের বাচক শব্দটী কি প্রকারে মানব সমাজের অসম্মানিত জনের অর্থবোধকরূপে ব্যবহৃত হইল, তাহারও অনুসন্ধান প্রয়োজন। বৌধায়ন-ধর্ম্মসূত্রে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে জাতসন্তান ব্রাহ্মণ, বৈশ্যার গর্ভে জাতসন্তান অম্বষ্ঠ, শূদ্রার গর্ভে জাতসন্তান নিষাদ বা পারশব। ক্ষত্রিয়বৈশ্যায় জাতসন্তান ক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়শূদ্রায় জাতসন্তান উগ্র, বৈশ্যশূদ্রায় জাতসন্তান রথকার, শূদ্রবৈশ্যায় মাগধ, বৈশ্যক্ষত্রিয়ায় আয়োগব ইত্যাদি। এই সকল অসবর্ণজাত সন্তানগণ ব্রাত্য নামে প্রসিদ্ধ।" (বৌধায়নধর্ম্মসূত্র ১।৯।১৬-১৭)

মনুসংহিতায় আমরা ব্রাত্যতার অপর একটী হেতু দেখিতে পাই। যথা—

"দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ সাবিত্রীপরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বিনির্দ্দিশেৎ॥"

(মনু ১০।২০ অঃ)

অর্থাৎ দ্বিজাতিগণের সবর্ণাভার্য্যায় উৎপন্ন সন্তান সাবিত্রী-ভ্রষ্ট হইলে তাহারা ব্রাত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৌধায়ন ধর্ম্মসূত্রের ব্রাত্য ও মনুসংহিতার ব্রাত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় আমরা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভেদে ত্রিবিধ ব্রাত্য দেখিতে পাই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাত্য, ক্ষত্রিয় ব্রাত্য ও বৈশ্য-ব্রাত্য। দেশভেদে ইহারা আবার ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তদ্‌যথা—

---

* "দেবা বৈ স্বর্গং লোকং আয়ংস্তেষাং দেবা অহীয়ন্ত ব্রাত্যাং প্রবসন্তস্ত আগচ্ছন্ যতো দেবাঃ স্বর্গং লোকম্ আয়ংস্তেন তং স্তোমং ন ছন্দোঽবিন্দন্ যেন তান্ আপ্সংস্তে দেবা মরুতোঽব্রুবন্ এভ্যেভ্যস্তং স্তোমস্তচ্ছন্দঃ প্রাযচ্ছত যেন অস্মাৎ আপ্স্যানিতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্ ইতি তেভ্য এতং ষোড়শং স্তোমং প্রাযচ্ছন্ পরোক্ষমনুষ্টুভং ততো বৈ তে তানাপ্নুবান্" (তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ ১৭ অধ্যায়।)

† "এতেন বৈ……তস্মাৎ কৌষীতকীনাং ন কশ্চন অতীব জিহীতে যজ্ঞাবকীর্ণাহি" (তাণ্ড্য ১৭,৪,৩)।

"ব্রাত্যাৎ তু জায়তে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূর্জকণ্টকঃ।
আবন্ত্যবাটধানৌ চ পুষ্পধঃ শৈখ এব চ ॥
ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এব চ ॥
বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ ॥" (মনু ১০।২-১২০)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ব্রাত্য হইতে ভূর্জকণ্টক, আবন্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ ও শৈখ; ক্ষত্রিয়-ব্রাত্য হইতে ঝল্ল, মল্ল, নিচ্ছিবি, নট, করণ, খস ও দ্রবিড় এবং বৈশ্য-ব্রাত্য হইতে সুধন্ব, আচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা, মৈত্র ও সাত্বতগণের উৎপত্তি হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশস্কন্ধের প্রথম অধ্যায়েও আমরা ব্রাত্যের উল্লেখ দেখিতে পাই। তদ্‌যথা—

"সৌরাষ্ট্রাবন্ত্যাভীরাশ্চ শূরা অর্ব্বুদমালবাঃ।
ব্রাত্যা দ্বিজা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়া জনাধিপ ॥ ৩৬
সিন্ধোস্তটং চন্দ্রভাগাং কৌন্তীং কাশ্মীরমণ্ডলং।
ভোক্ষ্যন্তি শূদ্রা ব্রাত্যাদ্যা ম্লেচ্ছাশ্চাব্রহ্মবর্চ্চসঃ ॥" ৩৭

শ্রীধরস্বামী এই দুই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নরহিতা ভবিষ্যন্তি। অব্রহ্মবর্চ্চসঃ বেদাচারশূন্যাঃ ॥' শ্রীমদ্‌বীর রাঘবাচার্য্য ভাগবতচন্দ্রিকানাম্নী টীকায় লিখিয়াছেন, 'সৌরাষ্ট্রাদিদেশবর্ত্তিনো দ্বিজা ব্রাত্যা উপনয়নাদিসংস্কাররহিতা' অতএব শূদ্রপ্রায়াঃ ভবিষ্যন্তি জনাধিপেতি সম্বোধনং। জনাধিপা ইতি পাঠে তে শূদ্রপ্রায়া শূদ্রপ্রচুরা ভবিষ্যন্তীত্যর্থঃ।'

শ্রীভাগবতের সুবিখ্যাত টীকাকার বিজয়ধ্বজ লিখিয়াছেন—'সৌরাষ্ট্রাশ্চ আবন্ত্যাশ্চ আভীরাশ্চ শূদ্রাশ্চ মালবাশ্চ ব্রাত্যা সংস্কারহীনাঃ দ্বিজাঃ শূদ্রপ্রায়া জনাধিপতয়ো ভবিষ্যন্তি।'

যাঁহারা মনে করেন, ব্রাত্যগণ শূদ্র—শ্রীভাগবতের এই মূল শ্লোক এবং সুপ্রসিদ্ধ উক্ত টীকাকারগণের টীকা পাঠ করিলেই অবশ্যই ভ্রান্তসংস্কার উন্মূলিত করিতে সমর্থ হইবেন।

স্মৃতি ও পুরাণাদিতে ব্রাত্যসম্বন্ধে আরও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

১। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যার্য্যবিগর্হিতা।
(মনু ২।৩৯, বিষ্ণু ২০।২৭)

২। সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমাদৃতে ক্রতৌ।
(যাজ্ঞবল্ক ১।৩৮)

৩। সংস্কারা অতিপত্যেরন্ স্বকালশ্চ কথঞ্চন।
হুত্বৈতদেব কর্ত্তব্যা যে তূপনয়নাদধঃ ॥
(কাত্যায়ন ২৫।১৭)

৪। বেদব্রতচ্যুতো ব্রাত্য স ব্রাত্যস্তোমমর্হতি। (ব্যাস ১।২০)

৫। বিজ্ঞাতব্যাস্ত্রয়োপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ।
সাবিত্রীপতিতা ব্রাত্যা সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥ (শঙ্খ ২।৮)

৬। আষোড়শাদ্ ব্রাহ্মণস্যাতীতকাল আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি।
নৈনানুপনয়েন্নাধ্যাপয়েন্নযাজয়েন্নৈভি বিবাহয়েয়ুঃ।
পতিতসাবিত্রীক উদ্দালকব্রতং চরেৎ। (বশিষ্ঠ ১১শ অধ্যায়)

ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত।

উপনয়নাদি সংস্কারবিহীনতা-নিবন্ধন যে ব্রাত্যতা দোষ ঘটে, প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সেই দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের শুদ্ধির বহুল বিধান শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। যথাকালে উপনয়ন না হইলে ব্রাত্যতা ঘটে। এই ব্রাত্যতা দোষখণ্ডনের জন্য ধর্ম্মসূত্রকার আপস্তম্ব যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। আপস্তম্ব বলেন—

১। অতিক্রান্তে সাবিত্র্যাঃ কালমৃতুং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ। (১ম। ১প। ২৮ সূত্র)

হরদত্ত কৃত উজ্জ্বলটীকানুসারে এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের মধ্যে যাহার যে সাবিত্রীকাল উক্ত হইয়াছে, তাহা অতিক্রান্ত হইলে ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ত্রৈবিদ্যক শব্দের ব্যাখ্যা এইরূপ—'ত্রি-অবয়বা বিদ্যা ত্রিবিদ্যা তদধিকারভূত-বিষয়া ত্রৈবিদ্যা তৎসম্বন্ধীয়ং' এইরূপ অর্থে ত্রৈবিদ্যক পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অগ্নি পরিচর্য্যা, অধ্যয়ন এবং গুরুশুশ্রূষা এই তিনটী বিষয়ই ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত।

২। অথোপনয়নম্।

এইরূপ ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পরে উপনয়ন সংস্কার।

৩। ততঃ সংবৎসরমুদকোপস্পর্শনম্।

অর্থাৎ উপনয়নের পর হইতে যথারীতি স্নান অনুষ্ঠেয়। যাহারা সমর্থ তাহারা ত্রিসবর্ণ স্নান করিবে। যাহারা সমর্থ নহে তাহাদের পক্ষে যথাশক্তি স্নান বিধেয়।

৪। অথাধ্যাপ্যঃ।

অর্থাৎ এই প্রকার অনুষ্ঠানের পর সংস্কৃত ব্যক্তি অধ্যাপনীয়

৫। অথ যস্য পিতাপিতামহ ইত্যনুপেতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্ম হসন্ স্তুতাঃ।

অর্থাৎ যাহার পিতা পিতামহ অনুপেত থাকে তাহারা ব্রহ্মহসন্ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "পিতা পিতামহ" শব্দ দ্বারা প্রপিতামহ মাতামহ প্রভৃতি এবং ইহাদের ভ্রাতাদিকেও বুঝিতে হইবে।

৬। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েৎ

অর্থাৎ ইহাদের সহিত অভ্যাগমন (গতাগত ব্যবহার

ভোজন ও বিবাহাদি ব্যাপার বর্জ্জনীয়। অভ্যাগমন শব্দের অর্থ মৈত্রচেষ্টা আলাপাদিও বুঝিতে হইবে।

৭। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইচ্ছাশীল ব্যক্তিগণই প্রায়শ্চিত্তযোগ্য, কিন্তু অশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পরোপদেশে বলাৎকারে প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠেয় নহে।

৮। যথা প্রথমেতিক্রম ঋতুরেবং সংবৎসরঃ।

মাণবকের উপনয়নকাল অতিক্রান্ত হইলে এক ঋতুকাল এবং তদীয় পিতা অনুপনীত হইলে সম্বৎসরকাল ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠেয়।

৯। অথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনম্।

অতঃপর উপনয়ন সংস্কার দিতে হইবে, তৎপরে উদকোপস্পর্শনের ব্যবস্থা।

১০। প্রতিপুরুষং সঙ্খ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপেতাঃ স্যুঃ।

পিতা অনুপেত হইলে সংবৎসর কাল ও পিতামহ অনুপেত থাকিলে দুই বৎসর কাল ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হইবে। ইহা আপস্তম্বের টীকাকার হরদত্তের মত। কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী লিখিয়াছেন—'মাণবকস্য পিতামহমারভ্য স্বপর্য্যন্তং কালাতিক্রমে পূর্ণং সংবৎসরং যাবৎ পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপনয়নস্বরূপ-যোগ্যতৌপয়িক ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ মাণবকের পিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজ পর্য্যন্ত কালাতিক্রমে পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে উপনয়নের উপযোগী ব্রহ্মচর্য্যাত্মক প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

উদকোপস্পর্শন সময়ে বৈদিক মন্ত্র ব্যবহার্য্য। তদ্‌যথা—

(১) "সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চদূরকে।"(ঋগ্‌বেদীয়)

(২) "আপো অস্মান্মাতরঃ শুন্ধয়ন্তু" ইত্যাদি (যজুর্ব্বেদীয়)

(৩) "কয়া নশ্চিত্র আভুবৎ" ইত্যাদি (সামবেদীয়)

এই মন্ত্রানুসারে স্বশিরে জলসেচন করিতে হয়।

১১। অথ যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশানসংস্তুতা।

যে মাণবকের প্রপিতামহ হইতে আরম্ভ করিয়া উর্দ্ধতন পুরুষগণের উপনয়ন স্মরণে আসে না। অর্থাৎ প্রপিতামহ হইতে কত পুরুষ ব্রাত্যতা দোষ ঘটিয়াছে, তাহা ঠিক করা যায় না, তাদৃশ মাণবকগণ শ্মশানসংস্তুত।

১২। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি চ বর্জ্জয়েত্তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং চরেদথোপনয়নং তত উদকোপস্পর্শনং পাবমান্যাদিভিঃ।

ইহাদের সহিত মৈত্রালাপ ভোজন বিবাহাদি বর্জ্জনীয়। ইহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পুনঃ সংস্কৃত হইতে ইচ্ছা করিলে দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। অতঃপর পাবমান্যাদি মন্ত্রে উদকোপস্পর্শন করিতে হইবে।

১৩। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তম্।

অর্থাৎ ইহাঁদের মধ্যে যাহারা ইচ্ছা করিবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে। এস্থলে হরদত্ত বলেন যে "তেষাং" শব্দে মাণবকগণকে বুঝাইতেছে। কিন্তু "ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা" নামক গ্রন্থে পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রী হরদত্তের এই ব্যাখ্যাকে যুক্তিতর্কপূর্ণ বিচারসহ একবারে নিরস্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, এই প্রায়শ্চিত্ত পিতা পিতামহ প্রভৃতির জন্যই ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্ব সূত্রের উপক্রমোপসংহার সমন্বয়-বিচারে এস্থলে তেষাং শব্দের বাচ্য মাণবক, ইহাই হরদত্তের মত; তিনি বলেন, ইহা দ্বারা ব্রাত্যের অনুপনীত পিতা পিতামহ প্রভৃতির প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হয় নাই। কিন্তু রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তাঁহার সকল আপত্তি অতি সূক্ষ্মবিচারে খণ্ডন করিয়া তাণ্ড্য-মহাব্রাহ্মণ হইতে একটী প্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বীয় সিদ্ধান্ত দৃঢ়ীকৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাণবকের অনুপনীত পিতৃপিতামহাদিরও যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা আছে তাণ্ড্য-ব্রাহ্মণেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়—

'অনুমোদিতশ্চায়মর্থস্তাণ্ড্যব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে চতুর্থ খণ্ডে প্রথম ব্রাহ্মণে তদ্‌যথা—"অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্তো ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্।"

ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ—"শমেন মনোনিগ্রহেণ মনোনিগ্রহংশ্চতুর্থ-বয়সি প্রায়ঃ সম্ভবাৎ যৌবনাবসানেন নীচং অনুদ্ধতং পুংব্যাপারাসমর্থং আসমন্তাৎ মেঢ্রমুপস্থেন্দ্রিয়ং যেষাং তে হনেন ব্রাত্যস্তোমেন যজেরন্নিত্যুক্ত্যা বৃদ্ধানামপি সংস্কার্য্যত্বং সুব্যক্তম্।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, স্বভাবতঃই ইন্দ্রিয়ব্যাপারে মনোনিগ্রহ হইয়া থাকে। যৌবনের অবসানে পুং-ব্যাপারাসমর্থ বৃদ্ধ ব্রাত্য-দিগেরও ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ দ্বারা সংস্কার করা বিধেয়। এতদ্দ্বারা বৃদ্ধ ব্রাত্যগণেরও সংস্কার উক্ত হইয়াছে।

মহর্ষি কাত্যায়নের সিদ্ধান্ত দ্বারাও হরদত্তের অভিমত খণ্ডিত হইতেছে। এসম্বন্ধেও তিনি কাণ্ডত্রয়াত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয় কাণ্ডে লিখিয়াছেন—

১। "ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাণাং অপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনঞ্চ"।

অর্থাৎ ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদের অপত্য সম্বন্ধে সংস্কার বা অধ্যাপনা নাই।

২। "তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তি।"

ইহাদের মধ্যে সংস্কারাভিলাষী প্রাচীন ব্রাত্যগণ ব্রাত্য-স্তোম দ্বারা ব্যবহার্য্য হইয়া থাকেন।

দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈবিদ্যক-ব্রহ্মচর্য্যানুষ্ঠানের পর উপনয়নের ব্যবস্থা। উপনয়ন হইলে পাবমান্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদকোপস্পর্শের বিধান। এই সকল কার্য্য দ্বারা মাতৃ কৌষিক দেহারম্ভক অবয়ব-নিচয় সংস্কৃত হইয়া থাকে। উদকস্পর্শের পরে আপস্তম্ব গৃহমেধানুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন। যথা—

"অথ গৃহমেধোপদেশনম্।"

অর্থাৎ গৃহকর্ম্মের উপযোগী বেদের একদেশ মাত্র অধ্যয়ন করিতে হইবে, কিন্তু নিজশাখান্তর্গত সমস্ত বেদের সমগ্রাংশ অধ্যয়ন করার অধিকার তখনও প্রদেয় নহে। কেন না তৎপরের সূত্রেই লিখিত আছে:—

"নাধ্যাপনম্"

অর্থাৎ নিজশাখান্তর্গত সমগ্র বেদ অধ্যাপনীয় নহে।

হরদত্ত বলিয়াছেন—"নাধ্যাপনং কৃৎস্নবেদস্য কিন্তু গৃহ্যমন্ত্রাণামেব" অর্থাৎ সমগ্র বেদপাঠে অধিকার না হইলেও গৃহ্যমন্ত্রপাঠের অধিকার হইবে।

এইরূপে সংস্কৃত হইয়া গৃহস্থ হইলে তাহাদের ব্রাত্যদোষ খণ্ডিত হয়। অতঃপর এইরূপ বংশে আবার কেহ ব্রাত্য হইলে তাহাদের সংস্কার প্রথমাতিক্রমের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ ঋতুকাল ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেই তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। যথা আপস্তম্বে—

"ততো যো নিবর্ত্ততে তস্য সংস্কারঃ প্রথমাতিক্রমৈঃ"

অর্থাৎ প্রাগুক্তরূপে প্রায়শ্চিত্ত করণানন্তর গৃহস্থ হইলে তদ্বংশের ব্রাত্যদোষের মোচন হয়। এতাদৃশ বংশ্য কোন ব্যক্তির উপনয়ন কাল অতিক্রম হইলে দুই মাস কাল ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিলেই আবার সংস্কার প্রাপ্তির অধিকার জন্মে। এইরূপ উপনীত ব্যক্তি হইতে যে মাণবকের জন্ম হয়, সে প্রকৃতিবৎ উপনীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তজ্জন্য আর কোন প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। তাই আপস্তম্ব লিখিয়াছেন—

"তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের বিধিনির্দ্দিষ্ট উপনয়নের যে কাল নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই কালে প্রাগুক্ত উপনীত ব্যক্তির সন্তানের উপনয়ন হইবে।

আপস্তম্ব-ধর্ম্মসূত্রানুসারে বহুপুরুষ পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিদিগেরও এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা পুনঃ সংস্কার ব্যবস্থিত হইয়াছে। এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ব্রাত্যগণের ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণে অধিকার জন্মে। "তত ঊর্দ্ধং প্রকৃতিবৎ" সূত্রের ব্যাখ্যা হরদত্তের উজ্জ্বলা টীকায় এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ততস্তু যো নিবর্ত্ততে তস্য প্রকৃতিবৎ যথাপ্রাপ্তমুপনয়নং কর্ত্তব্যম্।" এ কথায় প্রতিবাদ যোগ্য কোন আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"যস্য তু প্রপিতামহস্য পিতুরারভ্য নানুস্মর্য্যতে উপনয়নং তস্য প্রায়শ্চিত্তং নোক্তম্। ধর্ম্মজ্ঞৈস্তু হিতব্যম্"।

অর্থাৎ যাহার প্রপিতামহের পিতা হইতে আরম্ভ করিয়া উপনয়নের অভাব হইয়াছে, তাহার প্রায়শ্চিত্ত উক্ত হয় নাই, হরদত্ত মহাশয়ের এই টীকা যে সমীচীন নহে, রামমিশ্র শাস্ত্রি মহাশয় তদীয় গ্রন্থে ইহার যথেষ্ট খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ও কাত্যায়নসূত্র উদ্ধৃত করিয়া এতৎসম্বন্ধে সুসিদ্ধান্তপূর্ণ বিচার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বহুপুরুষ কাল পতিতসাবিত্রীক ব্যক্তিগণও আপস্তম্বের ধর্ম্মসূত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ত্রৈবর্ণিকোচিত কার্য্যকরণের অধিকারী হয়। যথা—

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং য উপনায়নিকো মুখ্যঃ প্রাতিষ্ঠিকঃ কালস্তস্মিন্নেব তে উপনেতব্যাস্তেষাং পূর্ব্বপুরুষীয় ব্রাত্যতাপ্রযুক্তো ন কশ্চিদধমো ভাবো, ন চাপ্যনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদধিকমিতি ভাবঃ। সাধু তদ্বহুপুরুষপতিতসাবিত্রীকানামপ্যাপস্তম্বাদ্যুক্তৈনোঽপনোদকদীর্ঘপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানে ত্রৈবর্ণিকোচিতকার্য্যকরণেঽধিকার ইতি সমর্থিতম্।"

পণ্ডিতপ্রবর রামমিশ্র শাস্ত্রি মহোদয় কাত্যায়নসূত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়াও স্বীয় মতের সমর্থন করিয়াছেন। তদ্যথা—

"আষোড়শাদ্‌ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবত্যাদ্বাবিংশাদ্রাজন্যস্যাচতুর্ব্বিংশাদ্বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি নাস্যুপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্নযাজয়েয়ুঃ কালাতিক্রমে নিয়তবৎ ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকানামপত্যে সংস্কারো নাধ্যাপনং চ তেষাং সংস্কারেপ্সুর্ব্রাত্যস্তোমেনেষ্ট্বা কামমধীয়ীরন্ ব্যবহার্য্যা ভবন্তীতি শ্রুতেঃ।"

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের উপনয়নের মুখ্য কাল নির্দ্দেশ করিয়া পরে আষোড়শাদি দ্বারা গৌণকালের উল্লেখ করা হইয়াছে। গৌণ কাল লঙ্ঘন করা হইলেও যে পাতিত্য জন্মে, তাহা বলা হইল। এইরূপ স্থলে উপনয়ন, অধ্যাপন ও যজনাদি ব্যবহার পর্য্যন্ত নিষিদ্ধ।

তৎপরে সূত্রকার বলিয়াছেন,—"কালাতিক্রমে নিয়তবৎ"

উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় নিম্নোক্ত প্রকারে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কালাতিপাতে যথা শ্রৌতেষু স্মার্ত্তেষু চ কর্ম্মসু প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় প্রকৃতিকর্ম্মানুষ্ঠানং নিয়তং, ন তু সর্ব্বথা কর্ম্মলোপঃ। কাললোপমপেক্ষ্য কর্ম্মলোপস্যাতিজঘন্যত্বাৎ তথৈবাত্রাপি প্রায়শ্চিত্তমনুষ্ঠায় ভবত্যুপনয়নার্হতা।"

অর্থাৎ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি সম্বন্ধে কালাতিপাত হইলে যেরূপ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া পরে প্রকৃত কর্ম্মানুষ্ঠান করাই নিয়মসিদ্ধ; কিন্তু কোন প্রকারে

সেই কর্ম্মলোপ বিধেয় নহে, কেননা কাললোপ অপেক্ষা কর্ম্মলোপ অতি জঘন্য। এস্থলেও সেই প্রকার কাললোপ নিবন্ধন ব্রাত্যদোষ ঘটিলে তন্নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পুনরায় উপনয়নার্হতা জন্মে, তাহার পরে বৈদিক কার্য্যের অধিকার প্রদান করাই শাস্ত্রীয় বিধি, কাত্যায়নসূত্রের ইহাই অভিপ্রায়। আপস্তম্ব ও কাত্যায়ন এই উভয়ই বহুপুরুষপতিত-সাবিত্রীক ব্যক্তিগণের প্রায়শ্চিত্তানন্তর উপনয়নসংস্কারের অভিমত প্রদান করিয়াছেন।

এ সম্বন্ধে সংহিতাকারগণও যেরূপ প্রায়শ্চিত্তবিধি প্রদান করিয়াছেন, নিম্নে তাহাও উল্লেখ করা গেল—

"যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥"
(মনু ১১।১৯২ ; বিষ্ণু ৫৪।২৬)

মনু এবং বিষ্ণু উক্ত বিষয়ে এই বিধান করিয়াছেন, যে সকল দ্বিজের শাস্ত্রোক্ত বিধিমতে (উপনয়ন না হওয়ায়) সাবিত্রী অভ্যাস হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।

এ বিষয়ে বশিষ্ঠ বলিয়াছেন যে,—পতিতসাবিত্রীক উদ্দালক-ব্রতং চরেৎ। দ্বৌ মাসৌ যাবকেন বর্ত্তয়েৎ মাসং পয়সা। অর্দ্ধ-মাসমামিক্ষয়া অষ্টরাত্রং ঘৃতেন ষড়্‌রাত্রমযাচিতং হবিষ্যং ভুঞ্জীত। ত্রিরাত্রম্ অব্‌ভক্ষঃ। অহোরাত্রমুপবসেৎ। অশ্বমেধাবভৃথং বা গচ্ছেৎ। ব্রাত্যস্তোমেন বা যজেত ইতি।" (১১শ অধ্যায়)

যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালকব্রত আচরণ করিবে। দুই মাস যবের মণ্ড মাত্র ভোজন করিবে। এক মাস কেবল দুগ্ধ পান করিবে। মাসার্দ্ধ আমিক্ষা বা ছানা মাত্র খাইবে। অষ্টরাত্র কেবল ঘৃত ভক্ষণ করিবে। ষড়্‌রাত্র অযাচিত হবিষ্য ভোজন করিবে। ত্রিরাত্র কেবল জল খাইবে এবং অহোরাত্র উপবাস করিবে। অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবে।

মিতাক্ষরাকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বিধানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ব্রাত্যো-পনয়নের বিষয় ব্যবস্থা করিয়াছেন ; তদ্‌যথা—

"গোবধো ব্রাত্যতা স্তেয়ম্ ঋণানাং চানপক্রিয়া। ২৩৪।
ভার্য্যায়া বিক্রয়শ্চৈষামেকৈকমুপপাতকং। ২৬২।
পঞ্চগব্যং পিবেৎ গোঘ্নো মাসমাসীত সংযমঃ।
গোষ্ঠেশয়ো গোঽনুগামী গোপ্রদানেন শুধ্যতি। ২৬৩।
কৃচ্ছ্রং চৈবাতি কৃচ্ছ্রং চ চরেদ্ বাপি সমাহিতঃ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রং চোপোষ্য বৃষভৈকাদশাস্ত গাঃ। ২৬৪।
উপপাতক-শুদ্ধিঃ স্যাদেবং চান্দ্রায়ণেন বা।
পয়সা বাপি মাসেন পরাকেনাথ বা পুনঃ॥" ২৬৫।

অতো ব্রাত্যতাদিষু অস্মিন্ শাস্ত্রে শাস্ত্রান্তরে বা দৃষ্টৈঃ প্রায়-শ্চিত্তৈঃ সহোপপাতকশুদ্ধিঃ স্যাদেবমিত্যাদিনা প্রতিপাদিত ব্রত-চতুষ্টয়স্য সমবিষয়তা কল্পনেন বিকল্পো বিষয়বিভাগো বা আশ্র-য়নীয়ঃ। তানি স্মৃত্যন্তরদৃষ্টপ্রায়শ্চিত্তানি পরিক্রমেণ ব্রাত্যাদিষু যোজয়িষ্যামঃ। তত্র ব্রাত্যতায়াং মনুনেদমুক্তম্,—

যেষাং দ্বিজানাং সাবিত্রী নানূচ্যেত যথাবিধি।
তাংশ্চারয়িত্বা ত্রীন্ কৃচ্ছ্রান্ যথা বিধ্যুপনায়য়েৎ॥ ১১।১৯২॥
যচ্চ যমেনোক্তম্—
সাবিত্রী পতিতা যস্য দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
একবিংশতিরাত্রঞ্চ পিবেৎ প্রসৃতিযাবকং।
হবিষা ভোজয়েচ্চৈব ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ চ॥
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতমিতি॥
তদুভয়মপি যাজ্ঞবল্কীয়মাসপয়োব্রতবিষয়ম্
যত্তু বশিষ্ঠেনোক্তম্ (১১শ অধ্যায়ে)

অত্রেয়ং ব্যবস্থা যস্য উপনেত্রাভাবেন তৎকালাতিক্রমঃ তস্য যাজ্ঞবল্কীয়ানামন্যতমং শক্ত্যপেক্ষয়া ভবতি। অনাপত্ততি-ক্রমে তু মানবং ত্রৈমাসিকং। তত্রৈব পঞ্চদশবর্ষাদূর্দ্ধমপি কিয়ৎকালাতিক্রমে তু উদ্দালকব্রতং ব্রাত্যস্তোমো বা ইতি।

যেষাস্তু পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তেষামাপস্তম্বোক্তম্।—

যস্য পিতাপিতামহাবনুপনীতৌ স্যাতাং তস্য সংবৎসরং ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং। যস্য প্রপিতামহাদের্নানুস্মর্য্যতে উপ-নয়নং তস্য দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যমিতি।

এই সকল উল্লেখ করিয়া মিতাক্ষরাকার মীমাংসা করিয়াছেন যে গোবধ, ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক প্রায়শ্চিত্তার্হ। যাজ্ঞ-বল্ক্য গোবধপ্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "গোঘাতক একমাস সংযমী থাকিবে, সে গোষ্ঠে শয়ন করিবে, গো চরিতে গেলে তাহার অনুগামী হইবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে, (এইপ্রকারে একমাস অতীত হইলে) একটী গো প্রদান দ্বারা শুদ্ধ হইবে। এই প্রকারে যথাযথভাবে কিংবা চান্দ্রায়ণ দ্বারা একমাস দুগ্ধ পান করিয়া অথবা পরাকদ্বারা অন্যান্য উপপাতকের শুদ্ধি হয়।"

ইহার ব্যাখ্যাবসরে মিতাক্ষরাকার আরও বলিয়াছেন,—'ব্রাত্যতা প্রভৃতি উপপাতক এই শাস্ত্র বা শাস্ত্রান্তর বিহিত উক্ত রূপাদি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিনষ্ট হয়। উক্ত বচনে "এই প্রকারে" ইত্যাদি শব্দদ্বারা প্রতিপাদিত ব্রতচতুষ্টয়ের সমানবিষয়তা কল্পনা করিলে বিকল্প স্বীকার অথবা বিষয় বিভাগ করিতে হইবে। সেই সকল স্মৃত্যন্তরদৃষ্ট প্রায়শ্চিত্ত পাঠক্রমে ব্রাত্যাদিতে যোজনা করিতেছি। তন্মধ্যে ব্রাত্যতা বিষয়ে

এইরূপ বলা হইয়াছে,—'যে সকল দ্বিজের যথাবিধি সাবিত্রী অভ্যস্ত হয় নাই, তাহাদিগকে তিনটী কৃচ্ছ্র বা প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া যথাবিধি উপনয়ন দেওয়া যাইতে পারে।"

এসম্বন্ধে যমও বলিয়াছেন,—"যাহার পঞ্চদশ বৎসর সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে যাবতীয় নিয়ম প্রতিপালনপূর্ব্বক শিখা সহিত মস্তক মুণ্ডন করিয়া ব্রত আচরণ করিবে। একবিংশতি দিন একাঞ্জলিপরিমিত যাবক পান করিবে। এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে হবিঃ দ্বারা ভোজন করাইবে। তাহার পর যাবক দ্বারা পরিশুদ্ধ ঐ ব্যক্তির উপনয়ন দেওয়া বিহিত।"

এই উভয়ই যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত মাসব্যাপী পয়োব্রতের সমান বিষয়। কিন্তু বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—"যাহার সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, সে উদ্দালক ব্রত আচরণ করিবে; অর্থাৎ দুই মাস যবমণ্ড দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, একমাস দুগ্ধদ্বারা, একপক্ষ ছানাদ্বারা, আটদিন ঘৃতদ্বারা, ছয়দিন অযাচিতলব্ধদ্রব্য দ্বারা জীবন রক্ষা করিবে, ত্রিরাত্র কেবল জল পান করিবে এবং এক দিনরাত্র উপবাস করিবে, অথবা অশ্বমেধ কিংবা ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ করিবে।"

ব্যবস্থান্তর যথা—যাহার উপনয়নদাতা লোকের অভাব হেতু উপনয়নের কালাতিক্রম ঘটিয়াছে, তাহার শক্তি অনুসারে যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত প্রায়শ্চিত্তের যে কোন একটী করিলেই হইবে। কিন্তু আপদ্ না থাকিলেও যদি অতিক্রম ঘটে, সে স্থলে মনুবিহিত ত্রৈমাসিক প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে যদি পঞ্চদশ বৎসরেরও অতিরিক্ত কিয়ৎকাল অতিক্রান্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্দালকব্রত বা ব্রাত্যস্তোম কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহাদের পিত্রাদিও অনুপনীত, তাহাদের আপস্তম্বোক্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তদ্যথা—যাহার পিতা ও পিতামহ পর্য্যন্তও অনুপনীত, তাহার পক্ষে ত্রৈবিদ্যক প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। আর যাহার প্রপিতামহ প্রভৃতিরও উপনয়ন অনুস্মৃত হয় না, তাহার দ্বাদশবর্ষব্যাপী ত্রৈবিদ্যক ব্রহ্মচর্য্যরূপ প্রায়শ্চিত্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এইরূপে প্রায়শ্চিত্তানন্তর ব্রাত্যোপনয়ন বিহিত হইয়াছে।

রঘুনন্দনের সংগ্রহে পিতৃ-পিতামহ প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষেরা অনুপনীত থাকিলে কিরূপ প্রায়শ্চিত্তাদি কর্ত্তব্য তাহা উদ্ধৃত হয় নাই। তিনি যে ব্যক্তির প্রথম সাবিত্রী পতিত হইয়াছে, তাহারই প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা সঙ্কলন করিয়াছেন। যথা,—

অথোপনয়নং। অত্র গোভিলঃ—"গর্ভাষ্টমেষু ব্রাহ্মণমুপনয়েৎ। গর্ভৈকাদশেষু ক্ষত্রিয়ং গর্ভদ্বাদশেষু বৈশ্যং। আষোড়শাদ্ব্রাহ্মণস্যাতীতঃ কালো ভবতি আদ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রিয়স্য, আচতুর্ব্বিংশাদ্ বৈশ্যস্য অত ঊর্দ্ধং পতিতসাবিত্রীকা ভবন্তি। নৈতান্ উপনয়েয়ুর্নাধ্যাপয়েয়ুর্ন এভি বিবাহয়েয়ুঃ॥"

অধ্যাপনার্থমাচার্য্যসমীপং নীয়তে যেন কর্ম্মণা তদুপনয়নম্ ইতি কর্ম্মনামধেয়ং তেন কর্ম্মণা যোজয়েৎ।

গৃহ্যোক্তকর্ম্মণা যেন সমীপং নীয়তে গুরোঃ।
বালো বেদায় তদ্যোগাৎ বালস্যোপনয়ং বিদুঃ॥

যত্তু, পৈঠীনসিবচনং—দ্বাদশষোড়শবিংশতিশ্চেদতীতা, অবরুদ্ধকালা ভবন্তীতি। তদ্দ্বাদশবর্ষাদ্যূর্দ্ধমপি ব্রাহ্মণাদীনাং মহাব্যাহৃতিহোমরূপপ্রায়শ্চিত্তার্থং ষোড়শবর্ষাদ্যপরি গুরুপ্রায়শ্চিত্তমিতি।

ইহার পর আপদ্ অনাপদভেদে লঘুগুরু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দুইটী বচন অনুসারে করা হইয়াছে। ইহাতে উপস্থিত বিবেচ্য বিষয়ের কোন কথা নাই।

পরাশরমাধব নামক মাধবাচার্য্যরচিত পরাশরস্মৃতির ব্যাখ্যায় সর্ব্বপ্রকার ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত বর্ণিত আছে। তাহা এ স্থলে বিস্তারিত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

পরাশরমাধবীয় প্রায়শ্চিত্তকাণ্ডোক্ত ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্ত যথা—

"যস্য পিত্রাদয়োঽপ্যনুপনীতাঃ তস্য আপস্তম্বোক্তং দ্রষ্টব্যং। যস্য পিতা পিতামহ ইত্যনুপনীতৌ স্যাতাং তে ব্রহ্মহসংস্তুতাঃ তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং, যথা প্রথমে অতিক্রমে ঋতুঃ এবং সম্বৎসরঃ। অথ উপনয়নং। ততঃ সংবৎসরং উদকোপস্পর্শং প্রতিপুরুষং সংখ্যায় সংবৎসরান্ যাবন্তোঽনুপনীতাঃ স্যুঃ। সপ্তভিঃ পাবমানীভিঃ যদন্তি যচ্চ দূরক ইত্যেতাভিঃ যজুঃপবিত্রেণ আঙ্গিরসেন ইতি অথবা ব্যাহৃতিভিরেব। অথাধ্যাপ্যঃ। যস্য প্রপিতামহাদের্ন অনুস্মর্য্যতে উপনয়নং তে শ্মশান-সংস্তুতাঃ। তেষামভ্যাগমনং ভোজনং বিবাহমিতি বর্জ্জয়েৎ। তেষামিচ্ছতাং প্রায়শ্চিত্তং দ্বাদশবর্ষাণি ত্রৈবিদ্যকং ব্রহ্মচর্য্যং চরেৎ, অথ উপনয়নং। ততঃ উদকোপস্পর্শনম্।"

পরাশর-মাধবীয় প্রায়শ্চিত্ত-কাণ্ডেও মনুর ব্যবস্থিত ত্রিকৃচ্ছ্র এবং বশিষ্ঠের ব্যবস্থাপিত উদ্দালক ব্রতাচরণের বিধান বিহিত হইয়াছে। উদ্দালক ব্রতের বিধান ইতঃপূর্ব্বে বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয় তাণ্ড্যব্রাহ্মণে ব্রাত্য-প্রায়শ্চিত্তের যে বিধান দেখিতে পাওয়া যায় তাহা ব্রাত্যস্তোম নামে অভিহিত। ব্রাত্যস্তোমের বহুল প্রকার ভেদ আছে। এস্থলে মাত্র "হীনব্রাত্য" ও "গরগির" ব্রাত্যস্তোমের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রিমহোদয় তদীয় ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসাগ্রন্থের ১০৫ হইতে কয়েক পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। আমরা নিম্নে উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'কিঞ্চ বৃদ্ধব্রাত্যানামপি সংস্কারো ভবতি বেদানুমতো যথা

তাণ্ড্যব্রাহ্মণ সপ্তদশ অধ্যায়ে চতুর্থখণ্ডে "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাং স্তোমো যে জ্যেষ্ঠাঃ সন্ত ব্রাত্যাং প্রবসেয়ুস্ত এতেন যজেরন্" তদর্থশ্চ—অথ পূর্ব্বোক্ত কনীয়সাং ব্রাত্যানাং সংস্কারবিধানান্তরম্ এষ বক্ষ্যমাণো যজ্ঞঃ শমনীচামেঢ্রাণাম্—শমেন যৌবনোপরমেণ নীচমমুদ্ধতং মেঢ্রেন্দ্রিয়ং যেষাং তে তথাবিধাঃ স্থাবির্য্যাদ্বিনষ্টবীর্য্যা ইত্যর্থঃ তেষাং স্তোমস্তৈরনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ যে জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধতমাঃ সন্তোঽপি ব্রাত্যাস্তেষামপি ব্রাত্য স্তোমাধিকারিত্বং সিধ্যতি ততশ্চ ব্রাত্যস্তোমানুষ্ঠানেন উপনয়নাধ্যয়নাধিকারিতা সিদ্ধিরিতি ন পাণিনিহিতম্। ন চ সংস্কারোত্তরং কেনাপি কারণেন পতিতানাং বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বং ততঃ সিধ্যতি পুনরাবালমসংস্কৃতানাং জাতাপত্যানাং সংস্কার্য্যতাঽপি ততঃ সেদ্ধুমর্হতি। তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তশ্রুতির্ন স্বদভিমতার্থসাধিকেতি বাচ্যম্।'

পুনশ্চ, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে সপ্তদশাধ্যায়ে—"হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রসবন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি। ন কৃষিং ন বণিজ্যাং ষোড়শ বা এতৎস্তোমঃ সমাপ্তুমর্হতি। ইত্যুক্ত্যা জাতাপত্যানামপি বৃদ্ধব্রাত্যানাং সংস্কার্য্যত্বমাস্ততঃ সিদ্ধেঃ।"

এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতিপন্ন হইতেছে যে বৃদ্ধব্রাত্যগণেরও সংস্কার করার বিধান আছে। "অথৈষ শমনীচামেঢ্রাণাম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে হীন ব্রাত্যদের কথা বলা যাইতেছে। ব্রাত্য সাধারণতঃ চারি প্রকার,—নিন্দিত, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ ও হীন, সকল ব্রাত্যই সংস্কারার্হ।

নিন্দিতব্রাত্য—যাহারা অনধ্যাপ্য, অনধ্যাপক, ভৃতকাধ্যাপক, অযাজ্যযাজক, তাহারাই নিন্দিত ব্রাত্য।

কনিষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের মাতাপিতা সংস্কৃত, কিন্তু নিজেরা সাবিত্রীপতিত, তাহারাই কনিষ্ঠ ব্রাত্য।

বৃদ্ধ বা জ্যেষ্ঠ ব্রাত্য—যাহাদের যথাকালে উপনয়ন হয় নাই, অথচ এইরূপ অবস্থায় যাহারা বার্দ্ধক্যে উপনীত হইয়াছে, তাহারাই বৃদ্ধব্রাত্য।

হীনব্রাত্য—যাহাদের মাতা পিতার সংস্কার হয় নাই, নিজেরাও অনুপেত, এই অবস্থাতেই যাহাদের বিবাহ সন্তানোৎপাদনাদি হইয়াছে তাহারাই হীন ব্রাত্য।

প্রাগুক্ত তাণ্ড্যশ্রুতির মর্ম্মানুবাদ এই যে হীন ব্রাত্যগণের ব্রহ্মচর্য্যাভ্যাস নাই, ইহারা কৃষিবাণিজ্য প্রভৃতি কোন আশ্রমাচারও করে না।

এই যে চারি প্রকার ব্রাত্যের কথা বলা হইল, তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের উক্তি অনুসারে ইহাদের সকলেই ব্রাত্যস্তোমপ্রায়শ্চিত্তার্হ। সেই প্রায়শ্চিত্তের পরে ইহাদের ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদিতে প্রবেশের অধিকার জন্মে। ইহাদের সকলের পক্ষেই "চতুঃষোড়শী" প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে।

উক্ত তাণ্ড্যব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে আরও লিখিত হইয়াছে—"গরগিরো বা এতে যে ব্রহ্মাদ্যং জন্যমন্নমদন্ত্যদুরুক্তবাক্যং দুরুক্তমাহুরদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্ত্য দীক্ষিতাদীক্ষিতবাচং বদন্তি ষোড়শ বা এতেষাং স্তোমঃ পাপ্মানং নির্হন্তুমর্হতি যদেতে চত্বারঃ ষোড়শা ভবন্তি তেন পাপ্মনোঽধি নির্মুচ্যন্তে।"

বিষভক্ষণকারীরা "গরগিরঃ" নামে উক্ত। বিষভক্ষণ করিলে যেমন মোহাক্রান্ত হয়, পাপনিষেবণ দ্বারাও মানুষ সেই প্রকার মোহাক্রান্ত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞান পরিভ্রষ্ট হয়। সুতরাং পাপাচারী ব্যক্তিরাও "গরগির" সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই গরগির ব্রাত্যগণ অসংস্কৃত অনুপেত ব্রাহ্মণ হইয়াও বেদপারগ ব্রাহ্মণাদির অদনীয় অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে। (মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত রামমিশ্র বলেন, প্রাগুক্ত শ্রুতিতে ব্যবহৃত "জন্য" শব্দের অর্থ জন্যং—জনপদসম্বন্ধি অথবা 'জনেঃ উৎপত্তেঃ সাধনং ভোজ্যপেয়াদেরেব মাতাপিত্রোরুপভুক্তস্য শুক্রশোণিতাদি দ্বারা বালশরীরারম্ভকত্বাৎ। এবঞ্চ পরকীয়মেব ভোজ্যং ভুঞ্জতে ইত্যয়মর্থোঽথবা জন্যপদস্য দ্বিতীয়ার্থাদরপক্ষে পরকীয়দ্রব্যভোজিন এতে দুষ্টসন্তানহেতব ইত্যর্থঃ।') এবং শোভনার্থোপদেশজনক শ্রুতিস্মৃত্যাদির বাক্যগুলিকে দুষ্টার্থপ্রতিপাদকরূপে প্রচারিত করে, অদীক্ষিত হইয়া দীক্ষিতের ন্যায় কথা বলে, অদণ্ড্যকে দণ্ডিত করে। চতুঃষোড়শী স্তোম দ্বারা ইহারা পাপ হইতে সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হয়।

ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাকার ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছেন—"অথ ক্ষত্রিয়াণাং বিশিষ্টপাতিত্যহেতুমাহ—অদণ্ড্যং দণ্ডেন ঘ্নন্তশ্চরন্তি অদণ্ড্যং দণ্ডয়ন্তোঽপি ন পরিতপ্যন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ অদণ্ড্য জনকে দণ্ডদ্বারা হনন করিয়াও ইহারা পরিতাপ করে না। পরিতাপ দ্বারা পাপের শৈথিল্য হয়। কিন্তু ইহারা এতই অধম যে এজন্য ইহারা পরিতাপ করিতে কুণ্ঠিত হয়। অপরন্তু ইহারা অসংস্কৃত অনুপেত হইয়া দীক্ষিত বাক্য অর্থাৎ বেদবাক্যাদি বলিয়া থাকে। বর্ণাশ্রমচ্ছেদী বিবিধ পাপাচারী ব্রাত্যগণের পাপনির্হরণের নিমিত্ত অর্থাৎ নিঃশেষরূপে দূরীকরণের নিমিত্ত ষোড়শস্তোমের বিধান করা হইয়াছে।

ব্রাত্যস্তোমকারী নিম্নোক্ত দ্রব্যে প্রায়শ্চিত্ত করিবে; যথা—

"উষ্ণীষশ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্রোড়শ্চ বিপথশ্চ ফলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশং বাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজীনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহপতেঃ"। (তাণ্ড্যব্রাহ্মণ ১৭।১।১৪) "বলুকান্তানি দামতূষাণীতরেষাং দ্বে দ্বে দামনী দ্বে দ্বে উপানহৌ দ্বিষং হিতানি অজিনানি।" (১৭।১।১৫) 'তৎগৃহপতেরিত্যেতৎ সর্ব্বং গৃহপতিরাহরেৎ ত্রয়স্ত্রিংশতঞ্চ।'

অর্থাৎ উষ্ণীষ, প্রতোদ, বাণহীন ক্ষুদ্র ধনু, ফলকাস্তীর্ণ রথ, বিপথ, কৃষ্ণবর্ণ দশাবিশিষ্ট কাপড়, দুই খানি কৃষ্ণশুক্লবর্ণ অজীন, রৌপ্যভূষা, লালপাড় কাপড় ও এক জোড়া জুতা।

লাট্যায়নসূত্রে লিখিত আছে—"ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি যে ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় যস্মা এতদ্দদতি তস্মিন্নেব মৃজানা যষ্টীতিস্মাহ।"(লাট্যায়° শ্রৌতসূ° ৮।৫)

অর্থাৎ ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ হওয়ার পরে এই সকল দ্রব্য ও ধনাদি ব্রাত্য অথবা মগধদেশীয় হীন ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মবন্ধুদিগকে দান করিতে হইবে। কাহারও মতে এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞকার্য্য করার জন্য অন্ততঃপক্ষে ৩৩ জন ব্রাত্যের প্রয়োজন। এই ব্রাত্যস্তোম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে ব্রাত্যগণ শুদ্ধ হয় এবং দ্বিজাতির অধিকার প্রাপ্ত হয়। অতঃপর ইহারা বেদাদি অধ্যয়ন এবং দ্বিজাতিবিহিত সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিতেই অধিকার লাভ করিয়া থাকে। [ব্রাত্যস্তোম দেখ।]

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আপস্তম্বাদির ব্যবস্থানুসারে বহু পুরুষ পতিতসাবিত্রীক-ব্রাত্যগণেরও প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থিত হইয়াছে। আপস্তম্বসূত্রার্থবিবেচনায় মদনরত্ন ও অপরার্ক প্রভৃতি দ্বারা এইরূপ ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইয়াছে, মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় তৎকৃত ১৯৪৪ সংবতে প্রকাশিত ব্রাত্যসংস্কার-মীমাংসাগ্রন্থের ৯৩ পৃষ্ঠাতে স্পষ্টরূপে এই অভিপ্রায়ের সমর্থন করিয়াছেন।

আর একটী প্রশ্ন এই উত্থাপিত হইতে পারে যে বৃদ্ধ বিবাহিত ব্রাত্যগণ যখন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কৃত হয়, তখন কি তাঁহারা তাঁহাদের পরিণীতা স্ত্রীগণকে ত্যাগ করিবেন, অথবা তাঁহাদিগকেও সংস্কৃতা করিয়া লইবেন কিম্বা শাস্ত্রবিহিত কোনরূপ প্রায়শ্চিত্তবিশেষই এতাদৃশ স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য হইবে? একপস্থলে মহাপ্রায়শ্চিত্তই স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য বলিয়া সুপণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন।*

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অনুপনীত অথচ বিবাহিত বৃদ্ধ ব্রাত্যদিগের কয়টী প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজনীয়। ইঁহাদের পিতামাতার অসংস্কার এক পাপ, স্বয়ং অসংস্কৃত দ্বিতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যভ্রংশনিমিত্ত তৃতীয় পাপ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম ও গৃহস্থাশ্রমের বিপর্য্যয়নিমিত্ত চতুর্থ পাপ, আর অনুপনীত বিবাহাদি কর্ম্ম করিয়া পুত্রাদি উৎপাদন পঞ্চম পাপ। ইহার প্রত্যেক পাপের জন্য পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করা প্রয়োজন কি না? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে গুরুলঘুপাতকসমবায়ে গুরুপাতকের প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই লঘুপাতকের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্তদ্বারাই সকল প্রকার পাপের নিবৃত্তি হয়।

* ব্রাত্যসংস্কারমীমাংসা ১২৭-১৩৩ পৃঃ।

মংস্যসূক্তেও ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্তের বিষয় লিখিত আছে। ব্রাত্যস্তোম দ্বারা তাহার বিশুদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। যজ্ঞ করিতে অশক্ত হইলে সে ঔদ্দালিকব্রত আচরণ করিবে। ইহাতে দুই মাস কাল যাবকাহার করিয়া থাকিতে হয়, একমাস দুগ্ধ ভোজন, একপক্ষ দধি, ৭ দিন ঘৃত, অযাচিত ভাবে ৬ দিন, তিন দিন কেবল মাত্র জলপান ও এক অহোরাত্র উপবাস করিয়া তৎপরে তাহার সংস্কার কার্য্য হইবে। প্রায়শ্চিত্ত যথা—

শিখার সহিত কেশ বপন কার্য্য করিয়া সমাহিত চিত্তে ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ৫ বা ৭ জন ব্রাহ্মণকে হবিষ্যান্ন ভোজন করাইতে হইবে, এবং নিজে ২১ দিন প্রসৃত পরিমাণে যাবকাহার করিয়া থাকিবে, এইরূপে যাবকদ্বারা বিশুদ্ধ হইলে তাহার উপনয়ন সংস্কার হইবে। এইরূপ ব্রতাচরণে যিনি অশক্ত হন, তিনি তিনটী চান্দ্রায়ণানুষ্ঠান করিয়া উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে পারেন।

সুপ্রসিদ্ধ স্বামী রামমিশ্র শাস্ত্রী মহাশয় এ সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্য মহাব্রত জো নহীং কর সকতে হৈং উনকো উসকা প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোপ্রদান করনা হোগা, গোকা নিষ্ক্রয়মান বস্তুমান, তাম্রমান, কপর্দ্দিকামান, ভেদসে তিন প্রকারকা হোগা, জিসকী জৈসী শক্তি হৈ উসকে অনুসার করনা হোগা, ধনী, দীন, দরিদ্র, অতি দরিদ্রভেদসে প্রায়শ্চিত্তকা আধিক্য ঔর সঙ্কোচ করনা হোগা।"

অর্থাৎ যিনি দ্বাদশবর্ষ ব্রহ্মচর্য্যস্বরূপ মহাব্রত পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহাকে উহার প্রত্যাম্নায়স্বরূপ ৩৬০ গোদান করিতে হইবে। ধনী, দরিদ্র, অতিদরিদ্রভেদে প্রায়শ্চিত্তের আধিক্য ও সঙ্কোচ করিতে হইবে অর্থাৎ ধনীর পক্ষে গোর মূল্য, মূল্যের পরিবর্ত্তে ৩৬০৲ টাকা, দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ পয়সা এবং অতি দরিদ্রের পক্ষে ৩৬০ কপর্দ্দক দিলেই চলিবে। বস্তুতঃ যাঁহার যেরূপ শক্তি, তাঁহাকে তদনুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে।

দেশকালাদি বিপর্য্যয়ে যাহার সাবিত্রী পতিত হয়, তিনি একটী চান্দ্রায়ণ করিয়া উপনীত হইতে পারিবেন।

"অথ ব্রাত্যবিধিং দেবি প্রায়শ্চিত্তস্তু যদ্ভবেৎ।
তৎ শৃণুষ্ব মহেশানি সর্ব্ব বর্ণে বিশেষতঃ॥
গায়ত্রীপতিতা ব্রাত্যা ব্রাত্যস্তোমেন সংস্কৃতাঃ।
অশক্তে চৈব যজ্ঞস্য চরেদৌদ্দালিকং ব্রতম্॥
দ্বৌ মাসৌ যাবকাহারো মাসমেকং পয়ঃ পিবেৎ॥
দধ্না চ পক্ষমেকন্তু সপ্তরাত্রং ঘৃতেন তু॥
অযাচিতেন ষড়্রাত্রং ত্রিরাত্রং বর্ত্তয়েজ্জলৈঃ।
অহোরাত্রং ন ভুঞ্জীত ততঃ সংস্কারমর্হতি।

পতিতা যস্য গায়ত্রী দশবর্ষাণি পঞ্চ চ।
প্রায়শ্চিত্তং ভবেত্তস্য প্রোবাচ ভগবান্ শিবঃ ॥
সশিখং বপনং কৃত্বা ব্রতং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
হবিষ্যং ভোজয়েদন্নং ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ॥
একবিংশতিরাত্রন্তু পিবেৎ প্রসৃতিযাবকম্।
ততো যাবকশুদ্ধস্য তস্যোপনয়নং স্মৃতম্ ॥
ব্রতস্যাচরণাশক্তৌ কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্।
সাবিত্রীপতিতা যেষাং দেশকালাদিবিপ্লবাৎ ॥
চান্দ্রায়ণং চরেদ্যস্তু ব্রতান্তে ধেনুমুৎসৃজেৎ।
ক্ষীরং বাপি পিবেন্মাংসং দদ্যাৎ গাং বৎসশালিনীম্ ॥"

(মৎস্যসূক্ত প্রায়শ্চিত্ত প্র° ৩৮ পটল)

ব্রাত্য ও বৃষলত্ব এক নহে। অধুনা অনেকেরই ধারণা, যিনি ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত তিনিই বৃষল, সুতরাং তাঁহার পাতিত্য অবশ্যম্ভাবী এবং তিনি প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। বাস্তবিক একথা ঠিক নহে, একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই এই বিষম সঙ্কটের একটী বিশদ তাৎপর্য্যার্থ লাভ করা যায়। মনুর মতে পতিত-সাবিত্রীক ব্রাত্য প্রায়শ্চিত্তার্হ, কিন্তু সর্ব্ব ক্রিয়ালোপী বৃষলের আদৌ প্রায়শ্চিত্ত নাই। মনু বলিয়াছেন—

'শনৈকস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ ॥" (মনু ১০।৪৩)

মেধাতিথি লিখিয়াছেন, 'ক্রিয়ালোপাৎ যত্র সংস্কার্য্যাতয়া সম্বধাতে তস্যোপনয়নাদিষু যত্র যা কর্ত্তৃতয়া যথা নিত্যাগ্নিহোত্রসন্ধ্যো-পাসনাদিষু তাসাং লোপ উভয়াসামপ্যনুষ্ঠানমতশ্চ ন কেবল-মুপনয়নসংস্কারাভাবেন জাতি-ভ্রংশঃ। অপিতুপনীতানাং বিহিতক্রিয়াত্যাগেনাপি। তথাচাহ শনকৈরিতি। পুত্রপৌত্রাদি সন্ততেঃ প্রভৃতি শূদ্রত্বং নতু জাতস্যৈব উপনয়নাভাবে তু তস্যৈব ব্যপদেশান্তরং প্রবর্ত্ততে। যদ্যপি সা জাতির্ন নিবর্ত্ততে তৎপুত্র-পৌত্রাণাং ভূর্জ্জকণ্টকাদি জাত্যন্তরমেব ব্যপদেশহেতুকমপি। ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ ব্রাহ্মণবিধিবিহিতাতিক্রমেণেত্যর্থঃ। অথবা শাস্ত্রার্থসংশয়ে প্রায়শ্চিত্তে বা পরিষদ্গমনভাবঃ।'

মহামহোপাধ্যায় রামমিশ্রও বলেন যে, "পূর্ব্বং যথাবদুপ-নয়নাদিসংস্কারবন্তোহপি ক্ষত্রিয়াদয়ঃ শনকৈঃ অত্যন্তং শনৈঃ ক্রিয়ালোপাদেকৈকসংস্কারাঃ তত্রাপি চ বেদবিদাং ব্রাহ্মণানাং যাজনাধ্যাপনপ্রায়শ্চিত্তাদিরূপশোধকব্যাপারাপ্রবৃত্তৌ বৃষলত্বং পাতিত্যং গতাঃ।"

কুল্লূকের মতেও উপনয়নাদি সর্ব্ব প্রকার ক্রিয়ালোপ হেতু ক্ষত্রিয়াদির এবং যাজনাধ্যাপনাদি না করায় ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম-ণাদিও শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।

উপরি কথিত টীকা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, একমাত্র উপনয়নসংস্কাররহিত হইলেই জাতিভ্রংশ ঘটে না। যদি পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ঐরূপ ভাবে সকল ক্রিয়ার ও সকল সংস্কারাদির বিলোপ ঘটে, তাহা হইলেই তাহারা বৃষলপদ বাচ্য। ব্রাহ্মণের পক্ষে যাজনাধ্যাপন, বেদবিহিত কর্ম্মাতিক্রম, শাস্ত্রার্থে সংশয় এবং প্রায়শ্চিত্তে অনাস্থাই বৃষলত্ব।

ব্রাত্যতা (স্ত্রী) ব্রাত্যস্য ভাবঃ ধর্ম্মো বা। তল্-টাপ্। ব্রাত্যের ভাব বা ধর্ম্ম। ব্রাত্যত্ব।

ব্রাত্যব্রুব (পুং) আপনাকে ব্রাত্য বলিয়া ঘোষণাকারী।

(অথর্ব্ব ১৫।১৩।৬)

ব্রাত্যযাজক (পুং) ব্রাত্যের যজনকারী।

ব্রাত্যস্তোম (পুং) ব্রাত্যযোগ্যঃ স্তোমঃ। যজ্ঞভেদ। কাত্যায়ন-শ্রৌতসূত্রে ইহার চতুর্ব্বিধ ভেদ দৃষ্ট হয়; যথাক্রমে তাহাদের বিবরণ বিবৃত হইয়াছে,—

সাধারণতঃ ত্রিপুরুষ পতিতসাবিত্রীকদিগকেই ব্রাত্য বলা হয়। ইহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ লৌকিকাগ্নিই গ্রহণীয়, ইহাতে আধানাগ্নির কোন প্রয়োজন নাই, কেননা ইহা তদঙ্গীভূত ক্রিয়া নহে।

"ব্রাত্যস্তোমশ্চত্বারঃ"

'ব্রাত্যস্তোমসংজ্ঞকাশ্চত্বারঃ ক্রতবো ভবন্তি ব্রাত্যাঃ প্রসিদ্ধা এব ত্রিপুরুষং পতিতসাবিত্রীকাঃ। প্রায়শ্চিত্তার্থত্বাচ্চ লৌকিকে-হগ্নৌ ভবন্তি নহ্যেতৈরাধানং প্রযুজ্যতে অতদঙ্গত্বাৎ।'

(কাত্যা° শ্রৌতসূত্রভাষ্য)

"দ্বিতীয়ঃ উক্থঃ"

"ব্রাত্যগণস্য যে সম্পাদয়েয়ুস্তে প্রথমেন যজেরন্" সূ°

'যে ব্রাত্যা নৃত্যগীতবাদ্যশস্ত্রধারণাদৌ স্বয়ং প্রবীণাঃ সন্ত-উপদেষ্টারো ভূত্বা স্বাং বিদ্যাং ব্রাত্যসমূহস্য সম্পাদয়েয়ুঃ শিক্ষেয়ুঃ পাঠয়েয়ুঃ তে প্রথমেন যজেরন্'

দ্বিতীয় উক্থ যথা —

যে সকল ব্রাত্যগণ নৃত্য, গীত, বাদ্য ও শস্ত্রধারণ প্রভৃতি কার্য্যে সম্যক্ পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া স্বয়ং উপদেষ্টা হইয়া স্বীয় স্বীয় বিদ্যা অন্য ব্রাত্যগণকে যথাযথভাবে শিক্ষাপ্রদান করেন, তাঁহারা প্রথম প্রকারে যজ্ঞসম্পন্ন করিবেন।

"দ্বিতীয়েন নিন্দিতা নৃশংসাঃ"

'যে নৃশংসা নিন্দিতা নৃভির্ম্মনুষ্যৈরভিশংসনেন পাপাধ্যা-রোপণেন নিন্দিতাঃ গর্হিতাঃ জ্ঞাতিভির্বহিষ্কৃতাঃ তে দ্বিতীয়েন যজেরন্' (কর্কঃ)

যে সকল নৃশংসব্যক্তি মনুষ্যের নিকট পাপী বলিয়া সতত নিন্দিত এবং স্বজাতিকর্ত্তৃক বিতাড়িত, তাহাদের প্রায়শ্চিত্তার্থ, দ্বিতীয় প্রকারের যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।

"তৃতীয়েন কনিষ্ঠাঃ" 'কনিষ্ঠাঃ লঘবঃ'

"জ্যেষ্ঠাশ্চতুর্থেন"

'জ্যেষ্ঠশব্দার্থমাহ—অপেত প্রজননাঃ স্থবিরাস্তদাধ্যাস্তেষাং যো নৃশংসতমঃ স্যাদ্‌দ্রব্যবত্তমো বানূচানতমো বা তস্য গার্হপত্যে দীক্ষেরন্'

কনিষ্ঠ অর্থাৎ যাহারা নিতান্ত লঘু তাহাদের তৃতীয় প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।

জ্যেষ্ঠ অর্থাৎ যৌবনাপগমে বীর্যহীনতাপ্রযুক্ত প্রজননা-সমর্থ বৃদ্ধগণের মধ্যে যে অত্যন্ত ক্রূরকর্ম্মা এবং যে দ্রব্যবত্তম অর্থাৎ দ্রব্যসংগ্রহণে সমর্থ অথবা যে অনূচানতম অর্থাৎ শিক্ষাদি ষড়ঙ্গবেদাধ্যয়নে পারদর্শী, তাহাদের পক্ষে গার্হপত্য (গৃহপতি বা গৃহস্থ কর্ত্তৃক যাবজ্জীবনস্থায়ী সংস্কৃত) অগ্নিতে চতুর্থ প্রকারে যজ্ঞানুষ্ঠান বিধেয়।

ব্রাধ্‌, বৈদিক প্রয়োগ, সম্ভবতঃ বৃধ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। মহৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। (নিঘণ্টু ৩।৩)

ব্রাধনতম (ত্রি) প্রবৃদ্ধতম। (ঋক্ ১।১৫০।৩)

ব্রিশ্‌ (স্ত্রী) ১ অঙ্গুলীসমূহ। (নিঘণ্টু ২।৫) ২ পরস্পরবিশ্লিষ্ট।

"ব্রিশঃ বিশঃ পরস্পরবিশ্লিষ্টঃ।" (ঋক্ ১।১৪৪।৫ সায়ণ)

ব্রী, ১ প্রার্থনা, ক্র্যাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্রীণাতি, ব্রিণাতি। লঙ্‌ অব্রীণাৎ, অব্রিণাৎ। লিট্‌ বিব্রায়। লুট্‌ ব্রেতা। লৃট্ ব্রেষ্যতি। লুঙ্‌ অব্রৈষীৎ। সন্ বিব্রীষতি। যঙ্‌ বেব্রীয়তে। ব্রী-২ বৃতি। ৩ গতি। দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্‌। লট্ ব্রীয়তে।

ব্রীড়, ১ লজ্জা। ২ প্রেরণ, ক্ষেপণ। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° লজ্জার্থে অক° সেট্‌। ব্রীড্যতি। লিট্‌ বিব্রীড়। লুট্‌ ব্রীড়িতা। লুঙ্‌ অব্রীড়ীৎ।

ব্রীড় (পুং) ব্রীড় ভাবে ঘঞ্‌। ১ লজ্জা। (অমর)

ব্রীড়ন (ক্লী) ব্রীড়-ল্যুট্‌। লজ্জা।

"অথ মন্দাক্ষমন্দাক্ষ্যং লজ্জা লজ্যা চ হ্রীস্ত্রপা।

ব্রীড়ো ব্রীড়া ব্রীড়নঞ্চ লজ্জা পর্য্যায় ঈরিতঃ॥" (শব্দরত্না°)

ব্রীড়া (স্ত্রী) ব্রীড়)গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০৩) ইতি অ-টাপ্‌। লজ্জা।

"প্রাতরুপাগত্য মৃষা বদতঃ সখিনাস্য বিদ্যতে ব্রীড়া।

মুখলগ্নয়াপি যোহয়ং ন লজ্জতে দগ্ধকালিকয়া॥"

(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৫৭)

ব্রীড়াবৎ (ত্রি) ব্রীড়া বিদ্যতেহস্য মতুপ্‌ মস্য ব। লজ্জা-বিশিষ্ট।

ব্রীস, বধ। চুরাদি° পক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্‌। লট্‌ ব্রীসয়তি। পক্ষে ব্রীসতি।

ব্রীহি (পুং) বর্হতি বৃদ্ধিং গচ্ছতীতি বৃহ-বৃদ্ধৌ (ইগুপধাৎ কিৎ। উণ্‌ ৪।১১৯) ইতি ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ধান্য মাত্র। আশুধান্য। ধান্যের সাধারণ নাম ব্রীহি। প্রাবৃট্‌ কালজাত আশুধান্য।

"বার্ষিকাঃ কাণ্ডিতাঃ শুক্লাঃ ব্রীহয়শ্চিরপাকিনঃ।

কৃষ্ণব্রীহিপাটলশ্চ কুক্কুটাণ্ডক ইত্যপি॥

শালামুখো জতুমুখ ইত্যাদ্যা ব্রীহয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

বর্ষাকালে যে ধান্য জন্মে, তাহার নাম ব্রীহি, ইহার মধ্যদেশ কণ্ডন অর্থাৎ ছাটনযুক্ত ও শুক্লবর্ণ এবং এই ধান্য চিরপাকী অর্থাৎ বহু বিলম্বে পাকিয়া থাকে। ইহা কৃষ্ণব্রীহি, পাটল, কুক্কুটাণ্ডক, শালামুখ ও জতুমুখ ভেদে নানা প্রকার। যে ধান্যের তুষ ও চাউল কৃষ্ণবর্ণ, তাহার নাম কৃষ্ণব্রীহি, যাহার বর্ণ পাটল পুষ্প সদৃশ তাহাকে পাটল, এবং যাহার আকৃতি কুকড়ার ডিম্বের ন্যায় তাহাকে কুক্কুটাণ্ডক ব্রীহি, ও যাহার মুখ লাক্ষার ন্যায় রক্তবর্ণ, তাহাকে জতুমুখ ব্রীহি কহে। গুণ—মধুর, বিপাক, শীতবীর্য্য, ঈষৎ অভিষ্যন্দী, মলরোধক এবং ষষ্টিক ধান্যের গুণ সদৃশ। এই সকল ধান্যের মধ্যে কৃষ্ণব্রীহি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণযুক্ত। (ভাবপ্র°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, শরৎকালে যে ধান পাকে, তাহাকে ব্রীহি কহে। পক্ব ব্রীহি ধান্য দ্বারা যজ্ঞ করিতে হয়। ধান্য পাকিলে তদ্দ্বারা প্রথমে নবান্ন শ্রাদ্ধ করিয়া ব্রাহ্মণ ও বন্ধুবান্ধবকে ভোজন করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। ব্রীহি ধান্যের অভাব হইলে শালি ধান্য দ্বারা ঐ সকল শ্রাদ্ধাদি করিবে।

"ব্রীহিভির্যজেত যবৈর্যজেত ইতি শ্রূয়তে। তত্র ব্রীহিপ্রয়োগে প্রতীতযবপ্রামাণ্যপরিত্যাগঃ অপ্রতীতযবাপ্রামাণ্যকল্পনং।"

(একাদশীতত্ত্ব)

'ব্রীহ্যপ্রাপ্তৌ শালিধান্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং' (তিথিতত্ত্ব)

ব্রীহিক (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ঠন্। ধান্যবিশিষ্ট।

ব্রীহিকাঞ্চন (পুং) ব্রীহিঃ কাঞ্চনমিব অভিধানাৎ পুংস্ত্বম্। মসূর। (ত্রিকা°)

ব্রীহিতুণ্ডিকা (স্ত্রী) দেবধান্য, দেধান। (বৈদ্যকনি°)

ব্রীহিদ্রোণ (পুং) গুল্মভেদ।

ব্রীহিদ্রৌণিক (ত্রি) ১ ব্রীহিদ্রোণসম্বন্ধীয়। ২ ব্রীহিদ্রোণ-ব্যবসায়ী।

ব্রীহিন্ (ত্রি) ব্রীহিরস্যাস্তীতি ব্রীহি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬) ইতি ইনি। ব্রীহিযুক্ত ক্ষেত্রাদি।

ব্রীহিপর্ণিকা [ণী] (স্ত্রী) ব্রীহেঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্‌। শালপর্ণী। (রাজনি°)

ব্রীহিভেদ (পুং) ব্রীহের্ভেদঃ। ধান্যবিশেষ, চীনাক, চীনা ধান। পর্য্যায় অনু। (অমর)

ব্রীহিমৎ (ত্রি) ব্রীহি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ব্রীহিবিশিষ্ট।

ব্রীহিমত (পুং) অনিয়তবৃত্তিজীবী সম্প্রদায়বিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রীহিময় (পুং) ব্রীহেঃ পুরোডাশঃ ব্রীহিঃ (ব্রীহেঃ পুরোডাশে। পা ৪।৩।১৪৮) ইতি ময়ট্। ব্রীহিনির্ম্মিত পুরোডাশ, চাউলের পিটা। (ত্রি) ২ ব্রীহ্যাত্মক, ব্রীহিস্বরূপ।

"শ্রূয়তে হি পুরাকল্পে নৃণাং ব্রীহিময়ঃ পশুঃ।

যেনাযজন্ত যজ্বানঃ পুণ্যলোকপরায়ণাঃ॥" (ভারত ১৩।১১৫।৫৬)

ব্রীহিমুখ (ক্লী) ব্রীহের্মুখমিব মুখং যস্য। বাধনার্থ ব্রীহিমুখাকার মুখবিশিষ্ট শস্ত্র। এই শস্ত্রের ছয় আঙ্গুল আয়ত, দুই আঙ্গুল বৃত্ত ও চারি আঙ্গুল ফল করিতে হয়। (সুশ্রুতসূ° ৮ অ°)

ব্রীহিরাজক (পুং) ব্রীহীণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ততঃ কন্। কঙ্গুধান্য, চীনাকধান্য, চীনাধান। (মেদিনী)

ব্রাহিরাজিক (পুং) চীনাকধান্য, কঙ্গুধান্য।

ব্রীহিল (ত্রি) ব্রীহি-ইলচ্ মত্বর্থে। ব্রীহিবিশিষ্ট। (পা ৫।২।১১৭)

ব্রীহিবেলা (স্ত্রী) শরৎকাল। (লাট্যা° ৮।৩।৭)

ব্রীহিশ্রেষ্ঠ (পুং) ব্রীহিষু শ্রেষ্ঠং। শালিধান্য। (রাজনি°)

ব্রীহ্যগার (ক্লী) ব্রীহীনামগারম্। ধান্যগৃহ, ধানের গোলা, যেখানে ধান রাখা হয়। পর্য্যায় কুসূল। (ত্রিকা°)

ব্রীহ্যপূপ (পুং) ব্রীহিনির্ম্মিতঃ অপূপঃ। ব্রীহিনির্ম্মিত পিষ্টক, চাউলের পিঠা। (কাত্যা° শ্রৌ° ৪।১১।৮)

ব্রীহ্যগ্রয়ণ (ক্লী) প্রথমোৎপন্ন ব্রীহিশীর্ষ দেবার্থে অর্পণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।৮।৬)

ব্রীহ্যুর্ব্বরা (স্ত্রী) ধান্যক্ষেত্র। (লাট্যায়ন ৮।৩।৪)

ব্রুড়, ১ সংবৃতি। ২ সংহতি। ৩ মজ্জন। তুদাদি° কুটাদি° পরস্মৈ° সক° অক° সেট্। লট্ ব্রুড়তি। লিট্ বুব্রোড়। লুঙ্ অব্রুড়ীৎ।

ব্রুস (স্ত্রী) বধ, হিংসা। চুরাদিপক্ষে ভ্বাদি° সক° সেট্ লট্ ব্রূসয়তি পক্ষে ব্রূসতি। লুঙ্ অব্রূসীৎ, অবুব্রূসৎ।

ব্রৈণী (স্ত্রী) গমনশীল মেঘোদরস্থিত জল। "ব্রৈণীনাং ত্বা পত্মন্" (শুক্লযজু° ৮।৫৮) 'ব্রৈণীনাং ব্রজতো মেঘস্য উদরে শেরতে তা ব্রৈণ্যঃ মেঘোদরস্থা আপঃ'। (মহীধর)

ব্রৈহ (ত্রি) ব্রীহেরবয়বো বিকারো বা (ব্রীহিবিল্বাদিভ্যো অণ্। পা ৪।৩।১৩৬) ইত্যণ্। ব্রীহিনির্ম্মিত।

ব্রৈহিমত্য (পুং) অনিয়ত বৃত্তিজীবী জাতিবিশেষ। (পা ৫।৩।১১৩)

ব্রৈহেয় (ত্রি) ব্রীহীনাং ভবনং ক্ষেত্রং ব্রীহি (ব্রীহিশাল্যোর্ঢক্। পা ৫।২।২) ইতি ঢক্। আশুধান্যোপযুক্ত ভূম্যাদি।

ব্লগ্, ব্লঙ্গ, বৈদিক গত্যর্থক। (ঋক্ ১।১৩৩।১)

ব্লী, ১ গতি, ২ বৃতি। ক্র্যাদি° প্বাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ব্লিনাতি। লিট্ বিব্লায়, বিব্লিয়তুঃ। লুট্ ব্লেতা। লৃট্ ব্লেষ্যতি। লুঙ্ অব্লৈষীৎ। সন্ বিব্লীষতি। যঙ্ বেব্লীয়তি, বেব্লয়ীতি বেব্লেতি। ণিচ্ ব্লেপয়তি। লুঙ্ অবিব্লিপৎ, ক্ত, ব্লীন।

ব্লেক্ষ্, দর্শনার্থ। ব্লেক্ষয়তি, ব্লেক্ষাপয়তি।

সত্যশীলিন্ (ত্রি) সত্যশীলযুক্ত, সত্যস্বভাব। (রামা° ৭।৮২।১৪)

সত্যশুষ্ম (ত্রি) অবিতথ বলযুক্ত, যথার্থ বলবিশিষ্ট। "স্বরাজে সত্যশুষ্মায় তবসে হবাচি" (ঋক্ ১।৫১।১৫) 'সত্যশুষ্মায় অবিতথবলযুক্তায় শুষ্মমিতি বলনাম, শত্রূণাং শোষকত্বাৎ' (সায়ণ)

সত্যশ্রবস্ (ক্লী) ১ সত্যবিষয়শ্রবণকারী। (শতপথব্রা° ১২।৮।৩।২৭) ২ বায্যের পুত্র ঋষিভেদ। ইনি বৈদিক আচার্য্য ছিলেন। (ঋক্ ৫।৭৯।১) ৩ মার্কণ্ডেয়ের পুত্রভেদ। ৪ বীতিহোত্রের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২।২০)

সত্যশ্রী (পুং) ১ সত্যহিতের পুত্রভেদ। (স্ত্রী) ২ একজন জৈন শ্রাবিকা। (শত্রুঞ্জয় ১৪।৩১৭)

সত্যশ্রুৎ (ত্রি) সত্য দ্বারা প্রসিদ্ধ। "সত্যশ্রুতঃ কবয়ো যুবানঃ" (ঋক্ ৫।৫৭।৮) 'সত্যশ্রুতঃ সত্যেন সত্যফলত্বেন প্রসিদ্ধাঃ।' (সায়ণ)

সত্যসংহিত (ত্রি) সত্যে সংহিতঃ। সত্যপ্রতিজ্ঞ, সত্যসন্ধ। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬)

সত্যসঙ্কল্প (পুং) সত্যো সঙ্কল্পো যস্য। সত্যসন্ধ, সত্যপ্রতিজ্ঞ।

সত্যসঙ্কল্পতীর্থ, মাধ্ব সম্প্রদায়ের একজন গুরু। সত্যধর্ম্ম তীর্থের শিষ্য। ইনি প্রথমে শ্রীনিবাসাচার্য্য নামে পরিচিত ছিলেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ইঁহার তিরোধান হয়।

সত্যসঙ্কাশ (ত্রি) সত্যস্য সঙ্কাশঃ সদৃশঃ। সত্যসন্নিভ।

সত্যসঙ্গর (পুং) সত্যঃ সঙ্গরঃ প্রতিজ্ঞা যুদ্ধং বা যস্য। ১ কুবের। (ত্রি) ২ অন্যায়রহিত যুদ্ধ। ৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ২।৭।১৫)

সত্যসতী (স্ত্রী) সত্যশীলা রমণী।

সত্যসত্বন্ (পুং) সত্য ভটযুক্ত। 'স সত্যসত্বন্ সত্যাঃ সত্বানো ভটা যস্য' (সায়ণ)

সত্যসদ্ (ত্রি) ঋতসদ্। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।২০)

সত্যসন্তুষ্টতীর্থ, সত্যসঙ্কল্পতীর্থের শিষ্য। প্রথমে রামাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইনি অপ্রকট হন।

সত্যসন্ধতীর্থ, সত্যবোধতীর্থের শিষ্য। পূর্ব্বনাম রামাচার্য্য। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সত্যসন্ধ (পুং) সত্যো সন্ধা অভিসন্ধির্যস্য। ১ রামানুজ। (ভরত) ২ জনমেজয়। (শব্দরত্না°) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৭।১৪৯।৬৭) ৪ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র। (ত্রি) ৫ সত্যপ্রতিজ্ঞ।

"রাজেন্দ্রং সত্যসন্ধং দশরথতনয়ং শ্যামলং শান্তমূর্ত্তিং।
বন্দে লোকাভিরামং রঘুকুলতিলকং রাঘবং রাবণারিং॥'
(মহানাটক ১ অং)

৬ স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯) ৭ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩৭।৪২)

সত্যসন্ধা (স্ত্রী) সত্য সত্যাভিসন্ধি যস্যাঃ। দ্রৌপদী।

সত্যসন্ধতা (স্ত্রী) সত্যসন্ধস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সত্যসন্ধের ভাব বা ধর্ম্ম।

সত্যসব (ত্রি) অবিতথ প্রেরণ। "সত্যসবং রত্নধামভি প্রিয়ং" (শুক্লযজু° ৪।২৫) 'সত্যসবং সত্যঃ সবো যস্য অবিতথপ্রেরণং' (মহীধর)

সত্যসবন (ত্রি) অবিতথ প্রেরণশীল। (শাঙ্খাশ্রৌ° ৮।১৮।৭)

সত্যসবস্ (ত্রি) অবিতথ প্রেরণকারী (সবিতৃ)। (লাট্যায়ন ৫।১২।১৩)

সত্যসহ (ত্রি) সত্যযুক্ত। (শতপথব্রা° ৯।৪।১।৭)

সত্যসহস্ (পুং) মনুপুত্রবিশেষ। স্বধামমনুপুত্র। (ভাগ° ৮।১৩।২৯

সত্যসাক্ষিন্ (ত্রি) সত্যপ্রধান সাক্ষী।

"যথোক্তেন নয়ন্তস্তে পূয়ন্তে সত্যসাক্ষিণঃ।' (মনু ৮।২৫৭)
'সত্যসাক্ষিণঃ সত্যপ্রধানাঃ সাক্ষিণঃ।' (কুল্লূক)

সত্যসার (ত্রি) সত্যং সারো যস্য। সত্যবাদী, যাহাদের একমাত্র সারই সত্য। 'সত্যসারাহি সাধব.' (চলিত)

সত্যসেন (পুং) ১ ধর্ম্ম হইতে সুনৃতাতে জাত মনুপুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৮।১।২৫) ২ ভারতবর্ণিত যোদ্ধৃভেদ। (ভারত কর্ণপর্ব্ব) ৩ দাক্ষিণাত্যের একজন সামন্ত রাজা। ইহারা যবনভঞ্জ উপাধিযুক্ত ছিলেন।

সত্যস্থ (ত্রি) সত্যে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সত্যে অবস্থিত, সত্যাবলম্বী, যাহারা সর্ব্বদা সত্যে অবস্থিত থাকেন।

সত্যহবিস্ (ত্রি) যজ্ঞে প্রদত্ত হবির্ভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১০।১৮।৫)

সত্যহব্য (পুং) ঋষিভেদ। [সাত্যহব্য দেখ।]

সত্যহিত (ত্রি) ১ সত্য অথচ হিতকর। (পুং) ২ রাজভেদ, রাজা পুষ্পবানের পিতা ও পুত্র। (ভাগবত ৯।২২।৭) ৩ আচার্য্যভেদ।

সত্যা (স্ত্রী) সত্যমস্ত্যস্যা ইতি সত্য-অচ্-টাপ্। ১ সীতা, রামপত্নী। ২ ব্যাসমাতা সত্যবতী। (শব্দরত্না°) ৩ দুর্গা। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু°) ৪ কৃষ্ণপত্নী সত্যভামা। (ভাগবত ১।১৪।৩৭) ৫ শংযুপত্নী। (ভারত ৩।২১৮।৪)

সত্যাকৃতি (স্ত্রী) সত্যস্য আকৃতিঃ করণং (সত্যাদশপথে। পা ৫।৪।৬৬) ইতি ডাচ্। অবশ্য আমি ইহা ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা, পর্য্যায় সত্যঙ্কার, সত্যাপণ। (অমর)

সত্যাগ্নি (পুং) সত্যস্য অগ্নিঃ। অগস্ত্যমুনি। (শব্দরত্না°)

সত্যাঙ্গ (পুং) জম্বূদ্বীপবাসী শূদ্রজাতিভেদ। (ভাগ° ৫।২০।৪)

সত্যাত্মক (ত্রি) সত্যং আত্মা যস্য। সত্যস্বরূপ।

সত্যাত্মজ (পুং) সত্যভামার পুত্র। (ভাগবত ৩।১।৩৫).

সত্যাত্মন্ (ত্রি) সত্যস্বরূপ, সত্যময়।

সত্যাধারহিরণ্যকেশিন্, হিরণ্যকেশি-শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্ম্ম-

সূত্র-গ্রন্থপ্রণেতা। ঐ গ্রন্থত্রয়ের অন্তর্গত নিম্নোক্ত কএকখানি খণ্ড গ্রন্থও তাঁহার রচিত বলিয়া প্রকাশ। যথা—আগ্রয়ণপ্রয়োগ, আধান, আপ্তোর্যামপ্রয়োগ, চয়নপ্রয়োগ, চাতুর্মাস্যপ্রয়োগ, জ্যোতিষ্টোমপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, পিতৃমেধসূত্র, প্রবর্গ্য-প্রয়োগ, প্রায়শ্চিত্তপ্রয়োগ, বাজপেয়প্রয়োগ, সোমপ্রয়োগ।

সত্যানন্দ, শিবভুজঙ্গরচয়িতা।

সত্যানন্দতীর্থ, বেদপ্রকাশরচয়িতা। ইনি রামকৃষ্ণানন্দ তীর্থের শিষ্য ছিলেন।

সত্যানন্দপরমহংস (পরিব্রাজক), একজন সাধু পুরুষ। মহাভাষ্যপ্রদীপবিবরণপ্রণেতা ঈশ্বরানন্দের গুরু। ইনি প্রথমে রামচন্দ্র সরস্বতী নামে বিদিত ছিলেন।

সত্যানৃত (ক্লী) কিঞ্চিৎ সত্যং কিঞ্চিদনৃতং সত্যসহিত-মনৃতং বা যত্র। বাণিজ্য, ইহাতে কিছু সত্য কিছু মিথ্যা এই দুইই আছে, এই জন্য বাণিজ্যকে সত্যানৃত কহে। কেবল সত্য বা কেবল মিথ্যা দ্বারা বাণিজ্য হয় না, বাণিজ্যে সত্য ও মিথ্যা এই দুইই থাকে।

"সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে।
সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাত্তাং পরিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৪।৬)

সত্যাপন (ক্লী) সত্যস্য করণং সত্য (সত্যাপপাশেতি। পা ৩।১।২৫) ইতি ণিচ্, আপুক্‌চ, ততো ল্যুট্। সত্যাকৃতি, আমি নিশ্চয় ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

সত্যাপনা (স্ত্রী) সত্যাপ-যুচ্-টাপ্। সত্যাপন, আমি নিশ্চয় ক্রয় করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা।

সত্যাভিনবতীর্থ, ভাগবতপুরাণটীকা-রচয়িতা। ইনি প্রথমে নরসিংহাচার্য্য নামে খ্যাত ছিলেন। মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্যতম গুরু সত্যনাথ তীর্থের নিকট ইনি যতিধর্ম্মে দীক্ষিত হন ও পরে কিছু-কাল গুরুপদে আসীন থাকিয়া ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

সত্যায়ু (পুং) ঐলের উর্ব্বশীগর্ভজাত পুত্রভেদ। ইঁহার পুত্র শ্রুতঞ্জয়। (ভাগবত ৯।১৫।১)

সত্যাবন্ (ত্রি) ঋতাবন্। (শতপথব্রা° ৭।৩।১।৩৪) অথর্ব্ববেদ ৪।২৯।১ মন্ত্রে সত্যাবন্ ও সত্যাবান্ পাঠ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থবিশেষে প্রথমোক্ত শব্দে ব্যক্তিবিশেষকে বুঝায়। শেষোক্ত শব্দ সত্যযুক্ত বা সত্যপ্রতিজ্ঞ পুরুষ অর্থপ্রকাশক।

সত্যাশিস্ (স্ত্রী) সত্য আশীর্ব্বাদ। (ত্রি) সত্যা আশীর্যস্য। ২ আশীর্ব্বাদবিশিষ্ট।

সত্যাশ্রয় (পুং) চালুক্যবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ নৃপতি।
[চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

সত্যাষাঢ় (পুং) মুনিভেদ।

সত্যেতর (ত্রি) সত্যাদিতরঃ। সত্য হইতে ইতর, মিথ্যা।

সত্যেপ্সু (পুং) অসুরভেদ। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সত্যেষ্টতীর্থ, সত্যকাম তীর্থের শিষ্য। পূর্ব্বনাম নরসিংহাচার্য্য। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহাত্যয় হয়।

সত্যেযু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২০।৪)

সত্যোক্তি (স্ত্রী) সত্যস্য উক্তিঃ। সত্যকথন।

সত্যোত্তর (ত্রি) সত্যভূয়িষ্ঠ। "সত্যোত্তরা স্বরূপেণানৃতাপি বিচক্ষণেতি মন্ত্রসামর্থ্যোন সত্যভূয়িষ্ঠা" (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬)

সত্যোদ্য (ত্রি) সত্যস্য বদনং ক্যপ্। সত্যবাদী। (শব্দমালা)

সত্যোপযাচন (ক্লী) সত্যভিক্ষা। (গো° রামা ২।৫৫।১৮)

সত্যৌজস্ (ত্রি) অবিতথবল। "সত্যৌজাঃ সত্যং অবিতথং ওজো বলং যস্য তাদৃশঃ" (অথর্ব ৪।৩৬।১ সায়ণ)

সত্র, ১ সম্বন্ধ। ২ সন্ততি। অদন্ত চুরাদি° আত্মনে সক° সেট্। লট্ সত্রয়তে। লুঙ্ অসসত্রত।

সত্র (ক্লী) সত্রাতে সংতন্যতে ইতি সদ-ষ্ট্রন্। যজ্ঞবিশেষ। (ভাগবত ১১ অ°)

সত্রপ (ত্রি) স্থানান্তরে রক্ষণ। (ভারত ১২ পর্ব্ব)। (পুং) ২ ক্ষত্রপশব্দের অপভ্রংশ (Satrap)

সত্রা (স্ত্রী) ১ সত্যনাম। (ঋক্ ১।৫৭।৬) ২ সহ।

সত্রাকর (ত্রি) ফলবিষয়ে সত্যকারী। "সত্রাকরো যজমানস্য শংসঃ" (ঋক্ ১।১৭৮।৪) 'সত্রাকরঃ ফলানাং সত্যকারী' (সায়ণ)

সত্রাজ (পুং) পূর্ণ জয়। (শাঙ্খ°শ্রৌ° ১৪।৪৫।১)

সত্রাজিৎ (পুং) সত্রেণ আজয়তি লোকানিতি আ-জি-ক্বিপ্। রাজবিশেষ, শ্রীকৃষ্ণের শ্বশুর সত্যভামার পিতা। কল্কিপুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি পরে শশিধ্বজ নামে রাজা হইবেন। (কল্কিপু° ২৭ অ°) (ত্রি) ২ সম্যক জয়শীল।

"সত্রাজিতে নৃজিত উর্ব্বরাজিতে"(ঋক্ ২।২১।১)
'সত্রাজিতে সত্রা সন্ততং জয়শীলায়' (সায়ণ)

সত্রাজিত (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।১০)

সত্রাদাবন্ (ত্রি) অভীষ্ট সকল ফলের সহিত প্রদাতা, যিনি সকল প্রকার অভীষ্ট ফলের সহিত প্রদান করেন। "চরুং সত্রাদাবন্নপাবৃধি" (ঋক্ ১।৭।৬) 'হে সত্রাদাবন্ অস্মদভীষ্টানাং সর্ব্বেষাং ফলানাং সহ প্রদাতঃ, সত্রা সহ সহার্থে, অভিমত-ফলজাতং সকল দদাতীতি দা বনিপ্, সত্রাদাবা' (সায়ণ)

সত্রাস (ত্রি) ত্রাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। ত্রাসের সহিত বর্ত্তমান, ত্রস্ত, ত্রাসবিশিষ্ট।

সত্রাসাহ (ত্রি) যুগপদ্ দারিদ্র্যনাশক, এককালীনই দারিদ্র্য-নাশক। "ভব সত্রাসাহং বরেণ্যং" (ঋক্ ১।৭৯।৮)
'সত্রাসাহং সত্রা সহ যুগপদেব দারিদ্র্যস্য নাশকং ছন্দসি দহ ইতি ঢিঃ।' (সায়ণ)

সত্রাসাহীয় (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ৬।১২।১৪)

সত্রাহন্ (ত্রি) বহু শত্রুদিগের হননকারী। "সত্রাহনং দাধৃষিং তুম্রমিন্দ্রং" (ঋক্ ৪ ১৭।৮) 'সত্রাহণং বহূনাং শত্রূণাং হন্তারং' (সায়ণ)

সত্রিজাতক (ক্লী) ত্রিজাতকেন সহ বর্ত্তমানং। মাংসব্যঞ্জন বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী— মাংস অধিক পরিমাণে ঘৃতে ভাজিয়া লইয়া গরম জলে পাক করিবে, পরে ইহা জীরকাদি মিশ্রিত করিয়া প্রায় শুষ্ক মতন হইলে তক্র ও ঘৃতাদি দিয়া নামাইয়া লইলে তাহাকে সত্রিজাতক কহে। (পাকচ°)

সত্বচ্ (ত্রি) ত্বচা সহ বর্ত্তমানং। ত্বচের সহিত বর্ত্তমান, বল্কলযুক্ত। (মনু ৪।৪৭)

সত্বচস্ (ত্রি) ত্বচবিশিষ্ট। (শতপথব্রা° ১০।৩।৩।১৮)

সত্বত (পুং) ১ মাধব (মাগধ) রাজপুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ অংশের পুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু: ৪।১২।১৬)

সত্বন্ (পুং) প্রভূত বলযুক্ত, বা শত্রুদিগের সাদক।
"সত্ব যঃ শূরো মঘবা" (ঋক্ ১।১৭৩।৫)
"সত্বা অতিপ্রভূতবলঃ, যদ্বা শত্রূণাং সাদকঃ" (সায়ণ)

সত্বৎ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (পা° ৪।১।৮৬)

সত্বর (ক্লী) ত্বরয়া সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ শীঘ্র। (ত্রি) ২ ত্বরাবিশিষ্ট। (ভরত)
"ত্রিংশদ্বর্ষোদ্বহেৎ কন্যাং হৃদ্যাং দ্বাদশবার্ষিকীং।
ত্র্যষ্টবর্ষোঽষ্টবর্ষাং বা ধর্ম্মে সীদতি সত্বরঃ॥" (মনু ৯।৯৪)

সত্বী (স্ত্রী) বৈনতেয়ের কন্যা ও বৃহন্মনার পত্নী। (হরিবংশ)

সৎসঙ্গ (পুং) সতাং সঙ্গঃ। সতের সহিত সঙ্গ, সাধুদিগের সহিত সংসর্গ। প্রবাদ আছে যে 'সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ'। সৎসঙ্গ করিলে স্বর্গবাস তুল্য ফল ও অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। পুরাণাদি শাস্ত্রে সৎসঙ্গের বিশেষ প্রশংসা বর্ণিত হইয়াছে। "প্রায়েণ সমানগুণাঃ সহচরা ভবন্তি।" (ন্যায়) প্রায়ই সহচর সকল সমান গুণবিশিষ্ট হয়, এই ন্যায়ানুসারে সতের সঙ্গ করিলে সৎই হয়।

সৎসন্বিন্ময় (ত্রি) সচ্চিন্ময়।

সৎসার (পুং) সন্সারো যস্য। ১ বৃক্ষবিশেষ। ২ চিত্রকর। ৩ কবি। (ত্রি) ৪ উত্তম সারযুক্ত।

সথম্বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহীকাণ্ঠা বিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। এখানকার সামন্ত সর্দ্দারেরা বরোদার গাইকোবাড়কে বার্ষিক ৫৬১৲ টাকা, বালাসিনোরের অধিপতিকে ৪০১৲ টাকা এবং লুণাবাড়-রাজকে ১২৭৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানকার সর্দ্দারগণ বরিয়া-কোলিবংশ সম্ভূত এবং ঠাকুর সাহিব উপাধিতে পরিচিত। ঠাকুর আজাব সিংহ (১৮৮৭ খৃঃ) স্বীয় শিক্ষাগুণে রাজ্যের অনেক উন্নতি সাধন করেন। এখানকার সর্দ্দার বংশের দত্তকগ্রহণের অধিকার নাই; একমাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

সথূৎকার (ক্লী) অথূৎকৃত, থূৎকারের সহিত বর্ত্তমান। (হেম)

সদ্, ১ বিশারণভেদ। ২ গমন। ৩ অবসাদন, বিষাদ। ভ্বাদি° তুদাদি° পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ সীদতি। লিট্ সসাদ, সেদতুঃ। লুট্ সত্তা। লৃট্ সৎস্যতি। লুঙ্ অসদৎ, অসদতাং। সন্ সিষৎসতি। ভাবগর্হ অর্থে সদ ধাতুর উত্তর যঙ্ হয়। যঙ্ সাসদ্যতে, যঙ্ লুক্ সাসত্তি। ণিচ্ সাদয়তি লুঙ্ অসীষদৎ। অব+সদ=অবসাদ। আ+সদ=প্রাপ্তি, গমন, সন্নিকর্ষ। উৎ+সদ=উচ্ছেদ, উন্মূলন। উপ+সদ=সমীপগমন, সন্নিকর্ষ। প্রাপ্তি। নি+সদ=উপবেশন। প্র+সদ=প্রসাদ, নির্ম্মলীভাব। বি+ষদ=বিষাদ।

সদংশক (পুং) সদংশকেন সহ বর্ত্তমানঃ। কর্কট। (রাজনি°)

সদংশবদন (পুং) সদংশং দংশাকারসহিতং বদনং যস্য। কঙ্কপক্ষী।

সদক্ষ (ত্রি) জ্ঞানযুক্ত। দক্ষতাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স°৩।১।৪।৪)

সদক্ষিণ (ত্রি) দক্ষিণয়া সহ বর্ত্তমানঃ। দক্ষিণার সহিত বর্ত্তমান, দক্ষিণাযুক্ত, দক্ষিণাবিশিষ্ট।

সদঞ্জন (ক্লী) সং অঞ্জনং। কুসুমাঞ্জন।
'রীতিপুষ্পং পুষ্পকেতুপৌষ্পকং কুসুমাঞ্জনম্।
সদঞ্জনঞ্চ চাক্ষুষ্যং মাক্ষিকং ধাতুমাক্ষিকম্॥' (শব্দচন্দ্রিকা)

সদণ্ড (ত্রি) দণ্ডের সহিত বর্ত্তমান, দণ্ডযুক্ত।

সদন (ক্লী) সীদন্ত্যত্রেতি সদ্ অধিকরণে ল্যুট্। ১ গৃহ। ২ জল।

সদন (ম্লেচ্ছ) একজন হরিভক্তিপরায়ণ সাধক। ম্লেচ্ছকুলে জন্মগ্রহণ করিলেও শ্রীভগবানে একান্ত অনুরাগ হেতু ইনি বৈষ্ণব-সমাজে পূজার্হ হইয়াছিলেন। (ভবিষ্যভক্তি ২৪৫।২)

সদনাসদ্ (ত্রি) যজ্ঞগৃহে বাসকারী। "দক্ষিনাবতে দেবায় সদনাসদে" (ঋক্ ৯।৯৮।১০) 'সদনাসদে যজ্ঞগৃহে সীদতে।' (সায়ণ)

সদস্ত (ত্রি) দস্তযুক্ত।

সদন্দি (ত্রি) সর্ব্বদা শৃঙ্খলিত। (অথর্ব্ব ৫।২২।৪৩)

সদপদেশ (ত্রি) মন্দ বিষয়ে শিক্ষাদান। (ভাগ° ৫।৫।৩০)

সদম (ত্রি) দমযুক্ত। (ঋক্ ১।১০৬।৫)

সদম্ভ (ত্রি) দম্ভেন সহ বর্ত্তমানঃ। দম্ভযুক্ত, দম্ভবিশিষ্ট, অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান।

সদয় (ত্রি) দয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দয়াবিশিষ্ট।

সদর (পুং) অসুরভেদ। (হরিবংশ)

সদর্ (আরবী) ১ প্রকাশ্য, প্রকাশ্যস্থান, যেখানে সকলেই আসিতে পারে। যেমন সদর ও অন্দর (অন্তঃপুর)। ২ সম্মুখভাগ, মুখপাত। ৩ জেলার প্রধান নগর বা রাজধানী।

সদর-আদালৎ (আরবী) প্রধান দণ্ডবিধান-বিচারালয়।

সদরদে[ওয়া]বানী (আরবী) প্রধান স্বত্বনির্দ্ধারক বিচারালয়।

সদরদেওয়ানী আদালত, ইংরাজ কোম্পানীর আমলের প্রথম প্রতিষ্ঠিত বিচারালয়। বঙ্গেশ্বর মুর্শিদকুলী খাঁ বাঙ্গালার বিচার-প্রণালী সংশোধন করিয়া মুর্শিদাবাদে বিশেষ বিশেষ অপরাধের বিচার জন্ম চারি প্রকার বিচারালয় স্থাপন করেন; তন্মধ্যে আদালৎ-উল্ আলিয়া-ই নিজামৎ ও মহকুমে আদালতে-দেওয়ানী সর্ব্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন মহকুমে কাজী (কাজীর আদালৎ) ও আদালত ফৌজদারী ছিল। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব দিল্লী-শ্বরের সনন্দ-বলে বাঙ্গালার দেওয়ানী লাভ করিয়া নবাব নজম উদ্দৌলাকে নিজামতী ব্যয়বহনের জন্ম সর্ব্বসমেত বার্ষিক ৫৮৬১৩১৸৵০ টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিলমাসে প্রচলিত প্রথানুসারে মুর্শিদাবাদ দরবারে কোম্পানীর প্রথম পুণ্যাহ হয়। ঐ দিন দেওয়ান-কোম্পানীর প্রতিনিধি ক্লাইব নবাব মসনদের দক্ষিণে আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে রাজস্ব-সংগ্রহের ভার সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর অধীন হয়। ইংরাজ রাজপুরুষগণও সেই সূত্রে দুর্ব্বল নবাবগণের মাসহরা কমাইতে থাকেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দের ২৮এ আগষ্টের পত্রানুবলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতাস্থ গবর্ণর-বাহাদুর দেওয়ানী কার্য্যভার রীতিমত স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া রাজস্ব আদায়ের আদেশ প্রচার করেন। ১৭৭২ খৃঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের করুণায় নবাবী-বৃত্তি ১৬ লক্ষে পরিণত হইয়াছিল। ঐ সময়ে খালসা-দপ্তর (রাজস্ব-বিভাগ) মুর্শিদাবাদ হইতে উঠাইয়া আনিয়া কলিকাতায় খাস্ গবর্ণর ও কৌন্সিলের অধীনে স্থাপন করা হয়। রাজা দুর্ল্লভরামের পুত্র মহারাজ রাজবল্লভ ঐ সময়ে কোম্পানীর পক্ষে প্রথম রায়রায়াঁ নিযুক্ত হইয়া রাজস্ব-বিভাগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণভার প্রাপ্ত হন।

বড়লাট ওয়ারেণ হেষ্টিংস এই সময়ে ফৌজদারী বিচার-ভারও সকৌন্সিল গবর্ণরের আয়ত্তাধীন করিয়া লইলেন। চারি বৎসর এই ভাবে কার্য্য চলিল বটে, কিন্তু তাহাতে বিচার-ভাগে নানা গোলযোগ উপস্থিত হইতে লাগিল দেখিয়া তিনি এই বিভাগের ভার পুনরায় নবাব কর্ম্মচারীর উপর দিবার ব্যবস্থা করিলেন। এই সময়ে রাজকীয় ব্যাপারে লিপ্ত নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পড়িলেন। নূতন সুপ্রীমকোর্টের বিচারে তাঁহাকে জালকারী অপরাধে অপরাধী করিয়া ফাঁসী কাঠে লটকান হইল। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশে ফৌজদারী বিচার-বিভাগও ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে কলিকাতায় পুনরায় নিজামৎ-আদালত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে সমগ্র বঙ্গের বিচার-কার্য্য নির্ব্বাহের জন্ম (কোর্ট অব সার্কিট্ নামে চারিটী মফঃস্বল আদালত স্থাপিত হয়।

[বিস্তৃত বিবরণ কলিকাতা ও বঙ্গদেশ শব্দে দেখ]

সদরপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা-বিভাগের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১০৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং সদরপুর পরগণার বিচার সদর। সীতাপুর নগর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

সদরস (শতরঞ্জ পত্তন), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর চিঙ্গেলপট জেলার চিঙ্গেলপট তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। মান্দ্রাজ হইতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ২৩´ ২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°১২´ পূঃ। বহু প্রাচীনকাল হইতে এই নগর দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে পরিগণিত ছিল। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌গণ ভারতীয় বাণিজ্যের বিস্তার আশায় এখানে সর্ব্ব প্রথমে একটী কুঠী স্থাপন করেন। ঐ সময়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই এখানকার তন্তুবায়-সমিতির যত্নে প্রস্তুত এক প্রকার 'মস্‌লিন' বস্ত্র বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। বৈদেশিক বণিক্ প্রধান ওলন্দাজগণ ঐ বস্ত্রসংগ্রহের জন্মই এখানে বাণিজ্য-কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ওলন্দাজগণ আপনাদিগের বাণিজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে এবং ঔপনিবেশিকগণকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্ম এখানে সমুদ্রতীরে একটী সুবৃহৎ ও সুদৃঢ় ইষ্টকদুর্গ নির্ম্মাণ করেন। ঐ দুর্গ এবং তৎকালের প্রধান প্রধান ওলন্দাজ রাজকর্ম্মচারীদিগের বাসভবন অদ্যাপি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় ঐ গুলি এখন ধ্বংসমুখে নিপতিত।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ এই নগর আক্রমণ ও অধিকার করেন এবং ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় ওলন্দাজকরে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন। ইহার কএক বৎসর পরে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে হীনবীর্য্য ওলন্দাজগণ সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া ইংরাজ-করে নগর ও দুর্গ প্রত্যর্পণ করেন। তদবধি আজ পর্য্যন্ত ঐ স্থান ইংরাজাধিকারে রহিয়াছে। ইংরাজগণ সন্ধির সর্ত্তানুসারে আজিও যথাবিধানে দুর্গমধ্যস্থ ওলন্দাজ সমাধিক্ষেত্রের সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতেছেন।

এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্ম দুর্গের অপরদিকে এস্‌প্লানেড্ নামক রাস্তার ধারে জর্ম্মন লুথারণ ও ওয়েস্‌লিয়ান মিসনের দুইটী গির্জ্জা স্থাপিত আছে। নগরে সেরূপ আর বণিক্ সমাগম নাই, বস্ত্রবয়নশিল্পের যথেষ্ট অবনতি ঘটিয়াছে, অতি অল্পসংখ্যক তন্তুবায় পূর্ব্বগৌরব রক্ষায় যত্নশীল রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহারা আপন আপন অধ্যবসায় ও বুদ্ধিকৌশলে আর সেরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র-

বয়নে একান্তই অক্ষম। নগরের কএক মাইল দক্ষিণে পালার-নদীর মোহানায় বালুরচর পড়ায় নদীগর্ভ অনেক উন্নত হইয়াছে, সুতরাং সে পথে আর সমুদ্রগামী পোতাদির গমনাগমনের সুবিধা নাই; এই কারণে এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধির উত্তরোত্তর হ্রাস ঘটিতেছে। বাকিংহাম খালদ্বারা এই নগর মান্দ্রাজ রাজধানীর সহিত সংযোজিত।

সদর্থ (পুং) সাধু অর্থ, সুসঙ্গত অর্থ। (ত্রি) সঙ্গত অর্থবিশিষ্ট।

সদর্প (ত্রি) দর্পের সহিত বর্ত্তমান। দর্পযুক্ত।

সদলগি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর বেলগাম্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বেলগাম সদর হইতে ৫১ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৬° ৩৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৩৩´ পূঃ। এখানে চিনি প্রস্তুতের জন্য বিস্তৃত ইক্ষুর চাস এবং গুড় ও চিনি তৈয়ারের বিস্তৃত কারবার আছে। স্থানীয় লোকে মোটা গাত্রবস্ত্র, কম্বল ও রমণীদের অঙ্গরাখার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে।

সদলঙ্কৃতি (স্ত্রী) অলঙ্কারবতী।

সদশ (ত্রি) দশ(স্তোম)বিশিষ্ট। (শাঙ্খা°শ্রৌ° ১৪।২৭।৯)

সদশন (ত্রি) দশনের সহিত বর্ত্তমান, দন্তযুক্ত।

সদশনার্চ্চিস্ (ত্রি) দশনার্চ্চির সহিত বর্ত্তমান। (রঘু ৫।৭০)

সদশ্ব (পুং) ১ সমররাজের পুত্র। (হরিবংশ) ২ উৎকৃষ্ট অশ্ব-যোজিত (রথ)। (ভাগ° ১।৯।২) ৩ বিদ্যমানাশ্ব, বহ্বশ্ব। (ঋক্ ৫।৫৮।১)

সদশ্বসেন (পুং) রাজভেদ।

সদশ্বোর্ম্মি (পুং) রাজভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সদস্ (স্ত্রী, ক্লী) সীদন্ত্যস্যামিতি সদ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। সভা। (অমর)

সদসত্ত্ব (ক্লী) সদসদ্-ত্ব। ১ সৎ ও অসতের ধর্ম্ম। ২ প্রধান গুণভাব।

"সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সস্বজুর্হ্যদঃ।" (ভাগবত ২।৫।৩৩)

'সদসত্ত্বং প্রধানগুণভাবং' (স্বামী)

সদসৎপতি (পুং) সৎ ও অসৎ কার্য্যের নায়ক।

সদসদ্ফল (ক্লী) সৎ ও অসৎ ফল, ভাল ও মন্দ ফল।

সদসদাত্মক (ত্রি) সৎ অসচ্চ আত্মা স্বরূপং যস্য। সৎ ও অসৎ স্বরূপ। জগৎকারণ অব্যক্ত, এইজন্য শাস্ত্রে ইহা সদসদাত্মকরূপে অভিহিত হইয়াছে।

"যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।

তদ্বিসৃষ্টঃ স পুরুষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্ত্যতে॥" (মনু ১।১১)

সদসদাত্মতা (স্ত্রী) সদসদাত্মনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সৎ ও অসৎস্বরূপের ভাব বা ধর্ম্ম।

সদসদ্ভাব (পুং) সদসদোর্ভাবঃ। সৎ ও অসতের ভাব, সৎ ও অসতের বিদ্যমানতা।

সদসদ্রূপ (ত্রি) সচ্চ অসচ্চ রূপং যস্য। সৎ ও অসৎ রূপবিশিষ্ট, সৎ ও অসদ্রূপযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সদসন্ময় (ত্রি) সদসৎ স্বরূপে ময়ট্। সৎ ও অসৎ স্বরূপ।

সদসস্পতি (পুং) এতৎ সংজ্ঞক দেবময় আশীর্ব্বাদ। "সদসস্পতিমদ্ভুতং প্রিয়মিন্দ্রস্য কাম্যং" (ঋক্ ১।১৮।৬) 'সদসস্পতিং এতন্নামকং দেবময়াশিষঃ' (সায়ণ)

২ সভাপতি। (ভাগবত ৮।১।৭)

সদস্পতি (পুং) সদসস্পতি, সভাপতি। (ভাগবত ৪।২১।৮)

সদস্য (পুং) সদসি সাধুঃ যৎ। বিধিদর্শী। যজ্ঞাদি স্থলে সদস্য রাখিতে হয়, যজ্ঞ বিধিপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত হইতেছে কি না, ইহা যিনি সম্যক্‌রূপে নিরীক্ষণ করেন, তাঁহাকে সদস্য কহে। 'ন্যূনাতিরিক্ততাং বিপর্য্যাসঞ্চ পরিহর্ত্তুং বিধিং বেদোক্তযজ্ঞক্রিয়াকলাপং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সদস্যাঃ, সদসি সাধবঃ কারকাঃ' (ভরত) যজ্ঞাদি স্থলে যজ্ঞাদি ক্রিয়ায় ন্যূনাতিরিক্ততা ও ভ্রমপ্রমাদাদি যাহাতে না হয়, ইহা দেখিবার জন্য যিনি যজ্ঞে ব্রতী হন, তাঁহার নাম সদস্য। সংস্কারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সদস্যের নামান্তর প্রশ্নবক্তা, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যখন অনুষ্ঠিত হইবে, তখন একজন কর্ম্মে নিযুক্ত, অর্থাৎ হোমাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। আর একজন তন্ত্রধারক, ও তৃতীয় ব্যক্তি প্রশ্নবক্তা থাকিবেন। প্রশ্নবক্তা বা সদস্য পূর্ব্বোক্ত দুই জনের কার্য্যকলাপ দেখিবেন ও তাঁহারা যাহা বলেন, তিনি সেই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবেন।

"একঃ কর্ম্মনিযুক্তঃ স্যাৎ দ্বিতীয়স্তন্ত্রধারকঃ।

তৃতীয়ঃ প্রশ্নকঃ জ্ঞেয়া ততঃ কর্ম্ম সমাচরেৎ॥"

কর্ম্মনিযুক্তঃ আচার্য্যঃ স চ ব্রহ্মাঙ্গকে হোমকর্ম্মণি ব্রহ্মা।

প্রশ্নবক্তা সদস্যঃ" (সংস্কারতত্ত্ব)

২ সভ্য। পর্য্যায়—পার্ষদ্য, সভাস্তার, সভাসদ্, সামাজিক। (হেম)

সদা (অব্য°) সর্ব্বকাল, সকল সময়, সর্ব্বদা, নিয়ত, অবিশ্রান্ত।

সদাকান্তা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সদাকারিন্ (ত্রি) আকারবিশিষ্ট।

সদাকাল (অব্য) সকল কাল। সকল সময়।

সদাকালবহ (ত্রি) সদাকালং বহতি বহ-অচ্। সকল সময় যাহা বাহিত হয়, স্ত্রিয়াং টাপ্। সদাকালবহা নদী।

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।২২)

সদাগতি (পুং) সদা সর্ব্বদা গতির্যস্য। ১ বায়ু। ২ সূর্য্য। ৩ নির্ব্বাণ। ৪ সদীশ্বর। (ত্রি) ৫ সর্ব্বদা গমনশীল।

সদাগম (পুং) সতের আগম। (সাহিত্যদ° ১০৮।১৮)

সদাচরণ (ক্লী) সৎ আচরণং। ১ সাধু আচরণ, উত্তম আচরণ। সতাং আচরণং। ২ সাধুদিগের আচরণ।

সদাচার (পুং) সতাং সাধুনামাচারঃ। সাধুদিগের আচরণ, মনুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সরস্বতী দৃষদ্বত্যোর্দ্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তদ্দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং সদাচারঃ স উচ্যতে॥" (মনু ২।১৭-১৮)

সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুই দেবনদীর মধ্যে যে সকল প্রদেশ আছে, তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দেশে বর্ণচতুষ্টয়ের এবং তদন্তর্গত জাতিদিগের মধ্যে যে সকল আচার পরম্পরা ক্রমে আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, তাহাকে সদাচার কহে। এই সকল দেশসম্ভূত অগ্রজন্মা ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীর যাবতীয় লোকের সদাচার শিক্ষা করা বিধেয়।

সাধুগণ যে আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সদাচার নামে খ্যাত। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই সদাচারের বিশেষ প্রশংসা আছে।

"সাধবঃ ক্ষীণদোষাচ্চ সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥
আগমেষু পুরাণেষু সংহিতাসু যথোদিতান্।
সমুদ্দিষ্টসদাচারাংস্তান্ গৃহ্লীয়াদ্‌গৃহস্থবৎ॥" (কালিকাপু° ৮৬অ°)

দোষশূন্য হওয়ায় সাধু সকল সৎ শব্দে অভিহিত, সেই সাধুদিগের যে আচরণ, তাহাকে সদাচার কহে। পুরাণ, আগম, ও মনু প্রভৃতি সংহিতাসমূহে যে সকল সদাচার নির্ণীত হইয়াছে, রাজাও গৃহস্থের ন্যায় সেই সকল সদাচার পালন করিবেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে সদাচারবিহীন ব্যক্তির ধর্ম্মকর্ম্ম সকল বিফল হয়, সুতরাং প্রথমে সকলেরই আচার-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। মনুতে লিখিত আছে—

"শ্রুতিস্মৃত্যুদিতং সম্যক্ নিবদ্ধং স্বেষু কর্ম্মসু।
ধর্ম্মমূলং নিষেবেত সদাচারমতন্দ্রিতঃ॥
আচারাল্লভতে হ্যায়ুরাচারাদীপ্সিতাঃ প্রজাঃ।
আচারাদ্ধনমক্ষয্যমাচারোহন্ত্যলক্ষণম্॥
দুরাচারোহি পুরুষো লোকে ভবতি নিন্দিতঃ।
দুঃখভাগী চ সততং ব্যাধিতোহল্পায়ুরেব চ॥
সর্ব্বলক্ষণহীনোঽপি যঃ সদাচারবান্ নরঃ।
শ্রদ্দধানোঽনসূয়শ্চ শতং বর্ষাণি জীবতি॥" (মনু ৪।১৫৫-১৫৮)

বেদ ও স্মৃতিতে যে আচার সম্যক্‌রূপে বর্ণিত হইয়াছে, স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত সর্ব্বধর্ম্মের মূলস্বরূপ, সাধুজনকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত সেই আচারই নিরলস হইয়া সম্যক্ যত্নের সহিত পালন করা বিধেয়; কারণ সদাচারবান্ হইলে দীর্ঘায়ুর্লাভ, মনোমত সন্তান-সন্ততি ও অক্ষয় ধনলাভ হইয়া থাকে এবং সহজাত কোন অলক্ষণ থাকিলেও তাহা বিনষ্ট হয়। দুরাচার পুরুষ জনসমাজে নিন্দিত, সতত দুঃখভাগী, রোগগ্রস্ত এবং অল্পায়ুঃ হয়। সকল প্রকার শুভলক্ষণহীন হইলেও যে জন সদাচারপরায়ণ, শ্রদ্ধাবান্ ও অসূয়ারহিত হন, তিনি শতবর্ষ জীবিত থাকেন।

সদাচারই ধর্ম্মাচরণের মূল, সদাচার পরিত্যাগ করিয়া যদি কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা বিফল হইয়া থাকে। মনুর চতুর্থ অধ্যায়ে সদাচারের বিশেষ পরিচয় আছে, বাহুল্য ভয়ে, তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। মার্কণ্ডেয়পুরাণে মদালসার উপাখ্যানে সদাচারের বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে,—সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচিত হইল—

"গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্।
ন হ্যাচারবিহীনস্য ভদ্রমত্র পরত্র চ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে।
ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥" (৩৪।৬-৭)

সদাচার পালন করা গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য। সদাচারবিহীন ব্যক্তির কোন লোকেই সুখ সজ্ঘটন হয় না, ইহ-সংসারে যিনি সদাচার-বিহীন হইয়া বিচরণ করেন, তাহার যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই সকলই অমঙ্গলের কারণ হয়। সদাচারহীন পুরুষ কখনই দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারেন না। এই জন্য সদাচার-পরায়ণ হওয়া আবশ্যক। সদাচার দ্বারা অমঙ্গল দূরীভূত হয়।

ব্রাহ্মণাদি প্রত্যেক বর্ণের যে সকল আশ্রম-ধর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তাহাকেই সদাচার কহে। গৃহস্থমাত্রেরই ত্রিবর্গসাধনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। ত্রিবর্গের সিদ্ধি হইলে ইহ-পরলোকে শুভ হইয়া থাকে। সকলেরই ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া দেবতা, ব্রাহ্মণ ও ঋষিদিগকে স্মরণ এবং বেদার্থতত্ত্ব চিন্তা করা বিধেয়। অনন্তর শয্যা হইতে উঠিয়া বিন্মূত্রোৎসর্গ ও প্রাতঃস্নানাদি করিয়া নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা ও দিবাকর থাকিতে থাকিতে সায়ং সন্ধ্যা অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। অনাপৎ সময়ে উক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিবে না, কদাচ মিথ্যা কথা বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবে না। কখন অসৎশাস্ত্র, অসৎবাদ ও অসৎ সেবা করিবে না। কেশ-সংস্করণ, আত্ম-দর্শন, দন্ত-ধাবন এবং দেবগণের তর্পণ এই সকল কার্য্য পূর্ব্বাহ্নে বিধেয়। নগ্না পরস্ত্রী ও আপনার বিষ্ঠা দর্শন করিতে নাই। গ্রাম, আবসথ, তীর্থ ও ক্ষেত্র এই সকল স্থানে যে পথ দিয়া গমন করিতে হয়, তথায় বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগ করিবে না। জলে মলমূত্রত্যাগ, বা স্ত্রীসঙ্গে প্রবৃত্ত হইবে না। রজস্বলা স্ত্রীর দর্শন, স্পর্শন ও সম্ভাষণ একেবারেই পরিত্যাগ করিবে। বিষ্ঠা, মূত্র, কেশ, ভস্ম, ঘটাদির খোলা, তুষ, অঙ্গার, অস্থি, রজ্জু, বস্ত্রাদি এই সকলের উপর উপবেশন করিবে না।

আত্মবান্ হইয়া উপার্জ্জিত অর্থের চতুর্থঅংশ পরলোক-সাধন

ধর্ম্মের জন্য সঞ্চয় করিবে। অর্দ্ধাংশ দ্বারা আত্মপোষণ ও নিত্য নৈমিত্তিকাদি কার্য্য সম্পাদন ও অবশিষ্ট এক ভাগ মূলধন স্বরূপে বর্দ্ধিত করিবে। কদাচ পাপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে না।

গৃহস্থ বিভবানুসারে পিতৃগণ, দেবগণ, মনুষ্যগণ ও ভূতগণের অর্চ্চনা করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। কোনরূপ অপকার বা উত্তেজনা ব্যতিরেকে কাহারও কখন দোষোদ্‌ঘোষণ করিবে না। একবস্ত্র পরিধান করিয়া দেবগণের অর্চ্চন বা ভোজন করিতে নাই, নগ্ন হইয়া স্নান বা শয়ন করিবে না। পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজন দুষ্কৃত কর্ম্ম করিলে তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না, ক্রুদ্ধ হইলে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করিবে। অন্য কোন ব্যক্তি তাঁহাদের পরিবাদ করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। অন্যের পরিহিত উপানৎ, বস্ত্র ও মাল্যাদি পরিধান করিবে না। কাহারও প্রতি আক্রোশ-প্রকাশ ও পিশুন-ব্যবহার বিধেয় নহে। মূর্খ, উন্মত্ত, বিপদ্‌গ্রস্ত, বিরূপ, মায়াবী, ন্যূনাঙ্গ, অধিকাঙ্গ, ইহাদিগকে কদাচ উপহাস করিতে নাই। উদ্ধত, উন্মত্ত, মূঢ়, অবিনীত, অশীল, চৌর্য্যাদি দূষিত, অতিব্যয়শীল, লুব্ধ, বৈরী, বন্ধকীপতি, বলবান্, নীচ, নিন্দিত, হীনস্বভাব, ও সর্ব্বশঙ্কী এই সকল ব্যক্তির সহিত মিত্রতা বা একত্র বাস করা কদাচ বিধেয় নহে। সদাচারাবলম্বী সাধুগণ, প্রাজ্ঞ, খলতাহীন, শক্তিসম্পন্ন ও কার্য্যে উদ্যোগশালী ব্যক্তিদিগেরই সহিত মিত্রতা করিবে। শাস্ত্রে যে সকল শৌচ কার্য্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা গুরু বা লঘু যাহাই হউক কেন না, অবিলম্বে তাহা সম্পাদন করিবে। যেথানে বলবান্ বিজিতশত্রু ধর্ম্মতৎপর রাজার বাস, সেই স্থানে বাস করিবে। কুরাজার রাজ্যে বাস করিবেনা। সর্ব্বদা সুশীল সহবাসীদিগের মধ্যে বাস করিবে। (মার্কণ্ডেয়পু° সদাচার নামক ৩৫ অ°)

সদাচার সম্বন্ধে স্থূল কথা এই যে, শাস্ত্রে যাহার যে বর্ণাশ্রম নির্দ্দিষ্ট, সেই বর্ণাশ্রম বিহিত যে সকল আচারপদ্ধতি তাহাই সেই সেই বর্ণের সদাচার। এই সদাচার যিনি পালন করেন, তাঁহার ইহপরত্র বিশেষ মঙ্গল হয়। এই সদাচাররূপ বৃক্ষের মূল ধর্ম্ম, ধন ইহার শাখা, পুষ্প ইহার কাম, ফল ইহার মোক্ষ, অতএব যিনি এই সদাচার রূপ তরু-সেবা করেন, তিনিই পুণ্যভোক্তা হন।

"ধর্ম্মোঽস্য মূলং ধনমস্য শাখা
পুষ্পঞ্চ কামঃ ফলমস্য মোক্ষঃ।
অসৌ সদাচারতরুঃ সুকেশিন্
সংসেবিতো যেন স পুণ্যভোক্তা॥" (বামনপু° ১৪ অ°)

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৯, ৩০, ৩১ অধ্যায়, বিষ্ণুপুরাণ ৩। ২১ অধ্যায়, বামনপুরাণ ১৪ অ°, মনু ৪ অ°, মার্কণ্ডেয়পুরাণ সদাচার নামক অধ্যায় প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। সন্ সাধুরাচারো যস্য। (ত্রি) ২ সদাচরণশীল, সদাচারী।

সদাচারবৎ (ত্রি) সদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সদাচারবিশিষ্ট, সদাচারযুক্ত।

সদাচারিন্ (ত্রি) সদাচার অস্ত্যর্থে ইনি। ১ সদাচারবিশিষ্ট। সদা চরতীতি চর-ণিনি। ২ সদা বিচরণশীল।

সদাচার্য্য, একাক্ষরনিঘণ্টু প্রণেতা।

সদাতন (পুং) সদা ভবঃ সদা সোঽয়ং চিরমিতি। ইতি ট্যুট্যুলৌ তুট্চ্ (পা ৪।৩।২৩)। ১ বিষ্ণু। (ত্রি) ২ নিত্য। (অমর)

সদাতোয়া (স্ত্রী) সদা তোয়ং যত্র। ১ এলাপর্ণী। (শব্দচ°) ২ করতোয়া নদী।

সদাত্মন্ মুনি, প্রবোধচন্দ্রোদয়টীকা-রচয়িতা।

সদাদান (পুং) সদাদানং মদজলং যস্য। ১ ঐরাবত। ২ গণেশ। ৩ মত্তহস্তী। (মেদিনী) (ক্লী) ৪ নিত্যদান, সদাব্রত।

সদান (ত্রি) দানের সহিত। "উত বা সদানঃ" (ঋক্ ৭।৩৫।১২) 'সদানঃ সর্ব্বদানসহিতঃ' (সায়ণ)

সদানন্দ (পুং) সদা আনন্দো যস্য। ১ শিব। (ত্রি) ২ সদা আনন্দবিশিষ্ট, যাহার সর্ব্বদাই আনন্দ।

সদানন্দ, ১ ছন্দোগাহ্নিক প্রণেতা। ২ তত্ত্ববিবেকটীকা, প্রত্যক্‌তত্ত্বচিন্তামণি ও স্বপ্রভা নাম্নী তাহার টীকারচয়িতা। ৩ দিব্যসংগ্রহ নামক দীধিতি প্রণেতা। ৪ নৈষধীয়টীকারচয়িতা। ৫ পারাশরটীকা ও ভাস্বতীটীকা নামক জ্যোতির্গ্রন্থ প্রণেতা। ৬ ব্রহ্মসূত্রতাৎপর্য্যপ্রকাশপ্রণেতা। ৭ ভাগবতপদ্যত্রয়ীব্যাখ্যারচয়িতা। ৮ মোক্ষধর্ম্মসারোদ্ধার প্রণেতা। ৯ বামকেশ্বরতন্ত্রটীকা ও বিষ্ণুপূজাক্রমদীপিকা-টীকা নামক দুই খানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ১০ বজ্রেন্দ্রচরিত প্রণেতা। ১১ অদ্বৈতদীপিকাবিবরণ, অধ্যাত্মরামায়ণটিপ্পন, অবধূতগীতাটীকা, জ্ঞানামৃত-টিপ্পনি পঞ্চদশীটীকা, ব্রহ্মগীতাব্যাখ্যা, যোগবাশিষ্ঠতাৎপর্য্যপ্রকাশ ও শিবসংহিতা টীকা নামক বহু গ্রন্থ প্রণেতা। কিন্তু ভাষাদৃষ্টে উক্ত নয়খানি টীকা গ্রন্থকে এক ব্যক্তির রচনা বলিয়া গ্রহণ করা সুকঠিন।

সদানন্দ কাশ্মীর, অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি, স্বরূপনির্ণয় ও স্বরূপপ্রকাশ নামক তিনখানি গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি ব্রহ্মানন্দ ও নারায়ণের শিষ্য।

সদানন্দ নাথ, তন্ত্রকৌমুদী প্রণেতা।

সদানন্দময় (ত্রি) সদানন্দ স্বরূপে ময়ট্। সদানন্দ স্বরূপ।

সদানন্দ যোগীন্দ্র, বেদান্তসার প্রণেতা। ইনি অদ্বয়ানন্দের শিষ্য।

সদানন্দ ব্যাস, ভগবদ্গীতাভাবপ্রকাশপ্রণেতা, ইনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

সদানন্দ শুক্ল, গণেশার্চ্চনচন্দ্রিকারচয়িতা।

সদানর্ত্ত (পুং) সদা নৃত্যতীতি নৃত-অচ্। ১ খঞ্জনপক্ষী। (শব্দচ°) (ত্রি) ৩ সদানৃত্যকারক।

সদানিরাময়া (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সদানীরবহা (স্ত্রী) বহতীতি বহ-অচ্, সদা সর্ব্বদা নীরস্য বহা। করতোয়া নদী। (শব্দরত্না°)

সদানীরা (স্ত্রী) সদা নীরং যস্যাঃ। করতোয়া নদী। গৌরীর বিবাহকালে মহাদেবের করতলগলিত সম্প্রদান জল হইতে এই নদীর উদ্ভব, এই জন্য ইহার নাম করতোয়া। [করতোয়া দেখ]

শ্রাবণ মাসে সকল নদীই রজস্বলা হয়, কিন্তু এই নদী রজস্বলা হয় না। এই জন্য সর্ব্বদা ইহার জল ব্যবহৃত হওয়ায় ইহার নাম সদানীরা হইয়াছে।

"গৌরীবিবাহসময়ে শঙ্করকরগলিতসম্প্রদানতোয় প্রভাবত্বাৎ করস্য তোয়ং বিস্ততে অস্যেতি করতোয়া অর্শ আদিত্বাদচঃ শ্রাবণে এতদ্ব্যতিরিক্তং সর্ব্বা নদ্যো রজস্বলা, ইয়ন্তু ন রজস্বলা, অতএব সদা সর্ব্বদা নীরমস্যা ইতি সদানীরা, তথাচ স্মৃতিঃ

অগ্যাদৌ কর্কটে দেবী ত্র্যহং গঙ্গা রজস্বলা।

সর্ব্বা রক্তবহা নদ্যঃ করতোয়াম্বুবাহিনী।" (ভরত)

বেদে এই নদীর উল্লেখ আছে। [আর্য্য শব্দ দেখ।]

সদান্বা (স্ত্রী) সর্ব্বদা আক্রোশকারিণী। 'গিরিং গচ্ছ সদান্বে" (ঋক্ ১০।১৫৫।১) 'হে সদান্বে সর্ব্বদাক্রোশকারিণি।' (সায়ণ)

সদাপরিভূত (পুং) ১ বোধিসত্ত্বভেদ। (ত্রি) ২ সদাপরিভবপ্রাপ্ত, যাহারা সর্ব্বদা পরিভূত হন।

সদাপর্ণ (ত্রি) সর্ব্বদা পত্রযুক্ত। (ভারত ১৪ পর্ব্ব)

সদাপুষ্প (পুং) সদা পুষ্পং যস্য। ১ নারিকেল বৃক্ষ। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সর্ব্বদা কুসুমযুক্ত, সকল সময় পুষ্পবিশিষ্ট। ৩ শ্বেতআকন্দ। ৪ লাল আকন্দ। ৫ কুন্দ বৃক্ষ। ৬ কার্পাস বৃক্ষ। ৭ আকন্দ বৃক্ষ।

সদাপুষ্পফলদ্রুম (ত্রি) সদা পুষ্পফলদ্রুমো যত্র। সর্ব্বদা পুষ্প ও ফলযুক্ত বৃক্ষবিশিষ্ট (উদ্যান)।

সদাপুষ্পী (স্ত্রী) সদা পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। রক্তার্ক বৃক্ষ, লাল আকন্দ। (রত্নমালা)

সদাপৃণ (ত্রি) সর্ব্বদা দানশীল। "সদাপৃণো যজতো বিদ্বিষঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।১২) 'সদাপৃণঃ সর্ব্বদা দানশীলঃ।' (সায়ণ)

সদাপ্রমুদিত (স্ত্রী) সিদ্ধিভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সদা প্রমুদিতা। সংপ্রমুদিতা সিদ্ধি। (সাংখ্যতত্ত্ব ৪২)

সদাপ্রসূন (পুং) সদা প্রসূনং যস্য। ১ রোহিতক বৃক্ষ, চলিত রোড়া গাছ। (রাজনি°) ২ রক্তরোহিতক। (বৈদ্যকনি°) ৩ কুন্দবৃক্ষ। ৪ অর্ক বৃক্ষ। (ত্রি) ৫ সর্ব্বদা পুষ্পবিশিষ্ট।

সদাফল (পুং) সদা ফলং যস্য। ১ শ্রীফল, নারিকেল। ২ উদুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর। (মেদিনী) ৩ বিল্ব। (জটাধর)

সদাফলা (স্ত্রী) সদা ফলং যস্যাঃ। ত্রিসন্ধি পুষ্প, বার্ত্তাকু বিশেষ। সপুষ্পবার্ত্তাকু, চলিত কুলি বেগুণ বা সদা বেগুণ। ইহার গুণ—ত্রিদোষনাশক, রক্তপিত্তপ্রসাদক, কণ্ডু ও কচ্ছুরোগনাশক।

"সদাফলা ত্রিদোষঘ্নী রক্তপিত্তপ্রসাদনী।

কণ্ডুকচ্ছুহরী চৈব বার্ত্তাকী গুণবত্তরা।" (রাজবল্লভ)

সদাভদ্রা (স্ত্রী) সদা ভদ্রমস্যাঃ। গম্ভারীবৃক্ষ। (রত্নমালা)

সদাভব (ত্রি) চিরন্তন। আবহমান বিদ্যমান। (ভক্তি ৫।৬৫)

সদাভাস (ত্রি) সতের আভাস। সৎ যে ব্রহ্ম তাহার আভাসবিশিষ্ট।

"এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ৈঃ।

স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্।"

(ভাগবত ৩।২৭।১৩)

'সদাভাসেন সতো ব্রহ্মণ আভাসো যস্মিন্ তেন রূপেণ লক্ষিতঃ' (স্বামী)

সদাভ্রম (ত্রি) সদা ভ্রমো যস্য। সর্ব্বদা ভ্রমবিশিষ্ট।

সদামত্ত (ত্রি) সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে মত্তঃ। সকল সময়ে মত্ত সকল কালেই মত্ততাবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। দেবগণভেদ। (দিব্যা°)

সদামদ (ত্রি) ১ পক্ষিভেদ। (হরিবংশ) ২ সদামত্ত (মার্ক° পু° ৮১।১২) ৩ সদামদক্ষরণশীল হস্তী।

সদাযোগিন্ (পুং) সদা সর্ব্বস্মিন্ কালে যোগী। ১ বিষ্ণু (ত্রিকা°) ২ হরিশয়নকালে মধুমাংসবর্জ্জনকত্যাগী, হরিশয়নে মধু ও মাংস বর্জ্জন করিলে সদাযোগী হয়।

"সদামুনিঃ সদাযোগী মধুমাংসস্য বর্জ্জনাৎ।

নিরাধিনীরুগোজস্বী বিষ্ণুভক্তশ্চ জায়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

সদারাম, আচারচন্দ্রোদয় প্রণেতা।

সদারাম ত্রিপাঠিন্, উদগাত্ররত্নাকর, দ্বাদশাহপ্রয়োগটীকা, দ্বাদশাহস্তসামপ্রয়োগ ও সর্ব্বতোমুখোদ্গাত্রপ্রণেতা। ইনি দেবেশ্বরের পুত্র ও সুরজিতের পৌত্র ছিলেন।

সদার্জ্জব (ত্রি) নিরন্তর সরলচিত্ত। সৎপ্রকৃতিক।

সদাবৃধ (ত্রি) সদা বর্দ্ধমান। "কয়া ন শ্চিত্র আভুব দূতী সদাবৃধঃ" (ঋক্ ৩।৩১।১) 'সদাবৃধঃ সদা বর্দ্ধমানঃ' (সায়ণ)

সদাশঙ্কর, প্রায়শ্চিত্তসেতুপ্রণেতা।

সদাশিব (ত্রি) ১ সর্ব্বদা মঙ্গলযুক্ত। ২ মহাদেব, শিব, ইনি সর্ব্বদা মঙ্গলময় বলিয়া সদাশিব নামে আখ্যাত।

সদাশিব, কএকজন প্রাচীন গ্রন্থকারের নাম—

১ কর্পূরস্তবটীকাপ্রণেতা।

২ কালতত্ত্ববিবেচনসারসংগ্রহপ্রণেতা। ইনি সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক খণ্ডদেবের শিষ্য।

৩ চতুরশীতিজ্ঞাতিপ্রশস্তিপ্রণেতা।

৪ দায়ভাগটীকাকার।

৫ ধাতুমঞ্জরী নামক বৈদ্যকগ্রন্থরচয়িতা।

৬ প্রচণ্ডভৈরব নামক ব্যায়োগপ্রণেতা।

৭ ভূতডামরতন্ত্রটীকারচয়িতা।

৮ মকরন্দসারিণী নামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

৯ মনীষাপঞ্চকপ্রণেতা।

১০ মহাভাষ্যগূঢ়ার্থদীপনী প্রণেতা।

১১ যুধিষ্ঠিরবিজয়টীকাপ্রণয়নকর্ত্তা।

১২ যোগসূত্রবৃত্তিকার।

১৩ শরভার্চ্চনচন্দ্রিকারচয়িতা।

১৪ সাপিণ্ড্যকল্পলতিকাপ্রণেতা।

১৫ অশৌচস্মৃতিচন্দ্রিকা ও লিঙ্গার্চ্চনচন্দ্রিকাপ্রণেতা। শেষোক্ত গ্রন্থখানি ইনি মহারাজ জয়সিংহের সভায় থাকিয়া রচনা করেন। ইনি গদাধরের পুত্র ও বিষ্ণুর পৌত্র এবং দশপুত্র গোত্রসম্ভূত ছিলেন।

১৬ জগন্নাথ পণ্ডিতকৃত গঙ্গালহরীর টীকাপ্রণেতা। মাণিক ভটের পুত্র ও নারায়ণের পৌত্র।

সদাশিব কবিরাজ গোস্বামিন্, বিলক্ষণচতুর্দ্দশক নামক গ্রন্থপ্রণয়নকর্ত্তা।

সদাশিবগড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরকণাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ ও নগর। কালী নদীর প্রবেশ-পথের উত্তরকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ১৪° ৫০´ ২১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ১০´ ৫৫´´ পূঃ। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২২০ ফিট্ উচ্চ একটী গণ্ডশৈলের সমতল অধিত্যকাদেশে সদাশিবগড় দুর্গ অধিষ্ঠিত। নদীকূলের অভিমুখস্থ পর্ব্বতগাত্র দুরারোহ; সুতরাং ঐ পথে শত্রুর আক্রমণাশঙ্কা অতি অল্প। স্থলভাগের সম্মুখস্থ দুর্গপ্রাচীর ২০ ফিট উচ্চ ও ৬ ফিট প্রস্থ দানাদার প্রস্তরে বিনির্ম্মিত। প্রাচীরটী ১০ একার জমি ঘিরিয়া আছে। প্রাচীরের উপর মধ্যে মধ্যে সেনাসমাবেশের জন্য বুরুজ ও কামান সাজাইবার নিমিত্ত রন্ধ্র আছে। প্রাচীরের বহির্ভাগে বিস্তৃত পরিখা। দক্ষিণদিকে বপ্রভূমি ও প্রাচীর ব্যতীত দুর্গের অপর সকল স্থান এখনও সুসংস্কৃত ও সুরক্ষিত রহিয়াছে। দুর্গের বহির্ভাগে দুর্গসংক্রান্ত আরও তিনটী কার্য্যালয় আছে। উহার মধ্যে পর্ব্বতের দাক্ষিণে জলগর্ভ হইতে উত্তোলিত একটী বাটিকা, দ্বিতীয়টী পর্ব্বতের পূর্ব্বঢালু প্রদেশে এবং তৃতীয়টী মূল দুর্গের অপর দিকে অবস্থিত। এই শেষোক্ত অট্টালিকা পরিখা ও বপ্রাদি দ্বারা সুশোভিত। পরবর্ত্তিকালে ইংরাজ গবমেণ্ট পর্ব্বতের দক্ষিণ কোণে দুইটী বাঙ্গালা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

১৬৭৪ হইতে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কোন সোণ্ড-সর্দ্দার কর্ত্তৃক এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ সোণ্ডরাজকে আক্রমণ করিয়া ঐ দুর্গ অধিকার করেন এবং পরে ঐ দুর্গে পর্ত্তুগীজ সৈন্য রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ ঐ দুর্গ পুনরায় সোণ্ড-সর্দ্দারের হস্তে সমর্পণ করেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দর আলীর সেনাপতি ফজল উল্লা খাঁ এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি জেনারল মেথিউ সসৈন্যে দুর্গাধিকারে অভিযান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপুসুলতান এই দুর্গে স্বীয় সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন।

সদাশিবগড়-শৈলপাদমূলে চিতাকুল নামক গ্রাম ও বন্দর অবস্থিত। এক সময়ে এই চিতাকুল বহুদূরবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া পরিব্যাপ্ত একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। অনুমান ৯০০ খৃষ্টাব্দের আরববাসী ভ্রমণকারী মসুদী হইতে ইংরাজ ভৌগোলিক ওগিলভি পর্য্যন্ত বহু গ্রন্থকার এই স্থানকে চিন্তাবোর, চিন্তাপোর, চিক্তাকোলা, চিন্তাকোরা, চিত্তকুলা বা চিতেকুলা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। ইংরাজ অধিকারে এই সদাশিবগড় বা চিতাকুল কারবাড় শুল্ক বিভাগের একটী আদায়কেন্দ্র বলিয়া নির্দ্ধারিত আছে ও তজ্জন্য এখানে একটী কাষ্টম হাউস স্থাপিত হইয়াছে।

সদাশিব তীর্থ, একজন সন্ন্যাসী। ইনি সর্ব্বলিঙ্গসন্ন্যাসনির্ণয়-প্রণেতার গুরু।

সদাশিব ত্রিপাঠিন্, দানমনোহর রচয়িতা। ইনি ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে স্বীয় প্রতিপালক রাজা মনোহর দাসের আদেশে উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন।

সদাশিব দীক্ষিত, ১ গ্রহযজ্ঞদীপিকাপ্রণেতা। ২ সঙ্গীতসুন্দর-রচয়িতা। ইনি পরমশিবের পুত্র।

সদাশিব দ্বিবেদিন্, দণ্ডিনীরহস্য ও শালগ্রামলক্ষণরচয়িতা।

সদাশিব ব্রহ্মেন্দ্র, আত্মবিদ্যাবিলাস, নক্ষত্রমালিকা, নবমণিমালা, নববর্ণমালা, বোধার্য্যা ও সদাশিবব্রহ্মবৃত্তিপ্রণেতা।

সদাশিব ভট্ট, শব্দেন্দুশেখরটীকারচয়িতা।

সদাশিব (রাও) ভাউ, একজন প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র সর্দ্দার। চিম্নাজির পুত্র ও পেশবা বালাজি বাজিরাওর ভ্রাতুষ্পুত্র। ইনি স্বীয় অবিমৃষ্যকারিতাদোষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জানুয়ারী পাণিপথ রণক্ষেত্রে আহ্মদ শাহ আবদালীকর্ত্তৃক নিহত হন। ইঁহার সহিত মহারাষ্ট্রশক্তিরও সম্যক্ বিলয় সাধিত হয়। ইতিহাসে ইনি সদাশিব চিমনাজি ভাউ নামেও পরিচিত। [মহারাষ্ট্র শব্দ দেখ]

সদাশিবের বীরত্ব ও রণপ্রতিভা তৎকালে ভারতের বীরসমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ইঁহার মৃত্যুর পর নানা স্থানে ভাউ সাহেবের আবির্ভাব হয়। ঐ সকল জাল সদাশিব ভাউএর মধ্যে একজন ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসীধামে

উপস্থিত হইয়া আপনাকে ভাউ সাহেব পরিচয়ে সাধারণকে উত্তেজিত করেন এবং ঐ সঙ্গে সেনাসংগ্রহে লিপ্ত হইয়া নগর মধ্যে নানা অশান্তির সূচনা করিয়াছিলেন। উহার প্রতিবিধান জন্য ইংরাজ কোম্পানী তাহাকে চুণার দুর্গে অবরোধ করেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে মহামতি হেষ্টিংস ইহাকে ছাড়িয়া দেন।

সদাশিব ভাউ ভাস্কর, একজন মহারাষ্ট্র সেনাপতি। ইনি সিন্ধেরাজের পক্ষ হইয়া ১৮০১ খৃষ্টাব্দে হোলকররাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৮০২ হইতে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কখনও সিন্ধে, কখনও হোলকরপক্ষে এবং কখনও বা ইংরাজপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সদাশিব ভাউ মঙ্কেশির, একজন মরাঠা রাজসচিব। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পেশবা বাজিরাও পুনরায় রাজতক্তে উপবিষ্ট হইয়া ইহাকে ইংরাজ-রেসিডেন্সীর কার্য্যাবলীর তত্ত্বাবধারক রূপে নিযুক্ত করেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মিঃ এলফিন্‌ষ্টোনের রেসিডেণ্ট থাকা কাল পর্য্যন্ত ইনি ঐ পদে থাকিয়া কূটনীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন।

সদাশিব মুনিসারস্বত, বৃত্তরত্নাবলী নাম্নী বৃত্তরত্নাকরটীকারচয়িতা।

সদাশিব মুলোপাধ্য, দণ্ডপাণিস্তবপ্রণেতা। ইনি বিট্‌ঠলের পুত্র।

সদাশিব শুক্ল, কুলচূড়ামণিটীকা ও পঞ্চচূড়ামণিটীকারচয়িতা।

সদাশিবানন্দনাথ, গুরুস্তোত্রগ্রন্থ রচয়িতা।

সদাশিবেন্দ্র, সাংখ্যকর্ম্মদীপিকা-বিবরণপ্রণেতা।

সদাশিবেন্দ্রসরস্বতী, একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী। ইনি গোপালেন্দ্র সরস্বতীর শিষ্য এবং শিবাষ্টমূর্ত্তিতত্ত্বপ্রকাশপ্রণেতা রামেশ্বরের গুরু।

সদাশিস্ (স্ত্রী) সদা আশীর্ব্বাদ। আশীর্ব্বাদ।

"গোপ্যশ্চ সস্নেহমপূজয়ন্ মুদা
দধ্যক্ষতাদ্ভির্যুযুজুঃ সদাশিষঃ ॥" (ভাগবত ১০।২৫।২৯)

'সদাশিষঃ শ্রেষ্ঠান্ আশীর্ব্বাদান্' (স্বামী)

সদাসহ (ত্রি) সর্ব্বদা শত্রুদিগের অভিভূত হেতু।

"রয়িং সজিত্বানং সদাসহং" (ঋক্ ১।৮।১)

'সদাসহং সর্ব্বদা শত্রূণাং অভিভবহেতুং' (সায়ণ)

সদাসা (ত্রি) সর্ব্বদা ভজমান। "স্তামরথাঃ সদাসাঃ" (ঋক্ ৪।১৬।২১) 'সদাসাঃ স্বাং সর্ব্বদা ভজমানাঃ' (সায়ণ)

সদাসুখ (ত্রি) সদা সুখং যস্য। সর্ব্বদা সুখযুক্ত, সর্ব্বদা সুখী। (ক্লী) সর্ব্বদা সুখ।

সদাসুখ, প্রয়াগবাসী একজন কায়স্থ কবি। গোলাপ রায়ের পৌত্র এবং বিষ্ণুপ্রসাদের পুত্র। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে উর্দ্দু ভাষায় "মুরাসা খুর্দৈদ" নামে গদ্য ও পদ্যরচনা-প্রণালী বিষয়ক একখানি অলঙ্কার কাব্য রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইঁহার রচিত উর্দ্দু ভাষার একখানি উপাখ্যান মালা পাওয়া যায়।

সদিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূল বা উত্তরতীর হইতে বিস্তৃত একটী ভূভাগ। ইহা আসামের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। বর্ত্তমান সদিয়া থানা লখিমপুর জেলার ডিব্রুগড় উপ-বিভাগের মধ্যে অবস্থিত। উহার পরিমাণ ১৭৮ বর্গ মাইল।

সদিয়া, আসামবিভাগের লখিমপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে ডিব্রুগড় হইতে ৭০ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৫° ৪১´ ৩৫´´ পূঃ। সদিয়া গ্রাম ইংরাজ রাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত থাকায় রাজ্যরক্ষা বিষয়ে বিশেষ উপযোগী বলিয়া গণ্য আছে।

ব্রহ্মরাজ্য হইতে আহোম রাজগণ আসাম আক্রমণ করিয়া প্রথমে সদিয়া অধিকার করেন। এখানে থাকিয়া আহোমরাজ-প্রতিনিধি অধিকৃত প্রদেশসমূহ শাসন করিতেন। সদিয়ায় তাঁহার বাস নিরূপিত ছিল বলিয়া তিনি "সদিয়া খোয়া" নামে পরিচিত ছিলেন। ব্রহ্ম-সৈন্য যখন সমগ্র আসাম জয় করে, তখন হইতে ঐ উপাধি স্থানীয় কোন খাম্‌তী সর্দ্দারের উপর ন্যস্ত হয়। ইংরাজগণ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে আসামবিজয়ের পর উক্ত বংশীয় সর্দ্দারকেই "সদিয়া খোয়া" বলিয়া স্বীকার করেন। ইংরাজ-রাজের সন্ধিসর্ত্তে উক্ত সদিয়া খোয়া ১০০ শত সেনা সাহায্য করিতে বাধ্য হন। ঐ সকল সেনার ব্যয়-ভার তিনি প্রজাবর্গের নিকট হইতে আদায় করিয়া লইতেন। ঐ সময়েই একদল ইংরাজ-সৈন্য সদিয়ায় রহিল। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সদিয়া খোয়ার পীড়ন যখন প্রজাবর্গের অসহ্য হইয়া উঠে, তখন ইংরাজ-রাজ উক্ত প্রদেশের শাসনভার তথাকার ইংরাজ-সেনাপতির হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে খাম্‌তিগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তথাকার থানা লুটিয়া ইংরাজ সেনানায়ক মেজর হোয়াইটকে সদলে নিহত করে। ঐ সময়ে সদিয়া বাণিজ্য-প্রধান ছিল এবং প্রায় ৪ হাজার লোক ঐ স্থানে থাকিয়া বাণিজ্য পরিচালন করিত। খাম্‌তী অত্যাচারের পর ঐ স্থান প্রায় জনশূন্য হইয়া পড়ে। শান্তি স্থাপিত হইবার পর, পুনরায় ঐ স্থানে ক্রমিক উন্নতি পরিলক্ষিত হইতেছে।

স্থানীয় খাম্‌তী, মিশ্‌মী ও সিঙ্গপো প্রভৃতি অসভ্য জাতির সহিত মিত্রতা বৃদ্ধির জন্য প্রতিবৎসর মাঘ মাসের প্রথম পূর্ণিমায় এখানে একটী মেলা বসিয়া থাকে। রাজনীতিকুশল ইংরাজ গবর্মেণ্ট ঐ মেলার উদ্যোক্তা। লখিমপুরের ডেপুটী কমিশনর

স্বয়ং ঐ মেলায় উপস্থিত থাকিয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির সর্দ্দারদিগকে উপঢৌকন বিতরণ করিয়া থাকেন।

পার্ব্বত্য অসভ্য মিশমী, খামতী, আবর প্রভৃতি জাতীয়েরা ঐ মেলায় নানাপ্রকার পর্ব্বতজাত দ্রব্য,খদির, মোম, মৃগনাভি, বস্ত্র, মাদুর, কাটারী, হস্তিদন্ত, রবার প্রভৃতি বিক্রয় করিতে আনে। সদিয়া-রবার কলিকাতার একটী প্রধান বাণিজ্যোপকরণ; এখন তেজপুর, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রভৃতি পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতেও বহু রবার আমদানী হইয়া থাকে। আবর ও মিশমী জাতির মধ্যে মনান্তর উপস্থিত হওয়ায় এক সময়ে এই মেলার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

বর্ষা ঋতুতে যখন ব্রহ্মপুত্রের জল কাণে কাণ হইয়া উঠে,তখন ষ্টীমার যোগে সদিয়ায় যাওয়া যায়। এই স্থান হইতে চীনরাজ্যের সহিতও অল্প অল্প বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

সদিবস্ (অব্য) দীপ্তিযুক্ত। "সদিবঃ সারথয়ে" (ঋক্ ২।১৯।৬) 'সাদবঃ দীপ্তিযুক্তঃ' (সায়ণ)

সদীশ্বর (পুং) সদাগতি, বায়ু। (মেদিনী)

সদুঃখ (ত্রি) দুঃখের সহিত বর্ত্তমান, দুঃখযুক্ত, দুঃখবিশিষ্ট।

সদুক্তি (স্ত্রী) সতী উক্তিঃ। উত্তম উক্তি, সাধু কথন।

সদামগুলপত্রক (পুং) শ্বেত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

সদামাংসী (স্ত্রী) মাংসরোহিণী ভেদ। (রাজনি°)

সদূর্ব্ব (ত্রি) দূর্ব্বাঘাসযুক্ত। (আশ্ব° গৃহ্য° ২।৯।১৩)

সদৃক্ (পুং) সুমিষ্ট খাদ্যবিশেষ। (সুশ্রুত° চিকিৎসা°)

সদৃক্ষ (ত্রি) সমান দৃশ্যতে ইতি সমান দৃশ কস্। সমানস্য সাদেশঃ। সদৃশ।

সদৃগ্বোধ (স্ত্রী) বস্তুর অনুরূপ জ্ঞান।

"সদৃগ্বোধাপ্রয়োপায়ঃ" (জৈনহরি ৩৬৭)

সদৃশ (ত্রি) সমান ইব দৃশ্যতেঽসৌ সমান দৃশ (সমানান্যয়োশ্চেতি বক্তব্যং। পা ৩।২।৬০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ক্বিন্ (দৃকদৃশবতুষু। পা ৬।৩।৮৯) ইতি সমানস্য সা দেশঃ। সম, তুল্য।

"আকারসদৃশপ্রজ্ঞঃ প্রজ্ঞয়া সদৃশাগমঃ।

আগমৈঃ সদৃশারম্ভ আরম্ভঃ সদৃশোদয়ঃ॥" (রঘু ১।১৫)

২ উচিত। (মেদিনী)

সদৃশ চিকিৎসা (স্ত্রী) Homeopathy (Similia Similibus Curantor)। [সদৃশব্যবস্থা দেখ।]

সদৃশত্ব (ক্লী) সদৃশস্য ভাবঃ ত্ব। সদৃশের ভাব বা ধর্ম্ম, সমানত্ব, তুল্যত্ব।

সদৃশবৃত্তি (ত্রি) সমানকার্য্যবিশিষ্ট। যাহাদের জীবনোপায় অভিন্ন।

সদৃশব্যবস্থা (স্ত্রী) তুল্য ব্যবস্থা (Homeopathy)। যে ঔষধ সেবন করিলে কোন রোগের সদৃশ রোগ উৎপন্ন হইলেও সেই ঔষধ দ্বারাই আবার সেই রোগ দূর হয়, যে চিকিৎসা শাস্ত্রে এইরূপ বিধান আছে, তাহাকে সদৃশব্যবস্থা কহে।

সদৃশস্পন্দন (ক্লী) নিস্পন্দ। (ত্রিকা°)

সদেব (ত্রি) দেবেন সহ বর্ত্তমানঃ। দেবতার সহিত বর্ত্তমান। দেবতাযুক্ত।

সদেবক (ত্রি) দেব-স্বার্থে কন্ দেবকঃ, দেবকেন সহ বর্ত্তমানঃ। দেবকের সহিত বর্ত্তমান, দেবতার সহিত বর্ত্তমান।

সদেশ (ত্রি) দেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ নিকট। ২ দেশান্বিত।

সদৈকরস (ত্রি) সদা একরসো যত্র। সর্ব্বদা একরসবিশিষ্ট। ২ ব্রহ্ম। (নৃসিংহতাপনী উপ° ৯।১০১)

সদোগৃহ (ক্লী) সভাগৃহ। মন্ত্রণাগার। (রঘু ৩।৬৭)

সদোদ্যম (ত্রি) সদা উদ্যমো যস্য। ১ সর্ব্বদা উদ্যমবিশিষ্ট, সকল সময়ে উদ্যমযুক্ত। (পুং) ২ সদাই উদ্যম।

সদোবিশীয় (ক্লী) সামভেদ।

সদোহবির্ধান (ক্লী) সামভেদ।

সদোহবির্ধানিন্ (ত্রি) সদঃ ও হবির্ধানবিশিষ্ট (মন্ত্র)। (তৈত্তিরীয় স° ৭।৩।১।৩)

সদোষ (ত্রি) দোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। দোষের সহিত বর্ত্তমান, দোষযুক্ত, দোষবিশিষ্ট। দোষারাত্রিঃ তয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সরাত্রি, রাত্রির সহিত বর্ত্তমান।

সদ্গতি (ত্রি) সতী গতির্যস্য। উত্তম গতিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) ২ উত্তম গতি, মুক্তি, নির্ব্বাণ, মৃত্যুর পর যাহাদের উত্তমলোকে গতি হয়, তাহাদের সদ্গতি হইয়াছে, বলা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন,তাহাদেরই সদ্গতি লাভ হয়। পাপের ফল অসদ্গতি লাভ। অতএব সকলেই সদ্গতি লাভের জন্য ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। ৩ সদ্ব্যবহার। ৪ সচ্চরিত্র।

সদ্গাব (পুং) উত্তম গোবী। (ভারত বনপর্ব্ব)

সদ্গুণ (ত্রি) সদ্গুণং যস্য। ১ সদ্গুণ বিশিষ্ট, যাহাদের দয় দাক্ষিণ্যাদি সদ্গুণসমূহ বিদ্যমান আছে। উত্তম গুণযুক্ত (ক্লী) ২ উত্তম গুণ, দয়া প্রভৃতি গুণ সকল।

সদ্গুণ আচার্য্য, প্রমেয়মার্ত্তণ্ডরচয়িতা।

সদ্গুরু (পুং) সদ্ গুরুঃ। উত্তম গুণবিশিষ্ট গুরু, যে গুরু সকল প্রকার গুণযুক্ত, বিদ্বান্ এবং ক্রিয়াশীল তাহাকেই সদ্গুরু কহে। সদ্গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া যথাবিধানে কার্য করিলে অচিরে মন্ত্র সিদ্ধ হয়।

"সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ।" (তন্ত্রসার

সদ্গুরু শিষ্য হইলেই যে তাহাকে মন্ত্র দিবেন, তাহা নহে তাহাকে একবৎসর কাল নিজের নিকট রাখিয়া বিশেষরূপে

পরীক্ষা করিয়া তবে তাহাকে মন্ত্র দিবেন। শাস্ত্রে সদ্গুরুর লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—যিনি শান্ত, দান্ত, কুলীন, বিনীত, শুদ্ধবেশসম্পন্ন, বিশুদ্ধাচার, সুপ্রতিষ্ঠ, পবিত্রস্বভাব, কার্য্যদক্ষ, সুবুদ্ধি, আশ্রমী, ধ্যান-নিষ্ঠ, তন্ত্রমন্ত্রবিশারদ, শিষ্যের প্রতি শাসনে ও অনুগ্রহে সমর্থ, সত্যবাদী ও গৃহী তাদৃশ গুরুই সদ্গুরু বাচ্য। এই সকল গুণবিশিষ্ট গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করা বিধেয়। (তন্ত্রসার) [গুরু দেখ।]

বহুজন্মার্জ্জিত তপস্যার ফলে সদ্গুরু লাভ ঘটিয়া থাকে। বেদান্তসারে লিখিত আছে যে, যিনি সংসারবিরাগী, মুমুক্ষু, যাহার শম, দম, উপরতি ও তিতিক্ষাদি সাধন সকল সিদ্ধি হইয়াছে, তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় সদ্গুরুর নিকট গমন করিবেন। সদ্গুরু তাহাকে তত্ত্বমস্যাদি তত্ত্বোপদেশ দিবেন। (বেদান্তসার)

সদ্গোপ, বঙ্গদেশবাসী কৃষিজীবী হিন্দুজাতিবিশেষ। সদ্গোপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে মণিমাধবরচিত "সদ্গোপকুলাচার" নামক এই জাতির কুলগ্রন্থের প্রমাণ গ্রহণ করিলাম। এই গ্রন্থের মতে—

"পূর্ব্বে নাহি ছিল মহী, তার কথা শুন কহি,
ভূত ভবিষ্যতের প্রমাণ।
যুগ প্রলয়ের কালে, পৃথিবী ভাসিল জলে
একা মাত্র ছিল ভগবান্॥
হস্ত পদ নাহি তার, দশদিশ শূন্যাকার
নাহি দিক্ নাহি দিক্পাল।
আদ্যশক্তি এক কায়া, কে জানে তাহার মায়া
জলেতে ভাসিল কত কাল॥
সৃষ্টির কারণ হরি, মনে অনুমান করি
তনুতে বাহির হইল শক্তি।
আদ্যাশক্তি নারায়ণী বীণাপাণি সনাতনী
সৃষ্টি করিবারে দিলা যুক্তি॥
আপনি আপন কায়, সৃজিল অনাদ্য রায়
শুন সভে হয়ে এক মতি।
... ...
... ...
আদ্যা শক্তি মহামায়া তাঁর প্রতি আজ্ঞা দিয়া
শূন্যাসনে বসিলা নিরঞ্জন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর চন্দ্র সূর্য্য পুরন্দর
প্রথমে সৃজিল সুলক্ষণ॥
ব্রাহ্মণ বৈশ্য ক্ষেত্রি উত্তম গোপজাতি
সৃষ্টি করিলেন এই চারিজন।
ব্রহ্মাকে সৃষ্টি দিয়া আদ্যাশক্তি সঙ্গে লইয়া
শূন্যাসনে বসিলা নিরঞ্জন॥
সৃষ্টি করিলা প্রভু এ তিন সংসার।
সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ সৃষ্টি করতার॥
ললাটে জন্মিল ঘাম পেলিল মুছিয়া।
পাদপদ্মে পড়ে ঘর্ম্ম গলিত হইয়া॥
তাহে কালু ঘোষের মুরলী ঘোষের জন্ম।
দেখিয়া খোষাল চিত্ত নিরঞ্জন ধর্ম্ম॥"

কুলপঞ্জীকার মণিমাধব ধর্ম্মের ঘর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন উক্ত কালু ঘোষ ও মুরলী ঘোষকে যথাক্রমে সদ্গোপ ও পল্লবগোপের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তদ্রচিত বিবরণ এখানে উদ্ধৃত হইল না। মণিমাধবের মতে কালুঘোষ ও মুরলী ঘোষ উভয়ে ধর্ম্ম নিরঞ্জনের কৃপায় অন্নলাভ করিয়া তদ্দ্বারা প্রথমে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিছুকাল পরে তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

মণিমাধব লিখিয়াছেন—কৃষিকার্য্য উপলক্ষে মুরলী ঘোষের বংশ "নলের চেরাটে" গোরুর অণ্ডকোষ ছেদ করায় তিনি পল্লবগোপ নামে পরিচিত হন। এ সম্বন্ধে সদ্গোপ-কুলাচার গ্রন্থে এরূপ বিবরণ পাওয়া যায়,—

"মুরলী ঘোষের জন্ম হ'ল নিরঞ্জনের ঘামে।
দেখিয়া খোষাল বড় হইল নিরঞ্জনে॥
মুরলী ঘোষেরে দেখ্যা গোসাঞি দয়া উপজিল।
দয়াবতী নামে কন্যা ততক্ষণে হইল॥
সেই কন্যা মুরলী ঘোষেরে করিলা সমর্পণ।
মুরলী ঘোষ বিভা করে ধর্ম্মের সৃজন॥
মুরলী ঘোষে বর দিলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন।
শীতলপুরে পরে তিঁহ হইল উপসন্ন॥
কল্যাণ কৌতুক তার হইল দুই সুত।
কতদিন বই তারা হইল জ্ঞানযুত॥
মুরলী ঘোষ গেলা তবে জ্যেষ্ঠ ভায়ার পাশ।
তাহার নিকটে যত পুছে চাষ বাস॥
নানা শস্য জন্মাইয়া নানা সুখে খায়।
দেখি যুক্তি মনে তারা করিলা উপায়॥
অন্ন ছাড়িয়া দাদা চাষে দেহ মন।
চাষ উপার্জ্জন করি তারা খায় নানাধন॥
চাষ চষে গোরু রাখে শীতলপুরের মাঠে।
নলের চেরাটী দিয়া গোরুর অণ্ড কাটে॥
এই ব্যবহারে তারা আছে কত দিন।
কালু ঘোষ আসি তথা হইল উপসন্ন॥

আপনার ঘরে আসি দেখে বড় দুরাচার।
কান্দিয়া পড়িল যথা ঠাকুর করতার ॥
ধেয়ানে অনাস্ত গোসাঞি জানিল ভগবান্।
আর না হইবে মুরলী কালু ঘোষের সমান ॥
মুরলী বলে কেনে প্রভু কৈলে সৃজন।
নতুবা ত্যজিব প্রাণ শুন নিরঞ্জন ॥
পৃথিবীর লোক মোরে না করিবে ব্যবহার।
ইহার উপায় মোরে কর করতার ॥
এই বাক্য শুনি ধর্ম্মের উপজিল হাস।
সবে মাত্র অশুদ্ধ থাকিবে এক মাস ॥
পল্লব গোপ হইয়া থাক সমাজ ভিতরে।
এক মাত্র করিব মেলা গোকুলনগরে ॥
এই কথা শুনিয়া মুরলী ঘোষ করে নিবেদন।
ধেয়ানে অনাস্ত গোসাঞি জানিল তখন ॥
আষাঢ় মাসেতে রথদিন ক্ষিতিতলে।
রথের কাছি ধরিয়া করিবে কোলাহলে ॥
নানা দ্রব্য লইয়া লোক আসিব সেই স্থানে।
রাখিয়া রথের কাছি কাড়িয়া খাবে বলে ॥"

বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই সদ্গোপ জাতির বাস দেখা যায়। ভূমি-কর্ষণপূর্ব্বক চাষবাস করাই ইঁহাদের প্রধানতম বৃত্তি ও উপজীবিকা। ইঁহাদের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত এবং আচার ব্যবহারে ইঁহারা সর্ব্বতোভাবে উচ্চবর্ণের সমতুল্য। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য-শিক্ষাপ্রভাবে এই সম্প্রদায়ের বহুলোক রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উচ্চসম্মান লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেক ভূম্যধিকারীও বদান্যতায় স্বনাম-ধন্য হইয়াছেন। মণিমাধবের "সদ্গোপকুলাচার" নামক গ্রন্থে দেখা যায়,সদ্গোপ জাতি গোপ (গোয়ালা) হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনেকে অনুমান করেন, ইঁহারা পূর্ব্বে গোপজাতীয় ছিলেন, দুগ্ধবিক্রয়ব্যবসা পরিত্যাগ করায় সমাজে সদ্গোপ নামে পরিচিত হইয়াছেন। এই কথার মূলে কোনরূপ সত্য আছে কি না, তাহা আমরা বিচার করিতে অক্ষম, তবে ব্রাহ্মণপ্রাধান্য কালে সদ্গোপগণ যে হিন্দুসমাজে জলাচরণীয় নবশাখ মধ্যে গৃহীত হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহ। সদ্গোপের হস্তে জল ও মিষ্টান্নাদি আহার দোষাবহ নহে।

কায়স্থগণের ন্যায় ইঁহাদের মধ্যেও কুলীন ও মৌলিক নামে দুইটী সমাজগত বিভাগ দৃষ্ট হয়। স্থানবিশেষে বাস হেতু কুলীনেরা দুই ভাগে বিভক্ত আছে। গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব-দিগ্বাসী সদ্গোপ কুলীনেরা পূর্ব্ব-কুলিয়া নামে খ্যাত। ইহাদের মধ্যে শূর, বিশ্বাস ও নিওগী পদবী দৃষ্ট হয়। গঙ্গার পশ্চিমাঞ্চলবাসী সদ্গোপ কুলীনগণ পশ্চিম-কুলিয়া নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে কুণ্ডার, মল্লিক, হাজরা, রাণা, রায় ও লাহা পদবী প্রচলিত আছে। এ ছাড়া ঘোষ, পাল, সরকার, হালদার, পান, চৌধুরী ও কার্ফা মৌলিক সদ্গোপগণের বংশোপাধি। ঐ উপাধি গুলি কর্ম্মজ্ঞাপক ও স্থানবাচক। মণিমাধবের কুলগ্রন্থে ঐ সকল উপাধি প্রথম প্রচলনের কারণ বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে।

মণিমাধবের মতে সদ্গোপ জাতির আদিপুরুষ কালু ঘোষের পাঁচ পুত্র জন্মে, যথা ১ম মণিরাম, ২য় শ্রীরাম, ৩য় নরসিংহ, ৪র্থ পরশুরাম ও ৫ম ধনঞ্জয়। এই পঞ্চজনের মধ্যে যিনি যে গুরুর নিকট মন্ত্র দীক্ষা লাভ করেন, সেই গুরুর গোত্রানুসারে তাঁহার গোত্র স্থির হয়। এইরূপে মণিরামের কাশ্যপ, শ্রীরামের শাণ্ডিল্য, নরসিংহের মৌদ্গল্য (মধুকুল্য), পরশুরামের উড়ুম্বর এবং ধনঞ্জয়ের মৌলঋষি গোত্র। এই পঞ্চ জনের বংশধরগণ অদ্যাপি কাশ্যপাদি পঞ্চগোত্রে বিভক্ত। ঐ কয়জনের মধ্যে নরসিংহের এক পুত্র স্পর্শমণি পাইয়া তদ্দ্বারা বহু সুবর্ণ পাত্র প্রস্তুত করেন এবং সকল জ্ঞাতিকুটুম্বকে আহ্বান করিয়া সুবর্ণ পাত্রে আহার করাইয়াছিলেন, এ কারণ তিনি স্ব সমাজে 'প্রতিহার' উপাধি লাভ করেন। মণিরামের মধ্যম পুত্র পুরঞ্জন পর্ব্বতশিখরে গিয়া নিজ অস্ত্র বলে তথায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার দুই পুত্র ও তদ্বংশীয়গণ 'শিখরিয়া কুমার' বা 'শিউরা কুঙর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

বাঙ্গালার অন্তর্গত বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, নদীয়া, ২৪ পরগণা ও বাঁকুড়া জেলায় প্রধানতঃ সদ্গোপ জাতির বাস আছে। উঁহাদের সংখ্যা ৬ লক্ষের অধিক নহে। বাঙ্গালায় যে সকল ধনাঢ্য সদ্গোপ পরিবার আছে, তাঁহাদের নাম নিম্নে বিবৃত হইল :—

১ মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত স্বনামখ্যাত ভূম্যধিকারী নাড়াজোলের রাজবংশ। ইহাদের অর্থে আভাসগড়, কর্ণগড় ও নাড়াজোলে ঠাকুরবাড়ী ও তৎসংলগ্ন ধর্ম্মশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।

২ হুগলী জেলার অন্তর্গত পিওসাড়াগ্রামবাসী সরকার-বংশ।

৩ হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর থানার নিকটবর্ত্তী পরাণবাটীর সরকার বংশ। ঘোষ উপাধিক পরাণচন্দ্র সরকার এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার নির্ম্মিত শিব, কৃষ্ণ-রায়জী, রাধিকা, কালী, মঙ্গলচণ্ডী ও নারায়ণমন্দির অদ্যাপি তাঁহার বংশধরগণ রক্ষা করিতেছেন।

৪ তমলুকের নিকটবর্ত্তী মাধবপুরের রায়বংশ।

৫ মেদিনীপুরের অন্তর্গত বাদলার হালদারবংশ।

৬ উক্ত জেলার সবঙ্গ পরগণার জালা-বিন্দুবাসী পাঁজা বংশ।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে যে সকল সদ্গোপ স্বনামধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের নাম বিশিষ্ট

সমাজে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি যে কেবল চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়া দেশমান্য হইয়াছিলেন তাহা নহে, তাঁহার যত্নে কলিকাতা মহানগরীতে "Indian Science Association" নামক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বঙ্গে বিজ্ঞানচর্চ্চার যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছে। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থাবলির দ্বারাও তিনি সাহিত্য-জগতে অগ্রণী হইয়া রহিয়াছেন। তিনি কএক বৎসর বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও কলিকাতা ইউনিভার্সিটির সিণ্ডিকেটের সদস্য ছিলেন।

সদ্গোপদিগের মধ্যেও ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের অভাব হয় নাই। বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রবর্ত্তক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পর, কাঞ্চনপল্লীর (কাঁচড়াপাড়া) অদূরস্থ ঘোষপাড়ায় কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক সদ্গোপকুলতিলক আউল-চাঁদের নাম দৃষ্টান্তস্থল। বাঙ্গালার বহু নরনারী আজও সেই আউলচাঁদের ভক্ত।

সদ্গোরক্ষ (পুং) এক প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিৎ।

সদ্গ্রহ (পুং) সন্ গ্রহঃ। শুভগ্রহ, বৃহস্পতি ও শুক্র গ্রহ। গ্রহদিগের মধ্যে উক্ত দুইটী গ্রহই সদ্গ্রহ পদবাচ্য। চন্দ্র ও বুধ ইহারা শুভগ্রহ হইলেও যখন পাপযুক্ত হন, তখন পাপগ্রহ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুতরাং বৃহস্পতি ও শুক্রই সদ্গ্রহ। (বৃহৎসংহিতা ২৮।২১)

সদ্ঘন (পুং) চিদ্ঘন, আনন্দঘন। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। (নৃসিংহতাপনী-উপ° ৯।১৫৯)

সদ্ধর্ম্ম (পুং) সন্-ধর্ম্মঃ। সাধুধর্ম্ম, উত্তম ধর্ম্ম। যাহা সর্ব্ববাদিসম্মত, যাহাতে কোন বিরোধ নাই, তাহাই সদ্ধর্ম্ম।

সদ্ধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) সদ্ধর্ম্মমাচরতীতি চর-ণিনি। যিনি সাধু ধর্ম্মাচরণ করেন।

সদ্ধেতু (পুং) সন্ হেতুঃ। সাধুহেতু, যে হেতুতে কোন দোষ নাই। ন্যায়দর্শনে সৎ ও অসদ্ভেদে হেতু দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যে সকল হেতুতে হেত্বাভাস প্রভৃতি কোন দোষ নাই, তাহাই সদ্ধেতু পদবাচ্য। এই সদ্ধেতু পাঁচ প্রকার, যথা—পক্ষসত্ব, সপক্ষসত্ব, বিপক্ষসত্ব, অবাধিত-বিষয়ত্ব, ও অসৎপ্রতিপক্ষিতত্ব। [বিশেষ বিবরণ হেতুশব্দ দেখ]

সদ্ভাগ্য (ক্লী) সৎভাগ্যং। সুভাগ্য, উত্তমভাগ্য, শুভাদৃষ্ট।

সদ্ভাব (পুং) সতোভাবঃ। ১ সত্তা, স্থিতি। ২ সাধুতা। ৩ প্রণয়, বন্ধুত্ব। ৪ সংধাতু। ৫ সৎমেজাজে। ৬ সভতা।

সদ্ভাবশ্রী (স্ত্রী) কাশ্মীরস্থ দেবীমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৩।৩৫৩)

সদ্ভূত (ত্রি) সন্ ভূতঃ। ১ সত্য, যথার্থ। (হেম)

সদ্ভৃত্য (পুং) সাধুভৃত্য, উত্তম ভৃত্য।

সদ্বক্তৃ (পুং) সন্ বক্তা। উত্তম বক্তা, যিনি উত্তমরূপে বক্তৃতা করিতে পারেন, বাগ্মী।

সদ্বক্তৃতা (স্ত্রী) সদ্বক্তৃর্ভাবঃ তল্-টাপ্, বা সতী বক্তৃতা। উত্তম বক্তৃতা, সদ্বক্তা যে বক্তৃতা করে।

সদ্বিদ্যা (স্ত্রী) সতী বিদ্যা। উত্তমবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মজ্ঞান। একমাত্র ব্রহ্মই সৎপদার্থ, ব্রহ্ম ভিন্ন যাহা কিছু সকলই অসৎ, সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ক বিদ্যাই সদ্বিদ্যা।

সদ্বিবেচনা (স্ত্রী) সতী বিবেচনা। উত্তম বিবেচনা, সাধু বিবেচনা।

সদ্বুদ্ধি (স্ত্রী) সতী বুদ্ধিঃ। উত্তম বুদ্ধি, সাধু বুদ্ধি। (ত্রি) সতী বুদ্ধির্যস্য। ২ সদ্বুদ্ধিবিশিষ্ট, যাহার সদ্বুদ্ধি আছে।

সদ্বৃত্ত (ত্রি) সদ্বৃত্তং যস্য। সচ্চরিত্র, সাধু।

সদ্মন্ (ক্লী) সীদন্ত্যত্রেতি সদ-মনিন্। ১ গৃহ। (রঘু ৩।১৯) ২ জল। অবসাদয়ন্তে প্রাণিনো যত্র। ৩ সংগ্রাম। (নিঘণ্টু ২।১৭)

সদ্মবর্হিস্ (ত্রি) সোমবিশেষ, যে সকল সোমের স্থান বর্হিশব্দোপলক্ষিত যজ্ঞ হইয়াছে, তাহাকে সদ্মবর্হিস্ কহে। "যং পৃণন্তি দিবি সদ্মবর্হিষঃ" (ঋক্ ১।৫২।৪) 'সদ্মবর্হিষঃ সদ্ম সদনং স্থানং বর্হিঃ শব্দোপলক্ষিতো যজ্ঞো যেষাং সোমানাং তে সোমাঃ' (সায়ণ)

সদ্মমখস্ (ত্রি) প্রাপ্ততেজস্ক, যিনি তেজ প্রাপ্ত হইয়াছেন। "দিবো ন সদ্মমখসং" (ঋক্ ১।১৮।৯) 'সদ্মমখসং প্রাপ্ততেজস্কং সীদতীতি সদ 'অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে' ইতি মনিন্, সদ্মমহো যস্যেতি বহুব্রীহৌহকারস্য ব্যত্যয়েন খকারঃ' (সায়ণ)

সদ্য (ক্লী) তৎক্ষণাৎ।

সদ্যঊতি (ত্রি) সদ্যোগমনযুক্ত, তৎক্ষণাৎ গমনকারী।

"নব্যযুক্তঃ সদ্যঊতয়ঃ" (ঋক্ ১০।৭৮।২)

'সদ্যঊতয়ঃ সদ্যোগমনাঃ' (সায়ণ)

সদ্যকৃত (ক্লী) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ কৃতং। ১ নাম। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ তৎক্ষণকৃত, যাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সদ্যঃক্রী (ত্রি) যাহা সদ্যসদ্যই নিষ্পন্ন হয়। (পুং) ১ একাহসাধ্য সোমযাগ। ২ দীক্ষা, উপসদ্ ও সুত্যা প্রভৃতি সদ্যক্রীর কর্ম্ম।

সদ্যঃক্ষত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ যাহা ক্ষত হইয়াছে।

সদ্যঃপর্য্যুষিত (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ পর্য্যুষিতঃ। তৎক্ষণাৎ যাহা পর্য্যুষিত হইয়াছে। (সুশ্রুত)

সদ্যঃপাক (ত্রি) তৎক্ষণাৎ যাহা পাক করা হইয়াছে।

সদ্যঃপাতিন্ (ত্রি) সদ্যঃ পততি পত-ণিনি। সদ্যঃপতনশীল, যাহা তৎক্ষণাৎ পতিত হয়।

সদ্যপ্রক্ষালক (ত্রি) তৎক্ষণাৎ প্রক্ষালনকারী।

সদ্যঃপ্রসূতা (স্ত্রী) তৎক্ষণাৎ প্রসূতা, তৎক্ষণাৎ প্রসবকারিণী।

সদ্যঃপ্রাণকর (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ প্রাণস্য বলস্য করঃ।

তৎক্ষণাৎ বলকারক দ্রব্যাদি। চাণক্যশতকে লিখিত আছে যে, সদ্যোমাংস, নবান্ন, বালাস্ত্রীসংসর্গ, ক্ষীরভোজন, ঘৃত ও উষ্ণোদকপান এই ৬টী দ্রব্য সদ্যঃপ্রাণকর।

"সদ্যোমাংসং নবান্নঞ্চ বালাস্ত্রী ক্ষীরভোজনম্।
ঘৃতমুষ্ণোদকঞ্চৈব সদ্যঃপ্রাণকরাণি ষট্॥" (চাণক্য)

যে সকল দ্রব্যসেবনে তৎক্ষণাৎ বল হয়, সেই সকল দ্রব্যই সদ্যঃপ্রাণকর। বৈদ্যকেও উক্ত দ্রব্য সকল সদ্যঃপ্রাণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

সদ্যঃপ্রাণহর (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ প্রাণস্য বলস্য হরঃ। তৎক্ষণাৎ বল ও আয়ুনাশক দ্রব্যাদি।

"শুষ্কং মাংসং স্ত্রিয়ো বৃদ্ধা বালার্কস্তরুণং দধি।
প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সদ্যঃপ্রাণহরাণি ষট্॥"(চাণক্যশ্লোক)

শুষ্ক অর্থাৎ বাসি মাংস ভোজন, বৃদ্ধা স্ত্রীসহবাস, শরৎকালের রৌদ্রসেবন, বাসি দধি ভোজন, প্রভাতকালে মৈথুন ও নিদ্রা এই ছয়টী সদ্যঃপ্রাণহর বলিয়া অভিহিত। বৈদ্যক মতেও এই সকল দ্রব্য সদ্যঃপ্রাণহর।

সদ্যঃপ্রীণন (ক্লী) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ প্রীণনং। আহার, ভোজন করিবামাত্রই প্রীতি হয়। (বৈদ্যক)

সদ্যঃফল (ত্রি) সদ্যঃ ফলং যস্য। তৎক্ষণাৎ ফলযুক্ত, যাহার ফল সদ্যঃ সদ্যঃ হয়।

সদ্যশ্ছিন্ন (ত্রি) সদ্যঃ শ্ছিন্নঃ। তৎক্ষণাৎ ছিন্ন।

সদ্যঃশুদ্ধি (স্ত্রী) সদ্যঃ শুদ্ধিঃ। তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি, সদ্যঃশৌচ।

সদ্যঃশোথা (স্ত্রী) সদ্যঃ শোথো যস্যাঃ। কপিকচ্ছু, চলিত আলকুশী, ইহা গাত্রে লাগিলে তৎক্ষণাৎ শোথ অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে।

সদ্যঃশৌচ (ক্লী) সদ্যঃএব শৌচং শুদ্ধিঃ। তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি, যে সকল অশৌচ তৎক্ষণাৎ নিবৃত্তি হয়, তাহাকে সদ্যঃশৌচ কহে।

"শিল্পিনঃ কারবো বৈদ্যা-দাসীদাসাশ্চ ভৃতকাঃ।
অগ্নিমান্ শ্রোত্রিয়ো রাজা সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
(গরুড়পু° ১০৭ অ°)

শিল্পী, বৈদ্য, দাসী, দাস, ভৃত্য, বাহু-কর্মকারী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণ, শ্রোত্রিয় ও রাজা ইহাদের সকলের সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ অশৌচ হইলে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধি হয়। কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, চিত্রকারাদি শিল্পিগণ যে কর্ম্ম করিয়া থাকেন, সেই কর্ম্ম অপরে করিতে পারে না, এই জন্য তাহারা কর্ম্মবিষয়ে শুদ্ধ অর্থাৎ অশৌচ হইলেও তাহাদের সদ্যঃশৌচ হয়। এইরূপ দাস দাসী প্রভৃতির কর্ম্মও অপরে করিতে সমর্থ নহে, এই জন্য তাহারাও তাহাদের কর্ম্মকরণে বিশুদ্ধ।

'শিল্পিনশ্চিত্রকারাদ্যাঃ কর্ম্ম যৎ সাধয়ন্ত্যত।
তৎকর্ম্ম নান্যো জানাতি তস্মাৎ শুদ্ধঃ স্বকর্ম্মণি॥
দাসা দাস্যশ্চ যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বন্ত্যপি চ লীলয়া।
তদন্যো ন ক্ষমঃ কর্ত্তুং তেন তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে ব্যক্তি যে কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, অশৌচ হইলেও তাহারা সেই কার্য্য করিতে পারে। অশৌচাবস্থায় কোন কর্ম্ম করিতে নাই, কিন্তু ইহাতে বিশেষ বিধান এই যে, যে চিত্রকর সে অশৌচাবস্থায় চিত্রনির্ম্মাণ, বৈদ্য চিকিৎসা, ও দাস দাসী তাহাদের নিয়মিত কর্ম্ম করিতে পারিবে। ইহাতে অশৌচ জন্য কোন প্রতিবন্ধক হইবে না। কারণ তাহাদের পক্ষে সদ্যঃশৌচ নিরূপিত।

"সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং দুর্ভিক্ষে চাপ্যুপপ্লবে।
ডিম্বাহবহতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবৈর্দ্বিজৈঃ।
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং শাপাদি মরণে তথা॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব, ঔপসর্গিক অত্যন্ত মড়ক ও পীড়ন এই সকল সময়ে সকলেরই সদ্যঃশৌচ হয়।

মনুতে সদ্যঃশৌচের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, সংবৎসর অতীত হইলে যদি সপিণ্ডাদির মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করা যায়, তাহা হইলে সদ্যঃশৌচ হয়। রাজকর্ম্মসমাপনকালে রাজার, ব্রহ্মচর্য্য-কালে ব্রহ্মচারীর এবং যজ্ঞকালে যাগকারীর সদ্যঃশৌচ হয়, কারণ প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য রাজাকে রাজাসনে আসীন হইতে হয়, এই জন্য তাঁহার অশৌচদোষ হয় না। নৃপতি-বহিত যুদ্ধে যে জন হত হইয়াছে, বজ্রদ্বারা বা রাজদণ্ডে যাহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, গো-ব্রাহ্মণের হিতার্থে যিনি প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং রাজা যাহার অশৌচাভাব ইচ্ছা করেন, এই সকল ব্যক্তির সদ্যঃশৌচ হয়।

"ন রাজ্ঞামঘদোষোঽস্তি ব্রতিনাং ন চ সত্রিণাম্।
ঐন্দ্রং স্থানমুপাসীনা ব্রহ্মভূতা হিতে সদা॥
রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।
প্রজানাং পরিরক্ষার্থমাসনঞ্চাত্র কারণম্॥
ডিম্বাহব-হতানাঞ্চ বিদ্যুতা পার্থিবেন চ।
গোব্রাহ্মণস্য চৈবার্থে যস্য চেচ্ছতি পার্থিবঃ॥"(মনু ৫। ৪-৯৫)

সদ্যস্ (অব্য) সমানেঽহনি ইতি (সদ্যঃ পরুৎপরার্য্যৈষম ইতি। পা ৫।৩।২২) ইতি দ্যপ্রত্যয়ঃ সমানস্য সভাবশ্চ নিপাত্যতে। তৎক্ষণ, সপদি। (অমর)

সদ্যস্ক (ত্রি) সদ্যঃ কায়তীতি কৈ-ক। অভিনব, নূতন। (হেম)

সদ্যস্কার (ত্রি) সদ্যোজাত।

সদ্যস্কাল (পুং) সদ্যঃ কালঃ। তৎক্ষণাৎ, সেই সময়।

সদ্যস্ত্ব (ক্লী) সদ্যঃ ভাবে ত্ব। সদ্যস্কালত্ব, তৎক্ষণাৎ কৃত কর্ম।

সদ্যস্সুত্যা (স্ত্রী) সদ্যনিষ্কাশিত। যে দিনে সোমরস নিষ্কাশিত। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।৩৪)

সদ্যঃস্নেহন (ক্লী) নিত্য তৈলসিক্তকরণ। তৈল দ্বারা ভিজান।

সদ্যুক্তি (স্ত্রী) সতী যুক্তিঃ। উত্তম যুক্তি, সাধু মন্ত্রণা।

সদ্যোঅর্থ (ত্রি.) যে সময়ে হবি দ্বারা হোম করে সেই সময়ই হবির সহিত দেবতাদিগের নিকট গমনকারী। ২ সদ্যোগমন-বিশিষ্ট। "সুপ্রাব্যং দুতং সদ্যোঅর্থং" (ঋক্ ১।৬০।১) 'সদ্যো-অর্থং যদা হবিংষি জুহ্বতি তদানীমেব হবির্ভিঃ সহ দেবান্ গন্তারং, যদ্বা সদ্যোঅর্থঃ গমনং যস্য' (সায়ণ)

সদ্যোজ (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ জায়তে জন-ড। তৎক্ষণাৎ জাত, সদ্যোজাত।

সদ্যোজাত (পুং) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ জাতঃ। ১ বৎস, বাছুর। ২ শিব, শিবমুর্ত্তিভেদ। শিবরাত্রি ব্রতে 'ওঁ সদ্যোজাতায় নমঃ' এই মন্ত্রে মহাদেবকে স্নান করাইতে হয়। [শিবরাত্রিব্রত দেখ]
(ত্রি) • তৎক্ষণোৎপন্ন, যাহা সেই সময়ই জন্মিয়াছে।

সদ্যোজাতপাদ (পুং) শিব, মহাদেব।

সদ্যোজূ (ত্রি) সদ্য উত্তেজনশীল। (ঋক্ ৮।৭০।৯)

সদ্যোদুগ্ধ (ক্লী) সদ্যস্তৎক্ষণাদুৎপন্নং দুগ্ধঃ। তৎক্ষণাৎ জাত দুগ্ধ।

সদ্যোভব (ত্রি) সদ্যো ভবঃ উৎপত্তির্যস্য। ১ তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি-বিশিষ্ট। ২ তৎক্ষণাৎ জাত।

সদ্যোভাবিন্ (পুং) সদ্যো ভবতীতি ভূ ণিনি। তর্ণক, সদ্যো-জাত বৎস, তৎক্ষণাৎ জন্মিয়াছে যে বাছুর। (শব্দচি°)

সদ্যোঽভিবর্ষ (পুং) সদ্যোবৃষ্টি। (বৃহৎস ২৫।১২)

সদ্যোমণ্ডলপত্রক (পুং) শ্বেত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°)

সদ্যোমন্যু (ত্রি) সদ্যস্তৎক্ষণাদেব মন্যুর্যস্য। তৎক্ষণাৎ ক্রোধা-ন্বিত। (ভাগবত ৯।৩।২৫)

সদ্যোমরণ (ক্লী) তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

সদ্যোমাংস (ক্লী) অভিনব মাংস, টাটকা মাংস। মাংস ভোজন করিতে হইলে সদ্যোমাংস ভোজন করিতে হয়, কারণ ইহা সদ্যঃপ্রাণকর বলিয়া অভিহিত। বাসি মাংস ভোজন করিতে নাই। [সদ্যঃপ্রাণকর দেখ]

সদ্যোমৃত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ মৃত।

সদ্যোযজ্ঞসংস্থা (স্ত্রী) একাহযজ্ঞে উৎসর্গার্থ স্থাপন বা সংরক্ষণ (ষড়্‌বিংশব্রা° ৪।১)

সদ্যোবর্ষ (পুং) সদ্যো বর্ষণঃ। সদ্যো বৃষ্টি, তৎক্ষণাৎ বর্ষণ।

সদ্যোবৃধ্ (ত্রি) সেই সময়ই বৰ্দ্ধমান। "সদ্যোবৃধং বিভ্বং রোদস্যোঃ" (ঋক্ ৩।৩১।১৩) 'সদ্যোবৃধং তদানীমেব বর্দ্ধমানং'

সদ্যোবৃষ্টি (স্ত্রী) সদ্যস্তৎক্ষণাৎ বৃষ্টিঃ। তৎক্ষণাৎ বর্ষণ। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতায় সদ্যোবৃষ্টির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

আকাশমণ্ডল ও চন্দ্রসূর্য্যের কোন কোন লক্ষণ দেখিলে তৎক্ষণাৎ বৃষ্টি হইবে; কিন্তু ঐ বর্ষণ অল্প বা অধিক হইবে, তাহাও ঐ লক্ষণ দ্বারা জানা যাইবে। বর্ষণ হইবে কি না? যদি এইরূপ প্রশ্ন হয়, এবং সেই সময় চন্দ্র যদি কর্কট, কুম্ভ, মীন, কন্যা এবং মকরের শেষার্দ্ধে থাকিয়া লগ্নগত কিংবা শুক্লপক্ষে কেন্দ্রগত হন, আর শুভ গ্রহগণ যদি তাহাকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ প্রচুর জলবর্ষণ হইবে, আর পাপ গ্রহগণ দৃষ্টি করিলে অল্প জল হয়, এবং উহা অধিক সময় থাকে না। আরও দেখিতে হইবে যে, প্রশ্ন-কর্ত্তা যদি আর্দ্র দ্রব্য বা জল কিংবা তৎসংজ্ঞক কোন দ্রব্য স্পর্শ করেন, যদি জলের নিকটবর্ত্তী বা জল সম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মে রত হন এবং জিজ্ঞাসা কালে জল বা জলবাচক কোন শব্দ শ্রুত হন, তাহা হইলে অচিরে জল হইবে। জল বিরস, আকাশমণ্ডল গোনেত্রসদৃশ, দিক্ সকল বিমল, লবণের জলরূপে বিকৃতি, কাকাণ্ডসদৃশ মেঘোদয়, পবন নিশ্চল, মৎস্যগণের পুনঃ পুনঃ লম্ফন এবং মণ্ডূকগণের বারংবার ধ্বনি, মার্জ্জার গণের নখ দ্বারা পৃথিবী বিলেখন, লোহার মলে কাচা মাংসবৎ গন্ধ অনুভব, উপঘাত ব্যতিরেকে পিপীলিকার ডিম্বব্যাপ্তি, সর্প-গণের স্ত্রীসঙ্গ, ভুজঙ্গগণের বৃক্ষাদিরোহণ, গোসমূহের লম্ফন, এবং পশুগণের গৃহ হইতে বহির্গমনে অনিচ্ছাপ্রকাশ, যদি এই সকল লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সদ্যোবৃষ্টি হইবে।

যদি কৃকলাশগণ তরুশিখরে উত্থিত হইয়া গগনতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ এবং গো-বৃন্দ উর্দ্ধনেত্রে সূর্য্যনিরীক্ষণ এবং গৃহপটলে কুকুরগণ অবস্থিতি বা নিয়ত উর্দ্ধমুখ হয়, তাহা হইলেও অচিরে বর্ষণ হইবে। যখন চন্দ্র শুক বা কপোতলোচনসদৃশ বা মধু সন্নিভ হন এবং যখন আকাশে প্রতিচন্দ্র বিরাজিত থাকেন, তখন অচিরে বৃষ্টি হয়। লতাগণের নব পল্লব সকল যদি গগন-তলোন্মুখ হয়, বিহঙ্গমগণ পাংশু বা জল দ্বারা স্নান, ও সরীসৃপগণ তৃণের অগ্রভাগে বিচরণ করে, তাহা হইলে অচিরে বর্ষণ হয়। সূর্য্যের উদয়াস্ত সময় যদি গগন তিত্তির পক্ষীর পক্ষসদৃশ বর্ণ-বিশিষ্ট হয় এবং পক্ষিগণ আনন্দিত হইয়া কলরব করে, তাহা হইলেও অচিরে বর্ষণ হইবে।

বর্ষাকালে চন্দ্র যদি শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া শুক্র হইতে সপ্তম রাশিগত, কিংবা শনি হইতে নবম, পঞ্চম বা সপ্তম রাশিগত হন, তাহা হইলে তখনই বৃষ্টি হয়। গ্রহগণের উদয়াস্তকালে মণ্ডল সংক্রমণ ও সমাগম হইলে, পক্ষক্ষয়ে, অয়নান্তে ও সূর্য্য আর্দ্রা নক্ষত্রগত হইলে সেই সময় বৃষ্টি হয়। বুধশুক্রের সমাগমে বুধবৃহস্পতি বা বৃহস্পতি ও শুক্র-সঙ্গমে অচিরে জল হইয়া থাকে।

এই সকল লক্ষণ দেখিয়া সন্তোবৃষ্টি স্থির করিতে হইবে।
(বৃহৎসংহিতা ১৮ অ°)

সদ্যোব্রণ (পুং) সদ্যোজাত ব্রণ, যে ব্রণ সদ্যঃ উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার লক্ষণ বৈদ্যকে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

নানা প্রকার শস্ত্রাদি শরীরের নানা স্থানে পতিত হইলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। এই সদ্যোব্রণ ৬ প্রকার, ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিত ও ঘৃষ্ট। (মাধবনি° ব্রণরোগাদি°)

বাভট উত্তরতন্ত্রে লিখিত আছে যে, এই ব্রণ ৮ প্রকার, অভিঘাত জন্য এই ব্রণ উৎপন্ন হয়, অভিঘাত বহু প্রকারে হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাও বহু প্রকার।

"সদ্যোব্রণা যে সহসা সম্ভবন্ত্যভিঘাততঃ।

অনন্তৈরপি তৈরঙ্গমুচ্যতে তে তুষ্টমষ্টধা।" (বাভট উত্তর ২৬ অ°)

এই মতে উক্ত ব্রণ ৮ প্রকার, ঘৃষ্ট, অবকৃত্ত, বিচ্ছিন্ন, প্রবিলম্বিত, পাতিত, বিদ্ধ, ভিন্ন ও বিদলিত।

বাহ্যহেতু অর্থাৎ অস্ত্রপাত, বন্ধন, পতন, দন্তাঘাত, নখাঘাত, বিষস্পর্শ, অগ্নি ও শস্ত্র হইতে যে সকল ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সদ্যোব্রণ কহে। ইহার অপর নাম আগন্তু-ব্রণ। [ব্রণরোগ দেখ]

সদ্যোহত (ত্রি) তৎক্ষণাৎ হত, তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট।

সদ্রত্ন (ক্লী) সৎরত্নং। উত্তম রত্ন।

সদ্রি(বড়), রাজপুতনার উদয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নিমাচ হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। নগরটী পূর্ব্বে প্রস্তরপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং উহার মধ্যস্থিত একটী গণ্ডশৈলোপরিস্থ দুর্গ দ্বারা পরিরক্ষিত হইত। এক্ষণে ঐ দুর্গ ও প্রাচীর ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। স্থানীয় সামন্তরাজ ঐ দুর্গে বাস করেন। ৮০ খানি গ্রাম লইয়া সদ্রি সামন্তরাজ্য গঠিত।

সদ্রি (ছোট), উক্ত রাজ্যের আর একটী নগর। নিমাচ হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। এ নগরটীও সুদৃঢ় প্রাচীরাদি দ্বারা পরিরক্ষিত। এখানকার বনে প্রচুর বাঁশ ও শালগাছ আছে।

সদ্রু (ত্রি) সীদতি গচ্ছতীতি সদ-গতৌ (সিসদসতোরুঃ। পা ৩।২।১৫৯) ইতি রু। গমনকর্ত্তা।

সদ্বংশ (পুং) উত্তম বংশ। ২ সদ্বংশোৎপন্ন, যাহার সদ্বংশে জন্ম হইয়াছে।

সদ্বচস্ (ক্লী) উত্তম বাক্য, সাধুবাক্য। (ঋতুস° ৬।২৯)

সদ্বৎ (ত্রি) উত্তম, সাধু। যাহাতে সৎ আছে তদ্বৎ। স্ত্রিয়াংঙীপ্। সদ্বতী=পুলস্ত্যের কন্যা ও অগ্নির পত্নী। (বিষ্ণুপু°)

সদ্দ্বন্দ্ব (ত্রি) দ্বন্দ্বযুক্ত, পরস্পর বিরোধ।

সদ্বসথ (পুং) সদ্-বস-অথচ্। গ্রাম।

সদ্বহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

সদ্বার্ত্তা (স্ত্রী) সতী বার্ত্তা। উত্তম বার্ত্তা, উত্তম সংবাদ, সুসংবাদ, সু-খবর।

সদ্বিচ্ছেদ (পুং) যে বিচ্ছেদ সুখকর।

সদ্বিধান (ক্লী) সৎবিধানং। সুবিধান, উত্তম বিধান।

সদ্বৃক্ষ (পুং) সুবৃক্ষ, উত্তম গাছ।

সদ্বৃত্তি (স্ত্রী) সতী-বৃত্তিঃ। সাধুবৃত্তি, সুবৃত্তি, শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সদ্বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সকলেরই জীবিকার্জ্জন করা বিধেয়। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—সাধারণ লোক জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ, স্বগুণানুখ্যাপন, প্রভুর অনুরূপ বেশাদি ধারণ, ইত্যাদি নানারূপ অবৈধ কার্য্যানুষ্ঠান করিয়া থাকে, কিন্তু জীবিকার জন্য এই সকল অসদ্বৃত্তি অবলম্বন করাঃ কদাচ বিধেয় নহে। যে বৃত্তি দম্ভ ও ব্যাজাদি শূন্য, সরল, যাহাতে কিছুমাত্র বঞ্চনা ও শঠতা করিতে হয় না, অতিবিশুদ্ধ, পাপের লেশমাত্রও নাই, এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনধারণ করা বিধেয়। সুখার্থী ব্যক্তি একমাত্র সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। সকল বর্ণেরই যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত সমুদয় কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। (মনু ৪ অ°)

শাস্ত্রে যে সকল বৃত্তি নিন্দিত হইয়াছে, তাহার পরিহার এবং যাহা নিরূপিত হইয়াছে, তাহার অনুষ্ঠান করাকেই সদ্বৃত্তি বলা যাইতে পারে। (ত্রি) ২ সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট।

সদ্বৃত্তিভাজ্ (ত্রি) সদ্বৃত্তিং ভজতীতি ভজ-ক্বিপ্। সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যাহারা সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট, সুশীল, সচ্চরিত্র এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তি আয়ুঃপ্রাপ্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হন। যাহারা অসদাচারী, পাপী ও অজিতেন্দ্রিয় তাহাদের দীর্ঘজীবন লাভ হয় না।

"পথ্যাশিনাং শীলবতাং নরাণাং
সদ্বৃত্তিভাজাং বিজিতেন্দ্রিয়াণাম্।
এবং বিধানামিদমায়ুরত্র
চিন্ত্যং সদা বৃদ্ধমুনিপ্রবাদঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সদ্বৈদ্য (পুং) সন্ বৈদ্যঃ। উত্তম বৈদ্য, সুচিকিৎসক। কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে তাহাকে সদ্বৈদ্য কহে, বৈদ্যক শাস্ত্রে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—যিনি চিকিৎসাকার্য্য করেন, তাহার সাধারণ নাম বৈদ্য। যিনি শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা, অর্থাৎ সকল নিজে দেখিয়াছেন, চিকিৎসাকুশল, সুসিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্য্যদক্ষ, অভিনব ঔষধ ও

চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, ঝটিতি-উপস্থিতবুদ্ধি, ধীশক্তি-সম্পন্ন, চিকিৎসা-ব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী ও ধর্ম্ম-পরায়ণ প্রভৃতি গুণ যে বৈদ্যের থাকে, তাহাকে সবৈদ্য কহে। (ভাবপ্র°) [বৈদ্য দেখ।]

সধ (অব্য) সহার্থ।

সধন (ত্রি) ধনের সহিত বর্ত্তমান, ধনযুক্ত, ধনবিশিষ্ট।

সধনতা (স্ত্রী) সধনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সধনত্ব, ধন-বিশিষ্টের ভাব বা কার্য্য, ধনীর ধর্ম্ম।

সধনিত্ব (ক্লী) ধনীর সহিত বর্ত্তমানত্ব। "মর্ত্তস্য সধনিত্বমাপ" (ঋক্ ৪।১।৯) 'সধনিত্বং যস্য গৃহে নিবসতি তেন ধনিনা সাহিত্য-মাপ প্রাপ্নোতি, প্রভূতং ধনং যজমানায় দাপয়িত্বা তেন সহিতো হভবৎ' (সায়ণ)

সধনিন্ (ত্রি) ধনিনা সহ বর্ত্তমানঃ। ধনীর সহিত বর্ত্তমান।

সধনী (ত্রি) সমানধনবিশিষ্ট। "ত্বয়া বয়ং সধন্যস্তোতা" (ঋক্ ৪।৪।১৪) 'সধন্যঃ ত্বৎপ্রসাদাৎ সমানধনাঃ' (সায়ণ)

সধন্বুষ্ক (ত্রি) সমানঃ ধনুর্যস্য, কপ্। সমানশব্দস্য স আদেশঃ। সমান ধনুবিশিষ্ট, তুল্যধনুষ্ক।

সধনুস্ (ত্রি) ধনুর সহিত বর্ত্তমান, ধনুবিশিষ্ট, ধনুযুক্ত, ধনুষ্পাণি।

সধমাদ্ (পুং) মত্ততাবিশিষ্ট। "সধমাদস্ত শূরঃ" (ঋক্ ৪।২১।১) 'সধমাদ্ অস্মাভিঃ সহ মাদ্যন্।' (সায়ণ)

সধমাদ্য (ত্রি) সহমদনিমিত্ত, মদ নিমিত্ত অর্থাৎ মত্ততা নিমিত্তের সহিত। "সধমাদ্যানি কদা ভবন্তি" (ঋক্ ৪।৩।৪) 'সধমাদ্যানি সহমদনিমিত্তানি।' (সায়ণ)

সধমিত্র (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (পা ৪।২।১১৬)

সধর্ম্ম (পুং) সমান ধর্ম্ম, তুল্য ধর্ম্ম। (ভারত ৫।৪।৪)

সধর্ম্মক (ত্রি) সমধর্ম্মবিশিষ্ট।

সধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্ম চরতীতি চর-ণিনি (বোপসর্জ্জনস্য। পা ৬।৩।৮২) ইতি সহস্য সঃ। ভার্য্যা, পত্নী। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, পত্নীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়, এইজন্য পত্নীকে সধর্ম্মচারিণী কহে।

'সধর্ম্মচারিণী পত্নী জায়া চ গৃহিণী গৃহা' (হলায়ুধ)

সধর্ম্মত্ব (ক্লী) সধর্ম্মণো ভাব ত্ব। সধর্ম্মার ভাব বা ধর্ম্ম, তুল্য-ধর্ম্মত্ব।

সধর্ম্মন্ (ত্রি) সমানো ধর্ম্মো যস্য (ধর্ম্মাদনিচ্ কেবলাৎ। পা ৫।৪।১২৪) ইতি অনিচ্। সদৃশ, তুল্য।

'তুল্যঃ সমানঃ সদৃক্ষঃ সরূপঃ সদৃশঃ সমঃ।
সাধারণসধর্ম্মাণৌ সবর্ণঃ সন্নিভঃ সদৃক্॥' (হেম)

২ সমান ধর্ম্মযুক্ত, তুল্য ধর্ম্মবিশিষ্ট।

সধর্ম্মিন্ (ত্রি) সহধর্ম্মোঽস্ত্যস্যেতি (ধর্ম্মশীলবর্ণান্তাচ্চ। পা ৫।২।৮২) ইতি ইনি, (বোপসর্জ্জনস্য। পা ৬।৩।৮২) ইতি সহস্য সঃ। ১ সমানধর্ম্মচারী, একধর্ম্মাক্রান্ত। ২ সদৃশ, তুল্য।

সধর্ম্মিণী (স্ত্রী) সধর্ম্মিন্ ঙীব্। ভার্য্যা, পত্নী।

সধবা (স্ত্রী) ধবেন ভর্ত্রাসহ বর্ত্তমানা। জীবৎপতিকা-স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীদিগের পতি জীবিত আছে, তাহাদিগকে সধবা কহে। পর্য্যায়—সভর্ত্তৃকা, পতীবত্নী, সনাথা। (জটাধর)

স্বামীর শুশ্রূষাই একমাত্র সধবা স্ত্রীদিগের শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। স্বামী, দুঃশীল, দুর্ভাব, বৃদ্ধ, জড়রোগী, বা ধনহীন হইলেও সধবা সর্ব্বদা তাহার অনুগামিনী ও তাহার সেবাপরায়ণ হইবে।

"ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরোধর্ম্মো হ্যমায়য়া।
তদ্‌বন্ধূনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণম্॥
দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়ো রোগ্যধনোঽপি বা।
পতিঃ স্ত্রীভির্ন হাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥"
(ভাগবত ১০।২৯ অ°)

মনুতে সধবা স্ত্রীদিগের ধর্ম্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সধবা স্ত্রীগণ স্বামী যদি শীলরহিত, পরদার-রত, ও বিদ্যাদি গুণবর্জ্জিত হন, তাহা হইলেও তাহাকে উপেক্ষা না করিয়া দেবতার ন্যায় সেবা করিবে। সধবা স্ত্রীদিগের সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, তাহাদের পতি বিনা পৃথক্ যজ্ঞ নাই, স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ব্রত ও উপবাস নাই। কেবল পতিসেবা দ্বারাই তাহারা স্বর্গগমন করিয়া থাকে। সধবাগণ সর্ব্বদাই প্রহৃষ্ট মনে কালযাপন করিবে, গৃহকর্ম্মে দক্ষ, এবং গৃহসকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে এবং ব্যয় বিষয়ে সদা অমুক্তহস্ত হইবে। যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযতা থাকিয়া পতিকে অতি-ক্রমণ না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন, সাধুগণ তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহলোকে তাঁহাদের নানাবিধ সুখ এবং পরলোকে পতিলোক-প্রাপ্তি হয়। স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃত হউন, সাধ্বী স্ত্রী পতিলোককামী হইয়া কদাচ তাহার বিপ্রিয়াচরণ করিবে না। (মনু ৫ অ°)

সধবীর (পুং) সহবীর। (ঋক্ ৬।২৬।৭)

সধস্তুতি (স্ত্রী) সহস্তুতি, একত্র মিলিত হইয়া যে স্তুতি করা হয়। "যা মৃধাথে সধস্তুতিং" (ঋক্ ১।১৭।৯) 'সধস্তুতিং যুবয়োরু-ভয়ো সাহিত্যেন ক্রিয়মাণায়াঃ স্তবক্রিয়ায়াঃ যাং সুষ্টুতিং' (সায়ণ)

সধস্তুত্য (ক্লী) অন্যের সহিত স্তুত্য, অন্যের সহিত স্তবের উপযুক্ত। "সধস্তুত্যায় সূরিষু" (ঋক্ ৮।২৬।১) 'সধস্তুত্যায় সহ ভবন্তৌ স্তোতুং, স্তৌতের্ভাবে ক্যপ্' (সায়ণ)

সধস্থ (ক্লী) অন্তরিক্ষ। "স্তোমৈরবরে সধস্থে" (ঋক্ ২।৯।৩) 'সধস্থে অন্তরিক্ষে' (সায়ণ)

সধি (পুং) অগ্নি। (ত্রিকা°)

সধিস্ (পুং) সহতে ইতি সহ (সহের্থশ্চ। উণ্ ২।১১৪) ইতি ইসিন্ ধশ্চান্তাদেশঃ। বৃষভ। (উজ্জ্বল)

সধুর (ত্রি) সমান কার্য্যোদ্বহন। (অথর্ব্ব ৩।৩০।৫)

সধূম (ত্রি) ধূমের সহিত বর্ত্তমান, ধূমবিশিষ্ট।

সধূমক (ত্রি) ধূমযুক্ত। (সুশ্রুত)

সধূমবর্ণা (স্ত্রী) সধূম্রবর্ণা। ধোঁয়ার মত যাহার গাত্রবর্ণ।

সধূম্র (ত্রি) ধূম্রের সহিত বর্ত্তমান, ধূম্রবিশিষ্ট।

সধূমবর্ণা (স্ত্রী) ধূমবর্ণযুক্তা। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৯।৫৬)

সধ্রি (পুং) ঋগ্‌বেদোক্ত ঋষিবিশেষ। (ঋক্ ৫।৪৪।১০)

সধ্রী (অব্য) সীমারূপে। (ঋক্ ২।১৩।৮)

সধ্রীচী (স্ত্রী) সহ অঞ্চতি যা সা অঞ্চ ঋত্বিগাদিনা কিন্, সহস্র-সধ্রি, অঞ্চতেশ্চোপসংখ্যানং ইতি ঙীপ্, অচ ইত্যকারলোপঃ, চাবিতি দীর্ঘঃ। সখী। (হেম)

সধ্রীচীন (ত্রি) সহগমনকারী। "সধ্রীচীনেন মনসা তমিন্দ্রং" (ঋক্ ১।১৩১।১১) 'সধ্রীচীনেন সহগচ্ছতা মনসা, সগাঞ্চতীতি সধ্র্যঙ্। তস্যায়ন্নিত্যাদিনা ঈনাদেশঃ' (সায়ণ)

সধ্র্যচ্ (ত্রি) সহ অঞ্চতীতি অঞ্চগতৌ ঋত্বিগাদিনা কিন্, সহস্য সধ্রি। ১ সহচর। (অমর) ২ সম্যক্।

সধ্বংস (পুং) মন্ত্রদ্রষ্টা কাথগোত্রীয় ঋষিভেদ।

সন, ১ দান। ২ সম্ভক্তি, সেবা। তনাদি° উভ, পক্ষে ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। তনাদি পক্ষে—লট্ সনোতি সনুতঃ সন্বন্তি। সনুতে, সন্বাতে সন্বতে। ভ্বাদি পক্ষে—সনতি। লিট্ সসান, সেনে। লুট্ সনিতা। লৃট্ সনিষ্যতি তে। আশীর্লিঙ্ সায়াৎ, সন্যাৎ। লুঙ্ অসানীৎ, অসানীৎ, অসানিষ্টাং অসানিষুঃ। অসাত, অসনিষ্ট। কর্ম্মবাচ্য সায়তে, সন্যতে। সন্ সিষাসতি, সিসনিষতি, যঙ্ সাসায়তে, সংসন্যতে। যঙ্‌লুক্ সংসন্তি। ণিচ্ সানয়তি, লুঙ্ অসীষণৎ।

সন্ (পুং) ব্যাকরণীয় প্রত্যয়বিশেষ। ব্যাকরণ-মতে ইচ্ছার্থে ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় হয়। সন্ প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদ আবার স্বতন্ত্র ধাতুরূপে গণ্য হয়। ব্যাকরণে সন্ আদি যে সকল প্রত্যয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সনন্ত প্রকরণ কহে। কর্ত্তুমিচ্ছা চিকীর্ষা, গন্তুমিচ্ছা জিগমিষা। এইরূপ ইচ্ছা অর্থেই সন্ হইয়া থাকে।

সন্ (আরবী) বৎসর। [সংবৎসর দেখ।]

সন (পুং স্ত্রী) হস্তিকর্ণাস্ফাল। (শব্দরত্না°)

"কর্ণাস্ফালে সনঃ সনী" (শব্দরত্না°) (পুং) ২ ঘণ্টাপারুল বৃক্ষ। (শব্দর°) ৩ সনৎকুমার। ৪ সনক। ৫ সনন্দন। ৬ সনাতন। (স্ত্রী) ৭ দান। (ত্রি) ৮ অখণ্ডিত।

"আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ" (ভাগবত ২।৭।৫)
'স হরিঃ চতুঃসনোঽভূৎ, সনৎকুমার, সনকঃ, সনন্দনঃ সনাতন ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নি যস্য সঃ কথম্ভূতাৎ স্বতপসঃ সনাৎ অখণ্ডিতাৎ যদ্বা স্বতপসঃ সনাৎ দানাৎ সমর্পণাৎ' ইত্যর্থ সম্প্রদানে' (স্বামী)

সনক (পুং) বিষ্ণু-পারিষদভেদ। (শব্দরত্না°) ইনি ব্রহ্মার চারিটী মানস পুত্রের মধ্যে একটী পুত্র। শ্রীমদ্‌ভাগবতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মা আদিতে সৃষ্টি করিবার সঙ্কল্প করিয়া প্রথমে অবিদ্যার সৃষ্টি করেন, ইহা হইতে তামিস্র, অন্ধতামিস্র, মোহ ও মহামোহ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। ব্রহ্মা এই সকল অসৎ সৃষ্টি দেখিয়া শান্তি-লাভ করিতে পারিলেন না, তখন তিনি ধ্যানপূত হইয়া মনঃ দ্বারা অন্য প্রকার সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলেন। তখন তাহার সনক, সনন্দ, সনাতন ও সনৎকুমার এই চারিটী মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। এই সকল পুত্রগণ নিষ্ক্রিয় ও ঊর্দ্ধরেতাঃ হইলেন। ব্রহ্মা এই পুত্রগণকে সৃষ্টি করিতে বলিলে তাঁহারা বলিলেন, সংসার দুঃখ ও মায়াময়, সুতরাং মায়ায় আবদ্ধ হইয়া দুঃখ ভোগ করিতে আমাদের ইচ্ছা নাই। এই কথা বলিয়া তাঁহারা ভগবদ্ধ্যান-পরায়ণ হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। (ভাগবত ৩।১২অ°)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, সনকের বাসস্থান জনলোক। ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে, দেব-তর্পণের পরই সনক প্রভৃতি ঋষি-দিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। এই তর্পণ প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। প্রথমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও প্রজাপতির তর্পণ করিয়া সনক, সনন্দ, সনাতন, কপিল, আসুরি প্রভৃতি ঋষিদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হইবে। এই তর্পণ প্রত্যেকের উদ্দেশে দুই বার করিয়া করিতে হয়। সামবেদী ব্রাহ্মণগণ নিবীতী ও প্রত্যঙ্মুখ হইয়া প্রাজাপত্যতীর্থে করিবেন। সামভিন্ন অন্য বেদিগণ উত্তর মুখে এই তর্পণ করিবেন। নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দুই অঞ্জলি জল দিলে ইঁহাদিগের তর্পণ করা হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥"
"একৈকমঞ্জলিং দেবা দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদয়ঃ।
অর্হন্তি পিতরস্ত্রীংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়স্ত্বেকৈকমঞ্জলিম্॥"

(আহ্নিকতত্ত্ব) [তর্পণ দেখ]

২ বৃত্রাসুরের অনুচর বিশেষ। "সনকাঃ প্রেতিমীয়ুঃ" (ঋক্ ১।৩৩।৪) 'সনকাঃ এতন্নামকাঃ বৃত্রানুচরাঃ' (সায়ণ)

সনকানীক (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী।

সনগ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২২)

সনগড়, পঞ্জাব প্রদেশের দেরাগাজী খাঁ জেলার একটী তহসীল ও তদ্দেশে প্রবাহিত একটী নদী। ঐ নদীর নাম হইতেই তহসীলের নামকরণ হইয়াছে।

সনগুড়, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার হঙ্গল তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। হঙ্গল হইতে ১৪ মাইল পূর্ব্বোত্তরে অবস্থিত। এখানকার বীরভদ্রমন্দিরে ১০৮৬ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

সনগিরি, পঞ্জাব প্রদেশের সিমলা-পার্ব্বত্য-রাজ্যের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। শতদ্রু নদীর দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই রাজ্য কুলুরাজের অধিকারে ছিল। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য গোরখাদিগকে এখান হইতে তাড়াইয়া দিয়া এই স্থান কুলুপতিকে প্রদান করেন। শিখসৈন্য কুলুরাজ্য আক্রমণ করিলে কুলুরাজ পলাইয়া সনগিরিতে আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম শিখযুদ্ধের অবসানে এই প্রদেশ ইংরাজ অধিকারে আসিলে, ইংরাজগবর্মেণ্ট ১৮৪৭ খৃঃ কুলুরাজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে এখানকার রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজপুত-কুলতিলক হীরাসিংহ "সনগিরির টীকা" অর্থাৎ রাজা ছিলেন।

সনগোড়, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সনঙ্গু (পুং স্ত্রী) পরিষ্কৃত চর্ম্ম। (পা ৫।১।২ বার্ত্তিক)

সনজ (ত্রি) নিত্যজাত। "দ্বিতা-বি বব্রে সনজা" (ঋক্‌১।৬২।৭) 'সনজা সনেতি নিপাতো নিত্যার্থঃ, নিত্যজাতে, সর্ব্বদা বিদ্যমানস্বভাবে ইত্যর্থঃ, সনা নিত্যং জো জননং যয়োস্তে সনজে' (সায়ণ)

সনৎ (পুং) ব্রহ্মা। (ত্রিকা°) (অব্য) ২ সর্ব্বদা, সকল সময়। (অমরটীকায় রামাশ্রম)

সনতা (স্ত্রী) সনাতন, নিত্য। "ধর্ম্মাণি সনতা ন দূদুষং" (ঋক্ ৩।৩।১) 'সনতা সনাতনানি' (সায়ণ)

সনৎকুমার (পুং) সনতো ব্রহ্মণঃ কুমারঃ। ব্রহ্মার পুত্র, পর্য্যায়—বৈধাত্র, বৈধতকি, ধাতৃপুত্র, বেধায়। (শব্দরত্না°) সনৎ শব্দের অর্থ ব্রহ্মা, তাহার কুমার, বা সনৎ শব্দের অর্থ নিত্য, যিনি নিত্য, তাহার কুমার এতদর্থে সনৎকুমার।

"যথোৎপন্নস্তথৈবাহং কুমার ইতি বিদ্ধি মাং।
তস্মাৎ সনৎকুমারেতি নাম তস্মে প্রতিষ্ঠিতম্॥"
(হরিবংশ ১৭ অ°)

হরিবংশে লিখিত আছে যে, ইনি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি জন্মমাত্রই যতিধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া পরমাত্মাতে মনঃ সমাধানপূর্ব্বক প্রজাধর্ম্ম ও ভোগাভিলাষ পরিহার করিয়াছিলেন এবং যে প্রকার শরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ শরীরেই বিদ্যমান আছেন, এজন্য ইনি নিত্যকুমার বা সনৎকুমার নামে অভিহিত। মার্কণ্ডেয় মুনি কঠোর তপশ্চরণ করিলে সনৎকুমার তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহার সকল সন্দেহ ভঞ্জন করেন। হরিবংশে ১৭।১৮।১৯ অধ্যায়ে সনৎকুমার-সংবাদ নামক অধ্যায়ে ইঁহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে।

২ ধর্ম্মের ঔরসে অহিংসাগর্ভজাত পুত্রবিশেষ। ইনি ব্রহ্মার দত্তক পুত্র। বামনপুরাণে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মের অহিংসা নামে এক পত্নী ছিলেন। তাঁহার গর্ভে সনৎকুমার, সনাতন, সনক, সনন্দন ও কপিল প্রভৃতি পুত্র জন্মে। ধর্ম্ম এই সকল পুত্রদিগের মধ্যে পঞ্চশিখকে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে সাংখ্যযোগ শিক্ষা দেন। সনৎকুমার জ্যেষ্ঠ হইলেও তাঁহাকে যোগোপদেশ দেন নাই। ইহাতে সনৎকুমার ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া যোগ-বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা করেন। তদুত্তরে ব্রহ্মা বলেন যে, আমি তোমাকে সাংখ্যযোগবিজ্ঞান উপদেশ দিতে পারি, যদি তোমার পিতা মাতা তোমায় আমার পুত্ররূপে প্রদান করেন। পরে ধর্ম্ম ও অহিংসা সনৎকুমারকে ব্রহ্মার হস্তে প্রদান করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে সাংখ্যযোগ উপদেশ দিয়াছিলেন।
(বামনপু° ৫৭।৫৮ অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি পঞ্চহায়ন বয়স্ক, চূড়াদি সংস্কার ও বেদ-সন্ধ্যাবিহীন। ইনি ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মতেজে প্রজ্বলিত হইয়া নগ্নাবস্থায় অবস্থিত আছেন ও সর্ব্বদা কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিতেছেন। অনন্ত কল্পকাল ইনি তিনটী ভ্রাতার সহিত বিদ্যমান। ইনি বৈষ্ণবদিগের অগ্রণী ও জ্ঞানীদিগের গুরু।

"তত্রাজগাম নগ্নশ্চ প্রজ্বলন্ ব্রহ্মতেজসা।
সনৎকুমারো ভগবান্ সাক্ষাচ্চ বালকো যথা॥
সৃষ্টেঃ পূর্ব্বঞ্চ বয়সা যথৈবং পঞ্চহায়নঃ।
অচূড়োঽপ্যনুপনীতশ্চ বেদসন্ধ্যাবিহীনকঃ॥
কৃষ্ণেতি মন্ত্রং জপতি যস্য নারায়ণো গুরুঃ।
অনন্তকালকল্পঞ্চ ভ্রাতৃভিশ্চ ত্রিভিঃ সহ।
বৈষ্ণবানামগ্রণীশো জ্ঞানিনাঞ্চ গুরোর্গুরুঃ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ১২৯ অ°)

২ জিনমতে দ্বাদশ সার্ব্বভৌমের অন্তর্গত সার্ব্বভৌমভেদ। (হেম)

সনৎকুমারজ (পুং) জৈনদিগের দেবগণবিশেষ।

সনৎকুমারীয় (ত্রি) সনৎকুমারপ্রোক্ত (শাস্ত্রাদি)।

সনত্ন (ত্রি) সনাতন। (অথর্ব্ব ১০।৮।৩০)

সনৎসুজাত (পুং) ব্রহ্মার পুত্র ঋষিভেদ। (ভারত আদিপ°)

সনদ্রয়ি (ত্রি) দীয়মান ধন। "সনদ্রয়ির্ভরদ্বাজং" (ঋক্‌৯।৫২।১) 'সনদ্রয়িঃ দীয়মানধনঃ' (সায়ণ)

সনদ্রাজ (ত্রি) দীয়মানায়। "সনদ্রাজঃ পরিস্রবঃ"(ঋক্‌৯।৬২।২৩) 'সনদ্রাজঃ দীয়মানায়ঃ' (সায়ণ)

সনন্দ (পুং) ব্রহ্মার পুত্র চতুষ্টয়ের অন্তর্গত মানস পুত্রবিশেষ। ইনি জনলোকবাসী, দিব্য মনুষ্য। [সনক দেখ।]

সনন্দক (পুং) ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ।

সনন্দন (পুং) ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ। (ত্রি) নন্দয়তীতি নন্দ-ল্যু। নন্দন, আনন্দকারী, তাহার সহিত বর্ত্তমান, নন্দনের সহিত বর্ত্তমান।

সনপর্ণী (স্ত্রী) সনস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ পাককর্ণেতি ঙীষ্। আসনপর্ণী। (শব্দরত্না°)

সনয় (ত্রি) সনাতন, পুরাণ। "স বৃত্রহা সনয়ো বিশ্ববেদাঃ" (ঋক্ ৩।২০।৩) 'সনঃ সনাতনঃ পুরাণঃ' (সায়ণ)। নয়ঃ নীতিঃ, তেনসহ বর্ত্তমানঃ। ২ নীতির সহিত বর্ত্তমান, নীতিযুক্ত।

সনর (ত্রি) সংভজনীয়। "দ্রবিণোদাঃ সনরস্য প্রযংসৎ" (ঋক্ ১।৯৬।৮) 'সনরস্য সননীয়স্য সংভজনীয়স্য' (সায়ণ) নরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ২ মনুষ্যের সহিত বর্ত্তমান, মনুষ্যযুক্ত।

সনব (স্ত্রী) মরুদেশভেদ। (তারনাথ)

সনবিত্ত (ত্রি) চিরকাল হইতে আরম্ভ করিয়া লব্ধ। "যুগস্তে অগ্নে সনবিত্তো অধ্বা" (ঋক্ ৭।৪২।২) 'সনবিত্তঃ সনাচ্চিরকালাদারভ্য লব্ধঃ' (সায়ণ)

সনশ্রুত (ত্রি) সনাতন রূপে প্রসিদ্ধ। "অগ্নিং সুবৃং সনশ্রুতং" (ঋক্ ৩।১১।৪) 'সনশ্রুতং সনাতনত্বেন প্রসিদ্ধং' (সায়ণ)

সনস্ (অব্য°) সনা শব্দার্থ।

সনসয় (পুং) আচার্য্যভেদ।

সনসূত্র (ক্লী) সনস্য সূত্রং। পবিত্রক, শনসূত্রের পৈতা। ক্ষত্রিয়দিগের সনসূত্রময় উপবীত হইবে।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাৎ বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।
সনসূত্রময়ং রাজ্ঞো বৈশ্যস্যাবিকসৌত্রিকং॥" (মনু)

সনা (অব্য) নিত্য, সনাতন। (ঋক্ ৩।৫।৯)

সনাক্ত (দেশজ) চিনাইয়া দেওয়া। যে ব্যক্তিকে পুলিস অপরাধী বলিয়া ধৃত করে অথবা যাহার প্রকৃত পরিচয় জানা আবশ্যক, সেই ব্যক্তিকে চিনাইয়া দেওয়াকে সনাক্ত করা বলে। ইংরাজীতে Identify করা।

সনাজু (ত্রি) দীর্ঘকাল ধরিয়া বিয়োগাবশিষ্ট। "সংপূর্ব্বে অকহৎ সনাজুবঃ দীর্ঘকালবিয়োগিভ্যঃ স্বাপকাল এব প্রক্ষিপ্তাঃ' (সায়ণ)

সনাজুর্ (ত্রি) সদাজীর্ণ। "পিতরা সনাজুরা পুনর্যুবানা" (ঋক্ ৪।৩৬।৩) 'সনাজুরা সদাজীর্ণৌ সন্তৌ' (সায়ণ)

সনাৎ (অব্য) নিত্য, সনাতন। (অমরটীকায় রামাশ্রম) ২ চিরাৎ। 'সনাদেব সহস্র জাতঃ"। (ঋক্ ৪।২০।৬) 'সনাদেব চিরাদেব' (সায়ণ) ৩ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সনাতন (পুং) সদাভবঃ ('সায়ঞ্চিরং প্রাহ্নে প্রগে' ইতি। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যুট্যুলৌ তুট্ চ। ১ বিষ্ণু। ২ শিব। ৩ ব্রহ্মা। ৪ পিতৃদিগের অতিথি। (হেম) ৫ ব্রহ্মার মানসপুত্রভেদ। ইনি দিব্যমনুষ্য, জনলোকবাসী। [সনন্দ শব্দ দেখ] অগ্নিপুরাণমতে ইঁহার তপোলোক। মৎস্যপুরাণে ইনি বৈষ্ণবরাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। (ত্রি) ৬ নিত্য। (অমর) ৭ সুনিশ্চল। (পুং) ৮ ব্রহ্মার মানসপুত্রবিশেষ। [সনক শব্দ দেখ।]

সনাতন গোস্বামী, কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধ দেবের বংশধর কুমার দেবের পুত্র ও একজন পরম বৈষ্ণব সাধুপুরুষ। অদৃষ্ট-বিপর্য্যয়ে পৈতৃক রাজ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ প্রথমে নবহট্ট গ্রামে, পরে তথা হইতে তাঁহার পিতা কুমারদেব ফরিদপুরের অন্তর্গত ফতেয়াবাদ পরগণায় যাইয়া বাস করেন। এখানে সনাতন ও তদীয় কনিষ্ঠ রূপ গোস্বামী আর্য্যশাস্ত্রাদিতে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া গৌড়রাজসভায় রাজমন্ত্রিত্ব লাভ করেন। ইনি ও দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজপ্রতিষ্ঠাতা পুরন্দর খাঁ একযোগে গৌড়েশ্বর সুলতান হুসেন শাহের সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

পূজ্যপাদ সনাতন গোস্বামী প্রায় ১৪৮০ খৃঃ হইতে ১৫৫৮ খৃঃ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রবাদ আছে, এক দিন প্রত্যুষে দারুণ বৃষ্টিপাতের সময় তাঁহাকে বাদশাহের আদেশে দরবারে যাইতে হয়। ঐ সময়ে এক ভিখারিণী তাহার স্বামীকে বলে, 'প্রভাত হইয়াছে, তুমি ভিক্ষার্থ বাহির হও, পথে লোক-সমাগম শুনিতেছ না।' পত্নীর কথার প্রত্যুত্তরে ভিক্ষুক বলিল, "এ দারুণ দুর্যোগে শৃগালকুকুরেও বাটীর বাহির হইতে পারে না। যাহারা এ সময় বাহির হইয়াছে, তাহারা নিশ্চয়ই পরের অন্নদাস।" ভিক্ষুকের বাক্যে আপনাকে শৃগালাধম ও ম্লেচ্ছের অন্নদাস জ্ঞান করিয়া সনাতনের মনে সংসার-মর্য্যাদায় ঘৃণার উদয় হয় ও সেই সঙ্গে বিবেকের উদয় হওয়ায় তিনি অনতিকাল পরেই বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। তাঁহার সঙ্গে তদীয় কনিষ্ঠ শ্রীরূপ ও বল্লভ সংসারধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সনাতনের বৈরাগ্যসম্বন্ধে এই প্রবাদ ভিত্তিহীন।

নিম্নে বৈষ্ণবতোষিণী হইতে সনাতনের বংশপরিচয়, তাঁহার বৈরাগ্য ও সাধুসঙ্গের ফলস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনতীর্থোদ্ধারাদি প্রসঙ্গ যথাসংক্ষেপে বিবৃত হইল—

"উচ্চৈচ্চারুপদক্রমাশ্রিতবতী যস্যামৃতস্রাবিণী
জিহ্বাকল্পলতা ত্রয়ী মধুকরী ভূয়ো নরীনৃত্যতে।
রেজে রাজসভাসভাজিতপদঃ কর্ণাটভূমীপতিঃ
শ্রীসর্ব্বজ্ঞ জগদ্গুরুর্ভুবি ভরদ্বাজান্বয়গ্রামণীঃ॥
পুত্রস্তস্য নৃপস্য কশ্যপতুলামারোহতো রোহিণী-
কান্তস্পর্দ্ধিযশোভরঃ সুরপতেস্তুল্যপ্রভাবোঽভবৎ।

সর্ব্বক্ষ্মাপতিপূজিতোঽখিলযজুর্ব্বেদৈকবিশ্রামভূ-
র্দক্ষীবাননিরুদ্ধদেব ইতি যঃ খ্যাতিং ক্ষিতৌ জগ্মিবান্ ॥
মহিষ্যোর্ভূপস্য প্রথিতযশসস্তস্য তনয়ৌ
প্রজজ্ঞাতে রূপেশ্বরহরিহরাখ্যৌ গুণনিধী।
তয়োরাদ্যঃ শাস্ত্রে প্রবলতরভাবং বহুবিধে
জগম্যান্যঃ শাস্ত্রে নিজনিজগুণপ্রেরিততয়া ॥
বিভজ্য স্বং রাজ্যং মধুরিপুপুরপ্রস্থিতিদিনে
পিতা তাভ্যাং রূপেশ্বরহরিহরাভ্যাং কিল দদৌ।
নিজশ্রেষ্ঠং রূপেশ্বরমথ কনিষ্ঠো হরিহরঃ
স্বরাজ্যাদ্যার্য্যাণাং কুলতিলকমভ্রংশয়দসৌ ॥
শ্রীরূপেশ্বরদেব এনমরিভির্নির্দ্ধৃতরাজ্যক্রমা-
দষ্টাভিস্তুরগৈঃ সমং দয়িতয়া পৌলস্ত্যদেশং যযৌ।
তত্রাসৌ শিখরেশ্বরস্য বিষয়ে সখ্যুঃ সুখং সংবসন্
ধন্যঃ পুত্রমজীজনদ্‌গুণনিধিং শ্রীপদ্মনাভাভিধম্ ॥
যজুর্ব্বেদঃ সাঙ্গো বিবৃতিরপি সর্ব্বোপনিষদাং
রসজ্ঞায়াং যস্য স্ফুটমঘটয়ত্তাণ্ডবকলাম্।
জগন্নাথপ্রেমোল্লসিতহৃদয়ঃ কর্ণপদবীং
ন যাতঃ কেষাং বা স কিল নৃপরূপেশ্বরসুতঃ ॥
বিহায় গুণিশেখরঃ শিখরভূমিবাসস্পৃহাং
স্ফুরৎ সুরতরঙ্গিণীতটনিবাসপর্য্যুৎসুকঃ।
ততোদনুজমর্দ্দনক্ষিতিপপূজ্যপাদঃ ক্রম-
ভুবাস নবহট্টকে স কিল পদ্মনাভঃ কৃতী ॥
মূর্ত্তিং শ্রীপুরুষোত্তমস্য যজতস্তত্রৈব সত্রোৎসবৈঃ
কন্যাষ্টাদশকেন সার্দ্ধমভবন্নেতস্য পঞ্চাত্মজাঃ।
তত্রাদ্যঃ পুরুষোত্তমঃ খলু জগন্নাথশ্চ নারায়ণো
ধীরঃ শ্রীলমুরারিরুত্তমগুণঃ শ্রীমন্মুকুন্দঃ কৃতী ॥
জাতস্তত্র মুকুন্দতো দ্বিজবরঃ শ্রীমান্ কুমারাভিধঃ
কিঞ্চিদ্‌দ্রোহমবাপ্য সৎকুলজনির্ব্বঙ্গালয়ং সঙ্গতঃ।
তৎপুত্রেষু মহিষ্ঠবৈষ্ণবগণপ্রেষ্ঠাস্ত্রয়ো জজ্ঞিরে
যে স্বং গোত্রমমুত্র চেহ চ পুনশ্চক্রুস্তবামর্চ্চিতং ॥
আদিঃ শ্রীলসনাতনস্তদনুজঃ শ্রীরূপনামা ততঃ
শ্রীমদ্বল্লভনামধেয় ললিতো নির্ব্বিণ্ণ যে রাজ্যতঃ।
আসাদ্যাতিকৃপাং ততো ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতঃ
সাম্রাজ্যং খলু ভেজিরে মুরহরপ্রেমাথ্যভক্তিশ্রিয় ॥
যঃ সর্ব্বাবরজঃ পিতা মম স তু শ্রীরামমাসেদিবান্
গঙ্গায়াং দ্রুতমগ্রজৌ পুনরমূ বৃন্দাবনং সঙ্গতৌ।
যাভ্যাং মাথুরগুপ্ততীর্থনিবহো ব্যক্তীকৃতো ভক্তির-
স্যাচ্চৈঃ শ্রীব্রজরাজনন্দগতা সর্ব্বত্র সংবর্দ্ধিতা ॥
যস্মিত্রং রঘুনাথদাস ইতি বিখ্যাতঃ ক্ষিতৌ রাধিকা-
কৃষ্ণপ্রেমমহার্ণবোর্ম্মিনিবহে ঘূর্ণন্ সদা দীব্যতি।
দৃষ্টান্তপ্রকরপ্রভাভবমতীতৈাবানয়োর্ভ্রাজতো-
র্যস্তুল্যান্তপদং মতস্ত্রিভুবনে সাশ্চর্য্যমার্য্যোত্তমৈঃ ॥
গোপালবালকব্যাজাদ্‌দয়োঃ সাক্ষাদ্বভূবহ।
সাক্ষাচ্ছ্রীযুতগোপালঃ ক্ষীরাহরণলীলয়া ॥
তয়োরনুজস্যষ্টেষু কাব্যং শ্রীহংসদূতকম্।
শ্রীমদুদ্ধবসন্দেশশ্ছন্দোঽষ্টাদশকং তথা ॥
স্তবাশ্চোৎকলিকাবল্লী গোবিন্দবিরুদাবলী।
প্রেমেন্দুসাগরাখ্যশ্চ বহবঃ সুপ্রতিষ্ঠিতাঃ ॥
বিদগ্ধললিতাখ্যাতিমাধবং নাটকদ্বয়ম্।
ভাণিকা দানকেল্যাহ্বা রসামৃতযুগং পুনঃ ॥
মথুরামহিমা পদ্যাবলী নাটকচন্দ্রিকা।
সংক্ষিপ্তশ্রীভাগবতামৃতমেতে চ সংগ্রহাঃ ॥
অথাগ্রজকৃতস্বগ্রাং শ্রীলভাগবতামৃতম্।
হরিভক্তিবিলাসশ্চ তট্টীকাদিক্‌প্রদর্শনী ॥
লীলাস্তবষ্টিপ্পনী চ সেয়ং বৈষ্ণবতোষণী।
যা সংক্ষিপ্তা ময়া ক্ষুদ্রজীবেনাপি তদাজ্ঞয়া ॥”

অর্থাৎ পূর্ব্বকালে সর্ব্বজ্ঞ জগদ্‌গুরু নামে কর্ণাটদেশের একজন রাজা ছিলেন। ইনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ, নিজের ক্ষমতায় সমস্ত রাজগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন। মধুকরী যেমন মকরন্দস্রাবি লতাকে প্রাপ্ত হইলে আনন্দে বার বার নৃত্য করে, সেইরূপ ঋক যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ যাঁহার অমৃতস্রাবিণী জিহ্বারূপ কল্পলতাকে প্রাপ্ত হইয়া সুন্দর পদভঙ্গি-বিন্যাসপূর্ব্বক বারম্বার নৃত্য করিত।

সেই কশ্যপতুল্য জগদ্‌গুরুর অনিরুদ্ধদেব নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। ইনি চন্দ্রের ন্যায় যশস্বী, সুরপতি চন্দ্রের ন্যায় প্রভাবশালী। সমস্ত ভূপতিগণের পূজিত এবং যজুর্বেদের এক মাত্র বিশ্রাম-স্থান বলিয়া ভূমণ্ডলে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সেই বিখ্যাতযশা অনিরুদ্ধদেবের ঔরসে তাঁহার দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই গুণবান্ পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই দুই পুত্রের নাম রূপেশ্বর ও হরিহর। এই দুই পুত্রের মধ্যে প্রথমটী বহু-বিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়টী নিজ নিজ গুণ অনুসারে দুষ্কর্ম্ম প্রেরিত আচারের অনুষ্ঠানে নিয়োজিত হইয়া ছিলেন অর্থাৎ তাঁহার মতি দুষ্কর্ম্মে অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল।

অনিরুদ্ধদেব যৎকালে বিষ্ণুলোকে গমন করেন, তাহার পূর্ব্বে নিজের রাজ্য রূপেশ্বর ও হরিহর নামক দুই পুত্রকে সমান অংশে বিভাগ করিয়া দেন। কনিষ্ঠ হরিহর স্বীয় জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দিয়া নিজে পূর্ণরাজ্য উপভোগ করিতে লাগিলেন।

শ্রীরূপেশ্বর দেব এইরূপে অরিগণ কর্ত্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইয়া নিজের পত্নীকে সঙ্গে লইয়া আটটী ঘোটক সমেত উত্তরদিকে পৌলস্ত্য দেশে যাত্রা করেন এবং তথায় গিয়া শিখরেশ্বর নামক রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনপূর্ব্বক পরমসুখে বাস করিতে থাকেন। সেই স্থানে রূপেশ্বরের পদ্মনাভ নামে একটী গুণবান্ পুত্র জন্মে।

এই পদ্মনাভের জিহ্বায় সাঙ্গ যজুর্ব্বেদ এবং সমস্ত উপনিষদ্ নিরন্তর নৃত্য করিত। ৺জগন্নাথদেবের প্রেমে ইহার হৃদয় উল্লসিত ছিল। অধিক কি, রাজা রূপেশ্বরের পুত্র পদ্মনাভ নিজগুণে কাহার না কর্ণপথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন?

তৎপরে গুণিগণাগ্রগণ্য পদ্মনাভ শিখরভূমিতে বাসস্পৃহা পরিত্যাগ করিলেন ও শোভমানা সুরতরঙ্গিণী গঙ্গাদেবীর তট-প্রান্তে বাস করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। অবশেষে দনুজমর্দ্দন-রাজ কর্ত্তৃক পূজনীয়পদ হইয়া কৃতী পদ্মনাভ নবহট্ট গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

পদ্মনাভ তথায় থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তম ভগবানের মূর্ত্তিপূজা করিতে লাগিলেন এবং সেই সময়ে তিনি একটী যজ্ঞোৎসবও করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞোৎসবফলেই পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পাঁচটী পুত্র হয়। তাহার মধ্যে প্রথম পুরুষোত্তম। দ্বিতীয় জগন্নাথ। তৃতীয় নারায়ণ। চতুর্থ মুরারি। পঞ্চ মুকুন্দ।

মুকুন্দের পুত্র দ্বিজবর কুমার; ইনি কোন বিবাদ বিসম্বাদে জন্মস্থান ছাড়িয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করেন*। যাহাহউক উক্ত কুমারের পুত্রগণ মধ্যে তিনটী শ্রেষ্ঠ এবং মাননীয় বৈষ্ণবগণের প্রিয়তম। যে তিনটী পুত্র ইহকাল এবং পরকালে নিজের গোত্রকে উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম এই—প্রথম সনাতন, দ্বিতীয় তাঁহার অনুজ রূপ, তৃতীয় রূপের অনুজ বল্লভ (মহাপ্রভু ইহাঁর নাম অনুপম রাখেন)। এই তিন ভাই সংসারে বিরাগ হেতু স্বীয় রাজ্য ত্যাগ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অতিশয় কৃপালাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণের প্রেমভক্তিরূপ সম্পত্তি দ্বারা সাম্রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ সম্রাট্ হইয়াছিলেন।

এই তিনের মধ্যে সর্ব্বকনিষ্ঠ বল্লভ, তিনিই আমার (জীবের) পিতা, তিনি শ্রীরূপের সহিত নীলাচলে আসিতে আসিতে গৌড় দেশে গঙ্গায় দেহত্যাগ করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের পাদপদ্ম লাভ করেন। সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে যাইয়া মথুরামণ্ডলের সুগুপ্ত তীর্থ সকলকে সুব্যক্ত করেন এবং তথায় থাকিয়া শ্রীব্রজরাজ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই সর্ব্বত্র বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপের প্রিয়তম মিত্র রঘুনাথ দাস। ইনি শ্রীরাধাকৃষ্ণের মহাপ্রেমরূপ সমুদ্রের তরঙ্গমালায় নিয়ত ঘূর্ণমান হইয়া শোভা পাইয়া থাকেন। শ্রেষ্ঠ আর্য্যগণ বলিয়াছেন যে, ত্রিভুবনের মধ্যে বিখ্যাত সনাতন ও রূপের দৃষ্টান্ত নাই, কিন্তু ইহাই আশ্চর্য্য যে, রঘুনাথ দাস ইহাঁদের তুল্য পদ ধারণ করিয়াছিলেন। গোপ-বালকের রূপ ধরিয়া দুগ্ধ আহরণচ্ছলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ও রূপকে দেখা দিয়াছিলেন। সনাতন ও রূপের মধ্যে রূপই অনুজ। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ ১ হংসদূত কাব্য, ২ উদ্ধবসন্দেশ, ৩ অষ্টাদশ ছন্দঃ। স্তবগ্রন্থ—৪ উৎকলিকা-বল্লী, ৫ গোবিন্দবিরুদাবলী, ৬ প্রেমসিন্ধুসাগর প্রভৃতি বহুতর সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থ। এই সকলের সমষ্টিই স্তবমালা। ইহাতে ৭৩ খানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তবগ্রন্থ আছে।

৭ বিদগ্ধমাধব, ও ৮ ললিতমাধব এই দুই খানি নাটক, ৯ দান-কেলিকৌমুদী নামে ভাণিকা, ১০ দুইখানি রসামৃত অর্থাৎ ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু ও উজ্জ্বলনীলমণি। ১১ মথুরামাহাত্ম্য, ১২ পদ্যা-বলী, ১৩ নাটকচন্দ্রিকা এবং ১৪ সংক্ষিপ্তভাগবতামৃত। রসামৃত হইতে এই কয়খানি গ্রন্থ রূপ গোস্বামীর সংগ্রহ। অপর ইহাঁর অগ্রজ শ্রীল সনাতনগোস্বামীর কৃত গ্রন্থ সকলের মধ্যে প্রধান ১ শ্রীভাগবতামৃত, ২ হরিভক্তিবিলাস এবং তাহার দিক্‌দর্শিনী নাম্নী টীকা। ৪ লীলাস্তবটিপ্পনী অর্থাৎ বৈষ্ণবতোষণী। আমি ক্ষুদ্র জীব শ্রীসনাতনগোস্বামীর অনুমতি ক্রমে ঐ বৈষ্ণবতোষণীকে সংক্ষিপ্ত করিয়াছি। (ইহাই "লঘুতোষণী" নামে বিখ্যাত)।

সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তাঁহার সহচর বিদ্যাবাচস্পতি সনাতনের শিক্ষাগুরু ছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন নিজকৃত শ্রীভাগবত-(তোষণী) ব্যাখ্যায় স্পষ্ট রূপেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন যথা—

"ভট্টাচার্য্যসার্ব্বভৌমং বিদ্যাবাচস্পতীন্ গুরূন্"

সনাতন গোস্বামীর বংশপরিচয় সম্বন্ধে এবং তাঁহার লিখিত গ্রন্থের তালিকা সম্বন্ধে ইহাই প্রামাণিক বৃত্তান্ত। শ্রীপাদ সনা-তনের জীবনবৃত্ত সম্বন্ধে আরও বহুল জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। ইনি একদিকে যেমন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, অপর দিকে আরব্যপারস্য ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজকার্য্যে সনাতনের অতুলনীয় দক্ষতা ছিল। তিনি তৎকালে গৌড়ের শাসনকর্ত্তা হুসেন শাহের মন্ত্রী ছিলেন। হুসেন শাহ ইহাঁর উপরে সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতেন। মালদহের অন্তঃপাতী প্রাচীন রামকেলির ধ্বংসাবশেষে এখনও শ্রীপাদ সনাতনের ও তৎকনিষ্ঠ শ্রীরূপের অনেক স্মৃতিচিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। এতদ্ভিন্ন যশোর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণায় চেঙ্গুটিয়া গ্রামের নিকট রূপসনাতনের মঠ ও তাঁহাদের উৎখাত সুবৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়।

* এই স্থানের নাম ফতেয়াবাদ, ফরিদপুর জেলার অধীন।
(ভক্তিরত্নাকর

কেবল সনাতনের অতুল পাণ্ডিত্য অথবা রাজকার্য্যে তাঁহার অনন্যসাধারণ দক্ষতা, তাঁহার প্রসিদ্ধির কারণ নহে। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের প্রধানতম পার্ষদ ছিলেন। ইহাই তাঁহার ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধির প্রধানতম কারণ।

যে দিবস সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের সুশীতল পদচ্ছায়া প্রাপ্ত হইলেন, সেই দিন হইতেই এই মহাপ্রভাবশীল রাজপুরুষের হৃদয়ে এক বিশাল পরিবর্ত্তন ঘটিল, বিষয়-ব্যাপারে আর তাঁহার আস্থা রহিল না, রাজকার্য্যে ক্রমশঃই তাঁহার চিত্ত শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। মুসলমান সরকারে চাকুরী করিতে পূর্ব্বেও সনাতনের ইচ্ছা ছিল না। তিনি ভয়ে ও দায়ে পড়িয়া কার্য্য স্বীকার করিয়াছিলেন। যথা ভক্তিরত্নাকরে—

"সনাতন রূপ মহামন্ত্রী সর্ব্বাংশেতে।
শুনিলেন রাজা শিষ্ট লোকের মুখেতে ॥
গৌড়রাজ যবনের অনেক অধিকার।
সনাতন-রূপে আনি দিলা রাজ্যভার ॥
ম্লেচ্ছের ভয়ে বিষয় করিলা অঙ্গীকার।
এই দুই প্রভাবে রাজ্য বৃদ্ধি হৈল তার ॥"

এই সময়ে হুসেন শাহ সনাতনকে সাকরমল্লিক উপাধি প্রদান করেন। যথা ভক্তমালে—

"দবীরখাস আর সাকরমল্লিক।
প্রভাবেতে এ দুহার খেতাব অধিক ॥"

যাহা হউক, সনাতনের হৃদয় ক্রমেই বৈরাগ্যের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, কি প্রকারে শ্রীচৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাপিত প্রাণ শীতল করিবেন, ধর্ম্মপিপাসা চরিতার্থ করিবেন, তিনি কেবল দিবসযামিনী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই অবস্থায় রাজকার্য্যে শিথিলতা অবশ্যম্ভাবী। এই সময়ে শ্রীপাদ সনাতনকে হুসেন শাহ ভৎসনা করিয়া বলিয়া ছিলেন—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছারখার।
হেথা তুমি কৈলা মোর সর্ব্ব কার্য্যনাশ।"

সনাতন শ্রীগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করিবার জন্য সততই চেষ্টা করিতে ছিলেন। সময়ে সময়ে তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিকট পত্র লিখিতেন। নিজের অনবসরের কথা নিবেদন করিতেন। মহাপ্রভু কোন সময়ে সনাতনকে একটী শ্লোকে উত্তর প্রদান করেন, সে শ্লোকটী এই—

"পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্নবসঙ্গরসায়নম্ ॥"

ইহার অর্থ এই যে, কুলবতী রমণী পরপুরুষে আকৃষ্ট হইলে সে যেমন গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র থাকিলেও মনে মনে নিরন্তরই নবসঙ্গের রসাস্বাদন করে, সেইরূপ বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও শ্রীভগবানের সঙ্গসুখ আস্বাদন করিবে।

সনাতনের প্রতি মহাপ্রভুর অনুগ্রহ সঞ্চার হইল। তিনি বৃন্দাবনে গমনকালে রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। রামকেলি মালদহ জেলায় অবস্থিত। এখনও রামকেলি বিদ্যমান; এখনও এখানে বৈষ্ণব মহোৎসবাদি সম্পন্ন হয়। বঙ্গে সনাতন গোস্বামিদের ৪টী স্থানে আবাসের কথা শুনা যায়, যথা নৈহাটী, বাকলা চন্দ্রদ্বীপ, ফতেয়াবাদ ও রামকেলি। সনাতন ও তদনুজগণ অধিকাংশ সময়ে এই রামকেলিতেই অবস্থান করিতেন। এই বাসভবনটী ভজনের উপযোগি-ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহারা বৃন্দাবনের পুণ্য-স্মৃতি উদ্দীপনার জন্য শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড নামক সরসী যুগল উৎখাত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে বৃন্দারণ্যের স্থানে স্থানে শ্রীকৃষ্ণলীলার বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল স্থানের বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—

"গৌড়ে রামকেলি গ্রামে করিলেন বাস।
ঐশ্বর্য্যের সীমা অতি অদ্ভুত বিলাস ॥
ইন্দ্রসম সনাতন-রূপের সভাতে।
আইসে শাস্ত্রজ্ঞগণ নানাদেশ হৈতে ॥
গায়ক বাদক নর্ত্তকাদি কবিগণ।
সর্ব্বদেশী সকলে নিযুক্ত সর্ব্বজন ॥
নিরন্তর করেন অনেক অর্থ ব্যয়।
কোন ক্রমে কারু অসম্মান নাহি হয় ॥
সদা সর্ব্বশাস্ত্র চেষ্টা করে দুই জন।
অনায়াসে করে দোঁহে খণ্ডন স্থাপন ॥
ন্যায়সূত্রব্যাখ্যা নিজকৃত যে করয়।
সনাতন-রূপ শুনিলে সে দূর হয় ॥
ঐছে সবে সর্ব্ব প্রকারেতে দৃঢ় হৈয়া।
সনাতন রূপ গুণ গায় সুখ পাঞা ॥
সর্ব্বত্র ব্যাপিল এ দোঁহার গুণগান।
কর্ণাট দেশাদি হৈতে আইল বিপ্রগণ ॥
সনাতন নিজ দেশস্থ ব্রাহ্মণে।
বাসস্থানে দিলা সবে গঙ্গা সন্নিধানে ॥
ভট্টগোষ্ঠী বাসে "ভট্টবাটী" নাম গ্রাম।
সকলে শাস্ত্রজ্ঞ সর্ব্বমতে অনুপাম ॥
রামকেলি গ্রামের সকল বিপ্র লৈয়া।
ব্যবহার-কার্য্য সব সাধে হর্ষ হৈঞা ॥
বৈষ্ণব-সম্প্রদায়গণে রূপসনাতন।
যেরূপ আদরে তাহা না হয় বর্ণন ॥

নবদ্বীপ হৈতে বিপ্র আইসে যত।
কহিতে না পারি তা সভায় ভক্তি কত॥"

এই কয়েক ছত্রে সনাতনের শাস্ত্রচেষ্টাদির কথাও জানা যায়। আবার গ্রন্থের অন্যত্র আরও লিখিত আছে—

"দুই ভাই সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
জ্যেষ্ঠ সনাতন, রূপ কনিষ্ঠ বিদিত॥
নানা দেশী পণ্ডিতের শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনে।
বহু অর্থ দিয়া পরিতোষে সর্ব্বজনে॥"

যাহা হউক, মহাপ্রভু রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন, চারিদিক্ হইতে হরিধ্বনির বন্যা-কোলাহল বহিতে লাগিল। গৌড়াধিপ হুসেন শাহ এই অদ্ভুত জনসঙ্ঘ ও হরিধ্বনি শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইলেন। কেশব ছত্রী, শ্রীপাদ সনাতন ও রূপ তখন তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের আগমন-সংবাদ প্রদান করিলেন। এই সময়ে হুসেন শাহও শ্রীগৌরাঙ্গের অলৌকিক-প্রভাবে অভিভূত হইয়াছিলেন। যাহা হউক, রাত্রিযোগে সনাতন সহোদর রূপকে সঙ্গে লইয়া দীন বেশে মহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া দীনাতিদীনের ন্যায় রোদন করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভুর নিকট এই দুই ভ্রাতা যেরূপ দৈন্যসূচক আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, চৈতন্য-চরিতামৃতকার তাহা এই রূপে বর্ণনা করিয়াছেন—

"নীচ জাতি নীচ সঙ্গে করি নীচ কাজ।
তোমার আগেতে প্রভু কহিতে করি লাজ।
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
আমা বই পতিত জগতে নাই আর॥
আপন অযোগ্যতা দেখি মনে পাই ক্ষোভ।
তথাপি তোমার গুণে উপজয়ে লোভ॥
বামন যৈছে চাঁদ ধরিতে চাহে করে।
তৈছে এই বাঞ্ছা মোর উঠয়ে অন্তরে॥
নীচ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কাম।
গোব্রাহ্মণদ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥
মোর কর্ম্ম মোর হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ডারিয়া॥
আমা উদ্ধারিতে বলী নাহি ত্রিভুবনে।
পতিত-পাবন বিনে সবে তোমা বিনে।"

ইহার উত্তরে শ্রীগৌরাঙ্গ যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ—

"প্রভু বলে শুন রূপ দবিরখাস।
তুমি দুই ভাই মোর পুরাতন দাস॥
আজি হৈতে দোঁহার নাম রূপসনাতন
দৈন্য ছাড় তোমার দৈন্যে ফাটে মোর মন॥
জন্মে জন্মে তুমি দুই কিঙ্কর আমার।
অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় করিবেন উদ্ধার॥
এত বলি দুহার শিরে ধরি নিজ হাতে।
দুই ভাই নিল ধরি প্রভুর পদ মাথে॥"

অমর ও সন্তোষ এই দুই ভাই সনাতন ও রূপ নামে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক অভিহিত হইলেন। অমরের সনাতন নাম মহাপ্রভু-প্রদত্ত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে আমরা যে রূপ-সনাতন নাম শুনিতে পাই, এই সময় হইতেই এই দুই নামের সৃষ্টি হয়। রূপের নাম পূর্ব্বে উচ্চারিত হইলেও সনাতন রূপের অগ্রজ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের নবম অঙ্কে লিখিত হইয়াছে—

"গৌড়েন্দ্রস্য সভাবিভূষণমণিস্ত্যক্ত্বা যঃ ঋদ্ধিং প্রিয়ম্
রূপস্যাগ্রজ এষ এব তরুণীং বৈরাগ্যলক্ষ্মীং দধে।
অন্তর্ভক্তিরসেণ পূর্ণহৃদয়ো বাহ্যেবধূতাকৃতিঃ
শৈবালৈঃ পিহিতং মহাসর ইব প্রীতিপ্রদস্তদ্বিদাম্॥"

শ্রীরূপ অগ্রে বৈরাগ্য লাভ করিয়া ভক্তিজগতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়াই অগ্রে রূপের নাম উচ্চারিত হইয়া থাকে।

এস্থলে আর একটী প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে তাহা এই যে, সনাতন আপনাকে "নীচ-জাতি" "ম্লেচ্ছ জাতি" প্রভৃতি বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন কেন? তিনি যে সুবিখ্যাত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন, পূর্ব্বেই তাহার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। তিনি কখনও ম্লেচ্ছধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই, তবে এরূপ পরিচয় দেওয়ার হেতু কি! ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে ইহার হেতু এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"পিতা পিতামহাদির যৈছে শুদ্ধাচার।
তাহা বিচারিতে মনে মানয়ে ধিক্কার॥
যবন দেখিলে পিতা প্রায়শ্চিত্ত করয়।
হেন যবনের সঙ্গ নিরন্তর হয়॥
করি মুখাপেক্ষী যবনের গৃহে যান।
এ হেতু আপনাকে মানে ম্লেচ্ছের সমান॥
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে।
ম্লেচ্ছাধিক হৈতে নীচ মানে আপনারে॥
নীচ জাতি সঙ্গে সদা নীচ ব্যবহার।
এই হেতু নীচ জাত্যাদিক উক্তি তার॥
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে।
বিপ্ররাজ হৈয়া মহা খেদযুক্তান্তরে॥
অন্যত্র সর্ব্বাংশে উত্তম হৈয়া ঐছে দৈন্যকার।
নীচ ম্লেচ্ছ পাপী বলি আপনা ধিক্কার॥"

যাহা হউক, গৌরাঙ্গ সনাতন ও রূপকে আশ্বস্ত করিলেন,

প্রথম দর্শনেই অনেক প্রকার ধর্ম্মালাপ হইল। মহাপ্রভু তখন শ্রীবৃন্দাবন গমনের জন্য ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। এই সময়ে শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুকে কয়েকটী সারগর্ভ কথা বলিয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে তাহার পরিচয় আছে। মহাপ্রভু নিজে রূপসনাতনের পরিচয় দিয়া বলিতেছেন যে—

"যথা রহি তথা ঘর প্রাচীর হয় পূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক হয় পূর্ণ॥
কষ্ট সৃষ্ট করি গেলাম রামকেলিগ্রাম।
আমার ঠাঁই আইল রূপ-সনাতন নাম॥
দুই ভাই ভক্তরাজ কৃষ্ণ-কৃপাপাত্র।
ব্যবহারে রাজমন্ত্রী হয় রাজপাত্র॥
বিদ্যা ভক্তি বুদ্ধি বলে পরম প্রবীণ।
তবু আপনাকে মানে তৃণ হৈতে হীন॥
তার দৈন্য দেখি শুনি পাষাণ বিদরে।
আমি তুষ্ট হৈঞা তবে কহিল দোঁহারে॥
উত্তম হৈঞা হীন করি মানে আপনারে।
অচিরে করিবে কৃষ্ণ তোমার উদ্ধারে॥
এত কহি আমি যবে দোঁহায় বিদায় দিল।
গমন কালে সনাতন প্রহেলী কহিল॥
তদ্‌যথা—
ইহা হৈতে চল প্রভু ইহা নাহি কাজ।
যদ্যপি তোমারে ভক্তি করে গৌড়রাজ॥
তথাপি যবন জাতি না করি প্রতীতি।
তীর্থযাত্রায় তব সংঘট্ট ভাল নহে রীতি॥
যার সঙ্গে চলে এই লোক লক্ষ কোটি।
বৃন্দাবনে যাবার এ নহে পরিপাটি॥"

মহাপ্রভুকে এইরূপ প্রহেলী বলিয়া রূপসনাতন বাসভবনে প্রত্যাগমন করিলেন; কিন্তু ইহাঁদের চিত্ত শ্রীগৌরাঙ্গের শ্রীচরণে চিরদিনের তরে আকৃষ্ট হইয়া রহিল।

প্রবল অনুরাগে শ্রীরূপ আর অধিক দিন গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া শ্রীমদ্ গৌরাঙ্গচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবার জন্য বৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এদিকে সনাতনের তখনও বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি হয় নাই। তিনি বিষয়-ব্যাপারের বন্দোবস্ত করিতে তখনও ব্যাপৃত। শ্রীচরিতামৃতে লিখিত আছে—

"ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দিলা তার অর্দ্ধধনে।
এক চৌঠি ধন দিলা কুটুম্ব-ভরণে॥
দণ্ড লাগি চৌঠি সঞ্চয় করিলা।
ভাল ভাল বিপ্রস্থানে স্থাপ্য রাখিলা॥"

এতদ্ব্যতীত তিনি এক বণিকের নিকট আরও দশ সহস্র মুদ্রা গচ্ছিত রাখিয়া সংসার-বন্ধন মোচনের উপায় করিতে লাগিলেন।

রাজকার্য্যই সনাতনের দারুণ বন্ধন। হুসেন শাহ কোন ক্রমেই সনাতনকে ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিলেন না। সনাতন অতি দক্ষ মন্ত্রী ও অতি বুদ্ধিমান্। কিন্তু সংসারবৈরাগ্য ও কৃষ্ণানুরাগ অতি প্রবলভাবে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। সনাতন অবশেষে স্থির করিলেন যে, হুসেন শাহের অপ্রীতিভাজন হওয়াই মুক্তির প্রধান উপায়। এবিষয়ে চৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ বর্ণনা আছে—

"হেথা সনাতন গোসাঞি ভাবে মনে মন।
রাজা মোরে প্রীতি করে সে মোর বন্ধন॥
কোন মতে রাজা যদি মোরে ক্রুদ্ধ হয়।
তবে অব্যাহতি হয় করিল নিশ্চয়॥"

সনাতনের হৃদয় তখন বৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে। তাঁহার প্রিয়তম সহচর ও অনুজ তাঁহাকে সংসারে রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণচরণ আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থায় সনাতনের চিত্ত আর রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হইল না। তিনি রাজকার্য্য বন্ধ করিলেন, তিনি জানাইলেন, তিনি সুস্থ নহেন। রাজকার্য্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল, সনাতনের অসুস্থতা কি প্রকার তাহা জানিবার নিমিত্ত হুসেন শাহ রাজবৈদ্যকে সনাতনের নিকট পাঠাইলেন। বৈদ্য যাইয়া দেখিলেন, সনাতনের শারীরিক কোন অসুস্থতা নাই। তিনি পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনা করিতেছেন। রাজবৈদ্য এতদ্‌বৃত্তান্ত হুসেন শাহকে জানাইলেন। হুসেন শাহ বুঝিলেন, সনাতনের আর সংসারে থাকিতে ইচ্ছা নাই, তিনি মন্ত্রীর এরূপ আচরণে বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তাহাতে বুদ্ধিমান্ সনাতনের আশালতা মুকুলিত হইল। একদা হুসেন শাহ এক দিবস সহসা একটী মাত্র সহচরকে সঙ্গে লইয়া সনাতনের ভবনে উপস্থিত হইলেন এবং প্রকৃত ব্যাপার নয়নগোচর করিলেন। যথা চৈতন্যচরিতামৃতে—

"এক দিন গৌড়েশ্বর সঙ্গে একজন।
আচম্বিতে গোসাঞি-সভাতে কৈল আগমন॥
পাতসা দেখিয়া সবে সম্ভ্রমে উঠিলা।
সম্ভ্রমে আসন দিয়া পাতসায় বসাইলা॥
পাতসা কহে তোমার স্থানে বৈদ্য পাঠাইল।
বৈদ্য কহে নহে ব্যাধি সুস্থ দেখিল॥
আমার যে কিছু কার্য্য সব তোমা লঞা।
কার্য্য ছাড়ি ঘরে তুমি রহিলা বসিঞা॥
মোর যত কার্য্য কাম সব কৈলা নাশ।
কি তোমার হৃদয় হয়? কহ মোর পাশ॥"

সনাতন আর মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না। তিনি সুলতানের সমক্ষে এইরূপ স্পষ্টভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—

"সনাতন কহে নহে আমা হৈতে কাম।
আর একজন দিয়া কর সমাধান॥"

সনাতনের এই উত্তরে গৌড়াধিপ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক ভর্ৎসনা সহকারে বলিতে লাগিলেন—

"তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।
জীব বহু মারি কৈল চাকলা ছাবথার॥
হেথা তুমি কৈলা মোর রাজকার্য্য নাশ।"

সনাতন বিনীতভাবে বলিলেন, আপনার যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। সনাতনের স্বাধীন উত্তর শুনিয়া হুসেন আরও ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু তাঁহার মনের প্রকৃত ভাব এই ছিল যে, সনাতনের ন্যায় উপযুক্ত কর্ম্মচারীকে তিনি কোন ক্রমেই ছাড়িয়া দিতে পারেন না। সনাতনের মন্ত্রণায় তাঁহার রাজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, রাজকার্য্যে ও যুদ্ধবিগ্রহাদির ব্যবহারে সনাতনের মন্ত্রণা অতুল্য ও অমূল্য। ভয় দেখাইলে সনাতনের মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে পারে এই আশায় হুসেন শাহ সনাতনকে বন্দী করিলেন। এই সময়ে সনাতনের মনের ভাবজ্ঞাপক একটী পদ পদকল্পতরুতে লিখিত হইয়াছে—

"রূপের বৈরাগ্যকালে সনাতন বন্দিশালে
বিষাদ ভাবয়ে মনে মনে।
রূপেরে করুণা করি, ত্রাণ কৈলা গৌরহরি
মো অধমে না কৈলা স্মরণে॥
মোর কর্ম্মদোষ ফাঁদে হাতে গলে পায় বান্ধে
রাখিয়াছে কারাগারে ফেলি।
আপন করুণাপাশে দৃঢ় করি ধরি কেশে
চরণ নিকটে লহ তুলি॥
পশ্চাতে অগাধ জল, দুই পাশে দাবানল
সম্মুখে সাধিল ব্যাধ বাণ।
কাতরে হরিণী ডাকে পড়িয়া বিষম পাকে
এই বার কর পরিত্রাণ॥
জগাই মাধাই হেলে বাসুদেবে অজামিলে
অনায়াসে করিলে উদ্ধার।
এ দুঃখসমুদ্র ঘোরে উদ্ধার করহ মোরে
তোমা বিনে নাহি হেন আর॥
হেন কালে একজনে অলখিতে সনাতনে
পত্রী দিল রূপের লিখন।
এ রাধা বল্লভদাসে মনে হৈল আশ্বাসে
পত্রী দিলা করিয়া গোপন॥"

চৈতন্যচরিতামৃতেও এই পত্রের কথা লিখিত আছে। ফলতঃ এই পত্র পাইয়া সনাতন বন্ধনমুক্তির উপায়ে প্রবৃত্ত হইলেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষাতেই তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে—

"পত্রী পাইয়া সনাতন আনন্দিত হৈলা।
যবনরক্ষক পাশ কহিতে লাগিলা॥
তুমি এক জিন্দ পীর মহা ভাগ্যবান্।
কিতাব কোরাণ শাস্ত্রে আছে তোমার জ্ঞান॥
এক বন্দি ছাড়ে যদি নিজ ধর্ম্ম দেখিয়া।
সংসার হৈতে মুক্তি তারে করেন গোসাঞা॥
পূর্ব্বে তোমার আমি করিয়াছি উপকার।
তুমি আমা ছাড়ি কর প্রত্যুপকার॥
পাঁচ সহস্র মুদ্রা দিব কর অঙ্গীকার।
পুণ্য অর্থ দুই লাভ হইবে তোমার॥"

ইহা শুনিয়া রক্ষকের মন কিঞ্চিৎ দ্রব হইল বটে, কিন্তু সে বলিল, আপনাকে ছাড়িয়া দিতে পারি, কিন্তু রাজদণ্ডের ভয় বলবৎ রহিয়াছে। সনাতন তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন, রাজা দক্ষিণে গিয়াছেন ফিরিয়া আসিতে বিলম্বও আছে। সনাতন তাহাকে সময়ে উচিত বুদ্ধি প্রদান করিবেন ও উপস্থিত সাতহাজার মুদ্রা প্রদান করিলেন। ইহাতে যবনরক্ষক সম্মত হইয়া সনাতনকে ছাড়িয়া দিল। সনাতন মুক্তি পাইলেন এবং ঈশান নামক একটী ভৃত্যকে লইয়া শ্রীগৌরাঙ্গের উদ্দেশ্যে শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে ধাবিত হইলেন। সনাতন বনজঙ্গল ও পর্ব্বতময় পথে অনশনে ও অনাহারে গমন করিতে লাগিলেন। একটা পাহাড়ে উপস্থিত হইলে এক দস্যুর ছলনায় পড়িয়া সনাতনের প্রাণনষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। ঈশান বৃন্দাবনযাত্রার পূর্ব্বে আটটী মোহর সঙ্গে লইয়াছিল। সনাতন ইহা জানিতেন না। মোহর আটটী দস্যুর হাতে প্রদান করিয়া সনাতন নিষ্কৃতি পাইলেন। ঈশান সাতটী মোহর দান করিয়াছিল, একটী মোহর সঙ্গে রাখিয়াছিল। সনাতন ঈশানকে বলিলেন, তুমি অর্থ লইয়া আমার সহিত আসিয়াছ, আর আমার সহিত যাওয়ার তোমার প্রয়োজন নাই। মোহরটী লইয়া তুমি চলিয়া যাও। ঈশান দুঃখিত চিত্তে বিদায় লইল।

সনাতন হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন। শ্রীকান্ত হাজিপুরে হুসেন শাহের অশ্বক্রয় করিতেন। শ্রীকান্ত সনাতনের ভগিনীপতি। শ্রীকান্ত টাঙ্গীর উপর হইতে দেখিতে পাইলেন, অতি সাধারণ বস্ত্র গায়ে দিয়া মলিন বেশে সনাতন আগমন করিতেছেন। অকস্মাৎ এবম্বিধ ব্যাপার দেখিয়া তিনি বিস্ময়বিহ্বলান্তঃকরণে সনাতনকে ধরিতে অগ্রসর হইলেন। যথা ভক্তমাল গ্রন্থে—

"দেখে গিয়া সেই রাজমন্ত্রী সনাতন।
চমৎকার হৈল মুখে না সরে বচন॥
হাহাকার করিয়া অঙ্গুলী নাকে ধরি।
কহয়ে খেদোক্তি করি চক্ষে বহে বারি॥
আহা একি দশা হেন রাজ্যপদ ছাড়ি।
মলিন বসন কেন ভূমে গড়াগড়ি॥"

শ্রীকান্ত সনাতনকে একখানি ভোট কম্বল দিয়া এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন, কিন্তু সনাতন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। তিনি বারাণসী অভিমুখে ধাবিত হইলেন, শুনিতে পাইলেন মহাপ্রভু কাশীধামে উপনীত হইয়াছেন, তখন তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি কাশীধামে গিয়া ব্যাকুলভাবে :মহাপ্রভুর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। যথা ভক্তমালে—

"শ্রীচৈতন্য বলিয়া ফুকারে বারবার।
গদগদ ভাবে বহে গলদশ্রুধার॥
কেহ দেখিয়াছ কোথা গুণের সাগর।
উন্মত্তের প্রায় সাধু ঘুরিয়া বেড়ায়॥"

এই সময়ে মহাপ্রভু চন্দ্রশেখর নামক জনৈক বৈদ্যগৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। সনাতনের অনুসন্ধান সফল হইল। তিনি জানিতে পারিলেন মহাপ্রভু চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করিতেছেন।

"ঘাটের উত্তরে চন্দ্রশেখর আলয়।
দ্বারের বামেতে মনোহর স্থান হয়॥
সনাতন গোস্বামী দরবেশ বেশে।
বসিয়া আছিলেন প্রভুর দর্শন লালসে॥" (প্রেমবিলাস)

অন্তর্যামী শ্রীগৌরাঙ্গ প্রিয় ভক্তের আগমন জানিতে পারিয়া চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, দ্বারদেশে একজন বৈষ্ণব আছেন, তাঁহাকে লইয়া আইস। চন্দ্রশেখর ফিরিয়া গিয়া বলিলেন, প্রভু দ্বারে কোন বৈষ্ণব দেখিতে পাইলাম না। প্রভু বলিলেন, কাহাকেও দেখিতে পাইলে না। চন্দ্রশেখর বলিলেন, একজন দরবেশ আছে। মহাপ্রভু বলিলেন, তাঁহাকেই লইয়া এস।

সনাতন যে ভাবে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে; যথা—

"ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নথ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গপদতলে॥" (পদকল্পতরু)

সনাতন মহাপ্রভুর সন্দর্শন পাইয়া আনন্দে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে চেতন পাইয়া বলিলেন—

"শরণ লইনু প্রভু হে নাথ গৌরাঙ্গ বিভু
করুণা কটাক্ষ মোরে কর।
ও রাঙ্গা চরণে মতি তুমি সে ত্রৈলোক্যগতি
এ অধম জনারে নিস্তার॥"

মহাপ্রভু সনাতনের দৈন্য আর্ত্তনাদ শুনিয়া ব্যাকুল হইলেন, তাঁহার নয়নযুগল নেত্রজলে পরিষিক্ত হইয়া উঠিল।

"সনাতনের আর্ত্তনাদ, শুনিয়া দৈন্য বিষাদ
পুন পুন প্রভুর নয়ন।
আলিঙ্গন করিতে চায় সনাতন পাছে ধায়
কহে মোরে না কর স্পর্শন॥
তোমা স্পর্শযোগ্য প্রভু মুই ছার নহি কভু
ঘৃণাস্পদ মোর এই দেহ।
পাপময় মুই অনার্য্য সকল সাধুর ত্যাজ্য
মোরে স্পর্শ কভু না করহ॥"

মহাপ্রভু প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, আমি তোমার ন্যায় ভক্তকে স্পর্শ করিয়া পবিত্র হইলাম।

সনাতন দীনতার মূর্ত্তি, তাঁহার দৈন্যবিনয়ে শ্রীগৌরাঙ্গের হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হইল। তিনি সনাতনকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"কৃষ্ণ বড় কৃপাময় পতিতপাবন॥
মহারৌরব হৈতে তোমায় করিলেন উদ্ধার।
কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার॥"

ইহার উত্তরে সনাতন বলিলেন, আমি তোমা ভিন্ন অপর কৃষ্ণ জানি না, তুমিই স্বয়ং কৃষ্ণ এবং আমার উদ্ধারের হেতু।

অতঃপর চন্দ্রশেখর ও তপনমিশ্রের সহিত সনাতনের মিলন হইল। সনাতন কারাবাসে ছিলেন, তাঁহার নখ শশ্রু কেশাদি বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে অভদ্র দেখাইতেছিল। প্রভুর আজ্ঞায় সনাতনের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন হইল, তাঁহাকে "ভদ্র" করা হইল। সনাতন গঙ্গা স্নান করিলেন। তিনি এক বস্ত্রে পলায়ন করিয়া আসিয়াছিলেন, চন্দ্রশেখর তাঁহাকে পরিধানের জন্য এক খানি নব বস্ত্র প্রদান করিলেন। সনাতন তাহা গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, নূতন বসন নিয়া কি করিব, আমাকে এক খানা পুরাতন কাপড় দিন। সনাতন পুরাতন বস্ত্র লইয়া উহা ছিন্ন করিয়া দুই খানা কৌপীন ও একখানা বহির্ব্বাস প্রস্তুত করিলেন। এখন তিনি একবারেই বৈরাগীর বেশধারী। এ বেশ দেখিয়া দয়াময় মহাপ্রভু অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভোজনের সময় উপস্থিত হইল। সনাতন মহাপ্রভুর ভুক্তাবশেষ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। একজন মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণ যদিও সনাতনকে প্রত্যহ ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিতেন, কিন্তু তিনি প্রত্যহ ব্রাহ্মণের অন্ন

ধ্বংস করা অকর্ত্তব্য মনে করেন। এইরূপে তিনি কাশী-ধামে মহাপ্রভুর চরণান্তিকে অবস্থান করিয়া মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বনে দিনপাত করিতে লাগিলেন। হুসেন শাহের প্রধান-তম মন্ত্রী রাজপ্রতাপ সনাতন কৌপীন পরিয়া কাশীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন! ভক্তগণের চক্ষে সনাতনের এই কৌপীন রাজাধিরাজের দুকূল বসন অপেক্ষাও অধিকতর গৌরবার্হ বলিয়া প্রতিভাত হইতে লাগিল। কৌপীনই ভারতবাসীদের গৌরবপতাকা।

সনাতনের বিনয়, বৈরাগ্য ও দৈন্যদর্শনে মহাপ্রভু পরম হৃষ্ট হইলেন। সনাতন কৌপীন পরিধান করেন, মাধুকরী বৃত্তিতে জীবন ধারণ করেন, কিন্তু তখনও শ্রীকান্তপ্রদত্ত ভোট কম্বলখানি সনাতনের গায়ে ছিল। মহাপ্রভু দেখিলেন, সনাতনের দেহে এখন আর মূল্যবান্ ভোটকম্বল শোভা পায় না। তিনি একটু কটাক্ষ ভাবে ভোটকম্বলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধি-মান্ সনাতন তখনই মহাপ্রভুর মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া স্নানার্থ গঙ্গায় গেলেন। সেখানে দেখিলেন একজন গৌড়ীয়া রৌদ্রে তাঁহার গায়ের ছিন্ন কাঁথা শুষ্ক করিতেছেন। সনাতন বলিলেন, দয়াময় আপনি দয়া করিয়া আমার কম্বল খানা গ্রহণ করুন, আর আপনার এই ছিন্ন কাঁথা খানা আমায় দিয়া আমার উদ্ধার করুন। গৌড়ীয়া বলিল, দেখিতেছি আপনি প্রাচীন লোক, আমায় উপহাস করিতেছেন কেন, আমি দরিদ্র কি করিব? শতগ্রন্থি ছিন্ন কাঁথা ভিন্ন ভাল শীতবস্ত্র কোথায় পাইব? সনাতন বলিলেন, উপহাস নয় যথার্থ বলিতেছি। এ কম্বল আমার যোগ্য নহে, ঐ ছিন্ন কাঁথাই আমার যোগ্য। গৌড়ীয়া বিস্মিত হইল, সনাতনের বাক্য যে উপহাস নয় উহা বুঝিয়া কম্বল লইয়া কাঁথা খানি প্রদান করিল। সনাতন প্রফুল্লচিত্তে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া প্রস্থান করিলেন। গৌড়ীয়া বিস্মিত ভাবে যতদূর দেখা গেল সনাতনের দিকে চাহিয়া রহিল। অতঃপর সনাতন মহা-প্রভুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। যথা ভক্তমালে—

"সেই কাঁথা গলে দিয়া প্রভুর নিকটে গিয়া
দণ্ডবৎ করিয়া পড়িল।
মহাপ্রভু তাহা দেখি ছল ছল করি আঁখি
আলিঙ্গন উঠিয়া করিল॥"

অতঃপর মহাপ্রভু যাহা বলিলেন, চৈতন্যচরিতামৃতে তাহা এইরূপ লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"প্রভু কহে শুন আমি করিয়াছি বিচার।
বিষয়ভোগ খণ্ডাইল কৃষ্ণ যে তোমার॥
সে কেন রাখিবে তোমার শেষ বিষয়ভোগ।
রোগ খণ্ডি সদ্বৈদ্য না রাখে শেষ রোগ॥
তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরী গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সনাতনের আচরণে যার পর নাই আনন্দিত হইলেন। সনাতন সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অথচ বিনয়ের খনি, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য আপদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া বৈরাগ্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। মহাপ্রভু স্থির করিলেন, প্রেমভক্তির সুবিমল ধর্ম্মপ্রচার করিবার জন্য শ্রীরূপ ও সনাতনই প্রকৃত পাত্র। ইতঃপূর্ব্বে তিনি শ্রীরূপকে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এখন কাশীধামে তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মের সারসিদ্ধান্তসমূহ সনাতনের নিকট উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীপাদ সনাতন জিজ্ঞাসু ভাবে মহাপ্রভুর চরণতলে উপবেশন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ করেন, তদীয় গ্রন্থনিবহে তাহাই অভিব্যক্ত হইয়াছে। কাশীধামেই শ্রীপাদ সনাতন মহাপ্রভুর নিকট যে সকল উপদেশ প্রাপ্ত হন, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে ঐ সকল উপদেশের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম লিপিবদ্ধ আছে।

অতঃপর মহাপ্রভুর আদেশে তিনি বৃন্দাবনে গমন করেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া সনাতন যেরূপ কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, যেরূপ অনুরাগময় ও ব্যাকুলতাময় ভজননিষ্ঠায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন শ্রীরাধাবল্লভ দাসের একটী পদে তাহার আভাস পাওয়া যায়। তদ্‌যথা—

"শ্রীরূপের বড় ভাই সনাতন গোসাঞি
পাতশার উজীর হৈঞা ছিল।
শ্রীরূপের পত্র পাইয়া বন্দী হৈতে পলাইয়া
কাশীপুরে গৌরাঙ্গ ভেটিল॥
ছিঁড়া বস্ত্র অঙ্গে মলি হাতে নখ মাথে চুলি
নিকটে যাইতে অঙ্গ হালে।
দুই গুচ্ছ তৃণ করি এক গুচ্ছ দন্তে ধরি
পড়িলা গৌরাঙ্গ পদতলে॥
দরবেশ রূপ দেখি প্রভুর সজল আঁখি
বাহু পাসরিয়া আইসে ধাঞা।
সনাতনে করি কোলে, কাতরে গোসাঞী বলে
মো অধমে স্পর্শ কি লাগিঞা॥
অস্পর্শ পামর হীন, দুরাচার মন্দ হীন
নীচ সঙ্গে নীচ ব্যবহার।
এ হেন পামর জনে স্পর্শ প্রভু কি কারণে
যোগ্য নহে তোমা পরশিবার॥
ভোট কম্বল দেখি গায় প্রভু পুন পুন চায়
লজ্জিত হইলা সনাতন।

গৌড়ীয়ারে ভোট দিয়া ছিঁড়া এক কাঁথা লৈঞা
প্রভু স্থানে পুনরাগমন ॥
গৌরাঙ্গ করুণা করি, রাধা কৃষ্ণ মাধুরী
শিক্ষা করাইলা সনাতনে।
প্রভু কহে রূপ সনে দেখা হবে বৃন্দাবনে
প্রভু আজ্ঞা করিলা গমনে ॥
কভু কান্দে কভু হাসে কভু প্রেমানন্দে ভাসে
কভু ভিক্ষা কভু উপহাস।
ছেঁড়া কাঁথা নেড়া মাথা, মুখে কৃষ্ণগুণগাথা
পরিধান ছেঁড়া বহির্বাস ॥
গিয়া গোসাঞি সনাতন প্রবেশিল বৃন্দাবন
রূপ সঙ্গে হইল মিলন।
মর্ম্ম অশ্রুনেত্রে পড়ে সনাতনের পদ ধরে
কহে রূপ গদ গদ বচন ॥
গৌরাঙ্গের যত গুণ কহে রূপ সনাতন
হা নাথ হা নাথ বলি ডাকে।
ব্রজপুরে ঘরে ঘরে মাধুকরী ভিক্ষা করে
এই রূপ কথো দিন থাকে ॥
তাহা ছাড়ি কুঞ্জে কুঞ্জে ভিক্ষা করি পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল মূল করয়ে ভক্ষণ।
উচ্চৈস্বরে আর্ত্তনাদে রাধা কৃষ্ণ বলি কান্দে
এই রূপে থাকে কতদিন ॥
কত দিনে অস্মম্মনা ছাপ্পান্ন দণ্ড ভাবনা
চারিদণ্ড নিদ্রা বৃক্ষতলে।
স্বপ্নে রাধা কৃষ্ণ দেখে নাম গানে সদা থাকে
অবসর নাহি এক তিলে ॥
কখন বনের শাক অলবণে করি পাক
মুখে দেন দুই এক গ্রাস।
ছাড়ি ভোগ বিলাস তরুতলে কৈলা বাস
এক দুই দিন উপবাস ॥
সূক্ষ্ম বস্ত্র বাজে গায় ধূলায় লুটায় কায়
কণ্টকে বাজয়ে কভু পাশ।
এ রাধাবল্লভ দাস মনে বড় অভিলাষ
কবে হব তাঁর দাসের দাস ॥"

শ্রীরাধাবল্লভ দাসের এই একটি মাত্র পদেই শ্রীপাদ সনাতনের বৈরাগ্য ও ভজননিষ্ঠচিত্তের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ সনাতন এই সময়ে যে সকল গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের সেই গুলিই প্রধানতম অবলম্বন। তদ্বিরচিত হরিভক্তিবিলাস ও তট্টীকা গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের দৈনিক আচার ব্যবহারের ও ভজন-পূজনের প্রধানতম গ্রন্থ। তাঁহার প্রণীত 'তোষণী' ব্যাখ্যায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের শ্লোক গুলির যে অত্যদ্ভুত সমুজ্জল আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে, কোন প্রাচীন টীকায় শ্রীভাগবতের সেরূপ প্রকৃত মর্ম্ম প্রকাশিত হয় নাই।

তৎপ্রণীত বৃহদ্ভাগবতামৃত বৈষ্ণব সিদ্ধান্তের এক খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ভজননিপুণ সনাতন যখন বিষয় ব্যাপারে ছিলেন, তখনও যেমন তিনি হুসেন শাহের বৃহৎ রাজ্যের মহামন্ত্রী ছিলেন, সনাতন যখন ভক্তি রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, সেখানেও তাঁহার পদগৌরব প্রধানতম মন্ত্রীর ন্যায় হইয়া উঠিল। কৌপীনধারী সনাতন যে বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, সমগ্র বৈষ্ণব সমাজকে অবনত কন্ধরে তাহা মানিয়া চলিতে হইতেছে। শ্রীবৃন্দাবনে ভুবনবিখ্যাত শ্রীগোবিন্দজীর বিশাল মন্দির এই কৌপীন-কন্থা-করঙ্গধারী সনাতন ও তদনুজ শ্রীরূপের প্রযত্নে নির্ম্মিত হয়। এই দুই ভ্রাতার কীর্ত্তিকলাপের বহু চিহ্ন এখনও শ্রীবৃন্দাবনধামে বিরাজিত; ফলতঃ বর্ত্তমান শ্রীবৃন্দাবনতীর্থ ইঁহাদেরই বিশাল কীর্ত্তির সাক্ষিস্বরূপ। এখনও ভক্তগণ ভক্তি-পূত চিত্তে শ্রীবৃন্দাবনে সনাতনের সমাধিস্থান সন্দর্শন করিয়া থাকেন এবং প্রেমানন্দে সেই ধূলায় গড়াগড়ি দেন। জয়পুর প্রভৃতি স্থানে এখনও সনাতনের বহুল অনুশিষ্য বর্ত্তমান। সনাতন মধ্যে মধ্যে পুরীধামে যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিতেন। উড়িশ্যাতেও সনাতনের শিষ্যশাখা আছে। তোষণীটীকার ভূমিকা পাঠে জানা যায়, সনাতন যখন ভাগবতের দশম স্কন্ধের এই টীকা লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন শ্রীমদ্-গোপালভট্ট ও দাস রঘুনাথ গোস্বামী প্রভৃতি তাঁহার সহচর ছিলেন। যথা—

"রাধাপ্রিয়প্রেমবিশেষপুষ্টো গোপালভট্টো রঘুনাথদাসঃ।
ভ্রাতামুভৌ যত্র সুহৃৎসহায়ৌ কোনাম সোঽর্থোনভবেৎ সুসিদ্ধঃ॥"

ফলতঃ বৃন্দাবনের মধ্যে এই সময়ে ছয় গোস্বামী অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন। ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের যে শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ এখনও ইঁহাদিগের বন্দনা করিয়া থাকেন—

"শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥"

শ্রীপাদ সনাতন দীর্ঘজীবী ছিলেন, মহাপ্রভুর অপ্রকটের বহুকাল পরে ইনি শ্রীবৃন্দাবনধামে বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে তিরোধান করেন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধারণের বিশ্বাস যে সনাতন গোস্বামী কাহাকেও মন্ত্রদীক্ষাদান করেন নাই। কিন্তু তাঁহার সমসাময়িক উৎকলের 'নিরাকার সারস্বত' গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারি যে তিনি মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দেবের আদেশে উড়িষ্যার প্রসিদ্ধ ভক্তকবি অচ্যুত দাসের কর্ণে মন্ত্র দিয়াছিলেন। যথা—

"শাবী সনাতন স্বামিঙ্কি চাহিঁণ আজ্ঞা দেলে শচীসুত।
অচ্যুতানন্দঙ্কু তুম্ভে উপদেশ কর হে যাই তুরিত ॥
আজ্ঞা পাই শ্রীসনাতন গোসাইঁ সঙ্গে সুখে ঘেনী গলে।
দক্ষিণ পারুশ বটমূলে বসি কর্ণ উপদেশ দেলে ॥
শ্যাম পঞ্চাক্ষর মন্ত্র যে প্রচার মহামন্ত্র দীক্ষা দেলে।
শ্যামাঞ্জন গঙ্গা মৃত্তিকা লগাই কণ্ঠে গলারে বান্ধিলে ॥"

সনাতন চক্রবর্ত্তী, একজন প্রাচীন বঙ্গকবি। ইনি দ্বাদশস্কন্ধ ভাগবত সুললিত ছন্দে বঙ্গভাষায় অনুবাদ করেন।

সনাতনতম (পুং) অয়মেষামতিশয়েন সনাতনঃ তমপ্। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৯)

সনাতনশর্ম্মন্ (পুং) তাৎপর্য্যদীপিকা নাম্নী মেঘদূতটীকা প্রণেতা।

সনাতনী (স্ত্রী) সনাতন-টিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ লক্ষ্মী। ৩ সরস্বতী। (শব্দরত্না°) এই নামনিরুক্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সর্ব্বকাল শব্দের অর্থ সনা, তনী শব্দের অর্থ বিদ্যমান, যিনি সর্ব্বকালে বিদ্যমান রহিয়াছেন, তাহাকেই সনাতনী কহে।

"সর্ব্বকালে সনা প্রোক্তা বিদ্যমানে তনীতি চ।
সর্ব্বত্র সর্ব্বকালেষু বিদ্যমানা সনাতনী ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

সনাথ (ত্রি) নাথেন প্রভুণা সহ বর্ত্তমানঃ। প্রভুর সহিত বর্ত্তমান, প্রভুবিশিষ্ট। (স্ত্রী) সনাথা জীবদ্ভর্ত্তৃকা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্বামী বিদ্যমান আছে। (জটাধর)

সনাথতা (স্ত্রী) সনাথস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সনাথের ভাব বা ধর্ম্ম।

সনাভ (পুং) সনাভি। সোদর, সহোদর।

"তস্মাদ্ভবন্তো হৃদয়েন জাতাঃ সর্ব্বে মহীয়াংসমমুং সনাভম্।"

(ভাগবত ৫।৫।২০) 'সনাভং সোদরং' (স্বামী)

সনাভা (স্ত্রী) শ্বেতপাটল বৃক্ষ, চলিত শ্বেত-পারুল। (শব্দচ°)

সনাভি (পুং) সমানো নাভির্গোত্রমস্য (জ্যোতির্জনপদ-ত্রেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সপিণ্ড, জ্ঞাতি। (ত্রি) ২ তুল্য। (মেদিনী) ৩ স্নেহযুক্ত। (শব্দরত্না°)

সনাভ্য (পুং) সপিণ্ড, জ্ঞাতি।

"ন চ তৎ কর্ম্ম-কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচির্ভবেৎ।"(মনু৫।৮৪)

সনাম (ত্রি) সমানং নাম যস্য, সমানশব্দস্য, স আদেশঃ। সমান নামযুক্ত, তুল্যনামবিশিষ্ট।

সনামক (ত্রি) সমানং নাম যস্য, কন্। ১ সমান নামযুক্ত। (পুং) ২ শোভাঞ্জন বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সনামন্ (ত্রি) সমান নামযুক্ত।

সনায়ু (ত্রি) আপনার জন্য সনাতন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাভিলাষী, যিনি নিজের জন্য সনাতন অর্থাৎ নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ইচ্ছা করেন। "সনায়ুবো নমসানব্যো" (ঋক্ ১।৬২।১১) 'সনায়ুবঃ সনাতনং অগ্নিহোত্রাদিনিত্যং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছন্তঃ, সনেত্যেতদব্যয়ং নিত্যত্বমাচষ্টে, তেন চ তদ্বান্ লক্ষ্যতে সনা সনাতনং কর্ম্মাত্মন ইচ্ছন্তীতি সনায়ুবঃ ক্যঞ্ ছন্দসীত্যু প্রত্যয়ঃ।' (সায়ণ)

সনারু (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।১২)

সনি (পুং) সন (খনিকষ্যজীতি। উণ্ ৪।১০৯) ইতি ই। ১ পূজা। ২ দান। (উজ্জ্বল) (পুং স্ত্রী) ৩ অধ্যেষণা। (অমর) 'গুর্ব্বাদেঃ সংস্কারপূর্ব্বকং কচিদর্থে নিয়োজনং, তচ্চ হে গুরো! অস্মাকং কর্ম্ম কুরু, ইত্যাদিরূপং, সায়তে দীয়তে পুষ্পাদিকমত্র সন্-ই।' (ভরত) ৪ দিক্। (শব্দমালা)

সনিকাম (ত্রি) দানার্থ ইচ্ছুক। (তৈত্তিরীয় স° ২।১।৬।৩)

সনিতি (স্ত্রী) লাভ। "আশত্ত নরস্তোকস্য সনিতৌ" (ঋক্ ১।৮।৬) 'সনিতৌ লাভে' (সায়ণ)

সনিতৃ (ত্রি) সনু দানে তৃচ্। দাতা, দানকারী। "রাজস্য সনিতা" (ঋক্ ১।৩৬।১৩) 'সনিতা দাতা' (সায়ণ)

সনিত্র (ক্লী) ভজনসাধন ধন। "ইন্দো সনিত্রং দিব আপবস্ব" (ঋক্ ৯।৯৭।২৯) 'সনিত্রং ভজনসাধনধনং' (সায়ণ)

সনিত্ব (ত্রি) ধনলাভযুক্ত। (ঋক্ ৮।৭০।৮)

সনিত্বন্ (ক্লী) সন্তক্তা, পুত্রপৌত্রাদি। "সনিত্বাভব য়ং জীবাঃ" (ঋক্ ১০।৩৬।৯) "সনিত্বভিঃ সন্তক্তৃভিঃ পুত্রপৌত্রাদিভিঃ' (সায়ণ)

সনিদ্র (ত্রি) নিদ্রয়া সহ বর্ত্তমানঃ। নিদ্রার সহিত বর্ত্তমান, নিদ্রাযুক্ত, নিদ্রাবিশিষ্ট।

সনিন্দ (ত্রি) নিন্দয়া সহ বর্ত্তমানঃ। নিন্দাবিশিষ্ট, নিন্দিত, নিন্দার সহিত বর্ত্তমান।

সনিমেষ (ত্রি) নিমেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নিমেষবিশিষ্ট।

সনিয়ম (পুং) নিয়মেন সহঃ বর্ত্তমানঃ। নিয়মযুক্ত।

সনির্বেদ (ত্রি) নির্বেদবিশিষ্ট, বৈরাগ্যযুক্ত।

সনিঃশ্বাস (ত্রি) নিঃশ্বাসের সহিত বর্ত্তমান।

সনিষ্ঠ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ ধনবান্।

সনিষ্ঠিব (ক্লী) নিষ্ঠীবেন সহ বর্ত্তমানং। সনিষ্ঠেব শব্দার্থ।

সনিষ্ঠেব (ক্লী) অম্বুক্কত, নিষ্ঠীবনযুক্ত বাক্য। অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন, 'সনিষ্ঠীব' যে পাঠ আছে উহা লিপিকর প্রমাদ বলিয়া বুঝিতে হইবে। 'নিষ্ঠেবো মুখবারিবিন্দুঃ, তেন

সহ বর্ত্ততে ইতি সনিষ্ঠৈবং নিপূর্ব্বষ্ঠিবে ষঞ্, গুণঃ, সনিষ্ঠীবমিতি ক্বচিৎ পাঠো লিপিকরপ্রমাদাদিতি মুকুটঃ' (ভরত)

সনিষ্যদ (ত্রি) প্রবাহশীল। গতিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সনিষ্যু (ত্রি) সম্ভক্ত-কাম, সম্বিভাগ করিতে অভিলাষী। "স্বরুসনিষ্যবঃ পৃথক্" (ঋক্ ১।১২২।২)
'সনিষ্যবঃ সম্ভক্তুকামাঃ' (সায়ণ)

সনিস্রস (ত্রি) হীনাঙ্গ। (অথর্ব্ব ৫।৬।৪)

সনী (স্ত্রী) সন-বাহুলকাৎ ঙীষ্। সনি শব্দার্থ। (অমরটীকায় ভরত) ২ হস্তিকর্ণাস্ফাল। (শব্দরত্না°)

সনীড় (ত্রি) নীড়েন বাসস্থানেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ নিকট। (অমর) ২ নীড়যুক্ত।

সনীপ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব) সনীর পাঠান্তর।

সনীয়স্ (ত্রি) শ্রেষ্ঠ ধনশালী।

সনুতৃ (ত্রি) সনিতা, দাতা। (ঋক্ ১০।৭।৪)

সনুতর (ত্রি) সম্ভক্তৃতর। 'সনুতরশ্চরতি' (ঋক্ ৩।৩৮।৪) 'সনুতর সম্ভক্তৃতরঃ' (সায়ণ)

সনুত্য (ত্রি) অন্তর্হিত দেশভব। "যোনঃ সনুত্যঃ উতবা" (ঋক্ ২।৩০।৯) 'সনুত্যঃ সনুতরিত্যন্তর্হিতনাম, অন্তর্হিতে দেশে ভবশ্চোরঃ, সনুত-যৎ' (সায়ণ)

সনূদপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, পারিপাত্র পর্ব্বত। (হরিবংশ)

সনেমি (ত্রি) ১ নেমিবিশিষ্ট। (অব্য) ২ ক্ষিপ্রম্। (নিরুক্ত ১২।১৪) ৩ পুরাণ। (নৈঘণ্টু ৩।২৭)

সনেরু (ত্রি) সম্ভক্তা। "মধুজঠরে সনেরু" (ঋক্ ১০।১০৬।৮) 'সনেরু সম্ভক্তারৌ, সন সম্ভক্তৌ, অম্মাদৌণাদিক এরুঃ' (সায়ণ)

সনোজা (ত্রি) চিরজাত। "সখা সনোজা অনপচ্যুতঃ" (ঋক্ ১০।২৬।৮) 'সনোজাশ্চিরং জাতঃ' (সায়ণ)

সন্ত (পুং) সংহতল, সংহততল, যুক্তকরদ্বয়। (শব্দচ°) সৎ শব্দের প্রথমার বহুবচনে 'সন্ত' এইরূপ পদ হয়।

সন্তক্ষণ (ক্লী) ক্ষতকরণ। হানি করা। ছিন্নকরণ। বাঁধা দেওয়া।

সন্তত (ক্লী) সম্-তন-ক্ত, 'সমো বা হিততয়োঃ' ইতি পক্ষে মলোপাভাবঃ। সতত, অনাদি, অনন্ত, অবিচ্ছিন্ন। ক্রিয়াবিশেষ। নিরন্তর। (ত্রি) হতবিশিষ্ট, সম্যক্ বিস্তৃত, বহুল। সম্ শব্দের পর তত শব্দ থাকিলে বিকল্পে সম্ শব্দের মকারের লোপ হয়। সন্তত, সতত।

সন্ততজ্বর (পুং) জ্বরভেদ, নিরন্তর জ্বর। ইহার লক্ষণ—

"সপ্তাহং বা দশাহং বা দ্বাদশাহমথাপি বা।
সন্তত্যা যোঽবিসর্পী স্যাৎ সন্ততঃ স নিগদ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

সাতদিন, দশদিন বা ১২ দিন ব্যাপিয়া অবিচ্ছেদে যে জ্বর ভোগ হয়, তাহাকে সন্ততজ্বর কহে। ৭, ১০ বা ১২ দিন এই যে অনিয়ত কালের কল্পনা করা হইয়াছে, ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, বাতিকাদি ভেদে অর্থাৎ বায়ুপ্রাবল্যে ৭ দিন, পিত্তপ্রাবল্যে ১০ দিন এবং কফপ্রাবল্যে ১২ দিন অবিচ্ছেদে জ্বরভোগ হইবে। সন্তত-জ্বর বিষম জ্বরের অন্তর্গত। [জ্বর দেখ]

সন্ততাভ্যাস (পুং) সন্ততং যথা তথা অভ্যাস। নিরন্তরাভ্যাস, সর্ব্বদা অভ্যাস, স্বাধ্যায়। (ভূরিপ্র°)

সন্ততি (স্ত্রী) সম্-তন্-ক্তিন্। ১ গোত্র। ২ পঙ্ক্তি। ৩ বিস্তার। ৪ পরম্পরাভব। ৫ পুত্র, কন্যা। ৬ ব্যাপ্তি। ৭ পারম্পর্য্য। ৮ অবিচ্ছেদ, ধারা। ৯ দক্ষের কন্যা ও ক্রতুর পত্নী। (মার্ক° পু° ৫০।২৩) ১০ অলর্কের পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।১৭।৮)

সন্ততিমৎ (ত্রি) সন্ততি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সন্ততিবিশিষ্ট। (মার্ক°পু° ১২১।৩৭)

সন্ততিহোম (পুং) হোমভেদ। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ৮।১৮।৩)

সন্ততেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ, ইহার পাঠান্তর সন্নতেয়ু। (ভাগবত ৯।২০।৪)

সন্তনি (ত্রি) সতত গমনকারী। "শৃণ্বে যামেষু সন্তনিঃ" (ঋক্ ৫।৭৩।৭) 'সন্তনিঃ সততং গচ্ছন্' (সায়ণ)

সন্তনু (পুং) রাধার অনুচর একজন বালক। (পঞ্চরত্ন ২।৪।৪৬)

সন্তপন (ক্লী) সম্-তপ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে তপন।

সন্তপ্ত (ত্রি) সম্-তপ-ক্ত। অধ্ব গমনাদি দ্বারা শ্রান্ত, পরিশ্রম দ্বারা শ্রান্ত। পর্য্যায় সন্তাপিত, ধূপিত, ধূপায়িত, দূন, তপ্ত। (শব্দরত্না°) ২ অগ্নিজ তাপযুক্ত, অগ্নিতে যাহাকে তাপ দেওয়া হইয়াছে।

সন্তমক (পুং) হাঁপানি রোগভেদ।

সন্তমস্ (ক্লী) সমন্তাৎ তমঃ (অবসমন্ধেভ্যস্তমসঃ। পা ৫।৪।৭৯) ইতি অচ্। বিশ্বকৃতমঃ, ব্যাপকান্ধকার, গাঢ় অন্ধকার। ২ মোহ, মহামোহ।

সন্তরণ (ক্লী) সম্-তৃ-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে তরণ, সাঁতার, পার গমন। (ত্রি) ২ তারক, নাশক।
"দেবেভ্যো বহ্নিঃ সন্তরণো ভবঃ" (শুক্লযজুঃ ৩৫।১৩)
'সন্তরণঃ তারকো দুঃখনাশকঃ' (মহীধর)

সন্তরুত্র (ত্রি) উপদ্রবের নিবারক। "বহুলং সন্তরুত্রং সুবাচং" (ঋক্ ৩।১।১৯) 'সন্তরুত্রং সর্ব্বেষামুপদ্রবাণাং সন্তারকং' (সায়ণ)

সন্তর্জ্জন (ত্রি) ১ ভয় দেখান। ২ তাড়ন। (পুং) ৩ স্কন্দানুচরভেদ।

সন্তর্দ্দন (পুং) রাজা ধৃষ্টকেতুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৩৮)

সন্তর্পক (ত্রি) সন্তর্পকারক, তৃপ্তিকারক।

সন্তর্পণ (ক্লী) সন্তর্পয়তি ইন্দ্রিয়ানীতি সম্-তৃপ-ণিচ্-ল্যুট্। দ্রাক্ষা, দাড়িম্ব, খর্জ্জুরী, কদলী, শর্করা, লাজাচূর্ণ, মধু ও আজ্য মিশ্রিত দ্রব্য। এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিলে তাহাকে সন্তর্পণ কহে।

'দ্রাক্ষাদাড়িমখর্জ্জূরকদলীশর্করান্বিতং।
লাজাচূর্ণং সমধ্বাজ্যং সন্তর্পণমুদাহৃতম্॥' (রাজনি°)

(ত্রি) ২ তৃপ্তিকারক।

সন্তর্পণীয় (ত্রি) সম্-তৃপ-ণিচ্-অনীয়র্। সন্তর্পণযোগ্য, সন্তর্পণের উপযুক্ত।

সন্তর্প্য (ত্রি) সম্-তর্পি-যৎ। সন্তর্পণার্হ।

সন্তাড্য (ত্রি) সম্-তড্-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে তাড়নের যোগ্য, সন্তড়নীয়।

সন্তান (পুং) সন্তনোতি বিস্তারয়তি পুত্রপুষ্পাদীনিতি সম্-তন্ বিস্তারে (তনো তে রূপসংখ্যানং। পা ৩।১।১৪০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ণ। ১ কল্পবৃক্ষ। সংতন্যতে ইতি তন্-ঘঞ্। ২ বংশ। ইহার বৈদিক পর্য্যায়—তুক্, তোক, তনয়, তোক্ম, তক্ম, শেষ, অপ্ন, গয়, জা, অপত্য, যহু, সূনু, নপাৎ, প্রজা, বীজ। (নিঘণ্টু ২।২) অপত্য, পুত্র, কন্যা। ৩ বিস্তার। ৪ প্রবন্ধ। ৫ ধারা। ৬ অবিচ্ছেদ, প্রবাহ। ৭ বিস্তার, ব্যাপ্তি। (ক্লী) ৮ অস্ত্রবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে যে, মানব এই অস্ত্র দ্বারা বিদ্ধ হইলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

"সন্তানং নর্ত্তকং ঘোরমাস্যমোদকমষ্টমম্।
এতৈর্বিদ্ধাঃ সর্ব্ব এব মরণং যান্তি মানবাঃ॥" (ভারত ৫।৯৬।৪০)

সন্তানক (পুং) সন্তান-কন্। ১ কল্পবৃক্ষ, দেবতরু। ২ সন্তান শব্দার্থ। (ত্রি) ৩ বিস্তৃত, ব্যাপনশীল।

সন্তানকময় (ত্রি) ১ দেবতরুবিশিষ্ট। ২ পুত্রাদি যুক্ত।

সন্তানগণপতি (পুং) গণপতিভেদ।

সন্তানগোপাল (পুং) গোপাল ভেদ।

সন্তানবৎ (ত্রি) সন্তান অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সন্তানবিশিষ্ট, সন্তানযুক্ত, অপত্যবিশিষ্ট, যাহার সন্তান আছে।

সন্তানিক (ত্রি) ১ সন্তান বিশিষ্ট। ২ ছানাযুক্ত।

সন্তানিকা (স্ত্রী) সন্তানো বিস্তারোঽস্ত্যস্যা ইতি সন্তান-ঠন্-টাপ্। মর্কটজালতৃণ, চলিত মাকড়জালি ঘাস। ২ ছুরিকাফল। ৩ ফেন। (হারাবলী) ৪ সর, দুগ্ধের সর, দুগ্ধ জাল দিলে তাহার উপরে যে সর পরে, তাহাকে সন্তানিকা কহে।

'সন্তানিকা গুরুঃ শীতা বৃষ্যা পিত্তাস্রবাতজিৎ।' (রাজনি°)

ইহার গুণ—গুরু, শীতল, বলকর, পিত্ত, রক্তবাতনাশক। সুমিষ্ট দ্রব্যবিশেষ, চলিত সরভাজা। পাক-রাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে যে, শরাব চতুষ্টয় পরিমাণ দুগ্ধ জাল দিয়া সর প্রস্তুত করিবে, শরাবের সিকি পরিমাণ ঘৃতে ঐ সর ভাজিয়া অর্দ্ধ শরাব পরিমাণ চিনির রসে উহা মাখাইয়া লইলে সন্তানিকা প্রস্তুত হয়। ইহা অতি সুস্বাদু এবং গুরু। (পাকরাজেশ্বর)

সন্তানিন্ (পুং) পারম্পর্য্য।

সন্তানিত (ত্রি) সন্তান অস্ত্যর্থে-ইতচ্। বিস্তারিত।

সন্তাপ (পুং) সং-তপ-ঘঞ্। ১ অগ্নিজ তাপ, পর্য্যায় সংজ্বর, তাপ, প্রোষ, উষ্ম। (রাজনি°) ২ সম্যক্তাপ। ৩ দুঃখ, মনস্তাপ, অন্তর্দাহ। ৪ রিপু। ৫ অনুতাপ। ৬ দাহরোগ। [দাহরোগ দেখ।]

সন্তাপন (পুং) সন্তাপয়তীতি সং-তপ-ণিচ্-ল্যু। ১ কামদেবের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ। (ত্রিকা°) (ত্রি) ২ তাপকারক, সন্তাপজনক। (ক্লী) ৩ তাপদান।

সন্তাপবৎ (ত্রি) সন্তাপ অস্ত্যর্থে-মতুপ্ মস্য ব। সন্তাপবিশিষ্ট, তাপযুক্ত।

সন্তাপিত (ত্রি) সং-তপ-ণিচ্-ক্ত। সন্তাপযুক্ত, দুঃখিত, অধ্বাদি গমন দ্বারা শ্রান্ত। ৩ সন্তপ্ত, উত্তপ্ত, উষ্ণ।

সন্তাপিতৃ (ত্রি) সম্-তপ্-ণিচ্-তৃচ্। সন্তাপকারক, দুঃখকারক।

সন্তাপীয় (ত্রি) তাপদানের উপযুক্ত। সন্তাপার্হ।

সন্তাপ্য (ত্রি) সম্-তপ্-ণিচ্-ণ্যৎ। সন্তাপার্হ, সন্তাপের-উপযুক্ত।

সন্তার (পুং) ১ সাঁতার। ২ তরণ, পারকরণ।

সন্তারক (ত্রি) সন্তারকারী।

সন্তার্য্য (ত্রি) সন্তরণশীল। সন্তরণার্হ।

সন্তি (স্ত্রী) সনুদানে ক্তিচ্ (সনঃ ক্তিচি-লোপশ্চাস্যান্যতরস্যাং। পা ৬।৪।৪৫) ইতি ন লোপাভাবঃ। ১ দান। ২ অবসান। অস-ধাতু লটের অন্তি করিলে সন্তি এই পদ হয়, বা সৎ শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমার বহুবচন বা দ্বিতীয়ার বহুবচনেও এই পদ হয়।

সন্তুষ্ট (ত্রি) সং-তুষ-ক্ত। সন্তোষযুক্ত, তৃপ্ত, আহ্লাদিত।

সন্তুষিত (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবিস্তর)

সন্তুষ্টি (স্ত্রী) সম্-তুষ-ক্তিন্। সন্তোষ, আহ্লাদ, পরিতোষ।

সন্তৃপ্তি (স্ত্রী) সম্-তৃপ্-ক্তিন্। সম্যক্তৃপ্ত, সন্তোষ।

সন্তেজন (ক্লী) তীক্ষ্ণীকরণ। ধার দেওয়া।

সন্তোদিন্ (ত্রি) আঘাতকারী। (অথর্ব্ব° ৭।৯৫।৩)

সন্তোষ (পুং) সম্-তুষ-ঘঞ্। সন্তুষ্টি। পর্য্যায়—ধৃতি, স্বাস্থ্য। (হেম) যাহারা সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট থাকেন, তাহাদের কোন বিষয়ে আর দুঃখ হয় না। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে সন্তোষ একটী যোগাঙ্গ, ইহা নিয়মের অন্তর্গত। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বরপ্রণিধান এই সকল নিয়ম

নামে অভিহিত। যোগীদিগের প্রথমে শৌচ সিদ্ধি হইলে তাহারা সন্তোষ অবলম্বন করিবেন। যখন যে অবস্থায় হউক না কেন, সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে। এইরূপে যখন সন্তোষ সিদ্ধি হয়, তখন অনুত্তম সুখ লাভ হইয়া থাকে। "সন্তোষাদনুত্তম সুখলাভঃ" (পাতঞ্জলদ° ২।৪২) তথাচোক্তং—

"যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎসুখম্।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্॥"

সন্তোষ সিদ্ধি হইলে অর্থাৎ আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে অপার আনন্দ লাভ হয়। কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয়জনিত যে সমস্ত সুখ, এবং দিব্য অর্থাৎ সত্ত্ব মাত্র হইতে লব্ধ যে সকল সুখ ইহার কোনটীই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত তৃষ্ণাক্ষয় না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সন্তোষ হইতে পারে না। যখন তৃষ্ণা ক্ষয় হইয়া যায়, তখনই সন্তোষ লাভ হইয়া থাকে। এই সন্তোষ যখন পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধি হয়, তখন অপার আনন্দ লাভ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যোগী যখন যোগমার্গ অবলম্বন করিবেন, তখন প্রথমে যত্নসহকারে বাহ্যশৌচ ও তৎপরে অভ্যন্তর-শৌচ সিদ্ধ হইবেন। এই অভ্যন্তর-শৌচ সিদ্ধি হইতেই সন্তোষ লাভ হয়। জগতে অভাব-বোধই দুঃখের কারণ, এই অভাববোধ যদি না হয়, তাহা হইলে আত্মার পরিপূর্ণতা অনুভব হয়, ইহাকেই আত্মারাম কহে। এই অবস্থায় কোন অভাব-বোধই থাকে না, সুতরাং তখন সর্ব্বদাই যোগী সন্তুষ্ট থাকেন। সন্তোষ লাভ করিতে হইলে যাহাতে তৃষ্ণাক্ষয় হয়, তাহার প্রতি চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, রাজা যযাতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগ-তৃষ্ণা দূর করিতে না পারিয়া নিজ পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করেন। কিছুকাল বিষয়ভোগ করিয়াও যখন দেখিলেন, ভোগ তৃষ্ণা যাইবার নহে, বরং বৃদ্ধি হইতেছে, তখন পুত্রের যৌবন প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভির্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাম্।
তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥" (ভারত)

মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, এবং বৃদ্ধ হইলেও তাহা ক্ষীণ হয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সন্তোষলাভপূর্ব্বক সুখে কাল অতিবাহিত করেন।

চিত্ত ত্রিগুণাত্মক হইলেও ইহাতে সত্ত্বগুণের ভাগ অধিক। সত্ত্বগুণের পরিণাম সুখ, চিত্তভূমিতে তৃষ্ণা দ্বারা সত্ত্ব অভিভূত থাকায় নৈসর্গিক সুখের বিকাশ হইতে পারে না, তৃষ্ণাক্ষয় হইলে সেই অখণ্ড আনন্দ প্রকাশ পায়। সুখের নিমিত্ত প্রাণান্ত না করিয়া যদি বিষয়সুখকে দুঃখের কারণ বলিয়া পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে সকল বিষয়ে ও সকল অবস্থাতেই সন্তোষ লাভ হয়। এই সন্তোষ সিদ্ধি হইলে অখণ্ড সুখ লাভ হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ°)

সন্তোষণ (ক্লী) সম্-তুষ-ল্যুট্। সন্তোষ, সন্তুষ্টি।

সন্তোষণীয় (ত্রি) সম্-তুষ-অনীয়র্। সন্তোষার্হ, সন্তোষের যোগ্য।

সন্তোষবৎ (ত্রি) সন্তোষ অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সন্তোষযুক্ত, সন্তুষ্ট, আহ্লাদিত।

সন্তোষিন্ (ত্রি) সম্-তুষ-ণিনি। সন্তোষবিশিষ্ট, সন্তুষ্ট।

সন্তোষ্টব্য (ক্লী) সন্তুষ্টির যোগ্য।

সন্তোষ্য (ত্রি) সম্-তুষ-যৎ। সন্তোষার্হ, সন্তোষের উপযুক্ত, সন্তোষণীয়।

সন্ত্য (ত্রি) ফলপ্রদ, ফলদায়ী অগ্নিদেব। "গার্হপত্যেন সন্ত্য ঋতুনা" (ঋক্ ১।১৫।১২) 'সন্ত্য ফলপ্রদ অগ্নিদেব, সননেভব সনুদানে কিচ্, ন ক্তিচি দীর্ঘশ্চ' ইতি দীর্ঘঃ ন লোপাভাবঃ, ভবেশ্ছন্দসীতি যৎ' (সায়ণ)

সন্ত্যাগ (পুং) সম্-ত্যজ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে ত্যাগ, একেবারে পরিত্যাগ। (মার্কণ্ডেয়পু° ২৮।৩৫)

সন্ত্যাগিন্ (ত্রি) সম্-ত্যজ্-ণিনি। সম্যক্‌রূপে ত্যাগকারী।

সন্ত্যাজ্য (ত্রি) সম্-ত্যজ-ণ্যৎ। ত্যাগযোগ্য, সম্যক্ প্রকারে ত্যাগার্হ।

সন্ত্রাণ (ক্লী) সম্-ত্রৈ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে ত্রাণ, সম্যক্ প্রকারে রক্ষণ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬১।৭১)

সন্ত্রাস (পুং) সম্-ত্রস্-ঘঞ্। সম্যক্‌ত্রাস, সম্যক্‌ভয়।

সন্ত্রাসন (ক্লী) সম্-ত্রস্-ণিচ্-ল্যুট্। সম্যক্‌ত্রাস।

সন্দংশ (পুং) সন্দশতীবেতি সম্-দনশ-অচ্। কঙ্কমুখ, চলিত সাঁড়াশী, কাঁতরি, জাঁতি, চিম্‌টা, সন্না প্রভৃতি। সন্দংশ যন্ত্র দুই প্রকার; সনিগ্রহ সন্দংশ ও অনিগ্রহ সন্দংশ। কর্ম্মকারের সাঁড়াশীর মত অর্থাৎ যে যন্ত্র খিলবিশিষ্ট তাহার নাম সনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র এবং যাহা খিল-বিহীন ক্ষৌরকারের সন্নার ন্যায় তাহাকে অনিগ্রহ সন্দংশ যন্ত্র কহে। এই দুই প্রকার যন্ত্রই ১৬ আঙ্গুল করিয়া দীর্ঘ হইবে। চর্ম্ম, মাংস, শিরা ও স্নায়ুতে সংবিদ্ধ কণ্টকাদি এই যন্ত্র দ্বারা তুলিতে হয়। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৭ অ°)

সন্দংশক (পুং) সন্দংশ স্বার্থে কন্। সন্দংশ।

সন্দংশিকা (স্ত্রী) সন্দশতীবেতি সম্ দনশ-ণ্বুল, টাপি অত ইত্বং ১ সুচুটী, চলিত সাঁড়াশী, চিম্‌টা। ২ লৌহযন্ত্রবিশেষ, কাতারি।

সন্দংশিত (ত্রি) সম্ দংশ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে দংশিত।

সন্দদি (ত্রি) সম্মুখে সম্যক্ দানকারী। "হস্তেব শক্তিমাভ-সন্দদী-নঃ" (ঋক্ ৭।১০।৭) 'সন্দদী আভিমুখ্যেন সম্যক্‌প্রয়চ্ছন্তৌ ভবন্তং' (সায়ণ)

সন্দর্প (পুং) সম্ দৃপ-ঘঞ্। সম্যক্ দর্প, অতিশয় দর্প।

সন্দর্ভ (পুং) সম্-দৃভ্-গ্রন্থনে ঘঞ্। ১ রচনা। (হলায়ুধ) ২ প্রবন্ধ। ৩ গ্রন্থন।

'সন্দর্ভো রসনা গুম্ফঃ শ্রন্থনং গ্রন্থনং সমাঃ।' (হেম)

গ্রন্থবিশেষ, পরম্পরান্বিত রচনা, ইহার লক্ষণ—

"গূঢ়ার্থস্য প্রকাশশ্চ সারোক্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা।

নানার্থবত্ত্বং বেদ্যত্বং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ॥"

(ষট্‌সন্দর্ভের ১ কারিকা)

যে গ্রন্থে গূঢ় অর্থ সকলের প্রকাশ ও সারোক্তি আছে এবং যাহা নানা অর্থবিশিষ্ট ও যাহা দ্বারা সকল বিষয় জানা যায়, তাহাকে সন্দর্ভ কহে। সন্দর্ভগ্রন্থকে টীকাগ্রন্থবিশেষ বলা যাইতে পারে। ৪ সংগ্রহ। ৫ বিস্তার।

সন্দরু, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। হিমালয় অতিক্রম করিয়া ঐ পথে কুণাবর যাওয়া যায়। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৬ হাজার ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ৩১°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২´ পূঃ। বৎসরে দুই মাস মাত্র ঐ স্থান বরফহীন থাকে, সেই সময়ে স্থানীয় অধিবাসীরা ঐ পথে গমনাগমন করে।

সন্দর্শ (পুং) সম্-দৃশ-অচ্। সন্দর্শন।

সন্দর্শন (পুং) সম্-দৃশ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তমরূপে দর্শন, ভালরূপে দেখা। ২ পরীক্ষা। ৩ অবলোকন, নিরীক্ষণ। ৪ জ্ঞান। ৫ মূর্ত্তি, আকৃতি, চেহারা। ৬ সম্যক্‌রূপে দেখান।

সন্দর্শনদ্বীপ (পুং) দ্বীপভেদ। (রামায়ণ ৪।৪০।৬৪)

সন্দর্শনপথ (পুং) সন্দর্শনস্য পন্থা, ষচ্ সমাসান্ত। সন্দর্শনের পথ, অবলোকনের পথ।

সন্দর্শয়িতৃ (ত্রি) সম্ দৃশ্-ণিচ্-তৃচ্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারক। যিনি সম্যক্‌রূপে দেখান।

সন্দষ্ট (ত্রি) সম্-দংশ-ক্ত। ১ সংশ্লিষ্ট, সংলগ্ন। ২ কামড়ান।

সন্দাতৃ (ত্রি) সম্ দা-তৃচ্। সম্যক্ দান।

সন্দান (ক্লী) সং-দা-ল্যুট্। ১ দাম, রজ্জু, দড়ি। (অমর) ২ শৃঙ্খল, বন্ধনসাধন বস্তু। ৩ সম্যক্‌রূপে দান। ৪ বন্ধন। ৫ সম্যক্ ছেদন। (পুং) ৬ হস্তীর জানুদ্বয়ের অধোভাগ, হস্তীর গুল্‌ফের ঊর্দ্ধদেশ, হস্তীর কপোলদেশ, যে স্থান হইতে মদজল ক্ষরণ হয়।

সন্দানিকা (স্ত্রী) অরিমেদির, চলিত বিটুখদির। (রাজনি°)

সন্দানিত (ত্রি) সন্দানং জাতমস্যেতি সন্দান-ইতচ্। ১ বদ্ধ, শৃঙ্খলিত, নিগড়িত। ২ পদাদিতে বদ্ধ। ৩ ছিন্ন। (অমর)

সন্দানিনী (স্ত্রী) গোগৃহ, চলিত গোয়ালঘর। (হেম)

সন্দায় (পুং) সম্যক্ দায়।

সন্দাব (পুং) সং-দ্রু (সোমি-যুক্রুদ্রুবঃ। পা ৩।৩।২৩) ইতি ঘঞ্। পলায়ন, প্রস্থান। (অমর)

সন্দিগ্ধ (ত্রি) সম্-দিহ-ক্ত। সন্দেহযুক্ত, সন্দেহবিশিষ্ট, সন্দিহান, সংশয়িত।

সন্দিগ্ধত্ব (ক্লী) সন্দিগ্ধস্য ভাবঃ ত্ব। ১ সন্দিগ্ধের ভাব বা ধর্ম্ম, সন্দেহ। ২ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষভেদ। যে স্থলে অর্থের সন্দেহ হয়, কোনটী প্রকৃতার্থ তাহা নিশ্চয় করা যায় না, সেই স্থানে এই দোষ হয়।

'আশীঃপরম্পরাং বন্দ্যাং কর্ণে কৃত্বা কৃপাং কুরু। অত্র বন্দ্যামিতি কিং বন্দীভূতায়ামুত বন্দনীয়ায়াং ইতি সন্দেহঃ।' (সাহিত্যদ°)

এই স্থলে 'বন্দ্যাং' এই শব্দটী বন্দীভূত কি বন্দনীয় অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা প্রকৃতরূপে নিশ্চয় করিতে না পারায় এই দোষ হইল। সুতরাং কাব্যাদিতে এইরূপ শব্দবিন্যাস করিতে হইবে, যাহাতে এইরূপ সন্দিগ্ধার্থ না হয়। অর্থের সন্দেহ উপস্থিত হইলেই এই দোষ হইবে।

সন্দিগ্ধমতি (ত্রি) সন্দিগ্ধা মতির্যস্য। সন্দেহবিষয়ীভূতবুদ্ধিযুক্ত, যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা সন্দেহযুক্ত, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধ।

সন্দিগ্ধার্থ (পুং) সন্দিগ্ধোঽর্থঃ। ১ সন্দেহবিষয়ীভূতার্থ, যে অর্থে সন্দেহ থাকে। (ত্রি) ২ তদ্বিশিষ্ট, সন্দিগ্ধার্থবিশিষ্ট।

সন্দিদৃক্ষু (ত্রি) সন্দ্রষ্টুমিচ্ছুঃ, সম্-দৃশ্-সন্ উ। সন্দর্শন করিতে ইচ্ছুক, দেখিতে অভিলাষী।

সন্দিধক্ষু (ত্রি) সন্দগ্ধুমিচ্ছুঃ, সম্-দহ-সন্-উ। সম্যক্‌রূপে দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক।

সন্দিত (ত্রি) সম্-দো-ক্ত। বদ্ধ। (অমর)

সন্দিষ্ট (ক্লী) সম্-দিশ্-ক্ত। ১ বার্ত্তা, আদেশ, সংবাদ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ কথিত, আদিষ্ট, আজ্ঞপ্ত।

সন্দিষ্টার্থ (পুং) সন্দিষ্টোঽর্থো যস্য। সন্দেশহর, দূত, বার্ত্তাবহ।

সন্দিহ্ (স্ত্রী) সম্যক্ উপচিত। "বস্রোহি জঘান সন্দিহঃ" (ঋক্ ১।৫।১৯) 'সন্দিহঃ সম্যগুপচিতাঃ দিহ উপচয়ে কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি বহুলবচনাৎ কর্ম্মণি ক্বিপ্' (সায়ণ)

সন্দিহান (পুং) সং দিহ্-শানচ্। সন্দিগ্ধ, সন্দেহান্বিত।

'সন্দিহানঃ সাংশয়িকঃ সংশয়াপন্নমানসঃ।' (জটাধর)

সন্দী (স্ত্রী) ১ খট্টা, খাট, শয্যা। 'নিষদ্যা-খট্টিকা সন্দী' (ত্রিকা°)

সন্দীন (ত্রি) দীন, দুঃখী, দরিদ্র।

সন্দীপক (ত্রি) সন্‌-দীপ-ল্যু। সম্যক্‌রূপে উদ্দীপক, সম্যক্‌প্রকারে উত্তেজক।

সন্দীপন (ক্লী) সম্‌-দীপ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌রূপে দীপন, সম্যক্‌প্রকারে উত্তেজন। (ত্রি) সন্দীপনকারী। (পুং) মুনিবিশেষ।

সন্দাপনবৎ (ত্রি) সন্দীপন অস্ত্যর্থে-মতুপ্‌ মস্য ব। সন্দীপনবিশিষ্ট, উত্তেজনবিশিষ্ট।

সন্দীপ্য (পুং) ১ ময়ূরশিখাবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সন্দীপনযোগ্য, সন্দীপনীয়।

সন্দুর, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইংরাজাধিকৃত বেল্লরী জেলার মধ্যবর্ত্তী একটী সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ১৪°৫৮´ হইতে ১৫°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°২৮´ হইতে ৭৬° ৪১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১৬৪ বর্গমাইল। উহার অধিকাংশ স্থানই জঙ্গলাবৃত পর্ব্বতমালায় পরিপূর্ণ।

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশে সন্দুর বা রামণ-দুর্গ গিরিমালা বিরাজিত। উত্তরদিক্‌ হইতে তিম্মপ্পা শৈলশ্রেণী রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ব্যাপিয়া রহিয়াছে। ঐ পর্ব্বতপৃষ্ঠে তিনটী ঘাট বা গিরিপথ আছে। যেটিনহটি বা ভীমগণ্ডীর ঘাট দিয়া বেল্লরী যাওয়া যায়। রামণ-গণ্ডী নামক উপত্যকা দিয়া হস্‌পেট নগরবাসীর সহিত বাণিজ্য-পণ্যের বিনিময় চলিয়া থাকে এবং ওবলাগণ্ডী গিরিপথে অনায়াসে শকটাদি গমনাগমন করে। এই শৈলপৃষ্ঠে রামণ-দুর্গ, কুমারস্বামী ও কোম্বথরবু নামে তিনটী অধিত্যকাও আছে। ঐ তিনটীই সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট উচ্চ।

পর্ব্বতগাত্রের অধিকাংশ স্থানই শালবন সমাচ্ছন্ন। ঐ শালবনের মধ্য দিয়া পার্ব্বত্য জলধারাগুলি নীলকৃষ্ণ পর্ব্বতবক্ষে রজত রেখার ন্যায় ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত। ঐরূপ অনেকগুলি স্রোতস্বিনী সন্দুর নদী বা নারীনালারূপে পুষ্ট হইয়া হস্‌পেটের অন্তর্গত দরোজি বাঁধে আসিয়া মিশিয়াছে।

এখানকার বনভাগে ব্যাঘ্র, চিতা, সজারু, ভল্লুক, শূকর, সম্বর-হরিণ ও বন্যছাগাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ধাতব পদার্থের মধ্যে খনিজ লৌহ এবং শ্লেট, লৌহের অক্সিদ মিশ্রিত ক্লোরিটিক্‌ শ্লেট ও কোয়ার্টজ বহুপরিমাণে এখানে বিদ্যমান আছে। রামণদুর্গ-শৈলে নানাবর্ণের মৃত্তিকা দেখা যায়, তন্মধ্যে কার্পাসবপনোপযোগী কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা ও চূণামাটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুমারস্বামী-শৈলশিখরে একটী মন্দির আছে। ঐ স্থানের পাথরগুলি আগ্নেয়গিরির উদ্গীর্ণ ধাতবস্তরের পরিণতি (Lava-conglomerate) বলিয়া গৃহীত।

মল্লজী রাও ঘোরপড়ে নামক একজন মরাঠা সেনাপতি এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে বিজাপুররাজের সেনাপতি ছিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র বীরহৃদয় বীরাজী পরের দাসত্ববন্ধন ঘৃণার বিষয় মনে করিয়া মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর অধীনে জাতীয়-গৌরব-রক্ষায় বদ্ধপরিকর হন। পূর্ব্বে এই রাজ্য জনৈক বেদার-পোলিগারের শাসনাধীন ছিল। বীরাজীর পুত্র সিদাজি স্বীয় ভুজবলে বেদার-রাজাকে পরাভূত করিয়া সন্দুর রাজ্য অধিকার করেন। শিবাজীর বংশধর শম্ভাজী সিদাজীকে এই লব্ধ রাজ্যের অধীশ্বর স্বীকার করিয়া তাঁহাকেই সন্দুরের মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে সিদাজির মৃত্যু হইলে তৎপুত্র গোপাল রাও সন্দুরের রাজপদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁহার বীরত্বপ্রতিভা তাঁহাকে প্রতিষ্ঠাবান্‌ করিতে সমর্থ হয় নাই। ইতিহাস আলোচনা দ্বারা আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, গোপাল রাওর পর হইতেই সন্দুর-রাজবংশ হীনবল হইতে থাকে। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গুটী অধিকারের অব্যবহিত পরেই হায়দার আলী এই স্থান অধিকার করেন। হায়দর আলী এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং তৎপুত্র টিপু সুলতান ঐ দুর্গ সমাপন করিয়া যান। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে গোপাল রাওর পুত্র শিবরাও পিতৃরাজ্য উদ্ধার মানসে হায়দারের বিরুদ্ধে অভিযান করেন এবং ঐ যুদ্ধেই তিনি নিহত হন।

১৭৯০ খৃষ্টাব্দে শিবরাওর ভ্রাতা বেঙ্কটরাও স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র সিদাজীর পক্ষ হইয়া সন্দুর হইতে টিপু সুলতানের সেনাদল তাড়াইয়া দেন, কিন্তু তিনি শ্রীরঙ্গপত্তনের পতন না হওয়া পর্য্যন্ত সন্দুর অধিকার করিতে সাহসী হন নাই। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সিদাজির মৃত্যু ঘটে। অতঃপর পেশবা সন্দুর রাজ্যটী স্বীয় অধিকারভুক্ত করিবার নিমিত্ত দাবী করেন এবং ঐ রাজ্য হস্তগত করিয়া তিনি যশোবন্ত রাও ঘোরপড়ে নামক সিন্দেরাজের জনৈক সেনাপতিকে ঐ সম্পত্তি তৎকৃতকার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। যশোবন্ত রাও মল্লজী রাও ঘোরপড়ের বংশধর ছিলেন। যশোবন্ত রাওর অদৃষ্টে রাজ্যসুখভোগ বিধাতা লিখেন নাই। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, শেষোক্ত সিদাজীর পত্নী যশোবন্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা খণ্ডেরাওর পুত্র শিবরাওকে দত্তক গ্রহণ করেন। যাহা হউক, পেশবা বহুদিন সন্দুর রাজ্যের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ক্রমেই তাঁহার রাজ্যপিপাসা বলবতী হইতে থাকে। তিনি নাবালক শিবরাওর বিরুদ্ধে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সেনাচালনা করেন, কিন্তু তিনি ঐ যুদ্ধে বিফল মনোরথ হন। অতঃপর তাঁহারই প্রার্থনানুসারে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট সর্‌ টমাস মনরোকে সন্দুরবিজয়ে প্রেরণ করেন। ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে সন্দুর দুর্গ ও রাজ্য ইংরাজ সেনাপতির হস্তে সমর্পিত হয়। সর

টমাস্ মনরোর অনুরোধে পেশবা বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের একটী জায়গীর শিবরাওকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮১৮ খৃষ্টাব্দে পেশবার রাজ্যশাসনশক্তির সম্পূর্ণ বিলয় সাধিত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ঐ সময়ে শিবরাওকে তাঁহার পৈতৃক রাজ্য প্রদান করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার আচরণে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ও তাঁহার উত্তরাধিকারী পরম্পরাকে সন্দুর প্রদেশ নিষ্কর ভোগ করিবার নিমিত্ত এক খানি সনদ দিয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে শিবরাওর মৃত্যু ঘটিলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বেঙ্কট রাও রাজপদ পান। তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া পরলোক গমন করিলে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নাবালক শিবষণ্মুখ রাও রাজ্যেশ্বর হন, কিন্তু তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সনদ প্রাপ্ত হন নাই। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ এ জানুয়ারী তদানীন্তন ভারত-রাজ-প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে রাজা উপাধি দান করেন। ঐ উপাধি তাঁহার বংশধরগণও মস্‌নদে উপবেশন করিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে শিবষণ্মুখ রাওর মৃত্যু হইলে, তদীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রামচন্দ্র বিট্‌ঠল রাও রাজা হন। ইঁহার অধীনে সন্দুর রাজ্য সুশৃঙ্খলে শাসিত হইয়াছে। এখানকার রাজারা দত্তক-গ্রহণে অধিকারী।

এই রাজ্যের মধ্যে রামণমলয় নামক শৈলাবাস বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩১৫০ ফিট্ উচ্চ। পীড়িত সেনাগণকেই সাধারণতঃ ঐ স্বাস্থ্যাবাসে স্থান দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে কুমারস্বামী শৈলশিখরের উপরিস্থ মন্দিরের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ঐ মন্দিরটী বহু প্রাচীন ও প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী। ঐ মন্দিরের গোপুরটী পূর্ব্বমুখী, প্রবেশ-পথের বামভাগে পার্ব্বতীর মন্দির, এবং দক্ষিণে সাক্ষাৎ-লয়মূর্ত্তি শিবের মন্দির বিরাজিত। শিব ও পার্ব্বতীকে অতিক্রম করিয়া পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে তাঁহাদের পুত্র কুমার-স্বামীর (ষড়ানন কার্ত্তিকেয়) মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। কুমারস্বামী মন্দিরের সম্মুখে অগস্ত্যতীর্থ নামে একটী কুণ্ড আছে। গোপুরের সম্মুখেও একটী অষ্টকোণ স্তম্ভ দেখা যায়। উহার তলদেশে তিনটী মুখাকৃতি খোদিত আছে। উহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ মুখটী কুমারস্বামী কর্ত্তৃক নিহত তারকাসুরের মূর্ত্তি বলিয়া বিদিত। প্রতি তিন বৎসর অন্তরে এখানে একটী মহোৎসব হইয়া থাকে। ঐ মহোৎসবে খুব ধুমধাম হয়। প্রায় ৩০ হাজার তীর্থযাত্রী ঐ মেলায় সমাগত হইয়া দেবপূজাদি দিয়া থাকে। মন্দিরাধ্যক্ষের নিকট ৬১৫ সংবতে (৭১৩ খৃঃ) উৎকীর্ণ একখানি 'শাসন' আছে।

কুমারস্বামী শৈলের জলবায়ু বিশেষ স্বাস্থ্যকর। রামণ-দুর্গের ন্যায় শীতল নহে।

২ সন্দুর গ্রাম এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

সন্দুর, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লারী জেলার অন্তর্গত একটী শৈলমালা। প্রায় ১৫ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে হস্পেট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা সন্দুররাজ্যের পশ্চিম সীমা। এই পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ চূড়া রামণদুর্গ (৩১৫০ ফিট্) নামে খ্যাত। এই জন্য এই পর্ব্বতকেও রামণদুর্গ বলা হইয়া থাকে। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে এখানকার রামণমলয় নামক পর্ব্বতখণ্ডে একটী স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত হইয়াছে।

সন্দুহ্য (ত্রি) সম্-দুহ-ক্যপ্। সন্দোহ্য, সম্যক্ দোহনীয়, সম্যক্‌রূপে দোহনের উপযুক্ত।

সন্দূষণ (ক্লী) সম্-দূষ-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌রূপে দূষণ। (ত্রি) ২ সম্যক্ প্রকারে দূষণকারক। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২৩৮)

সন্দৃশ্ (স্ত্রী) সম্-দৃশ্-ক্বিপ্। সন্দর্শন, অবলোকন। "সূর্য্যস্য সন্দৃশো যুযোথাঃ" (ঋক্ ২।৩৩।১) 'সন্দৃশঃ সন্দর্শনাৎ' (সায়ণ)

সন্দৃশ্য (ত্রি) সম্-দৃশ্-যৎ। সন্দর্শনযোগ্য, দেখিবার উপযুক্ত।

সন্দৃষ্টি (স্ত্রী) সম্-দৃশ্-ক্তিন্। সম্যক্‌দৃষ্টি, সম্যক্ দর্শন। "দর্শতো রথঃ সংদৃষ্টৌ" (ঋক্ ১।১৪৫।৭) 'সন্দৃষ্টৌ সম্যক্‌দর্শনে' (সায়ণ)

সন্দেঘ (পুং) সম্-দিঘ্ (দিহ্)-ঘঞ্। সন্দেহ।
(শতপথব্রা° ১০।৫।৩।৮)

সন্দেব (পুং) ১ দেবকের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) স্ত্রিয়াং টাপ্। দেবকের কন্যা ও বসুদেবের পত্নী। শ্রীদেবা ও সুদেবা পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

সন্দেশ (পুং) সম্-দিশ্-ঘঞ্। সংবাদ, বার্ত্তা, খবর। (শব্দরত্না°) ২ স্বনামখ্যাত সুমিষ্ট দ্রব্য। ছানা ও চিনি একত্র পাক করিয়া ইহা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু। ছানা ও ক্ষীর উভয় হইতেই সন্দেশ প্রস্তুত হয়।

সন্দেশক (পুং) সন্দেশ স্বার্থে কন্। সন্দেশবাক্য, সংবাদ।

সন্দেশপদ (ক্লী) ১ যে পদের শব্দ দ্বারা প্রকৃত সন্দেশ সুগম হয়। ২ শব্দ বা স্বর লক্ষণ। "লঘুসন্দেশপদা সরস্বতী"(রঘু ৮।৭৬)

সন্দেশবাচ্ (স্ত্রী) সন্দেশ এব বাক্। সন্দেশরূপ বাক্য, সংবাদ, বার্ত্তা। পর্য্যায়—বাচিক। (অমর)

সন্দেশহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সন্দেশস্য হরঃ। দূত, বার্ত্তাবহ, যিনি সন্দেশ অর্থাৎ বার্ত্তা লইয়া যান।

সন্দেশহার (পুং) সন্দেশং হরতি 'কর্ম্মণ্যুপপদে ইতি' হৃ-অণ্। বার্ত্তাবহ, দূত।

সন্দেশহারক (পুং) সন্দেশং সংবাদং হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। দূত। (হেম)

সন্দেশহারিন্ (ত্রি) সন্দেশং হরতি হৃ-ণিনি। দূত। যিনি সংবাদ লইয়া যান।

সন্দেশার্থ (পুং) বার্ত্তার জন্য, সংবাদের নিমিত্ত। (মেঘদূত ৫)

সন্দেশোক্তি (স্ত্রী) সন্দেশস্য উক্তিঃ। সন্দেশ-কথন, সংবাদ-কথন।

সন্দেশ্য (ত্রি) সন্দেশ-ণ্যৎ। সমানদেশভব। স্বদেশজাত। (অথর্ব্ব ৪।১৬।৮)

সন্দেষ্টব্য (ত্রি) অনুসন্ধেয়। "কিং নু খলু দুষ্যন্তস্য যুক্তরূপমস্মাভিঃ সন্দেষ্টব্যম্।" (শকুন্তলা)

সন্দেহ (পুং) সং-দিহ-ঘঞ্। একধর্ম্মিক বিরুদ্ধভাবাভাব-প্রকারক জ্ঞান। (সিদ্ধান্তমুক্তা°) পর্য্যায়—বিচিকিৎসা, সংশয়, দ্বাপর। (অমর) এক ধর্ম্মাক্রান্ত দুইটী পদার্থের সংশয়াত্মক যে জ্ঞান তাহাকে সন্দেহ কহে। দ্বৈধ জ্ঞান, রজ্জু দেখিয়া ইহা সর্প বা রজ্জু এইরূপ যে সংশয়াত্মক জ্ঞান তাহাই সন্দেহ।

"সতাংহি সন্দেহপদেষু বস্তুষু প্রমাণমন্তঃকরণপ্রবৃত্তয়ঃ॥" (শকুন্তলা)

সাধুদিগের সন্দেহপদ বস্তুতে অর্থাৎ যে বস্তুতে সাধুদিগের সন্দেহ হয়, সেই স্থলে তাহাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তিই প্রমাণ, মন যাহা বলে, তাহাই ঠিক।

২ অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সন্দেহঃ প্রকৃতেঽন্যস্য সংশয়প্রতিভোত্থিতঃ।
শুদ্ধো নিশ্চয়গর্ভোঽসৌ নিশ্চয়ান্ত ইতি ত্রিধা॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৬৮০)

প্রকৃত অর্থাৎ প্রস্তুত বিষয়ে উপমেয়ে প্রতিভা দ্বারা উত্থিত উপমানের যে সংশয়, তাহাকে সন্দেহ অলঙ্কার কহে। অর্থাৎ প্রকৃত যে বর্ণনীয় বিষয় তাহাতে বুদ্ধি দ্বারা উত্থাপিত অন্যের যে সংশয় তাহারই নাম সন্দেহালঙ্কার। এই অলঙ্কার ত্রিবিধ—শুদ্ধ, নিশ্চয়গর্ভ ও নিশ্চয়ান্ত। যে স্থলে সংশয়েই পর্য্যবসান হয়, তথায় শুদ্ধ সন্দেহ, আর যে স্থলে আদি ও অন্তে সংশয়, এবং মধ্যে নিশ্চয় তাহাকে নিশ্চয়গর্ভসন্দেহ, এবং যে স্থানে আদিতে সন্দেহ এবং অন্তে নিশ্চয় তাহাকে নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ কহে।

'কিং তারুণ্যতরোরিয়ং রসভরোদ্ভিন্না নবাবল্লরী।
বেলাপ্রোচ্ছলিতস্য কিং লহরিকা লাবণ্যবারাংনিধেঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৮০)

কোন কামুক নায়ক নায়িকা দর্শন করিয়া বিতর্ক করিয়া বলিতেছে যে, এই স্ত্রী তারুণ্য রূপ-বৃক্ষের অর্থাৎ যৌবন-দ্রুমের রসভরোদ্ভিন্ন অতিশয় রস দ্বারা নিঃসৃত নূতন মঞ্জরী কি? বা বেলাপ্রোচ্ছলিত অর্থাৎ তটদেশে স্ফীতোত্থিত লাবণ্য-সমুদ্রের লহরিকা কি? এই স্থলে প্রকৃত নায়িকা তাহাতে প্রতিভা দ্বারা উত্থিত অন্য বিষয়ের সংশয় হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে সন্দেহালঙ্কার হইল। কিন্তু এই স্থলে এই সংশয়েরই পর্য্যবসান হওয়ায় শুদ্ধসন্দেহ হইল।

"অয়ং মার্ত্তণ্ডঃ কিং স খলু তুরগৈ সপ্তভিরিতঃ
কৃশানুঃ কিং সর্ব্বাঃ প্রসরতি দিশো নৈষ নিয়তম্।
কৃতান্তঃ কিং সাক্ষান্মহিষবহনোঽসাবিতি পুনঃ
সমালোক্যাজৌ ত্বাং বিদধতি বিকল্পান্ প্রতিভটাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৮০)

শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে দেখিয়া সন্দেহ করিয়া বলা হইতেছে যে ইহা কি সূর্য্য! না, সূর্য্য হইলে সাতটী অশ্বযুক্ত হইত, তবে ইহা কি অগ্নি? না, অগ্নি হইলে চারিদিক্ প্রসারিত হইত? ইহা কি যম? না, যম হইলে মহিষবাহন হইত, ইত্যাদি প্রকার সন্দেহ করিয়া স্থির হইল যে যুদ্ধস্থলে প্রতি-পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ আসিতেছে। এই স্থলে প্রথমে সন্দেহ এবং তৎপরে মধ্যে নিশ্চয় হওয়ায় নিশ্চয়গর্ভ-সন্দেহ হইল।

নিশ্চয়ান্তসন্দেহ—

"কিং তাবৎ সরসি সরোজমেতদারা
দাহোস্বিন্মুখমবভাসতে তরুণ্যাঃ।
সংশয্য ক্ষণমিতি নিশ্চিকায় কশ্চিৎ
বিব্বোকৈর্বকসহবাসিনাং পরোক্ষৈঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০।৬৮০)

সরোবরে নায়িকার মুখপঙ্কজ দেখিয়া কোন নায়ক প্রথমে সন্দেহ করিয়া পরে নিশ্চয় করিয়াছিল যে সরোবর সমীপে বর্ত্তমান ইহা কি পদ্ম? অথবা তরুণীমুখ শোভিত হইতেছে? ইহা ক্ষণকাল সংশয় করিয়া পরে বকসহচারিপদ্মের অগোচরে বিলাস দ্বারা স্থির করিল যে, ইহা পদ্ম নহে, রমণীর মুখমণ্ডল। কারণ পদ্মে ঈদৃশ বিলাস সম্ভব নহে, সুতরাং নিশ্চয়ই রমণী-মুখ। এই স্থলে পদ্ম ও রমণীমুখের প্রথমে সন্দেহ এবং তৎপরে রমণীমুখ বলিয়া নিশ্চয় হওয়ায় নিশ্চয়ান্ত সন্দেহ হইল। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

সন্দেহত্ব (ক্লী) সন্দেহস্য ভাবঃ ত্ব। সন্দেহের ভাব বা ধর্ম্ম।

সন্দেহালঙ্কার (পুং) সন্দেহ নামক অলঙ্কার। [সন্দেহ দেখ]

সন্দেহালঙ্কৃতি (স্ত্রী) সন্দেহালঙ্কার।

সন্দোল (ত্রি) ১ সুন্দর দোলা। ২ কর্ণালঙ্কারভেদ। কাণের দুল। "স্বর্ণচম্পকসন্দোল" (পঞ্চবক্ত্র)

সন্দোহ (পুং) সম্-দুহ-ঘঞ্। সমূহ। (অমর)

সন্দোহ্য (ত্রি) সম্-দুহ-ণ্যৎ। সন্দোহনীয়, সম্যক্‌রূপে দোহনযোগ্য, দোহনের উপযুক্ত।

সন্দ্রষ্টব্য (ত্রি) সম্-দৃশ্-তব্য। সম্যক্ দ্রষ্টব্য, সম্যক্‌রূপে দর্শনযোগ্য।

সন্দ্রষ্টৃ (ত্রি) সম্-দৃশ-তৃচ্। সম্যক্‌দ্রষ্টা, সম্যক্ দর্শনকারী।

সন্দ্রাব (পুং) সম্ দ্রু (সাম-যুদ্রুদুবঃ। পা ৩।৩।২৩) ইতি ঘঞ্। পলায়ন। (অমর)

সন্দ্বীপ (সনদ্বীপ), বাঙ্গালার নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম জেলার অদূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলস্থ একটী দ্বীপ। ইহা নোয়াখালি জেলার একটী অংশ মেঘনা-সাগরসঙ্গমে স্থাপিত। মেঘনা নদী সমুদ্র-সঙ্গমে স্বীয় মোহানায় যতগুলি চরসৃষ্টি করিয়াছে তন্মধ্যে এই চরটীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অক্ষা° ২২° ২৪´ হইতে ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ২২´ হইতে ৯১° ৩৫´ পূঃ মধ্য।

সন্দ্বীপ দ্বীপাকারে সমুদ্রগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইবার পর, উহার দক্ষিণে আরও ২।৩ মাইল দূরে পলি পড়িয়া আর একটী চর উত্থিত হয়। ঐ চর ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই শেষোক্ত চরটী কালীচর নামে আখ্যাত হয়। এই চরটী এত উচ্চ হইয়া উঠে যে, সমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গাঘাত ও জল-প্লাবন সন্দ্বীপের উপকূলভাগের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। সন্দ্বীপ ও কালীচরের মধ্যে প্রথমে যে জলখাতের ব্যবধান ছিল, কালবশে তাহা ক্রমশঃ মজিয়া মূল সন্দ্বীপের সহিত সংযোজিত হইয়াছে।

ভূতত্ত্বের আলোচনা দ্বারা আমরা অবগত হই যে, ইতিহাসাতীত কাল হইতে সন্দ্বীপের গঠন আরম্ভ হইয়াছিল। জল-গর্ভ হইতে সমুত্থানের পর এখানে বাঙ্গালা দেশবাসী জনগণের সমাগম এবং সেই সময় হইতে এখানে আবাদ চলিতে থাকে। পাশ্চাত্য বণিক্ ও ভ্রমণকারিগণ এই পথে বাঙ্গালায় প্রবেশ করিয়া সন্দ্বীপের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। ১৫৬৫ ভেনিস্ নগরবাসী দেশপর্য্যটক সিঙ্গার ফ্রেডারিক এদেশবাসীকে "মূর" অর্থাৎ মুসলমান বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, এই দ্বীপ তৎকালে বিশেষ উর্ব্বরা, শস্যশালী ও ধনজনে পূর্ণ ছিল। ক্ষেত্রজাত দ্রব্যের প্রচুরতানিবন্ধন এখানে সকল প্রকার আহার্য্যই সুবিধাদরে বিক্রীত এবং বৎসরে প্রায় ২০০ লবণ বোঝাই জাহাজ এখান হইতে দেশান্তরে প্রেরিত হইত। এতদ্ব্যতীত এখানে জাহাজনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদিও এত সুবিধা দরে পাওয়া যাইত যে, কনস্তান্তিনোপলের সুলতান আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হইতে তাঁহার আবশ্যকীয় পোতাদি প্রস্তুত না করিয়া এখান হইতে তুর্কবাজ্যের সমগ্র অর্ণবপোত প্রস্তুত করাইয়া লইয়া যাইতেন। অনুমান ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পার্কাস্ লিখিয়াছেন যে, এখানকার উপকূলের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। উহাদের উপাসনার জন্য এখানে যে সকল মসজিদ আছে, তৎসমুদায় দুই শত বর্ষেরও অধিক প্রাচীন। ১৬২৫ খৃষ্টাব্দে সর্ টমাস হার্ব্বার্ট এখানকার শস্যসমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, সন্দ্বীপে প্রচুর নারিকেল উৎপন্ন হয় এবং তাহা এখান হইতে চট্টগ্রাম ও আকায়াব প্রদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। এখানে ইক্ষুর চাসও যথেষ্ট আছে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীতে আরাকানী মুসলমান ও পর্ত্তুগীজ-দিগের মধ্যে চট্টগ্রামের উপকূলস্থ বাণিজ্য-প্রাধান্য লইয়া যে ঘোরতর যুদ্ধ চলিয়াছিল, তাহার ভীষণ ঝঞ্ঝা সন্দ্বীপে প্রবেশ করে এবং সেই সময়ে এখানে বহুসংখ্যক দুর্গও নির্ম্মিত হয়। ১৬০৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে পর্ত্তুগীজগণ যখন এই দ্বীপে পদার্পণ করে, তখন ঐ সকল দুর্গের একটীতে মুসলমান সৈন্য রক্ষিত ছিল। পর্ত্তুগীজগণ অবরোধান্তে দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক দুর্গবাসী মুসলমান সেনাবৃন্দকে তরবারি দ্বারা নিহত করিয়াছিল। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ প্রকৃতি আরাকানীগণ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে সন্দ্বীপ কাড়িয়া লয়। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর সায়েস্তা খাঁ সন্দ্বীপ পুনরুদ্ধারের জন্য মহাড়ম্বরে যে অভিযান করিয়াছিলেন, ফরাসী ভ্রমণকারী বার্ণিয়ারের ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহার পূর্ণচিত্র প্রদত্ত হইয়াছে।

মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের আদেশে নবাব সায়েস্তা খাঁ নৌবাহিনী প্রস্তুত করিয়া আরাকান-পতিকে দমন করেন এবং ঐ সময় হইতে চট্টগ্রাম মোগল শাসনভুক্ত হয়।

[আরাকান, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও পর্ত্তুগীজ শব্দ দেখ]

মোগল শাসনকালে ঢাকার দক্ষিণস্থ নদীতীরবাসী দস্যুগণ অথবা রাজদ্বারে দণ্ডিত অপরাধীসমূহ এখানে দ্বীপান্তরিত হইত। ঐ দ্বীপ কালে হিন্দু, মুসলমান ও মগ প্রভৃতি জাতির উপনিবেশে পর্য্যবসিত হয়। ঐ সকল অধিবাসীর কতকগুলি ভূমিকর্ষণ করিয়া, কতকগুলি মৎস্য ধরিয়া এবং অপরে জল বা স্থলপথে দস্যুবৃত্তি করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত। ঐ সকল প্রজাবৃন্দ এরূপ উদ্ধত প্রকৃতির ছিল যে, তাহারা সর্ব্বদাই স্থানীয় জমিদারবর্গের প্রতি বিদ্রোহিতাচরণ করিতে কাতর হইত না। এই কারণে প্রত্যেক জাতিই অপর জাতির শত্রু হইয়া পড়িয়াছিল। যে কোন হেতুবাদে স্থানীয় প্রজাবৃন্দ পরস্পরের মধ্যে কলহ বাধাইত। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ ইংরাজশাসনভুক্ত হইবার পর হইতে মধ্যে মধ্যে এখানে কএকবার অশান্তির উদ্রেক হয়। তালুকদারগণের আবেদনে ইংরাজ গবমেণ্ট ঐ অশান্তি দূর করিতে চেষ্টা করেন। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপ ভিন্ন ভিন্ন জোতে বিভক্ত করিয়া প্রজাবর্গের মধ্যে বিলি করার ব্যবস্থা হয় এবং একজন কলেক্টার তৎসমুদায়ের পরিদর্শন-কার্য্যে নিযুক্ত হন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সন্দ্বীপ চট্টগ্রামের শাসনভুক্ত ছিল। উক্ত বর্ষে নোয়াখালি স্বতন্ত্র জেলারূপে গঠিত হওয়ায় সন্দ্বীপ নোয়াখালী জেলার শাসনাধীন হইয়াছে।

পূর্ব্বে সন্দ্বীপ একজন ফৌজদারের অধীনে শাসিত হইত। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে এখানে সেনাদল রক্ষা বিশেষ ব্যয়সাধ্য দেখিয়া ইংরাজগবর্মেণ্ট ডন্‌কান্ সাহেবকে সেনাবাস উঠাইয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতে প্রেরণ করেন। তদনুসারে ফৌজদার-পদ বিলুপ্ত হয় এবং এক জন দারোগা এই স্থানের শাসনকর্ত্তা হন; কিন্তু তিনি ফৌজদারের ন্যায় এখানকার সর্ব্বময়কর্ত্তা ছিলেন না। ঐ দারোগা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই নাএব-আহদ্‌দারের অধীন ছিলেন। সপ্তাহের মধ্যে এক দিন মাত্র নাএব-আহদ্‌দার ধর্ম্মাধিকরণে উপবেশন করিয়া রাজ্যশাসন সম্বন্ধীয় তত্তাবৎ কার্য্য পরিদর্শন করিতেন এবং দারোগা ও তাহার সহকর্ম্মচারিগণ মকদ্দমার নথি পত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিয়া দিতেন। কিন্তু বিচারকার্য্যের সময় নাএব আহদ্‌দার, দারোগা, কানুনগোই ও স্থানীয় জমিদারবর্গ একত্র আদালতে বসিয়া মকদ্দমার মীমাংসা করিতেন। ঐ বিচারালয়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী সকল রকমই বিচার হইত। কেবল নাএব আহদ্‌দারই রাজস্ব-বিভাগের একমাত্র কর্ত্তা ছিলেন।

ডন্‌কান্ সাহেবের লিখিত বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে তৎকালে এখানেও একপ্রকার ক্রীতদাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। ঐ দাসাদিগের সহিত যে ব্যক্তি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইত, তাহাকেও ঐ দাসের নিয়মাধীনে তাহার প্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিতে হইত।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সন্দ্বীপের ভূপৃষ্ঠ অধিক উচ্চ না হওয়ায় এই স্থান প্রায়ই সমুদ্র-বন্যায় জলমগ্ন হইয়া থাকে। ১৮৬৪ ও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ ঝটিকায় সমুদ্র জল উত্থিত হইয়া এখানে ভয়াবহ ক্ষতি করে। শেষোক্ত বন্যায় নায়ামস্তি, কাঙ্গালীচর, মৌলবী-চর প্রভৃতি স্থানে প্রায় ৪০ হাজার লোক জলমগ্ন হইয়া জীবন হারাইয়াছিল। এই ভীষণ দুর্দ্দিনের পর, এখানে বিসূচিকা দেখা দেয়, তাহাতেও দেশের অবস্থা অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়ে। কারণ তথায় যে সকল মিষ্ট জলপূর্ণ দীর্ঘিকা বা পুষ্করিণী ছিল, তৎ সমুদয় লবণ জলপূর্ণ হওয়ায় পানের অনুপযুক্ত হয়, অধিকন্তু অনেক স্থানে বন্যাচালিত শবদেহ বা মৃতপশুদেহ আসিয়া পড়ায় স্থানীয় জল ও বায়ু দারুণ দুর্গন্ধময় করিয়া তুলে। ঐ সকল পূতিগন্ধময় জল পান করিয়া অধিবাসিবর্গ বিশেষ দৈবনিগ্রহ ভোগ করে। এই দুঃখের উপর দস্যুপ্রকৃতি অধিবাসিবর্গের অত্যাচারে এই স্থানকে আরও ভীতিপ্রদ করিয়া তুলিয়াছিল।

সন্ধনাজিৎ (ত্রি) সম্যক্ ধনজয়কারী। (অথর্ব্ব ৪।২০।৩)

সন্ধা (স্ত্রী) সম্‌-ধা-অঙ্। ১ স্থিতি। ২ প্রতিজ্ঞা। (মেদিনী) ৩ সন্ধান, সন্ধি, মিলন। ৪ সন্ধ্যাকাল। ৫ অনুসন্ধান।

সন্ধাতব্য (ত্রি) সম্‌-ধা-তব্য। সন্ধানযোগ্য। যাহার সহিত সন্ধি কর্ত্তব্য।

সন্ধাতৃ (পুং) ১ শিব। ২ বিষ্ণু।

সন্ধান (ক্লী) সন্ধীয়তে যদিতি সং-ধা-ল্যুট্। ১ মদ্যসজ্জীকরণ, মদ প্রস্তুত করা। পর্য্যায়—অভিষব। সন্ধানী, সন্ধিকা। (শব্দরত্না°) সন্ধীয়তে সন্ধানং বংশাঙ্কুরফলাদীন্ বহুকালং সন্ধায় যৎ ক্রিয়তে। ২ সঙ্ঘট্টন। (মেদিনী) ৩ কাম্বিক। (হলায়ুধ) ৪ মদিরা। ৫ অবদংশ। ৬ সৌরাষ্ট্র। (রাজনি°) ৭ লক্ষ্য করিয়া ধনুতে বাণযোজন। ৮ অন্বেষণ। ৯ সন্ধি। ১০ সুস্বাদু বস্তু। (ত্রি) সন্দধাতীতি সং-ধা-ল্যু। ১১ ধারক। (সুশ্রুত ১।৪৫)

সন্ধানক (ত্রি) ১ সংলগ্নকরণ। যোজন। ২ সন্ধানশব্দার্থ।

সন্ধানকারিন্ (ত্রি) সন্ধানং করোতীতি কৃ-ণিনি। সন্ধান-কারক, সন্ধানকৃৎ, যিনি সন্ধান করেন।

সন্ধানতাল (পুং) কালমানভেদ।

সন্ধানিকা (স্ত্রী) সন্ধানমস্ত্যস্যা ইতি সন্ধান-ঠন্। খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, এক প্রকার আচার। পাকরাজেশ্বরে ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—সর্ষপ এক শরাবের ১৬ ভাগের এক ভাগ, মরিচ ২ তোলা, হরিদ্রা ১ তোলা, নাগরমুথা ১ তোলা, কৃষ্ণজীরা ১ তোলা, এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিবে। পরে ২০টী আম্রকে দুই খণ্ড বা চারিখণ্ড করিয়া কাটিবে ও তাহার আটী বাহির করিয়া ফেলিবে; পরে উক্ত আম্রের মধ্যে ঐ চূর্ণ গুলি পুরিয়া দিবে এবং আম্রটীকে কাঠী দ্বারা বিদ্ধ করিয়া তৈলপাত্রে নিমজ্জিত করিবে। ইহা সন্ধানিকা নামে খ্যাত। (পাকরাজেশ্বর)

সন্ধানিত (ত্রি) সন্ধান-ইতচ্। ১ সন্ধানবিশিষ্ট। ২ সঙ্ঘটিত।

সন্ধানিনী (স্ত্রী) গোগৃহ, গোয়ালঘর।

সন্ধানী (স্ত্রী) সন্ধীয়তে যস্যামিতি সং-ধা-ল্যুট্-ঙীপ্। ১ সন্ধি, মিলন, মিশ্রণ। ২ প্রাপ্তি। ৩ বন্ধন। ৪ অন্বেষণ। ৫ পালন। ৬ ত্বক্-সঙ্কোচ। ৭ আমানি, কাঁজী। ৮ সংযোজন। ৯ সুস্বাদুবস্তু। ১০ সঙ্ঘট্টন। ১১ সন্ধান, ধনুকে বাণযোজনা। ১২ কুপ্যশালা।

সন্ধানীয় (ত্রি) সম্‌-ধা-অনীয়র্। সন্ধানযোগ্য, সন্ধানের উপযুক্ত।

সন্ধানীয়বর্গ (পুং) বৈদ্যকোক্ত ভগ্নসংযোজন কষায়-দ্রব্যগণ। এই বর্গ যথা—যষ্টিমধু, গুলঞ্চ, চাকুলি, আকনাদি, বরাক্রান্তা, মোচরস, ধাইফুল, লোধ, প্রিয়ঙ্গু ও কটফল। (চরক সূ° ৪অ°)

সন্ধারণ (ত্রি) সম্‌ ধৃ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে ধারণ।

সন্ধার্য্য (ত্রি) সম্‌-ধৃ-ণ্যৎ। সন্ধারণযোগ্য, সম্যক্‌রূপে ধারণের উপযুক্ত।

সন্ধি (পুং) সন্ধানমিতি সম্‌-ধা-কি। রাজাদিগের ষড়্‌গুণের

অন্তর্গত গুণবিশেষ। পরস্পরের সহিত মিলন, এক রাজা যখন অন্য বিপক্ষ এক রাজার সহিত বিশেষ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া মিলিত হন, তখন তাহাকে সন্ধি কহে। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয়, এই ষড়্গুণ অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিবেন। এই ৬টী গুণের মধ্যে যে স্থলে যাহা অবলম্বন করিলে নিজের বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া তাহাই করিবেন।

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥
সন্ধিন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাদ্রাজা বিগ্রহমেব চ।
উভে যানাসনে চৈব দ্বিবিধঃ সংশ্রয়ঃ স্মৃতঃ॥"(মনু ৭।১৬০।১)

এই ষড়্গুণের প্রত্যেকটীই অবস্থাভেদে দ্বিবিধ, সুতরাং সন্ধিও দ্বিবিধ। বর্ত্তমান বা ভাবিফললাভ-প্রত্যাশায় মিত্র-রাজার সহিত মিলিত হইয়া অপর শত্রু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত উক্ত মিত্ররাজার সহিত যে সন্ধি তাহা প্রথম এবং পরস্পর ভিন্নভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্র রাজার সহিত যে সন্ধি সংস্থাপিত হয়, তাহা দ্বিতীয়।

রাজা যখন নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারিবেন যে, অল্পদিন পরেই তাহার সৈন্যসংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি পাইবে এবং অপেক্ষাকৃত তিনি বিশেষ বলশালী হইতে পারিবেন, তখন আপাততঃ কিছু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহার সন্ধি করা কর্ত্তব্য। যদি বিপক্ষ রাজা যুদ্ধ না করিয়া মিত্রভাবে বিজিগীষুর হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, অথবা উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি বা স্বরাজ্যের কিয়দংশ দেন, তাহা হইলে তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া সন্ধি-সংস্থাপন করাই বিধেয়। (মনু ৭অ°)

ভোজরাজের যুক্তিকল্পতরুতে লিখিত আছে যে, রত্নাদি উপায়ন দিয়া পরস্পর মিত্রতাগ্রহে যে মিলন তাহার নাম সন্ধি। দলবদ্ধ অর্থাৎ কতকগুলি নিয়মে পরস্পর আবদ্ধ হইলে তাহাকেও সন্ধি কহে। পরস্পরের মধ্যে যিনি হীনবল তিনিই সন্ধি করিবেন। পরস্পর সন্ধি হইলে মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করা বিধেয় নহে। নিয়মভঙ্গ করিলে সন্ধি শিথিল হয়; সুতরাং সন্ধির মর্য্যাদা রক্ষা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

যে স্থানে কোন রাজা বলবান্ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন এবং অন্য বিশেষ কোন সহায় না থাকে, তাহা হইলে বলবান্ শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া তাহার কালযাপন করা বিধেয়। যে রাজা দৈব কর্ত্তৃক উপহত এবং যাহার রাজ্য দুর্গাদিযুক্ত ও চারিদিকে শত্রুবেষ্টিত তাহার সন্ধি করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে রাজা দুর্ম্মন্ত্র অর্থাৎ যাহার মন্ত্রণা নিন্দিত এবং ভিন্ন মন্ত্র ও নীচ ধর্ম্মরত, তাহার সহিত সন্ধি করিবে না। বিশেষতঃ যিনি পুরূপীড়িত তাহার সহিত কখনই সন্ধি করিবে না। ইহাদের সহিত সন্ধি করিলে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হয়।

"প্রাণবন্ধো ভবেৎ সন্ধিঃ স্বয়ং হীনস্তমাচরেৎ।
মর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং নাস্তি যদি শত্রোরিতি স্থিতিঃ॥
মর্য্যাদোল্লঙ্ঘনং যত্র শত্রৌ সংশয়িতং ভবেৎ।
নতৎ সংশায়িতং কুর্য্যাদিত্যাহ বৃহস্পতিঃ॥
বলবদ্বিগৃহীতঃ সন্ নৃপোহনন্যপ্রতিশ্রয়ঃ।
আপন্নঃ সন্ধিভাবেন বিদধ্যাদ্ কালযাপনম্॥
যে চ দৈবে নোপহতা রাষ্ট্রং যেষাঞ্চ দুর্গতম্।
বহবো রিপবো যেষাং তেষাং সন্ধির্বিধীয়তে॥
দুর্ম্মন্ত্রো ভিন্নমন্ত্রশ্চ নীচধর্ম্মরতশ্চ যঃ।
এতৈঃ সন্ধিং ন কুর্ব্বীত বিশেষাৎ পুরূপীড়িতৈঃ।
সন্ধিং হি তাদৃশৈঃ কুর্ব্বন্ প্রাণৈরপি বিযুজ্যতে॥ (ভোজরাজ)

বিষ্ণুশর্ম্মকৃত হিতোপদেশে সন্ধি নামক চতুর্থ কথাসংগ্রহে সন্ধির বিশেষ বিবরণ আছে। সংক্ষিপ্তভাবে তাহা আলোচিত হইল।—কোন রাজা প্রবলরাজকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অন্য কোনরূপে প্রতিকার করিতে সমর্থ না হইলে তাহার সহিত সন্ধি করিয়া কালযাপন করিবেন। এই সন্ধি ১৬ প্রকার, যথা—১ কপাল, ২ উপহার, ৩ সন্তান, ৪ সঙ্গত, ৫ উপন্যাস, ৬ প্রতীকার, ৭ সংযোগ, ৮ পুরুষান্তর, ৯ অদৃষ্টনর, ১০ আদিষ্ট, ১১ আত্মাদিষ্ট, ১২ উপগ্রহ, ১৩ পরিক্রয়, ১৪ ততোচ্ছিন্ন, ১৫ পরভূষণ ও ১৬ স্কন্ধোপনেয়।

"বলীয়সাভিযুক্তস্ত নৃপো নান্যপ্রতিক্রিয়ঃ।
আপন্ন সন্ধিমন্বিচ্ছেৎ কুর্ব্বাণঃ সন্ততস্তথা।
উপন্যাসঃ প্রতীকারঃ সংযোগঃ পুরুষান্তরঃ॥
অদৃষ্টনর আদিষ্ট আত্মাদিষ্ট উপগ্রহঃ।
পরিক্রয়স্ততোচ্ছিন্নস্তথা চ পরভূষণঃ॥
স্কন্ধোপনেয়ঃ সন্ধিশ্চ ষোড়শৈতে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ইতি ষোড়শকং প্রাহুঃ সন্ধিং সন্ধিবিচক্ষণাঃ॥" (হিতোপদেশ)

এই সকল সন্ধির লক্ষণ।—যে স্থলে পরস্পরে সমসন্ধি অর্থাৎ একই নিয়মে সন্ধিস্থাপন করেন, তাহাকে কপালসন্ধি কহে। যে স্থলে উপহার প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহার নাম উপহার; কন্যাদানাদি বিবাহসম্বন্ধ দ্বারা যে স্থলে সন্ধি হয়, তাহার নাম সন্তান; যতদিন জীবন থাকিবে, ততদিন সম্পত্তি বা বিপত্তি কোন সময়েই পরিত্যাগ করিবে না, এইরূপ পরস্পরের মধ্যে নিয়মবদ্ধ হইয়া যে সন্ধি তাহাকে সঙ্গত; এই সন্ধি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই সন্ধিতে পরস্পরের প্রয়োজন তুল্য, জীবন থাকিতে সম্পদ ও বিপদে কেহ কাহাকেও ত্যাগ করে না। ইহাকে কেহ কেহ

কাঞ্চন-সন্ধি বলিয়া থাকেন। সুবর্ণ যেরূপ উৎকৃষ্ট, তদ্রূপ ইহাও উৎকৃষ্ট বলিয়া ইহার নাম কাঞ্চনসন্ধি। কোন কার্য্যে সিদ্ধি ইচ্ছা করিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহাকে উপন্যাসসন্ধি কহে। আমি পূর্ব্বে উপকার করিয়াছি, এইক্ষণ আমার উপকার করিবে এই ভাবিয়া যে সন্ধি করা হয়, তাহার নাম প্রতীকার, অথবা আমি ইহার উপকার করিব, আমার উপকার করুন, এই বুদ্ধিতে যে সন্ধি হয়, তাহাকেও প্রতীকার কহে। যেমন রাম ও সুগ্রীবের সন্ধি। সুগ্রীব রামের উপকার করিবেন, রাম এই ভাবিয়া সুগ্রীবের উপকার করেন। একটী অথবা একটী ক্রিয়া উদ্দেশ করিয়া পরস্পর সমান নিয়মে যে সন্ধি হয়, তাহাকে সংযোগ-সন্ধি কহে। যে স্থলে আমাদের দুই জনের সৈন্য সকল আমার জন্য যুদ্ধ করুক এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সন্ধি করা হয়, তাহাকে পুরুষান্তর কহে। যে স্থলে শত্রু পণ করে, যে তুমি একাই আমার অর্থসিদ্ধি করিবে, এই ভাবিয়া যে সন্ধি হয়, তাহাকে অদৃষ্টনর, যে স্থলে শত্রু বর্জ্জিত একদেশ পণ দ্বারা সন্ধি হয়, তাহাকে আদিষ্ট, যে স্থলে স্বসৈন্য প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে আত্মাদিষ্ট; যে স্থলে কোষাংশ কোষার্দ্ধ বা সর্ব্বকোষ প্রদান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে পরিক্রয়; যে স্থলে রাজ্যের শ্রেষ্ঠ কতকাংশ ভূমি দান করিয়া সন্ধি হয়, তাহাকে উচ্ছিন্ন, ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারা যে সন্ধি হয়, তাহাকে পরভূষণ, এবং যে স্থলে প্রতিচ্ছিন্ন ফল প্রতিস্কন্ধে দত্ত হয়, তাহাকে স্কন্ধোপনেয় সন্ধি কহে। এই সকল সন্ধিতে পরস্পরের উপকার সাধিত, মিত্রতাসম্বন্ধ এবং উপায়নাদি দ্বারা পরস্পরের প্রীতি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। (হিতোপদেশ)

রাজা বিশেষ বিচক্ষণতার সহিত সন্ধি করিবেন। কারণ সন্ধিতে যেমন অনেক গুণ আছে, আবার তেমন দোষও আছে, সুতরাং সন্ধিবিষয়ে সাবধান না হইলে পরে হয় ত তাহাকেই বিনষ্ট হইতে হয়। এইজন্য বিশেষরূপে মনন করিয়া সন্ধি করা বিধেয়। ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু, শুক্রনীতি, মনু, মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব প্রভৃতি গ্রন্থে সন্ধির বিশেষ বিবরণ আছে।

২ অস্থিসংযোগস্থান, হাড়ের যে যে স্থলে সংযোগ হইয়াছে, তাহাকে সন্ধি কহে।

"সন্ধয়ঃ দ্বিবিধাশ্চেষ্টাবন্তঃ স্থিরাশ্চ—
শাখাসু হন্বোঃ কট্যাঞ্চ চেষ্টাবন্তো ভবন্তি হি।
শেষাস্তু সন্ধয়ঃ সর্ব্বে স্থিরাস্তজ্জৈশ্চরুদাহৃতাঃ॥" (ভাবপ্রº পূর্ব্বখº)

অস্থির সন্ধি সকল দুই প্রকার চেষ্টাবান্ ও স্থির। হস্ত, পাদ, হনু ও কটি এই সকল স্থানে যে সকল সন্ধি আছে, তাহারা ক্রিয়াবিশিষ্ট, এতদ্ভিন্ন অপর সন্ধি সকলকে নিশ্চলসন্ধি কহে। উত্থান, গমনাগমন ভারোত্তোলন প্রভৃতি বিবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া ইহাদ্বারা সম্যক্‌রূপে অবাধে সাধিত হয়, এইজন্য অস্থিসমূহ অসংখ্য সন্ধি দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। সুশ্রুত এই সকল সন্ধিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; কিন্তু ইহা দুইভাগে বিভক্ত হইলেও একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে তিন ভাগে বিভাগ করা যায়। যথা অচলসন্ধি, আংশিক চলৎ সন্ধি ও চলৎ-সন্ধি।

অচলসন্ধি—এক মাত্র নিম্ন হনুসন্ধি ভিন্ন করোটী ও মুখ মণ্ডলের আর সমুদয় সন্ধিকেই অচলসন্ধি বলা যাইতে পারে। এই সকল অচলসন্ধি তিনটী উপশ্রেণীতে বিভক্ত এবং তন্মধ্যে সেবনী সন্ধিই প্রধান। দুই খানি করাতের দন্ত সকল পরস্পর সংযুক্ত ও মিলিত হইলে যেরূপ দেখায়, সেবনী সন্ধি সকলও ঠিক সেইরূপ। করোটীতে এই প্রকার সন্ধি দেখিতে পাওয়া যায়।

আংশিক চলৎসন্ধি—এই সকল সন্ধি কিয়ৎ পরিমাণে সঞ্চলনশীল। কশেরুকাস্থ গুলির এবং বস্তির অধিকাংশ সন্ধি সকল এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

চলৎসন্ধি—এই প্রকার সন্ধির চারিটী উপশ্রেণী আছে। কতকগুলি সর্ব্বদিকে সঞ্চলনশীল। এই প্রকার সন্ধিসমূহ সকলদিকে আবর্ত্তিত হয়।

উদূখলসন্ধি—এই প্রকার সন্ধি সকল উদূখলসদৃশ গহ্বর মধ্যে অপর অস্থির গোলাকার মুখ প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। স্কন্ধসন্ধি ও উরু সন্ধি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। জানুসন্ধি, গুল্ফসন্ধি ও কফোণিসন্ধি অপর শ্রেণীর অন্তর্গত। আবর্ত্তনশীল সন্ধি প্রকোষ্ঠ ও কোদণ্ড সন্ধি সকলও এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

মহর্ষি সুশ্রুত নির্দেশ করিয়াছেন যে, দেহীদিগের দেহে সন্ধ সমেত ২১০টী সন্ধি আছে। তাহার মধ্যে হস্তপদে ৬৮, কোষ্ঠ দেশে ৫৯, গ্রীবার উর্দ্ধদেশে ৮৩, প্রত্যেক পদাঙ্গুলিতে তিন তিনটী করিয়া ১২টী, ও বৃদ্ধাঙ্গুলীতে ২টী, সন্ধ সমেত ১৭টী, জানু, গুল্ফ ও বঙ্ক্ষণে এক একটী, এইরূপ এক এক পাদে ১৭টী করিয়া ৩৪টী সন্ধি। দুই বাহুতেও এইরূপ ৩৪টী সন্ধি আছে, কটী ও কপালদেশে ৩, পৃষ্ঠদণ্ডে ২৪, দুই পার্শ্বে ২৪, বক্ষে ৮, গ্রীবায় ৮, এবং স্কন্ধদেশে ৩টী। নাড়ী, হৃদয় ও ক্লোমের সন্ধি ১৮, যত গুলি দন্তমূল ততগুলি দন্তসন্ধি, কণ্ঠদেশে ১, নাসিকায় ১, নেত্রে ২, গণ্ড,কর্ণ ও শঙ্খ দেশে এক একটী, হনুতে দুইটী, ভ্রূর উপরিভাগে দুইটী, শঙ্খদ্বয়ে দুইটী, মস্তকের কপালে অর্থাৎ খুলতে পাঁচটী, এবং মূর্দ্ধদেশে একটী।

উপরি উক্ত সন্ধি সকল আবার আট প্রকার, যথা—কোর, প্রতর, উদূখল, সামুদ্গ, তুন্নসেবনী, বায়সতুণ্ড, মণ্ডল ও শঙ্খা-

বর্ত্ত। অঙ্গুলি, মণিবন্ধ, গুলফ, জানু ও কূর্পর সংশ্রিত সন্ধিকে কোরসন্ধি কহে। বক্ষ, বঙ্ক্ষণ ও দন্তের সন্ধিকে উদূখল, অংস পীঠ, গুহ্য, যোনিদেশ ও নিতম্বসংশ্রিত সন্ধিকে সামুদ্গ, গ্রীবা ও পৃষ্ঠবংশের সন্ধিকে প্রতর; মস্তক, কটিদেশ ও কপাল-সংশ্রিত সন্ধিকে তুন্নসেবনী, হনুদ্বয়ের সন্ধিকে কাকতুণ্ড, কণ্ঠ, হৃদয়, ক্লোম ও নাড়ীর সন্ধিকে মণ্ডলাবর্ত্তসন্ধি কহে।

সন্ধি বলিলেই অস্থি-সন্ধি বুঝিতে হইবে। কারণ পেশী, স্নায়ু ও শিরা প্রভৃতির সন্ধি নাই। সন্ধিসমূহের আকৃতি অনুসারে উক্ত এ প্রকার নাম হইয়াছে। (সুশ্রুত শারীরস্থা° ৫অ° ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

৩ সংযোগ। পর্য্যায়—শ্লেষ। (অমর) ৪ সুরঙ্গা। ৫ ভগ। ৬ সঙ্ঘট্টন। ৭ রূপকের মুখাদি অঙ্গ। ৮ সাবকাশ। (মেদিনী) ৯ ভেদ। (বিশ্ব) ১০ সাধন। ১১ ব্যাকরণমতে বর্ণদ্বয়ের মিলন। দুইটী স্বর বা ব্যঞ্জন একত্র মিলিত হইলে তাহাকে সন্ধি কহে। অর্দ্ধমাত্রোচ্চারণ কাল দ্বারা অব্যবহিত বর্ণদ্বয়ের যে দ্রুততর উচ্চারণ তাহার নাম সন্ধি। যে দুইটী শব্দ অর্দ্ধমাত্রায় উচ্চারিত হইত, সেই সন্নিহিত দুইটী শব্দের যে দ্রুততর অর্থাৎ অতি শীঘ্র যে উচ্চারণ তাহাকেই সন্ধি কহে। এই নিয়মানুসারে শ্লোকার্দ্ধ বা মন্ত্রার্দ্ধের সন্ধি হইবে না, কারণ সেই স্থলে অর্দ্ধমাত্রোচ্চারণ কালের ব্যবধানই যুক্তিযুক্ত, সুতরাং সেই স্থলে ব্যবধান থাকে বলিয়া সন্ধি হয় না।

"অর্দ্ধমাত্রোচ্চারণকালেনাব্যবহিতয়োর্বর্ণয়োর্দ্রুততরোচ্চারণং সন্ধিঃ, অতএব শ্লোকার্দ্ধয়োর্মন্ত্রার্দ্ধয়োর্বা ন সন্ধিঃ, তত্র অর্দ্ধ-মাত্রোচ্চারণকালব্যবধানস্যোচিতত্বাদিতি" (প্রাঞ্চঃ)

ব্যাকরণের সন্ধিপ্রকরণে যে সকল সূত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সকল সূত্রানুসারে যে সকল কার্য্য বিহিত হয়, তাহাকেই সন্ধি কহে।

"সন্ধিরেকপদে নিত্যো নিত্যো ধাতূপসর্গয়োঃ।
সূত্রেষু চ ভবেন্নিত্যঃ সৈবান্যত্র বিভাষয়া ॥" (প্রাঞ্চঃ)

এক পদে সমাসাদি দ্বারা যে স্থলে এক পদ হয় এবং যাহা স্বাভাবিক এক পদ সেই স্থলে সন্ধি নিত্য, এইরূপ ধাতূপসর্গের একপদে সমাসাদি দ্বারা যে স্থলে একপদ হয়, এবং যাহা স্বাভাবিক একপদ সেই স্থলে সন্ধি নিত্য। এইরূপ ধাতূপসর্গের অর্থাৎ যে স্থলে ধাতুর সহিত উপসর্গের যোগ হয়, সেই স্থলে ও সূত্রে সন্ধি নিত্য হইবে। ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে বিকল্পে সন্ধি হয়।

স্বর, বিসর্গ ও ব্যঞ্জনসন্ধি ভেদে সন্ধি তিন প্রকার। যে স্থলে স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হয়, তাহাকে স্বরসন্ধি, আর যে স্থলে স ও র স্থানে বিসর্গ এবং এই বিসর্গ সম্বন্ধীয় সন্ধি সকল হয়, তাহাকে বিসর্গসন্ধি কহে। যে স্থলে স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে সন্ধি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনসন্ধি কহে। ব্যাকরণে সন্ধি-প্রকরণে ইহার বিশেষ বিবরণ ও লক্ষণাদির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সন্ধিসূত্র সকল এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না।

১২ সত্য-ত্রেতাদি যুগের মধ্য সময়, ইহার নাম যুগসন্ধি, সত্যত্রেতাদি প্রত্যেক যুগেরই নির্দ্দিষ্ট সন্ধিকাল আছে।

[তত্তদ্ যুগ শব্দে দেখ] ১৩ নাটক গ্রন্থের অংশ বিশেষ।

সন্ধিক (পুং) স্বনামখ্যাত সন্নিপাতজ্বরবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—সমস্ত শরীরে অতিশয় বেদনা, সন্ধি সকলে শোথ, মুখ অতিশয় কফপূর্ণ, নিদ্রা রাহিত্য, এবং কাস এই সকল লক্ষণ যে সন্নিপাত জ্বরে হয়, তাহাকে সন্ধিক-সন্নিপাত কহে। এই সন্নিপাতজ্বর অতিকষ্টসাধ্য। সন্ধিক জ্বরকে কেহ কেহ সন্ধিগও বলিয়া থাকে।

"ব্যাথাতিশয়িতা ভবেচ্ছ্বয়থুসংযুতা সন্ধিষু
প্রভূতকফতা মুখে বিগতনিদ্রতা কাসরুক্।
সমস্তমিতি কীর্ত্তিতং ভবতি লক্ষণং যত্র জ্বরে
ত্রিদোষজনিতে বুধৈঃ সহি নিগদ্যতে সন্ধিকঃ ॥" (ভাবপ্র°)

[জ্বর ও সন্নিপাত দেখ]

সন্ধিকা (স্ত্রী) সন্ধা এব স্বার্থে কন্। মদ্যসন্ধান। (শব্দরত্না°)

সন্ধিকুসুমা (স্ত্রী) ত্রিসন্ধিপুষ্পবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সন্ধিগ (পুং) সন্ধিক নামক সন্নিপাতজ্বর।

সন্ধিগুপ্ত (পুং) গুপ্তস্থান। যুদ্ধকালে বিপক্ষ সৈন্যের আগমন ঘটিবে জানিয়া যে পথে বা ঘাটিতে অপর পক্ষ সৈন্য সংরক্ষা করিয়া গুপ্তভাবে অবস্থান করে (Ambush)।

সন্ধিচৌর (পুং) সন্ধিকৃৎ-সুরঙ্গাকারী চৌরঃ, সন্ধিনা চৌরঃ ইতি বা। চৌরবিশেষ, চলিত সিঁদেল চোর। যাহারা সন্ধি অর্থাৎ সুরঙ্গ করিয়া চুরি করে। "সন্ধিচৌরস্তু হরিকঃ" (শব্দমালা)

সন্ধিচ্ছেদ (পুং) সন্ধির ছেদ, সন্ধি-ভঙ্গ, সন্ধির নিয়মভঙ্গ।

সন্ধিচ্ছেদক (ত্রি) সন্ধির ছেদকারী, যিনি সন্ধির নিয়ম ভঙ্গ করেন।

সন্ধিজ (ক্লী) সন্ধের্জায়তে যদিতি জন-ড। মদ্য আসবাদি।

"কার্ত্তিকে বর্জয়েৎ কাংস্যং কার্ত্তিকে মাসি সন্ধিজম্।"
"সান্ধিজমাসবাদি" (তিথিতত্ত্ব) (ত্রি) ২ সন্ধিসমুৎপন্ন, সন্ধিজাত মাত্র। সন্ধিস্থলে যে ব্রণাদি উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত ৬।২)

সন্ধিজীবক (ত্রি) সন্ধিনা অভিসন্ধিনা জীবতীতি জীব-ণ্বুল্ কুস্থিতি দ্বারা বিভবান্বেষী, যে ব্যক্তি শঠতা দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করে, চলিত কোটনা। পর্য্যায়—পার্শ্বক। (ত্রিকা°

সন্ধিত (ত্রি) সন্ধা জাতাঽস্যেতি সন্ধা-ইতচ্। ১ সন্ধিযুক্ত, মিলিত। ২ আসবাদি। (হরিভক্তিবি° ১৬ বি°)

সন্ধিতস্কর (পুং) সন্ধিকৃৎ-তস্করঃ। সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর

সন্ধিৎসু (ত্রি) সন্ধাতুমিচ্ছুঃ, সম্-ধা-সন্ উ। সন্ধি করিতে ইচ্ছুক, সন্ধি করিতে অভিলাষী।

সন্ধিন্ (পুং) সান্ধিবিগ্রহিক। যে সচিব যুদ্ধে সন্ধি করিয়া থাকেন।

সন্ধিনী (স্ত্রী) সন্ধাস্তুস্যা ইতি ইনি ঙীষ্। ১ বৃষভ দ্বারা আক্রান্ত গাভী, বৃষদ্বারা আক্রান্ত ঋতুমতী গাভী, যে গাভীকে ষাঁড় ধরান হয়, তাহাকে সন্ধিনী কহে। "যা ঋতুমতী বৃষভেণ আক্রান্তা নিষ্পাদিতমৈথুনা সা সন্ধিনী, গর্ভেণ সন্ধানং সন্ধা সা বিদ্যতেঽস্যাঃ সন্ধিনী ইন্" (ভরত) ২ অকালে দুগ্ধদায়িনী গাভী। যে গোরু অসময়ে দুধ দেয়। (শব্দরত্না°) সন্ধিনী গাভীর দুগ্ধ সেবন করিতে নাই।

"সন্ধিন্যনির্দশাবৎসা গোপযঃ পরিবর্জয়েৎ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭০)

যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় সন্ধিনী শব্দের অর্থ এইরূপ লিখিত আছে, সন্ধিনী বৃষসংসৃষ্টা, অর্থাৎ গর্ভবতী, অথবা একবেলা অতিক্রম করিয়া যাহাকে দোহন করা হয়, তাহাকে সন্ধিনী কহে। এই সন্ধিনীর দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে।

সন্ধিপূজা (স্ত্রী) সন্ধৌ অষ্টমী নবমী সন্ধিক্ষণে পূজা। শারদীয়া ও বাসন্তী মহাপূজার অন্তর্গত তৃতীয়া পূজা, মহাষ্টমী ও মহানবমী সন্ধিক্ষণে এই পূজা হয়, বলিয়া ইহাকে সন্ধিপূজা কহে। অষ্টমীর শেষ একদণ্ড এবং নবমীর প্রথম এক দণ্ড এই দুই দণ্ড কাল সন্ধিক্ষণ, এই কালে উক্ত পূজা করিতে হয়। দিবা বা রাত্রি যে সময়ে এই সন্ধিক্ষণ হইবে, সেই সময়েই উক্ত পূজা করিতে হইবে। এই সন্ধিক্ষণে পূজার বিশেষ ফল কথিত হইয়াছে। সন্ধিক্ষণের কাল অতি অল্প, সুতরাং ঐ সময়ে অষ্টমী ও নবমী প্রভৃতির ন্যায় যথাবিধানে সমস্ত পূজা হওয়া অসম্ভব, সুতরাং ঐ কালে যথানিয়মে কেবল মূলপূজা করিতে হইবে, তাহা হইলে সমস্ত পূজারই ফল লাভ হইবে।

"অষ্টমী নবমীসন্ধৌ তৃতীয়া খলু কথ্যতে।
তত্র পূজাত্বহং পুত্র যোগিনীগণসংযুতা॥
অষ্টম্যাং সন্ধিযোগে সকলপরিজনৈঃ পূজয়েৎ সত্ত্বভাবৈঃ॥"
"অষ্টম্যা শেষদণ্ডশ্চ নবম্যাঃ পূর্ব্ব এব চ।
অত্র যা ক্রিয়তে পূজা বিজ্ঞেয়া সা মহাফলা॥
অর্দ্ধরাত্রে দশগুণং সন্ধ্যায়াং ত্রিগুণং ভবেৎ।
অষ্টমীনবমীযোগো রাত্রিভাগে বিশিষ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিকালে যে পূজা, ইহা তৃতীয়া পূজা। কারণ সপ্তমীতে প্রথমা পূজা, অষ্টমীতে দ্বিতীয়া পূজা এবং সন্ধিক্ষণে যে পূজা তাহার নাম তৃতীয়া পূজা। এই সন্ধিক্ষণে যে পূজা করা হয়, তাহাতে ত্রিগুণ ফল হইয়া থাকে। সন্ধিক্ষণ দিবাভাগ অপেক্ষা রাত্রিভাগেই প্রশস্ত।

সন্ধিপূজার বলিদান স্থানে অষ্টমী নবমীর সন্ধিক্ষণে অর্থাৎ যে সময় অষ্টমী যাইয়া নবমী তিথি পড়ে, সেই মুহূর্ত্তেই প্রশস্ত, কিন্তু অষ্টমী দণ্ডে বলিদান হইবে না, অষ্টমী উত্তীর্ণ হইয়া একটু নবমী হইলেও তাহাতে দোষ হইবে না, কিন্তু অষ্টমী থাকিতে কদাচ বলি দিবে না। কারণ সন্ধিপূজার অষ্টমীতে বলিদান করিলে পুত্রাদি নাশ হয়।

"অষ্টম্যাং বলিদানেন পুত্রনাশো ভবেদ্ধ্রুবম্।
ইতি সন্ধিপূজা বলিদানপরং তৎপূজায়া উভয়তিথিকর্ত্তব্যত্বেন তদ্বলিদানস্য নবম্যাং সাবকাশত্বাৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

বৃহন্নন্দিকেশ্বর ও দেবীপুরাণাদিমতে সন্ধিপূজাকালে ভগবতী দুর্গার পূজা করিতে হয়। কিন্তু কালিকা-পুরাণমতে পূজাকালে ভগবতী দুর্গাকে চামুণ্ডারূপিণী ভাবিয়া চামুণ্ডার পূজা করিতে হয়। বিশেষ বিবরণ তত্তদ্পুরাণোক্ত পদ্ধতিতে বিবৃত হইয়াছে। [দুর্গা শব্দ দেখ]

সন্ধিবন্ধ (পুং) সন্ধিং বধ্নাতীতি বন্ধ-অচ্। ভূমি-চম্পক। ভুঁইচাঁপা। (শব্দচ°)

সন্ধিবন্ধন (ক্লী) সন্ধের্বন্ধনং যস্মাৎ। শিরা, স্নায়ুশিরা, এই শিরাই সন্ধিস্থানকে বন্ধন করিয়া রাখে, এইজন্য ইহাকে সন্ধিবন্ধন কহে। ২ সন্ধির বন্ধন, সন্ধির বাঁধন।

সন্ধিভঙ্গ (পুং) ১ সন্ধির নিয়মভঙ্গ, পরস্পরের মধ্যে যে নিয়মে সন্ধি হয়, সেই নিয়মের অন্যথা হইলে সন্ধিভঙ্গ হয়। ২ অস্থিভঙ্গ, সন্ধিস্থল ভাঙ্গিয়া যাওয়া। (বৈদ্যক)

সন্ধিমৎ (ত্রি) সন্ধি-অস্ত্যর্থে মতুপ্। সন্ধিবিশিষ্ট, সন্ধিযুক্ত।

সন্ধিমতি (পুং) কাশ্মীরের জয়েন্দ্ররাজমন্ত্রী। ইনি পরে কাশ্মীরের রাজা হন। (রাজতর° ২ তরঙ্গ)

সন্ধিমুক্তভগ্ন (ক্লী) দ্বিবিধ ভগ্নরোগের অন্যতর ভগ্নরোগ। ইহার লক্ষণ—সন্ধি বিশ্লেষ হইলে ঐ স্থান স্পর্শাসহিষ্ণু হয় এবং প্রসারণ, আকুঞ্চন, বা পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিতে অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। এই সন্ধি ছয় প্রকার। যথা—উৎশ্লিষ্টসন্ধিবিশ্লেষ, বিশ্লিষ্টসন্ধি, বিবর্ত্তিত, তির্য্যগ্‌গত, ক্ষিপ্ত ও অধঃক্ষিপ্ত।

সন্ধিস্থ অস্থিদ্বয় পরস্পরে ঘর্ষিত হইয়া বিশ্লেষ হইলে তাহাকে উৎশ্লিষ্টসন্ধি-বিশ্লেষ কহে। ইহাতে সন্ধির চতুষ্পার্শ্বে অত্যন্ত শোথ এবং রাত্রিকালে বেদনা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান অল্পমাত্র বিশ্লেষিত হইলে তাহাকে বিশ্লিষ্ট সন্ধি কহে। ইহাতেও অত্যন্ত শোথ ও সর্ব্বদা বেদনা হয়, এবং রাত্রিতে বেদনা বাড়িয়া থাকে।

অস্থিদ্বয়ের সংযোগস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া বিপরীতভাবে অবস্থিতি করিলে তাহাকে বিবর্ত্তিতসন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে অস্থিপার্শ্বে অতিশয় বেদনা হয়। অস্থিদ্বয়ের সন্ধিবিশ্লেষ হইয়া একমাত্র অস্থিসন্ধিস্থানকে পরিত্যাগ করিয়া তির্য্যক্

ভাবে অবস্থান করিলে তাহাকে তির্য্যগ্গত সন্ধিবিশ্লেষ, আর অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া একটী অস্থি অধোদিকে অপসৃত হইলে তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিবিশ্লেষ কহে, ইহাতে সন্ধির বিঘটন হয়। অস্থিদ্বয়ের সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া একটী অস্থি উর্দ্ধে নীত হইলে তাহাকে ক্ষিপ্ত বা উৎক্ষিপ্তসন্ধিবিশ্লেষ বলে। এই সকল প্রকার সন্ধিবিশ্লেষেই অত্যন্ত বেদনা হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° ভগ্নরোগাধি°) [ভগ্নরোগ দেখ]

সন্ধিরন্ধ্রকা (স্ত্রী) সন্ধিরন্ধ্রেণ কায়তীতি কৈ-ক-টাপ। সুরঙ্গা।

সন্ধিরাগ (পুং) সন্ধ্যায়াঃ রাগঃ। সিন্দূর।

সন্ধিলা (স্ত্রী) সন্ধিং লাতীতি লা-ক। ১ সুরঙ্গা। ২ নদী। ৩ মদিরা। (মেদিনী)

সন্ধিবিগ্রহক (পুং) সন্ধি ও বিগ্রহ (যুদ্ধ) কার্য্য যাহার পরামর্শে পরিচালিত হয় এরূপ সচিব। (রাজতর° ৬।৩২০) সান্ধিবিগ্রহিক প্রকৃত পাঠ।

সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ (পুং) সান্ধিবিগ্রহিক। (কথাসরিৎসা° ৪২।৯১)

সন্ধিবেলা (স্ত্রী) সন্ধিরূপা বেলা। কালবিশেষ, সন্ধ্যাকাল। অহোরাত্রের আদিমেলনরূপ কাল।

"উপাস্তে সন্ধিবেলায়াং নিশায়া দিবসস্য চ।
তামেব সন্ধ্যাং তস্মাত্তু প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

দিবা ও রাত্রির সন্ধিবেলাতে সন্ধ্যায় উপাসনা করিতে হয়। [সন্ধ্যা দেখ]

সন্ধিষামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ২।৯।১৯)

সন্ধিসিতাসিতরোগ (পুং) চক্ষুরোগভেদ।

সন্ধিহারক (পুং) সন্ধিনা হরতীতি হৃ-ণ্বুল্। সন্ধিচোর, সিঁদেল চোর।

'বন্দিচৌরো মাচলঃ স্যাৎ কুম্ভিলঃ সন্ধিহারকঃ।' (তারাবলী)

সন্ধীশ্বর (পুং) কাশ্মীরস্থ শিবলিঙ্গভেদ। (রাজতর° ২।১৪০)

সন্ধুক্ষণ (ত্রি) ১ উদ্দীপনকারী। ২ প্রজ্বলনকারী। (ক্লী) ৩ উদ্দীপন। ৪ প্রজ্বলন।

সন্ধুক্ষিত (ত্রি) সম্-ধুক্ষ-ক্ত। উদ্দীপিত, প্রজ্বলিত। উত্তেজিত।

সন্ধেয় (ত্রি) সম্-ধা-যৎ। সন্ধি করিবার যোগ্য, সন্ধি করিবার উপযুক্ত।

সন্ধ্য (ত্রি) সন্ধিভব। সন্ধিবিশিষ্ট, সন্ধিসম্বন্ধীয়।

সন্ধ্যক্ষর (ক্লী) সন্ধিগত অক্ষর, স্বরবর্ণ বা যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ।

সন্ধ্যর্ক্ষ (ক্লী) সন্ধি-ঋক্ষ, সন্ধি নক্ষত্র, যে নক্ষত্রে উভয় রাশি হয়, তাহাকে সন্ধিনক্ষত্র কহে। যেমন কৃত্তিকা নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের প্রথম পাদে মেষ রাশি ও শেষ তিন পাদে বৃষ রাশি হয়, এই নক্ষত্রে দুই রাশি হওয়ায় কৃত্তিকা সন্ধিনক্ষত্র।

সন্ধ্যবেলা (স্ত্রী) উষা ও সায়ংকাল। (পার° গৃ° ২।১১)

সন্ধ্যা (স্ত্রী) সং সম্যক্ ধায়ন্ত্যস্যা'মতি সং ধ্যৈ চিন্তনে আতশ্চোপসর্গে-ইত্যঙ্, যদ্বা সন্দধাতীতি সং ধা (অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১) ইতি যক্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। ১ কালবিশেষ, দিবারাত্রসম্বন্ধি দণ্ডদ্বয়রূপ কাল, দিবারাত্রির মিলনকাল, দিবা ও রাত্রির এক এক দণ্ড করিয়া দুই দণ্ড কালকে সন্ধ্যা কাল কহে। প্রাতঃ ও সায়ং ভেদে দ্বিবিধ সন্ধ্যা। রাত্রির শেষ এক দণ্ড এবং দিবার প্রথম দণ্ডাত্মক কালকে প্রাতঃ সন্ধ্যাকাল এবং দিবার শেষ এক দণ্ড এবং রাত্রির প্রথম দণ্ডাত্মক কালকে সায়ংসন্ধ্যা কহে। পর্য্যায়—পিতৃপ্রসূ, সন্ধা, দ্বিজমৈত্রী, সায়ং, দিনান্ত, নিশাদি, দিবসাত্যয়, সায়াহ্ন, বিকাল, ব্রহ্মভূতি, সায়ঃ। (শব্দরত্না°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সন্ধ্যা, রাত্রি ও দিবা এই তিনটী কালের ভার্য্যা। বিধাতা ইহাদিগকে ছাড়িয়া সংখ্যা করিতে পারেন না।*

দিবা ও রাত্রির যে সন্ধিকাল তাহাকেই সন্ধ্যা কহে। অর্দ্ধ অস্তমিত ও অর্দ্ধ উদিত সূর্য্যমণ্ডল যে সময়ে হয়, তাহাই প্রকৃত সন্ধ্যাকাল, এই কাল প্রকৃত সন্ধ্যা হইলেও দিবা ও রাত্রির এক এক দণ্ড করিয়া সন্ধ্যাকাল অভিহিত হইয়াছে। সূর্য্য যে কালে অর্দ্ধপরিমাণ অস্তমিত হইয়াছেন ও তারকা সকল প্রকাশ পায় নাই, এবং প্রাতে সূর্য্য অর্দ্ধোদিত হইয়াছেন, ও তেজের যখন সম্যক্ বিকাশ হয় নাই, সেই কালদ্বয়কেই সন্ধ্যা কহে।†

প্রাতঃ ও সায়ং ব্যতীত আরও একটী সন্ধ্যা আছে, তাহাকে মধ্যাহ্ন কহে। যে কালে সমসূর্য্য অর্থাৎ আকাশমণ্ডলের ঠিক মধ্যস্থলে সূর্য্যদেব গমন করেন, সেই সময়টাই মধ্যাহ্নসন্ধ্যা। এই সন্ধ্যাকাল সপ্তমমুহূর্ত্তের পর অষ্টম মহূর্ত্তকালে হইয়া থাকে।

---

* "কালস্য ত্রিস্রো ভার্য্যাশ্চ সন্ধ্যারাত্রিদিনানি চ।
যাভির্বিনা বিধাত্রাচ সংখ্যাং কর্ত্তুং ন শক্যতে ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ১ অ°)

† "অহোরাত্রস্য যঃ সন্ধিঃ সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ।
সা চ সন্ধ্যা সমাখ্যাতা মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥

সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতঃ, অর্দ্ধাস্তমিতার্দ্ধোদিতসূর্য্যমণ্ডলপ্রকৃষ্টতেজো নক্ষত্রবর্জ্জিতঃ। তথাচ বরাহ—

অর্দ্ধাস্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তীভূতা ন তারকা।
তেজঃ পরিহানিরুষাভানোশ্চার্দ্ধোদয়ং যাবৎ ॥

পরিমাণমাহ দক্ষঃ—

রাত্র্যন্তকালে নাড্যৌ দ্বৌ সন্ধ্যাদিঃকাল উচ্যতে।
দর্শনাদ্ রবিলেখায়াস্তদন্তো মুনিভিঃ স্মৃতঃ ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

মুহূর্ত্ত প্রায় দুই দণ্ড। দিবা ও রাত্রির পরিমাণভেদে মুহূর্ত্তকালের দণ্ডাদিরও ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে।*

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ধ্যাত্রয়ের সাধারণ লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে কালে তিন বেদ এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন দেবতার সমাগম ও অন্যান্য সকল দেবতার সন্ধি হয়, সেই কালের নাম সন্ধ্যা।

২ ত্রিসন্ধ্যকালোপাসনা। উক্ত তিনটী সন্ধ্যাকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সন্ধ্যা কহে। ৩ সন্ধ্যাকালোপাস্য দেবতা, সন্ধ্যাকালে যে দেবতাকে উপাসনা করা হয়, তাহাকেও সন্ধ্যা কহে। শ্রুতিতে লিখিত আছে যে "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" (শ্রুতি) প্রতিদিন সন্ধ্যায় উপাসনা করিবে। সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই সন্ধ্যা নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত, না করিলে প্রত্যবায় হইবে।

"অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি নিত্যানি সন্ধ্যাদীনি" (বেদান্তসার)

উক্ত ত্রিকালেই অর্থাৎ ত্রিসন্ধ্যা কালেই দ্বিজাতিদিগের সন্ধ্যোপাসনা অবশ্যকর্ত্তব্য। দ্বিজাতিগণ সন্ধ্যা না করিয়া জল গ্রহণ করিবেন না। মন্বাদি সকল শাস্ত্রেই সন্ধ্যোপাসনার বিশেষ বিবরণ আছে। আহ্নিকতত্ত্বে সন্ধ্যোপাসনিক বিধির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, একমাত্র সন্ধ্যার উপরই ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠিত, সন্ধ্যাহীন বিপ্র সকল কর্ম্মানর্হ, অর্থাৎ তাহাদের দ্বারা কোন কর্ম্ম করাইতে নাই এবং তাহাদের কোন কর্ম্মে অধিকার থাকে না। তাহারা অব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। শাতাতপ ছয় প্রকার অব্রাহ্মণের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে সন্ধ্যোপাসনাবিবর্জ্জিত ব্রাহ্মণ একতম।[১]

অতএব দ্বিজাতির পক্ষে সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য বিধেয় ও একমাত্র শ্রেয়ঃ। ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনাদি না করিলে তিনি কখনই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য হইবেন না। অতএব প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল এই ত্রিকালেই যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনা করা কর্ত্তব্য। শুচি হইয়া একাগ্রচিত্তে ভক্তিসহকারে সন্ধ্যোপাসনা করিতে হয়। ত্রিকালীন স্নান করিয়া ত্রিকালীন সন্ধ্যার উপাসনা করিবে, প্রাতঃস্নানের পর প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নস্নানের পর মধ্যাহ্নসন্ধ্যা এবং সায়ংস্নানের পর সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়।

* "মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়া অষ্টমমুহূর্ত্তং কালমাহ স্মৃতিঃ—
পূর্ব্বাপরে তথা সন্ধ্যে সনক্ষত্রে প্রকীর্ত্তিতে।
সমসূর্য্যেঽপি মধ্যাহ্নে মুহূর্ত্তে সপ্তমোপরি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১) "এতৎসন্ধ্যাত্রয়ং প্রোক্তং ব্রাহ্মণ্যং যদধিষ্ঠিতম্।
যস্য নাস্ত্যাদরস্তত্র ন স ব্রাহ্মণ উচ্যতে। শাতাতপঃ—
অব্রাহ্মণাস্তু ষট্‌প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববাদিনা।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোঽব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যে অতৈলস্নান তাহাকেই প্রাতঃস্নান কহে। এইরূপ প্রাতঃস্নান করিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাদিতেও এইরূপ জানিতে হইবে। নক্ষত্র থাকিতে থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয়। আর সপ্তম মুহূর্ত্তের পর অষ্টম মুহূর্ত্তকালে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিতে হয়।[২]

সময় অতিক্রম করিয়া সন্ধ্যোপাসনা করা কদাচ বিধেয় নহে, কারণ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে—

"বরমেকাহুতিঃ কালে না কালে লক্ষকোটয়ঃ।" (স্মৃতি)

উপযুক্ত কালে অর্থাৎ যাহার যে বিহিত কাল সেই কালে একবার আহুতিই শ্রেষ্ঠ, কিন্তু অকালে লক্ষ কোটি আহুতিও শ্রেয়স্কর নহে; সুতরাং কাল অতীত করিয়া কখনও সন্ধ্যা করিবে না। দৈবাৎ যদি সন্ধ্যার কাল অতীত হয়, তাহা হইলে কালাত্যয় জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। দশবার প্রণবের সহিত গায়ত্রী জপই ইহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্রাতঃকালে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া প্রাতঃ সন্ধ্যা এবং মধ্যাহ্ন কালে পূর্ব্ব বা উত্তরমুখে সায়ংকালে পশ্চিমোত্তর কোণাদি মুখে উপবিষ্ট হইয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। প্রাতঃকালে অখণ্ড সূর্য্যমণ্ডল দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যোপাসনা করা বিধেয়।[৩] কিন্তু সায়ংকালে কদাপি পূর্ব্বমুখে আসীন হইয়া সন্ধ্যা করিবে না।

একমাত্র সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হন না।

সন্ধ্যা প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। কিন্তু দিবসে সায়ং সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধ, (যে দিন পিতৃদিগের উদ্দেশে পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধাদি করা হয়, সেই) দিন সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে নাই।[৪]

কিন্তু ইহাতে কেহ কেহ বলেন, এই কয়দিন সায়ং সন্ধ্যা

(২) "সন্ধ্যৌ সন্ধ্যামুপাসীত নাস্তগেনোদ্গতে রবৌ।
উপাসনোপক্রমমাহ সম্বর্ত্তঃ—
প্রাতঃসন্ধ্যা সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং অর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্।
স নক্ষত্রামিত্যনেন তদযুক্তকালে উপক্রম্য প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত। এবমেবার্দ্ধাস্তমিতভাস্করারব্ধাং পশ্চিমাং সাদিত্যামিত্যনেন তদযুক্তকালে উপক্রম্য উপাসীত। মধ্যাহ্নসন্ধ্যায়া অষ্টমমুহূর্ত্তং কালমাহেত্যাদি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৩) "অতিক্রান্তায়াং মহাব্যাহৃতীঃ সাবিত্রীং স্বস্ত্যয়নাদি জপ্ত্বা এবং প্রাতঃপ্রাঙ্মুখস্তিষ্ঠন্ আমণ্ডলদর্শনাদিতি।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৪) "সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ং সন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ।" (আহ্নিকতত্ত্ব)

নিষিদ্ধ হইলেও, যথাবিধানে সন্ধ্যা না করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। আবার কাহারও মত এই যে, এই নিষিদ্ধ দিনে গায়ত্রী জপ পর্য্যন্তও করিবে না।

সন্ধ্যোপাসনা করিবার কালে বাগ্‌যত হইয়া কার্য্য করিতে হয়, ঐ সময় কথা কহিলে, হাচি বা থুথু ফেলিলে, হাই তুলিলে, অধোবায়ু ত্যাগ করিলে অথবা নিদ্রাকর্ষণ হইলে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিতে হয়। ভ্রমবশতঃ যদি পূর্ব্ব-সন্ধ্যায় বাধা হয়, তাহা হইলে পরসন্ধ্যা করিবার পূর্ব্বে ঐ সন্ধ্যা করিয়া সাময়িক সন্ধ্যা করিবে। যদি কোন কারণবশতঃ তিনটী সন্ধ্যারই বাধা জন্মে, তাহা হইলে একদিন উপবাস করিয়া থাকিবে, এই উপবাস করিতে অক্ষম হইলে একটী ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে, অথবা ভোজনদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, নক্ষত্র থাকিতে থাকিতে প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। কিন্তু উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে প্রাতঃ সন্ধ্যা তিন প্রকার। তারকা থাকিতে যে প্রাতঃসন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে উত্তমা, এবং তারকা লুপ্ত হইলে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে মধ্যমা এবং সূর্য্যোদয় হইলে যে সন্ধ্যা করা হয়, তাহাকে অধমা সন্ধ্যা কহে। অতএব নক্ষত্র থাকিতেই প্রাতঃসন্ধ্যা করা বিধেয়।[৫]

সায়ংসন্ধ্যাবিষয়ে এইরূপ জানিতে হইবে। অর্থাৎ সূর্য্যদেব থাকিতে থাকিতেই সায়ংসন্ধ্যা করিতে হইবে।[৬]

ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অবহিত হইয়া এই সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা বর্জ্জিত, তিনি অব্রাহ্মণ, বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজ এবং তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। পিতৃগণ তাহার পিণ্ডগ্রহণ ও দেবগণ তাহার পূজাগ্রহণ করেন না। কিন্তু যিনি যাবজ্জীবন যথাবিধানে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তাঁহার পাদপদ্মরজঃ দ্বারা পৃথিবী পূতা, তিনি জীবন্মুক্ত ও তীর্থ সকল তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র হন। গরুড়দর্শনে সর্প সকল যেমন দূরীভূত হয়, সেইরূপ সন্ধ্যোপাসনা দ্বারা পাপ সকল দূর হয়। এজন্য সকল অবস্থাতেই ব্রাহ্মণ সন্ধ্যোপাসনা করিবেন। সকল অবস্থা এই কথা বলায় তাৎপর্য্য এই যে, যদি তিনি সেবকাদিকর্ম্মে রত থাকেন, বা যদি তাঁহার দেহাশুদ্ধি প্রভৃতি হয়, তাহা হইলেও তিনি অবহিত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন, কদাচ সন্ধ্যোপাসনা ত্যাগ করিবেন না। ইহাতে বিশেষ এই যে, ক্ষতাশৌচ প্রভৃতি হইলে কোন কার্য্যে অধিকার থাকে না। কিন্তু সন্ধ্যাকার্য্য নিষিদ্ধ নহে, অর্থাৎ সন্ধ্যা করিতে কোন বাধা হইবে না। যে সময়ে জনন বা মরণাশৌচ হয়, সেই সময়ও গায়ত্রী জপ করিতে হইবে। কেবল মহাগুরুনিপাতে অর্থাৎ পিতা ও মাতার মৃত্যুতে গায়ত্রীজপও করিতে হইবে না। কেবল গায়ত্রীস্মরণ করিলেই হইবে। জনন মরণ প্রভৃতি অন্য যে কোন অশৌচ হউক না কেন, গায়ত্রীজপের কোন বাধা হইবে না।[৭]

যেরূপ শৌচের বিধান আছে, সেইরূপ শৌচ যদি আচরণ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলেও যথাবিধানে সন্ধ্যোপাসনা করিবে।

মনু বলিয়াছেন যে, যে ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে ভূর্ভুবঃস্বঃ এই ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকা ত্রিপদা গায়ত্রী জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদ পাঠেরও পুণ্য লাভ করেন। যিনি নদী বা তীরাদি বহির্দেশে প্রতিদিন প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী সহস্রবার জপ করেন, সর্প যেমন নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তিনিও তদ্রূপ একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। এইরূপ গায়ত্রীর উপাসনাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে সন্ধ্যোপাসনা দ্বারাই সকল পাতক হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মপদ লাভ করেন।[৮]

যখন প্রাতঃসন্ধ্যা করিতে হয়, তখন সূর্য্য দর্শন পর্য্যন্ত একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ এবং সায়ংসন্ধ্যাকালে আসনে সমাসীন হইয়া নক্ষত্রদর্শন পর্য্যন্ত গায়ত্রী জপ করা বিধেয়। কারণ শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, প্রাতঃকালে দণ্ডায়মান হইয়া জপ করিলে নিশাসঞ্চিত পাপ সমুদয় নষ্ট হয় এবং সায়ংকালে সমাসীন হইয়া জপ করিলে দিবাকৃত পাপমল

(৫) "উত্তমা তারকাসন্ধ্যা মধ্যমা লুপ্ততারকা।
অধমা উদিতে ভানৌ প্রাতঃসন্ধ্যা ত্রিধা মতা॥" (স্মৃতি)

(৬) "প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রাং উপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যাং অর্দ্ধাস্তমিতভাস্করাম্॥" (স্মৃতি)

(৭) "সর্ব্বকালমুপস্থানং সন্ধ্যায়াঃ পার্থিবেষ্যতে।
অন্যত্র সূতকাশৌচবিভ্রমাত্তুরভীতিতঃ॥
সর্ব্বকালং প্রাতর্মধ্যাহ্নসায়ংরূপকালত্রয়ে, অন্যথা তদুপাদানং ব্যর্থং স্যাৎ।
বিভ্রমশ্চিত্তাবক্ষেপঃ, তেন ক্ষতাদাবপি সন্ধ্যামাচরন্তি।
সর্ব্বাবস্থোঽপি যো বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনতৎপরঃ।
ব্রাহ্মণ্যাচ্চ ন হীয়তে অন্ত্যজন্মগতোঽপি সন্॥
সর্ব্বাবস্থোঽপি নিত্যং সেবকাদিকর্ম্মরতোঽপি যথোচিতশৌচেঽপ্যশক্তোঽপি" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(৮) "এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥" (মনু ২।৭৮-৭৯)

সকল ধৌত হইয়া যায়। সুতরাং ইহা দ্বারা দৈনন্দিন কৃত পাপ বিদূরিত হয়। কিন্তু যিনি দিবা ও সায়ংকালে এইরূপ সন্ধ্যার উপাসনা করেন না, তিনি শূদ্রের ন্যায় সমুদয় দ্বিজ-কর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হন।[৯]

ব্রাহ্মণ একমাত্র গায়ত্রীর উপাসনা দ্বারাই পরম শ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। এই গায়ত্রী প্রাতঃকালে গায়ত্রী নামে, মধ্যাহ্নকালে সাবিত্রী নামে এবং সায়ংকালে সরস্বতী নামে অভিহিত হন। ত্রিকালে গায়ত্রীর এই তিন নাম সম্বন্ধে এইরূপ শাস্ত্রোক্তি আছে যে, যিনি ইহা জপ করেন, তাঁহাকে প্রতিগ্রহ, অন্নদোষ প্রভৃতি সকল পাতক স্পর্শ করে না এইজন্য গায়ত্রী নাম, সবিতৃদ্যোতনহেতু সাবিত্রী এবং জগতের প্রসবিত্রী ও বাগ্‌রূপত্ব হেতু সরস্বতী নাম হইয়াছে। ইহাকে উপাসনা করিলে সকল প্রকার মঙ্গল এবং একমাত্র ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়। ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও পরে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। সুতরাং সন্ধ্যোপাসনাই একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির উপায়।[১০]

সন্ধ্যা শব্দে যথোক্ত নামরূপোপেত সূর্য্যকে বুঝায়; ইনিই ব্রহ্ম, ইঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার মঙ্গল হয়। উক্ত গায়ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে চিত্তের পাপমল সকল বিদূরিত ও চিত্ত নির্ম্মল হয়, এইরূপে চিত্ত নির্ম্মল হইলে প্রজ্ঞালাভ ও প্রজ্ঞা দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। সুতরাং তখন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হয়। তখন তিনি চিরজীবিত্ব লাভ করিতে পারেন।

অতএব সন্ধ্যোপাসনাই ব্রাহ্মণদিগের একমাত্র শ্রেয়ঃ সাধন। উপাসনা ব্যতীত কোনই ফললাভ হয় না, যেমন শরীরস্থিত গোদুগ্ধ অঙ্গপোষণ করে না, ঐ গোদুগ্ধ যেমন মথিত হইয়া ঔষধরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ পরমেশ্বরও সর্পির ন্যায় শরীরে অবস্থিত আছেন, অতএব ইঁহার উপাসনা ব্যতীত মানবের কোন মঙ্গল হয় না। এই সন্ধ্যোপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক পরম কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। যিনি সন্ধ্যার উপাসনা করেন, তিনি ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়া থাকেন।[১১]

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এবং ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই সকলরূপে উপাসিত হন। প্রাতঃকালে ব্রহ্মার, মধ্যাহ্নকালে বিষ্ণুর এবং সায়ংকালে মহাদেবের উপাসনা করা হয়। অতএব একমাত্র সন্ধ্যোপাসনায় ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উপাসনা হইয়া থাকে। সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পরিত্যাগ করিয়া অন্যের উপাসনা করিবেন না, এক সন্ধ্যার উপাসনা করিলেই সকলেরই উপাসনা করা হয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন অবহিত হইয়া এই সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন। যে ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যা-বর্জ্জিত, তিনি অব্রাহ্মণ, বিষহীন সর্পের ন্যায় নিস্তেজস্, তাহার ধর্ম্মকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। পিতৃগণ তাহার পিণ্ডগ্রহণ, ও দেবগণ পূজা গ্রহণ করেন না। কিন্তু যিনি যাবজ্জীবন যথাবিধানে ত্রিসন্ধ্যা উপাসনা করেন, তিনি সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, তাঁহার পাদপদ্মরজঃ দ্বারা পৃথিবী পূত হন। তিনি জীবন্মুক্ত, ও তীর্থ সকল তাঁহার সংস্পর্শে পবিত্র হন। গরুড়দর্শনে সর্প সকল যেমন দূরীভূত হয়, সেইরূপ পাপ সকল তাহা হইতে বিদূরিত হয়। অতএব ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ্য রাখিতে হইলে একমাত্র সন্ধ্যার উপাসনাই বিধেয়।[১২] শাস্ত্রে সন্ধ্যোপাসনার ফল বিশেষরূপে অভিহিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। কেবল দিঙ্মাত্র প্রদর্শিত হইল।

---

(৯) "পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠেৎ সাবিত্রীমার্কদর্শনাৎ।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনঃ সম্যগৃক্ষবিভাবনাৎ॥
পূর্ব্বাং সন্ধ্যাং জপংস্তিষ্ঠন্নৈশমেনো ব্যপোহতি।
পশ্চিমাস্তু সমাসীনো মলং হন্তি দিবাকৃতং॥
ন তিষ্ঠতি তু যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যশ্চ পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্দ্বিজকর্ম্মণঃ॥" (মনু ২।১০১-৩)

(১০) "গায়ত্রী নাম পূর্ব্বাহ্ণে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিষু স্মৃতা॥
প্রতিগ্রহান্নদোষাচ্চ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাৎ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ॥
সবিতৃদ্যোতনাৎ সৈব সাবিত্রী পরিকীর্ত্তিতা।
জগৎপ্রসবিত্রীত্বাৎ বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী॥
উদ্যন্তং অস্তং যান্তমাদিত্যং অভিধ্যায়ন্ ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ সকলং ভদ্রমশ্নুতে। অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম ইতি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্নোতি। বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ প্রাণায়ামাদিকং কুর্ব্বন্ যথোক্তনামরূপোপেতং সন্ধ্যাশব্দবাচ্যমাদিত্যং ব্রহ্মেতি ধ্যায়ন্ ঐহিকমামুত্রিকঞ্চ সকলং ভদ্রমশ্নুতে, য এব মুক্তধ্যানেন শুদ্ধান্তঃকরণো ব্রহ্মসাক্ষাৎ কুরুতে স পূর্ব্বমপি ব্রহ্মৈব সন্ প্রজ্ঞাবান্ চিরজীবিত্বং প্রাপ্তো যথোক্তজ্ঞানেন অজ্ঞানোপশমে ব্রহ্মৈব প্রাপ্নোতি॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১১) "গবাং সর্পিঃ শরীরস্থং ন করোত্যঙ্গপোষণম্।
নিঃসৃতং কর্ম্মসংযুক্তং পুনস্তাসাং তদৌষধম্॥
এবং স হি শরীরস্থঃ সর্পিষ্বৎ পরমেশ্বরঃ।
বিনা চোপাসনাদেব ন করোতি হিতং নৃষু॥
প্রণবব্যাহৃতিভ্যাঞ্চ গায়ত্র্যা ত্রিতয়েন চ।
উপাস্যং পরমং ব্রহ্ম আত্মা যত্র প্রতিষ্ঠিতঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

(১২) "নিত্যং নিত্যং ত্রিসন্ধ্যাঞ্চ করিষ্যতি দিনে দিনে।
মধ্যাহ্নে চাপি সায়াহ্নে প্রাতরেব শুচিঃ সদা॥
সন্ধ্যাহীনোঽশুচির্নিত্যমনর্হঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
যদন্যৎ কুরুতে কর্ম্ম ন তস্য ফলভাগ্ ভবেৎ॥
নোপতিষ্ঠতি যঃ পূর্ব্বাং নোপাস্তে যস্তু পশ্চিমাম্।
স শূদ্রবদ্বহিষ্কার্য্যঃ সর্ব্বস্মাদ্ দ্বিজকর্ম্মণঃ।

উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে এইরূপে ত্রিকালে সন্ধ্যা করিতে হয়, এই জন্য এই সন্ধ্যার নাম বৈদিকী সন্ধ্যা। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের উক্ত সন্ধ্যায় অধিকার আছে। ইহা ভিন্ন আর একটী তন্ত্রোক্ত সন্ধ্যা আছে। যাঁহারা তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের দীক্ষা-গ্রহণের পর হইতেই সন্ধ্যা করা কর্তব্য। তান্ত্রিকী সন্ধ্যায় সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। দীক্ষিত মাত্রই এই সন্ধ্যা করিতে পারিবেন। অমাবস্যা, দ্বাদশী প্রভৃতিতে যে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বৈদিকী সন্ধ্যা বিষয়ে বুঝিতে হইবে। তান্ত্রিকী সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নহে। সকল দিনই এই সন্ধ্যা করিতে পারিবে। কেবল অশৌচ হইলে এই সন্ধ্যা করিবে না।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় প্রথমে বৈদিকী সন্ধ্যা করিয়া তৎপরে তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবেন। বৈদিকী প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তৎপরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। এইরূপ বৈদিক মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর তান্ত্রিকী মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যাবিষয়েও এইরূপ জানিতে হইবে। সময়ে সন্ধ্যা করা না হইলে বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিবে।

সাম, ঋক্ ও যজুর্ভেদে বৈদিকী সন্ধ্যাও তিন প্রকার। সামবেদীয়গণ সামবেদানুসারে, যজুর্বেদীয়গণ যজুর্বেদানুসারে, এবং ঋগ্বেদীয়গণ ঋগ্বেদানুসারে সন্ধ্যা করিবেন। কিন্তু তান্ত্রিকী সন্ধ্যাতে এইরূপ কোন প্রভেদ নাই, সকল বর্ণই একপ্রকার সন্ধ্যাচরণ করিবেন।

সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

প্রথমে ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ, এই মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিবে। তৎপরে—

'ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥'

এই মন্ত্রে জলশোধন করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনবার আচমন করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং॥"

আচমন-বিষয়ে বিধান এই যে, পূর্ব্ব বা উত্তর মুখ হইয়া জানুদ্বয় মধ্যে দক্ষিণহস্ত গোকর্ণাকৃতি ভাবে রাখিয়া উহাতে একটী মাষকলায় নিমগ্ন হইতে পারে, তৎপরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা অর্থাৎ হস্তের ঊর্দ্ধরেখার মূল যে স্থানে আছে, সেই স্থান দিয়া ঐ জল পান করিতে হইবে। এই প্রকারে তিনবার জলগ্রহণ করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা মুখের দক্ষিণদিক্ হইতে বামদিকে দুইবার মার্জ্জন করিবে। পরে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিন অঙ্গুলী একত্র করিয়া তদগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠের উপরিভাগ, এবং অধরের নিম্নদেশে দুইবার স্পর্শ করিবে। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ একত্র করিয়া প্রথমে নাসিকার দক্ষিণ, ও পরে বামরন্ধ্র একবার, তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ একত্র করিয়া প্রথমে দক্ষিণ ও পরে বাম চক্ষু এবং এই প্রকারে কর্ণদ্বয় একবার স্পর্শ করিবে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযোগ করিয়া তদ্দ্বারা নাভিদেশ একবার স্পর্শ করিয়া জলস্পর্শপূর্ব্বক হস্ততল দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ ও সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র করিয়া তদ্দ্বারা একবার শিরঃপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ও বাম বাহুর মূলভাগ স্পর্শ করিতে হয়।

সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে এই আচমনের পর দশবার গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই গায়ত্রী জপ করিয়া কেবল প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হয়।

"ওঁ নত্বা তু পুণ্ডরীকাক্ষমুপাত্তাঘপ্রশান্তয়ে।
ব্রহ্মবর্চ্চসকামার্থং প্রাতঃসন্ধ্যামুপাস্মহে॥'

এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মস্তক ও গাত্রাদিতে জলবিন্দুসেক করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ।
শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥
ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন।
মহে রণায় চক্ষসে॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ।
উশতীরিব মাতরঃ॥
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥
ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ।
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ।"

যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং য স্ত্রিসন্ধ্যাং করোতি চ।
স চ সূর্য্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপসা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজসা সদ্যঃপূতা বসুন্ধরা।
জীবন্মুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপূতো হি যো দ্বিজঃ॥
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তস্য সংস্পর্শমাত্রতঃ।
ততঃ পাপানি যান্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥
ন গৃহ্ণন্তি সুরাস্তোয়ং পিতরঃ পিণ্ডতর্পণং।" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ°)

উক্ত মন্ত্রে আপো-মার্জ্জন করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টী পাঠপূর্ব্বক ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে জল সেচন করিবে।

মন্ত্র—ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষি র্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী প‌ঙ্‌ক্তি ত্রিষ্টুব্ জগত্য ছন্দাংসি অগ্নিবায়ুসূর্য্যবরুণবৃহস্পতীন্দ্রবিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতা দেবতা প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতি ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়ুগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥

অতঃপর প্রাণায়াম করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিনাসাপুট টিপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুপূরণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত রূপে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। যথা—

নাভৌ—রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজমক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং,
ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্।

পূর্ব্ববৎ দক্ষিণনাসাপুট টিপিয়া রাখিয়াই অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট টিপিয়া শ্বাসনিরোধরূপ কুম্ভক করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে কেশবকে ধ্যান করিবে। যথা—

হৃদি—নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং

ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্।

তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বায়ু নিঃসারণরূপ রেচক করিতে করিতে নিম্নলিখিতরূপে শম্ভুর ধ্যান করিবে। যথা—

ললাটে—শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং,
ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ॥

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোম্।

এই রূপে ধ্যান করিয়া পুনরায় আচমন করিতে হয়। প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন সন্ধ্যাকালে আচমনের জন্য পৃথক্ পৃথক্ তিনটী মন্ত্র আছে।

প্রাতরাচমন—দক্ষিণ হস্তে মাষ পরিমিত জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আচমন করিতে হইবে। মন্ত্র—

ওঁ সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি। ইদ মহ মাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমন—ওঁ আপঃ পুণন্ত্বিতি বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুণন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুণাতু মাং।
পুণন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মপূতা পুণাতু মাং॥
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুণন্তু মা মাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা॥

সায়মাচমন—ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং।

যদহ্না পাপমকার্ষং মনসাবাচাহস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্ দুরিতং ময়ি। ইদমহ মাপোঽমৃত যোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

উক্ত তিনটী সন্ধ্যাকালে আচমন ও ধ্যান মাত্র পৃথক্, আর সকলই একরূপ।

আচমন করিবার পর, জলে গায়ত্রী জপ করিয়া ঋষ্যাদির সহিত নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে তিন বার জল দিতে হইবে। ইহাকে পুনর্ম্মার্জ্জন কহে। মন্ত্র যথা—

ওঁ আপো হিষ্ঠেতি ঋকত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তান ঊর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে।

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসঃ তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥ ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ।"

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিতে হয়। ইহার বিধান এইরূপ—এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপরাশি নিষ্ক্রান্ত হইয়া

ঐ জল গণ্ডূষে মিশিয়াছে এই প্রকার চিন্তা করিয়া সেই জল বামভাগে ভূতলে ফেলিয়া দিবে। এই প্রকারে তিনবার জল মাটিতে ফেলিতে হইবে। অনন্তর হাত ধুইয়া তিনবার গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়। মধ্যাহ্ন সন্ধ্যায় কেবল একবার গায়ত্রী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিতে হয়।

অঘমর্ষণ—ঋতমিত্যস্যাঘমর্ষণ ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সম্বৎসরোঽজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যা চন্দ্রমসৌ ধাতা যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথো স্বঃ॥

উক্ত নিয়মে ও মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হইবে। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি এবং মধ্যাহ্ন কালে উর্দ্ধবাহু হইয়া ও এক পদে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্ব ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং।

ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রাগ্রাবাপৃথিবীং চান্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ॥

এই রূপে সূর্য্যোপস্থান করিয়া তর্পণ করিতে হয়। এই তর্পণের সময় এক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। মন্ত্র—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ, ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ, ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ দেবেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ।

এই তর্পণ করিয়া তৎপরে তর্পণের বিধানানুসারে তর্পণ করিতে হয়। প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাতে তর্পণ করিতে হয় না, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই উক্ত তর্পণের পর সাধারণ তর্পণ করিতে হয়। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি তর্পণ করিবেন না, কারণ এই তর্পণে তাঁহার অধিকার নাই। [তর্পণ শব্দ দেখ]

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে করযোড়ে গায়ত্রী আবাহন করিবে।

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রী ছন্দসাং মাত র্ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপ আবাহন করিয়া অঙ্গন্যাস করিবে। যথা 'ওঁ হৃদয়ায় নমঃ' বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়, 'ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা' বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা মস্তক, 'ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্' বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা শিখা, 'ওঁ স্বঃ কবচায় হুং' বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্রদ্বারা দক্ষিণ ও বাম বাহু, 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্' বলিয়া তর্জ্জনী ও অনামার অগ্র দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিয়া 'ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্' বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ এবং বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলদেশ স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। এইরূপে তিনবার অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

তৎপরে গায়ত্রীর ধ্যান পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই ধ্যান প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং কালে পৃথক্ পৃথক্।

প্রাতর্ধ্যান—

"ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥"

মধ্যাহ্নধ্যান—

"ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্॥"

সায়াহ্নধ্যান—

"ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্॥"

ত্রিসন্ধ্যা কালে উক্ত তিনটী ধ্যান করিতে হইবে। তৎপরে উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাশক্তি দশবার, ১৮, ১০৮, বা সহস্রবার জপ করিবে। দশবারের কম জপ হইলে চলিবে না। মন্ত্র যথা—

'ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষির্গায়ত্রী ছন্দঃ সবিতাদেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।'

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী—

ওঁ ভূ ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ

এই গায়ত্রী যথাশক্তি জপ করিয়া জপবিসর্জ্জন করিবে। গায়ত্রী জপের আদি ও অন্তে গায়ত্রীকবচ এবং জপের আদিতে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্র পাঠ করিবার নিয়ম আছে।

জপ-বিসর্জ্জন মন্ত্র—'ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া॥'

অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রিয়েতাং। আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এক গণ্ডূষ জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিয়া মস্তকে জলসেক করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। মন্ত্র—

'ওঁ জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতিবেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গানি বিশ্বা-নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।' (১।৯।১)

এই মন্ত্রে আত্মরক্ষা করিয়া রুদ্রোপস্থান করিবে। রুদ্রো-পস্থানে করজোড় করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

'ওঁ ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্রো ঋষিরনুষ্টুপ্‌ ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।'

'ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্মপুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ।'

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিতে হইবে।—

'ওঁ ব্রাহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ।'

এইরূপে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। অর্ঘ্যমন্ত্র—

'ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে॥
ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে!
অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।'

এইরূপে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—

'ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥
ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে
জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে।'

এইরূপে প্রণাম করিয়া সন্ধ্যার ন্যূনতা পরিহার জন্য নিম্নোক্ত শ্লোক পাঠ করিবে—

'ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥'

এইরূপে তিনটী সন্ধ্যা করিতে হইবে। সন্ধ্যার পর অচ্ছি-দ্রাবধারণ করিতে হয়। মন্ত্র—

'কৃতেঽস্মিন্ অমুকসন্ধ্যাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।'

তৎপরে ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হয়। চারি বেদের প্রথম চারিটী মন্ত্র পাঠ করাকে ব্রহ্মযজ্ঞ কহে। মন্ত্র—

ওঁ মধুচ্ছন্দ ঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতারং রত্নধাতমং।
(ঋক্ ১।১।১)

ওঁ যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ইষেত্বোর্জ্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা।
প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে। (যজুঃ ১।১)

ওঁ গৌতমঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি। (সাম ১।১।১।১)

ওঁ পিপ্পলাদঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণোদেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।
ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি শ্রবন্তু নঃ।

এই চারিটী মন্ত্র পাঠ করাকে ব্রহ্মযজ্ঞ কহে। চতুর্বেদের এই চারিটী প্রথম মন্ত্র। সন্ধ্যোপাসনা করিয়া বেদ পাঠ করিতে হয়। অধুনা বেদ-পাঠের পরিবর্ত্তে চারি বেদের এক একটী মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। প্রত্যেক সন্ধ্যার পরই এই মন্ত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী-জপের পূর্ব্বে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। গায়ত্রীর শাপোদ্ধার মন্ত্র পাঠ না করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে তাহার ফল হয় না, সুতরাং শাপোদ্ধার মন্ত্রপাঠ অবশ্য কর্ত্তব্য।

গায়ত্রী শাপোদ্ধারমন্ত্র—অথ গায়ত্রীশাপ-বিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণোদেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ যদ্ ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদস্তা পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপা দ্বিমুক্তা ভব।

বসিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বসিষ্ঠঋষির্বসিষ্ঠো দেবতা বসিষ্ঠ-শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্ম ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ বিষ্ণুজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ।
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব। বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র ঋষিঃ আত্মা দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রীর শাপ-বিমোচন করিতে হয়। সামবেদীয়গণ উক্ত প্রণালী অনুসারে প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধ্যা করিবেন। তিনটী সন্ধ্যার তিনটী আচমন ও ধ্যান মাত্র ভিন্ন, তদ্ভিন্ন আর কোন প্রভেদ নাই।

ব্রাহ্মণ উক্তরূপে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দেবপূজাদি করিবেন। সন্ধ্যা না করিয়া যদি দেবপূজা ও পিত্রাদির উদ্দেশে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে তাহা অসিদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং সন্ধ্যা করিয়া দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্ম করিতে হইবে। পূজাদি স্থলে অগ্রে প্রাতঃসন্ধ্যা করা যাইতে পারে, পরে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিলে চলে। রাত্রিকৃত্য স্থলেও সায়ংসন্ধ্যা করিয়া পূজাদি করিতে হয়।

ঋগ্‌বেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

সামবেদোক্ত সন্ধ্যাবিধিতে আচমনের যে বিধান বলা হইয়াছে, তদনুসারে আচমন করিতে হইবে। তৎপরে 'ওঁ শন্ন আপোধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ' ইত্যাদি 'পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষ মথোস্বঃ' এই পর্য্যন্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আপোমার্জ্জন করিবে।

তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়।—

ওঁকারস্য ব্রহ্ম-ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সন্ধ্যাকর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রভৃগুভরদ্বাজবসিষ্ঠগৌতমকাশ্যপাঙ্গিরসঃ ঋষয়ঃ অগ্নিবায়বাদিত্যবৃহস্পতীন্দ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রী শিরসঃ প্রজাপতি ঋষির্ব্রহ্মবায়বাগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকের চারিদিকে জল দ্বারা বেষ্টন করিয়া প্রাণায়াম করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট চাপিয়া ধরিয়া বামনাসাপুটে বায়ুপূরণ করিয়া নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।

"ওঁ হংসস্থং দ্বিভুজং বক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥"

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁঃ জনঃ, ওঁ তপঃ, ও সত্যং,

ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ (৩।৬২।১০)

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোম্।

এই মন্ত্রে বায়ু-পূরণ করিবে। তৎপরে অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বামনাসাপুট ধরিয়া হৃদয়ে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া কুম্ভক করিবে।

ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়বাহনম্।
হৃদে নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্॥

তৎপরে ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোম্, মন্ত্র পাঠ করিয়া কুম্ভক করিতে হইবে।

তৎপরে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ বামনাসাপুট হইতে তুলিয়া লইয়া দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা বায়ুরেচনপূর্ব্বক ললাটদেশে মহাদেবকে ধ্যান করিবে।

ওঁ সার্দ্ধচন্দ্রং শিবং বন্দে ভালে বৃষভবাহনম্।
ত্রিশূলডমরুব্যাস্তকরং শ্বেতং ত্রিলোচনম্॥

তৎপরে ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ ইত্যাদি ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোম্ পর্য্যন্ত উক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া বায়ু পরিত্যাগ করিবে।

যদি সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই প্রাণায়াম উক্ত নিয়মানুসারে তিনবার করিবে। নচেৎ একবার করিলেই হইবে।

'অথ সন্ধ্যামুপাসিষ্যে' এই সঙ্কল্প করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পুনর্ব্বার মার্জ্জন করিবে।

ওঁ আপো হি ষ্ঠেতি ঋক্‌ত্রয়স্য আম্বরীষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে॥১
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥২
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ॥ (১০।৯।৩)

এই মন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া আচমন করিবে। এই আচমন সম্বন্ধে বিশেষ এই প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকাল ভেদে আচমনের তিনটী মন্ত্র ভিন্ন।

প্রাতরাচমন।—ওঁ সূর্য্যশ্চ মেত্যনুবাকস্য নারায়ণ ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষ্যন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি (পরমাত্মনি) জুহোমি স্বাহা।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমনের বিধানানুসারে প্রাতঃ সন্ধ্যাকালে আচমন করিবে।

মধ্যাহ্নাচমন।—ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাকস্য নারায়ণ ঋষিরাপো দেবতা অষ্টীছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং।
পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু মাং।
যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।
সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমন।—ওঁ অগ্নিশ্চ মেত্যনুবাকস্য নারায়ণঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ আচমনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষ্যন্তাং। যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহ মামমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি জুহোমি স্বাহা।

এই মন্ত্রে আচমন করিয়া সপ্রণব, সব্যাহৃতি গায়ত্রী পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দ্বারা শিরোমার্জ্জন করিতে হইবে।

প্রথমে সপ্রণব গায়ত্রী তৎপরে—

ওঁ আপোহিষ্ঠেতি নবর্চস্য সূক্তস্যাম্বরীষঃ সিন্ধুদ্বীপ ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রী পঞ্চমী বর্দ্ধমানা সপ্তমী প্রতিষ্ঠা অন্ত্যয়োরনুষ্টুপ্‌ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহেরণায় চক্ষসে ॥
ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥২
ওঁ তস্মা অরং গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।
আপো জনয়থা চ নঃ ॥৩
ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয় আপো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভি স্রবন্তু নঃ ॥৪
ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং। অপো যাচামি ভেষজং ॥৫
ওঁ অপ্সু মে সোমো অব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা।
অগ্নিং চ বিশ্বশংভুবং ॥৬
ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বেঽমম।
জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥৭
ওঁ ইদমাপঃ প্র বহত যৎকিং চ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতং ॥৮
ওঁ আপো অদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি।
পয়স্বানগ্ন আ গহি তং মা সং সৃজ বর্চসা ॥ (১০।৯।৯)

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শিরোমার্জ্জন করিতে হয়। এই মার্জ্জনের পর অঘমর্ষণ করিতে হইবে। হস্ত গোকর্ণাকৃতি করিয়া তাহাতে জল লইয়া নাসিকার নিকট লইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে।

মন্ত্র—ওঁ ঋতঞ্চেতি ঋক্‌ত্রয়স্যাঘমর্ষণ মাধুচ্ছন্দস ঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।
ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রো অর্ণবঃ ॥১
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী ॥২
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥ (১০।১৯০।৩)
ওঁ কোকিলো নাম রাজপুত্র ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ অঘমর্ষণে বিনিয়োগঃ।
ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।
পূতং পবিত্রেণেবাজ্য মাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হস্তস্থিত জলে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ চিন্তা ও তিনবার জলগণ্ডূষ আঘ্রাণ করিয়া বামভাগে ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। দেহে যে কৃষ্ণবর্ণ পাপপুরুষ ছিল, এই অঘমর্ষণ দ্বারা দেহ হইতে তিনি নিঃসৃত হইলেন, এইরূপ ভাবনা করিতে হইবে।

তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্য্যাভিমুখী হইয়া সূর্য্যদেবকে তিন বার জল দিতে হইবে। মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যাকালে তিনবার বা এক বার দিলেও হয়।

মন্ত্র—ওঁ কারস্য ব্রহ্ম ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীছন্দঃ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীছন্দঃ সূর্য্যাজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা কালে এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যের উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে হয়। মধ্যাহ্নসন্ধ্যাকালে পৃথক্ মন্ত্র আছে, যথা—

ওঁ আকৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ (১।৩৫।২)

এইরূপে সূর্য্যদেবকে জলাঞ্জলি দিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। সামবেদীয়দিগের সূর্য্যোপস্থানের তিনটী সন্ধ্যাতেই মন্ত্র এক। কিন্তু ঋগ্‌বেদীয়দিগের তিনটী সন্ধ্যাতে তিনটী মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।

প্রাতঃসূর্য্যোপস্থান।

ওঁ চিত্রন্দেবানামিতি ষড়্‌চস্য সূক্তস্য কুৎস আঙ্গিরসঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥১
ওঁ সূর্য্যো দেবীমুষসং রোচমানাং মর্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ।
যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতি ভদ্রায় ভদ্রং ॥২
ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ।
নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠমস্থুঃ পরি দ্যাবাপৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥৩
ওঁ তৎসূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যা কর্তোর্বিততং সং জভার।
যদেদযুক্ত হরিতঃ সধস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥৪
ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে।
অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সং ভরন্তি ॥৫
ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥৬
(১।১১৫ সূক্ত)

প্রাতঃকালে সূর্য্যাভিমুখে দণ্ডায়মান ও কৃতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে; পরে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা করিবার কালে উদ্ধবাহু হইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়।

মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থান।

ওঁ উদুত্যমিতি ত্রয়োদশর্চস্য সূক্তস্য প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষিঃ সূর্য্যোদেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতসৃণাং অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যং ॥১
ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ।
সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥২
ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ অনু।
ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥৩
ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনং ॥৪
ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্।
প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥৫
ওঁ যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥৬
ওঁ বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ।
পশ্যঞ্জন্মানি সূর্য্যঃ ॥৭
ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য।
শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥৮
ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ।
তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥৯
ওঁ উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরং।
দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমং ॥১০
ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্রমহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং।
হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণং চ নাশয় ॥১১
ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি।
অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নি দধ্মসি ॥১২
ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ।
দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মো অহং দ্বিষতে রধং ॥১৩ (১।৫০।১৩)

ওঁ আ কৃষ্ণেনেত্যস্য হিরণ্যস্তূপ ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ আ কৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যং চ।
হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ (১।৩৫।২)

উক্ত মন্ত্রগুলি পাঠ করিয়া মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যোপস্থান করিবে।

সায়ংসূর্য্যোপস্থান।

সায়ংসন্ধ্যাকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। যথা—

ওঁ মো ষু বরুণেতি পঞ্চর্চস্য বসিষ্ঠ-ঋষির্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ মো ষু বরুণ মৃন্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥১
ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতো অদ্রিবঃ।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥২
ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমা শুচে। মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥৩
ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং।
মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥৪
ওঁ যৎ কিং চেদং বরুণ দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি।
অচিত্তী যত্তব ধর্মা যুযোপিম মা নস্তস্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥
(৭।৮৯।৫)

সায়ংকালে সূর্য্যোপস্থান করিবার সময় সূর্য্যাভিমুখে অর্থাৎ পশ্চিম মুখে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। ত্রিসন্ধ্যাতে উক্ত তিনটী মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান বিধেয়। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। যথা—

ওঁ অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম। ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ। ওঁ অনন্তায় নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। অতঃপর প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে গায়ত্রীকে ব্রহ্মাণী, সাবিত্রী ও সরস্বতীরূপে ধ্যান করিবে, সুতরাং ত্রিকালের তিনটী ধ্যানই পৃথক্।

প্রাতর্ধ্যান—ওঁ হংসোপরিপদ্মাসনস্থাং চতুর্ম্মুখীং রক্তবর্ণাং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরাং ব্রহ্মণঃ সদৃশরূপাং ব্রহ্মাণীং বালাং ধ্যায়েৎ।

মধ্যাহ্নধ্যান—ওঁ কৃষ্ণাং চতুর্ভুজাং শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মকরাং বিষ্ণোঃ সদৃশরূপাং সাবিত্রীং ধ্যায়েৎ।

সায়াহ্নধ্যান—ওঁ শুক্লাং বৃষারূঢ়াং ত্রিশূলডমরুকরামর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিতাং বৃষভস্থাং শম্ভোঃ সদৃশরূপাং সরস্বতীং ধ্যায়েৎ।

এই মন্ত্র দ্বারা যথাবিধি ধ্যান করিয়া ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রী ছন্দঃ গায়ত্রীজপে বিনিয়োগঃ’। গায়ত্রী মন্ত্র পাঠানন্তর অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। ওঁ বিশ্বামিত্র ঋষয়ে নমঃ, এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে হাত দিবে। তৎপরে ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, এই মন্ত্রে মুখে, ওঁ সবিত্রে দেবতায়ৈ নমঃ বলিয়া হৃদয়ে হস্ত দিবে। তৎপর মন্ত্রে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, ঐ সকল স্থলে হস্ত দিয়া ন্যাস করিতে হয়। যথা—

ওঁ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা। ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্। ওঁ স্বঃ কবচায় হুং। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্।

ওঁ তৎসবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ বরেণ্যং শিরসে স্বাহা। ওঁ ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ বষট্। ওঁ ধীমহি কবচায় হুং। ওঁ ধিয়ো যো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্।

এই সকল স্থানে হস্ত দিয়া বারত্রয় ন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস ত্রিসন্ধ্যাতেই করিতে হয়। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিয়া জপ কর্ত্তব্য। আবাহন—

“ওঁ আয়াহি বরদে দেবি জপে মে সন্নিধীভব।
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাদ্ গায়ত্রীত্বমতঃ স্মৃতা ॥
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রি! ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে ॥”

মধ্যাহ্নকালে আবাহনের একটী বিশেষ মন্ত্র আছে। যথা—

'ওঁ ওজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঃ।'

মধ্যাহ্ন কালে মাত্র এই বিশেষ মন্ত্র; প্রাতঃ ও সায়ংকালে উপরি বর্ণিত মন্ত্র ব্যবহার্য্য। নিম্নোক্ত আবাহনের পর মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

'গায়ত্রীমাবাহয়ামীত্যাবাহ্য ওঁকারস্য ব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মহাব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্বেতোবর্ণঃ অগ্নির্ম্মুখং ব্রহ্মা শিরো, বিষ্ণুর্হৃদয়ং, রুদ্রো ললাটং পৃথিবী কুক্ষিঃ ত্রৈলোক্যং চরণাঃ, সাংখ্যায়নং গোত্রমশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ।'

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া ১০, ১৮, ১০৮ বা ১০০০ শক্তি অনুসারে জপ করিবে। জপ যত অধিক করিতে পারা যায়, ততই ভাল। দশবারের ন্যূন জপ করিলে হইবে না। গায়ত্রী জপ করিবার কালে প্রাতঃকালে উত্তান করে, এবং সায়ংকালে অধঃ-করে এবং মধ্যাহ্নকালে তির্য্যক্-করে জপ করা বিধেয়। উক্তরূপে জপ করিয়া আত্মরক্ষা করিবে।

আত্মরক্ষা।—ওঁ জাতবেদসে ইত্যস্য কশ্যপোমারীচঋষির্জাতবেদা অগ্নির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছন্দঃ আত্মরক্ষণে বিনিয়োগঃ।

ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নি দহাতিবেদঃ। স নঃ পর্ষদতি দুর্গাণি বিশ্বানাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ।(ঋক্১।৯৯।১)

ওঁ তচ্ছংযোরিত্যস্য শংযু ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা শর্করীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ নমো ব্রহ্মণে ইত্যস্য প্রজাপতিঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্ছংযোরাবৃণীমহে। ওঁ নমো ব্রহ্মণে। অগ্নয়ে। ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ। ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ। ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ। ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ। ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।

এই সকল মন্ত্রে প্রণাম করিয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জপ বিসর্জ্জন করিবে। মন্ত্র—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি। ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখম্॥

এইরূপে গায়ত্রীর বিসর্জ্জন করিবে। যাহার তর্পণে অধিকার অর্থাৎ মৃতপিতৃক ব্যক্তি, যাহার পিতার মৃত্যু হইয়াছে, তিনি এই সময়ে তর্পণ করিবেন। সামবেদীয়দিগের সূর্য্যোপস্থানের পর তর্পণ করিতে হয়।

তৎপরে জলাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া সূর্য্যকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
ওঁ এহি সূর্য্যসহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্ত্যং গৃহণার্ঘ্যং দিবাকর।
ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতাবেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং। (৪।৪০।৫)

'ইদমর্ঘ্যং ওঁ ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ' এইরূপে তিনবার অর্ঘ্য দিয়া ব্রহ্মাদি দেবতার উদ্দেশে জলাঞ্জলি দিতে হয়। যথা—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ অগ্নয়ে নমঃ। ওঁ বাচে নমঃ। ওঁ বাচস্পতয়ে নমঃ। ওঁ ওষধীভ্যো নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ মহতে করোমি। ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্ভ্যো নমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ, ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ।

এই সকল মন্ত্রে তিন তিনবার করিয়া জলাঞ্জলি দিতে হইবে। তৎপরে সূর্য্যকে প্রণাম করিতে হয়—

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥
ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

এইরূপে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিয়া পরে ব্রহ্মযজ্ঞানুকল্প বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ করিবে। সামবেদীয় সন্ধ্যাস্থলে বেদাদি মন্ত্র চতুষ্টয় অভিহিত হইয়াছে। এই মন্ত্র চতুষ্টয় পাঠ প্রত্যেক সন্ধ্যার পরেই কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে কেবল মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার পর করা যাইতে পারে।

যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি।

পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জলশোধন ও আচমন করিয়া সন্ধ্যা করিতে হইবে। সময় অতীত হইয়া যাইলে দশবার গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে মার্জ্জন করিবে।

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ (১০।১৯০।১-৩)

এই মন্ত্রে মার্জ্জন করিয়া গায়ত্রীপাঠপূর্ব্বক চারিদিকে জলের বেষ্টন দিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া উক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁকারস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা শুক্লোবর্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ভূরাদি সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্ বৃহতী পঙ্ক্তিস্ত্রিষ্টুপ্ জগত্যশ্ছন্দাংসি অগ্নিবায়্বাদিত্যবৃহস্পতিবরুণেন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতা অনাদিষ্টপ্রায়শ্চিত্তে প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্র্যা শিরসঃ প্রজাপতিঋর্ষিস্ত্রিপদা গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মাগ্নিবায়ুসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রাণায়াম করিবে, নিম্নোক্ত নিয়মে প্রাণায়াম করিতে হইবে। দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া বাম নাসিকা দ্বারা বায়ুপূরণপূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে।

নাভৌ রক্তবর্ণং চতুর্ম্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্রকমণ্ডলুকরং হংসবাহনং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ। (শুক্লযজুঃ ৩।৩৫)

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

পরে পূর্ব্বের ন্যায় দক্ষিণ নাসাপুট টিপিয়া রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা বামনাসাপুট টিপিয়া শ্বাস নিরোধ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া হৃদয়ে কেশবকে ধ্যান করিবে—

হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মকরং গরুড়ারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্।

ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি।

ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ।

ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

তৎপরে দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বায়ুনিঃসারণপূর্ব্বক রেচক করিতে করিতে নিম্নলিখিত রূপে ললাটদেশে মহাদেবকে ধ্যান করিবে।

ললাটে শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরং অর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্। ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং, ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

ওঁ আপোজ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্।

এইরূপে প্রাণায়াম করিয়া আচমন করিতে হইবে। এই আচমন প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে তিনটী পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে করিতে হয়। আচমন করিবার কালে দক্ষিণহস্তে মাষ পরিমিত জল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত নিয়মে আচমন করিতে হয়।

প্রাতরাচমন—ওঁ সূর্য্যশ্চমেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্মাঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু. যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি (পরমাত্মনি) জুহোমি স্বাহা।

মধ্যাহ্নাচমন।—ওঁ আপঃ পুনন্ত্বিত্যস্য বিষ্ণু ঋষিঃ যজুষ্টা ছন্দো নাস্তি আপো দেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাং।

পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূতা পুনাতু।

যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম।

সর্ব্বং পুনন্তু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা।

সায়মাচমন।—ওঁ অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দঃ আপোদেবতা অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাং। যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু যৎকিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি। ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা।

আচমনের পর আপোমার্জ্জন করিতে হয়। ঋষ্যাদি ও জলে গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্ন মন্ত্রে মস্তকে তিনবার জল দিবে।

ওঁ আপো হিষ্ঠেতি ঋক্ত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপ ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন।

মহেরণায় চক্ষসে। (বাজ° ১১।৫০)

ওঁ তস্মা অরংগমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ।

আপো জনয়থা চ নঃ। (বাজ° ১১।৫২)

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক মস্তক স্পর্শ করিয়া তিন গণ্ডূষ জল ফেলিবে। মন্ত্র—

ওঁ দ্রুপদাদিবেতি কোকিলোরাজপুত্র ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আপো দেবতাঃ সৌত্রামণ্যবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব।

পূতং পবিত্রেণেবাজ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ॥ (বাজ° ২০।২০)

এইরূপে জল ফেলিয়া অঘমর্ষণ করিতে হয়। এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক অভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপরাশি নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ জলে মিশিয়াছে, এই প্রকার বিশ্বাস ও চিন্তা করিয়া সেই জল বাম হস্তে ফেলিবে। এই প্রকারে তিনবার জল ফেলা আবশ্যক।

ওঁ অঘমর্ষণসূক্তস্যাঘমর্ষণ ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ভাববৃত্তো দেবতা-অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।

ততো রাত্র্যজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ॥

সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী।
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ। (ঋক্ ১০।১৯০।১-৩)
তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া আচমন করিবে।
ওঁ অন্তশ্চরসীতি তিরশ্চীন ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ আপোদেবতা-অপামুপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।.
ওঁ অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতো মুখঃ। ত্বং যজ্ঞস্ত্বং বষট্কার আপো-জ্যোতীরসোঽমৃতঃ ব্রহ্মভূর্ভুবস্বরোম্।
পরে সূর্য্যের অভিমুখী হইয়া গায়ত্রী পাঠপূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়। তৎপরে সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। প্রাতঃ ও সায়ংকালে কৃতাঞ্জলি এবং মধ্যাহ্নকালে ঊর্দ্ধবাহু ও দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্যোপস্থান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—
ওঁ উদুত্যমিত্যস্য প্রস্কণ্বঋষির্গায়ত্রী-ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ উদুত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ।
দৃশে বিশ্বায় সূর্যং। (ঋক্ ১।৫০।১)
ওঁ চিত্রমিত্যস্য কৌৎস-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ।
আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরিক্ষং সূর্য আত্মাজগতস্তস্থুষশ্চ।
(বাজ° ৭।৪২)
ওঁ তচ্চক্ষুরিতি দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।
ওঁ তচ্চক্ষুর্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ।
পশ্যেম শরদঃ শতং জীবেম শরদঃ শতং
শৃণুয়াম শরদঃ শতং প্রব্রবাম শরদঃ শত-
মদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ।(বাজ°৩৬।২৪)
এই মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিয়া অঙ্গন্যাস করিতে হইবে। যথা,—ওঁ হৃদয়ায় নমঃ বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়, ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা মস্তক, ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্ বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ দ্বারা শিখা, ওঁ স্বঃ কবচায় হুং, বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রদ্বারা দক্ষিণ ও বামবাহু এবং ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রাভ্যাং বৌষট্ বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদ্বারা নেত্রস্পর্শ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতল-পৃষ্ঠাভ্যং অস্ত্রায় ফট্ বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তলদেশ স্পর্শ করিয়া তালি দিতে হইবে। এই প্রকারে তিনবার অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

অঙ্গন্যাসের পর গায়ত্রীর ধ্যান। ত্রিসন্ধ্যাকালে তিনটী ধ্যান আছে। যখন যে সন্ধ্যা করিতে হইবে, তখন সেই সন্ধ্যার ধ্যান করিতে হয়। নিম্নোক্ত মন্ত্রগুলি সকল সন্ধ্যাতেই পাঠ করা আবশ্যক।
ওঁ শ্বেতবর্ণা সমুদ্দিষ্টা কৌষেয়-বসনা তথা।
শ্বেতৈর্বিলেপনৈর্মুক্তা অলঙ্কারৈশ্চ ভূষিতা॥
অক্ষসূত্রধরা দেবী পদ্মাসনগতা শুভা।
আদিত্যমণ্ডলান্তস্থা ব্রহ্মলোকগতাথবা॥
ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি।
প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।
ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতঃ ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে॥
ওঁ গায়ত্র্যস্যেকপদী, দ্বিপদী, ত্রিপদী চতুষ্পদ্য পদসি, নহি পদ্যসে, নমস্তে তুরীয়ায় দর্শতায়, পদায় পরোরজসেঽসাবদো মাপ্রাপৎ।
প্রাতর্ধ্যান। ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥
মধ্যাহ্নধ্যান। ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীং।
যুবতীঞ্চ যজুর্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাং॥
সায়াহ্নধ্যান। ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীং।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাং॥
ত্রিবেলায় গায়ত্রীকে ব্রহ্মাণী, বৈষ্ণবী ও শিবানী এই ত্রিরূপে চিন্তা করিতে হইবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে।
ওঁ বিশ্বামিত্রঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ।
গায়ত্রী জপ সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, প্রাতঃকালে পূর্ব্বাভিমুখে উত্থিত হইয়া, মধ্যাহ্নে সূর্য্যাভিমুখে এবং সায়ংকালে পশ্চিম-মুখে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিবে। ১৬, ১৮, ১০৮ বা সহস্রবার এই জপ করা যাইতে পারে। দশবারের ন্যূন জপ হইলে চলিবে না। গায়ত্রী সামবেদীয় সন্ধ্যাস্থলে উক্ত হইয়াছে। এই গায়ত্রী জপ করিয়া জপ বিসর্জ্জন করিবে। যথা—
ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথা সুখং॥
ওঁ বামদেব্য ঋষিরতিবৃহতীছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা রাজসূয়ে যজমানস্য রথাবতরণে বিনিয়োগঃ।
ওঁ হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ।
নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ॥
(বাজ° ১০।২৪)

এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিয়া সূর্য্যদেবকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।

ওঁ এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পায় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘং দিবাকর॥

এষোঽর্ঘঃ ওঁ নমো ভগবতে শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া পরে সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে।

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরং।

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে জগৎ প্রসূতি-স্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

এই মন্ত্রে প্রণাম করিয়া গঙ্গাকে অর্ঘ্য দিয়া প্রণাম করিতে হইবে।

ওঁ গঙ্গে গঙ্গে চালকানন্দে জহ্নুকন্তে সুরেশ্বরি।
গৃহাণার্ঘ্যং ময়া দত্তং ভাগীরথি নমোঽস্তু তে॥

তৎপরে প্রণাম করিবে।

ওঁ নমো দেবি শুভাবর্ত্তে নমো দেবি হরপ্রিয়ে।
নমো হ্যনন্তে স্বর্গস্থে ধর্ম্মদ্রবি নমোঽস্তু তে॥

এইরূপে প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া এক এক অঞ্জলি জল দিতে হইবে।

ওঁ দিগ্‌ভ্যো নমঃ। ওঁ দিগ্‌দেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ। ওঁ বাচে নমঃ। ওঁ বাচস্পতয়ে নমঃ। ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ। ওঁ অপাম্পতয়ে নমঃ। ওঁ বরুণায় নমঃ।

ইহাদের উদ্দেশে এক এক গণ্ডূষ জল দিয়া সন্ধ্যার ন্যূনতা পরিহারের জন্য নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাৎ সুরেশ্বরি॥

তৎপরে ব্রহ্মযজ্ঞের অনুকল্প বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিতে হইবে। এই চারিবেদের চারিটী মন্ত্র প্রতি সন্ধ্যার পরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। অসমর্থ হইলে একমাত্র মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার পর বেদপাঠ করিলেই চলিবে। প্রাতঃ ও সায়ংকালে অসমর্থ হইলে দোষ হইবে না। তৎপরে সন্ধ্যাকর্ম্মের বৈগুণ্য সমাধান করা বিধেয়—ওঁ অমুক সন্ধ্যাকর্ম্মণি যদ্‌যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমণায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া বিষ্ণুনাম জপ করিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠ করিবে।

ওঁ অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥

তৎপরে ভগবান্ নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করিবে। ব্রহ্মযজ্ঞের অনুকল্প যে বেদাদি-চতুষ্টয় মন্ত্র সামবেদীয় সন্ধ্যাস্থলে লিখিত হইয়াছে, যজুর্ব্বেদীয়গণ এই নিয়মে প্রতিদিন সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। যে স্থলে গায়ত্রী জপ করিবার বিধান আছে, তাহার পূর্ব্বে গায়ত্রীর শাপোদ্ধার করিয়া গায়ত্রীর জপ করিতে হয়। কারণ গায়ত্রীর শাপোদ্ধারমন্ত্র পাঠ না করিয়া জপ করিলে জপের ফল হয় না। এই জন্য শাপোদ্ধার মন্ত্র পাঠ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গায়ত্রীশাপোদ্ধার—অস্য শ্রী ব্রহ্মশাপবিমোচনমন্ত্রস্য নিগ্রহানুগ্রাহকে ব্রহ্মা ঋষিঃ কামদুঘা গায়ত্রীছন্দো ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বরা দেবতাঃ লং বীজং ব্রহ্মানুগৃহীতা ভুক্তিমুক্তিপ্রদা গায়ত্রী শক্তিঃ ব্রহ্মশাপবিমোচনার্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রী ত্বং ব্রহ্মামুপাসিতা যদ্রূপং ব্রহ্মবিদো বিদুঃ। তাং পশ্যন্তি ধীরাঃ সুমনসো বাচামগ্রতো গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

অস্য শ্রীবসিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য নিগ্রহানুগ্রহকর্ত্তা বসিষ্ঠ ঋষির্বিশ্বোদ্ভবা গায়ত্রীছন্দো বসিষ্ঠানুগৃহীতা গায়ত্রী শক্তি দেবতা বসিষ্ঠশাপবিমোচনার্থে জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে দেবি ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে॥

ওঁ দেবি গায়ত্রি ত্বং বসিষ্ঠশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং বিষ্ণুঃ বিষ্ণুজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিঃ শিবঃ পরঃ॥

বসিষ্ঠশাপং গায়ত্রী মুঞ্চ মুঞ্চ পরিমুচ্যন্ত বসিষ্ঠায় নমঃ॥

অস্য শ্রীবিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য নূতনসৃষ্টিকর্ত্তা বিশ্বামিত্র ঋষির্বাগ্‌দুঘা গায়ত্রীছন্দো বিশ্বানুগৃহীতা গায়ত্রী শক্তি দেবতা বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনার্থং জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ গায়ত্রীং ভজাম্যহমায়মুখীং বিশ্বগর্ভাং যদুদ্ভবা দেবতাশ্চক্রিরে সৃষ্টিং কল্যাণীমিষ্টিকরীং প্রপদ্যে যন্মুখান্নিঃসৃতোঽখিলবেদভাগঃ। গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাদ্বিমুক্তা ভব।

এই মন্ত্রে গায়ত্রীর শাপ-বিমোচন করিয়া গায়ত্রীজপ করিতে হয়।

সন্ধ্যার পরে গায়ত্রী-কবচ পাঠ করা বিধেয়। বেদভেদে গায়ত্রীকবচের কোন প্রভেদ নাই, সামাদি সকল বেদীয়গণই উক্ত গায়ত্রীকবচ পাঠ করিবেন। গায়ত্রীকবচ যথা—

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে।
ব্রহ্মসন্ধ্যাতু মে পশ্চাদুত্তরে তু সরস্বতী॥
পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী জলশায়িনী।
যাতুধানী দিশং রক্ষেদ্ যাতুধানী ভয়ঙ্করীং॥
পাবমানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী।
দিশং রৌদ্রী সদা পাতু ব্রহ্মাণী রুদ্ররূপিণী॥

ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাৎ বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশদিশো রক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী॥
তৎপদং পাতু মে পাদৌ জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদম্।
বরেণ্যং কটিদেশন্তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ॥
দেবস্য মে পাতু হৃদয়ং ধী মহীতি গলস্তথা।
ধিয়ো যো ইতি মে নেত্রে নঃ পদস্তু ললাটকং॥
এবং পাদাদি মূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ।
ইদন্তু কবচং পুণ্যং হত্যাকোটিবিনাশনম্।
চতুঃষষ্টিকলাবিদ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী॥
জপারম্ভে চ গায়ত্র্যা জপান্তে কবচং পঠেৎ।
গোস্ত্রীব্রহ্মবধেত্যাদি মিত্রদ্রোহাদিপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

ইতি ব্রহ্মনারদসংবাদে গায়ত্রীকবচং সমাপ্তং ওঁ তৎ সৎ, ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ।

সকল বেদীই এই নিয়মানুসারে ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। এইরূপে সন্ধ্যোপাসনা করিয়া দেবতাদিগের পূজা করিতে হয়। উক্ত সন্ধ্যা-বিধি বৈদিকী সন্ধ্যা বলিয়া উক্ত। বেদে যাঁহাদের অধিকার আছে, তাঁহারাই উপনয়ন সংস্কারের পর হইতে এই নিয়মানুসারে সন্ধ্যা করিবেন।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা।

এই বৈদিক সন্ধ্যা ভিন্ন আরও একটী সন্ধ্যা করিতে হয়, তাহাকে তান্ত্রিক সন্ধ্যা কহে। ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ যাঁহারা তন্ত্র-মতে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকেই এই সন্ধ্যা করিতে হয়। বেদভেদে যেমন সন্ধ্যা ভিন্ন প্রকার, তন্ত্রমতে তদ্রূপ বর্ণভেদে সন্ধ্যার কোন প্রভেদ নাই। সকলবর্ণই উপাস্যদেবতার উদ্দেশে একই প্রকার সন্ধ্যা বিধির আচরণ করিবেন। বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় এই তান্ত্রিক সন্ধ্যাও নিত্য, অর্থাৎ অকরণে প্রত্যবায় আছে। সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা না করিলে দীক্ষার ফললাভ হয় না। তন্ত্রোক্ত বচনে লিখিত আছে যে, প্রাতঃসন্ধ্যা না করিলে স্নানের ফল এবং মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা না করিলে পূজার ফল লাভ হয় না এবং সায়ংসন্ধ্যা না করিলে জপ বিঘ্ন হইয়া থাকে। অতএব দীক্ষিত ব্যক্তি সিদ্ধি-লাভ ইচ্ছা করিলে অবহিত চিত্তে সন্ধ্যাত্রয়ের উপাসনা করিবেন।

'তস্যা নিত্যত্বমাহ শিবার্চ্চনচন্দ্রিকাধৃতশৈবাগমে—
"সন্ধ্যালোপো ন কর্ত্তব্যঃ শম্ভোরাজ্ঞেবমেবহি।
দেশিকঃ সন্ধ্যয়া হীনো ন দীক্ষাফলমশ্নুতে॥
তথাচ তারারহস্যং—
প্রাতঃসন্ধ্যাবিহীনশ্চ ন চ স্নানফলং লভেৎ।
মধ্যাহ্নসন্ধ্যাহীনশ্চ ন পূজাফলমাপ্নুয়াৎ॥
সায়ংসন্ধ্যাবিহীনশ্চ জপবিঘ্নঃ সদা ভবেৎ।
তস্মাৎ সুন্দরি তত্ত্বজ্ঞঃ সন্ধ্যাত্রয়মুপাচরেৎ॥" (হরতত্ত্বদীধিতি)

যদি কেহ মোহবশতঃ সন্ধ্যার অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে তিনি দীক্ষার ফলপ্রাপ্ত হন না। ব্রাহ্মণাদি সকলেই প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার তান্ত্রিক সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। সাধক যদি সম্পূর্ণ সন্ধ্যা করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে সংক্ষেপে সন্ধ্যা সারিয়া লইবেন। ত্রিকালে ইষ্টদেবতাকে মাত্র ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্র জপ করিবে। অর্থাৎ সন্ধ্যার সময় অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী জপ করিয়া সন্ধ্যা করিতে হয়। বৈদিক সন্ধ্যাতেও যেরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করিবার বিধি আছে, তান্ত্রিক সন্ধ্যায়ও সেইরূপ দশবার গায়ত্রী জপ করা আবশ্যক।

"এবং তে কথিতা মন্ত্রাঃ সন্ধ্যামন্ত্রফলাপ্তয়ে।
ন কুর্য্যাত্ত্বদি মোহেন ন দীক্ষাফলমাপ্নুয়াৎ॥
সন্ধ্যাত্রয়ো যথা কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বিধিপূর্ব্বকম্।
তন্ত্রোক্তবিধিপূর্ব্বন্তু শূদ্রঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥
সংক্ষেপসন্ধ্যামথবা কুর্য্যাদশক্তিতঃ।
সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যাহ্নে দেবং ধ্যাত্বা মনুং জপেৎ॥
সন্ধ্যায়াং পতিতায়ান্তু গায়ত্রীং দশধা জপেৎ॥" (তন্ত্রসার)

স্ত্রীদিগেরও তান্ত্রিক সন্ধ্যায় অধিকার আছে। তাঁহারাও যথাবিধানে সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিবেন। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, ও শ্রাদ্ধ দিন এই সকল দিনে সায়ংকালে বৈদিক সন্ধ্যা করিতে নাই, এই বিধি বৈদিক সন্ধ্যা স্থলে উক্ত হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাবিষয়ে ইহা নিষিদ্ধ নহে। বরং তন্ত্রে লিখিত আছে যে, এই সকল দিনে যদি তান্ত্রিক সন্ধ্যা না করা হয়, তাহা হইলে নরক হইয়া থাকে। তাহার ইহলোকে দরিদ্রতা এবং মরণান্তর শূকরযোনিপ্রাপ্তি ঘটে, অতএব দ্বাদশী প্রভৃতিতে সায়ংকালে যত্নপূর্ব্বক সন্ধ্যার উপাসনা করিবে।

"ননু বৈদিকসন্ধ্যায়াঃ সংক্রান্ত্যাদিষু প্রতিষেধদর্শনাৎ তদনু-কর্ত্তব্য তান্ত্রিক সন্ধ্যাপি ন কার্য্যেতি প্রতীয়তে।
বৈদিকী তান্ত্রিকীসন্ধ্যা যথানুক্রমযোগতঃ।
ইতি তন্ত্রসারোদ্ধৃতবচনাৎ। তন্ন ব্রহ্মযামলেঽপি—
সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং প্রযত্নেন কুর্য্যান্মন্ত্রী সমাহিতঃ॥
ন কুর্য্যাত্ত্বদি মোহেন ন দীক্ষাফলভাগ্ ভবেৎ॥
ইহলোকে দরিদ্রঃ স্যাৎ মৃতে শূকরতাং ব্রজেৎ॥
তস্মাদ্দেবি প্রযত্নেন সায়ংসন্ধ্যাং সমাচরেৎ॥" (হরতত্ত্বদীধিতি)

বৈদিক সন্ধ্যার পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়, তন্ত্রে এইরূপ বিধান আছে; সুতরাং দ্বাদশী প্রভৃতিতে যখন সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে

তখন উভয় সন্ধ্যাই নিষিদ্ধ, ইহা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ভ্রান্ত, কারণ বিশেষ বচনে এই সন্ধ্যা উক্ত হইয়াছে, এই জন্য এই সন্ধ্যা অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার কেহ কেহ বলেন, ইহা কৌলপর, যাঁহারা কৌল তাঁহারাই কেবল উক্ত নিষিদ্ধ দিনে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবেন, ইহাও সঙ্গত নহে। কিন্তু জনন বা মরণাশৌচ হইলে কাহারও সন্ধ্যায় অধিকার নাই। কেহই সন্ধ্যাচরণ করিবেন না ; কিন্তু সন্ধ্যা করিতে নাই বলিয়া মূলমন্ত্র জপ নিষিদ্ধ নহে, যথাবিধানে সন্ধ্যা না করিয়া কেবল মাত্র মূলমন্ত্র জপ করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন যে জনন বা মরণাশৌচে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ নহে অর্থাৎ অশৌচেও করিতে হইবে, এই মত সঙ্গত নহে। কারণ বচনান্তরে সন্ধ্যা নিষিদ্ধ না হইলেও তাদৃশ অধিকারী ভেদে সন্ধ্যা কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, ইহা সাধারণের পক্ষে নহে।

"সূতকে মৃতকে চৈব নার্চ্চয়েৎ পরমেশ্বরীম্।
ন জপেচ্চ মহাবিদ্যাং ন সন্ধ্যাবিধিমাচরেৎ॥

তত্র যদ্যপি কালিকাতারাত্রিপুরোপাসকানামশৌচে বিশেষবিধিনা পূজাদাবধিকারোঽস্তি তথাপি সন্ধ্যা নাচরণীয়া।

কালিকায়াশ্চ তারায়াঃ ত্রিপুরায়াশ্চ সুন্দরি।
বাহ্যপূজাজপৌ কার্য্যৌ সূতকে মৃতকেঽপি চ।
তত্রাপি নাচরেৎ সন্ধ্যাবিধানং হরবল্লভে॥ ইতি যত্তু,—
অত্যাজ্যা তান্ত্রিকী সন্ধ্যা জননে মরণে তথা॥
ত্যাজ্যাচ বৈদিকী সন্ধ্যা জননে মরণে তথা॥
ইত্যাদি, তাদৃশাধিকারিপরং।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

সন্ধ্যার সময় অতীত হইয়া যাইলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যানুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। দশবার গায়ত্রী জপই উহার প্রায়শ্চিত্ত। সময়াতিপাতে বৈদিক ও তান্ত্রিক এই উভয় সন্ধ্যাস্থলেই বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া বৈদিক সন্ধ্যার ও তান্ত্রিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া তান্ত্রিক সন্ধ্যার আচরণ করিতে হইবে, অথবা কেবল মাত্র বৈদিক গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া উভয় সন্ধ্যা করিতে হইবে? এই সন্দেহ শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে; কেবল মাত্র বৈদিক প্রায়শ্চিত্তাত্মক দশবার বৈদিক গায়ত্রী জপ করিয়া উভয় সন্ধ্যাই করা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে না, একবার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহার দ্বারা উভয়েরই প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইবে। কারণ শাস্ত্রে বৈদিক গায়ত্রীর প্রাশস্ত্য কীর্ত্তিত হইয়াছে। "তত্র কিং দ্বিজানাং বৈদিকতান্ত্রিকোভয়সন্ধ্যয়োরকরণে বৈদিকগায়ত্রীজপানন্তরং বৈদিকসন্ধ্যাং বিধায় পুনস্তান্ত্রিকগায়ত্রীং জপ্ত্বা তান্ত্রিকসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা। উত বৈদিকগায়ত্রীজপেনৈব উভয়প্রায়শ্চিত্তসিদ্ধ্যা বৈদিকসন্ধ্যানন্তরং তান্ত্রিকজপমন্তরেণৈব তৎসন্ধ্যা কর্ত্তব্যা।

ইয়ন্তু ব্রহ্মসাবিত্রী যথা ভবতি বৈদিকী।
তথৈব তান্ত্রিকী জ্ঞেয়া প্রশস্তোভয়কর্ম্মণি॥

ইতি তস্যাঃ প্রাশস্ত্যাভিধানাৎ তন্ত্রতয়া সকৃদেব বৈদিকগায়ত্রী দশধা জপাত্মকপ্রায়শ্চিত্তং কৃত্বা উভয়সন্ধ্যানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং নতু প্রত্যেকপ্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠানমিতি।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

"প্রাতঃকৃত্যাদিকং কৃত্বা সন্ধ্যাদিকং সমাচরেৎ।
নান্যথা ফলভাগী স্যাৎ সা পূজা বিফলা ভবেৎ॥
অত্র সন্ধ্যাপদং প্রাতঃসন্ধ্যাপরং।
প্রাতঃসন্ধ্যাং পরিত্যজ্য দেবতার্চ্চনং চরেৎ।
মোহাৎ কৃত্বা মহেশানি নারকী জায়তে নরঃ॥"

(হরতত্ত্বদীধিতি)

প্রাতঃকৃত্য না করিয়া সন্ধ্যা করিতে নাই, এবং সন্ধ্যা না করিয়া দেবপূজা করিবে না। এখানে সন্ধ্যা শব্দের অর্থ প্রাতঃসন্ধ্যা বুঝিতে হইবে, প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া পূজাদি করিবে। প্রাতঃসন্ধ্যার আচরণ না করিয়া যদি দেবপূজাদি করা হয়, তাহা হইলে তাহার ফললাভ হয় না এবং পূজাকারীর নরক হইয়া থাকে।

"দেবানৃষীন্ পিতৄংশ্চৈব তৎকল্পোক্তবিধানতঃ।
গুরুপঙ্‌ক্তিং পুরা তর্প্য তর্পয়েদিষ্টদেবতাম্॥"

নন্বস্মিন্ বচনে পিত্রাদীনাং তর্পণং প্রতিপাদিতং তৎ কথং সঙ্গচ্ছতে যতো জীবৎপিতৃকস্য বৈদিকতর্পণেঽনধিকারদর্শনাৎ তান্ত্রিকতর্পণেঽপি তথৈব প্রতিভাতি একত্র নির্ণীতশাস্ত্রার্থ ইত্যাদি ন্যায়াৎ। এবঞ্চ জীবদুদ্দেশ্যকতর্পণস্য সামান্যতো নিষেধঃ সুব্যক্ত এব, তথাচ সতি জীবতি গুরৌ তর্পণাভাবঃ, সুতরামেবায়াতীতি চেন্ন জীবতাং ব্রহ্মাদীনাং তর্পণবৎজীবৎপিত্রাদ্যুদ্দেশ্যকমপি তর্পণং করণীয়ং।...বৈদিকতর্পণে নামগোত্রাদ্যুল্লেখবিধানাৎ তত্র পিতৃপদং জনকাদিমাত্রং পরং। অত্র তু তথাবিধেতি কর্ত্তব্যতা বিশেষাভাবাৎ পিতৃপদং প্রাপ্তপিতৃলোকপরং। অতো জীবৎপিতৃকানামপি তত্তর্পণাধিকারিতা।" (হরতত্ত্বদীধিতি)

বৈদিক সন্ধ্যার ন্যায় তান্ত্রিক সন্ধ্যাতেও তর্পণ আছে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি বৈদিক সন্ধ্যাতে পিতৃদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিবেন না, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে জীবৎপিতৃকের তর্পণে নিষেধ নাই, সন্ধ্যা স্থলে যে তর্পণ লিখিত আছে, সকলেই ত্রিসন্ধ্যাকালে সেই তর্পণ করিতে পারিবেন। বৈদিক সন্ধ্যাস্থলে মধ্যাহ্ন সন্ধ্যাতেই কেবল তর্পণ অভিহিত হইয়াছে, অন্য সন্ধ্যাতে নহে। বৈদিক সন্ধ্যাঙ্গ যে তর্পণ তাহাতে পিত্রাদির নাম গোত্র উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিতে হয়, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে তাদৃশ নামগোত্রের কোন উল্লেখ নাই, অতএব পিতৃদিগের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়, সেইস্থলে পিতৃশব্দের অর্থ প্রাপ্তপিতৃলোক

বুঝিতে হইবে। সুতরাং ইহাতে জীবৎপিতৃকের কোন দোষ হইবে না।

বৈদিক সন্ধ্যাতে যেমন সকলেরই একটী গায়ত্রী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে তদ্রূপ নহে, প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী। যিনি যে দেবতার উপাসনা করিবেন, তিনি সেই দেবতার গায়ত্রী ও জপাদি করিবেন। সন্ধ্যাবিধিতে যাহা সাধারণরূপে কর্ত্তব্য, তাহাই মাত্র এইস্থলে অভিহিত হইল। বিশেষ বিষয় তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য। তান্ত্রিক সন্ধ্যাতে শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি ভেদে কিছু কিছু প্রভেদ আছে। যে যে স্থলে প্রভেদ আছে, তাহাই লিখিত হইল।

তান্ত্রিকসন্ধ্যা-পদ্ধতি।

যাহারা শক্তিমন্ত্রের উপাসক তাহারা প্রথমে পূর্ব্বাভিমুখে তিনবার আচমন করিবে। ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, এই মন্ত্রে পাদাদিনাভিপর্য্যন্ত, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে নাভি হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত এবং ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা এই মন্ত্রে হৃদয় হইতে মস্তক পর্য্যন্ত চিন্তা করিবে। এইরূপে তিনবার আচমন করিতে হয়। স্ত্রী ও শূদ্র প্রণব মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। অন্য দেবতাস্থলে মন্ত্র ব্যতিরেকে আচমনের বিধানানুসারে আচমন করিলে চলিতে পারে। এই আচমনের বিধান সামবেদীয় সন্ধ্যা-স্থলে বলা হইয়াছে, এই আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে জল শোধন করিতে হইবে। মন্ত্র—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

এই মন্ত্রে জলে তীর্থাদিকে আবাহন করিয়া কুশদ্বারা অথবা বৃদ্ধা ও অনামিকা অঙ্গুলি একত্র করিয়া তিনবার জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া সাতবার মস্তকে জলের ছিটা দিবে। ইহাই তান্ত্রিক স্নান। তৎপরে প্রাণায়াম এবং অঙ্গ ও করাঙ্গ ন্যাস করিতে হইবে। যিনি যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিবেন, সেই বীজমন্ত্রে প্রাণায়াম করিতে হয়। মন্ত্র একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর প্রভৃতি ভেদে যেরূপ হইবে, সেই মন্ত্রেই প্রাণায়াম বিধেয়। এই প্রাণায়ামে ৪ বার পূরক, ১৬ বার কুম্ভক এবং ৮ বার রেচক হইবে। এইরূপে তিনবার করিতে হয়। অথবা যদি কেহ সমর্থ হন, তাহা হইলে ১৬, ৩২, ৬৪, বারও করিতে পারেন। প্রাণায়ামের পর বীজমন্ত্র দ্বারা অঙ্গ হৃদয়, শিরঃ, শিখা প্রভৃতি ষড়ঙ্গ এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী প্রভৃতি করাঙ্গ সকল স্পর্শ করিয়া ন্যাস করিবে। পরে বামহস্তে জল রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে তাহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক হং যং বং রং লং এই মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তত্ত্বমুদ্রায় বামহস্তের অঙ্গুলির ছিদ্র হইতে গলিত জলবিন্দু দ্বারা সাতবার মস্তকে অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে অবশিষ্ট জল দক্ষিণ হস্তে লইয়া সেই জল তেজোরূপ চিন্তা করিয়া বামনাসাপুটে ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক শরীরের মধ্যস্থিত পাপ প্রক্ষালন করিয়া সেই জলকে পাপরূপ কৃষ্ণবর্ণ চিন্তা ও দক্ষিণ নাসিকায় পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা বাহির করিয়া সম্মুখে একটী বজ্রশিলা কল্পনা করিয়া তাহাতে ফট্ মন্ত্রে পাপ-পুরুষরূপ জলকে সেই শিলায় নিক্ষেপ করিবে। ইহাকে অঘমর্ষণ কহে। এই অঘমর্ষণ দ্বারা পাপ সকল নির্গত হয়। তৎপরে হস্তপ্রক্ষালন করিয়া আচমনের বিধানানুসারে আচমন করিবে।

তদনন্তর সূর্য্যকে অর্ঘ্য দিতে হয়। ওঁ হ্রীং হংসঃ অথবা ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্যঃ ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা, অথবা ওঁ হ্রাং হ্রীং হংস ইতি কুলমার্ত্তণ্ড-ভৈরবায় প্রকাশশক্তিসহিতায় গ্রহ-রাশিযুক্তায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা।

স্ত্রী ও শূদ্র স্বাহা-পদের পরিবর্ত্তে নমঃ এই শব্দ প্রয়োগ করিবে। তৎপরে ইষ্ট দেবতাকে অর্ঘ্য দিবে। ওঁ উদ্যদাদিত্য-মণ্ডলবর্ত্তিন্যৈ নিত্যচৈতন্যোদিতায়ৈ শ্রীমদমুক-দৈবতায়ৈ ইদমর্ঘ্যং স্বাহা বা এষোঽর্ঘ্যঃ স্বাহা, বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। তৎপরে ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুক দেবতায়ৈ নমঃ এই মন্ত্রে সেই দেবতার গায়ত্রী পাঠ করিয়া তিনবার জল দিবে। তৎপরে তর্পণ করিতে হইবে।

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৄংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরুংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুং-স্তর্পয়ামি, পরে মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ওঁ মদিষ্টদেবতাং তর্পয়ামি স্বাহা, এইরূপে তিনবার তর্পণ করিতে হইবে। বৈষ্ণবগণকে ইষ্টদেবতার তর্পণের পূর্ব্বে নারদাদির তর্পণ করিতে হয়।

ওঁ নারদং তর্পয়ামি, ওঁ পর্ব্বতং তর্পয়ামি, ওঁ বিষ্ণুং তর্পয়ামি, ওঁ নিশঠং তর্পয়ামি, ওঁ উদ্ধবং তর্পয়ামি, ওঁ দারুকং তর্পয়ামি, ওঁ বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, ওঁ শৈলেয়ং তর্পয়ামি, ওঁ গুরুং তর্পয়ামি। ইহাদিগের উদ্দেশে তিনবার করিয়া তর্পণ করিয়া ইষ্টদেবতাকে তর্পণ করিবে।

এইরূপে তর্পণ করিয়া গায়ত্রীর ধ্যান করিয়া গায়ত্রীজপ করিতে হয়। ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রীর তিনটী ধ্যান আছে—

প্রাতর্ধ্যান। ওঁ উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েত্তারকিতেঽম্বরে॥

মধ্যাহ্নধ্যান। ওঁ শ্যামবর্ণাং চতুর্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

সায়াহ্নধ্যান।
ওঁ সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্ যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্॥

ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥"

ত্রিসন্ধ্যাকালে এই তিনটী ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিতে হয়। এই গায়ত্রীজপ শক্তি অনুসারে ১০, ১০৮, বা ১০০০ বার করিতে হইবে। দশের ন্যূন হইবে না।

সকল দেবতারই ঐরূপ গায়ত্রীজপ করিতে হয়। ত্রিপুরা-সুন্দরীর সন্ধ্যাতে কেবল ধ্যানের প্রভেদ আছে, তদ্ভিন্ন আর কাহারও প্রভেদ নাই। ত্রিপুরাসুন্দরীর গায়ত্রীর ধ্যান এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

প্রাতর্ধ্যান। প্রাতরাধারকমলে হুতভুঙ্মণ্ডলোপরি।
বাগ্বীজরূপাং বিলসদ্বিদ্যুদুৎপলভাস্বরাম্ ॥
পুষ্পবাণেক্ষুকোদণ্ডপাশাঙ্কুশলসৎকরাম্।
স্বেচ্ছাগৃহীতবপুষীং গুরুবিদ্যাক্ষরাত্মিকাম্ ॥

মধ্যাহ্নধ্যান। মধ্যাহ্নে হৃদয়াম্ভোজকর্ণিকে সূর্য্যমণ্ডলে।
কামবীজাত্মিকাং দেবীমলক্তকরসারুণাম্ ॥
প্রসূনবাণপুণ্ড্রেক্ষুচাপ-পাশাঙ্কুশান্বিতাম্।
পরিতঃ স্বাত্মরূপাভিঃ ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বশক্তিভিঃ ॥

সায়ংধ্যান। সায়মাজ্ঞা-সরোজস্থে চন্দ্রে চন্দ্রসমদ্যুতিম্।
শক্তিবীজাত্মিকাং চাপ-বাণ-পাশাঙ্কুশান্বিতাম্।
চিন্তয়িত্বা ভগবতীং নিত্যাভিঃ পরিবারিতাম্ ॥

এই ধ্যান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। উক্ত নিয়মে গায়ত্রী জপ করিয়া—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎ কৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥

এই মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে পূর্ব্বোক্ত নিয়মে মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা অঙ্গ, করাঙ্গ ও ঋষ্যাদি ন্যাস করিতে হয়। এই ঋষ্যাদি-ন্যাস প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন প্রকার। তৎপরে মন্ত্র ও দেবতার অভেদ বিবেচনা করিয়া মূলমন্ত্র ১০৮ বা সহস্রবার জপ করিবে। এই জপ অষ্টোত্তর শতের ন্যূন হইলে হইবে না। এইরূপে জপ করিয়া ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য মন্ত্রে জপ বিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে আবার মূলমন্ত্রে প্রাণায়াম করিবে। প্রাণায়ামের পর সংহার-মুদ্রা দ্বারা ইষ্ট-দেবতাকে হৃদয়দেশে সংস্থাপন করিয়া ইষ্টদেবতার উদ্দেশে প্রণাম করিতে হইবে। এই প্রণাম প্রত্যেক দেবতাভেদে ভিন্ন প্রকার। তৎপরে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিতে হয়। সন্ধ্যার পর ইষ্টদেবতার স্তবকবচ পাঠ করা উচিত এবং প্রতিদিন ইষ্ট-দেবতার পূজা করা বিধেয়। তৎপরে গুরুকে প্রণাম করিবে।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

এই মন্ত্রে গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। এইরূপে প্রতিদিন তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। তান্ত্রিক সন্ধ্যার অনেক বিষয় গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য। কারণ প্রত্যেক দেবতারই গায়ত্রী, ও বীজমন্ত্র ভিন্ন। সুতরাং অঙ্গন্যাসাদিও বীজমন্ত্র দ্বারা করিতে হইলে পৃথক্ হইবে। সন্ধ্যা সম্বন্ধে যাহা সকলের পক্ষেই সাধারণ, তাহাই লিখিত হইল। বিশেষ বিশেষ বিষয় গুরুর নিকট জানা আবশ্যক। (তন্ত্রসার) শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সন্ধ্যাকালে নিদ্রা, অধ্যয়ন, স্নান, উদ্বর্ত্তন, ভোজন ও গমন এই সকল করিতে নাই।

"স্বপ্নমধ্যয়নং স্নানমুদ্বর্ত্তং ভোজনং গতিঃ।
উভয়োঃ সন্ধ্যয়োর্নিত্যং মধ্যাহ্নে চৈব বর্জ্জয়েৎ ॥"
(কূর্ম্মপু° ১৫ অ°)

২ নদীবিশেষ। ৩ যুগসন্ধি। (মেদিনী) ৪ চিন্তা। ৫ সংশ্রব। ৬ সীমা। ৭ সন্ধান। ৮ পুষ্পবিশেষ। (হেম)

সন্ধ্যাংশ (পুং) সন্ধ্যায়াঃ অংশঃ। যুগসন্ধি। সত্য ও ত্রেতাদি-যুগের প্রথম ও শেষাংশ। প্রত্যেক যুগেরই সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ আছে। মনুতে লিখিত আছে যে—

"চত্বার্য্যাহুঃ সহস্রাণি বর্ষাণাস্তু কৃতং যুগম্।
তস্য তাবচ্ছতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশশ্চ তথাবিধঃ ॥
ইতরেষু সসন্ধ্যেষু সসন্ধ্যাংশেষু চ ত্রিষু।
একাপায়েন বর্ত্তন্তে সহস্রাণি শতানি চ ॥" (মনু ১।৬৯-৭০)

দৈব পরিমাণের চারি সহস্র বৎসরে সত্যযুগ হয়। সেই যুগের পূর্ব্ব চারিশত বৎসর সন্ধ্যা এবং ঐ যুগের উত্তর চারিশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। অন্যান্য আর যে তিনযুগ তাহাদের সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যাংশ এক সহস্র ও এক শত বৎসর করিয়া কমিয়া যায়। অর্থাৎ ত্রেতা যুগের পরিমাণ তিন হাজার বৎসর, ইহার পূর্ব্ব তিনশত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর তিনশত বৎসর সন্ধ্যাংশ। এইরূপ দ্বাপরযুগ দুইসহস্র বৎসর, ইহার পূর্ব্ব দুই শত বৎসর সন্ধ্যা ও শেষ দুই শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। কলিযুগের পরিমাণ সহস্র বৎসর, ইহার প্রথম একশত বৎসর সন্ধ্যা ও শেষ একশত বৎসর সন্ধ্যাংশ হয়। [অন্যান্য বিবরণ তত্তদ্‌যুগ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সন্ধ্যাকাল (পুং) সন্ধ্যারূপঃ কালঃ। ১ সায়ংকাল। ২ সন্ধ্যা করিবার কাল। সন্ধ্যোপাসনা করিবার সময়। [সন্ধ্যাশব্দ দেখ]

সন্ধ্যাচল (পুং) সন্ধ্যায়া অচলঃ। পর্ব্বতবিশেষ। কালিকা-পুরাণে লিখিত আছে যে, এই পর্ব্বত হইতে কান্তা নামে নদী নির্গত হইয়াছে। বশিষ্ঠদেব ঐ নদীর তীরে উপবেশন করিয়া

সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছিলেন এইজন্য এই পর্ব্বতের নাম সন্ধ্যাচল হইয়াছে। (কালিকাপু° ৫০ অঃ)

সন্ধ্যাত্ব (ক্লী) সন্ধ্যায়াঃ ভাবঃ ত্ব। সন্ধ্যার ভাব বা ধর্ম্ম।

সন্ধ্যানাটিন্ (পুং) সন্ধ্যায়াং নটতীতি নট-ইনি। শিব।

সন্ধ্যাপুষ্পী (স্ত্রী) সন্ধ্যাং পুষ্পং যস্যাঃ, ঙীষ্। জাতীপুষ্প।

সন্ধ্যাবাল (পুং) শিবালয়স্থিত মৃতকাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত বৃষ।

'শিবায়তনোৎসৃষ্টাস্তে সন্ধ্যাবলয়ো বৃষাঃ।' (হারাবলী)

সন্ধ্যাভ্র (ক্লী) সন্ধ্যায়া অভ্রমিব তদ্বর্ণত্বাৎ। ১ সুবর্ণগৈরিক। (রাজনি°) ২ সন্ধ্যাকালীন মেঘ।

সন্ধ্যারাগ (ক্লী) সন্ধ্যায়া রাগ ইব রাগো যস্য। ১ সিন্দূর।

সন্ধ্যারাম (পুং) সন্ধ্যাং রামো রমণং যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

সন্ধ্যাবাস (পুং) গ্রামভেদ। (কথাসরিৎসা° ১০৮।৪০)

সন্ধ্যাবিদ্যা (স্ত্রী) বরদা দেবী। (তৈত্তিরীয় আ° ১০।৩৪)

সন্ধ্যাশঙ্খধ্বনি (পুং) সন্ধ্যায়াং যো শঙ্খধ্বনিঃ। সন্ধ্যাকালীন শঙ্খশব্দ। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সায়ংকালে শঙ্খধ্বনি করিতে হয়, ইহাতে অমঙ্গল নাশ এবং এই শব্দ যতদূর যায়, ততদূর শুভ হইয়া থাকে। এখনও প্রতি হিন্দু গৃহে সন্ধ্যাকালে শঙ্খধ্বনি হইয়া থাকে।

সন্ধ্যোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ বিশেষ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্ন (ত্রি) সদ-ক্ত। ১ অবসন্ন, নষ্ট, গত। ২ ক্ষীণ। ৩ হীন, রহিত। ৪ জড় ও স্থাবর। ৫ ভগ্নোৎসাহ। (পুং) ৬ পিয়াল-বৃক্ষ। (ভরত)

সন্নক (পুং) সীদতি স্মেতি সদ্-ক্ত, ততঃ স্বার্থে কন্। ১ খর্ব্ব।

সন্নকদ্রু (পুং) পিয়ালবৃক্ষ।

'সন্নকঃ খর্ব্বঃ দ্রুঃ স্কন্ধোঽস্যেতি সন্নকদ্রুরিতি স্বামী, সন্নকো দ্রুশ্চেতি দ্বে নামনী ইতি সোমনন্দী' (ভরত)

সন্নত (ত্রি) সম্-নম-ক্ত। ১ প্রণত। ২ শব্দিত, ধ্বনিত।

সন্নতি (স্ত্রী) সম্-নম-ক্তিন্। ১ প্রণতি, প্রণাম। ২ ধ্বনি। ৩ নম্রতা, বিনয়, যেখানে লজ্জা আছে, সেই খানেই লক্ষ্মী, এবং লক্ষ্মী থাকিলেই নম্রতা থাকে।

"যত্র হ্রীঃ শ্রীঃ স্থিতা তত্র যত্র শ্রীস্তত্র সন্নতিঃ।
সন্নতি হ্রীস্তথা শ্রীশ্চ নিত্যং কৃষ্ণে মহাত্মনি॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ হোমভেদ।

সন্নতিমৎ (ত্রি) সন্নতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সন্নতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ সুমতির পুত্র। (ভাগবত ৯।২১।২৮)

সন্নতেয় (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-নহ-ক্ত। ১ বর্ম্মিত, কৃতসন্নাহ, সন্নাহবিশিষ্ট, সাঁজোয়া পরা। ২ বূঢ়, ব্যূহবিন্যাসযুক্ত। ৩ অস্ত্রসজ্জিত। ৪ আততায়ী। ৫ বধোদ্যত। (অমরটীকায় রায়মুকুট) ৬ মন্ত্রাদি সংযুত। (শব্দরত্না°) ৭ আবদ্ধ। ৮ সঞ্জাত।

সন্নদ্ধব্য (ত্রি) সম্-নহ-তব্য। সন্নাহযোগ্য, সন্নাহ্য।

সন্নভাব (ত্রি) অবসন্নতা। ভীরুতা।

সন্নম্ (স্ত্রী) সন্নতি, প্রণাম। (অথর্ব্ব ৪।২৯।১০)

সন্নয় (পুং) সং-নী-অচ্। ১ সমূহ। পৃষ্ঠস্থায়িবল, পশ্চাদ্ভাগে স্থিত সৈন্য। (অমর)

সন্নহন (ক্লী) সম্-নহ-ল্যুট্। ১ বর্ম্মপরিধান। ২ উদ্যোগ। ৩ অস্ত্রবন্ধন। ৪ রণসজ্জা।

সন্নাদ (পুং) সম্-নদ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নাদ, ভীষণ শব্দ।

সন্নাদন (ত্রি) সন্নাদকারী, শব্দকারী। (ক্লী) ২ সম্যক্ নাদ, সম্যক্ শব্দ।

সন্নাম (পুং) নম্রতা।

সন্নামন্ (ক্লী) উত্তম নাম যাহার আছে।

সন্নাহ (পুং) সংনহ্যতেঽসৌ ইতি সং-নহ-ঘঞ্। অঙ্গত্রাণ, সাঁজোয়া। পর্য্যায়—বর্ম্ম, কঙ্কট, জগর, কবচ, দংশ, তনুত্র, মাঝী, উরচ্ছদ। (হেম) ২ উদ্যোগ। (রামানুজ) ৩ পরিচ্ছদ।

সন্নাহ্য (পুং) সংনহ্যতে ইতি সম্-নহ-যৎ। যুদ্ধযোগ্য গজ, যুদ্ধের উপযুক্ত হস্তী। 'রাজবাহ্যস্তপবাহ্যঃ সন্নাহ্যঃ সমরোচিতঃ।' (ত্রি) ২ সন্নাহযোগ্য, বর্ম্মিত।

সন্নিকর্ষ (পুং) সম্-নি-কৃষ-ঘঞ্। সান্নিধ্য, নৈকট্য। পর্য্যায়—পার্শ্ব, সমীপ, সবিধ, সমীপাভ্যাস, সবেশ, অন্তিক, সদেশ, অভ্যাগ্র, সনীড়, সন্নিধান, উপান্ত, নিকট, উপকণ্ঠ, সন্নিকৃষ্ট, সমর্য্যাদ, অভ্যর্ণ, আসন্ন, সন্নিধি। (হেম)

২ নৈয়ায়িকদিগের মতে বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধের নাম সন্নিকর্ষ, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ অর্থাৎ ব্যাপারকে সন্নিকর্ষ কহে।* ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষই জ্ঞান

* "মহত্ত্বং ষড়্‌বিধে হেতুরিন্দ্রিয়ং করণং মতম্।
বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্‌বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ।
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ।
তদ্বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তদ্গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ।
যদি স্যাদুপলভ্যেত এবং যত্র প্রসজ্যতে।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ।
অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।

সামান্যের প্রতি কারণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারাই জ্ঞান হইয়া থাকে। এই সন্নিকর্ষ দুই প্রকার—লৌকিক সন্নিকর্ষ ও অলৌকিক সন্নিকর্ষ। লৌকিক সন্নিকর্ষ আবার ৬ প্রকার, যথা—১ ইন্দ্রিয়সংযোগ, ২ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায়, ৩ ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত সমবেতসমবায়, ৪ শ্রোত্রাদি সমবায়, ৫ শ্রোত্রাদিসমবেত-সমবায়, ৬ তদাদি বিশেষণতা। অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার—সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ।

সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ আছে—বিষয়ের সহিত ব্যাপার হইলে তবে জ্ঞান হইয়া থাকে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না হইলে জ্ঞান হয় না, সুতরাং বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগই জ্ঞান-সামান্যের প্রতিকারণ। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধকে ব্যাপার কহে। এই ব্যাপার ৬ প্রকার। সংযোগ-সম্বন্ধে দ্রব্যের প্রত্যক্ষসংযুক্ত-সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্যসমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ, সংযুক্ত সমবেতসমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য সমবেতসমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ, সমবায় সম্বন্ধে শব্দের প্রত্যক্ষ ও সমবেতসমবায় সম্বন্ধে শব্দবৃত্তি পদার্থের প্রত্যক্ষ ও বিশেষণতা সম্বন্ধে অভাবের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ হইয়া থাকে। যদি থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত, এইরূপ আপত্তি যে স্থলে করিতে পারা যায়, সেই স্থলেই অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। সমবায়ের প্রত্যক্ষ বিশেষণতা অর্থাৎ স্বরূপ সম্বন্ধে হইয়া থাকে।

দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইলে দ্রব্যপ্রত্যক্ষ হয়। দ্রব্যে সমবেত পদার্থের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবায় জন্য। এইরূপ পরবর্ত্তী স্থলেও বুঝিতে হইবে।

বস্তুতঃ দ্রব্যের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃসংযোগই কারণ, তদ্রূপ দ্রব্যসমবেতের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্ত সমবায় কারণ। দ্রব্যসমবেত-সমবেতের প্রত্যক্ষের প্রতি চক্ষুঃ সংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। এইরূপ অন্যত্রও বিশেষরূপেই কার্য্যকারণ বুঝিতে হইবে। কিন্তু পৃথিবী পরমাণুর নীলে নীলত্ব ও পৃথিবী পরমাণুতে পৃথিবীত্ব চক্ষুর্দ্বারা কেন প্রত্যক্ষ করা যায় না? কিন্তু সেস্থলেও পরম্পরাসম্বন্ধে উদ্ভূতরূপ সম্বন্ধ ও মহত্ত্ব সম্বন্ধ আছে। অর্থাৎ নীলপদার্থবৃত্তি একই নীলত্ব জাতি ঘটনীল ও পরমাণু নীলে বিদ্যমান আছে, আর মহত্ত্ব সম্বন্ধ ঘটনীলান্তর্ভাবে নীলত্বে আছে। উদ্ভূতরূপ সম্বন্ধ পরমাণু ও ঘট এই উভয়ান্তর্ভাবে পরমাণুতে আছে। এইরূপ পৃথিব্যাদি স্থলেও বুঝিতে হইবে।

পরমাণু নীলাদিতে নীলত্বের প্রত্যক্ষ হয় না, কারণ পরমাণুতে যে চক্ষুঃ সংযোগ আছে, তাহা মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন নহে এবং বায়ুাদিতে সত্তার চাক্ষুষ হইতে পারে না, কারণ বায়ুতে যে চক্ষুঃ সংযোগ আছে, তাহা রূপাবচ্ছিন্ন নহে। এইরূপে যে স্থলে ঘটের পৃষ্ঠাবচ্ছেদে আলোক-সংযোগ হইয়াছে, কিন্তু চক্ষুঃসংযোগ অগ্রাবচ্ছেদে হইয়াছে, সে স্থলে ঘটের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া আলোকসংযোগাবচ্ছিন্নত্ব চক্ষুঃসংযোগের বিশেষণ দিতে হইবে। এইরূপ দ্রব্যের স্পার্শন প্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযোগ কারণ, দ্রব্যসমবেতের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবায় কারণ, দ্রব্য সমবেতসমবেতের স্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবেতসমবায় কারণ। এই স্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় মহত্ত্বাবচ্ছিন্ন উদ্ভূত স্পার্শাবচ্ছিন্নত্ব বুঝিতে হইবে। এইরূপ গন্ধাদির বিষয় জানিতে হইবে এই ছয় প্রকার লৌকিক সন্নিকর্ষ জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন অলৌকিক সন্নিকর্ষ অর্থাৎ অলৌকিক প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়সংযোগ ব্যতিরেকেও হইয়া থাকে। আত্মার প্রত্যক্ষে মনঃসংযোগ কারণ, জানিতে হইবে। ইহা অলৌকিক সন্নিকর্ষ। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ—সামান্য লক্ষণ অর্থাৎ সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, এ স্থলে যদি লক্ষণ শব্দে স্বরূপ অর্থ করা হয়, তাহা হইলে সামান্য স্বরূপ প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থ বুঝাইবে; যে স্থলে ধূমাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে, সেই স্থলে ধূমাদি বিশেষ্যক ধূম এইরূপ জ্ঞান হইবে। সেই জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার অর্থাৎ ধূমত্ব রূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা 'ধূমাঃ' ধূম সকল এইরূপ সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান হয়।

এ স্থলে যদি কেবল ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ প্রকারীভূত এই কথা বলা হয়, তাহা হইলে ধূলিপটলে ধূম ভ্রম হওয়ার পর সকল ধূমবিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না, কারণ সে স্থলে ধূমত্বের ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ ঐ স্থলে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ধূলির উপর হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ শব্দে লৌকিকেন্দ্রিয় সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। বাহ্যেন্দ্রিয় স্থলেই এইরূপ প্রত্যাসত্তি হইবে। মানসপ্রত্যক্ষস্থলে জ্ঞানাংশে প্রকারীভূত সামান্যই সন্নিকর্ষ হইবে। ফল কথা এই যে সমানের ভাবই সামান্য। সেই সামান্য কোন স্থলে নিত্য যেমন ঘটত্বাদি, আবার কোন স্থলে অনিত্য যেমন ঘটাদি। যে স্থলে একটী ঘটসংযোগ সম্বন্ধে ভূতলে বা সমবায়সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হয়, তাহার পর সেই ঘটবিশিষ্ট সমস্ত ভূতল বা কপালের জ্ঞান হইয়া থাকে। পরন্তু এই স্থলে বুঝিতে হইবে যে, যে সম্বন্ধে সামান্যের

তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষ্যতে।
বিষয়ী যস্য তস্যৈব ব্যাপারো জ্ঞানলক্ষণা।
যোগজো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো যুক্তযুঞ্জানভেদতঃ।
যুক্তস্য সর্ব্বদা ভানং চিন্তা সহ কৃতোঽপরঃ।" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধে সামান্যঅধিকরণসমূহেরও জ্ঞান হয়। কিন্তু যে স্থলে সেই ঘটের নাশানন্তর তদ্ঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সে স্থলে সামান্য লক্ষণাবলে সমস্ত তদ্ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হয় না। কারণ তৎকালে সামান্য অর্থাৎ ঘট নাই। আরও যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষ্যক ঘট এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই স্থলে পরদিনে ইন্দ্রিয় সম্বন্ধ ব্যতিরেকে ও তাদৃশ জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য অর্থাৎ ঘটত্ব বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান কেন না হয়? অতএব বলিতে হইবে যে সামান্যবিষয়ক জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি, সামান্য প্রত্যাসত্তি নহে। সামান্য লক্ষণ এই পদে লক্ষণ শব্দের অর্থ বিষয়, সুতরাং সামান্যবিষয়ক জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপারকে জ্ঞানলক্ষণ কহে। যুক্ত ও যুঞ্জান ভেদে এই জ্ঞানলক্ষণা দুই প্রকার। যদি জ্ঞানলক্ষণা প্রত্যাসত্তি জ্ঞানস্বরূপ হয়, এবং সামান্যলক্ষণাও জ্ঞান স্বরূপ হয়, তাহা হইলে আর উহাদের কোন ভিন্নতা থাকে না। এই জন্য বলা হইয়াছে যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই ব্যাপারকে জ্ঞানলক্ষণা কহে। সামান্য লক্ষণা দ্বারা তদাশ্রয়ের জ্ঞান হয়, তৎশব্দে সামান্য বুঝিতে হইবে। জ্ঞানলক্ষণা দ্বারা যদ্বিষয়ক জ্ঞান আছে, সেই বিষয়েরই জ্ঞান বুঝিতে হইবে।

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রত্যক্ষ স্থলে সন্নিকর্ষ ব্যতিরেকে জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। সামান্য লক্ষণা যদি স্বীকার করা না হয়, তাহা হইলে ধূমত্বরূপে সকল ধূমের, বহ্নিত্বরূপে সকল বহ্নির জ্ঞান কিরূপে হইবে? এই জন্য সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিতেই হইবে। যদি বল, সকল বহ্নি এবং সকল ধূমের জ্ঞান না হইলেই বা ক্ষতি কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রত্যক্ষ ধূমের বহ্নি সম্বন্ধ গৃহীত হওয়ায়, ও অন্য ধূম উপস্থিত না থাকায় ধূম বহ্নিব্যাপ্য কি না, এইরূপ সন্দেহের অনুপপত্তি হইয়া উঠে। যদি বল, সামান্যলক্ষণা স্বীকার করিলে প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেও সর্ব্বজ্ঞত্বের আপত্তি হইয়া উঠে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, প্রমেয়ত্বরূপে সকল প্রমেয়ের জ্ঞান হইলেও বিশেষরূপে সকল পদার্থের জ্ঞান না থাকায় সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না।

যদি জ্ঞানলক্ষণা স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে চন্দনসুরভি এই চাক্ষুষ-জ্ঞানে সৌরভের জ্ঞান কিরূপে হয়? যদি সামান্য লক্ষণা দ্বারা সৌরভের জ্ঞান হয়, তথাপি সৌরভত্বের জ্ঞান, জ্ঞানলক্ষণা দ্বারাই হইয়াছে বলিতে হইবে।

চন্দন-সুরভি ইহা যাহার জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তি একখণ্ড চন্দন দেখিলেই ইহা যে সুরভি, এইরূপ স্থির করিতে পারে। এস্থলে সৌরভবিষয়ক জ্ঞানই সৌরভের চাক্ষুষ-প্রত্যক্ষে প্রত্যাসত্তি। কিন্তু সৌরভাংশে চক্ষুঃসন্নিকর্ষ না থাকায়, সৌরভত্বপ্রকারক-লৌকিক-প্রত্যক্ষ সামগ্রীর অভাববশতঃ সৌরভত্ব সামান্য-লক্ষণা দ্বারা সৌরভের জ্ঞান হইতে পারে নাই। এইরূপ ভ্রম-স্থলমাত্রই জ্ঞানলক্ষণার বিষয়। রজ্জুতে সর্প-ভ্রমকালে সর্পত্ব-জ্ঞানই সর্প-প্রত্যক্ষের প্রত্যাসত্তি। প্রত্যাসত্তি ব্যতিরেকে কোন প্রত্যক্ষই হয় না। সুতরাং সর্পের সহিত প্রত্যাসত্তি আবশ্যক। কিন্তু বস্তুতঃ সর্পের সহিত চক্ষুঃ সংযোগ না থাকায়, সর্পত্বজ্ঞানই সে স্থলে প্রত্যাসত্তি। কিন্তু চন্দন-সুরভি এই স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশেষক জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য সৌরভত্বের জ্ঞানবশতঃ অলৌকিকসন্নিকর্ষমূলক সামান্য-লক্ষণাবলে সৌরভত্বাশ্রয় সৌরভের জ্ঞান হইতে পারে। কিন্তু সৌরভত্বের জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞানলক্ষণা স্বীকার ব্যতীত আর উপায় নাই।

যোগজ—শ্রুতিপুরাণাদি প্রতিপাদ্য যোগাভ্যাসজনিত ধর্ম্ম বিশেষ। এই যোগী দুই প্রকার যুক্ত ও যুঞ্জান, সুতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মও দুই প্রকার। যুক্ত-যোগীর সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ এবং যুঞ্জান যোগীর চিন্তাসহকারে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। যুক্তযোগী যোগধর্ম্মসহায় মনঃ দ্বারা আকাশ, পরমাণু ইত্যাদি নিখিল পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি করেন অর্থাৎ সর্ব্বদাই তাঁহার সকল বিষয়ক জ্ঞান থাকে। (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সন্নিকর্ষণ (ক্লী) সম্‌-নি-কৃষ-ল্যুট্‌। ১ সন্নিধান। পর্য্যায় সন্নিধি, সন্নিধ। (ভরত) ২ সম্বন্ধ।

সন্নিকর্ষতা (স্ত্রী) সন্নিকর্ষস্য ভাবঃ তল্‌-টাপ্‌। সন্নিকর্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, সান্নিধ্য।

সন্নিকাশ (পুং) জ্যোতির্দান, সম্যক্ বিকাশ।

সন্নিকৃষ্ট (ত্রি) সম্‌-নি-কৃষ-ক্ত। সন্নিকর্ষবিশিষ্ট, নিকট।

সন্নিগ্রহ (পুং) সম্যক্ নিগ্রহ, সাজা দেওয়া।

সন্নিচয় (পুং) সম্‌-নি-চি ঘঞ্‌। সম্যক্‌নিচয়, সম্যক্‌রূপে সঞ্চয়।

সন্নিদাঘ (পুং) নিদাঘ। (ভাগবত ৫।১২।২)

সন্নিধ (ক্লী) সম্‌-নি-ধা-ক। সন্নিধান।

সন্নিধাতৃ (ত্রি) সম্‌-নি-ধা-তৃচ্‌। কর্ত্তা। (মনু ৭।৩৭৮)

সন্নিধান (ক্লী) সম্‌-নি-ধা-ল্যুট্‌। ১ নিকট। সম্যক্ নিধীয়তে ইন্দ্রিয়েতি। ২ আশ্রয়। ৩ অবস্থান। স্থিতি। ৪ আবির্ভাব। ৫ সমাগম। ৬ ইন্দ্রিয়-বিষয়।

সন্নিধি (স্ত্রী) সম্‌-নি-ধা-কি। ১ সন্নিকর্ষ। (অমর) ২ ইন্দ্রিয়-গোচর। ৩ অবস্থান। ৪ উত্তম নিধি।

সন্নিনদ (পুং) সম্‌-নি-নদ-অপ্‌। সম্যক্ নিনাদ।

সন্নিনাদ (পুং) সম্‌-নি-নদ-ঘঞ্‌। সম্যক্‌রূপে নাদ।

সন্নিপতিত (ত্রি) সম্‌-নি-পত-ক্ত। একীকৃত, মিশ্রিত।

২ সম্যক্ প্রকারে পতিত। ৩ উপস্থিত। ৪ মৃত। ৫ অবতীর্ণ, ৬ আগত।

সন্নিপাত (পুং) সম্যক্ নিপাতো পতনং যত্র। ১ তালভেদ। "একএব গুরুর্যত্র সন্নিপাতঃ স উচ্যতে।" (সঙ্গীতদামোদর) ২ সমূহ। ৩ একত্র মিলন, মিশ্রণ। ৪ সংগ্রাম, যুদ্ধ। ৫ সম্যক প্রকারে পতন। ৬ নাশ। ৭ অবতরণ। ৮ উপস্থিতি। ৯ বিকারোৎপাদক মিলিত দোষত্রয়। দুষ্ট ত্রিদোষ একত্র হইলে তাহাকে সন্নিপাত কহে। [সন্নিপাতজ্বর শব্দ দেখ]

সন্নিপাতকলিকা (স্ত্রী) অশ্বিনীকুমার কৃত সন্নিপাতচিকিৎসা। ২ রুদ্রভট্টকৃত সন্নিপাতচিকিৎসা।

সন্নিপাতজ্বর (পুং) সম্যক্ নিপাতো নাশো যস্মাৎ, তাদৃশো জ্বরঃ। ত্রিদোষজ জ্বর, ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন জ্বর। যে স্থলে বায়ু, পিত্ত ও কফ নামক তিনটী দোষ কুপিত হইয়া জ্বররোগ হয়, তাহাকে সন্নিপাত-জ্বর বলা যায়। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে, ত্রিদোষবর্দ্ধক আহার বিহার দ্বারা শরীরস্থ বায়ু, পিত্ত ও কফ বর্দ্ধিত হইয়া আমাশয়ে গমন করে, এবং তথায় ঐ দোষত্রয়কে দূষিত ও কোষ্ঠস্থ অগ্নিকে বহির্গত করিয়া সন্নিপাত জ্বর উৎপাদন করিয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বর হইবার পূর্ব্বে বাতজ্বর, পিত্তজ্বর ও কফজ্বরের যে সকল পূর্ব্বলক্ষণ হইয়া থাকে, এই জ্বরের প্রথমাবস্থায়ও সেই সকল পূর্ব্বরূপ দৃষ্ট হয়।

সন্নিপাতের সামান্য লক্ষণ।—ত্রিদোষ জন্য জ্বরে ক্ষণে ক্ষণে দাহ, আবার পরক্ষণেই শীত, অথবা নিরবচ্ছেদে অত্যন্ত শীতবোধ, অস্থিসমূহে, সন্ধিস্থলে ও মস্তকে বেদনা, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ, আবিল, রক্তবর্ণ ও বিস্তারিত বা অতি কুটিল হয়। কর্ণরন্ধ্র মধ্যে নানা প্রকার শব্দের অনুভব হয়, কণ্ঠ যেন শূকদ্বারা আবৃত, তন্দ্রা, মূর্চ্ছা, প্রলাপবাক্য, শ্বাস, কাস, অরুচি, ভ্রম, তৃষ্ণা, নিদ্রা-নাশ, অথবা অত্যন্ত নিদ্রা, কিংবা দিবসে অধিক নিদ্রা, রাত্রিকালে একেবারে নিদ্রানাশ, জিহ্বা অঙ্গারের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, ও খরস্পর্শ হয়। সর্ব্বাঙ্গে শিথিলভাব, কফমিশ্রিত রক্ত বা পিত্তের নিষ্ঠীবন, ইতস্ততঃ শিরশ্চালন (মাথা ঘুরাণ), মল মূত্র ও ঘর্ম্মের কদাচিৎ নির্গমন, অথবা অধিক ঘর্ম্ম, দোষপূর্ণতা জন্য শরীরের অনতি কৃশতা, কণ্ঠ হইতে নিরন্তর অব্যক্ত শব্দনির্গম, মুখ ও নাসিকা প্রভৃতি স্থানে পাক অর্থাৎ ক্ষত, উদরে ভারবোধ, রসপূর্ণতা জন্য বাতাদি দোষসমূহের বিলম্বে পরিপাক, শরীরে শ্যাম বা রক্তবর্ণ কোঠ অর্থাৎ বোলতাদষ্ট স্থানের ন্যায় শোথের উৎপত্তি, এবং নৃত্য, গীত, হাস্য ও রোদন প্রভৃতি নানাপ্রকার বিকৃত চেষ্টা, এই সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়।

এই সন্নিপাত জ্বরে সাধারণ লক্ষণ ব্যতীত আরও কতকগুলি বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। এই পীড়া প্রকাশের পূর্ব্বে অত্যন্ত দুর্ব্বলতা ও ক্ষুধামান্দ্য অনুভব হয়। পীড়ার প্রথম অবস্থায় কম্পজ্বর, বমন, বক্ষে বেদনা, শিরঃপীড়া, প্রলাপ, অস্থিরতা ও আক্ষেপ অর্থাৎ হাত পা ছোড়া প্রভৃতি লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। সম্পূর্ণরূপে পীড়া প্রকাশিত হইবার পর, ঐ সমস্ত লক্ষণ অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে। ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি অধিক লক্ষণ লক্ষিত হয়, যথা—বক্ষঃস্থলে স্পর্শ করিতেও বেদনাবোধ, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্টবোধ, অত্যন্ত কাস, লোহার মরিচার ন্যায় মলিন এবং গায় আটা আটা শ্লেষ্মা-নির্গম, এবং ঐ শ্লেষ্মা কোন পাত্রে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা সহজে ছাড়ান যায় না। কখন কখন সেই শ্লেষ্মার সহিত মিশ্রিতভাবে অল্প অল্প রক্ত নির্গম, সপ্তম বা অষ্টম দিনে মূত্র বা ঘর্ম্মনির্গমের আধিক্য, মুখমণ্ডল মলিন ও চিন্তাযুক্ত, গণ্ডস্থল লাল ও কৃষ্ণবর্ণ, ওষ্ঠ ফাটা ফাটা, জিহ্বা শুষ্ক ও মলাবৃত, ক্ষুধামান্দ্য, আহারে কষ্ট, উদরাময়, অনিদ্রা, আলো দেখিতে কষ্টবোধ, পীড়া প্রকাশের দ্বিতীয় বা তৃতীয় দিনে মুখমণ্ডলে পিড়কার উৎপত্তি হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হওয়া এই পীড়ার একটী প্রধান লক্ষণ। অনেক স্থলে ফুস্‌ফুস পচিয়া যায়। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে শুষ্ক কুলগোলা জলের ন্যায় এক প্রকার তরল শ্লেষ্মা থুথুর সঙ্গে বাহির হইতে থাকে। পচিয়া গেলে দুর্গন্ধযুক্ত দুগ্ধের সরের ন্যায় অথবা পূযের ন্যায় শ্লেষ্মা নির্গত হয়। ফুস্‌ফুস্ দূষিত হইলে পীড়া অতি কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ফুস্‌ফুসে দাহ থাকিলেও এই রোগ কষ্টসাধ্য। শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, বিশেষতঃ গর্ভিণী এবং মদ্যপায়ী ব্যক্তির এই পীড়া হইলে সাধারণতঃ দুঃসাধ্য।

সন্নিপাতের ভোগকাল—সন্নিপাতজ্বর মাত্রই দুঃসাধ্য। যদি মল ও বাতাদিদোষ বিবদ্ধ থাকে, অগ্নি নষ্ট হইয়া যায়, এবং সমুদয় লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহা হইলে ইহা অসাধ্য; ইহার বিপরীত হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে। ৭, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৪, ১৮, ২২, বা ২৪ দিন পর্য্যন্ত এই জ্বর হইতে মুক্তিলাভ বা মৃত্যুলাভের সীমাকাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই জ্বরে যদি ক্রমশঃ জ্বরের বা বাতাদি দোষত্রয়ের লঘুতা, ইন্দ্রিয়সমূহের প্রসন্নতা, সুনিদ্রা, হৃদয় পরিষ্কার, উদর ও শরীরে লঘুতা, মনের স্থিরতা ও বল লাভ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পাইয়া ঐ নির্দ্দিষ্ট সীমাকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। আর যদি দিন দিন নিদ্রানাশ, স্তব্ধতা, উদরের বিষ্টব্ধতা, দেহের ভারবোধ, অরুচি, মনের অস্থিরতা ও বলহানি প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে ঐ নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যেই রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। সন্নিপাত জ্বরের শেষ অবস্থায়

কর্ণমূলে কষ্টদায়ক শোথ হইলে রোগী প্রায়ই রক্ষা পায় না। কিন্তু ঐ শোথ প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, ও মধ্যাবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য হইয়া থাকে।

বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটী দোষ কুপিত হইয়া সন্নিপাত উৎপাদন করে, কিন্তু এই তিনটী গুণ পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী; অতএব ইহারা একত্র হইয়া কিরূপে বাহুল্যরূপে কার্য্য করে? যেমন অগ্নি ও জল পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহারা একত্র হইলে উভয়ই ধ্বংস হয়, তদ্রূপ বায়ু, পিত্ত ও কফ একত্র হইয়া ঐ জলাগ্নির ন্যায় ধ্বংস না হইয়া কিরূপে রোগের প্রাবল্য করিয়া থাকে? বৈদ্যকে ইহার সিদ্ধান্ত লিখিত হইয়াছে। বায়ু, পিত্ত ও কফ ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধ গুণযুক্ত হইলেও একের গুণ অপরে ধ্বংস করে না। কেন না, উহারা তিনটীই এক কালে কুপিত হয়। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ গদাধর বলেন যে, দৈবায়ত্ত কিংবা স্বভাবতঃ দোষসমূহের একত্র মিলনে পরস্পর কেহ কাহারও ক্ষয় করে না। বায়ু, পিত্ত ও কফের সঞ্চার ও প্রকোপের কাল প্রত্যেকের ভিন্ন প্রকার। এ কারণ ইহাদের এককালে উৎপত্তি হওয়া সম্ভবপর নহে। এইরূপ অবস্থায় তিনটীতে মিলিয়া কিরূপে এক কালে সন্নিপাতজ্বর উপস্থিত করিয়া থাকে? ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে ত্রিদোষজনক কারণের বলবত্তাপ্রযুক্ত এই তিনটী দোষ একেবারেই কুপিত হইয়া থাকে।

এই সন্নিপাতজ্বর ত্রয়োদশ প্রকার, একদোষ-উল্বণ তিনটী, দুইদোষ উল্বণ তিনটী, তিন দোষ উল্বণ এক এবং বায়ু, পিত্ত ও কফের আধিক্য, মধ্য ও হীনতা দ্বারা ৬ প্রকার, এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাত জ্বর। এই সকলের নাম—বিস্ফারক, আশুকারী, কম্পন, বভ্র, শীঘ্রকারী, ভল্লুক, কূটপাকল, সংমোহক, পালক, যাম্য, ক্রকচ, কর্কটক, এবং বৈদারিক। কোন কোন বৈদ্যক গ্রন্থে বিস্ফারক স্থলে বিস্ফোরক পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

[এই সকলের লক্ষণ তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

সন্নিপাত জ্বরে প্রথম কর্ত্তব্য—সন্নিপাত জ্বরে প্রথমে আম-দোষ ও কফের চিকিৎসা করা আবশ্যক। তৎপরে পিত্ত ও বায়ুর উপশম করিতে হয়। আমদোষ শান্তির জন্য পঞ্চকোল ও আরগ্বধাদি পাচন সেবন করাইবে। শ্লেষ্মশান্তির জন্য সৈন্ধব লবণ, শুঁঠ, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ আদার রসের সহিত মিশ্রিত করিয়া আকণ্ঠ মুখে ধারণ করিবে এবং পুনঃ পুনঃ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু ফেলিবে। সমস্ত দিনের মধ্যে এইরূপ ৩।৪ বার নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলে হৃদয়, পার্শ্ব, মস্তক এবং গলদেশের শুষ্ক ও গাঢ় শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া যায়। টাবালেবুর রস ও আদার রসের সহিত সৈন্ধব, বিট্ ও সচল লবণ একত্র মিশ্রিত করিয়া বারংবার নস্য দিলেও শ্লেষ্মা তরল হইয়া উঠিয়া যায়।

রোগী অচেতন হইয়া থাকিলে পিপুলমূল, সৈন্ধব, পিপুল ও মউলফুল সমভাগে চূর্ণ করিয়া তাহাদের সমষ্টির সমপরিমিত মরিচচূর্ণ মিশ্রিত করিবে। ঐ চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত মিশাইয়া নস্য দিলে রোগীর চৈতন্য হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ, মস্তক ভার প্রভৃতিও নিবারিত হয়। তন্দ্রা নিবারণের জন্য সৈন্ধব লবণ, সজিনার বীজ, শ্বেতসর্ষপ ও কুড় সমপরিমিত, এই সকল দ্রব্য ছাগমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া নস্য দিবে। শিরীষের বীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, লশুন, মনঃশিলা ও বচ এই সকল সম-পরিমাণে লইয়া গোমূত্রে পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলেও রোগীর চৈতন্য হয়। মস্তক অত্যন্ত উষ্ণ, চক্ষু রক্তবর্ণ ও প্রবল শিরোবেদনা হইলে অর্দ্ধতোলা সোরা ও অর্দ্ধতোলা নিশাদল এক সের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। উহা গলিয়া গেলে সেই জলে একখণ্ড বস্ত্র ভিজাইয়া রগে ও ব্রহ্মতালুতে পটি বসাইয়া দিবে। শিরোবেদনাদি শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জল দ্বারাই উক্ত বস্ত্র-খণ্ড বারংবার ভিজাইতে হইবে। পরে তাহার শান্তি হইলে বস্ত্রখণ্ড তুলিয়া ফেলিবে। এই জ্বরে ক্ষুদ্রাদি, চাতুর্ভদ্রক, পঞ্চমূল, দশমূল, নাগরাদি, চতুর্দ্দশাঙ্গ, অষ্টাদশাঙ্গ, ভার্গ্যাদি, শঠ্যাদি, বৃহত্যাদি, বোম্বাদি, ও ত্রিবৃতাদি প্রভৃতি পাচন, এবং স্বল্প ও বৃহৎ কস্তুরীভৈরব, শ্লেষ্মকালানলরস, সন্নিপাতভৈরব, ও বেতাল-রস প্রভৃতি ঔষধ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

এই সন্নিপাতজ্বরে দেহ শীতল ও নাড়ীক্ষীণ হইয়া আসিতে থাকিলে মকরধ্বজ ১ রতি, মৃগনাভি ১ রতি, ও কর্পূর ১ রতি, একত্র কিঞ্চিৎ মধুতে মাড়িয়া ১ তোলা পানের রস বা আদার রসসহ মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি তিনবার সেবন করাইবে। আর যখন দর্শন, শ্রবণ, ও বাক্‌শক্তি প্রভৃতি ক্রমশঃ লোপ পাইতে থাকে, নাড়ী বসিয়া যায়, এবং সংজ্ঞা নাশ হইতে থাকে, সেই সময় সূচিকাভরণ, ঘোরনৃসিংহচক্রী, এবং ব্রহ্মরন্ধ্র রস প্রভৃতি উৎকট বিষাক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক। সময়ে সময়ে এই সকল উৎকট বিষপ্রয়োগে উপকার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সন্নিপাত-জ্বরোক্ত পাচনসমূহ, লক্ষ্মী-বিলাস, কস্তুরী-ভৈরব, কফকেতু এবং কাসরোগোক্ত কতিপয় ঔষধ বিবেচনা করিয়া প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

সন্নিপাতজ্বরে দোষসমূহের আধিক্য ও হঠকারিতার জন্য প্রায়ই নানাপ্রকার উপদ্রব প্রকাশ পায়। মূল রোগ অপেক্ষা ঐ সকল উপদ্রব অধিক প্রকাশ পাইলে হঠাৎ প্রাণনাশের সম্ভা-বনা। এইজন্য সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষরূপ লক্ষ্য রাখিয়া উপ-দ্রবসমূহ যাহাতে শীঘ্র প্রশমিত হয়, তৎপ্রতি সচেষ্ট হইবেন।

সন্নিপাতক জ্বরের পর কাহারও কাহার কর্ণমূলে শোথ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়, এই শোথ অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশক হয়। তবে এই শোথ জ্বরের প্রথমাবস্থায় হইলে সাধ্য, মধ্য অবস্থায় হইলে কষ্টসাধ্য এবং শেষাবস্থায় অসাধ্য হইয়া থাকে। সুতরাং সুচিকিৎসক ইহার প্রতীকারের জন্য শোথনাশক প্রক্রিয়া করিবেন।

এই জ্বরে অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে বারংবার জল পান করিতে দেওয়া বিধেয় নহে। উষ্ণ জল শীতল করিয়া পান করিতে দেওয়া আবশ্যক। অত্যন্ত পিপাসায় ষড়ঙ্গপানীয় দিলে বিশেষ উপকার হয়। অতিরিক্ত ঘর্ম্ম হইলে কুলত্থকলায় ভাজিয়া তাহার চূর্ণ, অথবা আবীর সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিবে। চুল্লীর ভিতরের পোড়ামাটী চূর্ণ করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ করিলেও ঘর্ম্ম নিবারিত হয়। বমন থাকিলে বমননিবারক বিধান দ্বারা এই উপদ্রব শান্তি করা আবশ্যক। বড় এলাচির কাথ অল্প অল্প মাত্রায় বারংবার পান করাইবে। অথবা গুলঞ্চের কাথ সুশীতল করিয়া তাহাতে মধুপ্রক্ষেপ দিয়া পান করাইবে। বেনামূল ১ তোলা উত্তমরূপে বাটিয়া এবং শ্বেতচন্দন অর্দ্ধতোলা ঘষিয়া চিনির জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া ১ তোলা পরিমাণে বারংবার সেবন করিতে দিবে। অথবা ক্ষেতপাপড়া ১ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাকিয়া দুই তিন বার অল্প করিয়া ঐ কাথ সেবন করিতে দিলে বমন প্রশমিত হয়। মধু, চন্দন অথবা চিনির সহিত মক্ষিকার বিষ্ঠা লেহন করিলে, বা তেলাপোকার বিষ্ঠা ৩ বা ৪টী দানা শীতল জলে ভিজাইয়া সেবন করাইলে বমি থামিয়া যায়।

এই রোগে যদি অতীসার থাকে, তাহা হইলে এই রোগ কষ্টসাধ্য হয়। এই অতীসার নিবারণের জন্য চিকিৎসক অতীসার রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবেন। মলবদ্ধ থাকিলে যাহাতে অল্পমাত্রায় বিরেচন হয়, এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করা বিধেয়। অধিক মাত্রায় বিরেচক ঔষধ দিলে তাহাতে অতীসারে পরিণত হইয়া রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা, সুতরাং বিশেষ বিবেচনা করিয়া বিরেচক ঔষধ প্রয়োগ করা আবশ্যক।

এই জ্বরে হিক্কা হইলে তাহার প্রশমনের জন্য নিম্নোক্ত ঔষধ প্রয়োগ করিলে জ্বর প্রশমিত হয়। নির্ধূম অঙ্গারাগ্নিতে হিঙ্গু, গোলমরিচ, মাষকলাই, বা শুষ্ক অশ্বপুরীষ পোড়াইয়া তাহার ধূম নাসারন্ধ্রে দিবে। অর্দ্ধতোলা শ্বেতসর্ষপচূর্ণ, অর্দ্ধসের জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিছুক্ষণ রাখিয়া দিবে। স্থির হইলে সেই জলের স্বচ্ছাংশ অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণে দুই বা তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন, বা উপরপেটে তৈলমর্দ্দন করিয়া তাহাতে জলের সেঁক দিবে। জলের সহিত সৈন্ধবচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অথবা চিনির সহিত শুঁঠচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহার নস্য লইবে। অশ্বত্থ গাছের শুষ্ক ছাল পোড়াইয়া জলে ডুবাইয়া তাহা নির্ব্বাপিত করিবে। পরে সেই জল ছাকিয়া পান করিলে হিক্কা ও বমি উভয়ই নিবারিত হয়।

এই রোগে শ্বাস উপদ্রব হইলে তাহার নিবারণের জন্য, বৃহতী, কণ্টকারী, দুরালভা, পটোলী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বামুনহাটী, কুড়, কুট্‌কী, ও শটী এই সকল দ্রব্যের কাথ সেবন করিবে। অথবা পিপুল, কট্‌ফল ও কাঁকড়াশৃঙ্গী ইহাদের চূর্ণ মধুর সহিত লেহন করিলে শ্বাস প্রশমিত হয়। অন্তর্ধূমে ময়ূরপুচ্ছভস্ম ২ রতি ও পিপুলচূর্ণ রতি পরিমাণ, অথবা বহেড়ার শাঁস বা কুলআটির শাঁস ২ রতি মধুর সহিত লেহন করিবে। বনঘুটের অগ্নিতে দা গরম করিয়া তাহার অগ্রভাগ দ্বারা পাঁচবার দাগ দিলে অতি ভয়ানক শ্বাসও প্রশমিত হয়।

কাস উপদ্রব থাকিলে কাসাধিকারে কাসরোগপ্রশমক যে সকল ঔষধ, মুষ্টিযোগ ও পাচনাদির ব্যবস্থা আছে, তাহা রোগীর দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া চিকিৎসক প্রয়োগ করিবেন।

বায়ু, পিত্ত ও কফজ্বরে যাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই ত্রিদোষজ জ্বরেও তাহা নিষিদ্ধ জানিতে হইবে। এই রোগে সন্নিপাতভৈরবরস, মৃতসঞ্জীবনীরস, সূচিকাভরণ, চিন্তামণিরস, রসরাজেন্দ্র, স্বেদ-শৈত্যারিরস, পঞ্চবক্ত্রুরস, প্রাণেশ্বররস, শ্রীসন্নিপাত-মৃত্যুঞ্জয়রস, কালাগ্নিভৈরব, কস্তুরীভৈরব, বৃহৎকস্তুরীভৈরব, মৃতসঞ্জীবনী, মৃগমদাসব প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারী।

ভাবপ্রকাশ, চরক, সুশ্রুত, বাভট প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে সন্নিপাত জ্বরাধিকারে ইহার লক্ষণ, পূর্ব্বরূপ ও চিকিৎসাদির বিশেষ বিবরণ আছে,বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

এই সন্নিপাতজ্বর সম্বন্ধে কেহ বলেন কষ্টসাধ্য, কেহ বলেন অসাধ্য। স্থূলপক্ষে যে সন্নিপাতজ্বরে বাতাদিদোষ অত্যন্ত বর্দ্ধিত হয়, অগ্নি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়, এবং জ্বর সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত অর্থাৎ দাহশীতাদি সকল লক্ষণবিশিষ্ট হয়, সেই সন্নিপাত জ্বর অসাধ্য। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদি দোষের পরিপাক ও অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, এবং জ্বরের সমস্ত লক্ষণ উদ্ভাবিত না হয়, তাহা হইলে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে। এই রোগ হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ যত্ন সহকারে এই রোগের চিকিৎসা করিবেন। কারণ ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, সন্নিপাতরূপ সমুদ্রে মগ্ন মনুষ্যকে যে ব্যক্তি উদ্ধার করে, তাহার কোন্ ধর্ম্ম করা না হয় এবং কোন্ ব্যক্তির নিকট তিনি পূজনীয় না হন? তাহার অত্যধিক পুণ্য সঞ্চয় হয় এবং তিনি সকল লোকের নিকট পূজিত হইয়া থাকেন। সন্নিপাত-জ্বর-চিকিৎসককে এক প্রকার যমের সহিত যুদ্ধ করিতে

হয়। এই যুদ্ধে যিনি জয় লাভ করিতে পারেন, তিনি অন্যান্য রোগসমূহকে সমূলে বিনাশ করিতে সমর্থ হন।

"সন্নিপাতার্ণবে মগ্নং যোঽভ্যুদ্ধরতি মানবম্।
কস্তেন ন কৃতো ধর্ম্মঃ কাঞ্চ পূজাং ন'সোঽর্হতি॥
মৃত্যুনা সহ যোদ্ধব্যং সন্নিপাতং চিকিৎসতা।
যশ্চ তত্র ভবেজ্জেতা স জেতাময়সঙ্কুলে॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°) [বিশেষ জ্বররোগ শব্দ দেখ]

সন্নিপাতন (ক্লী) ১ সম্যক্‌রূপে পাতিতকরণ। ২ সন্নিপাত।

সন্নিপাতনাড়ী (স্ত্রী) রোগবিশেষ, দন্তমূলগত রোগ। যে দন্তরোগে দাহ, জ্বর, শ্বাস, মূর্চ্ছা এবং মুখশোষ হয়, তাহাকে সন্নিপাত কহে।

"দাহজ্বরশ্বসনমূর্চ্ছনরক্তশোষাঃ
যস্যাং ভবন্তি বিহিতানি লক্ষণানি॥" (মাধবনি°)

সন্নিপাতসূৎ (পুং) সন্নিপাতং সূদতীতি সূদ-ক্বিপ্‌। নেপালনিম্ব।

সন্নিপাতভৈরবরস (পুং) সন্নিপাতজ্বরাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল ৪৷৷০ তোলা, গন্ধক ২ তোলা ২ মাষা, বিষ ২ তোলা ২ মাষা, ধুতুরাবীজ ৩ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা ১ মাষা। এই সকল দ্রব্য গোড়ানেবুর রসে মর্দ্দিত ও ছায়ায় শুষ্ক করিবে। পরে শুষ্ক হইলে ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। অনুপান আদার রস ও মধু। ঘোরতর সান্নিপাতিকে ইহার একটী বটিকা সেবন করিলে বিশেষ উপকার হয়।

অন্যপ্রকার প্রস্তুতপ্রণালী—রস, বিষ, গন্ধক, হরিতাল, ত্রিফলা, জয়পাল, তেউড়ী, ধুতুরাবীজ, তাম্র, সীসক, অভ্র, লৌহ, আকন্দের আটা, ঈশলাঙ্গলার মূল, ও স্বর্ণমাক্ষিক এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে লইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্য সকলের কাথে ৩০ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিয়া এক রতি-প্রমাণ-বটী করিবে। কাথ দ্রব্য যথা,—আকন্দ, শ্বেত-অপরাজিতা, মুণ্ডিরী, হুড়হুড়ে, কৃষ্ণ-জীরা, কাকজঙ্ঘা, শোণক, কুড়, ত্রিকটু, বঁইচি, লাল সূর্য্যমণি, রুদ্রজটা, ধুতুরা, দন্তীমূল ও পিপুলমূল এই ১৮টী দ্রব্যের সমষ্টি পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য সকলের সমষ্টির সমান পরিমাণে লইয়া চারি গুণ জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া সিকি পরিমাণ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া সেই কাথে পূর্ব্বোক্ত ভাবনাদি দিয়া উক্ত প্রমাণানুসারে বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ প্রস্তুতকালে ভৈরবের উদ্দেশে বলি দিবে। অনুপান দোষের বলাবল অনুসারে দিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার উপদ্রবযুক্ত সন্নিপাতরোগ আশু প্রশমিত হয়।

দ্বিতীয় প্রকার প্রস্তুতপ্রণালী।—পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, দারমুজ ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ১ ভাগ, হিঙ্গুল ৮ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া মুগের ন্যায় বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধের একটী মাত্র বটিকা সেবন করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে সকল প্রকার সন্নিপাত বিনষ্ট হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতমৃত্যুঞ্জয়রস (পুং) রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—বিষ, পারদ, গন্ধক, মৎস্যপিত্ত, শূকরপিত্ত, ছাগপিত্ত, ময়ূর-পিত্ত, মহিষীপিত্ত, হরিতাল, ত্রিকটু, আলকুশী-বীজ, অপাঙ্গের মূল, চিতামূল, জয়পাল, এই সকল দ্রব্য সমভাগে শিলায় পেষণ ও ছাগমূত্রে মর্দ্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে অত্যন্ত শীতযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর আশু নিবারিত হয়। অনুপান ভৃঙ্গরাজের রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া রোগীর গাত্র স্থূলবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। ইহাতে ক্ষণকালের মধ্যে রোগীর গাত্র হইতে ঘর্ম্মোদ্গম হইয়া থাকে। পরে রোগী যখন মূর্চ্ছিত, ভূমিতে পতিত ও গাত্রদাহে ব্যাকুল হইবে, তৎকালে জানিবে যে, রোগী রোগমুক্ত হইয়াছে। ঐ অবস্থায় রোগী যে কিছু আহার করিতে চাহিবে, তাহা দেওয়া উচিত। রোগীকে এই অবস্থায় দধি, অন্ন ও শীতল জল নির্ভয়ে প্রদান করা যায়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতসূর্য্যরস (পুং) জ্বরাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হিঙ্গুল, গন্ধক, তাম্র, মরিচ, পিপুল, বিষ, শুঁঠ, ও কনক ধুতুরার বীজ সমভাগে চূর্ণ করিয়া সিদ্ধির কাথে ৩ দিন ভাবনা দিবে। পরে ইহাতে ২ রতিপ্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিতে হয়। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনের পর আকন্দ মূলের কাথ পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে ঘোরতর সান্নিপাতিক জ্বর আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সন্নিপাতিন্‌ (ত্রি) সন্নিপাতযুক্ত।

সন্নিপাত্য (ত্রি) সম্‌-নি-পত-ণ্যৎ। সন্নিপাতযোগ্য, নিপাতনার্হ।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সন্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্‌।" (শকুন্তলা ১ অ°)

সন্নিবর্হণ (ক্লী) সম্যক্‌ বিনাশ, ধ্বংস।

সন্নিবদ্ধ (ত্রি) সম্‌-নি-বধ-ক্ত। সম্যক্‌ বন্ধন যুক্ত।

সন্নিবন্ধন (ক্লী) সম্‌-নি-বন্ধ-ল্যুট্‌। সম্যক্‌রূপে নিশ্চিত বন্ধন।

সন্নিবোদ্ধব্য (ত্রি) সম্‌-নি-বুধ-তব্য। সন্নিবোধযুক্ত। সন্নি-বোধার্হ।

সন্নিভ (ত্রি) সম্যক্‌-নিভাতীতি সম্‌-নিভা-ক। সদৃশ, তুল্য, একরূপ।

সন্নিমিত্ত (ক্লী) সৎনিমিত্তং। ১ সাধুনিমিত্ত, উত্তম নিমিত্ত। ২ সাধুদিগের নিমিত্ত।

সন্নিয়ন্তৃ (ত্রি) সম্‌-নি-যম্‌-তৃচ্‌। সম্যক্‌ নিয়ন্তা, সম্যক্‌রূপে নিয়মকারী। (মনু ৯।৩২০)

সন্নিয়ম (পুং) সম্-নি-যম্-অপ্। সম্যক্‌রূপে নিয়ম।

সন্নিয়োগ (পুং) সম্-নি-যুজ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নিয়োগ।

সন্নিরুদ্ধ (ত্রি) সম্-নি-রুধ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে নিরুদ্ধ, সম্যক্ প্রকারে নিরোধবিশিষ্ট।

সন্নিরুদ্ধগুদ (পুং) সন্নিরুদ্ধং গুদং যস্মাৎ। গুহ্যদ্বারোদ্ভব রোগ বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"বেগসন্ধারণাদ্বায়ুর্বিহিতো গুদসংশ্রিতঃ।
নিরুণদ্ধি মহৎ স্রোতঃ সূক্ষ্মদ্বারং করোতি চ॥
মার্গস্য সৌক্ষ্মাৎ কৃচ্ছ্রেণ পুরীষং তস্য গচ্ছতি।
সন্নিরুদ্ধগুদং ব্যাধিমেতং বিদ্যাৎ সুদুস্তরম্॥" (ভাবপ্র°)

মলবেগ ধারণ দ্বারা কুপিত অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে সঙ্কুচিত করিয়া বৃহৎ দ্বারকে সূক্ষ্ম করে, এই জন্য অতি কষ্টে মল নির্গম হয়। এবম্ভূত দারুণ রোগকে সন্নিরুদ্ধগুদ কহে। এই রোগ হইবা মাত্রই ইহার চিকিৎসা করা আবশ্যক।

চিকিৎসা—এই রোগে বাতঘ্নতৈল দ্বারা পরিষেক করিতে হয়। লৌহময়ী দুই মুখবিশিষ্ট নল প্রস্তুত করিয়া অথবা জতুকৃতদারী-ঘৃত ম্রক্ষণ করাইয়া প্রবেশ করাইবে। শুশুকের বসা ও মজ্জা দ্বারা পরিষেক করিলেও ইহাতে বিশেষ উপকার হয়। তিন দিন অন্তর স্থূলতর নল ঐ মার্গে প্রবেশ করাইবে। ইহাতে দ্বার বর্দ্ধিত হয় অথবা ঐ স্থান ভেদ করিয়া সদ্যঃক্ষতের ন্যায় চিকিৎসা করিবে, ইহাতে ঐ রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র° ক্ষুদ্ররোগাধি°)

সন্নিরোদ্ধব্য (ত্রি) সম্-নি-রুধ-তব্য। সম্যক্‌রূপে নিরোধ যোগ্য, নিরোধের উপযুক্ত।

"সা-সন্তঃ সন্নিরোদ্ধব্যা ত্যাজ্যা বা কুলসন্নিধৌ।" (মনু ৯।৮৩)

সন্নিরোধ (পুং) সম্-নি-রুধ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে নিরোধ।

সন্নিবপন (ক্লী) ১ ভাল করিয়া বোনা। ২ ভাল করিয়া ছাঁটা।

সন্নিবর্ত্তন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নিবর্ত্তন। প্রত্যাবর্ত্তন।

সন্নিবাপ (পুং) ভাল করিয়া বোনা।

সন্নিবায় (পুং) সমুদায়, সমূহ।

"অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে" (ভাগবত ২।২।২২)
'গুণসন্নিবায়ে গুণসমুদায়ে।' (স্বামী)

সন্নিবারণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নিবারণ।

সন্নিবার্য্য (ত্রি) সন্নিবারণযোগ্য, সম্যক্‌রূপে নিবারণ করিবার উপযুক্ত।

সন্নিবাস (পুং) সং-নি-বস-ঘঞ্। ১ সম্যক্ নিবাস। ২ বিষ্ণু।

সন্নিবিষ্ট (ত্রি) সম্-নি-বিশ-ক্ত। ১ উপবিষ্ট। ২ নিকট, সমীপ। ৩ সম্মুখে উপস্থিত। ৪ নিকটস্থ। ৫ সংক্রান্ত।

সন্নিবৃত্ত (ত্রি) সম্-নি-বৃত-ক্ত। নিবৃত্ত, বিবৃত, প্রত্যাগত।

সন্নিবৃত্তি (স্ত্রী) সম্-নি-বৃ-ক্তিন্। সম্যক্ নিবর্ত্তন।

সন্নিবেশ (পুং) সংনিবিশন্তে অত্রেতি সং-নি-বিশ-ঘঞ্। ১ পত্তনাদিতে দিগাদিপরিচ্ছিন্ন প্রদেশ। ২ পূর্ব্বদিগাদ্যবচ্ছিন্ন গৃহ। (কলিঙ্গ) ৩ পুরাদির বহির্বিহরণভূমি, নগরাদির বহিঃস্থিত বিহারভূমি। পর্য্যায়—আকর্ষণ।

'নগরাদিবহিঃস্বৈরবিহারচারুভূমিষু।
তত্র স্বয়ং নিগদিতং সন্নিবেশো নিকর্ষণং॥' (শব্দরত্না°)

৪ সংস্থান। ৫ আশ্রম। ৬ স্থান। ৭ নিকট। ৮ ভিতরে প্রবেশ করান। ৯ সমষ্টি। ১০ সংগ্রহ। ১১ স্থিতি। ১২ বিন্যাস। ১৩ সংযোগ। ১৪ যোগ, মিলন।

সন্নিবেশন (ক্লী) সম্-নি-বিশ-ল্যুট্। সন্নিবেশ।

সন্নিবেশিন্ (ত্রি) সম্-নি-বিশ-ণিনি। সন্নিবেশযুক্ত।

সন্নিবেশ্য (ত্রি) সন্নিবেশযোগ্য, সন্নিবেশের উপযুক্ত।

সন্নিশ্চয় (পুং) সম্যক্‌রূপে নিশ্চয়।

সন্নিষেব্য (ত্রি) সম্ নি-সেব-যৎ। সম্যক্ প্রকারে সেবার যোগ্য।

সন্নিসর্গ (পুং) সম্যক্ নিসর্গ।

সন্নিহতী (স্ত্রী) সন্নিধি।

সন্নিহিত (ত্রি) সং-নি-ধা-ক্ত। নিকটস্থিত, নিকটবর্ত্তী, সমীপস্থ। ২ সম্যক্ স্থাপিত। ৩ সন্নিধান। (পুং) ৪ অগ্নিবিশেষ, এই অগ্নি দেহীদিগের প্রাণ আশ্রয় করিয়া দেহের প্রবর্ত্তন করেন।

"প্রাণানাশ্রিত্য যো দেহং প্রবর্ত্তয়তি দেহিনাম্।
তস্য সন্নিহিতো নাম শব্দরূপস্য সাধনঃ॥"(ভারত ৩।২২০।১৯)

সন্নৃত্য (ক্লী) সম্যক্‌রূপে নৃত্য।

সন্নেয় (ত্রি) সম্যক্ নয়নযোগ্য।

সন্নোদয়িতব্য (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উদয়ের যোগ্য।

সন্ন্যসন (ক্লী) সম্-নি-অস-ল্যুট্। ত্যাগ।

"নচ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।" (গীতা ৩।৩৪)

২ সমর্পণ।

সন্ন্যস্ত (ত্রি) সম্-নি-অস-ক্ত। সম্যক্ ন্যাসীকৃত, সমর্পিত, যিনি সন্ন্যাস করিয়াছেন, অর্পণ করিয়াছেন।

"যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥" (গীতা ৪।)

যিনি যোগ দ্বারা ভগবানে সমস্ত কর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ নিখিল কর্ম্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এবং জ্ঞান দ্বারা যাহার সকল সংশয় ছেদ হইয়াছে, কর্ম্ম সকল আর তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্ম্ম করিলেই তাহার ফল বন্ধন অবশ্যই হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি সমস্ত কর্ম্ম ভগবানে সন্ন্যাস করিতে পারেন, তাহার আর ভব বন্ধন হয় না।

সন্ন্যাস (পুং) সং-নি-অস-ঘঞ্। ১ জটামাংসী। (শব্দচন্দ্রিকা) ২ কাম্যকর্ম্মের ন্যাস। কাম্যকর্ম্মের ত্যাগ। গীতায় আছে—

"কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥" (গীতা ১৮।২)

কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগের নাম সন্ন্যাস। কাম্য ও নিত্য অর্থাৎ সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলত্যাগের নাম ত্যাগ। স্বর্গাদি ফল লাভার্থে কামনা করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কাম্যকর্ম্ম এবং সন্ধ্যা, উপাসনা, নিত্য হোম, কর্ত্তব্য বোধে তপস্যা ও দান প্রভৃতি নিত্যকর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। যাঁহারা স্বরূপতঃ কাম্যকর্ম্ম সমুদায় পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসিগণ কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন বলিয়া যে নিত্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, তাহা নহে। নিত্য কর্ম্মের যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে হইবে। নিত্যকর্ম্মেরও কর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা দৈনন্দিন পাপ দূর হয়। এই জন্য নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। অনাসক্ত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

নিত্যকর্ম্মের ফল নাই এইরূপ হইতে পারে না, কারণ ফলবিহীন কার্য্য কেহ করেন না। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত" (শ্রুতি) যাবজ্জীবন প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিতে হইবে। যদি কাম্যকর্ম্মের ন্যায় স্বর্গাদি ইহার ফল হইত, তাহা হইলে মুমুক্ষুগণ কদাপি ইহার অনুষ্ঠান করিতেন না। কারণ যাঁহাদের অন্তঃকরণ হইতে কামনা তিরোহিত হইয়াছে, তাঁহাদের ঐরূপ কর্ম্ম নিষ্প্রয়োজন। এইজন্য মীমাংসক নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নিত্যসঞ্চিত পাপক্ষয় জন্য নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। অজ্ঞান ও ভ্রম ইত্যাদি নিবন্ধন মুমুক্ষুগণও পাপ করিয়া থাকেন। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐ সকল পাপক্ষয় হয় বলিয়া তাহা সকলেরই অনুষ্ঠেয়। সুতরাং যাহারা সন্ন্যাসী তাহাদেরও নিত্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য।

গীতায় ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে এবং কর্ম্ম করিতেও উপদেশ দেন, ইহাতে অর্জ্জুনের ঘোরতর সন্দেহ হয়, অর্জ্জুন এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য ভগবানের নিকট জিজ্ঞাসা করেন যে,—

"সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ! পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং॥"
শ্রীভগবানুবাচ—
সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে॥
জ্ঞেয়ঃ স নিত্য-সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বোহি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে॥"(গীতা ৫।১-৩)

ভগবন্! আপনি কর্ম্ম সকলের সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ এই উভয়েরই প্রশংসা করিতেছেন, কিন্তু এই দুয়ের কোনটী শ্রেয়ঃ, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন? এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, কর্ম্মসন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই মোক্ষের সাধক, কিন্তু ইহার মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ। ভগবানের বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অল্পাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মপরিত্যাগ এবং নিষ্কামভাবে কেবল জগতের উপকারের জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান এই উভয়বিধ যোগ দ্বারা আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া মানব মুক্তিলাভ করিতে পারে; অতএব এই দুইটী অর্থাৎ কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস মোক্ষের সাধন। অল্পাধিকারী ব্যক্তি প্রথমে কর্ম্মযোগ ভিন্ন আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না, এইজন্য অল্পাধিকারীর পক্ষে প্রথমে কর্ম্মযোগই অবলম্বনীয়। এই কর্ম্ম নিষ্কামভাবে করিতে হইবে।

যিনি অহং মমেত্যাদি অভিমানবিবর্জ্জিত হইয়া নিরন্তর জগতের উপকারার্থে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী, আর যিনি বাহ্য আড়ম্বরমাত্র পরিত্যাগ করিয়া আন্তরিক অহঙ্কারাদি পরিপূর্ণ, অহং মমেত্যাদি অভিমানবিশিষ্ট, তিনি সন্ন্যাসী নামধারী ঘোরতর কর্ম্মী। যে কর্ম্মযোগী সুখবিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ, এবং দুঃখবিষয়ে সর্ব্বতোভাবে অক্লিষ্ট, তিনি নিরন্তর কর্ম্ম করিয়াও সন্ন্যাসী বলিয়া পরিগণিত হন। কারণ যিনি শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্ব অতিক্রম করিতে পারেন, তিনি অনায়াসে সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ।

কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই আত্মজ্ঞানের দ্বারস্বরূপ, ইহাই ভগবান্ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সমস্ত কার্য্য ভগবানের প্রতি অর্পণ করিয়া যিনি নিরন্তর লোকসংগ্রহার্থে কার্য্য করেন, তিনি কর্ম্মযোগী, এবং যিনি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরন্তর ঈশ্বরের আরাধনা করেন, তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী। এই উভয়েই পরিণামে আত্মজ্ঞান লাভ করিবেন। কিন্তু কর্ম্মযোগী ঈশ্বরের আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে নিজের কোন উপকারের প্রত্যাশা না রাখিয়া পরোপকাররূপ ব্রতধারণ করেন বলিয়া তিনি কর্ম্মসন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মযোগ দ্বারা যাহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাহার পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই শ্রেষ্ঠ। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, যাহারা মায়াদি দ্বারা অভিভূত, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস বিড়ম্বনা মাত্র।

জন্মজন্মান্তরে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ দ্বারা কর্ম্মযোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন। এই কর্ম্মযোগিগণ মুক্তিলাভ করিবার পূর্ব্বে কর্ম্মসন্ন্যাসী হইবেন। ফলতঃ কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের উদ্ভব হয় না, এই আত্মজ্ঞান না হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে পারে

না। সুতরাং মুক্তির জন্য কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এই উভয়েরই আবশ্যক। কর্ম্মযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ না হইলে কর্ম্মসন্ন্যাসগ্রহণ কেবল দুঃখের কারণ হয়। প্রথমে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া মনকে নির্ম্মল এবং বিশুদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে অর্থাৎ চিত্তের রজস্তমোমল অপনীত হইয়া বিশুদ্ধ হইলে কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে হইবে। এইরূপে যাহারা কর্ম্মসন্ন্যাস করিতে পারেন, তাহাদের ব্রহ্মানন্দ লাভ হয়।

আসক্তভাবে কর্ম্ম করিলেই তাহা বন্ধের কারণ হয়, কর্ম্ম করিতে হইবে অথচ তাহা বন্ধের কারণ হইবে না, এইরূপ ভাবেই কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। অতএব কিরূপভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাহা বন্ধের কারণ হয় না, ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কর্ম্মফলের আকাঙ্ক্ষা বর্জ্জিত হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতেই কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়।

"ব্রহ্মণ্যাধায়কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥"
(গীতা ৫।১০-১১)

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম্মসকল সমর্পণ এবং কর্ম্মফলে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায় পাপের সহিত মিলিত হন না, অতএব এইরূপ কর্ম্ম-যোগিগণ কায়, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্মশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন।

কর্ম্ম-সন্ন্যাস সহজ কথা নহে। মনে করিলাম, কর্ম্মসন্ন্যাস করিব, এইরূপ ইচ্ছামাত্রে কর্ম্মত্যাগ হইতে পারে না। জীব ক্ষণকালও কর্ম্ম না করিয়া অবস্থান করিতে পারে না, যতদিন পর্য্যন্ত শরীর থাকিবে ততদিনই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে। অতএব মোক্ষলাভার্থে কর্ম্মফল বিনষ্ট করিবার জন্য কর্ম্মযোগী কি প্রকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, তাহাই ভগবান্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, নিরাসক্তভাবে দেহ, মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা অন্তঃকরণশুদ্ধির জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান যিনি করেন, তিনিই বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া কর্ম্মসন্ন্যাসে অধিকারী হন। ঈশ্বরার্থে কর্ম্ম করিতেছি, আমার কোন ফল কামনা নাই, কেবল এইরূপ বাসনা দ্বারাও কর্ম্ম করিলে চিত্তের শুদ্ধি হয়।

"প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদ্যপ্রাতরন্ততঃ।
যৎকরোমি মমাধেব তদস্তু তব পূজনং॥" (স্মৃতি)

প্রাতঃকাল হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যে কিছু কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি তাহা আপনারই পূজা অর্থাৎ আমার কোন কর্ম্ম নাই, যে কিছু কর্ম্ম, তাহা সকলই আপনার, এই জ্ঞানে কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত বিশুদ্ধ হয়, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই কর্ম্মসন্ন্যাসে অধিকার জন্মে।

"এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমং॥
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (গীতা ১৮।৭-৮)

যজ্ঞ, দান, তপস্যা প্রভৃতি কর্ম্ম পরিত্যজনীয় নহে, সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয়। কারণ এই সকল কর্ম্ম 'কর্ত্তব্যানি' অর্থাৎ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে করিতে হইবে। এই সকল কর্ম্ম করিবার কালে অহংজ্ঞান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিতে হয়। সাত্ত্বিকভাবে আসক্তিরহিত হইয়া এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে চিত্ত বিশুদ্ধ হয় এবং আসক্তি ও ফলাভিসন্ধির সহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের যে পবিত্রতা হয়, তদ্দ্বারা সেই সেই কামনা সিদ্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় না।

নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ বিধেয় নহে, মোহবশতঃ যদি কেহ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে তামস-ত্যাগ কহে। যিনি কষ্টসাধ্য বলিয়া শারীরিক ক্লেশের ভয়প্রযুক্ত নিত্যকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহার নাম রাজসিক ত্যাগ। এইরূপ কর্ম্মত্যাগ করিয়াও ত্যাগজন্য ফললাভ হয় না, অহংজ্ঞান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবোধে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে এই নিত্যকর্ম্মের ফলত্যাগকেই সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। এইরূপ সাত্ত্বিকত্যাগ দ্বারাই চিত্ত শুদ্ধ হয়, তখন কর্ম্ম-সন্ন্যাসে অধিকার জন্মিয়া থাকে। যতক্ষণ এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ না হয়, ততক্ষণ উক্তরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।

ভগবান্ অর্জ্জুনকে কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাসের বিষয় বলিয়া অল্পাধিকারীর পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা উক্তরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। গীতার পঞ্চমাধ্যায়ে কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

২ চতুর্থাশ্রম, শাস্ত্রে চারিটী আশ্রম অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। সন্ন্যাসই শেষাশ্রম। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের মূল। হিন্দুমাত্রেরই আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া চলিতে হয়। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম—দ্বিজ উপনয়ন-সংস্কারের পর গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া জীবনের চতুর্থভাগের একভাগ ব্রহ্মচর্য্যে অতিবাহিত করিবেন। এই আশ্রমে গুরুর নিকট যথাবিধি অনুশাসিত হইয়া জীবনের দ্বিতীয় ভাগ যাপন করিতে হয়। এইরূপ গার্হস্থ্যাশ্রমের পর বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া জীবনের তৃতীয় ভাগ ক্ষেপণ করিবেন। তৎপরে

সন্ন্যাসাশ্রম। দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণই উক্ত চারিটী আশ্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন। রঘুনন্দনাদি আধুনিক স্মার্ত্তগণ কলিতে একমাত্র ব্রাহ্মণেরই সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিং কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ॥
ইতি কলৌ সন্ন্যাসনিষেধকং ক্ষত্রিয়বৈশ্যবিষয়কং।
সন্ন্যাসপ্রতিষেধশ্চ কলৌ ক্ষত্রবিশোর্ভবেৎ।" (মলমাসতত্ত্ব)

মন্বাদি সংহিতায় এই আশ্রমের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল—

"গৃহস্থস্তু যদা পশ্যেদ্বলিপলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥" (মনু ৬।২)

গৃহস্থ যখন দেখিবেন, আপনার গাত্র চর্ম্ম লোল হইয়াছে, কেশের পক্বতা জন্মিয়াছে, এবং পুত্রেরও পুত্র হইয়াছে, তখন তিনি বানপ্রস্থাবলম্বন করিবেন। [বানপ্রস্থ শব্দ দেখ।]

বানপ্রস্থের পর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবার বিধি আছে—

"বনেষু চ বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥
আশ্রমাদাশ্রমং গত্বা হুতহোমো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভিক্ষাবলিপরিশ্রান্তঃ প্রব্রজন্ প্রেত্য বর্দ্ধতে॥
ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥" (মনু ৬।৩৩-৩৫)

বানপ্রস্থাশ্রমে জীবনের তৃতীয় ভাগ যাপন করিয়া চতুর্থ ভাগে সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য ও বানপ্রস্থ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও তত্তদাশ্রমে অগ্নিহোত্রাদি হোম সমাধান ও জিতেন্দ্রিয়ত্ব লাভ করিয়া ভিক্ষা ও বলি প্রভৃতি দ্বারা শ্রান্ত হইলে পর সন্ন্যাসাশ্রম করিলে পরলোকে পরম অভ্যুদয় লাভ হয়। ঋষি ঋণ, দেব ঋণ, ও পিতৃঋণ এই ঋণত্রয় পরিশোধ করিয়া মোক্ষসাধন সন্ন্যাসাশ্রমে মনোনিবেশ করা উচিত। কিন্তু এই ঋণ সকল পরিশোধ না করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে নরক হইয়া থাকে। সুতরাং বিধানানুসারে বেদাধ্যয়ন, ধর্ম্মানুসারে পুত্রোৎপাদন, ও শক্তি অনুসারে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া মোক্ষে মনোনিবেশ করা উচিত। উক্তরূপে পূর্ব্বাশ্রমত্রয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্মের সম্পাদন না করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে অধোগতি ঘটে।

প্রজাপত্যযাগ সমাধা এবং সর্ব্বস্ব দক্ষিণান্ত করিয়া আত্মাতে অগ্নি আধান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবেন। যিনি সর্ব্বভূতে অভয়দান করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি ইহার ফলে তেজোময় লোক সকল লাভ করেন। তাঁহা হইতে কোন প্রাণীরই কিছু মাত্র ভয় নাই, এবং তিনিও দেহত্যাগের পর কুত্রাপি কিছু মাত্র ভয় প্রাপ্ত হন না। দ্বিজ সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া দণ্ড কমণ্ডলু প্রভৃতি সঙ্গে লইয়া কাম্যবিষয় উপস্থিত থাকিলেও তাহাতে আস্থাশূন্য হইবেন, সর্ব্বদাই তাঁহাকে মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তখন তিনি একেই সিদ্ধি জানিয়া আত্মসিদ্ধির জন্য নিত্য একাকী অসহায় অবস্থায় বিচরণ করিবেন। যিনি সঙ্গশূন্য হইয়া একাকী বিচরণ করেন, তিনি কাহাকেও ত্যাগ করেন না অথবা কাহারও দ্বারা পরিত্যক্ত হন না, অর্থাৎ আত্মীয়ের ত্যাগদুঃখাদি তাঁহাকে অনুভব করিতে হয় না।

এই সন্ন্যাসাশ্রমে সর্ব্বদা অগ্নিহীন, বাসহীন, ব্যাধি-প্রতীকারে প্রতীক্ষা, স্থিরমতি এবং সদা ব্রহ্মভাবে সমাহিত হইয়া অবস্থান করিতে হয়। কেবল ভিক্ষার জন্য গ্রামের আশ্রয় লইতে হয়। মৃণ্ময় শরাবাদি ভিক্ষাপাত্র, বাসের জন্য বৃক্ষের মূল, জীর্ণ কৌপীনাদি বসন, অসহায় ভাবে একাকী অবস্থান এবং সর্ব্বত্রই সমদৃষ্টি এই সকল সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণ। এই আশ্রমী জীবন বা মরণ কিছুই কামনা করিবেন না, কিন্তু ভৃত্য যেমন বেতনের জন্য নির্দ্দিষ্ট কাল প্রতীক্ষা করে, তদ্রূপ কর্ম্মাধীন জীবনকাল বা মরণ কাল প্রতীক্ষা করিবেন। এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া পথে বিচরণকালে পথ উত্তম রূপে নিরীক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে হয়। জল পান করিবার কালে বস্ত্র দ্বারা ছাকিয়া লইতে হয়, বাক্য প্রয়োগ কালে সত্য কথা বলিতে হয় এবং মনে যাহা পবিত্র বোধ হইবে, তাহারই অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

তিনি দুরুক্তি বা অপমানজনক বাক্য সকল সহ্য করিয়া থাকিবেন। কাহাকেও অপমান দ্বারা পরিভব করিবেন না। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ ধারণ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতা করিবেন না, কেহ আক্রোশের কথা কহিলে তাহার প্রতি কুশলবাক্য প্রয়োগ করিতে হইবে। সর্ব্বদাই ব্রহ্মবাণী উচ্চারণ এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবেন। কোন বিষয়ের অপেক্ষা রাখিতে নাই, সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহভাবে অবস্থান করিতে হয়। কেবল আত্মসহায়েই একাকী নিত্যসুখের বা মোক্ষার্থী হইয়া ইহসংসারে বিচরণ করা বিধেয়।

সন্ন্যাসাশ্রমী ভূমিকম্পাদি উৎপাত, বা চক্ষুস্পন্দনাদি নিমিত্ত ঘটনার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যান, নক্ষত্র বা হস্তরেখাদির ফলাফল নির্ণয় অথবা শাস্ত্রীয় অনুশাসনাদি দেখাইয়া কাহারও নিকট হইতে ভিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছা করিবেন না।

যে গৃহস্থের ভবন বানপ্রস্থ, অন্যান্য ব্রাহ্মণ, ভক্ষণশীল কুকুর বা অপর কোন ভিক্ষার্থী দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়াছে, এই প্রকার গৃহে সন্ন্যাসীকে ভিক্ষার জন্য গমন করিতে নাই। তিনি নখ, কেশ ও

শ্মশ্রু কর্ত্তন করিবেন। দণ্ড, কমণ্ডলু ও ভিক্ষাপাত্র সঙ্গে লইয়া কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া নিত্য বিচরণ করিবেন। ইঁহার ভিক্ষা বা ভোজন পাত্র অতৈজস হইবে, অর্থাৎ কোন ধাতু নির্ম্মিত হইবে না এবং ঐ পাত্রে যেন কোন রূপ ছিদ্রাদি না থাকে। যজ্ঞীয় চমসের যেরূপ শুদ্ধি হয়, তদ্রূপ ঐ পাত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই শুদ্ধি হয়। অলাবুপাত্র, কাষ্ঠপাত্র, মৃণ্ময় পাত্র অথবা বংশনির্ম্মিত পাত্র ইহাদের মধ্যে যে কোন একটী পাত্র ভিক্ষাপাত্র হইবে। সন্ন্যাসী প্রাণধারণের জন্য এক-বার মাত্র ভিক্ষাচরণ করিবেন। অধিকবার ভিক্ষা করিবেন না। কারণ ভিক্ষাপ্রসক্তি হইতে বিষয়াসক্তি জন্মিতে পারে। গৃহ-স্থের গৃহে পাকধূম বিগত হইলে, উদূখল মুষলের কার্য্য সমাধান ও পাকাগ্নি নির্ব্বাণ এবং গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলের আহার সমাপন ও আহারীয় উচ্ছিষ্ট পাত্রাদি ফেলিয়া দিলে অর্থাৎ অপরাহ্ণ কালে সন্ন্যাসী ভিক্ষাচরণ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে ভিক্ষাচরণ করিতে পারিবেন না। যদি কোন দিন ভিক্ষা লাভ না হয়, তাহা হইলে বিষণ্ণ এবং ভিক্ষা লাভে আহ্লাদিত হইবেন না। যাহাতে প্রাণ-যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, এইরূপ করিবেন এবং অপরাপর দ্রব্যের আসক্তি হইতেও মুক্ত থাকিবেন। সমাদর সহকারে যে ভিক্ষা লাভ তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। কারণ সমাদরে ভিক্ষা পাইলে ক্রমে ইহাতে আসক্তি বশতঃ তাহার সংসার বন্ধন ঘটিতে পারে। অল্প ভোজন ও নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থান দ্বারা বিষয়ে আকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সকলকে ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণের নিরোধ, রাগদ্বেষাদির ক্ষয়, এবং সর্ব্বভূতে অহিংসা ইত্যাদির আচরণ করিবেন। কর্ম্মদোষহেতু জীবের নানাপ্রকার গতি ঘটে, নরকে পতন এবং যমালয়ের যাতনা সর্ব্বদাই মানুষের পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। প্রিয়তম-গণের বিয়োগ, অপ্রিয়গণের সহিত সংযোগ, জরা দ্বারা অভিভব, ব্যাধি কর্ত্তৃক উৎপীড়ন, এই দেহ হইতে জীবাত্মার উৎক্রমণ, পুনর্ব্বার গর্ভবাসে জন্মগ্রহণ, এবং সহস্র সহস্র যোনিতে বারংবার পরিভ্রমণ প্রভৃতি যাতনার কারণ একমাত্র কর্ম্মদোষ। জীবের সমুদয় দুঃখ অধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং অক্ষয় সুখ-সংযোগ সকল যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানাধীন ইহা নিশ্চয়রূপে জানিয়া তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। যোগ দ্বারা পরমা-ত্মার অন্তর্য্যামিত্ব ও নিরবয়বত্বাদি সূক্ষ্মস্বরূপের উপলব্ধি করিবে, এবং কি উত্তম, কি অধম সর্ব্বদেহে যে তাঁহার অধিষ্ঠান আছে, ইহা অনুচিন্তন করিতে হইবে।

বর্ণাশ্রমজন্য চিহ্নধারণই ধর্ম্মের প্রতিকারণ নহে অর্থাৎ দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিলেই যে তাহাকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে, তাহা নহে। যেমন নির্ম্মলী ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কৃত হয়, অথচ তাহার নাম গ্রহণ করিলে জল কখন স্বচ্ছ হয় না, সেইরূপ আশ্রমবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্ম্ম করা হয়, বর্ণাশ্রমের লিঙ্গধারণ করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না। স্বীয় শরীরের পক্ষে কষ্টকর বিবেচিত হইলেও ধর্ম্মার্থ পিপীলিকাদি ক্ষুদ্র কীটের প্রাণ বিনাশ ভয়ে দিবারাত্র ভূমি নিরীক্ষণ করিয়া যাতায়াত করিতে হইবে।

সন্ন্যাসিগণ দিবারাত্র মধ্যে অজ্ঞানবশতঃ যে সকল প্রাণী বিনাশ করেন, সেই পাপ বিমোচনের জন্য প্রতিদিন স্নান করিয়া ছয় বার প্রাণায়াম করিবেন। সপ্তব্যাহৃতি ও দশপ্রণবযুক্ত প্রাণায়ামত্রয় পূরক, কুম্ভক ও রেচক বিধানানুসারে অনুষ্ঠিত হইলেই পরম তপস্যা হয়। সুবর্ণ-রজতাদি ধাতুর মল সকল অগ্নি দ্বারা উত্তপ্ত হইলে যেমন দূরীভূত হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর নিগ্রহ করিলে ইন্দ্রিয়গণের সমুদয় দোষ দগ্ধ হইয়া যায়। অতএব প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বিকারাদি দোষ সকল দগ্ধ করিবে। স্থানবিশেষে চিত্তবন্ধনরূপ ধারণা দ্বারা পাপ সকল নষ্ট করিতে হইবে। স্ব স্ব বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিষয়সংসর্গরূপ পাপসকল হইতে দূরে রাখিতে চেষ্টা পাইবে এবং পরব্রহ্মের ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া কামক্রোধাদির অনীশ্বর গুণসকলকে জয় করিবে। জীবের দেবপশ্বাদি উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট-যোনিতে কি কারণে জন্ম হয়, আত্মজ্ঞানহীন জনের পক্ষে একেবারে তাহা দুর্জ্ঞেয়। একারণ সর্ব্বদা ধ্যানপরায়ণ হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

এই দেহ অস্থিরূপ স্তম্ভে বিধৃত, স্নায়ুরূপ রজ্জু দ্বারা বদ্ধ, রক্তমাংস দ্বারা প্রলেপিত, চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা পূর্ণ এবং দুর্গন্ধময়। জরাশোকে আক্রান্ত ও নানাপ্রকার ব্যাধির মন্দির স্বরূপ এই নরদেহ নিরন্তর ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, প্রায়ই রজোগুণযুক্ত, অনিত্য এবং পঞ্চভূতের আবাস-স্বরূপ, ইহা সম্যক্‌রূপে অবধারণ করিয়া ইহার মায়া পরিত্যাগ করিবেন। যাহাতে পুনর্ব্বার এই দেহরূপ কারাগারে প্রবিষ্ট না হইতে হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বৃক্ষ যেমন কর্ম্মগতিকে নদীকূলরূপ আবাসকে অথবা পক্ষী যেরূপ আশ্রয়বৃক্ষকে আনন্দে ত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ সন্ন্যাসী প্রাক্তন কর্ম্মোপক্ষয়ে এই দেহরূপ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া সংসার-বন্ধনরূপ গ্রাহ হইতে মুক্ত হন। তিনি পুত্রাদি প্রিয়সংযোগ স্বকীয় সুকৃতি হেতু, এবং যে কিছু অপ্রিয় সংযোগ তাহা আপনার দুষ্কৃতি হেতু, এইরূপ ধ্যান করিয়া প্রিয়াপ্রিয় সুকৃতদুষ্কৃতাদি চিন্তাদোষ সকল ত্যাগ করিয়া সনাতন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া থাকেন। যে ভাবাপন্ন হইলে মন বিষয়-নিস্পৃহ হয়, তাঁহার সেই ভাবে

বিচরণ করা উচিত। উক্তরূপে সমুদায় আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মানাপমান, শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি সমুদয় দ্বন্দ্বভাব হইতে বিমুক্ত হইলেই তিনি ব্রহ্মে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবেন। এরূপ বিধানে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলে তিনি ইহলোকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরলোকে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (মনু ৬ অ°) বামনপুরাণে লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগো ব্রহ্মচর্য্যসমন্বিতঃ।
জিতেন্দ্রিয়ত্বমাবাসে নৈকস্মিন্ বসতিশ্চিরং॥
অনারম্ভস্তথাহারে ভিক্ষা বিপ্রে হ্যনিন্দিতে।
আত্মজ্ঞানবিবেকশ্চ তথা হ্যাত্মাববোধনম্।
চতুর্থে আশ্রমে ধর্ম্মো হ্যস্মাভিস্তে প্রকীর্ত্তিতঃ॥"
(বামনপু° ১৪ অ°)

এই আশ্রম অবলম্বন করিলে সকল প্রকার সঙ্গ পরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অবস্থান করিতে হয়। অনেক দিন ধরিয়া একস্থানে বাস করিতে নাই, গুণশীলযুক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা, আহারে অনারম্ভ, আত্মজ্ঞানবিবেক এবং আত্মাববোধ যাহাতে হয়, তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

"এবং বর্ণাশ্রমে স্থিত্বা তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষোভাগং সন্ন্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ॥
অগ্নীনাত্মনি সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রব্রজিতো ভবেৎ।
যোগাভ্যাসরতঃ শান্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ॥
যদা মনসি সম্পন্নং বৈতৃষ্ণং সর্ব্ববস্তুষু।
তদা সন্ন্যাসমিচ্ছেত্তু পতিতঃ স্যাদ্বিপর্য্যয়ে॥"
(কূর্ম্মপু° উপবি° ২৭ অ°)

জীবনের তৃতীয় ভাগ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া আয়ুর চতুর্থভাগ সন্ন্যাসদ্বারা অতিবাহিত করিতে হয়। ব্রাহ্মণ আপনাতে অগ্নি-সংস্থাপন করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন। এই আশ্রমে সর্ব্বদা যোগাভ্যাসে রত, শমগুণবিশিষ্ট, ও ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে হয়। যখন মনে সকল বিষয়ে বিষয়বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াছে বুঝিবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। বিষয়-বিতৃষ্ণা না হইলে যদি সন্ন্যাস অবলম্বন করা হয়, তাহা হইলে পাতিত্য জন্মে, সুতরাং সন্ন্যাস অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তদাশ্রমে অধিকার হইয়াছে কি না, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়া তবে ঐ আশ্রম অবলম্বন করা উচিত। শ্রুতিতে আছে যে—

"যদহরেব বিরজেত তদহরেব প্রব্রজেত॥" (শ্রুতি)

যখন সম্পূর্ণরূপে বিষয়ের প্রতি বিরাগ উপস্থিত হয়, তখনই প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে।

যোগী যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাসের কাল এবং কর্ত্তব্যাদির বিষয় এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, সর্ব্ববেদ দক্ষিণাযুক্ত প্রাজাপত্য যজ্ঞানুষ্ঠানের পর যথানিয়মে বৈতান ও ঔপাসন অগ্নি আপনাতে আরোপিত করিয়া বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়। গৃহস্থাশ্রম হইতে বানপ্রস্থ অবলম্বন না করিয়াও এই চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রকৃতরূপে এই আশ্রমের অধিকার হইলে তবে এই আশ্রম গ্রহণ করা উচিত। যে ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন ও সূক্ত জপ করিয়াছেন, পুত্রবান্, অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতিকে যথা শক্তি দান, আহিতাগ্নি এবং নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারই এই আশ্রমের অধিকার আছে। ইহার বিপরীত গুণবিশিষ্ট হইলে চতুর্থাশ্রমে অধিকার হয় না এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেও অধর্ম্ম হইয়া থাকে। ইষ্টানিষ্টকর সমস্ত প্রাণিগণের প্রতিই ঔদাসীন্য প্রকাশ এই আশ্রমীর একান্ত কর্ত্তব্য, তিনি সর্ব্বদা শান্তিগুণাবলম্বী হইবেন, তিনি দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ, একাকী অবস্থান, ও অভিমানমূলক শ্রৌতস্মার্ত্ত-ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ তাঁহার পক্ষে বিহিত। তিনি ভিক্ষার জন্য কেবল মাত্র গ্রামে প্রবেশ করিবেন, নচেৎ গ্রামে যাওয়া তাঁহার বিধেয় নহে। কোন গুণের পরিচয় না দিয়া বাক্যনেত্রাদির চাপল্য এবং লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভিক্ষুকান্তরবর্জ্জিত গ্রামে প্রাণ ধারণের জন্য অষ্টভাগে বিভক্ত দিবসের পঞ্চমভাগে ভিক্ষাচরণ করিবেন। মৃণ্ময়, বেণু, দারু বা অলাবু পাত্র তাঁহার ব্যবহার করা উচিত। ইহা ভিন্ন অন্য কোন পাত্র ব্যবহার করিতে তাঁহার অধিকার নাই। এই সকল পাত্র গোলাঙ্গুল কেশ ও জলদ্বারা বিশুদ্ধ হয়।

এই আশ্রমী ইন্দ্রিয়সমূহকে বিষয় হইতে নিবর্ত্তন করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট হইবেন। অনুরাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ এবং যাহাতে প্রাণিগণের অন্তঃকরণে ভয় উৎপন্ন না হয়, সেইরূপ ব্যবহার পরিত্যাগ করা তাঁহার পক্ষে বিধেয়। সন্ন্যাসী বিষয়কামনাদি জনিত দোষকলুষিত অন্তঃকরণকে বিশেষরূপে বিশুদ্ধ করিবেন, কারণ অন্তঃকরণবিশুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তির এবং ধ্যানধারণাদি কর্ম্মে সামর্থ্যলাভের কারণ। বিবিধ গর্ভযন্ত্রণা, জন্ম মৃত্যু, নিষিদ্ধাচরণাদি জনিত নরকগতি, আধি, ব্যাধি, অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, জরা, অন্ধত্ব-পঙ্গুত্বাদিজনিত রূপবিপর্য্যয়, সহস্র সহস্র জাতিতে উৎপত্তি, ইষ্টবস্তুর অপ্রাপ্তি এবং অনিষ্ট প্রাপ্তির বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া যাহাতে আর সংসারে আসিতে না হয়, এই জন্য তাঁহাকে নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে হইবে।

কোন একটী আশ্রম অবলম্বন করিলেই হইল, তাহা নহে, আশ্রমের লিঙ্গ দেখিলেই যে তাহাকে তদাশ্রমী বলিয়া বুঝিতে হইবে, তাহাও নহে; তবে তাহাকে তদাশ্রমের ধর্ম্ম সকল প্রতি-

পালন করিতে দেখিলেই তাহাকে তদাশ্রমী বলিয়া নিশ্চয় করিতে হইবে। অপরে যে ব্যবহার করিলে আপনার ক্ষোভ হয় বা হইত, পরের প্রতি তাদৃশ ব্যবহার না করা, সত্যবাদিতা, অস্তেয়, অক্রোধ, লজ্জা, শৌচ, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, দর্পশূন্যতা ও আত্মজ্ঞান প্রভৃতিই ধর্ম্মের হেতু বলিয়া অভিহিত; অতএব, এই সকল তদাশ্রমীর বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয়। এই সকলের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র লিঙ্গধারণ করিলে তাহাকে নিরয়গামী হইতে হয়। সুতরাং এই আশ্রমী ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ, ও নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক দ্বারা ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ হইয়া ব্রহ্মভাবে অবস্থান করিবেন। এইরূপে কালযাপন করিলে তাঁহার আর সংসার-গতি হয় না। (যাজ্ঞবল্ক্য ৩ অ°)

সমস্ত সংহিতা ও পুরাণাদিতে এই সন্ন্যাসের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, এখানে তাৎপর্য্য মাত্র লিখিত হইল। যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা এই আশ্রম অবলম্বন করিয়া মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। মুক্তি লাভ করিতে হইলে এই সন্ন্যাস ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। মন্বাদি শাস্ত্রে আশ্রমসমূহের যেরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে আশ্রম ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলে জীবনের শেষভাগে সন্ন্যাসাশ্রম আশ্রয় করিয়া সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করা কঠিন হয় না।

[সন্ন্যাসিন্ দেখ।]

৩ শিবপূজার উদ্দেশে মানসীকৃত সন্ন্যাস ব্রতাবলম্বনরূপ ব্রতবিশেষ। চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় মহাদেবের উদ্দেশে এই সকল সন্ন্যাসী নানা প্রকার উৎসব করিয়া মহাদেবপূজা করে। রঘুনন্দনাদি প্রণীত ধর্ম্মনিবন্ধে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে চৈত্রমাসে এই উৎসব করিয়া সংক্রান্তি দিনে ইহা শেষ করিতে হয় এইরূপ লিখিত আছে—

"চৈত্রে শিবোৎসবং কুর্য্যাৎ নৃত্যগীতমহোৎসবৈঃ।
স্নায়াৎ ত্রিসন্ধ্যং রাত্রৌ চ হবিষ্যাশী জিতেন্দ্রিয়ঃ॥
শিবস্বরূপতাং যাতি শিবপ্রীতিকরঃ পরঃ।
ক্ষত্রিয়াদিষু যে মর্ত্ত্যো দেহং সম্পীড্য ভক্তিতঃ॥
অশ্বমেধফলং তস্য জায়তে চ পদে পদে।
সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগী শিবোৎসবপরায়ণঃ॥
ভক্তৈর্জ্জাগরণং কুর্য্যাৎ রাত্রৌ নৃত্যকুতূহলৈঃ।
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে নীললোহিতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন তোষণীয়ো মহেশ্বরঃ॥
শঙ্খবাদ্যং শঙ্খতোয়ং বর্জ্জয়েৎ শিবসন্নিধৌ।
গ্রামাদ্বহির্ব্বহিরিমং শম্ভোরুৎসবং কারয়েদ্বুধঃ।
উপোষ্য হত্বা সংক্রান্ত্যাং ব্রতমেতৎ সমাপয়েৎ॥"

(বৃহদ্ধর্ম্মপু° উত্তরখ° ৯ অ°)

চৈত্রমাসে নৃত্যগীত মহোৎসব দ্বারা মহাদেবের উদ্দেশে মহোৎসব করিবে, এই উৎসবে যাহারা সন্ন্যাসী হইবে, তাহারা ত্রিসন্ধ্যা স্নান এবং রাত্রিকালে হবিষ্য ভোজন করিবে। ক্ষত্রিয়াদি যে কোন বর্ণ দেহকে পীড়া দিয়া এই সন্ন্যাস করে, তাহার অশ্বমেধ ফললাভ হয়। অন্য সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এই উৎসব করিলে ভগবান্ নীললোহিত সন্তুষ্ট হন এবং সন্ন্যাসীর কিছুই অলভ্য থাকে না; সুতরাং যাহাতে শিব প্রীত হন, যত্নসহকারে তাহাই করা বিধেয়। ইহা গ্রামের বাহিরে করিতে হয়। এই উৎসবকালে শঙ্খবাদ্য ও শঙ্খতোয় নিষিদ্ধ। সংক্রান্তির দিন উপবাস ও হোম করিয়া ইহা সমাপন করিতে হয়।

এই দেশে চড়কের সময় যে সন্ন্যাসী হওয়া প্রথা আছে, তাহা সকল বর্ণেই করিতে পারে। সাধারণতঃ নীচ জাতীয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী হইয়া থাকে। এই সকল সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে এক জন মূল সন্ন্যাসী থাকে। ঐ মূল সন্ন্যাসী মহাদেবকে মস্তকে লইয়া লোকের বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করে, অন্যান্য সন্ন্যাসীরা নৃত্যগীতাদি দ্বারা উৎসব করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়া থাকে। ইহারা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে হবিষ্য ভোজন করে। সংক্রান্তির দিনে ইহা শেষ হয়। [চড়ক, দোল প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

৪ রোগবিশেষ, সন্ন্যাসরোগ। ইহার লক্ষণ—

"বাগ্দেহমনসাং চেষ্টামাক্ষিপ্যাতিবলা মলাঃ।
সংন্যস্তস্ত্যবলং জন্তুং প্রাণায়তনমাশ্রিতাঃ॥
স না সন্ন্যাসসন্ন্যস্তঃ কাষ্ঠীভূতো মৃতোপমঃ।
প্রাণৈর্বিমুচ্যতে শীঘ্রং মুক্ত্বা সদ্যঃফলাং ক্রিয়াং॥" (ভাবপ্র°)

অত্যন্ত বলবৎ প্রকুপিত দোষ প্রাণাধিষ্ঠিত স্থান হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া বাক্য এবং শারীরিক ও মানসিক চেষ্টাকে বিনাশ করিয়া দুর্ব্বলব্যক্তিকে মূর্চ্ছিত করে, ঐ ব্যক্তি কাষ্ঠবৎ বা মৃৎবৎ ভূমিতে নিপাতিত হয়, ইহাকে সন্ন্যাসরোগ কহে, এই রোগ মূর্চ্ছারোগের প্রকার ভেদ মাত্র। এই রোগ হইলে সূচীব্যধনাদি সদ্যঃফলকারী ক্রিয়া শীঘ্র না করিলে অবিলম্বে রোগী মানবলীলা সম্বরণ করিয়া থাকে।

সামান্যলক্ষণ—বিরুদ্ধ দ্রব্যের পান-ভোজন, মল-মূত্রাদির বেগ ধারণ, অস্ত্র-শস্ত্রাদি দ্বারা শরীরে আঘাতপ্রাপ্তি এবং সত্ত্বগুণের অল্পতা প্রভৃতি কারণে বাতাদি উগ্র দোষ সকল মনোধিষ্ঠান স্রোতঃসমূহে প্রবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছা জন্মায়। অথবা শিরা ধমনী প্রভৃতি যে সকল নাড়ী অবলম্বন করিয়া মন ইন্দ্রিয়সমূহে যাতায়াত করে, সেই সকল নাড়ী বাতাদি দোষ দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে তমোগুণ বর্দ্ধিত হইয়াও এই রোগ উপস্থিত করিয়া থাকে। মূর্চ্ছা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে হৃদয়ে ব্যথা, জৃম্ভা,

গ্লানি ও জ্ঞানের অল্পতা এই সকল পূর্ব্বরূপ প্রকাশ পায়। মূর্চ্ছা ও সন্ন্যাস এক পর্য্যায়ক শব্দ; কিন্তু মূর্চ্ছায় ও সন্ন্যাসে একটু প্রভেদ দৃষ্ট হয়। মূর্চ্ছা হইলে দোষবেগ বা মদবেগ প্রশমিত হইলে রোগী স্বয়ংই চৈতন্যলাভ করে, কিন্তু সন্ন্যাসরোগ বিনা ঔষধে কোথায়ও আরোগ্য হয় না। এই রোগ অতিশয় ভয়ানক।

ইহার চিকিৎসা—অতিবর্দ্ধিত দোষ এবং তমোগুণাধিক্য প্রযুক্ত যে ব্যক্তি মূর্চ্ছিত হইয়া চৈতন্য-প্রাপ্ত না হয়, তাহাকে সন্ন্যাসরোগগ্রস্ত জানিতে হইবে। এই অপস্মার রোগোক্ত তীক্ষ্ণ অঞ্জন, নাসাপুটে নিসিন্দাদির রস প্রদান, উষ্ণলৌহশলাকাদি দ্বারা নখের অভ্যন্তরে দহন ও পীড়ন, কেশলোমাদির আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন এবং গাত্রে আলকুশী ঘর্ষণ প্রভৃতি কার্য্য করিবে। এই সকল প্রক্রিয়ায় রোগী যদি সংজ্ঞালাভ করে, তাহা হইলে তাহাকে মূর্চ্ছারোগোক্ত ঔষধাদি প্রয়োগ করা বিধেয়। এই রোগে সুধানিধিরস, অশ্বগন্ধারিষ্ট প্রভৃতি এবং দোষাদির অবস্থা বিবেচনা করিয়া অপস্মার ও উন্মাদরোগোক্ত চিকিৎসা করা বিধেয়। শিশুদিগের এই রোগ হইলে এরণ্ড তৈল বা রসাঞ্জন-চূর্ণ দ্বারা বিরেচন করাইয়া উদরে স্বেদ দেওয়া কর্ত্তব্য। ক্রিমি জন্য সন্ন্যাসরোগ হইলে ক্রিমিনাশক ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয়।

এই রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিলে, যতদিন পর্য্যন্ত শরীর উত্তম সবল না হয়, ততদিন নিম্নোক্ত নিষিদ্ধ কর্ম্ম সকল বর্জ্জন করিবে। যথা—গুরুপাক, তীক্ষ্ণ বীর্য্য, রুক্ষ ও অম্লজনক দ্রব্য ভোজন, শ্রমজনক কার্য্যসম্পাদন, চিন্তা, ভয়, শোক, ক্রোধ, মানসিক উদ্বেগ, মদ্যপান, নিরন্তর উপবেশন করিয়া থাকা, আতপ-সেবা, ইচ্ছার প্রতিকূল কার্য্যাদি, অশ্বাদি যানে ভ্রমণ, মল, মূত্র, তৃষ্ণা, নিদ্রা ও ক্ষুধা প্রভৃতির বেগধারণ, রাত্রিজাগরণ, মৈথুন এবং দন্ত কাষ্ঠ দ্বারা দন্ত মার্জ্জন নিষিদ্ধ। ইহাতে যাবতীয় পুষ্টিকর ও বলকারক আহার দিতে হয়।

(ভাবপ্র° মূর্চ্ছারোগাধি°) [মূর্চ্ছারোগ দেখ]

সন্ন্যাসগ্রহণ (ক্লী) সন্ন্যাসস্য গ্রহণং। সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ, বানপ্রস্থাশ্রমের পর বা গৃহস্থাশ্রমের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়।

[সন্ন্যাস দেখ।]

সন্ন্যাসবৎ (ত্রি) সন্ন্যাস অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। সন্ন্যাসবিশিষ্ট, সন্ন্যাসী। ২ সন্ন্যাসরোগী।

সন্ন্যাসিন্ (পুং) সন্ন্যাসো ইস্ত্যস্যেতি ইনি। সন্ন্যাসাশ্রম-বিশিষ্ট, চতুর্থাশ্রমী, যিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। পর্য্যায়—পারাশরী, মস্করী, কর্ম্মন্দী, শ্রমণ, ভিক্ষু, যতি। (জটাধর) ইহাদের লক্ষণ—যাহারা বিষয় বিতৃষ্ণাপূর্ব্বক গৃহাদিত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন, গৈরিক কৌপীনাচ্ছাদন, দণ্ডকমণ্ডলু ধারণ এবং ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবন ধারণ করিয়া নির্জ্জন প্রদেশে অবস্থানপূর্ব্বক কেবল পরমেশ্বরের উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। এই সন্ন্যাসীদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে—

"সদন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনে তথা।
সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তবস্ত্রমাত্রঞ্চ ধারয়েৎ।
নিত্যং প্রবাসী নৈকত্র স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
শুদ্ধাচারদ্বিজান্নঞ্চ ভুঙ্‌ক্তে লোভাদিবর্জ্জিতঃ।
কিঞ্চ কিঞ্চিন্ন যাচেত স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
ন ব্যাপারী নাশ্রমী চ সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
ধ্যায়েন্নারায়ণং শশ্বৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
শশ্বন্মৌনী ব্রহ্মচারী সম্ভাষাপানবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং পশ্যেৎ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিশ্চ হিংসামায়াবিবর্জ্জিতঃ।
ক্রোধাহঙ্কাররহিতঃ স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
অযাচিতোপস্থিতঞ্চ মিষ্টামিষ্টঞ্চ ভুক্তবান্।
ন যাচেত ভক্ষণার্থী স সন্ন্যাসীতি কীর্ত্তিতঃ॥
ন চ পশ্যেৎ মুখং স্ত্রীণাং ন তিষ্ঠেৎ তৎসমীপতঃ।
দারবীমপি যোষাঞ্চ ন স্পৃশেদ্ যঃ স ভিক্ষুকঃ।
অথ সন্ন্যাসিনাং ধর্ম্ম-ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৩৩ অ°)

সদন্ন বা কদন্ন, লোষ্ট্র বা কাঞ্চন ইহাতে যাহার নিত্যই সমবুদ্ধি হইয়াছে, তাহাকে সন্ন্যাসী কহে। যিনি দণ্ডকমণ্ডলুধারণ ও রক্তবস্ত্রপরিধান করেন, নিত্য প্রবাসী বা একস্থানে অধিকদিন অবস্থান করেন না, সর্ব্বদা বিশুদ্ধভাবে অবস্থান, ও লোভাদি বর্জ্জিত হইয়া কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের গৃহে অন্নভোজন, এবং কাহারও নিকট কিছুমাত্র প্রার্থনা করেন না। যিনি কোনরূপ ব্যাপার বা কোনরূপ আশ্রমে অবস্থান করেন না, সর্ব্বকর্ম্মবিবর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বদা নারায়ণের ধ্যানপরায়ণ, যিনি সকল সময়ই মৌনাবলম্বন করিয়া থাকেন, কাহাকে সম্ভাষণ বা কাহারও সহিত আলাপ করেন না। যিনি সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন, হিংসামায়াবর্জ্জন, সকল স্থলে সমান বুদ্ধি, ক্রোধ ও অহঙ্কারাদি রহিত, এবং অযাচিত ভাবে মিষ্ট বা অমিষ্ট যাহা কিছু উপস্থিত হইবে, তাহাই ভোজন করেন। ভোজনের জন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না। যিনি স্ত্রীদিগের মুখাবলোকন বা তৎসমীপে অবস্থান করেন না। এমন কি, কাষ্ঠনির্ম্মিত স্ত্রীদিগকে স্পর্শ করেন না। যাঁহারা এইসকল ধর্ম্মনিয়মে চলেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। ব্রহ্মা সন্ন্যাসীদিগের সাধারণ ধর্ম্ম এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সন্ন্যাসীর আবার প্রধানতঃ তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী, ও কর্ম্মসন্ন্যাসী। ইঁহাদের লক্ষণ—

"জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কচিৎ বেদসন্ন্যাসিনোঽপরে।
কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তন্যে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
যঃ সর্ব্বসঙ্গনির্ম্মুক্তো নির্দ্বন্দ্বশ্চাপি নির্ভয়ঃ।
প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতঃ॥
বেদমেবাভ্যসেন্নিত্যং নিরাশী-নিষ্পরিগ্রহঃ।
প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুক্ষুর্বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥
যস্ত্বগ্নীনাত্মসাৎ কৃত্বা ব্রহ্মার্পণপরো দ্বিজঃ।
জ্ঞেয়ঃ স কর্ম্ম-সন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ॥
ত্রয়াণামপি চৈতেষাং জ্ঞানীত্বভ্যধিকো মতঃ।
ন তস্য বিদ্যতে কর্ম্ম ন লিঙ্গাত্মা বিপশ্চিতঃ॥"

(কূর্ম্মপুং উপবিং ২৭ অং)

সন্ন্যাসী তিন প্রকার—জ্ঞানসন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী ও কর্ম্ম-সন্ন্যাসী। ইহাদের মধ্যে যিনি সকল প্রকার সঙ্গরহিত, নির্দ্বন্দ্ব, নির্ভয় এবং সর্ব্বদাই আত্মাতে অবস্থিত অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে জ্ঞানসন্ন্যাসী কহে। যে মুমুক্ষু ইন্দ্রিয় সকলকে জয় করিয়া নিরাশীঃ ও পরিগ্রহরহিত হইয়া কেবল বেদাভ্যাস করেন, তাঁহাকে বেদসন্ন্যাসী, এবং যে ব্রহ্মার্পণ-পরায়ণ দ্বিজ অগ্নিকে আত্মসাৎ করিয়া মহাযজ্ঞ-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে কর্ম্মসন্ন্যাসী বলা যায়। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর মধ্যে জ্ঞানসন্ন্যাসীই শ্রেষ্ঠ। ইঁহার কোন কর্ম্ম বা লিঙ্গ কিছুই নাই। ইনি মায়াদি-শূন্য, নির্ভয়, নির্দ্বন্দ্ব, পর্ণভোজন, জীর্ণকৌপীনবাস বা নগ্ন, এবং সর্ব্বদাই ব্রহ্মধ্যান-পরায়ণ হইয়া অবস্থান করেন।

সন্ন্যাসী মরণ বা জীবন কিছুই অভিলাষ করিবেন না। নিরপেক্ষভাবে কেবল মৃত্যুকালের জন্য প্রতীক্ষা করিবেন। অধ্যয়ন, অধ্যাপন,বা শ্রবণ ইঁহাদের কিছুই আবশ্যক নাই। বস্ত্র বা কৌপীনাচ্ছাদন, মস্তকমুণ্ডন বা শিখাধারণ, ত্রিদণ্ডগ্রহণ, অপবিগ্রহ, কাষায়বস্ত্র-পরিধান, সর্ব্বদা ভগবানের ধ্যানপরায়ণ, গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা দেবালয়ে বাস, শত্রু, মিত্র, মান ও অপমানে সমান জ্ঞান, ভিক্ষা দ্বারা জীবনধারণ, একবার ভোজন, সদা মৌনাবলম্বন, সর্ব্ববিষয়ে নিস্পৃহতা, সকল প্রকার হিংসা হইতে নিবৃত্তি, বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সকল সময়ে একস্থানে বাস না করা, নিত্য স্নান-শৌচরত, জিতেন্দ্রিয়, নিন্দা ও পৈশুন্যবর্জ্জিত হইয়া অবস্থান ইঁহাদের কর্ত্তব্য। (কূর্ম্মপুং উপবিং ২৭ অং)

মন্বাদি সংহিতায় যে সন্ন্যাসের বিধান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সন্ন্যাস শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [সন্ন্যাস দেখ।]

গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা ভগবানে সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস অর্থাৎ সকল কর্ম্ম অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী কহে। এই সন্ন্যাসী দুই প্রকার—মুখ্য ও গৌণ। এই মুখ্য সন্ন্যাসীও আবার দুই ভাগে বিভক্ত,—বিবিদিষা সন্ন্যাসী ও বিদ্বৎ সন্ন্যাসী। যাহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া গুণাতীত হইয়াছেন, এবং যিনি ভক্তিযোগ দ্বারা ভগবান্‌কে উপাসনা করেন, তাহাকে গুণাতীত সন্ন্যাসী কহে।

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥" (গীতা ১৪।২৬)

যাঁহারা সাধন-মার্গে আরোহণ করিয়া সর্ব্বত্যাগী হইয়াছেন, তাঁহারাই বিবিদিষা সন্ন্যাসী পদবাচ্য এবং যাঁহারা পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে শুকাদির ন্যায় আজন্ম সর্ব্বত্যাগী, তাঁহাদিগকে বিদ্বৎসন্ন্যাসী কহে।

সন্ন্যাসীর স্থূল কথা এই যে, যিনি জিতেন্দ্রিয় হইয়া সংসার পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবানে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যাঁহার কোনরূপ আসক্তি নাই, তাঁহাদিগকেই সন্ন্যাসী কহে। যুগভেদে সন্ন্যাসীদিগের নাম ও উপাধি স্বতন্ত্র। প্রথমে বেদাচার্য্য ব্রহ্মা, দ্বিতীয় আচার্য্য বিষ্ণু, তৃতীয় আচার্য্য রুদ্র, চতুর্থ আচার্য্য বশিষ্ঠ, পঞ্চম আচার্য্য শক্তি, ষষ্ঠ আচার্য্য পরাশর, সপ্তম ব্যাস, অষ্টম শুক, নবম গৌড়পাদ, দশম গোবিন্দ, একাদশ শ্রীশঙ্করাচার্য্য, সন্ন্যাসের এই একাদশ জন আচার্য্য। ইঁহাদের মধ্যে সত্যযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন জন আচার্য্য, ত্রেতাযুগে বশিষ্ঠ শক্তি ও পরাশর এই তিন জন। দ্বাপরে ব্যাস ও শুকদেব দুই জন এবং কলিযুগে গৌড়পাদ, গোবিন্দ ও শঙ্করাচার্য্য তিন জন, অর্থাৎ এই সকল আচার্য্যগণ সন্ন্যাসের নিয়ম প্রচলন করিয়াছেন।

সংসার অনিত্য, জন্ম হইলে মৃত্যু এবং মৃত্যু হইলেই জন্ম, জীবের এই জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ অতি ভীষণ, যাহাতে জীব জন্ম মৃত্যুর অতীত হইয়া পরব্রহ্মে লীন হইতে পারে, তজ্জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়। শঙ্করাচার্য্য জীবের এই সন্ন্যাস গ্রহণের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আশ্রমের পর আশ্রমান্তর গ্রহণ না করিয়াও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারিবে। তিনি শ্রুতির সাহায্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, যে দিন বিষয় বিতৃষ্ণারূপ বৈরাগ্য হইবে, সেই দিনই সন্ন্যাস অবলম্বন করা বিধেয়। "যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" (শ্রুতি)

অতি প্রাচীন বৈদিকযুগ হইতেই সংসারবৈরাগী সন্ন্যাসীর পরিচয় পাওয়া যায়। অথর্ব্ববেদে "ব্রাত্য" নামে যে এক শ্রেণীর গৃহত্যাগী পরিব্রাজকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারাও বৈদিক কালের সন্ন্যাসী বলিয়াই অনুমিত হয়।

উপনিষদে এই শ্রেণীর ব্যক্তিগণ "ব্রহ্মসংস্থ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। "ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি", অর্থাৎ ব্রহ্মসংস্থ অমৃতত্ব লাভ করেন। ভাষ্যকার সায়ণ এই শ্রুতির ভাষ্যে লিখিয়াছেন,—"ব্রহ্মণি সংস্থা সমাপ্তনিষ্ঠা যস্য চতুর্থাশ্রমিণ স ব্রহ্মসংস্থঃ স এবামৃতত্বমপবর্গং প্রাপ্নোতি" ব্রহ্মনিষ্ঠাশীল ব্যক্তিই ব্রহ্মসংস্থ বা সন্ন্যাসী। ব্রহ্মনিষ্ঠা শব্দ সম্বন্ধেও সায়ণ একটী লক্ষণাবাক্য প্রদান করিয়াছেন, যথা—

"ব্রহ্মনিষ্ঠা নাম সর্ব্বব্যাপারপরিত্যাগেনানন্যচিত্ততয়া ব্রহ্মণি সমাপ্তি" অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপার পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যচিত্ত হইয়া ব্রহ্মে যে বিশেষরূপে আত্মসমর্পণ তাহাই ব্রহ্মনিষ্ঠা।

সন্ন্যাসী "পরিব্রাট্" "পরিব্রাজ্" "পরিব্রাড়্" ইত্যাদি নামেও অভিহিত হন। "পরিত্যজ্য সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বান্ বিষয়ান্ ব্রহ্মসমাপ্ত্যর্থং গৃহস্থাদ্যাশ্রমাদ্ যো ব্রজতীতি পরিব্রাট্' অর্থাৎ সকল কাম ও সকল বিষয় উপভোগ পরিত্যাগ করিয়া যিনি ব্রহ্মলাভের জন্য গৃহস্থাদি আশ্রম ত্যাগ করিয়া বহির্গত হন, তিনি পরিব্রাট্, যেমন পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য। এইরূপ পরিব্রজ্যার নিমিত্ত শ্রুতিতেও উপদেশ আছে। যথা জাবালশ্রুতিতে—

"ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহী ভূত্বা বনীভবেৎ বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। ইতরথা প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা।"

অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহী হইয়া বানপ্রস্থাশ্রমাবলম্বন করিবে, তৎপরে প্রব্রজ্যা করিবে অথবা গৃহস্থাশ্রম হইতে কিংবা বানপ্রস্থাশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। আশ্রম-ত্যাগ করার সময়ে সন্ন্যাসী কৌপীন-যুগল, বহির্ব্বাস, শীত-নিবারিণী একখানি কন্থা এবং পাদুকা মাত্র লইয়া বাহির হইবেন।

'কৌপীনং যুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারিণীম্।
পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥"

প্রাচীন সময়ে সন্ন্যাসীদের অধ্যয়নের নিমিত্ত ভিক্ষুসূত্র ও পরাশরসূত্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ছিল, সেই সকল গ্রন্থ এখন বিলুপ্তপ্রায়। উপনিষদ্গুলিতে সন্ন্যাসীদের আলোচ্য তত্ত্বই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়।

স্কন্দপুরাণে সূতসংহিতায় চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসীর প্রসঙ্গ আছে—

"চতুর্ব্বিধাস্তু বিজ্ঞেয়া ভিক্ষবো বৃত্তিভেদতঃ॥
কুটীচকো মুনিশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ বহূদকঃ।
হংসঃ পরমহংসশ্চ তেষাং বৃত্তিং বদামি তে॥
কুটীচকশ্চ সন্ন্যাস স্বে স্বে বেশ্মনি নিত্যশঃ।
ভিক্ষামাদায় ভুঞ্জীত স্ববন্ধূনাং গৃহেঽথবা॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী স্যাৎ ত্রিদণ্ডী সকমণ্ডলুঃ।
স পবিত্রশ্চ কাষায়ী গায়ত্রীঞ্চ জপেৎ সদা॥
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূননং কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ ত্রিসন্ধিষু।
শিবলিঙ্গার্চ্চনং কুর্য্যাৎ শ্রদ্ধয়ৈব দিনে দিনে॥"

অর্থাৎ কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস বৃত্তিভেদে চতুর্ব্বিধ সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়। কুটীচক সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া স্বীয় গৃহে বা বন্ধুগৃহে ভিক্ষা করিয়া খাইবেন। তাঁহারা শিখা রাখেন, যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন, কাষায় বস্ত্র পরিধান করেন, শুদ্ধাচারী থাকিয়া গায়ত্রী জপ করেন এবং দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ করিয়া থাকেন। অঙ্গে ভস্ম লেপন, ললাটে ত্রিপুণ্ড্র ধারণ, ত্রিসন্ধ্যা বন্দন এবং শ্রদ্ধাসহকারে শিবার্চ্চনা ইঁহাদের কর্ত্তব্য।

বলা বাহুল্য কুটীচক সন্ন্যাসী মন্বাদি সংহিতোক্ত যতি ও ভিক্ষু হইতে স্বতন্ত্র। বহূদক সন্ন্যাসীর লক্ষণ এইরূপ—

"বহূদকশ্চ সন্ন্যস্য বন্ধুপুত্রাদিবর্জ্জিতঃ।
সপ্তাগারং চরেদ্ ভৈক্ষ্যমেকান্নং পরিবর্জ্জয়েৎ॥
গোবালরজ্জুসম্বদ্ধং ত্রিদণ্ডং শিক্যমদ্ভুতম্।
পাত্রং জলপবিত্রঞ্চ কৌপীনঞ্চ কমণ্ডলুম্॥
আচ্ছাদনং তথা কন্থাং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্।
পবিত্রমজীনং সূচীং পক্ষিণীমক্ষসূত্রকম্॥
যোগপট্টং বহির্ব্বস্ত্রং মৃৎখনিত্রং কৃপাণিকাম্।
সর্ব্বাঙ্গোদ্ধূননং তদ্বৎ ত্রিপুণ্ড্রঞ্চৈব ধারয়েৎ॥
শিখী যজ্ঞোপবীতী চ দেবতারাধনে রতঃ।
স্বাধ্যায়ী সর্ব্বদা বাচমুৎসৃজেৎ ধ্যানতৎপরঃ॥
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রীং জপন্ কর্ম্মসমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ বহূদক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইবেন, তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এক গৃহস্থের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপূত পাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, সূচী, পক্ষিণী, রুদ্রাক্ষ মালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্র ও কৃপাণ গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ত্রিপুণ্ড্র শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবেন, বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় নিরত হইবেন, মৌনাব্রতাবলম্বন করিয়া ইষ্টদেব পূজা করিবেন এবং সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী জপ করিয়া স্বধর্ম্মোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। হংসের লক্ষণ—

"হংসঃ কমণ্ডলুং শিক্যং ভিক্ষাপাত্রং তথৈব চ।
কন্থাং কৌপীনমাচ্ছাদ্যমঙ্গবস্ত্রং বহিঃপটম্॥
একং তু বৈণবং দণ্ডং ধারয়েন্নিত্যমাদরাৎ।
ত্রিপুণ্ড্রোদ্ধূননং কুর্য্যাৎ শিবলিঙ্গং সমর্চ্চয়েৎ॥
অষ্টগ্রাসং সকৃন্নিত্যমশ্নীয়াৎ সশিখং বপেৎ।
সন্ধ্যাকালেষু সাবিত্রী জপমধ্যাত্মচিন্তনম॥

তীর্থসেবাঃ তথা কৃচ্ছ্রং তথা চান্দ্রায়ণাদিকম্।
কুর্ব্বন্ গ্রামৈকরাত্রেণ ন্যায়েনৈব সমাচরেৎ ॥"

হংস কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন, আচ্ছাদন অঙ্গবস্ত্র, বহির্ব্বাস ও বংশ দণ্ড সতত ধারণ করিবে। অঙ্গেতে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ ও শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করিবেন। প্রতি দিবস একবার মাত্র আটগ্রাস ভোজন করিবেন। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করিবেন, সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ ও অধ্যাত্ম-চিন্তন করিবেন। তীর্থসেবা, কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান সহকারে এক রাত্রি মাত্র এক এক গ্রামে অবস্থান করিবেন এবং যথারীতি আচরণ করিবেন।

পরমহংসের লক্ষণ—

পরমহংসস্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালমিশ্রিতম্।
শিক্যং জলপবিত্রঞ্চ পাত্রঞ্চ কমণ্ডলুম্ ॥
পক্ষিণীমজিনং সূচীং মৃৎখনিত্রং কৃপাণিকাম্।
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যজেৎ ॥
কৌপীনং ছাদনং বস্ত্রং কন্থাং শীতনিবারিকাম্।
যোগপট্টং বহির্ব্বস্ত্রং পাদুকাং ছত্রমদ্ভুতম্ ॥
অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্লীয়াদ্ বৈণবং দণ্ডমব্রণম্।
অগ্নিরিত্যাদিভির্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাদ্ভস্মনং মুদা ॥
ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥"

অর্থাৎ পরমহংস ত্রিদণ্ড, গোবালমিশ্রিত রজ্জু, জল পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, পাক্ষিণী, অজিন, সূচী, মৃৎ খনিত্রী, কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিবেন। কৌপীন আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্ব্বাস, পাদুকা ছত্র অক্ষমালা ও বংশদণ্ড ব্যবহার করিবেন। "অগ্নি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভস্মলেপন করিবেন এবং তিনবার ওঁ উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন।

"মাধুকরমথৈকান্নং পরহংস সমাচরেৎ।
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি নচৈকান্তমনশ্নতঃ ॥
তস্মাদ্ যোগানুরূপ্যেন ভুঞ্জীত পরহংসকঃ।
অতিশস্তং সমুৎসৃজ্য সার্ব্ববর্ণিকমাচরেৎ ॥

অতি ভোজনে ও রিপু পরতন্ত্রতায় যোগাভ্যাসে মনঃসংযোগ হয় না। এই নিমিত্ত পরমহংসদের অত্যাহার এবং কাম ও ক্রোধাদি পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের অর্থ এই যে পরমহংসগণ নানাস্থান হইতে অল্প অল্প আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া একবার মাত্র আহার করিবেন। অনাহারী ও অত্যাহারী উভয়ের যোগই অসম্ভব। সুতরাং যোগানুরূপ ভোজন, নিন্দিত আচার ত্যাগ এবং সর্ব্ববর্ণোচিত ব্যবহার করাই ইহাদের বিধান।

"স্নানং শৌচমভিধ্যানং সত্যানৃতাববর্জ্জনম্।
কামক্রোধপরিত্যাগং হর্ষরোষবিবর্জ্জনম্ ॥
লোভমোহপরিত্যাগং দম্ভদর্পাদিবর্জ্জনম্।
চাতুর্ম্মাস্যঞ্চ সর্ব্বেষাং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ ॥"

ব্রহ্মবাদিগণ বলেন কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংসগণ স্নান শৌচাচার ও অভিধ্যান করিতে এবং বাণিজ্য, কাম, ক্রোধ, হর্ষ, রোষ, লোভ, মোহ, দম্ভ, দর্প প্রভৃতি পরিত্যাগ ও চাতুর্ম্মাস্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

সূতসংহিতায় শৈব সন্ন্যাসীদের কথাই লিখিত হইয়াছে। ভাগবত বা বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কথা এই গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। ভাগবত পরমহংসগণের নিয়মাদি শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে অষ্টাদশ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীরা "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি মহাবাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীদের মণ্ডলী আছে। যিনি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ, তিনি "স্বামী" নামে অভিহিত হয়েন।

ইহাদের মৃত দেহের সৎকারের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় যথাঃ—

"কুটীচকং চ প্রদহেৎ তরয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলেতু নিঃক্ষিপ্য পরহংসং প্রপূরয়েৎ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

অর্থাৎ কুটীচকের দেহ দগ্ধ করিবে, বহূদককে জলতারণ করিবে, হংসের মৃত দেহ জলে নিঃক্ষেপ করিবে ও পরমহংসের দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিবে।

পরমহংস দুই প্রকার, দণ্ডী পরমহংস ও অবধূত পরমহংস। যাঁহারা দণ্ড ত্যাগ করিয়া পরমহংস হয়েন, তাঁহারা দণ্ডী পরম হংস নামে খ্যাত। অপর যাঁহারা অবধূত-বৃত্তি অবলম্বন করেন তাঁহাদের অবধূত পরমহংস। ইহাদের মধ্যে কেহ ওঁকারোপাসক কেহ ব্রহ্মসংস্থ, কেহ বা দেবমূর্ত্তির উপাসক, আবার কেহ বা বীরাচারী। বীরাচারীরা সুরাপান করিয়া থাকেন।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আছে :—

"অবধূতাশ্রমং দেবি কলৌসন্ন্যাসমুচ্যতে ॥"

অর্থাৎ কলিতে বৈদিক সন্ন্যাস নিষিদ্ধ হওয়ায় অবধূতাশ্রমই সন্ন্যাস বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

উক্ত গ্রন্থে আরও লিখিত হইয়াছে—

ভিক্ষুকেঽপ্যাশ্রমে দেবি বেদোক্তদণ্ডধারণম্।
কলৌ নাস্ত্যেব, তত্ত্বজ্ঞে। যতস্তৎ শ্রৌতসংস্কৃতি ॥
শৈবসংস্কারবিধিনাবধূতাশ্রমধারণম্।
তদেব কথিতং ভদ্রে সন্ন্যাসগ্রহণং কলৌ ॥

(মহানির্ব্বাণ ৮ম উল্লাস)

কিন্তু রঘুনন্দনের মলমাসতত্ত্বে লিখিত আছে কলিতে সন্ন্যাসগ্রহণের নিষেধসূচক বচন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে নহে। তন্ত্রে চারি প্রকার অবধূত সন্ন্যাসীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়—ব্রহ্মাবধূত শৈবাবধূত ভক্তাবধূত ও হংসাবধূত। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি ব্রহ্মমন্ত্র গ্রহণ করিলে গৃহস্থ হইলেও তাঁহারা ব্রহ্মাবধূত পদবাচ্য। যে সকল ব্যক্তি পূর্ণাভিষেকের নিয়মে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা শৈবাবধূত।

(মহানির্ব্বাণ চতুর্দ্দশ উল্লাস দ্রষ্টব্য)

ভক্তাবধূত দুই প্রকার পূর্ণ ও অপূর্ণ। পূর্ণ ভক্তাবধূত পরমহংস ও অপূর্ণ পরিব্রাজক নামে অভিহিত। উক্ত চারি প্রকার অবধূতের মধ্যে চতুর্থ প্রকারের অবধূত তুরীয় অবধূত নামে কথিত হন। ইহারা পূর্ণযোগী, অপর তিন প্রকার অবধূতেরা যোগ ও ভোগ উভয়ে রত। হংসাবধূতগণ স্ত্রীসঙ্গ করেন না ও দানগ্রহণ করেন না। যদৃচ্ছাক্রমে যাহা উপস্থিত হয়, ইঁহারা তাহাই ভোজন করিয়া থাকেন। ইহারা নিষেধ-বিধি মানেন না। তুরীয়াবধূত কোন আশ্রমেরই চিহ্ন ধারণ করেন না, গৃহাশ্রমের ক্রিয়া পরিত্যাগ করেন এবং সঙ্কল্প বর্জ্জিত ও নিশ্চেষ্ট ভাবে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করেন। ইহাদের ধ্যান-ধারণা নাই, ভক্ষ-পানীয় নিবেদন করার প্রথাও ইহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

তন্ত্রে গৃহাশ্রমী সাধকবিশেষকেও অবধূত বলা হয়। প্রাণতোষিণী ধৃত মুণ্ডমালা তন্ত্রের বচনে জানা যায় অবধূত দুই প্রকার—গৃহস্থ ও উদাসীন। বস্ত্রধারী ও বিবস্ত্র, দার-পারগ্রাহী বা সর্ব্ব স্ত্রীগামী ও অট্টহাসযুক্ত গৃহস্থ অবধূত। দ্বিতীয় প্রকার—শিবস্বরূপ।

মহানির্ব্বাণতন্ত্র ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণকেই অবধূতাশ্রমের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধ পিতা মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশু পুত্র বিদ্যমান থাকিতে অবধূতাশ্রম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ।

দশনামী সন্ন্যাসী।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শঙ্করের শিষ্যগণের মধ্যে চারিজন প্রধান—পদ্মপাদ হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। পদ্মপাদের দুই শিষ্য তীর্থ ও আশ্রম। হস্তামলকের দুই শিষ্য—বন ও অরণ্য। মণ্ডনের তিন শিষ্য—গিরি, পর্ব্বত ও সাগর। তোটকের তিন শিষ্য—সরস্বতী, ভারতী ও পুরী। এই সকল উপাধি হইতেই তীর্থ আশ্রম, বন, অরণ্য, গিরি পর্ব্বত, সাগর, সরস্বতী ও পুরী এই দশ শ্রেণীর সন্ন্যাসীর উপাধি সৃষ্টি হইয়াছে। শঙ্করবিজয় গ্রন্থে এই সকল উপাধি-সংজ্ঞা উৎপত্তির বিষয় লিখিত হইয়াছে,—

"তীর্থাশ্রমবনারণ্য গিরিপর্ব্বতসাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতী চ পুরীতি দশকীর্ত্তিতাঃ॥
ত্রিবেণীসঙ্গমেতীর্থে তত্ত্বমস্যাদি লক্ষণে।
স্নায়াত্তত্ত্বার্থ ভাবেন তীর্থ নামা স উচ্যতে॥ (১)
আশ্রমগ্রহণে প্রৌঢ় আশাপাশবিবর্জ্জিতঃ।
যাতায়াতবিনির্ম্মুক্ত এতদাশ্রমলক্ষণম্॥ (২)
সুরম্যে নির্ঝরে দেশে বনে বাসং করোতি যঃ।
আশাপাশবিনির্ম্মুক্তো বন নামা স উচ্যতে॥ (৩)
অরণ্যে সংস্থিতো নিত্যমানন্দনন্দনে বনে।
ত্যক্ত্বা সর্ব্বমিদং বিশ্বমানন্দলক্ষণং কিল॥ (৪)
বাসো গিরিবরে নিত্যং গীতাভ্যাসে চ তৎপরঃ।
গম্ভীরাচলবুদ্ধিশ্চ গিরি নামা স উচ্যতে॥ (৫)
বসেৎ পর্ব্বত মূলেষু প্রৌঢ়ো যো ধ্যানধারণাৎ।
সারাৎসারং বিজানাতি পর্ব্বতঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ (৬)
বসেৎ সাগরগম্ভীরো বনরত্নপরিগ্রহঃ।
মর্য্যাদাঞ্চ ন লঙ্ঘেত সাগরঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ (৭)
স্বরজ্ঞানবশো নিত্যং স্বরবাদী কবীশ্বরঃ।
সংসারসাগরে সারাভিজ্ঞো যো হি সরস্বতী॥ (৮)
বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্ব্বভারং পরিত্যজেৎ।
দুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ॥ (৯)
জ্ঞানতত্ত্বেন সম্পূর্ণঃ পূর্ণতত্ত্বপদে স্থিতঃ।
পরব্রহ্মরতো নিত্যং পুরী নামা স উচ্যতে॥" (১০)

(বৃহচ্ছঙ্করবিজয়)

তত্ত্বমসি প্রভৃতি লক্ষণযুক্ত ত্রিবেণীসঙ্গমতীর্থে যিনি তত্ত্বভাবে স্নান করেন, তাহার নাম "তীর্থ"। যিনি আশ্রমগ্রহণে পারদর্শী এবং কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া জন্মমৃত্যু হইতে বিমুক্ত হন, তিনি "আশ্রম"। কামনাশূন্য নির্ঝরবাসী "বন" নামে অভিহিত। আরণ্যব্রতাবলম্বী সংসারত্যাগী, চিরদিন অরণ্যবাসী "অরণ্য"। গিরি-নিবাসী, গীতাভ্যাসে তৎপর, গম্ভীর ও অবিচলিত বুদ্ধি বিশিষ্ট সন্ন্যাসী "গিরি"। পর্ব্বতবাসী, ধ্যানধারণায় তৎপর, ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসী "পর্ব্বত"। যিনি সাগর সদৃশ গম্ভীর, ফলমূলাশী, স্বীয় মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ, তিনি "সাগর"। যিনি স্বরজ্ঞানবিশিষ্ট, স্বরবাদী, কবীশ্বর ও সংসারসাগরে সারজ্ঞানী, তিনি সরস্বতী। যিনি বিদ্যাভারপরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, দুঃখভার জানেন না, তিনিই ভারতী নামে খ্যাত। যিনি জ্ঞানতত্ত্বে পরিপূর্ণ ও পূর্ণতত্ত্বে অবস্থিত এবং সতত ব্রহ্মানুরক্ত তিনিই পুরী নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্গগিরির মঠে পুরী, ভারতী ও সরস্বতীর, সারদা মঠে তীর্থ ও আশ্রমের, গোবর্দ্ধন মঠে বন ও অরণ্যের, এবং যোষী মঠে গিরি পর্ব্বত ও সাগরের, শিষ্য-

পরম্পরা বসবাস করিয়া থাকেন। এখন অবণ্য পর্ব্বত ও সাগর অতি বিরল। দশনামী সন্ন্যাসীরা নির্গুণোপাসক বলিয়া পরিচয় দিলেও কার্য্যতঃ ইহারা শৈব এবং শঙ্করাচার্য্যকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন। ইহাদের মধ্যে অনেকেই শিবমন্ত্রগ্রহণ, শৈব বেশ ধারণ ও মহিম্নস্তব পাঠ করিয়া থাকেন।

ইহারা ডোর-কৌপীন ধারণ করে, মৃত দেহ জলে নিক্ষিপ্ত অথবা মৃত্তিকায় প্রোথিত করে। দশনামীরা দণ্ডী পরমহংস প্রভৃতি নামেও অভিহিত হন। যাঁহারা দণ্ড কমণ্ডলু সঙ্গে লইয়া ভ্রমণ করেন তাঁহারাই দণ্ডী। মাতা পিতা পুত্র কন্যা ভার্য্যা-বিহীন ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও দণ্ডী হইবার অধিকার নাই। দণ্ডগ্রহণের সময়ে শিখা ও যজ্ঞোপবীত ত্যাগ করিতে হয়। দণ্ডই দণ্ডীদের সর্ব্বস্ব। [মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ইহার বিধান দ্রষ্টব্য।]

ইহারা নির্গুণোপাসক। ইহারা মস্তকমুণ্ডন, শ্মশ্রু পরিত্যাগ, গেরুয়া পরিধান ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন। ইহারা শুদ্ধাচারী, প্রতি অমাবস্যায় অথবা দুই মাস অন্তর ক্ষৌরী হইয়া থাকেন। মনুক্ত সন্ন্যাস ধর্ম্মবিধানই ইহাদের প্রতিপাল্য। [সন্ন্যাস শব্দ দ্রষ্টব্য।] কিন্তু তন্ত্র শাস্ত্র ইহাদের জন্য মদ্যমাংসেরও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন।

ইহাদের মধ্যেও এখন নানা প্রকার দণ্ডী দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দণ্ডী ভয়ানক তান্ত্রিক। ইহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করিয়া থাকেন।

আবার "ঘরবারী" দণ্ডী নামে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছে। ইহারা সম্পূর্ণ গৃহস্থ। ইহাদের স্ত্রী পুত্র আছে, বিষয় কর্ম্ম আছে। ইহারা দশনামীদের উপাধি ধারণ করে এবং দণ্ড, কমণ্ডলু, গেরুয়া ব্যবহার করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। কাশী জেলায় "ঘরবারী" দণ্ডীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কি প্রকারে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হয়, তাহার বিস্তৃত বিবরণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

সন্ন্যাসীদের পরিচয়ের অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, যেমন মঠ ও আখড়া। মঠ ও আখড়ার নামে সন্ন্যাসীরা পরিচিত হয়। সন্ন্যাসীদের মঠের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের সাতটী মূল আখড়া আছে, যথা নির্ব্বাণী, নিরঞ্জন, অটল, আহ্বান, যুনা আনন্দ ও বড় আখড়া।

এতদ্ব্যতীত ইহাদের আরও কতকগুলি পরিচায়ক বিষয় আছে,—যেমন জাতি, বর্ণ, গোত্র, দেব-দেবী, মড়ী, পরিবার, চুনা ও চক্রা ইত্যাদি। ইহাদের সকলেরই এক জাত, এক বর্ণ ও এক পরিবার। জাতির নাম বিহঙ্গম, বর্ণের নাম রুদ্র ও পরিবারের নাম অশ্বত্থ। শঙ্কর স্থাপিত চারি মঠে চারি সম্প্রদায় ও চারি গোত্র প্রচলিত; যথা—

মঠ	সম্প্রদায়	গোত্র
শৃঙ্গেরী মঠ	ভূর্ব্বার	ভবেশ্বর
জ্যোষীমঠ	আনন্দবার	নাতেশ্বর
সারদা মঠ	কীটবার	——
গোবর্দ্ধন মঠ	ভোগবার	——

প্রত্যেক মঠের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্র দেব-দেবী তীর্থ বেদ ও মহাবাক্য নির্দ্দিষ্ট আছে। প্রত্যেক সন্ন্যাসী আপন আপন মঠ অনুসারে এই সকল অবলম্বন করিয়া থাকেন যথাঃ—

শৃঙ্গেরী মঠ—রামেশ্বর ক্ষেত্র, আদি বরাহদেব, কামাখ্যা দেবী তুঙ্গভদ্রা তীর্থ, যজুর্ব্বেদ, "অহং ব্রহ্মাস্মি" মহাবাক্য।

জ্যোষীমঠ—বদরিকাশ্রম ক্ষেত্র, নারায়ণ দেব, পুন্নাগাধী দেবী অলকানন্দা তীর্থ, অথর্ব্ববেদ, "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" মহাবাক্য।

সারদা মঠ—দ্বারকা ক্ষেত্র সিদ্ধেশ্বর দেব, ভদ্রকালীদেবী গঙ্গা-গোমতী তীর্থ, সামবেদ, "তত্ত্বমসি" মহাবাক্য।

গোবর্দ্ধন মঠ—পুরুষোত্তম ক্ষেত্র জগন্নাথ দেব, বিমলা দেবী মহোদধি তীর্থ, ঋগ্বেদ, "প্রজ্ঞান মানন্দং ব্রহ্ম" মহাবাক্য।

এতদ্ব্যতীত আর তিনটী কল্পিত মঠ আছে এবং এই তিন মঠেরও ঐরূপ ক্ষেত্রাদি আছে।

সময়ে সময়ে এক একটী সন্ন্যাসী সবিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া এক একটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তিত করেন, তাহারই নাম "মড়ী", সম্প্রতি এইরূপ ৫২টী মড়ী উৎপন্ন হইয়াছে।

চুনা ও চক্রা কেবল গিরি গোঁসাইদের পরিচায়ক। যেমন তুলসী নামী চুনা ও পার্ব্বতী চক্রী। ইহা ভিন্ন আরও বহু প্রকার সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে তাহাদের পরিচয় প্রদত্ত হইল :—

১। জ্যোৎমার্গ—ইহারা তান্ত্রিক কুলাচারী সন্ন্যাসী, ইহারা মদ্যমাংসাদি ব্যবহার করে। "জ্যোৎমার্গে প্রবেশ" নামে ইঁহাদের এক প্রকার সাধন আছে। উহা তন্ত্রোক্ত চক্র সাধনবিশেষ। এই সাধনে বালা-সুন্দরী দেবীর পূজা করিতে হয়। সন্ন্যাসীরা রাত্রিকালে মহানিশায় কোন নিভৃত নির্জ্জন স্থানে সমবেত হইয়া একরূপ দীপ প্রজ্জ্বলিত করে। সেই জ্যোতিতে বালা-সুন্দরী দেবীর আবির্ভাব হয়, ইহাই ইঁহাদের বিশ্বাস। জ্যোতির পথে দেবীর আবির্ভাব হয় বলিয়াই ইহার নাম জ্যোৎমার্গ। সাধনার স্থলে ইহারা দৈর্ঘ্য প্রস্থে এক হাত ছয় অঙ্গুলী পরিমাণ একটী বেদী প্রস্তুত করে। তাহার উপরে ঐ পরিমাণের এক খানি শ্বেত বস্ত্র এবং তদুপরি উক্ত পরিমাণের আর এক খানি রক্ত বস্ত্র রাখিয়া ইঁহার কেন্দ্র স্থলে একটী সমুত গ্লাসানুরূপ পাত্র স্থাপিত করে। অনন্তর উহার চতুর্দ্দিকে তণ্ডুল চূর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত কালী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হনুমান ও ভৈরব প্রভৃতির

প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া ঐ ঘৃতপূর্ণ পাত্রের কার্পাসবর্ত্তিকার অগ্রভাগে একটুকু কর্পূর দিয়া রাখা হয়। সাধনার সময়ে ঐ প্রদীপ প্রজ্বলিত করা হয়। উহাতেই বালা সুন্দরীর পূজা হইয়া থাকে। মদ্যমাংস লুচি প্রভৃতি দ্বারা ভোগ দেওয়া হয়। ইহারা ঐ দীপশিখাকে জ্বালামুখীর শিখা বলিয়া বিশ্বাস করে কেহ কেহ ঐ দীপভস্ম মাদুলীতে পুরিয়া বক্ষে ধারণ করে। ইহারা মদ্যাদি দ্রব্যগুলিকে সাঙ্কেতিক নামে অভিহিত করে যথা—মদ্য তীর্থ, প্রথমা, বিন্দু ও পদ্মাবতী। মাংস—সিদ্ধি ও দ্বিতীয়া। জীবিত ছাগ—ঝাড়ি। মৎস্য—তৃতীয়া। তামাকু ষষ্ঠী, তমালপত্র। গাঁজা—সপ্তমী। শুক্র—ধাতুজল—অনিল। বোতল—কুম্ভ। ভাত—মতি। লুচী—চক্রী ইত্যাদি। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে ইহারা নবরাত্র নামক মেলা করে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সন্ন্যাসী ও গৃহী একত্র মিলিত হইয়া একরূপ চক্র করে। স্ত্রীপুরুষ এই চক্রে একত্র হয় এবং মদ্যমাংস ব্যবহার করে। চক্রবিশেষে একটী পুরুষ একটী স্ত্রীলোককে সঙ্গে লইয়া আবরণ বিশেষের অন্তরালে একরূপ ক্রিয়ার (?) অনুষ্ঠান করে। চক্রস্থ সমস্ত ব্যক্তি উক্ত ক্রিয়ালব্ধ পদার্থটী জল মিশ্রিত করিয়া উদরস্থ করে। এদেশের বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ প্রণালী আছে বলিয়া শুনা যায়।

যাহা হউক মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ব্যবস্থায় সন্ন্যাসীদের অন্নবিচার নাই, কিন্তু ধাতু প্রতিগ্রহ, নিন্দা, মিথ্যা কথন, স্ত্রীলোকের সহিত ক্রীড়া, রেতত্যাগ ও অসূয়া প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

২। নাগাসন্ন্যাসী।—নাগা সন্ন্যাসীরা জটা রাখে। জটাগুলি রজ্জুর ন্যায় পাক দিয়া উষ্ণীষের ন্যায় মাথায় আবদ্ধ করিয়া রাখেন। জটা তিন প্রকার, নাগজটা, শম্ভুজটা ও বাবরান্ জটা। রজ্জুর ন্যায় পাকান জটাই নাগজটা। এইরূপ জটাই নাগা সন্ন্যাসীদের চিহ্ন। যে জটা পাকান নয় তাহা শম্ভুজটা। খর্ব্ব হইলেই উহা বাবরান্ জটা নামে অভিহিত হয়। নাগা শব্দটী নঙ্গা শব্দ হইতে উৎপন্ন। নঙ্গা শব্দটী নগ্ন শব্দেরই অপভ্রংশ। নগ্ন অর্থ উলঙ্গ। নাগা সন্ন্যাসীরা সাধারণতঃ বিবস্ত্র থাকিত। কিন্তু বৃটিশশাসনে সেটি হওয়ার যো নাই। এখন ইহারা এক প্রকার কৌপীন ব্যবহার করেন, উহা নাগফনী নামে অভিহিত। নাগারা বিভূতি দ্বারা শালগ্রামের ন্যায় গোলাকার বর্ত্তুল নির্ম্মাণ করেন। তাঁহারা উহারই উপাসনা করিয়া থাকেন। ইহাই নিরঞ্জনী আখড়ার প্রণালী। কিন্তু নির্ব্বাণ আখড়ার সন্ন্যাসীরা চতুষ্কোণ আকার প্রস্তুত করিয়া লয়। নাগারা নিজে শিষ্য করেন, অপর দলের সন্ন্যাসীরা আসিয়া ইহাদের সহিত যোগ দেন। এইরূপে ইহাদের দল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। নাগাদলে প্রবেশ করিতে হইলে বস্ত্রাদি সকলই পরিত্যাগ করিতে হয়, দেহে সূত্র গাছি পর্য্যন্ত রাখার নিয়ম নাই। ইহারা এক মাস কাল আশ্রয়শূন্য স্থানে অবস্থান করেন। ভীষণ শীতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। নাগারা কলহপ্রিয় ও ক্রূরপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। উহারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। জয়পুরে এখনও নাগা সৈন্য আছে।

৩। অলেখিয়া—"অলেখ" ইঁহাদের উপাস্য। ইহারা সর্ব্বদাই "অলেখ" শব্দোচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করেন। সেই ভিক্ষার ঝুলীটী অতি পবিত্র বলিয়া মনে করেন। ইঁহারা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ভৈরব ঝুলীধারী, গণেশঝুলীধারী, ও কালীঝুলীধারী। গণেশদল পূর্ব্বাহ্ণে, ভৈরব-দল বৈকালে এবং কালীঝুলীধারীর দল সায়াহ্নে ভিক্ষা ধারণ করিয়া থাকেন।

কালী ও ভৈরবদল মদ্যমাংস ব্যবহার করেন, ঝুলীর মধ্যে মদ্যমাংসও পুরিয়া রাখেন। ভৈরবদের বিশ্বাস কুকুর ভৈরবের বাহন। এই নিমিত্ত ইঁহারা কুকুর দেখিলেই রুটি বা মাংস প্রদান করেন।

গণেশদল লোকের দ্বারস্থ হন। কিন্তু অপর দুই দল কখনও কাহারও দ্বারস্থ হন না। পথ দিয়া "অলখ" "অলখ" শব্দ উচ্চারণ করিতে থাকেন। যাহার যাহা ইচ্ছা, সে তাহা প্রদান করে। অলেখিয়ারা আতিথ্যব্রতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইঁহারা ভিক্ষান্ন দ্বারা অতিথিসেবা করেন। ইঁহাদের গাত্রে বিবিধ অলঙ্কারাদি থাকে, বামহস্তে ঝুলি ও খর্পর এবং দক্ষিণ হস্তে চিমটা থাকে। বিভূতি ও রুদ্রাক্ষ ইঁহাদের নিত্য ব্যবহার্য্য। পায়ে ঘুঙ্গুর থাকে। গির্ণার ও পুণা অঞ্চলে অলেখিয়া সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। দঙ্গলী।—দঙ্গলী সন্ন্যাসীরা বাণিজ্যবৃত্তিতে অতি পটু। ইঁহাদের কোন কোন মহন্তের কোটি টাকা আছে, জাহাজ আছে। সঞ্চিত অর্থে ইঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ, সন্ন্যাসী-ভোজন প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। হায়দরাবাদ, পুণা, সেতারা প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের মঠ ও কুঠী আছে।

৫। অঘোরী—ইঁহারা শরীরে বিষ্ঠামূত্রাদি লেপন করেন, ঘৃণিত বস্তু ভক্ষণ করেন, গৃহস্থকে ভয় প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নিজের অঙ্গে আঘাত এমন কি শোণিতপাত করিয়া ভিক্ষা আদায় করেন, এবং বহু কুৎসিত আচরণ দ্বারা গৃহস্থগণকে উত্যক্ত করেন। অঘোরীরা নরকপাল ধারণ ও মদ্যমাংস ভক্ষণ করেন।

৬। ঊর্দ্ধবাহু—এক বা উভয় হস্ত ঊর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিয়া রাখেন।

৭। আকাশমুখী—ইঁহারা আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া রাখেন।

৮। নখী—নখ রাখাই ইঁহাদের বিশেষ চিহ্ন।

৯। ঠারেশ্বরী—ইঁহারা দিবারাত্র দণ্ডায়মান থাকেন। ভোজনাদিও দাঁড়াইয়া সম্পন্ন করেন। সম্মুখে একটা কিছু রাখিয়া ঐ অবস্থাতেই নিদ্রা যান।

১০। ঊর্দ্ধমুখ—কোন কোন সন্ন্যাসী ঊর্দ্ধপাদ ও নিম্ন-মস্তক হইয়া তপস্যা করেন। ইঁহারা ঊর্দ্ধাদিকে বৃক্ষ শাখাদিতে কোন বস্তুতে পা দুটী বন্ধনপূর্ব্বক অধোমস্তক হইয়া ঝুলিতে থাকেন এবং মস্তকের নিম্নে অগ্নিস্থাপন করেন, এই অবস্থায় ইহারা মুখ উন্নত করিয়া রাখে বলিয়া ইঁহারা ঊর্দ্ধমুখী নামে খ্যাত।

১১। পঞ্চধুনী—ইঁহারা তপস্যার সময় আপনার পার্শ্বে চারিস্থানে ও সম্মুখে এক স্থানে অগ্নি স্থাপন করিয়া থাকেন। পাঁচ স্থানে ধুনী করিয়া তপস্যা করেন বলিয়াই ইঁহারা পঞ্চধুনী নামে অভিহিত।

১২। মৌনী—যাঁহারা বাক্যালাপ পরিত্যাগ করিয়া আপন মনে তপস্যা করেন, তাঁহারা মৌনব্রতী।

১৩। জলশায়ী কোন কোন সন্ন্যাসী সায়ংকাল হইতে সূর্য্যোদয়ান্ত জলমধ্যে শরীর মগ্ন রাখিয়া তপস্যা করেন, এই নিমিত্ত ইঁহারা জলশায়ী নামে অভিহিত।

১৪। জলধারাব্রতী—বসিবার উপযুক্ত একটী গর্ত্তে এই শ্রেণীর তপস্বী উপবেশন করেন। উহার মাথার উপর একটী মঞ্চ নির্ম্মিত হয়। সেই মঞ্চে বহু ছিদ্রসংযুক্ত একটী জলপাত্র থাকে। তপস্বী এই সহস্রধারার নীচে বসিয়া তপস্যা করেন।

১৫। কড়ালিঙ্গী—ইঁহারা ইন্দ্রিয় জয় করার জন্য শিশ্নদেশ লৌহকুণ্ডল দ্বারা সংযত করিয়া রাখেন।

১৬। ফরারি—ইঁহারা অন্নাদি আহার করেন না। ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন যাপন করেন। ফরারি শব্দ ফলহারা শব্দেরই অপভ্রংশ।

১৭। দুধাধারী—ইঁহারা দুধ ভক্ষণ করিয়াই জীবন ধারণ করেন।

১৮। অলুণ—এই শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা একবারেই লবণ ব্যবহার করেন না।

১৯। অওঘড়—প্রবাদ এই যে ব্রহ্মগিরি নামক এক দশনামী সন্ন্যাসী গুরু গোরক্ষনাথের কৃপায় শক্তিলাভ এবং অওঘড় নামে একটী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। গুজরাট অঞ্চলে ইঁহাদের গাদী আছে। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত অনেকগুলি শ্রেণী আছে। যথা—গুদড়, সুখড়, রুখড়, ভুখড়, কুখড়, এবং উখড়। কোন সন্ন্যাসীর মৃত্যু হইলে সুখড়, রুখড়, ও গুদড় এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে শবকে স্নান করাইয়া বিভূতি মাখাইয়া দেয়, নববস্ত্র পরিধান করায় এবং তাঁহাকে সমাহিত করিয়া উহার দ্রব্যাদি অধিকার করে। এই তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীরা গেরুয়াখেলকা পরিধান করে। রুখড় ও সুখড় সন্ন্যাসীরা কর্ণে তাম্র বা পিত্তলনির্ম্মিত কুণ্ডল পরিধান করে। গুদড়রা এক কর্ণকুণ্ডল এবং অওঘড়েরা পদ-চিহ্নসমন্বিত তক্তি ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা পাত্রবিশেষে ধূপ জ্বালাইয়া ভিক্ষা করে। গুদড়েরা এইজন্য ধুনচীতে এবং কুখড়েরা নারিকেলের মালায় ধূপ জ্বালায়। ভুখড়েরা খর্পর লইয়া ভিক্ষা করে, কিন্তু ধূপ জ্বালায় না। কুখড়েরা নূতন হাড়ি লইয়া ভিক্ষা করে এবং উহাতেই পাক করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা মদ্যমাংস ব্যবহার করে, তাহারা উখ নামে অভিহিত।

২০। ঠিকরনাথ—এই সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীরা ভৈরব উপা-সক। বহুছিদ্রযুক্ত একরূপ মৃৎপাত্রের নাম ঠিকরা। ইঁহারা ঠিকরা হস্তে করিয়া ভিক্ষা করে এইজন্য ইহারা ঠিকরনাথ নামে পরিচিত। ইহারা কপালে মসী ও সিন্দুর মাখিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে। হাতে এক প্রকার বৃক্ষপত্র রাখিয়া তাহার উপরে ঠিকরা স্থাপন করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়। ঠিকরাতে অগ্নি জ্বালিয়া ইহাতে ঘৃত বা তৈল দিতে থাকে। ইহারা শিকল, চিমটা ও লৌহশলাকা সঙ্গে রাখে। কেহ ভিক্ষা দিতে অস্বী-কৃত হইলে ঐ সকল উত্তপ্ত করিয়া নিজ অঙ্গে আঘাত করে। ইহারা মদ্য মাংস ভক্ষণ করে, জাতিভেদ মানে না। আবু, গিণার ও গুজরাত অঞ্চলে এই শ্রেণির সন্ন্যাসী দেখিতে পাওয়া যায়।

২১। সর্ব্বভঙ্গী—ইহারা বর্ণবিচার করে না, সকলের অন্নই খায়। ইহারা অঘোরীদের ন্যায় অস্থি, নরকপাল ও মলমূত্রাদি ব্যবহার করে। দশনামীরা ইঁহাদিগকে ঘৃণা করেন।

২২। ত্যাগী সন্ন্যাসী—ইহারাই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সর্ব্ব-ত্যাগী ও অযাচক। কেহ আহার্য্য দিলে আহার করেন, নতুবা উপবাসী থাকেন। বস্ত্রাদি সম্বন্ধেও এইরূপ।

২৩। ঘরবারি সন্ন্যাসী—ইঁহারা নামে সন্ন্যাসী, কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ গৃহস্থ। মুণ্ডমালাতন্ত্রে যে যে গৃহস্থাবধূতের বিবরণ আছে ইহারা সেই প্রণালীঅবলম্বী। ইঁহারা নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহ করেন। কিন্তু স্বমঠে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। প্রকৃত সন্ন্যাসীরা ইঁহাদিগকে ঘৃণা করেন।

২৪। আতুর সন্ন্যাসী—এদেশে যেমন কেহ কেহ মৃত্যু-কালে পরলোকে সদ্গতিলাভের জন্য ভেক গ্রহণ করেন, দাক্ষিণাত্য অঞ্চলেও মুমূর্ষু লোকের মধ্যে কেহ কেহ মৃত্যুর পূর্ব্বে সন্ন্যাসগ্রহণ ও নির্গুণ মন্ত্রোপাসনা করেন। তাঁহারা আতুর সন্ন্যাসী নামে খ্যাত।

২৫। মানস-সন্ন্যাসী।—যিনি সন্ন্যাস চিহ্ন ধারণ না করিয়াও মনে মনে সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া গৃহাশ্রম ত্যাগ করেন এবং তদুচিত অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি মানস-সন্ন্যাসী।

২৬। অন্তঃসন্ন্যাসী—যিনি এক স্থানে আসন পাতিয়া অনশনপূর্ব্বক ব্রহ্মে চিত্ত রাখিয়া প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হন, তিনি অন্তঃসন্ন্যাসী।

মুণ্ডমালা-তন্ত্রের দ্বিতীয় পটল অনুসারে ভৈরবী, সন্ন্যাসিনী ও অবধূতাদির প্রসঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ইঁহারা বিভূতি, ত্রিশূল, গেরুয়া ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করেন।

সন্ন্যাসোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সন্মঙ্গল (ক্লী) সৎ মঙ্গলঞ্চ। সাধু ও মঙ্গলজনক।

সন্মণি (পুং) সন্ মণিঃ। সদ্বস্তু, উত্তম মণি।

সন্মতি (স্ত্রী) সৎ-মন-ক্তি। উত্তম বুদ্ধি।

সন্মন্ত্র (পুং) সন্-মন্ত্রঃ। সাধু মন্ত্র, উত্তম মন্ত্র। (রঘু ১৭।১২)

সন্মাত্র (ত্রি) শিবের নামান্তর।

সন্মান (পুং) সম্মান শব্দার্থ। (ঋক্ প্রাতি° ১১। ৩৬)

সন্মার্গ (পুং) সন্ মার্গঃ। উত্তমমার্গ, সৎপথ, সাধু পন্থা।

সন্মিত্র (ক্লী) সৎ মিত্রং। উত্তম বন্ধু, সাধু মিত্র।

সন্মিশ্রকেশব (পুং) দ্বৈতপরিশিষ্টগ্রন্থকর্ত্তা। বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য।

সন্মুনি (পুং) সন্-মুনিঃ। সাধু মুনি, উত্তম মুনি। ২ দৈবজ্ঞ।

সন্মৌলিক (পুং) উত্তম মৌলিক। কায়স্থ সমাজে কুলীন ভিন্ন দত্ত, দাস, সেন, কর, পালিত প্রভৃতি ৮ ঘরকে সন্মৌলিক কহে।

সপ, ১ সমবায়। ২ সম্বন্ধ। ৩ সম্যক্ অববোধ। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সপতি। লিট্ সসাপ। লুট্ সপিতা। লুঙ্ অসাপ্সীৎ। সন্ সিসপ্সাত। যঙ্ সাসপ্যতে। যঙ্ লুক্ সাসপ্তি। ণিচ্ সাপয়তি। লুঙ্ অসীসপৎ।

সপ্ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ গৃহের মেজের উপরিস্থ বিস্তৃত মাদুরাদি। (ইংরাজী Shop) ৩ দোকান।

সপক্ষ (ত্রি) সমানঃ পক্ষঃ যস্য সমানশব্দস্থানে সাদেশঃ। ১ পক্ষাবলম্বী। ২ সহায়। ৩ অনুকূল। ৪ তুল্য। পক্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ পক্ষবিশিষ্ট, যাহার পক্ষ আছে।

সপক্ষক (ত্রি) সপক্ষ-স্বার্থে কন্। সপক্ষবিশিষ্ট, সপক্ষ শব্দার্থ।

সপক্ষতা (স্ত্রী) সপক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সপক্ষত্ব, সপক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, এক পক্ষাবলম্বন, আনুকূল্য, সাহায্য। ২ পক্ষ অর্থাৎ ডানা থাকা।

সপত্র (ত্রি) পত্রের সহিত বর্ত্তমান, পত্রবিশিষ্ট। ২ বাণ।

সপত্রক (ত্রি) সপত্র-স্বার্থে কন্। সপত্র শব্দার্থ।

সপত্ত্রাকরণ (ক্লী) সপত্র-কৃ-ল্যুট্, (সপত্ত্রনিষ্পত্ত্রাদতিব্যথনে। পা ৫।৪।৬১) ইতি ডাচ্। অত্যন্ত পীড়ন।

সপত্ত্রাকৃত (পুং) সপত্ত্র-কৃ-ক্ত ডাচ্। ১ ক্ষতমৃগাদি, বাণবিদ্ধ মৃগাদি। ২ অতিশয় পীড়িত, সাতিশয় ক্লিষ্ট।

সপত্ত্রাকৃতি (স্ত্রী) সপত্ত্র কৃ-ক্তিন্, ডাচ্। অত্যন্ত পীড়ন, পর্য্যায়—নিষ্পত্রাকৃতি। (হেম)

সপত্ন (পুং) সহ পততি একার্থে ইতি পত-ন সহস্য স। শত্রু, বৈরী। (অমর)

সপত্নকর্শন (ত্রি) শত্রুজয়। (অথর্ব্ব° ৫। ১২)

সপত্নক্ষয়ণ (ত্রি) শত্রুবিনাশন। (অথর্ব্ব ১। ২৯। ৪)

সপত্নক্ষিৎ (ত্রি) শত্রুহন্তা, শত্রুবিনাশক। "অনিশিতোঽসি সপত্নক্ষিৎ" (শুক্লযজু° ১।২৯) 'ক্ষিণুর্হিংসায়াং সপত্নান্ শত্রূন্ ক্ষিণোতি হিনস্তীতি সপত্নক্ষিৎ' (বেদদীপ)

সপত্নঘাতন (ত্রি) শত্রুঘাতন, শত্রুনাশকারী। (অথর্ব্ব২।১৮।২)

সপত্নজিৎ (ত্রি) সপত্নং শত্রুং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্-চ। শত্রুজেতা, শত্রুজয়কারী।

সপত্নতা (স্ত্রী) সপত্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সপত্নের ভাব বা ধর্ম্ম, শত্রুতা।

সপত্নদম্ভন (ত্রি) শত্রুহিংসক। "অগ্নে সপত্নদম্ভনং" (শুক্লযজু° ৩।১৮) 'সপত্নদম্ভনং সপত্নানাং শত্রূণাং হিংসিতারং' (বেদদীপ)

সপত্নদূষণ (ত্রি) শত্রুদূষণ। (সাংখ্যা° গৃ° ৫।১)

সপত্নহন্ (ত্রি) সপত্নং শত্রুং হন্তি হন-ক্বিপ্। শত্রুনাশক, রিপুহন্তা। (শুক্লযজুঃ ৫।২৪)

সপত্নারি (পুং) সপত্নস্য শত্রোররিরিব দুর্গপ্রভবত্বাৎ। বংশবিশেষ, চলিত বেউর বাঁশ।

'ব্রহ্মযষ্টিসপত্নারিবর্হসন্ততিবাশুপঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সপত্নী (স্ত্রী) সমান একঃ পতির্যস্যাঃ (নিত্যং সপত্ন্যাদিষু। পা ৪।১।৩৫) ইতি ঙীপ্। পাতুর্নকারাদেশঃ, সমানস্য সভাবোঽপি নিপাত্যতে। সমানপতিকা স্ত্রী, চলিত সতিনী, যে স্ত্রীর সতীন আছে।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে পতিপুত্ররহিত স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ হয় না। কিন্তু সপত্নীপুত্রেও সপত্নীর পুত্রত্ব সিদ্ধি হয়। সপত্নীর পুত্র থাকিলে তাহার সপিণ্ডন হইবে, ইহা মৈথিলদিগের মত।

"সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বস্মরণাৎ যথা মনুঃ—

সর্ব্বাসামেকপত্নীনামেকা চেৎ পুত্রিণী ভবেৎ।

সর্ব্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ প্রাহ পুত্রবতীর্ম্মনুঃ॥

একপত্নীনামিতি একঃ পত্ন্যামিতি, অত্র সপত্নীপুত্রস্য পুত্রত্বাতিদেশাৎ তৎসত্ত্বেঽপি স্ত্রীণাং সপিণ্ডনং মৈথিলৈরুক্তং। তন্ন

পুত্রেণৈব তু কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।

পুত্রবস্তু পুনস্তস্যে ভ্রাতৃপুত্রাদয়োঽপি যে ॥

ইতি লঘুহারীতবচনে পুত্রেণৈবেত্যেবকারেণাতিদিষ্টপুত্রনিষেধাৎ।"

(শুদ্ধিতত্ত্ব)

রঘুনন্দন মৈথিলদিগের এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সপত্নীপুত্রে পুত্রত্ব সিদ্ধ হয় সত্য, তাহা বলিয়া সপত্নী-পুত্র থাকিলে অন্য সপত্নীর সপিণ্ডীকরণ হইবে না। কারণ লঘুহারীতবচনে লিখিত আছে, পুত্রই স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ করিবে, "পুত্রেণৈবতু কর্ত্তব্যং" এখানে 'এব' শব্দ দ্বারা অতিদিষ্ট পুত্র নিষিদ্ধ হইয়াছে, জানিতে হইবে। সুতরাং সপত্নীপুত্রসত্ত্বেও অন্য সপত্নীর সপিণ্ডীকরণ শাস্ত্রসঙ্গত নহে।

সপত্নীক (ত্রি) পত্নীসহ বর্ত্তমানঃ কপ্। সস্ত্রীক, পত্নীর সহিত বর্ত্তমান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সপত্নীক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে হয়।

সপত্নীত্ব (স্ত্রী) সপত্ন্যাঃ ভাবঃ ত্ব। সপত্নীর ভাব বা ধর্ম্ম, সতীনের কার্য্য।

সপত্ন্য (ক্লী) সপত্নীযুক্ত সপত্নী-বিশিষ্ট। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের বিবাহলগ্নে চতুর্থে যদি রাহু থাকে, তাহার সপত্নী হয়।

"রাহুঃ সপত্ন্যমপি চ ক্ষিতিজোঽস্নবিস্রাং।

দদ্যাৎ ভৃগুঃ সুর-গুরুশ্চ বুধশ্চ সৌখ্যং ॥" (বৃহৎস° ১০৩।৪)

সপদি (অব্য°) সংপদ্যতে ইতি পদ গতৌ ইন্ পৃষোদরাদিত্বাৎ মলোপঃ। ১ দ্রুত। তৎক্ষণ।

সপদ্ম (ত্রি) পদ্মাক্ত (সলিল)। (ঋতুসংহার ৬।২)

সপর (ক্লী) সাধিক, পরার্দ্ধ হইতেও অধিক। 'সপরং সাধিকং পরার্দ্ধাদপ্যধিকং' (নীলকণ্ঠ)

সপরিতোষ (ত্রি) পরিতোষের সহিত বর্ত্তমান। (শকুন্তলা)

সপরিষৎক (ত্রি) পরিষৎসম্বলিত। সদলে, একত্র।

সপর্য্যা (স্ত্রী) সপরপূজায়াং (কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১।২৭) ইতি যক্। (অ প্রত্যয়াৎ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অঃ ততষ্টাপ্। পূজা।

সপর্য্যু (ত্রি) পরিচরণকর্ত্তা। "সপর্য্যেম সপর্য্যবঃ" (ঋক্২।৬।৩) 'সপর্য্যবঃ পরিচরণকর্ত্তারঃ' (সায়ণ)

সপর্য্যেন্য (ত্রি) পূজ্য, পূজনীয়। "সপর্য্যেন্যঃ স প্রিয়ঃ" (ঋক্ ৬।১।৬) 'সপর্য্যেন্যঃ পূজ্যঃ' (সায়ণ)

সপলাশ (ত্রি) পলাশ অর্থাৎ পত্রের সহিত বর্ত্তমান, পত্রবিশিষ্ট। (ঐত° ব্রা° ৮।১৩)

সপশু (ত্রি) পশুর সহিত বর্ত্তমান, পশুবিশিষ্ট। "সপুত্রঃ সপশুঃ সুবর্গং লোকমেতি" (তৈত্তিরীয়স° ৩।৫।৪।৩)

সপশুক (ত্রি) সপশু স্বার্থে কন্। পশুযুক্ত। (কাত্যা° শ্রৌ°)

সপাদ (ত্রি) পাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ পাদযুক্ত, চরণবিশিষ্ট। ২ চতুর্থ ভাগ সহিত।

সপাদক (ত্রি) পাদবিশিষ্ট। (কাত্যা° শ্রৌ° ৭।২।৩৩)

সপাদপীঠ (ত্রি) সপাদং পাদসহিতং পীঠঃ যত্র। পাদপীঠযুক্ত সিংহাসনাদি।

"আদিক্ষদাদীপ্রকুশানুকল্পং

সিংহাসনং তস্য সপাদপীঠং।" (ভট্টি ৩ স°)

সপাদুক (ত্রি) পাদুকয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পাদুকার সহিত বর্ত্তমান, পাদুকাবিশিষ্ট। (রামায়ণ ৩।৫২।৯)

সপাল (ত্রি) ১ পশুপালের সহিত। ২ রাজপুত্রভেদ (তারানাথ) ৩ লোকপালনকারী (রাজা)। (ভাগ° ১।৯।১৪)

সপিণ্ড (পুং) সমানঃ পিণ্ডো মূলপুরুষো নিবাপো বা যস্য, সমানস্য স। সপ্তপুরুষান্তর্গত জ্ঞাতি, সাত পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে সপিণ্ড কহে। পর্য্যায়—সনাভি। (অমর)

এই সপিণ্ড অশৌচ, বিবাহ ও দায় ভেদে ত্রিবিধ অশৌচবিষয়ে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ড নামে অভিহিত। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পিণ্ডভোজী ও তদূর্দ্ধ তিন পুরুষ পিণ্ডের লেপভোজী এবং পিণ্ডদাতা এই সপ্তম পুরুষই সপিণ্ড। ইহা পুরুষের বিষয়ে জানিতে হইবে। স্ত্রীদিগের পক্ষে বিশেষ বিধান এই যে, দত্তা কন্যাদিগের ভর্ত্তার সপিণ্ডনই তাহার সপিণ্ড। অদত্তা কন্যার পক্ষে পিত্রাবধি অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ড, তদূর্দ্ধ পুরুষের সহিত সপিণ্ডত্ব নাই।

"সপ্তপুরুষান্তর্গতত্বে সতি গোত্রৈক্যে সতি দাতৃত্বভোক্তৃত্বান্তরসম্বন্ধেন পিণ্ডলেপান্যতরবত্ত্বং। দত্তকন্যানান্তু ভর্ত্তৃসাপিণ্ড্যেন সাপিণ্ড্যং। অদত্তানাং পিত্রবধি ত্রিপুরুষসাপিণ্ড্যং।

লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।

পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সপিণ্ডজ্ঞাতির জনন বা মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। কিন্তু স্ত্রীদিগের সপিণ্ড তিন পুরুষ, সুতরাং কন্যাজননে তিন পুরুষ পর্য্যন্তই পূর্ণাশৌচ হয়, তদূর্দ্ধ পুরুষের ত্রিরাত্রাশৌচ জানিতে হইবে। অশৌচ সম্বন্ধে সপিণ্ড উক্ত রূপে স্থির করিতে হয়।

বিবাহবিষয়ে সপিণ্ড বিচার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে যে, পিতা এবং পিতার পিসতুত ভাই হইতে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত এবং মাতামহ ও মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাসতুত ভাই হইতে পঞ্চম পুরুষ পর্য্যন্তকে সপিণ্ড কহে। বিবাহস্থলে এইরূপ সপিণ্ড-

বিচার করিতে হয়। বর ও কন্যার পিতৃপক্ষ হইতে সপ্তম এবং মাতৃপক্ষ হইতে পঞ্চম পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ স্থির করা বিধেয়।

"বিবাহসপিণ্ডাস্তু পিতৃপিতৃবন্ধ্বপেক্ষয়া সপ্তমপুরুষাবধয়ঃ। মাতামহমাতৃবন্ধ্বপেক্ষয়া পঞ্চমপুরুষাবধয়ঃ। যথা—

পঞ্চমাৎ সপ্তমাদূর্দ্ধং মাতৃতঃ পিতৃতঃ ক্রমাৎ।

সপিণ্ডতা নিবর্ত্তেত সর্ব্ববর্ণেষ্বয়ং বিধিঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

তিন পুরুষ পর্য্যন্ত দায় সপিণ্ড, যে স্থলে সপিণ্ড দায় প্রাপ্ত হইবে, সেই স্থলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিই বুঝিতে হইবে। দায় বিষয়ে পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ, এবং তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র, ও দৌহিত্র, এবং মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহ এবং তাঁহাদের পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র সপিণ্ড শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে অর্থাৎ ইহারাই দায় বিষয়ে সপিণ্ড।

"দায়সপিণ্ডাস্তু ত্রিপুরুষাবধয়ঃ। তে চ পিতৃপিতামহপ্রপিতামহাঃ, তেষাং পুত্র-পৌত্রপ্রপৌত্রদৌহিত্রাঃ। মাতামহপ্রমাতামহ বৃদ্ধপ্রমাতামহাঃ, তৎপুত্রপৌত্রপ্রপৌত্রাশ্চ।" (দায়ভাগ)

[অশৌচ, বিবাহ ও দায় শব্দে সপিণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনজনকে তুল্যরূপে পিণ্ডদান করিবার অধিকার আছে অর্থাৎ এই তিন পুরুষের তুল্যরূপে শ্রাদ্ধ করিতে হয়, সুতরাং এই তিন পুরুষেরই পিণ্ড সমান। তদূর্দ্ধ তিন পুরুষের পিণ্ডদানে অধিকার না থাকিলেও এই তিন পুরুষের পিণ্ডদানের পর পিণ্ডের লেপ তদূর্দ্ধ তিন পুরুষকে দিতে হয়। তাঁহারা পিণ্ডলেপভোজন করেন। সুতরাং পিত্রাদি তিন পুরুষ তুল্যরূপে পিণ্ডভোজী. এবং তদূর্দ্ধ তিন পুরুষও তুল্যরূপে পিণ্ডলেপভোজী, অতএব এই ৬ পুরুষের পিণ্ডের সহিত উক্তরূপে তুল্যতা থাকায়, এই ৬ পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তই সপিণ্ড।

সপিণ্ডতা (স্ত্রী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ সপিণ্ড-তল্-টাপ্। সপিণ্ডের ভাব বা ধর্ম্ম। সাপিণ্ড্য।

"সপিণ্ডতা পুরুষে হি সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্তেতা চতুর্দ্দশাং॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সপিণ্ডন (ক্লী) সপিণ্ডীকরণ। [সপিণ্ডীকরণ দেখ]

সপিণ্ডীকরণ (ক্লী) অসপিণ্ডঃ সপিণ্ডকরণং সপিণ্ড-কৃ-ল্যুট্ অভূততদ্ভাবে চি্ব। শ্রাদ্ধবিশেষ। মৃতের পূর্ণ সংবৎসর হইলে যে পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট করিতে হয়। পিণ্ডাদির সহিত সমন্বয় করিয়া পূর্ব্বে যিনি অসপিণ্ড ছিলেন, তাহাকে সপিণ্ড মধ্যে পরিগণিত করা হয় এই জন্য ইহার নাম সপিণ্ডীকরণ হইয়াছে। প্রেতপিণ্ডের পিতৃপিণ্ডের সহিত মিশ্রীকরণ। মনুষ্য মাত্রেরই মৃত্যু হইলে পর যতদিন পর্য্যন্ত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন তাহাদিগকে প্রেত কহে। এই সপিণ্ডীকরণের পর তাহারা ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। মৃত তিথি হইতে পূর্ণ সংবৎসরে অর্থাৎ মুখ্যচান্দ্রমৃততিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। যে তিথিতে মৃত্যু হয়, সেই তিথিতেই সপিণ্ডীকরণ বিধেয়। প্রেতের উদ্দেশে সপিণ্ডীকরণান্ত শ্রাদ্ধষোড়শই প্রেতবিমুক্তির কারণ, অর্থাৎ এই সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতলোকবিমুক্তি হইয়া ভোগদেহ লাভ হয়। একোদ্দিষ্ট, পার্ব্বণ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধেরই ভিন্ন ভিন্ন কাল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সুতরাং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধেরও বিহিত কাল অপরাহ্ণ, অপরাহ্ণ কালেই সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। দিবাভাগের শেষভাগের নাম অপরাহ্ণ, এই অপরাহ্ণ কালের মধ্যে যে কোন সময়েই সপিণ্ডীকরণ করিলেই হইবে তাহা নহে, তাহার মধ্যেও বিশেষ আছে যে, অপরাহ্ণ শব্দে মুখ্যাপরাহ্ণ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে দিবা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে, দিবার প্রথম তিন মুহূর্ত্ত, অর্থাৎ ৬ দণ্ড বেলা পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল, ইহাই দিবার প্রথম অংশ। তৎপরে ঐ পরিমিত কাল সঙ্গব, ইহা দ্বিতীয় অংশ। তৎপরে স্থিত তিন মুহূর্ত্তের নাম মধ্যাহ্ন, উহা দিবার তৃতীয়াংশ। তৎপরস্থিত তিন মুহূর্ত্তের নাম অপরাহ্ণ। অর্থাৎ ১৮ দণ্ডের পর ২৪ দণ্ড পর্য্যন্ত কালকেই অপরাহ্ণ কহে। এই মুখ্যাপরাহ্ণ কালই সপিণ্ডীকরণের কাল। মুহূর্ত্ত সাধারণতঃ প্রায় দুই দণ্ডে হইয়া থাকে, কিন্তু দিবামানের ন্যূনাধিক্যবশতঃ মুহূর্ত্তেরও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। ইহার পর তিন মুহূর্ত্ত কালের নাম সায়াহ্ন, এই সায়াহ্নে [illegible] শ্রাদ্ধ করিতে নাই। এই কালের নাম রাক্ষসী হয়, [illegible] [illegible]রাং এই কালে দৈব ও পৈত্র্য সকল কর্ম্ম নিষিদ্ধ [illegible] [illegible]কৃত্য একোদ্দিষ্ট মধ্যাহ্নে করিতে হয়। এই সাধারণ নিয়মানুসারে সপিণ্ডীকরণ মধ্যাহ্নকৃত্য না হইয়া কেন অপরাহ্ণে করিতে হইবে? এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে অনেক বিচারের পর স্থির হইয়াছে যে, অপরাহ্ণেই করিতে হইবে।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাং স্ত্রীং সঙ্গবস্তাবদেব তু।

মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাদপরাহ্ণস্ততঃ পরঃ॥

সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তঃ স্যাচ্ছ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।

রাক্ষসী নাম সা বেলাগর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥

ননু সপিণ্ডীকরণস্যাপরাহ্ণিকত্বে কিমলমিতি চেৎ।

অপরাহ্ণে তু পৈতৃকং ইত্যুৎসর্গবচনং।

যস্তপাদস্তকং পূষা পৈষ্টমত্তি সদা চরুং।

অগ্নীন্দ্রশ্বরসামান্যা তণ্ডুলোহত্র বিধীয়তে।

ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টাদ্যথা বহুনামনুরোধাত্তণ্ডুলচরুনৈকামুরোধাৎ পৈষ্টচরুবিরুদ্ধধর্ম্মসমবায়ে ভূয়সাং স্যাৎ সধর্ম্মকত্বমিতি

জৈমিনিসূত্রাৎ, তদ্বদত্রাপি বহুদেবতাকপার্ব্বণানুরোধাদেকো-দ্দিষ্টকালবাধঃ।

সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্ কালে রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু।

একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব॥" (তিথিতত্ত্ব)

যদি বল সপিণ্ডীকরণ অপরাহ্ণে কেন হইবে, এবং প্রমাণ কি? শাস্ত্রানুসারে ইহার উত্তরে এই কথা বলা যাইতে পারে যে, পিতৃকার্য্যমাত্রই অপরাহ্ণে হইবে, এই বচনই ইহার প্রমাণ। আরও লিখিত আছে, পূষা নামক সূর্য্য দন্তহীন, চরুপাক স্থলে পৈষ্টচরু অর্থাৎ পিটুলীর দ্বারা চরুপাক করিয়া পূষার হোম করিতে হয়, এই বিধান আছে। কিন্তু ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতির জন্য কেবল তণ্ডুল দ্বারা চরুপাকই করিতে হয়; অতএব চরুপাক স্থলে পিটুলী ও তণ্ডুল এই দুয়ের দ্বারা চরুপাক হইবে, না একের দ্বারাই চরুপাক হইবে? ইহাতে যেমন শাস্ত্রে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে বহুর উদ্দেশে তণ্ডুল দ্বারাই চরুপাক হইবে। একের জন্য পিটুলীর দ্বারা চরু হইবে না। আরও জৈমিনির সূত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্মের একত্র সমাবেশ হইলে অনেকের যাহাতে ঐক্য হইবে, তাহাই অনুষ্ঠিত হইবে। সুতরাং বহুর অনুরোধে যেমন কার্য্য করা বিধেয় হইয়াছে, সেইরূপ এই সপিণ্ডীকরণ স্থলেও বহুজনের উদ্দেশে কর্ত্তব্য পার্ব্বণের অনুরোধে একোদ্দিষ্ট কালের বিধান করা হইয়াছে।

একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধ ও পার্ব্বণশ্রাদ্ধ এই দুই শ্রাদ্ধই করিতে হয়। প্রেতের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট এবং তদূর্দ্ধ তিন পুরুষের উদ্দেশে পার্ব্বণ বিহিত হইয়াছে। সুতরাং পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট যখন এই দুই শ্রাদ্ধই ইহাতে কর্ত্তব্য, তখন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের কালে ঐ শ্রাদ্ধ করা উচিত বা পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের বিহিতকালে এই শ্রাদ্ধ করা উচিত? এরূপ সন্দেহ হওয়ায় শাস্ত্রে মীমাংসিত হইয়াছে যে, একোদ্দিষ্টের কাল বাধ করিয়া পার্ব্বণ শ্রাদ্ধের কালেই অর্থাৎ অপরাহ্ণ-কালেই এই সপিণ্ডীকরণ করিবে।

"সপিণ্ডীকরণং তস্মিন্-কালে রাজেন্দ্র তচ্ছৃণু।

একোদ্দিষ্টবিধানেন কার্য্যং তদপি পার্থিব॥

ইতি বিষ্ণুপুরাণীয়মেকোদ্দিষ্টাংশে তদিতি কর্ত্তব্যতা পরং নতু কালপরং।

শ্রাদ্ধদ্বয়মুপক্রম্য কুর্ব্বীত সহপিণ্ডনং।

তয়োঃ পার্ব্বণবৎপূর্ব্বমেকোদ্দিষ্টমতঃপরম্॥" (তিথিতত্ত্ব)

উক্ত বচনে যে একোদ্দিষ্টের কথা বলা হইয়াছে, উহা দ্বারা সপিণ্ডীকরণের দিন একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, ইহাই বুঝাইয়াছে। পক্ষান্তরে উহাতে এমন কিছু বুঝাইতেছে না যে, ঐ দিন একোদ্দিষ্টের কালেই একোদ্দিষ্ট করিতে হইবে। আরও বচনান্তরে স্পষ্টরূপে বলা হইয়াছে যে, দুই প্রকার শ্রাদ্ধ অবলম্বন করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়। তন্মধ্যে প্রথম শ্রাদ্ধটী পার্ব্বণের মত, এবং দ্বিতীয়টী একোদ্দিষ্ট নিয়মে করিবে। সুতরাং জানা যাইতেছে যে, একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণ এই উভয় শ্রাদ্ধের নিয়মে সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ হইবে এবং ঐ শ্রাদ্ধ অপরাহ্ণ কাল অর্থাৎ ১৮ দণ্ডের পর ২৪ দণ্ড মধ্যে করিতে হইবে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ষোড়শ শ্রাদ্ধই প্রেতলোক-বিমুক্তির কারণ, আদ্যশ্রাদ্ধ, দ্বাদশ মাসে দ্বাদশমাসিক-শ্রাদ্ধ, এবং দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ এই ১৬টী শ্রাদ্ধ দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হয়। পূর্ণ-সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ হইবে। বৎসর কোন কোন স্থলে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ মাসে হইয়া থাকে অর্থাৎ যে বৎসর মলমাস হয়, সেই বৎসর ত্রয়োদশ মাসে বৎসর হয়। সুতরাং ঐ বৎসর ত্রয়োদশ মাস ধরিয়া ১৭টী শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

যদি প্রথম ৬ মাসের মধ্যে মলমাস হয়, তাহা হইলে ষষ্ঠ মাসিকের পূর্ব্ব তিথিই প্রথম ষাণ্মাসিকের কাল, কারণ ৬ মাস পরিপূর্ণ হইতে একদিন মাত্র বাকী থাকিলে ঐ তিথিতেই প্রথম ষাণ্মাসিক কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ ত্রয়োদশ ষাণ্মাসিকের পূর্ব্ব তিথিই দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের কাল। সুতরাং মলমাস প্রথম ষাণ্মাসিক বা দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের মধ্যে হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া তবে ঐ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। প্রতি মাসের মৃত তিথিতেই মাসিক শ্রাদ্ধ করা বিধেয়।

পূর্ণ সংবৎসরে সপিণ্ডীকরণ করিবার বিধান আছে, কিন্তু ইহা ভিন্নও একবৎসরের মধ্যেও সপিণ্ডীকরণ করা যাইতে পারে, তাহাকে অপকর্ষ সপিণ্ডন কহে। পুত্রাদির সংস্কার কার্য্য উপস্থিত হইলে তাহাতে বৃদ্ধি অর্থাৎ নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া যে সপিণ্ডীকরণ করা হয়, তাহাকে অপকর্ষ-সপিণ্ডীকরণ কহে। এই অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের বিধি-ব্যবস্থাদির বিধান সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, সপিণ্ডীকরণান্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ দ্বারা প্রেতত্ব পরিহার হয়। কিন্তু যাহার সংবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডন হয়, তাহার প্রেতত্ব পরিহার হইবে কি না? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কেহ কেহ বলেন, অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করা হইলেও প্রেতত্বের পরিহার হয় না, এক বৎসর পর্য্যন্ত মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব থাকে। এই যে মত, ইহা সঙ্গত নহে, সপিণ্ডন হইলেই প্রেতত্বপরিহার হয়, ইহাতে পূর্ণ বৎসর বা অপকর্ষ প্রভৃতির কিছু অপেক্ষা নাই, অপকর্ষ স্থলে প্রেতত্ব দূর হয় না বলিলে, যতদিন মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব থাকে, ততদিন তাহার পুত্রাদি বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্যের অধিকারী হয় না বুঝিতে হইবে।

কোন পিতার মৃত্যু হওয়ার পুত্র অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিয়াছে, কিন্তু পিতার প্রেতত্ব দূরীভূত না হওয়ায় তাহার কালাশৌচ রহিয়াছে, এরূপ স্থলে উহার পুত্রের সংস্কারযোগ্য মুখ্যকাল উপস্থিত হইলে তিনি বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কিরূপে করিবেন? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ করিলে এই সপিণ্ডন জন্য একটী অপূর্ব্ব অর্থাৎ অদৃষ্ট বিশেষ জন্মে, ঐ অদৃষ্ট বিশেষ এক বৎসর পূর্ণ হইবার পর পিতৃত্বের প্রাপক হয়। কারণ শাস্ত্রে আছে যে বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডীকরণ অনুষ্ঠিত হইলেও এক বৎসর পরে প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বচন দ্বারা বৎসরের পূর্ণতা যেমন প্রেতত্বপরিহারের কারণস্বরূপ, বৃদ্ধির আরম্ভ কালও সেইরূপ পিতৃত্বের প্রাপক, সুতরাং বৃদ্ধির আরম্ভ কালে ঐ পূর্ব্বানুষ্ঠিত সপিণ্ডীকরণসঞ্চিত অদৃষ্ট বিশেষেরই প্রাপক হইবে, কেন না বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের উপস্থিতিতে অথবা সংবৎসর পূর্ণ হইলে যে সকল প্রেত ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করা হয়, তাহাদের আর পুনরায় সপিণ্ডীকরণ করিতে হয় না। এই বচনে বৎসরের পূর্ণতা এবং বৃদ্ধারম্ভ কাল এই উভয়ই তুল্যরূপে পিতৃত্বপ্রাপক রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"যত্রাপকৃষ্টসপিণ্ডনং কৃতং, তত্র পশ্চাদ্ বৃদ্ধ্যুপস্থিতৌ কা গতিরিতি চেৎ, যথা অপকৃষ্টসপিণ্ডনজন্যা পূর্ব্বং পূর্ণসংবৎসরকালং প্রাপ্য পিতৃপ্রাপকং।

কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎপরং।

প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাৎ তথা বৃদ্ধ্যারম্ভকালোঽপি কল্প্যতে।

অর্ব্বাক্‌সম্বৎসরাদ্ বৃদ্ধৌ পূর্ণে সম্বৎসরেঽপি বা।

যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তেষাস্তু পৃথক্‌ক্রিয়া॥

ইতি শাতাতপীয়ে পূর্ণসম্বৎসরবৃদ্ধ্যারম্ভকালয়োস্তুল্যত্বাভিধানাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে যে, বৃদ্ধি উপস্থিত হইলে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডন হইবে, কিন্তু এই সপিণ্ডন কোন্ দিন হইবে, বৃদ্ধি দিন, বা তাহার পূর্ব্বদিন অথবা কৃষ্ণ-একাদশী বা অমাবস্যার দিন করিতে হইবে? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে মীমাংসা আছে যে, যে দিন বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে, তাহার পূর্ব্বদিনই সপিণ্ডন বিধেয়। গোভিল বলিয়াছেন যে, যে দিন বৃদ্ধি উপস্থিত হইবে, সেই দিনই সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে, এই বিধান দ্বারা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দিনই সপিণ্ডন হইবে, এইরূপ বুঝায়, কিন্তু গোভিলের আরও একটী সূত্রে চূড়াদি কার্য্যের নিমিত্ত কর্ত্তব্য বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ পূর্ব্বাহ্ণে যামদ্বয়ের মধ্যে কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। অন্য দিকে সপিণ্ডীকরণের মুখ্যকাল অপরাহ্ণ, অতএব চূড়াদি কার্য্যের নিমিত্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের দিন অপকর্ষ সপিণ্ডন কিরূপে হইতে পারে? গোভিলের এই দুইটী বাক্যই পরস্পর বিরুদ্ধ হইতেছে, এই দুইটী বাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য করিবার জন্য বলিতে হইবে, যে বৃদ্ধির পূর্ব্ব দিনই অপকর্ষ সপিণ্ডন করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

রঘুনন্দন শুদ্ধিতত্ত্বে বলিয়াছেন যে, যেমন কোন জীবিত ব্যক্তির মরণ নিশ্চয় করিয়া শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিলে উহা যেমন নিষ্ফল হয় না, সেইরূপ পরদিনে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ হইবে এইরূপ স্থির করিয়া সপিণ্ডীকরণের অনুষ্ঠান করিলে পরে কোন প্রতিবন্ধতা বশতঃ পরদিন যদি বৃদ্ধির অভাব ঘটে, তাহা হইলে ঐ পূর্ব্বানুষ্ঠিত সপিণ্ডন জন্য অদৃষ্টবিশেষই দ্বিতীয় বারের বৃদ্ধ্যারম্ভকালে অথবা সম্বৎসর পূর্ণ হইলে পিতৃত্বের প্রাপক হইবে, পুনর্ব্বার আর সপিণ্ডীকরণের অনুষ্ঠান করিতে হইবে না।

"যত্র তু যদহর্ব্বা বৃদ্ধিরাপদ্যতে ইতি গোভিলসূত্রেণাপকর্ষো বিধীয়তে, তত্র প্রাগাবর্ত্তনাদহ্নঃ কালং বিদ্যাদিতি গোভিলসূত্রান্তরেণ চূড়াদিরূপ বৃদ্ধের্যামদ্বয়াভ্যন্তরবিধানাৎ সপিণ্ডীকরণস্যাপরাহ্ণে বিধানাৎ তয়োরবধায়াসম্ভপূর্ব্বদিনেঽপকর্ষঃ। এবঞ্চ শুদ্ধিতত্ত্বলিখিতসুমন্তকোপাখ্যানবদ্‌বৃদ্ধিঃ নিশ্চিত্যাকৃতং সপিণ্ডনং তদানীং বিঘ্নেন বৃদ্ধ্যভাবেঽপি বৃদ্ধ্যারম্ভকালান্তরং পূর্ণসম্বৎসরং বা প্রাপ্য পিতৃত্বপ্রাপকমিতি ন সপিণ্ডনান্তরং।" (তিথিতত্ত্ব)

যেরূপ আগামী দিনে শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিবেন, এই বচনে পরদিনে শ্রাদ্ধকার্য্যের নিশ্চয়ের কথা বলা হইয়াছে, এস্থলে পরদিনে বৃদ্ধির নিশ্চয়ও এইরূপ বুঝিতে হইবে। কেন না কর্ম্ম যে পর্য্যন্ত ভবিষ্যৎ থাকে, আবদ্ধ না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে নানাবিধ বিঘ্নের সঙ্ঘটন হইতে পারে। যদি কোন বিঘ্নবশতঃ সেই দিন সেই কার্য্যের অনুষ্ঠান না করা হয়, তাহা হইলে অপর দিনে যখন সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তখন তাহার অঙ্গরূপে পুনর্ব্বার বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ অবশ্য করিতে হইবে। কেন না, প্রধান কার্য্যের যদি অনুষ্ঠান না করা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রধান কার্য্যের পুনর্ব্বার অনুষ্ঠান করিবার সময় উহার যতগুলি অঙ্গ আছে, সেই সমুদায় অঙ্গের সহিতই উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। কিন্তু কোন একটী অঙ্গের অনুষ্ঠান না হইলে, উহার জন্য আর প্রধানের আবৃত্তি বা ঐ অঙ্গেরও অনুষ্ঠান বিধেয় নহে।

"অত্র শ্বঃ কর্ত্তাস্মীতি নিশ্চিত্য দাতা বিপ্রান্ নিমন্ত্রয়েৎ ইতি বহ্নিশ্চিত্যেত্তি উৎকটকোটিকসম্ভাবনোপলক্ষণং ভবিষ্যন্নিমিত্তত্ত্ব কর্ম্মণঃ প্রত্যুহাহর্ত্বাৎ। এবঞ্চ বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং যদর্থং কৃতং তৎকর্ম্ম চেৎ বিঘ্নাৎ তদ্দিনে ন ক্রিয়তে তদা দিনান্তরে তৎকর্ম্মণি ক্রিয়মাণে তদঙ্গত্বেন পুনর্বৃদ্ধিশ্রাদ্ধং কর্ত্তব্যমেব।

প্রদানস্থাক্রিয়া যত্র সাঙ্গং তৎক্রিয়তে পুনঃ।
তদঙ্গস্থাক্রিয়ায়াস্তু নারাস্তর্ন চ তৎক্রিয়া॥" (তিথিতত্ত্ব)

মৃতব্যক্তির মৃতাহতিথিতে আব্দিক শ্রাদ্ধ অর্থাৎ সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিলে এই আব্দিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে কি না, ইহাতে শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে যে, অপকর্ষ করিয়াই হউক বা পূর্ণ সম্বৎসরেই হউক সপিণ্ডীকরণ করিলে সে বৎসর আর আব্দিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে না। সপিণ্ডীকরণের মধ্যে যে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হয়, উহা দ্বারাই আব্দিক শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

"পূর্ণে সম্বৎসরে শ্রাদ্ধং ষোড়শং পরিকীর্ত্তিতং।
তেনৈবা চ সপিণ্ডত্বং তেনৈবাব্দিকমিষ্যতে॥" (তিথিতত্ত্ব)

যাহাদের সপিণ্ডীকরণ হয়, তাহাদের পক্ষেই এই নিয়ম হইল, কিন্তু যাহাদের সপিণ্ডীকরণ নাই, অর্থাৎ পতিপুত্ররহিতা একপ স্ত্রীলোকের, এবং পুত্র নাই, পৌত্র আছে, একপ স্থলেও সাপিণ্ডন হইবে না। স্ত্রীদিগের সপিণ্ডন করিতে হইলে হয় পতি, না হয় পুত্র থাকা প্রয়োজন। ইহাদের সপিণ্ডন হয় না বলিয়া কি প্রেতত্ব পরিহার হইবে না? তদুত্তরে শাস্ত্রকার বলিয়াছেন যে, ইহাদের উদ্দেশে সপিণ্ডন না হইলেও পঞ্চদশ মাসিক শ্রাদ্ধ দ্বারাই প্রেতত্ব পরিহার হইবে। আদ্যশ্রাদ্ধ, ১১ মাসে ১২টী মাসিক শ্রাদ্ধ এবং দুইটী ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধ এই ১৫টী শ্রাদ্ধ করিলেই তাহাদের প্রেতদেহ গিয়া ভোগদেহ হইবে।

যে স্থলে অপকর্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ হইবে, তথায়ও মাসিক শ্রাদ্ধ ও ষাণ্মাসিক প্রভৃতিও পূর্ব্ব নিয়মে করিতে হয়। মাসিকের কাল পূর্ণ না হইলে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি শব্দোল্লেখে কোন দোষ হইবে না।

সপিণ্ডীকরণে অর্ঘ্য ও পিণ্ড এই দুয়ের সমন্বয় হয়, অর্থাৎ প্রেতের অর্ঘ্য ও পিণ্ড পিতৃদিগের পিণ্ডে মিশ্রিত করিয়া দিতে হয়। পিণ্ডের প্রাধান্য বলিয়া সপিণ্ডীকরণ নাম হইয়াছে, প্রথমে অর্ঘ্যদান ও তাহার সমন্বয় করিয়া তৎপরে পিণ্ডদান করা হইয়া থাকে।

অর্ঘ্যদান-স্থলে চারিটী অর্ঘ্যপাত্র হইবে। ইহার মধ্যে একটী অর্ঘ্যপাত্র প্রথমে বামহস্ত দ্বারা, পরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা গ্রহণপূর্ব্বক তিলমিশ্রিত জল লইয়া এবং 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রেত-ব্রাহ্মণের হস্তে চারি ভাগের এক ভাগ জল দিবে, তাহার পর পিতামহাদি প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ উদ্দেশ করিয়া অর্ঘ্যদান মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য উৎসর্গ করিয়া 'যে সমানাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে, তৎপরে ঐ পাত্রস্থ জলের চারিভাগের এক ভাগ বিধানানুসারে প্রেতপাত্র হইতে পিতামহাদি প্রত্যেকের পাত্রে মিশ্রিত করিবে।

"চতুর্ভ্যশ্চার্ঘ্যপাত্রেভ্য একং বামেন পাণিনা।
গৃহীত্বা দক্ষিণেনৈব পাণিনা চ তিলোদকং॥
সম্মার্জ্জয়িত্বা পৃথিবীং যে সমানা ইতি স্মরন্।
প্রেতবিপ্রস্য হস্তেতু চতুর্ভাগং জলং ক্ষিপেৎ॥
ততঃ পিতামহ দিভ্যস্তন্মন্ত্রৈশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং তজ্জলঞ্চ সমর্পয়েৎ॥
অর্ঘ্যং তেনৈব বিধিনা প্রেতপাত্রাচ্চ পূর্ব্ববৎ।
তেভ্যশ্চার্ঘ্যং নিবেদ্যৈব পশ্চাচ্চ স্বয়মাচরেৎ॥" (তিথিতত্ত্ব)

তিল ও চন্দনাদি মিশ্রিত চারিটী উদকপাত্র করিয়া তাহার মধ্যে তিনটী পিতৃগণের অর্থাৎ পিতামহাদির নিমিত্ত এবং একটী প্রেতের জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখা হয়, এই প্রেতের অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল পিতামহাদির পাত্রে মিশ্রণ করাকে অর্ঘ্য-সমন্বয় কহে। ঐ প্রেতপাত্রস্থ জল "যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃগণের পাত্রে নিঃক্ষেপ করিবে। গোভিলের এই সূত্রে যেমন পাঠক্রম রহিয়াছে, তাহা দেখিয়া সামবেদীদিগের সপিণ্ডীকরণে কর্ত্তব্য সমুদয় কার্য্যই অগ্রে পিতামহাদি পিতৃগণের উদ্দেশ করিয়া পরে প্রেতের উদ্দেশে করিবে, এইরূপ বোধ হয় বটে, কিন্তু অর্ঘ্যদান বিষয়ে একটু বিশেষ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে নিয়ম আছে যে পাঠক্রম অপেক্ষা শব্দক্রমই প্রবল। প্রেতের অর্ঘ্যদানের পর পিতামহাদিকে অর্ঘ্যদানের কথা স্পষ্টরূপে বলায় উহা শব্দক্রম হইয়াছে। সুতরাং উক্ত নিয়ম অনুসারে ঐ শব্দক্রমের বলবত্তা হেতু অর্ঘ্যপাত্রে গন্ধাদি দান অগ্রে পিতামহাদির উদ্দেশে করিতে হয়। কিন্তু এখানে অগ্রে প্রেতের উদ্দেশে অর্ঘ্য উৎসর্গ করিবে।

"চত্বার্য্যুদকপাত্রাণি সতিলগন্ধোদকানি, ত্রীণি পিতৄণামেকং প্রেতস্য, প্রেতপাত্রং পিতৃপাত্রেষ্বাসিঞ্চতি যে সমানা ইত্যাদি গোভিলসূত্রে পাঠক্রমদর্শনাৎ, সর্ব্বত্র ছন্দোগানাং সপিণ্ডীকরণে প্রেতকর্ম্মকরণং পিতৃকর্ম্মপূর্ব্বকং কিন্ত্বর্ঘ্যদানমাত্রে পাঠক্রমাৎ শব্দক্রমস্য বলবত্বাৎ, ব্রহ্মপুরাণে প্রেতার্ঘ্যদানানন্তরং ততঃ পিতামহাদিভ্য ইতি শাব্দক্রমস্যাবাধেন অর্ঘ্যপাত্রেষু গন্ধপুষ্পদানপর্য্যন্তং পিতৃপূর্ব্বকতা, উৎসর্গেতু প্রেতপূর্ব্বকতা।" (তিথিতত্ত্ব)

এইরূপে অর্ঘ্যদান ও অর্ঘ্য-সমন্বয় করিয়া অন্নদান করিতে হয়। পাত্রীয়ান্ন উৎসর্গের পর অবশিষ্ট যে অন্ন থাকিবে, তাহা দ্বারাই পিণ্ডদান করিতে হয়। পাত্রীয়ান্ন দানের পর ব্রাহ্মণের কাছে এইরূপে অনুমতি লইতে হইবে যে, অবশিষ্ট যে অন্ন আছে তাহা কাহাকে দিব? ইহাতে ব্রাহ্মণ অনুজ্ঞা করিবেন যে, ঐ অন্ন তোমার ইষ্ট ব্যক্তিকে দাও। এইরূপে অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া তৎপরে পিণ্ডদান করিতে হয়।

শেষ অন্নদানের অনুজ্ঞা লইয়া অবশিষ্ট সকল অন্ন একত্র

করিয়া পাত্রীয়ান্নের উচ্ছিষ্ট সমীপে আস্তীর্ণ কুশের উপর 'মধু ও অক্ষন্নমীমদন্ত" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিনটী পিণ্ড দান এবং সমুদয় প্রকৃত অন্নের শেষ দ্বারা মধু ও তিলমিশ্রিত পিণ্ড দিবে, গোভিলের এই বচনানুসারেও পার্ব্বণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয়ান্নের শেষ দ্বারা পিণ্ড দিবার বিধান হওয়ায় পার্ব্বণের বিকৃতীভূত সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধেও ঐ নিয়মের প্রবৃত্তি হইয়াছে, বলিয়া কেহ কেহ পার্ব্বণশ্রাদ্ধে শেষ অন্নের অভাবে যে পিণ্ডনিবৃত্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাদের এই মত সঙ্গত নহে। শেষ অন্ন থাকুক আর না থাকুক পিণ্ডদান করিতে হইবে, কারণ পিণ্ডদানের অবশ্যকর্ত্তব্যতার বিষয়ে বিবৃত হইয়াছে যে, যথোক্ত বস্তুর অভাব ঘটিলে তাহার প্রতিনিধিরূপে কল্পিত বস্তু সেই কার্য্যের জন্য গ্রহণ করিবে, যেমন যবের অভাবে গোধূম ও ব্রীহির অভাবে শালিধান্যের গ্রহণ করিতে হয়। তদ্রূপ ছন্দোগপরিশিষ্টের এই বচনানুসারে এবং মুখ্যবস্তুর অভাবে তৎপ্রতিনিধি দ্বারা কার্য্য করাই শাস্ত্রের অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অতএব শেষ অন্ন না থাকিলে শ্রাদ্ধের অবশিষ্ট অপর দ্রব্য দ্বারা পিণ্ডদান করিতে পারিবে, তবে যে শেষ অন্ন দ্বারা পিণ্ডদান করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, শেষ অন্ন থাকিতে অপর দ্রব্য ত্যাগ করিবে, অপর দ্রব্য দ্বারা পিণ্ডদান না করিয়া শেষ অন্ন দ্বারাই পিণ্ডদান করিতে হইবে।

"অত্র চ শেষমন্নমনুজ্ঞাপ্য সর্ব্বমন্নমেকীকৃত্যোদ্ধৃত্য উচ্ছিষ্টসমীপে দর্ভেষু মধুমধ্বিত্যক্ষন্নমীমদন্তেতি জপিত্বা ত্রীং স্ত্রীন্ পিণ্ডান্ দদ্যাদিতি গোভিলসূত্রেণ সর্ব্বস্মাৎ প্রকৃতাদন্নাৎ পিণ্ডান্ মধুতিলান্বিতাং দ্রব্যশেষেণ ইত্যনেন চ শ্রাদ্ধশেষদ্রব্যেণৈব পার্ব্বণে পিণ্ডবিধানাৎ তদ্বিকৃতাবপি সপিণ্ডীকরণে তন্নিয়মাৎ[illegible]পি শেষাভাবে পিণ্ডনিবৃত্তিরায়াতি, তথাপি যথোক্ত বস্তুসম্পত্তৌ গ্রাহ্যং তদনুকারি যৎ। যবানামিব গোধূমা ব্রীহিণামিবশালয়ঃ। ইতি ছন্দোগপরিশিষ্টান্মুখ্যলাভে প্রতিনিধিঃ শাস্ত্রার্থঃ ইতি ন্যায়াচ্চ মধ্বাদ্যভাবে গুড়াদিগ্রহণবৎ দ্রব্যান্তরেণাপি পিণ্ডদানং শেষদ্রব্যনিয়মস্তু তৎসম্ভবে দ্রব্যান্তরত্যাগায় অন্যথা তদঙ্গাভাবে কর্ম্মবৈগুণ্যং স্যাৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি ইহাতে পিণ্ডদান করা না হয়, তাহা হইলে কর্ম্মেরও বৈগুণ্য হইয়া থাকে। আরও সপিণ্ডীকরণ শব্দের অর্থে লিখিত হইয়াছে যে এই শ্রাদ্ধে প্রেতপিণ্ডের সহিত পিতৃগণের পিণ্ডের মিশ্রণ করিতে হয়, সুতরাং এই অর্থানুসারেও এই শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান অবশ্যই কর্ত্তব্য।

স্ত্রীগণও সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করিবে। স্ত্রীদিগের পার্ব্বণে অধিকার নাই বটে। কিন্তু সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিতে কোন বাধা নাই।

সপিণ্ডীকরণ স্থলে পুরুষের সহিত পুরুষের এবং স্ত্রীলোকের সহিত স্ত্রীলোকের পিণ্ডসমন্বয় করিতে হয় অর্থাৎ পিতার সপিণ্ডীকরণ স্থলে পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধ-প্রপিতামহের পিণ্ডের সহিত প্রেতের পিণ্ড মিশ্রিত করিবে। মাতার সপিণ্ডীকরণ-স্থলে বিশেষবিধান এই যে, পিতা যদি জীবিত থাকেন, তাহা হইলে পিতামহী প্রভৃতির সহিত পিণ্ড মিশ্রিত করিতে হইবে, কিন্তু পিতা জীবিত না থাকিলে মাতার সপিণ্ডীকরণ-স্থলে পিতার সহিতই পিণ্ডসমন্বয় করিতে হয়। যখন মাতার সহিত পতির (পিতার) সপিণ্ডন করা হইবে, তখন শ্বশুরের ও শ্বশুরের পিতার অর্থাৎ পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড কুশ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিতে হয়। এ সম্বন্ধে গার্গ্য বলেন যে, কেবল একমাত্র পতির সহিতই স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ অর্থাৎ পিণ্ডের মিশ্রণ করিবে, যে হেতু স্ত্রীগণ মৃত্যুর পর স্বামীর পিতৃগণ হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া স্বামীর সহিতই একত্ব প্রাপ্ত হন। শ্বশুরদিগের সম্মুখে স্ত্রীগণের (বধূদিগের) মস্তকাবগুণ্ঠন সদাচার, এই জন্য পিতামহ ও প্রপিতামহের পিণ্ড দর্ভ দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মাতার অভ্যুদয়প্রার্থী পুত্র পিতার পিণ্ডের সহিতই মাতার পিণ্ড মিশ্রণ করিবেন।

পিতা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর অথবা পতিত হইয়া যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলেও পিতামহ প্রভৃতির সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে না, কিন্তু পিতামহী প্রভৃতির সহিত উহার পিণ্ডের মিশ্রণ করিবে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, স্ত্রীদিগের সপিণ্ডীকরণ ভর্ত্তার সহিতই করিতে হয়। যেহেতু তাহারা চরু, মন্ত্রাহুতি এবং ব্রতাচরণ দ্বারা ভর্ত্তাদিগের সহিতই একত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু পিতা যদি বিদ্যমান থাকেন, তাহা হইলে পুত্রগণ পিতামহীর সহিতই মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবেন। মূলবচনে 'পিতা বিদ্যমান থাকিলে' এইরূপ লিখিত থাকায়, উহা দ্বারা শ্রাদ্ধের অযোগ্য পিতা মাত্রকেই বুঝিতে হইবে। লঘুহারীত নামক স্মৃতিতে লিখিত হইয়াছে যে, পিতামহী জীবিত থাকিলে তাহার শাশুড়ীর সহিত মাতার পিণ্ডের মিশ্রণ হইবে। ইহাতে 'শাশুড়ী জীবিত থাকিলে' উক্ত হওয়ায় তাহার শাশুড়ীর কথাই বলা হইয়াছে বুঝা যায়; কিন্তু উহা দ্বারা শ্বশুরের সত্তা উপলব্ধি করা যায় না, এইহেতু এরূপ স্থলে শ্বশুরের সহিত পিণ্ডমিশ্রণের কোন কথাই আসিতে পারে না, অতএব এরূপ স্থলে শ্বশুরের সহিত কদাচ পিণ্ডমিশ্রণ হইবে না।

"অত্র চ মাতুঃ পত্যা সহ সপিণ্ডনে শ্বশুরার্য্যশ্বশুরয়োঃ পিণ্ডৌ কুশৈরাচ্ছাদ্যৌ তথাচ গার্গ্যঃ—

পতিনৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়াঃ।
সা গতাহি মৃতৈকত্বং কুশৈরন্তরয়ন্ পিতৄন্॥

শ্বশুরস্তাগ্রতো যস্মাচ্ছিব: প্রচ্ছাদনক্রিয়া।

পুত্রৈদ্দর্ভেণ সা কার্য্যা মাতুরভ্যুদয়ার্থিভি:॥

অতএব প্রব্রজিতে পতিতে বা পিতরি মৃতেঽপি ন পিতামহ্যাদিভি: সহ মাতু: সপিণ্ডীকরণং, কিন্তু পিতামহ্যাদিভিরেব।

স্বেন ভর্ত্রা সহৈবাস্যা: সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়া:।

একত্বং সাগতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতৈ:॥

তস্মিন্ সতি সুতা: কুর্য্যু: পিতামহ্যা সহৈব তু॥ ইতি

অত্র তস্মিন্ সতীতি শ্রাদ্ধানর্হ ভর্ত্রুপলক্ষণং। অতএব তস্যাশ্চৈব জীবন্ত্যাং তস্যা: শ্বশ্রেতি নিশ্চয়:।

ইতি লঘুহারীতেন শ্বশ্রূজীবনে তস্যা: শ্বশ্রেত্যুক্তং ন তু শ্বশুরেণেতি কশ্চিদপ্যুক্তং।" (তিথিতত্ত্ব)

কেহ কেহ বলেন যে, যখন কোন স্ত্রীলোকের শ্বশ্রূ প্রভৃতির সহিত সপিণ্ডীকরণ করা হইবে, তখন 'চাত্রত্বাং' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে না। কারণ ঐ মন্ত্রে প্রতিপাদ্য-ব্যক্তির পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ থাকায় কেবল স্ত্রীর উদ্দেশে কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধস্থলে উহা পাঠ করা বিধেয় নহে। কারণ ইহাতে পুরুষের উদ্দেশে প্রযোজ্য মন্ত্র, স্ত্রীতে প্রয়োগ-নিবন্ধন মন্ত্রার্থের ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্য শ্রীপতি-দত্ত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধের মাতৃপক্ষে ঐ মন্ত্র বর্জ্জন করিয়া অন্য একটী মন্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মীমাংসা করিয়া বলেন যে, ইহা প্রকৃত নহে; বাস্তবিক কথা এই যে, এই সপিণ্ডীকরণ এবং একোদ্দিষ্ট স্ত্রীলোকেরও কর্ত্তব্য। এই বচনস্থিত ষষ্ঠী বিভক্তির সর্ব্বদাই কর্তৃত্ব অর্থ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন যে শব্দলক্ষণায় স্ত্রীরাও এই দুইটী শ্রাদ্ধের অধিকারী। সুতরাং স্ত্রীলোকের উদ্দেশেও যে ঐ শ্রাদ্ধদ্বয় হইবে তাহা নিঃসন্দেহ।

স্ত্রীলোক যখন পার্ব্বণশ্রাদ্ধের কর্ত্রী হইবেন, তখন তিনি কোন মন্ত্রই পাঠ করিবেন না। কারণ স্ত্রীলোকের পক্ষে বেদমন্ত্রপাঠ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। তবে স্ত্রীলোকের উদ্দেশে যেখানে শ্রাদ্ধ হইবে, সেই স্থলে ঐ মন্ত্র প্রযোজ্য কি না, ইহাই এখন জিজ্ঞাস্য। ইহার উত্তরে বলা যায় যে সামবেদীয়গণ স্ত্রীর উদ্দেশে যখন সপিণ্ডীকরণ করিবে, তখন উহা পতির সহিতই হউক আর শাশুড়ীর সহিতই হউক, উহাতে উক্ত মন্ত্রপাঠ করিতেই হইবে। কারণ যাজ্ঞবল্ক্যোক্ত বচন দ্বারা উপলব্ধি হয় যে, পার্ব্বণ এবং একোদ্দিষ্টের বিকৃতীভূত পুরুষোদ্দেশে কর্ত্তব্য সপিণ্ডনেরই স্ত্রীতে অতিদেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ প্রথমে পুরুষের উদ্দেশে সপিণ্ডন কর্ত্তব্য বলিয়া বিধান করিয়া পরে ঐরূপ সপিণ্ডন স্ত্রীর জন্যও কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। আরও দেখা যায় যে, সপিণ্ডীকরণের প্রকৃতি পার্ব্বণও একোদ্দিষ্ট; উহা প্রধানতঃ পুরুষের উদ্দেশে কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত এবং স্ত্রীতে অতিদিষ্ট, সুতরাং পুং-সপিণ্ডীকরণে যেমন 'যে সমান.' এই দুইটী মন্ত্র এবং 'যে চাত্র ত্বাং' এই পুংলিঙ্গ-ব্যঞ্জক মন্ত্র পঠিত হয়, তদ্রূপ স্ত্রী-সপিণ্ডীকরণেও ঐ তিনটী মন্ত্র পুংলিঙ্গের ব্যঞ্জক হইলেও পঠিত হইবে। সুতরাং যাঁহারা বলেন উহা পঠিত হইবে না, তাঁহাদের বাক্য সঙ্গত নহে, ঐ মন্ত্র পাঠই কর্ত্তব্য।

"এবং পিতামহ্যাদিভির্মাতু: সপিণ্ডীকরণে সামগেন 'যে চাত্রত্বামনু যাংশ্চত্বমনুতস্মৈ তে স্বধা' ইতি মন্ত্রো ন পাঠ্য: মন্ত্রলিঙ্গ-বিরোধাৎ। অতএব আভ্যুদয়িকে মাতৃপক্ষে শ্রীদত্তাভির্মন্ত্রা-ন্তরং লিখিতং। ন যে চাত্রত্বামিতি বস্তুতস্তু আভ্যুদয়িকে ছন্দোগানাং মাতৃপক্ষ এব নাস্তীত্যুক্তং।

অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ।

যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ॥

এতৎ সপিণ্ডীকরণমেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়া অপি। ইতি যাজ্ঞ-বল্ক্যেন পার্ব্বণৈকোদ্দিষ্টবিকৃতীভূত-পুংসপিণ্ডনাতিদেশাৎ তদ্বি-কৃতীভূত শ্বশ্র্বাদিভি: সহ স্ত্রীসপিণ্ডনেঽপি পাঠ:।" (তিথিতত্ত্ব)

সপিণ্ডীকরণের প্রয়োগ পদ্ধতিতে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। সাম, ঋক্ ও যজু এই তিন বেদীয়দিগেরই সপিণ্ডীকরণ মন্ত্রের কিছু প্রভেদ আছে, মন্ত্রাদির কিছু কিছু প্রভেদ থাকিলেও সাধারণ নিয়ম এক। অর্থাৎ ইহাতে বিকৃত পার্ব্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। বিকৃত পার্ব্বণ শব্দের অর্থ এই যে, পার্ব্বণশ্রাদ্ধে সাধারণতঃ পিতৃপক্ষ ও মাতামহ পক্ষ এই ৬ পুরুষের শ্রাদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু যে স্থলে পার্ব্বণ বিধি দ্বারা মাত্র তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে বিকৃত-পার্ব্বণ কহে। সপিণ্ডীকরণেও এই বিকৃত-পার্ব্বণ প্রচলিত হইয়াছে।

সম্বৎসর পূর্ণ হইলে মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, যদি অশৌচাদি দ্বারা বিঘ্ন সমুপস্থিত হয়, অর্থাৎ ঐ শ্রাদ্ধ করিতে কোনরূপ বাধা ঘটে, তাহা হইলে কৃষ্ণা-একাদশী বা অমাবস্যায় শ্রাদ্ধ সম্পাদন আবশ্যক, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া যদি সপিণ্ডীকরণের তিথি বাধ হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধাধিকারীকে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং মৃততিথিত্যাগ সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণের পর মাসে মাসে মৃততিথিতে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে কি না? ইহার উত্তর এই যে, সপিণ্ডীকরণের পর যখন প্রেতত্বপরিহার হয়, তখন প্রেতের উদ্দেশে কার্য্য করিবার আবশ্যক কি? যদি কেহ করে, তাহা হইলে তাহাকে পাপভাগী হইতে হয়। যিনি আদ্য শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাকেই সপিণ্ডীকরণান্ত সকল শ্রাদ্ধই করিতে হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্রেরই এই সকল শ্রাদ্ধে অধিকার, অন্য পুত্রদিগের ইহাতে অধিকার নাই।

যদি আদ্য শ্রাদ্ধ ও দুই চারিটী মাসিক শ্রাদ্ধ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহা হইলে তাহার অব্যবহিত কনিষ্ঠই ঐ শ্রাদ্ধ সকলের অনুষ্ঠান করিবে। তিথিতত্ত্বে সামান্য কাণ্ডে, শ্রাদ্ধতত্ত্বে ও শ্রাদ্ধবিবেকে এই সকল ব্যবস্থা বিশেষ ভাবে মীমাংসিত হইয়াছে। [শ্রাদ্ধ দেখ]

সপিত্ব (ক্লী) সহ প্রাপ্তব্য, সহিত যাহা প্রাপ্ত হইবার যোগ্য। "যেভিঃ সপিত্বং পিতরো ন আসন্" (ঋক্ ১।১০৯।৭) 'সপিত্বং সহপ্রাপ্তব্যং স্থানং সপের্ভাবঃ সপিত্বং' (সায়ণ)

সপীতক (পুং) রাজ-কোষাতকী, চলিত ধুঁদুল। (রাজনি°)

সপীতি (স্ত্রী) পা পানে ক্তিন্ (ঘুমাস্থা গেতি। পা ৬।৪।৬৬) ইতি ঈত্বং, সহ একত্র পীতিঃ পানং সহস্য সঃ। আত্মীয়জনের সহিত মিলিত হইয়া একত্র পান। পর্য্যায় তুল্যপান, সহপীতি।

সপীতিকা (স্ত্রী) হস্তিঘোষা। (রাজনি°)

সপুত্র (ত্রি) পুত্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। পুত্রের সহিত বর্ত্তমান, পুত্রবিশিষ্ট, পুত্রযুক্ত।

সপুরুষ (ত্রি) পুরুষের সহিত বর্ত্তমান, পুরুষবিশিষ্ট।

সপুষ্প (ত্রি) পুষ্পযুক্ত, পুষ্প-বিশিষ্ট।

সপূর্ব্ব (ত্রি) সপূর্ব্বো যস্য। তিনি হইয়াছেন প্রথম যাহার, তিনিই প্রথম।

"অসপূর্ব্বাপি তেনোর্ব্বী সপূর্ব্বেব মহীভুজা।
লালিতা-হৃদয়জ্ঞেন পত্যা নববধূরিব॥" (রাজতরঙ্গিণী ২।৮)

সপ্তক (ত্রি) সপ্তন্ কন্। ১ সপ্তসংখ্যার পূরণ। ২ সপ্তসংখ্যা-বিশিষ্ট। সপ্ত এব স্বার্থে কন্। ৩ সপ্ত সংখ্যা। ৪ সঙ্গীত মতে স, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি এই কয়েকটী সুর একত্র হইলে তাহাকে একটী পূর্ণস্বর কহে। ইহার নাম সপ্তক।

সপ্তকর্ণ (পুং) ঋষিভেদ। (তৈত্তি°-আ° ১।৭।২)

সপ্তকী (স্ত্রী) সপ্তাভঃ স্বরৈরিব কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কাঞ্চী, মেখলা, চন্দ্রহার। (অমর)

সপ্তকৃৎ (পুং) বিশ্বেদেবাঃ নামক দেবগণভেদ। (ভারত ১৩ প°)

সপ্তকৃত্বস্ (অব্য) সপ্ত-কৃত্বস্। সাত সাত করিয়া।

সপ্তগঙ্গ (ক্লী) সপ্তানাং গঙ্গানাং সমাহারঃ। সাতটী নদীর সম্মিলন স্থান। ২ গ্রামভেদ। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সপ্তগণ (ত্রি) ১ সপ্তসংখ্যার সমষ্টিযুক্ত। ২ মরুদ্গণ।

সপ্তগু (ত্রি) ১ সাতটী গাভীবিশিষ্ট। (পুং) ২ আঙ্গিরসগোত্রীয় ঋষিভেদ। ইনি ১০।৪৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সপ্তগুণ (ত্রি) সপ্তগুণবিশিষ্ট, ৭ গুণ যুক্ত।

সপ্তগৃধ্র (পুং) সপ্তসংখ্যক গৃধ্র। অথর্ব্ববেদ ৮।৯।১৮ মন্ত্রে সাতটী শকুনি লইয়া যাগাবশেষের উল্লেখ দেখা যায়।

সপ্তগোদাবর (পুং) সপ্তানাং গোদাবরীনাং সমাহারঃ। সপ্ত গোদাবরীর মিলন। এই স্থানে সংযত চিত্ত হইয়া স্নান করিলে মহৎপুণ্য-লাভ ও দেবলোকে গতি হয়।

"সপ্ত-গোদাবরে স্নাত্বা নিয়তো-নিয়তাশনঃ।
মহৎপুণ্য-মবাপ্নোতি দেবলোকঞ্চ গচ্ছতি॥" (ভারত ৩।৮৫।৪৪)

সপ্তগ্রাম, (সাতগাঁও) বঙ্গদেশের একটী প্রাচীন বিখ্যাত অংশ। উক্ত বিভাগের রাজধানী। বখ্তিয়ার খিলজীর (মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ার) বঙ্গবিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ রাঢ়, বগ্ড়ি, বঙ্গ, বরেন্দ্র ও মিথিলা এই পাঁচটী বিভাগে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে বঙ্গ আবার তিনটী উপবিভাগে বিভক্ত; যথা—লক্ষ্মণাবতী, সুবর্ণ-গ্রাম ও সপ্তগ্রাম। এই তিন বিভাগের প্রধান সহরত্রয়ও উক্ত তিন নামে অভিহিত। তৎকালে এই তিনটী প্রধান সহর অতীব সমৃদ্ধিশালী রাজধানীরূপে গণ্য ছিল।

মুসলমান শাসন-কর্ত্তাদিগের রাজত্ব সময়ে প্রাগুক্ত পাঁচটী বিভাগ উনবিংশ খণ্ডে বিভক্ত হইয়া "সরকার" নাম প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে "সরকার সাতগাঁও" একটী। বর্ত্তমান চব্বিশপরগণা, নদীয়া জেলার পশ্চিমাংশ, মুর্শীদাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণ ডায়মণ্ড-হারবার পর্য্যন্ত এই বিস্তৃত ভূভাগ 'সরকার সাতগাঁও' নামে অভিহিত। সপ্তগ্রাম নগর উক্ত সরকারের রাজধানী ছিল। বর্ত্তমান হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিবেণী তীর্থের গঙ্গাসরস্বতী সঙ্গমের সমীপদেশে এবং ই, আই রেলপথের ত্রিশবিঘা ষ্টেশনের অনতিদূরে সপ্তগ্রাম বন্দর অবস্থিত ছিল, এক্ষণে সাঁতগাঁ নামে একখানি অতি দরিদ্র ক্ষুদ্র পল্লী সেই ইতিহাসবিখ্যাত অতুল বৈভবসম্পন্ন মহা-নগরীর সাক্ষ্য বহন করিতেছে। এই স্থানটী হুগলী সহরের উত্তরপশ্চিমে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে (অক্ষা° ২২°৫৮´২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´১০´´ পূঃ) অবস্থিত।

সপ্তগ্রাম একটী অতি প্রাচীন-স্থান। হিন্দুশাসন সময়েও এখানে বহুসংখ্যক রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন। সপ্তগ্রামের নামকরণ সম্বন্ধে একটী পৌরাণিক ইতিবৃত্ত আছে। উহার মর্ম্ম এইরূপ—কান্যকুব্জে প্রিয়বন্ত নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহার সাত পুত্র; সেই সাত পুত্রই ঋষি এবং প্রত্যেকে এক একটী গ্রামে থাকিয়া তপঃশ্চরণ করিতেন। তাঁহাদের তপঃস্থলী বলিয়া উহা সপ্তগ্রাম নামে আখ্যাত হয়। প্রাচীন সময়ে এই স্থানটী তীর্থস্থলরূপে পরিণত হইয়াছিল।

ইংরাজ আগমনের বহুপূর্ব্ব হইতেই য়ুরোপীয়বণিকবৃন্দ সপ্ত-গ্রামের সম্পদ্ ও বাণিজ্য-বৈভবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। সপ্তগ্রাম পুণ্যতোয়া সরস্বতী তটে বিরাজিত। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে সরস্বতীর বিশাল বক্ষে নানাদেশের সুবিশাল বাণিজ্য-তরী-নিবহ বিরাজ করিত। কেহ কেহ বলেন, একসময়ে এই সরস্বতী

নদী সপ্তগ্রামের নিম্ন দিয়া ক্রমশঃ পশ্চিম-দক্ষিণ-মুখে প্রবাহিত হইয়া আদমজুড় আমতা ও তমলুক প্রভৃতি জনপদের মধ্য দিয়া ভীষণ কল্লোলে প্রবাহিত হইত। মূল সরস্বতী শিবপুরের ভৈষজ্যোদ্যানের (Botanical garden) কিঞ্চিৎনিম্নে শাঁখরাইল গ্রামের নিকট ভাগীরথীর সহিত মিলিত হয়। তমলুকপ্রবাহিনী পূর্ব্বকথিতা নদী মূল সরস্বতীর শাখা বলিয়া সাধারণে বিবেচিত। য়ুরোপীয় লেখকগণের মধ্যে কেহ কেহ সরস্বতী নদীকে "সাতগাঁ-রিভার" নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইহাতে প্রাচীন সপ্তগ্রাম ও সরস্বতী উভয়েরই প্রাচীন গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষাংশে সরস্বতী ক্রমশঃ মজিতে আরম্ভ করে, এবং কালে উহার পরিসর এত ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে যে বর্ত্তমান সময়ে উহার খাতচিহ্নমাত্র পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সরস্বতী নদীর গর্ভ খনন করিয়া সময়ে সময়ে বহুল নৌকাভাঙ্গার জীর্ণ তক্তা, শৃঙ্খল, এমন কি মৃত্তিকার বহু নিম্নস্তর হইতে বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানের মাস্তুলের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে।

প্রাচীন সপ্তগ্রামের বৈভব-গৌরব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ইতিহাস গ্রন্থ হইতে অনেক কথা জানিতে পারা যায়—

১। লংসাহেব বলেন "প্লিনির সময় হইতে পর্ত্তুগীজদের আগমন কাল পর্য্যন্ত সপ্তগ্রামে রাজকীয় বন্দর ছিল।

২। উইলফোর্ড বলেন, 'গ্যাঙ্গেস্ রেজিয়া' আধুনিক সপ্তগ্রাম, হুগলীর নিকটবর্ত্তী। পূর্ব্বে এই স্থানটী তীর্থরূপে গণ্য ছিল। বহু রাজা এই রাজধানীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। এই সহরের পরিমাণ অতি সুপ্রসর ছিল।

৩। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক ডি-বারো (De Barros) বলেন, বাণিজ্য-তরীর প্রবেশ ও নিষ্ক্রামণ সম্বন্ধে যদিও চট্টগ্রামই অধিকতর সুবিধাজনক, তথাপি সপ্তগ্রাম বন্দর খুব বৃহৎ ও শ্রেষ্ঠ সহর।

৪। পার্চাস্ (Purchas) লিখিয়াছেন, সপ্তগ্রাম একটী অতি সুন্দর নগর। এই নগর পাটনার (Patnaw) অধীন। এই নগরে দ্রব্যাদি প্রচুর আমদানী হইয়া থাকে।

৫। ভ্রমণকারী ফ্রেডারিক্ (Fredericke) ১৫৭০ খৃঃ অব্দে বঙ্গদেশে আগমন করেন, তিনি সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন,—বাণিজ্যার্থ বহুদূর দেশ হইতে বণিকগণ এইস্থানে সমাগত ও সমবেত হয়। সপ্তগ্রাম বাণিজ্যের একটী প্রধান কেন্দ্র। সপ্তগ্রামের দক্ষিণে ভাগীরথীতটে বেতড় (Buttor) নামক গ্রাম, জোয়ারের সময় বেতড় হইতে নৌকাপথে গমন করিলে অতি অল্পক্ষণেই সপ্তগ্রামে পৌছা যায়। প্রতি বৎসর সপ্তগ্রাম বন্দর হইতে ৩০।৩৫ খানি বাণিজ্য-তরী চাউল, কার্পাসজাত বস্ত্রাদি, লাক্ষা, প্রচুর পরিমাণ চিনি, কাগজ, তৈল (Oil of zerzeline) এবং আরও বহুবিধ বাণিজ্য দ্রব্য দেশান্তরে রপ্তানি হইত।

যাহা হউক, প্রাচীন সপ্তগ্রাম যে অতীব সমৃদ্ধশালী মহানগর ছিল, এই সকল ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া সহজেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হয়। আরও মনে হয় যে, এই মহানগর সমগ্র জগতের বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার একটী প্রধান কেন্দ্র। এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকা প্রভৃতি দেশের বিবিধ পণ্যবাহী বিশাল বাণিজ্যতরী-সমূহ সপ্তগ্রামে উপনীত হইয়া সরস্বতীবক্ষে শ্রেণীবদ্ধ পল্লীর ন্যায় বিরাজ করিত। সপ্তগ্রাম নগরে যেমন বহুলোকের বাস ছিল, সপ্তগ্রামের তলদেশবাহিনী সরস্বতীবক্ষেও সেইরূপ অসংখ্য অধিবাসী পোতপৃষ্ঠে অবস্থান করিত। বাণিজ্যালয়, ধনীদিগের সুবিপুল প্রাসাদ, বিভিন্ন জাতীয় ব্যক্তিগণের উচ্চচূড় ধর্ম্মমন্দির, প্রসরতর রাজপথ এবং সেই সকল রাজপথের অবিরাম জনপ্রবাহ, যেন নিরন্তর এই বিশাল নগরের শ্রীসম্পাদন করিতেছে ও সজীবতা রক্ষা করিয়াছে। গৌড়ের নবাব প্রতিবৎসর এই স্থান হইতে বার লক্ষ টাকা রাজস্ব গ্রহণ করিতেন। সপ্তগ্রামের বণিকগণ সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রামের বেণে সব কোথা নাহি যায়।
ঘরে বসে সুখ মোক্ষ নানা ধন পায়।
তীর্থমধ্যে পুণ্যতীর্থ অতি অনুপাম।
সপ্তঋষি শাসনে বলয়ে সপ্তগ্রাম।"

১৪১৭ শকে কবি দ্বিজ বিপ্রদাস মনসার গীত নামক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই মনসার গীতে সপ্তগ্রামের যে বিবরণ আছে, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা হইল—

"বহিত্র চাপায়ে কূলে চাঁদ অধিকারী বলে
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত ঋষিস্থান সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান
শোক দুঃখ সর্ব্ব-গুণধাম।
জ্যোতি হৈয়া এক মূর্ত্তি ঋষি মুনি সেবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি
অধিষ্ঠান উমা মহেশ্বর।
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গা চাঁদ রাজা মনে রঙ্গা
কূলেতে চাপায়ে মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ করে নানা তীর্থকাজ
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর।
তীর্থ কার্য্য সমাপিয়া অন্তরে হরিষ হৈয়া
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।

ছত্রিশ আশ্রমের লোক   নহি কোন দুঃখ শোক
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥
বৈসে যত দ্বিজগণ   সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব্ব তত্ত্ব জানে মর্ম্মে   বিশারদ গুরু ধর্ম্মে
জ্ঞানগুরু দেবের সোসর ॥
পুরুষ মদন যেন   রমণী সাবিত্রী হেন
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত   তাহা বা বলিব কত
হেরিতে নিমিষ বিলয় ॥
অভিনব সুরপুরী   দেখি ঘর সারি সারি
প্রতি ঘরে কনকের ঝারা।
নানা রত্ন সুবিশাল   জ্যোতির্ম্ময় কাচচাল
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ধারা ॥
সত্তে সেব ভক্তি মূর্ত্তি   প্রতি ঘরে নানা মূর্ত্তি
রত্নময় সকল প্রসাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্যি   শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গাদি
দেখি রাজা বড়ই প্রমাদে ॥
দিবসে যবন যত   তাহা বা বলিব কত
মোঙ্গল পাঠান মোকাদিম্।
ছয়েদ মোল্লা কাজি   কেতাব কোরাণ রাজী
দুই ওক্ত করে তছলিম্ ॥
মসিদ মোকাম ঘরে   সেলাম বাজায় করে
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী   দ্বিজ বিপ্রদাস কবি
উচ্চারিল ভকত সেবকে ॥"

শ্রীমদ্‌বৃন্দাবন দাস প্রণীত শ্রীচৈতন্যভাগবতেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"কথোদিন নিত্যানন্দ থাকি খড়দহে।
সপ্তগ্রামে আইলেন সর্ব্বগণ সহে ॥
সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্তঋষি স্থান।
জগতে বিদিত সে ত্রিবেণী ঘাট নাম ॥
সেই গঙ্গা ঘাটে পূর্ব্বে সপ্তঋষিগণ।
তপ করি পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥
তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।
জাহ্নবী যমুনা সরস্বতীর সঙ্গম ॥ * * *
উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবানের মন্দিরে।
রহিলেন নিত্যানন্দ ত্রিবেণীর তীরে ॥ * * *
সপ্তগ্রামে প্রতি বণিকের ঘরে।
আপনি শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তন বিহরে ॥ * * *
সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সঙ্কীর্ত্তন করেন লীলায় ॥
সপ্তগ্রামে যত কৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নহে বলিবার ॥
পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে। * * *
এই মতে সপ্তগ্রামে আম্বুয়া মুলুকে।
বিহরেণ নিত্যানন্দ স্বদর্প কৌতুকে।" অন্ত্যখণ্ড ১ম অধ্যায়।

সপ্তগ্রাম সহরটী যে কোনও সময়ে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কবি বিপ্রদাসের উক্তি হইতে তাহাও সপ্রমাণ হয়। কৃষ্ণরাম তাহার ষষ্ঠীমঙ্গল গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সপ্তগ্রাম ধরণী যে নাহি তুল।
চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথীর কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান্ লোক।
অকাল-মরণ নাহি নাহি দুঃখ শোক ॥
শত্রুজিত রাজার নাম তার অধিকারী।
বিবরিয়ে কত গুণ বলিতে না পারি ॥
নির্ম্মল যশের শশী প্রতাপে তপন।
জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন ॥"

৮ এই উক্তি পাঠে জানা যায় যে, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত শ্রীমদ্‌রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতৃব্য হিরণ্য ও পিতা গোবর্দ্ধনদাসের ন্যায় পাত্র-মিত্রও কোন সময়ে সপ্তগ্রামের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। সপ্তগ্রামের প্রাচীন সমৃদ্ধির পরিচয়স্বরূপ ঐতি-হাসিক বিবরণ গুলি পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। অধিক-তর বিস্ময়ের বিষয় এই যে, নিম্নবঙ্গের এই প্রধান সহরটীর প্রাচীন গৌরবের বিশেষ কোনও কীর্ত্তিচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। এই সহরের অতীত স্মৃতির নিদর্শন স্বরূপ যে দুই একটী প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ আছে, নিম্নে উহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে মিঃ ডি, মনী নামক জনৈক য়ুরোপীয় পরিব্রাজক সপ্তগ্রাম পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন, তিনি জাফরখাঁ গাজীর দরগায় সংস্কৃতে শিলালিপি দেখিতে পান। স্থানীয় একটী হিন্দুমন্দিরকেই যে এই দরগায় পরিণত করা হইয়াছিল, দরগাটী দেখিলেই তাহা অনায়াসে প্রতীয়মান হয়। দরগার যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, সেই অংশ একটু সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে সহজে প্রতিপন্ন হইবে যে উহা হিন্দু মন্দিরের অন্তরাল ভাগ। প্রত্যেক দ্বারের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রা-কারে অনেক কারুকার্য্য খোদিত দেখা যায়। তাহাতে অনেক হিন্দু মূর্ত্তিও দৃষ্ট হয়। দক্ষিণদিকের দ্বারদেশের মূর্ত্তিগুলি চাঁচিয়া ফেলা হইয়াছে। কিন্তু উত্তর ও পশ্চিম দ্বারের মূর্ত্তিগুলি এখনও সুস্পষ্ট রহিয়াছে। কক্ষটীতে যে সকল সংস্কৃত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা উক্ত কক্ষে অঙ্কিত মহাভারত বা রামায়ণের দৃশ্য গুলির পরিচয়-জ্ঞাপক। কক্ষের উত্তর-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিম দিকে দৃষ্টি করিলেই দর্শকগণ দেখিতে পাইবেন, সীতা-

বিবাহঃ, খরত্রিশিরসোর্বধঃ, শ্রীরামেণ রাবণবধঃ, শ্রীসীতা-নির্ব্বাসঃ, শ্রীরামাভিষেকঃ, ভরতাভিষেকঃ প্রভৃতি রামায়ণের ঘটনাবলী অঙ্কিত ও শিলালিপিতে উহাদের পরিচয় লিখিত আছে। মহাভারতের দৃশ্যাবলীর মধ্যে "ধৃষ্টদ্যুম্নদুঃশাসনয়োর্যুদ্ধম্" "চানুরবধঃ" "শ্রীকৃষ্ণবাণাসুরয়োর্যুদ্ধম্" "কংসবধঃ" ইত্যাদি চিত্রও উহাদের পরিচয় অঙ্কিত ও লিখিত আছে। মুসলমানেরা এই মন্দিরের উপরের অংশ বিনষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু নিম্নের অংশ বিনষ্ট না করিয়া উহা দরগায় পরিণত করে। নিম্নাংশে যে হিন্দুমূর্ত্তি আছে, সেই সকল মূর্ত্তি তাঁহাদের নিকট আপত্তিজনক বিবেচিত না হওয়ায় দরগার শোভার জন্য থাকিয়া যায়। এই মসজিদে গদাধারী বিষ্ণুমূর্ত্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীরে ধ্যানস্তিমিত চারিটী সাধুর মূর্ত্তি আছে। ইহা দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন, উহারা বৌদ্ধ মূর্ত্তি। ত্রয়োবিংশ জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্ত্তি এই দরগায় আছে বলিয়া কোন কোন দর্শক অনুমান করেন। ফলতঃ যে স্থানে রুকনুদ্দীন্ বারবক শাহার শিলালিপি (হিজরী ৮৬০) খোদিত আছে, তাহারই সম্মুখের দিকে ঐ মূর্ত্তিটী দেখিতে পাওয়া যায়। উহার পদদ্বয়ের পশ্চাৎ হইতে শেষনাগ উত্থিত হইয়া ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

সপ্তগ্রামের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে জাফর খাঁ সর্ব্বপ্রথম। ১২৯৮ খৃঃ অব্দে আরবী ভাষায় লিখিত শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, জাফর খাঁ কাফেরদিগকে তরবার ও বল্লম দ্বারা বিতাড়িত করিয়া ঈশ্বরের নামে মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। সম্রাট্ গায়স্উদ্দীন্ বুলবনের পৌত্র রুকনুদ্দীন্ কৈকস শাহ যখন বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তার পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে জাফর খাঁ স্বীয় ভুজবলে ও দুর্দ্দম প্রতাপে সপ্তগ্রাম অধিকার করেন। সম্ভবতঃ জাফরখাঁ বঙ্গেশ্বরের সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। ত্রিবেণীর শিলালিপি পাঠে জানা যায়, উক্ত জাফরখাঁ তুরুক জাতীয়। সপ্তগ্রাম অভিযানের পূর্ব্বে ইনি দেওকোটের শাসনকর্ত্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পূর্ণ নাম দিনাজপুরে প্রাপ্ত শিলালিপিতে নিম্নলিখিত রূপে লিখিত আছে—'উলাঘ-ই-আজম হুমায়ুন জাফরখাঁ বহরাম ইংসিন্'। গায়সুদ্দীন্ তোগলকের শাসনসময়ে লিখিত তারিখ-ই-ফিরোজসাহী গ্রন্থেও সপ্তগ্রামের উল্লেখ আছে। ইনি বঙ্গের শেষ সুলতান বাহাদুর শাহকে পরাজয় করিবার জন্য সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন।

অতঃপর ইজুদ্দীন ইয়াহ আজমল মুলুক জঙ্গীলাট (military governor) হইয়া সপ্তগ্রাম শাসন করেন। হিজরী ৭২৯ অব্দে সপ্তগ্রামে প্রথমে টাঁকশাল স্থাপিত হয়। এই সময়ে মহম্মদ তোগলক দিল্লীর সম্রাট ছিলেন। শেরসাহের পুত্র ইস্লাম্ শাহের রাজত্বকাল পর্য্যন্তও সপ্তগ্রামে টাঁকশাল ছিল। কতিপয় শিলালিপি দৃষ্টে জানা যায়, ১৪৫৫ খৃষ্টাব্দে ইকরার খাঁ, ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দে তরবিয়ৎখাঁ, ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মজলিশ খাঁ, ও ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে উলাঘ মসনদ খাঁ সপ্তগ্রামের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে গৌড়, সুবর্ণগ্রাম, সপ্তগ্রাম, পাণ্ডুয়া, দিনাজপুর, কালনা প্রভৃতি বহুস্থানে মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের দ্বারা মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সকল মসজিদে প্রস্তর-ফলকে শাসনকর্ত্তার নাম ও কার্য্যাদি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু তথ্য লিখিত এবং ঐ সকল প্রস্তর মসজিদের প্রাচীরে সংযোজিত করিয়া রাখা আছে। এখনও অনেক প্রাচীন মসজিদে আরব্য-ভাষায় লিখিত শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তগ্রামের মসজিদ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইচ্ ব্লকমান সাহেব লিখিয়াছেন—এই মসজিদের প্রাচীরে সন্নিবিষ্ট শিলাখণ্ডে লিখিত আছে, সৈয়দ ফকিরউদ্দীন্ কাস্পিয়ান্ সমুদ্রের উপকূলস্থিত আমুন নগর হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়াছিলেন। এই মসজিদের প্রাচীরগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইষ্টকে বিরচিত, এবং প্রাচীর গুলির ভিতর ও বাহির আরবীয় প্রণালীর কারুকার্য্যসমলঙ্কৃত। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রাচীরের একটী মিহরাব্ (কুলঙ্গী) আছে, উহা দেখিতে অতি সুদৃশ্য। ইহার খিলান ও গম্বুজ গুলি দেখিয়া বোধ হয় এ গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক। সম্ভবতঃ পাঠান অধিকারের অবসানে এই গুলি নির্ম্মিত হইয়াছে। উহা পাঠানদের গৃহনির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুরূপ নহে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে ভিতরের দিকে দ্বারের শীর্ষদেশে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্থানে বহু কারুকার্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের বহির্দ্দেশের দক্ষিণপূর্ব্বকোণের নিকট প্রাচীরবেষ্টিত একটী স্থান দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে তিনটী সমাধি-স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এই তিন স্থানে সৈয়দ ফকিরুদ্দীন্, তাঁহার পত্নী এবং একটী খোজার মৃত দেহ সমাহিত করা হইয়াছে। এই স্থানে দুইটী কৃষ্ণবর্ণ শিলাখণ্ডে পারস্য ভাষায় লিখিত লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই সকল উৎকীর্ণ লিপির সহিত সমাহিত ব্যক্তিগণের কোন সম্বন্ধ নাই। কোথা হইতে এই শিলাখণ্ড সংগ্রহ করিয়া এখানে আনিয়া সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। ফকিরউদ্দীনের সমাধিমন্দিরের গাত্রসংলগ্ন প্রস্তরে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়, উহার লেখা গুলি অতি অস্পষ্ট।

এই স্থানে অপর একখানি শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আরব্যঅক্ষরে লিখিত। এই শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এইরূপ—

'সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের বাণী এই যে, যাঁহারা ঈশ্বরে ও পরলোকে বিশ্বাস রাখেন, ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন, বৈধদান করেন, ঈশ্বর ব্যতীত কাহাকেও ভয় করেন না, যাঁহারা ঈশ্বরের আদেশে পরিচালিত হয়েন, তাঁহারাই মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া

থাকেন। যাঁহার গৌরব চতুর্দ্দিকে উদ্ভাসিত হয়, যিনি মুক্ত হস্তে সকলের উপকার করেন, তিনিই বলেন মসজিদ সকল ঈশ্বরের সম্পত্তি, এবং আল্লা ব্যতীত কাহারও শরণাগত হইও না। মহম্মদের উক্তি এই যে, যিনি মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাহার উপরে, তাঁহার গৃহের উপরে এবং তাঁহার সঙ্গীদের উপরে ঈশ্বরের কৃপা সংরক্ষিত হউক। যিনি ঈশ্বরের উদ্দেশে একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করেন, তাঁহার জন্য ঈশ্বর স্বর্গে একটী বাটী নির্ম্মাণ করেন। * * * * নসির উদ্-দুনিয়া ওয়াদিল্ আবুল মজফ্‌ফর মহম্মদ শাহ রাজা। ঈশ্বর তাঁহার রাজ্য ও শাসন চিরস্থায়ী করুন। তাঁহার অবস্থার উন্নতি সাধন করুন। তরবীয়ৎ খাঁ খুব উদার ও মহৎ প্রকৃতির লোক। ঈশ্বর তাঁহাকে সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ হইতে রক্ষা করুন। হিজরী ৮৬১" (খৃষ্টাব্দ ১৪৫৭)

বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন সপ্তগ্রাম সহরের পরিচায়ক আরও দুই একটী কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জামাল্ উদ্দীনের সমাধির অনতিদূরে বৈষ্ণব-মহাত্মা উদ্ধারণ দত্তের এক মন্দির বিদ্যমান আছে। এই প্রাচীন মন্দির এখন সংস্কৃত হইয়াছে। সুবর্ণবণিকগণ প্রতিবর্ষে এখানে উৎসবাদি করিতেছেন। এখানে একটী প্রাচীন মাধবীলতা আছে। এই স্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বে সরস্বতী নদীর তটে শ্রীমদ্রঘুনাথ দাসগোস্বামীর এক প্রাচীন স্মৃতিমন্দির দৃষ্ট হয়। ইহার কিয়দ্দূরে পূর্ব্বদিকে এক বিশাল ইষ্টকস্তূপ পতিত আছে। প্রবাদ উহাই সপ্তগ্রামের প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। ত্রিশবিঘা হইতে ত্রিবেণী পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে যদিও উচ্চ বৃক্ষাদির সংখ্যা অতি বিরল, কিন্তু স্থানটী জঙ্গলে আবৃত। এই জঙ্গলের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ভূপ্রোথিত ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল ভূপ্রোথিত ইষ্টক প্রাচীন সপ্তগ্রামের পূর্ব্বতন সমৃদ্ধির শেষ নিদর্শন। সরস্বতীতটের ইষ্টকনির্ম্মিত ঘাট বা সোপানগুলির বহু চিহ্ন এখনও বহু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল বাঁধা-ঘাট তট হইতে বহুদূরে নদীগর্ভে বিস্তৃত ছিল। এখনও এই সকল বাঁধা-ঘাটের প্রাচীন স্মৃতি ইষ্টকরাশির সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

সপ্তগ্রামে পর্ত্তুগীজদের আগমন বিবরণ হইতে তখনকার ইতিহাস পাওয়া যায়। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে এদেশে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্যার্থে আগমন করেন। ইহার ৮ বৎসর পরে সুলতান গায়স্‌উদ্দীন্ মহম্মদ শাহ ফকিরুদ্দীন্ শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। ফরাসীর ইতিহাসলেখক ডু বারো (Du Barros) তাঁহার Da Asia নামক গ্রন্থে ইহাকে এলরী মামুদ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইনি হোসেনী বংশসম্ভূত ছিলেন। এই সময় হইতে সপ্তগ্রামের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে সরস্বতী ক্রমেই পলী ও বালুকাপূর্ণ হইতে থাকে, জলপথে বাণিজ্যের সুবিধা না থাকায় এই বন্দর ক্রমশঃ লয়প্রাপ্ত হয়। সপ্তগ্রামে বাণিজ্য রুদ্ধ হইলে এখানে রাজপাটরক্ষা অযৌক্তিক বিবেচিত হয়। সুতরাং ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে হিজরী ৯৫৭ সালে সপ্তগ্রামে শেষ বারের জন্য টাকা মুদ্রিত হইয়াছিল। ইহার ১৫ বৎসর পরে সিজার ফ্রেড্‌রিক নামক জনৈক পরিব্রাজক সপ্তগ্রামে একটী বাণিজ্য মেলা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অকবরের সময় হইতেই সপ্তগ্রামের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটে। তিনি পর্ত্তুগীজদিগকে হুগলিতে একটী সহর নির্ম্মাণ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সেই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া কাপ্তেন তেভারেজ (Captain Tavarez) হুগলীতে সহর নির্ম্মাণ করেন। এই নূতন সহরের অভ্যুদয়ে সপ্তগ্রাম জনশূন্য হইয়া পড়ে। কিন্তু টোডরমল্লের সময়েও সপ্তগ্রাম একটী পরগণা বা "সরকার" বলিয়া অকবরের দপ্তরে স্বীকৃত ছিল। আইন-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে সপ্তগ্রামের বিপুল বাণিজ্যকেন্দ্র চুঁচ্ড়া, চন্দন নগর, শ্রীরামপুর ও কলিকাতায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। এইরূপে প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী সপ্তগ্রামের অধঃপতন ঘটিয়াছে।

সপ্তচত্বারিংশ (ত্রি) সপ্তচত্বারিংশৎ সংখ্যার পূরণ, ৪৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তচত্বারিংশৎ (স্ত্রী) ৪৭ সংখ্যা, সাতচল্লিশ।

সপ্তচরু (ক্লী) গ্রামভেদ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

সপ্তচিতিক (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৬।১।১৪)

সপ্তচ্ছদ (পুং) সপ্ত সপ্তচ্ছদা যস্য। বৃক্ষবিশেষ, চলিত ছাতিম গাছ। পর্য্যায়—গুচ্ছপুষ্প, যুগ্মপর্ণ, মণিচ্ছদ, বৃহত্বক্, বহুপর্ণ, শাল্মলি-পত্রক, মদাঢ্য, গন্ধিপর্ণ। গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, ত্রিদোষঘ্ন, দীপন, মদগন্ধিত, ব্রণ, রক্তাময় ও কৃমিনাশক। (রাজনি°)

সপ্তজন (পুং) ১ মুনিবিশেষ। (রামায়ণ ৪।১৩।১৭) ২ সাতজন।

সপ্তজিহ্ব (পুং) সপ্তজিহ্বা কাল্যাদয়ো আহুতিগ্রসনার্থা যস্য। ১ অগ্নি। (ত্রিকা°) অগ্নির ৭টী জিহ্বার নাম এইরূপ লিখিত আছে—কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, উগ্রা ও প্রদীপ্তা।

> "কালী করালী চ মনোজবা চ
> সুলোহিতা চৈব সুধূম্রবর্ণা।
> উগ্রা প্রদীপ্তা চ কৃপীটযোনেঃ।
> সপ্তৈব কালীঃ কথিতাশ্চ জিহ্বা॥"

কর্ম্ম-বিশেষে ইহার নামান্তর এইরূপ লিখিত আছে, সাত্ত্বিক যাগ কর্ম্মে হিরণ্যা, কনকা, রক্তা, কৃষ্ণা, সুপ্রভা, বহুরূপা ও

অতিরিক্তা; রাজসিক যাগকর্ম্মে ও কাম্যকর্ম্মে পদ্মরাগা, সুবর্ণা, ভদ্রলোহিতা, লোহিতা, শ্বেতা, ধূমিনী ও করালিকা এই ৭টী নাম এবং তামসিক যজ্ঞ বা ক্রূরকর্ম্মে বিশ্বমূর্ত্তি, স্ফুলিঙ্গিনী, ধূম্রবর্ণা, মনোজবা, লোহিতা, করালী ও কালী। এই সকল জিহ্বার এক একজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। যথা—অমর্ত্ত্য, পিতৃ, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, পিশাচ ও রাক্ষস।

"অমর্ত্ত্য পিতৃ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-নাগ-পিশাচকাঃ।
রাক্ষসঃ সপ্তজিহ্বানামীরিতা অগ্নিদেবতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই সকল জিহ্বার বর্ণ ও দিক্‌নিয়ম এইরূপ,—হিরণ্যা তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং উত্তর দিকে অবস্থিতা; কনকা বৈদূর্য্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং পূর্ব্বদিক্‌ভাগে অবস্থিতা। রক্তা তরুণাদিত্যের ন্যায় বর্ণবিশিষ্টা এবং অগ্নিকোণে স্থিতা; সুপ্রভা পদ্মরাগের ন্যায় আভাবিশিষ্টা ও পশ্চিমদিকে অবস্থিতা; অতিরিক্তা জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণা এবং বায়ুকোণে অবস্থিতা। বহুরূপা বহুরূপধারিণী এবং দক্ষিণোত্তরদিক্‌সংস্থিতা।

"হিরণ্যা তপ্তহেমাভা শূলপাণের্দিশি স্থিতা।
বৈদূর্য্যবর্ণা কনকা প্রাচ্যাং দিশি সমাশ্রিতা॥
তরুণাদিত্যসঙ্কাশা রক্তা জিহ্বাগ্নিসংস্থিতা।
কৃষ্ণা নীলাভ্রসঙ্কাশা নৈঋর্ত্যাং দিশি সংস্থিতা॥
সুপ্রভা পদ্মরাগাভা বারুণ্যাং দিশি সংস্থিতা।
অতিরক্তা জবাভাসা বায়ব্যাং দিশি সংস্থিতা।
বহুরূপা যথাখ্যাতা দক্ষিণোত্তরসংস্থিতা॥" (তন্ত্রসার)

সপ্তজ্বাল (পুং) সপ্তজ্বালা যস্য। অগ্নি। (হেম)

সপ্ততন্তু (পুং) সপ্তভির্ভূরাদিভির্ম্মহাব্যাহৃতিভিরগ্নিজিহ্বাভির্ব্বা তন্যতে ইতি তন বিস্তারে (সিতনিগমীতি। উণ্‌ ১।৭০) ইতি তুন্, সপ্ততন্তবঃ সংস্থা, যস্যেতি বা। যজ্ঞ। (অমর)

সপ্ততি (স্ত্রী) সপ্তদশতঃ পরিমাণমস্য (পঙ্‌ক্তিবিংশতিত্রিংশদিতি। পা ৫।১।৫৯) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সংখ্যাবিশেষ। সত্তর সংখ্যা।

সপ্ততিতম (ত্রি) সপ্ততেঃ পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্‌। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্‌ (ষষ্ঠ্যাদেশ্চাসংখ্যাদেঃ। পা ৫।২।৫৮) ইতি ডট্‌ তমডাদেশঃ। সপ্ততি সংখ্যার পূরণ। সত্তরের পূরণ।

সপ্তত্রিংশ (ত্রি) সপ্তত্রিংশৎ সংখ্যার পূরণ, ৩৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তত্রিংশৎ (স্ত্রী) সপ্তাধিক ত্রিংশৎ। সাইত্রিশ, সাত অধিক ত্রিংশৎ।

সপ্তত্রিংশতি (স্ত্রী) সপ্তত্রিংশের সংখ্যার পূরণ, সাইত্রিশ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তথ (ত্রি) সপ্তসংখ্যার পূরণ, সপ্তম সংখ্যা।

"সাকঞ্জানাং সপ্তথমাহুরেকজং" (ঋক্‌ ১।১৬৪।১৫)

'সপ্তথং সপ্তানামৃতূনাং মধ্যে সপ্তথং সপ্তমমৃতুম্। (থট্‌চ ছন্দসি। পা ৫।২।৫০) ইতি সপ্তন্ থট্‌' (সায়ণ)

সপ্তদশ (ত্রি) সপ্তদশানাং পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্‌। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্‌। সপ্তদশ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তদশক (ত্রি) সপ্তদশ-স্বার্থে কন্। সপ্তদশ শব্দার্থ।

সপ্তদশতা (স্ত্রী) সপ্তদশন্ ভাবে তল্-টাপ্‌। সপ্তদশের ভাব বা ধর্ম্ম।

সপ্তদশধা (অব্য) সপ্তদশন্ প্রকারার্থে ধাচ্‌। সপ্তদশ প্রকার।

সপ্তদশন্ (ত্রি) সপ্তাধিকা-দশ। ১ সংখ্যা বিশেষ, সতের। ২ সপ্তদশ সংখ্যাবিশিষ্ট।

সপ্তদশম (ত্রি) সপ্তদশের পূরণ।

সপ্তদশরাত্র (পুং) সপ্তদশদিনব্যাপী উৎসববিশেষ। (তৈত্তিরীয় সং ৭।৩।৮।১)

সপ্তদশর্চ (ত্রি) সপ্তদশটী ঋগ্মন্ত্রযুক্ত বা তদ্বিশিষ্ট। (অথর্ব্ব)

সপ্তদশবৎ (ত্রি) সপ্তদশস্তোমকারী। (শতপথব্রা° ৮।৪।৪।১)

সপ্তদশিন্ (ত্রি) সপ্তদশসংখ্যা (স্তোত্র) যুক্ত। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৮।৬।১)

সপ্তদিন (ক্লী) সপ্ত সংখ্যক দিন, ৭ দিন।

সপ্তদিবস (পুং) সপ্তদিন।

সপ্তদীধিতি (পুং) সপ্তদীধিতয়ো যস্য। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সপ্তদ্বীপ (পুং) সপ্তসংখ্যক দ্বীপ, ৭টী দ্বীপ। [দ্বীপ দেখ] (ত্রি) ২ সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট। যেমন সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী।

সপ্তদ্বীপপতি (পুং) সপ্তানাং দ্বীপানাং পতিঃ। সপ্তদ্বীপের অধিপতি। রাজচক্রবর্ত্তী।

সপ্তদ্বীপবৎ (ত্রি) সপ্তদ্বীপ-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সপ্তদ্বীপবিশিষ্ট।

সপ্তদ্বীপা (স্ত্রী) সপ্ত-দ্বীপা যস্যাঃ। পৃথিবী। পৃথিবীতে ৭টী দ্বীপ আছে, এই জন্য পৃথিবীর নাম সপ্তদ্বীপা। [দ্বীপশব্দ দেখ।]

সপ্তধা (অব্য) সপ্তন্-প্রকারার্থে ধাচ্‌। সপ্ত প্রকার।

"সপ্তবারানুপোষ্যেব সপ্তধা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
সপ্তজন্মকৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সপ্তধাতু (পুং) সপ্তগুণিতা ধাতবঃ। শরীরস্থিত সপ্তসংখ্যক ধাতু। রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই ৭টী ধাতু।

"রসাসৃঙ্‌মাংসমেদোঽস্থিমজ্জানঃ শুক্রসংযুতাঃ।
শরীরস্থৈর্যদা সম্যক্ বিজ্ঞেয়া সপ্তধাতবঃ॥" (রাজনি°)

এই ৭টী ধাতু শরীরকে ধারণ করে, এই জন্য উহাদিগকে ধাতু কহে। এই সকলের ক্ষয় ও বৃদ্ধি একমাত্র শোণিতের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ শোণিত-ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সমস্ত

ধাতুই ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং শোণিত বৃদ্ধি পাইলেই সমস্ত ধাতুই বৃদ্ধি পায়।

আহারজাত রসই সপ্তধাতুতে পরিণত হয়। যে সকল বস্তু আহার করা যায়, তাহার অসারাংস মলমূত্র-রূপে নির্গত এবং সারাংশ সপ্তধাতুতে পরিণত হইয়া থাকে। আহারজাত রস হইতে প্রথমে রক্ত, রক্ত হইতে মাংস, মাংস হইতে মেদ, মেদ হইতে মজ্জা এবং মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

এই সকল ধাতুর মধ্যে রসধাতু দ্বারা শরীরের প্রীণন অর্থাৎ স্নিগ্ধতা প্রভৃতি কার্য্য ও রক্তের পোষণক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। মাংস শরীরের পোষণ ও মেদের পুষ্টিসাধন করে এবং মেদ স্নেহ ও স্বেদের পোষণ ও অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদন করিয়া থাকে। অস্থি দেহধারক ও মজ্জার পোষণকার্য্যসম্পাদক, পক্ষান্তরে মজ্জা প্রীতি, স্নেহ, বল ও শুক্রের পোষক এবং অস্থির পূর্ণতানিষ্পাদক। শুক্র ধাতু দ্বারা বীর্য্যস্খলন, প্রীতি, স্ত্রীতে অনুরাগ, দেহের বল, বর্ণ ও বীজার্থ গর্ভের প্রয়োজনাদি নির্ব্বাহিত হয়।

এই সকল ধাতুর উপচয়ে শরীরের উপচয় এবং ক্ষয়ে শরীর ক্ষীণ হইয়া থাকে। রসক্ষয় হইলে হৃদয়েবেদনা, হৃদ্‌কম্প, হৃদয়ের শূন্যতা ও তৃষ্ণা জন্মে। রক্তধাতু ক্ষয় হইলে চর্ম্মের রুক্ষতা, অম্ল দ্রব্য ভোজন ও শীতল বস্তু ভোজনে ইচ্ছা এবং শিরাসমূহের শিথিলতা ঘটিয়া থাকে। মাংস-ধাতু ক্ষয় হইলে নিতম্ব, গণ্ডদেশ, ওষ্ঠ, উপস্থ, উরু, বক্ষঃস্থল, বাহুমূল, পায়ের ডিম, উদর, ও গ্রীবা এই সকল স্থান শুষ্ক, রুক্ষ ও বেদনা-যুক্ত এবং গাত্র শিথিল হইয়া পড়ে। মেদক্ষয় পাইলে প্লীহাবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। সন্ধি সকল মেদশূন্য ও শরীর রুক্ষ হইয়া থাকে এবং স্নিগ্ধ মাংসভোজনে অভিলাষ জন্মে। অস্থি ক্ষীণ হইলে অস্থিবেদনা হয় এবং দন্ত-নখাদি রুক্ষ হইয়া সহজে ভাঙ্গিয়া যায়, এই জন্য শরীরও রুক্ষ হয়। মজ্জাক্ষয় হইলে শুক্রের অল্পতা, সন্ধিস্থলে ও অস্থিতে বেদনা এবং অস্থি মজ্জাহীন হইয়া থাকে। শুক্রক্ষয় হইলে অণ্ডকোষে বেদনা এবং মৈথুন শক্তিহীন হইয়া থাকে। ইহাতে শুক্রের অল্পতাপ্রযুক্ত মজ্জা মিশ্রিত অল্প শুক্রও নিঃসৃত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [বিশেষ,,বিবরণ ধাতু ও তত্তদ্ শব্দে দ্রষ্টব্য]

সপ্তধার (ক্লী) তীর্থভেদ।

সপ্তন্ (ত্রি) সপ-সমবায়ে কনিন্ তুট্ চ। (উণ্ ১।১৫৭) সংখ্যাবিশেষ। সাত সংখ্যা। এই শব্দ বহুবচনান্ত। সপ্তবাচক শব্দ যথা—পাতাল, ভুবন, মুনি, দ্বীপ, সূর্য্যাশ্ব, বার, সমুদ্র, স্বর, রাজ্যাঙ্গ, ব্রীহি, বহ্নিশিখা ও পর্ব্বত। (কবিকল্পলতা) ২ সপ্তসংখ্যা বিশিষ্ট।

সপ্তনলী (স্ত্রী) সাতনলা। পক্ষী ধরিবার যন্ত্রবিশেষ।

সপ্তনবত (ত্রি) সপ্তনবতি সংখ্যার পূরণ, ৯৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তনবতি (স্ত্রী) সংখ্যাবিশেষ, সপ্ত অধিক নবতী সংখ্যা, ৯৭ সংখ্যা।

সপ্তনবতিতম (ত্রি) সপ্তনবতি সংখ্যা।

সপ্তনাড়িক (ত্রি) সপ্তনাড়ী চক্রবিশিষ্ট।

সপ্তনাড়িকা (স্ত্রী) শৃঙ্গাটক। (বৈদ্যকনি°)

সপ্তনাড়ীচক্র (ক্লী) সপ্তনাড়ীনাং চক্রং। বৃষ্টিজ্ঞানার্থ গ্রহ-নক্ষত্রাঙ্কিত সপ্তনাড়িক সর্পাকার চক্র। এই চক্রে সাতটী সর্পাকার নাড়ী অঙ্কিত করিয়া তাহাতে গ্রহ ও নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিতে হয়। এই চক্র দ্বারা বৃষ্টি হইবে কি না, তাহা জানা যায়। স্বরোদয়ে এই নাড়ীচক্রের বিশেষ বিধান আছে—

সর্পের আকারে ৭টী নাড়ী অঙ্কিত করিবে। পরে কৃত্তিকাদি করিয়া নক্ষত্র সকল উহাতে লিখিয়া এবং গ্রহ সকল যথা নিয়মে সন্নিবেশ করিয়া বৃষ্টির ফল নির্ণয় করিতে হইবে। [বিশেষ বিবরণ স্বরোদয় গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

সপ্তনামন্ (ত্রি) বায়ু। "অশ্বোবহতি সপ্তনামা" (ঋক্ ১।১৬৪।২) 'একোঽশ্বঃ সপ্তনামা সপ্তনামৈক এব সপ্তাভিধানঃ সপ্তধা নমনপ্রকারো বা, এক এব বায়ুঃ সপ্তরূপং ধৃত্বা বহতীত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সপ্তনামা (স্ত্রী) সপ্ত নামানি যস্যাঃ (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) ইতি ডাপ্। আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া।

সপ্তপঞ্চাশ (ত্রি) সপ্তপঞ্চাশৎ সংখ্যার পূরণ। ৫৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তপঞ্চাশৎ (পুং) সংখ্যাবিশেষ, ৫৭ সংখ্যা।

সপ্তপত্র (ত্রি) সপ্ত সপ্ত পত্রাণি যস্য। মুদ্গর বৃক্ষ। (রাজনি°)

সপ্তপদ (ক্লী) ১ সপ্তপাদবিক্ষেপ। ২ বিবাহকালে বরকে দেয় সাত প্রকার বিভিন্ন দানবস্তু। ৩ যে মন্ত্রের অগ্রে সপ্তপদী শব্দ ব্যক্ত আছে।

সপ্তপদী (স্ত্রী) সপ্তানাং পদানাং সমাহারঃ (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ইতি ঙীপ্। সপ্ত পদের মিলন, বিবাহে সপ্তপদী গমন করিতে হয়। সপ্তপদী গমন হইলে তবে বিবাহসিদ্ধ হয়। কন্যা সম্প্রদানের পর সপ্তপদী গমন হইয়া থাকে। ভবদেব ভট্ট এই সপ্তপদী গমনের বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন যে, যথাবিধানে পাণিগ্রহণ সম্পন্ন হইলে পরে ৭টী পিটুলী দ্বারা মণ্ডল করিতে হয়, ঐ ৭টী মণ্ডলে জামাতা পূর্ব্বোত্তরদিকে গমন করিয়া বধূকে ৭টী মন্ত্র পাঠ করিয়া ঐ ৭টী মণ্ডলে পর পর পাদন্যাস করাইবেন। এইরূপে পাদন্যাসকরণের নাম সপ্তপদী-গমন। প্রথমে বধূ দক্ষিণ পাদ একটী মণ্ডলিকার উপর স্থাপন করিয়া পরে বামপদ স্থাপন করিবে, তখন জামাতা বধূকে

বলিবেন, বামপাদ দ্বারা দক্ষিণ পাদ আক্রমণ কর। বধূ তদনুসারে ঐরূপ অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে ৭টী মণ্ডলে পাদবিক্ষেপ করিয়া গমন করিতে হয়*। [বিবাহ শব্দ দেখ।]

সপ্তপদার্থ (পুং) দ্রব্যাদি ৭টী পদার্থ। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই ৭টী পদার্থ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই ৭টী পদার্থের লক্ষণ ও বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।
[ন্যায়, বৈশেষিক দর্শন এবং তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সপ্তপরাক (পুং) বাহ্যবস্তু হইতে প্রবৃত্তির নিরোধ করিয়া রাখা। ২ সপ্তাহকাল উপবাসী থাকা।

সপ্তপর্ণ (ক্লী) সপ্তানাং দ্রাক্ষাদীনাং পর্ণমিব যত্র। মিষ্টান্ন ভেদ।
"দ্রাক্ষা দাড়িমখর্জ্জূরমৃত্বিজাম্রং সশর্করং।
লাজচূর্ণং সমধ্বাজ্যং সপ্তপর্ণমুদাহৃতং।" (শব্দচন্দ্রিকা)
দ্রাক্ষা, দাড়িম, খর্জ্জুর, ঋত্বিজাম্র, এই সকল দ্রব্য শর্করাযুক্ত, লাজচূর্ণ, মধু ও ঘৃত মিশ্রিত হইলে তাহাকে সপ্তপর্ণ কহে। (পুং) সপ্ত সপ্ত পর্ণানি যস্য। ২ বৃক্ষ বিশেষ। (Alstonia scholaris or Echites scholaris) স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। চলিত ছাতিম গাছ। হিন্দী—ছাতিয়ান, কলিঙ্গ—এলেলগ, মহারাষ্ট্র—সাতবর্ণা, এড়াকুল, অরিটাকু, বম্বে—ছাতবিণ্। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিশালত্বক্, শারদী, বিষমচ্ছদ, শারদ, দেববৃক্ষ, দানগন্ধি, শিরোরুজা, গ্রহনাশ, শুক্তিপর্ণ, গৃহাশী, গ্রহনাশন, গুৎসপুষ্প, শক্তিপর্ণ, সুপর্ণক, বৃহত্ত্বক্। (রত্নমালা) গুণ—ব্রণ, শ্লেষ্মা, বাত, কুষ্ঠ, রক্তদোষ ও কৃমিনাশক, দীপন, শ্বাস ও গুল্মঘ্ন স্নিগ্ধ, উষ্ণ। (রাজনি°) [সপ্তচ্ছদ দেখ।]

সপ্তপর্ণক (পুং) সপ্তপর্ণ স্বার্থে কন্। সপ্তপর্ণ শব্দার্থ।

সপ্তপর্ণী (স্ত্রী) সপ্ত সপ্ত পর্ণান্যস্যাঃ ঙীষ্। লজ্জালুলতা। (রাজনি°)

সপ্তপলাশ (পুং) সপ্তপর্ণ শব্দার্থ।

সপ্তপাতাল (ক্লী) সপ্তানাং পাতালানাং সমাহারঃ। সপ্ত সংখ্যক অধোভুবন, যথা—অতল, বিতল, নিতল, গভস্তিমৎ, মহ, সুতল ও অগ। [পাতাল দেখ।]
"অতলং বিতলঞ্চৈব নিতলঞ্চ গভস্তিমৎ।
মহাখ্যং সুতলঞ্চাগ্রং পাতালং সপ্তমং বিদুঃ।" (ভরত)

সপ্তপুত্র (ত্রি) সপ্তলোক যাহার পুত্র। "অত্রাপশ্যং বিশপতিং সপ্তপুত্রং" (ঋক্ ১।১৬৪।১) 'সপ্তপুত্রং সপ্তলোকাঃ পুত্রা যস্য তং, তাদৃশং' (সায়ণ)
২ সপ্তপুত্রবিশিষ্ট, যাহার ৭টী পুত্র আছে। (পুং) ৩ সাতটী পুত্র।

সপ্তপুত্রসূ (স্ত্রী) সপ্তপুত্রান্ সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। সপ্ত পুত্রপ্রসূতা স্ত্রী, যিনি ৭টী পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

সপ্তবাহ্য (ক্লী) বাহ্লিক দেশান্তর্গত রাজ্যবিশেষ। (হরিবংশ)

সপ্তভঙ্গিনয় (পুং) জৈনদিগের চিরাভ্যস্ত বাদানুবাদের অঙ্গভঙ্গিবিশেষ।

সপ্তভদ্র (পুং) সপ্তসু স্থানেষু ভদ্রমস্য। শিরীষ বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সপ্তম (ত্রি) সপ্তানাং পূরণঃ (তস্য পূরণে ডট্। পা ৫।২।৪৮) ইতি ডট্ (নান্তাদসংখ্যাদের্মট্। পা ৫।২।৪৯) ইতি ডটো মড়াগমঃ। সপ্তসংখ্যার পূরণ।

সপ্তমক (ত্রি) সপ্তম-স্বার্থে কন্। সপ্তম শব্দার্থ।

সপ্তমন্ত্র (পুং) অগ্নি। (হেম)

সপ্তমরীচ (ত্রি) অগ্নি। (বৃহৎস° ৪।৩৭)

সপ্তমাতৃ (স্ত্রী) সপ্ত মাতরো যস্যাঃ। যাহার মাতা ৭টী, গঙ্গাদি ৭টী নদী যাহার মাতা অর্থাৎ উৎপাদিকা হইয়াছে।
"ত্রিরশ্বিনা সিন্ধুভিঃ সপ্তমাতৃভিঃ" (ঋক্ ১।৩৪।৮)
'সপ্তমাতৃভিঃ সপ্ত সংখ্যকাঃ গঙ্গাদ্যা নদ্যো মাতর উৎপাদিকা যেষাং জলবিশেষাণাং তে সপ্তমাতরঃ' (সায়ণ)
যে জল বিশেষে গঙ্গাদি সাতটী নদীর মাতা অর্থাৎ উৎপত্তি স্বরূপ হইয়াছে। তাহাকে সপ্তমাতৃ কহে।
২ তন্ত্রোক্ত সাতটী মাতৃকা। [মাতৃকা দেখ।]

সপ্তমানুষ (পুং) অগ্নি। (ঋক্। ৮। ৩৯। ৮)

সপ্তমাস্য (ত্রি) সপ্তপুত্র। (কাঠক ৩৩। ৮)

সপ্তমী (স্ত্রী) সপ্তম-টিত্বাৎ ঙীপ্। সপ্তমের পূরণী তিথি। তিথিবিশেষ, সপ্তমী তিথি, চন্দ্রের সপ্তকলা ক্রিয়া, ইহা শুক্ল কৃষ্ণাভেদে দ্বিবিধ, অর্থাৎ শুক্লা সপ্তমী ও কৃষ্ণা সপ্তমী। অমৃত পূর্ত্যবচ্ছিন্ন সপ্তম-কলা ক্রিয়ারূপা শুক্লা সপ্তমী, অর্থাৎ যে সময় চন্দ্রের সপ্তম কলা পূরণ হয়, তাহাকে শুক্লা সপ্তমী কহে, আর অমৃতহ্রাসানুকূল সপ্তম কলা ক্রিয়া অর্থাৎ যে সময় চন্দ্রের সপ্তম কলার হ্রাস হয়, তাহাকে কৃষ্ণা সপ্তমী কহে। পঞ্জিকাতে শুক্লা সপ্তমীর অঙ্ক এবং কৃষ্ণা সপ্তমীর অঙ্ক ২২ লিখিত হইয়া থাকে। তিথিতত্ত্বে এই সপ্তমী তিথির ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে দিন সপ্তমী তিথি অপ্রাপ্তা হইবে, সেই দিনই সপ্তমীবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু সপ্তমী তিথি

* "ততো জামাতা প্রাগুদীচ্যাং গত্বা বধূং সপ্তভিস্মন্ত্রৈঃ সপ্তমণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ। বধূশ্চ দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাদ্বামপাদং মণ্ডলিকাং নয়েৎ। জামাতা চ বধূং ব্রূয়াৎ। বামেন পাদেন দক্ষিণং পাদমাক্রাময়েতি। সপ্তানাং মণ্ডলানাং মন্ত্রাদয়ঃ সাধারণাঃ। প্রজাপতিঋষিরেকপাদ্বিরাট্ ছন্দো বিষ্ণুর্দ্দেবতা পাদাক্রামণে বিনিয়োগঃ। ওঁ একমিষে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। দ্বে উর্জ্জে বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ত্রীণি ব্রতায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। চত্বারি মায়ো ভবায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। পঞ্চপশুভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু ষড়্রায়স্পোষায় বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। সপ্তসপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুস্ত্বানয়তু। ততঃ সপ্তমং পদং গত্বা বধূং পঠয়েৎ পাঠয়েৎ।
প্রজাপতিঋষির্মামকী পংক্তিছন্দঃ কন্যাদেবতা পাদাক্রমনানন্তরমাশাসনে বিনিয়োগঃ। সখা সপ্তপদী ভব সখ্যাস্তে গমেয়ং সখ্যাস্তে মা যোষা সখ্যাস্তে মাযোষ্ঠ্যাঃ।" (ভবদেবভট্ট বিবাহপ°)

যদি খণ্ডিতা অর্থাৎ দুই দিন ব্যাপিনী হয় এবং ঐ দুই দিনই যদি কর্ম্মযোগ্য কালের প্রাপ্তি হয়, তাহা হইলে সপ্তমী বিহিত কার্য্য ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী তিথিতেই করিতে হইবে। কারণ পঞ্চমী, সপ্তমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ, নবমী এই কয়টী তিথি যে দিন সাম্মুখী হইবে, সেই দিনই ঐ সকল তিথিবিহিত ক্রিয়া করা আবশ্যক। সাম্মুখী শব্দের অর্থ এই যে, যে দিন তিথি সায়াহ্নব্যাপিনী হয়, সেই দিনই উহার সাম্মুখ্য ঘটে।

অতএব পরদিন সপ্তমী ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হইলেও সপ্তমী-বিহিত উপবাস ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতেই হইবে। ভবিষ্যপুরাণেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা—ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমীতে উপবাস বিধেয়। অষ্টমীযুক্ত সপ্তমীতে নহে। সপ্তমীর সহিত ষষ্ঠীর যুগ্মাদর আছে, এইজন্ত ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী গ্রাহ্য, অষ্টমীযুক্ত সপ্তমী নহে।

"সপ্তমী, সা চ ষষ্ঠীযুতা গ্রাহ্যা, যুগ্মাদরাৎ, পৈঠীনসী বচনাচ্চ সপ্তমী।

পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥

সাম্মুখ্যমুক্তং স্কান্দে—

সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।

অতএব পরদিনে ত্রিসন্ধ্যাকালব্যাপিত্বে ষষ্ঠীযুক্তসপ্তম্যা-মুপবাসমাহ ভবিষ্যপুরাণং।

ষষ্ঠীসমেতা কর্ত্তব্যা সপ্তমীনাষ্টমীযুতা।
পতঙ্গোপাসনায়েহ ষষ্ঠ্যামাহুরুপোষণম্॥
ষষ্ঠ্যাযুতা সপ্তমী চ কর্ত্তব্যা সর্ব্বদা তিথিঃ।
ষষ্ঠী চ সপ্তমী যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

শুক্ল পক্ষের সপ্তমী তিথিতে যদি রবিবার হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিজয়া-সপ্তমী কহে। এই দিন দান করিলে অতিশয় ফলজনক হয়। এই তিথিতে সূর্য্যদেবকে তণ্ডুল দ্বারা চরুপাক করিয়া দিবে। ঐ চরুতে যতগুলি তণ্ডুল থাকে, তত বৎসর তাহার সূর্য্যলোকে গতি হয়। অন্যান্ত দেবতার উদ্দেশেও ঐ তিথিতে যে কোন দেবতার পূজা করিয়া নৈবেদ্য দিলে তণ্ডুলের পরিমাণানুসারে সেই সেই দেবলোকে বাস হয়।

"শুক্লপক্ষস্য সপ্তম্যাং সূর্য্যবারো যদা ভবেৎ।
সপ্তমী বিজয়া নাম তত্র দত্তং মহাফলং॥
শালিতণ্ডুলপ্রস্থস্য কুর্য্যাদন্নং সুসংস্কৃতং।
সূর্য্যায় চরুকং দত্বা সপ্তম্যাঞ্চ বিশেষতঃ॥
যাবন্তস্তণ্ডুলাস্তস্মিন্ নৈবেদ্যপরিসংখ্যয়া।
তাবদ্বর্ষসহস্রাণি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

এবং দেবতান্তরেঽপি তত্তল্লোকমহিতত্বফলেন কল্পয়িতুং যুক্তং" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী তিথিতে উপবাস করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতে হয়। ইহার বিধান—ষষ্ঠীর দিন হবিষ্য ও এক বার ভোজন করিয়া সপ্তমীর দিন উপবাস করিবে। পরে অষ্টমীর দিন পারণ করিতে হয়। সপ্তমীতে সূর্য্যের পূজাই প্রধান কার্য্য। এইরূপ বিধানে এক বৎসর কাল যিনি ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ইহজন্মে আরোগ্য, ধন, ধান্য, এবং অন্তকালে এইরূপ স্থান অধিকার করেন যে, আর তাহার ইহলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। ইহাকে আরোগ্য-সপ্তমী কহে। ইহা সকল পাপপ্রণাশক।

"অথাপরং মহারাজ ব্রতমারোগ্যসংজ্ঞকং।
কথয়ামি পরং পুণ্যং সর্ব্বপাপপ্রণাশনং॥
তদ্বৈব মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ। * * *
ষষ্ঠ্যাং চৈককৃতাহারঃ সপ্তম্যাং সমুপোষিতঃ।
অষ্টম্যাঞ্চৈব ভুঞ্জীত এষ এব বিধি স্মৃতঃ॥
অনেন বৎসরং পূর্ণং বিধিনা যোঽর্চ্চয়েদ্রবিং।
তস্যারোগ্যং ধনং ধান্যমিহ জন্মনি জায়তে।
পরত্র চ শুভং স্থানং যদ্গত্বা ন নিবর্ত্ততে॥" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ মাসে সপ্তমী তিথিতে আরম্ভ করিয়া পরে প্রতি সপ্তমী তিথিতেই উক্ত রূপ আচরণ করিতে হয়। প্রাতঃকালে সপ্তমী তিথিতেই উপবাসের সঙ্কল্প করা উচিত। এই আরোগ্য সপ্তমীতে একটু বিশেষ এই যে, পূর্ব্বে যেরূপ ষষ্ঠীযুক্ত সপ্তমী তিথিতে সপ্তমী বিহিত কার্য্য হইবে বলা হইয়াছে, এই ব্রতে সেই সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হইয়া থাকে। অষ্টমীযুক্ত সপ্তমীতে ইহার বিধান আছে।

"অত্র ষষ্ঠ্যাদিষু তত্তৎকর্ম্মবিধানাৎ ষষ্ঠী সমেতোক্তাস্য ন বিষয়ঃ কালিকাপুরাণে ভক্তং প্রতি সূর্য্যবাক্যং।" (তিথিতত্ত্ব)

অর্কাগ্র, বিশুদ্ধ গোময়, সুপক্ব মরিচ, জল, ফল ও মূল ভোজন, নক্ত-ভোজন, উপবাস এবং বিধিবৎ একভক্ত হইয়া, পরে ক্রমান্বয়ে ক্ষীরভোজন, বায়ুভোজন এবং ঘৃত-ভোজন করিবে। মাঘ মাসের শুক্লা সপ্তমী হইতে আরম্ভ করিয়া এক বৎসরে ১২টী শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে উক্তরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সূর্য্যদেব অভীষ্ট ফল দান করেন। উক্ত বচনে যে অর্কপত্রের অগ্র অর্থাৎ ডগা ভোজনের বিধান আছে, ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, যদি কিছু আহার করিতে হয়, তাহা হইলে অর্কপত্রাদি বিহিত বস্তুই ভোজন করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন বস্তু ভোজন করিবে না। উহা এক প্রকার তপশ্চরণ।

অর্কপত্রের অঙ্কুরাদি মাত্রই ভোজন করিতে হইবে। আকাশ-মুখ হইয়া যে অর্কপত্রের অঙ্কুর নির্গত হইয়াছে, তন্মাত্রই ভোজন বিধেয়। এইরূপ যব পরিমিত গোময়, শোভন মরিচ, জল, অপক্ব

কদলীর কণাপরিমিত মধ্যভাগ, যবপরিমিত কুশমূল ভোজন এবং যে সময় মানবের ছায়া দ্বিগুণ হয়, সেইরূপ সময়ে পরিমিত ওদন-ভোজনরূপ নক্তব্রতাচরণ, কেবল উপবাস, একভক্ত অর্থাৎ ময়ূরের ডিমের মতন একগ্রাস মাত্র অন্নভোজন, অর্দ্ধকোষ পানামত দুগ্ধপান, স্নান করিয়া পূর্ব্ব-মুখ হইয়া বায়ুভোজন, পৌষমাসে অত্যল্প পরিমাণে ঘৃতভোজন, মাঘ মাস হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ আচরণ করিবে। পরে ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে গুড়, ক্ষীর এবং নিরামিষ অন্নভোজন করাইয়া নিজের বিভবানুরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে।

অষ্টমীতে ঝাল ও অম্লশূন্য বস্তু দ্বারা পারণ করিতে হয়। মুগ, মাষ-কলায়, তিল ও ঘৃত ঐ পারণে নিষিদ্ধ। সূর্য্য-মাহাত্ম্যপ্রকাশক, শাস্ত্রানুসারে একপাকে যাহা সিদ্ধ হয়, পারণ-কালে সেইরূপ বস্তুই বিহিত হইয়াছে।

"অকাগ্রং শুচিগোময়ং সুমরিচং তোয়ং ফলং চাশ্নুতে।
মূলং নক্তমুপোষণঞ্চ বিধিবং কৃত্বৈকভক্তং নরঃ।
ক্ষীরং বায্বাশনঘৃতাশনমিতি প্রোক্ত্যান্যমুনিক্রমাৎ
কৃত্বা দ্বাদশ সপ্তমীদিনকৃতঃ প্রাপ্নোত্যভীষ্টং ফলং॥
অত্র চার্কাগ্রাদীতরভোজননিবৃত্তিরবসীয়তে তপস্বাৎ।
অর্কপত্রাঙ্কুরমাত্রমস্তরীক্ষগৃহীতকং।
কপিলা বিড়্যবমাত্রং মঞ্জুলং মরিচং জলং॥
কদলীফলমধ্যস্থ কণামাত্রমপক্ককং।
কুশমূলং যবমাত্রং স্বচ্ছায়া দ্বিগুণে ক্ষণে॥
ভক্ষ্যং মিতোদনং নক্তং শুদ্ধোপবসনং তথা।
একভক্তং ময়ূরাণ্ডপ্রমাণং ভোজনং মতং॥
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রস্থ কপিলা দুগ্ধভক্ষণং।
স্নাত্বা সম্পূজ্য মার্ত্তণ্ডং প্রাঙ্‌মুখো বায়ুমাশয়েৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘ-মাসের শুক্লাসপ্তমীর নাম মাকরী সপ্তমী। এই সপ্তমী তিথি সূর্য্যগ্রহণ তুল্য ফলপ্রদ। অরুণোদয় কালে এই সপ্তমী তিথিতে স্নান করিলে মহৎ ফল হইয়া থাকে। যদি অরুণোদয় কালে এই তিথিতে গঙ্গায় স্নান করা যায়, তাহা হইলে কোটি সূর্য্যগ্রহণ-কালীন ফল হয়।

এই সপ্তমী তিথি যদি পূর্ণা হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিনের অরুণোদয় কাল হইতে পরদিনের অরুণোদয় কাল পর্য্যন্ত ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বদিনের অরুণোদয় কালেই সপ্তমী-স্নান বিধেয়। প্রাতঃকালের চারিঘটিকাকে অরুণোদয় কাল কহে। এই কালই যতিদিগের স্নান সময়। আরও অন্যবচনে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বদিনের অরুণোদয়কাল পূর্ণ তিথিবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বদিনই কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহক, এবং পরদিনের অরুণোদয় কাল হইলে পরদিনই কর্ত্তব্য কর্ম্মের নির্ব্বাহক। এই অরুণোদয় কালে যদি তিথি মুহূর্ত্তের অন্যূনকালব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে তাহাতে স্নান করিবে। কারণ উদয়কালে যে তিথি এক ঘটিকা অর্থাৎ এক মুহূর্ত্তব্যাপিনী হইবে, সেই তিথিতেই ব্রত, উপবাস ও স্নানাদি হইবে।

"সূর্য্যগ্রহণতুল্যাহি শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং॥
মাঘে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তমী কোটিভাস্করা।
দদ্যাৎ স্নানার্ঘ্যদানাভ্যামায়ুরারোগ্যসম্পদঃ॥
অরুণোদয়বেলায়াং শুক্লা মাঘস্য সপ্তমী।
গঙ্গায়াং যদি লভ্যেত সূর্য্যগ্রহশতৈসমা॥
পূর্ণসপ্তম্যাং পূর্ব্বাপরয়োা যত্রারুণোদয়কালে সপ্তমী তত্র পূর্ব্বতৎকালে স্নানং।
চতস্রো ঘটিকাঃ প্রাতররুণোদয় উচ্যতে।
যতীনাং স্নানকালোঽয়ং গঙ্গাম্ভঃসদৃশঃ স্মৃতঃ॥
অত্রারুণোদয়কালে মুহূর্ত্তান্যূনতিথিলাভ এব স্নানং—
ব্রতোপবাসস্নানাদৌ ঘটিকৈকা যদা ভবেৎ।
উদয়ে সা তিথি গ্রাহ্যা শ্রাদ্ধাদাবস্তগামিনী॥
অত্র ঘটিকা মুহূর্ত্তঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মাঘমাসে প্রাতঃস্নানের বিধান আছে, ঐ বিধানানুসারে সপ্তমীস্নান সিদ্ধ। কিন্তু ঐ বিধানে সপ্তমী স্নান সিদ্ধ নহে, কেন না শাস্ত্রে সপ্তমীতে অরুণোদয়ের পৃথক্ স্নান করিবার বিধান দৃষ্ট হয়। মাঘমাসের প্রাতঃস্নানাপেক্ষা ইহা বিশেষ ফলজনক। যদি সমস্ত মাসের সঙ্কল্প করিয়া স্নান করা হয়, তাহা হইলেও এই দিনে পৃথক্ সঙ্কল্প করিয়া স্নান করিতে হইবে। প্রত্যহ স্নান জন্য ঐ সঙ্কল্পে সপ্তমীবিহিত স্নান সিদ্ধ হইবে না। সপ্তমী স্নানেরও একটু বিশেষ বিধান আছে। এই দিনে অরুণোদয় কালে যথাবিধানে সঙ্কল্প করিয়া সাতটী আকন্দের পাতা ও ৭টী কুলের পাতা মস্তকে রাখিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিতে হয়। মন্ত্র—

"ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মাকরী সপ্তমী মাঘ ও ফাল্গুন এই দুই মাসেই সম্ভব হয়। কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, মাঘী সপ্তমী মকর-রাশিগত সূর্য্যঘটিত মাসেরই সপ্তমী বলিয়া উহার নাম মাঘীসপ্তমী হইয়াছে। সুতরাং মাঘী সপ্তমী বিহিত স্নান করিবার কালে রাত্রির উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ মকররাশিস্থে ভাস্করে এইরূপ উল্লেখ করিয়া স্নান করিতে হইবে। ইহার উত্তরে স্মার্ত্ত বলিয়াছেন যে, এই স্নানে রাশির উল্লেখ হইবে না। মকর রাশিস্থ সূর্য্যাবচ্ছিন্ন মাসে সপ্তমী তিথি বলিয়া ইহার নাম মাকরী সপ্তমী

বা মাঘী সপ্তমী হয় নাই। কিন্তু সপ্তমী তিথিতে চন্দ্রমা মকরাকার প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ অর্দ্ধচন্দ্র হন বলিয়া তথাবিধ চন্দ্রমাঘটিত চান্দ্রমাসীয় সপ্তমীকে মাকরী সপ্তমী বলা হইয়াছে। আরও যে স্থলে তিথিবিহিত কার্য্য হইবে, সেইস্থলে চান্দ্রমাসেরই গ্রহণ জানিতে হইবে। চান্দ্রমাসানুসারে এই সপ্তমী মকর ও কুম্ভ এই দুই মাসেই সম্ভব।

এই সপ্তমীর অপর নাম রথ-সপ্তমী। কারণ আদি মন্বন্তরাতে এই সপ্তমী তিথিতে দিবাকরগণ রথ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এই জন্য ইহাকে রথসপ্তমী কহে। এই দিন স্নানদান বিশেষ পুণ্যজনক। এই তিথিতে স্নানের পর সূর্য্যদেবের উদ্দেশে অষ্টাঙ্গ অর্ঘ দিতে হয়। এই অর্ঘে ৮টী দ্রব্য থাকে। যথা—জল, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, তিল, তণ্ডুল, সর্ষপ, কুশাগ্র ও পুষ্প। কোন মতে পুষ্পের পরিবর্ত্তে মধু দিবার ব্যবস্থা আছে। সূর্য্যকে অর্ঘদানকালে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—

'জননী সর্ব্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥

প্রণাম মন্ত্র—সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥

এই অর্ঘে সবদর অর্কপত্র, দূর্ব্বা, অক্ষত ও চন্দন উক্ত অষ্টাঙ্গবিধ দ্বারা দিতে হয়।

"যস্মান্মন্বন্তরাদৌ চ রথমাপুর্দিবাকরাঃ।
মাঘমাসস্য সপ্তম্যাং তস্মাৎ সা রথসপ্তমী।
অরুণোদয়বেলায়াং তস্যাং স্নানং মহাফলং॥"
"অর্কপত্রৈঃ সবদরৈর্দূর্ব্বাক্ষতসচন্দনৈঃ।
অষ্টাঙ্গবিধিনা চার্ঘ্যং দত্বাদাদিত্যতুষ্টয়ে॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভাদ্র মাসের শুক্লা সপ্তমীকে ললিতা সপ্তমী বা কুক্কুটী সপ্তমী কহে। এই সপ্তমী তিথিতে নিয়মপূর্ব্বক স্নান করিয়া যে ব্যক্তি মণ্ডল মধ্যে অম্বিকার সহিত শিবের প্রতিকৃতি লিখিয়া পূজা করে, তাহার কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না।

"ভাদ্রে মাসি সিতে পক্ষে সপ্তম্যাং নিয়মেন যা।
স্নাত্বা শিবং লেখয়িত্বা মণ্ডলেতু সহাম্বিকাং।
পূজয়েচ্চ তদা তস্যাং দুষ্প্রাপ্যং নৈব বিদ্যতে।
ইদং কুক্কুটিব্রতমেন খ্যাতং।" (তিথিতত্ত্ব)

এইরূপে সপ্তমী তিথির ব্যবস্থা স্থির করিয়া স্নান-দান, ব্রত উপবাস প্রভৃতি করিতে হয়। কিন্তু সপ্তমী তিথিবিহিত শ্রাদ্ধস্থলে এই নিয়ম হইবে না, কারণ শ্রাদ্ধ মধ্যাহ্নে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রাদ্ধোচিত তিথি যে দিন পাওয়াছে, সেই দিনই শ্রাদ্ধাদির অনুষ্ঠান করিবে। তিথির কোন সময় পাইলে সেই দিন শ্রাদ্ধ হইবে। [শ্রাদ্ধ শব্দ দেখ।]

রঘুনন্দন যে কয়টি সপ্তমীর বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই মাত্র এইস্থলে লিখিত হইল। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড প্রভৃতিতে সপ্তমী ব্রতের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল ব্রতও এই ব্যবস্থানুসারে হইবে। [ব্রত দেখ।]

সপ্তমার্কব্রত (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ, সপ্তমী তিথিতে কর্ত্তব্য সূর্য্যদেবের উদ্দেশে ব্রতবিশেষ।

সপ্তরক্ত (ক্লী) সপ্তানাং রক্তানাং তবর্ণানাং সমাহারঃ। শরীরের রক্তবর্ণ ৭টী অবয়ব, শরীরের ৭টী স্থান রক্তবর্ণ হইলে তাহাকে সপ্তরক্ত কহে। হস্ত ও পদতল, নেত্রান্তর, অর্থাৎ চক্ষুর মধ্যভাগ, তালু, অধর, জিহ্বা ও নখ। সামুদ্রকে লিখিত আছে যে, শরীরের এই ৭টী অবয়ব রক্তবর্ণ হইলে সুলক্ষণ।

"পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তরনখানি চ।
তালুকাধরজিহ্বাশ্চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে॥" (সামুদ্রিক)

সপ্তর্চ্চ (ক্লী) সাতটী ঋক্‌। (অথর্ব্ব ১৯।২৩।৪)

সপ্তরত্নপদ্মবিক্রামিন্ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সপ্তরশ্মি (ত্রি) সপ্তসংখ্যক গায়ত্র্যাদি ছন্দোযুক্ত। "যুগস্ত্রিকশঃ সপ্তরশ্মিঃ" (ঋক্ ২।১৮।১) 'সপ্তরশ্মিঃ অশ্নুবতে ব্যাপ্নুবন্তি কর্ম্মাণীতি রশ্ময়শ্ছন্দাংসি, সপ্তসংখ্যাকানি গায়ত্র্যাদীনি ছন্দাংসি যস্য স তথোক্তঃ সপ্তরশ্মিঃ সপ্তরজ্জুঃ' (সায়ণ)। ২ সপ্তরজ্জুবিশিষ্ট।

সপ্তরাত্র (পুং) সপ্তাহঃ, সাতদিন।

"অনাতুরঃ সপ্তরাত্রমবকীর্ণি ব্রতং চরেৎ॥" (মনু ২।১৮৭)

সপ্তরাত্রিক (ক্লী) সপ্তরাত্র, সাতদিন।

সপ্তর্ষি (পুং) সপ্ত চাসৌ ঋষয়শ্চেতি। ব্রহ্মার মানস পুত্র ৭ জন ঋষি। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে লিখিত আছে যে আকাশ দিগ্‌ভাগে সর্ব্বোপরি সপ্তর্ষি মণ্ডল সংস্থিত, এই ৭জন ঋষি ব্রহ্মার মানস পুত্র, ইহাদের নাম মরীচি, অত্রি, পুলহ, পুলস্ত্য, ক্রতু, অঙ্গিরা ও বশিষ্ঠ, এই ৭ জনের যথাক্রমে সম্ভূতি, অনসূয়া, ক্ষমা, প্রীতি, সন্নতি, অরুন্ধতি ও লজ্জা এই সপ্ত স্ত্রী। ইঁহারা সকলে লোকজননী, ইঁহাদের তপস্যা দ্বারা লোকত্রয় অবস্থিত আছে। ইঁহারা সন্ধ্যাত্রয় উপাসনা ও গায়ত্রীজপতৎপর হইয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত অবস্থিত আছেন।

"সপ্তর্ষিমণ্ডলং তস্মাদ্ দৃশ্যতে সর্ব্বতোপরি।
তত্র সপ্তর্ষয়ঃ সন্তি বিনিযুক্তাঃ প্রজাসৃজা॥
মরীচিরত্রিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ ক্রতুরঙ্গিরাঃ।
বশিষ্ঠশ্চ মহাভাগ ব্রহ্মণো মানসাঃ সুতাঃ॥
সপ্ত ব্রাহ্মণ ইত্যে তে উচ্যন্তে ব্রহ্মবাদিভিঃ।
সম্ভূতিরনসূয়া চ ক্ষমা প্রীতিশ্চ সন্নতিঃ॥
অরুন্ধতিস্তথা লজ্জা তৎপত্ন্যো লোকমাতরঃ।
এতাসাং তপসা চৈতদ্ধার্য্যতে ভুবনত্রয়ং॥

সন্ধ্যাত্রয়মুপাসীনা গায়ত্রীজপতৎপরাঃ।
তস্মিন্ লোকে বসন্ত্যেতে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবাদিনঃ॥"
(পদ্মপু° স্বর্গখ° ১১ অ°)

প্রত্যেক মন্বন্তরে সপ্তর্ষি ভিন্ন ভিন্ন। হরিবংশে সপ্তর্ষিদিগের বিবরণ লিখিত আছে। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, ক্রতু, পুলস্ত্য ও বশিষ্ঠ এই ৭ জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইঁহারাই পৃথিবীর উত্তরদিকে অবস্থানপূর্ব্বক সপ্তর্ষি মণ্ডল নামে পরিচিত ও বিরাজিত রহিয়াছেন। এই সকল সপ্তর্ষি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ছিলেন। মনু চতুর্দ্দশ, সুতরাং সপ্তর্ষিও চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে ভিন্ন ভিন্ন। (হরিবংশ ৭অ°)

পুরাণসমূহে সপ্তর্ষির নামেরও কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে সপ্তর্ষিদিগের নামের বিবরণ এইরূপ—

১ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর—মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। ২ স্বারোচিষ মন্বন্তরে—ঊর্জ্জস্তম্ভ, প্রাণ, দত্তোলী, ঋষভ, নিশ্চর, চারু ও অর্বীর, ইহারা সপ্তর্ষি। ৩ উত্তম মন্বন্তরে—বশিষ্ঠের প্রমদ প্রভৃতি ৭ পুত্র সপ্তর্ষি ছিলেন। ৪ তামস মন্বন্তরে—জ্যোতির্ধামা, পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বলক ও পীবর। ৫ রৈবত মন্বন্তরে—হিরণ্যরোমা, বেদশ্রী, ঊর্দ্ধবাহু, বেদবাহু, সুধামা, পর্য্যন্য, ও বশিষ্ঠ। ৬ চাক্ষুষ মন্বন্তরে—সুমেধা, বিরজাঃ, হবিষ্মান্, উন্নত, মধু, অতিনামা ও সহিষ্ণু। ৭ বৈবস্বত মন্বন্তরে—কাশ্যপ, অত্রি, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ। ৮ সাবর্ণিক মন্বন্তরে—গালব, দীপ্তিমান্, পরশুরাম, অশ্বত্থামা, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও ব্যাস। ৯ দক্ষ-সাবর্ণিক মন্বন্তরে—মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল ও হব্যবাহন। ১০ ব্রহ্মসাবর্ণিক মন্বন্তরে—আপোভূতি, হবিষ্মৎ, সুকৃতি, সত্য, নাভাগ, অপ্রতিম, ও বাশিষ্ঠ। ১১ ধর্ম্ম-সাবর্ণিক মন্বন্তরে—হবিষ্মৎ, বরিষ্ঠ, আরুণি, নিশ্চর, অনঘ, বিষ্টি ও অগ্নিদেব। ১২ রুদ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে—দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোনিধি, তপোরতি ও তপোধৃতি। ১৩ দেবসাবর্ণিক মন্বন্তরে—ধৃতিমান্, অব্যয়, তত্ত্বদর্শী, নিরুৎসুক, নির্ম্মোহ, সুতপা ও নিষ্প্রকম্প। ১৪ ইন্দ্রসাবর্ণিক মন্বন্তরে—অগ্নীধ্র, অগ্নিবাহ, শুচি, মুক্ত, মাধব, শুক্র ও অজিত নামক ঋষিগণ সপ্তর্ষিরূপে পরিচিত ছিলেন। (মার্কণ্ডেয়পু°) বিষ্ণুপুরাণে ৩য় অংশে এই সপ্তর্ষিদিগের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কাশীখণ্ডে লিখিত আছে যে, শনি-লোকের ঊর্দ্ধে এবং ধ্রুবলোকের অধোদেশে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত।

জ্যোতিঃশাস্ত্রমতে সপ্তর্ষিমণ্ডল এখন মঘানক্ষত্রে অবস্থিত। এই সপ্তর্ষিমণ্ডলের সহিত বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীও বিরাজিত আছেন। [সংবৎসর দেখ।]

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রতিদিন স্নান বা সন্ধ্যার পর এই সপ্তর্ষিদিগের উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। দেবতর্পণের পরই এই ঋষিতর্পণ বিধেয়। তর্পণস্থলে যে সপ্তর্ষির বিষয় লিখিত হইয়াছে, তাহারা ৭ জন নহে, দশ জন। মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, বশিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ এই দশজন ঋষি সপ্তর্ষি বলিয়া পরিগণিত। এই দশজনের উদ্দেশেই তর্পণ করিতে হয়। সপ্তচাসৌ ঋষয়শ্চেতি, এই সমাস বাক্যে ৭ জন ঋষি হওয়াই উচিত। সেই জন্য ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে যে, পঞ্চাম্র, সপ্তর্ষি প্রভৃতি শব্দ সপ্ত সংখ্যার বোধক না হইলেও উহাতে দোষ হইবে না।

"মরীচিমত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং।
প্রচেতসং বশিষ্ঠঞ্চ ভৃগুং নারদমেব চ॥
দেবান্ সর্ব্বানৃষীন্ সর্ব্বাংস্তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

সপ্তর্ষিক (পুং) সপ্তর্ষি স্বার্থে কন্। সপ্তর্ষি শব্দার্থ।

সপ্তর্ষিচার (পুং) সপ্তর্ষীণাং চারঃ। সপ্তর্ষিদিগের বিচরণ। বরাহের বৃহৎসংহিতায় সপ্তর্ষিদিগের গতির বিষয় এইরূপে লিখিত আছে যে, উত্তরদিকে সপ্তর্ষিমণ্ডল অবস্থিত। রাজা যুধিষ্ঠির যখন পৃথিবী শাসন করিতেন, সেই সময় এই সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে অবস্থিত ছিলেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল এক একটী নক্ষত্রে একশত বৎসর করিয়া বিচরণ করেন। উত্তরপূর্ব্বদিকে এই সপ্তর্ষিমণ্ডল অরুন্ধতীর সহিত উদিত হন। এই সপ্তর্ষি মণ্ডলের পূর্ব্বভাগে মরীচি, মরীচির পশ্চিমে বশিষ্ঠ, তৎপরে অঙ্গিরা, তদনন্তর অত্রি, এবং তাঁহাদের নিকটে পুলস্ত্য, পুলহ ও ক্রতু যথাক্রমে পূর্ব্বাদি দিকে অবস্থিত। তন্মধ্যে সাধ্বী অরুন্ধতী বশিষ্ঠ দেবকে আশ্রয় করিয়া আছেন। এই সপ্তর্ষিমণ্ডল যদি উল্কা, অশনি বা ধূমাদি দ্বারা হত, বিবর্ণ, জ্যোতির্বিহীন অথবা হ্রস্ব হইলে নানাবিধ অমঙ্গল হইয়া থাকে। বিপুল ও স্নিগ্ধ হইলে জগতের শুভ হয়।

মরীচি যদি কোনরূপে পীড়িত হন, তাহা হইলে, গন্ধর্ব্ব, দেব, দানব, মন্ত্রৌষধি, সিদ্ধ, যক্ষ, নাগ ও বিদ্যাধরগণের পীড়াকর হয়। বশিষ্ঠ অভিহত হইলে শাক, যবন, দরদ, পারত, কাম্বোজ ও বনবাসী তাপসগণের অনিষ্ট, এবং কিরণশালী হইলে উহাদের উপচয় হইয়া থাকে। অঙ্গিরা উপহত হইলে জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি, এবং ব্রাহ্মণ সকল বিনষ্ট হয়। অত্রির ব্যাঘাতে বন ও জলজাত দ্রব্য সকল এবং জলনিধি ও সরিৎ বিলুপ্ত হয়। পুলস্ত্যের ব্যাঘাত হইলে রক্ষঃ, পিশাচ, দানব, দৈত্য ও ভুজঙ্গগণ, পুলহের ব্যাঘাতে মূল ও ফল এবং ক্রতুর বিঘ্ন হইতে যাজ্ঞিকগণের বিঘ্ন হইয়া থাকে।

(বৃহৎসংহিতা ১৩ অ°)

সপ্তমিজ্ঞ (পুং) বৃহস্পতিগ্রহ।

সপ্তর্ষিতা (স্ত্রী) সপ্তর্ষি নক্ষত্রযুক্তা।

সপ্তল (পুং) পাণিন্যুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৪। ১। ৯৯)

সপ্তলা (স্ত্রী) সপ্তলাতীতি লা-ক। নবমালিকা। (অমর) ২ চর্ম্মকষা। ৩ গুঞ্জা। ৪ পাটলা। (মেদিনী) ৫ অরণ্যরীঠা করঞ্জ।

সপ্তলিকা (স্ত্রী) সপ্তলা।

সপ্তবতী (স্ত্রী) নদীভেদ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, এই নদী ভারতবর্ষে অবস্থিতা এবং মহানদী, এই নদীতে স্নান পুণ্যজনক। (ভাগবত ৫।১৯।১৭)

সপ্তবধ্রি (ত্রি) বন্ধনভূত ধাতু।

"নাধমান ঋষিভীতঃ সপ্তবধ্রিঃ কৃতাঞ্জলিঃ।" (ভাগবত ৩।৩১।১)

'সপ্তবধ্রিঃ সপ্তবধ্রয়ঃ বন্ধনভূতা ধাতবো যস্য সঃ' (স্বামী)

(পুং) ১ ঋষি। "হব' সপ্তবধ্রিঞ্চ মুঞ্চতং" (ঋক্ ৫।৭৮।৫) 'সপ্তবধ্রিং নামৃষিং' (সায়ণ)

সপ্তবর্গ (পুং) সাতটী দল।

সপ্তবর্ম্মন্ (পুং) একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। (তারনাথ)

সপ্তবার (পুং) রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি এই ৭টী বার। এই সপ্ত বারের মধ্যে সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্র এই চারিটী বার শুভ, তদ্ভিন্ন অশুভ। ২ গরুড়ের পুত্রভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব)

সপ্তবিংশ (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ। ২৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশক (ত্রি) সপ্তবিংশ-স্বার্থে কন্। সপ্তবিংশ শব্দার্থ।

সপ্তবিংশতি (স্ত্রী) সপ্তাধিকাঃ বিংশতয়ঃ। সপ্ত অধিক বিংশতি সংখ্যা, ২৭ সংখ্যা।

সপ্তবিংশতিক (ত্রি) সপ্তবিংশতি-স্বার্থে কন্। সপ্তবিংশতি শব্দার্থ।

সপ্তবিংশতিগুগ্গুলু (পুং) ভগন্দর রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ, চিতামূল, শটী, এলাইচ, পিপুলমূল, হবুষা, দেবদারু, ধনে, ভেলা, চই, রাখাল-শসার মূল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, বিট্‌লবণ, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সৈন্ধবলবণ, ও গজপিপুল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক এক তোলা, এবং গুগ্গুলু ২৪ তোলা, প্রথমে গুগ্গুলু ঘৃতে মাড়িয়া পশ্চাৎ তাহার সহিত অন্য সমস্ত চূর্ণ মর্দ্দন করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। এই ঔষধের মাত্রা এক তোলা, অনুপান মধু। ঔষধ সেবনের পর অর্দ্ধসিদ্ধ জল শীতল হইলে পান করা কর্ত্তব্য। ইহা সেবন করিলে অর্শ, ভগন্দর, শ্বাস, কাস, শোথ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সপ্তবিংশতিতম (ত্রি) সপ্তবিংশতি-তমপ্। সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশতিম (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যার পূরণ, ২৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তবিংশিন্ (ত্রি) সপ্তবিংশতি সংখ্যাবিশিষ্ট।

সপ্তবিদারু (পুং) বৃক্ষভেদ।

সপ্তবিধ (ত্রি) সপ্তবিধা যস্য। সপ্ত প্রকার, সাত রকম।

সপ্তশত (ত্রি) সাত শত, ৭০০।

সপ্তশতিকা (স্ত্রী) সপ্তশতী শব্দার্থ।

সপ্তশতী (স্ত্রী) সপ্তানাং শতানাং সমাহারঃ (দ্বিগোঃ। পা ৪।১।২১) ইতি ঙীপ্। সপ্তশতিকা; সপ্তশত শ্লোকাত্মক দেবীমাহাত্ম্য, চণ্ডী সাতশত শ্লোকে নিবদ্ধ এই জন্য উহাকে সপ্তশতী কহে।

"অর্গলং কীলকঞ্চাদৌ পঠিত্বা কবচং ততঃ।
জপেৎ সপ্তশতীং চণ্ডীং ক্রমএষ শিবোদিতঃ॥" (অর্গলস্তোত্র)

সাত শত শ্লোকাদি দ্বারা নিবদ্ধ হইলেই তাহাকে সপ্তশতী বলা যায়। ভগবদ্গীতাকেও সপ্তশতী বলা যাইতে পারে। কারণ গীতাও ৭০০ শত শ্লোকে নিবদ্ধ।

সপ্তশতী, বঙ্গদেশস্থ ব্রাহ্মণ শ্রেণী বিশেষ। গৌড়রাজ আদিশূর কর্ত্তৃক বঙ্গদেশে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়নের পূর্ব্বে এখানে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহারা সপ্তশতী নামে অভিহিত। ইঁহাদিগের সপ্তশতী আখ্যা সম্বন্ধে কুলগ্রন্থে নানা কিংবদন্তী আছে। [কুলীন, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শব্দ দেখ।]

সপ্তশলাক (পুং) সপ্ত শলাকাঃ তদ্বৎ রেখা যত্র। চক্রবিশেষ, সপ্তশলাকচক্র। ইহা বিবাহের শুভাশুভ দিন জ্ঞানার্থ তির্য্যগূর্দ্ধ সপ্ত রেখাবিশিষ্ট চক্র। বিবাহের দিন স্থির করিতে হইলে প্রথমে সপ্তশলাকা বেধ আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, কারণ সপ্তশলাকায় বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ। জ্যোতিঃশাস্ত্রে এই চক্র এবং ইহার ফলাদির বিষয় এইরূপ লিখিত হইয়াছে, উত্তরে ও দক্ষিণে ৭টী রেখা এবং পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ৭টী রেখা অঙ্কিত করিতে হইবে। পরে উত্তর দিকের প্রথম রেখা হইতে আরম্ভ করিয়া কৃত্তিকাদি করিয়া অভিজিতের সহিত অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র বসাইতে হইবে। ২৭টী নক্ষত্র এবং অভিজিৎ নক্ষত্র এই ২৮ নক্ষত্র, তির্য্যগূর্দ্ধ ৭টী রেখার চারিদিকে সাতটী করিয়া নক্ষত্র বসাইলে ২৮টী নক্ষত্র বসান হইবে। এইরূপে নক্ষত্র সকল বিন্যাস করিয়া সপ্তশলাকা বেধ হয় কি না তাহা দেখিতে হইবে। যে নক্ষত্রে বিবাহ হইবে, তাহাতে কিংবা তদ্রেখার সম্মুখবর্ত্তী নক্ষত্রে চন্দ্র ভিন্ন যদি কোন গ্রহ থাকেন, তাহা হইলে সপ্তশলাকা বেধ হয়। ইহাতে বিবাহ বিশেষ নিষিদ্ধ। যদি কেহ এই সপ্তশলাকায় বিবাহ দেয়, তাহা হইলে বিবাহিতা

নারী সেই রাত্রিতেই বিবাহের রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্বামীর মুখানল করিবার জন্য শ্মশানে গমন করে। সুতরাং বিবাহের দিনে সপ্তশলাকা বেধ আছে কি না, তাহা বিশেষ করিয়া দেখা আবশ্যক।

উত্তরাষাঢ়ার শেষ পঞ্চদণ্ড এবং শ্রবণার প্রথম চারিদণ্ডকে অভিজিৎ কহে। এই অভিজিতের সহিত রোহিণী নক্ষত্রের বেধ, অর্থাৎ অভিজিৎ নক্ষত্রে যদি বিবাহ হয় এবং ঐ দিন রোহিণী নক্ষত্রে যদি চন্দ্র ভিন্ন অন্য কোন গ্রহ থাকে, তাহা হইলে ঐ দিন সপ্তশলাকা বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এইরূপ কৃত্তিকার সহিত শ্রবণার বেধ, মৃগশিরার সহিত উত্তরাষাঢ়ার বেধ, মঘার সহিত ভরণীর বেধ, এবং পূর্ব্বফল্গুনীর সহিত অশ্বিনীর বেধ জানিতে হইবে। নিম্নে সপ্তশলাকচক্র অঙ্কিত হইল, উহাতে যে সকল নক্ষত্রের অঙ্ক সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা দ্বারা সহজেই বেধ নক্ষত্র স্থির করা যাইবে।

সপ্তশলাকচক্র

৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯

২ — ১০
১ — ১১
২৭ — ১২
২৬ — ১৩
২৫ — ১৪
২৪ — ১৫
২৩ — ১৬

২২ ০ ২১ ২০ ১৯ ১৮ ১৭

একটী ঘরে যে শূন্য বসান হইয়াছে, উহা অভিজিতের অঙ্ক জানিতে হইবে। ঐ সকল নক্ষত্রের অঙ্ক দেখিয়া সহজেই সপ্ত শলাকা জানা যাইবে। যুতবেধ, যামিত্রবেধ প্রভৃতিতেও বরং বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সপ্তশলাকায় বিবাহ কখনই দিবেনা, ইহা বিশেষ নিষিদ্ধ।

"কৃত্তিকাদি চতুঃসপ্তরেখারাশৌ পরিভ্রমন্।
গ্রহশ্চেদেকরেখাস্থো বেধঃ সপ্তশলাকজঃ ॥
সপ্ত সপ্ত বিলিখেৎ প্ররেখিকা স্তির্য্যগূর্দ্ধমত কৃত্তিকাদিকং।
লেখয়েদভিজিতাসমন্বিতং চৈকবেধগথগেন বিধ্যতে ॥
বৈশ্বস্য চতুর্থে হংশে শ্রবণাদৌ লিপ্তিকা চতুষ্কে চ।
অভিজিতস্থে খেচরে বিজ্ঞেয়া রোহিণী বিদ্ধা ॥
যস্যাঃ শশী সপ্তশলাকভিন্নঃ পাপৈরপাপৈরথবা বিবাহে।
রক্তাংশুকেনৈবতু রোদমানা শ্মশানভূমিং প্রমদা প্রযাতি ॥"
(জ্যোতিঃসারস°)

সপ্তশিরা (স্ত্রী) সপ্তশিরা যস্যাঃ। নাগবল্লীলতা। (রাজনি°)

সপ্তশিব (ত্রি) সপ্তলোকে শিবকর, সপ্তলোকের মঙ্গলকর। "সপ্তশিবাসু মাতৃষু" (ঋক্ ১।১৪১।২) 'সপ্তশিবাসু সপ্তলোক-শিবকরীষু মাতৃস্থানীয়াসু হিতকরীষু।' (সায়ণ)

সপ্তশীর্ষন্ (ত্রি) সপ্তশীর্ষবিশিষ্ট।

সপ্তষষ্ঠ (ত্রি) সপ্তষষ্টি সংখ্যার পূরণ। ৬৭ সংখ্যা।

সপ্তষষ্টি (স্ত্রী) সপ্তাধিক ষষ্টি সংখ্যা, ৬৭ সংখ্যা।

সপ্তষষ্টিতম (ত্রি) সপ্তষষ্টি সংখ্যার পূরণ। ৬৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্তক (ত্রি) ঊনপঞ্চাশত সংখ্যা। (রামা° ৩।৫৩।৪১)

সপ্তসপ্ততি (ত্রি) সপ্ত সপ্ততি সংখ্যার পূরণ। ৭৭সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্ততিতম (ত্রি) ৭৭ সংখ্যার পূরণ।

সপ্তসপ্তি (পুং) সপ্তসপ্তয়ো ঘোটকা যস্য। সূর্য্য, সপ্তাশ্ব। (হেম)

সপ্তসমুদ্র (পুং) দধি, দুগ্ধ প্রভৃতি ৭টী সাগর।

সপ্তসমুদ্রবৎ (ত্রি) সপ্তসমুদ্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সপ্ত-সমুদ্রবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্তসমুদ্রবতী,সপ্তসাগরবিশিষ্টা পৃথিবী। (ভাগবত ৫।৬।১৩)

সপ্তসাগর (পুং) ১ সপ্তসমুদ্র। ২ সপ্ত-সাগরা ইব কুণ্ডালি যত্র। মহাদানবিশেষ। তুলা-পুরুষাদির ন্যায় একটী মহাদান। ৭টী কুণ্ড করিয়া ঐ সকল কুণ্ডে লবণ, ঘৃত, ও গুড় প্রভৃতি পূর্ণ করিয়া উহা দান করিতে হয়। মৎস্যপুরাণে এই দানের বিবরণ আছে। যিনি এই দান করেন, তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে কোন পুণ্য দিনে এই দান করা যাইতে পারে। এই দান করিতে হইলে দিন স্থির করিয়া ব্রাহ্মণকে আমন্ত্রণ করিবে। যে দিন এই দান হইবে, সেই দিন সুবর্ণ-নির্ম্মিত ৭টী কুণ্ড প্রস্তুত করিতে হইবে, এই সকল কুণ্ড প্রাদেশ বা অরত্নি মাত্র হইবে, ইহার ওজন ৫ পলের ঊর্দ্ধ হওয়া আবশ্যক। এই সকল কুণ্ড কৃষ্ণাজিনের উপর তিল ছড়াইয়া দিয়া তাহার উপর রাখিতে হইবে। প্রথম কুণ্ড লবণ, দ্বিতীয় কুণ্ড দুগ্ধ, তৃতীয় ঘৃত, চতুর্থে গুড়, পঞ্চম দধি, ষষ্ঠ শর্করা এবং সপ্তমকুণ্ড তীর্থজল দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎপরে প্রথম কুণ্ড মধ্যে কাঞ্চনানির্ম্মিত ব্রহ্মা, দ্বিতীয়ে কেশব, তৃতীয়ে মহেশ্বর, চতুর্থে ভাস্কর, পঞ্চম কুণ্ডে ইন্দ্র, ষষ্ঠে লক্ষ্মী এবং সপ্তম কুণ্ডে তীর্থজল মধ্যে পার্ব্বতী প্রতিমা স্থাপন করিবে। পরে এই সকল কুণ্ডমধ্যে সর্ব্বরত্ন ও ধান্য ছড়াইয়া দিতে হয়। তাহার পর তুলা-পুরুষের বিধানানুসারে লোকেশাদির আবাহন করিয়া বারুণ-হোম করিবে। তৎপরে ঐ সকল কুণ্ড তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দান করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"নমো বঃ সর্ব্বসিন্ধুনাং আধারেভ্যঃ সনাতনাঃ।
জন্তুনাং প্রাণদেভ্যশ্চ সমুদ্রেভ্যো নমো নমঃ ॥

ক্ষীরোদকাজ্যদধিমাধবলাবণেক্ষু-

সারামৃতেন ভুবনত্রয়জীবসজ্ঘান্।

আনন্দয়ন্তি বসুভিশ্চ যতো ভবন্ত

স্তস্মান্মমাপ্যঘবিঘাতমলং বিদধ্বং ॥" (মৎস্যপু° ২৮১ অ°)

এই সকল শ্লোক পাঠ করিয়া দান বিধানানুসারে দান করিবে। যথাবিধানে এই দান করিলে সকল প্রকার পাতক বিনষ্ট হয়। পিত্রাদি কুল উদ্ধার এবং অন্তে অক্ষয় হরির পদ লাভ হয়।*

সপ্তসূ (স্ত্রী) সপ্ত সূতে ইতি সূ-ক্বিপ্। সপ্তপুত্র-প্রসূতা, যিনি ৭টী পুত্র বা কন্যা প্রসব করিয়াছেন। পর্য্যায়—সুত-বস্করা।

সপ্তস্পর্দ্ধা (স্ত্রী) নদীভেদ। (গো° রামা° ২।৭৩।১২)

সপ্তস্রোতস্ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। ভাগবতে লিখিত আছে যে, গঙ্গাদেবী সপ্তর্ষিদিগের প্রীতির জন্য নিজ স্রোতকে ৭ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি তদবধি সপ্তস্রোতঃ নামে অভিহিত হইতেন।

"স্রোতোভিঃ সপ্তভির্যা বৈ স্বর্ধুনী সপ্তধা ব্যধাৎ।

সপ্তানাং প্রীতয়ে নানা সপ্তস্রোতঃ প্রচক্ষতে ॥"(ভাগ° ১।১৩।৫২)

সপ্তস্বসৃ (ত্রি) গায়ত্রী প্রভৃতি ৭টী ছন্দ যাহার স্বসৃস্বরূপ হইয়াছে বা গঙ্গাদি ৭টী নদী যাহার স্বসা। "প্রিয়া প্রিয়াসু সপ্তস্বসা সুজুষ্টা" (ঋক্ ৬।৬১।১০) 'সপ্তস্বসা গায়ত্র্যাদীনি সপ্ত ছন্দাংসি স্বসারো যস্যা স্তাদৃশী, নদীরূপায়াস্ত গঙ্গাদ্যাঃ সপ্তনদ্যঃ স্বসারঃ।' (সায়ণ)

সপ্তহ (ক্লী) সামভেদ।

সপ্তহন্ (ত্রি) সপ্ত হন্তি হন্-ক্বিপ্। সপ্তসংখ্যক পুরের হন্তা, নমুচি প্রভৃতি সপ্তসংখ্যক অসুরবিনাশক। "অহং সপ্তহা নহুষো নহুষ্টরঃ" (ঋক্ ১০।৪৯।৮) 'সপ্তহা সপ্তসংখ্যাকানাং পুরাং শত্রূণাং বা হন্তা, বা সপ্ত নমুচ্যাদীন্ হতবান্' (সায়ণ)

সপ্তহোতৃ (ত্রি) সপ্তহোতৃবিশিষ্ট অগ্নি, যে অগ্নিতে ৭ জন বসিয়া হোম করে, তাহাকে সপ্তহোতা কহে। "প্রসপ্তহোতা সনকাদরোচত" (ঋক্ ৩।২৯।১৪) 'সনাতনোঽগ্নিঃ সপ্তহোতা সপ্তহোতারো হোত্রকা যস্যাসৌ' (সায়ণ)

সপ্তাংশুপুঙ্গব (পুং) সপ্তভিরংশুভিঃ পুঙ্গব ইব শ্রেষ্ঠত্বাৎ। শনিগ্রহ। (জটাধর)

সপ্তাক্ষর (ত্রি) সপ্ত অক্ষরাণি যস্য। সাতটী অক্ষরবিশিষ্ট, সপ্তাক্ষর মন্ত্র, যে মন্ত্রে ৭টী অক্ষর আছে।

সপ্তাগারম্ (অব্য°) সপ্ত প্রকোষ্ঠে। সাতটী ঘরে।

সপ্তাঙ্গ (ত্রি) সপ্ত অঙ্গানি যস্য। সাতটী অঙ্গবিশিষ্ট রাজ্য মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা, অমাত্য, পুর, রাষ্ট্র, কোষ, দণ্ড, এবং সুহৃদ্ এই ৭টী রাজ্যের অঙ্গ; এই জন্য রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ কহে। প্রকৃতি পদবাচ্য এই সপ্তাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গের বিনাশরূপ ব্যসন অতি ভয়ানক জানিতে হইবে। যেমন যতিদিগের ত্রিদণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ডের প্রাধান্য নাই, তদ্রূপ ঐ সপ্তাঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গেরই ইতরবিশেষ নাই। উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যকারী। তবে যখন যে অঙ্গ দ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সেই কার্য্য সম্বন্ধে সেই অঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

"স্বাম্যমাত্যৌ পুরং রাষ্ট্রং কোশদণ্ডৌ সুহৃত্তথা।

সপ্ত প্রকৃতয়ো হ্যেতাঃ সপ্তাঙ্গং রাজ্যমুচ্যতে ॥

সপ্তানাং প্রকৃতীনান্তু রাজ্যস্যাসাং যথাক্রমং।

পূর্ব্বং পূর্ব্বং গুরুতরং জানীয়াদ্ব্যসনং মহৎ ॥

সপ্তাঙ্গস্যেহ রাজ্যস্য বিষ্টব্ধস্য ত্রিদণ্ডবৎ।

অন্যোন্যগুণবৈশেষ্যান্ন কিঞ্চিদতিরিচ্যতে ॥"(মনু ৯।২৯৪-২৯৬)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে, রাজা, অমাত্য অর্থাৎ মন্ত্রী ও পুরোহিতাদি, ব্রাহ্মণাদি প্রজা, দুর্গ, কোষাগার, হস্ত্যশ্বরথ পদাতি এই চতুরঙ্গ সৈন্য, এবং মিত্র এই ৭টী রাজ্যের মূল, এই হেতু রাজ্যের নাম সপ্তাঙ্গ। (১।৩৫২) [রাজ্য দেখ]

সপ্তাঙ্গগুগ্গুলু (পুং) ব্রণশোথাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ২ তোলা, শোধিত গুগ্গুলু ১৪ তোলা, এই সকল দ্রব্য ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া স্নিগ্ধ ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। ইহার মাত্রা ১ তোলা, অনুপান উষ্ণ জল। আহারের পরে এই ঔষধ সেবনীয়। এই ঔষধ সেবন করিলে দুষ্ট ব্রণ, অপচী, মেহ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° ব্রণশোথাধি°)

* "অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি মহাদানমনুত্তমং।

সপ্তসাগরকং নাম সর্ব্বপাপবিনাশনং ॥

পুণ্যং দিনং যথ সাধ্য কৃত্বা ব্রাহ্মণবাচনং।

তুলাপুরুষবৎকুর্য্যাৎ লোকেশাবাহনং বুধঃ ॥

ঋত্বিগ্মণ্ডপসম্ভারভূষণাচ্ছাদনাদিকম্।

কারয়েৎ সপ্তকুণ্ডানি কনকানি বিচক্ষণঃ ॥

প্রাদেশমাত্রাণি তথারত্নিমাত্রাণি বা পুনঃ।

কুর্য্যাৎ সপ্তপলাদূর্দ্ধমাসহস্রাচ্চ শক্তিতঃ ॥

সংস্থাপ্যানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণাজিনতিলোপরি।

প্রথমং পূরয়েৎ কুণ্ডং লবণেন বিচক্ষণঃ ॥

দ্বিতীয়ং পয়সা তদ্বৎ তৃতীয়ং সর্পিষা পুনঃ।

চতুর্থন্তু গুড়েনৈব দধ্না পঞ্চমমেব চ।

ষষ্ঠং শর্করয়া তদ্বৎ সপ্তমং তীর্থবারিণা।

স্থাপয়েল্লবণস্যান্তে ব্রহ্মাণং কাঞ্চনং শুভং।

কেশবং ক্ষীরমধ্যেতু ঘৃতমধ্যে মহেশ্বরং ॥

ভাস্করং গুড়মধ্যেতু দধি মধ্যে সুরাধিপং।

শর্করায়াং ন্যসেল্লক্ষ্মীং জলমধ্যেতু পার্ব্বতীং ॥" (মৎস্যপু° ২৮১ অ°)

সপ্তাত্মন্ (ত্রি) সপ্ত আত্মাবিশিষ্ট। সপ্ত প্রকৃতিবান্।

সপ্তাদ্রি (পুং) সপ্ত সপ্ত সংখ্যকাঃ অদ্রয়ঃ। সপ্ত পর্ব্বত, মহেন্দ্র প্রভৃতি ৭টী কুলাচল।

সপ্তামৃতলোহ (ক্লী) শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—যষ্টি মধু, ত্রিফলা, প্রত্যেক এক এক ভাগ, লৌহচূর্ণ ৪ ভাগ, এই সমুদয় উপযুক্ত পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন করিয়া লইবে। অনুপান গব্য দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবনে অষ্টবিধ শূল, অম্লপিত্ত প্রভৃতি রোগ প্রশমিত হয়।

ভৈষজ্যরত্নাবলীতে নেত্ররোগাধিকারেও এই ঔষধের ব্যবস্থা আছে। সায়ংকালে মধুর সহিত সেবন করিলে তিমির, রাত্র্যন্ধতা, পটল ও কাচ প্রভৃতি চক্ষুরোগ ও অন্যান্য বিবিধ পীড়া নিবারিত হইয়া বলবীর্য্যাদি বৃদ্ধি হয়।

সপ্তার্চ্চিস্ (পুং) সপ্তঅর্চ্চাংসি যস্য। ১ অগ্নি। ২ চিত্রক বৃক্ষ। ৩ শনিগ্রহ। (হেম) (ত্রি) ৪ ক্রূর চক্ষুবিশিষ্ট। (মেদিনী)

সপ্তার্ণব (পুং) সপ্ত সমুদ্র, দধি দুগ্ধ প্রভৃতি ৭টী সাগর।

সপ্তাশ্র (ত্রি) সপ্তকোণবিশিষ্ট। সপ্তকোণাকার।

সপ্তাশ্ব (পুং) সপ্ত অশ্বা যস্য। ১ সূর্য্য। ২ অর্ক বৃক্ষ। ৩ সপ্ত সংখ্যক অশ্বযুক্ত। ৪ সপ্ত সংখ্যক অশ্ব। "আ সূর্য্যো যাতু সপ্তাশ্বঃ ক্ষেত্রং" (ঋক ৪।৫৫।৯) 'সপ্তাশ্বঃ সর্পণস্বভাবাশ্বো-পেতঃ সপ্তসংখ্যকাশ্বো বা' (সায়ণ)

সপ্তাশ্ববাহন (পুং) সপ্ত অশ্ব বাহনাস্য। সূর্য্য।

"লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ ॥ (সূর্য্যস্তব)

সপ্তাষ্ট (ত্রি) সপ্ত বা অষ্ট।

সপ্তাস্য (ত্রি) সপ্ত সংখ্যক ছন্দোময় মুখবিশিষ্ট।

"সপ্তাস্য স্তুবিজাতো রবেণ" (ঋক্ ৪।৫০।৪)
সপ্তাস্যঃ সপ্তছন্দোময় মুখঃ' (সায়ণ) ২ সপ্ত মুখবিশিষ্ট।

সপ্তাহ (পুং) সাতদিন।

সপ্তি (পুং) ষপ সমবায়ে 'সপি নসি বসি পদিভ্যস্তিপ্' ইতি শ্রীভোজদেবঃ। বা সপতি সম্রমেষু সহসামেবৈতি গতিকর্ম্মণো বা সপ্তিঃ। সপতেস্পর্শার্থাৎ ইতি মাধবঃ, সৃপি গতৌ অস্মাদ্বা-তিপ্রত্যয়ে গুণে চ রেফলোপো বাহুলকাৎ সপতি সপ্তিঃ ইতি নিঘণ্টুটীকায়াং দেবরাজযজ্বা (১।১৪।৫) অশ্ব। (অমর)

সপ্তিতা (স্ত্রী) সপ্তির ভাব বা ধর্ম্ম। দ্রুতগামীত্ব।

সপ্তিন্ (ত্রি) সপ্তসংখ্যাবিশিষ্ট। সপ্তসংখ্যাযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সপ্তিনী=বাজিনী। (লাট্যা° ২।৭।২৬)

সপ্তিবৎ (ত্রি) সর্পণযুক্ত, শীঘ্রগমন সমর্থ।

"নাধাঃ সপ্তীবন্ত ঃবৈঃ" (ঋক্ ১০।৬।৬) 'সপ্তীবন্তঃ সর্পণ-বন্তঃ শীঘ্রগমনসমর্থাঃ' (সায়ণ)

সপ্তোৎসাদ (ত্রি) সপ্তাংশে খণ্ডিত দেহ।

সপ্ত্য (ক্লী) সর্পণীয়, গমনযোগ্য। "বরুণস্য সপ্ত্যং সাহ গোপা" (ঋক্ ৮।৪১।৪) 'সপ্ত্যং অশ্বাভিশ্চ সর্পণীয়ং' (সায়ণ)

সপ্রকারক (ত্রি) বিভিন্ন প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারবিশিষ্ট।

সপ্রজ (ত্রি) প্রজয়া সহ বর্ত্তমানঃ। প্রজার সহিত বর্ত্তমান, সন্ততিবিশিষ্ট, প্রজাযুক্ত। (ভাগবত ৯।১৮।৩১)

সপ্রজস্ (ত্রি) প্রজাযুক্ত। পুত্রবান্। (কৌশী° ৩)

সপ্রজাপতিক (ত্রি) প্রজাপতির সহিত বর্ত্তমান, প্রজাপতি-যুক্ত, প্রজাপতিবিশিষ্ট।

সপ্রণয় (ত্রি) প্রণয়ের সহিত।

সপ্রথস্ (ত্রি) গমনযুক্ত, গতিবিশিষ্ট। "নঃ শর্ম্ম সপ্রথঃ" (ঋক্ ১।২২।১৫) 'সপ্রথঃ, প্রথ প্রস্থানে অসুন্, প্রথসা-সহ বর্ত্ততে ইতি তেন সহেতি তুল্যযোগে সমাসঃ' (সায়ণ)

সপ্রভ (ত্রি) প্রভা বা দীপ্তিবিশিষ্ট।

সপ্রভত্ব (ক্লী) দীপ্ত। ঔজ্জ্বল্য। (বাগ্‌ভট ১।৭।১১)

সপ্রভাব (ত্রি) প্রভাবের সহিত বিদ্যমান। পরাক্রমশীল, বলযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সপ্রভৃতি (ত্রি) সমান প্রভৃতি।

সপ্রবাদ (ত্রি) প্রবাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রবাদযুক্ত, প্রবাদ-বিশিষ্ট।

সপ্রসব (ত্রি) প্রসবযুক্ত, প্রসবের সহিত বর্ত্তমান।

সপ্রাণ (ত্রি) প্রাণযুক্ত, প্রাণবিশিষ্ট, জীবিত। (ভাগ° ৮।২।২৮_

সপ্রায় (ত্রি) একপ্রকার, একজাতীয়। (লাট্যা° ৬।৯।১২)

সপ্রেমন্ (ত্রি) প্রেম বা বন্ধুত্বযুক্ত।

সপ্সর (ত্রি) ১ সমানরূপ। ২ হিংসক। (সায়ণ ঋক্ ১ ৬৮।৯)

সফ (পুং) ১ বাসিষ্ঠগোত্রীয় বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ ভিন্ন ভিন্ন সামভেদ।

সফর্ (আরবী) ১ ভ্রমণ। ২ জলযাত্রা।

সফর (পুং) মৎস্যবিশেষ, পুটী মাছ, শফরী। এই শব্দ তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়।

সফরি-আম (আরব) পেয়ারা। (Poidium pyriferum)

সফরি-কুমড়া (আরবী) কুষ্মাণ্ডভেদ, একপ্রকার কুমড়া।

সফরী (স্ত্রী) সফর-ঙীষ্। মৎস্যবিশেষ। পুটী মাছ।

"অগাধজলসঞ্চারী রোহিতোহপি স্থিরায়তে।
গণ্ডূষজলমাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে ॥" (উদ্ভট)

সফল (ত্রি) ফলেন সহ বর্ত্তমানঃ। ফলের সহিত বর্ত্তমান, ফলবিশিষ্ট, পর্য্যায়—অমোঘ। (জটাধর) গয়া তীর্থে গমন করিয়া তথাকার শাস্ত্রবিহিত কৃত্যসমূহ অনুষ্ঠানান্তর তীর্থগুরু পাণ্ডা-দিগের মহান্তের নিকট যাইয়া তীর্থকৃত্যের সফলের বিষয় প্রার্থনা

করিতে হয়, তখন তিনি তীর্থকামীর নিকট হইতে প্রণামী স্বরূপ কিছু অর্থ গ্রহণ করিয়া সফল দিয়া থাকেন। ইহার অর্থ তীর্থে যে সকল ক্রিয়া করা হইয়াছে, তাহা এখন ফলবিশিষ্ট হইল। ২ সশস্য, শস্যযুক্ত।

সফলত্ব (ক্লী) সফলস্য ভাব ত্ব। সফলতা, সাফল্য, সফলের ভাব বা ধর্ম্ম, ফলপ্রাপ্তি।

"কামনাং মণ্ডনশ্রীর্ব্রজতিহি সফলত্বং বল্লভালোকনেন।"

(সাহিত্যদ°)

সফাল, বহুহী নদীতীরস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম।

(ভবিষ্যব্র° খ° ৫৭।২২৪-২৩০)

সফিপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা-বিভাগের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ বা তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩২৫ বর্গ-মাইল। অক্ষা° ২৬° ৩৭´ হইতে ২৭° ২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৬´ হইতে ৮০° ৩০´ পূঃ মধ্য। সফিপুর, ফতেপুর-চৌবাশী ও বাঙ্গড়মৌ পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

২ উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ১৩২ বর্গ মাইল। এখানকার মৃত্তিকা পলিময় কর্দ্দমবিশিষ্ট। এই কারণে এখানে যবের চাসের বিশেষ সুবিধা আছে। এতদ্ব্যতীত এখানে বিস্তর বনমালাও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৩ উক্ত জেলার একটি নগর এবং সফিপুর তহসীলের বিচার সদর। অক্ষা° ২৬° ৪৪´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২৩´ ১৫´ পূঃ। উনাও হইতে ১৭ মাইল উত্তর-পশ্চিমে হার্দ্দোই যাইবার পথে অবস্থিত। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। এখানে ১৪টী মসজিদ্ ও ৬টী মন্দির আছে। কিংবদন্তী আছে, সাই শুকুল নামক একজন ব্রাহ্মণ স্বনামে এই নগরের সাইপুর নাম রাখেন। কিছুকাল পরে একজন মুসলমান ফকির এখানে আসিয়া আস্তানা করেন। এই নগরেই তাঁহার সমাধি হয়। তদবধি এই স্থান সেই সুফীর মর্য্যাদা স্মরণার্থে সফিপুর নামে আখ্যাত হইয়াছে। ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরের রাজা ইব্রাহিম নগরাধিষ্ঠাতা সাই শুকুলকে পরাজিত ও নিহত করিয়া স্বীয় সেনাপতির হস্তে নগর-রক্ষার ভারার্পণ করেন। তদবধি তাঁহার বংশধরেরা আজ পর্য্যন্ত এই নগরের উপসত্ত্ব ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

সফেদ্ (পারসী) শুভ্র, শ্বেত।

সফেদকো (সুফিদ্‌কো, সফৈদ্‌কো) আফগানস্থান রাজ্যের অন্তর্গত একটী পর্ব্বত শ্রেণী। উক্ত রাজ্যের রাজধানী কাবুল ও গজনী সহরের মধ্যবর্ত্তী আল্লাকো নদীর পূর্ব্বাংশ হইতে সমুত্থিত হইয়া, এই গিরিমালা ৩৪° অক্ষাংশ হইতে ৭০° ৩৫´ দ্রাঘিমাংশ পর্য্যন্ত, ৭৫ মাইল্ পথে স্বীয় বিপুল দেহ বিস্তারের পর দুইটী শাখায় বিভক্ত হইয়াছে; উহার একটী খাইবার ও কাবুল নদীর উত্তর-পূর্ব্বদিকে এবং অপরটী কাবুল-সিন্ধুসঙ্গমের ঠিক পূর্ব্বদিক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

উড্, বিলো, কর্ণেল ওয়াকার, সর্ চার্লস মাক্‌গ্রেগোর প্রভৃতি ইংরাজপুঙ্গবগণ এই পর্ব্বত সন্দর্শনান্তে জরিপ করিতে চেষ্টা পান; কিন্তু পর্ব্বত-শাখাগুলি জালের ন্যায়, জটিল হইয়া পড়ায় তাঁহাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হইয়াছে। এই কারণে উক্ত পর্ব্বতের সঠিক পরিমাণ ও সীমা নির্দ্দেশ একরূপ অসম্ভব। এতদুপরি উক্ত পর্ব্বতপৃষ্ঠে নানা দুর্দ্ধর্ষ আফগান জাতির বাস আছে, তাহারাও এখানকার প্রকৃত তত্ত্ব সঙ্কলনের পথে একমাত্র অন্তরায়। যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা হইতে এই মাত্র উপলব্ধি করা যায় যে, এই পর্ব্বতের উত্তর ও দক্ষিণগাত্রবাহী স্রোতস্বিনীসমূহ দ্বারা খাইবার, কাবুল, খুর্দ্দ-কাবুল, লোগার তেজিন,সুর্খাব্, গণ্ডামাক, কারাসু, ছিপ্রিয়াল,হিসারক, কোট, মোমন্দ, হাজার্দ্দি-রখ্‌ত, হরিআব্, কেরিয়া, পৈবার, কির্মান-দারা ও কির্মান্ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নদীসমূহ পুষ্টকলেবরা হইয়া প্রবাহিত হইতেছে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে অনেক গুলি উচ্চ শৃঙ্গ ও গিরিসঙ্কট দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সীতারাম শৈল সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫৬২২ ফিট্ উচ্চ। ইহার পর কিছু দূর পর্ব্বতপৃষ্ঠ ১২৫০০ হইতে ১৪৮০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ দেখা যায়। গিরি-সঙ্কটের মধ্যে হফ্‌ত-কোটাল, লতাবন্ধ, সুতার-গার্ডেন, আল্‌তিমুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জালালাবাদের গণ্ড-শৈলমালার পর যেখান হইতে সফেদকো পর্ব্বতের উত্তর সীমা আরম্ভ হইয়াছে, সেই স্থানের পর্ব্বত ভাগে বিশেষ কোন ফলজাত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় না। ঐ স্থান সবিশেষ উর্ব্বরও নহে। কুন্দ, কর্কচ ও সফেদ্-কো শৈলের উচ্চতম পৃষ্ঠে পাইন্ (pine), বাদাম ও অন্যান্য বড় বড় গাছ জন্মে। পর্ব্বতের উপত্যকাভাগে প্রচুর 'মেওয়ার বাগান' ও ধান্য ক্ষেত্রাদিও আছে। ঐ স্থান হইতে দাড়িম্ব (বেদানা), আখরোট, পেস্তা, বাদাম, জলপাই, খোবাণী, আঙ্গুর, কিস্‌মিস্, আলুবখেরা প্রভৃতি আমদানী হইয়া থাকে।

সফেদ্‌তরুলতা (পারসী) শ্বেতবর্ণপুষ্পবিশিষ্ট স্বনামখ্যাত লতিকাবিশেষ।

সফেদ্‌পূঁই (পারসী) পুতিকাশাকভেদ। ইহা রক্তপুতিকা হইতে ভিন্ন।

সফেদসূর্য্যমণি (পারসী) সূর্য্যমণিপুষ্প বৃক্ষবিশেষ।

সফেদা (পারসী) ১ বৃক্ষভেদ। ইহার ফল সফেদা নামে খ্যাত এবং খাইতে সুস্বাদু। বৃক্ষগুলি খুব বড় হয়। ইহার কাষ্ঠে তক্তা হইতে পারে, কিন্তু উহা ততদূর ভারসহ নহে। ২ চাউলের

গুড়া। চাউল জলে ভিজাইয়া জাঁতায় পিশিলে যে সাদা চূর্ণ হয়, তাহাকে সফেদা বলে। উহাতে পিষ্টকাদি ও জিলাপি প্রভৃতি মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঐরূপ পাণিফলের পালো (চূর্ণ) ও শঠির চূর্ণকেও সফেদা বলা হয়। ৩ অক্সাইদ্ অব্ জিঙ্ক নামক পণ্যদ্রব্য। য়ুরোপে প্রস্তুত সাদা রঙ্গ, যাহাকে হোয়াইট হাবাক্স বলে।

সফেন (ত্রি) ফেনযুক্ত, ফেনবিশিষ্ট।

সফ্তালু (পারসী) পীচ (peach) নামক বিদেশীয় ফল।

সব (দেশজ) সর্ব্বশব্দের অপভ্রংশ, সকল।

সবন্ধু (ত্রি) বন্ধুর সহিত বর্ত্তমান।

সবর্দুঘ (ত্রি) দুগ্ধদোহনকারী। "তক্ষন্‌ধেনুং সবর্দুঘাং" (ঋক্ ১।২০।৩) 'সবর্দুঘাং সবরঃ ক্ষীরস্য দোগ্ধ্রীং, সবঃ পয়ো দোগ্ধীতি সবর্দুঘা, দুহঃক্বিপ্ সবরিতি রেফান্তপ্রাতিপদিকং ক্ষীরবাচীতি কপঃ পিত্বাদনুদাত্তত্বং' (সায়ণ)

সবর্দুহ্ (ত্রি) সবঃ দোগ্ধি দুহ-ক্বিপ্। দুগ্ধ-দোহনকারী।

সবল (ত্রি) বলেন সহ বর্ত্তমানঃ। বলবিশিষ্ট, বলবান্। ২ সৈন্যযুক্ত।

"সবলে চ গৃহে পাপে দিনমাত্রং প্রচক্ষতে।" (পঞ্চস্বরা)

সবলসিংহ (পুং) একজন হিন্দু নরপতি। শিলালিপিতে ইঁহার নাম পাওয়া যায়।

সবলি (পুং) ১ বিকাল। (হেম) (ত্রি) ২ বলিবিশিষ্ট, বলির সহিত বর্ত্তমান।

সবহুমান (অব্য°) বহুমানের সহিত, অতিশয় সম্মানের সহিত।

সবাধ (ত্রি) বাধয়া বাধেন চ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ পীড়াযুক্ত, ব্যাধিত। ২ নিষেধযুক্ত।

সবাধস্ (ত্রি) বাধার সহিত বর্ত্তমান। দারিদ্র নিমিত্ত বাধ সহিত। "উতয়ে সবাধসশ্চ রাতয়ে" (ঋক্ ৪।১০।৫) 'সবাধসঃ দারিদ্রনিমিত্তবাধসহিতস্য বাধেরসুন্, বাধয়া সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবাধাঃ, বোপসর্জ্জনস্যেতি সহস্য সভাবঃ' (সায়ণ)

সবাহ্যান্তঃকরণ (ত্রি) বাহ্য এবং অন্তঃকরণের সহিত বর্ত্তমান।

সবাহ্যাভ্যন্তর (পুং) বাহ্য এবং অভ্যন্তরের সহিত, বাহির এবং ভিতরের সহিত। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, অপবিত্র বা পবিত্র যে অবস্থায় হউক না কেন, ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষের নাম যিনি স্মরণ করেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ভিতরে বাহিরে পবিত্র হন।

"অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" (স্মৃতি)

সবাহ্যাভ্যন্তরাত্মন্ (পুং) পবিত্রাত্মা। যাহার চিত্ত পাপ-বিনির্ম্মুক্ত।

সবিন্দু (পুং) পর্ব্বতভেদ। (মার্ক° পু° ৫৫।১)

সবীজ (ত্রি) বীজেন সহ বর্ত্তমানঃ। বীজের সহিত বর্ত্তমান, বীজযুক্ত, বীজবিশিষ্ট। পাতঞ্জলদর্শনে সবীজ ও নির্বীজ এই দুই প্রকার সমাধির বিষয় অভিহিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবীজ সমাধি, এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি নির্বীজ সমাধি। [সমাধি শব্দ দেখ]

সব্দ (পুং) অজ্ঞাত শব্দবিশিষ্ট (?)। (শতপথব্রা° ১।৭।২।২৬)

সব্রহ্মক (ত্রি) সব্রহ্ম-স্বার্থে-কন্। ব্রহ্মের সহিত বর্ত্তমান, ব্রহ্মবিশিষ্ট। সুরাসুর মানুষ প্রভৃতি সকলই ব্রহ্মযুক্ত, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্ম, উপাধি বিশেষে দেবতা অসুর প্রভৃতি নামবিশিষ্ট। "ইমে সব্রহ্মকা লোকাঃ সসুরাসুরমানবাঃ।" (ভারত শান্তিপ°)

সব্রহ্মচারিক (ত্রি) মাধ্যন্দিনশাখ্যাধ্যয়নযুক্তব্রহ্মচারিবিশেষ।

"সমামাসন্তদর্দ্ধাহন মজাতিস্বগোত্রকৈঃ।
সব্রহ্মচারিকাত্মীয়পিতৃনামাদাচিহ্নতং॥" (যাজ্ঞবল্ক্যস°২।৮৭)

সব্রহ্মচারিন্ (পুং) ব্রহ্মবেদস্তদধ্যয়নার্থং যদ্‌ব্রতং তদপি ব্রহ্ম তচ্চরতীতি ণিনি, যদ্বা সমানে ব্রহ্মণি চরতীতি ণিনি (চরণে ব্রহ্মচারিণি। (পা ৬।৩।৮৬) ইতি সমানস্য স। পরস্পরের ব্রহ্ম-ব্রতাচার, একবিধ বেদপাঠরূপ ব্রত ও আচারবিশিষ্ট, এক গুরুর শিষ্য, সতীর্থ। এক গুরুর নিকট যাহারা বেদাধ্যয়ন এবং এক প্রকার আচার অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন, তাহাদিগকে সব্রহ্মচারিন্ কহে। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'একস্মাদ্‌গুরোর্ব্রহ্মণে বেদায় অর্থাৎ বেদাধ্যয়নায় ব্রতং অভিব্রহ্মচর্য্যাখ্যং আচরন্তি যে তেঽন্যোঽন্যং সব্রহ্মচারিণ উচ্যন্তে উপচারাৎ ব্রহ্মাধ্যয়নার্থং ব্রতমপি ব্রহ্ম, সমানং ব্রহ্ম চরন্তীতি গ্রহাদিত্যাম্নিনি। একব্রহ্মব্রতাচারা ইত্যত্র একস্মাদ্ ব্রহ্মণে ব্রহ্মাধ্যেতুং ব্রতমাচরন্তীতি তুমর্থে চতুর্থ্যাং বিগৃহ্যাতীতি পরে সব্রহ্মচারী ভিন্নগুরুশিষ্য হারলতেতি নয়নানন্দঃ।' (ভরত)

হারলতায় নয়নানন্দ সব্রহ্মচারী শব্দের অর্থ ভিন্ন গুরুর শিষ্য এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মনুও এই শব্দের অর্থ সহাধ্যায়ী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সব্রহ্মচারী অর্থাৎ সহাধ্যায়ীর যদি মৃত্যু হয়, তাহা হইলে একদিন অশৌচ হইবে।

"স ব্রহ্মচারিণ্যেকাহমতীতে ক্ষপণং স্মৃতং।" (মনু ৫।৭১)

সব্রাহ্মণ (ত্রি) ব্রাহ্মণেন সহ বর্ত্তমানঃ। ব্রাহ্মণের সহিত বর্ত্তমান, ব্রাহ্মণযুক্ত, ব্রাহ্মণবিশিষ্ট।

সভক্তি (ত্রি) ভক্তির সহিত বর্ত্তমান।

সভক্তিকম্ (অব্য) ভক্তির সহিত। ভক্তিযুক্ত হইয়া।

সভক্ষ (ত্রি) ভক্ষ দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান, ভক্ষদ্রব্যবিশিষ্ট।

সভয় (ত্রি) ভয়যুক্ত, ভয়বিশিষ্ট।

সভরস্ (ত্রি) সহ-বল, বলবিশিষ্ট, মরুদ্গণ। "মরুতর সভরসঃ স্বর্ণরঃ'. (ঋক ৫।৫৪।১০) 'সভরসঃ সহবলাঃ' (সায়ণ)

সভর্ত্তৃকা (স্ত্রী) ভর্ত্তৃসহ বর্ত্তমানা। "ঋন্নদীসর্পিরাদেঃ কপ" ইতি কপ্। সহস্য সঃ। বিদ্যমানপতিকা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রীর স্বামী জীবিত আছে। পর্য্যায় পতিবত্নী, সধবা, সনাথা। (জটাধর)

সভব (ত্রি) ভব অর্থাৎ শিবযুক্ত, শিবের সহিত বর্ত্তমান। (ভাগবত ৮।২৩।৩) ২ উৎপত্তিযুক্ত, উৎপত্তিবিশিষ্ট।

সভস্মন্ (ত্রি) ভস্মবান্, ভস্মলিপ্তাঙ্গ। বরাহকৃত বৃহৎসংহিতায় (৬০।১৯) 'সভস্মদ্বিজাঃ' শব্দে ভস্ম বা বিভূতিলিপ্তাঙ্গ পাশুপত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

সভা (স্ত্রী) সহ ভান্তি শোভন্তে যত্রেতি ভা দীপ্তৌ ভিদাদিত্বাদধিকরণে অঙ্। সহস্য সঃ। যে স্থলে একত্র হইয়া সকলে শোভা প্রাপ্ত হয়, তাহাকে সভা কহে। পারসী—মজলিস্। পর্য্যায়—সমজ্যা, পরিষৎ, গোষ্ঠী, সমিতি, সংসৎ, আস্থানী, আস্থান, সদঃ, সমাজ, পর্ষৎ। (জটাধর)

ব্যবহারতত্ত্বে সভার লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যে স্থলে রাজার প্রতিনিধিস্বরূপ তিনজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট থাকে, তাহাকে সভা কহে। যে স্থলে বিদ্বৎসমূহ অবস্থিত থাকেন, অর্থাৎ পণ্ডিতমণ্ডলী যথায় উপবেশন করেন, তাহাও সভা নামে অভিহিত। *

সভা শব্দের পর্য্যায়ে পরিষদ্ শব্দ অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং পরিষদ্‌কেও সভা কহে। ইহার লক্ষণ,—যে স্থলে ত্রিবেদপারগ ব্রাহ্মণ, হেতুক অর্থাৎ সৎযুক্তিপ্রদর্শক, তর্কী, নিরুক্ত বা ধর্ম্মপাঠক এবং প্রথম ও তিন আশ্রমী অবস্থিত থাকে, তাহাকে পরিষদ্ অর্থাৎ সভা কহে। ভা শব্দের অর্থ দীপ্তি ও প্রকাশ অর্থাৎ জ্ঞান, এই দীপ্তি বা জ্ঞান সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যে স্থলে থাকে, তাহাই সভা।

*"যস্মিন্ দেশে নিষীদন্তি বিপ্রা বেদবিদস্ত্রয়ঃ।
রাজ্ঞঃ প্রতিকৃতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণস্তাং সভাং বিদুঃ॥

বিদ্বৎসংহত্যাবাপি সভাপর্য্যায়পরিষচ্ছব্দমাহ, স এব। ত্রৈবিদ্যো হৈতুকস্তর্কী নিরুক্তো ধর্ম্মপাঠকঃ। ত্রয়শ্চাশ্রমিণঃ পূর্ব্বে পরিষৎস্যাদ্দশাবরাঃ। ত্রৈবিদ্যঃ ত্রিবেদপারগঃ। হৈতুকঃ সদ্যুক্তিব্যবহারী। অত্র ভা দীপ্তিঃ, প্রকাশঃ জ্ঞানমিতি যাবৎ। তয়া সাক্ষাৎ পরম্পরা বা বর্ত্ততে ইতি সভা। "কুলশীলবয়োবৃত্তবিত্তবদ্ভিরধিষ্ঠিতং। বণিগ্ভিঃ স্যাৎ কতিপয়ৈঃ কুলবৃদ্ধৈরধিষ্ঠিতং॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

কুল, শীল, বয়স, সচ্চরিত্রতা, ধান্য ও ধন এই সকল যুক্ত ব্যক্তিগণ এবং কতিপয় বণিক্ ও কুলবৃদ্ধগণ এই সভায় অধিষ্ঠিত থাকিবেন। কোন কার্য্যের জন্য লোকসমূহ যে স্থলে একত্র হয়, তাহাকেই সভা কহে। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে, সভাস্থলে একাকী গমন করিতে নাই। "নৈকশ্চরেৎ সভাং বিপ্রঃ সমবায়ঞ্চ বর্জ্জয়েৎ।" (কূর্ম্মপু° উপবি° ১৫ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা সুসজ্জিত সভাগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক প্রজাদিগের বিচারকার্য্য সম্পাদন করিবেন। রাজা সভাগৃহে প্রবেশ করিয়া সেখানকার লোকদিগকে মধুর সম্ভাষণ ও প্রশান্ত দৃষ্টি দ্বারা অবলোকন করিবেন। (মনু ৭।১৪০—১৪৫) ২ সামাজিক। ৩ দ্যূত। ৪ গৃহ। (মেদিনী) ৫ সমূহ। (হেম) ৬ প্রজাপতির কন্যা। অথর্ব্ববেদ ৭।১২।১২ মন্ত্রে সভা ও সমিতিকে প্রজাপতির কন্যারূপে বর্ণিত দেখা যায়।

সভাকার (পুং) সভাং করোতীতি কৃ-অণ্। সভাকারক, যিনি সভার অনুষ্ঠান করেন।

সভাক্ষ (পুং) হরিবংশ বর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সভাগ (ত্রি) ভাগেন সহ বর্ত্তমানঃ। ভাগের সহিত বর্ত্তমান, ভাগাবশিষ্ট। সভাং গচ্ছতীতি গম-ড। ২ সভাগামী, যাহারা সভায় গমন করেন।

সভাগৃহ (ক্লী) সভা এব গৃহং। সভাস্থল, সভারূপ গৃহ।

সভাগ্য (ত্রি) ভাগ্যযুক্ত, ভাগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সভাচর (ত্রি) সভায়াং বিচরতি চর-অচ্। সভাস্থলে বিচরণকারী, সভাগামী।

সভাজ, ১ সেবন; ২ প্রীতি, অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সভাজয়তি। লুঙ্ অসসভাজৎ।

সভাজন (ক্লী) সভাজ-ল্যুট্। গমন ও আগমনাদি সময়ে সুহৃদাদির আলিঙ্গন, আরোগ্য-প্রশ্ন ও স্বাগতাদি জিজ্ঞাসা দ্বারা আনন্দোৎপাদন। সুহৃদ্ প্রভৃতি গমন বা আগমন সময়ে আলিঙ্গন, আরোগ্য ও স্বাগত প্রশ্নাদি দ্বারা সম্ভাষণকে সভাজন কহে। পর্য্যায়—আনন্দন, আপ্রচ্ছন। (অমর)

'গমনসময়ে সুহৃদমালিঙ্গ্য গমনানুজ্ঞাগ্রহণং। আগতস্য বা স্বাগতারোগ্যাদিপৃচ্ছা আনন্দনমিতি রমানাথঃ' (ভরত) সভাজয়তীতি সভাজ প্রীতৌ ল্যু। (ত্রি) ২ প্রীতিদায়ক। ৩ ভাজন অর্থাৎ পাত্রের সহিত বর্ত্তমান, ভাজনবিশিষ্ট।

সভানর (পুং) ১ কক্ষের পুত্রভেদ। (হরিবংশ) ২ অনুর পুত্রভেদ। (ভাগ° ৯।২৩।১)

সভাপতি (পুং) সভায়াঃ পতিঃ। ১ সমাজাধিপতি। ২ সভার নেতা। যাহার অধীনে সভার সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হয় এবং সভাস্থলে সকল লোক যাঁহার অধীনে পরিচালিত হয়। ২ দ্যূতগৃহ-স্বামী।

সভাপতি, ধারণালক্ষণ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সভাপরিষদ্ (স্ত্রী) যেখানে বহুলোক একত্র হইয়া কোন বিষয়ের মীমাংসা বা বিচার করেন। সাহিত্যালোচনার্থ অথবা রাজকীয় বিষয়ের মীমাংসার্থ সভার অধিবেশন।

সভাপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের দ্বিতীয় পর্ব্ব। এই পর্ব্বে রাজা যুধিষ্ঠিরের সভা প্রভৃতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সভাপাল (পুং) সভাগৃহের পরিদর্শক।

সভাপূজন, মহারাষ্ট্রদেশ প্রচলিত বিবাহকালীন সামাজিক প্রক্রিয়াবিশেষ। অভ্যাগতবৃন্দের অভ্যর্থনা ও সম্মানদান হইতে এই আচারাঙ্গ সভাপূজন নামে আখ্যাত। বিবাহ উৎসবে লগ্ন-কঙ্কণ ধারণের পর ইহার অনুষ্ঠান হয়, এই উদ্দেশে কন্যা বা বরকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে আত্মীয়স্বজন, গ্রামবাসী ও বন্ধুবান্ধবগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া আইসেন। তাঁহারা সকলে নিমন্ত্রণকর্ত্তার আলয়ে আসিয়া উপস্থিত হইলে গৃহপ্রাঙ্গণে বা বৈঠকখানায় উপবেশন করেন। এই সময়ে নর্ত্তকীরা নৃত্যগীত করিতে থাকে। তদনন্তর গৃহকর্ত্তা পান, আতর, ফুলের মালা বা ফুলের তোড়া দিয়া নিমন্ত্রিতদিগের সম্বর্দ্ধনা করেন। উহার পর তাহাদের মাথায় গোলাপ জলের ছিটা ও হাতের কব্জায় গন্ধ তৈল লেপন করিয়া দেয়। গীতবাদ্য সমাপ্ত হইলে আত্মীয়স্বজনকে একটী করিয়া নারিকেল দেওয়া হয় এবং পুরোহিত অথবা তৎশ্রেণীর অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুরা কিছু কিছু দক্ষিণা পাইয়া গৃহস্থের মঙ্গল কামনা করিতে করিতে প্রস্থান করেন। উহাকে আমাদের দেশের মালা-চন্দন প্রথারই অনুরূপ বলা যাইতে পারে।

সভাবৎ (ত্রি) সভা অস্ত্যর্থে মতুপ্ ছান্দস্ বত্বং। উপদ্রষ্টৃরূপ সভাযুক্ত। "পৃথু বুধ্নঃ সভাবান্" (ঋক্ ৪।২।৩) 'সভাবান্ উপদ্রষ্টৃরূপ সভাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সভাবিন্ (পুং) দ্যূত গৃহের অধ্যক্ষ। [সভিক দেখ।]

সভাসদ্ (পুং) সভায়াং সীদতি উপবিশতি যঃ সভা-সদ-ক্বিপ্। সভায় যিনি অবস্থান করেন, সভ্য। পর্য্যায়—সভাস্তার, সামাজিক, পরিষদ্বল, পর্ষদ্বল, পরিষদ, পার্ষদ, পরিসভ্য। (শব্দরত্না°)

ইহার লক্ষণ—

'শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
রাজ্ঞা সভাসদঃ কার্য্যাঃ শত্রৌ মিত্রে চ যে সমাঃ॥"

(ব্যবহারতত্ত্ব ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যস°)

যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, কুলীন ও সত্যবাদী এবং শত্রু ও মিত্রের প্রতি যাহাদের তুল্য জ্ঞান রাজা তাহাদিগকে সভাসদ্ করিবেন। রাজা যখন সভাস্থলে আসীন হইয়া বিচার করিবেন, তখন সভাগণ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য বলিবেন। রাজা সেই বাক্য শ্রবণ করুন বা না করুন, সভ্যগণ তাহাতে পাপশূন্য হইবেন। সভাসদ্ যদি সভাস্থলে ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য না বলেন, তাহা হইলে তাঁহাকে পাপভাগী হইতে হয়।

"সভ্যোনাবশ্যবক্তব্যং ধর্ম্মার্থসহিতং বচঃ।
শৃণোতি যদি নো রাজা স্যাত্তু সভ্যস্তদানৃণঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

বৃহস্পতির মতে ৭, ৫ বা ৩ জন সভাসদ্ হইবে। রাজা এই সভাসদ্‌গণের সহিত মিলিত হইয়া বিচার করিবেন, লোক, বেদ ও ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণই সভাসদ্ হইবেন।

"লোকবেদধর্ম্মজ্ঞাঃ চ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽপি বা।
যত্রোপবিষ্টা বিপ্রাঃ স্যুঃ সা যজ্ঞসদৃশী সভা॥
অন্যায়েনাপি তং যান্তং যেঽনুযান্তি সভাসদঃ।
তেঽপি তদ্ভাগিনস্তস্মাদ্বোধনীয়ঃ সতৈর্নৃপঃ॥" (মিতাক্ষরা)

সভাসাহ (ত্রি) সভাসহন করিতে সমর্থ। "সভাসাহেন সখ্যা সখায়ঃ" (ঋক্ ১০।৭১।১০) 'সভাসাহেন সভাং সোঢ়ুং শক্নুবতা' (সায়ণ)

সভাসিংহ (পুং) রাজপুত্রভেদ।

সভাসিংহ, ১ বরদার একজন রাজা। ইনি ১৬৭৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন। (দেশাবলী) [শোভাসিংহ দেখ।]

২ বুন্দেলখণ্ডের একজন রাজা। ছত্রশালের পৌত্র ও হৃদয়শার পুত্র। ইনি প্রত্যুম্নবিজয়প্রণেতা শঙ্কর দীক্ষিতের গুরু ছিলেন।

সভাস্তার (পুং) সভা-স্তৃণাতীতি স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। সভাসদ্।

সভাস্থাণু (পুং) সভায়াং স্থাণুরিব। সভাতে স্থির, নিশ্চল। "আস্কন্দায় সভাস্থাণুং" (শুক্লযজুঃ ৩০।১৮)

'সভাস্থাণুং সভায়াং স্থিরং' (মহীধর)

সভিক (পুং) সভা দ্যূতসভা আশ্রয়ত্বেনাস্ত্যস্যেতি, সভা-ব্রীহ্যাদিত্বাৎ ঠন্। দ্যূতকারক। পর্য্যায়—ত্ররোদর, নিগ্রহ, লগ্নক, পেতিভূ। (জটাধর)

সভীক (পুং) দ্যূতকারক। (শব্দরত্না°)

সভৃতি (ত্রি) সহ ভ্রিয়মাণ ঋত্বিক্। "সন্ন সভৃতয়ঃ পৃণন্তি" (ঋ ৬।৬৭।৭) 'সভৃতয়ঃ সহ ভ্রিয়মাণাঃ ঋত্বিজঃ' (সায়ণ)

সভেয় (ত্রি) সভায়াং সাধুঃ (ঢশ্ছন্দসি। পা ৪।৪।১০৬) ইতি ঢ। সভ্য। সভাতে সাধুঃ। বৈদিক প্রয়োগেই কেবল এইরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। (ঋক্ ১।৬১।২০)

সভোচিত (পুং) সভায়ামুচিতঃ। ১ পণ্ডিত। (ধনঞ্জয়) (ত্রি) ২ সভাযোগ্য, সভার উপযুক্ত।

সভ্য (পুং) সভায়াং সাধুঃ সভা (সভায়া যঃ। পা ৪।৪।১০৫) ইতি য। সভাতে সাধু, সভাসদ, যিনি সভার কার্য্য পরিদর্শন করেন, তাহাদিগকে সভ্য কহে।

"সোঽস্ত কার্য্যাণি সংপশ্যেৎ সভ্যৈরেব ত্রিভির্বৃতঃ।"

(মনু ৮।১০)

২ প্রত্যয়িত। (জটাধর) ৩ সভাসম্বন্ধী।

সভ্যাভিনব যতি, আনন্দতীর্থকৃত মহাভারততাৎপর্য্যনির্ণয়ের দুর্ঘটার্থ-প্রকাশিকা নাম্নী বৃত্তিরচয়িতা। ইনি সত্যনাথের শিষ্য ছিলেন।

সভ্যেতর (ত্রি) সভ্যাদিতরঃ। সভ্য হইতে ভিন্ন।

সম্ (অব্য°) ১ সমার্থ, তুল্যার্থ। ২ প্রকৃষ্টার্থ। ৩ সঙ্গত। ৪ শোভন। (শব্দরত্না°) ৫ সমুচ্চয়। (হেম) ব্যাকরণ মতে প্রপরাদি উপসর্গের মধ্যে সম্ চতুর্থ উপসর্গ। ইহার অর্থ প্রকর্ষ, আশ্লেষ, নৈরন্তর্য্য, ঔচিত্য ও আভিমুখ্য। (মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

সম্, অবৈকল্য, অবিহ্বলতা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সমতি। লিট্ সসাম সেমতুঃ। লুট্ সমিতা। লুঙ্ অসীমৎ লেচ্ সময়তি। লুঙ্ অসীসমৎ। যঙ্ সংসম্যতে।

সম (ত্রি) সমতীতি সম-বৈক্লব্যে পচাদ্যচ্। সর্ব্ব। সম শব্দের যে স্থলে সর্ব্ব এই অর্থ হয়, তথায় এই শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়। সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হইলে শব্দরূপ স্থলে সর্ব্বশব্দের ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। ২ সমান, তুল্য। এই অর্থে সর্ব্বনাম হয় না।

"সমাদ্যৈর্ষু পরাদ্যৈর্যাং মুক্তয়েঽর্থান্তরায় চ।" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(পুং) রাশিদিগের সংজ্ঞাবিশেষ, রাশি সম ও বিষম ভেদে দুই প্রকার। বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর ও মীন এই সকল সম রাশি, ইহা ভিন্ন অন্য রাশি সকল বিষম রাশি।

"ক্রূরোঽথ সৌম্যঃ পুরুষোঽঙ্গনা চ
ওজোঽথ যুগ্মং বিষমঃ সমশ্চ।
চরাস্থিরদ্ব্যাত্মকনামধেয়া
মেষাদয়োঽমী ক্রমশঃ প্রদিষ্টাঃ ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৪ সঙ্গীত মতে মানের প্রকার বিশেষ, যে সময়ে গীতবাদ্যের তাল ও গায়কের হস্তপাদাদির চালন এক সময়ে সমভাবে পতিত হয়, তখন তাহাকে সম কহে। (সঙ্গীতশাস্ত্র) ৫ বর্গমূল আনয়নের জন্য অঙ্কের উপরি দত্ত সরল রেখা বিশেষ। (লীলাবতী) ৫ অর্থালঙ্কার বিশেষ। যে স্থলে যোগ্য বস্তুর আনুরূপ্যের সহিত যোগ অর্থাৎ যোগ্য বস্তুর তুল্যরূপে যোগ হয় তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সমং স্যাদানুরূপ্যেণ শ্লাঘাযোগ্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭২১)

উদাহরণ—

"শশিনমুপগতেয়ং কৌমুদীমেঘমুক্তং
জলনিধিমনুরূপং জহ্নুকন্যাঽবতীর্ণা ॥" (সাহিত্যদ° ১০।৭২১)

এই কৌমুদী মেঘমুক্ত চন্দ্রের সহিত উপগত হওয়ায় উপযুক্ত হইয়াছে, এইরূপ অবতীর্ণ জহ্নুকন্যা অনুরূপ জলনিধির সহিত সঙ্গত হইয়া উত্তম হইয়াছে, এই স্থলে যোগ্য বস্তুর সহিত তুল্যরূপে যোগ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

"সমং যোগ্যতয়া যোগো যদি সম্ভাবিতঃ কচিৎ।"

(কাব্যপ্রকাশ ১০।৩৯)

যদি উপযুক্ত রূপে যোগ সম্ভাবিত হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে।

সমক (ত্রি) সম-ক স্বার্থে কন্। সম শব্দার্থ।

সমকক্ষ (ত্রি) তুল্য, সমান। একরূপ।

সমকক্ষা (স্ত্রী) সমতুলা।

সমকন্যা (স্ত্রী) সমা বিবাহযুক্তা কন্যা। বিবাহোপযুক্তা কন্যা। (ধনঞ্জয়) ২ সদৃশকুমারী।

সমকর্ণ (ত্রি) ১ শিবের নামান্তর। নীলকণ্ঠ ভারত শান্তিপর্ব্বের টীকায় লিখিয়াছেন, "সমশ্চাসৌ কর্ণশ্চেতি ঋজুর্বক্রশ্চ"। ২ বুদ্ধদেব। ৩ জ্যামিতিতে একটী চতুর্ভুজের বিপরীত কোণদ্বয় সংলগ্ন রেখাকে সমকর্ণ বলে। ইংরাজিতে উহার নাম Diagonal

সমকর্ম্মন্ (ত্রি) সমং কর্ম্ম যস্য। তুল্যকর্ম্মযুক্ত, যাহার কর্ম্ম সমান।

সমকশ্রবণ (পুং) শালবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

সমকৃৎ (পুং) সমং করোতি কৃ-ক্বিপ্। কফ। (বৈদ্যকনি°)

সমকাল (অব্য°) তুল্যকাল, এক সময়, একই কাল।

সমকালীন (ত্রি) ১ সমকালোদ্ভব। ২ এককালীয়।

সমকোঠ, বঙ্গের অন্তর্গত একটী প্রাচীন জনপদ। (ভবিষ্যব্রহ্মখ° ১৯।৫৪)

সমকোণ (ত্রি) সমান কোণবিশিষ্ট। যে ত্রিভুজের বা চতুর্ভুজের দুইটী বিপরীত কোণ পরস্পর সমান। সমান কোণ।

সমকোল (পুং) সমঃ কোলো যস্য। সর্প। (ত্রিকা°)

সমকোশ, দেশভেদ। (ভারত ভীষ্ম ৯।৬১)

সমকোষ্ঠামিতি (স্ত্রী) ভূম্যাদির পরিমাণ নির্দ্দেশক। অঙ্কপ্রক্রিয়াবিশেষ। আর্য্য বীজগণিতে ভূমির পরিমাণ (superficial contents) বাহির করিবার জন্য সমকোষ্ঠমিতি নামক অঙ্কসংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে কোন সমপরিমাণ বর্গফলের দ্বারা একটী বিবৃতসীম ভূমির পরিমাণ সহজে আনয়ন করা যায়।

সমক্ত (ত্রি) সম্ অঞ্চ-ক্ত। গমনকর্ত্তা।

সমক্রিয় (ত্রি) সমা ক্রিয়া যস্য। তুল্য রূপক্রিয়াবিশিষ্ট।

সমক্বাথ (পুং) অষ্টমাংশবিশিষ্ট ক্বাথ। ক্বাথ প্রস্তুতের প্রণালী অনুসারে আরম্ভ করিয়া অষ্টমাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইলে সমক্বাথ হয়।

সমক্ষ (ত্রি) অক্ষ্ণোঃ সমীপং সমাসান্ত অপ্রত্যয়ঃ। চক্ষুর সমীপ, চক্ষুর্গোচর। প্রত্যক্ষ।

সমখাত (ক্লী) কূপাকার গর্ত। যে গর্তের পার্শ্ব গুলি চোঙ্গ বা cylinder পাইপের মত নিরন্তর সমান্তরাল আছে। (বীজগণিত)

সমগন্ধক (পুং) সমানুল্যা গন্ধা গন্ধদ্রব্যাণি যত্র কপ্। কৃত্রিম ধূপ।

'বৃকধূপে ভক্তকরো গিরিঃ স্যাৎ সমগন্ধকঃ॥' (শব্দচ°)

সমগন্ধিক (ক্লী) সমস্তল্যো গন্ধোঽস্যাস্তেতি ঠন্। ১ উশীর। (রাজনি°) (ত্রি) তুল্য গন্ধযুক্ত।

সমগ্র (ত্রি) সমং সমকালমেব গৃহ্লাতীতি গ্রহ-ড। ১ সকল, সমস্ত। ২ পূর্ণ। (অমর)

সমগ্রণা (ত্রি) সম্-অগ্রণী,অগ্র-নী-ক্বিপ্। সম্যক্ রূপে অগ্রণী। (ভাগবত ৯।১৫।৩৩)

সমঙ্গা (স্ত্রী) ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ লজ্জালুলতা। ৩ বরাহক্রান্তা। (রত্নমালা) ৪ বালা। (রাজনি°)

সমঙ্গিন্ (ত্রি) ১ পূর্ণাবয়ববিশিষ্ট। ২ প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পূর্ণ শকট। (কাত্যা°শ্রৌ° ২।৩।১২) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সমঙ্গিনী= বোধিবৃক্ষ দেবতাভেদ। (ললিতবিস্তর)

সমচতুর (ত্রি) সমচতুরস্রবিশিষ্ট, সমচতুষ্কোণ।

সমচতুর্ভুজ (ত্রি) তুল্য চতুর্ভুজাবিশিষ্ট, যাহাতে চারিটী চতুর্ভুজ সমান।

সমচিত্ত (ক্লী) সমং তুল্যং চিত্তং। এক বিষয়ান্তরকরণবৃত্তি। (ত্রি) সমং সর্ব্বেষু পদার্থেষু তুল্যরূপং চিত্তং যস্য। ২ সর্ব্বত্র তুল্য দর্শক, যাহার সকল স্থলে তুল্য দৃষ্টি।

সমচেতস্ (ত্রি) সমং সর্ব্বত্র তুল্যং চেতো যস্য। সর্ব্বত্র সমান চিত্তযুক্ত।

সমজ (ক্লী) সমজন্তি পশবো যত্র সম্-অজ-গতৌ অপ্। বন। (মেদিনী) (পুং) সম্-অজ (সমুদো রজঃ পশুষু। পা ৩।৩।৬৯) ইতি অপ্। ২ পশুসমূহ। (অমর) ৩ মূর্খসংহতি। (শব্দরত্না°)

সমজাতীয় (ত্রি) স্বজাতীয়, তুল্য জাতীয়।

সমজ্ঞা (স্ত্রী) সমেঃ সর্ব্বৈ জ্ঞায়তে ইতি জ্ঞা ঘঞর্থে-ক। কীর্ত্তি। (অমর) ইহার পাঠান্তর সমাজ্ঞা, সমজ্যা এবং সমাখ্যা এই তিনরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত)

সমঞ্জন (ক্লী) ১ বেশভূষা। (অথর্ব্ব ৭।৩৬।১) (ত্রি) তদ্বিশিষ্ট।

সমঞ্জনীয় (ত্রি) বেশভূষাযুক্ত। (শাঙ্খা° গৃহ্য° ১।১২)

সমঞ্জস (ক্লী) সম্যক্ অঞ্জ-ঔচিত্যং যত্র। অচ্। ১ উচিত। (অমর) (ত্রি) ২ সমীচীন। (ত্রিকা°) ৩ অভ্যস্ত। (অজয়)

সমণ্ঠ (পুং) গণ্ডীর। ফল-শাকবিশেষ, ত্রপুষাদি, শশা, কাকুড় প্রভৃতি। (শব্দরত্না°)

সমতট (ক্লী) ১ সমুদ্রতীরবর্ত্তী দেশভাগ। ২ পূর্ব্ব বাঙ্গালার একটী প্রাচীন বিভাগ। [বাগড়ী ও বঙ্গদেশ শব্দ দেখ।]

সমতা (স্ত্রী) সমস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সমত্ব, তুল্যত্ব, সমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমতিক্রম (পুং) সম্যক্‌রূপে অতিক্রম। (মনু ১১।২০৩)

সমতিরিক্ত (ক্লী) সম্যক্ অধিক, সম্যক্ প্রকারে-অতিরিক্ত

সমতুলা (স্ত্রী) সমকক্ষ। সমতুল্য।

সমতল (ত্রি) সমদেশ, সমানভূমি, যাহা উচ্চ নীচ নহে।

সমত্রয় (ক্লী) সমত্রয়ং যত্র। হরীতকী, নাগর ও গুড় এই তিনটী দ্রব্যের সমান ভাগযুক্ত। (রাজনি°) (ত্রি) তিনটী দ্রব্যের সমান ভাগযুক্ত।

সমত্রিভুজ (ত্রি) ১ তিনটী সমান ভুজবিশিষ্ট। ২ যে দুইটী ত্রিভুজের বাহুদ্বয় পরস্পর সমান।

সমত্ব (ক্লী) সমস্য ভাবঃ ত্ব। সমতা, তুল্যত্ব।

সমৎসর (ত্রি) মৎসরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। মৎসরবিশিষ্ট, মৎসরযুক্ত।

সমদ্ (স্ত্রী) যুদ্ধ। "ন বৃধতে হরীং সমৎসু শত্রবঃ" (ঋক্ ১।৫।৪) 'সমৎসু যুদ্ধেষু, সংপূর্ব্বাদত্তেঃ ক্বিপ্।' (সায়ণ)

সমদ (ত্রি) মদেন সহ বর্ত্তমানঃ। মদযুক্ত, মত্ততাবিশিষ্ট।

সমদন (ক্লী) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমন্যমী সমদনস্য" (ঋক্ ১।১০০।৬) 'সমদনঃ সংগ্রামঃ, মদো হর্ষে অধিকরণে ল্যুট্ সহস্য সঃ সংজ্ঞায়াং ইতি সভাবঃ' (সায়ণ) (ত্রি) ২ মদনের সহিত বর্ত্তমান।

সমদর্শন (ত্রি) সমং সর্ব্বত্রতুল্যং দর্শনং যস্য। সর্ব্বত্র তুল্যদর্শী, যিনি সকল স্থলে সমান দেখেন।

সমদর্শিন্ (ত্রি) সমং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। সকল ভূতের প্রতি তুল্য-দর্শনশীল। যাহারা সকল ভূতে সমান দেখেন।

"বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥" (গীতা ৫।১৮)

সমদলক (ত্রি) সমানদলবিশিষ্ট। ২ যে সকল ঝিনুকের দুই দল তুল্য। (Lamellibranchiata)

সমদুঃখ (ত্রি) সমং দুঃখং যস্য। সমান দুঃখবিশিষ্ট, যাহার দুঃখ সমান। (রামায়ণ ২।৪১।৩)

সমদুঃখসুখ (ত্রি) সমে দুঃখসুখে যস্য। যাহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই তুল্য। (গীতা ২।১৫)

সমদৃশ্ (ত্রি) সমং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সমদর্শী, যিনি সকল ভূতে সমান দেখেন।

সমদৃষ্টি (স্ত্রী) সমাদৃষ্টিঃ। ১ সর্ব্বত্র তুল্যদর্শন, সকল স্থলে এক প্রকার দৃষ্টি।

"সুখে দুঃখে চ বিপ্রেন্দ্র যা দৃষ্টির্ব্বর্ত্ততে সদা।
তথা শত্রৌ চ মিত্রে চ সমদৃষ্টিশ্চ সা স্মৃতা॥"
(পদ্মপু° ক্রিয়াযোগসা° ১৬ অ°)

সুখ বা দুঃখ, শত্রু বা মিত্র ইহাদের প্রতি তুল্যরূপে যে

দৃষ্টি তাহাকে সমদৃষ্টি কহে। (ত্রি) সমাদৃষ্টিযুক্ত। ২ সমদর্শী, যাহার দৃষ্টি সকল স্থলেই সমান।

সমদ্বন্ (ত্রি) যজমানের সহিত যুদ্ধবিশিষ্ট। "স্বজকৃৎ সমদ্বা" (ঋক্ ৬৷১৮৷২) 'সমদ্বা যজমানৈঃ সহ মদ সমৎ (যুদ্ধং) তদ্বান্' (সায়ণ)

সমদ্বাদশাস্র (ক্লী) দ্বাদশটী সমভুজ ও সমকোণবিশিষ্ট (Dodecahedron) চিত্রবিশেষ।

সমদ্বিদ্বিভুজ (ত্রি) চতুর্ভুজ, যাহার পরস্পর বিপরীত বাহুদ্বয় পরস্পরের সহিত সমান। রম্বইড (Rhomboid) নামক জ্যামিতিকথিত চিত্রবিশেষ।

সমদ্বিভুজ (ত্রি) সমান দ্বিভুজযুক্ত।

সমধপুর, যুক্তপ্রদেশের জৌনপুর জেলার একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬° ৩′ ৫৫″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৩১′ ৩″ পূঃ। এই স্থান বংশ বাহুল্যহেতু বংশপূর্ব্বা নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান জমিদারবংশের প্রতিষ্ঠাতা সমধ পাইক স্বনামে এই গ্রাম স্থাপন করিয়া বাসযোগ্য করান।

সমধর্ম্মন্ (ত্রি) সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তুল্যধর্ম্মী। (ভাগ° ৪৷২৯৷৫৪)

সমধিক (ত্রি) সম্যক্ অধিকঃ। অধিক। পর্য্যায়—অতিরিক্ত, অত্যধিক, বহু, প্রচুর।

সমধিগম (পুং) সম-অধি-গম-অপ্। সম্যক্‌রূপে অধিগম, প্রাপ্তি। (ভাগ° ৫৷১৩৷২৬)

সমধুর (ত্রি) মধুরের সহিত বর্ত্তমান।

সমধৃত (ত্রি) একধরণ, তুল্যরূপ।

"দ্বে কৃষ্ণলে সমধৃতে বিজ্ঞেয়ো রৌপ্যমাসকঃ"। (মনু ৮৷১৩৫)

সমন (ক্লী) সমনস্ক। "সমনেব যোষা মাতেব" (ঋক্ ৬৷৭৫৷৪) 'সমনেব সমনস্কেব' (সায়ণ)

সমনগা (স্ত্রী) ১ বিদ্যুৎ। ২ সূর্য্যরশ্মি।

"সমনগা ইব ব্রাঃ" (ঋক্ ১৷১২৪৷৮) 'সমনগা ইব সম্যগননেতেব আপঃ সমনাঃ, তা গচ্ছন্তীতি সমনগা বিদ্যুতঃ, যদ্বা সম্যগননায় গচ্ছন্তীতি সমনগাঃ সূর্য্যরশ্ময়ঃ' (সায়ণ)

সমনন (ক্লী) সমভাবে শ্বাসপ্রশ্বাসত্যাগ। (নিরু° ৭৷১৭)

সমনন্তর (ত্রি) অব্যবহিত পরবর্ত্তী। (ভাগ° ৬৷১৮৷৩)

সমনর (পুং) সমশঙ্কু। (গোলাধ্যায়)

সমনস্ (ত্রি) সমনস্ক, সমান মনোযুক্ত। "বিশ্বে দেবাঃ সমনসঃ" (ঋক্ ৬৷৯৷৫) 'সমনসঃ সমানমনস্কাঃ' (সায়ণ)

সমনস্ক (ত্রি) সমানং মনো যস্ত কপ্ সমাসান্তঃ। সমান মনোবিশিষ্ট, তুল্যমনোবিশিষ্ট।

সমনা (স্ত্রী) সম্যগানয়িত্রী, সম্যক্ চেষ্টয়িত্রী, সম্যক্‌রূপে চেষ্টাকারিণী, বা প্রাণিদিগের সহিত এককালে-বোধকারিণী। "জ্যোতির্বসনা সমনা পুরস্তাৎ" (ঋক্ ১৷১২৪৷৩) 'সমনা-সম্যগানয়িত্রী চেষ্টয়িত্রী, যদ্বা সহ যুগপদেব মন্তুতে হববুধ্যতে প্রাণিভিরিতি সমনা' (সায়ণ)

সমনীক (ক্লী) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "শত্রূন্ সমনীকেষু জেতা" (ঋক্ ১০৷১০৭৷১১) 'সমনীকেষু সংগ্রামেষু' (সায়ণ)

সমনুকীর্ত্তন (ক্লী) সম্-অনু-কীর্ত্ত-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অনুকীর্ত্তন, সম্যক্ প্রকারে কথন।

সমনুগ্রাহ্য (ত্রি) সম্-অনু-গ্রহ-ণ্যৎ। সম্যক্‌রূপে অনুগ্রাহ্য, সম্যক্ প্রকারে অনুগ্রহণীয়।

সমনুজ (ত্রি) অনুজসহিত। শিষ্যযুক্ত। (ভাগ° ৯৷১০৷১২)

সমনুজ্ঞা (স্ত্রী) অনুজ্ঞা, সম্যক্ প্রকারে অনুজ্ঞা, অনুমতি।

সমনুবন্ধ (পুং) অনুবন্ধ, সম্যক্‌রূপে অনুবন্ধ।

সমনুযোজ্য (ত্রি) সম-অনু-যুজ্-ণ্যৎ। সমনুযোজনীয়, সম্যক্ প্রকারে যোগের যোগ্য। (বৃহৎস° ৫৭৷২)

সমনুবর্ত্তিন্ (ত্রি) সম্-অনু-বৃত-ণিনি। সম্যক্‌রূপে অনুবর্ত্তী, সম্যক্‌রূপে অনুগামী।

সমনুব্রত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে অনুব্রত, ভক্ত।

সমনুষ্ঠেয় (ত্রি) সম্-অনু-স্থা-য। সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠেয়, সম্যক্-প্রকারে অনুষ্ঠানের যোগ্য।

সমন্ত (পুং) সম্যক্‌প্রকারেণ অন্তঃ ইতি তৎপুরুষসমাসঃ। সীমা, প্রান্ত, পর্য্যন্তভাগ। (ত্রি) ২ সমস্ত, সকল।

সমন্তকুসুম (পুং) দেবপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সমন্তগন্ধ (পুং) দেবপুত্রভেদ।

সমন্তচারিত্রমতি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তস্ (অব্য) সম্যক্‌প্রকারেণ অন্তঃ তস্। চতুর্দ্দিক্ অভিব্যাপ্ত, চারিদিকে ব্যাপ্ত। পর্য্যায়—পরিতঃ, সর্ব্বতঃ, বিশ্বক্-সমন্তাৎ। (শব্দরত্না°)

সমন্তদর্শিন্ (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°) সমন্তং পশ্যতি দৃশ্-ণিনি। (ত্রি) ২ সকল দ্রষ্টা।

সমন্তদুগ্ধা (স্ত্রী) সমন্তাৎ দুগ্ধং ক্ষীর-মস্যা। স্নুহীবৃক্ষ। (অমর)

সমন্তনেত্র (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তপঞ্চক (ক্লী) সমন্তাৎ পঞ্চকং হ্রদপঞ্চকং যত্র। তীর্থবিশেষ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধক্ষেত্র। পুরাকালে পরশুরাম পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিবার মানসে ক্ষত্রিয়দিগের রুধির দ্বারা পাঁচটী হ্রদ প্রস্তুত করেন, এবং এই হ্রদে ক্ষত্রিয়রুধির দ্বারা পিতার উদ্দেশে তর্পণ করেন। ঐ স্থানে পাঁচটী হ্রদ নির্ম্মাণ করেন, এই জন্ত উহার নাম সমন্তপঞ্চক হইয়াছে।

"ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে পঞ্চ কৃতবান্ রুধিরহ্রদান্॥

স তেষু তর্পয়ামাস পিতৄন্ ভৃগুকুলোদ্বহঃ।
সাক্ষাদ্দদর্শ পিতরং সচ রামং বরারয়ৎ॥"
(পদ্মপু॰ ভূমিখ॰ ১২৪ অ॰)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে পরশুরাম পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়া সমন্তপঞ্চকতীর্থে শোণিতপূর্ণ নয়টী হ্রদ প্রস্তুত করেন।

"ত্রিঃ সপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভু।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব॥"
(ভাগবত ৯।১৬।১৯) [কুরুক্ষেত্র দেখ।]

সমন্তপ্রভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তপ্রভাস (পুং) বুদ্ধ।

সমন্তপ্রসাদিক (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তভদ্র (পুং) সমন্তাৎ ভদ্রমস্য। ১ বুদ্ধ। (অমর) ২ একজন প্রাচীন কবি। ৩ একজন জৈন গ্রন্থকর্তা। ইনি প্রাকৃতব্যাকরণ, লঙ্কাবতার ও যক্ষবর্ম্মা রচিত শাকটায়ন-ব্যাকরণবৃত্তির টীকা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সমন্তভুজ (পুং) সমন্তাৎ ভুঙ্ক্তে ইতি ভুজ-কিপ্। অগ্নি।

সমন্তর (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপ॰)

সমন্তরশ্মি (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তবিলোকিতা (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে জগদ্ভেদ। (ললিতবি॰)

সমন্তব্যূহসাগরচর্য্যব্যবলোকন (পুং) গরুড়রাজভেদ।

সমন্তস্থূলাবলোকন (ক্লী) পুষ্পভেদ। বৌদ্ধমতে বীরত্বজ্ঞাপক তদ্রূপ কোনরূপ চিহ্নাদি।

সমন্তস্ফারণমুখদর্শন (পুং) গরুড়রাজভেদ।

সমন্তাৎ (অব্য॰) সমন্ততঃ, চারিদিকে ব্যাপ্ত।

সমন্তালোক (পুং) ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমন্তাবলোকিত (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমন্তিক (অব্য॰) সীমা সমীপে। (শতপথব্রা॰ ১।৭।১।২২)

সমন্ত্রক (ত্রি) মন্ত্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। মন্ত্রের সহিত বর্ত্তমান, মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রবিশিষ্ট।

সমন্ত্রিন্ (ত্রি) সমন্ত্র অস্ত্যর্থে ইনি। মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রবিশিষ্ট। ২ মন্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান।

সমন্যু (পুং) মন্যুনা ক্রতুনা ক্রোধেন বা সহ বর্ত্তমানঃ। ১ শিব। (ত্রি) ২ ক্রোধযুক্ত। ৩ যজ্ঞবিশিষ্ট।

সমন্বয় (পুং) ১ সংযোগ, মিলন। ২ অবিরোধ। ৩ প্রাকৃতিক কার্য্যকারণপ্রবাহ।

সমন্বিত (ত্রি) সম্-অনু-ইন্-ক্ত। সংযুক্ত, মিলিত।

"বিস্পষ্টমদ্রুতং শান্তং স্পষ্টাক্ষরপদং তথা।
কলস্বরসমাযুক্তং রসভাবসমন্বিতং॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ অবিরুদ্ধ।

সমপদ (ক্লী) সমে পদে যত্র। ১ ধনুর্দ্ধারীদিগের অবস্থান বিশেষ। ধনুর্দ্ধারিগণ পাদদ্বয় তুল্যরূপে ধারণ করিলে তাহাকে সমপদ কহে। 'ধন্বিনাং পাদয়োস্তুল্যরূপতয়া ধারণং সমপদং' (ভরত) (পুং) ২ রতিবন্ধবিশেষ।

"যোষিৎপাদৌ হৃদি স্থাপ্য করাভ্যাং পীড়য়েৎ স্তনৌ।
যথেষ্টং তাড়য়েদ্ যোনিং বন্ধঃ সমপদঃ স্মৃতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সমপাদ (ক্লী) সমৌ পাদৌ যত্র। ধন্বীদিগের অবস্থান বিশেষ, সমপদ। (হেম) (ত্রি) ৩ সমানপাদবিশিষ্ট, সমান চরণবিশিষ্ট ছন্দঃ, যে ছন্দের চারিপাদ সমান।

সমপ্রাধান্যসঙ্কর (পুং) সম্যক্ প্রাধান্য প্রদর্শনে সারহীন কৃত্রিমতা। (কুবলয়ানন্দ)

সমবুদ্ধি (ত্রি) সমা বুদ্ধির্যস্য। সমান বুদ্ধিবিশিষ্ট, সুখ, দুঃখ, শত্রু ও মিত্র প্রভৃতিতে যাহার বুদ্ধি সমান, অর্থাৎ একরূপ, তাহাকে সমবুদ্ধি কহে।

সমভাগ (ত্রি) সমোভাগো যত্র। ১ সমানভাগবিশিষ্ট। (পুং) ২ সমানভাগ।

সমভিতস্ (অব্য॰) সম্যক্ সেই দিকে। (ভারত ১১ প॰)

সমভিধা (স্ত্রী) সমনাম, অভিধা।

সমভিভাষণ (ক্লী) সম্-অভি-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অভিভাষণ।

সমভিব্যাহার (পুং) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ঘঞ্। সহিত। সঙ্গ, একত্রাবস্থান।

সমভিব্যাহারিন্ (ত্রি) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ণিনি। সঙ্গী, সাথী, সহিত।

সমভিব্যাহৃত (ত্রি) সম্-অভি-বি-আ-হৃ-ক্ত। একত্র মিলিত, সমভিব্যাহারে চলিত। ২ সহোচ্চরিত। ৩ চলিত।

সমভিহার (পুং) সম্-অভি-হৃ-ঘঞ্। ১ পৌনঃপুন্য, বারংবার। ২ ভৃশার্থ, আতিশয্য। (মেদিনী)

সমভূমি (স্ত্রী) সমাভূমিঃ। সমানস্থান। পর্য্যায় আজি। (জটাধর) মন্দির অট্টালিকাদি ভাঙ্গিয়া স্থানীয় ভূমির সমতল করণ।

সমভ্যর্থয়িতৃ (ত্রি) সম্-অভি অর্থ-ণিচ্-তৃচ্। সম্যক্‌রূপে অভ্যর্থনাকারী।

সমভ্যাস (পুং) সম্যক্‌রূপে অভ্যাস।

সমভ্যুদ্ধরণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে উদ্ধার।

সমভ্যুপগমন (ক্লী) সম্যক্ অভ্যুপগমন। বোধসহকারে অনুমোদন। (উব্বট)

সমভ্যুপেয় (ক্লী) সমভ্যুপগমন।

সমমণ্ডল (ক্লী) সমান মণ্ডল। গ্রীষ্মমণ্ডলের উত্তর ও দক্ষিণে

উদীচ্যবৃত্ত ও উদীচ্যোত্তর বৃত্ত পর্য্যন্ত দুই ভূভাগ। (Temperate zone)

সমমতি (ত্রি) সমা মতির্বুদ্ধির্যস্য। সমবুদ্ধিবিশিষ্ট। (ভাগবত ৩।১৮।৩৪)

সমময় (ত্রি) সমান ভাববিশিষ্ট।

সমমাত্র (ত্রি) সমান মাত্রাবিশিষ্ট।

সময় (পুং) সম্যগেতীতি সম্-ইণ্ গতৌ পচাদ্যচ্। ১ কাল, যোগ্যকাল। ২ শপথ, প্রতিজ্ঞা। ৩ আচার।

"স্বধীনাং সময়ে নিত্যং যে চরন্তি যুধিষ্ঠির।
নিশ্চিতাঃ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞাস্তান্ দেবান্ ব্রাহ্মণান্ বিদুঃ॥" (ভারত ১২।৯।৫০)

৪ সিদ্ধান্ত। ৫ সংবিৎ। (অমর) ৬ ক্রিয়াকার। ৭ নির্দ্দেশ। ৮ ভাষা।

"দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্ম্মান্
বভূষতে যঃ সঃ পরাবরজ্ঞঃ।" (ভারত ৫.৩৩।১১৮)

৯ সঙ্কেত। (মেদিনী) ১০ ব্যবহার। (মনু ১০।৫৩) ১১ সম্পদ্। ১২ নিয়ম। ১৩ অবসর। (হেম) ১৪ কর্ত্তব্য-নির্ব্বাহ। ১৫ বাক্য, বক্তৃতা, প্রচার, ঘোষণা। ১৬ দুঃখাবসান। ১৭ নিদেশাজ্ঞা। ১৮ উপদেশ। ১৯ ধর্ম্ম। (ত্রি) ২০ সৌভাগ্যশালী।

সময়কার (পুং) সময়স্য কারঃ করণং। ১ সঙ্কেত, পরিভাষা।

সময়ক্রিয়া (স্ত্রী) সময়স্য ক্রিয়া। সময় করা।

"স্থাপয়েৎ তত্র তদ্বংশ্যং কুর্য্যাচ্চ সময়ক্রিয়াং।" (মনু ৭।২০২)

সময়জ্ঞ (পুং) ১ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম) (ত্রি) ২ যিনি সময় জানেন

সময়ধর্ম্ম (পুং) সময়ক্রিয়া।

সময়বজ্র (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সময়বিদ্যা (স্ত্রী) ১ সময়ধর্ম্ম। ২ যোগ্যকাল। ৩ উপদেশ, শিক্ষা। "শব্দহেতু সময়বিদ্যাসু" (দশকুমার)

সময়সুন্দর গণি, সুগমবৃত্তি নাম্নী বৃত্তরত্নাকরটীকাপ্রণেতা।

সময়সুন্দর উপাধ্যায় (জৈন), সমাচারীশতক, বিশেষশতক, কল্পলতা ও শব্দার্থবৃত্তিরচয়িতা।

সময়া (অব্য০) সময়নমিতি সম-ইন্ গতৌ (আ সমিন্ নিকষিভ্যাং। উণ্ ৪।১৭৪) ইতি আ প্রত্যয়ঃ। নিকট। পর্য্যায়—নিকষা, হিরুক্। (অমর) ২ মধ্য।

'সময়া নিকটে মধ্যে মধ্যে চ নিকষাপ্তিকে।
হিরুঙ্মধ্যে বিনার্থে চ।' (রুদ্র)

৩ কালবিজ্ঞাপন। (শব্দর৽া০)

সময়াচার (পুং) ১ ধর্ম্ম। ২ একখানি প্রসিদ্ধ তন্ত্রশাস্ত্র।

সময়াচারনিরূপণ, (স্ত্রী) একখানি আধুনিক তন্ত্রগ্রন্থ। সীতারাম ইহার রচয়িতা।

সময়াতন্ত্র (স্ত্রী) তন্ত্রভেদ।

সময়াধ্যুষিত (ত্রি) সময়বিশেষ, কালভেদ। সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিত কাল, যে কালে সূর্য্য বা নক্ষত্র কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না, তাহাকে সময়াধ্যুষিত কহে।

"উদিতেঽনুদিতে চৈব সময়াধ্যুষিতে তথা।
সর্ব্বথা বর্ত্ততে যজ্ঞ ইতীয়ং বৈদিকী শ্রুতিঃ॥" (মনু ২।১৫)
'সূর্য্যনক্ষত্রবর্জ্জিতকালঃ সময়াধ্যুষিতশব্দেনোচ্যতে।'

সময়ানন্দনাথ (পুং) ভৈরববিশেষ, কালীপূজাকালে ইহার পূজা করিতে হয়।

সময়ানন্দসন্তোষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ শাক্ত ও তান্ত্রিক আচার্য্য। ইনি স্বয়ং কতকগুলি পূজামন্ত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (শক্তিরত্নাকর)

সময়াবিষিত (ত্রি) কালবশে নষ্ট বা বিলয়প্রাপ্ত। (ঐতৎব্রা° ৫।২৪)

সময়াস্তমিসিত (ত্রি) কালক্রমে বিধ্বস্ত। (তৈত্তিরীয় আরণ্যক ৪৪১।১০ ভাষ্য)

সমর (পুং স্ত্রী) সম্যক্ অরণং প্রাপণমিতি সং ঋ গতৌ অপ্, যদ্বা সম্যক্ ঋচ্ছত্যত্রেতি (মন্দন-কন্দর-শীকরেতি। উণ্ ৩।১৩১) ইতি বাহুলকাৎ অর প্রত্যয়েন সাধু। যুদ্ধ, সংগ্রাম, রণ, লড়াই।

সমরকন্দ, রুষরাজ্যের অধিকৃত তুর্কিস্থানের অন্তর্গত দুর্গাধিষ্ঠিত এবং প্রাচীর ও পরিখাদি পরিবেষ্টিত একটী নগর। সুপ্রসিদ্ধ বোখারা রাজধানী হইতে ১৪৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। এই নগর বহু প্রাচীন; এই স্থানেই মোগল-সম্রাট্ তৈমুরলঙ্গ স্বীয় রাজধানী স্থাপন করেন। সেই প্রাচীন বৈভবের কীর্ত্তি-নিচয় আজিও অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। প্রাচীন নগর কালে বিধ্বস্ত হইলে, জার-আফ্শান নদীকূলে নূতন সমরকন্দ স্থাপিত হয়। দৈবক্রমে নদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় নূতন নগরের সৌন্দর্য্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। প্রাচীন নগরভাগে তিনটী মাদ্রাসা ও বোখারার আমীরের প্রাসাদ আছে। শেষোক্ত অট্টালিকা এখন হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে এবং মাদ্রাসা বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা ও শিক্ষা চলিতেছে। পূর্ব্বে এই মহানগরী ইসলামধর্ম্ম ও সাহিত্যচর্চ্চার একটী প্রধান-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল। নূতন নগরভাগও প্রাচীর পরিবেষ্টিত। উহাতে ছয়টী প্রবেশদ্বার সন্নিবদ্ধ রহিয়াছে।

আরবী গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে, এই স্থান পূর্ব্বে মরকন্দ (মকরন্দ ?) নামে খ্যাত ছিল। পরে সমরকন্দ নামে

প্রথিত হইয়াছে। ৭০২ খৃষ্টাব্দে ইস্‌লাম্‌ধর্ম্মাবলম্বী আরবজাতি এই স্থান অধিকার করে। ১২১৯ খৃষ্টাব্দে ইহা চেঙ্গিস্‌খাঁর এবং ১৩৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা তৈমুর লঙ্গের করায়ত্ত হয়। তৈমুরের সময় নগরের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। তৎপরে পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দীকাল এই নগর বিদ্যার্জ্জনের প্রধানকেন্দ্র বলিয়া সাধারণে গৃহীত হইয়াছিল। নানাস্থান হইতে মুসলমানগণ সমরকন্দের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠার্থ আগমন করিয়া থাকেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ইহা রুষসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছে।

সমরকর্ম্মন্ (ক্লী) যুদ্ধকর্ম্ম, যুদ্ধকার্য্য।

সমরক্ষিতি (স্ত্রী) যুদ্ধক্ষেত্র, যুদ্ধস্থল।

সমরজিৎ (পুং) সমবং জয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। সমরজেতা, যুদ্ধজেতা।

সমরজ্জু (স্ত্রী) বস্তুদ্বয়ের ব্যবধানে সংন্যস্ত রজ্জু। বীজগণিতে দূরত্ব বা গভীরত্ব জ্ঞাপক রেখা।

সমরঞ্জয় (পুং) সমর° জয়তি জি-খস্-মুম্। যুদ্ধজেতা, সমরজেতা।

সমরণ (ক্লী) সম্যক্‌রূপে যাগদেশগমন। "সমরণং শিমীবতো রিন্দ বিষ্ণু" (ঋক্ ১।১৫৫।২) 'সমরণং সম্যক্ যাগদেশগমনং' (সায়ণ) (ত্রি) ২ মরণের সহিত বর্ত্তমান।

সমরত (পুং) রতিবন্ধবিশেষ। লক্ষণ—

"সজঙ্ঘাদ্বয়সংযুক্তং কৃত্বা যোষিৎপদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ সমরতঃ স্মৃতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সমবত এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সমরতুঙ্গ (পুং) যোদ্ধৃভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৪।১৩৭)

সমরথ (পুং) মৈথিল রাজভেদ, ক্ষেমাধিরাজপুত্র। (ভাগবত ৯।১৩।২৫)

সমরপুঙ্গব দীক্ষিত, চম্পূকাব্য ও যাত্রাপ্রবন্ধকাব্য প্রণেতা।

সমরপোত (ক্লী) সমর সম্বন্ধীয় পোত, যুদ্ধ জাহাজ।

সমরবল (ক্লী) যুদ্ধের বল। (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫৪।১৪৬)

সমরভট (পুং) ১ যোদ্ধৃপুরুষ। ২ রাজপুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা° ৭৪।২৯)

সমরভূ (স্ত্রী) যুদ্ধস্থল, যুদ্ধক্ষিতি।

সমরবর্ম্মন্ (ক্লী) সমরোপযুক্ত বর্ম্ম, যুদ্ধ করিবার উপযুক্ত বর্ম্ম। (পুং) রাজপুত্রভেদ। (রাজতর° ৫।১৩৫)

সমরবসুধা (স্ত্রী) যুদ্ধস্থল।

সমরবীর (পুং) ১ সমরে বীর। যুদ্ধস্থলে বীর, যিনি যুদ্ধস্থলে বীরত্ব প্রদর্শন করেন। ২ যশোদার পিতা।

সমরমূর্দ্ধন্ (পুং) সমরস্য মূর্দ্ধা। যুদ্ধের সম্মুখ, যুদ্ধের অগ্রভাগ।

সমরসিংহ, একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি প্রাগ্‌বাটবংশ-সম্ভূত কুমারসিংহের পুত্র। হায়নরত্নে ইঁহার মত উদ্ধৃত আছে। জগদ্ভূষণকোষ্ঠক, তাজিকতন্ত্র, তাজিক-তন্ত্রসার (গণকভূষণ বা কর্ম্মপ্রকাশ), তাজিকসিদ্ধান্ত, মনুষ্যজাতক ও বর্ষচর্য্যাবর্ণন প্রভৃতি গ্রন্থ ইঁহার রচিত। উক্ত গ্রন্থনিচয় হইতে ইঁহার বংশধারা এইরূপ পাওয়া যায়—গুজরাতের অনেক চালুক্য-রাজের প্রসিদ্ধ মন্ত্রী চন্দ্রসিংহের পুত্র শোভনদেব, তৎপুত্র সামন্ত। এই সামন্তসিংহের পুত্র কুমারসিংহই গ্রন্থকারের পিতা।

সমরসিংহ, চাহমানবংশীয় একজন রাজপুত নরপতি, মেবারের একজন প্রসিদ্ধ মহারাণা। মহাত্মা কর্ণেল টড্ বিরচিত রাজস্থানের ইতিবৃত্তে সমরসিংহের যে উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ হইলেও এখানে যথাযথ উদ্ধৃত হইল। মেবারের রাজোপাখ্যান মতে ১২০৬ শকে সংগ্রামের জন্ম হয়।

উক্ত রাজোপাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া টড্ সাহেব লিখিয়াছেন সুযোগ্য বাপ্পা রাওর বংশধর সমরসিংহ যে সময়ে চিতোরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত, সেই সময়ে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে পৃথ্বীরাজ ও কনোজে জয়চাঁদ রাজত্ব করিতেছিলেন। চৌহানরাজ পৃথ্বীরাজের ভগিনীর সহিত সমরসিংহের বিবাহ হয়। এই সূত্রে উভয় রাজ্যের মধ্যে প্রীতি ও সৌহার্দ্দ স্থাপিত হইয়াছিল।

পৃথ্বীরাজ ইন্দ্রপ্রস্থের (দিল্লীর) সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন এবং মেবারপতির সহিত স্বীয় ভগিনীর বিবাহ দিলেন দেখিয়া জয়চাঁদ তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি পৃথ্বীরাজকে রাজ্যেশ্বর বলিয়া স্বীকার করিলেন না, বরং আপনাকেই দিল্লীর সিংহাসনের একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া দাবী করিয়া পাঠাইলেন। ফলে শত্রুতাই বৃদ্ধি হইল। পাটন, অনহলবাড়া ও মন্দোরের পরিহার-রাজ জয়চাঁদের পক্ষসমর্থন করিয়া তাঁহার সাহায্যার্থ যোগদানে স্বীকৃত হইলেন। কনোজপতি পূর্ব্বে দিল্লীশ্বরকরে স্বীয় কন্যা অর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন বলদৃপ্ত হইয়া তিনি আর যুবক চৌহানরাজকে স্বীয় কন্যাদান করিতে চাহিলেন না। দিল্লীশ্বর অপমানিত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। রাণা সমরসিংহ সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র সদলে আসিয়া স্বীয় শ্যালকের পক্ষাবলম্বন করিলেন। জয়সিংহ পূর্ব্ব হইতেই সমরসিংহের বীরত্বপ্রতিভার পরিচয় পাইয়াছিলেন। তৎপূর্ব্বে বহুযুদ্ধে পাটন, কনোজ, ও ধাররাজগণ এবং তদধীন সামন্ত-সর্দ্দারগণ সমরসিংহের হস্তে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিয়াছিলেন। এবার প্রতিহিংসা-সাধনার্থ পরশ্রীকাতর দুর্বৃত্ত জয়চাঁদ ও তৎসহযোগিবর্গ তাঁহাদের সম্যক্ ধ্বংস-সাধনোদ্দেশে গজনী-

পতি সাহাবুদ্দীন মান্দুদকে বিপক্ষদমনার্থ আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। ধূর্ত্ত মান্দুদ এই সুযোগকেই ভারত অধিকারের শুভাবসর জানিয়া জয়চাঁদের প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়া তাঁহারই শত্রুনাশার্থ সসৈন্যে ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

পৃথ্বীরাজ মান্দুদের আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া স্বীয় অধীনস্থ লাহোরের সামন্তরাজ চাঁদ পুণ্ডিরকে সমরসিংহের নিকট পাঠান ও এই বিপদে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। সমরসিংহ স্বীয় শ্যালকের সমূহ বিপদ জানিয়া স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র কর্ণের হস্তে চিতোরের রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া সদলে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। উভয়ের মিলিত সৈন্য কাগার নদীতটে শত্রুর সম্মুখীন হইল। তিন দিন অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর রাজপুত-কুলকেতন সমরসিংহ রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া স্বীয় পুত্র কল্যাণ সিংহের সহিত রণক্ষেত্রে ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার সঙ্গে ত্রয়োদশ শত রাজপুত বীর ও প্রধান প্রধান সর্দ্দারেরা নিহত হইয়াছিলেন। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে কাগার রণক্ষেত্রে এইরূপে ভারতের গৌরব-সূর্য্যের বীরত্বদীপ্তির অবসান হয়। পৃথ্বীরাজ মুসলমান হস্তে বন্দী ও স্বামী সমরসিংহ রণক্ষেত্রে নিহত জানিয়া পৃথাদেবী অগ্নিতে আত্মোৎসর্গ করেন।

মহারাণা সমরসিংহ কর্ত্তৃক রাজপুতনার চিতোরগড়ে, অর্ব্বুদ পর্ব্বতে অচলেশ্বর মন্দিরে ও উদয়পুরে যে সকল শিলালিপি উৎকীর্ণ হইয়াছে তাহাতে ১৩৩৫, ১৩৪২, ১৩৪৪ বিক্রম সংবৎকাল লিপিবদ্ধ আছে। ঐ সকল শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার পিতার নাম তেজসিংহ ও মাতার নাম জয়তল্ল দেবী। ঐ সকল শিলালিপি ও মহারাণা কুম্ভকর্ণের শিলালিপি হইতে যে বংশতালিকা পাওয়া যায় তাহা টড্ সাহেবের বিবরণী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। শিলালিপিসমূহ মতে—১ বপ্প, ২ গুহিল, ৩ ভোজ, ৪ শীল, ৫ কালভোজ, ৬ ভর্ত্তৃভট, ৭ সিংহ, ৮ মহায়ক, ৯ খুম্মান, ১০ অল্লট, ১১ নরবাহন, ১২ শক্তিকুমার, ১৩ শুচিবর্ম্মন্, ১৪ নরবর্ম্মন্, ১৫ কীর্ত্তিবর্ম্মন্, ১৬ যোগরাজ, ১৭ বৈরাট, ১৮ বংশপাল, ১৯ বৈরীসিংহ, ২০ বিজয়সিংহ, ২১ অরিসিংহ, ২২ চোড়সিংহ, ২৩ বিক্রমসিংহ, রণসিংহ, ২৪ ক্ষেমসিংহ, ২৫ সামন্তসিংহ, ২৬ কুমারসিংহ, ২৭ মথনসিংহ, ২৮ পদ্মসিংহ, ২৯ জৈত্রসিংহ, ৩০ তেজসিংহ, ৩১ সমরসিংহ। সুতরাং টড্ সাহেব সমরসিংহ ও পৃথ্বীরাজের আত্মীয়তা সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ কবিকল্পনা।

সমরস্বামিন্ (পুং) কাশ্মীরস্থ সমরতীর্থ ক্ষেত্রাধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিভেদ। (রাজতর° ৫।২৫)

সমরা (**সেমরা**) যুক্ত-প্রদেশের আগ্রা জেলার ইতিমাদপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২৭° ১৯´ ২৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৭´ ১০´´ পূঃ। ইতিমাদপুর নগর হইতে ১৪ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

সমরাঙ্গণ (ক্লী) সমরমেবাঙ্গনং। যুদ্ধস্থল।

সমরাতিথি (পুং) সমরস্যাতিথিঃ। সমরস্থলে অতিথিস্বরূপ, যাহারা যুদ্ধস্থলে গমন করেন।

সমরালা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ২৮৮ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান গ্রাম ও বিচার সদর। এখানে একজন তহসীলদার ও একজন মুনসফ আছেন। তাঁহাদের দ্বারা একটী ফৌজদারী ও দুইটী দেওয়ানী আদালতের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়।

সমরশায়িন্ (ত্রি) সমরে শেতে শী-ণিনি। যিনি যুদ্ধে শয়ন করেন, অর্থাৎ যিনি যুদ্ধস্থলে প্রাণ পরিত্যাগ করেন।

সমরাশি (পুং) রাশিদিগের সংজ্ঞাবিশেষ। যে রাশি দুই সমান অংশে বিভক্ত হইতে পারে। ২, ৪, ৬, ৮ প্রভৃতি রাশি। [সম শব্দ দেখ]

সমরূপ্য (ত্রি) সমাদাগতঃ ইতি সম (হেতুমনুষ্যেভ্যো ঽন্যতরস্যাং রূপ্যঃ। পা ৪।৩।৮১) ইতি রূপ্যঃ। সাধুর ভূতপূর্ব্ব গবাদি।

সমরেখ (ত্রি) সমা রেখা যত্র। সমান রেখা যুক্ত, সরল রেখাবিশিষ্ট। "যদধ্বাবিচ্ছিন্নং তদপি সমরেখং নয়নয়োঃ" (শকুন্তলা ১অ°)

সমরোচিত (ত্রি) যুদ্ধোপযুক্ত, সমরের উপযুক্ত।

সমরোৎসব (পুং) সমরস্য উৎসবঃ। যুদ্ধযাত্রার নিমিত্ত উৎসব। যুদ্ধোল্লাস। (কথাসরিৎসা° ২৭।১০৯)

সমরোদ্দেশ (পুং) রণক্ষেত্র। (ভারত বনপর্ব্ব)

সমরোপায় (পুং) সমরকৌশল। সমরে বিজয় বাসনায় উদ্ভাবিত কৌশল।

সমর্ঘ (ত্রি) সুলভ মূল্য। সস্তা।

সমর্চ (ত্রি) ১ সম্যক্ ঋক্‌সংখ্যাবিশিষ্ট। ২ সূক্ত। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ৭।১৯।১৮)

সমর্চন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে অর্চ্চন, পূজন।

সমর্ণ (ত্রি) সম্-অর্দ-ক্ত। ১ অর্দ্দিত, সম্যক্ পীড়িত। ২ প্রার্থিত।

সমর্ত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ আর্ত্তি বা দুঃখ। বেদ সংহিতাদিতে অসমার্ত্তি বা অসমর্ত্তি পদের ব্যবহার আছে। তাহাতে আর্ত্তিহরণ অর্থ প্রকাশ পায়। অথর্ব্ববেদে অসমাতি শব্দের প্রয়োগ আছে, উহার অর্থ কুশলস্থ ধান্যের পরিচ্ছেদরাহিত্যকরণ।

সমর্থ (ত্রি) সমর্থয়তে ইতি সম-অর্থ পচাদ্যচ্। শক্তিবিশিষ্ট, বলবান্, ক্ষমতাপন্ন।

"যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কালোহি দুরতিক্রমঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)
২ যোগ্য, উপযুক্ত। ৩ হিত। ৪ প্রশস্ত। ৫ অভীষ্ট। ৬ যুক্তিসঙ্গত, সম্বন্ধার্থ। ৭ সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩২।৫, ৩৩।১১৮)

সমর্থক (ত্রি) সমর্থয়তীতি সম্-অর্থ-ণ্বুল্। ১ সমর্থনকারী। ২ চন্দন কাষ্ঠ।

সমর্থতা (স্ত্রী) সমর্থস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমর্থের ভাব বা ধর্ম্ম, সামর্থ্য, শক্তি, সমর্থত্ব। যোগ্যতা, উপযুক্ততা।

সমর্থন (ক্লী) সম-অর্থ-ল্যুট্। ১ ইহা উচিত ইহা অনুচিত ইহার নিশ্চয়। পর্য্যায়—সম্প্রধায়না, সমর্থনা। (শব্দরত্না°) ২ বিবেচনা। ৩ মীমাংসা। ৪ নিষেধ, মানা। ৫ সম্ভাবনা। ৬ উৎসাহ। ৭ দৃঢ়ীকরণ। ৮ সামর্থ্য। ৯ বিবাদভঙ্গ করা। ১০ মতের পোষকতাকরণ।

সমর্থনা (স্ত্রী) সম্-অর্থ-যুচ্-টাপ্। অশক্যবিষয়ে অধ্যবসায়, সমুদ্রকেও শোষণ করিব, এইরূপ অশক্যবিষয়ে যে দৃঢ়নিশ্চয় তাহাকে সমর্থনা কহে। ২ সমর্থন শব্দার্থ।

সমর্থনীয় (ত্রি) সম্-অর্থ-অনীয়র। সমর্থনযোগ্য, সমর্থনের উপযুক্ত।

সমর্থিত (ত্রি) ১ বিবেচিত। ২ মীমাংসিত। ৩ দৃঢ়ীকৃত। ৪ স্থিরীকৃত। ৫ সম্ভাবিত।

সমর্থ্য (ত্রি) সমর্থনীয়, সমর্থনযোগ্য।

সমর্দ্ধক (ত্রি) সমৃদ্ধোতীতি সম্-ঋধু বৃদ্ধৌ ণ্বুল্। বরদ, বরদানকারী, ইষ্টফলদাতা দেবতা প্রভৃতি।

সমর্দ্ধয়িতৃ (ত্রি) পূর্ণকারী। যিনি কামনা পূর্ণ করেন।

সমর্দ্ধুক (ত্রি) সমর্দ্ধক, ইষ্টফলদাতা দেবতাদি। (তৈত্তিরীয় স° ৩।৪।৩।৩)

সমর্পক (ত্রি) সমর্পয়তীতি সম্-অর্পি-ণ্বুল্। সমর্পণকারী।

সমর্পণ (ক্লী) সম্-অর্পি ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে অর্পণ। তন্ত্রোক্ত পূজা করিয়া পূজার শেষে সেই দেবতার উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার বিধান এইরূপ লিখিত আছে যে, "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যগমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎসৎ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হয়। যে দেবতার পূজা করিতে হয়, সেই দেবতার নামোল্লেখ করিয়া আত্মসমর্পণ করা বিধেয়। (তন্ত্রসার) ২ দান। ৩ স্থাপন।

সমর্পিত (ত্রি) ১ সম্যক্ রূপে অর্পিত, দত্ত। ২ স্থাপিত।

সমর্পিতৃ (ত্রি) সম-অর্পি তৃচ্। সমর্পণকারী।

সমর্প্য (ত্রি) সম-অর্পি যৎ। সমর্পণযোগ্য।

সমর্য্য (পুং) শক্র। [সমর্য্যজিৎ দেখ]

সমর্য্যজিৎ (ত্রি) শত্রুজেতা। "সমর্য্যজিদ্বাজো অস্মান্" (ঋক্ ১।১১১।১৫) 'সমর্য্যজিৎমর্য্যা মনুষ্যাঃ, তৈঃ সহ বর্ত্তন্ত ইতি সমর্য্যাঃ সংগ্রামাঃ তত্র শত্রূণাং জেতা' (সায়ণ)

সমর্য্যরাজ্য (ক্লী) মনুষ্য সহিত রাজ্য। "মহে সমর্য্যরাজ্যে" (ঋক্ ৯।১১০।২) 'সমর্য্যরাজ্যে সমনুষ্যং ত্বদীয়ং রাজ্যং অনুপালয়িতুং' (সায়ণ)

সমর্য্যাদ (পুং) মর্য্যাদয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ সমীপ, নিকট। (ত্রি) ২ সীমাযুক্ত। ৩ মর্য্যাদা সহিত। ৪ সচ্চরিত্র।

সমর্হণ (ক্লী) সম্-অর্হ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে পূজা, সম্যক্ প্রকারে অর্হণ।

সমল (ক্লী) মলেন সহ বর্ত্তমানং। ১ বিষ্ঠা। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ আবিল, মলযুক্ত, মলিন। (জটাধর) ৩ কলঙ্কবিশিষ্ট।

সমবলম্ব (ত্রি) ১ সমান অবলম্ববিশিষ্ট। ২ যে চতুর্ভুজের লম্বরেখা (Perpendiculars) দ্বয় সমান। Trapezoid নামক চতুর্ভুজ। Rectangle হইলে আয়তসমলম্ব বলা যায়।

সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন (ত্রি) সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য। যাহার লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চনে তুল্য জ্ঞান, যিনি ঢিল, পাথর ও সোণা তুল্যরূপে দেখেন।

সমবকার (পুং) সমবকীর্য্যন্তে বহবোঽর্থাঃ যস্মিন্নিতি সম্-অব-কৄ-ঘঞ্। নাটকভেদ। নাটক, প্রকরণ, ভাণ, সমবকার ও ডিম প্রভৃতি ভেদে নাটক নানা প্রকার। ইহাতে বহু অর্থের সমবকিরণ অর্থাৎ একত্র সন্নিবেশ হয় বলিয়া ইহার নাম সমবকার হইয়াছে। এই সমবকারে খ্যাত বৃত্ত হইবে, অর্থাৎ দেবতা বা অসুরাদি আশ্রয় করিয়া কোন একটী প্রসিদ্ধ বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহা প্রণয়ন করিতে হইবে। ইহা বীররসপ্রধান, দেবতা ও অসুরদিগের যুদ্ধবর্ণনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ইহাতে তিনটী অঙ্ক থাকিবে। নাটকে যে পঞ্চসন্ধি অভিহিত হইয়াছে, তাহার চারিটী সন্ধি ইহাতে বর্ণিত হইবে, কেবল বিমর্ষ-সন্ধি ইহাতে নিষিদ্ধ। ইহার নায়ক ধীরোদাত্ত, ইহাতে প্রত্যেকের ফল ভিন্ন প্রকার। মন্দকৌশিকী বৃত্তি এবং গায়ত্রী ও উষ্ণিক্ ছন্দে ইহার মুখ ভাগ রচিত, তৎপরে নানাবিধ ছন্দের বিন্যাস পরিলক্ষিত হইবে। ইহাতে হস্তী রথাদি পরিপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্র, তুমুল সংগ্রাম, ও নগরাদি ধ্বংস অতি উত্তমরূপে বর্ণিত থাকে। ত্রিশৃঙ্গার অর্থাৎ শাস্ত্রের অবিরোধে ধর্ম্ম-শৃঙ্গার, অর্থ লাভার্থ কল্পিত অর্থ-শৃঙ্গার ও কাম শৃঙ্গার এই ত্রিবিধ শৃঙ্গার ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। এই তিন প্রকার

শৃঙ্গারের মধ্যে কামশৃঙ্গার প্রথমাঙ্কে বর্ণন করিতে হইবে। পরে যে কোন স্থলে আর দুই প্রকার শৃঙ্গারবর্ণনা করা চাই। নাটকোক্ত ত্রিকপট ও ত্রিবিদ্রব ইহাতে বর্ণনীয়। নাটকের ন্যায় বিন্দু বা প্রবেশক ইহাতে নাই। সাহিত্যদর্পণে সমুদ্রমন্থন নামে একখানি সমবকারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অধুনা এই গ্রন্থ অতি দুষ্প্রাপ্য। [নাটক শব্দ দেখ]

সমবতার (পুং) সম-অব-তৃ-ঘঞ্। ১ তীর্থ, ঘাট, সোপান, ধাপ। ২ অবতরণ।

সমবধান (ক্লী) সম-অব-ধা-ল্যুট্। ১ সম্যক্ মনোযোগ। ২ নিষ্পত্তি।

সমবন (ক্লী) সম্-অব-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে অবন, সম্যক্ প্রকারে রক্ষণ। (ভাগবত ৫।৪।১)

সমবোধন (ক্লী) সম্-অব-বুধ ল্যুট্। সম্যক্ রূপে অববোধন, সম্যক্ প্রকারে জ্ঞান।

সমবর্ণ (পুং) সমান বর্ণ, তুল্য বর্ণ, একবর্ণ। (ত্রি) ২ সমান বর্ণবিশিষ্ট। (মনু ৮।২৬৯)

সমবর্ত্তিন্ (পুং) সম-বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। ১ কৃতান্ত, যম।
'প্রমিতারঞ্চ পাপানাং পিতৃণাং সমবর্ত্তিনং।
অগ্নজৎ সর্ব্বভূতাত্মা নিধিপঞ্চ ধনেশ্বরং ॥" (ভারত ১২।২০৭।৩৫)
(ত্রি) ২ তুল্যরূপে স্থিত, তুল্যবর্ত্তনশীল।

সমবসরণ (ক্লী) সভাগৃহ। ধর্ম্মমণ্ডপ, যেখানে ধর্ম্মোপদেশ দেওয়া হয়। (শব্দকল্পদ্রুমা° ১৭৪)

সমবসর্গ্য (ত্রি) ১ রজ্জু অবনমন। ২ পরিত্যাগ।

সমবসৃজ্য (ত্রি) সম্যক্ পরিত্যাজ্য। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১১)

সমবস্কন্দ (পুং) সম্যক্রূপে দুর্গদ্বারা সুরক্ষিতকরণ। দুর্গ-প্রাকার।

সমবস্থা (স্ত্রী) সমা তুল্যা অবস্থা। ১ সমান অবস্থা, তুল্য দশা। ২ কালকৃত বিশেষ অবস্থা।

সমবস্থান (ক্লী) সম্-অব-স্থা-ল্যুট্। সম্যক্রূপে অবস্থান। সম্যক্ প্রকারে স্থিতি।

সমবস্রব (পুং) সম্-অব-স্রু-অপ্। সম্যক্রূপে অবস্রব, ক্ষরণ।

সমবহার (পুং) সম্-অব-হৃ-ঘঞ্। বিভক্ত। (ভাগবত ৫।১৪।১)

সমবহাস্য (ত্রি) সম্ অব-হস্-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে অবহসনীয়, সম্যক্ উপহাসের যোগ্য।

সমবায় (পুং) সম বায্যতে ইতি সম্-অব-ঘঞ্। ১ সমূহ। (অমর) ২ সম্বন্ধবিশেষ, সমবায়সম্বন্ধ, নিত্য সম্বন্ধ। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার লক্ষণ ও বিচার বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে।
"ঘটাদীনাং কপালাদৌ দ্রব্যেষু গুণকর্ম্মণোঃ।
তেষু জাতেশ্চ সম্বন্ধঃ সমবায়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" (ভাষাপরি°)

'অবয়বাবয়বিনোর্গুণগুণিনোঃ ক্রিয়াক্রিয়াবতোর্জাতিব্যক্ত্যোর্নিত্যদ্রব্যবিশেষয়োশ্চ যঃ সম্বন্ধঃ স সমবায়ঃ।'
(সিদ্ধান্তমুক্তা°)

ঘটাদির কপালাদিতে যে সম্বন্ধ, দ্রব্যে গুণ ও কর্ম্মের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে জাতির যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে।

ঘটাদি এই আদি পদে সাধারণতঃ অবয়বে অবয়বীর যে সম্বন্ধ ইহাই বুঝাইল। সুতরাং ঘটের কপালে যে সম্বন্ধ, দ্ব্যণুকের অণুতে ও ত্রসরেণুর দ্ব্যণুকে যে সম্বন্ধ, তাহাই সমবায় সম্বন্ধ। মূলের সূত্রটী সমবায়ের পরিচায়ক মাত্র, লক্ষণ নহে। নিত্য সম্বন্ধরূপ সমবায়ের অনুযোগী ও প্রতিযোগী কে কে তাহাই মাত্র সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। উহাকে যদি লক্ষণ বলিয়া স্বীকার করা হয়, অর্থাৎ ঘটাদির কপালের সহিত যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় বলিলে কালিকাদিতে অতিব্যাপ্তি হইয়া পড়ে; কারণ ঘটাদিও কালিক সম্বন্ধে কপালাদিতে থাকে। সুতরাং উহা লক্ষণ না হইয়া লক্ষণের পরিচায়ক মাত্র।

সমবায়ের লক্ষণ করিতে হইলে নিত্য সম্বন্ধত্বই সমবায়ত্ব। অর্থাৎ নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। অবয়বের সহিত অবয়বীর যে সম্বন্ধ, জাতি ও ব্যক্তির, গুণ ও গুণীর, ক্রিয়া ও ক্রিয়াবানের নিত্য দ্রব্য ও বিশেষের যে সম্বন্ধ তাহাকে সমবায় কহে। সমবায় সম্বন্ধ কেন স্বীকার করিতে হয় ইহার অনুমান এইরূপ লিখিত আছে,—গুণক্রিয়াদিবিশিষ্ট বুদ্ধি অর্থাৎ গুণবান্ ঘট, ক্রিয়াবান্ ঘট ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধকে বিশেষ করে; এই জন্য উহা বিশিষ্ট বুদ্ধি, যেমন দণ্ডী-পুরুষ। দণ্ডী-পুরুষ এই স্থলে পুরুষ বিশেষ্য দণ্ডী বিশেষণ ও সংযোগ। এইরূপ সমস্ত বিশিষ্টবুদ্ধি স্থলেই বিশেষ্য ও বিশেষণ এবং সম্বন্ধ বিশেষের ভাণ হয়। আর একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক। রূপবান্ ঘট, ইহা একটী বিশিষ্টবুদ্ধি, সুতরাং এস্থলেও বিশেষণ, বিশেষ্য ও সম্বন্ধ বিশেষের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। রূপ বিশেষণ, ও ঘট বিশেষ্য। কিন্তু অপেক্ষিত সম্বন্ধ সংযোগাদি হইতে পারে না, কারণ সংযোগ থাকিতে দুইটী দ্রব্যের মধ্যেই থাকে। কিন্তু এস্থলে একটী গুণ ও অন্যটী দ্রব্য, সুতরাং সংযোগ-সম্বন্ধ হইতে পারে না। কারণ এস্থলে দুইটী দ্রব্য নাই। দুইটী দ্রব্য না থাকায় সংযোগ সম্বন্ধ হইল না, তখন সম্বন্ধান্তর কল্পনা করিতে হইল। সেই কল্পিত সম্বন্ধান্তরই সমবায়।

এই অনুমান দ্বারা সংযোগাদির বাধহেতু সমবায় সম্বন্ধ সিদ্ধ হইল। যদি উহাকে সমবায় সম্বন্ধ না বলিয়া স্বরূপ-সম্বন্ধ বলা যায়, তাহা হইলে সিদ্ধ-সাধন বা অর্থান্তর সাধন হইল এ কথা বলা যায় না অর্থাৎ সমবায় স্বীকার না করিয়া তাহার পরিবর্ত্তে ঐ স্থলে যদি স্বরূপ সম্বন্ধ বলা হয়, তাহা হইলে সমবায়ের সাধন

সিদ্ধ-সাধন সিদ্ধ-বস্তু-স্বরূপের সাধন মাত্র হয়। অর্থান্তর অর্থাৎ এক বস্তু প্রমাণ করিতে গিয়া অন্য বস্তুর প্রমাণ করা। এই স্থলেও সমবায় সাধনে প্রবৃত্ত নৈয়ায়িক অর্থান্তর অর্থাৎ স্বরূপ সাধন করেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে সিদ্ধসাধন ও অর্থান্তর এই দুইটীর যুক্তিদোষের মধ্যে পরিগণিত, সমবায় স্বীকার না করিলে এই দুইটী যুক্তি-দোষই হয়।

ইহা ভিন্ন আরও দোষ আছে, স্বরূপ অনন্ত, উহাকে সম্বন্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে গৌরব-দোষ হয়, অতএব লাঘব বশতঃ একমাত্র সমবায় সম্বন্ধই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাউক, সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার না করিয়া স্বরূপ স্বীকার করা গেল। রূপবান্ ঘট, এই স্থলে রূপ স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটে আছে, অর্থাৎ ঘটে রূপের সম্বন্ধ, এইরূপ রূপবান্ পট এই স্থলে পটেই রূপের সম্বন্ধ, এই রূপে ভিন্ন স্থলে ঘট পটাদিতে সম্বন্ধের কল্পনা করিতে হয়। সুতরাং এই কল্পনাই গৌরব হইয়া থাকে। অতএব অনেক স্বরূপ না স্বীকার করিয়া একটী মাত্র সমবায় সম্বন্ধ স্বীকার করিলে লাঘব হয়। এই লাঘবের জন্যই উহা স্বীকার করিতে হইবে।

সমবায় একমাত্র হইলে বায়ুতে রূপবত্তা বুদ্ধির প্রসঙ্গ হইয়া উঠে, একথা আশঙ্কা করা যায় না, কারণ বায়ুতে রূপ সমবায় থাকিলেও রূপ নাই। বায়ুর গুণ স্পর্শ, সুতরাং বায়ুতে স্পর্শের সমবায় আছে, কিন্তু সমবায় এক বলিয়া স্পর্শের সমবায় ও রূপের সমবায় একই পদার্থ। সুতরাং বায়ুতে রূপের সমবায় আছে, বলিতে হইবে। এই সম্বন্ধ-সত্তা সম্বন্ধি-সত্তার নিয়ামক বলিয়া বায়ুতে রূপ আছে, ইহা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে রূপ নাই। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, কেবল সমবায় রূপের সম্বন্ধ নহে, রূপনিরূপিতত্ব-বিশিষ্ট সমবায়ই অর্থাৎ রূপের সমবায়ই রূপের সম্বন্ধ, কিন্তু বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্ট সমবায় নাই। যদি বল বিশিষ্ট সমবায় ও সমবায় একই পদার্থ, সুতরাং তাদৃশ সমবায় বায়ুতে আছে, তাহাতেও বক্তব্য এই যে, স্বনিরূপিতত্ব-বিশিষ্ট-সমবায়-নিরূপিতাধিকরণতাই রূপের সম্বন্ধ। বায়ুতে রূপ নাই বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্টাধিকরণতাও নাই, সুতরাং রূপ সমবায় নাই বলিয়া বায়ুতে রূপবত্তা সিদ্ধি হয় না। অতএব সমবায় স্বীকার করিলে বায়ুতে রূপবত্তা সিদ্ধি হয়, ইহা বলা অসঙ্গত। নব্য-নৈয়ায়িকগণ সমবায় নানা বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব ইহার পরিষ্কার লক্ষণ এই যে, নিত্যসম্বন্ধই সমবায়, অবয়বের সহিত অবয়বীর যে নিত্যসম্বন্ধ, গুণের সহিত গুণীর যে নিত্য সম্বন্ধ তাহাই সমবায়-সম্বন্ধ, এইরূপ যে যে স্থলে নিত্য-সম্বন্ধ হইবে, তথায় সমবায়-সম্বন্ধ হইবে। এই সমবায় সম্বন্ধ লইয়া নব্য নৈয়ায়িকগণ বিশেষ বিচার প্রদর্শন করিয়াছেন, বাহুল্য বোধে এবং নৈয়ায়িকদিগের ভাষার দুর্ব্বোধ্যতা হেতু তাহা আর এস্থলে লিখিত হইল না। (ভাষা-পরিচ্ছেদ)

সমবায়ত্ব (ক্লী) সমবায়স্য ভাবঃ ত্ব। সমবায়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সমবায় সম্বন্ধত্ব।

সমবায়ন (ক্লী) পরস্পরে সংঘট্টপ্রাপ্তি।

সমবায়িন্ (ত্রি) সমবায় অস্ত্যর্থে ইনি। নিত্যসম্বন্ধযুক্ত, সমবায়-সম্বন্ধবিশিষ্ট।

"অনাদিরাত্মাসম্ভূতি বিদ্যতে নান্তরাত্মনঃ।
সমবায়ী তু পুরুষো মোহেচ্ছাদ্বেষ কর্ম্মজঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১২৫)

সমবৃত্ত (ত্রি) সমান, অথচ বৃত্ত গোল।

"স্তনৌ ব্যক্তিতকেশরৌ সমবৃত্তৌ নিরন্তরৌ॥" (ভাগব° ৪।২৫।২৪, 'সমবৃত্তৌ সমৌ চ বৃত্তৌ চ' (স্বামী) ২ সমবৃত্তবিশিষ্ট। (ক্লী) ৩ ছন্দোভেদ, যে ছন্দের চারি চরণ সমান তাহাকে সমবৃত্ত কহে। "সমং সমচতুষ্পাদং" (ছন্দোম°)

সমবেক্ষণ (ক্লী) সম-অব ঈক্ষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অবেক্ষণ, সম্যক্‌রূপে দর্শন।

সমবেগবশ (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্মপর্ব্ব)

সমবেত (ত্রি) সম্-অব-ইণ-ক্ত। ১ মিলিত, সম্মিলিত। ২ সম্বদ্ধ। ৩ সঞ্চিত। ৮ এক শ্রেণীভুক্ত। ৫ নিত্যসম্বন্ধ, নিত্যযুক্ত, সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা বৃত্ত।

"যৎ সমবেতং কার্য্যং ভবতি জ্ঞেয়ন্তু সমবায়িজনকং তৎ।"
(ভাষাপরি°)

সমবেধ (পুং) ১ সমান বেধ। (ত্রি) ২ সমানবেধবিশিষ্ট।

সমবেষ (ত্রি) ১ সমান বেশ বা সজ্জা। ২ যুদ্ধসজ্জা, সেনা-সমাবেশ।

সমশঙ্কু (ত্রি) যে কালে সূর্য্য মস্তকোর্দ্ধে আসেন। (গণিতাধ্যায়

সমশান (ক্লী) সম্-অশ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে অশন, সম্যক প্রকারে ভোজন। অপর্য্যাপ্ত ভোজন।

সমশনীয় (ত্রি) সম্-অশ-অনীয়র্। সম্যক্ প্রকারে অশনযোগ্য।

সমশশিন্ (পুং) সমচন্দ্র। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে সমশশী অর্থাৎ চন্দ্র যদি সমান ভাবে উদিত হন, তাহা হইলে সুভিক্ষ, উত্তম বৃষ্টি ও মঙ্গল হয়।

"সমশশিনি সুভিক্ষক্ষেমবৃষ্টয়ঃ প্রথম দিবসসদৃশাঃ" (বৃহৎস° ৪।১১)
(ত্রি) সম্-অশ-ণিনি। ২ সম্যক্ প্রকারে ভোজনশীল।

সমশর্করচূর্ণ (ক্লী) গ্রহণী ও কাসাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, জায়ফল, পিপুল, প্রত্যেক ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুঁঠ ৪ পল, এই সকল চূর্ণের সমান চিনি। এই সকল চূর্ণ একত্র করিয়া উহা প্রস্তুত করিতে হয়, পরিমাণ

দোষের বলাবল অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই চূর্ণ সেবনে অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, কাস প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। (সারকৌ°)

সমশর্করলৌহ, রক্তপিত্তাধিকারোক্ত ঔষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ ৪ তোলা, ছাগ দুগ্ধ ১৬ তোলা, ঘৃত ৮ তোলা, চিনি, ৪ তোলা একত্র তাম্র পাত্রে পাক করিয়া বিড়ঙ্গচূর্ণ ১ তোলা প্রক্ষেপ দিবে, শীতল হইলে উহার সহিত মধু ৪ তোলা মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ১ মাষা, অনুপান নারিকেল জল প্রভৃতি। এই লৌহ সেবন করিলে তীব্র রক্ত পিত্ত, অম্লপিত্ত, ক্ষত ও ক্ষয় রোগ আশু প্রশমিত হয় এবং বল বীর্য্যাদিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

২ কাসরোগে হিতকর ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লবঙ্গ, কট্‌ফল, কুড়, যমানী, ত্রিকটু, চিতামূল, পিপুল মূল, বাসক মূলের ছাল, কণ্টকারী, চই, কাঁকড়াশৃঙ্গী, গুড়ত্বক্, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, হরীতকী, শটী, কাঁকলা, মুতা, লৌহ, অভ্র, যবক্ষার, ইহাদের প্রত্যেকের সমভাগ চূর্ণ, একত্র করিয়া চূর্ণ-সমষ্টির সমান চিনি মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন পূর্ব্বক ঘৃত ভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ৪ মাষা, ইহা সেবনে বাত ও শ্লেষ্মজ সর্ব্ব প্রকার কাস, ক্ষয়কাস, রক্তপিত্ত ও শ্বাসরোগ আশু প্রশমিত হয় এবং ক্ষীণবল ব্যক্তির অগ্নি বৃদ্ধি সহকারে বলবর্ণ বৃদ্ধি পায় ও দেহের পুষ্টি হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

সমশীর্ষিকা (স্ত্রী) সম্যক্ অবস্থান। শীর্ষের সমরেখায় অবস্থিত।

সমশোধন (ক্লী) বীজগণিতোক্ত সম-ব্যবকলন নামক অঙ্কবিশেষ।

সমশ্নুব (ত্রি) ১ প্রাপণ। ২ উপনীত হওন। (আশ্ব°গৃ° ৪।৮।২৭)

সমশ্নুবান (ত্রি) সম-অশ-শানচ্। সম্যক্ প্রকারে ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট। ব্যাপনশীল।

সমশ্রেণি (ত্রি) সমান শ্রেণী, তুল্য শ্রেণি।

সমষ্টি (স্ত্রী) সম্-অশ-ব্যাপ্তৌ ক্তিন্। সমস্ত মিলিত।

"সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্তদন্যেতু জ্ঞায়ন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া।" (পঞ্চদশী)

সমষ্ঠিল (পুং) সমং তিষ্ঠতীতি স্থা বাহুলকাৎ ইলচ্। পশ্চিম দেশজাত ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—ভণ্ডীর, নন্দ্যাম্র, আম্রগন্ধক, কোকাম্র, কণ্টকি-কল, উপদংশ। হিন্দী—কন্থুয়া। গুণ—কটু, উষ্ণ, রুচিকর, মুখবিশোধন, কফ ও বাতনাশক, দাহকারক, দীপন। (রাজনি°)

সমষ্ঠিলা (স্ত্রী) সমষ্ঠিল-স্ত্রিয়াং টাপ্। সমষ্ঠিল শব্দার্থ। কটু-শূরণ। ২ নন্দ্যাম্র। (বৈদ্যকনি°) ৩ গণ্ডীর। ৪ শমঠনামক শাক বিশেষ। চলিত গুঠিয়া শাক।

সমষ্ঠীলা (স্ত্রী) সমষ্ঠিলা।

"সমষ্ঠোঽপি গণ্ডীরঃ সমষ্ঠীলা সমষ্ঠিলা" (শব্দরত্না°)

সমসংস্থান (ক্লী) সমরূপে সংস্থান, উভয়দিকে ভাবের সমতা-করণ।

সমসংস্থিত (ত্রি) সম-সংস্থা-ক্ত। সমানরূপে সংস্থানযুক্ত, উভয়দিকে সমরূপে সংস্থিত।

সমসংখ্যাত (ত্রি) সম-সংখ্যা-ক্ত। সম-সংখ্যাবিশিষ্ট, সমান সংখ্যাবিশিষ্ট।

সমসন (ক্লী) সম-অস্-ল্যুট্। ১ সংক্ষেপণ, সংক্ষেপকরণ। ২ সমাস।

সমসপ্তকচূর্ণ, চূর্ণৌষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

সমসময়বর্ত্তিন্ (ত্রি) সমসময়ে বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। সমকাল-স্থিত, সমকালবর্ত্তনশীল।

সমসাপর্ব্বত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ কণাড়া জেলার পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার একটী গিরিশৃঙ্গ। উচ্চতা ৬৩০০ ফিট্। মঙ্গলুর হইতে ৫৬ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩° ৮´ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১৮´ পূঃ। এই পর্ব্বতশৃঙ্গে দক্ষিণ-কণাড়া-বাসী য়ুরোপীয়গণের স্বাস্থ্যাবাস স্থাপিত আছে। স্থানীয় জলবায়ু পরম রমণীয়। এখানে নানা প্রকার ফলমূলাদি উৎপন্ন হয়।

সমসুপ্তি (পুং) সমেষাং সর্ব্বেষাং সুপ্তির্যত্র। কল্পান্ত, মহাপ্রলয়। (হেম) (স্ত্রী) সমা সুপ্তিঃ। তুল্যশয়ন।

সমসূত্র (ত্রি) সমানসূত্রে বা রেখায় যাহা আছে।

সমসূত্রগ (ত্রি) সমসূত্রে গচ্ছতীতি গম-ড। সমসূত্রগামী, সমানগামী।

সমসৌরভ (পুং) সমানসৌরভ, তুল্যগন্ধ।
(ত্রি) ২ তুল্যগন্ধবিশিষ্ট।

সমস্ত (ত্রি) সম-অস-ক্ত। সম্পূর্ণ। পর্য্যায়—সম, সর্ব্ব, বিশ্ব, অশেষ, কৃৎস্ন, নিখিল, অখিল, নিঃশেষ, সমগ্র, সকল, পূর্ণ, অখণ্ড, অমূলক, অনন্ত, অন্যূন। (জটাধর) ২ একত্রীকৃত, সঞ্চিত, যুক্ত। ৩ সংক্ষিপ্ত। ৪ কৃতসমাস, যাহা সমাস করা হইয়াছে।

সমস্থ (ত্রি) সমে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। ১ সমান। সমভাবে স্থিত।

সমস্থল, প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে দেবোধ্যক্ষ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। (প্রভাসখ° ৭৯ অঃ)

সমস্থলী (স্ত্রী) সমা স্থলী। গঙ্গাযমুনার মধ্যদেশ। পর্য্যায়—অন্তর্বেদি। (হেম)

সমস্বামিত্ব (ক্লী) তুল্যস্বত্ব, তুল্যাধিকার।

সমস্যা (স্ত্রী) সমসনং উক্তা সংক্ষেপণং সম্-অস-ণ্যৎ, সংজ্ঞা-পূর্ব্বকত্বাৎ বৃদ্ধ্যভাবঃ বা সমস্যতে সংক্ষিপ্যতে অনয়া সম্-অস-ক্যপ্। শ্লোকের এক দুই বা তিন পাদদ্বারা পূরণ। শ্লোক

সম্পূরণার্থ প্রশ্ন, শ্লোকের একটী বা দুইটী চরণ প্রশ্নরূপে বলা হয়, পরে ঐ চরণের পূরণ করা হয়। ইহার সমস্যা। পর্য্যায় সমাসার্থা, সমাস্থার্থা, সমাপ্তার্থা। (ভরত) ২ সঙ্ঘট্টন। ৩ মিশ্রণ।

সমস্যার্থা (স্ত্রী) সমস্যা অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। (ভরত)

সমস্বর (ত্রি) সমান স্বরবিশিষ্ট, সমান স্বরযুক্ত।

সমহ (ত্রি) ধনের সহিত, ধনযুক্ত। "অয়ং সমহ মাতনুহ্যতে" (ঋক্ ১।১২০।১১) 'হে সমহ ধনেন সহিত' (সায়ণ)

সমহ্বা (স্ত্রী) যশঃ, কীর্ত্তি, খ্যাতি। (শব্দরত্না°)

সমা (স্ত্রী) সম-বৈক্লব্যে পচাদ্যচ্ ততষ্টাপ্। বৎসর, সংবৎসর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'সমা সম ষ্টম বৈক্লব্যে পচাদিত্বাদন্, আপ্, সমা নিত্যবহু-বচনান্তাঃ স্ত্রিয়ামিতি বামনাদয়ঃ। সমাং সমাং বিজায়তে ইত্যেকত্বেঽপি দৃশ্যতে ইতি স্বামী।' (ভরত) বামনাদি বলেন 'সমাঃ' এই শব্দ নিত্যবহুবচনান্তঃ। স্বামী প্রভৃতি বলেন এক-বচনান্ত কিন্তু কোন কোন স্থলে বহুবচনান্তও দেখা যায়।

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতং॥"(রামা° ১।২।১৫)

সমাংশ (পুং) সমোঽংশঃ। ১ তুল্য অংশ, সমান ভাগ। (ত্রি) সমোঽংশো যস্য। ২ তুল্যাংশবিশিষ্ট, সমানভাগযুক্ত।

সমাংশহারিন্ (ত্রি) সমাংশং হরতীতি হৃ-ণিনি। সমভাগার্হ, সমানভাগবিশিষ্ট। দায়ভাগে লিখিত আছে যে পতির মৃত্যুর পর স্ত্রী পুত্রদিগের সহিত সমাংশহারিণী অর্থাৎ পুত্রদিগের সহিত সমান ভাগ পাইয়া থাকেন।

"সমাংশহারিণী মাতা পুত্রাণাং স্যাৎ মৃতে পতৌ।" (দায়তত্ত্ব)

সমাংশিক (ত্রি) সমাংশো ২স্ত্যস্যেতি ঠন্। সমভাগার্হ, তুল্য ভাগের যোগ্য।

সমাংশিন্ (ত্রি) সমাংশো ২স্ত্যস্যেতি ইনি। তুল্যভাগবিশিষ্ট, সমানভাগযুক্ত।

সমাংস (ত্রি) মাংসেন সহ বর্ত্তমানঃ। মাংসের সহিত বর্ত্তমান, মাংসযুক্ত, মাংসবিশিষ্ট, মাংসল। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে দেবতাদিগের উদ্দেশে পশু হনন করিয়া সমাংস রুধির সেই দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিতে হয়।

সমাংসমীনা (স্ত্রী) সমাং সমাং বিজায়তে ইতি (সমাং সমাং বিজায়তে। পা ৫।২।১২) ইতি খ। প্রতিবর্ষপ্রসূতগবী, যে সকল গাভী প্রতিবর্ষে প্রসূতা হয়, চলিত বছরবিয়ানী গাই। (অমর)

সমাকর (ত্রি) সমান আকারবিশিষ্ট।

সমাকর্ষণ (ক্লী) সম্-আ-কৃষ লুট্। সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ।

সমাকর্ষিন্ (পুং) সমাকর্ষতি চিত্তমিতি সম্-আ-কৃষ-ণিনি। ১ অতিদূরগামী গন্ধ, পর্য্যায় নিহারী। (অমর) (ত্রি) ২ আকর্ষণকারী, আকর্ষক। তৃষ্ণাজনক গন্ধ যুক্ত ভক্ষ্য দ্রব্য।

সমাকার (ত্রি) ১ সমান ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট। ২ তৎসদৃশাকার।

সমাকুল (ত্রি) সম্-আ-কুল-অচ্। ১ ব্যাকুল কাতর। ২ সংশয়িত, সন্দিগ্ধ। ৩ হতবুদ্ধি।

সমাক্রন্দন (ক্লী) সম্-আ-ক্রন্দ-ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে আক্রমণ।

সমাক্রান্ত (ত্রি) সম্-আ-ক্রম-ক্ত। ১ ব্যাপ্ত, বিস্তৃত। ২ সম্যক্‌-রূপে আক্রান্ত। ৩ গৃহীত। ৪ অধিষ্ঠিত।

সমাক্ষর (ত্রি) সমান অক্ষরবিশিষ্ট, তুল্যাক্ষর, সমান অক্ষরযুক্ত।

সমক্ষরাবকর (পুং) ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমাক্ষেপ (পুং) সম্-আ-ক্ষিপ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আক্ষেপ, সম্যক্‌প্রকারে ক্ষেপণ।

"সম্ভাবশেচাহভাবাদে র্দ্বয়োরেকস্য বা ভবেৎ।
ঝটিত্যন্যসমাক্ষেপে তদা দোষেণ বিশ্বতে॥" (সাহিত্যদ° ১।৪৭)

সমাখ্যা (স্ত্রী) সমাখ্যায়তেঽনয়েতি সম্-আ-খ্যা-অঙ্। ১ কীর্ত্তি। (শব্দরত্না°) ২ সংজ্ঞা, আখ্যা, নাম।

"সাপিণ্ডীকরণসমাখ্যা সিদ্ধ্যর্থং সুতরাং তত্র তদাচরণং।"(তিথিতত্ত্ব)

সমাখ্যান (ক্লী) ১ সম্যক্ প্রকারে আখ্যান, সম্যক্ প্রকারে কথন। ২ সম-আখ্যান, তুল্য-আখ্যান।

সমাগত (ত্রি) সম্-আ-গম-ক্ত। ১ সম্যক্ আগমনবিশিষ্ট, যাহারা সম্যক্ প্রকারে আগমন করিয়াছে।

২ মিলিত, উপস্থিত। ৩ সাক্ষাৎকৃত, সাক্ষাৎপ্রাপ্ত।

সমাগতি (স্ত্রী) সম্-আ-গম-ক্তিন্। সম্যক্ আগমন।

সমাগম (ক্লী) সম্-আ গম-ঘঞ্। ১ সমাগমন। ২ সম্প্রাপ্তি।

"রতিশক্তিঃ স্ত্রিয়ঃ কান্তা ভোজ্যং ভোজনশক্তিতা।
দানশক্তিঃ সবিভবারূপমারোগ্যসম্পদঃ॥
শ্রাদ্ধপুষ্পামদং প্রোক্তং ফলং ব্রহ্মসমাগমঃ॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

৩ মিলন, সঙ্গম।

সমাগমন (ক্লী) সম্-আ-গম-ল্যুট্। সমাগম, সম্যক্‌রূপে আগমন।

সমাঘাত (পুং) সমা হন্যতে ২ত্রেতি সং-আ-হন-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ বধ। (মেদিনী)

সমাঙ্‌ঘ্রিক (ত্রি) সমান চরণবিশিষ্ট, তুল্য চরণযুক্ত (সম্পদ)।

সমাচয়ন (ক্লী) একত্র স্থাপন। (পা ৩।১।২০ বার্ত্তিক)

সমাচরণীয় (ত্রি) সম-আ চর-অনীয়র্। সম্যক্‌রূপে আচরণীয়।

সমাচার (পুং) সম্-আ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ আচরণ, উত্তম আচরণ। ২ সংবাদ, খবর।

সমাচ্ছন্ন (ত্রি সম্-আ-ছদ ক্ত। আচ্ছাদিত, আবৃত, ঢাকা।

সমাজ (পুং) সংবীয়তেঽত্রেতি সং অজ-ঘঞ্। (অজের্বী-ঘঞ্-পোঃ। পা ২।৪।৫৬) ইতি বীভাবো ন। (অজিব্রজ্যোশ্চ।

পা ৭।৩.৭০) ইতি কুত্ব নিষেধঃ। ১ পশু ভিন্নের সঙ্ঘ। (অমর) ২ সভা। (হেম) ৩ সমূহ, দল, গণ। ৪ বৈষ্ণবদিগের সমাধি স্থান। ৫ ব্রাহ্মণাদি বর্ণের সভা। বর্ণের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ মিলিত হইয়া সমাজ স্থাপন করেন। সকলেই সমাজের বিধি-নিষেধ মানিয়া চলিতে বাধ্য। সকল বর্ণেরই সমাজবন্ধন আছে, যেমন ব্রাহ্মণ-সমাজ কায়স্থ-সমাজ ইত্যাদি। ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্মণ-সমাজের নিয়মানুসারে আদান প্রদান,ও কায়স্থ-গণ কায়স্থ-সমাজের নিয়মানুসারে আদান প্রদান করিয়া থাকেন। সমাজের মধ্যে একজন প্রধান পুরুষ থাকেন, তাহাকে সমাজপতি বা গোষ্ঠীপতি কহে। কোন সামাজিকক্রিয়ায় এই গোষ্ঠীপতিরাও মান্যস্বরূপ মালাচন্দন পাইয়া থাকেন। ৩ হস্তী। (অনেকার্থকোষ) সম্-অজ ভাবে ঘঞ্। ৪ এক সঙ্গে গমন।

সমাজ্ঞা (স্ত্রী) সমাজ্ঞায়তে ইতি সম্-আ-জ্ঞা আতশ্চোপসর্গে ইত্যঙ্ টাপ্। সমজ্ঞা, খ্যাতি, যশঃ। (ভরত)

সমাঞ্জন (ক্লী) মিশ্রিত অঞ্জনৌষধভেদ। (সুশ্রুত)

সমাতৃ (ত্রি) মাতুঃ সমা। মাতার সমান, বিমাতা।

"আতিষ্ঠ তৎ তাত বিমৎসর স্বমুক্তং সমাত্রাপি যদব্যলীকং।"
(ভাগবত ৪।৮।১৮)

সমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ। 'ঋন্নদীসর্পরাদঃ কপ্' ইতি কপ্ সমাসান্তঃ। মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সমাত্মক (ত্রি) সম আত্মা স্বভাবো যস্য। তুল্যস্বভাব, এক প্রকার স্বভাবযুক্ত।

সমাত্মন্ (ত্রি) তুল্যস্বভাব। যাহাদের চিত্তবৃত্তি পরস্পর সমান।

সমাদর (পুং) সম-আ-দৃ- অপ্। সম্যক্ আদর, সম্মান, সম্বর্দ্ধনা।

সমাদরণীয় (ত্রি) সম্-আ-দৃ অনীয়র্। সম্যক্ প্রকারে আদরের উপযুক্ত। সম্মানার্হ।

সমাদান (ক্লী) সম্-আ-দা ল্যুট্। সমীচীন গ্রহণ, সম্যক্ গ্রহণ, উপযুক্ত দানগ্রহণ। সৌগতাহ্নিক, বৌদ্ধদিগের নিত্যকর্ম্ম।

সমাদৃত (ত্রি) সম্-আ-দৃ-ক্ত। সম্মানিত। আদর-প্রাপ্ত, অত্যাদৃত।

সমাদেয় (ত্রি) ১ প্রাপ্ত। ২ অভ্যর্থনার উপযুক্ত।

সমাদেশ (পুং) সম্ আ-দিশ-ঘঞ্। সম্যক্রূপ আদেশ, আজ্ঞা।

সমাদেশন (ক্লী) সম্-আ-দিশ-ল্যুট্। সম্যক্ আদেশ, আজ্ঞা।

সমাধা (পুং) সম্-আ-ধা-বিচ্। ১ নিষ্পত্তি। ২ বিরোধভঞ্জন। ৩ সিদ্ধান্ত। ৪ সমাধান।

সমাধান (ক্লী) সম্-আ-ধা-ল্যুট্। ব্রহ্মবিষয়ে মনঃস্থিরীকরণ, চারিদিকে বিক্ষিপ্ত মনঃকে ব্রহ্মবিষয়ে একাগ্র করণের নাম সমাধান। পর্য্যায়—সমাধি, চিত্তৈকাগ্র, অবধান, প্রণিধান।

"নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবনাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানং"
(বেদান্তসার)

২ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর, সিদ্ধান্ত, কোন একটী বিষয়ের সিদ্ধান্ত করার নাম সমাধান। ৩ বিরোধভঞ্জন। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ নিয়ম। ৬ তপস্যা। ৭ অনুসন্ধান। ৮ সমর্থন। ৯ ধ্যান। ১০ নাটকাঙ্গবিশেষ। উৎক্ষেপ, পরিকর, পরিন্যাস, বিলোভন, যুক্তি ও সমাধান প্রভৃতি নাটকের অঙ্গ অর্থাৎ নাটকের এই সকল অঙ্গের বর্ণনা করিতে হয়।

"উপক্ষেপঃ পরিকরঃ পরিন্যাসো বিলোভনং।
যুক্তিঃ প্রাপ্তিঃ সমাধানাং বিধানং পরিভাবনা।
উদ্ভেদঃ করণং ভেদঃ এতান্যঙ্গানি বৈমুখে॥" (সাহিত্যদ° ৬।৩)

ইহার লক্ষণ —

"বীজস্যাগমনং যত্র তৎ সমাধানমুচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ৬।৪৫)

যে স্থলে প্রথমে বীজ অর্থাৎ নাটক-বর্ণিত প্রধান কারণের অভিধান হয় তাহাকে সমাধান কহে। [নাটক শব্দ দেখ।]

সমাধানীয় (ত্রি) সম্-আ-ধা অনীয়র্। সমাধানের যোগ্য।

সমাধি (পুং) সমাধীয়তেঽস্মিন্ মনো জনৈরিতি সম-আ-ধা-উপ-সর্গে ঘোঃ কিঃ' ইতিঃ কিঃ। ১ সমর্থন। ২ নীবাক। শ্রীধর স্বামীর মতে নীবাক শব্দের অর্থ বচনাভাব, কিন্তু ধান্যাদিতে মূল্যোৎকর্ষপূর্ব্বক অনাদরকেই সুভূতি নীবাক শব্দের প্রকৃত অর্থ বলিয়া অবধারণ করেন। 'নীবাকো বচনাভাব ইতি স্বামী। ধান্যাদিষু মূল্যোৎকর্ষপূর্ব্বকো অনাদরঃ। ইতি সুভূতিঃ' (ভরত) ৩ নিয়ম। ৪ অঙ্গীকার। ৫ ধ্যান। ৬ কাব্যের গুণবিশেষ। যথায় দুইটী ঘটনা দৈবক্রমে এক সময়ে ঘটে, এবং এক ক্রিয়াব সহিত দুই কর্ত্তার অন্বয় হইয়া ঐ ঘটনা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে সমাধিগুণ কহে।

"অন্যধর্ম্মস্ততোঽন্যত্র লোকসীমানুরোধিনা।
সম্যগাধীয়তে যত্র স সমাধিঃ স্মৃতো যথা॥
কুমুদানি নিমীলন্তি কমলান্যুন্মিষন্তি চ।
ইতি নেত্রক্রিয়াধ্যাসা লব্ধা তদ্বাচিনী শ্রুতিঃ॥"
(কাব্যাদর্শ ১।৯৩-৪)

যে স্থলে অন্য ধর্ম্ম অর্থাৎ অপ্রস্তুত গুণ-ক্রিয়ারূপ ধর্ম্ম, এবং তাহা হইতে অন্য স্থলে কোন প্রস্তুত বিষয়ে লোক-মর্য্যাদানুসারে বক্তা গৌণ-শব্দ প্রয়োগদ্বারা বাক্যার্থের সম্যক্ আধান করেন, তথায় এই সমাধি গুণ হয়।

৭ অর্থালঙ্কার বিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"সমাধিঃ সুকরে কার্য্যে দৈবাদ্বস্ত্বন্তরাগমাৎ।"(সাহিত্যদ°১০।৭৪০)

সুকর কার্য্যে যদি দৈবাৎ অন্য একটী বস্তুর আগমন হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—

"মানমস্যা নিরাকর্ত্তুং পাদয়োর্মে পতিষ্যতঃ।
উপকারায় দিষ্ট্যেদমুদীর্ণং ঘনগর্জ্জিতং॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭৪০)

মান অপনোদনের জন্য মানিনীর পাদদ্বয়ে নিপতিত আমার সৌভাগ্যক্রমে উদীর্ণ এই মেঘগর্জ্জন উপকারের জন্যই হইয়াছে। এই স্থলে পাদগ্রহণ দ্বারাই মানিনীর মান অপনোদন হইত, অতএব এই সুকর কার্য্যে হঠাৎ মেঘগর্জ্জনরূপ বস্তুর নিপতন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল।

সমাধীয়তেঽনেনেতি করণে কি। ৮ কারণ সামগ্রী।

"তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।
তথাহি সর্ব্বে তস্যাসন্ পরার্থৈকফলা গুণাঃ॥" (রঘু ১।২৯)

৯ আরোপ। ১০ প্রতিজ্ঞা, সম্মতি, চুক্তি। ১১ প্রতিশোধ। ১২ বিবাদভঞ্জন। ১৩ জলাভাব হওয়ায় শস্যসঞ্চয় করিয়া রাখা। ১৪ অসাধ্যবিষয়ে অধ্যবসায়। ১৫ মৌনীভাব। ১৬ নিদ্রা। ১৭ ভবিষ্য-যুগের জৈন মুনিবিশেষ। ১৮ যোগ। ১৯ ধ্যান। ২০ একাগ্রতা। ২১ নিবেশ।

যোগের চরম ফল সমাধি। প্রথমে একাগ্রচিত্তে ধারণা, তৎপরে ধ্যান ও সমাধি হয়। ইন্দ্রিয় সকলকে নিরোধ করিয়া কোন এক বিষয়ে চিত্ত স্থির হইলে তাহাকে একাগ্রতা কহে। মন একাগ্র হইলে ধারণা, এই ধারণা বদ্ধমূল হইলে ধ্যান, এবং পরে ঐ ধ্যান যখন বদ্ধমূল হয়, তখন তাহাকে সমাধি কহে। পাতঞ্জল ও বেদান্তাদি দর্শনে এই সমাধির বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষিপ্তভাবে তাহাই আলোচিত হইল।

"নিত্যং শুদ্ধং বুদ্ধিযুক্তং সত্যমানন্দমদ্বয়ং।
তুরীয়মক্ষরং ব্রহ্ম অহমস্মি পরং পদম্।
অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে॥"(গরুড়পু° ৪৪ অ°)

যখন আমি সত্য, অনন্ত, অদ্বয় ব্রহ্ম স্বরূপ এই জ্ঞান হইবে এবং চিত্তবৃত্তি নষ্ট হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে সমর্থ হইবে, তখনই মার্গস্থ যোগীকে প্রকৃতরূপে সমাধিস্থ বলা যায়। এই সমাধি সমাধির চরমোৎকর্ষ, ইহাকে নির্বিকল্পক সমাধি কহে। প্রথমেই বলিয়াছি ধারণার পর ধ্যান ও তৎপরে সমাধি হয়। চিত্তকে বিষয়সমূহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া নাড়ীচক্র প্রভৃতি অন্তর্বিষয়ে এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহির্বিষয়ে স্থির করার নাম ধারণা। চিত্তে যে কোন বিষয়ের ধারণা হইয়াছে, সেই বিষয়ের বারংবার সদৃশরূপ বৃত্তি হওয়াকে ধ্যান কহে অর্থাৎ ধ্যেয় আলম্বন ভিন্ন অন্য চিত্তবৃত্তি না হইয়া ধ্যেয়াকারে চিত্তবৃত্তির সদৃশ-প্রবাহকে ধ্যান বলা যায়। এই ধ্যানের পরিণাম সমাধি।

"তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধিঃ।"
(পাতঞ্জলদ° ৩।৭)

'ধ্যানমেব ধ্যেয়াকারনির্ভাসং প্রত্যয়াত্মকেন স্বরূপেণ শূন্যমিব যদা ভবতি ধ্যেয়স্বভাবাবেশাৎ তদা সমাধিরিত্যুচ্যতে' (ব্যাস)

ধ্যানের পরিণাম সমাধি, ধ্যান দীর্ঘকালস্থায়ী হইলেই তখন সমাধি হয়। আমি অমুককে চিন্তা করিতেছি, এই ভাবটী ধ্যানের অবস্থায় থাকে, সমাধিতে তাহা থাকে না. তখন জ্ঞান ধ্যেয় বিষয়ের আকারেই ভাসমান হয়। সুতরাং বোধ হয় যেন চিত্তবৃত্তি নাই, চিত্তবৃত্তি থাকিয়াও না থাকার ন্যায় হইয়াছে।

ধ্যানই ধ্যেয়, অর্থাৎ ধ্যানের বিষয়াকারে ভাসমান হইয়া বিষয় স্বরূপে উপরত হইয়া যখন প্রত্যয়াত্মক বৃত্তিস্বরূপ জ্ঞানকে যেন পরিত্যাগ করিয়াই অবভাসিত হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা যায়। যেমন জবাকুসুমের সন্নিধানে পরিশুদ্ধ স্ফটিকের স্বীয় শুক্লগুণ ভাসমান হয় না, তদ্রূপ বিষয়াকারে সর্ব্বথা লীন হইয়া চিত্তবৃত্তি পৃথক্‌ভাবে অনুভূত হয় না, এই অবস্থাকে সমাধি কহে। ইহা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত ভেদে দুই প্রকার। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি আবার চারি প্রকার, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত।

অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। যে উপায় অবলম্বন করিলে চিত্তের রাজস ও তামস-বৃত্তি তিরোহিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক-বৃত্তি-প্রবাহ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ যম, নিয়ম প্রভৃতি যোগের উপায় বিষয়ে তাদৃশ প্রযত্নকে অভ্যাস কহে। বহুকাল আদর ও যত্ন সহকারে নিরন্তর সম্যক্‌রূপে যমনিয়মাদি অনুষ্ঠিত হইলে অভ্যাস স্থির হয়, তখন আর বৈষয়িক ব্যাপার দ্বারা চিত্ত প্রতিবদ্ধ হয় না, সুতরাং স্বতঃই যোগরূপ স্বকার্য্যজননে সমর্থ হইয়া থাকে।

চিত্ত স্থির করা অতীব দুরূহ ব্যাপার। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণঃ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥" (গীতা ৩অ°)

মন বড়ই চঞ্চল, বায়ুর ন্যায় ইহাকে বশীভূত করা দুষ্কর কার্য্য; ভাগ্যবশতঃ যদিও চিত্ত প্রশান্ত হয়, কিন্তু পুনর্ব্বার অস্থির হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে চিত্ত অস্থির না হয়, অতিশয় দৃঢ়তা সহকারে তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা যোগীদিগের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই জন্য অভ্যাস দৃঢ় করিতে হয়। অভ্যাস দৃঢ় ও পর-বৈরাগ্য হইলে চিত্ত স্থির হয়। রাগ দ্বেষ প্রভৃতি চিত্তের মল দ্বারাই ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে ধাবিত হয়, যাহাতে উক্ত রাগ প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে পরিচালিত না হয়, এমত উপায় অবলম্বন করাকে যতমান সংজ্ঞা কহে। এইটাই বৈরাগ্যের প্রথম ভূমিকা অনন্তর দেখিতে হইবে যে,কোন্ কোন্ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়-নিবৃত্তি

হইয়াছে, কোন্ কোন্‌টাই বা অবশিষ্ট আছে, ইহা পৃথক্‌রূপে অবধারণ করার নাম ব্যতিরেক সংজ্ঞা। বহিরিন্দ্রিয়গণ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলেও ঔৎসুক্য সহকারে মনে মনে বিষয় চিন্তার নাম একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, অর্থাৎ চিত্তরূপ কেবল একটী ইন্দ্রিয়ে বিষয়ের অবস্থান। পরিশেষে এই ঔৎসুক্যেরও নিবৃত্তি হইলে বশীকার সংজ্ঞা নামক বৈরাগ্যের উদয় হয়। অভ্যাস ও এই বৈরাগ্য দ্বারা চিত্ত স্থির হয়। এইরূপে যখন চিত্ত স্থির হয়, তখনই ধারণা আসিয়া সমুপস্থিত হয়; সেই ধারণাই কালে ধ্যান এবং ধ্যানই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলে তখন সমাধি হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সমাধির প্রথমাবস্থাকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। মহর্ষি পতঞ্জলি উহার এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ করিয়াছেন,—"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাত° ১।১৭)

কোনও একটী স্থূল বস্তু অবলম্বন করিয়া কেবল তদাকারে চিত্তের বৃত্তিধারাকে সংন্যস্ত রাখাকেই সবিতর্কসমাধি বলে। ঐ বস্তুর সূক্ষ্মভাগ অবলম্বন করিয়া তদাকারে চিত্তবৃত্তি ধারণার নাম সবিচারসমাধি। এরূপ স্থলে স্থূলশব্দে পরিদৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ এবং উহার কারণভূত সূক্ষ্ম পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি বুঝাইবে। আনন্দ শব্দে আহ্লাদ, অর্থাৎ সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণ বুঝাইবে। এই স্থূল ইন্দ্রিয়বিষয়ে চিত্তবৃত্তি-ধারার নাম সানন্দ-সমাধি। ইন্দ্রিয়ের কারণ অহঙ্কার-তত্ত্ব-বিষয়ে চিত্তবৃত্তিধারাকে অস্মিতা কহে। এই অস্মিতা সমাধিতে বিশেষ এই যে অহঙ্কারতত্ত্বের সহিত অভিন্ন হইয়া ইহাতে আত্মতত্ত্বও ভাসমান হয়।

এই চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে প্রথম সবিতর্কের মধ্যে উক্ত চারিটী সমাধিই সন্নিবিষ্ট আছে। দ্বিতীয় সবিচারে বিতর্ক থাকে না, অন্য তিনটী থাকে। তৃতীয় সানন্দ-সমাধিতে বিতর্ক ও বিচার থাকে না, অন্য দুইটী থাকে। চতুর্থ অস্মিতা সমাধিতে বিতর্ক বিচার ও আনন্দ এই তিনটীই থাকে না, কেবল অস্মিতা মাত্র থাকে। উক্ত চারি প্রকার সমাধিই সালম্বন, অর্থাৎ ইহাতে কোন না কোন আলম্বন থাকিয়া যায়। সমাধি যখন আলম্বনশূন্য হয়, তখন তাহা অসম্প্রজ্ঞাত নামে অভিহিত হয়।

উল্লিখিত চারি প্রকার সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিকে প্রকারান্তরে তিন প্রকার বলা যাইতে পারে,—গ্রাহ্যবিষয়ক, গ্রহণবিষয়ক ও গৃহীতৃবিষয়ক। গুণত্রয়ের তামস-ভাগ হইতে পঞ্চভূত ও সাত্ত্বিকভাগ হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হয়। গ্রাহ্য (যাহার গ্রহণ জ্ঞান হয়) বিষয়ও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। স্থূলপঞ্চমহাভূত-বিষয়ে সমাধির নাম সবিতর্ক, এবং সূক্ষ্মপঞ্চভূত বিষয়ে সমাধির নাম সবিচার। গ্রহণ—যাহার দ্বারা গ্রহণজ্ঞান হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। ইহাও স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে দুই প্রকার। চক্ষুঃ প্রভৃতি স্থূলগ্রহণ, স্থূলেন্দ্রিয় এবং অহঙ্কারতত্ত্ব সূক্ষ্মগ্রহণ। ইন্দ্রিয়রূপ স্থূলগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সানন্দ, অহঙ্কাররূপ সূক্ষ্মগ্রহণবিষয়ে সমাধির নাম সাস্মিত। সকল স্থলেই কার্য্যকে স্থূল এবং কারণকে সূক্ষ্ম বলা হইয়াছে। অহঙ্কার বিষয়ে সমাধিকে গৃহীতৃবিষয়ক বলা হইয়াছে। কারণ ইহাতে গৃহীতা (যে গ্রহণ করে বা জানে) আত্মা অহঙ্কারের সহিত অভিন্নভাবে ভাসমান থাকে।

কার্য্যাবস্থায় সূক্ষ্মভাবে কারণ থাকে। কারণাবস্থায় কার্য্য থাকে না। সমবায়িকারণকে পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু কার্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া সমবায়িকারণ থাকিতে পারে; সুতরাং স্থূল-কার্য্য-বিষয়ে সবিতর্ক সমাধিতে অপর তিনটী সমাধিরই সম্ভাবনা আছে। ঐ স্থূলগ্রাহ্য বিষয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মগ্রাহ্য ও দ্বিবিধগ্রহণবিষয়ক সমাধি হইতে পারে। ইহাই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সবীজ সমাধি।

অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—

"বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারঃ শেষোঽন্যঃ।" (পাত° ১।১৮)

যাহাতে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি তিরোহিত হয়, এইরূপ উপায়-পর-বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে কেবলমাত্র সংস্কার অবশিষ্ট থাকে। তাদৃশ অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি কহে। ইহার প্রধান উপায় সর্ব্বদা চিত্তবৃত্তি-নিরোধ। চিত্তের যখন সকল বৃত্তি তিরোহিত হয়, কেবলমাত্র সংস্কার থাকে, তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হয়। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির কারণ পর-বৈরাগ্য। যে হেতু সালম্বন অভ্যাস অর্থাৎ সবিষয়ক পুরুষ পর্য্যন্ত কোনও একটী বিষয় যাহাতে আছে, একাগ্রতা অভ্যাসরূপ অপর-বৈরাগ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, এজন্য যাহাতে চিন্তনীয় কোনও বস্তু থাকে না, এরূপ পর-বৈরাগ্যকে আশ্রয় করাই উচিত। উক্ত বিরামপ্রত্যয় অর্থাৎ পর-বৈরাগ্য অর্থশূন্য, ইহাতে কোনও পদার্থ অভিলষিত থাকে না। এই পর-বৈরাগ্যের বারংবার অনুশীলন করিয়া চিত্ত-নির্ব্বিষয় হয়; বৃত্তিরূপ কোন কার্য্য করে না বলিয়া যেন বোধ হয় চিত্ত নষ্ট হইয়াছে।

সদৃশ কারণ হইতে সদৃশ কার্য্য উৎপন্ন হয়। বিসদৃশ কারণ হইতে বিসদৃশ কার্য্য জন্মিতে পারে না। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির সদৃশ কারণ পর-বৈরাগ্য। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে যেমন কোনও বিষয় থাকে না, পর-বৈরাগ্যে যেমন কোনও বিষয় অভীষ্ট থাকে না, সুতরাং উভয়ই সদৃশ জ্ঞানপর; অপর তদ্রূপ বৈরাগ্যে কোনও না কোন বিষয় অভীষ্ট থাকে, এজন্য তাহা হইতে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইতে পারে না। সম্প্রজ্ঞাত

সমাধি অপর-বৈরাগ্য হইতে জন্মিতে পারে, কারণ কতক বিষয় থাকিয়া কতক না থাকা উভয়েই তুল্য।

কোনও বিষয় অবলম্বন না করিয়া চিত্ত অবস্থান করে, এ কথা আপাততঃ বিশ্বাস হয় না। চিত্তভূমিতে প্রতিক্ষণ শত সহস্র বিষয় আসিয়া উপস্থিত হয়, এরূপ অবস্থায় সমস্ত বিষয় হইতে একেবারে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হওয়া কিরূপে সম্ভব? একটু প্রণিধান করিয়া চিন্তা করিলে এ বিষয় সহজেই প্রতিপন্ন হইবে। শতসহস্র বিষয় পরিত্যাগ করিয়া যদি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে একটীমাত্র বিষয়ে চিত্ত অবস্থান করিতে পারে, তবে আরও একটু উন্নতিলাভ করিলে একেবারে নিরালম্বনে থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আসক্তিমাত্রই দোষের কারণ। মুক্তির কারণকে আত্ম-সাক্ষাৎকার বলা হইয়াছে। উহাতে কিছুমাত্র আসক্তি থাকে না। এইজন্যই উহাকে নিরোধ-সমাধি বলা যায়।

সূক্ষ্ম বিষয়ে সমাধি অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর চিত্ত পরমাণু পর্য্যন্ত অবলম্বন করিয়া স্থির হইতে পারে। স্থূলবিষয়ে অভ্যাস করিয়া পরম-মহৎ অর্থাৎ প্রকৃতি-পুরুষাদি পর্য্যন্তও গ্রহণ করিয়া চিত্ত স্থির হয়। এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়বিধ বস্তু অবলম্বন করিয়া অভ্যাস করিতে হয়।

"ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেবমণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।৪১) চিত্তস্থির হইলে পর কোন্ কোন্ বিষয়ে সমাধি হয়, তাহার বিষয়ে লিখিত আছে:—যেমন স্বচ্ছ স্ফটিক জবাকুসুম প্রভৃতি উপাধির সন্নিধানে সেই সেই রক্তমাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া তত্তদ্রূপেই ভাসমান হয়, নিজের রূপে প্রকাশ পায় না। চিত্তও সেইরূপ গ্রাহ্যবিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট হইয়া স্বকীয় অন্তঃকরণরূপ তিরোধান করিয়া গ্রাহ্যস্বরূপই যেন প্রাপ্ত হইয়া ভাসমান হয় অথচ চিত্তভূত সূক্ষ্ম অর্থাৎ তন্মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার প্রতিবিম্ব ধারণ করিয়া নিজরূপ তিরোধানপূর্ব্বক ভূতসূক্ষ্মরূপে ভাসমান হয়। এইরূপ ভাবে স্থূলবিষয় অবলম্বন করিয়া চিত্ত স্থূলরূপেই ভাসমান হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-বিষয়েও এইরূপ জানিবে। এইরূপে গৃহীতা পুরুষকে অর্থাৎ জ্ঞাতাপুরুষকে আলম্বন করিয়া পুরুষস্বরূপে (কূটস্থ চেতন-ভাবে) ভাসমান হয়। এইভাবে নির্ম্মল স্ফটিক প্রভৃতির ন্যায় চিত্ত গৃহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য অর্থাৎ পুরুষ ইন্দ্রিয় ও ভূত-সমূহে সংযুক্ত হইয়া তত্তদ্রূপ ধারণ করে। ইহার নামই সমাপত্তি অর্থাৎ সমাধি। অপর নাম সম্প্রজ্ঞাত বা সবীজসমাধি।

এই সমাধি লাভ হইলে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা লাভ হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত ঐ সমাধি হইতে চিত্তের নৈর্ম্মল্য হইলে যে জ্ঞান হয়, তাহাকে ঋতম্ভরা-প্রজ্ঞা কহে। এই সংজ্ঞা, অনুগতার্থক অর্থাৎ যৌগিক। যেহেতু উক্ত প্রজ্ঞা কেবল সত্যকেই ধারণ অর্থাৎ বিষয় করে, উহাতে মিথ্যার লেশমাত্রও থাকে না। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন এই তিন প্রকারে সমাধির অনুষ্ঠান করিলে উত্তম যোগলাভ হয়।

সমাধি প্রজ্ঞা লাভ করিলে যোগিগণের প্রজ্ঞাকৃত নূতন নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সমাধি হইতে উৎপন্ন সংস্কার ব্যুত্থান সংস্কারের নাশক হয়। ব্যুত্থান সংস্কারের অভিভব হইলে তাহা হইতে আর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সংস্কার থাকিলেই জ্ঞান হয়। ব্যুত্থান প্রত্যয় নিরুদ্ধ হইলে অপ্রতিহত ভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে পারে। সমাধি হইলেই পূর্ব্বোক্ত প্রজ্ঞা ও তজ্জন্য সংস্কার জন্মে। এই ভাবে নূতন সংস্কার হয়। যখন সংস্কার হয়, তখন প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারাতিশয় চিত্তকে অধিকার-বিশিষ্ট অর্থাৎ ভোগের জনক করে না কেন? নিরন্তর যদি প্রজ্ঞাকৃত সংস্কারেরই উৎপত্তি হইতে থাকে, তবে তাহাও এক প্রকার বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নয়। পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতি না ঘটাই ত বন্ধ? ইহার উত্তরে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, প্রজ্ঞাকৃত ঐ সকল সংস্কার অবিদ্যাদি পঞ্চ ক্লেশের ক্ষয়কারণ, সুতরাং উহাদ্বারা চিত্তের অধিকার অর্থাৎ কার্য্যারম্ভ জন্মায় না। ঐ প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায় চিত্তকে স্বকার্য্য ভোগ-জনন হইতে নিবৃত্ত করে, যেহেতু খ্যাতি-বিবেক জ্ঞানপর্য্যন্ত চিত্তের চেষ্টা হয়, প্রকৃতি তাহার উদ্দেশে আর কোন কার্য্য করে না।

যদিও অনাদি কাল হইতে চিত্ত-ভূমিতে মিথ্যা সংস্কার নিরূঢ়-ভাবে রহিয়াছে, তথাপি জ্ঞান-জন্য সংস্কার অর্থাৎ সমাধি জ্ঞান হইতে উৎপন্ন সংস্কার তাহাকে বিনাশ করিতে পারে; কারণ তত্ত্বপক্ষপাতই বুদ্ধির স্বভাব। বুদ্ধি একবার যথার্থ বস্তুকে বিষয় করিতে পারিলে আর কেহই তাহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না।

"নিরুপদ্রবভূতার্থস্বভাবস্য বিপর্য্যয়ৈঃ।
ন বাধোহনাদিমত্ত্বেহপি বুদ্ধেস্তৎপক্ষপাততঃ॥" (পাত° দ° ভাষ্য)

অনাদি হইয়াও মিথ্যা-সংস্কার যথার্থ জ্ঞানের বাধক হয় না, কারণ যথার্থ-বিষয় অবগাহন করাই বুদ্ধির স্বভাব।

কি জ্ঞান, কি সংস্কার, কি সুখদুঃখাদি কোনও একটী ধর্ম্মের আরোপ হইলেই পুরুষের বন্ধন হয়। পুরুষের স্বরূপে অবস্থিতিকেই মুক্তি বলে। সমাধি-জন্য সংস্কার চিরকাল থাকিলে পুরুষের মুক্তি হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে "ন তে চিত্তমধিকারবিশিষ্টং কুর্ব্বন্তি" চিত্তের ধর্ম্মই পুরুষে আরোপ হয়, তাহার চিত্তে প্রতিবিম্ব পড়ে না। চিত্ত স্থির ও বৃত্তিবিহীন হইলে আপনা হইতেই পুরুষ স্থির হইতে পারে।

"তস্যাপি নিরোধে সর্ব্ব নিরোধান্ নির্বীজঃ সমাধিঃ" (পাত° দ° ১।৫১)

সম্প্রজ্ঞাত সমাধির উত্তর যোগীর আরও কিছু হইয়া থাকে। নির্বীজ সমাধি কেবল সবীজ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-প্রজ্ঞার বিরোধী হয়, এরূপ নহে, প্রজ্ঞাকৃত সংস্কার সমুদায়েরও বিনাশক হইয়া থাকে। নিরোধের স্থিতিকালক্রমের অর্থাৎ দিন-মাসাদির অনুভব অনুসারে, এতকাল আমি সমাহিত ছিলাম, সমাধি ভঙ্গের পর যোগীর ঐরূপ স্মরণ হয়, তদনুসারে, নিরোধকালে চিত্তে সংস্কার হইয়াছিল ইহার অনুমান করা যায়। ব্যুত্থান ও ইহার নিরোধ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি এই উভয় হইতে উৎপন্ন সংস্কার ও কৈবল্য-ভাগীয় নিরোধ-সংস্কারের সহিত চিত্ত আপন প্রকৃতিতে অর্থাৎ স্বকারণে লয় হয়। অতএব উক্ত সংস্কার সমুদয় চিত্তের অধিকারের বিরোধী হয়, অর্থাৎ বিনাশেরও কারণ হয়, স্থিতির কারণ হয় না। কারণ চিত্ত অধিকারের অবসান হইলে কৈবল্য-প্রযোজক নিরোধ-সংস্কারের সহিত নিবৃত্ত হয়, চিত্ত বিনষ্ট হইলে পুরুষ স্বরূপে অবস্থান করেন, এইজন্য তখন উহা শুদ্ধ, অতএব মুক্ত বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যোগের প্রথম অবস্থা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ইহাতে ব্যুত্থান বৃত্তির তিরোধান হয়। সমাধি সংস্কার হইতে ব্যুত্থান-সংস্কার বিনষ্ট হয়, সংস্কার ভিন্ন সংস্কারের নাশক হয় না। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা বিনষ্ট হয়। সম্প্রজ্ঞাত-সমাধি সংস্কারের বিনাশের নিমিত্ত অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সংস্কার স্বীকার করিতে হয়। বন্ধন দশায় আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা থাকে, কিন্তু একবার আত্ম-দর্শন হইলে আর তাদৃশ জ্ঞানেও ইচ্ছা হয় না। ইহাই পর-বৈরাগ্য।

জ্ঞানাগ্নিপ্রভাবে অবিদ্যাদি ক্লেশ সমুদয় যেমন দগ্ধবীজভাব অর্থাৎ পোড়া ধানের ন্যায় হইয়া প্ররোহ অর্থাৎ অঙ্কুরজননযোগ্য হয় না, পূর্ব্বসংস্কার সকলও সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া আর ব্যুত্থান-জ্ঞানের জনক হইতে পারে না। জ্ঞানসংস্কার সকল চিত্তের অধিকার সমাপ্তি অপবর্গ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে, অর্থাৎ নিজের অধিকার শেষ হইলে চিত্ত বিনাশের সহিতই নষ্ট হইয়া যায়, আশ্রয়নাশে বিনষ্ট পায়। তখন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি হইয়া থাকে। এই সমাধির শেষ ধর্ম্ম-মেঘ-সমাধি।

"প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।"
(পাতঞ্জলদ° ৪।২৯)

যে সময় তত্ত্বজ্ঞানী প্রসংখ্যানেও অর্থাৎ বিবেক সাক্ষাৎ-কারেও অকুসীদ অনুরাগ-বিহীন হয়, কোনরূপ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য কামনা না করে, এবং ঐ বিবেকজ্ঞানেও বিরক্ত হয়, তখন তাহার সর্ব্বদা কেবল বিবেকজ্ঞানই উৎপন্ন হইতে থাকে। সংস্কারের বীজ অবিদ্যাদি বিনষ্ট হওয়ায় আর অন্যবিধ প্রত্যয় (ব্যুত্থানজ্ঞান) জন্মিতে পারে না, এই সময় যোগীর ধর্ম্মমেঘ সমাধি হইয়া থাকে। ইহাই সমাধির শেষ।

"কুৎসিতেষু বিষয়েষু সীদতীতি কুসীদো রাগঃ'

শব্দাদি নিকৃষ্ট বিষয়ে যে ব্যাপৃত থাকে, সেই দুস্পূর কাম-নাকে কুসীদ কহে। তদ্রহিত ব্যক্তি অকুসীদ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিরক্ত। শুক্লাদি ত্রিবিধ কর্ম্মের অতিরিক্ত মোক্ষফলদায়ক পারশুদ্ধ ধর্ম্মকে যে প্রসব করে, তাহাকে ধর্ম্মমেঘসমাধি বলা যায়। এই ধর্ম্মমেঘসমাধি হইলে পর বৈরাগ্যের উদয় হওয়ায় উক্ত প্রসংখ্যানেরও নিরোধ হয়।

সূত্রের কুসীদ শব্দ রূপকভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মহাজন সুদের লোভে টাকা ধার দেয়, কিন্তু যাহারা এই সুদের ন্যায় অণিমাদি ঐশ্বর্য্যলোভে সমাধি অবলম্বন করে, অর্থাৎ সম্প্রজ্ঞাত সমাধির ফলে অণিমাদি ঐশ্বর্য্য লাভ করে, তাহাদের এই ধর্ম্মমেঘ সমাধি হয় না! কিন্তু বিরক্ত যোগী কোন ফলেরই কামনা করেন না, তাঁহাদের মুক্তিই একমাত্র প্রার্থনীয়। সুতরাং তাঁহাদেরই এই ধর্ম্মমেঘসমাধি হইয়া থাকে।

"ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" (পাতঞ্জলদ° ৪।৩০)

এই ধর্ম্মমেঘসমাধি লাভ হইলে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিধ ক্লেশ সমূলে উৎপাটিত হয়; কুশল ও অকুশল অর্থাৎ পাপপুণ্যরূপ কর্ম্মাশয় সমূলে বিনষ্ট হয়। এইরূপে ক্লেশ ও কর্ম্মের নিবৃত্তি হইলে যোগী জীবদ্দশাতেই মুক্ত হন। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে এইরূপে জীবিত কালেও মুক্তি হইতে পারে, একথা অনেকে স্বীকার করেন না। এবিষয়ে বাদিদিগের মতভেদ আছে। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিই মোক্ষ। জীবদ্দশায় তাহা ঘটে না, শ্রুতিতে আছে, "ন বৈ হসশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি" (শ্রুতি) শরীর থাকিতে সুখদুঃখের সম্বন্ধের বিনাশ হয় না, অতএব দুঃখের কারণ অবিদ্যাদির নিবৃত্তিকে গৌণ-মুক্তি ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। ক্লেশ না থাকিলে জন্ম হয় না, এ কথা মহর্ষি গোতমও স্বীকার করিয়াছেন। জীবন্মুক্তিকালে অবিদ্যার লেশ থাকে, একথা শঙ্করাচার্য্যও বলেন। যোগবার্ত্তিকে বার্ত্তিককার ইহাকে উপহাস করিয়া ইহাও অবিদ্যামূলক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পাতঞ্জলদর্শনে ইহার বিষয় বিশেষভাবে লিখিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা অতি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হইল। (পাতঞ্জলদর্শন)

বেদান্তসারে লিখিত আছে,—

"সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ, সবিকল্পকো নির্ব্বিকল্পকশ্চ। তত্র সবিকল্পোনাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানং। তদা মৃণ্ময়গজাদিভানেঽপি মৃদ্ভানবৎ দ্বৈতভানেঽপ্যদ্বৈতবৎ বস্তু ভাসতে।"

সমাধি দুই প্রকার, সবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও

জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের জ্ঞানসত্বেও অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অখণ্ডাকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্প সমাধি কহে। তৎকালে যেমন মৃণ্ময় হস্তী হইতে হস্তিজ্ঞান সত্বেও মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ দ্বৈতজ্ঞান সত্বেও অদ্বৈত জ্ঞান হয়। তখন দ্বৈতজ্ঞান থাকিলেও ঐ জ্ঞানের মধ্যে সাক্ষিস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী, উৎকৃষ্ট, প্রকাশস্বরূপ, জন্ম ও বিনাশরহিত, অলিপ্ত, সর্ব্বজ্ঞাত, সর্ব্বদা বিমুক্তস্বভাব, যে অদ্বিতীয় চৈতন্য তাহাই আমি, এই জ্ঞান হইয়া থাকে। দ্বৈতের মধ্যে যে অদ্বৈত জ্ঞান তাহাই সবিকল্প সমাধি।

"নির্ব্বিকল্পকস্তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিভেদলয়াপেক্ষয়া দ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনাবস্থানং। তদাতু জলাকারাকারিতলবণাবভাসেন জলমাত্রাবভাসবদদ্বিতীয়-বস্ত্বাকারাকারিতচিত্তবৃত্তানবভাসেন দ্বিতীয়বস্তুমাত্রমেবাবভাসতে।" (বেদান্তসার)

যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয় জ্ঞানের অভাবে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তুতে একীভূত হইয়া অখণ্ডাকারাকারিত-চিত্ত-বৃত্তির অবস্থান হয়, তখন নির্ব্বিকল্পক সমাধি হইয়া থাকে। এই সমাধি হইলে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই তিনের কোন রূপ জ্ঞান থাকে না, কেবল এক অদ্বিতীয় অদ্বৈত ব্রহ্মেরই জ্ঞান হয়। তৎকালে যেমন জল মিশ্রিত জলাকারাকারিত লবণের লবণত্ব জ্ঞানের অভাবে কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিতচিত্তবৃত্তির জ্ঞানাসত্বে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুমাত্রেই জ্ঞান হয়।

সমাধি সুষুপ্তির ন্যায়, অর্থাৎ সুষুপ্তিকালে যেমন কোন জ্ঞান থাকে না, সমাধিকালেও তদ্রূপ বহির্জ্ঞান থাকে না, একমাত্র ব্রহ্মরূপেই অবস্থান ঘটে। ইহা বলিয়া সমাধি ও সুষুপ্তি এক নহে। উভয়ের প্রভেদ এই যে, সমাধি ও সুষুপ্তি উভয়কালেই বৃত্তিজ্ঞানের অসদ্ভাবে সমান হইলেও বৃত্তির সত্ত্বা ও অসত্ত্বাদ্বারা উভয়ের ভিন্নতা স্থির করিতে হইবে। সুষুপ্তি-কালে বৃত্তির সত্বা থাকে। সমাধিতে বৃত্তির সত্তা লোপ পায়।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্পসমাধিই নির্ব্বিকল্প সমাধির অঙ্গ। সমাধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে এই সকল অঙ্গের অভ্যাস করিতে হয়। এই সকল অঙ্গের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলে পরে নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভ হইয়া থাকে। অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম কহে। সমাধির ইহাই প্রথম অঙ্গ, অর্থাৎ প্রথমে এই কয়টী বিশেষ রূপে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহার অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে নিয়ম অভ্যাস করিবে। শুচি, সন্তোষ, তপস্যা, অধ্যয়ন ও ঈশ্বরপ্রণিধানকে নিয়ম কহে। এই নিয়মের পর আসন (হস্তপদাদির সংস্থান-বিশেষকে আসন কহে)। যেমন পদ্মাসনাদি। তখন আসনে আসীন হইয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিতে হয়। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণ দমন করিবার উপায়কে প্রাণায়াম কহে। এই প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান দ্বারা প্রাণনিরোধ হয়। ইহার ফলে ইন্দ্রিয়-বিজয়, চিত্তশুদ্ধি এবং চিত্তের বিক্ষেপ সকল দূরীভূত হইয়া থাকে। এই প্রাণায়াম অভ্যাসের পর প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হয়। ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ অর্থাৎ নিবারণ করাকে প্রত্যাহার কহে। ইহাতে ইন্দ্রিয়গণ আর কোন ইন্দ্রিয়ের বিষয় করিবে না, চক্ষু দেখিয়াও দেখিবে না, কর্ণ শুনিয়াও শুনিবে না, মন সঙ্কল্প ও বিকল্প কিছুই করিবে না। এইরূপ প্রত্যাহার যখন অভ্যস্ত হইবে, তখন ধারণা,—অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুতে অন্তঃকরণের অভিনিবেশকে ধারণা কহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে চিত্ত অভিনিবিষ্ট হইলে তখন ধ্যান অভ্যাস করিবে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মে অন্তঃ-করণের বৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান কহে। এই ধ্যানই স্থায়ী হইলে তখন প্রথমে সবিকল্প সমাধি হয়।

এই সকল অঙ্গবিশিষ্ট অঙ্গী যে নির্ব্বিকল্প সমাধি তাহাতে চারি প্রকার বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা। উক্ত সমাধিতে প্রায় চারি প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়, যথা,—লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদন। অখণ্ড-ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তির নিদ্রাকে লয় কহে। অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে অব-লম্বন করিতে সমর্থ না হইয়া অন্তঃকরণবৃত্তি যদি অন্য কোন বস্তুকে অবলম্বন করে, তাহাকে বিক্ষেপ কহে। লয় ও বিক্ষেপের অভাবে ও কামনা দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুকে অবলম্বন করিতে অসমর্থ হইলে তাহাকে কষায়। নির্ব্বিকল্প অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুর অনবলম্বনে অন্তঃকরণ বৃত্তির সবিকল্পক আনন্দ আস্বাদন বা নির্ব্বিকল্পক সমাধির আরম্ভকালীন সবিকল্পানন্দ আস্বাদনকে রসাস্বাদন কহে। এই চারি প্রকার বিঘ্ন নির্ব্বিকল্প সমাধির অন্তরায় স্বরূপ।

"অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন রহিতং চিত্তং নির্ব্বাতদীপবদচলং সদখণ্ডচৈতন্যমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা তদা নির্ব্বিকল্পকঃ সমাধি-রিত্যুচ্যতে। তদুক্তং লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং বিক্ষিপ্তং সময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ। নাস্বা-দয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গপ্রজ্ঞয়া ভবেৎ॥ ইত্যাদি যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে ইত্যাদি।" (বেদান্তসার)

এই চারিপ্রকার বিঘ্নরহিত চিত্ত যখন বায়ুশূন্য প্রদীপের ন্যায় অচল হইয়া কেবল অখণ্ড চৈতন্য মাত্রের চিন্তাপর হয়, তখন তাহাকে নির্ব্বিকল্প-সমাধি কহা যায়। যখন এই সমাধি হইবে, তখন যদি পূর্ব্বোক্ত লয়রূপ বিঘ্ন উপস্থিত হয়, তাহা

হইলে অন্তঃকরণে উদ্বোধ করিবে, বিক্ষেপযুক্ত হইলে তাহাকে শান্ত ও কষায়যুক্ত হইলে তাহা জ্ঞাত হইয়া নিবৃত্ত রাখিবেক। অখণ্ড ব্রহ্মবস্তুতে প্রণিধান হইলে অন্তঃকরণকে আর চালনা করিবে না, তাহাতেই স্থির রাখিবে, সে সময়ে সবিকল্প কোনরূপ আনন্দ আস্বাদন করিবে না এবং প্রজ্ঞাদ্বারা নিঃসঙ্গ হইবে, তখন নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় নিশ্চয় হইয়া অবস্থান করিবে।

ইহাই সমাধির শেষ। এই সমাধি হইলে তখন তিনি মুক্ত হন। তখন আর তাহার পতন হয় না, তখন তিনি জীবন্মুক্ত হইয়া অবস্থান করেন। পঞ্চদশী, বেদান্তদর্শন প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে বিবৃত হইল না। (বেদান্তসার)

৭ বৈশ্যভেদ, সমাধি নামক বৈশ্য। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে ইহার বিবরণ লিখিত আছে। রাজা সুরথ রাজ্যচ্যুত হইয়া মেধস মুনির আশ্রমে উপস্থিত হন। সমাধি বৈশ্যও তখন সেইখানে গমন করেন। রাজা তাঁহাকে শোককাতর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তোমার নাম কি? এবং তোমাকে অতিশয় কাতর দেখিতেছি কেন? ইহার উত্তরে সমাধিবৈশ্য বলিয়াছিলেন, আমি ধনিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার নাম সমাধি বৈশ্য। অসাধু স্ত্রীপুত্রেরা আমাকে ধনলোভে নিরাকৃত করিয়াছে, আমার ধন তাহারা সকলে লইয়াছে। তাহারা আমার প্রতি এইরূপ অপ্রিয়াচরণ করিলেও আমার চিত্ত তাহাদের প্রতি মমতাশূন্য হইতেছে না, তাহাদের কুশল সংবাদের জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইতেছে। মেধসমুনি এই বৃত্তান্ত শুনিয়া ইহা মহামায়ার কার্য্য, ইহা বলিয়া তাঁহাদের সমীপে মায়া-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন। তখন সমাধি বৈশ্যের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইল। সমাধি বৈশ্য ও রাজা সুরথ উভয়ে নদীতীরে গমন করিয়া দেবীর মৃণ্ময়ীমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া দেবীসূক্ত জপ সহকারে দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হন। এইরূপে তাহারা বিধি-বিধানে তিন বৎসর ধরিয়া দেবীর আরাধনা করেন। দেবী চণ্ডিকা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রদান করেন, রাজা দেবীর বরে রাজ্যলাভ করেন। সমাধি দেবীর নিকট এই বর প্রার্থনা করেন যে, এই সংসার অনিত্য, মায়া দ্বারা সকলেই বদ্ধ হইয়া আছে, যাহাতে আমি মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারি, তাহাই আমাকে বর দিন। দেবী চণ্ডিকা তাঁহাকে সেই বর দিলেন। সমাধি বৈশ্য অল্পকাল মধ্যেই দেবীর বরে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া সকল মায়াপাশ হইতে মুক্ত হন। (মার্কণ্ডেয়পু° চণ্ডী) [সুরথশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৮ মৃত শবদেহ বা অস্থি মৃত্তিকায় প্রোথিত করণ। কবর দেওয়া। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিভিন্ন সমাজে এই সমাধিপ্রথা স্বতন্ত্র। পাশ্চাত্য জগতে শব প্রোথিত করিয়া তদুপরে একটী স্তম্ভ (tomb-stone) নির্ম্মাণের ব্যবস্থা আছে। ঐ স্তম্ভে মৃতের স্মৃতির জন্য একটী লিপি (Epitaph) খুদিয়া দেওয়া হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জগতের আদিম অসভ্য জাতির মধ্যেও কবরপ্রথা ছিল, তাহার নিদর্শন (Cromlechs) এখনও বহুতর বিদ্যমান আছে। আমাদের দেশে বৈষ্ণব ও শৈব সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে সমাধি দেওয়ার বিধি আছে। শ্রীবৃন্দাবনে অনেক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবের সমাধি দেখা যায়।

সমাধিক্ষেত্র (ক্লী) সমাধিস্থান। যে স্থানে মৃতদেহ ভূগর্ভে নিহিত করা হয়। যোগীদিগের মৃতদেহ ভস্ম না করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করাই নিয়ম।

সমাধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সমাধিত (ত্রি) ১ বদ্ধত্ব সম্বন্ধযুক্ত। ২ সমাধিযুক্ত।

সমাধিত্ব (ক্লী) সমাধের্ভাবঃ ত্ব। সমাধির ভাব বা ধর্ম্ম।

সমাধিৎসু (ত্রি) সমাধাতুমিচ্ছুঃ সম্-আ-ধা সন্-উ। সমাধান করিতে ইচ্ছুক।

সমাধিমৎ (ত্রি) সমাধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমাধিবিশিষ্ট, সমাধিযুক্ত। ২ মনোযোগী।

সমাধিমতিকা (স্ত্রী) ১ মালবিকাগ্নিমিত্রবর্ণিত পুরস্ত্রীভেদ। ২ একাগ্রমনা। একান্ত মনোযোগী। সমাধিমতী পদও হয়।

সমাধিয়ালা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দ্দারেরা জুনাগড়ের নবাবকে ও বড়োদার গাইকোবাড়কে কর দিয়া থাকেন।

সমাধিয়ালা-চারণ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য।

সমাধিয়ালা-ছভারিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গোহেলবাড় প্রান্তস্থ একটী সামন্ত রাজ্য। সমাধিয়ালা ছভারিয়া গ্রামে সামন্তরাজের বাস। এখানকার সর্দ্দারেরা বড়োদার গাইকো-বাড়কে বার্ষিক ১৮৯৲ টাকা ও জুনাগড়ের নবাবকে ৫৮৯৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

সমাধিবিধি (পুং) চিত্তাগ্রতা সমাধানপূর্ব্বক ভগবদারাধনায় আত্মনিয়োগের নিয়মাদি।

সমাধিসমানতা (স্ত্রী) বৌদ্ধমতে ধ্যানের প্রকারভেদ।

সমাধিস্তম্ভ (পুং) সমাধির উপরি নির্ম্মিত স্তম্ভ, ভূগর্ভনিহিত শবের উপর যে স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়।

সমাধিস্থ (ত্রি) সমাধেঃ তিষ্ঠতীতি স্থা-ক। সমাধিতে অবস্থিত, সমাধিযুক্ত, যাহারা সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করেন।

"মনঃ সঙ্কল্পরহিতমিন্দ্রিয়ার্থানচিন্তয়ন্।
যস্তু ব্রহ্মণে সংলীনং সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ॥

ধারেতঃ পরমাত্মানমাত্মনঃ যস্য যোগিনঃ।
মনস্তন্ময়তাং যাতি সমাধিস্থঃ স কীর্ত্তিতঃ॥" (গরুড়পু° ১৪০ অ°,
যাহার মন সঙ্কল্পরহিত এবং কোনরূপ ইন্দ্রিয়ার্থ চিন্তা করে না ও ব্রহ্মে সংলীন হয় তাহাকে সমাধিস্থ কহে। আত্মস্থিত পরমাত্মাকে ধ্যান করিতে করিতে যে যোগীর মন সেই পরমাত্মাতে লীন হয়, তিনিই সমাধিস্থ হইয়াছেন, জানা যায়।
[সমাধি দেখ]

সমাধিস্থল (ক্লী) ১ সমাধিস্থান, সমাধিক্ষেত্র, যেস্থলে সমাধি দেওয়া হয়। ২ ব্রাহ্মজগতের পবিত্র স্থানভেদ।
(কথাসরিৎসা° ১১৫।৭৬)

সমাধেয় (ত্রি) সম্ আ-ধা-যৎ। সমাধানের যোগ্য। সমাধানের উপযুক্ত।

সমাধ্মাত (ত্রি) সম্ আ ধ্মা-ক্ত। ১ সম্যক্ শব্দিত। ২ গর্ব্বিত। ৩ সমুদ্দীপিত। ৪ উৎসাহিত।

সমান (ত্রি) সমানীতি সম্যক্প্রকারেণ প্রাণিতীতি সম্ আ-অন-লু, যদ্বা সমানং মানমস্য সমানস্য ছন্দসীতি সঃ। ১ সৎ। ২ সম। সমান, তুল্য। ৩ একরূপ, অভিন্ন।

"সমানশয়নে চৈব ন শয়ীত তয়া সহ।" (মনু ৪।৫০)

মানেন সহ বর্ত্তমানঃ। ৪ সগর্ব্ব, অহঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান। (পুং) সমন্তাদনিত্যন্তোতি সম্ অন-ঘঞ্। ৪ শরীরস্থ বায়ুবিশেষ, সমানবায়ু। পঞ্চপ্রাণের অন্তর্গত তৃতীয় প্রাণ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণ। এই বায়ু নাভিদেশে অবস্থিত।

"হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ।" (অমর)

[প্রাণ দেখ] ৫ বর্ণভেদ, একস্থানোচ্চার্য্যমান বর্ণ, যে বর্ণ সকল এক স্থান হইতে উচ্চারিত হয়, তাহাকে সমানবর্ণ কহে।

সমানকরণ (ত্রি) ১ বক্রকে সোজা করা। একজাতীয় দুইটী বস্তুকে সমানাকারে আনা। ২ শিখলাশাস্ত্রের সংযমননিবারণ।
(অপরাপ্রাপ্তি° ১৫০)

সমানকর্ত্তৃক (ত্রি) সমানঃ কর্ত্তা যস্য। 'ঋন্নীসর্পিরাদেঃ কপ্' ইতি সমাসান্তঃ। সমানকর্ত্তৃযুক্ত। তুল্য কর্ত্তাবিশিষ্ট। এককর্ত্তৃক।

সমানকর্ম্মন্ (ত্রি) সমানং কর্ম্ম যস্য। সমান কর্ম্মবিশিষ্ট, তুল্যকর্ম্মা, এক প্রকার কর্ম্ম হইয়াছে যাহার, সমব্যবসায়ী। (ক্লী) ২ সমান সমান কার্য্য, তুল্যকর্ম্ম।

সমানকারণ (ত্রি) সমানং কারণং যস্য। তুল্য কারণবিশিষ্ট, সমানকারণযুক্ত। (ক্লী) তুল্য কারণ, সমান হেতু।

সমানকাল (ত্রি) সমানঃ কালো যস্য। সমানকালবিশিষ্ট, তুল্য সময়যুক্ত। (পুং) ২ তুল্যকাল, সমান সময়।

সমানকালিক (ত্রি) তুল্যকালিক, সমানকালোৎপন্ন।

সমানকালীন (ত্রি) সমানকালে ভবঃ। সমান-কাল-ছ। তুল্যকালোৎপত্তিক। (সারমঞ্জরী)

সমানগতি (ত্রি) সমানা গতির্যস্য। তুল্যগতিবিশিষ্ট, সমানগতিযুক্ত। (স্ত্রী) ২ সমানগতি, তুল্যগমন।

সমানগুণ (ত্রি) সমানগুণবিশিষ্ট, তুল্যগুণযুক্ত। তুল্যগুণ, সমান একরূপ গুণ।

সমানগোত্র (ত্রি) সমানং গোত্রং যস্য। তুল্যগোত্র, সগোত্র, একগোত্র।

সমানগ্রাম (পুং) একগ্রাম।

সমানগ্রামীয় (ত্রি) সমানগ্রামে ভবঃ (গহাদিভ্যশ্ছঃ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। যাহারা একগ্রামে হইয়াছে।

সমানজন (পুং) তুল্যজন, সমানলোক।

সমানজন্মন্ (ত্রি) সমানবয়স্ক, তুল্যবয়স্ক।

"বালঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি।
অধ্যাপয়ন্ গুরুসুতো গুরুবন্মানমর্হতি॥" (মনু ২।২০৮)

সমানজন্য (ত্রি) সমানজন সম্বন্ধীয়। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৭।৬।৯)

সমানজাতি (ত্রি) তুল্যজাতি, একজাতি, সমানবর্ণ।

সমানজাতীয় (ত্রি) তুল্যজাতীয়, একজাতীয়, সজাতীয়।

সমানতন্ত্র (ক্লী) ১ একব্যবসায়ী। এক ধরণের। একরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট, স্বতন্ত্র, যাহারা একশাখাধ্যয়নপূর্ব্বক একরূপ যাগযজ্ঞ নিরত। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ৩।৭।১)

সমানতস্ (অব্য°) সমান-তসিল্। সমানরূপে, সমানভাবে, তুল্যরূপে।

সমানতা (স্ত্রী) সমানস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমানত্ব, তুল্যত্ব, সমানের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমানত্র (অব্য°) একস্থানস্থায়ী। (শতপথব্রা° ২।৪।৪।১৪)

সমানত্ব (ক্লী) তুল্যরূপতা।

"যথাগিরয়ো সংক্ষেপঃ সমানত্বমতব্রজেৎ।" (মার্ক°পু° ৪০।৩৯)

সমানদক্ষ (ত্রি) সমানোৎসাহ, সমান উৎসাহযুক্ত।

"পুত্রঃ সমানদক্ষাঃ" (ঋক্ ৭।২৬।২)
সমানদক্ষাঃ সমানো সাহাঃ' (সায়ণ)

সমানধর্ম্মন্ (ত্রি) ১ একরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট। "ভবতি ক্ষিতীন্দ্রো জনৈরনেকৈশ্চ সমানধর্ম্মা।" (কাম° নীতি ১৫।৫২)
২ সধর্ম্মন্। (মুগ্ধবোধ ৬।৯৮)

সমানন (ত্রি) সম আননো যস্য। তুল্য-আননবিশিষ্ট, এক প্রকার মুখযুক্ত।

সমাননামন্ (ত্রি) সমানং নাম যস্য। সনামা, সমাননামযুক্ত। একনামবিশিষ্ট।

সমানপ্রভৃতি (ত্রি) সপ্রভৃতি, এই সকল। (শতপথব্রা° ৮।২।২।৯)

সমানবন্ধু (ত্রি) সুর্য রূপ একবন্ধুবিশিষ্ট। সমান বন্ধনযুক্ত।

"সমানবন্ধু অমৃত অনূ" (ঋক্ ১।১১৩।২)

'সমানবন্ধ্ সমানবন্ধনে' (সায়ণ)

সমানবর্হিস্ (ত্রি) যজ্ঞীয় হোমাগ্নি বিশিষ্ট সমান তন্ত্রের হবির্দ্দানকালীন অগ্ন। (শতপথব্রা° ১।১।১৬)

সমানব্রহ্মচারিন্ (ত্রি) ব্রহ্মবেদস্তদধ্যয়নার্থং যদ্ ব্রতং তদপি ব্রহ্মচর্য্যমিতি ব্রহ্মচারী সমানো ব্রহ্মচারী, যদ্বা সমানে ব্রহ্মণি চরতীতি ণিনি। পরস্পর একব্রতচারী, সতীর্থ, একরূপ শিষ্য, এক প্রকার ব্রহ্মচর্য্যবিশিষ্ট। [সব্রহ্মচারিন্ দেখ।]

সমানমূর্দ্ধন্ (ত্রি) সমানোমূর্দ্ধা যস্য (সমানস্য চ্ছন্দস্যমূর্দ্ধপ্রভৃত্যুদর্কেষু। পা ৬।৩।৬৮) ইতি সমানস্য সাদেশো ভবতি। সমানমূর্দ্ধযুক্ত, সমানমূর্দ্ধাবিশিষ্ট।

সমানয়ন (ক্লী) সম্ আ-নী লুট্। সম্যক্ প্রকারে আনয়ন।

সমানযোজন (ত্রি) তুল্য যোজন। (ঋক্ ১।১০।৮)

সমানযোনি (ত্রি) সমানা যোনিঃ উৎপত্তিস্থানং যস্য। তুল্যযোনি, উৎপত্তিস্থান সমান হইয়াছে যাহার। এক প্রকার কারণজাত।

সমানরুচি (ত্রি) তুল্যরুচিবিশিষ্ট, এক প্রকার রুচিযুক্ত।

সমানরূপ (ত্রি) ১ তুল্যরূপযুক্ত, এক প্রকার রূপবিশিষ্ট। ২ তুল্যরূপ, এক প্রকার আকার।

সমানর্ষ (ত্রি) সমানঋষি গোত্রবিশিষ্ট। একঋষির গোত্রাপত্যরূপ বংশলতাযুক্ত। (গোভিল ৩।৪।৩)

সমানলোক (ত্রি) তুল্যলোক একলোক।

সমানবচন (ত্রি) সবচন, সমানবাক্যবিশিষ্ট।

সমানবয়স্ (ত্রি) সমানং বয়ো যস্য। তুল্যবয়স্ক, এক প্রকার বয়োযুক্ত। (পুং) তুল্যরূপ বয়স্।

সমানবর্চ্চস্ (ত্রি) তুল্যদীপ্তিযুক্ত। (ঋক্ ১।৬।৭)

সমানবর্চস্ (ত্রি) তুল্যদীপ্তিশালী।

"সমস্তকজ্বলনসমানবর্চ্চসঃ" (ভারত আদিপ°)

সমানবর্ণ (ত্রি) সবর্ণ, সমানবর্ণবিশিষ্ট, একরূপ বর্ণবিশিষ্ট।

সমানবল (ত্রি) ১ তুল্য বলবিশিষ্ট। (পুং) ২ কোন জড় বিন্দুর উপর বিপরীত দিক্ হইতে বলপ্রযুক্ত হইলে যদি ঐ বিন্দুটী কোন দিকে না যাইয়া স্থির হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ দুইটী বলকে সমবল কহে। (Equal force)

সমানশব্দ (ত্রি) তুল্যশব্দ, সমানশব্দবিশিষ্ট, তুল্যশব্দযুক্ত।

সমানশয্য (ত্রি) ১ এক শয্যায় শয়নকারী। ২ যাহাদের শয়নার্থ শয্যা এক। লাট্যায়নে (৮।১২।২) সমানশয্যতা পদ আছে।

সমানশাখ (স্ত্রী) যাহারা এক শাখাধ্যয়ন করে। সমশাখাভুক্ত।

সমানশীল (ত্রি) তুল্য-স্বভাব, সমানস্বভাবযুক্ত। (ভাগ° ৩।২২।১৫)

সমানসংখ্য (ত্রি) সমানসংখ্যাবিশিষ্ট, তুল্য-সংখ্যক।

সমান-সুখদুঃখ (ত্রি) সমানানি সুখদুঃখানি যস্য। যাহার সুখ ও দুঃখ উভয়ই সমান।

সমানস্থান (ক্লী) ১ পরস্পরের অবস্থানার্থ একরূপ স্থান। ২ সন্ধ্যান, যে স্থানে দিবা ও রাত্রি সমান, হ্রাসবৃদ্ধি নাই।

সমানাক্ষর (ক্লী) স্বরবর্ণ। যাহা সন্ধ্যক্ষর বা যুক্তাক্ষর নহে।

সমানাধিকরণ (ক্লী) জাতীয় সাধারণগুণ, এক ধর্ম্ম। যাহাতে সমান জাতীয় কোন পদার্থেরই ব্যাবৃত্তি থাকে না।

সমানার্থ (পুং) তুল্যার্থ, সমান অর্থবিশিষ্ট।

সমানীত (ত্রি) সম্ আ-নী-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আনীত। ২ সঙ্গত। মিলিত।

সমানার্ষেয় (পুং) এক ঋষির গোত্রসম্ভূত। (শাঙ্খা° গৃহ্য ২।২)

সমানাদ (পুং) নাগভেদ।

সমানাস্যপ্রযত্ন (ত্রি) সমস্থোখা প্রয়াস। (অথর্ব্ব প্রাতি° ১।১১)

সমানিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

সমানুপাত (পুং) দুই অথবা বহুসংখ্যক অনুপাতের সমানত্ব সম্বন্ধ। (Proportion)

সমানোদক (পুং) সমানং একং তর্পণকালে দেয়ং উদকং যস্য। একোদক, জ্ঞাতিবিশেষ, একাদশ পুরুষ হইতে চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত যে জ্ঞাতি তাহাকে সমানোদক কহে। সমানোদক জ্ঞাতির জনন-মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। জন্মনামস্মৃতি পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকেও সমানোদক কহে।

"সমানোদকাস্তু চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তাঃ জন্মনামস্মৃতিপর্য্যন্তাশ্চ। তত্র অষ্টমাদ্যেকাদশপুরুষাবধি চতুর্দ্দশপুরুষপর্য্যন্তস্যাশৌচং পক্ষিণী, দ্বিতীয়স্ত্বেকাহঃ।

সপিণ্ডতা তু পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ত্ততে।

সমানোদকভাবস্তু নিবর্ত্ততাচতুর্দ্দশাৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সমানোদর্য্য (পুং) সমানে উদরে শায়িতঃ (সমানোদরে শয়িত ও চোদাত্তঃ। পা ৪।৪।১০৮) ইতি যৎ। (বিভাষোদরে। পা ৬।৩।৮৮) ইতি পক্ষে সাদেশো। সহোদর, পক্ষে সমান-শব্দস্থানে সাদেশ হইয়া সোদর্য্য পদ হয়। স্ত্রিয়াং টাপ্। সমানোদর্য্যা—সহোদরা।

সমানোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"সরূপশব্দবাচ্যত্বাৎ সা সমানোপমা যথা।

বালেবোদ্যানমালেয়ং সালকাননশোভিনী॥" (কাব্যাদর্শ ২।২৫)

যে স্থলে স্বরূপ-শব্দ-বাচ্য অর্থাৎ স্বরূপ শ্লিষ্টপদ দ্বারা সাধারণ ধর্ম্মের বর্ণনা হয় সেই স্থলে এই অলঙ্কার হয়। সমান শব্দ এমন একটা প্রযুক্ত হইবে যাহা বাচ্য ভেদে শ্লিষ্ট হইয়া একটা শব্দের ন্যায় প্রতীয়মান হইলে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

সালকাননশোভিনী এই উত্থানমালা বালা অর্থাৎ যুবতীর স্থায়। এই স্থলে উত্থানমালা ও বালা উপমান ও উপমেয়। সালকানন-শোভিনী এই বিশেষণ উভয়ের পক্ষেই হইবে। যুবতীর পক্ষে অলক শব্দের অর্থ চূর্ণকুন্তল, অলকের সহিত বর্ত্তমান যে আনন তাহা দ্বারা শোভাযুক্ত এই স্ত্রী, আর উত্থানমালাও সালকানন-শোভিনী, সাল শব্দের অর্থ সর্জ্জবৃক্ষ, এই সর্জ্জবৃক্ষের কানন-শোভিনী এই বনমালা যুবতীর স্থায় প্রতীয়মান হইতেছে। এই স্থলে ঐ পদ সমানরূপ শ্লিষ্ট হওয়ায় সমানোপমা অলঙ্কার হইল। কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর সরূপোপমা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপমা শ্লিষ্ট পদ দ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং ইহাকে সমানোপমা না বলিয়া শ্লিষ্টোপমা বলিলেই হইত। কিন্তু এই দুই উপমার মধ্যে ভেদ এই যে, যেখানে অর্থশ্লেষ হইয়া উপমা হইবে, সেই খানেই শ্লেষোপমা, আর যেখানে শব্দশ্লেষ হইয়া উপমা হইবে, তথায় সমানোপমা হইবে।

'ইত্থঞ্চার্থশ্লেষমূলকত্বে শ্লেষোপমা পূর্ব্বমুক্তা, শব্দশ্লেষমূলকত্বে তু সমানোপমেত্যনয়োর্ভেদঃ।' (টীকা)

সমান্তক (পুং) কামদেব।

সমান্তর (ত্রি) পরস্পর সমান বা একরূপ।

"সমান্তরশ্চ পুরুষস্তরঙ্গস্ত্রিসমান্তরঃ।" (কামন্দক ১৯।২৩)

সমান্তরশ্রেণী (স্ত্রী) যে সকল রাশি স্ব স্ব পরবর্ত্তী রাশি অপেক্ষা সমান পরিমাণে গুরু বা সমান পরিমাণে লঘু।

সমান্তরাল, যে দুই সরলরেখা উভয় পার্শ্বে অবিশ্রান্ত বৃদ্ধি পাইলেও পরস্পর পরস্পরকে সংস্পর্শ করে না। (Parallel)

সমাপ (পুং) সমা-আপো-যস্মিন্, ঋক্‌পূরিত্যঃ (সমাপঈত্বে প্রতিষেধো বক্তব্যঃ। পা ৬।৩।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঈত্ব-প্রতিষেধঃ। দেবযজনস্থান।

সমাপক (ত্রি) সমাপয়তি সম্-আপ্-ণ্বুল্। সমাপনকর্ত্তা, সমাপ্তিকারক।

সমাপত্তি (স্ত্রী) সম্-আ-পদ ক্তিন্। যদৃচ্ছাসঙ্গতি, সমকালে উপস্থিতি, মিলন। ২ পরস্পর আপত্তি।

সমাপন (ক্লী) সম্-আপ-ল্যুট্। ১ পরিচ্ছেদ। সমাপ্তি। ২ বধ। (মেদিনী) ৩ সমাধান। (বিশ্ব) ৪ লব্ধ। (ধরণি)

সমাপনীয় (ত্রি) সম-আপ্-অনীয়র্। সমাপনের যোগ্য, সমাপনের উপযুক্ত, সমাপ্তি করিবার যোগ্য।

সমাপয়িতব্য (ত্রি) সম্-আপ্-ণিচ্-তব্য। সমাপন করিবার যোগ্য।

সমাপন্ন (ত্রি) সম্-আ-পদ-ক্ত। ১ সমাপ্ত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ক্লিষ্ট। ৪ বধ। (বিশ্ব)

সমাপাদ্য (ত্রি) সমাপত্তি। সন্নিকট, সঙ্গতি।

সমাপিন্ (ত্রি) সম্-আপ্ ণিনি। সমাপনকারী, সমাপনশীল।

সমাপিপয়িষু (ত্রি) সমাপয়িতুমিচ্ছুঃ সম্ আপ্-সন্-উ। সমাপন করিতে ইচ্ছুক, শেষ করিতে অভিলাষী।

সমাপিকা (স্ত্রী) সমাপয়তীতি সম্ আপ ণ্বুল, টাপ্ টাপি অত ইত্বং। বাক্য-সমাপক ক্রিয়া। ক্রিয়া দুই প্রকার সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে বাক্যের সমাপন হয়, তাহাকে সমাপিকা কহে; যেমন 'গচ্ছতি' গমন করিতেছে, এই স্থলে বাক্যের শেষ হইয়াছে, সুতরাং সমাপিকা ক্রিয়া। যে স্থলে বাক্যের শেষ হয় না, আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। 'গত্বা' গমন করিয়া 'ভুক্ত্বা' ভোজন করিয়া ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়া। তিপ্ প্রভৃতি সমাপিকা ক্রিয়া।

"বাক্যসমাপকক্রিয়া তত্র তিবাদয়ো ভবন্তি।" (ব্যাকরণ)

সমাপিত (ত্রি) সম্-আপ্-ণিচ্-ক্ত। কৃত-সমাপন। যাহা শেষ করা হইয়াছে।

"আরব্ধং মলমাসাৎ প্রাক্ যৎ কর্ম্ম ন সমাপিতং।
আগতে মলমাসেঽপি তৎ সমাপং ন সংশয়ঃ।" (মলমাসতত্ত্ব)

যদি কোন কর্ম্ম মলমাসের পূর্ব্বে আরম্ভ করিয়া শেষ না হয়, তাহা হইলে মলমাসেই সেই কর্ম্ম শেষ করিতে পারা যায়, তাহাতে কোন দোষ হয় না।

সমাপ্ত (ত্রি) সম্-আপ্-ক্ত। সমাপন-প্রাপ্ত, সম্পূর্ণ, সমাপ্তি-বিশিষ্ট, যাহা শেষ হইয়াছে।

সমাপ্তপুনরাত্ততা (স্ত্রী) কাব্যোক্ত দোষভেদ। যে স্থলে বাক্য সমাপ্ত করিয়া পরে আবার সেই বাক্যের পুনরায় গ্রহণ হয়, তথায় এই দোষ হইয়া থাকে।

"পতৎপ্রকর্ষতা সন্ধৌ বিশ্লেষাশ্লীলকষ্টতাঃ।
অর্দ্ধান্তরৈকপদতা সমাপ্তপুনরাত্ততা ॥ উদাহরণং—
পতন্তি শশিনঃ পাদা ভাসয়ন্তঃ ক্ষমাতলং।
অত্র চতুর্থপাদো বাক্যসমাপ্তাবপি পুনরাত্তঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৭পরি°)

চন্দ্রকিরণ নিপতিত হইতেছে, এই বাক্য সমাপন করিয়া পরে আবার বলা হইতেছে কিরণ পৃথিবীতল উদ্ভাসিত করিয়া। পৃথিবীতল উদ্ভাসিত করিয়া চন্দ্রকিরণ নিপতিত হইতেছে, এই রূপ বলাই উচিত ছিল, কিন্তু তাহা না বলিয়া তৃতীয় পাদে বাক্য সমাপন করিয়া চতুর্থ পাদে পুনরায় তাহার গ্রহণ হওয়ায় এই দোষ হইল। যে যে স্থলে এইরূপ বাক্য সমাপ্ত করিয়া পুনরায় আবার সেইটী গ্রহণ হইবে সেই সেই স্থলেই এই দোষ হইবে।

সমাপ্তলম্ভ (ক্লী) উচ্চ সংখ্যাভেদ। (ললিতবিস্তর)

সমাপ্তাল (পুং) সমাপ্তায় অলতীতি অল্-অচ্। পতি, স্বামী। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সমাপ্তি (স্ত্রী) সম্-আপ্-ক্তিন্। অবসান, শেষ, সমাপন। ২ বিরোধভঞ্জন। ৩ প্রাপ্তি।

সমাপ্তিক (ত্রি) ১ সমাপনকারী। ২ যিনি বেদপাঠ সমাপন করিয়াছেন। অধীতবেদশাখা। "শাখায়া অন্তঃ সমাপ্তির-স্ত্যস্তীতি সমাপ্তিকঃ। স্মৃত্যন্তরে ত্রিসাহস্রবিন্তঃ সমাপ্তিক-উক্তস্তত্র সহস্রশব্দঃ সহস্রগতিসম্বন্ধাৎ সামবেদে বর্ত্ততে তস্যা ইমাঃ সহস্র্যস্তিস্রঃ সাহস্র্যো বিত্তা যস্য স ত্রিসাহস্রবিন্তঃ।"

(মনু ৩।১৪৫ মেধাতিথি)

সমাপ্ত্যর্থা (স্ত্রী) সমাপ্ত্যা অর্থো যস্যাঃ। সমস্তা। (ভরত)

সমাপ্য (ত্রি) সম্-আপ্-ণ্যৎ। সমাপনীয়, সমাপিতব্য, সমাপ্তির যোগ্য।

সমাপ্রিয় (ত্রি) সম্যক্ প্রিয়, অতিশয় প্রিয়।

"বৃন্দাবনং জনাজীব্য ক্রমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ং।"(ভাগ° ১০।১০।৫৯)

সমাপ্লব (পুং) স্নান। অবগাহন। (ভারত ৩ প°)

সমাপ্লাব (পুং) সম্-আ-প্লু-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আপ্লাবন, অবগাহন।

সমাভাষণ (ক্লী) সম্-আ-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্ রূপেঃ আভাষণ।

সমাম (পুং) দৈর্ঘ্য। (অথর্ব্ব° ১৮।৪.৭০) [সমাম্য দেখ।]

সমাম্নান (ক্লী) ১ বৃত্তি। ২ অর্থদান।

সমাম্নায় (পুং) সম্-আ-ম্না-য। ১ শাস্ত্র। ২ সংখ্যা, সমষ্টি।

সমাম্নায়ময় (ত্রি) শাস্ত্রময়, শাস্ত্রস্বরূপ।

সমাম্নায়িক (ত্রি) ১ শাস্ত্রে পঠিত। ২ শাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

সমাম্য (ত্রি) দৈর্ঘ্যযুক্ত। (অথর্ব্ব ৪।১৬।৮)

সমায় (পুং) ১ উপস্থিতি। আগমন। সাক্ষার্থে গমন।

সমায়িন্ (ত্রি) ১ পরস্পরে একত্র গমনশীল। ২ পরস্পরে একত্র প্রাপণশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।২৬)

সমাযোগ (পুং) সম্-আ-যুজ-ঘঞ্। সংযোগ।

"ক্ষেত্রভূতো স্মৃতানারী বীরভূতঃ স্মৃতঃ পুমান্।
ক্ষেত্রবীজসমাযোগাৎ সম্ভবঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥" (মনু ৯।৩৩)

২ সমবায়। ৩ প্রয়োজন।

সমারভ্য (ত্রি) সম্-আ-রভ-যৎ। সমারম্ভের যোগ্য, আরম্ভ করিবার উপযুক্ত।

সমারম্ভ (পুং) ১ আরম্ভিত কার্য্য। ২ আরম্ভ।

সমারম্ভণ (ক্লী) ১ আলিঙ্গন, গ্রহণ। "কুশকুসুমসমারম্ভণ-ব্যগ্রহস্তঃ।" ২ সমালম্ভন।

সমারম্ভিন্ (ত্রি) আরম্ভশীল।

সমারাধন (ক্লী) সম্-আ-রাধ-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে আরাধন, আরাধনা, সেবা।

সমারুরুক্ষু (ত্রি) সমারোঢুমিচ্ছুঃ, সম-আ-রুহ-সন্-উ। সমারোহণাভিলাষী, সম্যক্ প্রকারে আরোহণ করিতে অভিলাষী।

সমারোপ (পুং) সম্-আ-রুহ-ঘঞ্, হস্ত প। সম্যক্ প্রকারে আরোপ। 'সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেহন্যস্য বস্তুনঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

সমারোপণ (ক্লী) সম্যক্ আরোপণ, আরোপ।

সমারোহ (পুং) সম্-আ-রুহ-অপ্। ১ অত্যুন্নতি। আড়ম্বর, জাঁকজমক। ২ আরোহণ। ৩ সম্মত হওয়া।

সমারোহণ (ক্লী) সম্-আ-রুহ-ল্যুট্। সম্যক্ আরোহণ।

সমার্থ (ত্রি) ১ সমান অর্থযুক্ত। ২ পর্য্যায়ক শব্দ।

সমার্থক (ত্রি) সমোঽর্থোযস্য, কপ্। সমান অর্থবিশিষ্ট, সমার্থ, তুল্যার্থ। ২ সমপ্রয়োজন।

সমার্থিন্ (ত্রি) শান্তির ইচ্ছুক। ২ মনের সমতাসাধনপ্রয়াসী।

সমার্ব্বুদ (ক্লী) অর্ব্বুদ সংখ্যাতুল্য তৎপূরণ (ভারত অনু°প°)

সমার্ষ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে ঋষি হইতে আগত। (ভারত ১৩প°)

সমালক্ষ্য (ত্রি) দর্শনযোগ্য। (সাহিত্যদর্পণ ১২৮)

সমালভন (ক্লী) সমালম্ভন। আলেপন।

সমালম্ব (পুং) সুগন্ধযোষিত তৃণ। (রাজনি°)

সমালম্বিন্ (পুং) সমালম্বতে ইতি সম্-আ-লম্ব-ণিনি। ভূ-তৃণ। (রাজনি°)

সমালম্ভ (পুং) সম্-আ-লভ্-ঘঞ্ (উপসর্গাৎ খলঘঞোঃ। পা ৭।১।৬৭) ইতি নুম্। ১ কুঙ্কুমাদি বিলেপন। ২ মারণ, হনন।

সমালম্ভন (ক্লী) সম্-আ-লম্ভ-ল্যুট্। ১ কুঙ্কুমাদি বিলেপন। পর্য্যায়—বিচ্ছিত্তি, কষায়, সমালম্ভ, বিলেপন। (অমর) ২ সম্যক্ মারণ। ৩ সম্যক্ স্পর্শন।

সমালম্ভিন্ (ত্রি) সম্-আ-লম্ভ-ণিনি। ১ সমালম্ভকারী, কুঙ্কুমাদি বিলেপনকারী। ২ মারণকারী, হননকারী।

সমালাপ (পুং) সম্-আ-লপ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আলাপ।

সমালিঙ্গন (ক্লী) সম্-আ-লিঙ্গ-ল্যুট্। সম্যক্ আলিঙ্গন।

সমালা (স্ত্রী) কুসুমকার, ফুলের তোড়া।

সমালোক (পুং) সম্-আ-লোক-ঘঞ্। সম্যক্ আলোকন, সম্যক্ প্রকারে দর্শন।

সমালোকন (ক্লী) সম্-আ-লোক-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে আলোকন, দর্শন।

সমালোকিন্ (ত্রি) সম্-আ-লোক-ণিনি। সমালোকনকারী, দ্রষ্টা, দর্শনকারী।

সমালোক্য (ত্রি) সম্-আ-লোক-যৎ। সমালোকনার্হ, দর্শন-যোগ্য। (মার্কণ্ডেয়পু° ১১৯।২০)

সমালোচ (পুং) সম্-আ-লোচ্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে আলোচন, সমালোচনা।

সমালোচন (ক্লী) সম-আ-লোচ লুট্। সমালোচনা, দোষ-গুণের সম্যক্ প্রকারে আলোচনা।

সমালোচনা (স্ত্রী) সমালোচনমিতি সম্-আ-লোচ-যুচ্-টাপ্। সম্যক্ প্রকারে আলোচনা, ভাল-মন্দের বিচার।

সমালোচিন্ (ত্রি) সম্-আ-লোচ ণিনি। সমালোচনাকারী।

সমাবচ্ছন্ (অব্য°) সোজা ও লম্বা ভাবে। (তৈত্তিরীয়স° ২।৩.৫৫।১)

সমাবজ্জামি (ত্রি) তুল্যজাতি। "সমাবজ্জামীভ্যাং তুল্য-জাতিভ্যাং সমৃদ্ধা ভবতি। জামী শব্দ জাতিবাচী; তুল্যজাতি-ভ্যামিত্যর্থ। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।২৭ ভাষ্য) 'অতিরেকবাদিশ সমানজাতীয়ানাং বাচকো জামিশব্দঃ' (দেবরাজযজ্বকৃত নিঘণ্টু-বৃত্তিঃ ৮। ।৪৬)

সমাবদ্বীর্য্য (ত্রি) তুল্যসমার্থ। (ঐতরেয় ব্রা° ২।৩১)

সমাবদ্ভাজ্ (ত্রি) সমান ভাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।৬)

সমাবৎ (ত্রি) সম্যক্রূপে মহৎ, সুন্দর বা শ্রেষ্ঠ।

(শতপথব্রা° ১১।১।৬ ৩৪)

সমাবর্জ্জন (ক্লী) সম্-আ-বর্জ-লুট্। সম্যক্রূপে আবর্জ্জন।

সমাবর্ত্ত (পুং) সম্-আ-বৃত-ঘঞ্। সম্যক্ রূপে আবর্ত্তন, প্রত্যাবর্ত্তন, ফিরিয়া আসা। ২ সমাবর্ত্তন।

সমাবর্ত্তন (ক্লী) সম্-আ-বৃত লুট্। বেদাধ্যয়নান্তর গার্হস্থ্যা-ধিকার-প্রযোজক কর্ম্ম। উপনয়ন সংস্কারের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে হয়। বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে গুরুর অনুমতি লইয়া সমাবর্ত্তন করিতে হয়। বিদ্যাশিক্ষা করিয়া গুরুগৃহ হইতে গৃহে প্রত্যাগমনের নামই সমাবর্ত্তন। এই উপলক্ষে যে হোমাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেও সমাবর্ত্তন কহে। মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচারী উপনয়ন সংস্কারের পর ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসর বেদত্রয়াধ্যয়নার্থ ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবিহিত ধর্ম্মের আচরণ করিবেন। অথবা তাহার অর্দ্ধেক কাল, কিংবা চতুর্থাংশ কাল অথবা যতদিন পর্যন্ত তিন বেদের সম্পূর্ণ গ্রহণ না হয়, ততকাল পর্য্যন্ত তাহাকে গুরুগৃহে যাপন করিতে হয়। তিন বেদ, দুই বেদ, অথবা এক বেদ শাখাদির সহিত যথাক্রমে অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যালাভ হইলে পর গার্হস্থ্য আশ্রম অবলম্বন করিবার জন্য গুরুগৃহ হইতে সমাবর্ত্তন করিতে হয়। ব্রহ্মচারী সমাবর্ত্তনের পূর্ব্বে গুরুকে কিঞ্চিন্মাত্র ধনও গুরুদক্ষিণা স্বরূপ দিবেন না। যখন তিনি সমাবর্ত্তন-স্নান করিবেন, তখন তিনি গুরুকে যথাশক্তি দক্ষিণা দিবেন। সমাবর্ত্তনের পর বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যাশ্রম অবলম্বন করিতে হয়।

"গুরুণানুমতঃ স্নাত্বা সমাবৃত্তো যথাবিধি।
উদ্বহেত দ্বিজো ভার্য্যাং সবর্ণাং লক্ষণান্বিতাং॥" (মনু ৩।৪)

বিদ্যাশিক্ষার পর যে কোন দিনেই সমাবর্ত্তন হয় না। জ্যোতিষোক্ত শুভ দিন দেখিয়া ইহা করিতে হয়। এই দিন যথা,—শনি ও মঙ্গলবারে এবং উপনয়ন দিনে যে সকল নক্ষত্র বিহিত আছে সেই সকল নক্ষত্রে, ব্যতীপাত, ত্র্যহস্পর্শ, চন্দ্রদগ্ধা, রিক্তা প্রভৃতি যাহা সাধারণ শুভকার্য্য মাত্রে নিষিদ্ধ, সেই সকল ব্যতীত শুভদিনে, তারা ও চন্দ্র শুদ্ধিতে সমাবর্ত্তন করিবে।

"ভৌমভানুজয়োর্বারে নক্ষত্রে চ ব্রতোদিতে।
তারাচন্দ্রবিশুদ্ধৌ চ সমাবর্ত্তনমিষ্যতে॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সুতরাং শুভদিন দেখিয়া এই সমাবর্ত্তন করিতে হয়। যে দিন সমাবর্ত্তন করিতে হইবে, সেই দিন গুরুর অনুমতি লইয়া সূর্য্যো-দয়ের পূর্ব্বে স্নান ও সন্ধ্যোপাসনার পর যথাবিধানে সামান্য কুশ-ণ্ডিকা করিবে। তৎপরে সমাবর্ত্তনের পদ্ধতি অনুসারে যথা-বিধানে হোম করিয়া নূতন বস্ত্র, ছত্র, উপানৎ, মাল্য ও অল-ঙ্কারাদি ধারণ করিয়া গৃহে সমাবর্ত্তন করিবে। সমাবর্ত্তনের হোমাদির বিশেষ বিবরণ ভবদেবাদির পদ্ধতিতে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাম, যজুঃ ও ঋক্ এই তিন বেদীরই পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন। যিনি যে বেদী, তিনি সেই বেদোক্ত পদ্ধতি অনুসারে উক্ত কার্য্য করিবেন। কলিতে দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য নিষিদ্ধ, এই জন্য অধুনা উপনয়ন সংস্কারের পর ব্রহ্মচারী ৩ দিন বা ৭ দিন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং উপনয়নের হোমের পরই সমাবর্ত্তনহোম হইয়া থাকে। ব্রহ্মচারী যে দিন সমাবর্ত্তন স্নান করেন, সে দিন আর পৃথক্ রূপে আর কোন হোমাদির অনুষ্ঠান হয় না। ঐ উপনয়ন দিনই উপনয়ন ও সমাবর্ত্তন এই দুই বিষয়েরই সঙ্কল্প করিয়া লওয়া হয়, তদনুসারে ঐ দিনেই সকল কার্য্য শেষ হইয়া থাকে। [যজ্ঞোপবীত শব্দ দেখ]

সমাবর্ত্তনীয় (ত্রি) সম্-আ-বৃত-অনীয়র্। সমাবর্ত্তনার্হ, সমা-বর্ত্তনের যোগ্য।

সমাবহ (ত্রি) সম্যক্‌বহনশীল।

সমাবায় (পুং) সমূহ। সমবায়। (ভরত)

"যস্মিন্ কর্ম্মসমাবায়া যথা যেনোপগৃহ্যতে। (ভাগ° ২।৮।১৩)

সমাবাস (পুং) সম্যক্‌রূপে অধিবাস।

সমাবিদ্ধ (ত্রি) সম্-আ বিধ-ক্ত। সংঘটিত, সংযোজিত।

সমাবিষ্ট (ত্রি) সম্-আ-বিশ্-ক্ত। অভিনিবিষ্ট। একাগ্র-চিত্ত, মনোযোগী। প্রবিষ্ট।

সমাবৃত (ত্রি) সম্-আ-বৃ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে আবৃত, সংযোজিত। সম্যক্‌বেষ্টিত।

সমাবৃত্ত (ত্রি) সম্-আ-বৃত্-ক্ত। বেদাধ্যয়ননিবৃত্ত, গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন সমাপন করিয়া যিনি সমাবর্ত্তন করিয়াছেন। স্নাতক।

"সাঙ্গবেদাধ্যয়নানন্তরং ত্বমিদানীং গৃহস্থো ভব ইতি গার্হ-

স্থার প্রাপ্তানুমতিঃ সমাবৃত্ত উচ্যতে। সমাবর্ত্ততে অধ্যয়নান্নিবর্ত্ততে ইতি সমাঙ্ পূর্ব্বাৎ বৃতেঃ কর্ত্তরি ক্তঃ সমাবৃত্তঃ।

"অতঃপরং সমাবৃত্তঃ কুর্য্যাদ্দারপরিগ্রহং।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সমাবৃত্তক (পুং) সমাবৃত্ত এব স্বার্থে কন্। সমাবৃত্ত। (শব্দরত্না°)

সমাবৃত্তি (স্ত্রী) সম্-আ-বৃত্-ক্তিন্। সমাবর্ত্তন।

সমাবেশ (পুং) সম্-আ-বিশ্-ঘঞ্। একত্র, সহাবস্থান।

"পরস্পরসমাবেশাৎ জগতঃ পালনে স্থিতৌ।" (হরিবংশ ১৬)

২ প্রবেশ, সংস্থিতি। ৩ মনোযোগ। ৪ একত্রস্থাপন।

সমাবেশিত (ত্রি) সমাবেশঃ অস্ত্যর্থে তারকাদিত্বাদিচ্। সহাবস্থিত। ২ প্রবিষ্ট। সমাবেশপ্রাপ্ত।

সমাশ (পুং) সম্যক্ভক্ষণ। সম্যক্ উপভোগ।

(পা° ৬।২।৭১ বার্ত্তিক)

সমাশঙ্কিত (ত্রি) ১ সম্যক্ ভীত। ২ সম্যক্ সন্দিগ্ধ।

সমাশৃ (ত্রি) সম্যক্ আশির্যুক্ত (সোম)।

"সহস্রং বা সমাশিরাং।" (ঋক্ ১।১০।২)

'সমাশিরাং সমীচীনেনাশিরাখ্যেন শ্রপণদ্রব্যেণোপেতানাং সোমানাং সহস্রং বা। * * সমাশিরাং শ্রীঞ্ পাক ইত্যস্ত সমাঙ্ পূর্ব্বস্ত ক্বিপ্যপস্পৃধেথামিত্যাদাবাশাদেশো নিপাতিতঃ। বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদপ্রকৃতিস্বরত্বম্।' (সায়ণ)

সমাশ্রয় (পুং) সম্-আ-শ্রি-অচ্। সম্যগাশ্রয়। আশ্রয়, অবলম্বন, রক্ষা। ২ সম্যক্ আধার। ৩ সহায়।

সমাশ্রিত (ত্রি) সম্-আ-শ্রি ক্ত। সম্যক্ প্রকারে আশ্রিত, সম্যক্ প্রকারে যাহারা আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। রক্ষিত।

"রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্ত সারঃ
কৃষের্ভয়ং কিং কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ।
সদাভয়ঞ্চাপভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাম্॥" (অন্তর্লাপিকা)

সমাশ্রয়ণীয় (ত্রি) সম্-আ-শ্রি-অনীয়র্। সম্যক্‌রূপে আশ্রয়ণীয়, সম্যক্‌রূপে আশ্রয়ের যোগ্য।

সমাশ্রয়িন্ (ত্রি) সম্-আ-শ্রি-ণিনি। সমাশ্রয়যুক্ত, সম্যক্‌রূপে আশ্রিত, সমাশ্রয়বিশিষ্ট।

সমাশ্লেষ (পুং) সম্-আ-শ্লিষ-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আশ্লেষ, আলিঙ্গন।

সমাশ্লেষণ (ক্লী) সম্-আ-শ্লিষ-ল্যুট্। সমাশ্লেষ।

সমাশ্বাস (পুং) সম্-আ-শ্বস্-ঘঞ্। ১ সম্যক্ প্রকারে আশ্বাস। ২ আশ্বাসদাতা। (ভারত বনপর্ব্ব)

সমাশ্বাসন (ত্রি) সম্যক্ আশ্বাসশীল।

সমাশ্বাস্য (ত্রি) সম্যক্ আশ্বাসযোগ্য।

সমাস (পুং) সম্-অস্-ঘঞ্। সংক্ষেপ।

"সর্ব্বেষান্তু বিদিত্বৈষাং সমাসেন চিকীর্ষিতং।" (মনু ৭।২০২)

২ সমর্থন। (মেদিনী) ৩ সমাহার, সম্মিলন। ৪ সংগ্রহ। ৫ একপদ, দুই বা বহুপদের একপদীকরণের নাম সমাস।

দুই বা বহু পদকে একপদ করিলে সমাস হয়। সমাস হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদে যে বিভক্তি থাকে, তাহার লোপ হইয়া থাকে। "সমার্থানাং সমাসঃ" অর্থাৎ সমর্থ যে পদ সেই পদেরই সমাস হইবে। যে যে পদের পরস্পর অন্বয়, আকাঙ্ক্ষা ও সম্বন্ধ থাকে তাহাই সমর্থ পদ, তাহাদিগেরই সমাস হইবে। অন্বয়,আকাঙ্ক্ষা ও সম্বন্ধ না থাকিলে পরস্পরে সমাস হইবে না। "গুরোশ্চরণৌবন্দনীয়ৌ," এই স্থানে গুরুর সহিত চরণের অন্বয় হইয়াছে, এই জন্য গুরোঃ এবং চরণৌ এই পদের সমাস হইল, সমাস হইয়া গুরুচরণৌ এই পদ হইল, বন্দনীয় এই পদের সহিত অন্বয় না হওয়ায়, সমাস হইল না। এইরূপ যে স্থলে দুই বা বহু পদের অন্বয়, আকাঙ্ক্ষা ও সম্বন্ধ হইবে তথায় সমাস হইবে। দ্বন্দ্বসমাসে এইরূপ ভাবে অন্বয় হয় না, কিন্তু সাহিত রূপে অন্বয় হইয়া থাকে। 'ভিন্নসাপেক্ষত্বেঽপি গমকত্বাৎ সমাসঃ' অর্থাৎ কারক ও সম্বন্ধ পদের সহিত আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যদি অনায়াসে অর্থবোধ হয়, তাহা হইলে ঐগুলি পৃথক্ রাখিয়া সমাস করিতে পারা যায়। 'রক্তৈর্গৃহীতাঙ্কুশঃ, বাণেন ভিন্নহৃদয়ঃ' এই স্থানে ঐরূপ সমাস হইল। রক্তৈঃ, বাণেন এই পদ ভিন্ন রাখিয়া সমাস হইল।

সমাস ছয় প্রকার, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব। ইহা ভিন্ন সুপ্‌সুপ্ ও উপপদ প্রভৃতি সমাস হয়। ছয়টী সমাসই প্রধান বলিয়া ষট্ সমাস অভিহিত হইয়াছে। সুপ্‌সুপাদি সমাস অপ্রধান। সুপের সহিত সুপের যে স্থলে সমাস হয়, তাহাকে সুপ্‌সুপ্ সমাস কহে।

সুপাসুপ্। (পা ২।১।৪) ভূতপুর্ব্ব, পূর্ব্বংভূতঃ, এই স্থলে সুপের সহিত সুপের সমাস হওয়ায় এই সমাস এবং ভূত শব্দ পুর্ব্ব নিপাত হইল। যে যে স্থলে এইরূপ হইবে তথায় এই সমাস হইবে। দ্বন্দ্ব—পরস্পর যোগ বুঝাইলে দ্বন্দ্ব সমাস হয়। দ্বন্দ্বসমাসে সমস্ত পদ ভাগ শেষ পদের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। চার্থে দ্বন্দ্বঃ'। (পা ২।২।২৯) চকারার্থে বর্ত্তমান অনেকগুলি সুবন্তপদের যে সমাস হয়, তাহাকেই দ্বন্দ্ব কহে। চকার শব্দের অর্থ সমুচ্চয়, অন্বাচয়, ইতরেতর ও সমাহার। সুতরাং এই লক্ষণানুসারে চারি প্রকার দ্বন্দ্বসমাস হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইবে না, সাধারণতঃ ইতরেতর ও সমাহার এই দুই প্রকার দ্বন্দ্বসমাস হইবে।

পরস্পর নিরপেক্ষ অনেকপদের একত্র অন্বয় থাকিলে তাহাকে সমুচ্চয় কহে। উভয়ের মধ্যে অন্যতরের আনুষঙ্গিকত্বে যে অন্বয় তাহাকে অন্বাচয়, পরস্পর-মিলিত পদের অন্বয়কে

ইতরেতর, অন্যুভূতাবয়ব যে সমূহ তাহাকে সমাহার কহে। এই চারি প্রকারের মধ্যে সমুচ্চয় ও অন্বাচয় এই দুইটীতে সামর্থ্য না থাকায় সমাস হইবে না। পরস্পর অপেক্ষা হেতু—একক্রিয়া সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে ইতরেতর এবং সংহতি বা একত্রঅবস্থান বুঝাইলে সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। ইতরেতর দ্বন্দ্বসমাসে যদি দুই পদে বা বহু পদে সমাস হয়, তাহা হইলে শেষপদে দ্বিবচন হইয়া থাকে। যথা "দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ,=দ্যাবাভূমী; ধবশ্চ খদিরশ্চ পলাশশ্চ=ধবখদিরপলাশাঃ" এই দুই স্থলে দুই পদে দ্বিবচন এবং তিনটী পদে বহুবচন হইল। ইতরেতরদ্বন্দ্বে এইরূপ সকল স্থলে বুঝিতে হইবে।

সমাহার দ্বন্দ্বে ক্লীবলিঙ্গ ও একবচন হয়। হস্তপদ প্রভৃতি অঙ্গবাচক, পটহ মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্যবাচক, পঞ্চম মধ্যম প্রভৃতি স্বরবাচক, পদাদি প্রভৃতি সেনাবাচক, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতি অস্ত্রবাচক শব্দের সমাহারদ্বন্দ্ব হয়। দেশ ও নদীবাচক শব্দের সমাহার হয়, কিন্তু সমলিঙ্গ ও গ্রাম্যবাচকের হয় না। বিরুদ্ধার্থ অদ্রব্যবাচক পদার্থের বিকল্পে সমাহার হয় এবং পশু, পক্ষী, ক্ষুদ্রজন্তু, ফল, শস্য, তৃণ ও বৃক্ষবাচক শব্দেরও বিকল্পে সমাহার হইয়া থাকে। শূদ্রবাচক শব্দের নিত্য সমাহার হয়। কিন্তু অস্পৃশ্য শূদ্রের হয় না। 'কর্ম্মকারকুম্ভকারং, শৌণ্ডিকচাণ্ডালৌ' এই স্থলে কর্ম্মকার ও কুম্ভকার শূদ্রবাচক হওয়ায় সমাহার হইল, কিন্তু শৌণ্ডিক ও চাণ্ডাল ইহারা অস্পৃশ্য শূদ্র হওয়ায় সমাহার না হইয়া ইতরেতর হইল। বহুবচন বুঝাইলে নিত্যবিরোধী দ্বন্দ্বের সমাহার হয়।

একশেষদ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্ব সমাসে একটী পদ অবশিষ্ট থাকে, অপর পদের লোপ হয়, এইজন্য উহার নাম একশেষ হইয়াছে। 'মাতাচ পিতাচ পিতরৌ' এই স্থলে মাতৃশব্দের লোপ হইয়া পিতৃশব্দ অবশিষ্ট থাকিল, এইজন্য একশেষদ্বন্দ্ব হইল। এই একশেষ দ্বন্দ্বে কোন্ শব্দ অবশিষ্ট থাকিবে এবং কোন্ শব্দের লোপ হইবে, তাহার বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে। স্ত্রীবাচক পদের সহিত উক্তি হইলে পুং-বাচক পদেরই অবশেষ হয়। শ্বশ্রূ ও দুহিতৃ শব্দের সহিত ভ্রাতৃ ও পুত্রশব্দের সমাস হইলে ভ্রাতৃ ও পুত্র শব্দের অবশেষ থাকে। পুং ও স্ত্রী লিঙ্গের সহিত যদি ক্লীবলিঙ্গের সমাস হয়, তাহা হইলে ক্লীব লিঙ্গেরই অবশেষ থাকে। ত্যদ্ প্রভৃতি সর্ব্বনাম শব্দের স[illegible]স হইলে যে শব্দশেষে থাকিবে তাহারই অবশেষ থাকিবে[illegible] ইত্যাদি এই বিশেষাবধি, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।

বহুব্রীহি—যে কয়েক পদে সমাস হয়, সেই সকল পদের অর্থ না বুঝাইয়া তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থ বুঝাইলে বহুব্রীহি সমাস হয়। সুতরাং সমাসান্ত পদ বিশেষণ পদ হইয়া থাকে। অনেকমন্যপদার্থে। (পা ২।২।২৩) প্রথমাভিন্ন অন্যপদার্থ বোধক অনেকগুলি পদের বিভক্তির সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। যথা,—আরূঢ়বানরো-বৃক্ষঃ আরূঢ়ঃ বানরঃ যং স আরূঢ়বানরোবৃক্ষঃ। এই স্থলে আরূঢ় বানর এই দুই পদে সমাস হইয়াছে, কিন্তু এইস্থলে আরূঢ় ও বানর এই দুই শব্দের অর্থ না বুঝাইয়া আরূঢ় বানরবিশিষ্ট বৃক্ষ এইরূপ অর্থ বুঝাইল; সুতরাং এই পদটী বিশেষণ হইল। জিতশত্রু, যিনি শত্রু জয় করিয়াছেন। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস স্থলে তদর্থবিশিষ্ট অন্যপদার্থের বোধ হইবে। এই বহুব্রীহি সমাসেও সমাসের পরে কপ্, অচ্ প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। তাহারও বিশেষ বিধি ব্যাকরণে অভিহিত হইয়াছে।

কর্ম্মধারয়—বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। কর্ম্মধারয় সমাসে উত্তর পদের প্রাধান্য হয়, শেষ যে পদ থাকে, সেই পদই প্রধান হইয়া থাকে। স্থিরা বুদ্ধিঃ স্থিরবুদ্ধি; এইস্থলে স্থির বিশেষণ বুদ্ধি বিশেষ্য—এই বিশেষ্য বিশেষণ উভয় পদে সমাস হইয়া স্থিরবুদ্ধি এই পদ হইল। এখানে বুদ্ধি এই পদেরই প্রাধান্য হইল। পুরুষব্যাঘ্র, বাহুলতা প্রভৃতি স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় ও রূপককর্ম্মধারয় জানিতে হইবে। পুরুষব্যাঘ্রের ন্যায়, ব্যাঘ্র শব্দ এখানে শ্রেষ্ঠার্থবাচক। "উপমেয়ং ব্যাঘ্রাদিভিঃ শ্রেষ্ঠার্থে।" ব্যাঘ্রাদি শব্দ শ্রেষ্ঠাদি বোধক হইলে উপমিতি কর্ম্মধারয় সমাস হয়। বাহু লতার ন্যায়, এই স্থলে রূপকরূপে সমাস হওয়ায় রূপক কর্ম্মধারয় হইল। এই কর্ম্মধারয় সমাসের পর সমাসান্ত প্রত্যয় হইয়া থাকে, তাহারও বিশেষ বিবরণ ব্যাকরণে বর্ণিত হইয়াছে। যথায় রূপক বা উপমা বুঝায়, তথায় সমলিঙ্গ বা অসমলিঙ্গই হউক দুই বিশেষ্য পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয় এবং তুল্যাদি শব্দের লোপ হয়। এইরূপ সমাসকে রূপককর্ম্মধারয় ও উপমিতি-কর্ম্মধারয় কহে। দেহপিঞ্জর, এইস্থলে দেহরূপ পিঞ্জর, এই সমাসবাক্যে রূপ শব্দের লোপ হওয়ায় দেহপিঞ্জর শব্দ হইল। এইস্থলে রূপক কর্ম্মধারয়। যেখানে উপমান বাচক চন্দ্রাদি শব্দ পূর্ব্বে ও উপমেয় মুখাদি শব্দ পরে থাকে এবং সদৃশাদি শব্দের লোপ হয়, তথায় উপমিতি-কর্ম্মধারয় হয়। চন্দ্র সদৃশ মুখ=চন্দ্রমুখ, এই স্থলে সদৃশ শব্দের লোপ হইল। ইহা ভিন্ন যে স্থলে সমাসবাক্যে মধ্যপদের লোপ হয় তথায় মধ্যপদলোপি-কর্ম্মধারয় সমাস হয়। ছায়াতরু, ছায়াপ্রধানতরু, এইস্থলে মধ্যস্থিত প্রধান পদের লোপ হইয়া মধ্যপদলোপি কর্ম্মধারয় সমাস হইল। বিশেষণ ও বিশেষণে যে সমাস হয়, তাহাকেও কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা পীনোন্নত, পীন ও উন্নত; এইস্থলে এই দুইটী পদই বিশেষণ।

• তৎপুরুষ—পূর্ব্ব শব্দ অর্থানুসারে দ্বিতীয়াদি বিভক্তিযুক্ত হইলে এবং পর শব্দে প্রথমা বিভক্তি থাকিলে তৎপুরুষ সমাস হয়, এই তৎপুরুষ সমাস দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী ভেদে ৬ প্রকার। যথা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ ইত্যাদি। ইহা ভিন্ন নঞের সহিতও তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস কহে। এই দ্বিতীয়াদি তৎ পুরুষের বিশেষ বিধান ব্যাকরণে লিখিত হইয়াছে।

উপপদ সমাসও তৎপুরুষসমাসের অন্তর্গত। 'কৃতা-তদর্থোপপদং' কৃদন্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে তদর্থ উপপদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে উপপদ সমাস কহে। সুবন্ত পদের পরবর্ত্তী যে সকল ধাতুর উত্তর অণ্‌ অচ্‌ প্রভৃতি কৃৎ-প্রত্যয় বিহিত হয়, তথায় উপপদ সমাস হয়। কুম্ভকার, এই স্থলে কুম্ভং করোতি কুম্ভ-কৃ-অণ্‌; অণ কৃদন্ত প্রত্যয়। এই স্থলে কৃদন্ত প্রত্যয় পরে কুম্ভ এই উপপদের সহিত সমাস হওয়ায় উপপদ সমাস হইল।

দ্বিতীয়াদি তৎপুরুষ সমাস স্থলে কারকানুসারে যেরূপ বিভক্তি হইবে, তথায় সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে। যথা বৃক্ষাৎপতিত, এই স্থলে পতন অর্থে অপাদান হওয়ায় বৃক্ষাৎ পঞ্চমী হইয়াছে, সুতরাং এইস্থলে পঞ্চমী তৎপুরুষ হইল। এই-রূপ কারকযোগে যেরূপ বিভক্তির প্রাপ্তি হইবে, তদনুসারেই সেই তৎপুরুষ সমাস হইবে।

দ্বিগু—দ্বিগু সমাসে সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকে, সমাহার ও তদ্ধিতার্থে দ্বিগু সমাস হয়। সমাহার দ্বিগু হইলে সমস্ত পদ ক্লীবলিঙ্গ ও একবচনান্ত হয়। পঞ্চানাং রাত্রীণাং সমাহারঃ, এইস্থলে 'পঞ্চরাত্রং' এই পদ হইল, পঞ্চরাত্রির সমাহার অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য এখানে সংখ্যা শব্দপূর্ব্বক দ্বিগু সমাস হইল। "সংখ্যা পূর্ব্বোদ্বিগুঃ" (পা ২।১।৫২) যেস্থলে এইরূপ হইবে, তথায় দ্বিগুসমাস হইবে।

অব্যয়ীভাব—অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে, এই সমাসে পূর্ব্বপদ অব্যয় এবং পরপদ অন-ব্যয়, অব্যয় পদের সহিত অনব্যয়পদের যে সমাস, তাহাই অব্যয়ী-ভাব। এই সমাস হইলে সমস্ত পদ অব্যয়সদৃশ হয়, এই সমাসে অব্যয় পদ দ্বারা বিভক্তি, সমীপ, সমৃদ্ধি, বৃদ্ধি, অর্থাভাব, অত্যয়, অসম্প্রতি, শব্দ, প্রাদুর্ভাব, পশ্চাৎ, যথা, বীপ্সা, পর্য্যন্ত, অনতি-ক্রম, অভাব, যৌগপদ্য, সাদৃশ্য প্রভৃতি অর্থ বুঝাইবে, অর্থাৎ এই সকল অর্থ বুঝাইলে এই সমাস হয়। বিভক্তির উদাহরণ—'অধ্যাত্মং আত্মানমধিকৃত্য' এই স্থলে পূর্ব্বপদ অধি অব্যয় এবং পরপদ আত্মন্‌ অনব্যয়, এই অব্যয়পদের কারকার্থে অনব্যয় পদের সমাস হইয়া এই পদ অব্যয়সদৃশ হইয়াছে। উপকূলং, কূলস্য সমীপং, এই স্থলে উপ শব্দের অর্থ সমীপ, উপ অব্যয়, এই অব্যয় সমীপার্থে কূল শব্দের সহিত সমাস হইয়াছে। কূলের সমীপ উপকূল। বীপ্সা—প্রতিদিন—'দিনং দিনং প্রতিদিনং' এই স্থলে বীপ্সার্থে অব্যয়ীভাব হইয়াছে। পর্য্যন্ত—আসমুদ্র—সমুদ্রাদাসমুদ্রপর্য্যন্তং, এই স্থলে আশব্দের অর্থ পর্য্যন্ত। যোগ্যতা—অনুরূপ, রূপস্য যোগ্যং, অনুরূপং, এই স্থলে অনু শব্দের অর্থ যোগ্যতা, পশ্চাৎ অনুপদং পদস্য পশ্চাৎ, এই স্থলে অনুশব্দের অর্থ পশ্চাৎ। অনতিক্রম যথাবিধি বিধিমনতিক্রম্য, এই স্থলে যথা শব্দের অর্থ অনতিক্রম। অভাব—নির্বিঘ্নং, বিঘ্নস্য অভাবঃ, এই স্থলে নিঃশব্দের অর্থ অভাব। ইত্যাদি রূপ অব্যয়ের অর্থ বুঝাইলে অনব্যয় পদের সহিত এই সমাস হয়।

"অব্যয়ং সমীপসমৃদ্ধিবৃদ্ধ্যর্থাভাবাত্যয়াসম্প্রতিশব্দপ্রাদুর্ভাব-পশ্চাদ্‌ যথানুপূর্ব্ব্য যৌগপদ্যসাদৃশ্যসম্পত্তিসাকল্যান্তবচনেষু।" (পা ২।১।৬) অকারান্ত অব্যয়ীভাবের সুপের লুক্‌ হয় না, এবং পঞ্চমী ভিন্ন অন্য বিভক্তিতে অমাগম হয়। দিশোমধ্যং অপদিশং এখানে বিভক্তি স্থানে অমাগম হইয়াছে। অপশব্দ ও দিশ্‌ শব্দের সহিত সমাস হইয়া 'অপদিশং' এই পদ হইয়াছে।

অকারান্ত অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর তৃতীয়া ও সপ্তমী স্থলে বিকল্পে অমাগম হয়। অপদিশ্‌ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে "অপদিশং, অপদিশেন' এবং সপ্তমীর একবচনে 'অপদিশং অপদিশে' এইরূপ পদ হইবে। অব্যয়ীভাব সমাস করিলে ঐ শব্দ নপুংসক লিঙ্গ হয়, এবং নপুংসকে প্রাতিপদিকের হ্রস্ব হয়। অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হয়, কিন্তু কাল অর্থ বুঝাইলে হয় না। সচক্র, চক্রের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে অব্যয়ীভাব সমাসে সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইয়া সচক্র এই পদ হইয়াছে। পূর্ব্বাহ্লের সহিত বর্ত্তমান, এই স্থলে সপূর্ব্বাহ্ল না হইয়া সহপূর্ব্বাহ্ল এই পদ হইবে, কারণ এখানে কাল অর্থ বুঝাইয়াছে, এই জন্য সহ শব্দের স্থানে স আদেশ হইল না।

অসাদৃশ্যার্থেই যথা শব্দের সমাস হয়। যথা হরিস্তথা হরঃ, এই স্থলে যথা শব্দের সহিত হরি শব্দের সমাস হয় নাই, কারণ এখানে যথা শব্দের অর্থ সাদৃশ্য অর্থাৎ উপমানত্ব অর্থ হইয়াছে। অবধারণার্থে যাবৎ শব্দের যোগে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। দ্যূত-ব্যবহারে পরাজয় বুঝাইলে অক্ষ, শলাকা ও সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়।

অপ, পরি, বহি, অঞ্চ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির সহিত বিকল্পে সমাস হয়। মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে পঞ্চম্যন্তের সহিত আঙ্‌শব্দের বিকল্পে সমাস হয়। আভিমুখ্যদ্যোতক অভি ও প্রতি শব্দের চিহ্নবাচক শব্দের সহিত এই সমাস হয়। যে পদার্থের সামীপ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু শব্দের এই সমাস

হয়। অনু শব্দ দ্বারা যাহার দৈর্ঘ্য বুঝাইবে, তাহার সহিত অনু-শব্দের এই সমাস হইবে। 'অনুগঙ্গং বারাণসী' অর্থাৎ গঙ্গা সদৃশ দৈর্ঘ্যসম্পন্ন বারাণসী। তিষ্ঠদ্গু ইত্যাদি শব্দ নিপাতন-প্রযুক্ত এই সমাস হয়। তিষ্ঠদ্গু শব্দের অর্থ দোহনকাল, গোরু সকল যে কালে স্থির থাকে, তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ কালে স তিষ্ঠদ্গু।

পর এবং মধ্য শব্দ ষষ্ঠ্যন্তের সহিত বিকল্পে সমাস হয়। বংশ্যবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচকের বিকল্পে সমাস হয়। বিদ্যা ও জন্ম দ্বারা বংশ দুই প্রকার. 'দ্বৌ মুনী বংশ্যৌ' এই বাক্যে দ্বিমুনি, এই খানে অব্যয়ীভাব সমাস হইল। নদীবাচক শব্দের সহিত সংখ্যাবাচক শব্দেরও এই সমাস হয়। ইত্যাদি রূপ অর্থ সকল বুঝাইলে অব্যয়ীভাব সমাস হইয়া থাকে।

এই ছয় প্রকার সমাসের পর সমাসোত্তর বিভক্তির লোপ হইয়া টচ্ অন্ প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যয় হয়, উহাদিগকে সমাসান্ত প্রত্যয় কহে। এই জন্য ব্যাকরণে উহা সমাসান্ত প্রকরণ নামে অভিহিত হইয়াছে। যথা ইন্দ্রসখ, ইন্দ্রের সখা, এই স্থলে ইন্দ্র ও সখি শব্দের সমাস হইয়া ইন্দ্রসখি এইরূপ পদ হইল, পরে সমাসোত্তর টচ্ সমাসান্ত হইয়া সখি এই শব্দের ইকারের লোপ হইয়া ইন্দ্রসখ এই পদ হইল। এইরূপ সমাসান্ত বিধি সকল জানিতে হইবে।

সমাস হইলে সমাসের পর পূর্ব্ব পদের বিভক্তির লোপ হয়, কিন্তু কোন কোন স্থলে বিশেষ বিধানানুসারে বিভক্তির লোপ হয় না, তাহাকে অলুক সমাস কহে। যথা মাতুঃষসা, এই স্থলে মাতৃ-শব্দের সহিত স্বসৃ শব্দের যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইয়াছে, মাতৃ শব্দের ষষ্ঠীর একবচনে মাতুঃ এই পদ হইয়াছে, সমাসের পর এই বিভক্তির লোপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বিশেষ বিধানানুসারে অলুক্‌-সমাস হইল অর্থাৎ বিভক্তির লোপ হইল না। যে কোন স্থলে ইচ্ছা করিলেই যে অলুক্ সমাস হইবে, তাহা নহে, ব্যাকরণে যে যে স্থলে অলুক্‌-সমাসের বিধান আছে, কেবল সেই সেই স্থলেই এই সমাস হইবে। ব্যাকরণের অলুক্ সমাস প্রকরণে ইহার বিশেষ বিধান অভিহিত হইয়াছে। যুধিষ্ঠির, খেচর, সরসিজ, অন্তেবাসী প্রভৃতি পদ অলুক্‌-সমাসান্ত হইয়াছে।

নিত্যসমাস—কুশব্দ ও প্রাদি শব্দের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নিত্যসমাস কহে। "কু প্রাদয়ো নিত্যং" কু অর্থাৎ কুৎসিত, প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ, অলং, অন্তর, পুরস্, তিরস্ প্রাদুস্, আবিস্ প্রভৃতি অব্যয় শব্দ এবং চ্বি, ক্তাচ্ প্রভৃতি প্রত্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকেই নিত্যসমাস কহে। কুরাজ, কুৎসিতো রাজা, এই স্থলে কুশব্দ এবং রাজন্ শব্দের সহিত সমাস হইয়া কুরাজ এই শব্দ হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে কুশব্দের সহিত নিত্যসমাস হইল। নিত্যসমাস স্থলেই ঐইরূপ বিধি জানিতে হইবে। প্রণাম, ঝনৎকার, অলঙ্কার, অন্তর্হিত প্রভৃতি নিত্যসমাস।

অর্থ শব্দের সহিত চতুর্থ্যন্ত পদের নিত্যসমাস হয়। নিত্য-সমাস বাক্য উল্লেখ না করিয়া ইদং শব্দের উল্লেখ করিতে হয়। ভোজনায় ইদং ভোজনার্থং, ইহাও নিত্যসমাস।

প্রাচীনগণ উক্ত ৬ প্রকার সমাস স্বীকার করেন না, তাঁহারা ৪ প্রকার সমাস নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি ও দ্বন্দ্ব; কিন্তু ৪ প্রকার সমাসে সকল স্থলে সমাসসিদ্ধ না হওয়ায় এই চারি প্রকার সমাসের অতিরিক্ত যে সমস্ত সমাস তাহাদিগকে 'সহ সুপা' এই সূত্র দ্বারা সমাস বিধান করিয়াছেন। ইহাদের মতে পূর্ব্বপদার্থপ্রধানের নাম অব্যয়ীভাব অর্থাৎ দুইটী পদে সমাস হয়, এই দুই পদের মধ্যে পূর্ব্ব যে পদার্থ তাহারই প্রাধান্য হইবে, পর পদ অপ্রধান থাকিবে। যে সমাস উত্তরপদ প্রধান তাহাকে তৎপুরুষ, যে সমাসে অন্যপদ প্রধান তাহাকে বহু-ব্রীহি, এবং যে সমাসে উভয়পদ প্রধান তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে।

উক্ত সমাস-স্থলে উহা যথার্থ রূপে হইলেও কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচার দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য সিদ্ধান্তকৌমুদী ও তৎপরবর্ত্তী ব্যাকরণসমূহে ৬টী প্রধান সমাস স্বীকৃত হইয়াছে।

সমাস বাক্যবিন্যাস কালে পদকে বিশ্লেষণ করিতে হয়, ইহাদ্বারা অর্থ পরিস্ফুট হয়, এই জন্য ইহাকে বিগ্রহ বা ব্যাস-বাক্য কহে। কৃৎ, তদ্ধিত, সমাস, একশেষ এবং সনাদি প্রত্যয়ান্ত ধাতুরূপ ভেদে বৃত্তি পাঁচ প্রকার। প্রত্যয়ান্ত ভাব দ্বারাই হউক আর পরপদার্থান্তর্ভাব দ্বারাই হউক, পদের যে বিশিষ্ট অর্থ তাহার নাম পরার্থ। যদ্দ্বারা সেই পরার্থ বর্ণিত করা যায় তাহাকে বৃত্তি কহে; এই বৃত্ত্যর্থজ্ঞাপক বাক্যের নাম বিগ্রহ। এই বিগ্রহ দুই প্রকার, লৌকিক ও অলৌকিক। রাজ্ঞঃ পুরুষঃ এই স্থলে এইটী লৌকিক বিগ্রহ, এবং রাজ্ঞঃ, রাজন্ শব্দের ষষ্ঠীর একবচন ঙস্ বিভক্তি, পুরুষঃ প্রথমার একবচন সুপ্ বিভক্তি, ইহা অলৌকিক বিগ্রহ। সকল সমাসস্থলেই এইরূপ লৌকিক ও অলৌকিক এই দুই প্রকার বিগ্রহ হইয়া থাকে।

সমাসস্থলে সুপের সহিত সুপের, তিঙের সহিত সুপের, নামের সহিত সুপের, ধাতুর সহিত সুপের, তিঙের সহিত তিঙের এবং সুপের সহিত তিঙের সমাস হইয়া থাকে। ইহাদের যথা-ক্রমে উদাহরণ; যথা—রাজপুরুষ, পর্য্যভূষং, কুম্ভকার, অজস্র, পিবতখাদতা, কৃন্তবিচক্ষণা। রাজপুরুষ স্থলে রাজ্ঞঃ পুরুষঃ, সুপের সহিত সুপের সমাস হইয়াছে, কারণ রাজ্ঞঃ ষষ্ঠীর একবচন, পুরুষঃ প্রথমার একবচন, এই দুই সুপের সহিত সমাস হইয়াছে। এইরূপ সকল পদেই জানিতে হইবে। (সিদ্ধান্তকৌ°)

পাণিনি প্রভৃতি ব্যাকরণে সমাসের বিশেষ বিবরণ ও বিচার বিশেষ রূপে অভিহিত হইয়াছে। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় এই সকল সমাসের নামের বিশেষ বিবরণ, লক্ষণ ও বিচারপ্রণালী অতিশয় পাণ্ডিত্যসহকারে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায় তৎসমুদায় আলোচনা দুর্ব্বোধ্য হইবে, বিবেচনায় তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

সমাসক্ত (ত্রি) সম্-আ-সন্জ্-ক্ত। ১ সংযুক্ত, সংলগ্ন। ২ অভিনিবিষ্ট। ৩ অত্যাসক্ত। ৪ লব্ধ। ৫ রাশীকৃত।

সমাসক্তি (স্ত্রী) সম্-আ-সন্জ্-ক্তিন্। সম্যক্ প্রকারে আসক্তি।

সমাসঙ্গ (পুং) সম্-আ-সন্জ্-ঘঞ্। সম্যক্‌রূপে আসঙ্গ। মেলন, সংযোগ।

সমাসঞ্জন (ক্লী) সম্-আ-সন্জ-ল্যুট্। মেলন, সংযোগ।

সমাসত্তি (স্ত্রী) সম্ আ-সদ ক্তিন্। সন্নিকর্ষ, নিকট। (পা ৩।৪।৫০)

সমাসন (ক্লী) সমান আসন, একাসন।

সমাসন্ন (ত্রি) সম্-আ-সদ-ক্ত। নিকটস্থ।

"অথ বেলাসমাসন্নশৈলরন্ধ্রানুনাদিনা।" (রঘু ১০।৩৫)

সমাসপুর, প্রাচীন ভোজরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।
(ভবিষ্যব্র°খ° ৩।৩৮-৪৪)

সমাসভাবনা (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্কপ্রক্রিয়াভেদ। বিভিন্ন গুণফলের যোগফল নিরাকরণ। সিদ্ধান্তশিরোমণি মতে দুইটী বৃত্তাংশের শরসমষ্টি (sine of the sum of two arcs) অবধারণ প্রণালীবিশেষ।

সমাসবৎ (পুং) সমাসঃ সংক্ষেপঃ অস্ত্যস্যেতি মতুপ্ মস্য ব। ১ তুন্নবৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সমাসবিশিষ্ট, সমাসযুক্ত। সংক্ষিপ্ত।

সমাসাদিত (ত্রি) সম্-আ সদ্ ণিচ্-ক্ত। ১ প্রাপ্ত, লব্ধ। ২ আহৃত। ৩ সমানীত। ৪ উদ্ধৃত। ৫ আক্রান্ত।

সমাসাদ্য (ত্রি) সম্ আ-সদ-ণ্যৎ। প্রাপ্য। সমাসাদনযোগ্য।

সমাসান্ত (পুং) সমাস হইবার পর প্রত্যয় বিশেষ। ব্যাকরণে সমাসান্ত একটী প্রকরণ আছে, সমাস হইবার পর এই প্রত্যয় হয়। যেমন মহারাজ, মহান্ রাজা, এই দুইপদে কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া মহারাজন্ এই শব্দ হইল, 'রাজাহসখিভ্যষ্টচ্' এই সূত্রানুসারে টচ্ সমাসান্ত, ন'র লোপ; এইরূপে মহারাজ পদ হইয়াছে। সমাসের পর টচ্ প্রত্যয়, ইহা সমাসান্ত প্রতয়। এইরূপ সমাস-বিধানের পর যে প্রত্যয় তাহাকেই সমাসান্ত কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধি বর্ণিত হইয়াছে।

সমাসার্থা (স্ত্রী) সমাসেন সংক্ষেপেণ অর্থো যস্যাঃ। সমস্যা। শ্লোকের এক, দুই বা তিন পাদ দ্বারা পূরণ।

সমাসার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধমাসবিশিষ্ট। পক্ষব্যাপী। স্ত্রিয়াং টাপ্।

সমাসেচন (ক্লী) সম্যক্‌রূপে অভিষেক।

সমাসোক্ত (পুং) সমাসেন উক্তঃ। সমাস দ্বারা উক্ত, সংক্ষেপরূপে কথিত।

সমাসোক্তি (স্ত্রী) অর্থালঙ্কারভেদ। লক্ষণ—

"সমাসোক্তিঃ সমৈর্যত্র কার্য্যলিঙ্গবিশেষণৈঃ।
ব্যবহারসমারোপঃ প্রস্তুতেহন্যস্য বস্তুনঃ॥" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

সমান কার্য্য, সমানলিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা যে স্থলে প্রস্তুত অর্থাৎ প্রকৃত বর্ণনীয় বিষয়ে অন্যের ব্যবহার সমারোপ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"ব্যাধূয় যদ্বসনমম্বুজলোচনায়া
বক্ষোজয়োঃ কনককুম্ভবিলাসভাজোঃ।
আলিঙ্গসি প্রসভমঙ্গমশেষমস্যা ধন্যস্ত্বমেব মলয়াচলগন্ধবাহঃ॥"
অত্র গন্ধবাহে হঠকামুকব্যবহারসমারোপঃ।" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

বায়ু তুমি কোন অম্বুজলোচনা কামিনীর কনককুম্ভবিলাসভাজী স্তনদ্বয়ের বসন অপনয়ন করিয়া ঝটিতি ইহার সমস্ত অঙ্গ আলিঙ্গন করিতেছ, অতএব হে মলয়াচল গন্ধবাহ! একমাত্র তুমিই ধন্য। এই স্থলে মলয়াচল গন্ধবাহকে হঠকামুকত্ব-ব্যবহারের সমারোপ হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে নায়িকার স্তনবসনাক্ষেপপূর্ব্বক আলিঙ্গনই কার্য্য। প্রকৃত বায়ুর অপ্রকৃত নায়কের সমারোপ হইয়াছে। যে স্থলে এইরূপ কার্য্য, লিঙ্গ ও বিশেষণাদি দ্বারা ব্যবহারসমারোপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"ব্যবহারোহথ বা তত্ত্বং নৌপম্যে যৎ প্রতীয়তে।
তন্নৌপম্যং সমাসোক্তিরেকদেশোপমা স্ফুটা॥" (সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

যে স্থলে ঔপম্যগর্ভ (অন্তর্ভূত উপমা) বিশেষণসাম্য হয়, সেইস্থলে অপ্রস্তুতের ব্যবহারস্বরূপ বা সধর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং সেইস্থলে ব্যবহারসমারোপ হইলেও সমাসোক্তি হইবে না।

এই সমাসোক্তি চারিপ্রকার। যে স্থলে বিশেষণসাম্য হয়, সেই স্থলে শ্লিষ্ট বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত ও সাধারণ বিশেষণ দ্বারা উত্থাপিত দুই প্রকার এবং কার্য্য ও লিঙ্গসাম্যেও দুই প্রকার। এই সকল স্থলেই ব্যবহারের সমারোপই এই অলঙ্কারের একমাত্র কারণ জানিতে হইবে। কোন স্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক বস্তুর ব্যবহারসমারোপ বা শাস্ত্রীয় বস্তুর সহিত শাস্ত্রীয় বস্তুর ব্যবহারসমারোপ, অথবা শাস্ত্রীয় বস্তুতে লৌকিক বস্তু এবং লৌকিক বস্তুতে শাস্ত্রীয় বস্তুর এই চারি প্রকার ব্যবহারসমারোপ হয়। পূর্ব্বে যে উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে, ঐস্থলে লৌকিক বস্তুতে লৌকিক হঠকামুকের ব্যবহারের সমারোপ হইয়াছে। এইরূপ সকল স্থলেই জানিতে হইবে।

"বিশেষণসাম্যে শ্লিষ্টবিশেষণোত্থাপিতা সাধারণবিশেষণো-

খ্যাপিতা চেতি দ্বিধা। কার্য্যলিঙ্গয়োস্তুল্যত্বেঽপি চ দ্বিবিধেতি চতুঃপ্রকারা সমাসোক্তিঃ। সর্ব্বত্রৈবাত্র ব্যবহারসমারোপঃ কারণং। স চ কচল্লৌকিকে বস্তুনি লৌকিকবস্তুব্যবহারসমারোপঃ। লৌকিকে বা শাস্ত্রীয়বস্তুব্যবহারসমারোপঃ, শাস্ত্রীয়ে বা লৌকিকবস্তুব্যবহারসমারোপঃ ইতি চতুর্দ্ধা।"

(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩ বৃত্তি)

সমাহত (ত্রি) সম্-আ-হন-ক্ত। আহত, তাড়িত।

সমাহর (ত্রি) সম্যক্‌রূপে আহরণশীল।

সমাহরণ (ক্লী) সং-আ-হৃ-ল্যুট্। সমাহার।

সমাহর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-আ-হৃ-তৃণ্। ১ সমাহরণকারী,মিলনকারী। ২ সংক্ষেপকারী।

সমাহার (পুং) সম্ আ-হৃ-ঘঞ্। ১ সমুচ্চয়। ২ মিলন। ৩ সংগ্রহ। ৪ সংক্ষেপ। ৫ সমূহ। ৬ বহু বস্তুর একত্র করণ। ৭ সমাসবিশেষ, দ্বন্দ্ব ও দ্বিগু সমাসবিশেষ, সমাহারদ্বন্দ্ব ও সমাহারদ্বিগু। [সমাস দেখ।]

সমাহারবর্ণ (পুং) সংক্ষেপ বর্ণ।

সমাহার্য্য (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ণ্যৎ। ১ সমাহারযোগ্য। সমাহারের উপযুক্ত। ২ সংক্ষেপযোগ্য। ৩ মিলনার্হ।

সমাহিত (ত্রি) সম্-আ-ধা-ক্ত। সমাধিস্থ, সমাধিস্থিত ; যাহারা চিত্ত সমাধান করিয়াছেন। ২ কৃতসিদ্ধান্ত, মীমাংসিত। ৩ অঙ্গীকৃত। ৪ অভ্রান্তচিত্ত। ৫ অবহিত, একাগ্রচিত্ত। ৬ নিষ্পাদিত। ৭ আচিত। ৮ স্থাপিত। ৯ নির্ব্বিবাদীকৃত। ১০ প্রতিজ্ঞাত। ১১ সমাধিক্ষেত্রে নিহিত। ১২ অবিচলিত, দৃঢ়। ১৩ নিষ্পন্ন। (ধরণি) (পুং) ১৪ শুচি।

সমাহিতিকা (স্ত্রী) মালবিকাগ্নিমিত্রবর্ণিতপুরনারীভেদ।

সমাহৃত (ত্রি) সম্-আ-হৃ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে আহবণীকৃত। ২ সংগৃহীত। ৩ একত্রীকৃত। ৪ সংক্ষেপরূপে প্রতিপাদিত।

সমাহৃতি (স্ত্রী) সম্ আ-হৃ-ক্তিন্। সংগ্রহ, সংক্ষেপ। "এককর্ত্তৃকাণামনেককর্ত্তৃকাণাং বা একাভিপ্রায়াণাং বাক্যানাং সমাহরণং সমাহৃতিঃ" (ভরত) এক কর্ত্তৃক বা অনেক কর্ত্তৃক একাভিপ্রায় বাক্যের একীকরণকে সমাহৃতি কহে।

সমাহেয় (ত্রি) মাহেয় নামক জাতিসংযুক্ত। (মার্কপু° ৫৭।৫১)

সমাহ্বয় (পুং) সমাহ্বয়ন্তেঽত্রেতি সম্ আ-হ্বে পুংসীতি ঘ। বাহুলকাৎ নাত্বং। ১ দ্যূত। ২ আহ্বান, যুদ্ধে আহ্বান। ৩ পশুপক্ষিদ্যূত, প্রাণিদ্যূত, মেষ কুক্কুটাদিদ্বারা যুদ্ধ করান। ৪ সঙ্গর,যুদ্ধ।

"দ্যূতসমাহ্বয়ঞ্চৈব রাজা রাষ্ট্রান্নিবারয়েৎ।
রাজ্যান্তঃকরণাবেতৌ দ্বৌ দোষৌ পৃথিবীক্ষিতাং॥
প্রকাশমেতৎ তাস্কর্য্যং যদ্দেবনসমাহ্বয়ৌ।
তয়োর্নিত্যং প্রতীঘাতে নৃপতির্যত্নবান্ ভবেৎ॥
অপ্রাণিভির্যৎ ক্রিয়তে তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে।
প্রাণিভিঃ ক্রিয়তে যস্তু স বিজ্ঞেয়ঃ সমাহ্বয়ঃ॥
দ্যূতং সমাহ্বয়ঞ্চৈব যঃ কুর্য্যাৎ কারয়েত বা।
তান্ সর্ব্বান্ ঘাতয়েদ্রাজা শূদ্রাংশ্চ দ্বিজলিঙ্গিনঃ॥"

(মনু ৯।২২১-২৪)

রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন। এই দুইটী দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক হইয়া থাকে। দ্যূত এবং সমাহ্বয় এই দুইটী প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র। এই জন্য ইহা নিবারণে বিশেষ যত্নপর হওয়া আবশ্যক। অক্ষ শলাকাদি অপ্রাণিদ্বারা পণপূর্ব্বক ক্রীড়া করাকে দ্যূত এবং মেষকুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া করা হয়, তাহাকে সমাহ্বয় কহে। অতএব যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপর দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলেরই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ডবিধান করিবেন। দ্যূত ও সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূরচেষ্ট চৌরাদি, ও কিতব প্রভৃতিকে রাজা পুরমধ্যে বাস করিতে দিবেন না। কারণ এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্য মধ্যে বাস করিলে নানাপ্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্মদ্বারা ভদ্র প্রজাগণ পীড়িত হইয়া থাকেন। এইজন্য ইহাদিগকে দূরে নির্ব্বাসন করা বিধেয়।

সমাহ্বা (স্ত্রী) সম্যক্ আহ্বা যস্যাঃ। গোজিহ্বা, চলিত গজিয়া শাক। (শব্দচ°)

সমাহ্বাতৃ (ত্রি) সম্-আ-হ্বে-তৃচ্। ১ সমাহ্বানকারী। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বানকারী।

সমাহ্বান (ক্লী) সম্-আ-হ্বে-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌প্রকারে আহ্বান। ২ দ্যূতের জন্য আহ্বান।

সমিক (ক্লী) শেল, অস্ত্রবিশেষ, চলিত বর্শা, খোচ্।

সমিৎ (স্ত্রী) সমীয়ন্তেঽত্রেতি সম্-ইণ্-ক্বিপ্। যুদ্ধ। (অমর)

সমিত (ত্রি) সম্যক্‌প্রাপ্ত।

সমিতা (স্ত্রী) সম্যক্ প্রকারেণ ইতা প্রাপ্তা। ৭ গোধূম-চূর্ণ, চলিত ময়দা। ইহার লক্ষণ—

"গোধূমা ধবলা ধৌতাঃ কুট্টিতা শোষিতাস্ততঃ।
প্রোক্ষিতা যন্ত্রনিষ্পিষ্টাশ্চালিতা সমিতা স্মৃতা॥"

শ্বেত গোধূম উত্তমরূপে ধৌত করিয়া কুট্টিত করিবে, পরে তাহা শুষ্ক করিয়া জলের প্রোক্ষণ দিয়া যন্ত্রে পেষণপূর্ব্বক ছাকিয়া লইবে। এইরূপে যে দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে সমিতা কহে। গুণ—গোধূমের ন্যায়। ইহা দ্বারা নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত হয়। অনেক স্থানে ইহাই প্রধান খাদ্য।

সমিতি (স্ত্রী) সংযন্ত্যস্যামিতি সং-ইণ্-ক্তিন্। ১ সভা। ২ যুদ্ধ। ৩ সঙ্গ। ৪ সাম্য। (হেম) ৫ সন্নিপাত।

"প্রবৃত্তিলক্ষণে নিষ্ঠা পুমান্ যর্হি গৃহাশ্রমে।
স্বধর্ম্মে চানুতিষ্ঠেত গুণানাং সমিতির্হি সা॥"(ভাগ° ১১।১৫।৮)
'সমিতিঃ সন্নিপাতঃ' (স্বামী)

সমিতিক, একটী প্রাচীন জাতি। বাইবেল গ্রন্থে ইহারা সেমের বংশধর বলিয়া Semites নামে কথিত। কাহারও মতে সমিতি-কাস্ নামক ফিনিকরাজ হইতে এই জাতির নামকরণ হইয়াছে। এক সময়ে পারস্য হইতে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ায় এই জাতির বাস ছিল। কালে উহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

সমিতিঙ্গম (পুং) সভাসমিতিতে গমনকারী।

সমিতিঞ্জয় (ত্রি) সমিতিং জয়তি জি-খশ্ মুমাগমঃ। ১ যুদ্ধজেতা। ২ সভাজয়কারী। (পুং) ৩ যম। ৪ বিষ্ণু। ৫ ভারত-বর্ণিত যোদ্ধৃভেদ। (সভাপর্ব্ব)

সমিৎকলাপ (পুং) সমিধ্ কাষ্ঠের তাড়া বা বোঝা।

সমিত্ত্ব (ক্লী) সমিধের ধর্ম্মবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়ব্রা° ২।১।৩।৮)

সমিৎপাণি (ত্রি) সমিৎপাণৌ যস্য। সমিদ্ধস্ত, যাহার হস্তে সমিধ্ আছে।

সমিথ (পুং) সমেতীতি সম্ ইন্ (সমীণঃ। উণ্ ২।১১) ইতি থক্। ১ অগ্নি। (উজ্জ্বল) ২ যুদ্ধ। (ঋক্ ৪।২০।৮) যুদ্ধার্থে এই শব্দ কোন কোন স্থলে ক্লীবলিঙ্গেও প্রয়োগ আছে।
"স ইন্দ্রহানি সমিথানি মজ্জনা।" (ঋক্ ১।৫৫।৫)
৩ আহুতি। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

সমিথুন (ত্রি) মিথুনেন সহ বর্ত্তমানঃ। মিথুনের সহিত বর্ত্তমান, মিথুনযুক্ত।

সমিদ্ধ (ত্রি) সম্ ইন্ধ-ক্ত। প্রদীপ্ত, প্রজ্বলিত। হোম করিবার সময় প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিতে হয়। অসমিদ্ধ অগ্নিতে হোম করিলে পীড়িত ও দরিদ্র হয়।
"যোঽনর্চিষি জুহোত্যগ্নৌ ব্যঙ্গারিণি চ মানবঃ।
মন্দাগ্নিরাময়াবী চ দরিদ্রশ্চ স জায়তে।
তস্মাৎ সমিদ্ধে হোতব্যং নাসমিদ্ধে কদাচন॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সমিন্ধন (ক্লী) সম্ ইন্ধ-ল্যুট্। ১ অগ্নিপ্রজ্বলনার্থ কাষ্ঠাদি। ২ উদ্দীপন।

সমিদ্ধবৎ (ত্রি) সমিদ্ধ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সমিদ্ধবিশিষ্ট। সমিদ্ধ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।১।১১)

সমিদ্ধাগ্নি (ত্রি) সমিদ্ধঃ অগ্নির্যস্য। প্রদীপ্ত অগ্নিবিশিষ্ট।(ঋক্৫।৩৭।২)

সমিদ্ধার (ত্রি) সমিধ্ আহরণে নিযুক্ত। সমিধ্ সংগ্রহকারী।

সমিদ্ধার্থক (পুং) মুদ্রারাক্ষসবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

সমিদ্ভার (পুং) সমিধাং ভারঃ। সমিধের ভার।

সমিদ্বৎ (ত্রি) সমিধ্-মতুপ্, মস্য ব। সমিধ্ বিশিষ্ট, সমিধ্ যুক্ত।

সমিধ্ (স্ত্রী) সমীধ্যতে হনয়েতি ইন্ধ-ক্বিপ্। অগ্নিসন্দীপনার্থ তৃণকাষ্ঠাদি,অগ্নি জালিবার জন্য তৃণ বা কাষ্ঠ। পর্য্যায় ইন্ধন, এধ, ইধ্ম, সমিন্ধন। (শব্দরত্না°) অর্ক, পলাশ, যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির সাগ্রপত্রকে সমিধ্ কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হয়। হোমীয় সমিদের লক্ষণ ও শুভাশুভের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে,
"প্রাদেশমাত্রাঃ সশিখাঃ সবল্কাশ্চ পলাসিনী।
সমিধঃ কল্পয়েৎ প্রাজ্ঞঃ সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

অগ্রভাগ, বল্কল ও পত্রের সহিত যজ্ঞডুম্বুর প্রভৃতির শাখাকে প্রাদেশ পরিমাণে সমিধ্ কল্পনা করিবে। সমিধ্ গ্রহণকালে যদি উহার অগ্র ভঙ্গ, ত্বক্ ছিন্ন এবং পত্রচ্যুত হয় তাহা হইলে তাহা সমিধ্ পদবাচ্য হইবে না। 'সমিধের্জুহুয়াৎ' সমিধ দ্বারা হোম করিবে। এই বিধানানুসারে লক্ষণাক্রান্ত সমিধ্ বাছিয়া লইবে, পরে তাহা দ্বারা হোম করিতে হয়।

এই সমিধ্ অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির ন্যায় স্থূল হইবে, এবং ইহার ত্বক্ যেন মুক্ত কীটযুক্ত ও পাটিত না হয়, ইহা প্রাদেশ পরিমাণ হইবে। নিবীর্য্য অর্থাৎ শুষ্ক হইয়া যাইলে তাহাকে সমিধ্ কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।

বিশীর্ণ, বিদল, হ্রস্ব, বক্র, স্থূল ও দ্বিধাকৃত, কৃমিদষ্ট ও দীর্ঘ এই সকল গুণযুক্ত সমিধ্ নিষিদ্ধ, ইহা দ্বারা হোম করিবে না। নিন্দিত সমিধ্ দ্বারা হোম করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল হইয়া থাকে। সমিধ্ বিশীর্ণ হইলে আয়ুঃক্ষয়, বিদল হইলে পুত্রনাশ, হ্রস্ব হইলে পত্নীনাশ, বক্র হইলে বন্ধুনাশ, কৃমিদষ্ট হইলে রোগ, দ্বিধা হইলে বিদ্বেষ, দীর্ঘ হইলে পশুনাশ এবং স্থূল হইলে অর্থনাশ হইয়া থাকে।

অতএব গুণযুক্ত সমিধ্ দ্বারা হোম করিতে হইবে। উক্ত দোষাক্রান্ত সমিধ্ হোমকার্য্যে কদাচ ব্যবহার করিবে না। নবগ্রহ হোমস্থলে নবগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন সমিধ্ অভিহিত হইয়াছে। রবিগ্রহ হোমে অর্ক সমিধ্, চন্দ্রের পলাশ, মঙ্গলের খদির, বুধের অপামার্গ, বৃহস্পতির পিপ্পল, শুক্রের উদুম্বর, শনির শমী, রাহুর দূর্ব্বা এবং কেতুগ্রহের জন্য কুশ এই ৯ প্রকার সমিধ্; এই ৯ প্রকার সমিধ্ দ্বারা নবগ্রহের হোম করিতে হয়।

উপনয়নাদি সংস্কারকার্য্যে যজ্ঞডুম্বুর সমিধ্ দ্বারাই হোম করিবে। তান্ত্রিক হোমস্থলে প্রায়ই বিল্বপত্রদ্বারা হোম হইয়া থাকে।

সমিধ (পুং) সমিধ্যতে ইতি সং-ইন্ধ-ক। অগ্নি। (ত্রিকা°)

সমির (পুং) সমীর, বায়ু। (হেম)

সমিশ্র (ত্রি) একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান।
"গুণানামসমিশ্রানাং পুমান্ যেন যথা ভবেৎ।" (ভাগ° ১১।২৫।১)

সমিষ্ (স্ত্রী) ১ প্রক্ষেপণশীল অস্ত্রযুক্ত। ২ ইন্দ্র। (বালখিল্য ২।২)

সমিষ্টযজুস্ (ক্লী) যজ্ঞ সম্পাদনার্থক মন্ত্র। (শুক্লযজুঃ ১৯।২৯)

সমিষ্টি (স্ত্রী) যজ্ঞসম্পাদন।

সমীক (ক্লী) সম্-অণীকাদয়শ্চেতি ঈক। যুদ্ধ, সংগ্রাম। (অমর)

সমীকরণ (ক্লী) সম ক্ব-চ্বি-ল্যুট্। গণিত মতে অজ্ঞাত সংখ্যাজ্ঞানার্থ প্রক্রিয়া বিশেষ। কোন ব্যক্ত রাশি অবলম্বন করিয়া তত্তুল্য কোন অব্যক্ত রাশির পরিমাণ নির্ণয় করণ। Equation) ২ এক জাতীয় করণ, তুল্যকরণ, সদৃশীকরণ। ৩ গোষ্ঠীপতিদিগের যত্নে ও আগ্রহে সময় হইতে সময়ান্তরে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমপর্য্যায়ের কুলীনদিগের যে একত্র সমাবেশ সংঘটিত হইয়াছিল তাহা সমীকরণ পদবাচ্য।

সমীকার (পুং) সম ক্ব-চ্বি-ঘঞ্। সমানীকার, অসমানের সমান করণ, তুল্যকরণ। একীকার।

সমীকৃত (ত্রি) একীকৃত, সমানীকৃত।

সমীকৃতি (স্ত্রী) সমান করণ।

সমীক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতোক্ত অঙ্ক প্রক্রিয়াবিশেষ। কোন ব্যক্তি রাশিদ্বারা তত্তুল্য অব্যক্ত রাশির অবধারণ (Equation)।

সমীক্ষ (ক্লী) সম্যগীক্ষ্যতেঽনেনেতি সম্-ঈক্ষ-ঘঞ্। ১ সাংখ্য শাস্ত্র, এই শাস্ত্র দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের সম্যক্ ঈক্ষণ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে দর্শন হয়, এই জন্য ইহার নাম সমীক্ষ।

"ফলভাজি সমীক্ষোক্তে বুদ্ধের্ভোগইবাত্মনি।" (মাঘ ২ স°)

২ সম্যক্ দর্শন। ভাবে ঘঞ্। ৩ দৃষ্টি, দর্শন। ৪ যত্ন। ৫ অন্বেষণ। ৬ বিবেচনা। ৭ সম্যক্ জ্ঞান।

সমীক্ষণ (ক্লী) সম্-ঈক্ষ ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকারে দর্শন, উত্তমরূপে দর্শন, প্রেক্ষণ। ২ অন্বেষণ, অনুসন্ধান। ৩ আলোচনা। (ত্রি) ৪ প্রকাশক।

"ত্বমর্ক দৃক্ সর্ব্বদৃশাং সমীক্ষণো
বৃতো গুরু নঃ স্বগতিং বুভুৎসতাং।" (ভাগবত ৮।২৪।২০)

সমীক্ষা (স্ত্রী) সম্-ঈক্ষ-গুরোশ্চেতাঃ, টাপ্। তত্ত্ব, বুদ্ধি প্রভৃতি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব, প্রকৃতি। ২ বুদ্ধি। ৩ নিভালন। (মেদিনী) ৪ মীমাংসাশাস্ত্র। ৫ যত্ন। (শব্দরত্না°) ৬ আত্মবিদ্যা। (স্বামী) ৭ সম্যক্ দর্শন। (ভাগবত ১১।২৮।৩৪)

সমীক্ষিত (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-ক্ত। ১ আলোচিত। ২ অন্বেষিত। ৩ সম্যক্ প্রকারে দৃষ্ট, উত্তমরূপে দৃষ্ট।

সমীক্ষিতব্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-তব্য। সম্যক্ প্রকারে ঈক্ষণযোগ্য, সমীক্ষণের উপযুক্ত।

সমীক্ষ্য (ত্রি) সম্-ঈক্ষ-যৎ। সমীক্ষণযোগ্য। সমীক্ষণার্হ।

সমীক্ষ্যকারিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-কৃ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক কার্য্যকারী।

সমীক্ষ্যবাদিন্ (ত্রি) সমীক্ষ্য-বদ-ণিনি। যিনি পূর্ব্বাপর সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া বাক্য বলেন, বুদ্ধিপূর্ব্বক যিনি বাক্য প্রয়োগ করেন।

সমীচ (পুং) সংযন্তি নদ্যো যস্মিন্নিতি সং-ইণ (সমীণঃ। উণ্ ৪।৯২) ইতি চট্ দীর্ঘশ্চ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

সমীচক (পুং) মৈথুন।

সমীচী (স্ত্রী) সংযাতীতি সং ইণ্-চট্ দীর্ঘ ঙীপ্। ১ মৃগী। ২ বন্দনা, স্তুতি। (ত্রিকা°)

সমীচীন (ক্লী) সমাগেব সম্যক্ (বিভাষাঞ্চেরদিক্ স্ত্রিয়াং পা ৫।৪।৮) ইতি খ। ১ যথার্থ। পর্য্যায় সত্য, সম্যক্, ঋত, তথ্য, যথাতথ, যথাস্থিত, সদ্ভূত। (হেম) (ত্রি) ২ ন্যায্য।

"সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।" (ভাগব° ২।৪।৫)

সমীচীনতা (স্ত্রী) সমীচীনস্য ভাবঃ তল্ টাপ্। সমীচীনত্ব, সমীচীনের ভাব বা ধর্ম্ম।

সমীদ (পুং) গোধূমচূর্ণ, সমিতা, চলিত ময়দা।

সমীন (ত্রি) সমামধীষ্টো ভৃতো ভূতো ভাবী বা সমা (সময়াঃ খঃ। পা ৫।১।৮৫) ইতি খ। বৎসরসম্বন্ধী, বাৎসরিক। ২ মীনের সহিত বর্ত্তমান, মৎস্যবিশিষ্ট।

সমীনিকা (স্ত্রী) প্রতিবর্ষপ্রসূতা গাভী, যে গাভী প্রতিবৎসর প্রসব করে, বছর-বিয়ানী গোরু।

সমীপ (ত্রি) সঙ্গতা আপো যত্র (ঋক্ পূরব্দূঃ পথামানক্ষে। পা ৫।৪।৭৪) ইতি ক, (দ্ব্যন্তরুপসর্গেভ্যোঽপঈৎ। পা ৬।৩।৯৭) ইতি ঈৎ। নিকট, অন্তিক, সন্নিহিত। (অমর) এই শব্দ কেবল ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমীপকাল (পুং) সমীপঃ কালঃ। নিকট সময়, সমীপদেশ

সমীপগ (ত্রি) সমীপং গচ্ছতি গম-ড। সমীপগামী, যিনি নিকটে গমন করিয়াছেন।

সমীপগমন (ক্লী) সমীপ-গম-ল্যুট্। নিকট গমন।

সমীপজ (ত্রি) সমীপ-জন-ড। সমীপজাত, নিকটে জাত।

সমীপতা (স্ত্রী) সমীপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সমীপত্ব, সমীপের ভাব বা ধর্ম্ম, সামীপ্য, নৈকট্য।

সমীপনয়ন (ক্লী) সমীপ-নী-ল্যুট্। নিকটে আনয়ন, নিকটে লইয়া আসা।

সমীপবর্ত্তিন্ (ত্রি) সমীপং বর্ত্ততে বৃত-ণিনি। নিকটগামী, সমীপগামী।

সমীপস্থ (ত্রি) সমীপে তিষ্ঠতি স্থা-ক। সমীপস্থিত, নিকটস্থিত।

সমীয় (ত্রি) সম (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮) ইতি ছ। সমসম্বন্ধী, তুল্যকারণক।

সমীর (পুং) সম্যগীর্ত্তে গচ্ছতীতি সং-ঈর গতৌ ক। বায়ু। (অমর) ২ শমীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সমীরণ (পুং) সমীরয়তীতি সম্-ঈর-ল্যু। ১ বায়ু। ২ মরুবক বৃক্ষ, চলিত গন্ধতুলসী। (অমর) ৩ পথিক। (মেদিনী) (ক্লী) সং ঈর-ল্যুট্। ৪ প্রেরণ। (ত্রি) ৫ প্রেরক। (হরিবংশ ১০২।২০)

সমীরিত (ত্রি) সম-ঈর প্রেরণে-ক্ত। ১ সম্যক্‌রূপে প্রেরিত। ২ উচ্চারিত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ প্রেরণ।

সমীমন্ত্রী (স্ত্রী) বিষ্টুতিভেদ। (লাট্যা° ৬।২।২২)

সমীহন (ক্লী) সম্-ঈহ ল্যুট্। সম্যক্ প্রকারে ঈহন, সম্যক্ প্রকারে চেষ্টা। (পুং) ২ বিষ্ণু। (বিষ্ণুর সহস্রনাম)

সমীহা (স্ত্রী) সম্-ঈহ-অচ্-টাপ্। ১ সম্যক্ ইচ্ছা। ২ উদ্যোগ, চেষ্টা। ৩ সন্ধান।

সমীহিত (ত্রি) সম্-ঈহ-ক্ত। ১ সম্যক্ চেষ্টিত। ২ অভীষ্ট ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ চেষ্টা, ৪ ইচ্ছা।

সমুক্ষণ (ক্লী) সম্যক্ প্রকারে সিঞ্চন। সম্মুক্ষণ। (মালতীমাধব)

সমুখ (ত্রি) মুখেন সহ বর্ত্তমানঃ। বাগ্মী, বাবদুক, যাহারা উত্তমরূপে বলিতে পারেন। (হেম)

সমুচিত (ত্রি) সম্যগুচিত, উপযুক্ত, যোগ্য, সমঞ্জস।

"তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুদোষঃ সমুচিতঃ।" (তন্ত্রসার)

সমুচ্চয় (পুং) সম্-উৎ-চি-অচ্। ১ সমাহার, মিলন। ২ সমূহ, রাশি।

'রাশৌ দ্বয়োর্বহূনাঞ্চ সমাহারঃ সমুচ্চয়ঃ।' (শব্দরত্না°)

দুই বা বহুর রাশিতে মিলনকে সমুচ্চয় কহে। অনেক পদার্থের এক ক্রিয়াতে অন্বয়। ৩ অর্থালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

সমুচ্চয়োঽয়মেকস্মিন্ সতি কার্য্যস্য সাধকে।
খলে কপোতিকা ন্যায়াত্তৎকরঃ স্যাৎ পরোঽপি চেৎ।
গুণৌ ক্রিয়ে বা যুগপৎ স্যাতাং যদ্বা গুণক্রিয়ে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

কার্য্যের সাধক একটী হইলে খলে কপোতকন্যায়ে যদি অপরেও তৎকর অর্থাৎ সেই কার্য্যের সাধক হয়, তাহা হইলে এই অলঙ্কার হইবে। বৃদ্ধ, যুবা, শিশু কপোত সকল যেমন এক-কালে খলে (জালে) পতিত হয়, তেমনি সকল পদার্থ এককালে পরস্পর অন্বয়বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কপোতিক ন্যায় কহে। এই অলঙ্কারে কার্য্যের সাধক একটী এবং তাহাতে এককালে অনেক গুলি কার্য্যের সাধক হইবে। গুণ ও ক্রিয়াতে যদি যুগপৎ গুণ ক্রিয়ার আপতন হয়, তাহা হইলেও এই অলঙ্কার হয়।

"শশী দিবসধূসরো গলিতযৌবনা কামিনী
সরো বিগতবারিজং মুখমনক্ষরং স্বাকৃতেঃ।
প্রভুর্ধনপরায়ণঃ সততদুর্গতঃ সজ্জনো
নৃপাঙ্গনগতঃ খলো মনসি সপ্ত শল্যানি মে॥"

(সাহিত্যদ° ১০।৭৩৯)

দিবস কালীন ধূসর চন্দ্র, বিনষ্টযৌবনা স্ত্রী, পদ্মরহিত সরোবর, সুন্দর পুরুষের অনক্ষর বদন অর্থাৎ মূর্খ সুন্দর পুরুষ, ধনপরায়ণ অর্থাৎ ধনলোভে সদসদ্বিবেকরহিত প্রভু, সতত দুর্দ্দশাগ্রস্ত সজ্জন এবং রাজাঙ্গনগত খল এই সাতটী আমার অন্তঃকরণে শল্য স্বরূপ। এই স্থলে দুঃখদায়ক হেতু এই ৭টী অন্তঃকরণের শল্য তুল্য। রাত্রিকালে চন্দ্র শোভন এবং দিবসে অশোভন, স্ত্রীদিগের যৌবন শোভন, বিনষ্টযৌবন অশোভন, বিদ্বান্ সুন্দর পুরুষ শোভন, অবিদ্বান্ অশোভন ইত্যাদি রূপ সাধকের এক কালীন বর্ণন হওয়ায় এই অলঙ্কার হইল। এই স্থলে খলে কপোতবৎ সকল কারণের সাহিত্যরূপে অবতারণ হইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল। যেখানে কারণ সকল মিলিত হইয়া কার্য্য বিশেষ উৎপাদন করে, সেই খানেই সমুচ্চয় হয়। এই স্থলেও কারণ সকল মিলিত হইয়া আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপ এই কার্য্য জন্মাইয়াছে। সুতরাং এই অলঙ্কার হইল।

সমুচ্চরৎ (ত্রি) সম্-উৎ-চর-শতৃ। ১ উৎপতনশীল। ২ উচ্চারক।

সমুচ্চারণ (ক্লী) সম্যক্ রূপে উচ্চারণ।

সমুচ্চিত (ত্রি) সম-উৎ-চি-ক্ত। ১ রাশীকৃত। ২ সংগৃহীত। সমুচ্চয়যুক্ত।

সমুচ্চিচীর্ষা (স্ত্রী) একত্র উৎসর্গেচ্ছা বা অর্পণেচ্ছা।

(ঈশোপনিষদ্‌ভাষ্য)

সমুচ্চিত (ত্রি) সম্-উৎ চি-ক্ত। একত্র, মিলিত।

সমুচ্ছলিত (ত্রি) সম-উৎ-শল-ক্ত। ১ সমন্তাৎ বিস্তীর্ণ, চারিদিকে ছড়ান। ২ সম্যক্‌রূপে উথলিয়া পড়া।

সমুচ্ছিত্তি (স্ত্রী) ধ্বংস, বিনাশ। (দিব্যাবদান)

সমুচ্ছেদ (পুং) সম্-উৎ-ছিদ-ঘঞ্। বিনাশ, ধ্বংস, উন্মূলন।

সমুচ্ছেদন (ক্লী) সম্-উৎ-ছিদ-ল্যুট্। সমুচ্ছেদ শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রয় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-অচ্। ১ বিরোধ। ২ উৎসেধ। উচ্চতা, অত্যুন্নতি, বৃদ্ধি।

সমুচ্ছ্রায় (পুং) সম্-উৎ-শ্রি-ঘঞ্। সমুচ্ছ্রয় শব্দার্থ।

সমুচ্ছ্রিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্রি ক্ত। উচ্চ, উন্নত, বর্দ্ধিত।

সমুচ্ছ্রিতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-শ্রি-ক্তিন্। সমুচ্ছ্রয়।

সমুচ্ছ্বসিত (ত্রি) সম্-উৎ-শ্বস-ক্ত। পুনরুজ্জীবিত, উচ্ছ্বাসযুক্ত।

সমুচ্ছ্বাস (পুং) সম্-উৎ-শ্বস-ঘঞ্। ১ নিশ্বাস প্রশ্বাস। ২ স্ফীতি ও স্ফূর্ত্তি।

সমুজ্জিহীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্-উৎ-হৃ-সন্, সন্নন্তাদুঃ। সম্যক্‌রূপে উদ্ধার করিতে অভিলাষী। (ভাগবত ১০।৭৪।৩৯)

সমুজ্জ্বল (ত্রি) সম্-উৎ-জ্বল-অচ্। সম্যক্ উজ্জ্বল, অতিশয় উজ্জ্বল।

সমুজ্‌ঝিত (ত্রি) সম্ উজ্‌ঝ-ক্ত। ত্যক্ত।

সমুঝ্‌ (হিন্দী) বোধগম্যকরণ।
সমুৎক (ত্রি) সম্যক্ উৎক। সম্যক্ অভিলাষী।
সমুৎকচ (ত্রি) সম্যক্ প্রকারে উৎকচ।
সমুৎকণ্ঠ (ত্রি) সম্যক্‌রূপে উৎকণ্ঠান্বিত। ব্যগ্র, ব্যস্ত।
সমুৎকর্ষ (ত্রি) সম্-উৎ-কৃষ-ঘঞ্। সম্যক্ উৎকর্ষ।
সমুৎক্রম (পুং) সম্-উৎ-ক্রম্-অপ্। সম্যক্ উৎক্রম, ঊর্দ্ধগমন।
সমুৎকীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-কৄ-ক্ত। ১ ক্ষোদিত, বিদ্ধ।
২ বিদীর্ণ, ভগ্ন।
"মনৌ বজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ।" (রঘু ১স°)
সমুৎক্রোশ (পুং) সমুৎক্রোশতীতি সম্-উৎ-ক্রুশ-অচ্। ১ কুরর পক্ষী। (শব্দরত্না°) ভাবে-ঘঞ্। উচ্চশব্দ। উচ্চৈঃশব্দ।
সমুৎক্ষেপ (পুং) সম্যক্‌রূপে তুলিয়া ফেলা।
সমুৎক্ষেপণ (ক্লী) সমুৎক্ষেপ দেখ।
সমুত্তর (ক্লী) সম্যগুত্তরং। সম্যক্ উত্তর।
সমুত্তান (ত্রি) উত্তান, সম্যক্ উত্তান।
সমুত্তার (পুং) সম্-উৎ-তৄ-ঘঞ্। সম্যক্ পার, সম্যক্‌রূপে উত্তরণ।
সমুত্থ (ত্রি) সমুত্তিষ্ঠতীতি সম্-উৎ-স্থা-ক। সমুদ্ভব, উৎপন্ন, জাত।
"দশকাম সমুত্থানি তথাষ্টৌ ক্রোধজানি চ।
ব্যসনানি দুরন্তানি প্রযত্নেন বিবর্জ্জয়েৎ॥" (মনু ৭।৪৫)
২ উদিত, উত্থিত, উঠা।
সমুত্থান (ক্লী) সম্-উৎ-স্থা-ল্যুট্। ১ আরম্ভ, সমুদ্যোগ। ২ উত্থান, উঠা। ৩ উদয়, উৎপত্তি। ৪ উত্তোলন। ৫ ব্যাধি-নির্ণয়। ৬ রোগশান্তি, রোগমুক্তি।
সমুত্থাপ্য (ত্রি) সম-উৎ-স্থা-ণিচ্-যৎ। সমুৎথাপনের যোগ্য, সমুত্থান করাইবার উপযুক্ত।
সমুত্থিত (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উত্থিত।
"সমুত্থিতস্তং শ্রবণাচ্ছপাদে।" (তিথিতত্ত্ব)
সমুত্থেয় (ত্রি) সম্-উৎ-স্থা-য। সমুত্থানের উপযুক্ত, সমুত্থানার্হ।
সমুৎপতন (ক্লী) সম্-উৎ-পত-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপতন, উড্ডয়ন।
সমুৎপত্তি (স্ত্রী) সম্-উৎ-পদ্-ক্তিন্। সম্যক্ বিকাশ, সম্যক্‌রূপ উৎপত্তি।
সমুৎপন্ন (ত্রি) সম্-উৎ-পদ-ক্ত। সমুদ্ভূত। সম্যক্ উৎপন্ন, জাত। ১ উদ্‌গত, ঘটিত, প্রবৃত্ত।
সমুৎপাত (ত্রি) সম্-উৎ-পত-ঘঞ্। উৎপাত, উপদ্রব।
সমুৎপাদ (পুং) সম্যক্ উৎপত্তি।
সমুৎপাদ্য (ত্রি) সম্ উৎ-পদ-ণ্যৎ। সমুৎপাদনযোগ্য, উৎপাদনে উপযুক্ত।

সমুৎপাটন (ক্লী) সম্-উৎ-পাটি-ল্যুট্। সম্যক্ উৎপাটন, উন্মূলন।
সমুৎপাটিত (ত্রি) উন্মূলিত, যাহা উৎপাটন হইয়াছে।
সমুৎপিঞ্জ (ত্রি) সম্-উৎ-পিজি-হিংসায়াং অচ্। অত্যন্ত ব্যাকুল। অতিশয় কাতর।
'উৎপিঞ্জলসমুৎপিঞ্জ পিঞ্জলা ভৃশমাকুলে।' (হেম)
(পুং) ২ ব্যাকুল সৈন্য, যে সকল সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।
সমুৎপীড়ন (ক্লী) সম্ উৎ-পীড় ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে উৎপীড়ন, অতিশয় পীড়ন।
সমুৎফাল (পুং) তরঙ্গায়িত ভাবে গমন। অশ্বের আস্ফালনসহ গমন। গা দোলাইয়া যাওয়া।
সমুৎসর্গ (পুং) সম্ উৎ-সৃজ্-ঘঞ্। উৎসর্গ, ত্যাগ।
"মূত্রোচ্চারসমুৎসর্গং দিবা কুর্য্যাদুদঙ্মুখঃ।" (মনু ৪।৫০)
সমুৎসব (পুং) সম্-উৎ-সূ-অচ্। সম্যক্ উৎসব, অতিশয় উৎসব।
সমুৎসাহ (পুং) সম্-উৎ-সহ ঘঞ্। অতিশয় উৎসাহ।
সমুৎসাহতা (স্ত্রী) সমুৎসাহস্য ভাবঃ সমুৎসাহ-তল্-টাপ্। সমুৎসাহিত্ব, উৎসাহের ভাব বা ধর্ম্ম, অতিশয় উৎসাহের সহিত কার্য্য।
সমুৎসুক (ত্রি) সম্যগুৎসুকঃ। সম্যক্ উৎকণ্ঠিত। অভীষ্ট লাভের জন্য আগ্রহযুক্ত।
সমুৎসুকত্ব (ক্লী) সমুৎসুকস্য ভাবঃ ত্ব। সমুৎসুকের ভাব বা ধর্ম্ম, সমুৎসুকের সহিত কার্য্য।
সমুৎসৃষ্ট (ত্রি) সম্ উৎ-সৃজ-ক্ত। সম্যক্‌রূপে উৎসৃষ্ট, ত্যক্ত।
সমুৎসেধ (পুং) সম্-উৎ-সিধ্-ঘঞ্। উচ্চতা, উচ্ছ্রায়, সম্যক্ উৎসেধ।
সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। সমুৎপন্ন, জাত।
সমুদক্ত (ত্রি) সমুদচ্যতে, স্মেতি সম্-উৎ-অন্চ-ক্ত। উদ্ধৃত, কূপাদি হইতে উদ্ধৃত জলাদি। (অমর)
সমুদন্ত (ত্রি) ১ সীমান্ত উচ্চতাবিশিষ্ট। ২ সম্যক্ উদন্ত।
সমুদয় (পুং) সম্ উৎ-ইন-অচ্। ১ সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ উত্থান, উদয়, উন্নতি। ৩ যুদ্ধ। ৪ দিবস। (শব্দর°) (ক্লী) ৫ জ্যোতিষ মতে লগ্নকে সমুদয় কহে।
"সামর্থ্যং তনু কলাত্তে সমুদয়ে বিত্তং কুটুম্বং ততঃ" (জ্যোতিসার)
৫ যন্নাড়ীচক্রের অন্তর্গত চতুর্থনাড়ী। এই নাড়ী জন্মনক্ষত্র হইতে অধিক অষ্টাদশ নক্ষত্ররূপ, যাহার যে নক্ষত্র জন্মনক্ষত্র হইবে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সমুদয়নাড়ী কহে।
"জন্মর্ক্ষং কর্ম্ম ততোদশমং সাংঘাতিকং যোড়শভং।
সমুদয়মষ্টাদশভং বিনাশসংজ্ঞং ত্রয়োবিংশং॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)
[বিশেষ বিবরণ যন্নাড়ীচক্র শব্দ দেখ]

সমুদাগম (পুং) সম্ উৎ-আ-গম-ঘঞ্। সম্যক্‌জ্ঞান। (ত্রিকা°)

সমুদাচার (পুং) সম্-উৎ আ-চর-ঘঞ্। ১ আশয়, অভিপ্রায়। ২ শিষ্টাচার, সম্যগ্ আচার। ৩ নমস্কার, অভিবাদন। (দিব্যা°)

সমুদাচারবৎ (ত্রি) সমুদাচার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্ত ব। সমুদাচার-বিশিষ্ট, শিষ্টাচারযুক্ত ২ আশয়যুক্ত।

সমুদানয় (পুং) ১ সমিতি। ২ শেষ করিয়া আনা। সম্পাদন।

সমুদায় (পুং) সম্-উৎ-অয়-ঘঞ্। সমূহ, সমগ্র, সকল। ২ যুদ্ধ। ৩ পৃষ্ঠস্থায়ি বল। পশ্চাদ্‌ভাগে স্থিত সৈন্য। (অজয়) ৪ সমুচ্ছ্রয়, উদয়, উন্নতি। (মেদিনী)

সমুদাহার (পুং) কথোপকথন, বাক্যালাপ।

সমুদিত (ত্রি) সম্-বদ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে কথিত। ২ উত্থিত। ৩ উন্নত। ৪ উৎপন্ন, জাত।

সমুদীরণ (ক্লী) সম্-উৎ-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ উদীরণ, সম্যক্ কথন।

সমুদীরিত (ত্রি) সম্-উৎ-ঈর-ক্ত। ১ সম্যক্ কথিত। উচ্চারিত। (ক্লী) ভাবে ক্ত। ২ উদীরণ, উচ্চারণ।

সমুদীর্ণ (ত্রি) সম্যক্ উদীর্ণ। সম্যক্ কথন। (ভারত ভীষ্মপ°)

সমুদ্গ (পুং) সমুদ্গচ্ছতীতি সম্-উৎ-গম অন্যেষ্বপীতি ড। ১ সম্পুটক, চলিত কৌটা, ঠোঙ্গা ও থলী প্রভৃতি (ত্রি) মুদ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুদ্গের সহিত বর্ত্তমান, মুদ্গযুক্ত, মুদ্গবিশিষ্ট।

সমুদ্গক (পুং) সমুদ্গ এব স্বার্থে কন্। সমুদ্‌গচ্ছতীতি ঙনজনাগমাদেরিতি ডে সমুদ্গঃ ততঃ স্বার্থে ক। সম্পুটক। (অমর) ২ ছন্দোবিশেষ।

সমুদ্গত (ত্রি) সম্-উৎ গম-ক্ত। উদিত, উৎপন্ন।

সমুদ্গীত (ত্রি) সম্-উৎ-গৈ-ক্ত। উচ্চৈর্গীত, উচ্চৈঃস্বরে গীত।

সমুদ্গার (পুং) সম্যক্ উদ্গার, অতিশয় বমন।

সমুদ্গীর্ণ (ত্রি) সম্-উৎ-গৃ-ক্ত। ১ বমিত, যাহারা বমন করিয়াছে। ২ কথিত। ৩ উত্তোলিত।

সমুদ্ঘাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌উদ্ঘাতযুক্ত।

সমুদ্ঘর্ষ (ক্লী) যুদ্ধ। পরস্পরে বিবাদ।

সমুদ্দিধীর্ষু (ত্রি) সমুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছুঃ, সম্ উৎ-ধৃ-সন্, সন্নন্তাৎ উ। সম্যক্ রূপে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক।

সমুদ্দেশ (পুং) সম্-উৎ-দিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্দেশ, অনুসন্ধান।

সমুদ্দিষ্ট (ত্রি) সম্-উৎ-দিশ-ক্ত। সম্যক্ উদ্দিষ্ট।

সমুদ্ধত (ত্রি) সম্ উৎ-হন-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধত, অবিনীত, অতি উদ্ধত। (অমর) ২ সমুদ্গীর্ণ। (হেম)

সমুদ্ধরণ (ক্লী) সম্-উৎ-হৃ ল্যুট্। ১ বান্তান্ন, যে অন্ন বমন করা হইয়াছে। ২ উন্নয়, উত্তোলন। ৩ উন্মূলন। কূপাদি হইতে জলাদির উত্তোলন বা বৃক্ষাদির উন্মূলন। ৪ উদ্ধার, মোচন।

সমুদ্ধর্ত্তৃ (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-তৃণ্। উদ্ধারকর্ত্তা, যিনি উদ্ধার করেন। ২ উন্মূলয়িতা, উন্মূলনকারী। ৩ ঋণশোধনকারী।

সমুদ্ধর্ষ (পুং) সম্যক্ ধর্ষণ।

সমুদ্ধস্ত (ত্রি) হস্তদ্বারা মুছিয়া ফেলা।

সমুদ্ধার (পুং) সম্-উৎ-হৃ-ঘঞ্। সমুদ্ধরণ শব্দার্থ।

সমুদ্ধৃত (ত্রি) সম্-উৎ-হৃ-ক্ত। সমুৎকীর্ণ। ২ মোচিত, উদ্ধার করা। ৩ অপনীত। ৪ উত্তোলিত। ৫ বান্ত। ৬ উন্মূলিত। ৭ অসদ্‌ব্যবহারপ্রাপ্ত। ৮ অংশ করিয়া গৃহীত, অংশীকৃত। ৯ গৃহীত। ১০ অধিকৃত। ১১ সম্যক্ প্রকারে উদ্ধৃত, উত্থাপিত।

সমুদ্ধূষর (ত্রি) ধূসরবর্ণময়।

সমুদ্বোধ (পুং) সম্-উদ্-বুধ-ঘঞ্। উদ্বোধ, জ্ঞান।

সমুদ্ভব (পুং) সম্-উৎ-ভূ-অপ্। ১ উৎপত্তি, জন্ম। ২ অগ্নির নামভেদ। কার্য্য বিশেষে হোম করিবার কালে অগ্নির নাম সমুদ্ভব স্থির করিয়া হোম করিতে হয়। (স্মৃতি)

সমুদ্ভূতি (স্ত্রী) সম্-উৎ-ভূ-ক্তিন্। সমুদ্‌ভব, উদ্ভব, উৎপত্তি।
"সুখদুঃখসমুদ্‌ভূতিনানারসনিরন্তরম্।" (সাহিত্যদ° ৩।২৭৭)

সমুদ্ভাসিত (ত্রি) সম্-উৎ-ভাস-ক্ত। ১ প্রদীপ্ত। ২ শোভিত। ৩ উজ্জ্বলীকৃত।

সমুদ্ভূত (ত্রি) সম্-উৎ-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, জাত।

সমুদ্ভেদ (পুং) ১ উদ্ভেদন। ২ বিকাশ। ৩ সম্যক্ উপপত্তি। ৪ প্রস্রবণ, জলাদির উদ্গমন।

সমুদ্যত (ত্রি) সম-উৎ-যম-ক্ত। সম্যক্ উদ্যত, সম্যক্ উদ্যুক্ত।

সমুদ্যম (পুং) সম্যক্ উদ্যমঃ উদ্-যম্-অপ্। সম্যক্ উদ্যম। সম্যক্ চেষ্টা। ২ আরম্ভ।

সমুদ্যমিন্ (ত্রি) সম-উদ্-যম্-ইন্। সমুদ্যমবিশিষ্ট, উদ্যমযুক্ত, চেষ্টাযুক্ত। ২ আরম্ভকারী।

সমুদ্যোগ (পুং) সম্-উদ-যুজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্যোগ।

সমুদ্র (পুং) জলসমূহস্থান, অম্বুধি, সাগর। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—চন্দ্রোদয়াৎ আপঃ সম্যক্ উন্দন্তি ক্লিন্দন্তি অত্র,চন্দ্রোদয়াৎ সমুন্দন্তি বা সমুদ্রঃ, উন্দধী ক্লেদে নাম্নীতি রক্ হস্বঙ্ নলোপ ইতি নলোপঃ।

অপাং চৈব সমুন্নেন সসমুদ্র ইতি স্মৃতঃ। (বায়ুপুরাণং)

মুদ্রা মর্য্যাদা তয়া সহ বর্ত্ততে ইতি বা সম্যগুদ্গতো রোহয়িরন্ন ইতি মুদং রাতি দদাতীতি তে, মুদ্রাণি রত্নাদীনি তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি বা' (ভরত) চন্দ্রোদয়ে জল সকল যেখানে উচ্ছ্বসিত হয়, তাহাকে সমুদ্র কহে। অথবা মুদ্রা শব্দের অর্থ মর্য্যাদা, মর্য্যাদার সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্র মর্য্যাদার উল্লঙ্ঘন করে না, এই জন্য

উহার নাম সমুদ্র। বা যাহাতে র অর্থাৎ অগ্নি সমুদ্গত হয়, তাহাকে সমুদ্র, অথবা মুদ শব্দের অর্থ আনন্দ, আনন্দ দান করে যে তাহার তাহার নাম মুদ্র রত্ন প্রভৃতি। রত্ন প্রভৃতির সহিত বর্ত্তমান, সমুদ্রে রত্নাদি আছে এই জন্যও উহা সমুদ্র পদবাচ্য। পর্য্যায়—অব্ধি, অকূপার, পারাবার, সরিৎপতি, উদন্বৎ, উদধি, সিন্ধু, সরস্বৎ, সাগর, অর্ণব, রত্নাকর, জলনিধি, যাদঃপতি, অপাংপতি, (অমর) মহাকচ্ছ, নদীকান্ত, তরীষ, দ্বীপবৎ, জলেন্দ্র, মন্থির, ক্ষৌণীপ্রাচীর, মকরালয়, (জটাধর) সরিতাংপতি, নীরধি, অম্বুধি, পাথোধি, যাদসাম্পতি, নদীন, ইন্দুজনক, তিমিকোষ, নিধি, কীলালধি, ধরণীপ্লব, ক্ষারাব্ধি, ধর্ণিপ্লব, বাঙ্ক, কচঙ্গল, পেরু, মিত্রদ্রু বাহিনীপতি, গঙ্গাধর, দারদ, তিমি প্রাণভাস্বৎ, উর্ম্মিমালী, মহাশয়, অম্ভোধি, তরিষ, কুলঙ্কষ, তারিষ। (শব্দরত্না°) বারিরাশি, শৈলশিবির, পরাকব, তরন্ত, মহীপ্রাচীর (ত্রিকা°) পয়োধি, সরিন্নাথ, অম্ভোরাশি, ধুনীনাথ, নিত্য, কন্ধি, অপাংনাথ। জলগুণ—লবণ, রক্তাময়প্রদ, উষ্ণ, বৈবর্ণদোষজনক, বিশেষতঃ দাহপীড়াকারক ও পিত্তবর্দ্ধক। (রাজনি°) রাজবল্লভে লিখিত আছে যে সমুদ্র জল সকল প্রকার দোষজনক এবং ক্ষার।

"সামুদ্রমুদকং ক্ষারং সর্ব্বদোষপ্রকোপণং।" (রাজবল্লভ)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে সমুদ্র ভগবানের মেঢ়দেশ হইতে উৎপন্ন হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে শ্রীকৃষ্ণের ঔরসে বিরজার গর্ভে ৭ পুত্র হয়। একদা শ্রীকৃষ্ণ ও বিরজা এক স্থানে আসীন আছেন, এমন সময় পুত্রগণ পরস্পর বিবাদ করিয়া কনিষ্ঠ পুত্রকে প্রহার করিল, ঐ পুত্র ক্রন্দন করিতে থাকায় বিরজা যাইয়া তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। এই অবসরে শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার গৃহে গমন করিলেন। অনন্তর বিরজা পুত্রকে সান্ত্বনা করিয়া সমীপে আর তখন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি প্রিয়-বিরহে অতি কাতর হইয়া বিলাপ করিলেন। অনন্তর পুত্রের জন্য প্রিয় অন্তর্হিত হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ পরবশ হইয়া এই শাপ প্রদান করিলেন যে, তুমি লবণ সমুদ্র হইবে, তোমার জল যেন কেহ পান করিতে না পারে। অন্যান্য পুত্রদিগকেও তিনি ঐরূপ শাপ দেন। তাহাতে তাঁহার এই সপ্তপুত্র হইতে সপ্তসমুদ্র হয়। (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ৩ অ°)

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, চন্দ্রের উদয় হইলে সমুদ্র উদিত, অর্থাৎ স্ফীত এবং চন্দ্রের অস্তে সমুদ্র ক্ষীণ হইয়া থাকেন। জলরাশির সমুদ্রেক হয়, এই জন্য ইহার নাম সমুদ্র হইয়াছে।

"অপাং চৈব সমুদ্রেকাৎ সমুদ্র ইতি সংজ্ঞিতঃ।
উদয়ত্যিন্দৌ পূর্ব্বে তু সমুদ্রঃ পূর্য্যতে সদা॥
প্রক্ষীয়মাণে বহুলে ক্ষীয়তে হস্তমিতেন বৈ।
আপূর্য্যমানোহ্যাদধিরাত্মনৈবাভিপূর্য্যতে॥ ইত্যাদি।
(মৎস্যপু° ১০০ অ°)

চন্দ্র যেমন উদিত হন, তৎক্ষণাৎই সমুদ্র জল অতিশয় স্ফীত হইয়া উঠে, তাহাতেই সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে জোয়ার হয়, এবং চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন সমুদ্রের জল নামিয়া যায় সুতরাং নিকটবর্ত্তী নদীসমূহে ভাটা হয়। অতএব সমুদ্রের জোয়ার ভাটার কারণ একমাত্র চন্দ্রোদয় ও চন্দ্রাস্ত। দেবতা ও অসুর একত্র মিলিত হইয়া এক যোগে সমুদ্র মন্থন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টম স্কন্ধে ৬ অধ্যায় হইতে ১২ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। অমৃতলাভের জন্য সমুদ্র মথিত হয়, দেবতা ও অসুর মিলিত হইয়া সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করিলে প্রথমে হলাহল বিষোৎপত্তি হয়। এই বিষের জ্বালায় সকলে অতিশয় উৎপীড়িত হন, তখন তাহারা আর অন্য কোন উপায় না দেখিয়া মহাদেবের স্তব করেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে তুষ্ট হইয়া এই বিষপান করেন। তখন আবার সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হয়। এইবার সুরভি ও লক্ষ্মী প্রভৃতি এবং ধন্বন্তরি অমৃতভাণ্ড লইয়া আবির্ভূত হন। অসুরগণ অমৃতভাণ্ড অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলে ভগবান্ বিষ্ণু মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অসুরদিগকে বঞ্চনা করেন এবং সেই ভাণ্ড অপহরণ করিয়া দেবতাদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। ইহা লইয়া দেবাসুরে তুমুল সংগ্রাম হয়। নারদ আসিয়া এই যুদ্ধ নিবারণ করেন। দেবগণ যে সকল দৈত্যদিগকে হনন করিয়াছিলেন, শুক্রাচার্য্য তাহাদিগকে পুনরুজ্জীবিত করেন।
(ভাগবত ৮ স্ক°)

কলিকালে সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিকালে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাতিত্য হইবে এই বিষয়ে বাদিদিগের মধ্যে মতভেদ আছে।

"সমুদ্রযাত্রাস্বীকারঃ কমণ্ডলুবিধারণং।
দ্বিজানামসবর্ণাসু কন্যাসূপযমস্তথা॥
দেবরেণ সুতোৎপত্তির্মধুপর্কে পশোর্ব্বধঃ।
মাংসাদনং তথা শ্রাদ্ধে বানপ্রস্থাশ্রমস্তথা॥…
ইমান্ ধর্ম্মান্ কলিযুগে বর্জ্জ্যানাহুঃ মনীষিণঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সমুদ্রযাত্রাস্বীকার, অর্থাৎ সমুদ্রগমন, কমণ্ডলুধারণ, দ্বিজদিগের অসবর্ণ-বিবাহ, দেবর দ্বারা পুত্রোৎপাদন, অতিথির জন্য মধুপর্ক দানকালে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসভক্ষণ, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্তা কন্যার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য এবং নরমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান এই সকল কলিকালে বর্জ্জনীয়। কলিকালে এই সকলের অনুষ্ঠান করিলে পাতিত্য হয়। ইহাতে কেহ কেহ

বলেন যে, কলিকালে সমুদ্রযাত্রা দোষাবহ নহে। আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্ম্মার্থ সমুদ্রযাত্রা করিতে নাই, মতান্তরে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে সমুদ্রযাত্রা করিলে পাপ নাই। বাণিজ্য ও বিদ্যা শিক্ষার্থে সমুদ্রযাত্রা করা যাইতে পারে। কিন্তু তীর্থযাত্রা ব্যতীত সমুদ্রযাত্রা করিলে সংস্কারার্হ হইতে হয়। পূর্ব্বে যে হিন্দু (আর্য্য) সমাজে সমুদ্রপথে বাণিজ্যযাত্রার অত্যন্ত প্রভাব ছিল, পরবর্ত্তি-কালের এই নিষেধাজ্ঞাই তাহার অকাট্য প্রমাণ। যবদ্বীপের বোরোবুদর মন্দিরে ও সারনাথের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আর্য্যজাতির প্রাচীন অর্ণবপোতের চিত্র প্রস্তরফলকে উৎকীর্ণ আছে।

[উপনিবেশ, আর্য্য ও বৈশ্য শব্দ দেখ।]

কবিকল্পলতায় লিখিত আছে যে, সমুদ্র বর্ণন করিতে হইলে দ্বীপ, অদ্রি, রত্ন, উর্ম্মি, পোত, জলজন্তুসমূহ, লক্ষ্মীর উৎপত্তি, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রবর্দ্ধন এবং ঔর্ব্বাঙ্গপূরণ প্রভৃতি বর্ণন করিতে হয়।

"অব্ধৌ দ্বীপাদ্রিরত্নোর্ম্মি পোতযাদো জলপ্লবাঃ।
বিষ্ণুকুল্যাগমশ্চন্দ্রাদ্বৃদ্ধিরৌর্ব্বাঙ্গপূরণং॥"

(কবিকল্পলতা ১।৩ কুসুম)

২ প্রাচীন জাতিবিশেষ। (আশ্ব° স্মৃ°)

সমুদ্রকফ (পুং) সমুদ্রস্য কফ ইব। সমুদ্রফেন, সমুদ্রের ফেনা। (ত্রিকা°)

সমুদ্রকর, একজন প্রাচীন দীধিতিকার। রঘুনন্দন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সমুদ্রকল্লোল (পুং) সমুদ্রস্য কল্লোলঃ। সমুদ্রের কল্লোল, সমুদ্রগর্জ্জন।

সমুদ্রকাঞ্চী (ত্রি) সমুদ্রাঃ কাঞ্চীব মেখলেব যস্যাঃ। সমুদ্র-মেখলা পৃথিবী।

সমুদ্রকান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য কান্তা। নদী, সরিৎ। নদীদিগের গন্তব্যস্থান সমুদ্র। যেখান হইতে যে নদী উৎপত্তি হউক না কেন, সমুদ্রে মিশিতে পারিলেই যেন ইহাদের কার্য্য শেষ হয়। এই জন্য নদীমাত্রকেই সমুদ্রকান্তা কহে।

সমুদ্রগ (ত্রি) সমুদ্রং গচ্ছতীতি গম-ড। ১ সমুদ্রগামিমাত্র, যে সমুদ্রে গমন করে। স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রগা—নদী। (হেম) ৩ গঙ্গা।

সমুদ্রগুপ্ত (পুং) গুপ্ত রাজবংশীয় একজন প্রবলপরাক্রান্ত সম্রাট্। ইনি মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে রাজশাসন করিয়াছিলেন। [গুপ্তরাজবংশ দেখ।]

সমুদ্রগৃহ (ক্লী) সমুদ্র ইব জলযুক্তং গৃহং। জলযন্ত্রগৃহ, চলিত ফোয়ারার ঘর।

সমুদ্রচুলুক (পুং) সমুদ্রশ্চুলুক ইব অনায়াসেন পেয়ত্বাৎ যস্য। অগস্ত্যমুনি। (ত্রিকা°)

সমুদ্রজ (ত্রি) সমুদ্রে জায়তে জন ড। ১ সমুদ্র জাত, যাহা সমুদ্রে জন্মে। প্রবাল মুক্তাদি রত্ন।

সমুদ্রজ্যেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রপ্রধান।

"সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সলিলস্য" (ঋক্ ৭।৪৯।১)

'সমুদ্রজ্যেষ্ঠাঃ সমুদ্রোঽর্ণবো জ্যেষ্ঠঃ প্রশস্যতমো যাসামপাং তাঃ'

(সায়ণ)

নদীদিগের মধ্যে সমুদ্রই প্রশস্ততম এইজন্য উহাকে সমুদ্র-জ্যেষ্ঠ কহে।

সমুদ্রতত্তা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই সকল অক্ষরের মধ্যে ২,৩,৪,১১ ১২, ১৪, ১৭, ও ১৯ অক্ষর গুরু, এতদ্ভিন্ন অক্ষর সকল লঘু, ৮ ও ১২ অক্ষরে যতি। ইহার লক্ষণ—

"গজাব্ধিতুরগৈর্জসৌজসলভাগশ্চেৎসমুদ্রতত্তা" (ছন্দোম°)

সমুদ্রতীর (ক্লী) সমুদ্রস্য তীরং। সমুদ্রের তীর। উপকূল।

সমুদ্রতীরীয় (ত্রি) সমুদ্রতীরবাসী।

সমুদ্রদত্ত (পুং) একজন গ্রন্থকার। (স্মৃবিবাবলী ২।৭৫)

সমুদ্রদয়িতা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য দয়িতা। নদী। সমুদ্রকান্তা। (হেম)

সমুদ্রনবনীত (ক্লী) সমুদ্রস্য ক্ষীরোদস্য নবনীতমিব। ১ অমৃত। ২ চন্দ্র। (মেদিনী)

সমুদ্রনিষ্কুট (পুং) ১ সমুদ্রোপকূলস্থ উপবনভেদ। ২ বনভেদ।

(ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রনেমি (স্ত্রী) পৃথিবী।

সমুদ্রপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রস্য পত্নী। নদী, সরিৎ।

সমুদ্রপর্য্যন্ত (ত্রি) সাগরাবধি, সাগরপর্য্যন্ত, সমুদ্র হইয়াছে যাহার শেষ।

সমুদ্রফল (ক্লী) সমুদ্রফলমিব। অব্ধিফল, ঔষধবিশেষ।

"সমুদ্রনাম প্রথমং পশ্চাৎফলমুদাহরেৎ।
সমুদ্রফলমিত্যাদিনাম বাচ্যং ভিষগ্বরৈঃ॥" (রাজনি°)

গুণ—কটু, উষ্ণকর, বাতদোষনাশক, ভূতনিবোধকারী, কফ ও ভ্রমবৃদ্ধিকারক। (রাজনি°) ইহার পত্রের প্রলেপ দিলে চর্ম্মরোগ বিনষ্ট হয়। ইহার মূল—বাতনাশক এবং স্নায়ুদৌর্ব্বল্যে হিতকর। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, বাতঘ্ন, মাকড়-সার বিষনাশক, ত্রিদোষঘ্ন, কফরোগ ও ভ্রান্তিনাশক। (ভাবপ্র°) ২ স্বনামখ্যাত বৃক্ষফল। কপিথফল, দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রাকন্তা, হিন্দী—কইথফল বা সমুদ্রকা পং, বম্বে—সমুন্দরশোক, তৈলঙ্গ —সমুন্দরপাল।

সমুদ্রফেন (পুং) সমুদ্রস্য ফেনঃ। স্বনামখ্যাতদ্রব্য, সমুদ্রের ফেনা। পর্য্যায়—ফেন, অব্ধিকফ, অর্ণবজমল, হিণ্ডীর, সমুদ্রকফ, জলহাস, ফেনক, বাব্ধিফেন, পয়োধজ, সুফেন, অব্ধিহিণ্ডীর,

সামুদ্র। ইহার গুণ—শীতল, নেত্ররোগ, কফ, কণ্ঠাময়, অরুচি ও কর্ণরোগনাশক। (রাজনি°)

বৈদ্যকনিঘণ্টুমতে—রুচিকর, লেখন, তুবর, লঘু, চক্ষুর হিতকর, বিষদোষনাশক, কর্ণশূলহর, কফ, কণ্ঠরোগ ও পিত্ত-কর্ণদোষ নাশক। (বৈদ্যকনি°)

সমুদ্রমথন (পুং) ১ দৈত্যভেদ। (হরিবংশ) (ক্লী) ২ সমুদ্রালোড়ন।

সমুদ্রমণ্ডূকী (স্ত্রী) জলশুক্তি, ঝিনুক। (সুশ্রুত)

সমুদ্রমালিন্ (ত্রি) পৃথিবী। (গো° রামা° ১।৪১।১৫)

সমুদ্রমালিনী (স্ত্রী) পৃথিবী, পৃথিবীর চারিদিকে সমুদ্র মালাকারে রহিয়াছে এইজন্য উহাকে সমুদ্রমালিনী কহে।

সমুদ্রমেখলা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রযাত্রা (স্ত্রী) সমুদ্রে যাত্রা গমনং। সমুদ্রগমন, সমুদ্র-ভ্রমণ। [সমুদ্র শব্দ দেখ]

সমুদ্রযান (ক্লী) সমুদ্রস্য যানং। অর্ণবপোত, জাহাজ, যে সকল যান সমুদ্রে গমন করে। ২ সমুদ্রগমন, সমুদ্রযাত্রা।

"সমুদ্রযানকুশলা দেশকালার্থদর্শিনঃ।
স্থাপয়ন্তি তু যাং বৃদ্ধিং সা তত্রাধিগমং প্রতি॥" (মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্রযায়িন্ (ত্রি) সমুদ্রে গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সমুদ্রগামী, যাহারা সমুদ্রগমন করিয়াছেন, মনু ইহাদিগকে অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ইহাদিগের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নিষেধ করিয়াছেন। ইহারা দ্বিজাধম।

"আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোমবিক্রয়ী।
সমুদ্রযায়ী বন্দী চ তৈলিকঃ কূটকারকঃ॥
এতান্ বিগর্হিতাচারানপাঙ্‌ক্তেয়ান্ দ্বিজাধমান্॥"
(মনু ৩।১৫৮)

সমুদ্ররসনা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ রসনেব যস্যাঃ। পৃথিবী। কোন কোন স্থলে সমুদ্রবসনা এইরূপ পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সমুদ্রলবণ (ক্লী) সমুদ্রজাতং লবণং। জলজাতলবণ, সমুদ্রের জল হইতে যে লবণ জন্মে.চলিত করকচ। পর্য্যায় সামুদ্রক, সামুদ্র, শিব, বশিব, সারোথ, অক্ষীব, লবণাব্ধিজ। গুণ—লঘু, হৃদ্য, শীতল, অম্ল ও পিত্তবর্দ্ধক, বিদাহী, কফ ও বাতনাশক, দীপন, রুচি-কারক। (রাজনি°) [লবণ শব্দ দেখ]

সমুদ্রবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা° ৫২।৩৬৫)

সমুদ্রবসনা (স্ত্রী) সমুদ্রা এবং বসনং যস্যাঃ। পৃথিবী।

সমুদ্রবহ্নি (পুং) সমুদ্রস্য বহ্নিঃ। বাড়বানল। (হলায়ুধ)

সমুদ্রবাসস্ (ত্রি) সমুদ্রজল আচ্ছাদন যাহার, অগ্নি।
(ঋক ৮।৯১।৪)

সমুদ্রবাসিন্ (ত্রি) সমুদ্রে সমুদ্রতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সমুদ্রতীরে বাসকারী; সমুদ্রে বাসকারী।

সমুদ্রবিজয় (পুং) ১ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম) ইনি জৈনতীর্থঙ্কর, বসুদেবের পুত্র ও কৃষ্ণের ভ্রাতা। [জৈন শব্দ দেখ]।

সমুদ্রব্যচস্ (ত্রি) সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্তিযুক্ত, সমুদ্র যেরূপ চারিদিক্ ব্যাপিয়া আছে, তদ্রূপ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট। "অবীবৃধন্ সমুদ্রব্যচসং গিরঃ" (শুক্লযজুঃ ১২।৫৬) 'সমুদ্রব্যচসং সমুদ্রবদ্ ব্যচো ব্যাপ্তির্যস্য তং সমুদ্রবদ্ব্যাপকং' (মহীধর)

সমুদ্রশূর (পুং) বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ৫৪।৯৭)

সমুদ্রসার (পুং) শুক্তি। মুক্তা। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সমুদ্রসুভগা (স্ত্রী) সমুদ্রস্য সুভগা। গঙ্গা। (রাজনি°)

সমুদ্রশূরি, রঘুবংশটীকাপ্রণেতা।

সমুদ্রসেন (পুং) ১ বঙ্গরাজভেদ, চন্দ্রসেনের পিতা। (ভারত আদিপর্ব্ব) ২ বণিগ্‌ভেদ। (কথাসরিৎস° ২৯।১১৯) ৩ কাঙ্‌ড়া জেলার কুলূবিভাগের একজন সামন্তরাজ। ইনি খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, বরুণসেনের পুত্র সঙ্গমসেন, তৎপুত্র বারষেণ, তৎপুত্র সমুদ্র-সেন। ইনি মহাসামন্ত ও মহারাজ উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সমুদ্রস্থলী (স্ত্রী) সমুদ্রতীরস্থ তীর্থক্ষেত্রভেদ। (পা ৪।২।১২৮)

সমুদ্রা (স্ত্রী) সম্যগুদ্‌গতো রোহন্নির্যস্যাঃ। ১ শমী। (রাজনি°) ২ সটী।

সমুদ্রান্ত (ক্লী) সমুদ্রস্য অন্ত উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি অচ্। ১ জাতীফল। সমুদ্রস্য অন্তং। ২ সমুদ্রতীর। সমুদ্রঃ অন্তো যস্য। (ত্রি) ৩ সমুদ্রান্তবিশিষ্ট।

সমুদ্রান্তা (স্ত্রী) সমুদ্রান্ত-অচ্-টাপ্। ১ দুরালভা। (অমর) ২ কার্পাসী। ৩ পৃক্কা। (মেদিনী) ৪ যবাস। (রাজনি°)

সমুদ্রাভিসারিণী (স্ত্রী) সমুদ্রদেবের অনুচারিণী দেববালা।

সমুদ্রাম্বরা (স্ত্রী) সমুদ্রঃ অম্বরমিব যস্যাঃ। পৃথিবী। (ত্রিকা°)

সমুদ্রায়ণ (ত্রি) ১ সমুদ্রে গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। নদী।

সমুদ্রারু (পুং) সমুদ্রং ঋচ্ছতীতি ঋ-উন্। ১ কুম্ভীর। ২ সেতু-বন্ধ। ৩ তিমিঙ্গিল মৎস্য। (মেদিনী)

সমুদ্রার্থ (ত্রি) সমুদ্রই যাহাদের একমাত্র গন্তব্য। "সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ" (ঋক্ ৭।৪৯।২) 'সমুদ্রার্থাঃ সমুদ্র এবার্থো গন্তব্যো যাসাং তাঃ সমুদ্রার্থাঃ' (সায়ণ) স্ত্রিয়াং টাপ্। সমুদ্রার্থা—নদী। নদীদিগের একমাত্র গন্তব্য স্থান সমুদ্র, এই জন্য উহারা সমুদ্রার্থা পদবাচ্য।

সমুদ্রাবরণ (ত্রি) ১ সাগরসমাচ্ছাদিত। স্ত্রিয়াং টাপ্। পৃথিবী।
(ভাগ° ১২.৩।৫)

সমুদ্রিয় (ত্রি) সমুদ্রে ভবঃ ইতি সমুদ্র (সমুদ্রাভ্রাদ্ঘঃ। পা ৪।৪।১১৮) ইতি ঘ। ১ সমুদ্রভব। ১ সমুদ্রসম্বন্ধীয়। "বৃষাগ্নিং বৃষণং ভরন্নপাং গর্ভং সমুদ্রিয়ং" (শুক্লযজুঃ ১১।৪৬)

সমুদ্রীয় (ত্রি) সমুদ্র-ঈয়। সমুদ্রসম্বন্ধী।

সমুদ্রেক (পুং) সম্-উৎ-রিচ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে উদ্রেক।

সমুদ্রেষ্ঠ (ত্রি) সমুদ্রে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক, অলুক্; ষত্ব সমুদ্রস্থ, সমুদ্রস্থিত। (তৈত্তিরীয় সং ৩।৫।৬।৩)

সমুদ্রোন্মাদন (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

সমুদ্বহ (ত্রি) সম্ উৎ-বহ-ক। ১ শ্রেষ্ঠ। ২ বহনকারী, উদ্বহনকর্ত্তা।

সমুদ্বাহ (পুং) সম্-উৎ-বহ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রকারে বহন। ২ বিবাহ।

সমুদ্বেগ (পুং) সম্-উৎ-বিজ্-ঘঞ্। সম্যক্ উদ্বেগ, অতিশয় উদ্বেগ।

সমুন্দন (ক্লী) সম্-উন্দ-ল্যুট্। ১ আর্দ্রীভাব। আর্দ্রতা, ভিজা। পর্য্যায়—তেম, স্তেম। (অমর)

সমুন্ন (ত্রি) সম্-উন্দ-ক্ত। আর্দ্র, জলসিক্ত, (অমর)

সমুন্নত (ত্রি) সম্-উৎ-নম-ক্ত। সম্যক্ উন্নত, অতিশয় উন্নত। উন্নতিবিশিষ্ট। ২ বৃদ্ধিযুক্ত। উচ্চ, মহৎ। ৩ স্তম্ভভেদ। (ধবণি)

সমুন্নতি (স্ত্রী) সম-উৎ-নম-ক্তিন্। সম্যক্ উন্নতি, বৃদ্ধি। ২ মহত্ব। ৩ উচ্চতা, উচ্চপদ।

সমুন্নদ (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৩২।১৫)

সমুন্নদ্ধ (ত্রি) সম্-উৎ-নহ-ক্ত। ১ পণ্ডিতম্মন্য, যিনি আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া বিবেচনা করেন। ২ গর্ব্বিত। ৩ প্রভু। ৪ সমুদ্ভূত, উৎপন্ন। ৫ ঊর্দ্ধবদ্ধ। (হেম)

সমুন্নমন (ক্লী) ঊর্দ্ধে উত্তোলন বা আকুঞ্চন।

সমুন্নয় (পুং) সম্-উৎ-নী-অপ্। সমুন্নয়ন।

সমুন্নয়ন (ক্লী) সম্-উৎ-নী-ল্যুট্। উৎক্ষেপণ, ঊর্দ্ধে নয়ন। ২ উদ্ভাবন। ৩ লাভ, প্রাপ্তি।

সমুন্নস (ত্রি) উন্নস, ঊর্দ্ধনাসিকাবিশিষ্ট।

সমুন্নাদ (পুং) অনুক্রমিক চিৎকার। সমূহ শব্দ।

সমুন্নাহ (পুং) সম্-উৎ-নহ-ঘঞ্। উচ্ছ্রায়, উচ্চতা।
"মেরুর্দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ" (ভাগবত ৫।১৬।৭)
'সমুন্নাহঃ উচ্ছ্রায়ঃ' (স্বামী)

সমুন্নেয় (ত্রি) ১ অভিব্যক্তিযোগ্য। ২ যাহা সম্যক্ আয়ত্তে আনয়ন করা যায়।

সমুন্মুখ (ত্রি) উন্মুখ।

সমুন্মিশ্র (ত্রি) উন্মিশ্র, মিশ্র।

সমুন্মূলন (ক্লী) সম্যক্রূপে উন্মূলন, নাশ।

সমুপক্রম (পুং) সম্-উপ-ক্রম-অপ্। সম্যক্ উপক্রম, আরম্ভ।

সমুপগন্তব্য (ত্রি) গমনকর্ত্তব্য।

সমুপচার (পুং) সম্-উপ-চর-ঘঞ্। সম্যক্ উপচার, পূজা।

সমুপচিত (ত্রি) সম্-উপ-চি-ক্ত। বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, বহুলীকৃত, বর্দ্ধিত। ২ গৃহীত, সম্যক্ উপচিত।

সমুপচ্ছাদ (পুং) সম্-উপ্-ছদ-ঘঞ্। সম্যক্ আচ্ছাদন।

সমুপজোষম্ (অব্য°) সম্-উপ-জুষ-অম্। আনন্দ, হর্ষ। ২ ভাগ্যক্রমে, সৌভাগ্যবশতঃ। এই শব্দ তালব্য শকারও হয়।

সমুপধান (ক্লী) ১ উৎপাদন, জনন। ২ স্থাপন, রক্ষাকরণ।

সমুপভোগ (পুং) সম্-উপ-ভুজ-ঘঞ্। সম্যক্ উপভোগ।

সমুপবেশ (পুং) ১ অভ্যর্থনা। ২ বসান।

সমুপবেশন (ক্লী) সম্-উপ-বিশ-ল্যুট্। উপবেশন, সম্যক্ প্রকারে বসা। ২ অভ্যর্থনা।

সমুপস্তম্ভ (পুং) সংক্ষেপকরণ।

সমুপস্থা (স্ত্রী) সম্-উপ্-স্থা-অঞ্। ১ নৈকট্য, সমীপ্য। ২ ঘটনা।

সমুপহব (পুং) হোমাদির দ্বারা দেবাদিকে আমন্ত্রণ।
(শতপথব্রা° ৪।৬।৯।২৫)

সমুপহ্বর (পুং) লুকাচুরির ন্যায় ক্রীড়াবিশেষ। ২ গুপ্তস্থান। ৩ লুকাইবার স্থান।

সমুপানয়ন (ক্লী) সম্-উপ্-আ-নী-ল্যুট্। সম্যক্রূপে উপানয়ন।

সমুপাভিচ্ছাদ (পুং) সমুপচ্ছাদ। (পা ৬।৪।২৬ বার্ত্তিক)

সমুপার্জ্জন (ক্লী) সম্-উপ-অর্জ্জ-ল্যুট্। সম্যক্ উপার্জ্জন। (মনু ৭।১৫২)

সমুপালম্ভ (পুং) সম্-উপ-আ-লম্ভ-ঘঞ্। সম্যক্ উপালম্ভ, তিরস্কার। ২ সরোষবাক্য।

সমুপেক্ষক (ত্রি) সমুপেক্ষাকারী, যিনি উপেক্ষা করেন, যে ব্রাহ্মণ দীনদিগকে উপেক্ষা করেন, তাহার তপস্যা বিনষ্ট হয়।
"ব্রাহ্মণঃ সমদৃক্ শান্তো দীনানাং সমুপেক্ষকঃ।
স্রবতে ব্রহ্ম তস্যাপি ভিন্নভাণ্ডাৎ পয়োযথা॥" (ভাগ ৪।১৪।৪১)

সমুপেত (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-ক্ত। সমাগত।

সমুপেয়িবস্ (ত্রি) সম্-উপ-ইণ-কসু। গমনকর্ত্তা, গমনবিশিষ্ট। ২ উপস্থিত। ৩ প্রাপ্ত।

সমুপেপ্সু (ত্রি) সমুপ্রাপ্তুমিচ্ছুঃ সম্-উপ-আপ-সন্-উ। সম্যক্প্রকারে পাইতে ইচ্ছুক বা লাভ করিতে ইচ্ছুক।

সমুপোঢ় (ত্রি) সম্-উপ-বহ-ক্ত। ১ সমাসন্ন। ২ সঙ্গত। ৩ সঞ্জাত। ৪ সমুদিত। ৫ দান্ত, দমিত, চাপিয়া রাখা।

সমুপোষক (ত্রি) সম্যক্রূপে উপবাসকারী।

সমুল্লসৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-শতৃ। সম্যক্ উল্লাসযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। ২ দীপ্তিবিশিষ্ট।

সমুল্লসিত (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ক্ত। উল্লাসযুক্ত, আনন্দিত। ২ শোভিত। ৩ ক্রীড়াশীল।

সমুল্লাস (পুং) সম্-উৎ-লস-ঘঞ্। সম্যক্ উল্লাস, হর্ষ, আনন্দ।

সমুল্লাসিন্ (ত্রি) সম্-উৎ-লস-ণিনি। হর্ষবিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত।

সমুল্লিখৎ (ত্রি) সম্-উৎ-লিখ-শতৃ। পাদাদি দ্বারা ভূমি খননকর্তা।

"তুষারসংঘাতশিলাঃ ক্ষুরাগ্রৈঃ
সমুল্লিখং দর্পকলঃ ককুদ্মান্।" (কুমার ১।৫৬)

সমুল্লেখ (পুং) সম্-উৎ-লিখ-ঘঞ্। সমুল্লেখন।

সমুল্লেখন (ক্লী) সম্-উৎ লিখ-ল্যুট্। ১ সম্যক্‌রূপে উল্লেখ, কথন। ২ খনন, আচড়ান। ৩ কুন্দন। ৪ চাঁচা।

সমুল্বণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উল্বণ। ২ পুষ্টদেহ।

সমুষ্ণ (ত্রি) ১ সম্যক্ উষ্ণ। ২ দীপ্তিশীল।

সমুষ্যল (ত্রি) সম্যক্ উপ্তফল। 'সমুষ্যলা সম্যক্ উপ্তফলা'। (অথর্ব্ব ৬।১৩৯।৩ সায়ণ)

সমুহ্যপুরীষ (ত্রি) অগ্নি। (শতপথব্রা° ৬।৭।২।৮)

সমূঢ় (ত্রি) সম্-বহ-ক্ত। ১ পুঞ্জিত, রাশীকৃত। পুঞ্জীকৃত। ২ ধৃত। ৩ সঞ্চিত। ৪ ভুক্ত। ৫ বিবাহিত। ৬ পরিষ্কৃত। ৭ শোধিত। ৮ সদ্যোজাত। ৯ দমিত। ১০ অনুপদ্রুত। ১১ সঙ্গত। ১ মূঢ়ের সহিত বর্ত্তমান।

সমূর (পুং) মৃগভেদ। (হেম)

সমূরু (পুং) মৃগবিশেষ, চমূরুমৃগ। (অমর)

সমূল (ত্রি) মূলেন সহ বর্ত্তমানং। মূলের সহিত বর্ত্তমান, মূলযুক্ত, মূলবিশিষ্ট। ২ হেতুর সহিত, কারণবিশিষ্ট।

সমূলক (ত্রি) সমূল-স্বার্থে কন্। সমূল, মূলের সহিত, সহেতুক।

সমূলকাষ (অব্য°) সমূলং কষাত (নিমূলসমূলয়োঃ কষঃ। পা ৩।৪।৩৪) ইতি নমুল্। মূলের সহিত হননকারী, এইরূপ হনন করিতে হইবে যাহাতে আর মূল না থাকে। "অবিদ্যাদয়ঃ পঞ্চক্লেশাঃ সমূলকাষং কষিতা ভবন্তি" (সর্ব্বদর্শনস°) এই শব্দের পর কষ ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়।

সমূলঘাতি (অব্য°) সমূলং হন্তি সমূল-হন (সমূলাকৃতজীবেষু হন্ কৃঞ্ গ্রহঃ। পা ৪।৩।৩৬) ণমূল্। মূলের সহিত হননকারী।

"সমূলঘাতং ন্যবধীদরীংশ্চ।" (ভট্টি ১ স°)

এই শব্দের পরও হন ধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। সমূলঘাতং হন্তি, ইত্যাদি।

সমূহ (পুং) সমুহ্যতে ইতি সম্-উহ ঘঞ্। ১ অনেক। পর্য্যায়— নিবহ, ব্যূহ, সন্দোহ, বিসর, ব্রজ, স্তোম, ওঘ, নিকর, ব্রাত, বার, সংঘাত, সঞ্চয়, সমুদায়, সমুদয়, সমবায়, চয়, গণ, সংহতি, বৃন্দ, নিকুরম্ব, কদম্বক, পূগ, সন্নয়, স্কন্ধ, নিচয়, জাল, অগ্র, পটল, কাণ্ড, মণ্ডল, চক্র, বিস্তর, উৎকার, সমুচ্চয়, আকর, প্রকর, সংঘ, প্রচয়, জাতি। (শব্দরত্না°)· উহ-ভাবে ঘঞ্। ২ সম্যক্ তর্ক।

সমূহক (পুং) সমূহ-স্বার্থে কন্। সমূহ শব্দার্থ।

সমূহন (ত্রি) ১ সমাহরণকারী, উৎসারণকারী, বিনষ্টকারী।

"কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে॥" (মনু ৪।১০২)

২ উৎসারণ। ৩ সমূহ তর্ক।

সমূহনী (স্ত্রী) সমূহ্যতেঽনয়েতি সম্-উহ-ল্যুট্, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সম্মার্জ্জনী, ঝ্যাটা। (হেম)

সমূহ্য (পুং) সমূহ্যতে ইতি সম্-উহ ণ্যৎ। ১ যজ্ঞাগ্নি। পর্য্যায়— পাবচার্য্য, উপচার্য্য, (অমর) (ত্রি) ২ সম্যক্ উহযোগ্য, তর্কণীয়, তর্ক করিবার উপযুক্ত।

সমৃজীক (ত্রি) সত্বশুদ্ধিবিশিষ্ট। মৃজীকা শব্দের অর্থ সত্বশুদ্ধি, তদুদ্দেশে তাহার সহিত ক্রিয়মাণ কার্য্যকে সমৃজীক কহে। "মৃজীকা সত্বশুদ্ধিস্তদুদ্দেশেন ক্রিয়মাণং সমৃজীকং" (হরিবংশ ৭৫।২৬ নীলকণ্ঠ)

সমৃত (ত্রি) সম্-ঋ-ক্ত। সম্প্রাপ্ত।

"অস্মাকমিন্দ্রঃ সমৃতেষু ধ্বজেষু" (ঋক ১০।১৯৩।১১)
'সমৃতেষু পরসেনাং সংপ্রাপ্তেষু। (সায়ণ)

সমৃতি (স্ত্রী) সম্-ঋ ক্তিন্। সম্প্রাপ্তি। (ঋক ৫।৭।২)

সমৃদ্ধ (ত্রি) সম্ ঋধু-বৃদ্ধৌ-ক্ত। সমৃদ্ধিযুক্ত, বৃদ্ধিযুক্ত। পর্য্যায় — আঢ্যবর্দ্ধি, অধিসম্পত্তিশালী। (শব্দরত্না°) (পুং) ২ উৎপন্ন, জাত। ৪ নাগবিশেষ। (ভারত ১।৫৭ ১৭)

সমৃদ্ধি (স্ত্রী) সম-ঋধ-ক্তিন। সম্যক্‌বৃদ্ধি, অতিশয় সম্পত্তি, পর্য্যায়—এধা, ঋদ্ধি। (জটাধর) সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য, উন্নতি, বৃদ্ধি, শ্রেয়ঃ, মঙ্গল। ২ কৃতকার্য্যতা। ৩ প্রভাব, আধিপত্য।

সমৃদ্ধিন্ (ত্রি) বর্দ্ধনশীল। ধনবৃদ্ধিকারী।

সমৃদ্ধিমৎ (ত্রি) সমৃদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ। সমৃদ্ধিবিশিষ্ট।

সমৃধ্ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক্বিপ্। সমৃদ্ধ, সমৃদ্ধিবিশিষ্ট। "সমৃধো বিশপতে কৃণু জুষস্ব" (ঋক ৬।২।১০) 'সমৃধঃ সমৃদ্ধান্' (সায়ণ)

সমৃধ (ত্রি) সম্ ঋধ-ক। সমৃদ্ধ। (ঋক ৭।১০৩,৫)

সমেড়া (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত ৯ প°)

সমেত (ত্রি) সম্-আ ইণ-ক্ত। ১ সম্যক্ প্রাপ্ত। ২ সংযুক্ত, সম্মিলিত। ৩ সমেতাদ্রি নামক পর্ব্বত। (শত্রুঞ্জয়মাহাত্ম্য ১।৩৬৮)

সমেতম্ (অব্য°) যুক্তভাবে।

সমেদ্ধৃ (ত্রি) সম্ ইধ্-তৃচ্। প্রবোধক। 'নিপাতি সমেদ্ধারং" (ঋক ৭।১।১৫) 'সমেদ্ধারঃ প্রবোধকং' (সায়ণ)

সমেধ (ত্রি) যজ্ঞযোগ্যহবির্ভাগযুক্ত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।৮) (পুং) মেরুর অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪৩)

সমেধন (ক্লী) সম্-এধ-ল্যুট্। সম্যক্ বর্দ্ধন, অতিশয় বর্দ্ধন।

"অগ্নেঃ সমেধনার্থায় গন্ধঃ মাল্যঞ্চ পুষ্কলং।" (রামা° ২।৪৭।৬)

সমেধিত (ত্রি) সম্-এধ-ক্ত। সম্যক্ বর্দ্ধিত।

সমেশ্বরী (সোমেশ্বরী), আসামপ্রদেশের গারোহিল্ (পার্ব্বত্য) বিভাগে প্রবাহিতা একটী নদী। তদ্দেশবাসীর নিকট উহা সমসাঙ্গ নামে পরিচিত। তুরা শৈলমালার তুরা নামক গণ্ডগ্রামের নিকট হইতে উদ্ভূত হইয়া ইহা ক্রমশঃ উক্ত পর্ব্বতের উত্তর দিয়া পূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া গিয়াছে। তদনন্তর দক্ষিণাভিমুখী হইয়া পর্ব্বতাঙ্ক সুন্দর-দৃশ্য প্রপাতনিচয়ে সমলঙ্কৃত করিয়া বাঙ্গালার ময়মনসিংহ জেলার সমতল প্রান্তর দিয়া অবশেষে সুসঙ্গ পরগণার কংস নদীতে আসিয়া মিশিয়াছে।

গারো-পার্ব্বত্য প্রদেশের ইহা একটী প্রধান নদী। উক্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে এই নদীবক্ষে প্রায় ২০ মাইল পথ পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়। সিজু নামক স্থানের উত্তরে দানাদার পাথরের পাহাড় থাকায় নদীর স্রোতোগতি কতকাংশে রুদ্ধ হইয়াছে; এই কারণে ঐ স্থলে কএকটী খর-প্রবাহা প্রপাত দৃষ্ট হয়। ঐ প্রপাতসমূহের অবস্থান হেতু নিম্নদেশ হইতে নৌকা সমূহ আর উপরে উঠিতে পারে না। তাহার উত্তরে দেশবাসীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া যাতায়াত করে। সমেশ্বরী উপত্যকার যে স্থলে এই নদী কোমল পাথর স্তরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তথায় প্রভূত পরিমাণে কয়লার খাত আছে।

নদীর উভয়কূলে স্থানে স্থানে চূণাপাথরের স্তরও দেখা যায়। ঐ সকল স্তরের মধ্যে অনেক গুহা আছে। কোন কোন গুহা এরূপ কৌতুকাবহ যে পরিদর্শকগণ উহা দেখিয়া বিস্মিত হন।

উৎপত্তি স্থানের সন্নিকটে এই নদীর উভয়কূলের দৃশ্য পরম রমণীয়। কোথাও উচ্চ চূড় গিরিশৃঙ্গ উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান, কোথাও গভীর পর্ব্বত কন্দর, প্রকৃতির নির্জ্জন বক্ষে সেই বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠ যেন স্থানটাকে গাম্ভীর্য্য পূর্ণ করিয়াছে, আবার কোন স্থানে বসুন্ধরা শস্য শ্যামলা হইয়া পূর্ণশক্তিতে বিরাজিত, ঐ স্থান যেন উদ্ভিজ্জাদিতে পূর্ণ ও ফলমূলপরিশোভিত। জন-সমাগমে ঐ নির্জ্জন পর্ব্বতপৃষ্ঠও অপূর্ব্ব শোভাময়। নদীর এই স্বচ্ছ জলে মহাকায় মহশীর (মহাশোল) মৎস্য প্রচুর জন্মিতে দেখা যায়। গারো জাতি ইহা আগ্রহের সহিত ঐ মৎস্য ধরিয়া ভক্ষণ করিয়া থাকে।

সমোকস (ত্রি) সম্ সমানং ওকঃ বাসস্থানং যস্য। সমান নিবাস; সমানবাসযুক্ত।

"বায়ুনা ভবথঃ সমোকসা" (ঋক্ ৮।৯।১২)

'সমোকসা সমাননিবাসৌ' (সায়ণ)

সমোদ, রাজপুতনার জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সমোদ জমিদারীর মধ্যে ইহা একটী বাণিজ্য প্রধান স্থান। নগরটী বেশ সমৃদ্ধিশালী। জয়পুররাজের অধীন প্রধান সামন্তগণের মধ্যে এখানকার ঠাকুরেরা এক জন। রাঠোর রাজদরবারে সমোদ-পতিগণের যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তাঁহারা যথার্থ রাজপুত বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ত্তমানে যে শৈলপাদমূলে সমোদ নগর অবস্থিত, সেই শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া সমোদপতি আপন দেশ ও বল রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমোদক (ক্লী) সমং উদকং যত্র। অর্দ্ধজলযুক্ত ঘোল, মথিতার্দ্ধাম্বুদধি। পর্য্যায়—উদশ্বিৎ। (ত্রি) ২ সমান উদকবিশিষ্ট সমানজলযুক্ত।

সমোহ (পুং) সংগ্রাম, যুদ্ধ। "সমোহে বা য আশত (ঋক্ ১।৮।৬ 'সমোহে সংগ্রামে' (সায়ণ)

(ত্রি) ২ মোহের সহিত বর্ত্তমান, মোহযুক্ত, মোহবিশিষ্ট।

সম্প (পুং) পতন। (ভূরি-প্রয়োগ)

সম্পক্ক (ত্রি) সম্-পচ-ক্ত। পক্ব, সম্যক্‌রূপে পক্ব। যাহা উত্তমরূপে পাক করা হইয়াছে।

"তিলতণ্ডুলসম্পক্কঃ কৃশরঃ সোঽভিধীয়তে।"

(মনু ৫।৭ টীকায় কুল্লুক)

(দেশজ) সম্পর্ক শব্দার্থ।

সম্পত্তি (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্তিন্; বিভবোৎকর্ষ। পর্য্যায়—শ্রী, লক্ষ্মী, সম্পদ্, ঋদ্ধি, ভূতি। (মেদিনী) ধন, ঐশ্বর্য্য। ২ শোভা। ৩ গুণোৎকর্ষ। ৪ গৌরব।

সম্পত্তিক (ত্রি) সম্পত্তিবিশিষ্ট।

সম্পদ্ (স্ত্রী) সম্-পদ-ক্বিপ্। ১ সম্পত্তি। ২ গুণোৎকর্ষ।

"গুণসম্পদা সমধিগমাপরং

মহিমানমত্র মহিতে জগতাম্।" (কিরাত ৫।২৪)

৩ হারভেদ। (মেদিনী)

সম্পৎপ্রদ (ত্রি) সম্পৎ প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সম্পত্তি প্রদানকারী, যিনি সম্পৎ প্রদান করেন।

সম্পৎপ্রদাভৈরবী (স্ত্রী) ভৈরবী বিশেষ। এই ভৈরবীর উপাসনা করিলে সিদ্ধি লাভ করিলে সকল সম্পদ্ লাভ হয়। এই জন্য ইহার নাম সম্পৎপ্রদা ভৈরবী হইয়াছে। তন্ত্রসারে ইহার মন্ত্র ও পূজাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

"যথেয়ং ত্রিপুরা বালা তথা ত্রিপুরভৈরবী।

সম্পৎপ্রদা নাম তস্যাঃ শৃণু নির্ম্মলমানসে॥

শিবচন্দ্রৌ বহ্নিসংস্থে বাগ্‌ভবং তদনন্তরং।

কামরাজং তথা দেব শিবচন্দ্রান্বিতং ততঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই ভৈরবীর পূজা করিতে হইলে ত্রিপুরা-ভৈরবীর ন্যায় পূজা করিবে। কেবল মন্ত্র মাত্র প্রভেদ। মন্ত্র যথা—হসরৈং, হসকলরীং, হসরৌং। এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্ত পূজাপ্রণালী ক্রমে এবং

ত্রিপুরা-ভৈরবীর যে পীঠ পূজাদি অভিহিত হইয়াছে, তদনুসারে পূজা করিবে। ইহার ধ্যান—

"আতাম্রার্ক সহস্রাভাং স্ফুরচ্চন্দ্রকলাজটাং।
কিরীটরত্নবিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাং॥
স্রবদ্রুধিরপঙ্কাঢ্যমুণ্ডমালাবিরাজিতাং।
নয়নত্রয়শোভাঢ্যাং পূর্ণেন্দুবদনান্বিতাং॥
মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীং।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্মত্তরূপিনীং॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাং।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পৎপ্রদাং স্মরেৎ॥" (তন্ত্রসার)

এই ধ্যানে দেবীর পূজা করিবে। ত্রিপুরাভৈরবীর পূজার সহিত কেবল মাত্র অঙ্গ-ন্যাসে একটু প্রভেদ আছে। এই ভৈরবী মন্ত্রের পুরশ্চরণ তিনলক্ষ জপ, জপের দশাংশ হোম, তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, এক লক্ষ জপেও এই মন্ত্র পুরশ্চরণ হইতে পারে। বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে দ্রষ্টব্য। (তন্ত্রসার)

সম্পদ (ক্লী) সম্যক্ পদং যত্র। সমপদযুগ। যুক্তপদে দাঁড়ান। (শব্দমালা)

সম্পদিন্ (পুং) বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোকের পৌত্রভেদ।

সম্পদ্বর (পুং) সম্ পদ-বরচ্। রাজা, নরপতি।

সম্পদ্বসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ। (বিষ্ণুপু°) সংযদ্বসু পাঠান্তর।

সম্পদ্বিপদ (ক্লী) সম্পদাং বিপদাং সমাহারঃ (দ্বন্দ্বাচ্চুদষহান্তাৎ সমাহারো পা ৫।৪।১০৬) ইতি সমাহারে টচ্, ক্লীবত্বং। সম্পদ্ ও বিপদের সমাহার, সম্পদ্ ও বিপদের একত্র সম্মিলন।

সম্পন্ন (ত্রি) সম্-পদ-ক্ত। ১ সাধিত। "লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ। (পঞ্চদশী ৮।৮১) সমগ্র, সম্পূর্ণ, নিষ্পন্ন, সম্পাদিত। ২ সহিত, যুক্ত, বিশিষ্ট। ৩ সম্পত্তিযুক্ত, ঐশ্বর্য্যবিশিষ্ট।

সম্পন্নক্রম (পুং) বৌদ্ধ-সমাধিভেদ। (তারনাথ)

সম্পন্নতা (স্ত্রী) সম্পন্নস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পন্নের ভাব বা বা ধর্ম্ম, সম্পত্তি, ঐশ্বর্য্য। সম্পূর্ণতা।

সম্পর (ত্রি) পরবর্ত্তী কাল। (পা ৪।২।৮০)

সম্পরায় (পুং) সম্যক্ পরে কালে ঈয়তে ইতি ইণ-ঘঞ্। ১ আপৎ। ২ যুদ্ধ। ৩ উত্তরকাল। আয়তি। (অমর) ৪ সন্তান।

সম্পরায়ক (ক্লী) যুদ্ধ। (ভরত) সম্পরায়-স্বার্থে কন্। সম্পরায় শব্দার্থ।

সম্পরায়িক (ক্লী) যুদ্ধ। (অমরটীকা স্বামী)

সম্পরিগ্রহ (পুং) সম্-পরি-গ্রহ-অচ্। ১ সম্যক্রূপে পরিগ্রহ, স্বীকার। ২ বিবাহ।

সম্পরিপালন (ক্লী) সম্-পরি-পালি-ল্যুট্। সম্যক্রূপে পরিপালন।

সম্পরিপ্রেপ্সু (ত্রি) পরিদর্শনেচ্ছুক।

সম্পরিমার্গন (ক্লী) অন্বেষণ করিয়া বেড়ান। (রামা° ৫।১২৪।৬১)

সম্পরিশোষণ (ক্লী) সম্যক্ শোষণ, ক্ষয় বা লোপ।

সম্পরীয় (ত্রি) সম্পর সম্বন্ধীয় (পা° ৪।২।৯০)

সম্পর্ক (পুং) সম্-পৃচ-ঘঞ্। ১ মলক। ২ সংসর্গ, সম্বন্ধ। ৩ সংযোগ, মিলন। ৪ মৈথুন, রতি, স্ত্রী সংসর্গ। (মেদিনী)

সম্পর্কিন্ (ত্রি) সম্-পৃচ সম্পর্কে (সম্পৃচেতি। পা ৩।২।১৪২) ইতি ঘিনুণ, বা সম্পর্ক অস্ত্যর্থে-ইন্। সম্পর্কবিশিষ্ট, সম্পর্কযুক্ত।

সম্পর্কীয় (ত্রি) সম্পর্ক-ঈয়। ১ সম্পর্কযুক্ত। ২ সম্পর্ক সম্বন্ধীয়। সংক্রান্ত।

সম্পর্য্যাসন (ক্লী) সম্যক্ পরিবর্ত্তন। (বৃহৎ সংহিতা ৪৬।২)

সম্পবন (ক্লী) পূতকরণ। (গৃহ্য° ২।৬)

সম্পা (স্ত্রী) সম্পততীতি সম্-পত-উ, টাপ্। ক্ষণপ্রভা, বিদ্যুৎ।

সম্পাক (পুং) সম্যক্ পাকো যস্য। ১ আরগ্বধবৃক্ষ। (অমর) (ত্রি) ২ ধৃষ্ট, অবিনীত। ৩ লম্পট। ৪ অল্প। ৫ তর্ক, তর্ককারী।

সম্পাচন (ক্লী) সম্যক্ পক। (সুশ্রুত)

সম্পাট (পুং) তর্কু, চলিত টেকো। (শব্দমালা)

সম্পাঠ্য (ত্রি) সম্-পঠ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে পাঠনের যোগ্য, পড়াইবার উপযুক্ত। (মনু ৯।২৩৮)

সম্পাত (পুং) সম্-পত-ঘঞ্। ১ সম্যক্রূপে পতন, পতন, উড্ডয়ন, ওড়া। ২ গমন। ৩ প্রবেশ। ৪ সমূহ। ৫ পক্ষীদিগের গতিবিশেষ। (জটাধর)

সম্পাতবৎ (ত্রি) প্রস্তুত। সম্যক্নিষ্পন্ন করিয়া আনা।

সম্পাতি (পুং) ১ অরুণপুত্র, পক্ষিবিশেষ। জটায়ুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অরুণের দুই পুত্র সম্পাতি ও জটায়ুঃ।

অরুণের পত্নীর নাম শ্যেনী। এই শ্যেনীর গর্ভে মহাবলবান্ দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠ সম্পাতি, এবং কনিষ্ঠ জটায়ুঃ। এই পক্ষীদ্বয় চিরজীবী। সূর্য্যের কিরণে ইহার পক্ষদগ্ধ হয়। রামায়ণে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরাকালে ইন্দ্রকর্তৃক বৃত্রাসুর বধ হইলে সম্পাতি ও জটায়ুঃ ইন্দ্রবিজয়ের জন্য সুরপুরে গমন করেন। তথায় ইহারা যুদ্ধ করিতে করিতে সূর্য্যের সম্মুখীন হন। তখন জটায়ু সূর্য্যের প্রখর কিরণ সহ্য করিতে না পারিয়া অতি সন্তপ্ত হন। তখন সম্পাতি জটায়ুকে বিহ্বল দেখিয়া পক্ষদ্বারা তাহাকে আচ্ছাদন করেন, ইহাতে সম্পাতি দগ্ধপক্ষ হইয়া বিন্ধ্য মধ্যে নিপতিত হন।

বানরগণ সীতার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ বৃত্তান্ত সম্পাতির নিকট অবগত হন। রামায়ণে

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে ৫৬ সর্গ হইতে ৬২ সর্গ পর্য্যন্ত এতদ্ বিবরণ বর্ণিত আছে। [জটায়ুস্ শব্দ দেখ]

সম্পাতিক (পুং) সম্পাতি স্বার্থে কন্। গরুড়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। (শব্দমালা) সম্পাতি, অরুণের জ্যেষ্ঠপুত্র।

সম্পাতিন্ (ত্রি) সম্-পত-ণিনি। সম্যক্ পতনশীল।

সম্পাদ (পুং) সম্-পদ-ঘঞ্। সম্যক্ নিষ্পাদন।

সম্পাদক (ত্রি) সম্পাদয়তি সম্-পদ-ণিচ্-ণ্বুল্। নিষ্পাদক, নিষ্পন্নকর্ত্তা, যিনি কার্য্য-সম্পাদন করেন, কার্য্যনির্ব্বাহক।

সম্পাদন (ক্লী) সম্ পদ ণিচ্-ল্যুট্। নিষ্পাদন, কার্য্যনির্ব্বাহ। ২ উপার্জ্জন।

সম্পাদনীয় (ত্রি) সম্-পাদি-অনীয়র্। সম্পাদনের যোগ্য, সম্পাদনের উপযুক্ত।

সম্পাদয়িতৃ (ত্রি) সম্-পাদি-তৃচ্। সম্পাদনকারী, সম্পাদক, কার্য্য-নির্ব্বাহক।

সম্পাদিত (ত্রি) সম্-পাদি-ক্ত। নিষ্পাদিত, নির্ব্বাহিত, সমাপিত।

সম্পাদিন্ (ত্রি) ১ সম্পাদনকারী। ২ শোভাবিশিষ্ট। শোভাসম্পন্ন। "কর্ণবেষ্টাভ্যাং সম্পাদিমুখং = কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে।" পা° ৫।১২৯ বার্ত্তিক।

সম্পাদ্য (ত্রি) সম্-পাদি-যৎ। সম্পাদন করিবার যোগ্য, সম্পাদনার্হ। ২ যে প্রতিজ্ঞায় কোন ক্রিয়াসাধন উদ্দেশ্য থাকে। জ্যামিতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্যসাধক প্রতিজ্ঞাগুলি Problem নামে কথিত।

সম্পার (পুং) রাজভেদ। সমরের পুত্র ও পারের ভ্রাতা। (বিষ্ণুপু° ৪।১৯।১২)

সম্পারণ (ত্রি) সম্যক্পূরক, সম্যক্পূরণকারী। "ইন্দ্রসম্পারণং বসু" (ঋক্ ৩।৫৪।৪) 'সম্পারণং অস্মাদিচ্ছায়া সম্যক্পূরণং, পৃ-পালনপূরণয়োণ্যন্তস্য করণে ল্যুট্।' (সায়ণ)
সম্যক্ পালক, সম্যক্পালনকারী।

সম্পারিন্ (ত্রি) পারনয়নহেতু। গমায়নযজ্ঞের সম্যক্ পার-নয়নশীল। (ঐতরেয়ব্রা° ৪।১৩)

সম্পাবন (ক্লী) সম্যক্পবিত্র। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।১৩।১৬)

সম্পাবৈয়শ্ব (ক্লী) সামভেদ।

সম্পিণ্ডিত (ত্রি) সম্যক্ পিণ্ডীকৃত, একত্র, মিলিত, যুক্ত।

সম্পিধান (ক্লী) সম্-অপি-ধা-ল্যুট্। সম্যক্পিধান, আচ্ছাদন।

সম্পিব (ত্রি) সম্যক্পাতা।
"সমুদ্র ইব সংপিবঃ।" (অথর্ব্ব° ৬।১৩৫।২)
'সমুদ্র ইব যথা সমুদ্রঃ নদীমুখাৎ সর্ব্বং জলং আদায় সম্পিব সম্যক্ পাতা ভবতি। স্বাত্মসাৎ করোতি ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সম্পীড় (পুং) সম্-পীড়-অচ্। সম্পীড়ন, সম্যক্পীড়া, অতিশয় পীড়া।

সম্পীড়ন (ক্লী) সম্-পীড়-ল্যুট্। সম্যক্প্রকারে বাধন, অতিশয় নিপীড়ন, ক্লেশ দেওয়া। ২ প্রেরণ।

সম্পীতি (স্ত্রী) সম্-পা-পানে-ক্তিন্। সম্যক্পান, অতিশয় পান।

সম্পুট (পুং) সম্-পুট-ক। ১ কুরুবকবৃক্ষ, রক্তঝাটি। (অজয়) ২ কৌটা, ঠোঙ্গা, খুঙি, ও পেটরা প্রভৃতি, পেটিকা, পেড়া। (হেম) ৩ একজাতীয় উভয়মধ্যবর্ত্তী, একজাতি পদার্থের মধ্যে ভিন্ন পদার্থের সম্যক্ব্যাপ্তি। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে সকাম ব্যক্তি মন্ত্র সম্পুট করিয়া জপ এবং নিষ্কামী সম্পুট ব্যতীত জপ করিবে।
"সকামঃ সম্পুটো জপ্যো নিষ্কামঃ সম্পুটং বিনা।" (তন্ত্রসার)
চণ্ডীপাঠ স্থলে সম্পুট করিয়া পাঠ করিলে বিশেষ ফল হয়, চণ্ডীপাঠ করিবার কালে এক একটী শ্লোক পড়িতে হইবে, আর যে মন্ত্র দ্বারা সম্পুট হইবে, তাহা অগ্রে এবং পশ্চাতে পাঠ করিতে হয়।
৩ রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
সম্প্রসার্য্যোভয়োঃ পাদৌ শয্যাগতকপোলকঃ।
ভগলিঙ্গস্য সংযোগাৎ রমতে সম্পুটো হি সঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

সম্পুটক (পুং) সম্পুটাত্তে ইতি সংপুট-কন। আধারবিশেষ। পর্য্যায়—সমুদ্গক, সমুদ্গ, সম্পুট। (হেম)

সম্পুষ্টি (স্ত্রী) সম্-পুষ-ক্তিন্। সম্যক্ পুষ্টি, পোষণ।

সম্পূজন (ক্লী) সম্-পূজি-ল্যুট্। সম্যক্ পূজা, অতিশয় পূজন

সম্পূজা (স্ত্রী) সম-পূজ-অঞ্-টাপ্। সম্যক্ পূজা।

সম্পূজিত (ত্রি) সম্-পূজ-ক্ত। বিশেষরূপে পূজিত, অতি সম্মানিত। (পুং) ২ বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সম্পূজ্য (ত্রি) সম্-পূজ-যৎ। সম্যক্ পূজনীয়, অতিশয় পূজার যোগ্য। ২ সম্মানার্হ।

সম্পূর্ণ (ত্রি) সম্-পৃ-ক্ত। সমগ্র, পরিপূর্ণ, সাঙ্গ। যজ্ঞ, পূজা ও হোম প্রভৃতিতে যদি অজ্ঞান, মোহ প্রভৃতি কারণে অসম্পূর্ণতা হয়, তাহা হইলে শেষে ভগবান্ বিষ্ণুর নাম করিলে সম্পূর্ণ হয়।
"অজ্ঞানাদ্‌যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" (পূজাপদ্ধতি)
(পুং) রাগের জাতিবিশেষ। ইহা সপ্তস্বরমিশ্রিত, সম্পূর্ণস্বর—সা, ঋ, গ, ম, প, ধ, নি।
"ঔড়বঃ পঞ্চভিঃ প্রোক্তঃ স্বরৈঃ ষড়্‌ভিশ্চ ষাড়বঃ।
সম্পূর্ণঃ সপ্তভিঃ প্রোক্তো রাগজাতিস্ত্রিধামতা॥"
(সঙ্গীতদামোদর)

সম্পূর্ণকালীন (ত্রি) সম্পূর্ণকালভব। (মনু ৫।৮৩)

সম্পূর্ণতা (স্ত্রী) সম্পূর্ণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্পূর্ণের ভাব বা ধর্ম্ম। সমাপ্তি।

সম্পূর্ণমূর্চ্ছা (স্ত্রী) ১ পূর্ণরূপ মূর্চ্ছা। ২ মৃত্যু। রণক্ষেত্রে নিহত সৈন্যবৃন্দের মূর্চ্ছা ও সম্পূর্ণমূর্চ্ছা হয়। মূর্চ্ছার অপনোদনে জ্ঞান হয়, সম্পূর্ণমূর্চ্ছায় তাহা হয় না।

সম্পূর্ণব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ)

সম্পূর্ণা (স্ত্রী) সম্পূর্ণ-টাপ্। একাদশী বিশেষ। একাদশী যদি সূর্য্যোদয়কালে পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তদ্বয়যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্পূর্ণা কহে। ইহার অন্যথা হইলে তাহাকে বিদ্ধা কহে।

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্ মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
সৈকাদশী হি সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥" (তিথিতত্ত্ব)

সম্পূর্ত্তি (স্ত্রী) সম্-পৃ-ক্তিন্। সম্যক্ পূরণ।

সম্পৃচ্ (ত্রি) সম্পৃক্ত। "সম্পৃচৌ স্থঃ" (শুক্লযজুঃ ৯।৪) 'সম্পৃচৌ স্থঃ সম্পৃক্তৌ ভবথঃ। পৃচী সম্পর্কে কিপ্।' (মহীধর)

সম্পৃক্ত (ত্রি) সম্-পৃচ-ক্ত। মিশ্রিত, মিলিত। পর্য্যায়—করম্ব, কবর, মিশ্র, খচিত। (হেম)

সম্পৃণ (ত্রি) পূর্ণতাযুক্ত। যাহা পূর্ণ করা হইয়াছে।

সম্পেষ (পুং) সম্-পিষ-ঘঞ্। সম্পেষণ, সম্যক্ পেষণ, সম্যক্ প্রকারে চূর্ণ।

সম্প্রকাশক (ত্রি) সম্প্রকাশয়তীতি সম্ প্র-কাশি-ণ্বুল্। সম্যক্ রূপ প্রকাশকারী।

সম্প্রকাশন (ক্লী) সম্-প্র-কাশি-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রকাশ। ২ সম্যক্ বিকাশ।

সম্প্রকাশ্য (ত্রি) সম্-প্র-কাশি-যৎ। সম্যক্ প্রকাশের যোগ্য, সম্যক্ প্রকাশের উপযুক্ত।

সম্প্রক্ষাল (পুং) সম্-প্র-ক্ষালি-অচ্। সম্যক্ প্রক্ষালন।

সম্প্রক্ষালন (ক্লী) সম্-প্র-ক্ষালি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে প্রক্ষালন, সম্যক্ ধৌতকরণ।

সম্প্রণাদ (পুং) সং-প্র-নদ-ঘঞ্, ততো ণত্বং। অতিশয় নাদ, অতিশয় শব্দ।

সম্প্রণেতৃ (ত্রি) সম্-প্র-নী-তৃচ্। সম্যক্ রূপে প্রণয়নকারী, প্রস্তুতকারী, নির্ম্মাতা।

সম্প্রতর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রমর্দ্দন পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

সম্প্রতাপন (ক্লী) সম্-প্র-তাপি-ল্যুট্। সম্যক্ রূপে তাপন, পীড়ন। (পুং) নরকভেদ। এই নরকে জীব সকল অতিশয় পীড়িত হয়, এই জন্য ইহার নাম সম্প্রতাপন হইয়াছে।

"সঞ্জীবনং মহাবীচীং তপনং সম্প্রতাপনং।" (মনু ৪।৮৯)

লুব্ধ শাস্ত্রমার্গপরিত্যাগী রাজার নিকট যে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ প্রতিগ্রহ করেন, তাহার এই নরক হইয়া থাকে। (মনু ৪ অ°)

সম্প্রতি (অব্য°) সম্চ প্রতিচ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। এক্ষণ, এই সময়। পর্য্যায়—এতর্হি, ইদানীং, অধুনা, সাম্প্রত। (অমর) (পুং) ২ অতীত কল্পীয় উপসর্পিণী শাখার ২৪শ অর্হদ্ভেদ। (হেম) ৩ সম্রাট্ অশোকের পৌত্র ও কুণালের পুত্রভেদ।

সম্প্রতিপত্তি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-পদ-ক্তিন্। উত্তরবিশেষ, স্বীকার, গ্রহণ, বাদীর অভিযোগ শুনিয়া যদি প্রতিবাদী তাহা স্বীকার করে, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রতিপত্তি কহে।

"মিথ্যা সম্প্রতিপত্তিশ্চ প্রত্যবস্কন্দনং তথা।
প্রাঙ্ ন্যায়াশ্চোত্তরাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারঃ শাস্ত্রবেদিভিঃ॥
শ্রুত্বাভিযোগং প্রত্যর্থী যদি তং প্রতিপদ্যতে।
সা তু সম্প্রতিপত্তিঃ স্যাচ্ছাস্ত্রবিত্তিরুদাহৃতাঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

২ সম্যক্জ্ঞান। ৩ সঙ্গ, সমভিব্যাহারী হওয়া। ৪ অভিমতি। ৫ সাহচর্য্য, সহায়তা। ৬ চুক্তি। ৭ আপোষ। ৮ আক্রমণ। ৯ কার্য্যকরণ। ১০ সম্পাদন।

সম্প্রতিপত্তিমৎ (ত্রি) সম্প্রতিপত্তি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রতিপত্তিবিশিষ্ট।

সম্প্রতিপাদন (ক্লী) সম্যক্ প্রতিপাদন।

সম্প্রতিপূজা (স্ত্রী) সম্যক্ পূজা, সম্মানদান।

সম্প্রতিরোধক (ত্রি) সম্যক্ প্রকারেণ প্রতিরুণদ্ধীতি সং-প্রতি-রুধ-ণ্বুল্। প্রতিবন্ধক।

সম্প্রতিবিদ্ (ত্রি) বর্ত্তমান বিষয়াভিজ্ঞ। (কৌশিতকী উপ° ১।৪)

সম্প্রতিষ্ঠা (স্ত্রী) সম্-প্রতি-স্থা অঙ্। স্থিতি।

"ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা॥" (গীতা ১৫।৩)

সম্প্রতিসঞ্চর (পুং) প্রলয়বিশেষ, প্রতিসঞ্চর, ব্রাহ্মপ্রলয়, এই প্রলয়ে ব্রহ্মারও বিনাশ হয়। [প্রতিসঞ্চর শব্দ দেখ]

সম্প্রতীক্ষ্য (ত্রি) সম্-প্রতি-ঈক্ষ-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রতীক্ষণীয়, প্রতীক্ষার্হ, প্রতীক্ষা করিবার উপযুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর বাক্য পালন করিবে, ইহাই পরম ধর্ম্ম, কিন্তু স্বামী মহাপাতকী হইলে স্ত্রী শুদ্ধিকাল পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করিবে।

সম্প্রতীতি (স্ত্রী) সম্-প্রতি-ইন্-ক্তিন্। ১ সম্যক্ খ্যাতি, প্রসিদ্ধি। সম্যক্‌জ্ঞান, প্রত্যয়।

সম্প্রতোলী (স্ত্রী) প্রতোলী, রাস্তা, রথ্যা। [প্রতোলী দেখ]

সম্প্রত্যয় (পুং) সম্-প্রতি-ই-ঘঞ্। সম্যক্ প্রত্যয়, জ্ঞান, বোধ, অবগম।

সম্প্রদাতৃ (ত্রি) সম্-প্র-দা-তৃচ্। সম্প্রদানকর্ত্তা, যিনি সম্প্রদান করেন, যিনি দান করেন।

সম্প্রদান (ক্লী) সম্-প্র-দা-লুট্। সম্যক্ প্রকারে দান। ব্যাকরণ মতে ষট্‌কারকের অন্তর্গত কারক বিশেষ। এই কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যিনি দান করেন, তিনি কর্ত্তা আর যাহাকে দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কহে।

'সম্প্রদানন্তু প্রকৃষ্টং দানং যো লভতে সঃ,

তথাচোক্তং—

"সম্প্রদানং তদেব স্যাৎ পূজানুগ্রহকাম্যয়া।

দীয়মানেন সংযোগাৎ স্বামিত্বং লভতে যদি॥"

(মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস)

পূজা ও অনুগ্রহকামনা করিয়া যাহা দান করা যায়, এবং তাহাতে যদি তাহার স্বামিত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সম্প্রদান কহে।

ব্যাকরণমতে সম্প্রদানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে 'কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানং" (সিদ্ধান্তকৌ• ১।৪।৩৪)

দা ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা যাহাকে অভিলাষ করা যায়, অর্থাৎ যাহাকে দান করিতে ইচ্ছা হয়, তাহার সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। 'বিপ্রায় গাং দদাতি' ব্রাহ্মণকে গোক দান করিতেছে, এই স্থলে দা-ধাতুর কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণকে অভিলাষ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রাহ্মণকে দান করিবার অভিলাষ হইয়াছে, এইজন্য বিপ্র সম্প্রদান পদ হইল, সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়, এই নিয়মে 'বিপ্রায়' চতুর্থী বিভক্তি হইল। সম্প্রদান স্থলে স্বস্বত্ব ধ্বংসপূর্ব্বক পরস্বত্বোৎপাদান অর্থাৎ পরস্বত্বের গ্রহণ হইবে। নিজের তাহাতে আর কোন স্বত্ব থাকিবে না, যাহাকে দান করা হইবে, তাহার তাহাতে সম্পূর্ণ স্বামিত্ব জন্মিবে। রজককে বস্ত্র দিতেছে, এস্থলে রজক সম্প্রদান হইবে না, কারণ তাহাতে তাহার স্বামিত্ব জন্মে নাই। ইহাই সম্প্রদানের সাধারণ লক্ষণ।

রুচ্যর্থ-ধাতুর যোগে রুচিমান যে অর্থ তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। অন্য কর্ত্তৃক অভিলাষের নাম রুচি। যে স্থলে রুচিমান অর্থ না বুঝাইবে, তথায় সম্প্রদান হইবে না। শ্লাঘ, হ্নুঙ্, স্থা ও শপ-ধাতুর প্রয়োগে 'বুঝাইবার ইচ্ছা' বুঝাইলে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "গোপীস্মরাৎ কৃষ্ণায় শ্লাঘতে, হ্নুতে তিষ্ঠতে শপতে বা" এইস্থলে ঐ সকল ধাতুর প্রয়োগ এবং বুঝাইবার ইচ্ছা হইয়াছে, এইজন্য কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। ধারি ধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান হয়। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিতের সম্প্রদান সংজ্ঞা এবং ক্রুধ, দ্রুহ, ঈর্ষ্যা ও অসূয়ার্থ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি কোপ বুঝাইবে, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যাহার প্রতি কোপ করা হয়, তাহারই উত্তর চতুর্থী হইয়া থাকে।

রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর কারকের যাহার নিমিত্ত বিবিধ প্রশ্ন করা যায়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। যথা কৃষ্ণায় রাধ্যতি এই স্থলে কৃষ্ণায় সম্প্রদান হইল। প্রতি ও আঙ্ পূর্ব্বক শ্রু-ধাতুর যোগে প্রবর্ত্তনারূপ ব্যাপারের কর্ত্তায় সম্প্রদান হয়। যথা 'বিপ্রায় গাং প্রতিশৃণোতি বা' অর্থাৎ বিপ্র কর্ত্তৃক আমাকে দেও এইরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়া তাহার প্রতিজ্ঞা করিতেছে। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৃ-ধাতুর কারক পূর্ব্বব্যাপারের কর্ত্তৃভূত হইলে সম্প্রদান হয়। পরিক্রয়ণ অর্থ বুঝাইলে তাহাতে সাধকতম কারকের বিকল্পে সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। 'নিয়তকাল ভৃত্যাদির স্বীকরণকে পরিক্রয়ণ কহে। যথা 'শতেন শতায় বা পরিক্রীতঃ' এই স্থলে বিকল্পে সম্প্রদান অর্থাৎ একবার শতায় ও আর একবার শতেন এইরূপ হইল। (সিদ্ধান্তকৌ• কারক)

সিদ্ধান্তকৌমুদী ও অন্যান্য সকল ব্যাকরণেই ইহার বিশেষবিধান ও বিচার বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। কেবল যাহার মাত্র সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়, তাহাই উল্লিখিত হইল। সম্প্রদান ভিন্নও নমঃ স্বস্তি প্রভৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হইয়া থাকে, কিন্তু সেই স্থলে সম্প্রদান হয় না।

কন্যাসম্প্রদান স্থলে পিতা স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন। যদি তিনি বিশেষ অসমর্থ হন, তাহা হইলে পিতামহ, ভ্রাতা, সপিণ্ডজ্ঞাতি, সকুল্যজ্ঞাতি, মাতামহ-মাতা বা মাতুল, কন্যাদান করিবেন, এই সকলের যদি অভাব হয়, তাহা হইলে তৎসজাতি কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

"পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতাবানুমতঃ পিতুঃ।

মাতামহো মাতুলশ্চ সকুল্যো বান্ধবস্তথা॥

মাতাত্বভাবে সর্ব্বেষাং প্রকৃতৌ যদি বর্ত্ততে।

তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং কন্যাং দদ্যুঃ সজাতয়ঃ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

[বিবাহ শব্দ দেখ]

সম্প্রদানীয় (ত্রি) সম্-প্র-দা-অনীয়র্। সম্প্রদানের যোগ্য, সম্প্রদানের উপযুক্ত।

সম্প্রদায় (পুং) সম্-প্র-দা-ঘঞ্ (আতো যুক্ চিন্‌কৃতোঃ। পা ৭।৩।৩৩) ১ গুরুপরম্পরাগত সদুপদেশ, গুরুপরম্পরা হইতে যে সকল সদুপদেশ প্রচলিত আছে, শিষ্টপরম্পরার নির্দোপদেশ, পর্য্যায় —আম্নায়। (অমর)

২ গুরুপরম্পরাগত সদুপদিষ্ট ব্যক্তিসমূহ। যথা বৈষ্ণব সম্প্রদায়, শাক্তসম্প্রদায়। ইহারা গুরুপরম্পরা হইতে বিষ্ণু বা শক্তি বিষয় উপদিষ্ট হইয়া থাকেন। ৩ দল, সজাতীয়।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রীমাধ্বিরুদ্রসনকাঃ বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" (পদ্মপু°)

সম্প্রদায়বিহীন যে মন্ত্র তাহা নিষ্ফল। অতএব কলিতে চারিটী সম্প্রদায় যথা শ্রী, মাধ্ব, রুদ্র ও সনক; এই চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়, ইহারা ক্ষিতিপাবন। তন্ত্রে সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায়েরও বিষয় লিখিত আছে।

সম্প্রদায়িন্ (ত্রি) সম্প্রদায় অস্ত্যর্থে ইনি। সম্প্রদায়বিশিষ্ট, সম্প্রদায়যুক্ত।

সম্প্রধারণ (ক্লী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্প্রধারণা, উচিতানুচিত নিশ্চয়।

সম্প্রধারণা (স্ত্রী) সম্-প্র-ধৃ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। উচিতানুচিত নিশ্চয়, উচিত ও অনুচিত বিবেচনা। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয়, অবধারণ। পর্য্যায়—সমর্থন। (অমর)

সম্প্রধার্য্য (ত্রি) সম্প্রধারণযোগ্য।

সম্প্রপাদ (ক্লী) সম্-প্র-পদ গতৌ-ক। ভ্রমণ, পর্য্যটন।

"স্বপ্যাদ্ভূমৌ শুচীরাত্রৌ দিবা সম্প্রপদৈর্নয়েৎ।
স্থানাসনবিহারৈর্বা যোগাভ্যাসেন বা তথা॥"
(যাজ্ঞবল্ক্য° [illegible])

সম্প্রপুষ্পিত (ত্রি) প্রচুর পুষ্পযুক্ত, সম্যক্প্রস্ফুটিত পুষ্পবিশিষ্ট।
(রামায়ণ ৪।৫৭।৫)

সম্প্রভব (পুং) সম্-প্র-ভূ-অপ্। সম্যক্ উৎপত্তিবিশিষ্ট।

"অনিয়তদিক্সম্প্রভবো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মদণ্ডাখ্যঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ১১।১৫)

সম্প্রমর্দ্দন (পুং) বিষ্ণু। (ভারতবর্ণিত বিষ্ণুর সহস্রনাম) সম্প্রতর্দ্দন পাঠান্তর।

সম্প্রমাদ (পুং) সম্-প্র-মদ ঘঞ্। সম্যক্ প্রমাদ, মোহ, ভ্রান্তি।
(ভাগবত ৫।৫।১২)

সম্প্রমুক্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-মুচ্-ক্তিন্ সম্যক্ মুক্তি, মোচন।

সম্প্রমেহ (পুং) প্রমেহ রোগ, প্রমেহ।

সম্প্রমোদ (পুং) সম্যক্ আমোদ। (ভারত ১২ প°)

সম্প্রমোষ (পুং) সম্-প্র-মুষ-ঘঞ্। চৌর্য্য।

"অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ" (পাতঞ্জলদ° ১।১১)
'অসম্প্রমোষঃ অস্তেয়ঃ' (ভাষ্য)

সম্প্রমোহ (পুং) সম্যক্ মোহ, মানসিক বিকৃতি।

সম্প্রয়াণ (ক্লী) সম্-প্র-যা-ল্যুট্। সম্যক্ প্রয়াণ, সম্যক্ গমন স্বর্গারোহণ, সম্যক্ প্রস্থান, মহাপ্রস্থান।

"যচ্ছৃণুয়েতৎ ভগবৎপ্রিয়াণাং
পাণ্ডোঃ সুতানামিতি সম্প্রয়াণং।" (ভাগবত ১।১৫।৫১)

সম্প্রয়াস (পুং) সম্-প্র-যস্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রয়াস, অতিশয় প্রয়াস, অতিশয় যত্ন।

"ন রাতি যদ্দেশ উদ্বেগ আধির্ম্মদঃ কলির্ব্যসনং সম্প্রয়াসঃ।"
(ভাগবত ৬।১১।২১)

সম্প্রয়োক্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ তব্য। সম্যক্ প্রকারে প্রয়োগের যোগ্য।

সম্প্রয়োগ (পুং) সম্-প্র-যুজ ঘঞ্। ১ নিধুবন, রতি, রমণ। ২ ধনাদি বিনিয়োগ, প্রয়োগ, খাটান। ৩ সম্বন্ধ, সম্পর্ক। ৪ সাপেক্ষতা। ৫ ইন্দ্রজাল। ৬ বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য, মারণ উচ্চাটন, প্রভৃতি আভিচারিক ক্রিয়াকে সম্প্রয়োগ কহে। (ত্রি) ৬ অর্থিত, প্রার্থিত। (অজয়)

সম্প্রয়োগিন্ (পুং) সম্প্রয়োগঃ অস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ কলাকেলি। কামুক, লম্পট। (ত্রি) প্রয়োগকর্ত্তা। ৩ ঐন্দ্রজালিক।

সম্প্রয়োজ্য (ত্রি) সম্-প্র-যুজ-ণ্যৎ। সম্যক্রূপে প্রয়োগের যোগ্য, প্রয়োগার্হ।

সম্প্রলাপ (পুং) সম্-প্র-লপ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রলাপ, অতিশয় প্রলাপ। (সাহিত্যদ° ২১৪)

সম্প্রবর্ত্তক (ত্রি) সম্প্রবর্ত্তয়তীতি সম্-প্র-বর্ত্তি ণ্বুল্। সম্যক্ প্রবর্ত্তনকারী, প্রচলনকারী।

সম্প্রবর্ত্তন (ক্লী) সম্-প্র-বৃত-ল্যুট্। সম্যক্ প্রবর্ত্তন, প্রচলন।

সম্প্রবাহ (পুং) সম্-প্র-বহ-ঘঞ্। প্রবাহ, ধারা।

"তথা যতোঽয়ং গুণসম্প্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ" (ভাগবত ৮।৩।২৩)

সম্প্রবৃত্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ আসক্তি। ২ অনুগমনেচ্ছা। ৩ বিকাশ, আবির্ভাব। ৪ উপস্থিত। ৫ সংঘটন।

সম্প্রবৃদ্ধি (স্ত্রী) সম্যক্ প্রবৃদ্ধি, অতিশয় বৃদ্ধি।

"ফলকুসুমসম্প্রবৃদ্ধিং বনস্পতীনাং বিলোক্য বিজ্ঞেয়ং।
সুলভত্বং দ্রব্যাণাং নিষ্পত্তিশ্চাপি শস্যানাং॥"
(বৃহৎসংহিতা ২৯।১)

বনস্পতিগণের ফল ও কুসুমের যদি অতিশয় বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে শস্য সুলভ হইয়া থাকে।

সম্প্রবেশ (পুং) সম্-প্র-বিশ্-ঘঞ্। সম্যক্ প্রবেশ।

সম্প্রশ্ন (পুং) সম্যক্ প্রশ্ন।

"ইতি সংপ্রশ্নসংহৃষ্টো বিপ্রাণাং রৌমহর্ষণিঃ।" (ভাগ° ১।২।১)
'সম্যক্প্রশ্নৈঃ সম্যক্ সংহৃষ্টঃ' (স্বামী)

সম্প্রশ্রয় (পুং) প্রশ্রয়, বিনয়, নম্রতা।

"সম্প্রশ্রয়প্রণয়বিহ্বলয়া গিরেষদ্
ব্রীড়াবলোকবিলসদ্ধসিতাননাহ।" (ভাগবত ৩।২৩।২)
'সম্প্রশ্রয়ো বিনয়ঃ প্রণয়ঃ প্রেম তাভ্যাং বিহ্বলা' (স্বামী)

সম্প্রষ্টব্য (ত্রি) সম্-প্রচ্ছ-তব্য। সম্যক্‌রূপে জিজ্ঞাসার যোগ্য।

সম্প্রসর্পণ (ক্লী) সম্যক্ প্রসর্পণ। অভিমুখে বা সম্মুখে গমন।

সম্প্রসাদ (পুং) সম্-প্র-সদ-ঘঞ্। সম্যক্ প্রসাদ, চিত্তের প্রসন্নতা। যোগশাস্ত্রোক্ত চিত্তের নির্ম্মলতাসাধক যত্নবিশেষ, যাহাতে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে। ২ সুষুপ্তি। ৩ প্রসন্নতা। ৪ বিশ্বাস।

সম্প্রসাধ্য (ত্রি) ১ প্রসাধনার্হ। ২ সুশৃঙ্খলা বা সুব্যবস্থাস্থাপন।

সম্প্রসারণ (ক্লী) সম্-প্র-সৃ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ সম্যক্ প্রসারণ, বিস্তারণ, ছড়ান, বিছান। ২ ব্যাকরণ মতে সংজ্ঞাবিশেষ। ইকার, উকার, ঋকার ও ৯কার স্থানে য, ব, র, ও ল হওয়াকে সম্প্রসারণ কহে। ব্যাকরণে ইহার বিশেষ বিধান লিখিত আছে।

সম্প্রসূতি (স্ত্রী) প্রসবকারিণী। যে স্ত্রীলোক দুই তিন বা ততোধিক সন্তান প্রসব করে। (বৃহৎস° ৪৬।৫২)

সম্প্রস্থিত (ত্রি) সম্-প্র-স্থা-ক্ত। সম্যক্ প্রস্থিত, চলিত, গত। যিনি প্রস্থান করিয়াছেন বা চলিয়া গিয়াছেন। ২ প্রস্থানোদ্যত।

সম্প্রহর্ষ (পুং) সম্-প্র-হৃষ্-ঘঞ্। সম্যক্ হর্ষ, অতিশয় হর্ষ, আনন্দ, আহ্লাদ।

সম্প্রহর্ষিন্ (ত্রি) সম্-প্র-হৃষ্-ণিনি। হর্ষ-বিশিষ্ট, আনন্দযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সম্প্রহার (পুং) সম্যক্ প্রহারেণ প্রহ্রীয়তেঽত্রেতি সম্-প্র-হৃ ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) ২ গমন। ৩ হনন। (ধরণি)

সম্প্রহারি (পুং) সম্-প্র-হৃ (বাহুলকাদ্ধ্রৌঽপি। উণ্ ৪।১২৪ ইতি উজ্জ্বলোক্ত্যা) ইঞ্। পথিক-সংহতি। (উজ্জ্বল)

সম্প্রহারিন্ (ত্রি) যুদ্ধকারী। অস্ত্রপ্রহারকারী। (রামা° ৬।৭৩।২১)

সম্প্রহাস (পুং) সম্যক্‌হাস্য। উপহাস, বিদ্রূপ। (রামা° ৩।২৪।২০)

সম্প্রাপ্ত (ত্রি) সম্-প্র-আপ-ক্ত। সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত, লব্ধ, যাহা পাওয়া গিয়াছে।

"সম্প্রাপ্তে মকরাদিত্যে পুণ্যে পুণ্যপ্রদে সদা।
কর্ত্তব্যো নিয়মং কশ্চিদ্ ব্রতরূপী নরোত্তমৈঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

২ আগত, উপস্থিত। ৩ কথিত।

সম্প্রাপ্তব্য (ত্রি) সম্-প্র-আপ-তব্য। সম্যক্‌রূপে লাভের উপযুক্ত। পাইবার যোগ্য।

সম্প্রাপ্তি (স্ত্রী) সম্-প্র-আপ-ক্তিন্। ১ সম্যক্‌প্রাপণ, সম্যক্ প্রাপ্তি।

"আত্মনেপদসম্প্রাপ্তৌ পরস্মৈ কুত্রচিদ্ভবেৎ।" (সংক্ষিপ্তসারব্যা°)

ধাতুর আত্মনেপদ বিষয়ে সম্প্রাপ্তি থাকিলেও কোন কোন স্থলে পরস্মৈপদ হয়। প্রাপ্তি, লাভ। ২ সমাগত। ৩ উপস্থিতি। ৪ রোগের সন্নিকৃষ্ট কারণ। (মাধবনি°) ৫ রূপবিশিষ্ট হইয়া রোগের উৎপত্তি। রোগের পঞ্চনিদানের মধ্যে সম্প্রাপ্তি একটী। বৈদ্যকে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"যথা দুষ্টেন দোষেণ যথা চানুবিসর্পতা।
উৎপত্তির্ব্বাময়স্যাসৌ সম্প্রাপ্তির্জ্জাতিরাগতিঃ॥" (ভাবপ্র°)

যথাকারণে দূষিত দোষ ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ভাবে প্রসারিত হইয়া রোগ উৎপাদন করিলে তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। জাতি ও আগতি ইহার কাল বিশেষ দ্বারা সম্প্রাপ্তির ভেদ জানিতে হইবে। সংখ্যা যথা—জ্বর ৮ প্রকার, অতীসার ৬ প্রকার, ইত্যাদি। বিকল্প—পরস্পরমিলিত বাতাদিদোষের অংশাংশ,অর্থাৎ বাতাদি দোষের মধ্যে কাহার ভাগ অধিক এবং কাহারও মধ্য বা হীন ইত্যাদি রূপে কল্পনা করাকে বিকল্প কহে। প্রাধান্য স্বাতন্ত্র্য ও পারতন্ত্র্য প্রভেদ দ্বারা রোগের প্রাধান্য ও অপ্রাধান্য জানিতে হইবে, অর্থাৎ কুপিত দোষ কর্ত্তৃক জ্বর উপস্থিত হইয়া শ্বাসাদি উপদ্রব জন্মিলে ঐ জ্বরেরই প্রাধান্য এবং শ্বাসাদির অপ্রাধান্য, এবং শ্বাসাদি কোন রোগ স্বতন্ত্রভাবে উপস্থিত হইলে শ্বাসাদির প্রাধান্য এবং তদধীন জ্বরের অপ্রাধান্য জানিতে হইবে। হেতু, পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রভৃতির সম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির বল এবং অসম্পূর্ণ লক্ষণ দ্বারা ব্যাধির অবল নির্দ্ধারণ করিবে।

কাল যথা—রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের কালভেদে ব্যাধির কাল অবগত হইবে। অর্থাৎ রাত্রি, দিবা, ঋতু ও আহারের যে সময়ে যে দোষ প্রকুপিত ও প্রশমিত হওয়া নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ে সেই দোষজাত রোগও পরিবর্দ্ধিত ও প্রশমিত হয়। রোগের ইত্যাদি লক্ষণকে সম্প্রাপ্তি কহে।

সম্প্রাপ্তিই রোগজ্ঞানের হেতু। সুতরাং একমাত্র সম্প্রাপ্তি দ্বারাই রোগ-জ্ঞান হইয়া থাকে। অনিয়মিত আহার ও বিহার দ্বারা বাতাদি দোষ কুপিত রসকে এবং ঐ কুপিত দোষ আমাশয়ে গমন করিয়া রসকে দূষিত ও জঠরাগ্নিকে বহিষ্করণাদি দ্বারা জ্বর উৎপত্তির লক্ষণ প্রকাশ করে এবং ব্যাধির সংখ্যা, দোষ, দোষের অংশাংশ কল্পনা, রোগের প্রাধান্য, বল ও কাল এই সমস্তই সম্প্রাপ্তি দ্বারা অবগত হওয়া যায়। চিকিৎসক এই সম্প্রাপ্তির বিষয় বিশেষরূপ অবগত হইয়া চিকিৎসা করিবেন। (ভাবপ্র° পূর্ব্বখ°)

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী দ্বারাই রোগের সম্পূর্ণ জ্ঞান হইয়া থাকে। মাধবনিদানের পঞ্চনিদানে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। সুশ্রুতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, দোষসমূহ যে রূপে কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ববিশেষে অবস্থান বা বিচরণ পূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত) [নিদান শব্দ দেখ।]

সম্প্রাপ্তিদ্বাদশী (স্ত্রী) দ্বাদশীব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপু০)

সম্প্রার্থনা (স্ত্রী) সম্যক্‌রূপ প্রার্থনা, যাচ্ঞা।

সম্প্রার্থ্য (ত্রি) সম্-প্র-অর্থি-যৎ। সম্যক্‌রূপে প্রার্থনীয়।

সম্প্রিয় (ত্রি) সম্যক্ প্রিয়, অতিপ্রিয়।

সম্প্রীণন (ক্লী) সম্-প্রী-ল্যুট্। সম্যক্ প্রীণন, প্রীতি, প্রণয়।

"এতাবদ্দৃষ্টপিতরৌ যুবয়োস্ম পিত্রোঃ
সম্প্রীণনাভ্যুদয়ঃ পোষণপালনানি।" (ভাগবত ১০।৮২।৩৮)

সম্প্রীতি (স্ত্রী) সম্-প্রী-ক্তিন্। সম্যক্ প্রণয়। ২ সন্তোষ, হর্ষ।

সম্প্রীতিমৎ (ত্রি) সম্প্রীতি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সম্প্রীতিবিশিষ্ট, প্রণয়যুক্ত।

সম্প্রেক্ষক (ত্রি) সম্-প্র-ঈক্ষ-ণ্বুল্। সম্যক্‌রূপে দর্শনকারী। সম্যক্‌দ্রষ্টা।

সম্প্রেপ্সু (ত্রি) সম্প্রাপ্তুমিচ্ছুঃ, সং-প্র-আপ্-সন্, উ। সম্যক্‌রূপে পাইবার জন্য ইচ্ছুক, সম্যক্‌লাভ করিতে অভিলাষী।

সম্প্রেরণ (ক্লী) সম-প্র-ঈর-ল্যুট্। সম্যক্ প্রেরণ।

সম্প্রেষ (পুং) সম্প্রৈষ। (হেম)

সম্প্রেষণ (ক্লী) সম্-প্র-ইষ-ল্যুট্। সম্যক্‌রূপে প্রেষণ, প্রেরণ। (মনু ৭।১৫৩)

সম্প্রৈষ (পুং) সম্-প্র-ইষ-ঘঞ্। ১ নিয়োগবিধি। (হেম)

সম্প্রোক্ষণ (ক্লী) সম্-প্র-উক্ষ-ল্যুট। সম্যক্‌প্রোক্ষণ, জলসেক। পূজাদিতে পশুবধ স্থানে পশুকে প্রথমে বিশুদ্ধ জল দ্বারা সম্প্রোক্ষণ করিতে হয়।

সম্প্লব (পুং) সম্-প্লু-অপ্। ১ প্রলয়।

"ছিত্বাঽচ্যুতাত্মানুভবোঽবতিষ্ঠতে
তমাহুরাত্যন্তিকমঙ্গসম্প্লবং।" (ভাগবত ১২।৪।৩৪)

২ সংশ্লেষ, সঙ্ক্ষোভ, চাঞ্চল্য। (ভাগবত ১।৩।১৫)

৩ ইতস্ততঃ পতন, চারিদিকে বর্ষণ।

"বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সম্প্লবে।" (মনু ৪।১০৩)

'সম্প্লবে ইতস্ততঃ পাতে' (কুল্লুক)

৪ বন্যা।

সম্ফাল (পুং) সম্যক্ ফালো গমনং যস্য। ১ মেষ। (হেম)

সম্ফুল্ল (ত্রি) সম-ফল-ক্ত (উৎফুল্লসম্ফুল্লয়োরিতি বক্তব্যং। পা ৮।২।৫৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা নিপাতিতঃ। বিকসিত, প্রফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (অমর)

সম্ফেট (পুং) নাট্যোক্তিতে আস্ফালন, রোষপূর্ব্বক কথন। নাটকে ক্রুদ্ধ হইয়া যে আস্ফালন করা হয়, তাহাকে সম্ফেট কহে।

"দোষপ্রখ্যাঽপবাদঃ স্যাৎ সম্ফেটো রোষভাষণং।"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

উদাহরণ যথা—শৃণু রে—

"কৃষ্টা কেশেষু ভার্য্যা তব তব চ পশোস্তস্য রাজ্ঞস্তয়োর্বা
প্রত্যক্ষং ভূপতীনাং মম ভুবনপতেরাজ্ঞয়া দ্যূতদাসী।
তস্মিন্ বৈরানুবন্ধে বদ কিমপকৃতং তৈর্হতা যে নরেন্দ্রা
বাহ্বোর্বীর্য্যাতিভারদ্রবিণগুরুমদং মামাজিত্বৈব দর্পঃ॥"
(সাহিত্যদ° ৩৭৯)

২ দ্বন্দ্বযুক্ত।

সম্ব, সর্পণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বতি। লুঙ্ অসম্বীৎ। সন্ সিসম্বিষতি।

সম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সম্বয়তি। লুঙ্ অসসম্বৎ।

সম্ব (ক্লী) সম্বতি সর্পতীতি সম্ব-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ বারদ্বয় কর্ষণ, দুইবার চসা। ৩ প্রতিলোম-কর্ষণ, উল্টা দিকে চসা।

সম্বদ্ধ (ত্রি) সম্-বন্ধ-ক্ত। সম্বন্ধযুক্ত, সম্বন্ধবিশিষ্ট। ২ সংযুক্ত, মিলিত।

সম্বন্ধ (পুং) সম্বধ্যতে ইতি সম্-বন্ধ-ঘঞ্। ১ সমৃদ্ধি। ২ ন্যায়। (অজয়) ৩ সখ্য, বন্ধুত্ব।

"সম্বন্ধমাভাষণপূর্ব্বমাহুর্বৃত্তঃ স নৌ সঙ্গতয়োর্বনান্তে।"
(রঘু ২।৫৮)

৪ সংসর্গ, এক-পদার্থে অপর-পদার্থ সংসর্গ। এই সংসর্গ প্রতিযোগী, অনুযোগী, আধার, আধেয়, বিষয় ও বিষয়িভাবরূপ। শব্দশক্তিপ্রকাশিকা ও প্রথমাব্যুৎপত্তিবাদ প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিচার লিখিত আছে।

৫ সম্পর্ক, ইহা ত্রিবিধ, বিদ্যাজ, যৌনিজ ও প্রীতিজ। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা বিদ্যাজ সম্বন্ধ, উৎপত্তিহেতুক যৌনিজ এবং পরস্পরের প্রণয় হইতে প্রীতিজ সম্বন্ধ হয়। এই তিন প্রকার ব্যতীত আর কোনরূপ সম্বন্ধ নাই।

"সম্বন্ধো যেষু যেষাং যঃ সর্ব্বজাতিষু সর্ব্বতঃ।
তং তাং ব্রবীমি বেদোক্তং ব্রহ্মণা কথিতং পুরা॥
পিতা তাতস্তু জনকো জন্মদাতরি বর্ত্ততে।
অম্বা মাতা চ জননী গর্ভধাত্র্যাং প্রসূরিতি॥" ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ব্রহ্মখ° ১০ অ°)

সকল জাতির মধ্যে যাহার সহিত যেরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার বিশেষ বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে সম্বন্ধ-জাতি-নির্ণয় নামক ১০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এইস্থলে লিপিবদ্ধ হইল না। যাহার সহিত যে সম্বন্ধ থাকুক না কেন, পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে এক প্রকার হইবেই হইবে। ৬ যোগ্যতা। ৭ সমীচীনতা। ৮ উপ-

যুক্ততা। ৯ ব্যাকরণমতে জন্যজনকাদি। ১০ ষট্‌কারকের অন্তর্গত কারকবিশেষ। সম্বন্ধকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। (ত্রি) ১১ শক্ত। ১২ হিত। ১৩ উপযুক্ত, সমীচীন। ১৪ মিলিত।

সম্বন্ধক (পুং) সম্বন্ধ-স্বার্থে কন্। সম্বন্ধ শব্দার্থ।

সম্বন্ধন (ক্লী) সম্-বন্ধ-ল্যুট্। সম্যক্ বন্ধন।

সম্বন্ধয়িতৃ (ত্রি) সম্বন্ধকারক।

সম্বন্ধিতা (স্ত্রী) সম্বন্ধিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। সম্বন্ধিত্ব, সম্বন্ধবিশিষ্টের ভাব বা ধর্ম্ম।

সম্বন্ধিন্ (ত্রি) সম্বন্ধোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্বন্ধবিশিষ্ট, পর্য্যায়—গুণবৎ, সংযুক্ত্। (ত্রিকা°) (পুং) ২ মাতৃপক্ষীয়। ৩ শ্বশুরাদি। ৪ জামাতা। ৫ শ্যালকাদি।

"বিপ্রোষ্যাতৃপসংগ্রাহ্যা জ্ঞাতিসম্বন্ধিযোষিতঃ।" (মনু ২।১৩২)

'জ্ঞাতয়ঃ পিতৃপক্ষাঃ পিতৃব্যাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ মাতৃপক্ষাঃ শ্বশুরাদয়শ্চ তেষাং জ্যেষ্ঠানাং বা স্ত্রিয়ঃ' (কুল্লূক) 'জামাতৃশ্যালকাদয়ঃ' (মনু ৪।১৭৯ কুল্লূক)

চলিত কথায় সম্বন্ধী বলিলে শ্যালককেই বুঝায়। ৬ বৈবাহিক। ৭ মিত্র। (রঘু ২।৫৮ মল্লিনাথ) ৮ সম্বন্ধযুক্ত, যাহার সহিত কোন না কোনরূপ সম্বন্ধ আছে। কুটুম্ব। ৯ বিদ্বান্, সদ্গুণবিশিষ্ট, সুদৃশ্য।

সম্বন্ধু (ত্রি) ১ শোভনবন্ধু, স্বাভাবিক বন্ধু, আপনা হইতেই বন্ধু।

"দিবঃ সম্বন্ধুর্ভুষা পৃথিব্যাঃ" (ঋক্ ৩।১।৩)

'সম্বন্ধুঃ শোভনবন্ধুঃ স্বত এব বন্ধুরিতি যাবৎ' (সায়ণ)

২ জ্ঞাতি। (নিঘণ্টু ৪।২১)

সম্বল (ক্লী) শম্বল শব্দার্থ। ১ কূল। ২ পাথেয়, পথখরচ। ৩ মৎসর। (মেদিনী)

সম্বহুল (ত্রি) সম্যক্‌বহুল, বহুল, প্রচুর।

সম্বাকৃত (ত্রি) সম্বং কৃতং ডাচ্। বারদ্বয়কৃষ্ট ক্ষেত্র, যে ভূমি দুইবার চসা হইয়াছে। (অমর) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্বাদী, সঙ্গীতমতে সুরভেদ। বাদীর সহগামী সুর।

সম্বাধ (পুং) সম্যক্ বাধা যত্র। ১ সঙ্কট, ভয়। ২ বাধা। ৩ ভিড়, সঙ্ঘর্ষ। ৪ ভগ, যোনিমার্গ। ৫ নরকের পথ। (ত্রি) ৫ অপ্রশস্ত, সঙ্কীর্ণ। ৬ জনতাপূর্ণ।

সম্বাধন (ক্লী) সম্যক্ বাধনং যত্র। ১ মদনের দ্বার। ২ শূলাগ্র। ৩ দ্বারপাল। (মেদিনী) ৪ বাধা দেওয়া।

সম্বুদ্ধ (ত্রি) সং-বুধ-ক্ত। সম্যক্ বোধযুক্ত, সমাক্‌জ্ঞাত, সম্যক্ বোধাশ্রয়। ২ চৈতন্যবিশিষ্ট। ৩ জাগরিত।

(পুং) বুদ্ধাবতার। (ত্রিকা°) ভগবান্ বুদ্ধদেবের সম্যক্‌বোধ জন্মিয়াছিল, এইজন্য তাঁহার নাম সম্বুদ্ধ হইয়াছে।

সম্বুদ্ধি (স্ত্রী) সম্-বুধ-ক্তিন্। ১ সম্বোধন, আহ্বান, অভিমুখী করণ। ২ আমন্ত্রণ। ৩ দর্শন। ৪ বিশেষণ।

সম্বুবোধয়িষু (ত্রি) সম্যক্ বোধলাভ করিতে ইচ্ছুক।

(ভারত ১২ পঃ)

সম্বৃংহণ (ক্লী) বলসম্বিধান। (চরক ৮।৪)

সম্বোধ (পুং) সম্-বুধ-ঘঞ্। ১ বোধন, বোধ।

"জ্ঞানং তত্ত্বার্থসম্বোধঃ শমশ্চিত্তপ্রশান্ততা।

দয়া সর্ব্বসুখেষ্ঠ বত্বমার্জ্জবং সমচিত্ততা ॥" (ভাবত ৩।৩১২।৮৫)

২ ক্ষেপ। ৩ নাশ। (অজয়)

সম্বোধন (ক্লী) সম্-বুধ-ল্যুট্। আহ্বান, অভিমুখী-করণ। অন্যত্র কার্য্যাসক্তব্যক্তির কার্য্যান্তরে নিয়োজনের জন্য যে অভিমুখীকরণ তাহাকে সম্বোধন কহে। পর্য্যায়—আমন্ত্রণ, সম্বুদ্ধি। ব্যাকরণমতে সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়। নাটকে সম্বোধনোক্তি ও প্রত্যুক্তি আকাশ-ভাষিত দ্বারা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

"সম্বোধনোক্তিপ্রত্যুক্তী কুর্য্যাদাকাশভাসিতৈঃ।

(সাহিত্যদ° ৬।১৩৩)

সম্বোধয়িতৃ (ত্রি) ১ সম্বোধনকারী। ২ যিনি সম্যক্ বোধ করান, জ্ঞানদাতা। (মৈত্র্যুপনিষৎ ৬।৪)

সম্বোধি (স্ত্রী) সম্যক্ জ্ঞান। প্রজ্ঞা।

সম্বোধ্য (ত্রি) সম্-বুধ-ণ্যৎ। সম্বোধনের যোগ্য, সম্যক্‌জ্ঞানের উপযুক্ত।

সম্ভক্তৃ (ত্রি) সম্-ভজ্-তৃচ্। সম্যক্ বিভাগকারী। পরস্পরে বিজ্ঞাপনশীল।

সম্ভক্তি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ বিভাজন। ২ সম্যক্ ভক্তি।

সম্ভক্ষ (পুং) সম্-ভক্ষ-অচ্। সম্যক্‌ভক্ষণ।

সম্ভয় (পুং) সম্-ভী-ঘঞ্। সম্যক্‌ভয়, অতিশয় ভয়। (কাম° নীতি ৭।৫৮)

সম্ভর (ত্রি) ১ সম্যক্ ভার। ২ আহরণ। সংগ্রহ।

সম্ভরণ (পুং) ১ ইষ্টকাভেদ। ২ সম্যক্ পূর্ণকরণ। ৩ পূর্ণতাপ্রাপণ।

সম্ভরণীয় (ত্রি) সম্ভরণযোগ্য। যে ইষ্টি পূর্ণতায় আনীত হইয়াছে।

সম্ভল (পুং) ১ সম্ভাষক। ২ কন্যার্থী পুরুষ।

"আনো অগ্নে সুমতিং সম্ভলো" (অথর্ব্ব ২।৩৬।১)

'সম্ভলঃ সম্ভাষিকঃ সমদাতা বা কন্যার্থী পুরুষঃ।' (সায়ণ)

সম্ভলী (স্ত্রী) কুট্টনী, চলিত কুটনী। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—

'শং কল্যাণং ভলতে নিরূপয়তি শম্ভলী ভল ৬ নিরূপণে

পচাদিত্যাদন্, নদাদিত্যাদীপ্, শষ্কুলী, তালব্যাদিঃ, সম্যক্ভলতে রিত্যন্যে' (ভরত) এই শব্দ তালব্য শকারাদিও হয়।

সম্ভব (পুং) সম্-ভূ-অপ্। ১ হেতু, কারণ। ২ উৎপত্তি, জন্ম। ৩ সম্ভাবনা, উপযোগ্যতা। ৪ সঙ্কেত। ৫ উপায়। ৬ যুক্তি, আপোষ। ৭ ক্ষতি, ধ্বংস। ৮ সমীচীনতা, উপযুক্ততা। ৯ শক্তি, ক্ষমতা। ১০ মেলক, আধেয়-ধারণ, আধারের অনতিরিক্তত্ব। (মেদিনী) ১১ বর্ত্তমান কল্পীয় অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

সম্ভবন (ক্লী) উদ্ভাবন। জন্ম। (ত্রি) উৎপন্ন হইবার যোগ্য।

সম্ভবপর্ব্বন্ (ক্লী) মহাভারতের আদিপর্ব্বে ৬৫ অধ্যায়।

সম্ভবিন্ (ত্রি) সম্ভবনীয়। সম্ভবশীল।

সম্ভবিষ্ণু (ত্রি) সম্-ভূ-ইষ্ণুচ্, সহচরেত্যাদি ইষ্ণুচ্। সম্ভবনশীল। সম্ভবশীল। ২ উৎপাদনশীল।

"ত্বং বৈ প্রজানাং স্থিরজঙ্গমানাং
প্রজাপতীনামসি সম্ভবিষ্ণুঃ ॥" (ভাগবত ৮।১৭।২৮)
'সম্ভববিষ্ণুঃ উৎপাদনশীলঃ' (স্বামী)

সম্ভব্য (ত্রি) সম্-ভূ-যৎ। সম্ভবনীয়, সম্ভব বা উৎপত্তির যোগ্য। সম্ভাবনাযোগ্য, সম্ভাবনীয়। (পুং) ২ কপিত্থ, কতবেল। (শব্দচন্দ্রিকা)

সম্ভার (পুং) সম্-ভৃ-ঘঞ্। ১ সংগ্রহ, সম্ভৃতি। ২ সমূহ, রাশি। ৩ পরিপূর্ণতা। ৪ পুষ্টিসাধন। ৫ পোষণ। ৬ সরবরাহ। ৭ উপকরণ। যজ্ঞোপকরণ। (ভাগবত ১।১২।৩৫)

সম্ভারিন্ (ত্রি) সম্ভারবিশিষ্ট। ভারযুক্ত।

সম্ভার্য্য (ত্রি) সম্ভরণীয়। ভরণের উপযুক্ত। (পুং) অহীনভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১০।৩৫)

সম্ভাব (পুং) অবস্থা, দশা, সম্যক্ ভাব। (রামা° ৫।৫১।১০)

সম্ভাবন (ক্লী) সম্ভাবয়ত্যনেনেতি সম্-ভূ-ণিচ্-ল্যুট্। সম্ভাবনা। ১ অনুগ্রহ, সুখ্যাতি। যশ। ২ পূজা, সৎকার। ৩ চিন্তা। ৪ যোগ্যতা। ৫ স্বীকার। ৬ সম্পাদন। ৭ উৎকট-কোটিক সংশয়, যদি এ প্রকার হয় এইরূপ তর্ক। কাব্যালঙ্কার বিশেষ। লক্ষণ—

"সম্ভাবনং যদীদং স্যাদিত্যূহোঽন্যস্য সিদ্ধয়ে।
যদি শেষো ভবেদ্বক্তা কথিতাঃ স্যুর্গুণাস্তব ॥" (চন্দ্রালোক)

অপর বস্তু সিদ্ধির জন্য ইহা যদি এই প্রকার এইরূপ তর্ক হয়, তাহা হইলে সম্ভাবন অলঙ্কার হয়। ৮ ব্যাকরণ মতে ক্রিয়াতে যোগ্যতার অধ্যবসায়কে সম্ভাবন কহে।

"সম্ভাবনং ক্রিয়াস্বযোগ্যতাধ্যবসায়ঃ" (মুগ্ধবোধব্যা°)

(ত্রি) ৯ সম্ভাবক, সম্ভাবনাকারী।

"পুমান্ যোষিদুত ক্লীব আত্মসম্ভাবনোঽধমঃ।
ভূতেষু নিরনুক্রোশো নৃপাণাং তদ্বধোঽবধঃ ॥"
(ভাগবত ৪।১৭।২৬)

সম্ভাবনা (স্ত্রী) সম্-ভূ-ণিচ্-যুচ্-টাপ্। শব্দার্থ, উৎকট-কোটিকসংশয়। যদি এ প্রকার হয় এইরূপ ধূমদর্শনের পর যে বহ্ন্যাদির ব্যবহার, ধূমদর্শন হইলে পরে যে বহ্নির জ্ঞান তাহা সম্ভাবনা মাত্র।

"ধূমদর্শনাদনন্তরং বহ্ন্যাদিব্যবহারস্তু সম্ভাবনামাত্রাৎ"।
(কুসুমাঞ্জলিটীকায় হরিদাস)

সম্ভাবনীয় (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-অনীয়র্। সম্ভাবনযোগ্য, সম্ভাবনের উপযুক্ত।

সম্ভাবয়িতব্য (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-তব্য। সম্ভাবনীয়, সম্ভাবনার্হ, সম্ভাবনার যোগ্য।

সম্ভাবিত (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-ক্ত। সম্ভাবনাবিশিষ্ট। সম্ভাবনযোগ্য। ২ সৎকৃত, পূজিত, অনুগৃহীত। ২ বিখ্যাত। প্রসিদ্ধ। বহুমত।

"অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াং।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥" (গীতা ২।৩৪)

৫ সম্ভাবনার বিষয়। ৬ সন্দেহের বিষয়। ৭ তর্কিত।

সম্ভাবিতব্য (ত্রি) সম্মাননীয়। (ভাগ° ৫।৫।২৬)

সম্ভাবিন্ (ত্রি) সম্ভাবনাযোগ্য। সেইরূপ হইবার উপযুক্ত।

সম্ভাব্য (ত্রি) সম্-ভূ-ণিচ্-যৎ। ১ শ্লাঘ্য, প্রশংসনীয়। ২ সম্ভাবনার যোগ্য, প্রতর্ক্য।

"সম্পন্নং গোষু সম্ভাব্যং সম্ভাব্যং ব্রাহ্মণে তপঃ।
সম্ভাব্যং চাপলং স্ত্রীষু সম্ভাব্যং জ্ঞাতিতো ভয়ং ॥"
(ভারত আদিপ°)

সম্ভাষ (পুং) সম্-ভাষ্-ঘঞ্। সম্ভাষণ, কথন, আলাপন।

সম্ভাষণ (ক্লী) সম্-ভাষ-ল্যুট্। সম্যক্ ভাষণ, কথন, আলাপন। সত্যযুগে পতিতের সহিত সম্ভাষণ করিলে পাতিত্য হইত। কিন্তু কলিযুগে কেবল কর্ম্ম দ্বারাই পাতিত্য হয়।

"কৃতে সম্ভাষণাদেব ত্রেতায়াং স্পর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বর্থমাদায় কলৌ পতিতকর্ম্মণা ॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সম্ভাষা (স্ত্রী) সম্-ভাষ-অঙ্-টাপ্। সম্ভাষণ।

সম্ভাষণীয় (ত্রি) সম্-ভাষ-অনীয়র্। সম্ভাষণযোগ্য, কথনের উপযুক্ত।

সম্ভাষিন্ (ত্রি) সম্ভাষণকারী।

সম্ভাষ্য (ত্রি) ১ সম্-ভাষ-যৎ। সম্ভাষণীয়।

সম্ভিন্ন (ত্রি) সম্-ভিদ-ক্ত। ১ সম্যক্ ভেদবিশিষ্ট। ২ মিলিত।

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাসোপনীতঞ্চ তৎসুখং স্বঃ পদাস্পদম্ ॥" (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

২ ভগ্ন। ৩ বিদলিত। ৪ সংকোচিত, চালিত। ৫ প্রস্ফুটিত।

সম্ভু (ত্রি) সম্ভবতীতি সম্-ভূ (বিপ্রসম্ভ্যোডুসংজ্ঞায়াং। পা ৩।২।১৮০) ইতি ডু। যিনি সম্ভব হন অর্থাৎ উৎপন্ন হন, তাহাকে সম্ভু কহে। জনিতা।

সম্ভুজ্ (ত্রি) সন্ততব্যাপক, বা সম্যক্ ভোগের জন্য সাধু। "যস্য সম্ভুজং সন্ততভুজং ব্যাপকং ভবতি, যদ্বা যস্য ধনং সম্ভুজং সম্যক্ ভোগায় সাধু' (সায়ণ)

সম্ভূত (ত্রি) সম্-ভূ-ক্ত। উৎপন্ন, উদ্ভূত, জাত।

সম্ভূতবিজয় (পুং) সম্ভূতো বিজয়ো যস্য। জৈনদিগের একজন শ্রুতকেবলি। (হেম) [জৈন দেখ।]

সম্ভূতি (স্ত্রী) সম্-ভূ-ক্তিন্। ১ উৎপত্তি, উদ্ভব। ২ যোগ। ৩ ক্ষমতা, শক্তি। ৪ ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যবিশেষ, বিভূতি।

সম্ভূয়সন্ধান (ক্লী) সম্ভূয় মিলিত্বা যৎ সন্ধানং। পরস্পর মিলিত হইয়া যে সন্ধিকরণ।

সম্ভূয়সমুত্থান (ক্লী) সম্ভূয় মিলিত্বা সমুত্থানং কর্ম্মকরণং যত্র। মিলিত হইয়া একত্র বাণিজ্যকরণ, পরস্পর মিলিত হইয়া যে এক যোগে বাণিজ্য করা হয়, তাহাকে সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। চলিত যৌথকারবার। ২ বিবাদ পদবিশেষ। যৌথকারবারে যদি পরস্পরের মধ্যে কোনরূপ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাকেও সম্ভূয়-সমুত্থান কহে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, যে সকল বণিক্ একত্র মিলিত হইয়া লাভের জন্য ব্যবসা করে, তাহাদিগের মধ্যে যিনি যেরূপ অংশ প্রদান করিয়াছেন, বা তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যেরূপ প্রতিশ্রুতি আছে, তদনুসারে তাহারা লাভালাভ গ্রহণ করিবেন। যদি তাহাদের মধ্যে কেহ সাধারণের নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া দ্রব্যক্ষতি করে, অথবা যিনি নিজের অসাবধানতার জন্য ক্ষতি করেন, তিনি সেই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিবেন। যদি কেহ ব্যবসায় বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার করেন, তাহা হইলে তিনি সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবেন।

রাজা এই বণিকদিগের পণ-দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া সাধারণ লভ্যাংশ হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। রাজা যে সকল দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিষেধ করিবেন, কদাচ তাঁহারা সেই সকল দ্রব্য বিক্রয় করিবেন না। যিনি শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণ বিষয়ে মিথ্যা কথা কহেন, যিনি শুল্ক-গ্রহণস্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হন এবং যিনি বিবাদী দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করেন, রাজা তাহাদিগকে পণ্য দ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড বিধান করিবেন।

সম্ভূয় বণিকের মধ্যে যদি কেহ বিদেশে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি যিনি তাহার দায়াধিকারী হইবেন, তাহাকেই ঐ ধন দিতে হইবে। যদি ইহাতে কেহ বঞ্চনা করে, তাহা হইলে তাহাকে ঐ ব্যবসাতে অংশরহিত করিয়া বাহির করিয়া দিবে। এই সকল মিলিত বণিকের মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি পণ্যদ্রব্য পর্য্যবেক্ষণ, ও আয়ব্যয়-পরিদর্শন করিতে অশক্ত হন, তাহা হইলে তিনি অপরের দ্বারা উহা করাইতে পারিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা ২ অ°) মনুর অষ্টম অধ্যায়েও ইহার বিবরণ বর্ণিত আছে।

সম্ভৃত (ত্রি) সম্-ভৃ-ক্ত। সম্যক্ পুষ্ট। সম্যক্ ভৃত। ২ সঙ্গ-সিদ্ধ, সঞ্চিত। ৩ দত্ত। ৪ লব্ধ। ৫ পরিপূর্ণ। ৬ সম্যক্ বর্দ্ধিত। ৭ প্রস্তুত। ৮ সঙ্কলিত। ৯ জনিত। ১০ সম্যক্ প্রকারে ধৃত। ১১ সরূপ অর্থাৎ সমান রূপ। (ঋক্ ৮।৩৪।১২)

সম্ভৃতক্রতু (ত্রি) সম্পাদিতকর্ম্মা, যিনি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছেন।

"হরিভিঃ সম্ভৃতক্রতমিন্দ্র" (ঋক্ ১।৫২।৮)

'সম্ভৃতক্রতো সম্পাদিতকর্ম্মন্ সম্পাদিতপ্রজ্ঞ বা' (সায়ণ)

সম্ভৃতশ্রী (ত্রি) সম্ভৃতা শ্রীর্যস্যাঃ। জলদ, মেঘ।

সম্ভৃতসম্ভার (পুং) সম্পাদিত যজ্ঞোপকরণ। যিনি যজ্ঞীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।

"তেন সম্ভৃতসম্ভারো লব্ধকামো যুধিষ্ঠিরঃ।" (ভাগবত ১।১২।৩৫)

'সম্ভৃতসম্ভারঃ সম্পাদিতযজ্ঞোপকরণঃ' (স্বামী)

সম্ভৃতাঙ্গ (ত্রি) পুষ্টাঙ্গ, পুষ্ট-অবয়ববিশিষ্ট।

সম্ভৃতাশ্ব (ত্রি) পুষ্টাশ্ব, পুষ্ট অশ্বযুক্ত।

"সম্ভৃতৈঃ সম্ভৃতাশ্বঃ" (ঋক্ ৮।৩৪।১২) 'সম্ভৃতাশ্বঃ পুষ্টাশ্বঃ' (সায়ণ)

সম্ভৃতি (স্ত্রী) সম্ভৃ ক্তিন্। ১ সম্যক্ পোষণ। ২ সম্যক্ ভরণ। সম্যক্ ধারণ। ২ সম্ভার।

"অন্যেদ্যুর্গণকৈঃ সূনোর্লগ্নাহে নিশ্চিতে নৃপঃ।
চকারামরদত্তোঽত্র তদ্বিবাহায় সম্ভৃতিম্॥"

(কথাসরিৎসা° ১০৩।১৭১)

সম্ভৃত্য (ত্রি) সম্-ভৃঞ্ (ভৃঞোঽসংজ্ঞায়াং। পা ৩।১।১১২) ক্যপ্-তুক্চ। সম্ভার্য্য।

সম্ভৃত্বন্ (ত্রি) সম্ভরণশীল। (অথর্ব্ব ৩।২৪।২)

সম্ভেদ (পুং) সম্ ভিদ্-ঘঞ্। সঙ্গম, নদীসঙ্গম।

"পরস্ত্রিয়ং যোঽভিবদেৎ তীর্থেঽরণ্যে বনেঽপি বা।
নদীনাং বাপি সম্ভেদে স সংগ্রহণমাপ্নুয়াৎ॥" (মনু ৮।৩৫৬)

২ স্ফুটন। ৩ মেলন। ৪ সম্যক্‌ভেদ, ভেদন। সম্ভেদশব্দার্থ। ৫ একরূপতা। ৬ আসামের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখানে শুভবাসিনী দেবী বিদ্যমান। (বৃহন্নীল° ২২ অঃ)

সম্ভেদন (ক্লী) সম্-ভিদ্-ল্যুট্। সম্যক্ ভেদন। সম্ভেদশব্দার্থ।

সম্ভেদ্য (ত্রি) সং-ভিদ-যৎ। সম্ভেদযোগ্য, সম্ভেদের উপযুক্ত।

সম্ভোক্তৃ (ত্রি) সম্-ভুজ-তৃচ্। সম্যক্ ভোগকারী।

সম্ভোগ (পুং) সম্-ভুজ্-ঘঞ্। ভোগ।

"সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র ন দৃশ্যেতাগমঃ কচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন সম্ভোগ ইতি স্থিতিঃ॥" (মনু ৮।২০০)

২ সুরত, রতিক্রীড়া। উপভোগ, সুখাস্বাদন। ৩ হর্ষ, আনন্দ। ৪ কেলিনাগর। (জটাধর) ৫ শৃঙ্গারভেদ। সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে শৃঙ্গার দুই প্রকার, করুণ বিপ্রলম্ভাখ্য শৃঙ্গার ও সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার। ইহার লক্ষণ—

"দর্শনস্পর্শনাদীনি নিষেবেতে বিলাসিনৌ।
যত্রানুরক্তাবন্যোন্যং সম্ভোগোঽয়মুদাহৃতঃ॥"
আদিশব্দাদন্যোন্যাধরপানচুম্বনাদয়ঃ—
সংখ্যাতুমশক্যতয়া চুম্বনপরিরম্ভাদিবহুভেদাৎ॥
অয়মেক এব ধীরৈঃ কথিতঃ সম্ভোগশৃঙ্গারঃ।
তত্র স্যাদৃতুষট্‌কং চন্দ্রাদিত্যৌ তথাস্তময়ঃ॥
জলকেলিবনবিহারপ্রভাতমধুপানযামিনীপ্রভৃতিঃ।
অনুলেপনভূষাদ্যা বাচ্যং শুচিমেধ্যমন্যচ্চ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ২২৫-২৭)

যে স্থলে বিলাসী ও বিলাসিনী পরস্পর দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা অনুরক্ত হইয়া পরস্পরকে ভজনা করে, তথায় সম্ভোগাখ্য শৃঙ্গার হয়। এই শৃঙ্গার বর্ণন করিতে হইলে পরস্পরের চুম্বন, আলিঙ্গন, অধরপান, চন্দ্র ও সূর্য্যের অস্ত, ষট্‌ঋতুবর্ণন, জলকেলি, বনবিহার, প্রভাত, মধুপান, রাত্রিবর্ণন, অনুলেপন ও বেশভূষাদি বর্ণন করিতে হয়।

বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিরহ ব্যতীত সম্ভোগ পুষ্টিলাভ করে না, এইজন্য সম্ভোগ-শৃঙ্গারে বিপ্রলম্ভ বর্ণন করিতে হয়। প্রথম নায়ক ও নায়িকার দর্শনে পূর্ব্বরাগ জন্মে, এই অনুরাগ প্রবল হইলে পরস্পর মিলিত হইবার চেষ্টা করে। কোন সুযোগে ইহাদিগের মিলন হইলে পরে আবার ইহাদের বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিচ্ছেদ হয়। এই বিচ্ছেদকালে পরস্পরের অনুরাগ অতি প্রবল হইয়া সম্ভোগশৃঙ্গার পূর্ণ হয়।

"ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।
কষায়িতে হি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগো বিবর্দ্ধতে॥" (সাহিত্যদ°)

সম্ভোগকার (পুং) বুদ্ধভেদ।

সম্ভোগযক্ষিণী (স্ত্রী) যোগিনীভেদ।

সম্ভোগবৎ (ত্রি) সম্ভোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। ভোগবিশিষ্ট, ভোগযুক্ত। সম্ভোগযুক্ত।

সম্ভোগবেশ্মন্ (স্ত্রী) সম্ভোগগৃহ, রতিগৃহ, কেলিগৃহ।

সম্ভোগিন্ (ত্রি) সম্ভোগোঽস্যাস্তীতি ইনি। ১ সম্ভোগবিশিষ্ট। (পুং) ২ কেলিনাগর।

সম্ভোগ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-ণ্যৎ। ভোগ্য, সম্ভোগযোগ্য, সম্ভোগের উপযুক্ত।

সম্ভোজ (পুং) ভোজন, ভক্ষণ। সম্যক্ ভক্ষণ।

"সর্ব্বৈরুপায়ৈর্হন্তব্যঃ সম্ভোজশয়নাশনৈঃ।" (ভাগবত ৭।৫।৩৮)

সম্ভোজক (ত্রি) রন্ধনপূর্ব্বক ভোজনকারী।

সম্ভোজন (স্ত্রী) মিত্রতাসাদন বা গোষ্ঠিভোজন।

"সম্ভোজনী সাভিহিতা পৈশাচী দক্ষিণা দ্বিজৈঃ।
ইহৈবাস্তে তু সা লোকে গৌরন্ধেবৈকবেশ্মনি॥" (মনু ৩।১৪১)

'সম্ভোজনী সম্ শব্দঃ সহার্থে বর্ত্ততে সহ ভুজ্যতে যয়া সা সম্ভোজনী, মৈত্র্যাহি সহভোজনং প্রবর্ত্ততে, গোষ্ঠীভোজনং বা সম্ভোজনমিষ্যতে' (মেধাতিথি)

যাহাদিগকে ভোজন করাইলে, মিত্রতাসাদন অর্থাৎ বন্ধুত্ব হয়, তাহারই নাম সম্ভোজন। শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন নিন্দিত হইয়াছে। দ্বিজগণ শ্রাদ্ধকর্ম্মে কদাচ এই সম্ভোজন করাইবে না। দ্বিজগণ কর্ত্তৃক মিত্রতাসাদন যে সম্ভোজন অর্থাৎ গোষ্ঠীভোজন ঋষিরা উহাকে পিশাচধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধে এইরূপ ভোজন করান, তাহার ইহলোকে মিত্রতা লাভ হইতে পারে, কিন্তু ইহাতে পিতৃদিগের কোন উপকার সাধিত হয় না।

সম্ভোজনীয় (ত্রি) সম্-ভুজ-অনীয়র্। ভোজনার্থ, ভোজনের যোগ্য, ভোজনের উপযুক্ত।

"দধ্যোদনং সমানীতং শিলায়াং সলিলান্তিকে।
সম্ভোজনীয়ৈর্বুভুজে গোপৈঃ সঙ্কর্ষণান্বিতঃ॥"
(ভাগবত ১০।২০।২৯)

সম্ভোজ্য (ত্রি) সম্-ভুজ-যৎ। ভোজনযোগ্য, ভোজনার্হ। (মনু ৯।২৩৮)

সম্ভ্রম (পুং) সম্-ভ্রম-ঘঞ্। ১ ভয়াদি জনিত ত্বরা আনন্দ বা ভয়াদি জনিত ব্যস্ততা। পর্য্যায়—সম্বেগ, আবেগ, প্রবেগ, ত্বরা, ত্বরি। (অমর ও তট্টীকা) ২ ভয়। ৩ সম্মান, গৌরব, মান্যতা। ৪ আদর। ৫ ভ্রান্তি। ৬ ঘূর্ণন। ৭ সূত্র। (অজয়)

সম্ভ্রান্ত (ত্রি) সম্-ভ্রম্-ক্ত। ১ মান্য, গৌরবান্বিত, সম্ভ্রমশালী। ২ আদরণীয়, ত্বরাবিশিষ্ট।

সম্ভ্রান্ততন্ত্র, সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের হস্তগত রাজ্যশাসন। (Aristocracy)

সম্ভ্রান্তসমাজ, ইংলণ্ড দেশের রাজকীয় সভাসংক্রান্ত সম্ভ্রমশালী ব্যক্তিদিগের সভা (House of Lords)

সম্ভ্রান্তি (স্ত্রী) সম্-ভ্রম্-ক্তিন্। সম্ভ্রম।

সম্মত (ত্রি) সম্-মন-ক্ত, ক্তিতি নস্য লোপঃ। অনুমত, অভিমত, অভিপ্রেত।

সম্মতি (স্ত্রী) সম্-মন-ক্তিন্। ১ অনুমতি, আদেশ, অনুজ্ঞা। ২ মত, অভিপ্রায়। ৩ সম্মান। ৪ ইচ্ছা, বাসনা। ৫ ঐকমত্য। ৬ আত্মবোধ, আত্মজ্ঞান। (অজয়)

সম্মতিমন্ (পুং) পাণিনুক্ত ব্যক্তিভেদ। (পা ৫।১।১২৩)

সম্মতায় (ত্রি) সম্মত শাখাভেদ। (তারনাথ)

সম্মদ (পুং) সম্-মদ (প্রমদসম্মদৌ হর্ষে। পা ৩।৩।৬৮) ইতি অপ্। ১ হর্ষ, আমোদ, আহ্লাদ।

২ মৎস্যবিশেষ। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, এই মৎস্য অধিক জলে অবস্থান করে, পরিমাণে অতিবৃহৎ এবং অনেক সন্ততিযুক্ত। "তত্র চান্তর্জলে মৎস্যঃ সম্মদোনাম অতি-বহুপ্রজঃ অতিপ্রমাণো মীনাধিপতিরাসীৎ" (বিষ্ণুপু° ৪।২।৬৯) (ত্রি) ৩ সুখী, আনন্দিত। হর্ষযুক্ত।

সম্মদময় (ত্রি) সম্যক্ হর্ষ বা আনন্দবিশিষ্ট।

সম্মনস্ (ত্রি) ১ সমান মনস্ক। ২ পরস্পরানুরাগযুক্ত। (অথর্ব্ব ৬।৪২।১)

সম্মনিমন্ (ত্রি) পরস্পরে সমান অনুরাগবন্ত। একমনা।

সম্মন্তব্য (ত্রি) সম্-মন্-তব্য। সম্যক্ মননযোগ্য, সম্যক্ মননের উপযুক্ত।

সম্মন্ত্রণীয় (ত্রি) সম্-মন্ত্র-অনীয়র্। সম্যক্‌রূপে মন্ত্রণীয়, সম্যক্ মন্ত্রণার যোগ্য।

সম্ময়ন (ক্লী) যূপপ্রোথন বা যূপের চারিধারে খাত খনন।

সম্মর্দ্দ (পুং) সম্মৃদ্যতেঽত্রেতি সম্-মৃদ-ঘঞ্। ১ যুদ্ধ। ২ জনতা, ভিড়, সজ্ঘর্ষ। ৩ পরস্পর বিমর্দ্দ।

"বদ্‌গো প্রতরকল্পোঽভূৎ সম্মর্দ্দস্তত্র মজ্জতাং।" (রঘু ১৫।১০১)

সম্মর্দন (পুং) ১ বাসুদেবের পুত্রভেদ। (ভাগবত ৯।২৪।৫১) ২ বিদ্যাধরবিশেষ। (কথাসরিৎসাগর ৪৮।৭৮) (ত্রি) ৩ সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্দ্দিন্ (ত্রি) সম্মর্দ্দয়তীতি সম্-মৃদ্ গ্রহাদিত্বাদিন্। (পা ৩।১।১৩৩) সম্মর্দ্দকারী।

সম্মর্শন (ক্লী) সম্যক্ ব্যাপন, ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়া।

সম্মর্শিন্ (ত্রি) বিচারকারী। (তৈত্তিরীয়পনিষৎ ১।১১।৪)

সম্মর্ষ (পুং) সম্যক্ মর্ষ, সহন। (ভাগবত ১১।১৯।৩৬)

সম্মা (স্ত্রী) তুল্য। 'সম্মাঃ ইত্যত্র দ্বিতীয়ো মকারশ্ছান্দসঃ। তস্মিন্ পঠীতে সতি সম্মা তুল্যেত্যুক্তং ভবতি।' (ঐত°ব্রা°৩।১৩।°)

সম্মা (দেশজ) শম্মা, শর্ম্মন্ শব্দের অপভ্রংশ।

সম্মাতৃ (ত্রি) পতিব্রতাপুত্র। যাহার মাতা সৎ।

সম্মাতুর (ত্রি) সতীতনয়, পতিব্রতাপুত্র।

সম্মাদ (পুং) সম্-মদ-ঘঞ্। সম্যক্‌প্রকারে মত্ততা, উন্মাদ, অতিমোহ।

সম্মান (পুং) সং-মন-অচ্। ১ সমাদর, পূজা, গৌরব। (ক্লী) সম্-মা-ল্যুট্। ২ সম্যক্ পরিমাণ।

সম্মানন (ক্লী) সম্-মান-ল্যুট্। সম্মান, সম্ভ্রম।

সম্মাননা (স্ত্রী) সম্-মান-যুচ্-টাপ্। সম্মান।

সম্মাননীয় (ত্রি) সম্-মান-অনীয়র্। সম্মানের যোগ্য, সমাদরের উপযুক্ত।

সম্মানিত (ত্রি) সম্মানোঽস্য জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্। সমাদৃত, সৎকৃত, পূজিত।

সম্মানিন্ (ত্রি) সম্মান অস্ত্যর্থে ইন্। সম্মানবিশিষ্ট, সম্মানযুক্ত।

সম্মান্য (ত্রি) সং-মান-যৎ। সম্মানার্হ, সম্মানের যোগ্য, সম্মানের উপযুক্ত।

সম্মার্গ (পুং) সাধুমার্গ, উৎকৃষ্ট পন্থা। যে পথে বিচরণ করিলে মোক্ষাদি শ্রেষ্ঠ পদে উন্নীত হওয়া যায়।

সম্মার্জ্জক (ত্রি) সম্মার্জয়তীতি সং-মৃজ্-ণ্বুল্। সম্যক্-মার্জ্জনকারী। পরিষ্কারক। পরিষ্কারকারী। ২ সম্মার্জনী, চলিত ঝাটা।

সম্মার্জ্জন (ক্লী) সম্-মৃজ্-ল্যুট্। ১ সংশোধন।

"সম্মার্জ্জনঞ্চ সংশুদ্ধিঃ সংশোধনবিশোধনে।" (রত্নমালা)

২ পরিষ্কারণ।

সম্মার্জ্জনী (স্ত্রী) সম্মৃজ্যতেঽনয়েতি সম্-মৃজ ল্যুট্। ধূল্যাদি-মার্জ্জনসাধনী, যাহা দ্বারা ধূলি প্রভৃতি পরিষ্কার করা যায়, চলিত ঝাঁটা, কোস্তা, খেংরা। পর্য্যায়—শোধনী, উহনী, সমূহনী, বহুকারী, বর্দ্ধনী। (হেম) গৃহস্থদিগের পঞ্চসূনার মধ্যে ইহা একটী; কুণ্ডণী, পেষণী, চুল্লী, উদকুম্ভী ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটী পঞ্চসূনা। গৃহস্থেরা প্রতিদিন সম্মার্জ্জনকালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক প্রাণিবধ করেন। এই পঞ্চসূনা জন্য পাপ দ্বারা মানব স্বর্গলাভে অধিকারী হয় না, এইজন্য শাস্ত্রে প্রতিদিন পঞ্চযজ্ঞের বিধান আছে। যাহারা বিধিপূর্ব্বক পঞ্চযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের পঞ্চসূনা জন্য পাপ নিরাকৃত হয়।

[পঞ্চসূনা দেখ]

সম্মিত (ত্রি) সম্-মা-ক্ত। সমান পরিমাণ, তুল্য পরিমাণ। ২ সদৃশ, তুল্য, সমান।

সম্মিতত্ব (ক্লী) সম্মিতস্য ভাবঃ ত্ব-টাপ্। সম্মিতের ভাব বা ধর্ম্ম, সদৃশত্ব, তুল্যত্ব।

সম্মিতি (স্ত্রী) ১ উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ২ সদৃশাভিলাষ।

সম্মিমর্দ্দিষু (ত্রি) সম্মর্দ্দয়িতুমিচ্ছুঃ সম্-মৃদ-সন্, উ। সম্মর্দ্দন করিতে অভিলাষী।

সম্মীমানয়িষু (ত্রি) মান খর্ব্ব করিতে অভিলাষী।

সম্মিলন (ক্লী) সম্-মিল-ল্যুট্। সম্যক্‌মিলন, সংযোগ, একত্র হওন।

সম্মিলিত (ত্রি) সম্-মিল-ক্ত। সম্যক্‌মিলিত, সংযুক্ত, একত্র।

সম্মিশ্র (ত্রি) সম্যক্‌প্রকারেণ মিশ্রয়তীতি মিশ্র মিশ্রণে অচ্। সংযুক্ত, মিশ্রিত।

সম্মীলন (ক্লী) সম্-মীল-ল্যুট্। সম্যক্‌মীলন, সম্যক্‌মুদ্রিত-করণ, বুজা, সঙ্কোচন।

"চেতঃ সম্মীলনং নিদ্রা" (সাহিত্যদ° ১৮৫)

সম্মীল্য (ত্রি) সম্-মীল-ণৎ। ১ সম্মীলনযোগ্য। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সম্মুখ (ত্রি) সম্যক্ মুখং যস্য। ১ অভিমুখাগত। পর্য্যায়—ভগ্নপৃষ্ঠ। (ত্রিকা°) (ক্লী) ২ সমক্ষ, অভিমুখ, সুমুখ।

"দৃষ্টা দর্শয়তি ব্রীড়াং সম্মুখং নৈব পশ্যতি।" (সাহিত্যদ° ৩।১৫৪)

সৰ্ব্বং মুখমিতি নিপাতনাদন্তলোপে সম্মুখমিতি সিদ্ধং। ৩ সমস্ত মুখ, সকল মুখ। (কাশিকা ৫।২।৬)

সম্মুখিন্ (পুং) সম্মুখমস্ত্যস্যেতি ইনি। দর্পণ।

সম্মুখীন (ত্রি) সৰ্ব্বস্য মুখস্য দর্শনঃ সম্মুখ (যথামুখসম্মুখস্য দর্শনঃ খঃ। পা ৫।২।৬) ইতি খ। ১ অভিমুখ। ২ অভিমুখো-স্থিত, সম্মুখবর্ত্তী।

সম্মূঢ় (ত্রি) সম্-মুহ-ক্ত। সম্যক্‌মোহযুক্ত, মুগ্ধ।

"মানুষ্যে কদলীস্তম্ভে নিঃসারে সারমার্গণং।
যঃ করোতি স সম্মূঢ়ো জলবুদ্বুদসন্নিভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

২ রাশীকৃত। ৩ ভগ্ন। ৪ শীঘ্রজাত। ৫ নির্ব্বোধ, অজ্ঞান।

সম্মূঢ়পিড়কা (স্ত্রী) শূকরোগভেদ। লক্ষণ—

"পাণিভ্যাং ভৃশসম্মূঢ়ে সম্মূঢ়পিড়কা ভবেৎ॥"

(মাধবনি° শূকরোগাদি°)

লিঙ্গে শূকরোগ হইলে হস্তদ্বারা যদি লিঙ্গ অতিশয় ঘর্ষণ করা হয়, এবং তাহাতে যদি লিঙ্গ পিচ্ছিত হইয়া অবনত হয়; তাহা হইলে তাহাকে সম্মূঢ়পীড়া কহে। বায়ু প্রকুপিত হইয়া এই রোগ জন্মে। [শূকরোগ দেখ]

সম্মূত্রণ (ক্লী) সম্যক্ মূত্রণ, সম্যক্ মূত্রত্যাগ।

"শুক্রসম্মূত্রণে শুক্রমল্লং" (বৃহৎস° ৮৯।১)

সম্মূর্চ্ছ (পুং) সম্-মূর্চ্ছ-অচ্। ১ সম্যক্ মোহ। ২ ব্যাপ্তি।

সম্মূর্চ্ছজ (পুং) সম্যক্ প্রকারেণ মূর্চ্ছতি ব্যাপ্নোতীতি মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ অচ্ তথাবিধঃ সন্ জায়তে ইতি জন-ড। তৃণাদি। (হেম)

সম্মূর্চ্ছন (ক্লী) সম্-মূর্চ্ছ ব্যাপ্তৌ মোহে চ ল্যুট্। ১ সৰ্ব্বতো ব্যাপ্তি, অতি ব্যাপ্তি। ২ মোহ, মূর্চ্ছা। ৩ বৃদ্ধি। ৪ বিস্তার। ৫ উচ্চতা, উচ্ছ্রায়।

সম্মূর্চ্ছনোদ্ভব (পুং) সম্মূর্চ্ছনামুদ্ভবতীতি উৎ-ভূ-অচ্। মৎস্যাদি। (হেম)

সম্মৃষ্ট (ত্রি) সম্-মৃজ-ক্ত। সংশোধিত, পরিষ্কৃত, মার্জ্জিত, নির্ম্মলীকৃত। (অমর)

সম্মেঘ (পুং) ১ সম্যক্ মেঘ। ২ মেঘযুক্ত আকাশ।

(পঞ্চবিংশব্রা° ৫।৯।১০)

সম্মেত (পুং) পর্ব্বতভেদ। বাঙ্গালার পরেশনাথ পাহাড়।

সম্মেলন (ক্লী) সম্যক্ মিলন।

সম্মোদ (পুং) সম্-মুদ-ঘঞ্। আমোদ, আনন্দ, প্রীতি, হর্ষ। (শব্দরত্না°)

সম্মোদন (ক্লী) সম্-মুদ-ল্যুট্। ১ সম্মোদ, হর্ষ, আনন্দ।

সম্মোহ (পুং) সম্-মুহ-ঘঞ্। সম্যক্ মোহ। মুগ্ধকরণ।

সম্মোহক (ত্রি) সম্মোহয়তীতি সম্-মোহি-ণ্বুল্। মোহকারক, মোহজনক। (পুং) ২ সন্নিপাত জ্বরবিশেষ। লক্ষণ—

"প্রবৃদ্ধমধ্যহীনৈস্তু বাতপিত্তকফৈশ্চ যঃ।
তেন রোগস্তুএবোক্তা যথাদোষবলাশ্রয়াঃ।
প্রলাপায়াসসম্মোহকম্পমূর্চ্ছারতিভ্রমাঃ॥
একপক্ষাভিঘাতশ্চ তত্রাপ্যেতে বিশেষতঃ।
এষ সম্মোহকো নাম সন্নিপাতঃ সুদারুণঃ॥"

(ভাবপ্রকাশ জ্বরাধি°)

যে স্থলে বায়ু অতি প্রবল, পিত্ত মধ্যবল এবং কফ অতি হীনবল হইয়া সন্নিপাতের লক্ষণযুক্ত জ্বর উৎপাদন করে, তাহাকে সম্মোহক সন্নিপাত কহে। এই রোগে বায়ু অতি প্রবল থাকে, এই জন্য বেদনা, কম্প, নিদ্রানাশ ও বিষ্টম্ভ প্রভৃতি বায়ুকোপজন্য লক্ষণ সকল অতিমাত্রায় প্রকাশ পায়। দাহ, পিপাসা, উষ্ণতা ও ঘর্ম্ম প্রভৃতি পিত্তজ লক্ষণ সমূহও ঐ সঙ্গে মধ্যমরূপে প্রকাশিত হয়। গুরুত্ব, অগ্নিমান্দ্য, উৎকাস, এবং মুখনাসিকাস্রাব প্রভৃতি কফজ লক্ষণ সকল কফের হীনতা প্রযুক্ত অল্পরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন প্রলাপ, আয়াস অর্থাৎ অকারণে শ্রমবোধ, মোহ, কম্প, মূর্চ্ছা, ভ্রম, এবং বাম কি দক্ষিণ যে দিকই হউক একপক্ষ অবসন্ন হয়। এই সন্নিপাতজ্বর অতি ভয়ানক এবং কষ্ট সাধ্য। এই জ্বর হইলে সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশেষ সাবধানতার সহিত চিকিৎসা করিবেন।

[সন্নিপাত ও জ্বর দেখ]

সম্মোহন (ক্লী) সম্-মুহ-ল্যুট্। ১ মুগ্ধকরণ। (ত্রি) ২ মোহজনক, মোহকারক। (পুং) ৩ কন্দর্পের পঞ্চবাণের অন্তর্গত বাণবিশেষ।

সম্মোহনতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সম্যক্ (অব্য°) সমুদায়।

"সম্যক্ সংসাধনং কর্ম্মকর্ত্তব্যমধিকারিণা।
নিষ্কামেণ সদা পার্থ কাম্যং কামান্বিতেন চ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

সর্ব্বপ্রকারে, সমগ্ররূপে, উপযুক্তরূপে, উত্তমরূপে। (ত্রি) সম্যচ্। সম্যচ্ শব্দের প্রথমার একবচনে সম্যক্ হয়।
[সম্যচ্ দেখ।]

সম্যক্কর্ম্মান্ত (পুং) সম্যক্‌রূপে কর্ম্মের সর্ব্বশেষ। নিষ্পাদনাবস্থা।

সম্যক্চারিত্র (ক্লী) জৈনমতে বিশুদ্ধ তত্ত্ব অবগত হইয়া তদনুসারে চরিত্ররক্ষা, ইহা ধর্ম্মত্রয়ের অন্তর্গত।
[জৈনশব্দ ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্ত্ব (ক্লী) উপযুক্ততা।

সম্যক্‌জ্ঞান (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন ১৯৮ পৃষ্ঠা দেখ।]

সম্যক্‌দর্শন (ক্লী) জৈনমতে ধর্ম্মভেদ। [জৈন দেখ]

সম্যক্‌দর্শিন্ (ত্রি) ধর্ম্মতত্ত্বার্থদর্শী।

সম্যক্‌দৃশ্ (ত্রি) সম্পূর্ণ দৃষ্টিযুক্ত।

সম্যক্‌দৃষ্টি (স্ত্রী) ১ সম্যক্ দর্শন। ২ ভাল করিয়া দেখা।

সম্যক্‌প্রবৃত্তি (স্ত্রী) সম্যক্ ইচ্ছা।

সম্যক্‌সঙ্কল্প (পুং) সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প।

"সম্যক্‌সঙ্কল্পজঃ কামো ধর্ম্মমূলমিদং স্মৃতং।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ১।৭)

সম্যক্‌সত্য (পুং) বৌদ্ধব্রতিভেদ। (তারনাথ)

সম্যক্‌সমাধি (পুং) বৌদ্ধদিগের সমাধিবিশেষ।

সম্যক্‌সম্বুদ্ধ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ত্রি) ২ সম্যক্ সবুদ্ধ, সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট।

সম্যক্‌সম্বোধ (পুং) বুদ্ধভেদ। ২ সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত।

সম্যক্‌বোধ (পুং) সম্যক্ জ্ঞান।

সম্যগ্‌যোগ (পুং) সম্পূর্ণ যোগ, সমাধি।

সম্যগ্‌বাচ্ (স্ত্রী) সম্যক্ আলাপ।

সম্যচ্ (ত্রি) সম্-অঞ্চ ঋত্বিগাদিনা ক্বিন্ (সমঃ সমি। পা ৬।৩।৯৩) ইতি সম্যাদেশঃ। ১ সত্যবচন। অর্থেন সহ সম্যক্ সঙ্গচ্ছতে অঞ্চ-ক্বিন্। ২ সঙ্গত। ৩ মনোজ্ঞ।

সম্রাজ্ (পুং) সম্যক্ রাজতে ইতি সম্-রাজ ক্বিপ্। (মোরাজিসম্ রাজৌ। পা ৮।৩।২৫) ইতি সমো মকারস্য মাদেশস্তেন নাহুস্বারঃ। সার্ব্বভৌম নরপতি, রাজসূয়যজ্ঞকারী, যিনি সকল নরপতিকে জয় করিয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহাকে সম্রাট্ কহে। মণ্ডলেশ্বর, দ্বাদশ রাজমণ্ডলের অধিপতি, সর্ব্বভূমীশ্বর, রাজা, রাজাধিরাজ, সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি। অমরসিংহ লিখিয়াছেন যে, যাহার আজ্ঞানুসারে রাজগণ পৃথিবী শাসন করেন, তাঁহাকে সম্রাট্ কহে। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সম্রাজ্ঞী এই পদ হয়।

সম্রাজ্ঞী (স্ত্রী) সম্রাজন্-ঙীষ্। সম্রাট্‌পত্নী। রাজমহিষী। রাজেশ্বরী।

সযতি (ত্রি) সমান যতিবিশিষ্ট।

সযত্ন (ত্রি) যত্নেন সহ বর্ত্তমানঃ। যত্নের সহিত বর্ত্তমান। যত্নযুক্ত, যত্নবিশিষ্ট।

সযত্ব (ক্লী) সঙ্গম, মিলন, সহবাস। (তৈ° স° ৬।৬।৪।৬)

সযন (ক্লী) ১ বন্ধন। (পুং) ৩ বিশ্বামিত্রের পুত্রভেদ।

সযব (ত্রি) যবের সহিত বর্ত্তমান, যবযুক্ত, যববিশিষ্ট।

সযাবক (ত্রি) ১ যাবকযুক্ত। ২ সমান গতিবিশিষ্ট।

সযাবন্ (ত্রি) সমানং যাবতীতি চ প্রাপণে আতো মনিন্নিতি বনিপ্। সমানগতিবিশিষ্ট, তুল্যগতি। "দৈবৈরগ্নে সযাবভিঃ" (ঋক্ ১।১৪।১৫) 'সযাবভিঃ সমানগতিভিঃ' (সায়ণ) স্ত্রীলিঙ্গে শব্দের অন্তস্থ ন স্থানে র করিয়া সযাবরী পদ হইবে।

সযুক্ত্ব (ক্লী) সযুক্ ভাবে ত্ব। সংযোগের ভাব বা ধর্ম্ম।

সযুগ্বন্ (ত্রি) সহায়যুক্ত।

"সযুগ্বোঞ্চিহয়া সবিতা" (ঋক্ ১০।৩০।৪)

'সযুগ্বা সহায়যুক্তাগ্নেঃ সহায়ভূতাঃ' (সায়ণ)

সযুজ্ (ত্রি) সমানযোগবিশিষ্ট, সমানযোগযুক্ত।

"দ্বাসুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং" (ঋক্ ১।১৬৪।২০)

'সযুজা সমানযোগৌ' (সায়ণ)

সযূথ্য (ত্রি) সযূথে ভবঃ (সগর্ভসযূথসনুতাদ্যৎ। পা ৪।৪।১১৪) ইতি যৎ। সযূথভব।

সযোগ (ত্রি) যোগের সহিত বর্ত্তমান, যোগযুক্ত, সংযোগ।

সযোনি (পুং) যোনিভিঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ইন্দ্র। (ত্রি) ২ যোনির সহিত বর্ত্তমান, সমানোৎপত্তিস্থানক, যাহার উৎপত্তিস্থান এক।

"সনা অত্র যুবতয়ঃ সযোনীরেকং গর্ভং দধিরে" (ঋক্ ৩।১।৬)

'সমানং অন্তরীক্ষং যোনিস্থানং যাসাং তাঃ' (সায়ণ)

সযোনিতা (স্ত্রী) সযোনি ভাবে তল্-টাপ্। সযোনির ভাব বা ধর্ম্ম।

সর (ক্লী) সরতীতি সৃ-অচ্। ১ সরোবর। (শব্দরত্না°) ২ জল। (জটাধর) (পুং) ৩ দধ্যগ্র, দধির অগ্রভাগ।

'সরশ্চ দধ্যগ্রগং দধিস্নেহস্ত কট্টরং।' (রত্নমালা)

৪ গতি। ৫ বাণ। ৬ লবণ। (পুং স্ত্রী) ৭ নির্ঝর। (ভবতদ্বিরূপকোষ) (ত্রি) ৮ সারক। ৯ ভেদক। ১০ গমনকর্ত্তা। (পুং) ১১ মহাপিণ্ডীতরু। (রাজনি°)

সর, বাঙ্গালার পুরীজেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। পুরীনগরের উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত ও ভার্গবী নদীর সঞ্চিত জলে গঠিত। ইহা পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৪ মাইল লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে ২ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ১৯°৫১´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৫৫´ পূঃ। চিল্কার ন্যায় এই ক্ষুদ্র হ্রদের সহিত সমুদ্রের কোনরূপ সংযোগ নাই। হ্রদ ও সমুদ্রের মধ্যস্থলে উচ্চ বালিয়াড়ি-

সমূহ বিদ্যমান থাকায় সমুদ্রের জল ইহাতে প্রবেশ করিতে পায় না। এই স্থান প্রায়ই জনশূন্য, জেলেরা এই স্থান হইতে মাছ তুলিয়া বিক্রয়ার্থ নগরে লয় না। যখন একান্তই বৃষ্টির অভাব হয়, তখন অদূরদেশবাসী কৃষকেরা এখান হইতে নালী দ্বারা জল লইয়া শস্যক্ষেত্রাদিতে সরবরাহ করিয়া থাকে।

সরঃকাক (পুং) সরসঃ কাকঃ। হংস। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সরঃকাকী—হংসী। (শব্দরত্না°)

সরক (ক্লী) সরমেব স্বার্থে কন্। ১ সরোবর। ২ আকাশ। (পুং ক্লী) সরতীতি সৃ-বুন্। ৩ শীধুপাত্র। ৪ শীধুপান। ৫ মদ্যপরিবেশন। "কিমন্তরাত্রিপর্য্যাপ্তমস্তি নঃ সরকং ন বা ॥" (কথাসরিৎসাগর ৫৪।১২৯)

(ত্রি) ৬ গতিশীল।

সর্ কশ্ (পারসী) ১ অবাধ্য। ২ অগ্রাহ্য।

সর্ কার (পারসী) ১ বিচারালয়। ২ গভর্ণমেণ্ট। ৩ সম্পত্তি। ৪ প্রধানস্থান। ৫ প্রধানকর্ম্মচারী। ৬ উপাধিবিশেষ। যাহারা রাজসরকারে প্রধানকার্য্য করিত, তাহারা এই উপাধি পাইত, অদ্যাবধি এই উপাধি তাহাদের বংশগত হইয়া আসিতেছে।

সরকারী (পারসী) রাজকীয়, গবর্মেণ্ট সংক্রান্ত।

সরক্ত (ত্রি) রক্তের সহিত বর্ত্তমান, রক্তযুক্ত, রক্তবিশিষ্ট।

সরক্তগৌর (ত্রি) রক্তিমাভ গৌরবর্ণযুক্ত।

সর্ খৎ (পারসী) লিখিত আদেশপত্র। কর্ম্মচারী নিয়োগকালে তাহার নিয়োগপত্রে তাহার কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয়।

সর্ গরম্ (পারসী) সাধারণে জাহির করা। জানান, ঘোষণা।

সরগুজা, বাঙ্গালার ছোট নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী সুবিস্তৃত সামন্ত রাজ্য। অক্ষা° ২২°৩৭´৩০´´ হইতে ৮৪°৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৩২´৫´´ হইতে ৮৪°৭´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৬০৫৫ বর্গ মাইল। ইহার উত্তর সীমায় যুক্ত-প্রদেশের মীর্জ্জাপুর জেলা ও রেবারাজ্য, পূর্ব্বে লোহারডাগা জেলা, দক্ষিণে যশপুর ও উদয়পুর সামন্তরাজ্য ও মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার কতকাংশ এবং পশ্চিমে কোরিয়া সামন্ত রাজ্য।

এই রাজ্যের অধিকাংশ স্থান অধিত্যকা, উপত্যকা ও পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চনিম্ন ভূমিতে পূর্ণ। ইহার পূর্ব্বাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫০০ ফিট্ উচ্চ। পালামৌ ও যশপুরের সীমান্ত দেশভাগে প্রায় ৩৫০০ হইতে ৪০০০ ফিট উচ্চ শৈলমালা দৃষ্ট হয়। এখানকার মেনপাট নামক অধিত্যকাভাগ দৈর্ঘ্যে ১৮ মাইল এবং বিস্তার ৬ হইতে ৮ মাইল। ইহার সর্ব্বোচ্চ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৭৮১ ফিট উচ্চ। জমীরাপাট নামক অপর অধিত্যকাভূমিও দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল হইবে। উক্ত অধিত্যকাদ্বয় বনমালাবিভূষিত ও শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত প্রশস্ত প্রান্তর পরিশোভিত। ঐ তৃণাচ্ছাদিত ভূখণ্ড গবাদি বিচরণের উপযোগী। এইস্থান হইতে রাজার প্রায় বার্ষিক ২৫০০্ টাকা রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। শৈলশৃঙ্গ গুলির মধ্যে মৈলান ৪০২৪ ফিট্, জাম ৩৮২৭ ফিট্ এবং পার্ত্তাঘর্সা ৩৮০৪ ফিট্ উচ্চ।

এখানে কতকগুলি পর্ব্বতগাত্রবাহিনী নদী দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে কন্হার, বেড়া ও মাহান উত্তরবাহিনী হইয়া শোণনদে নিপতিত হইয়াছে। শঙ্খ নামক নদী ব্রাহ্মণী নদীর অন্যতম শাখা। এই নদী গুলিতে বর্ষাকালেই জলাধিক্য হয়, কিন্তু অন্যান্য ঋতুতে আদৌ জল থাকে না। বর্ষার সময় বন্যার প্রবাহের খরতানিবন্ধন নদীবক্ষে নৌকাচালন অসম্ভব হয়; অন্যান্য সময়ে জলাভাববশতঃ নৌকা চলে না। রাজ্যের উত্তরে তপ্তপাণি নামক স্থানে কএকটী উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। বিশ্রামপুরে কয়লার খাত দৃষ্ট হয়। প্রায় রাজ্যের সর্ব্বত্রই শালবন আছে।

এই রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় নাই। রাজবংশমালা আলোচনা করিলে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহা সন্দেহজনক এবং তাহা হইতে প্রকৃত ইতিহাস সঙ্কলন করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভ হইতেই এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। ঐ সময়ে একদল মরাঠাসৈন্য গঙ্গাতীবাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রথমে এই রাজ্য অধিকার ও লুণ্ঠন করে এবং এখানকার সর্দ্দারকে বেরাররাজের শাসনাধীনে আনয়ন করে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে পালামৌ নামক স্থানে একটী বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। ঐ বিদ্রোহে সরগুজার রাজা সহায়তা করায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কর্ণেল জোন্সকে তাঁহার বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করেন। ইংরাজ-সৈন্যের আগমনে বিদ্রোহ প্রশমিত হয় এবং ছোটনাগপুরের রাজার সহিত ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের একটী মৈত্রসূচক সন্ধি স্থাপিত হয়। কিন্তু ঐ সন্ধি অনুসারে অধিকদিন উভয় পক্ষে কার্য্য করিতে সমর্থ হন নাই, ইংরাজসৈন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবার অব্যবহিত পরেই রাজা ও রাজপরিবারবর্গের মধ্যে এখানে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব ঘটে। তদনুসারে ১৮১২ খৃষ্টাব্দে পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর রফ্সেজ্ স্বয়ং সরগুজায় যাইয়া রাজ্যের শৃঙ্খলাস্থাপনে ও বিপ্লব শান্তি করিতে প্রয়াস পান। অনেক বুঝাইলেও যখন রাজকুমার পলিটিকাল এজেণ্টের পরামর্শে কর্ণপাত করিলেন না, তখন রাজকার্য্য সুশৃঙ্খলে পরিচালনের জন্য একজন দেওয়ান নিযুক্ত হইল। উদ্ধত যুবরাজ ও তাঁহার অনুচরেরা ঐ ইংরাজ-কর্ম্মচারীকে গোপনে নিহত করেন এবং বৃদ্ধ রাজা ও তাঁহার রাণীদ্বয়কে কারারুদ্ধ করিবার প্রয়াস পান। মেজর রফ্সেজ

রাজার দেহরক্ষার জন্য যে ইংরাজ সিপাহী সরগুজায় রাখিয়া যান, তাহারা বিশেষ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষা করে। ১৮১৮ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এখানে ঘোর শাসনবিশৃঙ্খলা চলিয়াছিল। উক্ত বর্ষে মধুজী ভোন্‌স্‌লে (অপাসাহিব) ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এই প্রদেশ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। তদবধি এখানে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এখানকার সর্দ্দার ইংরাজ গবর্মেণ্ট হইতে মহারাজ উপাধি ও যথোপযুক্ত উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে রাজা রঘুনাথ শরণ সিংহ সাবালক হইয়া স্বয়ং রাজকার্য্য পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। তৎপূর্ব্বে ছোটনাগপুরের কমিসনর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে ইহার শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতেছিল।

সরঘা (স্ত্রী) সরং মধুবিশেষং হন্তীতি হন-ড নিপাতনাৎ সাধুঃ। মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। (অমর)

সরঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-অঙ্গচ্। ১ চতুষ্পাৎ। ২ পক্ষী।

সরজ (ক্লী) সরাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, হৈয়ঙ্গবীন। (হারাবলী) ২ মলিন।

"সা তন্তর্ত্তুঃ সমাদায় বচঃ কুবলয়েক্ষণা।
সরজং বিভ্রতী বাসো বেণীভূতান্ স্বমূর্দ্ধজান্॥"
(ভাগবত ৩।২৩।২৩)

সরজৎ (ত্রি) এককালীন রঞ্জনকারী বা উদকজনয়িতা।

"মহিমব্রতং ন সরজন্তমধ্বনঃ" (ঋক্ ১০।১১৫।৩) 'সরজন্তং মার্গাৎ সহযুগপদেব রঞ্জয়ন্তং, বা সরস্য উদকস্য জনয়িতারং' (সায়ণ)

সরজত (ত্রি) রজতের সহিত বর্ত্তমান, রজতযুক্ত, রজতবিশিষ্ট।

সরজস্ (স্ত্রী) রজসা সহ বর্ত্তমানা। ১ ঋতুমতী স্ত্রী। (ত্রিকা°) ২ পঙ্কজ। (কাশিকা ৫।৪।৭৭)

সরজাস্ক (ত্রি) রজোযুক্ত, ধূলিবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সরজস্কা—ঋতুমতী স্ত্রী।

সরঞ্জাম (পারসী) আসবাব। উপকরণ দ্রব্যাদি, সাজসজ্জা।

সরট্ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরটিঃ। উণ্ ১।১৩৩) ইতি অটিঃ। ১ বায়ু। ২ মেঘ। (উজ্জ্বল) ৩ মধুমক্ষিকা, মৌমাছি। ৪ কৃকলাস।

সরট (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ শকাদিত্বাদটন্। কৃকলাস, চলিত গিরগিট, কাঁকলাস। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে, যদি সরট মস্তকে আরোহণ করে তাহা হইলে রাজ্যলাভ, কপালে ঐশ্বর্য্য, কর্ণদ্বয়ে ভূষণলাভ, নেত্রদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, নাসিকাতে সুগন্ধ বস্তুলাভ, মুখে মিষ্টান্নভোজন, কণ্ঠে লক্ষ্মীলাভ, ভুজদ্বয়ে ঐশ্বর্য্য, বাহুমূলে ধনলাভ, স্তনমূলে সৌভাগ্য, হৃদয়ে সুখ, পৃষ্ঠে মহীলাভ, পার্শ্বদ্বয়ে বন্ধুদর্শন, কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভ, গুহ্যে মৃত্যু, জঙ্ঘাদ্বয়ে অর্থক্ষয়, গুহ্যদেশে রোগ, উরুদ্বয়ে বাহনলাভ, জানু জঙ্ঘাতে অর্থক্ষতি, বাম ও দক্ষিণ পাদে নিয়ত ভ্রমণ হইয়া থাকে। রাত্রিকালে যদি ইহা গায় পড়ে, তাহা হইলে মৃত্যু বা ব্যাধি প্রভৃতি নানারূপ অমঙ্গল হয়। ইহা যদি ঊর্দ্ধবক্ত্রে আরোহণ করে এবং অধোবক্ত্রে পতিত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই শুভ ফল হইয়া থাকে। পড়িবা মাত্রই যদি অঙ্গে আরোহণ করে, তাহা হইলেও শুভ ফল হয়।

কৃকলাস অঙ্গে পড়িলে তৎক্ষণাৎ স্নান করা বিধেয়। স্নানের পর পঞ্চগব্য ভক্ষণ এবং সূর্য্যাবলোকন করা আবশ্যক। ইহার দোষশান্তির জন্য শিবস্বস্ত্যয়নেরও বিধান আছে।*

২ বাত, বায়ু। (উণ্ ৪।১০৫ উজ্জ্বল)

সরটক (পুং) কৃকলাস।

সরটি (পুং) সরতীতি সৃ-অটিন্। ১ বায়ু। ২ মেঘ।

সরটু (পুং) সৃ-অটু। কৃকলাস।

সরণ (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ, (জুচঙ্ক্রম্যদন্দ্রম্য সৃগৃধীতি

---

* "বল্যাঃ প্রপাতে চ ফলং সরটস্য প্ররোহণে।
শীর্ষে রাজশ্রিয়োঽবাপ্তির্ভালে চৈশ্বর্য্যমেব চ॥
কর্ণয়োর্ভূষণাবাপ্তির্নেত্রয়োর্বন্ধুদর্শনং।
নাসিকায়াঞ্চ সৌগন্ধং বক্ত্রে মিষ্টান্নভোজনং॥
কণ্ঠে চৈব শ্রিয়োঽবাপ্তির্ভুজয়োর্বিভবো ভবেৎ।
ধনলাভো বাহুমূলে করয়োর্ধনবৃদ্ধয়ঃ।
স্তনমূলে চ সৌভাগ্যং হৃদি সৌখ্যবিবর্দ্ধনং॥
পৃষ্ঠে নিত্যং মহীলাভঃ পার্শ্বয়োর্বন্ধুদর্শনং।
কটিদ্বয়ে বস্ত্রলাভো গুহ্যে মৃত্যুসমাগমঃ॥
জঙ্ঘে চার্থক্ষয়ো নিত্যং গুদে রোগভয়ং ভবেৎ।
ঊর্ব্বোশ্চ বাহনাবাপ্তির্জানুজঙ্ঘার্থসংক্ষয়ঃ॥
বামদক্ষিণয়োঃ পাদো ভ্রমণং নিয়তং ভবেৎ।
বল্যাঃ প্ররোহণে চৈব পতনে সরটস্য চ॥
ব্যত্যাসাচ্চ ফলং চৈব তদ্বদেবং প্রজায়তে।
বল্যাঃ প্ররোহণং রাত্রৌ সরটস্য প্রপাতনং॥
নিধনার্থায় ভবতি ব্যাধিপীড়াবিপর্য্যয়ৌ॥
পতনানন্তরং চৈব রোহণং যদি জায়তে।
পতনে ফলমুৎকৃষ্টং রোহণেঽন্যৎ ফলং ভবেৎ।
আরোহণঞ্চোর্দ্ধবক্ত্রে অধোবক্ত্রে চ পাতনং।
ভবেদিষ্টফলং তস্য তৎফলং জায়তে ধ্রুবং।
স্পৃষ্টমাত্রেণ যঃ সদ্যঃ সচেলং জলমাবিশেৎ॥
পঞ্চগব্যপ্রাশনঞ্চ কুর্য্যাদর্কাবলোকনং।
বস্ত্রীরূপং সুবর্ণস্য রক্তবস্ত্রেণ বেষ্টয়েৎ।
পূজয়েৎ গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তদগ্রপূর্ণকুম্ভকে।
পঞ্চগব্যং পঞ্চরত্নং পঞ্চামৃতং সপল্লবং।
পঞ্চবৃক্ষকষায়ঞ্চ নিঃক্ষিপ্য বাহয়েত্ততঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

পা ৩।২।১৫০) ইতি যুচ্ । ১ লৌহমল। (হেম) স্থ-ল্যুট্ । ২ গমন। ৩ গমনশীল। ৪ মাধবী মন্ত্র। (বৈদ্যকনি°)

সরণা (স্ত্রী) স্থ-যুচ্-টাপ্ । ১ প্রসারণী, চলিত গন্ধভাদুলী। ২ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ গমনকর্ত্তা।

সরণি (স্ত্রী) সরন্ত্যনয়েতি স্থ গতৌ (অর্ত্তিসৃধৃধমীতি। উণ্ ২।১০৩) ইতি অণি। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা, পথ, (মেদিনী) "সবলাং সরণিং ত্যক্ত্বা জীবিতস্পৃশয়া সমং।" (রাজতর° ৩।৪০১) ৩ প্রসারণী। (ভরত)

সরণী (স্ত্রী) সরণি বা ঙীষ্। ১ পঙ্‌ক্তি। ২ পন্থা। ৩ প্রসারণী। ৪ গন্ধভাদুলিয়া। (রাজনি°)

সরণ্ড (পুং) সরতীতি স্থ (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ। উণ্ ১।১২৮) ইতি অণ্ডন্। ১ ধূর্ত্ত। ২ সবট। ৩ ভূষণভেদ। (মেদিনী) ৪ কামুক। ৫ পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরণ্য (ত্রি) সরণ-যৎ-অঞ্। গম্য, গন্তব্য।

সরণ্যু (পুং) সরতীতি স্থ-গতৌ (সৃযুবচিভ্যোঽন্যুজাগ্‌জন্যুচঃ। উণ্ ৩।৮১) ইতি অন্যুচ্। ১ মেঘ। ২ বায়ু। ৩ জল। (শব্দরত্না°) ৪ বসন্ত। ৫ অগ্নি। (উজ্জ্বল)

সরৎ (ক্লী) স্থ-শতৃ। ১ সূত্র। (ত্রি) ২ গন্তা, গমনশীল।

সরত্নি (পুং স্ত্রী) রত্নি পরিমাণ, কনুই অবধি বদ্ধমুষ্টি, হস্তাগ্র পর্য্যন্ত পরিমাণ, চলিত কনুই হাত।

সরথ (ত্রি) রথের সহিত বর্ত্তমান, রথযুক্ত, রথবিশিষ্ট।

সরথিন্ (ত্রি) সমানরথযুক্ত, একরথারূঢ়। তুল্যরথবিশিষ্ট।

"প্রথমা বা সরথিনা সুবর্ণা" (শুক্লযজুঃ ২৯।৭)

'সরথিনা সরথিনৌ সমানো রথো যয়োস্তৌ একরথারূঢৌ' (বেদদীপ) ২ রথীর সহিত বর্ত্তমান।

সরদণ্ডা (স্ত্রী) নদীভেদ।

সর্দার (পারসী) প্রধান,শ্রেষ্ঠ-কর্ম্মচারী, নেতা। সর্দ্দার, মেট।

সর্দারী (পারসী) সরদারের কার্য্য। নেতৃত্ব।

সর্দা (পারসী) ঠাণ্ডা। কাসী।

সরদ্বৎ (ত্রি) ১ গৌতম মুনি। ২ গৌতম মুনির পুত্র।

সরন্ধ্র (ত্রি) রন্ধ্রের সহিত বর্ত্তমান, রন্ধ্রযুক্ত, ছিদ্রবিশিষ্ট।

সরপত্রিকা (স্ত্রী) সরপত্রং জলস্থপত্রমস্ত্যস্যা ইতি ঠন্-টাপ্ অত ইত্বং। ১ পদ্ম। ২ পদ্মপাত্র।

সর্‌পোশ্ (পারসী) ঢাকন, যাহা দ্বারা ঢাকা যায়, আচ্ছাদন-দ্রব্যবিশেষ। পানপাত্রের আবরক।

সর্‌ফরাজ্ (পারসী) সর্ব্বকার্য্যে দক্ষতাভিমানী। যে অসমর্থতা সত্ত্বেও কঠিন কর্ম্মসাধনে অগ্রসর।

সরফরাজ খাঁ, বাঙ্গালার একজন মুসলমান নবাব। তিনি নবাব সুজাউদ্দৌলা বা সুজা উদ্দীন্ খাঁর পুত্র। তাঁহার জননী নবাব মুর্শিদ কুলী খাঁর কন্যা ছিলেন। কুলীখাঁ স্বীয় জামাতাকে নায়েব দেওয়ান ও পরে নায়েব নাজিম পদ হইতে উন্নীত করিয়া উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া দেন।

শ্বশুরের অনুগ্রহে পদোন্নতি ঘটিল বটে, কিন্তু কামাসক্তি হেতু তাঁহার চরিত্র উত্তরোত্তর কলুষিত হইতে লাগিল। সরফরাজজননী জিন্নেৎ উন্নিসা বেগম ধর্ম্মপরায়ণা ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি স্বামীর এই ব্যভিচারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সংসর্গ ত্যাগপূর্ব্বক মুর্শিদাবাদে আসিয়া বাস করেন।

মুর্শিদের মৃত্যুর পর সুজা বাঙ্গালার নবাবীপদ গ্রহণ করিবার জন্য সদলবলে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার পুত্র সরফরাজ তখন রাজধানীতেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি আপনাকে মাতামহের সম্পত্তির অধিকারী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে রাজ্যভোগসুখ উপভোগ করিতেছিলেন। সুজা পুত্রের বিরুদ্ধে অভিযান অকর্ত্তব্য জানিয়াও রাজ্যলালসা ত্যাগ করিতে পারিলেন না। মন্ত্রিবর্গের প্ররোচনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে সরফরাজ পিতার আগমনবার্ত্তা অবগত হইয়া সৈন্য প্রেরণ দ্বারা তাঁহার গতিরোধ করিবার পরামর্শ করেন; কিন্তু ধর্ম্মশীলা মাতা ও মাতামহীর সুযুক্তিতে নিবৃত্ত হইয়া পিতাকে অভিবাদনপূর্ব্বক আনয়ন করেন।

সুজা নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং স্বীয় পুত্র সরফরাজ খাঁকে বাদশাহী দেওয়ানের পদে স্থায়ী রাখিলেন। নবাব সুজা উদ্দীন্ ১৭৩৯ খৃঃ ১৩ মার্চ্চ লোকান্তর গমন করিলে তাঁহার পুত্র আলাউদ্দৌলা নবাব সরফরাজখাঁ নামে নির্ব্বিবাদে রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রাজোচিত গুণগ্রামের যথেষ্ট অভাব না থাকিলেও তিনি রাজ্যশাসন বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, ধর্ম্ম কর্ম্মের লৌকিক আচার লইয়াই তিনি অধিক সময় ব্যস্ত থাকিতেন। দুঃখের বিষয় তাঁহাকে অধিক কাল এ সুখভোগ করিতে হয় নাই। এক বৎসর দুই মাস মাত্র রাজত্বের পর এই দুর্ব্বল নবাব কূটবুদ্ধি রাজকর্ম্মচারিবৃন্দের চক্রান্তে পড়িয়া রাজ্যচ্যুত হন। আলীবর্দ্দী খাঁ ও হাজি আহম্মদ নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারিগণের মধ্যে প্রধান।

নবাবের বিরুদ্ধে রাজবিদ্রোহীদিগের অস্ত্রধারণ সম্বন্ধে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন কারণ দর্শাইয়াছেন। আলীবর্দ্দী খাঁর অগ্রজ হাজি আহম্মদ নবাব দরবারে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত করায় রাজকার্য্য হইতে বিতাড়িত হন, তিনি তাঁহার এই অবমাননা অতিরঞ্জিত করিয়া বিহারে ভ্রাতার নিকট প্রেরণ করেন এবং ভ্রাতাকে বাঙ্গালা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদারীর সনন্দ দিবার জন্য দিল্লীদরবারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সরফরাজ নিজ উকীল দ্বারা সংবাদ পাইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। অবশেষে আলীবর্দ্দীর বলক্ষয় জন্ত বিহারে প্রেরিত সৈন্যসমূহ প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিলেন, ঐ সঙ্গে বিহারের পূর্ব্ব হিসাবও চাহিয়া পাঠাইলেন; কিন্তু আলীবর্দ্দীর আকর্ষণে কেহই নবাবের আদেশ মান্ত করিল না। ইহা দেখিয়া সরফরাজ্‌ মনে করিলেন, একবারে এতদূর অগ্রসর হওয়া ভাল হয় নাই। হাজির মনস্তুষ্টির জন্ত তিনি তাঁহার দৌহিত্রী এবং রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লাখাঁর দুহিতার সহিত নিজ পুত্রের পরিণয় সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। এই কন্যার সহিত পূর্ব্বেই মীর্জ্জা মহম্মদের (সিরাজের) সম্বন্ধ বন্ধন হইয়াছিল। সরফরাজ বলপূর্ব্বক বিবাহ দিলে বংশে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে এই সকল কথা হাজি আলীবর্দ্দীকে লিখিয়া জানাইলেন। এই সংবাদ শ্রবণে আলীবর্দ্দী নবাবের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অভিযান করিলেন। বাঙ্গালায় আসিয়া আলীবর্দ্দী নানা অছিলায় সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। শেষে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইল। সরফরাজ খাঁ সদলে গিরিয়ায় অপেক্ষা করিতেছিলেন। ভাগীরথীতীরে যুদ্ধ করিতে করিতে তিনি নিহত হইলেন। গ্রন্থান্তরে প্রকাশ আলাউদ্দৌলা উজীর মহব্বৎ জঙ্গের ভ্রাতুষ্পুত্রীর অলৌকিক রূপের কথা শুনিয়া এক বার তাহার মুখাবলোকনের বাসনা করেন। অনেক মিনতির পর নবাব অবশেষে বলপূর্ব্বক তাঁহার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করিয়া সেই লজ্জাবনতা সুন্দরীকে কিছুক্ষণ নয়নপথের পথিক করিয়া চলিয়া যান। সম্ভ্রান্তবংশীয়া পতিব্রতা ললনার এ অপমান সহ্য হইল না, তিনি বিষপ্রয়োগে স্বীয় অপবিত্র দেহ ত্যাগ করেন। এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই আতাউদ্দৌলা ও উজীর নবাবের প্রাণনাশ করেন।

অন্য একখানি ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, নবাব সরফরাজ খাঁ জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মহাতাব্‌ রায়ের বালিকাপত্নীর অনিন্দিত সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে একবার দেখিবার ইচ্ছা করেন। জগৎশেঠ নবাব কর্ত্তৃক বলপ্রকাশের ভয়ে নিশাযোগে কুলবধূকে নবাবভবনে প্রেরণ ও পুনরানয়ন করেন। ইহা ভিন্ন সরফরাজ খাঁ মুর্শিদ কুলীখাঁর গচ্ছিত সাতকোটী টাকার দাবী করিয়া ফতেচাঁদকে যথেষ্ট তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করেন। জগৎশেঠ নানারূপে অবমানিত হইয়া এই সময়ে হাজির সহিত যোগদান করিয়া আলীবর্দ্দীকে উত্তেজিত করেন।

সর্‌ফরাজী (পারসী) সরফরাজের কার্য্য।

সর্‌বৎ (পারসী) সুমিষ্ট পানীয়। ফল বা দ্রব্যবিশেষের রসের সহিত শর্করাযোগে জল মিশাইলে সরবৎ হয়।

সর্‌বরা (পারসী) সরবরাহ। যোগান দেওয়া।

সর্‌বরাকার্‌ (পারসী) যিনি সরবরাহ করেন।

সরভ (পুং) শরভ শব্দার্থ। [শরভ দেখ।]

সরভস (ত্রি) রভসের সহিত বর্ত্তমান, বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সর্‌পুরিয়া (দেশজ) খাদ্য দ্রব্য বিশেষ। ইহা দুগ্ধের সর, ছানা, ক্ষীর, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি দ্বারা প্রস্তুত হয়। কৃষ্ণনগরের সর্‌ পুরিয়া বিখ্যাত ও অতি উপাদেয় খাদ্য।

সর্‌ভাজা (দেশজ) খাদ্যদ্রব্যবিশেষ। দুগ্ধের সর পুরু করিয়া তুলিয়া ঘৃতে ভাজিয়া চিনির রসে ফেলিতে হয়। ইহা অতি সুস্বাদু।

সরমা (স্ত্রী) রময়া শোভয়া সহ বর্ত্তমানা। রাক্ষসীভেদ। বিভীষণের স্ত্রী। সীতার লঙ্কা-বাসকালে রাবণ ইহাকে সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত করেন। সীতার সহিত ইহার অতিশয় প্রণয় হয়। সীতা এক মাত্র সরমার যত্নে নানা দুঃখক্লিষ্টা হইয়াও সুখে অবস্থান করিয়াছিলেন, এবং ইহা দ্বারাই লঙ্কাপুরীর ও শ্রীরামচন্দ্রের সকল সংবাদ অবগত হইতেন। লঙ্কাকাণ্ডে ইহার পরিচয় বিবৃত আছে।

২ কুক্কুরী। ৩ ঋগ্বেদোক্ত দেবশুনী। (মেদিনী) ৪ কশ্যপপত্নী বিশেষ। ভ্রমরাদিগণ ইহার অপত্য।

"গোলাঙ্গূলশ্চকোরশ্চ চৈত্যাপত্যং তথৈব চ।
অপত্যং সরমায়াশ্চ গণো বৈ ভ্রমরাদয়ঃ ॥" (অগ্নিপু°)

সরমাত্মজ (পুং) ১ সরমার আত্মজ, সরমার পুত্র, তরণীসেন। (রামা°) ২ কুক্কুরবৎস। (বৃহৎস° ৯২।২)

সরয়ু (পুং) সরতীতি সৃ গতৌ (সর্ত্তেরয়ুঃ। উণ্‌ ৩।২২) ইতি অয়ু। ১ বায়ু। ২ নদীবিশেষ।

সরযূ (স্ত্রী) সরযু-ঊঙ্‌। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। এই নদীর জল স্বাদু, বল ও পুষ্টিপ্রদায়ক।

"সরযূসলিলং স্বাদুবলপুষ্টিপ্রদায়কং।" (রাজনি°)

কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—স্বর্ণময় মানসপর্ব্বতে যখন অরুন্ধতীর সহিত বশিষ্ঠের বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের বিবাহ-ভূত জল ও শান্তিজল প্রথমে মানসপর্ব্বতকন্দরে পতিত হয়, পরে তাহা ঐ স্থান হইতে সপ্তধা বিভক্ত হইয়া হিমালয় পর্ব্বতের গুহা, সানু ও সরোবরে পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে পতিত হইয়া ৭টী নদীরূপে প্রবাহিত হইয়াছিল। যে জল হংসাবতার-সমীপবর্ত্তী গুহাতে পতিত হয়, তাহা হইতে সরযূ নাম্নী পুণ্যতমা নদীর উৎপত্তি হইল। এই নদী দক্ষিণ সমুদ্রগামিনী এবং চিরকালস্থায়িনী। এই নদীতে স্নানাদি করিলে গঙ্গাস্নানাদির ন্যায় ফল হয়। সুতরাং এই নদী গঙ্গার ন্যায় পুণ্যতোয়া। ইহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের নিদান বলিয়া অভিহিত। (কালিকাপু° ২৩ অ°)

রামায়ণে অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত সরযূ নদীর উল্লেখ আছে।

আছে। লক্ষ্মণ এই সরযূগর্ভে আত্মদেহ বিসর্জ্জন করিয়া অনন্তদেবরূপে স্বর্গ-ধামে গমন করেন। রামচন্দ্রও লক্ষ্মণের মহাপ্রস্থানবার্ত্তা অবগত হইয়া উক্ত নদীগর্ভেই স্বীয় দেহ রক্ষা করেন। এই নদী বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগে এই পুণ্যসলিলা নদী-তটে আর্য্য ঋষিগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

ঋগ্বেদের ৪।৩০।১৮ মন্ত্র হইতে জানা যায় যে, সরযূতীরবর্ত্তী দেশে অর্ণ ও চিত্ররথ নামক রাজদ্বয়ের রাজধানী ছিল। আর্য্য-ঋষিগণ ঐ রাজদ্বয়ের মঙ্গল কামনা করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন ৫।৫৩।৯ ও ১০।৬৪।৯ মন্ত্রে লিখিত হইয়াছে, ঋষিগণ পুণ্যসলিলা এই নদীতীরে বসিয়া যজ্ঞাদি সমাপন করিতেন। মহাভারত, হরিবংশ ও রামায়ণ গ্রন্থে সরযূর বহুবার উল্লেখ পাওয়া যায়। রামায়ণীযুগে অযোধ্যাপ্রবাহিত সরযূর চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; অযোধ্যাধিপতি রাজা দশরথ ও শ্রীরামচন্দ্র এই নদীতীরস্থ অযোধ্যানগরে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সমগ্র নদীটী ঘর্ঘরা নামে পরিচিত এবং ইহা হিমবৎপাদবিনিঃসৃতা; অযোধ্যাপ্রদেশেই ইহার কতকাংশ সরযূ নামে আখ্যাত হইয়াছে। [ঘর্ঘরা দেখ।]

সরল (পুং) সরতীতি সৃ (বৃষাদিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ১।১০৮) ইতি কলচ্ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃক্ষবিশেষ। সরল গাছ, দেবদারুবিশেষ। (Pinus longifolia) হিন্দী—চির্-কা-পেড়, সরল, ধূপসরল; বম্বে—সুরুচে-ঝাড়; তৈলঙ্গ—সরল, দেবদারু, গরিক, দেবদারি চেট্টু; তামিল—সরল, দেবদারী, দ্রাবিড়—চির্। পর্য্যায়—পীতদ্রু, পূতিকাষ্ঠ, ধূপবৃক্ষক, পীতদারু, ভদ্রদারু, মনোজ্ঞ, পীত-স্নিগ্ধদারুসংজ্ঞ, স্নিগ্ধ, মরিচপত্রক, পীতবৃক্ষ, সুরভিদারু। ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কফবাত, ত্বগ্‌দোষ, কণ্ডূতি ও ব্রণনাশক এবং কোষ্ঠশুদ্ধিকারক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে ইহা মধুর, তিক্ত, পাকে কটু, লঘু, স্নিগ্ধোষ্ণ; কর্ণ, কণ্ঠ ও অক্ষিরোগহারক এবং কফ, বায়ু, স্বেদ, মূক, কামলা ও অক্ষিব্রণনাশক। (ভাবপ্রকাশ) ২ বৃক্ষ। ৩ অগ্নি। (ধরণি) (ত্রি) ৪ উদার। ৫ অবক্র, সোজা। (মেদিনী)

সরলত্ব (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ ত্ব। সরলের ভাব বা ধর্ম্ম, সারল্য, ঔদার্য্য, অবক্রত্ব।

সরলতৃণ (ক্লী) সুগন্ধতৃণ। (বৈদ্যকনি°)

সরলদ্রব (পুং) সরলস্য দ্রবঃ। সরলবৃক্ষরস, চলিত তারপিন। পর্য্যায়—পায়স, শ্রীবাস, বৃকধূপ, শ্রীবেষ্ট, তৈলপর্ণী, শ্রীপিষ্ট, শ্রীবেশ, বাস, যবাস, ঘৃতাহ্বয়, দধ্যাহ্বয়, অবক্র, ক্ষীরশ্রী, বায়স। (শব্দরত্না°) ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্ম ও পিত্তনাশক, যোনিদোষ, অজীর্ণ, ব্রণ ও আধ্মাননাশক। (রাজনি°)

সরলনির্য্যাস (পুং) সরলস্য নির্য্যাস। সরলদ্রব।

সরলা (স্ত্রী) সরল-টাপ্। ১ ত্রিপুটা। (অমর) ২ নদীবিশেষ। (ভূরিপ্রয়োগ) ৩ ত্রিবৃতা, তেউড়ী। ৩ শ্বেততেউড়ী। ৫ কপিলদ্রাক্ষা। ৬ কৃষ্ণতুলসী। (বৈদ্যকনি° ৭ সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট স্ত্রী।

সরলাঙ্গ (পুং) সরলঃ পীতদ্রুরঙ্গমস্য। শ্রীবেষ্ট, তাপিণ। (রাজনি°) সরল আটা।

সরব (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ। ২ পিতৃভেদ। ৩ ঋষিভেদ।

সরব্য (ক্লী) সরং রাগং ব্যয়তীতি ব্যে-ড। লক্ষ্য, শরব্য। (অমরটীকা) তালব্যশকারেও এই শব্দের অধিক প্রয়োগ।

সরশ্মি (ত্রি) সমানদীপ্তি, তুল্যদীপ্তিবিশিষ্ট।

"সরশ্মিঃ সূর্য্যো সচা" (ঋক্ ১।১৩৫।৩)

'সরশ্মিঃ সমানদীপ্তিঃ' (সায়ণ)

২ রশ্মির সহিত বর্ত্তমান, রশ্মিযুক্ত।

সরষট্ট (ক্লী) বৌদ্ধমতে সংখ্যাভেদ। (পুং) ২ জনপদভেদ।

সরস্ (ক্লী) সরসীতি সৃ (সর্ব্বধাতুভ্যোঽসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ সরোবর। পুষ্করিণী, ইহার জলগুণ—লঘু, তৃষ্ণানাশক, বলকর, স্বাদু ও কষায়।

'সারসং লঘুতৃষ্ণাঘ্নং বল্যং স্বাদুকষায়বৎ।' (রাজবল্লভ)

২ নীর। (রুদ্র) ৩ বাচ্, বাক্য।

সরস (ত্রি) রসেন সহ বর্ত্তমানং। ১ রসযুক্ত।

"কবিতা কোমলবনিতা আয়াতা সুখদায়িকা।
বলাদানীয়মানা সা সরসা বিরসা ভবেৎ॥" (উদ্ভট)

২ সুস্বাদ। ৩ মধুর। ৪ নূতন। (ক্লী) ৫ সরোবর। ৬ কাষ্ঠাগুরু। (বৈদ্যকনি°)

সরসতা (স্ত্রী) সরসস্য ভাব তল-টাপ্। সরসত্ব, সরসের ভাব বা ধর্ম্ম, রসযুক্ততা, রসবিশিষ্টতা।

সরসম্প্রত (ক্লী) ত্রিকণ্টবৃক্ষ, তেকাটাসিজ।

'ত্রিকণ্টঃ পত্রগুপ্তশ্চ পেষণঃ সরসম্প্রতং।' (শব্দচ°)

সরসবাণী (স্ত্রী) ১ মণ্ডনমিশ্রের স্ত্রী।

[মণ্ডনমিশ্র ও শঙ্করাচার্য্য দেখ।]

২ সুমিষ্ট বাক্য, মধুর বাক্য।

সরসা (স্ত্রী) রসেন সহ বর্ত্তমানা। ১ শ্বেতত্রিবৃতা, শ্বেততেউড়ী। ২ রসযুক্তা।

সরসরী (পারসী) সহজসাধ্য, সোজাসোজি।

সরসিজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড, সপ্তম্যা অলুক্ সমাসঃ। ১ পদ্ম। (ত্রি) ২ সরোবরজাত, যাহা সরোবরে জন্মে।

"অধস্তাৎ গুরবো শ্লেষ্মা মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ।" (সুশ্রুত ১।৩৪)

সরসী (স্ত্রী) সৃ-অসুন্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ সরোবর। (অমর) ২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ২১টী করিয়া

অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৫, ৭, ১১, ১৪, ১৭, ১৯ ও ২১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ—

"নরমজজাজরৌ যদি তদা গদিতা সরসী কবীশ্বরৈঃ।" উদাহরণ—

"চিকুরকলাপশৈবলকৃতপ্রমদাসু লসত্তরঙ্গোর্ম্মিষু
স্ফুটবদনাম্বুজাসু বিলসদ্ভুজবালমৃণালবল্লিষু।
কুচযুগচক্রবাকমিথুনানুগতা সুকলা কুতূহলী
ব্যবচরদচ্যুতো ব্রজমৃগীনয়না সরসীষু বিভ্রমম্॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

এই ছন্দের প্রয়োগ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন স্থলে এই ছন্দের নাম সিংহক ও সলিলনিধি।

সরসীক (পুং) সরস্যাং কায়তি শব্দায়তে ইতি কৈ-ক। সারস পক্ষী। (শব্দরত্না°)

সরসীরুহ (ক্লী) সরস্যাং রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম।

সরস্য (ত্রি) সরসি ভবঃ যৎ। সরোবরভব, সরোবরজাত। (শুক্লযজু° ১৬।৩৭)

সরস্বৎ (পুং) সরস্ অস্ত্যর্থে মতুপ্। ১ সমুদ্র, সাগর। ২ সরোবর। ৩ নদ। ৪ মহিষ। (ত্রি) ৫ রসযুক্ত।

সরস্বতী (স্ত্রী) সরো নীরং তদ্ অস্যা অস্তীতি সরস-মতুপ্-মস্য বঃ। তসৌ মত্বর্থে ইতি ভত্বান্ন পদকার্য্যং। ১ নদী-ভেদ, সরস্বতী নদী। সপ্তপুণ্যতোয়া নদীর মধ্যে ইহা একটী। এই নদী পুণ্যসলিলা, যে কোন পূজাদি করিতে হইলে অগ্রে এই নদীর আহ্বান করিতে হয়।

"গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"
(পূজাপদ্ধতি জলশুদ্ধির মন্ত্র)

পূজাকালে পূজার্থ জলে উক্ত পূতসলিলা ৭টী নদী অবস্থিতা আছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া ঐ জলদ্বারা পূজা করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী এই দুইটী দেবনদী। এই দেবনদী দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে খ্যাত, এবং এই দেশের যে প্রচলিত আচার তাহাই সদাচার।

"তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মনু ২।১৮)

এই নদীর পর্য্যায়—প্লক্ষসমুদ্ভবা, বাক্প্রদা, ব্রহ্মসুতা, ভারতী, বেদাগন্তী, পয়োষ্ণীজাতা, বাণী, বিশালা, কুটিলা। দেশ ভেদে এই নদীর ৭টী নাম হইয়াছে—পুষ্করে পিতামহের যজ্ঞে এই নদী আহূতা হইয়া সুপ্রভা নামে, এইরূপ নৈমিষারণ্যে সত্রযাজী ঋষিগণ কর্ত্তৃক আহূতা হইয়া কাঞ্চনাক্ষী, গয়দেশে গয়রাজ যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিশালা, উত্তরকোশলাতে ঔদ্দালক মুনিযজ্ঞে মনোরমা, কুরুক্ষেত্রে কুরুরাজযজ্ঞে ওঘবতী, গঙ্গাদ্বারে দক্ষ প্রজাপতি যজ্ঞে সুরেণু ও হিমালয় পর্ব্বতে ব্রহ্মার যজ্ঞে আহূতা হইয়া বিমলোদা, উক্ত ৭টী স্থানে সরস্বতী নদী ৭টী নামে বিখ্যাতা হইয়াছেন।

সরস্বতী একটী মহাপুণ্যতীর্থ। মহাভারতে এই নদীর মাহাত্ম্য এইরূপ লিখিত আছে,—সমুদয় সরিতের মধ্যে সরস্বতী অতিপবিত্রা এবং সমস্ত সর্ব্বলোকের শুভাবহা, মানবগণ সরস্বতী নদীকে প্রাপ্ত হইলে ইহলোকে বা পরলোকে কদাচ অত্যন্ত সুদুষ্কৃত বিষয়ের জন্যও শোকপ্রকাশ করে না। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী-তীরে বাস করিলে যাদৃশী গুণোৎপত্তি হয়, তদ্রূপ আর কুত্রাপি হয় না। কতশত মানব সরস্বতীকে আশ্রয় করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। অতএব সরস্বতী নদী পুণ্যনদী সকলের মধ্যে প্রধানা। (ভারত শল্যপ° ৫৪অ°)

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, এই নদী অতি পুণ্যতমা। যদি কেহ এই নদীতে স্নান করে, তাহা হইলে তাহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং তিনি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুলোকে বাস করেন। চাতুর্ম্মাস্য, পূর্ণিমা, অক্ষয়া, অমাবস্যা প্রভৃতি শুভ তিথ্যাদিতে যিনি সরস্বতীতোয়ে অবগাহন করেন, তাঁহার সকল পাপ বিমুক্ত হইয়া মুক্তিলাভ হয়। অগ্নিতে যেমন সকল বস্তু দগ্ধ হয়, তদ্রূপ এই সরস্বতী নদীতে সকল পাপ তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

"তপস্বিনাং তপোরূপা তপস্যাকাররূপিণী।
কৃতপাপেধ্মদাহায় জ্বলদগ্নিস্বরূপিণী॥
জ্ঞানে সরস্বতীতোয়ে মগ্নঃ যৈ র্মানবৈর্ভুবি।
তেষাং স্থিতিশ্চ বৈকুণ্ঠে সুচিরং হরিসংসদি॥
ভারতে কৃতপাপী চ স্নাত্বা তত্রাবলীলয়া।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো বিষ্ণুলোকে বসেচ্চিরং॥
চাতুর্ম্মাস্যাং পৌর্ণমাস্যামক্ষয়ায়াং দিনক্ষয়ে।
ব্যতীপাতে চ গ্রহণেঽন্যস্মিন্ পুণ্যদিনেঽপি চ॥
অনুষঙ্গেন যঃ স্নাতি হেলয়া শ্রদ্ধয়াপি বা।
সারূপ্যং লভতে নূনং বৈকুণ্ঠে স হরেরপি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

হেলা বা শ্রদ্ধা যে কোন রূপেই হউক এই নদীতে স্নান করিলে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সরস্বতী দেবী গঙ্গার শাপে নদীরূপে পরিণতা হন। এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে, একদা দেবর্ষি নারদ ভগবান্ নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, ভগবন্! সরস্বতী দেবী ভারতবর্ষে গঙ্গার শাপে কেন উৎপন্না হন, এই পুরাতন ইতিহাস জানিতে আমার অতিশয় কুতূহল জন্মিয়াছে। তদুত্তরে ভগবান্ নারদকে বলিয়াছিলেন যে, নারদ, তোমার

নিকট এই পুরাতন ইতিহাস কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। লক্ষ্মী, সরস্বতী ও গঙ্গা এই তিন জন হরিপ্রিয়া ছিলেন এবং ইঁহারা সর্ব্বদা হরিসন্নিধানে অবস্থিতি করিতেন। হরিও এই তিনজনকে সর্ব্বদা সমানভাবে দেখিতেন। কাহারও প্রতি কোনরূপ ব্যবহারের তারতম্য করিতেন না। কিন্তু একদা সরস্বতী বিষ্ণুকে গঙ্গার প্রতি অধিক প্রেমযুক্ত দেখিয়া অতিশয় কুপিতা হন এবং বিষ্ণুর প্রতি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, সুভর্ত্তৃগণ কামিনীগণের প্রতি সকল স্থানেই সমান ব্যবহার করেন, কিন্তু খলস্বভাব ব্যক্তিগণ ইহার বিপরীত আচরণ করেন, অতএব আপনার গঙ্গার প্রতি অধিক প্রীতি-প্রদর্শন যুক্তিযুক্ত ও ধর্ম্মসঙ্গত নহে। লক্ষ্মী ইহা ক্ষমা করিতে পারেন, কিন্তু আমি কখনই ক্ষমা করিব না। সরস্বতী এইরূপে বিষ্ণুকে তিরস্কার করিলে গঙ্গা তাঁহাকে কহিলেন, স্বামীর সমীপেই তোমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিব, দেখি তোমার কান্ত কি করিতে পারেন। এই বলিয়া তিনি সরস্বতীকে শাপপ্রদান করেন যে, তুমি অদ্য হইতে সরিৎরূপে ধরাতলে অবতীর্ণ হইবে। গঙ্গা সরস্বতীকে এইরূপে শাপ দিলে সরস্বতীও গঙ্গাকে সরিৎরূপে পরিণতা হইতে অভিশাপ করেন। অতঃপর দুইজনে পরস্পরের অভিশাপে সরিৎরূপে পরিণতা হইলেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে অতি সংক্ষেপে লিখিত হইল। (ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬অ°)

সরস্বতী নদীর এত মাহাত্ম্য কেন? তাহার কারণ আমরা বেদ হইতে পাই।

সুপ্রাচীন বৈদিকযুগে আর্য্যগণ যেমন ধীরে ধীরে উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে আর্য্যাবর্ত্তভূমে আসিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন, ঐ সময়ে তাঁহারা প্রধানতঃ এক একটী নির্ম্মলসলিলা খরপ্রবাহা পুণ্যপ্রদা নদীতটে আপনাদের বাসভবন মনোনীত করিয়া লন। ঋগ্বেদসংহিতা আলোচনা করিলে আমরা জানিতে পারি যে, মধ্য-এসিয়া হইতে এই নদী প্রবাহিত হইয়া ভারতীয় আর্য্য উপনিবেশের মধ্য দিয়া প্রবহমানা ছিল। এই নদীতটে আর্য্যগণ স্বভাবজাত প্রভূত শস্য লাভ করিতেন। ঋক্ ২।৪১।১৬-১৮ মন্ত্রে সরস্বতী অন্নবতী, উদকবতী, ও দ্যুতিমতীরূপে বর্ণিতা, অন্ন তাঁহাকে নিরন্তর আশ্রয় করিয়া থাকে এবং তিনি অসমৃদ্ধকে সমৃদ্ধি দান করেন। এই কারণে প্রাচীন বৈদিক সমাজে সরস্বতী "অম্বিতমে, নদীতমে দেবীতমে" বলিয়া পূজিতা হইয়াছিলেন। এই নদী নিরন্তরই বর্দ্ধমানকলেবরা ("সরস্বতী সিন্ধুভিঃ পিন্বমানা" ঋক্ ৬।৫২।৬) থাকিতেন। সরস্বতী আর্য্যজাতির জীবনরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ ছিলেন বলিয়া আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ের ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি লইয়া নিয়তই তাঁহার স্তুতিগান করিয়া গিয়াছেন। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল হইতে দশম মণ্ডলের বহু মন্ত্রে সরস্বতী নদীর উল্লেখ থাকায় মনে হয় যে, আর্য্য-সমাজ বহুদিন এই নদীতটে বাস করিয়াছিলেন। (বাজসনেয়সংহিতা ১৯।৯৩, অথর্ব্ববেদ ৪।৪।৬ ইত্যাদি, তৈত্তিরীয়-সংহিতা ১।৮।১০।৩; শতপথব্রাহ্মণ ১।৬।২।৪)। আর্য্য উপনিবেশ যতই উত্তরপশ্চিম ভারত হইতে সরিয়া আসিতে লাগিল ততই সরস্বতীর সীমা বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। তাই ভগবান্ মনু লিখিলেন,—

"সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যো র্যদন্তরম্।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥" (মনু ২।১৭)

ঋগ্বেদের ৩।২৩।৪ মন্ত্রের "দৃষদ্বত্যাং মানুষ আপয়ায়াং সরস্বত্যাং রেবদগ্নে" উক্তি হইতে মনে হয়, আর্য্য ঋষিগণ এই সকল স্থানকেই আর্য্যোপনিবেশের উপযুক্ত উত্তমস্থান বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। সায়ণাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"উত্তমানি স্থানানি দর্শয়তি। দৃষদ্বত্যাং দৃষদ্বতী নাম কাচিন্নদী তস্যাং। মানুষে মনুষ্যসঞ্চারবিষয়ে তীরে। আপয়ায়াং আপয়া নাম কাচিন্নদী তস্যাং সরস্বত্যাং নদ্যাং। এতেষু স্থানেষু ত্বং রেবৎ ধনযুক্তং যথা ভবতি তথা দিদীহি দীপ্যস্ব। মহর্ষয়ঃ সরস্বতীতীরে খলু যজ্ঞাদি কর্ম্মাণ্যকার্ষুঃ। তথা চ ব্রাহ্মণং ঋষয়ো বৈ সরস্বত্যাং সত্রমাসত। (ঐতরেয়ব্রা° ২।১৯)।" অথর্ব্ব ৬।৩০।১ মন্ত্র পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আর্য্যগণ সরস্বতী তীরে ভূমিকর্ষণ করিয়া যব উৎপাদন করিতেন।

"যবং সরস্বত্যামধিমণাবচর্কৃষুঃ।" (৬।৩০।১) 'যবং দীর্ঘশূকং ইমং ধান্যবিশেষং সরস্বত্যাং অধি সরস্বত্যাখ্যায়া নদ্যাঃ সমীপে মণৌ মনুষ্যজাতৌ দেবাঃ অচর্কৃষুঃ কৃতবন্তঃ। তদানীং কর্ষণেন ভূমৌ তদ্ ধান্যং উৎপাদয়িতুং শতক্রতুঃ ইন্দ্রঃ সীরপতিঃ হলাধিষ্ঠাতা স্বামী আসীৎ।' (সায়ণ)

অতঃপর যখন আর্য্যগণ আরও পূর্ব্বাঞ্চলে বিস্তৃত হইয়া পড়িলেন, তখন তাঁহারা পূর্ব্বতন পিতৃপুরুষগণের পূজনীয় পবিত্রতম সরস্বতীসলিলের মাহাত্ম্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই, তাঁহারা ব্রহ্মাবর্ত্তত্যাগ করিয়া গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী সুজলা সুফলা অন্তর্বেদী মধ্যে আসিয়া উপনিবিষ্ট হইলেন। তখনও তাঁহারা সরস্বতীর মাহাত্ম্য দেখিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে তিনটী নদী প্রধানতঃ সরস্বতী নামে প্রবাহিত। তন্মধ্যে বেদোক্ত পুণ্যতোয়া সরস্বতী পঞ্জাবে অক্ষা ৩০° ২৩´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৭° ১ পূর্ব্বে সিরমুর রাজ্যের ক্ষুদ্র শৈলমালা হইতে বাহির হইয়া অম্বালায় আধবদরী নামক প্রান্তর দিয়া থানেশ্বর ও কুরুক্ষেত্র ভেদ করিয়া কর্ণাল জেলা ও পাতিয়ালা রাজ্যে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। অবশেষে সির্সা জেলায় (অক্ষা° ২৯° ৫:´´ উঃ

ও ভ্রাখি° ৭৬° ৫´ পূঃ) কাগার (দৃষদ্বতী) নদীতে আসিয়া বিলীন হইয়াছে। পূর্ব্বকালে এই মিলিত নদী বিশাল জলরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া রাজপুতনায় বহু স্থান জলসিক্ত করিয়াছিল এবং সিন্ধুর সঙ্গে সংযোগ ছিল। এদিকে প্রয়াগের নিকট গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গে মিলিত হইয়া ত্রিবেণীর সৃষ্টি করিয়াছিল। যে সকল স্থান হইতে সরস্বতী তিরোহিত হইয়াছে, তাহা পৌরাণিক গ্রন্থে বিনশন নামে খ্যাত। সাধারণের বিশ্বাস প্রয়াগে সরস্বতী অন্তঃসলিলা বহিতেছে।

বৈদিক কাল হইতে সরস্বতী হিন্দুর নিকট অতি পুণ্যতোয়া বলিয়া পূজিতা হইয়া আসিতেছে। মনুসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর মধ্যবর্ত্তী জনপদই ব্রহ্মাবর্ত্ত নামে প্রথিত ছিল। এই স্থান হইতেই ভারতে চাতুর্ব্বর্ণ্য সমাজের সম্যক্ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। এই সুপ্রাচীন নদী জন্দ অবস্থায় 'হরকুইতি' ও চীনদিগের নিকট 'চৌকুত' নামে পরিচিত ছিল। যে যে প্রাচীন স্থান দিয়া সরস্বতী গিয়াছে, সেই সেই স্থানেই পাপনাশক বহুতীর্থের উৎপত্তি হইয়াছে। মহাভারত ও নানা প্রাচীন পুরাণে ঐ সকল প্রাচীন তীর্থের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

২ আর একটী সরস্বতী রাজপুতানার আবু পাহাড় হইতে বাহির হইয়া পালনপুর ও রাধনপুর রাজ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে এই সরস্বতীর মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

৩ বাঙ্গালার হুগলী জেলায় একটী সরস্বতী নদী প্রবাহিত আছে। পূর্ব্বে ইহাই গঙ্গার মূল স্রোত বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সপ্তগ্রাম অবধি এই নদী দিয়া বড় বড় জাহাজ যাতায়াত করিত। এখন সম্পূর্ণ মজিয়া গিয়া একটী খাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। প্রয়াগের ন্যায় নৈহাটীর নিকটও এক ত্রিবেণী আছে। [ত্রিবেণী দেখ।]

দ্বিশতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে এখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছিল। যমুনা ও সরস্বতীর স্রোত বিলীন হইলেও আজও ত্রিবেণী মহাতীর্থ বলিয়া বঙ্গবাসীর নিকট প্রসিদ্ধ।

সরস্বতী (স্ত্রী) ১ জলবতী, নদী। ২ বাণী। ৩ স্ত্রীরত্ন। ৪ গো, গাভী। ৫ মনুপত্নী। (মেদিনী) জ্যোতিষ্মতী। ৭ ব্রাহ্মী। ৮ সোমলতা। (শব্দচ°) ৯ বুদ্ধশক্তিবিশেষ। (ত্রিকা°) ১০ দুর্গা।

"সরাঃ স্মরণশীলত্বাৎ গেরাখ্যাঃ সপ্তকীর্ত্তিতাঃ।
অতিপ্রাপণদানে যা তেন দেবী সরস্বতী॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

১০ বাগ্‌দেবতা। পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, ভারতী, ভাষা, গির্‌, বাচ্‌, বাণী, ইরা, সারদা, গিরা, গিরাদেবী, গীর্দেবী, ঈশ্বরী, বাচা, বচসামীশ, বাগ্‌দেবী, বর্ণমাতৃকা, গো, শ্রী, বাক্যেশ্বরী, অন্ত্যসন্ধ্যেশ্বরী, সায়ংসন্ধ্যাদেবতা। (কবিকল্পলতা)

এই দেবীর উৎপত্তিবিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—পরমাত্মার মুখ হইতে একটী দেবীর আবির্ভাব হয়। এই দেবী শুক্লবর্ণা, বীণাধারিণী, ও কোটিচন্দ্রের ন্যায় শোভাযুক্তা। এই দেবী শ্রুতি ও শাস্ত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠা, এবং পণ্ডিতদিগের জননী। বাগধিষ্ঠাতৃদেবী কবিদিগের ইষ্টদেবতা, ও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা বলিয়া সরস্বতী নামে আখ্যাতা।

"আবির্বভূব কন্যৈকা ধর্ম্মস্য বামপার্শ্বতঃ।
মুক্তি মূর্ত্তিমতী সাক্ষাৎ দ্বিতীয়া কমলালয়া॥
আবির্বভূব তৎপশ্চান্মুখতঃ পরমাত্মনঃ।
একা দেবী শুক্লবর্ণা বীণাপুস্তকধারিণী॥
কোটিপূর্ণেন্দুশোভাঢ্যা শরৎপঙ্কজলোচনা।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানা রত্নাভরণভূষিতা॥
সস্মিতা সুদতী বামা সুন্দরীণাঞ্চ সুন্দরী।
শ্রেষ্ঠা শ্রুতীনাং শাস্ত্রাণাং বিদুষাং জননী পরা॥
বাগধিষ্ঠাত্রী দেবী সা কবীনামিষ্টদেবতা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা চ শান্তরূপা সরস্বতী॥" (ব্রহ্মখ° ৩ অ°)

ঐ পুরাণের গণেশখণ্ডে লিখিত আছে যে, সৃষ্টিকালে প্রধানা শক্তি ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে পঞ্চধা বিভক্তা হন। ঐ পঞ্চশক্তি—রাধা, পদ্মা, সাবিত্রী, দুর্গা ও সরস্বতী। এই পঞ্চধা বিভক্ত শক্তির মধ্যে যে দেবী বাগধিষ্ঠাত্রী, এবং শাস্ত্রজ্ঞানদায়িনী ও কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা তাঁহার নাম সরস্বতী।

"সা চ শক্তি সৃষ্টিকালে পঞ্চধা চেশ্বরেচ্ছয়া।
রাধা পদ্মা চ সাবিত্রী দুর্গা দেবী সরস্বতী॥
বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী শাস্ত্রজ্ঞানপ্রদা সদা।
কৃষ্ণকণ্ঠোদ্ভবা যা চ সা চ দেবী সরস্বতী॥
পঞ্চধাদৌ স্বয়ং দেবী মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী।
ততঃ সৃষ্টিক্রমেণৈব বহুধা কলয়া চ সা॥" (গণেশখ° ৪০অ°)

শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে এই দেবীর পূজা করেন, তদবধি এই দেবীর পূজা প্রচলিত হয়। এই দেবীর আরাধনা করিলে মূর্খও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যখন এই দেবী কৃষ্ণযোষিতের মুখ হইতে আবির্ভূতা হন, তখন ইনি প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণকে কামনা করেন, ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে, হে সাধ্বি! তুমি মদংশস্বরূপ চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন কর। মাঘমাসের শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে ও বিদ্যারম্ভকালে সকলে তোমাকে পূজা করিবে। তুমি প্রসন্ন না হইলে কেহই বিদ্যালাভ করিতে সমর্থ হইবে না। শ্রীকৃষ্ণের এই বাক্যে সরস্বতী চতুর্ভুজ নারায়ণকে ভজনা করেন এবং তদবধি মাঘের শুক্লাপঞ্চমীতে বিদ্যারম্ভকালে ইঁহার পূজা হইয়া থাকে।

"আদৌ সরস্বতীপূজা শ্রীকৃষ্ণেন বিনির্ম্মিতা।
যৎপ্রসাদান্মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ॥

আবির্ভূতা যদা দেবী বক্ত্রতঃ কৃষ্ণযোষিতঃ।
ইয়েষ কৃষ্ণং কামেন কামুকী কামরূপিণী ॥
স চ বিজ্ঞায় তদ্ভাবং সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বমাতরং।
তামুবাচ হিতং সত্যং পরিণামসুখাবহং ॥
ভজ নারায়ণং সাধ্বী মদংশং তং চতুর্ভুজং।
যুবানং সুন্দরং সর্ব্বগুণযুক্তঞ্চ মৎসমং ॥...
মাঘস্য শুক্লপঞ্চম্যাং বিদ্যারম্ভে চ সুন্দরি।
মানবা দানবা দেবা মুনীন্দ্রাশ্চ মুমুক্ষবঃ ॥
সন্তশ্চ যোগিনঃ সিদ্ধাঃ নাগগন্ধর্ব্বরাক্ষসাঃ।
মদ্বরেণ করিষ্যন্তি কল্পে কল্পে লয়াবিধি ॥" (প্রকৃতিখ° ৪ অ°)

শ্রীকৃষ্ণের বরে মাঘীয় শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে দেব, দানব ও মানব প্রভৃতি সকলেই এই দেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

দেবী-ভাগবতে লিখিত আছে যে, অনন্তশক্তি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী এই তিনটি শক্তি প্রদান করেন। সৃষ্টির প্রারম্ভে অনন্তশক্তি পিতামহ ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! তুমি এই দিব্যরূপা চারুহাসিনী রজোগুণযুতা, শ্বেতাম্বরধারিণী, শ্বেতসরোজবাসিনী মহাসরস্বতী নাম্নী শক্তিকে ক্রীড়াসহচারিণী করিবার নিমিত্ত গ্রহণ কর। এই অনুত্তমা ললনা তোমার প্রিয়সহচরী হইবেন। ইহাকে আমার বিভূতি জানিয়া সর্ব্বদাই পূজ্যতমা বিবেচনা করিবে; কদাচ অবমাননা করিবে না। তুমি ইহার সহিত সত্যলোকে গমন কর, এবং তথায় থাকিয়া মহত্তত্ত্বরূপ বীজ হইতে চতুর্বিধ জীব-নিবহের সৃষ্টি কর।

"গৃহাণ মাং বিধে! শক্তিং সুরূপাং চারুহাসিনীং।
মহাসরস্বতীং নাম্না রজোগুণযুতাং বরাং ॥
শ্বেতাম্বরধরাং দিব্যাং দিব্যাভরণভূষিতাং।
বরাসনসমারূঢ়াং ক্রীড়ার্থং সহচারিণীং ॥" (দেবীভাগ° ৩।৬অ°)

দেবীভাগবত মতে সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী। কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণানুসারে লক্ষ্মী ও সরস্বতী উভয়েই চতুর্ভুজ নারায়ণের পত্নী।

কোন কোন পুরাণে লিখিত আছে যে সরস্বতী ব্রহ্মার মানস-কন্যা। কোন সময়ে ব্রহ্মা স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে দেখিয়া কাম-মোহিত হন। পরে অতি কষ্টে কাম বেগ দমন করিয়া কামদেবকে অভিশাপ প্রদান করেন, ব্রহ্মার এই শাপে পরে মহাদেবের নয়নানলে কামদেব ভস্মীভূত হন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতি খণ্ডে সরস্বতীর উপাখ্যানাদির বিস্তৃত বিবরণ আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থানে লিখিত হইল না।

বিদ্যাকামনায় প্রতি হিন্দুগৃহেই এই দেবীর পূজা হইয়া থাকে। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীই এই পূজার নির্দ্দিষ্ট দিন। ইহা ভিন্ন বালকের যে দিন প্রথম বিদ্যারম্ভ হয়, সেই দিনেও ইঁহার পূজা হইয়া থাকে। ইঁহার পূজাদির বিষয় স্মৃতিতে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। বেদে যেমন শ্রীসূক্ত দ্বারা লক্ষ্মীর পূজাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তদ্রূপ সরস্বতীর সূক্তও দেখিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপূজা করিতে হইলেও সরস্বতীপূজা করিতে হয়, এবং সরস্বতীপূজার দিনও প্রথমে লক্ষ্মীপূজা করিয়া সরস্বতীপূজা কর্ত্তব্য। কৃত্যতত্ত্বে এইরূপ লিখিত আছে যে, মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমীর দিন প্রাতঃকৃত্যাদি শেষ করিয়া শালগ্রাম বা জলে প্রথমে লক্ষ্মীর পূজা করিবে। সঙ্কল্প বাক্যের নিয়মানুসারে "অদ্যেত্যাদি লক্ষ্মীপ্রীতিকামঃ লক্ষ্মীপূজনমহং করিষ্যে' এই রূপে সঙ্কল্প করিয়া লক্ষ্মীপূজার বিধান ও নিয়মানুসারে লক্ষ্মীপূজা করিয়া পরে সরস্বতীপূজার স্বস্তিবাচন ও সঙ্কল্প করিবে—

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদোমদ্যেত্যাদি বিদ্যাপ্রাপ্তিকামঃ বা সরস্বতী-প্রীতিকামঃ সরস্বতীপূজনমহং করিষ্যে' এইরূপ সঙ্কল্পের পর পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ঘটস্থাপন ও ভূতশুদ্ধি প্রভৃতি এবং গণেশপূজা, শিবাদি পঞ্চ দেবতা প্রভৃতির পূজা করিয়া মূলপূজা করিবে। ধ্যান—

"ওঁ তরুণ সকলমিন্দো বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ ॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পীঠপূজাদি করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিবে। প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া তাহার পূজা হইলে তাহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তৎপরে আবাহন ও যথাশক্তি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়। 'ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ' এই মন্ত্রে নৈবেদ্যান্ত উপচার সকল নিবেদন করিয়া উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মন্ত্র—

"ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমঃ নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদাঙ্গবেদান্তবিদ্যাস্থানেভ্য এব চ স্বাহা ॥"

উক্ত মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পরে উক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করিবে।

"ওঁ যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সংতিষ্ঠেত্তথা ভব বরপ্রদা ॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবিঃ তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ ॥
লক্ষ্মী মেধা ধরা পুষ্টি গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি ॥"

এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রণাম করিবে। পরে আচার্য

প্রযুক্ত পুস্তক, লেখনী ও মস্যাধারপূজা করিতে হয়,—পুস্তকায় নমঃ, লেখন্যৈ নমঃ, মস্যাধারায় নমঃ, এই মন্ত্রে পূজা করিবে। তৎপরে অন্য দেবতা সকলের উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা শেষ করিবে। লক্ষ্মী, মেধা, ধরা, পুষ্টি, গৌরী, তুষ্টি, প্রভা ও ধৃতি সরস্বতী দেবীর এই ৮টী অঙ্গ, সুতরাং এই সকল অঙ্গের পূজা করাও বিধেয়। পূজার শেষে দক্ষিণান্ত ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়। (কৃত্যতত্ত্ব) সরস্বতীপূজায় বন্ধুজীব ও দ্রোণপুষ্প প্রদান করিতে নাই।

"বন্ধুজীবঞ্চ দ্রোণঞ্চ সরস্বত্যৈ ন দাপয়েৎ।" (কৃত্যতত্ত্ব)

এই পূজায় বাসকপুষ্প বিশেষ প্রশস্ত।

তন্ত্রসারেও এই দেবীর পূজা ও যন্ত্রাদির বিবরণ আছে—

'বদ বদ বাগ্‌বাদিনি বহ্নিবল্লভা' সরস্বতীর এই দশাক্ষর মন্ত্র, এই মন্ত্রে ইহার উপাসনা করিলে সকল বিদ্যা সিদ্ধি হয়। তন্ত্রোক্ত পূজা প্রণালী অনুসারে ইহার পূজা করিতে হয়। মেধা, প্রজ্ঞা, প্রভা, বিদ্যা, ধী, ধৃতি, স্মৃতি, বুদ্ধি ও বিদ্যেশ্বরী এই সকল ইহার পীঠদেবতা, এই সকল পীঠদেবতার যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ দশলক্ষ জপ।

এই দশাক্ষর ভিন্ন আরও অন্য মন্ত্র আছে, সেই সকল মন্ত্রেও পূজা পুরশ্চরণাদি করিবার বিধান আছে। ঐ সকল মন্ত্রের ধ্যান ও পীঠশক্তি ভিন্ন ভিন্ন। ধ্যান যথা—

"শুভ্রাং স্বচ্ছবিলেপমাল্যবসনাং শীতাংশুখণ্ডোজ্জ্বলাং
ব্যাখ্যামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈঃ।
বিভ্রাণাং কমলাসনাং কুচনতাং বাগ্‌দেবতাং সস্মিতাং
বন্দে বাগ্‌বিভবপ্রদাং ত্রিনয়নাং সৌভাগ্যসম্পৎকরীং॥"

এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহা ভিন্ন আরও ধ্যান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর লিখিত হইল না। তন্ত্রসারে উহার বিশেষ বিবরণ এবং যন্ত্র, স্তব, কবচ প্রভৃতিও উল্লিখিত হইয়াছে।

তন্ত্রসারে পারিজাতসরস্বতী নামে আর একটী সরস্বতী-প্রকরণ আছে, তাহাতে তাঁহার পৃথক্ মন্ত্র ও পূজাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে। তন্ত্রে তারাদেবী নীলসরস্বতী নামেও প্রসিদ্ধা।

[তারা ও নীলসরস্বতী দেখ।]

সরস্বতীকুটুম্ব (পুং) কবি।

সরস্বতীতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ। এই তন্ত্রে সরস্বতীদেবীর মন্ত্রতন্ত্রাদির বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে।

সরস্বতীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ, সরস্বতীনদীরূপতীর্থ।

[সরস্বতী দেখ]

সরস্বতীবলবাণী (স্ত্রী) বালকথিত ভাষা। ভাষাভেদ।

সরস্বতীবৎ (ত্রি) সরস্বতী অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য বঃ। স্তুতিবিশিষ্ট।

"আহ সরস্বতীবতোরিন্দ্রাগ্ন্যো" (ঋক্ ৮।৩৮।১০)

'সরস্বতীবতো স্তুতিমতোঃ' (সায়ণ)

সরস্বতীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ, সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে ব্রত অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীপঞ্চমী ব্রত।

সরস্বতীসূক্ত (ক্লী) বৈদিক সূক্তভেদ।

সরহস্য (ত্রি) রহস্যের সহিত বর্ত্তমান, মন্ত্রযুক্ত, মন্ত্রের সহিত।

সরাই (পারসী) পান্থনিবাস।

সরাইকলা, বাঙ্গালা সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য। ইহা ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাল বিভাগের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গমাইল। অক্ষা° ২২° ৩৩′ হইতে ২২° ৫৪′ ৩০″ উঃ।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান গ্রাম। এখানে সরাইকলার রাজা বাস করেন। অক্ষা° ২২° ৪১′ ৫২″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫৮′ ১৮″ পূঃ।

সরাই গেট, যুক্ত প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শূলাহন নগর হইতে ৬ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫৮′ ১৬″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩′ ২১″ পূঃ। এখানে আউধ ও রোহিলখণ্ড রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এখানে একটী বৃহৎ সরাই আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরাই মীর, যুক্তপ্রদেশের আজমগড় জেলার একটী নগর।

সরাইয়া খীল (সরাই-অখীল) যুক্তপ্রদেশের আলাহাবাদ জেলার ছৈল তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। প্রয়াগ নগর হইতে ২০ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ২২′ ৫৩″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ৩৩′ ১৫″ পূঃ। এখানে ঠঠেরা বণিক্‌গণের বাস। উহাদের নির্ম্মিত পিত্তলের পাত্রাদি ও ধাতব অলঙ্কারাদি সাধারণের আদরের জিনিষ।

সরাইয়া ঘাট (সরাই আঘাট), যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন নগর। এখন ইহার অধিকাংশই ধ্বংসমুখে নিপতিত। ইটা নগর হইতে ৪৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে ও সঙ্কিশ হইতে অর্দ্ধক্রোশাধিক দূরে কালীনদীর উভয়কূলে এই নগর অবস্থিত।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে ফরুখাবাদ জেলা হইতে তিন জন আফগান সর্দ্দার আসিয়া এই নগর স্থাপনপূর্ব্বক এখানে সরাই আবদর রসুল ও একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই নগরের পশ্চিমাংশে উপকণ্ঠে একটী বিস্তৃত ধ্বংসস্তূপ দৃষ্টি-গোচর হয়। ঐ স্তূপটী ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ এবং উহার ব্যাস প্রায় অর্দ্ধ মাইল। উহার উত্তরাংশে কতকগুলি ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহ দৃষ্ট হয়। ঐ গৃহগুলির ইষ্টকরাশি নিম্নস্থ স্তূপ-

গর্ত্ত হইতে বাহির করা হইয়াছে, ভূগর্ত্তখননকালে উহার মধ্য হইতে কতকগুলি বুদ্ধাদি দেবমূর্ত্তি এবং বিভিন্ন সময়ের স্বর্ণরৌপ্য ও তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটী গর্ত্তখননকালে প্রায় ২০ হাজার টাকা মূল্যের গৃহসাজসরঞ্জাম ও মুদ্রাদি পাওয়া গিয়াছিল। স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে এই স্তূপটী অগস্ত্য মুনির নামে উৎসর্গীকৃত। অগস্ত্য হইতে অগাত ও পরে আষাট হইয়াছে। এই আষাট প্রাচীন সাঙ্কাশ্য-নগরীর অংশভূত ছিল বলিয়াই মনে হয়।

সরাই সালেহ, পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থান বাণিজ্য বিষয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। হরিপুরের বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় বহু দূরদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য লইয়া এই নগরে আসিবার সুবিধা হইয়াছে। এখনও এখানে সেই পূর্ব্বকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অবসান হয় নাই। হরিদ্রাই এখানকার প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। স্থানীয় তন্তুবায়সমিতি উৎসাহে ও উদ্যমে বস্ত্রবয়ন করিয়া স্ব স্ব উন্নতি সাধন করিয়াছে। এখানে তামার ও পিত্তলের বাসনাদি নির্ম্মাণেরও বিস্তৃত কারবার দেখা যায়। এখানকার স্বর্ণকারেরা স্ব স্ব বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রত্যাশায় সময় সময় আফগানস্থান ও মধ্য এসিয়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া থাকে। কোন কোন স্বর্ণকার বংশপরম্পরায় ঐ সকল স্থানে বাস করিতেছে।

সরাই সিধু, পঞ্জাব প্রদেশের মুলতান জেলার একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৭৫২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। অক্ষা° ৩০° ৩৫´ ০১´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২° ১´ পূঃ।

সরাগূড়, দাক্ষিণাত্যের মহিসুর রাজ্যের মহিসুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মহিসুর রাজধানী হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কব্বনী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১২° ০´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ২৫´ পূঃ। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে এই নগরে হেগ্‌গ দেব্বনকোট তালুকের বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছে। এখানে মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

সরাজক (ত্রি) রাজ্ঞাসহ বর্ত্তমানঃ। রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত, রাজবিশিষ্ট।

সরাজন্ (ত্রি) রাজার সহিত বর্ত্তমান।

সরাট (পুং) জনপদভেদ।

সরাতি (ত্রি) দানের সহিত বর্ত্তমান, দানযুক্ত, দানবিশিষ্ট।

"বিশ্বে সাকং সরাতয়ঃ" (ঋক্ ৮।২৭।১৪)

'সরাতয়ঃ ধনাদিদানেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সরাত্রি (ত্রি) সমানা রাত্রিঃ (জ্যোতির্জ্জনপদরাত্রীত্যাদি। পা ৬।৩।৮।৫) ইতি সমানস্য সাদেশঃ। সমানরাত্রি, তুল্যরাত্রি।

সরায়ন, অযোধ্যাপ্রদেশে প্রবাহিত একটী ক্ষুদ্র নদী। খেরী জেলায় অক্ষা° ২৭°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩২´ পূঃ হইতে উদ্ভূত এবং ২৯ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বগতিতে চালিত হইয়া সীতাপুর জেলায় প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতঃপর এই জেলায় অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূঃ মধ্যে অখারি নাম্নী একটী স্রোতস্বিনী বামদিক্ হইতে আসিয়া ইহাতে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছে। অখারিসঙ্গমের পর এই নদী ৩ মাইল উত্তরপশ্চিম অভিমুখে প্রবাহিত হইয়া পরে পুনরায় দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে গমন করিয়াছে এবং অক্ষা° ২৭° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৫´ পূর্ব্বে ইহা গোমতীতে মিলিত হইয়াছে। এই নদীর গতি ৯৫ মাইল। মাঝে মাঝে নদীতে বন্যা হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের চাসবাসের বিশেষ ক্ষতি করে।

সরাব (পুং) সরাৎ সরণাৎ অবতীতি অব-রক্ষণে-অচ্। শরাব, মৃণ্ময়পাত্রবিশেষ, চলিত সরা।

সরাব্ (আরবী) মদ্য।

সরাসর্ (পারসী) ১ সম্পূর্ণরূপে। ২ পূর্ণ।

সরাসরী (পারসী) সংক্ষিপ্ত। ২ থাড়াথাড়া।

সরাহন, পঞ্জাব প্রদেশের বুশহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। শতদ্রু নদীর বামকূল হইতে প্রায় ৩ মাইল দূরে হিমালয় পাদমূলে অবস্থিত। ইহার এক পার্শ্বেই তুষারধবলিত হিমবৎ শৃঙ্গ এবং অপর পার্শ্বত্রয়ে বনমালা বিরাজিত। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৭২৪৬ ফিট উচ্চ। এখানে বুসহর রাজ্যের গ্রীষ্মাবাস আছে। এখানকার কালীমন্দির দেখিবার জিনিষ। ব্রাহ্মণ অধিবাসীরা নগরের উত্তর প্রান্তে বাস করিতে পারেন না।

সরি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। ১ নির্ঝর। (হেম)

সরিক্ (আরবী) অংশীদার।

সরিক (ত্রি) গমনকারী, গন্তা, সর।

সরিকা (স্ত্রী) ১ হিঙ্গুপত্রী। (শব্দচ°) ২ গমনকর্ত্তা।

সরিৎ (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-গতৌ। (হৃসৃরুহিযুষিভ্য ইতিঃ। উণ্ ১।৯৯) ইতি ইতি। ১ নদী। ২ সূত্র। (শব্দমালা) ৩ দুর্গা।

"ক্রিয়াকারণরূপত্বাৎ সরণাচ্চ সরিন্মতা।

সঙ্গমাদ্গমনাদ্ গঙ্গা লোকে দেবী বিভাব্যতে॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সরিৎপতি (পুং) সরিতাং পতিঃ। সমুদ্র। (অমর)

সরিদ্বৎ (পুং) সরিতঃ সন্ত্যস্যেতি সরিৎ মতুপ্ মস্য বঃ। সমুদ্র।

সরিৎসুত (পুং) সরিতো গঙ্গায়াঃ সুতঃ। ভীষ্ম।

সরিতাম্পতি (পুং) সরিতাং পতিঃ অলুক্‌সমাসঃ। সরিৎপতি, সমুদ্র।

সরিদধিপতি (পুং) সরিতামধিপতিঃ। সমুদ্র।

সরিদ্ভর্ত্তৃ (পুং) সরিতাং ভর্ত্তা। সমুদ্র।

সরিদ্বরা (স্ত্রী) সরিৎসু বরা শ্রেষ্ঠা। ১ গঙ্গা। (হেম) ২ শ্রেষ্ঠা নদী।

"সাতমগ্নিসমং বিপ্রমনুচিন্ত্য সরিদ্বরা।

শতধা বিদ্রুতা যস্মাচ্ছতদ্রুরিতি বিশ্রুতা॥" (ভারত ১।১৭৮।৯)

সরিন্ (ত্রি) সরতীতি সর্ত্তেরৌণাদিক-ইনি। গন্তা, গমনশীল।

"ভব বাজে বাজে সরীভব" (ঋক্ ১।১৩৮।৩)

'সরীভব গমনশীলো ভব' (সায়ণ)

সরিন্নাথ (পুং) সরিতাং নাথঃ। সমুদ্র। (রাজনি°)

সরিন্মুখ (ক্লী) সরিতাং মুখং। নদীর মুখ, নদীর মোহানা।

সরিমন্ (পুং) সরতীতি সৃ-(হৃভৃধৃসৃস্তৃশৃভ্যইমনিচ্। উণ্ ৪।১৪৭) ইতি ইমনিচ্। ১ গমন। ২ বায়ু। (উজ্জ্বল)

সরির (ক্লী) ১ সরিৎ, সলিল। (ত্রি) ২ বহু।

সরিল (ক্লী) সলিলং রলয়োরৈক্যাৎ লস্য র। সলিল, জল।

সরিষপ (পুং) সৃ গতৌ অপঃ যুগাগমশ্চ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। (উজ্জ্বল ৩।১৪১ উণাদি) সর্ষপ। (ত্রিকা°)

সরা (স্ত্রী) সরি কৃদিকারাদিতি ঙীষ্। নির্ঝর, ঝরণা।

সরীমন্—সৃ-ঈমনিচ্। ১ বায়ু। ২ গমন। এই প্রত্যয় কাহারও মতে হ্রস্ব ইকারান্ত হইয়া 'সরিমন্' এইরূপ হইবে। আবার কাহার মতে দীর্ঘ ঈকার হইয়া সরীমন্ এইরূপও হয়। এই পদ সর্ব্ববাদিসম্মত নহে। "দীর্ঘাদিরপ্যয়ং প্রত্যয় ইতি কেচিৎ" (উণাদি ৪।১৪৭ উজ্জ্বল)

সরীসৃপ্ (পুং) সরীসৃপ-ক্বিপ্। সরীসৃপ শব্দার্থ।

সরীসৃপ (পুং) কুটিলং সর্পতীতি সৃপ্ যঙ্ লুক্, পচাদ্যচ্। ১ সর্প। কুটিলভাবে যাহারা গমন করে, যাহারা বুকে হাটিয়া যায়। সর্প, বৃশ্চিক, ভেক প্রভৃতি। জ্যোতিষমতে মীন, বৃশ্চিক ও কর্কট রাশির নাম সরীসৃপ। (ত্রি) ২ জঙ্গম।

"পতঙ্গং ন শেকু দ্বিরেফশ্চতুষ্পদঃ

সরীসৃপং যদত্র দৃশ্যতে।" (ভাগবত ৫।১৮।২৭)

সরু (পুং) সৃ-উন্। সরু, খড়্গমুষ্টি, খড়্গের বাট্। (ত্রি) ২ সূক্ষ্ম। (ভুরিপ্রয়োগ)

সরুজ্ (ত্রি) রোগযুক্ত।

সরুজ (ত্রি) রুজা পীড়া তয়া সহ বর্ত্তমানঃ। পীড়ার সহিত বর্ত্তমান, পীড়াযুক্ত, ব্যাধিবিশিষ্ট।

সরুজত্ব (ক্লী) সরুজস্য ভাবঃ ত্ব। সরুজের ভাব বা ধর্ম্ম, পীড়া।

সরুজসিদ্ধাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

সরুদ্ভব (ক্লী) সরোদ্ভব, সরোজ, পদ্ম।

সরুষ্ (ত্রি) ক্রোধযুক্ত, ক্রুদ্ধ।

সরূপ (ত্রি) সমানং রূপং যস্য (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্য স। ১ সদৃশ। ২ সমানরূপ।

সরূপকৃৎ (ত্রি) সরূপং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্চ্। সদৃশকারী, সরূপকারী।

সরূপঙ্করণ (ত্রি) স্বরূপকৃৎ।

সরূপতা (স্ত্রী) সরূপস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সরূপের ভাব বা ধর্ম্ম, সরূপত্ব, তুল্যতা।

সরূপবৎসা (স্ত্রী) সবৎসা গো।

সরূপোপমা (স্ত্রী) উপমালঙ্কারভেদ, সমানোপমা।

[সমানোপমা দেখ।]

সরে (আরবী) ১ পথ, রাস্তা। ২ অনুজ্ঞা। ৩ উপদেশ। ৪ সরা।

সরেতস্ (ত্রি) রেতোযুক্ত।

সরেফ (ত্রি) রেফযুক্ত।

সরোগ (ত্রি) রোগেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোগের সহিত বর্ত্তমান, রোগযুক্ত, রোগবিশিষ্ট।

সরোজ (ক্লী) সরসি জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (হেম) (ত্রি) ২ সরোবরজাত।

সরোজন্মন্ (ক্লী) সরসঃ জন্ম উৎপত্তির্যস্য। ১ পদ্ম। (হেম)

সরোজিন্ (পুং) সরোজং উৎপত্তিস্থানত্বেনাস্ত্যস্যেতি ইনি। ব্রহ্মা। (শব্দরত্না°)

সরোজিনী (স্ত্রী) সরোজানি সন্ত্যস্যামিতি (সরোজপুষ্করাদিভ্যো-দেশে। পা ৫।২।১৩৫) ইতি ইনি। ১ কমলাকর। ২ পদ্ম। (মেদিনী) ৩ পদ্মসমূহ। (রত্নমালা)

"নিসর্গসৌরভোদ্ভ্রান্তভৃঙ্গসঙ্গীতশালিনী।

উদিতে বাসরাধীশে স্মেরাজনি সরোজিনী॥"(সাহিত্যদ° ১০।৭০৩)

কমলিনী, পদ্মিনী, পদ্মের ঝাড়। ৪ পদ্মবহুলপুষ্করিণী।

সরোৎসব (পুং) সরে সরোবরে উৎসবো যস্য। সারসপক্ষী।

সরোবিন্দু (পুং) গীতিভেদ।

সরোধ (ত্রি) রোধেন সহ বর্ত্তমানঃ। রুদ্ধ, রোধযুক্ত, রোধবিশিষ্ট।

সরোমন্নগর, অযোধ্যা প্রদেশে হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৩৫ বর্গমাইল। পূর্ব্বকালে এই স্থান ঠঠেরাদিগের অধিকারে ছিল। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের মধ্যভাগে গৌড় রাজপুতগণ ঠঠেরাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া আপনারা এই স্থান অধিকার করিয়া লয়। ইহারই কিছু পরে সোমবংশীরা পুনরায় গৌড়রাজপুতদিগকে তাড়াইয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। মহম্মদীর অধীশ্বর রাজা ভবানীপ্রসাদ ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে পালি ও সারী পরগণা হইতে কএকটী গ্রাম বিভাগ করিয়া লইয়া এই প্রদেশ সরোমন্নগর নামধেয় একটী স্বতন্ত্র পরগণায় বিভক্ত করিয়া যান।

২ উক্ত জেলার উক্ত পরগণার একটী নগর। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত আছে। শাহাবাদ হইতে এই স্থান

৬ মাইল দক্ষিণে এবং হার্দোই হইতে ১৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই হিন্দু। সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

সরোরুহ্ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-কিপ্। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহ (ক্লী) সরসি রোহতীতি রুহ-ক। পদ্ম। (হেম)

সরোরুহবজ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সরোরুহাসন (পুং) সরোরুহমাসনং যস্য। পদ্মাসন, ব্রহ্মা, প্রলয়কালে বিষ্ণুর নাভিপদ্মে অবস্থান করেন, এইজন্ত ইহার নাম পদ্মাসন হইয়াছে।

সরোরুহিনী (স্ত্রী) সরোজিনী, পদ্মিনী।

সরোবর (ক্লী) সরঃসু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পদ্মাকরত্বাৎ। জলাশয় বিশেষ, পর্য্যায় পদ্মাকর, কাসার, তড়াগ, তটাক, সরস, সরসী, সরস, সর, সরক। (শব্দরত্না°) [পুষ্করিণী দেখ।]

সরোষ (ত্রি) রোষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। রোষের সহিত বর্ত্তমান, রুষ্ট, রোষযুক্ত, রোষবিশিষ্ট।

সর্ক (পুং) বায়ু। ২ মনঃ। ৩ প্রজাপতি। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি)

সর্কান্দি, ফতেপুর জেলার গাজীপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাজিপুর নগর হইতে ৬ মাইল দূরে যমুনানদীতটে অবস্থিত, অক্ষা° ২৫° ৪৪´ ৩২´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ৫৮´ ৪´´ পূঃ। এখানকার সমগ্র অধিবাসীই প্রায় ব্রাহ্মণ।

সর্গ (পুং) সৃজ-ঘঞ্। ১ স্বভাব। ২ নির্ম্মোক্ষ। ৩ অধ্যায়। কাব্যে অধ্যায়কে সর্গ কহে। (সাহিত্যদ°) ৪ সংসার।

"ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ॥" (গীতা ৫।১৯)

৫ মোহ। ৬ উৎসাহ। (মেদিনী) ৭ অনুমতি। (হেম) ৮ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪১।৩০) ৯ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৪৮) ১০ বস্তুর প্রবণতা, মত, চুক্তি। ১১ পরিত্যাগ। ১২ সৃষ্টি। এই জগৎসৃষ্টির নাম সর্গ। এই সর্গের বিষয় সাংখ্যাদি-দর্শনশাস্ত্রে এইরূপ আছে—

"পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥" (সাংখ্যকা° ২১)

প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই সর্গের কারণ, অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হইয়াছে। পুরুষ কর্ত্তৃক প্রকৃতির যে ভোগ এবং পুরুষের যে মুক্তি এই উভয়ের জন্য পঙ্গু এবং অন্ধের ন্যায় প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ বশতঃ সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি হইয়া থাকে।

ভোগ এবং মুক্তি পুরুষার্থ অর্থাৎ ইহাই পুরুষের প্রয়োজন। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সর্গ চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, আর সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত কত সর্গ ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং ইহার নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বন্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তিপ্রবণ, তখনই সর্গ, ইহাই সর্গের আদি অর্থাৎ আরম্ভকাল।

প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখ দুঃখ সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ভোগ, এবং এই সুখ দুঃখই প্রকৃতির স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক, অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। পুরুষ যখন বারংবার জন্মমৃত্যুজনিত দুঃখভোগ করিয়া কাতর হইয়া পড়ে, তখন তাহার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এইরূপ দৃঢ় সাক্ষাৎকার আবশ্যক। সাক্ষাৎকারও বুদ্ধির বৃত্তি। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগও হয় না, এবং প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধিও হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা জন্য প্রকৃতি পুরুষের সম্বন্ধ। অন্ধ পঙ্গুকে স্কন্ধে করিলে দর্শনশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং চলনশক্তিসম্পন্ন অন্ধ উভয়ে মিলিয়া একটী অবিকলেন্দ্রিয় মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে, সেইরূপ ক্রিয়াশক্তিহীন চেতন পুরুষ এবং ক্রিয়াশীল অচেতন প্রকৃতি উভয়ে মিলিত হইয়া এক ক্রিয়াশীল চেতন ব্যক্তির ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্যই মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অর্থাৎ মহৎই প্রথম সর্গ। মহত্তত্ত্ব হইতেই পরে আর আর সৃষ্টি হইয়া থাকে।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনিবৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥
অষ্টবিকল্পো দৈবস্তৈর্য্যগ্‌যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি।
মানুষশ্চৈকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ সর্গঃ॥
ঊর্দ্ধং সত্ত্ববিশালস্তমো বিশালশ্চ মূলতঃ সর্গঃ।
মধ্যে রজো বিশালো ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্তঃ॥"

(সাংখ্যকা° ৫২-৫৪)

প্রকৃতি হইতে দুই প্রকার সর্গ হয়, প্রত্যয় সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ, এই দুই প্রকার সর্গের মধ্যে একটী জ্ঞানপ্রধান ও একটী জড়প্রধান। যে সকল বস্তু জড় বিষয়ের সহিত আত্মরূপী চৈতন্যের সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্য সূত্র, তাহারাই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত। আর যাহারা কেবল জড়, মধ্যসূত্রের সম্পর্ক ব্যতীত জ্ঞানের আলোকে আসিতে পারে না, তাহারাই জড়-প্রধান সর্গ। বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয় এবং তৎসমুদায়ের ব্যাপার এই জ্ঞানপ্রধান সর্গের অন্তর্গত, এবং পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত জড়প্রধান সর্গের অন্তর্গত।

এই দ্বিবিধ সর্গ পরস্পর সাপেক্ষ। বুদ্ধির বৃত্তি ধর্ম্মাধর্ম্ম, অর্থাৎ অদৃষ্ট না থাকিলে তন্মাত্র সর্গ হইতে পারে না, অদৃষ্টই তন্মাত্র প্রভৃতির উৎপত্তির সহকারী কারণ। তন্মাত্র সর্গ না হইলেও

প্রত্যয় সর্গের অন্তর্ভূত ভোগ বা ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না। কেন না ভোগ্য ও ধর্ম্মাধর্ম্ম কার্য্যের উপযোগী বস্তু শব্দাদি তন্মাত্র সর্গের অন্তর্গত এবং প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদ সাক্ষাৎকার উভয়বিধ সর্গ ব্যতীত উপপন্ন হয় না, কেন না শব্দাদি না থাকিলে শ্রবণ মননাদি এবং যোগজ ধর্ম্ম না থাকিলে বিবেকসাক্ষাৎকার হয় না। অতএব পরস্পরের অপেক্ষা বশতঃ দুই প্রকার সর্গ হইয়া থাকে।

এই সকল সর্গের মধ্যে দেবসর্গ অষ্টবিধ, তির্য্যক্ সর্গ পঞ্চবিধ এবং মনুষ্যসর্গ একবিধ। সুতরাং সংক্ষেপে সর্গ চতুর্দ্দশ প্রকার বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। দৈবসর্গ—১ ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মলোক-বাসী। ২ প্রাজাপত্য লোক ও প্রাজাপত্যলোকবাসী। ৩ ইন্দ্রলোক ও ইন্দ্রলোকবাসী। ৪ পিতৃলোক ও পিতৃলোক-বাসী। গন্ধর্ব্বলোক ও গন্ধর্ব্বলোকবাসী। ৬ যক্ষলোক ও যক্ষবৃন্দ। ৭ রাক্ষসলোক ও রাক্ষসসমূহ। এবং ৮ পিশাচ লোক ও পিশাচগণ এই ৮ প্রকার দৈবসর্গ। তির্য্যক্ সর্গ—১ পশু যাহার লোম ও লাঙ্গূল আছে, ২ মৃগ, লোমযুক্ত লাঙ্গূল যাহার নাই অথচ চতুষ্পদ। ৩ পক্ষী। ৪ সরীসৃপ। ৫ স্থাবর। এই পাঁচ প্রকার তির্য্যক্ সর্গ। মানব সর্গ এক প্রকার।

সর্গের ইহাই সংক্ষেপ বিভাগ। নতুবা দেবতা পক্ষে ধ্রুব লোক সূর্য্যলোক ইত্যাদিকে ব্রহ্মলোক ইন্দ্রলোকের মধ্যে না ধরিয়া স্বতন্ত্র ভাবে ধরিতে পারা যায়। তির্য্যক্ সর্গ পক্ষে সিংহ, ব্যাঘ্র, হস্তী প্রভৃতি নানারূপ ভেদ আছে, মানবের মধ্যেও আর্য্য ও অনার্য্য ইত্যাদি ভেদ আছে।

ব্রহ্মা হইতে তৃণ গুল্ম পর্য্যন্ত সমুদয় সর্গ নামে অভিহিত। এই সকল সর্গের মধ্যে ঊর্দ্ধ লোক সত্ত্বপ্রধান, পশু প্রভৃতি স্থাবর পর্য্যন্ত সকলই তমোগুণ প্রধান, মধ্যলোক অর্থাৎ মনুষ্য রজঃপ্রধান। ঊর্দ্ধলোক অর্থাৎ স্বর্গবাসিগণ সত্ত্বপ্রধান বলিয়া সুখী, তির্য্যক্ সর্গ তমঃপ্রধান বলিয়া জ্ঞানমূঢ় এবং মনুষ্য রজঃ প্রধান বলিয়া দুঃখী।

যতদিন না লিঙ্গশরীরের নিবৃত্তি হয়, ততদিন চেতন-পুরুষকে সেই শরীরে জরামরণ জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়; এই জন্য লিঙ্গশরীরের পক্ষে "দুঃখ" স্বাভাবিক। সর্গের ক্রম এইরূপ, অর্থাৎ

"প্রকৃতের্ম্মহাংস্ততো ঽহঙ্কারস্তস্মাদানশ্চ ষোড়শকঃ।
তস্মাদপি ষোড়শকাৎ পঞ্চভ্যঃ পঞ্চ ভূতানি ॥" (সাংখ্যকা° ২২)

প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, এবং অহঙ্কার হইতে ষোড়শ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চমহাভূত। ইহা ভিন্ন আর কোন সর্গ নাই। সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই এই সকলের কোন না কোন বিদ্যমান আছে।

শ্রীমদ্ভাগবতে সর্গের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে গুণ সকলের মহত্ত্বাদি রূপে যে পরিণাম, তাহা দ্বারা যাহা ব্যক্ত হয়, তাহাই কাল, কিন্তু ঐ কাল স্বতঃ ও নির্ব্বিশেষ, এবং আদ্যন্ত শূন্য, ইহাই আত্মাতে নিমিত্তরূপে বর্ত্তমান। ভগবান্ পরম পুরুষ লীলাবশতঃ উহাকেই নিমিত্ত করিয়া আপনাকে ব্রহ্মাণ্ড-রূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন।

"গুণব্যতিকরাকারো নির্ব্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ ॥ * *
সর্গো নববিধস্তস্য প্রাকৃতো বৈকৃতস্তু যঃ।
কালদ্রব্যগুণৈরস্য ত্রিবিধঃ প্রতিসংক্রমঃ ॥
আদ্যস্তু মহতঃ সর্গো গুণবৈষম্যমাত্মনঃ।
দ্বিতীয়স্ত্বহমো যত্র দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়োদয়ঃ ॥" (ভাগব° ৩।১০অ°)

এই বিশ্বের সর্গ ৯ প্রকার, ১ম মহৎ। আত্মস্বরূপ ভগবানের প্রকাশ হইতে যে গুণ সকলের বৈষম্য হয়, তাহার নাম মহৎ। ২য় অহঙ্কার—যাহাতে দ্রব্য,জ্ঞান ও ক্রিয়ার প্রকাশ হয়,তাহাকে অহংকার,৩য় পঞ্চতন্মাত্ররূপ ভূতসূক্ষ্ম,এবং তাহা হইতে মহাভূতের উৎপত্তি। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ইন্দ্রিয় স্বরূপ যে সর্গ, ইহা চতুর্থ। বৈকারিক সর্গ পঞ্চম, ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এবং মন, এবং পঞ্চবৃত্তি স্বরূপা অবিদ্যা সর্গ ষষ্ঠ, তাহাতেই জীবগণের অবুদ্ধি অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপ হইয়া থাকে। এই ৬ প্রকার সর্গ প্রাকৃত সর্গ। সপ্তম স্থাবর সর্গ। স্থাবর ষড়্ বিধ। বন-স্পতি, ওষধি, লতা, ত্বক্সার, বীরুধ্ ও বৃক্ষ। এই স্থাবর সর্গ উৎস্রোতঃ অর্থাৎ আহারার্থ ঊর্দ্ধে সঞ্চরণশীল এবং তাহারা অব্যক্ত পরিণামাদি ভেদবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

তির্য্যক্ সর্গ, অষ্টম। ইহা অষ্টাবিংশতি প্রকার। এই তির্য্যক্ সর্গ ভবিষ্যৎজ্ঞানশূন্য এবং তমোবহুল। ইহারা কেবল আহা-রাদি মাত্রেই তৎপর এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে, তাহাদের হৃদয়ে কোন জ্ঞান থাকে না।

মানব সর্গ নবম। এই সর্গ রজোগুণবহুল। এই নিমিত্ত ইহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখেও সুখবোধ করিয়া থাকে।

দৈবগণ বৈকৃত সর্গ। বৈকৃত সর্গ ৮ প্রকার। ১ দেব, ২ পিতৃ, ৩ অসুর, ৪ গন্ধর্ব্ব, অপ্সরস্, ৫ যক্ষ রাক্ষস, ৬ সিদ্ধ, চারণ বিদ্যাধর, ৭ ভূত, প্রেত, পিশাচ, ৮ কিন্নর, কিংপুরুষ। এই দশ প্রকার সর্গ।

ভগবান্ বিষ্ণু এইরূপে অব্যক্ত কালকে নিমিত্ত করিয়া উক্ত-রূপে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করেন। (ভাগবত ৩।১০ অ°)

একমাত্র কালই সর্গ ও প্রলয়কারী। কালের প্রথমভাগ অতীত হইলে জ্ঞানস্বরূপ পরমব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছা অতীত হয়। অনন্তর পরমেশ্বর ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে ইচ্ছামাত্র বিক্ষোভিত

করিলে ঐ প্রকৃতিই সর্ব্বকার্য্যের উপযোগিনী হইলেন। যেমন গন্ধ সন্নিহিত হইলেই মনের ক্ষোভ অর্থাৎ অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু ঐ অবস্থা পরিবর্ত্তনের কর্ত্তা নহে, নিমিত্ত মাত্র। প্রকৃতির ক্ষোভ সম্বন্ধে পরমেশ্বরও ঠিক তদ্রূপ। সেই ব্রহ্ম পরমেশ্বরেরই ক্ষোভক, আবার তিনিই সঙ্কোচবিকাশশালিনী প্রকৃতিরূপে ক্ষোভ্য : ঈশই সর্গের জন্য জীবাত্মগণকে ইচ্ছামাত্রে ক্ষোভিত করেন। সেই সাম্যাবস্থাপন্ন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিতে জীবাত্মগণ অধিষ্ঠিত হইলে গুণবৈষম্য হয়। তখন ঈশ্বরেচ্ছা-পরিচালিত প্রকৃতি তাহাকে আবরণ করেন। প্রধান সংবৃত মহত্তত্ত্ব হইতে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই ত্রিবিধ অহ-ঙ্কার উৎপন্ন হইল। অহঙ্কার উৎপন্ন হইবামাত্র মহত্তত্ত্ব তাহাকে আবরণ করিলেন। মহতাবৃত অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রের উৎপত্তি হইল। এই অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়গণ উৎপন্ন হইল। প্রথমে শব্দতন্মাত্র, তৎপরে স্পর্শ, রূপ, রস এবং সর্ব্বশেষে গন্ধতন্মাত্র, এইরূপে তন্মাত্র সর্গ হইল। পরে এই অহঙ্কার সকল তন্মাত্রকে পৃথক্ পৃথক্ রূপে আবরণ করিলে শব্দ-তন্মাত্র হইতে শব্দের উপাদান আকাশ উদ্ভূত হইল। তামস অহঙ্কার শব্দতন্মাত্র সহ আকাশ আবৃত করিল। পরে এই আকাশের সহিত স্পর্শতন্মাত্র হইতে স্পর্শের উপাদান গুণান্বিত বায়ু উৎপন্ন হইল। আকাশ বায়ুসহকৃত রূপতন্মাত্র হইতে প্রদীপ্ত তেজ উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইল। পরে আকাশ-বায়ু তেজসমন্বিত রসতন্মাত্র হইতে জল উৎপন্ন হইয়া সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল। অমিততেজা বিষ্ণু অনিলান্দোলিত নিরা-ধার জলরাশি ধারণ করিলেন। পরমেশ্বর তাহাতেই প্রথমে বীজাধান করেন। সেই বীজ সূর্য্যসন্নিভ সুবর্ণময় অণ্ডা-কারে পরিণত হইল। ঐ অণ্ড মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত এবং তদ্দ্বারা চতুর্দ্দিকে সংবৃত। জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের গঠন। সুতরাং পরমেশ্বরের স্থাপিত বীজ এই সকল পদার্থের মধ্যবর্ত্তী। এইরূপে এই ব্রহ্মাণ্ড ও জল প্রভৃতি তৎসমস্ত বস্তু দ্বারাই যথাক্রমে আবৃত। স্বয়ং বিষ্ণু সেই অণ্ড মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপ দেহ স্থাপন করিয়া দিব্য মানে এক বৎসর তথায় অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় বুদ্ধিবলে সমস্ত বীজ সংগ্রহ করিলেন। পরে তিনি ইচ্ছা মাত্রে সেই অণ্ড ভেদ করিয়া ক্ষণকাল তথায় রহিলেন। তখন অন্যান্য চতুর্ভূত সহকৃত গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। এই নিখিল পৃথিবী তন্মাত্র সাহায্যে নির্ম্মিত বলিয়া শব্দ, স্পর্শ এবং সমুদয় রূপ, রস ও গন্ধ সকলই ইহাতে বর্ত্তমান। এই ব্রহ্মাণ্ডের কললে সুমেরু, জরায়ু দ্বারা পর্ব্বতসমূহ, এবং গর্ভ সলিলে সপ্ত সমুদ্র উৎপন্ন হইল।

ব্রহ্মাণ্ডের তেজোরাশিতে মহর্লোক, ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ পবনে জনলোক, ঈশ্বরেচ্ছাবলে তপোলোক, এবং ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্দ্ধগতি দ্বারা সত্যলোক উৎপন্ন হইল। সর্ব্বোপরি স্বয়ং অচ্যুত বিষ্ণু অবস্থিত, এই বিষ্ণুলোকই জ্ঞানগম্য চরম পদ বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বর ব্রহ্মরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া জগৎ স্থিতির জন্য বিষ্ণুরূপী হইলেন। পরে এই বিষ্ণু বরাহরূপে দংষ্ট্রাদ্বারা পৃথি-বীকে ধারণ করিলেন। তৎপরে সপ্তফণাসমন্বিত অনন্তরূপী হইয়া ফণার উপরে এই পৃথিবী স্থাপন করিলেন। দীর্ঘকায় অনন্ত কূর্ম্ম পূর্ব্বে ৯টা কুণ্ডলী করিয়া অনায়াসে পৃথিবী ধারণ করিলেন। কিন্তু অনন্তফণোপরি অবস্থিত হইয়াও পৃথিবী স্থির হইল না, বিচলিত হইতে লাগিল। তখন বিষ্ণু-রূপী বরাহ পৃথিবীকে অচলা করিবার জন্য পর্ব্বতকুলকে দৃঢ় করিতে লাগিলেন। তখন তিনি সুমেরু পর্ব্বতকে ভূতলে প্রোথিত করিলেন। সুমেরু পৃথিবী ভেদ করিয়া ভূতলে প্রবিষ্ট হইল। এই সুমেরু যাহাতে বিচলিত না হয়, তাহার জন্য তাহার পার্শ্বে কতিপয় সীমাপর্ব্বত স্থাপন করিলেন। এইরূপে পৃথিবীকে স্থির করিয়া প্রজাসৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

প্রথমে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহার নাম প্রজাপতি রাখিয়া তাঁহাকে সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি করিতে আদেশ দিলেন। অনন্তর এই বিরাট্ পুরুষ তপস্যা করিয়া স্বায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। এই মনু তখন তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মাকে পরিতোষ করিলে ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া সর্গের জন্য মনের সাহায্যে দক্ষকে উৎপাদন করিলেন। দক্ষ উৎপন্ন হইলে মনু বিধিকে দশবার প্রণাম করেন। তখন ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি আরও দশজন মানস পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে ব্রহ্মা স্বায়ম্ভুব মনু এবং এই সকল মানস পুত্রকে প্রজাসর্গ কর, এই অনুমতি দিয়া সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এইরূপে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছে।

বিরাট্ পুরুষের আজ্ঞায় মনু, দক্ষ ও মরীচি প্রভৃতি মানস-পুত্রগণ প্রত্যেকে যে সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাকে প্রতিসর্গ কহে। ইহারা সকলেই বহুতর প্রজা সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে এই সকল প্রজা দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত হইল। (কালিকাপুরাণ ২৬-২৭ অ°)

এইরূপে সর্গ হয়, কিছুকাল সর্গের স্থিতি, তৎপরে আবার প্রলয় হয়। প্রত্যেক পুরাণেই সর্গ, প্রতিসর্গ ও প্রলয় বিশেষ ভাবে বর্ণিত আছে। কারণ পুরাণের লক্ষণেও লিখিত আছে যে, সর্গ ও প্রতিসর্গ বর্ণন করিতে হইবে। সুতরাং সকল পুরাণেই সর্গক্রম বিবৃত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে ইহার কিছু কিছু মতভেদ আছে। তাহা তত্তদ্ পুরাণে দ্রষ্টব্য। সংক্ষিপ্তভাবে সর্গক্রম প্রদর্শিত হইল মাত্র। মনুর প্রথম

অধ্যায়ে ও সকল দর্শনশাস্ত্রেই সৃষ্টির প্রক্রম বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। তত্তদ্ দর্শনশব্দে তাহা আলোচিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল মত এস্থলে লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ দর্শন শব্দ দ্রষ্টব্য]

সর্গকর্ত্তৃ (পুং) সর্গস্য কর্ত্তা। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেন। (ত্রি) ২ সৃষ্টিকারিমাত্র।

সর্গকৃৎ (পুং) সর্গং সৃষ্টিং করোতি কৃ-কিপ্-তুকৃচ। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা।

সর্গতক্ত (ত্রি) গমনে প্রবৃত্ত। "প্রসবঃ সর্গতক্তঃ" (ঋক্ ৫।৩৩।৪) 'সর্গতক্তঃ সর্গে গমনে প্রবৃত্তঃ' (সায়ণ)

সর্গপ্রতক্ত (ত্রি) সর্গেণ প্রতক্তঃ। বিসর্জ্জন অর্থাৎ ত্যাগ দ্বারা প্রগমিত, গমনপ্রাপিত। "সর্গপ্রতক্তঃ সিন্ধুর্ন্নক্ষোদঃ" (ঋক্ ১।৬৫।৫) 'সর্গপ্রতক্তঃ সর্গেণ বিসর্জ্জনেন প্রগমিতঃ' (সায়ণ)

সর্গবন্ধ (পুং) সর্গৈরধ্যায়ৈ র্বন্ধো যস্য। মহাকাব্য। সাহিত্যদর্পণে আছে যে মহাকাব্যের অধ্যায় সর্গ দ্বারা নিবদ্ধ করিতে হয়।

"সর্গবন্ধো মহাকাব্যমুচ্যতে তস্য লক্ষণং॥" (দণ্ডী)

[মহাকাব্য শব্দ দেখ।]

সর্জ্জ, অর্জ্জন। ভ্বাদি পরস্মৈ° সক° সেট্। লট সর্জ্জতি। লোট্ সর্জ্জতু। লিট্ সসর্জ্জ। লুট্ সর্জ্জিতা। লুঙ্ অসর্জ্জীৎ, অসর্জ্জিষ্টাং, অসর্জ্জিষুঃ।

সর্জ্জ (পুং) সৃজতি নির্য্যাসাদীনিতি সৃজ-অচ্। ১ শালবৃক্ষ। (অমর) ২ সর্জ্জরস। (ভরত) ৩ পীতসাল। (শব্দরত্না°) ৪ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্জ্জক (পুং) সর্জ্জ এব স্বার্থে কন্। ১ পীতশাল। (অমর) ২ শাল। (জটাধর)

সর্জ্জগন্ধা (স্ত্রী) সর্জ্জস্যেব গন্ধো যস্যা। রাস্না।

সর্জ্জন (ক্লী) সৃজ-ল্যুট্। ১ সৈন্যপশ্চাদ্ভাগ। (শব্দরত্না°) ২ বিসর্জ্জন। ৩ সৃষ্টি, সর্গ।

"তস্মাদীশ্বরস্য জগৎসর্জ্জনং ন যুজ্যতে" (সর্ব্বদর্শন অক্ষপাদ)

সর্জ্জনামন্ (পুং) সর্জ্জ নাম যস্য। সর্জ্জতরু। (সুশ্রুত)

সর্জ্জনির্য্যাসক (পুং) সর্জ্জস্য নির্য্যাসঃ স্বার্থে কন্। রাল, ধুনা। (রাজনি°)

সর্জ্জমণি (পুং) সর্জ্জস্য মণিরিব। ধূনক, ধূনা।

সর্জ্জরস (পুং) সর্জ্জস্য রসঃ। শালবৃক্ষনির্য্যাস, ধুনা। পর্য্যায়—যক্ষধূপ, অরাল, সর্ব্বরস, বহুরূপ, রাল, বহ্নিবল্লভ, শালজ, শালনির্য্যাস, সর্জ্জ্য, ধূনক, শালসার, বিরূপ, শালবেষ্ট, অগ্নিবল্লভ, সর্জ্জমণি। (হেম)

সর্জ্জাপুর, মহিসুর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১২° ৫২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ ৫´´ পূঃ। হায়দর আলী ও তৎপুত্র টিপুসুলতানের সময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছিল; তৎকালে এখানে বহু ধনাঢ্য মুসলমান বাস করিতেন। এক্ষণে তাঁহাদের সকলেই প্রায় দুঃস্থ, তাঁহাদের সুবৃহৎ অট্টালিকাদিও ভগ্ন। এখানে এখনও কার্পাস-বস্ত্র, কার্পেট, ও ফিতা প্রস্তুতের বিস্তৃত কারবার আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এখানে আর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয় না।

সর্জ্জি (স্ত্রী) সর্জ্জ অর্জ্জনে ইন্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রত্নমালা)

সর্জ্জিকা (স্ত্রী) সর্জ্জিরেব স্বার্থে কন্ টাপ্। সর্জ্জিকাক্ষার, সাজিমাটী। (জটাধর) ২ নদীবিশেষ। (ভারত)

সর্জ্জিকাক্ষার (পুং) সর্জ্জিকা-এব ক্ষারঃ, যদ্বা সর্জ্জিকা যাঃ নস্যাক্ষারঃ। সাচিক্ষার, চলিত সাজিমাটি। পর্য্যায় কাপোত, সুখবর্চ্চক, সৌবর্চ্চল, রুচক, সৃজিক্ষার, সর্জ্জিকাক্ষার, স্বর্জ্জিকা, স্বর্জ্জিকা, সুরবর্চ্চক, সর্জ্জিক্ষার, সর্জ্জিক, সর্জ্জী, সুখোর্জ্জিক, সুবর্চ্চিক, সুবর্চ্চী, সুখবর্চ্চস্। গুণ কটু, উষ্ণ, কফ, ও বাতোদরপীড়ানাশক। (রাজনি°)

সর্জ্জী (স্ত্রী) সর্জ্জি বাহুলকাৎ-ঙীষ্। সর্জ্জিকাক্ষার। (রাজনি°)

সর্জ্জীক্ষার (পুং) সর্জ্জিকাক্ষার।

সর্জ্জূ (স্ত্রী) সর্জ্জতীতি সর্জ্জ (কৃষিচমিতনিধনীতি। উণ্ ১।৮২) ইতি উ। ১ বিদ্যুৎ। (মেদিনী) ২ অভিসার। ৩ হার। (শব্দরত্না°)

সর্জ্জ্য (পুং) সর্জ্জাস্তেদমিতি যৎ। ১ সর্জ্জরস। (ত্রি) ২ অর্জ্জনীয়।

সর্দ্দার সহর (সর্দ্দার-শির), রাজপুতানার বিকানের রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিকানের নগর হইতে ৭৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সর্দ্ধানা (সরধান), যুক্তপ্রদেশের মীরাট্ জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সরধান ও বরণাবর পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ২৫১ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের ঠিক মধ্যস্থল দিয়া হিন্দননদী প্রবাহিত। গঙ্গানদী ও পূর্ব্ব-যমুনা খালের জল দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মীরাট নগর হইতে ১২ মাইল উত্তরপশ্চিমে গঙ্গা-খালের নিকটবর্ত্তী নিম্নপ্রান্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯°৯´৬´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৩৯´২৬´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগরে বেগম সমরুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন এখানে অসংখ্য সৌধমালা নির্ম্মিত ও নগরের শ্রীসম্পদও যথেষ্ট পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল; এখন আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। বেগম সমরুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই তাঁহার আদরের রাজধানী ধনজনবিরহিত এবং সৌভাগ্যসম্পদ্‌বিবর্জ্জিত হইয়াছে। বেগম সমরু এই নগরের উত্তরে লস্করগঞ্জ নামে একটী নগর স্থাপন করেন, এইস্থলে তাঁহার সেনাবাস ও একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান আছে। উহারই দক্ষিণে বিস্তৃত সেনা-পরিক্রম-

স্থান (parade grounds), তাহারই দক্ষিণে সর্দ্ধানা নগর। স্থানীয় প্রবাদ, এই প্রদেশে মুসলমানের বিজয়বাহিনী সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার বহুপূর্ব্বে রাজা সরকত এই নগর স্থাপন করেন। মার্কণ্ডেয়পুরাণে এই নগর সরধান নামে বর্ণিত হইয়াছে। (মার্ক° পু° ৫৮।৪৪)

এই নগরের প্রাচীন ইতিহাস তাদৃশ কৌতূহলোদ্দীপক নহে। ইহার আধুনিক ইতিহাসই ইহাকে ঐতিহাসিকের নিকট প্রথিত করিয়াছে। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে এখানে ওয়ালটার রীণ্‌হার্ডট্ ও জর্জ্জ টমাস নামে দুইজন য়ুরোপীয়ের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা অদৃষ্টবশে পরিচালিত হইয়া ভারতে সৌভাগ্যান্বেষণে আগমন করেন এবং স্ব স্ব অধ্যবসায় ও ভাগ্যবশে এখানকার শাসনদণ্ড স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া য়ুরোপীয় সৈনিকের সৌভাগ্যপরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

ওয়ালটার রীন্‌হার্ডট্ লুক্সেম্বর্গবাসী এবং মাংসবিক্রয়ই তাঁহার উপজীবিকা বা বংশগতবৃত্তি। সাধারণের নিকট সমরু বা সমব্রে (Sombre) নামে পরিচিত ছিলেন। প্রথমে ওয়াল্‌টার ফরাসী সেনাদলভুক্ত হইয়া সৈনিকের বেশে ভারতে আগমন করেন। কিছুকাল তথায় কার্য্য করিয়া ফরাসীর অধীনতা ত্যাগপূর্ব্বক ইংরাজসেনাদলে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং অতি অল্পকাল মধ্যেই সার্জ্জিণ্টের (Sergeant) পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি ইংরাজ সেনাদল হইতে পলাইয়া চন্দননগরে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের অধীনে সেনাদলে মিলিত হন। নবাবীবিপ্লবে ফরাসীগণ চন্দননগর ইংরাজ কোম্পানীর করে সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলে রীন্‌হার্ডট্ ফরাসী সেনাদল পরিত্যাগ করিয়া ১৭৫৭ খৃঃ হইতে ১৭৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসোঁলার দলভুক্ত হইয়া সেই বিপ্লবের দিনে আপনার ভাগ্য ফিরাইবার জন্য সমগ্র ভারতপর্য্যটনে বহির্গত হইলেন। উক্ত বর্ষেই শাহ আলম্ বাদশাহ নবাবের হস্ত হইতে বাঙ্গালা পুনরুদ্ধার মানসে সদলবলে বাঙ্গালায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। মুসোঁলা এই সময়ে ভারতের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া স্বীয় সেনাদল সহ বাঙ্গালায় সম্রাটের সহিত মিলিত হইলেন। গয়ার নিকটে নবাবপক্ষীয় ইংরাজ সেনাপতি কর্ণেল কার্ণাকের সহিত বাদশাহী দলের যুদ্ধ বাঁধে। সম্রাট্ এই যুদ্ধে পরাজিত হন। রীন্‌হার্ডট্ তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া কৌশলে মীর কাসেমের সেনাদলে প্রবেশ করেন। নবাব মীর কাসেম ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে এই সেনানী সমরুকেই পাটনার কয়েদী ইংরাজদিগের নিধনে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। [পাটনা দেখ]

নবাবের আদেশে সমরু ইংরাজ বন্দীদিগের বধসাধন করিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের শত্রুতা করিয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করিতে পারিলেন না। বাঙ্গালায় একেশ্বর প্রভুত্ব স্থাপনপ্রয়াসী প্রতিহিংসাপরায়ণ ইংরাজগণ তাঁহার এই অন্যায়াচরণের প্রতিশোধ লইবেই জানিয়া তিনি অযোধ্যাপ্রদেশে পলায়ন করিলেন এবং তথায় আসিয়া ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কয়েকটী দেশীয় রাজসরকারে সেনাপতির কার্য্য করিতে থাকেন। শেষোক্ত বর্ষে তিনি সম্রাট্ ২য় শাহ আলমের মন্ত্রী ও সেনাপতি নজফখাঁর অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। সম্রাট্-সেনাপতির অনুগ্রহে সর্দ্ধানা পরগণা তাঁহাকে জায়গীর স্বরূপ প্রদত্ত হইল। এই জায়গীর হইতে একটী সেনাদল পোষণ করিয়া আবশ্যকমত মোগল সম্রাট্‌কে সাহায্য করিবার ভারও তাঁহার উপর রহিল।

সমরু মোগলসম্রাটের অধীনে সামন্ত পদ লাভ করিলেন বটে, কিন্তু অধিক দিন রাজ্য-সুখভোগ করিতে সমর্থ হইলেন না। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; তদনন্তর তাঁহার বিধবা পত্নী বেগম সমরু স্বহস্তে সেই সেনাবাহিনীর পরিচালনের ভার গ্রহণ করেন। বীরত্বপ্রতিভায় প্রতিষ্ঠাপন্না এই রমণী আরবদেশীয় কোন মুসলমানের অবৈধ সন্তান, সমরু মুসলমান রাজসরকারে কর্ম্ম করিবার পর কোন সুযোগে এই রমণীর রূপে আকৃষ্ট হন, পরে সম্মিলন ঘটে। পরস্পরে শাস্ত্রমত বিবাহিত হইবার পূর্ব্বে রীন্‌হার্ডট-রমণী সর্দ্ধানা প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং সশরীরে সেনাদল পরিচালন করিতেন। তাঁহার অধীনে ৫ বাটেলিয়ন সিপাহী সৈন্য, ৩০০ য়ুরোপীয় সেনানায়ক ও কামানচালক, ৫০টী কামান ও বহু অশ্বারোহী ছিল।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বেগম রোমান কাথলিক গীর্জ্জায় জোহানা নামধারণ করিয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে গোকুলগড়ের যুদ্ধে বেগমপরিচালিত সর্দ্ধানার সেনাদল বিশেষ দক্ষতাসহকারে দিল্লীশ্বরের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ সময় জর্জ্জ টমাস নামক বেগমের সেনাপতি ভীমবেগে শত্রুসৈন্য আক্রমণ করিয়া সম্রাটের সম্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বেগম তাঁহার অধীনস্থ অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক বিখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা লেভাসোল্টের পাণিগ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার অপরাপর য়ুরোপীয় কর্ম্মচারীর ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অধীনস্থ য়ুরোপীয় সেনানায়কগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাহারা রীন্‌হার্ডটের অবৈধতনয় জাফর আয়াব খাঁকে আপনাদের দলপতি করিয়া বেগমের বিদ্বেষাচরণে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহাদের অত্যাচারে বেগম নবপরিণীত পতিকে লইয়া প্রাণরক্ষার্থে পলায়ন করেন, কিন্তু তাঁহারা অধিক পথ অতিক্রম করিতে না করিতে বিদ্রোহীদল

বেগমের পালকী আক্রমণ করে। বেগম শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ঘৃণিতভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চাহিলেন না। তিনি স্বীয় বীরজীবন বীরভাবেই ইহজগৎ হইতে অপসারিত করিবার জন্য স্বীয় বক্ষে ছুরিকা বসাইলেন। পূর্ব্ব অঙ্গিকার-মত লেভাসোল্ট্ স্বীয় কণ্ঠে বন্দুক লাগাইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। বেগমের আঘাত তাদৃশ গুরুতর হয় নাই, তাঁহাকে অবিলম্বে পালকী করিয়া সর্দ্ধানায় আনয়ন করা হইল। সুচিকিৎসায় বেগম শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন। অপর একটী কিংবদন্তীতে প্রকাশ, বেগম তাঁহার বর্ত্তমান স্বামীর ব্যবহারে উত্তরোত্তর উত্যক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার আশায় ও তাঁহাকে বিশেষ শাস্তি দিবার মানসে আপনার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করেন।

বেগমের অঙ্গে অস্ত্রাঘাত যে কোন সূত্রেই সম্পাদিত হউক না কেন, তাঁহার হস্ত হইতে সর্দ্ধানার শাসনকর্ত্তৃত্ব কিছুকালের নিমিত্ত তৎপুত্র জাফর আয়াব খাঁর হস্তে ন্যস্ত হইয়াছিল। এই সময়ে সমরুপুত্র জাফর মাতার প্রতি অতিশয় ঘৃণিত ব্যবহার করিয়াছিলেন। বেগমের প্রতি এই কঠোর অত্যাচার তাঁহার বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য জর্জ টমাসের ভাল লাগিল না। তিনি সেই বিপ্লবের মধ্যে বেগমের সপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার বীরত্বপ্রতিভায় ও রাজনৈতিক কৌশলে বেগম পুনরায় রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে লাগিলেন, এই সময় হইতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেগম নির্ব্বিরোধে রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

দিল্লীর যুদ্ধের অবসানে, ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে উত্তর অন্তর্ব্বেদী-প্রদেশে ইংরাজের বিজয়কেতন উড্ডীন হইলে বেগম ইংরাজ-রাজের প্রতি বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এই সময়ে বেগম সমরুর রাজ্য বহু বিস্তৃত হইয়াছিল। সর্দ্ধানা, বরাউত, বর্ণাবা, ধানকৌর প্রভৃতি কতকগুলি বাণিজ্যপ্রধান নগর তাঁহার অধিকারে ছিল। ঐ নগরগুলি মীরাট, দিল্লী, খুর্জা, বাগপৎ প্রভৃতি রাজধানীর সন্নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালীও হইয়াছিল। একমাত্র মীরাট জেলার সম্পত্তি হইতে তাঁহার বার্ষিক ৫৬৭২১০৲ টাকা আয় ছিল। সর্দ্ধানা, দিল্লী, মীরাট, খীরবা, জালালপুর প্রভৃতি স্থানে বেগম সমরুর বাসভবন নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্‌যোগে সর্দ্ধানায় একটী গির্জ্জা (Cathedral) ও দরিদ্রাবাস (Poor-house) স্থাপিত হইয়াছিল। ঐ দুইটী বাটিকার যাবতীয় ব্যয় এবং কলিকাতা, মান্দ্রাজ, বোম্বাই ও আগ্রার কতকগুলি কাথলিক গির্জ্জায়, সেণ্ট জন্স রোমান কাথলিক কলেজ ও মীরাট কাথলিক চাপেলের ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তিনি বহু অর্থ দান করেন। সাধারণের দানার্থ তিনি কলিকাতার বিশপ্‌কে লক্ষাধিক সোনাৎ মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক অনেক সমিতিতেও তিনি অর্থ দান করেন।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে সমরুপুত্র জাফর আয়াব খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁহার একমাত্র কন্যা ছিল। বেগম ঐ কন্যাকে স্বীয় অধীনস্থ ডাইস নামক এক সেনাপতির হস্তে সমর্পণ করেন। ঐ কন্যার গর্ভজাত একমাত্র তনয় ডেভিড্ অক্টর্লোনী ডাইস্ সম্রে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে প্যারী রাজধানীতে দেহত্যাগ করেন। তখন সর্দ্ধানারাজ্য তাঁহার বিধবাপত্নী ভাইকাউণ্ট সেণ্ট ভিন্‌সেণ্টের কন্যা অনরেবল মেরী এনি ফরেষ্টারের অধিকারে আসে।

সর্দ্ধানা নগরের পূর্ব্বাংশে বেগমের প্রাসাদ। উহা দেখিবার জিনিস। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে এখানকার রোমান কাথলিক কাথিড্রেল নির্ম্মিত হয়। এ ছাড়া আরও অনেক অট্টালিকা আছে। চারিটী জৈনমন্দির এখনও এখানকার জৈনসমাজের প্রভাবের পরিচয় দিতেছে। নবাবগঞ্জের প্রাচীন দুর্গ এখন ভগ্নাবস্থায় নিপতিত।

সর্প (পুং) সৃপ্যতে সৃপ-ঘঞ্। ১ নাগকেশর। (রত্নমালা) সৃপ-ভাবে ঘঞ্। ২ গমন। সর্পতি ইতস্ততো গচ্ছতীতি সৃপ-অচ্। ৩ শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি বিশেষ। এই জাতি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ছিল। পুরাণমতে রাজা সগর বশিষ্ঠের আজ্ঞানুসারে ইহাদিগকে বিনাশ না করিয়া বেদে অনধিকার এবং বেশের অন্য প্রকার করাইয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দেন। এই কারণে ইহারা শ্মশ্রুধারী ম্লেচ্ছজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে।

"শকা যবনকম্বোজাঃ পারদাঃ পহ্লবাস্তথা।
কোলি-সর্পা মাহিষকা দার্ব্বাশ্চোলাঃ সকেরলাঃ॥
সর্ব্বেতে ক্ষত্রিয়া স্তাত! ধর্ম্মস্তেষাং নিরাকৃতঃ।
বশিষ্ঠবচনাদ্রাজন্ সগরেণ মহাত্মনা॥" (হরিবংশ ২৮অ°)

৪ স্বনামখ্যাত সরীসৃপজাতি বিশেষ, চলিত সাপ, পর্য্যায়—পৃদাকু, ভুজগ, ভুজঙ্গ, অহি, ভুজঙ্গম, আশীবিষ, বিষধর, চক্রী, ব্যাল, সরীসৃপ, কুণ্ডলী, গূঢ়পাৎ, চক্ষুশ্রবস্, কাকোদর, ফণী, দর্ব্বীকর দীর্ঘপৃষ্ঠ, দন্দশূক, বিলেশয়, উরগ, পন্নগ, ভোগী, পবনাশন, বিলশয়, কুম্ভীলস, দ্বিরসন, ভেকভুজ্, শ্বসনোৎসুক, ফণাধর, ফণধর, ফণাবৎ, ফণাকর, ফণকর, সমকোল, ব্যাড়, দংষ্ট্রী, বিষাস্য, গোকর্ণ, উরঙ্গম, গূঢ়পাদ, বিলবাসী, দর্ব্বীভৃৎ, হরি, প্রচলাকিন্, দ্বিজিহ্ব, জলরুণ্ড, কঞ্চুকী, চিকুর, ভুজ। (জটাধর) [ইহাদের উৎপত্তির বিবরণ নাগ শব্দে দেখ।]

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু গবেষণাদ্বারা এইরূপ সর্পতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

সর্পজাতির দেহ দীর্ঘায়তন, নলাকার বা অর্দ্ধনলাকার;

কোন জাতি পুচ্ছাগ্র সূচীমুখ কোনটী বা অপেক্ষাকৃত স্থূল। ইহাদের দেহে পদাদি কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দৃষ্ট হয় না, সমগ্র দেহযষ্টি আঁইসযুক্ত ত্বকে আবৃত। ঐ আঁইসযুক্ত ত্বকের নিম্নভাগ এরূপ ভাঁজকাটা যে তদ্দ্বারা সর্পগণ অনায়াসে মৃত্তিকার উপর বুকে হাটিয়া যাইতে পারে। দেহাভ্যন্তরের কশেরুকাস্থি ভিন্ন আর কোন অস্থি নাই, পঞ্জরাস্থি গুলি তাহাদের অঙ্গচালনার সঙ্গে সঙ্গেই চালিত হয়। মস্তকভাগে তালু ও হনুর অস্থি ইচ্ছাক্রমে সঞ্চলিত হয়। উক্ত তালু ও হনুতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচ্যাকার বহু দন্ত বিরাজিত আছে। চক্ষুদ্বয় খোলা, উহার আবরক নাই। কর্ণরন্ধ্র নাই। জিহ্বা সূত্রাকার, সরু ও দ্বিখণ্ডিত। এই জন্য সর্পজাতি দ্বিজিহ্ব নামে বিদিত। ইহাদের চোয়ালদ্বয় স্থিতিস্থাপক বন্ধনী দ্বারা সম্মুখদিকে সম্বদ্ধ এবং আবশ্যক হইলে তাহা বিস্তৃত হয়। সে সর্পের শিরোভাগ কপিত্থাকার, সে অনায়াসে একটী পূর্ণবয়স্ক মনুষ্যদেহ গলাধঃকরণ করিতে পারে অর্থাৎ নরদেহ বা মস্তক উদরস্থ করিবার কালে ঐ সর্প মস্তকের চিবুক ভাগ এতদূর প্রসারিত হইতে পারে যে, তাহাতে সর্পমস্তকের দশগুণ বর্দ্ধিত দেহও তাহার মুখবিবরে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে।

ইহারা ডিম্ব প্রসব করে। এক সময়ে ১০টী হইতে ৮০টী পর্য্যন্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। ঐ ডিম্বগুলি অর্দ্ধবৃত্তাকার (Ellipsoid) ও কোমল চর্ম্মাবরণে আচ্ছাদিত। উষ্ণ প্রধান দেশে সর্পেরা তাহাদের ডিম্ব ফুটাইতে কোনরূপ যত্ন লয় না। তাহারা এক স্থানে ডিম্ব ত্যাগ করিয়া সরিয়া যায়। ঐ ডিম্বগুলি সূর্য্যোত্তাপে অথবা স্থানীয় জলবায়ুর কোমল উত্তাপে আপনিই ফুটিয়া পড়ে এবং তাহা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্প-শাবক (সলুই) বাহির হয়। এক মাত্র ময়াল সাপেরাই (Pythons) আপনাদের ডিম্ব ফোটাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করে। তাহারা ডিম্বপ্রসবান্তে আপনাদের দেহ ঐ ডিমের চারিদিকে কুণ্ডলী করিয়া ধীরে ধীরে তাপদান করে। যতদিন না ঐ ডিম্ব হইতে ছানা বাহির হয়, ততদিন তাহারা ডিম্বরক্ষায় বিশেষ মনোযোগী থাকে। ডিম্বপ্রসবকারিণী সর্পিণী আপনাকে শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত জানিতে পারিলে, শাবকরক্ষার জন্য অতি ভীষণ ভাবে আততায়ীকে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করে। সুমিষ্ট জলে বাসকারী নানা জাতীয় সর্প, লবণসমুদ্রজ সর্পজাতি এবং ভাইপরিডি (Viperidæ) ও ক্রোটালিডি (Crotalidæ) শ্রেণীর সর্প জাতির ডিম্বগুলি পূর্ণকাল পর্য্যন্ত ডিম্বাধারে থাকে। পরে যথাকালে গর্ভাশয়ে ডিম্বস্থ সলুই গুলি আবরণোন্মুক্ত হইয়া মাতৃজঠর হইতে প্রসূত হয়। এই জন্য এই সর্পদিগকে Ovo-viviparous সংজ্ঞায় অভিহিত করা হইয়াছে।

প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের চেষ্টায় ও অধ্যবসায়ে আজ পর্য্যন্ত যতগুলি সর্প জাতির বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যা ১৫০০। কোন কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার উহাদের সংখ্যা ১৮০০ বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। য়ুরোপের ৭০° উত্তর অক্ষাংশ ও আমেরিকার কলম্বিয়া প্রদেশের ৫৪° উত্তর অক্ষাংশে এবং বিষুব রেখার দক্ষিণে ৪০° পর্য্যন্ত স্থানে সর্পজাতি বাস করিতে দেখা যায়। শীতপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশে সর্পের জাতি ও তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প; একমাত্র উষ্ণপ্রধান দেশেই সর্পের বহুলতা দৃষ্ট হয়। এখানে ইহারা স্বচ্ছন্দে নদী বা পুষ্করিণীর জলে ও জলা জমিতে নিমগ্ন থাকে, কখন বা সূর্য্যের উত্তাপে আপনাদের দেহ উত্তপ্ত করিয়া নিশ্চিন্ত মনে বায়ু সেবন করে। এই জন্য ইহারা 'বায়ুভক্ষ' নামেও কথিত।

উষ্ণপ্রধান দেশে কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীতে পূর্ণ থাকায় এখানে ইহাদের আহার্য্যের অভাব হয় না। কোন কোন সর্প ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু ধরিয়াও গলাধঃকরণ করে। ইন্দুর, ছুচা, ভেক, এমন কি ছাগলছানা পর্য্যন্তও সর্পের করালকবল হইতে পরিত্রাণ পায় না। উষ্ণপ্রধান দেশে অজগর, ময়াল (Boa constrictor, python) প্রভৃতি ভীষণ দেহ সর্প, বৃক্ষারোহণকারী সর্প, সমুদ্রসর্প, নানা জাতীয় বিষধর সর্প প্রভৃতি যে সকল বিশেষ বিশেষ সর্প জাতি দৃষ্ট হয়, পৃথিবীর অপর কোন স্থলেও সেরূপ সর্প সমুদায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই মাত্র বলা যায় যে প্রত্যেক দেশেই তথাকার মৃত্তিকায় বাসোপযোগী এক এক প্রকার সর্প আছে। জনশূন্য মরুভূমেও সর্পের বাস পরিলক্ষিত হয়। সর্প জাতির এইরূপ সর্ব্বস্থলে বাসব্যবস্থা অনুসরণ করিলে আমরা জানিতে পারি যে, স্থানভেদে ইহাদের জীবনের অবস্থা, দেহগঠন ও গতিবিধির বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। একটী সর্প দেখিলেই তাহার আকার হইতে তাহার অন্তরঙ্গ গুণ অনুভব করা যায়। নিম্নে তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

১ বিলেশয় সর্প—ইহারা গর্ত্ত খুড়িয়া ভূগর্ভে থাকে, কখনও ভূপৃষ্ঠে আসে না। ইহাদের দেহ নলাকার ও দৃঢ়, উপরিভাগ কঠিন মসৃণ আঁইসে আচ্ছাদিত, মস্তক গোলাকার ক্ষুদ্র ও ছুচাল এবং মুখবিবর অপ্রশস্ত। চক্ষু ক্ষুদ্র, দন্ত বিরল। ইহারা মৃত্তিকাগর্ভস্থ ক্রিমি কীটাদি ভক্ষণ করে। ইহাদের দন্তে বিষ নাই।

২ মৃদ্‌চারী সর্প—ইহারা ভূপৃষ্ঠে বিচরণ করে, জলে বা জঙ্গলে থাকিতে ভাল বাসে না, কখনও গুল্মলতাদিতে উঠে না। দেহ নলাকার, কোমল ও মসৃণ আঁইসযুক্ত ত্বকে আচ্ছাদিত। ইহাদের অধিকাংশই বিষহীন, তবে কোন কোন জাতির বিষ আছে। ইহারা প্রধানতঃ কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খায়।

৩ বৃক্ষারোহী সর্প—ইহারা প্রায়ই বৃক্ষাদির উপরে থাকে। যে গাছে থাকে গাত্রবর্ণ প্রায় সেই বৃক্ষের মত উজ্জ্বল হয়। ইহাদের গাত্র সরু ও চেপ্টা। এই জাতীয় অনেক সর্পকে বৃক্ষোপরিস্থ পক্ষিকুলায় উঠিয়া পক্ষিশাবক খাইতে দেখা গিয়াছে। লাউডগা নামক সর্পের বর্ণ ঠিক লাউ গাছের ন্যায় উজ্জ্বল হরিদ্বর্ণ। এই জাতীয় সর্পেরা সাধারণতঃই বিষাক্ত হয় ও ইহাদের চক্ষু বড় বড় হইয়া থাকে।

৪ মিষ্টজলবাসী সর্প—জলঢোড়া সাপ, ইহারা সাধারণতঃ পুষ্করিণীর জলে বাস করে, কখনও জলের উপরে সন্তরণ করে, কখনও বা জলগর্ভে নিমগ্ন হইয়া থাকে। ইহারা মৎস্য ভেক ও জলজ জীবজন্তু খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের দেহ মধ্যমাকার ও গোলাকার, মস্তক চেপ্টা ও ক্ষুদ্র, চক্ষু ক্ষুদ্র, পুচ্ছ ছুচাল। মস্তকের উপরে নাসারন্ধ্র আছে, উহা দ্বারাই ইহাদের শ্বাসক্রিয়া নির্ব্বাহিত হয়।

৫ সমুদ্রসর্প—ইহাদের দেহ চেপটা ও পুচ্ছ হালের ন্যায়, পৃষ্ঠ বংশাস্থিসংযুক্ত; পুচ্ছাস্থি স্নায়ুবন্ধনী দ্বারা ঊর্দ্ধাধঃভাবে রক্ষিত ও পরিচালিত। ইহারা সমুদ্রেই থাকে, কখনও স্থলে উঠিয়া বিচরণ করিতে সমর্থ হয় না। মৎস্যাদিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা বিষাক্ত ও একেবারে সন্তুষ্ট প্রসব করে।

সর্পমাত্রেই দিবাভাগে বিচরণ করে, দিবার আলোক যতই বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ততই তাহাদের স্ফূর্ত্তির বিকাশ হয়। কোন জাতি দারুণ প্রখর সূর্য্যরশ্মিতে মধ্যদিবাভাগে শুইয়া গা শুকাইতেছে, কোন জাতি বা জঙ্গলের জলা জমির গুমো গরমে আনন্দে কালাতিপাত করিতেছে, কেহ বা বায়ুসেবনার্থ ভূপৃষ্ঠে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। এই সময়ে তাহাদের প্রকৃতি যতদূর চঞ্চল হয়, রাত্রিতে সেরূপ দেখা যায় না। রাত্রিকালে তাহাদের চক্ষুগোলক আকুঞ্চিত হয় এবং তাহা চক্ষুর উপরিস্থ অস্থির ঊর্দ্ধদিকে সরিয়া যায়।

শীতকালে ইহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকে। শীতের কঠোর প্রভাব তাহাদের কোমল শীতলদেহে আদৌ সহ্য হয় না। ইহা ভিন্ন গ্রীষ্মেও তাহারা সাধারণতঃ একস্থানেই থাকিতে ভালবাসে। যতদিন ঐ আবাসের (গর্ত্তের) নিকট-বর্ত্তী স্থানে খাদ্যাদির অভাব না হয় এবং যতদিন তাহারা আপন গর্ত্তে নিরাপদে আশ্রয় লইতে পারে, ততদিন তাহাদের কিছুতেই বাসা পরিবর্ত্তন করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

সর্প মাত্রই মাংসভোজী। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহারা যে কেবল সম্মুখনিপতিত কীটপতঙ্গাদি উদরস্থ করে? শুদ্ধ তাহাই নহে, কোন কোন সর্প পক্ষিডিম্ব খাইতে ভাল বাসে এবং প্রায়ই তাহার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়। প্রায় সকল সর্পই আপনাদের অণ্ড বা সন্তুষ্ট জীবন্ত গলাধঃকরণ করিয়া থাকে। কখন বা ভেকাদি ধরিয়া ধীরে ধীরে গিলিয়া ফেলে। কোন কোন জাতীয় সর্প প্রথমে আপনার শীকার ধরিয়া পুচ্ছ দ্বারা জড়াইয়া ফেলে এবং ক্রমশঃ তাহার শরীরে স্বীয় দেহলতা ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া এরূপ পাক দিতে থাকে যে আক্রান্ত পশু তাহাতে পিষ্ট হইয়া প্রাণত্যাগ করে। বিষাক্ত সর্পেরা প্রথমেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু বা পক্ষীকে দংশন করে এবং ঐ আঘাতে তাহাদের প্রাণবায়ু অবিলম্বে বহির্গত হয় ও তাহারা সেই স্থানেই পড়িয়া থাকে। কখন কখন শীকার আহৃত হইলেও তাহারা তদণ্ডেই তাহাকে উদরস্থ করে না, ইচ্ছানুসারে ও সময় মত ঐ নিহত পশুদেহ গিলিয়া থাকে। জীবদেহ গিলিবার সময় তাহারা হনুদ্বয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রসারিত করে ও প্রথমে মস্তক ধরিয়া গিলিতে আরম্ভ করে। তাহাদের এই গলাধঃকরণকার্য্য এত ধীরে ধীরে হয় যে কবলিত পশুদেহ সর্প দেহাপেক্ষা দশগুণ অধিক হইলেও অনায়াসে সর্পোদরে স্থান পায়, কারণ তাহাদের গলার নলী ও উদরদেশ এতই স্থিতিস্থাপক যে গিলিত জীবদেহ বড় হইলেও স্থান পায় এবং সময় সময় উদরের চর্ম্ম এত প্রসারিত হয় যে গলাধঃকৃত জীবদেহের আকৃতি বাহির হইতে স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হয়। গলাধঃকরণকালে ইহাদের মুখ হইতে প্রচুর লালা নির্গত হয়। উহার দ্বারাও বিষধর সর্পের বিষ সংযোগে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গিলিত পশুর অস্থিমাংস কোমল হইয়া যায়।

সর্পজাতি সাধারণতঃ হিংস্র নহে, মনুষ্য বা অন্য কোন পশুকে সম্মুখে সমাগত দেখিলেই যে তাহারা আক্রমণ করে তাহা নহে। তাহারা বৃহদাকার জীবদেহ দেখিলেই সরিয়া যাইবার চেষ্টা পায়। তবে কেউটিয়া প্রভৃতি দু একটী সর্প জাতি মনুষ্যের আগমন জানিতে পারিলেই তাহাকে আক্রমণের জন্য ফণা উত্তোলন করে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে কেউটিয়া সাপ মানুষের ছায়ার উপর দংশন করিয়াছে। কখন বা তাহারা মানুষের পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাহাদের আশ্রয়স্থলে গিয়াও তাহাদিগকে দংশন করিয়াছে। গোখুরা প্রভৃতি বিষধর সর্প কেউটিয়ার ন্যায় হিংস্র নহে; তাহারা কদাচিৎ আত্মরক্ষার্থেই দংশন করিয়া থাকে।

ভারতের মৃত্যুতালিকা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, সমগ্র ভারতে প্রায় বিংশতি সহস্র লোক প্রতি বৎসর সর্পাঘাতে শমন সদনে প্রেরিত হইতেছে। ইহাদের বিষের তেজ এতই প্রখর যে মনুষ্য সর্পদষ্ট হইবার অল্পক্ষণ পরেই মৃত্যুর লক্ষণসমূহ প্রকাশ করিতে থাকে। তাহাদের মুখ দিয়া তখন লালা নির্গত হয়, হস্তপদাদি নীলবর্ণ হইয়া ক্রমশঃই হিমাঙ্গ হইতে থাকে। ইহা যে কেবল বিষের প্রভাবেই সংঘটিত হয়, তাহা সাধারণে স্বীকার করেন না। স্নায়বিক ধাতুবিশিষ্ট ব্যক্তি সর্পদংশনে

মৃত্যু অবধারিত জানিয়া এতই ভীত ও শীর্ণ হয় যে তৎক্ষণাৎ হৃদ্রোগ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। এরূপ অবস্থায় সাপের বিষ না থাকিলেও অনেক সময় মৃত্যু ঘটিতে দেখা গিয়াছে।

আজিও সর্পবিষ নিবারণের উপযুক্ত ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। লৌহ পোড়াইয়া লাল করিয়া ক্ষতস্থান দগ্ধ করা অথবা জলন্ত কয়লার সেই স্থান পোড়ান হয়, নাইটেট্ অব সিলভার বা কার্ব্বলিক বা মিনারল এসিড্ প্রভৃতি দ্বারা এই স্থান পোড়াইয়া দিলে, অথবা পার্ম্যাঙ্গানেট অব পটাশ পিচকারী দ্বারা ক্ষত স্থানে প্রবেশ করাইলেও বিষের প্রভাব খর্ব্ব হয়। অনেক সময় ক্ষত স্থান উষ্ণ বীর্য্য এমোনিয়া ক্ষার দ্বারা ধৌত করিলে ও ক্ষতের চারি পাশে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে। আভ্যন্তরিক প্রয়োগে মাদকাদি উত্তেজক ঔষধ পুনঃ পুনঃ ব্যবহারে রোগীর হৃদয়ে বল সঞ্চার হয়, দৌর্ব্বল্য বিদূরিত হইয়া তাহার শারীরিক অবসন্নতা দূর করে এবং রোগীর মানসিক বল প্রবল হইয়া সম্পূর্ণ হিম্লাঙ্গিতা হইতে দেয় না। আমাদের দেশের বিষ-পাথর (Snake's stones) বিষ নাশে বিশেষ উপযোগী বলিয়া সাধারণের ধারণা; কিন্তু উহা সম্পূর্ণ রূপ বিষ নাশ করিতে পারে না, কেবল মাত্র ক্ষতস্থানের বিষ কতকটা শুষিয়া লয় মাত্র, সামান্য সর্প দংশন স্থলে ইহাতে উপকার পাওয়া যায়।

যদি হস্ত পদাদিতে সর্প দংশন করে, তাহা হইলে তাহার উপরিস্থ শিরা বহুল স্থান সুদৃঢ় রূপে বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। বিষ রক্তে মিশ্রিত হইয়া যেন আর উপরে উঠিতে না পারে।

ক্ষত স্থানের উপরিদেশ উত্তম রূপে বাঁধিয়া তৎপরে তাহার যথাযথ চিকিৎসা করিয়া বিষনাশ করাই শ্রেয়ঃ।

অতঃপর শস্ত্রদ্বারা দষ্টস্থান কাটিয়া দিলে ক্ষতভাগ বিস্তৃত হইয়া তাহা হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত নির্গত হয় ও সেই সঙ্গে বিষ মিশ্রিত রক্ত বাহির হইয়া যায়। অন্যথা সর্পদষ্ট স্থানের চারিপার্শ্ব হইতে কতকটা মাংস কাটিয়া ফেলা উচিত। শুনা যায়, কৃষকেরা ধান্যাদি বপন রোপণ বা কর্ত্তনকালে সর্প কর্ত্তৃক আহত হয়। ঐ সময়ে যদি অঙ্গুলির অগ্রভাগে সর্প কামড়ায়, তাহা হইলে তাহারা সেই অঙ্গুলী হস্তস্থিত কাস্তিয়া দ্বারা কাটিয়া ফেলে। অনেক সময়ে অপর কাহারও দ্বারা দষ্ট স্থান চুষাইয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। কাফি-গ্লাস দ্বারা রক্ত শোষণ করা যায় বটে, কিন্তু তাদৃশ উপকার হয় না। আমাদের দেশের বেদেরা গাছগাছড়ার শিকড় দ্বারা ও ওঝারা ঝাড়মন্ত্র দ্বারা সাপের বিষ নামাইয়া দেয়। বিল্ববৃক্ষের শিকড় ও শ্বেত করবীর শিকড়ে সর্পবিষ নাশে শুনা যায়। যেখানে ঐ দুইটীর একটী শিকড় বিদ্যমান থাকে, সেখানে সর্প প্রবেশ করে না।

সর্পজাতি সরীসৃপ জগতের ophidia শ্রেণীভুক্ত। দেশভেদে ও স্থানীয় জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে ইহাদের আকৃতি ও গঠনের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। সর্পবিদ্‌গণ ইহাদের জাতি বা বংশগত পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, তদনুসারে আমরাও এক এক জাতিকে ভিন্ন ভিন্ন থাকে নিবদ্ধ করিলাম—

১ Hopoterodontes—(ক) Typhlopidæ, (খ) Steno stomatidæ. (বিলেশয় সর্প)

২ Ophidii Colubriformes—(ক) Tortricidæ, (খ) Xenopeltidæ, (গ) Uropeltidæ (ঘ) Calamariidæ (ঙ) Oligodontidæ, (চ) Colubridæ (ছ) Homalopsidæ, (জ) Psammophidæ, (ঝ) Rhaciodontidæ, (ঞ) Dendrophidæ, (ট) Dryophidæ, (ঠ) Dipsadidæ, (ড) Scytalidæ, (ঢ) Lycodontidæ, (ণ) Amblycephalidæ, (ত) Erycidæ, (থ) Boidæ, (দ) Pythonieæ, (ধ) Acrochordidae (ন) Xenodermidæ. এই কুড়িটী থাকে নানাজাতি সর্প আছে। ইহা ভূপৃষ্ঠচারী ও বিষহীন।

৩ Ophidii Colubriformes Venenosi—(ক) Elapidæ, (খ) Atractaspididæ, (গ) Causidæ, (ঘ) Dinophidæ, (ঙ) Hydrophidæ. কেউটিয়া, গোখুরা, সামুদ্রসর্প প্রভৃতি বিষধর এই পঞ্চ থাকের অন্তর্ভুক্ত।

৪ Ophidii Viperiformes—(ক) Viperidæ, (খ) Crotalidæ. ঝম ঝম শব্দকারী Rattle snake নামক বিষধর সর্প ও পিট্-ভাইপার প্রভৃতি সর্প শেষোক্ত থাকে সন্নিবিষ্ট।

উপরে যে কয়টী থাক নির্দ্দেশ করা গেল, তাহাদের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রায় ১৮০০ বিভিন্ন প্রকার সর্প আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহাদের নাম ও স্বতন্ত্র লক্ষণাদি লিখিতে বিরত হওয়া গেল। কোন জাতীয় সর্প গোলাকার, কোনটী চেপ্টা। কাহারও উপরের চোয়ালে দাঁত, আবার কাহারও নীচের চোয়ালে কেবল দাঁত আছে। কাহারও মাথায় একটী চক্র, কাহারও মাথায় দুইটী মাত্র চক্র, কাহারও কাহারও আঁইস শ্রেণী বিভিন্ন ইত্যাদি রূপ নানা পার্থক্য দৃষ্ট হয়।

উপরে যে সর্পের বিবরণ প্রদত্ত হইল, সাধারণের অবগতির জন্য তন্মধ্যস্থ কএক প্রকার সর্পের পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল :—

১ Coluber æsculapii—প্রাচীন রোমানগণ ইহার পূজা করিতেন।

২ Passerita mycterizans—বেত আঁচড়া। (Indian whip snake).

৩ Boa-canina—ময়াল।

৪ Python reticulatus—অজগর।

৫ Crotalus durissus ঝম্‌ ঝম্‌ শব্দকারী সর্প।

৬ Naja Tripudians—Cobra—কেউটিয়া।

৭ Ophiophagus, Hamadryad—শঙ্খচূড়।

আমাদের দেশেও নাগপূজার বিধান আছে। নাগপঞ্চমীতে রমণীরা সর্প আঁকিয়া পূজা করে। মনসাদেবী সর্পের অধিপতি। বেহুলার উপাখ্যান হইতে বাঙ্গালায় সর্পপূজার প্রসার বৃদ্ধি হয়।

হরিবংশে সর্পসত্রের কথা আছে। তক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত নিহত হইলে রাজা জনমেজয় তক্ষক বিনাশের জন্য সর্প যজ্ঞানুষ্ঠান করেন। ঐ যজ্ঞের হোমাগ্নিতে বহু সর্প দগ্ধীভূত হইয়াছিল।
[জনমেজয় দেখ।]

অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে নানাজাতীয় সর্পের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

বৈদ্যকে সর্পের নাম ও লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—প্রথমতঃ সর্প দ্বিবিধ দিব্য ও ভৌম। যে সকল সর্পের দৃষ্টি ও নিঃশ্বাসে বিষ তাহাদিগকে দিব্যসর্প এবং যাহাদের দংষ্ট্রায় বিষ তাহাদিগকে ভৌমসর্প কহে। একদা সুশ্রুত সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে সর্পগণের শ্রেণী সংখ্যা ও দংশনের লক্ষণ, এবং বিষরোগের জ্ঞান আপনি আমার নিকট কীর্ত্তন করুন। ধন্বন্তরি তদুত্তরে বলিয়াছিলেন যে, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি অসংখ্য অগ্নিকল্প সর্প আছে। তাহাদের নিয়ত গর্জ্জন ও বিষবর্ষণ দ্বারা সন্তাপ জন্মে। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে নিঃশ্বাস ও দৃষ্টি দ্বারা সমস্ত জগৎ বিনষ্ট হয়। তাহাদের সম্বন্ধে কোন প্রকার চিকিৎসা দ্বারাই সুফল হয় না। এই সকল দিব্য সর্প। এই সকল সর্পের উদ্দেশে নমস্কার। ইহাদের বিষনাশের মন্ত্র ও ঔষধ প্রভৃতি কিছুই নাই।

যে সকল সর্প ভৌম, এবং যাহারা পৃথিবীস্থ মানবদিগকে দংশন করে তাহাদের নাম, সংখ্যা ও বিবরণ আনুপূর্ব্বিক বলিতেছি শ্রবণ কর।

"যে তু দংষ্ট্রাবিষা ভৌমা যে দশন্তি চ মানুষান্।
তেষাং সংখ্যাং প্রবক্ষ্যামি যথাবদনুপূর্ব্বশঃ॥
অশীতিশ্চৈব সর্পাণাং ভিদ্যতে পঞ্চধা তু সা।
দর্ব্বীকরা মণ্ডলিনো রাজিমন্তস্তথৈব চ॥" (সুশ্রুত সূত্র° ৪অঃ)

ভৌমসর্প সকলের বিষ দংষ্ট্রায়, ইহারা দংশন করিলে বিকার উপস্থিত হয়। যতক্ষণ দংশন না করে, ততক্ষণ ইহাদের বিষে কোন ভয় নাই। এই সকল সর্প অশীতি প্রকার। তাহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা দর্ব্বীকর, মণ্ডলী, রাজিমন্ত, নির্ব্বিষ ও বৈকরঞ্জ। তন্মধ্যে দর্ব্বীকর জাতীয় ২৬ প্রকার, মণ্ডলী ২২ প্রকার, রাজিমন্ত ১০ প্রকার, বৈকরঞ্জ ৩ প্রকার ও নির্ব্বিষ ১২ প্রকার। বৈকরঞ্জ জাতি হইতে সর্বপ্রকার চিত্রা উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা মণ্ডলী ও রাজিমন্ত উভয় গুণবিশিষ্ট। পদাভিমৃষ্ট হইয়া ক্রুদ্ধ বা ক্ষুধার্ত্ত হইলে তাহারা অতি ক্রোধে দংশন করে। এই দংশন তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্ব্বিষ।

যে কোন দংশনে একটি, দুইটী অথবা অনেকগুলি দন্তের গভীর চিহ্ন সরক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে ও দংশনের স্থান বিকৃত হয়, অথবা সংক্ষিপ্তভাবে দন্তশ্রেণীর চিহ্নযুক্ত হইয়া ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পিত কহে। দংশন স্থানে রক্ত, নীল, পীত ও কৃষ্ণবর্ণ রেখা প্রকাশ হইলে তাহার নাম রদিত। এই দংশনে অল্প বিষ থাকে। আর যদি দংশনের স্থান ফুলিয়া না উঠে এবং অল্প দূষিত রক্ত বা অধিক দংশনের চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহাকে নির্ব্বিষ দংশন কহে।

ভীরুব্যক্তির অঙ্গে কোন প্রকার সর্প পতিত বা সংলগ্ন হইলে ভয়প্রযুক্ত তাহার বায়ু কুপিত হওয়াতে শরীর ফুলিয়া উঠে, তাহাকে সর্পাঙ্গাভিহত কহে। সর্প পীড়িত বা উদ্বিগ্ন হইয়া দংশন করিলে তাহাকে অল্পবিষযুক্ত কহে। অতিশয় বৃদ্ধ সর্প দংশন করিলে, অথবা দেবতা, ব্রহ্মর্ষি, যক্ষ বা সিদ্ধগণ নিষেবিত স্থানে দংশন করিলে বা দংশনকালে বিষঘ্ন ঔষধ শরীরে সংলগ্ন থাকিলে শরীরে বিষ সঞ্চরণ করিতে পারে না।

সর্প সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত। যে সকল সর্পের মস্তকে রথাঙ্গ, লাঙ্গল, ছত্র, স্বস্তিক অথবা অঙ্কুশের চিহ্ন থাকে, তাহাদিগকে দর্ব্বীকর সর্প কহে। যাহারা ফণাবিশিষ্ট ও শীঘ্রগামী এবং বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকার আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী কহে। যে সকল সর্প চিক্‌চিকে ও শরীরের ঊর্দ্ধাধোভাগে বিবিধ বর্ণের রেখা দ্বারা চিত্রিত, তাহাদের নাম রাজিমন্ত। এই সকল সর্প মুক্তা অথবা রৌপ্যের ন্যায় আভাবিশিষ্ট, যে সকল সর্পের শরীর সুগন্ধ ও সুবর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণ জাতি কহে। যাহাদের বর্ণ স্নিগ্ধ অর্থাৎ চিকচিকে এবং যাহারা শীঘ্র কুপিত হয়, তাহারা ক্ষত্রিয়জাতি। যাহাদের শরীরে চন্দ্র, সূর্য্য ছত্র বা পদ্মের ন্যায় আকৃতি থাকে, অথবা যাহাদের শরীরে কৃষ্ণ, লোহিত, ধূম্র বা পারাবতের বর্ণ ও দেহ বজ্রের ন্যায় দৃঢ় তাহাদিগকে বৈশ্য, এবং যে সকল সর্পের বর্ণ মহিষ বা হস্তীর ন্যায়, অথবা অন্য প্রকার এবং যাহাদের ত্বক্‌ অতিশয় পরুষ, তাহারা শূদ্রজাতি।

যে সকল সর্প সঙ্করবর্ণ অর্থাৎ যাহারা অসবর্ণ জাতির সমাগমে জন্মে, তাহাদের বিষে দুই দোষ কুপিত হইয়া থাকে সেই সেই দোষের লক্ষণ দ্বারা সর্পের পিতা মাতার জাতি জানা যায়। রজনীর শেষভাগে চিত্রা জাতি, এবং অবশিষ্টভাগে মণ্ডলীজাতি ও দিবাভাগে দর্ব্বীকরজাতি বিচরণ করে।

দর্ব্বীকর তরুণবয়স্ক, মণ্ডলী বৃদ্ধ এবং রাজিমন্ত মধ্যবয়স্ক হইলে তাহাদের দংশনে দষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হয়। সর্প যদি নকুল দ্বারা আকুলিত, কিংবা জল বা ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অভিহিত, বা কৃশ, বালক, বৃদ্ধ, মুক্তত্বক্, (নুতন খোলস ছাড়া) বা ভীত হয়, তাহা হইলে তাহার বিষ অল্প হইয়া থাকে।

দর্ব্বীকর।—কৃষ্ণসর্প, মহাকৃষ্ণ, কৃষ্ণোদর, শ্বেত, কপোত, মহাকপোত, বলাহক, মহাসর্প, শঙ্খপাল, লোহিতাক্ষ, গবেধুক, পরিসর্প, খণ্ডফণা, ককুদ, পদ্ম, মহাপদ্ম, দর্ভপুষ্প, দধিমুখ, পুণ্ডরীক, ভ্রুকুটীমুখ, পুষ্পাভিকী, গিরিসর্প, ঋজুসর্প, শ্বেতোদর, মহাশির, অলগর্দ্দ ও আশীবিষ এই ২৬ প্রকার দর্ব্বীকর অর্থাৎ ফণাবিশিষ্ট সর্প। এই দর্ব্বীকর সর্পের বিষে ত্বক্, চক্ষু, নখ, দন্ত, পুরীষ ও দষ্টস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং শরীরের রুক্ষতা, মস্তকে ভারবোধ, সন্ধিস্থানে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্ব্বলতা, জৃম্ভণ, কম্প, বাক্যের জড়তা, কণ্ঠদেশে ঘড়ঘড় শব্দ, শরীরে জড়তা, শুষ্ক উদগার, কাস, শ্বাস, হিক্কা, বায়ুর ঊর্দ্ধগতি, বেদনা, বমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফেণানিঃসরণ, ইন্দ্রিয়কার্য্যের নিরোধ, এবং বায়ুজন্য অন্য প্রকার যাতনা জন্মে।

মণ্ডলী—আদর্শমণ্ডল, শ্বেতমণ্ডল, রক্তমণ্ডল চিত্রমণ্ডল, পৃষত, লোধ্রপুষ্প, মিলিন্দক, গোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্তুক, পুষ্পপাণ্ডু, ষড়ঙ্গ, অগ্নিক, বভ্রু, কষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক, ও এণীপদ এই ২২ প্রকার মণ্ডলীজাতীয় সর্প। এই মণ্ডলী সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষুঃ প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, মূর্চ্ছা, ঊর্দ্ধ ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংসের অবসাতন অর্থাৎ টানিলে খসিয়া পড়া, দষ্টস্থানে বেদনা ও পীতবর্ণ এবং কোপন স্বভাব এই সকল লক্ষণ ও পিত্তজন্য অপরাপর লক্ষণ প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত—পুণ্ডরীক, রাজিচিত্র, অঙ্গুলরাজি, বিন্দুরাজি, কর্দ্দম, তৃণশোষক, সর্ষপ, শ্বেতহনু, দর্ভপুষ্প, চক্র, গোধূম, ও কিক্কিসাদ এই দশ প্রকার রাজিমন্তসর্প। এই রাজিমন্ত সর্পের বিষে ত্বক্ ও চক্ষু প্রভৃতির শুক্লতা, শীতজ্বর, রোমহর্ষ, শরীরের স্তব্ধতা, দংশনের স্থানে ফুলা, গাঢ় কফের স্রাব, বমন, নিরন্তর চক্ষুর কণ্ডূ, কণ্ঠদেশে ফুলা ও ঘড়্ঘড়্ শব্দ, উচ্ছ্বাসের নিরোধ এবং তমোদৃষ্টি এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

নির্ব্বিষসর্প—গলগোলী, শূকপত্র, অজগর, দিব্যক, বর্ষাহিক, পুষ্পশালী, জ্যোতীরথ, ক্ষীরিক, পুষ্পক, অহিপাতক, অন্ধাহি, গৌরাহি ও বৃক্ষেশয় এই দ্বাদশ প্রকার নির্ব্বিষ সর্প।

বৈকরঞ্জ সর্প তিন প্রকার। দর্ব্বীকর প্রভৃতির পরস্পর সমাগমে, মাকুলি, পোটগল ও স্নিগ্ধরাজি এই তিন প্রকার সর্পের উৎপত্তি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণসর্প ও গোনসের সমাগমে মাকুলি; রাজিল ও গোনসের সমাগমে পোটগল, এবং কৃষ্ণসর্প ও রাজিমন্তের সমাগমে স্নিগ্ধরাজি উৎপন্ন হয়। ইহাদিগের মধ্যে ম্যাকুলিজাতি মাতৃপ্রকৃতি এবং অপর দুই জাতি পিতৃপ্রকৃতি।

উক্ত তিন প্রকার বৈকরঞ্জ হইতে দিব্যেলক, রোধ্রপুষ্প, রাজিচিত্র, পোটগল, পুষ্পাভিকীর্ণ, দর্ভপুষ্প ও বেল্লিতক এই ৭ প্রকার সর্প উৎপন্ন হয়। তাহার মধ্যে প্রধান তিন প্রকার রাজিমন্তের ন্যায় এবং অবশিষ্ট চারি প্রকার মণ্ডলীর ন্যায়। সমুদায়ে এই সর্প সকল ৮০ প্রকার।

সর্পমাত্রেরই চক্ষু, জিহ্বা, মুখ ও মস্তক বৃহৎ হইলে তাহাকে পুরুষ, ক্ষুদ্র হইলে স্ত্রী এবং মধ্যবিধ হইলে নপুংসক বলা যায়। নপুংসক সর্প অক্রোধ এবং মন্দবিষবিশিষ্ট অর্থাৎ তাহাদের বিষ বিলম্বে সঞ্চরণ করে।

এই সকল প্রকার সর্পই দংশন করিবামাত্র বিশেষরূপে চিকিৎসা করিতে হয়। না করিলে শীঘ্র প্রাণনাশের সম্ভাবনা। পুরুষ সর্পের দংশনে রোগীর ঊর্দ্ধদৃষ্টি হয়, স্ত্রীসর্পের দংশনে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল বাহির হয়, এবং নপুংসক সর্পের দংশনে তির্য্যক্‌ভাবে দৃষ্টি স্থির হইয়া থাকে। গর্ভিণী সর্পের দংশনে মুখ পাণ্ডুবর্ণ ও উদরের আধ্মান, নবপ্রসূতা সর্পীর দংশনে শূলবেদনা, রক্তস্রাব ও উপজিহ্বিকা এই সকল উপসর্গ ঘটে। গ্রাসার্থী সর্পের দংশনে রোগীর অন্নে অভিলাষ জন্মে। বৃদ্ধ সর্পের দংশনে বিষের বেগ মন্দ ও বালসর্পের দংশনে তীব্র হইয়া থাকে। নির্ব্বিষ সর্পের দংশনে অবিষের লক্ষণ প্রকাশ পায়। অন্ধ সর্প দংশন করিলে রোগী অন্ধ এবং অজগর সর্প গ্রাস করিলে শরীর ও প্রাণ বিনষ্ট হয়, কিন্তু তাহা বিষদ্বারা নহে; সদ্যপ্রাণনাশক সর্পদিগের দংশনে রোগী শস্ত্র বা বজ্রাহতের ন্যায় শিথিলাঙ্গ ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয়।

সকল প্রকার সর্পবিষের বেগ সপ্ত প্রকার। রস, রক্ত, মাংস, মেদ অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে প্রথমে রস ধাতু দূষিত করে, পরে রক্ত ধাতু দূষিত হয়। এইরূপে ক্রমান্বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইয়া পড়ে। এইরূপ এক এক ধাতু দূষিত করাকে বিষের এক একটী বেগ বলা যায়।

দর্ব্বীকর জাতীয় সর্প দংশন করিলে ইহার বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, এবং রোগীর দেহে যেন কৃষ্ণবর্ণ পিপীলিকা সঞ্চরণ করিতে থাকে। দ্বিতীয়

বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীরে শোথ ও গ্রন্থি জন্মে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত এবং তাহাতে দষ্ট স্থানে ক্লেদ, মস্তক ভার ও ঘর্ম্মোদগম এবং দৃষ্টি স্থির হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ দেশে প্রবেশপূর্ব্বক কফজনিত সকল উপদ্রব জন্মায় এবং তদ্দ্বারা তন্দ্রা, লালাস্রাব, ও সন্ধিস্থান বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। পঞ্চম বেগে বিষ অস্থি মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ ও অগ্নি দূষিত করে, এবং পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিক্কা জন্মায়। ষষ্ঠ বেগে বিষ মজ্জামধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রহণী, শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মূর্চ্ছা হয়। সপ্তমে বিষ শুক্র মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক ব্যান বায়ুকে কুপিত করিয়া লোমকূপ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দ্বার হইতে কফস্রাব, কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ এবং সকল ইন্দ্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত ঘটে। লালা ও স্বেদের অত্যন্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, এবং শ্বাস রোধ হইয়া পড়ে।

মণ্ডলী জাতীয় সাপ কামড়াইলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত করিয়া ফেলে। তাহাতে রক্ত অতিশয় শীতল হয়, সর্ব্ব শরীরে দাহ জন্মে, ও শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হয়, তখন শরীর অতিশয় পীতবর্ণ এবং অতি দাহ জন্মে, দষ্ট স্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত, এবং তজ্জন্য দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, দষ্ট স্থানে ক্লেদ ও ঘর্ম্ম এই সকল উপদ্রব দৃষ্ট হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক জ্বর উৎপাদন করে। পঞ্চম বেগে সর্ব্ব শরীরে দাহ হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বোক্ত দর্ব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রাজিমন্ত সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া পড়ে, তাহাতে শরীর পাণ্ডুবর্ণ ধারণ, এবং ঈষৎ শ্বেতবর্ণের আভা দৃষ্ট ও শরীর রোমাঞ্চ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া অতিশয় পাণ্ডুবর্ণ এবং দেহের জড়তা ও মস্তক ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির ও দংষ্ট্রক্লিন্ন হয়, এবং ঘর্ম্ম হইতে থাকে। নাসিকা ও চক্ষুঃ হইতে রক্ত নিঃসারিত হয়। চতুর্থ বেগে বিষ কোষ্ঠ মধ্যে প্রবেশ করে, তাহাতে গ্রীবা সঞ্চালনশক্তিরহিত এবং মস্তকে ভারবোধ হয়। পঞ্চমবেগে বাক্যরহিত, কম্প ও জ্বর হয়। ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র এই সাতটী ধাতু। ইহাদিগের এক একটী অতিক্রম করিয়া বিষের এক একটী বেগ উৎপন্ন হয়। বিষ বায়ু কর্ত্তৃক চালিত হইয়া যে সময়ের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত কোন একটী ধাতু ভেদ করে, সেই সময়কে বেগান্তর কহে।

শিশুদিগকে সাপে দংশন করিলে বিষের প্রথম বেগে অঙ্গ স্ফীত হয়, এবং তাহাদের মন দুঃখিত ও চিন্তাযুক্ত দেখা যায়, দ্বিতীয় বেগে লালাস্রাব হয়, অঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, হৃদয়ের পীড়া উপস্থিত হয় এবং কণ্ঠ ও গ্রীবা ভঙ্গ হইয়া পড়ে। চতুর্থ বেগে তাহারা পুনঃ পুনঃ কাঁপিতে থাকে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে, দন্ত দ্বারা দন্ত পেষণ এবং তৎপরে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পশুদিগের সর্পাঘাত হইলে তাহাদের তিনটী বেগ হয়, এবং শেষ বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। পক্ষিগণের সর্পাঘাত হইলে প্রথম বেগে তাহারা চিন্তিত হয়, ও নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়ে বিহ্বলতা ও তৃতীয় বেগে প্রাণত্যাগ করে। কাহারও কাহার মতে পক্ষিদিগের বিষের একটী মাত্র বেগ হয়,এবং এই বেগেই তাহারা প্রাণত্যাগ করে। বিড়াল ও নকুলের শরীরে সর্পবিষ অধিক সঞ্চারিত হইতে পারে না। বিষধর সর্প দংশন করিলে অধিকাংশ স্থলেই প্রাণনাশ হয়। তবে সর্প দংশন করিবা মাত্রই যথোক্ত রূপে যদি চিকিৎসা করা হয়, তাহা হইলে আরোগ্য হইবার সম্ভাবনা। বিষের ক্রিয়া এত শীঘ্র শীঘ্র হয়, যে চিকিৎসার সময় থাকে না। বিষদ্বারা রসাদি ধাতু দূষিত হইলে তখন আর কোন রূপেই প্রতীকার হয় না।

সর্পদংশনের চিকিৎসা।—হস্তে বা পদে সর্পদংশন করিবা মাত্রই প্রথমে দষ্ট স্থানের চারি অঙ্গুল উপরে বন্ধন করিবে। চর্ম্ম বা গাছের ভিতরের ছাল পাকাইয়া তদ্দ্বারা অথবা অন্য কোন প্রকার কোমল রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করা আবশ্যক। বন্ধন দ্বারা বিষ নিবারিত হইলে আর দেহ মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না। তৎপরে বন্ধনের সমুদয় নিম্নদেশ চিরিয়া দগ্ধ করিবে। এই সময় ঐ সকল স্থান চুষিয়া লওয়া, ছেদ করা ও দগ্ধ করা সর্ব্বত্রই প্রশস্ত। বস্তিযন্ত্রের মুখ প্রতিপূরিত করিয়া চুষিলে উপকার হয়। পিচকারী বা শিঙ্গার ন্যায় এক প্রকার যন্ত্রের নাম বস্তিযন্ত্র। এই যন্ত্র দষ্ট স্থানে বসাইয়া অধোভাগ হইতে আকর্ষণ করিয়া উর্দ্ধদিকে পূরণ করাকে প্রতিপূরণ কহে। শিঙ্গা বসাইবার ন্যায় বস্তিযন্ত্রের এক মুখ দষ্ট স্থানে বসাইয়া অপর মুখ হইতে মুখ দ্বারা আকর্ষণ করিলে দষ্ট স্থান হইতে রক্ত সমেত বিষ আকৃষ্ট হইয়া বস্তিযন্ত্র মধ্যে আসে।

মণ্ডলীসর্পের দংশনে তৎক্ষণাৎ দষ্ট স্থান দগ্ধ করা কর্ত্তব্য। কারণ তাহা পিত্তবহুল বিষ, উহা দষ্টস্থানের উষ্ণতাসাধন করিয়া তৎক্ষণাৎ দেহ মধ্যে সঞ্চারিত হয়।

মন্ত্রজ্ঞ চিকিৎসকেরা মন্ত্র দ্বারাও বিষবন্ধন করিয়া রাখেন। যেমন রজ্জু প্রভৃতি দ্বারা বন্ধন করিলে বিষ আর উপরে উঠিতে পারে না, তদ্রূপ মন্ত্র দ্বারা বন্ধন করিলেও বিষ আর উপরে যাইতে পারে না। সত্য ও তপোময় মন্ত্রসমূহ এবং দেবতা ও ব্রহ্মর্ষিগণের বাক্য দ্বারা দুর্জ্জয় বিষ শীঘ্রই বিনষ্ট হয়। সত্য ব্রহ্ম

ও তপোময় মন্ত্র দ্বারা বিষ যেমন শীঘ্র দূর হয়, ঔষধ দ্বারা সেরূপ হয় না। মন্ত্রচিকিৎসাই সর্পবিষনিবারণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। যে সকল ব্যক্তি সিদ্ধমন্ত্র, তাহারা যথা বিধানে ইহার চিকিৎসা করিলে নিশ্চয়ই ইহা আরোগ্য হয়। এই মন্ত্র গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী, মাংস ও মধু পরিত্যাগ করা বিধেয়। তাহারা জিতাহার, পবিত্র ও কুশশায়ী হইবে এবং গন্ধমাল্যাদি উপহার পরিত্যাগ করিবে। এই সময় নানাবিধ উপহার জপহোমাদি দ্বারা দেবতাদিগের পূজা করা বিধেয়। মন্ত্র বিধিপূর্ব্বক গৃহীত না হইলে বা স্বরবর্ণে হীন হইলে মন্ত্র দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হয় না। অতএব সেই স্থলে ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

চিকিৎসক যখন দেখিবেন, সর্পবিষ শরীর মধ্যে সঞ্চরণ করিতে আরম্ভ হইয়াছে, হস্ত, পাদ বা ললাট প্রভৃতি যে স্থলে সর্প দংশন করিয়াছে,তাহার চারিদিকের শিরা বিদ্ধ করিবেন। ঐ সকল শিরা বিদ্ধ হইয়া রক্ত নিঃসারিত হইলে বিষ অনেক পরিমাণে বাহির হইয়া যায়। অতএব রক্তমোক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য এবং ইহাই উৎকৃষ্ট চিকিৎসা। এই রূপে দষ্ট স্থানের চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া অগদের প্রলেপ দিবে এবং ঘৃষ্ট চন্দন ও বেনামূল-মিশ্রিত জল তাহাতে নিয়ত পরিষেচন করিবে। সর্পের জাতি অনুসারে অগদ পান করাইতে হয়। দুগ্ধ, ঘৃত ও মধু প্রভৃতি অগদের অনুপান। এই সকল দ্রব্যের অভাবে উষ্ণবর্ণ বল্মীক মৃত্তিকাও অনুপানে ব্যবহৃত হইতে পারে। তৈল, কুলত্থ কলাই, মদ্য বা কাঁজী পান করিতে নাই। অন্য যে কোন বমনকারক দ্রব্য অতি অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ পান করাইয়া পুনঃ পুনঃ বমন করাইবে। বমন দ্বারা বিষ সহজে নির্গত হয়।

ফণাবিশিষ্ট সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ কর্ত্তব্য। দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষ-নাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থ বেগে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বেগে প্রথমে বমন ও বিরেচন প্রয়োগ এবং তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য ভোজন, অবশেষে সপ্তম বেগে তীক্ষ্ণ শিরোবিরেচন নস্য, অঞ্জন এবং কাকপদ আকারে মস্তক মুণ্ডন অথবা সেই স্থানে সরক্ত মাংস ছেদ এই সকল উপায় অবলম্বন করিবে।

মণ্ডলীর বিষেও প্রথম ও দ্বিতীয় বেগে পূর্ব্বের ন্যায় প্রক্রিয়া করা বিধেয়। তৎপরে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান করাইবে। তৃতীয় বেগে তীক্ষ্ণ বমন ও বিরেচন দ্বারা শরীরশোধনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যবের মণ্ড পান করা বিধেয়। চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতলপ্রক্রিয়া কর্ত্তব্য। ষষ্ঠে কাকোল্যাদিগণ, মধুরগণ ও দুগ্ধ হিতকর, সপ্তমে বিষনাশক অগদের নস্য উপকারী।

রাজিমন্ত বিষের প্রথম বেগে পূর্ব্বের ন্যায় রক্তমোক্ষণ, এবং ঘৃত ও মধুযোগে অগদপান, দ্বিতীয় বেগে বমন করাইয়া অগদ পান, তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্য ও অঞ্জন প্রয়োগ, চতুর্থে বমন ও ঘৃত মধুযোগে যবের মণ্ডপান, পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া, ষষ্ঠে অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমে নস্যপ্রয়োগ কর্ত্তব্য।

গর্ভিণী, বালক ও বৃদ্ধ ইহাদিগকে সর্প দংশন করিলে শিরা বিদ্ধ না করিয়া মৃদু প্রতীকার করা আবশ্যক। সুবিজ্ঞ চিকিৎসক দেশ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল প্রভৃতি বিশেষ রূপে বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া অনুসারে চিকিৎসা করিবেন।

মানবের ন্যায় ছাগ, গর্দ্দভ ও গো প্রভৃতিকেও সর্প দংশন করিলে তাহাদেরও উক্ত প্রণালী অনুসারে রক্ত মোক্ষণ করিতে হয় এবং উক্ত ঔষধ অধিক পরিমাণে সেবন করাইতে হয়।

রোগীর যখন বিষ জন্য বিকার উপস্থিত হয়, তখন সেই সেই বিকারের চিকিৎসা করা আবশ্যক। বিষে শরীর বিবর্ণ, কঠিন, বা ফুলিয়া উঠিলে এবং বেদনাবিশিষ্ট হইলে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনু-সারে শীঘ্র রক্তমোক্ষণ করিতে হয়। বিষার্ত্ত রোগী ক্ষুধার্ত্ত বা বিষ জন্য বায়ুপ্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিবেচনাপূর্ব্বক তাহাকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিংবা মাংসরস প্রদান করিবে। রোগীর পিত্ত জন্য তৃষ্ণা, দাহ, ঘর্ম্ম ও অজ্ঞানতা ঘটিলে সংবাহন স্নান, ও শীতল প্রসেক সহ্য করিতে পারে না, সুতরাং সেই সকল রোগীকে এবং মূর্চ্ছিত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধ প্রয়োগে বমন করাইবে। বিষের প্রকোপে পিত্ত জন্য মল ও বায়ুরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আধ্মান ও মূত্ররোধ হইলে বিরেচন করাইবে। চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে বিবর্ণ বা আবিল হইলে অথবা সমস্ত বস্তুকে বিবর্ণ দেখিলে নেত্রে অঞ্জন প্রয়োগ কর্ত্তব্য। মস্তকের যাতনা, শরীরের গৌরব ও আলস্য, হনুস্তম্ভ, গলগ্রহ এবং মন্যাস্তম্ভ এই সকল উপদ্রব ঘটিলে শিরোবিরেচন নস্য প্রয়োগ করিবে। বিষবিকারে রোগী চক্ষু উন্মিলিত করিয়া থাকিলে এবং জ্ঞানশূন্য বা গ্রীবা ভঙ্গ হইলে তাহার গলমধ্যে নল দ্বারা বিরেচনচূর্ণ সঞ্চালিত করিবে এবং হস্ত, পদ ও ললাটের শিরা সকল তাড়িত করিবে। অর্থাৎ ঐ শিরা সকল বিদ্ধ করিয়া চুষিয়া রক্ত বাহির করিবে। তাহাতে যদি বিষের প্রকোপ-বশতঃ রক্তস্রাব না হয়, তাহা হইলে মস্তকদেশে কাকপদ আকারে ক্ষত করিয়া রক্তস্রাব করাইবে, অথবা সেই স্থানের সরক্ত মাংস ও চর্ম্ম তুলিয়া ফেলিবে এবং সেই স্থানে চর্ম্ম-বৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ প্রয়োগ করিবে। রোগী জ্ঞানশূন্য হইলে দুন্দুভি নামক বাদ্য বিশেষে অগদ লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিতে থাকিবে। ইহাতে যদি রোগীর জ্ঞান হয়, তাহা

হইলে পুনর্ব্বার বমন বিরেচন ও নস্য দ্বারা তাহার উর্দ্ধ ও অধোভাগ সংশোধন করিয়া দিবে।

বিষবিকারে যে প্রণালীতেই হউক না কেন, যাহাতে নিঃশেষ রূপে দেহ হইতে বিষ নিষ্কাশিত হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। বিষ অল্প মাত্রও যদি দেহে অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহার বেগ জন্মে। ইহাতে শরীরের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর, কাস, শিরোরোগ, ফুলা, শোষ, প্রতিশ্যায়, তিমির-রোগ, দৃষ্টিহীনতা, অরুচি ও পীনস প্রভৃতি রোগ জন্মে, ইহাদের মধ্যে যে কোন রোগ উৎপন্ন হইলে সেই রোগের বিধানানুসারে চিকিৎসা করিবে। তৎপরে বিষদোষ বিমোচনের জন্য দষ্ট স্থানের বন্ধন মোচন করিয়া উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রলেপ দিবে।

দষ্ট স্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্ব্বার তাহাতে বেগ জন্মে। মন্ত্র, ঔষধ ও চিকিৎসা দ্বারা বিষের তেজ নষ্ট হইলেও পরে যদি কোন দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্য, কুলথ ও অম্ল এই গুলি ভিন্ন অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ুশান্তিকর ঔষধ দ্বারা বায়ুর শান্তি করিতে হয়। পিত্তজ্বরনাশক কাথ ও স্নেহ বিরেচন দ্বারা পিত্তের শান্তি, এবং মধু সহকারে আরগ্বধাদির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মনাশক অগদ ও তিক্ত রুক্ষ ভোজন দ্বারা কফের শান্তি করা কর্ত্তব্য।

দষ্টস্থানের উপরিভাগে গাঢ়তর বন্ধন করিলে এবং তীক্ষ্ণ লেপদ্বারা প্রলেপ দিলেও যদি বিষে শরীর স্ফীত হয়, ক্লিন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়ে, তৎকালে শরীর বিদ্ধ করিলে যদি কৃষ্ণবর্ণ রক্ত নিঃসরণ হইতে থাকে, সর্ব্বদা জ্বালা করে ও পাকিয়া উঠে, ক্ষতস্থান হইতে কৃষ্ণবর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধ মাংস অজস্র নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্চ্ছা, ভ্রান্তি, দাহ ও জ্বর এই সকল উপদ্রব ঘটে, তাহা হইলে ইহার সকল শরীরে বিষ সঞ্চার হইয়াছে বুঝিতে হইবে। সমস্ত শরীরে বিষ পরিব্যাপ্ত হইলে সেই রোগীর জীবনের আশা অতি কম। বিষ শরীরে সঞ্চার হইবার পূর্ব্বেই উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিলে তবে বিষ-দোষ নিরাকৃত হয়। সর্পদংশনে বিষ যেরূপ সঞ্চালিত হয়, এত শীঘ্র আর কোন বিষই শরীরে সঞ্চালিত হয় না। মহাগদ, অজিতঅগদ, তার্ক্ষ্যঅগদ, ঋষভঅগদ, সঞ্জীবনীঅগদ, ও মুখ্য-অগদ প্রভৃতি এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সর্পবিষ নাশক অগদ কথিত হইয়াছে। সুশ্রুতে সর্পদংশনচিকিৎসা স্থলে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল অগদের প্রস্তুতপ্রণালী লিখিত হইল না। (সুশ্রুত কল্পস্থা° সর্পদংশনচি°)

বিষধর সর্প দংশন করিলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রাণ-বিয়োগ হয়। প্রতীকার করিবার কিছুমাত্র সময় থাকে না। হস্ত বা পদে যদি সর্প দংশন করে, এবং তৎক্ষণাৎ যদি ঐ দষ্টস্থানের উপরি বন্ধন করা যায়, এবং তৎপরে ঐ বিষ দষ্ট স্থান সকল চিরিয়া রক্তমোক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে প্রতীকার হয়। যতক্ষণ বিষ থাকে, ততক্ষণ কৃষ্ণবর্ণ রক্ত বাহির হয়, বিষ নিঃশেষরূপে বাহির হইয়া যাইলে যখন পরিষ্কার রক্ত বাহির হয়, তখন বিষ নিঃসৃত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে অনেক স্থলে চিকিৎসায় উপকার হইতে দেখা যায়। সর্পদংশনে মৃত্যু প্রায় নিশ্চিত, তবে উপযুক্ত সময়ে যথাবিধানে চিকিৎসা করিলে দুই চারি জনকে আরোগ্য হইতে দেখা যায়।

শাস্ত্রানুসারে সর্পের মন্ত্রচিকিৎসাই সর্ব্বপ্রধান। মন্ত্রশক্তি-প্রভাবে যে কোন সর্পই দংশন করুক না কেন, তাহা অচিরে আরোগ্য লাভ করিবে। কিন্তু অধুনা এইরূপ চিকিৎসক অতি বিরল।

এরূপ অনেক সাঁপুড়ে দেখিতে পাওয়া যায়, যে অতি তীক্ষ্ণ-বিষধর সর্পও অনায়াসে ধরিয়া তাহার সহিত ক্রীড়া করে। তাহারা প্রথমে সর্প ধরিয়া তাহার বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলে, সুতরাং ঐ বিষহীন সর্প দংশন করিলে কোনরূপ অপকার হয় না।

মন্ত্র, জলসার, ঝাঁপান প্রভৃতি বহু প্রকারে সর্পবিষ নিবারণের উপায় আছে, শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্ত্র ও ঔষধাদির অনেক লোপ হইয়াছে, দুই এক জনের জানা থাকিলেও তাঁহারা কাহাকেও তাহা শিক্ষা দিতে চান না। তাঁহা-দের বিশ্বাস এই মন্ত্র ও ঔষধ সাধারণে প্রচার করিলে ফল-দায়ক হইবে না, এই জন্য তাহারা অতিগোপনে ইহা রক্ষা করেন। পুরাণ ও তন্ত্রাদিতেও সর্প ও সর্পের দংশনচিকিৎসা এবং মন্ত্রাদিরও বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে, শেষ, বাসুকি, তক্ষক প্রভৃতি ৯টী নাগ শ্রেষ্ঠ। এই সকল নাগ হইতে অসংখ্য ভুজঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এই সকল ভুজঙ্গে এই ধরামণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল এই তিন প্রকার সর্প যথাক্রমে বায়ু, পিত্ত, ও কফাত্মক। ইহাদের মধ্যে মিশ্র সর্পেরা দর্ব্বীকর নামে খ্যাত। এই সকল সর্প আষাঢ়াদি মাসত্রয়ে গর্ভধারণ করে, তৎপরে চতুর্থ মাসে ২৪০টী ডিম্ব প্রসব করে, সর্পিণীগণ স্ত্রী ব্যতিরেকে পুংনপুংসকসুতসমূহকে গ্রাস করে। কৃষ্ণসর্পের ৭ দিনে চক্ষু প্রস্ফুটিত এবং একমাস পরে তাহারা বাহিরে বাহির হয়। ১২ দিনের পর ইহাদের বোধ জন্মে এবং সূর্য্যদর্শন করিলেই দন্তোদ্গম হয়। ইহাদের মধ্যে কাহারও ৩২ দিনে, কাহারও ২০ দিনে চারিটী দংষ্ট্রা অর্থাৎ বৃহদ্দন্ত হইয়া থাকে। ছয়মাসের পর ইহারা ত্বক্

উন্মোচন করে। সর্পদিগের ছত্র, লাঙ্গল, স্বস্তিক, অঙ্কুশ প্রভৃতি চিহ্ন আছে। একশত বিংশতি বৎসর ইহাদের পরমায়ু।

গোনস সাপ দীর্ঘাকার, মন্দগামী, নানা প্রকার ও মণ্ডলাকারে অবস্থিত থাকে। রাজিলগণ স্নিগ্ধবাণাদি চিহ্নদ্বারা উর্দ্ধ ও বক্রভাবে চিত্রিত। ব্যন্তরগণ মিশ্রচিহ্নবিশিষ্ট এবং ভূ, বর্ষা, অগ্নি ও বায়ুভেদে চারি প্রকার। ইহাদের মধ্যে আবার ষড়্‌বিংশ প্রকার অবান্তর ভেদ আছে। গোনসগণ ১৬ প্রকার, রাজিলগণ ১৩ প্রকার, ও ব্যন্তরগণ একবিংশতি প্রকার। যে সকল সাপ অমুক্তকালে জন্মগ্রহণ করে, তাহাদিগকে ব্যন্তর কহে।

এই সকল সাপ দংশন করিলে প্রাণনাশ হয়। কুলিকোদয়কাল, ইহা ভিন্ন কৃত্তিকা, ভরণী, স্বাতী, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, অশ্বিনী, বিশাখা, আর্দ্রা, মঘা, অশ্লেষা, চিত্রা, শ্রবণা, রোহিণী, হস্তা, শনি ও মঙ্গল এই সকল বার, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, রিক্তা নন্দা ও চতুর্দ্দশীতিথি, সন্ধ্যাকাল, দগ্ধাযোগ ও দগ্ধরাশি এই সকল কালে যদি সর্প দংশন করে, তাহা হইলে প্রায়ই মৃত্যু হইয়া থাকে।

দেবালয়, শূন্যগৃহ, বল্মীক, উদ্যান, বৃক্ষকোটর, পথসন্ধি, শ্মশান, নদী, সিন্ধুসঙ্গম, দ্বীপ, চতুষ্পথ, সৌধ, গৃহ, অব্ধি, পর্ব্বতাগ্র, বিল, জীর্ণকূপ, দেওয়াল, শ্লেষ্মাতক, বহুবারক, জম্বু, ডুম্বুর, বট ও জীর্ণ প্রাচীর এই সকল স্থানে সর্পগণ অবস্থান করিয়া মুখ, হৃদয়, কক্ষ, জত্রু, তালু, শঙ্খ, গল, মস্তক, চিবুক, নাভি, ও পাদ এই সকল অঙ্গে দংশন করিলে প্রায়ই মৃত্যু হয়। এইরূপ দংশন বিশেষ অশুভ।

সর্প দংশনের পর যে দূত সংবাদ দেয়, তাহা দ্বারাই সর্প দংশনের শুভাশুভ স্থির করিতে পারা যায়। দূত পুষ্পহস্ত, সুবাক্, সুধী, শুক্লবস্ত্র ও শুচি প্রভৃতি হইলে শুভ এবং অপ্রশস্ত, দ্বারস্থিত, শস্ত্রধারী, প্রমাদী, ভূতলনিঃক্ষিপ্তচক্ষু, গদগদভাষী, আর্দ্রবস্ত্রপরিধায়ী, পাদলেখন (পদ দ্বারা ভূমি খনন) ইত্যাদি গুণযুক্ত হইলে অশুভ হইয়া থাকে।

সর্পদংশনের চিকিৎসাস্থলে লিখিত আছে যে প্রথমে 'ওঁ নমো ভগবতে নীলকণ্ঠায়', এই মন্ত্রে ভগবান্ নীলকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবে।

'ওঁ জ্বল মহামতে হৃদয়ায় গরুড় বিরলশিরসে গরুড়শিখায়ৈ গরুড় বিষভঞ্জন প্রভেদন প্রভেদন বিত্রাশয় বিত্রাশয় বিমর্দ্দয় বিমর্দ্দয় কবচায় অপ্রতিহতশাসনং বং হুং ফট্, অস্ত্রায় উগ্ররূপধারক সর্ব্বভয়ঙ্কর ভীষয় সর্ব্বং দহ দহ ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা নেত্রায়।' ইত্যাদি।

এই সকল মন্ত্র যথাযথরূপে প্রয়োগ করিলে সর্প বিষ আশু নিবারিত হয়। এইরূপ মন্ত্রাদির বিস্তর উল্লেখ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না। (অগ্নিপু° ৩০৩-৬ অ°)

গরুড়পুরাণ প্রভৃতিতে ইহার বিস্তৃত বিবরণ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন অনেকে নানারূপ মন্ত্রাদির বিষয় অবগত আছেন।

সর্পভয় নিবারণের জন্য মনসা দেবীর পূজা হইয়া থাকে, মনসাপূজাকালে সেই সঙ্গে অনন্ত, বাসুকি, পদ্ম, মহাপদ্ম, শঙ্খ, কুলীর, কর্কট ও শঙ্খ এই প্রধান অষ্ট নাগেরও পূজা দিতে হয়। নাগপঞ্চমী ও দশহরা তিথিতে মনসাপূজা হইয়া থাকে। [নাগপঞ্চমী ও মনসা শব্দ দেখ]

সর্পঋষি (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পকঙ্কালিকা (স্ত্রী) সর্প কঙ্কালীএব স্বার্থে কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায় তীক্ষ্ণা, বিষদংষ্ট্রা, বিষাপহা। ২ গন্ধরাস্না।

সর্পকঙ্কালী (স্ত্রী) সর্পস্য কঙ্কালমিবাঙ্গং যস্যাঃ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালিকা, বরাক্রান্তাবিশেষ। (শব্দচন্দ্রিকা)

সর্পগতি (স্ত্রী) সর্পস্য গতিঃ। সর্পের গতি, বক্রগমন, কুটিল গমন। সর্পগণ কুটিলভাবে গমন করে, এইজন্য বক্রগতির নাম সর্পগতি। (ত্রি) ২ সর্পের ন্যায় গতিবিশিষ্ট।

সর্পগন্ধা (স্ত্রী) সর্পং গন্ধয়তে হিনস্তীতি গন্ধ হিংসনে অণ্ টাপ্। বৃক্ষবিশেষ। 'ছত্রাকী সর্পগন্ধা চ রসনা চ ফলত্রয়।' (জটাধর) ২ গন্ধরাস্না, রাস্না। ৩ নাকুলী নাম মহাকন্দশাক। (রাজনি°) ৪ নাগদমনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পগন্ধিনী (স্ত্রী) সর্পগন্ধা।

সর্পগ্রাম, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৫৯)

সর্পঘাতি (পুং) তন্নামক ফলবিষভেদ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ১ অ°)

সর্পঘাতিন্ (ত্রি) সর্পং হন্তি হন-ণিনি। সর্পহন্তা, সর্পহননকারী।

সর্পঘাতিনী (স্ত্রী) সর্পঘাতিন্ ঙীষ্। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পছত্র (ক্লী) শাকবিশেষ, অহিছত্রক। গুণ—মলভেদক, রুক্ষ, মধুর, শীতল ও বিষ্টম্ভ। (চরক সূত্রস্থা° ২৭ অ°)

সর্পতৃণ (পুং) সর্পস্তৃণমিব ছেদ্যো যস্য। নকুল। (হেম)

সর্পদংষ্ট্র (পুং) সর্পস্য দংষ্ট্রেব পুষ্পমস্য। দন্তীবৃক্ষ।

সর্পদংষ্ট্রা (স্ত্রী) সর্পস্য দংষ্ট্রেব। বৃশ্চিকালী, চলিত বিছাতি। (রত্নমালা) ২ সিংহপিপ্পলী। গুণ—সারক, উষ্ণ, কটু, কফ ও বাতনাশক। (বৈদ্যকনি°) ৩ সর্পের দাঁত।

সর্পদংষ্ট্রিকা (স্ত্রী) সর্পদংষ্ট্রা স্বার্থে কন্, টাপি অত-ইত্বং। ১ অজশৃঙ্গী, চলিত মেড়াশিঙে।

সর্পদণ্ডা (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-টাপ্। সৈংহলী, সিংহপিপ্পলী। (রাজনি°)

সর্পদণ্ডী (স্ত্রী) সর্পং দণ্ডয়তীতি দণ্ড-অণ্-ঙীষ্। গোরক্ষী, গোরক্ষতণ্ডুলা, গোরক্ষ চাকুলা। (রাজনি°)

সর্পদন্তী (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নাগদন্তী। (রাজনি°)

সর্পদমনী (স্ত্রী) সর্পস্য দমনমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বন্ধ্যা-কর্কোটকী, ২ নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়া। (রাজনি°)

সর্পদষ্ট (ক্লী) ১ সর্পদংশন। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে সর্পদষ্ট তিন প্রকার, সর্পিত, রদিত ও নির্বিষ। (সুশ্রুত) [সর্প দেখ।] (ত্রি) ২ সর্পকর্তৃক দষ্ট, সর্পদংশনবিশিষ্ট।

সর্পদেবী (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ। (ভারত বনপ°)

সর্পদ্বিষ্ (পুং) সর্পং দ্বেষ্টিং দ্বিষ্-ক্বিপ্। সর্পদ্বেষকারী, সর্পশত্রু।

সর্পনাম (ক্লী) সাধু-বাক্য, সদুপদেশ। (শতপথব্রা° ৭।৪।১।২৫) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্পনামা=সর্পঘাতিনী। (রত্নমালা)

সর্পনামা (স্ত্রী) সর্পস্য নাম যস্যাঃ। সর্পকঙ্কালীভেদ।

সর্পনির্মোক (পুং) সর্পস্য নির্মোকঃ। সর্পত্বচ্, সাপের খোলস। (চরক শারীরস্থা° ৮ অ°)

সর্পনেত্রা (স্ত্রী) ১ সুগন্ধরাস্না। ২ সর্পাক্ষী, চলিত পান-সিউলী, সর্পকঙ্কালীবিশেষ। (রাজনি°)

সর্পন্মালিক, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা। উত্তর কণাড়া-জেলার হোনাবর তালুকের চন্দ্রাবর নগরে ইঁহার রাজধানী ছিল। এক্ষণে ঐ নগর ধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সর্পপতি (পুং) সর্পস্য পতিঃ। নাগাধিপতি বাসুকি।

সর্পপুষ্পা (স্ত্রী) সর্পস্য দন্তইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। নাগদন্তী।

সর্পপ্রিয় (পুং) সর্পস্য প্রিয়ঃ। চন্দনবৃক্ষ। এই বৃক্ষে সর্প-অবস্থিতি করে, এই জন্য ইহার নাম সর্পপ্রিয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্পফণ (পুং) সর্পস্য ফণঃ। সাপের ফণা।

সর্পফণজ (পুং) সর্পস্য ফণাৎ জায়তে ইতি জন-ড। সর্পের ফণাজাত মণি, যে মণি সর্পের ফণায় জন্মে।

সর্পফেণ (ক্লী) অহিফেণ। (বৈদ্যকনি°)

সর্পবন্ধ (পুং) ১ সর্পবন্ধনী। সর্প যেরূপ পাকাইয়া বন্ধন করে তদ্রূপ বন্ধনী। ২ কুশলতাপূর্ণ বাক্যদ্বারা মধ্যস্থতা। চতুরতা পূর্ণ কুচক্র।

সর্পবল (ত্রি) ১ সর্পের শক্তি বা বীর্য্য। ২ বিষ। ৩ সর্পবলে যাহা লভ্য হয়, অমৃতাহরণ।

সর্পবলি (পুং) ১ সর্পযজ্ঞ। ২ দানক্রিয়াবিশেষ।

সর্পভুজ্ (পুং) সর্পং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। ১ ময়ূর। ২ রাজসর্প। (হলায়ুধ) ৩ গৃধ্র, হাড়গিলা। (ত্রি) ৪ সর্প-ভক্ষক, সর্পভোজনকারীমাত্র। ৫ নাকুলীকন্দ।

সর্পমালা (স্ত্রী) সর্পস্য মালেব। সর্পকঙ্কালীভেদ। (রাজনি°) সর্পনামা পাঠান্তর।

সর্পমালিন্ (ত্রি) ১ সর্পকে মালাকারী, শিব। ২ ঋষিভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

সর্পযাগ (পুং) সর্প নাশকো যাগঃ। সর্পনাশক যজ্ঞ। [সর্পসত্র দেখ]

সর্পরাজ (পুং) সর্পাণাং রাজা, সমাসে টচ্ সমাসান্তঃ। সর্প-দিগের রাজা বাসুকি। (ত্রি) ২ সর্পশ্রেষ্ঠ। (হরিবংশ ৩৮।১৫)

সর্পরাজ্ঞী (স্ত্রী) ঋষিকন্যাভেদ। ইনি ঋক্ ১০।১৮৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ছিলেন।

সর্পলতা (স্ত্রী) সর্পইব লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

সর্পবল্লী (স্ত্রী) সর্পইব বল্লী। লতাভেদ, নাগবল্লী।

সর্পবিদ্ (ত্রি) সর্পজ্ঞানবিশিষ্ট। ২ সর্পতত্ত্বজ্ঞ।

সর্পবিদ্যা (স্ত্রী) সর্পবিষয়ক বিদ্যা, বিষবিদ্যা।

সর্পবিষ (ক্লী) সর্পস্য বিষং। সর্পের বিষ। ঔষধ প্রস্তুত স্থলে সর্পবিষশোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়।

সর্পবেদ (পুং) সর্পবিদ্যা। (গোপথব্রা° ১।১০)

সর্পশিরস্ (পুং) হস্তবিন্যাসভেদ। হস্ত সর্পফণাকারে রাখা। বক দেখাইবার মত।

সর্পশীর্ষ (পুং) ১ সাপের মাথা। ২ ইষ্টকাভেদ।

সর্পসত্র (ক্লী) সর্পনাশকং সত্রং। সর্পনাশক যজ্ঞবিশেষ। পরীক্ষিৎকে সর্পদংশন করিলে রাজা জনমেজয় সর্পসমূহকে বিনাশ করিবার জন্য এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। মহাভারতে এই যজ্ঞের বিষয় লিখিত আছে। একদা রাজা পরীক্ষিৎ মৃগয়ার্থ বনগমন এবং তথায় একটী মৃগ বাণ বিদ্ধ করিয়া তাহার অনুগমন করেন। কিন্তু তিনি এই মৃগের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহার আর কোন সন্ধান পাইলেন না, তিনি তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে করিতে শ্রমকাতর হইয়া পড়িলেন। কিয়দ্দূরে শমীক মুনি মৌনী অবস্থায় ছিলেন, রাজা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ সেই মৃগের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু মুনি মৌনী ছিলেন কথার কোন প্রত্যুত্তর দেন নাই। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া নিকটস্থিত একটী মৃত সর্প তাঁহার গলদেশে বান্ধিয়া দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করেন।

শমীকপুত্র শৃঙ্গী এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া রাজা পরীক্ষিৎকে শাপ প্রদান করেন যে, অদ্য হইতে ৭ দিনের মধ্যে তক্ষকদংশনে তাঁহার মৃত্যু হইবে। ব্রহ্মশাপে যথাসময়ে তক্ষক পরীক্ষিৎকে দংশন করিল। রাজা পরীক্ষিৎ সেই দংশনে প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা পরীক্ষিৎ স্বর্গারোহণ করিলে জনমেজয় অমাত্য, পুরো-হিত ও ঋত্বিক্‌দিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তক্ষকের দংশনে আমার পিতার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, অতএব এই তক্ষক বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত যাহাতে বিনষ্ট হয়, আপনারা তাহার সদ্যুক্তি বিধান নির্দ্দেশ করুন। ইহাতে ঋত্বিক্‌গণ কহিলেন, রাজন্! পুরাণে এক সর্পসত্রের বিধান আছে, পূর্ব্ব হইতে দেবগণ আপনার জন্য এই যজ্ঞের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। আপনি

ভিন্ন আর কেহই এই মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে না। আমরা ঐ যজ্ঞের সম্যক্ বিধান অবগত আছি। আপনি ঐ যজ্ঞ করিলে সর্পগণ সমূলে বিনষ্ট হইবে।

রাজা ঋত্বিক্‌দিগের নিকট এই বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সর্পসত্রের অনুষ্ঠান করেন। এই সত্রে চ্যবন-বংশোৎপন্ন চণ্ডভার্গব হোতা, বৃদ্ধ কৌৎস উদ্গাথা, জৈমিনি ব্রহ্মা, শার্ঙ্গরব ও পিঙ্গল অধ্বর্য্যু হইলেন। পুত্র ও শিষ্য সহ ব্যাস, উদ্দালক, প্রমতক, শ্বেতকেতু, পিঙ্গল, অসিত, দেবল, নারদ, পর্ব্বত প্রভৃতি মুনিগণ সদস্য হইলেন। যথাবিধানে এই সত্র আরম্ভ হইল।

ঋত্বিক্‌গণ উক্ত সত্রে আহুতি প্রদান আরম্ভ করিলে ঘোর ও ভীষণ সর্পগণ আসিয়া তাহাতে পতিত হইতে লাগিল। তাহাদিগের বসা ও মেদ দ্বারা নদী উৎপন্ন হইল। নিরন্তর দহ্যমান সর্পগণের পূতিগন্ধ চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তক্ষক ভীত হইয়া ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে সর্পগণ অজস্র হুতাশনে নিপতিত হওয়ায় বাসুকি স্বীয় পরিবারবর্গকে অল্লাবশিষ্ট দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত, চিন্তিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি স্বীয়া ভগিনীকে কহিলেন, ভগিনি! এখন আমাদের বিনাশ কাল উপস্থিত। পূর্ব্বে পিতামহ আমাকে বলিয়াছিলেন যে সর্পসত্র আরম্ভ হইলে আস্তীক ঋষি তাহা নিবারণ করিবেন। এখন তুমি আস্তীককে এই যজ্ঞ নিবারণের জন্য প্রেরণ কর। পরে আস্তীক মাতৃকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া বাসুকির নিকট গমন করিলে বাসুকি তাহাকে কহিলেন যে, আমি ঘূর্ণিত হইতেছি, আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে, আমার সমুদয় পরিবার যজ্ঞানলে ভস্মীভূত হইতেছে, তুমি সত্বর ইহার প্রতিবিধান কর। আস্তীক তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন যে, আপনি ভীত হইবেন না, এখনই আমি ঐ ভয় নিবারণ করিব।

তখন আস্তীক বাসুকির মনোব্যথা দূর করিয়া সর্পগণের উদ্ধারের জন্য জনমেজয়ের যজ্ঞভূমিতে গমন করিলেন। তথায় গিয়া জনমেজয়কে এই যজ্ঞের জন্য অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলেন। এই বালককে অতি তেজস্বী ও জ্ঞানী দেখিয়া রাজা অতিশয় প্রীত হইলেন ও তাঁহাকে কহিলেন, আমি আপনার প্রতি অতিশয় প্রীত হইয়াছি, আপনি বর প্রার্থনা করুন। এই কথা বলিলে যজ্ঞস্থলে ঋত্বিক্‌গণ রাজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, রাজন্ কিঞ্চিৎকাল আপনি বর প্রদানে বিরত থাকুন, কারণ আমাদের অভিলষিত তক্ষক এখনও আসে নাই। রাজা তাঁহাদের কথায় কাল বিলম্ব করিতে লাগিলেন। এদিকে তক্ষক ইন্দ্রের শরণাপন্ন হইয়া অবস্থিত করিতেছিল। ঋত্বিক্‌গণ ইন্দ্রের সহিত তক্ষককে আহুতি প্রদান করিলে তক্ষক ইন্দ্রের সহিত আকাশে বিচরণ করিতে লাগিল। তখন ঋত্বিক্‌গণ রাজাকে বরপ্রদান করিতে অনুমতি করিলেন। জনমেজয় আস্তীককে বরগ্রহণ করিতে বলিলে, আস্তীক কহিলেন রাজন্! আপনার যদি আমাকে বরপ্রদান করিতে হয়, তাহা হইলে আমার এই প্রার্থনা যে আপনার এই সর্পসত্র বন্ধ হয় এবং সর্পগণ যেন আর ইহাতে পতিত না হয়। জনমেজয় আস্তীকের এই প্রার্থনা শুনিয়া কিঞ্চিৎ রুষ্ট হইয়া কহিলেন, আপনি সুবর্ণাদি অন্য দ্রব্য প্রার্থনা করুন, এই যজ্ঞ নিবারিত হইবে না। রাজন্! আমার অন্য কোন দ্রব্যে অভিলাষ নাই। আপনার এই যজ্ঞ নিবারিত হয়, ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা। রাজা পুনঃ পুনঃ তাহাকে অন্য বর গ্রহণ করিতে বলিলে কিছুতেই তিনি অন্য বর গ্রহণ করিলেন না। পরে বেদবিশারদ সমস্ত সদস্যগণ মিলিত হইয়া ভূপতিকে কহিলেন, আপনি এই ব্রাহ্মণকুমারের অভিলষিত বর প্রদান করুন। তখন রাজা যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া ক্ষণকাল অবস্থানের পর সদস্যগণের সাতিশয় অনুরোধে কহিলেন, আস্তীক যাহা বলিতেছেন, তাহাই হউক। ঋত্বিক্‌গণ আপনারা সর্পসত্র সমাপন করুন। সর্পগণ নিরুদ্বেগ হউক। রাজা এই কথা বলিলে তৎক্ষণাৎ সর্পসত্র নিবারিত হইল। তখন সর্পগণ ভয়শূন্য হইয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। আস্তীকও জনমেজয়কে ভূয়ো ভূয়ো আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। আস্তীক সর্পগণকে এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই জন্য সর্প সকল একত্র মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই বর দেন যে, যে ব্যক্তি আস্তীক এই নাম স্মরণ করিবে, তাহার সর্পভয় থাকিবে না। সর্পগণ জননী কদ্রুর শাপে ও জনমেজয়ের যজ্ঞে এইরূপে বিনষ্ট হন। মহাভারতের আদিপর্ব্বে বিস্তৃতভাবে এই বিবরণ লিখিত আছে।

(ভারত আদিপ° ৪০—৫৭ অ°)

সর্পসত্রিন্ (পুং) সর্পসত্রমস্ত্যস্যেতি ইনি। জনমেজয়রাজ।

সর্পসহা (স্ত্রী) সর্পং সহতে ইতি সহ-অচ্। সর্পকঙ্কালীভেদ। সর্পঘাতিনী।

সর্পসামন্ (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ২৫।১৫।১)

সর্পহন্ (পুং) সর্পং হন্তীতি হন-ক্বিপ্। নকুল, বেজী। (হেম)

সর্পহৃদয়নন্দন (পুং) চন্দনকাষ্ঠ।

সর্পাক্ষ (ক্লী) সর্পস্য অক্ষীব অক্ষং যস্য যচ্ সমাসান্ত। রুদ্রাক্ষ।

সর্পাক্ষী (স্ত্রী) সর্পস্য অক্ষীব পুষ্পং যস্যাঃ ঙীপ্। ১ গন্ধনাকুলী। (রাজনি°) ২ বৃক্ষবিশেষ, হিন্দী—সহচরী বা গণ্ডিনী। পর্য্যায়—গণ্ডালী, নাড়ীকলাপক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কৃমিনাশক ও ব্রণরোপণ। (রাজনি°) ৩ শ্বেতাপরাজিতা, ৪ রক্তশঙ্খিনী। (বৈদ্যকনি°)

সর্পাখ্য (পুং) সর্পস্ত আখ্যা যস্ত। ১ মহিষকন্দভেদ। (রাজনি°) ২ নাগকেশর। (রত্নমালা) (ত্রি) ৩ সর্পনামক, সর্পনামবিশিষ্ট।

সর্পাঙ্গী (স্ত্রী) সর্পস্তেব অঙ্গং যস্তাঃ ঙীষ্। ১ সর্পকঙ্কালী-ভেদ। (রত্নমালা) ২ সৈংহলী। (রাজনি°)

সর্পাদনী (স্ত্রী) সর্পস্ত তদ্বিষস্ত অদনং ভক্ষণং যস্তাঃ ঙীষ্। নাকুলী। (রাজনি°)

সর্পান্ত (পুং) সর্পং অন্তয়তি নাশয়তি অন্ত-অচ্। গরুড়।

সর্পারাতি (পুং) সর্পস্ত অরাতিঃ। গরুড়। (হেম)

সর্পারি (পুং) সর্পস্ত অরিঃ। ১ নকুল। (রাজনি°) ২ গরুড়। (হরিবংশ ৬৮।৩৭)

সর্পাবাস (ক্লী) সর্পস্ত আবাসো যত্র। ১ চন্দন, চন্দনগাছে সর্পগণ অবস্থান করে, এই জন্ত ইহার নাম সর্পাবাস। (রাজনি°) (পুং) ২ সর্পস্থান, সর্পের আবাসভূমি। (হরিবংশ ৬৮।২৫)

সর্পাশন (পুং) সর্পমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। ১ ময়ূর। ২ গরুড়।

সর্পাস্য (পুং) রাক্ষস। (রামায়ণ ৩।২৯।৩১)

সর্পি (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয় ব্রা° ৬।২৪)

সর্পিকা (স্ত্রী) গোকর্ণীলতা। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিকা, একটী প্রাচীন নদী। (রামায়ণ ২।৪৪।১২) ইহা গোমতীর শাখারূপে প্রবাহিত ও বর্ত্তমানে সই নামে খ্যাত। [সই দেখ।]

সর্পিণী (স্ত্রী) সর্পতীতি সৃপ্-ণিনি, ঙীষ্। ১ সর্পভার্য্যা, সাপিনী। (শব্দরত্না°)। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ। পর্য্যায় ভুজগী, ভোগী, কুণ্ডলী, পন্নগী, ফণী। গুণ—বিষঘ্ন ও কুচবর্দ্ধন। (রাজনি°)

সর্পিত (ক্লী) সর্পদংশনবিশেষ। (সুশ্রুত)

সর্পিন্ (ত্রি) সর্পতি গচ্ছতীতি সৃপ-ণিনি। গমনকর্ত্তা, গমনকারী।

সর্পিরন্ন (ত্রি) ঘৃতৌদন, ঘৃতমিশ্রিত ওদন। "ইধনবৎ সর্পিরন্নঃ" (ঋক্ ১০।২৭।১৮) 'সর্পিরন্নঃ ঘৃতোদনঃ' (সায়ণ)

সর্পিরব্ধি (পুং) ঘৃতসমুদ্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৭)

সর্পিরাসুতি (ত্রি) সর্পি যে অগ্নিতে আসিক্তি হয়। "সর্পিরাসুতি প্রত্নো হোতা" (ঋক্ ২।৭।৬) 'সর্পিরাসুতিঃ সর্পিরাহুয়ত আসিচ্যতে যস্মিন্ তাদৃশঃ' (সায়ণ)

সর্পিরিলা (স্ত্রী) রুদ্রাণী বিশেষ। (ভাগবত ৩।১২।১৩)

সর্পির্গর্ভ (ক্লী) নবনীতক। (বৈদ্যকনি°)

সর্পিগ্রীব (ত্রি) ঘৃতসিক্ত গ্রীবাবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৫।২।৮।৪)

সর্পির্মণ্ড (পুং) নবনীত খণ্ড। (সুশ্রুত)

সর্পির্মালিন্ (পুং) ঋষিভেদ।

সর্পিমেহ (পুং) প্রমেহরোগবিশেষ। বায়ু দূষিত হইয়া এই রোগ উৎপাদন করে এবং ইহাতে সর্পির স্তায় মেহ ক্ষরিত হইতে থাকে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°) [প্রমেহ দেখ।]

সর্পিমেহিন্ (ত্রি) সর্পিমেহঃ অস্তাতীতি ইনি। সর্পিমেহ রোগবিশিষ্ট, যাহার সর্পিমেহ রোগ আছে। (সুশ্রুত নি° ৬ অ°)

সর্পিষ্কুণ্ডিকা (স্ত্রী) সর্পিপাত্র। ঘৃতকুম্ভ বা কুণ্ড।

সর্পিষ্টম (ক্লী) ঘৃতবিশিষ্ট। (পা ৩।৪।৪২)

সর্পিষ্টর (ক্লী) সর্পিযুক্ত। (পা ৮।৩।১০১)

সর্পিষ্টা (স্ত্রী) ঘৃতযুক্তের ভাব।

সর্পিষ্ট (ক্লী) ঘৃতযুক্তের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্পিস্ (ক্লী) সর্পতীতি সৃপ গতৌ (অর্চ্চিশুচিহুসৃপিচ্ছাদীতি। উণ্ ২।১০৯) ইতি ইসি। ঘৃত, আজ্য, হবিস্। (অমর) ২ উদক। (নিঘণ্টু ১।১২)

সর্পিঃসমুদ্র (পুং) সপ্তসমুদ্রের অন্তর্গত সমুদ্রবিশেষ। (ত্রিকা°)

সর্পিস্সাৎ (অব্য°) সর্পিস্ দেয়ার্থে-চসাৎ। সর্পিতে দেয়, সর্পিতে যাহা অর্পণ করা হয়।

সর্পী (স্ত্রী) সর্প-জাতৌ ঙীষ্। সর্পিনী। (শব্দরত্না°)

সর্পীষ্ট (ক্লী) সর্পীণাং সর্পভার্য্যাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (রত্নমালা)

সর্পেশ্বর (পুং) সর্পাণামীশ্বরঃ। সর্পাধিপতি বাসুকি, নাগরাজ। ২ তীর্থবিশেষ, সর্পেশ্বরতীর্থ।

সর্পেষ্ট (ক্লী) সর্পাণামিষ্টং। শ্রীখণ্ডচন্দন। (জটাধর)

সর্য্যা, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুজঃফরপুর নগর হইতে ১৮ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে বয়া নামক নদীতটে অবস্থিত। ছাপরা যাইবার একটী পাকা রাস্তা এই গ্রামের সম্মুখ দিয়া নদীবক্ষ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল। একটী নীলকুঠী স্থাপিত হইবার পর হইতেই এখানে নানা শ্রেণীর লোকের সমাগম হওয়ায় স্থানটী বেশ শ্রীসম্পন্ন হইয়াছে। এই গ্রামের অদূরে এক ব্রাহ্মণের বাস্তভিটায় একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত একটী ৩০ ফিট্ উচ্চ স্তম্ভ (monolith) বিরাজিত আছে। উহার শীর্ষদেশে একটী সিংহমূর্ত্তি স্থাপিত। মৃত্তিকাভ্যন্তরে উহার ভিত্তি কতদূর বিস্তৃত আছে, অনেক দূর খনন করিয়াও উহার মূলদেশ পাওয়া যায় নাই। যে ব্রাহ্মণের ভিটায় ঐ স্তম্ভ আছে তাহার ও গ্রামবাসী সাধারণের বিশ্বাস ঐ স্তম্ভের নিম্নভাগে বহুধন রত্ন প্রোথিত আছে। ধনের আশায় ব্রাহ্মণ উহার পার্শ্বে একটী কূপ খনন করান, দুঃখের বিষয় তাহাতে কোন ফল হয় নাই। স্থানীয় লোকে ঐ স্তম্ভটীকে 'ভীমসেনের গদা' বলিয়া অভি-হিত করে।

সর্ব্ব, সর্ব্বণ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সকর সেট্। লট্ সর্ব্বতি। লোট্ সর্ব্বতু। লিট্ সসর্ব্ব। লুট্ সর্ব্বিতা, লুঙ্ অসর্ব্বীৎ। ণিচ্ সর্ব্বয়তি। সন্ সিসর্ব্বিষতি।

সর্ব্ব (পুং) সর্ব্বস্মিন্ সর্ব্বতীতি সর্ব্ব গতৌ পচাভচ্ বা সৃ-গতৌ

(সর্ব্বনিহৃষ্টেতি। উণ্ ১।১৫৩) ইতি বন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। ১ শিব, মহাদেব। ইহা মহাদেবের ক্ষিতিমূর্ত্তি, শিবপূজাকালে এই সর্ব্বস্বরূপ ক্ষিতিমূর্ত্তির পূজা করিতে হয়। ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা বিহিত হইয়াছে। ২ বিষ্ণু।

"অসতশ্চ সতশ্চৈব সর্ব্বস্য প্রভবাব্যয়াঃ।

সর্ব্বস্য সর্ব্বদা জ্ঞানাৎ সর্ব্বমেতং প্রচক্ষতে॥" (বিষ্ণুপু°)

যিনি অসৎ এবং সৎ সকল কার্য্যের মূল এবং অব্যয় এবং যাহার সকল বিষয়ে সর্ব্বদা জ্ঞান তাহাকে সর্ব্ব কহে।

সর্ব্ব (ত্রি) সৃ-বন্। সম্পূর্ণ, সকল, সমগ্র, সমুদায়। এই শব্দ সর্ব্বনাম। সুতরাং ব্যাকরণ মতে সাধারণ অকারান্ত শব্দের মতন রূপ না হইয়া সর্ব্বনাম শব্দের ন্যায় রূপ হইবে।

সর্ব্বংসহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-(পূঃসর্ব্বয়োর্দারিসহোঃ। পা ৩।২।৪১) ইতি খচ্, অরুর্দ্বিষদিতি মুম্। সকল সহিষ্ণু, সর্ব্বক্লেশাদিসহ, যিনি সকল প্রকার ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন।

"কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্ব্বংসহঃ।"

(সাহিত্য দ° ২১২০)

(পুং) রাজা, ভূপতি। (কাশিকা) স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বংসহা = পৃথিবী। (অমর)

সর্ব্বংহর (ত্রি) ১ সকল হরণকারী। ২ যাহা সকল হরণ বা বহন করে। (শাঙ্খা° ব্রা° ২১৯)

সর্ব্বক (ত্রি) সর্ব্বশব্দস্য টেঃ পূর্ব্বমকঃ তস্মাৎ স্বার্থে কঃ। সকল, সমুদায়।

সর্ব্বকভার্য্য (ত্রি) সর্ব্বিকা ভার্য্যা যস্য। সর্ব্বিকার স্বামী।

(পা ৬।৩।৩৫ বার্ত্তিক ৪)

সর্ব্বকর্ত্তৃ (পুং) সর্ব্বেষাং কর্ত্তা। ব্রহ্মা, তিনি এই সকল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এই জন্য তিনি সর্ব্বকর্ত্তা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বকর্ম্মন্ (ক্লী) সর্ব্বং কর্ম্ম। সকল প্রকার কর্ম্ম, সমুদায় কার্য্য।

সর্ব্বকর্ম্মীণ্ (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মণি ব্যাপ্নোতীতি সর্ব্বকর্ম্ম (তৎসর্ব্বাদেঃ পথ্যঙ্গ কর্ম্মপত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সকল কর্ম্মকর্ত্তা, সকল প্রকার কর্ম্মকারী।

"সংগ্রামে সর্ব্বকর্ম্মীণৌ বাহুযত্তোপজানুকৌ।" (ভট্টি ৫ স°)

সর্ব্বকাঞ্চন (ত্রি) সর্ব্বং কাঞ্চনং যস্য। সকল কাঞ্চনযুক্ত, সমুদায় কাঞ্চননির্ম্মিত।

"ততোঽপশ্যৎ সুবিস্তীর্ণে পর্য্যঙ্কে সর্ব্বকাঞ্চনে।"(মার্ক°পু° ২১।১৬)

সর্ব্বকাম (পুং) সর্ব্বঃ কামঃ। সকল কামনা, সকল প্রকার কামনা। (ত্রি) সর্ব্বঃ কামো যস্য। ২ সকল প্রকার কামনাবিশিষ্ট।

সর্ব্বকামদুঘ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ-ক। সকল কামনা দোহনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বকামদুঘা—সকল কামনা দোহনকারিণী = পৃথিবী।

কামং ববর্ষ পর্জ্জন্যঃ সর্ব্বকামদুঘামহী।" (ভাগবত ১।১০।৩)

সর্ব্বকামদুহ্ (ত্রি) সর্ব্বান্ কামান্ দোগ্ধি দুহ্-ক্বিপ্। সকল কামনা দোহনকারী।

সর্ব্বকামময় (ত্রি) সর্ব্বকাম-স্বরূপে ময়ট্। সকল কামনা স্বরূপ।

সর্ব্বকামিক (ত্রি) ১ যাহা সকল কামনা পূর্ণ করিয়া দেয়। সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী। (ভাগবত ৯।৫।১৯) ২ সকল বিষয়েই বাসনাকারী।

সর্ব্বকামিন্ (ত্রি) সর্ব্বকাম অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার কামনাযুক্ত।

সর্ব্বকাম্য (ত্রি) সকল কামনার বিষয়ভূত। স্ত্রিয়াং যতমা।

সর্ব্বকারক (ত্রি) সর্ব্বস্য কারকঃ। সকলের কারক। (পুং) ২ ব্যাকরণোক্ত কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি সকল প্রকার কারক।

সর্ব্বকারণ (ক্লী) সর্ব্বস্য কারণং। সকলের কারণ। সকলের হেতু।

সর্ব্বকারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ণিনি। সকল যিনি করেন, সর্ব্বজগৎস্রষ্টা, ব্রহ্মা। 'কারঃ কৃত্যং তদ্ যেষামস্তি তে কারিণস্তেষাং কার্য্যাপেক্ষিণাং সর্ব্বেষাম্।' (রামা° ৭।৫৯।২২ টীকা)

সর্ব্বকাল (পুং) ১ সকল সময়, সর্ব্বদা। ২ চিরন্তন।

সর্ব্বকৃচ্ছ্র (ত্রি) সকল প্রকার কষ্ট বা তদ্বিশিষ্ট। (ভারত ১২প°)

সর্ব্বকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বং করোতি-কৃ-ক্বিপ্-তুক্চ্। সকল-কারী সর্ব্বস্রষ্টা।

সর্ব্বকৃষ্ণ (ত্রি) সর্ব্বঃ কৃষ্ণো যস্য। সকল কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট।

সর্ব্বকেশ (পুং) সকল কেশ।

সর্ব্বকেশক (ত্রি) সর্ব্বগাত্রে উৎপন্ন কেশযুক্ত। (অথ° ৪।৩৭।১১)

সর্ব্বকেশিন্ (পুং) সর্ব্বকেশোঽস্যাস্তীতি সর্ব্বকেশ (সর্ব্বাদেশ্চেতি বক্তব্যং। পা ৫।২।১৩৫) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ইনি। নট, নৃত্যকারক। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বক্রতু (পুং) সসোম যাগনিচয়। সর্ব্বক্রতু ও সর্ব্বযজ্ঞ শব্দ সাধারণতঃ শ্রীভগবানের নাম স্বরূপেই উক্ত হইয়া থাকে।

সর্ব্বক্রতুময় (ত্রি) সর্ব্বক্রতু-ময়ট্। সর্ব্বযজ্ঞস্বরূপ বিষ্ণু।

সর্ব্বক্ষার (পুং) সর্ব্বেষাং ক্ষারঃ। ক্ষারভেদ। চলিত সাবান, পর্য্যায়—বহুক্ষার, সমূহক্ষারক, স্তোমক্ষার, মহাক্ষার, মলারি, ক্ষারভেদক। গুণ—অতিশয়ক্ষারত্ব, চক্ষুষ্যত্ব, বস্তিশোধন, উদাবর্ত্ত ও কৃমিনাশক, মল ও বস্ত্র বিশোধন। (রাজনি°)

সর্ব্বক্ষিৎ (ত্রি) সর্ব্বব্যাপী, যিনি সর্ব্বভূতে বিদ্যমান আছেন,ব্রহ্মন্।

সর্ব্বগ (ক্লী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম (অন্তাত্যন্তাধ্বেতি পা ৩।২।৪৮)

ইতি ড। ১ জল। (মেদিনী) (পুং) ২ শিব। (ভরত ১৩।১৭।১০৪) ৩ ব্রহ্মা। (মেদিনী) ৪ আত্মা। (শব্দমালা) ৫ ভীমের পুত্র। (ভারত ।১৯৫।৭৭) (ত্রি) ৬ সর্ব্বত্রগামী, সর্ব্বব্যাপী।

সর্ব্বগত (ত্রি) সর্ব্বং গতঃ দ্বিতীয়াতৎপু°। সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বত্রস্থিত।

সর্ব্বগন্ধ (ক্লী) সর্ব্বে গন্ধা যত্রেতি। চতুর্জাতকাদি কক্কোল, লবঙ্গ, অগুরু, সিহ্লক।

"চতুর্জাতককক্কোললবঙ্গাগুরুসিহ্লকং।
সর্ব্বগন্ধমিদং চাগ্রং মুনিভিঃ পরিকীর্ত্তিতং॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

ভাবপ্রকাশমতে লবঙ্গের সহিত কর্পূর, কক্কোল, অগুরু ও কুঙ্কুম মিশ্রিত হইলে সর্ব্বগন্ধ বলা যায়।

"চতুর্জাতককর্পূরকক্কোলাগুরুকুঙ্কুমং।
লবঙ্গসহিতঞ্চৈব সর্ব্বগন্ধং বিনির্দ্দিশেৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই শব্দ পুংলিঙ্গেও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সর্ব্বগন্ধবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্যউপ° ৩।১৪।২)

সর্ব্বগন্ধময় (ত্রি) সর্ব্বগন্ধস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বগন্ধস্বরূপ, সকল প্রকার গন্ধস্বরূপ।

সর্ব্বগন্ধিক (ত্রি) সকল প্রকার গন্ধবিশিষ্ট। (সুশ্রুত)

সর্ব্বগা (স্ত্রী) সর্ব্বং গচ্ছতীতি গম-ড-টাপ্। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। (শব্দচ°) ২ সর্ব্বত্রগামিনী।

সর্ব্বগায়ত্র (ত্রি) সম্পূর্ণ গায়ত্রী মন্ত্রবিশিষ্ট।
(শতপথব্রা° ১১।৫।২।৯)

সর্ব্বগু (ত্রি) গবাদি পশুসমষ্টিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বগুণ (ত্রি) সকলগুণবিশিষ্ট, সকলপ্রকার গুণযুক্ত। (ক্লী) ২ সকলপ্রকার গুণ।

সর্ব্বগুণবিশুদ্ধিগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বগুণসঞ্চয়গত (পুং) বৌদ্ধমতে, সমাধিভেদ।
(প্রজ্ঞাপারমিতা)

সর্ব্বগুণিন্ (ত্রি) সর্ব্বগুণমস্ত্যস্তীতি গুণ-ণিনি। সকল প্রকার গুণবিশিষ্ট, সর্ব্বগুণান্বিত।

সর্ব্বগুপ্ত, ১ একজন জৈনসূরি। (জৈনহরিবংশ ১২। ৬৫) ২ একজন কবি। ভট্টসর্ব্বগুপ্ত নামে পরিচিত। ৭৪৬ বিক্রম-সম্বতে রাজা দুর্গগণের রাজত্ব সময়ে উৎকীর্ণ ঝাল্‌রাপাটনের শিলালিপি ইঁহার বিরচিত।

সর্ব্বগুরু (পুং) সর্ব্বস্য গুরু। সকলের গুরু।

সর্ব্বগুহ্যময় (ত্রি) যাহা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় ভাবাপন্ন। যে ব্যাপারের আভ্যন্তরিক রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয় না। যে সকল মন্ত্রাদির মৌলিক তাৎপর্য্যার্থ বোধগম্য হইবার নহে।

সর্ব্বগৃহ (ত্রি) সমগ্র গৃহস্থ। ভৃত্যাদিযুক্ত পরিবার।

সর্ব্বগ্রন্থি (পুং) সর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থিরিব যত্র। পিপ্পলীমূল। (রাজনি°)

সর্ব্বগ্রন্থিক (ক্লী) সর্ব্বগ্রন্থি-স্বার্থে কন্। পিপ্পলীমূল। (হেম)

সর্ব্বগ্রহ (পুং) সমুদয় গ্রহ, আদিত্যাদি সকল গ্রহ।

সর্ব্বগ্রহরূপিন্ (পুং) সর্ব্বগ্রহরূপ-অস্ত্যর্থে ইনি। সকল গ্রহস্বরূপ, বিষ্ণু, কৃষ্ণ, জনার্দ্দন।

সর্ব্বগ্রাস (ত্রি) সম্যক্ গ্রাস। (নৃসিংহতাপনীয়োপনিষৎ)

সর্ব্বগ্রাসম্ (অব্য) রোম ও চর্ম্ম পর্য্যন্ত ভক্ষণ।

সর্ব্বঙ্কষ (ত্রি) সর্ব্বং কষতি-কষ-(সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩।২।৪২) ইতি খচ্ ততো মুম্। খল, সর্ব্বাতিক্রামক, যিনি সকলকে অতিক্রম করিয়া উঠেন, সর্ব্বপ্রধান পাপী।

সর্ব্বচক্রা (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

সর্ব্বচণ্ডাল (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বচন্দ্র, বাসবদত্তাটীকাপ্রণেতা।

সর্ব্বচরু (পুং) ঋষিভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৬।১)

সর্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খ। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত।
(সিদ্ধান্তকৌ°)

সর্ব্বচ্ছন্দক (ত্রি) সর্ব্ববাঞ্ছাপূর্ণকারী। (নীলকণ্ঠ)

সর্ব্বজ (ত্রি) সর্ব্বস্মাৎ জায়তে জন-ড। সকল কারণ হইতে জাত। সকল দোষ হইতে জাত।

সর্ব্বজন (পুং) সকল জন, সকল লোক।

সর্ব্বজনতা (স্ত্রী) সর্ব্বজন ভাবে তল-টাপ্। সর্ব্বজন।

সর্ব্বজনপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বজনস্য প্রিয়ঃ। সকল লোকের প্রিয়। সকল লোকের হিতকর। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বজনপ্রিয়া= ঋদ্ধি, বৃদ্ধি। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ্ খশ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা খঃ। ১ সর্ব্বজনসম্বন্ধী। ২ সকলের হিতকারী। সর্ব্বলোকহিতকর। ৩ বিখ্যাত।

সর্ব্বজনীয় (ত্রি) সকল লোকের হিতকর। (পাণিনি ৫।১।৯)

সর্ব্বজন্মন্ (ত্রি) সর্ব্বজনবিশিষ্ট, সকল জাতিষ যাহাতে বিদ্যমান।
(অথর্ব্ব ১১।৪।২৩)

সর্ব্বজয় (পুং) সর্ব্বস্য জয়ঃ। সকলের জয়। সকল বিষয়ে জয়। সকল কার্য্যে জয়।

সর্ব্বজয়া (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং জয়ো যস্যাঃ। যোষিদ্‌ব্রতবিশেষ, অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাসের সংক্রান্তিতে স্ত্রীদিগের কর্ত্তব্য একটী ব্রত। এই ব্রত এক বৎসর সাধ্য। বৎসরান্তে ইহার প্রতিষ্ঠা করা বিধেয়। এই ব্রতের ফলে স্ত্রীদিগের সকল প্রকার সৌভাগ্যলাভ হয়। স্কন্দ-পুরাণে এই ব্রতের বিধান লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মী একদিন

নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে নারীগণ সকল মনোরথ, অতুল সৌভাগ্য এবং পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিতে পারে? ইহাতে ভগবান্ বলেন যে, সর্ব্ব-জয়া নামে এক ব্রত আছে, ইহা সকল ব্রতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পুরুষদিগের মধ্যে যেমন গয়াশ্রাদ্ধ, তদ্রূপ স্ত্রীদিগের মধ্যে এই ব্রত। তুমি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবী মধ্যে এই ব্রতের প্রচার কর। লক্ষ্মী এই কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, প্রভু! এই ব্রতের বিধান কিরূপ, কোন সময় ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তদ্বিষয়ে আমাকে নিবেদন করুন। ইহাতে নারায়ণ বলেন যে, এই ব্রত অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশ মাস পরে ইহার প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশটী দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়। যে দ্রব্য দান করিয়া ত্যাগ করিতে হয়, সেই দ্রব্য আর গ্রহণ করিতে নাই। অগ্রহায়ণ মাসে শাক, পৌষমাসে লবণ, মাঘে তৈল, ফাল্গুনে পুগ, চৈত্রে পুষ্প, বৈশাখে ভক্ত, জ্যৈষ্ঠে ধারাজল, আষাঢ়ে দধি, শ্রাবণে বস্ত্র, ভাদ্রে ব্যঞ্জন, আশ্বিনে ঘৃত এবং কার্ত্তিক মাসে শয্যা এই দ্বাদশ দ্রব্য যথাক্রমে পরিত্যাগ করিবে। প্রতিষ্ঠাকালে এই সকল দান করিয়া পুনরায় উহা গ্রহণ করিতে হয়। যিনি এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহার সকল মনোরথসিদ্ধি, পুত্র-পৌত্রাদি লাভ এবং স্বর্গলাভ হয়।

ব্রতবিধান—অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই ব্রতের বিধান অভি-হিত হইল। ব্রতের সাধারণ নিয়মানুসারে ব্রতানুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠা বিধি অনুসারে প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। সামান্যোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া সঙ্কল্প করিবে।

"অদ্য মার্গশীর্ষে মাসি অমুকপক্ষে অমুক তিথৌ বিষ্ণুপদী-সংক্রান্ত্যামারভ্য বর্ষপর্য্যন্তং অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকী দ্বাদশমাস-শাকাদিত্যাগফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক-পুত্রপৌত্রাদৈশ্বর্য্যপ্রাপ্ত্যুত্তরস্বর্গকামা-গণেশাদিহরগৌরীপূজাত্মকসর্ব্বজয়াব্রতমহং করিষ্যে।" এইরূপে সঙ্কল্প, সূক্তপাঠ, পরে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে সামান্যার্ঘ্য, জল ও আসনশুদ্ধি গণেশাদি পূজা করিয়া গৌরী সহিত হরের পূজা করিবে। ধ্যান—

"শ্বেতবর্ণং বৃষারূঢ়ং ব্যালযজ্ঞোপবীতিনং।
বিভূতিভূষিতাঙ্গঞ্চ ব্যাঘ্রচর্ম্মধরং শুভং॥
পঞ্চবক্ত্রং দশভুজং জটিলং চন্দ্রচূড়কং।
ত্রিনেত্রং পার্ব্বতীযুক্তং প্রমথৈশ্চ সমন্বিতং।
প্রসন্নবদনং দেবং বরদং ভক্তবৎসলম্॥"

এই ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপনাদি করিয়া 'ওঁ নমঃ শিবায় হ্রীঁ দুর্গায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্রে অর্ঘ্য দিয়া ও 'গৌরীসহিত হরায় নমঃ' এই মন্ত্রে শক্তি অনুসারে উপচারাদি দিয়া পূজা করিবে। তৎপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি দিয়া প্রণাম করিবে। মন্ত্র—

"নমস্তে পার্ব্বতীনাথ নমস্তে শশিশেখর।
নমস্তে পার্ব্বতী দেব্যৈ চণ্ডিকায়ৈ নমো নমঃ॥"

এইরূপে পূজা শেষ করিয়া এই ব্রতের কথা শ্রবণ করিতে হয়।

অথ ব্রতকথা—

লক্ষ্মীরুবাচ।

"ভগবন্তং সুখাসীনং লক্ষ্মীঃ পৃচ্ছতি কেশবং।
কেন ব্রতেন দেবেশঃ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
সৌভাগ্যমতুলঞ্চাপি পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধনং।
নানাসুখসমাযুক্তং লভ্যতে বৈষ্ণবং পদং॥
তদ্‌ব্রতং ব্রূহি মে দেব ক্রিয়তে চ ময়া প্রভো॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"অস্তি সর্ব্বজয়া নাম ব্রতানাং ব্রতমুত্তমং।
তস্যানুষ্ঠানমাত্রেণ স্ত্রীণাং সর্ব্বমনোরথং॥
লোকত্রয়হিতে যুক্তা সিধ্যতীহ নসংশয়ঃ।
কুরুত্বং তদ্‌ব্রতং দেবি প্রচারয় মহীতলে॥"

লক্ষ্মীরুবাচ।

"প্রসান্না যদি দেবেশ! বিধানং ময়ি কথ্যতাং।
সুখেন যেন দেবেশ ক্রিয়তে ব্রতমুত্তমং॥"

শ্রীভগবানুবাচ।

"সর্ব্বজয়াব্রতং বক্ষ্যে শৃণু পদ্মে সুশোভনং।
নৈব দৃষ্টং ব্রতং দেবি যথা সর্ব্বজয়াব্রতং॥
পুরুষাণাং গয়াশ্রাদ্ধং স্ত্রীণাং সর্ব্বজয়াব্রতং।
পিত্রুদ্ধারণকং নাম মনোরথপ্রদায়কং॥
মার্গশীর্ষে ত্যজেৎ শাকং পৌণ্ডরীকং ফলং লভেৎ।
পৌষে তু লবণং ত্যক্ত্বা গোসহস্রফলং স্মৃতং॥
মাঘে তৈলং পরিত্যজ্য শ্রিয়ং প্রাপ্নোতি মানবী।
ফাল্গুনে চ ত্যজেৎ পুগং ভবেৎ পতিব্রতা সতী।
চৈত্রে পুষ্পং পরিত্যজ্য সা যাতি পরমাং গতিং।
ভক্তং ত্যক্ত্বাথ বৈশাখে যাতি চন্দ্রপুরীং শুভাং॥
জ্যৈষ্ঠে ধারাজলং ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ।
আষাঢ়ে চ দধি ত্যক্ত্বা বারুণং লোকমাপ্নুয়াৎ॥
শ্রাবণে বসনং ত্যক্ত্বা প্রজাপতিপুরং ব্রজেৎ।
ভাদ্রে তু ব্যঞ্জনং ত্যক্ত্বা নারায়ণপুরং ব্রজেৎ॥
আশ্বিনে চ ঘৃতং ত্যক্ত্বা লাবণ্যমুত্তমং লভেৎ।
শয্যাঞ্চ কার্ত্তিকে ত্যক্ত্বা প্রযাতি পরমাং গতিং॥
মাসান্তে চোপভুঞ্জীত সর্ব্বংদত্ত্বা দ্বিজাতয়ে।
শয্যা দেয়া ব্রতে পূর্ণে দানানি বি

গৌর্য্যা হরস্য সম্পূজ্য পাকং স্তুতীত পারণং।
এবং যা কুরুতে নারী বর্ষং বর্ষং সমাপ্যতে॥
স্বর্গে বসতি সা নিত্যং পুত্রপৌত্র প্রতিষ্ঠিতা।
তৎকুরুষ প্রযত্নেন যেন সর্ব্বজয়া ভব॥
শচীব দেবরাজস্য রতীব মদনস্য চ।
তৎসদৃশী ভবেৎ ভদ্রে ব্রতস্যাস্য প্রসাদতঃ॥"

ইতি স্কন্দপুরাণোক্ত সর্ব্বজয়াব্রতকথা সমাপ্তা।

এই কথা শ্রবণ ও ব্রাহ্মণাদি ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। দ্বাদশমাসে যে দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগের বিধান আছে, ঐ দ্বাদশটী দ্রব্যত্যাগ কালে যথাযথ বাক্য করিয়া ত্যাগ করিতে হয় এবং বাক্যস্থলে অমুক দ্রব্য ত্যাগ জন্য অমুক ফল প্রাপ্তি-কামা, এইরূপ বাক্য করিতে হয়। প্রথমে লক্ষ্মীদেবী এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, এবং পরে তিনিই এই ব্রতের প্রচার করেন। (কৃত্যচন্দ্রিকা)

সর্ব্বজিৎ (পুং) সর্ব্বান্ জয়তীতি জি-ক্বিপ্-তুক্‌চ। ১ কাল-চক্রের একবিংশ বর্ষ। ২ স্বাষ্টযুগে আদ্য-বৎসর। (বৃহৎসংহিতা ৮।৩৭) (ত্রি) ৩ সকল জয়কর্ত্তা।

সর্ব্বজিৎ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজা।
(সহ্যা° ৩০।১৭, ৩১।১৫, ৩১।১৯, ৩৩।২৪)

সর্ব্বজীব (পুং) সর্ব্ব জীবঃ। সমুদয় জীব।

সর্ব্বজীবময় (ত্রি) সর্ব্বজীবস্বরূপে ময়ট্। সকল জীবস্বরূপ।

সর্ব্বজীবিন্ (ত্রি) সর্ব্বজীব-ইনি। সর্ব্বজীবযুক্ত, সর্ব্ব জীব-বিশিষ্ট।

সর্ব্বজ্বরহরলৌহ (পুং) বিষমজ্বরে ঔষধবিশেষ। ইহা দুই প্রকার স্বল্প ও বৃহৎ। প্রস্তুত প্রণালী—চিতামূল, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুলমূল, বেণার মূল, দেবদারু, চিরাতা, বালা, কট্‌কী, কণ্ট-কারী, সজিনা বীজ, যষ্টিমধু, ও ইন্দ্রযব এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে এক মাষা, লৌহ আড়াই তোলা, এই সকল একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হয়। দোষের বলাবল অনুসারে অনুপান স্থির করিতে হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার জ্বর আশু প্রশমিত হয়।

বৃহৎ সর্ব্বজ্বরহরলৌহ—প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ দুই পল, পারদ দুই তোলা, গন্ধক ২ তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুতা, গজপিপ্পলী, পিপুল-মূল, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, চিতামূল, এই সমুদায় দ্রব্য আদার রসে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবন করিলে বিষম জ্বর আশু প্রশমিত হয়, বিষম জ্বরে ইহা উৎকৃষ্ট ঔষধ, সকল প্রকার জ্বর রোগেই এই ঔষধ বিশেষ প্রশস্ত।

অন্যবিধ—প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, স্বর্ণ-মাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য, শুদ্ধ পুটিত হরিতাল, ইহাদের প্রত্যেকে দুই তোলা, কান্ত-লৌহ ৮ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া উচ্ছে পাতার রস, দশমূলের কাথ, ক্ষেত পাপড়ার কাথ, ত্রিফলার কাথ, গুলঞ্চ রস, পানের রস, কাকমাচীর রস, নিসিন্দাপত্র রস, পুনর্নবার রস ও আদার রস, এই সকল দ্রব্য দ্বারা ক্রমে ক্রমে ভাবনা দিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পিপুল চূর্ণ ও পুরাতন গুড়। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার বিষম জ্বর ও অতি কষ্টসাধ্য জ্বর সপ্তাহ মধ্যে নিরাকৃত হয়। পথ্য শালি তণ্ডুলের অন্ন ও তক্র প্রভৃতি। এই ঔষধ সেবন করিয়া যতদিন শরীর বিশেষ বলবান্ না হয়, ততদিন মৈথুনাদি বিশেষ নিষিদ্ধ। (ভৈষজ্যরত্না° জ্বররোগাধি°)

সর্ব্বজ্ঞ (পুং) সর্ব্বং জানাতি জ্ঞা-ক। ১ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৯) ২ বুদ্ধ। (অমর) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৬১) (ত্রি) ৪ সকল জ্ঞাতা, যিনি সকল জানেন। স্ত্রিয়াং টাপ্। ৫ সর্ব্বজ্ঞা দুর্গা। (দেবীপু° ৪৫ অ°)

সর্ব্বজ্ঞ, ১ কর্ণাট দেশের একজন রাজা। ইঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ-দেব। অনিরুদ্ধের পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বরতনয় পদ্মনাভের পুরুষোত্তমাদি পাঁচ পুত্র। পঞ্চম মুকুন্দের পুত্র কুমার-দেব। এই কুমারদেবের ঔরসে বঙ্গের রাজমন্ত্রী ও বৈষ্ণব-প্রধান শ্রীসনাতন, শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ জন্মগ্রহণ করেন।

[রূপ ও সনাতন দেখ।]

২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞতা [ত্ব] (স্ত্রী) সর্ব্বজ্ঞস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল বিষয়ে জ্ঞাতৃত্ব।

সর্ব্বজ্ঞদেব (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। ইনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞ[শ্রী]নারায়ণ (পুং) শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বধৃত একজন স্মৃতি-নিবন্ধকার।

সর্ব্বজ্ঞপুত্র (পুং) জনৈক জৈনসূরি, ইহার অপর নাম শ্রীসিদ্ধ-সেনদিবাকর। ইনি কান্যকুব্জপতি শ্রীমরুণ্ডরাজের প্রতি-পালিত শ্রীস্কন্দিলাচার্য্যের শিষ্য শ্রীবৃদ্ধবাদসূরির শিষ্য।

সর্ব্বজ্ঞমিত্র (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত একজন রাজামাত্য। (রাজতর° ৪।২১০) ২ বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বজ্ঞম্মন্য (ত্রি) আত্মানং সর্ব্বজ্ঞং মন্যতে সর্ব্বজ্ঞ-মন-খশ্ যে। সর্ব্বজ্ঞমানী, যিনি আপনাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিবেচনা করেন।

সর্ব্বজ্ঞ রামেশ্বর ভট্টারক, একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও আয়ু-র্ব্বেদবিৎ। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের রসেশ্বরদর্শনে ইঁহার উল্লেখ আছে।

সর্ব্বজ্ঞবাসুদেব (পুং) শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত একজন কবি।

সর্ব্বজ্ঞ বিষ্ণু (পুং) একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। (সর্ব্বদ°স° ১।৭)

সর্ব্বজ্ঞাতৃ (ত্রি) সর্ব্বস্ব জ্ঞাতা। সর্ব্বজ্ঞ, যিনি সকল বিষয় জ্ঞাত আছেন।

সর্ব্বজ্ঞাত্মাগিরি (পুং) সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনির নামান্তর।

সর্ব্বজ্ঞাত্মমুনি, সংক্ষেপশারীরকরচয়িতা। ইনি দেবেশ্বরের শিষ্য। মনুকুলাদিত্য নামক এক রাজার আশ্রমে থাকিয়া ইনি উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। [সর্ব্বজ্ঞাত্মগিরি দেখ।]

সর্ব্বজ্ঞান (ক্লী) সকল বিষয়ক জ্ঞান। সর্ব্ববিষয়ে জ্ঞান।

সর্ব্বজ্ঞানময় (ত্রি) সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপে ময়ট্‌। সর্ব্বজ্ঞানস্বরূপ। সকল জ্ঞানাধার বিষ্ণু। (মনু ২।৭)

সর্ব্বজ্যানি (স্ত্রী) সমগ্র সম্পত্তির নাশ বা বিলয়। (অথর্ব্ব ১১।৩।৫৫)

সর্ব্বজ্যোতি[স্‌] (ক্লী) চারি সহস্রভেদ। (পঞ্চবিংশব্রা° ১৬।১।১)

সর্ব্বতঃপাণিপাদ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ। বিষ্ণু, সর্ব্ব স্থলে যাহার হস্ত ও পদ।

"সর্ব্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতনু[নূ] (ত্রি) অঙ্গপ্রত্যাদিবিশিষ্ট সমগ্র দেহযষ্টি। (অথর্ব্ব ৫।৬।১১)

সর্ব্বতপোময় (ত্রি) সর্ব্বতপঃ স্বরূপে ময়ট্‌। সকল তপস্যা স্বরূপ, সমস্ত তপোস্বরূপ।

সর্ব্বতন্ত্র (পুং) সর্ব্বং তন্ত্রমস্তেতি সর্ব্বং তন্ত্রমধীতে বেদা বা। ১ সকল তন্ত্রাধ্যেতা, বা সকল তন্ত্রজ্ঞাতা। (ক্লী) ২ সকল শাস্ত্র। ৩ সমুদায় তন্ত্রশাস্ত্র। ৪ সাধারণ তন্ত্র (Republic)। ৫ স্বতঃ সিদ্ধ, যে কথা প্রমাণসাপেক্ষ নহে, আপনা হইতেই সিদ্ধ হয়।

সর্ব্বতশ্চক্ষুস্‌ (ত্রি) সর্ব্বতশ্চক্ষুর্যস্য। চারিদিকে চক্ষুবিশিষ্ট, যাহার চারিদিকে চক্ষু আছে। সর্ব্বতোঽক্ষি বিষ্ণু।

সর্ব্বতঃশুভা (স্ত্রী) সর্ব্বতঃ শুভং যস্যাঃ। প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ চারিদিকে শুভবিশিষ্ট।

সর্ব্বতঃশ্রুতিমৎ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয় যুক্তং। সকল স্থলে শ্রবণেন্দ্রিয়বিশিষ্ট, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৫)

সর্ব্বতস্‌ (অব্য°) চতুর্দ্দিগভিব্যক্তি। পর্য্যায়—সমন্ততঃ, পবিতঃ, বিশ্বক্‌। (অমর) সকল দিকে, সকল বিষয়ে, সকল প্রকারে, সম্পূর্ণ রূপে। সর্ব্ব-তসিল্‌। ২ সর্ব্ব, সকল।

"অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ।" (মনু ১।৫)

'প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ প্রথমার্থে তসিঃ, স্বকার্য্যাক্ষমমিত্যর্থঃ, (কুল্লুক) সর্ব্ব পঞ্চমী বা সপ্তমী স্থানে তসিল্‌। ৩ সকল বিষয়ে বা সকল বিষয় হইতে।

সর্ব্বতাপন (পুং) সর্ব্বান্‌ তাপয়তীতি তপ-ণিচ্‌-ল্যু। ১ কামদেব। (ত্রি) ২ সর্ব্বতাপক, যিনি সকলকে তাপ দেন।

সর্ব্বতিক্তা (স্ত্রী) সর্ব্বতোতিক্তা। কাকমাচী। (রাজনি°)

সর্ব্বতীর্থ (ক্লী) ১ সকল তীর্থ, সমুদায় তীর্থ। ২ প্রাচীন গ্রামভেদ। (রামায়ণ ২।৭১।৩৪)

সর্ব্বতীর্থময (ত্রি) সর্ব্বতীর্থ স্বরূপে ময়ট্‌। সমুদায় তীর্থস্বরূপ। 'সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা।' গঙ্গা সকল তীর্থ স্বরূপ, অর্থাৎ শাস্ত্রে লিখিত আছে যে গঙ্গায় স্নানদানাদি করিলে সকল তীর্থের স্নান দানাদির ফল হয়।

সর্ব্বতীর্থাত্মক (ত্রি) সর্ব্বতীর্থস্বরূপ।

সর্ব্বতেজস্‌ (পুং) ব্যুষ্টের পুত্র। (ভাগবত ৪।১৩।১৪)

সর্ব্বতেজোময় (ত্রি) সকল তেজঃস্বরূপ।

সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ (ত্রি) সর্ব্বতঃ সর্ব্বত্র অক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য। সকল স্থানে যাহার চক্ষু, মস্তক ও মুখ, ব্রহ্ম। (গীতা ১৩।১৪)

সর্ব্বতোগামিন্‌ (ত্রি) সর্ব্বতো গচ্ছতি গম-ণিনি। সকল স্থলে গমনশীল, যিনি সকল স্থানে গমন করিতে পারেন।

সর্ব্বতোভদ্র (পুং ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্যাদিতি। ১ ঈশ্বরগৃহ বিশেষ। (অমর) ২ দ্বার ও অলিন্দাদি ভিন্ন আঢ্য গৃহ। এই গৃহ দেবতা, রাজা ও রাজাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে শুভ। যুক্তিকল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থে কোন বাস্তুপ্রকরণে সর্ব্বতোভদ্র গৃহের বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। [বাস্তু দেখ] (ত্রি) ২ সর্ব্বতো মঙ্গলপ্রদ। (ভাগবত ১।১৭।১১) সকল স্থানে যাহার মঙ্গল হয়। (পুং) সর্ব্বতোভদ্রমস্য। ৩ নিম্ববৃক্ষ। (অমর) ৪ ব্যূহবিশেষ। ৫ বিষ্ণুরথ। (শব্দরত্না°) ৬ বংশ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ চিত্রকাব্যবিশেষ। (মেদিনী)

মহাকাব্য মধ্যে সর্ব্বতোভদ্র প্রভৃতি চিত্রকাব্যের সমাবেশ করিতে হয়। উদাহরণ। (মাঘ ১৯।২৭)

স	কা	র	না	না	র	কা	স
কা	য়	সা	দ	দ	সা	য়	কা
র	সা	হ	বা	বা	হ	সা	র
না	দ	বা	ফ	দ	বা	দ	ন

ইহার প্রথম ও শেষ সকারনা, দ্বিতীয় ও ষষ্ঠ কায়সাদ, তৃতীয় ও পঞ্চম রসাহবা, চতুর্থ ও পঞ্চম নাদবাদ হইয়াছে, এবং শেষ হইতে ধরিলেও সকার না, কায়সাদ, রসাহবা, নাদবাদ হয় যে দিক দিয়াই ধরা হউক না কেন ঐ সকল অক্ষর প্রতিদিকেই হইবে। কেবল এইরূপে অক্ষর সমাবেশ

করিলেই এই চিত্রকাব্য হইবে না, অর্থ ও ছন্দঃ প্রভৃতিরও সঙ্গতি থাকা আবশ্যক।

"তদিদং সর্ব্বতোভদ্রং ভ্রমণং যদি সর্ব্বতঃ।" (দণ্ডী)

যে চিত্রবন্ধে চারিদিকে অক্ষর সকলের ভ্রমণ হয়, তথায় সর্ব্বতোভদ্র চিত্রবন্ধ হইয়া থাকে। মল্লিনাথ মাঘের ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন যে ঐ চিত্রবন্ধের উদ্ধার এইরূপে করিতে হয়। প্রথমে চারিটী কোষ্ঠ করিবে, তৎপরে চতুরঙ্গ দ্বারা বন্ধ চারিটী পাদ ঐ প্রত্যেক কোষ্ঠে লিখিয়া পঙ্‌ক্তি চতুষ্টয়ে অধঃক্রম দ্বারা প্রথম ও চারিপাদে চারিদিকেই ঐ সকল পাদস্থ অক্ষর হইবে, তাহা হইলে এই চিত্রবন্ধ হইবে।

'উদ্ধারস্তু চতুঃকোষ্ঠে চতুরঙ্গবন্ধে পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে পাদচতুষ্কং বিলিখ্যানন্তরং পঙ্‌ক্তিচতুষ্টয়ে হপ্যধঃক্রমেণ পাদচতুষ্টয়লেখনে প্রথমাসু চতস্থষু প্রথমপাদঃ সর্ব্বতো বাচ্যতে এবং দ্বিতীয়াদিষু দ্বিতীয়ঃ ইত্যাদি।" (মাঘটীকা ১৯।২৭)

সর্ব্বতোভদ্রচক্র (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রং নাম চক্রং। মনুষ্যদিগের জীবিতকালে শুভাশুভজ্ঞানার্থ চক্রবিশেষ। এই চক্র দ্বারা যুদ্ধযাত্রা, গমন প্রভৃতি কার্য্যে শুভ বা অশুভ হইবে, তাহা জানা যায়।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি চক্রং ত্রৈলোক্যদীপনং।
বিখ্যাতং সর্ব্বতোভদ্রং সদ্যঃ প্রত্যয়কারণম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

এই চক্রটী নিম্নোক্ত প্রণালী ক্রমে অঙ্কিত করিতে হয়। ঊর্দ্ধ দশটী রেখা এবং তির্য্যক্ দশটী রেখা অঙ্কিত করিবে। পরে এই চক্রের মধ্যে অকারাদি ১৬টী স্বর, ঈশান, অগ্নি, নৈঋত ও বায়ুকোণের চারি চারিটী ঘরে প্রদক্ষিণ ক্রমে চারিবার আবর্ত্তিত করিয়া বসাইবে। প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণের ঘরে অ, অগ্নিকোণের ঘরে আ, নৈঋত কোণে ই এবং বায়ুকোণে ঈ, এইরূপ দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে উ, অগ্নিকোণে ঊ, নৈঋতে ঋ, ও বায়ুকোণে ৠ, হইবে। তৃতীয় পঙ্‌ক্তির ঈশানে ৯, অগ্নিতে ৡ, নৈঋতে এ, বায়ুকোণে ঐ, চতুর্থ পঙ্‌ক্তির ঈশানে ও, অগ্নিকোণে ঔ, নৈঋতে অং এবং বায়ুকোণে অঃ এই ১৬টী অক্ষর বিন্যাস করিবে।

তৎপরে অভিজিৎ ধরিয়া কৃত্তিকা আদি অষ্টাবিংশতি নক্ষত্র সাত সাতটী ক্রমে পূর্ব্ব আদি চারিটী ঘরে লিখিতে হইবে। কৃত্তিকা হইতে অশ্লেষা পর্য্যন্ত এই ৭টী নক্ষত্র দক্ষিণদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, মঘা হইতে বিশাখা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র পশ্চিমদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, অনুরাধা হইতে শ্রবণা পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র উত্তরদিগের প্রথম পঙ্‌ক্তির ৭টী ঘরে, এবং ধনিষ্ঠা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত ৭টী নক্ষত্র বিন্যাস করিবে। এইরূপে উক্ত ২৮টী নক্ষত্র লিখিয়া পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে অবকহড এই ৫টী অক্ষর, দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির ৫টী ঘরে মটপরত, পশ্চিমদিগের দ্বিতীয়-পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে নয়ভজখ, উত্তর দিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির পাঁচটী ঘরে গশদচল এই ৫টী অক্ষর লিখিবে।

পরে প্রদক্ষিণ ক্রমে পূর্ব্ব আদি দিকে তিন তিনটী করিয়া ১২টী রাশি লিখিবে। পূর্ব্বদিকের তৃতীয় পঙ্‌ক্তির তিনটী ঘরে বৃষ, মিথুন ও কর্কট, এইরূপ দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা, পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনু ও মকর এবং উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই দ্বাদশটী রাশি লিখিবে।

চতুর্থ পঙ্‌ক্তির পূর্ব্বদিকের চারিটী ও মধ্যের একটী এই পাঁচটী ঘরে নন্দা, ভদ্রা, জয়া, রিক্তা ও পূর্ণা এই তিথি এবং মঙ্গলাদি ৭টী বার লিখিতে হইবে। উক্তরূপে সর্ব্বতোভদ্র চক্র অঙ্কিত করিতে হয়। এই চক্র সহজে বুঝিবার জন্য নিম্নে একটী চক্র অঙ্কিত করিয়া দিলাম। ঐ চক্র দেখিলেই কোথায় কোন গ্রহ, বার, রাশি, অক্ষর প্রভৃতি হইবে, তাহা অনায়াসেই বুঝা যাইবে। [পর পৃষ্ঠা দেখ।

এই রূপে চক্র অঙ্কিত করিয়া শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিতে হয়। সাধারণতঃ যে সকল গ্রহ ক্রূর এবং যাহারা শুভ, এই চক্রেও সেই সকল গ্রহদিগকে ক্রূর ও শুভ স্থির করিতে হইবে। এই চক্রে যে নক্ষত্রে গ্রহ অবস্থিতি করে, সেই অবধি করিয়া বামে, সম্মুখে ও দক্ষিণে তিনটী বেধ করিবে। ক্রূর গ্রহকর্ত্তৃক ভুক্ত, আক্রান্ত, ভুজ্যমান ও বেধযুক্ত এই চারিটী অবস্থাগত নক্ষত্র শুভ ও অশুভ সকল কার্য্যেই যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিবে। ইহাতে কোন কার্য্যই করিবে না।

মঙ্গল, কেতু, রাহু, রবি ও শনি এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহ বক্রগামী হইলে মধ্যভাগে অর্থাৎ সম্মুখে দৃষ্টি হইবে। বাম, দক্ষিণ ও সম্মুখ বেধে যে সকল অক্ষর নক্ষত্র, তিথি ইত্যাদি লিখিত আছে, তাহার ফল তদনুযায়ী হইবে।

এই চক্রের বহির্ভাগে পূর্ব্বদিকে ঘ ঙ ছ, দক্ষিণে ষ ণ চ, পশ্চিমে ধ ফ ঢ এবং উত্তরে ঞ ঝ থ লিখিতে হইবে। ক প ভ দ এই চারিটী অক্ষরের প্রত্যেক দ্বারা ক্রমে তিন তিনটী অক্ষর বিদ্ধ হয়, অর্থাৎ পূর্ব্বদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ককারের সহিত ঘ ঙ ছ এই তিনটী অক্ষরের বেধ, দক্ষিণদিকের মধ্য ঘরের পকারের সহিত, ষ, ণ, চ, এই তিন অক্ষরের বেধ, পশ্চিমদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের ভকারের সহিত ধ, ফ, ঢ, এই তিন অক্ষরের বেধ, এবং উত্তরদিকের দ্বিতীয় পঙ্‌ক্তির মধ্য ঘরের দকারের সহিত থ, ঝ, ঞ, এই তিন অক্ষরের বেধ হয়।

পূর্ব্বদিকের প্রথম পঙ্‌ক্তিস্থ আর্দ্রা নক্ষত্রের সহিত ঘ ঞ ছ, দক্ষিণদিগের হস্তানক্ষত্রের সহিত ষ, ণ, চ, পশ্চিমদিকের

সর্ব্বতোভদ্র চক্র ।

পূর্ব্ব—ঘ ঙ ছ

উত্তর—ঞ ক ম

দক্ষিণ—ম ণ চ

অ	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	আ
২	উ	অ	ব	ক	হ	ড	ঊ	১০
১	ঋ	৯	বৃষ	মিথুন	কর্কট	ঽ	ম	১১
২৭	চ	মেষ	ও	নন্দা, রবি,ম	ঔ	সিংহ	ট	১২
২৬	দ	মীন	শুক্র, রিক্তা	পূর্ণা, শনি	ভদ্রা, বুধ	কন্যা	প	১৩
২৫	শ	কুম্ভ	অঃ	জয়া, বৃহ	অং	তুলা	র	১৪
২৪	গ	এ	মকর	ধনু	বৃশ্চিক	এ	ত	১৫
২৩	ৠ	থ	জ	ভ	য	ন	ৠ	১৬
ঈ	২২	•	২১	২০	১৯	১৮	১৭	ই

পশ্চিম—ধ ফ ছ

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রের সহিত ধ ফ ঢ়, উত্তরদিকের উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রেব সহিত থ, ঝ, ঞ এই অক্ষরের বেধ হইবে।

ব ব, শ স, খ ষ, জ য, এবং ঙ ঞ এই দুই দুইটী অক্ষর প্রত্যেকে পরস্পরের সমান শুভ ও অশুভ গ্রহের বেধে এই দুই দুইটী অক্ষরের কোন একটী অক্ষর বিদ্ধ হইলে অন্য দ্বিতীয় অক্ষর বেধযুক্ত হইবে বুঝিতে হইবে।

অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ঽ, এ ঐ, ও ঔ, অং, অঃ, এই প্রত্যেক দুই দুইটী স্বরবর্ণের একটি অক্ষরের বেধ হইলে সেই দুইটী অক্ষরেরই বেধ হইবে।

ঈশানকোণের ভরণী ও কৃত্তিকা, অগ্নিকোণের অশ্লেষা ও মঘা, নৈঋর্তকোণের বিশাখা ও অনুরাধা, বায়ুকোণের শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা এই প্রত্যেক দুই দুইটী নক্ষত্রের শেষ ও প্রথম পাদে গ্রহ গমন করিলে অ আ, ই ঈ, উ ঊ, ঋ ৠ, ৯ ঽ, এ ঐ, ও ঔ, অং অঃ, প্রত্যেক চারিপঙ্‌ক্তির চারিকোণের চারি চারিটী অক্ষরের এবং পঞ্চমী দশমী পূর্ণিমা বা অমাবস্যা তিথির বেধ হয়। ঈশান কোণস্থ ভরণীর অন্ত্যপাদে ও কৃত্তিকার আগু পাদে গ্রহ থাকিলে প্রথম পঙ্‌ক্তির ঈশানকোণস্থিত অ, অগ্নিকোণস্থ আ, নৈঋর্তকোণস্থ ঈ, এই চারিটী অক্ষরের এবং মধ্যকোষ্ঠস্থ পূর্ণ তিথির বেধ হয়। ইত্যাদি রূপে গ্রহদিগের বেধ স্থির করিতে হয়। শনি, রবি, রাহু, কেতু ও মঙ্গল এই পাঁচটী ক্রূর গ্রহের বেধে যথাক্রমে উদ্বেগ, ভয়, হানি, বোগ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি পাপগ্রহ কর্ত্তৃক নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভ্রান্তি, অক্ষর বিদ্ধ হইলে ক্ষতি, স্বর বিদ্ধ হইলে পীড়া, তিথি বিদ্ধ হইলে ভয়, রাশি বিদ্ধ হইলে মহাবিঘ্ন এবং এই সমুদায়ই যদি বিদ্ধ হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রাণহানি হয়। একটী পাপগ্রহের বেধে যুদ্ধে ভয়, দুইটীতে অর্থক্ষতি, তিনটিতে যুদ্ধে ভঙ্গ এবং চারিটীতে মৃত্যু হইয়া থাকে।

যেমন ক্রূর গ্রহের বেধে অশুভফল হয়, তদ্রূপ শুভগ্রহের বেধে শুভফল হয়। কিন্তু বুধ শুভগ্রহ হইয়াও অশুভ গ্রহের সহিত যুক্ত হইলে অশুভফলপ্রদ হইয়া থাকে। সূর্য্যের বেধে মনস্তাপ, ক্ষীণচন্দ্রের বেধে অশুভ এবং পূর্ণচন্দ্রের বেধে শুভ, মঙ্গলের বেধে দ্রব্যক্ষতি, শনির বেধে ব্যাধি, রাহু ও কেতুর বেধে বিঘ্ন, শুক্রের বেধে রতিলাভ, বুধের বেধে বুদ্ধির প্রাখর্য্য, এবং বৃহস্পতির বেধে সর্ব্বত্র শুভফল হয়।

ক্রূরগ্রহ কর্ত্তৃক যে তিথি, রাশি অংশ ও নক্ষত্র বিদ্ধ হয়, সেই তিথি, রাশি ও নক্ষত্রাদিতে সকল প্রকার শুভকার্য্য যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। তিথি ও রাশি আদির বেধ সময়ে কোন কার্য্যের উদ্যোগ করিলে তাহার ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। বেধকালে বিবাহে বৈধব্য, যাত্রা করিলে প্রত্যাগমন হয় না এবং রোগ হইলে মৃত্যু হইয়া থাকে। পীড়ার সময় বক্রগামী ক্রূরগ্রহের বেধে পীড়িত ব্যক্তির রোগ বহু কালব্যাপী হয়।

এই চক্রে পূর্ব্বাদিক্রমে যে দিকে নক্ষত্রবেধ হয়, সেই দিকে গ্রামে, ও দুর্গে সৈন্যভঙ্গ, দুর্গাদির নামের প্রথম অক্ষর বিদ্ধ হইলে সেই দুর্গাদির ধ্বংস হয়। শতপদ চক্রানুসারে আদ্য অক্ষর দ্বারা নক্ষত্র ও রাশি নির্ণয় করিয়া লইতে হয়।

পূর্ব্ব আদি দিকে রবি বৃষ আদি ত্রিরাশিস্থ হইলে সেই দিক্ অস্তগত হয় এবং অপর তিনটী দিক্ সর্ব্বদা উদিত থাকে অর্থাৎ সূর্য্য পূর্ব্বদিকে বৃষ, মিথুন ও কর্কট এই তিন রাশিস্থিত হইলে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ এই তিন মাসে পূর্ব্বদিকে অস্তমিত এবং দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর এই তিন দিকে উদিত থাকে। সূর্য্য দক্ষিণদিকে সিংহ, কন্যা ও তুলা এই তিন রাশিস্থিত হইলে ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে দক্ষিণদিকে অস্তগত হইবেন এবং পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব এই তিন দিক্ উদিত থাকিবেন। এইরূপে সূর্য্য পশ্চিমদিকে বৃশ্চিক, ধনুঃ ও মকর এই তিন রাশিগত হইলে অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ এই তিন মাসে পশ্চিম দিক্ অস্তগত হয় এবং উত্তর পূর্ব্ব ও দক্ষিণ এই তিন দিক্ উদিত এবং সূর্য্য উত্তরদিকে কুম্ভ, মীন ও মেষ এই তিন রাশিগত হইলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ এই তিন মাসে উত্তরদিকে অস্তগত এবং পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই তিনদিকে উদিত হয়।

যে দিকে সূর্য্য ত্রিমাসকাল ধরিয়া তিনরাশি ভোগ ক্রমে অবস্থান করেন, তখন সেই দিক্, এবং সেই দিক্ স্থিত নক্ষত্র, স্বর, অক্ষর, রাশি, তিথি এবং বার সমস্তই অস্তগত জানিতে হইবে। অস্তদিকে নক্ষত্র অবস্থিত থাকিলে রোগ, অক্ষর থাকিলে ক্ষতি, স্বর থাকিলে শোক, রাশি থাকলে বিঘ্ন ও তিথি থাকিলে ভয় ঘটিয়া থাকে। এবং যদি অস্তদিকে নক্ষত্র, অক্ষর, স্বর, রাশি ও তিথি এই পাঁচটাই অবস্থিত করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হয়। এই অস্তদিকে কোন কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিবে না, অনুষ্ঠান করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। উদিত অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।

এই সর্ব্বতোভদ্রচক্রে উক্তরূপে কার্য্যের বিশেষতঃ যুদ্ধযাত্রায় শুভাশুভ ফল-নিরূপণ করিতে হয়।

নরপতি-জয়চর্য্যা স্বরোদয়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল (ক্লী) সর্ব্বতোভদ্রমস্ত সর্ব্বতোভদ্রং যৎ মণ্ডলং। মণ্ডলবিশেষ। দেবপ্রতিষ্ঠা, ব্রতপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতিতে পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি দ্বারা যে মণ্ডল প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল কহে। ইহা এক প্রকার পূজাধার যন্ত্র। এই মণ্ডলের উপর ঘটাদি স্থাপন করিয়া তদুপরি দেবপূজা করিতে হয়। এই মণ্ডল অঙ্কন করিলে একখানি সুন্দর আসনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তন্ত্রসারে এই মণ্ডল অঙ্কনের প্রণালী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। সর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল অঙ্কন করিতে না পারিলে স্বল্পসর্ব্বতোভদ্রমণ্ডল এবং তাহাও অঙ্কন করিতে না পারিলে তদভাবে অষ্টদল পদ্ম অঙ্কন করিয়া পূজাদি করিবে।

সর্ব্বতোভদ্ররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—অভ্র ৪ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, পারা অর্দ্ধতোলা, কর্পূর, নাগকেশর, জটামাংসী, তেজপত্র, লবঙ্গ, জৈত্রী, জায়ফল, ছোটএলাচি, গজপিপ্পলী, কুঁচ, তালিশপত্র, ধাঁইফুল, দারুচিনি, মুতা, হরীতকী, মরিচ, শুঁঠ, বহেড়া, পিপ্পলী, আমলকী প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া দুই রতি পরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান পানের রস, মধু ও চিনি। জ্বররোগাধিকারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকাব জ্বর, মন্দাগ্নি, আমদোষ, বিসূচিকা, আনাহ, মূত্রকৃচ্ছ্র প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারসং জ্বরচি°)

অন্যবিধ—প্লীহরোগাধিকারোক্ত রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, তাম্র, অভ্র, কান্তলৌহ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে আদার রসে উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান রোগীর দোষের বলাবল দেখিয়া স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে প্লীহা, যকৃৎ, সকল প্রকার জ্বর প্রভৃতি শীঘ্র বিনষ্ট হয়।
(রসেন্দ্রসারস° প্লীহাচি°)

সর্ব্বতোভদ্রলৌহ (পুং) অম্লপিত্ত-রোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহ, তাম্র, অভ্র, প্রত্যেক ১ পল, পারা ২ তোলা, গন্ধক ৪ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ২ তোলা, গুগ্গুল ২ তোলা, বিড়ঙ্গ, ভেলারমুখী, চিতামূল, শ্বেত আকন্দের মূল, হস্তিকর্ণ-পলাশের মূলের ছাল, তালমূলী, পুনর্নবা, মুতা, গুলঞ্চ, গোরক্ষ-চাকুলে, চাকুন্দে-বীজ, মুণ্ডিরী, ভীমরাজ, কেশুরিয়া, শতমূলী, বিদ্ধড়ক, ত্রিফলা, ও ত্রিকটু এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সমস্ত দ্রব্য ঘৃত ও মধুর সহিত মর্দ্দন

করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা অর্দ্ধমাষা হইতে আরম্ভ করিবে, রোগী দুর্ব্বল হইলে ইহার কম মাত্রাও আরম্ভ করিতে পারা যায়। এই ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত ও শূল প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তরোগা°)

সর্ব্বতোভদ্রা (স্ত্রী) সর্ব্বতো ভদ্রমঙ্গলমস্যাঃ। ১ গম্ভারী। ২ নটযোষিৎ। (মেদিনী)

সর্ব্বতোমুখ (ক্লী) সর্ব্বতো মুখমস্যেতি। ১ জল। (অমর) ২ আকাশ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ সমস্ত মুখবিশিষ্ট। (ভারত ১।২১১।১২) (পুং) ৪ শিব। (ভারত ১৩।১৭।৬৬) ৫ ব্রহ্মা। (কুমার ২।৩) ৬ আত্মা। (মেদিনী) ৭ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১০০) ৮ ব্রাহ্মণ। (শব্দরত্না°) ৯ স্বর্গ। (শব্দমালা) ১০ অগ্নি। (তিথিতত্ত্ব)

সর্ব্বতোবৃত্ত (ত্রি) সর্ব্বতো বৃত্তং। চারিদিকে গোলাকার, চক্রাকার।

সর্ব্বত্র (অব্য°) সর্ব্বস্মিন্নিতি সর্ব্ব (সপ্তম্যাস্ত্রল্। পা ৫।৩।১০) ইতি ত্রল্। সকল দিকে, সকল স্থানে, সকল কালে, সকল বিষয়ে।

সর্ব্বত্রগ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতি গম-(ড-প্রকরণে সর্ব্বত্র পন্নয়োরুপসংখ্যানং। পা ৩।২।৪৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ড। ১ বায়ু। (ত্রি) ২ সর্ব্বত্রগামী।

সর্ব্বত্রগত (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপ্ত, সম্পূর্ণ।

সর্ব্বত্রগামিন্ (পুং) সর্ব্বত্র গচ্ছতীতি গম-ণিনি। ১ বায়ু। (শব্দচ°) (ত্রি) সর্ব্বদিকে, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে গমনকর্ত্তা।

সর্ব্বত্রসত্ত্ব (ক্লী) সকল স্থলে সত্তাবিশিষ্ট, যিনি সকল স্থলে বিদ্যমান আছেন। (রামতাপনী উপ° ২৮৭)

সর্ব্বথা (অব্য°) সর্ব্বেণ প্রকারেণ সর্ব্ব (প্রকারবচনে থাল্। পা ৫।৩।২৩) ইতি থাল্। সর্ব্বপ্রকার। সকল প্রকারে। ২ ভৃশ, অতিশয়। ৩ হেতু। ৪ স্বীকার। ৫ নিশ্চয়। ৬ প্রতিজ্ঞা। (শব্দরত্না°)

সর্ব্বদ (ত্রি) সর্ব্বং দদাতীতি দা-ক। সর্ব্বদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বদণ্ডধর (পুং) শিব। (ভারত অনুশাসনপ°)

সর্ব্বদমন (পুং) সর্ব্বান্ দময়তীতি দম-ল্যু। ভরতরাজ, শকুন্তলার পুত্র। মহাভারতে ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, এই বালক ষড়্বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই আশ্রমস্থিত সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ প্রভৃতিকে ধরিয়া নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিত এবং উহাদের মধ্যে কাহারো পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ক্রীড়া করিত এবং এই সকলকেই দমন করিয়া রাখিত। ঋষিগণ ইহার এই অলৌকিক সত্ত্ব অবলোকন করিয়া ইহার নাম সর্ব্বদমন রাখেন। (ভারত ১।৭৪ অ°) [শকুন্তলা ও ভরত দেখ।] (ত্রি) ২ সর্ব্বদমনকর্ত্তা, যিনি সকলকে দমন করেন।

সর্ব্বদরাজ (পুং) রাজভেদ, শাক্যমুনি।

সর্ব্বদর্শন (ক্লী) ১ সকল বিষয়ে দৃষ্টি, দর্শন। (ত্রি) ২ সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিযুক্ত, যাহার সকল বিষয়ে দৃষ্টি আছে।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ (পুং) দর্শনশাস্ত্রের সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ। মাধবাচার্য্য সকল দর্শনের সারসংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থপ্রণয়ন করেন। ইহাতে চার্ব্বাক আদি করিয়া ১৮ খানি দর্শনের সারসংগ্রহ ও সাধারণ-মত প্রদর্শিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে সকল দর্শনের মোটামুটি মত জানিতে পারা যায়। অল্পদিন হইল, শঙ্করাচার্য্যরচিত 'সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তরত্ন' নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাকে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী লোকায়ত, আর্হত প্রভৃতি সকল দর্শনের সার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [দর্শন শব্দ দেখ।]

সর্ব্বদর্শিন্ (পুং) সর্ব্বং পশ্যতীতি দৃশ-ণিনি। ১ বুদ্ধ। (শব্দরত্না°) ২ পরমেশ্বর। (ত্রি) ৩ সর্ব্বদ্রষ্টা, যিনি সকল অবলোকন করেন, যিনি সমুদয় দর্শন করেন।

সর্ব্বদা (অব্য°) সর্ব্ব (সর্ব্বৈকান্যকিংযত্তদঃ কালে দা। পা ৫।৩।১৫) ইতি দা। সদা, সকল সময়ে, সকল কালে।

সর্ব্বদাস (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

সর্ব্বদুঃখ (ক্লী) সকলপ্রকার দুঃখ, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ। ইহা ভিন্ন আর কোনরূপ দুঃখ নাই, যে কোন দুঃখই হউক না কেন, তাহা এই ত্রিবিধ দুঃখের অন্তর্গত।

সর্ব্বদুঃখক্ষয় (পুং) সর্ব্বেষাং দুঃখানাং ক্ষয়ো যত্র। মোক্ষ, সকলপ্রকার দুঃখের নিবৃত্তি হইলে মোক্ষ হয়। (হেম) ২ সকল পীড়ানাশক।

সর্ব্বদুষ্টান্তকৃৎ (ত্রি) সকল প্রকার দুষ্টের দমন বা নাশকারী।

সর্ব্বদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা। সর্ব্বদর্শী। (ভাগবত ৮।২৪।৫০)

সর্ব্বদেবতাময় (ত্রি) সর্ব্বদেবতা স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বদেবতাস্বরূপ। (ভাগবত ৫।২৩।৮)

সর্ব্বদেবত্য (ত্রি) সর্ব্বদেবতাসম্বন্ধীয়। সর্ব্বদেবতার নিবাসভূত।

সর্ব্বদেবময় (পুং) সকল দেবতার স্বরূপ।

সর্ব্বদেবমুখ (পুং) সর্ব্বেষাং দেবানাং মুখং যত্র। অগ্নি, অগ্নি সকল দেবতার মুখস্বরূপ। কারণ অগ্নিতে দেবতা সকলের হোম করিলে তাহা দেবগণ গ্রহণ করিয়া থাকেন। (জটাধর)

সর্ব্বদেব সূরি, প্রমাণমঞ্জরী নামক বৈশেষিকগ্রন্থরচয়িতা।

সর্ব্বদেবাত্মক (ত্রি) সর্ব্বে দেবাঃ আত্মস্বরূপং যস্য। সর্ব্ব-দেবস্বরূপ।

সর্ব্বদেবাত্মন্ (ত্রি) সর্ব্বদেবাত্মক।

সর্ব্বদেশীয় (ত্রি) সর্ব্বদেশসম্বন্ধীয়।

সর্ব্বদেশ্য (ত্রি) সর্ব্বদেশভব। সকল বা প্রত্যেক দেশেই যাহা আছে। (ঋক্প্রাতি° ৯।২০)

সর্ব্বদৈবসত্ত্ব (ক্লী) সর্ব্বদা এব সত্ত্বং যস্য। সর্ব্বপ্রসত্ত্ব, যিনি সর্ব্বব্যাপ্ত, যাহার সত্তা সকল স্থলে বিদ্যমান আছে। (রামতাপনীয় উপনি° ২৪৭)

সর্ব্বদ্রষ্টৃ (ত্রি) সর্ব্বদর্শী, যিনি সকল বিষয় অবলোকন করেন, আত্মাই সর্ব্বদ্রষ্টা। (নৃসিংহতাপনী উপ°)

সর্ব্বদ্রুহ্ (ত্রি) সর্ব্বানহুতি ইতি ক্বিপ্। সকলের পূজক, সকলের পূজাকারী।

সর্ব্বধানন্ (ত্রি) সর্ব্বং ধনমস্তীতি। ইনি। সকলপ্রকার ধনযুক্ত, সকলপ্রকার ধনবিশিষ্ট।

সর্ব্বধন্বন্ (পুং) কামদেব। (হেম)

সর্ব্বধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্, সর্ব্বস্য ধরঃ। সকলের ধারক।

সর্ব্বধর, ১ একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। রায়মুকুট ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ একজন প্রাচীন আভিধানিক।

সর্ব্বধর্ম্ম (পুং) সকলপ্রকার ধর্ম্ম।

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যঃ মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" (গীতা ১৮।৬৬)

ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন যে হে অর্জ্জুন! তুমি সকল-প্রকার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল একমাত্র আমার শরণাগত হও, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।

সর্ব্বধর্ম্মপদপ্রভেদ (পুং) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মপ্রবেশমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মময় (ত্রি) সর্ব্বধর্ম্ম-স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বধর্ম্মস্বরূপ।

সর্ব্বধর্ম্মমুদ্রা (স্ত্রী) বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মসঙ্গকা (স্ত্রী) সমাধিভেদ। (প্রজ্ঞাপা° ৮ অ°)

সর্ব্বধর্ম্মসমতা (স্ত্রী) সর্ব্বধর্ম্মস্য সমতা। ১ সকল ধর্ম্মের সমতা, সকল ধর্ম্মের তুল্যত্ব। ২ বৌদ্ধ সমাধিভেদ।

সর্ব্বধর্ম্মোত্তরঘোষ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বধা (ত্রি) সকলের ধাতা বা দাতা।

"মদেষু সর্ব্বধা অসি" (ঋক্ ৯।১৮।১)

'সর্ব্বধা সর্ব্বস্য ধাতা দাতা বা' (সায়ণ)

সর্ব্বধাতম (ত্রি) সর্ব্বধাতৃতম, সর্ব্বভোগপ্রদ।

"শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমং তুরং ভগস্য ধীমহি" (ঋক্ ৩।৮২।১)

'সর্ব্বধাতমং সর্ব্বধাতৃতমং সর্ব্বভোগপ্রদমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বধামন্ (ক্লী) ১ বাসগৃহ। ২ জন্মভূমি, স্বদেশ।

সর্ব্বধারিন্ (পুং) সর্ব্বং ধরতীতি ধৃ-ণিনি। ১ কালচক্রের দ্বাবিংশ বর্ষ। (বৃহৎসং ৮।২৭) (ত্রি) ২ সর্ব্বধারক, যিনি সকল ধারণ করেন।

সর্ব্বধুরাবহ (পুং) সর্ব্বাচাসৌ ধুশ্চেতি সর্ব্বধুরা, ঋকপুরিত্যাঃ, বহতীতি বহ-তৃচ্, সর্ব্বধুরায়াঃ বহঃ। সকলভারবাহক, রথ-লাঙ্গলাদির ভারবাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বধুরীণ (পুং) সর্ব্বধুরাং বহতীতি (খঃ সর্ব্বধুরাৎ। ৪।৪।৩৮) ইতি খ। সকল ভারবাহক, রথলাঙ্গলাদির ভার-বাহক গবাদি। (অমর)

সর্ব্বনাগ, ১ কোটার একজন সামন্তরাজ। বিন্দুনাগের পৌত্র ও পদ্মনাগের পুত্র। সেরগড়ের বৌদ্ধ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে ৮৪৭ বিক্রম সংবতে ইহার পুত্র দেবদত্ত বিদ্যমান ছিলেন।

২ একজন সামন্ত। ইনি গুপ্তসম্রাট্ মহারাজাধিরাজ স্কন্দ-গুপ্তের অধীনে (গুপ্তস° ১৪৬)। অন্তর্ব্বেদীর বিষয়পতি ছিলেন।

সর্ব্বনাথ, উচ্ছকল্পের একজন অধীশ্বর। ইনি মহারাজ জয়-নাথের পুত্র। ১৯৩ কলচুরী সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

সর্ব্বনামন্ (ত্রি) সর্ব্বং নাম যস্য। সকল নামবিশিষ্ট, ব্রহ্মা, যাহার সকলই নাম। (ভাগ° ৬।৪।২৮)

২ সকলের নাম, সকলের সংজ্ঞা। ৩ ব্যাকরণমতে শব্দ বিশেষ। সর্ব্বনাম শব্দ ব্যাকরণের সংজ্ঞাবিশেষ। ব্যাকরণে সর্ব্বপ্রভৃতি শব্দ সর্ব্বনাম শব্দে অভিহিত। বিশেষের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম শব্দ ব্যবহৃত হয়। ব্যাকরণে সর্ব্বনাম প্রকরণ বলিয়া একটী প্রকরণ আছে, এই প্রকরণে কোন কোন শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয় এবং সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর কার্য্য প্রভৃতির বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

ইহাকে সাধারণ ভাষায় প্রতিসংজ্ঞাও বলা যায়। ইহা ব্যক্তি বা বস্তু বিশেষকে প্রতিপন্ন করিবার দ্বিতীয় প্রকার নাম বা শব্দ। এই শ্রেণীর শব্দগুলি ব্যক্তি বিশেষকে বা ব্যক্তিসমূহকে স্বতন্ত্র ভাবে নির্দ্ধারিত করিতে সমর্থ নহে; ইহা পূর্ব্বের বর্ণিত ব্যক্তি বা বস্তুর অভিজ্ঞাপক মাত্র।

সর্ব্বনাম শব্দ সাধারণতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—সর্ব্বাদি, অন্যাদি, পূর্ব্বাদি, যদাদি ও ইদমাদি উহাদের মধ্যে সর্ব্বাদি পর্য্যায়ে সর্ব্ব, বিশ্ব, উভয়, এক ও একতর এই পাঁচটী শব্দ আছে। ঐরূপ অন্যাদিতে—অন্য, অন্যতর, ইতর, কতর, কতম ও একতম, পূর্ব্বাদিতে—পূর্ব্ব, পর, অপর, অবর, অধর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন যদাদি ও ইদমাদি বিভাগে যথাক্রমে যদ্, তদ্, এতদ্, ত্যদ্ ও কিম্ এই পাঁচটী এবং ইদম্, অদস্, যুষ্মদ্ ও

অস্মদ্ এই চারিটী শব্দ গণ্য হইয়া থাকে। আত্মা বা আত্মীয় অর্থে স্ব শব্দের সর্ব্বনাম সংজ্ঞা হয়।

সর্ব্বাদি, অন্যাদি ও পূর্ব্বাদি অকারান্ত সর্ব্বনাম শব্দসমূহের রূপ অকারান্ত শব্দের ন্যায় হইয়া থাকে, কেবল ১মা ও ৬ষ্ঠীর বহু বচনে এবং ৪র্থী, ৫মী ও ৭মীর একবচনে রূপের বিভিন্নতা আছে। যদাদি শব্দের দ্ উঠিয়া যায় এবং কিম্ শব্দের ইম্ গিয়া পদটী অকারান্ত হয়, অর্থাৎ য, ত, এত, ত্য ও ক এই রূপ হয় ও পরে সর্ব্বাদির ন্যায় রূপ হইয়া থাকে। কেবল ক্লীবলিঙ্গের ১মার ও ২য়ার একবচনে যৎ, তৎ, এতৎ, ত্যৎ ও কিম্ হয়, আর তদ্, এতদ্, ও ত্যদ্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে সঃ, এষঃ ও স্য এবং স্ত্রীলিঙ্গে সা, এষা ও স্যা এই বিশেষ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। কিম্, অন্য, যদ্ ও তদ্ শব্দের ৭মী বিভক্তি স্থলে হিঁ ও দা হয়। যেমন কর্হি, কদা, অন্যর্হি, অন্যদা ইত্যাদি।

ইদমাদি শব্দের রূপ পৃথক্ পৃথক্। বাহুল্য ভয়ে তাহা এখানে সম্যক্ প্রদর্শিত হইল না, তবে সংক্ষেপপরিচয়ার্থ এই মাত্র বলা যায় যে যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের সকল বিভক্তির দ্বিবচনে মূল শব্দ রূপান্তরিত হইয়া যুব ও আব আদেশ হয়। ২য়া, ৪র্থী ও ৬ষ্ঠীর দ্বিবচন ও বহুবচনে ঐ দুই শব্দ স্থানে বাম্, নৌ, বস্ ও নস্ বিকল্পে হয় অর্থাৎ যুষ্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে বাম্ ও বহুবচনে বঃ, এবং অস্মদ্ শব্দের দ্বিবচনে নৌ ও বহুবচনে নঃ বিকল্পে আদেশ হইয়া থাকে। যুষ্মদ্ শব্দের ১মার ও ২য়ার একবচনে ত্বম্ ও ত্বাম্, ত্বা এবং অস্মদ্ শব্দের স্থলে যথাক্রমে অহম্ ও মাম্, মা হয়। এই দুইটী শব্দ তিন লিঙ্গেই সমান, কোন প্রভেদ নাই। চ, বা, এব এই তিন অব্যয় শব্দের যোগে যুষ্মদ্ শব্দের ত্বা, তে, বাম্, বঃ এই চারি পদের এবং অস্মদ্ শব্দের মা, মে, নৌ, নঃ এই চারি পদের প্রয়োগ হয় না। যথা,—'প্রভুঃ ত্বা মা চ আজ্ঞাপয়তি' না হইয়া 'প্রভুঃ ত্বাং মাং চ আজ্ঞাপয়তি' এইরূপ হইয়া থাকে।

সর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের প্রায় একই রূপ, তবে ক্লীব-লিঙ্গের ১মা ও ২য়া বিভক্তির তিন বচনেই অন্য প্রকার হইয়া থাকে। সর্ব্ব শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে সর্ব্বা পদ হয় এবং রূপ প্রায় আকা-রান্ত স্ত্রীলিঙ্গ লতা শব্দের অনুরূপ। বিশ্ব ও অন্য শব্দ ঠিক সর্ব্ব শব্দের তুল্য। অন্য শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ার একবচনে কেবল অন্যৎ পদ হয়। পূর্ব্ব শব্দের পুং ও ক্লীবলিঙ্গের রূপ প্রায় সর্ব্ব শব্দের মত। কেবল ৫মীর ও ৭মীর একবচনে বিকল্পে পূর্ব্বাৎ ও পূর্ব্বে আদেশ হয়, এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঠিক সর্ব্ব শব্দের ন্যায়, কোন ভেদ নাই। পর, অপর, দক্ষিণ, উত্তর ও স্ব শব্দ পূর্ব্ব শব্দের মত।

ইদম্ শব্দের ক্লীবলিঙ্গের ১মা ও ২য়ায় সর্ব্ব শব্দের ন্যায় পরি-বর্ত্তন হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন অপর সকল বিভক্তিতেই পুং ক্লীব-লিঙ্গের রূপ সমান। স্ত্রীলিঙ্গে ইহার রূপ সম্যক্ স্বতন্ত্র। ইদম্ শব্দের পুংলিঙ্গে ১মার একবচনে অয়ম্, ক্লীবলিঙ্গে ইদম্ ও স্ত্রীলিঙ্গে ইয়ম্ হয়। উক্তির পশ্চাৎ উক্তি বুঝাইলে ইদম্ ও এতদ্ শব্দের ২য়া বিভক্তিতে ৩য়ার একবচনে এবং ৬ষ্ঠী ও ৭মীর দ্বিবচনে এন আদেশ হয়।

যে প্রতিসংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া কোন বিশেষ বক্তাকে প্রতিপন্ন করে, তাহাকে উত্তমপুরুষ বলা যায়। আর যে প্রতি সংজ্ঞা অন্যের প্রতিপাদক না হইয়া যাহার প্রতি বাক্য প্রয়োগ করা যায়, তাহাকেই প্রতিপন্ন করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ কহে। অপর যে প্রতিসংজ্ঞা গুলি পূর্ব্বের অভিপ্রেত কোন বস্তু কিংবা ব্যক্তির নামের প্রতিনিধিরূপে প্রযুক্ত হয়, তাহা তৃতীয় বা প্রথম পুরুষ। আমি (অস্মদ্) উত্তম পুরুষ, তুমি (যুষ্মদ্) মধ্যম পুরুষ এবং ইদম্, অদস্ ও তদ্ প্রভৃতি শব্দ প্রথম পুরুষ বলিয়া ব্যবহৃত।

যদি বাক্যের উদ্দেশ্য উত্তম বা মধ্যম পুরুষ না হইয়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত বস্তু বা ব্যক্তি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে 'এ' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়া থাকে। আর যদি প্রত্যক্ষ অভিপ্রেত না হইয়া উদ্দেশ্য বস্তু বা ব্যক্তি দূর বা কিয়দন্তর অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে "সে" ও "ও" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

দেশীয় ভাষায় "আমি" শব্দ ইতর প্রয়োগে মুই, তুমি, সম্মানার্থে আপনি, তুমি তুচ্ছার্থে তুই, এবং সম্মানার্থে ইনি। সে সম্মানার্থে তিনি ইত্যাদি সর্ব্ব নামেরও ব্যবহার আছে। আপন বা আপনি শব্দ কখন কখন সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তে অন্যার্থেও ব্যবহৃত হয়।

সংস্কৃতের ন্যায় বাঙ্গালা ভাষায় স্ত্রীসর্ব্বনাম প্রচলিত নাই। অল্প দিন হইল, একজন বিখ্যাত-চিকিৎসক তাঁহার হোমিওপাথী চিকিৎসা-গ্রন্থসমূহে স্ত্রীসর্ব্বনাম চালাইয়াছেন। তিনি স্ত্রীসর্ব্বনামে প্রথম পুরুষের একবচনে "সা" ও ষষ্ঠীর একবচনে 'তস্যা' ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু এরূপ প্রয়োগ অনাবশ্যক মনে করিয়া কোন বঙ্গীয় লেখক এ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবর্ত্তী হন নাই।

সর্ব্বনামস্থান (ক্লী) পাণিনির অষ্টাধ্যায়িবর্ণিত সংজ্ঞাভেদ। (পা ১।১।৪২, ১।৪।১৭)

সর্ব্বনাশ (পুং) সর্ব্বস্য নাশঃ। ধ্বংস, সকলের নাশ। নীতি-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, যখন দেখা যায়, আশু সর্ব্বনাশের সম্ভাবনা, তখন পণ্ডিত ব্যক্তি অর্দ্ধেক ত্যাগ করিবেন। অর্দ্ধেক ত্যাগ করিয়া যদি—আর অর্দ্ধেক রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে তাহা শ্রেষ্ঠ।

"সর্ব্বনাশে সমুৎপন্নে অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।" (চাণক্যশ্লোক)

সর্ব্বনিক্ষেপা (স্ত্রী) সংখ্যাভেদ। (ললিতবি°)

সর্ব্বনিধন (পুং) একাহযাগভেদ। (সাংখ্যা° শ্রৌ° ১৪।১০।২)

সর্ব্বনিযোজক (ত্রি) সর্ব্বস্য নিযোজকঃ। সকলের নিয়োজনকারী, সকলকে যিনি নিয়োগ করেন। ২ বিষ্ণু।

সর্ব্বনিলয় (পুং) ১ সর্ব্বাধারসম্পন্ন। ২ বাসগৃহযুক্ত।

সর্ব্বনিবরণবিষ্কম্ভিন্ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ। (তারনাথ)

সর্ব্বন্দদ (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (অবদানকল্পলতা ১৫)

সর্ব্বংদম (পুং) সর্ব্বংদময়তীতি দম-অচ্, দ্বিতীয়ায়াঃ অলুক্। ভরতরাজ, শকুন্তলাপুত্র। (হেম)

সর্ব্বন্দমন (পুং) সর্ব্বদমন, ভরত।

সর্ব্বপতি (পুং) সর্ব্বস্য পতিঃ। সকলের পতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বপত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপত্রান্ ব্যাপ্নোতি। সর্ব্বপত্র (তৎসর্ব্বাদে-পথ্যঙ্গ-কর্ম্ম-পত্রপাত্রং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সারথি।

সর্ব্বপথীন (ত্রি) সর্ব্বপথান্ ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপথ-খ। (পা ৫।২।৭) রথ, যে রথ সকল পথ ব্যাপ্ত হয়।

সর্ব্বপদ্ (ত্রি) বহুপদবিশিষ্ট (যজ্ঞ)। (অথর্ব্ব ১০।১০।২৭)

সর্ব্বপদ (ক্লী) সকল রকমের পদ (মন্ত্রাদিতে)। (নৈঘণ্টু ৩।১২)

সর্ব্বপরিফুল্ল (ত্রি) ১ সর্ব্বতোভাবে স্ফীত। উৎফুল্ল।

সর্ব্বপরুস্ (ত্রি) সকল প্রকার গ্রন্থিবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১১।৩।৩২)

সর্ব্বপশু (ত্রি) ১ মৃগবলি। (লাট্যা° শ্রৌ° ৫।৪।৩১) (পুং) ২ সকল প্রকার পশু।

সর্ব্বপা (স্ত্রী) সর্ব্বং পাতীতি পা-ক-টাপ্। ১ বলিরাজার স্ত্রী। (ত্রি) ২ সর্ব্বপানকর্ত্তা। ৩ সর্ব্বরক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল পান করেন বা যিনি সকল রক্ষা করেন।

সর্ব্বপাঞ্চাল (পুং) পাঞ্চালবাসী আচার্য্যভেদ।

সর্ব্বপাত্রীণ (ত্রি) সর্ব্বপাত্রং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বপাত্র-খ (পা ৫।২।৭)। ওদন।

সর্ব্বপাদ (পুং) একজন রাজামাত্য।

সর্ব্বপাল (ত্রি) সর্ব্বং পালয়তি পাল-অচ্। সকলের পালক, যিনি সকলকে পালন করেন।

সর্ব্বপালক (ত্রি) সকলের পালনকারী।

সর্ব্বপুণ্য (ক্লী) সকল পুণ্য, সমুদয় পুণ্য।

সর্ব্বপুণ্যসমুচ্চয় (পুং) সমাধিবিশেষ। (সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক)

সর্ব্বপুর, দাক্ষিণাত্যের মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর রাজমহেন্দ্রী তালুকের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সর্ব্বপুরক্ষেত্র মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

সর্ব্বপুরুষ (ত্রি) সকল পুরুষযুক্ত। (পুং) ২ সকল পুরুষ।

সর্ব্বপূত (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ পূতঃ। সকল বিষয়ে পবিত্র।

সর্ব্বপূরক (ত্রি) সর্ব্বান্ পূরয়তি পূর-ণ্বুল্। সকলের পূরণকারী।

সর্ব্বপূর্ণত্ব (ক্লী) সর্ব্বৈরৈশ্বর্য্যৈঃ পূর্ণত্বং। সত্তার। (ত্রিকা°)

সর্ব্বপূর্ব্ব (ত্রি) সকলের পূর্ব্ব, সকলের প্রথম।

সর্ব্বপৃষ্ঠ (পুং) ১ যাগভেদ। (ত্রি) ২ সকলের পশ্চাৎ।

সর্ব্বপ্রদ (ত্রি) সর্ব্বং প্রদদাতীতি প্র-দা-ক। সর্ব্বদ, সকল প্রদানকারী, যিনি সকল দান করেন।

সর্ব্বপ্রভু (পুং) সর্ব্বস্য প্রভুঃ। সকলের প্রভু, সকলের নিগ্রহানুগ্রহসমর্থ। সকল বিষয়ে প্রভু।

সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত (ত্রি) ১ সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্তযুক্ত, যিনি সকল প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। ২ (ক্লী) ১ আহবনীয় অগ্নিতে ত্যাগ।

সর্ব্বপ্রিয় (ত্রি) সর্ব্বেষাং জনানাং প্রিয়ঃ। সকলজনবল্লভ, সকলের প্রিয়। সর্ব্বস্য শিবস্য প্রিয়ঃ। ২ মহাদেবের প্রিয়। সর্ব্বঃ শিবঃ প্রিয়ো যস্য। ৩ শিবভক্ত।

সর্ব্বফলত্যাগচতুর্দ্দশীব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সকল ফলকামনা বর্জ্জন করিয়া চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রতানুষ্ঠান করিতে হয়।

সর্ব্ববর্ম্মন্, ১ একজন হিন্দু নরপতি। মহাসামন্তমহারাজ সমুদ্রসেনের পূর্ব্বপুরুষ। [সমুদ্রসেন দেখ।]

২ অপর একজন রাজা। মগধের গুপ্তরাজবংশের অন্যতম শাখার ২য় জীবিতগুপ্তদেবের শিলালিপিতে ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা বলিয়া উল্লিখিত।

৩ মৌখরীবংশীয় একজন মহারাজাধিরাজ। ইহার পিতার নাম ঈশানবর্ম্মন্ ও মাতার নাম লক্ষ্মীবতী।

সর্ব্ববল (ক্লী) সংখ্যাবিশেষ। (ললিতবি°)

৪ কাতন্ত্রসূত্র ও ধাতুপাঠ নামক ব্যাকরণগ্রন্থরচয়িতা।

[শর্ব্ববর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববাহ্য (ত্রি) সকল লোককর্ত্তৃক পরিত্যক্ত।

সর্ব্ববীজ (ক্লী) সর্ব্বস্য বীজং। সকলের বীজ, সকলের কারণ।

সর্ব্ববীজিন্ (ত্রি) সর্ব্ববীজ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বীজবিশিষ্ট।

সর্ব্ববুদ্ধসন্দর্শন (ক্লী) বৌদ্ধজগৎভেদ। (সদ্ধর্ম্মপু°)

সর্ব্বভক্ষ (ত্রি) সর্ব্বান্ ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-অণ্। সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তা, যিনি সকল দ্রব্য ভক্ষণ করেন।

"ইতি শ্রুত্বা পুলোমায়া ভৃগুঃ পরমমন্যুমান্।

স শাপাগ্নিমতিক্রুদ্ধঃ সর্ব্বভক্ষো ভবিষ্যতি॥" (ভারত ১।৬।১৪)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বভক্ষা—ছাগী। (হেম)

সর্ব্বভক্ষত্ব (ক্লী) সর্ব্ব ভক্ষস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ব ভক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম, সকল প্রকার ভোজন।

সর্ব্বভক্ষিন্ (ত্রি) সর্ব্ব ভক্ষ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল প্রকার দ্রব্যভোজনকারী, সর্ব্বভক্ষক।

সর্ব্বভট্ট, পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বভবারণি (স্ত্রী) সকল লোকের জননী।

"কিং মাং মোহরসে দেব স্বাং মায়াং সমুপশ্রিতঃ।
অনঘ ত্বং তথৈবেয়ং দেবী সর্ব্বভবারণিঃ॥" (মার্ক°পু° ১৭।৭)

সর্ব্বভাজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভজতে ভজ-ণ্বি। সকল প্রকার ভজনাকারী, যিনি সকল প্রকার ভজনা করেন।

সর্ব্বভাব (পুং) সর্ব্ব ভাবঃ। সকল প্রকার ভাব। সর্ব্বাত্মঃ করণ, সম্পূর্ণরূপ।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।" (গীতা ১৮।৬২)
'সর্ব্বভাবেন সর্ব্বাত্মনা' (স্বামী)

২ জ্যোতিষ মতে তম্বাদি দ্বাদশ প্রকার ভাব। এই সকল ভাব বিচার দ্বারা সকল প্রকার ফল নির্ণীত হয়।

সর্ব্বভাবন (ত্রি) সকল প্রকার ভাবনাযুক্ত।

সর্ব্বভুজ্ (ত্রি) সর্ব্বং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ্-ক্বিপ্। সর্ব্বভক্ষ, সকল ভোজনকারী।

সর্ব্বভূত (স্ত্রী) সকল প্রকার ভূত, সকল প্রকার প্রাণী, সকল-জীব। "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" (শ্রুতি) ২ ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূত।

"সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে।" (মনু ১।১৬)

সর্ব্বভূতময় (ত্রি) সর্ব্বভূতস্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বভূতস্বরূপ, সর্ব্বজীবস্বরূপ।

সর্ব্বভূতরুতগ্রহণীলিপি (পুং) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি° ১৪৪।১৩)

সর্ব্বভূতাত্মক (ত্রি) সর্ব্বভূত আত্মা স্বরূপং যস্য। সর্ব্বভূত স্বরূপ, এই জগৎ সর্ব্বভূতাত্মক।

সর্ব্বভূতাত্মন্ (পুং) সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনামাত্মা। সকল প্রাণীর আত্মা।

"যুগপত্তু প্রলীয়ন্তে যদা তস্মিন্ মহাত্মনি।
তদায়ং সর্ব্বভূতাত্মা সুখং স্বপিতি নির্বৃতঃ॥" (মনু ১।৫৪)

যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন মহাত্মা পরব্রহ্মে সকল ভূতের আত্মা সকল নির্বৃত হইয়া নিদ্রিত হয়।

সর্ব্বভূতাত্মভূত (ত্রি) সর্ব্বভূতানাং আত্মভূতং। সকল ভূতের আত্মভূত, সকল প্রাণীর আত্মস্বরূপ।

"তৎ সর্ব্বভূতাত্মভূতং প্রশান্তং সমদর্শনং।
ভগবত্তেজসা স্পৃষ্টং নাশকোদ্ধন্তুমুদ্যমৈঃ॥" (ভাগ° ৭।১।৪২)

সর্ব্বভূতাধিপতি (পুং) সর্ব্বভূতানামধিপতিঃ। সর্ব্বপ্রাণীর অধিপতি, বিষ্ণু।

সর্ব্বভূতাধিবাস (পুং) ১ সর্ব্বভূতের নিবাসভূমি বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ। (ভাগবত ৯।১৯।২৯)

সর্ব্বভূতান্তক (ত্রি) সকল ভূতের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বজীবের আত্মাস্বরূপ। (ভারত° ১২প°)

সর্ব্বভূমি (স্ত্রী) সর্ব্বাভূমিঃ। সকলভূমি।

সর্ব্বভোগীন্ (ত্রি) সর্ব্বভোগায় হিতং সর্ব্বভোগ (আত্মন্ বিশ্বজনভোগোত্তরপদাৎ খঃ। পা ৫।১।৯) ইতি খ। সর্ব্ব ভোগের হিতকর।

সর্ব্বভোগ্য (ত্রি) সর্ব্বেষাং ভোগ্যঃ। সকলের ভোগ্য, সকলের ভোগের উপযুক্ত।

সর্ব্বমঙ্গল (ত্রি) সকল প্রকার মঙ্গল। (রামায়ণ ১।১৮।১৮)

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥" (পুরাণ°)

(ত্রি) ২ সকল প্রকার মঙ্গলবিশিষ্ট।

সর্ব্বমঙ্গলা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি মঙ্গলানি যস্যাঃ। দুর্গা। এই শব্দের নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে—

"মঙ্গলং মোক্ষবচনং চা শব্দো দাতৃবাচকঃ।
সর্ব্বান্ মোক্ষান্ যা দদাতি সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥
হর্ষে সম্পদি কল্যাণে মঙ্গলং পরিকীর্ত্তিতং।
তান্ দদাতি চ যা দেবী সা এব সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ° ৫৪ অ°)

মোক্ষের নাম মঙ্গল, আ শব্দের অর্থ দাতা, যিনি সকল প্রকার মোক্ষরূপ মঙ্গল দান করেন, তাহাকে সর্ব্বমঙ্গলা কহে। অথবা হর্ষ, সম্পদ্ ও কল্যাণ এই তিনটী মঙ্গল বলিয়া অভিহিত; যিনি এইরূপ মঙ্গল দান করেন, তিনিও সর্ব্বমঙ্গলা নামে অভিহিতা হন। দেবীপুরাণে লিখিত আছে—

"সর্ব্বাণি হৃদয়স্থানি মঙ্গলানি শুভানি চ।
দদাতি চেপ্সিতান্ লোকে তেন সা সর্ব্বমঙ্গলা॥"
(দেবীপু° ৪৫ অ°)

যিনি হৃদয়স্থিত সকল প্রকার শুভ দান করেন, তাহার নাম সর্ব্বমঙ্গলা। ইহা ভিন্ন আরও অনেক প্রকার নামনিরুক্তি আছে। বর্দ্ধমানে সর্ব্বমঙ্গলাদেবী বিশেষ প্রসিদ্ধা।

সর্ব্বময় (ত্রি) সর্ব্বস্বরূপ ময়ট্। সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বস্বরূপ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১।২৩)

সর্ব্বমলাপগত (পুং) সমাধিভেদ, এই সমাধি হইলে সকল চিত্তমল বিদূরিত হয়।

সর্ব্বমহৎ (ত্রি) অতি বৃহৎ। সর্ব্বোচ্চ। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বমাগধক (ত্রি) যাহারা সমস্ত মগধদেশ অবলম্বন করিয়া থাকে।

সর্ব্বমাতৃ (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং মাতা। সকলের মাতা।

সর্ব্বমাত্রা (স্ত্রী) বিরাজ্ ছন্দোভেদ।

সর্ব্বমারমণ্ডলাবিধ্বংসনকারী (স্ত্রী) রশ্মি (ললিতবি°)

সর্ব্বমিত্র (ক্লী) সর্ব্বেষাং মিত্রং। সকলের মিত্র। সকলের বন্ধু।

সর্ব্বমূর্দ্ধন্য (পুং) শাক্তগ্রন্থকারভেদ।

সর্ব্বমূল্য (ক্লী) সমস্ত মূল্যং। কপর্দ্দক, কড়ি। (ত্রিকা°)

সর্ব্বমুষক (পুং) সর্ব্বান্ মুষ্ণাতীতি মুষ-ণ্বুল, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাল, সর্ব্বনাশক সময়, কাল সকলকেই ধ্বংস করে। এইজন্য উহার নাম সর্ব্বমুষক।

সর্ব্বমৃত্যু (পুং) সকল প্রকারে মরণ।

সর্ব্বমেধ (পুং) ১ সোম। (শত° ব্রা° ১৩।৭।৪।১) ২ সর্ব্বযজ্ঞ।
"ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্ব্বমেধস্য চৈবহি।" (ভাগবত ২।৬।৪)
'সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য' (স্বামী)
৩ উপনিষদ্‌ভেদ, সর্ব্বমেধোপনিষদ্।

সর্ব্বমেধ্যত্ব (ক্লী) সম্পূর্ণ পূতত্ব, পূর্ণ পবিত্রতা।

সর্ব্বম্ভরি (ত্রি) সর্ব্বং বিভর্ত্তি ভৃ-ইঞ্, মুম্। প্রাণ, প্রাণ সকলকে পোষণ করে। (ছান্দোগ্যউপ°)

সর্ব্বযজ্ঞ (পুং) সকল প্রকার যজ্ঞ।

সর্ব্বযত্নবৎ (ত্রি) সর্ব্বযত্ন-অস্ত্যর্থে-মতুপ্, মস্য ব। সকল প্রকার যত্নবিশিষ্ট, সকল প্রকার যত্নযুক্ত।

সর্ব্বযন্ত্রিন্ (ত্রি) সর্ব্বযজ্ঞকুশলী। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৪।৩।৯)

সর্ব্বযোনি (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং যোনিঃ। ১ সকলের যোনি, সকলের কারণ। ২ সকল প্রকার যোনি।

সর্ব্বরক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বস্য রক্ষণং। সকলের রক্ষণ, সকলের রক্ষাকরণ। (ত্রি) ২ সকলের রক্ষক, সর্ব্বরক্ষাকর।

সর্ব্বরক্ষণকবচ (ক্লী) সর্ব্বরক্ষণং সর্ব্বরক্ষাকরং কবচং। সর্ব্বরক্ষাকর কবচবিশেষ। এই কবচ ধারণ করিলে সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণের জন্মখণ্ডে এই কবচের বিষয় ও ইহার বিশেষ বিধান লিখিত হইয়াছে। ভূর্জ্জপত্রে এই কবচ গোরোচনা ও কুঙ্কুমদ্বারা লিখিয়া তৎপরে কবচ-সংস্কারের বিধানানুসারে সংস্কার করিয়া হস্তে বা কণ্ঠে ধারণ করিলে সকল বিপদ্ দূর হইয়া সকল প্রকার শুভ হইয়া থাকে। কবচের লেখ্য শ্লোকগুলি বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে লিখিত হইল না।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজন্মখ° ১২অ°)

সর্ব্বরত্ন (ক্লী) সকল প্রকার রত্ন।

সর্ব্বরত্নক (পুং) জৈনদিগের রত্নাধীশ্বর দেবতাভেদ।

সর্ব্বরত্নময় (ত্রি) সর্ব্বরত্ন স্বরূপে ময়ট্। সর্ব্বরত্নস্বরূপ, সকল প্রকার রত্নদ্বারা নির্ম্মিত।

সর্ব্বরথ (ক্লী) সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত রথ। "সর্ব্বরথা শতক্রতো নি যাহি" (ঋক্ ৫।৩৫।৫) 'সর্ব্বরথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্তেন রথেন' (সায়ণ)

সর্ব্বরস (পুং) সর্ব্বো রসো যত্র। ১ সুরি, পণ্ডিত। (শব্দ রত্নাবলী) ২ ধূনক। (অমর) ৩ বাদ্যভাণ্ড, বীণাভেদ, (মেদিনী) ৪ লবণরস। (হেম) ৫ মধুরাদি সকল রস। (ত্রি) ৬ সর্ব্বরসবিশিষ্ট। (ছান্দোগ্য° উপ° ৩।১৪।২) উপনিষদে ব্রহ্ম সর্ব্বরস বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

সর্ব্বরসোত্তম সর্ব্বরসেষু উত্তমঃ। লবণরস। (হেম)

সর্ব্বরাজ্ (পুং) সর্ব্বেষু রাজতে রাজ-ক্বিপ্। সকল বিষয়ে যিনি শোভিত হন। (শুক্লযজুঃ° ৫।২৫)

সর্ব্বরাজেন্দ্র (পুং) সর্ব্বরাজেষু ইন্দ্রঃ। সকল রাজশ্রেষ্ঠ, প্রধান নরপতি।

সর্ব্বরাত্র (পুং) সর্ব্বা রাত্রিঃ (অহঃ সর্ব্বৈকদেশসংখ্যাত পুণ্যাচ্চ রাত্রেঃ। পা ৫।৪।৮৭) ইতি অচ্ সমাসান্তঃ ইকার-লোপঃ। সমস্তরজনী।

সর্ব্বরী (স্ত্রী) শর্ব্বরী, রাত্রি। এই শব্দ তালব্য শাদি দেখিতে পাওয়া যায়। (ধরণি)

সর্ব্বরুতকৌশল্য (ক্লী) সমাধিভেদ।

সর্ব্বরুতসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শব্দের 'সর্ব্বরুত-সংগ্রহণীলিপি' পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বরূপ (ক্লী) ১ সকল প্রকার রূপ। (ত্রি) ২ সকল রূপ বিশিষ্ট। সকলই যাহার রূপ। ৩ ব্রহ্ম।

সর্ব্বরূপিন্ (ত্রি) সর্ব্বরূপ অস্ত্যর্থে ইনি। সকল রূপবিশিষ্ট।

সর্ব্বরোগ (পুং) সর্ব্বঃ রোগঃ। সকল প্রকার রোগ, সকল প্রকার পীড়া। বৈদ্যকে লিখিতে আছে যে, কুপিত মলই সকল রোগের কারণ, মল শব্দে বায়ু, পিত্ত ও কফ বুঝায়। বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়াই রোগোৎপাদন করে।
"সর্ব্বেষামেব রোগাণাং নিদানং কুপিতা মলাঃ।" (বৈদ্যক)
মল শব্দে বিষ্ঠাকেও বুঝায়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইলে সকল রোগই হইতে পারে।

সর্ব্বরোহিত (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে রক্তবর্ণমণ্ডিত।
(শতপথব্রা° ৩।২।৪।২৩)

সর্ব্বর্ত্তু (পুং) সর্ব্বঃ ঋতুঃ। সকল ঋতু, গ্রীষ্ম প্রভৃতি ষড়্ঋতু।

সর্ব্বর্ত্তুক (ত্রি) সকল ঋতুতে উৎপন্ন পুষ্প মাল্য ও ফলাদি দ্বারা শোভিত।
"তস্য মধ্যে সুপর্য্যাপ্তং কারয়েদ্ গৃহমাত্মনঃ।
গুপ্তং সর্ব্বর্ত্তুকং শুভ্রং জলবৃক্ষসমন্বিতং॥" (মনু ৭।৭৬)
'সর্ব্বর্ত্তুকং সর্ব্বর্ত্তুমাল্যফলৈঃ শোভিতং' (মেধাতিথি)

সর্ব্বর্ত্তুপরিবর্ত্ত (পুং) সর্ব্বর্ত্তূনাং পরিবর্ত্তো যত্র। বৎসর, বৎসরে ৬টী ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়। (জটাধর)

সর্ব্বর্ত্তুফল (ক্লী) সর্ব্বর্ত্তুজাতং ফলং। সকল ঋতুজাত ফল।
"সর্ব্বর্ত্তুকুসুমাকীর্ণৈ সর্ব্বর্ত্তুফলশোভিতে।" (শিবরাত্রি ব্রতকথা)

সর্ব্বলক্ষণ (ক্লী) সর্ব্বং লক্ষণং। সকল প্রকার লক্ষণ, সকল প্রকার চিহ্ন।

সর্ব্বলঘু (ত্রি) যাহার সকলই লঘু।

সর্ব্বলবণ (ক্লী) ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বলা (স্ত্রী) সর্ব্বং লাতীতি লা-ক, টাপ্। তোমর। (অমর)

সর্ব্বলিঙ্গিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং লিঙ্গং চিহ্নমস্ত্যস্যেতি ইনি। ১ পাষণ্ড। (অমর) ভরত লিখিয়াছেন যে, বেদবিরুদ্ধাচার সর্ব্ববর্ণ-চিহ্নধারী বৌদ্ধ-ক্ষপণাদিকে সর্ব্ব-লিঙ্গী কহে। "বেদ-বিরুদ্ধাচারেষু সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারিষু বৌদ্ধক্ষপণকাদিষু, সর্ব্বেষাং বর্ণাশ্রমাণাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ লিঙ্গমস্ত্যেষামিতি"। (ভরত) পামর, ধূর্ত্ত; ইহারা সকল প্রকার বর্ণাশ্রমীর কিছু কিছু লিঙ্গ ধারণ করে। (ত্রি) ২ সকল প্রকার চিহ্ন-ধারী।

সর্ব্বলোক (পুং) সর্ব্বঃ লোকঃ। সমস্ত লোক, নিখিল জগৎ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড।

সর্ব্বলোকধাতূপদ্রবোদ্বেগপ্রত্যুত্তীর্ণ (পুং) বুদ্ধ।

সর্ব্বলোকপিতামহ (পুং) সর্ব্বলোকস্য পিতামহঃ। ব্রহ্মা। ব্রহ্মার আদেশে মনু এই জগৎ সৃষ্টি করেন, মনুর পিতা ব্রহ্মা, এই জন্য তিনি সকল লোকের পিতামহ নামে অভিহিত।
"তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥" (মনু ১।৯)

সর্ব্বলোকভয়াস্তম্ভিতত্ববিধ্বংসনকর (পুং) বুদ্ধভেদ।

সর্ব্বলোকময় (ত্রি) সর্ব্বলোকস্বরূপে ময়ট্। সকল লোকস্বরূপ।

সর্ব্বলোকান্তরাত্মন্ (পুং) সর্ব্বলোকান্তরব্যাপী আত্মাবিশিষ্ট, বিষ্ণু। (ভারত ১৩ প°)

সর্ব্বলোকিন্ (ত্রি) সর্ব্বলোক অস্ত্যর্থে ইনি। সর্ব্বলোক-বিশিষ্ট, সকল লোকযুক্ত।

সর্ব্বলোকেশ (পুং) সর্ব্বলোকানামীশঃ। সকল লোকের অধি-পতি, শ্রীকৃষ্ণ।

সর্ব্বলোকেশ্বর (পুং) সর্ব্বলোকস্য ঈশ্বরঃ। ১ ব্রহ্মা। ২ কৃষ্ণ। ৩ সকল লোকের অধিপতি।

সর্ব্বলোহ (পুং) সর্ব্বো লোহো যস্য। ১ লৌহময় বাণ। ২ সকল ধাতু।

সর্ব্বলোহিত (ত্রি) সর্ব্বরোহিত। (রামা° ৪।৬।১৭)

সর্ব্বলৌহ (ক্লী) তাম্র। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্ববর্ণ (ক্লী) সকল প্রকার বর্ণ, ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকল।

সর্ব্ববর্ণিকা (স্ত্রী) সর্ব্বং বর্ণয়তীতি বর্ণ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। গান্ধারীবৃক্ষ। (জটাধর)

সর্ব্ববর্ম্মন্ (পুং) কাতন্ত্রসূত্রপ্রণেতা বৈয়াকরণভেদ।
[শর্ব্ব বর্ম্মন্ দেখ।]

সর্ব্ববল্লভা (স্ত্রী) সর্ব্বেষাং বল্লভা। অসতী নারী, ইহারা সকলেরই প্রিয়া। (ধরণি) (ত্রি) সকলের প্রিয়।

সর্ব্ববাঙ্নিধন (পুং) একাহভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৪।১০।৪)

সর্ব্ববাঙ্ময় (ত্রি) সকল বাক্যস্বরূপ, প্রণব, সকল বাক্যের বীজভূত।
"এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ।
দেবোনারায়ণোনান্য একোঽগ্নির্ব্বর্ণ এব চ॥" (ভাগ° ৯।১৪।৪৮)
'সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ প্রণবঃ এক এব বেদঃ।'

সর্ব্ববাদিন্ (ত্রি) সর্ব্বাং বদতি বদ-ণিনি। ১ সকল বাদী, যিনি সকল বলেন। (পুং) ২ শিব। (ভারত অনুশা°)

সর্ব্ববিক্রয়িন্ (ত্রি) সর্ব্ববিক্রয় অস্ত্যর্থে-ইনি। সকল বস্তু-বিক্রয়কারী, নিষিদ্ধ বস্তুবিক্রয়কারী। লবণ, দুগ্ধ প্রভৃতি দ্রব্য বিক্রয় করিতে শাস্ত্রে নিষেধ আছে, এই সকল নিষিদ্ধ দ্রব্য যাহারা বিক্রয় করেন, তাহাদিগকে সর্ব্ববিক্রয়ী কহে।
"নাবস্থিতস্ত্রিবেদোঽপি সর্ব্বাশী সর্ব্ববিক্রয়ী।" (মনু ২।১১৮)

সর্ব্ববিজ্ঞানিন্ (ত্রি) সর্ব্ববিজ্ঞান অস্ত্যর্থে ইনি। সকল বিজ্ঞানবিশিষ্ট, যিনি সকল বিজ্ঞান অবগত আছেন।

সর্ব্ববিৎ (পুং) সর্ব্বং বেত্তীতি বিদ-ক্বিপ্। পরমেশ্বর, পরব্রহ্ম।
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিচ্চ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতৎ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে॥"(মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।১।৯)
(ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববিত্ত্ব (ক্লী) সর্ব্ববিদো ভাবঃ ত্ব। সর্ব্ববিদের ভাব বা ধর্ম্ম, সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সর্ব্ববিদ্য (ত্রি) সর্ব্বা বিদ্যা যস্য। সকল বিদ্যাবিশিষ্ট, সকল বিষয়ে বিদ্বান্।

সর্ব্ববিদ্যা (স্ত্রী) সর্ব্বা বিদ্যা। সকল বিদ্যা, সকল প্রকার বিদ্যা।

সর্ব্ববিদ্যাময় (পুং) সর্ব্ববিদ্যা স্বরূপে ময়ট্। সকল বিদ্যাস্বরূপ।

সর্ব্ববিদ্যালঙ্কার, সংক্ষিপ্তসারকারকটিপ্পনীপ্রণেতা। ইনি গয়-ঘট্টবংশীয় ছিলেন।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য (পুং) পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্ববিশ্ব (ক্লী) সকল বিশ্ব, সমুদয় জগৎ।

সর্ব্ববীর (ত্রি) সকল পুত্রাদির সহিত যুক্ত।
"ক্ষয়াম সর্ব্ববীরয়া বিশা" (ঋক্ ১।১১১।২)
'সর্ব্ববীরয়া সর্ব্বৈঃ বীরৈঃ পুত্রাদিভিরুপেতয়া' (সায়ণ)

সর্ব্ববীরজিৎ (ত্রি) সকল বীরপুরুষ জয়কারী।

সর্ব্ববেত্তৃ (পুং) সর্ব্ব-বিদ-তৃণ্। সর্ব্ববিদ্, সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদ (পুং) সর্ব্বান্ বেদানধীতে ইতি (ক্রতুকথাদিভ্যা-

স্থাঃ চক্। (পা ৪।২।৬০) ইতি ঢক্, সর্ব্বাদেঃ সাদেশ্চ লুক্-বক্তব্যঃ। ইতি লুক্। সর্ব্ববেদাধ্যেতা ব্রাহ্মণ। (ত্রি) ২ সর্ব্বজ্ঞ।

সর্ব্ববেদত্রিরাত্র (পুং) অহীনযাগভেদ। (শাঙ্খ° শ্রৌ° ১৬।২২।২৯)

সর্ব্ববেদময় (ত্রি) সর্ব্বং বেদ স্বরূপে ময়ট্। সকল বেদ-স্বরূপ। প্রণব সকল বেদস্বরূপ। (ভাগবত ৭।১১।৭)

সর্ব্ববেদস্ (পুং) সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি ঋত্বিগ্‌ভ্যঃ ইতি বিদ-ণিচ্-অসুন্। সর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিন্নামক যজ্ঞকারী, যিনি সর্ব্বস্বদক্ষিণাযুক্ত বিশ্বজিৎ নামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহাকে সর্ব্ববেদস্ কহে। (অমর) ভরত এই শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—"সর্ব্বস্বং দক্ষিণা যত্র স সর্ব্বস্বদক্ষিণো বিশ্বজিন্নাম যাগঃ স যেনেষ্টঃ সম্পাদিতঃ স সর্ব্ববেদা উচ্যতে" (ভরত)

সর্ব্ববেদস (পুং) কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ। (মনু ১১।১)

সর্ব্ববেদসিন্ (ত্রি) সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানরূপ যজ্ঞকারী।

সর্ব্ববেদাত্মন্ (পুং) সর্ব্ববেদস্বরূপ।

সর্ব্ববেদিন্ (ত্রি) সর্ব্ববেদ-ইনি। সর্ব্ববেদবিশিষ্ট। সর্ব্বং বেত্তি-বিদ-ণিনি। যিনি সকল জানেন। (পুং) ৩ শিব। (ভারত অনুশাসনপ°) সর্ব্ববাদিন্ পাঠান্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্ববেশিন্ (পুং) সর্ব্বেষাং বেশোঽস্ত্যস্তীতি ইনি। ১ নট। (হেম) (ত্রি) ২ সকল বেশধারী, যিনি সকল প্রকার বেশ ধারণ করেন।

সর্ব্ববৈনাশিক (ত্রি) বৈনাশিক। [বৈনাশিক দেখ।]

সর্ব্বব্যাপিন্ (ত্রি) সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি সর্ব্বং-বি-আপ-ণিনি। যিনি সকল স্থল ব্যাপিয়া আছেন।

সর্ব্বব্রত (ক্লী) ১ সকল ব্রত। ২ সকল ব্রতবিশিষ্ট, যে ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল ব্রতের ফল হয়।

"অয়ং বৈ সর্ব্বযজ্ঞাখ্যঃ সর্ব্বব্রতমিতি স্মৃতং।" (ভাগ° ৮।১৬।৬০)

সর্ব্বশস্ (অব্য°) সর্ব্ব-শস্। সকলপ্রকারে, সাধারণরূপে।

সর্ব্বশাকুন (ক্লী) সকল প্রকার শাকুন-শাস্ত্র। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে যে, বরাহ-মিহির শিষ্যগণের প্রীতিসম্পাদনের জন্য সর্ব্বশাকুনসংগ্রহ প্রণয়ন করেন। যত প্রকার শাকুন-ফল শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, সংক্ষিপ্তভাবে তাহা ইহাতে সন্নিবেশিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ৮৬।৪)

সকলশান্তি (স্ত্রী) সকল প্রকার শান্তি।

সকলশান্তিকৃৎ (ত্রি) সকলশান্তিং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। শকুন্তলাপুত্র ভরতরাজ। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সকল শমকারক, যিনি সকল প্রকার শান্তি করেন।

সর্ব্বশাস (ত্রি) সর্ব্বং শাস্তি শাস্-অচ্। সকলের শাসক, যিনি সকলকে শাসন করেন। "সর্ব্বশাসৈরভিশ্রুতিঃ" (ঋক্ ৫।৪৪।৪) 'সর্ব্বশাসৈঃ সর্ব্বশাসকৈঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বশাস্ত্র (ক্লী) সকল প্রকার শাস্ত্র।

সর্ব্বশাস্ত্রময় (ত্রি) সর্ব্বশাস্ত্র স্বরূপে ময়ট্। সকল শাস্ত্রস্বরূপ।

সর্ব্বশুচি (পুং) অগ্নি, যিনি সকলকে শুচি অর্থাৎ পবিত্র করেন। ২ সকলই পবিত্র।

সর্ব্বশুক্লবাল (ত্রি) সকল শুভ্রকেশ, সকল শুভ্রবর্ণ কেশ-যুক্ত। (শুক্লযজু° ২৪।৩)

সর্ব্বশূন্য (ত্রি) আকাশ, যাহার সকলই শূন্য। সকল শূন্য।

"লগ্নস্ত দশমে শূন্যে রবেরেকাদশে তথা।
চন্দ্রস্য চাষ্টমে শূন্যে সর্ব্বশূন্যং দরিদ্রতা॥" (জ্যোতিষস°)

যে ব্যক্তির লগ্নের দশম শূন্য, অর্থাৎ কোন গ্রহ না থাকে, এইরূপ রবির একাদশ এবং চন্দ্রের অষ্টম হইলে সর্ব্বশূন্য হয়। এই গুলি প্রধান দারিদ্র্য যোগ।

সর্ব্বশূন্যতা (স্ত্রী) সর্ব্বশূন্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সকল শূন্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সকলই শূন্যময়।

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ (ত্রি) সর্ব্বেষু শ্রেষ্ঠঃ। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সকলের প্রধান।

সর্ব্বশ্বেত (ত্রি) সকল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশ্বেতা = সর্পপিকানামক প্রাণহর কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮অ°)

সর্ব্বসংসর্গলবণ (ক্লী) সর্ব্বসংসর্গেণ জাতং লবণং। ঔষর লবণ। (রাজনি°)

সর্ব্বসংস্থ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে সংস্থা স্থিতির্যস্য। সকল বিষয়ে স্থিতিযুক্ত, যিনি সকল বিষয়ে স্থিতি করেন।

সর্ব্বসংহার (পুং) সর্ব্বস্য সংহারঃ। সকলের সংহার, সকলের নাশ।

সর্ব্বসঙ্গত (পুং) সর্ব্বং সঙ্গতমস্যেতি। ষষ্টিকাধান্য। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ সঙ্গতিযুক্ত। সর্ব্বত্রোচিত।

সর্ব্বসত্ত্বপাপজহন (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বপ্রিয়দর্শন (পুং) ১ বুদ্ধ। ২ বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বসত্ত্বোজোহারী (স্ত্রী) রাক্ষসী, ইহারা সকল প্রাণীর বল হরণ করে, এইজন্য ইহাদের এই নাম হইয়াছে।

সর্ব্বসত্য (ত্রি) প্রকৃত, যথার্থ।

সর্ব্বসন্নহন (ক্লী) সমুদয় সৈন্য সমবেত ও সজ্জিত করা।

সর্ব্বসন্নহনার্থক (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নহনস্য অর্থো যত্র। চতুরঙ্গসৈন্য সন্নাহ। পর্য্যায়—সর্ব্বাভিসার, সর্ব্বৌঘ, সমুদয় সৈন্য একত্র ও সজ্জিত করা। (অমর)

সর্ব্বসন্নাহ (পুং) সর্ব্বেষাং সন্নাহো যত্র। ১ সর্ব্বাত্মা। (হলায়ুধ) ২ সর্ব্বসন্নহন।

সর্ব্বসমতা (স্ত্রী) সকলের প্রতি সমান জ্ঞান বা ব্যবহার, সমুদায়ের ঐকামত্য।

"স সর্ব্বসমতামেত্য ব্রহ্মাভ্যেতি পরং পদং।" (মনু ১২।১২৫)

সর্ব্বসমৃদ্ধ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ সমৃদ্ধঃ। সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ। সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্ন (ত্রি) সর্ব্বসমৃদ্ধ, সকল বিষয়ে সম্পন্ন।

সর্ব্বসম্পন্নশস্যা (স্ত্রী) বসুমতী, পৃথিবী।

সর্ব্বসম্ভব (পুং) সর্ব্ববিষয়ের প্রস্রবণ স্বরূপ। যাঁহা হইতে সকল বিষয় উৎপন্ন। (মার্ক° পু° ৪৭।৮)

সর্ব্বসর (পুং) মুখরোগবিশেষ।

"স্ফোটৈঃ সতোদৈর্ব্বদনং সমন্তাদ্
যস্যাচিতং সর্ব্বসরঃ স বাতাৎ।" (ভাবপ্র° মুখরোগাধি°)

বাত, পিত্ত ও কফভেদে ইহা তিন প্রকার। বাতজন্য সর্ব্বসররোগে মুখের জিহ্বাদি সপ্তাবয়ব ব্যাপিয়া সূচিবিদ্ধবৎ বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হয়। পিত্তজন্য হইলে এই রোগে রক্ত বা পীতবর্ণ এবং দাহযুক্ত অল্প স্ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। কফজ সর্ব্বসররোগে শরীরের সমান বর্ণবিশিষ্ট কণ্ডু ও সূক্ষ্ম বেদনাযুক্ত স্ফোটক উৎপন্ন হইতে দেখা যায়।

চিকিৎসা—বাতজ সর্ব্বসররোগে বাতঘ্ন চূর্ণ ও সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ এবং বাতঘ্ন ঔষধ দ্বারা তৈল পাক করিয়া কবল ও নস্য প্রয়োগ করিলে উপকার দর্শে। পিত্তজন্য সর্ব্বসররোগে বিরেচনাদি দ্বারা কায়শোধন করিয়া সকল প্রকার পিত্তনাশক ক্রিয়া এবং মধুর ও শীতল দ্রব্য প্রয়োগ করিবে। কফজন্য সর্ব্বসররোগে কফঘ্ন প্রতিসারণ, গণ্ডূষ, ধূম ও সংশোধন ক্রমান্বয়ে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। (ভাবপ্র° মুখরোগা°)

[মুখরোগ শব্দ দেখ]

সর্ব্বশস্য (ত্রি) সকল প্রকার শস্যযুক্ত। (হেম)

স্ত্রিয়াং টাপ্। সর্ব্বশস্যা = ধান্যাদি শস্যবিশিষ্টা। বসুন্ধরা।

সর্ব্বসহ (পুং) সর্ব্বং সহতে ইতি সহ-অচ্। ১গুগ্‌গুলু। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সকল সহিষ্ণু। সর্ব্বং সহ-স্ত্রিয়াং টাপ্। পুরাণবর্ণিত ঈপ্সিতপ্রদ গাভীভেদ। (ভারত ১৩প°)

সর্ব্বসাক্ষিন্ (পুং) সকলের সাক্ষি-স্বরূপ। ব্রহ্ম।

সর্ব্বসাদ (ত্রি) সর্ব্বং সীদতি লীয়তেঽস্মিন্, সদ-অণ্। যাহাতে সকল লীন হয়।

সর্ব্বসাধন (ক্লী) সর্ব্বং সাধ্যতেঽনেন সাধ-ল্যুট্। স্বর্ণ, যাহা দ্বারা সকল কার্য্য সাধিত হয়। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বসাধারণ (ত্রি) সকল এবং সাধারণ।

সর্ব্বসামান্য (ত্রি) সর্ব্বসাধারণ।

সর্ব্বসার (ক্লী) সকল বিষয়ের সার।

সর্ব্বসারঙ্গ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

সর্ব্বসারসংগ্রহণীলিপি (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

সর্ব্বসারোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বসাহ (ত্রি) সর্ব্বং সহতে সহ-ণ্বি। সকল সহনকারী, যিনি সকল সহ্য করিতে পারেন, সর্ব্বংসহ।

সর্ব্বসিদ্ধা (স্ত্রী) শুক্লপক্ষের চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী রজনী।

সর্ব্বসিদ্ধার্থ (ত্রি) সর্ব্বসিদ্ধিঃ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য। সর্ব্বসিদ্ধকাম্যফল, যাহার সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে।

"অরোগাঃ সর্ব্বসিদ্ধার্থাশ্চতুর্ব্বর্ষশতায়ুষঃ।" (মনু ১।৮৩)

সর্ব্বসিদ্ধি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১১১ বর্গমাইল। খেলমঞ্চিলিনগর এখানকার বিচারসদর।

সর্ব্বসিদ্ধি (পুং) সর্ব্বেষাং সিদ্ধিরস্মাৎ। ১ শ্রীফল। (শব্দচ°) ২ সকল সাধন।

সর্ব্বসুখদুঃখনিরভিনন্দিন্ (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বসুরভি (পুং) সম্যক্ সুরভি।

সর্ব্বসূক্ষ্ম (পুং) কৃষ্ণ। (ভারত ১২ প°)

সর্ব্বসেন (পুং) সর্ব্বা সেনা যস্য, বহুব্রীহৌ পূর্ব্বপদ-প্রকৃতিস্বরত্বং। কৃৎস্নসেনাযুক্ত, সমগ্র সেনাবিশিষ্ট।

'নি সর্ব্বসেন ইষুধীন্' (ঋক্ ১।৩৩।৩)

'স সর্ব্বসেনঃ কৃৎস্নসেনাযুক্তঃ' (সায়ণ)

সর্ব্বসেন, যশোধরচরিত ও হরিবিজয়কাব্য প্রণেতা। ধ্বন্যালোকে আনন্দবর্দ্ধন ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সর্ব্বসৌবর্ণ (ত্রি) সুবর্ণময়। (পা ৬।২।৯৩)

সর্ব্বস্তোম (পুং) একাহভেদ। (কাত্যা° শ্রৌ° ২০।৮।১৩) (ত্রি) সমগ্রস্তোমমন্ত্রবিশিষ্ট।

সর্ব্বস্থানগবাট (পুং) যক্ষবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৬৬।৬৬)

সর্ব্বস্ব (ক্লী) সর্ব্বং স্বং। সমুদয় ধন, সকল অর্থ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, দীক্ষাগ্রহণের পর গুরুকে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিতে হয়, তাহাতে অসমর্থ হইলে তদর্দ্ধ, বা তাহার অর্দ্ধ পরিমাণ প্রদান করিবে।

"গুরবে দক্ষিণাং দদ্যাৎ প্রত্যক্ষায় শিবাত্মনে।
সর্ব্বস্বং বা তদর্দ্ধং বা তদর্দ্ধং বা তদাজ্ঞয়া॥" (তন্ত্রসার)

সর্ব্বস্বরিত (ত্রি) স্বরিত পাঠের যুক্ত। (বাজসনেয় প্রাতি° ১।১)

সর্ব্বস্বর্ণময় (ত্রি) সম্পূর্ণরূপে স্বর্ণমণ্ডিত।

সর্ব্বস্বার (পুং) একাহভেদ।

সর্ব্বস্বিন্ (পুং) বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এই

জাতির বিষয় লিখিত আছে। গোপজাতীয় কন্যাতে নাপিতের ঔরসে এই সঙ্করজাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈ° ব্রহ্মখ° ১০অ°)
(ত্রি) ২ সকল ধনবিশিষ্ট, সকল ধনযুক্ত।

সর্ব্বহত্যা (স্ত্রী) সকলের নাশ।

সর্ব্বহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ্, হরঃ, সর্ব্বস্য হরঃ। ১ সকল নাশকারী, সকল হরণকারী। ২ যম।

সর্ব্বহরণ (ক্লী) সর্ব্বস্য হরণং। সকল হরণ, সকল নাশ।

সর্ব্বহরি (পুং) হরিমন্ত্রময় সূক্ত। (ঋক্ ১০।৯৬।১-৩)

সর্ব্বহর্ষকর (ত্রি) সকল আনন্দদায়ক।

সর্ব্বহায়স (ত্রি) বহুবলযুক্ত। (অথর্ব্ব ৮।২।৭)

সর্ব্বহার (পুং) সর্ব্বস্য হারঃ হরণং। সকল হর।
"তানি নির্হরতো লোভাৎ সর্ব্বহারং হরেন্নৃপঃ।" (মনু ৮।৩৯৯)

সর্ব্বহারিন্ (ত্রি) সর্ব্বং হরতি হৃ-ণিনি। সকল হরণকারী, কাল সকল বস্তুকে হরণ করে।

সর্ব্বহিত (ক্লী) সর্ব্বস্মিন্ হিতং। ১ মরিচ। (রাজনি°)
(ত্রি) ২ সকল হিতকারক।

সর্ব্বহুৎ (ত্রি) সর্ব্বাত্মক পুরুষ যে যজ্ঞে হুত হন, তাহাকে সর্ব্বহুৎ কহে।
"সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যং" (ঋক্ ১০।৯০।৮)
'সর্ব্বহুৎ সর্ব্বাত্মকঃ পুরুষো যস্মিন্ যজ্ঞে হূয়তে সোঽয়ং সর্ব্বহুৎ' (সায়ণ)

সর্ব্বহুত (ত্রি) যজ্ঞ। (অথর্ব্ব° ১৮।৪।১৩)

সর্ব্বহুতি (স্ত্রী) যজ্ঞ। যাহাতে নানা দ্রব্য আহুতি দেওয়া হয়।

সর্ব্বহৃদ্ (ত্রি) অবিকল হৃদয়বিশিষ্ট, বা সকল ঋত্বিক্‌দিগের হৃদয়। "সর্ব্বহৃদা দেবকাময় সুনোতি" (ঋক্ ১০।১৬০।৩)
'সর্ব্বহৃদা সর্ব্বমবিকলং হৃদয়ং যস্য যদ্বা সর্ব্বেষামৃত্বিজাং হৃদয়েন, সামর্থ্যাৎ মন্ত্রার্থো লক্ষ্যতে, হৃদয়বতা মনসা' (সায়ণ)

সর্ব্বহোম (পুং) যজ্ঞে সকল দ্রব্যের হোম।
(কাত্যা° শ্রৌ° ৬।১০।২৯)

সর্ব্বাকরপ্রভাকর (পুং) সমাধিভেদ। (বৃহৎপত্তিবাদ)

সর্ব্বাকর-বরোপেত (পুং) সমাধিভেদ।

সর্ব্বাক্ষ (পুং) ১ রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ব্বাক্ষিরোগ (পুং) সর্ব্ব নেত্রগতরোগ। সমস্ত নেত্র ব্যাপিয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইহাকে সর্ব্বাক্ষিরোগ কহে। এই রোগ ষোড়শ প্রকার। বাতাভিষ্যন্দ, অধিমন্থ, হতাধিমন্থ, অন্যতোবাত, জিহ্মনেত্র, পিত্তাভিষ্যন্দ, রক্তাভিষ্যন্দ, শুষ্কাক্ষিপাক, সশোফাক্ষিপাক, অক্ষিপাকাত্যয়, অম্লোষিত, সন্নিপাতাভিষ্যন্দ, বাতপিত্তাভিষ্যন্দ, বাতকফাভিষ্যন্দ ও পিত্ত-শ্লেষ্মাভিষ্যন্দ এই ষোড়শ প্রকার সর্ব্বাক্ষিরোগ। ইহাদের লক্ষণ ও চিকিৎসাদির বিষয় সুশ্রুত, ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [চক্ষুরোগ, নেত্ররোগ ও তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সর্ব্বাখ্য (পুং) পারদ। (রসকৌ°)

সর্ব্বাগমোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্‌ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বাগ্নেয় (ত্রি) সকল অগ্নিসম্বন্ধীয়। (শাঙ্খা° শ্রৌ° ১৪।৪।৬)

সর্ব্বাঙ্গ (ক্লী) সর্ব্বং অঙ্গং। ১ সকল অবয়ব। (পুং) ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৩৫)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ অঙ্গে সুন্দরঃ। যাহার সকল অঙ্গ সুন্দর, মনোরম।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দররস (পুং) কাসাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, সোহাগার খই ২ তোলা (এই খই উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া ছাকিয়া লইবে), মুক্তা, প্রবাল, ও শঙ্খ প্রত্যেকে ২ তোলা, স্বর্ণ ।৹ অর্দ্ধতোলা, এই সকল দ্রব্য নিম ছালের রসে মাড়িয়া গোলাকার করিয়া পশ্চাৎ তীব্র অগ্নিতে বদ্ধ মূষায় গজপুটে পাক করিবে। পাক শীতল হইলে তুলিয়া লইবে, তৎপরে লৌহ অর্দ্ধতোলা ও হিঙ্গুল ।৹ আনা পরিমাণ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িবে। ইহার মাত্রা ২ রতি, অনুপান পিপ্পলচূর্ণ ও মধু।

এই ঔষধ শুভদিনে মহাদেব প্রভৃতি পূজা করিয়া সেবন করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার কাসরোগ আশু প্রশমিত হয়। বিশেষতঃ ক্ষয় ও রাজযক্ষ্মরোগে ইহা বিশেষ উপকারী। বাতপিত্তজ্বর, ঘোর সন্নিপাতজ্বর, অর্শ, গ্রহণী, গুল্ম, মেহ ও ভগন্দর প্রভৃতি রোগেও ইহা বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° কাসাধি°)

অন্য—সমানাংশ পারদ ও গন্ধক হাতিশুঁড়ার রস ও ভূম্যামলকীর রসে ৭ দিন মাড়িয়া মূষা বদ্ধ করিয়া বালুকাযন্ত্রে মৃদু সন্তাপে দিবারাত্র পাক করিবে। শীতল হইলে ইহা গ্রহণ করিবে। ইহা এক রতি পরিমাণে পানের রসের সহিত সেবনীয়। ইহা সেবনে ক্ষুধাবোধ ও সমুদয় উদররোগনাশ হয়। ইহা বলকর ও হৃদ্য। রসচন্দ্রিকাকার এই সর্ব্বাঙ্গসুন্দররসকে পীতভস্মনামে আখ্যা দিয়াছেন। (রসেন্দ্রসারস° জারণমরণাদি°)

অন্যবিধ—শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, তাম্র, মনঃশিলা, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, বঙ্গ, স্বর্ণ, রঙ্গ, লৌহ, অভ্র, শুণ্ঠী, পঞ্চলবণ, গন্ধক, সমভাগ শুঁঠ, জয়ন্তী, ভাঙ্গ, জলপিপ্পলী, ধুতুর, ইহাদের প্রত্যেকের রসে এক একবার ভাবনা দিয়া একমাষা পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এরণ্ডমূলের রস ও শুণ্ঠীচূর্ণ, অনুপানে

সেবন করিলে কফবাতরোগ এবং শুঁঠ, পিপুল, সৌবর্চ্চল-লবণ, হিঙ্গু, করঞ্জবীজ ও উষ্ণজল অনুপানে সেবন করিলে সকল শূলরোগ আশু প্রশমিত হয়। (রসেন্দ্রসারস° শূলরোগাধি°)

অন্যবিধ—বাতব্যাধি-রোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, অভ্র, তাম্র, লৌহ, হিঙ্গুল, গন্ধক, প্রত্যেকের দুইতোলা, সপ্তপর্ণ, আকন্দ, সীজ-দুগ্ধ, বাসক ও এরণ্ড-রসে ভাবনা দিয়া বিষমুষ্টি দুই তোলা মিশাইয়া বালুকা-যন্ত্রে দুই প্রহর পাক করিয়া পিপ্পলীচূর্ণ ও বিষ একভাগ মিশ্রিত করিয়া ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধসেবনে বাতব্যাধি ও শূলরোগ প্রশমিত হয়।

(রসেন্দ্রসারসংগ্রহ বাতব্যাধিরোগা°)

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর-মহাগন্ধক,—প্রস্তুতপ্রণালী পারদ, গন্ধক প্রত্যেকে দুই তোলায় কজ্জলী করিয়া জাতীফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, নিম্বপত্র, নিসিন্দাপত্র, এলাচবীজ, প্রত্যেকে দুই তোলা মিশ্রিত করিয়া ঝিনুকে পুরিয়া পুটপাকে পাক করিতে হইবে। মাত্রা ৬ রতি। ইহা যদি পুটপাক না করা হয়, তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কহে। বালকের পক্ষে ইহা মহৌষধ। এই ঔষধ দীপন এবং বল ও বর্ণ-প্রসাধন। এই ঔষধ জ্বর, গ্রহণী, প্রবাহিকা, সূতিকা, বক্তার্শ প্রভৃতি সর্ব্বব্যাধি-বিনাশক। এই ঔষধ বালকের পিশাচ, দানব ইত্যাদি বিঘ্ননাশক। (রসেন্দ্রসারস° গ্রহণী-রোগাধি°)

সর্ব্বাঙ্গিন্ (ত্রি) সর্ব্বাঙ্গং ব্যাপ্নোতি। পা ৫।২।৭) ইতি খ। সর্ব্বাবয়ব সম্বন্ধযুক্ত, সর্ব্বাবয়বব্যাপ্ত। (ভট্টি ৪।১০)

সর্ব্বাজীব (ত্রি) সমস্ত উপজীবিকাবিশিষ্ট।

সর্ব্বাণী (স্ত্রী) সর্ব্বস্য পত্নী সর্ব্ব-(ইন্দ্রবরুণভবসর্ব্বেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি ঙীষ্, আনুগাগমশ্চ। শর্ব্বাণী, দুর্গা। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি চরাচর বিশ্বস্থ সকলকে মোক্ষ প্রদান করেন, তাহাকে সর্ব্বাণী কহে।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৩ অ°)

সর্ব্বাতিথি (পুং) প্রত্যেক তিথি।

সর্ব্বাতিরথজিৎ (ত্রি) সর্ব্বাতিরথং জয়তি জি-কিপ্, তুক্ চ। সকল অতিরথদিগকে যিনি জয় করেন। (ভাগবত ৯।২২।৩৩)

সর্ব্বাতিসারিন্ (ত্রি) সকল প্রকার অতিসারযুক্ত।

সর্ব্বাত্মক (পুং) সর্ব্ব আত্মা যস্য। সর্ব্বাত্মন্, সর্ব্বস্বরূপ।

সর্ব্বাত্মদৃশ্ (ত্রি) সর্ব্বাত্মদৃশ-কিপ্। সর্ব্বদ্রষ্টা, সকল অবলোকনকারী।

সর্ব্বাধার (পুং) সকলের আধার।

সর্ব্বাধিকার (পুং) সকলের অধিকার।

সর্ব্বাধিকারিন্ (ত্রি) সকল অধিকারবিশিষ্ট।

সর্ব্বাধিপত্য (ক্লী) সকলের আধিপত্য, সকলের উপর প্রভুত্ব।

সর্ব্বাধ্যক্ষ (পুং) সকলের অধ্যক্ষ।

সর্ব্বান, (শরবাণ) যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উনাও জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। উনাও নগর হইতে ২৬ মাইল পূর্ব্বে ও পূর্ব্বা হইতে ৬ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৫৬´ পূঃ। এই গ্রামটী বহুপ্রাচীন। এখানকার প্রাচীন কীর্ত্তিস্বরূপ এখানে একটী শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এই নগরের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কিংবদন্তী আছে যে, অযোধ্যাপতি মহারাজ দশরথ এক সময়ে এই প্রদেশে মৃগয়া করিতে আইসেন। রজনী উপস্থিত হইলে তিনি সর্ব্বারা নামক স্থানে একটী দীর্ঘিকা তটে শিবির স্থাপন করেন। গভীর রাত্রে সেই স্থলে সর্ব্বান নামে এক বৈশ্য ঋষি আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি তাঁহার অন্ধ পিতামাতাকে লইয়া তীর্থপর্য্যটনে বহির্গত হইয়াছিলেন। পিপাসাতুর সর্ব্বান্ এখানে তাঁহার পিতামাতাকে স্বীয় স্কন্ধ হইতে ভূতলে রক্ষা করিয়া স্বয়ং জলপানার্থ পুষ্করিণীতে নামিলেন। জলের বুদ্‌বুদ্ শব্দে রাজা দশরথ মনে অনুমান করিলেন, বোধ হয় কোন বন্য জন্তু জলপানার্থ আসিয়াছে। তিনি সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া বাণত্যাগ করিলেন। বাণাঘাতে সর্ব্বান্ দেহত্যাগ করিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদে পিতামাতা পুত্রের সর্ব্বনাশ মনে করিয়া পুত্রঘাতীকে অভিশাপ প্রদান করিলেন এবং উভয়ে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগামী হইলেন।

সর্ব্বানের নামানুসারে এই স্থান পরে সর্ব্বান্ নামেই খ্যাত হয় এবং এখানে একটী নগরও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋষির অভিশপ্ত স্থান বলিয়া কোন ক্ষত্রিয়সন্তানই এই নগরে বাস করেন না, কারণ যেকেহ কোন সময়ে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছেন, তাহারই কোন না কোনরূপ অমঙ্গল ঘটিয়াছে। এখনও সর্ব্বান্ নগরে সেই দীর্ঘিকা বিদ্যমান আছে। তাহারই তটে একটী বৃক্ষমূলে সর্ব্বানের প্রস্তরপ্রতিমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। সর্ব্বান এখানে পিপাসাশান্তি না হইতেই নিহত হন। স্থানীয় লোকে সেই পিপাসাতুর ঋষির প্রেতের শান্তিকামনায় ঐ প্রস্তরমূর্ত্তির নাভিকুণ্ডে জল দিতে আসেন। আশ্চর্য্যের বিষয় নাভিকুণ্ডে যতই জল কেন দেওয়া হউক না, উহা অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া যায়।

সর্ব্বানন্দ (ত্রি) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে আনন্দ যস্য। ১ সকল বিষয়ে আনন্দযুক্ত, যাহার সকল বিষয়েই আনন্দ। (পুং) ২ সকল প্রকার আনন্দ।

সর্ব্বানন্দ, ১ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ২ ত্রিপুরাচন্দ্র-দীপিকাপ্রণেতা। ৩ ব্রহ্মামালাকাব্যরচয়িতা।

সর্ব্বানন্দকবি, সদুপহাররত্নাকরপ্রণেতা।

সর্ব্বানন্দনাথ, সর্ব্বোল্লাসতন্ত্ররচয়িতা।

সর্ব্বানন্দমিশ্র, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। ইঁহার বংশে সাংখ্যতত্ত্ববিলাসপ্রণেতা রঘুনাথ তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্য আবিভূত হন।

সর্ব্বানন্দ বন্দ্যঘটীয়, অমরকোষটীকাপ্রণেতা। রায়মুকুট ইঁহার মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

সর্ব্বানন্দীমেল, (দেশজ) রাঢ়ীয় শ্রেণী-কুলীনদিগের মেলভেদ। [মেল ও কুলীন শব্দ দেখ]

সর্ব্বানবদ্যাঙ্গ (ত্রি) সর্ব্বং অনবদ্যং অনিন্দিতং অঙ্গং যস্য। সকল অনিন্দিত অঙ্গসম্পন্ন, সকল সুন্দর অঙ্গযুক্ত।

সর্ব্বানুকারিণী (স্ত্রী) সর্ব্বমনুকরোতীতি কৃ-ণিনি-ঙীষ্। শালপর্ণী।

সর্ব্বানুক্রম[ণিকা] (পুং) বেদের অনুক্রমণিকা।

সর্ব্বানুদাত্ত (ত্রি) সকল অনুদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বানুভূ (ত্রি) সর্ব্ব-অনু-ভূ-কিপ্। সকল বিষয়ের অনুভবকারী।

সর্ব্বানুভূতি (স্ত্রী) সর্ব্বেষামনুভূতির্যত্র। শ্বেতত্রিবৃতা। (অমর) (পুং) ২ চতুর্বিংশতিভূতার্হদ্গণের অন্তর্গত অর্হদ্বিশেষ। (হেম)

সর্ব্বান্তক (ত্রি) সর্ব্বং অন্তয়তি অন্ত-ণ্বুল্। সকলের অন্তকারী, যিনি সকলকে নাশ করেন, যম।

সর্ব্বান্তকৃৎ (ত্রি) সর্ব্বান্তং করোতি কৃ-কিপ্, তুক্ চ। সকলের অন্তকারী, যম।

সর্ব্বান্তর (ত্রি) সকল অন্তরযুক্ত।

সর্ব্বান্তরস্থ (ত্রি) সকল অন্তরস্থিত।

সর্ব্বান্তরাত্মন্ (পুং) সকলের অন্তরাত্মা।

সর্ব্বান্তর্যামিন্ (পুং) সকলের অন্তর্যামী।

সর্ব্বান্নভক্ষক (ত্রি) ভক্ষয়তীতি ভক্ষ-ণ্বুল্, সর্ব্বেষামন্নং সর্ব্বান্নং তস্য ভক্ষকঃ। সকলান্নভোজী। পর্য্যায়—উদরপিশাচ, সর্ব্বান্নীন। (হেম) সর্ব্বান্ন ভক্ষণ করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। যিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন তাহার পাতিত্য জন্মে। [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

সর্ব্বান্নভোজিন্ (ত্রি) সর্ব্বেষাং চতুর্ণাং বর্ণানামেবান্নং ভুঙ্‌ক্তে ভুজ-ণিনি। সকলের অন্নভক্ষক, চতুর্ব্বর্ণের অন্নভোক্তা।

সর্ব্বান্নীন (ত্রি) সর্ব্বান্নানি ভক্ষয়তীতি সর্ব্বান্ন (অনুপদসর্ব্বান্নায়ানয়মিতি। পা ৫।২।৯) ইতি খ। সর্ব্বান্নভোজী, সকলের অন্নভক্ষক। (অমর)

সর্ব্বাপরত্ব (স্ত্রী) সর্ব্ব ও অপরের ভাব ও ধর্ম্ম।

সর্ব্বাপ্তি (স্ত্রী) সকল বিষয়ের প্রাপ্তি। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।৭)

সর্ব্বাভাব (পুং) সকল প্রকার অভাব। (মনু ৯।১৮৯)

সর্ব্বাভিভূ (পুং) ১ বুদ্ধ। (ললিতবি°) (ত্রি) সর্ব্বং অভিভবতি ভূ-কিপ্। ২ সকলের অভিভবকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধক (ত্রি) সকল বিষয়ে অভিসন্ধানকারী।

সর্ব্বাভিসন্ধিন্ (পুং) সর্ব্বস্মিন্ বিষয়ে অভিসন্ধ্যাহস্যাস্তীতি হান। বৈড়ালব্রতিক, ছদ্মতাপস, যাহারা ভিতরে বিষয়চিন্তা করিয়া বাহিরে তপস্বীর ভাণ করে। (ত্রিকা°) ২ সকলাভিসন্ধানবিশিষ্ট।

সর্ব্বাভিসার (পুং) সর্ব্বেষামভিসারো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসন্নাহ।

সর্ব্বায়স (ত্রি) সকল লৌহময়।

সর্ব্বার, রাজপুতনার কিষেণগঞ্জ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

সর্ব্বার্থ (পুং) ১ সকল অর্থ, সকল প্রয়োজন। (ত্রি) ২ সকল প্রয়োজনবিশিষ্ট।

সর্ব্বার্থচিন্তক (ত্রি) সর্ব্বার্থং চিন্তয়তি চিন্তি ণ্বুল্। যিনি সর্ব্বার্থ বিষয় চিন্তা করেন। রাজা প্রতিনগরে এক একজন সর্ব্বার্থচিন্তক ব্যক্তি নিয়োগ করিবেন।

"নগরে নগরে চৈকং কুর্য্যাৎ সর্ব্বার্থচিন্তকং।" (মনু ৭।১২১)

সর্ব্বার্থনামন্ (ত্রি) বোধিসত্ত্বভেদ।

সর্ব্বার্থসাধক (ত্রি) সর্ব্বান্ অর্থান্ সাধয়তীতি সাধি-ণ্বুল্। সকল প্রয়োজনকারী, সর্ব্বার্থসাধনকারী।

সর্ব্বার্থসাধিকা (স্ত্রী) সর্ব্বার্থ সাধি-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বং। দুর্গা। (চণ্ডী)

সর্ব্বার্থসিদ্ধ (পুং) শাক্যমুনি, বুদ্ধ। (অমর)

(ত্রি) ২ সকল প্রয়োজন সিদ্ধযুক্ত।

সর্ব্বার্থসিদ্ধি (পুং) ১ জৈনমতে দেবগণভেদ। (স্ত্রী) ২ সকল অর্থসিদ্ধি।

সর্ব্বার্থানুসাধিনী (স্ত্রী) সর্ব্বানর্থান্ অনুসাধয়তীতি অনু-সাধি-ণিনি ঙীষ্। দুর্গা।

সর্ব্বাবসর (পুং) সর্ব্বেষামবসরো যত্র। অর্দ্ধরাত্র। (ত্রিকা°) এই সময় সকলের অবসর, এই জন্য এই সময়কে সর্ব্বাবসর কহে।

সর্ব্ববসু (পুং) সূর্য্যরশ্মিভেদ।

সর্ব্বাবাস (পুং) শিব। (ভারত ১২ পর্ব্ব)

সর্ব্বাশিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অশ্নাতি অশ-ণিনি। সর্ব্বভক্ষক, সকল দ্রব্যভোজনকারী।

সর্ব্বাশ্চর্য্যময় (ত্রি) সকল আশ্চর্য্যস্বরূপ, অদ্ভুত। (ভাগ° ১।৮।১৬)

সর্ব্বাশ্য (স্ত্রী) সর্ব্ব ভক্ষ্য।

সর্ব্বাশ্রমিন্ (ত্রি) সকল আশ্রমবিশিষ্ট।

সর্ব্বাস্তিবাদ (পুং) বৌদ্ধমতভেদ।

সর্ব্বাস্ত্রমহাজ্বালা (স্ত্রী) জৈনদিগের ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম)

সর্ব্বাস্ত্রা (স্ত্রী) সর্ব্বাণি অস্ত্রাণি যস্যাঃ। ষোড়শ বিদ্যাদেবীর অন্তর্গত দেবীবিশেষ। (হেম) ২ সকল অস্ত্রযুক্তা।

সর্ব্বাস্থ (ক্লী) সকল সুখ।

সর্ব্বাহম্মানিন্ (ত্রি) সর্ব্বং অহমস্মতে মন-ণিনি। আমিই সকল এইরূপ যিনি বিবেচনা করেন।

সর্ব্বাহ্ন (পুং) সর্ব্বমহঃ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ইতি টচ্, (অহ্নোহ্ন এতেভ্যঃ। পা ৫।৪।৮৮) ইতি অহ্নাদেশঃ। শত্বঞ্চ। সমস্ত দিন, সকল দিবস।

সর্ব্বাহ্নিক (ত্রি) সকল দিনের কার্য্য। সকল দিন সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বীয় (ত্রি) সর্ব্বস্মৈ হিতঃ সর্ব্ব (সর্ব্বাণ্যস্ত বা বচনং। পা ৫।১।১০) ইতি ছ। সর্ব্বসম্বন্ধী।

সর্ব্বেপল্লী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর নলুর জেলার গুদুর তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°১৭'৩০" উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৪'৪০" পূঃ। এখানে রোহিল্লাদিগের একটী প্রাচীন দুর্গ বিদ্যমান। শস্যক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহের জন্য এখানে একটী সুন্দর দীর্ঘিকা (Irrgation tank) আছে, পেন্নার নদীর আনিকট হইতে উহা জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়।

সর্ব্বেশ (পুং) সর্ব্বস্য ঈশঃ। সর্ব্বেশ্বর।

সর্ব্বেশ্বর (পুং) সর্ব্বেষামীশ্বরঃ। ১ শিব। ২ সার্ব্বভৌম। (ত্রি) ৩ নিখিলপ্রভু। (ভাগবত ৬।৯।৩৩)

সর্ব্বেশ্বর, কামসূত্রটীকাপ্রণেতা ভাস্করনৃসিংহের গুরু। ২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি।

সর্ব্বেশ্বরত্ব (ক্লী) সর্ব্বেশ্বরস্য ভাবঃ ত্ব। সর্ব্বেশ্বরের ভাব বা ধর্ম্ম।

সর্ব্বেশ্বর দেব, একজন হিন্দু নরপতি।

সর্ব্বোরু ত্রিবেদী, বিবাদসারার্ণব নামক একখানি ব্যবহার-শাস্ত্রপ্রণেতা। ইনি মিথিলাবাসী ব্যবহার-শাস্ত্রবিদ্ ছিলেন। সর উইলিয়ম জোন্সের অনুরোধে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

সর্ব্বোল্লাসতন্ত্র, একখানি তন্ত্রগ্রন্থ। সর্ব্বানন্দনাথ বিরচিত।

সর্ব্বেষ্টদ (ত্রি) সর্ব্বেষ্টং দদাতি দা-ক। সকল অভিলষিত বস্তুদানকারী।

সর্ব্বৈশ্বর্য্য (ক্লী) সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য।

সর্ব্বোচ্ছেদন (ক্লী) সমূলে উচ্ছেদ।

সর্ব্বোত্তম (ত্রি) সকলের মধ্যে উত্তম, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

সর্ব্বোদাত্ত (ত্রি) সকল উদাত্ত স্বরবিশিষ্ট।

সর্ব্বোদ্যুক্ত (ত্রি) সকল বিষয়ে উদ্যোগী।

সর্ব্বোপধ (ত্রি) সকল উপধাস্বরযুক্ত।

সর্ব্বোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

সর্ব্বৌঘ (পুং) সর্ব্বেষামোঘো যত্র। চতুরঙ্গ সৈন্যসমূহ। (অমর) ২ গুরুবেগ। (মেদিনী)

সর্ব্বৌষধ (ক্লী) সর্ব্বৌষধি।

সর্ব্বৌষধি (পুং) সর্ব্ব ওষধয়ো যত্র। ঔষধিবর্গবিশেষ। কুষ্ঠ, জটামাংসী, হরিদ্রা, বচ, শৈলেয়, চন্দন, মুরা, রক্তচন্দন, কর্পূর ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যকে সর্ব্বৌষধিগণ কহে।

"কুষ্ঠমাংসী হরিদ্রাদ্বির্বচা শৈলেয়চন্দনৈঃ।
মুরাচন্দনকর্পূরৈঃ মুস্তঃ সর্ব্বৌষধিঃ স্মৃতঃ॥" (রাজনি°)

অন্যবিধ—মুরা, জটামাংসী, বচ, কুষ্ঠ, শিলাজতু, রজনীদ্বয় (হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা), শটী, চম্পক ও মুস্ত এই সকল দ্রব্যের নাম সর্ব্বৌষধি।

"মুরা মাংসী বচা কুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং।
শটী চম্পকমুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণঃ স্মৃতঃ॥" (শব্দচন্দ্রিকা)

গ্রহবৈগুণ্য, সংক্রান্তি ও অশুভ প্রভৃতি হইলে সর্ব্বৌষধি জলে স্নান করিলে শুভ হয়। মহাস্নান স্থলেও সর্ব্বৌষধি ও মহৌষধি দ্বারা দেবতাকে স্নান করাইতে হয়। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে এই সর্ব্বৌষধিগণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

হরিদ্রা, চন্দন, দারুহরিদ্রা, মুস্তা, দেবতাড়ক, ধন্যাক, জীরক, মেথি, ধাত্রীফল, উষীরক, ত্রিসুগন্ধি, শটী, গন্ধমাত্রী, কর্পূর, বচ, নখী, মরুবক, কুষ্ঠ, দেবদারু, বিড়ঙ্গ, সরল, পদ্মকাষ্ঠ, বালক, ভদ্রমুস্ত, গ্রন্থিক, জটামাংসী, পলাশ, শৈলজ, শমী, অর্কচ্ছ, গরুক, দূর্ব্বা, মুরামাংসী, কুঙ্কুম, অপামার্গ, মধুরিকা, বিকাসা, খদির, কুশ, চাতুর্জ্জাতকসব, অষ্টবর্গ, যজ্ঞডুম্বর, নাগেশ্বর, কস্তুরী, ত্রিফলা, পঙ্কেশর, কক্কোল, ধাতকীপুষ্প, ত্রিকটু, রেণুক, যব, তিল, কুন্দুরু, নলুক, ভার্গী, গোরোচনা, বক, শুণ্ঠীপুষ্প, নহুলী, শ্রীফল, বংশলোচন, ইন্দীবর, বহুসুতা, বকুল, মালতীদল, ইন্দ্রবীজ, কোকনদ, জয়ন্তী, গজপিপ্পলী, ও শ্বেতাপরাজিতা পুষ্প, এই সকল সর্ব্বৌষধিগণ।

(পাদ্মোত্তরখ° ১০৭ অ°)

সর্ব্বৌষধিনিষ্যন্দা (স্ত্রী) লিপিবিশেষ। (ললিতবি°)

সর্ষপ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সর্ত্তেরপঃ ষুক্ চ। উণ ৩।১৪১) ইতি অপঃ ষুগাগমশ্চ। শস্যবিশেষ, চলিত সরিষা। (Brassica campestris, Syn. Dinapis dichotoma) হিন্দী—সরীষা, সর্ষা, জিরিয়া। পর্য্যায়—তন্তুভ, কদম্বক, সরিষপ, তন্তুক, শর্ষপ, রাজক্ষবক। (রাজনি°) ইহার গুণ—কফবাতঘ্ন, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, রক্তকারক, কটু, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক। সর্ষপ দ্বিবিধ কৃষ্ণ ও গৌর। চলিত—কালসরিষা। ইহা দুই প্রকার, ছোট ছোট দানাগুলি রাইসরিষা নামে খ্যাত। গৌরবর্ণ সরিষাগুলি শ্বেতী সরিষা বলিয়া বাজারে বিক্রীত হয়

সরিষা গাছ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়, কখনও প্রায় দুই হাতের অধিক উচ্চ হয় না। ইহার শিকড়গুলি কাষ্ঠময়। পাতাগুলি

গাছের পরিমাণে একটু বড় বড় ও ইহার অগ্রভাগ ছুঁচাল হয়। ইহার শুঁটী গুলি লম্বা ও কোণাকার হয়। এই শুঁটীগুলিকে কড়াই শুঁটীর ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়, মধ্যভাগে একসারে ১৫।২০টী বীজ থাকে। ঐ বীজগুলি সুপক্ক হইলেই গাছ সমেত শুঁটীগুলি শুকাইয়া আইসে। তখন কৃষকেরা ঐ গাছগুলিকে কাটিয়া আনে ও গৃহপ্রাঙ্গণের এক স্থানে রাখিয়া দেয়। ঐ স্থানে সূর্য্যোত্তাপে ইহা পূর্ণমাত্রায় শুকাইয়া আসলে ঝাড়িয়া সরিষা বাহির করিয়া লওয়া হইয়া থাকে।

পাশ্চাত্য উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ এই শ্রেণীর তৈলকর বীজগুলিকে Brassica আখ্যা দিয়া উহাকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। ১ এসিয়াখণ্ড জাত সর্ষপ, ও ২ য়ুরোপের নানা-স্থানে যাহা উৎপন্ন হয়। এই দুই মহাদেশজাত সর্ষপের মধ্যে আরও শতাধিক প্রকার ভেদ আছে। ঐ সকলের মধ্যে কএকপ্রকার সাধারণতঃ বাজারে পণ্যদ্রব্যরূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। অন্যান্য তৈলকর বীজের মধ্যে সরিষা ভারতীয় বাণিজ্যপণ্যের একটী প্রধান উপকরণ। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে কএক প্রকার সরিষার বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

১ শ্বেতীসরিষা—The white mustard (B. alba) য়ুরোপ ও পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের দক্ষিণাংশে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। হরিদ্রাবর্ণের পুষ্প ব্যতীত এই গাছগুলিকে সরিষার গাছ বলিয়া চিনিবার আর অন্য উপায় নাই। ইহাদের শুঁটীতে অতি অল্পই সরিষা পাওয়া যায়। হিন্দী—সফেদ্-রাই, সফেদ্ রাইয়ান, গুজরাত—উজ্‌লো রাই, মরাঠী—পান্‌ধোরা-মোহরে; তামিল—বেল্লই-কোহুগু; তেলগু—তেল্ল-অবলু; মলয়ালম্—বেল্ল-কতুক; কণাড়ী—বিলি-সাসবে; সংস্কৃত—সিদ্ধার্থ, শ্বেত-সর্ষপ; আরব—খর্দ্দনে আব্‌য়াজ; পারসী—সিপান্দনে সুপীদ্।

ইহার বীজগুলি একটু বড় বড় ও সাদা হয়। এই বীজ হইতে অতি সামান্য পরিমাণেই তৈল পাওয়া যায়। তৈল অপেক্ষা নিষ্কাশন ব্যয় অধিক পড়ে বলিয়া কেহই এই বীজ হইতে তৈল বাহির করে না। ইহার চূর্ণও সেরূপ ফলদায়ক নহে, তবে তেজী কালসরিষা মিশ্রিত করিয়া চূর্ণ করিলে উহা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়। ইহাতে Sulphocyanate of acrinyl থাকায় ইহা শীতল জলে গুলিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে জ্বালা অনুভূত হয়।

বড়গাছের পাতাগুলি অনেকে "শাক-ভাজা" করিয়া খায়। খুব কচি চারাগুলি সালাড্ (চাট্‌নি) করিয়া ভারত ও য়ুরোপ-বাসী অনেকেই খাইয়া থাকে। য়ুরোপীয়েরা ছাগলাদিকে পুষ্টকার করিবার জন্য ইহার খইল খাওয়ায়।

কালী-সরিষা—B. Campestris। ইহাই ভারতের প্রধান একটী পণ্যদ্রব্য। ইহার পত্রগুলি শুঁয়াযুক্ত। এই শ্রেণীতে B, glauca = রাঁড়া-সরিষা, শ্বেত-রাই বা রাজিকা গৃহীত হইয়াছে। কালী-সরিষা অপেক্ষা এই রাজিকা হই-তেই অধিক পরিমাণে তৈল নির্গত হয়। এই কারণে য়ুরো-পীয় বণিক্‌গণ ইহা সমধিক সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের নিকট ইহা Rape-seed নামে পরিগৃহীত।

তেলীরা ঘানিগাছের নিষ্পেষণে ইহার তৈল বাহির করে। সরিষা হইতে সম্পূর্ণরূপে তৈল বাহির হয় না বলিয়া তেলীরা শোরগুজা প্রভৃতি অপরাপর তৈলকর বীজও ইহার সহিত মিশ্রিত করে। প্রায় প্রতি মণ সরিষায় কমবেশ ১৩ সের তৈল ও ২৭ সের খইল পাওয়া যায়।

ইহার খাঁটী তৈল চর্ম্মরোগের বিশেষ উপকারী। উত্তম-রূপে ইহা গাত্রে মর্দ্দন করিলে বলবৃদ্ধি ও মাংসপেশীসমূহ সুদৃঢ় হয়, গাত্রে কোনরূপ চুলকণা পাঁচড়া প্রভৃতি হয় না এবং চর্ম্ম শীতল থাকে। খাটী সরিষার অর্দ্ধছটাক তৈলে আধ আনা ওজনের কর্পূর মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে ঘাড়ের আকস্মিক বেদনা বা বাতব্যাধির উপশম হয়। সুকুমার বালকবালিকাদের সর্দ্দিঘটিত জ্বরে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণের কষ্ট হইলে পায়ের তলদেশে ও বক্ষে উত্তমরূপে কর্পূরমিশ্রিত সরিষার তৈল মালিস করিলে তৎক্ষণাৎ সর্দ্দির চাপ অপসারিত হয় এবং শ্বাসপ্রশ্বাস সরল হইয়া থাকে। কখন কখন অম্লশূলের বেদনায় এই কর্পূর-মিশ্রিত তৈল মালিস করিয়া বিশেষ উপকার পাওয়া গিয়াছে। কেবলমাত্র খাটী সরিষার তৈল মাখিয়া ডেঙ্গুজ্বরগ্রস্ত অনেক রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। খাঁটী সরিষার তৈল সামান্য লবণযোগে উত্তপ্ত করিয়া ছর্দ্দিসংযুক্ত জ্বরগ্রস্ত বালকবালিকা-দের পদতলে, বক্ষে, কণ্ঠে, ও রগে মর্দ্দন করিলে দুই দিবসেই ছর্দ্দির শান্তি হয়।

এই শ্রেণীর শাহজাদা-রাই অপর একপ্রকার। ইহা খাস-রাই বা রাই-সরিষা (B. juncea) নামেও খ্যাত। ভারতে ইহার প্রচুর চাস হয়। যুক্তপ্রদেশ ও অযোধ্যার কৃষি-ক্ষেত্রের পাশে পাশে ইহা বোনা হইয়া থাকে। পশ্চিমে মিসর ও পূর্ব্বে চীন পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগেই এই শ্রেণীর সরিষা অল্পবিস্তর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। রুষসাম্রাজ্যের দক্ষিণে, কাস্পীয় সাগরের উত্তর-পূর্ব্বস্থ ষ্টেপী প্রান্তরে, সরেপ্তা, সারাটু ও মধ্য আফ্রিকায় ইহা প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। শ্বেতী বা কাল সরিষার ন্যায় ইহার বর্ণ একটু কটা (Brown)। তৈলগুণ প্রায়ই সমান। ইহার পাতা মানুষে ও গবাদিতে খায়। কাল-রাই বা তীরা

B. nigra (The black or true mustard) মাকড়া রাই নামেও প্রসিদ্ধ। ভারত ও তিব্বতের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং মধ্য ও দক্ষিণ-য়ুরোপের প্রায় সর্ব্বত্র এই জাতীয় গাছ জন্মে। থিওফ্রাস্টাস্, দাওস্কোরিডিস, প্লিনি প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সরিষার ব্যবহারের উল্লেখ করিয়াছেন। য়ুরোপে খাদ্যদ্রব্য রূপে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে ইহার চাস হয় এবং ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে ইহার তৈল প্রথম পরীক্ষিত হইয়াছিল।

ইহার বীজ হইতে শতকরা প্রায় ২৩ ভাগ তৈল পাওয়া যায়। ঐ তৈলে glycerides, stearic, oleic, erucic, ও brassic এসিড্ পাওয়া যায়। জল দ্বারা তৈল সংশোধন করিয়া লওয়া হয়। ইহা শুকায় না, 0° ফারণহিটে জমাট বাঁধে, খাটী সরিষার তৈলে বিশেষ কোন গন্ধ পাওয়া যায় না, তবে যাহা আমরা নাসাগ্রে উপলব্ধি করি, তাহা কেবল অপর তৈলকর শস্যের মিশ্রণ হেতুই হইয়া থাকে। ইহাতে Myrosin থাকায় গাত্রে ফোস্কা উৎপাদনের কার্য্য করে এবং সরিষাচূর্ণের প্রলেপে বেদনাদি উপশম হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সরিষা ভারতের একটী প্রধান বাণিজ্য পণ্য। বাঙ্গালা হইতে প্রতি বৎসর ১৭ লক্ষ, বোম্বাই হইতে প্রায় ১৩ লক্ষ, সিন্ধু প্রদেশ হইতে ৯ লক্ষ এবং মান্দ্রাজ হইতে ১ লক্ষমণ সরিষা ইংলণ্ড, অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, দেনমার্ক, ফ্রান্স, জর্ম্মণি, ইতালি, মিসর, আদেন প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজ্যে রপ্তানী হইয়া থাকে।

তৈলগুণ—তিক্ত, কটু, বাতকফবিকারনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, অস্রদোষপ্রদ, কৃমি ও কুষ্ঠনাশক, এবং তিলতৈলের ন্যায় চক্ষুর হিতকারক। ইহার শাকগুণ—অত্যুষ্ণ, রক্তপিত্তপ্রকোপণ, বিদাহী, কটুক, স্বাদু, শুক্রনাশক ও রুচিকর। (রাজনি°)

[রাজিকা শব্দ দেখ।]

২ স্থাবরবিষবিশেষ। (হেম) ৩ ষড়্‌লিখ্যাপরিমাণ।

"জালান্তরগতে ভানৌ যচ্চাণুর্দৃশ্যতে রজঃ।

তৈশ্চতুর্ভির্ভবেল্লিখ্যা লিখ্যাষড়্‌ভিশ্চ সর্ষপঃ॥" (শব্দচ°)

সূর্য্যকিরণ গবাক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে তাহাতে সূক্ষ্ম যে ধূলিকণা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার চারিটীতে এক লিখ্যা এবং ৬ লিখ্যায় এক সর্ষপ পরিমাণ হয়।

সর্ষপক (পুং) তন্নামক কন্দবিষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সর্ষপতৈল (ক্লী) সর্ষপোদ্ভবং তৈলং। সর্ষপজাতস্নেহ, সরিষার তৈল।

সর্ষপনাল (ক্লী) সর্ষপদণ্ড। নালশাকবিশেষ।

সর্ষপা (স্ত্রী) শ্বেতসর্ষপ। (বৈদ্যকনি°)

সর্ষপারুণ (পুং) অসুরগণভেদ। (পারস্ক° গৃ° ১।১৬)

সর্ষপিক (পুং) প্রাণহারক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°)

সর্ষপিকা (স্ত্রী) শুকরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"গৌরসর্ষপসংস্থানা শুকদুর্ভুগ্নহেতুকা।

পিড়কা কফরক্তাভ্যাং জ্ঞেয়া সর্ষপিকা বুধৈঃ॥"

(সুশ্রুত নি° ১৪ অ°)

শূকপ্রয়োগ বা দুষ্ট যোনিতে গমন দ্বারা শিশ্নে গৌর-সর্ষপের ন্যায় পীড়কা উৎপন্ন হইলে তাহাকে সর্ষপিকা কহে। এই রোগ বাতশ্লেষ্মাত্মক। [শূকরোগ দেখ।]

২ তন্নামক কীটবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৮ অ°) ৩ মসূরিকারোগভেদ। [মসূরিকা শব্দ দেখ।]

সর্ষপী (স্ত্রী) সৃ-গতৌ-অপঃ যুগাগমশ্চ, ততো ঙীষ্। ১ খঞ্জনিকা। (ত্রিকা°) ২ পীড়কাবিশেষ। (সুশ্রুত ২।৬)

সর্ষীকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ, বিরাট্‌ছন্দ।

সর্সাবা, যুক্ত প্রদেশের শাহারাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। শাহারাণপুর হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে অম্বালা যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। পঞ্জাব প্রদেশে এখানকার অন্নবিস্তর বাণিজ্য চলিয়া থাকে।

জেনারল কানিংহাম এই স্থানকে রাজা চাঁদের রাজধানী সর্ব্বা বা সরসারহা বলিয়া অনুমান করেন। গজনীপতি মামুদ ১০১৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর লুণ্ঠন করেন। পলাতক রাজা ও তাঁহার অনুচরবর্গকে তিনি নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতের জঙ্গলে পরাজিত করিয়া বহু ধনরত্ন লাভ করিয়াছিলেন।

সল (ক্লী) সরতীতি সৃ-গতৌ-অচ্। রস্য ল, সল-গতৌ-অচ্ বা। জল। (ভরত)

সলক্ষণ (ত্রি) লক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, লক্ষণযুক্ত।

সলক্ষ্মন্ (ত্রি) লক্ষ্ম অর্থাৎ চিহ্নের সহিত বর্ত্তমান, চিহ্নযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলজ্জ (ত্রি) লজ্জয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লজ্জাবিশিষ্ট।

"সলজ্জা গণিকা নষ্টা নির্লজ্জাঃ কুলযোষিতঃ।" (চাণক্য)

সলবণ (ত্রি) লবণযুক্ত, লবণবিশিষ্ট।

সললুক (পুং) সরণশীল, গমনশীল। "আ কীবতঃ সললুকং চকর্থ" (ঋক্ ৩।৩০।১৭) 'সললুকং সরণশীলং' (সায়ণ)

সলাবৎখাঁ, একজন মুসলমান ওমরাহ। ইনি মোগলসম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের অধীনে মীরবক্সীর কার্য্য করিতেন। কার্য্যগতিকে গজসিংহের পুত্র অমরসিংহ রাঠোর নামক এক জন রাজপুত সর্দ্দারের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। রাজপুতবীর ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে একদিন সন্ধ্যাকালে আগ্রা দুর্গে সম্রাট্ সমক্ষেই মীরবক্সীর প্রাণ হনন করেন। সম্রাটের অনুচরবর্গ তৎক্ষণেই তাহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গদ্বারের নিকটে নিহত

করে। তদনুসারে ঐ দ্বারটী "অমরসিংহ-দরওয়াজা" নামে আখ্যাত হইয়াছে।

সলাবৎজঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের একজন মুসলমান অধিপতি। ইনি নিজাম উল্ মুলক আসফ্‌জার তৃতীয় পুত্র। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে নবাব মুজঃফরজঙ্গ গুপ্তহত্যাকারীর দ্বারা নিহত হন। এই সময়ে ফরাসীগণ উদ্যোগী হইয়া সলাবৎ জঙ্গকেই দাক্ষিণাত্যের সিংহাসন অর্পণ করেন। ফরাসীদিগের কৃত-উপকারের প্রত্যুপকার করিতে ও তাঁহাদের প্রতি সৌজন্য দেখাইতে নবাব সলাবৎ জঙ্গ ফরাসী সেনাপতি মুসো বুসিকে স্বীয় দরবারের ওমরাহ মধ্যে পরিগণিত করেন এবং ফরাসী জাতির প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইবার জন্য তিনি উত্তরসরকার প্রদেশ বুসির হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে স্ব স্ব প্রভাব বিস্তার ব্যপদেশে ইংরাজ ও ফরাসীতে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। বুসির আগমনে প্রথমে ফরাসীদল প্রবল হইয়া উঠে এবং কিছু কালের জন্য সমগ্র দাক্ষিণাত্য রাজ্যের রাজকীয় শাসনকর্তৃত্ব বুসীর ইঙ্গিতেই পরিচালিত হইতে থাকে। ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে নবাবভ্রাতা নিজাম আলী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া রাজমন্ত্রী হায়দর জঙ্গকে নিহত করে। এই সময়ে রাজ্য মধ্যে একটী ভীষণ অন্তর্বিপ্লবের সূচনা হইতেছে দেখিয়া এবং আর্কট প্রদেশে মহম্মদ আলী খাঁর সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজগণ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতবল হইতেছেন জানিয়া বুসি আপনার স্বজাতিবর্গকে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে রাজকার্য্য হইতে অপসৃত হইয়া ফরাসী অধিকারে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নিজাম আলী এই সময়ে সিংহাসন নিষ্কণ্টক জানিয়া ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে সলাবৎ জঙ্গকে রাজ্যচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন। এইরূপ বন্দী অবস্থায় ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে সলাবতের প্রাণবায়ু বাহির হয়।

সলামৎ আলী, আলাহাবাদ রাজধানীর এক জন মুনসিফ। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগরেই তিনি ধৃত হইয়া রাজাদেশে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সলামৎ আলীখাঁ (হকিম), একজন মুসলমান কবি। বারাণসী ধামে ইহার বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইনি কাশীধামে বিদ্যমান থাকিয়া সঙ্গীতবিষয়ে এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সলাত্তা, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার নূহ তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সোণার নামক স্থানের উত্তরে মেবাত শৈলমালার পাদমূলে বিস্তীর্ণ 'নূহ-মহল' নামক লবণময় মৃত্তিকাবিশিষ্ট ভূমিখণ্ডের মধ্যস্থলে স্থাপিত। পূর্ব্বে এখানে যে লবণ প্রস্তুত হইত তাহা সাধারণে সলাত্তা-লবণ নামে পরিচিত, ঐ লবণকূপের জল শুকাইয়া ও মৃত্তিকা ধৌত করিয়া প্রস্তুত হইত। পূর্ব্বে যে লবণ হইত, তাহা ততদূর পরিষ্কার ছিল না; তাহাতে ম্যাগ্‌নেসিয়া, ক্লোরাইড ও অন্যান্য পদার্থ মিশ্রিত থাকিত। বর্ত্তমানে ঐ স্থানে আর লবণ প্রস্তুত হয় না। উৎকৃষ্ট সম্বর হ্রদজাত লবণ আমদানী হওয়া অবধি অধিবাসীরা স্থান-জাত নিকৃষ্ট লবণ আর তৈয়ারী করে না।

সলায়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের নবানগঞ্জ রাজ্যের একটী বন্দর। এই স্থান খম্ভালিয়া নগর হইতে ৯ মাইল উত্তরে স্থাপিত। উক্ত নগরের যাহা কিছু বাণিজ্য তাহাই এই বন্দর দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে বোম্বাই ও করাচীর পরই এই বন্দরের প্রাধান্য। এই বন্দরের প্রবেশের দুইটী পথ আছে। একটী পথ কুরুম্বর দ্বীপ ও ভারতোপকূল এবং অপরটী কুরুম্বর ও ধানিবেত নামক স্থানের মধ্যবর্ত্তী। বন্দরে রাত্রিকালে পোতাদি আসিবার সুবিধার্থ কুরুম্বরদ্বীপের উত্তরপশ্চিমে ৩০ ফিট্ উচ্চ একটী লাইট হাউস আছে। মোগল শাসনাধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট বাণিজ্য-সমৃদ্ধি ছিল। মীরাতই আহ্মদী নামক গ্রন্থে এই বন্দর ইস্‌লাম নগরের অধীন ছিল বলিয়া বর্ণিত। এখান হইতে এখনও প্রচুর ঘৃত ও তুলা বোম্বাই, করাচী ও গুজরাত প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে।

সলিঙ্গ (ত্রি) লিঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, লিঙ্গযুক্ত, চিহ্নবিশিষ্ট।

সলিতা (দেশজ) বর্ত্তিকাভেদ। বস্ত্রখণ্ড বা তুলা বর্ত্তিকাকারে পাকাইয়া সলিতা প্রস্তুত করিতে হয়। সলিতা তৈলে ভিজাইয়া অগ্নিযোগে প্রজ্বলিত হয় ও দ্রব্যপ্রকাশরূপ কার্য্য করে।

সলিম, একজন মুসলমান কবি। আসল নাম মহম্মদ কুলী। মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের রাজত্বকালে তিনি স্বীয় জন্মভূমি পারস্য পরিত্যাগ করিয়া ভারতে আগমন করেন ও উজীর-প্রবর ইসলামখাঁ কর্তৃক রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পারস্য-বাসকালে তিনি লহিজান প্রদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া একখানি দিবান্ ও একখানি মস্‌নবি প্রণয়ন করেন। ভারতে আসিয়া তিনি উহার কথঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কাশ্মীরবর্ণন নাম দেন। ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সলিমচিস্তি (শেখ), ফতেপুর সিক্রীনিবাসী একজন মুসলমান সাধু। ইনি সাধারণে শেখ-উল্-ইসলাম নামে পরিচিত ছিলেন। মোগল সম্রাট্ অকবর বাদশাহ এই ফকিরকে বিশেষ সম্মান করিতেন। ইনি শেখ ফরিদ সখরগঞ্জের বংশধর বহাউদ্দীনের পুত্র। ১৪৭৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লী রাজধানীতে ইহার জন্ম হয়। বয়ঃকালে উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিয়া ইনি খাজা ইব্রাহিম চিস্তির

শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং সিক্রীর অদূরবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলে বাস করিয়া নির্জ্জনে ধর্ম্মশাস্ত্রানুশীলনে দিন যাপন করিতে থাকেন। প্রবাদ আছে, ইঁহারই ভজনাপ্রভাবে অকবরশাহ বহু সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইঁহারই নামানুসারে স্বীয় পুত্র জাহাঙ্গীরের নাম সলিম শাহ রাখেন।

সম্রাট্ এই ফকিরের প্রতি এতই ভক্তিমান ছিলেন যে, ইঁহার প্রীত্যর্থে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত শৈলোপরি ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে একটী মসজিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। ঐ মসজিদ আজিও ফতেপুর সিক্রীর মসজিদ্ নামে প্রখ্যাত রহিয়াছে। উক্ত মসজিদটী নির্ম্মিত হইবার কএক মাস পরে ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে ফকিরের পরলোক হয়। তদনন্তর সম্রাট্ মহা সমারোহে ঐ শৈলশৃঙ্গে ইঁহাকে সমাহিত করিতে আদেশ দেন। হিন্দুস্থানের ইতিহাসে যতগুলি শ্রেষ্ঠ মুসলমান সাধুর উল্লেখ পাওয়া যায়, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রধান। ইঁহার ধর্ম্মোপদেশ বাক্য ইসলামধর্ম্মাবলম্বী মাত্রেরই স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। ইনি জীবিত কালের মধ্যে চতুর্ব্বিংশতিবার মক্কাযাত্রা করিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, ইনি পাণিফলের পালোর প্রস্তুত রুটী ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতেন না।

তাঁহার পুত্র কুতবউদ্দীন্ বাঙ্গালায় শের আফগান কর্ত্তৃক নিহত হইলে তাঁহারই অন্যতম পুত্র বদর উদ্দীন্ পিতার মৃত্যুর পর গদীতে আরূঢ় হইয়াছিলেন। এই বদরউদ্দীনের পুত্র ইসলাম খাঁকে সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমীর মর্য্যাদা প্রদান করিয়া ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

সলিমশাহ্, মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের পুত্র।

[জাহাঙ্গীর দেখ।]

সলিম শাহ্ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন মুসলমান নরপতি। তিনি সম্রাট্ শের শাহের কনিষ্ঠ পুত্র, নাম জলালখাঁ। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আদিলখাঁ স্থানান্তরে গমন করায় তিনি তাঁহার অবর্ত্তমানে ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে কালিঞ্জর দুর্গে স্বয়ং পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যারোহণ কালে তিনি ইস্‌লাম শাহনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরে উচ্চারণের বৈপরীত্যে ইস্‌লাম শাহ নাম সলিম শাহে পরিণত হয়। তিনি প্রায় নয় বৎসর রাজত্ব করেন। পরে ভগন্দর রোগে আক্রান্ত হইয়া ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র নগরে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃতদেহ সাসেরামে সমানীত ও তাঁহার পিতার সমাধি-পার্শ্বে সমাহিত করা হয়।

যে বৎসর সলিম শাহের মৃত্যু ঘটে, সেই বৎসর গুজরাতের রাজা মাহ্মুদ শাহ ও আহ্মদনগরের অধিপতি বুর্হান-নিজাম শাহেরও মৃত্যু হয়। এই সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ রাজত্রয়ের মৃত্যুঘটনা অবলম্বন করিয়া ঐতিহাসিক ফিরিস্তার পিতা মৌলানা আলী "রাজ-নামা" নামে একটী কবিতা রচনা করেন।

সলিমা সুলতানা বেগম, মোগল সম্রাট্ বাবর শাহের দৌহিত্রী। বাবরকন্যা গুলরুখ বেগমের কন্যা। বাবরের জামাতা মীর্জা নূরউদ্দীন্ মহম্মদ স্বীয় তনয়া সলিমাকে ১৫৫৮ খৃষ্টাব্দে খান্ খানান্ বৈরাম খাঁর করে অর্পণ করেন। মোগল সম্রাট্ অকবর শাহের আদেশে জালন্ধরে এই বিবাহ সুসম্পন্ন হয়। বৈরাম খাঁর মৃত্যুর পর অকবর শাহ স্বয়ং তাঁহাকে পত্নীত্বে বরণ করেন। এই রমণীর গর্ভে সম্রাটের শাহজাদা খাসুম নামে এক কন্যা ও সুলতান মোরাদ নামে এক রাজকুমারের জন্ম হয়। সলিমা পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিতা ছিলেন এবং কবিতাদিও লিখিতে পারিতেন। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজ্যকালে ১৬১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

সলিমা বানো বেগম, দারাসিকোর পুত্র সুলেমানসিকোর কন্যা। বাদশাহ অরঙ্গজেবের চতুর্থ পুত্র যুবরাজ মহম্মদ অকবরের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার গর্ভজাত তনয় নিকোসিয়ার আগ্রায় সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রুকন্ উদ্দৌলা কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও বন্দী হন।

সলিমপুর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। লক্ষ্ণৌ নগর হইতে ২০ মাইল দূরে সুলতানপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। গোমতী নদীর সন্নিকটে একটী উচ্চভূমি-খণ্ডের উপর এই নগরটী স্থাপিত। এখানে নদীর উপর একটী সেতু আছে।

সলিমপুর, যুক্ত প্রদেশের মোরদাবাদ জেলার আমরোহা তহ-সীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৯° ৫´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪১´ পূঃ। এক সময়ে এই স্থান একটী সমৃদ্ধিশালী নগরে পরিণত ছিল। প্রাচীন ধ্বস্ত মন্দির ও সমাধিমন্দিরাদি তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে।

সলিমপুর-মঝৌলী, যুক্ত প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহসীলের অন্তর্গত দুইটী পাশাপাশি গ্রাম। লোকে মঝৌলী-সলিমপুর বলিয়াও ডাকে। গ্রামদ্বয় বাণিজ্যপ্রধান ও সুসমৃদ্ধ।

সলিল (ক্লী) সলতি গচ্ছতীতি সল-গতৌ (সলিকল্যনীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। জল। জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করিতে নাই। যিনি জলে বিষ্ঠা মূত্র ত্যাগ করেন, তিনি দুর্গন্ধ পূয়পূরিত বিমূত্র নামক নরকে পতিত হন।

"মূত্রশ্লেষ্মপুরীষাণি যৈরুৎসৃষ্টানি বারিণি।
তে পাত্যন্তে চ বিমূত্রে দুর্গন্ধে পূয়পূরিতে॥"

(বামনপু° কর্ম্মবি° ১২ অ°) [জল শব্দ দেখ।]

সলিলকুন্তল (পুং) সলিলস্য কুন্তল ইব। শৈবাল। (ত্রিকা°)

সলিলক্রিয়া (স্ত্রী) সলিলস্য ক্রিয়া। সলিলকর্ম্ম। উদকক্রিয়া।

সলিলগ্রহ (পুং) অশ্বের গ্রহভেদ। (জয়দ°)

সলিলচর (ত্রি) সলিলে চরতীতি চর-অচ্। সলিলচারী, জলচর, যাহারা জলে বিচরণ করে।

সলিলজ (ক্লী) সলিলে জায়তে ইতি জন-ড। ১ পদ্ম। (রাজনি°) ২ জলজাত মাত্র, যাহা জলে জন্মে।

সলিলজন্মন্ (ক্লী) সলিলে জন্ম যস্য। ১ পদ্ম। ২ সলিলজাত।

সলিলদ (ত্রি) সলিলং দদাতি দা-ক। সলিলদায়ী, যিনি জল দেন। (পুং) ২ মেঘ।

সলিলধর (পুং) মুস্তা। (বৈদ্যকনি°)

সলিলনিধি (পুং) ১ জলনিধি, সমুদ্র। ২ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টী করিয়া অক্ষর থাকে. এই ছন্দের নাম কেহ কেহ সরসী, ও সিংহক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ছন্দোমঞ্জরীতে এই ছন্দ সরসী নামে আখ্যাত হইয়াছে। [সরসী দেখ]

সলিলপতি (পুং) সলিলস্য পতিঃ। জলপতি, সলিলের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, বরুণ। ২ জলপতি সমুদ্র।

সলিলপবনাশিন্ (ত্রি) জল ও বায়ুভোজী।

সলিলপ্রিয় (পুং) শূকর।

সলিলময় (ত্রি) সলিল স্বরূপে ময়ট্। জলময়, জলস্বরূপ।

সলিলমুচ্ (পুং) সলিলং মুঞ্চতি মুচ্-ক্বিপ্। সলিলমোচনকারী, মেঘ, বারিমুচ্।

সলিলযোনি (ত্রি) সলিলং যোনিরুৎপত্তিস্থানমস্য। ১ ব্রহ্মা, সলিলে ইঁহার উৎপত্তি হয়, এই জন্য ইঁহার নাম সলিলযোনি। ২ যে সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থান জল।

সলিলরাজ (পুং) সলিলস্য রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। জলরাজ বরুণ। ২ সমুদ্র।

সলিলবৎ (ত্রি) সলিলং অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সলিলবিশিষ্ট, জলবিশিষ্ট, জলযুক্ত।

সলিলস্থলচর (ত্রি) সলিলে স্থলে চ চরতীতি চর-অচ্। জল ও স্থলে বিচরণকারী, উভচর। যাহারা জল ও স্থল এই দুই জায়গায় বিচরণ করে। যেমন হংস, সর্প প্রভৃতি।

সলিলাকর (পুং) সলিলস্য আকরঃ। সমুদ্র।

সলিলাঞ্জলি (পুং) সলিলস্য অঞ্জলিঃ। জলাঞ্জলি।

সলিলাধিপ (পুং) সলিলস্য অধিপঃ। জলাধিপতি বরুণ। (হরিবংশ)

সলিলার্ণব (পুং) সমুদ্র। (রামায়ণ ৪।৩২।৫)

সলিলালয় (পুং) সমুদ্র। (রামা° ৪।৫৬।৫৫)

সলিলাশন (ত্রি) সলিলং অশনং ভক্ষণং যস্য। সলিলভোজী। (ভাগ° ৮।২৪।১০) অস্মদ্দেশীয় রমণীরা কোন কোন ব্রতে সামান্যমাত্র গঙ্গোদক পান করিয়া কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া থাকেন।

সলিলাশয় (পুং) সলিলানামাশয়ঃ। জলাশয়, পুষ্করিণী। [জলাশয় শব্দ দেখ]

সলিলাহার (ত্রি) সলিলং আহারো যস্য। সলিলভোজী, জলভক্ষক। (রামা° ৩।১০।৩)

সলিলেচর (ত্রি) সলিলে চরতি চর-অচ্, সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলেচর, গ্রাহ, হাঙ্গর কুম্ভীরাদি জলজন্তু।

সলিলেন্দ্র (পুং) সলিলস্য ইন্দ্রঃ। জলপতি বরুণ।

সলিলেন্ধন (পুং) সলিলং ইন্ধনং যস্য। বাড়বানল। (ত্রিকা°)

সলিলেশ (পুং) সলিলস্য ঈশঃ। বরুণ।

সলিলেশয় (ত্রি) সলিলে শেতে শী-অচ্। সপ্তম্যাঃ অলুক্। জলশায়ী।

সলিলোদ্ভব (পুং) ১ পদ্ম। (রামা° ৪।১৩।২৮) ২ শঙ্খ, শম্বুকাদি। (ভারত ৯ প°)

সলিলোপজীবিন্ (ত্রি) সলিল যাহাদের প্রধান উপজীবিকা। মৎস্যাদি।

সলিলৌকস্ (ত্রি) সলিলং ওকঃ স্থানং যস্য। জলৌকাঃ, চলিত জোঁক। ২ সলিলবাসী।

সলিলোদন (পুং) সলিল দ্বারা সিদ্ধ ওদন। অন্ন। সিদ্ধতণ্ডুল।

সলীল (ত্রি) লীলয়া সহ বর্ত্তমানঃ। লীলাবিশিষ্ট, লীলাযুক্ত।

সলীলগজগামিন (পুং) বুদ্ধ। (ললিতবি°)

সলূন (পুং) ক্ষুদ্র কীটবিশেষ। মানবদেহে parasite নামক যে শ্রেণীর ক্ষুদ্রতম কীট নিরন্তর পুষ্ট হয়, ইহারা সেই জাতীয় কীট।

"লেলিহাশ্চ সলূনাশ্চ সৌসুরঙ্গাঃ ককেরকাঃ।"

(শার্ঙ্গধরস° ১।৭।১০)

সলেক (পুং) আদিত্যভেদ। (তৈত্তিরীয়স° ১।৫।৩।৩)

সলোক (ত্রি) লোকেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১লোকের সহিত বর্ত্তমান, লোকযুক্ত, লোকবিশিষ্ট। ২ অধিবাসিবৃন্দ। ৩ নগর।

সলোকতা (স্ত্রী) সলোকস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। একস্থাননিবাস। (ঐতরেয়ব্রা° ১।৬)

সলোক্য (ত্রি) লোকসম্বন্ধীয়। (ভারত ১৩প°)

সলোন, অযোধ্যা-প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী তহসীল। সলোন, প্রসাদপুর ও রোথা-জৈশ পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৩৩ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের মধ্যবর্ত্তী একটী পরগণা, পূর্ব্বে ইহা রায়-বরেলী জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল, বর্ত্তমানে বিচার-কার্য্যের সুবিধার্থ উহাকে প্রতাপগড় জেলার সীমাধীন করা হইয়াছে।

ইহার দক্ষিণে গঙ্গানদী ও মধ্যদেশ দিয়া সই নদী প্রবাহিত। এখানকার সুবিস্তৃত জঙ্গলে অনেকগুলি ভগ্ন-দুর্গ দৃষ্ট হয়। স্থানীয় লোকের মুখে প্রকাশ, হিন্দু-রাজাদিগের রাজত্ব সময়ে ঐ সকল স্থানে দুর্দ্ধর্ষ দস্যুদলের বাস ছিল। নাইন্ তালুকদারগণও এক সময়ে ঐ জঙ্গলে দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কাণপুরিয়া রাজপুত-বংশীয়েরাই এখানকার প্রধান ভূম্যধিকারী।

৩ রায়বরেলী জেলার একটী নগর ও সলোন তহসীলের বিচার-সদর। প্রতাপগড় হইতে রায়বরেলী যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ১´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১° ২৯´ ৫০´´ পূঃ। এক সময়ে এই নগর সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল, এখন আর সেই পূর্ব্বশ্রী নাই। প্রাচীন ভর জাতির অভ্যুদয় কালে এই স্থান দুর্গাদি দ্বারা সুরক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমান অধিকারেও এই নগরের যথেষ্ট উন্নতি ছিল, ঐ সময়ে মুসলমান-প্রভাবে এখানে কএকটী মসজিদ্ নির্ম্মিত হয়। এখনও ১০টী মসজিদ তাহার নিদর্শনস্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। এই নগরের পার্শ্বদেশে সম্রাট্ অরঙ্গজেবপ্রদত্ত একটী নিষ্কর জায়গীর। ঐ জায়গীরের বর্ত্তমান স্বত্বাধিকারী শাহ মহম্মদ মেহন্দী আতা। ইংরাজ গবর্মেণ্ট আজিও অধিকারীর পূর্ব্ব-স্বত্ব বজায় রাখিয়া আসিতেছেন।

সলোমন্ (ত্রি) লোমের সহিত বর্ত্তমান, লোমযুক্ত, লোমবিশিষ্ট।

সলোহিত (ত্রি) লোহিতবর্ণযুক্ত, সরক্ত।

সল্টরেঞ্জ (লবণ-পর্ব্বত), পঞ্জাবপ্রদেশের বন্নু, শাহপুর ও ঝিলাম্ জেলায় বিস্তৃত একটী পর্ব্বতমালা। এই পর্ব্বতের অভ্যন্তর-স্তরে প্রচুর সৈন্ধব-লবণ (Rock salt) পাওয়া যায়; এই কারণে ইংরাজী ভূগোলে ইহা Salt-range নামে কথিত হইয়াছে। অক্ষা° ৩২° ৪১´ হইতে ৩২° ৫৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৪২´ হইতে ৭৩° পূঃ পর্য্যন্ত এই পর্ব্বতমালা বিস্তৃত।

ঝিলাম নদীতীর হইতে তিনটী পর্ব্বত-শাখা এক মুখে মিশিয়া মধ্যভাগে যে মূল পর্ব্বতাংশ গঠিত করিয়াছে, তাহাই এই পর্ব্বতের মূল পৃষ্ঠ। এই অংশ চেল নামে অভিহিত। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ইহা ৩৭০১ ফিট্ উচ্চ। নদীপ্রবাহিত উপত্যকা প্রদেশ মধ্যে ব্যবধান থাকায় এই হিমালয়-গিরিমালা পাদমূল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ইহার উত্তরবাহিনী শাখাটী সুলতানপুরের সন্নিকটে নদীকূল হইতেই উচ্চচূড়ে সমুন্নত হইয়া ঝিলাম্ নদীর সহিত প্রায় ২৫ মাইল সমান্তরাল ভাবে গিয়াছে, তৎপরে কিছু বক্রী হইয়া ৪০ মাইল অতিক্রমণের পর মূল পর্ব্বতপৃষ্ঠে মিশিয়াছে। এই পর্ব্বতাংশ নীলিশৈল নামে খ্যাত। দ্বিতীয় শাখা রোটাস-পর্ব্বত নামে পরিচিত। উপরি বর্ণিত নীলিশৈল ও উক্ত ঝিলাম্ নদীর মধ্যভাগে পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে এই শৈলখণ্ড অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে ইতিহাসবিখ্যাত রোটাস্-দুর্গ ও টিল্লীর শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে উক্ত স্থানদ্বয় প্রায় ৩২৪২ ফিট উচ্চ।

তৃতীয় পব্বি-শৈল ঝিলাম্ নদীর দক্ষিণকূল হইতে উত্তরকূলে গিয়াছে। ইহার মধ্য দিয়াই ঝিলাম্ নদী প্রবাহিত আছে। উত্তর-দিগবর্ত্তী পর্ব্বতখণ্ড ক্রমশঃ উত্তরমুখে আসিয়া উপরি উক্ত শাখা-দ্বয় ও মূল চেল শিখরের সহিত মিলিত হইয়াছে। এখান হইতে ঐ মিলিত গিরিমালা দুইটী বিভিন্ন শাখায় সমান্তরাল ভাবে পশ্চিমাভিমুখে গমন করিয়া শাহপুর-জেলাস্থ উচ্চ-চূড় সকেশ্বর শৈলে যাইয়া সংযুক্ত হইয়াছে; এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সমুদ্রজল হইতে ৫০১০ ফিট্ উচ্চ।

উক্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে এবং তাহাদের মধ্যস্থিত কএকটী গিরিচূড়ার মধ্যভাগে একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ ভূমি অতিশয় উর্ব্বর ও নানাবিধ পার্থিব-সৌন্দর্য্য-প্রপূরিত। এই স্থানের ঠিক মধ্যস্থলে "কল্লার-কাহার" নামে একটী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। উহা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের বিকাশ-নিকেতন। এই হ্রদ হইতে যে কয়টী পার্ব্বত্যস্রোত অধিত্যকা-গাত্র বহিয়া সমতল প্রান্তর-পথে চলিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটী ভূগর্ভস্থ সৈন্ধব লবণাস্বাদযুক্ত জলরাশিপূর্ণ।

পিণ্ড-দাদন খাঁর উত্তরপূর্ব্বস্থ খেউরা গ্রামের "Mayo Mine" নামক খনি, শাহপুরের বর্দ্ধা নামক স্থানের খনি ও বন্নু জেলার কালাবাগ নামক স্থানের খনি হইতে প্রচুর লবণ উত্তোলিত হয়। মেও খনি হইতে লবণ আনয়নের সুবিধার্থ পিণ্ডদাদন খাঁর নিকট ঝিলাম্ নদীতে একটী সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে।

কালাবাগে উলিটিক স্তরে এবং জালালপুর ও পিণ্ডদাদন খাঁর টার্সিয়ারী স্তরে কয়লা পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত স্থানের কয়লায় সিন্ধুনদগামী বাষ্পীয় পোতসমূহের বহ্নিসংস্থানক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে। উপরি বর্ণিত খনিজদ্রব্য ব্যতীত এখানে আরও নানা প্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়।

এই পর্ব্বতের উত্তরার্দ্ধ নগ্নাদির অববাহিকাবহুল। এই স্থানে নিম্ন প্রদেশে নদীজল সঞ্চিত হইয়া নানাস্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছে। হ্রদতীরবর্ত্তী স্থানগুলি নানাজাতীয় বৃক্ষমালায় ও ফলফুলে পরিশোভিত। উহার দক্ষিণাংশ পঙ্ক কন্দর ও চূণাপাথরের পাহাড়, এইজন্য এই অংশ লতাগুল্মহীন। এই গিরিমালাংশে অল্পস্রোতা কএকটী নদী বিরাজিত আছে। পশ্চিমভাগে শাহপুরের সকেশ্বর শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত উত্তরপর্ব্বত-ভাগে খুন ও খব্বকি নামক উপত্যকাদ্বয় বিরাজিত। উহাদের তলদেশ পলিময় স্তর হইতে গঠিত। ইহারই ঠিক দক্ষিণের

পর্ব্বতশ্রেণী কন্দর ও গহ্বরপূর্ণ এবং এখানে ইতস্ততঃ চূণা-পাথরের স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সল্টওয়াটার লেক, কলিকাতার ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত একটা বিস্তৃত জলাভূমি। ইহা লবণ জলপূর্ণ। আমাদের দেশ-বাসীরা ইহাকে ধাপা বলিয়া থাকে। ইহার ভূপরিমাণ প্রায় ৩০ বর্গ মাইল। অক্ষা° ২২° ২৮´ হইতে ২২° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°২৫´ ৩০´´ হইতে ৮৮°৩০´৩০´ পূঃ। এই হ্রদ হইতে কলিকাতা-বেলিয়াঘাটা খাল দিয়া বিভাধরী হইয়া সুন্দরবনের মধ্য দিয়া অন্যত্র যাওয়া যায়।

সল্লকী (স্ত্রী) সৎকৃত্য লকাতে থাস্ততে গজৈরিতি সৎ-লক-কৃন্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষ। (Boswellia thurifera) মহারাষ্ট্র সল্লকি, কালঙ্গ তদিকু, বম্বে শালই, চলিত কুন্দুরুকী। পর্য্যায়—গজভক্ষ্যা,সুবহা,সুরভী, রসা, মহেরণা কুন্দুরুকী, হ্লাদিনী, গজভক্ষা, সুরভি, সুরভীরসা, মহেরুণা, শল্লকী, সিল্লকী, শিল্লকা, হ্লাদিনী। (ভরত) গুণ—তিক্ত, মধুর, কষায়, গ্রাহক, এবং কুষ্ঠ, রক্ত, কফ, বাত, অর্শ ও ব্রণরোগনাশক। (রাজনি°)

সল্লকণতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সল্লক্য (ক্লী) সাধুলক্ষ্য।

সল্লোক (পুং) উত্তম লোক, উত্তম স্থান।

সল্ব (পুং) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। [শব দেখ।]

সল্হ[ণ] (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ।

[শাল্হনি দেখ।]

সব (ক্লী) সূতে রসানিতি সূ-অচ্। ১ জল। (জটাধর) ২ পুষ্পরস। (পুং) সূয়তে সোমোঽত্রেতি সূ-অপ্। ৩ যজ্ঞ। (অমর) ৫ সন্তান। (মেদিনী) ৬ সূর্য্য। ৭ চন্দ্র। (ত্রি) ৮ অজ্ঞ। "সবিতা ত্বা সবানাং সুবতাং" (শুক্ল যজু° ৯।৩৯) 'সবানাং অজ্ঞানাং' (মহীধর)

সবংশ্যা (স্ত্রী) বৃক্ষভেদ।

সবচন (ত্রি) সমান বচন। (পা ৬।৩।৮৫)

সবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত বর্ত্তমান, বৎসযুক্ত।

সবথ (পুং) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত ব্যক্তিবিশেষ। (রাজতর° ৮।১১০৯)

সবন (ক্লী) সু-অভিষবে ল্যুট্। ১ যজ্ঞস্নান। পর্য্যায়—সুত্যা, অভিষব, সোমসন্ধান। (জটাধর) ২ সোমপান। (ভরত) ৩ অধ্বর, যজ্ঞ। ৪ সোম-নির্দ্দলন। (মেদিনী) ৫ প্রসব। (পুং) সু-যুচ্। ৬ চন্দ্র। (উণ্ ২।৭৪) (ত্রি) বনেন সহ বর্ত্তমানং। ৭ বনবিশিষ্ট, বনযুক্ত। ৮ ভৃগুর পুত্রভেদ। ৯ বশিষ্ঠের পুত্রভেদ। ১০ রোহিতমন্বন্তরের সপ্তর্ষিভেদ। ১১ স্বায়ম্ভুব মনুর পুত্রভেদ। ১২ প্রিয়ব্রতের পুত্রভেদ। (মার্ক°পু° ৫৩।১৯) ১৩ অগ্নির নামান্তর।

সবনকর্ম্মন্ (ক্লী) যজ্ঞকর্ম্ম। (শকুন্তলা)

সবনদুর্গ, (সাবনদুর্গ), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মহিসুররাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিদুর্গ। দুর্গের নাম হইতে এই পর্ব্বতটীও সবনদুর্গ নামে আখ্যাত হইয়াছে। ইহার অপর নাম মগদি শৈল। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০২৪ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ১২° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘ° ৭৭°২১´ পূঃ। এই পর্ব্বতটী দানাদার প্রস্তরে গঠিত এবং প্রায় ৮ বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। ইহার শিখরভাগ দুইটী চূড়ায় দুইভাগে বিভক্ত; উহার একটীর নাম করি (কৃষ্ণ) ও অপরটীর নাম বিলি (শ্বেত)। দুইটী শিখরেই পর্য্যাপ্ত জল পাওয়া যায়। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাজা সামন্তরায় এই শৈলশৃঙ্গে স্বনামে দুর্গ স্থাপন করেন। তদবধি ঐ শৈল সামন্ত-দুর্গ নামে সাধারণে সমাখ্যাত হয়। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গলুরবাসী ইম্মাড় কেম্পে গৌড় এই দুর্গ সংস্কারান্তে সুদৃঢ় করিয়া স্বয়ং সপরিবারে তথায় বাস করেন। ঐ সময় হইতে উহা সবনদুর্গ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইম্মাড় গৌড়ের বংশধরগণ দুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তথায় বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে মহিসুরের জনৈক হিন্দু নরপতি এই দুর্গ অধিকার করিয়া লন। কিছুদিন পরে মহিসুর-রাজের হস্ত হইতে উহা পুনরায় হায়দার আলীর করকবলিত হয়। মুসলমানগণ এই দুর্গ সেনাবল দ্বারা সুদৃঢ় করিলেও ইংরাজের সহিত যুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। হায়দারপুত্র টিপুসুলতানের ইংরাজ-বিদ্বেষ সময়ে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্-পরিচালিত ইংরাজ-সেনাবাহিনী এই দুর্গের সম্মুখদেশে আসিয়া সমুপস্থিত হয়। সেনাপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ১০ই ডিসেম্বর তারিখে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সদলবলে আসিয়া দুর্গের ৩ মাইল দূরে ছাউনি করেন। তিনি এই স্থানে থাকিয়া অতি কষ্টে দুর্গধ্বংসের জন্য কামান সজ্জা করিলেন। ২০এ ডিসেম্বর হইতে অনবরত গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল। তিন দিনে দুর্গপ্রাচীরের এক অংশ খসিয়া পড়িতেছে দেখিয়া কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লর্ড কর্ণওয়ালিসের উপর সমগ্র কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রণকুশল কর্ণওয়ালিসের দক্ষতায় ও বীরত্বকৌশলে একঘণ্টার মধ্যে এক পার্শ্বের প্রাচীন পরিখাদি উল্লঙ্ঘন করিয়া ইংরাজসৈন্য দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক দুর্গজয় করিলেন। এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষে একটী সৈন্যও বিনষ্ট হয় নাই।

সবনভাজ্ (ত্রি) যজ্ঞভাগবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৭।৫।৬।৪)

সবনমুখ (ক্লী) যজ্ঞারম্ভ।

সবনবিধ (ত্রি) যজ্ঞকার্য্য। যজ্ঞের বিষয়ীভূত।

সবনশস্ (অব্য°) সবন-চশস্। ১ ত্রিকালম্। (ভাগ° ১১।৬।১০) ২ মন্দ্রমধ্যম ও তারস্বরযুক্ত (গীতধ্বনি)। (ভাগ° ১০।৩৫।১৫)

সবনিক (ত্রি) সবনসম্বন্ধীয়।

সবনীয় (ত্রি) সোমযজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সবনূর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ১৪° ৫৩´ ৪৫´´ হইতে ১৫°১´ ৪৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫°২১´৪৫´ হইতে ৭৫°২৫´ পূঃ-মধ্য। ভূপরিমাণ ৭০ বর্গমাইল। এই রাজ্যের মধ্যে একটী নগর ও ২৩ খানি গ্রাম আছে।

এখানকার রাজবংশ মুসলমান ও আফগানবংশীয়। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেব আবদুল রউফ্ খাঁ নামক জনৈক পাঠান-সেনানীর যুদ্ধকৌশলে বিশেষ প্রীত হইয়া তাঁহাকে সাতহাজারী মনসবদার পদে উন্নীত করেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের অনুগ্রহে অশ্বারোহী সেনাদলপালনার্থ ও স্বীয় মর্য্যাদারক্ষার্থ তিনি বঙ্কাপুর, তোড়গল ও আজীমনগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে এখানকার নবাব টিপুসুলতানের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইলেও ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে বিশ্বাসঘাতক টিপু-সুলতান কুটুম্বের রাজ্য আত্মসাৎ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। টিপুকর্তৃক রাজ্য অপহৃত হইলে নবাব পেশবার আশ্রয়ভিক্ষা করেন। পেশবা তাঁহার নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিতে অশক্ত হইয়া তাঁহাকে বার্ষিক ৪৮০০০৲ টাকা বৃত্তিদান করেন, পরে জেনারল ওয়েলেস্‌লির মধ্যস্থতায় পেশবা ঐ নগদ টাকার বৃত্তির অনুরূপ আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিতে বাধ্য হন। টিপুকর্তৃক এই নগর অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে এখানে নবাবগণের যত্নে একটী টাকশাল স্থাপিত হয়। ঐ টাকশাল হইতে নবনূরী-হুন নামক স্বর্ণমুদ্রার প্রচার হইত। উহার মূল্য প্রায় ৪৲ টাকা এবং উহাতে নবাবের মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকিত।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ হইতে এই রাজ্যের শাসনভার ধারবাড়ের কালেক্টরের অধীনে থাকে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে নবাব আবদুল দলীল খাঁ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার হস্তে রাজ্যভার প্রদত্ত হয়। নবাবকুমার কোল্‌হাপুরের রাজকুমার কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া দেশের মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হন। দুঃখের বিষয় ঐ যুবক নবাব পরবৎসরেই লোকান্তর গমন করেন।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর, ধারবাড় হইতে ৪০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৫´´ পূঃ। নগরটী গোলাকার ও ক্ষুদ্র। চারিদিকে পরিখা ও প্রাচীর আছে, প্রাচীরগাত্রে ৮টী প্রবেশদ্বার; তন্মধ্যে তিনটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ১৮৬৮ হইতে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ মধ্যে নগরটী পথ ঘাট ও ইন্দারা দ্বারা পরিশোভিত হয়। এখানে বৎসরে বৎসরে দেবোদ্দেশে মেলা বসিয়া থাকে।

সবয়স্ (পুং) সমানং বয়োযস্ত। ১ বয়স্ত। (অমর) (ত্রি) ২ সমান বয়স্ক, এক বয়সী। (স্ত্রী) সমানং বয়োযস্তাঃ (জ্যোতির্জনপদেতি। ৬।৩৮৫) ইতি সমানস্ত সঃ। সমানবয়স্কা, পর্য্যায় আলি, বয়স্তা, সখী, সহচরী। (জটাধর)

সবয়স্ (ত্রি) সমান বয়োবিশিষ্ট। (ভাগবত ১০।১৩।৩৮)

সবর (পুং) ১ সলিল। ২ শিব। (ত্রিকা°)

সবর্ণ (ত্রি) সমানো বর্ণো যস্ত (জ্যোতির্জনপদেতি। পা ৬।৩।৮৫) ইতি সমানস্ত স। ১ সদৃশ। (হেম) ২ সমান বর্ণ। তুল্য জাতি, তুল্য বর্ণ।

"পাণিগ্রহণসংস্কারঃ সবর্ণাসূপদিশ্যতে।
অসবর্ণা স্বয়ং জ্ঞেয়ো বিধিরুদ্বাহকর্ম্মণি॥" (উদ্বাহতত্ত্ব)

সবর্ণা কন্যাই বিবাহ করিতে হয়, শাস্ত্রে এই রূপ বিধান আছে। কলীতর যুগে অসবর্ণ বিবাহ নিন্দিত ছিল না, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় অসবর্ণ বিবাহ করিতে পারিতেন, কিন্তু কলিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কলিতে একমাত্র সবর্ণ বিবাহই প্রশস্ত। [বিবাহ দেখ]

৩ একস্থানোৎপন্ন বর্ণ, ব্যাকরণ মতে ইহার সবর্ণ সংজ্ঞা হয়। যথা অ আ, অর্থাৎ অকারের সহিত আকারের সবর্ণতা আছে।

সবর্ণা (স্ত্রী) সমানো বর্ণো যস্তাঃ। সূর্য্যপত্নী ছায়া। (শব্দরত্না°) ২ সমান বর্ণা স্ত্রী।

সবর্ণাভ (ত্রি) সবর্ণস্ত আভা ইব আভা যস্ত। সবর্ণ।

সবর্য্য (ত্রি) শ্রেষ্ঠ গুণ বা ধনবিশিষ্ট। বরীয়ান্।

সবল, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৪২।১৫১)

সবলপুর, বিশালরাজ্যের অন্তর্গত একটী প্রাচীন পুরী।
(ভবিষ্যব্র° খ° ৩৯।৯৯)

সবলসিংহ, বড়বানের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর জেলাস্থ রণপুর দুর্গ অধিকারার্থ সদলে যাত্রা করেন। ঐ সময়ে দুর্গাধিকারী অহিমভাই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। তিনি ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াও দুর্গাবরোধ ব্যর্থ করিতে পারিলেন না। দুর্গ শত্রুহস্তগত হইলে দুর্গবাসীরা বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল। এই সময়ে বড়োদার অধিপতি দামাজী গাইকোবাড় ঢোলকায় রাজস্বসংগ্রহে আগমন করেন। অহিমভাই গোপনে তাঁহার সমীপবর্ত্তী হইয়া স্বীয় দুঃখবার্ত্তা নিবেদন করেন এবং ঐ সঙ্গে তাঁহার সাহায্যভিক্ষা করিয়াছিলেন। তদনুসারে অহিমভাই সঙ্গে গাইকোবাড়ের সেনাদল তথায় আসিয়া সমুপস্থিত হইলে সবলসিংহ দুর্গাবরোধ পরিত্যাগ করিয়া নাগেশের অভিমুখে পলাইয়া যান। গাইকোবাড় সৈন্য তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে সবলসিংহ পরাজিত ও বন্দী হন।

সববিধ (ত্রি) সবনবিধ। (শতপথব্রা° ১১।৭।২।২)

সবস্ (ক্লী) সবন। [সবন দেখ]

সবহ্না (স্ত্রী) ত্রিবৃতা। (ভরত)

সবাচস্ (ত্রি) উৎকৃষ্ট পাঠসম্বলিত। (অথর্ব্ব ৭।১২।২)

সবাতৃ (ত্রি) সমান বৎসর বিশিষ্ট, তুল্য বৎসর যুক্ত।

"সবাতরৌ ন তেজসা" (শুক্ল যজু° ২৮।৮)

'সবাতরৌ সমানো বাতা বৎসরো যয়ো স্তৌ' (মহীধর)

সবাত্য (ত্রি) বাতসমূহের সহিত বর্ত্তমান, বাতমণ্ডলী মধ্যস্থ। "সান্তপনেভ্যঃ সবাত্যান্" (শুক্ল যজু° ২৪।২৬) 'সবাত্যান্ বাতসমূহো বাত্যা তয়া সহ বর্ত্তন্তে ইতি সবাত্যাঃ বাতমণ্ডলী-মধ্যস্থান্' (মহীধর)

সবার্ত্তিক (ত্রি) বার্ত্তিকেন সহ বর্ত্তমানঃ। বার্ত্তিকের সহিত বর্ত্তমান, যে সকল সূত্রের বার্ত্তিক আছে।

সবাসস্ (ত্রি) বাসযুক্ত। পরিচ্ছদবিশিষ্ট। (মনু ৫।৭৭)

সবাসিন্ (ত্রি) একবস্ত্রধারী বা একত্র বাসকারী। 'সবাসিনৌ সমানং একং বস্ত্রং বসানৌ সমানং একত্র বসন্তৌ বা। বস আচ্ছাদনে ইত্যস্মাদ্ বস নিবাসে ইত্যস্মাৎ বা সমানশব্দোপপদাদ্ "ব্রতে" ইতি ণিনি প্রত্যয়ঃ তত্রঃসূত্রে ব্রতশব্দেন শাস্ত্রীয়ো নিয়মঃ উক্তঃ। সমানস্যচ্ছন্দসি" ইত্যাদিনা সমানশব্দস্য সভাবঃ।'

(অথর্ব্ব ২।৩০।৬ সায়ণ)

সবিকল্প (ত্রি) ১ বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান। সন্দিগ্ধ, উভয় প্রকার মতানুযায়ী। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। সবিকল্প ও নির্বিকল্প ভেদে সমাধি দুই প্রকার। সবীজ সমাধি, যে সমাধিতে কোন একটী আলম্বন থাকে, তাহাকে সবিকল্পসমাধি কহে। [বিশেষ বিববরণ সমাধি শব্দে দেখ] ৩ বিশেষণবিশিষ্ট বিশেষ্যের জ্ঞান। ৪ বেদান্ত মতে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভেদজ্ঞান।

সবিকাশ (ত্রি) বিকাশেন সহ বর্ত্তমানঃ। বিকশিত, প্রফুল্ল, বিকাশযুক্ত। ২ অসঙ্কুচিত, প্রসারিত, বিস্তারিত।

সবিকার (ত্রি) বিকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিকারযুক্ত, বিকার-বিশিষ্ট। যাহার চিত্তের বিকার হয়।

সবিগ্রহ (ত্রি) বিগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, বিগ্রহযুক্ত, বিগ্রহ-বিশিষ্ট। শরীরবিশিষ্ট, তাৎপর্য্যসূচক, বোধক।

সবিচার (ত্রি) বিচারের সহিত বর্ত্তমান, বিচারযুক্ত, বিচার-বিশিষ্ট। (পুং) সমাধিবিশেষ। সবিকল্প সমাধি বিতর্ক, বিচার, আনন্দ ও অস্মিতা ভেদে চারি প্রকার, সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিত। [বিশেষ বিবরণ সমাধি শব্দ দেখ]

সবিজ্ঞান (ত্রি) বিজ্ঞানের সহিত বর্ত্তমান, বিজ্ঞানযুক্ত, বিজ্ঞান-বিশিষ্ট।

সবিড়ালম্ভ (ক্লী) পরিহাস বা কৌতুক নটনভেদ।

(ভরত নাট্যশা° ২০।৪৮)

সবিদ্ (ত্রি) সবিতৃরূপ ও বিদ্বান্।

সবিতর্ক (ত্রি) বিতর্কের সহিত বর্ত্তমান, বিতর্কযুক্ত, বিতর্ক বিশিষ্ট। (পুং) ২ সমাধি বিশেষ। [সমাধি শব্দ দেখ]

সবিতাচল, মেরুর উত্তরস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৬)

সবিতৃ (পুং) সূতে লোকাদীনিতি সূ-তৃচ্। ১ সূর্য্য। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ—

"ধীশব্দ বাচ্যো ব্রহ্মাণং প্রচোদয়তি সর্ব্বদা।
সৃষ্টার্থং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সবিতা সতু কীর্ত্তিতঃ॥
সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা সতু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ॥"

(অগ্নিপু° গায়ত্রীকল্প নামাধ্যায়)

বিষ্ণু ধী শব্দবাচ্য, বিষ্ণু সৃষ্টির জন্য সর্ব্বদা ব্রহ্মাকে প্রেরণ করেন, এইজন্য তিনি সবিতা নামে খ্যাত, অথবা জগৎ প্রসব করেন বলিয়া সবিতা নামে কীর্ত্তিত হন। ঋগ্বেদে সবিতাই আদি দেবতা বলিয়া পূজিত। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের মূল গায়ত্রীতে সবি-তাই উপাসিত হইয়াছেন। [সূর্য্য দেখ।] ২ অর্কবৃক্ষ।

সবিতৃতনয় (পুং) সবিতুস্তনয়ঃ। সূর্য্যপুত্র। হিরণ্যপাণি।

সবিতৃদত্ত (পুং) পাণিনিবর্ণিত ব্যক্তিভেদ।

(পা ৫।৩।৮৩ কাশিকা)

সবিতৃদৈবত (পুং) সবিতা দৈবতং যস্য। নক্ষত্রভেদ, হস্তা-নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য এই জন্য এই নক্ষত্রকে সবিতৃ-দৈবত কহে।

সবিতৃপুত্র (পুং) সবিতুঃ পুত্রঃ। সূর্য্যতনয়।

সবিতৃপ্রসূত (ত্রি) সবিতৃ হইতে জাত। (তৈত্তিরীয়স° ৫।১।৬।১)

সবিতৃল (ত্রি) সবিতৃ সম্বন্ধী।

সবিতৃসুত (পুং) সূর্য্যতনয়, শনি।

সবিত্র (ক্লী) সূয়তে ঽনেন সূ (অর্ত্তি-লূধূসূখনসহচর ইত্রঃ। পা ৩।২।১৮৪) ইতি করণে ইত্র। প্রসবকরণ, যাহা দ্বারা প্রসূত হয়।

সবিত্রিয় (ত্রি) সবিতুরয়ং, সবিতৃ-ঘ। সূর্য্যসম্বন্ধীয়।

সবিত্রী (স্ত্রী) সূতে যা সূ-তৃচ্, ঙীপ্। মাতা, জনয়িত্রী, প্রসব-কারিণী। ২ গাভী।

সবিদ্য (ত্রি) বিদ্যয়া সহ বর্ত্তমানঃ। বিদ্বান্। তন্ত্রে লিখিত আছে যে গুরু সবিদ্য বা অবিদ্য হইলেও পূজনীয়।

সবিদ্যুত (ক্লী) বিদ্যুৎ সহিত। (অথর্ব্ব ৪।১৫।১৬)

সবিধ (ত্রি) সমানা বিধাস্তেতি। ১ নিকট। (অমর) ২ সমান প্রকার। (ভাগবত ৩।৩।৮)

সবিনয় (ত্রি) বিনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিনয়ের সহিত বর্ত্ত-মান, বিনীত, বিনয়যুক্ত।

সবিভাস (পুং) সূর্য্যের নামান্তর।

সবিশেষ (ত্রি) বিশেষের সহিত বর্ত্তমান, বিশেষ পদার্থযুক্ত।

সবিশেষক (ত্রি) বিশেষ-স্বার্থে কন্। বিশেষকেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিশেষ পদার্থের সহিত বর্ত্তমান।

"দ্রব্যং গুণা স্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকং।" (ভাষাপরি°)

২ তিনটী শ্লোকে যে স্থলে এক ক্রিয়ায় অন্বয় হয়, তাহাকে বিশেষক কহে। এইরূপ বিশেষকযুক্ত।

"দ্বাভ্যাং যুগ্মমিতি প্রোক্তং ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকং।"

(সাহিত্যদ°)

সবিশেষণ (ত্রি) বিশেষণযুক্ত, বিশেষণবিশিষ্ট।

সবিস্ময় (ত্রি) বিস্ময়েন সহ বর্ত্তমানঃ। বিস্ময়াপন্ন, পর্য্যায় বীক্ষাপন্ন। (হারাবলী)

সবীমন্ (ক্লী) প্রসব। "সবিতা সবীমনি নিবেশয়ন্" (ঋক্ ৫।৫৩।৩) 'সবীমনি প্রসবে' (সায়ণ)

সবীর্য্য (ত্রি) বীর্য্যবিশিষ্ট, তেজোযুক্ত।

সবৃৎ (ত্রি) সহ বর্ত্ততে বৃত-ক্বিপ্। সহবর্ত্তনশীল, সহবর্ত্তী।

(শুক্লযজু° ১৫।৯)

সবৃধ্ (ত্রি) পণ্ডিতের সহিত বর্ত্তমান। "বৃদ্ধায় চ সবৃধে চ" (শুক্লযজু° ১৬।৩০) 'বর্দ্ধন্তে বিদ্যাবিনয়াদিগুণৈস্তে বৃধাঃ পণ্ডিতাঃ ক্বিপ্, তৈঃ সহ বর্ত্ততে ইতি সবৃৎ তস্মৈ নমঃ' (মহীধর)

সবৃষ্টিক (ত্রি) বৃষ্টির সহিত বর্ত্তমান। বৃষ্টিযুক্ত।

সবেগ (ত্রি) বেগযুক্ত, বেগবিশিষ্ট।

সবেণী (স্ত্রী) সমানবেণী।

সবেদস্ (ত্রি) সমান একবেদ অর্থাৎ হবির্লক্ষণধন দ্বারা যুক্ত। একপ্রকার হবির্যুক্ত।

"অগ্নী সোমা সবেদসা সহূতী" (ঋক্ ১।৯৩।৯)

'সবেদসা সমানেনৈকেন বেদসা হবির্লক্ষণেন ধনেন যুক্তৌ'

(সায়ণ)

সবেশ (ত্রি) বেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ বেশান্বিত, বেশবিশিষ্ট, বেশযুক্ত। (ধরণি) ২ নিকট। (অমর)

সবেশীয় (ক্লী) সামভেদ।

সব্য (ত্রি) সূ প্রেরণে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বাম। (অমর) ২ দক্ষিণ। সব্যশব্দের বাম ও দক্ষিণ দুইটী অর্থ হইলেও সাধারণতঃ বাম অর্থে ব্যবহার হয়। ৩ প্রতিকূল। পশ্চাৎ দিকে। (পুং) সূতে বিশ্বমিতি সূ-য। ৪ বিষ্ণু। (শব্দমালা) ৫ যজ্ঞোপবীত। ৬ চন্দ্র বা সূর্য্যগ্রহণ সময়ে দশপ্রকার গ্রাসের একতম। (বৃহৎস° ৫।৪৩) ৭ ইন্দ্রাশ্রিতভেদ। 'সব্যায়ৈ তন্নামকায় পঙ্গ্রাভমেতন্নামকমন্বৰূয়ং।' (ঋক্ ১০।৪৯।৭ সায়ণ) ৮ অঙ্গিরার পুত্রভেদ। অঙ্গিরা ইন্দ্রকে পুত্র কামনা করিয়া দেবতার উপাসনা করেন। ইন্দ্র তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্র সব্য নামে পরিচিত। ইনি ঋগ্বেদের ১।৫১-৫৭ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সব্যচারিন্ (পুং) সব্যসাচী, অর্জ্জুন।

সব্যঞ্জন (ত্রি) ব্যঞ্জনবর্ণবিশিষ্ট। (ঋক্প্রাতি° ১৮।১৭)

সব্যতস্ (অব্য°) সব্য-তসিল্। সব্যভাগে, সব্যপার্শ্বে। "সব্যতঃ সাদি দস্যুরিন্দ্রঃ" (ঋক্ ২।১১।১৮) 'সব্যতঃ সব্যপার্শ্বে' (সায়ণ)

সব্যভিচার (ত্রি) ব্যভিচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ব্যভিচারবিশিষ্ট। (পুং) ২ নৈয়ায়িক মতে হেত্বাভাসভেদ।

[হেত্বাভাস দেখ।]

সব্যষ্ঠা (ত্রি) রথাধিষ্ঠিত যোদ্ধা। (অথর্ব্ব ৮।৮।২৩)

সব্যসাচীন্ (পুং) সব্যেন বামেন হস্তেনাপি সবতি সন্দধাতি বাণমিতি সচ সন্ধানে ণিনি। অর্জ্জুন। অর্জ্জুনের দশটী নামের মধ্যে ইহা একটী নাম। অর্জ্জুন উভয় হস্ত দ্বারাই তুল্যরূপে জ্যাকর্ষণ করিতে পারিতেন, সুতরাং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণ হস্তের ন্যায় জ্যাকর্ষণ করিতে সমর্থ ছিলেন বলিয়া তাহার নাম সব্যসাচী হয়।

সব্যাধি (ত্রি) ব্যাধিযুক্ত, পীড়িত, ব্যাধির সহিত বর্ত্তমান।

সব্যানত (ত্রি) বামে নত। যুদ্ধকালে যোদ্ধৃপুরুষ তীর লইয়া বামভাগে ঈষৎ বক্র থাকে।

সব্যাপ্রষ্টি (পুং) মৃগয়াকালে অশ্বের বামে বক্র হইয়া গমন।

সব্যাযুগ্য (পুং) দক্ষিণে ও বামে অশ্বদ্বয়যুক্ত। যুড়িঘোড়া।

সব্যাবৃৎ (ত্রি) দক্ষিণে ও বামে হেলিয়া দুলিয়া গমনকারী।

(আশ° শ্রৌ° ৫।১৭।৬)

সব্যাবৃত্ত (ত্রি) বামে বা দক্ষিণে আবর্ত্তিত (কুশমুষ্টি)।

(কাত্যা°শ্রৌ° ১।৩।২৩)

সব্যাশূন্য (ত্রি) সব্য+অশূন্য। সর্ব্বস্বত্বপূর্ণ।

(কাত্যা°শ্রৌ° ১২৪।৪।৪)

সব্যাহৃতি (ত্রি) ব্যাহৃতির সহিত, ব্যাহৃতিযুক্ত, প্রণববিশিষ্ট, ওঙ্কারযুক্ত।

সব্যেতর (ত্রি) সব্যাদিতরঃ। সব্য হইতে ভিন্ন, বামেতর দক্ষিণ।

সব্যেতরতস্ (অব্য°) সব্যেতর-তসিল্। দক্ষিণদিকে, দক্ষিণভাগে। (ভাগবত ৪।৮।৭৯)

সব্যেষ্ঠ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা-ক (স্থাম্নিন্ সুণাং। পা ৮।৩।৯৭) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষত্বং। হলদন্তাদিত্যলুক্। সারথি। (হলায়ুধ)

সব্যেষ্ঠৃ (পুং) সব্যে তিষ্ঠতীতি স্থা (সব্যে স্থ শ্ছন্দসি। উণ্

২।১০) ইতি ছন্দসি ঋ, সচ ডিৎ। ষত্বং সপ্তম্যাঃ অলুক্। সারথি। (অমর)

সব্যোত্তান (ত্রি) দক্ষিণ বা বামপার্শ্বে কাত হইয়া শয়ন। সব্যোন্নত।

সব্যোন্নত (ত্রি) যোদ্ধৃপুরুষের দক্ষিণ বা বামাঙ্গ উন্নতকরণরূপ অর্দ্ধবিক্ষেপবিশেষ। সব্যানত ইহার বিপরীত।

সব্রণ (ত্রি) ব্রণের সহিত বর্ত্তমান, ব্রণযুক্ত, ব্রণবিশিষ্ট।

সব্রত (ত্রি) ১ সমানকর্ম্ম, তুল্যকর্ম্মবিশিষ্ট।

"ষিক্তা বিষ্ণুরূপাণি সব্রতা" (ঋক্ ৬।৭০।৩) 'সব্রতা সমানকর্ম্মাণি' (সায়ণ) ২ ব্রতবিশিষ্ট, ব্রতের সহিত বর্ত্তমান, নিয়মযুক্ত।

সব্রতিন্ (ত্রি) ব্রতীর সহিত বর্ত্তমান, ব্রতীযুক্ত, সমানব্রতবিশিষ্ট।

সশব্দ (ত্রি) শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সশয়ন (ত্রি) শয়নযুক্ত, শয্যাবিশিষ্ট।

সশরীর (ত্রি) শরীরের সহিত বর্ত্তমান, শরীরধারী।

সশল্য (ত্রি) শল্যযুক্ত, শল্যবিশিষ্ট।

সশল্যা (স্ত্রী) শল্যেন সহ বর্ত্তমানা। ১ নাগদন্তী। (রত্নমালা) (ত্রি) শল্যযুক্ত ভূম্যাদি।

সশিরস্ক (ত্রি) শিরসা মস্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ কপ্। শিরোবিশিষ্ট, মস্তকযুক্ত।

সশীর্ষন্ (ত্রি) শীর্ষের সহিত, মস্তকযুক্ত।

সশুক্র (ত্রি) শুক্রযুক্ত, শুক্রবিশিষ্ট।

সশূক (পুং) শূকেন দয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আস্তিক। (ত্রি) ২ শূকরোগবিশিষ্ট।

সশেষ (ত্রি) শেষের সহিত, শেষযুক্ত।

সশোক (ত্রি) শোকবিশিষ্ট, শোকযুক্ত।

সশ্চৎ (ত্রি) সশ্চ্-শতৃ। বাধনের নিমিত্ত প্রাপ্তিবিশিষ্ট। "অতি নঃ সশ্চতো নয় সুগা" (ঋক্ ১।৪২।৭) 'সশ্চতঃ অস্মদ্ বাধনায় প্রাপ্নুবতঃ' (সায়ণ)

সশ্মশ্রু (স্ত্রী) শ্মশ্রুণা সহ বর্ত্তমানা। শ্মশ্রুযুক্ত স্ত্রী, পর্য্যায় নরমালিনী। (হেম) ২ শ্মশ্রুবিশিষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত।

সশ্রীক (ত্রি) শ্রিয়া সহ বর্ত্তমানঃ, নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। শ্রীর সহিত বর্ত্তমান, লক্ষ্মীযুক্ত, লক্ষ্মীবিশিষ্ট।

সশ্লেষ (ত্রি) শ্লেষযুক্ত, শ্লেষের সহিত বর্ত্তমান।

সস্, স্বপ্ন, নিদ্রা। অদাদি পরস্মৈ° অক-সেট্। লট্ সস্তি, লোট্ সস্তু। হি-সধি। লিঙ্-সস্যাৎ। লঙ্ অসৎ, অসস্তাং অসসন্। লিট্ সসাস। লুট্ সসিতা। লুঙ্ অসসীৎ, অসাসীৎ।

সসঙ্গ (ত্রি) সঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, সঙ্গযুক্ত, সঙ্গবিশিষ্ট।

সসংজ্ঞ (ত্রি) সংজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, সংজ্ঞাযুক্ত।

সসস্ত্রিন্ (পুং) শস্ত্রধারীর সহিত বর্ত্তমান।

সসত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্বেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রাণিযুক্ত, প্রাণিবিশিষ্ট। (স্ত্রী) সসত্ত্বা—গর্ভিণী, গর্ভবতী স্ত্রী, ইহাদের গর্ভমধ্যে সত্ত্ব অর্থাৎ জীব থাকে, এইজন্য ইহাদিগকে সসত্ত্বা কহে।

সসন (ক্লী) সস-নাশে ল্যুট্। যজ্ঞার্থপশুহনন। (অমরটীকা) এই শব্দের পাঠান্তর শসন বা শাসন।

সসর্পরী (স্ত্রী) সকল স্থানে শব্দরূপে সর্পণশীল বাক্য।

"সসর্পরী রমতিং বাধমানা" (ঋক্ ৩।৫৩।১৫)

'সসর্পরী সর্ব্বত্র শব্দরূপয়া সর্পণশীলা বাক্' (সায়ণ)

সসা (দেশজ) লতাবিশেষ। এই ফল স্বাদু।

সসাক্ষিক (ত্রি) সাক্ষীর সহিত বর্ত্তমান, সাক্ষিবিশিষ্ট,সাক্ষিযুক্ত।

সসাধ্বস (ত্রি) সভয়, ভয়যুক্ত।

সসীমন্ (ত্রি) সীমার সহিত। সীমার মধ্যবর্ত্তী, নিকটবর্ত্তী।

সসুর (ত্রি) ১ দেবতার সহিত বর্ত্তমান। ২ সুরয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ৩ সুরার সহিত বর্ত্তমান, সুরাযুক্ত, সুরাবিশিষ্ট।

সসৌষ্ঠব (ত্রি) বেগগামী, সত্বর। ২ অতি সুন্দর।

সস্ত্রীক (ত্রি) স্ত্রিয়া সহঃ বর্ত্তমান। নদীসংজ্ঞকাৎ কপ্ সমাসান্তঃ। সপত্নীক, স্ত্রীর সহিত বর্ত্তমান। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সস্ত্রীক ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়।

সস্থান (ত্রি) সমানং স্থানং যত্র সমানস্ত সা দেশঃ। (পা ৬।৩।৮৫) সমান স্থান।

সস্নি (ত্রি) সম্ভক্ত। "সস্নির্বাজং দিবে দিবে" (ঋক্ ৯।৬১।২০) 'সস্নিঃ সম্ভক্তা' (সায়ণ)

সস্নেহ (ত্রি) স্নেহযুক্ত, স্নেহবিশিষ্ট, প্রীতিযুক্ত।

সস্মিত (ত্রি) স্মিতেন সহ বর্ত্তমানঃ। ঈষদ্ধাস্যযুক্ত। সহাস্য।

সস্য (ক্লী) সস স্বপ্নে (মাচ্ছাসসিসূভ্যো যঃ। উণ্ ৪।১০৯) ইতি য। ১ বৃক্ষাদির ফল। (ভরত) ২ ধান্য। (হেম)

"জীর্ণমন্নং প্রশংসীয়াৎ ভার্য্যাঞ্চ গতযৌবনাং।

রণাৎ প্রত্যাগতং শূরং সস্যঞ্চ গৃহমাগতং॥" (চাণক্য)

৩ শস্ত্র। ৪ গুণ। (বিশ্ব) এই শব্দ তালব্যশাদিতেই অধিক ব্যবহৃত হয়। [শস্য দেখ]

সস্যক (পুং) সস্যেন গুণেন পরিজাতঃ সম্বন্ধঃ সস্য (সস্যেন পরিজাতঃ। পা ৫।২।৬৮) ইতি কন্। ১ মণিভেদ। (বৃহৎসংহিতা ৭।২০) ২ অসি। (মেদিনী) ৩ শালি। ৪ সাধু। (কাশিকা)

সস্যক্ষেত্র (ক্লী) সস্যপূর্ণং ক্ষেত্রং। শস্যপরিপূর্ণ ক্ষেত্র।

সস্যপাল (পুং) সস্যং পালয়তি অণ্। শস্যরক্ষক।

সস্যমঞ্জরী (স্ত্রী) সস্যস্য মঞ্জরী। অভিনব নির্গত ধান্যাদি-শীর্ষক, নূতনোৎপন্ন ধানের শীষ্।

সস্যমারিন্ (পুং) সস্যং মারয়তীতি মৃ-ণিচ্-ণিনি। মহামূষক। চলিত মেটে ইন্দুর। (রাজনি°) (ত্রি) ২ শস্যনাশক।

সস্যরক্ষক (পুং) শস্যরক্ষাকারী, যাহার নিকট শস্যরক্ষার ভার থাকে।

সস্যবৎ (ত্রি) সস্য অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। শস্যবিশিষ্ট, শস্যযুক্ত।

সস্যশীর্ষক (ক্লী) কর্ণ। (হেম)

সস্যশূক (ক্লী) সস্যস্য শূকং। সস্যের তীক্ষ্ণাগ্র, চলিত শুয়া।

সস্যসম্বর (পুং) সস্যৈঃ সম্ব্রিয়তে ইতি সংবৃ (গ্রহ-বৃদৃনিশ্চি-গমশ্চ। পা ৩৩৫৮) ইতি অপ্। শালবৃক্ষ। (অমর) ২ শল্লকীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সস্যসম্বরণ (পুং) সস্যৈঃ সম্বরণমস্যেতি। অশ্বকর্ণবৃক্ষ।

সস্যহন্ (ত্রি) সস্যং হন্তি হন্-ক্বিপ্। ১ সস্যহন্তা, সস্যনাশকারী। ২ মেঘ। (পুং) ৩ কলিকন্যা নির্ম্মোষ্টির গর্ভে দুঃসহের ঔরসজাত পুত্র। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১৪)

সস্যহন্তৃ (পুং) শস্যনাশকর্ত্তা। (মার্ক°পু° ৫১।৮০১)

সস্যাকরবৎ (ত্রি) সস্যাকর অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সস্যের আকরযুক্ত, শস্যবৎ।

সস্র (ত্রি) সরণশীল, গমনশীল। "ত্রি সপ্ত সস্রা নদ্যঃ" (ঋক্ ১০।৬৪।৮) 'সস্রাস্ সরন্তীঃ' (সায়ণ)

সস্রি (ত্রি) সরণকুশল, গমনকুশল। "প্রধন্যা সু সস্রিঃ" (ঋক্ ১০।৯৯।৪) 'সস্রিঃ সরণকুশল' (সায়ণ)

সস্রুৎ (ত্রি) সহ প্রবর্ত্তমান। "ধেনা অজয়ন্ত সস্রুতঃ" (ঋক্ ১।১৪১।২) 'সস্রুতঃ সমানং গচ্ছন্ত্যঃ সহৈব প্রবর্ত্তমানাঃ স্রবতে কর্ত্তরি ক্বিপ্।' (সায়ণ)

সস্বন (ত্রি) স্বনেন শব্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। স শব্দ, শব্দের সহিত বর্ত্তমান।

সস্বর (ত্রি) স্বরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। স্বরবর্ণের সহিত বর্ত্তমান। স্বরযুক্ত।

সস্বেদ (ত্রি) স্বেদেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ ঘর্ম্মবিশিষ্ট। (স্ত্রী) স্ত্রিয়াং টাপ্। সস্বেদা দূষিতা কন্যা। (শব্দরত্না°)

সহ, মর্ষণ, সহন। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সহতে। লিট্ সেহে। লুট্ সহিতা সোঢ়া। লৃট্ সহিষ্যতে। অসহিষ্ট, অসহিষাতাং অসহিষত। সন্ সিসহিষতে। যঙ্ সাসহ্যতে, যঙ্লুক্ সাসোঢ়ি। সহ চুরাদি° পরস্মৈ°। লট্ সাহয়তি। লুঙ্-অসীসহৎ। উৎ+সহ=উৎসাহ।

সহ (অব্য°) ১ সহিত। পর্য্যায়—সাক, সার্দ্ধ, সত্র, সম, সজুঃ। (জটাধর) ২ সাকল্য। ৩ বিদ্যমান। ৪ সাদৃশ্য। ৫ যৌগপদ্য। ৬ সমৃদ্ধি। ৭ সম্বন্ধ। (মেদিনী) ৮ সামর্থ্য। (শব্দরত্না°) (ক্লী) সহতে ইতি সহ-অচ্। ৯ পংশুর লবণ। (রাজনি°) (পুং) সহতে ইতি সহ পচাদ্যচ্। ১০ অগ্রহায়ণ মাস। "সহশ্চ সহস্যশ্চ হৈমান্তিকা বৃত" (শুক্ল যজু° ১৪।২৭)
(পুং) ১১ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১২৬) (ত্রি) ১২ ক্ষম। ১৩ সহিষ্ণু। (হেম) (পুং ক্লী) ১৪ বল। (মেদিনী)

সহকণ্ঠিক (ত্রি) বায়ুনলী। স্ত্রিয়াং টাপ্। অতো স্বত্বং। সহকণ্ঠিকা। (অথর্ব্ব ১০।২।১৫)

সহকর্তৃ (পুং) যজ্ঞের সহকারী। 'সহকর্তৃভিঃ কর্ত্তা তৎপুরুষা প্রধানার্ত্বিজাং হোতৃব্রহ্মোদ্গাত্রাদীনাং প্রস্তোতৃমৈত্রাবরুণপ্রভৃতয়ঃ।' (মনু ৮।২০৬ মেধাতিথি)

সহকর্ম্মন্ (ত্রি) সহ কর্ম্ম যস্য। সহায়, সাহায্যকারী।

সহকার (পুং) সহ যুগপৎ কারয়তি বিক্ষেপয়তি সৌগন্ধমিতি কৃ-ণিচ্-অচ্। অতি সৌরভাদ্র, অতি সৌরভযুক্ত আম্র বৃক্ষ। (অমর) সহ কৃ-ভাবে ঘঞ্। ২ সহায়, সাহায্যকারী।

সহকারতা (স্ত্রী) সহকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারের ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা।

সহকারভঞ্জিকা (স্ত্রী) ক্রীড়া বা অভিনয়বিশেষ।

সহকারিতা (স্ত্রী) সহকারিণো ভাবঃ তল্-টাপ্। সহকারিত্ব, সহকারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহায়তা, সাহায্য।

সহকারিন্ (পুং) সহকরোতীতি কৃ-ণিনি। ১ প্রত্যয়।

'অর্থহেতুরুপাদানাং প্রত্যয়াঃ সহকারিণঃ' (ত্রিকা°)

ন্যায়মতে ইহার লক্ষণ—

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তজ্জন্যজনকত্বং সহকারিত্বং"

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তজ্জন্য যে জনকত্ব তাহাকে সহকারিত্ব কহে। (ত্রি) ২ সহায়, সাহায্যকারী, সহ অর্থাৎ মিলিত হইয়া যিনি কার্য্য করেন।

সহকৃৎ (ত্রি) সহকারোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্। সহকারী, সাহায্যকারী, মিলিত হইয়া কার্য্যসম্পাদনকারী।

সহকৃত্বন্ (ত্রি) সহ-কৃ-ক্বিপ্ তুকাগমঃ। সহকারী। এই শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে সহকৃত্বরী এইরূপ হয়।

সহক্রম্য (ত্রি) ক্রমবদ্ধ। (ঋক্প্রাতি° ১৮।১৮)

সহখট্বাসন (ক্লী) খট্বা বা আসন সহিত। মনুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রীর সহিত একশয্যায় শয়ন বা একত্র ভোজন করিলে সংগ্রহণদোষ হয়। (মনু ৮।৩৫৭)

সহগমন (ক্লী) সহ পত্যা সহ গমনং। সহমরণ, মৃত স্বামীর দেহের সহিত পত্নীর জীবিতাবস্থায় চিতাগ্নিতে শরীরদাহকরণ। [সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহগোপ (পুং) গোপালকের সহিত।

"অপশ্যং সহগোপশ্চরন্তীঃ" (ঋক্ ১০।২৭।৮)

'সহগোপাঃ পশুপালকেন সহিতাঃ' (সায়ণ)

সহচর (পুং) সহচরতীতি চর অচ্। ১ ঝিণ্টী। ২ বয়স্ত, বন্ধু, সখা। ৩ প্রতিভূ, জামিন। ৪ প্রতিবন্ধক। (হেম) (ত্রি) ৫ অনুচর, সহগামী। (পুং স্ত্রী) ৬ পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরদ্বয় (ক্লী) পীতঝিণ্টী ও নীলঝিণ্টী।

সহচরা (স্ত্রী) সহ চরতি যা চর-অচ্, পচাদিষু চরতেষ্টিৎ করণাৎ ঙীষ্। ১ পীতঝিণ্টী। (অমর) ২ বয়স্তা, সখী। (জটাধর) ৩ পত্নী। (হেম)

সহচরিত (ত্রি) একত্রবাস ও একরূপ আচরণশীল।

"বসন্তসহচরিতমধ্যয়নং বসন্তাধ্যয়নম্।" (পা° ৪।২।৬৩ পতঞ্জলি)

সহচার (পুং) সহ চরতি চর-ঘঞ্। সহচারী, সঙ্গী।

সহচারিত্ব (ক্লী) সহচারিণো ভাবঃ ত্ব। সহচারীর ভাব বা ধর্ম্ম, সহিত গমন।

সহচারিন্ (ত্রি) সহ চরতি চর-ণিনি। সঙ্গী, যাহারা সহচর-রূপে সহিত গমন করে।

সহচ্ছন্দস্ (ত্রি) গায়ত্রী প্রভৃতি ছন্দের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহচ্ছন্দস গায়ত্র্যাভিশ্ছন্দোভিঃ সহ বর্ত্তমানা' (সায়ণ)

সহজ (পুং) সহ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সহোদর, এক জননীর গর্ভোৎপন্ন ভ্রাতা। ২ নিসর্গ, স্বভাব। (ত্রি) ৩ সহোত্থ। (মেদিনী) ৪ স্বাভাবিক। ৫ সুলভ, অনায়াসসিদ্ধ। ৬ সহজাত, প্রাকৃতিক, নৈসর্গিক। ৭ জ্যোতিষ মতে, জন্মলগ্ন হইতে তৃতীয় স্থানকে সহজস্থান কহে। এই সহজ স্থানে জাতকের ভ্রাতা, ভগিনী, বিক্রম, দূরযাত্রা প্রভৃতির বিষয় চিন্তা করিতে হয়।

সহজ, তান্ত্রিক আচার্য্যভেদ। শক্তিরত্নাকরে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সহজকীর্ত্তি, একজন জৈন বৈয়াকরণ। সারস্বতটীকা নামে ইহার রচিত এক খানি ব্যাকরণটীকা পাওয়া যায়।

সহজগ্ন্ধি (স্ত্রী) [সন্ধি দেখ।]

সহজন্মন্ (ত্রি) সহ জন্ম যস্ত। যমজ, সহোদর।

সহজন্য (পুং) যক্ষ। (স্ত্রী) সহজন্যা অপ্সরোবিশেষ।

সহজপাল (পুং) কাশ্মীররাজপুঙ্গবভেদ। (রাজতর° ৭।৫৩৪)

সহজমিত্র (ক্লী) সহজং মিত্রং। স্বাভাবিক সুহৃদ্। শাস্ত্রে সহজ-মিত্র ও সহজশত্রু পদে দুই শ্রেণীর আত্মীয় পরিগৃহীত হইয়াছে। ভাগিনেয়, মাসতুত ও পিসতুত ভাই—সহজমিত্র, এবং খুড়তুত ও জেঠতুত ভাই—সহজশত্রু। "সহজং মিত্রং ভাগিনেয়-পৈতৃ-ষস্রীয় মাতৃস্বস্রীয়াদি" (মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়) ইহাদের সহিত বিষয়ের কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়া ইহারা সহজমিত্র।

সহজললিত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (তারনাথ)

সহজবিলাস (পুং) বৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সহজা (স্ত্রী) সহজ, সহৈব উৎপন্ন। "আভূত্যা সহজা বজ্র-সায়কসহঃ" (ঋক্ ১০।৮৪।৬) 'সহজা সহৈবোৎপন্নঃ' (সায়ণ)

সহজাত (ত্রি) সহজাতঃ উৎপন্নঃ। ১ সহোদর। ২ যমজ। (ত্রি) ৩ সহোত্থ।

সহজাদিত্য, একজন সামন্তরাজ, উপাধি রাজরাজ। ১২৩৩ বিক্রম সম্বতে বুলন্দসহরে উৎকীর্ণ অনঙ্গের শিলাফলকে ইনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজা রূপে বর্ণিত আছেন।

সহজাধিনাথ (পুং) সহজস্য অধিনাথঃ। জ্যোতিষ মতে, সহজ স্থানের অধিপতি, তৃতীয়াধিপতি, সহজাধীশ, লগ্নস্থান হইতে তৃতীয় স্থানস্থ যে গ্রহ তাহাকে সহজাধিনাথ কহে। (জাতককৌ°)

সহজানন্দ-তীর্থ, অদ্বৈতসিদ্ধি নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সহজানন্দনাথ, পুরশ্চরণপ্রপঞ্চপ্রণেতা।

সহজানি (পুং) পত্নী। (তৈত্তিরীয়স° ৩।২।৮।৫)

সহজানুষ (ত্রি) জানুদ্বারা ভূমিতে গমনকারীকে জানুষ কহে, তাহার সহিত বর্ত্তমান। "নঃ পাত্রাভেৎ সহজানুষাণি" (ঋক্ ১।১০৪।৮)

'সহজানুষাণি জানুভ্যাং যাণি ভূমিং সনন্তি গচ্ছন্তীত্যর্থঃ, তানি জানুষাণি তৈঃ সহিতানি।' (সায়ণ)

সহজারি (পুং) সহজঃ স্বাভাবিকঃ অরিঃ। স্বাভাবিক শত্রু, সহজশত্রু। বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ও তাহার পুত্রাদির সহিত বিষয়ের অংশ থাকে, এইজন্য তাহারা জন্মতঃই শত্রুভাবাপন্ন হয় বলিয়াই সহজশত্রু নামে উক্ত। [শত্রু শব্দ দেখ।]

সহজিৎ (ত্রি) সহজয়তি জি-ক্বিপ্ তুক্ চ। সহিত জেতা, একত্র মিলিত হইয়া জয়কারী।

সহজিয়া (সহজপন্থী) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। বর্ত্তমান কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একটী নিম্ন শ্রেণী বলিয়া গণ্য। সাধারণের বিশ্বাস যে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র গোস্বামী হইতেই এই পন্থীর উদ্ভব, কিন্তু সহজ মত যে বহু পূর্ব্ব-কাল হইতেই গৌড়মণ্ডলে প্রচলিত ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে ৮।৯ শত বর্ষের প্রাচীন কানুপাদ, ডোম্বিপাদ, শান্তিদেব প্রভৃতির কতকগুলি প্রাচীন পদ এবং দোহা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন, সেই সকল পদে সহজিয়াদের মূল ধর্ম্মমতের যথেষ্ট উপকরণ রহিয়াছে। সেই সকল প্রাচীন পদাবলি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে মনে হইবে যে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সমাজ হইতেই এই সহজিয়া মতের উৎপত্তি।

খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মহাযান সম্প্রদায় প্রবল হইলে তন্মধ্যে আবার মাধ্যমিক ও যোগাচার এই দুই মত প্রচলিত হইল। মাধ্যমিকেরা শূন্যবাদী হইলেও নানা বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের উপাসনা স্বীকার করিলেন, এদিকে যোগাচার মতাবলম্বীরা যোগশাস্ত্র চর্চ্চাফলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন স্বীকার করিয়া অনাত্মবাদী মহাযানদিগের মধ্যেও পরোক্ষে আত্মবাদ প্রচার করিলেন। বিভিন্ন বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্ত্তিপূজা এবং ঐ সঙ্গে প্রায় খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে মহাযানের মধ্যে মন্ত্রযানের প্রভাব বিস্তৃত হইলে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের এক একটী শক্তি কল্পিত হইল। মহাযান-সম্প্রদায় সম্ভূত মন্ত্রযানেরাই বিভিন্ন শক্তিপূজার সঙ্গে সর্ব্বত্র তান্ত্রিকতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

বিভিন্ন মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় মধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠা, ইন্দ্রিয়সংযম ও সন্ন্যাসবৈরাগ্য দ্বারাই প্রথমতঃ নির্ব্বাণপদ লাভের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। ভগবান্ বুদ্ধশিষ্য আনন্দ নারী জাতিকেও সন্ন্যাসের অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। কালে বৌদ্ধ বিহার ও সঙ্ঘারামে বহুতর শ্রাবক ভিক্ষুসঙ্ঘের ন্যায় শত শত শ্রাবিকাও আশ্রয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য প্রথমতঃ উভয় পক্ষের নিবৃত্তির দিকেই লক্ষ্য ছিল। কিন্তু স্ত্রীপুরুষের একত্র অবস্থানের বিষময় ফল অবশ্যম্ভাবী। জ্ঞাননিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় শ্রাবকগণ কামিনী-কাঞ্চন বা প্রবৃত্তিমার্গের যথেষ্ট বিরোধী হইলেও, স্ত্রীসংসর্গফলে কোন কোন অল্পধী প্রবৃত্তির সাধনা দ্বারা নিবৃত্তি বা মোক্ষপথ লাভের উপায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরবচ্ছিন্ন ভোগসাধন দ্বারা যে সহজানন্দ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই নির্ব্বাণপদ সিদ্ধ হইতে পারে, এই নব সম্প্রদায় অতিগোপনে এইরূপ প্রচার করিতে লাগিলেন। এই নব সম্প্রদায় 'বজ্রযান' নামে পরিচিত হইলেন। তৎপূর্ব্বতন মন্ত্রযানসম্প্রদায় স্বয়ম্ভু বা আদি বুদ্ধ, এবং তাঁহার প্রজ্ঞা বা ধর্ম্ম হইতে সম্ভূত যথাক্রমে বৈরোচন, অক্ষোভ্য, রত্নসম্ভব, অমিতাভ ও অমোঘসিদ্ধ এই পঞ্চধ্যানী বুদ্ধ এবং এই পঞ্চের যথাক্রমে বৈরোচনী, লোচনা, মামুখী, পাণ্ডরা ও তারা এই পঞ্চ শক্তি এবং এই পঞ্চ বুদ্ধ ও পঞ্চ শক্তির পুত্রস্থানীয় সমন্তভদ্র, বজ্রপাণি, রত্নপাণি, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি এই পঞ্চ ধ্যানী বোধিসত্ত্ব স্বীকার করেন। ইঁহাদের উপাসকেরা বোধিসত্ত্বযান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রবৃত্তিমার্গী নবসম্প্রদায় বজ্রসত্ত্ব নামক ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধ ও বজ্রধাত্বীশ্বরী বা বজ্রেশ্বরী নামে তাঁহার শক্তি এবং ঘণ্টাপাণি নামে একটী বোধিসত্ত্ব কল্পনা করিয়া যে নূতন মার্গ প্রচার করিলেন, তাহাই 'বজ্রসত্ত্বযান' বা 'বজ্রযান' নামে প্রসিদ্ধ হইল। তাঁহাদের আচারপদ্ধতি রীতিনীতি অতিগুহ্য তান্ত্রিক মতসমাচ্ছন্ন। যে সকল সম্ভোগ-লালসাকে পূর্ব্বতন ধর্ম্মপন্থী অতি হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কাতর ছিলেন, বজ্রযান শ্রাবকেরা তাহাই শ্রেয়ঃ লাভের উপায় বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তাঁহাদের মতসমর্থক বহুতর তন্ত্রও প্রচলিত হইয়াছিল, এবং এই ধর্ম্মাচরণ অতি সহজসাধ্য ও আপাত মনোরম হওয়ায় আপামর সাধারণ সকলেই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়ের চণ্ডরোষণমহাতন্ত্র খানি অতি প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে প্রায় ৮শত বর্ষের হস্তলিখিত একখানি চণ্ডরোষণতন্ত্রের টীকার কতকাংশ নিজ হস্তে নকল করিয়া আনিয়াছেন, তাহার আরম্ভে "সহজতত্ত্বের" এই রূপ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়—

"একস্মিন্ কালে ভগবান বজ্রসত্ত্বঃ বজ্রধাত্বীশ্বরী * * বজ্রা * * তস্য ধাতুঃ সাংবৃতবিবৃতলক্ষণং। বোধিচিত্তং তস্যেশ্বরা ইব। প্রজ্ঞাবজ্রধাতুনা সেবিতত্বাত্তস্যাঃ। তদ্বরাঙ্গে * * বিজহারেতি। বিহৃতবান্ বজ্রপদ্মসংযোগেন সংপুটযোগেন স্থিতবানিত্যর্থঃ। অয়ঞ্চ বিহারঃ প্রাকৃতজনস্যাপ্যত্যন্তগুহ্যো ভবতি কিং পুনর্ভগবতো বজ্রসত্ত্বস্য ততশ্চার্থাদুক্তং ভবতি।...মেরুগিরিমূর্দ্ধ্নি বজ্রসত্ত্বভূমৌ বজ্রমণিশিখরকূটাগারে বিহরতিস্মেতি। এতেন পাত্রা কালো দেশশ্চোক্তঃ। পর্ষদত্বমাহ অনেকৈশ্চেত্যাদি বজ্রযোগিনঃ শ্বেতবলাদয়ঃ। বজ্রযোগিন্যো মোহবজ্র্যাদয়ঃ। তেষাং তাসাঞ্চ গণাঃ সমূহাঃ এক...বহুবচনস্যৈকবচনস্যাপি পঞ্চতথাগতাত্মত্বাৎ। তদ্‌যথেত্যুপদর্শনে। শ্বেতাচলেনেতি ভগবতো ভগবতীদেহগতরূপজ্ঞানেন এবং পীতাচলেনেতি ভগবতীদেহগত গন্ধজ্ঞানেন। রক্তাচলেনেতি ভগবতীদেহগতরসজ্ঞানেন। শ্বেতিমাচলনেতি ভগবতীদেহগতস্পর্শজ্ঞানেন। মোহবজ্রা চেতি ভগবত্যা ভগবদ্দেহগতরূপজ্ঞানেন। পিশুনবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতগন্ধজ্ঞানেন। রাগবজ্রাচেতি ভগবদ্দেহগতরসজ্ঞানেন। ঈর্ষাবজ্রা চেতি ভগবদ্দেহগতস্পর্শজ্ঞানেন স্বয়ং তু ভগবান্ ভগবতীদেহগতজ্ঞানরূপঃ। ভগবতী তু ভগবদ্দেহগতশব্দজ্ঞানরূপা অতো নৈতৎ প্রভেদঃ কৃতঃ এবং প্রমুখৈরিতি। এবং প্রকারৈঃ। চক্ষুষা ঘ্রাণেন রসনয়া কায়েন শ্রোত্রেণ রূপেণ বেদনয়া সংজ্ঞয়া সংস্কারেণ বিজ্ঞানেন পৃথিব্যা জলেন তেজসা বায়ুনা আকাশেন ইত্যাদিভিরিত্যর্থঃ। এতেনৈবং বিধে বিহারে পর্ষদেব্যোপেত্যাদৃশ্যো বোধিচিত্তে তু কথিতং ভবতি। অতিগুহ্যত্বাৎ নমু তদা ত্বয়া কথং শ্রুতমিতি চেদাহ। অথেত্যাদি। অয়মর্থঃ। তেন বিহারেণ যদা চতুরানন্দসুখমনুভূয় তদনন্তরং সর্ব্বপুরুষেষু মহাকরুণামামুখীকৃত্য...এবং...বলসমাধিং সমাপন্নেদং বক্ষ্যমাণমুদাজহার উদাহৃতবান্। ভগবদ্ভগবতীদেহ এব স্থিত্বা ময়া শ্রুতমিতি ভাবঃ। কিমুদাহৃতবান্। ভাবাভাবেত্যাদি। ভাব আনন্দপরমানন্দবিকল্পঃ। অভাবে বিরমানন্দবিকল্পঃ। তাভ্যাং বিনির্মুক্তস্ত্বতঃ। চত্বার আনন্দাস্তত্র প্রজ্ঞোপায়াভ্যাম-

ত্যোন্তানুরাগলক্ষণমালিঙ্গনচুম্বনস্তনমর্দ্দননখদানাদিনা যন্ত্রারূঢ়বশেন বজ্রপদ্মসংযোগং যাবদানন্দ এতেন কিঞ্চিৎ সুখমুৎপদ্যতে। ততঃ পদ্মান্তর্গতবজ্রচালনেন যাবন্মণিমূলং বোধিচিত্তমায়াতি তাবৎ পরমানন্দঃ এতেন তদধিকং সুখমুৎপদ্যতে। মণিমূলাদ্‌-যাবৎ পদ্মোদরান্তর্গতমশেষং ন ভবতি তাবৎ সহজানন্দঃ। এতেন গ্রাহ্যগ্রাহকগ্রহণাভিমানরহিতং পরমং সুখমুৎপদ্যতে। অতঃ-পরং যাবন্নিশ্চেষ্টীভূয় সুখং ভুক্তং ময়েতি বিকল্পয়তি। তাবদ্বির-মানন্দঃ। বিরমেণ ত্রিবিধসুখবিসর্গেণ আনন্দো হর্ষো যত্র স তথা। এতেন সুখানুভবস্মরণরূপং সুখমুৎপদ্যতে। তৈরেক-মানন্দাদিবিকল্পরহিতং সুখজ্ঞানমাত্রং তেন তৎপরং আশক্ত ইত্যর্থঃ।...রাধেয়চক্রভাবনারূপঃ তেন স্বস্থ রূপং যস্য স তথা সংকল্পঃ স্বর্গনরকাদিহেতুকর্ম্মসুখদুঃখাদিফলবিকল্পঃ পুম্বপুম্বীতি প্রজ্ঞাসংপর্কোন্মুখে ইতি ভাবঃ। হিতং তৎকথনং পঞ্চাকারে-ণেতি। নির্ম্মিতা ধারাত্র্যয়প্রপঞ্চরূপেণোৎপত্তিক্রমেণ আদি-কর্ম্মিকাণামেতদ্ব্যতিরেকেণ কথয়িতুমশক্যত্বাদিতি ভাবঃ। অথে-ত্যাদি। সর্ব্বস্ত্রীষু মহাকরুণামামুখীকৃত্যা তএব দ্বেষবজ্রী-সমাধিং সমাপদ্যেদমুদাজহাব। শূন্যতা বিরমানন্দঃ। করুণা আনন্দত্রয়ং তাভ্যামভিন্না কেবলমহাসুখস্বভাবেত্যর্থঃ। অতএব দিব্যকামসুখেন স্থিতা বিকল্প আনন্দাদিপ্রভেদকল্পনাপ্রপঞ্চো বীজচিহ্নাদি বিকল্পঃ। নিরাকুলা চিত্তৈকাগ্রতয়া নার্য্যঃ স্ত্রিয়ঃ। সর্ব্বস্ত্রীণাং দেহঃ পুরুষসম্পর্কোন্মুখঃ তস্মিন্ স্থিতা। অথেত্যাদি। গাঢ়েনেতি সাতিশয়পীড়নেন। দেবি দেবীতি। সত্ত্বার্থং প্রত্যেকাভিপ্রায়েণাতি মহাপ্রেম্না দ্বিরুক্তিঃ। রম্যকমনীয়ত্বাৎ। রহস্যং গোপনীয়ত্বাৎ শ্রাবকাদিধর্ম্মপ্রবৃত্তেষু সারং পারমিতা-মহাযানোক্তং তত্ত্বং তস্মাদপি সারতরং শ্রেষ্ঠং। সর্ব্ববুদ্ধৈরিতি বজ্র-সত্ত্বনির্ম্মিতৈ দীপঙ্করাদিভিঃ সম্যগুক্তং বুদ্ধৈঃ। মহাতন্ত্রমিতি ত্রিবিধং তন্ত্রং হেতুফলোপায়ভেদেন তত্র হেতুরনাদিনিধনসহ-জৈকস্বভাবং জ্ঞানং মহাসুখং।"* (১ম পটল ব্যাখ্যা)

উক্ত তন্ত্র-ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দ চারি প্রকার—আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ। ইহার মধ্যে প্রজ্ঞা ও উপায় পরস্পরের যাহাতে অনুরাগ জন্মে, তাদৃশ লক্ষণবিশিষ্ট আলিঙ্গন, চুম্বন, স্তনমর্দ্দন প্রভৃতি দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় বজ্রপদ্ম-সংযোগে যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহাকে আনন্দ কহে। তৎপরে পদ্মান্তর্গত বজ্রচালন দ্বারা মণিমূল বোধিচিত্ত প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পরমানন্দ কহে। এই পরমানন্দে আনন্দ অপেক্ষা অধিক সুখ হইয়া থাকে। তৎপরে আবার যখন এই মণিমূল হইতে পদ্মোদরের অন্তর্গত অশেষরূপে কার্য্য না হয়, তখন তাহাকে সহজানন্দ কহে। ইহাতে গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমান-বর্জ্জিত পরম সুখ উৎপন্ন হয়। ইহার পর নিশ্চেষ্ট হইয়া আমি সুখভোগ করিয়াছি এইরূপ বিকল্প অনুভব করাকে বিরমানন্দ, বা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার সুখ ত্যাগ দ্বারা যে আনন্দ অনুভূত হয় তাহাকে বিরমানন্দ কহে। শূন্যতার নামই বিরমানন্দ *। ইহাই অনাদিনিধন সহজৈকস্বভাবজ্ঞানরূপ মহাসুখ।

যদিও চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্র আমাদের হস্তগত হয় নাই, কিন্তু তাহার সুপ্রাচীন টীকা হইতে আমরা বেশ বুঝিতেছি যে 'সহ-জানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাবজ্ঞান'রূপ মহাসুখ বজ্রযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আজও নেপালের বৌদ্ধগণ এই বজ্রযানসম্প্রদায়ভুক্ত। উক্ত তন্ত্রব্যাখ্যা হইতে আভাস পাওয়া যাইতেছে যে এই সম্প্রদায়ের দীপঙ্কর ও শ্রাবকগণই এই গুপ্ত আনন্দতত্ত্ব প্রকাশ করেন। তাঁহারা সাধারণকে বুঝাইয়া ছিলেন, স্বয়ং ভগবান্ বজ্রসত্ত্ব তাঁহার শক্তির সহিত একীভূত হইয়া 'সহজানন্দ' ও 'সহজৈকস্বভাব'তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এক সময়ে গৌড়বঙ্গেও এই বজ্রযান বিশেষ প্রবল ছিল, যদিও এই সম্প্রদায় মহাযানের একটী শাখা, কিন্তু এই সম্প্রদায়ীরা মূল পারমিতা মহাযান হইতেও আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, উদ্ধৃত বৌদ্ধ তন্ত্রের টীকা হইতেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়চরিতার্থতারূপ সহজসাধন যখন ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া গণ্য হইল, তখন আপাতসুখপিপাসী জনসাধারণ অনায়াসেই যে এই সহজধর্ম্ম আশ্রয় করিবে, তাহা বলাই বাহুল্য। গৌড়-বঙ্গে যখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের অধঃপতন সাধিত হইল, তখন বৈদিক ও হিন্দু তান্ত্রিক ব্রাহ্মণগণের প্রভাবে উচ্চ জাতি প্রকাশ্য রূপে বজ্র-যান মত পরিত্যাগ করিয়া উচ্চ ধর্ম্ম আশ্রয় করিলেও সাধারণের হৃদয়ে এই সহজধর্ম্ম এতই বদ্ধমূল হইয়াছিল, যে তাহা উৎপা-টিত করিবার কাহারও সাধ্য হয় নাই। জনসাধারণকে হস্তগত করিবার জন্য শৈব ও শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' এবং বৈষ্ণবেরা 'সহজভজন' প্রচার করিলেন। নামে ও ব্যবহারে সামান্য বৈলক্ষণ্য মনে হইলেও 'শক্তিসাধন' ও 'সহজভজন' যে বজ্রযানে-রই সংস্করণ তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দু শাক্তগণ 'শক্তিসাধন' উপলক্ষে জপধ্যানাদি কতকগুলি পূজাবিধি জড়িত করিয়া এই সাধনকে বজ্রসাধন হইতে কিছু দূরে আনিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু 'সহজভজন'নিরত সহজিয়ারা বেশী দূরে পশ্চাৎপদ হইতে পারেন নাই। যে বজ্রসাধন গৌড়বঙ্গের জন সাধারণ মধ্যে নিত্যানুষ্ঠান বলিয়া বহুদিন গণ্য ছিল, সামাজিক বা রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝঞ্ঝাবাতে তাহা যে সহসা উড়িয়া যাইবে, তাহা কখন সম্ভবপর নহে। মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় ধর্ম্মপূজক

* নিতান্ত অশ্লীল ও অস্পষ্ট অংশ উদ্ধৃত হইল না।

* বেদান্তে যাহা ব্রহ্মানন্দলাভ, মহাযানেরা তাহাই শূন্যতা বা নির্ব্বাণপদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ডোম প্রভৃতি নীচ জাতির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শেষ নিদর্শন পাইয়াছেন, আমরাও তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া এখন সহজিয়াদের মধ্যে সেই ভ্রষ্ট বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ স্মৃতির কতক পরিচয় পাইতেছি। ধর্ম্মপূজকদিগের ন্যায় সহজিয়ারাও আদ্যাশক্তি সংস্রবে অনাদি নিরঞ্জন হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের উৎপত্তি কল্পনা করিয়াছেন, কোন হিন্দুশাস্ত্রে এরূপ কথা নাই। [ধর্ম্মঠাকুর দেখ।]

"অনাদির ঘামের হইল শক্তির জনম।
তার রূপে তার মন কৈল আকর্ষণ॥
এক ইচ্ছা দুই ইচ্ছা হইল সঙ্গম।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের হইল জনম॥" (আনন্দ-ভৈরব)
"সহজ ভজনে মূল সেই আদ্যাশক্তি।
একাকার সমীকরণ কহিল নিশ্চিতি॥" (নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

বজ্রযানেরা যেরূপ বজ্রসত্ত্ব ও তাঁহার শক্তির মিলনাবস্থায় 'সহজানন্দ' ও সহজৈকস্বভাবজ্ঞানের উৎপত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, বর্ত্তমান সহজিয়ারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচয়দান করিলেও তাঁহাদের 'আগমসারে' হরগৌরীর মিলনাবস্থায় এইরূপ তত্ত্বপ্রকাশের আভাস পাওয়া গিয়াছে। চণ্ডরোষণতন্ত্রের প্রাচীন ব্যাখ্যা এবং গৌরীদাসরচিত 'নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী' নামক সহজিয়া গ্রন্থ মিলাইয়া দেখিলে যেন চণ্ডরোষণতন্ত্রের ব্যাখ্যাই বিশদভাবে বঙ্গভাষায় নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে।

মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভ্যুদয়ের বহু পূর্ব্বেই যে বৈষ্ণব তান্ত্রিকেরা সহজমত-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা চণ্ডীদাসের পদাবলিতে স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। চণ্ডীদাসের বহু পদে 'বাশুলী' দেবীর নাম পাওয়া যায়। এই দেবীর প্রত্যাদেশে চণ্ডীদাস 'সহজতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। এই দেবীটী কে? কোন প্রামাণিক হিন্দুশাস্ত্রে এই 'বাশুলী' দেবীর নামোল্লেখ নাই। কোন কোন পণ্ডিত বিশালাক্ষীর অপভ্রংশে 'বাশুলী' করিতে চান। কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়মানুসারে 'বিশালাক্ষী' শব্দ কখন 'বাশুলী' হইতে পারে না। গৌড়বঙ্গের যে যে স্থানে এক সময়ে বৌদ্ধতান্ত্রিকগণের প্রভাব ছিল, সেই সেই স্থানেই প্রায় এক একটী 'বাশুলী' বিদ্যমানা। নেপালের বজ্রাচার্য্যেরা বজ্র-সত্ত্বের শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর যেরূপ গুহ্যমূর্ত্তি চিত্রিত করেন, তাঁহার সহিত নান্নুরের বাশুলী মূর্ত্তির অনেকটা সাদৃশ্য আছে। বলাবাহুল্য নান্নুরের অধিষ্ঠাত্রী মূর্ত্তিটীই চণ্ডীদাসের ইষ্টদেবী। সংস্কৃত 'বজ্রধাত্বীশ্বরী' প্রথমতঃ বজ্রেশ্বরী এবং তাহাই সাধারণের মুখে অপভ্রংশে 'বাজশলী' বা 'বাশুলী'তে পরিণত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়াদের আদি উপাস্যা বাশুলী এবং বজ্রযানের বজ্রধাত্বীশ্বরী যেন এক ও অভিন্ন দেবী বলিয়াই মনে হইতেছে।

গৌড়বঙ্গ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিলোপের সহিত মুণ্ডিতকেশ বৌদ্ধ শ্রাবক ও শ্রাবিকাগণের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটে, তাহারাই তৎকালীন বৈষ্ণবসমাজের আশ্রয় লাভ করিয়া পরবর্ত্তী কালে নাড়া নাড়ী বা নেড়া নেড়ী নামে পরিচিত হন। নিত্যানন্দপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র যে বহু শত নেড়া নেড়ীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি তাঁহাদেরই নিকট প্রচ্ছন্ন বজ্রযানমত (সহজতত্ত্ব) জানিয়া থাকিবেন। তাহার এইরূপ পরিচয় পাই—

"শ্রীকান্ত কহেন পদ্মা শুন মোর বাণী।
এই ধর্ম্ম যাজন করাছিল ভরত মুনি॥
কামরূপ মন্ত্রে হয় তার উপাসন।
আপনেই লিখিয়াছে আপন ভজন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহার চরিত্র গোসাঞি করিয়াছে বর্ণন॥
সেই অনুসারে বিদ্যাপতির করণ।
চণ্ডীদাস সেই ধর্ম্ম করাছে যাজন॥
জয়দেব গোসাঞির তত্ত্ব সেই মত হয়।
গৌণরূপে ভজন কৈল ছয় মহাশয়॥
মহাপ্রভুর মনের করণ না যায় বর্ণনে
নিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র দেখহে নয়ানে॥
বীরভদ্র গোসাঞির কি কহিব গুণে।
বৈরাগীকে শিখাইল আপন করণে॥
যদি এহো বাক্যে কেহো প্রতীত না হয় মনে॥
বারশত নাড়াকে তেরশত নাড়ী দিল কেনে॥
যে সব বৈরাগী প্রকৃতির মুখ নাহি দেখে।
এখন প্রকৃতি বিনে তিলার্দ্ধ না থাকে॥
অনন্ত হরি প্রভু সহজতত্ত্ব ধর্ম্ম।
বৈরাগীকে শিখাইলা প্রকৃতির মর্ম্ম॥" (আনন্দভৈরব)

পূর্ব্বতন মহাযান-সম্প্রদায় যেমন জ্ঞানমার্গের পথিক ছিলেন, বজ্রযান-সম্প্রদায় সেইরূপ রসমার্গের পথিক। এই রসমার্গের পথিককে সহজিয়ারা 'রসিক' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। যথা—

"আদিজ্ঞানী শ্রীনারদ পরমাত্মা সাধন।
ঊর্দ্ধরেতা মুনিবর ভকত উত্তম॥
নিত্য দেহে পরমাত্মা সাধন করিলা।
এই হেতু জ্ঞানী বলি তার খ্যাতি হৈলা॥
আপন দেহেতে যেবা যোগাযোগ করে।
জ্ঞানতত্ত্ব বলি তাহা কেবা ছোড়ি তারে॥
রসিক ভকত জ্ঞানতত্ত্ব নাহি মানে।
পরমাত্মা সাধন তাহা মানে কায় মনে॥"
(গৌরীদাসরচিত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে সহজপন্থীরা জ্ঞানমার্গ চান না। তাঁহারা প্রকৃতি-পুরুষের মিলনকেই পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা এই সাধনায় লিপ্ত, তাঁহারাই রসিক ভকত। তাঁহাদের মধ্যে গৃহী ও উদাসীন ভেদ নাই সকলেই এই সাধনের অধিকারী।

"কেবা গৃহী উদাসীন নাহিক বিচার।
বস্তুনিষ্ঠা যার হৈল সেই মায়াপার॥
উত্তম স্বভাব হয় জগতে সমজ্ঞান।
বেদাচার কুলাচার সকল ত্যজন॥
ঈর্ষা কর্ষা ভেদাভেদ নাহিক যাহার।
তত্ত্ববস্তু সাধনেতে তার অধিকার॥
সমজ্ঞান কায়মনে রতিনিষ্ঠা যার।
রাধাকৃষ্ণ বিধেয় বস্তু সাধন তাহার॥" (গৌরীদাস)

বর্ত্তমান সহজিয়ারা প্রেমদাসরচিত আনন্দভৈরব, আগমসার, মুকুন্দদাস-রচিত অমৃতরত্নাবলী ও অমৃতরসাবলী এই গ্রন্থ চতুষ্টয়কেই সহজতত্ত্বনির্দ্দেশক সর্ব্বপ্রধান গ্রন্থ বলিয়াই মনে করেন। যথা—

"অমৃতরত্নাবলী আর আনন্দভৈরবে।
আগমসার গ্রন্থ লৈঞা বিচারি বুঝবে॥
অমৃতরসাবলি অর্থ স্পষ্ট যেই হয়।
চার গ্রন্থ স্পষ্ট অর্থ ইহাতে আছয়॥"

উক্ত গ্রন্থ চতুষ্টয়ের সার বুঝাইবার জন্য গৌরীদাস 'নিগূঢ়ার্থ-প্রকাশাবলী' রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানি নিতান্ত অশ্লীল হইলেও ইহাতে সহজিয়াদের প্রকৃত গুহ্যতত্ত্ব সবিস্তার বর্ণিত আছে। এ ছাড়া সহজিয়াদের শত শত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ পাওয়া যায়।* এই সকল গ্রন্থ-সাহায্যে আমরা জানিতে পারি যে পরকীয়া-সাধনই এই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে গৌরীদাস লিখিয়াছেন—

"স্বীয়া ছাড়ি পরকীয়া ইহা করে কেনে।
শীঘ্র সম রস হয় তরঙ্গের গুণে॥
পরকীয়া সাধন তিন তরঙ্গে হয়।
গুহ্য ইহা সঙ্গ করে মনে রহে ভয়॥
ভয় হেতু সম রস হয় শীঘ্র গতি।
পরকীয়া শ্রেষ্ঠ ইথে জানিবে নিশ্চিতি॥
তিন প্রকার কাম ইথে বিচার করিলা।
প্রাকৃত অপ্রাকৃত কার্য্যরূপা জানাইলা॥
ভূতাত্মার ক্রিয়া তারে প্রাকৃত কহিলা।
জীবাত্মার ক্রিয়া কার্য্যরূপা জানাইলা॥
অপ্রাকৃত পরম ধর্ম্ম পরকীয়া সাধনে।
কাম পুন প্রেম হয় পরমাত্মা গুণে॥"
"অনুভবে চৈতন্যরূপা স্ফূর্ত্তি হয় যার।
কামধ্বংস হৈয়া তার প্রেমের সঞ্চার॥" (গৌরীদাস)

ইহাদের মতে, ছয় গোস্বামী ও অন্যান্য সাধকবৃন্দ নিজ জীবনে বিশেষ রূপে এই ভজনপ্রণালী দেখাইয়া গিয়াছেন, উহা বাহিরের কোন গ্রন্থে নাই, তবে সঙ্গ করিতে করিতে উহা জানা ও বুঝা যায় এবং তাঁহাদের পথাবলম্বনে সেই শ্যামসুন্দর ও শ্রীরাধারাণীর কৃপা লাভ হয়। আরও তাঁহারা বলেন যে, ইহাতে কোন নিয়ম কানন আচার-বিচার নাই। স্ত্রীলোক-দিগের ঋতুর তিন দিবসও ইঁহারা অস্পৃশ্য ধরেন না, বা মানেন না। উক্ত অবস্থাতেও শ্রীভগবানের সেবাপূজাদি সমস্তই করিয়া থাকেন। তাঁহারা নায়িকার দেহই শ্রীবৃন্দাবন ও উক্ত নায়িকাতেই শ্রীশ্যামসুন্দর ও রাধারাণীর অধিষ্ঠান এইরূপ বিশ্বাস করেন। তাঁহাদের মতে দেহ-বৃন্দাবন-তত্ত্ব এইরূপ,—

"বৃন্দাবন বলি মাত্র সবে করে ধ্যান।
কোথা আছে বৃন্দাবন কারো নাহি জ্ঞান।
মানুষের দেহ হয় নিত্য বৃন্দাবন।
পুরুষ প্রকৃতি ইথে জানিহ কারণ॥
ভক্ত হৃদে বৃন্দা দেবী কহিল মাধুরী।
দ্বাদশ বন আর অষ্ট মঞ্জরী॥
দ্বাদশ কুঞ্জ আছে আর ছয় গোসাই।
অষ্ট সখী আছে ইহা কহি শুন ভাই॥
এই নিত্য বস্তু সদা কর আস্বাদন।
এবে যে নির্ণয় করিব দ্বাদশ বন॥
কেশ মূলেতে দেখ হয় অগ্রবন।
কর্ণ বেষ্টিত কাম্য বনের নিয়ম॥
মুখাগ্রেতে মধুবন এই শাস্ত্রে কয়।
রসিক-ভকত ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
এই তিন বনের কথা কহিলাম নির্দ্ধারে।
নিধুবন হয় তার নয়ন ভিতরে॥
বক্ষঃস্থল মধ্যে দেখ হয় ভাণ্ডীরবন।
কক্ষ বাম ভাগে খদিরবনের নিয়ম॥
এই যে কহিল সপ্তবনের আখ্যান।
বহুলবন অঙ্গে ইহা জানিহ কারণ॥
ঝাউবন হয় তার নাভির নীচেতে।
কুমুদবন হয় তার কুচদ্বয়েতে॥
এইত কহিল দশবনের আখ্যান।
মজ্জা স্থানে জম্বুবন হয় রসায়ন॥

* বাঙ্গালা সাহিত্য শব্দের শেষাংশে সহজিয়া সাহিত্যের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ভদ্রবন হয় তার নাসিকা অগ্রেতে।
এইত দ্বাদশ বন হয় শরীরেতে ॥
এবেত কহি যে সব কুঞ্জের আখ্যান।
দ্বাদশ কুঞ্জ শরীরেতে আছে স্থানে স্থান ॥
নাসিকা ভিতরে হয় নিভৃত কুঞ্জ-দ্বারে।
কনক কুঞ্জ হয় তার কণ্ঠের উপরে ॥
মদনসুখদা কুঞ্জ হয় মুখ মাঝে।
নন্দনানন্দ নাম কুঞ্জ কর্ণ মধ্যে আছে ॥
কামকেলি কুঞ্জ হয় দুই চক্ষুর্দ্বয়ে।
মনোহারী নাম কুঞ্জ বদনেতে হেবে ॥
অবলানন্দনাম কুঞ্জ হয় নাভিদেশে।
চন্দ্রসুখদা নাম হৃদয়ে প্রকাশে ॥
বসন্তসুখদা কুঞ্জ মস্তক ভিতরে।
সুখপ্রদক্ষিণকুঞ্জ রন্ধ্র মজ্জা স্থানে ॥
সুখনিকুঞ্জ হয় তার কটি সন্নিধানে।
নিত্যকুঞ্জ হয় তার নিত্য বৃন্দাবনে ॥
এইত কহিল দ্বাদশ কুঞ্জের নির্ণয়।
এবে যে কহিয়ে অষ্টমঞ্জরী নির্ণয় ॥
নয়নেতে স্থিতি করে শ্রীরূপমঞ্জরী।
নাসামূলে হয় তার কস্তুরী মঞ্জরী ॥
অনঙ্গমঞ্জরী হয় পদযুগলেরে।
বিলাসমঞ্জরী হয় সর্ব্বাঙ্গ শরীরে ॥
শ্রবণেতে থাকে তার শ্রীগুণমঞ্জরী।
জিহ্বাতে বহয়ে সেই শ্রীরসমঞ্জরী ॥
মজ্জাস্থানে বৈসে তার শ্রীরতিমঞ্জরী।
মনোমধ্যে থাকে সেই শ্রীমণিমঞ্জরী ॥
এইত কহিল অষ্ট মঞ্জরী নির্ণয়।
এ সকল কথা যেন জীব না শুনয় ॥"

এই বৃন্দাবনতত্ত্ব নায়িকাদেহে বর্ত্তমান।

তৎপরে দেহের অবস্থাভেদে তাহাদিগের গুরু, ধ্যান, স্বরূপ, আনন্দ, সাধ্যসাধন ও রস ইত্যাদি কাহাকে বলে ও বৈষ্ণব কে? ইত্যাদি বিস্তর বিষয় আছে, যাহা সাধারণে জানেন না। রাধাবল্লভদাসের 'সহজতত্ত্ব' নামক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে এই দেহের তিন অবস্থা—প্রবর্ত্তদেহ, সাধকদেহ ও সিদ্ধদেহ। এই তিন অবস্থায় গুরু, কৃষ্ণ বা উপাস্যদেব ও বৈষ্ণবের ভেদ আছে। সহজতত্ত্বে লিখিত আছে, "প্রবর্ত্তদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? গুরু মন্ত্রদাতা, কৃষ্ণ রাধামাধববিগ্রহ, বৈষ্ণব চৈতন্যের স্বরূপধারী। সাধক দেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শিক্ষাগুরু তিন। চৈতন্যের স্বরূপধারী তিন। ভাব প্রেম রস বর্ত্তে শ্রীমতীতে। শ্রীমতীকে বৈষ্ণব কহি। সেই সব বর্ত্তে শিক্ষাগুরুর ঠাঞি। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব এই তিন বর্ত্তে শিক্ষাগুরুতে। সিদ্ধদেহেতে গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব কাকে বলি? শ্রীরূপ রঘুনাথ। কিমৎ প্রকার হন? স্বরূপ কৃষ্ণ, রূপ শ্রীমতী, এই দুই চৈতন্য গোসাঞি।"

সহজতত্ত্ব বুঝিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগের ভাব ও প্রেম কি? বীজমন্ত্রস্বরূপ অমৃততত্ত্ব কি? সম্বন্ধতত্ত্ব, রতিতত্ত্ব ও বর্ণতত্ত্ব কি? ইত্যাদি গূঢ় রহস্য জানা আবশ্যক। ঐ সকল জানিলে পর সাধনভজন দ্বারা ভাবদেহ প্রাপ্ত হইয়া ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই,—

"ভাব প্রেমের স্বরূপ শুন সর্ব্বজন।
প্রেম বিনে প্রাপ্তি নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
প্রেমপ্রাপ্তির স্বরূপতত্ত্ব বস্তুনিরূপণ।
প্রাপ্তি বস্তু হয় রাধাকৃষ্ণপ্রেম ধন ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব কহিল কারণ।
এবে কহি বীজমন্ত্র স্বরূপ লক্ষণ ॥
মন্ত্রের স্বরূপ কৃষ্ণ বীজ রাধিকা স্বরূপ।
কামনা রতি কামবীজ হয় কৃষ্ণ স্বরূপ ॥
শ্রীচরণামৃত স্বরূপ হয় শ্রীহরিনাম।
অধরামৃত মন্ত্রের স্বরূপ এইত বিধান ॥
পদধূলি ব্রজের স্বরূপ এই তত্ত্বসার।
কহিব সম্বন্ধতত্ত্ব করিয়া বিচার ॥
গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণবে কি সম্বন্ধ হয়?
গুরুতে স্বামী সম্বন্ধ জানিহ নিশ্চয় ॥
কৃষ্ণেতে আত্মা সম্বন্ধ উপপতি ভাব।
বৈষ্ণবে বন্ধু সম্বন্ধ সখী অনুভব ॥
সম্বন্ধতত্ত্ব এই কৈল নিরূপণ।
এবে কহি রতিতত্ত্ব করিয়া যতন ॥
ইষ্ট দেবে নিষ্ঠারতি কৃষ্ণেতে মধুর।
বৈষ্ণবে আনন্দরতি ভজনের মূল ॥
কেবা কোন্ বর্ণ হয় কহিব এখন।
বীজ হয় বিদ্যুৎ বর্ণ শুনহ কারণ ॥
অধরামৃত বর্ণ হয় দলিত কাঞ্চন।
পদধূলি শ্যামবর্ণ শুনহ কারণ ॥
এইত স্বরূপতত্ত্ব করিয়া স্মরণ।
অবশ্য পাইবে ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
স্বরূপ সম্বন্ধতত্ত্ব যে যেমন ভজে।
ভাবযোগে দেহ পেয়ে কৃষ্ণ পায় ব্রজে ॥"

সুতরাং ইহা সাধারণে প্রকাশ করা নিষিদ্ধ এবং এই

ভাবে পরকীয়া নারীর সহিত তাহার দেহ-বৃন্দাবনে বিচরণ করিয়া উক্ত বৃন্দাবনে নিজের জীবন, যৌবন ও দেহ অর্পণ ও তাহার রতিতে নিজ রতি মিশাইয়া ভাবপ্রেম এক করিয়া সেই কাম-বীজ কামগায়ত্রী দ্বারা সেই কামিনীর কামরতি উত্তেজনাপূর্ব্বক তাঁহার অধরামৃত স্বরূপ মন্ত্র লইয়া শ্রীহরি নাম স্বরূপ শ্রীচরণামৃত গ্রহণপূর্ব্বক ব্রজের তত্ত্ব স্বরূপ তাঁহার পদধূলিতে অবগাহন ও সম্বন্ধ তত্ত্ব স্থাপন করিবে এবং বৈষ্ণবেতে বন্ধু সম্বন্ধে সখী অনুভব করিয়া লইবে। বৈষ্ণব তিনি যিনি সেই বিষ্ণুকে অর্থাৎ পরম কৃষ্ণকে জানাইয়া বা দেখাইয়া দেন। নায়িকা আপনাকে সখী অনুভবে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া রতি দ্বারা ভজনের মূল স্থাপন করিয়া বিদ্যুৎবর্ণ বীজ ও অধরামৃত স্বরূপ দলিতকাঞ্চন সংযোগ করিতে পারিলে অবশ্য সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন, ইহার অন্যথা নাই, এবং ইহা রসিক ভক্ত ব্যতীত অরসিক বা বহিরঙ্গ ব্যক্তিগণ কখনও জানিতে বা বুঝিতে পারিবে না। কেন না সেই ব্রজের নয়নরূপ নিধুবনে ও বক্ষঃ-স্থলরূপ ভাণ্ডীরবনে, কুচস্বরূপ কুমুদবনে ও সেই রসের আকর রসায়নসদৃশ মজ্জাস্থানরূপ জম্বুবনে ইত্যাদি দ্বাদশ বনে বিচরণ এবং হৃদয়ে চন্দ্রসুখদাকুঞ্জ ও সুখের চরম মজ্জাস্থানে "সুখ-প্রদ-ক্ষিণকুঞ্জ" এবং তাঁর নিত্য বৃন্দাবনে অর্থাৎ "মজ্জাভ্যন্তরে" বিহার ইত্যাদি দ্বাদশ কুঞ্জ পরিভ্রমণ এবং জিহ্বারূপ শ্রীরসমঞ্জরী ও মজ্জাস্থানে শ্রীরতিমঞ্জরী ইত্যাদি অষ্ট মঞ্জরীদের সহিত মিলন, আর এই সকল প্রেম ও ভাব ধারণ করাও সাধারণ জীবের সাধ্য নহে। এইরূপ সাধনভজন তাঁহাদের গ্রন্থে অতি বিস্তৃত ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। তাহা অরসিকে জানিলে অভীষ্ট হানি এবং রসিকে জানিলে ইষ্ট লাভ হইবে, ইহাই প্রকৃত সহজিয়ার বিশ্বাস।

সুতরাং ইঁহাদিগের মতে, ভজন সাধন করিতে হইলে, প্রথমতঃ একটী সুন্দরী ও নবযৌবনসম্পন্না পরকীয়া রমণী আবশ্যক, পরে রসিকভক্ত বা গুরুর নিকট ইহার রীতিমত উপদেশ লইয়া সেই নায়িকাতে দেহ মন আরোপ পূর্ব্বক সাধন ভজন করিলে অচিরাৎ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায়। সহজিয়ারা বলেন যে এইরূপ ভজন শ্রীমন্মহাপ্রভু সাধারণ জনগণকে না দেখাইয়া অতি গোপনে রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদর প্রভৃতি কয়েকজন মর্ম্মী ভক্তের সঙ্গে আস্বাদন করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইয়া গিয়াছেন এবং তাহাই স্বরূপ দামোদরের কড়চাতে এবং অন্যান্য বিখ্যাত প্রেমিক ও সাধক ভক্তদের গ্রন্থে লেখা আছে। তাহাতেই—

"প্রভুর অন্তর কথা কেহো নাহি জানে।
স্বরূপ রঘুনাথের হয় প্রাণধনে।
আর কারো গোচর নাহি এই কথা।
এই দুইজনে বার্ত্তা জানয়ে সর্ব্বথা॥
চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায় মহাশয়।
জয়দেব কর্ণামৃত এ সব জানয়॥
'অপ্রাকৃত বস্তু' তেঁহ এই সব জানে।"

সুতরাং বাহিরের লোকের এই সকল তত্ত্ববিষয় জানিবার কিছুমাত্র সামর্থ্য নাই। অতএব সাধক ভক্তদিগের সর্ব্বাগ্রে মানুষ ভজনই কর্ত্তব্য। এই মানুষভজন দ্বারাই অপ্রাকৃত প্রেমলাভ এবং সেই বেদগুহ্য নিত্যবৃন্দাবন দর্শন লাভে মানব কৃতার্থ হয়। সেই জন্যই সহজিয়াদের শাস্ত্রে আছে যে,

"শুনহ সাধক জন মানুষ লক্ষণ।
মানুষ স্বভাবপর মানুষ ভজন॥"

অতএব যদি জীবের কোন দিন ভাগ্যবশে রসিকের সঙ্গ ঘটে, তাহা হইলে তিনিই বৃন্দাবন জানিতে পারেন এবং সেই বৃন্দাবনেই মানুষ বিরাজ করেন ও উহার আশ্রয় লইয়াই মানুষ বিহার করেন. মনুষ্যশরীরই ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডের মধ্যে যে অতিগুহ্য পরম মাধুর্য্যময় "গভীর স্থান" আছে, যাহার জন্য জীব সকল চতুর্দ্দিকে উন্মাদের মত পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে, রসিকভক্ত রসিক গুরুর কৃপায় উক্ত স্থানের তত্ত্ব পাইয়া তাঁহার আজ্ঞামত দেহ, মন, প্রাণ, জীবন, যৌবন অর্পণ করিয়া নিত্যানন্দময় হইয়া পরমানন্দে পরমানন্দময়ীর সহিত পরমানন্দধামে সেই পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণের রূপের ছটায় বিমুগ্ধ হইয়া অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে এবং চেতন মাত্রই পুনরায় উক্ত আনন্দময়ীর আনন্দসম্ভোগপ্রাপ্তিহেতু সর্ব্বদাই সুখশয্যায় অবস্থিত থাকে। ইহাতে আকুলি ব্যাকুলি হইয়া কাঁদা কাটা নাই, কেননা সর্ব্বদা সাক্ষাতে সর্ব্বানন্দদায়িনী মূর্ত্তি বিরাজমানা এবং যাহাতে জীব সর্ব্বদা আনন্দ উপভোগ করিতে পাবে, তিনি নিজে সেই "আনন্দরস" প্রদানে মোহিত করিয়া রাখেন। ইহাই সাধনার চরম, ইহাই অপ্রাকৃত রস। সহজিয়ারা বলেন, মধুর রস পাইবার জন্য এ হেন সুগম ও সুখপন্থা ছাড়িয়া যাহারা দুরূহ কঠিন নিয়ম কাননের মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া ভজন সাধন করিতে যায়, তাহাদের পরিণাম সেই চিরবন্ধন। তাহারা কখন নিত্য বৃন্দাবনে চিরসুখ উপভোগ করিতে পাইবে না।

"সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন জান সর্ব্বজনে।
রসিকের সঙ্গ হইলে জানিবে কারণে॥
সেই বৃন্দাবনে সদা বিরাজে মানুষ।
তাহার আশ্রয় হৈয়া বিরাজে পুরুষ॥
ব্রহ্মাণ্ড আকার হয় মানুষ শরীর।
শরীর ভিতর জান আছয়ে "গভীর"॥ ইত্যাদি

এই হেতু শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া পত্নী শ্রীমতী রুক্মিণী হইতে পরকীয়া শ্রীমতী রাধিকাতে প্রচুর প্রেম ও রসাধিক্য। অতএব রাগবস্তুকে পাইতে হইলে শিক্ষা গুরু আবশ্যক এবং এই শিক্ষা গুরু হইতেই প্রেম লাভ হয়। কাজেই শিক্ষাগুরুকে দেহ সমর্পণ করিলে সেই ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দনকে পাওয়া যায়। অতএব—

"শিক্ষা গুরুতে যে করে দেহসমর্পণ।
সেই জন পায় ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

তারপর তাঁহার নিকট

"কামগায়ত্রী কামবীজ শিক্ষা করিবে।
এই বীজ লইয়া তবে দেহ সমর্পিবে॥"

তৎপর সেই শিক্ষা গুরুর সহিত—

"হাস্ত রস কৌতুকে সদা কাল গোঙাইবে।
ইহা নহিলে ব্রজপ্রাপ্তি করিতে নারিবে॥"

অতএব এই রাগের ভজন সাধারণের নিকট বলিলে অপরাধ হয় এবং সে অপরাধ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াও খণ্ডন করিতে পারেন না।

"বড়ই নিগূঢ় কথা রাগের ভজন।
ইহা প্রচারিলে হয় নরকে গমন॥
আপনার করিয়া যে লইতে নারিবে।
এই সব ধর্ম্ম কথা তারে না জানাবে॥
শিক্ষা গুরু স্থানে যদি জন্মে অপরাধে।
আপনে শ্রীকৃষ্ণ আসি নারে খণ্ডাইতে॥
এই কথা মিথ্যা নহে কহিল বিদিতে।
কলির অধম জীব না পারে বুঝিতে॥
কহিল যে এই কথা কহিব পশ্চাতে।
ধর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইলে সব বুঝিবে মনেতে॥
অন্য ঠাঁই অপরাধ যগুপিহ হয়।
সেই অপরাধ গুরু খণ্ডান নিশ্চয়॥
যগুপি গুরুর স্থানে অপরাধ হয়।
ইহকাল পরকাল সব নষ্ট হয়॥"

তজ্জন্যই গোস্বামিগণ এই সকল গুহ্য বিষয় সাধারণ জীবকে তামা কাঁসাদি ধাতু রূপক ছলে বুঝাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ং চিন্তামণি স্বরূপ হইয়া সুবর্ণ স্বরূপ প্রেম, সেই প্রাণপ্রতিম প্রেমময়ীর অতি মাধুর্য্যময় সারাৎসার "রসের" সহিত জড়িত করিয়া দুঁহু দোঁহার প্রেমে মজিয়া চিন্ময় ধামের চিন্ময় রসপানে বিভোর হইয়া থাকেন, তাই সহজতত্ত্ব গ্রন্থে আছে—

"তার মধ্যে আর কহি শুন সাধক জন।
শুনিলে পাইবে পুণ্য অপূর্ব্ব কথন॥
তাঁমা কাঁসা রূপা সোনা রত্ন চিন্তামণি।
বাণিজ্য করিতে গোঁসাই দিলে ভক্তে আনি॥
তামা কাঁসা লইয়া সবে নানা দেশে ফিরে।
সোণাকে লুকাইয়া রাখি আছেন অন্তরে॥
এই চারি ধন পাইয়া ফিরে নানা স্থানে।
রত্ন চিন্তামণি ধন না জানে সন্ধানে॥
রত্ন চিন্তামণি ধন নিগূঢ় বস্তু হয়।
গড়িয়া রাখিল ধন না দিল সভায়॥
কোন জীব ভাগ্য হইতে শ্রদ্ধা যদি হয়।
অন্বেষণ হইতে ধন উপরিয়া লয়॥
সভাই পাইবে যদি মহারত্ন ধন।
কেমনে চলিবে তবে যমের করণ॥
নাম হয় তামা। মন্ত্র হয় কাঁসা।
রূপা হয় ভাব। প্রেম হয় সোণা॥
রস হয় রত্ন। চিন্তামণি স্বয়ং।"

ইহাই ভজনের মূল। সেই জন্যই—

"দীক্ষা হইতে শিক্ষাগুরু হয় মূলাধার।
শিক্ষাগুরু কৃপা হইলে ঘুচে অন্ধকার॥"

তজ্জন্যই রায় রামানন্দ বলিয়াছেন,—

"এই কার্য্যকর তুমি শুনহ সাধক।
রসবতী নায়িকা যে আনহ প্রত্যক্ষ॥
মহাপ্রভুর মন বৃত্তি সেরূপ করণ।
সাক্ষাতে থাকিয়া আমি শিখাব সাধন॥"

অতএব ইহাই সাধকের সাধনার চরম।

এই সাধনার কথা বিস্তারিত খুলিয়া লেখা এ স্থানের কাজ নয়। তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসের সহজভজন করিতে বলিয়া গিয়াছেন,—

"সহজ ভজন, করহ যাজন,
ইহা ছাড়া কিছু নয়।"

তাই সহজিয়ারা বলেন—

"রতি পরকীয়া যাহারে কহিয়া
সেই সে আরোপ সার।"

এই হেতু পরকীয়া রতির দ্বারাই আরোপের সার জানিবে।

সহজিয়াবা বলেন, ইহাই কলির ভজন, ইহা ব্যতীত আর কিছুই ভজন শ্রেয় নহে।

"বাশুলী আদেশে কহে চণ্ডীদাসে
শুনহ দ্বিজের সুত।
একথা লবে না না জানে যে জনা
সেই সে কলির ভূত॥"

সেই জন্যই চণ্ডীদাস রজকিনীকে গুরু আশ্রয়ে—

"সাধন শৃঙ্গার রস ইহাতে হইবে বশ,
বস্তু আছে দেহ বর্ত্তমানে।"

বলিয়া গিয়াছেন এবং তাই রজকিনী রামীকে,

"চণ্ডীদাস কহে তুমি সে গুরু।
তুমি সে আমার কল্পতরু॥
শুন রজকিনি রামি।
ও দুটী চরণ শীতল জানিয়া শরণ লইনু আমি।"

এই সহজ-ভজন সাধারণের অবোধ্য। চণ্ডীদাস লিখিয়াছেন,—

"তুমি বেদবাদিনী, হরের ঘরণী, তুমি সে নয়নের তারা।
তোমার ভজনে ত্রিসন্ধ্যা যাজনে তুমি সে গলার হারা॥"

"সহজ সহজ সবাই কহয়ে
সহজ জানিবে কে?
সহজ কথাটী মনে করিলাম
শুনলো রাজার ঝি।
বাশুলী আদেশে জানিবে বিশেষে
আমি আর বলিব কি?"

যাহারা রসিক তাঁহারাই ইহার মর্ম্ম জানেন।

"অভাগিয়া কাকে স্বাদু নাহি জানে
মজয়ে নিম্বের ফলে।
রসিক কোকিলা জ্ঞানের প্রভাবে
মজয়ে চ্যুত মুকুলে।"

তাই রসিকনগরের রজকিনীরূপ রাধাতে গুরু হইয়া দাস অভিমানে সাধন করিলে শ্রীরাধাকৃষ্ণকে পাওয়া যাইবে।

"হাসিয়া বাশুলী কয়, শুন চণ্ডী মহাশয়,
আমি থাকি রসিকনগরে।
সে গ্রামদেবতা আমি, ইহা জানে রজকিনী,
জিজ্ঞাস গে যতনে তাহারে॥
সে দেশের রজকিনী, হয় রসের অধিকারী,
রাধিকা স্বরূপ তার প্রাণ।
তুমিত রমণের গুরু, সেব রসের কল্পতরু,
তার সনে দাস অভিমান॥
চণ্ডীদাস কহে মাতা, কহিলে সাধনকথা,
রামী সত্য প্রাণপ্রিয়া হৈল।
নিশ্চয় সাধনগুরু সেই রসের কল্পতরু,
তার প্রেমে চণ্ডীদাস মৈল॥"

তথাহি—

"রজকিনী রূপ, কিশোরী স্বরূপ, কামগন্ধ নাহি তায়।
রজকিনী প্রেম, নিকষিত হেম, বড়ু চণ্ডীদাসে গায়॥"

অতএব এই রস অতি গুহ্য—

"শোষণ বাণেতে উপানে চাই।
মোহন কুচেতে ধরয়ে ভাই॥
স্তম্ভন শৃঙ্গারে সদাই স্থিতি।
চণ্ডীদাসে কহে রসের রতি॥"

এই হেতু পরকীয়া রতিই সার। তজ্জন্য শিক্ষাগুরুর নিকট রীতিমত শিক্ষা না লইলে শৃঙ্গাররস কেহ বুঝিতে পারেন না।

"শৃঙ্গার রস বুঝিবে কে?
সব রসসার শৃঙ্গার এ॥
শৃঙ্গাররসের মরম বুঝে।
মরম বুঝিয়া ধরম যজে॥
রসিক ভকত শৃঙ্গারে মরা।
সকল রসের শৃঙ্গার সারা॥" তাই এ হেন—

"গুরু বস্তু এবে বলিব কায়?
বিরিঞ্চি ভবাদি সীমা না পায়॥
চণ্ডীদাস কহে না বুঝে কেহ।
যে জন রসিক বুঝয়ে সেহ॥"

সাধারণে রসিক হইতে পারে না। দুটো রসের কথা, দুটো বঙ্গের গান বা কালিদাসের রসমঞ্জরীর কয়েকটা পদ জানিলে রসিক হয় না।

"রসিক রসিক সবাই কহয়ে,
কেহত রসিক নয়।
ভাবিয়া গণিয়া বুঝিয়া দেখিলে
কোটিতে গোটিক হয়॥
সখি হে! রসিক বলিব কারে?
বিবিধ মসলা, রসেতে মিশায়
রসিক বলি যে তারে॥"

তাই রসিকভক্ত চণ্ডীদাস ঠাকুর রসবতী রামীকে বলিতেছেন,—

"চণ্ডীদাস কহে শুন রসবতী,
তুমি সে রসের কূপ।
রসিক যে জনা, রসিক না পাইলে,
দ্বিগুণ বাড়য়ে দুখ॥"

চণ্ডীদাস আরও বিস্তার করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে,—

"রসিকা নাগরী রসের মরা।
রসিক ভ্রমর প্রেম পিয়ারা॥
অবলা মুরতি রসের বাণ।
রসে ডুবু ডুবু করে পরাণ॥

রসবতী সদা হৃদয়ে জাগে।
দরশ বাঢ়া'য়ে পরশ মাগে।
দরশে পরশে রস প্রকাশ।
চণ্ডীদাস কহে রসবিলাস॥"

আর এই রসভজন করিতে গেলে উভয়ের মধ্যে প্রকৃতিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সহজিয়ারা বলেন, তাই শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমতীর অত্যুৎকট রস আস্বাদন করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতীভাবাপন্ন হইয়া উক্ত রস আস্বাদন করিয়াছিলেন। তাই চণ্ডীদাস বলিয়াছেন,—

"দুহুঁক যোটন, বিনহি কথন,
না হয় পুরুষ নারী।
প্রকৃতি পুরুষে যো কিছু হোয়ত
রতি প্রেম পরচারি॥
প্রকৃতি অবশ, প্রকৃতি সবশ,
অধিক রস যে পিয়ে।
রতি সুখকালে অধিক সুখহি
তা নাকি পুরুষে পায়ে?"

কেননা প্রকৃতিই শক্তি, শক্তির শক্তিতেই পুরুষ শক্তিমান্। অতএব এ রস—

"যে জনা জানয়ে সেই সে জীয়য়ে
মরণ বাঁটিয়া লেই।
সখি হে! পিরীতি বিষম বড়।
পরাণে পরাণে, মিশাতে যে পারে
তবে সে পিরীতি দড়॥"

সুতরাং বীর্য্যস্তম্ভন যাঁহারা শিক্ষা করিতে পারেন, তাঁহারা ইহার অধিকারী, শ্রীকৃষ্ণ ঊর্দ্ধরেতা ছিলেন বলিয়াই অসংখ্য গোপিনীর সহ এই রস আস্বাদন করিয়াছেন। তাই বলিয়া কতকগুলি প্রকৃতি লইয়া সাধনভজন হয় না, তাহাতে হিতে বিপরীত হয়।

"ভ্রমরা সমান আছে কত জন
মধু লোভে করে প্রীত।
মধুপান করি, উড়িয়ে পলায়,
এমতি তাহার রীত॥
সুজনে কুজনে, পিরীতি হইলে,
সদাই দুখের সর।
আপন সুখেতে যে করে পিরীতি,
তাহারে বাসিব পর॥
সুজনে সুজনে, অনন্ত পিরীতি,
শুনিতে বাড়ে সে আশ।
তাহার চরণে, নিছনি লইয়া,
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস॥"

এই পরকীয়া রস অতি চতুর না হইলে যাজন করা যায় না।

"ধনি! কহব তোহার ঠাঞি।
পরকীয়া রস, করিতে হে বশ,
অধিক চাতুরী চাই॥
হইবি কুলটা, কুল তেয়াগিবি,
ভাবিতে ভাবিতে দেহা।
হেরি পরপতি হেমকান্তি রতি
সপতি ভাবিবি লেহা॥
কলঙ্ক সাগরে, সিনান করিবি,
এলায়া মাথার কেশ।"

অতএব এ ধর্ম্ম করা বড়ই বিষম, আচার বিচার কিছুই নাই, কাজেই সাধারণ লোকে পারে না ও না পারিয়া না বুঝিয়া শেষে দোষারোপ করে ও ফাঁপরে পড়িয়া অস্থির হয়।

"রাগের ভজন, শুনিয়া বিষম
বেদের আচার ছাড়ে।
রাগানুগা মতে, লোভ বাড়ে চিতে,
সে সব গ্রহণ করে॥
ছাড়িতে বিষম তাহার কারণ,
আচার বিষম না পারে।
অতি অসম্ভব, অলৌকিক সব,
লৌকিক কেমনে করে॥
করিয়া গ্রহণ, না করে যাজন,
সে কেন সাধন করে?
বুঝিতে না পারে, আনাগোনা করে,
ফাঁপরে পড়িয়া মরে॥
তার একুল ও কুল দুকুল গেল,
পাথারে পড়িল সে।
চণ্ডীদাস কয়, সেত দেব নয়,
তাহারে তরাবে কে?"

যেমন ধ্যানপুষ্প মস্তকে দিবার পূর্ব্বে আপনাকে দেবতা মনে করিতে হয়, সেইরূপ সেই ভজনের দ্বারা দেবতা না হইলে রসচিন্তামণিকে পাওয়া যায় না। তাই (সহজিয়া) রসিক ভক্তেরা বলেন, যে রায় রামানন্দ শ্রীজগন্নাথের দেবদাসীর প্রতি, চণ্ডীদাস ঠাকুর রজকিনী রামীর প্রতি, বিদ্যাপতি শিবসিংহ ভূপতির রাণীলছীমা দেবীর প্রতি, জয়দেব পদ্মাবতীর প্রতি,

শ্রীরূপ গোস্বামী মীরাবাইর প্রতি, বিল্বমঙ্গল চিন্তামণির প্রতি ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্যামাঙ্গিনীর সহিত পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন। উক্ত সম্প্রদায়ীরা ইহাঁদিগের সকলকেই রসিকভক্ত বলেন। কিন্তু তন্মধ্যে রায় রামানন্দ, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জয়দেব ও বিল্বমঙ্গল ইঁহারাই পঞ্চরসিক বলিয়া অভিহিত এবং ইহাঁদের ভজন-সাধনের মতকে "পঞ্চ রসিকের মত" বলে।

সেই জন্যই কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় তাঁহার স্বনামধন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন যে,

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি,
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে, মহাপ্রভু রাত্রি দিনে,
গায় শুনে পরম আনন্দ॥"

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
এই তিন গীতে করায় প্রভুর আনন্দ॥"

যে হেতু ইঁহারা সকলেই এক রসের রসিক। যাঁহারা এক রসের রসিক, তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবতঃই বন্ধুতা স্থাপিত হয় ও রসচর্চ্চাও কিঞ্চিৎ অধিক হয়। সেইজন্য অরসিকের সহিত এই সম্প্রদায়ীরা বেশী উঠাবসা বা কথাকর্ত্তা বলিতে চান না বা বলেন না। তাই—

"বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীত-গোবিন্দ।
ভাবানুরূপ শ্লোক পড়ে রায় রামানন্দ॥"

উক্ত প্রমাণ দিয়া শ্রেষ্ঠ সহজিয়ারা আপনাদিগকে ভাবগ্রাহী মনে করেন। তাঁহারা আরও বলেন যে এই সহজ-সাধনে যদিও কামরতিসেবার কথা আছে, তাহা প্রবর্ত্ত দেহে সম্ভব, কিন্তু সাধক ও সিদ্ধ দেহে প্রকৃত কামগন্ধের সম্পর্ক নাই। তাই সহজতত্ত্ব-রচয়িতা রাধাবল্লভ দাস ভাব, প্রেম, ভাবোল্লাস, মধুর ও রতি এই পঞ্চ প্রকার শৃঙ্গারের উল্লেখ করিয়া স্পষ্টই লিখিয়াছেন যে সাধকদেহে রতি নিষিদ্ধ। প্রকৃত প্রেমলাভই সাধকের উদ্দেশ্য। প্রধান সহজিয়া গৌরীদাস লিখিয়াছেন,

"প্রেমের করণ নহে কামের আচার।
রসিকের গণ ইহা করহ বিচার॥
প্রেমের নাহিক ধ্বংস প্রেম ভাঙ্গে কার।
প্রেমের করণ নহে কাম হয় তার॥
প্রেম নিত্য সাধ্য বস্তু সাধনের সার।
ইহা বিনে বস্তুতত্ত্ব নাহি কিছু আর॥
বিষামৃত বলি কিবা করিলা লিখনে।
বিষামৃত হয় দেখ কাম আর প্রেমে॥"
(নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী)

এই প্রেমের অধিকারী সম্বন্ধে চণ্ডীদাস এইমত প্রকাশ করিয়াছেন—

"সকল ত্যজিয়া, যুগল হইয়া, গোলোকে রহিল সে॥
পুত্রপরিজন সংসার আপন সকল ত্যজিয়া দেখ।
পিরীতি করিলে তাহারে পাইবে মনেতে ভাবিয়া দেখ॥
পিরীতি পিরীতি তিনটী আখর পিরীতি ত্রিবিধ মত।
ভজিতে ভজিতে নিগূঢ় হইলে হইবে একই মত॥
পরকীয়া ধন সকল প্রধান যতন করিয়া লই।
নৈষ্ঠিক হইয়া ভজন করিলে পদ্ধতিসাধক হই॥
পদ্ধতি হইয়া রস আস্বাদিয়া নৈষ্ঠিকে প্রবৃত্ত হয়।
তাহার চরণ হৃদয়ে ধরিয়া দ্বিজ চণ্ডীদাসে কয়॥"

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে প্রবৃত্তিসাধনের ভিতর দিয়াও তাঁহাদের এক উচ্চ লক্ষ্য ছিল, তাহা কাম গন্ধহীন, রতি-লালসা-বর্জ্জিত, অমৃতরূপ অনন্ত প্রেম। প্রথমেই চণ্ডরোষণ তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে, গ্রাহ্য গ্রাহক ও গ্রহণাভিমানবর্জ্জিত যে পরম সুখ বা সহজানন্দ, সাধনের দ্বারা তাহার বিকল্প হইতেই বিরমানন্দ অর্থাৎ অনন্ত প্রেম, যাহা সহজৈকস্বভাব জ্ঞান বা শূন্যতা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, পরবর্ত্তীকালে সহজসাধকদিগেরও সেই দিকে লক্ষ্য ছিল। ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সেবার মধ্যেও ইন্দ্রিয়জয়রূপ সাধন-প্রণালী থাকায় এই সম্প্রদায় তত্দূর ঘৃণিত বা অনাদৃত হন নাই। বর্ত্তমান কালে অনেকেই ইহার উচ্চ লক্ষ্য বিস্মৃত হইয়াছে এবং আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মের অনেক কদাচার এই সম্প্রদায় মধ্যে প্রসারিত হওয়ায়, বিশেষতঃ কামিনীকাঞ্চনপরিত্যাগী নির্লিপ্ত প্রেমের অবতার মহাপ্রভু চৈতন্যদেব ও ছয় গোস্বামীর উপর পরকীয়া দোষারোপ করায়, উচ্চ গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে সহজিয়ারা হেয় ও নিন্দিত হইতেছেন। যাহা হউক, এই সহজিয়ারাই ৪।৫ শত বর্ষ পূর্ব্ব হইতে সরল বাঙ্গালা গদ্যে তাঁহাদের বহুতর ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তি পত্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন।

সহজীবিন্ (ত্রি) পরস্পরে বা একত্র জীবনধারণকারী।

সহজেন্দ্র (পুং) সহজস্য ইন্দ্রঃ। জ্যোতিষমতে লগ্নস্থানাবধি তৃতীয়াধিপতি।

সহজোষণ (ত্রি) পরস্পরে আনন্দানুভব। [সজোষণ দেখ]

সহগুক (ক্লী) মাংসব্যঞ্জনবিশেষ। একপ্রকার মাংসের যূষ। প্রস্তুত-প্রণালী—

"ছাগাদের্ম্মাংসমুর্ব্বাদেঃ কুট্টিতং খণ্ডিতং পুনঃ।
শুদ্ধমাংসবিধানেন পচেদেতৎ সহগুকং।
সহগুকং গুণগ্রহে শুদ্ধমাংসগুণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

ছাগাদির উরু প্রভৃতি মাংসল স্থানের মাংস খণ্ড খণ্ড করিয়া কুটিয়া উত্তমরূপে ধুইয়া লইতে হয়। প্রথমতঃ একটী পাকপাত্রে ঘৃত (ঘৃতের অভাবে তৈল) ঢালিয়া হিঙ্গু ও হরিদ্রা ভাজিবে, অনন্তর উহা ছাকিয়া ফেলিবে এবং ঐ ঘৃতে বা তৈলে মৃদু অগ্নির উত্তাপে মাংস ভাজিয়া লইবে। যখন এই মাংস সিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে বুঝা যাইবে, তখন উপযুক্ত জল ও লবণ দিয়া পাক করিতে হইবে। মাংস-পাকের মধ্যাবস্থায় বেশবার অর্থাৎ বাটনা জলে গুলিয়া তন্মধ্যে নিঃক্ষেপ করিবে। পরে ইহা উত্তমরূপ সুসিদ্ধ হইলে নামাইবে। এইরূপ প্রণালীতে পাক করিলে তাহাকে সহশুক্ত কহে। ইহার গুণ—অত্যন্ত শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকর, শরীরের উপচয়কারক, ত্রিদোষশান্তির পক্ষে শ্রেষ্ঠ, অগ্নিপ্রদীপক এবং ধাতুপোষক। (ভাবপ্র°)

সহদান (ক্লী) বহু দেবোদ্দেশে একত্র দান বা উৎসর্গ। (পা ৬।৩।২৬)

সহদানু (ত্রি) দানু শব্দের অর্থ দানবী, বৃত্রমাতা, তাহার সহিত বর্ত্তমান বা দানবের সহিত বর্ত্তমান। "সহদানুং পুরুহূত ক্ষিয়ন্তং" (ঋক্ ৩।৩০।৮) 'সহদানুং দানু র্দানবী বৃত্রমাতা, তয়াসহ বর্ত্তমানং, যদ্বা দানুভির্দানবৈঃ সহ বর্ত্তমং সহদানুঃ' (সায়ণ)

সহদেব (পুং) পাণ্ডুর পঞ্চম পুত্র। পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে সহদেব পঞ্চম। মাদ্রীর গর্ভে ইহার জন্ম হয়। মহাভারতে ইহার জন্মাদির বিবরণ লিখিত আছে। রাজা পাণ্ডুর দুই স্ত্রী—কুন্তী ও মাদ্রী। মুনিশাপে পাণ্ডু স্ত্রী সহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কুন্তীর গর্ভে পাণ্ডুর যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন নামে তিন পুত্র জন্মে। [পাণ্ডুশব্দ দেখ]

কুন্তীর পুত্র হইয়াছে দেখিয়া মাদ্রী একদা পাণ্ডুকে নিভৃতে কহিলেন, আমরা দুই সপত্নী তুল্যা, অথচ আমার সন্তান হইল না, অধুনা ভাগ্যক্রমে কুন্তীতে আপনার পুত্র হইল। এক্ষণে যদি কুন্তিরাজনন্দিনী আমার সন্তানোৎপত্তির উপায় করিয়া দেন, তাহা হইলে আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয়, এবং তাহাতে আপনারও হিতানুষ্ঠান হয়। কুন্তী আমার সপত্নী, এইজন্য তাহাকে বলিতে আমার অভিমান হয়। যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হন, তবে আপনিই তাহাকে অনুমতি করুন। ইহাতে পাণ্ডু কহিলেন, আমিও এই বিষয় অনেক সময় চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু ইহা তোমার অভিমত কি না, জানিতে না পারিয়া এতদিন ইহার কোন উপায় করি নাই, এখন আমি কুন্তীকে বলিলেই কুন্তী ইহা স্বীকার করিবেন।

অনন্তর পাণ্ডু নির্জ্জনে কুন্তীকে কহিলেন, কল্যাণি! যাহাতে আমার বংশ বিচ্ছিন্ন না হয়, এবং যাহাতে তোমার ন্যায় মাদ্রীতে সন্তান হয়, তাদৃশ উপায় বিধান কর। কুন্তী এই কথা শুনিয়া মাদ্রীকে, কহিলেন তুমি একবার কোন দেবতাকে স্মরণ কর, তাহা হইতে তোমার তদনুরূপ পুত্র হইবে সন্দেহ নাই। তখন মাদ্রী মনে মনে বিবেচনা করিয়া অশ্বিনীকুমারযুগলকে স্মরণ করিলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তথায় আগমন করিয়া নিরুপম রূপসম্পন্ন যমজপুত্র উৎপাদন করিলেন। এই দুই পুত্রের নাম হইল নকুল ও সহদেব। ইহারা সর্ব্বদাই যুধিষ্ঠিরের অনুগত ছিলেন। (ভারত আদিপ°) [নকুল শব্দ দেখ]

২ জরাসন্ধের পুত্র। ইনি যুধিষ্ঠিরের সময় মগধদেশের রাজা ছিলেন। (ভাগবত) ৩ হর্য্যশ্ব-পুত্র। (হরিবংশ ২৯।৩) ৪ সোমদত্তের পুত্র। (হরিবংশ ৩২।৮০)

(ত্রি) দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। ৫ দেবতার সহিত বর্ত্তমান।

সহদেব, অগ্নিস্তোত্র, ব্যাধিসঙ্ঘবিমর্দ্দন ও শাকুনশাস্ত্ররচয়িতা। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে ইহার উল্লেখ আছে।

সহদেব চক্রবর্ত্তী, ধর্ম্মমঙ্গলপ্রণেতা একজন সুপ্রসিদ্ধ বাঙ্গালী কবি। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইবার পর ইনিও তৎসংক্রান্ত আর একখানি কাব্য রচনা করেন। হুগলীজেলার বালিগড় পরগণার রাধানগর গ্রামে কবির জন্ম। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্নাদেশে ইনি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা আরম্ভ করেন। এই ধর্ম্মমঙ্গল খানি ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে। ইহার বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইহাতে নানা হিন্দু দেবদেবীর প্রসঙ্গের সহিত বৌদ্ধ উপাখ্যান গুলিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। গ্রন্থখানি গ্রাম্যভাষাপূর্ণ ও অনেক স্থলে মর্ম্মস্পর্শী।

সহদেবা (স্ত্রী) সহ দীব্যতীতি দিব-অচ্-টাপ্। ১ বলা। ২ দণ্ডোৎপল। ৩ শারিবৌষধি। (মেদিনী) ৪ অর্ক্ষমাতা। (হেম) ৫ দেবককন্যার অন্যতমা কন্যা। ইনি বসুদেবের পত্নী। (ভাগবত ৯।২৪।২৩)

সহদেবী (স্ত্রী) ১ সর্পাক্ষী। (মেদিনী) ২ পীতদণ্ডোৎপলা। (রত্নমালা) ৩ বলাভেদ, বেড়েলা, পীতপুষ্প বলা, পীতবেড়েলা। পর্য্যায়—মহাবলা, জ্যেষ্ঠবলা, কটম্ভরা, কেশারুহা, কেশরিকা, মৃগাদনী, বর্ষপুষ্পা, কেশবর্দ্ধিনী, পুরাসিনী, দেববলা, সারিণী, পীতপুষ্পী, দেবার্হা, গন্ধবল্লরী, মৃগা, মৃগরসা। ইহার গুণ—হৃদ্রোগ, বাত, অর্শঃ ও শোফহারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকর ও বিষমজ্বরনাশক। (রাজনি°) ৩ সহদেবের স্ত্রী। ৪ প্রিয়ঙ্গু। ৫ মহানীলী। (বৈদ্যকনি°) ৫ পীতদণ্ডোৎপলা, পীত-ডানকোণী।

সহদেবীগণ (পুং) সহদেবীনাং গণঃ। ওষধিসমূহ। দেবপ্রতিমা ও দেবস্নানাদিতে ইহা দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

"পঞ্চগব্যেঃ স্নাপয়েচ্চ সহদেব্যাদিভিস্ততঃ।
সহদেবী বলা চৈব শতমূলী শতাবরী॥

কুমারী চ গুড়ূচী চ সিংহী ব্যাঘ্রী তথৈব চ।

যা ওষধীতি মন্ত্রেণ স্নানমোষধিমঙ্গলৈঃ॥" (গরুড়পু° ৪৮ অ°)

সহদেবী, বলা, শতমূলী, শতাবরী, কুমারী, গুড়ূচী, সিংহী ও ব্যাঘ্রী এই সকল দ্রব্যকে মহদেবীগণ কহে। "যা ওষধিঃ সোমরাজ্ঞী" ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া এই সকল দ্রব্য দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সহধর্ম্ম (পুং) ১ ধর্ম্ম। ২ ধর্ম্মের সহিত। ৩ সমান ধর্ম্ম।

সহধর্ম্মচর (ত্রি) সহ-ধর্ম্ম চরতীতি চর-ট। সহিত ধর্ম্মাচরণকারী। একত্র ধর্ম্মাচরণকারী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী-পত্নী।

সহধর্ম্মচরণ (ক্লী) একত্র ধর্ম্মাচরণ, সহিত ধর্ম্মানুষ্ঠান।

সহধর্ম্মচারিন্ (ত্রি) সহ ধর্ম্মচরতীতি চর-ণিনি। একত্র ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী।

সহধর্ম্মচারিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মচারিন্-ঙীষ্। সহধর্ম্মচরী, সহধর্ম্মিণী, পত্নী, স্ত্রী পতির সহিত ধর্ম্মাচরণ করে, এইজন্য ইহাকে সহধর্ম্মচারিণী কহে।

সহধর্ম্মন্ (ত্রি) ধর্ম্ম সহিত, ধর্ম্মের সহিত বর্ত্তমান।

"যেহভ্যর্থিতামপি চ নো নৃগতিং প্রপন্না

জ্ঞানঞ্চ তত্ত্ববিষয়ং সহধর্ম্ম যত্র।" (ভাগবত ৩।১৫।২৪)

'সহধর্ম্ম ধর্ম্মসহিতং' (স্বামী)

সহধর্ম্মিণী (স্ত্রী) সহধর্ম্মোহস্ত্যস্যা ইতি ইনি, ঙীপ্। পত্নী, শাস্ত্রবিধানে বিবাহিতা স্ত্রী। (অমর)

সহধান্য (ত্রি) ১ ধান্যের সহিত। ২ জীবনরক্ষার উপায়বিশিষ্ট।

সহন (ক্লী) সহ-ল্যুট্। ১ ক্ষান্তি, ক্ষমা, সহ্যকরা, তিতিক্ষা। (হেম) (ত্রি) সহতে ইতি সহ-ল্যু। ২ সহনশীল। পর্য্যায়—সহিষ্ণু, ক্ষমিতা, ক্ষমী, তিতিক্ষু, ক্ষন্তা। (হেম)

সহনর্ত্তন (ক্লী) সহ মিলিত্বা নর্ত্তনং। একত্র মণ্ডলাকারে নৃত্যকরণ, সহিত নৃত্যকরণ।

সহনীয় (ত্রি) সহ-অনীয়র্। সোঢব্য,সহনযোগ্য,সহ্য করিবার যোগ্য।

সহন্তম (ত্রি) শত্রুদিগের অভিভবকারী।

"ত্বমগ্নে সহসা সহন্তমঃ" (ঋক্ ১।১২৭।৯)

'সহন্তমঃ অতিশয়েন শত্রূণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহন্ত্য (ত্রি) শত্রুদিগের অভিভবনশীল, অগ্নি।

"ন কিরস্য সহন্ত্য পর্য্যেতা" (ঋক্ ১।২৭।৮)

'সহন্ত্য শত্রূণামভিভবনশীলাগ্নে' (সায়ণ)

সহপতি (পুং) ১ ব্রহ্মা। ২ পতির সহিত। ভর্ত্তৃযুক্ত।

(শুক্লযজুঃ ৩৭।২০)

সহপত্নী (স্ত্রী) পতিপত্নীযুক্ত। দম্পতী।

সহপাংশুকিল (পুং) সহপাংশুনা রজসা কিলতি ক্রীড়য়তীতি কিল-ক্রীড়নে ক। বয়স্য, সখা। (ত্রিকা°)

সহপাংশুক্রীড়ন (ক্লী) ধূলিখেলা।

সহপাঠ (পুং) একত্রপাঠ, একত্র অধ্যয়ন।

সহপাঠিন্ (ত্রি) সহ পঠতি পঠ-ণিনি। একত্র অধ্যয়নকারী, যাহারা একসঙ্গে পড়ে।

সহপান (ক্লী) সহ মিলিত্বা পানং। একত্র মদ্যভক্ষণ। পর্য্যায়—সপীতি, তুল্যপান, সহপীতি। (শব্দরত্না°)

সহপিণ্ডক্রিয়া (স্ত্রি) সপিণ্ডীকরণ ক্রিয়া, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ।

"সংপিণ্ডক্রিয়ায়ান্তু কৃতায়ামস্য ধর্ম্মতঃ।

অনয়ৈবাবৃতা কার্য্যং পিণ্ডনির্ব্বপনং সুতৈঃ॥" (মনু ৩।২৪৮)

'সহপিণ্ডক্রিয়ায়াং কৃতায়াং স্বগৃহ্যাদি বিধিনা সপিণ্ডীকরণশ্রাদ্ধে কৃতে' (কুল্লূক)

সহপীতি (স্ত্রী) একত্র মদ্যপান, সহপান।

সহপু[পূ]রুষ (ত্রি) পুরুষযুক্ত। লোকসমন্বিত। (অথর্ব্ব ৬।৫৬।১)

সহপূর্ব্বাহ্ণ (ক্লী) পূর্ব্বাহ্ণস্য সদৃশং (অব্যয়ীভাবে চাকালে। পা ৬।৩।৮১) ইত্যত্র অকালে ইতি কথনাৎ ন সাদেশঃ। পূর্ব্বাহ্ণ সদৃশ।

সহপ্রশ্ন (ত্রি) যজ্ঞের ইয়ত্তা পরিজ্ঞান। (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

সহপ্রযায়িন্ (ত্রি) সহপ্রযাতি যা-ণিনি। একত্রযায়ী, মিলিত হইয়া যাহারা গমন করে, সহগামী।

সহপ্রয়োগ (পুং) প্রয়োগের সহিত। একত্র প্রয়োগ।

সহপ্রবাদ (ত্রি) সপ্রবাদ, প্রবাদের সহিত বর্ত্তমান।

সহপ্রস্থায়িন্ (ত্রি) সহ প্রস্থা-ণিনি। একত্র প্রস্থানকারী, যাহারা পরস্পরে মিলিত হইয়া প্রস্থান করেন।

সহভক্ষ (ত্রি) ১ সহভোজন। ২ সমান সোমপানবিশিষ্ট।

(অথর্ব্ব ৬।৪৭।১)

সহভস্মন্ (ত্রি) ভস্মের সহিত।

সহভাব (পুং) ভাবের সহিত। সমান ভাববিশিষ্ট। সমান জাতীয়। (সর্ব্বদর্শনস°)

সহভাবিন্ (ত্রি) সহ ভবতীতি ভূ-ণিনি। সহায়, আনুকুল্যকারী। (পুং) ২ সহোদর, সোদর। ৩ সহচর। ৪ সহিত উৎপন্ন।

সহভুজ্ (ত্রি) সহ-ভুজ্-কিপ্। একত্র ভোজনকারী।

সহভূ (ত্রি) একত্রোৎপন্ন।

সহভূতি (স্ত্রী) ১ ঐশ্বর্য্যের সহিত। আপনার সহিত উৎপন্ন।

'হে সহভূতে আত্মনা সহ ভূতিঃ উৎপত্তির্যস্য।'

(অথর্ব্ব ৪।৩১।৩ সায়ণ)

সহভোজন (ক্লী) সহ-মিলিত্বা ভোজনং। একত্রভক্ষণ, পর্য্যায়—সগ্ধি। ২ সহভোগকরণ।

"এষ নঃ সময়ো রাজন্ রত্নস্য সহভোজনং।

ন চ তং হাতুমিচ্ছামঃ সময়ং রাজসত্তম॥" (ভারত ১।১২৬।২৪)

সহভোজিন্ (ত্রি) সহ-ভুজ-ণিনি। একত্র ভোজনকারী।

সহম (ক্লী) জ্যোতিষমতে তাজকোক্ত যোগ। বর্ষপ্রবেশ বিচার কালে সহম স্থির করিয়া তবে ফলাফল নিরূপণ করিতে হয়। তাজকে ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—সহম পঞ্চাশ প্রকার। ইহাদের নাম ১ পুণ্যসহম, ২ গুরু, ৩ জ্ঞান, ৪ যশঃ, ৫ মিত্র, ৬ মাহাত্ম্য, ৭ আশা, ৮ বলত্ব, ৯ ভ্রাতা, ১০ গৌরব, ১১ রাজা, ১২ পিতা, ১৩ মাতা, ১৪ পুত্র, ১৫ জীবিত, ১৬ জল, ১৭ কর্ম্ম, ১৮ রোগ, ১৯ কাম, ২০ কলি, ২১ ক্ষমা, ২২ শাস্ত্র, ২৩ বন্ধু, ২৪ বন্দক, ২৫ মৃত্যু, ২৬ পরদেশ, ২৭ ধর্ম্ম, ২৮ পরদার, ২৯ অন্যকর্ম্ম, ৩০ বাণিজ্য, ৩১ কার্য্যসিদ্ধি, ৩২ উদ্বাহ, ৩৩ প্রসব, ৩৪ সন্তাপ, ৩৫ শ্রদ্ধা, ৩৬ প্রীতি, ৩৭ বল, ৩৮ শরীর, ৩৯ জড়তা, ৪০ ব্যাপার, ৪১ জলপতন, ৪২ রিপু, ৪৩ শৌর্য্য, ৪৪ উপায়, ৪৫ দরিদ্রতা, ৪৬ গুরুতা, ৪৭ জলপথ, ৪৮ বন্ধন, ৪৯ কন্যা, ও ৫০ অশ্বসহম, এই ৫০ প্রকার সহম।

এই সকল সহম-সাধন নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে করিতে হয়। প্রথমে গণনাকালে এই ৫০ প্রকার সহমের মধ্যে কোন প্রকার সহম হইয়াছে, তাহা প্রথমে স্থির করিতে হইবে, তৎপরে ফল নিরূপণ করিবে।

সহমসাধন করিতে হইলে দিবাভাগে চন্দ্রস্ফুট হইতে রবিস্ফুট বিয়োগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে লগ্নস্ফুট যোগ ও রাত্রিতে সহম সাধন করিতে হইলে রবিস্ফুট হইতে চন্দ্রস্ফুট বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহার নাম পুণ্য-সহম। কিন্তু শোধ্য রাশি হইতে শুদ্ধ রাশি পর্য্যন্ত ইহাদিগের মধ্যে যদি লগ্ন না থাকে, তাহা হইলে উক্ত সহমে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন থাকিলে একযোগ করিতে হইবে। আর শোধ্য ও শুদ্ধ রাশির মধ্যে লগ্ন না থাকিলে এক-যোগ করিতে হইবে না।

দিবাভাগে যাহা পুণ্যসহম হইবে, তাহা রাত্রিতে গুরুসহম এবং রাত্রিতে যাহা পুণ্যসহম, তাহা দিবাভাগে জ্ঞানসহম হইবে। আর বৃহস্পতির স্ফুট হইতে পুণ্যসহম বিয়োগ করিয়া অবশিষ্ট অঙ্কে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই দিবাতে যশঃসহম এবং রাত্রিতে পুণ্যসহম হইবে। বৃহস্পতি স্ফুট বিয়োগ করিয়া তাহাতে লগ্নস্ফুট যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই যশঃসহম। এস্থলেও পূর্ব্বের ন্যায় যদি এক-যোগ করা আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাহাও করিবে, ইত্যাদি। তাজকে এই সহম সকল আনয়নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এইস্থলে লিখিত হইল না।

সহম সকল নির্ণয় করিয়া যে রাশি পাওয়া যাইবে, সেই রাশির অধিপতি গ্রহই সহমাধিপতি হইবে। এই সহমাধিপতি গ্রহ স্বীয় উচ্চস্থানে ও স্বীয় ক্ষেত্রাদিতে স্থিত হইয়া যদি লগ্নকে দৃষ্টি করে, তাহা হইলে তিনি বলবান্, এবং লগ্নকে দৃষ্টি না করিলে বলহীন স্থির করিতে হইবে।

জন্মকালে যে সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট ও যুক্ত হইবে এবং যে সহমের অধিপতি বলবান্, সেই সহমের ফলের বৃদ্ধি হইবে এবং যদি কোন সহম স্বীয় স্বামী ও শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত না হয়, তাহা হইলে সেই সহমের ফল অশুভ হয়। যে সহম জন্মলগ্নের অষ্টমাধিপতি ও পাপ-গ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত কিম্বা সহমাধিপতির সহিত উক্ত গ্রহ-দ্বয়ের ইত্থশাল যোগ হয়, তাহা হইলে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। জাতকের জন্মকালে এই ৫০ প্রকার সহম সাধন করিয়া তাহার বলাবল বিচারপূর্ব্বক যে সকল সহমের সম্ভব হইবে, বর্ষপ্রবেশ কালেও সেই সকল সহমের সাধন করিয়া ফল-নিরূপণ করিতে হইবে।

জন্মকালে কি বর্ষপ্রবেশ-কালে পুণ্যসহম বলবান্ ও স্বীয় স্বামী বা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ধর্ম্মবৃদ্ধি ও ধনাগম হয়, ইহার বিপরীত হইলে ফলেরও বৈপরীত্য হইয়া থাকে। পুণ্যসহম লগ্নের ষষ্ঠ, অষ্টম, বা দ্বাদশস্থ হইলে ধর্ম্মভাগ্য যশের হানি হয়। ঐ সময়ে শুভগ্রহ বা সহমাধিপতির দৃষ্টি যোগ থাকিলে বর্ষের শেষভাগে সুখ ও ধর্ম্মাদি লাভ হয়। ঐ সহম যদি পাপযুক্ত এবং শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে বৎসরের প্রথমার্দ্ধে শুভ এবং শেষার্দ্ধে অশুভ হয়। যে বর্ষে পুণ্যসহম শুভ হইবে, সেই বৎসরই শুভ-বৎসর জানিতে হইবে এবং এই সকল অশুভ হইলে বৎসরও অশুভ জানিবে। পুণ্যসহম জন্মকালে ষষ্ঠ, অষ্টম ও দ্বাদশস্থ হইয়া বর্ষপ্রবেশ কালে পাপগ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে সেই বর্ষে ধর্ম্ম, অর্থ ও সুখের হানি হয় এবং সহমাধিপতি যদি অস্তগত হয়, তাহা হইলেও উক্তরূপ ফল জানিবে। এইরূপ নিয়মে জন্মকালে ও বর্ষপ্রবেশকালে সমস্ত সহম বিচার করিবে। রোগসহম, শত্রুসহম, কলিসহম, মৃত্যু ও দরিদ্রসহম ইহাদের বিপরীত ফল অর্থাৎ এই সকল সহম শুভ হইলে অশুভ ফল এবং অশুভ হইলে শুভফল হইয়া থাকে।

গুরুসহমে উপদেশক, বিদ্যাসহমে জ্ঞান, শাস্ত্রসহমে শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি, জাড্যসহমে মোহ, বলসহমে সৈন্য, দেহ-সহমে শরীর, জলসহমে দেহের কান্তি, গুরুতাসহমে মহাধিপত্য, গৌরবসহমে প্রতিষ্ঠা, রাজসহমে অধিপতিত্ব, মাহাত্ম্য-সহমে গাম্ভীর্য্য, ধৃতিসহমে বুদ্ধির স্থূলসূক্ষ্মতা, সামর্থ্যসহমে শরীরের শক্তি, শৌর্য্যসহমে শত্রুনিগ্রহে যত্ন, আশাসহমে

ইচ্ছা, শ্রদ্ধাসহমে ধর্ম্মমতি, বন্ধনসহমে পরাশ্রয়, পানীয়পতি সহমে বৃষ্টি ও অকস্মাৎ জলমর্জ্জন, তাপসহমে শোক, মান্দ্য-সহমে রোগ, বন্ধুসহমে জ্ঞাতি, বাণিজ্যসহমে ব্যবসায়, প্রসব সহমে আধান ও পরকর্ম্মসহমে দাসত্ব এই সকল বিষয় বিচার করিতে হয়। অন্যান্য সহমের নাম দ্বারা তত্তদ্ বিষয় স্থির করিয়া তাহার শুভাশুভ নিরূপণ করিবে। প্রশ্ন কালে উক্তরূপে সহমদ্বারা শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়।

তাজকে সহমবিচারস্থলে ইহার প্রত্যেকের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। (নীলকণ্ঠোক্ত তাজক)

সহমরণ (ক্লী) সহপত্যা মরণং। এই মৃত্যু সঙ্কল্পপূর্ব্বক ও ক্রিয়া-বিশেষ সহকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। [সহমরণপদ্ধতি দেখ] মৃত পতির সহিত জলচ্চিতায় আরোহণপূর্ব্বক স্বীয় দেহ ভস্মী-করণ। যে স্ত্রী পতির সহিত অনুগমন করেন, তাঁহাকেই সতী বলা হয়। সতীর লক্ষণ শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে —

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা।"

অর্থাৎ পতি ব্যথিত হইলে যে স্ত্রী ব্যথিতা, হৃষ্ট থাকিলে যিনি হৃষ্টা, বিদেশে গেলে যিনি মলিনা ও কৃশা এবং পতির মৃত্যুতে যিনি মৃতা হয়েন, তিনিই সতী। সুতরাং জীবনসর্ব্বস্ব পতির মৃত্যুতে সতী রমণীর প্রাণত্যাগপ্রয়াস অস্বাভাবিক নহে। যাঁহার অভাবে জগতের কোনও সুখ হৃদয়কে হৃষ্ট করিতে পারে না, যাঁহার অভাবে হৃদয় অন্ধতমসে নিমজ্জিত হইয়া একেবারে সর্ব্বপ্রকার সাংসারিক কার্য্যের অনুপযুক্ত হয়, এমন কি যাঁহার অভাবে জীবনধারণই একপ্রকার অসহনীয় ক্লেশকর কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, তাদৃশ স্বামীর মৃত্যুতে পতিপ্রাণা পতিময়জীবিতা রমণী মৃতপতির শবের সহ গমন করিয়া তাঁহার জলচ্চিতায় দেহের আহুতি প্রদান করিয়া শোকের অনন্ত অক্ষয়বীজ ভস্মসাৎ করিবেন ইহা অস্বাভাবিক নহে। এই অবস্থায় মৃত্যুই জীবের একমাত্র শান্তি। মৃত পতির সহমরণ-প্রয়াস প্রাচীনতম ঋক্ সূত্রেও পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ঋগ্বেদে ইহার অবশ্যকর্ত্তব্যতা দেখিতে পাওয়া যায় না, অপর পক্ষে সহমরণপ্রথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করার প্রয়াস দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকে এ সম্বন্ধে যে ঋক্ মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা এই—

"ইয়ং নারী পতিলোকং বৃণানা নিপদ্যতে উপত্বা মর্ত্ত প্রেতম্।
বিশ্বং পুরাণ মনুপালয়ন্তী তস্যৈ প্রজাং দ্রবিণং চেহ ধেহি।"

সায়ণাচার্য্য ইহার নিম্নলিখিত ভাষ্য করিয়াছেন—

'হে মর্ত্ত্য মনুষ্য যা নারী মৃতস্য তব ভার্য্যা সা পতিলোকং বৃণানা কাময়মানা প্রেতং মৃতং ত্বামুপনিপদ্যতে সমীপে নিতরাং প্রাপ্নোতি। কীদৃশী। পুরাণং বিশ্বমনাদিকালপ্রবৃত্তং কৃৎস্নং স্ত্রীধর্ম্মমনুক্রমেণ পালয়ন্তী। পতিব্রতানাং স্ত্রীণাং পত্যা সহৈব বাসঃ পরমো ধর্ম্মঃ। তস্যৈ ধর্ম্মপত্নৈ ত্বমিহ লোকে নিবাসার্থ মনুজ্ঞাং দত্বা প্রজাং পূর্ব্ববিদ্যমানাং পুত্রাদিকাং দ্রবিণং ধনং চ ধেহি সম্পাদয় অনুজানীহীত্যর্থঃ।'

ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে সহমরণই যেন বিধবা নারীর কর্ত্তব্য ছিল, তবে পুত্রধনাদি রক্ষার নিমিত্ত মৃত পতির অনুজ্ঞা লইয়া তাঁহাকে সহমরণের দায় হইতে রক্ষা করা হইত।

আরও একটী ঋক্ এই যে—

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোক মিতাসুমেতমুপশেষ এহি।"

সায়ণ ইহার যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

'হে নারি ত্বমিতাসুং গতপ্রাণমেতং পতিমুপশেষ উপেত্য শয়নং করোষি। উদীর্ষ্বাস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ। জীব লোকমভিজীবন্তং প্রাণিসমূহমভিলক্ষ্যেহি।'

এই উভয় মন্ত্রই তৈত্তিরীয় আরণ্যক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম অনুবাকে উদ্ধৃত হইয়াছে। এই দুইটী মন্ত্র দ্বারা বিশিষ্ট রূপে সপ্রমাণ হয় যে বৈদিক সময়েও সহমরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পুত্রাদি রক্ষণের জন্য সহমরণ বাধিত হয়। পর-বর্ত্তীকালে ও স্থলবিশেষে সহমরণ-প্রথা প্রতিনিবর্ত্তক নিষেধ স্পষ্ট রূপেই বিবিদ্ধ হইয়াছিল।

"বালাপত্যাশ্চগর্ভিণ্যো হৃদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥"

(কৃত্যতত্ত্বার্ণবে বৃহন্নারদীয়ম্।)

অর্থাৎ গর্ভিণী, শিশুসন্তানবিশিষ্টা বা রজস্বলা স্ত্রীদিগের পক্ষে সহমরণ নিষেধ। বৃহস্পতি বলেন—

"বালসম্বর্দ্ধনং ত্যক্ত্বা বালাপত্যা ন গচ্ছতি।
রজস্বলা সূতিকা চ রক্ষেদ্ গর্ভঞ্চ গর্ভিণী॥"

অঙ্গিরা সহমরণের বিধান করিয়া গিয়াছেন, যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী সমারোহেদ্ধুতাশনম্।
সারুন্ধতীসমাচারা স্বর্গলোকে মহীয়তে॥
তিস্রঃকোট্যৰ্দ্ধকোটী চ যানি লোমানি মানবে।
তাবন্ত্যব্দানি তা স্বর্গে ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বলাদুদ্ধরতি বিলাৎ।
তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায় তেনৈব সহ মোদতে॥
মাতৃকং পৈতৃকঞ্চৈব যত্র কন্যা প্রদীয়তে।
পুনাতি ত্রিকুলং নারী ভর্ত্তারং যানুগচ্ছতি॥
তত্র সা ভর্ত্তৃপরমা পরা পরমলালসা।
ক্রীড়তে পতিনা সার্দ্ধং যাবদিন্দ্রা চতুর্দ্দশ॥

এইরূপ পুণ্যফলশ্রবণে এ দেশীয় নরনারীগণের অনেকেই সহমরণের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া সম্ভবতঃ এই ব্যাপারের সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন কোন রমণী এই সকল শাস্ত্রীয় প্রলোভনে বিমুগ্ধ হইয়া অলচ্চিতায় নিজ দেহের আহুতি প্রদান করিতেন এবং বন্ধু বান্ধবগণ ও ত্রিকুল উদ্ধারের এই সহজ উপায় অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত মনে করিতেন।

ব্যাস এই মতের সমর্থক ছিলেন, যথা—

"ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মিত্রঘ্নো বাপি যো নরঃ।
তং বৈ পুনাতি সা নারী ইত্যাঙ্গিরসভাষিতম্॥
সাধ্বীনামেব নারীনামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্ম্মো হি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্ত্তরি কর্হি চিৎ॥"

'এইরূপ অবস্থায় মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বান্ধবগণও যে সতীদাহ-ধর্ম্মের যথেষ্ট সহায়তা করিয়া স্থানবিশেষে বিধবাকে মৃতপতির সহগমন করিতে প্রবৃত্ত করিয়া তুলিবেন, এমন মনে করা একবারে অসঙ্গত নহে। এইরূপে শাস্ত্রের সাহায্যে সামাজিক রীতি এবং সামাজিক লোকদের প্রবর্ত্তনায় শাস্ত্রের বিধান,—সহমরণের সংখ্যা ক্রমশঃ অস্বাভাবিক ভাবে প্রবর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিল, সহমরণের নিমিত্ত অনুরাগের বদলে শাস্ত্রীয় বিধানই দিন দিন প্রশ্রয় পাইতেছিল। বিষ্ণুস্মৃতিতেও দেখিতে পাই,—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণম্ বা।"

ব্রহ্মপুরাণের বচনে সহমরণ সম্বন্ধে আরও অধিকতর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিকল্পনা পরিলক্ষিত হয় যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ম্।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ দেশান্তরে পতির মৃত্যু হইলে সাধ্বী তাঁহার পাদুকাদ্বয় বক্ষে ধারণ করিয়া অনলে প্রবেশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেন। ঋগ্‌বেদের অনুশাসনে ইহাতে সাধ্বী স্ত্রীর আত্মহত্যাদোষ ঘটিবে না। ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণান্তর তাঁহার যথা শাস্ত্র শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।

ঋগ্‌বেদের কোন্ মন্ত্র সহমরণের সমর্থক, তাহা আমরা খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু কেহ কেহ বলেন—

"ইমা নারী রবিধবা সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবা সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
(১০।১৮।৭)

ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটীই নাকি সহমরণের সমর্থক। কিন্তু এই উক্তির কোনও সারবত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। সায়ণাচার্য্য এই ঋক্‌এর যে ভাষ্য করিয়াছেন তাহা এই—

"অবিধবাঃ। ধবঃ পতিঃ। অবিগতপতিকাঃ। জীবদ্ভর্ত্তৃকা ইত্যর্থঃ। সুপত্নী শোভনপত্নিকা ইমা নারী নার্য্যো আঞ্জনেন সর্ব্বতোঞ্জনসাধনেন সর্পিষা ঘৃতেনাক্তনেত্রাঃ সত্যঃ সংবিশন্তু। স্বগৃহান্ প্রবিশন্তু। তথাহনশ্রবোহশ্রুবর্জ্জিতা অরুদত্যোঽনমীবাঃ। অমীবা রোগঃ তদ্বর্জ্জিতাঃ মানসদুঃখবর্জ্জিতা ইত্যর্থঃ। সুরত্নাঃ শোভনধনসহিত। জনয়ঃ জনয়ন্ত্যপত্যমিতি জনয়ো ভার্য্যাঃ। তাঃ অগ্রে সর্ব্বেষাং প্রথমতঃ এব যোনিং গৃহমারোহন্তু। আগচ্ছন্তু।'

সায়ণের এই ভাষ্যে অগ্নি-প্রবেশের কোনও কথা নাই। কিন্তু স্মার্ত্ত রঘুনন্দন উক্ত মন্ত্রের "অগ্রে" পাঠের স্থানে "অগ্নে" পাঠ কল্পনা করিয়া এই মন্ত্রটী সহমরণের শ্রৌত-মন্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মহাভারতেও আমরা সহমরণের প্রমাণ দেখিতে পাই। মাদ্রী পাণ্ডু রাজার চিতাধিরোহণ করিয়া সহমৃতা হইয়াছিলেন যথা কুন্তী সহমৃতা হইবার বাসনায় মাদ্রীকে বলিতেছেন—

"অহং জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী জ্যৈষ্ঠং ধর্ম্মফলং মম।
অবশ্যম্ভাবিনো ভাবাত্মা মাং মাদ্রি নিবর্ত্তয়॥
অন্বাব্যামীহ ভর্ত্তারমহং প্রেতবশং গতম্।
উত্তিষ্ঠ ত্বং বিসৃজ্যৈনমিমান্ পালয় দারকান্॥"

মাদ্রি! আমি পাণ্ডু রাজার জ্যেষ্ঠা ধর্ম্মপত্নী। ধর্ম্মফল লাভ করায় আমারই আগ্র অধিকার; অবশ্যম্ভাবী বিষয় হইতে তুমি আমায় নিবর্ত্তন করিও না। আমিই মৃত পতির অনুগমন করিব, তুমি স্বামীর মৃতদেহ ত্যাগ করিয়া উঠ এবং সন্তানদিগের পালন কর। প্রত্যুত্তরে মাদ্রি বলিলেন—

"অহমেবানুযাস্যামি ভর্ত্তারমপলায়িনম্।
নহি তৃপ্তাস্মি কামানাং জ্যেষ্ঠামামনুমন্যতাম্॥
মাঞ্চাভিগম্য ক্ষীণোহয়ং কামাদ্ভরতসত্তমঃ।
তমুচ্ছিন্দ্যামস্য কামং কথং নু যমসাদনে॥
ন চাপ্যহং বর্ত্তয়ন্তী নির্ব্বিশেষং সুতেষু তে।
বৃত্তিমার্য্যে চরিষ্যামি স্পৃশেদেনস্তথাচ মাম্॥
তস্মান্মে সুতয়োঃ কুন্তি বর্ত্তিতব্যং স্বপুত্রবৎ।
মাঞ্চ কাময়মানোঽয়ং রাজা প্রেতবশং গতঃ॥
রাজ্ঞঃ শরীরেণ সহ মমাপীদং কলেবরম্।
দগ্ধব্যং সুপ্রতিচ্ছন্নমেতদার্য্যে প্রিয়ং কুরু॥
দারকেষ্বপ্রমত্তা চ ভবেথাশ্চ হিতা মম।
অতোঽন্যন্ন প্রপশ্যামি সন্দেষ্টব্যং হি কিঞ্চন॥
ইত্যুক্ত্বা তং চিতাগ্নিস্থং ধর্ম্মপত্নী নরর্ষভম্।
মদ্ররাজসুতা তূর্ণমন্বারোহদ্ যশস্বিনী॥"
(আদিপর্ব্ব ১২৫ অধ্যায়)

মাদ্রীর এই আগ্রহাতিশয্যে কুন্তী আর আপত্তি করিলেন না। মাদ্রী পতিলোকগামিনী হইবার নিমিত্ত অনুরাগভরে পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিলেন এবং পতির মৃতকলেবরের সহিত ভস্মীভূতা হইলেন।

মৌষলপর্ব্বে দৃষ্ট হয়, বসুদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার চারিটী মহিষী তাঁহার মৃতদেহের সহিত ভস্মীভূত হন। তাঁহারাও স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পতির জ্বলচ্চিতায় আরোহণ করিয়া তাহাতেই দেহ আহুতি প্রদান করেন যথা—

"প্রকীর্ণমূর্দ্ধজাঃ সর্ব্বা বিমুক্তাভরণস্রজাঃ।
উরাংসি পাণিভির্ঘ্নন্ত্যো ব্যলপন্ করুণং স্ত্রিয়ঃ॥
তং দেবকী চ ভদ্রা চ রোহিণী মদিরা তথা।
অন্বারোহন্ত চ তদা ভর্ত্তারং যোষিতাং বরাঃ॥
তং চিতাগ্নিগতং বীরং শূরপুত্রং বরাঙ্গনাঃ।
ততোহন্বারুরুহুঃ পত্ন্যশ্চতস্রঃ পতিলোকগাঃ॥
তং বৈ চতসৃভিঃ স্ত্রীভিরন্বিতং পাণ্ডুনন্দনঃ।
অদাহয়চ্চন্দনৈশ্চ গন্ধৈরুচ্চাবচৈরপি॥" (মৌষলপ° ৭মঅধ্যায়)

দ্রোণপত্নীও সহমৃতা হইয়াছিলেন। মহাভারত অনুসন্ধান করিলে এইরূপ সহমরণের উদাহরণ আরও অনেক পাওয়া যাইতে পারে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই যে সহমরণপ্রথা ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ত্রীমাত্রেই সহমৃতা হইত না। কেহ কেহ মৃত পতির অনুগমন করিতেন। মনুসংহিতায় পতি মৃত হইলে সাধ্বী স্ত্রীর ব্রহ্মচারিণী হওয়ার সুস্পষ্ট ব্যবস্থা আছে যথা—

"মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।"

সুতরাং সহমরণপ্রথা অবশ্য-কর্ত্তব্য (Compulsory) বলিয়া কোনও সময়ে বিহিত হয় নাই। কিন্তু সময়ে সময়ে স্থানে স্থানে সহমরণের প্রকৃত-ভাবের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হইত। অনুরাগ জন্য সহমরণের সামাজিক কর্ত্তব্যতা সম্ভবতঃ কিয়ৎপরিমাণে বিমিশ্রিত হইয়াছিল, উৎকৃষ্ট কার্য্যের প্রাণহীন অনুকরণে জগতে যেমন মঙ্গল হয়, আবার তাহা হইতে অমঙ্গলও তেমনই ঘটিয়া থাকে। কেহ বা সহমরণের যশোস্পৃহায় কেহ বা সামাজিক কর্ত্তব্যতায়, কেহ বা লোকনিন্দার ভয়ে, কেহ বা পর প্রণোদনায়, আবার কেহ বা উৎপীড়িত হইয়া সহমৃতা হইতেন। বলা বাহুল্য যে, সময়ে সময়ে এই সকল কারণে সতীদাহ জঘন্য ব্যাপারে পরিণত হইত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়াম বেটিঙ্কের শাসন সময়ে এই প্রথা আইন দ্বারা রহিত করা হয়। স্বর্গীয় রাজা রামমোহন রায় এই প্রথা প্রতিষেধ-কল্পে যথেষ্ট আলোচনা ও আন্দোলন করিয়াছিলেন। পরে উক্ত আইন উদ্ধৃত হইয়াছে।

সহমরণপদ্ধতি।

সহমরণকালে এইরূপ পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর চিতায় স্ত্রীকে আরোহণ করিতে হয়। স্বামীর মৃত্যুর পর, পুত্রাদি শ্মশানে চিতা প্রস্তুত করিয়া স্বগৃহ্যোক্ত বিধি দ্বারা অগ্নি প্রদান করিলে তৎপরে সাধ্বী স্ত্রী স্নানান্তে ধৌত বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া হস্তে কুশ লইয়া পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিবেন। তৎপরে তাহাকে সঙ্কল্প করিতে হয়। তখন ব্রাহ্মণগণ ওঁ তৎ সৎ এই বাক্য উচ্চারণ করিবেন, সাধ্বী স্ত্রী নারায়ণকে স্মরণ করিয়া 'নমোহদ্যামুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকে তিথৌ অমুকগোত্রা শ্রীমতী অমুকী দেবী অরুন্ধতীসমাচারত্বপূর্ব্বকস্বর্গলোকমহীয়মানত্বমানবাধিকরণকলোমসমসংখ্যাব্দাবচ্ছিন্নস্বর্গবাসভর্ত্তৃসহিতমোদমানত্বমাতৃপিতৃশ্বশুরকুলত্রয়পূতত্ব-চতুর্দ্দশেন্দ্রাবচ্ছিন্নকালাধিকরণকাপ্সরোগণস্তূয়মানত্বপতিসহিত-ক্রীড়মানত্ব-ব্রহ্মঘ্নপতিপূতত্বকামা ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণমহং করিষ্যে।' এইরূপ বাক্য দ্বারা সঙ্কল্প করিবে। যে স্থলে সহমরণ না হইয়া অনুমরণ হইবে, তথায় "ভর্ত্তৃজ্বলচ্চিতারোহণং" এই বাক্য স্থলে অর্থাৎ এই বাক্য প্রয়োগ না করিয়া 'জ্বলচ্চিতাপ্রবেশেন ভর্ত্ত্যনুমরণং' এই বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। তৎপরে সতী অষ্ট লোকপাল, আদিত্য, চন্দ্র, অনিল, অগ্নি, আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়স্থ অন্তর্যামী পুরুষ, যম, দিন, রাত্রি, সন্ধ্যা ও ধর্ম্ম আপনারা সকলে সাক্ষী হউন, এইরূপে তাঁহাদিগকে সাক্ষী করিয়া স্বামীর চিতা তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া স্বামীর চিতায় আরোহণ করিবেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ নিম্নোক্ত ঋগ্বেদীয় মন্ত্র ও পৌরাণিক মন্ত্র পাঠ করিবেন। মন্ত্র—

"ওঁ ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নী রাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু।
অনশ্রবো অনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥"
"ওঁ ইমাঃ পতিব্রতাঃ পুণ্যাঃ স্ত্রিয়ো যা যাঃ সুশোভনাঃ।
সহভর্ত্তৃশরীরেণ সংবিশন্তু বিভাবসুং॥"

ব্রাহ্মণগণ উক্ত মন্ত্র পাঠ করিলে সাধ্বী স্ত্রী নমঃ নমঃ বলিতে বলিতে হৃষ্টচিত্তে চিতায় প্রবেশ করিবেন। যদি কোন স্ত্রী মোহবশতঃ যন্ত্রণায় কাতর হইয়া চিতা পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি প্রাজাপত্য ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারাই এই পাপ হইতে তাহার শুদ্ধি হইবে।

"চিতি ভ্রষ্টাতু যা নারী মোহাদ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেত্তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

(শুদ্ধিতত্ত্বধৃত আপস্তম্ব)

স্বামী ও স্ত্রী এক চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত হইলে তাহাদের দুই জনেরই পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধাদি করিতে হইবে, একত্র শ্রাদ্ধাদি হইবে না।

"একচিতাং সমারূঢ়ৌ দম্পতীনিধনং গতৌ।
পৃথক্‌শ্রাদ্ধং তয়োঃ কুর্য্যাদোদনন্তু পৃথক্ পৃথক্ ॥" ইত্যাদি।

এই সকল বচনানুসারে উহাদের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। সাম্বৎসরৈকোদ্দিষ্ট স্থানে মৃতাতিথিতে শ্রাদ্ধ করিবে। (শুদ্ধিতত্ত্ব)

শুদ্ধিতত্ত্ব প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে লিখিত হইল না।

১৮১৮ সালের প্রারম্ভে রাজা রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষায় সতীদাহের প্রতিষেধের নিমিত্ত শাস্ত্রীয় আলোচনাপূর্ব্বক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। উহাতে উভয় পক্ষের শাস্ত্র-যুক্তি আলোচিত হইয়াছিল। এস্থলে সেই পুস্তিকা অবলম্বনে সহমরণের অনুকূল ও প্রতিকূল শাস্ত্রযুক্তি সকল উদ্ধৃত করিয়া এই বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। অধিকন্তু আমরা উক্ত গ্রন্থ-নিবদ্ধ প্রমাণ ব্যতীত আরও অন্যান্য বচন প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত করিব। প্রথমতঃ অনুকূল বচন উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

যে স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর স্বামীর সহিত সহমৃতা হন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে অবস্থান করেন, এবং তাঁহার ত্রিকুল উদ্ধার হয়। স্বর্গলোকে তিনি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পরিমিতকাল স্বামীর সহিত অবস্থান করেন। স্বামী যে কোন পাতকী হউক না কেন, যাহার সাধ্বী স্ত্রী সহমৃতা হয়, এই পুণ্যফলে তাহার সকল পাতক বিনষ্ট হয় ইহাই অঙ্গিরার অনুশাসন।

ব্যাস বলেন—

"পতিব্রতা সম্প্রদীপ্তং প্রবিবেশ হুতাশনং।
তত্র চিত্রাঙ্গদনবং ভর্ত্তারং সান্বপশ্যত ॥"

হারীত বলেন—

"যাবদ্‌ব্যগ্নৌ মৃতে পত্যৌ স্ত্রীনাত্মানং প্রদাহয়েৎ।
তাবন্ন মুচ্যতে সাহি স্ত্রীশরীরাৎ কথঞ্চন ॥"

বিষ্ণুসংহিতায় লিখিত আছে—

"মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।

ব্রহ্মপুরাণের প্রমাণ যথা—

"দেশান্তরে মৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসম্ ॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥" ইত্যাদি

সংহিতা ও পুরাণাদি সকল শাস্ত্রেই লিখিত আছে যে, স্বামীর মৃত্যু হইলে সাধ্বীস্ত্রী তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সহমরণই স্ত্রীদিগের প্রধান ধর্ম্ম, স্বামীর মৃত্যু হইলে অগ্নিপ্রপতন ব্যতীত সাধ্বী স্ত্রীদিগের আর কোন ধর্ম্ম নাই, অর্থাৎ ইহাই নারীদিগের প্রশস্ত ধর্ম্ম। ইহা ভিন্ন আর যে কোনই ধর্ম্ম নাই, এমন নহে; কারণ শাস্ত্রে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা পত্নীর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনেরও বিধান আছে, সুতরাং বিধবার পক্ষে স্বামীর চিতারোহণ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন এই দুইটীই ধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য অপেক্ষা সহমরণ প্রশস্ত, তাই শাস্ত্রে এইরূপ প্রশংসাবাদ আছে।

যিনি সহমরণ না করিবেন, তিনি স্মরণ, কীর্ত্তন, কেলি প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ মৈথুন ও তাম্বূল বর্জ্জন করিবেন। তাহার পক্ষে প্রতিদিন একাহারী হইয়া মৃত্তিকায় শয়ন কর্ত্তব্য। যদি কোন বিধবা স্ত্রী পর্য্যঙ্ক বা খট্টায় শয়ন করেন, তাহা হইলে তাহার স্বামী অধঃপতিত হন। ঐ বিধবা রমণী প্রতিদিন তিল ও কুশোদক দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন। কিন্তু তর্পণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে, যাহার পুত্র ও পৌত্রাদি নাই, তাহারই পক্ষে তর্পণ করিতে হইবে। অন্যের পক্ষে নহে।

স্বামী যদি দেশান্তরে মৃত্যুমুখে পতিত হন, তাহা হইলে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর পাদুকাযুগল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিয়া যথাশাস্ত্র চিতা সজ্জিত করিয়া ঋগ্‌বেদবিহিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতারোহণ করিবেন। এইরূপে যিনি চিতারোহণ করেন, তাহার অশৌচ তিন দিন ও চতুর্থ দিনে তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য হইবে।

"দেশান্তরমৃতে পত্যৌ সাধ্বী তৎপাদুকাদ্বয়ং।
নিধায়োরসি সংশুদ্ধা প্রবিশেজ্জাতবেদসং ॥
ঋগ্‌বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী।
ত্র্যহাশৌচে নিবৃত্তে তু শ্রাদ্ধং প্রাপ্নোতি শাস্ত্রবৎ ॥"(শুদ্ধিতত্ত্ব)

শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, ব্রাহ্মণী কেবল স্বামীর সহিত এক চিতায় আরোহণ করিয়া সহমৃতা হইবেন, পৃথক্ চিতায় আরোহণ করিবেন না। ইহা দ্বারা দেশান্তরে মৃতস্বামিক ব্রাহ্মণীর পক্ষে সহমরণ অবিধি বলিয়া সূচিত হয়। তিনি ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। ব্রাহ্মণেতর অন্য বর্ণের পৃথক্ চিতারোহণ নিষিদ্ধ নহে। তাহারা সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই করিতে পারিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণীর সহমরণ ব্যতীত অনুমরণে অধিকার নাই। অনুমরণ স্থলে যে পাদুকাদ্বয় গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইতে হইবে ইহা উপলক্ষণ মাত্র, স্বামীর প্রিয় কোন একটী দ্রব্য গ্রহণ করিয়া অনুমৃতা হইবেন, ইহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য।

"পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
ইতরাসান্তু নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোহয়ং পরঃ স্মৃতঃ ॥

তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ্যাঃ সহমরণমেব, ইতরাসান্তু উভয়মিতি। কল্পতরুরত্নাকরশুদ্ধিচিন্তামণিষু পাদুকদ্বয়মিতি দর্শনাৎ পাদুকাদিকমিত্যপ্যপপাঠঃ। কিন্তু পাদুকাদ্বয়মিত্যুপলক্ষণং। উশনসা বিপ্রেতরাসাং দ্রব্যবিশেষমুপাদায় পৃথক্‌চিতারোহণমিত্যুক্তেঃ।

পৃথক্‌চিতিং সমারুহ্য ন বিপ্রা গন্তুমর্হতি।
অন্যস্বামেব নারীণাং স্ত্রীধর্ম্মোঽয়ং পরঃ স্মৃতঃ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

কেহ কেহ ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা অঙ্গিরার বচনানুসারে ব্রাহ্মণাদি সকলের পক্ষেই সহমরণ ও অনুমরণ এই দুইই বিধেয় বলিয়াই স্থির করেন।

ইহা ভিন্ন বালাপত্যা, গর্ভিণী, রজস্বলা, এবং অদৃষ্ট-ঋতু, অর্থাৎ যাহাদের রজস্বলা হয় নাই, এই সকল স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর সহিত সহমরণ নিষিদ্ধ, ইহাদের সহমরণে অধিকার নাই।

"বালাপত্যাশ্চ গর্ভিণ্যো হ্যদৃষ্টঋতবস্তথা।
রজস্বলা রাজসুতে নারোহন্তি চিতাং শুভে॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

দিনৈকগম্য প্রদেশে অর্থাৎ যে স্থলে এক দিনে গমন করিতে পারা যায়, সেই স্থানে যদি স্বামীর মৃত্যু হয়, এবং স্ত্রী যদি সহমরণে কৃতনিশ্চয়া হন, তাহা হইলে যতক্ষণ সেই স্ত্রী আগমন না করেন, ততক্ষণ তাহাকে দাহ করিবে না, তাহার শব-রক্ষা করিবে। স্ত্রী আসিলে তাহার সহিত একচিতায় দাহ করিবে।

"দিনৈকগম্যদেশস্থা সাধ্বী চেৎ কৃতনির্ণয়া।
ন দহেৎ স্বামিনস্তস্যা যাবদাগমনং ভবেৎ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

এই সকল বচন-প্রমাণ সহমরণের অনুকূল।

প্রতিকূলবাদীরা বলেন, সংহিতাকারগণের মধ্যে মনুই প্রধান। মনু সহমরণের ব্যবস্থা না দিয়া বিধবাগণের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনের ব্যবস্থা দিয়াছেন। বৃহস্পতি বলেন "মন্বর্থবিপরীতা যা সা স্মৃতি ন প্রশস্যতে।" অর্থাৎ যে স্মৃতি মনুর বিধানের বিপরীত সে স্মৃতি প্রশস্ত নহে। বিশেষতঃ উপনিষদ্ বলেন, শ্রবণ মননাদি দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, সুতরাং স্বর্গভোগবাসনার নিমিত্ত আত্ম-হত্যা করা অবৈধ। মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির বিধান অঙ্গিরার বিধান অপেক্ষা অধিকতর মাননীয়। সহমরণের অনুকূল-মতাবলম্বী ব্যক্তিদের আপত্তি এই যে ঋগ্‌বেদে "ইমা নারী রবিধবাঃ" ইত্যাদি মন্ত্র সহমরণের বিধানসূচক। সুতরাং মনুতে স্পষ্টরূপে সহমরণের বিধান না থাকিলেও মনু বেদবাক্য লঙ্ঘন করিতে পারেন না। এই আপত্তিখণ্ডনের জন্য প্রতিকূলবাদী বলেন, বেদের এই বিধান ভোগবাসনামূলক। কিন্তু ভোগবাসনার চরিতার্থতা জীবের মুখ্য কর্ম্ম বলিয়া উক্ত হয় নাই। মুণ্ডক উপনিষদ্ বলেন, কর্ম্ম সকল ক্ষয়শীল। যাহারা স্বর্গাদি ভোগসুখজনক বলিয়া মনে করেন, তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ ও জরামৃত্যু যাতনা ভোগ করিতে হইবে। গীতায় আছে—

"যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্য্য প্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাং।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্মৃতি, পুরাণ ও ইতিহাসের সার। ইহার সিদ্ধান্ত এই যে ভোগৈশ্বর্য্যপ্রদ ক্রিয়াবিশেষ বহুল কর্ম্মমূলক বেদবাক্য সকল অজ্ঞেরই প্রলোভনকারী। প্রকৃত পণ্ডিতগণের পক্ষে এই সকল অনুষ্ঠান অবলম্বনীয় নহে। মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদ্‌সমূহেরও এইরূপ অভিপ্রায়। ফলতঃ যাহাতে শ্রীভগবান্‌কে লাভ করা যায়, জীবের তাহাই প্রধানতম কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু এই সকল বিষয়ে উত্তমরূপে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাই তিনি বিধবাগণের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তবে যে শাস্ত্রকারগণ কর্ম্মফলজনিত স্বর্গসুখাদি লাভের বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল ভোগলালসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের ধর্ম্ম-বিষয়ে রুচি উৎপাদনের নিমিত্ত। শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম এই যে মোক্ষ-লাভই জীবের চরমসাধন। আত্মহত্যা তাহার পরিপন্থী। সেই জন্য ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।"

উপনিষদ্ বলেন—'ইহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতলোকঃ ক্ষীয়তে।"

অনুকূল-মতাবলম্বিগণ বলেন, শাস্ত্রের মর্ম্ম এইরূপই হইতে পারে। কিন্তু হারীত, অঙ্গিরা ও বিষ্ণু প্রভৃতি সংহিতাকারগণের বাক্য উপেক্ষণীয় নহে। তদুত্তরে প্রতিকূলবাদী বলেন, সাধারণতঃ সহমরণে যে সকল ঘটনা দেখা যায় তাহা কোন শাস্ত্রেরই অভিমত হইতে পারে না। সহমরণের সঙ্কল্প এই যে, সতী আপন ইচ্ছায় জলচ্চিতায় প্রবেশ করিবে! কিন্তু কার্য্যতঃ এমন দেখা গিয়াছে যে, বিধবাকে স্বামীর মৃত দেহের সহিত একত্র আবদ্ধ করিয়া চিতাকাষ্ঠরাশি দ্বারা আবৃত করা হয়, সেই কাষ্ঠরাশির ভারেই বিধবা মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে, সে উঠিতে চেষ্টা করিলেও উঠিতে পারে না। তাহার পরে জলদগ্নির তীব্রদহনে অসহনীয় যাতনা ভোগ করিয়া সে মস্তকোত্তলন করিলে তৎক্ষণাৎ বংশদণ্ডের আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। এরূপ ভীষণ ব্যাপার কখনও শাস্ত্রসম্মত হইতে পারে না। অনুকূল মতাবলম্বীরা বলেন, এই প্রথা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত নহে তাহা স্বীকার্য্য। কিন্তু সহমরণের সঙ্কল্প করিয়া সহমৃতা না হইলে তাহা অত্যন্ত পাপজনক। সম্ভবতঃ এই নিমিত্তই স্থানে স্থানে এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া থাকিবে। প্রতিকূলবাদিগণ এই আপত্তি খণ্ডন করিয়া বলেন যে, এই পাপের কথা ভিত্তিমূলক নহে। শাস্ত্রে আছে—

"চিতিভ্রষ্টাচ যা নারী মোহা দ্বিচলিতা ভবেৎ।
প্রাজাপত্যেন শুধ্যেৎ তু তস্মাদ্ধি পাপকর্ম্মণঃ॥"

উক্ত আপস্তম্ব বচন দ্বারা স্পষ্টতঃই চিতি-ভ্রষ্টতা পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান পরিলক্ষিত হয়। আর যদি তাহা না থাকিত তাহা হইলেই কি এই নিষ্ঠুর নারীহত্যা পরমকারুণিক শাস্ত্রকারগণের অভিপ্রেত ছিল ? ইহা কথনই স্বীকার করা যায় না. প্রতিকূলাবলম্বীরা আরও বলেন, বিষ্ণু বলিয়াছেন "মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা"; সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যই প্রথম কল্প। ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ততর হয়। বিষ্ণুর এই বাক্যের স্পষ্টতঃ ব্যাখ্যা মিতাক্ষরায় দেখিতে পাওয়া যায় :—

"অতশ্চ মোক্ষমনিচ্ছন্ত্যা অনিত্যাল্পসুখরূপস্বর্গার্থিন্যা অনুগমনং যুক্তমিতরকাম্যানুষ্ঠানবদিতি সর্ব্বমনবদ্যম্।"

অর্থাৎ যে বিধবা মুক্তিলাভের ইচ্ছা না করিয়া অনিত্য অল্প সুখরূপ স্বর্গাদি কামনা করে, তাঁহারই পক্ষে অনুগমন বিধেয়। কিন্তু স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য বিষ্ণুর এই বচনটীর অতি সঙ্কীর্ণ অর্থ করিয়া বলেন, অনুগমন ভিন্ন বিধবা নারীর আর অপর প্রশস্ত ধর্ম্মোপায় নাই।

সহমরণ সম্বন্ধে শ্রুতি-স্মৃতিতে বিধি আছে। আবার অবস্থা বিশেষে নিষেধও আছে। সুবিখ্যাত রামমোহন রায় মহাশয় এই বিচার লইয়া যখন আন্দোলন করেন, তখন সহমরণের অনুকূলে কতিপয় পণ্ডিত পুস্তিকা লিখিয়া তাঁহার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তিনিও গ্রন্থাকারে সেই সকল পণ্ডিতগণের শাস্ত্রীয় উক্তি ও যুক্তির প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। আমরা তাহারই সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করিলাম।

রাজা রামমোহন রায় মহাশয় এতৎ সম্বন্ধে যে বাঙ্গালা ভাষায় দুই খানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, তাহা অতঃপর ইংরাজীতে অনূদিত হইয়াছিল। এই প্রথা যে অতীব নিষ্ঠুর, অমানুষিক ও অশাস্ত্রীয় মহাত্মা রামমোহন রায় তাহা প্রতিপন্ন করিয়া যান। য়ুরোপে যে সকল পণ্ডিত উক্ত গ্রন্থ পাঠ করেন, তন্মধ্যে উইলসন সাহেবও একজন। ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রের ষোড়শ খণ্ডে, প্রফেসার হোরেস হেমন্স উইলসন সাহেব হিন্দু বিধবার জীবিতাবস্থায় স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণ-পরিত্যাগের বিরুদ্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি বলেন, এরূপ নিষ্ঠুর প্রথা বেদাদি শাস্ত্রের অনুজ্ঞার বিপরীত। কলিকাতা মহানগরীর সুবিখ্যাত রাজা সর্ রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মহোদয় এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করিয়া প্রফেসর উইলসনকে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। প্রফেসর উইলসন সাহেব ইহার যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রণীত "Religious sects of the Hindoos" নামক সুপরিচিত গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের (১৮৬২ অব্দের সংস্করণের) ২৯৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। এস্থলে রাজাবাহাদুরের পত্রের শাস্ত্রীয় মর্ম্ম উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষ নামক শাখার দুইটি শ্লোকে "সতী" হইবার কথা পরিষ্কাররূপে উল্লিখিত আছে। নারায়ণ উপনিষদের ৮৪ সংখ্যক শ্লোকে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে মূল শ্লোক ও সায়ণাচার্য্যকৃত ভাষ্য এবং অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইল। "অগ্নে ব্রতানাং ব্রতপতিরসি পত্যানুগমব্রতং চরিষ্যামি তচ্ছকেয়ং তন্মে রাধ্যতাম্।"—

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে! কর্ম্মসাক্ষিন্। যতঃ ত্বং ব্রতানাং প্রাজাপত্যাদ্যনিলব্রতানাং ব্রতপতিরসি। পুনর্ব্রতগ্রহণং ত্বমেব ব্রতানামধিপতির্নান্যঃ ইতি নিয়মবোধনায়। তস্মান্ময়াচর্য্যমানং যৎ সাম্প্রতিকং ব্রতং তদন্বাহং কর্ত্তুং শকেয়ং তথা রাধ্যতাং ক্রিয়তামিত্যর্থঃ। ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ। কিং ময়াচর্য্যমানং তৎ ব্রতমিতি পত্যানুগমেতি পত্যা ভর্ত্রা সহ অনুসৃত্য গমনব্রতং চরিষ্যামি করিষ্যামিত্যর্থঃ।'

দ্বিতীয় শ্লোক—"ইহত্বা অগ্নে নমসা বিধেয় সুবর্গস্য লোকস্য সমেত্যৈ। জুষাণো অদ্য হবিষা জাতবেদো বিশানি ত্বা সত্যতো নয় মা পত্যুরগ্রে।"

সায়ণকৃত ভাষ্য—'হে অগ্নে ইহ অস্মিন্ কর্ম্মণি। ত্বা ত্বামুদ্দিশ্য। হবিষা হবির্ভোগেন নমসা নমস্কারেণ চ। বিধেয় নমো বিদধামীত্যর্থঃ। কিমর্থমিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ। সুবর্গস্যেতি সুবর্গস্য প্রতিসংপ্রাপ্য লোকস্য। সমেত্যৈ সম্যক্প্রাপ্ত্যর্থং। ত্বা ত্বয়েত্যর্থঃ সপ্তম্যর্থে দ্বিতীয়া ছন্দসি। বিশানি প্রবিশানি অতএব অদ্য অস্মিন্দিনে। হে জাতবেদো হবিষা মদ্দত্তেন হবির্ভোগেন জুষাণঃ সন্তুষ্টঃ সন্। সত্যতঃ সত্যমার্গপ্রদর্শনদ্বারা সহগমনবিষয়কসাহসপ্রদানদ্বারেতি যাবৎ। মা মাং পতিমাত্রৈকদেবতাং পত্যুর্মম ভর্ত্তুরগ্রে সমক্ষং নয় প্রাপয়েত্যর্থঃ।'

হে অগ্নে! তুমি সমস্ত ব্রতের অধিপতি, এজন্য তোমার নাম ব্রতপতি। স্বামীর সহগমন-ব্রতের প্রতিজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব। যাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয়, তুমি আমার সহায় হও।১।

হে অগ্নে! এই ব্রতে (বা ক্রিয়ায়) আমি তোমাকে নমস্কার করি। হে জাতবেদ! তোমার কৃপায় আমি অদ্যই যেন স্বর্গধামে পৌঁছিতে পারি। হে অগ্নে! মৎপ্রদত্ত ঘৃতসংযুক্ত আহুতি গ্রহণ করিয়া, আমাকে সাহস প্রদান করুন, আমি যেন সংমৃতা হইয়া স্বামী-সদনে যাইতে পারি।২।

উপরি উক্ত বৈদিক বিধি অনুসারে সূত্রকারেরা ব্যবস্থা দেন যে, বিধবা স্ত্রী স্বামীর চিতায় শয়ন করিয়া সংমৃতা হইবার অধিকারিণী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যকন্যা হইলে, যথাক্রমে সুবর্ণ, ধনু বা রত্নখণ্ড চিতার উপরে রাখিয়া দিতে হয়।

স্বামীর মৃত দেহ পার্শ্বে সতী শায়িতা হইলে, 'দেবর কিংবা ভর্ত্তার কোন বন্ধু সতীকে সম্বোধন করিয়া "উদীর্ষ" (ইত্যাদি)

অথবা "সুবর্ণগুগ্রহস্তাৎ" (ইত্যাদি) কিম্বা "মণিগুগ্রহস্তাৎ" শীর্ষক মন্ত্র উচ্চারণ করিবেন। এই মন্ত্রাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-কন্যার শুদ্ধি হয়। এই মন্ত্র উচ্চারিত শ্রুত বা পঠিত হইবার পরে বিধবা যদি সহমরণে সম্মতা হয়েন তাহা হইলে আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু ইত্যাদিকে সান্ত্বনা বাক্য কহিয়া অগ্নিতে প্রবেশ করেন। যদি তখনও ঐ বিধবার মনে কোন সংশয় বা চিন্তা বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলেও (বোধ হয় মন্ত্রগুণে) তিনি এই সহমরণ-ক্রিয়ায় সম্মতা হন।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়ন প্রভৃতি বৈদিক শাস্ত্রে সহমরণবিধির উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ও সর্ব্বজনগৃহীত "সহমরণ-বিধি" নামক সুপরিচিত গ্রন্থেও উদ্ধৃত সহমরণের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উদ্ধৃত শ্লোক যথা—

"অথৈনং চিতাবুপর্য্যা-ধ্যুহন্ত্যত্রৈব বা পত্ন্যাঃ সংবেশনা ক্রিয়তে ইতি।" ভরদ্বাজসূত্র ১ম প্রশ্ন।

টীকা—'অথৈতানি পাত্রাণি যোজয়েৎ দক্ষিণে হস্তে জুহুং সব্যে উপভৃতং দক্ষিণে পার্শ্বে ধৃত্যং সব্যে অগ্নিহোত্রহবনীমুরসি ধ্রুবাং শিরসি কপালানীত্যাদি'।—আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র, ৪।৩।

দ্বিতীয় সূত্রে—"উত্তরতঃ পত্নীং"। টীকা—'ততঃ প্রেতস্যোত্তরতঃ পত্নীং সংবেশয়ন্তি। শায়য়ন্তীত্যর্থঃ। চিতাবেব উপশোষ ইতি লিঙ্গাৎ এতাৎবর্ণত্রয়স্যাপি সমানং।*

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভিসং বভূথ॥

হস্তৌ সম্যাষ্টি সুবর্ণেন ব্রাহ্মণস্য সুবর্ণং হস্তাদিতি। ধনুষা রাজন্যস্য ধনুর্হস্তাদিতি মণিনা বৈশ্যস্য মণিং হস্তাদিতি। (ভরদ্বাজ-সূত্র) তামুত্থাপয়েদ্দেবরঃ পতিস্থানয়ো অন্তেবাসী জরদ্দাসো উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকমিতি। (আশ্বলায়ন ২।২)

উত্তরতঃ পত্নীং। তাং প্রেতস্যোত্তরতঃ। সুপ্তাং সন্তরচিতাং দেবরঃ শিষ্যো বা করে ধৃত্বা নমস্কৃত্য উদীর্ষ্বেতি দ্বাভ্যামুত্থাপয়েৎ। সত্যাধিকাত্তু স্বয়মেব সুহৃদঃ সম্বন্ধিনঃ পুত্রাংশ্চ সমামন্ত্র্য ভর্ত্তারং বিষ্ণুরূপং ধৃত্বা হুতাশনং প্রবিশেদিত্যুক্তং।"

(সহমরণ-বিধি)।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তের সপ্তম ও অষ্টম ঋকে লিখিত আছে—"ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সংবিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকং গতাসুমেতমুপশেষ এহি। হস্তগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যুর্জনিত্বমভি সং বভূথ।"

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য "শুদ্ধিতত্ত্বে" উক্ত ঋগ্বেদ ও ব্রহ্মপুরাণ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, সহমরণ-প্রথা বেদবিধি-সম্মত। আচার্য্য কোলব্রুক সাহেব রঘুনন্দনের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোক, তাঁহার "বিধবার কর্ত্তব্য" নামক ইংরাজি প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।*

রাজা রাধাকান্ত উক্ত প্রমাণ দেখাইয়া লিখিয়াছেন, "ইমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীরাঞ্জনেন সর্পিষা সং বিশন্তু। অনশ্রবোহনমীবাঃ সুরত্না আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে। ঋগ্বেদবাদাৎ সাধ্বী স্ত্রী ন ভবেদাত্মঘাতিনী। আশ্বলায়নী, সাংখ্যায়নী, শাকলা, বাষ্কলা, মাণ্ডুকেয়ী প্রভৃতি"। এস্থলে দেখা যাইতেছে, সহমরণের সময়ে বিধবাকে সধবার সমুদয় লক্ষণ ধারণ করিতে হয়। এস্থলে "সাধ্বী" শব্দের অর্থ, স্বামী সনে চিতায় দগ্ধ হইয়া প্রাণপরিত্যাগকারিণী স্ত্রীলোক।

ভরদ্বাজ ও আশ্বলায়নের বচন হইতেও স্পষ্টতঃ বুঝিতে পারা যাইতেছে, বৈদিক যুগেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল ভরদ্বাজসূত্রে লিখিত আছে—

"নবম্যাং বৃষ্টায়াং যজ্ঞোপবীতীত্যন্তরাগ্রামং শ্মশানং চাগ্নিমুপসমাধায় সংপরিস্তীর্য্য পরেনাগ্নিং লোহিতচর্ম্মানডুহং প্রাচীনগ্রীবমুত্তরলোমাস্তীর্য্য বেতসশাখিনো জ্ঞাতিনারীহত্যারোহতেত্যথৈনানসুপূর্ব্বাম্ কাময়তি যথার্হানীতি প্রতিলোমকৃত্যয়া চারণ্যা সুচা দ্বে চতুর্গৃহীতে জুহোতি ন হি তে অগ্নে তমুব ইতি দশ চ সুবাহুতীর অমনোস্যো শুচদধমিতি হস্তাপাশাং সম্পাতয়ত্য চোভয়ং প্রহরতি যেন জুহোত্যপরেনাগ্নিং লোহিতো অনড্বান-প্রাংমুখো অবস্থিতো ভবতি তং জ্ঞাতয়ো অন্বারভন্তে অননরুহ মন্বারভামহ ইতি প্রাচি অশ্চন্তোমে জীবা ইতি জঘন্যো বেতসশাখয়া অবকাভিশ্চ পদানিত্য গোভয়ন্তে মৃত্যোঃ পদমিত্যথৈভ্যোঃ অধ্বর্য্যু দক্ষিণতো শ্মশানং পরিধিং দধাতি ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি স্ত্রীয়ামঞ্জনিযু সংপাতানবনয়তীমা নারীরিতি ত্রৈমুখানি মৃজন্তে যদাঞ্জনং ত্রৈককুদমিতি ত্রৈককুদেনাংজনেনাংক্তে যদি ত্রৈককুদং নাবগচ্ছেদ্বেনৈব কেনচিদাঞ্জনেনাঞ্জীবন্।"

(ভরদ্বাজসূত্র ২।১)

আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—"উত্তরম্মাদগ্নিমুপসমাধায় যচ্চাদগ্ন্যানডুহং চর্ম্মাস্তীর্য্য প্রাগ্গ্রীবমুত্তরলোম তস্মিন্মাত্যাদিনারোহয়েদারোহতায়ুর্জ্জর সংবৃণানাং ইমং জীবেভ্যঃ পরিধিং দধামিতি পরিধিং দধ্যাদন্তমৃ্ত্যুং দধতাং পর্ব্বতে নিত্যস্নানমুত্তরতোয়েঃ কৃত্যা পরং মৃত্যো অনু পরেহি পন্থামিত্যাদি চতসৃভিঃ প্রত্যৃচং হুত্বা যথাহান্যনুপূর্ব্বং ভবন্ত্যাত্যমাত্যাদীনীক্ষেৎ।

---

* Max Muller's Commentory, "Zeitschrift der Morgenl. Gest."—IX. p. VI.

* Asiatic Researches, Vol, IV. On the duties of a faithful widow.

যুবতয়ঃ পৃথক্‌পাণিভ্যাং দর্ভতরণকৈর্নবনীতেনাঙ্গুষ্ঠোপকনিষ্ঠিকা-ভ্যামাক্ষোনাক্ষিণী আজ্যং পরাচ্চো বিসৃজেয়ুরিমা নারীরবিধবাঃ সপত্নীবিতি অঞ্জনা ঈক্ষেৎ। অস্মিন্ অতিরায়ন্তে সংরভভ্যামিতি।"

(আশ্বলায়নগৃহ্যসূত্র ৩য় অধ্যায়)

এইরূপে রাজা বলেন, বেদে যদি সহমরণবিধি না থাকিত, তাহা হইলে স্মৃতি ও পুরাণাদিতে এই প্রথা কখনই প্রবর্ত্তিত হইত না, কারণ এরূপ গুরুতর বিষয়ে বেদের প্রমাণ আবশ্যক। বাস্তবিক বৈদিকশাস্ত্র সহমরণ নিষেধ করেন নাই তৈত্তিরীয় সংহিতার অক্ষশাখার শ্লোকনিচয় সহমরণের অনুকূল। অগ্নির প্রতি সতীর সম্বোধন বাক্য ইহার অকাট্য প্রমাণ।

মীমাংসকেরা কহেন "যখন দুইটি ভিন্ন ভিন্ন বিরোধী ব্যবস্থা দেখা যায়, তখন তৃতীয় ব্যবস্থা করিয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত"। "তুল্যবলবিরোধে বিকল্পঃ"—গোতম-স্থায়। কুল্লূকভট্টেরও তাহাই অভিমত। বৈদিক সূত্রকারেরা কিরূপ মীমাংসা করিয়াছেন, এক্ষণে তাহা আলোচনা করুন। সূত্রকারেরা কহেন, ব্রাহ্মণদিগের বলিদানার্থ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি যেরূপ অগ্নির উপরে রাখিতে হয়, তদ্রূপ সতীকে অগ্নির উপরে রাখা আবশ্যক, নতুবা শুদ্ধা হয় না। কিন্তু যে বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে চাহেন, তাঁহাকে অগ্নি সমীপে লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই, কারণ তিনি স্বয়ং চিতায় গিয়া উপস্থিত হন। যে তথায় যাইতে সম্মতা নহে, সে তথায় যাইলে শুদ্ধা হইতে পারে, কিন্তু শুদ্ধা হওয়া বা না হওয়া তাহার ইচ্ছা। তাই শ্রুতি ব্যবস্থা করিয়াছেন,—বিধবাকে নিজের বশবর্ত্তিনী হইতে দাও, বলপূর্ব্বক কোন কার্য্য করা উচিত নহে। তর্ক এই, যদি বিধবা স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে না চায়,তাহা হইলে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য (নিষেধ) করা উচিত কি না? কখনই নহে। বিধবা যখন চিতায় শয়ন করে, তখন বুঝিয়া লইতে হইবে, সহমরণে তাহার ইচ্ছা ও সম্মতি আছে। অষ্টম শ্লোক আবৃত্তি করিয়া জিজ্ঞাসা করা হয়, "তুমি স্বেচ্ছায় সহমৃতা হইতে আসিয়াছ কি না?" [দক্ষিণদেশের সহমরণ-বিধি নামক গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।] যদি সে কহে "স্বেচ্ছায় সম্মতা আছি", তাহা হইলে সহমরণ-ক্রিয়া অবশ্য হইতে পারিবে। যদি সম্মতা না হয়, চিতা হইতে বিধবা উঠিয়া স্থানান্তরে যাইতে পারে। এইরূপ স্ত্রীলোকের নাম "চিতাভ্রষ্টা"। প্রাজাপত্য নামধেয় প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা বিধবার এই পাপ নষ্ট হইতে পারে। কারণ এ সম্বন্ধে শাস্ত্রে ব্যবস্থা আছে। (তাহার বচন পূর্ব্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে।) ৮ম ঋকের সায়ণকৃত ভাষ্য পাঠ করুন, "যস্মাদ্ অনুমরণনিশ্চয়ম্ আকর্ষাণ তস্মাদাগচ্ছ"। ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, হিন্দু-স্ত্রী বিধবা হইলে, সহমরণের পরামর্শ তাহাকে কেহ সহজে দেয় না, বরং যাহাতে সেই স্ত্রীলোক পরিবার মধ্যে থাকিয়া প্রকৃত বৈধব্য ধর্ম্ম পালনপূর্ব্বক গার্হস্থ্য-কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাহারই পরামর্শ দেওয়া হয়; কিন্তু যদি ঐ স্ত্রী সহমৃতা হইতে চাহেন তাঁহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেহ বাধ্য দেয় না। তাহা হইলেই দেখা গেল, ঋগ্বেদের ৮ম ঋক্, সহমরণের কেবল অনুকূল নহে, বরং মন্ত্রস্বরূপ। রাজা রাধাকান্ত দেব এইরূপে সতীদাহ সমর্থন করেন।

দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রপারটীয়স্ (Propertius) নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ভারতবর্ষের সহমরণ প্রথার বিবরণ লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। বয়শেশ্ নামক ইংরাজ পণ্ডিত, ঐ গ্রন্থের কয়েকটি শ্লোক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। নিম্নে সেই অনুবাদ উদ্ধৃত হইল,—

"Happy the laws that in those climes obtain,
Where the bright morning reddens all the main,
There, whensoever the happy husband dies,
And on the funeral couch extended lies,
His faithful wives around the scene appear,
With pompous dress and a triumphant air;
For partnership in death, ambitious strive,
And dread the shameful fortune to survive!
Adorned with flowers the lovely victims stand,
With smiles ascend pile, and light the brand!
Grasp their dear partners with unaltered faith,
And yield exulting to the fragrant death."

তিনি আরও বলেন, ইহারও অনেক বৎসর পূর্ব্বে সিসিরো নামক ভুবন-প্রখ্যাত গ্রীক পণ্ডিত তাঁহার Tusculum গ্রন্থে সহমরণ-প্রথার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হেরোদোতস্ নামে বিশ্বপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, থ্রেশ্ দেশের এক জাতীয় রমণীগণ স্বামীর কবরে আত্মবলি দিয়া প্রাণত্যাগ করিত।

প্রকৃত সতীদাহ সম্বন্ধে একটী সত্য-কাহিনী বলা যাইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের আইন অনুসারে সতীদাহ নিষিদ্ধ হয়। ১৮২৯ সালের অব্যবহিত পূর্ব্বে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার হ্যালিডে হুগলী জেলার মাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি নিজ চক্ষে একটী সতী-দাহ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজে উহার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা বক্‌লাণ্ড সাহেবের লিখিত 'Bengal under Lieutinant governors' নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে উহার সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল—যাঁহারা মনে করেন এদেশে জোর জবরদস্তী পূর্ব্বকই সতীদাহ করা হইত, তাঁহাদের মত যে অতি ভ্রান্ত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেই তাহা সপ্রমাণ হইবে। সার এফ্ হ্যালিডে লিখিয়াছেন, 'আমি যখন হুগলী জেলায় মাজিষ্ট্রেট ছিলাম, তখন এক দিবস সহসা সংবাদ পাইলাম, আমার বাসা হইতে কয়েক মাইল দূরে গঙ্গাতীরে সতী-

দাহের আয়োজন হইতেছে। তখন গঙ্গাতীরে এইরূপ ঘটনা সময়ে সময়ে পরিলক্ষিত হইত। যখন এই সংবাদ পাইলাম, তখন ডাক্তার ওয়াইজ এবং গবর্ণর-জেনারলের চাপলেন আমার নিকট উপবিষ্ট ছিলেন। আমরা তিন জনেই ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইলাম। যাইয়া দেখি, গঙ্গাতীরে ঘটনাস্থলে লোকে লোকারণ্য। জনতার মধ্যে সতী রমণী উপবিষ্টা ছিলেন। আমরা উহার নিকটে গিয়া বসিলাম। আমার সহচর দুই জন উহাঁকে আত্মহত্যা হইতে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য অনেক প্রকার যুক্তিময় উপদেশ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন, সতী রমণী মনোযোগের সহিত উহাদের উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্রও বিচলিত হইলেন না।

'কিয়ৎক্ষণ পরে, তিনি মরণশয্যায় শয়নের নিমিত্ত নিরতিশয় উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং অনুমতি চাহিতে লাগিলেন। ইহাকে প্রতিনিবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া অগত্যা আমি অনুমতি দিলাম। এই সময়ে পাদরী সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন 'আমার দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাস্য আছে। সতি! আপনি যে শ্মশান-শয্যায় যাইতেছেন, ইহাতে আপনার যে কি যাতনা হইবে, আপনি তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি?' সতী আমার দিকে অবনত দৃষ্টিতে দৃক্‌পাত করিয়া বলিলেন, 'একটা প্রদীপ আনুন।' তিনি নিজ হাতে ঘৃত সলিতাযুক্ত প্রদীপ সাজাইলেন, প্রদীপের শিখা প্রদীপ্ত ভাবে জ্বলিয়া উঠিল। সতী উহার উপরে স্বীয় হস্তের একটী অঙ্গুলী স্থাপন করিলেন। সতীরমণী তীব্রভাবে আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তিনি যেন আমাকে নীরবে বুঝাইতেছিলেন যে তোমরা যাহা মনে করিতেছ তাহা কিছুই নহে; অগ্নি সর্ব্বদাহক ও সর্ব্বপীড়ক হইলেও ইহাতে সতীরমণীর কোনও যাতনার কারণ নাই। তিনি নিরুদ্বেগে অঙ্গুলী বিন্যস্ত করিয়া রাখিলেন। আগুনে তাঁহার অঙ্গুলী ঝলসিয়া গেল, ফোস্কা পড়িল, তথাপি রমণী অটল ও অচলভাবে রহিলেন, তাঁহার মুখে বিন্দুমাত্রও যাতনার চিহ্ন প্রকাশ পাইল না। দেখিতে দেখিতে অঙ্গুলীটী দগ্ধ হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, কিন্তু সতী তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অনুভূতির চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। অবশেষে অঙ্গুলীটী পুড়িয়া পুড়িয়া সঙ্কুচিত সরু ও বক্র হইয়া গেল। একটী হংসপুচ্ছকে কিয়ৎক্ষণ অগ্নিসন্তাপে রাখিলে উহার যেরূপ অবস্থা হয়, সতী রমণীর অঙ্গুলীটী সেইরূপ অবস্থা ধারণ করিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি পলকের তরেও তাহার হস্ত-সঞ্চালন করেন নাই, অথবা বাক্য ও অঙ্গভঙ্গীতে কোনও প্রকার যাতনার চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই। তিনি তখন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা প্রবোধ পাইয়াছেন কি?"

আমি বলিলাম, "যথেষ্ট প্রবোধ পাইয়াছি"। তখন সতী বলিলেন, 'তাহা হইলে আমি এখন চিতায় প্রবেশ করিতে পারি।' আমি মাথা নাড়িয়া স্বীকার করিলাম। সতীরমণী তখন শ্মশান-শয্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহার উপরে হাল্‌কা হাল্‌কা কাঠ রাখিয়া দেওয়া হইল। তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই সেই কাষ্ঠ-ভারের নিম্নদেশ হইতে উত্থিত হইতে পারিতেন। শ্মশানবন্ধুগণ তাঁহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টিত হইয়াছিল, আমার নিষেধে তাহারা বিরত হইল। এই সময়ে তাঁহার বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র চিতায় অগ্নি-প্রদান করিলেন। দূর দেশে সতীর পতির মৃত্যু হইয়াছিল। তথা হইতে তাঁহার দেহ আনিয়া এক সঙ্গে সৎকার করা অসম্ভব হওয়ায় তাঁহার বস্ত্রাদি সহ সতী অনুমৃতা হইলেন। ঘৃত ধুনার সহযোগে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। আমি চিতার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হইলাম, দেখিলাম, চিতায় সজ্জিত কাষ্ঠরাশিতে আগুণ জ্বলিতেছে, উহার মধ্যে সতীর দেহ নিস্পন্দভাবে দগ্ধ হইতেছে, একবার অতি সামান্য ভাবে কাষ্ঠ গুলিতে ঈষৎ আলোড়ন পরিলক্ষিত হইল মাত্র, কিন্তু কোনও শব্দ শুনিতে পাইলাম না। নীরব নিস্পন্দভাবে চিতার অনলে সতীদেহ ভস্মসাৎ হইয়া গেল, পুত্রটী শোকাকুল হইয়া গঙ্গাতীরে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল, আমরা বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।" ভারতবর্ষে এইরূপে লক্ষ লক্ষ সতী চিত্তের গাঢ়তর অনুরাগে চিতার অনলে দেহ বিসর্জ্জন দিয়া পতির অনুগামিনী হইয়াছেন।

১৩১৮ সাল হইতে ১৩২৮ সাল পর্য্যন্ত কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানে প্রতিবর্ষে ৩০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত সতী-দাহের এইরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে জবরদস্তী পূর্ব্বকও যে এই ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত, সে ভীষণ কাহিনীও লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে রামনাথ নামে একজন সংস্কৃতাধ্যাপক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার মুখে প্রকাশ, শান্তিপুরের অদূরবর্ত্তী উলাগ্রামের মুক্তারাম বাবু নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণের ১৩টী পত্নী পতির সহ সহমৃতা হন। ইঁহাদের মধ্যে একটী মহিলা প্রথমে উৎসাহ করিয়া সহমৃতা হইতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু মন্ত্রোচ্চারণ করিতে ভয় পাইয়া পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে ঐ রমণীর গর্ভজাত মুক্তারামের পুত্র নাকি তাঁহাকে বলপূর্ব্বক শ্মশানাগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। তিনি প্রাণের দায় আপনার অপর এক সপত্নীর গলা জড়াইয়া তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে লইয়া চিতাগ্নিতে ঝম্প প্রদান করেন।

১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর সতীদাহের বিরুদ্ধে আইন*

* সতীদাহনিবারণকল্পে ভারত-গবর্ণমেণ্ট যে বিধি প্রচার করেন, সাধারণের অবগতির জন্য পরপৃষ্ঠায় তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করা হইল—

বিধিবদ্ধ হইলেও ভারতের বহুস্থানে বহুবার সতীদাহের ঘটনা ঘটিয়াছে। আইন-অনুসারে অপরাধিগণও তজ্জন্য রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। অধুনা আইনের প্রবল শাসনে সতী-রমণীগণ পতিবিয়োগের দুর্বিসহ শোকে আচ্ছন্ন হইয়াও কদাচ চিতানলে আত্ম-দেহ সমর্পণ করিতে সুবিধা পান, কিন্তু এমন ঘটনা বিরল নহে, যে শোকের উত্তেজনায় পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীগণ আত্মহত্যা করিয়া শোকের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের সর্বত্রই এই প্রথা প্রবলরূপে প্রচলিত ছিল। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জয়পুর রাজ্যে উতর্ণা নামক স্থানে শ্যামসিংহ ঠাকুরের পত্নী মৃত স্বামীর সহ এক চিতায় ভস্মীভূত হয়েন। তজ্জন্য আইন অনুসারে অপরাধিগণ দণ্ডিত হইয়াছিলেন। আইনের শাসন প্রচলিত হইলেও উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে ও রাজপুতনায় এখনও মধ্যে মধ্যে সতীদাহের ঘটনা শুনিতে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র ও রাজপুতনার সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের মধ্যে সহমরণের প্রথা অত্যন্ত প্রচলিত ছিল। রাজনৈতিক কারণেও তাহারা

Regulation XVII of 1829.

I. The practice of Satí or of burning or burying alive the widows of Hindús is revolting to the feelings of human nature, it is nowhere enjoined by the religion of the Hindús as an imperative duty, on the contrary a life of purity and retirement on the part of the widow is more especially and preferably inculcated, and by a vast majority of that people throughout India the practice is not kept up nor observed. In some extensive districts it does not exist. In those in which it has been most frequent it is notorious that in many instances acts of atrocity have been perpetrated which have been shocking to the Hindús themselves and in their eyes unlawful and wicked. The measures hitherto adopted to discourage and prevent such acts have failed of success, and the Governor-General in Council is deeply impressed with the conviction that the abuses in question cannot be effectually put an end to without abolishing the practice altogether. Actuated by these considerations the Governor-General in Council—without intending to depart from one of the first and most important principles of the system of British Government in India, that all classes of the people be secure in the observance of their religious usages so long as that system can be adhered to without violation of the paramount dictates of justice and humanity—has deemed it right to establish the following rules, which are hereby enacted to be in force from the time of their promulgation throughout the territories immediately subject to the Presidency of Fort William.

II. The practice of Sati or of burning or burying alive the widows of Hindús is hereby declared illegal and punishable by the Criminal Courts.

First. All zemindárs, tálukdárs or other proprietors of land, whether málguzári or lakhiráj, all sadr farmers and under-renters of land of every description, all dependent tálukdárs, all naibs and other local agents, all native officers employed in the collection of the revenue and rents of lands on the part of Government or the Court of Wards, and all mandals or other headmen of villages are hereby declared especially accountable for the immediate communication to the officers of the nearest Police station of any intended sacrifice of the nature described in the foregoing section, and any zemindár or other description of persons above noticed, to whom such responsibility is declared to attach, who may be convicted of wilfully neglecting or delaying to furnish the information above required, shall be liable to be fined by the Magistrate or Joint Magistrate in any sum not exceeding two hundred rupees, and in default of payment to be confined for any period of imprisonment not exceeding six months.

Second. Immediately on receiving intelligence that the sacrifice declared illegal by this Regulation is likely to occur, the Police darogha shall either repair in person to the spot or depute his muharrir or jamádar accompanied by one or more barkandazes of the Hindú religion, and it shall be the duty of the Police officers to announce to the persons assembled for the performance of the ceremony that it is illegal, and to endeavour to prevail on them to disperse, explaining to them that in the event of their persisting in it they will involve themselves in a crime and become subject to punishment by the Criminal Courts. Should the parties assembled proceed in defiance of these remonstrances to carry the ceremony into effect, it shall be the duty of the Police officers to use all lawful means in their power to prevent the sacrifice from taking place and to apprehend the principal persons aiding and abetting the performance of it, and in the event of the Police officers being unable to apprehend them they shall endeavour to ascertain their names and places of abode and shall immediately communicate the whole of the particulars to the Magistrate or Joint Magistrate for his orders.

Third. Should intelligence of a sacrifice declared illegal by this Regulation not reach the Police officers until after it shall have actually taken place, or should the sacrfice have been carried into effect before their arrival at the spot, they will nevertheless institute a full enquiry into the circumstances of the case in like manner as on all other occasions of unnatural death, and report them for the information and orders of the Magistrate or Joint Magistrate to whom they may be subordinate.

মৃত পতির অনুগমন করিতেন। যুদ্ধে মুসলমান পক্ষের জয় হইলে রাজপুতনার রমণীগণ পাছে মুসলমানদের হস্তে পড়িয়া কলুষিত হন, এই আশঙ্কায় তাঁহারা স্বামীর চিতানলে জীবনের আহুতি প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। শিখগণের মধ্যেও এই প্রথা বিরল ছিল না। ইডরের সুবিখ্যাত জীবনসিংহের পত্নী ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মানসিংহের ১৫০০ পত্নীর মধ্যে ৬০টী সহমৃতা হন। টড্ সাহেবের রাজস্থানে বর্ণিত হইয়াছে, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে মারবাড়ের রাজা অজিতসিংহের মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে তাঁহার চৌহানরাণী, দেরাবল রাজকুমারী, তুয়াররাণী, ছাওরা রাণী, সেখাবতী রাণী এবং অন্যান্য আরও পঞ্চাশ জন পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশে সতী-স্তম্ভের উপরে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। এই সকল কীর্ত্তিস্তম্ভের গাত্রে সতীগণের হস্ত বা পদ অঙ্কিত করা হইত। ঐকোনের অন্তর্গত ব্রাহ্মণবাড়ী নামক স্থানে বাপু গোখ্‌লের কন্যার চিতাস্তম্ভের উপর যে কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত রহিয়াছে, উহাতে তাঁহার পদ অঙ্কিত হইয়াছে। কুড়িগাঁয়ের যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হইলে এই বীররমণী এই সংবাদ শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

ভোজনগরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে রাজা লক্ষরাও প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার শ্মশানস্তম্ভের উপরে অশ্ব-পৃষ্ঠে তাঁহার মূর্ত্তি খোদিত আছে। তাহার দক্ষিণপার্শ্বে আটজন ও বামপার্শ্বে সাতজন পত্নীর মূর্ত্তি আছে। এই ১৫ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন।

সরগুজার কাউর জাতীয় লোকদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও তথায় প্রতাপপুরের সন্নিকটে সতীক্ষেত্র বিদ্যমান আছে। সম্রাট্ অকবর এই প্রথার বিরোধী ছিলেন। যোধপুর-রাজকুমারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রবধূ সহমৃতা হইতে উদ্যত হন; অকবর এই সংবাদ শুনিয়া উহা নিবারণ করিবার জন্য তীব্রগামী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া এক শত মাইল দূরে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অকবর বলিতেন, যাঁহারা আপন ইচ্ছায় সহমৃতা হইবেন, তাঁহাদিগকে বাধা দিবার কোন প্রয়োজন নাই, কিন্তু এ বিষয়ে জোর জবরদস্তী করা অত্যন্ত অসঙ্গত। হিন্দুগণও সতীদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইতেন। অনেক স্থলে রাজগণও শোকার্ত্তা বিধবা রমণীকে পতির চিতারোহণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য সহানুভূতিসূচক বাক্যে তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করিতেন, তাহারও যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

মহারাষ্ট্র-প্রদেশের রাজা শাহুর পত্নী সুখবার বাই সহমৃতা হইতে উদ্যত হইলে অনেকেই তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্তা করিতে চেষ্টা করেন; কিন্তু তিনি বলেন, আমি আমার স্বামিকুলের গৌরব সংরক্ষণের নিমিত্ত নিশ্চয়ই সহমৃতা হইব, এই বলিয়া তিনি চিতার অনলে স্বীয় দেহ আহুতিপ্রদান করিয়াছিলেন।

য়ুরোপের পরিব্রাজক ও ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেরই এই প্রথার প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছিল। কিন্তু তাঁহাদের বিবরণ অত্যন্ত বিভিন্ন। মিঃ এল্‌ফিনষ্টোন বলেন, দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল না। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণভাগে কখনও এইরূপ ঘটনা ঘটিতে শুনা যায় নাই। আবি দুবই (Abbe Dubois) এই মতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মার্কোপলো ও ওডরিক বলেন, দক্ষিণভারতেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ১৫৮০ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজ পরিব্রাজক গ্যাসপারো বালবী নাগপত্তনে সতীদাহ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং এই প্রথা সর্ব্বত্রই যে প্রবর্ত্তিত ছিল তাহাতে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। কার্ম্মেলাইতগণের প্রকিউরেটার-জেনারল পি, ভিনসেন্সো সপ্তদশ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে এদেশে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কনাড়া অঞ্চলে বহু সতীদাহ দেখিয়া গিয়াছেন। তিনি এখানে একটী গল্প শুনিয়াছিলেন যে মদুরার নায়কের এগার হাজার স্ত্রী স্বামীর সহিত সহমৃতা হইয়াছিলেন। ১১ হাজার সতীর কথা অত্যুক্তি হইতে পারে, কিন্তু মদুরা অঞ্চলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্তও সতীদাহপ্রথা যে প্রচলিত ছিল তাহার অনেক প্রমাণ আছে। মিঃ পি, মার্টিনের ১৭১৩ খৃষ্টাব্দের লিখিত পত্রে প্রকাশ তথাকার তিন জন সম্ভ্রান্ত বংশ্য লোকের মৃত্যুতে এক জনের সহিত ৪৫ জন, অপরের সহিত ১৭ জন এবং অন্য জনের সহিত ১২ জন সহমৃতা হইয়াছিলেন। ত্রিচীনপল্লীর রাজার যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পত্নী অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন, তিনি প্রসবের পরে সহমৃতা হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে সতীদাহ বহু পরিমাণে প্রচলিত ছিল। মান্দ্রাজ ও উড়িষ্যায় বঙ্গদেশের ন্যায় বেশী সতীদাহ দেখা যাইত না। কিন্তু গঞ্জাম, রাজমহেন্দ্রী ও বিশাখপত্তনে সতীদাহের বহু প্রচলন ছিল। মহারাষ্ট্রগণের শাসন সময়ে বোম্বাইর সর্ব্বত্রই এই প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভেও পুণাতে অনেকবার সতীদাহ দেখা গিয়াছে। মিঃ মূর এক বৎসরে মুট্টা ও মুলা নদীর সঙ্গম-স্থলে ছয়টী সতী-দাহ দেখিয়াছিলেন। নদীসঙ্গমই সতীদাহের পুণ্যস্থল বলিয়া কথিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সতীদাহের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম ছিল। বঙ্গদেশে সতীকে চিতার সহিত রজ্জু দ্বারা আবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। উড়িষ্যাতে মৃত্তিকার নিম্নে শ্মশান-শয্যা [illegible]

সতী তাহাতে ঝম্প প্রদান করিয়া আপতিত হইতেন। দাক্ষিণাত্যে সতী মৃতপতির মস্তক ক্রোড়ে রাখিয়া উপবেশন করিয়া থাকিতেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে এক বঙ্গদেশে ৭০৬টী ও ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ৮৩৯টী সতীদাহ হইয়াছিল। পতিশোকে সতীগণ জলে প্রবেশ করিয়াও প্রাণত্যাগ করিতেন। কাশীধামে শ্মশানে সতীর কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত হইত। ললনাকুল স্নানান্তে গঙ্গাতীরে উঠিয়া সেই সকল স্তম্ভে সতী সতী বলিয়া গঙ্গাজল সেচন করিতেন।

বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের শাসন-প্রভাব ভারতে সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর, সতীদাহনিবারণের জন্য রাজবিধি প্রবর্ত্তিত হয় এবং সেই সঙ্গে সতীদাহের সংখ্যা অত্যন্ত বিরল হইয়াছে। তথাপি মধ্যে মধ্যে এই সতীদাহের সংবাদ শুনিতে পাওয়া যায়। ১৮৬০ খৃঃ দিল্লী গেজেটে মধ্যভারতের এক জবরদস্তী সতীদাহের সংবাদ প্রকাশিত হয়, ইহাতে আসামীরা দণ্ডিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ ফরক্কাবাদ জেলায় এক সতীদাহ হয়। ইহাতে আসামীগণের কোন শাস্তি হয় নাই। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে উদয়পুরের মহারাণার মৃত্যুতে তাঁহার মহিষী সহমৃতা হয়েন। একটী পরিচারিকাকেও এই সময়ে চিতার অনলে সমর্পণ করা হইয়াছিল। ইহার পর আরও কয়েকটী সতীদাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের গেজেটিয়ারের ৩য় ভাগে ৩১৬ পৃষ্ঠায় রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিয়া সতীর দেহত্যাগের কথা আছে। অতঃপর জজ বাহাদুর কাম্বেল ও কেম্পের সমক্ষে ঐরূপ একটী সতীদাহের বিচার হয়। Revenue, Judicial and Political Journalএর ১ম ভাগের ২৪ পৃষ্ঠায় ইহার পরিচয় আছে। ১২০১ সালে গয়া জেলায় চুখিয়া নাম্নী এক রমণী মৃত স্বামীর চিতারোহণ করে। কলিকাতা হাইকোর্টে জষ্টিস্ ঘোষ ও টেলরের সমক্ষে তাহার বিচার হয়।

শিখগণের মধ্যে সতীদাহপ্রথা বড় বিরল। শিখগণের আদিগ্রন্থে লিখিত আছে, যাঁহারা সহমৃতা হন, প্রকৃত সতী তাঁহারা নহেন। পতির বিয়োগে যাঁহারা চিরদিন ভগ্নহৃদয়ে শোক সহ্য করিয়া থাকেন, তাঁহারাই প্রকৃত সতী। কিন্তু এইরূপ উপদেশ সত্ত্বেও মধ্যে মধ্যে শিখরমণীগণ মৃত স্বামীর অনুগমন করিতেন। শিখরাজ সুচেত সিংহের মৃত্যুতে তাঁহার ৩০০ স্ত্রী সহমৃতা হইয়াছিলেন। রণজিত সিংহের মৃত্যুতেও তাঁহার চারি জন রাণী সহমরণে গিয়াছিলেন। প্রত্যেক রাণীই অতীব অনুরাগে ও প্রফুল্লতার সহিত চিতানলে দেহ সমর্পণ করিয়াছিলেন। [অনুমরণ শব্দ দেখ।]

খড়্গসিংহের বহু অনুনয় বিনয় ও বাদপ্রতিবাদসত্ত্বেও রাণীরা নিজ নিজ দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হন নাই। তাঁহাদের সহমরণশয্যা বাসর-শয্যার ন্যায় বিবিধ কুসুমে সুশোভিত করা হইয়াছিল। রাণীগণ বিবিধ অলঙ্কার ও বহুমূল্য বসন পরিধান করিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্মশানের অভিমুখে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণ ও শিখ-পুরোহিতগণ মন্ত্রাদি উচ্চারণ-পূর্ব্বক তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ইরাবতী নদীর পবিত্র তটে বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপ অপূর্ব্ব পবিত্র বহুল দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এমন কি, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আলেকসন্দারও এইরূপ দৃশ্য দেখিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক ও রোমক ঐতিহাসিকগণ উহা সমুজ্জল চিত্রের ন্যায় পরিস্ফুট ভাষার সাহায্যে বর্ণনাকৌশলে লিখিয়া রাখিয়াছেন। রণজিৎপত্নীগণের মধ্যে দুইটী রাণীর বয়স ১৬ বৎসরের অধিক ছিল না। তাঁহাদের অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ও অটল দৃঢ়তা এবং প্রফুল্ল পঙ্কজের ন্যায় প্রফুল্ল মুখচ্ছবি দেখিয়া দর্শক মাত্রই বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। চন্দন-কাষ্ঠে চিতা সজ্জিত হইয়াছিল। রাজকীয় সৈন্যগণ বিবাহে শোভা যাত্রার ন্যায় শ্মশান-প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিল। রাণীগণের উজ্জ্বল মুখের পবিত্রতায় দর্শকমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয় রাজকীয় কর্ম্মচারিগণ এই দৃশ্য দর্শনে একবারে অবাক্ হইয়াছিলেন। রাণীগণ হাসিতে হাসিতে চিতার অনলে প্রবেশ করিলেন, আগুণ ধক্ ধক্ জ্বলিয়া উঠিল, তাঁহারা যেন মহাশান্তির সুখময় ক্রোড়ে সানন্দে ঘুমাইয়া পড়িলেন; দেখিতে দেখিতে চিতার অনল পতিসহ সতীগণকে ভস্মে পরিণত করিয়া ফেলিল। ইহাদের এক জনের নাম কুন্দন, ইনি নূরপুরের মহারাজ সমসের সিংহের কন্যা, দ্বিতীয়ার নাম হিন্দেরী, ইনি নূরপুরের মিঞা পদ্মসিংহের কন্যা, তৃতীয়ার নাম রাজকুমারী ইনি চাইনপুরের সরদার জয়সিংহের কন্যা, চতুর্থার নাম বায়াস্তলী।

প্রাচীন শাকদ্বীপবাসীদিগের মধ্যেও এই প্রথা যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। সুপ্রাচীন থ্রেসীয়, জিট ও শাকগণ 'সতীর' গৌরবে গৌরবান্বিত ছিলেন। ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দিওদোরাস লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্ট জন্মের ৩ শত বর্ষেরও বহুপূর্ব্বে ইউমেনিসের সেনাবাহিনী মধ্যে এইরূপ একটী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল (Diodorus Siculus, lib xix. chapter II) আরিষ্টোবিউলাস ও ওনেসিক্রিটাসের লিখিত বিবরণীর উল্লেখ করিয়া ষ্ট্রাবো সতীমাহাত্ম্যের ক্ষীণ-স্মৃতি পাশ্চাত্য-জগতে বিকাশ করিয়া গিয়াছেন। আরিষ্টোবিউলাস্ তক্ষশিলাবাসিনী পতিহীনা রমণীগণের আত্মোৎসর্গপ্রথার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সিসিরো তাহার 'টাসকিউলিয়ান্ ডিসপিউটেসন' গ্রন্থে এবং ৬৬ খৃষ্টাব্দে প্রপার্ক রচিত নীতিমালায় ভারতীয় সতীদিগের সহমরণ-কাহিনী উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত আছে। প্রোপার্সিয়াস্ বর্ণিত সতীকাহিনী রামুসিওর লেখনীতে লিপিবদ্ধ আছে। নিম্নোক্ত কবিতা পাঠ করিলে জানিতে পারা যায় যে, ভারতীয় সতীর কীর্ত্তি ১২০০

বৎসর পূর্ব্বে সুসভ্য রোমানেরা কিরূপ মর্য্যাদার চক্ষে দেখিতেন! যে দৃশ্য দাম্পত্য-প্রণয়ের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া একদিন সমগ্র জগৎকে মাতাইয়া ছিল।

'Uxorum fusis stat pia turba comis;
Et certamen habit lædi, quæ viva sequatur
Conjugium; pudor est non licuisse mori.
Ardent victrices, et flammæ pectora præbent,
Imponuntque suis ora perusta viris,'—P. 80.

উত্তর-দেশবাসী দিনেমারগণ এই সতী-কাহিনী তাহাদের দেশের বল্দারের উপাখ্যানে বিবৃত রাখিয়াছে। বল্দারের সুন্দরী পত্নী নান্না স্বামীর মৃত্যুতে স্বীয় জীবন অসার জ্ঞান করিয়া তাঁহার চিতাগ্নিতে নিজ দেহ ভস্মীভূত করিয়াছিলেন।

শাকদ্বীপবাসীরা জানে, যে স্ত্রী অনন্তকাল-স্বামি-প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী ও তাঁহার সুখদুঃখভাগিনী সেই রমণীই সতী। স্ত্রীলোকেরাও পরলোকে স্বামিসঙ্গলাভ করিবার আশায় স্বামীর মৃতদেহের সহিত কবর মধ্যে দেহরক্ষা করিতে অগ্রসর হয় (Herod. iv. 17) থেসীয়দিগের মধ্যে সাধারণতঃ বহু বিবাহ প্রচলিত। ঐ সকল পত্নীগণের মধ্যে যে সর্ব্বাপেক্ষা স্বামীর প্রিয়তমা হইত, মৃতের কোন নিকটাত্মীয় তাহাকে স্বহস্তে ঐ সমাধির উপর নিহত করিয়া তৎপরে মৃত-স্বামি-দেহের সহিত একত্র নিহিত করিত।

চীনদেশের তাতার-কুলোদ্ভবদিগের মধ্যে শাকদ্বীপীয় সতী-প্রথা অদ্যাপিও বলবৎ রহিয়াছে। এখানে সম্ভ্রান্তবংশীয় ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশেষতঃ রাজপুরুষদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কেবল তাঁহার স্ত্রী বলিয়া নহে, ঐ সঙ্গে তাঁহার অনুচরদিগকেও মৃত্যুমুখে প্রেরণ করা হইত। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ চুনৎ-ছির মৃত্যু হইলে তাঁহার অনুচরবর্গ পরলোকে সম্রাটের কার্য্যে নিযুক্ত হইবার আশায় আপনাপনি কাটাকাটি করিয়া মরিয়াছিল।

আর একটী স্থলে কোন রমণী পরলোকে মৃতস্বামীর সঙ্গলাভের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে অভিলাষিণী হইলে তাহার আত্মীয়বর্গ প্রথমে তাহাকে পুনরায় বিবাহ দেওয়ার ন্যায় কতকগুলি অনুষ্ঠানে ব্রতী করে। তৎপরে বিবাহকালে যেমন কন্যাকে বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত করিয়া বাদ্যোদ্যমের সহিত পতাকাদি শোভাযাত্রাপূর্ব্বক পথে বাহির করা হয়, বিধবাকে আর তদ্রূপ সাধারণের নয়ন-পথের অন্তরাল করিয়া লইয়া যাওয়া হয় না। রমণীগণ ও বালিকারা সাধারণতঃ এই সমারোহের যাত্রায় তাহার পশ্চাদ্‌গামী হয়। চীনরমণীদিগের পাদতল ক্ষুদ্র, এই কারণে তাহারা সরলভাবে হাঁটিতে পারে না। মাতা ও কন্যা পিতা বা পুত্রের স্কন্ধে, ভগিনীরা ভ্রাতার স্কন্ধে হাত দিয়া সেই ক্ষুদ্র পায়ের সাহায্যে হেলিতে দুলিতে চলিতে থাকে। দেখিলেই বোধ হয় যেন তাহারা ঐ বিধবাকে রমণীকুলের গৌরব মনে করিয়া উল্লাসে নৃত্য করিতেছে অথবা শোকে কাতর হইয়া চলৎশক্তিহীনের ন্যায় অপরের স্কন্ধে দেহভার বিন্যস্ত করিয়া লুটাইয়া চলিতেছে।

যাত্রীর দল তাঞ্জামে করিয়া ঐ সতীকে মধ্যস্থানে আনয়ন করিলে সতী স্বয়ং গাত্রোত্থান করিয়া তাহার জন্য নির্ম্মিত সম্মুখস্থ মঞ্চোপরি আরোহণ করে। মঞ্চটী দুইভাগে নির্ম্মিত, প্রথমাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অতি সামান্য উচ্চ। ঐ স্থানে সতীর জন্য একটী মেজের উপর নানা সুখাদ্য সজ্জিত থাকে। অপর ভাগ ইহা অপেক্ষা উচ্চ। এই স্থানে কেবল মাত্র গলায় ফাঁস দিবার জন্য মঞ্চের ছাদের বাঁশ হইতে দড়ি ঝুলান থাকে। তাহারই নিম্নে একখানি চেয়ার। ঐ চেয়ারে দাঁড়াইয়া সতী নিজ হস্তে গলায় ফাঁস লাগাইয়া রজ্জুসংলগ্ন লোহিতবর্ণ রেশমের রুমাল খানি দ্বারা স্বীয় মুখে আবৃত করিয়া দেয়। এই ঘটনার গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিবার জন্য মঞ্চের সমগ্র ছাদ ও পার্শ্বদেশ কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাচ্ছাদনে আবৃত রাখা হয়।

নিম্ন মঞ্চে ঐ রমণী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে মঞ্চে বসিয়া অন্তিম ভোজন করে। তখন ঐ স্থলে বর্ত্তমান সময়ে চীন রাজকর্ম্মচারীরা আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পূর্ব্বে এইরূপ "সতীর" সময়ে রাজাদেশে দুই জন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ উপস্থিত থাকিতেন। পরে ঐরূপ একটী ঘটনার শেষ মুহূর্ত্তে সতীর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিলে উক্ত রাজপুরুষেরা বিশেষ মনঃক্ষুণ্ণ হন এবং তদবধি তাহারা ঐ সময়ে তাহাদের একজন নিম্নতম কর্ম্মচারীকে পাঠাইয়া দেন। ভোজন শেষ হইলে সতী ধীরে ধীরে উপরের মঞ্চে উঠে এবং নিজ ভ্রাতা প্রভৃতি নিকটাত্মীয়ের নিকট সস্নেহে বিদায় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত কেদারায় দাঁড়াইয়া গলায় রজ্জু লাগাইয়া দেয়। নিজে রজ্জু ধরিতে অশক্ত হইলে, তাহার ভ্রাতা বা অন্য কেহ গিয়া গলায় ফাঁস পরাইয়া আসে। এইরূপে তাহার দেহাবসান ঘটিলে রজ্জু কাটিয়া সতীদেহ ভূমে নামান হয় এবং দেহ পালকীতে বহিয়া নিকটস্থ মন্দির সমক্ষে লইয়া যায়। সতীর পূতদেহে পবিত্র ঐ রজ্জু খণ্ড খণ্ড করিয়া দর্শকমণ্ডলীকে অর্পণ করা হয়। ঐ রজ্জু লইবার প্রত্যাশায় লোকে সেই জনতার মধ্যে বিশেষ হুড়াহুড়ী করে। তদনন্তর তাহারা ঐ সতীর শেষ মূর্ত্তি দেখিবার জন্য সদলে মন্দিরাভিমুখে ধাবিত হয়।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বালি ও লম্বকদ্বীপে এখনও ব্রহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রবলভাবে প্রচলিত। এখানে এখনও সতীদাহপ্রথা

যে ভাবে প্রচলিত আছে, সে ভাব ভারতে এখন আর দৃষ্ট হয় না। কেবল বিধবা পত্নী নহে, এখানে ক্রীতদাস দাসীরাও স্বীয় প্রভুর প্রজ্বলিত চিতায় আরোহণ করিয়া দেহত্যাগ করে। চিতানলে দাহ ব্যতীত কখন কখন কিরিচ নামক ছুরিকা দ্বারা ঐ নারীকে নিহত করা হয়। লম্বকদ্বীপে বিধবা রমণীরা চিতানলে অনুগমনাপেক্ষা কিরিচ-বিদ্ধ হইয়া পতির অনুবর্ত্তিনী হওয়াই বিশেষ সিদ্ধিপ্রদ বলিয়া বিবেচনা করে। এখানে কেবল পুরোহিতের পত্নীরা আত্মোৎসর্গ করেন না, কিন্তু যাঁহারা বিশেষ ধনশালী বা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁহাদের বিধবা পত্নীরাই মৃত-স্বামীর চিতায় দেহরক্ষা করিয়া "সতী" খ্যাতি লইতে সমর্থ হন। ঐ সময়ে মৃতের চিতার পার্শ্বে একটী বংশমঞ্চ নির্ম্মিত হয়। বিধবা রমণী ঐ মঞ্চে আরোহণের পূর্ব্বে পরলোকে স্বামীর সঙ্গলাভের জন্য কতকগুলি ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠান করেন। তাহার সেই অনুষ্ঠান গুলি শেষ হইয়া আসিলে চিতায় অগ্নি সংযোগ করা হয়। মৃতদেহ দগ্ধীভূত করিয়া চিতানল প্রবলভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে বিধবা-পত্নী ঐ মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্ব্বক অগ্নিগর্ভে আত্ম-জীবন উৎসর্গ করেন।

কিরিচ দ্বারা নিহত হইয়া অনুগমনপ্রথা অতীব বর্ব্বর জনোচিত। মৃত্যুর পরদিন মৃতদেহ মঞ্চে রাখিয়া স্নান করান হয়। পুরোহিত তাহার উপর পূতবারি সিঞ্চন এবং চম্পক ও কনক পুষ্প প্রদান করিতে করিতে মন্ত্রোচ্চারণ করেন। তদনন্তর তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে রঞ্জিত চাউলগুড়া বিলেপন করিয়া তদুপরি কুট্টিত পুষ্পাচ্ছাদন দেওয়া হয়। এই সময়ে রমণীমণ্ডলে পরিবৃত হইয়া বিধবা নারী ধীর গম্ভীর মূর্ত্তিতে তথায় আগমন করে। তৎকালে তাহার দেহ শ্বেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও পুষ্পমাল্য বিভূষিত থাকে। অনন্তর উপস্থিত রমণীরা সতীর হস্তে এক একটী ফুলের তোড়া দেয় ও তাহা পুনরায় গ্রহণ করে। ইহার পর সতী পতিসঙ্গলাভের আশায় ভগবানের আরাধনা করিয়া স্বীয় স্বামীর মৃতদেহের নিকট উঠিয়া যায় এবং তাহার মুখ হইতে পাদ পর্য্যন্ত সকল অবয়বই চুম্বন করিয়া পুনরায় নিজ স্থানে ফিরিয়া আসে।

অতঃপর উপস্থিত রমণীরা হস্তের অঙ্গুরীয়ক গুলি খুলিয়া লইলে সতী স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা স্বীয় বক্ষ আবরিত করে এবং তখন দুইজন রমণী তাহাকে জাপটাইয়া ধরে। এই সময়ে সতীর দেহে কিরিচ বসাইবার জন্য তাহার একটী ভ্রাতাকে মনোনীত করা হয়। ঐ ভ্রাতা প্রথমে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি স্বামীর অনুগামিনী হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আছ কি না। তাহাতে বিধবা ঘাড় নাড়িয়া প্রত্যুত্তর প্রদান করিলে ঐ ভ্রাতা তাহাকে হত্যাকরণ জন্য অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তদ্দণ্ডেই কিরিচ লইয়া তাহার বাম বক্ষে আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঐ আঘাত তাহার বক্ষ স্পর্শ করে মাত্র, বেশী দূর পর্য্যন্ত যায় না, তদনন্তর অপর এক ব্যক্তি আসিয়া ঐ ছুরিকা আমূল বক্ষে বসাইয়া দেয়। তারপর তাহার স্কন্ধে অপর একটী আঘাত করা হয়, তাহাতেও তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে বহির্গত না হইলে তাহার দেহে আরও দুই বা তিনবার ছুরিকাঘাত করা হয়। দেহ নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িলে ঐ শব তাহার স্বামীর পার্শ্বে আনিয়া রাখে এবং পতিপত্নীর উভয়ের দেহ ধুনা ও ধূপাদি গন্ধানুলেপন দ্বারা আবৃত করিয়া শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদিত করে। ঐ রূপে কয়দিন একটী ক্ষুদ্র গৃহে দেহদ্বয় রক্ষা করিয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহাদিগকে একত্র দাহ করা হয়।

সহমাতৃক (ত্রি) মাত্রা সহ বর্ত্তমানঃ, কপ্ সমাসান্তঃ, সহশব্দস্য সাদেশো নঃ। সমাতৃক, মাতার সহিত বর্ত্তমান, মাতৃযুক্ত, মাতৃবিশিষ্ট।

সহমান (ত্রি) ১ সমর্য্যাদ। মানের সহিত, বিনা গোলমালে, ভালয় ভালয়। ২ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। (ছান্দোগ্য উপ° ৩।১৫।২) স্ত্রিয়াং টাপ্। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ২।২৫।২)

সহমূর (ত্রি) সহমূল লস্য র। মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "সহমূরান্ ক্রব্যাদঃ" (ঋক্ ১০।৮৭।১৯) 'সহমূরান্ মূলেন সহিতান্ মারকব্যাপারেণ যুক্তান্' (সায়ণ)

সহমূল (ত্রি) মূলেন সহ। সমূল, মূলের সহিত, মূলযুক্ত। "রক্ষঃ সহমূলমিন্দ্র" (ঋক্ ৩।৩০।১৭)

সহমৃতা (স্ত্রী) ভর্ত্রা সহ মৃতা। স্বামীর সহিত যে স্ত্রী মৃতা হন, যে স্ত্রী সহমরণ করেন। [সহমরণ দেখ।]

সহযশস্ (ত্রি) যশসা সহ। যশস্বৎ, যশোযুক্ত, যশোবিশিষ্ট। (তৈত্তিরীয়স° ৪।৪।১২।২)

সহযায়িন্ (ত্রি) সহ যাতীতি যা-ণিনি। মিলিতগামী, যাহারা মিলিত হইয়া গমন করে।

সহযুজ্ (ত্রি) সহযুক্ত। একত্র।

সহযুধ্বন্ (ত্রি) সহ-যুধ-(সহেচ। পা ৩।২।৯৬) ইতি কনিপ্। সহযুদ্ধকারী।

সহর (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সহর্ (পারসী) প্রধান নগর।

সহর-কোতোয়াল (পারসী) সহরের অধ্যক্ষ বা পরিদর্শক রাজকর্ম্মচারীবিশেষ। বর্ত্তমান Commissiouor of Police পদ।

সহরক্ষস্ (ত্রি) অগ্নি ও অসুর।

সহরতলী (পারসী) উপকণ্ঠ, সহরের সীমাদেশ।

সহরসা (স্ত্রী) সহ রসো যস্যা। মুদ্গপর্ণী, চলিত মুগানী।

সহরাজক (ত্রি) সরাজক, রাজার সহিত বর্ত্তমান, রাজযুক্ত।
সহরি (অব্য) হরেঃ সদৃশং, সদৃশার্থে অব্যয়ীভাবঃ। ১ হরির সদৃশ। (পুং) ২ সূর্য্য। ৩ বৃষ।
সহরুণ (পুং) চন্দ্রাখ্যভেদ।
সহর্ষ (পুং) সহ হর্ষো যত্র। ১ স্পর্দ্ধন। ২ হর্ষ। (ত্রিকা°) হর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। (ত্রি) ৩ হর্ষযুক্ত, হর্ষবিশিষ্ট। আনন্দযুক্ত।
সহর্ষভ (ত্রি) বৃষযুক্ত (ধেনু)। স্ত্রিয়াং টাপ্।
(তৈত্তিরীয়স° ২।৬।৭।৩)
সহল্ (আরবী) সহজ, সাধারণ, সামান্য।
সহলনীয় (ত্রি) হলযোগে কর্ষণীয়।
সহলোকধাতু (পুং) বৌদ্ধলোকভেদ। পৃথিবীভেদ।
সহবৎস (ত্রি) বৎসের সহিত, বৎসযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহবৎসা = ধেনু।
সহবসতি (স্ত্রী) একত্রাবস্থান।
সহবসু (পুং) অসুরভেদ। (ঋক্ ২।১৩।৮ সায়ণ)
সহবহ (ত্রি) একত্র বহন। (ঋক্ ৭।৯৭।৬)
সহবাচ্য (ত্রি) একত্র কথনযোগ্য। (লাট্যা° ১।১১.২৬)
সহবাদ (পুং) সহ-বদ-ঘঞ্। একত্র কথন। পরস্পরে তর্ক বা বাদানুবাদ।
সহবাস (পুং) সহ-বস্-ঘঞ্। একত্র অবস্থিতি, একসঙ্গে বাস। সঙ্গম।
সহবাসিক (ত্রি) একত্র বাসকারী। একত্র বাসযুক্ত।
সহবাসিন্ (ত্রি) সহ বসতি বস-ণিনি। একত্র বাসকারী, একত্রাবস্থানকারী, যাহারা একত্র বাস করে।
সহবাহ্ (ত্রি) মিলিত হইয়া বহনকারী। "অশ্বা বৃহস্পতিং সহবাহো বহন্তি" (ঋক্ ৭।৯৭।৬) 'সহবাহঃ সংহত্য বাহকাঃ'
সহবীর (ত্রি) পুত্র সহিত। "ধাতা রয়িং সহবীরং" (ঋক্ ৩।৫৪।১৩) 'সহবীরং পুত্রসহিতং' (সায়ণ)
সহবীর্য্য (ক্লী) বীর্য্য সহিত। সদর্প।
সহব্রত (ত্রি) সহ ব্রতং যস্য। একত্র ব্রতাচরণকারী। সাহত ব্রতকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সহব্রতা = সহধর্ম্মিণী।
সহশয্যা (স্ত্রী) শয্যার সহিত।
সহশয্যাসনাশন (ত্রি) শয্যা, আসন ও ভোজনের সহিত, শয্যা, আসন ও অশনের সহিত বর্ত্তমান।
"এতে যৌনেন সংবদ্ধাঃ সহশয্যাসনাশনাঃ।
বৃষ্ণয়স্তুল্যতাং নীতা অস্মদ্দত্তনৃপাসনাঃ॥" (ভাগ° ১০।৬৮।২৫)
সহশেয্য (ক্লী) সহশয়ন, একত্র শয়ন।
"সমানে যোনৌ সহশেয্যায়" (ঋক্ ১০।১০।৭)
'সহশেয্যায় সহশয়নার্থং' (সায়ণ)

সহস্ (পুং) সহতে ইতি (সহতে রসুন্। উণ্ ৪।১৮৮) ইতি অসুন্। ১ মার্গশীর্ষমাস, অগ্রহায়ণ মাস। (উজ্জ্বল) ২ জ্যোতিঃ। ৩ বল। (শব্দরত্না°)
সহসংবাদ (পুং) সংবাদ সহিত, সংবাদযুক্ত, বার্ত্তাবিশিষ্ট।
সহসংবাস (পুং) একত্র বাস।
সহসংসর্গ (পুং) পরস্পরে চর্ম্মসংঘর্ষ। পরস্পরে সহবাস।
সহসম্প্রাতবৃদ্ধ (পুং) একত্রজাত ও পরিবৃদ্ধ।
সহসম্ভলা (স্ত্রী) প্রেমার্থীযুক্ত। প্রণয়ী সহিত।
(অথর্ব্ব ১৪।১।১৯)
সহসম্ভব (পুং) সহজ। সহজন্মন্। একত্রজাত।
সহসা (অব্য) হঠাৎ। পর্য্যায়—অতর্কিত, অকস্মাৎ। (শব্দরত্না°) নীতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সহসা কোন কার্য্য করিতে নাই, সহসা কার্য্য করিলে তাহার অনেক দোষ হয়, এইজন্য বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা আবশ্যক।
"সহসা বিদধীত নক্রিয়ামবিবেকঃ পরমাপদাং পদং।
বৃণুতে হি বিমৃশ্যকারিণং গুণলুব্ধাঃ স্বয়মেব সম্পদঃ॥" (ভারবি)
(ত্রি) ২ হাস্যযুক্ত, সহাস্য। (মাঘ ৬।৫৭)
সহসাদৃষ্ট (ত্রি) হঠাৎ দৃষ্ট, যাহা হঠাৎ দেখা যায়। (পুং) ২ দত্তকপুত্র।
সহসান (পুং) সহতে ইতি সহ (ঋঞ্জিবৃধি মন্দি সহিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ২।৮৭) ইতি অসানচ্। ১ ময়ূর। ২ যজ্ঞ। (ত্রি) ৩ ক্ষমাযুক্ত। "(উজ্জ্বল) ৪ শত্রুদিগের অভিভবকারী। "মানস্তু সূনুঃ সহসানেহগ্নৌ" (ঋক্ ১।১৮২।৮) 'সহসানে শত্রূণামভিভবিতরি' (সায়ণ)
সহসামান্ (ত্রি) বেদত্রয়তেজঃ সহিত। "দেবাঃ সহসামানমর্কং" (ঋক্ ১০।১১৪।১) 'সহসামানং সাম শব্দ উপলক্ষকঃ, বেদত্রয়তেজঃসহিতং। সর্ব্বং তেজঃ সামরূপং হ শশ্বদিত্যাম্নানাৎ' (সায়ণ)
সহসাবৎ (ত্রি) সহস্বৎ, তেজোযুক্ত, বলযুক্ত।
"সোম রায়ো ভাগং সহসাবন্" (ঋক্ ১।৯১।২৩)
'সহসাবন্ সহঃ শব্দান্মতুপি ছন্দসি আকারোপজনঃ' (সায়ণ)
সহসিদ্ধ (ত্রি) জন্ম হইতে সিদ্ধ।
সহসিন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত। "ভদ্রং তে অগ্নে সহসিন্" (ঋক্ ৪।১১।১) 'হে সহসিন্ বলবন্' (সায়ণ)
সহসূক্তবাক্ (ত্রি) মন্ত্রসূক্তের বাক্যবিশিষ্ট (যজ্ঞ)।
(অথর্ব্ব ৭।৯৭।৬)
সহসেবিন্ (ত্রি) সহ সেবতে ইতি সেব-ণিনি। সহসেবাকারী, একত্র সেবাকারী।
সহসোদ্গত (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ।

সহসোম (ত্রি) সোমের সহিত। "সহসোমা ইন্দ্রায়" (শুক্লযজুঃ ৮।১১) 'সহসোমা সোমেন সহিতা' (মহীধর)

সহস্কৃৎ (ত্রি) বলকারক। "সহস্বতঃ সহস্কৃতং" (শুক্লযজুঃ ৩।১৮) 'সহস্কৃতং সহো বলং করোতীতি সহস্কৃৎ তং' (মহীধর)

সহস্কৃত (ত্রি) বল দ্বারা কৃত, বলদ্বারা মথিত, বলদ্বারা যাহা করা হয়। "সহস্কৃতং সোমপেয়ায় সন্ততঃ" (ঋক্ ১।৪৫.৯)

"সহস্কৃতং বলেন মথিতং সহতে অভিভবত্যনেনেতি সহো তেন ক্রিয়তে ইতি সহস্কৃতং (সায়ণ)

সহস্ত (ত্রি) হস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। হস্তের সহিত বর্ত্তমান, হস্তযুক্ত, হস্তবিশিষ্ট।

সহস্তোম (ত্রি) স্তোমের সহিত বর্ত্তমান, ত্রিবৃৎ ও পঞ্চদশাদি স্তোমের সহিত বর্ত্তমান।

"সহস্তোমাঃ সহচ্ছন্দস আবৃতঃ" (ঋক্ ১০।১৩০।৭)

'সহস্তোমাঃ ত্রিবৃৎপঞ্চদশাদিভিঃ সহ বর্ত্তমানাঃ' (সায়ণ)

সহস্থ (ত্রি) একত্র স্থিতিযুক্ত।

সহস্থান (ক্লী) একত্র অবস্থিতির স্থান।

সহস্থিত (ত্রি) একত্রাবস্থিত। সহস্থ।

সহস্য (পুং) সহসি বলে সাধুঃ তত্র সাধুরিতি যৎ। ১ পৌষমাস। (অমর)

সহস্র (ক্লী) সহো বলমস্ত্যস্মিন্নিতি সহস্-র। সহো বলনামসু-ব্যাখ্যাতং রো মত্বর্থীয়ঃ। সংখ্যাবিশেষ, দশশত সংখ্যা, চলিত হাজার। এই বাচক শব্দ জাহ্নবীবক্ত্, শেষশীর্ষ, পদ্মছত্র, রবিকর, অর্জ্জুন, বেদশাখা, ইন্দ্রবৃষ্টি। (কবিকল্পলতা)

সহস্রক (ত্রি) সহস্র শীর্ষবিশিষ্ট। [সহস্রকরপন্নেত্র দেখ।]

সহস্রকর (পুং) সহস্রং করা যস্য। সহস্রকিরণ।

সহস্রকরপন্নেত্র (পুং) সহস্রহস্ত, পদ ও নেত্রযুক্ত।

"মোহজালমপাস্যেহ পুরুষো দৃশ্যতে হি যঃ।

সহস্রকরপন্নেত্রঃ সূর্য্যবর্চ্চাঃ সহস্রকঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য স° ৩.১১৯)

সহস্রকাণ্ড (ত্রি) সহস্রং কাণ্ডানি যস্য। সহস্রসংখ্যক কাণ্ডযুক্ত।

সহস্রকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সহস্রকিরণ (পুং) সহস্রং কিরণানি যস্য। সূর্য্য। (হলায়ুধ)

সহস্রকৃত্বস্ (অব্য°) সহস্রং বারার্থে কৃত্বস্। সহস্রাবৃত্তি, সহস্রবার, হাজারবার।

"সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।

মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্বচেবাহির্বিমুচ্যতে॥" (মনু ২।৭৯)

সহস্রবার করিয়া যদি গায়ত্রী জপ করা হয়, তাহা হইলে মহৎপাপও একমাসের মধ্যে বিনষ্ট হয়।

সহস্রকেতু (ত্রি) অনেক ধ্বজবিশিষ্ট, বহু পতাকাযুক্ত। বা ধনের জ্ঞাপয়িতা। "সহস্রকেতুং বনিনং শতদ্বসুং" (ঋক্ ১।১১৯।১) 'সহস্রকেতুং অনেকধ্বজং বা সহস্রস্য ধনস্য কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং' (সায়ণ)

সহস্রগু (ত্রি) গো-সহস্রপরিমিত ধন, যাহার হাজার গরু আছে।

"যোঽনাহিতাগ্নিঃ শতগুরযজ্বা চ সহস্রগুঃ।

তয়োরপি কুটুম্বাভ্যামাহরেদবিচারয়ন্॥" (মনু ১১।১৪)

'সহস্রগুঃ গোসহস্রপরিমিতধনঃ' (কুল্লূক) (পুং) ২ সূর্য্য, সহস্রকিরণ। (বৃহৎস ২৮।১৮)

সহস্রগুণ (ত্রি) ১ সহস্রগুণযুক্ত, হাজার গুণ।

সহস্রগুণিত (ত্রি) সহস্র দ্বারা গুণিত, যাহাকে হাজার দ্বারা গুণ করা হইয়াছে।

সহস্রচক্ষুস্ (পুং) সহস্রং চক্ষুংষি যস্য। ইন্দ্র, সহস্রনেত্র-যুক্ত ইন্দ্র।

সহস্রচরণ (ত্রি) সহস্রং চরণানি যস্য। বিষ্ণু, সহস্রপাদ।

সহস্রচিত্য (পুং) রাজভেদ। (ভারত অনু° প°)

সহস্রচেতস্ (পুং) সহস্রচিত্ত, বিষ্ণু।

সহস্রজিৎ (ত্রি) সহস্রং জয়তি জি-ক্বিপ্, তুক্চ। ধনজেতা বা সহস্র সংখ্যক শত্রুজয়কারী। "দেবো দেবৈঃ সহস্রজিৎ" (ঋক্ ১।১৮৮।১) 'সহস্রজিৎ সহস্রস্য ধনস্য এতৎসংখ্যকানাং শত্রূণাং বা জেতা' (সায়ণ) (পুং) ৩ বিষ্ণু। (হেম)

সহস্রজ্যোতিস্ (পুং) সুভ্রাজের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সহস্রণী (পুং) যিনি যুদ্ধস্থলে সমীপস্থিত সহস্র রথীকে রক্ষা করিতে পারেন, ভীষ্ম।

"তদোপসংহৃত্য গিরঃ সহস্রণী

বিমুক্তসঙ্গং মন আদিপুরুষে।" (ভাগবত ১।৯।৩০)

'সহস্রণীঃ যুদ্ধে সমীপস্থান্ সহস্রং রথিনোনয়তি পালয়তি ইতি সহস্রণী ভীষ্মঃ' (স্বামী)

ভীষ্মদেব যুদ্ধস্থলে নিকটস্থিত রথীকে রক্ষা করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিতেন, এইজন্য তাঁহাকে সহস্রণী কহে।

সহস্রনীতি (ত্রি) সহস্রনয়ন। "সহস্রনীতির্যতিঃ" (ঋক্ ৯।৭১।৭) 'সহস্রনীতিঃ সহস্রনয়নঃ' (সায়ণ)

সহস্রতম (ত্রি) সহস্র পূরণার্থে তমপ্। সহস্রসংখ্যার পূরণ।

সহস্রতয় (ক্লী) সহস্রসংখ্যা। (শিশুপালবধ ৯।৮০)

সহস্রদ (ত্রি) সহস্রং দদাতি দা-ক। গোসহস্রদাতা বা বহুপ্রদ, যিনি অনেক দান করেন।

"বেদার্থবিৎ প্রবক্তা চ ব্রহ্মচারী সহস্রদঃ।" (মনু ৩।১৩৩)

'সহস্রদঃ দেয়বিশেষানুপাদানেঽপি গাবো বৈ যজ্ঞস্য মাতর ইত্যাদি বিশেষপ্রবৃত্তপ্রতিদর্শনাৎ গোসহস্রদাতা বহুপ্রদো বা' (কুল্লূক) যিনি সহস্র দান করেন, ইহাতে দেয় বিশেষের

কোন উল্লেখ না থাকিলেও 'গরু যজ্ঞের মাতৃস্বরূপ' এইরূপ শ্রুতি আছে বলিয়া গোসহস্রপ্রদানকারীকে সহস্রদ কহে।

সহস্রদংষ্ট্র (পুং) সহস্রং দংষ্ট্রা যস্য। পাঠীন মৎস্য, বোয়াল-মাছ, চিতলমাছ। (অমর)

সহস্রদংষ্ট্রিন্ (পুং) সহস্রদংষ্ট্রা সন্ত্যস্যেতি ইনি। বোদাল মৎস্য, বোয়ালমাছ।• (শব্দরত্না°)

সহস্রদক্ষিন্ (ত্রি) সহস্রং দক্ষিণা যস্য। যাগভেদ, সহস্র দক্ষিণাযুক্ত যাগ। (ঋক্ ১০।৩৩।৫)

সহস্রদল (ক্লী) সহস্রদলবিশিষ্ট পদ্ম, যে পদ্মের অনেক পাপড়ী থাকে, তাহাকে সহস্রদল কহে। (ত্রি) ২ সহস্রপত্রবিশিষ্ট।

সহস্রদাবন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক ধনদাতা। "ইন্দ্রঃ সহস্র-দাব্নাং বরুণঃ" (ঋক্ ১।১৭।৫) 'সহস্রদাব্নাং সহস্রসংখ্যক-ধনপ্রদানাং' (সায়ণ)

সহস্রদৃশ্ (পুং) ১ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ২ সহস্রনয়ন ইন্দ্র।

সহস্রদোস্ (পুং) সহস্রং দোষো বাহবো যস্য। কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। (জটাধর)

সহস্রদ্বার (ত্রি) বহুদ্বারবিশিষ্ট, অনেক দ্বারযুক্ত গৃহ।

"সহস্রদ্বারং জগমা গৃহং তে" (ঋক্ ৭।৮৮।৫)

'সহস্রদ্বারং বহুদ্বারং' (সায়ণ)

সহস্রধা (অব্য) সহস্র প্রকারার্থে ধাচ্। সহস্রপ্রকার, বহুপ্রকার। (ঋক্ ১০।১১৪।৮)

সহস্রধার (ত্রি) সহস্রধারাযুক্ত, সহস্রধারাবিশিষ্ট, পাত্র।

সহস্রধারা (স্ত্রী) সহস্রং বহবো ধারা জলপ্রপাতা যত্র। দেবতাস্নানার্থ সহস্র ছিদ্রযুক্ত পাত্র গলিত জলধারা। দেবতার মহাস্নানকালে সহস্রধারা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে।

"সহস্রধারয়া দেবীং স্নাপয়ামি সুরেশ্বরীং।" (দুর্গোৎসবপদ্ধতি)

সহস্রধী (ত্রি) সহস্র বুদ্ধি যাহার। তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী।

সহস্রনয়ন (পুং) সহস্রং নয়নানি যস্য। ১ ইন্দ্র। (হলায়ুধ) ২ সহস্র নয়নযুক্ত।

"কিঞ্চাত্র বহুভিঃ সূক্তৈর্হেতুবাদৈঃ পুরন্দর।

সহস্রনয়নং দৃষ্ট্বা ত্বামেব সুরসত্তম॥" (ভারত ১৩।১৪।২০৪)

৩ বিষ্ণু। (ভাগবত)

সহস্রনামন্ (ক্লী) সহস্রং নামানি। সহস্র সংখ্যক নাম, মহাভারতাদিতে বিষ্ণুর সহস্র নাম, শিবের সহস্র নাম, দুর্গার সহস্র নাম বর্ণিত হইয়াছে। এই সকল সহস্র নাম পাঠ বা শ্রবণ করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয়। বিশেষতঃ বৈশাখ, কার্ত্তিক বা অগ্রহায়ণ মাসে বিষ্ণুর সহস্র নাম শ্রবণ অবশ্য বিধেয়। (ত্রি) সহস্রং নামানি যস্য। ২ বিষ্ণু। ৩ শিব। ৪ অম্লবেতস্। (ভাবপ্র°)

সহস্রনেত্র (পুং) সহস্রং নেত্রাণি যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ সহস্র চক্ষুঃ। ৩ বিষ্ণু।

সহস্রনেত্রাননপদবাহু (পুং) বিষ্ণু, সহস্রচক্ষুঃ আনন, পাদ, ও বাহুযুক্ত।

সহস্রপতি (পুং) সহস্রস্য পতিঃ। সহস্রের অধিপতি। যিনি সহস্র গ্রাম শাসন ও পালন করেন, তাহাকে সহস্রপতি কহে। রাজা দশপতি, শতপতি ও সহস্রপতি প্রভৃতি নিযুক্ত করিবেন, তাহারা সেই সেই গ্রামের শাসনাদি কার্য্য করিবেন।

"গ্রামস্যাধিপতিং কুর্য্যাদ্দশগ্রামপতিং তথা।

বিংশতীশং শতেশঞ্চ সহস্রপতিমেব চ॥" (মনু ৭।১১৫)

সহস্রপত্র (ক্লী) সহস্রাণি পত্রাণি যস্য। পদ্ম, সহস্রদল পদ্ম। (অমর)

সহস্রপর্ণ (ত্রি) সহস্রাণি পর্ণানি যস্য। ১ শর। (ঋক্ ৮।৬৬।৭) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ২ সহস্রসংখ্যক পত্রোপেত। সহস্রপত্রাচ্ছাদিত। ৩ বৃক্ষভেদ। (অথর্ব্ব ৬.১৩৯।১, ৮।৭।১৩)

সহস্রপাদ্ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য সংখ্যাসু পূর্ব্বস্যেতি পাদ-স্যান্তলোপঃ। ১ বিষ্ণু।

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৯)

৩ ঋষিবিশেষ। (ভারত ১।১০।৭)

সহস্রপাদ (পুং) সহস্রং পাদা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ সূর্য্য। ৩ কারণ্ড-পক্ষী। (মেদিনী)

সহস্রপোষ (পুং) সহস্র প্রকারে পোষণ।

সহস্রপোষিন্ (ত্রি) সহস্র সংখ্যক পোষণকারী।

সহস্রপোষ্য (ক্লী) সহস্রসংখ্যক পুরুষপোষক গোসমূহ বা পুত্র। "ব্রহ্মকৃদা স্তোত্রে সহস্রপোষ্যং" (ঋক্ ৬।৩৫।১)

'সহস্রপোষ্যং সহস্রসংখ্যকপুরুষপোষকং গোসমূহং পুত্রং বা' (সায়ণ)

সহস্রপ্রাণ (ত্রি) সহস্রপ্রাণযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৯।৪৬।৬)

সহস্রবল (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপু°)

সহস্রবাহবীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রবাহু (পুং) সহস্রং বাহবো যস্য। ১ বাণরাজ। ইনি বলির জ্যেষ্ঠ পুত্র। (ভাগবত ১০।৬২।২) ২ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন। ৩ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩১) (ত্রি) বহু বাহুযুক্ত।

"ততোঽহতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্ দিবং

সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ত্রিসূর্য্যদৃক্।" (ভাগবত ৪।৫।৩)

সহস্রবুদ্ধি (ত্রি) সহস্রধী।

সহস্রভক্ত (ক্লী) উৎসববিশেষ। (প্রাকতর° ৪।২৪৩)

সহস্রভর (ত্রি) ধনভর্ত্তা, ধনপতি। "তং নঃ সহস্রভরমুব রাসাং" (ঋক্ ৬।২০।১) 'সহস্রভরং সহস্রস্য ধনস্য ভর্ত্তারং' (সায়ণ)

সহস্রভাগবতী (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রভাব (পুং) সহস্র প্রকার অবস্থা। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৬।৩২)

সহস্রভুজ (পুং) সহস্রং ভুজা যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ কার্ত্ত-বীর্য্যার্জ্জুন। ৩ বলিপুত্র বাণরাজ।

সহস্রভুজা (স্ত্রী) সহস্রং ভুজা যস্যাঃ। মহালক্ষ্মী, এই দেবী মহিষাসুরমর্দ্দিনী। ইনি যুদ্ধকালে সহস্রভুজা হইয়া থাকেন। চণ্ডীপাঠকালে ইঁহার পূজা করিতে হয়। এই দেবীর পূজা করিলে সকল প্রকার হিত সাধিত হইয়া থাকে। ইঁহার ধ্যান—

"শ্বেতাননা নীলভুজা সুশ্বেতস্তনমণ্ডলা।
রক্তমধ্যা রক্তদেহা নীলজঙ্ঘোরুতালুকা॥
চিত্রানুলেপনা কান্তা সর্ব্বসৌভাগ্যদায়িনী।
অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা রণে॥
আয়ুধান্যত্র বক্ষ্যন্তি দক্ষিণাধঃকরক্রমাৎ।
অক্ষমালা চ সুবলং বাণাসিকুলিশং গদাং॥
চক্রং ত্রিশূলং পরশুং শঙ্খঘণ্টে চ পাশকং।
শক্তিং দণ্ডং চর্ম্মচাপং পানপাত্রং কমণ্ডলুং॥
অলঙ্কৃতা ভুজা হ্যেভিরায়ুধৈঃ পরমেশ্বরী।
স্মর্ত্তব্যা স্তুতিকালাদৌ মহিষাসুরমর্দিনী॥"

(মার্কণ্ডেয়পুরাণীয় দেবীমাহাত্ম্যপাঠক্রম)

সহস্রমঙ্গল (ক্লী) নগরভেদ। (রাজতর° ৮।৫৩৬)

সহস্রমন্যু (ত্রি) সহস্র প্রকার মনোবৃত্তিবিশিষ্ট।

সহস্রমুতি (ত্রি) বহুবিধ রক্ষণবিশিষ্ট। "সহস্রমুতিস্তবিষীষু বাবৃধে" (ঋক্ ১।৫২।২) 'সহস্রমুতিঃ বহুবিধরক্ষণবান্' (সায়ণ)

সহস্রমূর্ত্তি (পুং) বিষ্ণু, ব্রহ্মরুদ্রাদি অনেক মূর্ত্তিবিশিষ্ট।

"অম্বা চক্রমৎ পুণ্যচিকির্ষয়োর্ব্যা-
মধিষ্ঠিতো যানি সহস্রমূর্ত্তিঃ।" (ভাগবত ৩।১।১৭)

'সহস্রমূর্ত্তিঃ ব্রহ্মরুদ্রাদ্যনেকমূর্ত্তিঃ' (স্বামী)

সহস্রমূর্দ্ধন্ (পুং) সহস্রং মূর্দ্ধানো যস্য। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৩৭) ২ শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩০)

সহস্রমূল (ত্রি) সহস্রসংখ্যক মূলযুক্ত। (অথর্ব্ব ১৩।৩।১৫)

সহস্রমূলী (স্ত্রী) সহস্রং মূলানি যস্য ঙীষ্। ১ দ্রবন্তী। (রাজনি°) ২ আখুকর্ণী, মূষাকাণী। (বৈদ্যকনি°)

সহস্রমৌলি (পুং) সহস্রং মৌলয়ো যস্য। ১ বিষ্ণু। ২ অনন্ত-দেব। (দেবীভাগ° ১।২।৭)

সহস্রম্ভর (ত্রি) সহস্রং ভরতি খস্-মুম্। অনেক বিধের ভর্ত্তা, বিহরণ দ্বারা নানাবিধ রূপের ধারক বা সকলের ভর্ত্তা।

'বশিষ্ঠঃ সহস্রম্ভরঃ" (ঋক্ ২।১।১) 'সহস্রম্ভরঃ সহস্রস্য অনেকবিধস্য ভর্ত্তা, বিহরণেন নানাবিধরূপস্য ধারক ইত্যর্থঃ। যদ্বা সহস্রস্য সর্ব্বস্য ভর্ত্তা' (সায়ণ)

সহস্রযজ্ঞ (পুং) বৌদ্ধ যতিভেদ। (ললিতবি°)

সহস্রযজ্ঞতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রযাজ্ (ত্রি) সহস্রযাজিন্।

সহস্রযাজিন্ (ত্রি) সহস্র যজ্ঞ যজনাকারী।

সহস্রযামন্ (ত্রি) বহুমার্গ। "সহস্রযামা পথিকৃৎ বিচক্ষণঃ" (ঋক্ ৯।১ ৬।৫) 'সহস্রযামা বহুমার্গঃ' (সায়ণ)

সহস্ররশ্মি (পুং) সহস্রং রশ্ময়ো যস্য। সূর্য্য, সহস্র কিরণ।

সহস্ররশ্মিতনয় (পুং) সূর্য্যতনয়, সূর্য্যপুত্র। (বৃহৎস° ২৩।১৩)

সহস্ররেতস্ (ত্রি) বহুবিধ হিরণ্যরেতস্ক বা প্রভূতসার। "সহস্ররেতা বৃষভস্তুবিষ্মান্" (ঋক্ ৪।৫।৩) 'সহস্ররেতাঃ বহুবিধ-হিরণ্যরেতস্কঃ, রেতঃ শব্দো সারবাচী, প্রভূতসারো বা' (সায়ণ)

সহস্রলিঙ্গী (স্ত্রী) সহস্র লিঙ্গ। (রাজতর° ২।১২৯)

সহস্রলোচন (পুং) সহস্রং লোচনানি যস্য। সহস্রলোচন ইন্দ্র।

সহস্রবক্ত্র (পুং) সহস্রং বক্ত্রাণি যস্য। সহস্রবদন, বিষ্ণু।

সহস্রবৎ (ত্রি) সহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সহস্রবিশিষ্ট, সহস্রযুক্ত। যাহার সহস্র পরিমাণ ধনাদি আছে।

সহস্রবর্চস্ (ত্রি) সহস্র কিরণবিশিষ্ট। অতিশয় দীপ্তিমান্।

সহস্রবাচ্ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদি°)

সহস্রবাজ (ত্রি) ১ অপরিমিতান্ন। ২ অপরিমিত বলশালী।

"সহস্রবাজমভিমাতিষাহং" (ঋক্ ১০।১০৫।৭)

'সহস্রবাজং অপরিমিতান্নং অপরিমিতবলং' (সায়ণ)

সহস্রবীর (ত্রি) সহস্র সংখ্যক শত্রুকে যিনি বিশেষরূপে প্রেরণ করেন বা অনেক পুত্রাদিবিশিষ্ট।

"সহস্রবীর মস্তৃণন্" (ঋক্ ১।১৮৮।৪)

'সহস্রবীরং সহস্রসংখ্যকা বীরাঃ শত্রূণাং বিশেষেণ ঈরয়িতারো দেবা যস্য তত্তাদৃক্, যদ্বা অপরিমিতবীরাঃ পুত্রাদয়ো যেন তাদৃক্' (সায়ণ)

সহস্রবীর্য্য (ত্রি) সহস্রং বীর্য্যাণি অস্য। ১ প্রভূত বলশালী। (শুক্লযজু° ১৩।২৬)

সহস্রবীর্য্যা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণ্যস্যাঃ। ১ দূর্ব্বা। (অমর) ২ মহাশতাবরী। (রাজনি°)

সহস্রবেধ (ক্লী) সহস্রং বেধা যস্য। ১ চুক্র, চুক্রনামক কাঞ্জিক বিশেষ। (রাজনি)

সহস্রবেধিন্ (ক্লী) সহস্রং বেধিতুং শীলমস্য। বিধ ছিদ্রী-করণে ণিনি। ১ হিঙ্গু। (রাজনি°) (পুং) ২ অম্লবেতস্, জলবেতস। (মেদিনী) ৩ কস্তুরী। (ত্রি) ৪ সহস্রবেধকর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সহস্রশতদক্ষিণ (ত্রি) সহস্রশতং দক্ষিণা যস্য। সহস্রশত দক্ষিণাযুক্ত, যে যজ্ঞের দক্ষিণা সহস্রশত। (শতপথব্রা° ১৩।৫।৪।৭)

সহস্রশস্ (অব্য°) সহস্র বারার্থে চশস্। সহস্র সহস্র, হাজার হাজার। হাজার বার।

সহস্রশাখ (ত্রি) সহস্রং শাখা যস্য। সহস্র শাখাবিশিষ্ট চারি-বেদ, এক একটী বেদের সহস্র করিয়া শাখা আছে।

সহস্রশিখর (ত্রি) সহস্রং শিখরাণি যস্য। বিন্ধ্য পর্ব্বত।
"সহস্রশিখরশ্চাদ্রিঃ পারিপাত্রঃ সশৃঙ্গবান্।" (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৫।১০)

সহস্রশিরস্ (পুং) সহস্রং শিরাংসি যস্য। সহস্রমস্তক, বাসুকি। (ভাগবত ৫।২৫।২)

সহস্রশীর্ষন্ (পুং) বিষ্ণু।
"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।" (পুরুষসূক্ত)

সহস্রশীর্ষাজাপিন্ (ত্রি) বিষ্ণুমন্ত্রজপকারী। (যাজ্ঞ° ৩।৩০৫)

সহস্রশোকস্ (ত্রি) অপরিমিত দীপ্তি। "সহস্রশোকা অভবৎ" (ঋক্ ১০।৯৬।৪) 'সহস্রশোকা, শুচ দীপ্তৌ অপরিমিতদীপ্তির্ভবতি' (সায়ণ)

সহস্রশ্রবণ (পুং) সহস্রং শ্রবণানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রশ্রুতি (পুং) পর্ব্বতভেদ, জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী বর্ষ-পর্ব্বত। (ভাগবত ৫।২০।১০)

সহস্রসম্বৎসর (ক্লী) সহস্র সংখ্যক বৎসর।

সহস্রসনি (ত্রি) সহস্রদান। বহু ধনদান। (ঐতরেয়ব্রা° ৫।১৪)

সহস্রসম্মিত (ত্রি) বহু ব্যক্তিদ্বারা স্থিরীকৃত। সর্ব্ববাদিসম্মত। (তৈত্তিরীয়স° ৭।২।১৪)

সহস্রসা (ত্রি) সহস্রসংখ্যক লাভোপেত, সহস্রসংখ্যক লাভযুক্ত।
"ক্রাধ সহস্রসামৃষিং" (ঋক্ ১।১০।১১)
"সহস্রসাং সহস্রসংখ্যকলাভোপেতং' (সায়ণ)

সহস্রসাব (পুং) অশ্বমেধযজ্ঞ। "দদতো মঘানি সহস্রসাবে" (ঋক্ ৩।৫৩।৭) 'সহস্রসাবে সহস্রং সূয়তেঽস্মিন্নিতি সহস্রসাবো-ঽশ্বমেধঃ' (সায়ণ)

সহস্রসাব্য (ক্লী) অয়নভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।৫।২২)

সহস্রস্তুতি (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভাগ° ৫।২০।২১)

সহস্রস্রোত (পুং) বর্ষপর্ব্বতভেদ। (ভাগবত ৫।২০।২৬)

সহস্রহর্য্যশ্ব (পুং) ইন্দ্ররথ।

সহস্রা (স্ত্রী) সহস্রং বীর্য্যাণি সন্ত্যস্যামিতি অচ্-টাপ্। অম্বষ্ঠা।

সহস্রাংশু (পুং) সহস্রং অংশবো যস্য। সূর্য্য। (অমর)

সহস্রাংশুজ (ত্রি) শনিগ্রহ।

সহস্রাক্ষ (পুং) সহস্রং অক্ষীণ্যস্যেতি (বহুব্রীহৌসক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎষচ্। পা ৫।৪।১১৩) ইতি ষচ্। ১ ইন্দ্র, সহস্রলোচন। (অমর) ২ বিষ্ণু। (পুরুষসূক্ত) ৩ পীঠস্থানবিশেষ। এই পীঠস্থানের দেবীর নাম উৎপলাক্ষী।
"উৎপলাক্ষী সহস্রাক্ষে হিরণ্যাক্ষে মহোৎপলা" (দেবীভা° ৭।৩০।৩৫)

সহস্রাক্ষজিৎ (পুং) সহস্রাক্ষং ইন্দ্রং জয়তি জি-ক্বিপ্। রাবণ-পুত্র, ইন্দ্রজিৎ। [ইন্দ্রজিৎ দেখ।]

সহস্রাক্ষধনুস্ (ক্লী) সহস্রাক্ষস্য ইন্দ্রস্য ধনুঃ। ইন্দ্রধনুঃ, শক্রধনুঃ।

সহস্রাক্ষর (ত্রি) সহস্রং অক্ষরাণি যস্য। অপরিমিত বচনযুক্ত।
"সহস্রাক্ষরা পরমে ব্যোমন্" (ঋক্ ১।১৬৪।৪১) 'সহস্রাক্ষরা অপরিমিতবচনো হয়ং' (সায়ণ)

সহস্রাখ্য (পুং) সহস্রং আখ্যা যস্য। সহস্র আখ্যাযুক্ত, সহস্র আখ্যা-বিশিষ্ট।

সহস্রাঙ্ক (পুং) সহস্র সংখ্যক অঙ্ক।

সহস্রাজিত (পুং) ভগবানের পুত্র রাজভেদ। (ভাগ° ৯।২৪।৮)

সহস্রাত্মন্ (ত্রি) সহস্রং আত্মা স্বরূপং যস্য। আদিদেব, ব্রহ্মা।
"সহস্রাত্মা ময়া যো ব আদিদেব উদাহৃতঃ।
মুখবাহূরুপজ্জাঃ স্যু স্তস্য বর্ণা যথা ক্রমং।" (যাজ্ঞবল্ক্যস° ৩।১২৬)

সহস্রাধিপতি (পুং) সহস্রং অস্য অধিপতিঃ। সহস্রগ্রামের অধিপতি, মনুতে লিখিত আছে, রাজা শতপতি ও সহস্রাধিপতি নিযুক্ত করিয়া রাজ্য শাসন করিবেন। (মনু ৭।১১)

সহস্রানন (পুং) সহস্রং আননানি যস্য। বিষ্ণু।

সহস্রানীক (পুং) শতানীক-রাজপুত্র। রাজা শতানীক যজ্ঞ স্থানে সহস্র সহস্র অশ্ব হস্তী প্রভৃতি দান করিতেন, এবং অশেষ গুণের আধার ছিলেন। ব্রাহ্মণগণ এইরূপ গুণযুক্ত বলিয়া তাঁহার পুত্রকে সহস্রানীক এই নাম দেন।
(অগ্নিপু° পাপনাশকবৃষদানাধ্যায়)

সহস্রাপোষ (পুং) সহস্রপোষ। (অথর্ব্ব ৬।৭৯।৩)

সহস্রাপস্ (ত্রি) বহুরূপ, অনেক প্রকার রূপবিশিষ্ট।
"নঃ সহস্রাপ্সাঃ পৃতনাষাট্" (ঋক্ ৯।৮৮।৭) 'সহস্রাপ্সাঃ অপ্স ইতি রূপনাম বহুরূপস্তং' (সায়ণ)

সহস্রামঘ (ত্রি) বহুধন, অনেক ধনযুক্ত। 'সহস্রামঘং বৃষণং বৃহন্তং (ঋক্ ৭।৮৮।১) 'সহস্রামঘং বহুধনং বৃষণং' (সায়ণ)

সহস্রায়ু (পুং) সহস্রবৎসর পরমায়ুবিশিষ্ট। (ঐতরেয়ব্রা° ৭।৩৩)

সহস্রায়ুতীয় (ক্লী) সামভেদ।

সহস্রায়ুধ (ত্রি) সহস্র আয়ুধবিশিষ্ট।

সহস্রায়ুষ্ট (ক্লী) সহস্র বৎসর পরমায়ুবান্।

সহস্রায়ুস্ (ত্রি) সহস্রায়ুঃ।

সহস্রার (পুং ক্লী) সহস্রং আরাণি কোণা যস্য। শিরোবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল কমল। মস্তকে এই সহস্রার নামক সহস্র দল পদ্ম অধোমুখে অবস্থিত আছে। এই পদ্ম মধ্যে সৃষ্টিস্থিতি-লয়াত্মক পরবিন্দু অবস্থিত। চিত্তের বিক্ষেপ দূর করিয়া এই পরবিন্দুর ধ্যান করিতে হয়।

"সহস্রারে হিমনিভে সর্ব্ববর্ণবিভূষিতে।
অকথ দি ত্রিরেখাত্মহলক্ষত্রয়ভূষিতে॥
তন্মধ্যে পরবিন্দুশ্চ সৃষ্টিস্থিতিলয়াত্মকং। এবং সমাহিত-মনাধ্যায়েত্রাসোহহমাস্বরঃ॥" (তন্ত্রসার মাতৃকান্যাস)

(ত্রি) সহস্রং অরাণি যস্ত। বহু চক্রাঙ্গবিশিষ্ট।

সহস্রারজ (পুং) জৈনদিগের দেবতাভেদ।

সহস্রার্চ্চিস্ (পুং) ১ শিব। ২ সূর্য্য।

সহস্রাবর্ত্তকতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সহস্রাবর্ত্তা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তিভেদ।

সহস্রাশ্ব (পুং) রাজভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

সহস্রাহ (পুং) সহস্র দিন, হাজার দিন।

সহস্রিক (ক্লী) সহস্র। সংস্রক সাধুপাঠ।

সহস্রিন্ (পুং) সহস্রং বলমস্ত্যস্যেতি সহস্র (তপঃ সহস্রাভ্যাং বিনীনৌ। পা ৫।২।১০২) ইতি ইনি। সহস্র দ্বারা বলী, যাহার সহস্রসংখ্যক অশ্বগজাদি সৈন্যবল আছে। পর্য্যায়—সাহস্র। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, যে সহস্রেণ সহস্রসংখ্যেন গজাদিনা বলিনঃ সৈন্যবন্তঃ তে' (ভরত) (ত্রি) ২ সহস্রবিশিষ্ট।

সহস্রিয় (ত্রি) সহস্রেণ সম্মিতঃ সহস্র (সহস্রেণ সম্মিতৌ যঃ। পা ৪।৪।১৩৫) সহস্রং বিদ্যতে হস্যাং অশ্বিন বা ইতি মত্বর্থে বেদে ঘ। ২ সহস্রযুক্ত, সহস্রবিশিষ্ট। বৈদিক প্রয়োগে সহস্রবিশিষ্ট অর্থে ইহার প্রয়োগ দেখা যায়।

সহস্রীয় (ত্রি) সহস্র সম্বন্ধীয়।

সহস্রোতি (ত্রি) সহস্র রক্ষণ। "সহস্রোতে শতামঘ" (ঋক্ ৮।৩৪।৭) 'সংস্রেতে সহস্ররক্ষণা' (সায়ণ)

সহস্বৎ (ত্রি) সহস্-মতুপ্। সহনযুক্ত, সহিষ্ণু।
"প্রমদয়ে সহস্বতো বিশ্বতো যন্তি" (ঋক্ ১।৯১।৫)
'সহস্বতঃ সহনবতঃ' (সায়ণ)

সহাচর (পুং) সহ আচরতীতি আ-চর-অচ্। ১ পীতঝিণ্টী। (শব্দরত্না°) ২ সহচর।

সহাদর (অব্য°) সাদর, আদরের সহিত।

সহাধ্যয়ন (ক্লী) সহ একত্র অধ্যয়নং। সহপাঠ, একত্র অধ্যয়ন, একত্র পড়া।

সহাধ্যায়িন্ (ত্রি) সহ অধ্যেতি ইতি অধি-ইন্-ণিনি। সহপাঠী বা এক পাঠী, একত্র অধ্যয়নকারী, এক গুরুর শিষ্য।

সহানুগমন (ক্লী) ভর্ত্তা সহ অনুগমনং। সহমরণ, স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত মরণ। [সহমরণ শব্দ দেখ।]

সহানুভূতি (স্ত্রী) অন্যের সুখদুঃখাদিতে তাদৃশ সুখদুঃখাদি অনুভব করা। অন্যের সহিত অনুভব করা (sympathy)।

সহাপবাদ (ত্রি) অপবাদের সহিত, অপবাদবিশিষ্ট, নিন্দাযুক্ত।

সহাম্পতি (পুং) ব্রহ্মা। (ললিতবি°)

সহায় (পুং) সহ অয়তে ইতি অয়-অচ্। অনুকূল, যিনি আনুকূল্য করেন, সাহায্যকারী। পর্য্যায়—অনুপ্লব, অনুচর, অভিসর। (অমর)
রাজা সহায়সম্পন্ন না হইয়া কদাচ পররাষ্ট্র গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন না। সাধু চরিত্র, পুষ্ট অর্থাৎ সকল বিষয়ে সমৃদ্ধ সর্ব্বদা প্রতিমানিত ব্যক্তিকে সহায় করিবেন।
"সদ্বৃত্তাশ্চ তথা পুষ্টাঃ সততং প্রতিমানিতাঃ।
রাজ্ঞা সহায়াঃ কর্ত্তব্যাঃ পৃথিবীং জেতুমিচ্ছতাঃ॥"
(মৎস্যপু° ২২৫।৭৪)

সহায়তা (স্ত্রী) সহায় (গ্রামকনবন্ধুসহায়েভ্যস্তল্। পা ৪।২।৪৩) ইতি তল্-টাপ্। সহায়ত্ব, সহায়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহায্য।

সহায়ন (ক্লী) সহ অয়নং গমনং। ১ সহিত গমন।
(রামায়ণ ১।৩।১০)

সহায়বৎ (ত্রি) সহায়ো বিদ্যতেঽস্য সহায়-মতুপ্ মস্য ব। সহায়বিশিষ্ট, সহায়যুক্ত।

সহায়িন্ (ত্রি) সহায় অস্ত্যর্থে ইনি। সহায়যুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সহায়িনী।
"ধর্ম্মার্থকামকালেষু ভার্য্যা পুংসঃ সহায়িনী।" (রামা° ৪।২৪৬)

সহার (পুং) সহতে ইতি সহ (তুষারাদয়শ্চ। উণ্ ৩।১৩৯) ইত্যারন্। ১ আম্রবৃক্ষ। (উজ্জ্বল) (২) মহাপ্রলয়। (হলায়ুধ)

সহার, যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার ছাতা তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ছাতা নগর হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে আগ্রা খালের বামকূলে স্থাপিত। এই নগরে ভরতপুরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা সূর্য্যমল্লের পিতা ঠাকুর বদনসিংহের বাসভবন ছিল। তাহার ঐ প্রাসাদ এক্ষণে ধ্বংস-প্রায় নিপতিত রহিয়াছে। এক সময়ে উহার গঠননৈপুণ্য ও দীর্ঘায়তন সাধারণের নয়ন আকর্ষণ করিত। নগর মধ্যে স্থাপত্যবিদ্যার পরাকাষ্ঠাজ্ঞাপক আরও কতকগুলি প্রাচীন অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। উহাদের প্রস্তরনির্ম্মিত সুবিস্তৃত খিলান করা প্রবেশ-দ্বারগুলি এখনও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। উহার এক স্থানে একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বস্ত নিদর্শন স্বরূপ কতকগুলি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহা এক্ষণে মথুরার যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

সহার, গয়াক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম।

সহারণ পুর, যুক্ত প্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা ও নগর। [শাহরাণপুর দেখ।]

সহারোগ্য (ত্রি) আরোগ্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। নীরুক্, রোগশূন্য, আরোগ্যের সহিত বর্ত্তমান।

সহার্দ্দ (পুং) হার্দ্দেন সহ বর্ত্তমানঃ। সপ্রেম, স্নেহযুক্ত।

সহালাপ (পুং) আলাপের সহিত, আলাপযুক্ত।

সহাবৎ (ত্রি) সহনযুক্ত, সহিষ্ণু। "সহুরিঃ সহাবান্" (সায়ণ)

সহাবন্ (ত্রি) বলবান্, বলযুক্ত।
"সহাবানং তরুতারং রথানাং" (ঋক্ ১০।১৭৮।১)
'সহাবানং সহস্বন্তং বলবন্তং' (সায়ণ)

সহাবর, যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলার কাসগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। ইটা নগর হইতে ২৪ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। রাজা নৌরঙ্গদেব নামক জনৈক চৌহান রাজপুত এই নগরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই নামানুসারে ইহা নৌরঙ্গাবাদ নামে আখ্যাত হয়। কিছু দিন পরে মুসলমানগণ এই নগর আক্রমণ করেন, রাজা শিরহপুরা রাজ্যে পলাইয়া যান এবং নগরবাসীরা বিজেতা মুসলমান কর্ত্তৃক ধৃত ও উৎপীড়িত হইয়া ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। প্রজাবর্গের উপর অন্যায় উৎপীড়ন হইতেছে দেখিয়া প্রজাবৎসল রাজা নৌরঙ্গ বিচলিত হইয়া পড়িলেন, তিনি শিরহপুরার নরপতি ও প্রজাসাধারণের নিকট মুসলমানের অযথা অত্যাচার ও তাঁহার রাজ্যাপহরণবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে মুসলমানবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করেন, তাঁহাদের সাহায্যে রাজা নৌরঙ্গদেব মুসলমানদিগকে নৌরঙ্গাবাদ হইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বীয় রাজ্যোদ্ধার করিয়া উহার সহাবর নামে পরিবর্ত্তন করেন। এখন এই নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি আদৌ নাই। একমাত্র ফৈজ-উদ্দীন্ ফাকবের সমাধ-মন্দির এখানকার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

সহাসন (ক্লী) সহ অসনং। একাসন।
"সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্ব্বাস্যঃ স্ফিচং বাস্যাবকর্ত্তয়েৎ॥"(মনু ৮।২৮১)

সহিত (ত্রি) সম্-ধা-ক্ত, ধাঞো হিঃ' ইতি হি (সমো বা তত হিতয়োঃ। পা ৬।১।১৪৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা মলোপঃ, বা সহশব্দাদিনচ্ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ। ১ সমভিব্যাহৃত, মিলিত, সংযুক্ত। ২ সংহিত। ৩ সম্যক্ হিত, হিতকর, ইষ্টসাধক। হিতবিশিষ্ট।

সহিতত্ব (ক্লী) সহিতস্য ভাবঃ ত্ব। সহিতের ভাব বা ধর্ম্ম।

সহিতব্য (ত্রি) সহ তব্য। সোঢ়ব্য, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত।

সহিতস্থিত (ত্রি) একত্র অবস্থিত।

সহিতাঙ্গুল (ত্রি) অঙ্গুলিযুক্ত। (পা ৪।১।৭০)

সহিতৃ (ত্রি) সহতে ইতি সহ-তৃচ্, (তীষসহেতি। পা ৭।২।৪৮) ইতি পক্ষে ইট্। সহনশীল, সোঢ়া।

সহিতোরু (ত্রি) উরুসংযুক্ত। [সংহিতোরু দেখ।]

সহিত্র (ক্লী) সহ্যতেঽনেনেতি সহ (অর্ত্তি-লূধূ-সূ-সহচর ইত্রঃ পা ৩।২।১৮৪) ইতি ইত্রঃ। সহনকরণ, যাহা দ্বারা সহ্য করা যায়।

সহিরণ্য (ত্রি) হিরণ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। হিরণ্যযুক্ত, হিরণ্যবিশিষ্ট, সুবর্ণযুক্ত।

সহিষ্ঠ (ত্রি) বলবত্তম, অতিশয় বলবান্।
"মন্যে সহঃ সহিষ্ঠঃ" (ঋক্ ৬।১৮।৪)
'সহিষ্ঠ বলবত্তমঃ' (সায়ণ)

সহিষ্ণু (ত্রি) সহতে ইতি সহ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬) ইতি ইষ্ণুচ্। সহনশীল। পর্য্যায়—সহন, ক্ষন্তা, তিতিক্ষু, ক্ষমিতা, ক্ষমী। (অমর) যিনি সহ্য করিতে পারেন।

সহিষ্ণুতা (স্ত্রী) সহিষ্ণো র্ভাবঃ সহিষ্ণু-তল্-টাপ্। সহিষ্ণুর ভাব বা ধর্ম্ম। পর্য্যায়—তিতিক্ষা, ক্ষমা, ক্ষান্তি। (জটাধর)

সহাসপুর (সহিসপুর), যুক্তপ্রদেশের বিজনৌর জেলার ধামপুর তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর। বিজনৌর নগর হইতে ২৮ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে মোরাদাবাদ হইতে হরিদ্বার যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ৭´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪০´ ১৫´´ পূঃ। এখানে এক প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হয়, উহার ৫ গজের একখানি বস্ত্র ৫৲ টাকা মূল্যে আদরের সহিত বিক্রীত হইয়া থাকে। সপ্তাহে দুই দিন হাট বসে। আউধ রোহিলখণ্ড রেলপথের উত্তর-শাখার একটী ষ্টেসন এই নগরে স্থাপিত।

সহিসবান, (সহাসবান্), যুক্তপ্রদেশের বুদাউন জেলার একটা তহসীল। গঙ্গাতীর হইতে উত্তর দিকে বিস্তৃত এবং সহিসবান ও কোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪৭৯ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও সহিসবান তহসীলের বিচার সদর। বুদাউন নগর হইতে ১ মাইল দূরে মহাবা নদীর বামকূলে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮° ৪´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৪৭´ ২০´´ পূঃ। মিউনীসিপালিটী থাকায় নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে সোম, বৃহস্পতি ও শনিবারে হাট বসে। গুন্নৌর, বিশৌলী, বিলসি ও উঝাণী নগরের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ রক্ষার জন্য কয়টী রাস্তা আছে। কেওড়া ফুল হইতে কেওড়ার জল প্রস্তুতের জন্য এখানে কেওড়াগাছের বিস্তৃত চাস আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আর অপর কোন দ্রব্যের কোনরূপ বিশেষ কারবার নাই। এই নগরের একাংশে একটী সুবৃহৎ স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা একটী প্রাচীন দুর্গ ও প্রাসাদের ধ্বস্ত নিদর্শন। স্থানীয় লোকে উহাকে রাজা সহস্রবাহুর নির্ম্মিত দুর্গ বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

সহীয়স্ (ত্রি) অতিশয়রূপে শত্রুদিগের অভিভবকারী।

"যদ্বিষ্ণু পচন্তং সহীয়ান্" (ঋক্ ১।৬১।৭) 'সহীয়ান্ অতি-শয়েন শত্রূণামভিভবিতা' (সায়ণ)

সহুরি (পুং) সহতে ইতি সহ-(অসি-সহীরুরিন্। উণ্ ২।৭৩) ইতি উরিন্। ১ সূর্য্য। (স্ত্রী) ২ পৃথিবী। (উজ্জ্বল)

সহূতি (স্ত্রী) স্তুতি, স্তব। "সহূতিং তিরো বিশ্বান্" (ঋক্ ১০।৮৯।১৬) 'সহূতিং স্তুতিং' (সায়ণ)

সহৃদয় (ত্রি) হৃদয়েন অন্তঃকরণেন সহ বর্ত্তমানঃ। প্রশস্তমনাঃ, প্রশস্তচিত্ত, সদন্তঃকরণ। ২ সামাজিক। ৩ রসজ্ঞ। ৪ বিদ্বান্।

সহৃল্লেখ (ক্লী) হৃল্লেখেন সহ বর্ত্তমানং। বিচিকিৎসিতান্ন, দূষিতান্ন।

"বিচিকিৎসা তু হৃদয়ে অন্নে যস্মিন্ প্রজায়তে।
সহৃল্লেখন্তু বিজ্ঞেয়ং পুরীষস্ত স্বভাবতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক)

সহেতিকরণ (ত্রি) ইতিপদযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১০।৬)

সহেতিকার (ত্রি) উপসংহার বা ইতিপদ দ্বারা সমাপ্তকরণ।

সহেতু (ত্রি) হেতুনা সহ বর্ত্তমানঃ। হেতুর সহিত বর্ত্তমান, হেতুযুক্ত, হেতুবিশিষ্ট।

সহেতুক (ত্রি) সহেতু-স্বার্থে কন্। হেতুযুক্ত, সহেতু।

সহেদেরপুর, যশোরের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্র° খ° ১১।১৭)

সহেল (ত্রি) হেলার সহিত বর্ত্তমান, হেলাযুক্ত।

সহৈকস্থান (ক্লী) একস্থানের সহিত বর্ত্তমান। একস্থানবিশিষ্ট।

সহোক্তি (স্ত্রী) সহ উক্তিঃ। অর্থালঙ্কারবিশেষ। ইহার লক্ষণ—
"সহোক্তি সহভাবেন কথনং গুণকর্ম্মণাং।" (কাব্যাদর্শ ২।৩৫১)
যে স্থলে গুণাদির সহভাবে অর্থাৎ সাহিত্যরূপে কথন হয়, তথায় সহোক্তি অলঙ্কার হয়।
'গুণাদীনাং সহভাবেন সাহিত্যেন যৎকথনং সা সহোক্তিঃ' (টীকা)
যে স্থলে সহশব্দার্থবলে একটী পদ দুইটী বিষয়ের বাচক হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"সহার্থস্য বলাদেকং যত্র স্যাদ্বাচকং দ্বয়োঃ।
সা সহোক্তির্মূলভূতাতিশয়োক্তির্যদা ভবেৎ॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০।৭০১)

সহোজা (ত্রি) ১ অগ্নি। (ঋক্ ১।৮৮।১) ২ ইন্দ্র।
(ঋক্ ১০।১০৩।৫)

সহোটজ (পুং) উটজেন সহ বর্ত্তমানঃ। মুনিদিগের পর্ণশালা।
"মুনীনাঞ্চ চিতা কুড্যাং পর্ণোটজসহোটজৌ" (হারাবলী)

সহোঢ় (পুং) ঊঢ়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। দ্বাদশবিধ পুত্রের অন্তর্গত পুত্রবিশেষ। পুত্র ১২ প্রকার, সহোঢ় তাহার মধ্যে একবিধ। নারী গর্ভবতী হইয়া পরে যদি তাহার বিবাহসংস্কার হয়, এবং গর্ভ জ্ঞাত বা অজ্ঞাত হইয়া যিনি ইহাকে বিবাহ করেন, এই গর্ভ তাহার বলিয়া অভিহিত হয় ও এই গর্ভস্থ সন্তানকে সহোঢ় বলে।

"যা গর্ভিণী সংস্ক্রিয়তে জ্ঞাতাজ্ঞাতাপি বা সতী।
বোঢ়ুঃ স গর্ভো ভবতি সহোঢ় ইতি চোচ্যতে॥" (মনু ৮ অ°)

(ত্রি) হোঢ়েন হৃতদ্রব্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ হৃত দ্রব্যের সহিত বর্ত্তমান। মনুতে লিখিত আছে যে, রাজা হৃত দ্রব্যের সহিত চোরকে দণ্ডবিধান করিবেন।

"ন হোঢ়েন বিনা চৌরং ঘাতয়েদ্ধার্ম্মিকো নৃপঃ।
সহোঢ়ং সোপকরণং ঘাতয়েদবিচারয়ন্॥" (মনু ৯।২৭০)

সহোত্থ (ত্রি) সহ উত্থ, সহিত উত্থানকারী।

সহোত্থায়িন্ (ত্রি) সহ উত্থানকারী, যাহারা সঙ্গে সঙ্গে উত্থান করে, যাহারা এক সময়ে বাঁচিয়া উঠে।

সহোদক (ত্রি) সমানোদক। (মার্কণ্ডেয়পু° ৩০।২০) উদকের সহিত।

সহোদর (পুং) উদরেণ সহ বর্ত্ততে ইতি সহ সমানঃ উদরং যস্যেতি বা। একমাতৃগর্ভজাত ভ্রাতা, এক মায়ের পেটের ভাই। পর্য্যায়—সহজ, সোদর, ভ্রাতা, সগর্ভ, সমানোদর্য্য, সোদর্য্য।

সহোদা (ত্রি) পরাভিভবসামর্থ্যবলদাতা, শক্রকে অভিভব করিতে পারা যায় এইরূপ বল যিনি প্রদান করেন।
"উগ্রং উগ্রভিঃ স্থবিরঃ সহোদাঃ" (ঋক্ ১।১৭১।৫)
'সহোদাঃ পরাভিভবসামর্থ্যং বলং সহঃ তস্য দাতা' (সায়ণ)

সহোপধ (ত্রি) উপধাস্বরবিশিষ্ট।

সহোপলম্ভ (পুং) উপলম্ভের সহিত। (সর্ব্বদর্শনস° ১৬।১৮)

সহোর (ত্রি) সহতে সর্ব্বমিতি সহ (কিশোরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৬৬) ইতি ওরন্। সাধু, ধার্ম্মিক। (উজ্জ্বল)

সহোরু (ত্রি) উরুর সহিত।

সহোবল (ক্লী) সহসা তেজসা বলমত্রেতি। দৌরাত্ম্য।

সহোবৃধ (ত্রি) বলবর্দ্ধয়িতা, যিনি বলবর্দ্ধন করেন। "অগ্নিং দধিরে সহোবৃধং" (ঋক্ ১।৩৬।২) 'সহোবৃধং বলস্য বর্দ্ধয়িতারং বৃধ্ বৃদ্ধৌ অস্মাদন্তর্ভাবিতণ্যর্থাৎ কিপ্' (সায়ণ)

সহোষিত (ত্রি) সহ উষিতঃ। একত্র যাহারা বাস করেন।

সহৌজস্ (ত্রি) বলের সহিত বর্ত্তমান। (শুক্লযজুঃ ৩৬।১)

সহ্য (ত্রি) সোঢ়ুং শক্যঃ সহ (শকিসহোশ্চ। পা ৩।১।৯৯) ইতি যৎ। ১ সোঢ়ব্য, সহনীয়, সহনযোগ্য, সহ্য করিবার উপযুক্ত। সহতে ইতি সহ-যৎ। ২ আরোগ্য। ৩ সাম্য। সুমধুর। (শব্দরত্না°) ৪ প্রিয়।

"ততস্তং প্রত্যুবাচাথ মারীচো রাক্ষসেশ্বরং।
কিন্তে সহ্যং ময়া কার্য্যং করিষ্যাম্যবশোঽপি তৎ॥"
(মহাভারত ৩।২৭৭।১০)

(পুং) ৫ পর্ব্বতভেদ, সহ্যপর্ব্বত, সহ্যাদ্রি, এই পর্ব্বত সপ্তকুলাচলের মধ্যে একটী।

সহ্যস্ (ত্রি) অতিশয়রূপে অভিভাবকারী (শক্র)।

"তেভির্নপাতং সহ্যসং" (ঋক্ ১০।৯৩।১)

'সহ্যসঃ অতিশয়েন অস্মানভিভাবিতুঃ শত্রোঃ' (সায়ণ)

সহ্যতা (স্ত্রী) সহ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সহ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সহন।

সহ্যাদ্রি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীস্থিত একটী পর্ব্বতমালা। তাপ্তী নদী হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের শাখা প্রশাখাই সহ্যাদ্রিশৈল নামে কথিত; কিন্তু বস্তুতঃ দাক্ষিণাত্যের উপকূলবর্ত্তী জেলাসমূহে বিস্তৃত পর্ব্বতমালাই সহ্যাদ্রি বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই সহ্যাদ্রি শৈলখণ্ড খান্দেশ হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমে পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া রাজধানী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পালঘাট নামক শাখা-পর্ব্বতগুলিও এই পর্ব্বত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, ইহা উত্তর ও দক্ষিণ কোঙ্কণ প্রদেশের পূর্ব্ব সীমারূপ সমুদ্রোপকূলের প্রায় সমান্তরাল ভাবে দণ্ডায়মান। রত্নগিরি নামক উপকূলবর্ত্তী জেলা এই পর্ব্বতের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠ সাধারণতঃ ২ হাজার হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। উহার উপরিস্থ কোন কোন পর্ব্বতশৃঙ্গ ৫ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। ঐ সকলের কোথাও কোথাও উপরে ও নিম্নে আগ্নেয়গিরিসমুদ্ভূত ধাতব স্তর (Basaltic ores) বর্ত্তমান আছে। এই কারণে উক্ত পর্ব্বতশিখরস্থ ভূমি সাধারণতঃই দুরারোহ। সামান্য আয়াস ও যত্ন করিলে অনায়াসেই ঐ পর্ব্বতের উপর দুর্গম ও দুর্ভেদ্য সুদৃঢ় গিরিদুর্গ বিনির্ম্মিত হইতে পারে। এই সুবিধা থাকায় মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়ে এখানে অনেকগুলি দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। অনেক গিরিশিরেই সুমিষ্ট জলোদ্গারী প্রস্রবণ বিরাজিত, এই জন্য তথায় কখনও জলাভাব হয় না। দুর্গরক্ষিত সেনাদলের স্বাস্থ্যকর পানীয় জল ইহা অনায়াসেই গৃহীত হইতে পারে। অনেকে বাঁধ দিয়া বা চৌবাচ্ছা গাঁথিয়া ঐ জল আটক করা হইয়া থাকে।

এই পর্ব্বতপৃষ্ঠে অসংখ্য গিরিপথ দৃষ্ট হয়, পূর্ব্বকালে সেই সকল সঙ্কট দিয়া মহারাষ্ট্র সৈন্যেরা ও দেশীয় বণিকবৃন্দ যাতায়াত করিত। বাণিজ্যের সুবিধার্থ ইংরাজ রাজবাহাদুর ঐ পর্ব্বতপৃষ্ঠে কএকটী নূতন রাস্তা কাটাইয়া দিয়াছেন। এই গিরিসঙ্কটগুলির প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। ৪ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানেও সুন্দর দৃশ্য বৃক্ষলতাদি মণ্ডিত। দেখিলেই বোধ হয় এখানে চির বসন্ত বিরাজিত এবং ইহা বসন্তসখার বিশ্রামোপবন। কেবল মাত্র যে সকল স্থানে দৃঢ় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরাবলী বিরাজিত সেই সকল স্থানে একটী সামান্য লতা ও উদ্ভিদ্ হইতে দেখা যায় না।

সহ্যাদ্রিশৈল শৃঙ্গের মধ্যে মহাবলেশ্বর (৪৭১৭ ফিট্) সর্ব্বোচ্চ। এখানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দুর্গ ও দেবমন্দিরাদি বিদ্যমান আছে। [মহাবলেশ্বর দেখ।] পালঘাট ও সহ্যাদ্রি শৈলের মধ্য পথ দিয়া মান্দ্রাজ হইতে বেপুর পর্য্যন্ত একটী রেল রাস্তা বিস্তৃত হইয়াছে। ইহাদ্বারা দক্ষিণ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম উপকূলের বাণিজ্যাদি নির্ব্বিঘ্নে নানা স্থানে চালিত হইয়া থাকে। পশ্চিম ঘাট, পালঘাট, নীলগিরি, পালতিন্ প্রভৃতি শব্দে এই পর্ব্বতের প্রাকৃতিক বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায় পুনরালোচিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণ-পশ্চিম মসুম বায়ুর আরম্ভে ও শেষে এখানে সাধারণত ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইয়া থাকে।

সহ্যাদ্রিখণ্ড, স্কন্দপুরাণের একটী অংশ। এই অংশে সহ্যাদ্রি শৈলের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন রাজবংশের বংশাবলী ও পরিচয় এবং দেবস্থানাদি কীর্ত্তিত আছে। স্কন্দপুরাণের সহ্যবর্ণন অধ্যায়েও সহ্যাদ্রি প্রদেশের বিশদ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সহ্যু (ত্রি) শত্রুদিগকে অভিভবকারী। "প্রভিষ্টিঃ পুরুমায়স্ত সহোঃ" (ঋক্ ৬।১৮।১২) "সহোঃ শত্রূণামভিভবিতুঃ' (সায়ণ)

সা (স্ত্রী) ১ গৌরী। ২ লক্ষ্মী। (শব্দরত্না°) ৩ পূর্ব্বোক্ত পরামর্ষবিষয়ীভূতা, পূর্ব্বে যাহার উল্লেখ হইয়াছে, পরে তাহার আর উল্লেখ না করিয়া সা এই শব্দ প্রয়োগ করিলে তৎপদার্থকে বুঝায়। ৪ প্রসিদ্ধা। সর্ব্বনাম তৎশব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে সা হয়।

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।

সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে॥" (সাহিত্যদ°)

সাইঙ্গ (দেশজ) বংশদণ্ড, যাহাতে পোট্‌লি বাঁধিয়া লোকে স্কন্ধে করিয়া লইয়া যায়।

সাই (দেশজ) প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত, যে সকল আম্র অতি উত্তম, তাহাকে সাই আম কহে। ছোটসাই, বড়সাই প্রভৃতি উপাদেয় আম আছে।

সাইদ্ (আরবী) স্মৃতি, নিদর্শন।

সাইন্ (পারসী) চিহ্ন। ইংরাজী Sign শব্দজ।

সাইর্ (আরবী) ১ গমন। ২ অবশিষ্টাংশ। ৩ সম্পূর্ণ। ৪ রাজকরবিশেষ।

সাংক্রামিক (ত্রি) সংক্রাম-ঠঞ্। সংক্রমণশীল, যাহার সংক্রমণ হয়, স্পর্শতে যাহা উৎপন্ন হয়, চলিত ছোঁয়াচে।

সাংখ্য, মহর্ষি কপিলপ্রণীত দর্শনশাস্ত্র। [সাঙ্খ্য দেখ।]

সাংগ্রামিক (ত্রি) ১ যুদ্ধোপযোগী। ২ যুদ্ধসম্বন্ধীয়। ৩ যুদ্ধনিপুণ, রণদক্ষ। (পুং) ৪ সেনাপতি।

সাংঘাতিক (ত্রি) সংঘাতে সাধুঃ সংঘাত (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সম্যক্ প্রকার হননকারক। মারাত্মক। যে স্থলে রোগাদি অতি প্রবল হইয়া মারাত্মক হয় তাহাকে সাংঘাতিক কহে। ২ ষণ্নাড়ীচক্রোক্ত নক্ষত্রবিশেষ। জন্মনক্ষত্র হইতে ষোড়শনক্ষত্রকে সাংঘাতিক নাড়ী কহে। এই নক্ষত্রে যে সকল গ্রহ থাকেন, তাহারা বিশেষ অনিষ্ট ফলপ্রদ হন। গ্রহ এই নাড়ীস্থ হইলে দেহ, দ্রাবণ ও বন্ধুনাশ হয়। গ্রহগণের শুভাশুভ ফলবিচারকালে গ্রহগণ ষণ্নাড়ীস্থ হইয়াছে কি না, তাহা প্রথমে বিশেষ করিয়া দেখিবে। ষণ্নাড়ীর মধ্যে এই সাংঘাতিক বিশেষ অনিষ্ট ফলদ।

"জন্মাখ্যং কর্ম্ম ততোহপি সাংঘাতিকং ষোড়শভং।
দেহদ্রাবণবন্ধূনাং হানিঃ সাঙ্ঘাতিকে তথা ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [ষণ্নাড়ী শব্দ দেখ]

সাংদৃষ্টিক (ক্লী) সংদৃষ্টা প্রত্যক্ষে ভবং সংদৃষ্টি ঠঞ্। (অমর) ২ দৃষ্টিপরিকল্পনান্যায়, পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের মনে মনে কল্পনা। পূর্ব্বের অনুক্রম দেখিয়া পরে সেই কল্পনা করিলে এই ন্যায় হয়। পূর্ব্বে যে প্রণালী দেখা গিয়াছে, সেইরূপ স্থানে তদনুরূপ কল্পনা করিয়া লইতে হয়, এইরূপ কল্পনা করিয়া লওয়াকে সাংদৃষ্টিক-ন্যায় কহে।

"যথা পিত্রভাবে মাতা তথা পিতামহাভাবে পিতামহীতি, সাংদৃষ্টিকন্যায়েন পিতামহ্যধিকারস্য সিদ্ধত্বাৎ"

(দায়ভাগটীকা শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কার)

পিতার অভাবে মাতা অধিকারিণী একস্থানে বলা হইয়াছে, কিন্তু পিতামহের অভাবে কে অধিকারী হইবে তাহা অভিহিত হয় নাই, কিন্তু পূর্ব্বে দৃষ্ট হইয়াছে যে পিতার অভাবে মাতা, এই সাংদৃষ্টিক ন্যায়ে পিতামহের অভাবে পিতামহী হইবে। যথায় এইরূপ কল্পনা হয়, তথায় সাংদৃষ্টিক ন্যায় হইয়া থাকে।

সাংযাত্রিক (পুং) সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং সা প্রয়োজনমস্যেতি, তদস্য প্রয়োজনং ইতি ঠঞ্। পোতবণিক্, যাহারা জলপথে বাণিজ্য করে। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন, 'দ্বেবহিত্রগামিনি বণিক্জনে, সংপূর্ব্বো যাতির্দ্বীপান্তরগমনবৃত্তিঃ ততস্ত্রয়ঃ স্ত্রিয়ামাপ্, সংযাত্রা দ্বীপান্তরগমনং তদস্য প্রয়োজনমিতি বিকারসজ্ঞেতি ষ্ণিকঃ, সম্যক্যাত্রা সংযাত্রা তয়া ব্যবহরতি চঘে কাদিতি ষ্ণিকো বা' (ভরত)

সাংযুগীন (ত্রি) সংযুগে সাধুঃ সংযুগ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। যুদ্ধকুশল, রণে সাধু। (অমর)

সাংযোগিক (ত্রি) সংযোগায় প্রভবতি সংযোগস্তস্মৈ প্রভবতি (সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সংযোগের নিমিত্ত যাহা প্রভব হয়।

সাংরক্ষ্য (ক্লী) সংরক্ষস্য ভাবঃ কর্ম্মবা (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫।১।১২৮) সংরক্ষের ভাব বা কর্ম্ম, সম্যক্রূপ রক্ষা।

সাংরাবিন্ (ক্লী) সং রুল ধ্বনৌ (অভিবিধৌ ভাবে ইনুন্। পা ৩।৩।৪৪) ইতি ইনুন্ (আনিনুণঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। হট্টের সম্যক্ শব্দ, হাটের গোলমাল।

"যং দোর্মাত্রপরিচ্ছদো যুধিমুদোৎক্ষিপ্য প্রতীচ্ছন্ মুহুঃ।
সংতেনে দশভিনিজৈরপি মুখৈঃ সাংরাবিণং রাবণং।"

(অনর্ঘরাঘব ৭।৫৭)

সাংবৎসর (পুং) সংবৎসরং তজ্‌জ্ঞানোপযোগিশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা সংবৎসর অণ্। গণক। বৃহৎসংহিতায় ইহার লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে যে, যিনি সদ্বংশসম্ভূত, প্রিয়-দর্শন, বিনীতবেশ, সত্যবাদী, অসূয়াশূন্য, সমব্যবহারী ও অবিকলাঙ্গ, যাহার গাত্র সন্ধিসকল সুসংহত অথচ উপচিত, সুস্বরযুক্ত, ও গম্ভীর প্রকৃতি এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তিনি সাম্বৎসর হইতে পারিবেন এবং তিনি শুচি, দক্ষ, প্রগল্ভ, বাক্‌পটু, উপস্থিতবুদ্ধি, দেশকালজ্ঞ, অনভিভবনীয়, নিপুণ, অব্যসনী, শান্তিপৌষ্টিক অভিচার-স্নানাদি বিদ্যাবিষয়ে অভিজ্ঞ, দেবপূজা ব্রত ও উপবাসনিরত, গ্রহগণিতে কৌতুহলী হইয়া জ্ঞানপ্রভাববিশিষ্ট, জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বক্তা, ভৌমাদি উৎপাতত্রয়ের শান্তিবিষয়ে অজিজ্ঞাসিত বক্তা, গ্রহগণিত, সংহিতা ও হোরা প্রভৃতি গ্রন্থ সকলের অর্থবেত্তা, এই সকল গুণযুক্ত হইবেন।

গ্রহগণিত অর্থাৎ পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সৌর ও পিতামহ এই পঞ্চসিদ্ধান্তশাস্ত্রে যে যুগ, বর্ষ, অয়ন, ঋতু, মাস, পক্ষ, অহোরাত্র, যাম, মুহূর্ত্ত, নাড়ী, বিনাড়ী, প্রাণ, ও ক্রটি প্রভৃতি কাল ও ক্ষেত্র সকল কথিত হইয়াছে, তাহার সম্যক্ বেত্তা, সৌর, সাবন, নাক্ষত্র ও চান্দ্ররূপ চতুর্ব্বিধ মাস, অধিমাস ও অবম প্রভৃতির কারণাভিজ্ঞ, ষষ্টি-সম্বৎসর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিন ও হোরা প্রভৃতির অধিপতি সকলের প্রতিপত্তিবিষয়ক বিচ্ছেদে অভিজ্ঞ, সৌরাদি পরিমাণ সকলের সদৃশাসদৃশত্ব ও যোগ্যাযোগ্যত্বের প্রতিপাদন বিষয়ে নিপুণ, অয়ননিবৃত্তিতে সিদ্ধান্তভেদ হইলেও সমমণ্ডল, রেখা সম্প্রয়োগ ও অভ্যুদিত অংশ সকলের প্রত্যক্ষকরণে এবং ছায়া, জলযন্ত্র ও দৃগ্‌গণিতের সমতা-প্রতিপাদনে কুশল, সূর্য্যাদি গ্রহসকলের শীঘ্র, মন্দ, যাম্য, উত্তর ও নীচ-উচ্চ প্রভৃতি গতি সকলের কারণাভিজ্ঞ, সূর্য্য বা চন্দ্রগ্রহণের আদি ও মোক্ষকাল, দিক্‌নিরূপণ, পরিমাণ, স্থিতিকাল, বিমর্দ্দ, বর্ণভেদ ও দেশ সকলের উপদেষ্টা, অনাগত গ্রহসকলের সমাগম ও যুদ্ধাদির সময়নিরূপক প্রত্যেক গ্রহেরই ভ্রমণ-যোজন, ভ্রমণ, কক্ষা প্রভৃতি প্রতিবিষয়েরই

যোজন সকলের পরিচ্ছেদ বিষয়ে কুশল, পৃথিবী এবং গ্রহ নক্ষত্রাদির ভ্রমণ-সংস্থানাদি, অক্ষাংশ অবলম্বন, দিন, ব্যাস, চরার্দ্ধ, কাল, রাশি, উদয়, ছায়া, নাড়ী ও করণ প্রভৃতি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও নানাপ্রকারে কথিত প্রশ্ন সকলের ভেদজ্ঞান দ্বারা বাক্যসারসম্পন্ন, সকল প্রকার জ্যোতি-শাস্ত্রেরই সকল বিষয়ের বক্তা এই সকল গুণ থাকিলে তিনি সাংবৎসর নামে অভিহিত হন। স্থূলকথা এই যে জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় সকল সংহিতায় সুনিপুণ ব্যক্তিকেই সাংবৎসর কহে। (বৃহৎসংহিতা ২ অ°)

যাহাদের জ্যোতিশাস্ত্রে সম্যক্ অধিকার নাই, শুভাশুভ বা গ্রহগণের গতি প্রভৃতির বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়া যায় না, তাহারা সাংবৎসর পদবাচ্য নহেন।

সাংবৎসরক (ত্রি) সংবৎসরে দেয়ং ঋণং (সংবৎসরাগ্রহায়ণীভ্যাং ঠঞ্ চ। পা ৪।৩।৫০) ঠঞ্। সংবৎসরে দেয় ঋণ। (পুং) সংবৎসর স্বার্থে কন্। সাংবৎসর, দৈবজ্ঞ, গণক।

সাংবৎসরিক (ত্রি) সাংবৎসর (কালাৎ ঠঞ্। পা ৪।৩।১১) ইতি ঠঞ্। সংবৎসরে ভব, সম্বৎসর সম্বন্ধীয়, বার্ষিক। ২ প্রতিবর্ষ-কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ, বৎসরে বৎসরে মৃততিথিতে পিত্রাদির উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কহে।

"অত উর্দ্ধং সংবৎসরে সংবৎসরে প্রেতায়ান্নং দত্বাৎ। যস্মিন্নহনি প্রেতঃ স্যাৎ অত উর্দ্ধং সপিণ্ডীকরণান্তশ্রাদ্ধনিমিত্তাদান্ত-সংবৎসাদূর্দ্ধং প্রতিবর্ষং যস্মিন্নহনি মৃতস্তস্মিন্নহনি মৃতায় দত্বাৎ"

(শ্রাদ্ধতত্ত্বধৃত গোভিল)

সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধের পর প্রতিবর্ষে মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। যতদিন সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন এই শ্রাদ্ধ হইবে না। মৃতাহের পূর্ণ সংবৎসরে চান্দ্র মৃত তিথিতে সপিণ্ডীকরণ করিতে হয়, যদি কেহ সম্বৎসর তিথি পতিত করিয়া ফেলে অর্থাৎ ঐ কালে সপিণ্ডীকরণ না করে, তাহা হইলে যতদিন না ঐ পতিত সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না

যদি কাহারও অপকর্ষসপিণ্ডীকরণে অর্থাৎ সংবৎসর মধ্যে বৃদ্ধি উপলক্ষ করিয়া সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহা হইলেও পূর্ণ সংবৎসরে মৃত তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ হইবে না। তৎপরে বর্ষে বর্ষে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। পিত্রাদি তিন পুরুষ, অর্থাৎ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই ছয় জনের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য।

পিতা বা মাতার মৃত্যুতে যতদিন তাহার সপিণ্ডীকরণ না হয়, ততদিন দেহাশুদ্ধি থাকে। সুতরাং এই এক বৎসর নিত্যকর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন কর্ম্মে তাহার অধিকার থাকে না। কিন্তু তাহার উক্তরূপ কালাশৌচে দেহ অশুদ্ধ হইলে পিতামহাদির মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে পারিবে। এই অশৌচে ঐ শ্রাদ্ধের বাধ হইবে না। সুতরাং এই শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। খুল্লতাত, জ্যেষ্ঠতাত ও তৎপত্নী তাহাদের যদি পুত্রাদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদেরও সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই শ্রাদ্ধকে একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ কহে, কারণ এই শ্রাদ্ধ একের উদ্দেশে হইয়া থাকে। সংবৎসর কর্ত্তব্য বলিয়া সাংবৎসরিক এই নাম হইয়াছে।

স্ত্রীদিগের শ্রাদ্ধে অধিকার নাই, কিন্তু সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধের বিশেষ বিধান আছে যে সধবা স্ত্রীগণ পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর প্রতি সংবৎসরের মৃতাহ তিথিতে এই সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ কুশ ও তিলের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ও যব দ্বারা সম্পন্ন করিতে পারিবে। কিন্তু যদি মৃতাহ তিথিতে করিতে না পারেন, তাহা হইলে পতিত শ্রাদ্ধের ন্যায় কৃষ্ণা একাদশী বা অমাবস্যা তিথিতে কবিতে পারিবে। বিধবা স্ত্রীদিগের পক্ষে যদি তাহার পুত্র বা পৌত্র না থাকে, তাহা হইলে তিনি তিল ও কুশ দ্বারা স্বামীর মৃতাহ তিথিতে সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবেন। এই শ্রাদ্ধ তাহার অবশ্য কর্ত্তব্য। বিধবা স্ত্রী পিতামাতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ তিল ও কুশা দ্বারা করিবেন। পণ্ডিত, জ্ঞানী, মূর্খ, স্ত্রী, ব্রহ্মচারী যে কোন ব্যক্তিই মৃত তিথিকে অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মৃতাহ তিথিতে সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ না করেন, তিনি ধর্ম্মহীন চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন।

"পণ্ডিতা জ্ঞানিনো মূর্খাঃ স্ত্রিয়োহথ ব্রহ্মচারিণঃ।
মৃতাহং সমতিক্রম্য চাণ্ডালেষ্বভি জায়তে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সুতরাং এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। কোন ক্রমেই এই মৃতাহ তিথি বাদ দেওয়া উচিত নহে।

[শ্রাদ্ধ শব্দে বিধান ও ব্যবস্থাদি দ্রষ্টব্য।]

(পুং) গণক, দৈবজ্ঞ।

বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, যে স্থানে সাংবৎসরিক নাই, সেই স্থলে ঐশ্বর্য্যকামী ব্যক্তি বাস করিবেন না।

"না সাংবৎসরিকে দেশে বস্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
চক্ষুর্ভূতো হি যত্রৈষ পাপং তত্র ন বিদ্যতে॥" (বৃহৎস° ২।১১)

সাংবৎসরীয় (ত্রি) সংবৎসর সম্বন্ধীয়।

সাংবরণ (পুং) মনুর গোত্রসম্ভূত সংবরণাত্মজ।

সাংবরণি (পুং) সাংবরণের অপত্যাদি।

সাংবর্গজিত (পুং) গৌতমের গোত্রাপত্য। বর্গজিতের অপত্যাদি।

সাংবর্ত্ত (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৪।১৬।৬।৭)

সাংবর্ত্তক (ত্রি) ১ সম্বর্ত্ত। ২ প্রলয়াগ্নি। ৩ সূর্য্য।

সাংবহিত্র (ত্রি) সংবহিতুরিদং সংবহিতৃ (তস্যেদং। পা ৪।৩।১২০) ইতি অণ্। সংবহিতৃ সম্বন্ধীয়।

সাংবাদিক (পুং) সম্যক্ বাদায় প্রভবতীতি সংবাদ-ঠঞ্। ১ নৈয়ায়িক।

'নৈয়ায়িকঃ সাক্ষপাদঃ স্যাৎ সাংবাদিক আহিতঃ।' (জটাধর)

(ত্রি) ২ সংবাদদাতা, যিনি খবর দেন।

সাংবাদ্য (ক্লী) সংবাদিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্। ইন্‌ভাগস্য লোপঃ। সংবাদীর ভাব বা কর্ম্ম, সংবাদ, বার্ত্তা।

সাংবাসিক (ত্রি) সংবাসায় প্রভবতি সংবাস (তস্মৈ প্রভবতি সংতাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সহবাসের নিমিত্ত যিনি প্রভু হয়।

সাংবাস্যক (ক্লী) সংবাস। একত্র বাস।

সাংবাহিক (ত্রি) একত্র বহনকারী।

সাংবিত্তিক (ত্রি) সাংবৃত্তিক। পারমার্থিক বৃত্তিচারী।

সাংবিদ্য (ক্লী) সংবিদ।

সাংবেশনিক (ত্রি) সংবেশন-ঠঞ্। যিনি সংবেশন নিমিত্ত প্রভু হন। (পা ৫।১।১০১)

সাংবেশ্য (ক্লী) সংবেশিনো ভাবঃ কর্ম্ম বা, সংবেশিন্ (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি ষ্যঞ্, ইন্ ভাগস্য লোপঃ। সংবেশীর ভাব বা কর্ম্ম।

সাংবৈদ্য (ক্লী) সংবেদনীয়।

সাংব্যবহারিক (ত্রি) সংব্যবহার সম্বন্ধীয়। সাধারণ বিনিময় বা বাণিজ্য।

সাংশয়িক (ত্রি) সংশয়মাপন্নঃ সংশয় (সংশয়মাপন্নঃ। পা ৫।১।৭৩ ইতি ঠঞ্। সংশয়যুক্ত, সন্দেহবিশিষ্ট। পর্য্যায়—সংশয়াপন্নমানস, সন্দিহান। (জটাধর) ২ সংশয়বিষয়ক।

"তদ্ ব্রূহি ত্বং মহাভাগ যৎ তে সাংশয়িকং হৃদি।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ১০।৪৫)

সাংশয়িকত্ব (ত্রি) সাংশয়িকস্য ভাবঃ ত্ব। সাংশয়িকের ভাব বা ধর্ম্ম, সংশয়, সন্দেহ।

সাংশিত্য (পুং) সংশিতস্য গোত্রাপত্যং সংশিত-(গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫) ইতি গোত্রাপত্যে যঞ্। সংশিতের গোত্রাপত্য।

সাংসর্গবিদ্য (ত্রি) সংসর্গবিদ্যামধীতে বেদ বা অণ্। (পা ৪।২।৬০) যিনি সংসর্গবিদ্যা অধ্যয়ন বা তাহা জ্ঞাত আছেন।

সাংসর্গিক (ত্রি) সংসর্গ-ঠক্। সংসর্গসম্বন্ধীয়।

সাংসারিক (ত্রি) সংসার-ঠক্। সংসার সম্বন্ধীয়, সংসার বিষয়সম্বন্ধীয়। ২ সংসারোপযোগী।

সাংসিদ্ধিক (ত্রি) স্বাভাবিক, যাহা স্বভাবসিদ্ধ, সংসিদ্ধি সম্বন্ধীয়।

সাংসিদ্ধ্য (ক্লী) সংসিদ্ধ যং। সংসিদ্ধের ভাব বা কার্য্য, সম্যক্ রূপ সিদ্ধ।

সাংসৃষ্টিক (ত্রি) সংসৃষ্টি সম্বন্ধীয়। অকস্মাৎ উৎপন্ন।

সাংস্কারিক (ত্রি) সংস্কার সম্বন্ধীয়, যাহা সংস্কারোযোগী, যাহাকে সংস্কার করিতে হইবে।

সাংস্থানিক (ত্রি) সংস্থানে ব্যবহরতীতি সংস্থান (কঠিনান্তপ্রস্তারসংস্থানেষু ব্যবহরতি। পা ৪।৪।৭২) ইতি ঠক্। ২ সমান দেশীয়। ২ সংস্থানযুক্ত, যাহার সংস্থান আছে।

সাংস্ফীয়ক (ত্রি) সংস্ফীয় সম্বন্ধীয়।

সাংস্রাবিণ (ক্লী) বৃক্ষের বৃক্ষ ব্যাপিয়া সম্যক্ স্রাব। (সংক্ষিপ্তসার)

সাংহত্য (ক্লী) সংহতস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা অণ্। মিলিতের ভাব বা কর্ম্ম, মিলন, একত্র সম্মিলন।

সাংহাতিক (ক্লী) ষণ্নাড়ীচক্রস্থ সাংঘাতিক নক্ষত্র।

[ষণ্নাড়ী ও সাংঘাতিক শব্দ দেখ]

সাংহার (ত্রি) সংহার-অণ্। সংহার সম্বন্ধীয়।

সাংহিত (ত্রি) সংহিতা-অণ্। সংহিতা সম্বন্ধীয়।

সাংহিতিক (ত্রি) সংহিতামধীতে বেদ বা ঠঞ্। যিনি সংহিতা অধ্যয়ন করেন, বা সংহিতাসমূহের মর্ম্ম অবগত আছেন।

সাঁইচ (দেশজ) গৃহের অগ্রভাগ, যে সকল গৃহ গোল পাতাদি দ্বারা ছাওয়া হয়, তাহার অগ্রভাগকে সাঁইচ বা ছাঁচ কহে।

সাঁইত্রিশ (দেশজ) সপ্তত্রিংশৎ শব্দের অপভ্রংশ, ৩৭ সংখ্যা।

সাঁওতাল, ভারতবর্ষের একটি আদিম অনার্য্য জাতি। পশ্চিমবাঙ্গালা, উড়িষ্যা, ভাগলপুর ও সাঁওতালপরগণা জেলায় এই জাতির প্রধানতঃ বাস। সাঁওতাল নাম সাঁওতার শব্দের অপভ্রংশ। সাঁওতালগণ বহুপুরুষ পূর্ব্বে মেদিনীপুরের অন্তর্গতঃ সাঁওত নামক স্থানে বাস করিত। এই সাঁওত নাম হইতেই সাঁওতাল নামের উৎপত্তি। কথিত আছে,এই স্থানে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাহারা 'খরবার' নামে পরিচিত ছিল। এখনও সাঁওতালগণের মধ্যে 'হোড়' নাম প্রচলিত আছে। কিন্তু কর্ণেল ডালটন সাহেবের মতে সাঁওতাল নাম হইতে মেদিনীপুরের সাঁওত গ্রামের নামকরণ হইয়াছে। কারণ উড়িষ্যার সরগুজা ও কেউন্‌ঝড় প্রদেশে সাঁওত নামে এক ক্ষুদ্র জাতি বাস করে। সুতরাং সাঁওত গ্রামের নাম হইতে সাঁওতাল জাতির নামকরণ হইয়াছে, অথবা সাঁওত জাতি পূর্ব্বে সেই গ্রামে বাস করিত বলিয়া, সেই গ্রাম সাঁওত নামে অভিহিত হইয়াছে তাহা নির্দ্ধারণ করা সুকঠিন। কোন সাঁওতালকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে সে কোন জাতিভুক্ত তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করে যে, সে মাঝি (অর্থাৎ গ্রামের প্রধান) বা সাঁওতাল মাঝি।

য়ুরোপীয় জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ সাঁওতালদিগের শারীরিক বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় বংশসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামবর্ণ কিন্তু অধিকাংশই অঙ্গারসদৃশ ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। নাসিকার অগ্রভাগ নিগ্রোদিগের ন্যায় স্থূল এবং হিন্দুগণের ন্যায় ইহাদিগের নাসিকা উন্নত নহে। মুখ বৃহৎ এবং ওষ্ঠদ্বয় পুরু; নিম্ন ওষ্ঠ সম্মুখ ভাগে অধিক বহির্গত। মস্তকের কেশ ঘন কুঞ্চিত এবং কৃষ্ণবর্ণ।

সাঁওতাল কিংবদন্তীতে প্রচলিত আছে যে, একটি বন্য হংসী (হাঁসডাক) হইতে এই জাতির উৎপত্তি। এই হংসী দুইটী ডিম্ব প্রসব করে এবং এই দুইটী ডিম হইতে তাহাদের জাতির জন্মদাতা পিলচুরম ও পিলচুবর্হি জন্মগ্রহণ করে। এই দুইজন পূর্ব্বপুরুষের বংশধরগণ সাতটি বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হয়। এই বিভাগ এখনও তাহাদিগের মধ্যে চলিয়া আসিতেছে। ইহারা প্রথমে আহিরি-পিপিরি নাম স্থানে বাস করিত। অনেকের বিশ্বাস এই আহিরী-পিপিরি হাজারিবাগের আহুরি পরগণা। তথা হইতে তাহারা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়া খোজ-কমনে উপস্থিত হয়। সেই স্থানে তাহাদিগের পাপাচরণ হেতু অগ্নিবর্ষণ হওয়ায় সকলেই বিনষ্ট হয়, কেবল একটি দম্পতী হর পর্ব্বতোপরি আশ্রয় লইয়া জীবন রক্ষা করে। এই দম্পতী নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া, অবশেষে চাপা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এই স্থানে তাহারা বংশানুক্রমে বহুকাল অতিবাহিত করে এবং এই স্থানেই সাঁওতালদিগের বর্ত্তমান সমাজ গঠিত হয়। হিন্দুগণ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া, সাঁওতালগণ সাঁওতে আসিয়া উপনিবেশ সংস্থাপনপূর্ব্বক প্রায় দুই শত বৎসর তথায় রাজত্ব করে। পুনরায় হিন্দুগণ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া, তাহারা হাম্বির সিং রাজার অধীনে মানভূম জেলার পাঁচেট নামক স্থানে উপনীত হয়। তথায় তাহাদের রাজগণ হিন্দুধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া রাজপুত বলিয়া গণ্য হইল। সেই জন্য এখনও সরগুজার রাজবংশের সহিত তাহাদের বিবাহাদি প্রচলিত আছে। কিন্তু সাঁওতাল প্রজাগণ স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না, তাহারা রাজাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক সাঁওতাল পরগণার অভিমুখে যাত্রা করিল। এখনও তাহারা তথায় বাস করিতেছে।

এই সকল কিংবদন্তির মূলে বোধ হয় কোন ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত নাই। কারণ সাঁওতালদিগের মধ্যে কোন প্রকার ভাট বা চারণ নাই; তদ্ভিন্ন তাহারা এখনও এতাদৃশ অসভ্য যে অতীত ঘটনাবলী স্মরণ রাখিবার অভিপ্রায়ে কেবল মাত্র রজ্জুতে গ্রন্থি দেয়। সুতরাং কোন ঐতিহাসিক তাহাদিগের কিংবদন্তির উপরে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না।

সাঁওতালগণ দ্বাদশটি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। হাঁসডাক, মুরমু, কিসকু, হেম, প্রোম, মরন্দি, সারেন, তুডু এই সাতটি শ্রেণী আদিপুরুষ পিলচুরম ও পিলচুবর্হির সাতটি পুত্রের বংশধর। তদ্ভিন্ন অন্য ৫টি শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত গল্পগুলি প্রচলিত আছে। যখন সাঁওতালগণ চাপায় অবস্থিতি করিতেছিল সেই সময় একদল লোক দেবতাদিগকে 'বনাঙ্ক' নামক খাদ্য প্রদান করে, তজ্জন্য তাহারা "বঙ্কে" নামে ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত হয়। অন্য একদল লোক দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠিল বলিয়া, তাহারা 'বেসরা' বা কামুক নামে অভিহিত হইল। সাঁওতালগণ দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যে মৃগয়া করিত। এইরূপ একটি মৃগয়া করিতে গিয়া একদল লোক কেবল পারাবত শীকার করিল এবং অন্য দলও অন্য কোন শীকার না পাইয়া, কেবল গিরগিটি শীকার করিয়া আনিল। এই জন্য, উক্ত দুই দল পৌরিয়া (পারাবত) এবং চোরে (গিরগিটী) নামে পরিচিত হইল। সাঁওতালগণ যখন চাপা পরিত্যাগ করিল, তৎকালে কেবল মাত্র একদল তথায় রহিয়া গেল। ইহারাই বেদিয়া নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সাঁওতালদিগের মধ্যে এই বেদিয়া সর্ব্বনিম্ন শ্রেণী। শুনা যায়, এই শ্রেণীর জন্মদাতার ঠিক নাই, আবার কোন কোন সাঁওতাল বলে যে রাজপুতের ঔরসে ও কিস্কু রমণীর গর্ভে এই শ্রেণীর উৎপত্তি। এই সাঁওতাল বেদীয়া শ্রেণী ও ভ্রমণশীল বেদিয়া জাতি এক কি না, ঠিক বলা যায় না, তবে হইতে পারে যে ভ্রমণকারী বেদিয়াগণ, রাজপুত ও সাঁওতাল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু কেবল নামের উপর নির্ভর করিয়া সাঁওতাল বেদিয়া ও ভ্রমণশীল বেদিয়াগণ যে এক জাতি তাহা প্রতিপন্ন করা সমীচীন নহে।

দ্বাদশটি সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। সম্প্রদায়গুলি আবার ভিন্ন ভিন্ন খুঁট বা থাকে বিভক্ত। এক সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সেই সম্প্রদায়ে বিবাহ করিতে পারে না; তাহাদিগকে অন্যকুলে বিবাহ করিতে হয়, তবে তাহারা মাতৃকুলেও বিবাহ করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহকালে বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

রমণীগণ পূর্ণযৌবন প্রাপ্ত হইলে, নিজ মনোমত পতি নির্ব্বাচন করে। অবিবাহিত বালিকা কোন যুবকের সহবাসে গর্ভবতী হইলে, সেই যুবক তাহার প্রণয়িনীকে বিবাহ করিতে বাধ্য। সে এই বিবাহে অস্বীকৃত হইলে, গ্রামের প্রধান বা মণ্ডল তাহাকে অত্যন্ত প্রহার করে এবং তাহার পিতার জরিমানা করে। সাঁওতাল-বিদ্রোহের পরে (১৮৫৫ খৃঃ অব্দে) ধনী সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের ন্যায় ৮।১০ বয়স্ক বালিকার বিবাহ দিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। কিন্তু এই প্রথা অধিক দিন প্রচলিত ছিল না। আজকাল পূর্ণবয়স্ক না হইলে প্রায়ই বালিকার বিবাহ

হয় না। সাঁওতালদিগের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথা নাই; তবে পত্নী বন্ধ্যা হইলে, তাহার অনুমতি লইয়া, স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিতে পারে। সেইরূপ প্রথমা পত্নী বর্ত্তমান থাকিতেও দেবর স্বীয় বিধবা ভ্রাতৃ-জায়াকে বিবাহ করিতে পারে। এক সময়ে সাঁওতাল স্ত্রীগণের মধ্যে বহুপতিগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল। এখনও কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্বীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবধূকে উপভোগ করে, তবে প্রকাশ্য ভাবে এই কার্য্য সংসাধিত হওয়া ইহাদিগের চক্ষে বিশেষ নিন্দনীয় কর্ম্ম। আবার বিবাহিতা স্ত্রী স্বেচ্ছায় স্বীয় কনিষ্ঠা ভগিনীকে তাহার স্বামীর সহিত সহবাস করিতে দেয় এবং সে গর্ভবতী হইলে, যুবক তাহাকে বিবাহ করিয়া লোক-লজ্জা নিবারণ করে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত বিভিন্ন বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে;—(১) বপল বা কিরিং বেহু, (২) ঘারদি জাবাই, (৩) ইতুত, (৪) নিরবোলোক, (৫) সাঙ্গা, (৬) কিরিং জাবাই। পুত্রের পিতা কন্যান্বেষণকরণার্থ একজন ঘটক নিযুক্ত করে। কন্যার পিতা এই বিবাহ প্রস্তাবে সম্মত হইলে, কন্যা তাহার দুইজন সহচরী সমভিব্যাহারে জগ-মাঝির (গ্রামের প্রধান পুরোহিত) গৃহে গমন করে। তথায় পাত্রের পিতা কন্যাকে দর্শন করে। এই কন্যা তাহার মনোমত হইলে, কন্যার পিতাও পাত্রের বাটীতে উপস্থিত হইয়া, পাত্র মনোনীত করে। এইরূপে পাত্র ও পাত্রী উভয়পক্ষের মনোনীত হইলে, কন্যা ক্রয়ের মূল্যের কিয়দংশ প্রদত্ত হয়। কন্যার মূল্য সাধারণতঃ ৩৲ টাকা; তদ্ব্যতীত পাত্রকে কন্যার জন্য একখানি সাড়ি এবং তাহার পিতামহী ও মাতামহী জীবিত থাকিলে, তাহাদের ব্যবহারার্থও দুই খানি সাড়ি প্রদান করিতে হয়। এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অধিক কোন সামগ্রী উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কন্যার পিতা স্বীয় জামাতাকে একটী গাভী প্রদান করিতে বাধ্য। বিধবা ও স্বামীপরিত্যক্তা স্ত্রীবিবাহে কন্যার মূল্য সাধারণ বিবাহ মূল্যের অর্দ্ধেক। কারণ সাঁওতালদিগের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এইরূপ স্ত্রী কেবল মাত্র ইহলোকে উপভোগ্য; কিন্তু পরলোকে ইহারা তাহাদের পূর্ব্বস্বামীর প্রাপ্য।

মহুয়া বৃক্ষের নিম্নে বিবাহসংক্রান্তক্রিয়াদি অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অঙ্গ, কন্যার কপালে ও সীমন্তে সিন্দুর-লেপন। ইহার নাম সিন্দুর-দান। বোধ হয়, সিন্দুরদানপ্রথা সাঁওতালগণ হিন্দুদিগের নিকট হইতে অনুকরণ করিয়াছে। কিন্তু কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদ্গণের বিশ্বাস যে, মনুষ্যের আদিম অসভ্য অবস্থায় বিবাহকালে স্ত্রীপুরুষে স্বীয় রক্ত মিশ্রিত করিয়া, সেই রক্ত তাহারা সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিত। পাশ্চাত্য জাতিবিদ্গণ অনুমান করেন, এই শোণিতলেপন হইতে কালক্রমে বিবাহকালে সিন্দুর লেপনের উৎপত্তি হইয়াছে।

কন্যা কুৎসিত বা বিকৃতাঙ্গ হইলে তাহার ঘারদি-জাবাই নামে দ্বিতীয় প্রকার বিবাহ হয়। এই বিবাহ হইলে, জামাতা ৫ বৎসর শ্বশুরের চাকরি করে, গৃহে অবস্থিতি করিয়া তাহার অধীনে কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত থাকে এবং এই ৫ বৎসর গত হইলে সে একজোড়া বলদ, কিছু চাল এবং কএকটি কৃষি যন্ত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া নিজ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে; তাহার পর আর তাহার সহিত শ্বশুর কুলের কোন সম্পর্ক থাকে না।

যদি কোন যুবক মনে করে যে, তাহার প্রণয়িনী তাহাকে সুনয়নে দৃষ্টি করে না, অথচ সে তাহাকে বিবাহ করিতে নিতান্ত ব্যাকুল, তাহা হইলে সেই যুবক হস্তে সিন্দুর অথবা ধূলি লেপন করিয়া হাট বা অন্য কোন প্রকাশ্য-স্থানে সেই যুবতীর অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকে এবং পাছে পথমধ্যে কন্যার অভিভাবকগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হয় এই ভয়ে তাহাকে দেখিবামাত্র তাহার অঙ্গে সিন্দুর বা ধূলি-লেপনপূর্ব্বক সেই স্থান হইতে দৌড়িয়া পলায়ন করে। এই ঘটনা কন্যার অভিভাবকগণের কর্ণগোচর হইলে তাহারা তৎক্ষণাৎ গ্রামের প্রধানের অনুমতি লইয়া যুবকের গৃহে উপস্থিত হয় এবং যুবকের তিনটি ছাগ বধ করিয়া ভোজন করে। তৎপরে এই বিবাহে কন্যার মূল্য স্বরূপ দ্বিগুণ অর্থ নির্দ্ধারিত হয়। এই বিবাহের নাম ইতুত।

সেইরূপ কন্যা জোর করিয়া কখন কখন স্বীয় মনোমত পাত্রকে বিবাহ করে। ইহাকে নির-বোলোক বলে। যুবতী একটি হাঁড়িতে হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ লইয়া তাহার প্রেমাস্পদের ভবনে গিয়া তথায় বাস করিবার জন্য তাহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করে। এই যুবতীকে বলপ্রয়োগে গৃহবহিষ্কৃত করা রীতি ও রুচি বিরুদ্ধ। পাত্রের মাতা তাহাকে বিতাড়িত করণার্থ অগ্নিতে লঙ্কা প্রক্ষেপ করে, এই লঙ্কার ধূম সহ্য করিয়া যদি যুবতী তথায় অবস্থান করে, তাহা হইলে পাত্রের মাতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেয়।

বিধবা ও পরিত্যক্তা স্ত্রীর পত্যন্তর গ্রহণের নাম সাঙ্গা। কন্যা পাত্রের বাটীতে উপনীত হইলে, পাত্র দিয়ু পুষ্প সিন্দুর চিহ্নিত করিয়া বামহস্তে কন্যার কেশোপরি সংলগ্ন করিয়া দেয়।

কোন অবিবাহিত-কন্যা তাহার অবিবাহ্য শ্রেণীর কোন যুবক কর্ত্তৃক অন্তঃসত্ত্বা হইলে, তাহার অভিভাবকেরা একটি পাত্র অন্বেষণ করে। কন্যার প্রেমাস্পদ তাহাকে দুইটী বলদ, একটি গাভী ও কিছু চাল দিতে স্বীকৃত হইলে সে সেই কন্যাকে স্বীয় পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে সম্মত হয়। তৎপরে গ্রামের প্রধান তাহাদিগকে স্ত্রীপুরুষ বলিয়া স্বীকার করিলেই এই কিরিং-জাবাই নামক বিবাহ সম্পন্ন হয়।

সাঁওতালদিগের মধ্যে যদিও বিধবা-বিবাহ প্রথা প্রচলিত

আছে, তথাপি মৃতপতির কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করাই প্রশস্ত। বিধবা স্বীয় ভাসুরকে কোন মতেই বিবাহ করিতে পারে না। স্বামী অথবা স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে বিবাহ ভঙ্গ হয়। যদি বিনা-কারণে স্বামী বিবাহভঙ্গ করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়, তাহা হইলে স্বামী জরিমানা স্বরূপ কএক টাকা স্ত্রীকে প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্ত্রীর ইচ্ছায় এই কার্য্য সংসাধিত হইলে,কন্যার পিতা জামাতাকে বিবাহের মূল্য ও কিঞ্চিৎ জরিমানা দিতে বাধ্য। সমাগত পল্লীবাসীর সম্মুখে স্ত্রীপুরুষ উপস্থিত হইলে, পুরুষ তাহাদের বিবাহভঙ্গের চিহ্ন স্বরূপ তিনটি শালপত্র ছিন্ন করে এবং একটি জলপূর্ণ পিত্তল কলস উল্টাইয়া দেয়। এইরূপে সাঁওতালদিগের মধ্যে বিবাহ-ভঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকেন।

সাঁওতালদিগের উত্তরাধিকারিত্ববিধি হিন্দুগণের ন্যায় নহে। পিতার মৃত্যুর পর, পুত্রগণ পৈতৃকসম্পত্তি উত্তরাধিকারি-সূত্রে সমভাবে প্রাপ্ত হয়। কন্যা পৈতৃক সম্পত্তির কোন অংশ পায় না, তবে সম্পত্তি-বিভাগকালে একটি গাভী লাভ করে। পিতার মৃত্যুর সময় পুত্রগণ অল্পবয়স্ক থাকিলে, যে পর্য্যন্ত না তাহারা সকলে সম্পত্তি ভাগ করিয়া পৃথক্ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার উপযুক্ত হয়, ততদিন মাতা সেই সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করে। তৎপরে মাতা স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্রের সহিত তাহার জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিয়া থাকে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে বহুবিধ পূজা প্রচলিত আছে। নিম্নে কএকটি দেবতার বিষয় লিখিত হইল। (১) মরঙ্গ বুরু—ইনি দেবতাদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান। ইহার অসাধারণ ক্ষমতা। (২) মোরোকো (অগ্নি); পূর্ব্বে মোরোকোর পঞ্চ সহোদরের পূজা প্রচলিত ছিল,এক্ষণে কেবলমাত্র মোরোকোর পূজা হইয়া থাকে। (৩) জাইর ইরা—মোরোকোর ভগিনী। প্রত্যেক গ্রামের বন মধ্যে এক একটি স্থান এই দেবীর অধিষ্ঠানভূমি বলিয়া পরিচিত হয়। (৪) গোসেন ইরা—জাইর ইরার কনিষ্ঠা ভগিনী। (৫) পরগণা—ইনি ডাকিনীগণের উপর কর্ত্তৃত্ব করেন, সেই জন্য সকলেই ইহাকে বিশেষ ভক্তি করে। (৬) মাঝি—ইনি পরগণার অধীনস্থ সর্ব্বপ্রধান দেবতা। দেবতারা যাহাতে মনুষ্যের অনিষ্ট করিতে না পারে, এই বিষয়ে তিনি সতত দৃষ্টি রাখেন। সাঁওতালদিগের বিশ্বাস যে, তাহাদের ন্যায় দেবতাদিগের মধ্যেও মাঝি বা প্রধান আছে, দেব-মাঝিও অন্যায় দেবতাদিগকে শাসন করে। বন মধ্যে এই সকল দেবতার পূজা হয় কেবল মরঙ্গ বুরুর পূজা গৃহেও সম্পন্ন হইয়া থাকে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক গৃহস্বামীর দুইটি বিভিন্ন কুলদেবতা আছে; ওরাক্ বংগ বা গৃহদেবতা এবং আবগে বংগ বা গুপ্তদেবতা! কোন সাঁওতাল তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভিন্ন অপর কাহারও নিকটে স্বীয় কুলদেবতাদ্বয়ের নাম প্রকাশ করে না। গৃহস্বামী স্বীয় পরিবারস্থ স্ত্রীগণের নিকটে এই দেবতাদ্বয়ের নাম ও পূজাপ্রকরণ বিশেষভাবে গোপনে রাখে; কারণ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তাহারা এই সকল দেবতাদিগকে ভূত করিয়া ফেলিবে ও অবিলম্বে ডাকিনীতে পরিণত হইয়া পরিবারস্থ সকলকে খাইয়া ফেলিবে। ওরাক্ বংগের উদ্দেশে যে সকল খাদ্য সামগ্রী উৎসর্গীকৃত হয়,সেগুলি পরিবারস্থ সকলেই আহার করে। কিন্তু আব্‌গে-বংগের প্রসাদ কেবল মাত্র পুরুষেরা গ্রহণ করিতে পারে।

সাঁওতালদিগের মধ্যে পূর্ব্বে মনুষ্যবলি প্রচলিত ছিল। এখনও সময়ে সময়ে সাঁওতালগণ নিজ দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার মানসে অথবা প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় দেবতার সম্মুখে মনুষ্য-বলি দিয়া থাকে।

পৌষমাসে ক্ষেত্র হইতে ধান্য গৃহে আনীত হইলে সাঁওতালেরা এই উপলক্ষে উৎসব করে। ইহাই তাহাদিগের প্রধান উৎসব। দেবতার স্থানে পুরোহিত কর্ত্তৃক কুক্কুটবলি প্রদত্ত হয়, তদ্ভিন্ন গ্রামবাসীরা শূকর, ছাগ ও কুক্কুট উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই উৎসব কালে গ্রামস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই মদিরা-সেবনে উন্মত্ত হইয়া যথেচ্ছাচারে আনন্দ উপভোগ করে। তৎকালে রমণীগণ সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিতে অসমর্থ হয়। এই সময়ে এরূপভাবে যথেচ্ছাচারী হইয়া স্ত্রীগণের পরপুরুষ সহবাস তেমন নিন্দনীয় নহে। ফাল্গুন মাসে শালফুল প্রস্ফুটিত হইলে সাঁওতালগণ আর একটি উৎসব সম্পন্ন করে। এই উৎসব উপলক্ষেও দেবতার সম্মুখে বহু বলি প্রদত্ত হয় এবং সাঁওতালগণ পরস্পর প্রীতিভোজে যোগদান করে। দিবারাত্র নাচ-গান চলিতে থাকে এবং বংশীর মধুর রবে পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন আষাঢ় মাসে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিবার সময়ে এবং ভাদ্র মাসে ধান্যের অঙ্কুরোদ্গম হইলে সাঁওতালগণ নানাবিধ উৎসব করে। পৌষের প্রথম দিবসে, ইহারা মৃত পূর্ব্বপুরুষগণের উদ্দেশে চিড়া, গুড় ও রুটি উৎসর্গ করে। অন্য সময়েও ইহারা মৃতব্যক্তির পূজা করিয়া থাকে। মাঘ মাসে সাঁওতালদিগের বর্ষ সমাপ্ত হয়। প্রত্যেক সাঁওতাল জীবনে অন্ততঃ একবারও জমসিম্ পূজা করিতে বাধ্য। এই পূজায় তাহারা সূর্য্যদেবের উদ্দেশে একটি ছাগল ও একটি ভেড়া বলি দেয়। এই পূজার এক বৎসর পরে, সাঁওতালেরা গৃহ দেবতার সম্মুখে একটি গাভী এবং মরংবুরু ও পূর্ব্বপুরুষগণের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটি ষাঁড় বলি দেয়। এই পূজা কুত্তম্ দংত্রা নামে অভিহিত।

প্রত্যেক সাঁওতাল-পল্লীতে যেমন এক একজন মাঝি বা প্রধান থাকে, সেইরূপ কএকটি পল্লী বা প্রত্যেক পরগণা একজন পরগণাইতের অধীনে থাকে। পরগণাস্থ সমাজের সকলের উপরে

এই ব্যক্তি কর্তৃত্ব করে। প্রত্যেক বিবাহে এই পরগণাইতের অনুমতি লইতে হয় এবং কোন ব্যক্তি সমাজনীতি বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিলে, এই ব্যক্তি গ্রামের পঞ্চায়তের সহিত পরামর্শ করিয়া, তাহাকে গ্রাম হইতে বিদূরিত করিয়া দেয় অথবা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করে।

সাঁওতালগণ শবদাহ করে। কোন পল্লীতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, গ্রামস্থ সকলেই সেই মৃত ব্যক্তির সৎকারার্থ নিকটবর্ত্তী নদীতীরে গমন করে। সাঁওতালগণ এখনও ধনুর্ব্বিদ্যায় সিদ্ধহস্ত, তাহাদের লক্ষ্য প্রায় ব্যর্থ হয় না। কেবল মাত্র ধনুর্ব্বাণ সাহায্যে ইহারা ১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতাল পরগণায় বিদ্রোহ উপস্থিত করিয়াছিল। সাঁওতালগণের প্রকৃতি অতি সরল এবং ইহারা সত্যবাদী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সাঁক (দেশজ) শঙ্খ শব্দের অপভ্রংশ।

সাঁকো (দেশজ) সেতু, সোপান, পুল।

সাঁচা (দেশজ) ১ সত্য, যথার্থ, অকৃত্রিম। ২ জল ছেঁচা।

সাঁচান (দেশজ) শকুন পক্ষী।

সাঁচি (দেশজ) ১ নূতন। ২ খাঁটী।

সাঁচিপাণ (দেশজ) পর্ণ বিশেষ। এই পর্ণ খাইবার কালে এক প্রকার সুগন্ধ ও সুস্বাদ পাওয়া যায়।

সাঁচিবেত (দেশজ) সাধারণ বেত্র।

সাঁচিসরিষা (দেশজ) সর্ষপ ভেদ। কৃষ্ণ সরিষা।

সাঁচিসর্ষা (দেশজ) গুল্মভেদ। (Brassica erucoides)।

সাঁজো (দেশজ) সদ্যো শব্দের অপভ্রংশ। যাহা সদ্যঃ হয়, রজকালয়ে সাঁজো ও বাসি কাপড় কাচা হয়, সেই দিনই যে কাপড় কাচিয়া দেয়, তাহাকে সাঁজো কহে।

সাঁজোয়া (দেশজ) বর্ম্ম, অস্ত্রনিবারণার্থ কবচ।

সাঁঝ (দেশজ) সন্ধ্যাকাল, সন্ধ্যাবেলা।

সাঁড়ক (দেশজ) বাঁশের চটাবিশেষ। ঘর প্রস্তুত করিতে হইলে বাঁশের সাড়ক এবং বরেয়া প্রস্তুত করিয়া তাহা দ্বারা চাল বাঁধিতে হয়। একটী বাঁশে চারিটী সাড়ক এবং ৮টী বরেয়া হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি না লাগিলে সাড়ক বহু দিন স্থায়ী হয়। রৌদ্র বৃষ্টিতে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়। এই জন্য উহাকে রৌদ্রে শুকাইয়া জলে পচাইয়া লইলে আর ঘুণ ধরিবার সম্ভাবনা থাকে না।

সাঁড়াশী (দেশজ) লৌহনির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। সন্দংশ যন্ত্র।

সাঁতার (দেশজ) সন্তরণ। জলের উপরিভাগে ভাসন।

সাঁতলান (দেশজ) মৎস্যাদি অল্প তৈলে ভাজিয়া লওয়াকে সাঁতলান কহে। যথা সাতলান মৎস্য। অনেক স্থলে উত্তপ্ত তৈলে লঙ্কা, তেজপাত, সরিষা বা পাঁচফড়ং প্রভৃতি সম্বরা ঝোলাদি সিদ্ধ করাকে সাঁতলান বলা হয়।

সাঁস (দেশ) শস্য।

সাক (অব্য) সহার্থ, সহ, সহিত, সঙ্গে।

"অহং অনন্তা গুরুভিশ্চ সাকং
মাসাত্ত লক্ষ্মীমবসং চিরায়" (কথাসরিৎসা° ৪।১৩৬)

সাকংযুজ (ত্রি) সাকং যুজ-ক্বিপ্। সহিত যুক্ত, সহিত বর্ত্তমান।

"সাকং যুজা শকুনস্যেব পক্ষা" (ঋক ১০।৯।১০৬)

'সাকং যুজা সাকং যুজৌ সহ বিযুজ্য বর্ত্তমানৌ' (সায়ণ)

সাকংজ (ত্রি) সাকং জায়তে জন-ড। সহোৎপন্ন।

"সাকংজানা সপ্তথমাহুঃ" (ঋক্ ১।১৬৪।১৫)

'সাকংজানাং একস্মাদাদিত্যাৎ সহোৎপন্নানাং' (সায়ণ)

সাকংবৎ (ত্রি) সহযুক্ত।

সাকংবৃধ্ (ত্রি) সাকং বর্দ্ধতে বৃধ-ক্বিপ্। প্রবৃদ্ধ।

"ভূতং সাকং বৃধা শবসা" (ঋক্ ৭।৯৩।২)

'সাকং বৃধা সহ প্রবৃদ্ধৌ' (সায়ণ)

সাকমুক্ষ্ (ত্রি) সহিত বা যুগপৎসিঞ্চনকারী, একত্র যাহারা জল সিঞ্চন করে।

"সাকমুক্ষো মর্জ্জয়ন্ত স্বসারঃ" (ঋক্ ৯।৯৩।১)

'সাকমুক্ষঃ সহ যুগপৎ সিঞ্চন্তঃ উক্ষ সেবনে ক্বিপি রূপং' (সায়ণ)

সাকমেধ (পুং) চাতুর্মাস্যে যাগভেদ।

সাকম্প্রস্থায়ীয় (ত্রি) যাগভেদ।

সাকল্য (ক্লী) সকল ভাবে ষ্যঞ্। ১ সমুদায়। ২ সকলের ভাব।

"যো যদৈষাং গুণো দেহে সাকল্যে নাতিরিচ্যতে।
স তদাতদ্‌গুণপ্রায়ং তং করোতি শরীরিণং॥" (মনু ১২।২৫)

সাকাঙ্ক্ষ (ত্রি) আকাঙ্ক্ষয়া সহ বর্ত্তমানঃ। ১ আকাঙ্ক্ষার সহিত বর্ত্তমান, আকাঙ্ক্ষাযুক্ত, সস্পৃহ, লালস।

"পরস্ত যুবতীং ভার্য্যাং সাকাঙ্ক্ষং বীক্ষতে ন কঃ।" (উদ্ভট)

২ লোভী, ইচ্ছুক।

সাকাঙ্ক্ষতা (স্ত্রী) সাকাঙ্ক্ষস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকাঙ্ক্ষত্ব, সাকাঙ্ক্ষের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকার (ত্রি) আকারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আকারবিশিষ্ট, মূর্ত্তিযুক্ত। "সাকারঞ্চ নিরাকারং সগুণং নির্গুণং প্রভুং। সর্ব্বাধারঞ্চ সর্ব্বঞ্চ স্বেচ্ছারূপং নমাম্যহং॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু° গণ° ৩২।৩৩)

সাকারোপাসনা (স্ত্রী) সাকারস্য উপাসনা। দেবতার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া উপাসনা, দেবমূর্ত্তিপূজা। সগুণ-ব্রহ্মের উপাসনা, প্রথমাধিকারীর পক্ষে সাকারোপাসনাই শ্রেয়ঃ। যাহাদের চিত্তশুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গ্রাম বিজিত হয় নাই, তাহারা সাকারোপাসনা দ্বারা চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি লাভ করিবেন। (তন্ত্র)

সাকারতা (স্ত্রী) সাকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাকারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাকুরুণ্ড (পুং) সকুরণ্ড এব স্বার্থে অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—গ্রন্থিফল, বিকট, বস্ত্রভূষণ, কর্বুরফল, সকুরুণ্ড। ইহার গুণ—কষায়, রুচিকারক, দীপন, সারক, শ্লেষ্মা, বাতনাশক, বস্ত্ররঞ্জক ও লঘু। (রাজনি°)

সাকূত (ত্রি) আকূতেন সহ বর্ত্তমানঃ। সাভিপ্রায়, অভিপ্রায়যুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাকেত (ক্লী) অযোধ্যানগরী। (শব্দরত্না°)

সাকেতক (ত্রি) সাকেত (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সাকেতদেশবাসী, অযোধ্যাবাসী।

সাকেতন (ক্লী) সাকেত, অযোধ্যানগর।

সাক্তুক (পুং) সক্তুষু সাধুঃ সক্তু (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ যব। সক্তূনাং সমূহঃ সক্তু (অচিত্তহস্তিধেনোষ্ঠক্। পা ৪।২।৪৭) ইতি ঠক্। (ক্লী) ২ সক্তুসমূহ। (ত্রি) ৩ সক্তুসম্বন্ধী। ৪ সক্তুসমর্থ।

সাক্ষত (ত্রি) অক্ষতেন সহ বর্ত্তমানঃ। অক্ষত বা আতপ তণ্ডুলের সহিত বর্ত্তমান।

সাক্ষর (ত্রি) অক্ষরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অক্ষরযুক্ত, বিদ্বান্। (ক্লী) ২ স্বনামলিখন, সহি করা।

সাক্ষাৎ (অব্য) ১ প্রত্যক্ষ, সম্মুখ। ২ প্রত্যক্ষীভূত। ৩ মূর্ত্তিমান্। ৪ স্বয়ং। ৫ তুল্য, সদৃশ।

সাক্ষাৎকর (ত্রি) প্রত্যক্ষজনক।

সাক্ষাৎকরণ (ক্লী) সাক্ষাৎকার, প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকার (পুং) প্রত্যক্ষ করা, দেখা করা।

সাক্ষাৎকারতা (স্ত্রী) সাক্ষাৎকারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাক্ষাৎকারের ভাব বা ধর্ম্ম, সাক্ষাৎ।

সাক্ষাৎকারবৎ (ত্রি) সাক্ষাৎকার অস্ত্যর্থে মতুপ্, মস্য ব। সাক্ষাৎকারযুক্ত, প্রত্যক্ষবিশিষ্ট।

সাক্ষাৎকারিন্ (ত্রি) সাক্ষাৎ করোতি কৃ-ণিনি। সাক্ষাৎকর্ত্তা, যিনি দেখা করেন।

সাক্ষাৎকৃতি (স্ত্রী) সাক্ষাৎকার, দেখা করা।

সাক্ষিতা (স্ত্রী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা তল, নস্য লোপঃ, টাপ্। সাক্ষিত্ব, সাক্ষীর কার্য্য; সাক্ষ্য, সাক্ষী দেওয়া।

সাক্ষিন্ (ত্রি) অক্ষেণ দর্শনেন্দ্রিয়েন সহ বর্ত্তমানং, যৎ তৎ সাক্ষাৎ জ্ঞানং তদস্যাস্তীতি সাক্ষ্য-ইনি। বৃত্তজ্ঞ, প্রত্যক্ষদর্শন, প্রত্যক্ষদর্শী, স্বয়ংদ্রষ্টা, যিনি প্রত্যক্ষরূপে সকল দেখিয়াছেন। কোন বিষয় লইয়া পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হইলে সাক্ষীদ্বারা তাহার মীমাংসা করা হয়। সুতরাং বিবাদমীমাংসায় সাক্ষীই মূল। মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে সাক্ষীর বিধি-নিষেধ এবং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহা আলোচিত হইল।

বাদী রাজার নিকট কোন বিষয় মীমাংসার জন্য উপস্থাপিত করিলে অর্থাৎ কোন বিষয়ের নালিশ করিলে, তিনি সাক্ষী দ্বারা সেই বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবেন। ঋণদানাদি ব্যবহারে যেরূপ সাক্ষী করিতে হইবে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, কৃতদার, পুত্রবান্, এবং একদেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রজাতীয় লোক অর্থীকর্ত্তৃক মানিত হইলে তাহারা সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়, অনাপদ্‌কালে অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে কোন ব্যক্তিকেই সাক্ষ্য মানা যাইতে পারে না, সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী ও যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে, এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়। ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে।

যাহাদের সহিত কোনরূপ অর্থ সংস্রব আছে, যাহারা মিত্র, সাহায্যকারী, ভৃত্যাদি, শত্রু, এবং যাহাদের কূটসাক্ষিত্ব পূর্ব্বে জানা গিয়াছে, ব্যাধিগ্রস্ত, এবং মহাপাতকাদি দোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। এই সকল ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, এবং যদিও ইহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহা বিচারস্থলে গ্রাহ্য হইবে না। রাজাকে সাক্ষী মানিতে নাই। সূপকার, কারুজীবী, নটাদি, বহু বেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিবে না। দাস, লোকবিগর্হিত ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধ কর্ম্মকারী, বৃদ্ধ, শিশু, একজন ব্যক্তি, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়, আর্ত্তি, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতৃষ্ণায় পীড়িত, পথশ্রমে শ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর ইহাদিগকেও সাক্ষী মানিতে নাই।

স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে। দ্বিজের সাক্ষী সদৃশ-দ্বিজ হইবে। সাধুশূদ্রের শূদ্র এবং নীচজাতির সাক্ষী চণ্ডালাদি নীচজাতিই হওয়া উচিত। কিন্তু গৃহ মধ্যে, অরণ্যাদি নির্জ্জন স্থলে, চৌরাদিকৃত উপদ্রবে অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে এই সকল ব্যাপার যে কোন ব্যক্তিই জানেন, তাহাকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে। ইহারা উক্ত দোষযুক্ত হইলেও তাহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে। উক্ত স্থলে গুণবান্ সাক্ষীর অভাবে স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, শিশু, বন্ধু, দাস এবং ভৃত্যও সাক্ষী হইতে পারে। সকল প্রকার সাহসকার্য্যে, চৌর্য্যে, স্ত্রীসংগ্রহণে এবং বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য, এই সকল বিষয়ে গৃহস্থ, পুত্রবান্ ইত্যাদি সাক্ষ্য-পরীক্ষা নাই, অর্থাৎ এই সকল স্থলে সকলকেই সাক্ষী মানিতে পারা যায়।

সাক্ষী দ্বৈধস্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন, অর্থাৎ অনেক সাক্ষী যেথানে এক কথা বলে তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। সমান হইলে গুণের বা বাক্যের দ্বারা সত্য

নির্ণয় করিতে হয়। গুণের দ্বৈধ-স্থলে যাহারা ক্রিয়াবান্ তাহা-দেরই বাক্য গ্রহণীয়।

সাক্ষ্যস্থলে চক্ষুগ্রাহ্যবিষয়ে সাক্ষাৎ-দর্শনে এবং শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্য কথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। যাহা দেখিয়াছে বা যাহা শুনিয়াছে, সাক্ষী যদি তাহার অন্যথা বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরকালে অধোমুখী হইয়া নরকগামী হয়।

অর্থী ও প্রত্যর্থীর মনোনীত না হইলেও যদি কেহ কিছু দেখে বা শুনে, বিচারক যদি তাহাদিগকে এই বিষয় জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে তাহারা যথাদৃষ্ট বা যথাশ্রুত বিষয় বলিবে, তাহারা যথাযথ বলিলে পাপভাগী হয় না। লোভহীন এক ব্যক্তিই সাক্ষী হইবে, কিন্তু স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষীর যোগ্য নহে। কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি দোষাক্রান্ত স্ত্রী বা পুরুষ কেহই সাক্ষী হইতে পারিবে না। সাক্ষীরা স্বাভাবিক যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রহণ করিবেন। ভয়াদি কোন কারণ বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, তাহা গ্রাহ্য হইবে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষীকে কোনরূপ জেরা করিবে না, সাক্ষী আপনা হইতেই যাহা বলিবে, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। জেরাতে যদি কোনরূপ ভিন্ন বলে, তাহা প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হইবে না।

সভা মধ্যে বিচারক অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করিয়া প্রিয় বচনে তাহাদিগকে বলিবেন যে, তোমরা বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যে হেতু তোমাদিগকে এ বিষয়ে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। সাক্ষ্য-স্থলে সত্য-বাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্যবাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাবাক্য বলিলে বরুণ-পাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনাপ্রাপ্ত হইতে হয়। অতএব সত্য-সাক্ষ্য দিবে।

সত্য-কথনে সাক্ষী পাপমুক্ত এবং তাহার ইহাতে ধর্ম্ম বৃদ্ধি হয়; অতএব সকল বর্ণের সাক্ষীরই সত্য বলা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী, তিনিই একমাত্র মানবের শরণ, অতএব মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা তাঁহাকে অবমাননা করিও না। পাপকারীরা মনে করে যে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পায় না, কিন্তু তাহা নহে, দেবতারা তাহাদিগের সেই পাপ সকল দেখিয়া থাকেন এবং অন্তরপুরুষ তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম ও বায়ু প্রভৃতি ইহা বিশেষ রূপে জানিয়া থাকেন। অতএব সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যাপ্রয়োগ কদাচ বিধেয় নহে।

বিচারক সাক্ষীগ্রহণস্থলে পূর্ব্বাহ্ণ কালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে ব্রাহ্মণকে সাক্ষীবিষয়ে যাহা জান তাহাই বল, এবং ক্ষত্রিয়কে সত্য করিয়া বল, এবং বৈশ্যকে গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল এবং শূদ্রকে সমুদায় পাতক দ্বারা শপথ করিয়া বল, যথাবিশেষে তিনি সাক্ষীকে এইরূপে প্রশ্ন করিবেন। তিনি সাক্ষীদিগকে আরও কহিবেন যে, ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রী-হন্তা, বালক-হন্তা, মিত্রদ্রোহীর ও কৃতঘ্নের যে যে লোক শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে তোমার ঐ ঐ লোক প্রাপ্তি হইবে। হে ভদ্র! তুমি জন্মাবধি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ, সে সকল পুণ্য কুকুরে গমন করিবে। যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল, তুমি মনে করিয়াছ যে তুমি একাকী আছ, তাহা নহে, পাপপুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞ এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। এই সকল বিবেচনা করিয়া সত্য সাক্ষ্য দিবে। মিথ্যা সাক্ষ্য দানে সকল পুণ্য ক্ষয় এবং নরক-ভোগ ইহা বুঝিয়া তুমি যাহা দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ তাহা সত্য করিয়া বল।

গোরক্ষক, বাণিজ্য-জীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী এবং বৃদ্ধিজীবী ব্রাহ্মণকে শূদ্রের ন্যায় সাক্ষ্যপ্রশ্ন করিবে। স্থান বিশেষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলেও তাহা দোষাবহ হয় না, এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার হানি হইবে না। এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য কহে। যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণ-বধ হয়, এইরূপ স্থলে মাত্র মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি এইরূপ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিবেন, তিনি দোষ পরিহারের জন্য চরুপাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবেন।

যদি কোন সাক্ষী অরোগী থাকিয়া ত্রিপক্ষের মধ্যে ঋণাদি ব্যবহারবিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান না করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবী হইবে, তাহার দশ ভাগের একভাগ রাজাকে দণ্ডস্বরূপ প্রদান করিতে হইবে। সাক্ষী দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতিমরণ হয়, তবে ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্যনুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে।

যে বিবাদে মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই বিবাদের পুনরায় আবার বিচার করিবেন। মিথ্যা সাক্ষ্য দ্বারা যাহা কিছু কৃত হইয়াছিল, তাহা সকলই অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অগ্রাহ্য।

যাহারা মিথ্যা-সাক্ষ্য প্রদান করে, রাজা তাহাদিগকে দণ্ড-বিধান করিবেন। এই দণ্ডবিধানের বিশেষ নিয়ম আছে, লোভাধীন মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে হাজার পণ দণ্ড, মোহজন্ত মিথ্যা-সাক্ষ্যে আড়াই শত পণ, কামাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে আড়াই হাজার পণ, ক্রোধাধীন মিথ্যাসাক্ষ্যে তিন হাজার পণ, অজ্ঞানতঃ মিথ্যাসাক্ষ্যে দুইশত পণ এবং অনবধানতাবশতঃ মিথ্যা-সাক্ষ্য দিলে একশত পণ দণ্ড হইবে। রাজা এইরূপে মিথ্যা-সাক্ষ্য-কারীকে দণ্ডবিধান করিবেন।

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই তিন বর্ণ যদি বারংবার মিথ্যাসাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পূর্ব্বোক্তরূপে দণ্ডবিধান করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ এইরূপ করিলে তাহার কোনরূপ অর্থদণ্ড না করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এই সাক্ষীর বিষয়ে এইরূপ লিখিত আছে। কোন বিষয় মীমাংসার জন্ম রাজার নিকট নালিশ করিলে অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হইবে। তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-স্বভাব, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত ও নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুচারী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এই সকল গুণবিশিষ্ট তিনজন সাক্ষী হওয়া আবশ্যক। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী যদি না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল জাতীয় সকল বর্ণীয় ব্যক্তিকেই সাক্ষী মানা যাইতে পারে।

স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব, শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি ইহারা শাস্ত্রীয় বচনানুসারে সাক্ষিমধ্যে পরি-গণিত নহে। এই বিষয়ে শাস্ত্রেও কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, আভশস্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থসম্বন্ধী অর্থাৎ যাহার সহিত বিবাদী বিষয়ের স্বার্থ সম্বন্ধ আছে, সহায়, শত্রু, চোর, সাহসী (গোঁয়ার), দৃষ্টদোষ, বন্ধু, পরিত্যক্ত ইত্যাদি গুণযুক্ত ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। উভয়পক্ষ সম্মত ধর্ম্মজ্ঞ একজন সাক্ষী হইবে, কিন্তু এই নিন্দিত গুণযুক্ত ব্যক্তি-গণকে কদাচ সাক্ষ্য মানিবে না। রাজা সাক্ষী লইবার কালে মিথ্যাসাক্ষ্য দিলে যে দোষ হয়, তাহা সাক্ষীকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন।

সাক্ষী মানিত হইয়া যে ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূটসাক্ষীর তুল্য। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয়, এবং লিখিত প্রতিজ্ঞান যাহার অন্যরূপ প্রমাণ হয়, তাহার পরাজয় হইয়া থাকে। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও যদি অন্য পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে পূর্ব্ব-সাক্ষীগণ কূটসাক্ষী বলিয়া পরিগণিত হয় এবং যাহারা কূট-সাক্ষী দিবে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিবেন। বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, কূটসাক্ষীর তাহার দ্বিগুণ হইবে এবং রাজা তাহাকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিবেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে তাহার কোনরূপ দণ্ড না করিয়া তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইবে।

সাক্ষী সাক্ষ্য দিবার জন্য অঙ্গীকৃত হইয়া পরে যদি তাহা অস্বীকার করে তাহা হইলে বিবাদপরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা ৮ গুণ অধিক তাহার দণ্ড হইবে। রাজা তাহার এইরূপ দণ্ডবিধান করিয়া পরে তাহাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। যে বিবাদে সত্যকথা বলিলে ব্রহ্ম-চারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেই স্থলে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারে। পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু নির্ব্বপণ করিতে হয়।
(যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মিথ্যাসাক্ষ্য-দানকারীর সকল পুণ্যক্ষয় এবং নরক হইয়া থাকে, এইজন্য সাক্ষ্যস্থলে কদাচ মিথ্যা বলিবে না। মিথ্যা মহাপাপ বলিয়া গণ্য, তাহার উপর রাজার সমক্ষে প্রতিজ্ঞা করিয়া যদি মিথ্যা প্রয়োগ করা হয়, তাহা হইলে কিরূপ পাপ হইবে, তাহা বিবেচনা করিলেই বুঝা যায়। ব্যবহারতত্ত্বে এই সাক্ষীর বিষয় বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না।

সাক্ষিপ্ত (অব্য) আক্ষিপ্ত অর্থাৎ আক্ষেপ, মনোবৈকল্য, তাহার সহিত বর্ত্তমান, মনোবিক্লবতাযুক্ত।

"বেষং সাক্ষিপ্তমাধায় রক্তেনৈকেন বাসসা" (ভারত ১ প°)

'সাক্ষিপ্তং আক্ষিপ্তং আক্ষেপোমনোবৈকল্যং তেন সহ যথাস্যাত্তথা' (নীলকণ্ঠ)

সাক্ষিভূত (ত্রি) সাক্ষীস্বরূপ, সাক্ষীভূত, ভগবান্ বিষ্ণু, তিনি সাক্ষীস্বরূপ।

"নমস্তে আদিদেবায় সাক্ষিভূতায় তে নমঃ।
নারায়ণায় ঋষয়ে নরায় হরয়ে নমঃ ॥" (ভাগবত ৩।১৬।৩৪)

সাক্ষিমৎ (ত্রি) সাক্ষিন্ অস্ত্যর্থে মতুপ্, নস্য লোপঃ। সাক্ষী-যুক্ত, সাক্ষীবিশিষ্ট। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২।৯৪)

সাক্ষেপ (ত্রি) আক্ষেপেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আক্ষেপের সহিত বর্ত্তমান, আক্ষেপযুক্ত, আক্ষেপবিশিষ্ট।

সাক্ষ্য (ক্লী) সাক্ষিণো ভাবঃ কর্ম্মবা, সাক্ষিন্-ষ্যঞ্। যদ্বা সাক্ষিণি ভবং সাক্ষিন্ (দিগাদিভ্যো যৎ। পা ৪।৩।৫৪) ইতি যৎ। সাক্ষীর কর্ম্ম, সাক্ষ্যপ্রদান, সাক্ষীর কার্য্য।

"সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষ্যং শ্রবণাচৈব সিধ্যতি।" (ব্যবহারতত্ত্বধৃত মনু) সমক্ষ দর্শন ও শ্রবণ দ্বারা সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়। [সাক্ষিন্ শব্দ দেখ]

(ত্রি) ২ দ্রষ্টা। "তাবানয়ং ব্যবহারঃ সদাবিঃ
ক্ষেত্রজ্ঞসাক্ষ্যো ভবতি স্থূলসূক্ষ্মঃ।" (ভাগবত ৫।১১।৭)

সাখেয় (ত্রি) সখ্যুরিদং সখি (বুঞ্ছণ্কটজিতি। পা ৪।২।৮০) ইতি ঢঞ্। সখিসম্বন্ধী।

সাখ্য (ক্লী) সখ্যুর্ভাবঃ কর্ম্ম বা সখি-ষ্যঞ্। সখ্য, সখিত্ব, বন্ধুত্ব।

সাগর (পুং) সগরস্য রাজ্ঞোঽয়মিতি সগর-অণ্। সমুদ্র, অমরটীকায় ভরত লিখিয়াছেন যে রাজা সগর ইহাকে অবতারিত করেন, এই জন্য সমুদ্রের নাম সাগর হইয়াছে। "সগরেণাবতারিতত্বাৎ তস্যায়মিতি ষ্ণে সাগরো দন্ত্যাদিঃ। (ভরত) এই সাগর ৭টী। [সমুদ্র দেখ।]

সগরস্যাপত্যং পুমানিতি সগর-অণ্। ২ সগরপুত্র। (ভাগবত ৩।১০৭) (ত্রি) সাগরস্যেদং অণ্। ৩ সাগরসম্বন্ধী।

সাগরক (পুং) জনপদভেদ। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাগরীকা। রত্নাবলীর সখী।

সাগরগ (ত্রি) সাগর-গম-ড। সাগরগামী, সাগরপর্য্যন্ত গমনকারী। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাগরগা-নদী, ২ গঙ্গা। (ভার° আদিপ°)

সাগরগম (ত্রি) সাগরপর্য্যন্তগামী।

সাগরগামিন্ (ত্রি) সাগরং গচ্ছতীতি গম-ণিনি। সাগর পর্য্যন্ত গমনকারী, স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সাগরগামিনী নদী।
"মহীধরং মার্গবশাদুপেতং স্রোতোবহা সাগরগামিনীব।"(রঘু ৬।৫২)
৩ সূক্ষ্মৈলা। (রাজনি°)

সাগরদত্ত (পুং) ১ শাক্যবংশীয় একজন খ্যাত ব্যক্তি। ২ গন্ধর্ব্বরাজভেদ।

সাগরনন্দিন্ (পুং) একজন কোষকার। (উজ্জ্বল ৪।১২১)

সাগরনেমি (স্ত্রী) সাগরঃ নেমিরিব যস্যঃ। পৃথিবী। (হেম)

সাগরপর্য্যন্ত (ত্রি) সমুদ্রপর্য্যন্ত, সমুদ্র অবধি।

সাগরপাল (পুং) নাগরাজ। (তারনাথ)

সাগরমুদ্রা (স্ত্রী) ধ্যানমুদ্রাভেদ।

সাগরমেখল (স্ত্রী) সাগরঃ মেখলেব যস্যাঃ। পৃথিবী। (হেম) এই শব্দ বাচ্যলিঙ্গেও দেখিতে পাওয়া যায়।
"অংশুমানপি ধর্ম্মাত্মা মহীং সাগরমেখলাং।
প্রশশাস মহারাজ যথৈবাস্য পিতামহঃ॥" (ভারত ৩।১০৭।৬৪)

সাগরলিপি (স্ত্রী) লিপিভেদ। ললিতবিস্তরে এই লিপির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (ললিতবি°)

সাগরবর্ম্মন্ (পুং) রাজভেদ।

সাগরবাসিন্ (ত্রি) সাগরে সাগরতীরে বসতীতি বস-ণিনি। সাগরতীরে বাসকারী, যাহারা সাগরতীরে বাস করে।

সাগরব্যূহগর্ভ (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সাগরসূনু (পুং) সাগরপুত্র।

সাগরানূপক (ত্রি) সাগরবাসী। (ভারত বনপর্ব্ব)

সাগরান্ত (ত্রি) সাগরপর্য্যন্ত।

সাগরাম্বরা (স্ত্রী) সাগরঃ অম্বরং বস্ত্রমিব যস্যাঃ। পৃথিবী।

সাগরালয় (পুং) সাগর আলয়ো যস্য। বরুণ। (শব্দমালা)

সাগরাবর্ত্ত (পুং) সাগরদ্বীপ। (মহাভারত বনপর্ব্ব)

সাগরেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ।

সাগরোত্থ (ক্লী) সাগরাদুত্তিষ্ঠতীতি উৎ-স্থা-ক। সমুদ্রলবণ।

সাগরোদক (ক্লী) সাগরস্য উদকং। সাগরের জল, সমুদ্রজল, মহাস্নানকালে সাগরোদক দ্বারা স্নান করাইতে হয়।

সাগরোপম (ত্রি) সাগর উপমা যস্য। সাগরতুল্য, সমুদ্রসদৃশ।

সাগস্ (ত্রি) পাপের সহিত বর্ত্তমান, পাপযুক্ত, পাপবিশিষ্ট।

সাগ্নি (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত, অগ্নিবিশিষ্ট।

সাগ্নিক (ত্রি) অগ্নির সহিত বর্ত্তমান, অগ্নিযুক্ত। কলি ভিন্ন অন্য যুগে ব্রাহ্মণ সকল সাগ্নিক ছিলেন। উপনয়নকালে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইত, উপনীত ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক সেই অগ্নি রক্ষা এবং প্রতিদিন তাহাতে হোম করিতেন, পরে অন্তকালে সেই অগ্নি দ্বারা তাহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইত। সাগ্নিক ব্রাহ্মণকে স্নাতক কহে। কলিকালে ব্রাহ্মণ সকল নিরগ্নিক।

সাগ্নিচিত্য (ত্রি) অগ্নিচয়নক্রিয়াযুক্ত।

সাগ্র (ত্রি) অগ্রের সহিত বর্ত্তমান, অগ্রবিশিষ্ট,অগ্রযুক্ত। ২ সমগ্র।

সাগ্রহ (ত্রি) আগ্রহের সহিত বর্ত্তমান, আগ্রহযুক্ত, আগ্রহবিশিষ্ট, আগ্রহান্বিত।

সাঙ্কথিক (ত্রি) সঙ্কথায়াং সাধুঃ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সঙ্কথা বিষয়ে সাধু।

সাঙ্করিক (ত্রি) সঙ্করবর্ণ বা মিশ্রবর্ণসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কর্য্য (ক্লী) সঙ্করস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সঙ্করের ভাব, মিশ্রণ, মিলন, সঙ্করত্ব।

সাঙ্কল (ত্রি) সঙ্কল (সঙ্কলাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।৭৫) ইতি অঞ্। ১ সঙ্কল দ্বারা নির্বৃত্ত। ২ সঙ্কলন হইতে জাত।

সাঙ্কল্পিক (ত্রি) সঙ্কল্পসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কাশিন (ক্লী) প্রগুণ। (কাত্যা° শ্রৌ° ১৬।৭।৩)

সাঙ্কাশ্য (পুং) উত্তরভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম সঙ্কিশ। [সঙ্কিশ দেখ।]

সাঙ্কাশ্যক (ত্রি) সাঙ্কাশ্যসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কুচী (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, সাঁকোচ মাছ, এই শব্দ তালব্য শকারান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

সাঙ্কৃত (ত্রি) সঙ্কৃতি প্রবরসম্বন্ধীয়।

সাঙ্কৃতি (পুং) মুনিভেদ। এই মুনি বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রের প্রবর।

"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই মন্ত্রে ভীষ্মদেবের তর্পণ করিতে হয়।

সাঙ্কৃত্য (পুং) সঙ্কৃতস্য গোত্রাপত্যং সঙ্কৃত গর্গাদিভ্যো যঞ্। সঙ্কৃতের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কৃত্যায়ন (পুং) সাঙ্কৃত্যের গোত্রাপত্য।

সাঙ্কেতিক (ত্রি) ১ সঙ্কেতকারক। সঙ্কেতসম্বন্ধীয়। ২ সঙ্ক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া অঙ্ক কসা।

সাঙ্কেত্য (ক্লী) মূল প্রমাণশূন্য পাষণ্ডাগম, পাষণ্ডদিগের শাস্ত্র।

"আর্য্যসময়পরিগতাঃ সাঙ্কেত্যোনাভিধত্তে।" (ভাগব° ৫।১৪।২৯)

'সাঙ্কেত্যেন মূলপ্রমাণশূন্যেন পাষণ্ডাগমেন' (স্বামী)

সাঙ্গ্রামিক (ত্রি) সঙ্গ্রামে সাধু। (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি সঙ্গ্রামক-ঠক্। সঙ্গ্রামবিষয়ে সাধু, যাহা শীঘ্র সংক্রম করে।

সাঙ্‌ক্ষেপিক (ত্রি) সঙ্‌ক্ষেপায় হিতঃ সঙ্‌ক্ষেপ-ঠঞ্। ১ সংক্ষিপ্ত।

"ইদং বক্ষ্যমাণং সাঙ্‌ক্ষেপিকং ক্রমেণ লক্ষণং জ্ঞাতব্যং"(মনুটীকা কল্লূক ১২।৩৪) ২ সঙ্‌ক্ষেপকারক, যিনি সঙ্‌ক্ষেপ করেন।

সাঙ্খ্য (ক্লী পুং) সংখ্যা সম্যক্‌জ্ঞানং সা অস্ত্যত্রেতি সংখ্যা-অণ্, বা সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যক্ জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানং আত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং। ষট্‌দর্শনের অন্তর্গত দর্শন শাস্ত্র বিশেষ। পর্য্যায় কাপিল। (হেম) মহর্ষি কপিল এই দর্শন শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। সাংখ্য শব্দের অর্থ সম্যক্-জ্ঞান, এই সম্যক্‌জ্ঞান এই শাস্ত্র আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্য হইয়াছে, বা যাহা দ্বারা বস্তুতত্ত্বসমূহ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাকেও সাংখ্য কহে, ইহারও অর্থ সম্যক্‌জ্ঞান, এই জ্ঞানে প্রকাশমান যে আত্মতত্ত্ব তাহাকে সাংখ্য কহে। এই দর্শনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

"সংখ্যাং প্রকুর্ব্বতে চৈব প্রকৃতিঞ্চ প্রচক্ষতে।

তত্ত্বানি চ চতুর্বিংশৎ তেন সাংখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

সংখ্যা সম্যক্‌বিবেকেনাত্মকথনং। অতঃসাংখ্যশব্দস্য যোগরূঢ়-তয়া তৎকারণং সাংখ্যযোগং।" (সাংখ্য ভাষ্য)

যাহাতে সংখ্যা, প্রকৃতি এবং চতুর্বিংশতিতত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, তাহাকে সাংখ্য কহে। সম্যক্ বিবেক দ্বারা আত্ম-কথনের নাম সংখ্যা, অতএব যাহাতে সম্যক্ বিবেকখ্যাতি দ্বারা আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তাহাকেই সাংখ্য কহে।

পরমজ্ঞানী কপিল জীবের দুঃখ বিমোচনের জন্য এই দর্শন শাস্ত্রের উপদেশ দেন। তিনি যে সাংখ্যের উপদেশ দেন, তাহার নাম তত্ত্বসমাস, ইহা অতি সংক্ষিপ্ত। তিনি দয়া করিয়া আসুরি মুনিকে এই শ্রেষ্ঠ পবিত্র জ্ঞান প্রথমে প্রদান করেন, পরে আসুরিমুনি পঞ্চশিখকে এবং পঞ্চশিখ মুনি পরে বহু প্রকারে এই জ্ঞান প্রচার করেন, এইরূপে শিষ্যপরম্পরা ক্রমে এই জ্ঞান প্রচারিত হয়।

"এতৎ পবিত্রমগ্র্যং মুনি রাসুরয়েঽনুকম্পয়া প্রদদৌ।

আসুরিরপি পঞ্চশিখায় তেন চ বহুধাকৃতং তন্ত্রম্॥"

(সাংখ্যকা° ৭০)

মহর্ষি কপিল তত্ত্বসমাস নামে যে অতি সংক্ষিপ্ত সাংখ্য-শাস্ত্রের উপদেশ দেন, কালক্রমে তাহা বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইদা-নীন্তন প্রচলিত যে সাংখ্যসূত্র আছে, তাহাও বিজ্ঞানভিক্ষু কপিল প্রণীত বলিয়া স্বীকার করেন। তিনি বলেন যে বর্ত্ত-মান সূত্রে সংক্ষিপ্ত সাংখ্যদর্শনের প্রপঞ্চন অর্থাৎ বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা আছে বলিয়া ইহার নাম সাংখ্যপ্রবচন। কালক্রমে যে শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহাও প্রকারান্তরে তিনি ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

"কালার্কভক্ষিতং সাংখ্যশাস্ত্রং জ্ঞানসুধাকরং।

কলাবশিষ্টং ভূয়োঽপি পূরয়িষ্যে বচোঽমৃতৈঃ॥" (সাংখ্যভাষ্য)

কালরূপ অর্ক কর্ত্তৃক জ্ঞানসুধাকর সাংখ্যশাস্ত্র ভক্ষিত হইয়া-ছিল, কিন্তু কলামাত্র যাহা অবশিষ্ট ছিল, বাক্যরূপ অমৃত দ্বারা তাহাই আমি পূরণ করিব। সুতরাং বিজ্ঞানভিক্ষুর এই কথা দ্বারা জানা যায় যে, বিজ্ঞানভিক্ষুই সংক্ষিপ্ত যে সাংখ্য দর্শন ছিল, তাহাই বিস্তৃত ভাবে যেখানে যাহা প্রয়োজন তথায় সেই সকল বিষয় সন্নিবেশ করিয়াছেন।

কপিলের শিষ্য আসুরি পঞ্চশিখাচার্য্যকে এই শাস্ত্রের উপ-দেশ দেন, তিনি এই দর্শনের প্রকাশকল্পে বিস্তর গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। কিন্তু কালক্রমে সেই সকল গ্রন্থও অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। পরে ঈশ্বরকৃষ্ণ এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া আর্য্যাশ্লোকে সাংখ্যকারিকা প্রণয়ন করেন। এই কারিকাই সাংখ্যদর্শনের অতি সমীচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। প্রাচীন আচার্য্যদিগের নিকট ইদানীন্তন প্রচলিত সাংখ্যদর্শনের সূত্র অপেক্ষা সাংখ্যকারিকা সমাদৃত ও বিশেষ প্রামাণিক রূপে স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে সাংখ্য দর্শনের মতখণ্ডন প্রসঙ্গে প্রচলিত সাংখ্য দর্শনের কোন সূত্র উদ্ধৃত না করিয়া ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে পরমার্থ চীনভাষায় এই কারিকার অনুবাদ প্রকাশ করেন, সুতরাং এই কারিকাও যে অতি প্রাচীন গ্রন্থ তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং ইহা দ্বারা জানা যায় যে প্রচলিত সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এক সময়ে সাংখ্যকারিকাই বিশেষ সমাদৃত ছিল। ষড়্‌দর্শন টীকাকৃৎ

বাচস্পতিমিশ্রও সাংখ্যসূত্রের টীকা না করিয়া এই কারিকারই টীকা করিয়াছেন, ইহার নাম সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, এখানিও অতি প্রামাণিক গ্রন্থ, বাচস্পতিমিশ্র এই দর্শনের টীকা না করিলে ষড়্দর্শনের টীকাকৃৎ হইতেন না, সুতরাং তিনিও সাংখ্যসূত্র অপেক্ষা এই কারিকাই প্রামাণিকতা স্বীকার করিয়া ইহারই টীকা করিয়াছেন।

বর্ত্তমান যে সাংখ্যদর্শন প্রচলিত আছে, তাহা ৬ অধ্যায়ে বিভক্ত এবং সমগ্র দর্শনে ৪৫৬টী সূত্র আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু লিখিয়াছেন যে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্র যেমন রোগ, আরোগ্য, রোগ-নিদান ও ভৈষজ্য এই চারিটী ব্যূহ, তদ্রূপ এই সাংখ্যশাস্ত্রও হেয়, হান, হেয়হেতু এবং হানোপায় এই চারিটী ব্যূহ।

"তত্র ত্রিবিধ দুঃখং হেয়ং, তদত্যন্তনিবৃত্তির্হানং, প্রকৃতিপুরুষ-সংযোগদ্বারা চাবিবেকো হেয়হেতুঃ, বিবেকখ্যাতিস্তু হানোপায়ঃ।"
(সাংখ্যপ্রবচন ভাষ্য)

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ দুঃখ হেয়, এই তিন প্রকার দুঃখ হানের যোগ্য, পরিত্যাগের উপযুক্ত, এই জন্য ইহা হেয়। ত্রিবিধদুঃখের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম হান, প্রকৃতি ও পুরুষের অবিবেক বা অভেদজ্ঞান হেয়হেতু, বিবেক-জ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি বা তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি পুরুষ নহে, পুরুষ তাহা হইতে ভিন্ন, প্রকৃতি ও পুরুষের পৃথক্ যে জ্ঞান, তাহাই হেয়হেতু, এই জ্ঞান হইলে ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য দর্শনের প্রথমাধ্যায়ে হেয়, হান, হেয়হেতু ও হানোপায় নির্ণীত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির সূক্ষ্মকার্য্য; তৃতীয়াধ্যায়ে প্রকৃতির স্থূল কার্য্য, লিঙ্গশরীর, স্থূলশরীর, অপর বৈরাগ্য ও পরবৈরাগ্য; চতুর্থ অধ্যায়ে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ, কতকগুলি আখ্যায়িকা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রকারান্তরে বিবেকজ্ঞানসাধনের উপদেশ, পঞ্চমাধ্যায়ে পরপক্ষনিরাস, অর্থাৎ স্বসিদ্ধান্তে বাদী-দিগের সমুদ্ভাবিত দোষের নিরাস, ও তাহাদের মতখণ্ডন এবং ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে শাস্ত্রের মুখ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা ও শাস্ত্রার্থের উপসংহার বর্ণিত হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে ঈশ্বরের প্রমাণ স্বীকৃত হয় নাই এই জন্য ইহার নাম নিরীশ্বরসাংখ্য। শঙ্করাচার্য্য সাংখ্যকে নিরীশ্বর ও সেশ্বর এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, তাঁহার মতে কপিলপ্রণীত নিরীশ্বর সাংখ্য এবং পতঞ্জলি প্রণীত সেশ্বর সাংখ্য। কপিল স্বয়ং বাসুদেব ও পতঞ্জলি অনন্তের অবতার। কপিলের মতে জ্ঞান দ্বারা মুক্তি, আর পতঞ্জলির মতে যোগপ্রভাবে মুক্তি হয়।* শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন, যোগী কাপিলীয়তত্ত্বজ্ঞানের জন্য প্রস্তুত হইবেন। এই কারণেই শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও ভারত এমন কি শৈবাগমাদিতেও স্পষ্ট সাঙ্খ্যমত দৃষ্ট হয়।† ভগবান্ গীতায় "নৈব সাংখ্যাৎ পরং জ্ঞানং" ইত্যাদি উক্তি দ্বারা জ্ঞানলাভের পক্ষে সাংখ্যই প্রধান শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। এ দিকে আবার সুপ্রসিদ্ধ রাজনৈতিক চাণক্য তাঁহার অর্থশাস্ত্রে সাঙ্খ্য ও যোগ এই উভয় দর্শনকেই আন্বীক্ষিকী-বিদ্যা মধ্যে গণ্য করিয়াছেন।‡ সেশ্বর সাঙ্খ্যের বিবরণ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। [যোগ দেখ।] এক্ষণে নিরীশ্বর সাঙ্খ্যের বিষয় আলোচিত হইতেছে—

সাংখ্যসূত্র ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর ভাষ্য এবং ঈশ্বর কৃষ্ণের কারিকা যোগসূত্রকে ও বাচস্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদী এই কয় খানি গ্রন্থ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, বাচ-স্পতিমিশ্রের তত্ত্বকৌমুদীতে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষু প্রকারান্তরে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, সূত্রকার অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। সূত্রকারের অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম বিচার মুখে ঈশ্বরসিদ্ধ হইলেন না, কিন্তু তদ্দ্বারা বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে মুক্তি হইবার কোন বাধা হইতে পারে না, বিচার স্থলে যদি ঈশ্বর না মানা যায়, তাহাতে ক্ষতি কি? কারণ জীবের প্রয়োজন কি? না মুক্তি। কিন্তু ঈশ্বর স্বীকার না করিলে বিবেক সাক্ষাৎকার হইলেই যখন মুক্তি হইবে, তখন ঈশ্বর স্বীকারে বা অস্বীকারে আসে যায় কি? বিজ্ঞানভিক্ষু যে ঈশ্বর স্বীকার করিতেন না, তাহা নহে, তবে তিনি বলেন যে তাহাকে প্রমাণ করা যায় না অর্থাৎ ঈশ্বর অপ্রমেয়। তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্র দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না, ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। যদি ঈশ্বর নাই, ইহাই তাঁহার মত হইত, তাহা হইলে তিনি 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ' এই সূত্রের পরিবর্ত্তে "ঈশ্বরাভাবাৎ" এইরূপ সূত্র করিতেন। আরও তিনি বলিয়াছেন "ঈশ্বরোহি দুর্জ্ঞেয় ইতি নিরীশ্বরত্বম্" (বিজ্ঞান ভিক্ষু) ঈশ্বর অতি দুর্জ্ঞেয় এই জন্য নিরীশ্বরত্ব অভিহিত হইয়াছে, যাহা প্রয়োজন, তাহা যদি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয় লইয়া বিশেষরূপ আলো-চনার আবশ্যক কি? ঈশ্বরকে স্বীকার না করিলেই যখন মুক্তির কোন রূপ প্রতিবন্ধক নাই, তখন সেশ্বর ও নিরীশ্বর লইয়া

---

* "সাঙ্খ্যশাস্ত্রং দ্বিধাভূতং সেশ্বরঞ্চ নিরীশ্বরম্।
চক্রে নিরীশ্বরং সাঙ্খ্যং কপিলোহস্তুৎ পতঞ্জলিঃ।
কপিলো বাসুদেবঃ স্যাদনন্তঃ স্যাৎ পতঞ্জলিঃ।
জ্ঞানেন মুক্তিং কপিলো যোগেনাহ পতঞ্জলিঃ।" (সর্ব্বসিদ্ধান্তরহস্য ১।১-২)

† "যোগী কপিলপক্ষোক্তং তত্ত্বজ্ঞানমপেক্ষতে।
শ্রুতিস্মৃতির্গণেষু পুরাণে ভারতাদিকে।
সাঙ্খ্যোক্তং দৃশ্যতে স্পষ্টং তথা শৈবাগমাদিষু।" (ঐ ১।৩-৪)

‡ "সাঙ্খ্যং যোগো লোকায়তং চেত্যান্বীক্ষিকী।" (অর্থশাস্ত্র ১ অঃ)

বাদবিতণ্ডায় আবশ্যক কি। তাঁহার এই সকল বাক্য দ্বারা বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ঈশ্বর স্বীকার করিতেন।

কিন্তু সাংখ্যসূত্র বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে তিনি "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" এই সূত্র দ্বারাই কেবল ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, তাহা নহে তিনি আরও কতকগুলি সূত্র দ্বারা নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদন করিয়াছেন—"প্রমাণাভাবাৎ ন তৎ সিদ্ধিঃ" (সাংখ্যসূ° ৫।১০) প্রমাণের অভাব বশতঃ তাহার সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ প্রমাণ নাই বলিয়া ঈশ্বরসিদ্ধি হয় না।

সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই তিন প্রকার প্রমাণ দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধি করা যায় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহেন, ইহা বলাই বাহুল্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা কোন রূপেই তাঁহার সিদ্ধি হয় না, যে স্থলে প্রত্যক্ষ দ্বারা সিদ্ধি হয় না, তথায় অনুমান প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু অনুমান প্রমাণ দ্বারাও ইহা সিদ্ধ করা যায় না। "সম্বন্ধাভাবান্নানুমানং" (সাংখ্যসূ° ৫।১১) কোন বস্তুর সহিত যদি অন্য কোন বস্তুর নিত্য সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে একটী দেখিলে আর একটীর অনুমান হইয়া থাকে। এই নিত্য সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তিই একমাত্র অনুমানের কারণ, যে স্থলে এই সম্বন্ধ নাই, সেই স্থলে পদার্থান্তর অনুমিত হইতে পারে না। এক্ষণে জগতে কিসের সহিত ঈশ্বরের নিত্য সম্বন্ধ আছে যে, তাহা হইতে ঈশ্বরানুমান করা যাইতে পারে, ইহাতে সাংখ্যকার বলেন, কিছুরই সঙ্গে নহে।

তৃতীয় প্রমাণ শব্দ, আপ্ত বাক্যকেই শব্দ প্রমাণ কহে, বেদই আপ্তোপদেশ, বেদে ঈশ্বরের কোন প্রসঙ্গ নাই, বরং বেদে ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে সৃষ্টি প্রকৃতিরই ক্রিয়া ঈশ্বরকৃত নহে।

"শ্রুতিরপি প্রধানকার্য্যত্বস্য" (সাংখ্যসূ° ৫।১২)

কিন্তু বেদে যে ঈশ্বরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মুক্তাত্মার প্রশংসা বা সিদ্ধের উপাসনা। সুতরাং আপ্ত প্রমাণ দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হন না। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ নাই, এইরূপে তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের অনস্তিত্ব সম্বন্ধে উক্তরূপ প্রমাণ দিয়াছেন যথা ঈশ্বরের লক্ষণ কি? যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বা পাপপুণ্যের ফল বিধাতা, তিনি বদ্ধ বা মুক্ত? যদি মুক্ত বল, তাহা হইলে তাহার সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, যদি বল বদ্ধ, তাহা হইলে তাহার পক্ষে অনন্ত জ্ঞান ও শক্তি হইতে পারে না। অতএব একজন যে সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন, ইহা অসম্ভব।

"মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎ সিদ্ধিঃ।" "উভয়থাপ্যসৎকরত্বং"
(সাংখ্যসূ° ১।৯৩, ৯৪)

যদি বল ঈশ্বর পাপপুণ্যের দণ্ডবিধাতা, তাহা হইলে তাহাকে কর্ম্মানুসারে ফল বিধান করিতে হইবে। যদি তিনি তাহা না করেন অর্থাৎ স্বেচ্ছামতে ফল বিধান করেন। তাহা হইলে তাঁহার ইহা আত্মোপকারের জন্যই করা সম্ভব। ইহাতে তিনি সামান্য লৌকিক রাজার ন্যায় আত্মোপকারী ও দুঃখের অধীন হইয়া পড়েন।

যদি তাহা না বলিয়া তিনি কর্ম্মানুযায়ীই ফলবিধাতা হন, তাহা হইলে কেন কর্ম্মকে ফলবিধাতা বল না, ফল নিষ্পত্তির জন্য আবার কর্ম্মের উপর ঈশ্বানুমানের প্রয়োজন কি? ইত্যাদি রূপে নিরীশ্বরত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় যে ঈশ্বর অঙ্গীকৃত হন নাই, ইহা নিঃসংশয় রূপে বলা যাইতে পারে। সাংখ্যসূত্র সকল দেখিলেও বোধ হয় যে এই কারিকা অবলম্বন করিয়াই বিজ্ঞানভিক্ষু অধিকাংশ সূত্র প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের সাংখ্যকারিকা, গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য, বাচস্পতি মিশ্র কৃত সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য ভাষ্য এবং তৎকৃত সাংখ্যসার প্রভৃতি সাংখ্য শাস্ত্রের বিশেষ প্রামাণিক গ্রন্থ।

বাচস্পতি মিশ্র স্বয়ং বলিয়াছেন যে এই সাংখ্যকারিকাই সাংখ্যশাস্ত্র, ইহা ভিন্ন অন্য কোন সাংখ্য শাস্ত্র বিদ্যমান ছিল না। শঙ্করাচার্য্য উদয়নাচার্য্য এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই কারিকাকেই সাংখ্যশাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাহাকে এক্ষণে সাংখ্যদর্শন বা সাংখ্যপ্রবচন বলা যায়, পূর্ব্বে কেহ তাহার নামগন্ধ করেন নাই। সুতরাং সাংখ্যদর্শন আলোচনা করিতে হইলে বাচস্পতি মিশ্রের ও বিজ্ঞান ভিক্ষুর মত উভয়ই আলোচনা করা আবশ্যক।

জগতে দেখা যায় প্রয়োজন ব্যতীত কেহ কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না। অতএব এই যে দর্শনশাস্ত্র বিবৃত হইয়াছে, এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন কি? সকল দর্শন শাস্ত্রেরই প্রয়োজন মুক্তি, সুতরাং এই দর্শনশাস্ত্রের প্রয়োজন যে মুক্তি তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন। জীব সদা ত্রিতাপে দগ্ধ হইতেছে, তাই কপিল জীবের প্রতি দয়া পরবশ হইয়া তাহাদের মুক্তির উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই জন্য এই দর্শনের প্রথম সূত্র এইরূপ—নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ।" (সাংখ্যসূত্র ১।১)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে দুঃখত্রয়ের অত্যন্তনিবৃত্তির নাম পরমপুরুষার্থ, ইহার নিবৃত্তিই মুক্তি। পুরুষের প্রয়োজন কি? না মুক্তি, ত্রিবিধ দুঃখের হাত হইতে একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি। যাহাতে আর কোন কালেও দুঃখোৎপত্তি না হইতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন। দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। যেদুঃখ আত্মাকে অধিকার করিয়া নিষ্পন্ন হয়, আভ্যন্তরীণ উপায়ে যে দুঃখ সম্পন্ন হয়, তাহাকে

আধ্যাত্মিক দুঃখ কহে। সাধারণ লোকে সংঘাত অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়াদিকেই আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাদৃশ উপায়সাধ্য দুঃখই আধ্যাত্মিক দুঃখ। এই আধ্যাত্মিক দুঃখ দুই প্রকার শারীর ও মানস। শরীরও স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে দুই প্রকার। এই পরিদৃশ্যমান দেহকে স্থূলদেহ এবং বুদ্ধি, মন, দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্রে গঠিত অদৃশ্য দেহকে সূক্ষ্ম দেহ কহে। রোগ হইতে স্থূল দেহের দুঃখ সংঘটিত হয়, বাত পিত্ত শ্লেষ্মার সাম্যাবস্থার নাম আরোগ্য, ইহাই স্বাস্থ্যের নিদান, উহাদের বৈষম্য ঘটিলেই রোগের উৎপত্তি হয়। সুতরাং রোগজনিত যে দুঃখ অনুভব হয়, তাহাকেই শারীর দুঃখ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ও ভয়াদি জন্য যে দুঃখানুভব হয়, তাহার নাম মানস দুঃখ। আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই দ্বিবিধ দুঃখই বাহ্য উপায়সাধ্য, আভ্যন্তরীণ উপায় সাধ্য নহে। মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রভৃতি ভূতসমূহ হইতে যে দুঃখ পাওয়া যায়, তাহাকে আধিভৌতিক দুঃখ কহে। ভূতসমূহ দ্বারা এই দুঃখ ঘটে বলিয়া ইহার নাম আধিভৌতিক হইয়াছে। যক্ষ, রাক্ষসাদির আবেশ নিবন্ধন যে দুঃখ হয়, তাহাকে আধিদৈবিক কহে। এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তির নামই মুক্তি। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি ও তৎকার্য্য বুদ্ধ্যাদি হইতে পুরুষ পৃথক্ এই জ্ঞানই বিবেকজ্ঞান। এই বিবেকজ্ঞানের প্রকাশার্থ সাংখ্যদর্শনের প্রয়োজন।

তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিত আছে—"এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত,যদি দুঃখনাম জগতি ন স্যাৎ, সত্তা ন জিহাসিতং, জিহাসিতং বা অশক্যসমুচ্ছেদং, অশক্যসমুচ্ছেদতাচ দ্বেধা দুঃখস্য নিত্যত্বাদ্বা তদুচ্ছেদোপায়াপরিজ্ঞানাদ্বা, শক্যসমুচ্ছেদত্বেঽপি চ শাস্ত্রবিষয়স্যজ্ঞানস্যানুপায়ত্বাদ্বা সুকরস্যোপায়ান্তরস্য সদ্ভাবাদ্বা"।

(সাংখ্যতত্ত্বকৌ°)

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে জগতে যদি দুঃখ না থাকিত, এবং জগতে যদি দুঃখ থাকিয়াও লোকে দুঃখ পরিত্যাগ করিতে অভিলাষী না হইত, তাহা হইলে কেহই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে চাহিত না। জগতে জীবমাত্র প্রতি মুহূর্ত্তেই দুঃখের অনুভব করে, এবং তাহাকে প্রতিকূল বলিয়া ভাবিয়া থাকে; এইরূপ লোক বিরল, যিনি দুঃখকে নিজের অনুকূল বিবেচনা করেন। সাংখ্যশাস্ত্র এই অনুকূল উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বলিয়া এই শাস্ত্র মুক্তিকামীর নিকট সমাদৃত।

শাস্ত্রে দুঃখনাশের যে উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বিশেষ কষ্টসাধ্য। একমাত্র বিবেকজ্ঞানই দুঃখনাশের উপায়, ইহাই শাস্ত্রদৃষ্ট উপায়, এই শাস্ত্রদৃষ্ট বিবেক জ্ঞান অনায়াসসাধ্য নহে। অনেক জন্মপরম্পরায়, বিপুল আয়াসে এই বিবেকজ্ঞান লাভ হয়। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।" (গীতা)

বহু জন্মের পর জ্ঞানবান ব্যক্তি আমাকে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু লৌকিক উপায়ে অনায়াসে দুঃখের নিবৃত্তি করা যাইতে পারে, উপযুক্ত চিকিৎসকের উপদেশানুসারে উত্তম ঔষধ ব্যবহার করিলে শারীরদুঃখের, মনোজ্ঞস্ত্রীপানভোজনাদির পরিসেবনে মানসদুঃখের, নীতিশাস্ত্রে কুশলতা ও নিরাপদ সমীচীন স্থানে অবস্থিতি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখের এবং মণিমন্ত্রাদির সাহায্যে আধিদৈবিক দুঃখের প্রতিকার অনায়াসেই হইতে পারে। ঈদৃশ সহজ উপায়ে যখন দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে, তখন অতি কষ্টসাধ্য শাস্ত্রোপদিষ্ট বিবেকজ্ঞানে কি প্রকারে লোকের প্রবৃত্তি হইতে পারে? কেন না। একটী প্রবাদ আছে—

"অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ।
দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥"(সাংখ্যকৌ°)

অর্কে অর্থাৎ ঘরের কোণে যদি মধু পাওয়া যায়, তাহা হইলে মধু অন্বেষণে কি জন্য লোকে পর্ব্বতে গমন করিবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দৃষ্টসুকর উপায় থাকিতে দুষ্কর উপায়ে কেহই প্রবৃত্ত হয় না।

এই আপত্তি আপাততঃ রমণীয় বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বিবেচনা সহকারে দেখিলে সহজেই ইহার অসারতা প্রতিপন্ন হয়। দেখা গিয়াছে যে, যথাবিধি ঔষধসেবন, মনোজ্ঞ স্ত্রী ও পানভোজনাদির উপযোগ, নিরাপদ্ স্থানে অবস্থিতি, নীতি শাস্ত্রের অভ্যাস এবং মণিমন্ত্রাদির সংগ্রহ করিয়াও আধ্যাত্মিকাদি দুঃখের প্রতিকার করিতে পারা যায় নাই, অতএব ঔষধ সেবনাদি দুঃখনিবৃত্তির উপায় হইলেও উহা ঐকান্তিক বা অব্যভিচারী উপায় নহে। আরও বিবেচ্য যে ঐ সকল উপায় অবলম্বন করিলে তৎকালে ক্ষণিক দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু কালান্তরে তজ্জাতীয় দুঃখের পুনরাবির্ভাব হয়। তাই সূত্রে অভিহিত হইয়াছে যে—

"প্রাত্যহিকক্ষুৎপ্রতীকারবৎ তৎপ্রতীকারচেষ্টনাৎ পুরুষার্থত্বং।"

(সাংখ্যসূ° ১।২৩)

প্রতিদিন ক্ষুধা পাইলে যেমন ভোজন দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়, আবার পরে ক্ষুধা হইয়া থাকে, তদ্রূপ এই দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের প্রতীকার হইলেও পরে আবার দুঃখোৎপত্তি হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা মন্দ পুরুষার্থ। যাহাতে পুনর্ব্বার দুঃখোৎপত্তি না হয়, দুঃখনাশের জন্য এবংবিধ উপায়ই অবলম্বনীয়।

বিবেকজ্ঞানই দুঃখনিবৃত্তির একমাত্র ঐকান্তিক উপায়। এই বিবেকজ্ঞান দ্বারা একবার দুঃখের উচ্ছেদসাধন হইলে পুনরায়

আর তাহার আবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ মিথ্যাজ্ঞান দুঃখের নিদান বা আদি কারণ। বিবেকজ্ঞান দ্বারা মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মূলিত হইলে কারণের অভাবে কার্য্যের উৎপত্তির আশঙ্কাই হইতে পারে না। বৃক্ষ উৎপাটিত হইলে কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিই ফলের প্রত্যাশা করেন না।

ভাল স্বীকার করিলাম, দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের একান্ত নাশ হয় না, কিন্তু আনুশ্রবিক অর্থাৎ বৈদিক উপায়ে ইহার নাশ হইতে পারেত, সুতরাং অতিকষ্টসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা সহজসাধ্য যজ্ঞাদি দ্বারা অনায়াসেই দুঃখ নিবৃত্তি হইতে পারে। এ সম্বন্ধে সাংখ্যশাস্ত্র বলেন, বৈদিক যজ্ঞাদিতেই একান্ত দুঃখনিবৃত্তি হয় না। যদিও বেদবিহিত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিলে স্বর্গলাভ করা যায় সত্য, (স্বর্গ শব্দের অর্থ দুঃখবিরোধী সুখ বিশেষ)। সুতরাং তদ্দ্বারা দুঃখের নিবৃত্তি হইতে পারে, এবং অনেক জন্মপরম্পরায় আয়াসসাধ্য বিবেকজ্ঞান অপেক্ষা বেদবিহিত যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান অল্পকালসাধ্যও বটে, তথাপি ইহার অনুষ্ঠানে একান্ত দুঃখের উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। তাহার কারণ এই যে, যজ্ঞ হিংসাদোষে দুষ্ট, যজ্ঞ করিতে হইলেই হয় পশুহিংসা না হয় বীজাদির হিংসা করিতে হয়। তিল ও যব প্রভৃতি দ্বারা হোম করিলে বীজহিংসা হইয়া থাকে। সুতরাং যজ্ঞ হিংসাদুষ্ট। সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে বৈধহিংসাও বিশেষ পাপজনক। বাচস্পতি মিশ্র বৈধহিংসার বিশেষ রূপ বিচার করিয়া ইহা পাপজনক সুতরাং দুঃখপ্রদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে 'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' কোন প্রাণীরই হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধির তাৎপর্য্য এই যে, হিংসা করিলেই পুরুষের পাপ হইবে, 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত', অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য পশুহিংসা বিহিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে,পশু প্রভৃতির হিংসা ভিন্ন যজ্ঞ সম্পন্ন হয় না, অতএব ঐ সকল হিংসা করিয়াও যজ্ঞ সম্পাদন করিবে।

কোনও প্রাণীর হিংসা করিবেনা, ইহা সামান্য শাস্ত্র, আর অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, ইহা বিশেষ শাস্ত্র। শাস্ত্রীয় নিয়মানুসারে সচরাচর বিশেষ শাস্ত্রের বিষয় পরিত্যাগ করিয়া তদতিরিক্ত স্থলে সামান্য শাস্ত্রের বিষয় হইয়া থাকে। অর্থাৎ বিশেষ শাস্ত্র সামান্য শাস্ত্রের বাধক এবং সামান্য শাস্ত্র বিশেষ দ্বারা বাধিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই স্থলে ঐরূপ বাধ্য বাধক ভাব হইতে পারে না। পরস্পর বিরোধ না হইলে বাধ্য বাধক ভাব হয় না, এই স্থলে কোন বিরোধই নাই, তবে কিরূপে বাধ্যবাধক ভাব হইবে, এই স্থলে উল্লিখিত দুইটী শ্রুতিই পরস্পর ভিন্ন। কেননা প্রথম শ্রুতিতে নিরূপিত হইয়াছে যে কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না, এই নিষেধবিধি দ্বারা শ্রুতি বুঝাইয়া দিয়াছে যে, হিংসা করিলেই প্রত্যবায়ভাগী হইবে, হিংসা মাত্রই পাপজনক, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। অগ্নিষোমীয় পশুর হিংসা করিবে, এই বিধি দ্বারা জানা যায় যে, যজ্ঞে পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক, পশুহিংসা ব্যতীত যজ্ঞ হইবে না, ইহাই এই শ্রুতির তাৎপর্য্য। একটী শ্রুতি বলিতেছে, হিংসা করিও না, করিলে পাপ হইবে, আর একটী শ্রুতি বলিতেছে, পশুহিংসা ভিন্ন যজ্ঞ হয় না, পশুহিংসা যজ্ঞের উপকারক। সুতরাং এই দুইটী বিধির কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র বিধি। কেননা যজ্ঞীয় পশুহিংসা যজ্ঞের সম্পাদন এবং পুরুষের প্রত্যবায় এই উভয়ই নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ। সুতরাং এ স্থলে বিধিদ্বয়ের বিরোধ বা বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারে না। শাস্ত্রে যদি এইরূপ উপদেশ থাকিত যে অগ্নিষোমীয় পশুহিংসা পুরুষের পাপোৎপাদন করে না, তাহা হইলে বিরোধ এবং বাধ্যবাধক ভাব হইতে পারিত। যে হেতু পাপের উৎপাদন করা এবং না করা পরস্পর বিরুদ্ধ; ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্মদ্বয় এক পদার্থে থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তিপ্রণালী দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ প্রতিপাদন করেন যে, বৈধহিংসাতেও পাপ হইবে, এবং যজ্ঞ সম্পূর্ণ জন্য পুণ্যও হইবে। অতএব বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানে যেমন প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় হয়, সেইরূপ ঐ যজ্ঞ হিংসাসাধ্য বলিয়া প্রভূত পুণ্যের সঙ্গে সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ পাপেরও সঞ্চয় হইয়া থাকে। অতএব যজ্ঞকর্ত্তা যখন স্বোপার্জ্জিত পুণ্যরাশির ফলস্বরূপ স্বর্গসুখের উপভোগ করিবেন, তখন হিংসা জন্য পাপাংশের ফলস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দুঃখও তাঁহাকে উপভোগ করিতে হইবে। কিন্তু স্বর্গবাসী পুরুষগণ স্বর্গের মোহিনীশক্তিপ্রভাবে এইরূপ মুগ্ধ হইয়া থাকেন যে, ঐ দুঃখকণিকাকে তাহারা দুঃখ বলিয়াই গ্রাহ্য করেন না, অনায়াসেই তাহা সহ্য করিয়া থাকেন।

"মৃষ্যন্তে হি পুণ্যসম্ভারোপনীতস্বর্গসুধামহাহ্রদাবগাহিনঃ কুশলাঃ পাপমাত্রোপপাদিতাং দুঃখবহ্নিকণিকাং" (তত্ত্বকৌ॰)

বেদোক্ত স্বর্গফলজনক কর্ম্মগুলি এক প্রকার নহে, তাহার মধ্যে ইতরবিশেষ আছে। কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে কর্ম্মফল স্বর্গের তারতম্য বা উৎকর্ষাপকর্ষ আছে। কারণের বৈজাত্য বা তারতম্য থাকিলে কার্য্যের বৈজাত্য বা তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। স্বর্গের যদি উৎকর্ষ অপকর্ষ থাকে, তাহা হইলে স্বর্গবাসীদিগেরও উৎকর্ষাপকর্ষ অপরিহার্য্য। যিনি অপেক্ষাকৃত অপকৃষ্ট স্বর্গভোগ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট স্বর্গভোগীর সুখ স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া দুঃখানুভব করেন, ইহা বিচিত্র নহে, বরং ইহা স্বভাবসিদ্ধ। সুতরাং

স্বর্গবাসিগণ একেবারে দুঃখবিমুক্ত নহেন, স্বর্গবাসিদিগের মধ্যে প্রধান অপ্রধান আছেন। সুতরাং ইহাদেরও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না।

আরও এক কথা এই যে স্বর্গ বিনাশী, উহা চিরস্থায়ী নহে। স্বর্গ শব্দের অর্থ সুখবিশেষ মাত্র। সুখ যেমন উৎপন্ন, সেইরূপ বিনাশশীল। সুখ নিত্য বা অবিনাশী হইতে পারে না। যাহা কারণবশতঃ উৎপন্ন হয়, কারণ বিগমে তাহার বিনাশ হইবেই হইবে। পক্ষান্তরে দুঃখনিবৃত্তি বিবেকজ্ঞানরূপ কারণসাধ্য হইলেও উহা অভাবস্বরূপ, ভাবপদার্থ নহে। অভাব উৎপন্ন হইলেও তাহার বিনাশ হয় না। মুদগর পাতনে ঘটের এবং পাটনে পটের বিনাশ হয় বটে, কিন্তু মুদ্গরপাত বা পাটনের বিগমে তজ্জনিত ঘট-পট বিনাশের বিনাশ হয় না। ঘটপটের বিনাশ বিনষ্ট হইলে বা না থাকিলে ঘটপটের সত্তা থাকিবার কথা। কিন্তু তাহা সর্ব্ব প্রমাণ বিরুদ্ধ, এবং প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির অনুমত নহে। ঘট পটাদিরূপ সমুৎপন্ন ভাব-পদার্থের বিনাশ কিন্তু প্রত্যক্ষসিদ্ধ। কিন্তু দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলরূপে কীর্ত্তিত হয় নাই। স্বর্গ নামক সুখ বিশেষই তাহার ফল বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সুখ অভাবরূপ নহে, উহা ভাবরূপ। উৎপন্ন ভাবপদার্থের বিনাশ আছে, সুতরাং স্বর্গেরও বিনাশ আছে। ভগবান্ বলিয়াছেন যে—

"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥" (গীতা)

তাহারা সেই বিশাল স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্য ক্ষীণ হইলে আবার মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

সুতরাং এই বাক্য দ্বারাও বুঝা যায় যে, দৃষ্ট বা লৌকিক উপায় যে ঔষধাদি বা অদৃষ্ট উপায় যাগ যজ্ঞাদি ইহার কোন প্রকার উপায়েই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে না। এইজন্য কারিকায় অভিহিত হইয়াছে যে—

"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ সহ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ।
তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ॥"(সাংখ্যকা° ২)

বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম দৃষ্ট উপায়ের তুল্য, যেমন দৃষ্ট উপায়ে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ বৈদিক যাগানুষ্ঠানেও দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি অসম্ভব। সুতরাং বেদবিহিত একমাত্র বিবেকজ্ঞানরূপ উপায় অবলম্বন করিলেই দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তি হইতে পারে। পরম কারুণিক কপিল তিনি জীবের অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাংখ্যদর্শনে সেই বিবেকজ্ঞানের উপদেশ করিয়াছেন। বিবেকজ্ঞান যে অজ্ঞান নিবৃত্তির দ্বারাই মুক্তির সাধন, তাহা যুক্তি ও প্রমাণাদি দ্বারা বিশেষরূপে প্রমাণ করিয়াছেন।

সাধারণ ব্যক্তি অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে কোন কথা বলিলেই যে তাহা গ্রহণ করে, তাহা নহে, যতক্ষণ তাহার বিশেষরূপে প্রমাণ না পায়, ততক্ষণ তাহার সারবত্তা কেহই স্বীকার করে না। এইজন্য কপিল ইহা প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে একমাত্র বিবেকজ্ঞানই অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তির উপায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাংখ্যমতে প্রমাণ তিন প্রকার। প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবাক্য অর্থাৎ শব্দপ্রমাণ। বাচস্পতি মিশ্র ও বিজ্ঞানভিক্ষু এই প্রমাণত্রয়ের বিশেষরূপ আলোচনা করিয়াছেন।

"প্রতিবিষয়াধ্যবসায়ো দৃষ্টং ত্রিবিধমনুমানমাখ্যাতং।
তল্লিঙ্গলিঙ্গিপূর্ব্বকমাপ্তশ্রুতিরাপ্তবচনন্তু॥" (সাংখ্যকা° ৫)

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে যে অধ্যবসায় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, ব্যাপ্যব্যাপকভাব ও পক্ষধর্ম্মতা জ্ঞান জন্য যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা অনুমান এবং আপ্ত বাক্য জন্য বাক্যার্থ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রমাণ হইবে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষপ্রমাণ নহে। কারণ তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে যাহা প্রমাণ তাহা চিরদিনই প্রমাণ, কখন প্রমাণ, কখন অপ্রমাণ এইরূপ হইতে পারে না। কিন্তু ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলিলে এইরূপ বৈপরীত্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই এই মতে ইন্দ্রিয়কে প্রমাণ বলা হয় নাই। বুদ্ধিবৃত্তি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে, কিন্তু সকল বুদ্ধিবৃত্তিই কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাহা নহে। তবে যে বুদ্ধিবৃত্তি বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইতে উৎপন্ন তাহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বিষয় অর্থে ঘট পট রূপ রস প্রভৃতি বস্তু। চক্ষুঃ প্রভৃতির নাম ইন্দ্রিয়, সন্নিকর্ষ শব্দে সম্বন্ধ। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ব্যবধানাদি প্রতিবন্ধক না থাকিলে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়। এই সম্বন্ধ নানাপ্রকার। চক্ষুরিন্দ্রিয় স্বচ্ছ এই চক্ষুরিন্দ্রিয়ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়সকলের সহিত বিষয়ের নিতান্ত ঘনিষ্ঠতা না হইলেও সম্বন্ধ ঘটে, সরসদ্রব্য রসনায় গাঢ় সংযুক্ত না হইলে রসনার সহিত রসের সম্বন্ধ ঘটে না। কিন্তু চক্ষুর ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন হয় না। বিষয় কিছু দূরে থাকিলেও চক্ষুতে তাহা প্রতিফলিত হয়। এইরূপ বিষয় ও বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের যে সম্বন্ধ তাহা হইতে চিত্তের একপ্রকার পরিণাম বা বিকার উপস্থিত হয়। অর্থাৎ বিষয়টী যে আকারের বা যে প্রকারের চিত্তও সেই আকার বা প্রকার প্রাপ্ত হয়। এই পরিণাম বা বিকারকেই চিত্তবৃত্তি বলা হইয়াছে। এই বুদ্ধিবৃত্তি অর্থে নিশ্চয়রূপা চিত্তবৃত্তি।

বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগই বৃত্তি নামে অভিহিত। ইন্দ্রিয়ের

উক্তরূপ বৃত্তি হইলেও ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হইয়া সত্ত্বগুণের সমুদ্রেক হয়, তখন সত্ত্বগুণ প্রধান বা প্রবল হইয়া উঠে। এই সত্ত্ব সমুদ্রেকই অধ্যবসায় বৃত্তি বা জ্ঞান নামে আখ্যাত। অতএব বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ পদবাচ্য।

বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তখন মন প্রথমে বিষয়রূপে পরিণত হয়, তৎপরে অহঙ্কারের পরিণাম হয়, তাহার পর বিষয়, অহং এবং কৃতি, জ্ঞান, ইচ্ছা বা দ্বেষ এই ত্রিবিধ বস্তুকে লইয়া বুদ্ধির তিনটী বিকার বা পরিণাম হয়। তাহা হইতেই আমি ঘট করি, আমি ঘট দেখিতেছি ইত্যাদি ভাবের উদয় হয়। উক্ত তিনটী পরিণামের মধ্যে বিষয়ঘটিত যে বুদ্ধিপরিণাম তাহাকেই এস্থলে কথিত বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে। ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

সাংখ্যমতে অনুমানও বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষ, কিরূপ বুদ্ধিবৃত্তি অনুমান তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ব্যাপ্যব্যাপক ভাব ও পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইতে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই অনুমান। ব্যাপ্যব্যাপক ভাব অর্থে স্বভাবসম্বন্ধ, যাহার সহিত যে বস্তুর স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, তাহার ব্যাপ্য সেই বস্তু হইয়া থাকে। যথা ধূম বহ্নির ব্যাপ্য, কেননা বহ্নির সহিত ধূমের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে। ধূম যেখানেই কেন থাকুক না, সেই খানেই বহ্নি থাকিবে, কখনই ইহার ব্যতিক্রম হইবে না। ধূমের স্বভাবই এই যে, সে বহ্নির সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে পারে না। এই স্বভাবসম্বন্ধ জ্ঞানই ব্যাপ্যব্যাপক ভাবজ্ঞান। পক্ষ শব্দে অনুমিতি জ্ঞান, যথা পর্ব্বত বহ্নিমান্, এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, কারণ কোন্ স্থলে বহ্নির অনুমান হইতেছে, না পর্ব্বতে, অতএব পর্ব্বত পক্ষ। যে বস্তুকে ব্যাপ্য বলিয়া জানিয়াছ, সেই বস্তু পক্ষে বর্ত্তমান আছে, এই যে জ্ঞান তাহাকে পক্ষ-ধর্ম্মতা জ্ঞান কহে।

এই অনুমান আবার তিন প্রকার পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট। বাচস্পতিমিশ্র ইহাকে বীত ও অবীত এই দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন। যাহা সাধ্য, ঠিক সেই বস্তু যদি অন্যত্র দৃষ্টি-গোচর হয়, তাহা হইলে সেই সাধ্যানুমানকে পূর্ব্ববৎ বলা যায়; কিন্তু যাহা অতীন্দ্রিয়, দৃষ্টির অগোচর, তাদৃশ সাধ্যের অনুমান পূর্ব্ববৎ হইতে পারে না, তাহা হয় শেষবৎ না হয় সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমান হয়। কিন্তু শেষবৎ অনুমানস্থলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবজ্ঞান নাই এবং ইহাতে সাধ্যাভাব ও হেত্বভাবের ব্যাপ্যব্যাপকভাবজ্ঞান আবশ্যক। ইহার ফলে সাধ্যাভাবের নিষেধ হয়, সুতরাং সাধ্য জ্ঞান হইয়া পড়ে।

"পৃথিবী পৃথিবীতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ" পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই, হেতু গন্ধ। পৃথিবী ভেদ গন্ধাভাবের ব্যাপ্য, এবং গন্ধাভাব পৃথিবীতে নাই, এই জ্ঞান হইলে পৃথিবীতে পৃথিবী ভেদ নাই এইরূপ জ্ঞান হয়। পরিণামে পৃথিবীত্ব যে তাহাতে আছে এই জ্ঞানই হইয়া থাকে। পৃথিবীত্ব এ অনুমিতির বিধেয় নহে, বিষয় মাত্র পূর্ব্ববৎ অনুমান দ্বারা পর্ব্বতে যে বহ্নির অনুমিতি হয় তাহাতে বহ্নি বিধেয় হইয়া থাকে। বিধেয়তাও মনোবৃত্তি বিশেষ। যে অনুমিতিতে বিধেয়রূপ মনোবৃত্তির সম্পর্ক নাই, সেই অনুমিতিসাধনপ্রমাণই শেষবৎ অনুমান।

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান পূর্ব্ববতের বিপরীত। যে সাধ্যের অনুমানে প্রবৃত্ত হইতেছ, তাহার বা ঠিক সেই আকারের আর একটী বস্তুর প্রত্যক্ষ কদাচ হইবে না, কিন্তু তাহার তুলনা প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রকার জ্ঞানপথাগত যাবতীয় বস্তুর ব্যাপ্য ব্যাপক ভাব জ্ঞান ও প্রকৃত হেতুতে পক্ষধর্ম্মতাজ্ঞান হইলে যে বুদ্ধিবৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। যথা ইন্দ্রিয়ানুমান। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, এই ইন্দ্রিয়ের যে অনুমান ইহাই সামান্যতো দৃষ্ট। এই অনুমানপ্রণালী এইরূপ "রূপাদিজ্ঞানং সকরণকং ক্রিয়াত্বাৎ ছিদাদিবৎ" রূপাদি প্রত্যক্ষেরও করণ আছে, যে হেতু রূপাদি প্রত্যক্ষ ক্রিয়া, যেমন ছেদন ইত্যাদি, ছেদনের করণ কুঠার। রূপপ্রত্যক্ষের করণ কাহাকে বলিবে, দেহ করণ নহে, কারণ অন্ধের দেহ আছে, কিন্তু তাহার রূপ প্রত্যক্ষ হয় না। দেহকে করণ বলিলে তাহার প্রত্যক্ষ হইত। যাহাকে করণ কহে, তাহাই ইন্দ্রিয়। এই করণ নানা। কোন করণ বা করণত্ব প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও ইন্দ্রিয়ের আকারের করণ একেবারেই অতীন্দ্রিয়। যাহা যাহা ক্রিয়া, তৎ সমস্তেরই করণ আছে, এইরূপ জ্ঞানের পর জ্ঞানপথাগত সকল ক্রিয়াগুলিতেই করণ-সম্বন্ধ জ্ঞান হইলে এবং রূপাদি প্রত্যক্ষ যে ক্রিয়া এইরূপ উপলব্ধি হইলে যে চিত্ত বৃত্তি হয়, তাহাই সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান। এই অনুমান দ্বারাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নিরূপিত হয়। ইহাতে কেবল ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব নহে। অপ্রত্যক্ষ অনেক বস্তুরই অনুমান হইয়া থাকে। (ন্যায়দর্শনেও পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট এই তিন প্রকার অনুমান অঙ্গীকৃত হইয়াছে)। [ন্যায়দর্শন দ্রষ্টব্য]

বক্তার দোষ অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়ে ভ্রম প্রমাদ প্রভৃতি যদি না থাকে, তাহা হইলে বাক্য শ্রবণের পর প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে মনোবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। তাহার ফল শাব্দবোধ। বেদ অপৌরুষেয়, সুতরাং ইহাতে প্রমাদ নাই, ইহাতে বক্তা বা রচয়িতার দোষ সম্ভাবনা নাই। সেই বেদবাক্য শ্রবণের পর বেদবাক্য সম্বন্ধে যে চিত্তবৃত্তি হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। যাহারা ভ্রমপ্রমাদাদি শূন্য ঋষি তাঁহাদের বাক্য যে প্রমাণ হয়, তাহাই শব্দপ্রমাণ। সকল প্রমাণ অপেক্ষা এই প্রমাণই শ্রেষ্ঠ।

বাচস্পতি মিশ্র এই প্রমাণত্রয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে প্রথমে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়। এই সংযোগকে বৃত্তি কহে। ইন্দ্রিয়ের উক্তরূপ বৃত্তি হইলেই ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির তমোগুণ অভিভূত হয়, তখন সত্ত্ব সমুদ্রেক অর্থাৎ সত্ত্ব গুণের উদ্ভব ও তাহা প্রবল হইয়া উঠে। ইহার নাম অধ্যবসায়বৃত্তি বা জ্ঞান। বুদ্ধির এই বৃত্তিরূপ জ্ঞানই প্রমাণ নামে অভিহিত হয়। এই জ্ঞান দ্বারা চেতনাশক্তির বা চেতনের যে অনুগ্রহ তাহাই প্রমাণফল বা প্রমা। ইহারই অপর নাম বোধ।

প্রকৃতি অচেতন, তৎসমুদ্ভূত বুদ্ধিসত্ত্বও অচেতন। সুতরাং বুদ্ধির অধ্যবসায় বা বৃত্তিও অচেতন। অচেতন বলিয়া বুদ্ধিবৃত্তি নিজে বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। পুরুষ চেতন ও অপরিণামী। সুতরাং অপরিণামী পুরুষের জ্ঞান বা বৃত্তিরূপ পরিণাম হইতে পারে না। বিষয় বুদ্ধি দ্বারাই প্রকাশিত হয়, বুদ্ধি পরিণামিনী,পরিণাম সর্ব্বদা হয় না, কখন কখন হইয়া থাকে। এই জন্য সর্ব্বদা বিষয়ের ভান হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি জড় বলিয়া স্বপ্রকাশ নহে। পুরুষ দ্বারাই উহার প্রকাশ হয়। বুদ্ধিবৃত্তি অনবগত বা অজ্ঞাত অবস্থায় থাকে না। এই জন্য পুরুষ অপরিণামী। পুরুষ পরিণামী হইলে সর্ব্বদা বুদ্ধিবৃত্তির ভান বা প্রকাশ হইতে পারিত না।

বুদ্ধিসত্ত্বে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন। আবরক তমোগুণ অভিভূত হইলে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব স্বচ্ছ, তাহাতে পুরুষের প্রতিবিম্ব পড়ে। মলিন আদর্শ উজ্জ্বল আলোকের নিকটবর্ত্তী হইলেও উজ্জ্বলিত হয় না, কিন্তু নির্ম্মল আদর্শ উজ্জ্বল বস্তুর সন্নিধানে উজ্জ্বলতা ধারণ করে। সেইরূপ চিচ্ছক্তির সন্নিধান থাকিলেও তমোঽভিভূত চিত্তে চিচ্ছায়া বা প্রকাশরূপতা হয় না। সত্ত্ব সমুদ্রেক হইলে চিচ্ছক্তির সান্নিধ্যবশতঃ চিত্তও উজ্জ্বলতা বা প্রকাশরূপতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্দ্বারা চিৎপ্রতিবিম্বের বিষয় কিয়ৎপরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

বুদ্ধিসত্ত্বে চিতিশক্তির প্রতিবিম্ব পড়িলেই জ্ঞানাদি বৃত্তিগুলি বস্তুগত্যা বুদ্ধিতত্ত্বের ধর্ম্ম হইলেও পুরুষের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। মলিন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িলে দর্পণের মালিন্য যেমন মুখে পরিলক্ষিত হয়, সেইরূপ বুদ্ধিতত্ত্বগত জ্ঞানাদি বৃত্তিও পুরুষগতরূপে প্রতিভাত হয়। ইহারই নাম চেতনাশক্তির অনুগ্রহ বা পুরুষের বোধ। পক্ষান্তরে বুদ্ধিতত্ত্ব ও তাহার অধ্যবসায় অচেতন হইলেও উহাতে চেতন পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন বলিয়া উহা চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। এই অবস্থায় পুরুষ এবং বুদ্ধিসত্ত্ব অভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হয়, এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে বাচস্পতি মিশ্রের মতে বুদ্ধিবৃত্তিতে পুরুষ প্রতিবিম্বিত হন, কিন্তু পুরুষে বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয় না। প্রকৃতি ও পুরুষের পরস্পর প্রতিবিম্ববিষয়ে পাতঞ্জল ভাষ্যকার বেদব্যাসেরও এই মত। কিন্তু বিজ্ঞানভিক্ষুর মত ইহা নহে, তিনি বলেন বুদ্ধিবৃত্তি ও পুরুষ এই উভয়েতেই উভয়ের প্রতিবিম্ব পড়িয়া থাকে। তাহার মতে পুরুষ যেমন বুদ্ধিবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হন, বুদ্ধিবৃত্তিও সেইরূপ পুরুষে প্রতিবিম্বিত হন। তিনি বলেন, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হইলে বুদ্ধির বিষয়াকার পরিণাম বা বৃত্তি হয়। সেই বিষয়াকার বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষে প্রতিবিম্বিত হইয়া ভাসমান হয়। পুরুষ অপরিণামী, অথচ তাহার বুদ্ধির ন্যায় বিষয়াকারতা ভিন্ন বিষয়গ্রহণ বা বিষয়ভোগ হইতে পারে না। অতএব পুরুষে প্রতিবিম্বরূপে বিষয়াকারতা স্বীকার করিতে হইতেছে। বিজ্ঞানভিক্ষু এই মত সমর্থনের জন্য উক্ত প্রমাণ দিয়াছেন।

"তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তাঃ বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥" (সাংখ্যপ্র° ভাষ্য)

তটস্থ বৃক্ষ সকলের প্রতিবিম্ব যেমন সরোবরে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ চৈতন্যস্বরূপ নির্ম্মল দর্পণে সমস্ত বস্তু সকল প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারবৃত্তি সকল তাহাতে প্রতিবিম্বিত হয়। তিনি আরও বলিয়াছেন যে—

"প্রমাতা চেতনঃ শুদ্ধঃ প্রমাণং বৃত্তিরেব নঃ।
প্রমার্থাকারবৃত্তীনাং চেতনে প্রতিবিম্বনম্॥" (ভাষ্য)

সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে চেতন পুরুষ প্রমাতা অর্থাৎ প্রমা সাক্ষী। বিষয়াকারবুদ্ধিবৃত্তি প্রমাণ। এই বুদ্ধিবৃত্তিসকলের পুরুষে যে প্রতিবিম্বন হয়, উহাই প্রমা। পুরুষ সুখদুঃখভোগবিবর্জ্জিত, প্রকৃতির প্রতিবিম্বনে পুরুষ সুখী, দুঃখী, ভোগী ইত্যাকার জ্ঞান হইয়া থাকে, প্রকৃতি অচেতন, পুরুষের প্রতিবিম্বনে প্রকৃতি চৈতন্যযুক্ত জ্ঞান করিয়া থাকে। পরস্পরের প্রতিবিম্বনে পরস্পরের এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে।

বুদ্ধিবৃত্তি ও চৈতন্যের পরস্পর এইরূপ প্রতিবিম্ব হয় বলিয়াই প্রজ্বলিত লৌহপিণ্ডে অগ্নিব্যবহারের ন্যায় বুদ্ধিবৃত্তিতে বোধব্যবহার হইয়া থাকে। বুদ্ধিবৃত্তি ক্ষণভঙ্গুর এই জন্য বোধও ক্ষণভঙ্গুর। বিজ্ঞানভিক্ষু স্পর্দ্ধার সহিত বলিয়াছেন যে, অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক ইহার পার্থক্য বুঝিতে সমর্থ নহে। এমন কি তার্কিকেরাও এ বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়াছে। (তার্কিক শব্দে নৈয়ায়িক।) সাংখ্যাচার্য্যগণ বুদ্ধিবৃত্তি ও বোধের বিবেক বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এবং এই বিবেকজ্ঞানই অন্য সকল দর্শনশাস্ত্র হইতে উৎকৃষ্ট।

"তদ্বিবেকাংশ এব সাংখ্যজ্ঞানস্য দর্শনান্তরেভ্য উৎকর্ষং প্রতিপাদয়তি" (ভাষ্য)

পুরুষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব না থাকিলেও প্রতিবিম্বরূপে সুখদুঃখাদির অস্তিত্ব আছে।

বিষয় সকল প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে, যাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহা অনুমান দ্বারা এবং যাহা অনুমান দ্বারাও সিদ্ধ হয় না, তাহা আপ্ত বাক্যানুসারে সিদ্ধ হইবে। প্রধান এবং পুরুষ ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না, এই জন্য ইহা অনুমান প্রমাণসিদ্ধ। প্রকৃতি হইতে মহৎ, বুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি যে সৃষ্টি-ক্রম তাহা আপ্তপ্রমাণসিদ্ধ।

কেহ কেহ বলেন যে প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া যেমন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রসের অভাব নিশ্চয় হইয়া থাকে, সেইরূপ কেন প্রধান ও পুরুষের অভাবনিশ্চয় হউক না, এ আপত্তি একেবারেই অসঙ্গত। কারণ তাঁহারা বলিয়াছেন যে অতিদূরত্ব, অতিসামীপ্য, ইন্দ্রিয়ের অভাব, অন্যমনস্কতা, সূক্ষ্মত্ব, ব্যবধান, অভিভব, তুল্য বস্তুর সহিত মিশ্রণ, অনুদ্ভব এবং তুল্য বস্তন্তরে সংশ্লেষ বশতঃ বিদ্যমান বস্তুরও উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ হয় না।

"অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিয়ঘাতান্মনোঽনবস্থানাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ॥" (সাংখ্য° ৭)

আকাশ প্রদেশে উড্ডীয়মান পক্ষী যখন নিকটে থাকে, তখন দেখিতে পাওয়া যায়; অতি দূরে গমন করিলে তখন আর তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। কিন্তু দূরস্থানিবন্ধন দৃষ্টিগোচর না হইলেও তাহার অভাব নিশ্চয় করা যায় না। লোচনস্থ অঞ্জন চক্ষুর অতি নিকট বলিয়া তাহা দেখা যায়, ইন্দ্রিয়ঘাত, অন্ধত্ব বধিরত্বাদি, অন্ধ দেখিতে পায় না, বধির শুনিতে পায় না, ইত্যাদি। অনবস্থিত চিত্ত যাহার মন বিষয়ান্তরে ব্যাসক্ত, সেই ব্যক্তি উজ্জ্বল আলোকস্থিত ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট বিষয়ও উপলব্ধি করিতে সমর্থ নহে। পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম বস্তু ইন্দ্রিয় সন্নিকৃষ্ট হইলে অতিসূক্ষ্ম বলিয়া তাহার প্রত্যক্ষ হয় না। ব্যবহিত রুদ্ধদ্বার গৃহ মধ্যে বস্তু থাকিলে ব্যবধান-বশতঃ তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। রাত্রিকালের ন্যায় দিবাভাগে গ্রহনক্ষত্রমণ্ডল বিদ্যমান থাকিলেও সূর্য্যের প্রখর তেজে অভিভূত হয় বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় না। দুগ্ধাদি অবস্থায় দধি ও তিলে তৈল প্রভৃতি উদ্ভূত হয় নাই বলিয়া তাহার উপলব্ধি হয় না। ক্ষীরমিশ্রিত নীর জলাশয়পতিত বৃষ্টিজল তুল্য বস্তন্তরের সংশ্লেষ বশতঃ তাহার পৃথক্ রূপে প্রত্যক্ষ হয় না।

ইত্যাদি উদাহরণসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, বস্তু সকলের প্রত্যক্ষ প্রবৃত্তি না হইলেও বস্তুর অভাব নিশ্চয় করা যায় না, এবং তাহা করাও অসঙ্গত। কারণ এই সকল উদাহরণে দেখান হইয়াছে যে বস্তু সকল বিদ্যমান আছে, অথচ তাহাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না। যে বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, যদি তাহার প্রত্যক্ষ না হয়, তাহা হইলে তাহার অভাব নিশ্চয় করা যাইতে পারে। ঘটপটাদি প্রত্যক্ষযোগ্য পদার্থ অথচ গৃহে তাহার প্রত্যক্ষ না হইলে গৃহে ঘটপটাদি নাই, এইরূপ অভাব নিশ্চয় হইতে পারে, যাহা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, তাহার প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহাদের অভাব নিশ্চয় করা অত্যন্ত অসঙ্গত। কারণ অন্য প্রমাণ দ্বারা তাহাদের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ার্থ ও সপ্তম রস কোনও প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। সুতরাং উহারা প্রত্যক্ষের অযোগ্য। এইরূপ কল্পনা করাই অসঙ্গত।

এই মতে প্রমেয় বা পদার্থ সকল তত্ত্ব নামে অভিহিত। প্রমাণ দ্বারাই এই সকল প্রমেয় পদার্থ প্রমাণিত হইয়াছে। তত্ত্ব পঞ্চবিংশতি, মূল তত্ত্ব প্রকৃতি ও পুরুষ। প্রকৃতি হইতে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব ও পুরুষ এই পঞ্চবিংশতি। পাতঞ্জলদর্শনে ঈশ্বর লইয়া ষড়্বিংশতি তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে। প্রকৃতির পরিণামে জগৎসৃষ্টি ও প্রলয় হইতেছে। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার সরূপপরিণাম ও বিরূপপরিণাম, যখন প্রকৃতির বিরূপ পরিণাম হয়, তখন জগতের সৃষ্টি এবং যখন সরূপপরিণাম তখন জগৎ ধ্বংস হইয়া প্রলয় হয়।

প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চ তন্মাত্র, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পঞ্চ তন্মাত্র. পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ মহাভূত এবং পুরুষ এই পঞ্চ বিংশতিতত্ত্ব। ইহার প্রকৃত্যাদি চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জড় এবং পুরুষ চেতন।

এই সকল তত্ত্ব চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। কোন তত্ত্ব কেবল প্রকৃতি,কোন তত্ত্ব প্রকৃতিবিকৃতি,কোন তত্ত্ব কেবল বিকৃতি এবং কোন তত্ত্ব অনুভয়াত্মক অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে, বিকৃতিও নহে।

"মূলপ্রকৃতিরবিকৃতির্ম্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥"(সাংখ্যকা°৩)

প্রকৃতি শব্দের অর্থ উপাদান কারণ। বিকৃতি শব্দের অর্থ কার্য্য। মূলপ্রকৃতি অর্থাৎ যাহা হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, যাহার অপর নাম প্রধান, তাহার কোন কারণ হইতে উৎপত্তি সম্ভবে না। কেন না মূলপ্রকৃতি কারণ জন্য হইলে সেই কারণও কারণান্তরজন্য. সেই কারণান্তরও অপর কারণ জন্য। ইত্যাদি রূপ অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে। অতএব মূল কারণ উৎপন্ন বস্তু নহে। উহা স্বতঃসিদ্ধ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মূল প্রকৃতি কেবলই প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই ৭টী প্রকৃতি বিকৃতি। কারণ ইহারা কোন কোন তত্ত্বের প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং উহা মূল প্রকৃতির বিকৃতি, এবং এই মহৎ হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে. সুতরাং অহঙ্কারের প্রকৃতি মহৎ, এই জন্য উহা প্রকৃতি, এবং ইহা উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া কেবল বিকৃতি। পঞ্চ মহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়

কেবল বিকৃতি অর্থাৎ এই সকল হইতে কোন তত্ত্বান্তরের উৎপত্তি হয় নাই। পুরুষ অনুভয়রূপ অর্থাৎ প্রকৃতিও নহে ও বিকৃতিও নহে।

"প্রকরোতীতি প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা। সা অবিকৃতিঃ প্রকৃতিরেব। সা মূলপ্রকৃতিঃ বিশ্বস্য কার্য্য-সংঘাতস্য মূলং, নত্বস্তামূলান্তরমস্তি অনবস্থাপ্রসঙ্গাৎ।" (তত্ত্বকৌ°)

যাহা হইতে বস্তুন্তরের উৎপত্তি হয়, তাহারই নাম প্রকৃতি, এই জন্য ইহার নাম প্রধান। সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যা-বস্থার নাম প্রকৃতি, এই প্রধানই বিশ্বসংসারের কার্য্যসমূহের মূল। ইহার আর অন্য কোন মূলান্তর নাই, কারণ যদি ইহার অন্য মূলান্তর স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে অনবস্থাদোষ হইয়া পড়ে, এই জন্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়, যাহার অন্য কোন মূল নাই, তাহারই নাম প্রকৃতি।

পুরুষ কূটস্থ, অর্থাৎ অন্য ধর্ম্মের অনাশ্রয়, অধিকারী ও অসঙ্গ। এ জন্য পুরুষ কারণ হইতে পারে না, পুরুষ নিত্য, তাহার উৎপত্তি নাই। সুতরাং কার্য্যও হইতে পারে না। অতএব পুরুষ অনুভয়াত্মক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সকল পদার্থ অতী-ন্দ্রিয়, তাহা অনুমানপ্রমাণসিদ্ধ। অতএব জগৎরূপ কার্য্য দেখিয়া তাহার কারণ অনুমান করিতে হয়। কেন না জগতে দেখা যায় যে কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, কার্য্য মাত্রেরই কারণ আছে, এই জগৎ যখন কার্য্য তখন অবশ্য ইহার কারণ আছে, সেই কারণ কি, সেই কারণ প্রকৃতি; ইহা অনুমানসিদ্ধ।

এই জগতের কারণ সৎ কি অসৎ ইত্যাদি বিষয় লইয়া দার্শনিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিস্তর মতভেদ আছে। সাংখ্যা-চার্য্যগণ সৎপদার্থবাদী। এই জগতের মূল কারণ যে প্রকৃতি তাহা সৎ। বাচস্পতি মিশ্র অন্যান্য বাদীদিগের মত নিরাশ করিয়া সৎপদার্থবাদ স্থির করিয়াছেন। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ অসৎপদার্থবাদী, তাঁহারা বলেন এই জগৎ অসৎ পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহাদের মতে বীজ হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু পার্থিব উষ্ণতা ও জলাদির সংযোগে বীজ বিনষ্ট হইলে তাহার পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং ভাব রূপ বীজ অঙ্কুরের কারণ নহে, বীজের প্রধ্বংসরূপ অভাবই অঙ্কুর রূপ ভাব পদার্থের কারণ। এই দৃষ্টান্ত দ্বারা সকল স্থলেই অভাবই ভাবোৎপত্তির কারণ, ইহাই বৌদ্ধাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ বীজ ধ্বংস হইলে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া বীজের নিরন্বয় বিনাশ হয় না। বীজ বিনষ্ট হয় বটে, কিন্তু বিনষ্ট-বীজের অবয়ব বিনষ্ট হয় না। ঐ ভাব স্বরূপ বীজাবয়ব অঙ্কু-রের উৎপাদক। বীজের অভাব অঙ্কুরের উৎপাদক নহে। অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ হইলে অভাব সকল স্থলে সুলভ হইয়া সকল স্থলে সকল ভাবপদার্থ উৎপাদন করিতে পারিত। ইহা হইলে সকল স্থলেই সকল পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, অভাব ভাবোৎপত্তির কারণ নহে। এই ভাব পদার্থই সকল ভাবপদার্থের উৎপত্তির কারণ। এইরূপে বৌদ্ধদিগের অসৎপদার্থবাদ খণ্ডিত হইয়াছে।

বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদী। বৌদ্ধদিগের ন্যায় বৈদা-ন্তিকদিগেরও এই মত খণ্ডিত হইয়াছে, তাহাদের মতোক্ত বিবর্ত্তবাদের পরিবর্ত্তে পরিণামবাদ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহাও অতি সংক্ষেপে আলোচিত হইল।

"সতত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ।
অতত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥"

বস্তুর সহিত যে অন্যথা প্রথা, অর্থাৎ অন্য প্রকার যে জ্ঞান তাহার নাম বিকার এবং বস্তু না থাকিয়াও যে অন্যরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাম বিবর্ত্ত। পরিণামবাদী সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতে কারণ বিকৃত বা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয়। সুতরাং এই মতে কার্য্যরূপ বস্তু আছে। কার্য্যজ্ঞান বস্তুপরিশূন্য নহে। বিবর্ত্তবাদীদিগের মতে কারণ অবিকৃতই থাকে, অথচ তাহাতে বস্তুস্বরূপে কার্য্য না থাকিলেও কার্য্যের প্রতীতি হয় মাত্র। দুগ্ধের পরিণাম দধি ইহাই পরিণামবাদের দৃষ্টান্ত, দুগ্ধ দধি রূপে পরিণত হয়। রজ্জুতে সর্পভ্রম, ইহাই বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। বৈদান্তিকগণ বলেন যে, যেমন সর্প না থাকিলেও রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি হইতেছে, সেইরূপ প্রপঞ্চ বা জগৎ না থাকিলেও ব্রহ্মে প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে। রজ্জু-সর্পের প্রতীতির কারণ যেমন ইন্দ্রিয় দোষ, সেইরূপ জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীতির কারণ অবিদ্যাদোষ, অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মে জগৎপ্রপ-ঞ্চের ভান হইতেছে। রজ্জুতে প্রতীয়মান সর্প যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত, ব্রহ্মে প্রতীয়মান প্রপঞ্চও সেইরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, প্রকৃত-পক্ষে প্রপঞ্চ নামে কোন বস্তু নাই। রজ্জুসর্পের ন্যায় প্রপঞ্চ ও প্রতীয়মান মাত্র।

ইহার উত্তরে সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন যে, রজ্জুতে সর্প প্রতীতি হওয়ার পর নৈপুণ্য সহকারে প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহা সর্প নহে, রজ্জু তে এইরূপ বাধজ্ঞান উপস্থিত হয়। সুতরাং রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক, তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু জগৎপ্রপঞ্চ সম্বন্ধে ঐরূপ বাধ-জ্ঞান কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ঐ প্রপঞ্চপ্রতীতি যে ভ্রমাত্মক তাহাও বলা যায় না। এই যুক্তি দ্বারা সাংখ্যাচার্য্যগণ

বিবর্ত্তবাদে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়া পরিণামবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে একটু বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, কারণের অবস্থান্তর মাত্র। দুগ্ধ দধিরূপে, সুবর্ণ কুণ্ডলরূপে, মৃত্তিকা ঘটরূপে এবং তন্তু পটরূপে পরিণত হয়। অতএব দধি, কুণ্ডল, ঘট ও পট যথাক্রমে দুগ্ধ, সুবর্ণ, মৃত্তিকা ও তন্তু বস্তু স্বরূপরূপে ভিন্ন নহে, একই। কার্য্য যদি কারণ হইতে ভিন্ন না হইল, তাহা হইলে ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারকব্যাপার অর্থাৎ যে সকল উপায়ে কার্য্যের উৎপত্তি হয় বলিয়া সচরাচর বিবেচনা করা যায়, বাস্তবিক পক্ষে ঐ সকল উপায় বা কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে। কেন না তাহার পূর্ব্বেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে কারণে ছিল। সুতরাং কারকব্যাপার কার্য্যের উৎপাদক নহে, অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক। পূর্ব্বে কারণে সূক্ষ্ম ও অব্যক্ত রূপে কার্য্য ছিল, কারকব্যাপার দ্বারা তাহার স্থূলরূপে অভিব্যক্তি হইল মাত্র। সাংখ্যাচার্য্যগণ ইত্যাদি রূপে বিবর্ত্তবাদের উপর দোষ দিয়া পরিণামবাদ অবলম্বন করিয়া জগতের মূল কারণ সৎ ইহা নিরূপণ করিয়াছেন। মহামতি শঙ্করাচার্য্য আবার বেদান্তদর্শনের শারীরকভাষ্যে এই মত খণ্ডন করিয়াছেন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিককারও সৎকার্য্যবাদী। কিন্তু ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও ইঁহাদের মতোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হয় নাই, তাহা খণ্ডিত হইয়াছে। ইঁহারা সৎকার্য্যবাদী হইলেও প্রবল প্রতিপক্ষ। কারণ ইঁহারা সৎ পদার্থ হইতে অসৎ পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপই স্বীকার করেন। ইঁহাদের মতে জগতের মূল কারণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু সৎ অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান। দ্ব্যণুক হইতে মহাবয়বিপর্য্যন্ত কার্য্যগুলি সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে পরমাণু হইতে উৎপন্ন, সুতরাং কার্য্যসমূহ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ ছিল না, সৎ ছিল, উৎপত্তির পরেই অসৎ হইয়াছে, অতএব সৎ হইতে অসতের উৎপত্তি ইহা সিদ্ধ হইল। ইঁহাদের মতে কার্য্য কারণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেন না কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে কারণ সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান, কিন্তু কার্য্য কালে অসৎ অবিদ্যমান।

ইহাতে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন যে, কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে যদি বস্তুতঃই কার্য্য অসৎ অবিদ্যমান থাকিত, তাহা হইলে কেহই কার্য্যের সত্ত্ব অর্থাৎ বিদ্যমানত্ব সম্পাদন করিতে পারিতেন না। শতসহস্রশিল্পীও যত্ন করিয়া নীলকে পীত ও পীতকে নীল করিতে পারে না। কারণ নীল পীত নহে। তদ্রূপ কার্য্য বস্তুতঃ অসৎ হইলে কোন মতেই সৎ হইতে পারে না। যাহা অসৎ তাহা চিরকালই অসৎ, কোন কালেই তাহা সৎ হইতে পারে না, এবং যাহা সৎ, তাহা চিরকালই সৎ। আপত্তি হইতে পারে যে, ঘট যেমন পাকের পূর্ব্বে শ্যামবর্ণ এবং পাকের পরে রক্তবর্ণ, ইহা প্রত্যক্ষ রূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ কার্য্য ও কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ এবং কারণ ব্যাপারের পর সৎ হইবার কোন বাধা হইতে পারে না। অর্থাৎ কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বের ন্যায় অসত্ত্ব ও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম হইতে পারে, এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে প্রকারান্তরে সৎকার্য্যবাদেরই অঙ্গীকার করা হয়। কেন না শ্যামাবস্থা ও রক্তাবস্থা এই উভয়কালেই ঘট সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান বলিয়া কালভেদে ঘটের শ্যামত্ব ও রক্তত্বরূপ ধর্ম্মভেদ হইতে পারে। প্রকৃত স্থলে কালভেদে অসত্ত্বও সত্ত্ব ঘটের ধর্ম্ম অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ঘটের অসত্ত্ব এবং উৎপত্তির পরে তাহার সত্ত্ব স্বীকার করিলেই উভয় কালে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বকালে ও পরকালে ঘটের সত্তা অর্থাৎ বিদ্যমানতাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ ধর্ম্মীর আশ্রয়েই ধর্ম্মের অবস্থিতি। কারণব্যাপারের পূর্ব্বে ধর্ম্মীরূপ ঘট নাই, অথচ তাহার ধর্ম্ম অসত্ত্ব থাকিবে, ইহা একান্ত অসম্ভব ও হাস্যাস্পদ।

কারণ ব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি কার্য্য সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে কারণ ব্যাপার নিষ্প্রয়োজন, এ আপত্তিও অসঙ্গত। কেন না সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্য, কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও সৎ ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বে তাহা কেবল অনভিব্যক্ত থাকে মাত্র। কারণব্যাপার দ্বারা তাহার অভিব্যক্তি হয় মাত্র। সুতরাং কারণব্যাপার যে নিরর্থক বলা হইয়াছে, তাহা একেবারেই অসঙ্গত। নিপীড়ন দ্বারা তিলে তৈলের এবং আঘাত দ্বারা ধান্যে তণ্ডুলের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তিলে তৈলের, ও ধান্যে তণ্ডুলের বিদ্যমানতা সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং কারণব্যাপার দ্বারা সতের অভিব্যক্তি সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

সতের অভিব্যক্তি বিষয়ে এইরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাহা স্বতঃপ্রমাণ, তাহার আর প্রমাণের প্রয়োজন কি। কিন্তু অসতের উৎপত্তির একটীও দৃষ্টান্ত নাই। যাহা অসৎ, কোন কালেই তাহার উৎপত্তি হয় না, এবং হইতেও পারে না। মনুষ্যশৃঙ্গ, কূর্ম্মরোম, ও আকাশকুসুম এই সকল দ্রব্য সৎ নহে, এই জন্য ইহাদের উৎপত্তি কেহ দেখে নাই, এবং শুনেও নাই। অতএব সিদ্ধ হইল যে, সৎ অর্থাৎ বিদ্যমান কার্য্যেরই কারণব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব প্রকাশ হয়, তাহা বলিয়া অসতের উৎপত্তি হয় না। আরও একটী বিশেষ

কথা এই যে, যে কারণের সহিত যে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে, সেই কারণ দ্বারাই সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয়। যে কার্য্যের সহিত যে কারণের সম্বন্ধ নাই, সেই কারণ দ্বারা সেই কার্য্যের আবির্ভাব হয় না। ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

তন্তুর সহিত পটের এবং মৃত্তিকার সহিত ঘটের সম্বন্ধ আছে বলিয়া তন্তু হইতে পটের এবং মৃত্তিকা হইতে ঘটের আবির্ভাব হইয়া থাকে। তন্তুর সহিত ঘটের এবং মৃত্তিকার সহিত পটের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই বলিয়া তন্তু হইতে ঘট এবং মৃত্তিকা হইতে পটের আবির্ভাব হয় না।

সম্বন্ধশূন্যতার ইতর বিশেষ না থাকায় সমস্ত কার্য্য সমস্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। এই অব্যবস্থাদোষ নিবারণ জন্য বলিতে হইবে যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ বিশেষের সহিত কার্য্যবিশেষের সম্বন্ধ থাকে। ইহা হইলেই সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইল। কেননা একাধিক বিদ্যমান বস্তুরই পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে, একটী বিদ্যমান অপরটী অবিদ্যমান এ উভয়ের পরস্পর সম্বন্ধ কোন ক্রমেই হইতে পারে না।

যদি বলা হয় যে, কারণগত এমন অসাধারণ শক্তি আছে, যাহার প্রভাবে কারণবিশেষ কার্য্যবিশেষের উৎপাদন করে, সমস্ত কার্য্যের উৎপাদন করে না। তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, ঐ অসাধারণ শক্তির সহিত কার্য্যবিশেষের কোন রূপ সম্বন্ধ আছে কি না? যদি সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলে অসতের সহিত সম্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়া সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হয়। পক্ষান্তরে সম্বন্ধ না থাকিলে কারণের ন্যায় কারণগত শক্তিও কার্য্যবিশেষের নিয়ামক হইতে পারে না। সুতরাং অব্যবস্থা দোষ উপস্থিত হয়। ফলতঃ কারণগত শক্তি কার্য্যের অব্যক্তাবস্থা মাত্র। অন্যরূপ শক্তি বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। আরও বিবেচনা করা উচিত কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে, উহা কারণাত্মক; কারণ যে সৎ এ বিষয়ে মতভেদই হইতে পারে না। ইত্যাদি রূপে সৎকার্য্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সাংখ্যকারিকায় এই কয়টী হেতু দ্বারা সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে—

"অসদকরণাদুপাদানগ্রহণাৎ সর্ব্বসম্ভবাভাবাৎ।
শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎ কার্য্যং॥"
(সাংখ্যকা° ৯)

কার্য্য সৎ, হেতু অসতের অকরণ, উপাদানের গ্রহণ, সর্ব্ব সম্ভবের অভাব এবং শক্তের শক্য করণ এই সকল হেতু দ্বারা অনুমান করা হয় যে কার্য্য সৎ। এই সকল হেতুর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে অভিহিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে ইহাদের আর বিবৃত আলোচনা এই স্থলে হইল না। কেবল শব্দার্থ মাত্র বিবৃত হইল।—অসতের অকরণ, যাহা ছিল না, তাহাকে কখনই উৎপন্ন করা যায় না। উপাদানের গ্রহণ, যখন সকল স্থলে সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, তখন কার্য্যের সহিত কারণের একটী সম্বন্ধ আছে, এই হেতুও কার্য্য সৎ, শক্তের শক্যকরণ শক্তিশূন্য কার্য্যে শক্তিসম্বন্ধ অসম্ভব, সুতরাং কারণে কার্য্যের সম্বন্ধ মানিলেও শক্তি সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য্যকে সৎ বলিতে হইবে। এইরূপে সৎকার্য্যবাদ সমর্থিত হইয়াছে।

বাচস্পতিমিশ্র এইরূপে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, বৈদান্তিক প্রভৃতি বাদীদিগের মত উদ্ধৃত করিয়া নানারূপ যুক্তিতর্ক দ্বারা সেই সকল মত খণ্ডন করিয়া সাংখ্যোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াছেন। কপিলসূত্রে 'নাবস্তুনো বস্তুসিদ্ধিঃ' (সাংখ্য ১।৭৮) ইত্যাদি সূত্র দ্বারাও ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

এইরূপ সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে কারণ তাহা সৎ সৎকারণ হইতেই এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। কার্য্য কারণাত্মক, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হইয়াছে, কার্য্যকারণশৃঙ্খলা সর্ব্বত্রই স্বীকৃত ও সমাদৃত। কারণ ভিন্ন কার্য্য হইতেই পারে না। এই জগৎ কার্য্য, তাহার কারণ, প্রধান বা প্রকৃতি, এই প্রধান সুখ দুঃখ ও মোহাত্মক, জগতের সমস্ত জিনিসেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে। কারণে যদি সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে কার্য্যে যে জগৎ তাহাতেও সুখ দুঃখ ও মোহ থাকিতে পারিত না। কার্য্য যখন কারণাত্মক, তখন সুখ, দুঃখ ও মোহ দেখিয়া ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে তাহা নিঃসংশয়রূপে বলা যায়।

প্রত্যেক দ্রব্যেই সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, বাচস্পতি মিশ্র ইহার একটী দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে রূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না একটী স্ত্রী স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং তাহার লোভে বঞ্চিত পুরুষান্তরকে মোহ বা বিষাদ যুক্ত করে। তাহার কারণ এই যে স্বামীর প্রতি তাহার সুখ রূপ সমুদ্ভূত, দুঃখাদি রূপ অভিভূত, সপত্নীর প্রতি দুঃখ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদিরূপ অভিভূত। যে অপর পুরুষ তাহার লাভে বঞ্চিত, তাহার প্রতি তাহার মোহ রূপ সমুদ্ভূত, সুখাদি রূপ অভিভূত।

"একৈব স্ত্রীরূপযৌবনকুলশীলসম্পন্না স্বামিনং সুখাকরোতি, তৎকস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ সুখরূপ সমুদ্ভবাৎ। সৈব স্ত্রী সপত্নীর্দুঃখাকরোতি তৎ কস্য হেতোঃ, স্বামিনং প্রতি তস্যাঃ দুঃখরূপসমুদ্ভবাৎ। এবং পুরুষান্তরং তামবিন্দন্ সৈব মোহয়তি, তৎকস্য হেতোঃ, তৎপ্রতি তস্যাঃ মোহরূপসমুদ্ভবাৎ। অনয়া চ স্ত্রিয়া সর্ব্বে ভাবঃ ব্যাখ্যাতাঃ।" (সাংখ্যত° কৌ°)

এই একটী স্ত্রীর উদাহরণ দ্বারাই সকল ভাবে বলা হইল। এই এক স্ত্রীতে যেমন সুখ, দুঃখ ও মোহ আছে, এইরূপ জগতের সকল জিনিষেই সুখ দুঃখ ও মোহ আছে, ইহা বুঝিতে

হইবে। যদি ঐ স্ত্রীতে সুখ দুঃখ ও মোহ না থাকিত, তাহা হইলে স্বামীকে সুখী, সপত্নীকে দুঃখিনী এবং পুরুষান্তরকে মুগ্ধ করিতে পারিত না। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, যখন সুখ, দুঃখ ও মোহ কার্য্য প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে। তখন ইহার কারণে যে সুখ, দুঃখ, ও মোহ আছে তাহা বলাই নিষ্প্রয়োজন।

ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল যে, জগতের যে মূলকারণ তাহা সুখ, দুঃখ ও মোহাত্মক। প্রকৃতিই যখন জগতের মূলকারণ। তখন প্রকৃতি সুখ দুঃখ ও মোহাত্মিকা। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃগুণের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি কহে। অব্যক্ত ও প্রধান প্রভৃতি ইহারই নামান্তর। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক, রজঃ দুঃখাত্মক এবং চঞ্চল ও চালক বা প্রবর্ত্তক। তমোগুণ মোহ বা বিষাদাত্মক, গুরু আবরক ও নিয়ামক।

কিন্তু এই গুণত্রয় পরস্পর বিরোধী, ইহারা পরস্পর বিরোধী হইলেও কার্য্যজননে কোন ব্যাঘাত হয় না, পরস্পর মিলিত হইয়া কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। এই গুণসমূহের মধ্যে যে গুণের প্রাবল্য হয়, তাহার ধর্ম্ম প্রকাশ পায়। যেমন বর্ত্তি ও তৈল প্রত্যেকে অনলবিরোধী হইলেও উভয়ে মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয়। সেইরূপ এই গুণত্রয় পরস্পর মিলিত হইয়া স্বকার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় এবং কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। যখন সত্ত্বগুণের প্রাবল্য হয়, তখন সুখ হইয়া থাকে। তখন রজঃস্তম সত্ত্ব কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া থাকে। এইরূপ রজোগুণের প্রাবল্যে দুঃখ এবং তমোগুণের প্রাবল্যে মোহ ঘটিয়া থাকে।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদিগকে গুণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ইহারা কি বৈশেষিকোক্ত গুণ পদার্থ? আচার্য্যগণ ইহার উত্তরে বলেন যে, ইহারা গুণ পদার্থ নহে। সত্ত্বাদির পরস্পর সংযোগ ও লঘুত্বাদি গুণ আছে বলিয়া উহারা দ্রব্য পদার্থ। সত্ত্বাদি গুণত্রয় পুরুষের উপকরণ বা পশুস্বরূপ পশুকে বন্ধন করে বলিয়া ইহাদিগকে গুণ বলা হইয়াছে, রজ্জু দ্বারা যেমন পশু বদ্ধ হন, তদ্রূপ উহাদ্বারা পুরুষ বদ্ধ হইয়া থাকেন। গুণ বলিবার ইহাই তাৎপর্য্য। বাস্তবিক পক্ষে ইহারা গুণ পদার্থ নহে, দ্রব্য পদার্থ।

এখন সিদ্ধ হইল যে সত্ত্বাদিগুণ দ্রব্য পদার্থ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। এই প্রকৃতি সর্ব্বদাই পরিণামিনী। প্রকৃতির এই পরিণাম দুই প্রকার। স্বরূপ বা সদৃশপরিণাম এবং বিরূপ বা বিসদৃশ পরিণাম। যখন জগতের প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তখন প্রকৃতির সদৃশপরিণাম হইতে থাকে। অর্থাৎ তখন সত্ত্ব সত্ত্বরূপে, এবং রজঃ রজোরূপে পরিণাম হয়। এই পরিণামে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্ব সকলের উদ্ভব হয় না। বরং ঐ সকল তত্ত্ব স্ব স্ব কারণে লীন হইতে থাকে। গুণত্রয়ের যখন বিসদৃশ পরিণাম হয়, তখন এই জগতের সৃষ্টি হয়, কালে গুণত্রয় মিলিত হইয়া পরিণত হয়। পৃথক্‌রূপে ইহাদের পরিণাম হয় না। জগতে যে বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, এই গুণত্রয়ের পরিণামবৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ।

ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রাধান্য এবং অপরাপর গুণ ভাব বা অপ্রাধান্য হইয়া থাকে। যেমন জলের রস এক হইলেও ভূমি বিকার বিশেষের সংযোগে নারিকেল, জম্বীর, চিরবিল্বাদি ফলরসরূপে পরিণত হইয়া মধুর, অম্ল ও তিক্তাদিরূপে অনুভূয়মান হয়, তদ্রূপ কার্য্যবিশেষের উদ্ভব এবং গুণান্তরের অভিভব হওয়াতে অপ্রধানগুণ প্রধানগুণের আশ্রয়ে বিচিত্র পরিণামের কারণ হইয়া বিচিত্র কার্য্যের উৎপাদন করে। অতএব জগতে এই যে নানা প্রকার বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়, গুণের পরিণাম-বৈষম্যই তাহার একমাত্র কারণ। ইহাতে আর কোন সংশয় নাই।

এইরূপে সিদ্ধান্ত হইল যে প্রকৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত জড়বর্গই সংহত অর্থাৎ মিলিত গুণত্রয় স্বরূপ, সুতরাং সুখদুঃখমোহাত্মক। ইহারা সকলেই পরার্থ অর্থাৎ অপরের প্রয়োজন সম্পাদনের জন্যই ইহাদের উদ্ভব। গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি পদার্থ সংঘাতরূপ অথচ পরার্থ, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহা দ্বারা অনুমান করা হয়, যে সংঘাত মাত্রই পরার্থ। প্রকৃতি মহদাদি তত্ত্ব সকল সমস্তই সংঘাত, অতএব ইহা পরার্থ। এই পর কে? কাহার প্রয়োজনের জন্য ইহাদের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এই পরপুরুষই আত্মা। এই পুরুষের প্রয়োজনের জন্যই প্রকৃতির প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।

পুরুষ সংঘাতাতিরিক্ত, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণাত্মক নহে, ত্রিগুণাতীত। কারণ পুরুষ সংঘাত হইলে পরার্থ হইত। সেই পরসঙ্ঘাতাত্মক হইলে তাহাও পরার্থ হইবে। এইরূপে অনবস্থাদোষ উপস্থিত হয়। সুতরাং পুরুষ অসংহত।

"সঙ্ঘাতপরার্থত্বাৎ ত্রিগুণাদিবিপর্য্যয়াদধিষ্ঠানাৎ।
পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ॥" (সাঙ্খ্যকা° ১৭)

সাংখ্যসূত্রেও এই সকল হেতু বর্ণিত হইয়াছে—"সংহতপরার্থত্বাৎ।" "ত্রিগুণাদিবিপর্য্যাৎ" "অধিষ্ঠানাচ্চ" ইত্যাদি।
(সাংখ্যসূ° ১।১৪০, ১, ২,)

ত্রিগুণাত্মক রথাদি সারথি প্রভৃতি চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত। বুদ্ধ্যাদিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও অন্য চেতন কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইবে। সেই জন্য চেতনই পুরুষ বা আত্মা। সুখ অনুকূল-

বেদনীয় ও দুঃখ প্রতিকূলবেদনীয়, বুদ্ধ্যাদি নিজেই সুখ ও দুঃখাত্মক। এইজন্য পুরুষ সুখের অনুকূলনীয় বা দুঃখের প্রতিকূলনীয় হইতে পারে না। কেননা তাহা হইলে স্বক্রিয়া বিরোধ হইয়া পড়ে। বুদ্ধ্যাদি দৃশ্য, তাহার দ্রষ্টারূপে পুরুষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। কারণ দ্রষ্টা ভিন্ন দৃশ্য থাকিতে পারে না।

এই পুরুষ প্রতি শরীরে ভিন্ন। সকল শরীরের এক পুরুষ হইলে জন্মমরণাদির ব্যবস্থা হইতে পারে না। তাহা হইলে একের জন্মে সকলের জন্ম এবং একের মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, একের অন্ধত্বাদিতে সকলের অন্ধত্বাদি, একের সুখে সকলের সুখ, এবং একের দুঃখে সকলের দুঃখ হইতে পারে। কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। ইহা কেহ কখনও শুনেও নাই। সুতরাং প্রতি শরীরভেদে পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে।

"জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগবৎ প্রবৃত্তেশ্চ।
পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥" (সাংখ্যকা° ১৮)

এই পুরুষ সাক্ষী। প্রকৃতি নিজের সমস্ত আচরণ এই পুরুষকে দেখায়। বাদী ও প্রতিবাদী বিবাদ বিষয় যাহাকে দেখায় লোকে তাহাকে সাক্ষী কহে। প্রকৃতিও নিজের আচরণ পুরুষকে দেখায় বলিয়া পুরুষ সাক্ষী ও দ্রষ্টা। পুরুষ ত্রিগুণের অতীত এই জন্য অকর্ত্তা, উদাসীন ও কেবল অর্থাৎ কৈবল্যযুক্ত। পূর্ব্বোক্ত দুঃখত্রয়ের অত্যন্ত অভাবই কৈবল্য। দুঃখ গুণ ধর্ম্ম, পুরুষ গুণাতীত।

প্রধান মহদাদি ভোগ্য বলিয়া ভোক্তার অপেক্ষা করে। কারণ ভোক্তা ভিন্ন ভোগ হইতেই পারে না। বুদ্ধ্যাদিতে প্রতিবিম্বিত পুরুষ বুদ্ধ্যাদিগত দুঃখ নিজের বলিয়া বিবেচনা করে, বিবেকজ্ঞান দ্বারা এই দুঃখের পরিহার হয়।

বিবেকজ্ঞান ও বুদ্ধি বৃত্তিবিশেষ। এই কারণে বিবেকজ্ঞানের জন্য পুরুষও প্রকৃতির অপেক্ষা করে। এইরূপে উভয়ের উভয়ের প্রতি অপেক্ষা আছে বলিয়া প্রকৃতিপুরুষের পরস্পর সংযোগ হয়। এই সংযোগ বশতঃই সৃষ্টি হইয়া থাকে। গতিশক্তিহীন ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন পঙ্গু এবং দৃকশক্তিহীন গতিশক্তিযুক্ত অন্ধ এই উভয়ের পরস্পর অপেক্ষা হয় বলিয়া উভয়েই পরস্পর সংযুক্ত হয়। দৃকশক্তিবিশিষ্ট পঙ্গু গতিশক্তিযুক্ত অন্ধের স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া পথ প্রদর্শন করে, অন্ধ তদনুসারে গমন করে, এইরূপে উভয়েরই অভিলাষ সিদ্ধ হয়। প্রকৃতিপুরুষের সংযোগও এইরূপ, পুরুষ দৃকশক্তিযুক্ত ও ক্রিয়াশক্তি শূন্য বলিয়া পঙ্গু স্থানীয়, প্রকৃতি ক্রিয়াশক্তিযুক্ত ও দৃকশক্তিশূন্য বলিয়া অন্ধ স্থানীয়। এই উভয়েই সংযোগ বশতঃই প্রকৃতি মহদাদি অচেতন হইয়াও চেতনের ন্যায় এবং পুরুষ স্বরূপতঃ অকর্ত্তা হইয়াও গুণের কর্ত্তৃত্বে কর্ত্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"তস্মাৎ তৎসংযোগাদচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গং।
গুণকর্ত্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ॥
পুরুষস্য দর্শনার্থং কৈবল্যার্থং তথা প্রধানস্য।
পঙ্গ্বন্ধবদুভয়োরপি সংযোগস্তৎকৃতঃ সর্গঃ॥"
(সাঙ্খ্যকা° ২০, ২১)

প্রধান বুদ্ধি হইতে সূক্ষ্ম ভূত পর্য্যন্ত এক একটী সমষ্টি ও এক একটী পুরুষ অনাদি অদৃষ্ট সূত্রে সূর্য্যাভিমুখ দর্পণ ও সূর্য্যের ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত, যেমন দর্পণে তেজ না থাকিলেও সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়ায় ঐ দর্পণ তেজস্বী হয়, এবং সূর্য্যে মলিনতা চঞ্চলতা না থাকিলেও দর্পণের মলিনতা ও আন্দোলনে প্রতিবিম্ব সূর্য্যও মলিন এবং চঞ্চল হইয়া থাকে। সেইরূপ বুদ্ধি অচেতন হইলেও চেতন পুরুষ সন্নিধানে চেতন হইয়া থাকে, এবং কর্ত্তৃত্বযুক্ত বুদ্ধি প্রতিবিম্বিত পুরুষ কর্ত্তৃত্বশূন্য হইলেও কর্ত্তা বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সুতরাং পুরুষের যে কর্ত্তৃত্ব, অহংকর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাকার যে জ্ঞান তাহা অবিবেক বা ভ্রমবশে হইয়া থাকে।

পুরুষের কৈবল্যার্থ প্রকৃতির এই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ভোগ ও মুক্তি পুরুষার্থ। পুরুষার্থ দুই প্রকার ব্যক্ত ও অব্যক্ত। অব্যক্ত বা অনাগতাবস্থ পুরুষার্থ অদৃষ্টের নামান্তর। এই পুরুষার্থ অনাদি। এক সৃষ্টি চলিয়াছে, ইহার পূর্ব্বে প্রলয় হইয়া গিয়াছে, সেই প্রলয়ের পূর্ব্বে কত সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়া গিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং নূতন করিয়া আরম্ভ নাই। সেই অনাদি পুরুষার্থ প্রকৃতিকে প্রত্যেক পুরুষের সহিত একটী বিশেষ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। যখন সেই পুরুষার্থ অভিব্যক্তি প্রবণ, তখন মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। ইহাই এক এক সৃষ্টির আরম্ভকাল। প্রকৃতির সহিত সম্মিলিত অবস্থায় থাকিয়া পুরুষের সুখদুঃখ সাক্ষাৎকার হয়। ইহাই ভোগ এবং এই সুখ দুঃখ প্রকৃতিরই স্বরূপ। ভোক্তা না থাকিলে ভোগ নিরর্থক হয়। অতএব ভোক্তার অপেক্ষা ভোগ্য বস্তুতে আছে। তাহার পর দুঃখের তাপে তাপিত হইয়া মুক্তির আকাঙ্ক্ষা হয়। মুক্তিলাভ করিতে হইলে প্রকৃতি ও পুরুষ যে পরস্পর ভিন্ন এই বিবেকসাক্ষাৎকার আবশ্যক। বুদ্ধি না থাকিলে ভোগ হয় না, প্রকৃতি না থাকিলে বুদ্ধি হয় না। এইরূপ পরস্পর অপেক্ষা আছে, পরস্পরের এইরূপ অপেক্ষাই পরস্পরের সম্বন্ধ।

যতদিন না পুরুষের অপবর্গ সাধন হইবে, ততদিন প্রকৃতি পুরুষকে ত্যাগ করিবে না, পুরুষের অপবর্গ সাধন হইলেই তখন আর তাহার প্রবৃত্তি হইবে না। একদিন না একদিন প্রকৃতি পুরুষকে বিবেকসাক্ষাৎকার করাইবেই করাইবে। যতদিন না

ইচ্ছা হয়, ততদিন জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে সৃষ্টি হয়, এই সৃষ্টি দুই প্রকার, প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্র সর্গ। বুদ্ধি সৃষ্টির নাম প্রত্যয়সর্গ এবং ভূতভৌতিক সর্গকে তন্মাত্রসর্গ কহে। প্রকৃতির যে প্রথম পরিণাম হয়, তাহার নাম বুদ্ধি বা মহৎ, ইহার অসাধারণ বৃত্তি অধ্যবসায় বা নিশ্চয়। এই বুদ্ধির ধর্ম্ম ৮টী—ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য, অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য। এই ৮টীর মধ্যে প্রথম চারিটী সাত্ত্বিক এবং পরবর্ত্তী চারিটী তামসিক।

মহত্তত্ত্বের কার্য্য অহঙ্কারতত্ত্ব, তাহার বৃত্তি অভিমান। আমি ইহাতে শক্ত, এই সকল বিষয় আমার প্রয়োজন, ইত্যাদি রূপ অভিমান অহঙ্কারের অসাধারণ বৃত্তি। এই অহঙ্কার আবার তিন প্রকার বৈকারিক বা সাত্ত্বিক, তৈজস বা রাজস, ও ভূতাদি বা তামস। সাত্ত্বিক একাদশ ইন্দ্রিয় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে এবং তামস পঞ্চতন্মাত্র তামস অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন। রাজস অহঙ্কার এই উভয় বর্গের উৎপত্তির সাহায্যকারী মাত্র। চক্ষুঃ, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, রসন ও ত্বক্ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন একাদশ ইন্দ্রিয় এবং ইহা উভয়াত্মক অর্থাৎ মনকে জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় এই উভয়ই বলা যাইতে পারে। কি জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কর্ম্মেন্দ্রিয় মনের অধিষ্ঠান ভিন্ন কেহই স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। গুণ সকলের পরিণামবিশেষ বশতঃই নানা ইন্দ্রিয় এবং নানা বাহ্য পদার্থের উৎপত্তি হইয়াছে।

মনের অসাধারণ বৃত্তি সঙ্কল্প, অর্থাৎ সম্যক্ রূপে বিশেষ্য বিশেষণভাবে কল্পনা। চক্ষুর রূপ, শ্রোত্রের শব্দ, ঘ্রাণের গন্ধ, রসনার রস এবং ত্বকের স্পর্শ এই পাঁচটী বুদ্ধীন্দ্রিয়ের ব্যাপার বা ধর্ম্ম। বাক্যের বচন বা কথন, পাণির আদান বা গ্রহণ, পাদের বিহরণ বা গমন, পায়ুর উৎসর্গ বা ত্যাগ এবং উপস্থের আনন্দ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। মনঃ অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই তিনটীর নাম অন্তঃকরণ। চক্ষুরাদি দশটী বাহ্যকরণ।

অন্তঃকরণত্রয়ের অসাধারণ বৃত্তি বলা হইল। ইহা ভিন্ন উহাদের একটী সাধারণ বৃত্তি আছে। তাহা প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু। নাসাগ্র, হৃদয়, নাভি ও পাদাঙ্গুষ্ঠে স্থিত প্রাণবায়ু; কৃকাটিকা, পৃষ্ঠ, পাদ, পায়ু, উপস্থ ও পার্শ্ববৃত্তি অপান বায়ু; হৃদয়, নাভি ও সমস্ত সন্ধিস্থানে সমান বায়ু; হৃদয়, কণ্ঠ, তালু, মস্তক ও ভ্রূমধ্যস্থিত বায়ুর নাম উদান এবং ত্বক্ বৃত্তি বায়ুকে ব্যান কহে, এই বায়ু সর্ব্বশরীরব্যাপী। ইহাই অন্তঃকরণের সাধারণ বৃত্তি।

মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতির এই সকল বৃত্তি কিরূপে হয়, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, প্রথমে কোন বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের যোগ হইলে অপরিস্ফুট রূপে বস্তুর যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলোচনজ্ঞান বা নির্ব্বিকল্পকজ্ঞান। কারণ ঐ জ্ঞান বিকল্প অর্থাৎ বিশেষ্যবিশেষণভাবশূন্য। মূক বা বালক যেমন তাহাদের জ্ঞান শব্দ দ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারে না, তদ্রূপ এই আলোচনজ্ঞানও শব্দদ্বারা অন্যকে বুঝাইতে পারা যায় না, অর্থাৎ অপরিস্ফুট রূপে এই আলোচনজ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দ দ্বারা যাহা প্রতিপাদিত হয়, তাহা বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এই আলোচনজ্ঞান বিশেষ্যবিশেষণভাবাপন্ন নহে। সুতরাং শব্দ দ্বারা ইহা প্রতিপাদিত হয় না। অতএব বুদ্ধীন্দ্রিয় দ্বারা ইহা একটী বস্তু, ইত্যাকার আলোচন মাত্র হয়। পরে ইহা এইরূপ, এরূপ নহে, ইত্যাকারে কল্পনা করা মনের কার্য্য। মনঃ সঙ্কল্পিত বিষয়ে অহঙ্কার পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থাৎ আমি ইহা সম্পাদন করিতে সমর্থ, এই প্রকার অভিমান করে। এই অভিমত বিষয়ে ইহা আমার কর্ত্তব্য, এই প্রকার নিশ্চয় বুদ্ধির কার্য্য।

সাংখ্যাচার্য্যগণ বলেন, বাহ্যেন্দ্রিয় সকল গ্রামাধ্যক্ষ, মন দেশাধ্যক্ষ, বুদ্ধি সর্ব্বাধ্যক্ষ এবং পুরুষ মহারাজস্থানীয়। যেমন গ্রামপতি প্রজাদের নিকট কর আদায় করিয়া দেশপতির নিকট অর্পণ করে, এবং দেশপতি উহা সর্ব্বাধ্যক্ষকে এবং তিনি আবার মহারাজকে অর্পণ করেন, ইহাতে মহারাজের প্রয়োজন সম্পাদন হয়,তদ্রূপ বাহ্যেন্দ্রিয় বিষয় সকলের আলোচনা মনের নিকট উপস্থিত করে, মন তাহা সঙ্কল্প করিয়া বুদ্ধির নিকট অর্পণ করে। বুদ্ধি উক্ত ক্রমে পুরুষের ভোগাপবর্গ সম্পাদন করিয়া থাকে।

বাহ্যেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার ও বুদ্ধি ইহাদের বৃত্তি ক্রমে ক্রমে হয়। ইহাদের পরস্পরের ক্রিয়া পর পর হইয়া থাকে। কিন্তু কখন কখনও এক কালেও এই সকলের বৃত্তি হইতে দেখা যায়। যেমন স্ফুটালোকে দংশনোদ্যত সর্প দেখিলে তৎক্ষণাৎ লোকে পলায়ন করে, এই স্থলে ইন্দ্রিয়ের আলোচন, মনের সঙ্কল্প, অহঙ্কারের অভিমান ও বুদ্ধির অধ্যবসায় একই সময়ে হয়। কারণ সর্পকে দংশনোদ্যত দেখিলেই পলায়ন করিতে ক্ষণকালও বিলম্ব হয় না। সুতরাং এই সকল বৃত্তি এক কালে না হইলে পলায়ন সম্ভব হইত না।

ভোগ অপবর্গরূপ পুরুষার্থ নির্ব্বাহের জন্যই ইন্দ্রিয় সকলের প্রবৃত্তি। মনে করিতে হইবে যে, অগ্নি সংযোগে লৌহগোলক যেরূপ অগ্নির ন্যায় পরিদৃশ্যমান হয়, তদ্রূপ পুরুষসংযোগে চিৎপ্রতিবিম্ব দ্বারা বুদ্ধিও চেতনের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। ইহাই পুরুষের সংসার। পুরুষ চিরকালই কেবল আছেন, কোন কালেই তিনি কৈবল্যশূন্য নহেন। সুতরাং সংসারদশাতেও তিনি মুক্ত। উক্ত প্রণালী ক্রমে বুদ্ধিই পুরুষের ভোগ সম্পাদিকা এবং বুদ্ধিই বিবেকজ্ঞান দ্বারাই পুরুষের মুক্তি সাধন

করিয়া থাকেন। বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার স্বরূপতঃ পুরুষের নাই। বুদ্ধি পুরুষের আশ্রয়েই বন্ধ মোক্ষ ও সংসারভাগিনী।

এইরূপে করণ ত্রয়োদশ প্রকার। দশ ইন্দ্রিয়, মন, অহ-ঙ্কার ও বুদ্ধি এই ত্রয়োদশ করণের মধ্যে কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল আহরণ এবং অন্তঃকরণত্রয় সাধারণ বৃত্তিরূপ পঞ্চ প্রাণ দ্বারা শরীর ধারণ এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহার নাম প্রত্যয় সর্গ।

তন্মাত্র সর্গ—তন্মাত্র সর্গ সকল সূক্ষ্ম, সুতরাং ইহা অস্মদাদির ভোগ্য নহে। এই কারণে উহা অবিশেষ নামে অভিহিত। পঞ্চ তন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। শব্দ তন্মাত্র হইতে আকাশ এবং এই আকাশের গুণ শব্দ, শব্দতন্মাত্র যুক্ত স্পর্শ তন্মাত্র হইতে বায়ু, এই বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ; শব্দস্পর্শ-তন্মাত্রযুক্ত রূপতন্মাত্র হইতে তেজঃ এবং এই তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; শব্দ-স্পর্শ-রূপতন্মাত্র সহিত রসতন্মাত্র হইতে জল ও তাহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং উক্ত চারিটী তন্মাত্রের সহিত গন্ধ তন্মাত্র হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে, ইহার গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

এই পঞ্চ মহাভূতের মধ্যে কেহ সুখকর ও লঘু, কেহ দুঃখকর ও চঞ্চল; কেহ বিষাদকর বা গুরু। এই জন্য ইহারা বিশেষ নামে অভিহিত। এই বিশেষ আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সূক্ষ্মশরীর, মাতা-পিতৃজ বা স্থূল শরীর এবং তদতিরিক্ত মহাভূত। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ তন্মাত্র, অহঙ্কার ও বুদ্ধি এই অষ্টাদশকে সূক্ষ্মশরীর কহে। এই অষ্টাদশের সমষ্টিই সূক্ষ্ম শরীর। এই সূক্ষ্মশরীর কল্পান্তকালস্থায়ী। এই শরীর ইন্দ্রিয়ঘটিত, ইন্দ্রিয় সকল শান্ত, ঘোর ও মূঢ়াত্মক, সুতরাং ইহা বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। এক একটি পুরুষের জন্য এক একটী সূক্ষ্মশরীর নির্দ্দিষ্ট আছে, এই সকল সূক্ষ্মশরীর প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যতদিন না পুরুষের বিবেকসাক্ষাৎকার হইবে, ততদিন এই সূক্ষ্মশরীর যাতায়াত অর্থাৎ পূর্ব্ব গৃহীত স্থূলদেহের পরিত্যাগ এবং অভিনব স্থূলদেহের গ্রহণ করিবে। ইহার নাম সংসার। চিত্র যেরূপ আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীর ভোগায়তন স্থূলশরীর ভিন্ন থাকিতে পারে না। জলৌকা যেমন একটী আশ্রয় অবলম্বন না করিয়া পূর্ব্বাশ্রয় ত্যাগ করে না, তদ্রূপ এই সূক্ষ্মশরীরও একটী স্থূলশরীর অবলম্বন না করিয়া এই শরীর ত্যাগ করে না। এই জন্য লিঙ্গশরীরের আশ্রয়স্বরূপ স্থূলশরীর অপেক্ষিত।

বাচস্পতিমিশ্রের মতে শরীর দুই স্থূল ও সূক্ষ্ম। কিন্তু সূত্র-ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে শরীর তিন—সূক্ষ্মশরীর, অধিষ্ঠান-শরীর ও স্থূলশরীর। তিনি বলেন যে স্থূলদেহের পরিত্যাগের পর লিঙ্গদেহের যে লোকান্তরগমন হয়, তাহা এই অধিষ্ঠান-শরীরের আশ্রয়ে হইয়া থাকে। তাঁহার মতে কোন কালেই লিঙ্গশরীর আশ্রয় ভিন্ন থাকিতে পারে না। স্থূল ভূতের সূক্ষ্ম অংশই অধিষ্ঠানশরীর নামে অভিহিত। এই অধিষ্ঠানশরীরকে আতিবাহিকশরীর বলা যায়। মৃত্যুর পর রসান্ত, ভস্মান্ত ও বিষ্ঠান্ত রূপে স্থূল শরীরের নাশ হয়, এই স্থূল শরীর মাটীতে পুতিয়া রাখিলে রস, দগ্ধ করিলে ভস্ম, এবং কোন প্রাণীতে ভক্ষণ করিলে বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়।

এই সূক্ষ্মশরীর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদি কারণে নানাবিধ স্থূল শরীর গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ধর্ম্মাদি কাহারও বা স্বাভাবিক এবং কাহারও উপায়ানুষ্ঠানসাধ্য। শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে সৃষ্টির আদিতে মহামুনি কপিল ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য-সম্পন্ন হইয়াই প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মাদির ফল এইরূপ বিবৃত হইয়াছে, ধর্ম্ম দ্বারা ঊর্দ্ধ গমন এবং অধর্ম্ম দ্বারা অধো-গমন, জ্ঞান দ্বারা অপবর্গ, অজ্ঞান দ্বারা বন্ধ, বৈরাগ্য দ্বারা প্রকৃতিতে লয়, রাগ দ্বারা সংসার, ঐশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার সাফল্য এবং অনৈশ্বর্য্য দ্বারা ইচ্ছার বিঘাত বা নিষ্ফলতা হইয়া থাকে।

উক্ত প্রত্যয়সর্গকে আবার প্রকারান্তরে চারিভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। যথা বিপর্য্যয়, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি। ইহার মধ্যে বিপর্য্যয় আবার অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশভেদে পাঁচ প্রকার। ইহাদের নামান্তর যথাক্রমে তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র। অনাত্মবস্তুতে আত্মখ্যাতিকে অবিদ্যা কহে। অনিত্য ও অনাত্মীয় বস্তুতে নিত্য ও আত্মীয় রূপে অভিমানের নাম অস্মিতা, সুখানুশয়ীকে রাগ, দুঃখানুশয়ীকে দ্বেষ এবং ভয়কে অভিনিবেশ কহে।

উক্ত অবিদ্যাও বিষয়ভেদে ৮ প্রকার, যথা প্রকৃতি, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও পঞ্চ তন্মাত্র এই অষ্টবিধ অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি হয় বলিয়া আট প্রকার অবিদ্যা কথিত হইয়াছে। দেবগণ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া উহাকে নিত্য ও আত্মীয়রূপ বিবে-চনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা অনাত্মীয় ও অনিত্য। কারণ ঐশ্বর্য্য বুদ্ধিধর্ম্ম, সুতরাং অস্মিত ও বিষয়-ভেদে ৮ প্রকার। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ ইহারাই রঞ্জনীয় অর্থাৎ রাগের বিষয়। শব্দাদি বিষয়ও আবার দিব্য ও অদিব্য ভেদে দুই প্রকার। সুতরাং বিষয়ভেদে রাগ দশ প্রকার। এই শব্দাদি দশটী বিষয় স্বভাবতঃ রঞ্জনীয় হইলেও উহারা পর-স্পর প্রতিহন্যমান হইয়া থাকে অর্থাৎ একবিধ শব্দাদি অপরবিধ শব্দাদির ভোগের প্রতিবন্ধক হয়। প্রতিবন্ধক শব্দাদি বিষয়ে দ্বেষের আবির্ভাব স্বভাবতঃই হয়।

ভোগ্য শব্দ প্রভৃতির উপায় স্বরূপ অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য

স্বভাবতঃ দ্বেষবিষয়। কারণ অণিমাদি ঐশ্বর্য্য সম্পাদন বহু আয়াসসাধ্য। শব্দাদি দশটী ভোগ্য বিষয় ও তৎসম্পাদক অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যসম এই অষ্টাদশ বিষয়ে দ্বেষ হয় বলিয়া এই দ্বেষও অষ্টাদশ প্রকার। উক্ত অষ্টাদশ বিষয়ে বিনাশ হয় বলিয়া বিষয়ভেদে অভিনিবেশও অষ্টাদশ প্রকার।

একাদশ ইন্দ্রিয়ের অশক্তি একাদশ প্রকার এবং বুদ্ধির নিজের অশক্তিও সপ্তদশ প্রকার, সুতরাং অশক্তি অষ্টাদশ প্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অশক্তি অন্ধত্বাদি। তুষ্টি ৯ প্রকার। সিদ্ধি ৮ প্রকার। ইহাদের বিপর্য্যয় বা অভাবনিবন্ধন বুদ্ধির নিজের অশক্তি সপ্তদশ প্রকার। বিষয়বৈরাগ্য জন্য তুষ্টি পাঁচ প্রকার। বৈরাগ্যের হেতুও পাঁচ প্রকার, যথা অর্জ্জনদোষ, রক্ষণদোষ, ক্ষয়দোষ, ভোগদোষ এবং হিংসাদোষ। এই পাঁচটি দোষ দর্শন করিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

ধনার্জ্জনের উপায় সকল অতি কষ্টকর ইহা ভাবিয়া বিষয়-বৈরাগ্য হইলে যে তুষ্টি উপস্থিত হয় তাহার নাম পরা; অর্জ্জিত ধন রক্ষা করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হইলেও ইহা ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা সুপার; মহাকষ্টে ধনের অর্জ্জন, এবং কষ্টে রক্ষিত হইলেও ভোগ দ্বারা তাহার ক্ষয় ইত্যাদি ভাবিয়া বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যে তুষ্টি হয় তাহা পারাপার। বিষয়ভোগের অভ্যাসে ভোগাভিলাষ দিন দিন বৃদ্ধি হয়, কোন রূপে যদি বিষয় ভোগ করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ কষ্ট হইয়া থাকে, ইহা ভাবিয়া বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম অনুত্তমাম্ভঃ। প্রাণীদিগের পীড়া না জন্মাইলে ভোগ হয় না, সমস্ত ভোগেই অল্প বিস্তর প্রাণীহিংসা আছে, ইত্যাদি হিংসাদোষ দর্শন করিয়া বিষয়-বৈরাগ্যে যে তুষ্টি হয় তাহা উত্তমাম্ভঃ। বিষয়বৈরাগ্য জন্য এই পাঁচ প্রকার তুষ্টিকে বাহ্যতুষ্টি কহে। আধ্যাত্মিক তুষ্টি চারি প্রকার—প্রকৃতিতুষ্টি, উপাদানতুষ্টি, কালতুষ্টি ও ভাগ্যতুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকারও প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। সুতরাং ইহা প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতিই বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্রী। আমি (পুরুষ) বিবেকসাক্ষাৎকারের কর্ত্তা নহি। সুতরাং আমি কূটস্থ ও পূর্ণ এইরূপ ভাবনাতে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম প্রকৃতি-তুষ্টি, ইহার অপর নাম অম্ভঃ। সংন্যাসগ্রহণে যে তুষ্টি তাহাকে উপাদানতুষ্টি এবং ইহার অপর নাম সলিল। সংন্যাস গ্রহণ-পূর্ব্বক দীর্ঘকাল ধ্যান অভ্যাস বা সমাধির অনুষ্ঠানে যে তুষ্টি তাহার নাম কালতুষ্টি এবং ইহারই নামান্তর ওঘ। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির চরমোৎকর্ষ স্বরূপ ধর্ম্মমেঘসমাধিলাভ হইলে যে তুষ্টি হয়, তাহার নাম ভাগ্যতুষ্টি, ইহার নামান্তর বৃষ্টি। ইহাই ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর মত।

কিন্তু বাচস্পতিমিশ্রের মতে আধ্যাত্মিক তুষ্টি গুলি অসদুপদেশ জন্য। তিনি বলেন, আত্মা প্রকৃত্যাদি হইতে অতিরিক্ত। যে স্থলে শিষ্য অসদুপদেশে সন্তুষ্ট হইয়া শ্রবণমননাদিক্রমে বিবেকসাক্ষাৎকারের জন্য কোন যত্ন করে না, শিষ্যের তাদৃশ তুষ্টিই আধ্যাত্মিক তুষ্টি। বিবেকসাক্ষাৎকার প্রকৃতিরই পরিণাম বিশেষ। প্রকৃতিই তাহা সম্পাদন করিবে, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ইহাতে প্রয়োজন নাই, এইরূপ উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রকৃতিবিষয়ে যে তুষ্টি তাহার নাম প্রকৃতিতুষ্টি। বিবেক-খ্যাতি প্রকৃতির কার্য্য বটে, কিন্তু প্রকৃতিমাত্রের কার্য্য নহে। কারণ ইহা প্রকৃতিমাত্রেরই কার্য্য হইলে সর্ব্বকালে সকল লোকের বিবেকখ্যাতি হইতে পারে। সুতরাং বিবেকখ্যাতি সহকারিকারণান্তরের অপেক্ষা করে। সেই সহকারি-কারণান্তর প্রব্রজ্যা বা সংন্যাস। অতএব সংন্যাস অবলম্বন কর, ধ্যানাভ্যাস করিয়া কষ্ট স্বীকারের কোন আবশ্যক নাই। এই প্রকার উপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয়, তাহাকে উপাদানতুষ্টি কহে। সংন্যাস অবলম্বন করিলেই যে তৎক্ষণাৎ মুক্তি হয় তাহা নহে, তাহা হইলেও কালক্রমে ইহা দ্বারাই মুক্তি হইবে, উদ্বিগ্ন হইবার কোন কারণ নাই, এই অসদুপদেশ শুনিয়া যে তুষ্টি হয় তাহাকে কালতুষ্টি কহে। সংন্যাস বা কাল ইহার কোনটীই মুক্তির কারণ নহে, একমাত্র ভাগ্যই মুক্তির কারণ। অতএব ধ্যানাভ্যাসাদির জন্য অতি আয়াস করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। ভাগ্য থাকিলে অবশ্যই মুক্তি হইবে। মদালসার পুত্রগণ সংন্যাস বা ধ্যানাভ্যাস কিছুরই অনুষ্ঠান করে নাই। অথচ তাহারা অতি বাল্যকালে মাতার উপদেশ শুনিয়াই মুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ অসদুপদেশ শ্রবণ জন্য তুষ্টির নাম ভাগ্যতুষ্টি।

তাঁহার মতেও সিদ্ধি আট প্রকার। আধ্যাত্মিকাদি ভেদে দুঃখ তিন প্রকার এবং প্রতিযোগিভেদে দুঃখনিবৃত্তিও তিন প্রকার। এই তিন প্রকার দুঃখনিবৃত্তিই মুখ্য সিদ্ধি। এই সিদ্ধিত্রয়ের নাম—প্রমোদ, মুদিত ও মোদমান। ইহার সাধনগুলি গৌণ-সিদ্ধি বলিয়া অভিহিত। এই গৌণসিদ্ধি পাঁচ প্রকার—অধ্যয়ন, শব্দ, উহ, সুহৃৎপ্রাপ্তি ও দান। গুরুসকাশে অধ্যাত্মশাস্ত্রের যথাবৎ অক্ষরগ্রহণের নাম অধ্যয়ন। ইহার নামান্তর তার। গুরুর নিকট যে অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়, তাহার সম্যক্-রূপে অর্থবোধ করার নাম শব্দ, নামান্তর সুতার। এই দুই প্রকার সিদ্ধি শাস্ত্রোক্ত শ্রবণ নামে অভিহিত। ‘আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ” (শ্রুতি) আত্মার শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিবে, এইরূপ শ্রুতি আছে। বিবেকসাক্ষাৎ করিবার জন্য এইরূপে প্রথমে শ্রবণ করিবে। শ্রবণের পর মনন করিতে হয়। উহ শব্দের অর্থ তর্ক, শাস্ত্রের অবিরোধি

যুক্তি দ্বারা সংশয় ও পূর্ব্বপক্ষ নিরসনপূর্ব্বক শাস্ত্রার্থের অবধারণই তর্ক নামে অভিহিত। ইহাকেই মনন কহে। শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক করিতে নাই, এইরূপ তর্ক দ্বারা বস্তুতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায় না, কারণ অনেক বিষয় আছে, যাহা এইরূপ তর্কের দ্বারা কিছুমাত্র মীমাংসা হয় না, বরং আরও সন্দেহ বাড়িয়া যায়। এইজন্য শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ না হয়, এইরূপ যুক্তি দ্বারা তর্ক করিতে হয়। তর্কে অপ্রতিষ্ঠাদোষ হয়, এইজন্য কেবল তর্ক পরিত্যাগ করিবে।

"অতএব তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদিতি বেদান্তসূত্রেণাপি অপ্রতিষ্ঠা দোষতঃ কেবল তর্কোঽপাস্তঃ। তথা মনুনাপি—

"আর্ষং ধর্ম্মোপদেশঞ্চ বেদশাস্ত্রাবিরোধিনা।
যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥
ইতি বেদাবিরুদ্ধতর্কস্যৈবার্থনিশ্চায়কত্বমুক্তং।" (সাংখ্যভাষ্য)

অতএব ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বেদের অবিরুদ্ধ তর্ক দ্বারাই অর্থনিশ্চয় হইয়া থাকে। এইরূপে শাস্ত্রার্থ চিন্তা করিলেই মননসিদ্ধি হয়। এই তৃতীয় সিদ্ধির নামান্তর তারতার। স্বয়ং যুক্তি দ্বারা প্রকৃত শাস্ত্রার্থ অবধারণ করিলেই যে পর্য্যন্ত তাহা অন্যের অর্থাৎ গুরুশিষ্য বা সব্রহ্মচারীর অনুমোদিত না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহাতে বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। অতএব সুহৃদ্‌প্রাপ্তি অর্থাৎ গুরুশিষ্য সব্রহ্মচারিপ্রভৃতির প্রাপ্তি চতুর্থ সিদ্ধি। ইহার অপর নাম রম্যক। বিবেকজ্ঞানশুদ্ধির নাম দান। ইহা সদামুদিত নামে অভিহিত। আদরের সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া যোগানুশীলন ও বিবেকশাস্ত্রাভ্যাস দ্বারা বিবেকখ্যাতির শুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া থাকে। এইরূপে বিশুদ্ধ বিবেকখ্যাতিই সকল প্রকার সংশয় বিপর্য্যয় উচ্ছেদ কবিতে সমর্থ হয়। যাঁহারা বলেন, একবার তত্ত্বকথা শুনিলেই তত্ত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়, ইহা তাঁহাদের ভ্রম। অধিকন্তু বহুবার তত্ত্বকথা শুনিবার পরও মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। আরও তাঁহাদের বিবেচনা করা উচিত যে, শুক্তিরজতাদি শত শত স্থলে দেখা যায় যে, তত্ত্বজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান অপনয়ন করিতে সমর্থ। রজ্জুসর্পভ্রম ও দিঙ্‌মোহাদি স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অপরোক্ষ মিথ্যাজ্ঞান পরোক্ষতত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অপনীত হয় না, অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই অপনীত হয়। সংসারনিদান মিথ্যাজ্ঞান বা অবিবেক অপরোক্ষজ্ঞান। সুতরাং তত্ত্বজ্ঞানের অপরোক্ষত্ব সম্পাদনের জন্য দীর্ঘকাল শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন আবশ্যক। ইহাই বাচস্পতি মিশ্রের মত।

সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষুর সহিত এই বিষয়ে বাচস্পতিমিশ্রের মতভেদ আছে। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে গুরুশিষ্যভাবে গুরুর নিকট অধ্যয়ন করিয়া যে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহার নাম অধ্যয়নসিদ্ধি। গুরু শিষ্য ভাবে কোন অধ্যাত্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয় নাই, কিন্তু অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ করিয়াছে তাহা শুনিয়া এবং নিজে অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞানলাভ হয় তাহার নাম শব্দ। কোনরূপ উপদেশাদি প্রাপ্ত না হইয়াই পূর্ব্বজন্মের শুভাদৃষ্ট বশতঃ যে তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তাহার নাম উহ। দয়াপরবশ কোন সাধু স্বয়ং গৃহে উপস্থিত হইয়া যে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করেন, এবং তাহা দ্বারা যে জ্ঞানলাভ হয়, তাহাকে সুহৃদ্‌প্রাপ্তি কহে। কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে ধন দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়া জ্ঞানলাভ করার নাম দান। এই সকল সিদ্ধির মধ্যে অধ্যয়ন, শব্দ ও উহ এই তিনটীকে গৌণসিদ্ধি কহে। ইহাই মুখ্য সিদ্ধিত্রয়ের অন্তরঙ্গসাধন।

বাচস্পতিমিশ্র বলেন যে বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি এই তিনটী তত্ত্বজ্ঞানলাভের প্রতিবন্ধক। তাঁহার মতে প্রত্যয় সর্গের মধ্যে সিদ্ধিই উপাদেয়। বিপর্য্যয়, অশক্তি ও তুষ্টি হেয়। প্রত্যয়সর্গ ব্যতীত তন্মাত্র সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন হইতে পারে না। আবার তন্মাত্র সর্গ ভিন্নও প্রত্যয়সর্গ ও তাহার পুরুষার্থসাধন সম্ভব নহে। এই জন্য দ্বিবিধ সর্গের অর্থাৎ তন্মাত্রসর্গ ও প্রত্যয়সর্গের প্রবৃত্তি হইয়াছে। ভোগ্য শব্দাদি বিষয় এবং ভোগায়তন শরীরদ্বয় ভিন্ন ভোগরূপ পুরুষার্থ হইতে পারে না বলিয়া তন্মাত্রসর্গের বিশেষ উপযোগিতা আছে। কারণ শব্দাদি বিষয় ও শরীরদ্বয় তন্মাত্রসর্গের অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব্বে ইহাও বলা হইয়াছে যে ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। ধর্ম্মাদি ভিন্ন ইন্দ্রিয় ও শরীরাদির সৃষ্টি হইতে পারে না। ধর্ম্মাধর্ম্মের দ্বারাই সূক্ষ্মশরীর বার বার স্থূলশরীর গ্রহণ এবং শরীরে ধর্ম্মাধর্ম্মের ভোগ করিয়া পুনরায় আবার শরীর ত্যাগ করে। যতদিন বিবেকখ্যাতি দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের নাশ না হয়, ততদিন এইরূপে জন্মমৃত্যু অপরিহার্য্য। সুতরাং প্রত্যয়সর্গের আবশ্যকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

অপবর্গরূপ পুরুষার্থ বিবেকখ্যাতিসাধ্য। এই বিবেকখ্যাতিও প্রত্যয়সর্গ ও তন্মাত্রসর্গ এই উভয় সাপেক্ষ। ইহা দ্বারাও উভয়বিধ সর্গের আবশ্যকতা প্রতিপাদন হইতে পারে। ইহাতে আপত্তি হইতে পারে যে ধর্ম্মাদি সৃষ্টির সাপেক্ষ না সৃষ্টি ধর্ম্মাদির সাপেক্ষ, অর্থাৎ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি হয়, না সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদির উৎপত্তি হয়। সুতরাং ইহাতে অন্যোন্যাশ্রয়দোষ হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে যে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত ধর্ম্মাদি দ্বারা বর্ত্তমান শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে।

পূর্ব্বতর জন্মসঞ্চিত ধর্ম্মাদি দ্বারা পূর্ব্ব জন্মের এবং পূর্ব্বতম জন্মে আচরিত কর্ম্মরাশি দ্বারা পূর্ব্বতর জন্মের শরীরাদি হইয়াছে। দার্শনিকদিগের মতে সংসার অনাদি বলিয়া আদি সর্গের প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। সুতরাং এই অন্যোন্যাশ্রয়দোষ প্রমাণসিদ্ধ, এই জন্য দোষাবহ নহে। বীজ হইতে বৃক্ষ, কি বৃক্ষ হইতে বীজ, ইহার যেমন কোন মীমাংসা নাই, তদ্রূপ ধর্ম্মাদি হইতে সৃষ্টি কি সৃষ্টি হইতে ধর্ম্মাদি ইহার কোন মীমাংসা নাই।

এই সংসার বিচিত্র প্রকার ভোগের লীলাভূমি। ভোগের হস্ত হইতে কেহই পরিত্রাণ পাইবেন না। সংসারে ভোগের বৈচিত্র থাকিলেও জীবের মরণভয় স্বাভাবিক। কোন প্রাণীই মৃত্যুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিবে না। জরা মরণাদি যেরূপ স্বাভাবিক, সুখ কিন্তু সেরূপ স্বাভাবিক নহে। ইহা আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা যত্ন করিতে হয়। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্ম সূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ও বিপদসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণময়ী। তন্মধ্যে রজোগুণ দুঃখস্বরূপ। সুতরাং এই সংসার যে দুঃখাত্মক তাহাতে আর কোন সন্দেহ হইতে পারে না। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক; রজোগুণের ধর্ম্ম যেমন দুঃখ, তদ্রূপ সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ, সংসারে যেমন দুঃখ আছে, তদ্রূপ সুখও আছে, সংসারে সুখ নাই কে বলিল? শাস্ত্র বলিয়াছেন, সংসারে সুখ আছে সত্য, কিন্তু তাহা দুঃখের তুলনায় নাই বলিলেও চলে। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণার ছায়ার তুল্য। সুখলেশ যৎসামান্য, দুঃখ রাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

তাঁহাদিগের মতে, দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ববহুল। ঐ স্থান সত্ত্ববহুল বলিয়া ঐ স্থানে সুখের ভাগ অধিক। যাঁহারা স্বর্গাদি ভোগ করেন, তাঁহারাই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল। সুতরাং এই স্থলে দুঃখই অধিক ও স্বাভাবিক। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল। সুতরাং মোহাত্মক। এই জন্য পশ্বাদি মোহবহুল। সমস্ত কার্য্যই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত।

সাক্ষাৎ বা পরম্পরা প্রকৃতিই কার্য্যমাত্রের একমাত্র কারণ। প্রকৃতি হইতেই সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু বৈদান্তিকদিগের মতে প্রকৃতি জগতের কারণ নহে, ব্রহ্মই একমাত্র জগতের কারণ, এক ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। সাংখ্যাচার্য্যগণ বৈদান্তিকদিগের এই মত খণ্ডন করিয়া প্রকৃতির জগতের কর্ত্তৃ ইহাই প্রতিপাদন করিয়াছেন। চিতিশক্তি বা ব্রহ্ম অপরিণাম, সুতরাং এই ব্রহ্মের জগদাকারে পরিণাম হইতেই পারে না। তাঁহারা ইত্যাদিরূপ যুক্তি প্রভৃতি উপন্যস্ত করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে আলোচিত হইল না।

প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টিকর্ত্রী। বৎসের পরিপোষণের জন্য যেমন অজ্ঞের নিকট দুগ্ধের প্রবৃত্তি, পুরুষের ভোগাপবর্গের জন্য সেইরূপ অচেতন প্রকৃতিরও প্রবৃত্তি হয়। নর্ত্তকী যেরূপ সভাসদ্দিগকে নৃত্য দর্শন করাইয়া নৃত্য হইতে নিবৃত্তি হয়, প্রকৃতিও সেইরূপ পুরুষের নিকট নিজের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিবৃত্ত হয়। গুণবান্ ভৃত্য নির্গুণ প্রভুর আরাধনা করিয়া যেমন কোন রূপ প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা করে না, গুণবতী প্রকৃতিও সেইরূপ নানাবিধ উপায়ে নির্গুণ পুরুষের উপকার করিয়া তাহা হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা করেন না। অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূ দৈবাৎস্খলিতবস্ত্রাঞ্চলা অবস্থায় একবার মাত্র কোন পুরুষ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে লজ্জায় যেমন দ্বিতীয় বার তাহার দর্শনপথবর্ত্তিনী হয় না, প্রকৃতিও সেইরূপ কোন পুরুষ কর্ত্তৃক বিবেকজ্ঞান দ্বারা দৃষ্ট হইলে পুনর্ব্বার আর তাহার দর্শনপথে উপস্থিত হন না।

"বৎসবিবৃদ্ধিনিমিত্তং ক্ষীরস্য যথা প্রবৃত্তিরজ্ঞস্য।
পুরুষবিমোক্ষনিমিত্তং তথা প্রবৃত্তিঃ প্রধানস্য॥
রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥
নানাবিধৈরুপায়ৈরুপকারিণ্যনুপকারিণঃ পুংসঃ।
গুণবত্যগুণস্য সত স্তস্যার্থমপার্থকঞ্চরতি॥
প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং ন কিঞ্চিদস্তি মে মতি র্ভবতি।
যা দৃষ্টাস্মীতি পুনর্ন দর্শনমুপৈতি পুরুষস্য॥"(সাংখ্যকা° ৫৭-৬০)

প্রকৃতির বিবেকসাক্ষাৎকার দ্বারা পুরুষ যখন মুক্ত হন, তখন প্রকৃতির আর সৃষ্টি হয় না। পুরুষের আশ্রয়েই প্রকৃতিরই বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার। স্বভাবতঃ পুরুষের বন্ধ, মোক্ষ ও সংসার নাই, ভৃত্যাগত জয় পরাজয় যেরূপ স্বামীতে উপচরিত হয়, সেই রূপ প্রকৃতিগত বন্ধ মোক্ষও পুরুষে উপচরিত হয়। কোশকার কীট যেমন নিজেই নিজকে বন্ধন করে, প্রকৃতিও তেমনি নিজেই নিজকে বন্ধন করেন।

আদরের সহিত দীর্ঘকাল নিরন্তর ভাবে পূর্ব্বকথিত তত্ত্ব সকলের বিবেকজ্ঞান অভ্যাস করিলে, আমি পুরুষ, আমি প্রকৃতি বুদ্ধ্যাদি নহি, আমি কর্ত্তা নহি, কোন বিষয়ে আমার স্বাভাবিক স্বামিত্ব নাই, এইরূপ বিবেকবিষয়ে সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। যদিও মিথ্যাজ্ঞান বা মিথ্যাজ্ঞানবাসনা অনাদি, পক্ষান্তরে বিবেকজ্ঞান ও বিবেকজ্ঞানবাসনা আদি যুক্ত। একটী সাদি এবং একটী অনাদি, এইরূপ বিবেকজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞানের এবং

বিবেকজ্ঞানবাসনা মিথ্যাজ্ঞানবাসনার উচ্ছেদ সম্পাদন করিতে পারে। ইহাতে কোন প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ তত্ত্ব বিষয়ে বুদ্ধির স্বাভাবিক পক্ষপাত আছে বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান প্রবল, ও মিথ্যাজ্ঞান দুর্ব্বল। শাস্ত্রে আছে যে বিরোধ স্থলে প্রবল দুর্ব্বলকে উচ্ছেদ করে, সুতরাং এই ন্যায়ানুসারে প্রবল তত্ত্বজ্ঞান দুর্ব্বল মিথ্যাজ্ঞানকে একেবারে উচ্ছেদ সাধন করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং বিবেকজ্ঞান হইলে আর মিথ্যাজ্ঞানের সম্ভাবনা থাকে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞান জন্য যে সংসার,জন্ম মৃত্যু, তাহারও আর উদ্ভব হয় না, সুতরাং তখন মুক্তি হয়। যেমন বীজের অভাবে অঙ্কুর হয় না, তেমনি প্রকৃতিপুরুষের সংযোগ থাকিলেও বিবেকখ্যাতি দ্বারা অবিবেক বিনষ্ট হওয়াছে বলিয়া যাহার বিবেকখ্যাতি হইয়াছে, তাহার পক্ষে আর সৃষ্টি হয় না।

শব্দাদি বিষয়ভোগ পুরুষের স্বাভাবিক নহে, উহা উপচরিত। একমাত্র মিথ্যাজ্ঞানই ভোগের নিবন্ধন বা হেতু। মিথ্যাজ্ঞান বিনষ্ট হইলে ভোগ হইতে পারে না। সুতরাং তখন সৃষ্টির কোন প্রয়োজন নাই। উক্ত রূপে বিবেকসাক্ষাৎকার হইলে সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্মের বীজভাব নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তাহা জন্মাদি রূপ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। যেমন ধান্যাদি ভৃষ্ট হইলে, পরে তাহা আর অঙ্কুরোৎপাদনে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বিবেকজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান ভৃষ্ট হইলে, অজ্ঞানের কার্য্য যে সংসার তাহা আর জন্মাইতে পারে না। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে—

"জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্ব কর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।" (গীতা)

জ্ঞানরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে সকল কর্ম্ম তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত হয়।

বাচস্পতিমিশ্র তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন—

"ক্লেশসলিলাবসিক্তায়াং হি বুদ্ধিভূমৌ কর্ম্ম বীজাঙ্কুরং প্রসূবতে, তত্ত্বজ্ঞাননিদাঘনিপীতসকলক্লেশসলিলায়ামুষরায়াং কুতঃ কর্ম্মবীজানামঙ্কুরপ্রসবঃ।"

জলসিক্ত ভূমিতেই বীজ অঙ্কুরোৎপাদন করিতে সমর্থ হয়। প্রখর সূর্য্যতাপে যে ভূমির সমস্ত জল পরিশুষ্ক হইয়াছে, তথাবিধ ঊষর ভূমিতে বীজের অঙ্কুরোৎপাদন অসম্ভব, তদ্রূপ মিথ্যা জ্ঞানাদিরূপ ক্লেশ থাকিলেই সঞ্চিত কর্ম্ম, ফল জননে সমর্থ হইয়া থাকে। উক্ত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানাদি ক্লেশ অপনীত হইলে আর কর্ম্মফল উৎপন্ন হইতে পারে না, তাই বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে ক্লেশরূপ জলে অবসিক্ত বুদ্ধিরূপ ভূমিতেই কর্ম্মরূপ বীজ ফলরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করে। তত্ত্বজ্ঞানরূপ প্রখর সূর্য্যকিরণে সমস্ত ক্লেশরূপ সলিল নিপীত হইলে বুদ্ধিভূমি ঊষর হইয়া যায়। সুতরাং তাদৃশ ঊষরভূমিতে অঙ্কুরোৎপত্তি কিরূপে হইবে?

ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই মুক্তিলাভ হয়। যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর কর্ম্মফল হইতে পারে না, তথাপি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম ফল প্রসব করিতে আরম্ভ করিয়াছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রভাবে যাহার ফলভোগ জন্য বর্ত্তমান শরীর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবৃত্ত বেগ বলিয়া তাহার প্রতিরোধ হয় না।

"জ্ঞানিনাজ্ঞানিনা বাপি যাবদ্দেহস্য ধারণং।
তাবদ্বর্ণাশ্রমং প্রোক্তং কর্ত্তব্যং কর্ম্মমুক্তয়ে॥"

(সাংখ্যপ্র° ভাষ্য ১।২)

জ্ঞানী বা অজ্ঞানী যিনিই কেন হউন না, যতদিন পর্য্যন্ত দেহ থাকিবে ততদিন কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কর্ম্মভোগ করিতে হইবে, ইহাতে জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জ্ঞানী কেবল মাত্র প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগ করিয়া ক্ষয় করিবেন, এবং অজ্ঞানী প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ এবং পুনর্ব্বার কর্ম্মের বীজ সঞ্চয় করিবেন, ও তাহার ফলে অজ্ঞানীর বারংবার জন্মমৃত্যু হইবে। জ্ঞানীর আর তাহা হইবে না, দেহবিগমে তিনি মুক্ত হইবেন।

কুম্ভকার দণ্ডাদি দ্বারা চক্রের পরিভ্রমণ সম্পাদন করে। কিন্তু কুম্ভকারচক্র কএকবার ঘুরাইয়া দিলে দণ্ডটী তুলিয়া লইলেও যেমন বেগাখ্য সংস্কারবলে চক্র কিছু কাল আপনিই ঘুরিতে থাকে, সেইরূপ সঞ্চিত ধর্ম্মাধর্ম্ম ফলজননে অসমর্থ হইলেও যে কর্ম্মফল জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে, তথাবিধ ফল কর্ম্মানুসারে তত্ত্বজ্ঞানীর শরীর কিছুকাল অবস্থিত থাকে। এই প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগের পর জ্ঞানীর দেহ পাত হইলে আর দেহান্তরের আরম্ভ হইতে পারে না। কারণ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কর্ম্মাশয়ের বীজভাগ দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। দগ্ধবীজ যেমন অঙ্কুর জন্মায় না, তদ্রূপ জ্ঞানদগ্ধ কর্ম্মাশয়ও তত্ত্বজ্ঞানীর দেহ জন্মাইতে পারে না। তখন তাহার ত্রিবিধ দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ কৈবল্য সম্পাদিত হয়। এইরূপ হইলেই পুরুষ মুক্ত হন। ইহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ভোগ ব্যতীত কর্ম্মের ক্ষয় হইবে না।

"না ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।" (সাংখ্যভাষ্য)

শত কল্পকোটি কালেও কর্ম্মভোগ না হইলে ক্ষয় হইবে না। কর্ম্মাশয়ে বিচিত্র কর্ম্মের অনন্ত বীজ সঞ্চিত থাকে, ভোগ ভিন্ন যখন কর্ম্মের ক্ষয় হয় না, এবং কর্ম্ম ক্ষয় ব্যতীত যখন মুক্তি হয় না, তখন মুক্তি একরূপ অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই জন্য সাঙ্খ্যশাস্ত্র বলিয়াছেন, যে কর্ম্ম ফলপ্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই কর্ম্মই ভোগ ব্যতীত কিছুতেই ক্ষয় হয় না, কিন্তু যে সকল কর্ম্ম কর্ম্মাশয়ে বীজ ভাবে আছে, তাহারা জ্ঞান দ্বারা ভৃষ্ট ভাবাপন্ন হইয়া যায়, সুতরাং ঐ সকল কর্ম্মবীজ থাকিলেও মুক্তির বাধা হয় না। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপাবস্থা প্রাপ্ত হন।

"তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানং" (পাতঞ্জলদ°)

পুরুষের এই অবস্থা হইলে জন্ম. জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু হয় না, ত্রিতাপ আর তখন তাহাকে ব্যথিত করিতে পারে না। তখন তিনি মুক্ত হন। (সাংখ্যতত্ত্বকৌ°, সাংখ্যসূত্র ও ভাষ্য)

সাঙ্খ্যদর্শন, কপিলপ্রদর্শিত শাস্ত্রভেদ। [সাঙ্খ্যদর্শন দেখ।]

সাঙ্খ্যময় (ত্রি) সাংখ্য স্বরূপে ময়ট্। সাংখ্যজ্ঞান স্বরূপ, সাঙ্খ্যজ্ঞান, এই জ্ঞান অবলম্বন করিয়া মুমুক্ষু মুক্তিলাভ করেন।

"যস্তেরিতা সাংখ্যময়ী দৃঢ়েহনৌ
যয়া মুমুক্ষু স্তরতে দুরত্যয়ং॥" (ভাগবত ৯।৮।১৩)

সাঙ্খ্যযোগ (পুং) সাংখ্যোক্তঃ যোগঃ। জ্ঞানযোগ, ব্রহ্মবিদ্যা। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে অর্জ্জুনকে এই যোগের উপদেশ দেন। এই দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মবিদ্যা ও জ্ঞানযোগের সমস্ত কথাই সংক্ষেপে বলা হইয়াছে।

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥" (গীতা ২।১১)

তুমুল সংগ্রামে আত্মীয় স্বজন সকলেরই বিনাশ হইবে, ইহা ভাবিয়া অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ উপস্থিত হয়, তাঁহার এই নির্ব্বেদ বা দৈন্য দেখিয়া ঈষদ্ধাস্যপূর্ব্বক ভগবান্ তাঁহাকে প্রথম সাংখ্যযোগের উপদেশ দেন। তিনি তাঁহাকে প্রথমে বলেন যে, 'যাহাদিগের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে, তুমি তাহাদিগের জন্য শোক করিতেছ, পণ্ডিতের ন্যায় কথা কহিতেছ অথচ যাঁহারা পণ্ডিত, তাঁহারা কখন গতাসু বা অগতাসুর জন্য শোক করেন না', অর্জ্জুনের প্রতি ভগবানের ইহাই প্রথম উপদেশ। তিনি নানাবিধ তর্কযুক্তি প্রভৃতি দ্বারা অর্জ্জুনকে উপদেশ দেন যে, আত্মা অজর, অমর, ইহাকে কেহই বিনাশ করিতে পারে না, তুমি যাহাদিগের বিনাশভাবনায় ব্যাকুল হইয়াছ, কেহই তাহাদিগকে বিনাশ করিতে সমর্থ নহে। দেহ আত্মা নহে। তাহাদের এই পার্থিব দেহ বিনষ্ট হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবে না, যাহাদের জন্য তুমি শোক করিতেছ, তাহারা যে পূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে, তাহারা পূর্ব্বেও ছিলেন এবং পরেও থাকিবেন। যেমন বস্ত্র জীর্ণ হইলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে, তদ্রূপ আত্মা শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া বাল্য কৌমার, যৌবন ও জরা অবস্থা ভোগ করিয়া জীর্ণ দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নূতন দেহ পরিগ্রহ করেন। ইহাই তাঁহার জন্মমৃত্যু, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহার জন্মমৃত্যু কিছুই নাই। তুমি অজ্ঞানবশে তাহাদের শোকে কাতর হইয়াছ, কালই তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছে, তুমি এই যুদ্ধে তাহার নিমিত্ত মাত্র। সুতরাং তোমার শোক পরিহার করিয়া তোমার স্বধর্ম্ম যুদ্ধ করাই বিধেয়।

যাহার জন্ম হইয়াছে, তাহার মৃত্যু ও যাহার মৃত্যু হইয়াছে তাহার জন্ম অবশ্যম্ভাবী, ইহার গতি কেহই রোধ করিতে পারে না, অদৃষ্টবশে জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রাণিগণ উৎপত্তির পূর্ব্বে অপ্রকাশ এবং মধ্যে অর্থাৎ উৎপত্তি হইলে প্রকাশ ও তৎপরে আবার অপ্রকাশ হইয়া থাকে। ইত্যাদি রূপে আত্মার অবিনাশিতা প্রতিপাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের মোহ অপনয়ন করেন। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ইহার বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে সাংখ্য শব্দের অর্থ জ্ঞান, এই জ্ঞানবিষয়ক যোগই সাংখ্যযোগ। যাহাতে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া সাংখ্যবিবেকজ্ঞান দ্বারা জীবের মুক্তি হয়, তাহাই সাংখ্যযোগ। ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়লাভ করিয়া থাক, কিন্তু কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সাংখ্যযোগ শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অর্জ্জুন অতিশয় সংশয়াপন্ন হইয়া ভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন যে, আপনি কর্ম্মযোগ অপেক্ষা এই যোগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া আমাকে ঘোর কর্ম্ম করিতে কেন আদেশ করিতেছেন, এই বিভিন্ন বাক্যের তাৎপর্য্য আমি বুঝিতে পারিতেছি না। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে—

"লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" (গীতা ৩।৩)

সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ এই দ্বিবিধ যোগ দ্বারাই নিঃশ্রেয় লাভ করা যায় সত্য, যাহারা অল্পাধিকারী তাহারা প্রথমে কর্ম্মযোগ আশ্রয় করিয়া চিত্তশুদ্ধি করিবে, তৎপরে সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ অবলম্বনে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং প্রথমে কর্ম্মযোগ, তৎপরে সাংখ্যযোগ অবলম্বনীয়।

সাংখ্য দর্শনে যে যোগের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, তাহাও সাংখ্যযোগ নামে কথিত। [সাংখ্য দ্রষ্টব্য।]

সাঙ্খ্যযোগবৎ (ত্রি) সাঙ্খ্যযোগ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্য ব। সাঙ্খ্যযোগযুক্ত।

সাঙ্খ্যায়ন (পুং) সূত্রকারভেদ।

সাঙ্গ (ত্রি) অঙ্গেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গযুক্ত, সম্পূর্ণ। যাহার সমুদয় অঙ্গ সম্পূর্ণ, কোন অঙ্গই বিকল নহে। দেবপূজা ও যাগযজ্ঞাদির শেষে ভগবান্ শ্রীহরির নামকীর্ত্তন করিতে হয়। এই কীর্ত্তন কারণে যদি কোন অঙ্গ অপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে তাহা সাঙ্গ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হয়।

"সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্ণামকীর্ত্তনাৎ।"
(দেবপূজাপদ্ধতি)

সাঙ্গতিক (পুং) সঙ্গতিরেব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪)

ইতি ঠক্। সঙ্গতি, সম্মিলন। ২ সহাধ্যায়ী। ৩ বিচিত্র পরিহাসাদি কথাজীবী। যাহারা বিচিত্র বাক্য এবং পরিহাসাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

"নৈকগ্রামীণমতিথিং বিপ্রং সাঙ্গতিকং তথা।
উপস্থিতং গৃহে বিদ্যাদ্ ভার্য্যা যত্রাগ্নয়োঽপি বা ॥"(মনু ৩।১০৩)
'সাঙ্গতিকঃ সহাধ্যায়ী। যোঽপি সর্ব্বেণ সঙ্গচ্ছতে বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ, সাঙ্গতিকশব্দেন যুক্তঃ' (মেধাতিথি)
'লোকেষু বিচিত্রপরিহাসকথাদিভিঃ সঙ্গত্যা বৃত্ত্যর্থিনং' (কুল্লূক)

সাঙ্গত্য (ক্লী) সাঙ্গতিক।

সাঙ্গম (পুং) সঙ্গম এব স্বার্থে অণ্। সঙ্গম। (অমরটীকা ভরত)

সাঙ্গমন (পুং) সঙ্গম।

সাঙ্গমিষ্ণু (পুং) সঙ্গমেচ্ছু।

সাঙ্গরেবস্ (পুং) শার্ঙ্গরবের পাঠান্তর। (ভারত)

সাঙ্গলক্ষণ (ক্লী) অঙ্গলক্ষণের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গলক্ষণযুক্ত।

সাঙ্গুষ্ঠ (ত্রি) অঙ্গুষ্ঠেন সহ বর্ত্তমানঃ। অঙ্গুষ্ঠের সহিত বর্ত্তমান, অঙ্গুষ্ঠযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। সাঙ্গুষ্ঠা গুঞ্জালতা। (রত্নমালা)

সাঙ্গ্রহণ (ত্রি) সংগ্রহ।

সাঙ্গ্রহসূত্রিক (ত্রি) সঙ্গ্রহসূত্রমধীতে বেদ বা (ক্রতূক্থাদিসূত্রান্তাঠ্ঠক্। পা ৪।২।৬০) ইতি ঠক্। যিনি সংগ্রহসূত্র অধ্যয়ন করেন, বা যিনি ইহার সম্পূর্ণ মর্ম্মার্থ অবগত আছেন।

সাঙ্গ্রহিক (ত্রি) সংগ্রহে সাধুঃ সঙ্গ্রহ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।৪।১০২) ইতি ঠক্। সংগ্রহকারী, যিনি সংগ্রহ করিতে উত্তম। সঙ্গ্রহগ্রন্থং অধীতে বেত্তি বা সংগ্রহ-ঠক্। যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ অধ্যয়নকারী বা যিনি সংগ্রহ গ্রন্থ সকল জানেন।

সাঙ্গ্রাম (ত্রি) সংগ্রামে কার্য্যং দীয়তে ইতি (ব্যুষ্টাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।৯৭) ইতি অণ্। সঙ্গ্রামকার্য্যকারী, যুদ্ধে যাহাকে কার্য্য প্রদত্ত হয়। (পুং) সঙ্গ্রাম স্বার্থে অণ্। ২ যুদ্ধ।

সাঙ্গ্রামজিত্য (ক্লী) সংগ্রামজয়।

সাঙ্গ্রামিক (পুং) সঙ্গ্রামে সাধুঃ সঙ্গ্রাম (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। ১ সেনাপতি। (ত্রি) ২ সংগ্রামকুশল। ৩ যুদ্ধ সম্বন্ধীয়। (সিদ্ধান্তকৌ°)

"তে তস্য বচনং শ্রুত্বা মন্ত্রয়িত্বা চ যত্নিতং।
সাঙ্গ্রামিকং ততঃ সর্ব্বং সজ্জং চক্রুঃ পরন্তপাঃ ॥"
(ভারত ১।২।২৩২)

সাঙ্ঘটিক (ত্রি) সঙ্ঘটমধীতে বেদ বা সঙ্ঘট-ঠঞ্। (পা ৪।২।৬০) যাহারা সঙ্ঘট অধ্যয়ন করে বা তাহা জানে।

সাঙ্ঘট্টিক (ত্রি) সঙ্ঘট্টমধীতে বেদ বা ঠঞ্। সঙ্ঘট্ট অধ্যয়নকারী, সঙ্ঘট্টবেত্তা।

সাঙ্ঘাটিকা (স্ত্রী) ১ যুগল, স্ত্রীমিথুন। ২ কুট্টনী। ৩ বৃক্ষভেদ।

সাঙ্ঘাত (ত্রি) সঙ্ঘাতে দীয়তে কার্য্যং অণ্ (পা ৫।১।৯৭) সঙ্ঘাতে কার্য্যকারী, সঙ্ঘাতসমূহ, দল।

সাঙ্ঘাতিক (ত্রি) সঙ্ঘাতে সাধুঃ (গুড়াদিভ্যষ্ঠঞ্। পা ৪।৪।১০৩) ইতি ঠঞ্। সম্যক্ প্রকারে হননকারক, মারাত্মক, প্রাণনাশক। ২ যন্নাড়ীচক্রের মধ্যে নাড়ীভেদ। এই নাড়ী জন্ম নক্ষত্র হইতে ষোড়শ নাড়ী। [যন্নাড়ীচক্র দেখ]

৩ এক প্রকার ঝিণুক, সান্না নামে ঝিণুক। যে সকল ক্ষুদ্র ঝিনুক একত্র সংশ্লিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকারে থাকে।

সাঙ্ঘাত্য (ক্লী) সংহাত্য।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সম্মুখায় হিতা সম্মুখ-অণ্ ঙীপ্। সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি, যে তিথি সায়ং কাল ব্যাপিয়া থাকে। স্মৃতিতে লিখিত আছে, যে পঞ্চমী, সপ্তমী, দশমী, ত্রয়োদশী, প্রতিপদ ও নবমী এই সকল তিথি সাম্মুখী অর্থাৎ সায়ংকালব্যাপিনী হইলে গ্রাহ্য, অর্থাৎ সেই তিথিই ধর্ম্মকার্য্যে গ্রহণ করিতে হইবে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ ॥
ইতি পৈঠীনসিবচনস্তু—
সাম্মুখ্যং নাম সায়াহ্নব্যাপিনী দৃশ্যতে যদা।" (তিথিতত্ত্ব)

সাচার (ত্রি) আচারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আচারযুক্ত, আচারবিশিষ্ট, আচারের সহিত বর্ত্তমান।

সাচি (অব্য) সচ-ইন্। তির্য্যক্, বক্র নত, পর্য্যায় তিরঃ। (অমর)

সাচিবাটিকা (স্ত্রী) সাচি যথা তথা বটতি বেষ্টয়তীতি বট বেষ্টনে ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। শ্বেত পুনর্ণবা। (রত্নমালা)

সাচিব্য (ক্লী) সচিবস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সচিবের কর্ম্ম, মন্ত্রিত্ব। ২ সাহায্য, সহায়তা।

সাচিব্যাক্ষেপ (পুং) অলঙ্কারভেদ। (কাব্যাদর্শ ২।১৬৬)

সাচীকৃত (ত্রি) অসাচি সাচিকৃতং অভূততদ্ভাবে চ্বি। বক্রীকৃত, পূর্ব্বে যাহা বক্র ছিল না, পরে তাহাকে বক্র করা হইয়াছে।

"প্রালম্বমুৎকৃষ্য যথাবকাশং নিনায় সাচীকৃতচারুবক্ত্রঃ ॥"(রঘু৬।১৪)

সাচীগুণ (পুং) দেশভেদ। (ঐতরেয়ব্রা° ৮।২৩) ২ প্রকৃষ্ট গুণবান্ দেশ। (ভাগ° ৯।২০।২৬ স্বামী)

সাচেয় (ত্রি) পূরক।

সাচ্য (ত্রি) সমবেতব্য। "সাচ্যং কুপয়ং বর্দ্ধনং পিতুঃ" (ঋক্ ১।১৪০।৩) 'সাচ্যং সমবেতব্যং' (সায়ণ)

সাজ (ত্রি) পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্র।

"সাজে শস্ত্রভিষক্তিভিষককবিশৌণ্ডিকপণ্যনীতিবার্ত্তানাং।"
(বৃহৎস° ১০।১৭) ২ অজের সহিত বর্ত্তমান।

সাজ (দেশজ) সজ্জা শব্দের অপভ্রংশ, বেশ, ভূষণ, দ্রব্য, যাহা দ্বারা সজ্জিত হওয়া যায়। ২ অস্ত্র শস্ত্রাদি।

সাজা (পারসী) দণ্ড, যথা পাপের সাজা। ২ প্রস্তুত করণ, যথা তামাক সাজা।

সাজাত্য (ক্লী) সজাতি-ষ্যঞ্। সজাতি সম্বন্ধীয়, বস্তু ধর্ম্ম দুই প্রকার সাজাত্য ও বৈজাত্য, সমান জাতি সম্বন্ধীয় যে ধর্ম্ম তাহার নাম সাজাত্য, সজাতীয়তা, একধর্ম্মাক্রান্ততা, একবিধতা, যে দুই বস্তুর পরস্পর ধর্ম্ম এক তাহার পরস্পরের ধর্ম্মের সাজাত্য আছে।

সাজান (দেশজ) সজ্জিতকরণ, অলঙ্কারাদি দ্বারা ভূষিতকরণ।

সাজোয়াল (পারসী) মুসলমান আমলে রাজস্ববিভাগে উচ্চপদ এখনকার Collector এর ন্যায়।

সাঞ্জি (দেশজ) গুল্মভেদ।

সাঞ্জিরাজ (দেশজ) ক্ষুদ্র বৃক্ষ বিশেষ। চলিত সাঁঞ্জিগাছ। সাঞ্জিরাজের বীজ কৃমির উত্তম ঔষধ। পল্লীগ্রামে বালকদের কৃমির উপদ্রব হইলে স্ত্রীলোকপরম্পরায় এই ঔষধ খুব প্রচলন আছে।

সাঞ্চরিক (ত্রি) সঞ্চারযোগ্য, যে সকল গ্রহাদি সঞ্চারের যোগ্য।

সাঞ্জ (পুং) একজন প্রাচীন গ্রন্থকার।

সাঞ্জন (পুং) অঞ্জনেন তদ্বচ্ছরীরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ কৃকলাস। (শব্দচ°) (ত্রি) ২ অঞ্জনবিশিষ্ট। অঞ্জনের সহিত বর্ত্তমান। ৩ শরীরেন্দ্রিয় সম্বন্ধ, শরীর ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন কহে। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে সাঞ্জন ও নিরঞ্জন এই দুই প্রকার পিণ্ড, যে স্থলে শরীরের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হয়, তাহাকে সাঞ্জন, আর তদ্রহিতের নাম নিরঞ্জন।

"দ্বিবিধঃ সাঞ্জনো নিরঞ্জনশ্চেতি। তত্র সাঞ্জনঃ শরীরেন্দ্রিয়-সম্বন্ধঃ নিরঞ্জনস্তু তদ্রহিতঃ।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাঞ্জীবীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সাঞ্জ্ঞায়নি (পুং) সংজ্ঞার অপত্য।

সাট, প্রকাশ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাটয়তি লোট্ সাটয়তু। লিট্ সাটয়াঞ্চকার। লুট্ অটসাটৎ।

সাড়ি (পুং) সড়ের গোত্রাপত্য। (পা ৮।৩।৫৬)

সাণ্ড (পুং) অণ্ডেন সহ বর্ত্ততে। অণ্ডের সহিত বর্ত্তমান, অণ্ড-যুক্ত, অণ্ডবিশিষ্ট।

সাৎ (ক্লী) সাত্ সুখে ক্বিপ্। ব্রহ্ম।

সাত, সুখ। অদন্ত চুরাদি°। পরস্মৈ° অক° সেট্। লট্ সাতয়তি। লুঙ্ অসসাতৎ। ইহা সৌত্র ধাতু।

সাত (ক্লী) সাত সুখে-অচ্। ১ সুখ। ২ দত্ত। ৩ নষ্ট।

সাতত্য (ক্লী) সতত-ষ্যঞ্। সতত সম্বন্ধীয়, সর্ব্বদা, অবিচ্ছেদ। (পা ৬।১।১৪৪)

সাতদোলা, বাঙ্গালায় মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। মোগলমারী গ্রামের ৫ মাইল দূরে অবস্থিত। বিখ্যাত দাঁতন হইতে মোগলমারী ২ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একসময়ে মোগল ও মরাঠাসৈন্যে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তন্নিবন্ধন ঐ স্থান মোগলমারী নামে আখ্যাত হইয়াছে।

রাজঘাটের রাস্তা যখন সাতদোলা গ্রামের মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয়, তখন এখানকার ভূমিখননকালে সুবিস্তৃত রাজ-ভবনাদির ধ্বংসাবশেষ-নিদর্শন বহুসংখ্যক ইষ্টকরাশি ও প্রস্তরখণ্ড পাওয়া যায়। ঐ সকল দৃষ্টে অনুমান হয় যে একসময়ে এই স্থানটী কোন প্রাচীন রাজবংশের রাজধানী ছিল। [মোগলমারী দেখ।]

সাতয় (ত্রি) সাতয়তীতি সাত সুখে (অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। সুখজনক। মুগ্ধবোধে দুর্গাদাস ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন—"সাতক সুখে ইত্যস্মাৎ ঞৌ শ প্রত্যয়েন নিষ্পন্নঃ সাতয়ঃ" (দুর্গাদাস)

সাতলা (স্ত্রী) সাতং সর্পবিষাদি নাশং লাতীতি লা-ক। চর্ম্মকষা, ক্ষুপ বিশেষ, সেহুণ্ড ভেদ, পীতদুগ্ধসেহুণ্ড, পর্য্যায় সপ্তলা, সারী, বিদ্দুলা, বিমলা, অমলা, বহুফেণা, ফেণা, দীপ্তা, বিষাক্তিনা, স্বর্ণ-পুষ্পী, পত্রঘনা। গুণ—কফপিত্তঘ্ন, লঘু, কষায়, বিসর্প, বিষ, বিস্ফোটক, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সাতবাহন (পুং) সাতঃ বাহনো যস্য। শালিবাহনরাজ। (হেম) কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে যে সাত নামক গুহ্যকে ইহাকে বহন করিত, এই জন্য এই রাজার নাম সাতবাহন হইয়াছিল।

"ইত্যুক্ত্বান্তর্হিতে তস্মিন্ সাত নামনি গুহ্যকে।
স রাজা তং সমাদায় বালং প্রত্যাযযৌ গৃহং॥
সাতেন যস্মাদূঢ়োঽভূৎ তস্মাত্তং সাতবাহনং।
নাম্না চকার কালেন রাজ্যে চৈনং ন্যবেশয়ৎ॥"

(কথাসরিৎসা° ৬।১০৬-৮)

[ভারতবর্ষ শব্দে অন্ধ্রভৃত্যবংশের বিবরণ দেখ।]

সাতসইকা (স্ত্রী) বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বৃহৎ পরগণা। এই পরগণার পূর্ব্বতন অধিবাসী ব্রাহ্মণেরাই সপ্তশতী বা সাত-শতী নামে পরিচিত।

সাতহন্ (ত্রি) সাতং সুখং হন্তি হন-ক্বিপ্। সুখহন্তা, সুখনাশক।

সাতি (স্ত্রী) সন্-ক্তিন্ (জনসনখনামিতি। পা ৬।৪।৪২) ঈতি নস্য আত্বং। যদ্বা সন্ন দানে ক্তিন্, (উতিযূতিজূতিসাতীতি। পা ৩।৩।৯৭) ইতি আত্বং। ১ অবসান, শেষ। ২ দান। ৩ তীব্র বেদনা। (অমর) ৪ সংভজন। "পতত্রিভির্নাসত্যা সাতয়ে কৃতং" (ঋক্ ১০।১৪৩।৪) 'সাতয়ে সংভজনায়' (সায়ণ)

সাতিরেক (ত্রি) অতিরেকের সহিত বর্ত্তমান। অতিরিক্ত, অতিরেকবিশিষ্ট।

সাতিশয় (ত্রি) অতিশয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অতিশয়ের সহিত বর্ত্তমান, অতিশয় যুক্ত।

সাতিসার (ত্রি) অতিসারেণ সহ বর্ত্ততে। অতিসারের সহিত বর্ত্তমান, অতিসারযুক্ত, অতিসার রোগবিশিষ্ট।

সাতীন (পুং) সতীন এব স্বার্থে অণ্। সতীন শব্দার্থ, ১ বংশ। ২ সতীলক। (ক্লী) ৩ জল। (নিঘণ্টু)

সাতীলক (পুং) সতীলক এব স্বার্থে কন্। সতীলক, কলায়।

সাতৃ (পুং) ১ পশ্বাদি লক্ষণ দান। ২ দীপ্তি।

"ন যস্ত সাতু র্জনিতোর বারি" (ঋক্ ৪।৬।৭)

'সাতুঃ সনিঃ পশ্বাদিলক্ষণং দানং দীপ্তির্বা' (সায়ণ)

সাতোর্বাহন (ত্রি) সতোবৃহতী নামক যজ্ঞসম্বন্ধীয়।

সাত্ত্ব (ত্রি) সত্ত্ব-অণ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়। (আশ্ব° গৃ° ১১।২।১)

সাত্ত্বিক (ত্রি) সত্ত্ব-ঠঞ্। সত্ত্ব সম্বন্ধীয়।

সাত্ব (ত্রি) সত্ব-অণ্। সত্বগুণ সম্বন্ধীয়, সাত্বিক।

সাত্বকি (পুং) সত্বকস্য গোত্রাপত্যং (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি ইঞ্। সত্বকের গোত্রাপত্য।

সাত্বত (পুং) সাত্বতস্যাপত্যং পুমান্ সাত্বত-অণ্। ১ বলরাম। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদব মাত্র। ৪ বিষ্ণু। (ত্রিকা°) সচ্ছব্দেন সত্ত্ব মূর্ত্তি র্ভগবান্, স উপাস্যতয়া বিদ্যতেঽস্যেতি মতুপ্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ৫ বিষ্ণুভক্তবিশেষ। সচ্ছব্দে ভগবান্‌কে বুঝায়। জগতে ভগবান্‌ই এক মাত্র সত্ব, সেই ভগবান্‌কে যাহারা উপাসনা করেন, তাহাদিগকে সাত্বত কহে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"সত্বং সত্বাশ্রয়ং সত্বগুণং সেবেত কেশবং।
যোঽনন্যত্বেন মনসা সাত্বতঃ সমুদাহৃতঃ॥
বিহায় কাম্যকর্ম্মাদীন্ ভজেদেকাকিনং হরিং।
সত্যং সত্বগুণোপেতো ভক্ত্যা তং সাত্বতং বিদুঃ॥
মুকুন্দপাদসেবায়াং তন্নামশ্রবণেঽপি চ।
কীর্ত্তনে চ রতো ভক্তো নাম্নঃ স্যাৎ স্মরণে হরেঃ॥
বন্দনার্চ্চনয়ো র্ভক্তিরনিশং দাস্যসখ্যয়োঃ।
রতিরাত্মার্পণে যস্য দৃঢ়ানন্তস্য সাত্বতঃ॥"(পাদ্মোত্তরখ° ৯৯অ°)

যিনি অনন্য চিত্তে সত্বগুণাশ্রয় সত্ব স্বরূপ একমাত্র কেশবকে সেবা করেন, তাহাকে সাত্বত কহে এবং যিনি সকল প্রকার কাম্য কর্ম্ম বর্জ্জন করিয়া একান্ত চিত্তে সত্বগুণ বিশিষ্ট হইয়া হরির উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকেও সাত্বত কহে। যিনি সদা মুকুন্দ পাদসেবায় এবং তন্নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তনে রত, যাঁহার ভগবান্ হরি অর্চ্চনে দাস্য ও সখ্য ভাব সর্ব্বদা বিদ্যমান, এবং আত্মসমর্পণে দৃঢ় রতি তিনিই সাত্বত পদবাচ্য।

যাঁহারা সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যচিত্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন, তাঁহারাই সাত্বত নামে অভিধেয়।

হিন্দু ধর্ম্মে যে সকল উপাসক সম্প্রদায় আছেন, সাধারণতঃ সেই সকল সম্প্রদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত—সৌর, গাণপত্য, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব। বৈষ্ণব সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ও বৈদিক তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। "বিষ্ণু র্দেবতা অস্য" এই ব্যুৎপত্তি দ্বারা "বৈষ্ণব" পদ সাধিত হইয়াছে। বিষ্ণু বৈদিক দেবতা। সুপ্রাচীন ঋক্‌বেদে বিষ্ণু উপাসনার বহুল মন্ত্র দৃষ্ট হয়। কোনও সময়ে যাজ্ঞিকগণ বৈদিক মন্ত্রে বিষ্ণুর উপাসনা করিতেন। তাঁহাদিগকে বৈদিক যাজ্ঞিক বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। কিন্তু যাজ্ঞিকগণ বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব পরিগ্রহে সমর্থ ছিলেন না। যাজ্ঞিকগণেরও বহু পূর্ব্বে শুদ্ধ সত্ব ঋষিগণ দ্বারা বিষ্ণুর আরাধনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বৈদিক মন্ত্রের আলোচনায় তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এক শ্রেণীর উপাসক সাত্বিক ভাবে বিষ্ণুর যজন করিতেন, তাঁহাদের স্বর্গ কামনা ছিল না, জীববলি ছিল না, তাঁহাদের মধ্যে সোমপান করারও অভ্যাস ছিল না। ইহারা শুদ্ধ সাত্বিক ভাবে সত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানের আরাধনা করিতেন। ইহারা বিষ্ণুকে "সত্ব" বলিয়া অভিহিত করিতেন। সৎ শব্দ সত্ব মূর্ত্তি শ্রীভগবানকেই বুঝায়। যাঁহারা সাত্বিক ভাবে এই সত্বমূর্ত্তি শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিতেন,তাহারাই সাত্বত নামে অভিহিত হইতেন।

এই সাত্বত সম্প্রদায় বৈদিক বৈষ্ণবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলিয়া গণ্য হইতেন, ইঁহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি ও উপাসনাপদ্ধতি সর্ব্বতোভাবে উত্তম, নিষ্কাম ও ভগবদ্ভাবপূর্ণ ছিল। ইঁহারা সর্ব্বপ্রকার কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একান্ত ভাবে শ্রীহরির আরাধনা করিতেন, তাঁহার পাদ সেবা করিতেন, তাঁহার নাম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতেন। তাঁহার বন্দনায়, অর্চ্চনায় দাস্যে সখ্যে ও আত্মনিবেদনে জীবন উৎসর্গ করিতেন। তাঁহাদের জীবন শ্রীভগবানের স্মরণ মনন, তাঁহার নাম গুণাদি কীর্ত্তন, ও তাঁহার সেবায় নিরন্তর নিমগ্ন থাকিত। এই শ্রেণীর ভগবদ্ভক্তগণ বৈদিক সময়েও সাত্বত বলিয়া অভিহিত হইতেন। বেদের বহুল শাখা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। বেদ দুষ্পার, বৈদিক মন্ত্রের অর্থও দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ বেদ অসীম ও অপার। এই অবস্থায় বেদের বিকার ও বৈদিক তথ্যাদি নিরূপণ প্রকৃতই এক অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভারতীয় প্রাচীন ঋষিগণ এই কাঠিন্য উপলব্ধ করিয়াছিলেন, এই জন্য বৈদিক তথ্য বিনির্ণয়ের জন্য তাঁহারা এক উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন অর্থাৎ ইতিহাস ও পুরাণ দ্বারা তাঁহারা বেদের সমুপবৃংহণ করিতেন। এই জন্য প্রাচীন ঋষিগণ বলিতেন—

"ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদসমুপবৃংহয়েৎ॥"

আমরাও বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের কার্য্যাদি আলোচনার জন্য আদৌ পুরাণ ও ইতিহাসের সাহায্য গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত

হইলাম। সর্ব্ব প্রথমেই পদ্মপুরাণের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাই-য়াছি কাম্য কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া সত্ত্বগুণাবলম্বনে সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীভগবানকে যিনি ভক্তিপূর্ব্বক ভজন করেন তিনিই সাত্বত।

পুরাণ বেদমূলক। পুরাণে বেদার্থই প্রকটিত হইয়াছে। সুতরাং পদ্মপুরাণের এই বচনের আলোচনায় প্রাচীন বৈদিক সাত্বত সম্প্রদায়ের ভগবদ্ভজনপ্রণালীর ভাব আমরা অবশ্যই কিয়ৎপরিমাণে জানিতে পারি। সাত্বত সম্প্রদায়ই বিশুদ্ধ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আদি প্রবর্ত্তক। কূর্ম্মপুরাণ পাঠে জানা যায় যদু-বংশের সত্বত নৃপতি এই সাত্বত ধর্ম্মের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সত্বত নৃপতি অংশু নৃপতির পুত্র। ইঁহার পুত্রের নাম সাত্বত। সাত্বত রাজা নারদের নিকট এই সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া নিরন্তর বাসুদেব অর্চ্চনায় নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি কুণ্ডগোলাদি দ্বারা সাত্বত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করেন। যথা—

"অথাংশো সত্বতো নাম বিষ্ণুভক্তঃ প্রতাপবান্।
মহাত্মা দাননিরতো ধনুর্ব্বেদবিদাং বরঃ॥
স নারদস্য বচনাদ্ বাসুদেবার্চ্চনান্বিতঃ।
শাস্ত্রং প্রবর্ত্তয়ামাস কুণ্ডগোলাদিভিঃ শ্রুতম্॥
তস্য নাম্নাতু বিখ্যাতং সাত্বতং নাম শোভনম্।
প্রবর্ত্ততে মহাশাস্ত্রং কুণ্ডাদীনাং হিতাবহম্॥
সাত্বতস্তস্য পুত্রোঽভূৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
পুণ্যশ্লোকো মহারাজস্তেন চৈতৎ প্রকীর্ত্তিতম্॥
সাত্বতঃ সত্ত্বসম্পন্নঃ কৌশল্যান্ সুষুবে সুতান্।
অন্ধকং বৈদেহং ভোজং বিষ্ণুং দেবাবৃধং নৃপম্॥"

কৌর্ম্মে পূর্ব্বভাগে যদুবংশানুকীর্ত্তনে।

এতদ্দ্বারা জানা যাইতেছে যে দেবর্ষি নারদ যদুবংশীয় অংশু নৃপতিকে সাত্বত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং সাত্বত সম্প্রদায় যে অতি প্রাচীন ইহাতেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। [পঞ্চরাত্র শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

৬ যদুবংশীয় সত্বতরাজপুত্র। (কূর্ম্মপু° পূর্ব্বভা° ২৪ অঃ)

৭ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। মনুসংহিতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে ব্রাত্য বৈশ্য কর্ত্তৃক সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন সন্তানগণ নিম্নোক্ত আখ্যা প্রাপ্ত হয়, যথা সুধন্বাচার্য্য, কারুষ, বিজন্মা মৈত্র এবং সাত্বত।

"বৈশ্যাত্তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারুষশ্চ বিজন্মাচ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" (মনু ১০।২৩)

(পুং) ৭ দেশভেদ, সাত্বত দেশ, এই অর্থে এই শব্দ বহুবচনান্ত।

'যদবস্তু দশার্হাঃ স্যুঃ সাত্বতাঃ কুকুরাশ্চ তে।' (ত্রিকা°)

সাত্বতী (স্ত্রী) সাত্বতস্যাপত্যং স্ত্রী, সত্বত-অণ্-ঙীব্। ১ শিশুপালমাতা (ভারত ২।৪৫।৬) ২ সুভদ্রা। (ভারত ১।২২২।৬৬)

৩ নাটকবৃত্তিবিশেষ। নাটকে সাত্বতী, কৌশিকী ও আরভটী প্রভৃতি বৃত্তি নির্দ্দেশ করিতে হয়।

"অভিনেয়প্রকারাঃ স্যুর্ভাষাঃ ষট্ সংস্কৃতাদিকাঃ।
ভারতী সাত্বতী কৌশিক্যারভট্যো চ বৃত্তয়ঃ॥" (হেম)

এই বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থলে বাক্য সকল অতি হর্ষপ্রধান, এবং অধিক সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, ত্যাগপ্রধান উদার বাক্যযুক্ত সুতরাং মনোজ্ঞ ও আশ্চর্য্য সম্পদ্ দ্বারা সুভগ হয়, তথায় এই সাত্বতী বৃত্তি হইয়া থাকে। যে স্থলে শব্দ বিন্যাস অতি গূঢ়ার্থক নহে এবং সুললিত শব্দদ্বারা মনোরম হয়, তথায়ও এই বৃত্তি হয়। বীর, রৌদ্র, অদ্ভুত ও শান্তরসে এই সাত্বতী বৃত্তি প্রয়োগ করিতে হয়।

"হর্ষপ্রধানাধিকসত্ত্ববৃত্তিস্ত্যাগোত্তরোদারবচো মনোজ্ঞা।
আশ্চর্য্যসম্পৎ সুভগাচ যা স্যাৎ সা সাত্বতী নাম মতাঽত্র বৃত্তিঃ॥
নাতিগূঢ়ার্থসম্পত্তিঃ শ্রব্যশব্দমনোহরা।
বীরে রৌদ্রেঽদ্ভুতে শান্তে বৃত্তিরেষা মতা যথা॥"

(শৃঙ্গারতিলক ৩।৪২-৭৩)

যে স্থলে বর্ণনা প্রাসাদগুণবিশিষ্ট, ও সুললিত অর্থসংযুক্ত হয়, তথায় এই বৃত্তি হয়। ইহার উদাহরণ—

"লক্ষ্মীস্তং জনকো নিধিশ্চ পয়সাং নিঃশেষরত্নাকরো
মর্য্যাদানিরতস্ত্বমেব জলধে ক্রুতেঽত্র কোঽস্যাদৃশং।
কিং ত্বেকস্য গৃহং গতস্য বড়বা বহ্নেঃ সদা তৃষ্ণয়া
ক্লান্তস্তোদয়পূরণেঽপি ন সহোযত্তন্মনাঙ্ মধ্যমম্॥"

(শৃঙ্গারতি° ৩ পরি°)

সাত্বিক (পুং) সত্ত্বাৎ সত্ত্বগুণপ্রধানাৎ বিষ্ণোর্ভূতঃ সৎ-ঠঞ্। ১ ব্রহ্মা। সাত্বং সত্ত্বগুণো হস্যাস্তীতি ঠন্। ২ বিষ্ণু।

(ভারত ১৩।১৪৯।১০৬)

৩ ত্রিবিধ ভাবের অন্তর্গত ভাববিশেষ। লক্ষণ—

"সত্ত্বোৎকটে মনসি যে প্রভবন্তি ভাব-
স্তে সাত্বিকা ইতি বিদুর্মুনিপুঙ্গবাস্তে॥" (সর্ব্বানন্দ)

সত্ত্বগুণ প্রবল হইয়া অন্তঃকরণে যে ভাব প্রবল হয়, তাহাকে সাত্বিক ভাব কহে, এই সাত্বিকভাব উপস্থিত হইলে এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়,—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ, অশ্রুপাত ও প্রলয় অর্থাৎ মূর্চ্ছা।

"স্বেদঃস্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ।
বিবর্ণমশ্রুপ্রলয় ইত্যষ্টৌ সাত্বিকা মতাঃ।" (ভরত)

(ত্রি) ৪ সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, সত্ত্বগুণযুক্ত। সত্ত্বগুণ হইতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, তাহাকে সাত্বিক কহে। এই জগৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ইহা সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। যে সকল বিষয়ে সত্ত্বগুণের ভাগ

অধিক প্রবল তাহাই সাত্ত্বিক বলিয়া জানিতে হইবে। গীতায় ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দান, যজ্ঞ, ভোজন প্রভৃতি সকল কার্য্যই সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার।

"আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥"(গীতা ১৭।৮)

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য ভোজন করিলে আয়ু, বল প্রভৃতি বৃদ্ধি হয়, যাহা রস্য বা রসাল, স্থির ও হৃদ্য, তাহাই সাত্ত্বিক আহার।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যাহারা মুক্তিকামী, তাহারা প্রথমে যত্নপূর্ব্বক সাত্ত্বিক ভোজন করিবেন। দেহ অন্নময় কোষ ও ইন্দ্রিয় সকল ভোজন দ্বারা পুষ্ট, অতএব যদি সাত্ত্বিক ভোজন করা হয়, তাহা হইলে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সত্ত্বগুণবিশিষ্ট হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে যে এত বাধাবাধি ভোজনের ব্যবস্থা আছে, তাহার কারণ এই যে, সাত্ত্বিক ভোজন না করিতে পারিলে সাত্ত্বিক প্রকৃতি হয় না। অতএব রাজসিক ও তামসিক আহার পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই আহার দ্বারা শরীর সুস্থ, মানসিক বল ও আয়ু বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে লিখিত আছে যে "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ" আহার শুদ্ধিতে সত্ত্বশুদ্ধি হয়।

সাত্ত্বিকযজ্ঞ—

"অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥" (গীতা ১৭।১১)

যে যজ্ঞে কোনরূপ ফল কামনা নাই, এবং যাহা যথাবিধি শাস্ত্রের নিয়মানুসারে অনুষ্ঠিত ও ইহা আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ। কোনরূপ ফল কামনা না করিয়া ভগবানের উপাসনাই অবশ্য কর্ত্তব্য এই বিবেচনা করিয়া শাস্ত্রে যেরূপ বিধান আছে, তাহার কোন অঙ্গে ত্রুটি না হয়, ইহার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া যে যজ্ঞানুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সাত্ত্বিক যজ্ঞ নামে অভিহিত। সাত্ত্বিক তপস্যা—

"শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥"(গীতা ১৭।১৭)

ফলকামনারহিত হইয়া অতিশয় ভক্তির সহিত যে ত্রিবিধ তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। ত্রিবিধ তপস্যা যথা দেবতা, দ্বিজ, গুরু ও পণ্ডিতদিগের পূজা, শৌচ, বিধি ও নিষেধের পালন, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা ইহাদিগের নাম শারীর-তপস্যা. অনুদ্বেগকরবাক্য অর্থাৎ যে বাক্য প্রয়োগ করিলে লোকের কোনরূপ ক্লেশ না হয়, এইরূপ বাক্য, প্রিয় অথচ হিতকর সত্যবাক্য প্রয়োগ, এবং বেদাভ্যাস ইহাদিগের নাম বাঙ্ময় তপস্যা, মনঃপ্রসাদ, বা যে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে চিত্তের অবসাদ না হইয়া প্রসন্নতা জন্মে, সৌম্যতা, মৌন, মনোনিগ্রহ এবং অন্তঃকরণশুদ্ধি এই সকলের নাম মানসতপস্যা, এই ত্রিবিধ তপস্যা শ্রদ্ধা সহকারে আচরিত হইলেই তাহাকে সাত্ত্বিক তপস্যা কহে। সাত্ত্বিকদান—

"দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তে হনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥"(গীতা ১৭।২০)

ইহা আমার দাতব্য, অর্থাৎ ইহা আমি দান করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কোনরূপ উপকারের প্রত্যাশা না করিয়া দেশ-গঙ্গাদিতীর্থ, কাল চন্দ্রগ্রহণাদি সময় এবং ব্রাহ্মণাদি সৎপাত্রে যে দান করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকদান কহে। সাত্ত্বিকত্যাগ—

"কার্য্যমিত্যেব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেহর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকোমতঃ॥"(গীতা ১৮।৯)

আত্মাভিমান ও ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়া এই কর্ম্ম আমার কর্ত্তব্য, এই বুদ্ধিতে যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ কহে। সাত্ত্বিকজ্ঞান—

"সর্ব্বভূতেষু যেনৈকভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং।"(গীতা ১৮।২০)

যে জ্ঞান দ্বারা সর্ব্বভূতে এক অবিনাশী অভিন্নভাব লক্ষিত হয়, তাহাকেই সাত্ত্বিকজ্ঞান কহে। অর্থাৎ যে জ্ঞানের সাহায্যে ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিত এই পরিদৃশ্যমান জগৎকে পরমাত্মার ন্যায় উৎপত্তি ও বিনাশরহিত, অভিন্ন, অব্যয়, ও সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া লক্ষিত হয়, সেই জ্ঞানই সাত্ত্বিক জ্ঞান। এই সাত্ত্বিক জ্ঞান দ্বারাই বস্তুতত্ত্ব স্বরূপরূপে অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিকবুদ্ধি—"প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥"
(গীতা ১৮।৩০)

যে বুদ্ধি প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য, ভয় ও অভয় এবং বন্ধন ও মুক্তি বুঝিতে সমর্থ তাহাকে সাত্ত্বিকী বুদ্ধি কহে। সাত্ত্বিকী বুদ্ধি দ্বারা সকল বিষয়ের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সাত্ত্বিক কর্ত্তা—"মুক্তসঙ্গোহনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥"
(গীতা ১৮।২৬)

ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিত, অর্থাৎ যিনি কোনরূপ ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, অনহংবাদী, অর্থাৎ আমি করিতেছি এইরূপ অহংজ্ঞানশূন্য, ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি বিষয়ে বিকারশূন্য, এইরূপ কর্ত্তাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা কহে। যাহার ফলের আকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার কার্য্য সিদ্ধি বা অসিদ্ধিতে কিছুই আসিয়া যায় না, অতএব তাহার সকল অবস্থায়ই তুল্য জ্ঞান, আমি কিছুরই কর্ত্তা নাই, এবং কার্য্যে সদা ধৈর্য্য ও উৎসাহ বিদ্যমান, কার্য্য

করিতেই হইবে, এই বুদ্ধিতে যিনি কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তিনিই সাত্ত্বিক কর্ত্তা।

সাত্ত্বিককর্ম্ম—"নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতং।

অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥" (গীতা ১৮।২৩)

পুরুষ ফলাসক্তিশূন্য, নিঃসঙ্গ ও রাগদ্বেষাদি শূন্য হইয়া যে নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম কহে। ফলকামনাবিরহিত কর্ম্মাধিকারী পুরুষ অহঙ্কার ও অভিমানশূন্য এবং রাগদ্বেষাদি বিরহিত হইয়া যে সকল নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম নামে অভিহিত।

সাত্ত্বিক সুখ—"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।

তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥"

(গীতা ১৮।৩৭)

যে সুখ অগ্রে বিষের ন্যায় এবং পরিণামে অমৃততুল্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা জাত যে সুখ তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখ প্রথমে অতি কষ্টকর, কারণ যম, নিয়ম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে হইলে অতি কষ্ট হয়, এই জন্য ইহার প্রথমাবস্থা ক্লেশকর। কিন্তু পরিণামে ইহা অমৃত তুল্য; এই সুখ আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, এই সুখোৎপত্তি হইলে আর নিবৃত্তি হয় না। এই জন্য ইহা অমৃত তুল্য।

গীতায় এইরূপে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ কর্ম্ম ও তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্ত্বগুণের ফল সুখ, যাহাতে সুখ হয় এবং যে সকল বস্তু সুখকর, তাহাই সাত্ত্বিক।

বেদব্যাসপ্রণীত যে অষ্টাদশ মহাপুরাণ আছে, তাহাও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। পাদ্মমতে, এই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে বিষ্ণু, নারদ, ভাগবত, গরুড়, পদ্ম ও বরাহ এই ৬ খানি পুরাণ সাত্ত্বিক।

"বৈষ্ণবং নারদীয়ঞ্চ তথা ভাগবতং শুভম্।

গারুড়ঞ্চ তথা পাদ্মং বারাহং শুভদর্শনে।

সাত্ত্বিকানি পুরাণানি বিজ্ঞেয়ানি শুভানি বৈ॥"

(পাদ্মোত্তরখ° ৪৩ অ°)

স্মৃতিও এইরূপ সাত্ত্বিকাদি ভেদে তিন প্রকার। সাত্ত্বিক স্মৃতি যথা—বাশিষ্ঠ, হারীত, ব্যাস, পারাশর, ভারদ্বাজ ও কাশ্যপ।

"বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা।

ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥"

(পদ্মপু° উ° খ° ৪৩ অ°)

সাত্ত্বিকী (স্ত্রী) সাত্ত্বং সত্ত্বগুণোঽস্ত্যস্যা ইতি সাত্ত্ব-ঠন্, ঙীপ্। ১ দুর্গা। (শব্দরত্না°) ২ পূজাবিশেষ, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার পূজা, তাহার মধ্যে জপযজ্ঞাদি ও নিরামিষ নৈবেদ্য দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহাকে সাত্ত্বিকী পূজা কহে। পুরাণাদিতে যে দেবীমাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মনা হইয়া সেই দেবীমাহাত্ম্যাদি পাঠের নাম জপযজ্ঞ।

"শারদী চণ্ডিকা পূজা ত্রিবিধা পরিগীয়তে।

সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তৎশৃণু॥

সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ নৈর্বেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈঃ।

মাহাত্ম্যং ভগবত্যাশ্চ পুরাণাদিষু কীর্ত্তিতং।

পাঠস্তস্য জপঃ প্রোক্তঃ পঠেদ্দেবীমনাস্তথা॥" (দুর্গোৎসবতত্ত্ব)

সাত্ম (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান, আত্মাযুক্ত, আত্মবিশিষ্ট।

"যস্য কুক্ষাবিদং সর্ব্বং সাত্মং ভাতি যথা তথা।

তৎ-ত্বয্যপীহ তৎ সর্ব্বং কিমিদং মায়য়া বিনা॥"

(ভাগবত ১০।১৪।১১)

'সাত্মং ত্বৎসহিতং' (স্বামী)

সাত্মক (ত্রি) আত্মনা সহ বর্ত্ততে কপ্। আত্মার সহিত বর্ত্তমান। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে লিখিত আছে যে দুঃখান্ত দুই প্রকার অনাত্মক ও সাত্মক, ইহার মধ্যে সকল প্রকার দুঃখের অত্যন্ত উচ্ছেদ রূপকে অনাত্মক এবং দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণ ঐশ্বর্য্যকে সাত্মক কহে।

"দুঃখান্তো দ্বিবিধঃ অনাত্মকঃ সাত্মকশ্চেতি।

তত্র অনাত্মকঃ সর্ব্বদুঃখানামত্যন্তোচ্ছেদরূপঃ।

সাত্মকস্তু দৃক্ক্রিয়াশক্তিলক্ষণমৈশ্বর্য্যং।" (সর্ব্বদর্শনস°)

সাত্মন্ (ত্রি) আত্মার সহিত বর্ত্তমান।

সাত্ম্য (ক্লী) আত্মনো হিতং কর্ম্ম আত্ম্যং, আত্মোন সহ বর্ত্তমানং। সুখজনক। ইহার লক্ষণ—

"যো রসঃ কল্পতে যস্য সুখায়ৈব নিষেবিতঃ।

ব্যায়ামজাতমন্যদ্বা তৎ সাত্ম্যমিতি নির্দ্দিশেৎ॥" (সুশ্রুত ১।৩৫অঃ)

যে রস সেবন করিলে শরীরের উপকার এবং ব্যায়াম প্রভৃতি যে কোনরূপে যাহাতে শরীরের উপচয় হয়, তাহাই সাত্ম্য। দেশ, কাল, ঋতু, রোগ, ব্যায়াম, জাতি, বল, রস ও দিবানিদ্রা প্রভৃতি প্রকৃতিবিরুদ্ধ হইলেও যদি শরীরে কোন পীড়া না হয়, এবং শরীরপোষণের উপকারী হয়, তাহা হইলে তাহাই সাত্ম্য নামে অভিহিত। চরকে লিখিত আছে যে যাহা কিছু শরীরের পক্ষে উপকারী, তাহাই সাত্ম্য, যে ঋতুতে যেরূপ আহার বিহার হিতকর, সেইরূপ আহার বিহারই সেই ঋতুর সাত্ম্য, অর্থাৎ তাহাকেই ঋতুসাত্ম্য কহে। যে ঋতুতে যে সকল দ্রব্য শরীরের পীড়াদায়ক, তাহা সাত্ম্য নহে, অসাত্ম্য। আর কোন ব্যক্তি বিশেষের প্রকৃতি অনুসারে অভ্যাসবশতঃ তাহার যেরূপ আহার বিহার সুখজনক হয়, সেইরূপ আহারবিহারকে ওকসাত্ম্য কহে। এবং আনূপাদি দেশের ও জ্বরাদি রোগের যে যে ধর্ম্ম, সেই সেই ধর্ম্মের

বিপরীত ধর্ম্মবিশিষ্ট যে আহার ও বিহার তাহাই সেই দেশের ও সেই সেই রোগের সাত্ম্য বলিয়া জানিতে হইবে। আয়ুর্ব্বেদে ঋতুসাত্ম্য, ওকসাত্ম্য, দেশসাত্ম্য, রোগসাত্ম্য প্রভৃতির বিশেষ বিবরণ বিবৃত হইয়াছে। ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, যে ঋতু, কাল, রোগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে কিছু শরীরের উপকারক হয়, তাহাই সাত্ম্য নামে অভিহিত। (চরকসূত্রস্থা° ৭ অ°) ঘৃত, ক্ষীর, তৈল ও মাংসরস এবং মধুরাদি ছয় রসই যাহাদের সাত্ম্য, তাহারা বলবান্, ক্লেশসহ ও দীর্ঘজীবী হয়। রুক্ষ দ্রব্য এবং এক রস যাহাদের সাত্ম্য তাহারা অল্পবল, ক্লেশাসহিষ্ণু ও অল্পায়ু হয়। আর যাহারা ব্যামিশ্রসাত্ম্য, অর্থাৎ যাহারা কতক সাত্ম্য এবং অসাত্ম্য তাহারা মধ্যবল হইয়া থাকে। (চরক বিমানস্থা° ৮ অ°) (ক্লী) ২ দেবত্ব।

"ইন্দ্রেণ প্রাপিতাঃ সাত্ম্যং কিংতৎসাধুকৃতং হিতৈঃ।"

(ভাগবত ৬।১৮।২০)

৩ সারূপ্য, সরূপতা। (ভাগবত ৭।১০।৪০)

সাত্যক (পুং) সাত্যকি। (হরিবংশ)

সাত্যকামি (পুং) সত্যকামস্য গোত্রাপত্যং সত্যকাম-ইঞ্। সত্যকামের গোত্রাপত্য। (পা ২।৪।২৯)

সাত্যকায়ন (পুং) সাত্যকের গোত্রাপত্য।

সাত্যকি (পুং) সত্যকস্যাপত্যং পুমানিতি ইঞ্। বৃষ্ণিবংশীয় সত্যকপুত্র, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন। পর্য্যায় শৈনেয়, শিনিনপ্তা, যুযুধান, যোধ। মহাভারতে লিখিত আছে যে সাত্যকি অর্জ্জুনের প্রিয়শিষ্য, কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধকালে ইনি যুধিষ্ঠিরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তুমুল সংগ্রাম করেন। ভারতযুদ্ধে উভয় পক্ষীয় সকলবল হত হইলেও ইনি জীবিত ছিলেন। পাণ্ডব পক্ষে পঞ্চ পাণ্ডব, বাসুদেব এবং সাত্যকি এই ৭জন, এবং কুরুপক্ষে অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা, কৃপ ও শারদ্বত এই চারিজন মাত্র জীবিত ছিলেন। (ভারত ১০।৯।৪৭)

সাত্যকিন্ (পুং) সাত্যকি। (ভারত)

সাত্যঙ্কার্য্য (পুং) সত্যঙ্কারস্য গোত্রাপত্যং সত্যঙ্কার-যং। (পা ৪।১।১৬১) সত্যঙ্কারের গোত্রাপত্য)

সাত্যদূত (ত্রি) সরস্বতী ও অন্যান্য দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত হোমাদি।

সাত্যমুগ্র (পুং) সত্যমুগ্র অপত্যার্থে অঞ্। সত্যমুগ্রের গোত্রাপত্য।

সাত্যমুগ্রি (পুং) সত্যমুগ্র-ইঞ্ (পা ৪।১।৮১) সাত্যমুগ্র্য, সত্যমুগ্রের গোত্রাপত্য। ইনি একজন সামবেদের আচার্য্য ছিলেন।

সাত্যমুগ্র্য (পুং) সামবেদীয় একটী শাখা বা তৎশাখাধ্যায়ী মাত্র।

সাত্যযজ্ঞ (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ। (শতপথব্রা° ৩।১।১।৪)

সাত্যযজ্ঞি (পুং) সত্যযজ্ঞ-ইঞ্। সত্যযজ্ঞের গোত্রাপত্য। সোমশুষ্মার অপত্য। (শত° ব্রা° ১১।৬।২।১)

সাত্যরথি (পুং) সত্যরথ-ইঞ্। সত্যরথের গোত্রাপত্য।

সাত্যবত (পুং) সত্যবত্যাং ভব-অণ্। বেদব্যাস। (ত্রিকা°)

সাত্যবতেয় (পুং) সত্যবতীর গোত্রাপত্য, ব্যাস।

সাত্যহব্য (পুং) সত্যহব্য গোত্রাপত্যার্থে অঞ্। সত্যহব্যের গোত্রাপত্য। (ঐত° ব্রা° ৮।২৩) ২ বশিষ্ঠের বংশধর ঋষিভেদ।

সাত্রাজিত (পুং) সত্রাজিতো গোত্রাপত্যং সত্রাজিৎ-অঞ্। সত্রাজিতের গোত্রাপত্য, শতানীক। (ঐত°ব্রা° ৮।২১) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। সাত্রাজিতী = সত্যভামা।

সাত্রাসাহ (ত্রি) ১ পাঞ্চালরাজ শোণের গোত্রাপত্য। ২ নাগভেদ।

সাত্বত (পুং) সত্বতস্যাপত্যং পুমান্ অঞ্। ১ বলদেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ। ৩ যাদবমাত্র। ৪ বিষ্ণু। [সাত্বত শব্দ দেখ।]

সাত্বতীয় (ত্রি) সাত্বত সম্বন্ধীয়, যাদব সম্বন্ধীয়।

(ভাগবত ৪।২৪।১)

সাথ (দেশজ) সহিত, সঙ্গে।

সাথী (দেশজ) সঙ্গী।

সাদ (পুং) সদ-ঘঞ্। ১ বিষাদ, অবসন্নতা, আলস্য। (রঘু ৩।২) ২ স্মরণ। ৩ গতি। (বৃহৎস° ৪৬।৬০) ৪ কার্শ্য, ক্ষীণতা। ৫ বিনাশ। ৬ হিংসা। ৭ পবিত্রতা, বিশুদ্ধি। ৮ ইচ্ছা, অভিলাষ।

সা'দৎ, একজন মুসলমান কবি। প্রকৃত নাম মীর সা'দৎ আলী। ইনি অমরোহাবাসী ছিলেন। প্রসিদ্ধ মুসলমান মৌলবী শাহ বিলায়েৎ উল্লা ইঁহার শিক্ষাগুরু। ইনি 'সইলি সেখিও' নামক কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গ্রন্থখানি লয়লিমজনুনের অনুকরণে প্রণয়িযুগলের প্রেমচিত্র লইয়া রচিত। উজীরপ্রধান নবাব কমার উদ্দীন্ খাঁ ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন।

সা'দৎআলীখাঁ (নবাব), অযোধ্যার একজন মুসলমান নবাব। নাম যেমেন উদ্দৌলা। নবাব আসফ্ উদ্দৌলা ইঁহার ভ্রাতা। আসফের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র উজীর আলীখাঁ লক্ষ্ণৌ রাজধানীতে অযোধ্যার মসনদে উপবেশন করেন। উক্ত নবাব অকর্ম্মণ্য জানিয়া ইংরাজরাজপ্রতিনিধি সর্ জন শোর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ২১এ জানুয়ারী তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সা'দৎ আলীখাঁকে অযোধ্যার মসনদে অভিষিক্ত করেন। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অযোধ্যার নবাবপদে অভিষিক্ত থাকিয়া সা'দৎ আলী পরলোক গমন করিলে তৎপুত্র গাজীউদ্দীন্ হাইদার অযোধ্যার

সিংহাসন লাভ করেন ও রাজা বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিলেন।

সা'দৎ আলীর সহিত ইংরাজরাজের যে সন্ধি হয় তাহার সর্ত্তানুসারে ইংরাজগণ বার্ষিক ৭৬ লক্ষ টাকা করস্বরূপ প্রাপ্ত হন এবং ঐ সঙ্গে অযোধ্যাপ্রদেশে ১০ সহস্র ইংরাজসৈন্ত রাখিবার অধিকার ও ক্ষতিপূরণস্বরূপ আলাহাবাদ-দুর্গ ইংরাজকরে সমর্পিত হয়। তাঁহাকে অযোধ্যার মসনদে বসাইতে ইংরাজের যে কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল, তাহার পারিতোষিক স্বরূপ ইংরাজগণ ১২ লক্ষ টাকা পান। ইংরাজ আদেশে নবাবকে বৈদেশিক সংস্রব ও অপর ইংরাজ কর্ম্মচারী নিয়োগের অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইয়াছিল।

সা'দৎউল্লাখাঁ, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক প্রদেশের একজন মুসলমান নবাব। তিনি অপুত্রক থাকায় স্বীয় ভ্রাতার দুই পুত্রকে দত্তকস্বরূপ গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র দোস্ত আলীকে তিনি স্বীয় নবাবী মসনদে অভিষিক্ত করিয়া যান এবং কনিষ্ঠ বাকির আলীকে বেল্লুরের শাসনকর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বীয় পত্নীর ভ্রাতুষ্পুত্র গোলাম হোসেনকে স্বীয় রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বা দেওয়ান করেন। পুত্রনির্ব্বিশেষে ১৭১০ হইতে ১৭২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া তিনি প্রজাবৃন্দকে দুঃখে ভাসাইয়া ইহলোক হইতে বিদায় লন।

মাশির-উল্-উমরা নামক মুসলমান ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নবাব সা'দৎ উল্লা সম্রাট্ আলমগীরের রাজ্যকাল হইতে ১৭৩২ খৃষ্টাব্দে পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। দোস্তআলী ও তৎপুত্র হসন আলী ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিহত হন। তৎপরে তৎপুত্র সফ্দার আলী নবাবী মসনদে অভিষিক্ত হইয়া কর্ণাটক রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। তাঁহার এই রাজ্যসুখ তদীয় শ্যালক মুর্ত্তাজা আলীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ২রা অক্টোবর মুর্ত্তাজা কর্ত্তৃক বিষপ্রয়োগে নবাব সফ্দর ভবধাম পরিত্যাগ করিলে, মুর্ত্তাজাই কর্ণাটকের নবাব হন; কিন্তু তাঁহাকেও এই রাজ্যসুখ অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে নিজাম উল্ মুলক্ দাক্ষিণাত্যের সুবাদার নিযুক্ত হন। তাঁহার আদেশে আর্কটের নবাব আন্‌বার উদ্দীন্ মুর্ত্তাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

সা'দৎখাঁ, অযোধ্যার মুসলমান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহারই শৌর্য্য ও বীর্য্যবলে অযোধ্যাপ্রদেশে একটী মুসলমান নবাববংশের অধিকারভুক্ত হয়। তিনি খোরাসানবাসী একজন বণিক্ নাশির খাঁর পুত্র, আদি নাম মহম্মদ আমীন। তাঁহার পিতা মোগলসম্রাট্ বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে ভারতে পণ্যবিক্রয়ে আসিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আমীনও ব্যবসাপরিদর্শনে ভারতে আগমন করেন। এখানে অশেষ অধ্যবসায়ে ও স্বীয় অদ্ভুত অস্ত্রচালনাকৌশলে তিনি স্বীয় অদৃষ্ট লক্ষ্মী অর্জ্জন করিতে সমর্থ হন। সম্রাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্বের প্রারম্ভকালে তিনি বেচনার ফৌজদার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তৎপরে অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা রাজা গিরিধরকে মালবের শাসনকর্তৃপদে স্থানান্তরিত করিয়া ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহারই উপর অযোধ্যাপ্রদেশের শাসনকর্তৃত্ব ন্যস্ত হয়। ঐ সময়ে তিনি বুর্হান্ উল্-মুলক্ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। নাদির শাহের বিরুদ্ধে তিনি দিল্লীশ্বরের পক্ষে অস্ত্রধারণ করেন। কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে তিনি নাদির কর্তৃক দিল্লীর নৃশংস নরহত্যার পূর্ব্বরাত্রে ইহলোক পরিত্যাগ করেন (১৭৩৯ খৃঃ ৯ই মার্চ্চ)। অতঃপর তাঁহার শবদেহ তদীয় ভ্রাতা সা'দৎ খাঁ-নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ সমাধিমন্দিরে সমাহিত হয়।

তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল্ মনসুর খাঁ সফদরজঙ্গের সহিত তাঁহার এক মাত্র কন্যার বিবাহ হয়। ঐ ভ্রাতুষ্পুত্রই পরে অযোধ্যার নবাবপদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। নিম্নে অযোধ্যার নবাববংশের একটী তালিকা প্রদত্ত হইল—

১। বুর্হান্ উল্ মুলক্ সা'দৎ খান্
২। আবুল মনসুর খান্ সফ্দর জঙ্গ্
৩। সুজা উদ্দৌলা
৪। আসফ্ উদ্দৌলা
৫। উজীর আলীখান্
৬। সা'দৎ আলীখান্
৭। গাজী উদ্দীন্ হায়দার
৮। নাসির্ উদ্দীন্ হায়দার
৯। মহম্মদ আলীশাহ
১০। আমজাদ আলীশাহ
১১। ওয়াজিদ আলীশাহ—ইনিই অযোধ্যার শেষ নবাব। ইংরাজরাজ ইঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অযোধ্যারাজ্য অধিকার করেন।

সা'দৎ য়ার খান্, একজন মুসলমান ঐতিহাসিক। তিনি প্রসিদ্ধ রোহিলা-সর্দ্দার হাফিজ রহমৎ খাঁর পৌত্র এবং মহম্মদ য়ারখাঁর পুত্র। স্বীয় খুল্লতাত মুস্তাজা খান্ বিরচিত 'গুলিস্তান রহমৎ' নামক ইতিহাস অবলম্বন করিয়া ১৮৩৩ খৃঃ অঃ তিনি "গুলি-রহমৎ" নামে একখানি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থে তাঁহার পিতামহের জীবনী ও যুদ্ধের বিবরণী লিপিবদ্ধ আছে।

সা'দৎ য়ার খান্, একজন মুসলমান কবি। মুখন্-উদ্দৌলা তহং-মাস্প বেগ খান্ য়াৎকাদ জঙ্গ বাহাদুরের পুত্র। 'মেহের-ব-মাহ'

নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়া ইনি রঙ্গিন্ উপাধি লাভ করেন। ঐ গ্রন্থখানি সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে দিল্লী-রাজধানীতে বিদ্যমান এক সৈয়দ পুত্রের সহিত এক জহুরী কন্যার প্রণয়কাহিনী অবলম্বনে রচিত। গ্রন্থ মধ্যে কতক ঐতিহাসিক ছায়াও পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থকারবিরচিত কএকখানি দিবানও পাওয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একখানি উর্দ্দু ভাষায় লিখিত ও আদিরসপূর্ণ। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ নগরের রাজান্তঃ-পুরবাসিনী ললনাগণের চরিত্রচিত্রের অদ্ভুত কেচ্ছা কাহিনী উহাতে বিশদ ভাবে প্রকটিত হইয়াছে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে ৮০ বৎসর বয়সে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়।

সাদদ্যোনি (ত্রি) যোনিতে অবসন্ন। "সাদদ্যোনিং দম আদীধিবাসং" ঋক্ ৫।৪।৩।১২) 'সাদদ্যোনিং যোনৌ সীদন্তং' (সায়ণ)

সাদন (ক্লী) সদ ণ্যর্থে ণিচ্-ল্যুট্। ১ সদন, গৃহ। ২ উচ্ছেদন, বিনাশকরণ। ৩ বিনাশন। ৪ অবসাদন, ক্লান্তকরণ। ৫ দূরীকরণ।

সাদনস্পৃশ্ (ত্রি) গৃহপুত্রাদি প্রদাতা, যিনি গৃহ ও পুত্রাদি প্রদান করেন। "সাদনস্পৃশোহ রয়িং ং" (ঋক্ ৯।৭২।৮) 'সাদনস্পৃশঃ সাদনানি গৃহান্ পুত্রাদীন্ স্পৃশন্তি,তাদৃশান্ গৃহাদিকস্য প্রদাতৃঃ' (সায়ণ)

সাদনী (স্ত্রী) সাদয়ন্তে রোগা অনয়া সদ-ণিচ্ করণে ল্যুট্-ঙীপ্। কটুকী। (রাজনি°)

সাদন্য (ত্রি) গৃহকর্ম্মকুশল। "সাদন্যং বিদথ্যং সভেয়ং" (ঋক্ ১।৯১।২০) 'সাদন্যং সদনং গৃহং, তদর্হং, গৃহকার্য্যকুশলমিত্যর্থঃ' (সায়ণ)

সাদময় (ত্রি) অবসন্ন, অবসাদবিশিষ্ট। (নলোদয় ৩।২৪)

সাদয়িতব্য (ত্রি) নাশের উপযুক্ত। নাশার্হ। (রামা° ১।৬৬।৪)

সাদর (ত্রি) আদরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আদরের সহিত বর্ত্তমান, আদরযুক্ত, আদরবিশিষ্ট।

সাদস (ত্রি) সদঃবিদ্যতেঽস্য। সদোযুক্ত। (লাট্যা° ২।৩।১৮)

সাদসত (ত্রি) সদসংশব্দোঽস্মিন্নস্তি (বিমুক্তাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।২।৬১) ইতি অণ্। সৎ ও অসৎ পদার্থের বিষয়ক।

সাদা (দেশজ) শুভ্র, শ্বেতবর্ণ।

সাদা পাথর (দেশজ) শুভ্রবর্ণ প্রস্তর, শ্বেত প্রস্তর, মর্ম্মর।

সাদাবাদ,(সাদুল্লাবাদ) যুক্তপ্রদেশের মথুরাজেলার একটী তহসীল। ইহা জেলার সর্ব্বপূর্ব্বভাগে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৮০ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের দক্ষিণপশ্চিমসীমা দিয়া যমুনা নদী এবং মধ্যভাগ দিয়া ঝির্ণা বা খরোণ প্রবাহিত আছে। গ্রীষ্মকালে এই নদীতে আদৌ জল থাকে না। কিন্তু বৃষ্টিপতনের সঙ্গে সঙ্গেই ইহার কলেবর পূর্ণ হইয়া ইহা একটী বিস্তৃতায়তন নদী রূপে বহিয়া যায়, ঐ সময়ে এই নদীর জলে তদ্দেশবাসীর কৃষিবাণিজ্যাদির বিশেষ সুবিধা ঘটিয়া থাকে।

এখানে তুলা, শণ, নীল, অড়হর, জুয়ার ও যব প্রভৃতি পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহসীলের বিচার সদর ঝির্ণা নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২৬´ ১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৪´ ৪২´´ পূঃ। মথুরা নগর, আগরা, আলীগড় ও ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলপথের জলেশ্বর রোড ষ্টেসন হইতে চারিটী পাকা-রাস্তা বরাবর এই নগরে আসিয়া মিলিত হইয়াছে। এইরূপ সুবিধা থাকায় তত্তন্নগরের সহিত সাদাবাদের বাণিজ্যপ্রভাব অদ্যাপিও বিদ্যমান আছে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে মোগল-সম্রাট্ শাহজহান্ বাদশাহের রাজত্বকালে রাজমন্ত্রী উজীর সাদুল্লা খাঁ এই নগর স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই নগরেই প্রথমে জেলার বিচার সদর স্থাপন করেন। পরে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে জেলারূপে বর্ত্তমান মথুরা জেলার সংগঠন করিয়া মথুরায় জেলার বিচার বিভাগ স্থানান্তরিত করা হয় এবং এই নগরে তহসীলের বিচারালত সংস্থাপিত হয়।

এখন সেখানে তহসীলের কাছারী বিদ্যমান। পূর্ব্বে উহা হিম্মৎ বাহাদুরের দুর্গ ছিল। ইহার গঠনপ্রণালী এরূপ দৃঢ় যে বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইলে ইহার অভ্যন্তরস্থ সেনাবৃন্দ অনায়াসে অবরোধক্লেশ সহ্য করিতে পারে। বিখ্যাত সিপাহী বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী জাট সেনাদল সাদাবাদ আক্রমণ করে। ঐ সময়ে একজন হিন্দুরাজপুত বীরদর্পে নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। ইংরাজরাজ এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ ঐ রাজপুত বীরকে আলীগড় জেলায় একখানি গ্রাম জায়গীর দেন।

সাদি (পুং) সদ গতৌ (বসি বপি যজীতি। উণ্ ৪।১২৪) ইতি ইঞ্। ১ সারথি। (হেম) ২ যোদ্ধা। (উজ্জ্বল) ৩ অবসন্ন। ৪ বায়ু। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) (ত্রি) ৫ আদির সহিত বর্ত্তমান, আদিযুক্ত, আদিবিশিষ্ট।

সাদিত (ত্রি) সদ-ণিচ্-ক্ত। ১ বিষাদিত। ২ বিনাশিত, বিধ্বস্ত। ৩ ক্ষয়িত, ভগ্ন, ছিন্ন। ৪ দুর্ব্বলীকৃত। ৫ অবসাদ-প্রাপিত। ৬ শরণপ্রাপিত। ৭ গমিত।

সাদিন্ (পুং) সদ গতৌ ণিনি। ১ অশ্বারোহী। (অমর) ২ গজারোহী। ৩ রথারোহী। (মেদিনী)

সাদী (দেশজ) বিবাহাদি উৎসব। যে গৃহে কোন বিবাহ ক্রিয়া উপলক্ষে লোক জন খাওয়ান হয়, তাহাকে সাদীবাড়ী কহে।

সাদী (শেখ), পারস্য রাজ্যের সিরাজনগরবাসী একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি। পারসিক বা আরবী ভাষায় এমন সুরসিক ও রসজ্ঞ কবি আর নাই। সাধারণে শেখ মস্‌লাহ উদ্দীন্ সাদী অল্ সিরাজী নামে পরিচিত ছিলেন। ৫৭১ হিঃ (১১৭৫খৃঃ) সিরাজ নগরে তাঁহার জন্ম হয় এবং ৬৯১ হিঃ (১২৯২ খৃঃ) ১২০ বৎসর বয়সে তাঁহার প্রাণবিয়োগ ঘটে।

কবি তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনকালে নানা ঘটনায় পরিচালিত হন এবং দীর্ঘকাল শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার জ্ঞানশক্তি নানা বিষয়ে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া এক অপূর্ব্ব কাব্য জ্যোতিতে জগৎ আলোকিত করিতে সমর্থ হয়। বাল্যজীবনে বিদ্যাশিক্ষার পর যৌবনে তিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া হিন্দু ও খৃষ্টান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান হয় যে তাঁহার সৈনিক জীবনে তিনি পারস্যরাজের সেনারূপে সুদূর উত্তর আফ্রিকা হইতে ভারতসীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে যুদ্ধ বিগ্রহে অনেক সময় লিপ্ত ছিলেন। ট্রিপোলী নগরের দুর্গনির্ম্মাণ কালে খৃষ্টান দল তাঁহাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায় এবং কিছুকাল তাঁহাকে দুর্গনির্ম্মাণকার্য্যে নিযুক্ত রাখে। এই খানেই কোন ব্যক্তির সহৃদয়তায় তিনি মুক্তি লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি নিজ কন্যাকে সাদীর হস্তে অর্পণ করিয়া উভয়ের মুক্তির উপায় করিয়াদেন। এই বিবাহে সাদী সুখী হইয়াছিলেন কিনা বলা যায় না। অনেকেই অনুমান করেন, শান্ত চিত্ত কবির পক্ষে ঐ রমণী বড় প্রখরা ছিলেন। কবি স্বরচিত কাব্যের এক স্থলে এতদ্বিষয়ে এইরূপ একটু আভাস দিয়া গিয়াছেন—

"হায়! কি করিনু,
দাসত্বের বিনিময়ে মনোসাধে নিজ পায়ে
নিগড় পরিনু।"

বার্দ্ধক্যে তাঁহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাব বলবান্ হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরমহিমার পূর্ণ বিকাশ দেখিবার জন্য নানা স্থান পর্য্যটন করেন এবং প্রায় চতুর্দ্দশবার মহম্মদের লীলাক্ষেত্র মক্কানগরীতে তীর্থ যাত্রা করিয়াছিলেন।

কবি সর্ব্বজনমান্য সুফী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক আবদুল কাদের গিলানীর শিষ্য ছিলেন। অনেকের ধারণা, তিনি গিলানীর দার্শনিক জ্ঞান ধর্ম্মের প্রয়োজক বিবেচনা করিয়া মনে মনে উক্ত মতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সিরাজ নগরের সান্নিধ্যে আজিও কবি সাদীর সমাধিমন্দির দৃষ্টিগোচর হয়।

তিনি বহু সংখ্যক কবিতা, গাথা, স্তোত্র ও গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কাব্যের মধ্যে গুলিস্তান ও বোস্তান প্রধান। এতদ্ভিন্ন তাঁহার রচিত কতকগুলি আদিরসাত্মক কবিতা পাওয়া যায়। ঐ সংগ্রহটী আল্-খবিসাৎ নামে প্রসিদ্ধ ও তাঁহারই রচিত বলিয়া প্রচলিত। এই কবিতাগুলি তাঁহার উচ্চতর কবিজীবনের কলঙ্কস্বরূপ। কবি ইহার জন্য শেষে খেদ করিয়া ছিলেন বটে, কিন্তু আত্মপক্ষসমর্থনের জন্য তিনি একস্থানে উল্লেখ করিয়াছেন যে এই কবিতাগুলি কাব্যরসের স্বাদবর্দ্ধক ; লবণ যেমন মাংসের রুচি বর্দ্ধন করে, এই কবিতাগুলিও সেইরূপ।

তাঁহার রচিত নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলি সাধারণে আদৃত—১ প্রস্তাবনা, ২ মজলিশখান্, ৩ রেসালী সাহিব দিবান্, ৪ গুলিস্তান, ৫ বোস্তান, ৬ পন্দনামা, ৭ কসাএদ্-আরবী, ৮ কসাএদ্ ফার্সী, ৯ মরামী, ১০ মুলাম্মা-আৎ, ১১ মুজাহাবাৎ, ১২ রুবায়াৎ, ১৩ ফর্দিয়াৎ, ১৪ গজালিয়াৎ, ১৫ মুকুল তিয়াৎ, ১৬ মুরক্কাবাৎ, ১৭ অল্‌খবিসাৎ, ১৮ তর্জিয়াৎ, ১৯ কিতাব-অল্ বদায়ী, ২০ কিতাব তাজ্জোবাৎ, ও ২১ আল্ খরাতিম।

সাদীদ্ উশী, জমাউল্ মকিয়াৎ নামক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য-রচয়িতা।

সাদীদ্ উদ্দীন্ গজরুণী, ইনি আরবী ভাষায় অল্‌মা ঘুণী নামে একখানি হকেমী (বৈদ্যক) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

সাদীক্, একজন মুসলমান কবি। পূর্ণনাম সাদীক্ আলী। ইনি চহারবাঘ হায়দারী নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়া উহা লক্ষ্ণৌর নবাব গাজী উদ্দীন্ হায়দারকে উৎসর্গ করেন। গ্রন্থ মধ্যে গ্রন্থকারের রচনা অতি অল্প, কিন্তু প্রাচীন কবিগণের বহুসংখ্যক পদাবলী উদ্ধৃত করিয়া কবি নবাবের গুণকীর্ত্তনে তাহাই সংযোজিত করিয়াছেন। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদীক্, সৈয়দ মহম্মদ কাদিরীর পৌত্র মীর জাফর খাঁর কাব্য-নাম। ইনি বাহারিস্থান-জাফিরী নামে একখানি কাব্য রচনা করেন। ইনি দিল্লীবাসী ছিলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বৎসরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং দিল্লীর বৈরামদহই নামক নালার ধারে পিতামহের কবরপার্শ্বে ইঁহারও সমাধি হইয়াছিল।

সাদীক খান্, মোগলসম্রাট্ অকবরশাহ বাদশাহের ধর্ম্মগুরু। ইনি একজন ফকির ছিলেন। ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ইঁহার দেহান্তর ঘটে। সিকেন্দ্রা হইতে আগরা যাইবার পথের ঠিক মধ্যস্থলে ও বামভাগে একটী বিস্তীর্ণ ময়দানে অনেকগুলি কবর দেখা যায়। উহার মধ্যে যে সমাধিমন্দিরটী ৬৪টী স্তম্ভযুক্ত দালান সংযোজিত, তাহাই সাধুর সমাধিক্ষেত্র বলিয়া সাধারণের ধারণা।

সাদুদ্দীন্, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান কবি, ইনি কাশ্ উল দকাইক ও সারা-মানার নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ১০৮৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু ঘটে।

সাদুদ্দীন্, তুরুষ্কদেশবাসী একজন ঐতিহাসিক। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে কনস্তান্তিনোপল নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইনি তাজ্-উল্-তবারিখ্ নামে মুসলমান-সাম্রাজ্যের (Othoman Empire)

১২৯৯ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইতে ১৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইতিহাস রচনা করেন। গ্রন্থখানি ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসুর বিশেষ আদরের সামগ্রী, ইহা ছাড়া সলিম-নামা নামে ইহাঁর রচিত আর একখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহাতে তুরুষ্করাজ ১ম সেলিমের জীবনেতিবৃত্তসংক্রান্ত গল্পমালা নিবদ্ধ আছে।

সাদুদ্দীন্ হাম্বিয়া, সজঞ্জাল-উল্-আৰ্বা, কিতাব মহবুব প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

সাদুল্লা খাঁ, সুবিখ্যাত রোহিলা সর্দ্দার আলীমহম্মদ খাঁর পুত্র। পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে ইনি রোহিলাধিকৃত প্রদেশের রাজ্যেশ্বর হন; কিন্তু হাফিজ রহমৎখাঁ তাঁহাকে বার্ষিক ৮লক্ষ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়া স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইহার ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে নবাব সুজা উদ্দৌলার সহিত হাফিজ রহমতের যুদ্ধে নিহত হন। [রোহিলা দেখ।]

সাদুল্লা খাঁ, মোগল সম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের একজন বিশ্বস্ত রাজকর্ম্মচারী। উপাধি খান্ আলম্। ইনি সম্রাট্ কর্তৃক পারস্য-রাজসকাশে দৌত্যকার্য্যে প্রেরিত হইয়াছিলেন। ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদুল্লা খাঁ, বিজনোরের নবাব মাহ্মুদখাঁর শ্যালক। ইনি আমরোহা প্রদেশের মুনসফ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইনি নবাবভ্রাতা জলালউদ্দীন্খাঁর সহযোগে ইংরাজ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে কোট-কাদের নামক স্থানে বিদ্রোহ-অপরাধে ধৃত হইয়া সামরিক বিচারে জেনারল জোন্সের আদেশে তোপে নিহত হন।

সাদুল্লা খাঁ, (উজীর), মোগলসম্রাট্ শাহজহান বাদশাহের সভাসদ ও বিচক্ষণ মন্ত্রী। ইহার ন্যায় সুদক্ষ, সরলান্তঃকরণ, সর্ব্বদর্শী রাজমন্ত্রী ভারতের অদৃষ্টপটে অতি বিরল দৃষ্ট হয়। বাদশাহ আলমগীর ইহাঁরই কূটনীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে ৪৮চান্দ্র বৎসরে ইহার মৃত্যু ঘটে। ইনি জুম্লাৎ-উল্-মুলক ও অল্লামী ফ্হামী উপাধিতে পরিচিত ছিলেন।

সাদুল্লা নগর, অযোধ্যা প্রদেশের গোণ্ডা জেলার একটী পরগণা। উত্তর পার্শ্ববর্তী উত্রৌলা পরগণার ভূম্যধিকারী এই পরগণার অধিকারী। পূর্ব্বে এই পরগণা জঙ্গলময় ছিল এবং দস্যুদল ঐ বন মধ্যে লুক্কায়িত থাকিয়া পার্শ্ববর্তী স্থানবাসীদিগের প্রতি অত্যাচার করিত। ইহাদের বীভৎস অত্যাচার ও উৎপীড়ন দমনের জন্য উত্রৌলার রাজারা পরগণা আবাদ করিবার জন্য চেষ্টা পান। এক্ষণে উহার প্রায় অধিকাংশ স্থান আবাদ হওয়াতে এখান হইতে দস্যুভয় বিদূরিত হইয়াছে।

২ উক্ত প্রদেশের উক্ত জেলার একটী গণ্ডগ্রাম এবং সাদুল্লা পরগণার বিচার সদর। গোণ্ডানগর হইতে ২৮ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫´৪৫´´ উঃ এবং ৮২° ২৪´৫১´´ পূঃ। ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে উত্রৌলা রাজবংশের রাজা সাদুল্লাখাঁ এই নগর স্থাপন করেন।

সাদুল্লাপুর, বাঙ্গালার মালদহ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানকার ভাগীরথীতীরস্থ স্নানের ঘাটের জন্য এই স্থান সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। মালদহ জেলার বহুদূরবর্ত্তী স্থানবাসীরা স্ব স্ব মৃতকল্প আত্মীয়দিগের ৺গঙ্গাপ্রাপ্তিকামনায় এখানে কিছুদিনের জন্য গঙ্গাবাস করান। অনেক সময় দূরদেশ হইতে মৃতদেহ দাহ করিবার জন্যও এখানে আনা হয়।

গৌড়নগরে যখন মুসলমান রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, তখন রাজাদেশে সাদুল্লাপুরের ঘাটই হিন্দুর শবদাহের একমাত্র স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই প্রাচীনত্বনিবন্ধন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর চক্ষে ইহা একটী মহাশ্মশান বলিয়া গণ্য হইয়াছে, এই কারণে এখানকার ঘাটে স্নান ও শ্মশান দর্শন পুণ্যজনক বিবেচনায় অনেকে এখানে যোগোপলক্ষে স্নান করিতে আইসে। প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয় এবং বহুশত লোক এখানে স্নান করিতে আইসে।

সাদুল্লাপুর, পঞ্জাব প্রদেশের চন্দ্রভাগা নদীর তীরবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে শের সিংহ পরিচালিত শিখ সেনার সহিত সর্জন থাকওয়েলের অধীনস্থ ইংরাজবাহিনীর একটী ঘোরতর সংঘর্ষ হয়। এই যুদ্ধে ইংরাজপক্ষ শিখদিগকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই।

সাদুল্লা শেখ, দিল্লীবাসী একজন মুসলমান সাধু কবি। ইনি গুর্জ্জররাজমন্ত্রী ইস্লামখাঁর বংশধর ও শাহগুলের শিষ্য। শাহগুল শেখ আহ্মদ মুজাদ্দিদের বংশধর ও বাহদৎ নামে পরিচিত ছিলেন। সাদুল্লা গুরু সহবাসে থাকিয়া গুলশান নাম গ্রহণ পূর্ব্বক দরবেশ বেশে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ১৭২৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীনগরে ইঁহার মৃত্যু হয়।

সাদৃশ (ত্রি) সদৃশ স্বার্থে অণ্। সদৃশ শব্দার্থ। (সাংখ্যা°গৃ°৪।২১।২)

সাদৃশীয় (ত্রি) সদৃশ সম্বন্ধীয়।

সাদৃশ্য (ক্লী) সদৃশস্য ভাবঃ সদৃশ-ষ্যঞ্। সদৃশত্ব, তুল্যতা, সাম্য। ইহার লক্ষণ—

"তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়ো ধর্ম্মবত্বং" (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া তৎপদার্থগত ভূয়োধর্ম্মবত্বই সদৃশত্ব। মুখে চন্দ্রের সাদৃশ্য আছে, এই স্থলে মুখ চন্দ্র ভিন্ন হইয়া চন্দ্রগত আহ্লাদকত্বাদি মুখে আছে, চন্দ্র দেখিলে যেরূপ আহ্লাদ হয়, তদ্রূপ মুখদর্শনেও আহ্লাদ হয়, এই জন্য মুখে চন্দ্র সাদৃশ্য।

"চন্দ্রভিন্নত্বে সতি চন্দ্রগতাহ্লাদকত্বাদিমত্ত্বংমুখেচন্দ্রসাদৃশ্যং"(সিদ্ধা°মু°)

তৎপদার্থ ভিন্ন হইয়া অর্থাৎ যে পদার্থের সাদৃশ্য হইবে, সেই পদার্থ ভিন্ন হইয়া সেই পদার্থের অধিক ধর্ম্মবত্ত্ব যে পদার্থে থাকে, তাহাই সাদৃশ্য। অতএব এই স্থলে আহ্লাদকত্বই সাদৃশ্য হইল। এইরূপ যে যে স্থলে হইবে, তথায় সাদৃশ্য হইবে।

কবিকল্পলতায় কোন্ কোন্ বস্তুতে কোন্ কোন্ বস্তুর সাদৃশ্য আছে, তাহা বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে, তাহা সংক্ষেপে লিখিত হইল—

বেণীর সাদৃশ্য সর্প ও ভ্রমরশ্রেণী; কেশপাশের চামর ও ময়ূরপুচ্ছ; খোঁপার বিধুন্তুদ ও অন্ধকার; সীমন্তের মেঘ, পন্থা ও দণ্ড; ললাটের অষ্টমীচন্দ্র ও ফলক; কপোলের চন্দ্র ও মুকুরস্থল; ভ্রূর খড়্গ, ধনুর্যষ্টি, রেখা, পল্লব, ও বল্লি; নেত্রের চকোরচক্ষুঃ, হরিণচক্ষুঃ, মদিরা, খঞ্জন, অঞ্জন, কুমুদ, নীলপদ্ম, ও প্রোষ্ঠী মৎস্য; কর্ণের দোলা,ও পাশ; নাসার বংশ, কেতকীপুষ্প, কণ্টক, অধোমুখতূণীর, চঞ্চু, তিলপুষ্প ও দণ্ড; অধরের নবপল্লব, বিম্বফল ও প্রবাল; দন্তসমূহের মুক্তাশ্রেণি, কুন্দপুষ্প, দাড়িম্ববীজ, হীরক; হাস্যের জ্যোৎস্না, পুষ্প,ও পীযূষ; শ্বাসের পদ্মগন্ধ ও মুক্তাশীতল; জিহ্বার জবাপুষ্প ও চঞ্চল বস্তু, বাণীর কোকিলশব্দ, ভ্রমরগুঞ্জন, সুধা, মধু ও বীণাঝঙ্কার; মুখের চন্দ্র, পদ্ম ও দর্পণ; কণ্ঠের শঙ্খ, চিবুকের দর্পণবৃন্ত, স্কন্ধের কুম্ভ, বাহুর মৃণাল, বল্লরী, তরঙ্গ, শাখা ও পাশা, অঙ্গুলির পদ্মদল, পল্লব, চম্পকপুষ্প, নবদল ও দীপ; নখসমূহের রত্ন, তারা, পুষ্প ও চন্দ্র; স্তনদ্বয়ের পদ্মমুকুল, ঘট, হস্তিকুম্ভ, গিরি, চক্রবাক ও বিল্বযুগ্ম; মধ্যের বরটকমধ্য, সিংহমধ্য, বজ্রমধ্য, ও ক্ষীণদ্রব্য; লোমশ্রেণির রেখা, নীলকান্তমণিশিখা, শৈবাললতা, ধূমলতা ও হস্তিশুণ্ড; নাভির আবর্ত্ত, পদ্ম, হ্রদ, বিবর, ও কূপ; ত্রিবলীর তরঙ্গসোপান ও নিম্নশ্রেণী; জঘনের পুলিন, পীঠ ও ফলক; নিতম্বের স্থল, পর্ব্বত, পৃথিবী, স্থূলোপল, ও মহদ্বস্তু; উরুদ্বয়ের কদলীকাণ্ড, ও করিকর; জঙ্ঘার স্তম্ভ, পাদের পদ্ম ও নবপল্লব; গতির হংসগমন, হস্তিগমন ও খঞ্জনগমন।

পুরুষ ও স্ত্রীসম্বন্ধে সাদৃশ্যের কিছু ইতর বিশেষ আছে। যেমন পুরুষের স্কন্ধের বৃষস্কন্ধ, বজ্র ও অশ্বস্কন্ধ; বাহুর বৃহৎসর্প, হস্তিশুণ্ড, স্তম্ভ ও অর্গলদণ্ড; বক্ষের শিলা ও কবাট; গতির মত্তবৃষ, যশের চন্দ্র ও কুন্দ, যূথিকা প্রভৃতি শুভ্রপদার্থ; প্রতাপের অগ্নি, বাড়বাগ্নি, রবি, রবিকিরণাদি; জবাপদ্ম প্রভৃতি রক্তবর্ণ পদার্থ; পুণ্যের সংস্কার, গো,বৃক্ষবীজ, অঙ্কুর, শুক্লপদার্থ, সামর্থ্যের মহদ্বস্তু, সিংহবিক্রমাদি; নীতির সাধ্বী স্ত্রী, প্রদীপমালা, লতাদি; আজ্ঞার বেদবাক্য, গুরূপদেশ, উৎকটেচ্ছাদি; শাসনের প্রারব্ধ কর্ম্ম ও স্থিরবাক্য; পাপের কর্দ্দম, কলঙ্ক, অকীর্ত্তি; কৃষ্ণবর্ণ কেশ মসি প্রভৃতি বস্তু, অন্ধকার; অকীর্ত্তির মালিন্য, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু ও অন্ধকার; কস্তূরিকার মেঘ, ভ্রমর, নীলকান্তমণি, কজ্জল, সুগন্ধিদ্রব্যদাহজন্য ধূম, কৃষ্ণবর্ণ পুষ্প প্রভৃতি, স্থলবিশেষে কন্দর্পায়ন, কামুকায়ণ, ও কামিজ্ঞায়ণ; কজ্জলের পূর্ব্বরূপ মেঘাদি; কর্পূরের চন্দ্র, চন্দ্রকিরণ, কুন্দ, যূথিকাপুষ্প, হিতীয় পিণ্ড, বিরহিগণ্ড প্রভৃতি; মনোরথের ফলপুষ্পাদি যুক্ত বৃক্ষ, কবিবুদ্ধিরচনা; আনন্দের সুধাসমুদ্র ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকারাদি; কামিনীর অবলোকনের নিত্যসুখসাক্ষাৎকার, অমৃত রস, পূর্ণচন্দ্রাদি সাক্ষাৎকার, অতি প্রিয়তম বস্তুপ্রাপ্তি, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার; অমৃতের কামিনীর অধর, সৎকাব্য ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার; বিষের সাধ্বী-স্ত্রীবিরহ, পাপ, মলিন বস্তু,দুঃখদ বস্তু, গ্রীষ্মাগ্নি,শীতকালীন শীতলোদক ও ব্যভিচারিণী স্ত্রী; বিরহের অগ্নি, আধি, যাতনা, সমুদ্র, তপ্তবস্তু, ও দুঃখদ বস্তু; পুষ্পসমূহের চন্দ্রাদি, কামিনী ও যশঃ; চন্দ্রের প্রমদামুখ, অতিশুভ্রবস্তু, যশঃপুণ্যাদিঃ; সূর্য্যের শিবনেত্রাগ্নি, জবাপুষ্প, বসন্তকালীন পলাশবৃক্ষ, কাঞ্চন বৃক্ষ ও বাড়বাগ্নি, পদ্মের পাটলপুষ্প, কামিনীমুখাদি, রক্তবর্ণ দ্রব্য; ইন্দীবরের নীলকান্তমণি, কস্তুরী ও কামিনীনয়ন; কৈরবের চন্দ্র, কুন্দাদি শুভ্রবস্তু; রাজার ইন্দ্র, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, মান্ধাতা, ভগীরথ প্রভৃতি চক্রবর্ত্তী; মেঘের কৃষ্ণ, কালী, নীলপদ্মসমূহ, ভ্রমরশ্রেণি, ইন্দীবরবন, দাতৃব্যক্তি, কৃষ্ণবর্ণ বস্তু; শরতের মেঘের চন্দ্র প্রভৃতি শুভ্র পদার্থ; কন্দর্পের চন্দ্র, পুরূরবা, অশ্বিনীকুমার ও নল; প্রদীপের চম্পকপুষ্প, প্রতাপ, শাস্ত্র, ঋষি; বায়ুর শীঘ্রগামী পদার্থ; অশ্বের বায়ু, হরিণ, মন; হস্তীর পর্ব্বত, মেঘ, তমালবৃক্ষ, অন্ধকার; সৌধের কৈলাস, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা, চন্দ্র; শ্রীকৃষ্ণের সজলজলদ, তমাল, নীলমণি, ভ্রমরশ্রেণি, ইন্দীবর, নীলপদ্ম,আকাশ; শ্রীরামের দূর্ব্বাদল, বৃক্ষপল্লব ও পূর্ব্বোক্তপদার্থ; লক্ষ্মীর পার্ব্বতী, চন্দ্রকান্তি, রতি, সীতা, দ্রৌপদী, পদ্মকান্তি; সরস্বতীর চন্দ্রকলা, কৈলাসকান্তি ও শুভ্রপদার্থ; বিপণির সমুদ্র, পণ্ডিতমন, নারায়ণোদর ও ব্রহ্মাণ্ড; সমুদ্রের মেঘাদি কৃষ্ণ পদার্থ, বিদূরভূমি, মহাভারত, অপস্মারী; পুরের স্বর্গ, কৈলাস, মনোরম বৃহৎবর্ত্তি; রথের পুষ্পক, বৈকুণ্ঠ, পুরী, পোত, পৃথ্বী; কামিনীমুখের চন্দ্র, পদ্ম, দর্পণ; কামিনীর তড়িৎ, তারা, স্বর্ণলতা, স্বর্ণকেতকী; নায়কের চন্দ্র, কন্দর্প, ঐল, অশ্বিনীকুমার; সভার সূর্য্যমণ্ডল, সুধর্ম্মা, গণ্ডকীপর্ব্বত, সুমেরু, গঙ্গা; পণ্ডিতের বৃহস্পতি, শুক্র, ঋষি, সরস্বতী; বিরহীর শিব, অজ, দুঃখিব্যক্তি, উন্মত্ত ব্যক্তি, চন্দনতরু, হরমস্তকস্থ চন্দ্র, বাড়বাগ্নিযুক্ত সমুদ্র, বল্মীক, চন্দ্রশেখরপর্ব্বত; দাতার কর্ণ, উশীনর, কল্পবৃক্ষ, কামধেনু, রোহণ, সমুদ্র, মেঘ, বলি, জৈমিনি, যুধিষ্ঠির; বসন্ত ঋতুর মলয়বায়ু, মত্ত, উন্মাদরোগ, বিরহীর প্রতি

যম, অগ্নি, বিষ, সর্প; গ্রীষ্মঋতুর অগ্নি, বিরহ, বিরহিণীনিশ্বাস; সর্পনিশ্বাস; বর্ষাঋতুর রাত্রি, সমুদ্র, গগন, নারায়ণ, শরৎঋতুর চন্দ্র, কাশ পুষ্পাদি রূপ,চামর, ঐরাবত, গঙ্গ, শীতঋতুর অপস্মারি-ব্যক্তি, রাজ্যশূন্য রাজা; শিশিরঋতুর রাজাগমনকাল; ভগীর সমুদ্র, পর্ব্বত, পৃথিবী, মদন, অশ্বিনীকুমারদ্বয়; সচিবের বৃহস্পতি। (কবিকল্পলতা)

সাদগুণ্য (ক্লী) সদ্‌গুণ-ষ্যঞ্‌। ১ সদ্‌গুণ-সম্বন্ধীয়। ২ সদ্‌-গুণসমূহ।

সাদ্ভুত (ত্রি) অদ্ভুতেন সহ বর্ত্তমানঃ। অদ্ভুতের সহিত বর্ত্তমান, অদ্ভুতবিশিষ্ট। আশ্চর্য্যদ্যোতক।

সাদ্য (ত্রি) ১ আরোহণের উপযুক্ত। (পুং) ২ অশ্বারোহী।

সাদ্যঃক্র[ক্রী]—একাহ সোমযাগ।

সাদ্যস্ক (ত্রি) অচিরে ক্রিয়মান। শীঘ্র যাহা সংঘটিত হইবে।

সাদ্যোজ (ত্রি) সদ্যোজ সম্বন্ধীয়। (পা ৪।২।১৭৫)

সাধ্, সিদ্ধি, সংসিদ্ধি; নিষ্পত্তি। দিবাদি° পক্ষে স্বাদি° পরস্মৈ° অক° নিষ্পাদন অর্থে সক° সেট্। লট্ সাধ্যতি। স্বাদি পক্ষে সাধ্নোতি। লিট্ সসাধ। লুট্ সাদ্ধা। লৃট্ সাৎস্যতি। লুঙ্ অসাৎসীৎ, অসাদ্ধাং, অসাৎসুঃ। সন্ সিসাৎসতি, সিষাৎ-সতি। ষঙ্ সাসাধ্যতে। যঙ্ লুক্ সাসাদ্ধি। নিচ্ সাধয়তি। লুঙ্ অসীষধৎ।

সাধ্ ধাতুর নির্ব্বাহ, বধ, প্রাপ্তি, পরীক্ষা ও গমন এই সকল অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন প্রায়ই ণ্যন্তক সাধ্ ধাতু সম্‌ধাতু স্থানে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

"প্রায়েণ ণ্যন্তকঃ সাধির্গমেস্থানে প্রযুজ্যতে।" (গণ) প্র+ সাধ=প্রসাধন। অলঙ্করণ। ২ কণ্টকশোধন। বৈরনির্য্যাতন। সম+সাধ=নির্ব্বাহ, শিক্ষা।

সাধ (দেশজ) ১ বাসনা, অভিলাষ। ২ গর্ভিণীর গর্ভদোহদ। স্ত্রীদিগের গর্ভাবস্থায় তাহাদিগের নানা বস্তুতে অভিলাষ হইয়া থাকে, গর্ভিণীকে যদি তাহার অভিলষিত বস্তুপ্রদান না করা হয়, তাহা হইলে তাহার গর্ভবিঘ্নের সম্ভাবনা। এই জন্য গর্ভ-বতী স্ত্রীদিগকে এই সাধ দেওয়া অবশ্যকর্ত্তব্য। সাধারণতঃ স্ত্রীদিগের পাঁচ ও নয় মাসে এই সাধ দেওয়া হয়। এই সাধকে যথাক্রমে কাঁচাসাধ ও পাকাসাধ কহে। পাঁচমাসে কাঁচাসাধ ও নয় মাসে পাকাসাধ দেওয়া হয়। জ্যোতিষ মতে দিন দেখিয়া অথবা স্ত্রীদিগের সহিত গর্ভবতী স্ত্রীকে ঐ সাধ ভক্ষণ করিতে হয়, স্ত্রীদিগের কাঁচাসাধকালে সকল প্রকার তৃপ্তদ্রব্য প্রদত্ত হয়। পাকাসাধের সময় অবস্থা অনুসারে সকল প্রকার ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা গর্ভিণীকে ভোজন করান হয়। দেশভেদে ইহার প্রণালীরও ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থানে নিয়ম আছে যে দিন সাধ দেওয়া হয়, সেই দিনেই প্রসব-গৃহ নির্ম্মাণ করা হইয়া থাকে।

সাধ (সাধু শব্দের অপভ্রংশ), উত্তরপশ্চিম ভারতের একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়। পঞ্জাব প্রদেশে ইহার প্রথম বিকাশ। বর্ত্তমানে যুক্ত-প্রদেশের নানা স্থানে এই সম্প্রদায়ী লোকের বসবাস দেখা যায়। অনুমান ১৬০০ সম্বৎ বা ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে নরনৌলের নিকটবর্ত্তী বীজেশ্বর নামক স্থানবাসী বীরভানু নামক এক ব্যক্তি উধো (উদ্ধব) দাস নামক এক সাধু পুরুষের নিকট হইতে অবিজ্ঞাত সূত্রে এই নবীন ধর্ম্মের অভিব্যক্তি লাভ করেন। উধোদাস সৎ-নামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক রায়দাসের শিষ্য ছিলেন। তিনি স্বীয় গুরুদেবের ধর্ম্মমত সংস্কারান্ত যে অভিনব সিদ্ধান্তে সমুপস্থিত হন, তাহাই তিনি দৈব শক্তিবলে বীরভানুহৃদয়ে নিষিক্ত করিয়াছিলেন এবং তাহা হইতে সাধ এই ধর্ম্মমতের উৎপত্তি হইয়াছে।

উধোদাস বীরভানুকে আরও জানাইয়াছিলেন যে তিনি অবিলম্বে ধরাতলে পুনরায় অবতীর্ণ হইবেন এবং নিম্নলিখিত কয়টী লক্ষণ দেখিতে পাইলে তাঁহার শুভাগমন ঘটিয়াছে বুঝা যাইবে। ঐ লক্ষণ গুলি এই—১ আমি যাহা বলিলাম ভবিষ্যতে তাহাই ঘটিবে, ২ আমার দেহ হইতে কোনরূপ ছায়াপাত হইবে না। ৩ আমি পরে তোমাকে আমার হৃদয়ের বাসনাবলী জানা-ইব। ৪ আমি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থল অন্তরীক্ষে বিলম্বিত থাকিব এবং ৫ আমি মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে মৃতদেহে জীবন সঞ্চার করিব।

এই প্রদেশের লোকেরা ইহাদিগকে সাধ বলিয়া ঘোষণা করে, কিন্তু ইহারা সৎনামী বলিয়াই আপনাদিগের পরিচয় দেয়, বেশ ভূষার পারিপাট্য ইহাদের মধ্যে একেবারেই নিষিদ্ধ। ধর্ম্ম নরনারীরা কেবল মাত্র শ্বেত বস্ত্র পরিধান করিতে পারে এবং মস্তকে সাম্প্রদায়িক পাগড়ী ব্যতীত ইহারা অপর কোনপ্রকারের টুপী ধারণ করিতে সমর্থ নহে। ধর্ম্মনীতি অনুসারে ইহাদের মধ্যে মিথ্যা কথা বলা বা শপথ করা মহাপাপ। মদ, অহিফেন, গাঁজা ভাঙ্গ প্রভৃতি মাদক এবং পান, তামাক প্রভৃতি উপভোগের উপ-করণ মাত্র সেবন নিষিদ্ধ। ইহারা সর্ব্বভূতে সমদয়াসম্পন্ন এবং সকল প্রাণীর অন্তরে ব্রহ্ম বিরাজমান আছেন, এই যুক্তি থাকায় ইহারা কখন সামান্য অতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদিরও হিংসা করে না। এই কারণে পশুমাংস ভক্ষণও নিষিদ্ধ হইয়াছে।

ইহারা একমাত্র "সৎ" উপাসনা করে। সেই পরম সত্যের মূর্ত্তিমদ্রূপে উপাসনা বা পৌত্তলিকাচার রূপ ব্যভিচার ইহাদের নিকট অতীব ঘৃণিত। কোন দেব মূর্ত্তির সমক্ষে ইহারা শিরঃ অবনত করিয়া নমস্কার করে না। সম্মানার্হ ব্যক্তি ও যুরোপীয় রাজকর্ম্মচারী দেখিলে তাহার সম্মান প্রদর্শনের জন্য হস্ত বক্ষ পর্য্যন্ত তুলিয়া সেলাম করে।

স্বসম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতে ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। ইহাদের ধর্ম্ম গ্রন্থগুলি ভাষায় (হিন্দি) লিখিত। উহাতে ধর্ম্মতত্ত্বের বিশেষ বিশেষ "বাণী" ধর্ম্মসঙ্গীতরূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের অনেক স্থলে কবীর নামক প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মমতপ্রবর্ত্তক-রচিত ঐশতত্ত্ববিষয়ক সঙ্গীত নিবদ্ধ দেখা যায়। ইহারা প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে "জুমলা ঘরে" বা বিভিন্ন 'চৌকীতে' স্ত্রী পুরুষে একত্র সমবেত হইয়া ঐ ভজনগীতি গান করিয়া আরাধনা করিয়া থাকে।

দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর ও ফরুখাবাদই এই সম্প্রদায়ের প্রধান আড্ডা। মীর্জাপুর জেলায়ও ইহাদের কতক বাস আছে। ইহারা কেলিকো নামক বস্ত্রে ছাপ দিয়া ছিটের কাপড় প্রস্তুত করে এবং উহাই এই নিরীহ সম্প্রদায়ের একমাত্র উপজীবিকা। ইহারা স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিবাহ করে। অর্থ বা সামাজিক মর্য্যাদার পার্থক্য লইয়া ইহাদের কোন বাধা নাই; তবে যদি সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন পাপজনক বা ঘৃণিত কার্য্য করিয়া সমাজের চক্ষে পতিত হয়, তাহা হইলে সম্প্রদায়ের নিয়ম তাহার পক্ষে চলিতে পারে না। ইহারা একত্র আহার করে। পরস্পরে হিংসা, দ্বেষ, নিন্দা বা কুৎসা ও বিবাদ একান্ত নিন্দনীয়।

আপনাদের সমাজ ব্যতীত অন্য সমাজের স্বজাতীয়ের কন্যা বিবাহ করিতে ইহারা সমর্থ নহে। সমাজের মধ্যে যে ঘরে একবার বিবাহ হইয়াছে, স্মরণ থাকিলে সে ঘর হইতে কোন ক্রমেই তাহারা কন্যা গ্রহণ করে না। ইহারা এক একটী মহল্লায় একত্র দলবদ্ধ ভাবে বাস করে, সকলেই পরিশ্রমী ও কর্ম্মঠ, আলস্য করিয়া বসিয়া থাকা অথবা অন্নের জন্য অপরের স্কন্ধে ভার দেওয়া, ইহারা অতি ঘৃণার বিষয় বলিয়া জ্ঞান করে; এই কারণে ইহাদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা ভিন্ন ইহারা আপনাদের মধ্যে পরস্পরে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়া থাকে। স্বসম্প্রদায়ের দরিদ্র, হতভাগ্য, বিধবা ও অনাথদিগকে ইহারা আহার্য্যদান করে, আহারের জন্য অন্য কোথাও ভিক্ষার্থ যাইতে দেয় না।

ইহারা প্রায়ই পুত্র বা কন্যার বাল্যাবস্থায় বিবাহসম্বন্ধ স্থির করে। দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ, বা ষোড়শবর্ষে বিবাহ নিষিদ্ধ। বিবাহে কন্যাপণ নাই, তবে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ উপহার দিতে হয়। বহু বিবাহ নাই, স্ত্রীলোকেরাও এক স্বামী থাকিতে বা স্বামীর দেহান্তে পুনরায় অন্যস্বামী গ্রহণ করিতে পারে না। যখন পুত্রের বিবাহ দেওয়া পিতার একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয়, তখন সেই ব্যক্তি স্বগৃহস্থ কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোককে বিবাহের প্রস্তাব সহ কন্যার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দেয়। এই প্রস্তাবে যদি কন্যার পিতা সম্মত হয় তাহা হইলে তিনি ঘটকরূপে সমাগত ব্যক্তিকে মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ খাওয়াইয়া ও তাহার হস্তে কিছু টাকা দিয়া বিবাহ সম্বন্ধ পাকা করিতে বাধ্য হন। ইহাকে 'মান্দনি পাক্কি' বলে।

বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইলেও কন্যা ঋতুমতী না হওয়া পর্য্যন্ত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয় না। ঐ সময়ে বরের পিতা বিবাহের দিন স্থির করিয়া কন্যার পিতাকে সেই শুভবার্ত্তা বলিয়া পাঠান এবং স্বয়ং স্ব-সমাজের লোকদিগকে ডাকাইয়া জানান যে অমুক দিন আমার পুত্রের বিবাহ হইবে। তদনন্তর সকলে চৌকীতে সমবেত হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিয়া থাকে। ঐ দিন হইতে বিবাহ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহই বর ও কন্যার গাত্রে হরিদ্রা চন্দনাদি মাখান হয় এবং প্রত্যহই সমাজস্থ সকলে একত্র হইয়া বিবাহ মঙ্গল গান করে।

বিবাহদিনে মধ্যাহ্নকালে সমাজস্থ সকলে কন্যার পিতার আলয়ে গমন ও ভোজন করে, সায়ংকালে বর, বরের পিতা ও বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনাদি বর লইয়া কন্যার আলয়ে যায় এবং তথায় সকলে প্রাঙ্গণস্থ বিছানার উপর উপবেশন করে। বরের জন্য তাহাদের সম্মুখভাগে একটী কাষ্ঠময় সিংহাসন সজ্জিত থাকে, বর ঐ সিংহাসনে উপবেশন করিলে, গৃহাভ্যন্তর হইতে কন্যাকে বাহিরে আনয়ন করিয়া ঐ সিংহাসনে বরের বামপার্শ্বে বসাইয়া দেয়। ঐ সময়ে কন্যার কোন আত্মীয় আসিয়া উভয়ের বস্ত্রাঞ্চলে গ্রন্থিবন্ধন করে এবং সামাজিকের মধ্যে যে কেহ একজন ঐ সময়ে দণ্ডায়মান হইয়া মঙ্গলগীতি গান করিতে থাকেন। তদনন্তর বর ও কন্যা সিংহাসন হইতে নামিয়া উহার চারিদিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করে। ইহাই ইহাদের বিবাহের শেষ অঙ্গ। সিংহাসন-প্রদক্ষিণ দম্পতীর সংসারচক্রপরিভ্রমণের রূপান্তর কল্পনা মাত্র।

অনন্তর সকলে বর ও কন্যা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হয়। এখানে স্বামী গৃহে কয়দিন বাসের পর কন্যার ভ্রাতা আসিয়া স্বীয় ভগিনীকে পিত্রালয়ে লইয়া যায়। এই সময়ে কন্যা কিছুদিন পিত্রালয়ে থাকিতে পায়। তারপর, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে দিনস্থির করিয়া কন্যাকে চিরদিনের জন্য তাহার শ্বশুরালয়ে আনা হয়।

স্ব-সম্প্রদায় হইতে বিতাড়িত হইবার উপযুক্ত কোনরূপ দোষ না করিলে স্ত্রীলোকদিগের বিবাহ বন্ধন ছেদন হয় না। ঐরূপ কারণ হইলে সামাজিকদিগের একটী সভা আহূত করিয়া তাহার সমক্ষে পত্নীকৃত দোষের বিবরণ জ্ঞাপন করিতে হয়। সামাজিক কোন ব্যক্তি কোন অপরাধে অপরাধী হইলে পঞ্চায়তের নিকট তাহার বিচার হয়, তাহারা কখনও তজ্জন্য আদালতের আশ্রয় লয় না।

এই সম্প্রদায়ের লোকেরা বিবাহকালে যেরূপ মঙ্গলগীতি

পাইয়া থাকে, মৃত্যুকালেও সেইরূপ পারমার্থিক তত্ত্বের গান গায়। ইহারা শব দাহ করে। শুনা যায়, ফরুখাবাদের সাধেরা পূর্ব্বে নবাবী আমলে আপনাদের শবদেহ প্রলম্বভাবে বৃক্ষে বাঁধিয়া চলিয়া যাইত। একথা কোন সাধই স্বীকার করে না এবং ইহা ব্রাহ্মণদিগের রটনা বলিয়াই সাধারণের ধারণা।

১। বিবাহের মঙ্গলগীতি—

(ক) দর্শন দে গুরু! পরম সনেহী!
তুম্ বিনা দুখ্ পাবই মোরি দেহী!
নিন্দ ন আবে অন্ন না ভাবই!
বার বার মোহীঁ বিরহ সতাবৈ।
ঘর অঙ্গনা মোহী কছু না সুহাএ।
কজর তৈ পর বিরহ্ ন জাএ।
নইনাঁ ছুটই সলহল ধারা;
নিশ দিন পন্থ নিহারু তুম্হারা।
জইসে মীন মরই বিনু নীর,
ঐসে তু বিনা দুখত শরীর।"

(খ) দুখৎ তুম্ বিনা, রোতৎ দুয়ারে; পর্গত্ দর্শন দীজিয়ে।
বিন্তি করুন্ মেরে সানির বলি থাউন, বিলম্ ন কীজিয়ে॥
বিবিদ্ বিবিদ্ কর্ ভয়াউন্ ব্যাকুল বিনা দেখে চিৎ ন রহই।
তপৎ জ্বাল উথত তন্ মেঁ কঠিন দুখ মেরো কো সহাই॥
ঔগুন্ অপ্রাধি দায় কীনই ঔগুন্ কছু না বিচারিয়ো।
পতিল পাবন রঘুপতি অব পল ছিন ন বিসারিয়ো॥
দায় কীজো দরশ দীজো অব কি বদি কো ছোরিয়ো।
ভর ভর নয়নাঁ নীরখি দেখো নিজ সনেহ ন তোরিয়ো॥

২। মৃত্যুকালীন গীত—

তুঝে বিনানা কিয়া পরি তু আপ্না নিবের?
বাজই তাল বজন্ত রে মন বাবরে! সুতরি ন ছের।
পর হক্ ছারো হক্ পিছারো সমাঝবালা ফের।
ঝুটা বাজি জগৎ কা, মন বাবরে! শুন সহদ কি তের।
কায়তো নগ্রী সকল, ভমরি পাঁচ জমেঁ সের।
গুরু গ্যান খড়্গ সম ভল লে মন বাবরে
যম যম করই নজের
তেরা জীবন ছিন্ পল এক, জগ মেঁ ফির না ঐসি বের।
তেরা পর জহাজ সমুদ্র মেঁ, মন বাবরে! ফির সকই কের।
সভি মুশাফির বাহ্কে সব্খরে কমর কশে।
লেনা হোএ সো লিজিয়ে, মন বাবরে, বীতি জাত্ত অবের।
কর সুমারাঁ সৎগুরু ছাড়ো দুন্দ দুহেল।
তীজে ভাম মিলৈঁ সৎনাম সে, মন বররে, মন বাবরে
জগৎ কি ন জের॥

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহারা একেশ্বরবাদী। ইহারা জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরকে সত্যগুরু বা সত্যনাম বলিয়া অভিহিত করে। ইহারা আদিদেবের পৌত্তলিক কোন মূর্ত্তি গঠন করে না, মনে মনে তাঁহার ধ্যান ও উপাসনা করে। সত্যধর্ম্মাচরণ ইহারা একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়াই জানে এবং তাহাতেই মুক্তিলাভ করিয়া পরমাত্মার মিলিত হইবার আশা রাখে। গোপনে ভিক্ষা দান ও অর্থসঞ্চয়ে বিরত থাকাই ইহাদের ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ। মিথ্যাকথন, পৃথ্বী, জল, বৃক্ষ বা পশুশরীরে বৃথা অভিসম্পাত ইহাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ। পরস্বাপহরণ, বল বা কৌশলপূর্ব্বক অপরকে তাহার সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ প্রভৃতি কার্য্য অতীব গর্হিত। যাহা পাপজনক তাহাতে কখন দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবে না। লজ্জাকর অথবা বিধিবিরুদ্ধ কর্ম্মকারী পুরুষ বা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে নাই, নৃত্য গীত এবং ক্রীড়া কৌতুকেও কখন মনোনিবেশ করিবে না। একমাত্র ঈশ্বরের মাহাত্ম্যব্যঞ্জক গুণগাথায় জিহ্বাকে জড়িত রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

সাধ (পুং) সাধ-অচ্। সাধক। "মন্মনঃ সাধ ঈমহে" (ঋক্ ১০।৩৫।৯) 'সাধে সাধকে' (সায়ণ)

সাধক (পুং) সাধ্যতি নিষ্পাদয়তি কার্য্যমিতি সাধ-ণ্বুল্। সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদনকর্ত্তা, সিদ্ধকারক, যিনি কার্য্যসম্পাদন করেন। ২ আরাধক, অর্চ্চক, সেবক। যাহারা সিদ্ধির জন্য দেবোদ্দেশে সাধনা করেন। শাস্ত্রে সাধকের বিশেষ লক্ষণ এইরূপ—

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সাধকানান্ত লক্ষণং।
ধর্ম্মশীলাস্তপোযুক্তাঃ সত্যবাদিজিতেন্দ্রিয়াঃ॥
মাৎসর্য্যেণ পরিত্যক্তাঃ সর্ব্বসত্বহিতেরতাঃ।
কর্ম্মশীলাস্তথোৎসাহা মর্ত্ত্যলোকেঽজুগুপ্সকাঃ॥
পরস্পরমুসন্তুষ্টানুকূলাঃ সাধকস্য তু।
ঈদৃশৈঃ সাধনং কুর্য্যাৎ সুসহায়ৈঃ সহৈব তু॥" (দেবীপুরাণ)

ধর্ম্মশীল, তপোনিষ্ঠ, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মাৎসর্য্যরহিত, সকলপ্রাণীর হিতবিষয়ে রত, কর্ম্মশীল, উৎসাহী, অনিন্দক অর্থাৎ যিনি কাহারও নিন্দা করেন না, সকলের প্রতি সন্তুষ্ট ও অনুকূল। এই সকল গুণ থাকিলে তবে তিনি সাধক হইতে পারেন। উক্ত গুণবিশিষ্ট সাধক উত্তম সহায়ের সহিত সাধনা করিবেন।

শিবসংহিতায় লিখিত আছে যে সাধক চারি প্রকার, মৃদু, মধ্য, অতিমাত্র ও অতিমাত্রতম। এই চারি প্রকার সাধকের মধ্যে অতিমাত্রতম সাধক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং ভবসমুদ্রপারে যাইতে সমর্থ।

মৃদু সাধক—সে সকল সাধক মন্দোৎসাহী, অতি সম্মূঢ়, ব্যাধিযুক্ত, গুরুদূষক, লোভী, পাপমতি, বহুভোজনকারী, স্ত্রীতে

আসক্ত, চপল, কাতর, পরাধীন ও অতি নিষ্ঠুর, মন্দাচার ও মন্দবীর্য্য এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া যাহারা সাধনা করেন, তাহাদিগকে মৃদু-সাধক কহে। ইহারা সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ নহে।

মধ্যসাধক—যাহারা সমবুদ্ধি, ক্ষমাযুক্ত, পুণ্যাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়বাদী, ও সকল বিষয়ে উদাসীন, এই সকল লক্ষণযুক্ত হইলে তাহাকে মধ্য-সাধক কহে।

অতিমাত্র-সাধক—স্থিরবুদ্ধি, মুক্তিকামী, স্বাধীন, বীর্য্যবান্, মহাশয়, দয়াযুক্ত, ক্ষমাবান্, শূর, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, গুরুপাদপদ্মপূজাকারী ও সদা যোগাভ্যাসরত, যে সাধক এই সকল গুণযুক্ত, তাহাকে অতিমাত্রসাধক কহে। এই সাধক বিশেষ ভক্তি সহকারে সাধনা করিলে সত্বর তাহার সিদ্ধিলাভ হয়।

অতিমাত্রতম-সাধক— মহাবীর্য্যান্বিত, উৎসাহসম্পন্ন, মনোজ্ঞ, শৌর্য্য বিশিষ্ট, শাস্ত্রজ্ঞ, অভ্যাসশীল, মমতাশূন্য, নিরাকুল, নবযৌবনসম্পন্ন, (প্রথম যৌবনে কার্য্যে অতিশয় আসক্তি থাকে, যে কার্য্য আরম্ভ করা হয়, তাহা শেষ না হইলে তাহা হইতে নিবৃত্ত হয় না, এই জন্য নবযৌবনসম্পন্ন ব্যক্তিই সাধনার পক্ষে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং এই বিশেষণ উপযুক্ত), মিতাহারী, জিতেন্দ্রিয়, নির্ভয়, শুচি, কার্য্যকুশল, দাতা, সর্ব্বলোকের আশ্রয়, সাধনাবিষয়ে অধিকারী, স্থির, ধীমান্, যথেচ্ছরূপে অবস্থিত, ক্ষমাশীল, সুশীল, ধর্ম্মচারী, গুপ্তচেষ্ট, প্রিয়বাদী, শাস্ত্রবিশ্বাসসম্পন্ন, দেবতাগুরুপূজক ও জনসঙ্গবিরক্ত।

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে জনকোলাহলের মধ্যে অবস্থান করিয়া সাধনা করিবে না, কারণ লোকসঙ্গে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়, বিক্ষিপ্তচিত্তে কোন সাধনাই হয় না, সুতরাং সাধনার পক্ষে জনসঙ্গ বিশেষ অনিষ্টকারক। মহাব্যাধিবিবর্জ্জিত মহাপাতকজ, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী প্রভৃতি রোগ এবং অতিপাতকজ অর্শ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ, এই সকল রোগবিবর্জ্জিত, কারণ যাহাদের এই সকল রোগ হয়, তাহারা যতদিন এই পাতকজ রোগের প্রায়শ্চিত্ত না করে, ততদিন তাহাদের কোনই ধর্ম্মকর্ম্মে অধিকার থাকে না, তাহারা সকল ধর্ম্মকর্ম্মানর্হ। সাধক এই সকল লক্ষণযুক্ত হইয়া সাধনা করিলে তাহাকে অতিমাত্র-তম-সাধক কহে। এই সাধক তিন বৎসরকাল সাধনা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, এবং এই সাধক সকল যোগের অধিকারী।*

তন্ত্রশাস্ত্রেও সাধকের লক্ষণ এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,—যাঁহারা বিনীত, শুদ্ধাত্মা, শ্রদ্ধাশীল, ধীর, কার্য্যদক্ষ, কুলীন, প্রাজ্ঞ, সচ্চরিত্র, যতিদিগের আচারবিশিষ্ট, পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, গুরুভক্ত, জিতেন্দ্রিয়, ও দানধ্যানপরায়ণ এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সাধক হইতে পারেন। যাঁহাদের এই সকল গুণ নাই, তাঁহারা সাধনার অনুপযুক্ত। তাঁহারা সাধনা করিলে তাঁহাদের সাধনা সিদ্ধি হয় না।——

পাপী, ক্রূরকর্ম্মা, শঠ, কৃপণ, দীন, আচারহীন, মন্ত্রদ্বেষী, নিন্দক, মূর্খ, তীর্থদ্বেষী, গুরুভক্তিহীন, মলিনাত্মা, অধিকাঙ্গ, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, রুষ্ট, বিষয়বিলাসী, লুব্ধ, অসূয়াবিশিষ্ট, মৎসর, পরুষভাষী, অন্যায়রূপে অর্থোপার্জ্জনকারী, পরদাররত, পণ্ডিতদ্বেষী, পাণ্ডিত্যাভিমানী, ভ্রষ্টাচার, কষ্টবৃত্তিশীল, পিশুন, খল, বহুভোজী, ক্রূরচেষ্ট, দুরাত্মা, নিন্দিত, পাপিষ্ঠ ও নরাধম এই সকল নিন্দিতগুণযুক্ত ব্যক্তি সাধক হইতে পারে না। গুরু এই সকল নিন্দিত ব্যক্তিকে মন্ত্রসাধনের জন্য মন্ত্র দিবেন না, দিলে উষরক্ষেত্রে বীজের ন্যায় তাহার সিদ্ধি হইবে না। তাহাদের সাধন পণ্ডশ্রম মাত্র। (তন্ত্র)

সাধকা (স্ত্রী) দুর্গা। দুর্গানামস্মরণে কার্য্য সিদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সাধকা হইয়াছে।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা বাথ ঈশ্বরী।
স্বামিত্বাদ্দানসিদ্ধিত্বাৎ সিদ্ধীশ্বর্য্যা প্রকীর্ত্তিতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

সাধদিষ্টি (ত্রি) ১ সাধিত যজ্ঞ। ২ জন্তু। ৩ ঋত্বিক্।

"অন্তরীয়তে সাধদিষ্টিভিঃ" (ঋক্ ৩।৩।৬)

'সাধদিষ্টিভিঃ সাধিতযজ্ঞৈঃ জন্তুভিঃ ঋত্বিগ্‌ভিশ্চ' (সায়ণ)

সাধন (ক্লী) সাধ্যতে কর্ম্মনিষ্পাদ্যতে হনেন ইতি সাধ-ল্যুট্। ১ করণ, করণকারক, যাহা দ্বারা কর্ম্মসাধিত হয়, তাহাকে সাধন কহে। 'দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি' দাত্রদ্বারা ধান্য ছেদ করিতেছে, এই স্থলে দাত্র সাধন অর্থাৎ করণ, যাহা দ্বারা কর্ম্ম নিষ্পাদিত হয়, তাহার সাধন বা করণ, এই স্থলে ছেদনরূপ ক্রিয়া দাত্র দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে, দাত্র ভিন্ন ছেদনক্রিয়া কিছুতেই সম্পন্ন

---

* "চতুর্দ্ধা সাধকো জ্ঞেয়ো মৃদু-মধ্যাধিমাত্রকঃ।
অধিমাত্রতমঃ শ্রেষ্ঠো ভবাব্ধৌ লঙ্ঘনক্ষমঃ।
মন্দোৎসাহী সুসংমূঢ়ো ব্যাধিস্থো গুরুদূষকঃ।
লোভী পাপমতিশ্চৈব বহ্বাশী বনিতাশ্রয়ঃ।
চপলঃ কাতরো রোগী পরাধীনোঽতিনিষ্ঠুরঃ।
মন্দাচারো মন্দবীর্য্যো জ্ঞাতব্যো মৃদুনা নরঃ।
দ্বাদশাব্দে ভবেৎ সিদ্ধিরেতস্য যত্নতঃ পরং।
মন্ত্রযোগাধিকারী স জ্ঞাতব্যো গুরুণাং ধ্রুবং।
সমবুদ্ধিঃক্ষমাযুক্তঃ পুণ্যাকাঙ্ক্ষী প্রিয়ংবদঃ।
মধ্যস্থঃ সর্ব্বকার্য্যেষু সামান্যঃ স্যান্নসংশয়ঃ।
এতজ্জ্ঞাত্বৈব গুরুভির্দীয়তে যুক্তিতোলয়ঃ।
স্থিরবুদ্ধিঃ সৈযুক্তঃ স্বাধীনো বীর্য্যবানপি।
মহাশয়ো দয়াযুক্তঃ ক্ষমাবান্ বীর্য্যবানপি।" (শিবসংহিতা)

হইতে পারে না, সুতরাং দাত্র এই স্থলে সাধন। ব্যাকরণ মতে এই সাধন বা করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়, সুতরাং এই নিয়মানুসারে দাত্রে তৃতীয়া বিভক্তি হইল। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

ক্রিয়াসম্পন্ন করিতে হইলে তাহার অনেক সাধন প্রয়োজন, কিন্তু সকল সাধনই কি করণ হইবে? তাহা নহে। যাহা সাধনতম অর্থাৎ প্রধানতম সাধন তাহাই করণ হইবে, যাহা না হইলে সেই ক্রিয়া নিষ্পন্নই হইতে পারে না, তাদৃশ সাধনই করণ হইবে, এবং ঐ করণেই তৃতীয়া বিভক্তি হইবে। [করণকারক দেখ।]

২ কারণ হেতু।

"ঔষধাগদো বিদ্যা দৈবী চ বিবিধা স্থিতিঃ।
তপসৈব প্রসিধ্যন্তি তপস্তেষাং হি সাধনং॥" (মনু ১১।২৩৮)

ঔষধ বল, নিয়োগিতা বল, বিদ্যা বল এবং নানাবিধ স্বর্গাদিতে যে অবস্থান এই সমুদায়ই তপঃদ্বারা সিদ্ধি হয়, সুতরাং তপস্যাই ইহাদের একমাত্র সাধন। ৩ মারণ।

"অথো শরস্তেন মদর্থমুজ্‌ঝিতঃ
ফলঞ্চ তস্য প্রতিকায়সাধনং॥" (কিরাত ১৪।১৭)

৪ মৃতসংস্কার, অগ্নিদান। ৫ গতি, গমন। ৬ দ্রব্য। ৭ ধন। ৮ অর্থদাপন। ৯ নির্ব্বর্ত্তন। ১০ নিষ্পাদন।

"বার্ষিকং সঞ্জহারেন্দ্রঃ ধনুর্জৈত্রং রঘুর্দদৌ।
প্রজার্থসাধনে তৌ হি পর্য্যায়োদ্যতকার্ম্মুকৌ॥" (রঘু ৪।১৬)

১১ উপকরণসামগ্রী। ১২ যুদ্ধোপকরণহস্ত্যশ্বাদি। ১৩ অনুব্রজ্যা, অনুগমন। ১৪ সৈন্য। ১৫ সিদ্ধৌষধি। ১৬ উপায়।

"তপোভিঃ প্রাপ্যতেঽভীষ্টং নাসাধ্যং হি তপস্যতঃ।
দুর্ভগত্বং বৃথালোকো বহতে সতি সাধনে॥" (তিথিতত্ত্ব)

১৭ মেঢ্র। (মেদিনী) ১৮ উধঃ। ১৯ সিদ্ধি। (ধরণি) ২০ কারক। ২১ প্রমাণ। (হেম) ২২ ব্যাপ্য।

'অনুমাত্বনুমানং স্যাৎ ব্যাপ্যং লিঙ্গঞ্চ সাধনং।' (ত্রিকা°)

২৩ মোহন। ২৪ জব। (অজয়) ২৫ সাধনা, মন্ত্রসিদ্ধকরণ, তপস্যাদির অনুষ্ঠান। যাহা দ্বারা মন্ত্রের সিদ্ধি হয়। সাধনায় সিদ্ধি। মন্ত্রের সাধন করিলেই সিদ্ধি হয়।

"মৎস্যং মাংসঞ্চ মদ্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ।
দিব্যানামেব বীরাণাং সাধনং ভবসাধনং॥" (মুণ্ডমালাতন্ত্র)

তন্ত্রে বহুবিধ সাধনপ্রণালী অভিহিত হইয়াছে, শিষ্য যথাবিধানে সাধন দ্বারা সিদ্ধ গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন। ভক্তি সহকারে যথানিয়মে মন্ত্র সাধন করিলে অচিরে তাহা সিদ্ধ হয়। নচেৎ সাধনা বিফল হয়। জগতে কিছুই অসাধ্য নহে, যাহা অসাধ্য থাকে, সাধন দ্বারা তাহা সুসাধ্য হয়। কিন্তু যথাশাস্ত্র সাধন করা চাই।

সুরসুন্দরী-যোগিনীসাধন, মনোহরযোগিনী-সাধন, কনকবতীযোগিনীসাধন, কামেশ্বরীযোগিনীসাধন, রতিসুন্দরী-যোগিনীসাধন, পদ্মিনীযোগিনীসাধন, মধুমতীসাধন, শবসাধন, চিতাসাধন প্রভৃতি বহুবিধ সাধনের প্রণালী তন্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। কালী, তারা প্রভৃতি সিদ্ধ বিদ্যায় সাধন করিলে ভববন্ধন মোচন হয়। তন্ত্রে এই সাধনপ্রণালী ও পদ্ধতি বিশেষ ভাবে কথিত হইয়াছে। এই সাধনপ্রণালী গুরুগম্য। সিদ্ধগুরু দয়াপরবশ হইয়া উপযুক্ত সাধককে উক্ত মন্ত্র ও সাধনপ্রণালী নির্দ্দেশ করিয়া দিলে সাধক তখন সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তন্ত্রোক্ত এই সাধন গুরুর কৃপা ব্যতীত হইতে পারে না। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। তন্ত্রোক্ত এই সাধনপ্রণালী কলিকালে দুর্ব্বলাধিকারী মানবের পক্ষে প্রশস্ত উপায়।

বৈদান্তিকদিগের মতে নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক। এই জগতে কোন্ বস্তু নিত্য এবং কোন্ বস্তু অনিত্য, ইত্যাকার বিবেকজ্ঞান, ইহামুত্র ফলভোগবিরাগ ও শমদমাদি সম্পত্তি ব্রহ্মজ্ঞানসাধন, অর্থাৎ এই সকল সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। ব্রহ্মজ্ঞান লাভই একমাত্র জীবের প্রয়োজন, জীব এই সাধন দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে।

ভিন্ন ভিন্ন দর্শন শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন সাধনপ্রণালী বিহিত হইয়াছে। তন্ত্র, স্মৃতি, পুরাণ, ভারত প্রভৃতি শাস্ত্রে বহু প্রকার সাধনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। রুচির ভিন্নতা অনুসারে যে কোন সাধনপ্রণালী অবলম্বন করিয়া সাধন করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে। নদী সকলের একমাত্র গন্তব্য স্থান যেমন সমুদ্র, সেইরূপ বিভিন্ন প্রকার সকল সাধনেরই একমাত্র গম্য ঈশ্বর।

"রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং।
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥" (মহিম্নঃস্তব)

সাধনক (ত্রি) সাধন স্বার্থে কন্। উপকরণসামগ্রীবিশিষ্ট।

সাধনক্রিয়া (স্ত্রী) সাধনরূপ কর্ম্ম, সাধনকার্য্য।

সাধনতা (স্ত্রী) সাধনস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধনের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধনকার্য্য।

"প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা।
অবলম্বনায় দিনভর্ত্তুর্ন পতিষ্যতঃ করসহস্রমপি॥"
(সাহিত্যদর্পণ ১০ প°)

সাধনমালাতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ। এই তন্ত্রে নানা বৌদ্ধদেবদেবীর ধ্যান ও সাধনপ্রণালী বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সাধনবৎ (ত্রি) সাধনং বিদ্যতে হস্য মতুপ্ মস্য ব। সাধনবিশিষ্ট, সাধনযুক্ত।

সাধনা (স্ত্রী) সাধ-নিচ্-যুচ-টাপ্। ১ সিদ্ধি, নিষ্পাদনা ২ আরাধনা, দেবতার উপাসনা।

সাধনার্হ (ত্রি) সাধনযোগ্য, সাধনীয়।

সাধনীয় (ত্রি) সাধ-অনীয়র্। সাধনের যোগ্য, সাধ্য, যাহা সাধন করিতে হইবে।

সাধন্ত (ত্রি) সাধ্যতি ভিক্ষামিতি সাধ (ভৃভূবহিবসিভাসি সাধীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্, সচ ষিৎ। ভিক্ষুক। (উজ্জ্বল)

সাধয়ন্তী (স্ত্রী) সাধ-নিচ্-শতৃ-ঙীপ্। উপাসনাকর্ত্রী।

"সখি মৎপ্রাণনাথস্ত সাধয়ন্তী নিরন্তরং।

অতিশ্রান্তাসিসন্তাবস্নেহয়োরিয়মৌচিতী॥" (কাব্যচ°)

(ত্রি) সাধয়ৎ সাধনকারী।

সাধয়িতৃ (ত্রি) সাধ-নিচ্-তৃচ্। সাধনকর্ত্তা, নিষ্পাদনকর্ত্তা, যিনি সাধন করেন।

সাধয়িতব্য (ত্রি) সাধ-নিচ্-তব্য। সাধন করাইবার যোগ্য। যাহা সাধন করান যায়।

সাধর্ম্ম্য (ক্লী) সধর্ম্মস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সমানধর্ম্মত্ব, তুল্যধর্ম্মত্ব, পরস্পর দুই প্রকার বস্তুতে যদি এক প্রকার ধর্ম্ম থাকে, তাহা হইলে ঐ বস্তুদ্বয়ে পরস্পর সাধর্ম্ম্য আছে, একধর্ম্ম না থাকিলে উহা বৈধর্ম্ম্যবিশিষ্ট জানিতে হইবে।

সাধস্ (ক্লী) সাধক। (ঋক্ ৮।১০।১২)

সাধার (ত্রি) আধারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আধারের সহিত বর্ত্তমান, আধারযুক্ত, আধারবিশিষ্ট। পূজাস্থলে শঙ্খ ও ত্রিপদিকার উপর যাহাতে অর্ঘ্যস্থাপন করা হয়, তাহাকে সাধার কহে।

সাধারণ (ত্রি) আধারণং অবিশেষেন কার্য্যাদিভারধারণং তেন সহবর্ত্ততে। ১ সমান, সদৃশ, তুল্য, একবিধ, যাহা সকলেরই আছে। ২ অনেক সম্বন্ধী একবস্তু, অনেকের সম্বন্ধীয় একবস্তু।

"সাধারণং সমাশ্রিত্য যৎকিঞ্চিদ্বাহনায়ুধং।

শৌর্য্যাদিনাপ্নোতি ধনং ভ্রাতরস্তত্র ভাগিনঃ॥" (দায়ভাগ)

বৈদিকপর্য্যায়—স্ব, পৃশ্নি, নাক, গো, বিষ্টপ্, নভঃ, এই ৬টী সাধারণ নাম। (বৈদিকনি° ১।৪) (পুং) নৈয়ায়িকদিগের মতে হেত্বাভাসবিশেষ, অনৈকান্ত, বিরুদ্ধ, অসিদ্ধ, প্রতিপক্ষিত ও কালাত্যয়োপদিষ্ট এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস। ইহার মধ্যে অনৈকান্ত হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারীভেদে তিন প্রকার।

"অনৈকান্তো বিরুদ্ধশ্চাপ্যসিদ্ধঃ প্রতিপক্ষিতঃ।

কালাত্যয়োপদিষ্টশ্চ হেত্বাভাসস্তু পঞ্চধা॥

আদ্যঃ সাধারণস্তু স্যাৎ স্যাদসাধারণোঽপরঃ।

তথৈবানুপসংহারী ত্রিধা নৈকান্তিকো ভবেৎ।

যঃ সপক্ষে বিপক্ষে চ সতু সাধারণো মতঃ।

যস্তূভয়স্মাদ্ব্যাবৃত্তঃ স ত্বসাধারণো মতঃ॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

যে হেতু সপক্ষে ও বিপক্ষে থাকে, সেই হেতুর নাম সাধারণ। সপক্ষ শব্দে নিশ্চিত সাধ্যবান্‌কে বুঝায়, যেখানে সাধ্য নিশ্চয় হয়, তাহাকে সপক্ষ বলা যায়, যেমন বহ্নিবান্ ধূমাৎ, এই অনুমিতি স্থলে ধূমহেতু বহ্নির প্রত্যক্ষগোচরত্বাদি সপক্ষ এবং জলহ্রদাদি অর্থাৎ যাহাতে সাধ্যাভাবের নিশ্চয় আছে, তাহা বিপক্ষ, জলে বহ্নি নাই, বহ্নির অভাবনিশ্চয় আছে, বহ্নি সাধ্য, এই সাধ্যের অভাবনিশ্চয় জলহ্রদাদিতে আছে, এই জন্য উহা বিপক্ষ। অতএব যে হেতু উক্তরূপ সপক্ষ বা বিপক্ষ এই উভয় স্থলেই থাকে, তাহাকেই সাধারণ কহে।

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস প্রতিষেধের জন্য সাধারণের এই লক্ষণে সপক্ষবৃত্তিত্ব বলা হইয়াছে। ইহা না বলিয়া বিপক্ষবৃত্তিত্ব বলা উচিত ছিল, কিন্তু ইহাতে যদি বল ঐরূপ লক্ষণ করিলে বিরুদ্ধের সহিত ঐক্য হইয়া পরে, এই দোষ পরিহারের জন্য উভয় অর্থাৎ সপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই বলা হইয়াছে।

[হেতু ও হেত্বাভাস দেখ।]

(পুং) ৩ দেশবিশেষ। (ক্লী) ৪ জলবিশেষ।

"মিশ্রচিহ্নস্তু যো দেশঃ সহি সাধারণঃ স্মৃতঃ।

তস্মিন্ দেশে যদুদকং তত্তু সাধারণং স্মৃতং॥" (ভাবপ্র° ২ ভা°)

যে দেশে মিশ্রলক্ষণ সকল বিদ্যমান, সেই দেশের নাম সাধারণ দেশ, এবং সেই দেশের যে জল তাহা সাধারণ জল। গুণ—নাতিরুক্ষ, নাতিস্নিগ্ধ, উভয় গুণযুক্ত, স্বরবহুল, স্নেহন, নাতিশীত, নাত্যুষ্ণ, ও সম প্রকৃতিযুক্ত।

"উভয়গুণসমেতং নাতিরুক্ষং ন স্নিগ্ধং

ন চ স্বরবহুলঞ্চ স্নেহনং কণ্টকাঢ্যং।

ভবতি চ জলমল্পং নাতিশীতং নচোষ্ণং

সমপ্রকৃতিসমেতং বিদ্ধি সাধারণঞ্চ॥" (হারীত ১।৪ অ°)

রাজবল্লভ মতে বৃষ্য, দীপন, মধুর ও লঘু।

সাধারণগতি (স্ত্রী) ১ বিজ্ঞানমতে সচল দ্রব্যের উপরিস্থিত পদার্থের গতি। ২ সামান্যগতি।

সাধারণতন্ত্র, (Republic) যেখানে রাজা নাই, সর্ব্ব সাধারণ লোকের মতানুসারে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সর্ব্বসাধারণ লোকই কএকজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে, এই প্রতিনিধিগণই রাজ্যের সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। যে দেশে এইরূপ প্রণালীতে রাজ্য-শাসিত হয়, তাহাকে সাধারণতন্ত্র কহে।

সাধারণতা (স্ত্রী) সাধারণস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাধারণত্ব, সাধারণের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণ্য, সাধারণ ধর্ম্ম।

সাধারণদেব, হাল-কবিকৃত গাথাসপ্তশতীর মুক্তাবলী নাম্নী টীকাপ্রণেতা। ইনি মল্লদেবের পুত্র ও বামনদেবের পৌত্র।

সাধারণদেশ (পুং) সাধারণো দেশঃ। জাঙ্গল ও আনূপ

লক্ষণযুক্ত স্থান, যে স্থানে জাঙ্গলদেশ ও আনূপদেশ আছে অথবা এই দুই দেশেরই ধর্ম্ম আছে, তাহাই সাধারণ দেশ।

সাধারণধর্ম্ম (পুং) সাধারণো ধর্ম্ম। চতুর্ব্বর্ণ কর্ত্তব্য কর্ম্ম, চারিবর্ণের সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য যে কর্ম্ম তাহাই সাধারণ ধর্ম্ম।

"প্রজনার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ সন্তানার্থঞ্চ মানবাঃ।
তস্মাৎ সাধারণো ধর্ম্মঃ শ্রুতৌ পত্ন্যা সহোদিতঃ॥" (মনু ৯।৯৬)

গর্ভধারণার্থ স্ত্রী এবং গর্ভাধানার্থ পুরুষ এই যে স্ত্রী পুরুষের পরস্পর সংযোগ ইহা সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বেদে অভিহিত হইয়াছে। পুরুষের বীজাধান এবং স্ত্রীর সন্তানপ্রসব ইহা সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ ইহা স্ত্রীপুরুষ সাধারণে সমানভাবে বিদ্যমান, এই জন্য সাধারণ ধর্ম্ম।

আহার, নিদ্রা, ভয়, ও মৈথুন ইহা জীবের সাধারণ ধর্ম্ম, সকল জীবেই সাধারণরূপে বর্ত্তমান আছে।

"আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎপশুভি র্নরাণাং।" (স্মৃতি)

চারিবর্ণের বর্ণাশ্রমবিহিত যে ধর্ম্ম, তাহা সেই সেই বর্ণের সাধারণ ধর্ম্ম। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দম, ক্ষমা, সরলতা ও দান ইহা সাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ সকলেরই ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাহা সকলেরই করণীয়, তাহাই সাধারণ, আর যাহা ব্যক্তিবিশেষের করণীয়, তাহা বিশেষ। এইরূপ সকল স্থলে জানিতে হইবে।

সাধারণস্ত্রী (স্ত্রী) সাধারণ্যা সামান্যা অনেকসম্বন্ধিনী স্ত্রী। বেশ্যা। (হেম)

সাধারণী (স্ত্রী) সাধারণস্যেয়মিতি অণ্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। কুঞ্চিকা, চলিত চাবি। (হেম)

সাধারণ্য (ক্লী) সাধারণস্যেদমিতি ষ্যঞ্। সাধারণের ভাব বা ধর্ম্ম, যে ধর্ম্ম সকলেতে আছে,

সাধিক (ত্রি) অধিকেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিকযুক্ত, অধিকের সহিত বর্ত্তমান।

সাধিকা (স্ত্রী) সাধয়তীতি সাধ-নিচ্-ণ্বুল্, টাপি অত ইত্বং। সুষুপ্তি, গাঢ়নিদ্রা। (হেম) ২ সাধনকর্ত্রী, যিনি কার্য্যসাধন করেন।

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥" (দুর্গাপূজাপ°)

সাধিন্ (ত্রি) সাধ-ণিনি। সাধনকারী।

সাধিমন্ (পুং) সাধু অতিশয়ার্থে ইমনিচ্। সাধিষ্ঠ, অতিশয় সাধু।

সাধিবাস (ত্রি) অধিবাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিবাসযুক্ত, অধিবাসবিশিষ্ট।

সাধিষ্ঠ (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন বাঢ়ঃ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫) ইতি ইষ্ঠন্, (অন্তিকবাঢ়য়োর্নেদসাধৌ। পা ৫।৩।৬২) ইতি বাঢ়শব্দস্য সাধাদেশ। ১ অতিশয় বাঢ়, দৃঢ়তম। (অমর) ২ ন্যায্য।) (হেম) ৩ অত্যাজ্য। ৪ বিজ্ঞ। "বিদিত্বা সাধিষ্ঠং প্রাপতীতি" (ছান্দোগ্য উপ° ৪।৯।৩) ৫ অতিশয় সাধু।

সাধিত (ত্রি) সাধ-নিচ্-ক্ত। ১ দণ্ডিত। ২ সম্পাদিত, নিষ্পাদিত। ৩ শোধিত, পরিশোধিত। ৪ দাপিত, যাহা দেওয়ান হয়, যাহা দান করান যায়। ৫ প্রমাণাদি দ্বারা উদ্ভাবিত। ৬ বিনাশিত। ৭ অর্থদণ্ডে দণ্ডিত। ৮ ঋণ-পরিশোধিত।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের অর্থ উক্তরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "যে ধনাদিক্ দাপিতে, ধূর্ত্তো ইতি খ্যাতং যস্মৈ দত্তং তত্রেতি রমানাথঃ দণ্ডিতে ইতি বিদ্যাবিনোদঃ দ্রব্যে ইতি নয়নানন্দঃ" (ভরত)

সাধিদৈবত (ত্রি) অধিদৈবতেন সহ বর্ত্তমানঃ। অধিদেবতার সহিত বর্ত্তমান, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সহিত।

সাধীয়স্ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বাঢ়ঃ ইতি (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭) ইতি ঈয়সুন্ (অন্তিকবাঢ়য়োরিতি। পা ৫।৩।৬০) ইতি সাধাদেশঃ। ১ অতিশয় বাঢ়। ২ অতিশয় সাধু। ৩ অতিভৃষ্ট।

সাধিষ্ঠান (ক্লী) দেহস্থিত ষট্চক্রের অন্তর্গত চক্র বিশেষ। [ষট্চক্র দেখ।]

সাধু (পুং) সাধ্নোতি নিষ্পাদয়তি ধর্ম্মাদিকার্য্যমিতি সাধ (কৃবাপাজীতি। উণ্ ১।১) ইতি উণ্। উত্তম কুলোদ্ভব, পর্য্যায় মহাকুল, কুলীন, আর্য্য, সভ্য, সজ্জন, কুলজ, সাধুজ, কুলক, কুণিক, কুল্য, কৌলেয়ক। (ভরত) ২ জিন। ৩ মুনি। (হেম) ৪ সজ্জন, ধার্ম্মিক। ৫ সমর্থ, যোগ্য, উপযুক্ত। ৬ নিপুণ। ৭ বার্দ্ধুষিক, সুদখোর, যাহারা বৃদ্ধি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৮ উচিত।

সজ্জন, এবং সন্ন্যাসীদিগকে সাধারণতঃ সাধু কহে। শাস্ত্রে সাধুলক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যিনি যাহা কিছু লাভ হয়, তাহাতেই সন্তুষ্ট, সাত্ত্বিক ও জিতেন্দ্রিয়, অনিন্দক, ও হরিচরণসেবাপরায়ণ, তাহাকে সাধু কহে। যিনি নির্ব্বৈর, সদয়, শান্ত, দম্ভ ও অহঙ্কারবর্জ্জিত, নিরপেক্ষ, বীতরাগ, লোভ, মোহ, মদ, ক্রোধ ও কামাদি রহিত, সুধী, সহিষ্ণু, সমদর্শন, পবিত্র, সকল ভূতে দয়াযুক্ত, ও বিবেকী তিনিই সাধুপদবাচ্য। যিনি ভগবানের চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন, যিনি স্ত্রী, পুত্র ও বিষয়াদিতে অনুরক্ত, যিনি সর্ব্বদা কৃষ্ণাশ্রয় ও কৃষ্ণকথানুরক্ত, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণের ধ্যানপরায়ণ, তিনিই সাধুশব্দাভিধেয়।

গরুড়পুরাণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"ন প্রহৃষ্যতি সম্মানে নাবমানেন কুপ্যতি।
ন ক্রুদ্ধঃ পরুষং ব্রূয়াদেতৎ সাধোস্তু লক্ষণম্॥" (গরুড়পু° ১১৩।৪২)

যাহারা সম্মানে সন্তুষ্ট এবং অপমানিত হইলে ক্রুদ্ধ হন না, এবং যদি কথনও ক্রুদ্ধ হন, তাহা হইলে পরুষবাক্য প্রয়োগ করেন না, তাঁহারাই সাধু।

সাধুদিগের স্বভাব। সাধুগণ সর্ব্বদা আত্মসুখভোগেচ্ছা বিরত হইয়া থাকেন, এবং তাঁহারা যাহাতে সকল প্রাণীর সুখ হয়, তাহার চেষ্টায় সদা নিরত এবং পরদুঃখে অতিশয় কাতর হন, এমন কি তাঁহারা পরদুঃখে কাতর হইয়া নিজের সুমহৎ সুখের প্রতিও কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না। বৃক্ষ যেমন প্রখর নিদাঘ-তাপ সহ্য করিয়াও আশ্রিতের নিদাঘতাপ নিবারণ করে, সাধুও তদ্রূপ আপনাকে ক্লেশ দিয়াও পরের উপকার করেন।

"ত্যক্ত্বাত্মসুখভোগেচ্ছাঃ সর্ব্বসত্বসুখৈষিণঃ।
ভবন্তি পরদুঃখেন সাধবো নিত্যদুঃখিতাঃ॥
পরদুঃখাতুরা নিত্যং স্বসুখানি মহান্ত্যপি।
নাপেক্ষন্তে মহাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
আত্মানং পীড়য়িত্বাপি সাধুঃ সুখয়তে পরং।
হ্লাদয়ন্নাশ্রিতান্ বৃক্ষো দুঃখঞ্চ সহতে স্বয়ম্॥" ইত্যাদি।
(অগ্নিপু° দানাবস্থাননামাধ্যায়)

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে যে সকল মানব দেবায়তনে বাস করেন এবং দেবকল্প, দৃঢ়ব্রত, সত্যধর্ম্মপরায়ণ এবং সত্যবাদী তাহাদিগকে সাধু কহে।

"দেবায়তনগা মর্ত্ত্যা দেবকল্পা দৃঢ়ব্রতাঃ।
সত্যধর্ম্মপরাঃ সর্ব্বে সাধবঃ সত্যবাদিনঃ॥" (মহানির্ব্বাণত° ১।২২)

যাহারা সংসারবিরাগী, মুমুক্ষু, এবং ভগবদুপাসনার্থ যাহাদের একমাত্র জীবনের দৃঢ়ব্রত তাহারাই সাধু। যে সকল গৃহস্থ অখিলবেদ এবং শ্রুতিস্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রের বিধিনিষেধ প্রতিপালন করিয়া চলেন, এবং সকল ভূতের উপকারী, তিনিও সাধু নামে অভিহিত হন।

যথালব্ধোঽপি সন্তুষ্টঃ সমচিত্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
হরিপাদাশ্রয়ো লোকে বিপ্রঃ সাধুরনিন্দকঃ॥
নির্ব্বৈরঃ সদয়ঃ শান্তো দম্ভাহঙ্কারবর্জ্জিতঃ।
নিরপেক্ষো মুনির্বীতরাগঃ সাধুরিহোচ্যতে॥
লোভমোহমদক্রোধকামাদিরহিতঃ সুখী।
কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিশরণঃ সাধুঃ সহিষ্ণুঃ সমদর্শনঃ॥
সমচিত্তো মুনিঃ পূতো গোবিন্দচরণাশ্রয়ঃ।
সর্ব্বভূতদয়ঃ কার্য্যে বিবেকী সাধুরুত্তমঃ॥
কৃষ্ণার্পিতপ্রাণশরীরবুদ্ধিঃ শান্তেন্দ্রিয়স্ত্রীসুতসম্পদাদিঃ।
আসক্তচিত্তঃ শ্রবণাদিভক্তির্যস্যোহ সাধুঃ সততং হরের্যঃ।
কৃষ্ণাশ্রয়ঃ কৃষ্ণকথানুরক্তঃ কৃষ্ণেষ্টমন্ত্রস্মৃতিঃ পূজনীয়ঃ॥"
(পদ্মপু॰ উত্তরখ॰ ৯৯ অঃ)

যিনি সাধুদিগকে পূজা করেন, তিনিও পূজনীয় এবং তাঁহার যম দর্শন হয় না অর্থাৎ তিনি নরক হইতে বিমুক্ত হন। সাধু সংস্পর্শে পাপ সমূহ বিনষ্ট হয়, অতএব সাধুসঙ্গমে যে কিরূপ পুণ্য হয়, তাহা অবর্ণনীয়। শাস্ত্রে সাধুসঙ্গের ফল বিশেষভাবে অভিহিত হইয়াছে—

"যৎপূজায়াং ভবেৎপূজ্যো দৃষ্ট্যা ন যমদর্শনং।
পাপসঙ্ঘঃ স্পর্শনাচ্চ কিমহো সাধুসঙ্গমঃ॥
সাধূনাং হৃদয়ং ধর্ম্মো বাচো বো নঃ সনাতনাঃ।
কর্ম্মক্ষয়াণি কর্ম্মাণি যতঃ সাধুর্হরিঃ স্বয়ং।" (কল্কিপু° ৩০ অ°)

সাধুদিগের হৃদয় ও বাক্য ধর্ম্মস্বরূপ, সাধুগণ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। সাধুগণ যে আচার অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহাই সদাচার, এই আচারই সকলের অবলম্বনীয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কলিকাল, স্ত্রী এবং শূদ্র ইহারা সাধু নামে অভিহিত। বিষ্ণুপুরাণে ষষ্ঠ অংশ ২ অধ্যায়ে ইহার বিবরণ বিবৃত হইয়াছে।

সাধু (দেশজ) শূদ্রাদিবর্ণের উপাধিবিশেষ।

সাধু, একজন প্রাচীন কবি। ইনি নামমালা নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুখাঁ (দেশজ) উপাধি বিশেষ।

সাধুকর্ম্মন্ (ত্রি) সাধু কর্ম্ম যস্য। ১ উত্তম কর্ম্মকারী, যিনি বিশুদ্ধ কর্ম্ম করেন। (ক্লী) ২ উত্তম কর্ম্ম।

সাধুকারিন্ (ত্রি) সাধু-কৃ-ণিনি। উত্তম কর্ম্মকারী, বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকীর্ত্তি, একজন জৈন কবি। ইনি শেষসংগ্রহনামমালা নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

সাধুকৃৎ (ত্রি) সাধু করোতি কৃ-কিপ্-তুকচ। বিশুদ্ধ কর্ম্মকারী।

সাধুকৃত্য (ক্লী) সাধূনাং কৃত্যং। সাধুদিগের কৃত্য, সাধুদিগের কার্য্য, সৎকার্য্য, বিশুদ্ধকর্ম্ম।

সাধুচরণ (ত্রি) সাধু অর্থাৎ ন্যায্যবিষয়ের অনুষ্ঠান। (লাট্যা°১।১।৬)

সাধুচরিত্র (ক্লী) সাধূনাং চরিত্রং। সাধুদিগের চরিত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সাধুচরিত্র আলোচনা দ্বারা হৃদয় পবিত্র এবং ক্রমে পাপে অনাসক্তি হয়, এই জন্য সর্ব্বদা সাধুচরিত্র অনুশীলন করা বিধেয়।

সাধুজ (ত্রি) সাধো সৎকুলে জায়তে ইতি জন-ড। উত্তম কুলোদ্ভব। (শব্দরত্না°)

সাধুজন (পুং) সাধুঃ জনঃ। উত্তম ব্যক্তি, সাধু মনুষ্য।

সাধুজাত (ত্রি) সুন্দর। শ্রীসম্পন্ন। উজ্জ্বল।

সাধুতা (স্ত্রী) সাধোর্ভাবঃ, তল্-টাপ্। সাধুত্ব, সাধুর ভাব বা ধর্ম্ম, সাধুর কার্য্য, সৌজন্য, শিষ্টতা, ভদ্রতা।

সাধুদত্ত, একজন প্রাচীন বণিক্। (দিগ্বিজয়প্র°)

সাধুদর্শিন্ (ত্রি) সাধু-দৃশ-ণিনি ; যিনি সাধু অর্থাৎ উত্তমরূপে দর্শন করেন, সাধুদ্রষ্টা।

সাধুদায়িন্ (ত্রি) সাধু-দা-ণিনি। উত্তমবস্তুদানকারী।

সাধুদেবিন্ (ত্রি) সাধু-দেব-ণিনি। উত্তমরূপে ক্রীড়াকারক, যাহারা উত্তমরূপে দ্যূতাদিক্রীড়া করিতে পারেন।

সাধুধী (স্ত্রী) সাধু ধী র্যস্যাঃ। ১ শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। (হারাবলী) ২ সুন্দর বুদ্ধি। (ত্রি) ৩ সুন্দর বুদ্ধিবিশিষ্ট।

সাধুপুত্র (পুং) ১ সাধু এইরূপ পুত্র, উত্তম পুত্র, সৎপুত্র। ২ গৌদ্ধযতিভেদ। (তারনাথ)

সাধুপুষ্প (ক্লী) সাধু চারু পুষ্পং যস্য। ১ স্থলপদ্ম। (শব্দমালা) ২ উত্তম কুসুম।

সাধুভাব (পুং) সাধুত্ব, উত্তমভাব।

"সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে।" (গীতা ১৭।২৬)

সাধুমতী (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধমতে ১০ম পৃথিবী। ২ তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। (ব্যুৎপত্তিবাদ)

সাধুমাত্রা (স্ত্রী) উত্তম মাত্রা। উপযুক্ত পরিমাণ।

সাধুয়া (অব্যয়) সাধু, উত্তম। "রথে তিস্রো বহন্তি সাধুয়া" (ঋক্ ১০।৩৩।৫) 'সাধুয়া সাধু' (সায়ণ)

সাধুরত্ন সূরি (পুং) গ্রন্থকারবিশেষ।

সাধুবৎ (ত্রি) সাধু-মতুপ্ মস্য ব। সাধুগুণবিশিষ্ট, উত্তমগুণযুক্ত।

সাধুবাদ (পুং) সাধু-বদ ঘঞ্। প্রশংসাবাদ, ধন্যবাদ, সাধু সাধু এই কথা বলা।

সাধুবাদিন্ (ত্রি) সাধু বদতি বদ-ণিনি। ১ সাধুবাদপ্রদানকারী। ২ যিনি উত্তম বলেন।

সাধুবাহ (পুং) সাধুরুত্তমো বাহঃ। ১ বিনীতাশ্ব, সুশিক্ষিত অশ্ব। (হেম) ২ উত্তম বাহন।

সাধুবাহিন্ (পুং) সাধু উত্তমং, বহতীতি বহ-ণিনি। শোভনবহনশীল ঘোটক, পর্য্যায়—সুশিক্ষিতাশ্ব, বিনীত, সুষ্ঠুবাহনশীলক। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ সুন্দর ঘোটকবিশিষ্ট। ৩ সাধু বহনশীল, উত্তমরূপে যাহারা বহন করিতে পারে।

"তস্য ক্রুদ্ধঃ স নাগেন্দ্রো বহতঃ সাধুবাহিনঃ।"
(ভারত ৬।৪৬।৩৬)

সাধুবৃক্ষ (পুং) সাধুর্বৃক্ষঃ। ১ কদম্বগাছ। (শব্দচ°) ২ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ৩ শোভনতরু।

সাধুবৃত্ত (ত্রি) সাধু বৃত্তং চরিত্রং যস্য। সৎস্বভাববিশিষ্ট, উত্তম চরিত্র, সচ্চরিত্র।

সাধুবৃত্তি (স্ত্রী) সাধ্বী চাসৌ বৃত্তিশ্চেতি বা সাধোর্বৃত্তিঃ উত্তম জীবিকা। ২ সদ্বিবরণ। ৩ সুন্দর বর্ত্তন।

সাধুশীল (ত্রি) সাধু শীলং যস্য। সচ্চরিত্র। উত্তম চরিত্র।

সাধুসুন্দরগণি, শব্দরত্নাকররচয়িতা। ইনি সাধুকীর্ত্তি উপাধ্যায়ের শিষ্য। ইঁহার অপর নাম বাচনাচার্য্য।

সাধুসেন, যম্ণি প্রদেশের একজন প্রাচীন রাজা।
(ভবিষ্যব্র°খ° ৫৬।১৮৪)

সাধৃত (ক্লী) ১ ময়ূরসমূহ। ২ পণ্যবীথী। ৩ আতপত্র। (অজয়পাল)

সাধ্য (পুং) সাধ্যমস্ত্যস্যেতি অর্শ আদিত্বাদচ্। গণদেবতাবিশেষ। এই গণদেবতার সংখ্যা দ্বাদশ। ইহাদের নাম যথা মনঃ, মন্তা, প্রাণ, নর, অপান, বীর্য্যবান্, বিনির্ভয়, নয়, দংস, নারায়ণ, বৃষ ও প্রমুঞ্চ। এই দ্বাদশজন সাধ্যগণ।

"সাধ্যা দ্বাদশবিখ্যাতা রুদ্রাশ্চৈকাদশস্মৃতাঃ।
মনোমন্তা তথা প্রাণো নরোঽপানশ্চ বীর্য্যবান্।
বিনির্ভয়ো নয়শ্চৈব দংসো নারায়ণো বৃষঃ।
প্রমুঞ্চেতি সমাখ্যাতাঃ সাধ্যা দ্বাদশ পৌর্ব্বিকাঃ॥"
(অগ্নিপুরাণ, ভেদনামাধ্যায়)

শারদীয় দুর্গাপূজাকালে সাধ্যগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গাপূজাপ°) ২ দেব। ৩ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশ যোগ, জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভযোগ, এই যোগে যে কোন কার্য্য করা যায়, তাহা সুসিদ্ধ হয়। এই যোগে যে জাতক জন্মগ্রহণ করে, সেই জাতক অসাধ্য সাধন করে, এবং শূর, অতিধীর, শত্রুবিজয়কারী, বুদ্ধিপূর্ব্বক উপায় দ্বারা কার্য্য সাধনকারী ও বিনীত হয়।

"অসাধ্যসাধ্যঃ কিল সাধ্যজাতঃ
শূরোঽতিধীরো বিজিতারিপক্ষঃ।
বুদ্ধ্যাহৃপায়ৈঃ পরিসাধিতার্থঃ
পরং কৃতার্থঃ সুতরাং বিনীতঃ॥" (কোষ্ঠীপ্রদীপ)

৪ মন্ত্রবিশেষ। গুরুর নিকট তন্ত্রোক্ত যে মন্ত্র গ্রহণ করা হয়, এই মন্ত্র চারি প্রকার, সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি। এই চারি প্রকার মন্ত্রের মধ্যে সিদ্ধাদি তিন প্রকার মন্ত্র গ্রহণীয়, ইহার মধ্যে সাধ্যমন্ত্র যথাবিধানে গ্রহণ করিয়া জপ ও হোমাদির অনুষ্ঠান করিলে অচিরে সুসিদ্ধ হয়। কোন্ মন্ত্র সিদ্ধ ইহা স্থির করিতে হইলে মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর চারিটী কোষ্ঠে লিখিবে, তৎপরে প্রথম নামের অক্ষর হইতে সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ ও অরি, এইরূপ স্থির করিতে হইবে। গুরু, মন্ত্রবিচারকালে এই সকল বিচার করিবেন।

"নামাদ্যক্ষরমারভ্য যাবন্মন্ত্রান্তমক্ষরং।
চতুর্ভিঃ কোষ্ঠৈরেকৈকমিতি কোষ্ঠচতুষ্টয়ং॥

পুনঃ কোষ্ঠগকোষ্ঠেষু সর্ব্যতো নাম আদিতঃ।
সিদ্ধঃ সাধ্যঃ সুসিদ্ধোঽরিঃ ক্রমাজ্‌জ্ঞেয়া মনীষিভিঃ।
সিদ্ধঃ সিধ্যতি কালেন সাধ্যস্তু জপহোমতঃ।
সুসিদ্ধো গ্রহণমাত্রেণ অরির্মূলং নিকৃন্ততি॥" (তন্ত্রসার)

(ত্রি) ৫ সাধনীয়, সাধনযোগ্য, নিষ্পাদ্য। ৬ শক্য। ৭ জ্ঞেয়। ৮ প্রতিবিধেয়, প্রতিকারযোগ্য। ৯ নিবর্ত্তনীয়। ১০ জ্ঞেয়। ১১ প্রতিপাদ্য, সাধনার্হাভিমত, ইহার অপর নামপক্ষ।

"প্রতিজ্ঞাদোষনির্ম্মুক্তং সাধ্যং সংকারণান্বিতং।
নিশ্চিতং লোকসিদ্ধঞ্চ পক্ষং পক্ষবিদো বিদুঃ॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)

১২ অনুমিতিবিশেষ, সাধ্যতাবচ্ছেদক। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাই সাধ্য, হেতু, সাধ্য, পক্ষ। হেতু দ্বারা পক্ষে সাধ্যের অনুমান হইয়া থাকে। 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে পর্ব্বত পক্ষ, বহ্নি সাধ্য এবং ধূম হেতু, ধূম এই হেতুদর্শনে পর্ব্বতরূপ পক্ষে সাধ্য বহ্নির অনুমান হইয়াছে। এই হেতু, সাধ্য ও পক্ষ লইয়া নব্যন্যায়ে অনুমানখণ্ডে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই সাধ্যের বিষয় আলোচিত হইল। ধূমদর্শনে বহ্নিরই অনুমান হয়। বহ্নিদর্শনে ধূমের অনুমান হয় না, সুতরাং যে স্থলে অনুমিতি হয়, তথায় ব্যাপ্তিজ্ঞান থাকা আবশ্যক। ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি আছে, এই জন্যই ধূমদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হয়। যদি ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি না থাকিত, তাহা হইলে সাধ্য-বহ্নির কথনই অনুমান হইত না। অনুমানদ্বারা যে বস্তু সাধিত অর্থাৎ প্রমাণিত হয়, তাহাই সাধ্য, সাধ্যের প্রমাণের জন্যই অনুমান প্রয়োজন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান ভিন্ন অনুমান হয় না। তত্ত্বচিন্তামণিতে ব্যাপ্তির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং' ইহার তাৎপর্য্য এই যে সাধ্যের অভাব যেখানে থাকে, সেখানে হেতু না থাকিলেও হেতুসাধ্য ব্যাপ্য হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যাহার অনুমিতি হয়, তাহাকেই সাধ্য কহে। যদ্দর্শনে অনুমিতি হয়, তাহার নাম হেতু। বহ্নিমান্ ধূমাৎ, এই খানে বহ্নি সাধ্য, হেতু ধূম। সাধ্য যে বহ্নি তাহার অভাব জলহ্রদাদিতে থাকে, সুতরাং তথায় ধূম থাকিতে পারে না। অতএব ধূম বহ্নিব্যাপ্য।

'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এস্থলে সাধ্য ধূম, অয়োগোলকে ধূমের অভাব আছে, অথচ তথায় বহ্নি আছে, অতএব বহ্নিতে ধূমের ব্যাপ্তি নাই সুতরাং তথায় সাধ্যের অনুমান হয় না।

ধূমহেতু পর্ব্বতে বহ্নি আছে, এই স্থলে বহ্নি সাধ্য, ধূম হেতু। কিন্তু এখানে সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, সংযোগ সম্বন্ধেই বহ্নি সাধ্য হইয়াছে। পর্ব্বতে যে বহ্নি আছে, তাহা সংযোগ সম্বন্ধে আছে, ইহাই ধূমদ্বারা অনুমিত হইতেছে। কারণ বহ্নির অবয়বেই সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি থাকে, অবয়বভিন্ন আর সকল স্থলেই সংযোগসম্বন্ধে থাকে সমবায়সম্বন্ধে থাকে না। যেখানে যে সম্বন্ধে যে বস্তু থাকে বা থাকিতে পারে, সেখানে সেই বস্তু সাধ্য হইবে, ইহা জানিতে হইবে। যেখানে যে বস্তুর সত্তা অসম্ভব, সেইখানে সেই বস্তু সাধ্য হইতে পারে না। সুতরাং ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যের অভাব বলিতে যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধেই সাধ্যের অভাব বুঝিতে হইবে। এই স্থলে সংযোগ-সম্বন্ধে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, অতএব সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাব হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ব্যাপ্তির কোনই বাধা হয় না।

বহ্নিমান্ এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হইয়াছে, মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে বহ্নি সাধ্য হয় নাই, কারণ বহ্নিমান্ স্থলে কেবল বহ্নিরই অনুমান হয়, মহানসীয়বহ্নি রূপে অনুমান হয় না। পর্ব্বতে মহানসীয়বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতি হইলেও একেবারে বহ্নি নাই, এইরূপ প্রতীতি হয় না। এই স্থলে শুদ্ধ বহ্নিত্ব রূপে বহ্নির অভাব পর্ব্বতে নাই, অতএব শুদ্ধ বহ্নিত্বরূপেই বহ্নি পর্ব্বতে সাধ্য হইয়াছে। মহানসীয়বহ্নিত্ব রূপে সাধ্য হয় নাই। যেরূপে সাধ্য হইবে, সেইরূপে সাধ্যের অভাব স্থির করিতে হইবে। অতএব এই স্থলে হেতুদ্বারা সাধ্য বহ্নির অনুমান হইল। যে যে স্থলে এইরূপে হেতুদ্বারা যে বিষয় প্রমাণিত বা সাধিত হইবে, তাহাই সাধ্য পদবাচ্য। (তত্ত্বচিন্তা°) [ন্যায়দর্শন ও প্রমাণ দেখ।]

সাধ্যতা (স্ত্রী) সাধ্যস্য ভাবঃ। তল-টাপ্। সাধ্যত্ব, সাধ্যের ধর্ম্ম, সাধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সাধ্যতাবচ্ছেদক (ক্লী) সাধ্যতামবচ্ছিনত্তি অব-ছিদ্-ণ্বুল্। অনুমিতিবিধেয়াংশভাসমানধর্ম্ম, সাধ্যনিষ্ঠ ধর্ম্মের বিশেষ কারক।

"সাধ্যতাবচ্ছেদকমিতি অনুমিতিবিধেয়তাবচ্ছেদকমিতি"
(সিদ্ধান্তল° জগদীশ)

এই শব্দ নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়ই ব্যবহার হয়, অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা প্রভৃতি শব্দ উত্তমরূপে বুঝিতে না পারিলে ইহার অর্থ সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় না। সাধ্যের ধর্ম্ম সাধ্যতা, সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধ্য হয়, সেই সম্বন্ধ সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, সাধ্য-অংশে প্রতীয়মান ধর্ম্ম অর্থাৎ যেরূপে সাধ্য হয়, সেইরূপ বা ধর্ম্মের নাম সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম, কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগ ও সমবায়-সম্বন্ধে সাধ্যতা এক নহে, ভিন্ন ভিন্ন। কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সমবায়। এইরূপে যে সম্বন্ধ ও ধর্ম্মদ্বারা সাধ্যতার অবচ্ছেদ হয়, তাহাকেই সাধ্যতাবচ্ছেদক কহে।

সাধ্যবৎ (ত্রি) সাধ্য-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাধ্যবিশিষ্ট, সাধ্যযুক্ত, ধূমহেতু পর্ব্বত বহ্নিযুক্ত, এই স্থলে পর্ব্বতে সাধ্য বহ্নি আছে এই সাধ্যবৎ।

সাধ্যবসানা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিভেদ।

সাধ্যবসানিকা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। লক্ষণ—

"বিষয়স্যানিগীর্ণস্যান্যতাদাত্ম্যপ্রতীতিকৃৎ।

সাধ্যোপাস্যান্নিগীর্ণস্য মতা সাধ্যবসানিকা॥" (সাহিত্যদ° ২।১৭)

অনিগীর্ণ যে বিষয় অর্থাৎ স্বশব্দ দ্বারা অনুক্ত যে বিষয় তাহার অন্যশব্দদ্বারা আরোপ হইলে এই লক্ষণা হয়। [লক্ষণা শব্দ দেখ]

সাধ্যসম (পুং) হেত্বাভাসবিশেষ। ইহার লক্ষণ ন্যায়দর্শনে এইরূপ লিখিত আছে যে, যে হেতু সাধ্যের ন্যায় সাধনীয়, তাহার নাম সাধ্যসম। কারণ তাহা সাধ্যেরই তুল্য। এই হেতুবাদী ও প্রতিবাদী উভয়েরই মত সিদ্ধ হওয়া চাই। বাদী যে হেতুর বলে সাধ্য সিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হন, প্রতিবাদী সেই হেতুতে বিপ্রতিপন্ন হইলে অর্থাৎ প্রতিবাদী সেই হেতু অস্বীকার করিলে বাদীকে সাধ্যের ন্যায় হেতুও সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়। একটী প্রবাদ আছে যে, 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথং পরান্ সাধয়তি' নিজে যে অসিদ্ধ, সে কিরূপে অপরকে সাধিত করিবে, অর্থাৎ যেমন সে অপরকে সাধন করিতে পারে না, তদ্রূপ এই হেতুও সাধ্য সাধন করিতে পারে না। এই প্রকার হেতুই সাধ্যসম হেতু নামে অভিহিত। ইহার একটী উদাহরণ প্রদত্ত হইয়াছে—মীমাংসকগণ ছায়া বা অন্ধকারকে দ্রব্য পদার্থ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহা স্বীকার করেন না; তাঁহারা বলেন, উহা দ্রব্য পদার্থ নহে, আলোক বা তেজের অভাব মাত্র। মীমাংসকগণ বলেন যে ক্রিয়া দ্রব্যের সাধারণ লক্ষণ, নৈয়ায়িকগণও ইহা স্বীকার করেন, ইহাতে মত বিরোধ নাই। এই ছায়ারও গতি ক্রিয়া আছে, কারণ কোনও ব্যক্তি আলোকের অভিমুখে গমন করিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহার পশ্চাদ্বর্তী ছায়াও গমন করে। সুতরাং এই গতিমত্ত্বহেতুদ্বারা মীমাংসকগণ ছায়ার দ্রব্যত্ব প্রতিপাদন করেন, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ছায়ার গতি স্বীকার করেন না। সুতরাং ছায়ার দ্রব্যত্বের ন্যায় তাহার গতিমত্ত্বরূপহেতুরও সাধন করিতে হয় বলিয়া ঐ হেতু সাধ্যসম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকগণ বলেন যে, পুরুষের ন্যায় বস্তুগতি অনুসারে ছায়ার গতি আছে, কিন্তু স্বভাবতঃ ছায়ার গতি নাই। দোষজন্য গতির ভ্রম হয়। ইহাতে বিবেচনা করিতে হইবে যে, ছায়া কোন পদার্থ, গমনশীল পুরুষ আলোকের আবরক বলিয়া তাহার পশ্চাদ্ভাগে ছায়া পড়ে। ঐ স্থানে আলোকের অসন্নিধি বা অভাব আছে, ইহা অবিসংবাদী, অর্থাৎ এ বিষয়ে আর কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। পুরুষ ক্রমে অগ্রসর হইতেছে বলিয়া আলোকের অসন্নিধি বা অভাব উত্তরোত্তর অগ্রিম স্থানে উপলব্ধি হয়। এই জন্য পুরুষের ন্যায় ছায়াও ক্রমে অগ্রসর হইতেছে, এইরূপ ভ্রম হয়। অতএব ছায়ার গতি নাই, সুতরাং ছায়া দ্রব্য নহে। উহা আলোকের অসন্নিধি মাত্র। অতএব ছায়ার যে গতিমত্ত্বহেতু উহা সাধ্যসম, যে স্থলে হেতু এইরূপে সাধ্যের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, তথায় সাধ্যসম হেতু হয়। এই হেতুর নামান্তর অসিদ্ধ। কণাদ ইহাকেই অপ্রসিদ্ধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষাপরিচ্ছেদেও ইহা অসিদ্ধ নামে অভিহিত হইয়াছে। (ন্যায়দ°)

"সাধ্যাবিশিষ্টঃ সাধ্যত্বাৎ সাধ্যসমঃ।" (ন্যায়দ° ১।২।৪৯)

[হেত্বাভাস শব্দ দেখ]

সাধ্যাভাব (পুং) সাধ্যস্য অভাবঃ। সাধ্যের অভাব, যে রূপে সাধ্য হয়, সেই রূপে সাধ্যের অভাব। নব্য নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় এই শব্দের অর্থ করিতে হইলে এইরূপ বলিতে হইবে যে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতানিরূপক অভাবই সাধ্যাভাবশব্দের অর্থ।

সাধারণ ব্যক্তি ইহাতে কিছুই বুঝিতে পারিবেন না, কিন্তু নৈয়ায়িকগণ ইহার মধ্যে কি বুদ্ধিমত্তার যে পরিচালন করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় কিঞ্চিৎ অধিকার না হইলে ইহা পরিস্ফুটরূপে বোধ হয় না, তথাচ ইহার বিষয় সহজবোধ্য করিবার চেষ্টা করা হইল। সাধ্যের ধর্ম্মকে সাধ্যতা কহে। সাধ্য যে সম্বন্ধে সাধিত হয়, তাহাই সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম। কারণ ঐ সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম সাধ্যতার অবচ্ছেদ অর্থাৎ পরিচয় বা নিয়মন করে। সংযোগসম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এবং সমবায়সম্বন্ধে বহ্নির সাধ্যতা এক নহে ভিন্ন ভিন্ন, কারণ এক সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সংযোগ, অপর সাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক সম্বন্ধ সমবায়। এইরূপ বহ্নিগতসাধ্যতা এবং ঘটগতসাধ্যতাও পরস্পর ভিন্ন। কারণ বহ্নিগতসাধ্যতার নিয়ামক বা পরিচায়ক ধর্ম্ম বহ্নিত্ব, এবং ঘটগত সাধ্যতার নিয়ামক ধর্ম্ম ঘটত্ব। অবচ্ছেদক সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম যাহার অবচ্ছেদ করে, তাহাকে অবচ্ছিন্ন কহে। সাধ্যতার যেমন অবচ্ছেদক সম্বন্ধ বা ধর্ম্ম আছে, তদ্রূপ প্রতিযোগিতারও অবচ্ছেদক, সম্বন্ধ ও ধর্ম্ম আছে। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতার নাম সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন, অতএব সাধ্যতাবচ্ছেদক যে সংযোগ সম্বন্ধ তদবচ্ছিন্ন নহে। মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতা মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন, সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম্ম যে শুদ্ধ বহ্নিত্ব তদবচ্ছিন্ন নহে। অতএব পর্ব্বতে উক্ত দ্বিবিধ অভাব থাকিলেও ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তির কোন ক্ষতি হয় না।

নৈয়ায়িকদিগের ভাষায় সাধ্যাভাব বলিলে এইরূপ অর্থই প্রতীতি হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি। এই ব্যাপ্তির লক্ষণ করিয়া প্রত্যেক শব্দের অবচ্ছিন্ন অবচ্ছেদকতা

করিয়া অতি দুর্বোধ্য হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে অধিক আর লিখিত হইল না।

সাধ্র (ক্লী) সামভেদ। (পঞ্চব্রা° ১৫।৫।২৮)

সাধ্বর্য্য (ত্রি) অতিশয় অনুরক্ত, বিশ্বস্ত। (ঋক্ ১০।৬৮।৩)

সাধ্বস (ক্লী) সাধূনস্যতীতি সাধু-অস-অচ্। ভয়, ত্রাস, শঙ্কা, মনের আকুলতা, ব্যাকুলতা। স্যতি নাশয়তীতি সো 'স্যতের্ধুক্' ইতি অসচ্ ধুকচ। ২ প্রতিমা। (উণ্ ৩।১১৭) ৩ ভণিকাঙ্গবিশেষ। (সাহিত্যদ° ৬।৫৫৬)

সাধ্বাচার (পুং) সাধূনামাচারঃ। সাধুদিগের আচার, সাধুগণ যে আচরণ করিয়া থাকেন। ১ শিষ্টাচার।:(ত্রি) ২ সাধুদিগের আচারবিশিষ্ট, উত্তমআচরণশীল।

সাধ্বী (স্ত্রী) সাধু ঙীষ্। ১ মেদা। (রাজনি°) ২ পতিব্রতা স্ত্রী। ইহার লক্ষণ—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতা হৃষ্টে প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সাধ্বী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥" (হারীত)

যে স্ত্রী স্বামী দুঃখিত হইলে দুঃখিত, হৃষ্ট হইলে আনন্দিত, প্রোষিত অর্থাৎ বিদেশগমন করিলে মলিন ও কৃশ, এবং স্বামীর মৃত্যুতে তাহার অনুমৃতা হয়, তাহাকেই সাধ্বী কহে। মনুতে সাধ্বী স্ত্রীর ধর্ম্ম এইরূপ অবিহিত হইয়াছে যে, সাধ্বী স্ত্রী পতি শীলরহিত, পরদাররত, বিদ্যাদিগুণবর্জ্জিত হইলেও তাঁহাকে উপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা দেবতার ন্যায় ভক্তি করিবে, যাহাতে স্বামীর কোনরূপ কষ্ট না হয়, এইরূপ আচরণ করা তাহার পক্ষে উচিত। সাধ্বী স্ত্রী কেবল পতিসেবা দ্বারাই ইহকালে সুখ এবং পরকালে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। স্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের আর পৃথক্ যজ্ঞ ব্রত উপবাসাদি কিছুই নাই, যদি তাহার ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে স্বামীর অনুমতি লইয়া করিতে হইবে। নচেৎ স্বাধীনভাবে কোন কর্ম্মের অধিকার নাই। সাধ্বী স্ত্রী স্বামী জীবিত থাকুন বা মৃতই হউন, তিনি পতিলোককামী হইয়া কথন তাহার অপ্রিয়াচরণ করিবেন না। পতি মৃত হইলে হয় তাহার সহিত অনুমৃতা হইবেন, অথবা পুষ্পমূল ও ফলের দ্বারা জীবন ক্ষয় করিবেন। কিন্তু কথনও পতি বিনা পরপুরুষের নামোচ্চারণ করিবেন না। যতদিন না আপনার মরণ হয়, ততদিন তিনি ক্লেশসহিষ্ণু ও নিয়মচারী হইয়া মধু, মাংস, মৈথুনাদি বর্জ্জনরূপ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন। কৌমার ব্রহ্মচারিগণ যেরূপ একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সাধ্বীগণ সন্তান না থাকিলেও এই ব্রহ্মচর্য্যবলে স্বর্গে গমন করিয়া থাকেন। যিনি কায়মনোবাক্যে সংযত থাকিয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি পতিলোক প্রাপ্ত হন এবং সাধুজনেরা তাহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন। সাধ্বী স্ত্রীগণ যেরূপ অবস্থায় থাকুন না কেন, সর্ব্বদাই প্রহৃষ্টমনে কালযাপন করিবেন, তিনি গৃহকর্ম্মে দক্ষ, এবং গৃহসামগ্রীসকল পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছিন্ন এবং ব্যয়বিষয়ে সদা অমুক্ত হস্ত হইবেন। পিতা বা পিতার অনুমতি অনুসারে ভ্রাতা যাহাকে দান করিয়াছেন, সেই স্বামীর জীবিতকাল পর্য্যন্ত তাহার সুশ্রূষা এবং তাহার মৃত্যুর পর ব্যভিচারাদি দ্বারা তাহাকে উল্লঙ্ঘন না করা সাধ্বী স্ত্রীর অবশ্য কর্ত্তব্য। স্বামিপরতন্ত্রতাই তাহাদের একমাত্র কর্ম্ম। (মনু ৫ অ°)

যে সকল সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার সহিত অনুমৃতা না হন এবং যদি তাহার সন্তান না থাকে, তাহা হইলে তিনি প্রতিদিন স্বামীর উদ্দেশে তর্পণ করিবেন এবং মৃততিথিতে সাম্বৎসরিকশ্রাদ্ধ প্রভৃতির অনুষ্ঠান ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। সাধ্বী স্ত্রী এই পাতিব্রত্যধর্ম্মবলে পতিকে উদ্ধার এবং নিজেও পতির সহিত পতিলোকে বাস করিয়া থাকেন। শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রীদিগের বিশেষরূপ প্রশংসা অভিহিত হইয়াছে। পুরাণাদিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাধ্বী স্ত্রীগণ এক পাতিব্রত্য-ধর্ম্মবলে অসাধ্যসাধন করিয়া থাকেন। সাধ্বী সাবিত্রী তাহার পাতিব্রত্যবলে মৃতপতির পুনর্জীবন, শ্বশুরের রাজ্য, অপুত্রক পিতার শতপুত্রলাভরূপ বরলাভ করেন।

শাস্ত্রে সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এবং ইহারা সকল প্রাণীর উপকারিণী। অসাধ্বী স্ত্রী বৈরতুল্যা এবং সকলের সন্তাপদায়িনী।

"সাধ্বী স্ত্রী মাতৃতুল্যা চ সর্ব্বথা হিতকারিণী।
অসাধ্বী বৈরতুল্যা চ শশ্বঃ সন্তাপদায়িকা ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° গণপতি° ২।২৫)

সাধ্বীক (ত্রি) অতিশয় সাধ্বী।

সানৎকুমার (ত্রি) সনৎকুমারসম্বন্ধীয়। সনৎকুমারপ্রোক্ত উপকরণ।

সানৎসুজাত (ত্রি) সনৎসুজাতের উপাখ্যান-সম্বলিত।

সানন্দ (পুং) আনন্দেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ সঙ্গীতমতে ষোড়শধ্রুবকের অন্তর্গত ধ্রুবকভেদ।

"অষ্টাদশাক্ষরৈর্যুক্তো যশোহর্ষপ্রদো ধ্রুবঃ।
কহস্কসংজ্ঞকে তানে সানন্দো বীরকে রসে ॥" (সঙ্গীত দামোদর)

বীররস এবং কহস্কসংজ্ঞকতানে অষ্টাদশ অক্ষর দ্বারাযুক্ত, যশ ও হর্ষপ্রদানকারী যে ধ্রুবক তাহাকে সানন্দ কহে। ২ গুহ্যকরঞ্জ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ আহ্লাদযুক্ত, আনন্দবিশিষ্ট, আনন্দের সহিত বর্ত্তমান। (পুং) ৪ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিবিশেষ।

সবিতর্ক, সবিচার, সানন্দ ও সাস্মিতভেদে চারি প্রকার সমাধি।

"বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতারূপানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পাতঞ্জল ১।১৭) 'তৃতীয়বিচারবিকলঃ সানন্দঃ' (ব্যাসভাষ্য) আনন্দ-শব্দের অর্থ আহ্লাদ, ইন্দ্রিয়ের অহঙ্কার হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণই আনন্দ নামে অভিহিত। এই ইন্দ্রিয়গণকে অবলম্বন করিয়া চিত্তবৃত্তিধারারূপ যে সমাধি হয়, তাহাই সানন্দসমাধি। এই সমাধি হইলে সমাধির শেষ হইয়াছে বিবেচনা করা উচিত নহে। এই সমাধিতে সন্তুষ্ট থাকিবে, পরে তাহার পুনরুৎপত্তি হইয়া থাকে। [সমাধি শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সানন্দমিশ্র, বৃত্তরত্নাবলীর বৃত্তমুক্তাবলীটীকা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সানন্দ মুনি, একজন জৈন সাধু।

সানন্দনী (স্ত্রী) নদীভেদ (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।১৯)

সানন্দূর (পুং) তীর্থভেদ। বরাহপুরাণে সানন্দূরতীর্থমাহাত্ম্য নামাধ্যায়ে এই তীর্থের বিস্তৃত বিবরণ ও কর্ত্তব্যতার বিষয় বিশেষ অভিহিত হইয়াছে। ধরণী বরাহদেবকে এই তীর্থের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, মলয়ের দক্ষিণে ও সমুদ্রের উত্তরদিকে এই তীর্থ অবস্থিত। এই তীর্থে নাতি উচ্চ ও নাতিনীচ মদীয় প্রতিমা আছে, এই প্রতিমা অতিশয় আশ্চর্য্যরূপবিশিষ্টা, কেহ ইহাকে কাংস্যময়ী কেহ লৌহময়ী, কেহ শিলাময়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। এই স্থানে মধ্যাহ্নকালে সুবর্ণপদ্ম দৃষ্টিগোচর হয়। এই স্থানে অতিশয় পুণ্যপ্রদ ব্রহ্মসর নামে এক সরোবর আছে। এই সরোবরের একটী বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে মধ্যাহ্নকালে এই সরোবরের ধারা পতিত হয়, কিন্তু মধ্যাহ্নবিগমে এই ধারা আর দৃষ্টিগোচর হয় না। এই তীর্থ-সরোবরে স্নান-তর্পণ ও দান বিশেষ পুণ্যজনক। যিনি এই স্থানে স্নানাদি করিয়া উক্ত প্রতিমার অর্চ্চনা করেন, তিনি ইহলোকে নানাপ্রকার সুখসম্পদ্ ভোগ করিয়া অন্তকালে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া থাকেন। (বরাহপু° সানন্দূরমাহাত্মানামাধ্যায়)

সানসি (পুং) সন্যতে দীয়তে দক্ষিণাত্মর্থমিতি ষণ্ দানে (সানসি বর্ণসীতি। উণ্ ৪।১০৭) ইতি অসি প্রত্যয়েন সাধু। ১ স্বর্ণ। (উজ্জ্বল) (ত্রি) ২ সংভজনীয়। "পৃণাক্ষি সানসিং ক্রতুং" (ঋক্ ১০।১৪০।৪) 'সানসিং সংভজনীয়ং' (সায়ণ)

সান্‌সিয়া, চৌরবৃত্তিজীবী অন্ত্যজ জাতিবিশেষ। মনু-সংহিতায় শ্বপাক নামে যে নগরবাহ্য জাতির উল্লেখ আছে, অনেকে এই সান্‌সিয়াদিগকে সেই প্রাচীনতম যুগের শ্বপাক নামক জাতির ক্ষীণসূত্র বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা ভ্রমণশীল, কখনও একস্থানে বাস করে না। মৃতশবাদির ছিন্নবাস ইহাদের পরিধেয় এবং আহার্য্যও অতি কদর্য্য। আচার ব্যবহারে ইহারা অনেকাংশে ডোম, কাঞ্জর, বেরিয়া, হাবুরা ও ভাতু প্রভৃতি জাতির অনুরূপ। কিন্তু ইহাদের মধ্যে একটী উচ্চ অঙ্গের কার্য্য দেখা যায় যাহা ডোম বা অপর অন্ত্যজ জাতির মধ্যে নাই। অনেক স্থলে ইহারা ভাটের কার্য্য করে এবং অনেক জাট পরিবারের বংশানুকীর্ত্তনের জন্য এক একটী স্বতন্ত্র সান্‌সিয়ার-ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে।

এই জাতি সমাজে অনার্য্য ও হেয় বলিয়া গণ্য হইলেও ইহাদের কোন কোন শাখা আপনাদিগকে মাট জাতির একটী থাক বলিয়া পরিচিত করে। কিন্তু মাটেরা ইহাদের এরূপ কোন সম্বন্ধই স্বীকার করে না। অপর একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে রাজপুত জাতির অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে এই জাতির উৎপত্তি হয়। প্রবাদ আছে, চৌহান রাজপুতগণ স্বয়ং উৎপন্ন হইলে আপনাদের যশঃকীর্ত্তিকাহিনী বর্ণন করিবার নিমিত্ত সান্‌সিয়া জাতির সৃষ্টি করেন। এই জাতির আদি পুরুষের নাম সংসমল্ল বা সাহসমাল। তাহার তিন পুত্র ছিল। ঐ পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ প্রাতে ছাচ (দুগ্ধের চাঁচী) খাইবার সময় জন্মে বলিয়া তাহার বংশধরগণ ছাচ্‌ডিহা, মধ্যম মধ্যরাত্রে "করখণ্ড" নামে অভিহিতসময়ে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া করখণ্ড এবং কনিষ্ঠ দ্বিপ্রহর কালে মহিষের দোহন-সময়ে জন্মে বলিয়া ভইস নামে আখ্যাত হয়। এই ভইসশাখার সহিত বেরিয়া কাঁজর জাতির সংস্রব আছে।

অন্য একটী উপাখ্যান হইতে জানা যায় যে, সংশ বা সহাংশ সিংহ নামে একজন রাঠোর রাজপুত হইতে এই জাতি উদ্ভূত হইয়াছে। তাঁহার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল। এক সময়ে দারুণ-বর্ষার বারিপাতে তাহার গৃহ ভূমিসাৎ হয়। অর্থাভাবে সংশ উহাকে আর পুনর্গঠন করিতে সমর্থ না হইয়া পুত্রাদি সহ নগরের বহির্দ্দেশ পর্ণকুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক বাস করে। ঐ পুত্রত্রয়ের নাম চণ্ডুসিংহ, গঙ্গুসিংহ ও বেরিসিংহ। ইহারাও অর্থাভিকৃচ্ছ্র নিবন্ধন আর স্বজাতিসমাজে ফিরিয়া আসিতে সমর্থ হইল না। বনভূমি আশ্রয় করিয়া উদরান্নের চেষ্টায় বন হইতে বনান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। বনমধ্যে খস্‌খস্ তৃণ সংগ্রহ ও পোকা মাকড় ধরাই তাহাদের একমাত্র উপজীবিকা হইল। বেরিসিংহের বংশীয় স্ত্রীলোকেরা বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিল, তাহারাই বর্ত্তমানে বেরিয়া নামে খ্যাত। চণ্ডুসিংহের বংশধর চণ্ডুবাল ও গিঙ্গুসিংহের সন্তানসন্ততি গঙ্গিয়া নামে আখ্যাত।

উপরি কথিত গল্পমূলে কিছুমাত্র সত্য নিহিত আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে উহা হইতে এই মাত্র জানা যায় যে, মধ্য দোয়াবের বেরিয়া, উত্তর দোয়াবের গিদিয়া, হাবুরা বা ভাতু, মথুরা ও ভরতপুরের রাধিয়া বা রাধুয়া কাঁজর এবং রাজপুতনার

ঘর খুলু প্রভৃতি শাখার সানসিয়ারা এক একটী স্বতন্ত্র বৃত্তি লইয়া তত্তন্নামে পরিচিত হইয়াছে। আরও একটী কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, সংশমন ও মলনূর নামে দুই ভ্রাতা ছিল। প্রথমোক্ত হইতে সানসিয়া ও কাঁজর এবং শেষোক্ত হইতে বেরিয়া বা কোলহাটী, ডোম ও মাঙ্গ প্রভৃতি জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই জাতি সমাজে এরূপ নিন্দনীয় হইলেও কোন কোন স্থলে ইহারা জাট অথবা চৌহান রাজপুতদিগের বংশশাখা কীর্ত্তনকারী ভাটের স্থলাভিষিক্ত আছে। এই ভাট সান্‌সিয়া-দিগের অনেকে ভরতপুরই আপনাদের আদিভূমি বলিয়া স্বীকার করে এবং বলে যে, তাহারা বহুপূর্ব্বকাল হইতেই ভরতপুরের আদি-রাজবংশের চরিতকীর্ত্তক। পঞ্জাব প্রদেশের হুসিয়ারপুর জেলায় এখনও এই ভাট-শ্রেণীর সান্‌সিয়ারা জাটদিগের নিকট হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। তথাকার প্রায় প্রত্যেক জাটপরিবারের একটী সংশী বংশকীর্ত্তকরূপে নিযুক্ত আছে। মালব ও মাঝা নামক স্থানবাসী জাটদিগের ধারণা বংশেতিহাসকীর্ত্তনে মিরাসীদিগের অপেক্ষা এই সংশীরাই সমধিক পারদর্শী। বিবাহকালে সংশীরা আসিয়া বর ও কন্যাপক্ষের বংশগাথা কীর্ত্তন করে। ঐ জন্য তাহাদের একটী নির্দ্ধারিত পাওনা আছে। যদি তাহাদের ঐ পাওনা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহারা বর বা কন্যা কর্ত্তার শস্যক্ষেত্র জ্বালাইয়া দিয়া ইহার প্রতিশোধ লয়। সান্‌সিয়াদিগের এই ভাটবৃত্তি দেখিয়া মনে হয় যে তাহারা এক সময়ে উচ্চ বর্ণের ছিল, আচার ও সংস্রবদোষে ক্রমশঃ হীন হইয়া পড়িয়াছে।

ইহারা স্ব স্ব থাকে বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু এক থাক অন্য থাকের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত-বংশের পুত্রকন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ। তবে কোন কোন স্থলে তত্তদ্‌ পারবারের মধ্যে প্রথম সম্বন্ধের পর তিন পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ-সম্বন্ধ করিতে পারা যায়। ইহারা প্রায়ই এক গ্রামের মধ্যে বিবাহ করে, কিন্তু অন্য গ্রাম হইতে কন্যাহরণ কারয়া আনাই ইহাদের বিশেষ মনোমত বিবাহ বলিয়া বোধ হয়। কখন কখন ইহারা অপর নিম্নশ্রেণীর কন্যা লইয়াও বিবাহ করে। এইরূপ ভিন্নজাতীয়কন্যা বিবাহ করিতে হইলে প্রথমে তাহাকে জাত্যন্তর করিয়া লইতে হয়। অন্যজাতীয় ব্যক্তি সান্‌সিয়া সমাজে আসিয়া পানভোজন করিলে সান্‌সিয়া হইয়া যায়। বিবাহের মদ্য পানই একটী প্রধান অঙ্গ।

ফুফাই (পিশা) ইহাদের বিবাহসম্বন্ধ করে, কিন্তু জামাতা (ধিয়ান) অথবা শ্যালকাদি (মান) বিবাহ বা অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়ার যাবতীয় কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাদের কন্যার সংখ্যা অতি অল্প; এই কারণে অপরের কন্যা বিবাহ করিতে হইলে বিস্তর পণ লাগে। বিবাহপ্রথা সর্ব্বতোভাবে কাঁজরদিগের ন্যায়। বিবাহকালে বরকন্যাকে হরণ করিবার ভাণ করে এবং কন্যা যদি সহজে আত্মসমর্পণ না করে, তাহা হইলে বর তাহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহকালে নির্ম্মিতমঞ্চের মাড়ো চারি ধারে ৭ বার প্রদক্ষিণ করে এবং সীমন্তে সিন্দুর দিয়া দেয়। ইহাই বিবাহের শেষ-অনুষ্ঠান। বিধবা বিবাহ আছে, ইহাতে উক্তরূপ কোন আচরণ অনুষ্ঠিত হয় না। বিধবার স্বামিকুলে তাহার পূর্ব্ব প্রদত্ত পণের টাকা ফিরাইয়া দিলে যে কেহ ঐ বিধবাকে গ্রহণ করিতে পারে। তবে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে যদি দেবর বিবাহ করে, তাহা হইলে আর ঐরূপ পণ ফিরাইয়া দিতে হয় না।

বনে বনে ভ্রমণশীল সান্‌সিয়ারা শবদেহ নিবিড় জঙ্গলে ফেলিয়া দেয়; কিন্তু সাধারণে প্রায়ই কবর দেয়। আলিগড়ের চণ্ডুবাল সান্‌সিয়ারা শবদাহ করে। ইহাদের সমাধিপ্রথা মুসলমানের ন্যায়, তবে শবানুগমন নাই। চারিজন লোকে খাটিয়ায় মৃতদেহ তুলিয়া গোবস্থানে আনে। এখানে শবদেহ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ভাবে শোয়াইয়া পুতিয়া ফেলা হয়। মস্তক পশ্চিমদিকে থাকে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত হইলে স্নানান্তে সকলে গৃহে আগমন করে। মৃতাশৌচধারী চারি দিন একাকী থাকে ও স্বহস্তে রাঁধিয়া খায়। ভোজনের পূর্ব্বে সে প্রতিদিন মৃতের প্রেতাত্মার উদ্দেশে একটী করিয়া ভক্তপিণ্ড গৃহপ্রাঙ্গণে রাখিয়া আইসে। চতুর্থাহে শ্রাদ্ধোপলক্ষে স্বজাতীয়গণের ভোজ দেওয়া হয়। বিংশ ও চত্বারিংশদ্দিবসে কাঁধকাটাদিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে।

ইহারা এক ঈশ্বরকে ভগবান্‌, পরমেশ্বর বা নারায়ণ বলিয়া জানে। আর্ত্ত বা বিপদাপন্নব্যক্তি দেবী কালিকার পূজা দেয়। ভূতযোনির প্রভাবে ইহারা যে নিরন্তর কষ্ট পায়, ইহাতে ইহাদের খুব বিশ্বাস আছে; এই জন্য মধ্যে মধ্যে ইহারা ভূতযোনিদিগের তৃপ্ত্যর্থ খাদ্যাদি উৎসর্গ করে। শ্রাদ্ধ সম্পর্কে ইহাদের কোন কৃত্য নাই। তবে পর্ব্বলোগ (প্রেতলোকস্থ পুণ্যাত্মা)দিগের-প্রীতির জন্য ইহারা মধ্যে মধ্যে কুমারীভোজ দেয়। জলেশ্বর ও আমরোহার মিঞা সাহেবের প্রতিও ইহারা বিশেষ ভক্তিমান।

গঙ্গার পবিত্র বারিস্পর্শ অথবা পুত্রের শিরোদেশে হস্তার্পণ পূর্ব্বক শপথকরাকে ইহারা বিশেষ গুরুতর বলিয়া মনে করে। নিম্নলিখিত প্রকারে আচরিত শপথগুলি তাহাদের বিবেচনায় গুরুতর ১ মুরগী কাটিয়া তাহার রক্ত-ভূমিতে ফেলিতে ফেলিতে শপথ; ২ একটী পাত্রে মদ্য রাখিয়া তাহাতে লবণ নিক্ষেপপূর্ব্বক তাহা মৃত্তিকায় ফেলিয়া শপথ এবং ৩ একটী অশ্বত্থপত্র হস্ত-তালুতে মর্দ্দন করিয়া শপথ। যদি কোন স্ত্রীলোক

অসচ্চরিত্রা হয় তাহা হইলে তাহার হস্তের তালুতে উপরি উপরি ৫টী অশ্বত্থপত্র সাজাইয়া তাহাকে একটী উত্তপ্ত লৌহ-শলাকা লইয়া পাঁচ পা যাইতে বলে, যদি উহাতে তাহার হাত পুড়িয়া না যায় তাহা হইলে সে সতী এবং পুড়িয়া গেলে সে সমাজের চক্ষে দোষী বলিয়া বিবেচিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই চৌর্য্যনির্ব্বাহ করিতে ইহারা দলে দলে বিভক্ত হইয়া থাকে। এক একটী দল তাহাদের নেতাদিগের নামে পরিচিত। অনেক সময়ে পুরুষেরা চৌর্য্যসাধনকালে পুলিশের হস্তে ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হয়। এই কারণে অনেকগুলি দলের নেত্রীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া সর্দ্দারপত্নীগণই দল চালায় এবং সাধারণ লোকে তাহাদের বাক্যে বিশেষ আস্থা রাখিয়া আদেশ পালন করিয়া থাকে।

সানা (দেশজ) শান দেওয়া, অস্ত্রাদির ধার মন্দ হইলে সানদিলে উহা তীক্ষ্ণ হয়।

সানাই (দেশজ) বংশীবিশেষ, সানিকাশব্দের অপভ্রংশ। এই বংশীবাদ্য অতি মধুর। ইহা সাধারণতঃ রোসনচৌকী নামে অভিহিত হয়। নহবত, ঢোল প্রভৃতি বাদ্যের সহিত ইহা বাজান হইয়া থাকে।

সানাথ্য (ক্লী) সনাথ ভাবে ষ্যঞ্। সনাথের ভাব, নাথযুক্ততা।

সানি, মুসলমান ফকিরসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা সানীন্ বা সাঈন্, সাই নামে পরিচিত। পঞ্জাব প্রদেশে শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে গুলাবদাসী বা সাঈ নামে একটী স্বতন্ত্র সম্প্রদায় আছে। ইহারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করে না। আত্মার নিরন্তর তৃপ্তিসাধন ও ভোগসুখই ইহাদের মূল মত। ইহারা পঞ্চপান, স্ত্রী সহবাস ও অন্যান্য দৈহিক সুখভোগে দিন যাপন করে। ব্যভিচার ও অন্যান্য কুক্রিয়া যদি সুখের জনক হয় তাহা হইলে তাহারা তৎকার্য্য সাধন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই নামে অভিহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের কোন সামঞ্জস্য বা সম্পর্ক নাই। দুইটী সম্প্রদায়ই আচার ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক্॥

সানিকা (স্ত্রী) সনতি স্বরমতি ষণ্ দানে ধ্বুল, টাপি অত ইত্বং। বংশী, বাঁশী, সানাই, (শব্দরত্না°) সানিন্ (ত্রি)

সানু (পুং ক্লী) সন্যতে সেব্যতে মুনিপ্রভৃতিভিরিতি সন-সেবায়াং (দৃসনি জনীতি। উণ্ ১।৩) ইতি ঞুণ্। পর্ব্বতসম ভূভাগ, পর্য্যায় স্নু, প্রস্থ, গিরিতট (অমর) ২ বন। ৩ বাত্যা। ৪ মার্গ। ৫ অগ্র। ৬ কোবিদ, পণ্ডিত। (মেদিনী) ৭ অর্ক, সূর্য্য। ৮ পল্লব। (জটাধর)

সানুক (ত্রি) সমুচ্ছ্রিত, অত্যুন্নত। "মর্ত্তঃ সানুকো বৃকঃ" (ঋক্ ২।২৩।৭) 'সানুকঃ সমুচ্ছ্রিত সানুঃ সমুচ্ছ্রিতমিতি যাস্কঃ' (সায়ণ) সানু-স্বার্থে কন্। ২ সানু শব্দার্থ।

সানুকম্প (ত্রি) অনুকম্পয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অনুকম্পার সহিত বর্ত্তমান, অনুকম্পাযুক্ত, দয়াবিশিষ্ট।

সানুকূল্য (ত্রি) আনুকূল্যের সহিত বর্ত্তমান। আনুকূল্যযুক্ত। (ক্লী) ২ আনুকূল্য। পথের সঙ্কটকালে যে সাহায্য।

"সাহায্যং সঙ্কটে যৎ স্যাৎ সানুকূল্যং পরস্য চ।"(সাহিত্যদ° ৬।৪৯২)

সানুক্রোশ (ত্রি) অনুক্রোশের সহিত বর্ত্তমান, অনুক্রোশযুক্ত।

সানুগ (ত্রি) অনুগ অর্থাৎ অনুগামীর সহিত বর্ত্তমান, অনুগযুক্ত। ২ সানুদেশে গমনকারী।

সানুচর (ত্রি) অনুচরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অনুচরের সহিত বর্ত্তমান, অনুচরবিশিষ্ট। সানৌ চরতীতি চর-ট। ২ সানুদেশে বিচরণকারী, যাহারা পর্ব্বতের সমতট ভূমিতে বিচরণ করে।

সানুজ (ক্লী) সানৌ জায়তে ইতি জন-ড। ১ প্রপৌণ্ডরীক, চলিত পুণ্ডরিয়াগাছ। (পুং) ২ তুম্বুরু বৃক্ষ। (রাজনি°) (ত্রি) ৩ অনুজের সহিত বর্ত্তমান, অনুজবিশিষ্ট, অনুজযুক্ত।

সানুতাপ (ত্রি) অনুতাপেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুতাপযুক্ত, অনুতাপবিশিষ্ট, অনুতপ্ত।

সানুনয় (ত্রি) অনুনয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুনয়যুক্ত, অনুনয়বিশিষ্ট, অনুনীত।

সানুনাসিক (ত্রি) অনুনাসিক বর্ণের সহিত বর্ত্তমান, ব্যাকরণ মতে ঙ,ঞ, ণ, ন, ম এই সকল বর্ণ অনুনাসিক, এই সকল বর্ণের সহিত যে বর্ণ, তাহাকে সানুনাসিক কহে।

সানুনাসিক্য (ত্রি) সানুনাসিকবর্ণবিশিষ্ট।

সানুপ্রস্থ (পুং) বানরভেদ। (রামা ৫।১৩৯)

সানুপ্রাস (ত্রি) অনুপ্রাসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুপ্রাস অলঙ্কারের সহিত বর্ত্তমান, অনুপ্রাস অলঙ্কারযুক্ত।

"যয়া কয়াচিচ্ছ্রুত্যা যৎ সমানমনুভূয়তে।
তদ্রূপাহি পদাসক্তিঃ সানুপ্রাসা রসাবহা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৫২)

কাব্যাদর্শে শ্রুত্যনুপ্রাস সানুপ্রাস নামে অভিহিত হইয়াছে। 'সানুপ্রাসা শ্রুত্যনুপ্রাসবতী, সৈব রসাবহা রসব্যঞ্জিকা' (কাব্যাদর্শটীকা) কণ্ঠতাল্বাদির একস্থানোচ্চার্য্য বর্ণ দ্বারা যে স্থানে ব্যঞ্জনের সাদৃশ্য হয়, তথায় শ্রুত্যনুপ্রাস হয়। [শ্রুত্যনুপ্রাস দেখ]

সানুবন্ধ (ত্রি) অনুবন্ধের সহিত বর্ত্তমান, অনুবন্ধযুক্ত, অনুবন্ধবিশিষ্ট, আরম্ভযুক্ত।

সানুমৎ (পুং) সানুর্বিদ্যতেঽস্যেতি সানু-মতুপ। সানুবিশিষ্ট পর্ব্বত।

সানুমান (ত্রি) অনুমানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুমানের সহিত বর্ত্তমান, অনুমান প্রমাণবিশিষ্ট, যাহা অনুমান প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করা হইয়াছে।

সানুমানক (পুং) পুণ্ডরীকবৃক্ষ, পুণ্ডরিয়াগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সানুরাগ (ত্রি) অনুরাগের সহিত বর্ত্তমান, অনুরাগযুক্ত, অনুরাগবিশিষ্ট।

সানুরুহ (ত্রি) ১ পর্ব্বতসানুদেশস্থিত। সুতরাং মনোরম। (রামা° ৩।৭৯।৪৪)

সানুবক্রগ (ত্রি) অনুবক্রগতিবিশিষ্ট (গ্রহাদি)। (সূর্য্যসি° ২।১৩)

সানুশয় (ত্রি) অনুশয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অনুশয়যুক্ত, অনুশয়ের সহিত বর্ত্তমান, অনুতাপবিশিষ্ট।

সানুষক্ (অব্য°) সানুষঙ্গ, সাতত্য। "অর্কেষু সানুষগসৎ" (ঋক্ ১।১৭৬।৫) 'সানুষক্ সানুষঙ্গঃ সাতত্যং' (সায়ণ)

সানুষ্টি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

সানুস্বার (ত্রি) অনুস্বারের সহিত বর্ত্তমান। অনুস্বারযুক্ত, সানুস্বার বর্ণ গুরু হয়।

"সানুস্বারশ্চ দীর্ঘশ্চ বিসর্গী চ গুরুর্ভবেৎ।
বর্ণসংযোগপূর্ব্বশ্চ তথা পাদান্তগোঽপি বা॥" (ছন্দোমঞ্জরী)

সানূপ (ত্রি) অনূপ, সজল দেশের নাম অনূপ, অনূপের সহিত বর্ত্তমান।

সানেয়িকা (স্ত্রী) সানেয়ী-স্বার্থে কন্। বংশীভেদ, চলিত সানাই।

সানেয়ী (স্ত্রী) বংশী। (শব্দরত্না°)

সান্ত (ত্রি) অন্তের সহিত বর্ত্তমান, অন্তযুক্ত, অন্তবিশিষ্ট।

সান্তক (ত্রি) অন্তকেন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তকযুক্ত, অন্তকবিশিষ্ট, অন্তকের সহিত বর্ত্তমান।

সান্ততিক (ত্রি) সন্ততিসম্বন্ধীয়।

সান্তপন (ক্লী) সন্তপতীতি সম্-তপ-ল্যুট্, ততঃ স্বার্থে অণ্। ব্রতবিশেষ, কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত। পাপক্ষয়ের জন্য এই ব্রতানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সান্তপন ও মহাসান্তপনভেদে ইহা দুই প্রকার। এই ব্রতানুষ্ঠানপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে যে এক দিন গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত এবং কুশোদক একত্র করিয়া ভোজন করিয়া থাকিবে, তৎপর দিন নিরম্বু উপবাস করিতে হয়, এইরূপ আচরণ করিলে ইহাকে কৃচ্ছ্রসান্তপন কহে।

"গোমূত্রং গোময়ং ক্ষীরং দধি সর্পিঃ কুশোদকং।
একরাত্রোপবাসশ্চ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং স্মৃতং॥" (মনু ১১।২১৩)

যদি এই সকল দ্রব্য একত্র না করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ভোজন করা হয় অর্থাৎ প্রথম দিনে কেবল মাত্র গোমূত্র, দ্বিতীয় দিনে গোময়, তৃতীয় দিনে দুগ্ধ, চতুর্থ দিনে দধি, পঞ্চম দিনে ঘৃত এবং ষষ্ঠদিনে কুশোদকপান করিয়া থাকিবে, আর কিছুই ভোজন করিবে না, সপ্তমদিনে নিরম্বু উপবাস এইরূপ করিলে তাহাকে মহাসান্তপন কহে।

"কুশোদকঞ্চ গোক্ষীরং দধি মূত্রং শকৃদ্ঘৃতং।
জগ্ধা পরেঽহ্ন্যুপবসেৎ কৃচ্ছ্রং সান্তপনঞ্চরন্॥
পৃথক্সান্তপনদ্রব্যৈঃ ষড়হঃ সোপবাসিকঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মহাসান্তপনং স্মৃতং॥" (মনুটীকায় কুল্লূক)

গরুড়পুরাণে ১০৫ অধ্যায়ে সান্তপনব্রতের বিধানও এইরূপ আছে। মনুতে লিখিত আছে যে যদি কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক জাতিভ্রংসকর পাপানুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সপ্তাহ মধ্যে সান্তপন-ব্রতানুষ্ঠান করিবেন, ইহা দ্বারা তাঁহার পাপনাশ হইবে। (ত্রি) ২ সন্তাপক। "সান্তপনা ইদং হবিঃ" (ঋক্ ৭।৫৯।৯)

'সান্তপনাঃ শত্রূণাং সন্তাপকাঃ' (সায়ণ)

সন্তপনস্ সূর্য্যস্তস্যেদমিতি অণ্। ৩ সূর্য্য সম্বন্ধী।

"সান্তপনশ্চ গৃহমেধী চ" (শুক্লযজুঃ ১৭।৮৫)

'সান্তপনঃ সূর্য্যস্তৎসম্বন্ধী সান্তপনঃ' (বেদদীপ°)

৪ ঋষিভেদ।

সান্তপনায়ন (পুং) সান্তপনের গোত্রাপত্য।

সান্তপনীয় (ত্রি) মরুৎসান্তপনসম্বন্ধীয়। (শতপথব্রা° ১১।৫।২।৪)

সান্তর (ত্রি) অন্তরেণ সহ বর্ত্তমানঃ। বিরল, ব্যবধানবিশিষ্ট, তফাৎ। (জটাধর) ২ অন্তরের সহিত বর্ত্তমান, সাবকাশ। ৩ সচ্ছিদ্র, গর্ত্তযুক্ত।

সান্তরতা (স্ত্রী) সান্তরের ভাব বা ধর্ম্ম, যে সকল গুণ থাকিলে জড় বস্তুর পরমাণুসমূহের মধ্যে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অবকাশ বা অন্তর থাকে, তাহাকে সান্তরতা কহে।

সান্তরপ্লুত (ক্লী) প্লুত গতিবিশেষ। প্লবের অন্তর অর্থাৎ লম্ফ প্রদানের পর যেরূপ অন্তর গতি তাহার নাম সান্তরপ্লুত।

"প্লবনান্তরিতা গতিঃ" (মহাভারত নীলকণ্ঠ ৭।৪৪।৪৪)

সান্তরায় (ত্রি) অন্তরায়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তরায়ের সহিত বর্ত্তমান, অন্তরায়যুক্ত, অন্তরায়বিশিষ্ট।

সান্তর্দ্দেশ (ত্রি) অন্তর্দ্দেশেন সহ বর্ত্তমানঃ। অন্তর্দ্দেশের সহিত বর্ত্তমান, মধ্যদেশবিশিষ্ট।

সান্তঃস্থ (ত্রি) অন্তঃস্থ স্বরবর্ণযুক্ত। (ঋক্প্রাতি° ১৪।৫)

সান্তান (ত্রি) সন্তান-অঞ্। ১ সন্তান সম্বন্ধীয়। ২ পারিজাত-মাল্য সম্বন্ধীয়।

সান্তানিক: (ত্রি) সন্তান জন্য, অপত্যের নিমিত্ত।

"সান্তানিকং যক্ষ্যমাণমধ্বগং সর্ব্ববেদসং।
গুর্ব্বর্থং পিতৃমাত্রর্থং স্বাধ্যায়ার্থ্যুপতাপিনঃ॥" (মনু ১১।১)

২ সন্তান সম্বন্ধীয়।

সান্তাপিক (ত্রি) সন্তাপায় প্রভবতি সন্তাপ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সন্তাপদায়ক, পীড়াদায়ক।

সান্তাপিল্লী (চাণ্টাপিল্লী), মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগা-পাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। কোনন্দপয়েণ্ট হইতে পাঁচ

মাইল উত্তর পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৮°২´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪২´ ০´´ পূঃ। এখানে একটী গণ্ডশৈলোপরি একটী লাইট হাউস বা আলোঘর আছে। বিমলীপত্তন বন্দরে প্রবেশকারী পোতসকলকে সমুদ্রগর্ভস্থ পর্ব্বত হইতে সতর্ক রাখিবার জন্ম উহা ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। সমুদ্রগর্ভে ১৪ মাইল দূর হইতে ইহার আলোক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সান্তাল (সাঁওতাল) পরগণা, বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুর বিভাগের এলাকাভুক্ত একটী জেলা। এই জেলা ২৩° ৪৮´ ও ২৫° ১৯´ উত্তর অক্ষরেখার এবং ৮৬° ৩০´ ও ৮৭° ৫৮´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমা মধ্যে অবস্থিত। জেলার পরিমাণ ৫৪৫৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে ভাগলপুর ও পূর্ণিয়া, পূর্ব্বে মালদহ, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম, দক্ষিণে বৰ্দ্ধমান ও মানভূম এবং পশ্চিমে হাজারিবাগ ও ভাগলপুর জেলা। জেলার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমার কিয়দংশে গঙ্গানদী এবং দক্ষিণ সীমা দিয়া বরাকর ও অজয়নদ প্রবাহিত। এই পরগণার লোকসংখ্যা প্রায় ১৬ লক্ষ। দুমকা সহর ইহার প্রধান শাসনকেন্দ্র বা সদর।

প্রাকৃতিক পরিচয়।—তিন প্রকার বিভিন্ন ভূভাগ এই জেলায় দৃষ্ট হয়। জেলার পূর্ব্বভাগ অত্যন্ত পার্ব্বত্য; গঙ্গা হইতে আরম্ভ করিয়া নুনবিল নদী পর্য্যন্ত প্রায় এক শত মাইল দীর্ঘ একটী পর্ব্বতমালা বিরাজিত আছে। এই শৈলশ্রেণীর পশ্চিমস্থিত ভূমিখণ্ড অতিশয় বন্ধুর; এই ভূভাগের কোন স্থান অত্যন্ত উচ্চ, আবার কোন স্থান বা অতিশয় নিম্ন। তদ্ভিন্ন লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত ভূমিখণ্ড পলিমাটি পূর্ণ বলিয়া উর্ব্বরা। বন্ধুর প্রদেশের অধিকাংশ স্থলই বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ। জেলার স্থানে স্থানে কয়লার খনি আছে। জেলার সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল পর্ব্বত প্রায়ই নিবিড় জঙ্গলে আচ্ছাদিত; অধিকাংশই মনুষ্য ও জীবজন্তুর অগম্য। রাজমহলগিরি এই সকল পর্ব্বতের মধ্যে প্রসিদ্ধ। ইহার মৌরী ও সেন্দগরস নামে গিরিশৃঙ্গদ্বয় প্রায় ২০০০ ফিট উচ্চ। নৌকাদি চালনযোগ্য কোন নদী এই জেলায় নাই। এই জেলার প্রায় সকল নদীই হয় গঙ্গায় নতুবা ভাগীরথীতে পড়িতেছে। ইহাদিগের মধ্যে গুমানী, মোরল, বংশলোই, ব্রাহ্মণী ও মৌরাক্ষী নদীই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৌরাক্ষীই এই জেলার সর্ব্বপ্রধান নদী; নুনবিল, অজয় ও বরাকর, মৌরাক্ষীর উপনদী।

এই পরগণা জঙ্গলে পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু এই সকল জঙ্গলে ব্যবসায়ের উপযোগী মূল্যবান্ বৃক্ষ সকল অধিক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। এখানকার বনজাত শালের নির্য্যাস হইতে সাঁওতালেরা ধুনা প্রস্তুত করে এবং পলাশ ও অশ্বথ গাছ হইতে লাক্ষা সংগৃহীত হয়। তদ্ভিন্ন সাঁওতাল ও পাহাড়ীগণ জঙ্গল হইতে তসরগুটি সংগ্রহ করিয়া হাটে বিক্রয় করে। সাবুই ঘাস ও কোঙ্গা (Agave) জঙ্গলে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সাবুইঘাস কাগজ ও দড়ি প্রস্তুত করিবার জন্ম স্থানান্তরে প্রেরিত হয় এবং কোঙ্গা হইতে অতি দৃঢ় ও রেশমের ন্যায় চিক্কণ সূতা তৈয়ার হয়।

সাঁওতাল পরগণার প্রায় সর্ব্বত্রই কয়লা ও লৌহ পাওয়া যায়। ১৮৫০ খৃঃ অব্দে কাপ্তেন সেরউইল দেওঘর এলাকার মধ্যেও তাম্র ও রৌপ্যের আকর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এখানকার প্রায় সকল জঙ্গলেই ব্যাঘ্র, ভল্লুক, বন্য বরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে নগরেও ইহাদিগের প্রাদুর্ভাব হয়। পূর্ব্বে হস্তী ও গণ্ডার এই পরগণার বনভূমিতে বিচরণ করিত, কিন্তু এখন আর তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শাসনপ্রণালী।—বঙ্গদেশের অন্যান্য জেলার শাসনপদ্ধতি হইতে এই জেলার শাসনপদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার ন্যায় এই জেলাও নন্-রেগুলেটেড্ (Non regulated) প্রদেশ বলিয়া অভিহিত হয়। সেই জন্য এই স্থানের জমি-সংক্রান্ত আইনে এবং দণ্ডবিধিতে কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এই পরগণার অধিকাংশ অধিবাসীই সাঁওতাল ও পাহাড়ী নামধেয় আদিম অনার্য্যজাতি। ইহাদিগের জাতীয় জীবনের প্রকৃতিগত বৈষম্য লক্ষ্য করিয়া, তাহাদিগের পার্ব্বত্য জীবনানুযায়ী শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে ভাগলপুরের কলেক্টর ক্লিভেলাণ্ড সাহেব গবর্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়া একটী প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহার পরামর্শানুসারে ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের নন্-রেগুলেশনপ্রণালী সম্বন্ধীয় বিধি প্রচারিত হয়। ক্লিভেলাণ্ড-প্রবর্ত্তিত শাসনপ্রণালীর ফলে, পাহাড়ী ও হিন্দু জমিদারগণের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হয়; অবশেষে ক্লিভেলাণ্ড গবর্মেণ্টের পক্ষ অবলম্বন করিয়া পার্ব্বত্য ভূমিসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন এবং ১৭৯৩ খৃঃ অব্দে এই প্রদেশ হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তুলিয়া দেওয়া হইল। তৎপরে ১৮২৩ খৃঃ অব্দে প্রচারিত হইল যে গবর্মেণ্টই এই সকল প্রদেশের ভূস্বামী। এই সময়ে গবর্মেণ্ট কর্তৃক জমি জরিপ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়।

১৮৫৫ খৃঃ অব্দে সাঁওতালগণ গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়া এখানে বিদ্রোহ উপস্থিত করে। তাহারা চিরদিনই শান্ত ও নিরীহ জাতি, ব্যবসায় বাণিজ্যের কূটনীতি, জাল জুয়াচুরি তাহারা কখনই বুঝিতে পারে না। মহাজনেরা সাঁওতালদিগকে ক্রমাগত প্রতারিত করিতে আরম্ভ করিল। বহুকাল নীরবে অত্যাচার সহ্য করিয়া নিরীহ সাঁওতালগণ

গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল, কারণ তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছিল যে গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিয়া তাহাদিগের অত্যাচার নিবারণ করিতেছেন না। তাই তাহারা গভর্মেণ্টের উপর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিদ্রোহ উপস্থিত করিল। বহুতর বিদ্রোহীর প্রাণ বিনাশ করিয়া গবর্মেণ্ট সাঁওতাল বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। সাঁওতালগণ তাহাদিগের অভাব অভিযোগ সকল গবর্মেণ্টের নিকট জ্ঞাপন করিল এবং তাহারা তাহাদের প্রকৃতি অনুযায়ী শাসনপদ্ধতি লাভ করিল। অতঃপর সাঁওতালগণ অল্প খাজনায় জমিভোগ ও নিষ্করে মদ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইল।

সাঁওতাল পরগণা ছয়টি মহকুমায় বিভক্ত, (১) ডুমকা (২) রাজমহল (৩) দেওঘর (৪) পাকুড় (৫) জামতাড়া ও (৬) গড্ডা। এই জেলার প্রধান শাসনকর্ত্তা ডেপুটী কমিশনার নামে অভিহিত হন। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আপিল সকল ভাগলপুরের জজ নিষ্পত্তি করেন। খাস-মহলের রাজস্বও ভাগলপুরের কোষাগারে দাখিল করিতে হয়। এই পরগণার প্রসিদ্ধ নগর—

দেওঘর—ই, আই রেলের কর্ড লাইনের বৈদ্যনাথ জংসন হইতে ৪ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। বার্ণকোম্পানীর রেল লাইন বৈদ্যনাথ-জংসন হইতে দেওঘর পর্য্যন্ত গিয়াছে। দেওঘর হিন্দুর প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। [বৈদ্যনাথ দেখ।] দেওঘরের জলবায়ুও অতি স্বাস্থ্যকর। নানাস্থান হইতে লোকে এই স্থানে স্বাস্থ্য লাভ হেতু বায়ুপরিবর্ত্তন করিতে যায়। দেওঘরের জনসংখ্যা ৮০০।

রাজমহল—গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই রাজমহল মুসলমান শাসনকালে বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, এখন কেবল মাত্র কতকগুলি কুটীর ও কয়েকটি অট্টালিকা এই স্থানে বিরাজ করিতেছে। রাজমহলের অনতিদূরে প্রাচীন গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। [রাজমহল দেখ।]

সাহেবগঞ্জ গঙ্গাতীরবর্ত্তী ব্যবসায়ের প্রসিদ্ধ কেন্দ্রস্থল; লুপ লাইনের উপর অবস্থিত। ধান, চাল, সরিষা, তসরগুটি, গালা প্রভৃতি দ্রব্য অধিক পরিমাণে এই স্থান হইতে রেলপথে ও জলপথে স্থানান্তরে রপ্তানি হয়। সাহেবগঞ্জের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৬৫০০।

সাঁওতাল পরগণায় নিম্নলিখিত বিভিন্ন অনার্য্যজাতি বাস করে, (১) ভর বা রাজভর ইহারা অতি নীচশ্রেণীর অনার্য্যজাতি প্রধানতঃ শূকররক্ষকরূপে ইহারা নিযুক্ত হয়। (২) ধাঙ্গর জাতি স্বভাবতঃ ছোটনাগপুরের ওরাং-শ্রেণীভুক্ত। ইহারা সাধারণতঃ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। আজকাল নিম্নবঙ্গে কৃষিকর্ম্মী লোকের বিশেষ অভাব হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে অনেকে নিজদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিম্নবঙ্গে আসিয়া সস্ত্রীক বসবাস করিতেছে। (৩) কান্জরজাতি বেদিয়াদিগের ন্যায় প্রায় বারমাস ঘুরিয়া বেড়ায়; ঘাস হইতে দড়ি প্রস্তুত এবং খস্‌খসের শিকড় উত্তোলন করিয়া টাটী তৈয়ার করাই ইহাদিগের প্রধান কার্য্য। (৪) খরবারজাতি রাজমহল পর্ব্বতেই অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগের আচার ব্যবহার অনেক পরিমাণে হিন্দুর ন্যায়। (৫) কিসনি বা নাগেশ্বর। (৬) কোলজাতির সংখ্যাও কম নহে। মুণ্ডা, ভূমিজ, হো প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরাও কোল বলিয়া পরিচিত। ইহারা অন্যান্য আদিম অনার্য্য জাতির ন্যায় বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ নহে। (৭) মাল—অনেকের বিশ্বাস নিম্নবঙ্গের মালজাতি ও সাঁওতাল পরগণার মাল এক শ্রেণীভুক্ত। আবার কেহ বলেন, বাঙ্গালার চণ্ডাল ও সাঁওতালী মাল অভিন্ন জাতি। (৮) নৈয়া—আদমসুমারীর বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে, এই জাতি পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের পৌরোহিত্য করিত, এবং সেই জন্য এখনও ইহারা হিন্দুগণের অস্পৃশ্য। (৯) নট—ইহাদিগের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই, নানা দেশে বাজি ও কৌতুক দেখাইয়া বেড়ায় এবং বাজিকর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। ইহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই কবীরপন্থী, কেহ কেহ মুসলমান বলিয়া পরিচয় দেয়। বেদিয়াগণের ন্যায় ইহারা চৌর্য্যবিদ্যায় সিদ্ধহস্ত। সাধারণ চলিত ভাষা ভিন্ন, বেদিয়াদিগের ন্যায়, ইহাদিগের মধ্যে এক প্রকার গুপ্তভাষা প্রচলিত আছে, ইহারা নিজেদের মধ্যে এই ভাষায় কথোপকথন করে। (১০) পাহাড়ীয়ারা সাঁওতাল পরগণার মধ্যে একটি প্রধান জাতি। (১১) সাঁওতাল বা সান্তাল। [সাঁওতাল দেখ।]

এই পরগণায় হিন্দু ও আদিম অনার্য্যের জনসংখ্যা প্রায় সমান। সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে শতকরা ৫১.৬ জন হিন্দু, ৪২ জন অনার্য্য, ৬.৪ জন মুসলমান এবং কেবল মাত্র .০৩ জন খৃষ্টান।

এই স্থানের প্রাকৃতিক অবস্থা সকল স্থানে সমভাব নহে, তাহা পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। তজ্জন্য এই জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জলবায়ু ও আব্‌হাওয়াতে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। লুপ লাইনের পার্শ্বস্থিত সমতল ভাগের জমি নিম্নবঙ্গের ন্যায় ভিজা ও অস্বাস্থ্যকর। আবার কঙ্করপূর্ণ বন্ধুর ও পার্ব্বত্য প্রদেশসমূহ অতি স্বাস্থ্যকর; কারণ বেহার হইতে উষ্ণ বায়ু আসিয়া এই ভূমিখণ্ডের উপর দিয়া প্রবাহিত হয় এবং ছোটনাগপুরের ন্যায় এই প্রদেশের ভূমিও বেশ শুষ্ক। বারিপাত হইবা মাত্র জমির জল বহির্গত হইয়া যায়, সেই জন্য অধিবাসীদিগকে ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগগ্রস্ত হইতে হয় না। শীতকালে এই সকল স্থানে অত্যন্ত শীত লক্ষিত হয়, আবার গ্রীষ্মকালে ইহার ঠিক বিপরীত অসহ্য গরম পড়ে।

এই জেলার বারিপাতের পরিমাণ নিম্নবঙ্গের অন্যান্য জেলা

অপেক্ষা কম। বৎসরে ৫০ ইঞ্চের অধিক বৃষ্টি হয় না। রাজমহলের পার্ব্বত্য প্রদেশ অতিশয় ম্যালেরিয়া-প্রধান; কিন্তু দেওঘর, মধুপুর, জামতাড়া, শিমুলতলা প্রভৃতি স্থান সকল ম্যালেরিয়া-রোগীর স্বাস্থ্যাবাস বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। বহুতর লোক অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যলাভের আশায় এই সকল স্থানে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে গমন করেন। এই জেলায় উদরাময় এবং অন্যান্য পেটের পীড়ার বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণতঃ সকল লোকেই অনেক সময় পেটের পীড়ায় কষ্ট পায়। সেই জন্য দেওঘর প্রভৃতি স্থান ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগের পক্ষে বিশেষ স্বাস্থ্যকর হইলেও কোনরূপ পেটের অসুখের পক্ষে এই সকল স্থান স্বাস্থ্যকর নহে। দেওঘরে ও সাহেবগঞ্জে সময়ে সময়ে বিসূচিকা ও বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

সান্তালপুর-চাড়চাট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাত বিভাগের পালনপুর শাসনকেন্দ্রের অধীন একটী সামন্তরাজ্য। সান্তালপুর ও চাড়চাট নামক দুইটী উপবিভাগ লইয়া এই রাজ্য গঠিত এবং অনেকগুলি সর্দ্দারের দ্বারা ইহা শাসিত হয়। ইহার উত্তরসীমায় মেরকরা ও সুইগাম্ জমিদারী, পূর্ব্বে জরাহী ও রাধনপুর রাজ্য এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে কচ্ছের রণ প্রদেশ। সান্তালপুর ও চাড়চাট একত্র লইলে লম্বে ৩৭ মাইল ও প্রস্থে ১৭ মাইল স্থান অধিকার করে। ভূপরিমাণ ৪৪০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের সর্ব্বত্রই সমতল। এখানে ঘাসিয়া নামে এক প্রকার লবণ উৎপন্ন হয়। এখানকার মৃত্তিকা কর্দ্দমাক্ত, বালুকাময় ও কৃষ্ণবর্ণ। এই কারণে এখানকার সকল স্থান সমধিক উর্ব্বরা নহে। চাষবাসেরও বিশেষ সুবিধা হয় না। সমগ্র প্রদেশে একটী নদীও নাই। মধ্যে মধ্যে বহু পুষ্করিণী দেখা যায়। দুঃখের বিষয় চৈত্রমাসের পর আর তাহাতে জল থাকে না। এই জন্য তদ্দেশবাসীকে ইন্দারা কাটিয়া পানীয়জলের ব্যবস্থা করিতে হয়।

এখানকার সর্দ্দারেরা ঝাড়েজাবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী। তাহারা কচ্ছপ্রদেশের রাও-রাজগণের আত্মীয়। প্রায় চারিশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে তাহারা এই স্থান অধিকারপূর্ব্বক শাসন করিয়া আসিতেছে। সান্তালপুর ও চাড়চাটের একত্র রাজস্ব ৩৩৬০০৲ টাকা।

সান্ত্ব, সামযোগ, সান্ত্বন, প্রিয়করণ। অদন্তচুরাদিং উভয় সকং সেট্। লট্ সান্ত্বয়তি, সান্ত্বয়তে। লুঙ্ অসসান্ত্বৎ-ত। কর্ম্মণি লট্ সান্ত্ব্যতে।

সান্ত্ব (ক্লী) সান্ত্ব সান্ত্বনে ভাবে ঘঞ্। ১ অত্যর্থ মধুর, অতিশয় মধুর, কর্ণ ও মনের প্রীতিজনক বাক্য, প্রবোধজনক বাক্য। ২ সাম, সন্ধি, মেলন।

"চতুর্থোপায়সাধ্যে তু রিপৌ সান্ত্বমপক্রিয়া।
স্বেদ্যমামজ্বরং প্রাজ্ঞঃ কোঽম্ভসা পরিষিঞ্চতি॥" (মাঘ ২।৫৪)

৩ দাক্ষিণ্য। (মেদিনী)

সান্ত্বন (ক্লী) সান্ত্ব-ল্যুট্। ১ সামোপায়, সান্ত্বনা, প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দেওয়া, সমাশ্বাসন, সান্ত্বকরণ। ২ সাম, সন্ধি। ৩ প্রণয়। ৪ সস্নেহ সাদরসম্ভাষণ ও কুশলপ্রশ্ন।

সান্ত্বনা (স্ত্রী) সান্ত্ব-যুচ্-টাপ্। ১ সান্ত্বন। ২ প্রণয়।

"প্রণয়ঃ সান্ত্বনা ননা" (জটাধর)

সান্ত্ববাদ (পুং) সান্ত্বস্য সামস্য বাদঃ কথনং। সান্ত্বনা বাক্য।

সান্ত্বয়িতৃ (ত্রি) সান্ত্ব-নিচ্-তৃচ্। সান্ত্বনাকারক, যিনি সান্ত্বনা করেন।

সান্দীপনি (পুং) সন্দীপনস্যাপত্যমিতি সন্দীপন ইঞ্। সন্দীপনের গোত্রাপত্য মুনিবিশেষ। এই মুনি ব্রহ্মের অংশবিশেষ এবং ইনি যোগী ও জ্ঞানীদিগের গুরু।

"বিশ্বামিত্রঃ শতানন্দো জাজলিস্তৈত্তিলিস্তথা।
সান্দীপনিশ্চ ব্রহ্মাংশো যোগিনাং জ্ঞানিনাং গুরুঃ॥"
(ব্রহ্মবৈং শ্রীকৃষ্ণজং ৯১।০)

সান্দীপনি মুনি সকল তত্ত্ব ও অখিল বিজ্ঞান অবগত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এই মুনির শিষ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণবলরাম ধনুর্ব্বেদ শিক্ষার জন্য সান্দীপনির নিকট গমন করেন। মুনিবর তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে প্রাপ্ত হইয়া সরহস্য ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা দেন। ৬৪ দিনে কৃষ্ণবলরাম সমগ্র আয়ুর্ব্বেদ আয়ত্ত করেন। সান্দীপনি উঁহাদের এই অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াপন্ন হন এবং তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলিয়া স্থির করেন। এইরূপে তাঁহাদের ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা সমাপ্ত হইলে তাঁহারা গুরুদক্ষিণা দিতে চাহিলে সান্দীপনি তাঁহাদের নিকট মৃত পুত্রের পুনর্জীবনলাভরূপ গুরুদক্ষিণা প্রার্থনা করেন। তখন রামকৃষ্ণ যমপুরে গমন করিয়া যমকে পরাজয়পূর্ব্বক যমপুরী হইতে পূর্ব্বের আকারবিশিষ্ট ঐ বালককে গ্রহণ করিয়া সান্দীপনি মুনিকে প্রদান করেন। (বিষ্ণুপুং ৫।২১অং)

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ প্রভৃতিতে এই মুনির বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

সান্দৃষ্টিক (ক্লী) সন্দৃষ্টৌ প্রত্যক্ষে ভবং। ১ সন্দৃষ্টি। ২ সদ্যফল, তাৎকালিক ফল। ২ ন্যায়ভেদ, দৃষ্টপরিকল্পনা-ন্যায়। পূর্ব্বে এক বিষয় যেরূপ ভাবে দেখা হইয়াছে, সেইরূপ আর একটী বিষয় দেখিলে, পূর্ব্বদৃষ্টস্থ তদনুরূপ ফল কল্পনা করা হইলে এই ন্যায় হয়। "পিতামহদৌহিত্রাভাবে প্রপিতামহপ্রপিতামহ্যোঃ ক্রমেণাধিকারঃ, প্রপিতামহপিণ্ডস্য ধনিভোগ্যত্বাৎ পূর্ব্বোক্ত-সান্দৃষ্টিকন্যায়সিদ্ধত্বাচ্চ।" (দায়ক্রমসং)

সান্দ্র (ক্লী) অদি বন্ধনে বাহুলকাৎ রক্, অন্দ্রেণ সহ বর্ত্ততে ইতি। ১ বন। (মেদিনী) অন্দ্রেণ নিবিড়বন্ধনেন সহ বর্ত্ততে ইতি। ২ ঘন, নিবিড়। ৩ প্রবৃদ্ধ। ৪ মৃদু। ৫ স্নিগ্ধ। ৬ মনোজ্ঞ। (শব্দরত্না°) ৭ তক্র, ঘোল। (বৈদ্যকনি°)

সান্দ্রতা (স্ত্রী) সান্দ্রস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সান্দ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, সান্দ্রত্ব, ঘনত্ব, নিবিড়তা।

সান্দ্রপদ (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকে। তন্মধ্যে ১, ৭, ৫, ১০ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। লক্ষণ "সান্দ্রপদং ভ্তাস্তনগলৈশ্চ" (ছন্দোম°) এই ছন্দের প্রয়োগ সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না।

সান্দ্রপুষ্প (পুং) সান্দ্রং পুষ্পমস্য। বিভীতক বৃক্ষ, বয়েড়া গাছ

সান্দ্রমণি (পুং) ঋষিভেদ।

সান্দ্রপ্রসাদমেহ (পুং) মেহরোগভেদ, এই মেহ কফজ। চরকের নিদানস্থানে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে মেহরোগে মূত্র কতক ঘন কতক পাতলা হয় এবং পাত্রে ধরিয়া রাখিলে যাহার উপরিভাগ পাতলা এবং নিম্নভাগ ঘন হইয়া থাকে, তাহাকে সান্দ্রপ্রসাদমেহ কহে। শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া এই মেহরোগ জন্মে।

"যস্য সংহন্যতে মূত্রং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসীদতি।
সান্দ্রপ্রসাদমেহীতি তমাহুঃ শ্লেষ্মকোপতঃ॥" (চরক নি° ৪অ°)

সান্দ্রমেহ (পুং) শ্লেষ্মজ মেহরোগবিশেষ। যে মেহরোগে মূত্র কোন পাত্রে ধরিয়া রাখিলে পরে তাহা ঘন হয়, তাহাকে সান্দ্রমেহ কহে। এই মেহরোগেও শ্লেষ্ম কুপিত হইয়া থাকে। যে সকল আহার ও বিহার দ্বারা শ্লেষ্ম, মেদ ও মূত্র বৰ্দ্ধিত হয়, তৎসমুদয় দ্রব্যসেবনে শ্লেষ্মা কুপিত হইয়া কফজ মেহরোগ উৎপাদন করে। (চরক নি° ৪ অ°) [মেহরোগ দেখ]

সান্দ্রাবিণ (ক্লী) সং-দ্রু (অভিবিধৌ ভাবে ইনুণ্। পা ৩।৩।৪৬) ইতি ইনুণ্। সম্যক্ দ্রব।

সান্ধ (ত্রি) ১ সন্ধিসম্বন্ধীয়, সন্ধিযুক্ত। ২ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।১১২)

সান্ধকার (ত্রি) অন্ধকারযুক্ত। (কালচক্র ৪।১৩১)

সান্ধিক (পুং) সন্ধা মদ্যসজ্জীকরণং শিল্পমস্য, সন্ধা-ঠক্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ী। সন্ধিং করোতীতি ঠক্। ২ সন্ধিকর্ত্তা, যিনি সন্ধি করেন।

সান্ধিবিগ্রহিক (পুং) সন্ধি ও বিগ্রহকারক, যিনি সন্ধি ও বিগ্রহ কার্য্য করেন। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে এই রাজকীয় পদ বর্ত্তমান Foreign Secretary and Minister for peace and war পদের সমান ছিল।

সান্ধিবেল (ত্রি) সন্ধিবেলা (সন্ধিবেলাদ্যৃতুনক্ষত্রেভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৬) ইতি অণ্। সন্ধিবেলাভব, যাহা সন্ধিবেলায় হয়।

সান্ধ্য (ত্রি) সন্ধ্যায়াং ভবঃ সন্ধ্যা সন্ধিবেলাদিত্বাৎ অণ্। সন্ধ্যা সম্বন্ধীয়, সন্ধ্যাকালে অনুষ্ঠেয়।

"গুরোঃ সদারস্য নিপীড্য পাদৌ
সমাপ্য সান্ধ্যঞ্চ বিধিং দিলীপঃ।" (রঘু ২।২৩)

সান্ধ্যকুসুমা (স্ত্রী) সান্ধ্যং সন্ধিকালোদ্ভবং কুসুমম্ যস্যাঃ। ত্রিসন্ধিপুষ্পবৃক্ষ। যে সকল পুষ্পবৃক্ষে ত্রিসন্ধ্যাকালে পুষ্প বিকসিত হয়। (রাজনি°)

সান্নত (ক্লী) সামভেদ।

সান্নত্য (ত্রি) অবনতির সহিত। "সন্নিমনমিতি সন্নতি ইতি তস্যাসহ বর্ত্তমানঃ।" তোমাদি সন্নতি হইয়া করিতে হয়।

সান্নহনিক (ত্রি) সন্নহনং প্রয়োজনমস্যেতি, সন্নহনং তদস্য প্রয়োজনমিতি ঠক্। সন্নাহবিশিষ্ট, বর্ম্মিত, যিনি আসন্ন বিপদ্ দর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে বর্ম্ম পরিধান করিতে আদেশ করেন। ৩ যিনি বর্ম্মবহন করিয়া লইয়া যান।

সান্নায্য (ক্লী) সম্যক্ নীয়তে হোমার্থমিতি সং-নী (পায্যসান্নায্যেতি। পা ৩।১।১২৯) ইতি সং-নী ণ্যৎ, আয়াদেশঃ, সমো দীর্ঘত্বঞ্চ নিপাত্যতে। হবিঃ। মন্ত্রপূত ঘৃত। হবনীয় আজ্য।

সান্নাহিক (ত্রি) সন্নাহ (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। কবচপরিধানকারী, সন্নাহকারী। কবচবন্ধনার্হ, কবচ পরিধানের উপযুক্ত।

"সান্নাহিকো যদা রাজন্ রাজন্যোঽথ পশুঃ শুচিঃ।"
(ভাগবত ৯।৭।১৪)

'সান্নাহিকঃ কবচবন্ধনার্হঃ' (স্বামী)

সান্নাহুক (ত্রি) সান্নাহিক, কবচবন্ধনার্থ। (ঐত° ব্রা° ৭।১৪)

সান্নিধ্য (ক্লী) সন্নিধিরেব সন্নিধি (চাতুর্ব্বর্ণ্যাদীনাং স্বার্থ উপসংখ্যানং। পা ৫।১।১২৪) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্। নিকট, সন্নিধান, সামীপ্য। দেবপ্রতিমায় কোন কোন স্থলে দেবতার সান্নিধ্য হয়, তাহার বিষয় শাস্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, অর্চ্চকের তপোযোগ, অর্থাৎ যিনি পূজা করেন, তাহার তপস্যার প্রাবল্য থাকে, এবং অর্চ্চনের অতিশায়ন, যাহা দ্বারা দেবপূজা করা হয়, তাহার যদি কোন অঙ্গের ত্রুটি না হয়, বিম্বের আভিরূপ্য অর্থাৎ প্রতিমা অতি সুন্দর অথচ ধ্যানের সহিত যথাযথভাবে গঠিত হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে দেবতার সান্নিধ্য ঘটে। অন্যত্র দেবতার সান্নিধ্য হয় না।

"অর্চ্চকস্য তপোযোগাদর্চ্চনস্যাতিশায়নাৎ।
"আভিরূপ্যাচ্চ বিম্বানাং দেবঃ সান্নিধ্যমিচ্ছতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

সান্নিধ্যতা (স্ত্রী) সান্নিধ্যস্য ভাবঃ, তল্-টাপ্। সান্নিধ্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমীপতা, সামীপ্য।

সান্নিপাতিক (ত্রি) সন্নিপাতস্য শমনং কোপনং বা (সন্নি-

পাতাচ্চ। পা ৫।১।১৩৮) ইত্যস্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা স্বার্থে ষ্যঞ্। সন্নিপাতজ রোগ, তিন দোষের একত্র সম্মিলনকে সন্নিপাত কহে, অতএব এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে স্থলে রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিক রোগে ত্রিদোষের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়, এই জন্য সান্নিপাতিক রোগমাত্রই দুঃসাধ্য। সান্নিপাতিক রোগ হইলে যাহাতে ত্রিদোষেরই শান্তি হয়, তাহা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ২ জ্বরভেদ, সান্নিপাতিক জ্বর, এই রোগ অতি দুঃসাধ্য, এই রোগ হইলে এবং এই রোগের সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগীর প্রাণনাশ হইয়া থাকে।

[সন্নিপাতশব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।] ৫ ত্রিদোষ সম্বন্ধী।

সান্নিপাতিন্ (ত্রি) সম্যক্‌নিপাতনশীল। (কাত্যায়নশ্রৌ° ৭।৯।১৩)

সান্নিপাতিকী (স্ত্রী) সন্নিপাতজন্য যোনিরোগ, ত্রিদোষ জন্য যোনিরোগ। যে যোনিরোগে ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন সকল প্রকার যোনিরোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাকে সান্নিপাতিকী কহে। (বাভট উ° ৩৩ অ°) [যোনিরোগ দেখ।]

সান্নিপাত্য (ত্রি) সন্নিপাত্য, সন্নিপাতনযোগ্য।

"ন খলু ন খলু বাণঃ সান্নিপাত্যোঽয়মস্মিন্।
মৃদুনি মৃগশরীরে তূলরাশাবিবাগ্নিঃ ॥" (শকুন্তলা ১ অ°)

সান্নিবেশিক (ত্রি) সন্নিবেশং সমবৈতি (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। সন্নিবেশপ্রাপ্ত।

সান্ন্যাসিক (পুং) সংন্যাসায় প্রয়োজনমস্যেতি ঠক্। সন্ন্যাসী। পর্য্যায় ভিক্ষু, যতি, কর্ম্মন্দী, রক্তবসন, পরিব্রাজক, তাপস, পারাশরী, পারিকাঙ্ক্ষী, মস্করী, পারিরক্ষক। (হেম)

সান্যপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

সান্বয় (ত্রি) অন্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ°। অন্বয়ের সহিত বর্ত্তমান, অন্বয়যুক্ত, অন্বয়বিশিষ্ট। ২ বংশবিশিষ্ট। ৩ কারণবিশিষ্ট।

সাপত্ন্য (পুং) সপত্ন এব স্বার্থে ষ্যঞ্। ১ শত্রু। (অমরটীকায় রমানাথ)

সপত্ন্যা অপত্যমিতি সপত্নী-ষ্যঞ্। ২ সপত্নীপুত্র।

"পিত্রা সহ বিভক্তা যে সাপত্ন্যা বা সহোদরাঃ।
জঘন্যজাশ্চ যে তেষাং পিতৃভাগহরাস্তু তে ॥" (দায়তত্ত্ব)

(ক্লী) ৩ সপত্নীভাব।

সাপত্ন্যেয় (ত্রি) সাপত্ন, সপত্নীপুত্র। (মনু ৯।১৯৮ কুল্লূক)

সাপত্য (ত্রি) অপত্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপত্যের সহিত বর্ত্তমান, সন্তানযুক্ত।

সাপদ্ (ত্রি) আপদা সহ বর্ত্তমানঃ। আপদ্‌যুক্ত, আপদ্‌বিশিষ্ট।

সাপদেশ (ত্রি) অপদেশের সহিত বর্ত্তমান, অপমানযুক্ত, সাপ-

সাপরাধ (ত্রি) অপরাধেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপরাধবিশিষ্ট, অপরাধী।

সাপহ্নব (ত্রি) ১ অপহ্নবযুক্ত, অপহ্নববিশিষ্ট। ২ অপহ্নুতি, অলঙ্কারবিশিষ্ট। (সাহিত্যদ°)

সাপায় (ত্রি) অপায়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অপায়যুক্ত, নাশবিশিষ্ট।

সাপাশ্রয় (পুং) গৃহান্তঃপুরস্থ উন্মুক্ত স্থানের বীথিকা। (বৃহৎস° ৫৩।২১)

সাপিণ্ড (ক্লী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ অঞ্। সপিণ্ডতা, সাপিণ্ড্য।

সাপিণ্ড্য (ক্লী) সপিণ্ডস্য ভাবঃ সপিণ্ড-ষ্যঞ্। সপিণ্ডতা। শাস্ত্রে সপিণ্ডের এইরূপ বিশেষ বিচার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সাপিণ্ড, সকুল্য ও সমানোদক এই তিন প্রকার জ্ঞাতি। অশৌচগ্রহণবিষয়ে সাপিণ্ড জ্ঞাতির পূর্ণাশৌচ, পুরুষের সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য এবং অবিবাহিতা কন্যার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাপিণ্ড্য।

"লেপভাজশ্চতুর্থাদ্যাঃ পিত্রাদ্যাঃ পিণ্ডভাগিনঃ।
পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ড্যং সাপ্তপৌরুষং ॥" (স্মৃতি)

পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিন পুরুষের শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিবার বিধান আছে, তদূর্দ্ধ তিন পুরুষ লেপভুজ, অর্থাৎ পিণ্ডদানের পর হস্তে যে পিণ্ডের লেপ থাকে, তাহারা এই লেপভোজনের উপযুক্ত, এই ৬ পুরুষ এবং পিণ্ডদাতা সপ্তম এই সপ্ত পুরুষই সাপিণ্ড্য। ইহার উর্দ্ধতন পুরুষ হইতে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়। যে সকল জ্ঞাতির সহিত এইরূপ সাপিণ্ড্য সম্বন্ধ আছে, তাহাদের জনন ও মরণে পূর্ণাশৌচ হয়। কন্যাজননে মাত্র ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য বুঝিতে হইবে। কন্যার জন্ম হইলে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণাশৌচ, তদূর্দ্ধ পুরুষ সম্বন্ধীয় জ্ঞাতির অশৌচ তিনদিন। ইহা ভিন্ন বিবাহাদি স্থলেও পিতৃসাপিণ্ড্য, মাতৃসাপিণ্ড্য প্রভৃতির বিশেষ বিচার করিয়া কন্যাগ্রহণের উপদেশ আছে। [সপিণ্ড দেখ।]

সাপুয়ামুণ্ডী, উড়িষ্যার খণ্ডপাড়াবিভাগের অন্তর্গত একটী শৈলশৃঙ্গ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২০°১৯′২৮″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৫′ ২১″ পূঃ।

সাপুর, বিন্ধ্যপার্শ্বস্থ একটী গণ্ডগ্রাম। (ভবিষ্যব্র°খ° ৮।৬৫)

সাপুর, তিহারাণবাসী একজন কবি। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তাব্রিজনগরে ইঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে।

সাপুর ১ম, পারস্যের শাসনীয় বংশীয় দ্বিতীয় নরপতি।

অর্দ্দেসির বাবগানের পুত্র। গ্রীক্ ঐতিহাসিকদিগের নিকট ইনি সাপোর (Sapores) নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ২৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐ সময়ে রোম-সাম্রাজ্যের বাহুবীর্য্য পশ্চিম এসিয়াখণ্ডে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। রাজা সাপুর

করেন এবং রোমকসম্রাট্ ভালেরিয়ান্ তাঁহার হস্তে বন্দী হন। কিংবদন্তী এই যে, সাপুর রোমসম্রাটের গাত্রচর্ম্ম উন্মোচন করিয়া নিহত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র হর্ম্মুজ ২৭১খৃষ্টাব্দে পিতার মৃত্যুর পর পারস্য-রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

সাপ্ত (ত্রি) সপ্তন্ (সপ্তনোঽঞ্ছন্দসি। পা ৫।১।৬১) ইতি অঞ্। সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্ন বর্গরূপ কর্ম্ম।

"ত্রিরা সাপ্তানি সুন্বতে" (ঋক্ ১।২০।৭)

'সাপ্তানি সপ্ত সংখ্যানিষ্পন্নবর্গরূপাণি কর্ম্মাণি' (সায়ণ) এই শব্দ বেদেই ব্যবহার হয়। কারণ পাণিনির উক্ত সূত্রানুসারে বৈদিক প্রয়োগেই সপ্তন্ শব্দের অঞ্ করিয়া এই পদ নিষ্পন্ন হয়।

সাপ্ততন্তব (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়বিশেষ। (বাসবদত্তা)

সাপ্ততিক (ত্রি) সপ্ততিসংখ্যার পূরণ।

সাপ্তদশ্য (ক্লী) সপ্তদশ সংখ্যা। (ঐতরেয়ব্রা° ১।১)

সাপ্তপদ (ত্রি) সপ্তপদে নির্ভরকারী। সপ্তপদস্থিতিশীল।

সাপ্তপদীন (ক্লী) সপ্তভিঃ পদৈরবাপ্যতে ইতি (সাপ্তপদীনং সখ্যং। পা ৫।২।২২) ইতি খঞ্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। সখ্য, বন্ধুত্ব, সাতটী মাত্র কথায় যে বন্ধুত্ব সম্পন্ন হয়।

"যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি সঙ্গতং
মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে॥" (কুমার ৫।৩৯)

(ত্রি) সপ্তপদ সম্বন্ধী।

সাপ্তপুরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ড।

সাপ্তপৌরুষ (ত্রি) সপ্তপুরুষ সম্বন্ধীয়, সাপিণ্ডজাতি।

"পিণ্ডদঃ সপ্তমস্তেষাং সাপিণ্ডং সাপ্তপৌরুষং॥" (মৎস্যপু°)

সাপ্তমিক (ত্রি) সপ্তমীকৃত। সপ্তমদিবসব্যাপ্য।

সাপ্তরথবাহনি (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।১।৪।১০)

সাপ্তরাত্রিক (ত্রি) সপ্তরাত্রিভব, যাহা সপ্তরাত্র ধরিয়া হয়।

সাপ্তলায়ন (পুং) সপ্তলস্য গোত্রাপত্যং নড়াদিত্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।৯৯) সপ্তলের গোত্রাপত্য।

সাপ্তলেয় (ত্রি) সপ্তলসম্বন্ধীয়। (পা° ৪।২।৮০)

সাপ্তি (পুং) সপ্তন্ (বাহ্বাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৯৬) ইতি অপত্যার্থে ইঞ্। সপ্তের গোত্রাপত্য।

সাপ্য (ত্রি) সকলের আশ্রয়ণীয়। "প্রমেনমী সাপ্যহর্ষে ভুজে" (ঋক্ ১০।৪৮।৯) 'সাপ্য সর্ব্বৈরাশ্রয়ণীয়ঃ' (সায়ণ)

সাপ্রায্য (ক্লী) প্রায় সেইরূপ। তজ্জাতিত্ব। (লাট্যা ১০।৭।৭)

সাফ (আরবী) পরিষ্কার। আবর্জ্জনা বা ময়লা পরিষ্কার।

সাফল্য (ক্লী) সফলস্য ভাবঃ, সফল-ষ্যঞ্। সফলতা, ফলোৎপত্তি, সফলের ভাব বা ধর্ম্ম। "জিহ্বে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রং জপ জপ সততং জন্ম সাফল্যমন্ত্রং।" (মুকুন্দমালা ২৯)

যিনি মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া ভগবদুপাসনা দ্বারা ত্রিতাপরহিত হইয়া জন্ম ও মৃত্যুর হাত হইতে নিষ্কৃতি পান, তাহারই জন্ম সাফল্য হইয়াছে, অপরের জন্ম বিফল। মনুতে আছে যে—

"এতদ্ধি জন্মসাফল্যং ব্রাহ্মণস্য বিশেষতঃ।
প্রাপ্যৈতৎ কৃতকৃত্যোহি দ্বিজো ভবতি নান্যথা॥" (মনু ১২।৯৩)

বেদবিহিত কর্ম্ম সকল দুই প্রকার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত। প্রবৃত্ত কর্ম্মফলে সুখ ও অভ্যুদয়াদি লাভ হইয়া থাকে এবং নিবৃত্ত কর্ম্মফলে মোক্ষ লাভ হয়। ইহলোক বা পরলোকে কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে প্রবৃত্ত, কিন্তু জ্ঞানপূর্ব্বক নিষ্কাম ভাবে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহাকে নিবৃত্ত কর্ম্ম কহে। এই নিবৃত্ত কর্ম্মই জন্মসাফল্যের কারণ. দ্বিজাতিগণ এই নিবৃত্ত কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিয়া জন্মের সাফল্যলাভ এবং কৃতকৃত্য হন।

সাফিনামা (পারসী) মুক্তিপত্র। ছাড়পত্র।

সাবাধ (ত্রি) পীড়িত। অসুস্থ। (শকুন্তলা)

সাব্দী (স্ত্রী) দ্রাক্ষাবিশেষ।

সাব্রহ্মচার (ক্লী) সব্রহ্মচারিণো ভাবঃ অণ্, ইনো লোপঃ। (পা ৫।১।১৩০) সব্রহ্মচারীর ভাব বা ধর্ম্ম।

সাভাপত (পুং) সভাপতেরপত্যং (অশ্বপত্যাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৮৪) ইতি অণ্। ১ সভাপতির অপত্য। (ত্রি) ২ সভাপতি-সম্বন্ধীয়।

সাভার, পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকানগরীর উত্তর-পশ্চিমে ১০ মাইল দূরে ধলেশ্বরীর তীরে এই গ্রাম অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫০´৫৫´´ উঃ, দ্রাঘি° ৯০°১৭´১০´´ পূঃ। ইহা এককালে পালরাজাদিগের রাজধানী ছিল। যে সময় সেন-বংশীয় রাজগণ বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপাল হইতে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতে পালরাজগণ বিক্রমণিপুর হইতে মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত দাসোড়া পর্য্যন্ত ভূভাগে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই ভূভাগের রাজধানী সাভারে এখনও পালরাজাদিগের প্রাসাদের বহুচিহ্ন বিদ্যমান। সম্প্রতি তথায় নানা প্রকার কারুকার্য্যসমন্বিত বুদ্ধমূর্ত্তিশোভিত তোরণের ভগ্নাংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বৌদ্ধস্তূপ এখনও সাভারের চতুর্দ্দিকে পরিদৃষ্ট হয়। যশোপাল নামক রাজার প্রতিষ্ঠিত দেববিগ্রহ এখন ধামরাই গ্রামে বিদ্যমান। এই মূর্ত্তি এখন যশোমাধব নামে পরিচিত। কিন্তু চতুর্ভুজ মূর্ত্তির দুইহস্তের নিম্নে দুইটী প্রকাণ্ড সর্প দৃষ্ট হয়। উহা বিষ্ণুমূর্ত্তির অঙ্গীয় বলিয়া মনে হয় না। রাজা হরিশ্চন্দ্র-পালের অনেক কীর্ত্তি সাভারে রহিয়াছে। তাঁহার গড় ও প্রাসাদের অংশ জঙ্গলে আবৃত। এক সময়ে দাসোড়ার দত্তবংশীয় কর্ণখাঁ সাভার অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু তখন সাভারের বিশেষ গৌরব কিছুই ছিল না; এখনও কর্ণখাঁর গড় তথায় দৃষ্ট হয়। সাভার হইতে অনেক প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে

এবং তথাকার অধিবাসিগণ সময়ে সময়ে ভূপ্রোথিত অনেক অর্থ দৈবক্রমে লাভ করিয়াছে, এইরূপ জনশ্রুতি আছে। এই স্থানে যে সকল স্তূপের নিদর্শন রহিয়াছে তাহা সাভারের উত্তর-পূর্ব্বে অবস্থিত ভাওয়ালের উপান্ত পর্য্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল স্তূপ খনন করিলে নানা প্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার হইতে পারে। হরিশ্চন্দ্রের রাজপ্রাসাদের একটী প্রকোষ্ঠে একটী সিন্দুকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বেনারসী সাড়ী পাওয়া গিয়াছিল। বলা বাহুল্য অঙ্গুলি-স্পর্শ মাত্র সেগুলি চূর্ণ হইয়া যায়। রাজপ্রাসাদের অবস্থান এবং নানা প্রকার অবস্থা পর্য্যালোচন করিলে, এই মনে হয় যে যাঁহারা এই পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাতে বাস করেন নাই; সুতরাং এখনও গুপ্তভাবে নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি এই স্থানের সর্ব্বত্র পড়িয়া রহিয়াছে।

সাভারের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় সুন্দর। ইহার পাদনিম্নে ধলেশ্বরী নদী প্রখরশক্তিশালিনী। বায়ু প্রবাহিত না হইলেও সমুদ্রের ন্যায় এই স্থানে নদীর উত্তাল তরঙ্গমালা নাবিকের ভীতি উৎপাদন করে। ধলেশ্বরীর এরূপ ভীষণ দৃশ্য আর কুত্রাপি নাই। লোকের বিশ্বাস, এই স্থানে নদী অতলস্পর্শ। বর্ষার সময়ে বহু নৌকা সামান্য ঝড়ে সাভারের নিকট নিমজ্জিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভীষণ তরঙ্গরাশি নদীতীর কিছুমাত্র নষ্ট করিতে পারে না। দূর হইতে মনে হয় দৃঢ়প্রাচীরে তীর সুরক্ষিত; কিন্তু সেই প্রাচীর স্বাভাবিক সিন্দূরবর্ণ প্রস্তরকঠিন মৃত্তিকায় সংগঠিত। তদুপরি কেবলমাত্র স্থানে স্থানে নারিকেল বৃক্ষ দণ্ডায়মান হইয়া সিন্দূরাচ্ছন্ন তীরদেশকে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ের কিছু পূর্ব্বে সাভারে সাহা-বণিক্‌কুলসম্ভূত স্বর্গীয় গুরুচরণ কবিরাজ চিকিৎসা ব্যবসায়ে অসামান্য প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া সাভারকে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র সুপরিচিত করিয়াছিলেন। পালরাজগণের শেষ রাজধানীর উক্ত বণিক্-চিকিৎসক এই স্থানের পূর্ব্ব গৌরব যেন কথঞ্চিৎ জাগাইয়া গিয়াছেন।

এখানে ডাকঘর, সব্‌রেজেষ্টরী আপিস, পুলিসের থানা ও ষ্টীমার ষ্টেসন. এ ছাড়া কার্পাসবস্ত্র ও লৌহের কারবার আছে।

সাভিপ্রায় (ত্রি) অভিপ্রায়েণ সহ বর্ত্তমানঃ। অভিলাষযুক্ত, অভিপ্রায়বিশিষ্ট।

সাভিধান (ত্রি) অভিধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অভিধানযুক্ত, অভিধানবিশিষ্ট।

সাভিলাষ (ত্রি) অভিলাষের সহিত বর্ত্তমান, অভিলাষযুক্ত।

"মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি।
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥" (চণ্ডী ১অ°)

মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতি সকল প্রাণীই পুত্রের প্রতি অভিলাষবিশিষ্ট। এই অভিলাষ জীবের স্বাভাবিক।

সাভ্যসূয় (ত্রি) অভ্যসূয়ার সহিত বর্ত্তমান, অসূয়াবিশিষ্ট, অসূয়াপরতন্ত্র, যাহারা লোকের গুণে দোষাবিষ্কার করেন।

সাভ্যাস (ত্রি) অভ্যাসের সহিত বর্ত্তমান, অভ্যাসযুক্ত, অভ্যাসবিশিষ্ট, যাহাদের বেশ অভ্যাস আছে।

সাভ্রাঙ্গিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।

সাভ্রমতী (স্ত্রী) নদীভেদ। (শব্দরত্নমা°)

সাম, সান্ত্বন, প্রিয়করণ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাময়তি। লোট্ সাময়তু। লিট্ সাময়াঞ্চকার, লিটে কৃ, ভূ ও অসধাতুর অনুপ্রয়োগ হয়। চকার, বভূব, আস, ইত্যাদি বিভক্তির অনুরূপে অনুপ্রয়োগ সকল হইবে।

সাম (ক্লী) সমমেব স্বার্থে অণ্। সমশব্দার্থ। (শাট্যা° ৬।৬।২)

সামক (ক্লী) সমমেব সামং অণ্, ততঃ স্বার্থে কন্। মূলধন, আসলটাকা, যে টাকা প্রথমে ঋণ গ্রহণ করা হয়। "বৃদ্ধিমাত্রাপাকরণার্থস্তু বন্ধকং সামকং দত্বাপ্রয়াদৃণী সমং মূলং সমমেব সামকং" (মিতাক্ষরা ২।৬৪)

(পুং) সমতীতি সম অবৈকল্যে ধুল্। ২ তর্কুশাণ, চলিত টেকোর বাটুল। (ত্রিকার) ৩ শাণপাথর। সাম অধীতে বেদ বা সামন্ (ক্রমাদিভ্যো বুণ্। ৪।২।৬১) ইতি বুণ্। (ত্রি) ৪ সামবেদাভিজ্ঞ। ৫ সামবেদাধ্যয়নকারী।

সামকারিন্ (ত্রি) সাম করোতীতি কৃ-ণিনি। ১ সান্ত্বনাকারী। (ক্লী) ২ সামভেদ।

সামগ (পুং) সাম গায়তীতি গৈ শব্দে টক্। ১ সামবেদী-ব্রাহ্মণ, সামগান ইঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, এইজন্য সামগণকে সামবেদীব্রাহ্মণদিগকে বুঝায়। (জটাধর) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৭৫) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন যে, আমি বেদের মধ্যে সাম।

"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (গীতা ১০ অ°)

(ত্রি) ৩ সামবেদজ্ঞ, সামবেদগাতা, যিনি সামবেদ গান করেন।

সামগণ (পুং) সামভেদ।

সামগর্ভ (পুং) সাম গর্ভে যস্য। বিষ্ণু। (শব্দরত্না°)

সামগান (পুং) সাম গানং যস্য। ১ সামগ, সামবেদীব্রাহ্মণ। (ক্লী) ২ সামবেদগান। সামগগণ সামবেদ গান করিতেছেন। ৩ সামভেদ।

সামগায় (পুং) সামগান, সামবেদজ্ঞান।

"যথা বিধানেন পঠন্ সামগায়মবিচ্যুতঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য ৩।১১২)

'সাম্নো গানাত্মকত্বেঽপি গায়মিতি বিশেষেণ গতিমত্ত্বব্যুদাসার্থং' (মিতাক্ষরা)

সামগির (ত্রি) মিষ্টবাক্য। মিষ্টবাক্যযুক্ত।

সামগী (স্ত্রী) সাম গায়তীতি গৈ-টক্, ঙীপ্। সামগব্রাহ্মণ-পত্নী, সামগস্ত্রী।

সামগীত (ক্লী) গৈ ভাবে ক্ত, সাম্নঃ গীতং গানং। সামগান।

সামগ্রী (স্ত্রী) সমগ্রস্য ভাবঃ ষ্যঞ্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং, ঙীষ্ যলোপঃ। কারণসমূহ। কারণকলাপ।

"সামগ্রী চেন্ন ফলবিরহো ব্যাপ্তিরেবেতি তত্ত্বং।" (পদাঙ্কদূত)

২ দ্রব্য, বস্তু।

"একোদ্দিষ্টন্তু কর্ত্তব্যং পাকেনৈব সদা স্বয়ং।
অভাবে পাকপাত্রাণাং তদহঃ সমুপোষণং॥

ইতি লঘুহারীতবচনাৎ পাকপাত্রাভাবঃ পাকসামগ্র্যাভাব-লক্ষণং" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সামগ্র্য (ক্লী) সমগ্রস্য ভাবঃ সমগ্র-ষ্যঞ্। ১ সমুদায়ত্ব, দলবল। ২ অস্ত্রশস্ত্র। ৩ ভাণ্ডার।

সামজ (ত্রি) সাম্নো সামবেদাৎ জায়তে ইতি জন-ড। ১ সামবেদ-জাত। (পুং) ২ হস্তী। (মেদিনী) ব্রহ্মা যখন সামবেদ গান করেন, তখন হস্তীদিগের উৎপত্তি হয়, এই জন্য সামজ শব্দে হস্তীকে বুঝায়।

"নানাবিধাবিষ্কৃতসামজস্বরঃ সহস্রবর্ত্মা চপলৈর্দুরত্যয়ঃ।
গান্ধর্ব্বভূয়িষ্ঠতয়া সমানতাং স সামবেদস্য দধৌ বলোদধিঃ॥"
(মাঘ ১২।১১)

সামঞ্জস্য (ক্লী) সমঞ্জসস্য ভাবঃ সমঞ্জস-ষ্যঞ্। ঔচিত্য, উপ-যুক্ততা, সমীচীনতা, উৎকর্ষ, মিল।

সামতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রভেদ।

সামতস্ (অব্য) সামন্-তসিল্। সামবিষয়ে, সাম হইতে।

সামতেজস্ (ত্রি) সামমন্ত্ররূপ তেজোবিশিষ্ট। (অথর্ব্ব ১০।৫।২৮)

সামত্ব (ক্লী) সাম্নঃ ভাবঃ ত্ব। সামের ভাব বা ধর্ম্ম, সামতা।

সামন্ (ক্লী) স্যতি ছিনত্তি দুঃখং গেয়ত্বাৎ স্যতি দুঃখয়তি দুর-ধ্যেয়ত্বাদিতি বা সো (সাতিভ্যাং মনিন্ মনিণৌ। উণ্ ৪।১৫২) ইতি মণিন্। সামবেদ। জৈমিনি ইহার লক্ষণ এইরূপ করিয়াছেন যে "গীতেষু সামাখ্যা" (জৈমিনি) গীয়মান মন্ত্রের নাম সাম, যজ্ঞে যে সকল মন্ত্র গান করিবার বিধান আছে, তাহাকে সাম কহে।

২ চারি বেদের অন্তর্গত বেদবিশেষ। সাম, ঋক্, যজুঃ ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ। বেদের মধ্যে সাম তৃতীয়, এই বেদের শাখা সহস্র। প্রত্যেক বেদ হইতেই ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্সকল হইয়াছে। ছান্দোগ্য প্রভৃতি উপনিষদ্ সামবেদ হইতে উৎপন্ন।

সামবেদধ্বনি শ্রবণ করিয়া অন্যবেদ অধ্যয়ন করিতে নাই।

"সামধ্বনাবৃগযজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥
ঋগ্বেদো দেবদৈবত্যো যজুর্ব্বেদস্তু মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতা পিত্র্যস্তস্মাত্তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥" (মনু ৪।১২৩-২৪)

যে স্থলে সামবেদের অধ্যয়ন ধ্বনি বিদ্যমান থাকে, তথায় ঋক্ বা যজুঃ অধ্যয়ন করিবে না। কিংবা একবেদ সমাপনান্তে আরণ্যক বা উপনিষদ্ অধ্যয়ন করিয়া সেই দিবারাত্রির মধ্যে অন্যবেদ অধ্যয়ন করা উচিত নয়। ঋগ্বেদ দেবদৈবত্য, অর্থাৎ ইহাতে দেবতাদিগের স্তুতিই প্রধান ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ মানুষদৈবত্য অর্থাৎ মানবদিগের কর্ম্মকাণ্ডই যজুর্ব্বেদের প্রধান বিষয়। সামবেদ পিতৃদেবতাক, অর্থাৎ পিতৃলোকের মাহাত্ম্যই সামবেদের মুখ্যবিষয়, এই কারণ সামবেদের ধ্বনি যজুঃ ও ঋক্বেদের ধ্বনির নিকট অশুচির ন্যায় প্রতিভাত হয়। বেদ-পাঠ করিবার কালে বেদের সারভূত প্রণব, ব্যাহৃতি ও গায়ত্রী পাঠ না করিয়া কদাপি বেদপাঠ করিবে না।

বৈদিকগণের নিকট সাম ত্রয়ী মধ্যে গণ্য।

সায়ণাচার্য্য সামবেদভাষ্যের অবতরণিকায় সামলক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারাৎ।

মন্ত্রবিশেষাণামৃগ্যজুঃসামরূপাণাং লক্ষণানি তস্মিন্নেবাধিকারে ত্রিষধিকর-ণেষু জৈমিনিঃ সূত্রয়ামাস—'তেষামৃগ্যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা' (৩২) 'গীতিষু সামাখ্যা' (৩৩) 'শেষে যজুঃ শব্দঃ' (৩৪) ইতি। তদেতন্ন্যায়বিস্তরে স্পষ্টী-কৃতম্—'নর্ক্সামযজুষাং লক্ষসাঙ্কর্য্যাদিতি শঙ্কিতে। পাদশ্চ গীতিঃ প্রশ্লিষ্ট পাঠ ইত্যস্ত্যসঙ্করঃ। ইদমাম্নায়তে—'অহে বুধ্নিয়! মন্ত্রং মে গোপায় যমৃষয়স্ত্রৈ বিদা বিদুঃ। ঋচঃ সামানি যজুংষি' ইতি। ত্রীন্ বেদান্ বিদন্তীতি ত্রিবিদঃ ত্রিবিদাং সম্বন্ধিনোঽধ্যেতারস্ত্রৈবিদাস্তে চ যং মন্ত্রভাগমৃগাদিরূপেণ ত্রিবিধমাহুঃ তং গোপায়েতি যোজনা। তত্র ত্রিবিধানামৃক্সামযজুষাং ব্যবস্থিতং লক্ষণং নাস্তি, কুতঃ?"

অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রকার বেদভাগ স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি জৈমিনি (তাঁহার মীমাংসাসূত্রে) ঋক্, যজু ও সামরূপ মন্ত্রবিশেষ স্বীকার করিয়া এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—যে যে মন্ত্রের যেখানে অর্থবশে পাদব্যবস্থা বা পদ্য বলিয়া জানিবে, সেই গুলি ঋক্, গীতরূপে যে সকল মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাই সাম, ইহা ছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্রগুলি যজুঃ শব্দবাচী। জৈমিনীয় ন্যায়মালা-বিস্তরে এ সম্বন্ধে স্পষ্ট করা হইয়াছে—সকল বেদের মধ্যেই ঋক্, যজু ও সাম-লক্ষণাত্মক মন্ত্র আছে, এই সঙ্করদোষ কিরূপে খণ্ডন করা যায়? (তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে ১।২।২৬) এইরূপ শ্রুতি আছে—'হে অহে বুধ্নিয়! যে মন্ত্রভাগকে ঋষিগণ ঋক্, সাম ও যজুর্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া থাকেন, তাহা রক্ষা কর।' ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে যে মন্ত্রভাগ ত্রিবিধ, কিন্তু তন্মধ্যে কোন মন্ত্রটী ঋক্, কোন্টী সাম ও কোন্টীই বা যজুঃ তাহা জানিবার উপায় নাই। এ জন্য ভাষ্যকার সায়ণাচার্য্য সামলক্ষণ বুঝাই

বার জন্য সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন, বাহুল্য ভয়ে তাঁহার অভিপ্রায়ের সারাংশ উদ্ধৃত করিতেছি—

'ইদানীং যজুর্ব্বেদ বলিয়া প্রসিদ্ধ গ্রন্থ মধ্যেও—"এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে" (তৈ°স° ১।৬।৫।১) এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া যজুর্বেদে কিছু সামও স্বীকৃত হইয়াছে। আবার সামবেদেও "অক্ষিতমসি অচ্যুতমসি প্রাণসংশিতমসি" (ছা°ব্রা° ৩।১৭) ইত্যাদি যজুর্মন্ত্র দৃষ্ট হয় এবং গীয়মান সামসমূহের আশ্রয় ঋক্‌গুলিও সমস্তই সামবেদে গৃহীত হইয়াছে। তবে কি ঋগ্বেদের স্বতন্ত্র লক্ষণ নাই ? তদুত্তরে জৈমিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"পাদবন্ধেনার্থেন চোপেতাঃ বৃত্তবদ্ধা মন্ত্রাঃ ঋচঃ। (মী° সূ° ২।১।৩২)
"গীতিরূপাঃ মন্ত্রাঃ সামানি। (মী° সূ° ২।১।৩৩)
"বৃত্তগীতিবর্জ্জিতত্বেন প্রশ্লিষ্টপঠিতাঃ মন্ত্রাঃ যজুংষি" (২।১।৩৪)

অর্থাৎ পাদবদ্ধ ও অর্থযুক্ত ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগুলিই ঋক্। গীতিরূপে রচিত মন্ত্রগুলিই সাম এবং ছন্দঃ ও গীতবর্জ্জিত গদ্য মন্ত্রগুলিই যজুঃ। সাম গীতিতে রচিত ইহা সুস্পষ্ট বুঝাইবার জন্য ন্যায়বিস্তরগ্রন্থে (৭।২) এইরূপে 'রথন্তর' শব্দ আলোচিত হইয়াছে—

কবতী গুলিতে রথন্তর সাম গান করিতে হয়। এখানে সহসা এই সন্দেহ হয় "কয়া নশ্চিত্র আভুব" ইত্যাদি তিনটী ঋক্‌কেই কবতী কহে, এই তিনটী ঋক্‌ই স্বর ও স্তোভাদির যোগে গীত হইলেই তাহাকে 'বামদেব্য' সাম বলা হয়। (উ° গা° ১।১।৫) এদিকে "অভিত্বা শূর নো নুমঃ" (ছ° আ° ৩।১।৫।১) এই মন্ত্রটী স্বরাদি যোগে গীত হইয়া রথন্তর সাম নামে প্রসিদ্ধ (আ° গা° ২।১।২১)। রথন্তর সাম গান কর বলিলে ঐটীই পাঠ করিতে হয়। এরূপ স্থলে রথন্তর বলিলে, স্বরস্তোভাদি যুক্ত "অভিত্বা-শূর নো নুমঃ" এই ঋক্‌টী অথবা কেবল কি স্বরস্তোভাদি বুঝিব ? স্বরস্তোভাদিযুক্ত এই ঋক্‌টীই রথন্তর বলিয়া বুঝিতে হইবে। "অভিত্বা" ঋক্‌টী যেরূপ স্বরস্তোভে গীত করিবার বিধি আছে, এবং তাহাই রথন্তর সাম বলিয়া প্রসিদ্ধ, কবতী ঋক্‌গুলিও সেইরূপ রথন্তরীয় স্বরস্তোভাদিযুক্ত করিয়া গান করিবে, ইহাই অভিপ্রায়। সাম, বৃহৎসাম ও রথন্তর সাম বলিলে সেই সেই স্বর বুঝিতে হইবে; যে কোন মন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া হউক সেই স্বরটী গাইলেই সেই সামগান সিদ্ধ হইবে।

সামগান আবার তাহার আশ্রয় স্বরূপ ঋচাদির অক্ষর সকলে ক্রুষ্ট প্রভৃতি সপ্তস্বর ও অক্ষরবিকারাদি দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্রুষ্ট, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ প্রধানতঃ এই সপ্তস্বর। ইহারই আবার উচ্চারণ অনুসারে নানা প্রকারে বিভিন্ন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে তাই স্বরই সামের গতি বা উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত।

কেবল স্বর বোধ হইলেই সামগান সম্পন্ন হইবার নহে, সেই সঙ্গে কোন্ স্থানে কিরূপ অক্ষরে বিকারাদি হইবে, তাহাও জানা আবশ্যক। তাই মীমাংসাসূত্রভাষ্যে শবরস্বামী লিখিয়াছেন—

"গীতির্নাম ক্রিয়া হ্যভ্যন্তরপ্রযত্নজন্যা, স্বরবিশেষাণামভিব্যঞ্জিকা, সামশব্দাভিলাপ্যা, সা নিয়তপ্রমাণা ঋচি গীয়তে। তৎসম্পাদনার্থোঽয়মৃগক্ষরবিকারো বিশ্লেষো বিকর্ষণমভ্যাসো বিরামঃ স্তোভং ইত্যেবমাদয়ঃ সর্ব্বে সামবেদে সমাম্নায়ন্তে।" (মী°সূ°ভা° ৯।২।২৭)

আভ্যন্তর প্রযত্ন জন্য ক্রিয়া বিশেষই গীতি, তাহাই বৃহৎ রথন্তর প্রভৃতি বিবিধ স্বরের অভিব্যঞ্জক, তাহাই সাম বলিয়া অভিহিত এবং মিতাক্ষরাদি নিয়মে গ্রথিত ঋক্ (পদ্য) অবলম্বনে গীত হইয়া থাকে। কেবল স্বরই এই গীতির সম্পাদক নহে, ঋক্-সমূহের কোথায় অক্ষরবিকার, কোথায় বিশ্লেষ, কোথায় বা বিকর্ষণ, কোথায় অভ্যাস ও বিরাম হইবে, এ ছাড়া স্তোভসাধন ইত্যাদি সমস্তই সামবেদে উক্ত আছে। ছান্দোগ্য তলবকার প্রভৃতি শাখা ভেদে এক একটী সামও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গীত হইয়া থাকে।

স্তোভই প্রধান সামাঙ্গ। স্তোভ কাহাকে বলে ? এ সম্বন্ধে ন্যায়বিস্তরকার যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। কোন ঋগংশ বিকৃত হইলে তাহাকে স্তোভ বলা যায় না, তাহা হইলে "অগ্ন আয়াহি" ইত্যাদি মন্ত্রে গীত সামে প্রথমতঃ অকারের স্থানে যে ওকার শুনা যায়, তাহাকেও স্তোভ বলিতে হয়, বাস্তবিক উহা স্তোভ নহে 'অক্ষরবিকার' মাত্র। এইরূপ ঋকের মধ্যে বর্ণ বা পদের আধিক্যও স্তোভের জ্ঞাপক নহে, যেমন "পিবা সোমমিন্দ্র মন্দতু ত্বা" (ছ° আ° ৫।১।০।৮) এই ঋকের গানকালে 'দতুৱা' প্রভৃতি কএকটী অংশ ত্রিবার গীত হইয়া থাকে। (গে° গা° ১০।২।৩)। এরূপ একাধিক বার গীতকে 'অভ্যাস' বলা যায়। ইহাও স্তোভ নহে। ঋকের বর্ণ বিকৃত হইয়া রূপান্তরিত না হইয়াও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই সেই বর্দ্ধিত বর্ণকে বা বর্ণগুলিকে 'স্তোভ' কহে। স্তোভও আবার দুই প্রকার পদস্তোভ ও বাক্যস্তোভ। গেয় ঋক্ হইতে অতিরিক্ত অথচ ঋগংশরূপে ঋকের মধ্যে বা পৃথক্ আশ্রয় রূপেই গীতপদ বা পদাবলিকে পদস্তোভ ও ঐ রূপ বাক্যাবলিকে বাক্যস্তোভ কহে। পদস্তোভ পঞ্চদশ ও বাক্যস্তোভ নয় প্রকার।

যেরূপ অক্ষরবিকারাদি ও স্তোভযোগ সামগীতির হেতু, সেইরূপ বর্ণলোপও অন্যতম কারণ। যেমন জ্যোতিষ্টোমে বিধি আছে, "যজ্ঞায়জ্ঞা বো অগ্নয়ে গিরা গিরা চ দক্ষসে" ইত্যাদি ঋগুৎপন্ন সামদ্বারা স্তব করিবে। 'যজ্ঞায়জ্ঞা' ঋক্‌টীতে গিরাশব্দ আছে; যোনিগান* গ্রন্থে ঐ ঋঙ্মূলক সামে 'গিরা' স্থানে

* গেয় ও আরণ্য এবং উহ উহ্য নামক গানগ্রন্থও 'যোনিগান' নামে অভিহিত।

অক্ষরবিকৃতি ও আগম করিয়া 'গায়িরা' গীত হইয়া থাকে। এদিকে তাণ্ড্যব্রাহ্মণে বিধি আছে—গিরাকে ইরা করিয়া অর্থাৎ, গলোপ করিয়া জ্যোতিষ্টোমে গান করিবে। এখন কথা এই যোনিগান ও তাণ্ড্যব্রাহ্মণ উভয়ই বেদ, কোন্‌টী গ্রাহ্য ? তাণ্ড্যব্রাহ্মণে আরও দেখা যায় যে 'গিরা গিরা' বলিবে না, গিরা গিরা বলিলে উদ্গাতা আপনারই গিরণ করিবে।' (৮।৬) সুতরাং এটী বিশেষ বিধি মানিতেই হইবে। এই কারণ জ্যোতিষ্টোমে 'গিরা' পদটী গায়িরা, পরে ঐ গায়িরার গ লোপ করিয়া "আয়িরা" রূপে জ্যোতিষ্টোমে গীত হইবে।

এইরূপে সায়ণাচার্য্য সামভাষ্যোপক্রমণিকায় সামবেদসম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিয়াছেন। সামমন্ত্রেই দেবতাগণের স্তব করিবার বিধান থাকায় নানা শাস্ত্রে সামবেদের প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। অপরাপর বেদের ন্যায় সামবেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত আরণ্যক, উপনিষদ্, শ্রৌতসূত্র, কল্পসূত্র, প্রাতিশাখ্য প্রভৃতি বহুতর সামবেদীয় গ্রন্থ প্রচলিত আছে। [বেদশব্দে সামসাহিত্য-প্রসঙ্গে তাহার সবিস্তার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এখানে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।]

গৌড়বঙ্গে বহু পূর্ব্বকাল হইতে সামবেদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এখানকার প্রধান ব্রাহ্মণশাখা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ সকলেই প্রায় সামবেদী, এখন তাঁহাদের মধ্যে বেদের চর্চ্চা বিলুপ্ত হইলেও তাঁহাদের সকল সংস্কারাদি ভবদেবভট্টের সামবেদীয় পদ্ধতি অনুসারেই সম্পন্ন হইয়া থাকে।

[কুলীন ও ভবদেবভট্ট দেখ।]

২ শত্রুবশীকরণোপায়বিশেষ। সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিটী উপায়। মনুতে লিখিত আছে যে, যে সকল শত্রু রাজার বিরুদ্ধাচরণ করে, রাজা তাহাদিকে সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চারিবিধ উপায় দ্বারা বশীভূত করিবেন। প্রিয়বাক্য কথনের নাম সাম, সন্ধিকেও সাম কহে। প্রথমে রিপুর প্রতি সামপ্রয়োগ করিতে হয়, যদি সাম দ্বারা রিপু শান্ত হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতি অন্য উপায় প্রয়োগ করিবে না। সাম দ্বারা রিপু শান্ত না হইলে দান, তৎপরে ভেদ ও দণ্ড বিধান বিধেয়। (মনু ৭ অ°) ইহার বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। মৎস্যপুরাণে ২২২ অধ্যায়ে রাজধর্ম্ম-বর্ণনস্থলে সামবিধিতে বর্ণিত হইয়াছে যে সাম দুই প্রকার তথ্য ও অতথ্য, যে স্থলে সাধুদিগের প্রতি আক্রোশ করিয়া সাম প্রযুক্ত হয়, তাহাকে অতথ্য কহে। মিথ্যা প্রবঞ্চনা প্রভৃতি সাধু-বিগর্হিত যে উপায় তাহাই অতথ্য নাম বাচ্য। যাহা সাধুদিগের হিতকর তাহাই তথ্য। যে সকল শত্রু, মহাকুলীন, ঋজু, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, এই সকল গুণযুক্ত ব্যক্তিই সামসাধ্য। এই সকল ব্যক্তির প্রতি তথ্য সাম প্রয়োগ কর্ত্তব্য। যাহারা এই তথ্য সামে শান্ত না হয়, তাহাদের প্রতি অতথ্যসাম প্রয়োগ করিতে হয়।

"দ্বিবিধং কথিতং সাম তথ্যঞ্চাতথ্যমেব চ।
তত্রাপ্যতথ্যং সাধূনামাক্রোশায়ৈব জায়তে ॥
তথ্যং সাধুপ্রিয়ৈশ্চৈব সামসাধ্যা নরা মতাঃ।
মহাকুলীনা ঋজবো ধর্ম্মনিষ্ঠা জিতেন্দ্রিয়াঃ ॥
সামসাধ্যা নরাস্তথ্যং তেষু সাম প্রযোজয়েৎ ॥"
(মৎস্যপু° ২২২ অ°)

সামন (ত্রি) ধনশালী। প্রাচুর্য্যযুক্ত। (ঋক্ ৩৩০।৯)

সামনী (স্ত্রী) পশুবন্ধনরজ্জু, গবাদি পশু বন্ধনের দড়ি।

সামন্ত (পুং) সমন্তায়াঃ সংলগ্নৈকদেশায়া ভূমেরয়মিতি সমন্তা তস্যেদমিতি অণ্। সমন্তাৎ ভবঃ, তত্র ভব ইতি অণ্ বা। স্ববিষয়াস্ত রাজা, সামান্য রাজা। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "সম্ সংলগ্নো একদেশো যস্যাঃ সা সমন্তা স্ববিষয়ান্তরা ভূমিঃ তস্যা ঈশ্বরঃ সামন্তঃ" (ভরত) একটী রাজ্যের মধ্যে তৎসংলগ্ন ভূমির কিয়দংশের অধিপতি রূপ যে সকল ভূস্বামী, তাহাদিগকে সামন্ত কহে। এই সকল সামন্ত রাজার অধীন থাকেন। (ত্রি) ২ সীমান্তরভব।

"সাক্ষ্যভাবে তু চত্বারো গ্রামাঃ সামন্তবাসিনঃ।
সীমাবিনির্ণয়ং কুর্য্যুঃ প্রযতা রাজসন্নিধৌ ॥" (মনু ৮।২৫৮)

'সামন্তাঃ সীমান্তরবাসিনঃ' (মেধাতিথি) ৩ প্রতিবেশী। ৪ শ্রেষ্ঠ প্রজা। ৫ অধিনায়ক। ৬ নিকটবর্ত্তী। ৭ সামীপ্য।

সামন্তক (স্ত্রী) ১ পরিধি। ২ ব্যাপ্তি, বেড়।

সামন্ত, তাজিকসারটীকাপ্রণেতা একজন জ্যোতির্ব্বিদ্। ইনি রাজা শ্রীপতি বিষ্ণুদাসের রাজ্যকালে ১৬১৭ বা ১৬২০ খৃষ্টাব্দে ১০ই ফাল্গুন তারিখে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করেন।

সামন্ত, চাহমান বংশীয় একজন নরপতি।

সামন্তদেব, একজন প্রাচীন হিন্দু নরপতি।

সামন্তরাজ, সূর্য্যপ্রকাশরচয়িতা। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। হরি-সামন্তরাজ নামেও অভিহিত।

সামন্তসিংহ, কএকজন হিন্দুনরপতি, ১ একজন রাজপুত সামন্ত। ইনি রাজা ধারাবর্ষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা প্রহ্লাদন কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ২ মেবারের গুহিলবংশীয় রাজা ক্ষেমসিংহের পুত্র। ৩ মণ্ডলীর একজন রাজা। ইনি স্বীয়-বীর্য্যবলে মহামণ্ডলেশ্বর রাণক বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম সংগ্রামসিংহদেব। ৪ যোধপুরের একজন রাজা। ইনি মহারাজকুল সামন্তসিংহদেব নামেও পরিচিত।

সামন্তসেন, একজন রাজা। ইনি বাঙ্গালার সেন বংশীয় রাজা হেমন্তসেনের পিতা ও বিজয়সেনের পিতামহ।

সামন্তেয় (পুং) ঋষিভেদ। (ভাগ° ৯।২০।২৪)

সামন্তেশ্বর (পুং) সামন্তস্য ঈশ্বরঃ। চক্রবর্ত্তী, সম্রাট্, সামন্ত-রাজাদিগের অধিপতি।

সামন্য (পুং) সামসু সাধুঃ সামন্ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যৎ। সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ। (ভট্টি ৪।৯)

সামপুষ্পি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ।

সামপ্রগাথ (পুং) হোত্রক, সামমন্ত্রপাঠক।

সামভৃৎ (ত্রি) সাম বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্, তুক্‌চ। উদ্গাথা, যজ্ঞে যিনি সামবেদ গান করেন। "সামভৃতং বিভর্ত্তিগ্রাবাণং" (ঋক্ ৭।৩৩।১৪) 'সামভৃতং উদ্গাথারং' (সায়ণ)

সামময় (ত্রি) সামন্ স্বরূপে ময়ট্। সামস্বরূপ, সাম।

সাময়াচারিক (ত্রি) সাময়াচার এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। সময়াচার।

সাময়িক (ত্রি) সময়ঃ প্রাপ্তো হস্য সময় (সময়স্তদস্য প্রাপ্তং। (পা ৫।১।১০৪) ইতি ঠঞ্। সময়োচিত, কালোপযুক্ত, নিয়মানুযায়ী।

"নিজধর্ম্মাবিরোধেন যস্তু সাময়িকোভবেৎ।
সোঽপি যত্নেন সংরক্ষ্যো ধর্ম্মো রাজকৃতশ্চ যঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৮৯)

সামযুগীন (ত্রি) সময়ুগে সাধুঃ (প্রতিজনাদিভ্যঃ খঞ্। (পা ৪।৪।৯৯) ইতি খঞ্। সময়ুগবিষয়ে উত্তম।

সামযোনি (পুং) সাম্নঃ যোনিঃ কারণং। ১ ব্রহ্মা। সাম সামবেদঃ যোনিঃ কারণং যস্য। ২ হস্তী। (ত্রি) ৩ সামোত্থবস্তু। (মেদিনী)

সামর (পুং) সমর এব অণ্। ১ সমর। (ত্রি) ২ যুদ্ধভব।

সামরাজ, শৃঙ্গারামৃতলহরী প্রণেতা।

সামরাজদীক্ষিত, ১ অক্ষবগুম্ফ ও আর্য্যাত্রিশতীপ্রণেতা। ২ নরহরির পুত্র। ইনি দামচরিতনাটক ও ধূর্ত্তনর্ত্তক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সামরাধিপ (পুং) সামরস্য অধিপঃ। সমরের অধিপতি, যুদ্ধাধিপতি, সেনাপতি।

সামরিক (ত্রি) সমরসম্বন্ধীয়।

সামরিকপোত (পুং) যুদ্ধসম্বন্ধীয় জাহাজ।

সামরিক-বিচারালয় (পুং) যে বিচারালয়ে সৈন্য প্রভৃতির অপরাধের বিচার হয়। (Court martial)

সামরী, সামুদ্রিক শব্দের অপভ্রংশ। সমুদ্রোপকূলবাসী কালিকটের রাজগণ "সামরী" উপাধিতে ভূষিত, এই সামরী আবার চলিত কথায় 'জামোরিন্' হইয়াছে। [কালিকট দেখ।]

সামরেয় (ত্রি) সমর সম্বন্ধীয়।

সামর্থ্য (ক্লী) সমর্থস্য ভাবঃ, সমর্থ-ষ্যঞ্। ১ যোগ্যতা, ক্ষমতা। ২ শক্তি। (মেদিনী)

"অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবা হিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিং॥" (গীতা ২।৩৬)

৩ শব্দের প্রতিপাদ্য। ৪ শ্লাঘ্য। (ভারত নীলকণ্ঠ)

সামর্থ্যবৎ (ত্রি) সামর্থ্যং বিদ্যতে হস্য মতুপ্, মস্য ব। সামর্থ্যযুক্ত, যোগ্যতাবিশিষ্ট, শক্তিবিশিষ্ট।

সামর্ষ (ত্রি) অমর্ষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অমর্ষের সহিত বর্ত্তমান, অমর্ষযুক্ত, ক্রোধবিশিষ্ট।

সামলায়ন (ত্রি) সমল-পক্ষ্যাদিত্বাৎ ফক্ (পা ৪।২।১০) ১ সমলস্থান হইতে প্রত্যাগত। ২ সমলস্থানবাসী। ৩ সমল স্থানের অদূরবর্ত্তী স্থান।

সামলেয় (ত্রি) সমল-সংখ্যাদিত্বাৎ ঢঞ্। (পা ৪।২।৮০) সামলায়ন শব্দার্থ।

সামল্য (ত্রি) সমল সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। (পা ৪।২।৮০) সামলের শব্দার্থ। (ক্লী) ২ সমলতা।

সামবৎ (ত্রি) সাম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সামযুক্ত, সামবিশিষ্ট।

সামবর্ণ্য (ক্লী) সমবর্ণভাবে ষ্যঞ্। সমবর্ণতা, তুল্যবর্ণত্ব, এক প্রকার বর্ণ।

সামবশ (ত্রি) সামচ্ছন্দানুগামী।

সামবাদ (পুং) সাম্নঃ বাদঃ। ১ সামকথন, প্রিয়বাক্যকথন। ২ প্রিয়বাক্য, সামপ্রয়োগ।

সামবায়িক (পুং) সমবায়ান্ সমবৈতি সমবায় (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্। ১ মন্ত্রী। (ত্রি) ২ সমবায় সম্বন্ধী, সমবায়সম্বন্ধযুক্ত, যাহাতে সমবায় সম্বন্ধ আছে, নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট। নৈয়ায়িকদিগের মতে নিত্য সম্বন্ধের নাম সমবায় [সমবায় দেখ।] তাদৃশ সম্বন্ধীয় সামবায়িক।

সামবিদ্ (ত্রি) সাম বেত্তি বিদ-ক্বিপ্। সামজ্ঞ, সামবেদবেত্তা।

সামবিধান (ক্লী) সাম্নঃ বিধানং। সামবেদোক্ত বিধান।

সামবেদে যে সকল কর্ত্তব্যানুষ্ঠান আদিষ্ট হইয়াছে, সামবিধানব্রাহ্মণে ও অগ্নিপুরাণে তৎসমুদায় বর্ণিত আছে। ঐ গুলি মন্ত্র বা মন্ত্রাংশ। উহাদের জপ বা উচ্চারণ বা পত্রে লিখিয়া কণ্ঠাদিতে ধারণ করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। যে সকল স্ত্রীলোকের গর্ভপাত হয় তাহারা যদি "অবোধ্যগ্নি" এই মন্ত্র দ্বারা ঘৃত অভ্যুক্ষণ করিয়া ঘৃতশেষ দ্বারা মেখলা বন্ধন করে, তাহা হইলে নিশ্চিয়ই গর্ভরক্ষা পায়। বালক জন্মিলে তাহার কণ্ঠে "সোমং রাজানং" এই মন্ত্র দ্বারা মণি বন্ধন করিয়া দিলে সেই বালক সকল ব্যাধি হইতে মুক্ত হয়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে 'গবোযুণ' মন্ত্রদ্বারা গোগণের উপাসনা করিলে বহু গোলাভ হয়। দ্রোণপরিমিত যব ঘৃতাক্ত করিয়া, 'বাত অবাতু ভেষণং' মন্ত্রদ্বারা যে ব্যক্তি বিধিবৎ হোম করে, সে সর্ব্বপ্রকার

মায়াপাশ ছেদন করিতে সমর্থ হয়। 'প্রদেবো দাসেন' এবং বষট্‌কারসমন্বিত 'অভিত্বা পূর্ব্বপীতয়ে' মন্ত্রদ্বারা তিলহোম করিলে অতি কর্ম্মদক্ষ হয়। পিষ্টময় হস্তী, অশ্ব ও পুরুষ নির্ম্মাণ করিয়া 'বাসকেশ্ম' মন্ত্রদ্বারা সংস্রবার হোম করিলে সংগ্রামে বিজয়লাভ হইয়া থাকে। ইত্যাদি আরও অনেক আধিভৌতিক ব্যাপার বিধিবদ্ধ দেখা, যায়। বাহুল্য ভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না। (অগ্নিপুরাণ ২০৭অঃ)

সামবিপ্র (পুং) সামবেদীয় ব্রাহ্মণ, যে সকল ব্রাহ্মণদিগের ক্রিয়াকলাপ ও সংস্কারাদিকার্য্য সকল সামবেদের নিয়মানুসারে হয়, তাহাকে সামবিপ্র কহে। ইহারা সন্ধ্যোপাসনাদি সকল কার্য্যই সামবেদানুসারে করিবেন।

সামবেদ (পুং) চারিবেদের অন্তর্গত তৃতীয় বেদ। [সামন্ ও বেদশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সামবেদিক (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদীয় ব্রাহ্মণ।

সামবেদীয় (ত্রি) সামবেদসম্বন্ধীয়, সামবেদী ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে রাঢ়ীশ্রেণীয় যে সকল ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা সকলেই সামবেদীয়। ইহাদের মধ্যে অন্যবেদীয় ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের মধ্যে যদিও কাহার বেদবিপর্য্যয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব্বে সামবেদীয় ছিলেন, পরে ক্রিয়াদি কোন কারণ বশতঃ তাহাদের এইরূপ বেদের ব্যতিক্রম হইয়াছে। বারেন্দ্র ও বৈদিকশ্রেণীব ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে তিন বেদেরই ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। ভবদেব ভট্ট সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কারের পদ্ধতি প্রণয়ণ করিয়াছেন, ঐ পদ্ধতি অনুসারেই তাহাদের সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। গায়ত্রী তিন বেদীয়দিগেরই এক প্রকার, কিন্তু সন্ধ্যোপাসনা সকলবেদীয়দিগেরই বিভিন্ন প্রকার অভিহিত হইয়াছে। সামবেদীয়গণ সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধানানুসারে সন্ধ্যা করিয়া থাকেন। সংস্কারকার্য্যের ন্যায় শ্রাদ্ধাদিও বিভিন্ন প্রকার।

সামশিরস্ (ত্রি) সামমন্ত্রই যাহাতে শীর্ষস্থানী।

সামশ্রবস্ (পুং) ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১৪।৬।১।৩)

সামশ্রবস (পুং) সামশ্রবার গোত্রাপত্য। (তাণ্ড্যব্রা° ১৭।৪।৩)

সামশ্রাদ্ধ (ক্লী) সাম্নঃ শ্রাদ্ধং। সামবেদীয়দিগের শ্রাদ্ধ, সামবেদীয় ব্রাহ্মণদিগের যে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান তাহাকে সামশ্রাদ্ধ কহে। সামশ্রাদ্ধতত্ত্বে ইহার বিশেষ বিবরণ অভিহিত হইয়াছে।

সামসংহিতা (স্ত্রী) সাম্নঃ সংহিতা। ১ সামবেদের সংহিতা। ২ সামবেদ।

সামসরস্ (ক্লী) সামভেদ।

সামসাবিত্রী (স্ত্রী) সাবিত্রীমন্ত্রভেদ। (গোভিল° ৩।৩।৩)

সামস্থর (পুং) সামভেদ।

সামসূক্ত (ক্লী) সামবেদোক্তং সূক্তং। সামবেদোক্ত সূক্ত, সামপ্রগাথ, সামবেদে যে সকল সূক্ত অভিহিত হইয়াছে।

সামস্ত (ত্রি) সমস্ত, সমগ্র। একত্র বহু।

সামস্তম্বি (পুং) সমস্তম্বের গোত্রাপত্য, ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

সামস্তিক (ত্রি) সামস্ত, সমস্তযুক্ত। (পা° ৪।২।১০৪ বার্ত্তিক)

সামস্থ্য (ক্লী) সমস্থ-ষ্যঞ্ কর্ম্মণি ভাবে চ। (পা ৫।১।১২৪) সমস্থের ভাব।

সামাগুটীং, আসাম প্রদেশের নাগা পার্ব্বত্য জেলার একটী সহর। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচার সদর ও সীমান্তরক্ষার্থ সেনানিবাসের কেন্দ্র ছিল। ধনেশ্বরী (ধান্যেশ্বরী ?) নদীর একটী শাখার তীরে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৪৭৭ ফিট্ উচ্চে শিবসাগর জেলাস্থ গোলাঘাট হইতে ৬৭ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৪৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯৩°৪৬´ পূঃ।

পার্ব্বত্য নাগাজাতির উপর্য্যুপরি উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়াও তাহাদের ভারতীয় প্রজানাশদমনার্থ ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থানে সেনাসংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন, কিন্তু কহিমা নাগাদলনের উপযুক্ত স্থান জানিয়া ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে ছাউনী উঠাইয়া কহিমায় লইয়া যাওয়া হয়। এই স্থান অতিশয় স্বাস্থ্যকর। দূরস্থ পার্ব্বত্য উপত্যকা হইতে জলনালী প্রচালিত করিয়া এই নগরের জলসরবরাহ কার্য্য সাধিত হইয়াছে। দুর্গটী প্রাচীরাদি দ্বারা সুরক্ষিত নহে।

সামাঙ্গ (ক্লী) সাম্নঃ অঙ্গং। সামবেদের অঙ্গ, সামবেদের শাখা।

সামাচারিক (ত্রি) সমাচার এব (বিনয়াদিভ্যঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি স্বার্থে ঠক্। সমাচার।

সামাজিক (পুং) সমাজং সমবৈতীতি সমাজ (সমবায়ান্ সমবৈতি। পা ৪।৪।৪৩) ইতি ঠক্, যদ্বা সমাজং রক্ষতীতি (রক্ষতি। পা ৪।৪।৩৩) ইতি ঠক্। ১ সভ্য, সভাসদ্। ২ সহৃদয়, রসজ্ঞ। (ত্রি) ৩ সমাজসম্বন্ধী। ৩ সভাসম্বন্ধীয়।

সামাজিক তন্ত্র (ক্লী) সমাজসম্বন্ধীয় নিয়ম।

সামাজিক নিয়ম (পুং) (Social laws) দশজনে একত্র মিলিত হইয়া অবস্থান করাকে সমাজ কহে। এই সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ থাকে, অর্থাৎ দশজনে মিলিয়া যে সকলনিয়ম করা হয়, তাহাই সামাজিক নিয়ম। সমাজস্থিত লোক সমূহ সকলেরই এই নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়। যথেচ্ছ ব্যবহার করিলে কখনও সমাজ চলিতে পারে না, এই জন্য সকলে মিলিয়া মিশিয়া যাহাতে সমাজে বাস করে, তাহার অনুকূল কতকগুলি নিয়ম করা হয়। তাহাই সামাজিক নিয়ম। অধুনা সমাজবন্ধন শিথিলপ্রায়, এই জন্য সমাজে এইরূপ নানা প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাতান (পুং) সামপ্রগাথ। (সাংখ্যায়নগৃ° ১৫।৯।৬)

সামাত্য (ত্রি) অমাত্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অমাত্যের সহিত বর্ত্তমান, অমাত্যযুক্ত, অমাত্যবিশিষ্ট।

সামাৎসাম্য (ক্লী) ১ পর্য্যায়ক্রমে একটীর পর একটী গ্রহের বিষুবরেখায় প্রবেশ ও নির্গম। ২ পর্য্যায়িক আগম ও নিগম, আরম্ভন ও সমাধান। (লাট্যা° ৬।৬।২)

সামানগ্রামিক (ত্রি) সমান-গ্রাম-ঠঞ্। সমানগ্রামভব, একগ্রামভব।

সামানাধিকরণ্য (ক্লী) সমানাধিকরণ ভাবে ষ্যঞ্। সমানাধিকরণের ভাব, একাশ্রয়বৃত্তি, একস্থানস্থায়িত্ব, সাধারণ গুণ বা ধর্ম্মের অবস্থিতি স্থান।

সামান্য (ক্লী) সমান এব স্বার্থে ষ্যঞ্। জাতি, প্রকার, রকম, গোত্ব, মনুষ্যত্বাদি জাতিসাধর্ম্ম্য, গোর গোত্ব ও মনুষ্যের মনুষ্যত্ব।

বৈশেষিকদর্শনে ৬টী পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সামান্য একটী, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, সমবায় ও বিশেষ এই ৬টী পদার্থ। বৈশেষিক ও ন্যায়দর্শনে এই সকল পদার্থের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। নিত্য ও অনেক সমবেতপদার্থের নাম সামান্য, ইহার অপর নাম জাতি। একটী বস্তুর সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হইয়া থাকে, সুতরাং সংযোগ অনেক সমবেত বটে, কিন্তু এই সংযোগ নিত্য নহে, অনিত্য। আবার জলপরমাণুর রূপ, আকাশের পরম মহৎপরিমাণ নিত্য ও সমবেত হইলেও অনেকসমবেত নহে, অত্যন্তাভাব নিত্য ও অনেকবৃত্তি হইলেও সমবেত নহে, এই জন্য ঐ সকল পদার্থ সামান্য হইতে পারে না, কারণ সামান্যলক্ষণে অভিহিত হইয়াছে যে নিত্য ও অনেকসমবেত পদার্থের নাম সামান্য। সুতরাং ঐ লক্ষণানুসারে উক্ত সকল পদার্থের নিত্যত্ব আছে, অনেকসমেবতত্ব নাই, আবার অনেক সমবেতত্ব আছে, নিত্যত্ব নাই। অতএব উহারা সামান্য হইতে পারে না, এই সামান্য দুই প্রকার পর ও অপব। ইহার অপর নাম পরাজাতি ও অপরাজাতি। অধিকদেশবৃত্তি পর সামান্য এবং অল্পদেশবৃত্তি অপর সামান্য। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিন পদার্থেরই সত্তা নামে এক জাতি আছে। এই সত্তা অপেক্ষা অধিক দেশবৃত্তি আর জাতি নাই। এই জন্য ইহা পরসামান্য। ঘটত্বাদি জাতি সর্ব্বাপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি, এই জন্য উহারা অপরাজাতি। দ্রব্যত্বাদি জাতি :ক্ষিতিত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি বলিয়া পরা এবং সত্তা অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তি বলিয়া অপরা এই জন্য উহাদিগকে পরাপব জাতি কহে।

"সামান্যং দ্বিবিধং প্রোক্তং পরঞ্চাপরমেব চ।
দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তিস্তুসত্তা পরতয়োচ্যতে॥
পরভিন্না চ যা জাতিঃ সৈবাপরতয়োচ্যতে।
ব্যাপকত্বাৎ পরাপি স্যাৎ ব্যাপ্যত্বাদপরাপি চ।
দ্রব্যত্বাদিকজাতিস্তু পরাপরতয়োচ্যতে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

সামান্য দুই প্রকার পর ও অপর, দ্রব্যাদিত্রিকবৃত্তি অর্থাৎ দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটী বৃত্তিনিষ্ঠসত্তা পরাজাতি, এবং পর ভিন্ন যে জাতি তাহাই অপরাজাতি ও দ্রব্যত্ব জাতি পৃথিবীত্বাদি জাতি অপেক্ষা অধিকদেশবৃত্তি ও ব্যাপক বলিয়া উহাব পরত্ব, এবং সত্তাজাতি অপেক্ষা অল্পদেশবৃত্তিও ব্যাপ্য বলিয়া উহাবা অপবত্ব অর্থাৎ ইহা পরাপরা জাতি নামে খ্যাত।

ভাষাপরিচ্ছেদের টীকা মুক্তাবলীতে ইহার বিশেষ বিচাব বিবৃত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচিত হইল। অনেকসমবেত, যদি সামান্যের ইহা লক্ষণ করা হয়, তাহা হইলে সংযোগসামান্য অর্থাৎ জাতি হইয়া পরে কারণ। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে একের সংযোগ হয় না, একাধিক বস্তুরই সংযোগ হয়, সুতরাং সংযোগ অনেকসমবেত অতএব সামান্য হইয়া পড়ে, এই দোষ পরিহারের জন্য অনেকসমবেতও নিত্য বলা হইয়াছে। সংযোগ নিত্য নহে, এই জন্য উহা সামান্য হইল না।

দুইটী সম নিয়ত সামান্য অর্থাৎ জাতি স্বীকৃত হয় নাই, অর্থাৎ এইরূপ দুইটী জাতি কেহই স্বীকার করেন না। এই জন্য ঘটত্ব ও কলসত্ব দুইটী ভিন্ন জাতি নহে, এক জাতি। কারণ যদি স্বপদে ঘটত্ব গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে স্বভিন্ন জাতি হইতে কলসত্ব হইল, উহা ঘটত্বের সম নিয়ত, অতএব উহাতে ঘটত্ব সমনিয়ত্ব আছে, সুতরাং উহা ঘটত্ব হইতে পৃথক্ জাতি হইল না। একজাতি হইল। অনবস্থাদোষ পরিহারের জন্য জাতিব জাতি স্বীকৃত হয় নাই। (ভাষাপরি°)

২ সাদৃশ্য, সমানতা, তুল্যত্ব। (ত্রি) সমানস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ৩ অনেকসম্বন্ধী একবস্তু, সাধারণ।

"সামান্যং পুত্রকন্যানাং মৃতায়াং স্ত্রীধনং বিদুঃ।
অপ্রজায়াং হরেদ্ভর্ত্তা মাতা ভ্রাতা পিতাঽপি বা॥" (দায়তত্ত্ব)

৪ সাধারণ্য, সাধারণের কার্য্য। ৫ কাব্যালঙ্কারবিশেষ।

"সামান্যং প্রকৃতস্যান্যতাদাত্ম্যং সদৃশৈর্গুণৈঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০।৭৪৫)

যে স্থলে প্রকৃত বিষয়ের সদৃশ গুণ দ্বারা অন্যতাদাত্ম্য হয়, অর্থাৎ যে স্থলে সাধারণ ধর্ম্মবলে অনেক বস্তু একত্র সম্বদ্ধ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইয়া থাকে। উদাহরণ—

"মল্লিকাচিতধম্মিল্লাশ্চারুচন্দনচর্চ্চিতাঃ।
অবিভাব্যাঃ সুখং যান্তি চন্দ্রিকাস্বভিসারিকাঃ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

অভিসারিকাগণ মল্লিকামালা দ্বারা সুশোভিত ও চারুচন্দন-

চর্চিত অতএব চন্দ্রিকাতে অবিভাব্য হইয়া সুখে গমন করিতেছে। এই স্থলে চন্দ্রকিরণ, মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন প্রভৃতি সকলই শুভ্রবর্ণ; এই সকলই শুভ্রবর্ণ হওয়ায় এক হইয়া গিয়াছে; পৃথক্‌-রূপে ভেদ বুঝা যাইতেছে না, অভিসারিকার পৃথক্‌রূপে বোধ হইতেছে না, অতএব তিনি অবিভাব্য হইয়া সুখে গমন করিতেছে। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই অলঙ্কার হইবে। সাহিত্যদর্পণকার ইহাতে আশঙ্কা করিয়াছেন যে, এই অলঙ্কারের উক্তরূপ লক্ষণ করিলে মীলিত অলঙ্কারের সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং পৃথক্ রূপে এই অলঙ্কার স্বীকারের আবশ্যকতা থাকে না, এই আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিয়াছেন যে যে স্থলে উৎকৃষ্টগুণ দ্বারা নিকৃষ্ট গুণের তিরোধান হইবে, তথায় মীলিত এবং যে স্থলে উভয়ের তুল্যগুণরূপে ভেদ করিতে পারা যাইবে না, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"মীলিতে উৎকৃষ্টগুণেন নিকৃষ্টগুণস্য।
তিরোধানং ইহতূভয়োস্তুল্যগুণতয়াভেদাগ্রহঃ।"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

মল্লিকামালা, শ্বেতচন্দন, কামিনী ও চন্দ্রিকা এই সকলই শুভ্র এবং ইহারা সকলই এক হইয়া গিয়াছে, পৃথক্‌রূপে বুঝা যাইতেছে না, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল।

সামান্যকুশণ্ডিকা (স্ত্রী) কুশণ্ডিকাবিশেষ। সংস্কারাদি কার্য্যে হোম করিতে হইলে প্রথমে সামান্য-কুশণ্ডিকা করিয়া তৎপরে সেই সংস্কারোক্ত হোম করিতে হয়; [হোমের সাধারণ বিধি সামান্য-কুশণ্ডিকা শব্দে দ্রষ্টব্য।] এই সামান্য-কুশণ্ডিকা সাম, ঋক্ ও যজুর্ব্বেদে তিন প্রকার। ভবদেবাদির পদ্ধতিতে এই কুশণ্ডিকার পদ্ধতি কথিত হইয়াছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল না। [কুশণ্ডিকাশব্দ দেখ]

সামান্যত্ব (ক্লী) সামান্যস্য ভাবঃ ত্ব। সামান্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সাধারণত্ব।

সামান্যপূজাপদ্ধতি (স্ত্রী) সামান্যপূজায়াঃ পদ্ধতিঃ। সামান্য-পূজাপ্রণালী, যে কোন দেবতার পূজা করিতে হইলে প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিয়া তৎপরে সেই দেবতার পূজোক্ত প্রণালী অনুসারে পূজা করিতে হয়। তন্ত্রসারে সামান্য-পূজাপদ্ধতির বিষয় বিশেষরূপে বিহিত হইয়াছে। প্রথমে সামান্য পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা না করিয়া দেবতার বিশেষ পূজা করিতে পারা যায় না। এই পদ্ধতি যথা—

প্রথমে যে পূজা করিতে হইবে, সেই পূজার প্রণালী অনুসারে আচমন, স্বস্তিবাচন, সঙ্কল্প, ঘটস্থাপন প্রভৃতি করিয়া সামান্য-প্রণালী অনুসারে পূজা করিবে। প্রথমে দ্বারদেশে সামান্যার্ঘ্য করিতে হয়। নিজের বামদিকের ভূমিতে ত্রিকোণ বৃত্ত লিখিয়া 'ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ' এই মন্ত্রে পূজা করিবে, তৎপরে 'ফট্' এই মন্ত্রে পাত্র প্রক্ষালন করিয়া সাধার শঙ্খ সেই স্থানে স্থাপন করিতে হইবে, 'নমঃ' এই মন্ত্রে সেই সাধারে জল পূরণ করিতে হয়। এই জল পূরণের পর অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা সূর্য্যমণ্ডল হইতে উক্ত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে।

"ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"

পরে প্রণবমন্ত্রে ইহাতে গন্ধপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। তাহার পর ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন এবং প্রণবমন্ত্র দশবার জপ করিবে। তৎপরে 'ফট্' বলিয়া সেই জলের ছিটা দিয়া দ্বারপূজা করিবে।

উর্দ্ধোডুম্বরে ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, দক্ষিণশাখায়াং ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ; তয়োঃ পার্শ্বে ওঁ গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যমুনায়ৈ নমঃ; দেহল্যাং ওঁ অস্ত্রায় নমঃ, এই রূপে চতুর্দ্বারপূজা করিবে। ইহাতে অশক্ত হইলে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, বলিয়া দ্বারদেবতাগণকে পূজা করিবে। ত্রিপুরা-সুন্দরী প্রভৃতির দ্বারপূজার পূজাবিষয়ে একটু বিশেষ আছে,: যথা গণেশ, ক্ষেত্রপাল, যোগিনী, বটুক, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী এই সকলের পূজা করিতে হয়। বিষ্ণু-পূজাস্থলে নন্দ, সুনন্দ, প্রচণ্ড, বল, প্রবল, ভদ্র, সুভদ্র, বিঘ্ন ও বৈষ্ণব এই সকলের পূজা বিধেয়; এই সকল দেবতার আদি ও অন্তে প্রণব ও নমঃ এই মন্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়। ওঁ গণেশায় নমঃ, ইত্যাদি রূপে পরে ওঁ বাস্তুপুরুষায় নমঃ, ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, এইরূপে পূজা করিবে। "অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে জলবেষ্টন দ্বারা আকাশস্থিত বিঘ্ন ও বাম পার্ষ্ণিঘাত দ্বারা ভূমিতে তিনটী আঘাত করিয়া ভূমিগত বিঘ্ন দূরীকরণ করিতে হয়। তদনন্তর ফট্ এই মন্ত্র ৭ বার জপ করিয়া বিকির প্রক্ষেপ করিতে হয়। লাজ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, ভস্ম, দূর্ব্বা, কুশ ও আতপতণ্ডুলকে বিকির কহে। সাধারণতঃ পূজা—স্থলে আতপ-তণ্ডুল বা শ্বেতসর্ষপই বিকির রূপে ব্যবহার হয়। এই বিকির-দ্রব্য হস্তে গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উহা চারিদিকে ছড়াইয়া দিতে হয়।

"ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

এইরূপে বিকির নিক্ষেপপূর্ব্বক ভূতাপসর্পণ করিয়া "ওঁ অস্ত্রায় ফট্" এই মন্ত্রে নারাচমুদ্রা দ্বারা অক্ষত লইয়া সকল বিঘ্ন দূরীকরণ করিবে। তৎপরে আসনশুদ্ধি, সচন্দন পুষ্প গ্রহণ করিয়া "হ্রীঁ আধারশক্তি কমলাসনায় নমঃ" এই মন্ত্রে আসনপূজা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

তৎপরে বামে ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, দক্ষিণে ওঁ গণেশায় নমঃ, মস্তকে অমুকদেবতায়ৈ নমঃ। যে দেবতার পূজা করিতে হইবে মূলমন্ত্রের সহিত সেই দেবতাকে প্রণাম করিবে। এইরূপে সমস্ত কার্য্য করিয়া ভূতশুদ্ধি করিবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, সংহারমাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস ও ঋষ্যাদি ন্যাস করিবে। ভূতশুদ্ধি ও এই সকল ন্যাসের বিষয় তন্ত্রসারে বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

[ন্যাস ও ভূতশুদ্ধি শব্দে ইহার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিক্‌পাল ও মৎস্যাদি দশাবতার প্রভৃতিকেও পূজা করিতে হয়। সংক্ষেপে এই সকল পূজা করিয়া তৎপরে যে দেবতার পূজা করিতে হইবে, সেই দেবতার ধ্যান করিবে। ধ্যানের পর মানসপূজা, তৎপরে অর্ঘ্য-স্থাপন, করিতে হয়। অর্ঘ্যস্থাপন সম্বন্ধে বিশেষ বিধান এই যে অর্ঘ্যের তিনটী পাত্র করিতে হয়, যে কোশাকুশীতে পূজা হয়, তাহাতে একটী অর্ঘ্য এবং অপর দুইটী শঙ্খে দুইটী অর্ঘ্য স্থাপন করিবে। এই দুইটী অর্ঘ্যের মধ্যে একটী সামান্যার্ঘ্য ও একটী বিশেষার্ঘ্য। পূজা যতক্ষণ সমাপ্ত না হয়, ততক্ষণ এই বিশেষার্ঘ্য চালন করিতে নাই। অর্ঘ্যস্থাপনের বিধানানুসারে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে হয়। তৎপরে পীঠপূজা, এবং পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া সেই দেবতার যথাশক্তি উপচারে পূজা করিবে। প্রতিমার পূজা হইলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করা বিধেয়। তৎপরে আবরণদেবতার পূজা করিয়া হোম জপ প্রভৃতি করিবে। তৎপরে আত্মসমর্পণ করিয়া বিশেষার্ঘ্য দ্বারা জপ সমাপন করিতে হয়।

আত্মসমর্পণ। যথা—হস্তে জল গ্রহণ করিয়া "ইতঃপূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎস্মৃতং যদুক্তং যৎকৃতং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ অমুকদেবতায়ৈ সমর্পয়ামি ওঁ তৎ সৎ", এইরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে। যে দেবতার পূজা করা হয়, সেই দেবতার স্তবকবচ প্রভৃতি পাঠ করা বিধেয়। নিত্যপূজাস্থলে যদি এই সকল না করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বিশেষ দোষাবহ হইবে না।

তন্ত্রসারে সামান্যপূজাপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে পূজা করিতে হয় তাহাই মাত্র এই স্থলে কথিত হইল; ইহা সম্পূর্ণ পদ্ধতি নহে।

সন্ধ্যাপূজা সকলেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি এই সকলের অনুষ্ঠান না করেন, শাস্ত্রে তাঁহাদের বিশেষ নিন্দাশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। এই তন্ত্রোক্ত পূজার সহিত পৌরাণিক পূজার কিছু কিছু প্রভেদ আছে। (তন্ত্রসার সামান্যপূজাপদ্ধতি)

কালী, তারা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি তন্ত্রোক্ত সকল দেবতার পূজাই প্রথমে সামান্যপূজাপদ্ধতি ক্রমে করিয়া তৎপরে সেই সেই দেবতার বিশেষ বিধানানুসারে পূজা করা বিধেয়। লক্ষ্মী, সরস্বতী, নারায়ণপূজা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পুরাণোক্ত পূজায় উক্ত সামান্যপূজাপদ্ধতির সহিত কিছু কিছু প্রভেদ আছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সকল এই স্থলে লিখিত হইল না। পূজাপদ্ধতি গুরুর নিকট শিক্ষা করা আবশ্যক, নচেৎ কেবল পদ্ধতিপাঠ করিয়া ইহা সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত হয় না।

সামান্যপূজাযন্ত্র (ক্লী) সামান্যপূজায়াঃ যন্ত্রং। পূজাযন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রে লিখিত আছে যে, ঘট ও যন্ত্রে দেবতার পূজা করিতে হয়। এই সকল পূজার আধার। এই সকল স্থানে দেবতার পূজা করিলে তাঁহারা প্রসন্ন হন, এবং পূজকের মন্ত্রসিদ্ধি হয়। প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্র আছে, সেই সকল যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই দেবতার পূজা বিধেয়। ইহা ভিন্ন সকল দেবতাপূজার একটী যন্ত্রও কথিত হইয়াছে, তাহাকে সামান্যপূজাযন্ত্র কহে। এই সামান্যপূজাযন্ত্রে তন্ত্রোক্ত সকল দেবতারই পূজা করা যাইতে পারে। এই যন্ত্রের অঙ্কনপ্রণালী যথা—

প্রথমে ষট্‌কোণ অঙ্কিত করিবে, তৎপরে তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ও অষ্টদল পদ্ম লিখিবে। তাহার বহির্দ্দেশে ষোড়শ দল পদ্ম লিখিয়া তাহার বাহিরে চতুর্দ্বার ও চতুরস্র অঙ্কিত করিবে। এই রূপে অঙ্কন করিলে এই যন্ত্র হয়। তন্ত্রসারে ইহার বিশেষ বিবরণ ও প্রমাণাদি লিখিত আছে। (তন্ত্রসার)

সামান্যলক্ষণা (স্ত্রী) সামান্যং সাধারণধর্ম্মঃ লক্ষণং যস্যাঃ। অলৌকিক সন্নিকর্ষবিশেষ। আশ্রয়জ্ঞাপক সামান্যজ্ঞান, একটী ঘট দেখিলে সকল ঘটজ্ঞান, ঈদৃশ ঘটত্বাদি জ্ঞান।

"অলৌকিকঃ সন্নিকর্ষস্ত্রিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
সামান্যলক্ষণা জ্ঞানলক্ষণা যোগজস্তথা॥
আসত্তিরাশ্রয়াণান্তু সামান্যজ্ঞানমিষ্যতে।
তদিন্দ্রিয়জতদ্ধর্ম্মবোধসামগ্র্যপেক্ষতে॥" (ভাষা পরিচ্ছেদ)

অলৌকিক সন্নিকর্ষ তিন প্রকার, সামান্যলক্ষণা, জ্ঞানলক্ষণা ও যোগজ। সামান্যলক্ষণা অর্থাৎ যে সামান্য যাহাতে স্থিত, ঐ সামান্যই তদাশ্রয়ের বা তাহার প্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষস্বরূপ হয়। ঐ সামান্যের কোন একটী আশ্রয়ে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঐ সামান্যরূপ সম্বন্ধে সমস্ত তদাশ্রয়ের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। ইহার উদাহরণ—একটী ঘটে চক্ষুঃ সংযোগ হইলে ঘটত্ব সম্বন্ধে নিখিল ঘটের অলৌকিক চাক্ষুষপ্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। একটী ঘট দেখিয়া এই সামান্য লক্ষণাবলে নিখিল ঘটত্ব জাতির

জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন কোন নৈয়ায়িক এই সামান্য লক্ষণা-স্বীকার করেন না। ইহা স্বীকার না করিলে কি কি দোষ হয়, ইহা লইয়া নব্য ন্যায়ে বিশেষ বিচারপ্রণালী প্রদর্শিত হইয়াছে, নৈয়ায়িক ভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন অপরের পক্ষে তাহা দুর্বোধ্য।

সামান্যলক্ষণ, সামান্যং লক্ষণং যস্য, সামান্য হইয়াছে লক্ষণ যাহার, এই স্থলে লক্ষণ শব্দের অর্থ কি? যদি লক্ষণ শব্দের অর্থ স্বরূপ করা হয়, তাহা হইলে সামান্যস্বরূপ প্রত্যাসত্তি অর্থাৎ সম্বন্ধ ইহাই বুঝিতে হইবে। যে স্থলে ধূমাদি ইন্দ্রিয় সংযুক্ত হইয়াছে, যে স্থানে ধূমদর্শনে ইহা ধূম এই জ্ঞান হইয়াছে, সেই জ্ঞানে ধূমত্ব প্রকার সেই ধূমত্বস্বরূপসন্নিকর্ষ দ্বারা সকল ধূমত্বজাতির জ্ঞান হয়, তাহাই সামান্যলক্ষণা। সমানের ভাবকে সামান্য কহে। এই সামান্য কোন স্থলে নিত্য আবার কোন স্থলে অনিত্য। যে স্থলে একটী ঘট সংযোগসম্বন্ধে ভূতলে এবং সমবায় সম্বন্ধে কপালে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহার পর সেই ঘটবিশিষ্ট, অর্থাৎ সেই ঘটের সমস্ত অধিকরণ সমস্ত ভূতল বা কপালের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে। পরন্ত যে সম্বন্ধে সামান্যের জ্ঞান হয়, সেই সম্বন্ধেই সামান্য অধিকরণসমূহের জ্ঞান হইবে। কিন্তু যে স্থলে সেই ঘটের নামান্তর তদ্‌ঘটবিশিষ্টের স্মরণ হয়, সেই স্থলে সামান্যলক্ষণাবলে সমস্ত তদ্‌ঘটবিশিষ্টের জ্ঞান হয় না, কারণ তৎকালে সামান্য ঘট নাই। আরও যে স্থলে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-বিশিষ্টক ঘট এই জ্ঞান হইয়াছে, সে স্থলে পরদিনে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ব্যতিরেকেও তাদৃশ জ্ঞানে প্রকারীভূত সামান্য (ঘটত্ব) বিদ্যমান আছে বলিয়া ঐরূপ জ্ঞান কেন না হয়? অতএব বলিতে হইবে যে সামান্যবিষয়জ্ঞানই প্রত্যাসত্তি, সামান্য প্রত্যাসত্তি নহে।

(সিদ্ধান্তমুক্ত°) [সন্নিকর্ষ দেখ।]

সামান্যবচন (ক্লী) সামান্যং বচনং। সাধারণ বাক্য, সকলের পক্ষেই যাহা সমান, এইরূপ বাক্য।

সামান্যবিধি (পুং) সামান্যঃ বিধিঃ। সাধারণ বিধি, যাহা সাধারণরূপে বিধান করা হয়, সামান্যবিধি ও বিশেষ বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বলবান্। "সামান্যবিশেষয়োর্মধ্যে বিশেষবিধির্বলবান্" (পরিভাষা) 'মা হিংস্যাৎ' হিংসা করিও না, সামান্য বিধি। মিথ্যা বলিও না ও চুরি করিও না, ইত্যাদি রূপ বিধিই সামান্য বিধি। সামান্য বিধির পর যদি কোন বিষয় বিশেষ করিয়া বলা হয়, তাহা হইলে তাহাকে বিশেষ বিধি কহে। 'অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত' অগ্নিষোমযজ্ঞে; পশুহিংসা করিবে, ইহা বিশেষ বিধি, কারণ প্রাণিহিংসা করিও না, ইহা সামান্য বিধি, তৎপরে বিশেষ করিয়া বলা হইল যে অগ্নিষোম যজ্ঞে পশু হিংসা করিতে পার, অতএব এই দুইটী বিধির মধ্যে বিশেষ বিধিই বিশেষ বলবান্। বলবান্ কর্তৃক দুর্ব্বল যেরূপ বাধিত হয়, তদ্রূপ এই বিশেষ বিধি দ্বারা সামান্যবিধি বাধিত হয়।

সামান্যা (স্ত্রী) সামান্য-টাপ্। সাধারণী নায়িকা, বেশ্যা। ইহার লক্ষণ এই নায়িকা সকল ধনমাত্র লাভের জন্য সকল পুরুষাভিলাষিণী, ধন পাইলে ইহারা সকল পুরুষকেই ভজনা করিয়া থাকে। এই সামান্যা তিন প্রকার, অন্যসম্ভোগদুঃখিতা, বক্রোক্তিগর্ব্বিতা, ও মানবতী। বক্রোক্তিগর্ব্বিতাও দুই প্রকার, প্রেমগর্ব্বিতা ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা, এই সকল নায়িকা আবার অবস্থাভেদে প্রত্যেকে আট প্রকার, প্রোষিতভর্তৃকা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, বিপ্রলব্ধা, উৎকণ্ঠিতা, বাসকসজ্জা, স্বাধীনপতিকা ও অভিসারিকা। (রসমঞ্জরী)

সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে যে—

"ধীরা কলা প্রগল্‌ভাস্যাদ্বেশ্যা সামান্যনায়িকা।
নির্গুণানপি ন দ্বেষ্টি ন রজ্যতি গুণিষ্বপি।
বিত্তমাত্রং সমালোক্য সা রাগং দর্শয়েদ্বহিঃ॥
কামমঙ্গীকৃতমপি পরিক্ষীণধনং নরং।
মাত্রা নিষ্কাসয়েদেষা পুনঃ সন্ধানকাঙ্ক্ষয়া॥
তস্করাঃ পণ্ডকা মূর্খাঃ সুখপ্রাপ্তধনাস্তথা।
লিঙ্গিনশ্ছন্নকামাদ্যা আসাং প্রায়েণ বল্লভাঃ॥
এষাপি মদনায়ত্তা কাপি সত্যানুরাগিণী।
রক্তায়াং বা বিরক্তায়াং রতমস্যাং সুদুর্লভং॥
অবস্থাভির্ভবন্ত্যষ্টাবেতাঃ ষোড়শভেদিতাঃ।
স্বাধীনভর্তৃকা তদ্বৎ খণ্ডিতাথাভিসারিকা॥
কলহান্তরিতা বিপ্রলব্ধা প্রোষিতভর্তৃকা।
অন্যা বাসকসজ্জাস্যাদ্বিরহোৎকণ্ঠিতা তথা॥" (সাহিত্যদ° ৩প°)

ইহারা ধীরা ও কলাপ্রগল্‌ভা অর্থাৎ গীতবাদ্যাদি কলাশাস্ত্রে বিশেষ নিপুণা। এই সকল নায়িকা যে নায়কের বিত্ত দেখে, তাহারই প্রতি বাহিরে অনুরাগ প্রদর্শন করে। বস্তুতঃ তাহাদের প্রতি ইহারা অনুরাগিণী নহে। বাহিরে এইরূপ ভাব প্রদর্শন করায় যে সেই নায়ক ভিন্ন যেন আর তাহাদের অন্য কোন গতি নাই। যখন দেখে তাহাদের ধন পরিক্ষীণ হইয়াছে, তখনই তাহাদিগকে মায়ের দ্বারা তাড়াইয়া দেয়, তস্কর, পণ্ডক, মূর্খ, সুখপ্রাপ্তধন অর্থাৎ যাহার নিকট যথেচ্ছরূপ ধন লাভ হয়, লিঙ্গী, ছন্নকাম এই সকল পুরুষ প্রায়ই ইহাদের প্রিয় হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন স্থলে কেহ বা মদনাসক্তা হইয়া সত্যানুরাগিণী থাকে। মৃচ্ছকটিকনাটকবর্ণিত বসন্তসেনা সামান্য নায়িকা, এই বসন্তসেনা মদনাসক্তা হইয়া নায়ক বিত্তহীন হইলেও তাহার প্রতি একান্তানুরাগিণী ছিল। এইরূপ কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নায়িকা অনুরক্তা বা

বিরক্তা যে কোন অবস্থায় হউক না কেন ইহাদের অনুরাগ দুর্লভ।

ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীতে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে—

"ধনলোভে ভজে যেই পুরুষসকলে।
সামান্যবনিতা তারে কবিগণ বলে।
স্বকীয়া ধর্ম্মের বশে, পরকীয়া প্রীতিরসে,
অমূল্য যৌবনধন পুরুষেরে দেইলো।
আমার যৌবনধন, ভোগ করে সেই জন
মান বুঝি মূল্য করে দিতে পারে যেই লো॥
যখন যে ধন চাই, সেই ক্ষণে যদি পাই,
আমার মনের মত বন্ধু হবে সেই লো।
ধনিক রসিক জানি, নাগর মিলাবে আনি,
আপনার মর্ম্ম কথা কয়্যা দিনু এই লো॥

ইহার প্রভেদ—
অন্যভোগদুঃখিতা আর বক্রোক্তিগর্ব্বিতা।
মানবতী আদিভেদে সামান্যবনিতা॥
গর্ব্বিতা দ্বিমত হয় রূপে আর প্রেমে।
দুইটী একত্র হলে হীরা যেন হেমে॥

রূপগর্ব্বিতা—
মুখ দেখি যদি আরসী ধরে, বড় বল্যা ছায়া সে লয় হরে।
মদনে জানিত অধিক করে, দেখিতাম কিন্তু গিয়াছে মরে॥

প্রেমগর্ব্বিতা—
অনিমিষ আঁখি স্থির চরিত্র, আপনার বধূ করিয়া চিত্র॥
আমারে দেখয়ে একি বিচিত্র, কেহ বধূ সখী শত্রু কি মিত্র॥

অন্যসম্ভোগদুঃখিতা—
কহ দূতী গিয়াছিলে কোন বনে।
বড় শোভয় অঙ্গ ফুলাভরণে॥
নিজ বেশ করে দড় আইলি লো।
কই গেলি নরাধম সন্নিধি লো॥
ভুলিয়াছিলি আর ভুলাইলি রে।
মধু গূঢ়বনে কত পাইলি রে॥

মানবতী—
এস পরাণপুতলী এস, মরে যাই কিবা বেশ,
আলোতে রহহে রূপ ভাল ক'রে হেরি হে।
আল্‌তা কজ্জল দাগ ভালে, অরুণ প্রকাশ রাহু গালে,
তবে আছ ভাল জান ভারী ভুরি ঢেরি হে॥" (রসমঞ্জরী)

এই নায়িকার যে সকল ভেদ অভিহিত হইয়াছে, তাহাদের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।

সামালকোট, (চামারলাকোট), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার একটী নগর; কাকনাড়া হইতে ৭ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৩´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ২´৫০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানে সেনারক্ষার জন্য একটী ক্ষুদ্র ছাউনী ছিল। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ঐ সেনানিবাস পরিত্যক্ত হইয়াছে। ঐ সেনাবারিক ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয় এবং এখনও তাহা তদ্বৎ অবস্থায় বিদ্যমান আছে। রাজমহেন্দ্রী ও কাকনাড়া নগরের সহিত ইহা খালদ্বারা সংযুক্ত। এখানে লুদারীয় চার্চ মিসনের একটী গির্জ্জা আছে।

সামায়িক (ত্রি) সমায় এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। মায়াযুক্ত, মায়াবিশিষ্ট। ২ সমায় সম্বন্ধীয়।

সামাসিক (ত্রি) সমাসএব ঠক্। সাঙ্‌ক্ষেপিক, সঙ্‌ক্ষেপসম্বন্ধীয়।

"যথৈনং নাভিসন্দধ্যুর্মিত্রোদাসীনশত্রবঃ।
তথা সর্ব্বং সংবিদধ্যাদেষ সামাসিকো নয়ঃ॥"
(মনু ৭।১৮০)

'সামাসিকঃ সাঙ্‌ক্ষেপিকঃ' (কুল্লূক) ২ সমাস। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন যে আমি সামাসিকের মধ্যে দ্বন্দ্ব। "দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।" (গীতা ১০।৩৩)

সামাল (দেশজ) রক্ষা।

সামালান (দেশজ) সাবধান হওন। রক্ষণ, আত্মরক্ষাকরণ।

সামি (অব্য°) ১ অর্দ্ধ। ২ নিন্দা। (অমর)

সামিআনা (পারসী) বস্ত্রনির্ম্মিত দ্রব্যবিশেষ। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া, কোন কোন স্থানে ইহাকে পাল কহে। গেরো মার্কিন প্রভৃতি পুরুবস্ত্র দ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। কোন ক্রিয়া কর্ম্মের সময় আতপ ও বৃষ্টিনিবারণের জন্য গৃহপ্রাঙ্গণে ইহা টাঙ্গান হয়।

সামিক (ত্রি) সামসম্বন্ধীয় স্তোত্র। (লাট্যা° ৭।৯।৭)

সামিকৃত (ত্রি) সামি-কৃ-ক্ত। অর্দ্ধীকৃত, যাহা অর্দ্ধভাগ করা হইয়াছে। ২ নিন্দা করা হইয়াছে।

সামিত (ত্রি) সমিতা-অণ্। সমিতা বা ময়দাসম্বন্ধীয়।

সামিত্য (ত্রি) সমিতিসম্বন্ধীয়।

সামিধেনী (স্ত্রী) সমিতাং আধানী সমিধ্ (সমিধামাধানে ষেণ্যণ্। পা ৪।৩।১২০) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ষেণ্যণ্। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। অগ্নি সমিন্ধনা ঋক্, ঋক্ মন্ত্রবিশেষ। হোম করিবার সময় এই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নি জ্বালিতে হয়। পর্য্যায়—ধায্যা। (অমর)

"নবৈবোক্তাঃ সামধেয়ঃ পিতৃণাং
তথা প্রাক্তন্বযোগং বিসর্গং।"
(ভারত অ:৩৪।১৬)

২ সমিধ্। (মেদিনী)

সামিধেন্য (ত্রি) মন্ত্রবিশেষ, সামিধেনী ঋক্। (পা ৪।৩।১২০)

সামিন্ (পুং) বৃহৎসংহিতোক্ত মহাপুরুষের লক্ষণবিশেষ।

"পঞ্চাপরে বামনকো জঘন্যঃ কুব্জোহপরো মণ্ডলকোহথ সামী।" (বৃহৎসংহিতা ৬৯।৩১)

সামিল (দেশজ) সম্বলিত, অন্তর্গত। ২ সংক্রান্ত।

সামিষ (ত্রি) আমিষেণ সহ বর্ত্ততে। আমিষের সহিত বর্ত্তমান, আমিষযুক্ত, আমিষবিশিষ্ট। মৎস্যমাংসাদি আমিষবিশিষ্ট। মৎস্য ও মাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে শ্রাদ্ধকর্ম্ম বিহিত হইয়াছে।

"মধ্যন্দিনেঽর্দ্ধরাত্রে চ শ্রাদ্ধং ভুক্ত্বা চ সামিষং।

সন্ধ্যয়োরুভয়োশ্চৈব ন সেবেত চতুষ্পথম্॥" (মনু ৪।১৩১)

রাত্রি বা দিবার মধ্যভাগে শ্রাদ্ধে মাংস ভোজন করিয়া প্রভাত ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যাকালে চতুষ্পথে ভ্রমণ করিতে নাই।

সামিষশ্রাদ্ধ (ক্লী) আমিষেণ সহ বর্ত্তমানং শ্রাদ্ধং, সামিষশ্রাদ্ধং। মৎস্যমাংসাদি দ্বারা পিতৃদিগের উদ্দেশে যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাকে সামিষশ্রাদ্ধ কহে। মাংসাষ্টকা প্রভৃতি শ্রাদ্ধ সামিষশ্রাদ্ধ। কোন কোন মাংসের দ্বারা পিতৃদিগের শ্রাদ্ধ করিলে কতদিন তৃপ্তি হয়, ইহার বিষয় মনুতে এইরূপ লিখিত আছে যে, তিল, ধান্য, যব, কৃষ্ণ মাষকলাই, জল, মূল ও ফল ইহার মধ্যে যে কোন বস্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যথাবিধি প্রদত্ত হইলে পিতৃলোক একমাস কাল পরিতৃপ্ত হন, বোয়ালাদি মৎস্য প্রদত্ত হইলে দুইমাস, হরিণমাংসে তিনমাস, মেষমাংসে চারিমাস, দ্বিজাতিভক্ষ্য পক্ষিমাংসে পাঁচমাস, ছাগমাংসে ৬ মাস, চিত্রিত মৃগমাংসে ৭ মাস, এণমাংসে ৮ মাস, কৃষ্ণসার মৃগমাংসে ৯ মাস, বরাহ ও মহিষমাংসে ১০ মাস, শশারু ও কচ্ছপমাংসে ১১ মাস; বিশেষতঃ শ্রাদ্ধে বাধ্রীণস মাংস প্রদত্ত হইলে পিতৃদিগের দ্বাদশবর্ষব্যাপী পরিতৃপ্তি হয়। লম্বা লম্বা জিহ্বা ও কর্ণবিশিষ্ট বৃদ্ধ শ্বেত ছাগবিশেষকে বাধ্রীণস কহে। ইত্যাদি মাংস দ্বারা যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাই সামিষশ্রাদ্ধ। (মনু ৩ অ°)

সামীচী (স্ত্রী) বন্দনা। (হারাবলী)

সামীপ্য (ক্লী) সমীপস্য ভাবঃ, সমীপ চতুর্ব্বর্ণ্যাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সমীপত্ব, নৈকট্য, সান্নিধ্য, সমীপের ভাব। ২ অধিকরণবিশেষ, আধারভেদ।

"সামীপ্যাশ্লেষবিষয়ৈর্ব্যাপ্ত্যাধারশ্চতুর্বিধঃ।" (মুগ্ধবোধব্যা°)

ব্যাকরণমতে সমাস স্থলে যেখানে অব্যয়পদের সামীপ্য অর্থ হয়, তথায় অব্যয়ীভাব সমাস হয়। উপকুম্ভ, কুম্ভের সমীপ, এই স্থলে উপশব্দের সামীপ্যার্থ হইয়াছে এই জন্য অব্যয়ীভাব সমাস হইল।

সামীর্য্য (ত্রি) সমীর সঙ্কাশাদিত্বাৎ ণ্য। সমীরসম্বন্ধীয়।

সামুৎকর্ষিক (ত্রি) সমুৎকর্ষ এব (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। সমুৎকর্ষ। সমুৎকর্ষসম্বন্ধীয়।

সামুদায়িক (ক্লী) সমুদায়-ঠক্। নাড়ীনক্ষত্রভেদ। জাত বালক যে নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করে, সেই নক্ষত্র হইতে অষ্টাদশ নক্ষত্রকে সামুদায়িক নক্ষত্র কহে। এই নক্ষত্র অশুভ নক্ষত্র। এই নক্ষত্র পরিত্যাগ করিয়া সকল শুভকর্ম্ম বিধেয়। গোচরসঞ্চারকালে গ্রহগণ যখন এই নক্ষত্রে উপস্থিত হন, তখন নানা প্রকার অশুভ হয়, গ্রহদিগের বিচারকালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে তাহারা নাড়ীনক্ষত্রস্থিত হইয়াছে কিনা, গ্রহগণ জন্মকালে যদি বিশেষ শুভাবস্থও হন, তাহা হইলে এই সকল নাড়ীনক্ষত্রে গমন করিলে কিঞ্চিৎ অশুভ হইবেই হইবে। এই সামুদায়িক নক্ষত্রে গ্রহগণ থাকিলে মিত্র, ভৃত্য ও অর্থক্ষয় হইয়া থাকে।

"ঈহাদেহার্থহানিঃ স্যাজ্জন্মর্ক্ষে উপতাপিতে।

কর্ম্মর্ক্ষে কর্ম্মণাং হানিঃ পীড়া মনসি মানসে॥

মূর্ত্তিদ্রবিণবন্ধূনাং হানিঃ সাংঘাতিকে তথা।

সন্তপ্তে সামুদায়িকে মিত্রভৃত্যার্থসঙ্ক্ষয়ঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

[ষণ্নাড়ীচক্রশব্দ দেখ।]

সামুদ্র (ক্লী) সমুদ্রে ভবং অণ্। সমুদ্রভব লবণ, যে লবণ সমুদ্র হইতে জন্মে, চলিত করকচ। গুণ—পাকে নাত্যুষ্ণ, অবিদাহী, ভেদন, মধুর, স্নিগ্ধ, শূলনাশক, নাতিপিত্তবর্দ্ধক। (রাজবল্লভ) ২ সমুদ্রফেন। (রাজনি°) সমুদ্রেণ ঋষিণা প্রোক্তমিতি অণ্। ৩ দেহচিহ্ন, দেহে যে সকল চিহ্ন থাকে, তাহার শুভাশুভ লক্ষণ সমুদ্রঋষি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এই জন্য দেহচিহ্নকে সামুদ্র কহে। ৪ উক্ত লক্ষণান্বিত গ্রন্থ। যে গ্রন্থে দেহের শুভাশুভ লক্ষণবিষয় বর্ণিত থাকে, তাহাও সামুদ্র নামে অভিহিত হয়। (ত্রি) ৫ সমুদ্রজাত মাত্র। যে সকল বস্তু সমুদ্রে জন্মে। (মেদিনী) (পুং) ৬ সমুদ্রগামী বণিক্, বাণিজ্যার্থ যাহারা সমুদ্রে গমন করে।

"কান্তারগাস্তু দশকং সামুদ্রা বিংশকং শতং।

দদ্যুর্ব্বা স্বকৃতাং বৃদ্ধিং সর্ব্বে সর্ব্বাসু জাতিষু॥"

(যাজ্ঞবল্ক্য° ২।৩৮)

সমুদ্রে বাণিজ্য করিতে যাইবে বলিয়া যদি টাকা ধার করা হয়, তাহা হইলে শতকরা ২০ ভাগ, অর্থাৎ শতকরা ২০ টাকার হিসাবে সুদ দিতে হইবে। ৭ মশকবিশেষ। সুশ্রুতে লিখিত আছে যে মশক ৫ প্রকার, এই মশক দংশন করিলে তীব্রকণ্ডু, দংশ ও শোথ হইয়া থাকে। (সুশ্রুত ৫।৮) ৮ দেশবিশেষ।

"প্রাগ্জ্যোতিষাঃ সলৌহিত্যাঃ সামুদ্রাঃ পুরুষাদকাঃ।"

(মার্কণ্ডেয়পু° ৫৮।১৩)

১০ নারিকেল। ১১ দ্বীপান্তরা বচা, চলিত তোপচিনি। (বৈদ্যকনি°)

সামুদ্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ কালিকট রাজ্য। এখানকার রাজারাও সামরী নামে খ্যাত। (মার্ক° পু° ৫৮।১৩)

সামুদ্রক (ক্লী) সামুদ্রমেব স্বার্থে কন্। সমুদ্রলবণ। (রাজনি°) সামুদ্রশব্দার্থ। সমুদ্রোক্ত স্ত্রী পুংলক্ষণগ্রন্থ। যে গ্রন্থে স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শুভাশুভ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সামুদ্রশাস্ত্র। (ত্র) ২ সমুদ্রশাস্ত্র। (ত্রি) ২ সমুদ্রসম্বন্ধী।

"সামুদ্রকং বাণিজকঞ্চ চৌরং শলাকবৃত্তিঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্ সাক্ষ্যে ত্বধীকুর্ব্বীত সপ্ত॥"
(ভারত ৫।৩৫।৪৪)

সমুদ্রসম্বন্ধে বাণিজ্যকারী, শলাকবৃত্তি, চিকিৎসক, শত্রু, মিত্র, চোর ও কুশীলব এই সাত জনকে সাক্ষী করিতে নাই এবং ইহাদের সাক্ষী প্রমাণরূপে গ্রহণীয় নহে।

সামুদ্রনিষ্কুট, জনপদভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম ৯।৪৮)

সামুদ্রমৎস্য (পুং) তিমি, তিমিঙ্গিল ও কুলিশপাক প্রভৃতি মৎস্য। গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, মধুর, নাতিপিত্তবর্দ্ধক, বাতহর, উষ্ণ, বৃষ্য, ও শ্লেষ্মবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°)

সামুদ্রস্থলক (ত্রি) সমুদ্রস্থলী (ধূমাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। সমুদ্রস্থলীদেশ।

সামুদ্রাদ্যচূর্ণ (ক্লী) উদররোগাধিকারোক্ত চূর্ণৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—সাম্ভার লবণ, সচল লবণ, সৈন্ধব লবণ, বনযমানী, যবক্ষার, বিড়ঙ্গ, হিঙ্গু, পিপুল, চিতামূল, ও শুঁঠ এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ, উত্তমরূপে একত্র মিশ্রিত করিবে। মাত্রা রোগীর অবস্থা বুঝিয়া।০ আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত। এই চূর্ণ ঘৃত অনুপানে সেবনীয়। ইহা সেবন করিলে সকল প্রকার উদররোগ আশু নিরাকৃত হয়। (সারকৌ°)

অন্যবিধ—২ শূলরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—করকচ, সৈন্ধব, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সচল, সাম্ভরি, বিট, দন্তীমূল, লৌহচূর্ণ, মণ্ডুর, তেউড়ি, ওল এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে সমভাগ, ইহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সমপরিমাণ দধি, দুগ্ধ ও গোমূত্র পাকযোগ্য মাত্রায় দিয়া মৃদু অগ্নিতে ইহা পাক করিতে হইবে। পরে ইহার জলীয়াংশ শুষ্ক হইয়া আসিলে নামাইয়া উহা চূর্ণ করিয়া লইবে। ইহার মাত্রা রোগীর অগ্নির বলাবল স্থির করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। উষ্ণ জলের সহিত ইহা সেবনীয়। এই চূর্ণ সেবন করিয়া ঘৃতপক্ক মাংসাদিও ভোজন করা যাইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করিলে সকল প্রকার শূলরোগ আশু নিবারিত হয়, বিশেষতঃ ইহা পরিনাম শূলে বিশেষ উপকারী। (ভৈষজ্যরত্না° শূলরোগাধি°)

সামুদ্রিক (ত্রি) সমুদ্রেণ প্রোক্তং শাস্ত্রং অধীতে বেত্তি বা ঠঞ্। সামুদ্রকশাস্ত্রাধ্যয়নকারী, বা সামুদ্রশাস্ত্রবেত্তা, স্ত্রীপুরুষচিহ্নবেত্তা, সামুদ্রশাস্ত্রাভিজ্ঞ, যাহারা স্ত্রী ও পুরুষাদির চিহ্ন দেখিয়া শুভাশুভ নির্দ্দেশ করিতে পারেন।

সামুদ্রিক ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্রের একটী বিশেষ বিভাগ। সামুদ্রিক শাস্ত্রের দ্বারা কর, চরণ, ও ললাটের রেখা এবং অন্যান্য শরীরচিহ্ন দেখিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফলাফল জানিতে পারা যায়। সমুদ্র কর্ত্তৃক এই শাস্ত্র উক্ত হইয়াছে বলিয়া, ইহা সামুদ্রিক নামে অভিহিত হয়। "সামুদ্রিক" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"শ্রীকৃষ্ণ উবাচ—
কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশোভবেৎ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী॥
মহেশ উবাচ—শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্রবচনং যথা।
লক্ষণন্তু মনুষ্যানাম্ একৈকেন বদাম্যহম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ প্রশংসনীয় ও কিরূপ লক্ষণযুক্ত পুরুষ অপ্রশংসনীয় এবং কীদৃশলক্ষণাক্রান্তা কন্যা প্রশস্তা ও কীদৃশ লক্ষণযুক্তা কন্যাই বা অপ্রশস্তা? মহেশ কহিলেন, আমি সমুদ্রের বচনানুসারে একে একে মনুষ্যের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর।

প্রধানতঃ করাঙ্কিত রেখাদি বিচার করিয়াই এই বিদ্যার দ্বারা শুভাশুভ ঘটনা নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বিদ্যাকে ইংরাজিতে Palmistry বা Chiromancy কহে। অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক শাস্ত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীস এবং রোমেও এই বিদ্যা প্রচলিত ছিল, Chiromancy শব্দেই ইহার প্রমাণ, Cheir অর্থে কর, Manteia ভবিষ্যৎ ফলাফলগণনা। পূর্ব্বে ইংলণ্ডেও ফলিত-জ্যোতিষ বিশেষরূপে সমাদৃত হইত; এক্ষণে Palmistry বা সামুদ্রিক গণনা তথাকার আইন-বিরুদ্ধ হওয়াতে, ইহার সমধিক প্রচলন নাই।

করতলাঙ্কিত রেখা-বিবরণ।

যে রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্ন হইতে আরম্ভ করিয়া তর্জ্জনীমূলাভিমুখে গমন করে, তাহার নাম আয়ুরেখা। কেহ কেহ ইহাকে ভোগরেখা বলিয়া থাকে। ১ নং চিত্রের ১-১ রেখা।

আয়ুরেখার পার্শ্বে যে আর একটি দীর্ঘরেখা তর্জ্জনীর নিম্নদেশে গিয়াছে, তাহার নাম মাতৃরেখা। ১নং চিত্রের ২-২ রেখা।

যে রেখা করতলমূলের মধ্যস্থল হইতে উত্থিত হইয়া সাধারণতঃ মাতৃরেখার উর্দ্ধদেশ স্পর্শ করে অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী হয়, তাহার নাম পিতৃরেখা। কেহ কেহ ইহাকে আয়ুরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৩-৩ রেখা।

যে সরল রেখা পিতৃরেখার মূলের সন্নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলির দিকে গমন করে, তাহাকে উর্দ্ধরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৫-২ রেখা।

যে রেখা পিতৃরেখার পার্শ্বে অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশ হইতে উত্থিত হইয়া উর্দ্ধগামী হয়, তাহাকে পরস্বাপ্তিরেখা বলে। ১ নং চিত্রের ৪-৪ রেখা। *

রেখার বর্ণবিচার।

রেখা সকল রক্তবর্ণ হইলে, সেই ব্যক্তি আমোদপ্রিয়, সদালাপী এবং উগ্র স্বভাবসম্পন্ন হয়। রক্ত বর্ণের মধ্যে কাল আভা থাকিলে প্রতিহিংসাপরায়ণ, শঠ, ও ক্রোধী হয়। পীতবর্ণ হইলে পিত্তের আধিক্যবশতঃ ক্রুদ্ধ স্বভাব, উচ্চাভিলাষী, কার্য্যক্ষম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। পাণ্ডু আভাযুক্ত হইলে স্ত্রীস্বভাবসম্পন্ন, দাতা ও উৎসাহী হয়।

করতলে গ্রহগণের স্থাননির্দ্দেশ।

তর্জ্জনীর মূলদেশকে বৃহস্পতিস্থান, মধ্যমাঙ্গুলের মূলদেশকে শনিস্থান, অনামিকার মূলদেশকে রবিস্থান, কনিষ্ঠ অঙ্গুলির নিম্নদেশকে বুধস্থান ও বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নস্থানকে শুক্রস্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৭ সংখ্যা) মঙ্গলের দুইটী স্থান একটী তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যে পিতৃরেখার সমাপ্তিস্থানের নিম্নে এবং অন্যটী বুধের স্থানের নিম্নে ও চন্দ্রের স্থানের উপরিভাগে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থিত স্থানে। (১ নং চিত্রের ১৫ সংখ্যাদ্বয়) মঙ্গলস্থানের নিম্ন হইতে মণিবন্ধের উপর পর্য্যন্ত করতলের পার্শ্বভাগের স্থানকে চন্দ্রের স্থান বলে। (১ নং চিত্রের ১৬ সংখ্যা)

পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও স্ত্রীলোকের বামহস্ত প্রধান, এই জন্য পুরুষের দক্ষিণ হস্ত ও স্ত্রীলোকের বামহস্তস্থিত রেখাদি বিচারপূর্ব্বক ফলাফল ব্যক্ত করিতে হয়। "সামুদ্রিকম্" গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"বামভাগে তু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্য চ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং তেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্ ॥"

সমুদ্রকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে যে, নারীদিগের বামভাগে ও পুরুষদিগের দক্ষিণভাগে সামুদ্রিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে।

গ্রহস্থানের বিচারফল।

রবির স্থান—উচ্চ হইলে সেই ব্যক্তি চঞ্চল, সঙ্গীত ও অন্যান্য কলাবিদ্যাবিশারদ, ও নূতন বিষয় আবিষ্কারক হয় এবং প্রায়ই স্ত্রীগণকে ঘৃণা করে। রবি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, বিজ্ঞ, শাস্ত্রবিশারদ, ও সুবক্তা হয়। অত্যুচ্চ হইলে, অপব্যয়ী, বিলাসী, অর্থলোভী ও তার্কিক হয়। নিম্ন হইলে, অলস ও অধার্ম্মিক হয়। রবির স্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি মধ্যমাকৃতি, লম্বকেশ, বৃহৎচক্ষুঃ, কিঞ্চিৎ লম্বমুখমণ্ডল, সুন্দর শরীর, এবং করতলভাগ ও অঙ্গুলির দৈর্ঘ্য সমান হয়। রবির স্থানে কোন রেখা না থাকিলে, সেই ব্যক্তির নানা দুর্ঘটনা ঘটে; কোন বলবান্ একটি রেখা থাকিলে যশোলাভ হয়।

চন্দ্রের স্থান—উচ্চ হইলে সঙ্গীতপ্রিয়, আত্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসু, ভগবদ্ভক্ত, বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত হয়। সেই ব্যক্তির বিস্ময়কর বিবাহ সংঘটিত হয়। নিম্ন হইলে, সে ব্যক্তির চিন্তাশক্তি থাকে না। এই স্থান রেখাশূন্য হইলে সে ব্যক্তি সংসারে আকৃষ্ট হয় না। একটী ধনু সদৃশ রেখা বুধের স্থান হইতে চন্দ্রের স্থানে গেলে, সে ব্যক্তি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হয় এবং ভবিষ্যৎ ঘটনা স্বপ্নে দর্শন করে। হস্ততলের অন্যান্য রেখাগুলি দুর্ব্বল এবং চন্দ্রের স্থানে একটী বজ্র বা নক্ষত্রের চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি অবিবেচক বা মূর্খ হয়।

মঙ্গলের স্থান—পিতৃরেখার সন্নিকটস্থ মঙ্গলের স্থানটী উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি অসীমসাহস, বিবাদপ্রিয় ও উপস্থিত বুদ্ধিবিশিষ্ট হয়। হস্ত পার্শ্বস্থ মঙ্গলস্থান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি অন্যায় কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং ধীর, নম্র, ধার্ম্মিক, সাহসী ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। উভয় স্থল সমান উচ্চ হইলে, সে ব্যক্তি উগ্র স্বভাব সম্পন্ন, কামাতুর, নিষ্ঠুর, ও অত্যাচারী হয় এবং রক্ত দর্শনে আনন্দ লাভ করে। কিন্তু উক্ত দুই স্থান নিম্ন হইলে ভীরু ও বালকের ন্যায় ব্যবহারকারী হয়। এই উভয় স্থানের সহিত চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে সে ব্যক্তি নৌকার মাঝি হয়। মঙ্গলের স্থান কঠিন হইলে স্থাবরসম্পত্তি বৃদ্ধি হয়। দুই হস্তে আয়ুরেখা ও মাতৃরেখার মধ্যস্থ মঙ্গলের স্থানে তিলচিহ্ন থাকিলে মোকদ্দমায় সম্পত্তি নষ্ট হয়। কিন্তু এক হস্তে থাকিলে সমস্ত বিনষ্ট হয় না। মঙ্গলের দ্বিতীয় স্থান তিলচিহ্নিত হইলে পৈতৃক সম্পত্তির হানি হয়।

বুধের স্থান—উচ্চ হইলে শাস্ত্রবুদ্ধিযুক্ত, বক্তৃতাপটু, সাহসী, পরিশ্রমী ও বহু স্থানভ্রমণকারী এবং অল্প বয়সে বিবাহ হয়। কিন্তু অত্যুচ্চ হইলে, বিশ্বাসঘাতক, মিথ্যাবাদী, বিদ্যাহীন ও দাম্পত্যসুখবিহীন হয়। নিম্ন হইলে অলস, বিদ্যাশিক্ষাবিরত ও উদ্যমহীন হয়। এই স্থানে একটী সরল রেখা থাকিলে ভাগ্যবান্ ও বহু রেখা থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞ ও ধনবান্ হয় এবং ঐ সকল রেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হইলে দাতা হয়। বুধের স্থান উচ্চ ও তাহার উপর বহু রেখা থাকিলে, চিকিৎসক হয়। স্ত্রীলোকের থাকিলে কোন চিকিৎসক বা শাস্ত্রজ্ঞের সহিত বিবাহ হয়।

বৃহস্পতির স্থান—অত্যুচ্চ হইলে অধার্ম্মিক এবং অহঙ্কারী হয় এবং সকলের উপর প্রভুত্ব করিতে ইচ্ছা করে। এইস্থান নিম্ন হইলে

বঞ্চক, ধর্ম্মহীন ও নীচ প্রবৃত্তির লোক হয়। বৃহস্পতি ও রবির স্থান উচ্চ হইলে, ভাগ্যবান্, ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী এবং তৎসঙ্গে বুধের স্থান উচ্চ হইলে বিজ্ঞান ও ন্যায়শাস্ত্রজ্ঞ হয়। সেই সঙ্গে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে যুদ্ধবিশারদ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির স্থানে বহু রেখাকে একটী রেখা কর্ত্তন করিলে পুরুষ লম্পট ও স্ত্রীলোক অসতী হয়। ঐ স্থানে বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তি প্রায়ই বিফলমনোরথ হয়।

শুক্রের স্থান—অত্যুচ্চ হইলে লম্পট, লজ্জাহীন ও ব্যভিচারী হয়। উচ্চ হইলে সৌন্দর্য্যপ্রিয়, নৃত্যগীতানুরক্ত ও স্ত্রীলোকপ্রিয় হইয়া থাকে এবং বহুতর কলা ও শিল্পবিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। নিম্ন হইলে, স্বার্থপর, অলস ও রিপুদমনকারী হয়। একটী স্থূলরেখা শুক্রের স্থান হইতে উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে গেলে, হাঁপানি ও কাশির রোগ হয়। শুক্রের স্থানের উপরি ভাগ হইতে কোন একটী রেখা বুধের স্থানে গেলে পুরুষ বিপত্নীক ও স্ত্রী বিধবা হয়। শুক্রের স্থানের কোন একটী রেখা শনিস্থানে গিয়া শাখাবিশিষ্ট হইলে, অসুখকর বিবাহ হয়। এই স্থানে কোন রেখা থাকিলে, পবিত্রচিত্ত ও শান্তস্বভাববিশিষ্ট হয়।

শনির স্থান—উচ্চ থাকিলে নির্জ্জনতাপ্রিয়, অল্পভাষী ও গীতবাদ্যপ্রিয়। ঐ স্থান নিম্ন হইলে, ভাগ্যহীন, নীচপ্রবৃত্তিবিশিষ্ট ও প্রায়ই নিরামিষভোজী হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে সে ব্যক্তি আত্মহত্যাতে প্রবৃত্ত হয়। শনি ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে, ধৈর্য্যশীল এবং মূর্চ্ছা ও বায়ুরোগগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। শনি ও বুধের স্থান উচ্চ হইলে, ক্রোধী, চৌর ও অধার্ম্মিক হয়। শনি ও মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে লজ্জাহীন ও অত্যাচারী হইয়া থাকে এবং শনি ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ইন্দ্রজালাদি জ্যোতিষবিদ্যার অনুসন্ধায়ী হয়। এই স্থানে সরল ও উজ্জ্বল একটী রেখা থাকিলে সৌভাগ্যশালী, কিন্তু বহু রেখা থাকিলে ইহার বিপরীত ফল হয়।

রেখার বিচারফল।

আয়ু বা ভোগরেখা।—আয়ুরেখা যদি ছিন্ন ভিন্ন না হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তির ১২০ বৎসর পরমায়ু। যদি এই রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল হইতে অনামিকার মূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে ৫০ হইতে ৬০ বৎসর পরমায়ু। যাহার ঐ রেখাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা ভেদ করে, তাহার আয়ু অল্প। এই রেখা স্থূল ও ক্ষুদ্র হইলে সে ব্যক্তি অবিবেচক হয়। শৃঙ্খলাকার হইলে লম্পট ও উৎসাহহীন হয় এবং পীতবর্ণ হইলে যকৃৎপীড়ায় কষ্ট পায়। এই রেখা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাকর্ত্তৃক কর্ত্তিত হইলে প্রেমে হতাশ, যন্ত্রণাভোগ ও প্রেমের প্রতিবন্ধক হয়। এই রেখার মূলে অর্থাৎ বুধের স্থানে শাখা না থাকিলে সন্তান হয় না। শনির স্থানের নিম্ন দেশে, মাতৃরেখার সহিত এই রেখা মিলিত হইলে, হঠাৎ মৃত্যু হয়। যদি এই রেখার একটী শাখা মাতৃরেখাকে স্পর্শ করে এবং অপর একটী রেখা ঐ স্পর্শকারী রেখাকে কর্ত্তন করে, তবে শোচনীয় বিবাহ ও তজ্জন্য মানসিক কষ্ট হয়। ভোগরেখা শৃঙ্খলাকার হইয়া শনির স্থান পর্য্যন্ত গেলে, সে ব্যক্তি স্ত্রীলোককে ভালবাসে না। দুই হস্তের এই রেখার কোন শাখা না থাকিলে অল্পায়ু হয়। শনির স্থানের নিম্নদেশে এই রেখা ভগ্ন হইলে হৃৎপীড়া বা মনোবেদনা প্রাপ্ত হয় এবং উচ্চ স্থান হইতে পতনের আশঙ্কা থাকে। এই রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন থাকিলে, পীড়াগ্রস্ত হয় এবং ঐরূপ চিহ্ন রবির স্থানের নিম্নে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। দুই হস্তে এই রেখা শনি অথবা বৃহস্পতির ক্ষেত্রের নিম্নদেশে মাতৃরেখার সহিত মিলিত হইলে, অপমৃত্যু হইবে।

২। মাতৃরেখা—এই রেখা শনির স্থান বা শনি-স্থানের নিম্নদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, অকালে মৃত্যু হয়। যে ব্যক্তির মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত হয় না, সে বিশেষ বিবেচনা না করিয়া হঠাৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু সে কার্য্যতৎপর আত্মাভিমানী, অভিনেতা ও বক্তৃতা করিতে সমর্থ হয়। দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে, সৌভাগ্যশালী, সৎপরামর্শদাতা ও ধনশালী হইয়া পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করে। এই রেখা ভগ্ন হইলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয় অথবা অঙ্গহীন হয়। এই রেখা দীর্ঘ ও করতলে অন্যান্য বহু রেখা থাকিলে সে ব্যক্তির বিপৎকালে আত্মদমন করিবার ক্ষমতা থাকে এবং ইঙ্গিতমাত্রেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়। এই রেখার মূলের কিছু অন্তরে যদি পিতৃরেখা যুক্ত হয়, তাহা হইলে পরমুখাপেক্ষী ও ভীরু হয়। মাতৃরেখা করতলমধ্যে সরলভাবে না গিয়া বুধের স্থানাভিমুখী হইলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে সৌভাগ্যলাভ হয়। এই রেখা কনিষ্ঠা ও অনামিকার মধ্যস্থানাভিমুখা হইলে শিল্পদ্বারা উন্নতি লাভ হয়। এই রেখা রবির স্থানে গেলে শিল্পবিদ্যানুরাগী ও যশঃপ্রিয় হয়। এই রেখা ভোগরেখাকে ছেদ করিয়া শনির স্থানে গমন করিলে মস্তকে আঘাত জন্য মৃত্যু ঘটে। এই রেখা বা অন্য কোন প্রধান রেখা যাহার না থাকে, সে ব্যক্তি অচিকিৎস্যরোগ বা কোন সাংঘাতিক ঘটনা দ্বারা বিশেষ কষ্ট পায়। এই রেখা আয়ুরেখার অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হইলে শ্বাসরোগ হয় এবং পিতৃরেখার সহিত যুক্ত হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির দিকে গমন করিলে শিরঃপীড়ায় অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়। এই রেখার উপর রক্তবর্ণ-বিন্দুচিহ্ন থাকিলে মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত এবং শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন থাকিলে বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় আবিষ্কারক হয়। মাতৃরেখার উপর যবচিহ্ন থাকিলে, বায়ুরোগগ্র

হয়। মাতৃরেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত না হইয়া, পিতৃরেখার দুইটী ক্ষুদ্র রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে, মন্তপ্রিয় হয়। এই রেখার শেষাংশ বহু শাখাবিশিষ্ট হইলে অতিশয় বিলাসী ও আড়ম্বরপ্রিয় হয়। মাতৃ ও পিতৃ উভয় রেখা অতি ক্ষুদ্র হইলে অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। এই রেখার শেষভাগে বৃত্তাকার চিহ্ন থাকিলে, চক্ষু নষ্ট হয়; যে হস্তে থাকে, সেই দিকের চক্ষু নষ্ট হয়, উভয় হস্তে থাকিলে উভয় চক্ষু নষ্ট হয়।

৩। পিতৃরেখা—এই রেখা প্রশস্ত ও বিবর্ণ হইলে লোক রুগ্ন, নীচস্বভাব, দুর্ব্বল ও ঈর্ষান্বিত হয়। দুই হস্তের পিতৃরেখাই ক্ষুদ্র হইলে অল্পায়ু। পিতৃরেখা শৃঙ্খলাকৃতি হইলে, রুগ্ন ও শারীরিক দুর্ব্বল হয়। দুইটী পিতৃরেখা থাকিলে, সে ব্যক্তি দীর্ঘায়ু, বিলাসী, সুখী ও কোন স্ত্রীলোকের উত্তরাধিকারী হয়। এই রেখার শেষভাগ শাখাবিশিষ্ট হইলে, ধমনী-শক্তি দুর্ব্বল হয়। পিতৃরেখা হইতে কোন শাখা চন্দ্রের স্থানে গেলে মূর্খতা-বশতঃ অপব্যয় করিয়া কষ্টে পড়ে ও মন্তপায়ী হয়। এই রেখা বক্র হইয়া চন্দ্রের স্থানে যাইলে দীর্ঘজীবী এবং এই রেখার কোন শাখা বুধের ক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইলে ব্যবসায়ে উন্নতি এবং শাস্ত্রানুশীলনে সুখ্যাতিলাভ হয়। পিতৃরেখার শেষ ভাগ হইতে দুইটী রেখা বাহির হইয়া একটী চন্দ্র ও অন্যটী শুক্রের স্থানে যাইলে সে ব্যক্তি স্বদেশ ত্যাগ করিয়া বিদেশে গমন করে। চন্দ্রস্থান হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে বাতরোগ হয়। যে ব্যক্তির দুই হস্তের পিতৃ, মাতৃ ও আয়ুরেখা মিলিত হয়, তাহার অকস্মাৎ মৃত্যু ও দুরবস্থা ঘটে। কোন স্ত্রী-লোকের এই রেখার আরম্ভ স্থান হইতে কোন রেখা শনির ক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিলে, তাহার প্রসবকালে মৃত্যু হয়। এই রেখার শেষভাগ মণি বন্ধাভিমুখে শাখাবিশিষ্ট হইয়া নিম্নাভিমুখ-গামী হইলে, সে ব্যক্তি প্রথম বয়সে কোন শুভ ফল না পাইয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করে এবং স্বদেশে ধন উপার্জ্জন করিতে অস-মর্থ হয়। পিতৃরেখা বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটবর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া থাকিলে সন্তান হয় না। একটী উজ্জ্বল মোটা রেখা এই রেখা হইতে রবির স্থানে গেলে, সম্মানসূচক উপাধিপ্রাপ্ত হয়। পিতৃ-রেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা করচতুষ্কোণে গমন করিলে, আত্মীয় স্বজনের সহিত বিরোধ ও বিচ্ছেদ ঘটে এবং পরিণামে সম্পত্তি লইয়া মোকদ্দমা হয়। এই রেখার প্রারম্ভ হইতে একটী অধো-মুখী রেখা শুক্রের স্থানাভিমুখী হইলে উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবার সম্ভাবনা। মূলদেশ কণ্টকিত হইলে বৃথা গৌরব ও মতের অস্থিরতা ঘটে, কিন্তু ঐ সকল শাখা পরিষ্কার ও সরল হইলে, ন্যায়পরতা ও বিশ্বাসী হয়। এই রেখা অনেকস্থলে বক্র হইলে অগ্নিদ্বারা অঙ্গদগ্ধ হয়। যে কোন গ্রহের ক্ষেত্র হইতে কোন রেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখাকে কর্ত্তন করিলে, সে ব্যক্তির পীড়া হয় এবং আয়ুরেখা হইতে কোন রেখা আসিয়া পিতৃ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে, হৃৎপিণ্ডের পীড়া হয়। পিতৃরেখার ঊর্দ্ধমুখী রেখা সকল কার্য্যে উন্নতির পরিচায়ক এবং অধোমুখী রেখা অস্বাস্থ্য ও ধনহানির চিহ্ন।

৪। ঊর্দ্ধরেখা—যাহার ঊর্দ্ধরেখা পিতৃরেখা হইতে উত্থিত হয় সে নিজের চেষ্টায় সুখ ও সৌভাগ্য লাভ করে। ঊর্দ্ধরেখা করতল মধ্য হইতে উত্থিত হইয়া বুধস্থান পর্য্যন্ত গমন করিলে বাণিজ্য ব্যবসায়ে, বক্তৃতায় বা বিজ্ঞানশাস্ত্রে উন্নতি লাভ করে। এই রেখা মণি-বন্ধকে ছেদ করিলে দুঃখ ও শোক উপস্থিত হয়। এই রেখা করতল মধ্য হইতে রবিস্থানে গেলে, সাহিত্য ও শিল্প-বিন্তায় উন্নতি হয়। এই রেখা মধ্যমাঙ্গুলির যত উপরে উঠিবে ততই অশুভ সূচিত হইবে। ঊর্দ্ধরেখা যে স্থানে বক্র হইয়া যাইবে, সে ব্যক্তির সেই বয়সে সাংসারিক কষ্ট হইবে। এই রেখা ভগ্ন হইলে শারীরিক পীড়া এবং কতকাংশ ভগ্ন ও কতকাংশ অভগ্ন হইলে জীবনে নানারূপ বিচিত্র ঘটনা ঘটে। এই রেখা সরল ও সুন্দর হইলে সুখী ও আয়ুবৃদ্ধি করে। শুক্রের স্থান হইতে কোন একটী ক্ষুদ্ররেখা বহির্গত হইয়া পিতৃরেখা ও ঊর্দ্ধ-রেখাকে কর্ত্তন করিলে স্ত্রীবিয়োগ হয়। ঊর্দ্ধরেখা ও পিতৃরেখার মূলদেশে যবচিহ্ন থাকিলে এবং ঊর্দ্ধরেখা বক্র হইলে সেই ব্যক্তি জারজ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যাহার হস্তে ঊর্দ্ধ-রেখা না থাকে সে ব্যক্তি দুর্ভাগ্য, উদ্যমরহিত ও মৎস্য-মাংসত্যাগী হয়। এই রেখা অস্পষ্ট হইলে উদ্যম ব্যর্থ হয়। এই রেখা স্পষ্ট ও সরলভাবে শনির স্থানে উপস্থিত হইলে দীর্ঘজীবী হয়। সরল ও দুইদিকে শাখাবিশিষ্ট হইলে লোক ক্রমশঃ দরিদ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ধনবান্ হয়। এই রেখার প্রথমাংশ ভগ্ন হইলে প্রথম বয়সে দুঃখ উপস্থিত হয়। ঊর্দ্ধরেখা শনির স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাদ্বারা কর্ত্তিত হইলে বহুকাল শুভাদৃষ্ট ভোগ করিয়া শেষজীবনে দুর্ভাগ্য প্রাপ্ত হয়। এই রেখার মূলদেশে দুই শাখা বিশিষ্ট হইয়া একটী শুক্রের ও অপরটী চন্দ্রের স্থানে গেলে কল্পনাশক্তিবিশিষ্ট ও প্রেমিক হয়। স্ত্রীলোকের করতলে ও পাদতলে ঊর্দ্ধরেখা থাকিলে সে চির সধবা, ভাগ্যবতী ও পুত্রপৌত্রবতী হয়। স্ত্রী বা পুরুষ যাহারই করতলে এই রেখা থাকে, সে ঐশ্বর্য্যশালী ও সুখী হয়; তাহার বংশবৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং সে সর্ব্বপ্রকারে শুভফল প্রাপ্ত হয়। যাহার তর্জ্জনীমূল পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধরেখা দৃষ্ট হয় সে রাজদূত হয় এবং তাহার ধর্ম্মনাশ হয়। মধ্যমাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত যাহার ঊর্দ্ধরেখা দেখিতে পাওয়া যায়, সে সুখী, বিভবশালী ও পুত্রপৌত্রাদি সমন্বিত হয়।

৫। মণিবন্ধরেখা—যে ব্যক্তির মণিবন্ধে তিনটী সুস্পষ্ট সরল রেখা থাকে, সে দীর্ঘজীবী, সুস্থশরীর ও সৌভাগ্যশালী হয়। রেখাত্রয় যতই পরিষ্কার হইবে, স্বাস্থ্য ততই ভাল হইবে। মণিবন্ধের রেখাত্রয়ের মধ্যে ক্রুশ চিহ্ন থাকিলে, কঠিন পরিশ্রমে সৌভাগ্যলাভ হয়। মণিবন্ধের রেখার মধ্যে একটী তারকা-চিহ্ন থাকিলে উত্তরাধিকারসূত্রে ধনলাভ হয়, কিন্তু এই চিহ্ন অস্পষ্ট হইলে পারদারিক বলিয়া সূচিত হয়। মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রের স্থানের উপরিস্থ রেখা সকল জলপথ ভ্রমণপরিচায়ক এবং কোন একটী রেখা মণিবন্ধ হইতে চন্দ্রের স্থানে গমন করিলে সমুদ্রযাত্রা ঘটে। এইস্থান হইতে কোন রেখা বৃহস্পতির স্থানে গেলে জলপথে দূরযাত্রা ঘটে। জলভ্রমণসূচক রেখা-গুলির মধ্যে কোন রেখা পিতৃরেখার সহিত মিলিত হইলে, জলযাত্রায় মৃত্যু সম্ভাবনা। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা বুধের স্থানে গেলে ধনলাভ হয়, এই রেখা অতি সরল হইলে আয়ুবৃদ্ধি হয়, কিন্তু সময়ে জলে বিপদ হইবার সম্ভাবনা। মণিবন্ধ হইতে কোন রেখা রবির স্থানে গমন করিলে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয় ও অনুগ্রহলাভ হয়। মণিবন্ধের একটী রেখা বৃহস্পতিস্থানের এবং অন্য একটী শনিস্থানের অভিমুখী হইলে জলভ্রমণ হইতে প্রত্যাগমন হয় না। এই দুইটী রেখার কোন একটী পিতৃ-রেখার সহিত মিলিত হইলে জলযাত্রায় মৃত্যু ঘটে; কিন্তু ঐ দুই রেখা সমান্তরাল হইলে জলযাত্রায় বহুবিঘ্ন সত্ত্বেও লাভ হইয়া থাকে। মণিবন্ধ হইতে একটী রেখা বুধের স্থানে গিয়া তথায় দুইটী ভিন্ন রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হইলে স্ত্রীজাতি হইতে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

৬। শুক্রবন্ধনী রেখা—এই রেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলির মধ্য হইতে বাহির হইয়া অনামিকা ও কনিষ্ঠার মধ্যস্থল পর্য্যন্ত যায়। (১ নং চিত্রের ১০-১০ সংখ্যা) এই রেখা ভগ্ন ও বহুশাখাবিশিষ্ট হইলে মূর্চ্ছা রোগ হয়। এই রেখা স্থানে স্থানে ভগ্ন হইলে লম্পট হয়। শুক্রবন্ধনী হস্তে থাকিলে কখন বা বিষাদে মগ্ন, কখন বা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। এই রেখা বৃহস্পতির স্থান হইতে অর্দ্ধচন্দ্রাকার হইয়া সরলভাবে বুধের স্থান পর্য্যন্ত গেলে ঐন্দ্রজালিক হয় এবং সাহিত্যে জ্ঞান-লাভ করে। এই রেখা হস্তে থাকা বিশেষ অশুভজনক, তবে সুলক্ষণযুক্ত হস্তে থাকিলে বুদ্ধির বিকাশ হয়।

শরীরস্থিত চিহ্নাদির দ্বারা রাশিনিরূপণ।

নর কিম্বা নারীর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যগত রেখা যদি রক্তবর্ণ হয়, তাহা হইলে মেষরাশি। ঐ রেখার উর্দ্ধে নীলবর্ণ ও দীর্ঘ কোন রেখা থাকিলে বৃষ রাশি। যদি কোন ব্যক্তির নাসি-কার অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ শুক্লবর্ণ বর্ত্তুলাকার কোন চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে মিথুন রাশি, যাহার ললাটে শুক্লবর্ণ কোন রেখা দৃষ্ট হয়, তাহার কর্কটরাশি। এই চিহ্ন বিশেষ শুভসূচক। নেত্রে কিঞ্চিৎ খর্ব্ব গৌরবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে সিংহরাশি। কন্যারাশির লোকের নাসিকার মূলদেশে বর্ত্তুলাকার পীতবর্ণ চিহ্ন লক্ষিত হয়। অধরে অরুণবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে তুলারাশি। যাহার হস্তে মধ্যমা ও অনামিকার পর্ব্বমধ্যে দীর্ঘাকার ও চিক্কণ কোন রেখা থাকে, তাহার বৃশ্চিক রাশি। ধনুরাশি হইলে অঙ্গুষ্ঠমূলে অথবা তাহার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ রেখা থাকে। যে ব্যক্তির করতলে মৎস্য রেখার নিকটে নিম্নে ধূম্রবর্ণ বক্রাকৃতি কোন চিহ্ন থাকে, তাহার মকর রাশি। তর্জ্জনীর অগ্রভাগে গোলাকার কোন রেখা থাকিলে কুম্ভরাশি এবং স্ত্রী কিম্বা পুরুষের হস্তমধ্যে আয়ুরেখার নিকটে পীতবর্ণ কোন চিহ্ন দৃষ্ট হইলে তাহার মীন রাশি।

করস্থিত বিভিন্ন চিহ্নের ফলাফল।

বৃহস্পতি স্থানে যব চিহ্ন থাকিলে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। আয়ুরেখার উপর এই চিহ্ন থাকিলে হৃদ্‌রোগ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বুঝায়। পিতৃরেখার উপর থাকা দুর্ব্বল শরীর ও পৈতৃক রোগপরিচায়ক। মঙ্গলের ক্ষেত্রে মাতৃরেখার উপর থাকিলে নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়। এই চিহ্ন পিতৃরেখার আরম্ভস্থান ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলে জন্মকালে কোন দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শুক্রের স্থানে থাকিলে বিবাহ ভঙ্গ হয়। পিতৃ-রেখার প্রারম্ভে যবচিহ্ন থাকিলে জন্ম সময়ে পীড়া বা মৃত্যু হয়। যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির মধ্যরেখার অন্তর্গত যবচিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি এই সংসারে ধন, মান, জ্ঞান ইত্যাদি দ্বারা নানাপ্রকারে শোভিত হইয়া কালযাপন করে এবং তাহার পরমায়ু একশত বৎসর হয়। যদি মধ্যম অঙ্গুলিতে অথবা অঙ্গুষ্ঠে সুন্দর যবচিহ্ন থাকে তাহা হইলে অন্যের সঞ্চিত ধন প্রাপ্ত হয়। যাহার বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগে যবরেখা থাকে সে জন্মা-বধি ভোগী ও সুখী হয়। মধ্যমা অথবা তর্জ্জনীর মূলদেশে যবরেখা থাকিলে, ধনবান্, সুখভোগী ও পুত্রকলত্রগৃহ-সম্পন্ন হয়।

বৃহস্পতি স্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে সৎকুলে বিবাহ, অর্থ-লাভ, মনোরথ সিদ্ধি এবং সকলের ভালবাসার পাত্র হয়। শনি-স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত ও দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। শনিস্থানে উভয় হস্তে থাকিলে এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে হত্যাপরাধে ফাঁসী হয়। বুধের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে চৌর অপরাধে অপমানিত হয়। উভয় হস্তে মঙ্গলের দুই স্থানে তারকাচিহ্ন থাকিলে হাঁপানী কাশীর পীড়া হয় এবং আত্মহত্যার চেষ্টা করে। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন

থাকিলে জলে মৃত্যু হয় এবং ঐ চিহ্নের সহিত চন্দ্রের স্থান পর্য্যন্ত আসিলে জলে আত্মহত্যা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট হয় এবং অর্থ কষ্ট ভোগ করে।

বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে উত্তম স্ত্রী লাভ এবং গৌরব ও অর্থ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে জীবনে সুখ হয় না। রবিস্থানে থাকিলে প্রায়ই অন্যধর্ম্মাবলম্বী হয়। বুধের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে ধন-সম্পত্তি অপহৃত হয় এবং সে ব্যক্তি আত্মহত্যা করে। চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে বাতরোগে পীড়িত ও মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে। শুক্রের স্থানে ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে সেই ব্যক্তি গোপনীয় প্রেমে রত হয়, ও আত্মীয়লোক হেতু অর্থ কষ্ট পায়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি আধিপত্য করে। যদি শনির স্থানে এই চিহ্ন থাকে আর ইহার কোন একটী কোণে লাল দাগ থাকে, তাহা হইলে অগ্নি হেতু কষ্ট পাইতে হয়। শুক্রের স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে এবং সেই চিহ্ন যদি পিতৃরেখার নিকটে থাকে অথবা ঐ রেখার সহিত মিলিত হয় তাহা হইলে রাজদণ্ডে কারাবাস হইবার সম্ভাবনা, অশুভ চিহ্নের নিকটে যদি এই চতুষ্কোণ চিহ্ন বিদ্যমান থাকে, তবে অশুভ ফল হয় না। এই চিহ্ন শুক্রের ক্ষেত্রে পিতৃরেখার নিকটে থাকিলে কারাবাস হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, রাজপ্রতিনিধি হয়। শনিস্থানে থাকিলে জ্যোতিষ, ইন্দ্রজাল প্রভৃতি বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করে। রবির স্থানে থাকিলে শিল্পী, বুধের স্থানে থাকিলে রাজনীতিজ্ঞ এবং মঙ্গলের স্থানে থাকিলে যুদ্ধ ও অস্ত্র-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে ঐন্দ্রজালিক হয় এবং জলে মৃত্যু ঘটে। শুক্রের স্থানে থাকিলে গণিতশাস্ত্রপ্রিয় হইয়া থাকে। বৃহৎ চতুষ্কোণের মধ্যে এই চিহ্ন থাকিলে পুরুষ বা নারী চতুষ্পদ জন্তু কর্তৃক আহত হয়।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে, নিজ আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে এবং আত্মশ্লাঘাকারী, অহঙ্কারী, স্বার্থপর ও কুক্রিয়াসক্ত হয়। শনিস্থানে থাকিলে ভাগ্যহীন, অর্থহীন ও বিষণ্ণ চিত্ত হয়। রবিস্থানে থাকিলে গর্ব্বিত, যশঃপ্রার্থী, ভ্রমযুক্ত এবং মেধাশক্তিবিহীন হইয়া থাকে। বুধের স্থানে থাকিলে, ধূর্ত্ত, অবিশ্বাসী, বঞ্চক ও চোর হয়। মঙ্গলের স্থানে থাকিলে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া কষ্ট পায় এবং অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটে। চন্দ্রের স্থানে থাকিলে, মিথ্যা কল্পনায় অভিভূত হয় এবং মৃত্যুচিন্তা করে। শুক্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে কামুক হয়।

চন্দ্রের স্থানে বৃত্ত বা অর্দ্ধবৃত্তচিহ্ন থাকিলে, জলে ডুবিয়া মৃত্যু হয়। চন্দ্রের স্থানে দুইটী বৃত্তচিহ্ন থাকিলে অন্ধ হইয়া থাকে। আয়ুরেখার উপর এই চিহ্ন দেখিতে পাইলে, হৃৎপিণ্ড দুর্ব্বল বলিয়া অনুমিত হয়। মাতৃরেখার উপর এই চিহ্ন থাকিলে অন্ধ হয়। এই চিহ্ন যে কোন রেখার উপরেই থাকুক না কেন, সকল সময়েই দুর্ঘটনা সূচনা করে।

বৃহস্পতির স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অর্থ ও সম্ভ্রম হানি হয়। পিতৃ বা মাতৃরেখার উপর বিন্দুচিহ্ন থাকিলে রোগ বা মস্তকে আঘাত রূপ দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। শ্বেতবর্ণ বিন্দুচিহ্ন মাতৃ-রেখার উপর থাকিলে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারক হয়। রক্তবর্ণ বিন্দুচিহ্ন আঘাতপ্রাপ্তির পরিচায়ক এবং কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ চিহ্ন স্নায়ুরোগের লক্ষণ। মঙ্গল বা চন্দ্রের স্থানে এই চিহ্ন থাকিলে অন্ত্রসম্বন্ধীয় পীড়া হইয়া থাকে।

করতলে তিলচিহ্ন থাকিলে অনবরত ধনাগম হয়। পদতলে তিল থাকিলে রাজা হইয়া থাকে। পিতৃরেখার উপর থাকিলে বিষ হইতে কষ্ট পাইতে হয়। কপালের দক্ষিণ পার্শ্বে তিল থাকিলে ধনবান্ ও সম্ভ্রমশালী হয়। বামপার্শ্বে বা ভ্রূতে থাকিলে কার্য্যনাশ ও আশাভঙ্গ হয়। দক্ষিণভ্রূতে থাকিলে প্রথম-বয়সে বিবাহ এবং গুণবতী পত্নী লাভ হয়। চক্ষুর কোণের বাহির দিকে থাকিলে, শান্ত, বিনীত ও অধ্যবসায়ী হয়। গণ্ড-স্থলে বা কপোলে থাকিলে মধ্যবিত্ত লোক হয়। গলদেশে থাকা দুঃখের চিহ্ন; কণ্ঠে থাকিলে বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হইবার সম্ভাবনা। বক্ষঃস্থলের দক্ষিণভাগে থাকিলে সর্ব্বস্বান্ত হয় এবং তাহাদের অধিকাংশ কন্যাসন্তান জন্মিয়া থাকে। দক্ষিণপঞ্জরস্থিত তিল নির্ব্বোধ ও কাপুরুষের লক্ষণ। উদরে থাকিলে দীর্ঘসূত্র ও স্বার্থপর হয়। নাসিকার বামপার্শ্বে তিল থাকিলে ধনহীন, মদ্যপায়ী ও মূর্খ হয়। বামগণ্ডের তিল দাম্পত্যপ্রেমে সুখী ও সৌভাগ্যের লক্ষণ। কর্ণমধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন। নিতম্বে থাকিলে বহুসন্তান লাভ হয়, কিন্তু সমস্ত জীবিত থাকে না। দক্ষিণ জঙ্ঘায় চিহ্ন থাকিলে ধনবান্ ও বিবাহসূত্রে ভাগ্যবান্ হয়। বামজঙ্ঘায় থাকিলে, বন্ধুহীন ও প্রতিবেশী কর্তৃক উৎপীড়িত হয়। দক্ষিণপদে তিল থাকিলে জ্ঞানী হয়। দক্ষিণ বাহুতে থাকিলে দৃঢ়দেহ ও ধৈর্য্যশালী এবং বাম-বাহুতে থাকিলে কঠোরপ্রকৃতি, ক্রোধী ও বিশ্বাসঘাতক হয়।

যদি নারীর বামকর্ণে বামকপোলে, বামকণ্ঠে বা বামকরে তিল বা আঁচিল থাকে,তবে তাহার প্রথম গর্ভ পুত্র প্রসব করে। দক্ষিণ ভ্রূমধ্যে তিল থাকিলে গুণবান্ স্বামী লাভ হয়। বাম বক্ষে স্তনের নিম্নে থাকিলে বুদ্ধিমতী, প্রেমবতী এবং সুখপ্রসবিনী-হয়। হৃদয়ে তিল থাকিলে নারী সৌভাগ্যবতী হয়। দক্ষিণ স্তনে লোহিত বর্ণের তিল থাকিলে, চারিটী কন্যা ও তিনটী পুত্র

হয়। বাম স্তনে তিল বা রক্তবর্ণ কোন চিহ্ন থাকিলে, সেই রমণী একটী পুত্র প্রসব করিয়া বিধবা হয়। পার্শ্বভাগে সুদীর্ঘ তিল থাকিলে পতিপ্রিয়া ও পৌত্রবতী হয়। নখে শ্বেতবর্ণ বিন্দু থাকিলে স্বেচ্ছাচারিণী ও কুলটা হইবার সম্ভাবনা। নারীর নাসিকাগ্রে তিল ও আঁচিল থাকিলে এবং তাহার দন্ত ও জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ হইলে, সেই নারী বিবাহের পর দশ দিনের মধ্যে বিধবা হয়। দক্ষিণ জানুতে তিল থাকিলে মনোহর পতি লাভ হয়। দক্ষিণ বাহুতে পতির সৌভাগ্যদায়িনী, পৃষ্ঠদেশে সুলক্ষণা ও পতিপরায়ণা হয়। বাম বাহুতে মুখরা ও কটুভাষিণী। বামস্কন্ধে চঞ্চলা; নাভির বামভাগে কুস্বামী ও দক্ষিণে সুলক্ষণ।

পুরুষের বিশেষ লক্ষণ।

নাসিকা, নেত্র, দন্ত, ললাট, মস্তক ও বক্ষ এই ছয়টী অঙ্গ উন্নত হওয়া সুলক্ষণ; করতল, পদতল, নয়নপ্রান্ত, নখ, তালু, অধর ও জিহ্বা এই সাতটী অঙ্গ রক্তবর্ণ হওয়া প্রশস্ত। যাহার কটিদেশ বিশাল, সে বহু পুত্রশালী হয়; যাহার বাহু দীর্ঘ সে নরশ্রেষ্ঠ; যাহার হৃদয় বিস্তীর্ণ সে ধনধান্যশালী এবং যাহার মস্তক বিশাল, সে মনুষ্য মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকে। যে ব্যক্তির নয়নের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, লক্ষ্মী কখনও তাহাকে পরিত্যাগ করেন না। যাহার শরীর তপ্তকাঞ্চনের ন্যায় গৌরবর্ণ সে কখন নির্ধন হয় না। যাহার দন্ত উন্নত তাদৃশ ব্যক্তি কদাচিৎ মূর্খ হয় এবং লোমশ ব্যক্তি কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে। যাহার করতল স্নিগ্ধ সে ঐশ্বর্য্য ভোগ করে; যাহার চরণ স্নিগ্ধ, সে যান ও বাহন ভোগ করিয়া থাকে।

যে ব্যক্তির করতলে বহুরেখা দৃষ্ট হয়, সে দুঃখী হয়; অল্প রেখা থাকিলে ধনহীন হয়। করতলের রেখাগুলি রক্তবর্ণ হইলে লক্ষ্মীযুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইলে ভৃত্য হইবার সম্ভাবনা। যে ব্যক্তির কনিষ্ঠাঙ্গুলির নিম্নে যে কএকটী রেখা থাকে, সে ততগুলি ভার্য্যা লাভ করে।

তর্জ্জনীতে চক্রচিহ্ন থাকিলে, বন্ধু দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়। যাহার মধ্যমাঙ্গুলিতে চক্রচিহ্ন থাকে, সে দৈবানুগ্রহে ধন প্রাপ্ত হয় এবং ঐ চিহ্ন অনামিকাতে থাকিলে, নানা উপায়ে ধন লাভ হয়। যাহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে চক্র থাকে, সে বাণিজ্যদ্বারা ধন উপার্জ্জন করে।

যাহার ললাটে চারিটী চক্রাকার রেখা থাকে, সে অশীতি বৎসর জীবিত থাকে; ঐরূপ পাঁচটী বক্ররেখা থাকিলে শত বৎসর পরমায়ু হইবে।

যাহার কেশ তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোন রেখা লক্ষিত হইবে না, সে উন্মত্ত হইয়া পৃথিবী ভ্রমণ করিবে। যাহার জিহ্বা এত দীর্ঘ হইবে যে তাহার দ্বারা নাসিকার অগ্রভাগ স্পর্শ করিতে পারা যায়, সে যোগী ও মুমুক্ষু হইয়া সর্ব্বদা ভূতলে পরিভ্রমণ করিবে।

যাহার দন্তগুলি বিরল অর্থাৎ ছাড়া ছাড়া এবং হাস্য করিলে যাহার গণ্ডে গর্ত্তচিহ্ন লক্ষিত হয়, সে ব্যক্তি পরধনে ধনী হইয়া নিয়ত পরস্ত্রী ভোগ করে। যাহাদের চিবুকে শ্মশ্রু নাই, এবং হৃদয়ে লোম নাই, তাহারা ধূর্ত্ত।

স্ত্রীলোকের বিশেষ লক্ষণ।

যে রমণীর মধ্যমাঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত থাকে, সে চিরদিন উত্তম ভোগে থাকিবে, তাহার ভোগ কোন দিন রহিত হইবে না। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকার ও মাংসল হইবে এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত হইবে, সে অতুল সুখ ও সৌভাগ্য সম্ভোগ করে। যাহার অঙ্গুলি অতি দীর্ঘ, সে কুলটা হইবে। যাহার অঙ্গুলি অতি কৃশ সে নির্ধন হয়।

যে নারীর চরণের নখসকল স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার পদতলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত, সে রাজমহিষী হইবে। যাহার জানুদ্বয় মাংসল ও গোল, সে সুখসৌভাগ্যশালিনী। যাহার জানুদেশে মাংস নাই, সে দরিদ্রা ও দুশ্চারিণী হইবে।

যাহার হৃদয়ে লোম নাই, যাহার বক্ষঃস্থল নিম্ন নহে, কিন্তু সমতল, সেই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী ও পতিসোহাগিনী হইয়া থাকে এবং বিধবা হয় না।

যে রমণীর স্তনদ্বয়ের মূলদেশ স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইয়াছে, সে বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া, পরিশেষে দুঃখভাগিনী হয়। নারীদিগের করতলে বহু রেখা থাকিলে বিধবা হয়। যদি করতলে শিরা থাকে, তবে ভিক্ষুকী হয়।

যে নারীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইতে আরম্ভ করিয়া একটী রেখা কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত গমন করে, সে পতিঘাতিনী হইবে।

যদি কোন নারীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকে, তাহা হইলে সে মাতাকে ভক্ষণ করে। যদি নাসিকার অগ্রভাগ স্থূ[illegible] হয় এবং মধ্যদেশ নিম্ন হয় এবং যদি ঐ নাসিকা উন্নত হয়, তা[illegible] হইলে তাহা শুভলক্ষণ নহে।

যাহার চক্ষু গাভীর ন্যায় ও পিঙ্গল বর্ণ, সে অত্যন্ত গর্ব্বি[illegible] হইয়া থাকে; যাহার চক্ষু পারাবতের ন্যায়, সে দুঃশীলা হয় এ[illegible] যাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, সে পতিঘাতিনী হইয়া থাকে। যে নারী বামচক্ষু কাণা, সে পুংশ্চলী এবং যাহার দক্ষিণ চক্ষু কাণা [illegible] বন্ধ্যা হইয়া থাকে।

যে নারীর শরীর দীর্ঘাকার এবং তাহাতে লোম ও শিরা [illegible] হয়, সে রোগযুক্তা হইয়া থাকে। যাহার জর পার্শ্বে বা ললা[illegible]

আঁচিল থাকে, সেই রমণী রাজ্য ভোগ করে। যে নারী কৃষ্ণবর্ণা অথচ যাহার কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার জোড়া ভ্রূ এবং যে দ্রুত গমন করিয়া থাকে, সে কুলক্ষণা। যে রমণীর বক্ষঃস্থল অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং যাহার উপরের ঠোঁটে লোম দৃষ্ট হয়, সে শীঘ্রই বিধবা হয়। যাহার চরণের তর্জ্জনী, মধ্যমা অথবা অনামিকা ভূমি স্পর্শ করে না, সে সুখসৌভাগ্যবর্দ্ধিতা হয়।

"সামুদ্রিক" শাস্ত্রে লিখিত আছে,—"চন্দ্রার্দ্ধং কলসং ত্রিকোণধনুষী খং গোষ্পদং প্রোষ্ঠিকং, সব্যপদেহথ দক্ষিণপদে কোণাষ্টকং স্বস্তিকং। চক্রং ছত্রযবাঙ্কুশং ধ্বজকুলীজম্বূর্দ্ধরেখাম্বুজং, বিভ্রাণো হরিরূণবিংশতিমহালক্ষ্ম্যার্চ্চিতাঙ্ঘ্রির্ভবেৎ।"

বামপদে অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, ত্রিকোণ, ধনু, শূন্য, গোষ্পদ, প্রোষ্ঠীমৎস্য ও শঙ্খ এই আটটী চিহ্ন এবং দক্ষিণ পদে অষ্টকোণ, স্বস্তিক, চক্র, ছত্র, যব, অঙ্কুশ, ধ্বজ, বজ্র, জম্বু, উর্দ্ধরেখা ও পদ্ম এই একাদশ প্রকার চিহ্ন—সমুদায়ে ঊনবিংশতি চিহ্ন যাহার পদতলে দৃষ্ট হয়, মহালক্ষ্মী তাহার পদসেবা করেন। [শব্দ শেষে চিত্রদ্বয়ে এই সকল চিহ্ন অঙ্কিত হইল।]

কয়েকটী প্রধান প্রধান গণনা।

১। বিদ্যাবুদ্ধি গণনা—একটী বা দুইটী সরলরেখা মধ্যমাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে, বিদ্বান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে উর্দ্ধরেখা বহির্গত হইয়া অকর্ত্তিত ভাবে শনির স্থানে গমন করিলে বিদ্যাশিক্ষায় যশোলাভ হইয়া থাকে। যাহার বৃহস্পতি, বুধ ও চন্দ্রের স্থান উচ্চ হয় এবং অঙ্গুলি গুলি চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র, অঙ্গুলির দ্বিতীয় গ্রন্থি পুষ্ট ও নখগুলি ক্ষুদ্র হইলে, সেই ব্যক্তি সাহিত্যচর্চ্চা করিয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ এবং দ্বিতীয় গাইট গুলি পুষ্ট হইলে অঙ্কশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। কনিষ্ঠাঙ্গুলির তৃতীয় পর্ব্ব হইতে একটী রেখা প্রথম পর্ব্বে উঠিলে এবং মাতৃরেখায় শ্বেতবিন্দু এবং বুধের স্থানে ত্রিকোণ চিহ্ন থাকিলে, বিজ্ঞানে ব্যুৎপত্তি জন্মে। মণিবন্ধ হইতে উর্দ্ধরেখা রবিস্থানে অথবা মাতৃরেখা হইতে একটা সরল রেখা রবিস্থানে গেলে কিম্বা রবিস্থানে ত্রিকোণচিহ্ন থাকিলে, শিল্পে পারদর্শিতা জন্মে। মাতৃরেখার একটী শাখা বুধের স্থানে এবং মঙ্গল স্থানের কোন রেখা বুধের স্থানে উপস্থিত হইলে, নাটক-অভিনেতা হয়। বুধের স্থান সুপ্রকাশিত হইয়া যদি দুইটী সরল রেখাযুক্ত হয়, অথবা রবি, বৃহস্পতি ও বুধের স্থান উচ্চ কিম্বা রবিরেখা সুস্পষ্ট ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করে। ঐ সকল চিহ্নের সহিত মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে অস্ত্র-চিকিৎসক হইয়া থাকে। শনির স্থান উচ্চ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ স্থূল, নখগুলি ছোট, চন্দ্র স্থান উচ্চ বা রবিরেখা প্রবল হইলে সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ হয়।

২। ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যহীন গণনা।—পিতৃরেখা হইতে রবিরেখা উত্থিত হইয়া রবিস্থান গত, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উত্থিত হইয়া বৃহস্পতির স্থানে তারকাযুক্ত, অথবা উর্দ্ধরেখা অভগ্ন অবস্থায় মধ্যমার দ্বিতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে তারকাচিহ্নযুক্ত হইলে ভাগ্যবান্ হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে দুইটী রেখা দ্বিতীয় পর্ব্বে গেলে, এবং বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত ও বৃহৎ ত্রিভুজ পরিষ্কার ভাবে অঙ্কিত থাকিলে, সৌভাগ্যশালী হয়। শুক্রের স্থান হইতে কোন রেখা উঠিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলির সহিত মিলিত হইলে, সৌভাগ্য লাভ হয়। শনির স্থানের নিম্নে তারকাচিহ্ন ভাগ্যরেখা ঢেউ খেলান বা শৃঙ্খলযুক্ত, ও অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে অর্দ্ধচন্দ্র সদৃশ রেখা থাকিলে দুর্ভাগ্য হয়। পিতৃরেখার প্রারম্ভে ভোগরেখা ও মাতৃরেখা মিলিত হইলে দুর্ভাগ্য ঘটে। শুক্রের স্থানে অথবা বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্বের নিম্নে একটী তারকাচিহ্ন থাকিলে, স্ত্রীলোক হইতে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়। পিতৃরেখা ও উর্দ্ধরেখার প্রথমাংশে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রুশ-চিহ্ন থাকিলে অল্প বয়সে দুর্ভাগ্য হয়।

৩। উচ্চপদ, মান ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত একটী সরল রেখা বিস্তৃত থাকিলে, উচ্চ পদস্থ হয়। মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা উত্থিত হইয়া মঙ্গলের স্থান হইয়া রবিস্থানে গেলে, অথবা মণিবন্ধ হইতে কতকগুলি সরলরেখা করতল পর্য্যন্ত গমন করিলে পদগৌরব ও সম্মানবৃদ্ধি হয়। পিতৃরেখা হইতে সরল রেখা বৃহস্পতির স্থানে গেলে ও বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক, রাজসরকারে উচ্চপদ পায় ও বহু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

৪। ভূমিসম্পত্তিলাভ ও ক্ষতি।—দুই হস্তে বুধের নিম্নে মঙ্গলের স্থান উচ্চ হইলে ভূমিলাভ হয়। মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন বা বৃহৎ ত্রিভুজের যে কোন ভুজে তারকা বা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে, উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি লাভ হয়। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থান নিম্ন হইলে ভূমিনাশ হয় অথবা ভূমিসম্পত্তি থাকে না। দুই হস্তে বুধের নিম্নস্থ মঙ্গলের স্থানে কাল তিলচিহ্ন থাকিলে, মোকদ্দমায় ভূমিসম্পত্তি নষ্ট হয়। উর্দ্ধরেখা মণিবন্ধ হইতে উত্থিত হইয়া মাতৃরেখা স্পর্শ করিলে কিম্বা রবিস্থানে বহু রেখা থাকিলে জাতকের সম্পত্তি ব্যবসায়ে নষ্ট হয়।

৫। ধনলাভগণনা।—মণিবন্ধের উপর একটী কোণাকৃতি চিহ্ন, ক্রুশচিহ্ন বা তারকা চিহ্ন থাকিলে অথবা দুইটী মাতৃরেখা থাকিলে উত্তরাধিকারী সূত্রে ধন প্রাপ্ত হয়। রবিস্থানে কএকটী সরল রেখা ও তারকাচিহ্ন পিতৃরেখা হইতে একটী রেখা রবিস্থান পর্য্যন্ত গেলে ধনবান্ হয়। পিতৃরেখা হইতে একটী বা অনেক-

গুলি রেখা বৃহস্পতি বা রবিস্থানগত হইলেও, ধনবান্ হয়। বৃহস্পতির স্থান উচ্চ, পিতৃরেখা হইতে একটী সরল রেখা শনিস্থানে অথবা মণিবন্ধ হইতে একটী সরল রেখা বুধের স্থানে গমন করিলে কিম্বা শনির স্থানের নিম্নে মাতৃরেখায় শ্বেত বিন্দু থাকিলে দৈবাৎ অর্থ লাভ হয়। বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশ বা তারকাচিহ্ন অথবা বৃহস্পতিস্থানে ক্রুশ ও রবিস্থানে তারকা চিহ্ন থাকিলে জাতক বিবাহে অর্থাদি লাভ করে।

৬। অর্থকষ্ট, ব্যয় ইত্যাদি গণনা।—অনামিকার তৃতীয় পর্ব্বে একটী অর্দ্ধবৃত্ত চিহ্ন থাকিলে, ঊর্দ্ধরেখা শৃঙ্খলাবৎ হইলে অথবা মণিবন্ধের তিনটী রেখা অস্পষ্ট ও ভগ্ন হইলে, অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হয়। শনির স্থানে একটী তারকা ও জলচিহ্ন থাকিলে, মাতৃরেখা হইতে একটী রেখা উঠিয়া বৃহস্পতির স্থানে ক্রুশচিহ্নযুক্ত হইলে বা পিতৃরেখা হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা সকল বহির্গত হইয়া অধোগামী হইলে অর্থকষ্ট হয়। বুধের স্থানে কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন অথবা ক্রুশচিহ্ন থাকিলে এবং ক্রুশের একটী রেখা আয়ুরেখাকে স্পর্শ করিলে হঠাৎ অর্থনাশ হইয়া থাকে। শুক্রের স্থান হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রেখা উঠিয়া পিতৃরেখার উপর দিয়া মঙ্গলের স্থানে উপস্থিত হইলে গৃহবিবাদে অর্থ নষ্ট হয়।

৭। ধর্ম্মাধর্ম্ম-গণনা।—বৃহৎ চতুষ্কোণ প্রশস্ত, তর্জ্জনী চতুষ্কোণবিশিষ্ট, এবং সমস্ত গ্রহের স্থান সমান উচ্চ হইলে অথবা চন্দ্রস্থান সমতল, মাতৃরেখা উজ্জ্বল ও পার্শ্বপর্য্যন্ত বিস্তৃত ও অনামিকা চতুষ্কোণ হইলে, সকল ধর্ম্মে সমান বিশ্বাসসম্পন্ন এবং সর্ব্ব দেবতায় ভক্তিবিশিষ্ট হয়। আয়ুরেখা দুইটী থাকিলে, বৃদ্ধাঙ্গুলি দীর্ঘ ও শুক্রের স্থান উচ্চ হইলে ধার্ম্মিক হয়। অনামিকার তৃতীয় পর্ব্ব হইতে কতকগুলি রেখা প্রথমপর্ব্ব পর্য্যন্ত গমন করিলে, ঊর্দ্ধরেখা হইতে কতকগুলি শাখারেখা মণিবন্ধের দিকে গেলে বা রবিস্থানে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে সে ব্যক্তি স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্ম অবলম্বন করে। দুই হস্তের বৃহস্পতির স্থান নিম্ন, অঙ্গুলি গুলির প্রথম পর্ব্ব ক্ষুদ্র, শনির নিম্নে মঙ্গলের ক্ষেত্রে ক্রুশচিহ্ন থাকিলে নাস্তিক হয়। মাতৃরেখার কোন শাখা বুধস্থানে গেলে, পুণ্যবান্ হয়। মাতৃরেখা প্রশস্ত ও মলিন এবং ভোগরেখা অস্পষ্ট হইলে কিম্বা শুক্রস্থান অপরিপুষ্ট ও বহুরেখাযুক্ত হইলে পার্থিববিষয়ে আসক্তিশূন্য হয়।
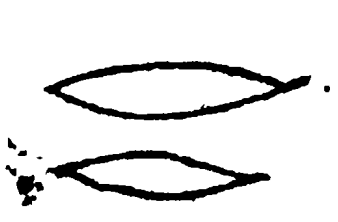
যব-চিহ্ন
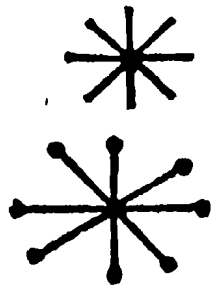
তারকা-চিহ্ন
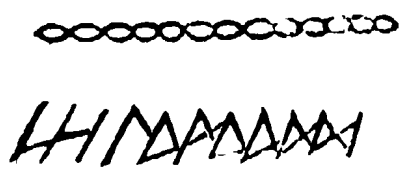
শৃঙ্খল-চিহ্ন
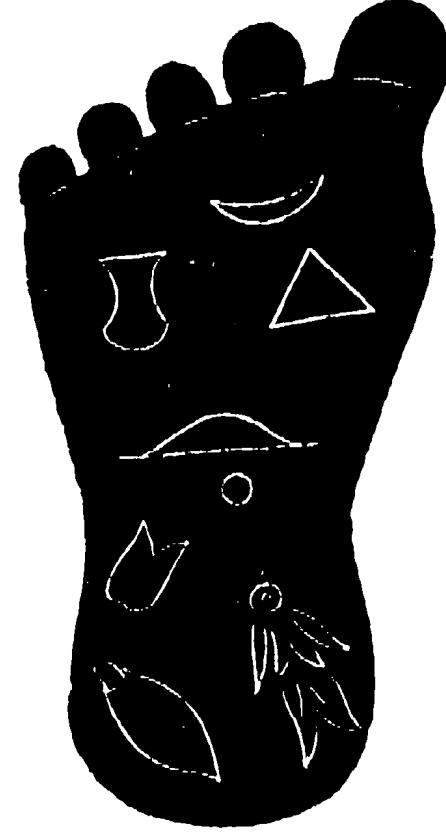
পদের চিহ্ন
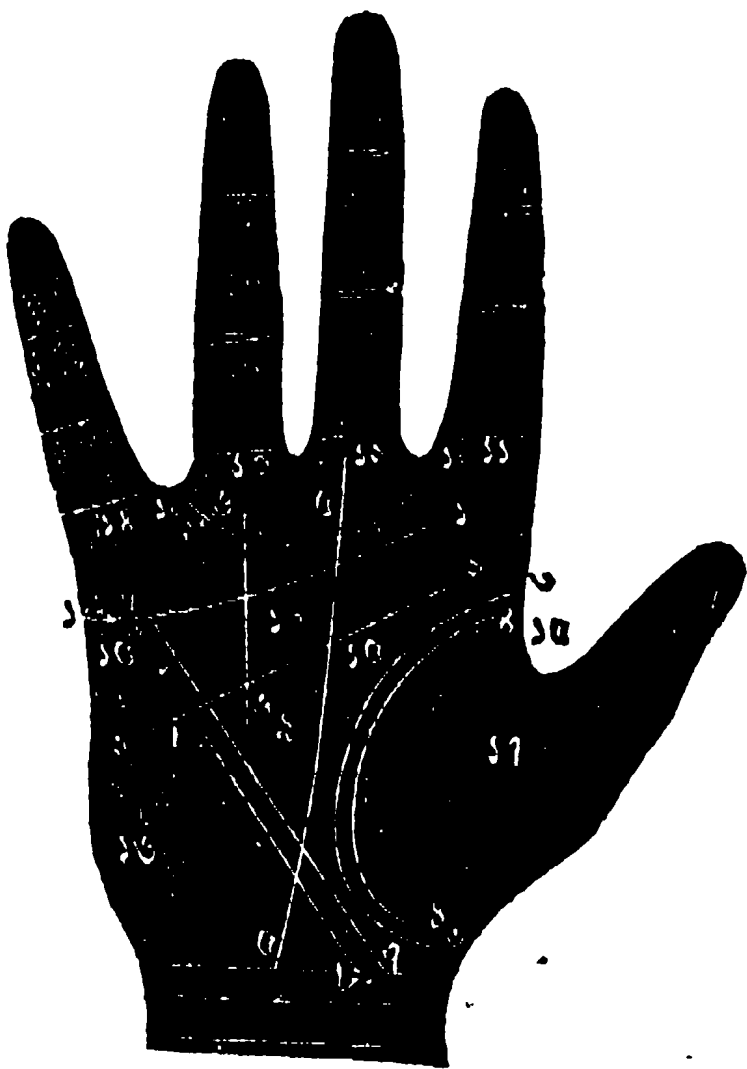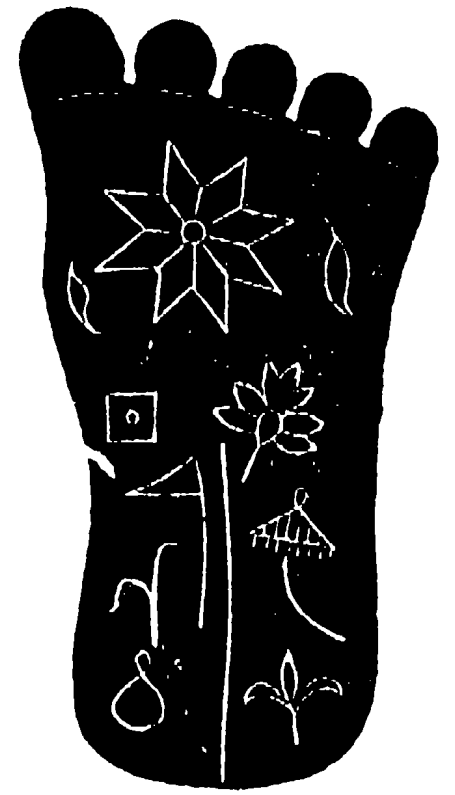
১নং চিত্র—হস্তের চিহ্নাদি
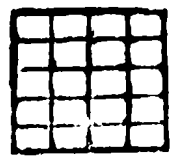
জাল-চিহ্ন
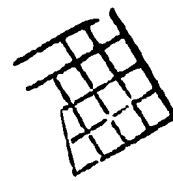
ত্রিভুজ-চিহ্ন

চতুষ্কোণ-চিহ্ন
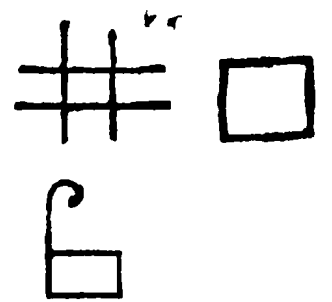
ক্রুশ-চিহ্ন

বৃত্ত-চিহ্ন
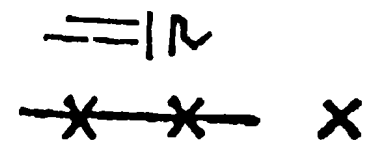
বিন্দু-চিহ্ন

২ সমুদ্রসম্বন্ধী। ৩ সামুদ্রশাস্ত্রসম্বন্ধীয়।

সামুদ্রিকাচার্য্য, একজন ফলিত জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত, নাম কাশীনাথ ইঁহার পুত্র রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র (রামপ্রকাশ প্রভৃতি গ্রন্থরচয়িতা) ও মহেশ এবং পৌত্র রামদেব চিরঞ্জীব প্রভৃতি সুপণ্ডিত ছিলেন।

সামূহিক (ত্রি) সমূহে এব বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।৪।৩৫) সমূহ। ২ সমূহসম্বন্ধীয়।

সামৃদ্ধ্য (ক্লী) সমৃদ্ধি ভাবে ষ্যঞ্। সমৃদ্ধতা, সমৃদ্ধির ভাব।

সামেশ্বর, একটী শৈবতীর্থ। সামেশ্বরমাহাত্ম্যে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

সামোঢ় (ত্রি) সামের উদ্যুক্ত।

সামোদ (ত্রি) আমোদের সহিত বর্ত্তমান। আমোদযুক্ত।

সামোদ্ভব (পুং) সাম উদ্ভবঃ কারণং যস্য। ১ সামজ, সামযোনি। ২ হস্তী।

সামোপনিষৎ, উপনিষদ্ভেদ।

সাম্পদ (ক্লী) সম্পদ্-অণ্। সম্পদ্‌সম্বন্ধীয়।

সাম্পরায় (পুং) সম্পরায় শব্দার্থ।

সাম্পরায়িক (ক্লী) সম্পরায় বিপদে প্রভবতীতি সম্পরায় (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। ১ যুদ্ধ। (অমর) সম্পরায়ে উত্তরকালে হিতং ঠক্। (ত্রি) ২ পারলৌকিক, পরলোকসম্বন্ধীয়।

"প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোঽনুকল্পেন বর্ত্ততে।
ন সাম্পরায়িকং তস্য দুর্ম্মতের্বিদ্যতে ফলং ॥" (মনু ১১।৩০)

যিনি প্রথমকল্প অর্থাৎ কার্য্যের যেরূপ বিধান আছে, সেই-রূপ কার্য্য করিতে সমর্থ ব্যক্তি, যদি সেই বিধির অনুকল্প দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তিনি সেই কর্ম্মজন্য পার-লৌকিক ফল লাভ করেন না।

সম্পরায়ং যুদ্ধমর্হতীতি ঠক্। ৩ যুদ্ধার্হ, যুদ্ধের উপযুক্ত। (রঘু ১৭।৬২)

সাম্পাতিক (ত্রি) সম্পাতসম্বন্ধীয়।

সাম্পীক, একজন প্রাচীন কবি।

সাম্পেষিক (ত্রি) সম্পেষায় প্রভবতি সম্পেষ (পা৫।১।১০১) ইতি সন্তাপাদিত্বাৎ ঠক্। সম্পেষজন্য যিনি প্রভু হন।

সাম্প্রত (অব্য) সম্ চ প্রতি চ তয়োঃ সমাহারঃ, ততঃ প্রজ্ঞা-দ্যণ্। ১ যুক্ত। (অসাম্প্রত=অযুক্ত)

"বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতং।" (কুমারস° ২।৫৫)

ইদানীং, অধুনা। (অমর) সম্প্রতিভবং অণ্, সাম্প্রতং। (ত্রি) ৩ ইদানীন্তন। (হরিবংশ ৬।১৬)

সাম্প্রতিক (ত্রি) সম্প্রতিরেব বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। (পা ৫।৪।৩৪) ইতি ঠক্। ১ সম্প্রতিশব্দার্থ। (ত্রি) ২ সম্প্রতিভব।

সাম্প্রদানিক (ত্রি) সম্প্রদান বিনয়াদিত্বাৎ ঠক্। ১ সম্প্রদান। ২ সম্প্রদানসম্বন্ধীয়।

সাম্প্রদায়িক (ত্রি) সম্প্রদায়-ঠক্। সম্প্রদায়সম্বন্ধীয়।

সাম্প্রয়োগিক (ত্রি) সম্প্রয়োগং নিত্যমর্হতি (ছেদাদিভ্যো নিত্যং। পা ৫।১।৬৪) ইতি ঠঞ্। নিত্যসম্প্রযোগার্হ, নিত্য ধনাদি প্রয়োগযোগ্য।

সাম্প্রশ্নিক (ত্রি) সংপ্রশ্নং নিত্যমর্হতি ছেদাদিত্বাৎ ঠঞ্। (পা ৫।১।৬৪) নিত্যসম্প্রশ্নার্হ।

সাম্ব, সম্বন্ধ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সাম্বয়তি। লোট্ সাম্বয়তু। লিট্ সাম্বয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, ভূ, ও অস্ এই তিন ধাতুরই অনুপ্রয়োগ হইবে। লুঙ্ অসসাম্বৎ।

সাম্ব (শাম্ব), শ্রীকৃষ্ণের পুত্র, শ্রীকৃষ্ণের একতমা প্রধানা মহিষী জাম্ববতীর গর্ভজাত। যেদিন শম্বরাসুর রুক্মিণীপুত্র প্রদ্যুম্নকে হরণ করিয়া স্বীয় আলয়ে লইয়া যান, সেই দিন হইতে এক মাসের মধ্যে জাম্ববতীর গর্ভে সাম্বের জন্ম হয়। বাল্যকালে মহাবীর বলদেব তাঁহাকে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। এই সুশিক্ষাপ্রভাবে তিনি যাদবগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বলশালী ও দ্বিতীয় বলদেব বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। সাম্বের জন্মকালে শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকাপুরে শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। (হরিবংশ ১৬৮ অঃ)

ভবিষ্যপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, জাম্ববতীতনয় সাম্ব অনুপম রূপবান্ ছিলেন। তিনি যৌবনে এতই রূপগর্ব্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। এমন সময়ে একদিন দুর্ব্বাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রূক্ষ, শুষ্ক ও নিতান্ত কৃশ কলেবর সন্দর্শন করিয়া নানা প্রকার মুখভঙ্গী সহকারে ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন তদ্দর্শনে মহর্ষি দুর্ব্বাসা নিরতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া অভিসম্পাত করেন যে তোমার দেহ অচিরে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া মন্দদর্শন হইবে।

ইহার কিছুদিন পরে একদিন দেবর্ষি নারদ অকস্মাৎ দ্বারকায় আসিয়া সমুপস্থিত হন। তিনি কথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, স্ত্রীলোকদিগকে কদাচ বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। এমন কি, আপনার মহিষীগণ রূপবান্ পুরুষ দেখিলে স্মরকাতর হইয়া তৎপ্রতি লোভ করিয়া থাকেন। নারদের বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ কোনরূপ আস্থা স্থাপন করিতে পারিলেন না।

নারদ আত্মবাক্যসমর্থনের জন্য আর একদিন কৃষ্ণ-সকাশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ দিন কৃষ্ণমহিষীগণ মদ্যপানে বিভোরা হইয়া রৈবতশিখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। কৃষ্ণ-পুত্র সাম্বও তাঁহাদের সমভিব্যাহারে ছিলেন, রমণীগণও তৎকালে মদ্যপানে আত্মবিস্মৃতা। রুক্মিণী, সত্যভামা ও জাম্ববতী ব্যতীত অপর সকল রমণীই সাম্বের সেই অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া

মোহিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িলেন। পদ্মপত্রে তাঁহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে তদ্ব্যাপার সন্দর্শন করাইয়া কহিলেন, প্রভো! আমার পূর্ব্ববাক্যের যাথার্থ্য নিরীক্ষণ করুন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে উল্লেখ করিয়া কহিলেন, তোমরা যখন পুত্রস্থানীয় সাম্বের মুখশ্রী অবলোকন করিয়া লোভ সম্বরণ করিতে পার নাই, তখন এই পাপে তোমরা সকলে দস্যুহস্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকেও সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, তোমার রূপদর্শনে যখন তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছে, তখন তোমার ঐ রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ও মলিন হউক।

পিতৃবাক্য পূর্ণ হইল, সাম্ব কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হইলেন। মহাকষ্টে কাতর হইয়া সাম্ব নারদের শরণাপন্ন হইলেন এবং রোগারোগ্যের উপায় বিধান করিতে তাঁহাকে বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের উপাসনায় নিরত হইলেন। সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রনামা সূর্য্যমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে বা প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে, এই মহা সমস্যায় পড়িয়া সাম্ব সবিশেষ চিন্তান্বিত হইলেন এবং নারদকে তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। নারদ কহিলেন, লোভী দেবল ব্রাহ্মণ দ্বারা সূর্য্যপূজা চলিতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই ভয়ে সদ্‌ব্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাহিবেন না; অতএব তুমি তোমাদের কুলপুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।

সাম্ব তখন কুলপুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া তদ্বার্ত্তা নিবেদন করিলেন। তদুত্তরে তিনি বলিলেন, সূর্য্যপূজায় ও সূর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এখন এদেশে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত সূর্য্যপুত্রগণ বিদ্যমান আছেন, তাঁহারাই একমাত্র সূর্য্যপূজায় অধিকারী। তাঁহাদিগকে কি উপায়ে এখানে আনিতে পারা যায় তাহা আমি বলিতে পারিনা, একমাত্র সূর্য্যদেবই তাহা বলিতে সমর্থ।

পুরোহিতের মুখে এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যদেব সাম্বকে দর্শন দিয়া কহিলেন, "জম্বুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদ্বীপে আমার অংশসম্ভূত মগ, মশগ, মানস ও মন্দগ নামে চারি জাতির বাস আছে। তাহাদিগের মধ্যে—মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার অংশসম্ভূত এবং আমার পূজার অধিকারী। তুমি কিছু মাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া আমার পূজার নিমিত্ত সেই মগব্রাহ্মণদিগকে সত্বর শাকদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন কর।"

ভগবান্ দিবাকরের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তৎক্ষণাৎ দ্বারকাপুরে গমন করিলেন এবং তথায় পিতা কৃষ্ণের সমক্ষে দিবাকরদর্শনলাভাদি সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া তদ্দণ্ডে গরুড়ে আরোহণপূর্ব্বক শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। বায়ু-বেগগামী গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি অচিরে শাকদ্বীপে উপনীত হইলেন এবং তথায় ধূপদীপাদি বিবিধ উপচার সহ মগব্রাহ্মণগণকে প্রখর প্রভাকরের পূজাকার্য্যে নিরত দেখিলেন। তখন তিনি সেই সূর্য্যসেবক ব্রাহ্মণবৃন্দকে ভক্তিভাবে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজগণ! আমি আপনাদের নিকট আগমন করিয়াছি। আমার নাম সাম্ব এবং আমি ভগবান্ বিষ্ণুর নন্দন। চন্দ্রভাগানদীতটে আমি ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। পুরোহিত অভাবে তাঁহার যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পূজা নির্ব্বাহ হইতেছে না। স্বয়ং সূর্য্যদেবের আদেশেই আমি আপনাদিগকে লইতে আসিয়াছি।

সাম্বের কথা শুনিয়া মগগণ কহিলেন, হে সাম্ব! তুমি আমাদের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য, কেন না, কিছুকাল পূর্ব্বে স্বয়ং দিবাকরই এবিষয় আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কালবিলম্ব করিব না। এখানে আমাদের যে অষ্টাদশকুল আছে, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।

তখন সাম্ব সেই প্রশান্তহৃদয় শান্তিপ্রদ মগব্রাহ্মণগণকে যত্নপূর্ব্বক গরুড়ারোহণে অভীষ্ট স্থানে আনয়ন করিলেন। তাঁহারা যথাবিধি সূর্য্যের পূজা সম্পাদন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের সেই সাধনপ্রভাবে সাম্ব অচিরে রোগমুক্ত হইলেন।

(ভবিষ্যপুরাণ ১৩৯ অঃ)

মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনয়ন করিয়া চন্দ্রভাগা-নদীতটে একটী মনোহরপুরী নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্থাপন করেন, ঐ পুরী পরে সাম্বপুরী নামে খ্যাত হয়। এই পুরীর মধ্যস্থলে সাম্ব দিবাকরমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পূজানির্ব্বাহের জন্য ধনরত্নাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজকদিগকে সেই সমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। অতঃপর তিনি কিছুদিন পূজাব্যাপারে নিবিষ্টচিত্ত নিযুক্ত থাকিয়া সূর্য্যসমীপে বরলাভকরণান্তর দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে প্রণামপূর্ব্বক দ্বারকায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাম্বপুরাণে লিখিত আছে, সাম্ব যেখানে সূর্য্যারাধনা করেন তাহা মিত্রবন নামে আখ্যাত হয়, এই মিত্রবন ও সাম্বপুর চন্দ্রভাগা নদীতটে অবস্থিত ছিল। [সাম্বপুর দেখ]

মহাভারতের বহুস্থলে বৃষ্ণিনন্দন সাম্বের উল্লেখ আছে, এখানে তিনি ভারতসমরের একজন নেতা এবং পাণ্ডবপক্ষে জরাসন্ধ, শাম্ব প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী।

(ভারত ২।৪।৩৫৩।১৬।৭—১১; ৩।১১।৪৩)

মৌষলপর্ব্বে লিখিত আছে, একদা সারণ প্রমুখ বীরগণ

এবং বিশ্বামিত্র, কণ্ব ও নারদঋষি দ্বারকা নগরে উপস্থিত হন। ঐ সময়ে দুর্নীতিপরায়ণ বৃষ্ণিবংশীয়গণ ঋষিগণকে বিদ্রূপ করণাভিপ্রায়ে পরম রূপশালী সাম্বকে মনোহর রমণীসাজে সজ্জিত করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আনিয়া কহিলেন, হে মহর্ষিগণ! পুত্রাভিলাষী অমিততেজস্বী বীরের এই পত্নী কি প্রসব করিবেন? তাহা আপনারা উত্তম রূপে গণনা করিয়া দেখুন। বৃষ্ণিবংশধরের এই বঞ্চনাবাক্যে বিরক্ত হইয়া তাঁহারা বলিলেন, বাসুদেবনন্দন সাম্ব বৃষ্ণি ও অন্ধকগণের বিনাশের জন্য এক ঘোর আয়স মুষল প্রসব করিবে। কালে এই মুষল প্রসূত হইলে রাজা উগ্রসেনের আদেশে তাহা চূর্ণ করিয়া সাগর জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

(মৌষলপর্ব্ব ১।১৫-২৫)

ভাগবতের ১১।০।২৯, ১১।১।১৮, ১১৪।৩১, ৩।১।৩১, ১০।৬১।১১ প্রভৃতিস্থলে জাম্ববতীসুত সাম্বের উল্লেখ আছে।

সাম্ব, সাম্বপঞ্চাশিকা বা সূর্য্যস্তোত্র, সূর্য্যদ্বাদশার্য্যা ও সূর্য্যসপ্তার্য্যা রচয়িতা।

সাম্বন্ধিক (ক্লী) ১ সম্বন্ধ। ২ সম্বন্ধসম্বন্ধীয়। ৩ বিবাহসম্বন্ধীয়। ৪ শ্যালক।

সাম্বপুর (ক্লী) সাম্বপ্রতিষ্ঠিত নগর, বর্ত্তমান নাম মূলতান।

[মূলতান দেখ]

পঞ্জাব প্রদেশে চন্দ্রভাগানদীতীরে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণপুত্র সাম্ব মগব্রাহ্মণগণকে শাকদ্বীপ হইতে আনিয়া এখানে স্থাপন করেন। (প্রভাসখ°)

সাম্বপুরাণ, একখানি উপপুরাণ, সাম্বোপপুরাণ। [পুরাণ দেখ।]

সাম্বর (ক্লী) সম্বরদেশে ভবং অণ্। গড়লবণ। সম্বরদেশ-জাত লবণ। "গড়াদি লবণং শুভ্রং পৃথ্বীজং গড়দেশজং। গড়োত্থঞ্চ মহারম্যং সাম্বরং সম্বরোদ্ভবম্॥" (রাজনি°)

সাম্বরী (স্ত্রী) সম্বরেণ কৃতা সম্বর-অণ্, ঙীষ্। মায়া, সম্বর এই মায়ার সৃষ্টি করেন, এই জন্য ইহার নাম সাম্বরী। এই শব্দে তালব্য শ ও দন্ত্যস এই দুই সকারই হয়।

'শাম্বরী সাম্বরী মায়া মায়াকৃদ্‌ভিক্ষুকে নটে।' (শব্দরত্না°)

সাম্বর্য্য (পুং) সম্বরের গোত্রাপত্য।

সাম্বশাস্ত্রী, অনিরুদ্ধচম্পূপ্রণেতা।

সাম্বশিব (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, ভারতটীকায় নীলকণ্ঠ বৈয়াকরণসিদ্ধান্তমঞ্জরীর গ্রন্থে ইহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সাম্বাজী প্রতাপরাজ, পরশুরামপ্রতাপরচয়িতা।

সাম্বাদিত্য (পুং) সাম্বপ্রতিষ্ঠিতসূর্য্য, প্রতিষ্ঠিত।

সাম্বি (পুং) সাম্বস্য গোত্রাপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) সাম্বের গোত্রাপত্য।

সাম্বেশ্বর (পুং) সাম্বপ্রতিষ্ঠিত শিব।

সাম্ভবী (স্ত্রী) রক্ত লোধ্র। (শব্দচন্দ্রিকা)

সাম্ভস্ (ত্রি) অম্ভসা সহ বর্ত্তমানঃ। অম্ভোযুক্ত, অম্ভের সহিত বর্ত্তমান।

সাম্ভাষ্য (ক্লী) সম্ভাষিণো ভাবঃ কর্ম্ম বা (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চ। পা ৫।১।১২৪) ইতি সম্ভাষিন্-ষ্যঞ্। সম্ভাষীর ভাব বা কর্ম্ম, সম্ভাষণ।

সাম্ভূয়ি (পুং) সম্ভূয়স্ গোত্রার্থে ইঞ্। সম্ভূয়সের গোত্রাপত্য।

সাম্মত্য (ক্লী) সম্মতের্ভাবঃ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্ চ। পা ৫।১।১২৩) ইতি সম্মতি-ষ্যঞ্। সম্মতির ভাব।

সাম্মদ (পুং) সম্মদের গোত্রাপত্য। (শত° ব্রা° ১৩।৪।৩।১২)

সাম্মনস্য (ক্লী) সমানচিত্তবৃত্তিযুক্ত। (অথর্ব্ব ৩।৩০।১)

সাম্মাতুর (পুং) সম্মাতুরপত্যং পুমান্ সম্মাতৃ (মাতুরুৎসংখ্যা-সংভদ্রপূর্ব্বায়াঃ। পা ৪।১।১১৫) ইতি অণ্ উকারশ্চ। সতীতনয়, পর্য্যায় ভাদ্রমাতুর। (হেম)

সাম্মার্জ্জিন (ক্লী) সম্মার্জ্জিন্ (অনিণুনঃ। পা ৫।৪।১৫) ইতি স্বার্থে অণ্। সম্মার্জ্জিন শব্দার্থ।

সাম্মুখী (স্ত্রী) সায়াহ্নব্যাপিনী তিথি। যে তিথি সায়ংকাল ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে সাম্মুখী তিথি কহে।

"পঞ্চমী সপ্তমী চৈব দশমী চ ত্রয়োদশী।
প্রতিপন্নবমী চৈব কর্ত্তব্যা সাম্মুখী তিথিঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

সাম্মুখ্য (ক্লী) সম্মুখ ভাবে ষ্যঞ্। সম্মুখতা, আভিমুখ্য।

সাম্মেঘ্য (ক্লী) সংমেঘ। মেঘযুক্তকাল। (তৈত্তিরীয়সং° ৭।৪।৮।২)

সাম্মোদনিক (ত্রি) সম্মোদনায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০) ইতি ঠঞ্। সম্মোদকারক, সম্মোদদায়ক, আনন্দদায়ক।

সাম্য (ক্লী) সমস্য ভাবঃ সম-ষ্যঞ্। ১ সমতা, তুল্যত্ব, একরূপত্ব।

"চাণ্ডালান্ত্যস্ত্রিয়ো গত্বা ভুক্ত্বা চ প্রতিগৃহ্য চ।
পতত্যজ্ঞানতো বিপ্রো জ্ঞানাৎ সাম্যন্তু গচ্ছতি॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ব্রাহ্মণ যদি অজ্ঞানপূর্ব্বক চণ্ডালস্ত্রী, এবং নিকৃষ্ট জাতীয়া স্ত্রীগমন, অথবা তাহাদের অন্নভোজন ও তাহাদের নিকট প্রতিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তিনি পতিত এবং জ্ঞানপূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম করিলে তৎসাম্যত্ব প্রাপ্ত হন।

জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যদি নিকৃষ্ট জাতিদিগের সহিত আহার বিহারাদি করেন, তাহা হইলে তিনি তৎসাম্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, অজ্ঞানতঃ এই সকল পাপেই প্রায়শ্চিত্ত অভিহিত হইয়াছে। জ্ঞানতঃ অসকৃৎ এই সকল পাপানুষ্ঠান করিলে প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তাহা বিনষ্ট হইবে না, পাপকারীরা তত্তুল্য হইবেন।

২ একস্থানত্ব "সাম্যমেকস্থানত্বং" (মুগ্ধবোধব্যা°) (ত্রি) ৩ সাম্যাবস্থাপন্ন।

সাম্যগ্রাহ (পুং) সমন্বয়বাদক। (রামা° ২।৪১।৪৭)

সাম্যতা (স্ত্রী) সাম্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সাম্যত্ব, সাম্য, তুল্যত্ব।

সাম্যাবস্থা (স্ত্রী) সমান অবস্থা, তুল্যাবস্থা।

"সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ" (সাংখ্যদ°)

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের যখন সমান অবস্থা থাকে, যখন তাহাতে কোন রূপ বিকার বা বিক্ষোভ অবস্থা হয় নাই, তখন তাহাকে প্রকৃতি কহে।

সাম্যুত্থান (ক্লী) যজ্ঞসমাপনের বিঘ্ন বা অসুবিধা।

সাম্রাজ্য (ক্লী) সম্রাজো ভাবঃ ষ্যঞ্। সমস্ত রাজ্য, সম্রাটের অধীনে যে সকল রাজ্য তাহাই সাম্রাজ্য নামে অভিহিত।

"ছায়ামণ্ডললক্ষ্যেণ তমদৃশ্যা কিল স্বয়ং।
পদ্মাপদ্মাতপত্রেণ ভেজে সাম্রাজ্যদীক্ষিতং॥" (রঘু ৪।৫)

তন্ত্রে সাম্রাজ্যের লক্ষণ এই রূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ লোকের উপর আধিপত্য থাকিলে তাহাকে রাজ্য, দশলক্ষ লোকের উপর আধিপত্য হইলে তাহাকে সাম্রাজ্য এবং শতলক্ষ হইলে তাহাকে মহাসাম্রাজ্য কহে।

"লক্ষাধিপত্যং রাজ্যং স্যাৎ সাম্রাজ্যং দশলক্ষকে।
শতলক্ষে মহেশানি মহাসাম্রাজ্যমুচ্যতে॥" (বরদাতন্ত্র ২ পটল)

সাম্ভর, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী লবণজলপূর্ণ হ্রদ ও তত্তীরবর্ত্তী নগর। এই হ্রদের জল হইতে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহাও সাম্ভর নামে খ্যাত। [শাম্ভর দেখ।]

সাম্রাজ্যলক্ষ্মী, তন্ত্রোক্ত দেবীভেদ। ইনি রাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী-রূপে পূজিতা। আকাশভৈরবতন্ত্রে ইহার পীঠিকা ও পূজাদি বর্ণিত আছে।

সাম্রাজ্যসিদ্ধিদা (স্ত্রী) উজ্জানকরাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

সাম্রাণিকর্দ্দম (ক্লী) জবাদিনামক গন্ধদ্রব্য, চলিত খাটাশী, মৃগনাভি। (রাজনি°)

সাম্রাণিজ (ক্লী) মহাপারেবত ফল। (রাজনি°)

সায় (পুং) স্যতি সমাপয়তি দিনমিতি সো অন্তাধেতি ণ, ততো যুগাগমঃ। ১ দিনান্ত। (অমর) ২ বাণ। (মেদিনী)

সায়ংকাল (পুং) সায়ং সায়াহ্নকালঃ। সায়াহ্ন কাল, সায়ংসন্ধ্যা-সময়। যে সময়ে সায়ংসন্ধ্যা বিহিত হইয়াছে, সেই সময়কে সায়ং-কাল কহে। দিবার এক দণ্ড এবং রাত্রির এক দণ্ড এই দণ্ডদ্বয়াত্মক কালই সায়ংসন্ধ্যার কাল, সুতরাং এই সময়ই সায়ংকাল।

সায়ংসন্ধ্যা (স্ত্রী) সায়ং সায়াহ্নে যা সন্ধ্যা। সায়ংকালোপাস্যা দেবতা, সায়ংকালে যে দেবতার উপাসনা করিতে হয়, সরস্বতী। সায়ং সময়ে সরস্বতীর উপাসনা করিতে হয়। ২ সায়ংকালকর্ত্তব্য উপাসনা। সায়ংকালে যে উপাসনা করা হয়, তাহাকে সায়ং-সন্ধ্যা কহে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যাকালে অর্থাৎ প্রাতঃসন্ধ্যা, মধ্যাহ্নসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যা এই ত্রিসন্ধ্যাকালে ব্রাহ্মণাদি সকল বর্ণেরই সন্ধ্যোপাসনা করা অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে

"বরমেকাহুতিঃ কালে নাকালে লক্ষকোটয়ঃ।" (স্মৃতি)

যথাবিহিত কালে একবার আহুতি প্রদানও শ্রেয়স্কর, কিন্তু অসময়ে লক্ষ আহুতিও ফলপ্রদ নহে। এই বিধানানুসারে সায়ং সন্ধ্যার যে কাল সেই কালেই সন্ধ্যোপাসনা অবশ্য বিধেয়। প্রতি-দিনই সায়ং সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করিতে হয়। কিন্তু এই সায়ং সন্ধ্যা সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, দ্বাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি ও শ্রাদ্ধদিন এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা করিতে নাই।

"দ্বাদশ্যাং পক্ষয়োরন্তে সংক্রান্ত্যাং শ্রাদ্ধবাসরে।
সায়ংসন্ধ্যাং ন কুর্ব্বীত কৃতে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥" (স্মৃতি)

উক্ত নিষিদ্ধ দিনে যিনি সায়ংসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি ব্রহ্মহত্যার পাতকী হন। সুতরাং এই শাস্ত্রানুসারে ঐ সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ। দ্বাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা স্থলে সায়ং-কালে ঐ সকল তিথি পাওয়া চাই, সায়ংকালে যদি ঐ সকল তিথি থাকে, তাহা হইলে সন্ধ্যা হইবে না, নচেৎ সন্ধ্যা করিতে হইবে। দিবাভাগে যত দণ্ড ইচ্ছা থাকুক না তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, সায়ং সময়ে অর্থাৎ দিবার শেষদণ্ড এবং রাত্রির প্রথমদণ্ড এই দুই কালে ঐ সকল তিথি থাকিবে। যদি ঐ সকল তিথি দুই দিনই অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পরদিন ঐ সায়ংকাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে দুই দিনই সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি ঐ তিথি দিবাদণ্ডে থাকিয়া অর্থাৎ দিবার শেষ একদণ্ডে থাকিয়া রাত্রিদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য, এবং এইরূপ যদি রাত্রিদণ্ডে থাকিয়া দিবাদণ্ডে না থাকে, তাহা হইলে ঐ দিবাদণ্ডেই সায়ংসন্ধ্যা কর্ত্তব্য। সংক্রান্তিস্থলে সংক্রান্তি জন্য পুণ্যকাল বুঝিতে হইবে। যে দিন সংক্রান্তি হেতু সর্ব্বদিন পুণ্যপ্রদ, সেই দিনই সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে। যদি সংক্রান্তিজন্য দিনার্দ্ধ পুণ্যকাল হয়, তাহা হইলে দিবার শেষ এক দণ্ড পরিত্যাগ করিয়া রাত্রিদণ্ডে সায়ংসন্ধ্যা করিতে হইবে, সংক্রান্তিজন্য সন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইবে না। শ্রাদ্ধদিন সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম নাই। পিতৃগণের উদ্দেশে একোদ্দিষ্ট ও পার্ব্বণাদি শ্রাদ্ধ করিয়া সেই দিন সায়ংসন্ধ্যা করিবে না।

এই সকল দিনে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে, এই নিষেধ বলে কেহ কেহ বলেন যে ঐ দিন সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ কিছুরই অনুষ্ঠান করিবে না। কিন্তু ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। ঐ সকল দিনে সন্ধ্যার উপাসনা করিবে না মাত্র, কিন্তু গায়ত্রীজপ করিবে। ইহাই শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থা। বৈদিক সন্ধ্যা সম্বন্ধে এই বিধান জানিতে হইবে। যিনি তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার

তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিতে হয়। কিন্তু তান্ত্রিক সন্ধ্যা এই সকল দিনে নিষিদ্ধ নহে। উক্ত দিনে ঐ সন্ধ্যানুষ্ঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। হরতত্ত্ব-দীধিতিতে উক্ত নিষিদ্ধ দিনে কেন সায়ং সন্ধ্যা করিতে হইবে, তাহার বিচার এবং তন্ত্রোক্ত প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইয়াছে।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—সন্ধ্যা ব্রহ্মার মানসী কন্যা। তিনি তপস্যা করিবার জন্য বসিষ্ঠদেবের নিকট গমন করেন। বশিষ্ঠ তাহাকে পরম পুরুষ বিষ্ণুর উদ্দেশে তপস্যা করিতে উপদেশ দেন। সন্ধ্যা তাঁহার উপদেশানুসারে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। বিষ্ণু তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলে সন্ধ্যা বলিলেন, দেব! যদি আমার তপস্যায় প্রীত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দিন যে পৃথিবীতলে প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যেন সকাম না হন, আমি যেন ত্রিজগতে পতিব্রতা বলিয়া বিখ্যাত হই, স্বামী ব্যতীত অপর কাহারও প্রতি যেন আমার সকাম দৃষ্টি পতিত না হয়, এবং যিনি আমাকে সকাম ভাবে অবলোকন করিবেন, তিনি যেন ক্লীব হন। ইহাতে ভগবান কহিলেন, প্রথম শৈশব, দ্বিতীয় কৌমার, তৃতীয় যৌবন, এবং চতুর্থ বৃদ্ধাবস্থা। প্রাণিগণ তৃতীয় বয়োভাগপ্রাপ্ত হইলে সকাম হইবে, দ্বিতীয় ভাগের অন্তে কদাচিৎ হইবে। প্রাণিগণ উৎপন্ন হইবামাত্র যাহাতে সকাম না হয়, এই নিয়ম তোমার তপস্যাপ্রভাবে আমি জগতে স্থাপন করিলাম। ত্রিজগতে তুমিই একমাত্র সতীপ্রধানা হইবে। তোমার পাণিগ্রহীতা ব্যতীত যে ব্যক্তি কামভাবে তোমাকে দেখিবে, সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ক্লীব হইয়া দুর্ব্বলত্ব প্রাপ্ত হইবে। তোমার স্বামী তোমার সহিত সপ্তকল্পান্তজীবী হইবেন। তুমি যাহা আমার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলে, তাহা সকলই প্রদান করিলাম। আর পূর্ব্বে তোমার মনে যাহা ছিল, তাহাও বলিয়া দিতেছি। তুমি অগ্নিতে দেহত্যাগ করিবে, ইহা পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ। মেধাতিথি মুনির দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞে আহুতিপ্রজ্বলিত অনলে অচিরে তাহা সম্পাদন কর। মেধাতিথি এই পর্ব্বতের উপত্যকাভূমিতে মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতেছেন, তুমি আমার প্রসাদে মুনিগণের অলক্ষ্যে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে এইরূপে বর দিয়া হস্তাগ্র দ্বারা সন্ধ্যাকে স্পর্শ করিলেন। ক্ষণকালমধ্যে তাঁহার শরীর পুরোডাশময় হইল। পুরোডাশময় হইবার কারণ এই যে, অবৈধ মাংস দগ্ধ হইলে অগ্নির পবিত্রতা বিনষ্ট হয়, এই জন্য বিষ্ণু তাঁহাকে পুরোডাশময় করিলেন। তখন সন্ধ্যা মেধাতিথির যজ্ঞে গমন করিলেন, এবং সকলের অলক্ষ্যে অগ্নিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর পুরোডাশময় সন্ধ্যাশরীর তৎক্ষণাৎ অলক্ষিতভাবে দগ্ধ হইয়া পুরোডাশের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল। বহ্নি তাহার শরীর দগ্ধ করিয়া বিষ্ণুর অনুমতিক্রমে সেই বিশুদ্ধ দেহকে সূর্য্যমণ্ডলে স্থাপিত করিলেন। তদীয় শরীরের উর্দ্ধভাগ দিবসের আদি ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী প্রাতঃসন্ধ্যা এবং আর শেষ ভাগ দিবসের অন্ত ও অহোরাত্রের মধ্যগামিনী পিতৃগণের সতত প্রীতিদায়িনী সায়ংসন্ধ্যা হইল। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে যখন অরুণোদয় হয়, তখন এই প্রাতঃসন্ধ্যার উদয় এবং সূর্য্য অস্তমিত হইলে রক্তকমলসন্নিভা এই সায়ংসন্ধ্যার উদয় হয়। (কালিকাপুরাণ ২২ অঃ)

স্বায়ংসন্ধ্যাদেবতা (স্ত্রী) সায়ংসন্ধ্যায়া দেবতা। সরস্বতী।

সায়ংসূর্য্য (পুং) সায়ংকালীনঃ সূর্য্যঃ। সায়ং সময়ের সূর্য্য। বৈদ্যকে লিখিত আছে, সায়ং সময়ের সূর্য্যকিরণ লাগাইতে নাই, ইহা শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকারক।

সায়ক (পুং) স্যতি ছিনত্তীতি সো-ণ্বুল্, যুক্। ১ বাণ। ২ খড়্গ। (অমর) ৩ পঞ্চম সংখ্যা।

"সস্বরেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্টা চৈকরূপয়া।
বেদথাগ্নিশরাঃ শুদ্ধৈরিষুবাণাগ্নিসায়কাঃ॥" (সাহিত্যদ° ৪।২৬৪)

সায়কপুঙ্খা (স্ত্রী) সায়কস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ। ১ শরপুঙ্খা। (রাজনি°) (পুং) ২ সায়কের পুঙ্খ।

"সক্তাঙ্গুলিঃ সায়কপুঙ্খ এব চিত্রার্পিতারম্ভ ইবাবতস্থে।"
(রঘু ২।৩১)

সায়কপ্রণুত্ত (ত্রি) প্রহরণার্থ উত্তোলিত খড়্গ। (অথর্ব্ব ৯।২।১২)

সায়কময় (ত্রি) অস্ত্রযুক্ত। বাণবিশেষ। (ভারত ৪ পর্ব্ব।

সায়কায়ন (পুং) সায়কের গোত্রাপত্য। (শতপথব্রা° ১০।৩।৬।১০)

সায়ংকাল (পুং) সন্ধ্যাকাল।

সায়ংকালীন (ত্রি) সন্ধ্যাকাল সম্বন্ধীয়।

সায়ংগৃহ (ত্রি) যত্র সায়ং তত্রৈব গৃহং। যেখানে সন্ধ্যা হইয়াছে, সেইখানেই যাহার গৃহ। (ভারত ৩।১২।১)

সায়ংগোষ্ঠ (ত্রি) সায়ংকালে গোচারণস্থানে অবস্থানকারী গাভী। (ঐতরেয়ব্রা° ৩।১৮)

সায়ণ, প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতিপ্রণেতা একজন পণ্ডিত। ইনি রাজা রঙ্গরাজের মন্ত্রী ছিলেন (১৫৭২—৮৫খৃঃ)।

সায়ণাচার্য্য, ঋগ্বেদভাষ্যকার একজন সুপ্রসিদ্ধ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরাধিপতি মহারাজ ২য় সঙ্গম, ১ম বুক্ক ও তৎপৌত্র ২য় হরিহর ইঁহার বিদ্যাপ্রভাবে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে রাজমন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার পিতার নাম মায়ণ এবং ভ্রাতার নাম মাধব। মাধব রাজমন্ত্রী ছিলেন, পরে শৃঙ্গেরীমঠের গুরুপদে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্যারণ্যস্বামী বা মুনি নামে পূজিত হন। [বিজয়নগর ও বিদ্যারণ্যস্বামী দেখ।]

সায়ণাচার্য্য বিষ্ণুসর্ব্বজ্ঞ ও শঙ্করানন্দের শিষ্য ছিলেন। পঞ্চদশীটীকাপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ রামকৃষ্ণ তাঁহার শিষ্য হইয়া শিক্ষালাভ করেন। সায়ণের নামে যতগুলি গ্রন্থ প্রচলিত আছে, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার রচিত তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। অনেকগুলি গ্রন্থই উভয়ভ্রাতা রচনা করেন। আবার কতকগুলি গ্রন্থ যাহা সায়ণবিরচিত বলিয়া লিখিত, তাহার অপর একখানি পুঁথিতে মাধবাচার্য্যের ভণিতা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদভাষ্য ও তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্য আলোচনা করিলে জানা যায় যে, সায়ণাচার্য্য স্বয়ং উক্ত ভাষ্যদ্বয় সম্পূর্ণ করিয়া যান নাই। তাঁহার পরে তাঁহার শিষ্য-পরম্পরায় উহা সমাধা করিয়াছিলেন। তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণ, তৈত্তিরীয়ারণ্যক ও ঐতরেয়ারণ্যক-ভাষ্য প্রভৃতি আলোচনা করিলে উপলব্ধি হয় যে উহাদের অনুভূতি বা ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কল্পনার ফল।

সায়ণাচার্য্য ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। ১৩৫৪ হইতে ১৩৭৭ খৃষ্টাব্দ ১ম বুক্কের রাজ্যকাল। সুতরাং সায়ণাচার্য্য ১৩৪০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই যে সঙ্গমরাজবংশের মন্ত্রিরূপে বিজ্ঞানগর-রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। সায়ণাচার্য্য স্বয়ং যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রচিত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রচলিত আছে নিম্নে তাহার তালিকা উদ্ধৃত হইল :—

অদ্ভুতদর্পণ, অধিকরণরত্নমালা বা জৈমিনীয় ন্যায়মালাবিস্তর, অনুভূতিপ্রকাশ বা সর্ব্বোপনিষদর্থপ্রকাশ, অপরোক্ষানুভবটীকা, অভিনবমাধবীয় অষ্টকটীকা, আচারমাধবীয় বা পরাশরস্মৃতিভাষ্য, আত্মানাত্মবিবেক, আধানযজ্ঞতন্ত্র (যজ্ঞতন্ত্রসুধানিধির একাংশ), আর্ষেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, আশীর্ব্বাদ-পদ্ধতি বা ব্রহ্মবিদ্যাশীর্ব্বাদপদ্ধতি, আশ্বলায়নদর্শ-পূর্ণমাসসূত্রভাষ্য, উপগ্রন্থসূত্রবৃত্তি, ঋগ্বেদভাষ্য, ঐতরেয়ব্রাহ্মণভাষ্য, ঐতরেয়ারণ্যকভাষ্য, ঐতরেয়োপনিষদ্ভাষ্য, কন্যকালনির্ণয়, কর্ম্মবিপাক, কল্পভাষ্য, কাঠকভাষ্য, কালনির্ণয় বা কালমাধবীয়, কুরুক্ষেত্রমাহাত্ম্য, কৃষ্ণচরণপরিচর্য্যাবৃত্তি, কৈবল্যোপনিষদ্দীপিকা, কৌষীতক্যুপনিষদ্ভাষ্য, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, গোভিলগৃহ্যসূত্রভাষ্য, ছান্দোগ্যোপনিষদ্দীপিকা, জাতিবিবেকশতপ্রশ্ন, জীবন্মুক্তিবিবেক, জ্ঞানখণ্ডভাষ্য বা জ্ঞানযোগখণ্ডভাষ্য, তত্ত্বভেদ, তাণ্ড্যব্রাহ্মণভাষ্য, তিথিনির্ণয়, তৈত্তিরীয়বিদ্যাপ্রকাশবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণভাষ্য বা যজুর্ব্বেদব্রাহ্মণভাষ্য ও তৈত্তিরীয়-সংহিতাভাষ্য, তৈত্তিরীয়সন্ধ্যাভাষ্য, তৈত্তিরীয়ারণ্যকভাষ্য, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ভাষ্য, ত্র্যম্বকভাষ্য, দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টকটীকা, দত্তকমীমাংসা, দর্শপূর্ণমাসপ্রয়োগ, দর্শপূর্ণমাসভাষ্য, দর্শপূর্ণমাস-যজ্ঞতন্ত্র, দশোপনিষদ্ভাষ্য, দেবতাধ্যায়ভাষ্য, দেবীভাগবতস্থিতি, ধাতুবৃত্তি, পঞ্চদশী, পঞ্চরুদ্রীয়টীকা বা রুদ্রভাষ্য, পঞ্চশরব্যাখ্যা, পঞ্চীকরণ, পরাশরস্মৃতিব্যাখ্যা বা ব্যবহারসাধক, পাণিনীয়-শিক্ষাভাষ্য, পুরাণসার, পুরুষসূক্তটীকা, পুরুষার্থসুধানিধি, প্রমেয়সারসংগ্রহ, বৃহদারণ্যকভাষ্য, বৌধায়নশ্রৌতসূত্রব্যাখ্যা, ব্রহ্মগীতাটীকা, ভগবদ্গীতাভাষ্য, মণ্ডলব্রাহ্মণভাষ্য, মন্ত্রপ্রশ্ন-ভাষ্য, মহাকাব্যনির্ণয়, মাধবীয়, মাধবীয়ভাষ্য (বেদান্ত), মুক্তিখণ্ডটীকা, মুহূর্ত্তমাধবীয়, যজ্ঞবৈভবখণ্ডটীকা, যাজ্ঞিক্যুপ-নিষদ্ভাষ্য, যোগবাশিষ্ঠসারসংগ্রহ, রাত্রিসূক্তভাষ্য, রামতত্ত্ব-প্রকাশ, লঘুজাতকটীকা, ব্যাখ্যা (বেদান্ত), ব্যাসদর্শনপ্রকার, শঙ্করবিলাস, শতপথব্রাহ্মণভাষ্য, শতরুদ্রীয়ভাষ্য, শিবখণ্ড-ভাষ্য, শিবমাহাত্ম্যভাষ্য, শ্রীসূক্তভাষ্য, শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ-প্রকাশিকা, ষড়্‌বিংশব্রাহ্মণভাষ্য, সন্ধ্যাভাষ্য, সরস্বতীসূক্ত-ভাষ্য, সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সহস্রনামকারিকা, সামব্রাহ্মণভাষ্য, সামবিধানব্রাহ্মণভাষ্য, সামবেদভাষ্য, সিংহাসুবাকভাষ্য, সিদ্ধান্তবিন্দু (বেদান্ত), সূতসংহিতাতাৎপর্য্যদীপিকা, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত-টীকা, স্তোভভাষ্য (সামবেদ), স্মৃতিসংগ্রহ, স্বরবিগ্রহ-শিক্ষাভাষ্য, স্বাধ্যায়ব্রাহ্মণভাষ্য, হরিস্তুতিটীকা।

সায়র (দেশজ) ১ সাগর। (কবিপ্রয়োগ)

"ইহ সুধা সায়রে, মগন সুরাসুর
দিন রজনী নাহি জানি।" (গোবিন্দদাসের পদাবলী)

২ শিয়র, শীর্ষদেশ।

সায়ার (ইংরাজী) দেশভাগ। ইংরাজী Shire শব্দের অপভ্রংশ। অনেকস্থলে দেশজ প্রয়োগে ইংরাজী Shire শব্দের পরিবর্ত্তেও সায়ার শব্দ ব্যবহৃত হয়। যেমন লালাবাবুর সায়ার অর্থাৎ জমিদারীর অংশ।

সায়ণ-মাধবীয় (ত্রি) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য সম্বন্ধীয় (গ্রন্থ)।

সায়ণীয় (ত্রি) সায়ণপ্রোক্ত বা লিখিত (গ্রন্থাদি)।

সায়তন (ত্রি) আয়তনযুক্ত। স্থানযুক্ত। (তৈত্তিরীয়সং ৫।১।২।২)

সায়ন (ত্রি) সূর্য্যের গতিভেদ। [সূর্য্য দেখ।]

সায়ন্তন (ত্রি) সায়ং ভবঃ সায়ম্ (সায়ং চিরং প্রাহ্ণে প্রগে ব্যয়েভ্যষ্ট্যুট্যুলৌ তুট্ চ। পা ৪।৩।২৩) ইতি ট্যুল্, তুট্ চ। সায়ংকালভব, যাহা সায়ংকালে হয়।

"সন্ধ্যাং সায়ন্তনীং কুর্য্যাৎ দ্বাদশ্যামপি প্রিয়ে।
অকুর্ব্বন্ নিরয়ং যাতি যতো নিত্যাগমক্রিয়া॥" (বৃহন্নীলতন্ত্র ১প°)

সায়ন্দুগ্ধ (ত্রি) সায়ংকালে যে দুগ্ধ দোহন করা হয়। (ঐ°ব্রা° ৭।৪)

সায়ন্দোহ (পুং) সায়ংকালে দোহন। (কাত্যায়নশ্রৌ° ২৫।৫।৭)

সায়ম্ (অব্য) সো-অন্ত সমাপয়তি দিনমিতি সো বাহুলকাৎ অম্ যুগাগমশ্চ। ১ সায়াহ্ন। ২ সন্ধ্যা।

'দিনান্তে পুংসি সায়ং স্যাৎ সায়াহ্নে সায়মব্যয়ং।' (শব্দার্ণব)

সায়মাশ (পুং) সায়ং অশ ভোজনে ঘঞ্। সায়ংভোজন, সায়ংকালে যে ভোজন করা যায়। প্রাতরাশ, সায়মাস, প্রাতর্ভোজন, সায়ংভোজন।

সায়মাহুতি (স্ত্রী) সায়ংকালে প্রদত্ত আহুতি। সায়ংকালীন হোমে যে আহুতি দেওয়া হয়, তাহাকে সায়মাহুতি কহে।

সায়ম্পোষ (পুং) সায়ংকালে ভোজন বা খাদ্যদান।
(শাঙ্খা° ব্রা° ৫।৫)

সায়ম্প্রাতর্ (অব্য) সায়ং ও প্রাতঃকাল।

সায়ম্প্রাতরাশিন্ (ত্রি) সায়ম্প্রাতরশ্নাতীতি অশ-ণিনি। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভোজনকারী, যিনি সায়ং ও প্রাতে ভোজন করেন। (শত° ব্রা° ২।৪।২।৬)

সায়ম্প্রাতিক (ত্রি) সায়ংপ্রাতঃ-ঠঞ্, টের্লোপঃ, (পা ৬।৪।১৪৪) সায়ং ও প্রাতর্ভব।

সায়ম্প্রাতর্হোম (পুং) সায়ং ও প্রাতঃকালীন হোম। সাগ্নিক ব্রাহ্মণদিগের সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবার বিধান আছে।

সায়ম্ভব (পুং) সায়ংকালে উৎপন্ন, সায়ন্তন। (অথর্ব্ব ১০।২।১৬)

সায়ম্ভোজন (ক্লী) সায়ং ভোজনং। সায়ংকালে ভোজন। মনুতে লিখিত আছে যে, সায়ম্ভোজন শেষ হইবার পর যদি গৃহে অতিথি আসে, তাহা হইলে তাহাকে পুনরায় পাক করিয়া ভোজন করাইবে। কিন্তু বলিবৈশ্বের অনুষ্ঠান করিবে না।

সায়বস (পুং) ঋষিভেদ। (শতপথব্রা° ১০।৬।১।৯)

সায়ারম্ভ (ত্রি) সায়ংকালে আরম্ভ।

সায়াশন (ক্লী) সায়ে দিনান্তে অশনং ভোজনং। দিনান্তে ভোজন।

সায়াস (ত্রি) আয়াসেন সহ বর্ত্তমানঃ। আয়াসযুক্ত, আয়াসবিশিষ্ট।

সায়াহ্ন (পুং) সায়মহ্নঃ (সংখ্যা বিসায়েতি। পা ৬।৩।১১০) ইতি জ্ঞাপকাৎ সমাসঃ। পঞ্চধাবিভক্ত দিনপঞ্চমাংশ, দিনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার শেষ ভাগের নাম সায়াহ্ন, দিবসের শেষ তিন মুহূর্ত্ত।

"প্রাতঃকালো মুহূর্ত্তাংস্ত্রীন্ সঙ্গবস্তাবদেব তু।
মধ্যাহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তং স্যাদপরাহ্নস্ততঃ পরং॥
সায়াহ্নস্ত্রিমুহূর্ত্তং স্যাৎ শ্রাদ্ধং তত্র ন কারয়েৎ।
রাক্ষসী নাম সা বেলা গর্হিতা সর্ব্বকর্ম্মসু॥" (তিথিতত্ত্ব)

শাস্ত্রে দিনমান পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে, প্রাতঃ, সঙ্গব, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন ও সায়াহ্ন ইহার মধ্যে প্রথম তিন মুহূর্ত্তের নাম প্রাতঃ, তৎপরে তিন মুহূর্ত্ত মধ্যাহ্ন, মধ্যাহ্নের পর তিন মুহূর্ত্ত অপরাহ্ন, তৎপরে শেষ তিন মুহূর্ত্ত সায়াহ্ন। দিন মানের পরিমাণানুসারে কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক দুই দণ্ড কালকে মুহূর্ত্ত কহে। সুতরাং শেষ ৬ দণ্ড কালই সায়াহ্ন, এই সায়াহ্ন কালে শ্রাদ্ধকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে নাই। ইহার অপর নাম রাক্ষসী বেলা, সকল কর্ম্মেই এই সময় নিন্দিত। অতএব এই সায়াহ্ন কালে কোন ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।

'সায়ো দিনান্তঃ সায়াহ্নো বিকালঃ সায়মেব চ।' (শব্দরত্না°)

সায়িকা (স্ত্রী) ক্রমস্থিতি, ক্রমে ক্রমে অবস্থিতি।

সায়িন্ (পুং) সায়তি নাশয়তি গতিক্লেশমিতি সৈ-ক্ষয়ে ণিনি। অশ্বারোহ, অশ্বারোহী।

সাযুজ্য (ক্লী) সযুজো সহযোগস্য ভাবঃ ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সহযোগ, একত্ব। অভেদ, সাম্য। সাদৃশ্য।

২ পঞ্চ প্রকার মুক্তির অন্তর্গত মুক্তিবিশেষ। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য এই পাঁচ প্রকার মুক্তি, একত্বমুক্তির নাম সাযুজ্য, যে মুক্তিতে মুক্তপুরুষ ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায়, তাহাই সাযুজ্যমুক্তি। বিষ্ণুভক্তগণ এই মুক্তি কামনা করেন না এবং ভগবৎসেবা ব্যতীত তাঁহারা এই সকল মুক্তি পাইলেও গ্রহণ করেন না।

"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥" (ভাগ° ৩।২৯।১৩)

'ভক্তানাং নিষ্কামতাং কৈমুতিকন্যায়েনাহ, সালোক্যং ময়া সহ একস্মিন্ লোকে বাসং, সার্ষ্টিং সমনৈশ্বর্য্যং, সামীপ্যং নিকটবর্ত্তিত্বং, সারূপ্যং সমানরূপতাং, একত্বং সাযুজ্যং। উত অপি দীয়মানমপি ন গৃহ্ণন্তি কুতস্তৎ কামনা ইত্যর্থঃ' (স্বামী) 'একত্বং ভগবৎসাযুজ্যং ব্রহ্মসাযুজ্যঞ্চ, অনয়োস্তল্লীলাত্মকত্বেন তৎসেবনার্থত্বাভাবাৎ গ্রহণাবশ্যকত্বমেব' (ক্রমসন্দর্ভ)

ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত এক লোকে বাস করার নাম সালোক্য মুক্তি, তাঁহার সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ করার নাম সার্ষ্টি, তাঁহার নিকটে অবস্থান করার নাম সামীপ্য, এবং একত্বের নাম সাযুজ্য। এই পাঁচ প্রকার মুক্তি।

ক্রমসন্দর্ভে বর্ণিত হইয়াছে যে, সাযুজ্য দুইপ্রকার, ভগবৎসাযুজ্য ও ব্রহ্মসাযুজ্য, এই দুই প্রকারই ভগবানের লীলা স্বরূপ। অতএব ইহাতে ভগবৎসেবনার্থের অভাব হেতু ইহার গ্রহণের আবশ্যকতা আছে। [মুক্তি শব্দ দেখ]

২ সহযোগ, অভেদ, একত্ব।

সাযুজ্যত্ব (ক্লী) সাযুজ্যস্য ভাবঃ ত্ব। সাযুজ্যের ভাব বা ধর্ম্ম।

সায়ে (অব্য) দিনান্তে, সায়ংকালে।

সায়ের্ (আরবী) ১ ভ্রমণ, গমন। ২ অবশিষ্ট। ৩ সম্পূর্ণ।

সায়েস্তাখাঁ (আমীর-উল্-ওমরাহ), বাঙ্গালার একজন বিখ্যাত মোগল-শাসনকর্ত্তা। ইহার প্রকৃত নাম আবু-তালিব্ ও মীর্জা মুরাদ। ইনি উজীর আসফ্ খাঁর পুত্র ও ইতিমাদ্ উদ্দৌলার পৌত্র।

১৬৭১ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রী আসফ্ খাঁর মৃত্যু হইলে সম্রাট্ শাহজহান ইঁহাকে উজীর পদে নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে ইনি সম্রাটের অনুগ্রহে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বেরারের শাসনকর্তৃপদে নিয়োজিত হইয়াছিলেন। ১৬৫২ খৃষ্টাব্দ সায়েস্তা খাঁ গুজরাতবিজয়ে গমন করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর (অরঙ্গজেব) ইঁহাকে দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করিয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদের সহকারীরূপে গোলকোণ্ডা যুদ্ধে নায়কত্ব করিতে আদেশ করেন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ শাহজহানের পুত্রবৃন্দ পিতৃসিংহাসন লইয়া পরস্পরে বিরোধী হইলে সায়েস্তা খাঁ প্রকাশ্যতঃ দারাসিকোর পক্ষাবলম্বন করেন বটে, কিন্তু অরঙ্গজেবের গতিবিধি, গোপনীয় সংবাদাদি ও পরামর্শ দিয়া ইান দারাসিকোকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ আলমগীর স্বীয় পুত্র মহম্মদ মুয়াজিমকে দাক্ষিণাত্য হইতে আপনার নিকট দিল্লী-দরবারে উপস্থিত হইতে আদেশ দিয়া সায়েস্তা খাঁকেই তথাকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। ঐ সময়ে শিবাজীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। অতঃপর ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে ইনি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। ইঁহার অধিকারে বাঙ্গালায় মোগল অধিকার দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে থাকে। শুনা যায়, সায়েস্তাখাঁর আমলে বাঙ্গালায় দুই আনায় একমণ চাউল বিক্রীত হইত।

সায়েস্তাখাঁ বাঙ্গালায় আসিয়া ঢাকা নগরীতে রাজপাট স্থাপন করিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। ইনি সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মন্ত্রশিষ্য এবং তাঁহারই ন্যায় চতুর ও কূটনীতিপরায়ণ ছিলেন। ইনি তৎকালে কলিকাতাস্থ ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থহানি করিবার উদ্দেশে তাঁহাদের প্রতি কতকগুলি অত্যাচরণে প্রবৃত্ত হন। এই কারণে হুগলীর নিকটবর্ত্তী ঘোলঘাট নামক স্থানে তৎকালের কোম্পানীর কুটির গবর্ণর জব চার্ণকের সহিত ইঁহার একটী খণ্ডযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে কোনপক্ষই বিশেষ ক্ষতগ্রস্ত হন নাই। [জব চার্ণক দেখ।]

১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে ৯৩ চান্দ্রবৎসরে সায়েস্তা খাঁর মৃত্যু হয়। আগ্রা নগরে যমুনাতীরে ইঁহার নির্ম্মিত রৌজা ও উদ্যানের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপিও দৃষ্ট হয়। সম্রাট্ শাহজহানের রাজত্ব কালে ইনি আলাহাবাদ (প্রয়াগ), দুর্গের পশ্চিমে যমুনাতীরে একটী জুমা মসজিদ্ নির্ম্মাণ করেন। ঐ মসজিদ্ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল, সিপাহী বিদ্রোহের পর উহা ধ্বস্ত ও নষ্টশ্রী হইয়াছে।

সার, দৌর্ব্বল্য। অদন্তচুরাদি° পরস্মৈ° অক° সেট্, লট্ সারয়তি লোট্ সারয়তু। লিট সারয়াঞ্চকার, কৃ, অস ও ভূ এই তিন ধাতুরই লিটে অনু প্রয়োগ হয়। লুঙ্ অসসারৎ। সন্-সিসারয়িষতি।

সার (ক্লী) সার দৌর্ব্বল্যে অচ্ বা সৃ-গতৌ ঘঞ্। ১ জল। ২ ধন। ৩ ন্যায্য। (মেদিনী) সরাৎ জাতং সর-অণ্। ৪ নবনীত। (রাজনি°) ৫ অমৃত। (ভাগবত ৭।৬।২৫) ৬ লৌহ। (ভাবপ্র°) ৭ বিপিন। (শব্দরত্না°) অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে রসের মধ্যে সার ঘৃত এবং ঘৃতের সার হুত, অর্থাৎ ঘৃত দ্বারা যে অগ্নিতে হোম করা হয়, সেই অগ্নি, হুতের সার স্বর্গ এবং স্বর্গের সার স্ত্রী।

"সারং রসানাস্তু ঘৃতং ঘৃতসারং হুতঞ্চ যৎ।
হুতস্য সারং স্বর্গঞ্চ স্বর্গাৎ সারস্তু যোষিতঃ॥
অতো রাজন্ প্রদেয়াঃ স্যুঃ স্ত্রিয়ঃ স্বর্গমভীপ্সতঃ।
তয়ৈবেহ সুখং তাভিঃ সহ রাজ্যং নৃপোত্তম॥" (অগ্নিপু°)

এই সংসার অসার, কিন্তু এই অসারসংসার মধ্যে চারিটী বস্তু সার আছে, কাশীতে বাস, সাধুদিগের সঙ্গ, গঙ্গাজলপান ও শিবপূজা।

"অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ং।
কাশ্যাং বাসঃ সতাং সঙ্গো গঙ্গাম্ভঃশম্ভুসেবনং॥"
(কবিতা রত্নাকর ধৃত বায়ুপুরাণ)

(পুং) সৃ (সৃস্থিরে। পা ৩।৩।১৭) ইতি ঘঞ্। ৮ বল। ৯ স্থিরাংশ। ১০ মজ্জা। ১১ বজ্রক্ষার। (রাজনি°) ১২ বায়ু। (জটাধর) ১৩ রোগ। (ধরণি) ১৪ পাশক। (শব্দরত্না°) ১৫ দধ্যুত্তর। (শব্দচ°) ১৬ অর্থালঙ্কারবিশেষ। যে স্থলে বর্ণনীয় বিষয়ে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণন করা হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।

"উত্তরোত্তরমুৎকর্ষো বস্তুনঃ সার উচ্যতে।" (সাহিত্যদ° ১০।)

উদাহরণ—

"রাজ্যে সারং বসুধা বসুধায়ামপি পুরং পুরে সৌধং।
সৌধে তল্পং তল্পে বরাঙ্গনানঙ্গসর্ব্বস্বং॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

রাজ্যের মধ্যে সার বসুধা, বসুধার মধ্যে পুর, এবং পুরে সৌধ এবং সৌধ মধ্যে শয্যা এবং শয্যাতে অনঙ্গের সর্ব্বস্বধন বরাঙ্গনা। এই স্থলে উত্তরোত্তর উৎকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহাতে বৈচিত্র্য আছে, সুতরাং এই স্থলে উক্ত অলঙ্কার হইল। যে স্থলে এইরূপ হইবে, তথায় এই সার অলঙ্কার হইবে। একমাত্র বৈচিত্র্যই অলঙ্কারের কারণ, সুতরাং বর্ণনীয় স্থলে বৈচিত্র্য থাকা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। যে স্থলে লক্ষণের সমাবেশ হয়, অথচ বৈচিত্র্য থাকে না, তথায় অলঙ্কারই হইবে না। (ত্রি) সৃ-ঘঞ্। ১৭ অতি দৃঢ়। (শব্দরত্না°) ১৮ বর, শ্রেষ্ঠ।

সকল শাস্ত্রেই কথিত হইয়াছে যে এই জগৎ অসার, দেহ ক্ষণভঙ্গুর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"জগৎ সর্ব্বন্তু নিঃসারমনিত্যং দুঃখভাজনং।
উৎপদ্যতে ক্ষণাদেতৎ ক্ষণাদেতৎ বিপদ্যতে॥

যথৈবোৎপদ্যতে সারান্নিঃসারং জগদপ্তসা।
পুনস্তস্মিন্নিলীয়স্তে মহাপ্রলয়সঙ্গমে॥" (২৭ অ°)

এই নিখিল জগৎ অসার, অনিত্য এবং দুঃখভাজন, এই জগতে যে সকল বস্তু উৎপন্ন হইতেছে, প্রলয়ে আবার তাহা বিলীন হইতেছে। একমাত্র মঙ্গলনিধান, শান্ত, অনন্ত, অচ্যুত, পরাৎপর, জ্ঞানময়, অদ্বৈত, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ ব্রহ্মই সার, তদ্ভিন্ন সকলই অসার। যাহা হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হইতেছে, এবং যিনি মেঘজালমণ্ডিত গগনমণ্ডলে অসার বিশ্বমণ্ডলকে ধারণ করিয়াছেন, যোগিপুরুষগণ আত্মস্বরূপ যে পরমাত্মার প্রাপ্তি বাঞ্ছায় সর্ব্বদা যোগাভ্যাস করেন, এবং যোগ দ্বারা যাহাকে প্রাপ্ত হইয়া মায়াজালজটিল সংসারমণ্ডলে পুনর্ব্বার প্রতিনিবৃত্ত না হন, সেই যোগিগণের আরাধ্য ব্রহ্মই সার, অন্য সকলই অসার। যাহা দ্বারা নিত্যপদ প্রাপ্তি হয়, সেই নিবর্ত্তক নিষ্কাম ধর্ম্মই সার, প্রবর্ত্তক সকাম ধর্ম্ম অসার।

"একং শিবং শান্তমনন্তমচ্যুতং পরাৎপরং জ্ঞানময়ং বিশেষং॥
অদ্বৈতমব্যক্তমচিন্ত্যরূপং সারস্ত্বেকং নাস্তি সারং ত্বদন্যৎ॥
যস্মাদেতজ্জায়তে বিশ্বমগ্র্যং যস্মাল্লীনং স্যাৎ তৎপশ্চাৎ স্থিতঞ্চ।
আকাশবৎ মেঘজালস্য ধৃত্যা যদ্বিশ্বং বৈধ্রিয়তে তচ্চ সারং॥"

এই অসার সংসারে যিনি সার অন্বেষণ করেন, তিনি ভ্রান্ত ও বিমূঢ়। এই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া একমাত্র সারবস্ত ভগবদুপাসনাই জীবের অবশ্য কর্ত্তব্য। (কালিকাপু° ২৭)

১৯ দাড়িম্ব বৃক্ষ। ২০ পিয়াল বৃক্ষ। ২১ বল। ২২ মুদ্গা, মুগ। ২৩ ক্বাথ। ২৪ নীলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ২৫ বজ্রক্ষার। ২৬ কর্পূর। (রাজনি°) ২৭ কাষ্ঠান্তর্গত পরিণত নির্য্যাস, চলিত শুকনা আটা। (চরক সূ° ১ অ°) ২৮ সালসার। (সুশ্রুত চি° ১৮ অ°) ২৯ পানক, পানা, সরবত। ৩০ দেহান্তর্গত স্থির পদার্থ। চরকের বিমানস্থানে এই সারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, পুরুষের সার আটটী, যথা ত্বক্, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র ও সত্ত্ব (মন)। এই আটটী সার দ্বারা পুরুষদিগের বলের বিশেষ জ্ঞান হয় অর্থাৎ পুরুষগণ অতি বলবান্, মধ্যবল, হীনবল কি অবল এই সকল বিশেষরূপে জানা যায়।

১ ত্বক্সার—যে সকল পুরুষের ত্বকে সারতা আছে, তাহাদের ত্বক্ স্নিগ্ধ, শ্লক্ষ, মৃদু, প্রসন্ন, সূক্ষ্ম (পাতলা), অল্পগভীর, সপ্রভাবৎ এবং সুকুমার হয়। ইহা পুরুষের সুখ, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, বুদ্ধি, এবং দীর্ঘায়ুর ব্যঞ্জক।

২ রক্তসার—যে সকল পুরুষের শরীরে রক্তসারত্ব থাকে, তাহাদের কর্ণ, অক্ষি, মুখ, জিহ্বা, নাসিকা, ওষ্ঠ, হস্ততল, পাদতল, নখ, ললাট, ও লিঙ্গ স্নিগ্ধ, রক্তবর্ণ, সুশ্রী ও উজ্জ্বল হয়। যাহাদের এই রক্তসার থাকে, তাহারা সুখী, মেধাবী ও মনস্বী হয়।

৩ মাংসসার—যাহাদের মাংসসারতা থাকে, তাহাদের শঙ্খ, ললাট, কৃকাটিকা, অক্ষিগণ্ড, হনুগ্রীবা, স্কন্ধ, উদর, কক্ষ, বক্ষঃ, পাণিপাদ ও সন্ধিসকল দৃঢ়, শুরুশোভন ও মাংসোপচিত হয়। এই মাংসসার পুরুষ ক্ষমা, ধৃতি, অলৌল্য, বিত্ত, বিদ্যা, সুখ, ঋজুতা, আরোগ্য, বল ও দীর্ঘায়ুঃ প্রাপ্ত হয়।

৪ মেদসার—মেদসার ব্যক্তিগণের বর্ণ, স্বর, নেত্র, কেশ, লোম, নখ, দন্ত, ওষ্ঠ, মূত্র ও পুরীষের স্নিগ্ধতা হয়। এই সারযুক্ত পুরুষ বিত্ত ও ঐশ্বর্য্যাদি সম্পন্ন হয়।

৫ অস্থিসার—অস্থিসারবিশিষ্ট পুরুষগণের পার্ষ্ণি, গুল্ফ, জানু, কনুই, কণ্ঠাস্থি, চিবুক, শিরা ও পর্ব্বসকল এবং অস্থি, নখ ও দন্ত সকল স্থূল হয়। এই পুরুষ মন্দোৎসাহ ও ক্লেশসহিষ্ণু হয়, তাহাদের শরীর সারবান্ ও দৃঢ় এবং আয়ু দীর্ঘ হইয়া থাকে।

৬ মজ্জসার—মজ্জসার ব্যক্তিদিগের অঙ্গ কোমল, বর্ণ ও স্বরস্নিগ্ধ, সন্ধিসকল স্থূল ও দীর্ঘ এবং বৃত্ত হয়। এই সারবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দীর্ঘায়ুঃ ও বলবান্ হয়। তাহারা শাস্ত্রজ্ঞ, বিজ্ঞানবিৎ, বিত্তশালী, অপত্যবান্ ও সম্মানভাজন হইয়া থাকে।

৭ শুক্রসার—যে সকল পুরুষের শুক্রসারতা আছে, তাহারা সৌম্যমূর্ত্তি ও সৌম্যদৃষ্টি হয়, তাহাদের লোচন দুগ্ধপূর্ণবৎ প্রতিভাত হয়, দন্তসকল স্নিগ্ধ, বৃত্ত, সারভূত, সুচাগ্র, বর্ণ ও স্বর স্নিগ্ধ এবং প্রসন্ন, কান্তি উজ্জ্বল ও নিতম্ব বৃহৎ হয়। এই শুক্রসার ব্যক্তিগণ স্ত্রীদিগের অতিপ্রিয়, সুখ, আরোগ্য, বিত্ত, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, ও অপত্যভাক্ হইয়া থাকে।

৮ সত্ত্বসার—সত্ত্বসার ব্যক্তিগণ স্মৃতিমান্, ভক্তিমান্, কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, পবিত্র ও মন্দোৎসাহী। দক্ষ, ধীর, সমরবিক্রান্ত, ও ত্যক্তবিষাদ হয়। ইহাদের গতি সুব্যবস্থিত, এবং বুদ্ধি ও চেষ্টা গম্ভীর এবং কল্যাণবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ থাকে।

যাহারা উক্ত সকল সারসম্পন্ন, তাহারা অতি বলবান্, পরমসুখান্বিত, ও ক্লেশসহ হয়। তাহারা আপনাদিগকে সকল কার্য্যেই সমর্থ বলিয়া বিশ্বাস করে, এবং কল্যাণকর বিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবিষ্ট থাকে। সেই সকল ব্যক্তির শরীর দৃঢ় ও সংযত হয়, ও গতি সুসমাহিত হয়। সর্ব্বসারসম্পন্ন ব্যক্তির স্বর প্রতিধ্বনিজনক, স্নিগ্ধ, গম্ভীর ও মহান্ এবং তাহারা সুখ, ঐশ্বর্য্য, বিত্ত, ও সম্মানশালী হইয়া থাকে। তাহাদের জরা ও রোগ কম হয়, অপত্যগণ প্রায় তুল্যগুণান্বিত ও বংশবিস্তারকর হইয়া দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে। ত্বক্সারাদির যে সকল লক্ষণ উক্ত হইল, সেই সকল লক্ষণের বিপরীত লক্ষণযুক্ত ব্যক্তিগণকে অসার বলিয়া জানিবে। উক্ত আট প্রকার সারের মধ্যে যাহাদের দুই একটী সার কম থাকে, তাহাদিগকে মধ্যসার কহে। যাহাদের উক্ত সারের

মধ্যে অধিকসার না থাকে, তাহাদিগকে অল্পসার কহে। মধ্যসার ব্যক্তিগণ মধ্যবল ও মধ্যায়ু এবং অল্পসার ব্যক্তিগণ অল্পবল ও অল্পায়ু হইয়া থাকে। চিকিৎসক চিকিৎসাকালে রোগীর উক্তরূপে সার পরীক্ষা করিয়া রোগীর বলাবল নিরূপণ করিবেন।

(চরক বিমানস্থা° ৮ অ°)

সার্ ইলাইজা ইম্পে, বাঙ্গালার নূতন সুপ্রীম কোর্টের একজন ইংরাজ বিচারপতি। মহারাজ নন্দকুমার হেষ্টিংসের বিষনয়নে পড়িয়া তাঁহারই কূটনীতিতে ও ইম্পের বিচারবিভ্রাটে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত হইয়াছিলেন।

সারক (পুং) সারয়তি মলমিতি সৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ জয়পাল। (রাজনি°) ২ পীতমুদগ। ৩ ধান্তক। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৪ বিরেচক, যে বস্তু সেবন করিলে বিরেচন হয়।

সারখদির (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ খদিরঃ। দুঃখদির, চলিত শুয়ে বাবলা। (রাজনি°)

সারগন্ধি (পুং) সারো গন্ধো যস্য। ১ চন্দন। (শব্দচ°)

সারঘ (ক্লী) সরঘাভিঃ মধুমক্ষিকাভিঃ কৃতমিতি সরঘা-অণ্। সরঘাকৃত মধু। মধুমক্ষিকা নানাবিধ পুষ্প হইতে যে মধু আহরণ করে, তাহাকে সারঘ মধু কহে। গুণ—অতি লঘু, রুক্ষ, নাতিশীতল, কাস ও ক্ষয়রোগে প্রশস্ত, কামলা ও অর্শনাশক, দীপন, বলকারক, অতীসার, নেত্ররোগ, ক্ষত বা ক্ষতজরোগে হিতকর।

"তস্মাল্লঘুকরং রুক্ষং সারঘং নাতিশীতলং।
কাসে ক্ষয়ে প্রশস্তং স্যাৎ কামলার্শো বিনাশনং ॥
নাতিশীতং ন চ রুক্ষং দীপনং বলকৃন্মতং।
অতীসারে নেত্ররোগে ক্ষতে বা ক্ষতজে হিতং॥" (অত্রি ১৭ অ°)

সারঙ্গ (পুং) সরতীতি সৃ-গতৌ (সৃশৃভ্যো বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ১।১২১) ইতি অঙ্গচ্, বৃদ্ধিশ্চ। ১ চাতকপক্ষী। (অমর) ২ হরিণ। ৩ মাতঙ্গজ। ৪ পক্ষিভেদ। ভৃঙ্গ। (বিশ্ব) ৫ ছত্র। ৬ রাজহংস। ৭ চিত্রমৃগ। ৮ অংশুক। (শব্দরত্না°) ৯ নানাবর্ণ। ১০ ময়ূর। ১১ কামদেব। ১২ ধনুঃ। ১৩ কেশ। ১৪ স্বর্ণ। ১৫ আভরণ। ১৬ পদ্ম। ১৭ শঙ্খ। ১৮ চন্দন। ১৯ কর্পূর। ২০ পুষ্প। ২১ কোকিল। ২২ মেঘ। ২৩ পৃথিবী। ২৪ রাত্রি। ২৫ দীপ্তি। ২৬ সিংহ। (অনেকার্থকোষ) ২৭ বাদ্যযন্ত্রভেদ, সারেঙ্গ বাজনা। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই বাদ্যযন্ত্র এই দেশে প্রচলিত আছে। ইহার বাদ্য সুমধুর। এই বাদ্যযন্ত্রের ধ্বনিকোষ ও দণ্ড একখানি অখণ্ড কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত, ইহার ধ্বনিকোষ একখানি পাতলা চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত এবং দণ্ডটী কাষ্ঠের পটরীতে আবৃত থাকে। দণ্ডের ঊর্দ্ধভাগে উভয় পার্শ্বে দুই দুইটী করিয়া চারিটী কীলকে চারিগাছি তন্তুসংযুক্ত হয়। ইহার দণ্ডের পার্শ্বদেশে নির্ম্মাতার ইচ্ছানুসারে অপর কএকটী কীলক এবং তাহাতে কীলক সংখ্যানুসারে পিত্তলনির্ম্মিত তার পার্শ্বতন্ত্রিকারূপে সংযোজিত করা হইয়া থাকে।

২৮ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২২টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ১,২,৪,৫,৭,৮,১০ ও ১১ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন বর্ণ লঘু। ইহার লক্ষণ—

"সারঙ্গসংজ্ঞং সমস্তৈস্তকারৈস্ত" (ছন্দোম°)

(ত্রি) সৃ-অঙ্গচ্। ২৯ শবল। (অমর) অজয় এই অর্থে সারঙ্গশব্দ তালব্য শকারাদি বলিয়াছেন, কিন্তু ভরত বলেন এই অর্থে দুই সকার অর্থাৎ তালব্য ও দন্ত্য দুই হইবে।

'সারঙ্গশ্চাতকে খ্যাতঃ শবলে হরিণেঽপি চ। ইতি তাল ব্যাদাবজয়ঃ। অতএব সারঙ্গো দন্ত্যাদিস্তালব্যাদিশ্চ' (ভরত)

সারঙ্গ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত কয়জন রাজা। (সহ্য ২৭।৩১,২৭।৩৯,৩৩,১০৬)

২ ন্যায়সারবিচারপ্রণেতা ভট্ট রাঘবের পিতা।

সারঙ্গ-কবি, রুক্মিণীকৃষ্ণবল্লীটীকারচয়িতা।

সারঙ্গদেব, রাজপুতানার অন্তর্গত আজমীঢ় রাজ্যের এক রাজপুত্র। ইনি রাজা বিশলদেবের পুত্র। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে সারঙ্গদেব বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরে বিশলদেব তাঁহাকে হিন্দুশাস্ত্র শুনাইয়া তাঁহার মতিগতি পরিবর্ত্তিত করেন।

সারঙ্গপাণি, বিবাহপটল প্রণেতা।

সারঙ্গপুর, মধ্যভারত এজেন্সীর দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। গুণা হইতে ইন্দোর যাইবার পাকারাস্তার ধারে কালী-সিন্ধু নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। নগরটী বেশ বাণিজ্যপ্রধান ও লোকসংখ্যা প্রায় ১৪ হাজার।

সারঙ্গলোচনা (স্ত্রী) সারঙ্গস্য হরিণস্য লোচনে ইব লোচনে যস্যাঃ। হরিণনয়না, মৃগাক্ষী, সারঙ্গাক্ষী।

সারঙ্গিক (পুং) সারঙ্গং হন্তীতি। (পক্ষিমৎস্যমৃগান্ হন্তি। পা ৪।৪।৩৫) ইতি ঠক্। ব্যাধ, যাহারা পক্ষী, মৎস্য ও মৃগাদি হনন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

সারঙ্গী (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, সারঙ্গ বাজনা। [সারঙ্গ দেখ]

সারজ (ক্লী) সারাৎ জায়তে ইতি জন-ড। নবনীত, মাখন।

সার জনশোর, ভারতের একজন ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি।

[ভারতবর্ষ দেখ।]

সারজাসব (পুং) শালচন্দনাদি সারোত্থ বিংশতি প্রকার আসব। চরকে এই আসবের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, ধান্য, ফল, মূল, সার, পুষ্প, কাণ্ড, পত্র, ত্বক্ ও শর্করা এই নয়টী বস্তু হইতে আসব প্রস্তুত হয়। সুতরাং সার হইতে যে আসব প্রস্তুত হয়, তাহাকে সারজাসব কহে। শাল, প্রিয়ঙ্গু, রক্তচন্দন, তিনিশ (আবলুশ), খদির, শ্বেতখদির, ছাতিম, অশ্বকর্ণ, শাল, অর্জ্জুন, অশন, বিট্খদির, তিন্দুক, কিনিহী, (অপামার্গ) শমী,

কুলগাছ, শিংশপা, শিরীষ, অশোক, ধম্বন এবং মৌল এই বিংশতি প্রকার কাষ্ঠের সার হইতে সারজাসব প্রস্তুত হয়। এই আসব মন, শরীর ও অগ্নির বলপ্রদ, অনিদ্রা, শোক ও অরুচিনাশক, এবং আনন্দ উৎপাদক। (চরক সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

সার টমাস রো, একজন ইংরাজ পর্য্যটক ও রাজদূত। ইনি ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেম্‌সের আদেশে ভারতে আসিয়া দিল্লী-দরবারে উপনীত হন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর তখন রাজসিংহাসনে সমাসীন। তিনি রাজদূতকে বিশেষ সমাদর করিয়া ইংলণ্ডেশ্বরের কুশলাদি জিজ্ঞাসাপূর্ব্বক রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করেন, তদনন্তর তাঁহার প্রার্থনামতে সম্রাট্ ইংরাজ-কোম্পানীকে সুরাট, আহ্মদাবাদ ও কাম্বে প্রভৃতি স্থানে ইংরাজের বাণিজ্যের সুবিধার্থ কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সার টমাস তাঁহার ভ্রমণবিবরণীতে হিন্দুস্থানের এই শ্রেষ্ঠতম রাজদরবারের সমৃদ্ধিগৌরবের যথেষ্ট পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় ভারতীয় অথবা পাশ্চাত্য কোন ইতিহাসেই তাঁহার এই প্রাচ্যদেশীয় দৌত্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা মর্ম্ম উল্লিখিত নাই।

সারঠা, উড়িষ্যাবিভাগের বালেশ্বর জেলার সারঠা নদীতীরবর্ত্তী একটী বন্দর। অক্ষা° ২১°৩৪´৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৭°৮´১৬´ পূঃ। এই নদীবক্ষে নলিতাগড় পর্য্যন্ত পণ্যবাহী নৌকাসমূহ গমনাগমন করে। এই বন্দরে নৌকা করিয়া প্রভূত চাউল আমদানী হয়। সারঠার পার্শ্বে ছনুয়া নামে আর একটী বন্দর আছে। এখানেও বিস্তর চাউলাদি আমদানী ও বিক্রয় হইয়া থাকে।

সারণ (ক্লী) সারয়তীতি সৃ-ণিচ্-ল্যু। ১ গন্ধভেদ। (ধরণি) (পুং) ২ অতীসাররোগ। ৩ রাবণের মন্ত্রী। (হেম) ৪ ভদ্রবলা। ৫ চলিত গন্ধভাদুলিয়া। ৬ আম্রাতক। (শব্দচ°) ৭ দোষশুদ্ধি, সারিয়া লওয়া, শোধরান।

সারণ (শারন্), বাঙ্গালার ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪০´ হইতে ২৬° ৩৮´ পূঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫৮´ হইতে ৮৫°১৯´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৬২২ বর্গ মাইল। এই জেলা পাটনা বিভাগের উত্তরপশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমায় যুক্তপ্রদেশের গোরখপুর জেলা, পূর্ব্বে চম্পারণ ও মুজঃফরপুর জেলার মধ্যবর্ত্তী গণ্ডক নদী, দক্ষিণে শাহাবাদ ও পাটনা জেলার মধ্যবর্ত্তী গঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ ও পশ্চিমে যুক্তপ্রদেশের আজিমগড় জেলার মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘরা ও গোরখপুরের কতকাংশ। ছাপরা নগরই এখানকার বিচারসদর। পূর্ব্বে সারণ জেলা চম্পারণ্যের অন্তর্গত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে শাসনদণ্ড পরিচালনের সুবিধার্থ ইহাকে স্বতন্ত্র একটী জেলারূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া একজন স্বতন্ত্র মাজিষ্ট্রেটের শাসনাধীন রাখিবার ব্যবস্থা হয়। তখনও এখানকার রাজস্ব আদায় প্রভৃতি চম্পারণ সদর হইতেই নির্ব্বাহিত হইত। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ঐ রাজস্ববিভাগও পৃথক্ হইয়া যায়। ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানকার সেবান উপবিভাগ এবং ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে গোপালগঞ্জ উপবিভাগ স্থাপিত হয়; সেই সঙ্গে তত্তদ্ স্থানে স্বতন্ত্র বিচারাদালতও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এখনও সারণের জজ বাহাদুর চম্পারণ্যের অন্তর্গত মতিহারী নগরে আসিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

সারণ জেলার সমগ্রস্থান পলিময়। গঙ্গা গণ্ডক ও ঘর্ঘরা ইহার তিনদিকে জলরাশি বহন করিতেছে। জেলার মধ্যদেশ দিয়াও অনেকগুলি নদী বা জলখাত অববাহিকারূপে প্রবাহিত। ঐ গুলির মধ্যে মুন্দী বা দাহা, ঝরাহী, গণ্ডকী, গাঙ্গরী, ধনাই ও খাটসা প্রধান। কিন্তু কোনটীতেই গ্রীষ্ম ঋতুতে জল থাকে না। ক্ষুদ্র স্রোতগুলি দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া গণ্ডক ও গঙ্গায় নিপতিত হইয়াছে।

নদীকূল ব্যতীত জেলার সমগ্র স্থানেরই প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোরম। জেলার উত্তরপশ্চিমাংশস্থ কোচিকোট্ নামক স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২২ ফিট্ উচ্চ এবং দক্ষিণপূর্ব্বের গঙ্গা গণ্ডকসঙ্গমস্থ শোণপুর নগর ১৬৮ ফিট্ উচ্চ। জেলার দক্ষিণপূর্ব্বাংশ কিছু নাবাল বলিয়া জলস্রোতগুলি সাধারণতঃ এই দিকেই প্রবাহিত হইয়াছে। এখানে নীল, অহিফেন, যব, গম, চাউল ও অন্যান্য কলাই প্রভৃতি প্রভূতরূপে উৎপন্ন হয়। অন্যান্য বনমালা না থাকিলেও এখানে অসংখ্য আম্রকানন বিদ্যমান আছে এবং স্থানে স্থানে বড় বড় গাছেরও অভাব নাই। পিপুলগাছে লাক্ষার চাস আছে। উহা ভাঙ্গিয়া গালা প্রস্তুত হয় এবং বৎসরে প্রায় ২০০ মণ লাক্ষা রং (Lac-dye) এখান হইতে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

জেলার স্থানে স্থানে শুলার সোরা দেখিতে পাওয়া যায়। মুনিয়ারা মৃত্তিকা হইতে ঐ সোরা ও লবণ বাহির করিয়া থাকে। স্থানে স্থানে চূণা পাথরের নুড়ি পাওয়া যায়, উহা পোড়াইয়া চূণ তৈয়ার এবং রাস্তায় কাঁকর বিছাইবার জন্য উহা পাটনায় প্রেরিত হয়।

ছাপরাই এখানকার প্রধান নগর। সেবান, রেবেলগঞ্জ, পানাপুর, ছগবান, রাণিপুর টেঙ্গরাহী, শকি ও পর্সা নগর এখানকার একটী বাণিজ্যকেন্দ্র, এই জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। যাহা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনারূপে ইহার সহিত সন্নিবদ্ধ করা যায়, তাহা ছাপরা ও শোণপুর

সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট করা যায়। শোণপুরের হরিহরছত্রের মেলা- ভারত বিখ্যাত। [শোণপুর দেখ।]

১৮৭১ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ভীষণ বন্যা উপস্থিত হইয়া দেশবাসীর বিলক্ষণ ক্ষতি করে। ১৮৬৬ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অনাবৃষ্টি নিবন্ধন এখানকার শস্যের বিশেষ ক্ষতি হয় এবং তাহাতে ক্রমশঃ দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দেয়। এই জেলার মধ্যে শোণপুর, ছাপরা, সেবান ও মৈরবা নামক স্থানে রেল ষ্টেসন আছে। রেলপথ বিস্তৃত হওয়ার পর হইতে এখানকার বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। নীল, চিনি, পিতলের বাসন, মাটির খেলনা, সোরা ও কাপড় এখানে প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ কলিকাতা প্রভৃতি নগরে প্রেরিত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। এখন ছাপরায় সদর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। [ছাপরা দেখ।]

সারণগড়, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্ত রাজ্য। পূর্ব্বে উহা আঠার গড়জাতের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অক্ষা° ২১° ২১´ হইতে ২১° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৪৯´ হইতে ৮৩° ৩১´ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে চন্দ্রপুর ও রায়গড় সামন্তরাজ্য, পূর্ব্বে সম্বলপুর জেলা, দক্ষিণে ফুলবার রাজ্য এবং পশ্চিমে বিলাস-পুর জেলা। ভূপরিমাণ ৫৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে প্রায় ৪০০ বর্গমাইল ভূমি চাসবাসের উপযুক্ত।

এই রাজ্যের সমগ্র ভূমিই প্রায় সমতল, কেবল দক্ষিণ ও পূর্ব্বে শৈলশ্রেণী বিরাজিত দেখা যায়। মহানদী এই রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৫০ মাইল প্রবাহিত। এতদ্ভিন্ন এখানে লাট নামে আর একটী নদী আছে।

এখানকার সর্দ্দারেরা গোণ্ড জাতীয়। রাজবংশের যে বংশ-লতা পাওয়া যায়, তাহাতে ৫৪ পুরুষে রাজা জগদেব সা হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা কল্পিত হয়। উক্ত জগদেবের পুত্র নরেন্দ্রসা ভাণ্ডারার অন্তর্গত লঞ্জীর রাজা ছিলেন। রত্নপুর-রাজ নবসিংহদেব কোন যুদ্ধে জলদেব সার সাহায্য প্রাপ্ত হন। তিনি এই উপকারের জন্য জগদেবকে খিলাত ও দেওয়ান উপাধি দিয়া সারণগড় প্রদেশের অন্তর্গত ৮৪ খানি গ্রামের আধিপত্য প্রদান করেন। জগদেবের ৪২ পুরুষ অধস্তন কল্যাণসাহ যখন দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন, তখন মহারাষ্ট্রসর্দ্দার রঘুজী ভোন্‌সলে স্বীয় সেনাবাহিনী লইয়া কটক অভিমুখে অগ্রসর হইতে ছিলেন, তৎকালে ফুলবারবাসীরা সিংঘোড়া সঙ্কটে আসিয়া তাঁহার গতিরোধ করে এবং সেই সঙ্গে একটী যুদ্ধও হয়। রঘুজী তাঁহাদের এই অত্যাচার স্বয়ং দমন করিতে সমর্থ না হইয়া রত্নপুরে রাজা বালোজির শরণাপন্ন হইয়া সাহায্যপ্রার্থনা করেন, তদনুসারে বালোজি উক্ত গিরিপথ নির্ম্মুক্ত করিতে কল্যাণ সার প্রতি আদেশ প্রচার করেন। এই কার্য্যের জন্য কল্যাণসাহ 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং স্বীয় বংশের জন্য বিশেষ চিহ্ন ধারণ করিতে অধিকারী হন। সারণগড় সম্বলপুরাধিপতি রাজা ছত্রসার কর-তলগত হইলে তিনি ও সারণগড়াধিপতিকে রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। এই গোঁড় রাজারা সময়ে সময়ে সম্বলপুর-রাজবংশধর-গণকে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য করায় পুরস্কার স্বরূপ বহু গ্রাম ও পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হন। এইরূপে ক্রমশঃ বহু সম্পত্তি একত্র হইয়া সারণগড় রাজ্যরূপে গঠিত হয়।

এই রাজ্যের মধ্যে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে দেওয়ান আদিত্য সার নির্ম্মিত সম্বলেশ্বরমন্দির দর্শনযোগ্য। বর্ত্তমান রাজা ভবানী প্রতাপ সা জব্বলপুরের রাজকুমার-কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া এক্ষণে রাজ্যশাসন করিতেছেন। তাঁহার নাবালক অবস্থায় ইংরাজ-রাজ স্বহস্তে সারণগড়ের পরিদর্শনভার গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান রাজার পিতা সংগ্রাম সা বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার যত্নে রাজধানীতে ও রাজ্যের অন্যান্য প্রধান গ্রামেও বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। এখানে রাজার প্রাসাদ বিদ্যমান।

সারণা (স্ত্রী) রসের সংস্কার বিশেষ। (রসচি° ৩ অ°)

সারণি (স্ত্রী) সৃ-ণিচ্-অনি (উণ্ ২।১০৩) ১ ক্ষুদ্র নদী। ২ প্রসারিণী, চলিত গন্ধভাদুলি। (উজ্জ্বল) ৩ পুনর্ণবা। (বৈদ্যকনি°)

সারণিক (ত্রি) পথিক, পান্থ।

"যদা সারণিকান্ রাজা পুত্রবৎ পরিরক্ষতি।
ভিনত্তি ন চ মর্য্যাদাং স রাজ্ঞো ধর্ম্ম উচ্যতে ॥" (ভারত ১২।৯১।৩৬)

সারণিকঘ্ন (ত্রি) সারণিকান্ পথিকান্ হন্তীতি হন-টক্। দস্যু। অসহায় পথিকদিগকে যাহারা বিনাশ করে।

সারণী (স্ত্রী) সারণি বাহুলকাৎ ঙীষ্। ১ প্রসারণী। ২ স্বল্প-নদী। (মেদিনী)

সারণেশ (পুং) পর্ব্বতভেদ।

সারণ্ড (পুং) সর্পাণ্ড, সর্পডিম্ব। (জটাধর)

সারতণ্ডুল (পুং) তণ্ডুলসার, চাউল।

সারতম (ত্রি) অয়মেষামতিশয়েন সারঃ সার-তমপ্। সকলের মধ্যে যাহা অতিশয় সার, তাহাই সারতম।

সারতরু (পুং) সারং জলং তৎপ্রধানস্তরুঃ। ১ কদলীবৃক্ষ। (ধনঞ্জয়) (পুং) ২ খদিরবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সারতা (স্ত্রী) সারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারতৈল (ক্লী) সুশ্রুতোক্ত ক্ষুদ্ররোগে প্রযোজ্য তৈল। শিংশপা, অগুরু, সরল ও দেবদারু প্রভৃতির তৈল। (সুশ্রুত চি° ২০ অ°)

সারথি (পুং) সরত্যশ্বানিতি সৃ অন্তর্ভাবিণ্যর্থঃ, (সর্ত্তেণিচ্চ।

উণ্ ৪।৮৯) ইতি সথিন্। রথাদি ঘোটকনিয়োগকর্ত্তা, রথাদি চালক, পর্য্যায়—নিয়ন্তা, প্রাজিতা, যন্তা, সূত, ক্ষত্ত, সব্যেষ্টা, দক্ষিণস্থ, রথকুটুম্বী, সাদী, সব্যেষ্ট, নিয়ামক, চাতুরিক, প্রচেতা, রথনাগর।

অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিয়াছেন যে, 'সরথস্যাপত্যং সারথিঃ বাহ্বাদত্ত ইতি ঞি, বা সহ রথেন বর্ত্ততে যোঽসৌ সরথোঽশ্বঃ তং প্রেরয়তি, বা সারয়তি অশ্বান্ সৃ-অথিঃ' (ভরত)।

সরথের অপত্য সারথি, রথের সহিত যাহারা বর্ত্তমান থাকে তাহার নাম সরথ। সরথ শব্দে অশ্ব, অশ্বকে যিনি প্রেরণ বা চালন করেন, তাহারই নাম সারথি। মৎস্যপুরাণে সারথির লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে,

"নিমিত্তশকুনজ্ঞানী হয়শিক্ষাবিশারদঃ।
অশ্বায়ুর্ব্বেদতত্ত্বজ্ঞো ভূরিভাগবিশেষবিৎ॥
স্বামিভক্তো মহোৎসাহঃ সর্ব্বেষাঞ্চ প্রিয়ংবদঃ।
শূরশ্চ কৃতবিদ্যশ্চ সারথিঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥" (মৎস্যপু° ২১৫অঃ)

যিনি নিমিত্ত ও শকুনশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, অশ্বশিক্ষা-বিষয়ে কুশল, অশ্বচিকিৎসানিপুণ, ভূরিভাগবিশেষজ্ঞ, স্বামিভক্ত, অতিশয় উৎসাহসম্পন্ন, সকলের প্রিয়, শূর ও কৃতবিদ্য এই সকল গুণ যাহার আছে, তিনিই সারথি হইতে পারেন। এই সকল গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সারথ্যকর্ম্মে নিয়োগ করা বিধেয়। ২ সমুদ্র। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি)

সারথিত্ব (ক্লী) সারথের্ভাবঃ কর্ম্ম বা ত্ব। সারথির কার্য্য, সারথ্য, অশ্বচালন।

সারথ্য (ক্লী) সারথি-ষ্যঞ্। ১ রথাদি চালন, সারথির কার্য্য। ২ যান। ৩ সাহায্য।

সারদা (স্ত্রী) সারং দদাতীতি দা-ক। ১ সরস্বতী। ২ দুর্গা।

"শরৎকাল-বোধনীয়ত্বেন শারদাপদব্যুৎপত্তেস্তৎপদং তালব্যাদি, সারং দদাতীতি ব্যুৎপত্তিস্তু কাল্পনিকী" (তিথিতত্ত্ব) দুর্গা এই অর্থে উক্ত শব্দ তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়, কিন্তু তালব্য শকারেরই অধিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ত্রি) ২ সারদাতা, যিনি সার দান করেন।

"লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি।" (মহিম্নস্তব)

সারদা, অযোধ্যা ও উত্তরপশ্চিম ভারতে প্রবাহিত একটী নদী। এই নদী হিমালয়ের ১৮০০০ ফিট্ উচ্চ শিখর হইতে উদ্ভূত হইয়া তিব্বত ও কুমায়ুনের মধ্য দিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠে ১৪৮ মাইল পথ অতিবাহনের পর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৪৭ ফিট্ উচ্চস্থিত বরমদেও (অক্ষা° ২৯° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ১৩´ পূঃ) নামক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছে। এখানে নদীবক্ষ ৪৫০ ফিট্ বিস্তৃত এবং জলস্রোত প্রতি সেকেণ্ডে ৬৩০০ কিউবিক ফিট্।

বরমদেও হইতে সারদা নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ৯ মাইল দক্ষিণে বনবাস নামক স্থানে পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে। এখানে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া মুণ্ডিয়াঘাট নামক স্থানে আবার মিশিয়াছে। নদীর উৎপত্তি-স্থান হইতে মুণ্ডিয়াঘাট প্রায় ১৬৮ মাইল। এখানে নদীটী প্রপাতাকারে সমতল প্রান্তরে নিপতিত হইয়া ধীর মন্থর গতিতে প্রবাহিত হইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের খৈরাগড় পরগণায় ইংরাজ-রাজ্য সীমায় আসিয়া পড়িয়াছে। প্রায় ১৯০ মাইল পথ অতিক্রমের পর মোখিয়াঘাট নামক স্থানে চৌকা নামক নদী ইহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অতঃপর মিলিতনদী চৌকা নামে খ্যাত থাকিয়া দক্ষিণকূলে (অক্ষা° ২৭° ৯´ও দ্রাঘি° ৮১° ৩০´ পূঃ) আসিয়া মিশিয়াছে।

সারদা, লিপিভেদ। গুপ্তবংশের অবনতির পর গুপ্তলিপি হইতে সারদা, শ্রীহর্ষ ও কুটিল প্রভৃতি লিপির উদ্ভব হয়। এই লিপি উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রচলিত। বর্ত্তমান কাশ্মীরী, গুরুমুখী ও সিন্ধী অক্ষরগুলি সারদা অক্ষর হইতে অনুকৃত।

সারদাতীর্থ, একটী প্রাচীন তীর্থ। (বৃহন্নীলত° ২১, ২৩)

সারন্দা, বাঙ্গালার সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রামগুচ্ছ বা পীড়। এই পীড়ে প্রায় ৮৮টী গ্রাম আছে। অক্ষা° ২২° ১´ ১৫´´ উঃ হইতে ২২° ৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২´ হইতে ২৮° ২৮´ পূঃ মধ্য।

সারদারু (পুং) সারময় দারু, সারময় কাষ্ঠ। (বৃহৎস° ৫৪।১১৮)

সারদাসুন্দরী (স্ত্রী) দুর্গা।

সারদ্রুম (পুং) সার অতিদৃঢ়ঃ দ্রুমঃ। ১ খদির বৃক্ষ। (রাজনি°) সারপ্রধান বৃক্ষ, যে সকল বৃক্ষে উত্তম সার হয়, তাহাকে সারদ্রুম কহে। (বৃহৎস° ৪৩।৫৮)

সারধাতৃ (পুং) বোধজনয়িতা, যিনি বোধ জন্মান। 'সারস্য বোধস্য চ ধাতা জনয়িতা।' (হরিবংশটীকা নীলকণ্ঠ)

সারধান্য (ক্লী) সারভূতং শ্রেষ্ঠং ধান্যং। শ্রেষ্ঠ ধান্য, উত্তম ধান।
"আশ্রমিণঃ পাষণ্ডা নরেশ্বরাঃ সারধান্যঞ্চ।" (বৃহৎসংহিতা১৫।২৯)

সারধ্বজি (পুং) সরধ্বজ-অপত্যার্থে ইঞ্। সারধ্বজের গোত্রাপত্য।

সারনাথ (পুং) বারাণসীর উত্তরপশ্চিমে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত একটী পল্লীর নাম। তন্নামক শিবের নাম হইতে এই স্থান সারনাথ নামে খ্যাত হইয়াছে। এই স্থানে কয়েকটী বৌদ্ধস্তূপ ও বৌদ্ধদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় [illegible]তাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান, বারাণসী ও সারনাথে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি

লিখিয়াছেন,—কাশীনগরের প্রায় দুই ক্রোশ দূরে মৃগদাব (বর্ত্তমান সারনাথ) উপবনে বিহার ও সঙ্ঘারাম অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থলে একজন প্রত্যেকবুদ্ধ বাস করিতেন, সেই জন্য ইহার পূর্ব্ব নাম ঋষিপত্তন। যে স্থলে বুদ্ধদেব আগমন করিবামাত্র কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচ জন ব্যক্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানে পরে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত স্থান হইতে ষষ্টিপদ উত্তরে যে স্থানে বুদ্ধদেব পূর্ব্বাস্য হইয়া কৌণ্ডিন্যপ্রমুখ ব্যক্তিগণকে দীক্ষিতকরণার্থ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, এই স্থান হইতে বিংশতি পদ উত্তরে, যে স্থলে বৌদ্ধদেব মৈত্রেয় বুদ্ধের আবির্ভাব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন; এই স্থানের পঞ্চাশ পদ দক্ষিণে যে স্থলে এলাপত্রনাগ বুদ্ধদেবকে তাঁহার নাগজন্ম হইতে মুক্তির বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিল, এই সকল স্থানেও স্তূপনির্ম্মিত হইয়াছিল। মৃগদাব উপবনের মধ্যে দুইটী সঙ্ঘারাম বিদ্যমান আছে; উহাতে অদ্যাপি বৌদ্ধভিক্ষুগণ বাস করিয়া থাকেন।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন-পরিব্রাজক যুয়ন্ চুয়ং কাশীরাজ্যে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি যে সকল স্থান পরিক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানের বৌদ্ধকীর্ত্তি সকলের বর্ণনা বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পাঠে অবগত হওয়া যায়,—রাজধানীর উত্তরপূর্ব্বে বরণানদীর পশ্চিমে অশোকরাজনির্ম্মিত একটী স্তূপ ছিল। এই স্তূপ ১০০ ফিট্ উচ্চ, ইহার সম্মুখে একটী প্রস্তরস্তম্ভ। যুয়ন্ চুয়ং বরণা নদীর উত্তর-পূর্ব্বে ১০ লি পথ অতিক্রম করিয়া মৃগদাবের সঙ্ঘারামে উপনীত হইয়াছিলেন। এই সঙ্ঘারাম ৮ মহলে বিভক্ত ও চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত ছিল। এই সঙ্ঘারামের বারাণ্ডা অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্যমণ্ডিত। সেই সময়ে এখানে ১৫০০ বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেন; তাঁহারা সম্মতীয় দলভুক্ত হীনযান সম্প্রদায়ী। প্রদক্ষিণার মধ্যেই ২০০ ফিট্ উচ্চ একটী বিহার বিদ্যমান। ইহার ভিত্তি ও অধিরোহণীগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত। কিন্তু গম্বুজ ও গবাক্ষগুলি ইষ্টকখচিত। চারিদিকে প্রায় শতাধিক গবাক্ষ এবং প্রত্যেক গবাক্ষ মধ্যে এক একটী স্বর্ণময়ী বুদ্ধমূর্ত্তি। বিহারের মধ্যস্থলে একটী বৃহৎ তাম্রময় বুদ্ধ ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনে নিরত। বিহারের দক্ষিণ-পশ্চিমে অশোকরাজপ্রতিষ্ঠিত সমুচ্চ স্তূপ-ধ্বংসাবশেষ ১০০ ফিট্ জাগিয়া ছিল। এই স্তূপের সম্মুখেই ৭০ ফিট্ উচ্চ একটী পাষাণস্তম্ভ; ইহা পদ্মরাগের মত উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ, মধ্যভাগ তুষারচিক্কণ; এই স্তম্ভগাত্রে বুদ্ধের প্রতিবিম্ব পাত হয়। এইখানে শাক্যসিংহ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। এই স্তূপের অদূরে অজ্ঞাতকৌণ্ডিন্য, প্রত্যেকবুদ্ধবর্গ, মৈত্রেয়-বোধিসত্ত্ব ও শাক্যবোধিসত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন স্তূপ দৃষ্ট হইত। সঙ্ঘারামের প্রাচীরবেষ্টনীর মধ্যে শত শত বিহার ও স্তূপের পবিত্র নিদর্শন ছিল। উক্ত প্রদক্ষিণার পশ্চিমে একটী স্বচ্ছ-সলিল সুবৃহৎ সরোবর ছিল; এই সরোবরে বুদ্ধদেব স্নান করিতেন। ইহার পশ্চিমে ও দক্ষিণে অপর দুইটী স্বচ্ছসলিল সরোবর। এই স্থানের অনতিদূরে চীন-পরিব্রাজক আরও কয়েকটী স্তূপ দেখিয়াছিলেন। *

এতদ্ব্যতীত যুয়ন-চুয়ং খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে সেখানকার উল্লেখযোগ্য হিন্দুর কীর্ত্তিসমূহ লিপিবদ্ধ করিতে বিস্মৃত হন নাই। তাঁহার লিখিত বারাণসী ও সারনাথের (মৃগদাবের) বর্ণনাপাঠ করিলে মনে হয়, হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম তখনও কেমন পাশাপাশি আপন গৌরবরক্ষা করিতেছিল। বর্ত্তমানকালে বারাণসী সেই পূর্ব্বতন হিন্দু-গৌরব রক্ষা করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইলেও, সারনাথ বৌদ্ধক্ষেত্রের সেই পূর্ব্বসমৃদ্ধির কিছুই এখন বর্ত্তমান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক যুয়ন্ চুয়ঙ্গের সময় হইতেই সারনাথের দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী পালরাজগণের যত্নে কতকটা পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষিত হইলেও মুসলমানের হস্তে এখানকার বৌদ্ধপ্রভাবের শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। বলিতে কি মুসলমানের হস্তেই এখানকার বৌদ্ধকুল নির্ম্মূল এবং পবিত্র বিহার ও সঙ্ঘারামসমূহ সম্পূর্ণরূপ বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের মনোযোগ সারনাথের ধ্বংসাবশেষের উপর নিপতিত হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কনিংহাম ধামেক নামক প্রস্তরস্তূপ খনন করান এবং তৎপরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে মেজর কীটো এই স্তূপের কতকাংশ পুনবায় উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীরাজের দেওয়ান জগৎসিংহ স্বনামে কাশীতে একটী মহল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময় সারনাথের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে মহল্লা নির্ম্মাণের উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই উপাদানসংগ্রহকালে সারনাথের অনেকগুলি স্তূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং যখন সারনাথের উপর পাশ্চাত্য পাণ্ডিতগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তাহার বহুপূর্ব্বেই ইহার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধকীর্ত্তি সকল বহু পরিমাণে লয় প্রাপ্ত হইয়াছিল।

ধামেক স্তূপটী সর্ব্বজনপরিচিত। ইহার ভিত্তি হইতে ১১০ ফিট্ এবং পার্শ্বস্থিত সমতলভূমিখণ্ড হইতে ১২৮ ফিট্ উচ্চ। ইহার ভিত্তি বৃহদাকার প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত। ভিত্তি ৪৩ ফিট পর্য্যন্ত প্রস্তরময় এবং ইহার উপরিভাগ ইষ্টকনির্ম্মিত। প্রস্তরাংশে বহুবিধ খোদিত কারুকার্য্য আছে। কানিংহাম সাহেবের

* Beal's Buddhist Record of the Western World, vol. II.

মতে ধামেক নাম "ধর্ম্মোপদেশক" বা "ধর্ম্ম-দেশক" শব্দের অপভ্রংশ। ধামেক হইতে ৫২০ ফিট পশ্চিমে একটী বৃহৎ গোলাকার গর্ত্ত ও তাহার চারিপার্শ্বে প্রায় ১১ ফিট প্রস্থের একটী ইষ্টকনির্ম্মিত ভিত্তি আছে। দেওয়ান জগৎসিংহ এই স্থলে একটী স্তূপ খনন করাইয়াছিলেন, তাহারই এই গর্ত্ত রহিয়াছে। ইহা এক্ষণে জগৎসিংহের স্তূপ বলিয়া পরিচিত। জগৎসিংহ কর্ত্তৃক এই স্তূপখননকালে, একটী বৃহৎ প্রস্তরাধার মধ্যস্থিত একটী ক্ষুদ্রাকার মর্ম্মরাধারের মধ্যে কতকগুলি অস্থিখণ্ড, মণিমুক্তাপ্রবাল ও সুবর্ণপাত্র পাওয়াছিল। এতদ্ব্যতীত এইস্থলে একটী বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তির পাদতলে বঙ্গের পালবংশীয় রাজা মহীপালের খোদিত লিপি আছে। কানিংহাম সাহেব খননকালে একখণ্ড সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত প্রস্তরময় তোরণের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার দুই পার্শ্বে ২টী ক্ষুদ্র মন্দিরাকার গৃহ খোদিত আছে। ইহার একটীতে দীপঙ্কর বুদ্ধের উপাখ্যান এবং অন্যটীতে শাক্যবুদ্ধ ও মলয়গিরি নামে হস্তীর উপাখ্যান খোদিত আছে। এই তোরণাংশ এক্ষণে কলিকাতার মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন কনিংহাম্ সাহেব সারনাথের সন্নিকটে বরাহীপুর গ্রামে একটী ভগ্নমন্দিরের পার্শ্বে ৫০।৬০ খণ্ড প্রস্তরমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। এই স্থান খননকালে মেজর কীটো কতকগুলি মঠভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ধামেক হইতে ২৫০০ ফিট দক্ষিণে চৌখণ্ডি নামক একটী স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আছে। জেনারেল কনিংহাম ১৮৩৫ খৃঃ অব্দে এই স্তূপও খনন করিয়াছিলেন। ইহার উপরে একটী বুরুজ আছে। এই বুরুজের দ্বারের উপরস্থ একখণ্ড শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে বাদশাহ হুমায়ুনের এই স্থান পরিদর্শনের চিহ্নস্বরূপ এই বুরুজ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ইঞ্জিনিয়ার ওয়েরেণ্টল সাহেব গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে সারনাথ পুনরায় খনন করাইয়াছিলেন। এই খননকালে তথা হইতে বহুবিধ প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—[৪৮৩ হইতে ৪৮৬ পৃষ্ঠায় চিত্র দ্রষ্টব্য।]

১। একটী মন্দিরের ভিত্তি।

২। মহারাজ কনিষ্কের সময়ের একটী বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, প্রস্তর ছত্র ও স্তম্ভগাত্রোৎকীর্ণ লিপি।

৩। মহারাজ অশোকের একটী খোদিত স্তম্ভ ও স্তম্ভ ফলকের ভগ্নাংশ।

৪। একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি ও রাজা অশ্বঘোষের একখানি খোদিতলিপি।

৫। বহু হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্ত্তি।

প্রায় ২০০ বর্গ ফিট স্থান খনন হইয়াছিল। জগৎসিংহের স্তূপের ২০০ ফিট উত্তরে এই মন্দিরের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৯৪ ফিট। ৩টী সোপান আরোহণ করিলে, মন্দিরের প্রধান দ্বারে উপনীত হওয়া যায়, এই দ্বার পূর্ব্বদিকে। এই স্থানে কতকগুলি চতুষ্কোণখোদিত প্রস্তর বাহির হইয়াছে। প্রধান দ্বার অতিক্রম করিলে প্রাঙ্গণে উপস্থিত হওয়া যায়। এই প্রাঙ্গণ দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফিট এবং প্রস্থে ২৩ ফিট। প্রধান দ্বার ভিন্ন মন্দিরের অপর তিন দিকে আরও ৬টী দ্বার আছে। মন্দিরের পূর্ব্ব দিকের ভিত্তি এবং প্রাচীরের কিয়দংশ প্রস্তরনির্ম্মিত; তদ্ভিন্ন মন্দিরের অন্যান্য অংশ ইষ্টকনির্ম্মিত, তবে স্থানে স্থানে কার্য্যে খোদিতপ্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী মস্তকবিহীন ভূমিস্পর্শমুদ্রাবস্থিত বুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। ইহার নিম্নে একটী চিত্র খোদিত আছে। তদ্ভিন্ন একটী উৎকীর্ণ লিপিও এই মূর্ত্তিতে বিদ্যমান আছে। খোদিত আছে,—"দেয় ধর্ম্মোয়ং শাক্য ভিক্ষোঃ স্থবিরবন্ধুগুপ্তস্য" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, এই মূর্ত্তি স্থবির বন্ধুগুপ্তের দান। প্রাঙ্গণের দক্ষিণ দিকে, একটী চতুষ্কোণ ইষ্টকনির্ম্মিত অতি প্রাচীন স্তূপ উদ্ঘাটিত হইয়াছে। ইহার চতুষ্পার্শ্বে সাঞ্চী ও ভারহুতের রেলিংএর ন্যায় প্রস্তরনির্ম্মিত রেলিং আছে।

চারিটী ইষ্টকময় স্তূপের ধ্বংসাবশেষের সন্নিকটে একটী বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি, প্রস্তরছত্র ও খোদিত স্তম্ভ বাহির হইয়াছে। স্তম্ভগাত্রে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর অক্ষরে নিম্নলিখিত ১০ পংক্তি লিপি খোদিত আছে—

"মহারাজস্য কণিষ্কস্য সং ৩ হে ৩ দি ২২
এতায় পুর্ব্বায় ভিক্ষুস্য পুষ্যবুদ্ধিস্য সার্দ্ধ্যাবি
হারিস্য ভিক্ষুস্য বলস্য ত্রেপিটকস্য
বোধিসত্ত্বছত্রং যষ্টি প্রতিস্থাপিত
বরাণসয়ে ভগবতো চংকমে সহামাত
পিতিহি সহ (?) উপধ্যায় (?) হি সদ্ধ বিহারি
হি নিবসিক......সহা বুদ্ধমিত্রয়ে ত্রেপিটিক
য়ে মহা ক্ষত্রপেন বনস্পারেন খরপল্ল-
নেন চ সহা পরিষ হি (?) সর্ব্ব সত্বনং
হিত সুখার্থ" ইত্যাদি।

এখনও সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার হয় নাই; ষষ্ঠ পংক্তি হইতে এই লিপি নষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যতদূর পাঠোদ্ধার হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায় যে, মহারাজ কনিষ্কের তৃতীয় সংবৎসরে হেমন্তের তৃতীয় মাসের দ্বাবিংশতি দিবসে ভিক্ষু পুষ্যবুদ্ধি ও তাঁহার সার্দ্ধবিহারী (সঙ্গী) ভিক্ষুবল ত্রিপিটক দ্বারা বোধিসত্ত্ব মূর্ত্তি, ছত্র ও যষ্টি ত্রৈপিটিক বুদ্ধমিত্র ও ক্ষত্রপ বনস্পর ও খরপল্লনের সাহায্যে বারাণসীতে বুদ্ধের চংক্রমণ (সংক্রমণ) স্থানে প্রতিষ্ঠাপিত হয়।

মন্দিরের পশ্চিমদ্বারের সম্মুখে দশহস্ত পশ্চিমে মহারাজ অশোকের লিপিযুক্ত একটী খোদিতস্তম্ভ বাহির হইয়াছে। এই স্তম্ভ দশফিট গভীর একটী গর্ত্তের মধ্যে অবস্থিত। অশোকের খোদিত লিপির প্রথম তিন পংক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনের বাঙ্গালা অনুবাদ নিম্নে লিখিত হইল ;—[৪৮৬ পৃষ্ঠা দেখ]

সঙ্ঘের ভরণের বা প্রতিপালনের নিমিত্ত এইরূপ। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সঙ্ঘ ভোজন করিবেন ; ইঁহাদের নিমিত্ত শুক্লবস্ত্র স্থাপন বা আস্তরণের আদেশ হইল। গ্রহণ করিতে আসিবেন, তাঁহাদের আবাসের নিমিত্ত এইরূপ আদেশ হইল। দেবতাদিগের প্রিয় এইরূপ আদেশ করিয়া বলেন 'ঈদৃশী লিপি আপনাদের সমীপে আপনাদের স্মরণার্থ উৎকীর্ণ থাকিল। এই লিপি এইরূপ ভাবেই উপাসকদিগের নিকট লিখিয়া প্রেরিত হইল। সেই উপাসকগণও ইহাদের পোষণের নিমিত্ত ব্যবস্থা করুন। সকলের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও প্রতিপালন কার্য্যের নিশ্চয়তা সম্পাদনের জন্য এক একটী মহামাত্য নিযুক্ত হইলেন ; তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য এই শাসন (প্রচারিত হইল)। (সাধারণের) বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ও বিজ্ঞাপনের জন্য এবং আপনাদের আহার, রক্ষা ও আশ্রয়ের জন্য এই শাসন নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বত্র এই বিজ্ঞাপন পত্রসহ আপনারা বিদেশে গমন করুন। এইরূপ কোট বিশ্বপেরা বিজ্ঞাপন পত্রসহ বিদেশে লোক প্রেরণ করুন।'

এই অনুশাসন ব্যতীত এই স্তম্ভে আরও দুইটী খোদিত লিপি আছে। একটীতে ক্ষত্রপাক্ষরে লিখিত আছে, "পরিগেহ্ রাঞ্ঞ অশ্বঘোষস্য চতরিশে সংবছরে হেমত পখে প্রথমে দিবসে দশমে।" অর্থাৎ 'রাজা অশ্বঘোষের চত্বারিংশৎ-সংবৎসরে হেমন্তের প্রথম পক্ষের দশম দিবসে পরিগ্রহের নিমিত্ত।'

মন্দিরের উত্তরে একটী বৃহৎ সঙ্ঘারামের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী চল্লিশ ফিট দীর্ঘ ও আট ফিট প্রস্থ গৃহ ছিল। এই স্থলে রাজা অশ্বঘোষের নামখোদিত একখানি প্রস্তরফলকের ভগ্নাংশ বাহির হইয়াছে।

মন্দির প্রাঙ্গণের দক্ষিণাংশে চারি জন তীর্থঙ্করের মূর্ত্তি অঙ্কিত একটী জৈন চতুর্ম্মুখ আছে। এই স্থান হইতে অসংখ্য বৌদ্ধমূর্ত্তি ও অনেক গুলি হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তির মধ্যে বিষ্ণু, গণেশ ও হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সারনাথে এখনও মধ্যে মধ্যে খননকার্য্য চলিতেছে ; তবে আজকাল আর কোন বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুরাকীর্ত্তি উদ্ঘাটিত হয় নাই। এই স্থানে উপর্য্যুপরি খননকার্য্য চলিলে, ভবিষ্যতে যে আরও অসংখ্য প্রাচীন কীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়া ঐতিহাসিক জগতে নূতন যুগ প্রবর্ত্তিত করিবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদিন সারনাথ হইতে যে সকল মূর্ত্তি এবং অন্যান্য পুরাকীর্ত্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই সকল আলোচনা করিলে, বারাণসীতে বৌদ্ধপ্রভাবের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইতে পারা যায়।

সারনাথ চতুষ্পার্শ্বস্থ সমতল ভূমি হইতে প্রায় ৩০।৪০ ফিট উচ্চ। প্রায় দুই বর্গ মাইল স্থান সারনাথ নামে পরিচিত। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই স্থানে স্তূপ, বিহার ও সঙ্ঘারাম প্রভৃতি নির্ম্মিত হইয়া আসিতেছিল। কালক্রমে ঐ সকল ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে, পুনরায় তাহার উপর বহুতর গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এইরূপে মহারাজ অশোকের সময়ের পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া প্রায় আড়াই হাজার বৎসর হইতে সারনাথ ক্রমশঃ উচ্চতা প্রাপ্ত হইয়া, বর্ত্তমান সময়ে ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমিখণ্ড হইতে এইরূপ উচ্চে অবস্থিত রহিয়াছে। যুয়ন চুয়ঙ্গ্ বর্ণিত বরণা নদীর উত্তর-পূর্ব্বস্থিত অশোকনির্ম্মিত স্তম্ভ এক্ষণে ভৈঁরো লাট নামে অভিহিত হয়। এই স্তম্ভের নিম্নাংশ দুই তিন ফিট মাত্র অবশিষ্ট আছে, তদ্ভিন্ন অপর অংশ গঙ্গাগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। এই স্তম্ভ সংলগ্ন যুয়ন চুয়ঙ্গ্ বর্ণিত স্তূপের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে এই স্থানে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। চীনপরিব্রাজক বর্ণিত তিনটী পুষ্করিণী এখনও বর্ত্তমান ; কিন্তু এই গুলি এক্ষণে অত্যন্ত বৃহদাকারে বিরাজ করিতেছে। কনিংহাম্ এই তিনটী পুষ্করিণীকে চন্দোকর বা চন্দ্রতাল, নরোকর বা সারঙ্গতাল এবং নয়াতাল নামে উল্লেখ করিয়াছেন। সারনাথ ও চৌখণ্ডির মধ্যবর্ত্তী স্থান আজকাল মৃগগণের আবাসভূমি। এই স্থান এক্ষণে কাশী মহারাজের মৃগয়াভূমিরূপে ব্যবহৃত হয়।

সারপত্র (ত্রি) ১ সারবিশিষ্ট বা স্থূলপত্রযুক্ত। (ক্লী) ২ যে পত্রে সার (manure) হয়।

সারপদ (পুং) পক্ষিভেদ। এই পক্ষী বিষ্কির জাতীয়। (চরক)

সারপাক (ক্লী) তন্নামক ফলবিষবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ২ অ°)

সারপাদপ (পুং) সারঃ অতিদৃঢ়ঃ পাদপঃ। ধামণি বৃক্ষ। (রত্নমালা) সারবৃক্ষ, সারী গাছ।

সারফল্গুত্ব (ক্লী) সারঃ প্রধানং ফল্গু অসারং তয়োর্ভাবঃ ত্ব। সারফল্গুতা, প্রাধান্যাপ্রাধান্য, ভাল মন্দ দ্রব্যের ভাব।

"এতদ্বঃ সারফল্গুত্বং বীজযোন্যোঃ প্রকীর্ত্তিতং।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি যোষিতাং ধর্ম্মমাপদি॥" (মনু ৯।৫৬)

'সারফল্গুত্বং প্রাধান্যাপ্রাধান্যং' (কুল্লূক)

সারভট্টারক (পুং) জনৈক গ্রন্থকার।

সারভাণ্ড (ক্লী) সারস্য ভাণ্ডমিব। অকৃত্রিম বাণিজ্যদ্রব্য।

"সমুদ্রপরিবর্ত্তঞ্চ সারভাণ্ডঞ্চ কৃত্রিমম্।
আধানং বিক্রয়ং বাপি নয়তো দণ্ডকল্পনা॥" (যাজ্ঞবল্ক্য° ২।২৫০)

সারনাথ হইতে নবাবিষ্কৃত মহারাজ অশোকের খোদিতলিপি
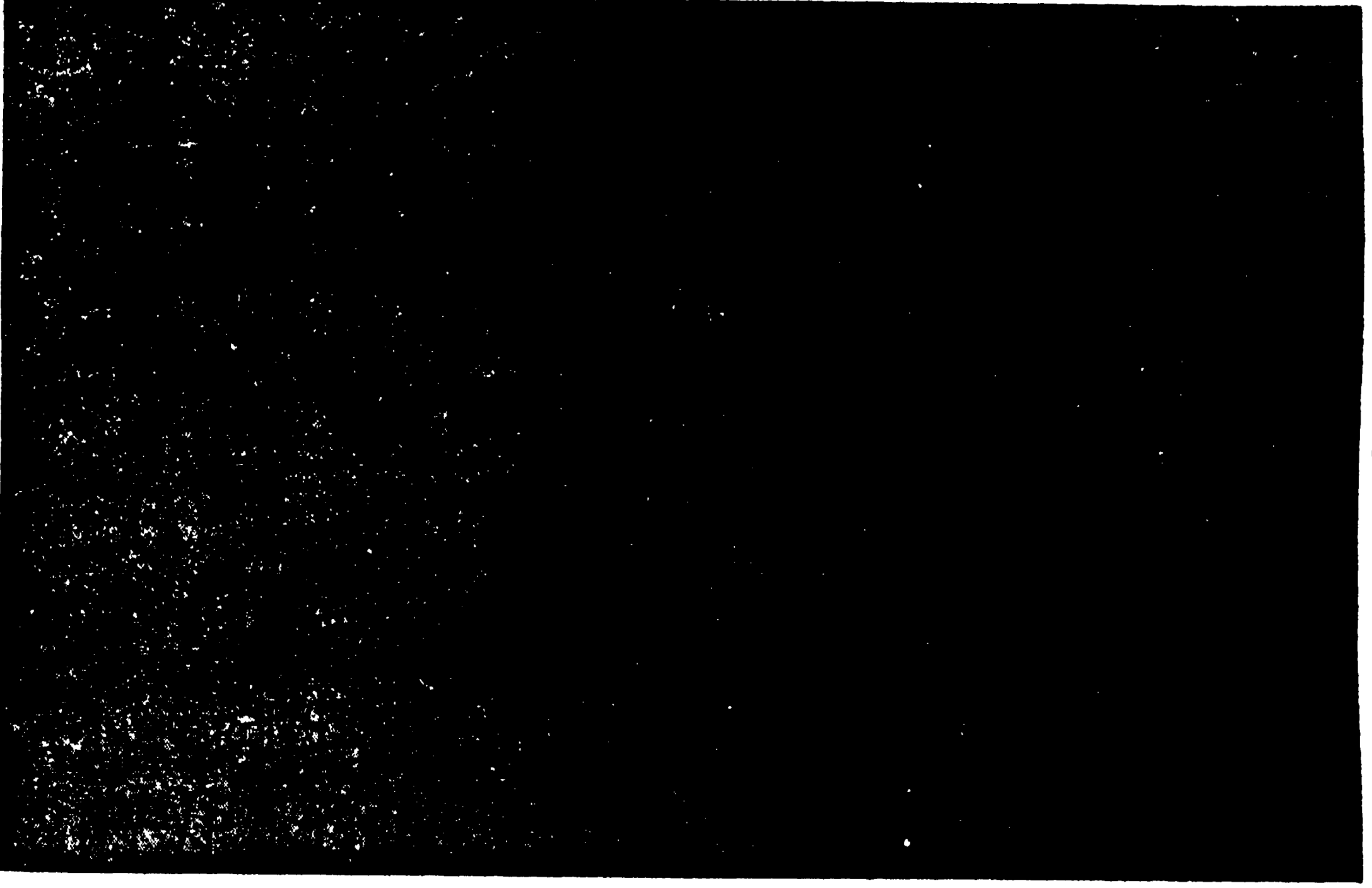
লিপির পাঠ

১। নপাসংঘে ভেতবে এবং

২। ভিখুনিচ-সংঘভোখতি-স উদতানি দুস সানং ধাপয়িয়া আনুবিসসি।

৩। আবাসয়িয়ে হেবং ইয়ং সাসনে ভিখুসংঘ সিচ ভিখুনিসংঘসিচ বিনপয়িত বিয়ে

৪। হেবং দেবানংপিয়ে আহা হেদিসাচ ইকলিপী তুফাকংতিকংহুবাতি সংসলনসি লিখিতা

৫। ইকাচ লীপিহেদিসমেব উপাসকানং তিকং নিখিপাথতেপিচ উপাসকা অনুপোসথং য়াবু

৬। এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে অনুপোসথংচ ধুবায়ে ইকিকে মহামাতে পোসথায়ে

৭। যাতি এতমেব সাসনং বিস্বং সয়িতবে আজানিতবেচ আবতকেচ তুফাকং আহালে

৮। সবত বিবাস যাথ তুফে এতেন বিয়ংজনেন হেমেব সবেসু কোটবিসবেসু এতেন.

৯। বিয়ংজনেন বিবাসা পয়াথা।

গেলে অথবা দাঁত কন্‌কনানি হইলে সেই ক্ষত স্থানে বা দন্ত মাড়িতে আটা লাগাইয়া দিলে যাতনার উপশম হয়। ইহার ছালের কাথ বলকর, বহুমূত্ররোগের ইহা বিশেষ গুণদায়ক। বীজের গুণ শীতল ও বল্য। কচি বটপাতা বাটিয়া উত্তপ্ত করিয়া ফোড়ার উপর দিলে পুল্‌টিসের কার্য্য করে। গণোরিয়া রোগে ইহার শিকড়চূর্ণ বিশেষ উপকারী। উহা সালসার কার্য্য করে।

কচি শাখার কাথ রক্তোৎকাশনাশক, ঝুরির কচি আগাগুলি বমননিবারক, শুষ্ক বটের আটা ও ফল স্বপ্নদোষ (Spermatorrhœa), প্রমেহ (gonorrhœa)-নাশক ও কামোদ্দীপক, কচি কুঁড়ি ও দুগ্ধগুলি ধারকগুণ বিশিষ্ট এবং অজীর্ণ ও উদরাময়-রোগে উহা বিশেষ হিতকর।

ইহার লাল বর্ণ পাকা ফল দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্রলোকে পেটের জ্বালায় খায়, হস্তী-গবাদিও ইহার পাতা খাইতে ভাল বাসে। ইহার কাষ্ঠ বিশেষ উপকারে আইসে না। কেবল সরু সরু শুষ্ক ডালগুলি সমিধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে মাত্র!

Ficus elastica বা আটা-বট নামে আর এক শ্রেণীর বটবৃক্ষ দেখা যায়। উহার আটা রবারের ন্যায় গুণযুক্ত।

[রবার দেখ।]

গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, কফ, পিত্তজ্বরাপহা, দাহ, তৃষ্ণা, মেহ, ব্রণ ও শোফনাশক। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশ মতে—

"বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্তব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্পদাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥" (ভাবপ্র°)

শীতল, গুরু, গ্রাহক, কফ, পিত্ত ও ব্রণনাশক, বর্ণকর, বিসর্প ও দাহনাশক, কষায় ও যোনিদোষ-নিবারক।

বৃক্ষের মধ্যে বট ও অশ্বত্থ এই দুইটী বৃক্ষ পূজনীয় এবং বটবৃক্ষ স্বয়ং রুদ্রস্বরূপ।

"কথং ত্বয়াশ্বত্থবটৌ গোব্রাহ্মণসমৌ কৃতৌ।
সর্ব্বেভ্যোঽপি তরুভ্যস্তৌ কথং পূজ্যতমৌ কৃতৌ॥
অশ্বত্থরূপো ভগবান্ বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ।
রুদ্ররূপো বটস্তদ্বৎ পলাশো ব্রহ্মরূপধৃক্॥
দর্শনস্পর্শসেবাসু তে বৈ পাপহরাঃ স্মৃতাঃ।
দুঃখাপদ্‌ব্যাধিদুষ্টানাং বিনাশকারিণৌ ধ্রুবম্॥"
(পাদ্মোত্তরখ° ১৬০ অ°)

এই বৃক্ষের দর্শন, স্পর্শ ও সেবা করিলে পাপ বিদূরিত এবং দুঃখ আপদ্ ও ব্যাধি প্রভৃতি প্রশমিত হইয়া থাকে। এই জন্য এই বৃক্ষ অতিশয় পূজ্য, অতএব এই বৃক্ষ রোপণ করিলে অশেষ পুণ্য সঞ্চয় হয়। বৈশাখাদি পুণ্য মাসে এই বৃক্ষে জল-সেক করিলে পাপ ধ্বংস ও নানাবিধ সুখ সম্পদ্ লাভ হইয়া থাকে। এই বৃক্ষ ছায়াবৃক্ষ, ইহার ছায়া অতি সুশীতল, এই বৃক্ষ সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকে।

২ কপর্দ্দ, কড়ি। (মেদিনী) ৩ গোল। ৪ ভক্ষ্যবিশেষ, চলিত বড়া। ৫ সাম্য। (হেম)

(স্ত্রী) ৬ ব্রজমণ্ডলের অভ্যন্তরস্থ বটসংজ্ঞক ষোড়শ বন। এই ষোড়শ বট যথা—১ সঙ্কেত বট, ২ ভাণ্ডীর বট, ৩ যাবক বট, ৪ শৃঙ্গারবট, ৫ বংশীবট, ৬ শ্রীবট, ৭ জটাজূটবট, ৮ কামাখ্যবট, ৯ অর্থবট, ১০ আশাবট, ১১ অশোকবট, ১২ কেলিবট, ১৩ ব্রহ্মবট, ১৪ রুদ্রবট, ১৫ শ্রীধরাখ্যবট, ১৬ সাবিত্রাখ্যবট। এই ষোড়শ বটবন। * (ত্রি) বটতীতি বট-অচ্। ৭গুণ।

বটক (পুং) বট এব স্বার্থে কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত বড়া। গুণ—বিদাহী ও তৃষ্ণাকারক।

ভাবপ্রকাশে বটকপ্রস্তুতের প্রণালী ও গুণাদির বিষয় লিখিত আছে;—মাষকলায়ের দাইল ভিজাইয়া উহাকে উত্তমরূপে পেষণ করিতে হয়; পরে লবণ, আদা ও হিং মিশাইয়া বটক বা বড়া প্রস্তুত করিবে, পরে উহা তৈল দ্বারা মৃদু অগ্নির উত্তাপে ভাজিলে উহাকে বটক বা বড়া কহে। গুণ—বলকারক, শরীরের উপচয়কারক, বীর্য্যবর্দ্ধক, বায়ুরোগনাশক, রুচিকারক; বিশেষতঃ অর্দ্দিত, বায়ুনাশক, ভেদক, কফকারক এবং তীক্ষ্ণাগ্নির পক্ষে হিতকর।

জীরা ও হিং ভাজিয়া লবণের সহিত ঘোলে নিক্ষেপ করিবে, পরে ঐ বটক উক্ত ঘোলের মধ্যে ভিজাইয়া রাখিলে তাহা শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, রুচিকারক, গুরু, বিবন্ধনাশক, বিদাহী, কফকারক ও বায়ুনাশক। ইহা অত্যন্ত রোচক ও পাচক। ইহা রায়তার (দধি ও লবণ মিশ্রিত সূক্ষ্ম অলাবু খণ্ডাদির) সহিত ভক্ষণ করিতে হয়।

বটক অনেক প্রকার, ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বটক প্রস্তুত করা যায়, তাহার প্রস্তুত প্রণালী ভিন্ন প্রকার।

কাঞ্জীবটক—একটী নূতন পাত্রে কটু তৈল লেপন করিয়া নির্ম্মল জল দ্বারা পূরণ করিবে। পরে তন্মধ্যে রাই সরিষা, জীবা, লবণ, হিং, শুঁঠ, ও হরিদ্রা এই কএকটী দ্রব্যের চূর্ণ এবং বটকগুলি ভিজাইয়া ঐ পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া তিন দিন রাখিয়া দিবে। তিন দিন পরে বটকগুলি অম্লরসাস্বাদ হয়। ইহাকে কাঞ্জীকবটক কহে। এই বটক রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহনাশক এবং নেত্ররোগের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

অম্লিকাবটক—তেঁতুল জলে ভিজাইয়া চট্‌কাইতে হইবে, পরে যখন দেখা যাইবে যে, তেঁতুলের শস্ত জলে মিশ্রিত

হইয়াছে, তখন বটকগুলি অগ্নিতে সিদ্ধ করিয়া তাহার মধ্যে ফেলিতে হয়। ইহাকে অম্লিকাবটক কহে। ইহা রুচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক ও পূর্ব্বোক্ত কাঞ্জীবটকের ন্যায় গুণযুক্ত।

তক্রবটক—মুগের বড়া প্রস্তুত করিয়া তক্রের সহিত পাক করিলে, সংস্কার গুণে উহা লঘু, শীতল, ত্রিদোষনাশক এবং হিতকারী হয়।

মাষবটক—তুষরহিত মাষকলায়ের দাইল পেষণ করিয়া হিঙ্গু, লবণ ও আদার সহিত মিশ্রণে বটক প্রস্তুত করিয়া একখানি বস্ত্রে শুকাইতে দিবে। পরে উহা উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তপ্ত তৈলে ভাজিয়া জলের সহিত সিদ্ধ করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বোক্ত বটকের ন্যায় গুণবিশিষ্ট এবং রুচিকারক।

কুষ্মাণ্ডবটক—কুমড়ায় উক্তরূপে বটক প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা মাষবটকের ন্যায় গুণযুক্ত, বিশেষ রক্তপিত্তনাশক এবং লঘু।

মুদ্গবটক—মুগের বড়া পূর্ব্বোক্ত মাষবটকের বিধানানুসারে প্রস্তুত করিবে। এই বটক হিতকর, রুচিকারক, লঘু এবং মুদ্গের ন্যায় গুণবিশিষ্ট। (ভাবপ্র°)

২ বটী, চলিত বড়ি।

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামগুটিকা বটী।
মোদকো বটিকা পিণ্ডী গুড়োবত্তিস্তথোচ্যতে॥" (ভাবপ্র°)

৩ পরিমাণবিশেষ, অষ্ট মাষক পরিমাণে এক বটক হয়।

'দশ গুঞ্জাস্তু মাষঃ স্যাৎ শাণো মাষচতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ শাণৌ বটকঃ কোণস্তোলকো দ্রঙ্খণশ্চ সঃ॥' (শব্দমালা)

বটকণিকা (স্ত্রী) বটবৃক্ষ খণ্ড।

বটকাকার (পুং) পক্ষিবিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

বটকিনী (স্ত্রী) পৌর্ণমাসীভেদ। ঐ পূর্ণিমা রাত্রে বটক ভক্ষণ করিতে হয়।

বটগচ্ছ, শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সম্প্রদায়ভেদ।

বটচ্ছদ (পুং) শ্বেতার্জ্জক, শ্বেতবাবুই। (বৈদ্যকনি°)

বটচ্ছায়া (স্ত্রী) বটবৃক্ষের ছায়া।

"কূপোদকং বটাচ্ছায়া শ্যামা স্ত্রী ইষ্টকালয়ং।
শীতকালে ভবেদুষ্ণং গ্রীষ্মকালে চ শীতলম্॥" (উদ্ভট)

বটজটা (স্ত্রী) বটস্য জটা। বট শুঙ্গা, বটের ঝুরি।

বটতীর্থনাথ (ক্লী) গুজরাতের ওখমণ্ডলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। এখন বয়েত নামে খ্যাত। (প্রভাস খ° ৮০।১৫) স্কন্দপুরাণান্তর্গত বটতীর্থনাথ মাহাত্ম্যে এই তীর্থের সবিস্তার বিবরণ আছে।

বটদ্বীপ (ক্লী) দ্বীপভেদ। (শক্তি সংহিতা ২৬-৩৪ অঃ অনেকে যবদ্বীপের রাজধানী বাতাবিয়াকে বটদ্বীপ বলিয়া থাকেন। [যবদ্বীপ দেখ।]

বটপত্র (পুং) বটস্যেব পত্রং যস্য। সিতার্জ্জক, শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। (রাজনি°) (ক্লী) ২ বটের পাতা। স্বার্থে কন্। বটপত্রক।

বটপত্রা (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রমস্যাঃ। ত্রিপুরমালী পুষ্পবৃক্ষ। ২ বৃন্তমল্লিকা। (রাজনি°)

বটপত্রী (স্ত্রী) বটস্যেব পত্রং যস্যাঃ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। পাষাণভেদিবিশেষ, চলিত বড় পাথর কুচি। পর্য্যায়—ইনানী, ঐরাবতী, গোধাবতী, ইরাবতী, শ্যামা, খট্টাঙ্গনামিকা। গুণ—শীতল, কৃচ্ছ্রমেহনাশক, বলদায়ক এবং ব্রণবিশোষক। (রাজনি°)

বটযক্ষিণীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

বটর (পুং) ১ কুক্কুট, বটের পাখী। ২ বেষ্ট। ৩ শঠ। ৪ চৌর। ৫ চঞ্চল। (শব্দরত্না°)

বটবাসিন্ (পুং) বটে বটবৃক্ষে বসতীতি বস-ণিনিঃ। ১ যক্ষ। যক্ষ বটবৃক্ষে বাস করে এইরূপ জনপ্রবাদ আছে। (ত্রি) ২ বটবৃক্ষবাসী। স্ত্রিয়াং ঙীষ্।

বটসাগর, উৎকলের অন্তর্গত একটী তীর্থ। (উৎকলখ° ১৬৭।১৭৭)

বটসাবিত্রী ব্রত, (ক্লী) ব্রতভেদ।

বটাকর (পুং) রজ্জু দড়ি। (অমরটীকার রামাশ্রম)

বটারকা (স্ত্রী) রজ্জু, দড়ি।

"কত্রারিত্রাং সত্যময়ীং ধর্ম্মৈশ্বর্য্যবটারকাম্।"(ভারত ১২।৩২৯।৩৯)

এই শব্দ পুংলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

"বটারকময়ং পাশমথ মৎস্যস্য মূর্দ্ধনি।
মনু মনুজশার্দ্দূল তস্মিন্ শৃঙ্গে ন্যবেশয়ৎ॥" (ভাব° ৩।১৮৭।৪০)

বটারণ্য, দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একটী মহাতীর্থ। কাবেরীর পার্শ্বে কুম্ভকোণমের অর্দ্ধ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত। (দেশাবলী) অগ্নিপুরাণান্তর্গত বটারণ্য-মাহাত্ম্যে ইহার সবিশেষ দ্রষ্টব্য।

বটাবীক (পুং) চৌরবিশেষ।

'নাম চৌরো বটাবীকঃ সন্ধিচৌরস্তু হারকঃ।' (শব্দমালা)

বটাশ্বত্থবিবাহ (পুং) হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াবিশেষ। ইহাতে বট ও অশ্বত্থ বৃক্ষ পরস্পরে সংলগ্ন ভাবে পুতিয়া পূজা করিতে হয়।

বটি (স্ত্রী) বটতীতি বট (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৮) ইতি ইন্। উপজিহ্বিকা, আলজিব।

'উপজিহ্বিকোৎপাদিকা চ বটকন্দেহিকা দেবী॥' (হারাবলী)

(দেশজ) নামমাত্র বা সম্মতিসূচকার্থে। আমরা বনবাসী বটি। (শকুন্তলা)

বটিকা (স্ত্রী) বটিরেব স্বার্থে কন্-টাপ্। বটী, চলিত বড়ি, পর্য্যায়—নিস্তলী। (শব্দচ°)

"বটকা অথ কথ্যন্তে তন্নামা বটিকা বটী।
মোদকো গুটিকা পিণ্ডী গুড়োবর্ত্তিস্তথোচ্যতে॥
লেহবৎ সাধ্যতে বহ্নৌ গুড়ো বা শর্করাথবা।
গুগ্গুলুর্বা ক্ষিপেত্তত্র চূর্ণং তন্নির্ম্মিতা বটী॥" (ভাবপ্র০)

২ ব্যঞ্জনোপযোগি-দ্রব্য, বড়ি, বড়ী দিয়া ব্যঞ্জন রন্ধন করা হয়। (ভাবপ্র০)

বটিস (দেশজ) অবজ্ঞাজনক ক্রিয়াপদ।
'ওরে তুই কে বটিস্ রে কে বটিস্।'

বটী (স্ত্রী) বট-অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বটিকা। (ভাবপ্র০) ২ বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—নদীবট, যক্ষবৃক্ষ, সিদ্ধার্থ, বটক, অমরা, ভৃঙ্গিণী, ক্ষীরকাষ্ঠা। গুণ—কষায়, মধুর, শিশির, পিত্তনাশক, দাহ, তৃষ্ণা, শ্রম, শ্বাস, বিষ ও ছর্দ্দিনাশক। (রাজনি০) (ত্রি) তরক্ষু।

বটু (পুং) বটতীতি বট (কটিবটিভ্যাঞ্চ। উণ্ ১।১৯) ইতি উ। ১ মাণবক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ বালক।
'বালকো মাণবো বালঃ কিশোরো বটুরিত্যপি।' (শব্দরত্না০)
৪ কুটন্নট বৃক্ষ চলিত শোণাগাছ।

বটুক (পুং) বটু-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। ১ বালক। ২ ব্রহ্মচারী। ৩ ভৈরববিশেষ, বটুকভৈরব।

"ভৈরবাশ্চৈব বেতালা বটুকা নায়িকাগণাঃ।
শাক্তাঃ শৈবা বৈষ্ণবাশ্চ সৌরা গাণপতাদয়ঃ॥"
(মহানির্ব্বাণত০ ১।২৪)

মানব বিপদে পতিত হইলে বিপদুদ্ধারের জন্য বটুকভৈরবের পূজা, বলি ও স্তোত্রাদি পাঠ করিয়া থাকে এবং বটুকভৈরবের প্রসাদে অচিরে বিপদ্ হইতে উদ্ধার হয়। বটুকভৈরবের স্তোত্রকে এইজন্য আপদুদ্ধারস্তোত্র কহিয়া থাকে। তন্ত্রসারে ইহার পূজা, মন্ত্র ও স্তবাদির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে—

"উদ্ধরেদ্বটুকং ঙেহন্তং আপদুদ্ধরণং তথা
কুরুদ্বয়ং পুনর্ঙেহন্তং বটুকান্তং সমুদ্ধরেৎ।
একবিংশত্যক্ষরাত্মা শক্তিরুদ্ধো মহামনুঃ॥" (তন্ত্রসার)

"হ্রীঁ বটুকায় আপদুদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় ঐং হ্রীঁ" এই একবিংশাক্ষর বটুকভৈরবের মন্ত্র। এই মন্ত্রে পূজা করিলে আপদ্ বিদূরিত হয়। বটুকভৈরবের পূজা করিতে হইলে সামান্য পূজাপদ্ধতি অনুসারে প্রথমে পূজা করিয়া পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মূর্ত্তিন্যাসাদি করিবে। পরে ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। বটুকভৈরবের ধ্যান সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিন প্রকার।

সাত্ত্বিক ধ্যান—

"বন্দে বালং স্ফটিকসদৃশং কুন্তলোদ্ভাসিবক্ত্রং
দিব্যাকল্পৈর্নবমণিময়ৈঃ কিঙ্কিণীনূপুরাদ্যৈঃ।
দীপ্তাকারং বিশদবসনং সুপ্রসন্নং ত্রিনেত্রম্
হস্তাব্জাভ্যাং বটুকমনিশং শূলদণ্ডৌ দধানম্॥"

রাজসধ্যান—

"উদ্যদ্ভাস্করসন্নিভং ত্রিনয়নং রক্তাঙ্গরাগস্রজং
স্মেরাস্যং বরদং কপালমভয়ং শূলং দধানং করৈঃ।
নীলগ্রীবমুদারভূষণশতং শীতাংশুচূড়োজ্জ্বলং
বন্ধূকারুণবাসসং ভয়হরং দেবং সদা ভাবয়ে॥"

তামসধ্যান—

"ধ্যায়েন্নীলাদ্রিকান্তং শশিশকলধরং মুণ্ডমালং মহেশং
দিগ্বস্ত্রং পিঙ্গলাক্ষং ডমরুমথসৃণিং খড়্গশূলাভয়ানি।
নাগং ঘণ্টাং কপালং করসরসিরুহৈর্বিভ্রতং ভীমদংষ্ট্রং
সর্পাকল্পং ত্রিনেত্রং মণিময়বিলসৎকিঙ্কিণীনূপুরাঢ্যম্॥"

এই ধ্যানানুসারে ধ্যান, মানসপূজা, আবরণ ও পীঠাদি পূজা করিয়া পুনর্ব্বার ধ্যান করিয়া বিভবানুসারে দশ বা ষোড়শোপচারে বটুকভৈরবের পূজা করিবে। বটুকভৈরবের পূজার পর অসিতাঙ্গ ভৈরব, রুরু ভৈরব, চণ্ড, ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার এই অষ্ট ভৈরবের পূজা বিধেয়। পরে ষড়ঙ্গাদি পূজা করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ডাকিনীপুত্র, লাকিনীপুত্র রাকিণীপুত্র, কাকিনীপুত্র, শাকিনীপুত্র, হাকিনীপুত্র, মালিনীপুত্র, দেবীপুত্র ও উমাপুত্রের পূজা করিবে। পরে জপ হোমাদি করিতে হয়। এই দেবতার পুরশ্চরণ করিতে হইলে ২১ লক্ষ জপ এবং দশাংশ ঘৃত, মধু শর্করান্বিত তিল দ্বারা হোম করিতে হয়।

ইহার বলিবিধি—প্রথমে বিঘ্ননাশন ও দুর্গার পূজা করিয়া বলি দিতে হয়। বলির দ্রব্য—শালি ধান্যের অন্ন বা পায়স, ঘৃত, লাজচূর্ণ, শর্করা, গুড়, ইক্ষুরস, পিষ্টক ও মধু এই সকল দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া রাত্রিকালে রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্পের সহিত বলি নিবেদন করিবে, অথবা সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন একটী ছাগবধ করিয়া বলিপ্রদান করিতে হয়। বলিপ্রদান করিয়া শত্রুগণের সৈন্যগণকে বলিরূপে নিবেদন করিয়া দিতে হয়। বলিমন্ত্রে শত্রুর নামোল্লেখ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া দিবে।

"শত্রুপক্ষস্য রুধিরং পিশিতঞ্চ দিনে দিনে।
ভক্ষয় স্বগণৈঃ সার্দ্ধং সারমেয়সমন্বিতঃ॥"

এইরূপে বলিদান করিলে বটুকভৈরব সন্তুষ্ট হইয়া সমস্ত শত্রুর মাংস স্বগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, সুতরাং অচির কাল মধ্যে শত্রু নাশ হইয়া থাকে। (তন্ত্রসার)

অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে এই পূজা পদ্ধতি লিখিত হইল, ইহার বিশেষ বিবরণ তন্ত্রসারে লিখিত আছে। জ্বরাদিরোগ, শত্রুভয় প্রভৃতি উপস্থিত হইলে বটুকভৈরবের স্তবশ্রবণ বা পাঠ করিলে জ্বরাদি রোগ ও শত্রুভয় প্রশমিত হয়।

সারভূত (ত্রি) সারস্বরূপ, যাহা অতিশয় সার। (মার্ক° পু° ৫১।১৮)

সারভৃৎ (ত্রি) সারং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্ তুক্ চ। সারগ্রাহী, যাহারা সার গ্রহণ করেন। সাধু, সাধুরা অসার বিষয় পরিত্যাগ করিয়া সকল বিষয়েরই সারগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"সতাময়ং সারভৃতাং নিসর্গো
যদর্থবাণী শ্রুতিচেতসামপি॥" (ভাগবত ১০।১৩।২)
'সারভৃতাং সারগ্রাহিণাং' (স্বামী)

সারমণ্ডূক (পুং) কীটভেদ, মণ্ডূকজাতীয় কীট, সুশ্রুতকল্পস্থান ৮ অধ্যায়ে এই কীটের বিবরণ আছে। (সুশ্রুত)

সারময় (ত্রি) সার স্বরূপে ময়ট্। ১ সারস্বরূপ। কেবল সার। ২ বীর্য্যাধিক। "তপঃ সারময়ং ত্বাষ্ট্রং বৃত্রো যেন বিপাটিতঃ।" (ভাগবত ৮।১১।৫) 'সারময়ং বীর্য্যাধিকং' (স্বামী)

সারমহৎ (ত্রি) সার অথচ মহৎ। অতিশয় মূল্যবান্।

সারমিতি (পুং) সারং যথার্থং মীয়তে জ্ঞায়তেঽনেন ইতি সার-মা-তি। শ্রুতি, বেদ। ইহা দ্বারা যথার্থতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, এইজন্য ইহাকে সারমিতি কহে। কোন কোন পুস্তকে এই শব্দে ময়ে দীর্ঘ ঈকার দিয়া সারমীতি এইরূপ দেখা যায়।

সারমূষিকা (স্ত্রী) সারে মূষিকেব। দেবদালীলতা, চলিত দেয়াতাড়া।

সারমেয় (পুং) সরমায়া অপত্যং পুমানিতি সরমা-ঢক্। কুকুর।

"অন্যোন্যস্যাবলুম্পন্তি সারমেয়া ইবামিষং।
রাজানো ভরতশ্রেষ্ঠ ভোক্তুকামা বসুন্ধরাং॥" (ভারত ৬।৯।৭৩)

স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সারমেয়ী—কুকুরী। (শব্দরত্না°)

সারমেয়তা (স্ত্রী) সারমেয়স্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারমেয়ের ভাব বা ধর্ম্ম, সারমেয়ের বৃত্তি, সারমেয়ের কার্য্য।

সারমেয়ময় (ত্রি) সারমেয়স্বরূপ।

সারমেয়াদন (ক্লী) সারমেয়স্য অদনং ভোজনং। ১ কুকুর-ভোজন। ২ নরকবিশেষ। (ভাগবত ৫।২৬।৭)

সারয্য (ত্রি) সরয্বাং ভবঃ অণ্ (দাণ্ডিনায়নহাস্তিনায়নেতি। পা ৬।৪।১৭৪) ইতি নিপাতনাৎ সাধুঃ। সরযূনদীসমুৎপন্ন।

সাররূপ (ত্রি) সারং রূপং যস্য। ১ শ্রেষ্ঠরূপযুক্ত, উত্তমরূপ-বিশিষ্ট। (ক্লী) ২ শ্রেষ্ঠ রূপ, উত্তম রূপ।

সারলোহ (ক্লী) সারং শ্রেষ্ঠং লোহং। লৌহসার, চলিত ইস্পাত। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে লৌহের ন্যায় ইহার মারণ করিবে, তবে ইহা বিশুদ্ধ হয়। গুণ—গ্রহণী, অতিসার, অর্দ্ধাঙ্গজাত বাত, পরিণামশূল, ছর্দ্দি, পীনশ, পিত্ত ও শ্বাসনাশক।

"লৌহং সারাহ্বয়ং হন্যাৎ গ্রহণীমতিসারকং।
অর্দ্ধসর্ব্বাঙ্গজং বাতং শূলঞ্চ পরিণামজং॥
ছর্দ্দিঞ্চ পীনসং পিত্তং শ্বাসমাশু ব্যপোহতি॥" (ভাবপ্র° পূর্ব্ব)

সারল্য (ক্লী) সরলস্য ভাবঃ সরল-ষ্যঞ্। সরলতা, অকাপট্য, সরলের ধর্ম্ম, ঋজুতা।

সারবত্তা (স্ত্রী) সারবতো ভাবঃ তল্-টাপ্। সারবানের ভাব বা ধর্ম্ম, সার, সারগ্রাহিতা।

সারবৎ (ত্রি) সার অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সারযুক্ত, সারবিশিষ্ট।

সারবর্গ (পুং) ভাবপ্রকাশোক্ত ক্ষীরবৃক্ষবর্গ। (ভাবপ্র°)

সারবর্জ্জিত (ত্রি) সারেণ বর্জিতঃ। স্থিরাংশরহিত, অসারবস্তু, যাহার কোন সার নাই, সাররহিত।

সারবস্তু (ক্লী) সারং বস্তু। শ্রেষ্ঠ বস্তু। একমাত্র ব্রহ্মই সার বস্তু, তদ্ভিন্ন অপর সকলই অসার।

সারশল্য (পুং) শ্বেতখদির। (বৈদ্যকনি°)

সারশূন্য (ত্রি) সারেণ শূন্যঃ। সারবর্জিত, সাররহিত, অসার বস্তু, যাহার কোন সার নাই।

সারস (ক্লী) সরসি ভবং, সরস-অণ্। ১ পদ্ম। (অমর) ২ স্ত্রীদিগের কট্যাভরণ। চন্দ্রহার। (ত্রি) ৩ সরোবরোদ্ভব জলাদি। পর্ব্বত প্রভৃতি দ্বারা নদীর জল রুদ্ধ হইয়া যে স্থানে অবস্থান করে, সেই জলসংছন্ন স্থানকে সরস, এবং তত্রত্য জলকে সারসজল কহে। গুণ—এই জল বলকর, পিপাসানাশক, মধুররস, লঘু, রুচিকারক, কষায়রস, রুক্ষ, এবং মল ও মূত্ররোধক।

"নদ্যাঃ শৈলবরাচ্চাম্ভো যত্র সংরুধ্য তিষ্ঠতি।
তৎসরোজজলং ছন্নং তদম্ভঃ সারসং স্মৃতং।
সারসং সলিলং বল্যং তৃষ্ণাঘ্নং মধুরং লঘু।
রোচনং তুবরং রুক্ষং বদ্ধমূত্রবলং সিতং॥" (ভাবপ্রকাশ)

(পুং) ৪ চন্দ্র। (মেদিনী) (পুং স্ত্রী) ৫ স্বনামখ্যাত পক্ষী, চলিত সারসপাখী। পর্য্যায়—পুষ্করাহ্ব, গোনর্দ্দ, নাক্সর, লক্ষ্মণ, লক্ষণ, সরসীক, সরোত্তব, রসিক, কামী। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Grus cinerea. সারসেরা সাধারণতঃ জলাভূমিতে বাস করিয়া থাকে। সারস পক্ষীর গায়ের পালকগুলি প্রায় ধুসর। মস্তকের অগ্রভাগ এবং চঞ্চু ও চঞ্চুর মধ্যবর্ত্তী স্থান কাল, পালক দ্বারা আচ্ছাদিত; মস্তকের ঠিক উপরিভাগে কোন পালক থাকে না এবং সেই স্থান রক্তবর্ণ। চঞ্চু হরিতের আভাযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ইহার শেষাংশ ঈষৎ কাল। পাগুলি কাল। চঞ্চুর অগ্রভাগ হইতে পুচ্ছের শেষসীমা পর্য্যন্ত দেহ দৈর্ঘ্যে প্রায় চারি ফিট্।

সারসেরা ভ্রমণশীল পক্ষী; ইহারা সমস্ত বৎসর এক স্থান হইতে অন্য স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। কৃষকগণ শস্য-ক্ষেত্রে নূতন বীজ বপন করিবামাত্র, ইহারা শস্যের বীজ খাইবার আশায় তথায় উপস্থিত হয় এবং প্রায়ই বীজের সমূহ অনিষ্ট

করিয়া থাকে। যদিও সারসপক্ষী প্রায়ই শস্যাদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করে, কিন্তু ইহারা শামুক, গুগলি, ভেক প্রভৃতি খাইতেও ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ খড়ের গাদার মধ্যে বাসা তৈয়ার করে এবং কখন কখন ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ প্রাচীরগর্ত্তমধ্যেও ইহাদিগের বাসা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রায়ই নীলের আভাযুক্ত হরিৎ বর্ণের দুইটী ডিম্ব একত্র প্রসব করিয়া থাকে। সারসপক্ষী মনুষ্যের অপেক্ষা অধিক স্নেহে ও যত্নে স্বীয় শাবককে লালনপালন করে।

এসিয়ার সকল দেশেই সারসপক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্ভিন্ন আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং য়ুরোপের উত্তরাংশেও সারসপক্ষী দেখা যায়। স্থানান্তরে গমনকালে ইহারা আকাশের অতি উর্দ্ধপ্রদেশ দিয়া উড্ডীয়মান হয় এবং উড়িতে উড়িতে অতি গম্ভীর শব্দ করিতে থাকে। এমন কি দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেও ইহাদিগের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। প্রায়ই রজনীযোগে ইহারা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থানান্তরে যাত্রা করে।

সারসপক্ষী শীঘ্রই মানুষের পোষ মানে। ইহাদিগের আকৃতি প্রকৃতি ও বর্ণ অতি মনোরম ও নয়নাভিরাম বলিয়া অনেক সম্ভ্রান্ত ধনীলোকে ইহাদিগকে গৃহে রাখিয়া পালন করিয়া থাকেন। ইহাদিগকে বাগানে ছাড়িয়া রাখিলে, ইহারা সকল সময়ে বাগানের সর্ব্বস্থান পরিভ্রমণপূর্ব্বক কীটপতঙ্গাদি ভক্ষণ করিয়া ঐ সকল শত্রুর হস্ত হইতে লতাবৃক্ষাদি রক্ষা করে। পোষ মানিলে আর ইহারা উড়িয়া পলাইয়া যায় না। ইহাদের মাংসগুণ—মধুর, অম্ল, ও কষায়; মহাতিসার, পিত্ত, গ্রহণী ও অর্শোরোগনাশক। (রাজনি°)

বসন্তরাজশাকুনে লিখিত আছে যে যদি যাত্রাদি শুভকার্য্যকালে সারসদ্বন্দ্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে সকল ইষ্ট সিদ্ধি হয়। গমনকালে যদি পৃষ্ঠদেশে ইহাদের ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে গমন করিতে নাই এবং ইহারা গৃহে আসিয়া যদি রব করে, তাহা হইলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। বামদিকে ইহাদের ধ্বনি শ্রুত হইলে স্ত্রীলাভ, অগ্রে শুনিলে নৃপতি হইতে অর্থলাভ এবং দুইটী সারস একত্র হইয়া যদি যুগপৎ কলধ্বনি করে, তাহা হইলে অর্থলাভ হয়।

"ইষ্টার্থসিদ্ধিঃ সকলাসু দিক্ষু স্যাৎ সারসদ্বন্দ্ববিলোকনেন।
শ্রুত্বাস্য পৃষ্ঠে নিনদং ন গচ্ছেৎ সিধ্যত্যভীষ্টং গৃহ এব যস্মাৎ॥
বামেন যোষৎকুললাভকারী শব্দস্তথাগ্রে নৃপতোঽর্থলব্ধো।
যঃ সারসাভ্যাং যুগপদ্বিরাবঃ কৃতোঽচিরেণ ক্রমতোঽপি বামঃ॥"

সারসক (পুং) সারস স্বার্থে কন্। সারস।

সারসন (ক্লী) সারং সনোতি দদাতীতি ষণু দানে অচ্। কাঞ্চী, স্ত্রীকট্যাভরণ, মেখলা, চন্দ্রহার। পর্য্যায়—অধিকাঙ্গ।

"স্বে কঞ্চুকদার্ঢ্যার্থং মধ্যকায়ে নিবদ্ধে পট্টিকাদৌ, সকঞ্চুকাঃ সসন্নাহাঃ মধ্যে দার্ঢ্যার্থং যদ্বধ্নাতি তৎসারসনং অধিকাঙ্গঞ্চোচ্যতে"
(ভরত)

কাঁচুলী পরিয়া তাহা আটিবার জন্য মধ্য শরীরে অর্থাৎ মাজায় যে পট্টিকাদি পেটী প্রভৃতি বাধা হয়, তাহাকে সারসন কহে।

সারসী (স্ত্রী) সারস-জাতৌ ঙীষ্। সারসপক্ষী। (হেম)

সারস্য (ক্লী) ১ সমানরসতা। ২ প্রচুর রসযুক্ত।

সারস্বত (পুং) সরস্বতী দেবতাঽস্যেতি অণ্। ১ বিল্বদণ্ড। সরস্বত্যা অয়মিতি তস্যেদমিত্যণ্। ২ দেশবিশেষ, সারস্বতদেশ। এই দেশ হস্তিনাপুরের উত্তরপশ্চিমভাগে প্রসিদ্ধ। (হেম) কূর্ম্মাঙ্গের মধ্যদেশে এই দেশ অবস্থিত।

"মধ্যে সারস্বতা মৎস্যাঃ শূরসেনাঃ সমাথুরাঃ।
পাঞ্চালশাল্বমাণ্ডব্য কুরুক্ষেত্রগজাহ্বয়াঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ সরস্বতীনদীপুত্র মুনিবিশেষ। ৪ সারস্বত-দেশোদ্ভব ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণ পঞ্চ গৌড় মধ্যে খ্যাত, ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদেশবাসী। [সারস্বতব্রাহ্মণ দেখ।]

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা উৎকলামৈথিলাশ্চ যে।
গৌড়াশ্চ পঞ্চধা চৈব দশবিপ্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (সহ্যা° ২।১।৩)

দক্ষিণপশ্চিম ভারতেও সারস্বত ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাঁহারা মৎস্যাদ বলিয়া পঞ্চদ্রাবিড় সমাজে পরিচিত।

"সারস্বতাস্তথা বিপ্রা মৎস্যাদা ইতি কীর্ত্তিতাঃ।" (সহ্যা° ২।৪।১১)

৫ ব্যাকরণবিশেষ। সারস্বতব্যাকরণ, এই ব্যাকরণ অতি প্রাচীন। ৬ কল্পবিশেষ, সরস্বতীর উপাসনাপ্রকরণ।
[সারস্বতকল্প দেখ।]

(ক্লী) ৭ ঘৃতবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—গব্য ঘৃত চারিসের, মূল ও পত্র সহিত ব্রাহ্মীশাক উত্তমরূপে জলে ধুইয়া উদূখলে পেষণ করিবে, পরে তাহার রস নিঙড়াইয়া লইবে। এই রস ১৬ সের, কল্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল ও হরিতকী ইহাদের প্রত্যেকের এক পল, পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ প্রত্যেকে ২ তোলা, এই সকল দ্রব্যের কল্ক দিয়া মৃদু অগ্নিতে এই ঘৃত পাক করিতে হইবে। ঘৃত পাকের বিধানানুসারে ইহা পাক করিয়া নামাইতে হয়। যাহাদের কথার জড়তা থাকে, এই ঘৃত সেবন করিলে, তাহাদের জড়তা বিদূরিত হয়। সাত দিন এই ঘৃত সেবনে কিন্নরের ন্যায় কণ্ঠ, অর্দ্ধমাস সেবনে সুন্দর শরীর, এবং এক মাস সেবন করিলে শ্রুতিধর হওয়া যায়। ইহাতে এত মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয় যে, যাহা একবার শ্রুত হয়, তাহাই স্মরণপথে থাকে। ইহা ভিন্ন অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠ, অর্শ, পঞ্চ প্রকার গুল্ম, সকল প্রকার প্রমেহ ও পঞ্চবিধ কাস আশু প্রশমিত হয়। বৃদ্ধা, স্ত্রী এবং অল্পরেতা পুরুষদিগের পক্ষে এই ঘৃতই একমাত্র বল,

বর্ণ ও অগ্নিবর্দ্ধক। (ভৈষজ্যরত্না°) ইহাকে কেহ কেহ ব্রাহ্মী-ঘৃত বলিয়া থাকেন।

(ত্রি) ৮ সরস্বতীসম্বন্ধী। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, যে যে স্থলে সাক্ষী যথার্থ সাক্ষ্য প্রদান করিলে প্রাণিবধ হয়, তথায় সাক্ষী মিথ্যা কথা বলিবে, পরে এই পাপনাশের জন্য সারস্বতচরু দ্বারা নির্ব্বপণ করিবে।

"বর্ণিনাং হি বধো যত্র তত্র সাক্ষ্যনৃতং বদেৎ।
তৎপাবনায় নির্ব্বাপ্যশ্চরুঃ সারস্বতো দ্বিজৈঃ ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।৮৩)

৯ সারস্বত দেশসম্বন্ধী। ১০ সরস্বতী দেশসম্বন্ধী।

১১ জাতিবিশেষ। (মার্ক°পু° ৫৮।৭)

১২ ঋষিভেদ। (লিঙ্গপু° ২৪।৩৭)

১৩ রাজভেদ। (সহ্যাদ্রি° ৩১।৪২)

সারস্বতকল্প (পুং) সারস্বতঃ কল্পঃ। সরস্বতী সম্বন্ধীয় কল্প, সরস্বতী দেবীর উপাসনাপ্রকরণ। তন্ত্রসারে এই উপাসনার বিষয় যেরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষেপে তাহা আলোচিত হইল—

"শৃণু ব্রহ্মন্ পরং গুহ্যং কল্পং সারস্বতং মম।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ জাড্যাপহরণং ভবেৎ ॥
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রকাশঞ্চ সর্ব্বজ্ঞো জায়তেঽচিরাৎ।
অভ্যাসাচ্চ ভবেদস্য বাচশ্চিত্রা ভবন্তি হি ॥
অবাপুস্ত্রিদশা ব্যাপ্তং বাগীশত্বং বৃহস্পতিঃ।
দ্বৈপায়নোঽপি যং জ্ঞাত্বা বেদব্যাসোঽভবন্মুনিঃ ॥" (তন্ত্রসার)

একদা নারদ ভগবান্ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, ভগবন্! কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে মানব অচিরে বিদ্যালাভ করিতে পারিবে। ইহাতে ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে তুমি লোকের হিতকারক সাধু প্রশ্ন করিয়াছ, সারস্বত নামে অতি গুহ্য একটী কল্প আছে, ইহার বিজ্ঞান মাত্রেই মানুষের জড়তা দূর, সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান এবং অচিরকাল মধ্যে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকে। এই কল্পোক্ত সাধকের বিচিত্রবাক্যরচনাশক্তি জন্মে। এই কল্পের প্রসাদে দেবগণ সর্ব্বপূজ্য, বৃহস্পতি বাগীশ্বর এবং দ্বৈপায়ন বেদব্যাস হইয়াছিলেন।

এই কল্পের বিধান এইরূপ, সরস্বতীর মন্ত্র ঐঁ। এই ঐঁ মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে মূকব্যক্তিও বাক্পতি হয়। প্রথমে যথাবিধানে সরস্বতীপূজা করিতে হয়। এই পূজায় সামান্যপূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে পূজা করিয়া প্রথমে স্বীয় নাভিমণ্ডলে দশদল পদ্ম, তন্মধ্যে সুশোভিত মণ্ডল, ঐ মণ্ডল মধ্যে রত্নসিংহাসন বিরাজিত, ঐ সিংহাসনে সরস্বতীদেবীর ধ্যান করিবে। ধ্যান যথা—

"মুক্তাকান্তিনিভাং দেবীং জ্যোৎস্নাজালবিকাশিনীং।
মুক্তাহারযুতাং শুভ্রাং শশিখণ্ডবিমণ্ডিতাং ॥
বিভ্রতীং দক্ষহস্তাভ্যাং ব্যাখ্যাং বর্ণস্য মালিকাং।
অমৃতেন তথা পূর্ণং ঘটং দিব্যঞ্চ পুস্তকং ॥
দধতীং বামহস্তাভ্যাং পীনস্তনভরান্বিতাং।
মধ্যে ক্ষীণাং তথা স্বচ্ছাং নানারত্নবিভূষিতাং ॥"

এই মন্ত্রে দেবীকে ধ্যান করিয়া আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা ইত্যাদি রূপে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। তৎপরে ভ্রূমধ্যে, নাভিতে, গুহ্যদেশে ও মস্তকে বীজন্যাস, এবং দেবতাভাবসিদ্ধার্থ নিজদেহে পীঠন্যাস করিয়া, মাতৃকান্যাস ও পীঠ দেবতার পূজা করিবে। পরে পুনরায় ধ্যান করিয়া যথোক্ত বিধানে উক্ত মন্ত্রে সরস্বতী দেবীর পূজা করা বিধেয়।

তৎপরে ষড়ঙ্গপূজা করিয়া বহির্দ্দেশে লোকপাল এবং তদ্বাহ্যে তাঁহাদের অস্ত্র পূজা করা আবশ্যক। সাধক এই প্রণালী অনুসারে জপপূজাদি করিলে কবিত্বশক্তি প্রাপ্ত হয়। উক্ত মন্ত্র দ্বাদশ লক্ষ জপ করিলে বাগ্মী হইয়া থাকে।

প্রাতঃকালে ঐ মন্ত্র সহস্র জপ করিয়া ব্রাহ্মী ও বচ পান করিলে সাধকের মেধাশক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহার কণ্ঠে শ্রুতি, বেদ, আগম প্রভৃতি সদা বিরাজিত থাকে। কদাচ তিনি ইহা বিস্মৃত হন না। কোন সাধক আকণ্ঠ জলমগ্ন হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে জ্যোতিঃপুঞ্জনিভা, পরিকরগণপরিবৃতা, এবং বর-অভয়মুদ্রা ও পুস্তকধারিণী সরস্বতী দেবীর ধ্যান করিয়া বাগীশ্বরী মন্ত্র সহস্রবার জপ করিলে ইন্দ্রিয়বিজয়ী হয়। এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিলে তিনি কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হন।

সাধক নিশামুখে উঠিয়া পবিত্র ভাবে এক মনে আত্মাকে গুরুরূপে কল্পনা করিয়া নিখিল জগতে তাঁহার প্রভাজাল পরিব্যাপ্ত হইয়া আছে, এইরূপে চিন্তা করিবে, তৎপরে মূলাধারস্থিত পরম দেবতাস্বরূপ নিদ্রিতা কুণ্ডলিনী দেবীকে জাগরিত এবং ক্রমে ক্রমে ষট্চক্র ভেদ করিবে। আর সেই স্থলে দেবীকে পরম শিবে আনয়ন করিয়া সহস্রারস্থিত সুধা দ্বারা স্নান করাইতে হইবে। অনন্তর উর্দ্ধগ্রন্থি ভেদ করিয়া দীপস্বরূপিণী বীজরূপ নিজ শক্তিতে দেদীপ্যমানা এবং শব্দব্রহ্মস্বরূপা কুলকুণ্ডলিনী দেবীকে পরম শিবে নিশ্চল হইয়া ধ্যান করিতে হইবে। পরে নিজ শরীরে সেই দেবীর দেহপ্রভা বিস্তৃত হইয়া আছে, এইরূপ ভাবনা করিতে হয়। এইরূপ প্রণালীতে প্রতিদিন এক সহস্র করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিলে সাধক বৃহস্পতিতুল্য বাক্পতি এবং ছন্দঃ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানাশাস্ত্রে সুদক্ষ হয়।

এই সাধনপ্রণালীতে নাভিচক্রে বাগীশ্বরী দেবীকে সৌম্যমূর্ত্তি লোহিতবর্ণা, পট্টবস্ত্রপরিধানা, রক্তাভরণভূষিতা, পাশাঙ্কুশধারিণী, দিব্যরূপা, বরাভয়যুতা, দৃষ্টি দ্বারা সুধাবর্ষিণী এবং সাধকের সর্ব্বদা মনোরথ পূর্ণ করিয়া থাকেন, ইহাই ধ্যান করিবে।

"নাভিচক্রে স্থিতাং সৌম্যাং রক্তাকারাং বিচিন্তয়েৎ।
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্বাঞ্চ রক্তাভরণভূষিতাং॥
পাশাঙ্কুশধরাং দিব্যাং বরাভয়যুতাং পুনঃ।
দৃষ্ট্যা চামৃতবর্ষিণ্যা পূরয়ন্তীং মনোরথান্॥"

এইরূপে ধ্যান করিয়া লক্ষ মন্ত্র জপ, এবং ত্রিমধুসমন্বিত রক্তোৎপল দ্বারা হোম, দুগ্ধ যুক্ত ঘৃত দ্বারা তর্পণ, পরে দধি, পিষ্টক ও মধুমিশ্রিত পায়স বলি দিবে। এইরূপ বিধানে বাগীশ্বরী দেবীর উপাসনা করিলে সাধক কুবের সদৃশ ধনবান্ হইয়া থাকেন। সাধক যদি এই মন্ত্রজপ করিয়া ত্রিমধুর সহিত শ্বেত সর্ষপদ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে ত্রিজগৎ বশীভূত ও পদ্মদ্বারা হোম করিলে মহতী সম্পত্তি লাভ হইয়া থাকে। এই বিদ্যার উপাসনা করিলে জগতে কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকে না। এই বিদ্যা অতি গোপনীয়। ইহা সাধারণকে উপদেশ দিতে নাই। কোন ব্যক্তি এই মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়া যদি মূর্খ ব্যক্তির মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া উক্ত মন্ত্র জপ করেন, তাহা হইলে সেই মূর্খ ব্যক্তিও পণ্ডিতের ন্যায় গদ্যপদ্যময়ী বাণী বলিতে সমর্থ হন।

সাধক উক্ত মন্ত্র সিদ্ধগুরুর নিকট গ্রহণ করিয়া উক্তরূপ প্রণালী অনুসারে বিশেষ ভক্তি সহকারে মন্ত্র সাধন করিলে তবে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রোক্ত সকল উপাসনাই গুরুর কৃপাসাধ্য, এই জন্য গুরুর উপদেশ অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। (তন্ত্রসার সারস্বতকল্প)

সারস্বতক্ষেত্র, প্রভাসের অন্তর্গত একটী তীর্থক্ষেত্র। (প্রভাসখ°)

সারস্বতচূর্ণ, উন্মাদরোগে প্রযোক্তব্য ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—কুড়, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, যমানী, বনযমানী, জীরা, কৃষ্ণ জীরা, ত্রিকটু, আকনাদি ও শঙ্খপুষ্পী—প্রত্যেক দ্রব্য সমভাগে এবং সকলের সমান বচচূর্ণ একত্র করিয়া ব্রাহ্মী শাকের রসে ৩ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক হইলে পুনর্ব্বার চূর্ণ করিবে। উপযুক্ত মাত্রায় ইহা ঘৃত ও মধু অনুপান যোগে প্রয়োগ করিলে ইহা দ্বারা উন্মাদ রোগের উপশম হইয়া বুদ্ধি, মেধা, স্মৃতি ও কবিত্বশক্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়।

সারস্বততন্ত্র, শাক্তানন্দতরঙ্গিণীধৃত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ।

সারস্বততীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ, সরস্বতী নদীসম্বন্ধীয় তীর্থ।

সারস্বতব্রত (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীদেবতাকঃ ব্রতঃ। ব্রতবিশেষ। সরস্বতী দেবতার উদ্দেশে ক্রিয়মাণ ব্রত। মৎস্যপুরাণে এই ব্রতের বিশেষ বিধান আছে। যথা—

একদা মনু মৎস্যরূপী ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে ভগবন্! কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে মানবের ভারতী অতি মধুর, সৌভাগ্য, বিদ্যা, কৌশল, দাম্পত্যপ্রণয় ও বন্ধুত্ব লাভ হয়? তদুত্তরে মৎস্যরূপী ভগবান্ বলিয়াছিলেন যে সারস্বত নামে একটী ব্রত আছে, এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে সরস্বতী দেবী প্রীতা হন, তিনি প্রীতা হইলে ব্রতকারীর ঐ সকল লাভ হইয়া থাকে। রবিবারে গ্রহনক্ষত্রাদি বিশুদ্ধ হইলে ঐ দিনে বা পঞ্চমী তিথিতে এই ব্রতারম্ভ করিতে হয়। ঐ দিনে ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিয়া শুক্ল মাল্য, শুক্ল বস্ত্র, প্রভৃতি উপচার দ্বারা সাবিত্রী দেবীর এই মন্ত্রে পূজা করিবে—

"যথা ন দেবো ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
ত্বাং পরিত্যজ্য সন্তিষ্ঠেৎ তথা ভব বরপ্রদা॥
বেদাঃ শাস্ত্রাণি সর্ব্বাণি নৃত্যগীতাদিকঞ্চ যৎ।
ন বিহীনং ত্বয়া দেবি তথা মে সন্তু সিদ্ধয়ঃ॥
লক্ষ্মীর্মেধা ধরা পুষ্টির্গৌরী তুষ্টিঃ প্রভা ধৃতিঃ।
এতাভিঃ পাহি তনুভিরষ্টাভির্মাং সরস্বতি॥"

এই মন্ত্রে পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে পায়সাদি দ্বারা ভোজন করাইতে হয়। এই ব্রতকারী সায়ংকালে মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন। এই ব্রত আরম্ভ করিয়া প্রতি পঞ্চমী তিথিতেই এই বিধানে পূজা করিতে হয়। এই ব্রতে বিত্তশাঠ্য করিতে নাই। যিনি বিধিবিধানে এই ব্রতানুষ্ঠান করেন, তিনি বিদ্বান্, অর্থযুক্ত, ও ব্যক্তকণ্ঠ হইয়া থাকেন। অন্তকালে তিনি ব্রহ্মলোকে বাস করেন। পুরুষ বা স্ত্রী যিনি এই ব্রত করুন, তিনিই উক্ত ফললাভ করিতে সমর্থ হইবেন। এই বিধান যিনি শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাহার তিন অযুত বৎসর বিদ্যাধরপুরে বাস হয়।

"অনেন বিধিনা যস্তু কুর্য্যাৎ সারস্বতং ব্রতং।
বিদ্যাবানর্থযুক্তশ্চ ব্যক্তকণ্ঠশ্চ জায়তে॥
সরস্বত্যাঃ প্রসাদেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে।
নারী বা কুরুতে যা তু সাপি তৎফলভাগিনী॥
ব্রহ্মলোকে বসেদ্রাজন্ যাবৎকল্পাযুতত্রয়ং।
সারস্বতং ব্রতং যস্তু শৃণুয়াদপি বা পঠেৎ।
বিদ্যাধরপুরে সোঽপি বসেৎকল্পাযুতত্রয়ং॥" (মৎস্যপু° ৬৬)

উক্ত পুরাণের ৬৬ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ এবং হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড প্রভৃতিতেও এই ব্রতবিধান বর্ণিত আছে।

সারস্বতব্রাহ্মণ, পঞ্চ গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের অন্যতম বিভাগ। স্কন্দপুরাণে ব্রাহ্মণেরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম—পঞ্চ গৌড়ীয় ও দ্বিতীয় পঞ্চ দ্রাবিড়।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"

সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণগণ গৌড়ীয় আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইঁহারা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তরদিকে বাস করেন।

যে সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে পঞ্চনদেসরস্বতী নদীতীরে বাস করিতেন, তাঁহারাই সারস্বত নামে আখ্যাত হইয়াছেন। এই নদী এক্ষণে রাজপুতানার বালুকাপূর্ণ মরুভূমি মধ্যে ভাটনের নামক স্থানের সন্নিকটে লুপ্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের বিশ্বাস, এক্ষণে সরস্বতী অন্তঃসলিলা হইয়া প্রয়াগের গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে মিলিত। তজ্জন্য প্রয়াগ এখনও যুক্তত্রিবেণী নামে পরিচিত।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ আজকাল প্রধানতঃ আগ্রা, মথুরা, আলিগড়, ও মোরদাবাদে বাস করিয়া থাকেন।

ইঁহারা চারিটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত, ১ পান, ২ অষ্টান, ৩ বারহি ও ৪ বাহান জাতি। এই সকল শ্রেণীর নাম হইতেই প্রতীয়মান হইতেছে যে পানজাতির মধ্যে পাঁচটী, অষ্টানের মধ্যে আটটী, বারহির মধ্যে বারটী এবং বাহান জাতির মধ্যে বাহান্নটী বিভিন্ন গোত্র বিদ্যমান আছে। এই সকল বিভিন্ন গোত্রের বিস্তৃত ধারাবাহিক বংশবিবরণী লিপিবদ্ধ করা বড়ই কঠিন। তবে হরিদ্বার, থানেশ্বর ও মথুরা প্রভৃতি তীর্থস্থানের পাণ্ডাগণ কর্ত্তৃক লিখিত তীর্থযাত্রিগণের বংশপরিচয়জ্ঞাপক খাতাপত্র পর্য্যালোচনা করিলে এই সকল গোত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

সারস্বতব্রাহ্মণগণের বিবাহপদ্ধতি অন্যান্য ব্রাহ্মণগণের ন্যায়; বিবাহ সম্বন্ধীয় কোনরূপ নূতন নিয়ম ইঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত নাই। বিবাহের পর প্রথম বর্ষে কন্যার গৃহে অনেক বার তত্ত্ব প্রেরিত হয়। এই সকল উপহারপ্রেরণকে ইহারা "তেওহার-ভোজন" বলেন। শ্রাবণ মাসে কজরি উৎসবকালে এবং দোলের সময় এইরূপ তত্ত্বে রঞ্জিত বস্ত্র, মেদিপাতা, নানাবিধ খেলনা, সিন্দূর, কাড় ও মিষ্টান্ন পাঠান হয়। কন্যাপক্ষ হইতেও পাত্রের মাতার ব্যবহারার্থ কএকখানি বস্ত্র প্রেরিত হইয়া থাকে।

গউন বা দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বীয় শ্বশুরালয়ে বাস করে না। বিবাহের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম অথবা সপ্তম বর্ষের অগ্রহায়ণ কিম্বা ফাল্গুন মাসে দ্বিরাগমন সম্পন্ন হয়। স্বামী, স্বীয় পিতামাতা বন্ধুবর্গ সমভিব্যাহারে শ্বশুরগৃহ সন্নিকটে উপনীত হন এবং কন্যার আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক আপ্যায়িত হইলে বর সুচারু বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া অসিহস্তে শুভ মুহূর্ত্তে শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করেন। সেই স্থানে প্রাঙ্গণের মধ্যে একটী মঞ্চের উপর পূর্ণকলস-পার্শ্বে গৌরী ও গণেশমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বামী ও স্ত্রীর বস্ত্রে গ্রন্থি বাঁধিয়া দেওয়া হইলে,তাঁহারা একটী গণ্ডির মধ্যে উপবেশন করেন; স্ত্রী স্বামীর পশ্চাতে বসে। তৎপরে গৌরী ও গণেশের পূজা হয়। স্ত্রীর কর স্বামীর করের উপর ন্যস্ত হইলে, পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেন। এই সময়ে কন্যার মাতা মিষ্টান্ন, মুদ্রা ও রোরি (এক প্রকার লালবর্ণের গুঁড়া) লইয়া সেই স্থলে উপস্থিত হন এবং পুরোহিতের কপালে রোরির চিহ্ন দিয়া, তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলে মিষ্টান্ন ও অর্থ প্রদান করেন। তাহার পর, পুরোহিত স্বামী ও স্ত্রীর মস্তকে কুশ দ্বারা বারিসিঞ্চনপূর্ব্বক তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলে, তাহারা গৃহান্তরে নীত হয়। এই সময়ে কন্যার পিতা স্বীয় বৈবাহিকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া বলেন,—"আমি আপনার আশ্রয়ে আমার কন্যাকে সমর্পণ করিলাম। আমিই সকল বিষয়ে দোষী। আমার কন্যা আপনার সেবা করিবে।" কন্যার মাতাও এই কথা তাঁহার বেহানকে বলেন এবং তাঁহারা উভয়েই এই সঙ্গে অর্থাদি প্রদান করেন। তৎপরে কন্যা অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্বীয় পরিবারস্থ সকলকে আলিঙ্গনপূর্ব্বক পিতামাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে গমন করেন।

দম্পতী নিজ গৃহে উপনীত হইলে, একজন পরিচারিকা পূর্ণ-কুম্ভ লইয়া দ্বারে উপস্থিত হয়। দম্পতী কএকটী তাম্রমুদ্রা এই কলসে নিক্ষেপ করে। তাহার পর কন্যার শ্বশ্রূপ্রমুখ পুরমহিলা-বৃন্দ বধূর মুখ দর্শন করিয়া তাহাকে "মুখদেখাই" প্রদান করেন। দুই তিন দিবস পরে নব দম্পতী গঙ্গা ও গৃহদেবতার পূজা করিলে, এই দ্বিরাগমনক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

বধূ শ্বশুরালয়ে আগমনকরণান্তর ঋতুমতী হইলে পুনর্বিবাহ সম্পন্ন হয়। এই উৎসব উপলক্ষে, পল্লীস্থ মহিলাগণ সমবেত হইয়া আনন্দগীতি গান করে এবং আত্মীয় কুটুম্বগৃহে মিষ্টান্ন প্রভৃতি প্রেরিত হয়। ঋতুর চতুর্থ দিবসে, স্নানান্তে বধূ মনোহর বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হয় এবং স্বামীর সহিত একত্র সেই রাত্রি অতিবাহিত করে।

গর্ভসঞ্চারের পর তৃতীয় অথবা পঞ্চম মাসের এবং সপ্তম অথবা নবম মাসের শেষে গৃহদেবতাগণের পূজা এবং তাঁহাদিগের উদ্দেশে পায়স নিবেদন করিয়া পরিবারস্থ সকলকে দেওয়া হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, পরলোকগত পিতৃপিতামহগণের মঙ্গল-কামনায় নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করা হয়। একজন চামার (চর্ম্মকার)-রমণী নবজাত শিশুর নাড়ীচ্ছেদন করিয়া উহা প্রসূতির শয্যার নিম্নে মাটীতে প্রোথিত করে। এই সময়ে গান গাওয়া হয়। জন্মের পরে তিন দিন পর্য্যন্ত শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হয় না; এই সময়ে সে গাভী বা ছাগীর দুগ্ধ সেবন করিয়া থাকে। ছয় দিন পর্য্যন্ত প্রসূতি দুগ্ধ ও ফলমূল আহার করিয়া থাকে। সপ্তম দিবসে পুরমহিলাকর্ত্তৃক প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত স্ত্রীপুরুষমূর্ত্তি সকল পূজা করিয়া প্রসূতি অন্নাহার করে। একাদশ দিবসে স্নানশুদ্ধা নববস্ত্রপরিহিতা প্রসূতি দেবতার পূজা করে; রন্ধনশালে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবসের অপরাহ্ণে সে খাদ্য দ্রব্য রন্ধন করিয়া আত্মীয় স্বজনকে পরিবেশন করে। তৎপরে পুরোহিতের নির্দ্দেশানুসারে প্রসূতি গণেশ ও নবগ্রহের পূজা করিয়া থাকে। মাতাকে পুনরায় কুড়ি,

ত্রিশ ও চল্লিশ দিনে স্নান করিয়া গণেশের পূজা করিতে হয়। চল্লিশ দিন গত হইলে, প্রসূতি সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হয়।

শিশুর ষষ্ঠ মাসে শুক্ল পক্ষের অষ্টমী বা নবমী তিথিতে অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি শিশুকে কোলে লইয়া একটী টাকার উপরিস্থিত কিঞ্চিৎ পরমান্ন তাহাকে ভোজন করান। এই উপলক্ষে গণেশকে মোহনভোগ দিয়া সেই ভোগ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে বিতরণ করা হয়। পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত প্রতি বর্ষে জন্মতিথিতে এইরূপ ভাবে গণেশের পূজা হইয়া থাকে।

তৃতীয় অথবা পঞ্চম বর্ষে বালকের 'মুড়ন' (চূড়াকরণ) নামক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্ত্রীলোকেরা বালককে দেবালয়ে লইয়া যায় এবং তথায় নাপিতের ক্ষুর পূজা করে। তৎপরে মাতা স্বীয় শিশুকে কোলে বসাইয়া নাপিত দ্বারা তাহার মাথা মুড়াইয়া লয়; কাণছেদন বা কর্ণবেধক্রিয়াও সাধারণতঃ সেই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। বালক গৃহদেবতার উদ্দেশে বিবিধ দ্রব্যাদি উৎসর্গ করে। এই ক্রিয়া উপলক্ষে মিষ্টান্ন বিতরিত হয় এবং পরিবারস্থ সকলে গীতবাদ্যে প্রবৃত্ত হইয়া আনন্দ উপভোগ করে।

ইহাদের মধ্যে অনুপবীত বালক বা অনূঢ়া বালিকার মৃত্যু হইলে মৃতদেহ একখানি ধৌত বস্ত্রে আচ্ছাদিত করিয়া কোন একটী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। ইহাদিগের প্রেতাত্মার স্বর্গকামনায় কোনরূপ মাঙ্গলিক ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় না। অন্যান্য মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অপর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। সচরাচর কনিষ্ঠ ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার চিতায় অগ্নি সংযোগ করে; সময়ে সময়ে পিতাকেও এই দুর্ব্বিষহ শোকাবহপদ্ধতি সম্পন্ন করিতে হয়। মৃত্যুর পর সপ্তদশ দিবসে ব্রাহ্মণ ভোজন হইয়া থাকে। বৃদ্ধের মৃত্যুতে সারস্বত ব্রাহ্মণেরা আনন্দে উৎফুল্ল হন। গান গাইতে গাইতে ঐ শব তাঁহারা শ্মশানে লইয়া যান। মৃত্যুর দিন হইতে দশদিন পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকেরা গান গাইয়া থাকে এবং পান ও মিষ্টান্ন বিতরিত হয়। এই মৃত্যু উপলক্ষে ব্রাহ্মণভোজন হয় না; কেবল বৎসরান্তে একটী ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হয়।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড়, বেলগাম্ ও কাণাড়া প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন গ্রামেও এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের বাস আছে। দাক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রোপকূলস্থ গোয়ানগরে তাঁহাদের আদি বাস ছিল। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে পর্ত্তুগীজগণ গোয়া অধিকার করিলে জাতিনাশভয়ে সারস্বত-ব্রাহ্মণগণ পলাইয়া আসিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে ভাণ্ডারী, বিচু, কানবিন্দে, বেগে, তেলঙ্গ প্রভৃতি উপাধি এবং অত্রি, ভারদ্বাজ, গৌতম, জামদগ্ন্য, কৌশিক, বশিষ্ঠ, বৎস ও বিশ্বামিত্র প্রভৃতি গোত্র প্রচলিত আছে। ইহারা মরাঠী ও কণাড়ী ভাষায় কথা বলে, কিন্তু গৃহে কোঙ্কণী ভাষায় আপনারা কথা কয়।

বোম্বাই প্রদেশে ইহারা সেন্‌বি নামে পরিচিত। ইহাদের মধ্যে স্মার্ত্তমতানুসারী ও বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী দুইটী দল দেখা যায়। ঐ দুই দলই আপনাপন গুরুর অধীনে থাকিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকেন। ঐ গুরুদ্বয় সন্ন্যাসী এবং স্বামী নামে অভিহিত। স্মার্ত্তস্বামী গোয়ার অন্তর্গত সোনাব্দা গ্রামে বাস করেন এবং বৈষ্ণবস্বামী গোয়ায় থাকেন।

সেন্‌বিদিগের মধ্যে সকলেই প্রায় ধনশালী, অমিতব্যয়ী ও বহ্বাড়ম্বরপ্রিয়, কিন্তু সকলেই বুদ্ধিমান্, কর্ম্মিষ্ঠ এবং সংযত, ইহারা মৎস্য ও অন্ন ভক্ষণ করেন, দেবদ্বিজে ভক্তি রাখেন। ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে ইহারা কাণাড়া ও বেলগামবাসী ব্রাহ্মণগণেরই আচার পালন করিয়া থাকেন। শান্তদুর্গা ও মঙ্গেশ ইঁহাদের কুলদেবতা। [সেন্‌বি দেখ।]

সারস্বতীয় (ত্রি) সরস্বতী সম্বন্ধীয়, সরস্বতীসূত্র সম্বন্ধীয়।

সারস্বতোৎসব (পুং) সারস্বতঃ সরস্বতীসম্বন্ধী উৎসবঃ। সরস্বতীর উৎসব। সরস্বতীপূজার দিন সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে যে উৎসব করা হয়, তাহাকে সারস্বতোৎসব কহে।

সারস্বত্য (ত্রি) সারস্বত, সরস্বতী সম্বন্ধীয়।

সারা (স্ত্রী) সারয়তীতি সৃ ণিচ্-অচ্, টাপ্। ১ কৃষ্ণত্রিবৃতা, কাল তেউড়ী। (শব্দরত্না°) ২ দূর্ব্বা। (শব্দচ°) ৩ সেহুণ্ডভেদ। শাতলা, পীতদুগ্ধমনসা।

সারাক, পশ্চিমবঙ্গবাসী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। [সরাক দেখ।]

সারাঘাট, বাঙ্গালার রাজসাহী জেলার অন্তর্গত পদ্মানদীতীরবর্ত্তী একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ইষ্টারণ বেঙ্গল ষ্টেট রেলওয়ের উত্তরশাখার ষ্টেসন আছে। কলিকাতা হইতে উক্ত রেলপথে আরোহিগণ পদ্মার এ পারে দামুকদিয়াঘাট ষ্টেসনে নামিয়া ষ্টীমারযোগে নদীপার হইয়া সারাঘাটে গিয়া পুনরায় রেলগাড়ীতে উঠে। এখান হইতে রেলপথ ক্রমশঃ উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব্বে বিস্তৃত হইয়াছে। ঐ রেলপথ দিয়া দিনাজপুর, রঙ্গপুর, নাটোর, রাজসাহী, গৌহাটী, ময়মনসিংহ, কাছাড়, চট্টগ্রাম এবং শিলিগুড়ি হইয়া দার্জ্জিলিঙ্গ যাওয়া যায়। রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থান হইতে প্রচুর তামাক (দোক্তা), পাট, হলুদ, শুঁট প্রভৃতি এই পথ দিয়াই কলিকাতায় আনয়ন করিতে হয়।

সারাম্ভস্ (ক্লী) নেবুর রস।

সারাম্ল (ক্লী) নিম্বুভেদ, চলিত গোড়া লেবু। গুণ—পিত্তবর্দ্ধক, গুরু, বাতনাশক ও কফকর।

সারামৃতমোদক, ঔষধভেদ। (চিকিৎসাসার)

সারাল (পুং) সারেণ অলতি পর্য্যাপ্নোতীতি অল-অচ্। তিল।

সারাল (দেশজ) সারযুক্ত, যে সকল কাষ্ঠাদিতে সার হইয়াছে, তাহাকে সারাল কহে। যে সকল মনুষ্যের সার আছে, তাহারাও সারাল নামে বর্ণিত, সারবান্।

সারাব (ত্রি) আরাবঃ শব্দস্তেন সহ বর্ত্তমানঃ। শব্দের সহিত বর্ত্তমান, শব্দযুক্ত, শব্দবিশিষ্ট।

সারাসার (ক্লী) সার ও অসার বস্তু।

সারাসারতা (স্ত্রী) সারাসারয়োর্ভাবঃ তল্-টাপ্। সারত্ব ও অসারত্ব, সার ও অসারের ভাব বা ধর্ম্ম।

সারাসেন, মুসলমান জাতির পাশ্চাত্য নাম। মধ্যযুগে যে মুসলমানবাহিনী সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইয়া মুসলমান-সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই য়ুরোপবাসী আক্রান্ত ও পরাজিত খৃষ্টসম্প্রদায় কর্ত্তৃক সারাসেন নামে অভিহিত হয়। তৎপরবর্ত্তিকালে য়ুরোপবাসী মুসলমানমাত্রই 'সারাসেন' নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনকালে সাহরো নামক আরবীয় মরুভূমিবাসী যে সকল ভ্রমণশীল দুর্দ্ধর্ষ আরব য়ুফ্রেটিস্‌তীর হইতে ইজিপ্ত পর্য্যন্ত রোমসাম্রাজ্যসীমান্ত প্রদেশে আসিয়া পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠনাদি উপদ্রব দ্বারা তদ্দেশবাসীকে উত্তাক্ত করিত, প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমকেরা সেই বর্ব্বরতুল্য জাতিকে "সারাসেনী" আখ্যা প্রদান করেন। তৎপরে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তারের পর, সেই আরবদেশবাসীকে খৃষ্টজগতের শত্রু জানিয়া খৃষ্টানয়ুরোপবাসীরা সকলেই তাহাদিগকে "সারাসেন" আখ্যায় অভিহিত করিবে তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু সাম্রাজ্যসীমান্তবাসী নিরন্তর উপদ্রবকারী জাতিকে রোমকগণ কেন সারাসেন বলিয়া অভিহিত করিতেন, তাহার সন্তোষজনক কোন ইতিবৃত্তই রোমের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। [মুসলমান শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সারি (পুং স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ইন্। পাশক। পাশগুটিকা।

সারিক (পুং) পক্ষিবিশেষ, সালিক পাখী।

সারিকা (স্ত্রী) সরতি গচ্ছতীতি সৃ-ণ্বুল্-টাপ্। পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিক পাখী। পর্য্যায়—পীতপাদা, গোরাটী, গোকিরাটিকা, শারিকা, সারী, শারী, চিত্রলোচনা, মধুরালাপা, দূতী, মেধাবিনী, গোবাণ্ডিকা, গোকিরাটী, গোরিকা ও কলহপ্রিয়া। (রাজনি°)

সারিকামুখ (পুং) কীটবিশেষ। (সুশ্রুত)

সারিকাবণ (ক্লী) সারিকাবহুল বন।

সারিণী (স্ত্রী) সরতীতি সৃ-ণিনি-ঙীষ্। ১ সহদেবী। ২ কার্পাসী। ৩ দুরালভা। ৪ কপিলশিংশপা। ৫ প্রসারিণী। ৬ রক্ত-পুনর্নবা।

সারিন্ (ত্রি) অনুসরণকারী। পশ্চাদ্‌গমনকারী।

সারিফলক (পুং) শারি, অক্ষোপকরণ, পাশকাদির বল, গুটিকা।

সারিমেজয় (পুং) অরিমেজয় (শ্বফল্কের পুত্র) সহিত।

সারিব (পুং) শালী, ষষ্টিকা।

সারিবা (স্ত্রী) লতাবিশেষ, চলিত অনন্তমূল, হিন্দী গৌরিয়া সাউ। এই ব্রততীর পত্র জম্বুর ন্যায় এবং দুগ্ধগর্ভা, অর্থাৎ ইহার আটা দুগ্ধের ন্যায় শুক্লবর্ণ। পর্য্যায়—শারদা, গোপী, গোপকন্যা, গোপবল্লী, প্রতানিকা, লতা, আস্ফোতা, কাষ্ঠশারিবা, গোপা, উৎপলসারিবা, অনন্তা, শারিবা, শ্যামা। গুণ—মধুর, স্নিগ্ধ, বৃষ্য ও পিত্তনাশক। এই সারিবা দুই প্রকার সারিবা ও কৃষ্ণ-সারিবা। এই কৃষ্ণসারিবা ইন্দ্রজম্বুর ন্যায় পত্রবিশিষ্ট, সুগন্ধা ও কলসণ্টা এই নামেও প্রসিদ্ধ। পর্য্যায়—কৃষ্ণমূলী, কৃষ্ণা, চন্দন-সারিবা, ভদ্রা, চন্দনগোপা, চন্দনা, কৃষ্ণবল্লী। হিন্দী কাবয়াসাউ, চলিত শ্যামলতা। গুণ—ত্রিদোষনাশক, তিক্ত ও কটুরস। (রাজনি°)

"সারিবাযুগলং স্বাদু স্নিগ্ধং শুক্রকরং গুরু।
অগ্নিমান্দ্যারুচিশ্বাসকাসামবিষনাশনং॥
দোষত্রয়াস্রপ্রদরজ্বরাতিসারনাশনং॥" (ভাবপ্রকাশ)

এই দুই প্রকার সারিবাই স্বাদু, স্নিগ্ধ, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, শ্বাস, কাস, আম ও বিষনাশক, ত্রিদোষ, অস্র, প্রদর, জ্বর ও অতিসারনাশক। সারিবা বিশেষরূপে রক্ত-পরিষ্কারক। সালসা ব্যবহারকালে ইহার সহিত সেবন করিতে হয়। [অনন্তমূল দেখ]

সারিবাদিগণ (পুং) বৈদ্যকোক্ত সারিবা প্রভৃতি দ্রব্যগণ-বিশেষ। এই গণ যথা—সারিবা, যষ্টিমধু, শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, গাম্ভারীফল, মধুকপুষ্প, ও বেণামূল। এই গণ পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর, ও দাহরোগের শান্তিকর। (সুশ্রুত)

সারিবাদ্বয় (ক্লী) দুই প্রকার সারিবা, অনন্তমূল ও শ্যামালতা।

সারিন্দা, (দেশজ) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার সমুদয় অঙ্গ কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। ইহার ধ্বনিকোষ কিয়দংশ চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং কতকাংশ শূন্য থাকে, এই বাদ্যযন্ত্রে অশ্বপুচ্ছের কেশনির্ম্মিত তিনটী তার তিনটী কীলকে আবদ্ধ থাকে।

সারিষ্ট (ত্রি) সর্ব্বসুন্দর। যাহা ইষ্টের শ্রেষ্ঠ।

সারিসৃক্ত (পুং) ঋগ্বেদের ১০।১৪২ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সারী (স্ত্রী) সারি বা ঙীষ্। ১ সারিকা পক্ষিণী। ২ পাশক, পাশা। (শব্দরত্না°) ৩ সপ্তলা। (রাজনি°)

সারূপ (ক্লী) সরূপ-অণ্। সরূপতা, সমানরূপতা, তুল্যরূপতা।

সারূপবৎস (ক্লী) স্বরূপবৎসা গাভীর দুগ্ধ।
(কৌষিতকীব্রা° ১৬।১৯)

সারূপ্য (ক্লী) সরূপস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত তুল্যরূপ হওয়া যায়, তাহাকে সারূপ্য মুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ]
২ সমানরূপতা, তুল্যরূপত্ব, একরূপতা।

"বয়সঃ কর্ম্মণোঽর্থস্য শ্রুতস্যাভিজনস্য চ।
বেদবাক্‌বুদ্ধিসারূপ্যমাচরন্ বিচরেদিহ ॥" (মনু ৪।১৮)

মনু বলিয়াছেন যে আপনার যেরূপ বয়স, যেরূপ কর্ম্ম, যে পরিমাণে ধন, যে প্রকার বেদাধ্যয়ন, ও যাদৃশ বংশমর্য্যাদা, বেশ-ভূষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে তৎসারূপ্য অর্থাৎ তদনুরূপ করিয়া ইহ-লোকে বিচরণ করিতে হইবে।

সারূপ্যতা (স্ত্রী) সারূপ্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সারূপ্যতা, তুল্যরূপতা।

সারেশ্বর পণ্ডিত, লিঙ্গপ্রকাশ নামক ব্যাকরণপ্রণেতা। ইনি জৈন ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

সারোদ্ধার (পুং) সারস্য উদ্ধারঃ। সারের উদ্ধার, সারগ্রহণ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থবিশেষ।

সারোপ (ত্রি) আরোপেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আরোপের সহিত বর্ত্তমান, আরোপযুক্ত, আরোপবিশিষ্ট।

সারোপা (স্ত্রী) লক্ষণাশক্তিবিশেষ। সারোপলক্ষণা। "আরোপাধ্য-বসানাভ্যাং প্রত্যেকং তা অপি দ্বিধা।" (সাহিত্যদ° ১।১৬)

যে স্থলে আরোপ ও অধ্যবসান দ্বারা লক্ষণা হয়, সেই স্থানে সারোপা ও সাধ্যবসানিকা লক্ষণা বলিয়া কথিত হয়। সুতরাং সারোপা স্থলে একমাত্র আরোপ দ্বারাই এই লক্ষণা হয়। "আয়ু-র্ঘৃতং।" এইস্থলে ঘৃতে আয়ুর আরোপ হইয়াছে, এই লক্ষণা-শক্তির দ্বারা বোধ হইতেছে যে, ঘৃত ভোজন করিলে আয়ু বর্দ্ধিত হয়। [লক্ষণা দেখ।]

সারোষ্ট্রিক (পুং) সারোষ্ট্রে দেশে ভবঃ সারোষ্ট্র-ঠঞ্। বিষ-ভেদ। অমরটীকায় ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—"সারোষ্ট্রঃ দেশভেদঃ তত্র ভবঃ সারো-ষ্ট্রিকঃ ঢথে কাদিতি বিস্তকঃ' (ভরত)

সার্কণ্ডেয় (পুং) সৃকণ্ডু অপত্যার্থে (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩) ইতি ঠক্। সৃকণ্ডুর গোত্রাপত্য।

সার্গল (ত্রি) অর্গলেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অর্গলের সহিত বর্ত্তমান, অর্গলযুক্ত। অর্গলবিশিষ্ট।

সার্গিক (ত্রি) সার্গায় প্রভবতি (তস্মৈ প্রভবতি সন্তাপাদিভ্যঃ। পা ৫।১।১০১) ইতি ঠঞ্। সর্গকারী, সৃষ্টি করিতে সমর্থ।

সার্ঙ্গী (স্ত্রী) সারঙ্গী, বাদ্যভেদ।

সার্চ্চিস্ (ত্রি) অর্চ্চিষা সহ বর্ত্তমানঃ। অর্চ্চির সহিত বর্ত্তমান, সতেজস্ক, তেজোযুক্ত।

সার্জ (পুং) সর্জিকা, সর্জ্জরস, চলিত ধুনা। (রত্নমালা)

সার্জনাক্ষি (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

সাঞ্জ´য় (পুং) সৃঞ্জয় অপত্যার্থে অঞ্। ১ সৃঞ্জয়ের গোত্রাপত্য। ২ সহদেব। (ঐত° ব্রা° ৭।৩৪)

সার্থ (পুং) সরতীতি সৃ (সর্ত্তেণিচ্চ। উণ্ ২।৫) ইতি থন্, সচ ণিৎ। ১ জন্তুসজ্ঘ। (অমর) ২ বণিক্‌সমূহ। (রঘু ১৭।৬৪) ৩ সমূহমাত্র। (মেদিনী) (ত্রি) অর্থেন সহ বর্ত্তমানঃ। ৪ অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত, অর্থ-বিশিষ্ট।

"সার্থঃ প্রসবতো নিত্যং ভার্য্যা মিত্রং গৃহে সতঃ।
আতুরস্য ভিষঙ্‌মিত্রং দানং মিত্রং মরিষ্যতঃ ॥" (শুদ্ধিতত্ত্ব)

সার্থক (ত্রি) সার্থএব কন্। অর্থের সহিত বর্ত্তমান, অর্থযুক্ত। শব্দশক্তিপ্রকাশিকায় ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে শব্দান্তরকে কোনরূপ অপেক্ষা না করিয়া যে স্থলে অর্থবোধ-কারক হয়, তাহাকে সার্থক কহে। ইহা তিন প্রকার প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত। প্রকৃতি, প্রত্যয় ও নিপাত এই তিনটীই কাহাকে অপেক্ষা না করিয়াও অর্থের বোধকারক হইয়া থাকে।

"শব্দান্তরমপেক্ষ্যৈব সার্থকঃ সার্থবোধকৃৎ।
প্রকৃতিঃ প্রত্যয়শ্চৈব নিপাতশ্চেতি স ত্রিধা ॥" (শব্দশক্তি')

সার্থধর (পুং) বণিক্‌দলনেতাবিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৬।২ ৬)

সার্থপতি (পুং) সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থপাল (পুং) বণিক্‌দলনেতা। (মার্ক° পু° ১৯।৩০)

সার্থভৃৎ (পুং) সার্থঃ বিভর্ত্তি ভৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। সার্থবাহ, বণিক্।

সার্থবৎ (ত্রি) সার্থ মতুপ্ মস্য ব। অর্থযুক্ত, যথার্থ।

সার্থবাহ (পুং) সার্থং বহতীতি বহ-অণ্। বণিক্। (অমর)

সার্থবাহন (পুং) সার্থবাহ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।৪৪)

সার্থসঞ্চয় (ত্রি) অর্থসঞ্চয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। অর্থসঞ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, অর্থসঞ্চয়যুক্ত, অর্থসঞ্চয়বিশিষ্ট।

সার্থিক (ত্রি) সার্থে-স্থিত। (ভাগবত ৫।১৩।২) 'সার্থিকং সার্থে স্থিতং' (স্বামী) ২ সফল, সার্থক।

সার্দাগব (পুং) সৃদাগু গোত্রাপত্যার্থে অঞ্। সৃদাগুর গোত্রাপত্য।

সার্দ্র (ত্রি) আর্দ্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আর্দ্র, আর্দ্রতাযুক্ত, ভিজা।

সার্দ্ধ (ত্রি) অর্দ্ধেন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অর্দ্ধযুক্ত, অর্থবিশিষ্ট। ২ সহিত, সহার্থ। এই শব্দ বিভক্তিযুক্ত হইয়া 'সার্দ্ধম্' এইরূপে ব্যবহার হয়। এই শব্দ সহার্থক সুতরাং ব্যাকরণ মতে এই শব্দযোগে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে।

"সুশর্ম্মা ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থী পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ।" (ভারত ৭।২৭।২)

সার্দ্ধবার্ষিক (ত্রি) অর্দ্ধবর্ষব্যাপী (ব্রত)। (মনু ১১।১২৬ কুল্লুক)

সার্প (পুং) সর্প-স্বার্থে অঞ্। সর্প শব্দার্থ।

সার্পাজ্ঞ (ত্রি) সর্পরাজ্ঞী নাম্নী স্ত্রীমন্ত্রদ্রষ্ট্রীরচিত বা তৎসম্বন্ধীয়।

সার্পাকব (পুং) সৃপাকু অপত্যার্থে বিদাদিত্বাৎ অঞ্। (পা ৪।১।১০৪) সৃপাকুর গোত্রাপত্য।

সার্পাকবায়ন (পুং) সার্পাকব হরিতাদিত্বাৎ ফক্। (পা ৪।১।১০০) সার্পাকবের গোত্রাপত্য।

সার্পিষ (ত্রি) সর্পিষোঽয়ং সর্পিষা সংস্কৃতো বা সর্পিস্-অণ্। ১ সর্পিস্‌সম্বন্ধী, ঘৃত সম্বন্ধীয়। ২ ঘৃত দ্বারা সংস্কৃত বস্তু।

সার্পিষ্ক (ত্রি) সর্পিষা সংস্কৃতঃ 'তেন সংস্কৃতং' ইতি ঠক্। সর্পিঃ দ্বারা সংস্কৃত বস্তু। (হেম)

সার্প্য (পুং) সর্পো দেবতা অস্য, ষ্যঞ্। ১ অশ্লেষা নক্ষত্র।

"পুষ্যে জাতস্তু ভরতো মীনলগ্নে প্রসন্নধীঃ।
সার্প্যে জাতৌ তু সৌমিত্রী কুলীরেঽভ্যুদিতে রবৌ॥"
(রামায়ণ ১।১৮।১৫)

(ত্রি) সর্পস্যায়মিতি অণ্। ২ সর্পসম্বন্ধী।

সার্ব্ব (পুং) সর্ব্বস্মৈ হিতায় সর্ব্ব (সর্ব্বপুরুষাভ্যাং ণঢঞৌ। পা ৫।১।১০) ইতি ণ। ১ বুদ্ধ। ২ জিন। (হেম) ইঁহারা সকলেরই হিতকারক ছিলেন এই জন্য ইহাদের নাম সার্ব্ব। (ত্রি) ২ সর্ব্বসম্বন্ধী।

সার্ব্বকর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্বকর্ম্মকারী।

সার্ব্বকামসমৃদ্ধ (ত্রি) কর্ম্মমাসের ষষ্ঠদিন।

সার্ব্বকামিক (ত্রি) সকল কামনাভব, যাহা সকল প্রকার কামনা করিয়া করা হয়। (ভাগবত ৬।১৯।২)

সার্ব্বকাল (ত্রি) সর্ব্বকাল-অণ্। সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালেই হয়।

সার্ব্বকালিক (ত্রি) সর্ব্বকালভব, যাহা সকল কালে হয়, সর্ব্ব-কালোৎপন্ন। "বিবাহঃ সার্ব্বকালিকঃ" (স্মৃতি) সকল কালেই বিবাহ দেওয়া যাইতে পারে, ইহাতে বিবাহ অসিদ্ধ হইবে না, কিন্তু দোষ হইবে।

সার্ব্বকেশ্য (ত্রি) সর্ব্বকেশ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বক্রতুক (ত্রি) সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞকারী।

সার্ব্বগুণিক (ত্রি) সর্ব্বগুণভব, সকল গুণসম্বন্ধী।

সার্ব্বচর্ম্মীণ (ত্রি) সর্ব্বচর্ম্মণা কৃতঃ সর্ব্বচর্ম্মন্ (সর্ব্বচর্ম্মণঃ কৃতঃ খখঞৌ। পা ৫।২।৫) ইতি খঞ্। সকল চর্ম্মনির্ম্মিত। এই অর্থে খ করিয়া 'সর্ব্বচর্ম্মীণ' এইরূপ পদ হয়।

সার্ব্বজনিক (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ (সর্ব্বজনাৎ ঠঞ-খশ্চ। পা ৫।১।৯) ইত্যস্য বার্ত্তিকোক্ত্যা ঠঞ্। সকলজনহিত, সকল-লোকের ইষ্টসাধক। সর্ব্বজনের প্রয়োজনীয় বা উপযুক্ত। ২ সর্ব্বলোকবিদিত।

সার্ব্বজনীন (ত্রি) সর্ব্বজনায় হিতঃ সর্ব্বজন-খ (পা ৫।১।৯) সার্ব্বজনিক, সকল লোকের হিতকারক।

সার্ব্বজন্য (ত্রি) সর্ব্বজন-ষ্যঞ্। ১ সকল জন সম্বন্ধীয়। ২ সকল লোকের হিতকারক। (বৃহৎসংহিতা ৭৫।৮)

সার্ব্বজ্ঞ (ক্লী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে অণ্। সর্ব্বজ্ঞতা, সর্ব্বজ্ঞের ভাব বা ধর্ম্ম।

সার্ব্বজ্ঞ্য (ক্লী) সর্ব্বজ্ঞ ভাবে ষ্যঞ্। সর্ব্বজ্ঞত্ব।

সার্ব্বত্রিক (ত্রি) সর্ব্বত্রব্যাপী, সকল স্থানে স্থিত, যিনি সকল স্থান ব্যাপিয়া আছেন, সকল স্থানের উপযুক্ত।

সার্ব্বধাতুক (ত্রি) সার্ব্বধাতু-কন্। সকলধাতু সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বনাম্ন্য (ক্লী) বহুসংখ্যক নাম।

সার্ব্বভট্ট ভৌমাচার্য্য (পুং) গ্রন্থকারভেদ। ইনি সার্ব্বভৌমা-চার্য্য বা সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য নামেই বিখ্যাত ছিলেন।

সার্ব্বভৌতিক (ত্রি) সর্ব্বভূতনির্ম্মিত। সর্ব্বভূত সম্বন্ধীয়।

"ত্রিবিধস্ত্রিবিধঃ কৃৎস্নঃ সংসারঃ সার্ব্বভৌতিকঃ॥" (মনু ১২।৫১)

সার্ব্বভৌম (পুং) সর্ব্বভূমৌ বিদিতঃ (তত্র বিদিত ইতি চ। পা ৫।১।৪৩) ইত্যণ্। ১ উত্তরদিক্‌গজ। (অমর) ২ সকল ভূমীশ্বর, যিনি সকল ভূমির অধিপতি, তাহাকে সার্ব্বভৌম কহে। পর্য্যায়—চক্রবর্ত্তী, একজন্মা, নৃপাগ্রণী। (শব্দরত্না°)

৩ বিদূরথপুত্র। (ভাগবত ৯।২২ অ°)

৪ পুরুবংশীয় অহংযাতিরাজপুত্র। অহংযাতি কৃতবীর্য্যদুহিতা ভানুমতীকে বিবাহ করেন। এই ভানুমতীর গর্ভে সার্ব্বভৌমের জন্ম হয়। মহাভারতে আদিপর্ব্ব ৬৫ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (ত্রি) ৫ সকল ভূমি সম্বন্ধীয়।

সর্ব্বজন পরিচিত, ইংরাজী ভাষায় "known all over Europe." বলিলে যাহা বুঝায়, সার্ব্বভৌম বলিলে ঠিক সেইরূপ ভাব প্রকাশ করে। নারায়ণ, রঘুনাথ, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বাসুদেব প্রভৃতি কয়েকজন পণ্ডিত সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শিতাবশতঃ সার্ব্বভৌম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

সার্ব্বভৌম, ১ স্মৃতি-গ্রন্থরাজপ্রণেতা। ২ সপ্তর্ষিচার ও সূর্য্য-সিদ্ধান্তটীকা-রচয়িতা। ৩ একজন প্রাচীন কবি। ইনি স্বীয় গ্রন্থে অনঙ্গভীম নামে এক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন। এই অনঙ্গভীম সম্ভবতঃ উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গভীম দেব হইবেন। ৪ ভানুদত্তার গর্ভে সংযাতির পুত্র। (নৃসিংহপু° ২৮।১০)

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য, ১ চৈতন্যদ্বাদশ নাম স্তোত্ররচয়িতা।
[বাসুদেব সার্ব্বভৌম দেখ]
২ পদ্যাবলীধৃত একজন কবি। ৩ অদ্বৈতমকরন্দপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম মিশ্র, ভুবনপ্রদীপিকা নামক অভিধানপ্রণেতা।

সার্ব্বভৌম ব্রত, ব্রতবিশেষ। (বরাহপু°)

সার্ব্বযজ্ঞিক (ত্রি) সকল প্রকার যজ্ঞ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বরোগিক (ত্রি) সকল প্রকার রোগ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বলৌকিক (ত্রি) সর্ব্বলোকে বিদিতঃ (লোক সর্ব্বলোকাৎ ঠঞ্। পা ৫।১।৪৪) ইতি ঠঞ্। সর্ব্বজন বিদিত, সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র পরিচিত।

"জিগায় তস্য হন্তারং স রামঃ সার্ব্বলৌকিকঃ॥" (ভট্টি ৫ সঃ)
২ সকল লোক সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ণিক (ত্রি) ১ সর্ব্ব প্রকার ব্যঞ্জনাদিযুক্ত।

"সার্ব্ববর্ণিকমন্নাস্তং সন্নীয়াপ্লাব্যবারিণা।" (মনু ৩।২৪৪)

'সার্ব্ববর্ণিকমিতি, বর্ণশব্দঃ প্রকারবাচী, সর্ব্বপ্রকারমন্নাদিক-ব্যঞ্জনাদিভিরেকীকৃতা' (কুল্লূক)

২ সকল বর্ণ সম্বন্ধীয়, ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সার্ব্ববর্ম্মিক (ত্রি) সর্ব্ববর্ম্মে প্রোক্ত।

সার্ব্ববিদ্য (ক্লী) সর্ব্ববিদ্যাযুক্ত। সপবিদ্যা।

সার্ব্ববিভক্তিক (ক্লী) সকল বিভক্তি সম্বন্ধীয় 'সার্ব্ববিভক্তিক-স্তসিল্' (ব্যাকরণ) সকল বিভক্তি সম্বন্ধে অর্থাৎ সকল বিভক্তিতেই তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সার্ব্ববেদস (ত্রি) সর্ব্ববেদস, কৃতসর্ব্বস্বদক্ষিণ বিশ্বজিৎ যাগ, যিনি সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করিয়াছেন। 'সর্ব্বং ধনং বেদয়তি নিবেদয়তি ঋত্বিক্‌ভ্যঃ' ইতি বিদ্-ণিচ্ অসুন্, সর্ব্ববেদস্-অণ্ সার্ব্ববেদসঃ (ভরত)

"সান্তানিকং বক্ষ্যমাণমধ্বগং সার্ব্ববেদসং। (মনু ১১।১)

'সার্ব্ববেদসো বিশ্বজিতি সর্ব্বস্বং দক্ষিণাত্বেন দত্তবান্, নতু প্রায়শ্চিত্তাদ্যর্থং' (মেধাতিথি)

সার্ব্ববেদ্য (পুং) সর্ব্ববেদং বেত্তীতি সর্ব্ববেদ-ষ্যঞ্। সর্ব্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সর্ব্ববেদবিৎ।

সার্ব্ববৈদিক (ত্রি) ১ সর্ব্ববেদ সম্বন্ধীয়। সর্ব্ববেদজ্ঞ।

সার্ব্বসেন (পুং) পঞ্চরাত্রভেদ। (আশ্ব° শ্রৌ° ১০।১।২৭)

সার্ব্বসেনি (পুং) ১ শৌচেয়ের বংশোপাধি। ২ যোদ্ধৃগণ।

সার্ব্বসেনীয় (পুং) সর্ব্বসেনির রাজা।

সার্ব্বসেনী (পুং) ১ ভবতের কন্যা সুনন্দার বংশোপাধি।

সার্ব্বসেন্য (ত্রি) সর্ব্বসেন সম্বন্ধীয়।

সার্ব্বায়ুষ (ত্রি) সর্ব্বায়ুস-অণ্। সকল আয়ুঃসম্বন্ধীয়।

সার্ষপ (ত্রি) সর্ষপস্যায়মিতি সর্ষপ-অণ্। সর্ষপ সম্বন্ধীয় শাক তৈলাদি। সরিষার তৈল।

"ঘৃতঞ্চ সার্ষপং তৈলং যত্তৈলং পুষ্পবাসিতং।
অদুষ্টং পক্বতৈলঞ্চ স্নানাভ্যঙ্গেষু নিত্যশঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

ঘৃত, সরিষার তৈল, এবং পুষ্পবাসিত তৈল, ফুলেল তৈল, এবং অদুষ্টপক্বতৈল প্রতিদিন স্নানাভ্যঙ্গে ব্যবহার করিবে।

সার্ষ্ট´ (ত্রি) সাষ্টি´, মুক্তিভেদ।

সাষ্টি´ (ত্রি) পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি, সমানৈশ্বর্য্য, যে মুক্তিতে ঈশ্বরের সহিত সমান ঐশ্বর্য্য লাভ হয়।

সাষ্টি´তা (স্ত্রী) সাষ্টি´ ভাবে তল্। সাষ্টির ভাব বা ধর্ম্ম, সমান গতিত্ব, সমানৈশ্বর্য্যত্ব।

"ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসাষ্টি´তাং।" (মনু ৪।২৩২)

'ব্রহ্মসাষ্টি´তা অর্ষণমৃষ্টিঃ সমা ঋষ্টিরস্য সাষ্টিঃ, ছান্দসত্বাৎ সমানস্য সভাবঃ, ঋষী গতৌ অর্ষণং বা সাষ্টি´ঃ, তদ্ভবা সাষ্টি´তা, উভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সমানগতিত্বং' (মেধাতিথি)

সার্সা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খেড়া জেলার আনন্দ উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। খেড়ানগর হইতে ২৮ মাইল পূর্ব্বদক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২২°৩০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৭´ পূঃ। এই নগর স্থানীয় কার্পাসবাণিজ্যের কেন্দ্র।

সাল (পুং) সল্যতে ইতি সল গতৌ ঘঞ্। ১ শাল মৎস্য, সালমাছ। (ভরত) ২ বৃক্ষমাত্র। ৩ প্রাকার। ৪রাল। (রাজনি°) সারো হস্ত্যত্রেতি অচ্, রস্য ল। ৫ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, সালগাছ, এই বৃক্ষের প্রায় সকলই সার এইজন্য ইহার নাম সাল হইয়াছে। হিন্দী সখুয়া, পর্য্যায় সর্জ্জ, সর্জ্জরস, কলকলজলোদ্ভব, বল্লীবৃক্ষ, ক্ষীরপর্ণ, রাল-কার্য্য (কোন কোন পুস্তকে রাল ও কার্য্য এই দুইটী পৃথক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায় ; অজকর্ণক, বস্তকর্ণ, কষায়ী, ললন, গন্ধ-বৃক্ষক, বংশ, রালনির্য্যাস, দিব্যসার, সুরেষ্টক, শূর, অগ্নিবল্লভ, যক্ষধূপ, সিদ্ধিক। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, হিম, স্নিগ্ধ ; অতিসার, পিত্ত, অস্রদোষ, কুষ্ঠ, কণ্ডু, বিস্ফোট ও বাতনাশক। (রাজনি°)

ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশ মাত্রেই সালবৃক্ষ জন্মে, তবে কোন কোন পর্ব্বত ও তাহার সানুদেশ সালবৃক্ষে পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। আবার কোন কোন স্থলে পার্ব্বত্য ক্রমোচ্চ ভূমিতে বহুদূর বিস্তৃত সালবন বিরাজিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে সালবৃক্ষ জন্মে, নিম্নে তত্তদ্‌স্থানের নাম দেওয়া গেল—

অম্বালা, আসামপ্রদেশ, অযোধ্যা, বালাঘাট, বালেশ্বর, বামড়া, বাঁকুড়া, বর্দ্দবার, বাঙ্গালা, বিজনৌর, বিলাসপুর, বোউদ, বোনাই, বোরাসম্বার, বুন্দী, মধ্যপ্রদেশ, চঙ্গভাকর, চিরাঙ্গদ্বার, কটক, দার্জ্জিলিঙ্গ, দেনবা, দেওরী, দিনাজপুর, পূর্ব্বদ্বার, গঞ্জাম, গারোহিল, গিলগাঁও, গিরিবারনদীতট, গুক-মারী, গোণ্ডা, গোরখপুর, হিমালয়পর্ব্বতমালা, হোসঙ্গাবাদ, জলপাইগুড়ি, জয়পুর, জীরা, জিরঙ্গ, কালেশ্বর, কামরূপ, কাম-তারানলো, কাঙড়া, করৌলী, কেন্দা, খণ্ডপাড়া, খেরি, কোরিয়া, কুকড়া, মৈলানী, কুলসী, কুমায়ুন, লখিপুর, লৌন, লোহাবডাগা, লোহাসং, মধুপুর, মান্দ্রাজ, মহানদীতীর, মাইকল শৈলশ্রেণী, মালকানগিরি, মানভূম, মণ্ডলা, সাতাইথার, মিলমিলিয়া, মু[illegible]ঙ্গের, নেপাল, নিবারী, নীলগিরিপর্ব্বত, নওগাঁ, পাঁচমাড়ী, পা[illegible]খেবা, পাললহরা, পলতান, পটনারাজ্য, ফুলঝর, প্রতাপগ[illegible] পঞ্জাব, পুরী, রায়গড়, রায়পুর, রাইরাখোল, রামপুর, (ম[illegible] প্রদেশ), রঙ্গপুর, রেবা, সাহল্লানগর, শালনদীর তীরদেশ, [illegible]সম্বলপুর, সাওতাল পরগণা, সাওলীগড়, সরগুজা, শাহজাহানপুর, [illegible] সিবনী, সিংহভূম, সিঙ্কুলা শৈলমালা, শিরমুর, শিবালিক পর্ব্ব[illegible]তমালা, বিশাখপত্তন ও যুক্তপ্রদেশের নানাস্থান।

সালকাঠে কড়ি বরগা ইত্যাদি প্রস্তুত হয়। পাতাও অনেকে ব্যবহার করে এবং বৃক্ষনির্য্যাস ধূনারূপে ব্যবহার্য্য।

সাল, মূলের পুত্র। (জৈন হরি° ১৭।৩)

সালকি (পুং) মুনিবিশেষ।

সালক্তক (ত্রি) অলক্তকেন সহ বর্ত্তমানং। অলক্তকের সহিত বর্ত্তমান, অলক্তকযুক্ত। অলক্তকবিশিষ্ট।

সালক্ষণ্য (ক্লী) সলক্ষণ-ভাবে ষ্যঞ্। সলক্ষণতা, সলক্ষণের ভাব বা ধর্ম্ম।

সালঙ্ক (পুং) সঙ্গীতশাস্ত্র মতে রাগের প্রকারবিশেষ। যে রাগ অন্য কোন রাগের সহিত মিশ্রিত না হইয়া অন্য রাগের আভাসযুক্ত হয়, তাহাকে সালঙ্ক কহে।

সালঙ্কটঙ্কটা (স্ত্রী) রাক্ষসীভেদ। বিদ্যুৎকেশির পত্নী। (রামায়ণ ৭।৪।২৩) এই শব্দে তালব্য এবং দন্ত্য এই দুই সকারই দেখিতে পাওয়া যায়।

সালঙ্কায়ন (পুং) মুনিভেদ। এই শব্দ তালব্য ও দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালঙ্কার (ত্রি) অলঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অলঙ্কারযুক্ত, অলঙ্কারবিশিষ্ট, অলঙ্কারভূষিত।

সালগম (দেশজ) কন্দভেদ। (Brassica rapa)

সালগম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্র শীতকালে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সালগমের কচি কচি পাতা অন্যান্য শাকের ন্যায় রন্ধন করিয়া ভোজন করা হয়। ইহার শ্বেতবর্ণ গোলাকার চাপ্টা মূল রন্ধন করিলে অতি উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। ওল কপির ন্যায় প্রথমে হাপরে ইহার চারা প্রস্তুত করিয়া, পরে ক্ষেত্রে রোপণ করা উচিত। ইহার বীজ হইতে এক প্রকার তৈল তৈয়ার হয়।

সালচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধরাজভেদ।

সালজ্য (ক্লী) ব্রহ্মসংস্থানভেদ।

সালবল, জনপদভেদ। (তারনাথ)

সালম্বন (ত্রি) আলম্বনেন সহ বর্ত্তমানঃ। আলম্বনের সহিত বর্ত্তমান, স্বকীয় আলম্বনের সহিত, আলম্বনযুক্ত, আলম্বনবিশিষ্ট।

সালন (পুং) সালঃ কারণত্বেনাস্ত্যস্যেতি প্রমাদিত্বাৎ। সর্জ্জরস।

সালনির্য্যাস (পুং) সালস্য নির্য্যাসঃ। সর্জ্জরস, ধূনা। (রত্নমালা)

সালপর্ণী (স্ত্রী) সালস্য পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ, ঙীষ্। সালপানী, সালপর্ণী এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে যদি পৃশ্নিপর্ণী পাওয়া না যায়, তাহা হইলে তাহার পরিবর্ত্তে সালপর্ণী দেওয়া যাইতে পারে।

"অভাবে পৃশ্নিপর্ণ্যাশ্চ সালপর্ণীং নিয়োজয়েৎ।" (বৈদ্যকশাস্ত্র)

সালপুষ্প (ক্লী) সালস্যেব পুষ্পমস্য। স্থলপদ্ম। (শব্দরত্না°)

সালভঞ্জিকা (স্ত্রী) সালং ভনক্তীতি ভনজ-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং রস্য লঃ। ১ পুত্তলিকা, পুতুল। (জটাধর) এই শব্দে তালব্য দন্ত্য দুই সকারই হয়।

সালর মসাউদ গাজী, একজন মুসলমান যোদ্ধা ও সাধুপুরুষ। ইনি যুক্তপ্রদেশে গাজী মিঞা নামে প্রসিদ্ধ। ইনি ইস্‌লাম ধর্ম্মবিস্তারের জন্য আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন। অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ নগরে ইহার সমাধি বিদ্যমান আছে। ইনি সালর সাহুর পুত্র এবং গজনীপতি সুলতান মাম্‌দের ভাগিনেয়। ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে (৪২৪ হিঃ) মসাউদ গাজী আপনার মাতুলের পক্ষে মুসলমান-সেনার নায়ক হইয়া বরাইচের একটী প্রসিদ্ধ হিন্দুমন্দির অধিকারে অগ্রসর হন। ঐ সময়ে তথাকার হিন্দুগণ বিশেষ উৎসাহে মুসলমানের অত্যাচারদমনে অগ্রসর হন। হিন্দুগণ চারিদিক্ হইতে মুসলমান সেনাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিয়া অস্ত্র বর্ষণ করিতে থাকে। এই যুদ্ধে হিন্দুর হস্তে সালর মসাউদ ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল সমূলে নিহত হয়। এ সময়ে সালর মসাউদ ১৯শ বর্ষীয় যুবক মাত্র।

উক্ত ঘটনা স্মরণার্থ বরাইচের লোকেরা প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম রবিবারে একটী উৎসব করে। ঐ উৎসবের শেষ দিনে সকলেই ঘুড়ি উড়াইয়া আমোদ আহ্লাদে দিন যাপন করিয়া থাকে।

সালর সাহু, একজন মুসলমান সেনাপতি। গজনী-পতি মাম্‌দের ভগিনীপতি ও সালর মসাউদের পিতা, ইনি অযোধ্যাপ্রদেশের বারবাঙ্কি জেলার সত্রিথ নগর আক্রমণ করেন। এই স্থানেই সালর সাহুর মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে বা আস্তানায় প্রতিবৎসর মেলা হইয়া থাকে এবং তদুপলক্ষে প্রায় ১৮ হাজার লোক সমবেত হয়।

সালবাই, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। গোয়ালিয়র দুর্গ হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১৯´ পূঃ। মধুরাও বল্লালের মৃত্যুর পর পেশবা পদ লইয়া মহারাষ্ট্রসমাজে বিপ্লব উপস্থিত হইলে এখানে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্ণমেণ্টের সহিত সমবেত-মরাঠা-শক্তির একটী সন্ধি হয়, উহা সালবাইর সন্ধি নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।

এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে মহারাষ্ট্র অধিকারভুক্ত বসাই ও অন্যান্য যে সকল প্রদেশ ইংরাজগণ যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহারা পেশবাকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং পেশবাও মহারাষ্ট্রপক্ষ হইতে ইংরাজদিগকে সালসেট, এলিফাণ্টা (গাড়াপুরী), করঞ্জ ও বোম্বাই সহরের অদূরবর্ত্তী হগদ্বীপ ছাড়িয়া দেন। ঐ সন্ধির তৃতীয় প্রস্তাব মতে বৃটীশরাজ ভরোচনগর পরগণার সম্পূর্ণ সত্ত্বাধিকারী হন।

ইংরাজরা পশ্চাৎ পরে ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন। সিন্দেরাজ পূর্ব্বপূর্ব্ব যুদ্ধে ইংরাজদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। ঐ সম্পত্তি সিন্দেরাজকে দানকালে ইংরাজ-গবর্মেণ্ট তাঁহার রাজত্বমধ্যে নির্ব্বিরোধে বাণিজ্য করিবার একটী ব্যবস্থাও সর্ত্তমধ্যে নিবেশিত করিয়া লইয়াছিলেন।

সালরস (পুং) সালস্য রসঃ। রাল, ধূনা। (রাজনি°)

সালবন (স্ত্রী) সালস্য বনং। ১ সালবৃক্ষের বন। যে বনের অধিকাংশ বৃক্ষই সাল, তাহাকে সালবন কহে।

২ বৃন্দাবনের মধ্যে বনভেদ।

সালবাহন (পুং) সালঃ তন্নামা যক্ষো বাহনং যস্য। শালিবাহন-রাজ, সাতবাহন। [শালিবাহন শব্দ দেখ]

সালবেষ্ট (পুং) সালস্য বেষ্টঃ নির্য্যাসঃ। ধূনক, ধুনা।

সালশৃঙ্গ (ক্লী) সালস্য শৃঙ্গমিব। প্রাচীরাগ্র,পাচিলের অগ্রভাগ।

সালস (ত্রি) অলসেন সহ বর্ত্তমানঃ। অলসতাযুক্ত, আলস্যবিশিষ্ট।

সালসা (ইংরাজী) ভেষজাদির কাথ দ্বারা প্রস্তুত, রক্তপরিষ্কারক ঔষধবিশেষ। ইহা কখন আসবাকারে, কখন বা মিশ্রিত ঔষধ-সমূহ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সার্সাপেরেলা (Sarsaperilla) শব্দের সার্সা পদের সংক্ষেপ অভিব্যক্তিতে সালসা শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

সালশেট, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার একটী উপবিভাগ এবং বোম্বাই সহরের উত্তরদিকস্থ একটী বৃহদাকার দ্বীপ। ভাণ্ডারা হইতে উত্তরে বসাই সহরের সমুদ্রখাড়ি পর্য্যন্ত প্রায় ১৬ মাইল বিস্তৃত এবং বোম্বাই নগরের সহিত সেতুদ্বারা সংযুক্ত। অক্ষা° ১৯°২´৩০´´ হইতে ১৯°১৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°৫১´ ৩০´´ হইতে ৭৩°৩´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ২৪১ বর্গমাইল।

এই দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে উত্তরদক্ষিণে লম্বভাবে একটী শৈলশ্রেণী দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ শৈলমালা বিশেষ উচ্চ না হইলেও দ্বীপের অধিকাংশ মধ্যভাগকে অধিত্যকায় পূর্ণ রাখিয়াছে। কার্লির নিকটবর্ত্তী স্থানে সমতল প্রান্তরে মিশিয়া গিয়াও এই শৈল দ্বীপের সর্ব্বদক্ষিণে ট্রোম্বে নামক নগরসন্নিকটে পুনরায় উন্নতমস্তকে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই শৈল-মালার মধ্যস্থলে ঠানাশৃঙ্গ ১৫৩০ ফিট্ ও দ্বীপের উত্তরাংশে আর একটী গণ্ড শৈল দৃষ্ট হয়, উহার শিখরদেশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট উচ্চ। এই মধ্য পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অনেক গুলি শাখা পশ্চি-মাভিমুখে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে মধ্যে যে সকল নিম্ন সমতলভূমি আছে, তাহা সমুদ্রের তরঙ্গা-ঘাতে বিধৌত হইয়া এক একটী খাড়ির মত হইয়াছে। উক্ত উপবিভাগের উত্তরপশ্চিমস্থিত তরঙ্গাঘাতে বিধৌত কতকগুলি অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া এক একটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় দেখাইতেছে

এই উপবিভাগে মিষ্টজলপূর্ণ নদী বা জলনালী নাই। স্থানীয় লোকে কূপ খনন করিয়া একরূপ মিষ্টজল পায় বটে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সুস্বাদু নহে। এখানে একমাত্র ধান্যেরই চাস হয়, কলায়াদি শস্য নিতান্ত অল্প। বোম্বাই সহরের বাজারে ঘাসসরবরাহ করিবার জন্য এখানকার উচ্চ অধিত্যকাভূমি রক্ষিত আছে। সমুদ্রতীরবর্ত্তী উপকূলভাগে নারিকেল ও তালগাছ যথেষ্ট দেখা যায়। শস্য-শ্যামলা ধান্যক্ষেত্রের বিস্তৃতপ্রান্তের মধ্যে বনমালার অন্তরালে উচ্চচূড় শৈলশৃঙ্গই এখানকার প্রাকৃতিক চিত্রের স্পষ্ট নিদর্শন।

এখানে পর্ত্তুগীজদিগের বাসভবনের, গির্জ্জা ঘরের, ধর্ম্মভবনের (Convents) ও উদ্যানবাটিকা প্রভৃতির যে সকল ধ্বস্ত নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাই এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধির একমাত্র পরিচায়ক এবং কণেরীর পুরাকীর্ত্তি প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের আদরের সামগ্রী।

সালশেট দ্বীপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারভুক্ত হইবার পর, ৫৩টী গ্রামে এবং ১৮টী ভূসম্পত্তিতে বিভক্ত হয়। ঐগুলির কতকাংশ নিষ্কর ও অপর কতকগুলির খাজনা নির্দ্দিষ্ট হয় এবং পরে তাহার খাজনা বাড়াইবারও ব্যবস্থা থাকে। গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার এবং বোম্বে, বড়োদা ও সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথ এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া চলিয়াছে।

খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ এই দ্বীপ অধিকার করে এবং উহা রাজা ২য় চার্লসের মহিষীর বিবাহের যৌতুকস্বরূপ ইংলণ্ডেশ্বরের হস্তে প্রদত্ত হয়। পর্ত্তুগীজগণ ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে উহা বিবাহসম্পর্কে প্রদত্ত হয় নাই বলিয়া অস্বীকার করে,কিন্তু তাহার প্রায় এক শতাব্দীপরে উহা ইংরাজদিগের অধীন হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ ক্ষীণবল পর্ত্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সালশেট দ্বীপ অধিকার করেন। ইংরাজসৈন্য ১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে মহারাষ্ট্রসেনাপতিকে পরাভূত করিয়া সালশেট অবরোধ ও জয় করিয়া লন। অতঃপর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সালবাইর সন্ধির পর, এই স্থান ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজ্যভুক্ত হয়।

জীবতত্ত্ব, উদ্ভিজ্জতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব আলোচনার প্রশস্ত ক্ষেত্র এই দ্বীপ একদিন রোগের নিদানভূত জঙ্গলে পরিণত ছিল। খ্যাত-নামা ফরাসী পর্য্যটক ভিক্টর জাকোমো (Victor Jacquemont) অসাধারণ অধ্যবসায়ে ঐ জঙ্গল সকল পরিষ্কার করিয়া এই স্থানকে সভ্যজাতির বাসোপযোগী করিয়াছেন, কিন্তু জঙ্গল কাটাইতে কাটাইতে তিনি স্বয়ং ঐ জঙ্গলজাত পীড়ায় আক্রান্ত হন এবং তাহাতেই বোম্বাই নগরে তাঁহার জীবলীলার শেষ হয়।

পূর্ব্বকথিত কণেরীর গুহামন্দিরের স্থাপত্যশিল্প পুরাতত্ত্বানু-সন্ধিৎসু মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ। কণেরীর এই সুবৃহৎ চৈত্যটী ডাঃ ফার্গুসনের মতে কার্লির সুবিখ্যাত গুহা-

মন্দিরের অবিকল নকল; কিন্তু স্থাপত্যশিল্পবিষয়ে কালির মন্দির শ্রেষ্ঠ। সালশেটদ্বীপে যে সকল পুরাকীর্ত্তি আছে, পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের বিশ্বাস যে, উহার অধিকাংশই খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু তন্মধ্যে নয়টী বিহার তদপেক্ষা আরও প্রাচীনতম কালে স্থাপিত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করেন। ইহা ছাড়া, সালশেটদ্বীপে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে শাক্যবুদ্ধের দন্ত স্থাপিত হওয়ায় তৎকাল হইতে এই স্থানের মাহাত্ম্য সাধারণে বিদিত হইয়া আসিতেছে। ভারতবক্ষে আবহমানকাল যত রাজকীয় বা সামাজিক বিপ্লব সংসাধিত হইয়া পুণ্যকীর্ত্তিসমূহের যেরূপ বিলয় ও বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে, ভারতান্তরিত এই দ্বীপভাগে সে রাষ্ট্রবিপ্লবের ছায়া আদৌ স্পর্শ করিতে পারে নাই। তথায় এই পুণ্যকীর্ত্তিসমূহ ধীরে ধীরে গঠিত হইয়া পঞ্চদশ শতাব্দকাল স্বীয় অক্ষয়ত্ব জ্ঞাপন করিতেছে এবং কালের ক্ষয়কারী শক্তিপ্রভাবে আপন শিল্পকীর্ত্তিসমূহ ক্রমিক নাশ ঘটিলেও আজি পর্য্যন্ত মনুষ্যচক্ষের অন্তরালে অন্তর্হিত হইতে পারে নাই। কালে ঐ সকল কোন কোনটী সাধারণের অজ্ঞাতসারে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মের সমাশ্রয়ে হিন্দুর গৌরবকীর্ত্তি-রূপে পরিচিত হইয়াছে। মণ্টপেজির, কন্দত্তি ও অম্বোলীর গুহামন্দিরগুলি ঐরূপে গঠিত এবং ঐগুলিকে বিশেষভাবে নিরীক্ষণ করিলে উভয়ধর্ম্মের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য নির্দ্দেশ করা যায় না।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এই উপবিভাগে ৪টী দেওয়ানী এবং ৯টী ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। ঠানা নগর এখানকার বিচার সদর।

সালিবাহন, একজন প্রবল পরাক্রান্ত হিন্দুনরপতি। ইনি শালিবাহন বা সাতবাহন নামেও পরিচিত। [ভারতবর্ষ দেখ।]

সালুবগণ্ড, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগরের একজন রাজা। [বিজয়নগর দেখ।]

সালুব নরসিংহ, দাক্ষিণাত্যের বিজয়নগর রাজ্যের একজন হিন্দু নরপতি। [বিজয়নগর দেখ।]

সালসার (পুং) সালভেদ। (সুশ্রুত সূ° ২৮ অ°)

সালা (স্ত্রী) সালঃ প্রাকারো ঽস্ত্যস্যা ইতি অচ্-টাপ্। গৃহ। (ভরত) এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকার-ই হয়, কিন্তু প্রায়ই এই শব্দ তালব্য শকারে ব্যবহার হইয়া থাকে।

সালাকারী (স্ত্রী) যুদ্ধে পরাজিত নারী।

সালার (ক্লী) সালাং রাতীতি রা-ক। দ্রব্যরক্ষণার্থ ভিত্তিস্থ কীলক, ডাণ্ডা, খোটা, দেওয়ালের গায় কোন দ্রব্য রাখিবার জন্য যে খোটা পোতা হয়, তাহাকে সালার কহে।

সালাবৃক (পুং) সালায়া বৃক ইব। ১ কুক্কুর। ২ শৃগাল। ৩ তরক্ষু। এই শব্দে তালব্যশকারাদিক ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

সালাবৃকেয় (পুং) সলাবৃকের গোত্রাপত্য।

সালিক (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

সালুর (পুং) মণ্ডূক। (শব্দরত্না°)

সালিস (আরবী) মধ্যস্থ, কোন একটী বিবাদ মীমাংসার জন্য যাহাদের উপর ভার দেওয়া যায়।

সালেয়া (পুং) মধুরিকা, মৌরী। (অমরটীকা)

সালিআনা (পারসী) জমীদার সরকারে সমস্ত খাজনা।

সালেটেক্রী, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী নিষ্কর ভূসম্পত্তি। ৩৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ২৮৪ বর্গ মাইল। এই সম্পত্তির অধিকাংশ স্থান পর্ব্বত ও জঙ্গলময়। শোণনদীর তীরবর্ত্তী কএকখানি গ্রাম ব্যতীত সকল স্থানই জঙ্গলময় এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৮০০ হইতে ২ হাজার ফিট্ উচ্চ। এখানকার সর্দ্দার প্রাচীন গোঁড় রাজবংশসমুদ্ভূত। তিনি মধ্যে মধ্যে স্বীয় বাসভবন হইতে বহির্গত হইয়া সমতলক্ষেত্রস্থ গ্রামবাসীদিগের নিকট হইতে খাজনার স্বরূপ কিছু কিছু আদায় করিতে আসিতেন। পার্ব্বত্য ঘাট সকল রক্ষা করিবার জন্য গোঁড় সর্দ্দারকে এই সম্পত্তি নিষ্কর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। সালেটেক্রী গ্রাম বূর্হা হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

সালেম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর ইংরাজ শাসনাধীন একটী জেলা। অক্ষা° ১১°২´ হইতে ১২° ৫৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৩১´ হইতে ৭৯° ৬´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৭৬৫৩ বর্গমাইল। এই জেলা প্রাচীন চের-রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট, এই কারণে মনে হয় চেরম্ শব্দের অপভ্রংশে যেরম্ বা যেলম্ হইতে সেলম্ ও পরে সালেম্ নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে।

এই জেলার উত্তরাংশে মহিসুর রাজ্য ও উত্তর আর্কট জেলা, পূর্ব্বে ত্রিচীনপল্লী এবং উত্তর আর্কট জেলার কতকাংশ, দক্ষিণে কোয়ম্বাতোর ও ত্রিচীনপল্লী এবং পশ্চিমে কোয়ম্বাতোর ও মহিসুর রাজ্য। সালেম নগর এখানকার বিচার সদর।

দক্ষিণাংশ ব্যতীত জেলার সর্ব্বত্রই প্রায় পর্ব্বতময়। ঐ অসংখ্য পর্ব্বত-মালার মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তররাজি বিরাজিত, উক্ত শৈল-সঙ্ঘের মধ্যে সেবারায় বা শোভারায় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৪১০ ফিট্ উচ্চ, কলরায়ণ ৪০০০ ফিট্, মেলগিরি ৪৫৮০ ফিট, কোল্লিমলয় ৪৬৬৩ ফিট্, পচমলয় ৪০০০ ফিট, যেলগিরি, ৪৪৪১ ফিট, জেবাড়ি ৩৮৪০ ফিট্, বট্ঠলমলয় ৪০০০ ফিট্, এল্‌বাণী ও বলসৈমলয় ৩৮০০ ফিট্, বোদমলয় ৪০১৯ ফিট্ উচ্চ। খোপুর শৈলমালা ও থলৈমলয় গিরিশ্রেণীও উচ্চতায় নিতান্ত কম নহে। এতদ্ভিন্ন এখানে অগণিত খণ্ড খণ্ড গণ্ডগিরি এবং অনতিঃ উচ্চ গিরিরাজি ও বনমালা বিভূষিত হইয়া স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের গাম্ভীর্য্য উৎপাদন করিতেছে।

ভূপৃষ্ঠের পার্থক্য নিরীক্ষণ করিয়া এই জেলাকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ১ তলঘাট অর্থাৎ পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতমালার পাদমূলস্থ ও কর্ণাটক রাজ্যের সমসূত্রে অবস্থিত সমতল ভূমি; ইহার জল, বায়ু ও ভূপৃষ্ঠস্থ মৃত্তিকা পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিচীনপল্লী ও দক্ষিণ আর্কট জেলার অনুরূপ। ২ বারমহাল বিভাগ ঘাটপর্ব্বত-মালার সমগ্র অধিত্যকা ভূমি ও তাহাদের সানুদেশস্থ প্রদেশ লইয়া গঠিত। ৩ বালাঘাট বিভাগ ঘাটমালার উত্তরভাগে মহিসুর রাজ্যের অধিত্যকাভূমির উপর বিস্তৃত।

উপরি বর্ণিত পার্ব্বত্য অধিত্যকাভূমি, কএকটী উপবিভাগে গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হোসুর তালুক সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ, ইহার উত্তরাংশ প্রকৃত বালঘাট বিভাগে এবং দক্ষিণাংশ মহিসুর অধিত্যকার নিম্নতম প্রদেশে অবস্থিত। ধর্ম্মপুরী প্রায় ১৫০০ ফিট্ এবং কৃষ্ণগিরি ১৫০০ হইতে ২০০০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ অধিত্যকাভূমি লইয়া গঠিত। তিরুপাতুর ও উত্তঙ্করাই তালুকের প্রায় সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৫০ ফিটের অধিক উচ্চ। যে স্থানে সালেম্ নগর অবস্থিত, তথাকার পার্ব্বত্য প্রদেশ ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া সমতল ভূমিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তথাপি ঐ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৯৪৭ ফিট্ উচ্চ হইবে।

এখানকার জলবায়ু শুষ্ক ও মনোরম। দক্ষিণাংশ অপেক্ষা উত্তরাংশ অনেক শীতল। হোসুর উপবিভাগের জলবায়ু অনেকাংশে বঙ্গলূরের মতন।

কাবেরী এই জেলার প্রধান নদী। নামকল তালুকের একটী বহুদূর বিস্তৃত ক্ষেত্রের কৃষিকার্য্য এই নদীর জলে নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এই কার্য্যের জন্য নদীর বামকূল হইতে নালী কাটিয়া ক্ষেত্রাদির ভিতরে জল লওয়া হইয়াছে। পালর নদী তিরুপাতুর তালুকের উত্তর কোণে প্রবাহিত। ইহার জলে স্থানবাসীর যেরূপ উপকার হয়, বন্যায়ও সেইরূপ অপকার করে। ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নদীতে ভীষণ বন্যা আসিয়া নদীকূলস্থ বাণিয়াম্বাড়ী নগরের কতকাংশ ভাসাইয়া লইয়া যায়। তৎপরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আনুকূল্যে অবশিষ্টাংশ বহু যত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে। পেন্নার নদী মহিসুর রাজ্যে উদ্ভূত হইয়া হোসুর, কৃষ্ণগিরি ও উত্তঙ্করই তালুকের মধ্য দিয়া দক্ষিণ আর্কটসীমান্তে উপনীত হইয়াছে। এখানে পাম্বর ও বাণিয়ার নামক দুইটী শাখানদী উত্তর ও দক্ষিণ হইতে ইহাতে মিলিত হইয়া মূল নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। সনৎকুমার নদী হোসুর ও ধর্ম্মপুরী উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। বশিষ্ঠ নদী ও শ্বেতনদী আতুর জেলাকে জলসিক্ত করিয়া পূর্ব্বাভিমুখে দক্ষিণ আর্কটে গিয়াছে। ইহা ব্যতীত কাবেরী নদীর উভয় কূলের বহু শাখা প্রশাখা জেলার নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া প্রজাবর্গের সুখোৎপাদন করিয়াছে।

এখানকার বনমালাসমূহে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ জন্মে, এই কারণে ঐ সকল বন হইতে অনেক অর্থাগমও হইয়া থাকে। সমতল ক্ষেত্র প্রায় বনশূন্য। স্থানীয় উচ্চ পর্ব্বতপৃষ্ঠ ও তাহার অন্তর্গত উপত্যকানিচয় বনমালাসমাকীর্ণ। অধিকাংশ পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গ হইতে পার্শ্বে ঢালু গাত্র পর্য্যন্ত সানুপ্রদেশ শালবৃক্ষসমাচ্ছাদিত। ঐ সঙ্গে মধ্যে মধ্যে চন্দনাদি নানা প্রকার মূল্যবান্ বৃক্ষও আছে। জেবাড়ি, যেলগিরিমালা ও শেবারায়ে যথেষ্ট শাল ও চন্দনাদি পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের দক্ষিণে কাবেরী নদীর তটভূমিস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং পেন্নগরম্ নামক স্থানে উৎকৃষ্ট বেঙ্গই বা বীজশাল জন্মে। স্থানে স্থানে জ্বালানি কাষ্ঠের জন্য বন রক্ষিত আছে, কোথাও বা শালাদি বৃক্ষের চাস হইয়া বনরক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

এই সকল জঙ্গলভূমি হইতে মধু, মোম, রং বা চামড়া পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠ বা বৃক্ষত্বক্, ইটা (soap nut) তন্তু ও নানাবিধ ভেষজ লইয়া মলয়ালী ও অন্যান্য বনবাসী জাতি নিকটবর্ত্তী সহরে বিক্রয় করিতে আইসে, কোনও স্থলে ঐরূপ বন্য ভেষজাদি উদ্ভিজ্জসংগ্রহের জন্য খাজনা দিতে হয়। হোসুরের জঙ্গলে লাক্ষা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এই উপবিভাগের জঙ্গলে ও সমতল প্রান্তরে প্রচুর পরিমাণে তেঁতুল জন্মে, উহাই এতদ্দেশবাসীর প্রধান আয়ের সম্পত্তি।

বন্য জন্তুর সংখ্যা এখানে ক্রমশঃই বিরল হইয়া পড়িতেছে। বন্য জাতিরা সর্ব্বদাই সঙ্গে বন্দুক রাখে এবং সম্মুখে যে কোন বন্য জন্তু দেখে, তাহাকেই গুলি দ্বারা নিহত করিয়া গৃহে লইয়া ভক্ষণ করে। জেবাড় শৈলে বাইসন নামক মহিষ ও হস্তী দেখা যায়। চিতাবাঘ ও ভল্লুক পার্ব্বত্য প্রদেশের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। হোসুর তালুকের কোন কোন স্থানে এবং পেন্নগরমে সাম্বর হরিণ বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। হায়না, অন্যান্য প্রকারের হরিণ, বন্য শূকর, আর্মাড়িলো ও নেকড়েবাঘ বনভাগে যথেষ্ট বিচরণ করে। বিভিন্ন ঋতুতে এখানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের পক্ষী আসিয়া উপবন, শস্যক্ষেত্র ও জলাশয়াদির শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

অদ্যাপিও এখানকার ভূতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলোচিত হয় নাই। পর্ব্বতগুলি নাইস্, গ্রানাইট্ ও ট্র্যাপ্‌স্তরেই সাধারণতঃ গঠিত। পর্ব্বতস্তরের স্থানে স্থানে হর্ণব্লেণ্ডের সিষ্ট ও পাথর, কোয়ার্টজফেলস্পাথিক্ নাইস্, টালকোজ এবং ক্লোরাইটিক্ পাথর, ম্যাগ্নেটিক লৌহস্তর, স্ফটিকাকার চুণাপাথর, পট্‌ষ্টোন ও খড়ির পাহাড় দৃষ্ট হয়। পেন্নার নদীর প্রবাহে স্বর্ণ পাওয়া যায়। হোসুর তালুকের মহিসুরপ্রান্তে স্বর্ণ আছে বলিয়া সাধারণের ধারণা।

এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস দুইভাগে বিভক্ত। যেহেতু

পূর্ব্বতন কালে ইহার উত্তরার্দ্ধ ও দক্ষিণার্দ্ধ দুইটী প্রতাপশালী প্রাচীন হিন্দু রাজবংশের অধিকারে ছিল। ইহার উত্তরাংশে পল্লববংশীয় রাজগণের রাজ্যভুক্ত ছিল। ঐ রাজবংশ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দীতে অথবা তাহার পূর্ব্বে কাঞ্চীপুর রাজধানীতে বসিয়া প্রবল প্রতাপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে তঞ্জোরের চোলরাজগণ কর্তৃক পল্লবসাম্রাজ্য বিদলিত হয় এবং পল্লবরাজ পরাজিত হইয়া সমগ্র রাজ্য শত্রুহস্তে সমর্পণ করেন। এই সময়ে এই স্থান ব্যতীত তাহাদের শাসনদণ্ড অপর কুত্রাপি পরিচালিত হয় নাই।

এক সময়ে এই পল্লবগণ ভুজ ও বীর্য্যবলে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য করায়ত্ত করেন, তাহার উত্তরসীমা নর্ম্মদাতট ও উড়িষ্যাপ্রান্ত, দক্ষিণে পেন্নার নদী, পশ্চিমে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার উত্তর-সীমা এবং পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর ছিল। এই রাজগণ প্রভূত অর্থ-ব্যয়ে একটী পাহাড়ে সাতটী পাগোড়া বা রথ খোদিত করাইয়াছিলেন। অমরাবতীর বৌদ্ধ স্তূপও এই বংশের অক্ষয়-কীর্ত্তি বলিয়া বিঘোষিত।

দক্ষিণ সালেম্ ভূভাগ প্রাচীন কোঙ্গু রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কোঙ্গদেশ-রাজক্ক ল নামক তামিলভাষায় লিখিত রাজোপাখ্যানে এই রাজবংশের যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টজন্মের সমকাল হইতে এই রাজবংশের উদ্ভব এবং তাঁহারা খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের রাজ্যসীমা বর্ত্তমান সালেম্ জেলার দক্ষিণার্দ্ধ এবং কোয়ম্বাতোর জেলা।

কোঙ্গুরাজ্যের প্রথম রাজগণ সূর্য্যবংশীয় এবং পরবর্ত্তী রাজগণ গঙ্গবংশীয় ছিলেন। রট্টবংশীয় সাতজন রাজা লইয়া এখানকার সূর্য্যবংশীয় রাজগণের শাসনারম্ভ। ঐ বংশের প্রথম রাজার নাম বীররায় চক্রবর্ত্তী। প্রাচীন স্কন্দপুরে ইঁহাদের রাজধানী ছিল। এই কোঙ্গু রাজ্যে সেই প্রাচীনতম যুগে অতি উৎকৃষ্ট ইস্পাত প্রস্তুত হইত। পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা এই যে, প্রাচীন মিসরবাসী এই ভারতীয় ইস্পাতে প্রস্তুত অস্ত্রাদি লইয়া আপনাদের মন্দিরে ও স্তম্ভগাত্রে হাইরোগ্লিফিক লিপি উৎকীর্ণ করিতেন। ভারতীয় ইস্পাতের গৌরবের কথা আলেক-সান্দারের বিবরণীতেও প্রকাশ আছে। মহামতি আলেক-সান্দার ভারতে আসিলে পুরুরাজ তাঁহাকে ইস্পাত নির্ম্মিত উপহার প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বা গঙ্গবংশের শাসন সময়ে এই রাজ্যের সীমা উত্ত-রোত্তর উত্তরপশ্চিম অভিমুখে বিস্তৃত হয়। উক্ত রাজবংশীয়-ইতিবৃত্তে যে রাজবংশের তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত উৎকীর্ণ তাম্রশাসনাদিবর্ণিত রাজগণের অনেক ঐক্য দেখা যায়।

কিরূপে কোঙ্গু রাজ্যের সূর্য্যবংশীয় রাজগণের বিলোপ ঘটিয়াছিল, এই ইতিহাসে তাহার কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ নাই। অধিক সম্ভব, মহিসুরের দক্ষিণ প্রদেশীয় গঙ্গবংশীয় কোন সামন্ত রাজা কোঙ্গুর সূর্য্যবংশীয় শেষ নরপতিকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে সূর্য্য-বংশীয় কোঙ্গুরাজের মৃত্যু ঘটিলে তদ্রাজ্য রাজশূন্য হইয়া পড়ে এবং গঙ্গবংশীয় রাজা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এই বংশের তৃতীয় রাজা হরিবর্ম্মদেব অনুমান ২৯০ খৃষ্টাব্দে স্কন্দপুর হইতে রাজধানী তালকাড়ে পরিবর্ত্তন করেন।

অতঃপর চোলরাজ কর্তৃক কোঙ্গুবিজয় পর্য্যন্ত এতৎপ্রদেশ গঙ্গবংশের অধিকারে থাকে। তদনন্তর দাক্ষিণাত্যে বল্লাল-বংশের অভ্যুদয় হইলে ১০৬৯ খৃষ্টাব্দের সমকালে সালেম্ জেলা কর্ণাটের বল্লালরাজগণের রাজ্যভুক্ত হয়। কর্ণাটে ৮ জন বল্লাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইহার পর অনুমান ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে সালেম্ জেলা বিজয়নগররাজবংশের করপ্রদ থাকে এবং ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরের অধঃপতনের পরও উহা সম্পূর্ণভাবে বিজয়নগর রাজ্যের সীমাভুক্ত ছিল। অতঃপর বিজয়নগরের প্রাচীন রাজ-বংশীয়ের হস্তে দক্ষিণ বিজয়নগর ও এই প্রদেশ ন্যস্ত থাকে।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সালেম জেলা মদুরা-রাজের শাসনাধীনে আইসে। তৎকালে ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলিস্ এই স্থান পরিদর্শন করিয়া যান। ইহার পরবর্ত্তী শতাব্দে হয়দার আলীর অভ্যুদয়কালে এইস্থান ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করে। হায়দার আলী দাক্ষিণাত্যে স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য যে সকল যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলিই এই জেলার মধ্যে সংঘটিত হয়। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী বারমহাল অধিকার করিয়া তথায় সেনাসমাবেশ করেন। আর্কটে অভিযানকালে এই ছাউনী হইতেই হায়দার-সৈন্য পুনঃ পুনঃ নির্গত হইয়া আর্কট-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে নিজাম আলী ও মহারাষ্ট্রসৈন্য ইংরাজের সাহায্যলাভে হায়দার-দমনে সাহসী হইয়া সদলে তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। ইংরাজ সেনাদল বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়াও হায়দারের হস্ত হইতে বারমহাল বিচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হয় নাই। ইংরাজের পরাজয়ে হতাশ্বাস হইয়া নিজাম আলী ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগপূর্ব্বক হায়দারের দলে আসিয়া মিলিত হন। এই ঘটনায় বিরক্ত হইয়া ইংরাজ সেনাপতি তাঁহাদের উভয়ের বিরুদ্ধে বিশেষ উদ্যমের সহিত যুদ্ধারম্ভ করেন। বারমহালেই কএকদিন উপর্য্যুপরি উভয় পক্ষে যুদ্ধ ঘটে। নিজাম আলী ইংরাজের এই অদম্যসাহসিকতা দেখিয়া ভীত ও বিচলিত হইলেন। তিনি ইংরাজকে অপেক্ষাকৃত বলবান্ জানিয়া গোপনে ইংরাজের সহিত সন্ধি করিয়া পাঠাইলেন। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত

নিজাম আলীর সন্ধি হইল। নিজাম আলী হায়দারকে পরিত্যাগ করিয়া পুনরায় ইংরাজদলে আসিয়া মিশিলেন।

এই মিলনের ফলে ইংরাজপক্ষ বলশালী হইয়া পড়িলেন। তখন হায়দারের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। ইংরাজগণ একে একে সালেম্ ও কোয়ম্বাত্তোর জেলাস্থ হায়দারের দুর্ভেদ্য দুর্গসমূহ অধিকার করিয়া লইলেন। দুঃখের বিষয়, ইংরাজের বীরত্ব অক্ষুন্ন থাকিল না। ইহার অনতি-কাল পরেই ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল উড্ কএকটী যুদ্ধে উপর্য্যুপরি পরাস্ত হইলেন। তাঁহার এই পরাজয়ে ক্ষুভিত হইয়া ইংরাজগণ সেনাপতি উড্‌কে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া লইলেন এবং তাঁহার স্থানে কর্ণেল ল্যাঙ্গকে নিযুক্ত করিয়া নবোৎসাহে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন। ল্যাঙ্গ সবিশেষ চেষ্টা করিয়াও ক্রুদ্ধ সিংহ হায়দারের গতিরোধ করিতে পারিলেন না। হায়দার ইংরাজদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পুনরায় একে একে সকল দুর্গগুলিই অধিকার করিয়া বসিলেন। অতঃপর অনন্যোপায় হইয়া ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন।

পুনরায় ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলীর সহিত যুদ্ধারম্ভ হয়। ঐ যুদ্ধ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরও ক্ষান্ত হয় নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত ইংরাজদিগের একটী সন্ধি হয় এবং ঐ সন্ধির সর্ত্তানুসারে উভয় পক্ষে ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সমভাবে কালাতিপাত করিতে সমর্থ হন। শেষোক্ত বর্ষে টিপু ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিয়া দক্ষিণভারতে পুনরায় অশান্তি জাগাইয়া তোলেন। এই সূত্রে ইংরাজের সহিত আবার টিপুর যুদ্ধ বাঁধে। ইংরাজ-সেনাপতি কর্ণেল কেলী সদলে অগ্রসর হইয়া বারমহাল আক্রমণ করেন। এক বৎসর পরে বারমহাল ইংরাজের করতলগত হয়। এই সঙ্গে টিপুর সহিত ইংরাজের আরও যে কয়টী যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল, এইরূপে কিছুকাল যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন এবং ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু ইংরাজের সহিত যে সন্ধি করেন, তাহাতে তিনি ইংরাজ পক্ষের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাঁহাদিগের হস্তে বর্ত্তমান হোসুর তালুক ভিন্ন সমগ্র সালেম জেলা অর্থাৎ তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ প্রদান করিয়া নিশ্চিন্ত হন। অতঃপর ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে পরস্পরে সন্ধির সর্ত্ত ভুলিয়া উভয় পক্ষ যুদ্ধার্থ রণক্ষেত্রে নামিলেন। যুদ্ধে টিপু পরাজিত ও নিহত হইলে দাক্ষিণাত্যে ইংরাজশক্তি প্রবল হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে মহিসুররাজের সহিত যে বিভাগ লইয়া সন্ধি হয় তাহাতে ইংরাজগণ বালাঘাট বিভাগ বা হোসুর তালুক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সালেম্ জেলা হোসুর, কৃষ্ণাগিরি, তিরুপাতুর, ধর্ম্মপুরী, উত্তঙ্করই, সালেম, শেবারায় শৈল, আতুর, তিরুচেঙ্গোড ও নাম-কল নামক দশটী তালুকে বিভক্ত। ঐ উপবিভাগ গুলি দুইটী কলেক্টার ও তিনটী সব কলেক্টারের শাসনাধীন। অপর কয়টী হেড্ এসিষ্টাণ্ট ও সাধারণ ডেপুটী কলেক্টরের অধীন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজদিগের হস্তগত হইবার পর এই জেলার আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। কেবল মাত্র ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এই জেলার অন্তর্গত কতকগুলি জমিদারী উত্তর আর্কট জেলার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

তলঘাট ও বারমহাল বিভাগ ইংরাজ অধিকারে আসিবার পর কর্ণেল (তৎকালে কাপ্তেন) রীড্ তথাকার শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। ঐ সঙ্গে তাঁহার সহকারীরূপে কাপ্তেন গ্রাহাম, মাকলিওড্ ও মন্‌রো কার্য্য করিয়াছিলেন। কাপ্তেন মন্‌রো পরে মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

রীড্ সালেমের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াই সমগ্রস্থান জরিপ করান এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তাহা রাইয়ত বিলি করিয়া একরূপ খাজনা ধার্য্য করিয়া দেন, এরূপ ব্যবস্থা সাধারণের মনোমত না হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এখানে জমি বিলি করিতে আদেশ প্রদান করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রীড্ ও তাঁহার সেক্রেটারী মন্‌রো মহিসুরযুদ্ধের স্রোতে পড়িয়া তথায় যাইতে বাধ্য হন। অতঃপর গবমেণ্ট তাঁহাদিগকে আর এখানে না পাঠাইয়া অপর একজন কর্ম্মচারীর হস্তে এই স্থানের শাসন ও রাজস্ব ব্যবস্থার ভারার্পণ করেন। তাহাতে বিশেষ ফল হয় নাই। রীড্ যে প্রদেশ ২০৫টী সম্পত্তিতে বিভাগ করিয়া বার্ষিক ১৮ লক্ষ টাকা আয়ের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন, কার্য্যানভিজ্ঞ অভিনব কর্ম্মচারিগণের হস্তে পড়িয়া উহা ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে ক্রমশঃ ৪॥০ লক্ষে পরিণত হয়। এই ভ্রমসংশোধনের জন্য ১৮১৬ খৃষ্টাব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট খাজনার হার কমাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহাতেও রাজস্বসংগ্রহবিষয়ে কোন সুব্যবস্থা হয় নাই। মন্‌রো মান্দ্রাজের গবর্ণর হইয়া আসিয়াও সালেম্ জেলার বিশেষ কোন উন্নতি করিতে সমর্থ হন নাই। প্রভূত অর্থব্যয় ও নানা-রূপ বিলি বন্দোবস্তের পর অবশেষে ১৮৬১ হইতে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ মধ্যে সমগ্র জেলার নূতন বন্দোবস্ত হয় এবং তাহাতে কৃষি-ক্ষেত্র-সমূহের খাজনা প্রায় ১৭॥০ লক্ষ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। ঐ ব্যবস্থা আজিও এখানে বলবৎ আছে।

সালেম্ এই জেলার প্রাচীন নগর। এখানকার লোকসংখ্যা প্রায় ৫১ হাজার। এতদ্ভিন্ন বাণিয়ম্বাড়ী, তিরুপাতুর, সেন্দমঙ্গলম্, কৃষ্ণগিরি, আতুর, রসিপুর, ধর্ম্মপুরী, অম্মাপেট, তিরুচেঙ্গোড়, হোসুর, নামকল, থথয়ঙ্গরপেট্ট ও এড়প্পাড়ি নগর এখানকার

প্রধান বাণিজ্যস্থান। এই জেলার অনেক স্থানেই প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিসূচক শিব বা বিষ্ণুমন্দির, শিলালিপি বা প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তিসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। বাহুল্য ভয়ে তৎসমুদায়ের পরিচয় বিবৃত হইল না,

বর্ত্তমানে সালেম্, ধারকুদ, হোসুর, ও অন্যান্য প্রধান প্রধান নগরে পাঠাগার বা সাহিত্যসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সমিতিগুলি স্থানবাসীর শিক্ষার পরিচায়ক। "থোপুরছত্রম্ ভাণ্ডার" এখানকার জাতীয় জীবনের জলন্ত দৃষ্টান্ত। এই ভাণ্ডার হইতে জেলার অন্যান্য স্থানের সরাইসমূহের ব্যয় প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে বহুতর অনাহারী দীন দুঃখীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সালেম্, থোপুর, জোলারপেট, আতুর ও তিরুপাতুরের ছত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

মদুরা, তাঞ্জোর বা শ্রীরঙ্গমের ন্যায় এই জেলায় বিশেষ কোন তীর্থক্ষেত্র নাই। কিন্তু বহুতর তীর্থযাত্রী উত্তঙ্করই তালুকের তীর্থমলয় নামক স্থানের প্রস্রবণে ও পেন্নার নদীতীর্থস্থ হনুমন্তীর্থম্ নামক স্থানে এবং হোসুরের পাগোডা (মন্দির), কাবেরী প্রপাতের নিকট অলীপদিনেত্তু গ্রামে স্নানোপলক্ষে আগমন করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ধর্ম্মপুরী, মেচেরী, তিরুচেঙ্গোড়, নামকল ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদিতে প্রতি বৎসর উৎসব হইয়া থাকে। ঐ সকল পর্ব্বোৎসবসময়ে নানা স্থানের লোকে দেবদর্শনে আসিয়া থাকে এবং ঐ সঙ্গে মেলাও বসে। মলয়ালী জাতির প্রধান তীর্থ সেবারায় শৈল ও উত্তঙ্করই উপবিভাগের হরুরের নিকটবর্ত্তী চিত্তেরীমলয় শৈল।

১৮৭২ ও ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে এখানে দুইটী ভীষণ ঝড় হয়। ঐ সময়ে ক্ষেত্রে শস্যাদি না থাকায় শস্যের বিশেষ হানি হয় নাই বটে, কিন্তু তাহাতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু মরিয়া যায়। শেষোক্ত বর্ষে শরৎকালে আবার পালার নদীতে বন্যা হয়, ঐ বন্যায় পালার নদীতট হইতে যেলগিরি পর্য্যন্ত সমস্ত নদীর অববাহিকা প্রদেশ জলে প্লাবিত হয় এবং তাহাতে বাণিয়াম্বাড়ী নগরের কতকাংশ জলে বিধৌত হইয়া যায়। ঐ সঙ্গে রেলপথ ও অন্যান্য স্থানের অধিবাসিবর্গেরও বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে উত্তরপশ্চিমে মন্সুমবায়ু বহিয়া শস্যের বিশেষ ক্ষতি করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে মুকনারমলয় শৈলের উত্তরদিকে ভীষণ বৃষ্টিপাত হইয়া চতুর্দ্দিক্ ভাসাইয়া দেয়। ঐ সঙ্গে রেলপথের বাঁধও ভাসিয়া যায়। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে একটী ভীষণ ঝটিকোৎপাত হয়, তাহাতে আতুর তালুকের সর্ব্বত্র নষ্ট হইয়া যায়। জলের প্রবল স্রোতে নদীগর্ভস্থ প্রত্যেক "এনিকাট" ভগ্ন ও বিধৌত হইয়াছিল এবং থলৈবাসলের নিকটস্থ ট্রাঙ্করোডের সুবৃহৎ সেতুও ভাঙ্গিয়া যায়। এই সময়ে দিবাভাগে বন্যা আসায় বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কেবল মাত্র ছয়টী লোক স্রোতোমধ্যে পড়িয়া মারা যায়। অনেক সময়ে বন্যার সময় বা ঝড়ে এখানকার পুষ্করিণীর পাড় কাটিয়া স্থানবাসীর বিশেষ ক্ষতি করে, পাড়ের অনেক বাড়ী বা তথাকার কৃষিক্ষেত্রাদি একবারে নিমজ্জিত হইয়া যায়। পঙ্গপাল প্রভৃতি কীট পতঙ্গের উপদ্রবেও এখানকার শস্যাদির বিশেষ ক্ষতি হয়।

এখানে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়। তৎপরে ১৮৪৫-৪৬, ১৮৫৭-৫৮, ১৮৬৬, ১৮৭৬-৭৮ খৃঃ অব্দে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। শেষোক্ত বর্ষের দুর্ভিক্ষে প্রায় ১লক্ষ ৮০ হাজার লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

বস্ত্রবয়নই এখানকার প্রধান শিল্প। প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগরেই বস্ত্রবয়নের জন্য তন্তুবায়সমিতির বাস আছে। সালেম্ ও রাজীপুরের তন্তুবায়েরাই উৎকৃষ্ট কাপড় বুনিয়া থাকে। সালেম্ জেলখানায় উৎকৃষ্ট ও শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ চিত্রাদি সম্বলিত কার্পেট প্রস্তুত হয়। এখানে উৎকৃষ্ট ঢালাই পাত্রাদি ও ইস্পাতের অস্ত্র শস্ত্র প্রস্তুত হয়, ছুরি কাঁচিও সামান্য পরিমাণে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু তাহা উৎকৃষ্ট। চিনি কার্পাস, চর্ম্ম, নীল, সোরা, লবণ, নানা প্রকার শস্য, সুপারি, নারিকেল, কাত্তা, কফি, কার্পাসবস্ত্র ও নানা প্রকার বনজাত দ্রব্য লইয়াই এখানকার প্রধান কারবার।

রেলপথ ব্যতীত এখানে গিরিপথ দিয়াও নানাস্থানে বাণিজ্য চলিয়া থাকে। ঐ সকল গিরিপথের মধ্যে চেঙ্গম-সঙ্কট দিয়া শিঙ্গারপেট হইতে এই পথে দক্ষিণ আর্কটে যাওয়া যায়। মোরুর পট্টিঘাট—সেবারায় ও থোপুর শৈলমালার মধ্যে এই গিরিপথ অবস্থিত। থোপুর ও মুকনুর ঘাট দিয়া জেলার দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব হইতে পণ্য দ্রব্য শকট-যোগে ধর্ম্মপুরীতে নীত হয়। রায়কোট্টই সঙ্কট দিয়া কৃষ্ণগিরি হইতে বালাঘাট যাওয়া যায়। নদী ও কোট্টইপট্টি গিরিপথে সালেম ও আতুর হইতে উত্তঙ্করই উপবিভাগের নানা স্থানে দেশীয় বণিকেরা পণ্য দ্রব্য লইয়া গমনাগমন করে। অঙ্কিত্তৈঘাট নামক সঙ্কটপথে কাবেরী উপত্যকা হইতে বালাঘাটের দিকে গমন করা যায়; কিন্তু পথ অতি দুর্গম বলিয়া লোকে সচরাচর এই পথে গমন করে না।

২ উক্ত জেলার মধ্যভাগে অবস্থিত এক একটী তালুক, অক্ষা° ১১° ২৩´ হইতে ১১° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪৯´ হইতে ৭৮° ৩৪´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭২ বর্গ মাইল। ১২টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। কফি, চা, ও নীল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। মান্দ্রাজ রেলপথের দক্ষিণপশ্চিম শাখা এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে।

এই তালুকের অন্তর্গত অমরগেণ্ডী, কোবিল বেল্লার, নঙ্গ-

পাল্লী, মালুর, পোট্টিপুরম্, শোলাপ্পাড়ি, তারমঙ্গলম্ ও যেলব-ম্পট্টি গ্রামে প্রাচীন মন্দির, শিলালিপি ও তাম্রশাসনাদি পাওয়া যায়। তারমঙ্গলের শিবমন্দিরে ১৩ খানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে লঙ্কাপুরীবিজেতা রাজা শ্রীবীর বসন্তরায়ের রাজত্বের ৩য় বর্ষে অর্থাৎ ৯০৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলাফলকই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। ঐতিহাসিক তত্ত্বানুসন্ধিৎসু প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের উহা আলোচনার সামগ্রী।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর। অক্ষা° ১১° ৩৯´ ১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১১´ ৪৭´ পূঃ। মিউনিসিপালিটী থাকায় নগরটী আবর্জ্জনাহীন হইয়াছে। এখানে ডিষ্ট্রিক্ট জজের আদালত, মাজিষ্ট্রেট কোর্ট, মুনসফি আদালত, জেলখানা, তুইটী গির্জ্জা, স্কুল, হাসপাতাল ও মেমোরিয়াল হল আছে।

নগরটী উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। নগরবাসীর মধ্যে হিন্দু প্রায় ৯০ ভাগ। দেশীয় অধিবাসিবর্গ নগরের যে অংশে বাস করে, তাহা তিরুমণিমুত্তার নামক নদী দ্বারা তুই ভাগে বিভক্ত। স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসীরা হস্তম্পট্টি নামক উপকণ্ঠে বাস করে। নগরোপকণ্ঠের প্রায় ৩।। মাইল দূরে সুর-মঙ্গলম্ নামক স্থানে রেলষ্টেশন আছে। নগরের পূর্ব্বাংশে মহা-জন বণিক্ ও রাজকর্ম্মচারিগণের বাস দেখা যায়। দক্ষিণাংশে গুগাই নামক স্থানে তন্তুবায়সমিতি বস্ত্রবয়ন ও বিক্রয় লইয়া ব্যাপৃত আছে। পশ্চিম দিকে প্রাচীন তুর্গাংশ ও শিবপেট নামক মেলাস্থান। এই স্থানে প্রতি বৃহস্পতিবারে সামান্য হাট ও মেলা বসে। গড়ের সমীপদেশে রাজকীয় অট্টালিকাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছে এবং উহার মধ্যস্থিত মহাল নামক অট্টালিকাংশে পূর্ব্বে স্থানীয় সামন্তরাজ্যের প্রাসাদ বিদ্যমান ছিল।

সালেম্ নগর বাণিজ্যপ্রধান। তথাকার কার্পাসবস্ত্রই তাহার প্রধান পণ্য। পূর্ব্বে এখানে জ্বর ও বিসূচিকার বিলক্ষণ প্রাতুর্ভাব ছিল। মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হওয়ার পর নগরের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন আর বড় বিশেষ রূপ পীড়ার প্রকোপ নাই। নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৯০০ ফিট্ উর্দ্ধে স্থাপিত। উহার পশ্চাতে ৬ মাইল দূরে সেবারায় শৈল উন্নতশিরে দণ্ডায়মান। পর্ব্বতের অধিত্যকাদেশে উঠিবার জন্য নগর হইতে একটী রাস্তা আছে। উহা প্রায় ৭ মাইল। এখানে সেনাবলরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা না থাকিলেও সময় সময় এখানে কএকবার যুদ্ধও হইয়া গিয়াছে। ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন উড্ প্রথমে এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন।

এখানে একটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ঐ শিবমন্দির একটী তীর্থ-রূপে গণ্য, উহার একাংশে কতকগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়। গুগাই নামক নগরাংশে একটী গুহা আছে, কিংবদন্তী এই যে ঐ স্থানে পূর্ব্বে একজন যোগী সন্ন্যাসী বাস করিতেন। স্থানীয় কলেক্টার আপিসে কতকগুলি প্রাচীন সনদ ও শিলালিপির অনুবাদ রক্ষিত আছে। নদীকূলে তুএকটী জৈনমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

সালেম্, (চিন্ন সালেম্ বা ছোট সালেম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ আর্কট জেলার কল্লকুর্চ্চি তালুকের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ১১° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮° ৫৫´ ৩০´ পূঃ।

সালেয় (পুং) মধুরিকা, চলিত মৌরি।

সালোক্য (ক্লী) সলোকস্য সমানলোকস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। ১ সলোকতা, তুল লোকত্ব, সমানলোকতা, এক লোকে বাস। ২ পাঁচ প্রকার মুক্তির মধ্যে এক প্রকার মুক্তি। যে মুক্তিতে ভগবানের সহিত এক লোকে বাস হয়, তাহাকে সালোক্যমুক্তি কহে। [মুক্তি ও সাযুজ্য দেখ।]

সালোক্যতা (স্ত্রী) সালোক্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সালোক্যের ভাব বা ধর্ম্ম, সমান লোক।

সালোহিত (ক্লী) আত্মীয়। (দ্বিব্যা° ১১।১৬)

সাল্ব (পুং) বিষ্ণুধ্বজরাজবিশেষ। (হেম) মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে লিখিত আছে যে, ইনি ভৌমদেশের অধিপতি ছিলেন। ২ তদ্দেশস্থ। (ত্রি) ৩ তদ্দেশসম্বন্ধী।

সাল্বহন্ (পুং) সাল্বং হন্তীতি হন-কিপ্। বিষ্ণু। (হেম)

সাল্বিক (পুং) পক্ষিবিশেষ। চলিত শালিকপাখী।

'শবমল্লঃ ক্ষুদ্রচূড়ো গুথলক্ষশ্চ সাল্বিকঃ।' (শব্দচন্দ্রিকা)

সাল্হ (পুং) আচার্য্যভেদ। (তারনাথ)

সাল্হণ (ত্রি) সাল্হণিসম্বন্ধীয়।

সাল্হণি (পুং) সহ্লনের গোত্রাপত্য। (রাজত°)

সাব (পুং) সোমাভিষব। "যস্মাং সাব মন্থুষ।" (ঋক্ ১০।৯৯।৭)

'সাবঃ সোমাভিষবঃ' (সায়ণ)

সাবক (ত্রি) শিশু। [শাবক দেখ।]

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধান (ত্রি) অবধানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অপ্রমত্ত, অবহিত, সতর্ক, মনোযোগী।

"আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা বরপ্রদাঃ।
যে চাত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥" (শ্রাদ্ধতত্ত্ব)

সাবকাশ (ত্রি) অবকাশের সহিত বর্ত্তমান, অবকাশযুক্ত।

সাবগ্রহ (ত্রি) অবগ্রহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবগ্রহযুক্ত, অবগ্রহবিশিষ্ট।

সাবজ্ঞ (ত্রি) অবজ্ঞয়া সহ বর্ত্তমানঃ। অবজ্ঞার সহিত বর্ত্তমান, অবজ্ঞাযুক্ত, অবজ্ঞাবিশিষ্ট।

সাবড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী

উপবিভাগ। ৪টী নগর ও ১৭৮টী গ্রাম লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৫৫৩ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ খান্দেশ জেলার উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত এবং যাবল ও রাবেরী বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত। সমগ্র উপবিভাগ সমতল প্রান্তর ও জঙ্গলে পূর্ণ। নদ্য নালা বিশেষ নাই, যে সামান্য জল আছে তাহাতে চাসবাস যথেষ্ট চলে। তাপ্তী ও সুকিনদীর তীরবাসীরা বেশ জল পায়। উত্তরে সাতপুরা-শৈলমালা প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। চৈত্রহইতে জ্যৈষ্ঠমাস পর্য্যন্ত এখানে দারুণ গ্রীষ্ম পড়িলেও স্থানীয় স্বাস্থ্য সাধারণতঃ উত্তম। ২ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২১°৮´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৫৩´ পূঃ। এখানে গ্রেট-ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলবত্মের একটী ষ্টেশন আছে। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে নিজাম উহার স্বত্ব ত্যাগ করিয়া পেশবাকে এই নগর প্রদান করেন। সর্দ্দার রাস্তের কন্যার পাণিগ্রহণের পর পেশবা ঐ সম্পত্তি রাস্তেকে দান করেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে রাজস্বস্থিরীকরণার্থ যখন এই স্থানে জরিপের ব্যবস্থা হয়, তখন প্রায় ১৫ হাজার লোক উহার বিরোধী হইয়া বিদ্রোহের সূচনা করে। অবশেষে গবর্ণমেণ্টের আদেশে তাহাদের ঔদ্ধত্যদমনের জন্য একদল সেনা প্রেরিত হয় এবং তাহারা ৫৯ জন বিদ্রোহী দলপতিকে ধরিয়া লইয়া যায়। মিউনীসিপালিটী স্থাপিত হইবার পর এই নগরের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। তুলা, ছোলা, মসিনা ও গম এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। প্রতি সপ্তাহে এখানে হাট হয় এবং ঐ হাটে নেমার ও বেরার হইতে বহুসংখ্যক গবাদি পশু আনীত হইয়া বিক্রীত হয়।

সাবদ্য (ত্রি) অবদ্যেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবদ্য অর্থে নিন্দ্য, নিন্দার সহিত বর্ত্তমান। নিন্দাযুক্ত, নিন্দাবিশিষ্ট।

সাবধারণ (ক্লী) অবধারণেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবধারণ অর্থে নিশ্চয়, নিশ্চয়ের সহিত বর্ত্তমান, নিশ্চয়যুক্ত, নিশ্চয়বিশিষ্ট।

সাবধি (ত্রি) অবধযুক্ত, অবধিবিশিষ্ট।

সাবন (পুং) মুনিবিশেষ। (সহ্যাদ্রি ৩৩।১৬৯)

সাবন (পুং) সবনস্যায়মিতি অণ্। ১ যজ্ঞকর্ম্মান্ত, যজ্ঞ কর্ম্মের শেষকে সাবন কহে। ২ যজমান। ৩ বরুণ। (মেদিনী) ৪ দিবসবিশেষ, সাবন দিন, এক দিবারাত্রে সাবন দিন হয়।

"তিথিনৈকেন দিবসশ্চান্দ্রমানে প্রকীর্ত্তিতঃ।
অহোরাত্রেণ চৈকেন সাবনো দিবসঃ স্মৃতঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

একটী তিথির পরিমাণানুসারে যে দিন হয়, তাহাকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্র দ্বারা যে দিন হয় তাহাকে সাবনদিন কহে অর্থাৎ তিথিঘটিত দিনকে চান্দ্রদিন, এবং এক অহোরাত্রাত্মক কালকে সাবনদিন বলা হয়। সূর্য্যসিদ্ধান্তে লিখিত আছে—

"সাবনেন তথা মাসি ত্রিংশৎসূর্য্যোদয়াঃ স্মৃতাঃ।
উদয়াদুদয়াদ্‌ভানোর্ভৌমসাবনবাসরাঃ॥
সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

অদ্য সূর্য্যোদয় হইতে আগামী কল্য সূর্য্যের উদয় অবধি এই ৬০ দণ্ডাত্মক দিবরাত্রিরূপ যে কাল, তাহাই সাবন-দিন। এই দিনের স্থূল পরিমাণ রবি যে লগ্নে উদয় হন, সেই লগ্নমানের ত্রিশ ভাগের একভাগের সহিত নাক্ষত্র ৬০ দণ্ড হয়, কিন্তু সূর্য্যের কখন মন্দ, এবং কখন শীঘ্র গতি দ্বারা রাশিচক্রের বক্রতাপ্রযুক্ত এই সাবনদিনের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। অতএব এই সাবন দিনের প্রতি দিনেই পরিমাণের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা হইয়া থাকে। সাম্বৎসরিক সাবন দিন সকলকে সমান করিয়া বিভক্ত করিলে নাক্ষত্রমানের কিঞ্চিৎ অধিক ৬০ দণ্ডে যে এক এক দিন হয়, তাহাকে মধ্যম সাবন দিন কহে। সৌর বৎসরে নাক্ষত্র দিনাপেক্ষায় সাবন একদিন ন্যূন হয়, সুতরাং এই পরিমাণে নাক্ষত্র ও এই মধ্যম সাবন কালের ন্যূনাতিরেক হয়।

সাবন ৩০ দিনে এক সাবন মাস হয়, আবার সাবন ১২মাসে সাবন এক বৎসর হয়। যে কোন দিন হইতে আরম্ভ করিয়া ৩০ দিন পর্য্যন্ত এক সাবন মাস হয় অর্থাৎ এ মাসের ৬ঠা হইতে পরবর্ত্তী মাসের ৩রা পর্য্যন্ত যে ত্রিশ দিন, তাহাই এক সাবন মাস। এই সাবন বার মাসে এক সাবন বৎসর।

"চান্দ্রঃ শুক্লাদিদর্শান্তঃ সাবনস্ত্রিংশতা দিনৈঃ।
একরাশৌ রবির্যাবৎ কালং মাসঃ সভাস্করঃ॥" (মলমাসতত্ত্ব)

সাবন বৎসরে সৌর বৎসরাপেক্ষা ৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ বিপল, ও ২৪ অনুপল ন্যূন হয়, এই সাবনদিনও নাক্ষত্র অহোরাত্রির ন্যায় দণ্ড, পল, বিপল ও অনুপলে বিভক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং সৌরবৎসরে সাবন ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৩ অনুপল হইয়া থাকে। সাবন মাসানুসারেই সংস্কারাদি কার্য্য হইয়া থাকে।

"সূতকাদিপরিচ্ছেদো দিনমাসাব্দপাস্তথা।
মধ্যমগ্রহভুক্তিশ্চ সাবনেন প্রকীর্ত্তিতঃ॥
আব্দিকে পিতৃকৃত্যে চ মাসশ্চান্দ্রমসঃ স্মৃতঃ।
বিবাহাদৌ স্মৃতঃ সৌরো যজ্ঞাদৌ সাবনো মতঃ॥
অত্র আদিপদেন সত্রভৃতিবৃদ্ধিপ্রায়শ্চিত্তায়ুর্দ্দায়াশৌচগর্ভাধানপুংসবনসীমন্তোন্নয়ননামকরণান্নপ্রাশননিষ্ক্রামণচূড়াদিগ্রহণং।"
(মলমাসতত্ত্ব)

অশৌচও এই সাবন মাসানুসারে গ্রহণ করিতে হয়। ইহাতে সৌর বা চান্দ্রমাসের গ্রহণ হইবে না। একমাস অশৌচ হইবে বলিলে যে দিন হইতে অশৌচ আরম্ভ হইয়াছে, সেই দিন হইতে

ত্রিংশৎ অহোরাত্রই অশৌচ কাল, ইহাই বুঝিতে হইবে। যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম্ম—যজ্ঞ, ভৃতি, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, আয়ুর্দায়, অশৌচ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমস্তোন্নয়ন, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, নিষ্ক্রামণ, ও চূড়াকরণ এই সকল কার্য্য সাবন মাসানুসারেই হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে বিধান আছে যে জাতবালকের ৬ বা ৮ মাসে অন্নপ্রাশন দিবে। সুতরাং এই স্থলে ৬মাস বলিলে বুঝিতে হইবে যে যে দিন জন্ম হইয়াছে, সেই দিন হইতে ১৫০ দিনের বা ১৮০ দিনের মধ্যে অন্নপ্রাশন দিবে। সাবনমাস স্থলে এই-রূপ নিয়মানুসারেই সকল ধরিতে হইবে।

সাবন বৎসরাপেক্ষা সৌর বৎসর যে ৫ দিন ১৫।৩১।৩১।২৪ ন্যূন হয় ইহা সূক্ষ্ম, কিন্তু স্থূল ভাবে ধরিলে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইতে হয়।

"সৌরেণাব্দস্ত মানেন যদা ভবতি ভার্গব।
সাবনেন চ মানেন দিনষট্কং প্রপূর্য্যতে॥
সৌরসম্বৎসরে দিনষট্কাধিকঃ সাবনঃ সম্বৎসরো ভবতি"।
(মলমাসতত্ত্ব)

সৌর বৎসরে ৬ দিন অধিক ধরিয়া লইলে সাবন-বৎসর হয়। জ্যোতিষোক্ত দশাবিচারস্থানে কেহ কেহ সাবনশুদ্ধি করিয়া লইয়া থাকেন। ইহা লইয়া বিশেষ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি করিতে হইবে না, আবার কেহ বলেন, সাবনশুদ্ধি ব্যতীত দশাফলই মিলিবে না। ৪০।৫০ বৎসর সময়ে যদি জাতকের সাবনশুদ্ধি করিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে প্রতিবৎসরে ৫ দিন ৩১ দণ্ড ইত্যাদি সূক্ষ্ম বা স্থূল ৬ দিন ধরিয়া লইলে সৌর বৎসরাপেক্ষা সাবন বৎসর অনেক অধিক হয়, সুতরাং তখন দশারই ভিন্নতা হইয়া থাকে, অতএব দশাফলের অনেক তারতম্য হইয়া পড়ে, কিন্তু ফলিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাবনশুদ্ধির আবশ্যকতা নাই, সাবনশুদ্ধি না করিলে ফল মিলিতে দেখা যায়।

সাবনমল্ল, মুলতানের একজন শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট হইতে দেরাগাজী খাঁ বন্দোবস্ত করিয়া লন। ১৮২৯ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি মুলতান শাসন করেন। [মুলতান দেখ।]

সাবন্ত, উড়িষ্যার অন্তর্গত কেউঞ্ঝর-রাজ্যবাসী আদিম জাতি-বিশেষ। উৎকলীয় ভাষায় ইহারা সাঁওৎ নামে পরিচিত।

সাবন্তবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরি-চালিত। অক্ষা° ১৫° ৩৮′ ৩০″ হইতে ১৬° ১৪′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৭′ হইতে ৭৪° ২১′ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৯০০ বর্গ মাইল।

এই রাজ্যের উত্তরপশ্চিম সীমায় ইংরাজাধিকৃত রত্নগিরি জেলা, পূর্ব্বে সহ্যাদ্রি শৈলমালা এবং দক্ষিণে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত গোয়ারাজ্য। এই রাজ্যের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রোপকূল হইতে সহ্যাদ্রিপাদমূল পর্য্যন্ত ২০ হইতে ২৫ মাইল বিস্তৃত ভূমিভাগ বনমালাসমাচ্ছাদিত শৈল-শ্রেণীতে পূর্ণ। উহাদের মধ্যস্থিত উপত্যকানিচয় সুরম্য উপবন এবং নারিকেল ও সুপারির বাগানে পরিশোভিত। এখানে কার্লি ও তেরেখোল নামে খরপ্রবাহ দুইটী ক্ষুদ্র নদী আছে। নদীর মোহানাগুলি অতি বিস্তৃত, দেখিলেই সমুদ্রের খাড়ি বলিয়া ভ্রম হয়। মোহানা হইতে তেরেখোল বক্ষে ১২ মাইল ও কার্লি নদীতে ১৪ মাইল পথ ক্ষুদ্র নৌকাযোগে যাওয়া যায়।

সহ্যাদ্রি সন্নিহিত বনভাগে সেগুণ, আবলুস্, খদির ও জাম গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতীরে কাঁটাল, আম ও ভেরাণ্ডা গাছ যথেষ্ট জন্মে। ভেরাণ্ডাফল হইতে কোকম্ নামে এক-প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়। খাদ্যোপযোগী নানা প্রকার ফল এবং ধান্য ও কলাই প্রভৃতি শস্য প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। তিল, শণ, গাঁজা, মরিচ, লঙ্কা ও কফি প্রভৃতিরও চাস আছে।

সহ্যাদ্রিশৈলের রামঘাট নামক স্থানের সন্নিহিত প্রদেশে খনিজ লৌহ পাওয়া যায়। গৃহাদি নির্ম্মাণোপযোগী আকেরী ও লেটারাইট পাথরের অভাব নাই। সহ্যাদ্রির বনভাগে বাঘ, চিতা, বাইসন, মহিষ ও সাম্বরাদি হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানে পূর্ব্বে লবণ প্রস্তুত হইত; এখন রাজাদেশে তাহা বন্ধ হইয়াছে। চর্ম্ম ও বস্ত্রের উপর সোণালী ও রূপালী সাঁচ্চা সল্মার কাজ করা দ্রব্যাদি, খসখসের পাখা, পেটরা ও বাক্স, সোণারতারে বাহারি কাজ করা পাণপাত, তাস, মহিষের শৃঙ্গে প্রস্তুত নানারূপ গৃহসজ্জা, গালার খেলনা ও মাটীর পুতুল প্রভৃতি শিল্পব্যবসাই এখানকার অধিবাসিবর্গের একমাত্র উপজীবিকা।

এখানে রেলপথ নাই। বাণিজ্যের সুবিধার্থ বেনগুর্লা বন্দর হইতে একটী বড় রাস্তা সহ্যাদ্রি পর্য্যন্ত আনীত হইয়াছে। ঐ পথ দিয়া পণ্যদ্রব্য সকল বেলগাম্ ও দক্ষিণ মরাঠা রাজ্যসমূহে নীত হইয়া থাকে। সহ্যাদ্রিপৃষ্ঠে রামঘাট, তালকটঘাট ও ফন্দাঘাট নামক গিরিপথ দিয়া দাক্ষিণাত্যে যাওয়া যায়।

প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ হইতে ৮ম শতাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থানে চালুক্যরাজবংশের অধিকার বিস্তৃত ছিল। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে যাদবরাজগণ এই স্থানে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দে (১২৬১ খৃঃ) চালুক্য-গণ পুনরায় এই প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে অনুমান ১৩৯১ খৃষ্টাব্দে বিজয়-

নগর রাজবংশের একজন কর্ম্মচারী এখানকার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দের মধ্যভাগে এখানে একটী স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণরাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐ রাজবংশ কিছুদিন স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিবার পর, উক্ত শতাব্দীর শেষভাগে অভ্যুত্থিত বিজাপুর-রাজবংশের হস্তে পরাজিত হন এবং বিজাপুর রাজগণ স্বহস্তে এতৎপ্রদেশ শাসন করিতে থাকেন। অনুমান ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মঙ্গসাবন্ত নামক ভোঁস্‌লে বংশীয় একজন মহারাষ্ট্রনেতা বিজাপুর-রাজবংশের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া বারিনগরের নয় মাইল দূরবর্ত্তী হোড়করা নামক স্থানে স্বাধীনতাধ্বজা উত্তোলন করেন। বিজাপুররাজ এই উদ্ধত মহারাষ্ট্রযুবককে সমুচিত দণ্ড দিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিলে তাহারা মহারাষ্ট্রহস্তে বিশেষরূপে পরাজিত হয়। মঙ্গ তাঁহার জীবিতকাল পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবেই এতৎপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ পুনরায় বিজাপুর-রাজের অধীনতা স্বীকার করেন।

অবশেষে খেম সাবন্ত ভোঁসলে মুসলমান হস্ত হইতে এই দেশ স্বাধীন করেন। খেম সাবন্ত ১৬২৭ হইতে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তাঁহার পুত্র সেখ সাবন্ত সিংহাসন প্রাপ্ত হন। তিনি কেবল মাত্র অষ্টাদশ মাসকাল রাজত্ব করিলে, তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ সাবন্ত রাজ্যলাভ করেন। ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ছত্রপতি শিবাজীর প্রবল প্রতাপ মহারাষ্ট্রদেশে বিঘোষিত হইলে, লক্ষ্মণ শিবাজীর নিকট বশ্যতা স্বীকার করেন এবং সমগ্র দক্ষিণ কোঙ্কণের 'সরদেশাই' পদ প্রাপ্ত হন। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার ভ্রাতা কোন্দ সাবন্ত সিংহাসনে অভিষিক্ত হন এবং দশ বৎসর রাজত্ব করেন। তদনন্তর তৎপুত্র দ্বিতীয় খেম সাবন্ত এই দেশের রাজা হন। ইনি শিবাজীর পৌত্র সাহুর সমসাময়িক ব্যক্তি। সাহু কোলাবরের শাসনকর্ত্তার সহিত সমভাগে সালসি মহলের অর্দ্ধেক রাজস্ব ইঁহাকে প্রদান করিবার বন্দোবস্ত করেন। ২য় খেমের বংশধরের রাজত্বকালে (১৭০৯-১৭৩৭) সাবন্তবাড়ী রাজ্য প্রথমে ইংরাজরাজের সম্পর্কে আসে।

১৭৫৫ হইতে ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মহাখেম সাবন্ত সাবন্তবাড়ীতে রাজত্ব করেন। তিনি ১৭৬৩ খৃঃ অব্দে জয়াজী সিন্ধিয়ার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই জন্য তিনি দিল্লীর সম্রাট্ কর্ত্তৃক রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত হন। খেম সাবন্তের রাজসম্মান দর্শন করিয়া কোল্‌হাপুরের পরশ্রীকাতর শাসনকর্ত্তা অনতিবিলম্বে সাবন্তবাড়ীর কএকটী পার্ব্বত্য দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু সিন্ধিয়ার সাহায্যে খেম সাবন্ত পুনরায় সেই দুর্গগুলি হস্তগত করেন। তিনি কেবল মাত্র স্থলযুদ্ধে সন্তুষ্ট না হইয়া, অবশেষে জলদস্যুর কার্য্য করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সমুদায় রাজত্বকাল কোল্‌হাপুরের শাসনকর্ত্তার সহিত এবং পেশবা, পর্ত্তুগীজঃও ইংরাজগণের সহিত যুদ্ধবিগ্রহাদিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। খেম সাবন্তের নিঃসন্তান অবস্থায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু হইলে, উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া রাজ্য মধ্যে ঘোরতর গোলযোগ উপস্থিত হয়। অতঃপর ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে খেম সাবন্তের বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাই, রামচন্দ্র সাবন্ত ওরফে ভাউ সাহেবকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলে এই গোলযোগ মিটিয়া যায়। কিন্তু তিন বৎসর পরে শত্রুরা এই বালককে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিলে, ফোন্দ সাবন্ত নামে একজন নাবালক তাহার স্থলে নির্ব্বাচিত হয়। এইরূপ অরাজকতার সময়ে বন্দর সকল জলদস্যু কর্ত্তৃক ক্রমাগত উৎপীড়িত হইয়াছিল। এই কারণে ইংরাজের বাণিজ্যবিষয়ে বিশেষ ক্ষতি হয় এবং ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ফোন্দ সাবন্ত ইংরাজের সহিত সন্ধিসংস্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে বেঙ্গুর্লা বন্দর প্রদান করিতে এবং যুদ্ধের জাহাজ সকল তাঁহাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই সন্ধির অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার অষ্টমবর্ষীয় পুত্র রাজ্য প্রাপ্ত হন। এই বালক সাবালক হইয়াও রাজ্য পরিচালন করিতে অসমর্থ হইলে এবং রাজ্য মধ্যে উপর্য্যুপরি বিদ্রোহ ও অশান্তি উপস্থিত হইলে ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ইংরাজরাজের হস্তে এই রাজ্যের শাসনভার প্রদান করেন। তাহার পরেও ১৮৩৯ এবং ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দুইবার তথায় বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কিন্তু শীঘ্রই এই বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হয় এবং এখন পর্য্যন্ত তথায় শান্তি বিরাজ করিতেছে।

এক্ষণে সাবন্তবাড়ীর সরদেশাই ইংরাজরাজের পরামর্শানুসারে রাজ্যপরিচালনা করিয়া থাকেন। এই স্থানের শাসনকর্ত্তার সম্মানার্থ নয়টী তোপধ্বনি হয়। রাজার বাৎসরিক আয় প্রায় পাঁচলক্ষ টাকা। রাজার অধীনে ৪৩৬টী সৈন্য লইয়া একটী ক্ষুদ্র সৈন্যবিভাগ আছে। এই সৈন্যবিভাগ সাবন্তবাড়ী লোকাল কোর বা সামন্তবাড়ীর স্থানীয় সৈন্য-বিভাগ নামে অভিহিত হয়।

সাবমর্দ্দ (ত্রি) অবমর্দ্দযুক্ত।

সাবসান (ত্রি) অবসানেন সহ বর্ত্তমানঃ। অবসানের সহিত বর্ত্তমান, অবসানযুক্ত, অবসানবিশিষ্ট, শেষযুক্ত।

সাবয়ব (ত্রি) অবয়বেন সহ বর্ত্তমানঃ। সঙ্গে, অবয়বের সহিত বর্ত্তমান, অবয়বযুক্ত। সাঙ্গরূপকালঙ্কার। ইহা সমস্ত বস্তু বিষয়ক একদেশবিবর্ত্তী।

"অঙ্গিনো যদি সাঙ্গস্য রূপণং সাঙ্গমেব তৎ।
সমস্তবস্তুবিষয়মেকদেশবিবর্ত্তি চ॥" (সাহিত্যদ° ৬৭২)

যদি অঙ্গীর সঙ্গে অর্থাৎ সাবয়বের সহিত রূপণ হয়, তাহা হইলে সাঙ্গরূপক হইয়া থাকে। ইহা দুই প্রকার সমস্তবস্তুবিষয়ক ও একদেশবিবর্ত্তি, যে স্থলে সমস্ত অঙ্গেরই সাঙ্গের সহিত রূপণ হয় তথায় সমস্তবস্তুবিষয় এবং যে স্থলে একদেশের রূপণ তথায় একদেশবিবর্ত্তি হয়।

সাবয়স্ (পুং) সবয়সের অপত্য, অষাঢ়। (শতব্রা°)

সাবর (পুং) সাবরাণাময়মিতি অণ্। ১ লোধ্র। (শব্দরত্না°) ২ পাপ, অপরাধ। (বিশ্ব) (ক্লী) ৩ মৃগবিশেষের মাংস।

"সাবরং পললং স্নিগ্ধং শীতলং চ গুরু স্মৃতং।
রসে পাকে চ মধুরং কফদং রক্তপিত্তহৃৎ॥" (ভাবপ্রকাশ)

গুণ—এই মাংস স্নিগ্ধ, শীতল, গুরু, রসে ও পাকে মধুর, শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং রক্তপিত্তনাশক।

সাবরক (পুং) সাবর স্বার্থে কন্। সাবর লোধ্র, শ্বেত লোধ্র।

সাবররোধ্র (পুং) লোধ্রভেদ, শ্বেতলোধ্র। (সুশ্রুত)

সাবরিকা (স্ত্রী) নির্বিষ জলৌকা, নির্বিষ জোঁক। (সুশ্রুত)

সাবরোহ (ত্রি) অবরোহেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবরোহের সহিত বর্ত্তমান, অবরোহযুক্ত, অবরোহবিশিষ্ট।

সাবর্ণ (পুং) সবর্ণ এব স্বার্থে অণ্। সবর্ণায়াঃ ছায়ায়া অপত্যমিতি বা অণ্। অষ্টম মনু। সাবর্ণিমনু। সূর্য্যের পত্নীর নাম সংজ্ঞা, সংজ্ঞা সূর্য্যের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার সবর্ণা ছায়াকে নির্ম্মাণ ও সূর্য্যের নিকট রাখিয়া তিনি পিতৃভবনে গমন করেন। এই ছায়ার গর্ভে সাবর্ণ মনুর উৎপত্তি হয়। সংজ্ঞার সবর্ণা ছায়ার পুত্র বলিয়া ইঁহার নাম সাবর্ণ হইয়াছে। দেবীভাগবত, শ্রীমদ্ভাগবত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, হরিবংশ প্রভৃতিতে এই মনু এবং মন্বন্তরের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় কথিত হইল।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীই সাবর্ণ মন্বন্তরের বিবরণ। মুনি ক্রৌষ্টুকি একদা মার্কণ্ডেয় মুনিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্! আপনি সাবর্ণি মনুর বৃত্তান্ত বর্ণন করুন। ইহাতে মার্কণ্ডেয় বলিয়াছেন যে সাবর্ণি ছায়ারূপিণী সংজ্ঞার পুত্র। বিশ্বকর্ম্মার পুত্রীর নাম সংজ্ঞা, সূর্য্যের সহিত সংজ্ঞার বিবাহ হয়। সংজ্ঞা সূর্য্যসকাশে তাঁহার প্রখর তেজ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না, তখন তিনি আত্মতনুকে ছায়ারূপে নির্ম্মাণ এবং তাঁহাকে সূর্য্যসকাশে রাখিয়া পিতৃভবনে গমন করিলেন। এই ছায়া সংজ্ঞার গর্ভে দুই পুত্র ও এক কন্যা হয়। প্রথম পুত্রের নাম সাবর্ণ মনু, ইনি মনুদিগের ন্যায় তুল্যগুণসম্পন্ন। যে সময় বলি ইন্দ্র হইবেন, সেই সময়ই ইনি সাবর্ণি মনু হইবেন। এই মন্বন্তর কালে রাম, ব্যাস, গালব, দীপ্তিমান্, কৃপ, ঋষ্যশৃঙ্গ ও দ্রৌণি এই সাতজন সপ্তর্ষি; সুতপা, অমিতাভ ও মুখ্য ইঁহারা দেবতা। এই দেবতার সমুদায়ে ৬০টী গণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে তপস, তপ, শক্র, দ্যুতি, জ্যোতি, প্রভাকর, প্রভাব, দয়িত, ধর্ম্ম, তেজ, রশ্মি, চক্রতু ইত্যাদি ২০ জন সুতপা দেবগণ নামে কথিত। প্রভু, বিভু, বিভাসাদি ২০জন অমিতাভ দেবগণ ও দম, দান্ত, রিত প্রভৃতি ২০জন মুখ্যগণ নামে কথিত। এই সকল দেবগণ মন্বন্তরাধিপতি। ইঁহারা প্রজাপতি মারীচের পুত্র। বিরোচনপুত্র বলি ইঁহাদের ভবিষ্য ইন্দ্র। বিরজা, চার্ব্ববীর, নির্ম্মোহ, সত্যবাক্, কৃতি ও বিষ্ণু প্রভৃতি এই সকল সাবর্ণ মনুর পুত্র।

সূর্য্যতনয় সাবর্ণ স্বারোচিষ মন্বন্তরে সুরথ নামে রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। অনন্তর কোলাবিধ্বংসী নরপতিগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করেন। রাজা সুরথ তাঁহাদের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া একাকী অশ্বে আরোহণ করিয়া বনে যান। তথায় মেধস মুনির আশ্রম ছিল। মুনি রাজাকে দেখিয়া অতি যত্নের সহিত তাঁহাকে আশ্রয় দেন। রাজা এই আশ্রমে অবস্থিত হইয়া রাজ্যেনামকনায় অতি কষ্টে কালযাপন করিতে লাগিলেন। একদা তিনি আশ্রমের নিকটে সমাধি-বৈশ্যকে দেখিতে পান, তিনিও রাজার ন্যায় অতিবিমনা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে বিমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, যে আপনাকে অতি দুঃখিতের ন্যায় দেখিতেছি, ইহার কারণ কি? তখন বৈশ্য বলিলেন যে, দুর্ব্বৃত্ত স্ত্রীপুত্রগণ ধনলোভে আমার সমস্ত ধন কাড়িয়া লইয়া আমাকে তাড়াইয়া দিয়াছে, তথাচ তাহাদের প্রতি আমার চিত্ত মমতাশূন্য হইতেছে না, ইহা অতি আশ্চর্য্য! তখন রাজাও কহিলেন, আমার রাজ্য অপহৃত হইয়াছে, অথচ রাজ্যের ভাবনায় আমার আহার নিদ্রা নাই।

তখন রাজা ও সমাধি বৈশ্য ইহার কারণানুসন্ধিৎসু হইয়া মেধস মুনির নিকট গমন করেন। তাঁহাকে যথাযোগ্য প্রণাম করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ জিজ্ঞাসা করেন। তিনি ইহা অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ইহাতে তোমাদের বিস্মত হওয়া উচিত নহে। কারণ ইহা মহামায়ার কার্য্য। এই মহামায়া জগৎপতি হরির সাক্ষাৎ যোগনিদ্রা। তাঁহারই প্রভাবে এই নিখিল জগৎ ঐরূপ মোহপাশে আবদ্ধ ও মমতাবর্ত্তে নিপতিত হইয়া থাকে। ঐ মহামায়াই দেবী ভগবতী। তিনি জ্ঞানিগণের চিত্তকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহের আয়ত্ত করেন। এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্বজগৎ সেই মহামায়ারই সৃষ্টি। তিনি প্রসন্ন হইলে বরদান ও লোকের মুক্তি বিধান করিয়া থাকেন। তিনিই পরমাবিদ্যা, ও নিত্যস্বরূপা। তিনিই মুক্তির হেতু এবং তিনিই সংসারবন্ধনের কারণ।

তখন রাজা বলিলেন যে, ভগবন্! আপনি যাঁহার কথা বলিতেছেন, সেই মহামায়া কে ? তাঁহার স্বভাব, স্বরূপ, উৎপত্তি প্রভৃতি কিরূপে হয় ? তখন তিনি বলিলেন যে, তাঁহার জন্ম মৃত্যু নাই, তিনি সদা বিরাজমানা। তবে দেবতাদিগের কার্য্য-সিদ্ধির জন্য সময়ে সময়ে তাঁহার উদ্ভব হইয়া থাকে। দেবগণ যখন বিপন্ন হইয়া তাঁহার শরণাগত হন, তখন তিনি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বিপজ্জাল হইতে রক্ষা করেন। ইহাকেই মহামায়ার আবির্ভাব বলা যায়।

যখন কল্পান্তকালে এই সমুদয় জগৎ একার্ণবীকৃত করিয়া সকলের প্রভু ভগবান্ বিষ্ণু যোগনিদ্রার আশ্রয়ে অনন্তের ফণা-মণ্ডলে নিদ্রিত ছিলেন, তখন বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে অতি ভয়ঙ্কর দুই অসুর উৎপন্ন হয়। ইহারা উৎপন্ন হইবামাত্রই বিষ্ণুর নাভিকমলে অবস্থিত ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইল। বিষ্ণু যোগমায়ায় নিদ্রিত, তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, মহামায়া তখন বিষ্ণুকে প্রবোধিত করেন। বিষ্ণু তখন অসুরদ্বয়কে সংহার করেন।

মহিষাসুর যখন দেবগণকে পরাজয় করিয়া স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্র হন, তখন আবার দেবগণ মিলিত হইয়া এই মহামায়ার স্তব করেন, ইহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহামায়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতি-র্ম্ময়ী নারীবেশে মহিষাসুরকে সংহার করেন। পরে আবার শুম্ভ নিশুম্ভ স্বর্গের ইন্দ্র হইলে পুনরায় দেবগণ মহামায়ার শরণা-গত হন, তখন মহামায়া উক্ত অপূর্ব্ব নারীবেশে ধূম্রলোচন, চণ্ডমুণ্ড, রক্তবীজ, নিশুম্ভ ও শুম্ভকে বধ করিয়া দেবতাদিগের দুঃখ দূর করেন।

দেবীর মাহাত্ম্য তোমাদের নিকট কীর্ত্তন করিলাম। সেই দেবীর প্রভাবই এইরূপ। কেন না তিনিই জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর মায়া। তিনি আপনাকে, বৈশ্যকে এবং অন্যান্য বিবেকিব্যক্তিদিগকে যেমন জ্ঞান দান করেন, তেমনি মোহিতও করিয়া থাকেন। অতএব আপনারা এই মায়ের শরণ গ্রহণ করুন, তাহা হইলে আপনাদের দুঃখের নিবৃত্তি হইবে।

তখন রাজা ও বৈশ্য দুই জনে মুনির বাক্যানুসারে মহামায়ার উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা দুইজনে একটী নদীতীরে দেবী মহামায়ার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি উপহার দ্বারা তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন, তাঁহারা উভয়েই কখন একাহারে কখন একেবারে আহারত্যাগ, কখন বা আহারসংযম করিয়া তদ্গতচিত্তে স্বকীয় শরীরের রক্ত দেবীর উদ্দেশে বলিস্বরূপ দান করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিন বৎসর আরাধনা করিলে জগদম্বিকা তথায় আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে এই বর দেন যে, "রাজন্! তুমি এই জন্মে কোলা-বিধ্বংসী নরপতিদিগের বিনাশ করিয়া নিজরাজ্য লাভ করিবে এবং এই দেহাবসানে ভগবান্ ভাস্করের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণি মনু নামে খ্যাত হইবে।" বৈশ্য দেবীর বরে মুক্তিলাভ করেন।

পরে রাজা সুরথ দেহবিগমে সূর্য্য হইতে ছায়াসংজ্ঞার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া সাবর্ণমনু নামে খ্যাত হন। এই মনু বৈবস্বত সাবর্ণ। ইহা ভিন্ন দক্ষ সাবর্ণ, ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ, ও রুদ্রপুত্র সাবর্ণ মনু আছেন। এই সকল সাবর্ণ মনুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, দক্ষপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে মরীচি, ভর্গ ও সুধর্ম্মা ইহারা দেবতাগণ, (এই গণ দ্বাদশভাগে বিভক্ত,) মহাবল সহস্রলোচন এই দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র ; মেধাতিথি, বসু, সত্য, জ্যোতিষ্মান্, দ্যুতিমান্, সবল, হব্যবাহন, এই সাতজন সপ্তর্ষি ; ধৃষ্টকেতু, বর্হকেতু, পঞ্চহস্ত, নিরাময়, পৃথুশ্রবা, অর্চ্চিষ্মান্, ভূরি-দ্যুম্ন, বৃহদ্ভয় এই সকল মনুপুত্র।

ধর্ম্মপুত্র সাবর্ণ মনুর মন্বন্তরে বিহঙ্গম, কামগ ও নিৰ্ম্মাণ-রতি এই তিন দেবগণ, এই প্রত্যেক দেবগণ ত্রিংশৎগণে বিভক্ত। তন্মধ্যে মাস, ঋতু ও দিবস ইহারা নির্ম্মাণরতি, রাত্রি, বিহঙ্গ ও মৌহূর্ত্তসকল কামগণ এবং বিক্রমবৃষ ইহাদের ইন্দ্র। হবিষ্মান্, বরিষ্ঠ, ঋষ্টি, আরুণি, নিশ্চর, বিষ্টি ও অগ্নিদেব এই সাতজন সপ্তর্ষি ; সর্ব্বগ, সুশর্ম্মা, দেবানীক, পুরুদ্বহ, হেম-ধন্বা, ও দৃঢ়ায়ু এই সকল মনুপুত্র। তৎপরে রুদ্রসাবর্ণ মনু, এই মন্ব-ন্তরে সুধর্ম্মা, সুমনা, হরিত, রোহিত, ও সুবর্ণ, এই পাঁচটী দেবগণ, এই সকল গণ দশভাগে বিভক্ত। ঋতনামা এই সকল দেবগণের ইন্দ্র, দ্যুতি, তপস্বী, সুতপা, তপোমূর্ত্তি, তপোরতি ও তপোধৃতি এই ৭জন সপ্তর্ষি, দেববান্, উপদেব, দেবশ্রেষ্ঠ, বিদূরথ, মিত্রবান্ ও মিত্রবৃন্দ এই সকল মনুর পুত্র। এইরূপে মনু ও মন্বন্তর সকল হইয়া থাকে। (মার্কণ্ডেয়পু° ৮০-৯৪ অ°) দেবীভাগবতে দশম স্কন্ধে ১০ অধ্যায় হইতে এই সাবর্ণ মনুর বিস্তৃত বিবরণ লিখিত হইয়াছে। আরও লিখিত আছে যে, বৈবস্বত মন্বন্তরায় রাজা সুরথ ভগবতী দুর্গাতহারিণী দুর্গার মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি পূজা করিয়া অষ্টম সাবর্ণ মনু হইয়াছিলেন। (দেবীভাগ° ১০।১০-১৩ অ°)

কোনরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইলে তাঁহার উদ্ধার কামনায় প্রতি গৃহে এই দেবীমাহাত্ম্য পঠিত হইয়া থাকে। যিনি ভক্তিপূর্ব্বক সুরথ রাজার এই বিবরণ পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি অচিরে সকল প্রকার বিপদ্ হইতে উদ্ধার হন এবং তাঁহার সকল প্রকার অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। (ত্রি) ২ সবর্ণ সম্বন্ধীয়, সমানবর্ণ সম্বন্ধীয়।

সাবর্ণক (পুং) সাবর্ণ স্বার্থে কন্। সাবর্ণমনু। (মার্ক° পু° ১০৮।২৬)

সাবর্ণলক্ষ্য (ক্লী) সবর্ণস্য সমানবর্ণস্য পুংসাকৃতেরিত যা.ৎ লক্ষ্যং যস্মাৎ। চর্ম্ম।

সাবর্ণি (পুং) সবর্ণায়া অপত্যং ইতি ইঞ্। অষ্টম মনু। সূর্য্যপুত্র। [সাবর্ণ দেখ।] ২ গোত্রভেদ, সাবর্ণগোত্র, এই গোত্রের পাঁচটী প্রবর—ঔর্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য ও আপ্নুবৎ।

সাবর্ণিক (ত্রি) সাবর্ণ মনু সম্বন্ধীয়, সাবর্ণ মনুর অন্তর কাল, যতদিন সাবর্ণ মনুর আধিপত্য, ততদিন সাবর্ণিক মন্বন্তর। সাবর্ণ মনু। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫১।৩০)

সাবর্ণ্য (ত্রি) সবর্ণায়া অপত্যং সবর্ণ-ষ্যঞ্। ১ সাবর্ণ মনু। ২ সাবর্ণ মন্বন্তর।

সাবশেষ (ত্রি) অবশেষেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অবশেষের সহিত বর্ত্তমান, অবশেষযুক্ত, অবশেষাবশিষ্ট। (মার্কণ্ডেয়পু° ৬২।২৯)

সাবষ্টম্ভ (পুং) বাস্তুভেদ। যে বাস্তুর উত্তর বা দক্ষিণ দিকে বীথিকা থাকে, তাহাকে সাবষ্টম্ভ বাস্তু কহে। এই বাস্তু বিশেষ শুভপ্রদ।

"মায়াশ্রয়মিতি পশ্চাৎ সাবষ্টম্ভস্ত পার্শ্বসংস্থিতয়া।
সুস্থিতমিতি চ সমস্তাচ্ছাস্ত্রজ্ঞৈঃ পূজিতাঃ সর্ব্বাঃ॥"
(বৃহৎসংহিতা ৫৩।২১)

(ত্রি) ২ অবষ্টম্ভের সহিত বর্ত্তমান, অবষ্টম্ভযুক্ত।

সাবান—অঙ্গ ও বস্ত্রাদির মলধৌতকরণার্থ বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রস্তুত দ্রব্যবিশেষ। সাবান ফরাসী (Savon) শব্দের অপভ্রংশ। য়ুরোপীয়গণ ভারতবর্ষে আগমন করিবার পূর্ব্বে ভারতে সাবান ব্যবহৃত হইত না। পর্ত্তুগীজগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা সাবানকে 'সাবাও' বলিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ পর্ত্তুগীজদিগের নিকট হইতে ভারতবাসী সাবান ব্যবহার করিতে শিখিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বস্ত্রাদি ধৌত করিবার নিমিত্ত ভারতবর্ষে, নানাবিধ ক্ষার, উদ্ভিদের ছাই, সাজিমাটী এবং রিটা প্রভৃতি উদ্ভিজ্জ পদার্থ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। আজকাল সাবান একটী প্রধান সখের জিনিষ। যে দেশে যত অধিক পরিমাণে সাবান ব্যবহৃত হয়, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের মতে, সেই দেশ তত সভ্য হইয়াছে। সুতরাং কোন একটী জাতির উন্নতি ও সভ্যতার পরিমাণ, আজকাল সাবানের প্রচলন হইতে জানিতে পারা যায়।

সাবান একটী লবণতুল্য (Salt) রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ। লবণ মাত্রই যেমন ক্ষার (Alkali) ও অম্ল (Acid) সংযোগে প্রস্তুত হয়, সাবানও ঠিক সেইরূপ ক্ষার এবং তৈলজ অম্ল (Faty Acid) হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সাবান সাধারণতঃ তৈলজ অম্ল এবং পটাশ কিম্বা সোডা-ক্ষারের রাসায়নিক সমষ্টি।

সচরাচর তৈলে এবং চর্ব্বিতে গ্লিসিরিণ (Glycerine) নামক মিষ্টস্বাদযুক্ত একটী পদার্থ ও কএকটী তৈলজ অম্ল থাকে। তৈলজ অম্লের মধ্যে ষ্টিয়ারিক (Stearic), পাল্‌মিক (Palmic, ওলিক (Oleic) ও মার্গারিক (Margaric) অম্ল প্রধানতঃ তৈল ও চর্ব্বির মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। তৈল কিম্বা চর্ব্বিতে কোন একটী ক্ষার সংযোগ করিয়া, এই মিশ্রিত পদার্থকে অগ্নি-সন্তাপে ফুটাইলে, গ্লিসরিণ হইতে তৈলজ অম্লবিশ্লিষ্ট হইয়া যায় এবং এই অম্ল ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া অগ্নির উত্তাপে লবণে পরিণত হয়; এইরূপ উপায়ে উৎপন্ন লবণই সাবান নামে পরিচিত। গ্লিসিরিণ জলের সহিত মিশ্রিত অবস্থায় পৃথক্ পড়িয়া থাকে। সুতরাং উগ্র পটাশ বা সোডা-ক্ষারসংযোগে চর্ব্বি কিম্বা তৈল হইতে গ্লিসিরিণ পৃথক্ করিয়া দিলেই, সাবান প্রস্তুত হয়। অর্থাৎ ক্ষার দ্রব্যের জলীয় অংশের সহিত চর্ব্বির অথবা তৈলের গ্লিসিরিণ ভাগ মিশ্রিত হইলে, যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই সাবান।

প্রত্যেক লবণই একটী নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষার ও অম্ল সংযোগে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সেইরূপ সোডা বা পটাশ-ক্ষার এবং তৈলজ অম্লের যে যে পরিমাণ পরস্পর মিলিত হইয়া সাবান তৈয়ার হয়, তাহারও একটী স্বাভাবিক মাত্রা নির্দ্দিষ্ট আছে। কি পরিমাণ ক্ষার, কি পরিমাণ তৈল বা চর্ব্বিকে সাবানে পরিণত করিতে পারে, তাহা যথার্থরূপে জানা না থাকিলে, উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত করিতে পারা যায় না। কারণ এই পরিমাণের উপরই সাবানের গুণের ও উপকারিতার তারতম্য নির্ভর করে।

ক্ষার, সাধারণ অম্ল অপেক্ষা তৈলজ অম্ল অধিক পরিমাণে গ্রহণ করিতে পারে। ৩১ ভাগ সোডা ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিড অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু পটাশের অম্লধারণক্ষমতা অনেক কম; সেই জন্য পটাশ-সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে প্রত্যেক ২৮৪ ভাগ ষ্টিয়ারিক এসিডের জন্য ৪৭ ভাগ পটাশ ব্যবহার করিতে হয়। আবার পটাশ অপেক্ষা সোডার জমাট বাঁধিবার শক্তি অনেক বেশী। সেই জন্য সোডার দ্বারা যে সাবান প্রস্তুত হয়, তাহাকে "কঠিন সাবান" বা Hard Soap এবং পটাশ-সাবানকে "কোমল সাবান" বা Soft Soap বলে।

যে তৈল যত অধিক পরিমাণে ক্ষার শোষণ করে, তাহাতে তত অধিক পরিমাণে সাবান প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল-সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে সোডা কিম্বা পটাশ গ্রহণ করিতে পারে, এই জন্য নারিকেল-তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে অধিক ব্যবহৃত হয়। পরবর্ত্তী তালিকা হইতে, নারিকেল ও পাম্ তৈল এবং চর্ব্বির ক্ষারধারণশক্তির পরিমাণ বুঝিতে পারা যাইবে—

	বিশুদ্ধ সোডা পাউণ্ড	বিশুদ্ধ পটাশ পাউণ্ড
নারিকেল-তৈল (৪০০ পাউণ্ড)—	১২.৪৪	১৮.৮৬
পাম্-তৈল "	১১.০০	১৬.৬৭
চর্ব্বি "	১০.৫০	১৫.৯২

এই তালিকা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, যেমন নারিকেলতৈল হইতে অধিক পরিমাণে সাবান উৎপন্ন হয়, সেই রূপ চর্ব্বি হইতে সর্ব্বাপেক্ষা কম পরিমাণ সাবান তৈয়ার হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন তৈলে ও চর্ব্বিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তৈলজ অম্ল বর্ত্তমান থাকায় এবং উহাদের পরিমাণ বিভিন্ন হওয়ায়, সকল তৈল ও চর্ব্বির ক্ষার-শোষণ-শক্তি সমান নহে। সেইজন্য ভিন্ন ভিন্ন তৈলের ক্ষার ধারণ শক্তির তারতম্য লক্ষিত হয়।

সাধারণতঃ নারিকেল, রেড়ী, তিল, মসিনা, চিনের বাদাম, পাম্, জলপাই এবং কার্পাস-বীজের তৈল সাবান প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়। এতদ্ভিন্ন কএকটী উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি হইতেও সাবান প্রস্তুত হয়। আফ্রিকা, চীন, বর্ণিও, যব ও সুমাত্রা প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশীয় বৃক্ষবিশেষের ফল হইতে জান্তব চর্ব্বির ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও শক্ত এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হয়; ইহাকেই উদ্ভিজ্জ চর্ব্বি বলে। জান্তব চর্ব্বির মধ্যে গো ও শূকরের বসাই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার সাবানই প্রায় একই উপায়ে প্রস্তুত হয়। প্রথমে সোডা, ছাই, চুণ ও জল মিশাইয়া একটী ক্ষারের গোলা প্রস্তুত করা হয়। এই গোলা কিছুক্ষণ অগ্নিতে ফুটাইয়া ঠাণ্ডা করিতে দেওয়া হয়। গোলাটী বেশ ঠাণ্ডা হইলে, ক্যালসিয়ম্ কার্বনেট বা খড়ি পাত্রের নিম্নে থিতাইয়া যায়। তাহার পর পরিষ্কার জলীয় অংশ পাত্র হইতে পৃথক্ করিয়া লইয়া ভিন্ন পাত্রে অগ্নির উপর বসান হয়। তৎপরে সেই ক্ষার জলদ্বারা তরল করিয়া, তাহার সহিত বিশুদ্ধ চর্ব্বি অথবা তৈল মিশ্রিত করা হয়। ক্রমে সেই ক্ষার ও তৈল মিশ্রিত পদার্থ অগ্নি-সন্তাপে ফুটিতে আরম্ভ করিলে, অল্প অল্প পরিমাণে উগ্র ক্ষারজল উহাতে মিশান হয়। অনন্তর সাবান প্রস্তুত হইয়া পাত্রের উপরিভাগে ভাসিয়া উঠিলে, পরীক্ষা করিয়া দেখা হয় যে, সেই সাবানে তৈলভাব অধিক আছে কি না? সাবানে তখনও অমিশ্রিত চর্ব্বির অংশ অধিক থাকিলে, সেই পাত্রে পুনরায় ক্ষার-গোলা ঢালিয়া দেওয়া হয়। তাহার পর সেই পাত্রস্থিত পদার্থ আরও কিছুক্ষণ ফুটিলে, সাধারণ লবণ তন্মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। লবণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, সাবান জমাট বাঁধিয়া উঠে। নারিকেলতৈলের সাবানে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লবণের প্রয়োজন হয়। পটাশ দ্বারা সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে লবণ ব্যবহার করা হয় না। কারণ লবণের অভ্যন্তরস্থ সোডা সমস্ত ক্ষারকে সোডা-ক্ষারে পরিণত করিয়া ফেলে; সুতরাং "কোমল সাবান" প্রস্তুত না হইয়া "কঠিন সাবান" প্রস্তুত হয়। সোডা মহার্ঘ কিম্বা পটাশ সস্তা হইলে, অনেক সময় লবণ সংযোগ করিয়া পটাশ দ্বারা "কঠিন সাবান" প্রস্তুত করা হয়। এইরূপে সমস্ত সাবান পাত্রের উপরে ভাসিয়া উঠিলে, সেগুলিকে স্থানান্তরিত করিয়া অপর একটী পাত্রে (Frame) রাখা হয়। তখনও যে অল্প পরিমাণ ক্ষারজল সাবানের সহিত মিলিত থাকে, তাহা ফ্রেমের নিম্নে আসিয়া জমা হইলে, সাবানগুলিকে পৃথক্ করা হয় এবং তিন চারি দিন পরে এই সাবান কঠিন হইয়া পড়ে। তখন তাহার সহিত ভিন্ন ভিন্ন গন্ধদ্রব্য বা ঔষধাদি মিশ্রিত করিয়া খণ্ড খণ্ড ভাগে বিভক্ত করা হয়।

কএক শ্রেণীর সাবান প্রস্তুত করিতে অনেক সময় রজন ব্যবহৃত হয়। তারপিন তৈল হইতে তৈলাংশ চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, যে জমাট পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই রজন। তারপিন পাইন জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের নির্যাস। কএকটী উদ্ভিজ্জ অম্ল রজনের রাসায়নিক উপাদান। ইহাদিগের মধ্যে পামেরিক, সিলভিক্ ও পাইনিক্ এসিডই প্রধান। এই এসিডগুলি ক্ষারের সহিত মিলিত হইয়া সাবান প্রস্তুত হয়। রজনমধ্যস্থিত অম্লের ৩০২ ভাগ, ৩১ ভাগ সোডাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু রজন-নির্ম্মিত সাবান শক্ত ও জমাট বাঁধিতে পারে না এবং উহা বায়ুর সংস্পর্শে আসিলে বায়ু হইতে জলীয় বাষ্প আকর্ষণ করিয়া গলিয়া যায়। এইজন্য অন্যান্য তৈল অথবা চর্ব্বির সহিত রজন মিশ্রিত করিয়া উৎকৃষ্ট সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। বস্ত্র ধৌতার্থ রজকদিগের সাবানে অধিক পরিমাণে রজন ব্যবহৃত হয়। জলে ঘর্ষণ করিলে এই সাবান হইতে অধিক ফেন নির্গত হয়; সেই জন্য বস্ত্রধৌতকার্য্যে ইহা বিশেষ উপযোগী।

সাবান প্রস্তুত করিবার জন্য যে সকল উপকরণ ব্যবহৃত হয়, সেই গুলি সর্ব্বতোভাবে পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হওয়া উচিত। নিম্নলিখিত কএকটি উপায়ে তৈল ও চর্ব্বি পরিষ্কৃত করা যাইতে পারে—

১। অধিকাংশ তৈল ছাঁকিয়া (Filter) লইলেই পরিষ্কৃত হয়। সাধারণতঃ ব্লটিং বা ফিল্টার কাগজ দ্বারা তৈল ছাঁকা হয়। কেবল মাত্র ফিল্টার কাগজের মধ্য দিয়া তৈল ছাঁকিয়া লইলেও যদি উহা বেশ পরিষ্কার না হয়, তাহা হইলে সেই তৈল পুনরায় কাঠ কয়লার মধ্য দিয়া ছাঁকিয়া লইতে হয়। কাঠ-কয়লার পরিবর্ত্তে অস্থিচূর্ণ-অঙ্গার ব্যবহার করিলে, তৈল অধিকতর পরিষ্কৃত ও বিশুদ্ধ হয়। নিম্নভাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্রবিশিষ্ট অঙ্গারপূর্ণ বাক্সের মধ্যে তৈল ঢালিয়া দিতে হয়। কয়লার ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে তৈল ছিদ্র মধ্য দিয়া চুয়াইয়া পরি-

হ্নত অবস্থায় বাহির হইয়া থাকে। সেই তৈল পুনরায় ফিল্টার কাগজ দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই তৈল বিলক্ষণ পরিষ্কার হয়।

২। উপরোক্ত প্রক্রিয়া দ্বারা তৈল নির্ম্মল না হইলে, এসিড দ্বারা উহাকে পরিষ্কৃত করিতে হয়। একশত ভাগ উষ্ণ তৈলের সহিত এক বা দুইভাগ উগ্র গন্ধক-দ্রাবক মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে হইবে। এইরূপে কিছুক্ষণ নাড়িয়া, মিশ্রটী ২৪ ঘণ্টা স্থিরভাবে রাখিয়া দিতে হইবে। তাহার পর উহাতে আরও খানিক গরম জল মিশাইয়া পুনরায় আবর্ত্তন করিতে হইবে। এইরূপে তৈল ও জল মিশ্রিত হইয়া গাঢ় হইয়া আসিলে মিশ্রটী কএক দিনের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। অনন্তর যখন উহার উপরে নির্ম্মল তৈল ভাসিয়া উঠিবে এবং তৈলের ময়লাগুলি দ্রাবকসংযুক্ত হইয়া নিম্নে পতিত হইবে, তখন সাবধানে উপরের তৈল ঢালিয়া লইয়া পুনরায় গরম জল দিয়া ধৌত করিয়া লইলেই তৈল সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত হয়। পরিষ্কৃত তৈল জলের উপরিভাগে ভাসিয়া থাকে; সেই তৈল ধীরে ধীরে পৃথক্ করিয়া লইতে হয়।

৩। বিকৃত তৈল অথবা চর্ব্বি ক্ষারসংযোগে পরিষ্কৃত করা হয়। তৈল বা চর্ব্বি কিঞ্চিৎ গরম করিয়া তাহাতে উষ্ণ অনুগ্র কষ্টিক্ সোডা বা পটাশ-জল মিশ্রিত করিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে থাকিলে, তৈলের উপরিভাগে ময়লাগুলা ভাসিয়া উঠে। এই ময়লা ক্রমাগত ফেলিয়া দিয়া, তৈলকে ১০।১২ ঘণ্টা থিতাইতে দিলে, নির্ম্মল তৈল উপরে ভাসিয়া উঠিবে। চর্ব্বি শোধন করিবার ইহাই সহজ উপায়।

তৈল ও চর্ব্বি ভিন্ন আরও কতকগুলি তৈলাক্ত পদার্থ হইতে সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ওলিন্ (olin) নামক পদার্থ ইহাদিগের মধ্যে একটী প্রধান সামগ্রী। বাতি প্রস্তুত করিবার জন্য, চর্ব্বি নিষ্পীড়ন করিয়া তন্মধ্যস্থ ষ্টিয়ারিন্ নামক পদার্থ পৃথক্ করিয়া লইলে, তৈলবৎ তরল ওলিন্ পড়িয়া থাকে। বাতির কারখানা হইতে এই গুলি প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়। ক্ষার-সংযোগে ওলিন্ হইতে অত্যন্ত কঠিন সাবান প্রস্তুত হয়; তবে উহার সহিত চর্ব্বি কিম্বা অন্য কোন তৈল না মিশাইলে উহাতে ওলিনের দুর্গন্ধ থাকিয়া যায়। ওলিন্ হইতে প্রস্তুত সাবান বিলক্ষণ সুলভ।

বৃহৎ তৈলের কারখানায়, তৈলাধারের 'কাট' হইতেও সাবান প্রস্তুতোপযোগী সামগ্রী পাওয়া যায়। এই সকল অকিঞ্চিৎকর তৈলাক্ত সামগ্রীকে সাবান প্রস্তুতোপযোগী করিতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে সোডা ক্ষারের সহিত মিশাইয়া জ্বাল দিতে হয়। পরে শীতল হইলে, উহাতে জলমিশ্রিত গন্ধকদ্রাবক প্রয়োগ করিয়া উপরের ভাসমান তৈল সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়।

নানা প্রকার সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কএকটী প্রচলিত সাবানের বিষয় নিম্নে লিখিত হইল—

১। সাধারণ কাপড়-কাচা-সাবান—পরিষ্কার সাজিমাটী কলিচূণ ও নারিকেলতৈল, ইহাদিগের সমান সমান ভাগ একত্র করিয়া জল দিয়া গুলিতে হয়। তাহার পর ঐ গোলাকে অগ্নির উপর চড়াইয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ফুটাইতে হইবে। গোলা ফুটিতে থাকিলে, হাতা দিয়া উহাকে অনবরত নাড়িতে নাড়িতে, উহা গাঢ় হইয়া এক প্রকার আঠার ন্যায় হইয়া পড়ে। কিন্তু তখনও উহাতে কিঞ্চিৎ জলীয় ভাগ থাকে। ঐ জলীয় অংশ পৃথক্ করিবার জন্য, উহাতে কিঞ্চিৎ লবণ মিশ্রিত করিতে হয়। লবণ গলিয়া গিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া নীচে নামিয়া পড়ে এবং ঘন পদার্থ উপরে ভাসিতে থাকে। অনন্তর উহাকে অগ্নি হইতে নামাইয়া মাটীর পাত্রে রাখিয়া শীতল করিলেই, উহা বিলক্ষণ গাঢ় হইয়া উঠে। এইরূপে সাধারণ কাপড়কাচা সাবান তৈয়ার হয়।

২। কার্ড সাবান—জর্ম্মণিতে প্রধানতঃ গোরুর চর্ব্বি হইতে কার্ড সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। ফরাসী দেশে সচরাচর জলপাইয়ের তৈল (olive oil) হইতে সাবান প্রস্তুত হয়। ইহাকে মার্সেলিস্ অথবা ক্যাসটাইল্ সোপ বলে। সেইরূপ ইংলণ্ডে সাবান প্রস্তুত করিতে গোরুর চর্ব্বি ও পাম্‌তৈল অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকার পাম্ নামক বৃক্ষের ফলের অভ্যন্তরস্থ এক প্রকার কোমল শ্বেত পদার্থ হইতে এই পাম্‌তৈল তৈয়ার করা হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে, ইহার সহিত কিছু রজন-সাটীন ও সিলিকেট অফ্ সোডা নামক পদার্থ ব্যবসায়িগণ ভেজাল দিয়া থাকে। এই সকল পদার্থ সাবানের সহিত মিশ্রিত থাকিলে, সাবান অধিকতর কঠিন হয়।

৩। মটল্‌ড বা মার্বেল সাবান—মার্বেল সাবানে ও কার্ড সাবানে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই; তবে কার্ড-সাবানের মধ্যে যে সকল আবর্জ্জনা (Impurities) থাকে, মার্বেল সাবানে সেইগুলিও অনেক পরিমাণে দূরীভূত হয়। মার্বেল সাবান প্রস্তুত করিতে হইলে, অর্দ্ধ গাঢ় সাবানকে অতি ধীরে ধীরে শীতল করিতে হয়। এই সাবান দেখিতে অনেকটা মার্বেল বা মর্ম্মর-প্রস্তরের ন্যায়, সেই জন্য ইহাকে মার্বেল সাবান বলা হয়।

৪। ইয়োলো বা হরিদ্রাবর্ণের সাবান—কোন সাধারণ চর্ব্বিজাত সাবানের সহিত শতকরা ৪০ ভাগ পর্য্যন্ত রজন সাবান মিশ্রিত করিয়া এই সাবান প্রস্তুত হয়। ইহার অধিক মাত্রায় রজন-সাবান মিশাইলে, সাবান অত্যন্ত নরম হইয়া পড়ে। সচরাচর কোনরূপ চর্ব্বি সাবান ও রজন সাবান প্রস্তুত করিয়া, এই উভয় সাবানকে পুনরায় আগুনের উপরে গলাইয়া এবং

উহার সহিত অল্পপরিমাণে ক্ষার জল মিশ্রিত করিয়া এই সাবান তৈয়ার করা হয়।

৫। মেরাইন্ বা গরম বিহীন সাবান—এই সাবান প্রধানতঃ নারিকেল তৈল হইতে প্রস্তুত হয়। লবণাক্ত সমুদ্রজলেও এই সাবান ব্যবহৃত হইতে পারে বলিয়া, ইহাকে মেরাইন বা সমুদ্র-সম্বন্ধীয় সাবান বলা হয়। সাধারণত Cold method বা "শীতলপ্রক্রিয়া" অবলম্বনে এই মেরাইন সাবান তৈয়ার করা হয়। প্রথমতঃ তৈল ৮০° ফাঃ পর্য্যন্ত গরম করিয়া, উহার সহিত নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কষ্টিক্ যোগে জল মিশাইয়া অনবরত নাড়িতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত মিশ্রটী জমিয়া যায়। নারিকেলতৈলের একটী বিশেষ গুণ এই যে, নারিকেলতৈল হইতে প্রস্তুত সাবান অধিক পরিমাণ জলশোষণ করিতে পারে। এই সাবান যে সময়ে জমিতে আরম্ভ করে, সেই সময়ে সাবানকে অধিক কঠিন করিবার জন্য ইহার সহিত সিলিকেট্, শ্বেতসার প্রভৃতি দ্রব্য মিশাইয়া দেওয়া হয়। এই নিমিত্ত শ্বেতসার প্রচুর পরিমাণে ভেজাল স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

৬। স্বচ্ছ সাবান—প্রথমতঃ সাধারণ সাবানকে সুরাসারে (Alcohol) গলান হয়। তৎপরে অতিরিক্ত সুরাসারে বকযন্ত্র দ্বারা চুয়াইয়া পৃথক্ করিলে, স্বচ্ছ গাঢ় আঠার ন্যায় পদার্থ পড়িয়া থাকে। অনন্তর সাধারণ উপায় দ্বারা এই পদার্থকে শীতল করিলে, ইহা স্বচ্ছ সাবানে পরিণত হয়। আবার কখন কখন নারিকেলতৈল, রেড়ীর তৈল, চিনি ও সুরাসার মিশাইয়া "শীতলপ্রক্রিয়া" সাহায্যে স্বচ্ছ সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সাবানে অমিশ্র ক্ষার অধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকে বলিয়া ইহা শরীরে ব্যবহার করা যুক্তিসঙ্গত নহে।

৭। গ্লিসিরিন সাবান—গ্লিসিরিন ও কঠিন সাবান সমভাগে মিশ্রিত করিয়া গ্লিসিরিন সাবান প্রস্তুত হয়। এই সাবান গায়ে মাখিলে, গাত্র স্নিগ্ধ থাকে এবং গ্রীষ্মকালে গাত্রের চর্ম্ম ফাটিয়া যায় না।

৮। ঔষধমিশ্রিত সাবান—সাবানের সহিত নানাবিধ ঔষধ মিশ্রিত করিয়া চর্ম্মরোগ প্রভৃতি নিবারণের জন্য সাবান প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে কোন ঔষধ ইহার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঔষধ রূপে জোলাপের জন্য শরীরের অভ্যন্তরে এবং চর্ম্মরোগ দূরীকরণার্থ শরীরের উপর ব্যবহৃত হইতে পারে। সচরাচর জয়পালের বীজ (Croton seeds) জোলাপ সাবানের সহিত মিশ্রিত হয়। নানাবিধ ঔষধমিশ্রিত সাবান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কার্ব্বলিক, সোহাগা, কর্পূর, আওডিন, গন্ধক, নিম প্রভৃতি। পশু পক্ষীর চর্ম্ম রক্ষা করিবার নিমিত্ত চর্ম্মব্যবসায়িগণ সেঁকো মিশ্রিত সাবান ব্যবহার করিয়া থাকে।

দেহে মাখিবার জন্য সদ্গন্ধযুক্ত বিশুদ্ধ সাবান আজকাল সকল দেশেই অধিক প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল সাবান নানাবর্ণে রঞ্জিত হয়। সাবান প্রস্তুত হইলে পর ইহার সহিত ইচ্ছানুযায়ী রং মিশাইয়া সেই রংমিশ্রিত সাবানকে একটী বিশেষ যন্ত্রসাহায্যে পেষণ করা হয়। অতঃপর ইহার সহিত মনোমত গন্ধ দ্রব্য মিশাইয়া, অন্য একটী যন্ত্র দ্বারা পুনরায় ইহাকে পেষণ করা হইয়া থাকে। এইরূপে সেই গন্ধ দ্রব্য সম্পূর্ণরূপে সাবানের সকল অংশে মিশ্রিত হইলে, ইহাকে বিভিন্ন ছাঁচে ফেলিয়া যন্ত্রসাহায্যে নানাবিধ আকারে গঠন করা হয়। যে সকল সাবানে অতি অল্প পরিমাণে অমিশ্র ক্ষার ও অম্ল বর্ত্তমান থাকে, সেইগুলি শরীরে ব্যবহারোপযোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট সাবান। এই অমিশ্র ক্ষার বা অম্ল শরীরের বিশেষ অনিষ্টকর।

সাবিক (ত্রি) আবিকযুক্ত।

সাবিত্র (পুং) সবিতা দেবতা অস্যেতি অণ্। ব্রাহ্মণ। (হেম) ভগবান্ সূর্য্যের উপাসনা করেন, বলিয়া ব্রাহ্মণের নাম সাবিত্র হইয়াছে। ২ শঙ্কর। ৩ বসু। (মেদিনী) সবিতৃ-স্বার্থে অণ্। ৪ সূর্য্য। ৫ গর্ভ। (শব্দরত্না°) সবিতুরপত্যং পুমান্ অণ্। ৫ কর্ণ। (ভারত ১।১৩৭।৮) ৬ সূর্য্যের অপত্যমাত্র। (ত্রি) ৭ সূর্য্যবংশীয়। ৮ সবিতৃসম্বন্ধীয়। মনুতে লিখিত আছে যে প্রতি পর্ব্বে অর্থাৎ অষ্টমী, চতুর্দ্দশী প্রভৃতি পর্ব্বদিনে সাবিত্র এবং শান্তিহোম করিতে হয়।

"সাবিত্রান্ শান্তিহোমাংশ্চ কুর্য্যাৎ পর্ব্বসু নিত্যশঃ। (মনু ৪।১৫০)

(ক্লী) ৯ যজ্ঞোপবীত।

সাবিত্রবৎ (ত্রি) সাবিত্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাবিত্র-বিশিষ্ট, যজ্ঞোপবীতযুক্ত।

সাবিত্রী (স্ত্রী) সবিতৃ-অণ্, সাবিত্র-ঙীষ্। ১ গায়ত্রী। বেদমাতা গায়ত্রী। ইহার নামনিরুক্তি এইরূপ লিখিত আছে যে—

"সর্ব্বলোকপ্রসবনাৎ সবিতা স তু কীর্ত্ত্যতে।
যতস্তদ্দেবতা দেবী সাবিত্রীত্যুচ্যতে ততঃ।
বেদপ্রসবনাচ্চাপি সাবিত্রী প্রোচ্যতে বুধৈঃ॥"

(অগ্নিপু° ব্রাহ্মণপ্রশংসানামাধ্যায়)

যিনি সর্ব্বলোক প্রসব করেন, তাঁহার নাম সবিতা অর্থাৎ যাহা হইতে সর্ব্বলোকের সৃষ্টি হইয়াছে তিনিই সবিতা পদবাচ্য, এই সবিতা যাহার দেবতা তিনিই সাবিত্রী বা যিনি নিখিলবেদ প্রসব করিয়াছেন, তিনিই সাবিত্রী। ব্রহ্মার স্ত্রীর নাম সাবিত্রী, সূর্য্যের পৃশ্নিনামক পত্নীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, তিনি তাঁহার দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একভাগে পুরুষ এবং একভাগে নারী হন, এই

নারীই সাবিত্রী, এই দেবী সরস্বতী, গায়ত্রী ও ব্রহ্মাণী নামে খ্যাতা।

"ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্বা দেহমকল্মষং।
স্ত্রীরূপমর্দ্ধমকরোদর্দ্ধং পুরুষরূপবৎ॥
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরন্তপ॥" (মৎস্যপু° ৩।৩০-৩২)

এই সাবিত্রী দেবীই দ্বিজাতিদিগের একমাত্র উপাস্যা। এই সাবিত্রীর উপাসনা দ্বারাই ব্রাহ্মণ নিঃশ্রেয়োলাভ করিয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে ১৭ অধ্যায়ে সাবিত্রীর সহস্রনাম কীর্ত্তিত হইয়াছে, সাবিত্রীর উপাসনা করিয়া যে দ্বিজ এই সহস্রনাম পাঠ বা শ্রবণ করেন, তিনি সকল পাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করেন। (মৎস্যপু° সৃষ্টিখ° ১৭অঃ)

৬ উপনয়নকর্ম্ম, উপনয়নসংস্কার।

"আ ষোড়শাৎ ব্রাহ্মণস্য সাবিত্রী নাতিবর্ত্ততে।
আ দ্বাবিংশাৎ ক্ষত্রবন্ধোরা চতুর্বিংশতেবিশঃ॥ (মনু ২।৩৮)

'সাবিত্রীশব্দেন তদনুবচনসাধনমুপনয়নাখ্যং কর্ম্ম লক্ষ্যতে।'
(মেধাতিথি)

ব্রাহ্মণের ষোড়শ বর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাবিংশতিবর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতি বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নসংস্কারকাল। এই কাল পর্য্যন্ত কখনও সাবিত্রী অতিক্রম করিবে না। উপনয়নকালে সাবিত্রী-দীক্ষা হয়, এই জন্য উক্ত সংস্কারও সাবিত্রীনামে বর্ণিত হয়, উক্ত কালমধ্যে যদি বর্ণত্রয় সাবিত্রীদীক্ষিত না হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য কহে। পরে সাবিত্রী গ্রহণ করিতে হইলে যথাবিধানে ব্রাত্যপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহাদের সাবিত্রী-দীক্ষা হইবে।

ব্রাহ্মণবালকের দ্বাদশ বর্ষ বয়সের পর উপনয়ন না হইলে সাবিত্রীপতিতা হন, সুতরাং এই দোষপরিহারের জন্য মহাব্যাহৃতি-হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তবে তাহাকে সাবিত্রী দেওয়া কর্ত্তব্য। উক্ত প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান না করিয়া সাবিত্রী উপদেশ দিবে না, সুতরাং ব্রাহ্মণবালকের ১৬ বৎসরের ঊর্দ্ধ ব্রাত্যকাল হইলেও দ্বাদশবর্ষ মধ্যে সাবিত্রী উপদেশ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এই কাল অতিক্রম করিলেই প্রায়শ্চিত্তার্হ হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয় উপনয়নসংস্কারের পর হইতে প্রতি দিন সন্ধিকালে অর্থাৎ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং সন্ধিকালে ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে সাবিত্রী জপ করিবেন, ইহার বিষয় মনুতে লিখিত আছে যে, ("ভূর্ভুবঃ স্বঃ"কে ব্যাহৃতি কহে।) প্রণব ও ব্যাহৃতিপূর্ব্বক যে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রত্যেক সন্ধিকালে অবহিত মনে সাবিত্রী জপ করেন, তিনি সমগ্র বেদপাঠের পুণ্য লাভ করেন। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর সহস্র জপ করেন, সর্প যেরূপ নির্ম্মোক হইতে মুক্ত হয়, তদ্রূপ তিনিও একমাসে মহৎপাপ হইতে মুক্ত হন। যে দ্বিজ এই সাবিত্রীরূপ ঋক্ হইতে বিযুক্ত হন, অথবা যথা-কালে ইহার অনুষ্ঠান না করেন, তিনি সাধুসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকেন। সাবিত্রীই একমাত্র ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়, যিনি প্রতিদিন নিরলস হইয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রণব ও ব্যাহৃতির সহিত সাবিত্রী জপ করেন, তিনি পরব্রহ্মের সামীপ্য লাভ করেন। বায়ুর ন্যায় সর্ব্বত্র যথেচ্ছ বিচরণ করিতে পারেন, এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী হইয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। একাক্ষর প্রণবই পরম ব্রহ্ম, প্রাণায়ামত্রয়ই পরম তপস্যা এবং সাবিত্রীর পর অপর কোন মন্ত্র নাই, ইহাই মন্ত্রসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

"এতদক্ষরমেতাঞ্চ জপন্ ব্যাহৃতিপূর্ব্বিকাং।
সন্ধ্যয়োর্বেদবিদ্ বিপ্রো বেদপুণ্যেন যুজ্যতে॥
সহস্রকৃত্বস্ত্বভ্যস্য বহিরেতত্ত্রিকং দ্বিজঃ।
মহতোঽপ্যেনসো মাসাত্ত্বচেবাহিবিমুচ্যতে॥
ওঙ্কারপূর্ব্বিকাস্তিস্রো মহাব্যাহৃতয়োঽব্যয়াঃ।
ত্রিপদা চৈব সাবিত্রী বিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মণোমুখং॥
যোঽধীতে হহন্যহন্যেতাং ত্রীণি বর্ষাণ্যতন্দ্রিতঃ।
স ব্রহ্মপারমভ্যেতি বায়ুভূতঃ খমূর্ত্তিমান্॥" (মনু ২।৭৮-৮১)

উক্ত বচনাদি দ্বারা জানা যায় যে, সাবিত্রীজপই দ্বিজাতি-দিগের একমাত্র পরম তপস্যা। দ্বিজাতি এক সাবিত্রী উপাসনা দ্বারাই ইহ ও পরলোকে সকল প্রকার নিশ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন। দেবীভাগবতে লিখিত আছে যে প্রথমে ব্রহ্মা সাবিত্রী উপাসনা করেন, তৎপরে দেবগণ, এবং তৎপশ্চাদ্ বিদ্বৎগণ ইহার পূজা করেন। অনন্তর এই ভারতবর্ষে রাজা অশ্বপতি, তৎপরে বর্ণ চতুষ্টয় ইহার আরাধনা করিয়াছিলেন।

"ব্রহ্মণা বেদজননী প্রথমা পূজিতা মুনে।
দ্বিতীয়ে চ বেদগণৈস্তৎপশ্চাৎ বিদ্বাঙ্গণৈঃ।
তদা চাশ্বপতির্ভূপঃ পূজয়ামাস ভারতে।
তৎপশ্চাৎ পূজয়ামাসু বর্ণাশ্চত্বার এব চ॥"
(দেবীভাগবত ৯।২৬।৩—৪)

উক্ত পুরাণে লিখিত আছে যে, একবার সাবিত্রী জপ করিলে দিনকৃত পাপক্ষয় হয়, দশবার জপ করিলে দিন ও রাত্রি এই উভয় কালের পাপ ধ্বংস হইয়া থাকে। শতবার জপ করিলে মাসার্জ্জিত পাপ, সহস্রবার জপ করিলে সম্বৎসরসঞ্চিত পাপ, লক্ষ জপ করিলে ইহ জন্মের পাপ এবং দশলক্ষ জপ করিলে অন্য জন্মের পাপ, শতলক্ষ জপ করিলে সর্ব্ব জন্মের পাতক বিনষ্ট হয়। দশ শত লক্ষ জপ করিলে মুক্তি হইয়া থাকে। এই সাবিত্রী দেবীকে গোলোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ব্রহ্মাকে দান করেন।

কিন্তু এই সাবিত্রী দেবী ব্রহ্মার সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তাঁহার স্তব করিতে অনুমতি করেন। ব্রহ্মা ও ভগবানের আদেশে সাবিত্রীর স্তব করেন, সাবিত্রী তাঁহার এই স্তবে পরিতুষ্টা হইয়া ব্রহ্মাকে পতিরূপে বরণ করেন।

সাবিত্রী, মদ্রদেশাধিপতি অশ্বপতির কন্যা, সত্যবানের পত্নী; ভারতের আদর্শসতী রমণী। সাবিত্রী মন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে সাবিত্রী প্রীতিপূর্ব্বক এই কন্যা অর্পণ করেন বলিয়া অশ্বপতি তাঁহার 'সাবিত্রী' নাম রাখিয়াছিলেন।

মহাভারতে লিখিত আছে, মদ্রদেশে পরম ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, পৌরজনের প্রিয়পাত্র অশ্বপতি নামে এক নরপতি ছিলেন। রাজা নিঃসন্তান হওয়াতে বৃদ্ধ বয়সে মনঃকষ্ট পাইতেছিলেন, অতঃপর সন্তানকামনায় নিয়মিতাহারী ব্রহ্মচারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিলেন। তিনি সাবিত্রীমন্ত্রে প্রতিদিন লক্ষবার আহুতি প্রদান করিয়া দিবসের ষষ্ঠ ভাগে পরিমিত ভোজন করিতেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ অতীত হইলে, সাবিত্রী তাঁহার প্রতি তুষ্টা হইলেন এবং মূর্ত্তিমতী হইয়া নরপতিকে দর্শন দিলেন।

সাবিত্রী কহিলেন, "হে রাজন্! আমি তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়াছি; অতএব তোমার ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" অশ্বপতি বিনীতভাবে সাবিত্রী দেবীকে কহিলেন, "আমি অপত্যের নিমিত্ত এই ব্রত ধারণ করিয়াছি; অতএব এই প্রার্থনা, যেন আমার বহু পুত্র উৎপন্ন হয়।" দেবী প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "ব্রহ্মার প্রসাদে শীঘ্রই তোমার একটী তেজস্বিনী কন্যা হইবে।" সাবিত্রীর বাক্যে প্রীত হইয়া, অশ্বপতি পুনরায় তাঁহার বন্দনা করিলে, তিনি অন্তর্দ্ধান করিলেন।

কিয়ৎকাল অতীত হইলে অশ্বপতির জ্যেষ্ঠা মহিষী মালবীর গর্ভে অশ্বপতির একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করিল। সাবিত্রীমন্ত্রে আহুতি প্রদান করাতে, এই কন্যার জন্ম হইয়াছে বলিয়া, তাঁহার পিতা তাঁহার সাবিত্রী নাম রাখিলেন। সাবিত্রী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কালক্রমে যৌবনে পদার্পণ করিলেন।

যৌবনে সাবিত্রীর দেহে এরূপ তেজ ফুটিয়া উঠিল যে, তাঁহার কান্তি-প্রভায় অভিভূত হইয়া কোন ব্যক্তিই তাঁহাকে স্ত্রীত্বে বরণ করিতে পারিলেন না। একদিন নরপতি দেবীরূপিণী স্বীয় দুহিতাকে প্রাপ্তযৌবনা দেখিয়া এবং বিবাহার্থী পাত্রেরা তাঁহার নিমিত্ত প্রার্থনা করিতেছে না ভাবিয়া দুঃখিত হইলেন। রাজা কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমার সম্প্রদানকাল সমাগত, অথচ কেহ আমার নিকটে তোমার পাণিগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে না; অতএব তুমি স্বয়ং আপনার গুণ-সদৃশ স্বামী অন্বেষণপূর্ব্বক তাহাকে পতিত্বে বরণ কর, পরে আমি বিবেচনাপূর্ব্বক তোমাকে তাহার হস্তে অর্পণ করিব।"

রাজা কন্যাকে ও বৃদ্ধ মন্ত্রিদিগকে এইরূপ কহিয়া যাত্রার উপযোগী বাহনাদির আয়োজন ও গমন করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। সাবিত্রী সুবর্ণরথে আরোহণপূর্ব্বক বৃদ্ধ সচিববৃন্দ-পরিবৃতা হইয়া স্বীয় মনোমত পতি অন্বেষণার্থ রমণীয় তপোবন-সকল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

অনন্তর মদ্রাধিপতি অশ্বপতি নারদের সহিত সভামধ্যে উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে সাবিত্রী তীর্থ ও আশ্রম সকল পরিভ্রমণ করিয়া পিতৃসদনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং পিতাকে নারদের সহিত উপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে উভয়ের চরণ বন্দনা করিলেন। রাজা স্বীয় তনয়াকে তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে বর্ণন করিতে আদেশ করিলে, সাবিত্রী এইরূপ বলিলেন,—"শাল্ব দেশে দ্যুমৎসেন নামে একজন বিখ্যাত ধর্ম্মাত্মা ক্ষত্রিয় ভূপতি ছিলেন। কালক্রমে তিনি অন্ধ হইয়া পড়েন। যৎকালে এই ভূপতি অন্ধ হন, তখন তাঁহার একমাত্র পুত্র সত্যবান্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। দ্যুমৎসেনের সমীপবাসী কোন শত্রু এই সময়ে তাঁহার রাজ্য হরণ করে। রাজা অনন্যোপায় হইয়া স্বীয় পত্নী ও পুত্রের সহিত আসিয়া বনে বাস করেন এবং তথায় তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া কালযাপন করিতেছেন। তাঁহার পুত্র সত্যবান্ রাজভবনে জন্মগ্রহণ করিয়া তপোবনে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং তিনিই আমার উপযুক্ত ভর্ত্তা, এই ভাবিয়া আমি মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি।"

সাবিত্রীর এই কথা শ্রবণ করিয়া নারদ কহিলেন, "রাজন্! সাবিত্রী না জানিয়া সত্যবান্‌কে বরণ করিয়া মহাপাপ করিয়াছেন, সত্যবান্ সর্ব্ব গুণযুক্ত হইলেও, তাঁহার একমাত্র দোষ সমুদায় গুণকে অভিভূত করিয়াছে। সেই সত্যবান্ অদ্য হইতে এক বৎসর পূর্ণ হইলে ক্ষীণায়ু হইয়া দেহত্যাগ করিবে।

বিধির নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিবে? সাবিত্রীর সহিত সত্যবানের বিবাহ হইল; বিবাহের পর সংবৎসর অতীত হইলে সত্যবান্ প্রাণত্যাগ করিলেন; যম সত্যবানের সূক্ষ্ম দেহ লইয়া যাইবার জন্য মৃতদেহের নিকট আগমন করিলে, সাবিত্রী তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া মৃত পতির প্রাণভিক্ষা চাহিলেন; সতীর প্রসাদে মৃতপতি পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইল। এই সকল কথা বিস্তারিত রূপে "সত্যবান্" শব্দে লিখিত হইয়াছে। [সত্যবান্ শব্দ দেখ।]

দেবীভাগবতে সাবিত্রীসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—

মদ্রদেশে মহারাজ অশ্বপতি বাস করিতেন। ধর্ম্মচারিণী মালতী তাঁহার মহিষী। তিনি বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠের

উপদেশে ভক্তিভরে সাবিত্রীর আরাধনা করেন। কিন্তু তিনি কোনরূপ প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত বা তদীয় দর্শনলাভে অসমর্থ হইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং সাবিত্রীর তপশ্চরণমানসে পুষ্করে গমন করিলেন এবং শতবৎসর সংযমী হইয়া তপশ্চরণ করিলেন। তথাপি তিনি সাবিত্রীর দর্শন পাইলেন না, কিন্তু তিনি প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইলেন;—আকাশবাণী হইল, "তুমি দশলক্ষ গায়ত্রী জপ কর।"

এই সময়ে পরাশর তথায় সমাগত হইলেন এবং রাজার নিকটে সাবিত্রীর সমুদায় পূজাবিধিক্রম কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাকে যাবতীয় মন্ত্রাদি প্রদানপূর্ব্বক স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তদনন্তর নরপতি সম্যগ্ বিধানে সাবিত্রীর পূজা করিয়া তাঁহার দর্শনলাভ করিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হইলেন।

সাবিত্রীর শরীরপ্রভায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি কহিলেন, "মহারাজ! আমি তোমার বাঞ্ছিত বিষয় বিদিত হইয়াছি। তোমার পতিব্রতা স্ত্রী, কন্যাসন্তান প্রার্থনা করিতেছেন, আর তুমি পুত্রলাভ সমুৎসুক হইয়াছ। অতএব ক্রমানুসারে তোমাদের দুয়েরই অভিলাষ পূর্ণ হইবে।" দেবী এই বলিয়া অন্তর্ধান করিলেন।

অনন্তর অশ্বপতির কন্যাসন্তান হইল। সেই কন্যা কাল সহকারে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও রূপযৌবনসম্পন্না হইয়া উঠিল। সর্ব্বদা সত্যবাদী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত দ্যুমৎসেনের সত্যবান্ নামে এক পুত্র ছিল; সাবিত্রী তাঁহাকেই বররূপে বরণ করিল। রাজা অশ্বপতি রত্নাভরণভূষিতা সাবিত্রীকে সত্যবানের হস্তে সম্প্রদান করিলেন। অনন্তর সংবৎসর অতীত হইলে, সত্যবান্ পিতার আজ্ঞাক্রমে ফল ও কাষ্ঠ আহরণার্থ বনে গমন করিলেন; সতী সাবিত্রীও পতির অনুগামিনী হইলেন। অনন্তর সত্যবান্ দৈবক্রমে বৃক্ষ হইতে পতিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। যম তাঁহার শরীরস্থ অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ পুরুষকে গ্রহণপূর্ব্বক গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, পতিব্রতা সাবিত্রীও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে পশ্চাদ্‌গামিনী দেখিয়া যম মধুর বাক্যে বলিলেন, "সাবিত্রি! তুমি এই মনুষ্য দেহ ধারণ করিয়া কোথায় যাইতেছ? যদি নিতান্তই স্বামীর সহিত গমন করিবে, তবে দেহ পরিত্যাগ কর। তোমার স্বামীর কাল পূর্ণ হইয়াছে; সেই জন্য তোমার স্বামী স্বকীয় কর্ম্মফলভোগার্থ মদীয় ভবনে যাইতেছেন। জীবমাত্রেই কর্ম্মবশে জন্মগ্রহণ করে, এবং কর্ম্মবশেই লয় প্রাপ্ত হয়।" পতিপরায়ণা সাবিত্রী যমের কথা শ্রবণ করিয়া ভক্তি সহকারে যমের স্তব করিয়া তাঁহাকে কর্ম্মের স্বরূপ, উৎপত্তি ও উপাদান এবং জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির স্বরূপ ও লক্ষণ সম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। ধর্ম্মরাজও তাঁহার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, "তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায় যথাশাস্ত্র বলিলাম, বৎসে! এক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।" সাবিত্রী কহিলেন, আমি স্বামীকে অথবা জ্ঞানের সাগরস্বরূপ আপনাকে ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইব? আপনি আমাকে কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক বুঝাইয়া দিয়া বাধিত করুন।" সাবিত্রীর এই কথা শুনিয়া যমের বিস্ময় উপস্থিত হইল। তিনি বলিলেন, "বৎসে! তুমি দ্বাদশ বর্ষবয়স্কা কন্যা মাত্র; কিন্তু তোমার জ্ঞান পরমজ্ঞানী সনকাদি যোগিগণের ন্যায়। তুমি সত্যবানের দ্বারা অখণ্ড সৌভাগ্যশালিনী হইবে। আমি স্বয়ং তোমাকে এই বর দিলাম। এক্ষণে তুমি ইচ্ছানুযায়ী বর প্রার্থনা কর।" এই বলিয়া ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর নিকটে জীবের কর্ম্মফল ও কর্ম্মবিপাক কীর্ত্তন করিলেন। তৎপরে সাবিত্রী বলিলেন, "দেব সত্যবানের ঔরসে আমার যেন শতপুত্র জন্ম লাভ করে, ইহাই আমার অভিলষিত বর। আর, আমার পিতারও যেন একশত পুত্র জন্মে, শ্বশুরের যেন চক্ষুলাভ হয় এবং তিনিও যেন পুনরায় বিনষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন, ইহাও আমার অন্তর ঈপ্সিত বর। আপনি জগতের প্রভু; অতএব এই বরও প্রদান করুন যেন আমি লক্ষ বৎসরের অবসানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া, স্বামীর সহিত বৈকুণ্ঠে গমন করিতে পারি।" ধর্ম্মরাজ সাবিত্রীর উপর পরম প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি পরম সাধ্বী, অতএব যাহা মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছ, তৎসমস্তই সিদ্ধ হইবে।" অনন্তর যম সাবিত্রীর নিকটে তাঁহার প্রশ্নানুক্রমে ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সকল কীর্ত্তন করিয়া, সত্যবানের মৃতদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। সাবিত্রীর সকল মনোরথ পূর্ণ হইল।

মহাভারত ও দেবীভাগবত ভিন্ন ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণাদিতেও সাবিত্রীর অসামান্য সতীত্বপ্রভাব বর্ণিত হইয়াছে, বাহুল্য ভয়ে সেই সকল লিখিত হইল না।

সাবিত্রীতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সাবিত্রীপুত্র (পুং) সাবিত্র্যাঃ পুত্রঃ। সাবিত্রীর পুত্র।

সাবিত্রীব্রত (ক্লী) সাবিত্র্যা ব্রতং। ব্রতবিশেষ। যোষিদ্‌ব্রতভেদ। স্ত্রীগণ অবৈধব্য কামনায় এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী তিথিতে উপবাস করিয়া এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে আর বৈধব্য ঘটে না। এই ব্রত চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য, এই ব্রত গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দশ বর্ষের পর ইহার উদ্‌যাপন করিতে হয়। এই ব্রতের ব্যবস্থাদির বিষয় স্মৃতিতে এইরূপ লিখিত আছে যে,—

"জ্যৈষ্ঠকৃষ্ণচতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীমর্চ্চয়ন্তি যাঃ।
বটমূলে সোপবাসা ন তা বৈধব্যমাপ্নুয়ুঃ॥

জ্যৈষ্ঠে মাসি চতুর্দ্দশ্যাং সাবিত্রীব্রতমুত্তমম্।
অবৈধব্যায় কুর্ব্বন্তি স্ত্রিয়ঃ শ্রদ্ধাসমন্বিতাঃ॥
মেষে বা বৃষভে বাপি সাবিত্রীং তাং বিনির্দ্দিশেৎ।" (তিথিতত্ত্ব)

জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীশব্দে গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ বুঝিতে হইবে। কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যে মেষ বা বৃষে অর্থাৎ সূর্য্য মেষ বা বৃষ রাশিতে অবস্থানকালে এই ব্রত করিবে। সুতরাং বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে গৌণ চান্দ্রেরই সম্ভাবনা, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠমাসে হইলেও বৈশাখ মাসে কিছুতেই হইতে পারে না, মুখ্যচান্দ্র জ্যৈষ্ঠে হইলে জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই আষাঢ় মাসে সাবিত্রীব্রত হয় সুতরাং শাস্ত্রে মেষ বৃষ উল্লেখ থাকায় গৌণচান্দ্র জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী বুঝিতে হইবে, মুখ্যচান্দ্র হইবে না।

এই ব্রত রাত্রিতে কর্ত্তব্য। প্রায় সকল ব্রতই দিবাভাগে করিতে হয়, কিন্তু এই ব্রতের বিশেষ এই, সমস্ত দিন উপবাস করিয়া থাকিয়া পরে রাত্রিকালে এই যে, ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়। এই ব্রত উপবাস করিয়া করিতে হয়, এইরূপ বিধান আছে, কিন্তু যদি কেহ উপবাস করিতে অশক্ত হয়, তাহা হইলে সে রাত্রিকালে ব্রত করিয়া ভোজন করিবে। স্ত্রীদিগের যদি রজোযোগ ও সূতিকা প্রভৃতি অশৌচ হয়, অথবা যদি গর্ভবতী থাকেন, তাহা হইলে অপরের দ্বারা পূজাদি কার্য্য করাইবেন। কিন্তু কায়িক উপবাসাদি শুদ্ধা বা অশুদ্ধা যে অবস্থায় থাকুন না কেন, তাঁহাকেই করিতে হইবে।

"গর্ভিণী সূতিকা নক্তং কুমারী চ রজস্বলা।
যদাশুদ্ধা তদান্যেন কারয়েৎ ক্রিয়তে সদা॥
উপবাসাশক্তৌ নক্তং ভোজনং কুর্য্যাৎ 'উপবাসেষ্বশক্তানাং নক্তং ভোজনমিষ্যতে।" অশুদ্ধা চেৎ পূজাং কারয়েৎ। কায়িকঞ্চোপবাসাদিকং সদা শুদ্ধয়া অশুদ্ধয়া চ স্বয়ং ক্রিয়তে।" (তিথিতত্ত্ব)

যদি দিবাভাগে ত্রয়োদশী এবং রাত্রিকালে চতুর্দ্দশী হয়, তাহা হইলে সেই চতুর্দ্দশীতে সত্যবানের সহিত সাবিত্রীর পূজা বিধেয়। দিবাভাগ শব্দের অর্থ—এই যে চতুর্দ্দশী যদি দুই দণ্ডকাল দিবাভাগে থাকে, তাহা হইলে প্রদোষকালে এই ব্রতাচরণ করিবে। যদি পূর্ব্বদিনে তিথি এইরূপ থাকে, অর্থাৎ দুইদণ্ড ত্রয়োদশী থাকিয়া পরে চতুর্দ্দশী তিথি এবং ঐ তিথি যদি ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে পরদিন প্রদোষ কালেই ঐ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। কারণ বচনান্তরে লিখিত আছে যে চতুর্দ্দশী তিথিতে যদি অমাবস্যা হয়, তাহা হইলে সেই দিনে উপবাস করিয়া এই ব্রতাচরণ করিবে। আর যে স্থলে পূর্ব্ব বা পরদিনে তিথির এইরূপ কোন গোল না হয়, সেই স্থলে উক্ত চতুর্দ্দশী তিথিতেই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়।

"দিবাভাগে ত্রয়োদশ্যাং যদা চতুর্দ্দশী ভবেৎ।
তত্র পূজ্যা মহাসাধ্বী দেবী সত্যবতা সহ॥"

দিবাভাগে দণ্ডদ্বয়মাত্রসত্ত্বেঽপি অতএব প্রদোষে ব্রতমাচরন্তি, পূর্ব্বাহ্নে তদ্বিধত্বে পরাহ্নে ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিত্বে পরাহ এব ত্রিসন্ধ্যাব্যাপিনীতি বচনাৎ। যদা তু পূর্ব্বাপরয়োর্ন তথাবিধা। তদাপি পরাহএব।

"চতুর্দ্দশ্যামমাবস্যা যদা ভবতি ভারত।
উপোষ্য পূজনীয়া সা চতুর্দ্দশ্যাং বিধানতঃ॥"

এই ব্রত যাহারা করেন, পূর্ব্বদিন তাঁহারা সংযত হইয়া একাহারী থাকেন, ব্রতদিনে নিরম্বু উপবাস এবং ব্রতের পরদিন ফলভোজন, তৎপরদিন পারণ করিতে হয়, এইরূপে যিনি সাবিত্রীর ব্রত করেন, তিনি অবিধবা এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়া থাকেন।

"সাবিত্রীমর্চ্চয়িত্বা তু ফলাহারা পরেঽহনি।
ততশ্চাবিধবা নারী বিত্তভোগান্ লভেত সা॥" (তিথিতত্ত্ব)

দেবীভাগবতে এই ব্রতের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, নারদ ভগবান্ নারায়ণকে এই ব্রত বিধান জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, জ্যৈষ্ঠ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা শুক্ল চতুর্দ্দশীতে যত্নসহকারে ভক্তিপূর্ব্বক এই ব্রতানুষ্ঠান করিবে। ত্রয়োদশী ও চতুর্দ্দশী এই উভয় তিথি বলায় বুঝিতে হইবে যে ত্রয়োদশীযুক্তা চতুর্দ্দশী তিথিতে এই ব্রত করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও চতুর্দ্দশ নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। চতুর্দ্দশ বর্ষে এই ব্রতের সমাপন কর্ত্তব্য। ব্রতান্তে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পারণ করিবে। ফলশাখাসমন্বিত একটী মঙ্গল ঘট যথাবিধানে স্থাপন করিয়া গণেশ, অগ্নি, বিষ্ণু, শিব ও শিবাকে বিহিত বিধানে পূজা করিবে। তৎপরে সাবিত্রীর ধ্যান করিতে হয়। যথা—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং জ্বলন্তীং ব্রহ্মতেজসা।
গ্রীষ্মমধ্যাহ্নমার্ত্তণ্ডসহস্রাংশুমিতপ্রভাং॥
ঈষদ্ধাস্যপ্রসন্নাস্যাং রত্নভূষণভূষিতাং।
বহ্নিশুদ্ধাংশুকাধানাং ভক্তানুগ্রহবিগ্রহাং॥
সুখদাং মুক্তিদাং শান্তাং কান্তাঞ্চ জগতাং বিধেঃ।
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপাঞ্চ প্রদাত্রীং সর্ব্বসম্পদাং॥
বেদাধিষ্ঠাত্রীদেবীঞ্চ বেদশাস্ত্রস্বরূপিণীং।
বেদবীজস্বরূপাঞ্চ ভজেত্তাং বেদমাতরং॥"

এই ধ্যান করিয়া ষোড়শোপচারে পূজা করিবে। আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নানীয়, অনুলেপন, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, তাম্বূল, শীতল জল, বসন, ভূষণ, মাল্য, গন্ধ, ও মনোহর সুন্দর শয্যা এই ষোড়শোপচার প্রদান করিতে হয়। যথাবিধানে এই দেবীর পূজা করিয়া স্তব করা বিধেয়। শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ সাবিত্র্যৈ স্বাহা,

এই সাবিত্রীর মন্ত্র। এই মন্ত্রদ্বারাই পূজা করিতে হয়। যিনি এইরূপে সাবিত্রীর ব্রত করেন, তাঁহার সকল অভিলাষ সিদ্ধি হয়। এই ব্রত সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদ। রাজা অশ্বপতি অপুত্রক ছিলেন। মালতী তাহার ধর্ম্মপত্নী। বন্ধ্যা ছিলেন বলিয়া বশিষ্ঠ দেবের উপদেশে এই সাবিত্রী ব্রতাচরণ করেন। এই ব্রতফলে তিনি সাক্ষাৎ সাবিত্রীতুল্যা কন্যা লাভ করেন এবং এই কন্যাপ্রভাবেই তাঁহার শতপুত্র হয়। [সাবিত্রী দেখ] (দেবীভাগবত ৯।২৬—৩২ অ°) দেবীভাগবতে নবমস্কন্ধে ২৬ অধ্যায় হইতে সাবিত্রীর উপাখ্যানপ্রসঙ্গে বিস্তৃত বিবরণ আছে।

সাবিত্রীব্রতের পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে যে, জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে রাত্রিকালে এই ব্রত করিতে হইবে। ব্রতকারিণী স্ত্রী ব্রতের পূর্ব্বদিন যথাবিধানে সংযম করিয়া থাকিবেন। ব্রতদিনে সমস্তদিন উপবাস বিধেয়। যে ব্রাহ্মণ এই ব্রত করাইবেন, তিনিও সমস্ত দিন উপবাসী থাকিবেন। প্রদোষকালে সায়ংসন্ধ্যাদির অনুষ্ঠান করিয়া এই ব্রতের সঙ্কল্প করিতে হইবে।

প্রথমে যথাবিধানে স্বস্তিবাচন ও সূর্য্যঃ সোম ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া, কোশায় তিল, তুলসী, হরীতকী, দূর্ব্বা, পুষ্প ও ত্রিপত্র ধরিয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—

"নমঃ বিষ্ণুর্ন্মোহস্ত জ্যৈষ্ঠমাসি কৃষ্ণে পক্ষে চতুর্দ্দশ্যাস্তিথা-বারভ্য অমুকগোত্রা শ্রী অমুকী দেবী বা দাসী জীবচ্ছরীরাবিচ্ছে-দেন সর্ব্বাপচ্ছান্তিপূর্ব্বকজন্মজন্মাবৈধব্যবিপুলধনধান্যপুত্রপৌত্র-সম্পত্তি-ভর্তৃদীর্ঘায়ুষ্ট্ব-শ্বশুরকুলগতারোগ্য-পিতৃকুলগতসম্পত্ত্যে সর্ব্বসুখভোগপ্রাপ্তিকামা চতুর্দ্দশবর্ষপর্য্যন্তং প্রতিবর্ষীয় সাবিত্রী-চতুর্দ্দশ্যাং গণপত্যাদি দেবতা ষষ্ঠী যমভট্টাবক বটপাদপপূজা-পূর্ব্বকসাবিত্রীসত্যবৎপূজা ব্রাহ্মণভোজনতণ্ডুল প্রদানসধবাভোজন-পতিপূজনব্রতকথাশ্রবণপূর্ব্বকসাবিত্রীব্রতমহং করিষ্যে।"

এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণ বেদানুসারে সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করিবেন। স্ত্রী ও শূদ্রাদির পূজায় অধিকার নাই, এইজন্য ব্রত-কারিণী স্ত্রী পূজার জন্য ব্রাহ্মণকে বরণ করিবেন। ব্রাহ্মণকে নূতন বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া বরণ করা বিধেয়। বরণের বিধানানুসারে বরণ করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ যথাবিধানে বৃত হইয়া পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন করিবেন। শালগ্রাম শিলা বা ঘটস্থাপনের বিধানানুসারে ঘটস্থাপন করিয়া সামান্য পূজাপদ্ধতির নিয়মানুসারে সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, জলশুদ্ধি, ভূতাপসারণ প্রভৃতি করিয়া তৎপরে ভূতশুদ্ধিও করিতে হইবে। তৎপরে গণেশ, শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশদিক্পাল ও মৎস্যাদি দশাবতারের পূজা করিয়া ব্রতোক্ত পূজা করিতে হয়।

প্রথমে ষষ্ঠীপূজা বিধেয়। ষষ্ঠীর ধ্যান করিয়া মানসোপচারে পূজা, অর্ঘ্যস্থাপন ও পুনরায় ধ্যান করিয়া আবাহনপূর্ব্বক ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হয়। পূজা শেষ হইলে উক্ত মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিতে হয়। যথা—

"জয় দেবি জগন্মাত র্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমোঽস্তু ষষ্ঠী দেবি তে॥
ত্বমেব বৈষ্ণবী শক্তি র্ব্রহ্মাণী চ ব্যবস্থিতা।
রুদ্রশক্তিঃ সমাখ্যাতা মহাষষ্ঠি নমোঽস্তু তে॥"

এইরূপে ষষ্ঠীপূজা করিয়া যমের পূজা করিবে। ধ্যান যথা—

"বৈবস্বতং মহাকায়ং দণ্ডপাশকরদ্বয়ং।
পিঙ্গোর্দ্ধকেশং ধ্যায়েচ্চ মহিষোপরিসংস্থিতং॥"

এই ধ্যান করিয়া মানসপূজা প্রভৃতি পূজার বিধানে শক্তি অনুসারে উপচারসমূহ দ্বারা পূজা বিধেয়। এইরূপে পূজা করিয়া যমের নিকট প্রার্থনা করিতে হয়। প্রার্থনামন্ত্র—

"ওঁ যমোঽসি ত্বং মহাকায় সর্ব্বভূতাপহারক।
ত্বৎ প্রসাদাজ্জগন্নাথ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
সূর্য্যপুত্র মহাভাগ সর্ব্বপ্রাণেশ্বর প্রভো।
ত্বৎ প্রসাদান্মহী যাবৎ দীর্ঘায়ুরস্তু মে পতিঃ॥
যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔড়ুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥"

এইরূপে প্রার্থনা ও প্রণাম করিবে। সমর্থ হইলে চতুর্দ্দশ যমের প্রত্যেকের পূজা করা আবশ্যক। অসমর্থ পক্ষে কেবল যমের পূজা করিলেই হইবে। যমপূজার পর তৎপত্নী উর্ণা, এবং পাপ লগুড়াদি অস্ত্রপূজা করিবে। তৎপরে দ্যুমৎসেন এবং তৎ-পত্নী মালবীর পূজা করা আবশ্যক। এই সকল পূজার পর সত্য-বানের পূজা করিবে। ধ্যান—

"সত্যবন্তং রাজপুত্রং রাজলক্ষণ-সংযুতং।
পূর্ণচন্দ্রাননং গৌরং সর্ব্বাভরণভূষিতং॥"

এই ধ্যানে সত্যবানের পূজা করিয়া প্রণাম করিবে মন্ত্র,—

"আবয়োর্ম্মে যথা দেব সাবিত্র্যা বিহিতস্তব।
ভূয়াদ্ভর্ত্তা যথাস্মাকং তথা জন্মনি জন্মনি॥"

তৎপরে বটবৃক্ষকে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া সাবিত্রীর পূজা করিতে হয়। ষষ্ঠীপূজাকালে বটের একটী ডাল পুতিয়া লইয়া তাহার সমীপে সূত্র দ্বারা বেষ্টন করিবে। সাবিত্রীর ধ্যান,—

"শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং সাবিত্রীং রুচিরাননাম্।
পদ্মাসনাং রাজপুত্রীং বীণাপুস্তকধারিণীম্॥

ত্রৈলোক্যসুন্দরীং ধ্যায়েৎ দিব্যাভরণভূষিতাম্।
নবযৌবনভূষাঢ্যাং পক্কবিম্বাধরাং শুভাম্॥"
এই ধ্যান ও পূজাবিধানানুসারে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে।
"ওঁ দেবমাতর্নমস্তভ্যং মাধব্যে চ নমোনমঃ।
পতিব্রতে মহাভাগে ব্রহ্মযোনে সুচিস্মিতে॥
দৃঢ়ব্রতে দৃঢ়মতে ভর্ত্তৃসংপ্রিয়বাদিনি।
অবৈধব্যঞ্চ সৌভাগ্যং দেহি ত্বং মম সুব্রতে॥
গৌরী শচী রুক্মিণী চ দ্রৌপদী চ রতিস্তথা।
ত্বৎপ্রসাদাৎ জগন্মাতর্ভবেয়ং পতিবল্লভা॥"
তৎপরে বটবৃক্ষে পূজা করিয়া প্রার্থনা করিবে—
"ওঁ বটোঽসি ত্বং রুদ্ররূপগুরূণামাদিসম্ভবঃ।
মদ্ভর্ত্তা ত্বৎপ্রসাদেন শতং বর্ষাণি জীবতু॥
বটবৃক্ষ তরুশ্রেষ্ঠ সর্ব্বদেবাত্মক প্রভো।
ভবতু ত্বৎপ্রসাদেন ব্রতং হি সফলং মম॥"

এইরূপে বটবৃক্ষের পূজা করিয়া নারায়ণাদি সকল দেবতাকে এবং লক্ষ্মী প্রভৃতি সকল দেবীকে পূজা করিতে হয়। তৎপরে নানাবিধ উপচার দ্বারা পতির পূজা করা আবশ্যক। পতির পূজা শেষ হইলে ব্রতকথা শ্রবণ করিবে। এই ব্রতে চতুর্দ্দশ ফল ও ১৪ খানি ডালা উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দান করিতে হয়। এই ব্রতে যে চতুর্দ্দশজন ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হয়, সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক একখানি ডালা দেওয়া আবশ্যক। চতুর্দ্দশজন সধবাকে বস্ত্র সিন্দূর ও অলঙ্কারাদি ভূষিত করিয়া পূজা ও ভোজন করাইবে। (ব্রতপদ্ধতি)

এইরূপে ব্রত শেষ করিয়া যে ব্রাহ্মণ ব্রতোক্ত পূজাদি করিয়াছেন, তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে। ব্রতের দক্ষিণান্ত করিবে না, কারণ ইহা চতুর্দ্দশবর্ষসাধ্য। এই জন্য চতুর্দ্দশ বৎসরের সঙ্কল্প করা হইয়াছে। চতুর্দ্দশবর্ষে প্রতিষ্ঠাকালে দক্ষিণান্ত করিতে হয়।

ব্রতের দিন এই ব্রতকারিণী নিরম্বু উপবাস করিয়া থাকিবেন। তৎপরদিন লাঙ্গলপূজার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পদ্ধতিতে ইহার কোন উল্লেখ নাই। তৎপরে সধবা স্ত্রী ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে।

এই ব্রত গ্রহণ করিয়া প্রতিবর্ষেই সাবিত্রীচতুর্দ্দশীতিথিতে উক্ত নিয়মানুসারে ব্রত করিতে হইবে। প্রথম বৎসরের ন্যায় সঙ্কল্পাদি করিতে হইবে না। আর সমস্তই উক্ত রূপে অনুষ্ঠান করিতে হইবে।

যে বৎসর উক্ত ব্রতের প্রতিষ্ঠা হইবে, সেই বৎসর ব্রতপ্রতিষ্ঠার বিধানানুসারে সকল কার্য্য করিতে হইবে এবং উক্ত বিধানানুসারে ব্রতের পূজাদি হইবে। পূজাদি শেষ হইলে সধবা স্ত্রীদিগের সহিত অতিশয় ভক্তিভাবে ব্রতকথাশ্রবণ করিতে হয়। এই ব্রতের কথা সাবিত্রীর উপাখ্যান। সাবিত্রী দেবী একমাত্র পাতিব্রত্য বলে যেরূপে সত্যবান্‌কে যমের হাত হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং যমের নিকট বরলাভ করিয়া, পিতৃকুল, শ্বশুরকুল প্রভৃতি উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ সংস্কৃতভাষায় এই উপাখ্যান পাঠ করিয়া ব্রতকারিণী যদি ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিতে না পারেন তাহা হইলে তাঁহাকে বাঙ্গালায় এই উপাখ্যান বুঝাইয়া দিবেন।

ব্রতমালায় ইহার বিস্তৃত বিধান আছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে লিখিত হইল না। কিরূপ প্রণালীতে এই ব্রতানুষ্ঠান বিধেয়, তাহাই মাত্র দর্শিত হইল।

[সাবিত্রীর উপাখ্যান সাবিত্রী ও সত্যবান্ শব্দে দেখ।]

পুরাণমতে যথাবিধানে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে জন্মে জন্মে অবৈধব্য, পিতৃকুল ও শ্বশুরকুলের উন্নতি, ইহলোকে পতিসান্নিধ্য ও নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দভোগ এবং পরকালে স্বামীর সহিত ব্রহ্মলোকে বাস হইয়া থাকে।

সাবিত্রীসূত্র (ক্লী) সাবিত্রীদীক্ষাকালিকং সূত্রং। যজ্ঞোপবীত, সাবিত্রীদীক্ষাকালে এই সূত্র ধারণ করা হয়।

সাবুদানা, পণ্যদ্রব্যবিশেষ। চলিত কথায় সাগু বা সাগুদানা বলে। হিন্দি—সাগুদানা, সাগু-ছবুল; তামিল—সানারিসি, দাক্ষিণাত্য—সউকে-ছবল, মলয়—সাগু, চীন—সিকুমি, ফরাসী—সাগো, জর্ম্মণ—সগো, ইংরাজী—স্যাগো। পাপুয়া ভাষায় সাবু শব্দের অর্থ রুটী।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অস্মদ্দেশীয় তালগাছের ন্যায় এক প্রকার গাছ আছে, তাহা সাগুগাছ নামে প্রসিদ্ধ। উদ্ভিদ্‌বিদ্‌গণ উহাকে তাল (Palm) জাতীয় এবং Metroxylon Sago সংজ্ঞা দিয়াছেন। সাবুগাছ ব্যতীত তাল জাতীয় এবং অপর কোন কোন বৃক্ষের শ্বেতসার হইতে সাবু প্রস্তুত হইয়া বাজারে সাবুদানা বা সাগু নামেই বিক্রীত হয়। জ্বর, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে ইহা আরোরুট, বার্লী প্রভৃতির ন্যায় পথ্য।

নিম্ন জলা জমিতেই সাবুগাছ বিশেষ ভাবে বর্দ্ধিত হয়। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চ স্থানে ইহা তদ্রূপ পুষ্টিপ্রাপ্ত হয় না। গাছগুলি তাল, বা নারিকেলের ন্যায় বড় হয় না। ভারতের কোন কোন স্থানে কদাচিৎ ২০।২৫ ফিট্ উচ্চ হইতে দেখা যায়। দ্বীপপুঞ্জে জলা জমিতে যে সকল সাবুগাছ জন্মে, তাহাদের আয়তন অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব। গাছ গুলির মাথা বেশ ঝাঁপাল ঝোপাল এবং গাত্র মসৃণ ও পুষ্ট দৃষ্ট হয়।

গাছ গুলি ১৫ বৎসরের পুরাতন হইলে সুপুষ্ট ও সুপক্ক হইয়া শ্বেতসার দানে সমর্থ হয়। তখন ঐ বৃক্ষদণ্ডের অভ্যন্তরদেশ

স্পঞ্জের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট শ্বেত বর্ণ মজ্জার ন্যায় পদার্থবিশেষে পূর্ণ হইয়া পড়ে। উহার বাহিরে গাছের মোটা ছালটী আবরণ থাকে মাত্র। যদি ঐ সময়ে বৃক্ষে ফুল হইয়া ফলগুলি পাকিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে অভ্যন্তরের মজ্জাবৎ সারপদার্থ লোপ পায় এবং বৃক্ষ দণ্ডটী শূন্যগর্ভ দণ্ডের ন্যায় দণ্ডায়মান থাকে। কিছুকাল এই ভাবে থাকিয়া গাছটী মরিয়া যায়।

গাছে ফুল ও ফল ধরিবার পূর্ব্বে ঠিক উপযুক্ত সময় বুঝিয়া গাছটীকে কাটিয়া ফেলা হয়, তৎপরে দণ্ডটীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া চিরিয়া ফেলে। উহার ভিতরে যে সার বা মজ্জা থাকে, তাহা চাঁচিয়া বাহির করিয়া চূর্ণ করিয়া লয়। পরে ঐ চূর্ণ গুলি ময়দা গোলার ন্যায় জলে গুলিয়া বস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইতে হয়। ছাঁকনীর মধ্য দিয়া জলের সহিত সারপদার্থ মাড়বৎ নির্গত হয় এবং বৃক্ষজ তন্তুগুলি উহাতেই থাকিয়া যায়। অতঃপর ঐ শ্বেতসারমিশ্রিত জল একটী কাঠের ডোঙ্গা বা বৃহৎ পাত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয়। তখন ঐ পাত্রের তলদেশে শ্বেতসার থিতাইয়া পড়ে। পাত্রের উপরিস্থ জল আস্তে আস্তে ফেলিয়া দিয়া দেশীয় সাবু প্রস্তুত করিয়া পুনরায় ঐ শ্বেতসারকে দুইবার ধুইয়া লয়। এই রূপে ধৌত ও পরিষ্কৃত হইবার পর সাবু-সার খাইবার উপযুক্ত হয়। দেশান্তরে বাণিজ্যার্থ রপ্তানী করিবার জন্য উপযোগী করণমানসে দেশীয়েরা ঐ সাবু চূর্ণকে জলে মাখিয়া মণ্ড করে এবং তাহা হাতে ঘষিয়া গোল গোল দানা পাকায়। ঐ দানাগুলি আকৃতি অনুসারে পার্ল্ সাগু, বুলেট সাগু, সাগু-মীল প্রভৃতি নামে পরিচিত।

প্রকৃত সাবুবৃক্ষ (Metroxyton sago) ব্যতীত ভারতীয় প্রায়োদ্বীপে অপর যে সকল বৃক্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে সাবু প্রস্তুত হয় এবং তাহা বাজারে সাবুদানা রূপে সাবুর ন্যায় উৎকৃষ্ট বস্তু বলিয়া বিক্রীত হইয়া থাকে, সেই বৃক্ষনিচয়ের একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল—

1. Arenga saccharifera. 2. Borassus flabelliformis.
3. Caryota urens. 4. Corypha Umbraculifera.
5. Cycas circinalis. 6. C. pectinata.
7. C. Rumphii. 8. Metroxylon. (নানাজাতীয়)
9, Phœnix acaulis. 10. P. rupicola.
11. Tacca pinnatifida.

উপরে যে বৃক্ষতালিকা প্রদত্ত হইল, তদ্দৃষ্টে জানা যায় যে, ৫, ৬, ৭ ও ১০ সংখ্যক বৃক্ষ তালজাতীয় নহে। ভারতের একমাত্র তালজাতীয় সাবুগাছ Caryota urens হইতে সাবুদানা প্রস্তুত হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, উদরাময় ও জ্বর প্রভৃতিতে সাবু রোগীর পক্ষে উৎকৃষ্ট পথ্য। বহুদিন জ্বরভোগের পর আরোগ্য লাভ করিলেও যখন রোগী দুর্ব্বল অবস্থায় থাকে তখনও সাবু খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে উদরের পীড়াদায়ক কোন পদার্থ নাই।

ভারতমহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জবাসী ও ভারতবাসীরা সাধারণতঃ সাবু গরম জলে কিছুক্ষণ সিদ্ধ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া রাখে। সাবু সিদ্ধ হইলে বর্ণহীন ঘন জলের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহাতে কোনরূপ গন্ধ থাকে না। উহা রোগীকে দুগ্ধ, মাছের ঝোল বা নেবুর রস-যোগে খাইতে দেওয়া হয়। অনেক সময় সখ করিয়া লোকে সাবুর পুডিং (Sago pudding) প্রস্তুত করিয়া খায়। বড় দানার সাবু মুগের দাইলের সহিত খিচুড়ী করিয়া খাইতে ভাল লাগে। দ্বীপবাসীরা সাবুর শ্বেতসার জলে মাখিয়া বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া শুকাইয়া রাখে। ঐ বিস্কুট অনেক দিন থাকে।

সাবেতস (পুং) সবেতসের অপত্য।

সাবেশ্য (স্ত্রী) সবেশস্য ভাবঃ ষ্যঞ্। সবেশতা, তুল্যবেশত্ব, সমানবেশতা, একরূপ বেশ।

সাব্য (ত্রি) সব্যঋষিপ্রোক্ত। সব্যঋষি ঋগ্বেদের ১।১৫ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্টা।

সাশংস (ত্রি) আশংসয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশংসার সহিত বর্ত্তমান, আশংসাযুক্ত, আশংসাবিশিষ্ট।

সাশঙ্ক (ত্রি) আশঙ্কয়া সহ বর্ত্তমানঃ। আশঙ্কাযুক্ত, ভীত, আশঙ্কার সহিত বর্ত্তমান।

সাশন (ত্রি) অশনেন সহ বর্ত্তমানঃ। অশনযুক্ত, অশনের সহিত বর্ত্তমান, ভক্ষণাবশিষ্ট।

সাশিক্য (স্ত্রী) দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (দশকুমার ৯৭।১১)

সাশির (ত্রি) আশীর্ব্বাদের সহিত।

সাশূক (পুং) সাস্না, গলকম্বল। (হারাবলী)

সাশ্চর্য্য (ত্রি) আশ্চর্য্যেণ সহ বর্ত্তমানঃ। আশ্চর্য্যের সহিত বর্ত্তমান, আশ্চর্য্যযুক্ত, আশ্চর্য্যান্বিত।

সাশ্রয় (ত্রি) আশ্রয়ের সহিত বর্ত্তমান, আশ্রয়যুক্ত, আশ্রয়বিশিষ্ট।

সাশ্রু (ত্রি) অশ্রু, নেত্রজল, তাহার সহিত বর্ত্তমান, নেত্রজলযুক্ত, অশ্রুবিশিষ্ট।

সাশ্রূধী (ত্রি) শ্বশ্রূ, শাশুড়ী। (ত্রিকাং)

সাশ্ব (ত্রি) অশ্বের সহিত বর্ত্তমান, অশ্বযুক্ত।

সাষ্ট (ত্রি) অষ্টের সহিত বর্ত্তমান।

সাষ্টাঙ্গ (ত্রি) অষ্টাঙ্গের সহিত, অষ্ট অঙ্গযুক্ত।

সাষ্টাঙ্গযোগ (ত্রি) অষ্টাঙ্গযোগের সহিত বর্ত্তমান, অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত, অষ্টাঙ্গযোগবিশিষ্ট। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, ও সমাধি এই ৮টী যোগের অঙ্গ, এই অষ্টাঙ্গযোগযুক্ত। [যোগ দেখ।]

সাসকর্ণি (পুং) সসকর্ণ অপত্যার্থে ইঞ্। সসকর্ণের গোত্রাপত্য।

সাসব (ত্রি) মন্তের সহিত বর্ত্তমান, মন্তযুক্ত, মন্তবিশিষ্ট।

সাসহি (পুং) শত্রুদিগের অভিভবিতা, শত্রুদিগকে অভিভবকারী। "সাসহি পৌংস্তেভির্ম্মন্থান্" (ঋক্ ১।১০।১৩) 'সাসহিঃ শত্রূণামভিভবিতা, সহ অভিভবে, উৎসর্গশ্ছন্দসীতি বচনাদাদৃগমহন ইতি কি প্রত্যয়ঃ, লিট্‌বৎ ভাবাৎ দ্বির্ব্বচনং' (সায়ণ)

সাসার (ত্রি) আসারের সহিত বর্ত্তমান, আসারযুক্ত, আসারবিশিষ্ট।

সাসু (ত্রি) অসবঃ প্রাণাস্তৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ। পঞ্চ প্রাণের সহিত বর্ত্তমান, প্রাণবিশিষ্ট, জীবিত।

সাসূয় (ত্রি) অসূয়য়া সহ বর্ত্তমানঃ। অসূয়ার সহিত বর্ত্তমান, অসূয়াযুক্ত, অসূয়াবিশিষ্ট।

সাসেরাম (সহস্রারাম) শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসেরাম নামক মহকুমার প্রধান নগর। এই নগর ট্রাঙ্ক রোডের উপরে অবস্থিত। ই, আই, রেলের গ্রাণ্ডকর্ড লাইনের উপর সাসেরাম ষ্টেশন। সাসেরাম অতি প্রাচীন নগর। এই স্থানে পূর্ব্বে সহস্র বৌদ্ধারাম বর্ত্তমান ছিল বলিয়া, এই নগরের সাসেরাম বা সহস্রারাম নাম হইয়াছে। কিন্তু এই নাম সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বকালে এই নগরে জনৈক সহস্রভুজ অসুর বাস করিত এবং সে তাহার প্রত্যেক হস্তে একটী করিয়া ক্রীড়ার সামগ্রী ধারণ করিতে অভ্যস্ত ছিল, তজ্জন্য সহস্রারাম হইতে সাসেরাম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। সাসেরাম নগরের দক্ষিণদিকে এক ক্রোশ দূরে একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বতশিখরে একখানি প্রস্তরগাত্রে মহারাজ অশোকের লিবিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং স্থানে স্থানে বৌদ্ধকীর্ত্তির প্রাচীন নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, বৌদ্ধযুগে এই স্থান বৌদ্ধগণের একটী কেন্দ্রস্থল ছিল। সুতরাং সাসেরাম সহস্রারাম শব্দের অপভ্রংশ, ইহাই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

সাসেরাম আরার দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। এই নগর হইতে কাইমুর পর্ব্বতের মনোহর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে বড় সুন্দর। এই নগরটী আয়তনে ক্ষুদ্র হইলেও ইহাতে ঘন ঘন বসতি আছে। নগরের জনসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধাংশ মুসলমান; তন্মধ্যে সাসেরামের পাঠানগণ দিল্লীর প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শেরশার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের এবং তাঁহার সভাসদগণের বংশধর বলিয়া পরিচিত। আজকাল এই সকল পাঠানগণের অবস্থা সাতিশয় হীন হইয়াছে। সহরটী অতিশয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সহরে পদার্পণ করিবা মাত্র, ইহাকে অতি প্রাচীন সহর বলিয়া মনে হয়। সহরের বর্ত্তমান অবস্থা অতিশয় শোচনীয়; এক্ষণে এই স্থানে ২১৪টী মাত্র ইষ্টক নির্ম্মিত অট্টালিকা দেখিতে পাওয়া যায় এবং ইহার লোকসংখ্যা ক্রমে হ্রাস পাইতেছে।

দিল্লীর পাঠানসম্রাট্ শেরশার পিতা হুসেন খাঁ এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন এবং সম্রাট্ শেরশা এই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করেন। হুসেন খাঁর ভবনের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, তিনি একজন বিশেষ সম্পত্তিপন্ন লোক ছিলেন। নগরের ঠিক মধ্যস্থলে শেরশা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত তাঁহার বৃহৎ প্রস্তরময় কবর এখনও অভগ্ন অবস্থায় দণ্ডায়মান আছে। একটী উচ্চ প্রস্তর-প্রাচীরবেষ্টিত প্রাঙ্গণের মধ্যে এই কবর বিরাজমান। এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে একটী বৃহৎ তোরণ; কবরটীর দ্বার পশ্চিম মুখে। একটী সমুচ্চ বৃহৎ গৃহের উপরে প্রকাণ্ড গম্বুজ তুলিয়া এই কবর নির্ম্মিত হইয়াছে। গম্বুজের খিলানে বিচিত্র কারুকার্য্যসকল চিত্রিত আছে এবং কোরাণের বহুতর উপদেশাবলী এই গম্বুজের ভিতর গাত্রে খোদিত আছে। এই কবর সাসেরামের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। বহুদূর হইতে এই কবর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সাসেরামের প্রধান দর্শনীয় বিষয় শেরশার কবর। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। একটী বৃহৎ সরোবরের মধ্যস্থলে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রকাণ্ড গম্বুজশোভিত কবর বিরাজ করিতেছে। কবরের গঠন অষ্টকোণবিশিষ্ট। সরোবরোত্থিত মৃত্তিকা, পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে মৃৎপ্রাচীরে পরিণত হইয়া, সরোবরের চারিদিক্ ঘিরিয়া রাখিয়াছে। কবরে যাইবার জন্য পুষ্করিণীর মধ্যে মাটী ফেলিয়া একটী পথ তৈয়ার করা হইয়াছে, পূর্ব্বে এই স্থানে গমনাগমনের জন্য একটী সেতু ব্যবহৃত হইত। এই কবরের উপরে উঠিবার জন্য সিঁড়ী আছে, সেই সিঁড়ী দিয়া ছাদে উঠিলে নগরের সৌন্দর্য্য অতি সুন্দররূপে অবলোকন করিতে পারা যায়। গম্বুজের ভিতর গাত্রে নানা বর্ণের প্রস্তর বসাইয়া বিভিন্ন চিত্রে সুশোভিত হইয়াছে। ভিতরের প্রাচীরগাত্রে কোরাণের ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ সকল খোদিত আছে।

শেরশার কবরের উত্তরপশ্চিমে অর্দ্ধ মাইল দূরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সেলিমের কবরও দেখিতে পাওয়া যায়। এই কবরটী অসম্পূর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান আছে; ইহাও একটী সরোবরের মধ্যে অবস্থিত। এতদ্‌ভিন্ন সাসেরামের নানাস্থানে মুসলমানগণের পুরাকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। পাঠান-শাসনকালে, সাসেরাম যে অতি সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহা এখনও বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সাস্থি (ত্রি) অস্থির সহিত বর্ত্তমান, অস্থিযুক্ত। অস্থিবিশিষ্ট।

সাস্থিতাত্রাদ্ধ (ক্লী) সাস্থি অস্থিসহিতং তাত্রার্দ্ধং যত্র। কাংস্য।

সাম্না (স্ত্রী) ষস স্বপ্নে (রাম্না সাম্না স্নূণা বীণা। উণ্ ৩।১৫) ইতি ন প্রত্যয়েন সাধুঃ। গলকম্বল। গোগলকম্বল। (অমঃ)

সাম্নাদিমৎ (ত্রি) সাম্নাদিবিশিষ্ট।

সাম্নাবৎ (ত্রি) সাম্না অস্ত্যর্থে মতুপ্। গলকম্বলবিশিষ্ট।

সাস্র (ত্রি) অস্রেণ সহ বর্ত্তমানঃ। ১ অস্রযুক্ত, নেত্রজলবিশিষ্ট। ২ শোণিতযুক্ত।

সাস্বাদন (ত্রি) আস্বাদনসহিত। আস্বাদবিশিষ্ট।

সাহ (ত্রি) (ক্লী) জৈনমতে স্থানভেদ।

সাহ্ (পারসী) রাজা। [সাহা দেখ।]

সাহঙ্কার (ত্রি) অহঙ্কারেণ সহ বর্ত্তমানঃ। অহঙ্কারযুক্ত।

সাহচর (ত্রি) সহচর-অণ্। সহচরসম্বন্ধীয়।

সাহচর্য্য (ক্লী) সহচরস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা, সহচর-ষ্যঞ্। ১ সহচরের ভাব, সহচরের কার্য্য। ২ সহগমন। ৩ সহচার। ৪ সামানাধিকরণ্য, একাধিকরণবৃত্তিত্ব।

"প্রায়শো রূপভেদেন সাহচর্য্যাচ্চ কুত্রচিৎ।" (অমর) ৫ সহধর্ম্মাচরণ।

"তস্যাঃ স্পৃষ্টে মনুজপতিনা সাহচর্য্যায় হস্তে
মাঙ্গল্যোর্ণা বলয়িনি পুরঃ পাবকস্যোচ্ছিতস্য।" (রঘু ১৬।৮৭)
'সাহচর্য্যায় সহধর্ম্মাচরণায়।' (মল্লিনাথ)

সাহঞ্জ (পুং) রাজভেদ। ইহার পাঠান্তর সাহঞ্জি।

সাহঞ্জনী (স্ত্রী) সাহঞ্জ স্থাপিত নগরভেদ। (হরিবংশ)

সাহদেব (পুং) সহদেবস্য গোত্রাপত্যং ইতি সহদেব-অঞ্। (পা ৪।১।১১৫) সহদেবের গোত্রাপত্য।

সাহদেবক (পুং) সহদেবের স্তোতা বা পূজক।

সাহদেবি (পুং) সহদেব অপত্যার্থে ইঞ্। সহদেবের গোত্রাপত্য।

সাহদেব্য (পুং) সহদেব-রাজপুত্র। "কুমার সাহদেব্যঃ" (ঋক্ ৪।১৫।৭) 'সাহদেব্যঃ সহদেবনাম্নো রাজ্ঞঃ পুত্রঃ' (সায়ণ)

সাহয় (ত্রি) সাহয়তীতি সাহি (অনুপসর্গাৎ লিম্পবিন্দেতি। পা ৩।১।১৩৮) ইতি শ। সহনকারয়িতা, যিনি সহন করান।

সাহস (ক্লী) সহসা বলেন নির্বৃত্তং সহস্ (তেন নির্বৃত্তং। পা ৪।২।৬৮) ইতি অণ্। ১ বলপূর্ব্বক যে কার্য্য করা হয়।

"সামান্যদ্রব্যপ্রসভহরণাৎ সাহসং স্মৃতং।
তন্মূল্যাৎ দ্বিগুণো দণ্ডো নিহ্নবে তু চতুর্গুণঃ॥
যঃ সাহসং কারয়তি স দাপ্যো দ্বিগুণং দমম্।
যশ্চৈবমুক্ত্বাহং দাতা কারয়েৎ স চতুর্গুণং॥
(যাজ্ঞবল্ক্য ২।২৩৩—৩৪)

সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বলপূর্ব্বক হরণের নাম সাহস, ডাকাতি করিয়া যে স্থলে পরদ্রব্য গৃহীত হয়, তাহাকে সাহস কহে। গোপনে পরদ্রব্য গ্রহণের নাম চুরি, এবং সাক্ষাতে গ্রহণের নাম সাহস। চৌর্য্য ও সাহসে ইহাই প্রভেদ। যিনি এই সাহসিক কার্য্য করিবেন, রাজা তৎক্ষণাৎ তাহাকে দণ্ড বিধান করিবেন। যে এই সাহস কর্ম্ম করেন, তাহার হৃত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণদণ্ড এবং যে সাহস কর্ম্ম করিয়া পরে তাহার অপলাপ করে, (কৈ ইহা আমিত করি নাই ইত্যাদি মিথ্যাবাক্য বলেন) তাহার ইহার চতুর্গুণ দণ্ড, যে ব্যক্তি সাহসকার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহারও দ্বিগুণ দণ্ড এবং যে অপর দ্বারা সাহস কার্য্য করায়, তাহারও চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। এই সাহস দণ্ড তিন প্রকার, উত্তম, মধ্যম ও অধম।

"সাশীতিপণসাহস্রো দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
তদর্দ্ধং মধ্যমঃ প্রোক্তস্তদর্দ্ধমধমঃ স্মৃতঃ॥" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

৮০ হাজার পণ যে দণ্ড, তাহাকে উত্তম সাহস দণ্ড, ইহার অর্দ্ধেক দণ্ডকে মধ্যম এবং তদর্দ্ধ দণ্ডকে অধম সাহস কহে। অপরাধের গুরুত্বানুসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিন প্রকার সাহসদণ্ডই বিধেয়।

ব্যবহারতত্ত্বে নারদবচনানুসারে লিখিত আছে যে মনুষ্যমারণ, স্তেয়, পরদারাভিমর্ষণ, পারুষ্য ও অনৃত এই পাঁচ প্রকার সাহস।

"মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং।
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতং॥"

এই সকল সাহস কার্য্য যাহারা অনুষ্ঠান করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। ইহাদিগকে সাহসদণ্ড দিতে হয়। কোন্ কোন্ অপরাধীর প্রতি এই সাহসদণ্ড প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিষয় মন্বাদিতে এইরূপ লিখিত আছে যে রাজা যদি সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড প্রদান না করিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাহার রাজ্য অচিরে বিনষ্ট হয়, এবং তিনি লোকসমাজে নিন্দিত হন। এই জন্য সাহসিককে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে।

পরদারসম্ভোগে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হয়, এবং এই বর্ণসঙ্কর দ্বারা সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। যে পুরুষ পূর্ব্ব হইতে পরদার-দোষে দোষী বলিয়া জানা আছে, সেই পুরুষ যদি নির্জ্জনে কোন পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে তাহা হইলে তাহার উত্তম সাহস দণ্ড, বেদত্রয়বেত্তা ব্রাহ্মণ, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলেও উত্তম সাহস দণ্ড, জাতিসমূহকে গালি দিলে মধ্যম সাহস, হীনবর্ণ যদি উচ্চবর্ণকে আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড, পরস্পর হননার্থ শস্ত্র উদ্যত করিলে উভয়েরই প্রথম সাহস দণ্ড; হস্ত, পদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ বা নাসা ছেদন করিলে এবং পূর্ব্বব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, এইরূপে তাড়ন করিলে তাহার প্রথম সাহস দণ্ড; গমন, ভোজন ও কথা কওয়া রহিত করিলে, চক্ষু বা জিহ্বা ফুড়িয়া দিলে গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে

মধ্যমসাহস দণ্ড, যে চিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে বিশেষরূপ অভিজ্ঞ না হইয়া জীবিকার্জ্জনের জন্য পশুপক্ষীর মিথ্যা চিকিৎসা করেন, তাহার অধম সাহস দণ্ড, মনুষ্যের মিথ্যা চিকিৎসা করিলে মধ্যম সাহস এবং রাজার মিথ্যা চিকিৎসা করিলে উত্তম সাহস বিধেয়। যে সকল বণিক্ রাজনিরূপিত মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া সাধারণের কষ্টকর দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদিগের প্রথম সাহস দণ্ড, এবং যাহারা একত্র দলবদ্ধ হইয়া দেশান্তরগত পণ্য অল্প মূল্যে লইবার জন্য বিক্রেতৃগণকে বাধ্য করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড; যিনি তুলাদণ্ড, শাসনপত্র, দ্রোণ, প্রস্থ প্রভৃতি মান, এবং মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি বস্তু অসদুপায়ে প্রস্তুত করে বা তুলাদণ্ডের বাটখারা কম করিয়া রাখে, তাহাদেরও উত্তমর সাহস দণ্ড হইবে। (যাজ্ঞবল্ক্যস° ২ অ°)

মনুতে লিখিত আছে যে, দ্রব্যস্বামীর সমক্ষে বলপূর্ব্বক যে অপহরণ তাহাকে সাহস এবং যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক কহে। বাক্পারুষ্যকারী, তস্কর ও দণ্ডপারুষ্যকারী ব্যক্তি অপেক্ষাও সাহসিক অত্যন্ত পাপকারী। যে রাজা এই সকল সাহস কর্ম্মকারীকে বিপুল ধনাগমলোভে ত্যাগ করেন, তাঁহার রাজ্য শীঘ্র বিনষ্ট হয়। অতএব তিনি প্রজা ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য কদাচ ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেন না। (মনু ৮অ°)

পশ্চাদ্দোষ অবলোকন না করিয়া অর্থাৎ পরে কি হইবে, ইহা বিশেষরূপ বিবেচনা না করিয়া চৌর্য্য পরদারগমনাদি যে কোন দুষ্কৃত কর্ম্ম করা যায়, তাহাকেই সাহস কহে।

"পশ্চাদ্দোষমনালোক্য করণং, তত্তু চৌর্য্যপরদারগমনাদি।"
(মুগ্ধবোধটীকা দুর্গাদাস)

মনুর অষ্টম অধ্যায়, ও যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে তাহা আর এই স্থলে বিবৃত হইল না।

৩ দুষ্কৃত কর্ম্ম। ৪ অবিমৃষ্যকৃতি। (ভারত ৪২।১) ৫ দ্বেষ। (হেম) ৬ অন্তঃকরণের বিক্রম, উৎসাহ, নির্ভয়। ৭ অনৌচিত্য। ৮ দুষ্কর্ম্ম, অত্যাচার। ৯ বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্ম। (পুং) সহসে বলায় হিতং সহস্-অণ্। ১০ অগ্নিবিশেষ। পূজাদি কার্য্যে অগ্নির বিশেষ বিশেষ নাম আছে, সেই নামে অগ্নির পূজা করিয়া হোম করিতে হয়।

"প্রায়শ্চিত্তে বিধুশ্চৈব পাকযজ্ঞে তু সাহসঃ।
লক্ষহোমে চ বহ্নিঃ স্যাৎ কোটিহোমে হুতাশনঃ॥" (তিথিতত্ত্ব)

প্রায়শ্চিত্তকার্য্যে অগ্নির নাম বিধু এবং পাকযজ্ঞে সাহস। যে স্থানে চরুপাকাদি দ্বারা হোম হয়, তথায় অগ্নির নাম সাহস।

সাহসবৎ (ত্রি) সাহসো হস্ত্যস্য মতুপ্ মস্য বঃ। সাহসযুক্ত।

সাহসাঙ্ক (পুং) সাহস এব অঙ্কশ্চিহ্নং যস্য। বিক্রমাদিত্যরাজ।

সাহসাঙ্কীয় (ত্রি) সাহসাঙ্কসম্বন্ধীয়।

সাহসিক (ত্রি) সহসা বলেন বর্ত্ততে ইতি সহস্ (ওজঃ সহোম্ভসা বর্ত্ততে। পা ৪।৪।২৭) ইতি ঠক্। সাহসকর্ম্মকারী, দস্যু প্রভৃতি, মনুষ্যমারক, ও চৌর, পারদারিক, পরুষবাদী ও অনৃত বাদী। ধর্ম্মসংহিতায় মনুষ্যমারণ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার কর্ম্ম সাহস নামে কথিত হইয়াছে, সুতরাং ঐ পাঁচ প্রকার কর্ম্মকারীকে সাহসিক কহে। এই সাহসিক অতিশয় পাপী বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। রাজা এই সাহসিককে যথাবিধানে দণ্ড বিধান করিবেন। [সাহস শব্দ দেখ।] ব্যবহারতত্ত্বে লিখিত আছে যে, সাহসিক ব্যক্তিকে সাক্ষী মানিতে নাই, কারণ ইহারা নিজেরাই অতিশয় পাপকারী, এই পাপকারীদিগের সাক্ষ্য প্রমাণরূপে গ্রাহ্য নহে।

"স্তেনাঃ সাহসিকা ধূর্ত্তাঃ কিতবা ঘোধকাশ্চ যে।
অসাক্ষিণস্তু তে দুষ্টাস্তেষু সত্যং ন বিদ্যতে।" (ব্যবহারতত্ত্ব)

চোর, সাহসিক, ধূর্ত্ত, কিতব ও ঘোধক ইহারা সকলে অসাক্ষী অর্থাৎ ইহাদিগকে সাক্ষী করিবেনা, কারণ ইহাদের মধ্যে সত্য বিদ্যমান নাই। ২ হঠকারী। ৩ নির্ভীক, নির্ভয়।

সাহসিকতা (স্ত্রী) সাহসিকস্য ভাবঃ তল-টাপ্। সাহসিকের ভাব বা ধর্ম্ম, সাহসিকের কার্য্য। নির্ভীকতা।

সাহসিক্য (ক্লী)

সাহসিন্ (ত্রি) সাহস অস্ত্যর্থে ইনি। সাহসিক, নির্ভীক।

সাহস্র (ক্লী) সহস্রাণাং সমূহঃ সহস্র-(ভিক্ষাদিভ্যোহণ্। পা ৪।২।৩৮) ইতি অণ্। ১ সহস্রসমূহ। (অমর) সহস্রমেব স্বার্থে অণ্। ২ সহস্র মাত্র। (ত্রি) সহস্রেণ ক্রীতমিতি (শতমানবিংশতিকসহস্রবসনাদণ্। পা ৫।১।২৭) ইতি অণ্। ৩ সহস্র দ্বারা ক্রীত, যাহা সহস্র দ্বারা ক্রয় করা হইয়াছে। ৪ সহস্র সম্বন্ধী। (পুং) সহস্রমস্ত্যস্যেতি সহস্র-অণ্। (পা ৫।১।১০৩) ৫ সহস্র সংখ্যক গজাদি দ্বারাবলী। (অমর)

সাহস্রক (ত্রি) ১ সহস্রসংখ্যাবিশিষ্ট, সহস্রসংখ্যাযুক্ত।

সাহস্রবৎ (ত্রি) সাহস্র অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সাহস্রযুক্ত, সাহস্রবিশিষ্ট।

সাহস্রবেধিন্ (পুং) সাহস্রং বেধিতুং শীলমস্য, বিধি-ণিনি। সহস্রবেধী, ১ অম্লবেতস। ২ কস্তুরী। (ত্রি) ৩ সহস্রবেধকর্ত্তা, যিনি সহস্র বেধ করেন।

সাহস্রশস্ (ত্রি) সহস্র সহস্রযুক্ত।

সাহস্রিক (পুং) সহস্রাংশ, সহস্রভাগের ভাগ। "ভাগশ্চ পঞ্চবিংশঃ শতিকঃ সাহস্রিকশ্চেতি।" (বৃহৎসংহিতা ৮০।১৩) (ত্রি) ২ সহস্র সম্বন্ধীয়।

সাহা, সাহ (দেশজ) ১ সাধু। ২ রাজা, অধিপতি। ৩ অধ্যক্ষ। কেহ কেহ মনে করেন, পারস্য 'শাহ' শব্দ হইতেই 'সাহ' 'সাহা' ও 'সাহি' শব্দ আসিয়াছে। কিন্তু সুপ্রাচীন পারস্য ভাষায় ব্যবহারের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে ঐ শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে।

'সাহ' বা 'সাহি' উপাধি দুই সহস্র বর্ষের অধিক কাল ভারতে প্রচলিত রহিয়াছে, এরূপ অবস্থায় এই শব্দটীকে ভারতে মুসলমান-প্রাধান্যের নির্দ্দেশক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। ভারতীয় সুপ্রাচীন শিলালিপি ও মুদ্রালিপিতে 'ষাহি'-রাজবংশের পরিচয় পাওয়া যায়। গান্ধার, পঞ্জাব, রাজপুতনা ও সৌরাষ্ট্রে 'ষাহি'-রাজবংশ এক কালে প্রবল প্রতাপে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। মুদ্রাতত্ত্ববিদ্ রাপ্‌সোন্ এই বংশীয় রাজগণের মুদ্রাসমূহ আলোচনা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব ২৫ অব্দ হইতে ১০২৫ খৃষ্টাব্দ (মাহ্মুদ গজনীর আক্রমণকাল) পর্য্যন্ত ষাহিরাজগণ গান্ধারে আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন।* প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্‌সাহেব সৌরাষ্ট্রের 'সাহ' বা 'ষাহি' বংশ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কতকগুলি ক্ষত্রপ বা মহাক্ষত্রপের নামের শেষে 'সীহ' =(সিংহ) উপাধি দৃষ্ট হয়। সাধারণতঃ মুদ্রাসমূহে (অনুস্বার) যুক্ত হ্রস্ব ি বা দীর্ঘ ী প্রায় পরিত্যক্ত হইয়া ('সীহ' শব্দ) 'সাহ' ও 'সাহ' রূপে মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে অনেকে এই বংশ বা কুলকে 'সহ' বা 'সাহ' এই কল্পিত বংশাখ্যা দিয়াছেন।"† কিন্তু গান্ধার হইতে আবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ এবং কেবল মুদ্রা বলিয়া নহে মহারাজ সমুদ্রগুপ্তের আলাহাবাদস্থ স্তম্ভলিপি আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে প্রতিপন্ন হইবে যে খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে 'ষাহি' ও 'ষাহানুষাহি' প্রভৃতি রাজবংশ ভারতে প্রবল ছিলেন। ঐ সকল রাজবংশকে পরাজয় করিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতসম্রাট্ হইয়াছিলেন।‡ সুতরাং স্থির হইল যে খৃষ্টপূর্ব্ব ১ম শতাব্দ হইতে ভারতে মহত্ত্বব্যঞ্জক ঐ সকল শব্দের প্রচলন। অকবর বাদশাহ যেমন 'শাহান্‌শাহ' অর্থাৎ রাজাধিরাজ বলিয়া সম্বোধিত হইতেন, সেইরূপ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে উৎকীর্ণ সমুদ্রগুপ্তের শিলালিপিতে 'ষাহানুষাহী' উপাধিধারী রাজবংশেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।‡

কেবল পারস্য বলিয়া নহে, প্রাচীন ও অপ্রাচীন প্রাকৃত, হিন্দী, মরাঠী, গুজরাটী, উর্দ্দু প্রভৃতি নানা ভাষায় এই শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে। কেবল মুসলমান রাজবংশ বলিয়া নহে, বহু পূর্ব্বকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত অনেক হিন্দু রাজবংশ 'সাহ' 'সাহী' বা 'ষাহী' উপাধি ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বহুপূর্ব্ব কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ও মুসলমান-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক বা সাধুপ্রকৃতিক ফকিরগণের 'সা' বা 'শাহ' উপাধি দেখা যাইতেছে, যেমন 'শাহ জলাল' 'বাবা নানক সা' প্রভৃতি। মুসলমান অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে প্রাচীন হিন্দুরাজগণের বিভিন্ন বিভাগে যেমন শুল্কাধ্যক্ষ, করাধ্যক্ষ প্রভৃতি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, মুসলমান আমলেও সেইরূপ এক একজন অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও 'শাহ' উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা শাহবন্দর বা বন্দরাধ্যক্ষ। 'সাহ' বা 'সাহা' উপাধিটী অধ্যক্ষ-অর্থবাচী বা মহত্ত্বব্যঞ্জক বলিয়া আব্রাহ্মণচণ্ডাল প্রায় সকলজাতির মধ্যেই প্রচলিত হইয়াছে। যেমন 'গোধূম' হইতে 'গোহম্' 'গম' এবং 'বধূ' হইতে 'বহু' 'বউ' সেইরূপ সংস্কৃত 'সাধু' শব্দ হইতেও 'সাহ' শব্দ, তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' 'সউ' ও 'সাহা' হইয়াছে। এই সাধু শব্দই উৎকলে 'সাহু' এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অঞ্চলে 'সাউ' নামে অদ্যাপি প্রচলিত।

৪ পূর্ব্ববঙ্গবাসী বণিক্‌জাতির বংশপরিচায়ক বিশেষ উপাধি। এই বণিক্‌গণের বিভিন্ন শ্রেণির সুপ্রাচীন জন্মপত্রিকাসমূহে 'সাধুকুলোদ্ভব' ও 'সাউকুলোদ্ভব' এইরূপ বংশপরিচয় দৃষ্ট হয়। এতদ্দ্বারা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই জাতি বহুকাল হইতে 'সাধু' 'সাহ' এবং তাহার অপভ্রংশে 'সাউ' নামেই পরিচিত ছিল। এই জাতি উৎকল, মেদিনীপুর প্রভৃতি দক্ষিণাঞ্চলে 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট প্রভৃতি বঙ্গের পূর্ব্ব সীমায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যেও মহাজনগণ 'সাউকর' বা 'সাওকর' নামে অভিহিত। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সাহ্-মহাজন নামেও খ্যাত। 'সাধু' সংজ্ঞাই কালক্রমে 'সাউ' 'সউ', এবং 'সাহা' নামে অভিহিত ও জাতিবাচক হইয়াছে।

গৌড়ীয় শৌণ্ডিক জাতির মধ্যেও 'সা' ও 'সাহা' উপাধি প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানকালে 'সাহা' জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া কেহ কেহ উক্ত বণিক্‌জাতিকেও 'শুঁড়ি' বলিয়া মনে করেন। দুঃখের বিষয় গবর্মেণ্টের সেন্‌সাস্-বিবরণীতেও সাহা ও শুঁড়ি এক শ্রেণী বলিয়াই গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে 'সাউ' বা 'সাহা' ও 'শুঁড়ি' জাতি কোন দিন এক নহে এবং শৌণ্ডিকজাতির সহিত এই 'সাধু' জাতির কোন সম্পর্ক নাই। শৌণ্ডিকসমাজ হইতে প্রকাশিত তাঁহাদের জাতিতত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থে শৌণ্ডিকেরাই বলিতেছেন যে, সাউ বা সাহা জাতির সহিত তাঁহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং যাঁহারা উভয় জাতির 'সাহা' উপাধি দেখিয়া উভয় জাতিকে অভিন্ন মনে করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি গন্ধবণিক্

* Grundriss der Indo-Arischen Philologie und Altertumskunde, II. Band, 3 Hept. p. 31-32.

† Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 36 n.

‡ Fleet's Gupta Inscriptions, p. 8.

প্রভৃতি জাতি মধ্যেও 'সাহা' উপাধি রহিয়াছে, ঐরূপ ভ্রান্তমত পোষণ করিলে তাঁহাদিগকেও শুঁড়ি বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, কিন্তু তাহা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিক্‌দিগকে শুঁড়ি বলা কখনই সঙ্গত নহে।

বহু পূর্ব্বকাল হইতে সাহ্ বা সাহা শব্দ মহত্ত্বব্যঞ্জক হইলেও পূর্ব্বকালে কুসীদজীবী মহাজনের একটী নাম 'সাধু' ছিল, তাহা আমরা হেমচন্দ্র, মেদিনী-কোষ ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধান হইতে জানিতে পারি। মেদিনীপুর জেলায় ও উৎকলের সর্ব্বত্রই কুসীদজীবী মহাজন জাতিই 'সাহু' নামে এবং শ্রীহট্ট জেলায় অদ্যাপি 'সাউ' নামে পরিচিত। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে 'সাহা' বণিক্‌গণও চিরদিন কুসীদ বা বৃদ্ধিজীবী; এ কারণও তাঁহারা 'সাধু' 'সাহু' 'সাউ' বা 'সাহা' আখ্যায় পরিচিত হইয়া থাকিবেন। বৈদ্য ও গন্ধবণিক্ প্রভৃতি নানা জাতি যেমন স্ব স্ব বৃত্তি দ্বারা জাতীয় আখ্যা লাভ করিয়াছেন, সেইরূপ প্রাচীন আভিধানিকগণের বার্দ্ধুষিক 'সাধু'ই স্ব স্ব বৃত্তি অনুসারে বোধ হয় সাহু, সাউ বা সাহা নামে আখ্যাত হইয়া একটী স্বতন্ত্র জাতি মধ্যে গণ্য হইয়া থাকিবেন। প্রাচীন হিতোপদেশও 'সাধু' শব্দ জহুরী বা মণিবণিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

সকল জাতির মধ্যে যেমন চিকিৎসা-ব্যবসায় প্রচলিত এবং অপর নানাজাতির 'বৈদ্য' ব্যবসা থাকিলেও যেমন তাঁহাদিগকে বৈদ্যজাতীয় বলা যায় না, সেইরূপ বহু জাতির মধ্যে কার্য্যগতিকে পূর্ব্ব হইতে 'সাহা' বা 'সা' উপাধি থাকিলেও তাঁহাদিগকে আমরা প্রকৃত 'সাধু' বা 'সাউ' জাতি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না। আদমসুমারীর (Census) কাগজপত্রে ভ্রম ক্রমেই সাহা ও শুঁড়ি জাতিকে একশ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই দুই জাতি সম্পূর্ণ পৃথক্ হইলেও কেহ কেহ বৈশ্য সাহাবণিক্‌দিগকে শুঁড়ি অপবাদ দিয়া থাকেন। ইহার কএকটী কারণও আছে—

পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকের একখানি কুলপরিচায়ক গ্রন্থে এই জাতির পূর্ব্ব-পুরুষের 'শৌলুক' বা 'শৌলিক' বংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় আছে। শৌলিকের উচ্চারণ 'শৌড়িক' হইতে পারে। 'শৌড়িক' ও 'শৌণ্ডিক' এই উভয়কে এক মনে করা কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু কেবল উচ্চারণ বা নাম সৌসাদৃশ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুইটী জাতিকে এক মনে করা সঙ্গত নহে। পূর্ব্বকালে যে সকল ব্যাপারী ষণ্ড বা বলদে মাল বোঝাই দিয়া হাটে আনিয়া বিক্রয় করিত, তাহারা সাধারণের নিকট 'ষণ্ডী' নামে পরিচিত হইত। সাহা বণিক্‌দিগের হীন অবস্থাপন্ন ব্যাপারীগণ ঐরূপ করিত বলিয়া 'ষণ্ডী'র অপভ্রংশে 'ষঁড়ী' বা 'শৌণ্ডী' এইরূপ বিদ্রূপাত্মক আখ্যা পাইয়া থাকিবে। 'ষঁড়ী'কে শুঁড়ী করাও কিছু বেশী আয়াসসাধ্য নহে।

উৎকল হইতে শুল্কিক জাতির অতিপ্রাচীন তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং মেদিনীপুর হইতে এই জাতির কুলপরিচায়ক উৎকলাক্ষরে তালপত্রে লিখিত অতি প্রাচীন পুথিও পাওয়া গিয়াছে; তাহা আলোচনা করিয়া আমরা শৌলিক শব্দের কএকটী পর্য্যায় বা নামান্তর পাইতেছি, যথা—

শৌলিক, শৌলোক, শোলুক, শৌল্কিক, শুলাকি ও শুক্রী। মেদিনীপুরেও কৃষিজীবী 'শুক্রী' জাতির বাস আছে, তাঁহারাও কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যবৃত্তি পালন করেন।

উক্ত শুক্রী বা শৌল্কিক জাতির কুলপরিচয় হইতে জানা যায় যে পশ্চিম ভারতে যে জাতি 'শোলাঙ্কি' (রাজপুত) নামে সম্মানিত, সেই জাতিই প্রাচ্য ভারতে শৌলুক বা শৌল্কিক নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে এই জাতি খৃষ্টীয় ৫ম হইতে ১০ম শতাব্দী পর্য্যন্ত চালুক্য এবং তৎপরে সৌরাষ্ট্র ও গুজরাট অঞ্চলে চৌলুক্য নামে বহুদিন পরিচিত ছিলেন। চালুক্য ও চৌলুক্যবংশে পরাক্রান্ত বহুতর রাজবংশের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ ও প্রভাবের পরিচয় ভারতের ইতিহাসে সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

[চালুক্য ও চৌলুক্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য]

শোলাঙ্কি রাজপুতগণেরও কীর্ত্তিগাথা রাজপুতনার চারণ ও ভাটদিগের কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীতে মহাপরাক্রান্ত চৌলুক্য রাজবংশের পরাক্রম মুসলমানহস্তে খর্ব্ব হইলে তাঁহাদের আত্মীয়-স্বজন ভারতের নানা স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তৎপরেই তাঁহাদের প্রাচ্যশাখা 'শুল্কিক' 'শৌল্কিক' ও 'শৌলুক' নামে এবং প্রতীচ্যশাখা 'শোলাঙ্কি' নামে আখ্যাত হইলেন। উৎকল হইতে আবিষ্কৃত এই বংশের তাম্রসাসন হইতে বুঝা যায় যে খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে তালচের প্রভৃতি পার্ব্বত্য গড়জাতপ্রদেশে শুল্কিকগণ আধিপত্য করিতেছেন। দক্ষিণকেদারাধিষ্ঠিত স্তম্ভেশ্বরী দেবী তাঁহাদের ইষ্টদেবী, এই দেবীর বরপ্রভাবেই শুল্কিক বংশের প্রতিষ্ঠা। মেদিনীপুর জেলাবাসী শুলাকি বা শুক্রী জাতির কুল-পরিচয়গ্রন্থেও তাঁহাদের বঙ্গাগমন সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কথো দিন হরিদ্বারে কথো দিন আর দেশে।
হেম কেদার যাব সদা আপনার বাসে॥
রত্নগিরি বামে করি পিপ্‌লি করি বাম।
পর্ব্বতশিখর পাশে করিল বিশ্রাম॥"
"সিন্ধুকূলে যাব সবে হইল একমন।
ব্রহ্মচারী বেশে দেখা দিল ত্রিলোচন॥
সবংশ সহিত যে পড়িল পদতলে।
সর্ব্ব জয় হউক বলি সদানন্দ তুলে॥

গলে বস্ত্র দিয়া যে রহিল যোড় করে।
পূর্ব্ব কেদারে যাব সমুদ্র ভিতরে ॥
কেদারে যাইয়া বাছা আমা উদয় দিবে।
দেবতাপূজিত লিঙ্গ তথায় পূজিবে ॥
তথাকার প্রজাগণ পলাইয়া গেছে।
নৃপতি রেখেছে মাল্য অরুণ হয়াছে ॥
আমার দুহাই দিয়া বৈস হৈয়া নৃপতি।
তুমার পূজায় যাব লইয়া পার্ব্বতী ॥
সর্ব্ব সিদ্ধ হ'বে বাছা শীঘ্র যাত্রা কর।
শুভ শুভ হউ বলি ডাকিছেন হর ॥
অর্কবার গোধূলি সময় হইল সাজ।
কাঞ্চন মণ্ডিত ঘোড়া সাজে পক্ষরাজ ॥
অক্ষয়বটে জগবন্ধুর দরশন পাইল।
বাব পুত্র সহিত আপনা সমর্পিল ॥
যজ্ঞে জন্ম হইল তার দেবমূর্ত্তি দেখি।
মহেশের মানসপুত্র বড় হইল সুখী ॥
অভয় চরণে তবে প্রণাম করিল।
যাজপুর দিয়া মল্ল কেদারে আইল ॥
কেদারে আসিতে লোক আইল বহুতর।
কোথা হইতে আসিলেন দেখি মহাশূর ॥
ব্রাহ্মণ সজ্জন কিবা ভব্য মহাজন।
কেদারে রহিবে কিবা যাবে অন্যস্থান ॥
যজ্ঞ-মল্ল কহেন দেবের উদয় দিব।
পশ্চিম কেদারে থাকি এ কেদারে রব ॥
সেখান হইতে সবে বালিকপুরে গেল।
অরুণের মধ্যে তথি বিশ্রাম করিল ॥
সেইখানে মা মঙ্গলা ব্রাহ্মণীর বেশে।
জিজ্ঞাসা করিল সর্ব্ব শিবের উদ্দেশে ॥
তিঁহ কহেন সিদ্ধকুণ্ড দেখ ওই।
এখানে করিলে স্নান সিদ্ধমন্ত্র পাই ॥"

দক্ষিণ কেদার ছাড়িয়া আবার মেদিনীপুরের কেদারকুণ্ডে আগমন সম্বন্ধে ইহার কিছু পরে উক্ত পুথিতে লিখিত আছে,—

"রত্নগ্রাম হ'তে তোমা এদেশে পাঠালে ॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।
তাহার প্রমাণ বাপু শিব উদয় দিবে ॥
তার পর হরিদ্বারে তোমায় পাঠাইল।
পথেতে যাইতে তুমা সভার বিভা দিল ॥
দিনচন্দ্র জমীদার সেই দেশে ছিল।
বল কর‍্যা রামচন্দ্র তারে ধর‍্যা নিল ॥
তাহারে সংগ্রাম করি বিরোধ মিটিলে।
দুই জনে শুলাকি নৃপ কন্যাগণ দিলে ॥
অক্ষয়বট জগবন্ধুর দর্শন কৈল।
যাজপুর দিয়া পুন কেদারেতে আইল।"

উড়িষ্যার তালচের রাজ্য মধ্যে স্তম্ভেশ্বরী দেবী বিশেষ প্রসিদ্ধ, তাঁহার পীঠস্থানই তাম্রশাসনে কেদাল বা কেদার নামে খ্যাত। শুল্কিকবংশ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত ও নানাস্থান হইয়া উড়িষ্যার সুপ্রসিদ্ধ যাজপুর দিয়া সম্ভবতঃ উক্ত কেদারে গিয়া দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য প্রদেশ মধ্যে আধিপত্যলাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু এখানেও পরে ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিলে উক্ত প্রাচীন শুল্কিকবংশের একশাখা মেদিনীপুরে আসিয়া কেদারকুণ্ড পরগণায় অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববাস 'কেদার' হইতে নবস্থানও 'কেদার' নামে অভিহিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই, তাই তাঁহাদের কুলপরিচয়গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে—

"রত্নগ্রাম হতে তোমা এদেশে পাঠালে ॥
সে কেদারের নিত্য বাপু এ কেদারে পাবে।"

রাজপুতনার আদমসুমারী উপলক্ষে প্রকাশিত রাজপুত-জাতিতত্ত্ব হইতে জানা যাইতেছে যে শোলাঙ্কিজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহার একশাখা বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্যরাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, এখন তাঁহারা বণিক্‌দিগের কার্য্য মহাজনী করিয়া থাকেন। মেদিনীপুরের শুলাকি, শুল্কী বা শুক্লী অভিধেয় শোলাঙ্কিগণও মুসলমান রাজনিগ্রহে সেইরূপ পূর্ব্বপুরুষের উপজীবিকা পরিত্যাগ করিয়া ৪।৫শত বর্ষ হইতে কৃষিজীবিকা ও মহাজনী ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহাদের সুপ্রাচীন তালপত্রে লিখিত কুলপরিচয়েও তাই এইরূপ পাইতেছি—

"বাণিজ্য কি মহাজনী, ক্ষেত্রকর্ম্ম রাজস্থানী,
গীত স্বর্ণাক্ষরে সভার নাম।"

জাত্যন্তর পরিগ্রহের পরিচয় রাজপুত-সমাজে বিরল নহে। রাজপুত-সমাজের শীর্ষস্থানীয় শিশোদীয় কুলসম্ভূত মেবারের মহারাণাগণ এক্ষণে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া সর্ব্বজন-পরিচিত হইলেও মেবারে আধিপত্যলাভের পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নাগর-ব্রাহ্মণ বলিয়াই গণ্য ছিলেন, ব্রাহ্মণের বৃত্তি পরিত্যাগ ও ক্ষত্রিয়বৃত্তিগ্রহণের সঙ্গে তাঁহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজপুত ক্ষত্রিয়সমাজে পরিগৃহীত হইয়াছেন, তাহা বহুতর সুপ্রাচীন শিলালিপি ও গ্রন্থাদি হইতে প্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ চৌলুক্য বা শোলাঙ্কি রাজবংশ ও তাঁহাদের জ্ঞাতিকুটুম্বগণ মুসলমান-নিগ্রহে রাজন্যোচিত জীবিকানির্ব্বাহে অসমর্থ হইয়া যাঁহারা রাজপুত বৈশ্য সমাজের সাধুবৃত্তি ও ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বৈশ্য সাধু জাতি মধ্যেই গণ্য হইয়াছিলেন। অসি-

জীবী রাজপুতগণের প্রতি মুসলমান রাজগণের কঠোর বিদ্বেষদৃষ্টি থাকিলেও তাঁহারা পণ্য ও কৃষিজীবী বৈশ্ রাজপুতগণের প্রতি সেরূপ নির্দ্দয় ছিলেন না। মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রে কুসীদ বা সুদ গ্রহণ একবারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, অথচ টাকা লেনাদেনা না থাকিলে কোন বড় সমাজই চলিতে পারে না। এ কারণ ভারতে যেখানে যেখানে মুসলমান আধিপত্য প্রসারিত হইতেছিল, সেই সেই স্থানেই মুসলমান মহাজনের অভাবে হিন্দু মহাজনের প্রয়োজন হইয়াছিল। আজও মুসলমান-শাসিত স্বাধীন আফগানস্থানের সকল প্রধান জনপদে সাধু বা সাহা বণিকেরাই মহাজনী করিয়া থাকেন। অপর সকল হিন্দুই ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানের চক্ষে 'কাফের' বলিয়া হেয়বোধ হইলেও হিন্দু মহাজনদিগকে তাঁহারা এরূপ হেয় ভাবে দেখেন না এবং মহাজনগণের ধর্ম্মকর্ম্মেও কখন হস্তক্ষেপ করেন না। এরূপ স্থলে মুসলমান-শাসিত জনপদে মানসম্ভ্রমরক্ষার জন্ম কোন কোন শোলাঙ্কি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিবেন, তাহা সহজ ও স্বভাবসিদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। সুদূর পেশবার ছাড়াইয়া 'সাহ-কোট' নামক স্থানে অতি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, কেহ কেহ মনে করেন ইহাও 'সাহা'-বণিকের কীর্ত্তি। প্রত্নতত্ত্ববিৎ ষ্টাইন্ (Dr. Stein) সাহেব পঞ্জাবপ্রান্তসীমায় যুসুফ্জইর কিছুদূরে উত্তরে বুনের্ নামক স্থানের দক্ষিণপূর্ব্বে 'মহাবন' আবিষ্কার করিয়াছেন। পূর্ব্বে ঐ স্থানে 'সাহ-বণিক্'দিগের বাস ছিল এবং অদ্যাপি তাঁহাদের প্রতিপত্তির নিদর্শন উক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ নিরীক্ষণ করিয়া আসিয়াছেন। ইহা হইতেও মনে হয় যে অতিপূর্ব্বকাল হইতেই সাহ্-বণিক্গণ পঞ্জাবে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন এবং মুসলমান অধিকারেও তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সুবিধা ভাবিয়াই শোলাঙ্কি বা শুলাকি রাজপুতগণ স্থানভেদে ও অবস্থাভেদে কেহ কেহ 'সাধু' বা 'সাহু' বৃত্তি অবলম্বন করিয়া 'বৈশ্য সাধু' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে আর্য্য-বৈশ্যবংশসম্ভূত যে সাহাবণিক্গণ বাণিজ্যকর্ম্মোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একখানি কুলপরিচয় গ্রন্থে তাহার এইরূপ পরিচয় আছে—

"বঙ্গেতে উর্ব্বরা ভূমি শস্য সুপ্রচুর।
এমন সোণার বঙ্গ ছাড়ে কোন্ মূঢ়॥
চাষের সুযোগ্য ভূমি অনেক পাইব।
সকলে একত্রে তাহা ভাগ করি লব॥
অনন্তর বাণিজ্য ভাল চলিবে এখানে।
মোকাম বানিয়ে মোরা থাকিব এখানে॥
সে কারণে সুবাহু আসিয়া বাসস্থানে।
সকলের দারা সুত অন্তরঙ্গগণে॥
লইয়া করিল যাত্রা পুনঃ বঙ্গদেশে।
দেশের মায়াতে সবে কান্দিল যে শেষে॥
* * * *
নঙ্গর তুলিয়া মাঝি শিকল খুলিল।
জয় গঙ্গা জয় বলি বাহিতে লাগিল॥
এইরূপে সাত দিন ডিঙ্গা চালাইল।
গঙ্গাতে আসিয়া অনুকূল বায়ু পেল॥
ছাড়িল হাতের দাঁড় যত মাল্লাগণ।
বাদাম লাগায়ে তবে করিল গমন॥
বায়ুবেগে চলে নৌকা তরঙ্গ ভেদিয়া।
সুবাহু কহিছে সাবধান মাঝি ভায়া॥
বালক বালিকা আর যতেক রমণী।
ভয়েতে আকুল তারা কাঁদিছে অমনি॥
এই মত কত দিনে গঙ্গা এড়াইল।
আসিয়া পদ্মার মাঝে দরশন দিল॥
বেগবতী পদ্মা নদী অতি ভয়ঙ্কর।
দেখিয়া সবার অঙ্গ কাঁপে থর থর॥
উত্তাল তরঙ্গ যেন সাগর সমান।
কল শব্দে বধিরিল সবাকার কাণ॥
এইমত সবে ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে।
গঙ্গাপূজা করি যায় ভাসিতে ভাসিতে॥
তিন মাস পরে গেল সাগর-বন্দর।*
সাহুর সঙ্গেতে দেখা হ'ল সবাকার॥
মোকাম বাটীতে সাহু লইয়া সবারে।
বালক বালিকা নারী অতি সমাদরে॥
রাখিলেন যথাযোগ্য বাসস্থান দিয়া।
তদন্তে বসিল সাধু বাহিরে আসিয়া॥
* * * *
যাইয়া সে রাজধানী গৌড় নগরে।
প্রণাম করিয়া কহে নৃপতি গোচরে॥
সাহু সদাগর আছে সাগরবন্দর।
আমারে পাঠালে হেথা শুন দণ্ডধর॥
মণি মুক্তা হীরকাদি রজত কাঞ্চন।
বিক্রয় দোকান হেথা করিব স্থাপন॥
সে কারণে এ প্রার্থনা করি তব ঠাঁই।
বিপণির যোগ্য ভূমি সবিনয়ে চাই॥
মম প্রতি নরপতি হইয়া সদয়।
ব্যবসার যোগ্য ভূমি দিতে আজ্ঞা হয়॥

* পাবনা জেলায় বর্ত্তমান সাগরকান্দী গ্রাম।

শুনিয়া ভূপতি তবে সাধুর বচন।
কহিতে লাগিল শুন ওহে মন্ত্রিগণ॥
যে স্থানে সুবিধা বোধ করে সদাগর।
সেই স্থানোপরি দেহ নির্ম্মাণিয়া ঘর॥
যতেক লাগিবে তাহে টাকা কড়ি ধন।
রাজকোষ হ'তে তাহা করিবে অর্পণ॥

* * * *

এ প্রকারে বৈশ্যজাতি বাহিরিল শাখা।
তিন স্থানে তিন চিঠি হ'য়ে গেল লেখা॥
একখানা রাখিলেন ঢাকা নিজ ধামে।
আর খানা পাঠাইল শ্রীহট্ট মোকামে॥
আর চিঠি পাঠাইল গৌড় নগরে।
সুবাহুর পুত্র যথা ব্যবসায় করে॥
অতঃপর বহুদিন হইলেক গত।
নানা স্থানে সাহাজাতি হইল বিস্তৃত॥
ক্রমে ক্রমে সংখ্যা বৃদ্ধি হইল সাহার।
বাণিজ্য সুগম যথা নদ নদী ধার॥
সেই সব স্থানে সবে বসতি করিল।
মেঘনা যমুনা পদ্মা তীর যে ছাইল॥
বুড়ীগঙ্গা, ভৈরব, সাগর আর ইচ্ছামতী।
মহানন্দা ধলেশ্বরী চন্দনা প্রভৃতি॥
এইরূপে সাহু সাহা থাকি স্থানে স্থানে।
খন্দ আদি বেচা কেনা করেন যতনে॥"

উদ্ধৃত কুলপরিচয় হইতে জানা যাইতেছে, পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিক্গণের পূর্ব্বপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চল হইতে জন্মভূমি ছাড়িয়া সপরিবারে বাঙ্গালায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে সাগর-বন্দরে আগমন করেন।

বঙ্গে সাহাজাতির বালকবালিকারা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়া এইরূপ আবৃত্তি শিক্ষা করে—

"বেসাতি বেপার করি সাধু আদি নাম।
বণিকের বৃত্তি ধরি বৈশ্য যার কাম॥"

এই সাহাদিগের একখানি কুলপরিচয়েও এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

"একে একে সকল হইল অবগত।
বৈশ্যকুল শাখাজাতি সাহু সাহা মত॥"

এতদ্দ্বারা স্থির সিদ্ধান্ত হইতেছে বৈশ্য সাধুই 'সাহা' হইয়াছেন, তবে মেদিনীপুরাদি স্থানে যাঁহারা 'শুলাকি' বা 'শৌলুক' বংশীয় বলিয়া আদিপরিচয় দিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা সুপ্রসিদ্ধ চৌলুক্য বা শোলাঙ্কিবংশসম্ভূত, কিন্তু বহুকাল হইতে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া "বৈশ্যকুলশাখা জাতি সাহু সাহা মত" হইয়া পড়িয়াছেন। উৎকলের সুপ্রসিদ্ধ কবি বলরামদাস-রচিত 'গণেশ-বিভূতি' এবং 'সিদ্ধান্ত-ডম্বর' নামে তাহার টীকায় উৎকলের "সাহু" জাতি বৈশ্য-বর্ণান্তর্গত বলিয়া পরিগৃহীত। বর্ত্তমানকালে উৎকলের সাহু মহাজনদিগের সামাজিক অবস্থা কতকটা হীন হইয়া পড়িলেও পূর্ব্বে তাহারা নিঃসন্দেহে বৈশ্য অর্থাৎ দ্বিজাতি মধ্যে গণ্য ছিলেন।

মেদিনীপুর জেলাবাসী শুণ্ডী, শুলাকি বা শুঁড়ীগণ বলিয়া থাকেন, যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অদম্য মুসলমান প্রভাবে হতমান ও শোচনীয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন ও উপবীতাদি দ্বিজচিহ্ন পরিত্যাগপূর্ব্বক আত্ম-সংগোপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রাণ ও ধর্ম্মরক্ষার উপায়ান্তর নাই দেখিয়া মেদিনীপুর জেলাস্থ কেদারকুণ্ড পরগণার কোন নিভৃত জঙ্গলে যজ্ঞসূত্র সকল ভস্ম করিয়া নাম ও উপাধির সহিত দ্বিজচিহ্ন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তৎকালে এদেশে বৈশ্যজাতির দ্বিজাতিজ্ঞাপক যজ্ঞসূত্র প্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিয়াছে, কাজেই তাঁহারা বৈশ্যসমাজভুক্ত হইলেও বৈশ্যচিহ্নধারণে সমর্থ হইলেন না। যে স্থানে এই ধর্ম্মহানিকর শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল, সেই স্থান অদ্যাপি 'সূতছাড়া' নামে প্রথিত হইয়া আসিতেছে।

এক সময়ে যে জাতি দ্বিজ ও উচ্চ বৈশ্য সমাজভুক্ত ছিলেন, সেই জাতিকে বর্ত্তমান বঙ্গীয় হিন্দু সমাজ অযথারূপে হীন বলিয়া পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার কারণ কি?

এই সমাজের বংশপরিচায়ক একখানি পাতড়া হইতে জানা যায় যে সৌগত বা বৌদ্ধ এবং মহাবীরমত বা জৈনধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া থাকায় এই জাতি হিন্দুধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়কাল হইতে ব্রাহ্মণসমাজে নিগৃহীত হইয়া আসিতেছেন। উক্ত দুইটী কারণ ছাড়া আরও কয়েকটী কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। আদি-বৈদিক-যুগ হইতেই ঋত্বিক্ ব্রাহ্মণ-সমাজ বার্দ্ধুষিক বা কুসীদজীবীকে অতি বিদ্বেষ ও ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন ঋক্সংহিতায় তাহার সমর্থক বহু মন্ত্র দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মনুও (৮।১০২) ব্যবস্থা দিয়াছেন—

"প্রেষ্যান্ বার্দ্ধুষিকাংশ্চৈব বিপ্রান্ শূদ্রবদাচরেৎ।"

অর্থাৎ যাহারা পরের আজ্ঞাবাহী ও বার্দ্ধুষিক বা সুদখোর এরূপ ব্রাহ্মণের সহিতও শূদ্রবদাচরণ করিবে।

আমরা পূর্ব্বেই হেমচন্দ্রাদি প্রাচীন সংস্কৃত অভিধানের প্রমাণে জানাইয়াছি, যে, 'বার্দ্ধুষিক' ও সাধু শব্দ একপর্য্যায়বাচী। গৌড়বঙ্গে পালরাজবংশের অবসান ও ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের পুনরভ্যুদয়ের সহিত ব্রাহ্মণসমাজও উক্ত নীতির বশবর্ত্তী হইয়া কুসীদজীবী সাধু জাতির সহিতও শূদ্রবৎ ব্যবহার আরম্ভ করেন; কারণ সাধুসমাজের স

সেই কিছু বৌদ্ধ বা জৈন হইয়া যান নাই। এরূপ স্থলে সাধু সমাজের সকলকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে আনিয়া ফেলা যায় না। বিশেষতঃ বৈশ্যসমাজের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, এই সমাজের জৈন, বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত পরিবার মধ্যে পূর্ব্বাপর আদান প্রদান চলিয়া আসিতেছে। মুর্শিদাবাদের জগৎশেঠবংশ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কুসীদজীবী বলিয়াই যে সাধুসমাজ বঙ্গে ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সহিত হীন হইয়া পড়িয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বিশেষতঃ এই জাতির দুই চারিজন মহাত্মার কথা বলিতেছি না, পূর্ব্বকাল হইতেই এই সমাজ কার্পণ্য অপবাদে অপদস্থ; কার্পণ্য অপরাধেই যে এই সমাজ ব্রাহ্মণাভ্যুদয়ের সময় পূর্ব্বপদলাভে সমর্থ হন নাই, তাহা সহজেই উপলব্ধি হইতেছে। যাহা হউক কুসীদগ্রহণ বা টাকা ধার দিয়া সুদ লওয়া বৈশ্যজাতির স্বধর্ম্ম বলিয়া সকল শাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ॥" (মনু ১।১০)

"কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যকুসীদযোনিপোষণানি বৈশ্যস্য।"
(বিষ্ণু ২ অঃ)

মহর্ষি গৌতম ও বসিষ্ঠ উভয়েই নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

'দ্বিজাতির পক্ষে বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান ও ভিক্ষাদান সাধারণ বিধি। (কিন্তু) বৈশ্যের (পক্ষে) অতিরিক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদানপূর্ব্বক কুসীদগ্রহণ।'
(গৌতম ধর্ম্মসূত্র ১০।১৯, বসিষ্ঠধর্ম্মসূত্র ২ অঃ)

সুতরাং বৈশ্যজাতির যাহা স্বধর্ম্ম, তাহার আচরণে পাতিত্য স্বীকার করা যায় না। কুলপরিচয়, ইতিহাস ও আচার ব্যবহার আলোচনা করিলে পূর্ব্ববঙ্গের সাহা বণিকগণ যে আর্য্য বৈশ্যবংশসম্ভূত এ সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকে না।

এই সাহাবণিক্ মধ্যে বহুগণ্যমান্য ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে অনেকে ব্যবসাবাণিজ্যে কেবল বহু অর্থশালী ও যথেষ্ট ভূসম্পত্তির অধিকারী বলিয়া নহেন, আজকাল বিদ্যাবুদ্ধিতেও যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছেন। বর্ত্তমান মহাত্মাগণেরমধ্যে ঢাকার সুবিখ্যাত রূপলালদাস ও রঘুনাথদাস এবং কলিকাতার সর্ব্বোচ্চবিচারালয়ের বিচারকপদে অধিষ্ঠিতমাননীয় শ্রীযুক্ত লালমোহন দাস মহাশয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এতন্মধ্যে রূপবাবু ও রঘুবাবুর ভবনে এক সময় বড়লাট ডফারিন্ আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীহট্টবাসী ৺রমাকান্ত রায়ের নামও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে জাপানে গিয়া ভারতীয় ছাত্রগণের পথ প্রশস্ত করেন। বিভিন্ন স্থানের সাহা বণিক্‌গণের মধ্যে পরস্পর কোন প্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ও সংস্রব নাই।

পূর্ব্ববঙ্গের সাহাগণের মধ্যে সাহা উপাধি ব্যতীত মজুমদার, প্রামাণিক, রায়, মণ্ডল, চৌধুরী, সাহাচৌধুরী, বিশ্বাস, খাঁ, পোদ্দার, মল্লিক, দেশমুখ, নায়ক, ভৌমিক, লালা প্রভৃতি উপাধি বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে।*

সাহায়ক (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায় (যোপধাৎ গুরুপোত্তমাৎ বুঞ্। পা ৫।১।১৩২) ইত্যত্র সহায়াদ্বেতি বক্তব্যং ইত্যুক্তে পাক্ষিকো বুঞ্। সাহায্য, সহায়তা।

"স কুলোচিতমিন্দ্রস্য সাহায়কমুপেয়িবান্।" (রঘু ১।৭৫)

সাহায্য (ক্লী) সহায়স্য ভাবঃ কর্ম্ম বা সহায়পক্ষে ব্রাহ্মণাদিত্বাৎ ষ্যঞ্। সহায়তা, আনুকূল্য, সহায়ের কার্য্য, কোন ব্যক্তি সহায় হইয়া যাহা করেন, তাহাই সাহায্য।

সাহারা, আফ্রিকার প্রসিদ্ধ মরুভূমি। উত্তরে আটলাস পর্ব্বত হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে নাইগারা নদীর উত্তরাংশ ও চাদ হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগর পর্য্যন্ত, দৈর্ঘে প্রায় ২০০০ মাইল এবং প্রস্থে ইহার অর্দ্ধ পরিমাণ, এই বিশাল ভূমিখণ্ড সাহারা মরুভূমি নামে প্রসিদ্ধ। এই বিস্তৃত ভূভাগের অধিকাংশ স্থানই সমতল; কিন্তু ইহার উত্তরাংশের নানা স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক নিম্ন। এই কারণে অনেকে মনে করেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্র বিরাজিত ছিল।

সাহারার কোন কোন স্থানে কখনই বৃষ্টিপাত হয় না। সেই জন্য এই সকল স্থান একেবারে অনুর্ব্বর,—কোনরূপ তৃণশস্যাদি জন্মে না। সাহারার উত্তরাংশ কেবল মাত্র বালুকাপূর্ণ। এই সকল বালুকা প্রায়ই ঝড়ে আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া পথিকের ভীতিজনক বালুকা-মেঘে পরিণত হয়। এইরূপ বালুকা-মেঘ আকাশে উত্থিত হইলে, পথিকগণ অন্ধকারে পথভ্রষ্ট হইয়া নানা বিপদে পতিত হয়। সাহারার অনেক স্থানে অত্যন্ত কঠিন মাটী দেখিতে পাওয়া যায়। তৃণশূন্য মরুদেশের স্থানে স্থানে, বিশেষতঃ পূর্ব্বভাগে, ছোট ছোট গিরিশ্রেণী বিদ্যমান আছে। এই সকল গিরিশ্রেণীর নিকট অনেক স্থানে ভূগর্ভস্থ প্রস্রবণ আছে; এই জন্য সেই সকল প্রস্রবণের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের উর্ব্বরাশক্তি আছে এবং ঐ সকল স্থানে শস্যাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই সকল তৃণশস্যপরিপূর্ণ উর্ব্বর স্থানের মধ্যে কতকগুলি এত অধিক বিস্তৃত যে, সেই সকল স্থানে শত শত লোক বাস করিতেছে। সাহারার মরুভূমির মধ্যে এইরূপ জলপূর্ণ পল্লী অনেকগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যবসায়িগণ শত শত উষ্ট্রের পৃষ্ঠে

* জাতীয় ইতিহাস, বৈশ্যকাণ্ড, ১মাংশে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

পণ্যদ্রব্য সকল স্থাপনপূর্ব্বক মরক্কো, ত্রিপলি, ত্রিম্বাকটু ও সুদানের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বাণিজ্য করণার্থ গমনাগমন করিয়া থাকে।

দিনমানে সাহারার উত্তাপ অত্যন্ত অধিক। গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে ১১২° ফাঃ অধিক উত্তাপ অনুভূত হয়, কিন্তু আবার শীতকালে সেইরূপ অতিশয় শীতের আধিক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। মরুভূমি শুষ্ক বালুকাপূর্ণ বলিয়া এই মরুভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডল অতি শুষ্ক ও পরিষ্কার। এই স্থানের বায়ুমণ্ডলে অতি অল্প পরিমাণে জলীয়বাষ্প মিশ্রিত থাকে। বায়ু অত্যন্ত পাতলা ও পরিষ্কার বলিয়া, গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে, সাহারা মরুভূমি হইতে যত অধিক সংখ্যক তারকাদি দৃষ্টিগোচর হয়, পৃথিবীর অন্য কোন স্থান হইতে এত অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না।

সাহি (পুং) অধিপতি, প্রভু। উপাধিবিশেষ।

সাহিতী (স্ত্রী) সাহিত্য।

সাহিত্য (ক্লী) সহিত-ষ্যঞ্। ১ মেলন, একত্র মিলন। ২ সংসর্গ। পরস্পরসাপেক্ষতুল্যরূপে যুগপৎ একক্রিয়াম্বয়িত্ব, যে সকল পদের পরস্পর অপেক্ষা আছে, তুল্যরূপ সেই সকল পদের এক কালেই এক ক্রিয়ার সহিত যদি অন্বয় হয়, তাহা হইলে তাহাকে সাহিত্য কহে।

"পরস্পরসাপেক্ষাণাং তুল্যরূপাণাং একক্রিয়াম্বয়িত্বং সাহিত্যং" (শ্রাদ্ধবিবেক) "সাহিত্যং একক্রিয়াম্বয়িত্বং" (শব্দশক্তিপ্র°) 'ধবখদিরপলাশাংশ্ছিন্ধি' ধবখদির পলাশ ছেদন কর, এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় হইয়াছে, ধবখদির ও পলাশ ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ হইয়াছে, অর্থাৎ ইহাদের পরস্পর পরস্পরের সহিত অপেক্ষা আছে, এই সাপেক্ষ তুল্যরূপ পদের এক ক্রিয়া যে ছেদন তাহার সহিত অন্বয় হইয়াছে, সুতরাং এই স্থলে সাহিত্যরূপে অন্বয় বুঝিতে হইবে।

৩ গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। যে সকল গ্রন্থ পদ্যাত্মক তাহা পদ্য সাহিত্য, যথা ভট্টি, রঘু, কুমার, মাঘ, ভারবি, মেঘদূত, শান্তিশতক প্রভৃতি। কাদম্বরী, দশকুমার প্রভৃতি গদ্য সাহিত্য।

সাহিসুজা, [শাহসুজা দেখ]

সাহুড়িয়ান, রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণদিগের গাঁইভেদ। মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির এই উপাধি ছিল, তিনি এই জন্য সাহুড়িয়ান নামে খ্যাত ছিলেন।

সাহ্ন (ত্রি) দিনযুক্ত, দিনবিশিষ্ট।

সাহ্নিক (পুং) গ্রন্থকারবিশেষ। (ত্রি) কৃতাহ্নিক, আহ্নিকযুক্ত।

সাহেব (আরবী) প্রধান ব্যক্তি। ২ প্রভু। অধুনা য়ুরোপবাসী ব্যক্তিগণকে সাহেব কহে।

সাহ্য (ক্লী) সহস্য ভাবঃ সহ-ষ্যঞ্। ১ মেলন। ২ সহিতত্ব। (ধরণি) ৩ সাহায্য, সহায়তা।

"ততো দুর্য্যোধনঃ কৃষ্ণমুবাচ প্রহসন্নিব।
বিগ্রহেঽস্মিন্ ভবান্ সাহ্যং মম দাতুমিহার্হতি॥" (ভারত ৫।৭।১১)

সাহ্যকৃৎ (পুং) সাহ্যং করোতীতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্‌চ। সমভিব্যাহারী, সঙ্গী।

সাহ্লাদ (ত্রি) আহ্লাদেন সহ বর্ত্তমানঃ। আহ্লাদের সহিত বর্ত্তমান, আহ্লাদযুক্ত, আহ্লাদবিশিষ্ট।

সাহ্ব (ত্রি) আহ্বয়া সহ বর্ত্তমানঃ। সংজ্ঞাবিশিষ্ট, নামযুক্ত।

সাহ্বয় (পুং) আহ্বয়েন সহ বর্ত্তমানঃ। ১ মেষাদি প্রাণিদ্যূত, সমাহ্বয়। পশুযুদ্ধ।

'মেষাদিপ্রাণিদ্যূতে স্যাৎ সাহ্বয়শ্চ সমাহ্বয়ঃ।' (অমর)

(ত্রি) নামযুক্ত, সংজ্ঞাবিশিষ্ট।

সি, বন্ধন, স্বাদি° পক্ষে ক্র্যাদি° উভয়পদী, সক° সেট্। লট্ সিনোতি, সিনুতে। ক্র্যাদি পক্ষে সিনাতি, সিনীতে। লিট্ সিষায়, সিষ্যে। লুট্ সেতা। লৃট্ সেষ্যতি-তে। লুঙ্ অসৈষীৎ অসেষ্ট, সন্ সিসীষতি-তে। যঙ্ সেসীয়তে। যঙ্ লুক্ সেষেতি, সেষয়ীতি। ণিচ্ সায়য়তি। লুঙ্ অসীষয়ৎ।

সিআহী (পারসী) কালী।

সিউনী (দেশজ) সেলাইয়ের সংযোগস্থল।

সিংরৌলি, যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত মির্জাপুর জেলার মধ্যস্থিত একটী নিম্ন ভূমিখণ্ড। চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূমির অপেক্ষা এই স্থান অধিক নিম্নে অবস্থিত। এই ভূমিখণ্ডের স্থানে স্থানে কাল দোঁআস মাটী দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অনেক স্থানের মাটীই অতিশয় কঠিন ও অনুর্ব্বর।

সিংফু, আসামের পূর্ব্বসীমান্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র দেশ। সিংফো নামক একটী অসভ্যজাতি এই পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করে। সিংফোগণ ব্রহ্মদেশের কথ্যেন বংশের একটী শাখা বলিয়া কথিত হয়। ইহাদিগের ভাষায় সিংফো শব্দের অর্থ মনুষ্য। নিকটবর্ত্তী সানবংশসম্ভূত খম্তি প্রভৃতি জাতি হইতে ইহাদিগের শারীরিক গঠন, ভাষা ও ধর্ম্ম সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কথিত আছে ইহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে সিংফুতে প্রথম বাস করে। উত্তর আসামে মোয়ামারিয়াগণ কর্ত্তৃক বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়া অশান্তি বিরাজিত হইলে, সিংফোগণ সুযোগ পাইয়া ব্রহ্মপুত্রের অধিত্যকা প্রদেশে উপনীত হইয়া উপদ্রব আরম্ভ করে এবং বহুতর আসামীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাস করে। এক্ষণে উত্তর আসামে দোয়ানিয়া নামে একটী সঙ্করজাতি আছে; ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সিংফোর ঔরসে ও আসামী ক্রীতদাসীগণের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ইংরাজরাজ আসাম প্রদেশ

অধিকার করিলে, সিংফোগণের অত্যাচার নিবারিত হয়। শুনা যায়, কাপ্তেন নিউফ্‌ভিল্লে প্রথমবার যুদ্ধাভিযানে গমন করিয়া ৫০০০ আসামীকে ক্রীতদাসত্ব হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সিংফোগণ আর পূর্ব্বের ন্যায় লুটপাট করিয়া বেড়ায় না, আজকাল তাহারা ইংরাজরাজের শান্তিপ্রিয় প্রজা, কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। লৌহ গলাইতে এবং রঞ্জিত কার্পাস সূত্রে সুন্দর সুন্দর ছিটের কাপড় প্রস্তুত করিতে ইহারা আজকাল সিদ্ধহস্ত। সিংফু এক্ষণে লক্ষ্মীপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই সহস্র।

সিংহ (পুং) সিঞ্চতি তেজঃ পশুষু ইতি সি (সিচেঃ সংজ্ঞায়াং হনু মৌকশ্চ। উণ্ ৫।৬২) ইতি ক, অস্যাদেশো হকারঃ, নুমচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ অস্য বিপর্য্যয়ে হিনস্তীতি সিংহঃ। স্বনামখ্যাত পশু, সিংহ পশুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, এই জন্য পশুরাজ নামে খ্যাত। পর্য্যায়—মৃগেন্দ্র, পঞ্চাস্য, হর্য্যক্ষ, কেশরী, হরি, পারীন্দ্র, শ্বেত পিঙ্গল, কণ্ঠীরব, পঞ্চশিখ, শৈলাট, ভীমবিক্রম, সটাঙ্ক, মৃগরাজ, মরুৎপ্লব, কেশী, নগৌকস্, করিদারক, মহাবীর, শ্বেতপিঙ্গ, গজমোচন, মৃগারি, ইভারি, নখায়ুধ, মহানাদ, মৃগপতি, পঞ্চমুখ, নখী, মানী, ক্রব্যাদ, মৃগাধিপ, শূর, বিক্রান্ত, দ্বিরদান্তক, বহুবল, দীপ্ত, বলী, বিক্রমী, দীপ্তপিঙ্গল। ইহার মাংসগুণ—অর্শ, প্রমেহ, জঠরাময় ও জড়তা নাশক। (রাজনি°)

পশুদিগের মধ্যে আকৃতি, প্রকৃতি ও বলবিক্রমে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জন্তু বলিয়া সিংহকে পশুরাজ বলা হয়। ঐতিহাসিক যুগের প্রথম হইতে যে সকল পশু মানবের পরিচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে সিংহই সর্ব্বপ্রধান। ইহার শারীরিক ক্ষমতা ও সদ্‌গুণ সকল দর্শন করিয়া মনুষ্য এতাদৃশ মোহিত হইয়াছিল যে, ঐ সকল বিষয়ে সিংহ সম্বন্ধীয় বহুতর গল্প পূর্ব্বকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পুরাকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ মাত্রেই অধিক সংখ্যক সিংহ দেখিতে পাওয়া যাইত। রোমের ইতিহাস হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোন একটী উৎসব উপলক্ষে ক্রীড়া কৌতুক প্রদর্শন করিতে এবং প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধিগণের প্রাণ সংহার করিবার নিমিত্ত, রোমের আম্পিথিয়েটারে ছয় শত সিংহ সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, তৎকালে রাজধানীর নিকটেও বহুসংখ্যক সিংহ বসবাস করিত। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের রাজারা সিংহের সহিত মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন; অসহায় মনুষ্যটী মল্লযুদ্ধে সিংহের নিকট পরাস্ত হইয়া বিনাশপ্রাপ্ত হইলে, রাজারা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেন। গ্রীকদূত মিগাসথিনিস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে, যখন তিনি পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখনও নাকি গ্রীসের ন্যায় ভারতের রাজন্যবর্গের সভায় সিংহ ও মনুষ্যের মল্লযুদ্ধ প্রদর্শিত হইত।

পূর্ব্বে আফ্রিকার সর্ব্বত্র, এশিয়ার দক্ষিণভাগস্থিত সিরীয়া, আরব, এশিয়া মাইনর, পারস্য, উত্তর ও মধ্য-ভারত এবং য়ুরোপের দক্ষিণ পূর্ব্ব প্রদেশে সিংহ বাস করিত। ক্রমে মনুষ্যের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ইহারা লোপ পাইতে বসিয়াছে। এক্ষণে আফ্রিকার আলজিরিয়া হইতে কেপকলনি পর্য্যন্ত সকল স্থানে, পারস্যে ও ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমাংশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। পারস্যের অধিত্যকাপ্রদেশে এবং বেলুচিস্থানের কোন স্থানে ইহা দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের মধ্যে গুজরাটই ইহাদিগের প্রধান বাসভূমি। তদ্ভিন্ন গোয়ালিয়ার, সাগর এবং নর্ম্মদার দক্ষিণেও সিংহ বাস করিয়া থাকে।

সিংহের বিভিন্ন প্রকৃতি বর্ণ ও কেশরের পরিমাণ লক্ষ্য করিয়া, অনেকে বিবেচনা করেন যে, ইহারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। কাপ্তেন ওয়াল্‌টার স্মী প্রমুখ পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ মনে করিতেন যে, ভারতবর্ষীয় সিংহের ন্যায় আফ্রিকার সিংহের কেশর নাই। কিন্তু এই মত ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। আফ্রিকা হইতে কএকটী সিংহশাবক ধৃত হইয়াছিল; তখন অবশ্য তাহাদের কেশর ছিল না। সেই শাবকগুলিকে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত সিংহ মনে করিয়া পশুতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছিলেন যে, আফ্রিকাদেশীয় সিংহের কেশর নাই। আফ্রিকার স্থানে স্থানে কৃষ্ণকেশরবিশিষ্ট ও স্বল্প-কেশরযুক্ত সিংহ দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহীর কেশর নাই, এ কথা সকলেই অবগত আছেন। শাবকের তিনবৎসর বয়ঃক্রমকালে কেশর বাহির হইতে আরম্ভ করে, এবং পাঁচ বা ছয় বৎসর বয়সে ইহা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

সিংহের আকৃতির পরিমাণ সাধারণতঃ ব্যাঘ্রের সমান; তবে সময়ে সময়ে সিংহ অপেক্ষা অধিকতর বৃহদাকৃতির ব্যাঘ্রও দৃষ্টিগোচর হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে একটী ১০ ফিট্ (নাসিকার অগ্রভাগ হইতে লাঙ্গুলের প্রান্ত পর্য্যন্ত) দীর্ঘ সিংহ ধৃত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষীয় সিংহের স্বভাব ও আচরণাদি সম্বন্ধে বিশেষ কোন বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা প্রধানতঃ গরু ও গর্দ্দভকে আক্রমণ করে, কিন্তু বহুতর ভ্রমণকারীরা আফ্রিকার সিংহাধ্যুষিত বন সকল পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সেই স্থানের সিংহের স্বভাব বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়াছেন। ইহারা সাধারণতঃ বালুকাপূর্ণ সমতল ভূমিতে এবং পার্ব্বত্য কণ্টকপূর্ণ অরণ্য মধ্যে বাস করিয়া থাকে। দিবাভাগে জনশূন্য বনমধ্যে যদিও ইহাদিগকে কখন কখন বিচরণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্যান্য হিংস্র পশুর ন্যায় রজনীই ইহাদিগের

শিকারের উপযুক্ত সময়। রাত্রিতে ছোট ছোট নদী অথবা প্রস্রবণের পার্শ্বে ঝোপের মধ্যে ইহারা শিকারের প্রতীক্ষা করে এবং তৃণভুক্ পশ্বাদি নিকটবর্ত্তী হইলে, তাহাদিগকে সংহার করিয়া আহার করে। শিকার আক্রমণ করিবার সময় সিংহ গগনভেদী মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় ভীতিজনক শব্দ করে এবং অনতিবিলম্বে শিকারের উপর লাফাইয়া পড়িয়া তাহাকে বধ করে।

সিংহ সকল সময়ে একটীমাত্র সিংহীর সহিত ভ্রমণ করে। সে প্রায়ই সেই সিংহীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সিংহীর সহিত মিলিত হয় না। তাহাদিগের শিশুসন্তানগুলি ২।৩ বৎসরের না হইলে, সিংহ তাহার স্ত্রীপুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করে না। এই সময়ে সে শাবকগুলির ভরণ-পোষণের নিমিত্ত খাদ্যাদি সংগ্রহ করিতে সিংহীকে সাহায্য করে।

সিংহের পারিবারিক জীবনী সম্বন্ধে একটী ঘটনা ড্রমণ্ড সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আমি জুলুলাণ্ডে একটী নদীর তীরে তাম্বুর মধ্যে বাস করিতেছিলাম। একদিন অপরাহ্ণে তাম্বু হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে ভ্রমণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলাম, একদল জেব্রা দ্রুতবেগে গমন করিতেছে। ক্ষণকাল পরে দেখিলাম একটী হরিদ্রাবর্ণের পশু বিদ্যুৎবেগে জেব্রাযূথপতির নিকটবর্ত্তী হইল এবং দেখিতে দেখিতে সেই জেব্রাটী সিংহের হস্তে জীবন বিসর্জ্জন করিল। অতঃপর সিংহ সেই শিকারটীকে কি করে, তাহা দেখিবার জন্য আমি একটী দীর্ঘ বৃক্ষে আরোহণ করিলাম। পশুরাজ সেই জেব্রাকে আহার না করিয়া উচ্চৈস্বরে চিৎকার করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই রব শ্রবণ করিবামাত্র, সিংহী চারিটী শিশু সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইল। যে দিক্ হইতে জেব্রারা আগমন করিয়াছিল, ঠিক্ সেই দিক হইতে সিংহী আসিল। ইহাতে বুঝিতে পারিলাম যে, সিংহী জেব্রাগুলিকে তাড়া দিয়া সিংহের সম্মুখবর্ত্তী করিয়াছিল। অনন্তর তাহারা সেই শবের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করিল এবং ইচ্ছানুসারে জেব্রার মাংস ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। কেহ কাহারও আহারে বাধা প্রদান করিল না, তবে শাবকগণ খাদ্য লইয়া মধ্যে মধ্যে কলহ করিয়াছিল এবং এইরূপে মাতার ভোজনে সময়ে সময়ে বাধা প্রদান করিলে তৎকর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিল। এইরূপে সকল মাংস নিঃশেষ হইলে, কেবল হাড়কয়খানি ফেলিয়া রাখিয়া তাহারা প্রফুল্ল মনে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সিংহী শাবকগণের অগ্রে এবং সিংহ তাহাদিগের পশ্চাৎ গমন করিল; যাইতে যাইতে সিংহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতে লাগিল, কেহ তাহাদিগের অনুসরণ করিতেছে কিনা।"

সিংহেরা সাধারণতঃ একাকী ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিলেও সময়ে সময়ে ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক সময়ে দেখা যায় বৃদ্ধ সিংহ-যুগল ৪।৫টী পূর্ণবয়স্ক সন্তান সমভিব্যাহারে অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। কখন কখন সিংহেরা মিলিত হইয়া পরামর্শ করিয়া একত্র শিকারের অন্বেষণে বহির্গত হয়। সময়ে সময়ে শিকার লইয়া ইহাদিগের মধ্যে ঘোরতর কলহ উপস্থিত হয়, এমন কি কখন কখন তাহারা মারামারি করিয়া মারা পড়ে। এণ্ডারসন সাহেব লিখিয়াছেন, একবার একটী মৃত হরিণ লইয়া একটী বুভুক্ষু সিংহদম্পতী পরস্পর বিবাদ করে, কারণ সেই হরিণশবে তাহাদিগের উভয়ের ক্ষুধানিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অবশেষে সিংহ অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সিংহীকে বধ করে এবং অবলীলাক্রমে তাহাকে ভক্ষণ করে। বৃদ্ধ সিংহের দন্ত সকল দুর্ব্বল হইলে, তাহারা মনুষ্যের দেহ ভক্ষণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। তখন আর তাহারা বনে পশ্বাদি শিকার করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে না, অগত্যা রজনীযোগে মনুষ্যের বাস-পল্লীতে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত ব্যক্তিকে সহসা পৃষ্ঠোপরি বহন করিয়া লইয়া যায়।

সিংহ, চিতাবাঘের ন্যায় গাছে উঠিতে পারে না। তাহারা প্রধানতঃ গিরিগহ্বরে বাস করিয়া থাকে।

ইংলণ্ডে দুইবার সিংহ ও ব্যাঘ্রীর সংযোগে শাবক উৎপন্ন হইয়াছিল। শাবকগুলি অতি শৈশবে মারা যায়। তাহাদিগের দেহের বর্ণ সিংহের অপেক্ষা অধিকতর উজ্জ্বল এবং অন্যান্য সিংহের অপেক্ষা তাহাদিগের শরীরের রেখা সকল অধিক সুস্পষ্ট।

বাঘ, চিতা, তরক্ষু, দ্বীপী, বিড়াল প্রভৃতি মাংসভুক্ প্রাণিগণ সকলেই সিংহ জাতীয়। এই জাতির বৈজ্ঞানিক নাম Filide. সিংহের শরীরের আকৃতি বাঘ ও বিড়ালের ন্যায়, তবে অনেক প্রভেদ আছে। বিড়ালের দাঁত ২৮টী; কিন্তু সিংহের ৩০টী। ছেদনদন্ত উপরে ৬টী, নিম্নে ৬টী; ধারাল দাঁত উপরের দুইপার্শ্বে ২টী ও নিম্নের দুইপার্শ্বে ২টী; কসের দাঁত উপরের দুই পার্শ্বে ৪টী করিয়া ৮টী এবং নিম্নের দুইধারে ৩টী করিয়া ৬টী; সর্ব্বশুদ্ধ সিংহের এই ৩০টী দন্ত। বাঘের চক্ষুর মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ বসা এবং কিছু বাঁকা, কিন্তু সিংহের চক্ষুর মাঝখান চেপ্টা। বাঘের মাথার খুলি চাপা, কিন্তু সিংহের খুলি পশ্চাদ্ভাগে খানিকটা বাড়িয়া গিয়াছে। সিংহের লাঙ্গুলের গোড়ায় এক গোছা হাড় আছে। যখন তাহাকে আক্রমণ করে, তখন সিংহ আপনাকে উত্তেজিত করিবার জন্য প্রথমে এই লেজের গোছা ভূমিতে আঘাত করিতে থাকে। পরে সেই লেজের পট্ পট্ শব্দে উত্তেজিত হইয়া, সমস্ত বনভূমি কম্পিত করিয়া গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে

আততায়ীকে আক্রমণ করে। সিংহের কটী অতিক্ষীণ। কেশর ইহার বিশেষ অলঙ্কার। এই কেশর আছে বলিয়াই ইহাকে এত সুশ্রী, সুন্দর ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দেখায়। কেশর না থাকিলে, সিংহকে পশুরাজ বলিয়া মনে হইত না। সিংহ যখন রাগান্বিত হয়, তখন তাহার কেশর ফুলিয়া উঠে। সিংহের সেই ক্রোধ-দীপ্ত মূর্ত্তি এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য।

সিংহী এককালে তিন চারিটী শাবক প্রসব করে। নবজাত শাবকের চোখ ফোটে না; দশ পনের দিন পরে ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। সিংহের ক্ষমতা সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। বিড়াল যেমন ইন্দুরকে অনায়াসে মুখে করিয়া লইয়া যায়, তেমনি সিংহও বড় বড় বলদ ও মহিষাদি শিকার করিয়া আপনার পৃষ্ঠ-দেশে স্থাপনপূর্ব্বক অবলীলাক্রমে দ্রুতবেগে ৫।৭ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিতে পারে। ইহাতে সিংহ কিছুমাত্র কষ্ট বোধ করে না।

কতশত য়ুরোপীয় শিকারী আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়া প্রাণ হারাইয়াছেন। কমিং নামে একজন ইংরাজ শিকারী দক্ষিণ আফ্রিকায় সিংহ শিকার করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত একটী সিংহের গল্প নিম্নে লিখিত হইল—

'আমরা ৩টা গণ্ডার মারিয়া একটী প্রস্রবণের ধারে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। রাত্রি হইলে আমি জলের ধারে নামিয়া আসিলাম। একটু পরে দেখি, মৃত গণ্ডারের চারিদিকে দলে দলে বন্যপশু আসিয়া জমা হইতেছে। আমি ভাবিলাম, তাহা হইলে হিংস্র জন্তুরাও শীঘ্র এই স্থানে সমবেত হইবে। সেই জন্য বিলম্ব না করিয়া, আমার কম্বল, বালিস ও বন্দুক একটা গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া দিলাম। তাহার পর ধীরে ধীরে জন্তুগুলিকে দেখিতে লাগিলাম। তখন বেশ জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম ছয়টা বড় বড় সিংহ, ১০।১২টা হায়না এবং ২০।২৫টা শিয়াল গণ্ডারের চারিদিক্ ঘেরিয়া রহিয়াছে। সিংহ কয়টা নিরাপদে মৃত গণ্ডার আহার করিতে বসিয়াছে; তাহারা খাদ্য লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছে না; কিন্তু খাইবার সময় হায়নায় ও শিয়ালে ঝগড়া লাগিয়াছে, তাহারা পরস্পরের মুখ হইতে খাদ্য কাড়াকাড়ি করিতেছে। হায়না-গুলা সিংহকে ভয় করিয়া সশঙ্কিতচিত্তে ভোজন করিতেছিল না, কিন্তু তাহাদিগের তেমন সামর্থ্যও ছিল না যে, সিংহের আহারে বাধা দিবে, সিংহেরা এইরূপে গণ্ডারমাংসে উদর পূর্ণ করিয়া ধীর পাদবিক্ষেপে বন মধ্যে চলিয়া গেল।'

ভারতের সিংহ প্রধানতঃ দুই প্রকার সৌরাষ্ট্র ও বঙ্গীয়। কেহ কেহ বলেন, সৌরাষ্ট্র বা গুজরাটী সিংহের কেশর জন্মায় না, কিন্তু ইহা ভুল ধারণা; কারণ কেশরযুক্ত অনেক গুজরাটী সিংহ ধৃত হইয়াছে। কিছু অধিক বয়স না হইলে গুজরাটী সিংহের কেশর বাহির হয় না এবং কেশরবিশিষ্ট হইলেও ইহারা আফ্রিকার সিংহের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

যদিও বঙ্গদেশে এখন আর সিংহ দেখা যায় না, কিন্তু এক সময়ে সুন্দরবন প্রভৃতি জঙ্গলে সিংহের বসবাস ছিল, ইহা হইতে বঙ্গীয় সিংহ নামক দ্বিতীয় প্রকার সিংহের নামোৎপত্তি হইয়াছে। এই সিংহের বর্ণ মৃগের ন্যায় এবং ইহাদিগের কেশর ফিকা হরিদ্রা বর্ণের। আফ্রিকার সিংহের ন্যায় ইহাদের গাম্ভীর্য্য নাই, কিন্তু বলবিক্রমে ইহারা আফ্রিকার সিংহের তুল্য। ইহাদিগের কেশর না উঠিলে, ইহাদিগকে ব্যাঘ্র বলিয়া ভ্রম হয়। ইহারা আজকাল সিন্ধুদেশে, রাজপুতনায় ও গোয়ালিয়ার রাজ্যে গ্রীষ্মকালে দেখা দেয়।

ভারতবর্ষ হইতে, শুধু ভারতবর্ষ নহে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতেও, সিংহের বংশ ক্রমশঃ নির্ম্মূল হইয়া আসিতেছে। যে সকল স্থানে পূর্ব্বে শত শত সিংহ বাস করিত, এখন সে সকল স্থানে একটিও সিংহ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই অনেকে মনে করেন যে, যেমন ম্যামথ প্রভৃতি পশু পৃথিবী হইতে একেবারে লোপ পাইয়াছে, সেইরূপ সিংহও দুই এক শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে।

সিংহকে গৃহে লালন পালন করিলে, ইহা ঠিক বিড়ালের ন্যায় পোষ মানে। সিংহের চর্ব্বি বাতরোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

ভাবপ্রকাশের মতে সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জন্তু গুহাশয় নামে বর্ণিত। মাংসগুণ—বাতহর, গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারক, নিত্য ও গুহ্যরোগীর পক্ষে বিশেষ হিতকর। (ভাবপ্রকাশ)

পদান্তে এই শব্দ শ্রেষ্ঠার্থবাচক, অর্থাৎ পদের শেষে এই শব্দ থাকিলে শ্রেষ্ঠ অর্থ বুঝায়। পুরুষসিংহ, পুরুষশ্রেষ্ঠ এইরূপ অর্থ বুঝাইল। পুরুষসিংহ স্থলে উপমিত কর্ম্মধারয় সমাস হইবে, 'পুরুষঃ সিংহ ইব' এইরূপ সমাসবাক্য করিতে হইবে।

২ অর্হৎ দিগের ধ্বজ। (হেম) ৩ রক্তশিগ্রু, রক্ত সজিনা। (রাজনি°) ৪ বকুল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) ৫ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত পঞ্চম রাশি, সিংহরাশি। রাশিচক্রের মধ্যে এই রাশি পঞ্চম। সিংহরাশি, পর্য্যায়—লেয়। (সংক্ষুতামুক্তা°) এই রাশির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সিংহ, এই জন্য এই রাশির নাম সিংহ হইয়াছে। "মঘা পূ উ এক সিংহঃ" (জ্যোতিষ) সওয়া দুইটী নক্ষত্রে এক একটী রাশি হয়। মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী ও উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের এক পাদ পর্য্যন্ত এই রাশি হয়। এই রাশি ওজ, বিষম, স্থির, ক্রূর, পুরুষ, অগ্নিরাশি, শীর্ষোদয়, পুণ্য, দিনবলী, ধূম্রবর্ণ,

রবির ক্ষেত্র, কেতুর মূল ত্রিকোণ, পূর্ব্বদিক্ স্বামী, পর্ব্বত, বন, দুর্গ, গুহা, ব্যাধ, অবনী, দুর্গমস্থান, এই সকল স্থানে বিচরণকারী, ক্ষত্রিয়বর্ণ, মহাশব্দ, অল্পসন্তান, অল্পস্ত্রীসঙ্গ, এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক মাংস ও বনপ্রিয়, কুটুম্বকার্য্যরত, ভূপতি-লব্ধধনবান্ সিংহ তুল্য মুখবিশিষ্ট, স্থিতিমান্, সিংহের ন্যায় গম্ভীরপ্রকৃতি, অল্পভাষী, নির্লজ্জ, লোভী, পরদাররত, ক্রোধী, সুহৃদ্‌যুক্ত, আমোদী, দুঃখসহনশীল, হতশত্রু, বিখ্যাত, কৃষ্যাদি কার্য্য দ্বারা ধনবান্, নানা কার্য্যে ব্যাপৃত, অধিক ব্যয়শীল, বেশ্যা ও নটীপ্রিয় হয়।

সিংহরাশির ইহাই সাধারণ ফল। জাতক যদি এই রাশিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং এই রাশিতে যদি কোন গ্রহের যোগ বা অন্য গ্রহের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্তফল সফল হইয়া থাকে। গ্রহগণের দৃষ্টি বা যোগে ফলের কিছু ইতর বিশেষ হইয়া থাকে, কারণ রাশির সাধারণ ফল এবং গ্রহগণের অবস্থিতি জন্য ফল ও গ্রহের দৃষ্টিজ ফল এই সকল একত্র মিশ্রিত হইয়া ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ফলনির্ণয় করিতে হইলে রাশির সাধারণ ফল, গ্রহাবস্থানজন্য ফল ও দৃষ্টিফল এই সকল বিশেষরূপে দেখিয়া ফল নিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

রাশি ও লগ্নভিন্ন সিংহরাশিতে যখন সূর্য্য উপস্থিত হয়, সেই কালকে সিংহলগ্ন কহে। 'রাশীনামুদয়ো লগ্নং' রাশিদিগের উদয়ের নাম লগ্ন, উদয় অর্থে সূর্য্য, যখন সেই স্থলে গমন করেন, তখন রাশিদিগের উদয় হয়, তখন তাহারা লগ্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে রাশিতে সূর্য্য উদিত হন, সেই রাশির সপ্তম রাশিতে সূর্য্য অস্তমিত হন, সুতরাং দিনের মধ্যে ৭টী লগ্নের উদয় হয়। এই সকল লগ্নের পরিমাণ আছে, ঐ পরিমাণ-কাল ব্যাপিয়া সূর্য্য ঐ রাশি ভোগ করেন। ইহাই সূর্য্যের দৈনিক গতি। রাত্রিকালেও ঐরূপ সাতটী লগ্নের উদয় হইয়া থাকে। দেশ-ভেদে লগ্নমানেরও কিঞ্চিৎ ন্যূনাধিক আছে। এই লগ্নমানের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

কলিকাতা, মেদিনীপুর এবং তাহার সমান রেখার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশে অয়নাংশ শোধিত বিশুদ্ধ সিংহলগ্নমান ৫ দণ্ড, ৩২ পল ও ৫১ বিপল। নবদ্বীপ, ঢাকা, বর্দ্ধমান এবং তৎ-সমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৩।২২।

মুর্শিদাবাদ ও তৎসমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫.৩৩।৩৩।

চট্টগ্রাম ও তাহার পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।২৯।৪০।
রঙ্গপুর ও তাহার সমান পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহমান ৫।৩৬।৩১।

কোচবিহার ও তৎসমসূত্রবর্ত্তী পূর্ব্বপশ্চিমস্থ দেশের সিংহ-মান ৫।৪১।৪৭।

ইহাই অয়নাংশশোধিত লগ্নমান। প্রত্যেক লগ্নেরই এই রূপ মান আছে। সূর্য্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে উদিত হন, এবং মেষমান কাল এক মাস ধরিয়া ভোগ করেন। ঐ কাল ভোগ করিয়া পরবর্ত্তী মাসে তাহার পর রাশিতে গমন করেন। এই রূপে ভাদ্র মাসে সিংহ রাশিতে সূর্য্য উদিত হইয়া থাকেন এবং সমস্ত ভাদ্র মাসই উক্ত রাশি ভোগ করেন।

এই লগ্নের হোরা, দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ বিভাগ আছে। লগ্নমান ৫।৩২।৫১, হোরা ২.৪৬।২৫।৩০, দ্রেক্কাণ ১।৫০।৫৭, নবাংশ ৩৬।৫৯, দ্বাদশাংশ ৫।২৭।৪৪।১৫, ত্রিংশাংশ ০।১১।৫।৪২। এই সকলের আবার ভিন্ন ভিন্ন অধিপতি আছে, সেই সকল অধিপতি দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়।

এই সিংহলগ্নে যদি জাতক জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই জাতক ভোগী, শত্রুবিমর্দ্দক, স্বল্পোদর, অল্প পুত্র, গজ-বিক্রম ও উৎসাহযুক্ত হইয়া থাকে।

"সিংহলগ্নে সমুদ্ভূতো ভোগী শত্রুবিমর্দ্দনঃ।
স্বল্পোদরোঽল্পপুত্রশ্চ সোৎসাহী গজবিক্রমঃ॥"

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

ইহাও লগ্নের সাধারণ ফল। এই লগ্ন এবং ইহার হোরা দ্রেক্কাণ প্রভৃতি ষড়্‌বর্গ ও তাহাতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থিতি করিলে কিরূপ ফল হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় পর্য্যালোচিত হইল।

লগ্নের অর্দ্ধাংশের নাম হোরা। জাতক যদি সিংহলগ্নের প্রথম হোরায় জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে জাতক রক্তাস্তচক্ষু, প্রগল্‌ভ, গম্ভীরপ্রকৃতি, আয়তদৃষ্টি, ক্রূরস্বভাব ও স্থিরসত্ত্ব হইয়া থাকে। সিংহের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম হইলে স্ত্রী ও মিষ্টপান ভোজনেচ্ছু, বহুচেষ্টান্বিত, কঠিনাঙ্গ, দাতা, অল্প সন্ততিযুক্ত, ভোগী ও স্থিরমিত্র হয়। সিংহের দ্রেক্কাণফল—সিংহের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে দাতা, ঘাতক, সর্ব্বদা বিজয়েচ্ছু, বহুধনসম্পন্ন, রমণীর বল্লভ, গুরুরাজসেবক এবং সহিষ্ণু হয়। দ্বিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে সুকবি, কামী, দাতা, স্থিরস্বভাব, উত্তমশরীর, ভূষণেচ্ছু, সুখভোগী, শুভকর্ম্মকারী ও বিশালবুদ্ধি হয়। তৃতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে পরধনহরণে লোভী, শুষ্কশরীর, মহামতি, ধূর্ত্ত, ক্ষীণ ও দীর্ঘ দেহযুক্ত ও অনেক সন্ততিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

সিংহের নবাংশফল—সিংহের প্রথম নবাংশে জন্ম হইলে অপকৃষ্টউদর, অত্যুগ্র, বক্তা, অলসস্বভাব, শিরাবৃহৎ ও স্থূল শরীর-সম্পন্ন হইয়া বিশালবক্ষঃ হইয়া থাকে। দ্বিতীয় নবাংশে ললাটদেশ উন্নত ও বিস্তৃত, চতুর, সুন্দরশরীর, বিশালনেত্র, গুরুভাবাপন্ন, দীর্ঘভুজ, উন্নতবক্ষঃ, স্থূল ও উগ্র নাসিকাযুক্ত হয়। তৃতীয় নবাংশে রোমাবৃত, দীর্ঘবাহুসম্পন্ন, চঞ্চললোচন, চপল, ত্যাগশীল, উন্নত-

নাসা স্নিগ্ধশরীর ও বাহু আচারবিশিষ্ট হয়। চতুর্থ নবাংশে জন্ম হইলে গৌরবর্ণ, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণলোচন, মৃদুকেশ, কর ও পাদ স্থূল, ভেকের ন্যায় উদর ও অস্ফুটশব্দ, পঞ্চম নবাংশে ঘটের ন্যায় মস্তকবিশিষ্ট, অল্পকেশযুক্ত, চক্ষু ও নাসা কৃষ্ণবর্ণ, সুরুচিরদেহ, লম্বোদর, হৃদয় ও কটিদেশ স্থূল, ষষ্ঠ নবাংশে শ্যামবর্ণ, স্ত্রীচতুর, বৃথা গর্ব্বিত ও বাক্‌পণ্ডিত, সপ্তম নবাংশে পীনতনু, স্ত্রীদুর্ভাগ্যযুক্ত, কৃষ্ণবর্ণ, মিথ্যাবাদী ও নিষ্ঠুরভাষী, অষ্টম নবাংশে ভীরু, নিন্দিতকার্য্যকারী, ধনহীন, কৃষ্ণবর্ণ ও তীক্ষ্ণ, নবম নবাংশে জন্ম হইলে, গর্দ্দভের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, ও কৃষ্ণবর্ণচক্ষু হইয়া থাকে। সিংহের দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ফল তদধিপতি গ্রহদ্বারা হইয়া থাকে সুতরাং সেই সকল অধিপতি গ্রহ দ্বারা ফল নিরূপণ করিবে।

সিংহরাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ থাকিলে উক্ত রূপ ফল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ রবিফল—সিংহরাশিতে যদি রবি গ্রহ থাকে, তাহা হইলে শত্রুহন্তা, ক্রোধপরায়ণ, বিশিষ্টচেষ্টাসম্পন্ন, বন, পর্ব্বত ও দুর্গ বিচরণকারী, উৎসাহসম্পন্ন, শূর, তেজস্বী, অতি মাংসপ্রিয়, উগ্র, গম্ভীর, রাজপালিত, ধনী ও বিখ্যাত হয়।

ঐ রবি যদি চন্দ্র কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে মেধাবী, উত্তমস্ত্রীযুক্ত, কফরোগী ও রাজপ্রিয়, মঙ্গল কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে পরদাররত, শূর, প্রগল্‌ভ, সাহসী, উগ্র ও প্রধান, বুধ দেখিলে বিদ্বান্‌, ধূর্ত্ত, সেবাপরায়ণ, পরাক্রমহীন ও অল্পসত্ত্ব, বৃহস্পতি দেখিলে দেবতা, উদ্যান ও তড়াগকর্ত্তা, অধিকসত্ত্বগুণসম্পন্ন, যজনশীল ও বুদ্ধিমান্‌, শুক্র দেখিলে, অর্শ ও কুষ্ঠরোগী, নির্দ্দয় ও লজ্জাহীন, শনি দেখিলে কার্য্যবিনাশক, দুষ্টাচার ও পরপীড়ক হয়।

সিংহরাশিতে রবি থাকিয়া উক্ত গ্রহগণ কর্ত্তৃক পূর্ণ ঈক্ষিত হইলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে জানিতে হইবে, পাদ, অর্দ্ধ ও ত্রিপাদ দৃষ্টি স্থলে ফলেরও ঐরূপ ন্যূনতা হইবে।

সিংহস্থ চন্দ্রফল—সিংহরাশিতে চন্দ্রগ্রহ অবস্থান করিলে স্থূলাস্থিবিশিষ্ট, পৃথুলবদন, নয়ন পিঙ্গলবর্ণ, স্ত্রীদ্বেষী, ক্ষুধা ও পিপাসাতুর, জঠর ও মুখরোগে পীড়িত, মাংসপ্রিয়, দাতা, উগ্রস্বভাব, অল্পসন্ততি, বনপ্রিয়, মাতার বশীভূত, সুন্দরবক্তা, বিক্রমশীল, অকার্য্যক্রোধী, ও সুক্ষ্মদৃষ্টি হইয়া থাকে। ঐ সিংহরাশিস্থিত চন্দ্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে নৃপতির ন্যায় ধনী, পুত্রহীন, উৎকৃষ্টগুণসম্পন্ন, প্রভু, ধীরপ্রকৃতি, পাপরত, ও বিখ্যাত হয়। ঐ রবিকে মঙ্গল দেখিলে, সেনানায়ক, অতিশয় উগ্রস্বভাব, স্ত্রী, পুত্র ও ধনসম্পন্ন, বাহনযুক্ত, উৎকৃষ্ট স্বভাব, বুধ দেখিলে স্ত্রীস্বভাব, স্ত্রীবশীভূত, যুবতীসেবী, ধন, সুখ ও উত্তমভোগী, বৃহস্পতি দেখিলে কুলানুরূপ পুত্রের উৎপাদক, অশেষ শাস্ত্রবিদ্‌ ও নৃপতুল্য, শুক্র দেখিলে স্ত্রৈণ এবং সুরতবিধিজ্ঞ, শনি দেখিলে কৃষিকর্ম্মকারী, ধনহীন, অনৃতবাদী, ও সুখহীন হইয়া থাকে।

সিংহস্থ মঙ্গলফল—সিংহরাশিতে মঙ্গল থাকিলে অসহনশীল, উগ্রপ্রকৃতি, শূর, শত্রুঘাতক, সঞ্চয়শীল, বনভ্রমণরত, গোপালক, মাংসপ্রিয়, ব্যাঘ্র, সর্প ও পশুঘাতক, পুত্ররহিত, সৌভাগ্যহীন, সত্যবাদী এবং তাহার প্রথমা স্ত্রীর নাশ হইয়া থাকে। এই সিংহরাশিস্থ মঙ্গল যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রণত জনের হিতকারী, সর্ব্বদা আত্মীয় ও বন্ধুবিশিষ্ট, উগ্রপ্রকৃতি, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণশীল হয়। ঐ মঙ্গলকে চন্দ্র দেখিলে, মাতার অশুভ হয়, এবং ঐ জাতক মতিমান্‌, দৃঢ়শরীর, বিপুলকীর্ত্তিশালী ও স্ত্রীধনসম্পন্ন, বুধ দেখিলে বহুবিধ শিল্পকর্ম্মকারী, লোভী, কাব্যকলানিপুণ, বিষমস্বভাব ও অতিশয় দক্ষ, বৃহস্পতি দেখিলে সর্ব্বদা নৃপতিসমীপবর্ত্তী, রাজপণ্ডিত, অতিশয় বুদ্ধিমান্‌ ও মনুজাধিপতি, শুক্র দেখিলে বিবিধস্ত্রীভোগযুক্ত ও স্ত্রীপ্রিয়, শনি দেখিলে বৃদ্ধের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, ধনহীন ও পরগৃহভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

সিংহস্থ বুধফল—সিংহরাশিতে বুধ থাকিলে জ্ঞান ও কলাপরিহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, ধনবান্‌, সহোদরদ্বেষী, স্ত্রীদ্বারা দুঃখভাগী, অস্বাধীন, জঘন্য কর্ম্মকারী, ভৃত্য, সন্ততিবিহীন, স্বীয় কুলের বিরুদ্ধকার্য্যকর এবং লোকাভিরাম হইয়া থাকে।

ঐ বুধ সিংহরাশিতে থাকিয়া রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে শৌর্য্যসম্পন্ন, ধন ও গুণযুক্ত, হিংস্র, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, চঞ্চলস্বভাব ও লজ্জাহীন হয়। ঐ বুধকে চন্দ্র দেখিলে অতি রূপবান্‌, চঞ্চল, কাব্যকলা, গীত ও নৃত্যরত, বলবান্‌ ও সুশীল, মঙ্গল দেখিলে নীচপ্রকৃতি, দুঃখার্ত্ত, বিক্ষতদেহ, পুরুষত্বহীন, ও কুরূপ, বৃহস্পতি দেখিলে সুকুমারমূর্ত্তি, পণ্ডিত, অজেয়, প্রভু, বিখ্যাত ও বাহনযুক্ত, শুক্র দেখিলে অতি রূপবান্‌, প্রিয়ংবদ, বাহনযুক্ত, বীর ও রাজমন্ত্রী এবং শনি দেখিলে ব্যাধিযুক্ত, অতি কদাকার, দুঃখিত ও সুখ বর্জ্জিত হয়।

সিংহস্থ গুরুফল—সিংহরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে স্থির, বৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রকৃতি, আত্মীয় স্বজনের প্রতি বিশেষ স্নেহযুক্ত, বিদ্বান্‌, সুন্দর, শিল্পকার্য্যকারী, নরপালক, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, দুর্গ, পর্ব্বত ও অরণ্যবিচরণকারী হয়।

ঐ সিংহরাশিস্থিত বৃহস্পতি যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে লোকপ্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি বা নৃপতিতুল্য ও সুন্দরস্বভাব হয়। ঐ বৃহস্পতিকে চন্দ্র দেখিলে অত্যন্ত মলিনদেহ, স্ত্রীভাগ্যে ধনবান্‌, অতিশূর ও জিতেন্দ্রিয়, মঙ্গল দেখিলে সাধু ও গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, বিশিষ্ট কর্ম্মযুক্ত, শ্রেষ্ঠ, অতিশয়

নিপুণ, শুদ্ধদেহ, শূর ও ক্রূরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে বিজ্ঞানবিৎ, শিল্পনিপুণ, বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ, শুক্র দেখিলে স্ত্রীপ্রিয়, সর্ব্বদা নৃপতিসৎকারে সৎকৃত, মহাসত্ত্বসম্পন্ন ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে মধুর বাক্যকথনশীল, সুখরহিত, তীক্ষ্ণস্বভাব, দেবপত্নীসদৃশ-পত্নীযুক্ত ও ভোক্তা হয়।

সিংহস্থ শুক্রফল—সিংহরাশিতে শুক্র থাকিলে যুবতীর উপাসনা দ্বারা সুখ, ধন ও আমোদযুক্ত, অল্পবল, দুঃখী, পরোপকারী, গুরু, দ্বিজ ও আচার্য্যের পোষণে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

ঐ সিংহরাশিস্থিত শুক্র যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে ঈর্ষাযুক্ত, কন্যাপ্রিয়, কামুক, ও স্ত্রীধনে ধনবান্ হইয়া থাকে। ঐ শুক্রকে চন্দ্র দেখিলে, মাতার সপত্নীকারক, যুবতী স্ত্রীজন্য দুঃখভাগী, ধনবান্ ও সুবুদ্ধি, মঙ্গল দেখিলে রাজপুরুষ, বিখ্যাত, যুবতীকার্য্যপ্রিয়, ধনী, উত্তম ভাগ্যযুক্ত, ও পরদাররত, বুধ দেখিলে, স্ত্রীলোলুপ, পরদারপরায়ণ, শূর, শঠ, মিথ্যাবাদী ও ধনবান্, বৃহস্পতি দেখিলে বাহন, ধন ও ভৃত্যযুক্ত এবং অনেক স্ত্রীসম্পন্ন; শনি দেখিলে নৃপতি বা রাজতুল্য বিখ্যাত, কোষ ও বাহনসম্পন্ন, রণাপতি, সুরূপ এবং দুই পুত্রান্বিত হইয়া থাকে।

সিংহরাশিস্থ শনিফল—সিংহ রাশিতে শনিগ্রহ থাকিলে পুরাণ-বেত্তা, দুঃশীল, বিগহিতাচার, স্ত্রীবিজিত, বেতনভুক্, হর্ষহীন, সর্ব্বদা নীচ ক্রিয়ারত, ভ্রমণশীল, চিন্তা এবং পথশ্রম-জন্য দুঃখে দুঃখী হয়।

শনি সিংহরাশিতে থাকিয়া যদি রবি কর্ত্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে, ধন ও সুখহীন, অনার্য্যভাবসম্পন্ন, মিথ্যাবাদী, মদ্যাদি পানে আশক্ত, কৃশদেহ, ও অতিশয় দুঃখী হইয়া থাকে।

ঐ শনিকে চন্দ্র দেখিলে ধনবান্, যুবতীপ্রিয়, বিপুলকীর্ত্তি ও নৃপতির প্রিয়, মঙ্গল দেখিলে প্রতিদিন ভ্রমণশীল, পাপী, চোর, গিরি ও দুর্গস্থাননিবাসী, ক্ষুদ্রপ্রকৃতি, ভার্য্যা ও পুত্র-বিহীন, বুধ দেখিলে কফরোগী, ধনহীন, অলস, স্ত্রীকর্ম্মকারী, মলিন দেহ ও দীন, বৃহস্পতি দেখিলে গ্রাম ও পুরবৃন্দের অগ্রণী, পুত্রবান্, বিশ্বাসী ও সুশীল, যুবতীদ্বেষী, পরুষভাষী, সুখী, ধনী ও শান্তপ্রকৃতি হইয়া থাকে।

সিংহরাশি, সিংহলগ্ন এবং এই সিংহ রাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ অবস্থান বা তাহাদের দৃষ্টি থাকিলে উক্তরূপ ফল হইয়া থাকে। কোষ্ঠীর ফলবিচারকালে এই সকল বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া ফলনিরূপণ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সিংহকেতু (পুং) বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহকেলি (পুং) সিংহস্যেব কেলির্যস্য। মঞ্জুঘোষ, জিন বিশেষ। (ত্রি) ২ সিংহের ক্রীড়া, সিংহের খেলা।

সিংহকেশর (পুং) সিংহস্যেব কেশরো যস্য। ১ বকুল। (ত্রিকা°) ২ সিংহের জটা।

সিংহকেশরিন্ (পুং) রাজভেদ।

সিংহকেশি (পুং) রাজভেদ।

সিংহগড়, বোম্বাই প্রদেশে পুণা জেলার মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন পার্ব্বত্য দুর্গ। এই দুর্গ পুণানগরীর দক্ষিণপশ্চিম দিকে ১১ মাইল দূরে, সিংহগড়-ভুলেশ্বর নামক পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চ শিখরের উপরে অবস্থিত। এই গিরিশৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৩২২ ফিট্ এবং সন্নিকটস্থ সমতল ভূমি হইতে ২৩০০ ফিট্ উচ্চ। সিংহগড়ের উত্তর ও দক্ষিণাংশ দুর্গম পর্ব্বতবেষ্টিত, এই পর্ব্বত প্রায় অর্দ্ধমাইল খাড়াভাবে উর্দ্ধে উঠিয়াছে। দুইটী মাত্র তোরণের মধ্য দিয়া দুর্গে গমন করিতে পারা যায়। একটীর নাম পুণা ও অপরটীর নাম কল্যাণদ্বার। প্রায় দুইমাইল স্থান যুড়িয়া দুর্গের চারিদিকে সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরবেষ্টিত। এই প্রাচীরের মধ্যে অনেক গুলি গম্বুজ আছে। যুদ্ধের সময়ে এই সকল গম্বুজ হইতে শত্রুপক্ষের উপর অস্ত্রাদি নিক্ষিপ্ত হইত। দুর্গের উত্তরাংশ অতিশয় দৃঢ় ও মজবুত, কিন্তু দক্ষিণাংশ তাদৃশ দৃঢ় নয় বলিয়া, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। দুর্গের প্রাচীরবেষ্টিত ত্রিকোণ ভূমিখণ্ডের মধ্যে আজকাল অনেক গুলি বাঙ্গলা নির্ম্মিত হইয়াছে। পুণার ইংরাজ কর্ম্মচারীগণ গ্রীষ্মকালে সুস্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত এই সকল বাঙ্গলায় বাস করেন।

পূর্ব্বে এই দুর্গ কোন্‌বান নামে পরিচিত ছিল। তৎপরে ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবীর ছত্রপতি শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করিয়া ইহার সিংহগড় নাম দেন। ১৩৪০ খৃঃ অব্দে দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ তোগলক সিংহগড় আক্রমণ করেন। তৎপরে ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে আহ্মদনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শিবনের জয় করিলে, এই দুর্গ তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর ১৬৪৭ খৃষ্টাব্দে সিংহগড়ের রক্ষাকর্ত্তাকে বশীভূত করিয়া, শিবাজী এই দুর্গ অধিকার করেন। শিবাজীর সময়েই ইহা সিংহগড় নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সেনাপতি শায়েস্তা খাঁ সসৈন্যে পুণা আক্রমণ করিলে, শিবাজী সিংহগড়ে পলায়ন করেন এবং এই সিংহগড় হইতেই তিনি পুণায় সায়েস্তা খাঁকে সহসা আক্রমণ করেন। ঐতিহাসিক পাঠকগণের নিকট শিবাজী ও সায়েস্তখাঁর যুদ্ধ চিরপরিচিত। [শিবাজী শব্দ দেখ] ১৬৬৫ খৃঃ অব্দে মোগলেরা পুনরায় সিংহগড় আক্রমণ করে এবং শিবাজী তাহাদিগের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৬৭০ খৃঃ অব্দে শিবাজীর প্রসিদ্ধ সেনাপতি তানাজী পুনরায় এই দুর্গ হস্তগত করেন। এই দুর্গ আক্রমণ কালে বীর তানাজী

অসাধারণ ক্ষমতা ও সাহস প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বকাহিনী মহারাষ্ট্রদেশের ইতিহাসে জলন্ত ভাষায় লিখিত রহিয়াছে। অতঃপর অরঙ্গজেব স্বয়ং ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে এই দুর্গ অবরোধ করেন। সাড়ে তিনমাসকাল অবরোধের পর, তিনি এই দুর্গ অধিকার করিতে সমর্থ হন। সিংহগড় নাম পরিবর্ত্তন করিয়া অরঙ্গজেব ইহাকে 'বকিসন্ দাবক্স' (ঈশ্বরের দান) নামে অভিহিত করেন। ১৭০৬ খৃঃ অব্দে মোগলসৈন্য পুণা পরিত্যাগ করিয়া বিজাপুর গমন করিবামাত্র, শাস্তরজী সচিব নামে একজন মারহাট্টা দলপতি সিংহগড় ও অন্যান্য দুর্গ পুনরায় অধিকার করেন। সেই সময় হইতে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহগড় মারহাট্টাদিগের অধীনে ছিল। ১৮১৮ খৃঃ অব্দে জেনারেল প্রিতজ্লার মারহাট্টা-যুদ্ধকালে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ইংরাজের অধিকারে আনয়ন করিয়াছিলেন।

সিংহগিরি (পুং) একজন বিখ্যাত আচার্য্য, মহারাজ বল্লালসেনকে ইনি শৈবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন।

সিংহগিরীশ্বরাচার্য্য (পুং) একজন আচার্য্য। শাঙ্কর সম্প্রদায়ের ৬ষ্ঠ আচার্য্য।

সিংহগুপ্ত (পুং) ১ রাজভেদ। ২ বৈদ্যকগ্রন্থপ্রণেতা বাভটের পিতা।

সিংহগ্রাব (ত্রি) সিংহস্য গ্রীবা ইব গ্রীবা যস্য। সিংহের গ্রীবার ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট।

সিংহঘোষ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহচন্দ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সিংহচিত্রা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, মাষাণী। (বৈদ্যকনি°)

সিংহতল (পুং) সিংহস্যেব তলমত্র। যদ্বা সংহতল পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কৃতাঞ্জলি, করদ্বয়যোজন।

সিংহতা (স্ত্রী) সিংহস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহতাল (পুং) সিংহতল, কৃতাঞ্জলি। (হেম)

সিংহতুণ্ড (পুং) সিংহস্য তুণ্ডমিব পুষ্পমস্য। সেহুণ্ডবৃক্ষ। (রাজনি°) সিংহস্য তুণ্ডমিব তুণ্ডমস্য। ২ মৎস্যবিশেষ। এক প্রকার মাছ। মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য সিংহতুণ্ড নামে অভিহিত। মনুতে লিখিত আছে যে, দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে এই মৎস্যভোজন করিতে পারা যায়।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥" (মনু ৫।১৬)

(স্ত্রী) ৩ সিংহমুখ।

সিংহতুণ্ডক (পুং) সিংহতুণ্ডস্বার্থে। (যাজ্ঞবল্ক্য ১।১৭৭)

সিংহত্ব (ক্লী) সিংহস্য ভাবঃ ত্ব। সিংহের ভাব বা ধর্ম্ম, সিংহের কার্য্য।

সিংহদংষ্ট্র (ত্রি) ১ অসুরভেদ। ২ শবররাজভেদ।

সিংহদত্ত (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহদেব (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১২৩৯)

সিংহদ্বার (ক্লী) সিংহচিহ্নিতং দ্বারমিতি মধ্যপদলোপিকর্ম্মধারয়ঃ। প্রবেশদ্বার, পর্য্যায়—প্রবেশন। (হেম) গৃহে প্রবেশ করিবার যে প্রধান দ্বার তাহাকে সিংহদ্বার কহে।

সিংহধ্বজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

সিংহধ্বনি (পুং) সিংহস্য ধ্বনিঃ। ১ সিংহের শব্দ। ২ সিংহনাদসদৃশ শব্দ। (কুমার ১।৫৭)

সিংহনাদ (পুং) সিংহস্যেব নাদঃ। যোদ্ধৃপুরুষদিগের রণোৎসাহজ শব্দ। যোদ্ধৃপুরুষগণ যুদ্ধস্থলে পরস্পরের উৎসাহের জন্য যে ভয়ানক গর্জ্জন করেন, তাহাই সিংহনাদ নামে কথিত হয়। অমরটীকায় ভরত ইহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন,—"গজযূথদর্শনাৎ তদ্ভঙ্গায় যথা সিংহস্য নাদস্তথা পরবলভঙ্গায় মোৎসাহবিবৃদ্ধয়ে চ যো রাবঃ সঃ" (ভরত) সিংহ, গজযূথ দর্শন করিয়া সেই দল ভাঙ্গিবার জন্য উৎসাহপূর্ব্বক যে গর্জ্জন করে, শত্রুবলভঙ্গের ও উৎসাহবৃদ্ধির জন্য সেই গর্জ্জনের যে শব্দ তাহাই সিংহনাদ। ২ মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।১১০) ৩ সিংহের ধ্বনি, সিংহগর্জ্জন। ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে, তন্মধ্যে ৩, ৫, ৯, ১২ ও ১৩ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। এই ছন্দের নামান্তর কলহংস। (ছন্দোমঞ্জ°)।

সিংহনাদক (পুং) সিংহ ইব নদতীতি নদ-ণ্বুল্। বুক্কার, চলিত শিঙ্গা।

সিংহনাদগুগ্গুলু (পুং) আমবাতরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ৪ সের, কটুতৈলে মর্দ্দিত পুটলিবদ্ধ গুগ্গুলু এক সের, পাকার্থ জল ৯৬ সের। শেষ ২৪ সের। এই কাথজলের সহিত পুটলীস্থিত গুগ্গুলু গুলিয়া পাক করিবে। পাক শেষ হইবার কালে ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, বিড়ঙ্গ, বিছাটীমূল, গুলঞ্চ, চিতামূল, তেউড়ী, দন্তীমূল, চই, ওল, মান, পারদ, ও গন্ধক প্রত্যেকে ৪ তোলা এবং জয়পাল ১০০০ হাজারটী উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া উহাতে নিক্ষেপ করিবে, পরে এই সকল উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া ইহা নামাইতে হইবে। ঔষধের মাত্রা রোগীর অগ্নির বল অনুসারে এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। অনুপান উষ্ণ জল ও উষ্ণ দুগ্ধ। এই ঔষধ সেবন করিলে বাড়বানল সদৃশ অগ্নির বৃদ্ধি হয়; আমবাত, শিরোবাত, সন্ধিবাত, জানু ও জঙ্ঘাশ্রিত বাত, অশ্মরী, মূত্রকৃচ্ছ্র, তিমির, উদরী, অম্লপিত্ত, কুষ্ঠ, ও প্রমেহ প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। আমবাতরোগাধিকারে ইহা একটি উৎকৃষ্ট প্রত্যক্ষফলপ্রদ ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিংহনাদনাদিন্ (পুং) বোধিসত্বভেদ।

সিংহনাদলোকেশ্বর, তান্ত্রিক বৌদ্ধগণের পূজিত বোধিসত্বভেদ।

সিংহনাদিকা (স্ত্রী) সিংহমপি নাদয়তীতি নদ-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপি অত ইত্বং। দুরালভা। (শব্দচ°)

সিংহনাদিন্ (পুং) মারপুত্রভেদ। (ললিতবি°) সিংহ ইব নদতি নদ-ণিনি। (ত্রি) ২ সিংহের ন্যায় নাদকারী, সিংহের ন্যায় গর্জ্জনকারী। ৩ সিংহনাদকারী।

সিংহপন্থী, ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ।

সিংহপত্রা (স্ত্রী) মাষপর্ণী, চলিত মাষাণী।

সিংহপরাক্রম (পুং) সিংহ ইব পরাক্রমঃ। সিংহের ন্যায় পরাক্রম। (ত্রি) সিংহ ইব পরাক্রমো যস্য। সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী।

সিংহপর্ণী (স্ত্রী) সিংহস্য শিগ্রোঃ পর্ণমিব পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। সিংহপর্ণিকা, বাসক। (জটাধর)

সিংহপুচ্ছিকা (স্ত্রী) সিংহপুচ্ছী স্বার্থে কন্। চিত্রপর্ণিকা, চলিত ক্ষুদ্রচাকুলিয়া। (রত্নমালা)

সিংহপুচ্ছী (স্ত্রী) সিংহস্য পুচ্ছ ইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ চিত্রপর্ণিকা। ২ পৃশ্নিপর্ণী। (অমর) ৩ মাষপর্ণী, মাষাণী। (রত্নমালা)

সিংহপুর (ক্লী) ১ সারনাথের নিকটবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখ° ৫৬।৩৩) ২ মগধের মধ্যবর্ত্তী একটী প্রাচীন জনপদ। (জৈন হরি° ৬৩।৪) ৩ মিথিলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। (জৈন হরি° ৩৪) ৪ মহাবংশ বর্ণিত রাঢ় দেশের প্রাচীন রাজধানী।

সিংহপুর (সিংহপুরম্), মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। নাগপুরে আসিবার বাঙ্গারা নামক পথের ধারে বিশেম-কটক হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ৯° ৩′ ১৯″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৪৩′ ১৬″ পূঃ।

সিংহপুষ্পা (স্ত্রী) সিংহস্য পুচ্ছ ইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (রাজনি°)

সিংহপ্রতীক (ত্রি) সিংহাভিমুখে দর্শনযুক্ত।

সিংহবল (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহভট (পুং) অসুরভেদ। (কথাসরিৎসা°)

সিংহভদ্র (পুং) বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

সিংহভূপাল—সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ।

সিংহভূম (সিংহভূমি), বাঙ্গালার ছোটলাট বাহাদুরের শাসনকেন্দ্রভুক্ত একটী জেলা। ছোটনাগপুর বিভাগের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৫৯′ হইতে ২২° ৫৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ২′ হইতে ৮৬° ৫৬′ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৩৭৫৩ বর্গ মাইল।

ইহার উত্তরে লোহারডগা ও মানভূম জেলা, পূর্ব্বে মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণে উড়িষ্যা বিভাগের সামন্ত রাজ্য এবং পশ্চিমে ছোটনাগপুর বিভাগের দেশীয় রাজ্য ও লোহারডগার কতকাংশ। এই জেলার চারিদিকেই শৈলশ্রেণী বিরাজিত, সেই শৈলমালা ধরিয়া এই জেলার সীমানির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; কিন্তু পর্ব্বত গুলি বিশেষ বিশেষ নামে অভিহিত না থাকায় সীমানির্দ্দেশের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। উত্তরাংশে দুইটী গণ্ডশৈলের ব্যবধানে সুবর্ণরেখা নদী প্রায় ১৫ মাইল পথ জেলার সীমারূপে প্রবহমান। ঐরূপে এই নদী জেলার দক্ষিণ সীমার কতক স্থানে প্রবাহিত হইয়া উড়িষ্যান্তর্গত ময়ুরভঞ্জ রাজ্যকে পৃথক্ করিয়াছে। পশ্চিমাংশে কেউঞ্জর রাজ্য হইতে সমুদ্ভূত বৈতরণী নদীও এই জেলার ও কেঁউঞ্জর রাজ্যের সীমারূপে ৮ মাইল পথ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

ইংরাজগবর্মেণ্টের কোলহান বা হো-দেশ নামক সম্পত্তি, ধলভূম পরগণা এবং পোড়াহাট, সরাইকেলা ও খরসোঁয়া নামক দেশীয় রাজ্য লইয়া এই জেলা গঠিত। শেষোক্ত ভূসম্পত্তিত্রয়ের রাজস্ব অধিক না হইলেও, ঐ ভূম্যধিকারী রাজগণ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধে আবদ্ধ। চাইবাসা (চৈবাসা) নগর এখানকার বিচার সদর।

জেলার মধ্যভাগ একটী বিস্তীর্ণ নতোন্নতভূমি। এই প্রান্তর দেশ যেন পূর্ব্ব ভাগের পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে তরঙ্গায়িত হইয়া ক্রমে পশ্চিমের শৈলময় দেশে যাইয়া মিশিয়াছে। দক্ষিণে, উত্তরে এবং জেলার মধ্য ভাগেও গণ্ডশৈলমালা উচ্চ চূড়ে বিরাজিত। এই ক্রমোচ্চনিম্ন পার্ব্বত্য অধিত্যকাপ্রদেশের নিম্ন প্রদেশগুলি স্তবকাকারে কাটিয়া তদ্দেশবাসীরা স্তবকে স্তবকে ধান্যাদি রোপণ করিয়া থাকে। হাজারিবাগ ও লোহারডগা জেলায়ও ঐরূপ চাসবাস হয়। পার্ব্বত্য উপত্যকা প্রদেশগুলি এইরূপ ভাবে কাটিয়া চাসবাসের কারণ এই যে, উচ্চ অধিত্যকা পৃষ্ঠে পতিত বারিধারা একেবারে পর্ব্বতের ঢালুগাত্র বহিয়া নিম্নের অববাহিকা দিয়া নদীতে যাইতে পায় না। এতদ্ব্যতীত তদ্দেশবাসীরা বর্ষাকালে উপরে যে সকল বাঁধ রাখে, ক্ষেত্রাদিতে জলের আবশ্যক হইলে, সময় সময় ঐ সকল বাঁধ হইতে জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ঐ জল নালীমুখে উপরের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে। ঐ প্রথম স্তবক পরিপূর্ণ হইলে জলরাশি আলি ছাপাইয়া দ্বিতীয় ও তৎপরে ক্রমশঃ স্তবক হইতে স্তবকান্তরে আসিয়া সমস্ত ক্ষেত্রকে সমভাবে জলসিক্ত করে।

চাইবাসার পশ্চিমস্থ অঙ্গারবাড়ী শৈলপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বদিকে সুবর্ণরেখাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড সমধিক উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী। এই স্থান বনমালাশূন্য এবং সাধারণতঃ উচ্চ। সুবর্ণরেখাতীরভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০০ ফিট্ উচ্চ হইয়া ক্রমশঃ চাইবাসার নিকটে ৭৫০ ফিট্ উচ্চে পরিণত হইয়াছে। চাসবাস,

মৃত্তিকার উর্ব্বরত্ব এবং প্রাকৃতিক সংস্থান লক্ষ্য করিলে, এই প্রান্তরের সহিত মূল ছোটনাগপুরের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখা যায়।

জেলার দক্ষিণাংশে ৭০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত একটী বিস্তীর্ণ অধিত্যকা ভূমি। উহার সর্ব্বত্রই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩০০ ফিট্ উচ্চ। দক্ষিণদিকের এই উচ্চ ভূমি ক্রমশঃ উন্নত হইয়া কেঁউঞ্ঝর রাজ্যের পর্ব্বতমালায় মিশিয়াছে। পশ্চিমাংশে ছোটনাগপুর-সীমান্তের পার্ব্বত্য প্রদেশ। বনরাজিসমাকীর্ণ বিস্তীর্ণ এই শৈলের নিভৃত কন্দরে অসভ্য কোল জাতির বাস। জাতিবিদ্ কর্ণেল ডালটন্ বলেন, কোলেরা ঐ পার্ব্বত্য ভূমি হইতে ক্রমে সিংহভূমের নিম্ন প্রান্তরে আসিয়া বাস করিয়াছে।

সিংহভূমের উত্তরপশ্চিমে নয়াদা শৈল। ঐ পর্ব্বতের কএকটী প্রশাখা জেলার মধ্যভাগে আসিয়া পড়িয়াছে। উহাদের সর্ব্বোচ্চ শিখরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৯০০ ফিট্ উচ্চ। এতদ্ভিন্ন এখানে পরস্পর বিচ্ছিন্ন কএকটী গণ্ডশৈলও দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে খর্স্যাঁ রাজ্যের অন্তর্গত চৈতনপুর শৈল ২৫২৯ ফিট্, কাপড়-গাদি ১৩৯৮ ফিট্, তুইলিগড় ২৪৯২ ফিট্। এই তুইলিগড় ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া ময়ূরভঞ্জরাজ্যে মেঘাসনি পর্ব্বত নামে প্রখ্যাত হইয়াছে।

জেলার সর্ব্ব দক্ষিণপশ্চিম কোণে গাঙ্গপুররাজ্যের সীমান্ত দেশ "সপ্তশত শৈলের সারণ্ড" নামে বিখ্যাত; এই পর্ব্বতে একটী সুবিস্তৃত পার্ব্বত্য অধিত্যকা দৃষ্ট হয়। বনভূমে নরজাতির সমাগম নাই, কেবল দুই একটী সুগভীর উপত্যকায় দুচারি ঘর বন্য জাতির বাস আছে। উহাদের অধিকাংশই কোল, উহারা মূল শাখা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিতেছে।

উপরে যে বিস্তৃত অধিত্যকা ভূমির বিষয় বিবৃত হইল, তাহা কতকগুলি শৈলের একত্র সংযোগ মাত্র। উহাদের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কোন নাম নাই, তদ্দেশবাসীরা একযোগে ঐ পর্ব্বতসমষ্টিকে "সপ্ত শত শৈলের সারণ্ড" বলিয়া থাকে। উহার সকল শৈলগুলিই সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে সাধারণতঃ ৩৫০০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতসঙ্ঘের একটী শাখা চাঁইবাসার অভিমুখে আসিয়াছে। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর অঙ্গার নামে প্রসিদ্ধ ও সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১৩৭ ফিট্ উচ্চ।

সিংহভূমে যতগুলি পর্ব্বতমালা আছে, তাহার সকলগুলিই কোণাকার ও চূড়াবলম্বী। উহার গাত্রগুলি চোঁচাল, অর্থাৎ এত খাড়াভাবে ঢালু যে সহজে তাহাতে আরোহণ করা যায় না। পর্ব্বতগুলি সাধারণতঃই বনমালাসমাচ্ছাদিত। কেবল জেলার মধ্যস্থলে যে বিস্তৃত উর্ব্বর অধিত্যকা ভূমি বিরাজিত আছে, তাহারই সীমান্তবর্ত্তী সানুদেশ পরিষ্কৃত হইয়া চাসবাসের উপযোগী হইয়াছে।

সুবর্ণরেখাই এখানকার প্রধান নদী। কর্কই ও সঞ্জয় উহার দুইটী শাখা। কোএল, উত্তর ও দক্ষিণ করো নদী, কোইনা নামক নদী চতুষ্টয় সারণ্ড নামক পার্ব্বত্য প্রদেশের অববাহিকা ভূমির জলরাশি লইয়া পুষ্টকলেবরা হইয়াছে। পর্ব্বতবক্ষ ভেদ করিয়া নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং নদীবক্ষে মধ্যে মধ্যে বৃহৎ বৃহৎ পাথরের বাঁধ পড়ায় উহাতে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত একবারে অসম্ভব হইয়াছে, বিশেষতঃ অধিত্যকা পৃষ্ঠের উচ্চ উৎপত্তিস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নতমবক্ষে নদীগুলি প্রবাহিত হওয়ায় এবং মধ্যে মধ্যে বাঁধ থাকায় বর্ষার প্রবল জলবেগের সময় নদীর স্রোতের বেগ বর্দ্ধিত হয় ও মধ্যে মধ্যে জল বাধা প্রাপ্ত হইয়া বাঁধমুখে প্রপাত সহকারে ভীষণবেগে নিপতিত হইতে থাকে। নদীর তীরভূমি উচ্চ ও পর্ব্বতময় এবং তাহাতে জঙ্গলাচ্ছাদিত হওয়ায় চাসবাসের অযোগ্য হইয়া আছে। এতদ্দেশবাসীরাও নদীর জল লইয়া চাস করিতে জানেন।

এখানে কোন খাল, হ্রদ বা স্বাভাবিক বাঁধ নাই। চাসবাসের সুবিধার জন্য অনেক স্থলেই ঢালু নিম্নজমিতে বাঁধ দিয়া জল আটক করা হইয়াছে। চাসের জন্য শস্যক্ষেত্রে জল আবশ্যক হইলে ঐ সকল বাঁধের মুখ কাটিয়া জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বৃষ্টিপাতের অভাবে এইরূপ কৃত্রিম উপায়েই এখানে জল সরবরাহকার্য্য চলিয়া থাকে।

ছোট ছোট ঘোলাটে লালবর্ণের গুটুলির ন্যায় গিরিশ্রেণী-সমূহে ও ভূপৃষ্ঠে প্রচুর খনিজ লৌহ দেখা যায়। উহার দুইটী পরস্পর ঘর্ষণ করিলে উজ্জ্বল চক্ চকে দেখায়। ঐরূপ স্থানই খনিজ লৌহের আকর। ঐ স্থানের মাটী কাল। মৃত্তিকা খনন করিলে ভূগর্ভে ওরে স্তরে লৌহ বিরাজিত দেখা যায়। খনিজ লৌহ গুলি গালাইবার পূর্ব্বে ভূগর্ভ হইতে উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিতে হয়। এতদ্দেশবাসীরা লৌহ গালাইবার জন্য প্রায় ৩ ফিট উচ্চ বড় বড় চোঙ্গাকার মুচি প্রস্তুত করে। মুচি গুলিতে এক স্তবক লৌহ চূর্ণ ও এক স্তবক কাঠের কয়লা দিয়া স্তরে স্তরে সাজাইয়া হাপোড়ে বসাইয়া জাঁতায় অগ্নির তাপ দেওয়া হয়। পরে লৌহ গলিয়া আসিলে ঐ মুচির তলা ফুটা করিয়া লৌহ বাহির করিয়া লওয়া হয়। পার্ব্বতীয় নদী গুলির স্রোতচালিত বালুকারাশির সঙ্গে স্বর্ণকণিকা পাওয়া যায়। সুবর্ণরেখা নদীতেই ঐরূপ স্বর্ণ-কণিকা অধিক। নদীতীরবাসী জাতিরা নদীজল হইতে স্বর্ণ আহরণ করে বটে, কিন্তু তাহাতে অতি কষ্টে তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হয়।

ধলভূমের পর্ব্বতপাদমূলে তাম্রখনি আছে। পূর্ব্বে কতক-গুলি জৈন মহাজন বিশেষ অধ্যবসায়ে, পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে এই খনি হইতে তাম্র উঠাইতে চেষ্টা পান। তাঁহারা এই ব্যাপারে

বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ব্যবসায় ক্ষান্ত দেন। পরে য়ুরোপীয় প্রথায় তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু তাহাতে আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহ হয় না দেখিয়া ঐ কল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল। এখনও ঐ সকল খনিতে য়ুরোপীয় কোম্পানির যত্নে সামান্য ভাবে কার্য্য চলিতেছে।

জেলার সর্ব্বত্রই গুটুলি গুটুলি চূণা পাথরের কাঁকর দেখা যায়। উহাকে ঘুটিংও বলে। উহা পোড়াইলে যে চূণ হয় তাহাতে স্থানীয় ব্যবহার ভিন্ন অন্যত্র রপ্তানী চলে না। কাঁকর রাস্তায় বিছাইয়া দেওয়া যায় বটে কিন্তু তাহাও সমগ্র জেলার পথ ঘাটে বিছাইবার মত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায় না।

শ্লেট পাথর ও নানারঙ্গের পাথুরে-মাটী এখানে বিস্তর পাওয়া যায়। অনেক স্থানে সোপষ্টোন (Soapstone) দেখা যায়। উহা দ্বারা বাটী থালা গেলাস প্রভৃতি পাত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এখানকার বনরাজি প্রাচীন কোল, ওরাওন প্রভৃতি অসভ্য জাতির বাসভূমি। অনন্তকাল হইতে ঐ সকল অরণ্যের নিভৃত নিকেতনে অনার্য্যগণ বিচরণ করিতেছেন, এখনও তথায় তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। এই জেলার প্রায় দুই এর তৃতীয়াংশ ভূমি বনমণ্ডিত। বনভাগে শাল, অসন, গাম্ভীর, কুসুম, তুন্, পিয়াশাল, শিশু, কেঁদ, জাম প্রভৃতি বড় বড় গাছ জন্মে। ব্যবসায়ীরা ঐ সকল কাষ্ঠ কাটিয়া আনিয়া বিক্রয় করে, বনভাগে লাক্ষা, মম, ছেবে নামক লতা ও বাবুইঘাস পাওয়া যায়। শেষোক্ত উদ্ভিজ্জে দড়ি প্রস্তুত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন এখানে নানা ভেষজাদির মূল ও পত্র পাওয়া যায়। মূলগুলি অসভ্যজাতিরা খায়।

ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, মহিষ ও নানা জাতীয় হরিণ এখানকার প্রধান বন্যজন্তু। ময়ূরভঞ্জের মেঘাসনি শৈলের বনপ্রদেশ দিয়া ছোট ছোট হস্তীর দল প্রায়ই সীমান্ত অতিক্রম করিয়া সিংহভূমে আসিয়া বিচরণ করে। নানা জাতীয় পক্ষী ও যথেষ্ট সর্প দেখা যায়।

সিংহভূম জেলার কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না। হিন্দুরাজগণের রাজত্বকালে এই জেলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল। ঐ এক একটী পরগণা বা দেশভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা সামন্তের অধীনে ন্যস্ত থাকিত। উক্ত দেশীয় সামন্তগণ পরবর্ত্তিকালে ঘাটবাল বা পার্ব্বত্য-পথ-রক্ষক বলিয়া পরিচিত হন। ধলভূম, সরগুজা, সরাইকেলা, পোড়াহাট প্রভৃতি স্থানের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে তাহা সহজে অনুমিত হয়। ইংরাজাধিকারে ইঁহাদের কেহ কেহ রাজা উপাধিতে সম্মানিত, কেহ বা সাধারণ ভূম্যধিকারী বা জমিদাররূপে পরিচিত; কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট তাঁহারা রাজসম্মানেই সম্মানিত হইতেন। ইংরাজাধিকারের পূর্ব্বে ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দিল্লীর মুসলমান রাজগণের অধীন করদ মিত্ররাজ রূপে পরিগণিত ছিল। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথমে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত এখানকার রাজপুত রাজবংশের মিত্রতা স্থাপিত হয়। উক্ত বর্ষে ইংরাজ রাজপ্রতিনিধি মার্কুইস অব্ ওয়েলেস্‌লি সিংহভূমের তদানীন্তন রাজকুমার অভিরামসিংহকে মিত্রভাবে পত্র লিখেন। ইহার কারণ, ইতিপূর্ব্বে কুমার অভিরাম সিংহ বর্গীর উপদ্রবে ইংরাজ গবর্মেণ্টকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। এই সরাইকেলারাজের রাজ্য তৎকালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীকৃত জঙ্গল মহলের ঠিক পার্শ্বদেশেই ছিল। এই কারণে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তাঁহার সহিত সদ্ভাব রাখিতে হয়। নাগপুরপতি রঘুজী ভোঁসলে সদলে অগ্রসর হইতেছেন সংবাদ পাইয়া গবর্ণর জেনারল মার্কুইস ওয়েলেস্‌লি তাঁহাকে পত্র লিখিয়া সাহায্যের জন্য পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি জাগাইয়া দেন। কিন্তু ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোলহান জাতির সহিত কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর প্রকৃতপক্ষে কোনরূপ মৈত্রী সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই। সরাইকেলা রাজ্যের চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী জেলাগুলি ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর পাঁচ সাত বৎসর পর্য্যন্ত ইংরাজগণ সিংহভূমের অন্তর্গত কোলহান প্রদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার কিছুমাত্র বিবরণ অবগত হইতে পারেন নাই। হো বা লড়্‌কা কোলগণ কোন বৈদেশিককে আপনাদের দেশে আসিয়া বাস করিতে দিত না, কোন অপরিচিত ভিন্ন দেশীয় ব্যক্তি যদি তৎকালে কোলহান প্রদেশ দিয়া অন্যত্র গমন করিত, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয়ই ঐ অপরিচিত ব্যক্তিকে নিহত করিত। এমন কি, জগন্নাথযাত্রীরা তাহাদের অত্যাচারের ভয়ে ঐ পথ পরিত্যাগ করিয়া কএকদিন ঘুরিয়া ফিরিয়া দূর পথাবলম্বনে পুরীধামে গমন করিত।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনারল বাহাদুর কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া স্থানীয় এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট পোড়াহাট গমন করেন, উদ্দেশ্য তিনি পোড়াহাটের রাজার সহিত একটী রাজকীয় বন্দোবস্ত স্থির করিবেন, কিন্তু যখন তিনি ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হইয়া পোড়াহাটের সীমান্তে আসিয়া সমুপস্থিত হন; তখন তাঁহার সঙ্গিদল অসভ্য কোল জাতির বর্ব্বরতার কথা তাঁহাকে নিবেদন করে। উক্ত রাজকর্ম্মচারীর প্রেরিত বিবরণীতেও কোলভীতির কথা উক্ত আছে, তিনি লিখিয়াছেন, "সিংহভূমের রাজা ও জমিদারগণ আমার সঙ্গে ছিলেন। আমার সঙ্গে প্রভূত সেনাবল থাকিলেও কোল জাতির ভয়াবহ অত্যাচার ও লোকক্ষয়কর বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়াই তাঁহারা যেন আর অগ্রসর হইতে চাহিলেন না এবং আমার সেনাবাহিনী পরিচালিত করিতেও আমাকে বারংবার নিষেধ করিতে লাগিলেন।"

১৮২০ খৃষ্টাব্দে পোড়াহাটের রাজা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে রাজ্যে-

শ্বর বলিয়া স্বীকার করেন এবং তাঁহাদের নিকট বার্ষিক কিছু কর প্রেরণ করিতে স্বীকৃত হন।

ইংরাজরাজের আশ্রয় লাভ করিয়া সিংহভূমের রাজা ও ভূম্যধিকারিগণ স্থানীয় পলিটিকাল এজেণ্ট মেজর রাফ্‌সেজের নিকট আবেদন করিল যে, এই কোলহান প্রদেশ তাঁহাদের অধীন ছিল এবং কোলগণও তাঁহাদের প্রজা, তবে তাঁহারা বিরুদ্ধাচারী হইয়া আর তাঁহাদের রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ স্বীকার করে না। ইংরাজ গবর্মেণ্ট বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে বশ্যতা স্বীকার না করাইলে তাঁহারা কিছুতেই তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেছেন না। পক্ষান্তরে কোলগণ সিংহভূমের রাজপুত সর্দ্দারের অধীনতা অস্বীকার করিল, তাহারা উত্তর করিল আমরা পরস্পরে বিবাদ করিবার পূর্ব্বে, উভয়ে উভয়ের বন্ধু বা মিত্র ছিলাম, কখনও আমরা ইহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করি নাই। আর যদিই বা আমরা পূর্ব্বে কোন কালে প্রজারূপে আসিয়া থাকি, তথাপি যখন রণক্ষেত্রে উপর্য্যুপরি ভীষণসংগ্রামে আমরা ভুজবলে আমাদের স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছি, তখন আমরা কখনই তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিবনা। সিংহভূমের সর্দ্দারেরা স্বীকার করিলেন যে, বিগত ৫০ বৎসর তাহারা কোলদিগকে অধীনতাপাশে বদ্ধ করিতে পারেন নাই।

মেজর রাফ্‌সেজ তিনটী কোলযুদ্ধের কথা লিখিয়া বলিয়াছেন যে, শেষোক্ত যুদ্ধটী ১৮০০ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে কোলদিগকে দমন করিবার জন্য রাজপক্ষীয়েরা নানা ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। লড়্‌কা জাতি তাহাদের স্বাধীনতা অপহরণের চেষ্টায় রাজসৈন্য কর্ত্তৃক এইরূপে পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হওয়ায় উত্যক্ত হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্য আক্রমণ করিয়া উৎপাতিত করিতে আরম্ভ করে এবং অনেকগুলি গ্রামও জনশূন্য করিয়া দেয়।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে মেজর রাফ্‌সেজ অশ্বারোহী পদাতিক ও কামানবাহী সেনাদল লইয়া কোলরাজ্যে প্রবেশ করেন। তিনি নানা প্রকারে বুঝাইয়া কোলদিগকে রাজার বশ্যতা স্বীকার করিতে চেষ্টা পান, কোলগণ প্রথমে রাজার অধীনতা স্বীকার করিবে বলিয়া আশ্বাস দেয়।

মেজর রাফসেজ লড়্‌কাদিগের এবম্বিধ বাক্যে মনে করিতে ছিলেন, হয় ত লড়্‌কাগণ ইংরাজের বীরসেনা ও অস্ত্রশস্ত্রাদি দর্শনে ভীত হইয়াই বশ্যতা স্বীকার করিতেছে। এবিষয়ে কিছু মাত্র সন্দিগ্ধ না হইয়া তিনি সদল বলে তাহাদের বাসভূমির মধ্যস্থল দিয়া এক বারে চাঁইবাসা পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন এবং রোড়ো নদীর তীরে ছাউনী করিয়া রহিলেন। এপর্য্যন্ত লড়্‌কাগণ ইংরাজদিগের গতিরোধার্থ বা তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার প্রদর্শনার্থ কোন চেষ্টা করে নাই।

শিবির সন্নিবেশিত করিয়া ইংরাজসৈন্য স্বচ্ছন্দমনে বিচরণ করিতেছে, এমন সময়, অকস্মাৎ কএকজন লড়্‌কা কোল তাহাদের জাতীয় অস্ত্র কুঠার হস্তে অগ্রসর হইয়া ছাউনীর অদূরেই কএকটী ইংরাজসৈন্যকে আক্রমণ করিল এবং একজন ইংরাজসৈন্যকে নিহত ও কএকজনকে আহত করিয়া তাহারা তন্দগেই পর্ব্বতের নিবিড় জঙ্গলমধ্যে যাইয়া আশ্রয় লইবার চেষ্টা পায়। লেফ্টেনাণ্ট মিট্‌লাণ্ড সজ্জিত ইংরাজসৈন্য লইয়া তাহাদের পশ্চাদনুগমন করিয়া ঐ পার্ব্বত্য আশ্রয়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। লড়্‌কাগণ পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হয় এবং ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পার্ব্বত্য জঙ্গলদেশে পলায়ন করে। এইরূপ কএকটী খণ্ড যুদ্ধে বহু সংখ্যক লড়্‌কাকোল নিহত হইয়াছিল। ইহার পর উত্তর-পীড় অর্থাৎ উত্তর দিকের পর্ব্বতপ্রান্তবাসী ভিন্ন ভিন্ন দলভুক্ত কোলগণ সিংহভূমরাজের অধীনতা স্বীকার করিয়া কর দিবার বন্দোবস্তে আবদ্ধ হয়।

উত্তর পীড়ের কোলদিগকে এই প্রকারে বশীভূত করিয়া মেজর রাফসেজ যখন দক্ষিণ দিক্ দিয়া কোল-প্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, তখন পীড়ের দুর্দ্ধর্ষ কোলগণ তাঁহার সেনাবৃন্দকে আক্রমণ করে। এই কোলদিগকে সম্মুখ হইতে হটাইয়া দিতে তাঁহাকে প্রতিপাদবিক্ষেপে গোলা বর্ষণ করিতে হইয়াছিল। মেজর রাফসেজ এইরূপ ঘোরতর সংগ্রাম করিতে করিতে সিংহভূম জেলা অতিক্রম করিলেন বটে, কিন্তু যুদ্ধ বিগ্রহের ফল কিছুই হইল না। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল না।

ইংরাজসৈন্য সিংহভূম হইতে অপসারিত হইবার অব্যবহিত পরেই, উত্তর ও দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাদিগের মধ্যে একটী যুদ্ধ বাঁধে। এই যুদ্ধে ইংরাজ গবর্মেণ্ট উত্তর পীড়ের লড়্‌কাদিগের সাহায্যার্থ ১০০ হিন্দুস্থানী ইরেগুলার সৈন্য প্রেরণ করেন। দক্ষিণ পীড়ের লড়্‌কাগণ ইংরাজসৈন্যদিগকে পরাভূত করিয়া সিংহভূম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়।

১৮২১ খৃষ্টাব্দে দুর্দ্ধর্ষ লড়্‌কা জাতিকে দমন করিবার অভিপ্রায়ে বহু সৈন্য লইয়া একটী সেনাদল গঠিত হয়। তাহারা ক্রমাগত একমাস যুদ্ধ করিয়াও কোলদিগকে হতবল করিতে পারে নাই। অবশেষে ইংরাজ গবর্মেণ্টের আশ্বাস বাক্যে (Proclamation) উৎসাহিত হইয়া লড়্‌কা সর্দ্দারগণ স্বচ্ছন্দ মনে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করে, এবং সিংহভূমের অন্যান্য রাজগণকে বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হয়। ইংরাজ গবর্মেণ্টের উক্ত অনুশাসন বলে কোলগণ পথঘাট সর্ব্বদা নিরাপদ ও পথিকের গমনাগমনের উপযোগী রাখিতে এবং পলায়িত রাজদ্বেষী শত্রুকে ইংরাজ বা রাজার হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। আরও কথা থাকে যে, দেশীয় সামন্তরাজ অথবা সর্দ্দারগণ তাহাদের প্রতি

কোনরূপ অত্যাচার বা উৎপীড়ন করিলেও তাহারা কখনও দেশীয় রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে পারিবে না, সীমান্ত-প্রদেশস্থিত ইংরাজসেনাপতি বা অপর কোন ইংরাজ কর্ম্মচারীর নিকট সেই অত্যাচারকাহিনী নিবেদন করিলেই তাহার যথোপযুক্ত মীমাংসা ও বিচার হইবে।

এই ঘটনার পর প্রায় দুই বৎসরকাল কোলরাজ্যে আর কোনরূপ বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই। কোলগণ যেন ইংরাজের ন্যায়-সঙ্গত মীমাংসায় সম্পূর্ণ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে এইরূপই বোধ হইয়াছিল। অতঃপর অকস্মাৎ তাহাদের চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হইল, দেখিতে দেখিতে নিকটবর্ত্তী নানা স্থান তাহাদের লুণ্ঠনাদি উপদ্রবে পূর্ণ হইয়া গেল। ১৮৩১-৩২ খৃষ্টাব্দে নাগপুরের কোল-বিদ্রোহে তাহারা নিঃশঙ্কমনে যোগদান করিয়া ইংরাজশাসন উপেক্ষা করে। কোল জাতির এই অবৈধ আচরণ গুরুতর ব্যাপার মনে করিয়া নন্ রেগুলেশন প্রভিন্সের তদানীন্তন এজেণ্ট উইলকিন্সন সাহেব গবর্ণর জেনারলকে জানান যে কোলদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করাই শ্রেয়স্কর এবং তাহাদিগকে দেশীয় সর্দ্দারদিগের অধীনে না রাখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের অধীনে রাখাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে সিংহভূমে একদল সেনা রাখিয়া তদ্দেশবাসীকে তথাকার ইংরাজ কর্ম্মচারীর শাসনাধীন রাখাই শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা বলিয়া গৃহীত হয়। তদনুসারে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে চাইবাসায় কর্ণেল রিচার্ডশন ইংরাজ সেনাসহ আসিয়া উপস্থিত হন। তৎপর বৎসরে ফেব্রুয়ারী মাসে কোল-দলপতিরা ইংরাজ গবর্মেণ্টের বশ্যতা স্বীকার করিয়া সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ থাকিতে স্বীকৃত হয়। এই বৎসর হইতে ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এ খানে আর কোন বিপ্লবের সূচনা হয় নাই। উক্ত বর্ষে পোড়াহাটের রাজা কিছুদিন ইতস্ততের পর ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। ঐ সময়ে বহুসংখ্যক কোল তাঁহার দলে আসিয়া যোগ দেয়। এই সূত্রে ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। যখনই ইংরাজসৈন্য বীরদর্পে কোলদিগকে সমতল ক্ষেত্রে আক্রমণ করিয়া হটাইতে থাকে, তখনই তাহারা পর্ব্বতের নিভৃত নিকেতনে যাইয়া আশ্রয় লয়। এইরূপ উপর্য্যুপরি কএকটী যুদ্ধে উভয় পক্ষের বিশেষ ক্ষতি হয়। অতঃপর ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে কোলগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয় এবং পোড়াহাটের রাজা ইংরাজহস্তে বন্দী হন। অতঃপর কোলদিগের মধ্যে আর কোন বিপৎপাতের উপক্রম দেখা যায় নাই।

এই সময় হইতে সিংহভূমে যে সকল সুবিজ্ঞ ন্যায়বিচারক রাজকর্ম্মচারী শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সুব্যবস্থায় দুর্দ্ধর্ষ কোলজাতি উত্তরোত্তর সভ্য ও কোমল স্বভাব হয় এবং কোলহান প্রদেশের প্রত্যেক গ্রামবাসীর নিকট ঐ সকল শাসনকর্ত্তার নাম ও দয়ার কথা এখনও শুনা যায়। কিছু দিন হইল ইংরাজ গবর্মেণ্ট সিংহভূমের মধ্য দিয়া কতকগুলি রাস্তা বাহির করিতে চেষ্টা পান, কিন্তু কোল গ্রামের মধ্য দিয়া রাস্তা বাহির হওয়া কোলাদের সংস্কারের বহির্ভূত জানিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহাদের মতের বিরুদ্ধে রাস্তা করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন। পরবর্ত্তিকালে কোলগণ ইংরাজদিগের যত্নে ও সহবাসে অনেক নম্র ও সুসভ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন তাহাদের অনেকেই শিক্ষিত। চাইবাসার বিচারালয়ে কোল জাতীয় কেরাণী কাজ করে। মিশনরিগণের যত্নে অনেকেই খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত ও অনেকেই সভ্যতালোকে পরস্পরের সহিত সদ্ভাবে মিলিয়া মিশিয়া বেড়াইতে সমর্থ হইয়াছে। এক্ষণে তাহারা পথ ঘাটের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়া নিজেরাই পথঘাট করিয়া লইতেছে এবং এক একজন মুণ্ডা বা দলপতির অধীনে কোলেরা কুলীর কাজ আপনারাই নির্ব্বাচ করিয়া থাকে।

এখানে যতগুলি অনার্য্য জাতির বাস আছে, তাহাদের সাধারণ সংজ্ঞা কোল হইয়াছে কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে। কোল একটী স্বতন্ত্র জাতি, এতদ্ভিন্ন হো বা লড়কা কোল, মুণ্ড, ভূমিজ, খরবার প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতি ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য। ওরাওন, সাঁওতাল ও গোঁড় জাতি স্বতন্ত্র।

[বিশেষ বিবরণ তত্তদ্ শব্দে দেখ]

নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে এখানে গোয়ালা, তাঁতি ও কূর্ম্মীর সংখ্যাই অধিক। মথুরাবাসী, গোয়ালা ও কূর্ম্মীগণ বিশেষ উৎসাহে ভূমি কর্ষণ করে এবং তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া জেলার অনেক জঙ্গল ও পতিত জমি পরিষ্কার করিয়া তাহাতে ধান্যাদি চাস করিতেছে। ধান্য ব্যতীত, এখানে গম, মক্কা, মটর কলাই, ছোলা, সরিষা, ইক্ষু, তুলা ও তামাকু প্রভৃত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। কোলেরা মহুয়া ফুল হইতে নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। মহুয়ার ফুলে এক প্রকার মদ্যও প্রস্তুত হয়।

চাইবাসা, খর্সাবান্, সরাইকেলা ও বাহার-গড়হা এখানকার প্রধান বাণিজ্য স্থান। নানা প্রকার শস্য, কলাই, তৈলকবীজ, লাক্ষা, লৌহ ও তসরের গুটী এখান হইতে নানা স্থানে রপ্তানী হইয়া থাকে। বেঙ্গল নাগপুর রেলপথের কএকটী ষ্টেশন এই জেলার মধ্যে অবস্থিত, তন্মধ্যে চক্রধরপুর সর্ব্ব প্রধান। এ স্থান হইতে চাইবাসা ১৬ মাইল। [চাইবাসা দেখ]

সিংহমতি (পুং) মারপুত্রবিশেষ। (ললিতবি°)

সিংহমায়া (স্ত্রী)) মায়াভেদ। (হরিবংশ)

সিংহমুখ (পুং) ১ রাক্ষসভেদ। ২ শিব। (হরিবংশ) ৩ সিংহের ন্যায় মুখবিশিষ্ট।

সিংহমুখী (স্ত্রী) সিংহস্য মুখমিব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। বাসক। (রাজনি

সিংহযানা (স্ত্রী) সিংহো যানো বাহনং যস্যাঃ। দুর্গা, ভগবতী দুর্গার বাহন সিংহ এই জন্য ইহার নাম সিংহযানা। (হেম)

সিংহরথা (স্ত্রী) সিংহএব রথো যস্যাঃ। দুর্গা। (হরিবংশ ১৭৮।১৭

সিংহরব (পুং) সিংহস্য রবঃ। সিংহনাদ, সিংহধ্বনি। (ত্রি) সিংহস্য রবইব রবো যস্য। ২ সিংহধ্বনির ন্যায় ধ্বনিবিশিষ্ট।

সিংহরাজ (পুং) ১ কাশ্মীরের রাজভেদ। (রাজতর° ৮।১১৭৩) ২ একজন প্রাকৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা।

সিংহরোৎসিকা (স্ত্রী) গ্রামভেদ।

সিংহর্ষভ (পুং) ১ সিংহশ্রেষ্ঠ। ২ শূরশ্রেষ্ঠ।

সিংহল (পুং স্ত্রী) সিংহংলাতি প্রাপ্নোতীতি লা-ক। ১ দেশ-বিশেষ। সিংহলদেশ। জ্যোতিস্তত্ত্বে লিখিত আছে যে এই দেশ দক্ষিণদিকে অবস্থিত।

"দক্ষিণেঽবন্তিমাহেন্দ্রমলয়া ঋষ্যমূককাঃ।
চিত্রকূটমহারণ্যকাঞ্চীসিংহলকোঙ্কণাঃ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে এই সিংহলদ্বীপ প্রসিদ্ধ আটটী দ্বীপবিশিষ্ট জম্বুদ্বীপের মধ্যে একটী। এই ৮টী দ্বীপ যথা—স্বর্ণ-প্রস্থ, চন্দ্রশুক্ল, আবর্ত্তন, রমণক, মন্দহরিণ, পাঞ্চজন্য, সিংহল ও লঙ্কা। (ভাগবত ৫।১৯।২৯-৩০)

ভারত মহাসাগরস্থ একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পূর্ব্বে রামেশ্বরতীর্থ হইতে অদূরে এই দ্বীপ অবস্থিত। ভারতভূমি ও সিংহলের মধ্যস্থলে যে সমুদ্রভাগ বিদ্যমান আছে, তাহা মান্নার উপসাগর ও পক্‌প্রণালী নামে খ্যাত। সুপ্রসিদ্ধ রামেশ্বর-ক্ষেত্র ও আদমস্ ব্রীজ বা সেতুবন্ধ নামক ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী ঐ দুইটী সমুদ্রকে পৃথক্ রাখিয়াছে। অক্ষা° ৫ ৫৫´ হইতে ৯° ৫১´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪১´ ৪০´´ হইতে ৮১° ৫৪´ ৫০´´ পূঃ মধ্য। উত্তরে পামিরা পয়েন্ট হইতে দক্ষিণে ডোণ্ডরা হেড্ পর্য্যন্ত বিস্তার ২৭১॥ মাইল এবং পশ্চিমে কলম্বো রাজধানীর সমুদ্রপ্রান্ত হইতে পূর্ব্বোপকূলের সঙ্গমন-কাণ্ডী পর্য্যন্ত প্রস্থে ১৩৭॥৹ মাইল। মূল সিংহল ও তাহার পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাবলী লইয়া ভূপরিমাণ ২৫৭৪২ বর্গমাইল। দ্বীপটী কোণাকার এবং সূচীমুখাগ্র উত্তর দিকেই বিলম্বিত। সমগ্র দ্বীপের পরিধি প্রায় ৯০০ মাইল।

সিংহলের সমুদ্রোপকূল বিচিত্র শোভায় সুশোভিত। উত্তর-পশ্চিমের উপকূলদেশ চোরাবালু ও জলগর্ভস্থ শৈলমালায় সমাচ্ছন্ন। রামেশ্বর ও সেতুবন্ধ নামক পর্ব্বতজাত দ্বীপ ও জলগর্ভস্থ শৈলমালা দ্বারা ইহা ভারতের সহিত সংযুক্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা বোধ হয় যে, এক সময়ে ইহা ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিল, কালে সমুদ্রজল-স্রোতের আঘাতে উহা বিধৌত হইয়া জলময় হইয়া গিয়াছে, কেবল ভূপৃষ্ঠস্থ পর্ব্বত গুলি স্বস্থানভ্রষ্ট না হইয়া জলমধ্য হইতে মস্তক জাগাইয়া রাখিয়াছে মাত্র। ভারত ও সিংহলের মধ্যে এই প্রকারে শৈল ও দ্বীপশ্রেণী বিদ্যমান থাকিলেও উহার ভিতর দিয়া পোতাদি লইয়া যাইবার দুইটী জলপথ আছে। তন্মধ্যে মান্নার নামক পথটী কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা যাতায়াতের উপযুক্ত এবং ভারতোপকূল ও রামেশ্বরের অদূরে যে পম্বান নামক পথ দৃষ্ট হয়, তাহা বহু অর্থব্যয়ে গভীর করিয়া সুবৃহৎ অর্ণবপোতসমূহের গমনোপযোগী হইয়াছে। মলবার উপকূল হইতে করমণ্ডল উপকূলে যত জাহাজ আসিয়া থাকে, তাহা এই পথ দিয়াই গমন করে।

পশ্চিম ও দক্ষিণোপকূল নিম্ন এবং বালুচর ও শৈলশৃঙ্গ দ্বারা পূর্ণ। এখানে নারিকেল ও তালবৃক্ষ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সমুদ্রগর্ভস্থ পোত হইতে উপকূলের শ্যামল দৃশ্য বড়ই মনোরম। সমুদ্রতীরে মধ্যে মধ্যে শৈলখণ্ডের অবস্থান নিবন্ধন স্থান বিশেষে সমুদ্র জল দেশ ভাগে এতদূর প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, তাহাতে প্রবেশ করিয়া দেশীয় নৌকাগুলি অনায়াসে নিরাপদ হইতে পারে। দুঃখের বিষয়, সকল খাড়ির গভীরতা অল্প হওয়ায়, উহাতে সমুদ্রগামী পোতাদি রক্ষার স্থান মনোনীত হয় নাই। তবে যে যে স্থানে একটু গভীরতা আছে, তথায় এক একটী বন্দর স্থাপিত হইয়াছে।

পয়েন্ট ডি গল হইতে ত্রিকোণমালী পর্য্যন্ত পূর্ব্বোপকূল ভাগ পশ্চিমের ন্যায় নিম্ন নহে, বরং অপেক্ষাকৃত উচ্চ ও দৃঢ় পার্ব্বত্য ভূমি দ্বারা ব্যাপ্ত। এই কারণে এই স্থানে পশ্চিমোপকূলের ন্যায় নারিকেলাদি বৃক্ষ জন্মে না। তীরভূমি উচ্চ হওয়ায় অর্ণব-পোতাদি সহজে তীরস্থ বন্দরে অবস্থান করিতে পারে। সুশিক্ষিত নাবিকগণ এখানকার জলগর্ভ পর্ব্বতাদির অবস্থান পরিজ্ঞাত আছেন। তাঁহারা সুকৌশলে পোতাদি পরিচালিত করিলে সহজে তথায় পোতাদি যাইতে পারে।

সমুদ্রগর্ভের দূর হইতে এই দ্বীপ অভিমুখে আসিতে প্রথমেই পর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত মেঘাকার আদমস্-পীক্ নামক পর্ব্বতচূড়া দৃষ্টিগোচর হয়। জাহাজখানি যতই দ্বীপের নিকটে অগ্রসর হইতে থাকে, ততই পার্ব্বত্য দৃশ্যগুলি মনোরম বলিয়া বোধ হয়। অনন্ত জলরাশির মধ্যে বহুদিন পর্য্যটন করিয়া পার্থিব দৃশ্যের অভাবে বিরক্তচিত্ত নাবিকের পক্ষে এই পার্ব্বত্য দৃশ্য বড়ই সুন্দর ও হৃদয়ানন্দকর। জাহাজখানি তীরভূমির আরও নিকট-বর্ত্তী হইয়া আসিলে, কলম্বোর আলোকবাটিকা নয়নপথে পতিত হইবার পূর্ব্বে, সমুদ্রের ভীম তরঙ্গে প্রতিবিম্বিত তীরভূমির বাত্যা-ন্দোলিত তালাদি বৃক্ষের শ্যামল শোভা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। জ্ঞান হয়, সমুদ্রের নীল জলের ঢেউগুলি হইতে যেন বৃক্ষগুলি নাচিয়া উপরে উঠিতেছে।

এই দ্বীপের দক্ষিণাংশ ও মধ্যভাগ একটী পর্ব্বতবেষ্টনী দ্বারা

সংগ্রথিত এবং প্রায় ৪২১২ মাইল স্থান অধিকার করিয়া এই পার্ব্বত্য জনপদ বিরাজিত। উহার পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিমোপকূল নবগঠিত নিম্ন ভূমি এবং প্রায় ৩০ হইতে ৮০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উত্তরে কল্মিতিয়া হইতে বাটিকালোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিভাগ সমতল ও নানা মূল্যবান্ বৃক্ষপূর্ণ বনমালায় আচ্ছন্ন।

সিংহলের এই পার্ব্বত্য রাজ্য প্রত্নতত্ত্বের একটী অপূর্ব্বকেন্দ্র, স্বাস্থ্য ও দর্শনযোগ্য দ্রব্যের হিসাবে ইহা সাধারণের আদরণীয়। বৌদ্ধদিগের কীর্ত্তিনিকেতন সুপবিত্র অনুরাধপুরীর পার্শ্বস্থিত মহিন্তাল শৈল ও শ্রীগিরি পার্থিবসৌন্দর্য্যে দাক্ষিণাত্য অধিত্যকার অনুরূপ।

পূর্ব্বে আদম্স্ পীক্ নামক শৈলশৃঙ্গকেই সিংহলের সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত বলিয়া সাধারণের ধারণা ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে পরিমাণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, উহার উচ্চতা ৭৩৫২ ফিট্ মাত্র। সিংহলের সর্ব্বোচ্চ শিখর ও পিদুরু-তালাগলা ৮২৯২ ফিট্ এবং কিরিগল-পোতা ৭৮৩৬ ও তোতপোলকন্দ ৭৭৪৬ ফিট্ উচ্চ। ইহাদের মধ্যে প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র বলিয়া শ্রীপাদশৈলের (Adam's peak) মাহাত্ম্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। নানা দেশ হইতে নানা জাতীয় তীর্থযাত্রী বৎসরের সকল সময়েই এই স্থান সন্দর্শনে আসিয়া থাকেন। শ্রীপাদশৈলের শিরোভাগে একটী গহ্বর আছে, উহাই এখানকার প্রধান তীর্থ। ব্রাহ্মণেরা বলেন, উহা দেবাদিদেব মহাদেবের পাদচিহ্ন। বৌদ্ধদিগের মতে, ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মুসলমানেরা উহাকে আদমের পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। আবার পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানদিগের মধ্যেও এ বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, উহা মহাত্মা সেন্ট টমাসের বিহারভূমি; আবার অপরে বলিয়া থাকেন যে, উহাই থিয়োপিয়া রাজরাণী কাণ্ডী-রাজকুমারীর কোন খোজার কীর্ত্তি।

যাহা হউক, এই স্থানের কীর্ত্তি-কলাপ যে অপূর্ব্ব শিল্প কৌশলের পরিচায়ক তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। পর্ব্বতপৃষ্ঠে আরোহন করিতে যে সোপানশ্রেণী বিলম্বিত আছে, তাহার উপরের ছাঁদ সুন্দর ও শিল্পসমন্বিত। পর্ব্বতের উপরে উঠিতে অর্দ্ধপথে একটী সুসমৃদ্ধ সঙ্ঘারাম আছে। তথাকার পুরোহিতেরা এই পথ ও পর্ব্বতশিখরস্থ তীর্থের পরিদর্শক। এই সকল পর্ব্বতশিখর নানা জাতীয় ফল ও ফুলবৃক্ষে পরিপূর্ণ। শ্রীপাদশৈলের চতুষ্পার্শ্বের মূলদেশে যে বিস্তীর্ণ উপত্যকা দৃষ্ট হয়, তাহা এক সময়ে শাল, চন্দন প্রভৃতি নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষে সমাচ্ছন্ন ছিল। ঐ আরণ্য প্রদেশ এক্ষণে য়ুরোপীয় কৃষিসমিতির চেষ্টায় পরিষ্কৃত হইয়াছে এবং সমুদ্র পৃষ্ঠের ২০০০ হইতে ৪৫০০ ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ পর্ব্বতগাত্রে শালাদি বৃক্ষের পরিবর্ত্তে কফির চাস হইতেছে। নুবারা-এলিয়া নামক স্বাস্থ্যকর স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬২০০ ফিট উচ্চ। ইহার সমতল বক্ষ আল্লসের পার্ব্বত্য প্রদেশের ন্যায় শোভাসম্পন্ন। হটন নামক অধিত্যকা ভূমিও প্রায় ৭০০০ ফিট উচ্চ। এখানকার স্বাস্থ্য নুবারা এলিয়া অপেক্ষা উত্তম। দুঃখের বিষয় ইহা দুরারোহ হওয়ায় য়ুরোপীয়দিগের বাসপক্ষে বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়াছে। সিংহলের মধ্য প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী কাণ্ডীনগরী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭২৭ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত।

সমুদ্রবক্ষে স্থাপিত ও সূর্য্যোত্তাপে সমুদ্র হইতে উত্থিত শীতল বায়ু সঞ্চালনে স্নিগ্ধ সিংহলের সুবিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি বসন্তের মলয় মারুতে বড়ই মনোরম হইয়া থাকে। এই অধিত্যকা বক্ষে স্থানে স্থানে ক্ষীণকলেবরা নদীসমূহের অববাহিকা বিরাজিত আছে; কিন্তু তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে এক একটী বিস্তৃত নদীর আকার ধারণ করে নাই। দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তরপূর্ব্ব মৌসুম বায়ুর পরিবর্ত্তনপ্রারম্ভে এখানে দারুণ বৃষ্টিপাত হয় এবং তখন উক্ত জলরাশি সেই ঢালু পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া ভীমবেগে নিম্নদিকে নামিতে থাকে। পর্ব্বতগাত্রস্থ অববাহিকা ও উপত্যকাসমূহ সেই বারিধারায় বিপ্লাবিত হইয়া প্রপাত সহকারে নিম্নতম প্রান্তরে নিপতিত হয়। ঐ সময়ে পার্ব্বত্য জলধারাসমূহের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই চিত্তহারী।

যখন এইরূপে এক একটী বৃহৎ জলধারা নিম্নতম প্রান্তরে আসিয়া উপনীত হয়, তখন নানা দিক্ হইতে পার্ব্বত্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোত সকল তাহাতে মিলিত হইয়া নদীর কলেবর বৃদ্ধি করে। বর্ষা ঋতু ভিন্ন অন্যান্য সময়ে পর্ব্বতসমূহের উচ্চ শিখরদেশে মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিপাত হয়। আমাদের দেশের বন্যার ন্যায় ঐ জল এক একদিন পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া প্রখর প্রবাহে নিম্নে অবতীর্ণ হয়। তাহার পর সেই অববাহিকা আবার পূর্ব্বের ন্যায় শুষ্ক হইয়াই থাকে। এখানে এমন কোন নদী নাই, যাহার উপর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অনায়াসে পার না হওয়া যায়। নদীর তীরভূমি প্রায়ই নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত।

এখানকার নদীগুলির মধ্যে পিদুরুতলাগলা পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত মহাবলী-গঙ্গা সর্ব্বপ্রধান। উৎপত্তিস্থান হইতে ইহা বক্র গতিতে নামিয়া কোটমালী উপত্যকা হইতে পাশবেজ নামক স্থানে আসিয়াছে। শ্রীপাদ-শৈল-বিনিঃসৃত একটী ক্ষুদ্রাকারা নদী এখানে উক্ত নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পেরাদেনীয়া গ্রামের নিকটে এই নদীবক্ষে রেলবর্ত্মের সেতু ও অপর একটী ২০৫ ফিট্ স্প্যানযুক্ত সুন্দর সেতু বিদ্যমান আছে। ইহার পর ক্রমশঃ এই নদী কাণ্ডীনগরের পশ্চিম ও উত্তর ঘুরিয়া পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে অবতরণকালে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া সমতল ক্ষেত্রের বনভূমি দিয়া

সমুদ্রাভিমুখে চলিয়াছে। উহার মূলশাখা মহাবলীগঙ্গা নামে ত্রিকোণমালী বন্দরের পার্শ্ব দিয়া কোত্তিয়ার উপসাগরে নিপতিত হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র শাখাটী বেরুকল নামে ত্রিকোণমালীর ২৫ মাইল দক্ষিণে সমুদ্রে মিশিয়াছে। বন্যার সময় নদীর জল ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং অন্যান্য সময় স্থানে স্থানে নদী হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। নদীটী প্রায় ২০০ মাইল লম্বা, কিন্তু মোহানা হইতে ৮০,৯০ মাইল মাত্র নৌকা যাতায়াত করিতে পারে। প্রাচীন হিন্দুরাজগণ এই নদীর কূলে অনেক স্থানে বাঁধ বাঁধিয়া এবং অনেক স্থলে খাল কাটিয়া দিয়া দেশরক্ষার উপায় বিধান করিয়াছিলেন।

কেলানী গঙ্গা শ্রীপাদশৈল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া প্রথমে উত্তর ও পরে পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া রাবণ-বেল্লার পার্শ্ব দিয়া পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে ফিরিয়াছে এবং কলম্বোর উত্তর দিয়া সমুদ্রে মিশিয়াছে। এই নদীতে চেপ্টাতলা নৌকাযোগে ৪০ মাইল পর্য্যন্ত পণ্যদ্রব্য লইয়া গমনাগমন করা যায়। উক্ত পর্ব্বতের পূর্ব্বপার্শ্ব দিয়া কালুগঙ্গা ও বলবগঙ্গা (বলোয়া) শবরগমুব জেলার মধ্য দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। কালুগঙ্গার রত্নপুর হইতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী কালুতারা গ্রাম পর্য্যন্ত বাণিজ্য চলে। কালুতারা হইতে একটী খাল কলম্বো গিয়াছে। এখানে আর যে সকল নদী আছে, তাহাদের কোনটীতেই বর্ষা ভিন্ন অপর ঋতুতে জল থাকে না।

এখানে কলম্বো, বোলগোড় ও নেগোম্বো নামক স্থানে কয়টী সুবিস্তৃত হ্রদ আছে। হ্রদগুলি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত, উহার তীরভূমিতে অসংখ্য নারিকেল বৃক্ষ রোপিত থাকায় উহা শোভার আধার হইয়াছে। ওলন্দাজদিগের অধিকারকালে জলপথে বাণিজ্যবিস্তারের সুবিধাকল্পে এখানে তাহাদের যত্নে অনেকগুলি খাল কাটান হয়। কালপিতীয়া হইতে নেগাম্বো পর্য্যন্ত, নেগাম্বো হইতে কলম্বো এবং কলম্বো হইতে দক্ষিণভাগে কালুতারা পর্য্যন্ত তাঁহারা বাঁধ দিয়া বা খাল কাটিয়া একটী বাণিজ্যপথ গঠন করিয়াছিলেন।

সিংহলের ভূতত্ত্ব আলোচনা করিলে জানা যায় যে, ইহার উত্তরাংশ প্রবালকীট ও সমুদ্রতরঙ্গপরিচালিত বালুকারাশির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। ভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে বালুরাশি অবাধে সমুদ্রতরঙ্গে আসিয়া পয়েন্ট-পিড্রোর নিকট প্রবালশৈলে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া তাহাতেই স্থিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমশঃ প্রবালশৈলগুলি বালুকাভরে প্রপূরিত হইয়া জাফনাপাটম্ নামক প্রায়োদ্বীপ সংগঠন করিয়াছে। পর্ব্বতভাগে গ্নাইস, কোয়ার্টস্, ডোলোমেটিক্ লাইমষ্টোন, ফেল্‌স্পার, লৌহমিশ্রিত পরফিরি, হর্ণব্লেণ্ড, লেটারাইট প্রভৃতি পাথর দৃষ্ট হয়। খনিজ পদার্থের মধ্যে তাম্র, প্লাটিনা, পারদ, প্লাম্বেগো, লৌহ, সালফেট অব ম্যাগ্নেসিয়া, শুর্ম্মা, লবণ ও সোরা প্রভৃতি দ্রব্য পাওয়া যায়।

ইতিহাস-অশিক্ষিত হিন্দু সাধারণের নিকট সিংহল রাক্ষসেশ্বর রাবণের রাজধানী বলিয়া পরিগৃহীত। বাস্তবিক সিংহল লঙ্কারাজ্য নহে, তবে প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের সময় এবং ব্রাহ্মণধর্ম্ম যখন এখানে প্রশ্রয় পায়, সেই দুইটী যুগে সিংহলে নূতন নূতন কীর্ত্তি স্থাপিত হয়, এবং সেই সময় হইতে ভগবানের লীলাক্ষেত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়কাহিনী যখন রামেশ্বরতীর্থে ও দর্ভশয়নাদি স্থানে পরিকীর্ত্তিত হয়, সেই সময়েই সিংহলকে লঙ্কার মর্য্যাদাদান করিবার অভিপ্রায় জাগিয়া উঠে। ঐ সময় সিংহলে রাবণের প্রাসাদ, অশোকবন, সীতার অগ্নিপরীক্ষাস্থল প্রভৃতি গঠিত হইয়া ইহা হিন্দুর পবিত্র তীর্থ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের লীলাক্ষেত্ররূপে বিঘোষিত হইতে আরম্ভ করে। অধিক সম্ভব দাক্ষিণাত্যের চালুক্য (?) রাজবংশের আধিপত্যবিস্তারসময়ে অথবা রামনাদের রাজগণের কৌশলে ইহা ক্রমশঃ লঙ্কারাজ্য বলিয়া সাধারণে পরিচিত হইয়াছে।

ইহার প্রাচীন নাম সিংহল দ্বীপ। মহাবংশ নামক বৌদ্ধগ্রন্থে বঙ্গরাজকুমার বিজয়সিংহের সিংহলযাত্রা প্রসঙ্গ আছে। প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে এই দ্বীপের তাম্রপর্ণী ও বৌদ্ধশাস্ত্রে তম্বপন্নি নাম পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমানগণ সিংহলকে Taprobane (তাম্রপর্ণীর অপভ্রংশ) বলিয়া জানিতেন। ইংলণ্ডের মহাকবি মিল্‌টন তাঁহার কাব্যে সিংহল দ্বীপের সমৃদ্ধিগৌরব বিবৃত করিয়াছেন—

"The Asia kings and Parthian among these ;
From India and the golden Chersonese,
And utmost Indian Isle Taprobane
Dusk faces with white silken turbans wreathed."

আরবদেশীয় নাবিকেরা সিংহলদ্বীপ শব্দের অনুকরণে ইহাকে সেরেনদিব্, সেরেনদিপ্, সিরিন্‌দ্বইলও জেলান নামে অভিহিত করিত। ভারতীয় মুসলমানেরা ইহাকে সেরেনদিপ্ বলেন। আরব দেশীয়েরা ইহাকে সেরেনদিপ্ এবং সিংগুনও বলে। প্রাচ্য জগতের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই সিংহলদ্বীপেও প্রত্নতত্ত্বের প্রভূত নিদর্শন বিদ্যমান আছে। এখানে যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও রাজোপাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে কিংবদন্তী ও প্রকৃত বিবরণ পৃথক্ করা সুকঠিন। মহাবংশবর্ণিত উপাখ্যান হইতেই এখানকার ধারাবাহিক ইতিহাসের সূত্রপাত।

সিংহলদ্বীপে আদি সভ্যতা বিস্তারের কোন ইতিহাস নাই। রামায়ণ মহাকাব্যের শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাবিজয়প্রসঙ্গে আমরা জানিতে পারি যে, রামচন্দ্র বানরসৈন্যসহায়ে লঙ্কা অবরোধপূর্ব্বক রাবণের রাজধানী লঙ্কাপুরী জয় করিয়া ছিলেন। এই সিংহল যদি প্রাচীন লঙ্কারাজ্যের অংশ হয়, তাহা হইলে অযোধ্যার আর্য্য-বংশীয় নরপতির সিংহলগমন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার শুভাগমনে সিংহলে যে আর্য্য উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, উক্ত উক্তি হইতে তাহার কোন মৌলিক সিদ্ধান্ত উপলব্ধি হয় না।

সিংহলকে লঙ্কা বলিয়া সাধারণের ধারণা থাকিলেও উক্ত দুইটী দ্বীপ যে পরস্পর স্বতন্ত্র ও বিশেষ সমৃদ্ধ জনপদরূপে গণ্য-ছিল, তাহা আমরা পুরাণপাঠ করিলে বিশেষরূপে জানিতে পারি। মহাভারত সভাপর্ব্ব ৩৪।১২ ও ৫২।৩৫ ৩৬ শ্লোকে সিংহলের স্বতন্ত্র উক্তি পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের উক্তি হইতে জানা যায় যে, সিংহলরাজ নানা মণিরত্ন লইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে সমাগত হইয়াছিলেন।

"সমুদ্রসারং বৈদূর্য্যং মুক্তাসজ্ঘাংস্তথৈব চ ॥
শতশশ্চ কুথাংস্তত্র সিংহলাঃ সমুপাহরন্।
সংবৃতা মণিচীরৈস্ত শ্যামাস্তাম্রান্তলোচনাঃ ॥(ভারত ২।৫২।৩৫-৩৬)

শ্রীমদ্ভাগবতের পঞ্চম স্কন্ধে সিংহল ও লঙ্কা স্বতন্ত্র রাজ্য ও জম্বুদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত আছে,—

তদ্‌যথা স্বর্ণপ্রস্থশ্চন্দ্রশুক্র আবর্ত্তনো রমণকোমন্দহরিণঃ পাঞ্চজন্যঃ সিংহলো লঙ্কেতি।" (ভাগবত ৫।১৯।২৯)

মার্কণ্ডেয়পুরাণ ৫৮।২৭, রাজতরঙ্গিণী ১।২৯৫ এবং কথা সরিৎসাগর ৫৬।৬২ প্রভৃতি গ্রন্থেও সিংহলের স্বতন্ত্র পরিচয় আছে।

প্রাচীনকালে সিংহলও যে লঙ্কার ন্যায় একটী প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল, তাহা কথাসরিৎসাগরে বর্ণিত সিংহলপতির উপাখ্যান হইতে বুঝা যায়। বরাহমিহিরও সিংহলাধিপের উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতেও সিংহলের সমৃদ্ধির উপাখ্যান আছে। মহাকবি কহ্লন পঞ্জাবের শকরাজ মিহিরকুলকে সিংহলবিজয়ের গৌরবে ভূষিত করিয়াছেন। এ কথা ঐতিহাসিকেরা গল্প বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা বলেন মিহির-কুল সম্ভবতঃ সিন্ধুবিজয়ে গমন করিয়া থাকিবেন। মিহির-কুল ৫১৫ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

৫৪৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বিজয়সিংহ বঙ্গদেশ হইতে সদলে সিংহল-যাত্রা করেন। তিনি স্বীয় অনুচরগণসাহায্যে সিংহলরাজ্য উদ্ধার করিয়া স্বয়ং তথাকার একমাত্র অধীশ্বর হন। রাজা বিজয়সিংহই এখানে জাতিভেদপ্রথা প্রবর্ত্তন করেন। তদবধি এখানে জাতি-ভেদ পূর্ণ প্রভাবে বিদ্যমান আছে।

তাঁহার এবং তদীয় বংশধরগণের রাজ্যকালে সিংহলদ্বীপ সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন প্রাচ্য রাজ্যের রাজ-শাসনের অপ্রতিহত প্রভাব পূর্ণ মাত্রায় এখানে প্রচলিত ছিল। মন্বাদি স্মৃতিবর্ণিত ধর্ম্মও শাসনীতি এস্থানে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া রাজার রাজদণ্ড অক্ষুন্ন করিয়াছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ডিক্‌সন লিখিয়াছেন, এখানকার অধিবাসীরা যেরূপ পবিত্র ভাবে ধর্ম্মচর্য্যা করে, নীতিতন্ত্র এখানে যে ভাবে পরিলক্ষিত হয়, যেরূপ ন্যায়পরতার সহিত এখানকার বিচারকার্য্য নির্ব্বাহিত হয় এবং যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এখানে রাজধর্ম্ম রক্ষিত হয়, তাহার আনুপূর্ব্বিক ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে আমাদের যুগপৎ আনন্দ, বিস্ময় ও ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে।

সিংহল যে প্রাচীনকালে বিশেষ সমৃদ্ধ ছিল, তাহা আমরা পাশ্চাত্য-জগতের নানা বিবরণ হইতেও জানিতে পারি। মাকিদোনিয় নৌসেনাপতি ওনেসিকুলাস সিংহল বা তাম্রপর্ণীর বিশেষ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। ৩২৯ বা ৩৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে ওনেসিকুলাস জীবিত ছিলেন। দিওদোরাস্ সিকুলাস্ও ৪৪ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিংহলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ষ্ট্রাবোর গ্রন্থে সিংহলের উল্লেখ দেখা যায়। ৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাওনিসাস্ সিংহলের পূর্ব্ব বিবরণ যথাযথ স্থাপন করিয়া এখানকার ভীমকায় হস্তিসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সিন্ধুবাদ নাবিকের ভ্রমণ বৃত্তান্তে, আবহুর রজকের গ্রন্থে এবং পরবর্ত্তিকালে রিবেইরোর লেখনীতে সিংহলের উল্লেখ আছে।

রোম সাম্রাজ্যাধীশ্বর ক্লডিয়াস্ সিজরের রাজ্যকালে লোহিত সাগরের শুল্কগৃহীতা কোন রোমক-কর্ম্মচারী (Roman publican) দৈবদুর্ব্বিপাকে ভীষণ ঝড়ে পড়িয়া আরবতীর হইতে সিংহলে চালিত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার সুসমৃদ্ধ রাজধানী দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তিনি এখানকার উচ্চ শিক্ষিত রাজাকে রোমের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধ বিস্তারের জন্য রোম রাজাধীশ্বরসমীপে দূত প্রেরণে অনুরোধ করেন। তাঁহার প্ররোচনায় সিংহলপতি লোহিতসাগরপথে দূত প্রেরণ করিয়া পরস্পরের বাণিজ্যসম্বন্ধ সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস নানারূপ অবিশ্বাসযোগ্য উপাখ্যানমালায় বিজড়িত থাকিলেও মহাবংশের ইংরাজী অনুবাদক মহামতি টর্ণার তদবলম্বনে যে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়; নিম্নে তাহার কএকটী উদ্ধৃত হইল—

খৃঃ পূ ৫৪৩ তথাগতের অপ্রকটকালে বিজয়ের সিংহলাগমন।
„ ৩০৭ বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের জন্য ধর্ম্মাশোক কর্ত্তৃক শ্রমণাদি প্রেরণ।
„ ১০৪ মলবারগণ কর্ত্তৃক সিংহলবিজয়।

খৃঃ অঃ ৯০ বলগৌরবাহু কর্ত্তৃক অভয়গিরিস্থাপন।
„ ২০৯ বৈবহারের রাজ্যকালে বৈতুল্যমত প্রচার।
„ ২৫২ গোলু অভয়ের রাজ্যকালে পুনরায় বৈতুল্যমত-স্থাপন চেষ্টা।
„ ৩০১ মহাসেনের মৃত্যু।
„ ৫৪২ অম্বকীরের রাজত্বসময়ে বৈতুল্যমত পুনঃ প্রচার।
„ ৮৩৮ মিতবেল্লসেনের রাজ্যকালে বজ্রবাদীয় সম্প্রদায়ের উৎপত্তি।
„ ১১৫৩ পরাক্রম বাহুর রাজ্যারোহণ।
„ ১২০০ সাহসমল্লের রাজ্যারোহণ।
„ ১২৬৬ পণ্ডিত পরাক্রমবাহু ৩য়ের রাজ্যাধিকার।
„ ১৩৪৭ ভুবনৈকবাহু চতুর্থের সিংহাসনপ্রাপ্তি।

সিংহলের ইতিহাসে কিংবদন্তীমূলক যে সকল ঘটনাই লিপিবদ্ধ থাকুক না কেন, ভারতীয় নানা গ্রন্থে ইহার যে খ্যাতি রহিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার। স্থানীয় কিংবদন্তীতে রামচন্দ্রের বিজয়কাহিনী কল্পিত থাকিলেও তৎকালে এখানে যে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। বৌদ্ধ সম্রাট্ অশোক কর্ত্তৃক সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ শ্রমণাদি প্রেরণ হইতে বুঝা যায় যে, তাহার বহু পূর্ব্বে সিংহলে আর্য্যসভ্যতার বিস্তার ঘটিয়াছিল এবং সিংহলে বৌদ্ধ ভিন্ন অপর হিন্দুমতও প্রচলিত ছিল।

ভারতের সহিত সিংহল এই সময় হইতেই রাজনৈতিক সম্বন্ধে আবদ্ধ। এই সময় হইতে দক্ষিণ ও উত্তর ভারতের রাজন্যগণ কখন মিত্রভাবে কখনও বা শত্রুভাবে সিংহল যাত্রা করিতেন। দ্রাবিড়গণ প্রায়ই বাণিজ্য ব্যপদেশে সিংহল যাত্রা করিত। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩৫০ খৃষ্টাব্দের সমকালে ১ম চন্দ্রগুপ্তের পুত্র মহারাজ সমুদ্রগুপ্ত সিংহলবাসীকে পদানত করিয়াছিলেন। ৬৯৬ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম চালুক্যরাজ বিনয়াদিত্য সত্যাশ্রয় পিতৃসিংহাসন অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার রাজত্বের একাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতসহ সিংহলের পরাক্রান্ত নৃপতিকে জয় করিয়াছিলেন। ১৩৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের মহিষী মল্লানদেবীর গর্ভজাত তনয় বিরূপাক্ষ পিতা কর্ত্তৃক সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া সসৈন্যে সিংহলযাত্রা করিয়া তদ্দেশাধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভারতীয় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিগণ যে সিংহলপতিগণকে বিজয়বাসনায় সসৈন্যে সাগরপার হইতেন এবং যাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে তাঁহারা গৌরব মনে করিতেন, সেই প্রসিদ্ধ বলবুদ্ধ ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন বৌদ্ধ রাজগণের সহিত ভারতের ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক সম্বন্ধনিরূপণার্থ এখানে সিংহলরাজবংশের তালিকা উদ্ধৃত হইল। (নামগুলি প্রায়ই পালি বা সিংহলী ভাষায় লিখিত।)

১ বিজয়সিংহ	৫৪৩ খৃঃ পূঃ
২ উপতিস্স (অভিভাবক)	৫০৫ „
৩ পাণ্ডুবাসুদেব	৫০৪ „
৪ অভয়	৪৭৪ „
রাজহীন বিপ্লবকাল	৪৫৪ „
৫ পাণ্ডুকাভয়	৪৩৭ „
৬ মুট শিব	৩৬৭ „
৭ দেবানম্পিয় তিস্স	৩০৭ „
৮ উত্তিয়	২৬৭ „
৯ মহাশিব	২৫৭ „
১০ সুর তিস্স	২৪৭ „
১১ সেন ও গুত্তক (বৈদেশিক রাজ্যাধিকারী)	২৩৭ „
১২ অসেল	২১৫ „
১৩ এলার (তামিলজাতীয় রাজ্যাপহারী)	২০৫ „
১৪ দুট্ঠগামিনী	১৬১ „
১৫ সদ্ধা তিস্স	১৩৭ „
১৬ থুল্লথন (তুলুন)	১১৯ „
১৭ লজ্জি তিস্স	১১৯ „
১৮ খল্লাট নাগ	১০৯ „
১৯ বট্টগামনী অভয় বা বল-গম্ বাহু	১০৪ „

২০ পুলহত্থ ১০৩ খৃঃ পূঃ
বাহিয় ১০০ „ „
পণয়মার ৯৮ „ „
পিলয়মার ৯১ „ „
দাঠিয় ৯১ „ „
} ইহারা তামিলদেশীয় ও সিংহল সিংহাসনের অপহারক।

২১ বট্টগামনী অভয় বা বলগম্বাহুর পুনরায় সিংহাসনাধিকার	৪৪ খৃঃ পূঃ
২২ মহাচুল বা মহাতিস্স	৭৬ „
২৩ চোড়নাগ	৬২ „
২৪ তিস্স বা কুড়া তিস্স	৫০ „
২৫ অনুড়া	৪৭ „
২৬ মকলণ্ড তিস্স বা কালকন্নি তিস্স	৪২ „
২৭ ভাতিকাভয়	২০ „
২৮ মহাদাঠির বা মহানাগ	৯ খৃঃ অঃ
২৯ অমণ্ডগামনী অভয়	২১ „
৩০ কনিজানু তিস্স	৩৩ „
৩১ চূড়াভয় তিস্স বা কুড়া অবা	৩৩ „

৩২ শ্রীবলী ৩৫ খৃঃ অঃ
৩ বৎসর অরাজক কাল—
৩৩ ইলনাগ বা এলুনা ৩৮ „
৩৪ চন্দ্রমুখ শিব বা সন্দমুহুনু ৪৪ „
৩৫ যশলালক তিস্‌স ৫২ „
৩৬ শুভরাজ ৬০ „
৩৭ বসভ বা বহপ ৬৬ „
৩৮ বঙ্কনাসিক তিস্‌স ১১০ „
৩৯ গজবাহু ১ম ১১৩ „
৪০ মহল্লক নাগ বা মহুল না ১৩৫ „
৪১ ভাতিয় বা ভাতিক ২য় ১৪১ „
৪২ কণিট্ঠ তিস্‌স বা কণিটু তিস ১৬৫ „
৪৩ চূড়নাগ বা সুলু না ১৯৩ „
৪৪ কুড্ডনাগ ১৯৫ „
৪৫ শ্রীনাগ (শিরিনাগ) ১ম ১৯৬ „
৪৬ বোহারক তিস্‌স ২১৫ „
৪৭ অভয় তিস্‌স ২৩৭ „
৪৮ শ্রীনাগ ২য় ২৪৫ „
৪৯ বিজয় ২য় বা বিজয়িন্দু ২৪৭ „
৫০ সঙ্ঘতিস্‌স ১ম ২৪৮ „
৫১ শ্রীসঙ্ঘবোধি ১ম বা দহম শিরি সঙ্ঘবো ২৫২ „
৫২ গোঠাভয় বা মেঘবর্ণাভয় ২৫৪ „
৫৩ জেট্ঠ তিস্স বা দেটু তিস ২৬৭ „
৫৪ মহাসেন বা মহসেন্ ২৭৭ „
৫৫ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন বা কিৎশিরি মেবন ৩০৪ „
৫৬ জেট্ঠ তিস্‌স ২য় বা দেটুতিস ৩৩২ „
৫৭ বুদ্ধদাস বা বুজস্ ৩৪১ „
৫৮ উপতিস্‌স ২য় ৩৭০ „
৫৯ মহানাম ৪১২ „
৬০ সোথি সেন ৪৩৪ „
৬১ চত্ত গাহক ৪৩৪ „
৬২ মিত্ত সেন

৬৩ পাণ্ডু—৪৩৩ খৃঃ অঃ
পাবিন্দ—৪৪১ „
খুদ্দ—
পাবিন্দ—৪৪৪ „
তিরীতর—৪৬০ „
দাঠিয়—৪৬০ „
পীঠিয়—৪৬৩ „
} এই সাত জন তামিল রাজা সিংহল সিংহাসনের অপহর্ত্তা।

৬৪ ধাতুসেন বা দাসেন্-কেলিয় ৪৬৩ খৃঃ অঃ
৬৫ কস্‌সপ ১ম (কাশ্যপ) ৬৪র পুত্র, ৪৭৯ „
৬৬ মোগ গল্লান ১ম (মৌদ্গল্যায়ন) ৬৫র ভ্রাতা ৪৯৭ „
৬৭ কুমার ধাতুসেন ৬৬র পুত্র ৫১৫ „
৬৮ কিত্তি সেন (কীর্ত্তিসেন) ৬৭র পুত্র ৫২৪ „
৬৯ শিব (কিত্তিসেনের মাতুল) ৫২৪ „
৭০ উপতিস্‌স ৩য় (উপতিষ্য ৬৯র শ্যালক) ৫২৫ „
৭১ অম্ব সামনের শিলাকাল (৭০র জামাতা) ৫২৬ „
৭২ দাঠাপ্পভূতি ৭১এর পুত্র ৫২৯ „
৭৩ মোগ্‌গল্লান ২য় (মৌদ্গল্যায়ন, ৭২র জ্যেষ্ঠভ্রাতা) ৫৪০ „
৭৪ কিত্তিশিরি মেঘবন্ন (কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ) ৭৩র পুত্র ৫৬০ „
৭৫ মহানাগ (ওক্কাক বংশীয় রাজপুত্র) ৫৬১ „
৭৬ অগ্‌গ বোধি ১ম (অগ্র বোধি) ৭৫র মাতুল ভ্রাতুষ্পুত্র ৫৬৪ „
৭৭ অগ্‌গবোধি ২য় ৭৬র জামাতা ৫৯৮ „
৭৮ সঙ্ঘতিস্‌স (সঙ্ঘতিষ্য, রাজাবলিমতে ৭৭র ভ্রাতা) ৬০৮ „
৭৯ দল্ল মোগ্‌গল্লান ৭৭র সেনাপতি ৫০৮ „
৮০ সিলা মেঘবন্ন বা অশিগাহক (অসিগ্রাহক শিলমেঘ, দল্লমোগ্‌গল্লানের সেনাপতিপুত্র ৬১৪ „
৮১ অগ্‌গবোধি ৩য় বা শ্রীসঙ্ঘবোধি ২য়, ৮০র পুত্র ৬২৩ „
৮২ জেট্ঠ তিস্‌স, ৭৮র পুত্র ৬২৩ „
৮১ অগ্‌গবোধি ৩য়, পুনরধিকার ৬২৪ „
৮৩ দাঠোপতিস্‌স ১ম, কেমেনি বংশীয় ৬৪০ „
৮৪ কস্‌সপ ২য় ৮১র ভ্রাতা ৬৫২ „
৮৫ দপ্‌পুল ১ম ৮৪র জামাতা ৬৬১ „
৮৬ হত্থদাঠ বা দাঠোপতিস্‌স ২য় (৮৩র ভ্রাতৃপুত্র) ৬৬৪ „
৮৭ অগ্‌গবোধি ৪র্থ সিরিসঙ্ঘবোধি, ৮৬র কনিষ্ঠভ্রাতা ৬৭৩ „
৮৮ দত্ত, সিংহলরাজবংশধর ৬৮৯ „
৮৯ উংহনাগর হত্থ দাঠ ৬৯১ „
৯০ মাণবম্ম (মানবর্ম্মন্) ৮৪র পুত্র ৬৯১ „
৯১ অগ্‌গবোধি ৫ম ৯০র পুত্র (?) ৭২৬ „
৯২ কস্‌সপ ৩য়, ৯১র ভ্রাতা ৭৩২ „
৯৩ মহিন্দ ১ম (মহেন্দ্র) ৯২র পুত্র ৭৩৮ „
৯৪ অগ্‌গবোধি ৬ষ্ঠ শিলামেঘ, ৯৩র পুত্র ৭৪১ „
৯৫ অগ্‌গবোধি ৭ম, ৯৪র ভ্রাতা ৭৪৮ „
৯৬ মহিন্দ ২য় শিলামেঘ, ৯৫র ভ্রাতৃপুত্র ৭৮৭ „
৯৭ দপ্‌পুল ২য়, ৯৬র পুত্র ৮০৭ „
৯৮ মহিন্দ ৩য় বা ধম্মিক সিলামেঘ, (ধার্ম্মিক শিলামেঘ) ৯৭র পুত্র ৮১২ „

৯৯ অগ্‌গবোধি ৮ম, ৯৮র সম্পর্কিত ভ্রাতা ৮১৬ খৃঃ অঃ
১০০ দপ্‌পুল ৩য়, ৯৯র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ৮২৭ „
১০১ অগ্‌গবোধি ৯ম, ১০০র পুত্র ৮৪৩ „
১০২ সেন ১ম, শিলামেঘ সেন (শিলামেঘবর্ণ) ১০ র কনিষ্ঠ) ৮৪৬ „
১০৩ সেন ২য়, ১০২র পৌত্র ৮৬৬ „
১০৪ উদয় ১ম, ১০৩র সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা ৯০১ „
১০৫ কস্‌সপ ৪র্থ, ২০৪র জামাতা ৯১২ „
১০৬ কস্‌সপ ৫ম, ১০৫র জামাতা ৯২৯ „
১০৭ দপ্‌পুল ৪র্থ, ১০৬র পুত্র ৯৩৯ „
১০৮ দপ্‌পুল ৫ম, ১০৭র ভ্রাতা ৯৪০ „
১০৯ উদয় ২য় ৯৫২ „
১১০ সেন ৩য়, ১০৯র ভ্রাতা ৯৫৫ „
১১১ উদয় ৩য় ৯৬৪ „
১১২ সেন ৪র্থ ৯৭২ „
১১৩ মহিন্দ ৪র্থ ৯৭৫ „
১১৪ সেন ৫ম, ১১৩র পুত্র ৯৯১ „
১১৫ মহিন্দ ৫ম, ১১৪র ভ্রাতা ১০০১ „
১১৬ যুবরাজ কাশ্যপ বা বিক্রমবাহু ১০৩৭ „

ইঁহার সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয় এবং সিংহলরাজ্যে অবিচার অনাচারের স্রোত প্রবাহিত হইতে থাকে। পরে

১১৭ কিত্তি (কীর্ত্তি সেনাপতি রাজ্যাপহারক) ১০৪৯ „
১১৮ মহলাণ কীর্ত্তি (রাজ্যাপহারী) ১০৪৯ „
১১৯ বিক্কম পণ্ডু (বিক্রমপাণ্ডু রাজ্যাপহারী) ১০৫২ „
১২০ জগতি পাল (রাজ্যাপহর্ত্তা) ১০৫৩ „
১২১ পরক্কম (পরাক্রম রাজ্যাপহারী) ১০৫৭ „
১২২ লোক বা লোকিস্‌সর (লোকেশ্বর রাজ্যাপহারী) ১০৫৯ „
১২৩ বিজয়বাহু ১ম (শ্রীসঙ্ঘবোধি) ১১৫র পৌত্র ১০৬৫ „

বিক্রমবাহুর সিংহাসনাধিকার ১০৩৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বিজয়বাহুর রাজ্য লাভ ১০৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিংহল যে ঘোরতর অন্তর্বিপ্লবে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল তাহার রাজ্যাপহারীদিগের রাজ্যাধিকার হইতেই বুঝা যায়। রাজ্যের বা রাজসরকারভুক্ত যে ব্যক্তি যখন অর্থ ও সেনাবলে বলীয়ান্ হইয়াছিলেন তখনই তিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তৎকালে রাজমন্ত্রী ও সেনাপতিবৃন্দের মধ্যে যে ঘোর প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান ছিল, পর পর রাজ্যাপহারকের অভ্যুদয় তাহার প্রমাণ।

১২৪ জয়বাহু, ১২৩র ভ্রাতা ১১২০ খৃঃ অঃ
১২৫ বিক্কমবাহু'জী (বিক্রমবাহু)—১২৩র পুত্র ১১২১ খৃঃ অঃ
১২৬ গজবাহু ২য়, ১২৫র পুত্র ১১৪২ „
১২৭ পরক্কম বাহু (পরাক্রম বাহু) ১২৬র জ্ঞাতিভ্রাতা ১১৬৪ „
১২৮ বিজয়বাহু ২য়, ১২৭এর ভ্রাতুষ্পুত্র ১১৯৭ „
১২৯ মহিন্দ ৬ষ্ঠ, রাজ্যাপহারী ১১০৮ „
১৩০ কিত্তি নিস্‌সঙ্ক (কীর্ত্তি নিঃশঙ্কমল্ল) ১১৯৮ „

রাজা পরাক্রমবাহু বৌদ্ধ ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিস্তারকল্পে তিনি সিংহলের নানা স্থানে মঠ বিহার ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়াছেন, এই কারণে তাঁহাকে সকলে লঙ্কেশ্বর ও মহাপরাক্রম বাহু নামে অভিহিত করেন। ১১২৬ খৃষ্টাব্দে বিজয়বাহুর মতান্তরে বিক্রমবাহুর মৃত্যু ঘটিলে রাজ্যাধিকার লইয়া রাজপরিবারে বিষম গোলযোগ উপস্থিত হয় এবং সেই কারণে প্রায় ২২ বৎসরকাল অন্তর্বিপ্লব চলিতে থাকে। এই ভীষণ যুদ্ধবিগ্রহের সময় সিংহলের রাজধানী অনুরাধাপুর শ্রীহীন হইয়া যায়। ১১৫ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধবিগ্রহাদির শান্তি হইলে রাজা পরাক্রম বাহু পুলস্তিনগরে রাজ্যাভিষিক্ত হন। রামন্নদেশাধিপতি তাঁহার প্রেরিত দূতকে বন্দী করিলে তিনি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার বিরুদ্ধে ৫০০ নৌবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পত্নী পাণ্ড্যরাজপত্নী লীলাবতীর নামাঙ্কিত মুদ্রা অদ্যাপিও পাওয়া যায়। স্বামীর মৃত্যুর পর এই বিদুষী রমণী ১১৯৭, ১২০৯ ও ১২১১ খৃষ্টাব্দে তিনবার সিংহাসন লাভ করেন, পরাক্রমবাহু ত্রিপিটক অনুসারে বৌদ্ধ ধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন এই কারণে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়াও তিনি ধর্ম্মের প্রেরণায় ১৩০টী বিহার মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। [পরাক্রমবাহু দেখ।]

মহাপরাক্রম বাহুর পর সিংহলে কএকজন নগণ্য রাজা রাজপদ প্রাপ্ত হন। তদনন্তর সিংহলবাসীদিগের নির্ব্বাচনে কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুরাধিপতি রাজা জয়গোপের পুত্র নিঃশঙ্কমল্ল সিংহলে আনীত হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। এই কারণে ইনি কালিঙ্গ-চক্রবর্ত্তী বংশীয় বলিয়া অভিহিত। সিংহাসনারোহণের পর তিনি "শ্রীসঙ্ঘবোধি কালিঙ্গ-পরাক্রমবাহু বীররাজ নিঃশঙ্কমল্ল অপ্রতিমল্ল লঙ্কেশ্বর মহারাজ" উপাধি ধারণ করেন। নিঃশঙ্কমল্লের পর তৎ পুত্র বীরবাহু রাজা হন।

[পরাক্রমবাহু নিঃশঙ্কমল্ল দেখ।]

১৩১ বীরবাহু, ১৩০র পুত্র ১২০৭ খৃঃ অঃ
১৩২ বিক্কমবাহু, ১৩০র ভ্রাতা ১২০৭ „
১৩৩ চোড়গঙ্গ, ১৩০র ভ্রাতুষ্পুত্র ১২০৭ „
১৩৪ লীলাবতী, ১২৭র বিধবা মহিষী ১২০৮ „
১৩৫ সাহসমল্ল* ১৩০র বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ১২০০ „

* সাহসমল্লের শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্যারোহণকাল ১৭৪৩ বুদ্ধ গতাব্দ

১৩৬ কল্যাণবতী ১৩০র পাটরাণী ১২০২ খৃঃ অঃ
১৩৭ ধম্মাশোক (ধর্ম্মাশোক) ১২০৮ „
১৩৮ অণিকঙ্গ, (প্রধান শাসনকর্ত্তা) ১২০৯ „
(১৩৪) লীলাবতী (পুনরভিষেক) ১২০৯ „
১৩৯ লোকিস্সর (লোকেশ্বর রাজ্যাপহারক) ১২১০ „
(১৩৪) লীলাবতী (পুনরভিষেক) ১২১১ „
১৪০ পরক্কম পণ্ডু (পরাক্রম পাণ্ডু রাজ্যাপহারক) ১২১২ „
১৪১ মাঘ বা কালিঙ্গবিজয়বাহু (রাজ্যাপহারী) ১২১৫ „
১৪২ বিজয়বাহু ৩য় (শ্রীসজ্ঘবোধি-বংশীয়) ১২৩৬ „
১৪৩ পরক্কম বাহু ২য় (কলিকাল-সাহিত্য-সর্ব্বজ্ঞ পণ্ডিত পরাক্রম বাহু) ১২৪০ „
১৪৪ বিজয়বাহু ৪র্থ, ১৪৩র পুত্র ১২৭৫ „
১৪৫ ভুবনেকবাহু ১ম, ১৪৪র ভ্রাতা ১২৭৭ „
১৪৬ পরাক্রমবাহু ৩য়, বোসৎ বিজয়বাহুর পুত্র ১২৮৮ „
১৪৭ ভুবনেক বাহু ২য়, ১৪৫র পুত্র ১২৯৩ „
১৪৮ পরাক্রমবাহু ৪র্থ, ১৪৭র পুত্র ১২৯৫ „
১৪৯ ভুবনেকবাহু ৩য়
১৫০ জয়বাহু ১ম
১৫১ ভুবনেক বাহু ৪র্থ ১৩৪৭ „
১৫২ পরাক্র বাহু ৫ম ১৩৫১ „
১৫৩ বিক্রম বাহু ৩য়
১৫৪ ভুবনেক বাহু ৫ম, গিরিবংশ গোত্রসম্ভুত
১৫৫ বীর বাহু ২য়, ১৫৪র সহোদর
১৫৬ পরাক্রম বাহু ৬ষ্ঠ ১৪১০ „
১৫৭ জয়বাহু ২য় ১৪৬২ „
১৫৮ ভুবনেকবাহু ৬ষ্ঠ ১৪৬৪ „
১৫৯ পরাক্রমবাহু ৭ম ১৪৭১ „

গ্রন্থান্তরে পরাক্রমবাহু ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ও ৭মের রাজ্যকাল লিখিত আছে। এই গণনা অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী কএকজন রাজার রাজ্যাধিকার কালে ১১ বৎসরের গোল বাধে অর্থাৎ ১২৭ নং পরাক্রম-বাহুর ও ১০০ নং নিঃশঙ্কমল্লের রাজ্যকাল যথাক্রমে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দ হয়, এবং বীর বাহুর রাজ্যারম্ভ ১১৯৭ হইয়া পড়ে। আমরা ঐ ভ্রমের সংশোধন করিতে বিরত থাকিলাম। কেন না, রাজাবলী, রাজরত্নাবলী, মহাবংশ ও নরেন্দ্রচরিতাবলোকন-প্রদীপিকা হইতে সিংহল দেশীয় রাজবংশেতিহাসে যেরূপ রাজ্য কাল প্রদত্ত হইয়াছে শিলালিপির সহিত তাহার তুলনা করিলে আরও নানা প্রমাদ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। পরবর্ত্তী কালের প্রকৃত ইতিহাসের সহিত কিংবদন্তী-মূলক প্রাচীন আখ্যানের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য সাহসমল্লের রাজ্যকাল পুনরায় ১২৮০ খৃষ্টাব্দে পিছাইয়া রাখা হইল। যে হেতু সিংহলীয় গ্রন্থ মতে ৫৪৩ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দই বুদ্ধের গতাব্দ। যদি তথাগতের গতাব্দের ব্যতিক্রম হয়, তাহা হইলে উপরি উক্ত রাজ্যকালসমূহেরও পরিবর্ত্তন ঘটিবে।

লইয়া গোল আছে, সাধারণের অবগতির জন্য তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এখানে বিবৃত হইল—

পরাক্রম বাহু ৩য়, ১২৬৬ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি সিংহলবাসীকে ত্রিপিটক শিক্ষা দিবার জন্য চোলরাজ্য হইতে শ্রমণ আনাইয়া ছিলেন। এতদ্ভিন্ন তাঁহার উদ্যোগে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থসংগ্রহ ও বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বিচার জন্য এখানে একটী সঙ্ঘ স্থাপিত হয়। পরাক্রমবাহু ৪র্থ ১৩১৪ হইতে ১৩১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। ৫ম পরাক্রম বাহু শ্রীসঙ্ঘবোধি নামেও বিদিতছিলেন। ইনি স্বীয় রাজত্বের ১০ম বৎসরে ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে দেবরাজ বিষ্ণুর উদ্দেশে ভূমি-মহাবিহারের নিকটে একটী নারিকেলস্তূপ নির্ম্মাণ করেন। ৬ষ্ঠ পরাক্রম বাহু প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। ১৪১০ হইতে ১৪৬২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইনি কলম্বো বন্দরের নিকটবর্ত্তী জয়বর্দ্ধনপুরে (বর্ত্তমান কোট্ট) রাজত্ব করেন। মাতা সুনমিত্রাদেবীর স্মরণার্থ ইনি ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে একটী বুদ্ধমন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৫০১ হইতে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৭ম পরাক্রমবাহুর রাজ্যকাল। ইনি সিংহলের পিহিত, মায়া ও রুহুনু প্রদেশে আপন শাসনদণ্ড বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৬০ পরাক্রমবাহু ৮ম
১৬১ বিজয়বাহু ৫ম
১৬২ ভুবনেকবাহু ৭ম
১৬৩ বীর বিক্কম (বীর বিক্রম) ১৫৪২ খৃঃ অঃ
১৬৪ মায়াধন্নু
১৬৫ রাজসীহ (রাজসিংহ)
১৬৬ বিমল ধম্ম সুরিয় (বিমল ধর্ম্ম সূর্য্য) ১৫৯২ „
১৬৭ সেনরত্ন, ১৬৬র ভ্রাতা ১৬২০ „
১৬৮ রাজসীহ (রাজসিংহ) ১৬৭র পুত্র ১৬২৭ „
১৬৯ বিমল ধম্ম সুরিয় (বিমল ধর্ম্মসূর্য্য) ১৬৮র পুত্র ১৬৭৯ „
১৭০ সিরিবীর পরক্কম নরিন্দসীহ (শ্রীবীর পরাক্রম নরেন্দ্রসিংহ) ১৬৯র পুত্র ১৭০১ „
১৭১ শ্রীবিজয়রাজসিংহ, ১৭০এর শ্যালক ১৭৩৪ „
১৭২ কীর্ত্তিশ্রীরাজসিংহ ১৭৪৭ „
১৭৩ শ্রীরাজাধিরাজসিংহ (১৭২র কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ১৭৮০ „
১৭৪ শ্রীবিক্কমরাজসীহ (শ্রীবিক্রমরাজসিংহ, ১৭৩র ভ্রাতুষ্পুত্র) ১৭৯৮ „

শ্রীবিক্রমরাজসিংহই কাণ্ডীর শেষ বৌদ্ধ নরপতি। ইনি ইংরাজহস্তে বন্দী হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে বহুর দুর্গে নজরবন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে)

সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায় যে, সিংহলবিজেতা বিজয়-

সিংহের বংশধরগণ বিভিন্ন শক্তিতে রাজ্যরশ্মি আকর্ষণ করিয়া বিভিন্ন মার্গে সিংহলের সভ্যতা প্রসারিত করিয়াছিলেন। কোন রাজা বিদ্বান্ ছিলেন, তিনি স্বীয় বিদ্যানুরাগবশতঃ সিংহলে বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, কেহ বা বীরচেতা ছিলেন, তিনি স্বীয় সমরশক্তিবিকাশে ভারতবাসীকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। অপরে বুদ্ধান্ততার প্রভৃত যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। কোন কোন রাজা গৃহবিবাদে ও আত্মবিচ্ছেদে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছেন এবং অনেকে বিদেশীর সহিত রণরঙ্গে লিপ্ত থাকিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা রণক্ষেত্রে রণপিপাসা শান্তি করিতে না পারিয়া স্ব স্ব জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে মলবার উপকূলবাসী বহু জাতি পুনঃ পুনঃ সিংহল-রাজের রাজ্যসীমা আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিত। দিনেমারদিগের বৃটন-বিজয়ের সময় ইংলণ্ডবাসীরা যেরূপ ভয়াবহভাবে দিনেমার-হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিল, সিংহলবাসীরাও এক সময়ে সেইরূপ মলবার জাতি কর্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

ইহার পর, প্রায় ৮।৫ শতাব্দ ব্যাপিয়া মলবার-দস্যুদল দলে দলে সশস্ত্র এখানে আসিয়া উপস্থিত হয়। তৎপরে সিংহলে প্রাচীন গৌরব-সূর্য্যের অবসান হইতে থাকে এবং সিংহলরাজ্য ৭টী বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত হইয়া যায়। অদৃষ্টান্বেষী পর্ত্তুগীজ-সেনাপতি অলমীডা ১৫০৫ খৃষ্টাব্দে কলম্বোনগরে অবতরণ করেন। তিনিই সিংহলকে সপ্তরাজ্যে বিভক্ত দেখিয়া স্বীয় বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া যান।

১৫১৭ খৃষ্টাব্দে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে অলবাজেরিয়া নামক পর্ত্তুগীজদলপতি সিংহলে বাণিজ্যার্থ কলম্বোর সমীপদেশে কুঠীনির্ম্মাণার্থ স্থান লাভ করেন। এইরূপে একবার দাঁড়াইতে স্থান পাইয়া নবাগত পর্ত্তুগীজগণ শুইবার স্থান করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। তাহারা তৎকালে আপনাদের বলবৃদ্ধি করিবার প্রত্যেক সুযোগই দেখিতে লাগিলেন এবং দেশবাসীর সহিত মিষ্টবাক্য বিনিময়ে সদ্ভাব স্থাপন করিলেন। অচিরে তাহাদের কুঠীর সামান্য প্রাচীর সুদৃঢ় প্রস্তরপ্রাচীরে পরিণত হইল এবং অল্পদিনের মধ্যে ঐ কুঠী একটী দৃঢ় দুর্গে রূপান্তরিত হইয়াছিল, পাছে প্রতিযোগী বণিক্দল অথবা অন্য কোন রাজশত্রু অকস্মাৎ তাহাদের কুঠী আক্রমণ করে এই আশঙ্কায় তাহারা সমুদ্রমুখে ও স্থলাভিমুখে দুর্গের বপ্রদেশে ভীমনাদী ভীষণ কামান সকল স্থাপিত করিয়াছিল। সিংহলরাজ সামরিক সজ্জার এই বিসদৃশ আয়োজন সন্দর্শনে ভীত হইলেন। এই নবাগত বৈদেশিক বন্ধুগণ যে ভবিষ্যতে তাঁহার শত্রু হইয়া ক্রূর কৃতঘ্ন কৃষ্ণসর্পবৎ তাঁহাকেই দংশন করিবে তাহা তাঁহার বুঝিতে বাকী রহিল না। তিনি তাহাদিগকে দ্বীপ হইতে বিতাড়িত করিবার উপায় বিধানে সচেষ্টিত হইলেন। প্রতিযোগী পর্ত্তুগীজদিগকে সিংহল হইতে দূর করিতে পারিলে সিংহলের বাণিজ্য তাহাদের একচেটিয়া থাকিবে ভাবিয়া মুসলমান ও অন্যান্য দেশীয় বণিক্গণ প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে পর্ত্তুগীজগণের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। তাহারা তখনও সিংহল ও পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে বিশেষ প্রবল ছিল, অস্ত্রশস্ত্র লইয়া মুসলমান সেনাদল সিংহলরাজের সাহায্যার্থ আসিয়া যোগদান করিল, অদূরদর্শী রাজার এই আয়োজন বিফল হইয়া গেল। পর্ত্তুগীজগণ তখন আত্মপক্ষ সমর্থনের উপযোগী বলসংগ্রহ করিয়াছেন। রাজ-সৈন্যের সহিত পর্ত্তুগীজদিগের সমুদ্রোপকূলে কএকটী ভীষণ যুদ্ধ হইল। যুদ্ধে পর্ত্তুগীজপক্ষ প্রবল এবং রাজপক্ষ অতীব দুর্ব্বল, সুতরাং রণকুশল য়ুরোপীয়গণ অচিরে সিংহলের পশ্চিমোপকূল স্বীয় করায়ত্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

পর্ত্তুগীজগণ ক্রমে দেশবাসীর চিরশত্রু হইয়া পড়িল। তাহাদের উত্তরোত্তর নিষ্ঠুরাচরণে উত্ত্যক্ত হইয়া সিংহলবাসী সময়ে সময়ে তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। দেশবাসীর স্বাধীনতালাভের অথবা কঠোর অত্যাচারের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা জনক্ষয় বা রক্তপাত ভিন্ন অন্য কোন পথে পরিচালিত হয় নাই। ১৬০২ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ নৌ-সেনাপতি স্পিল্বার্জ সদলে আসিয়া সিংহলের পূর্ব্বোপকূলে শিবির সন্নিবেশপূর্ব্বক কাণ্ডীরাজের বন্ধুত্ব যাচ্ঞা করিলেন। কাণ্ডীপতি ওলন্দাজদিগের এই প্রার্থনা মহাসুযোগের অবসর জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সাহায্যেই পর্ত্তুগীজদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হইবেন, এই আশায় প্রণোদিত হইয়া তিনি তাহাদিগকে প্রত্যেক বিষয়ে উৎসাহদান করিতে লাগিলেন। রাজা ওলন্দাজদিগকে সর্ব্ববিষয়ে সমাদৃত ও উৎসাহিত করিলেও ১৬৩৮-৩৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজার শত্রুদমনে কোন চেষ্টা করেন নাই। শেষোক্ত বর্ষে ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের বিরুদ্ধে সেনাচালনা করিয়া পূর্ব্বোপকূলবর্ত্তী পর্ত্তুগীজদিগের যাবতীয় দুর্গ আক্রমণ করেন। একে একে সকল দুর্গই ধূলিসাৎ হইয়া যায়। পর বৎসরে ওলন্দাজদল সদলে নেগোম্বো জনপদে গমন করেন, কিন্তু তাঁহারা তৎকালে তথায় সামান্য বণিগ্ভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহারা আশ্রয়লাভার্থ তৎকালে তথায় কোনরূপ সুরক্ষিত দুর্গাদি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজ সেনা নেগোম্বো অধিকার পূর্ব্বক তথায় দুর্গাদি নির্ম্মাণ করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে কলম্বো তাঁহাদের করতলগত হয় এবং ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা পর্ত্তুগীজদিগকে তাহাদের সিংহলস্থ শেষ দুর্গ জাফনা হইতে দূরীকৃত করিয়া দিলেন।

ওলন্দাজগণ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় হঠকারী ছিলেন না। তাঁহারা বিশেষ সুবিবেচনার সহিত আপনাদের অধিকৃত প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। পাছে দেশীয় রাজন্যবর্গ পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় পরে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করে, এই ভয়ে তাঁহারাও আপনাদের বলসঞ্চয়ে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। তাঁহারা প্রজারঞ্জক ছিলেন; প্রজাবর্গের অনেক উপদ্রবও সহ্য করিতেন। পর্ত্তুগীজদিগের ন্যায় সমরাঙ্গণে খ্যাতিলাভ করিবার গর্ব্ব তাঁহাদের ছিল না। তাঁহারা সিংহলের অভ্যন্তরদেশে বাণিজ্য পরিচালনার্থ পথঘাট প্রস্তুত করিয়া সিংহলবাসীর অনেক সুবিধা করিয়া দেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য অনেক বিষয়েও তাঁহারা সিংহলের উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন।

ওলন্দাজগণ সিংহলের বাণিজ্যপরিচালনে সফলকাম হইয়া হলণ্ড-রাজ্যকে বিশেষ লাভবান্ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে সিংহলে নানারূপ কলাশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। তাঁহারা রাজকীয় অট্টালিকাদি নির্ম্মাণবিষয়ে এবং পথঘাট রক্ষার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের আগ্রহে ও উৎসাহে সমুদ্রোপকূলস্থ প্রদেশসমূহে শিক্ষাবিস্তারের যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়।

কূটরাজনীতিবলে ওলন্দাজগণ সিংহলের যে উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ইংরাজগণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রচালনা করিলে, তাঁহাদের সেনাবল সেই সুসমৃদ্ধ সিংহলরাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। প্রায় সার্দ্ধশতাব্দ কাল নির্ব্বিরোধে সুখে রাজ্যশাসন করিয়া ওলন্দাজ ঔপনিবেশিকগণ আলস্যপ্রিয় হইয়া দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে নিস্তেজ হইয়া পড়েন। ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে অদম্য সাহসে ও অসীম বীরত্বে ধীরে ধীরে ওলন্দাজগণ যে রাজ্য জয় করিয়াছিলেন, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ভীরুতায় ও দুর্ব্বলতায় তাঁহারা তাহা নষ্ট করেন।

১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিংহলের প্রথম সংস্রব ঘটে। উক্ত বর্ষে মান্দ্রাজস্থ ইংরাজকোম্পানীর কর্ত্তৃপক্ষ কাণ্ডীপতির নিকট দূত প্রেরণ করেন; দুঃখের বিষয় ইহাতে বাণিজ্যের উন্নতিসাধক কোন প্রস্তাবই ফলদায়ক হয় নাই। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্য ত্রিকোণমালী অধিকার করেন, কিন্তু অনতিকালপরেই নৌ-সেনাপতি সুফরীন্ (Suffrien) উহা পুনরধিকার করিলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে গ্রেট বৃটেন ও হলণ্ডপতির মধ্যে মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। এই বিরোধসূত্রে ইংলণ্ডেশ্বর ওলন্দাজদিগের সিংহলস্থ অধিকৃত প্রদেশ আক্রমণ করিতে আদেশ দেন। দুর্ব্বল ওলন্দাজগণ বলদর্পিত ইংরাজসেনার নিকট পরাজিত হইল এবং ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি ওলন্দাজদিগের সমুদায় দুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

অধিকৃত সিংহলপ্রদেশ এই সময়ে ইংলণ্ডের ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিরক্ষিত হয়, কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে আমেনের সন্ধিসূত্রে সমগ্র সিংহল সমতট ইংলণ্ডেশ্বরের শাসনভুক্ত হইয়াছিল। কেবল মধ্যসিংহলের পর্ব্বত-পরিবেষ্টিত দুর্ভেদ্য পার্ব্বত্য ও জঙ্গলময় প্রদেশ মলবার-রাজবংশধর বিক্রমসিংহের হস্তগত ছিল। রাজা বিক্রমসিংহ তাঁহার য়ুরোপীয় প্রতিবেশীর সহিত সদ্ভাববিস্তারে বিশেষ মনোযোগী হন নাই।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি সামান্য মনোবাদে ইংরাজগণ কাণ্ডীরাজ্য আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। ইংরাজসৈন্য কাণ্ডীরাজের সৈন্যভয়ে যতদূর ভীত না হইয়াছিল, তাহারা এই বন প্রদেশ অতিক্রমকালে জ্বরোপাক্রান্ত হইয়া বিশেষ ক্লান্তি উপভোগ করিয়াছিল, পরন্তু ঐ সকল সৈন্যমধ্যে অনেকে পলাইয়া গিয়া তাহাদের যথেষ্ট শত্রুতার কার্য্য করিয়াছিল। ইংরাজগণ এইরূপে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও সিংহলরাজের সহিত সন্ধিস্থাপন করেন। ইহার পর পুনরায় ঘোর অত্যাচারী কাণ্ডীরাজ শ্রীবিক্রমরাজসিংহের নিষ্ঠুরতা ও প্রজাপীড়ন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। তখন বহুসংখ্যক অদিগার ও দেশীয় সামন্ত একত্র হইয়া অত্যাচারী রাজাকে দমনার্থ ইংরাজদিগের সাহায্য ভিক্ষা করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ-সেনাপতি কাণ্ডী অবরোধ করিয়া রাজাকে বন্দী করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে রাজা বন্দীভাবে বল্লুর দুর্গে নির্ব্বাসিত হন। এই রাজা হইতেই সিংহলের দ্বিসহস্রাধিকবর্ষব্যাপী একটী সমৃদ্ধ রাজবংশের অবসান হয়।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে কাণ্ডীয় সর্দ্দারগণের সহিত যে সন্ধিপত্র লিখিত হয়, তাহাতে ইংরাজগণ সমগ্র সিংহলের অধিপতি বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছেন। পক্ষান্তরে ইংরাজরাজও দেশবাসীর ধর্ম্ম ও রাজকীয় স্বার্থরক্ষা করিতে স্বীকৃত হন। বৌদ্ধধর্ম্ম এখানে প্রবল থাকিবে এবং মঠ, বিহার, সঙ্ঘারাম ও দেবমন্দিরাদি পূর্ব্ববৎ রাজার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ও পরিচালিত হইবে। ধর্ম্মযাজক সম্প্রদায়ের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে এবং সকলেই ইচ্ছামত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে। ইংরাজরাজ শাসনব্যয়বহনার্থ শুল্ক ও রাজস্ব আদায় করিতে পারিবেন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সিংহলের অভ্যন্তরদেশের নানা স্থানে বিদ্রোহের সূচনা দৃষ্ট হয়। এই ভয়াবহ বিপ্লব দমন করিতে ইংরাজদিগকে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। বিদ্রোহদমনের পর, ইংরাজরাজ কাণ্ডীপতিকে বল্লুরে নির্ব্বাসিত করেন। অনন্তর ১৮৪১ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে এখানে দুইটী ক্ষুদ্র বিদ্রোহের সূচনা হয় এবং তাহা অচিরে দমিত হইয়াছিল। সিংহলরাজের নির্ব্বাসনের

পর হইতে এখানে রাজনীয় কোন গোলযোগ সমুত্থিত হয় নাই। সিংহলরাজ্য এক্ষণে ইংরাজরাজের অধীন উপনিবেশ বলিয়া গণ্য, রাজনৈতিক ভাষায় ইহাকে ক্রাউন কলনি (Crown Colony) বলে। এখানকার শাসনকর্ত্তা বা গবর্ণর ইংলণ্ডেশ্বর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ছয়বর্ষকাল শাসনকার্য্য পরিদর্শন করিতে সমর্থ। তদনন্তর অন্য শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। ইনি এক্সিকিউটিভ ও লেজিস্লেটিভসভার পরামর্শে রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন। ভারতে যেরূপ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা বিচারবিভাগীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকেন, এখানেও ঐরূপ শিক্ষিত ব্যক্তিই রাজশাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। ঐ সকল ব্যক্তি সেক্রেটারি অব্ ষ্টেট্ ও সিংহলের গবর্ণর কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হন। তদনন্তর তাঁহাদিগকে হোয়াইটহলস্থ কলোনিয়াল্ অফিসে ও সিংহলের রাজকীয় কার্য্যালয়সমূহে কিছুকালের জন্য শিক্ষা নবিশী কার্য্যে রাখা হয়। এই সময়ে তাঁহাদিগকে সিংহলী বা তামিলী প্রভৃতি দেশীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে হয়। অতঃপর তাঁহারা রাজকর্ম্মপরিচালনক্ষম হইয়াছেন কিনা তাহার একটী পরীক্ষা হয়। ঐরূপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রেরাই সিংহলের প্রধান প্রধান রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইবার যোগ্য।

পূর্ব্বে বার্দ্ধক্য ও কর্ম্মপটুতা অনুসারে এখানকার কর্ম্মচারীদিগকে উচ্চতম পদে উন্নত করা হইত। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে আরল অব ডার্বি সে প্রথা রহিত করিয়া গুণশালী বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তিকেও উচ্চতম রাজপদে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করেন।

এক্ষণে সিংহলদ্বীপ সাতটী প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশেই একজন সর্দ্দার বা সহকারী এজেণ্ট আছেন। তাঁহারা গবর্মেণ্টের আদেশানুসারে আপনাপন অধিকৃত প্রদেশের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শন করিয়া থাকেন এবং গবর্মেণ্টের আদেশগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেশবাসীকে বুঝাইয়া তাহাদিগকে তদনুরূপে কার্য্য করিতে আদেশ করিয়া থাকেন। প্রত্যেক প্রদেশ আবার কএকটী জেলায় এবং জেলাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপবিভাগে গঠিত। প্রত্যেক উপবিভাগ এক এক জন সর্দ্দার বা মণ্ডলের অধীনে রক্ষিত; ঐরূপ সর্দ্দারগুলি সিংহলের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে অর্থাৎ কাণ্ডীরাজ্যে ইহারা রতেমাহাত্ম্য, কোরল, আরচ্ছি, সামুদ্রপ্রদেশে—মুদলিয়ার, মহন্দিরম ও বিদান; তামিল প্রদেশে বন্নিয়, উদৈয়ার ও বিদান নামে পরিচিত। সিংহলের মধ্য, উত্তর-মধ্য, ও পশ্চিম ভূখণ্ড লইয়া কাণ্ডীয় প্রদেশ গঠিত। সমুদ্রের দক্ষিণপশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম উপকূলদেশ সিংহলের সামুদ্রপ্রদেশ নামে খ্যাত। সিংহলের উত্তর ও পূর্ব্বাংশ তামিল প্রদেশ।

এখানকার শতকরা ৭০ ভাগ লোক সিংহলী ভাষায় কথা কয়। ৬হাজার য়ুরোপীয় এবং প্রায় ১৪ হাজার য়ুরোপীয় বংশধর ব্যতীত এখানকার অন্যান্য অধিবাসীদের ভাষা তামিল। সিংহলীয় ভাষা আর্য্য হিন্দুজাতির ভাষা, পালিভাষার সহিত ইহার অনেক সৌসাদৃশ্য আছে। তামিলগণ এবং এখানকার আরববংশধরগণ দ্রাবিড়ীয় ভাষায় কথা কয়। য়ুরোপীয় বংশধর ফিরিঙ্গীরা ভাঙ্গা পর্ত্তুগীজ ভাষায় কথা কহিয়া থাকে। বেদ্দা ও রোড়িয়া নামক জাতির ভাষা একবারে স্বতন্ত্র। মগধে প্রচলিত পালি ভাষারও এখানে যথেষ্ট প্রচলন আছে।

সিংহলবাসীরা বহুকাল হইতে শিক্ষিত। তাঁহাদের অনেক কাব্যগ্রন্থ আছে। রাজাবলী বা রাজেতিহাস প্রভৃতি গ্রন্থও কবিতায় লিখিত; কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহ পালিভাষায় লিখিত। অনেকগুলি গ্রন্থের মূল সিংহলীয় ভাষায় অনূদিত হইয়াছে, ঐ অনুবাদ পড়িয়াই সকলে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হয়। পালিগ্রন্থের মধ্যে (১) 'ত্রিপিটক' সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদ্গ্রন্থ, ইহা বাইবেল গ্রন্থাপেক্ষা ১১ গুণ বড়। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে সিংহলে ইহার প্রচলন হয়। (২) বুদ্ধঘোষের সুবিখ্যাত টীকা, ইহা খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে লিখিত; (৩) খৃষ্টীয় ২য় ও ৩য় শতাব্দে লিখিত কতকগুলি ইতিহাস, ব্যাকরণ ও অন্যান্য গ্রন্থ। ইতিহাসের মধ্যে দ্বীপবংশ ও মহাবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিত টার্ণার, ফৃসবুল, চাইলডার প্রভৃতি অনেক পণ্ডিত প্রাচীন পালিগ্রন্থ পাশ্চাত্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া জগদ্বাসীর নিকট নূতন তত্ত্ব বিকাশ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সিংহল বৌদ্ধপ্রধান স্থান। এখনও এখানে প্রবলভাবে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত। খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর প্রারম্ভকালে ভারতীয় বৌদ্ধকেতু ধর্ম্মাশোকের পুত্র মহিন্দ (অনুমান ৩২০ খৃঃ পূঃ) সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করেন। সিংহলের প্রাচীন রাজধানী অনুরাধাপুর ও পুলস্তিনগরে (পোলাহরুবা) এখনও বৌদ্ধদিগের ভূরি ভূরি কীর্ত্তিনিদর্শন নিপতিত দৃষ্ট হয়, তাহা হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে, সিংহলের রাজগণ ও প্রজাবৃন্দ কিরূপ উৎসাহে ও আগ্রহে চিরস্থায়ী স্মৃতিস্তম্ভসমূহ স্থাপনপূর্ব্বক আপনাদের ধর্ম্মজীবনে আস্থাবান্ হইয়াছিলেন। য়ুরোপীয়গণের অধিকারে রাজদত্ত ব্যয়ে উক্ত স্তম্ভাদির জীর্ণসংস্কার সাধিত না হইলেও ধর্ম্মপ্রাণ প্রজাবৃন্দ আজিও গৌতম বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি আপনাপন হৃদয়পদ্মে ধারণ করিয়া আছে।

এখানকার অধিবাসিগণের মধ্যে ১৫।০ লক্ষ বৌদ্ধ, ৫ লক্ষ হিন্দু, ১ লক্ষ ৭৫ হাজার মুসলমান, ও প্রায় ২॥০ লক্ষ খৃষ্টান। প্রজাবর্গের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারার্থ এখানে গবর্মেণ্টের ব্যয়ে ২৫৩টী স্কুল, ৪টি সামরিক বিদ্যালয়, ৮৮২টী ফ্রিস্কুল এবং ৩২৯টী সাধারণ লোকের স্থাপিত বিদ্যালয় আছে।

এখানে প্রভূত পরিমাণে ধান্যের চাস হয়। নানা প্রকার কলাই ও অন্যান্য শস্যও যথেষ্ট উৎপন্ন হইয়া থাকে। জুফারা, উভ্‌ভা, জাফনা প্রভৃতি স্থানে তামাকুর চাস আছে। কফি, দারুচিনি, চা, সিনকোনা ও নারিকেল এখানকার প্রধান পণ্য। খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দে ওলন্দাজ বণিক্‌দিগের দ্বারা এই স্থানের গন্ধ দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে ভারতে ও অন্যান্য স্থানে নীত হইত। কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মাণ, নারিকেলকাতা, নারিকেলকাছি ও নারিকেল তৈল প্রভৃতি প্রস্তুত করাই এখানকার অধিবাসিবর্গের প্রধান উপজীবিকা। ঐ সকল দ্রব্য নদীপথে ও রেলপথে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দরাদিতে আনীত হয়। এখানে সমুদ্র হইতে নানা প্রকার মৎস্য উত্তোলিত হয় এবং ঐ মাছ শুকাইয়া বিক্রয়ার্থ নানা দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। সমুদ্রোপকূলদেশে প্রায়ই হাঙ্গর ও দীর্ঘাকৃতি গণ্ডার-মৎস্য (Saw-fish) দেখিতে পাওয়া যায়। এই মাছগুলি ১২ হইতে ১৫ ফিট্ লম্বা হইয়া থাকে।

সিংহলীরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও প্রাচীন জাতিভেদপ্রথা একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। প্রাচীনকালে ভারত হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করেন, তাঁহাদের বংশধরগণ ব্রাহ্মনবংশ বলিয়া বিদিত। রাজবংশীয়েরা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া গৃহীত। বৃত্তির উৎকর্ষাপকর্ষতানিবন্ধন সূর্য্যবংশীয়গণ স্বতন্ত্র দুইটী শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা রাজামাত্য, সামন্ত, প্রধান, পুরোহিত ও রাজকর্ম্মচারী এবং যাহারা কৃষিকর্ম্মোপজীবী, তাহারা গোয়েবংশ নামে প্রথিত। সিংহলস্থ গোপালকবর্গ সূর্য্যবংশোদ্ভব বলিয়া গণ্য হইলেও তাহাদিগকে "নীল্লে মাকড়েয়" থাকের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। উক্ত দুইটী শ্রেণী বিপ্ (বৈশ্য) বংশ নামেও পরিচিত। শূদ্রবংশীয়গণ ৬০টী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত। বেদিয়া জাতি সাধারণের অস্পৃশ্য অন্ত্যজ বলিয়া গণ্য; ইহারা দেবমন্দিরে অথবা কোন উচ্চ জাতীয়ের গৃহে প্রবেশ করিতে পায় না। সিংহলে গত্তারু নামে একটী স্বতন্ত্র জাতি আছে। উহারা পূর্ব্বকালে স্বজাতিভ্রষ্ট হইয়া নীচ জাতিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগের সংমিশ্রণে যে সঙ্কর বর্ণের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহারা বার্গার নামে খ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও একটী জাতি আছে, ইহাদের পুরুষেরাও স্ত্রীলোকদিগের মত বড় বড় চুল রাখে। ঐ চুলে তাহারা খোঁপা বাঁধিয়া তাহার উপরে কচ্ছপের পৃষ্ঠাদি নির্ম্মিত একখানি চিরুণী লাগাইয়া দেয়।

কাণ্ডীয়গণ সিংহলের পার্ব্বত্য অধিবাসী, ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ জাতি। পর্ব্বতপ্রান্তস্থ নিম্ন প্রদেশবাসী সিংহলীদিগের সহিত বর্ত্তমানে ইহাদের আদান প্রদান চলিতেছে। কাণ্ডীয় এবং সমতলবাসী বৌদ্ধ খৃষ্টান ও সিংহলীদিগের মধ্যে বহুস্বামিগ্রহণ প্রথা প্রচলিত আছে। পত্নী ইচ্ছা করিলে দেবরাদিকে স্বামিচর্য্যায় গ্রহণ করিতে পারে। আত্মীয় না হইলেও স্বামী যদি পত্নীর নিকট অপর কোন পুরুষকে লইয়া আইসে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী উভয়কেই স্বামিসম্বন্ধে গ্রহণ করে। এইরূপে স্ত্রী যতগুলি ব্যক্তিকে স্বামীরূপে রাখিতে পারে, প্রথম স্বামী তাহাকে ততগুলি পতি আনিয়া দিতে কুণ্ঠিত হয় না।

কাণ্ডীতে বীণাপ্রথার বিবাহই বিশেষ প্রচলিত। এই প্রথায় স্বামীকে স্ত্রীর পিত্রালয়ে যাইয়া বাস করিতে হয়। ঐ স্ত্রী তাহার পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হইয়া থাকে। ঐরূপ ঘর-জামাইকে তাহার শ্বশুরালয়ের যে কেহ তাড়াইয়া দিতে পারে, তাহাতে বিবাহসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় এবং ঐ কন্যা পুনরায় বিবাহিতা হইতে পারে।

দীগা-প্রথার বিবাহই এখানে বিশেষ সম্মানের পরিচায়ক। ইহাতে কন্যা তাহার পিত্রালয় ও প্রাপ্য পিতৃসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া স্বামীর নিকট গমন করে। ইহারা স্বামীর উপর কোন কোন বিষয়ে আধিপত্য বিস্তার করিলেও বিবাহবন্ধন ছেদন করিতে পারে না। তবে কোন বিষয়ে সামান্য ত্রুটী দেখিলেই বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিবার ছল পায়। বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইবার পর নয় মাসের মধ্যে যদি ঐ রমণীর পুত্র সন্তান হয় তাহা হইলে সেই বালককে তাহার পূর্ব্ব স্বামী অর্থাৎ বালকের জন্মদাতা পালন করিতে বাধ্য।

সিংহল মণিমুক্তার আকর; বহু প্রাচীন কাল হইতে এখানকার মণিমুক্তার বিশেষ প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কেবল মহাভারতের উক্তিতে এ প্রসিদ্ধি সত্য বলিয়া সমর্থিত নহে, পাশ্চাত্য জগতের সুপ্রাচীন গ্রন্থমালা হইতে খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের বহু পূর্ব্বেও রত্নপ্রসূ সিংহলের মুক্তা ও মণি প্রভৃতির বিবরণ উদ্ধৃত আছে। সেই প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সিংহলবাসীরা সমুদ্রগর্ভ হইতে মুক্তাশুক্তি উদ্ধার করিতেছে। ইহাই এতদ্দেশবাসীর একটী প্রধান ব্যবসা। ত্রিঙ্কোমালীর নিকটবর্ত্তী তম্বলগম্ উপসাগরে যে সকল ক্ষুদ্রাকার মুক্তাশুক্তি পাওয়া যায়, তাহা Placuna placenta জাতীয় বলিয়া গৃহীত। আর উত্তর সিংহলের পশ্চিম উপকূলের আড়িপ্পু বন্দর হইতে ১৬০—২০০ মাইল দূরে অপর এক প্রকার (Melcagrina margaritifera) শুক্তি জন্মে। ইহা সমুদ্রগর্ভে উত্তরদক্ষিণে বহুক্রোশ ব্যাপিয়া থাকে। ইংরাজ গবর্মেণ্ট এই মুক্তাতত্ত্বসংগ্রহার্থ কএকবৎসর পূর্ব্বে কএকজন জীবতত্ত্ববিদের উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত বিবরণী হইতে বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় নাই। তবে দেশবাসী সাধারণের বিশ্বাস, শুক্তিগুলি সপ্তমবর্ষে মুক্তাধারণের উপযোগী

হয়। তাহাদের গর্ভস্থ মুক্তাগুলি তখন সুপুষ্ট হইয়া বিশেষ ঔজ্জ্বল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে যদি শুক্তিগুলি না উঠাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে সে গুলি অচিরে মরিয়া যায় এবং সমুদ্র-গর্ভে মুক্তা সমূহ নষ্ট হয়।

পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, সময়ে সময়ে ঐ স্থানে আদৌ শুক্তি থাকে না। কোন অভাবনীয় কারণে তৎকালে উহারা কোথায় সরিয়া যায় তাহা কেহ বলিতে পারে না। ওলন্দাজ-দিগের অধিকারে ১৭৩২ হইতে ১৭৪৮ এবং ১৭৬৮ হইতে ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে শুক্তি উত্তোলন বন্ধ ছিল। তৎপরে ইংরাজাধিকারে ১৮২০ হইতে ১৮২৮, ১৮৩৩ হইতে ১৮৫৪ এবং ১৮৬৪ হইতে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বন্ধ থাকে। ১৭৯৭ ও ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে সিংহল গবর্মেণ্ট ১২৩৯৮২০৲ ও ১৪১৭৮০০৲ টাকার শুক্তি ধরিবার অধিকার বিলি করিয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে গবর্মেণ্ট স্বহস্তেই মুক্তা উত্তোলনের ভার লইয়াছেন। নৌকা ভরিয়া শুক্তি কূলে উঠিলেই গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে তাহা ১০০০টী করিয়া এক এক ভাগে বিক্রয় করা হয়। মুক্তাব্যবসায়ীরা শুক্তি দেখিয়া ডাক দেয় এবং যাহার প্রদত্ত মূল্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়, সেই তাহা ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপে এখন বৎসরে প্রায় ৯।১০ লক্ষ টাকার শুক্তি বিক্রয় হইয়া থাকে। [মুক্তা দেখ।]

রত্নপুরের দক্ষিণপূর্ব্বস্থ বল্লঙ্গগোদীর চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী সমতল প্রান্তর, শ্রীপাদশৈলের পশ্চিমে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত সমতল ভূমে, নিউবেলিয়া-পত্তন, উভাকাণ্ডী, মধ্যপ্রদেশের মাতেলী নামক স্থানে, কলম্বোর নিকটবর্ত্তী রুয়ানেল্লী নামক স্থানে, মতুরায় (মথুরায়), মহগম (মহাগ্রাম) নামক প্রাচীন নগরের পূর্ব্ববর্ত্তী নদীর তীরভূমে এবং সাফ্রাগ্রাম পর্ব্বতের সানুদেশে লাল, বেগুনিয়া, জরদ, নীল ও সাদা বর্ণের নানা প্রকার উজ্জ্বল মণি, নীলা ও ষ্টার ষ্টোন, চুণি (মাণিক), পোখরাজ (topaz), ও বৈদূর্য্য (Cat's eye) যেরূপ উৎকৃষ্ট পাওয়া যায়, এরূপ আর অপর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এমিথিষ্ট, সিনামনষ্টোন, স্পিনেল, খুসোবেরিল, করুন্দম, জাসিন্থ, হায়াসিন্থ, স্ফটিক, প্রেজ্ (Prase), গোলাপী-বর্ণ স্বচ্ছ প্রস্তর (Rose quartz), গোমেদ, (Zircon) প্রভৃতি প্রস্তর এখানে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ জাতীয় ভেদে নানা প্রকারের দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে রত্নাদির পরিচয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইল না। [তত্তদ্ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিংহলের সমুদ্রোপকূলে লবণজলজাত এক প্রকার উদ্ভিজ্জ জন্মিতে দেখা যায়। ঐ সমুদ্রোদ্ভব বৃক্ষ সাধারণে খায়। য়ুরোপখণ্ডে উহা পণ্যরূপে বিক্রীত হয় এবং উহা Ceylon moss নামে পরিচিত। অস্মদ্দেশীয় ভাষায় ইহাকে সিংহল-শৈবাল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

এই গাছগুলি ক্ষুদ্রাকার, বেগুনিয়া বর্ণ ও চর্ম্মের ন্যায় দৃঢ় অথচ কোমল আচ্ছাদনে আবৃত। ইহার পত্রবৃন্ত দীর্ঘ এবং পত্র-গুলি সূক্ষ্ম ও ক্ষুদ্র। ইহাতে অধিক পরিমাণে শ্বেতসার থাকায় পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ দুর্ব্বল রোগীকে,বিশেষতঃ পীড়িত বালক-বালিকাদিগকে ইহা সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, ১০ গ্রেণ পরিমিত এই বৃক্ষচূর্ণে

উদ্ভিজ্জরস (Jelly)	৫৪.৫০
শ্বেতসার	১৫.০০
সূক্ষ্মতন্তু	১৮.০০
সালফেট ও	
মিউরিয়েট অব সোডা	৬.৫০
গঁদের আটা	৪.০০
সালফেট ও ফস্ফেট	
অব্ লাইম	১.০০
	৯৯.০০

এতদ্ভিন্ন ইহাতে সামান্যাংশে মোমবৎ পদার্থ ও লৌহের অস্তিত্ব দেখা যায়।

দক্ষিণ-পশ্চিম মসুমবায়ু প্রবাহিত হইলে তরঙ্গাভিঘাতে সমুদ্রের তীরভূমিস্থ বৃক্ষগুলির মূলদেশ আলগা হইয়া পড়ে, তখন দেশীয় লোকেরা স্বচ্ছন্দে ঐ গাছ উঠাইয়া আনে এবং মাদুরে রাখিয়া ২।৩ দিন শুকাইয়া লয়। তৎপরে উহাকে মিষ্ট জলে কএকবার ধৌত করিয়া পুনরায় সূর্য্যোত্তাপে শুকাইয়া উহার লবণাস্বাদ দূর করা হয়। তদনন্তর উহা একত্র করিয়া দূর দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

দুই ড্রাম (Drachm) পরিমিত গুল্ম উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তিনপোয়া জলে ২০ মিনিট কাল সিদ্ধ করিয়া যে একপোয়া কাথ থাকিবে, তাহাই বস্ত্রে ছাঁকিয়া খাওয়াইতে হয়। ঐ ভূমিজ শৈবাল অর্দ্ধ উষ্ণ মাত্রায় দিলে কাথ ঘন হয়। উহা ছাঁকিয়া একটী স্বতন্ত্র পাত্রে রাখিয়া দিলে কিছু কাল পরে শীতল হইয়া যায় এবং উহা প্রায় জমিয়া জেলীর মত হয়। তখন উহাতে দালচিনির খোসা বা নেবুর রস, মদ্য ও চিনি মিশ্রিত করিয়া দুর্ব্বল রোগীকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহা অতি লঘু পথ্য ও বলকারক।

(পুং) ২ তদ্দেশবাসী, সিংহলদেশবাসী।

সিংহলক (ক্লী) ১ উত্তম পিত্তল। ২ বঙ্গ। ৩ ত্বক্, গুড়ত্বক্।

সিংহলদ্বীপ (পুং) সিংহল।

সিংহলস্থ (ক্লী) জম্বুদ্বীপের মধ্যদেশান্তর্গত স্থানভেদ।(রোমকসি°)

সিংহলস্থা (স্ত্রী) সিংহলে তিষ্ঠতি বা স্থা-ক। সৈংহলী, পিপ্পলী-ভেদ। (রাজনি°) ২ সিংহলদেশবাসিনী।

সিংহলাস্থান (পুং) সিংহল আস্থানং যস্য। তালবৃক্ষসদৃশ বৃক্ষ, ছটা গাছ।

'প্রোৎফলঃ সিংহলাস্থানশ্ছড়ী পিঞ্জা ছটাপি চ।' (শব্দমালা)

সিংহলীল (পুং) সিংহস্য লীলেব লীলা যত্র। রতিবন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—

"লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী ভূমৌ দত্বা পদদ্বয়ং।
হৃদয়ে দত্তহস্তা চ সিংহলীলঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
লিঙ্গোপরিস্থিতা নারী কান্তোরুস্থপদদ্বয়া।
হৃদয়ে দত্তহস্তা চ সিংহলীলোহপ্যসাবপি॥" (রতিমঞ্জরী)

সিংহবংশ, উত্তর ও পশ্চিম ভারতের একটী প্রাচীন প্রসিদ্ধ রাজবংশ। ইঁহারাই সৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ বা সেনবংশ নামে পরিচিত ছিলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৭০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২৩৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই বংশীয় রাজগণের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায়।

সিংহবৎস (পুং) নাগভেদ।

সিংহবক্ত্র (পুং) রাক্ষসভেদ। (রামায়ণ ৬।৮৪।১২) (ক্লী) ২ সিংহের বক্ত্র, মুখ।

সিংহবর্ম্মা, চৌলুক্য বংশীয় একজন রাজা। ইঁহার পৌত্র অবনিবর্ম্মার কন্যার সহিত হৈহয়রাজ কোকল্লের পুত্র কেয়ুরবর্ষের বিবাহ হয়।

সিংহবাহ (ত্রি) সিংহবাহন, সিংহবাহনযুক্ত। (ভাগবত৮।১।১৪)

সিংহবাহনা (স্ত্রী) সিংহঃ বাহনং যস্যাঃ। দুর্গা।

সিংহবাহিনী (স্ত্রী) সিংহরূপো বাহো বাহনমস্যাস্যা ইতি ইনি। দুর্গা। দেবীপুরাণে এই নামনিরুক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, কল্লান্তকালে দেবী দুর্গা সিংহে আরোহণ করিয়া মহিষাসুরকে হনন করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি মহিষঘ্নী ও সিংহবাহিনী নামে বর্ণিত হইয়া থাকেন।

"সিংহমারুহ্য কল্পান্তে নিহতো মহিষো যতঃ।
মহিষঘ্নী ততো দেবী কথ্যতে সিংহবাহিনী॥" দেবীপু° ৪৫অঃ।

সিংহবিক্রম (পুং) সিংহস্য বিক্রমঃ। ১ সিংহের বিক্রম। ২ বিদ্যাধর বিশেষ। (কথাসরিৎসা° ৫৯।১১৭।৩) ৩ চন্দ্রগুপ্ত। (ত্রি) ৪ ছন্দোভেদ। এই ছন্দে পয়তাল্লিশটী করিয়া অক্ষর থাকে, এই অক্ষর মধ্যে ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯, ২১, ২২, ২৪, ২৫, ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৩৯ অক্ষর গুরু, অপর সকল লঘু। ৫ সিংহের ন্যায় পরাক্রমবিশিষ্ট।

সিংহবিক্রম, সহ্যাদ্রিবর্ণিত একজন রাজা। (সহ্য° ৩৪।২২)

সিংহবিক্রান্ত (পুং) সিংহ ইব বিক্রান্তঃ। ১ অশ্ব। (হারাবলী) (ত্রি) ২ সিংহতুল্য বিক্রমবিশিষ্ট, সিংহের ন্যায় পরাক্রমশালী।

সিংহবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১টী করিয়া অক্ষর থাকে, তাহার মধ্যে ৮, ১১, ১৪, ১৭ অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন অক্ষর লঘু। (পুং) ২ সিংহের ক্রীড়া। (পুং) ৩ বোধিসত্ত্বভেদ।

সিংহবিজৃম্ভিতা (স্ত্রী) ১ বৌদ্ধমতে ধ্যানভেদ। ২ সমাধিবিশেষ।

সিংহবিন্না (স্ত্রী) সিংহ ইব বিন্না বিজ্ঞাতা। মাষপর্ণী, মাষাণী।

সিংহবিষ্টর (পুং ক্লী) সিংহচিহ্নিতঃ বিষ্টরঃ আসনং। সিংহাসন।

সিংহবিষ্ণু, মালবের একজন প্রাচীন হিন্দু নরপতি।

সিংহবিস্ফূর্জিত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৮টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ৮, ৯, ১৩, ১৬ অক্ষর লঘু, তদ্ভিন্ন অক্ষর সকল গুরু। লক্ষণ—

"ভভুতত্ব স্বৈ মৌ ভ্মৌ বিরতিশ্চেৎ সিংহবিস্ফূর্জিতং যৌ।"

সিংহশঙ্কর, অলঙ্কাররত্নাকরোদাহরণসন্নিবদ্ধদেবীস্তোত্র-রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরবাসী ছিলেন।

সিংহস্থ, দাক্ষিণাত্যের একটী তীর্থক্ষেত্র। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সিংহস্থ-মাহাত্ম্যে ও সিংহস্থস্নানপদ্ধতিতে এই পবিত্র ক্ষেত্রের পরিচয় বিবৃত আছে।

সিংহসংহনন (ত্রি) সিংহস্যেব সংহননং অবয়বো যস্য। বরাঙ্গরূপোপেত, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। 'প্রত্যেকমবয়বশুদ্ধ্যা সুন্দরঃ। "সিংহসংহননং স স্যাৎ যোহি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরঃ।" ইতি কোষান্তরং, সিংহস্যেব সংহননং "দেহোহস্য সিংহসংহননং রুচিশক্যোহয়ং" (ভরত) (ক্লী) সিংহস্য সংহননং। ২ সিংহহনন, সিংহনাশ।

সিংহসাহি (পুং) সাহিবংশীয় রাজভেদ।

সিংহসেন (পুং) ১ মহাভারতোক্ত যোদ্ধৃভেদ। (দ্রোণপ°) ২ জৈনমতে অবসর্পিণীর চতুর্দশ অর্হতের পিতা। (হেম)

সিংহস্কন্ধ (ত্রি) সিংহস্য স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যস্য; সিংহের স্কন্ধের ন্যায় স্কন্ধবিশিষ্ট। বিশালস্কন্ধ।

সিংহস্বামিন্ (পুং) সিংহরাজস্থাপিত কাশ্মীরস্থ দেবমূর্ত্তি ও তীর্থভেদ। (রাজতর° ৬।৩০।৪)

সিংহহনু (ত্রি) শাক্যসিংহের পিতামহ। (ললিতবি°)

সিংহা (স্ত্রী, সিঞ্চতীতি সিঞ্চ-ক, অন্ত্যাদেশোহকারঃ নুম্ চ, টাপ্। ১ নাড়ী। (রাজনি°) ২ বৃহতী। (বৈদ্যকনি°)

সিংহা, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নগর।

সিংহাক্ষ (ত্রি) সিংহস্য অক্ষিণী ইব অক্ষিণী যস্য। অচ্ সমাসান্তঃ। সিংহের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট। (পুং) ২ রাজভেদ। (কথাসরিৎসা)

সিংহাচল (পুং) পর্ব্বততীর্থভেদ। [সিংহাচলম্ দেখ।]

সিংহাচলম্, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী দেবতীর্থ। বিশাখপত্তনম্ হইতে ৬ মাইল উত্তরপশ্চিমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮০০ ফিট্ উর্দ্ধে একটী গণ্ডশৈলোপরি স্থাপিত। অক্ষা° ১৭°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ১১´৮´´ পূঃ। বনমালা-সমাচ্ছাদিত পর্ব্বতকন্দরে এই তীর্থক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে

কতকগুলি প্রস্রবণ আছে, তীর্থযাত্রীর নিকট সে গুলি পুণ্যতোয় বলিয়া গণ্য। পর্ব্বতগাত্রবাহী নির্ঝরমালায় বিধৌত উপত্যকার প্রাকৃতিক দৃশ্য বড়ই মনোরম। এই কারণে তীর্থক্ষেত্রটীরও শোভা ও সৌন্দর্য্য যথেষ্ট পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে।

এই তীর্থস্থ দেবমন্দিরে বিষ্ণু নরসিংহমূর্ত্তিতে বিরাজমান। স্কন্দপুরাণান্তর্গত সিংহাচলমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিবরণ বিশেষভাবে বর্ণিত আছে। স্থানীয় লোকে বিশেষ ভক্তির সহিত এই দেবমন্দিরে পূজা দিতে আসে। সাধারণের বিশ্বাস, ইহা উড়িষ্যার লাঙ্গুলিয়া গজপতিবংশের কীর্ত্তি। যাহারা ভক্তিবশে চালিত হইয়া কোণার্কের সুবিখ্যাত সূর্য্যমন্দির বহুব্যয়ে স্থাপনা করিয়াছিলেন, তাঁহারাই প্রায় সংস্রবর্ষ পূর্ব্বে প্রভূত ব্যয়ে এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন, যে হেতু এই মন্দিরে ১১০৬, ১২৮৭, ১২৯৮ ও ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে দানকল্পে প্রদত্ত তাম্র-শাসন হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। মন্দিরস্থ স্তম্ভগাত্রে আরও ৬খানি পাঠযোগ্য ও কতকগুলি পাঠের অযোগ্য শিলালিপি আছে। পাঠযোগ্য শিলালিপির মধ্যে ১৫২৫ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ কোন রাজার দানপ্রশস্তি। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের একখানি শিলাফলকে বিজয়নগররাজ কৃষ্ণদেব রায়ের দেবমন্দিরে আগমন-বিবরণ বিবৃত আছে। মহারাজ কৃষ্ণদেব রায় সিংহাচল আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। এখানে শৈলশৃঙ্গে একটী দুর্গও আছে, উহা কতদিনের প্রাচীন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই।

প্রায় সার্দ্ধদ্বিশতাব্দ বর্ষপূর্ব্বে দাক্ষিণাত্য রাজগণ এই মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহার্থ সম্পত্তিদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে ইহা বিজয়নগরমের মহারাজের অধীনে পরিচালিত। এখানে মহারাজের একটী প্রাসাদ ও গোলাপবাগান আছে। রাজা সীতারাম রায় বিশেষ যত্নে ঐ উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করান, তীর্থযাত্রিগণের সুবিধার্থ এখানে মহারাজের ব্যয়ে পরিচালিত একটী ছত্র আছে।

সিংহাচার্য্য (পুং) একজন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্।

সিংহাজিন (পুং) ঋষিভেদ। (পা ৫।৩।৮২)

সিংহাটকাচল, হিমালয় পর্ব্বতের একটী শিখরদেশ।
(হিমবৎখ° ৮।৪৭)

সিংহাণ (ক্লী) লৌহমল। (অমরটীকা)

সিংহান (ক্লী) লৌহমল। ইহার রূপান্তর শিংঘাণ, সিংহাণ, সিংঘাণ। (অমর ও তট্টীকা) ২ নাসিকামল, চলিত সিক্নী, পর্য্যায়—সিংহাণক, সিংঘাণ, কফ, শ্লেষ্মা, স্বেদ। (জটাধর)

সিংহানা, রাজপুতনায় জয়পুর রাজ্যের সেখাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। দিল্লী হইতে ৯৫ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ও জয়পুর নগর হইতে ৮০ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°৪৪´পূঃ। এই নগরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬০০ ফিট্ উচ্চে একটী বেগুনিয়া রঙের পর্ব্বতের সানুদেশে স্থাপিত। এখানকার অট্টালিকাগুলি প্রস্তরনির্ম্মিত ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নগরের ২ মাইল দক্ষিণে একটী শৈলে তাম্রের খনি ছিল। এতদ্ভিন্ন সালফেট ও সালফিউরেট নামক পদার্থ এখানে খনিজ অবস্থায় পাওয়া যাইত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ঐ খনিকার্য্যের ব্যয় অধিক হইয়া পড়ায় উহার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে।

সিংহার্ক (ত্রি) সিংহস্থ অর্কঃ। সিংহরাশিস্থিত ভাস্কর। সিংহরাশিতে সূর্য্য থাকিলে তাহাকে সিংহার্ক কহে।

সিংহাবলোক (পুং) সিংহস্য অবলোকঃ অবলোকনং। ১ সিংহের অবলোকন, সিংহাবলোকন। ২ ছন্দোভেদ।

সিংহাবলোকিত (ক্লী) সিংহস্য অবলোকিতং। ১ সিংহের অবলোকন। (পুং) ২ ন্যায়ভেদ, সিংহাবলোকিত ন্যায়। সিংহ যেরূপ সমীপস্থিত বস্তু অবলোকন না করিয়া দূরস্থ বস্তু অবলোকন করে, তদ্রূপ, অর্থাৎ যে স্থলে নিকটস্থ বিষয় না দেখিয়া দূরস্থ বিষয় দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায় হইয়া থাকে, অথবা সিংহ যেরূপ তুল্যরূপে অবলোকন করে, তদ্রূপ, যে স্থলে সমান ভাবে দৃষ্ট হয়, তথায় এই ন্যায়। "সিংহাবলোকিতন্যায়েন অসৌ স্ত্রী অসৌ পুমান্" (ব্যাকরণ) এই স্থলে অসৌ এই শব্দ পুং ও স্ত্রীলিঙ্গে তুল্য। এই স্থলে সিংহের দৃষ্টির ন্যায় ইহা তুল্যরূপে হইয়াছে, এই জন্য এই ন্যায় হইল। [ন্যায় শব্দ দেখ।]

সিংহাসন (ক্লী) সিংহচিহ্নিতং আসনং। স্বর্ণময় রাজাসন, রাজাদিগের যে শ্রেষ্ঠ আসন। রাজগণ স্বর্ণাদিখচিত যে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করেন, তাহাকে সিংহাসন কহে।

"রাজ্ঞো বরাসনং নাম শ্রীসিংহাসনমুচ্যতে।
শুভে মুহূর্ত্তে শুভমাসবর্ষে সুবারবেলাতিথিচন্দ্রযোগে।
কালে নিরুৎপাতনিরীতিভাবে সিংহাসনাবস্থবিধিং বদন্তি॥
স্থিররাশিগতে ভানৌ চন্দ্রে চ স্থিরভোদিতে
আসনারম্ভমিচ্ছন্তি গৃহারম্ভেঽপি যেষু চ॥" ইত্যাদি।

রাজগণের শ্রেষ্ঠ যে আসন তাহাই সিংহাসন। এই সিংহাসন প্রস্তুত করিতে হইলে শুভ মুহূর্ত্ত, শুভ মাস ও শুভ বর্ষ, উত্তম বেলা, উত্তম তিথি ও চন্দ্রশুদ্ধি দেখিয়া এবং গৃহারম্ভে যে সকল তিথিনক্ষত্রাদির উল্লেখ আছে, সেই সকল তিথিনক্ষত্রাদিতে কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। কদাচ অশুভ দিনে সিংহাসন প্রস্তুত করিবে না। সিংহাসন প্রস্তুত করিবার কালে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যে, সেই দিন চন্দ্র তারা শুদ্ধ, রবি প্রভৃতি গ্রহগণ শুভ ভাবে অবস্থান, বার, তিথি, নক্ষত্র, লগ্ন প্রভৃতি শুভ হইবে, কারণ অশুভ দিনে সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া,রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে তাহার বিশেষ অশুভ হইয়া থাকে। আর শুভ

দিনে যে সিংহাসন প্রস্তুত হয়, রাজা তাহাতে উপবেশন করিলে অচিরে তাহার নানা প্রকার সুমঙ্গল হইয়া থাকে। এই জন্য সিংহাসন প্রস্তুত বিষয়ে উক্ত রূপ দিনের শুভাশুভ দেখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

এই সিংহাসন ৮ প্রকার, পদ্ম, শঙ্খ, গজ, হংস, সিংহ, ভৃঙ্গ, মৃগ ও হয়, অর্থাৎ পদ্মসিংহাসন, শঙ্খসিংহাসন প্রভৃতি।

"পদ্মঃ শঙ্খো গজো হংসঃ সিংহো ভৃঙ্গো মৃগো হয়ঃ।
অষ্টৌ সিংহাসনানীতি নীতিশাস্ত্রবিদো বিদুঃ॥"

এই সকল সিংহাসনের নির্ম্মাণবিধি ও লক্ষণাদির বিষয় যুক্তিকল্পতরুতে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহা লিখিত হইল। ১ পদ্মসিংহাসন—এই পদ্ম সিংহাসন গম্ভারী কাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং পদ্মমালার দ্বারা চিত্রিত এবং স্থানে স্থানে পদ্মরাগমণিখচিত ও বিশুদ্ধ কাঞ্চনমণ্ডিত করিতে হইবে। চরণাগ্রে অর্থাৎ যে স্থানে পা রাখিতে হয়, সেই স্থানে পদ্মরাগ-মণি দ্বারা চিত্রিত আট দিকে রাজার ১২ আঙ্গুল পরিমাণ ৮টী পুত্রিকা এবং আসন চতুরস্র হইবে। ইহার উপরে দ্বাদশটী পুত্রিকা থাকিবে, ঐ সকল পুত্রিকার স্থানে স্থানে নবরত্ন দ্বারা খচিত এবং রক্তবস্ত্র দ্বারা আবৃত করিবে, এইরূপ লক্ষণযুক্ত আসনকে পদ্মসিংহাসন কহে। রাজা এই সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিলে অতিশয় প্রতাপশালী হইয়া থাকেন।

২ শঙ্খসিংহাসন—এই সিংহাসন ভদ্র ইন্দ্রকাষ্ঠ দ্বারা নির্ম্মিত ও শঙ্খমালা দ্বারা শোভিত হইবে। ইহার সর্ব্বত্র শুদ্ধ স্ফটিক ও রূপা দ্বারা ভূষিত করিতে হয়। চরণাগ্রে শঙ্খনাভি এবং সপ্তবিংশতি পুত্রিকা থাকিবে। ইহার সকল স্থান বিশুদ্ধ স্ফটিক বিন্যস্ত এবং শুক্ল পট্টবস্ত্রে আবৃত হইলে শঙ্খসিংহাসন হইবে।

৩ গজসিংহাসন—এই সিংহাসন কাঁঠালের কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত করিতে হয়। ইহা গজমালা, বিদ্রুম, বৈদূর্য্য ও কাঞ্চন দ্বারা ভূষিত করিবে, ইহার চরণাগ্রে গজশির এবং পুচ্ছে এক একটী পুত্রিকা থাকিবে এবং উহা মাণিক্য দ্বারা শোভিত ও রক্ত-বস্ত্র দ্বারা আবৃত হইবে। এই সিংহাসন সাম্রাজ্যফলদায়ক।

৪ হংসসিংহাসন—ইহা শালকাষ্ঠে প্রস্তুত করিতে হয় এবং হংসমালা দ্বারা শোভিত, পুষ্পরাগ, কাঞ্চন ও কুরুবিন্দ দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে হংসরূপ, একবিংশতি পুত্রিকা ও গোমেদ রত্নখচিত পীত বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করিবে। এই সিংহাসন সকল অনিষ্টবিনাশক।

৫ সিংহসিংহাসন—এই সিংহাসন চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মিত এবং সিংহমালা দ্বারা বিভূষিত, অঙ্গসকল বিশুদ্ধ সুবর্ণখচিত, মধ্যে মধ্যে হীরক খচিত, চরণাগ্রে সিংহলেখ, একবিংশতি পুত্রিকা ও ইহা মুক্তা প্রভৃতি দ্বারা ভূষিত এবং শুদ্ধ শুভ্রাবৃত করিবে। রাজা এই আসনে উপবেশন করিলে সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে শাসন করিতে পারেন।

৬ ভৃঙ্গসিংহাসন—ইহা চম্পককাষ্ঠনির্ম্মিত, ভৃঙ্গমালা দ্বারা শোভিত ও মরকতমণি খচিত হইবে। পাদাগ্রে পদ্মকোষ, দ্বাবিংশতি পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আবৃত করিতে হইবে। এই সিংহাসন শত্রুক্ষয়কারক ও বিজয়প্রদ।

৭ মৃগসিংহাসন—এই সিংহাসন নিম কাঠে প্রস্তুত করিতে হয়, এবং ইহা মৃগমালা দ্বারা সুশোভিত, ইন্দ্রনীল ও কাঞ্চন দ্বারা চিত্রিত, চরণাগ্রে মৃগশির, ৪০টী পুত্রিকা এবং নীলবস্ত্রে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই সিংহাসন লক্ষ্মী, বিজয়, সম্পত্তি ও নৈরুজ্য প্রদ।

৮ হয়সিংহাসন—ইহা কেশর কাষ্ঠ দ্বারা প্রস্তুত, হয়মালা এবং সমস্ত বস্ত্র দ্বারা বিভূষিত, ৭৫টী পুত্রিকা, চরণাগ্রে হয়শির এবং উহা বিচিত্র বস্ত্রে ভূষিত হইবে। এই সিংহাসন লক্ষ্মী ও বিজয়বর্দ্ধক।

রাজগণের এই ৮ প্রকার সিংহাসন। এই অষ্টবিধ সিংহা-সনের যে কোন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া রাজা রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, ইহাতে তাহাদিগের সকল প্রকার সুমঙ্গল হইবে। যে রাজা দম্ভপূর্ব্বক ইহার অতিক্রম করেন, তিনি অচিরাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন এবং তাহার নানা প্রকার বিপত্তি ঘটে। পরের আসনে বা নিরাসনে রাজা উপবেশন করিবেন না, করিলে তিনি শত্রু কর্ত্তৃক হত হইয়া থাকেন।

যুক্তিকল্পতরু, শুক্রনীতি প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার বিবরণ আছে।

২ চতুরঙ্গক্রীড়ায় জয়বিশেষ। রঘুনন্দন লিখিয়াছেন—

"অন্যত্রাজপদং রাজা যদা যাতো যুধিষ্ঠিরঃ।
তদা সিংহাসনং তস্য ভণ্যতে নৃপসত্তম॥
রাজা চ নৃপতিং হত্বা কুর্য্যাৎ সিংহাসনং যদা।
দ্বিগুণং বাহয়েৎ পণ্যমন্যথৈকগুণং ভবেৎ॥
মিত্রসিংহাসনং পার্থ যদা রোহতি ভূপতিঃ।
তদা সিংহাসনং নাম সর্ব্বং নয়তি তদ্ধনং॥" (তিথিতত্ত্ব)

উক্ত ক্রীড়ায় রাজা যখন অন্য রাজপদ প্রাপ্ত হন, তখন তাহার সিংহাসন হয়, অর্থাৎ সেই ক্রীড়ায় যদি তাহার জয় হয়, অথবা রাজা যদি নৃপতিকে হনন করিয়া সিংহাসন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়ী হন। অথবা রাজা যদি কোনরূপে মিত্রসিংহাসনও লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তিনি জয়লাভ করেন। উক্তরূপ জয়লাভ করার নাম সিংহাসন। তিথিতত্ত্বে এই ক্রীড়ার বিবরণ এবং জয়পরাজয়াদির বিষয় বিশেষ-রূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৩ যোগাসনবিশেষ। যোগীদিগের যোগ করিবার নিমিত্ত একটী আসন। এই আসনের লক্ষণ—

"গুল্ফৌ চ বৃষণস্যাধঃ সীবন্যাঃ পার্শ্বয়োঃ ক্ষিপেৎ।
দক্ষিণে সব্যগুল্ফন্তু দক্ষগুল্ফন্তু সব্যকে॥
হস্তৌ চ জান্বোঃ সংস্থাপ্য স্বাঙ্গুলীঃ সম্প্রসার্য্য চ।
ব্যাত্তবক্ত্রো নিরীক্ষেত নাসাগ্রং সুসমাহিতঃ॥
সিংহাসনং ভবেদেতৎ পূজিতং যোগিভিঃ সদা॥" (হঠপ্রদীপ)

গুল্ফদ্বয় অর্থাৎ দুইটী গোড়ালী বৃষণের অধঃ এবং সীবনীর পার্শ্বদেশে নিক্ষেপ করিবে। হস্তদ্বয় জানুদেশে সংস্থাপনপূর্ব্বক অঙ্গুলি সকল প্রসারিত করিয়া দিবে। মুখ বিবৃত করিয়া নাসিকার অগ্রভাগ নিরীক্ষণ করিতে থাকিবে। এইরূপ অবস্থান করাকে সিংহাসন কহে। এই সিংহাসন আসনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যোগিগণ সর্ব্বদা এই আসনের প্রশংসা করেন। এই আসনে যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হয়।

(পুং) সিংহস্য আসনং উপবেশনমিব আসনং যত্র। ৪ ষোড়শ প্রকার রতিবন্ধের মধ্যে চতুর্দ্দশ রতিবন্ধ। ইহার লক্ষণ—

"স্বজঙ্ঘাদ্বয়বাহূ চ কৃত্বা যোষাপদদ্বয়ং।
স্তনৌ ধৃত্বা রমেৎ কামী বন্ধঃ সিংহাসনো মতঃ॥" (রতিমঞ্জরী)

৫ জ্যোতিষোক্ত যোগভেদ, সিংহাসনযোগ। জাত বালকের জন্মকালে গ্রহগণ যদি মীন, মেষ, বৃষ ও তুলারাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে সিংহাসনযোগ হয়। উক্ত সিংহাসনযোগে যাহার জন্ম হয়, তাহার রাজ্যলাভ হইয়া থাকে।

"মীনে মেষে বৃষে চৈব তুলায়াং গ্রহসংস্থিতে।
এষ সিংহাসনোযোগো যোগো রাজ্যপ্রদো ভবেৎ॥"
(বৃহজ্জাতক)

ইহা ভিন্ন আরও একটী সিংহাসনযোগ আছে, তাহাকে ক্ষেত্রসিংহাসন যোগ কহে। এই যোগ যথা—জাত বালকের যদি দশমাধিপতি কেন্দ্র অথবা নব, পঞ্চম বা দ্বিতীয় স্থানে থাকে, তাহা হইলে এই যোগ হয়। লগ্ন, লগ্নের চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থানকে কেন্দ্র কহে। এই যোগে জাতক জন্মগ্রহণ করিলে বিশ্ববিখ্যাতকীর্ত্তি ও রাজা হয়। (বৃহজ্জাতক)

সিংহাসনচক্র (ক্লী) সিংহাসনমিব চক্রং। চক্রবিশেষ, সপ্তবিংশতি নক্ষত্রাঙ্কিত নরাকার তিনটী চক্র। জ্যোতিস্তত্ত্বে এই চক্রের বিস্তৃত বিবরণ কথিত হইয়াছে। এই চক্র দ্বারা রাজাদিগের সিংহাসন বিষয়ের শুভাশুভ জ্ঞাত হওয়া যায়। একটী নর অঙ্কিত করিয়া অঙ্গবিশেষে ২৭টী নক্ষত্র অঙ্কিত করিতে হয়, এই সকল নক্ষত্রে সূর্য্যাদি গ্রহগণ অবস্থিতি করিলে তাহার দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে হয়। বাহুল্য ভয়ে সে সমস্ত এই স্থলে উল্লেখ করা হইল না।

সিংহাস্য (পুং) সিংহস্য আস্যমিব পুষ্পমস্য। ১ বাসক। (অমর) (ত্রি) ২ সিংহতুল্য মুখ, যাহার মুখ সিংহের ন্যায়।

সিংহিকা (স্ত্রী) ১ কশ্যপ মুনির পত্নী। রাহুগ্রহের মাতা, ইহার দুইটী পুত্র হয়, একটীর নাম রাহু, অপরের নাম বাস্তুপুরুষ। দেবগণ রাহুর মস্তক ছেদন এবং বাস্তুপুরুষকে হনন করেন।

"কশ্যপস্য গৃহিণী তু সিংহিকা
রাহুবাস্তুতনয়াবজীজনৎ।
পূর্ব্বজোহরিনিকৃত্তকন্ধরো
দৈবতৈরবরজো নিপাতিতঃ॥" (বাস্তুযাগতত্ত্ব)

সিংহিকাসূনু (পুং) সিংহিকায়াঃ সূনুঃ পুত্রঃ। ১ রাহু। (শব্দরত্না°) ২ বাস্তুপুরুষ। [সিংহিকা দেখ।]

সিংহিকেয় (পুং) সৈংহিকেয়, সিংহিকার পুত্র, রাহু। (হরিবংশ)

সিংহিনী (স্ত্রী) বৌদ্ধদেবীভেদ।

সিংহিয় (পুং) (পা ৫।৩।৫১) সিংহজাতি। সিংহ।

সিংহিল (পুং) সিংহ, সিংহজাতি। (পা ৫।৩।৮১)

সিংহী (স্ত্রী) সিংহ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ সিংহপত্নী। ২ বার্ত্তাকী, বাগুন। (অমর) ৩ কণ্টকারী। ৪ বাসক। (মেদিনী) ৫ বৃহতী। ৬ রাহুমাতা। (বিশ্ব) ৭ মুদ্গপর্ণী। ৮ বৃহৎ কণ্টিকারী। ৯ শিরা। ১০ নাড়ী। ১১ স্বর্ণবরাটিকা। (রাজনি°)

সিংহীমারী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ব্রহ্মপুত্রনদের বামকূলের অদূরে অবস্থিত। গারোহিল পর্ব্বতমালার তুরা নামক সেনাবাস হইতে ইহা ৪৩ মাইল পশ্চিমে, এখান হইতে তুরা পর্য্যন্ত একটী পাকা রাস্তা আছে। প্রতি সপ্তাহে এখানে একটী হাট বসে এবং গারোরা পার্ব্বতীয় নানা প্রকার দ্রব্য ঐ হাটে বেচিতে আনে।

সিংহীমারী (সিঙ্গীমারী) বাঙ্গালার কোচবিহার রাজ্যে প্রবাহিত একটী নদী। কোচবিহারের উত্তরপশ্চিম কোণের থীতি বিভাগের মোরঙ্গের হাট নামক স্থান দিয়া এই নদী জলঢাকা নামে ধীরে ধীরে গিলাডাঙ্গা, পাণিগ্রাম, দৈভাঙ্গা (ধৈবাঙ্গা), খেতেরবাটী ও মাথাভাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে আসিয়াছে। রাজ্যের ঠিক মধ্যস্থলে এই নদী মনসাহী নামে এবং আরও দক্ষিণে সিংহীমারী নামে খ্যাত হইয়াছে। মুজনাই, শতাঙ্গা, ডুধুয়া, দোলঙ্গ প্রভৃতি শাখা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। ধর্লা বা তোর্ষা নদীর সহিত সিংহীমারী এইবার স্বতন্ত্র হইয়া শেষে দুর্গাপুর ও জিতালদহ নামক বাণিজ্য-কেন্দ্রের সন্নিকটে কোচবিহারের প্রান্তদেশ ধর্লায় মিলিত হইয়াছে।

এই সিংহীমারী নদীর কূলে বর্ত্তমান গোসাইনীমরাই গ্রামের সন্নিকটে কামতাপুর রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রাচীন মন্দির

ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষে এখনও প্রাচীন রাজধানীর গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মাথাভাঙ্গা উপবিভাগের সদর পর্য্যন্ত ঐ নদীতে সকল সময়ে ১০০৲ মণ বোঝাই নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। বর্ষাঋতুতে এই নদীবক্ষে বড় বড় নৌকা আরও উত্তর পর্য্যন্ত যাতায়াত করিতে সমর্থ হয়।

সিংহীলতা (স্ত্রী) বৃহতীলতা। (ভাবপ্র°)

সিংহেন্দ্র (পুং) সিংহশ্রেষ্ঠ, সিংহরাজ। (পঞ্চরাত্র)

সিংহেশ্বর, উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। এই গিরিপথ দিয়া গঞ্জাম পাওয়া যায়। উচ্চতায় অধিক না হইলেও এই স্থান পার্ব্বতীয় সৌন্দর্য্যে পূর্ণ।

সিংহেশ্বর, উত্তররাঢ়ে প্রতিষ্ঠিত একটী দেব-মূর্ত্তি।

সিংহেশ্বরস্থান, বাঙ্গালার ভাগলপুর জেলার নিঃশঙ্কপুর-কুড়া পরগণার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মধাপুর হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫°৫৮´৪৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৬°৫০´৩১´´পূঃ। সমগ্র বেহার বিভাগের মধ্যে ইহা একটী প্রসিদ্ধস্থান। গঙ্গার উত্তরে হস্তিবিক্রয়ার্থ প্রসিদ্ধ এরূপ মেলাস্থান আর কোথাও নাই। এখানে প্রতিবৎসর মাঘ মাসে একটী মেলা হয়। ঐ মেলায় পূর্ণিয়া, ত্রিহুত, মুঙ্গের ও নেপালের সন্নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ব্যবসায়ীরা ক্রয়বিক্রয়ার্থ আগমন করিয়া থাকে। হস্তী ভিন্ন এখানে অশ্ব, অশ্বতর, দেশীয় বিনামা, বিলাতী বস্ত্র ও নেপালী কুক্‌রী নামক ছুরিকা প্রভৃতি দ্রব্যও বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। এই গ্রামে একটী মন্দিরে সিংহেশ্বর নামক লিঙ্গমূর্ত্তি স্থাপিত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সিংহেশ্বরের পূজা দিয়া দেবতারাধন করিলে বন্ধ্যা নারীও পুত্রবতী হয়। এই কারণে অনেক রমণীই প্রতিদিন সিংহেশ্বর স্থানে সমাগত হইয়া পূজাদি দেয় ও পুত্র কামনা করে। কিম্বদন্তী এই যে, এই স্থান ও মন্দির এক সময়ে ভররাজাদিগের অধিকারে ছিল। তাঁহারা যাত্রীগণের প্রদত্ত পূজা দ্রব্যের কতকাংশ লইতে স্বীকার করিয়া বর্ত্তমান পাণ্ডাদিগের পূর্ব্বপুরুষের হস্তে দেবতার সেবাভার অর্পণ করিয়া মন্দির ছাড়িয়া দেন। ভর বংশের অধঃপতন ঘটিলে পাণ্ডাগণ পূর্ব্বচুক্তি ভঙ্গ করিয়া পূজাভাগ দিতে অস্বীকৃত হন। তদবধি তাঁহারাই মন্দিরের ও তাহার ভূসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী রহিয়াছেন।

সিংহোদ্ধতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দ বসন্ততিলক ছন্দের নামান্তর, কেহ ইহাকে বসন্ততিলক, কেহ সিংহোদ্ধতা এবং কেহ সিংহোন্নতা, কেহ বা উদ্ধর্ষিণী বলিয়া থাকেন। [ইহার লক্ষণাদির বিষয় বসন্ততিলক শব্দে দেখ]

সিংহোন্নতা (স্ত্রী) ছন্দোবিশেষ। [সিংহোদ্ধতা দেখ।]

সিঁউতী (দেশজ) পুষ্পবিশেষ। সেফালিকা পুষ্প।

সিঁড়ি (হিন্দী) সোপান, সোপান শব্দের অপভ্রংশ।

সিঁধ (দেশজ) সন্ধিশব্দের অপভ্রংশ, চোরেরা চুরি করিবার কালে যে সন্ধি খনন করে, তাহাকে সিঁধ কহে।

সিঁধকাটী (দেশজ) লৌহাদি নির্ম্মিত শলাকাকার অস্ত্রবিশেষ। এই অস্ত্র দ্বারা চোরেরা গৃহপ্রাচীরে সিঁধ কাটিয়া থাকে এইজন্য উহাকে সিঁধকাটী কহে।

সিঁধান (দেশজ) অভ্যন্তরভাগে প্রবেশকরণ।

সিঁধাল (দেশজ) চোরবিশেষ, সিঁধাল চোর। যাহারা সিঁধ কাটিয়া চুরি করে, সংস্কৃতে ইহাদের নাম সন্ধিচোর।

সিঁধেল (দেশজ) যাহারা গৃহাদির সন্ধিস্থল গোপনে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক গৃহস্থের দ্রব্যাদি অপহরণ করে।

সিকতা (স্ত্রী) সিক সেচনে বাহুলকাৎ অতচ্‌। ১ সিকতিল, বালুকাযুক্ত ভূমি। (মেদিনী) ২ বালুকা। (রাজনি°)

সিকতা, পুরীধামের শ্রীজগন্নাথ মহাপ্রভুর মন্দিরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত সমুদ্রের বেলাপ্রদেশ। এখানে লোকনাথ মহাদেবের মন্দির বিদ্যমান।

সিকতাত্ব (ক্লী) সিকতা ভাবে ত্ব। সিকতার ভাব বা ধর্ম্ম।

সিকতাময় (ক্লী) সিকতাত্মকং, সিকতা-ময়ট্‌। বালুকাময় তট, পর্য্যায়—সৈকত। (অমর) বালুকাময় নদীর তটভূমি।

সিকতামেহ (পুং) মেহরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ—এই রোগে রোগীর মূত্রের সহিত সিকতার ন্যায় ক্ষরণ হয়। এই জন্য ইহাকে সিকতামেহ কহে। (সুশ্রুত নি°) [মেহ দেখ।]

সিকতামেহিন্‌ (ত্রি) সিকতামেহঃ অস্ত্যাস্তীতি ইনি। সিকতামেহরোগী। (সুশ্রুত)

সিকতাবৎ (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি মতুপ্‌ মস্য ব। বালুকাবহুল দেশ। পর্য্যায়—সিকতা, সিকতিল, সৈকত। (ভরত)

সিকতাবর্ত্মন্‌ (পুং) বালুকাময় পথ।

সিকতাসিন্ধু (পুং) কাশ্মীরের জনপদবিশেষ। (রাজতর°)

সিকতিল (ত্রি) সিকতাঃ সন্ত্যত্রেতি সিকতা (দেশে লুচিলচৌ। পা ৫।২।১০৫) ইতি ইলচ্‌। সিকতাবান্‌, সৈকতভূমি।

সিকত্য (ত্রি) সিকতাসু ভবঃ, যাহা সৈকত ভূমিতে বা বালুকাময় প্রদেশে হয়, তাহার নাম সিকত্য। "নমঃ সিকত্যায় চ" (শুক্লযজু° ১৬।৪৩) 'সিকতাঃ সিকতাসু ভবঃ" (মহীধর)

সিকন্দর, মহাত্মা আলেকসান্দারের (Alexander the Great) পারসিক নাম। মাকিদীনবীর আলেকসান্দারের গুণাবলী ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়া অবধি মুসলমানেরা ঐ নামের বিশেষ পক্ষপাতী হন এবং তদবধি তাঁহারা সিকন্দর নাম গ্রহণ

করিতে থাকেন। কোরাণে মহম্মদ ইহাকে "জুলকর্ণিন্" বা দিশৃঙ্গ মনুষ্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিকন্দরের প্রচলিত মুদ্রায় অথবা পদকসমূহে তাঁহার যে মূর্ত্তি প্রদত্ত আছে, তাহার শিরোদেশে মেষশৃঙ্গ চিহ্ন (Ammon with a Ram's Horn) বিদ্যমান দেখিয়া ইস্লাম-ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সম্ভবতঃ ঐরূপ উক্তিই প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন। কোরাণের প্রাচ্য দেশীয় টীকাকারগণ জুলকর্ণিন্" পদে কাহাকে উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা স্থির করিতে না পারিয়া বলিয়াছেন, ঐরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই ঈশ্বরানুগৃহীত। সিকন্দর প্রকৃত ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন, তিনি প্যায়গম্বর খিজির কর্তৃক পরিচালিত হইয়া যমপুরীর নিকটস্থ জীবন প্রস্রবণ (Fountain of life) সমীপে সমুপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি ঐ নির্ঝরের অমৃতধারা পান করিতে দেবগণ কর্তৃক নিষিদ্ধ হন।

৩২৭ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে ৩০ বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ৩৩১ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে তিনি পারস্যপতি দরায়ুসকে পরাজিত করিয়া ৩২৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবিজয়ে গমন করেন। এখানে পঞ্জাব প্রদেশে পুরু গ্রীকগ্রন্থলিখিত (Porus) নামক রাজার সহিত তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বিজিত পুরুরাজের সহিত বিজেতা আলেকসান্দর মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন।

[আলেকসান্দর দেখ।]

সিকন্দর, মুসলমান কবি খলিফা সিকন্দরের কাব্যনাম। ইনি পূরবী, মারবাড়ী ও পঞ্জাবী ভাষায় কতকগুলি মার্শিয়া রচনা করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন মৎস্যোপাখ্যান এবং রাজা দিলখবার ও মাঝি বিষয়ক দুইখানি তদ্রচিত কাব্য গ্রন্থ পাওয়া যায়।

সিকন্দর, (যুবরাজ), আমীর তৈমুরের পৌত্র এবং উমার শেখ মীর্জার পুত্র। আমীর তৈমুরের মৃত্যুর পর, ইনি পীর মহম্মদ ও মীর্জ্জারুস্তম নামক স্বীয় ভ্রাতৃদ্বয়কে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের অধিকৃত ফার ও ইস্পাহান রাজ্য অধিকার করিয়া লন। এইরূপ আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহার খুল্লতাত শাহরুখ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। যুদ্ধে সিকন্দর পরাজিত ও বন্দী হন। ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে শাহরুখ তাঁহার চক্ষুদ্বয় উৎপাটিত করিয়া তাঁহার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইয়াছিলেন।

সিকন্দর আদিলশাহ, দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর রাজ্যের শেষ রাজা। তিনি অতি শৈশবে পিতা ২য় আলীআদিলশাহের সিংহাসনে ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে আরোহণ করেন। বাল্যাবস্থানিবন্ধন তাঁহাকে আর স্বাধীনভাবে রাজ্যভোগ উপভোগ করিতে হয় নাই, তিনি চিরদিনই স্বীয় অমাত্য ও মন্ত্রিবর্গের অধীন ছিলেন। ১৬৮৩ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর ও তদধীন সমুদায় প্রদেশ বাদশাহ অরঙ্গজেবের করতলগত হয়। রাজা সিকন্দর মোগল-হস্তে বন্দী হন এবং ৩ বৎসর কারাবাসে থাকিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

সিকন্দর কাদের মীর্জা, মোগলসম্রাট্ শাহ আলামের বংশধর, কুমার খুর্সেদ মীর্জার পুত্র। ইনি কবি ছিলেন।

সিকন্দর খাঁ উজবেক, পারস্যের কাস্গর রাজ্যের প্রসিদ্ধ সিকন্দর খাঁ-রাজবংশের একজন বংশধর। ইনি মোগল-সম্রাট্ হুমায়ুন বাদশাহের সহিত ভারতে আগমন করিয়া তাঁহার মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ১৫৪৩ খৃঃ তিনি সসৈন্যে মীর্জা হায়দরের সহিত কাশ্মীররাজ্য জয়ে গমন করেন। উক্ত যুদ্ধে কাশ্মীর মোগল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৫৭২ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ অকবর শাহের রাজ্যকালে লখ্নৌ সহরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

সিকন্দর জাহ্, দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ রাজ্যের একজন নিজাম (নবাব)। ইনি ১৮০২ খৃষ্টাব্দে পিতা নবাব নিজাম আলীখাঁ বাহাদুরের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের মসনদে আরোহণ করেন। প্রায় ২৮ বৎসর রাজত্বের পর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র মীর ফর্খুন্দ আলীখাঁ নাসির উদ্দৌলা নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজ্য-শাসন করিয়াছিলেন।

[নাসির্ উদ্দৌলা দেখ।]

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের অযোধ্যা বিভাগের উনাও জেলার একটী পরগণা। ভূপরিমাণ ৫৮।০ বর্গমাইল। ৫১টী গ্রাম লইয়া এই পরগণা গঠিত, তন্মধ্যে ৪৮টী গ্রাম পরিহার-বংশীয় রাজপুতদিগের অধিকৃত। এই পরগণার উত্তরে পরিয়াব, পূর্ব্বে উনাও, দক্ষিণে হড়হা, ও পশ্চিমে কাণপুর জেলা।

এই পরগণায় পরিহারদিগের আধিপত্য বিস্তার সম্বন্ধে এইরূপ একটী জনশ্রুতি আছে—পরিহারগণ এক সময়ে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর অথবা জিগিনী নামক পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিত। কোন কারণে তাহারা আদিবাসভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া মারবাড়ের বালুকাময় মরুদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। কছুদিন পরে এখান হইতেও বিতাড়িত ও তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করে এবং যাহারা যেখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহারা সেই স্থানেই থাকিয়া যায়।

কিরূপে পরিহার-বংশের আদিপুরুষ উনাও জেলায় সরোসি বা সিকন্দরপুরে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তৎসম্বন্ধে একটী গল্প প্রচলিত আছে।—দিল্লীশ্বর হুমায়ুন বাদশাহের রাজত্বকালে যমুনাপারস্থিত জিগিণীনিবাসী জনৈক পরিহার রাজপুতের সহিত পুরেন্দবাসিনী এক দীক্ষিতকন্যার বিবাহ হয়। বর আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সরোসি পরগণার মধ্য দিয়া শোভাযাত্রা করেন। পথিমধ্যে একটী ইন্দারা দেখিয়া বরযাত্রীর দল

সেইখানে জলপানার্থ বিশ্রাম করে এবং সম্মুখে একটী দুর্গ দেখিতে পাইয়া জিজ্ঞাসা করে, ঐ দুর্গাধিকারী কোন্ রাজা। তদুত্তরে নিকটস্থ কোন ব্যক্তি বলিল, ঐ দুর্গ ও তন্নিম্নস্থ প্রদেশ শূদ্রজাতীয় কোন রজকের অধিকারভুক্ত। তদ্‌বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া পুরেন্দ অভিমুখে চলিয়া গেল।

বিবাহের পর বর ও কন্যা লইয়া সকলে গৃহে ফিরিল। কিছুদিন পরে হোলিপর্ব্ব আসিল। ঐ পর্ব্ব দিনে পরিহারেরা পূর্ব্বোক্ত দুর্গ অধিকার করিতে কল্পনা করিল। পরিহার-দলপতি ভাগেসিংহ সদলে সেই দিবস যাত্রা করিয়া রাত্রিকালে তথায় উপনীত হইলেন। তখনও দুর্গ মধ্যে হোলির আমোদ চলিতেছে। ক্রমে গভীর নিশিথে নেশার ঘোরে সকলে অবসন্ন হইয়া পড়িল। আর কলরব নাই। দুর্গরক্ষিগণও নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাইতেছে, তখন উপযুক্ত সময় জ্ঞান করিয়া ভাগেসিংহ সশস্ত্র উপস্থিত হইয়া দুর্গাক্রমণ করিলেন। ঘোরতর রক্তস্রোত প্রবাহিত হইল। ভাগেসিংহ সেই রাত্রেই দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের অধীশ্বর হইলেন।

ভাগেসিংহ ক্রমে ৮৪খানি গ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার চারিপুত্র পিতৃসম্পত্তি বিভাগ করিয়া লন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ আশীস্ ও সালহ যথাক্রমে ২০ খানি ও ৪৩ খানি গ্রাম পান। তৃতীয় পুত্র মানিক ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি অর্থের মোহে সংসারে জড়িত থাকিতে চাহিলেন না। তিনি গঙ্গাতীরে বসিয়া নির্ব্বিঘ্নে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্য ভ্রাতাদিগের নিকট একখানি মাত্র গ্রাম ভিক্ষা করিলেন। সর্ব্বকনিষ্ঠ ভুলেধন তখন অতি শিশু ছিল। ভ্রাতারা যাহা তাহাকে দিল সে তাহা গ্রহণ করিল। এইরূপে সম্পত্তি চারিভাগে বিভক্ত হওয়ায়, ইহাদের মধ্যে বিষয়াধিকার আর জ্যেষ্ঠ পুত্রগত থাকে নাই। সুতরাং বংশবৃদ্ধির সহিত বিষয়সম্পত্তি ক্রমশঃ বিভক্ত হইয়া পড়ায় সকলে প্রায় দরিদ্র হইল। ভাগেসিংহ এতৎপ্রদেশ জয় করিয়া এবং তৎপুত্রগণ উক্ত সম্পত্তি উপভোগ করিয়া যে মর্য্যাদা লাভ করিয়াছিলেন, অধস্তন ছয়পুরুষের মধ্যে পরিহারদিগের সে সম্মান তিরোহিত হইয়াছিল।

অতঃপর হীরাসিংহের পুত্র কালন্দর সিংহের সময় এই বংশের পুনরভ্যুদয় ঘটে। হীরাসিংহ নানা বিপদাপদ সহ্য করিয়া শেষে স্বীয় তৃতীয় পুত্র কালন্দরকে ইংরাজ-কোম্পানীর সিপাহী দলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কালন্দর ক্রমে ৪৯ সংখ্যক দেশীয় পদাতিক দলের সুবাদার মেজর পদে উন্নীত হন। তিনিই তৎকালের ইংরাজ রেসিডেন্টের সাহায্যে ক্রমে ধনে মানে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনিই সমগ্র পরিহারদিগকে একত্র করিয়া আপনাদের বিভক্ত সম্পত্তি পুনরায় স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে একটী তালুকরূপে গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইবার সময় এই সম্পত্তি গোলামসিংহের নামেই ছিল।

সিকন্দরপুর, যুক্ত প্রদেশের বালিয়া জেলার বাঁসদিয়া তহশীলের অন্তর্গত একটী নগর। ঘর্ঘরা নদীর দক্ষিণকূলে বাঁসদিয়া হইতে ১৪ মাইল এবং বালিয়া হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°০২´১৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৪°০৫´৪৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদীর নামে প্রতিষ্ঠিত ও তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ছিল। প্রাচীন সুবৃহৎ একটী দুর্গের ধ্বংসাবশেষ এবং বহুদূরব্যাপী ধ্বস্ত অট্টালিকাশ্রেণী আজিও সেই অতীত স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। স্থানীয় লোকের পাটনায় গমন হেতু এই নগর এককালে শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। এখনও এখানকার বাজারে প্রভূত পরিমাণে আতর ও গোলাপ জল প্রভৃতি বিক্রীত হইয়া থাকে।

সিকন্দর বেগম, রাজপুতনার দক্ষিণস্থ সুপ্রসিদ্ধ ভোপাল রাজ্যের জনৈক শাসনকর্ত্রী, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পিতা জাতিতে আফগান (পাঠান) এবং বিখ্যাত যোদ্ধা ছিলেন। মোগল-সম্রাট্ অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তিনি আপনাকে ভোপালের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন এবং আত্মপক্ষরক্ষণেও যথেষ্ট বীরত্বপ্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সেনাবৃন্দ কর্ত্তৃক সিকন্দর বেগমের মাতা ভোপালরাজ্যের অভিভাবিকা নিযুক্ত হন এবং নাবালিকা সিকন্দর বেগম রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারী মনোনীত হন।

মাতার অনভিমত সত্ত্বে সিকন্দর স্বীয় খুল্লতাতভ্রাতা জাহাঙ্গীরকে বিবাহ করেন। বিবাহের পূর্ব্বে সিকেন্দর ভাবী স্বামীকে অঙ্গীকার করান যে, তিনি কখনই রাজকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না, সমস্ত কার্য্যই বেগমের অভিমতে পরিচালিত হইবে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ঘটে। ইহার কিছুদিন পরে, আগ্রার দরবারে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহার আচরণে ও রাজ্য-শাসন-প্রণালীতে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে G. C. S. I. উপাধি দান করেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর বেগম প্রথমে ভোপাল রাজ্যের রিজেন্ট (অভিভাবক) হন, তৎপরে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত স্বয়ং রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠা কন্যা শাহজহান বেগম ভোপাল রাজ্যের অধীশ্বরী হন।

সিকন্দর মুনসী, পারস্যপতি ১ম শাহ অব্বাসের মন্ত্রী। ইনি ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে "আলম অরায় আব্বাসি" নামক একখানি ইতিহাস গ্রন্থে সফাবি বংশীয় রাজা ১ম শাহ ইস্মাইল হইতে ১ম শাহ অব্বাস পর্য্যন্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থখানি ৩

খণ্ডে সম্পূর্ণ, শেষখণ্ডে শাহ অব্বাসের জীবনবৃত্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। গ্রন্থখানি শাহ অব্বাসকে উপহার স্বরূপ প্রদত্ত। ইনি ইস্কন্দার মলিসি বা সিকন্দর নামেও খ্যাত।

সিকন্দর শাহ, গুজরাতের একজন হিন্দু নরপতি। ইনি স্বীয় পিতা ২য় মুজঃফর শাহের মৃত্যুর পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত-সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩ মাস ১৭ দিন রাজত্বের পর তিনি গুপ্ত শত্রুর হস্তে নিহত হইলে তৎপুত্র নাসিরখাঁ ২য় মহম্মদ-শাহ নাম ধারণপূর্ব্বক রাজা হন।

সিকন্দরশাহ পুরবী, বাঙ্গালার একজন পাঠান নরপতি। ইনি ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে, পিতা সামস্ উদ্দীন্ ভঙ্গীরার মৃত্যুর পর বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হন। তিনি রাজ্যশাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিবার পূর্ব্বেই দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। সিকন্দর তখন রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা অবগত নহেন, সুতরাং দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করা তাঁহার পক্ষে শুভজনক নহে জানিয়া তিনি বার্ষিক কর দিতে স্বীকৃত হইয়া ফিরোজের সহিত সন্ধি করিলেন। ফিরোজও তাহাতে প্রীত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ফিরিয়া আসিলেন। প্রায় ৯ বৎসর কাল শান্তিসুখে রাজ্যশাসন করিয়া ১৩৬৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরশাহ পুরবী পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র গায়স্ উদ্দীন্ পুরবী রাজা হন।

সিকন্দরশাহ লোদী (সুলতান) দিল্লীর পাঠান-বংশীয় মুসলমান সম্রাট্। সুলতান বহ্‌লোল লোদীর পুত্র। ইনি নিজামখাঁ নামে খ্যাত ছিলেন। ১৪৮৯ খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনলাভের পর সিকন্দর লোদী নামে আখ্যাত হন। ইহার রাজত্বকালে ভারতে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়।* তাহাতে উত্তর-ভারতের অধিকাংশ স্থানের গৃহাদি ধ্বংস এবং লক্ষ লক্ষ লোক বিনষ্ট হইয়াছিল। দিল্লী নগরী ঐ সময়ে শোভাহীন হইলে সিকন্দর আগ্রায় রাজধানী মনোনীত করিয়া তথায় রাজপাট পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার অধিকারে হিন্দুগণ প্রথমে পারস্তভাষা শিক্ষা করিতে আদিষ্ট হন। প্রায় ২১ বৎসর রাজত্বের পর ১৫১০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর শাহ পরলোক গমন করেন। ব্রীগ্স্ ফিরিস্তা নামক ফিরিস্তার অনুবাদগ্রন্থে ১৫১৭ খৃষ্টাব্দ লিখিত হইয়াছে। পারস্ত-ভাষাবিদ্ বীল্ সাহেব উহাকে ভ্রম বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

সিকন্দর লোদী তাঁহার জীবিত কালে আগ্রা নগরের দক্ষিণ-কূলে বাদলগড় নামে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। মোগলসম্রাট্ অকবর শাহ ঐ দুর্গাংশ ভাঙ্গিয়া পুনরায় তাহা লালপাথরে গাথাইয়া দেন। কাসিমখাঁ মীরবহর নৌ-সেনাপতির তত্ত্বাবধানে ৮ বৎসর পরিশ্রমে ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উহার সংস্কার কার্য্য সাধিত হইয়াছিল। মোগলসম্রাট্ শাহ আলম্ বাদশাহের ও মধুরাও সিন্দের অধিকার সময়ে অকস্মাৎ ঐ দুর্গ দগ্ধ হইয়া পড়িয়া যায়। ইহার পুত্র ইব্রাহিম হুসেন লোদী।

[ভারতবর্ষ ও লোদীবংশ দেখ।]

সিকন্দরশাহ শূর, দিল্লীর শূরবংশীয় একজন রাজা। শেরশাহ শূরের ভ্রাতুষ্পুত্র। ইঁহার আসল নাম আহ্মদখাঁ শূর। ইনি ১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে মে মাসে ইব্রাহিম শূরকে রণক্ষেত্রে পরাস্ত করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার এই সৌভাগ্যসুখ অধিক দিন ভোগ হয় নাই। কারণ উক্ত বর্ষের জুন মাসে ভারতেশ্বর হুমায়ুন বাদশাহ পুনরায় স্বীয় দল বল একত্র করিয়া পঞ্জাব সীমান্তে আসিয়া উপনীত হন। হুমায়ুন ইতিপূর্ব্বে শের শাহ কর্তৃক ভারত হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন। তিনি এক্ষণে সুযোগ দেখিয়া নষ্টরাজ্য উদ্ধারমানসে সদলে অগ্রসর হন। সিকন্দর শূর হুমায়ুনের গতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং অগ্রসর হইলেন। তিনি সর্‌হিন্দস্থিত সেনাদলের নায়ক বৈরাম খাঁর সম্মুখে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ২২ জুন তারিখে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি শিবালিক শৈলের অন্তরালে পলায়ন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিয়া তাঁহাকে পর্ব্বতের নিভৃত নিবাস হইতে তাড়াইয়া দেন। অতঃপর সিকন্দর শূর বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন, এই স্থানেই দুই বৎসর পরে তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়।

সিকন্দর সুলতান, কাশ্মীরের একজন মুসলমান রাজা। ইনি "ভূত-শিখান্" অর্থাৎ পুত্তলপ্রতিমাধ্বংসকারী বলিয়া সাধারণে পরিচিত। ইনি কাশ্মীরে ইস্‌লাম-ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা শাহ মীর দর-বেশের পৌত্র। সিকন্দর স্বীয় মাতার সাহায্যে পিতা সুলতান কুতব্ উদ্দীনের সিংহাসনে ১৩৯৩ খৃষ্টাব্দে অভিষিক্ত হন। রাজ্যের সমুদায় অমাত্য ও কর্ম্মচারী তাঁহাকে কাশ্মীরের রাজা বলিয়া স্বীকার করেন। স্বীয় ভুজ ও প্রতিভাবলে সিকন্দর কাশ্মীরের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিলেন। তিনি হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কাশ্মীরের বহু মন্দির ও দেবমূর্ত্তি-ধ্বংস করিয়াছিলেন। ২৬ বৎসর ৯ মাস রাজত্বের পর ১৪১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্তর ঘটে। ইহারই রাজ্যকালে তৈমুরলঙ্গ ভারত আক্রমণ করেন। সিকন্দর সুলতান তাঁহাকে উপযুক্ত নজর দিয়া পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন।

সিকন্দরা, (সিকন্দ্রা), যুক্ত প্রদেশের আগ্রা জেলার আগ্রা তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আগ্রা নগর হইতে ৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে মথুরা যাইবার রাস্তার ধারে অবস্থিত। জৌনপুররাজ সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করিয়া এখানে ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মোগল-

* ইংরাজী ১৫০৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই রবিবার ভূমিকম্প হয়।

সম্রাট্ অকবর বাদশাহ আপনার শেষ দিনের দেহরক্ষার জন্ত এখানে একটী সমাধিমন্দির নির্ম্মাণ করান, তজ্জন্তই ইহার বিশেষ প্রসিদ্ধি। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে তৎপুত্র জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক ঐ সমাধিমন্দির সুসম্পন্ন হয়।

ফার্গুসন সাহেব ঐ মন্দিরের কারুকার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া লিখিয়াছেন, অকবর শাহের নির্ম্মিত অপরাপর অট্টালিকা হইতে এই অট্টালিকা সর্ব্বাংশে নূতন। ভারতে ঐ সময়ে বা তাহার পূর্ব্বে যত প্রকার সমাধিমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের কাহারও সহিত উহার সৌসাদৃশ্য নাই। ইহা হিন্দু বা বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের অনুকরণে গঠিত। ইহার চারিদিকে বিস্তীর্ণ উদ্যান আছে। তিনি আরও বলেন যে, উহার উচ্চতা ও গম্বুজ আরও একটু বড় হইলে উহাকে তাজমহলের সমকক্ষ ধরা যাইত।

সিকন্দরা, যুক্ত প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার ফুলপুর তহশীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৬৩´১৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°১´৬´´ পূঃ। এই গ্রামের এক মাইল উত্তরপশ্চিমে গজনীপতি মান্দ্দের বিখ্যাত সেনাপতি সৈয়দ শালর মসায়ুদের সমাধিমন্দির অবস্থিত। এখানে প্রতি বৎসর বৈশাখমাসে ঐ সমাধিক্ষেত্রে একটী মেলা বসে এবং প্রায় ৫০ হাজার মুসলমান সমবেত হয়।

সিকন্দরারাও, যুক্ত প্রদেশের আলীগড় জেলার একটী তহশীল বা উপবিভাগ। সিকন্দরা ও আকবরাবাদ পরগণা লইয়া ইহা গঠিত। ভূপরিমাণ ৩৪২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের প্রায় সমস্ত স্থানই উর্ব্বর ও উচ্চভূমি। গাঙ্গেয় খালের নানা শাখা দিয়া এখানকার ক্ষেত্রাদির জল-সরবরাহ হইয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং সিকন্দরারাও উপবিভাগের বিচার সদর। কোইল হইতে ২৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে কাণপুর যাইবার পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪১´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°২৫´১৫´´ পূঃ। খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে দিল্লীশ্বর শিকন্দর লোদী কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি রাওখাঁ নামক একজন আফগান বীরকে জায়গীর স্বরূপ এই স্থান প্রদান করেন। তদবধি উভয়ের নামের সংমিশ্রণে নগরটী সিকন্দরারাও নামে আখ্যাত হইয়াছে। নগরটী মিউনিসপালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত হইলেও বিশেষ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নহে। নগরটী নিম্নভূমে অবস্থিত থাকায় উহার জলরাশি উত্তমরূপ নিকাশ হইতে পায় না; এই জন্য জল জমিয়া স্থানে স্থানে পচিয়া উঠে ও দুর্গন্ধ হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় এখানকার আফগান-সর্দ্দার ঘোসখাঁ বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং মালাগড়ের অধীশ্বর বলিদাদ্ খাঁর সহকারীরূপে কোইল অধিক করিয়া বসেন। এই সময়ে কুন্দনসিংহ নামক জনৈক পুণ্ডী বংশীয় রাজপুত ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন তিনি তৎকালে উক্ত পরগণার নাজিম স্বরূপ থাকিয়া শাসন-কা নির্ব্বাহ করেন। এখানে মোগল সম্রাট্ অকবর বাদশাহে সময়ে নির্ম্মিত একটী মসজিদ ও মুসলমান শাসনকর্ত্তার আবা ভবন অদ্যাপি ধ্বস্তাবস্থায় বিদ্যমান আছে।

সিকন্দরাবাদ, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দ-সহর জেলার উত্তরপশ্চি তহশীল। সিকন্দরাবাদ, দাদ্রী ও ধনকৌর পরগণা লইয়া এ উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৫২৪ বর্গমাইল। এই উপ বিভাগ যমুনা নদীর পূর্ব্বকূলদেশে বিস্তৃত এবং গঙ্গা খালের দুইটী শাখার দ্বারা এখানকার জলাভাব দূর হইয়াছে। ইষ্টইণ্ডিয় রেল এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং সিকন্দরাবাদ ও দাদ্রী নামক স্থানে দুইটী রেলওয়ে ষ্টেশন ও এখানে মোট ৮টী থানা আছে।

২ উক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর এব সিকন্দরাবাদ তহশীলের বিচার সদর। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোড নামক সুবিস্তৃত রাস্তায় দিল্লীশাখার উপর, বুলন্দসহর হইতে ১ মাইল পূর্ব্বে স্থাপিত। অক্ষা° ২৮°২৭´১০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭°৪৪´৪০´´ পূঃ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের সিকন্দরাবাদ ষ্টেশ এই নগর হইতে ৪ মাইল দক্ষিণে স্থাপিত। নগরটী মিউনিসি পালিটীর তত্ত্বাবধানে পরিরক্ষিত। ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে দিল্লীশ্ব সিকন্দর লোদী এই নগর স্থাপন করেন। মোগল-সম্রাট্ অকবর বাদশাহের শাসনকালে এই নগর একটী মহলের সদররূপে গণ্য ছিল। নাজিব উদ্দৌলা দিল্লীশ্বরকে রণক্ষেত্রে সহায়তা করায় জায়গীর প্রাপ্ত হন। এই নগরও সেই জায়গীরের কেন্দ্র স্থল ছিল। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার রাজপ্রতিনিধি সাদৎ খাঁ এই নগরে মরাঠা সেনাদিগকে পরাস্ত করেন। ১৭৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুররাজ্যের জাট সেনাদল এই নগরে চাউনী করিয়াছিল। সূর্য্যমল্লের মৃত্যু ও জবাহির সিংহের পরাজয়ে পর তাহারা যমুনা পার হইয়া পলায়ন করে। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধীনে পরিচালিত সেনাপতি পেরোণের সেনাদল (Parron's brigade) এই স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল। আলীগড় যুদ্ধের পর, কর্ণেল জেমস্ স্কিনার এই নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী গুজর, রাজপুত ও মুসলমান জাতিরা বিদ্রোহে যোগদান করিয়া সিকন্দরাবাদ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। উক্ত বর্ষের ২৭এ সেপ্টেম্বর কর্ণেল গ্রেটহেডের অধীনস্থ সেনাদল তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া নগর পুনরুদ্ধার করিয়া লন। এখানে অনেকগুলি

মস্‌জিদ ও হিন্দুমন্দির আছে। স্থানীয় প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মুন্সী লক্ষ্মণস্বরূপের বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

এখানে মাথার পাগড়ী, উড়ানী ও জামা প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য এক প্রকার উৎকৃষ্ট মশলিন প্রস্তুত হইয়া থাকে। দুইটী বাজার আছে; ঐ বাজারই স্থানীয় কার্পাস, চিনি ও শস্যাদির বাণিজ্য-কেন্দ্র।

সিকন্দরাবাদ, (আলেকসন্দর নগর), হায়দরাবাদ বা নিজাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত একটী নগর। এখানে ইংরাজরাজের একটী সেনানিবাস আছে। হায়দরাবাদ নগর হইতে ৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৮৩০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°২৬´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩৩´ পূঃ। নিজাম সিকন্দর ঝার নামানুসারে সিকন্দরাবাদ সেনানিবাস স্থাপিত। ভারতে ইংরাজ গবর্মেণ্টের যতগুলি সেনানিবাস আছে, তন্মধ্যে এই সেনানিবাস সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, কারণ ঐ স্থানে হায়দরাবাদের সাহায্যকারী সেনাদল (Haidrabad Subsidiary Force) ও মান্দ্রাজ সেনাদলের একটী বিভাগ রাখিবার ব্যবস্থা আছে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে এখানে একদল য়ুরোপীয় ও একদল দেশীয় অশ্বারোহী সৈন্য ও রয়েল হর্স আর্টিলারী নামক কামানবাহীসেনা, একদল রয়েল আর্টিলারী (ফিল্ড গারিজন), ৩ দল কামানবাহী, দুইটী ইংরাজ ও চারিটী দেশীয় পদাতিকদল, এবং দুই দল স্যাপর ও মাইনার রক্ষিত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তথায় অস্ত্রাগার পরিদর্শন জন্য যুদ্ধসজ্জাসংরক্ষণী-কার্য্যালয় (Orduance Establishment) ও কমিসেরিয়ট বিভাগ আছে।

১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ২১এ মে ইংরাজের সহিত নিজামের যে সন্ধি হয়, তাহারই সর্ত্তানুসারে ইংরাজ গবমেণ্ট স্বহস্তে উক্ত সেনাদল পোষণ করিয়া থাকেন। উক্ত বর্ষের পূর্ব্বে নিজাম ইংরাজসৈন্যের সাহায্যার্থে যে নূতন সেনাদল সংগ্রহ করেন, তাহারা কার্য্যকালে বিশেষ কার্য্যকারী না হওয়ায় নিজামের নিদেশানুসারে ইংরাজ গবমের্ণ্ট সেই সেনাদল পোষণ ও সুশিক্ষিত করিবার ভার গ্রহণ করেন। ঐ সেনাদলের ব্যয়বহনার্থ নিজাম আপনার অধিকৃত কতকগুলি জেলার রাজস্ব ইংরাজরাজকরে অর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সংশোধিত হয়।

১৮৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিকন্দরা-সেনাবাস একটী বারিক ও শ্রেণী বদ্ধ কতকগুলি কুঠী বিরাজিত ছিল। উহা তৎকালে পূর্ব্বপশ্চিমে প্রায় ৩ মাইল লম্বা ছিল। উহার সম্মুখ ও বামভাগে অশ্বারোহী সেনাদল থাকিত এবং দক্ষিণে পদাতিক সেনাদিগের বাসগৃহ ছিল, উক্ত বর্ষে বলরাম পর্য্যন্ত সেনা নিবাসের সীমা বর্দ্ধিত হয় এবং প্রায় ১৯ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া সিকন্দরাবাদের সেনানিবাস গঠিত হইয়াছিল। উহার মধ্যে কএকখানি গ্রামও বিদ্যমান আছে। এই নূতন সেনানিবাসে য়ুরোপীয় সেনাদলরক্ষার জন্য একটী সুবৃহৎ দ্বিতল বারিক এবং উহারই অদূরে দেশীয় সেনাবৃন্দের জন্য সুন্দর গৃহাবলী নির্ম্মিত হইয়াছে।

সেনাবাস ও তাহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী দেশভাগ ক্রমোচ্চনিম্ন এবং গণ্ড শৈলমালাসমাকীর্ণ। ভূমিভাগও পার্ব্বতীয় স্তরে পূর্ণ। সেনাবাসের পূর্ব্বাংশে দানাদার পাথরের দুইটী শৈলচূড়া ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া সমুত্থিত হইয়াছে। উত্তরপূর্ব্বেও একটী দানাদার পাথরের পাহাড় আছে। উহা মূল-আলী নামে পরিচিত। উহার সন্নিকটে কদম-রসুল নামক শৈল। কিংবদন্তী এই যে, ঐ শৈলোপরে প্যাগম্বর মহম্মদের পাদচিহ্ন আছে।

এই সেনাবাসের রাস্তা গুলির দুই ধারে বৃক্ষশ্রেণী বিদ্যমান। উহাদের শীতল ছায়া বড়ই মনোরম। য়ুরোপীয় সেনাবারিক ও দেশীয় সৈন্যের আবাস স্থলে যথেষ্ট খর্জ্জুর ও তালবৃক্ষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন প্রায় সকল স্থানই বৃক্ষাদি বর্জ্জিত। উচ্চভূমি ভাগে কোনরূপ শস্যাদিও জন্মে না। নিম্ন ভূমিতে ও উপত্যকা প্রদেশে শস্যাদির চাস হয়। ঐ জন্য স্থানে স্থানে বাঁধ দিয়া পুষ্করিণী প্রস্তুত হইয়াছে। সেনানিবাসের ঠিক দক্ষিণপশ্চিমে হুসেন-সাগর নামক সুবিখ্যাত বাঁধ। উহার পরিধি প্রায় ৩ মাইল।

এখানকার কুচ-কাওয়াজ-স্থান সুবিস্তৃত, প্রায় ৮ হাজার সৈন্য ঐ মাঠে দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে কৃত্রিম রণক্রীড়া প্রদর্শন করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন উহার দক্ষিণপার্শ্বে সাধারণ রাজকীয় গৃহাবলী ও বামভাগে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত দুর্গ। ঐ স্থান কতকগুলি বড় বড় কামান ও একদল কামানবাহী সৈন্য সংরক্ষিত আছে। সন্নিকটে কবর স্থান।

সিকন্দরাবাদ সেনাবাসের অদূরে ক্রিমিলগিরি সেনানিবাস। এখানে স্থানীয় য়ুরোপীয় অধিবাসিগণের স্থান হইতে পারে। উহার চারিদিকে গড়খাই আছে। বলরাম-সেনাবাস সিকন্দরাবাদ হইতে উত্তরে স্থাপিত। এখানে নিজামের অধীনস্থ হায়দরাবাদ-সেনাদলের একদল অশ্বারোহী একদল পদাতিক ও একদল কামানবাহী সৈন্য বাস করে। সিকন্দরাবাদ-সেনাবাসের ৫ মাইল দক্ষিণে নিজামের অধীনস্থ হায়দরাবাদ রিফর্ম্ড্ সেনাদলের বারিক। এখানে একজন য়ুরোপীয় সেনানায়কের অধীনে একদল অশ্বারোহী, পদাতিক ও কামানবাহী সেনা রক্ষিত আছে। মূলকথায় সিকন্দরাবাদ-সেনানিবাসের উত্তর ও দক্ষিণ-সীমান্ত সেনাবাস লইয়া গণনা করিলে অনুমান হয় যে, এখানে প্রায় ১০ মাইল স্থানের মধ্যে ৮০০০ সুশিক্ষিত সৈন্য অবস্থান করিতেছে।

সিকেন্দরাবাদের পশ্চিমে বেগমপট নামক স্থানে প্যাইওনিয়ার

সেনাদল এবং বৌয়েনপিল্লি নামক স্থানে মান্দ্রাজ অশ্বারোহী সেনাদলের আড্ডা আছে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিকন্দরাবাদের সেনাদল বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজ রেসিডেন্সী আক্রমণ করে, কিন্তু তাহাদিগকে তদ্দণ্ডেই দমন করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে হায়দরাবাদ সাবসিডিয়ারী ফোর্স ও হায়দরাবাদ-কণ্টিনজেন্টের যত্নে এখানে আর কোন বিপ্লব উপস্থিত হয় নাই।

বর্ষা ঋতুতে এখানকার স্বাস্থ্য বড়ই খারাপ হয় এবং জ্বর, উদরাময় ও বাতপীড়া য়ুরোপীয় ও দেশীয় সেনামধ্যে দেখা দেয়।

সিকারপুর, বোম্বাই প্রদেশের সিন্ধুবিভাগের ইংরাজাধিকৃত একটী জেলা। অক্ষা° ২৭° হইতে ২৯° উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৭° হইতে ৭০° পূর্ব্বমধ্য। ভূপরিমাণ ১০০০১ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, উত্তর-সিন্ধু-সীমান্ত জেলা ও সিন্ধুনদ, পূর্ব্বে বহাবলপুর ও জয়শালমীরের সামন্ত রাজ্য, দক্ষিণে খয়েরপুর রাজ্য ও করাচী জেলার মেহবান্ তহসীল এবং পশ্চিমে খীরথার পর্ব্বতমালা। রোহ্‌ড়ী, সক্কর, লর্থানা ও মেহর উপবিভাগ লইয়া এই জেলা গঠিত। সিকারপুর নগর এখানকার বিচারসদর। গবর্মেণ্টের অনুমোদনে পরে সক্করনগরে বিচারসদর স্থানান্তরিত হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল।

সমগ্র জেলাটী একটী পলিময় প্রান্তর। কেবল রোহ্‌ড়ী ও সক্কর বিভাগে চুণা-পাথরের পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়গুলি তথাকার সিন্ধুনদের চিরস্থায়ী তটভূমি। কেন না নদীস্রোত সহজে ঐ পার্ব্বত্য তট ভেদ করিয়া কূল প্লাবিত করিতে পারে না। পশ্চিমে মেহর ও লর্থানা উপবিভাগে খীরথার পর্ব্বতমালা বিরাজিত। ঐ পর্ব্বত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০০০ ফিট্ উচ্চ এবং বেলুচিস্থানকে ভারত হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

জেলার উত্তরাংশে স্থানে স্থানে কালরনামক লবণময় ভূমিভাগ দৃষ্টিগোচর হয়। যাকুবাবাদ সীমান্তদেশে কর্দ্দমময় উষর ভূমি এবং তাহার মধ্যে মধ্যে কণ্টকপূর্ণ গুল্মাচ্ছাদিত বালিয়াড়ি বা বালির পাহাড়। রোহড়ী বিভাগের একটী স্থান বালুকাময় মরু সদৃশ। উহার মধ্যে মধ্যে বহু সংখ্যক বালির পাহাড়ও বিদ্যমান। উহাও অল্পবিস্তর জঙ্গলাবৃত, কিন্তু দেখিলেই পাহাড়গুলির পরস্পর পৃথকত্ব বুঝা যায়। সিকারপুর জেলার সমস্ত জঙ্গলাবৃতস্থান একত্র গণনা করিলে ২০৭ বর্গমাইল হইবে।

উত্তরসিন্ধু প্রদেশস্থ জেলাসমূহের কোন স্বতন্ত্র ইতিহাস নাই। তবে সিন্ধুপ্রদেশ সম্পর্কে যে প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায়, তাহাই এই জেলার প্রাচীন ইতিহাস বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণের পূর্ব্বে, বর্ত্তমান রোহড়ী নগরের ৫ মাইল দূরে আলোর রাজধানীতে এক ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিতেন। অতঃপর সিকারপুর প্রদেশ কিছু কালের জন্য ওম্মৈদ ও কিছু দিনের জন্য অব্বাসীদ বংশের শাসনাধীন থাকে। তদনন্তর সিকারপুর সহ সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মূদের শাসনাধীন হয়। মাহ্মূদের রাজ্য অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। কারণ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে সুমরাবংশীয় রাজগণ সিকারপুর অধিকারপূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। সুমরাবংশীয়দিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সম্মাবংশীয়গণ রাজ্য অধিকার করেন। পরে আর্ঘূণ নামক মুসলমান জাতি সিন্ধু অধিকার করিয়া সম্মাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। এই সকল রাজবংশের বিবরণ সিন্ধুপ্রদেশ-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হওয়ায়, এখানে আর লিখিত হইল না।

[সিন্ধু দেখ।]

খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কল্‌হোরা রাজবংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ কোন বিষয়ে বিশেষত্বে ঐতিহাসিক প্রাধান্য লাভ করিতে পারে নাই, ইহার পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৯১-৯২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করেন এবং দিল্লীদরবারের অধীনস্থ শাসনকর্ত্তারাই এতৎপ্রদেশ শাসন করিতেন। অতঃপর দাউদপুত্রগণের অভ্যুদয় হয়। তাঁহারা স্থানীয় মাহর নামক দুর্দ্ধর্ষ জাতিকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করেন। সিকারপুর নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে ৯ মাইল দূরে লখি নামক নগরে মাহর রাজগণের রাজধানী ছিল। এই মাহরেরাও পূর্ব্বে এক সময়ে জাতোই নামক বলুচ জাতিকে পরাজিত করিয়া সিকারপুর অধিকার করিয়াছিল।

মাহর কর্ত্তৃক জাতোই জাতির পরাভবসম্বন্ধে সিকারপুরের রাজকীয় বিবরণীতে মেজর জেনারল সর্ এফ্, জি, গোল্ডস্মিথ কর্ত্তৃক লিখিত এইরূপ একটী উপাখ্যান আছে।

এক সময়ে বহাবলপুর রাজ্য-সীমান্তবর্ত্তী উবৌরো নগরে মাহর-বংশের সাত ভাই বিদ্যমান ছিল। ঐ সাত ভ্রাতার মধ্যে জৈসর নামক এক ব্যক্তি স্বীয় আত্মীয় সমাজে স্বেচ্ছায় স্বাধীন ভাবে বাস করিতে অসমর্থ হইয়া ভক্কর অভিমুখে চলিয়া আইসেন। তৎকালে ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে ভক্কর দুর্গ শাহবেগ আর্ঘূণ নামক রাজার অধীনে মাহ্মূদ নামক এক আফগান শাসনকর্ত্তার তত্ত্বাবধানে রক্ষিত ছিল।

জাতোই নামক বলুচ জাতি তৎকালে সিন্ধুনদের পশ্চিমপারস্থ বর্দ্ধিক হইতে লর্থাণা পর্য্যন্ত ভূভাগে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই প্রদেশের মধ্যস্থিত লক্ষু-(লক্ষ্মণ) প্রতিষ্ঠিত লখিনগরী তৎকালে মহাসমৃদ্ধ ও ধনজনপূর্ণ ছিল। জৈসর নদী পার হইয়া তদ্রাজ্য মধ্যবর্ত্তী কোন গ্রামবাসীর আশ্রয়ে বাস স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে

জৈসর ও তাহার অনুচরবর্গের সহিত তাহাদের নূতন সঙ্গী জাতোইগণের মতান্তর উপস্থিত হয়। জৈসর তখন তাহার পরিচিত মুসা খাঁ মেহর নামক জনৈক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির শরণাপন্ন হইল। ঐ ব্যক্তি শাসনকর্ত্তা মাহ্মুদের বিশেষ অনুগত ছিলেন। তিনি শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে শতাধিক সেনা লইয়া বিদ্রোহ দমন করেন। তাহার ফলে জাতোইগণের পরাভব হয় এবং মুসা খাঁ মধ্যস্থ হইয়া শাসনকর্ত্তার অভিমতে ঐ প্রদেশ ভাগ করিয়া দেন। জৈসর তাহাতে মেহনালী হইতে লার্থানা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হন, তিনি আজীবন উহা নিষ্কর ভোগ করিবেন, পরে তাহার বংশধরগণ জাতশস্যের দশমাংশ রাজকর স্বরূপ প্রদান করিবে। পক্ষান্তরে জাতোইগণ মেহলালা হইতে বন্ধিক পর্য্যন্ত উত্তর বিভাগ প্রাপ্ত হইল, কিন্তু তাহাদিগকে নিয়মমত ভূমির কর দিতে হইত। জেসর খাঁ লখিতে বাস করিলেন এবং ক্রমে তাহা তাঁহারই সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইল।

তাঁহার মৃত্যুর পর, অকিল ও ভক্কর নামক তদীয় পুত্রদ্বয় তাহাদের জ্ঞাতিভ্রাতা বদেয়া সুজনখাঁর সহযোগে একটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় বাস করিবার কল্পনা করেন। তাহারা যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহার ধ্বস্ত নিদর্শন নিপতিত দেখা যায়। সুজন স্বীয়পুত্র মারুর নামে মারুলো গ্রাম স্থাপন করিয়া যান। তাহাই পরে আহ্মদশাহ দুরাণীর মন্ত্রীর শাহবালীর নামানুসারে উজিরাবাদ নামে আখ্যাত হয়।

দাউদ-পুত্রগণের অভ্যুদয়ে মাহরদিগকে বিশেষ নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। দাউদ-পুত্রগণ বস্ত্রবয়নকার্য্যে যেরূপ সুপটু ছিলেন, যুদ্ধবিদ্যায়ও তাহাদের সেইরূপ নিপুণতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। দাউদ-পুত্রগণ নিরীহ তন্তুবায় বলিয়া পরিচিত ছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে মাহরদিগের অধিকারস্থ সিকারগা নামক স্থানে বন্য পশুপক্ষী শিকার করিতে গমন করিত। মাহরেরা তাহাদিগকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেয়। এইরূপে অপমানিত দাউদপুত্রগণ তাহাদের ধর্ম্মগুরু পীর সুলতান ইব্রাহিম শাহের শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের মনোবেদনা জানাইলেন। ইব্রাহিম শাহ সদাশয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ছিলেন। লখি নগরে তাহার বাস ছিল এবং এখনও তথায় তাঁহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে, তাহার সম্বন্ধে কিংবদন্তী মূলক কাহিনীসমূহ শুনা যায়। এই সমাধিক্ষেত্রই তাহার অদ্ভুতশক্তি ও অস্তিত্বের সপ্রমাণে সমর্থ।

পীর ইব্রাহিম শাহ স্বীয় ভক্ত শিষ্যবৃন্দের এই মনোবেদনার কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। পরে উভয় পক্ষের বলাবল গণনা করিয়া একটু চিন্তার পর বলিলেন, তোমরা পুনরায় মৃগয়ায় গমন কর। তদনুসারে তাহারা বনভূমে উপনীত হইলে মাহরেরা তাহাদিগকে বিশেষ লাঞ্ছনার সহিত তাড়াইয়া দিল এবং অপমানিত দাউদপুত্রগণ পুনরায় গুরুর নিকট আসিয়া অপমানের প্রতিশোধ দিবার উপায় ভিক্ষা করিল। পীর ইব্রাহিম তখন কিছু না বলিয়া মাহরদিগকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহারা তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া সেই সাধু পুরুষের প্রতি অনেক কটুবাক্য প্রয়োগ করিল এবং বলিল, যে কেহ সিকারগার বনে প্রবেশ করিবে আমরা তাহাদিগকে সমূলে বিনাশ করিব অথাৎ তাড়াইয়া দিব। কাহারও সাধ্য নাই যে তাহাকে রক্ষা করে, প্রভু যদি তুমিই উহাদের সঙ্গী হইতে ইচ্ছা কর, ভাল, তাহাও হইতে পার।"

পীর ইব্রাহিম শাহ মাহরদিগের এই অপ্রিয় কথায় বড়ই কাতর হইলেন। তিনি উদ্ধত মাহরগণের উপর অভিসম্পাত এবং দাউদপুত্রগণের উপর আশীর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিলেন। তিনি বলিলেন, দাউদপুত্রগণ তোমরা সংখ্যায় ৩।৪ শত মাত্র এবং মাহরেরা ১২ সহস্র হইবে। কিন্তু তাহাতেও কিছুমাত্র আশঙ্কার কারণ নাই। আমার আশীর্ব্বাদে তোমাদের দেহ লৌহতুল্য এবং অস্ত্রশস্ত্র কুঠার সদৃশ সুকঠিন হইবে ও মাহরেরা তৃণবৎ দ্বিখণ্ডিত হইবে। গুরুর এইরূপ উৎসাহবাক্যে প্রফুল্লিত হইয়া দাউদপুত্রগণ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিল। অচিরে উভয়-পক্ষে যুদ্ধ বাঁধিল। মাহরেরা রণক্ষেত্রে নিহত ও পরাজিত হইল। এই যুদ্ধে প্রায় ৩ হাজার মাহর সৈন্য প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। অতঃপর দাউদপুত্রগণ স্থানীয় লক্ষপতি জমিদারের ধনাপহরণ করিয়া অর্থবলে বলীয়ান্ হইল। ইহাতে ক্রমে তাহারা রসদসরবরাহের সুবিধা করিয়া লইল এবং ক্রমে একটী ধনভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া কালে তাহাই রাজকোষে রূপান্তরিত করিয়াছিল।

রাজ্যাধিকারের পর পীরের আদেশে দাউদপুত্রগণ সেই বন কাটিয়া নগরের পত্তন করিল। মৃগয়া ব্যপদেশে আসিয়া রাজ্য-লাভ ও নগর স্থাপন হয় বলিয়া এই নূতন নগরের নাম সিকারপুর রাখা হয়। দাউদপুত্রগণের অধিকারকালে ইহা উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করে। এই সময়ে মহাজন বণিক্‌দিগের ধনে ও পণ্যে সিকারপুর নগরী পূর্ণ হইয়া উঠে। দুঃখের বিষয় খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভে অত্যাচার, অনাচার ও অবিচারস্রোতে এই নগরী উত্তরোত্তর শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল। [দাউদপুত্র দেখ]

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দে কল্হোরাগণ সিন্ধুপ্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তারে বদ্ধপরিকর হন। মীর্জ্জা পন্নির পুত্র মীর্জ্জা বখ্‌তাবার খাঁ শিবি প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে সিকারপুরের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। এই সময় যার মহম্মদ নামক এক ব্যক্তি রাজা লক্ষ্মী ও ইনৃতাস্‌খাঁ ব্রাহুইর সাহায্যে মানবর হ্রদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থান স্বীয় অধিকার-ভুক্ত করেন। তিনি ক্রমে সাগতানি, কাণ্ডিয়ারো ও লার্থানা জয় করিয়াছিলেন। এই শেষোক্ত জনপদ মীর্জ্জা বখ্‌তাবারের

ভ্রাতা মালিক আলাবক্সের শাসনাধীন ছিল। মীর্জা য়ার মহম্মদের এই অত্যাচারবার্ত্তা তৎকালের মুলতানের শাসনকর্ত্তা শাহজাদা মৈজুদ্দীন জাহান্দর শাহের নিকট নিবেদন করেন। কিন্তু কোন কারণে মৈজুদ্দীন ইতঃপুর্ব্বে মীর্জা বখ্ তাবারের আচরণে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে তাঁহাকেই দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইয়া যাইতে ছিলেন। তাঁহার আগমনে ভীত হইয়া মীর্জা তাঁহাকে এই অভিযান হইতে নিরস্ত হইবার জন্য বিশেষ অনুনয় বিনয় করেন। সম্রাট্ পুত্র সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "রাজসৈন্যে দেশ উৎসাদিত করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আপনাদের পরস্পরের বিদ্বেষে রাজ্য ছারখার হইবে।" এই বার্ত্তা মীর্জা অন্য ভাবে গ্রহণ করিলেন। সম্রাট্ পুত্রের আগমন তাঁহারই শাসনকর্ত্তৃত্বে হস্তক্ষেপ ভিন্ন আর কিছু নহে জানিয়া তিনি স্বয়ং যুবরাজের গতিরোধার্থ অগ্রসর হইলেন। মৈজুদ্দীন তাঁহাকে রণক্ষেত্রে নিহত করিয়া ভক্কর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শাহজাদা য়ার মহম্মদ খাঁর বীরত্ব ও রাজ্যবৃদ্ধিপ্রয়াস অনুমোদন করিয়া তাঁহাকে সম্রাট্ প্রদত্ত খুদা য়ার খাঁ উপাধি দান করিয়াছিলেন।

কল্ হোরা বংশের ইতিহাস তালপুর ও সিন্ধুপ্রদেশের প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে। এই বংশীয় রাজগণ ক্রমে ক্রমে উত্তর সিন্ধুপ্রদেশের বক্কিক, জপার, সক্কর ও অন্যান্য স্থান অধিকার করিয়া লইলেন। ১৮০৯ হইতে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে খয়েরপুরের মীর সোহ্ রাব রস্তম ও মুবারক দুরাণীবংশের অধিকৃত আরও অনেক প্রদেশ আপনাদের শাসনভুক্ত করিলেন। সিকারপুর তৎকালে আফগান রাজ্যের অধীন ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মীরগণ তথাকার আফগান শাসনকর্ত্তা আবদুল মনসুর খাঁকে পরাজিত করিয়া নির্ব্বিবাদে সিকারপুর অধিকার করিয়া বসিলেন। কারণ ইতিপুর্ব্বে শিখসৈন্য লইয়া চিত্তেলিয়ার ভেঞ্চুরা সিকারপুর আক্রমণের সুযোগ দেখিতে ছিলেন।

হায়দরাবাদের করম ও মুরাদ আলী এবং খয়েরপুরের সোহ্ রাদ রস্তম ও মুবারক প্রভৃতি মীর সিকারপুর রাজ্য শিখহস্তে সমর্পণ না করিয়া আপনাদের হস্তগত রাখাই শ্রেয়ঃকল্প ভাবিয়া শিখগণ অগ্রসর হইবার পুর্ব্বেই নবাব বালি মহম্মদ খাঁকে ছলে বলে বা কৌশলে সিকারপুর অধিকারে পাঠান। নবাব এখানে আসিয়া আবদুল মনসুরকে বৈদেশিকগণ কর্ত্তৃক নগরাধিকারের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে সিকারপুর পরিত্যাগের পরামর্শ দেন। কৌশল করিয়া বালি মহম্মদ নগর অধিকারপূর্ব্বক আফগান শাসনকর্ত্তাকে বিদায় করেন। এইরূপে বিনা রক্তপাতে সিকারপুর মীরদিগের অধিকৃত হয়। হায়দরাবাদের মীরগণ উহার রাজস্বের চারি অংশ এবং খয়েরপুরের মীর সর্দ্দারেরা তিন অংশ লাভ করেন। কাজিম শাহ মীরগণ কর্ত্তৃক এখানকার প্রথম শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া ছিলেন।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তালপুরের মীরদিগের অধিকার কালে রাজ্যভ্রষ্ট আফগান পতি শাহসুজা তাহার অপহৃত উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ অধিকারের জন্য সদল বলে বহাবলপুর হইয়া সিকারপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। খয়েরপুরের সন্নিকটে সিকারপুরের ভূতপুর্ব্ব শাসনকর্ত্তা কাজিম খাঁর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কাজিম খাঁ তাঁহাকে বিশেষ সম্মানের সহিত নগরে লইয়া যান এবং শাহসুজা তথায় প্রায় ৪০ দিন অবস্থানপূর্ব্বক ৪০ হাজার টাকা গ্রহণ করেন। শাহসুজা অর্থ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন না। বরং যাহারা তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইতে ও তাঁহাকে আশ্রয় দিয়া সহায়তা করিতেছিল, তিনি তাহাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে চেষ্টিত হইলেন, ইহাতে সিন্ধুপ্রদেশের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁহার প্রতি বিরক্তিভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। মীরগণ ও তাঁহাদের বলুচ অনুচরগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া শাহসুজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। মীর মবারক ও মীর জঙ্গীখাঁর অধীনে একটী বলুচবাহিনী রোহ্ ড়ীর নিকট নদী পার হইয়া সক্করে আসিয়া ছাউনী করিল। তখন শাহ সুজা এই সেনাদলকে স্বীয় অধিকার হইতে বিদূরিত করিবার অভিপ্রায়ে সেনাপতি সমন্দর খাঁর অধীনে দুই সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। আফগান-সৈন্য লালবা খালের নিকট বলুচসৈন্য আক্রমণ করিল। তাহাদের আক্রমণে বিপর্য্যস্ত হইয়া বলুচসৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। মীর পরাজিত হইয়া শাহকে যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ৪লক্ষ টাকা দিয়া সন্ধি করিলেন এবং শাহসুজার কর্ম্মচারীদিগকে ৫০ হাজার টাকা পারিতোষিক দিতে স্বীকৃত হইলেন। [শাহসুজা দেখ।]

১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ জয় করিয়া খয়েরপুরে মীর আলী মুরাদ তালপুরের অধিকৃত রাজ্য ব্যতীত সমগ্র উত্তর সিন্ধুপ্রদেশ সিকারপুর-কলেক্টরেট্ বলিয়া গণ্য করেন। উহার অব্যবহিত পুর্ব্ববৎসরে (১৮৪২ খৃঃ) মীরগণ সক্কর, ভক্কর ও রোহড়ী নগর চিরদিনের জন্য ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে খয়েরপুররাজ মীর আলীমুরাদ তালপুরের বিরুদ্ধে ইংরাজগবর্মেণ্ট দলিল জাল করার অভিযোগ উপস্থিত করেন। ঐ অভিযোগে প্রকাশ আলীমুরাদ তাঁহার ভ্রাতা মীর নাসির ও মীর মুবারককে ফাঁকি দিবার জন্য ১৮৪২খৃষ্টাব্দে সম্পাদিত একখানি দলিলের কতকাংশবদল করিয়া তাহাতে নূতন পত্র যোগ করিয়া দেন। তাহাতে তিনি অন্যায় রূপে অনেক গুলি জেলার সত্ত্বাধিকারী হইয়া পড়েন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল মার্কুইস ডেলহৌসী আলী মুরাদের বিরুদ্ধে

এক ঘোষণাপত্র বাহির করেন। তাহাতে তাঁহাকে রাজ্যভ্রষ্ট করা হয় এবং উচৌরা, বর্দ্ধিক, মীরপুর ও সৈদাবাদ জেলা এবং সিন্ধুনদের বামকূলস্থ কতক প্রদেশ তাঁহার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তখনকার সিকারপুর কলেক্টরের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সকল প্রদেশ এখন রোহড়ী উপবিভাগের অন্তর্গত রহিয়াছে।

এখানে নানা বিষয়ের বাণিজ্য চলিয়া থাকে, সিন্ধু, পঞ্জাব ও সিন্ধ-পিসিন রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানে বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এখনও বোলান গিরিপথ দিয়া বৎসরে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার মাল শকটযোগে যাতায়াত করে। গম, তুলা, কার্পাসবস্ত্র ও কার্পেট এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য।

২ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের সিকারপুর বিভাগের সক্কর উপবিভাগের অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪৮৭ বর্গ মাইল। ৬টী থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৩ সিন্ধুপ্রদেশের উক্ত জেলার প্রধান নগর। যাকুবাবাদ হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে এবং সক্কর হইতে ৩০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৫৭´ ৯৪´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৮°৪০´ ২৮´ পূঃ। নগরটী অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৯৪ ফিট্ মাত্র উচ্চে অবস্থিত। সিন্ধুনদের কএকটী খাল এই নিম্ন প্রান্তরে নগরের সন্নিকট দিয়া প্রবাহিত। বন্যার সময় নদীর খালগুলি জলপূর্ণ হইয়া নগর ও তৎসন্নিহিত নিম্ন ভূমি প্লাবিত করে। সিন্ধুনদের দুইটী খাল নগরের উত্তর ও দক্ষিণ দিয়া গিয়াছে। উত্তরের খালটী ছোট বেগারী ও দক্ষিণেরটী রাইসবাহ নামে খ্যাত। সিকারপুর নগরে গবর্মেণ্টের ইংরাজ কর্ম্মচারী মাত্রেই বাস করে। পূর্ব্বে এখানে জেলার বিচারসদর ছিল, পরে সক্করে স্থানান্তরিত হইয়াছে। [সক্কর দেখ।]

এখানে এখনও অনেক রাজকীয় অট্টালিকা বিদ্যমান আছে। সিন্ধ-পিসিন্ রেলপথের ষ্টেসন থাকায় নগরে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে মিউনিসিপালিটী স্থাপিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সময় হইতে এখানকার স্বাস্থ্যের উন্নতির যথেষ্ট চেষ্টা হইয়াছে। ষ্টুয়ার্টগঞ্জের হাট এবং সরবার খাঁর দীঘি, জিলেস্‌পি পুষ্করিণী ও হাজারিদীঘি এখানকার দেখিবার জিনিষ।

সিকারপুর বহু পূর্ব্বকাল হইতে বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। সিন্ধুপ্রদেশের যাবতীয় পণ্য এখানকার বোলান গিরিসঙ্কট দিয়া খোরাসান যাইত এবং করাচী, মূলতান, বহাবলপুর, খয়েরপুর, লুধিয়ানা, কচ্ছি, বাঘ, গণ্ডার, কোটরী, দাদর প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার অবাধ বাণিজ্য ছিল। এখনও ঐ বাণিজ্যের প্রভাব বিশেষ খর্ব্ব হয় নাই। তবে সিন্ধু, পঞ্জাব দিল্লী রেলপথ বিস্তার হওয়া অবধি এখানকার স্থলপথের বাণিজ্যের অনেক হ্রাস হইয়াছে এবং উক্ত রেলপথেই যাবতীয় পণ্য নানা স্থানে নীত হইতেছে।

এখানকার জেলখানায় পোস্তিন বা ছাগচর্ম্মের জামা, ঝুড়ি, চর্ম্মমণ্ডিত শরের কেদারা, কার্পেট, তাম্বু, জুতা প্রভৃতি কয়েদীদিগের দ্বারা প্রস্তুত হইয়া বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে।

সিকারপুর, যুক্ত-প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালী নগর। বুলন্দসহর হইতে ১৩ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে রামঘাটের রাস্তার উপর অবস্থিত। অক্ষা° ২৮°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৮°৩´১৫´´ পূঃ। ১৫০০ খৃষ্টাব্দে সিকন্দর লোদী কর্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি পশুসিকারে আসিয়া এখানে বিশ্রাম করিতেন বলিয়া এই স্থান সিকারপুর সংজ্ঞালাভ করে। নগরের উত্তরে প্রায় ৫০০ গজ দূরে তালপত নগরী নামে সুবৃৎ ধ্বস্ত স্তূপ ও তন্মধ্যস্থানে "বারখাম্বা" নামে অট্টালিকাংশের ১২টী লালপাথরের থাম বিদ্যমান আছে। উহার শিল্প-প্রণালী সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়কার। ইহাতে অনুমান হয় যে, দিল্লীশ্বর সিকন্দর লোদীর সময় হইতে মোগল সম্রাট্‌গণের অধিকার পর্য্যন্ত এই নগরী সৌধমালায় সুশোভিত হইয়া সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছিল। নগরের বাহিরে চাবিদিকে প্রাচীন দুর্গের বিধ্বস্ত নিদর্শন সকল পরিলক্ষিত হয়। এখানে অনেকগুলি প্রাচীন মন্দির ও মসজিদ্ আছে। মসজিদ্‌গাত্রে যতগুলি শিলালিপি দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে সম্রাট্ ফরুখশিয়রের পুত্র সৈয়দ ফজলউল্লার ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ শিলালিপিই সর্ব্ব প্রাচীন। রামঘাট রাস্তার ধারে সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দ প্রাচীন একটী সরাই আছে। উহার চারিদিকই উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীবিদ্রোহের সময় চৌধুরী লক্ষ্মণ সিংহ ইংরাজদিগের সহায়তা করায় বিশেষ সম্মান-ভাজন হন। তাঁহার বাসভবন উল্লেখযোগ্য।

সিকারপুর, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৪১৮ বর্গ মাইল। এই উপবিভাগের অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত এবং বন্যজন্তুর বাসভূমি।

২ উক্ত রাজ্যের উক্ত জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম; চোড়াডী নদীর দক্ষিণকূলে সিমোগা নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত অক্ষা° ১৪°১৫´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°২৩´৩০´´ পূঃ। এখানে একটী ক্ষুদ্র মিউনিসিপালিটী আছে।

পূর্ব্বে এই গ্রাম মলিয়ানহল্লী নামে খ্যাত ছিল। পরে ইহা মহাদানপুর নাম প্রাপ্ত হয়। ইহার চতুর্দ্দিকে অনেক বন্যপশুর বাস এবং ঐ স্থানে বসিয়া সময়ে সময়ে মৃগয়া চলিতে পারিবে দেখিয়া মহিসুরের সুবিখ্যাত মুসলমান নরপতি হায়দার আলী এই স্থানের সিকারপুর নামকরণ করেন। এখানকার প্রাচীন দুর্গ

এখন ধ্বংসমুখে পতিত। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে তিন দিনব্যাপী একটী মহোৎসব ও মেলা হয়। ঐ সময়ে এখানে অনেক লোকসমাগম হইয়া থাকে। প্রতি শনিবার এখানে হাট বসে।

সিকি (দেশজ) একচতুর্থাংশ। ২ চারিআনী।

সিকিম, (সিক্কিম), হিমালয় পর্ব্বতমালার পূর্ব্বাংশে অবস্থিত একটী দেশীয় পার্ব্বত্য রাজ্য। পূর্ব্বে এথানকার রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৌশলে রণক্ষেত্রে ইংরাজ-সৈন্যের নিকট পরাভব স্বীকার করিয়া স্থানীয় সামন্তরাজগণ ইংরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। এখনও সিকিমরাজ্য ইংরাজ গবর্মেণ্টের তত্বাবধানে দেশীয় রাজার দ্বারা শাসিত হইতেছে। ইহার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বে তিব্বত রাজ্য, দক্ষিণপূর্ব্বে ভোটানরাজ্য, দক্ষিণে ইংরাজাধিকৃত দার্জ্জিলিঙ্গ জেলা এবং পশ্চিমে নেপাল রাজ্য। অক্ষা° ২৭° ৯´ হইতে ২৭°৫৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮°৪´ হইতে ৮৯° পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ১৫৫০ বর্গ মাইল।

তুমলোঙ্গ নামক নগর এথানকার রাজধানী। রাজা শীত ও বসন্তকালে তুমলোঙ্গ প্রাসাদে বাস করেন। গ্রীষ্মঋতুর শেষ সময়ে তিনি বর্ষার অবিশ্রান্ত বারিপতনভয়ে ভীত হইয়া সিকিম রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক আরও উত্তরে তিব্বত রাজ্যান্তর্গত চুম্বি নামক উপত্যকাভাগে সরিয়া যান।

তিব্বতীয় ভাষায় সিকিম দিঙ্গ-জিঙ্গ বা দেমোজোঙ্গ নামে উক্ত এবং তদ্দেশবাসী দেউনজোঙ্গ নামে খ্যাত। গোরখারা এতদ্দেশবাসীকে লেপ্চা বলিয়া থাকে। তাহারা আপনাদিগকে রোঙ্গ জাতীয় বলে।

হিমাচলে সুবিস্তৃত পর্ব্বতবন্ধনীর মধ্যে অতি উচ্চ স্থানে সিকিমরাজ্য অবস্থিত। তুমলোঙ্গ ও দার্জ্জিলিঙ্গের মধ্যস্থিত যে বিস্তৃত পর্ব্বতভাগ তাহা দার্জ্জিলিঙ্গশৈলমালা অপেক্ষা অনেকাংশে নিম্ন। তুম্লোঙ্গের উত্তরে তিব্বত যাইবার গিরিপথ, ভূতত্বানু-সন্ধিৎসাপরায়ণ মহামতি ব্লান্ফোর্ড ও এড্গার ঐ সকল পথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উহাদের উচ্চতা অবধারণ করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ক্লেমাণ্টস্ মার্কহাম রচিত তিব্বত-বিবরণীতে লিখিত আছে যে, তুম্লোঙ্গ হইতে ৫০ মাইল দূরে জয়লেপ-লা নামে সর্ব্ব দক্ষিণে যে গিরিপথ আছে তাহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৩ হাজার ফিট উচ্চ। উত্তর গোয়াটিওলা ও যাক্-লা নামে সঙ্কটের মধ্যে শেষোক্তটী ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পথটী কথন কথন তুষারাবৃত হয়, কিন্তু অধিক দিন বরফ থাকে না। এই পথে লোকে অনায়াসে তিব্বতের অন্তর্গত চুম্বি উপত্যকায় যাতায়াত করে। ইহার আরও উত্তরে ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ চো-লা সঙ্কট। এই পথ সোজাসুজি তুম্লোঙ্গ হইতে চুম্বি গিয়াছে। উক্ত যাক্-লা, চো-লা ও জয়লেপ্-লা সঙ্কটত্রয় হিমালয়ের তুঙ্গ শৃঙ্গদেশ গুলিকে পৃথক্ করিয়া চুম্বি ও তিস্তার উপত্যকা ভূমি পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। ইহারও উত্তর তাঙ্করা-লা সঙ্কট, এই পথ ১৬০৮৩ ফিট্ উচ্চ। সিকিমের এই পথটী সর্ব্বদাই বরফাবৃত থাকে।

সিকিম রাজ্য কতকগুলি প্রধান প্রধান নদীর উৎপত্তিস্থান। ভারতপ্রসিদ্ধ পুণ্যতোয়া ত্রিস্রোতা (তিস্তা) নদী এথান হইতে উদ্ভূত। লচেন, লচুঙ্গ, বুড়ি-রণজিৎ, মোইঙ্গ, রঙ্গরি, ও রঙ্গচু নামক কয়টী ক্ষুদ্র নদী উক্ত ত্রিস্রোতার শাথারূপে প্রবাহিত। আম-মাচু নামক নদী চমল-হরি নামক শৈলশিখরের পাদমূলে পরিজোঙ্গ নামক স্থানের সন্নিকট হইতে উত্থিত হইয়া সিকিম ও ভোটানের মধ্যস্থিত তিব্বতীয় অধিকারভুক্ত চুম্বি উপত্যকার মধ্য দিয়া জলপাইগুড়ি জেলায় তোরসা নামে অভিহিত হইয়াছে। এই নদীগুলি হিমালয়বক্ষে অনেক স্থলেই প্রপাতাকারে নিপতিত। তন্মধ্যে তিস্তা নদী ১০ মাইলের মধ্যে ৮২১ ফিট্ নামিয়াছে এবং রঙ্গিৎ ২৩ মাইলে ৯৮৭ ফিট্ গড়াইয়া পড়িয়াছে।

ভুটিয়ারা ভূগর্ভ থনন করিয়া থনি বাহির করিবার তত পক্ষপাতী নহে; তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ একটী কুসংস্কার আছে যে, ধরিত্রী দেবীকে ভিন্ন করিলে মহাপাপ হয়। এই কারণে সিকিমের কোথায় কিসের থনি আছে, তাহা আজিও উদ্‌ঘাটিত হয় নাই। কেবল সিণ্টুলেং নামক স্থানে তাম্রের থনি পাওয়া গিয়াছে। নেপালীরা সেস্থান হইতে সামান্য পরিমাণে তামা উঠাইয়া থাকে।

পর্ব্বতের ঢালু গাত্র ও উপত্যকাভূমি জঙ্গলে পরিপূর্ণ। উচ্চতা অনুসারে স্থানে স্থানে বৃক্ষ বিশেষের উৎপত্তিব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যে পর্ব্বতভাগে সিমুল, অশ্বত্থ, ডুমুর প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান দেশজাত বৃক্ষাদি জন্মে, ঠিক তাহারই উপরে ঝাউ, বেউড় বাঁশ ও কালু নামক বৃক্ষাদি ১০ হাজার ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ৭।৯ ইঞ্চ ব্যাসযুক্ত বড় বড় বাঁশগাছও আছে। জঙ্গলে যথেষ্ট বেত জন্মে।

সিকিম রাজ্যের প্রাচীন ইতিবৃত্ত বিশেষ অবগত হওয়া যায় না। তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধ যতিগণ এই সিকিমের পথ দিয়াই গমন করিয়াছিলেন। প্রাচীন যুরোপীয় পর্য্যটক হোরেশ ডেল্লাপেন্না ও সামুয়েল ভানডি পুট্টে এই স্থানকে ব্রহ্মাসন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বোগ্‌লের গ্রন্থে এই স্থান দেমোজঙ্গ নামে বর্ণিত হইয়াছে।

কিংবদন্তী এই যে, সিকিমের রাজবংশের আদি পুরুষ লাসার নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী ছিলেন। তাঁহারা জন্মভূমি পরিত্যাগ

করিয়া গণ্টক নামক স্থানে বাস করেন। খৃষ্টীয় ৬ষ শতাব্দের মধ্যভাগে এই বংশের নেতা পঞ্চ্‌নামগর নামক জনৈক ভোট দুপ্‌কা (লালটুপী) সম্প্রদায়ভুক্ত তিনজন বৌদ্ধাচার্য্য কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। উক্ত আচার্য্যগণ তিব্বতের গলুক্‌প সম্প্রদায়ের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা সিকিমের লেপচা-দিগকে স্বমতে দীক্ষিত করিয়া পঞ্চ্‌নামগয়কে সিকিমের রাজা মনোনীত করেন। উক্ত দুপ্‌কা (দুক্‌প?) সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্য্যগণের অবতাররূপে যে দুইজন লামা সাধারণে নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন, তাঁহারা সমগ্র লেপচা জাতির প্রধান ধর্ম্মাচার্য্য। তাঁহাদের একজন পেমিওঙ্গচি ও অপরে তসিদিঙ্গ সঙ্ঘারামে বাস করেন। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে গোরখাগণ সিকিমের মোরঙ্গ বিভাগ আক্রমণ করে এবং ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজের অধিকৃত কোটি নামক গিরিসঙ্কটের পার্শ্বস্থ দেশভাগ ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের সহিত নেপালীদিগের যুদ্ধ বাধে, তখন মেজর ল্যাটর একদল সৈন্য লইয়া মোরঙ্গ অধিকার করিয়া লন এবং সেই স্থান হইতে সিকিমরাজের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে চেষ্টা করেন। সিকিমরাজ তাঁহার চিরশত্রু গোরখাজাতিকে দমন করিবার ইহা শুভ সুযোগ মনে করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নেপাল যুদ্ধের অবসানে সিকিমরাজ অনেক ভূসম্পত্তি লাভ করেন। ঐ সকল সম্পত্তি নেপালরাজ ইংরাজদিগকে ছাড়িয়া দেন এবং ইংরাজ কোম্পানি সিকিমরাজের সৌজন্য ও সহৃদয় ব্যবহারে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ দান করিয়াছিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজা ইংরাজদিগকে দার্জ্জিলিঙ্গ ছাড়িয়া দেন এবং তাহার জন্য ইংরাজ-কোম্পানীও বার্ষিক ৩০০০ টাকা বৃত্তি দিয়া থাকেন।

যাহা হউক, ইহার পর সিকিমরাজের সহিত ইংরাজরাজের কোন একটী কারণে বিবাদের সূত্রপাত হয়। সিকিমে ক্রীতদাসপ্রথা প্রবল ছিল। রাজার অনুচরবর্গ দুঃসাহসী প্রজাপহারক। তাহারা ইংরাজাধিকার হইতে নিরীহ প্রজাবৃন্দকে গোপনে অপহরণ করিয়া ক্রীতদাস নিযুক্ত করিত। যদি ঐরূপ কোন ক্রীতদাস কোন সুযোগে গোপনে ইংরাজাধিকারে পলাইয়া আসিত, রাজা তাহার প্রজাবর্গের জন্য ইংরাজ গবর্মেণ্টকে আবেদন করিতেন। রাজার এই আবেদনের কিছু বাড়াবাড়ি হইল, ক্রমে তাহা অন্যায় আবদারে পরিণত হইল। শেষে পলাতক ক্রীতদাসদিগকে পুনঃ প্রাপ্তির আশায়, রাজা ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে দার্জ্জিলিঙ্গের তত্ত্বাবধারক ডাঃ কাম্বেল ও জীবতত্ত্ববিদ্‌ ডাঃ হুকারকে ছয় সপ্তাহের জন্য কয়েদ করিয়া রাখেন। উক্ত ইংরাজ-পুঙ্গবদ্বয় তৎকালে সিকিমরাজ্য পরিদর্শনার্থ গমন করিয়াছিলেন।

রাজার এই অন্যায় অত্যাচারের দণ্ডস্বরূপ ইংরাজ-গবমেণ্ট, তাঁহার বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ করিয়া দিলেন, অধিকন্তু তাঁহার অধিকৃত তিস্তানদীর পার্ব্বত্য উপত্যকা ও সিকিম তরাইর কতক স্থান ইংরাজ রাজ্য সীমাভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহাতেও রাজার চৈতন্যোদয় হইল না। তাঁহার অধীনস্থ লোকেরা পুনঃ পুনঃ ভারতীয় প্রজা অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ঐরূপ দুইটী দারুণ অত্যাচার সংঘটিত হয়। তখন ইংরাজ গবমেণ্ট আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। তদ্দণ্ডেই কলিকাতা হইতে রম্মান নদীর উত্তর ও বুড়ি রঙ্গিৎ নদীর পশ্চিম পর্য্যন্ত সিকিম রাজ্য ইংরাজ অধিকারে আনিবার আদেশ প্রেরিত হইল। তদনুসারে ইংরাজ সেনার নায়ক হইয়া কর্ণেল গলার (Colonel Gawler) রাজদূতরূপে মাননীয় আস্‌লী ইডন কর্তৃক সিকিম রাজ্যাভিমুখে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তুমলোঙ্গে উপনীত হইলে রাজা বাধ্য হইয়াই ইংরাজের নিকট কৃত অপরাধের ক্ষতি পূরণ করিতে সম্মত হইলেন। তজ্জন্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সিকিম রাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুনরায় একটী সন্ধি হইল। তাহাতে সিকিমরাজ ইংরাজদিগকে তাঁহার রাজ্যে অবাধ বাণিজ্য চালাইবার অধিকার প্রদান করিলেন। ইংরাজেরা আপনাদের সুবিধার্থ তাঁহার রাজ্যে পথঘাট বিস্তার করিতে পারিবেন এবং তাঁহার রাজ্যে বৈদেশিক ভ্রমণকারিগণ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিবেন।

উক্ত সন্ধিবন্ধনের পর সিকিমরাজ ইংরাজ গবর্মেণ্টের সহিত উত্তরোত্তর মিত্র ভাবে দিন যাপন করিয়া আসিতেছেন। অনন্তর ডাঃ হুকারের পদানুসরণ করিয়া অনেক বৈদেশিক পর্য্যাটক সিকিম রাজ্যের যাবতীয় স্থানে গমন করিয়া তথাকার দ্রব্য-নিচয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে সিকিমরাজ ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী চঙ্গজেদ বাবু দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া বঙ্গেশ্বর ছোট লাট বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তজ্জন্য বেঙ্গল-গবর্মেণ্টের প্রতিনিধি স্বরূপ ঐ সময়ে মিঃ এড্‌গার সিকিমরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারই লিখিত বিবরণী হইতে উক্ত বর্ণিত ঐতিহাসিক তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

তুমলোঙ্গ রাজধানী ও গণ্টক এখানকার প্রধান স্থান। তুমলোঙ্গের নিকটবর্ত্তী লেব্রঙ্গ, পেমিওঙ্গচি ও তসিদিঙ্গ নামক স্থানে তিনটী বৌদ্ধ মঠ আছে। ঐ মঠের অধ্যক্ষ একজন লামা। লেব্রঙ্গ মঠের অধ্যক্ষ কুপর্গাই নামে পরিচিত। পেমিওঙ্গচি ও সিকিমের অন্যান্য অনেক মঠই ইঁহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। তুমলোঙ্গ শৈলশিখরে রাজপ্রাসাদ ব্যতীত আরও অনেক গুলি পাকাবাড়ী আছে। ঐ সকল অট্টালিকায় প্রধানতঃ রাজকর্ম্মচারী দিগের বাস। বর্ষাগমে রাজা চুম্বি উপত্যকায় গমন করিলে তাঁহার সঙ্গে অনেক রাজকর্ম্মচারীও গমন করেন। এই কারণে

ঐ সময়ে অনেক বাড়ীই খালি পড়িয়া থাকে। গণ্টকের কাজির বাড়ী শিল্প চিত্রপূর্ণ, উহা ছিটে বেড়ায় নির্ম্মিত হইলেও উল্লেখযোগ্য।

সমগ্র সিকিম রাজ্য ১২ জন কাজি ও কতকগুলি কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে ন্যস্ত। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহার যে অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তিনিই সেই অংশে আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকেন। ঐ সকল কাজি ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর আপনাদের ইচ্ছা ও অনুমান মত কর ধার্য্য করিয়া দেন। তাঁহারা ঐ সকল প্রজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তাহার অধিকাংশই আপনারা আত্মসাৎ করেন এবং অল্প কিছু রাজাকে রাজস্ব হিসাবে দিয়া থাকেন।

দেওয়ানী ও ফৌজদারী কতক বিষয়ের বিচারভার ঐ সকল কর্ম্মচারীর উপর ন্যস্ত থাকিলেও প্রধান প্রধান অপরাধ গুলি রাজা, মন্ত্রী বা দেওয়ানের বিচারেই নিষ্পত্তি হইয়া থাকে। প্রজাবর্গের ভূমিতে কোন অধিকার নাই। তাহারা ইচ্ছা করিলেই খালি জমি চসিতে পারে। তাহারা একবার যে জমি চাষ করে সেই জমি হইতে রাজা ব্যতীত অপর কেহ আর তাহাদের উচ্ছেদ করিতে পারে না।

সিকিমের ভূমি জরিপ হয় নাই। রাজস্ব-দানকারীরা আপনাদের ইচ্ছা মতই রাজাকে কর দিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা আপদে বিপদে রাজাকে সাহায্য করিতে বাধ্য; এমন কি কায়িক পরিশ্রম দ্বারাও তাহাদিগকে রাজকার্য্যের সহায়তা করিতে হয়। লামাগণ এইরূপ কায়িক শ্রমে বাধ্য নহেন।

দার্জ্জিলিঙ্গ হইতে সিকিম হইয়া তিব্বতে যাইবার অনেকগুলি পথ আছে। ঐ পথ গুলির সমস্তই পর্ব্বতের উচ্চনিম্ন পৃষ্ঠ দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। অনেক স্থলেই ঝরণা বা নদীস্রোতের উপর বেত্রনির্ম্মিত সেতু অথবা কাষ্ঠের মান্দাস নদী উত্তরণের সহায়। তিব্বতবাসীরা সোণা, রূপা, টাটুঘোড়া, মৃগনাভি, সোহাগা, পশম, রেশম, মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি জিনিস এদেশে আনয়ন করে এবং তাহার বিনিময়ে বনাত, ধোয়া কার্পাস বস্ত্র, তামাক ও মুক্তা লইয়া যায়। এখানকার টর্ক্‌ইও নামক প্রস্তর জহুরীদিগের বিশেষ আদরের জিনিষ। তাহারা মহামূল্য মণির পরিবর্ত্তে উক্ত প্রস্তর উত্তমরূপে পালিস করিয়া অলঙ্কারাদিতে বসাইয়া দেয়।

ভারতরাজপ্রতিনিধি লর্ড কর্জ্জন যে সময়ে তিব্বতে বৃটীশ সৈন্য প্রেরণ করেন ঐ সময়ে কর্ণেল ইয়ংহাস্‌বেণ্ড সসৈন্যে সিকিম দিয়া গাণ্ট্‌সি ও তথা হইতে লাসা গিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় এই উদ্যোগে কতকগুলি নিরীহ তিব্বতীয় বৌদ্ধ প্রজার প্রাণনাশ ব্যতীত বিশেষ ফলদায়ক কোন ঘটনা ঘটে নাই। তবে এই ঘটনাস্রোতে বৌদ্ধ সাহিত্য জগতের যে বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। তথাকার বৌদ্ধ মঠ হইতে ঐ সময়ে অনেক ধর্ম্মগ্রন্থ ও তান্ত্রিক দেব দেবীর প্রতিকৃতি প্রত্নতত্ত্বোৎসাহী ইংরাজসেনানী কর্ত্তৃক এতদ্দেশে আনীত হইয়া প্রাচ্যজগতে অভিনব নিদর্শন প্রদান করিয়াছিল।

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯১০ খৃষ্টাব্দে আগষ্ট মাসে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে তিব্বতবাসীদিগের প্রতি চীন অত্যাচার নিবারণার্থ ইংরাজ গবর্মেণ্ট পুনরায় তিব্বত অভিযানের আয়োজন করিতেছেন। সিকিম দিয়া ইংরাজ-সৈন্যের তিব্বত যাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সিকোহাবাদ, যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী-জেলার দক্ষিণপশ্চিম তহসীল। ভূপরিমাণ ২৯৩ বর্গ মাইল। সর্সা নদী এই তহসীলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। যমুনা নদী ইহার দক্ষিণ সীমা দিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের একটী নগর ও বিচার সদর। সিকোহাবাদ রেল ষ্টেশন হইতে ২ মাইল দূরে আগ্রা যাইবার রাস্তার উপর অবস্থিত। এই নগরটী অতি প্রাচীন, এখানকার ধ্বস্ত দুর্গই এই প্রাচীনত্বের নিদর্শন। ঐ দুর্গ স্থানের উপর এখন অনেক গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে ৯টী সরাই আছে।

মোগল-সম্রাট্ রাজপুত্র দারাসিকোর নামে এই নগরের সিকোহাবাদ নাম হইয়াছে। এখনও এখানে দারাসিকোর বাসভবন, উদ্যান ও ইন্দারাদি বিদ্যমান আছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ সিকোহাবাদ অধিকার করেন এবং নগরের দক্ষিণাংশে একটী সেনাবাস স্থাপিত হয়। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সেনাপতি ফ্লুরি-পরিচালিত মরাঠাসৈন্য ইংরাজসেনাবাস আক্রমণ করেন। তৎপরে এখান হইতে ইংরাজসৈন্য মৈনপুরে স্থানান্তরিত হয়। পূর্ব্বে এখানে তুলার ব্যবসা ছিল। এখন তাহার হ্রাস ঘটিয়াছে। এখানকার কার্পাসবস্ত্র ও মিষ্টান্ন বিখ্যাত।

সিক্ত (ত্রি) সিচ্-ক্ত। সেকাশ্রয়, কৃতসেক। যাহা সেক করা হইয়াছে।

সিক্তা (স্ত্রী) বালুকা, সিকতা। (বৈদ্যকনি°)

সিক্তি (স্ত্রী) সিচ্-ক্তিচ্। সেক, সিঞ্চন।

সিক্থ (পুং) সিচ-থক্। ভক্তপুলাক, সিটা। (রাজনি°) ২ নীলী, নীল। (হেম) ৩ গ্রাস। (মেদিনী) ৪ মধূথ, মোম।

সিক্থক (ক্লী) সিক্থমেব স্বার্থে কন্। মধূচ্ছিষ্ট, চলিত মোম্। (পুং) ২ ভক্তপুলাক। সিটা।

"সিক্থকৈর্হিতোমণ্ডঃ পেয়া সিক্থসমন্বিতা।
যবাগূর্বহু সিক্থা স্যাদ্বিলেপী বিরলদ্রবা॥"

সিক্‌মি (পারসী) কায়েমী, স্থায়ী বন্দোবস্ত।

সিক্‌রোল, যুক্ত প্রদেশের বারাণসী জেলার সুপ্রসিদ্ধ বারাণসী-[illegible] এই অংশ ও বারাণসীর

মধ্য দিয়া বরণা নদী প্রবাহিত। এই অংশে জেলার য়ুরোপীয়-গণের বাস। একটী সেনাবাসও আছে। এখানকার স্বাস্থ্য প্রাচীন বারাণসী হইতে অনেক ভাল। এই কারণে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক এখানে উদ্যানবাটিকা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।

সিক্ষ্য (পুং) স্ফটিক।

সিখর, শিখরভূম, পঞ্চকোট রাজ্যের নামান্তর।

সিখর, যুক্তপ্রদেশের বারাণসী জেলার একটী নগর। গঙ্গা নদীর বামকূলে চুণার দুর্গের অপর পারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২° ৫০´ পূঃ। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে বারাণসীর বিদ্রোহী রাজা চেতসিংহ এখানকার দুর্গমধ্যে স্বীয় সেনাদল রক্ষা করিয়া ছিলেন; কিন্তু ইংরাজসেনাপতি লেফ্‌টেনাণ্ট পোলহিল্ সদলে অগ্রসর হইয়া দুর্গাধিকার করেন।

সিগ্রুড়ী (স্ত্রী) লতাভেদ। (রাজনি°)

সিগৌলী, চম্পারণ জেলার একটী ছাউনি। ২৬° ৪৮´ অক্ষা° উঃ ও ৮৪° ৫৭´ দাঘি পূঃ,। মতিহারি হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে বেতিয়া রাস্তার উপর এই নগর অবস্থিত। এই ছাউনিতে এক দল দেশীয় পদাতিক অবস্থান করে। একটী নিম্ন ভূমি খণ্ডের উপর সৈন্যাবাস বিদ্যমান। এই ভূমিখণ্ড চারিপার্শ্বে বাঁধদ্বারা রক্ষিত না থাকিলে প্রতিবৎসর বর্ষার সময় জলে ভাসিয়া যাইত। সিগৌলির কিঞ্চিৎ উত্তরে সিদ্রেণানদী প্রবাহিত, এই নদীর জলে সিগৌলির বাঁধ পর্য্যন্ত স্থানসমূহ প্রায়ই প্লাবিত হয়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় এই স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহিরা বিদ্রোহী হইয়া তাহাদের সেনাপতি মেজর জেমস্ হোলমস্‌কে হত্যা করিয়া প্রকাশ্যভাবে ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল।

সিঙ্গসারি (সিংহসারী) যবদ্বীপের দক্ষিণপার্শ্বস্থিত একটী স্থান। এই স্থানে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তির অনেক ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। সংস্কৃত সিংহ এবং যবদ্বীপের সারি (পুষ্প) শব্দ হইতে সিঙ্গসারি নামের উৎপত্তি। এই স্থান মালাং জেলার মধ্যে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১০০০ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে তেঙ্গর পর্ব্বতশ্রেণী ও অর্জ্জুন পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অত্যুচ্চ অধিত্যকায় অবস্থিত। কএকটী পুরাতন শিবমন্দির এই স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল মন্দিরগাত্রে শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতির মূর্ত্তি খোদিত আছে। যবদ্বীপের অধিকাংশ মন্দিরই ইষ্টক-নির্ম্মিত, কিন্তু সিঙ্গসারির মন্দিরগুলি চুণা-পাথরের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। একটী শিবমূর্ত্তির গাত্রে প্রাচীন দেবনাগরী অক্ষরে একখানি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। অনেকগুলি মন্দিরের নির্ম্মাণকাল প্রাচীরগাত্রে খোদিত আছে। সেইগুলি পাঠ করিলে বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির ৮১৮ হইতে ১০৮২ শকাব্দ মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তদ্ভিন্ন সিঙ্গসারির কিঞ্চিৎ দূরে এক খানি খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে ১২৪২ শকাব্দ লিখিত আছে। সিঙ্গসারির মন্দির গুলিও সিঙ্গসারি নামে পরিচিত।

সিঙ্গা, পঞ্জাব প্রদেশের বুসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-সঙ্কট। কুণাবর হইতে এই পথ উত্তরে হিমাচলপৃষ্ঠ অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। ইহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬।১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ। জ্যৈষ্ঠ হইতে ভাদ্রমাসার্দ্ধ পর্য্যন্ত এই পথে গমনাগমন করা যায়, তৎপরে তুষারপাত হেতু উহা একবারে অগম্য হইয়া পড়ে।

সিঙ্গাপুর, (সিংহপুরম্) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। বিসেমকটক হইতে ২১ মাইল পশ্চিমে নাগপুর যাইবার বঞ্জারা নামক রাস্তার ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ১৯°৩´১৯´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৪৩´১৬´ পূঃ।

সিঙ্গাপুর, মলয় প্রায়োদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তস্থিত একটী দ্বীপ। অক্ষা° ১°১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ১০৩°৫০´ পূঃ মধ্যে ইহা অবস্থিত। একটী ক্ষুদ্র প্রণালী সিঙ্গাপুরকে মহাদেশ হইতে পৃথক্ করিতেছে; মহাদেশ ও সিঙ্গাপুরের মধ্যস্থিত সমুদ্র স্থানে স্থানে অতি সঙ্কীর্ণ এক মাইলেরও ন্যূন হইবে। ১১৬০ খৃষ্টাব্দে শ্রীত্রুবভবন প্রথমে এই দ্বীপে বাস করেন। সিঙ্গাপুর নদীর তটে একখানি ভগ্ন উৎকীর্ণ প্রস্তরফলক হইতে জানিতে পারা যায় যে, আমদন নগরের রাজা ত্রুবণ, জোহররাজ্য অধিকার করিয়া, ১২০১ খৃষ্টাব্দে তামক অভিমুখে যাত্রা করেন এবং ক্লিনং নামক স্থানে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক এই প্রস্তরময় স্মৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন।

এই দ্বীপের প্রায় সর্ব্বত্রই বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৈলশ্রেণীতে পরিপূর্ণ। এই সকল গিরিমালার অন্তবর্ত্তী স্থানসমূহ প্রায়ই সঙ্কীর্ণ জলাভূমি। দ্বীপের সমুদ্রতীরস্থিত ভূখণ্ডগুলি চতুষ্পার্শ্ব-বর্ত্তী স্থান হইতে উচ্চ, কিন্তু দ্বীপের চারিদিকের স্থানগুলি নিবিড় ম্যানগ্রোভ বৃক্ষের জঙ্গলে আবৃত। এইরূপ বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া দ্বীপটীকে সমুদ্র হইতে অতি সুন্দর দেখায়। গ্রানাইট পাথরের বিকুটটিমা নামক পর্ব্বত ৫৩০ ফিট্ উচ্চ। তদ্ভিন্ন সেডিমেণ্টরি পাথরের পর্ব্বতই অধিকাংশ। এই সকল পাহাড়ে বালুপাথরও প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। বিকুটটিমা দ্বীপের ঠিক মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, সার ষ্টাম্‌ফোর্ড র‍্যাফল্‌সের শাসনকালে জোহরের সুলতান ৬০০০০ ডলার মূল্য গ্রহণ করিয়া এবং যাবজ্জীবন বাৎসরিক ২৪,০০০ ডলার ইংরাজদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইবেন, এইরূপ সর্ত্তে, সিঙ্গাপুর ইংরাজদিগের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সুলতান ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিয়া এই দ্বীপ তাহাদিগকে প্রদান করেন। সেই সময় হইতে সিঙ্গাপুর ইংরাজ কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে।

সিঙ্গাপুরের ভূপরিমাণ ২০৬ বর্গ মাইল। ইহার লোকসংখ্যা

প্রায় ১৪০,০০০, ইহা একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান। এসিয়ার মধ্যে সিঙ্গাপুর একটী প্রধান বন্দর। প্রতিবৎসর এই বন্দরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার পণ্যদ্রব্য আমদানি এবং ১০ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে ধান্য, চাউল এবং বাহাদুরী কাষ্ঠই প্রধান।

সিঙ্গাভট্ট (পুং) একজন গ্রন্থকার। ইনি সিঙ্গাভট্টি রচনা করেন।

সিঙ্গারকোণ, বর্দ্ধমান জেলার কালনা উপবিভাগের অন্তর্গত একটি বাণিজ্য প্রধান গণ্ডগ্রাম।

সিঙ্গালীলা, বাঙ্গালার দার্জ্জিলিঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটী শৈল। এই শৈলশিখরভাগ কাঞ্চনজঙ্ঘা হইতে ভারতপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ মাইল বিস্তৃত। অক্ষা° ২৭°১´ হইতে ২৭°১৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° হইতে ৮৮°২´ পূঃ মধ্যে। ইহার পশ্চিম-গাত্রবাহী-জলরাশি তাম্বর নদীতে পড়িয়াছে এবং পূর্ব্বঢালের জলস্রোত সমূহ বুড়ি রঞ্জিতের কলেবর পুষ্ট করিতেছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর ফললুমশৃঙ্গ ১২০৪২ ফিট্, সুবরগাঁও ১০৪৩০ ফিট্ এবং তঙ্গলু ১০০৮৪ ফিট্ উচ্চ।

সিঙ্গুর, হুগলি জেলার শ্রীরামপুর বিভাগের অন্তর্গত একটী থানা ও গণ্ডগ্রাম। পাঠান আমল হইতে এই অঞ্চলে অনেক হিন্দুস্থানী, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও ক্ষেত্রী আসিয়া বাস করেন, তাহার মধ্যে কতকগুলি সেনাবিভাগে কার্য্য করিত ও বৃত্তিস্বরূপ ভূমি ভোগ করিত। আর কতকগুলি লাঠির জোরে, "জোর যার মুলুক তার" বলিয়া, অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। আবার বর্গির হাঙ্গামার সময়ে অনেক হিন্দুস্থানী ভদ্র গৃহস্থ এই অঞ্চলে আসিয়া বাস করেন। ইহার মধ্যে সিঙ্গুরের বাবুরা প্রসিদ্ধ। তাঁহাদের দানশৌণ্ডতাও যেমন ছিল, ডাকাতের সর্দ্দার বলিয়া প্রাসদ্ধিও সেইরূপ ছিল। ইহাদের এখন নিতান্ত ভগ্নাবস্থা। তবে গড়-খাই-করা বিস্তীর্ণ প্রাসাদভবন, পুরাতন জীর্ণ দ্বাদশ শিবমন্দির, অতিথি সেবার সুবিস্তৃত আঙ্গিনা এখনও পূর্ব্ব সমৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে সিঙ্গুরের নবাব বাবুর বড় প্রসিদ্ধি ছিল। তাঁহার নাম দ্বারকানাথ রায়। সেই সময়ে হুগলী জেলায় ঠগীর বড় প্রতাপ, বাবুদেরও ডাকাতি প্রসিদ্ধি ছিলই, তাহার উপর নবাব বাবুর নবীন বয়স, উদ্ধত স্বভাব, তিনি ঠগীর বড় কর্ত্তা ওয়াকোপ সাহেবের সুনজরে পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া আনা হইল ও হুগলীর জেলে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তিনি হুগলীর জেলে মহাধুমধামে দীপান্বিতা অমাবস্যায় ৮ কালীপূজা করিয়াছিলেন, সাহেবেরা সাগ্রসঙ্গ মায়ের প্রসাদ পাইয়া মহা আমোদ করিয়াছিলেন। কেবল পুরুষ পরম্পরাগত দস্যুতার দুর্নামের দায়ে, যে নবাব বাবু বিপদ্গ্রস্ত হন, এমন নহে, সত্য সত্যই সিঙ্গুরে ডাকাতির একটা বিষম আড্ডা ছিল। হয়ত বাবুদের সহিত এই আড্ডার কোন সংশ্রবই ছিল না। তবে সিঙ্গুরের ডাকাতি-কালী তখন বড় প্রসিদ্ধা ছিলেন, তাঁহার সম্মুখে নরবলি হইত। এখনও বড় রাজপথের পার্শ্বে তিনদিকে ভীষণ জঙ্গলে আকীর্ণ, বৃহৎ মন্দিরে সেই ডাকাতিকালীর ভীষণমূর্ত্তি বিরাজিত।

সিঙ্গুরে বহুতর ভদ্রলোকের বাস; তন্মধ্যে কায়স্থ মল্লিক-বংশ অতি প্রসিদ্ধ। অনেক রাজকীয় কর্ম্মচারী এই বংশসম্ভূত। সিঙ্গুরের সহিত বঙ্গসাহিত্যেরও সম্পর্ক আছে। প্রসিদ্ধ গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর-যাত্রা-দলের গান-বাঁধনদার ভৈরব হালদার সিঙ্গুরের অধিবাসী। তৎকৃত গানগুলি, অতি সহজ, সুললিত সুমধুর ভাষায় রচিত। ইতর, ভদ্র, পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেরই মনোরঞ্জক।

সিঙ্গুরে বেশ ভাল বাজার আছে। তারকেশ্বর রেল খুলিবার পূর্ব্বে এই পথে সকল লোকই ঈশ্বর দর্শনে গমন করিত, এই জন্য অনেক চটি ছিল, এখনও তাহার কিছু কিছু আছে। সিঙ্গুরের সন্দেশ এখনও প্রসিদ্ধ।

সিঙ্গৌরগড়, মধ্যপ্রদেশের একটী পার্ব্বত্য দুর্গ। অক্ষা° ২৩°৩২´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে এবং জব্বলপুর হইতে উত্তরপশ্চিমে ২৩ মাইল দূরে এই দুর্গ অবস্থিত। সংগ্রামপুর অধিত্যকার পার্শ্বস্থিত একটী উচ্চ পর্ব্বতোপরি এই দুর্গ বর্ত্তমান। দুর্গের উপর হইতে নিম্নস্থিত অধিত্যকার স্বাভাবিক দৃশ্য অতি মনোরম। চন্দেল রাজপুতবংশসম্ভূত রাজা বেল এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং গড়মণ্ডলের রাজা দলপৎ সা ইহা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রাজা দলপৎ সিঙ্গৌরগড়ে রাজধানী করিয়াছিলেন। সম্রাট্ অকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ কর্ত্তৃক রাণী দুর্গাবতী এই স্থানে পরাজিত হন এবং অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মুসলমানেরা নয় মাসকাল সিঙ্গৌরগড় অবরোধ করিয়াছিল।

সিঙ্ঘণ (ক্লী) নাসিকামল, সিক্নী। (শব্দরত্না°)

সিঙ্ঘণদেব (পুং) একজন বিখ্যাত রাজা।

সিঙ্ঘাণ (ক্লী) নাসিকামল, সিক্নী, কফ, শ্লেষ্মা।

সিঙ্ঘাণক (ক্লী) সিঙ্ঘাণ-কপ্। ১ নাসিকামল, চলিত পোটা, সিকনি। (রাজনি°) ২ কাচপাত্র। (হারাবলী) ৩ নাসা-রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"কফপ্রবৃদ্ধো নাসায়াং রুদ্ধা স্রোতাংস্যপীনসং।
কুর্য্যাৎ সঘুর্ঘুরং শ্বাসং পীনসাধিকবেদনং॥
অবেরিব স্রবত্যস্য প্রক্লিন্না তেন নাসিকা।
অজস্রং পিচ্ছিলং পীতং পক্বং সিঙ্ঘাণকং ঘনং॥"

(বাভট উ° ১৯° অ°)

যে নাসারোগে কফ অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া নাসিকার স্রোত রুদ্ধ করে, ঘুর্ঘুর শব্দের সহিত শ্বাস নির্গত এবং পীনস অপেক্ষা অধিক বেদনা ও অনবরত পিচ্ছিল, পীতবর্ণ ঘন কফ নির্গত হয়, তাহাকে সিঙ্ঘাণক নাসারোগ কহে।

৪ অশ্বরোগবিশেষ। জয়দত্ত অশ্বচিকিৎসায় এই রোগের নিদান এইরূপ লিখিয়াছেন, এই অশ্বরোগ বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে চারি প্রকার। যে স্থলে অশ্বের কফ অল্প পরিমাণে ও ফেণযুক্ত হইয়া নির্গত হয়, তাহাকে পৈত্তিক, ঘন দধিবর্ণ কফস্রাব হইলে শ্লৈষ্মিক এবং নানাবর্ণ কফস্রাব হইলে তাহাকে সান্নিপাতিক কহে। সান্নিপাতিকে ত্রিদোষের সকল লক্ষণই প্রকাশ পায়। সান্নিপাতিক অসাধ্য।

"বাতিকে পৈত্তিকে চৈব শ্লৈষ্মিকে সান্নিপাতিকে।
সিঙ্ঘাণকে প্রবক্ষ্যামি লক্ষণং ভেষজং তথা ॥
তনুস্রাবং সফেণঞ্চ বাতিকং তৎ প্রকীর্ত্তিতং।
রক্তপীতাসিতৈঃ স্রাবৈর্বিন্দ্যাৎ পিত্তমন্নুত্তমং ॥
ঘনেন দধিবর্ণেন কফজঞ্চৈব নির্দ্দিশেৎ।
নানাবর্ণেন জানীয়াদসাধ্যং সান্নিপাতিকং ॥" (জয়দত্ত)

৫ লৌহকিট্ট, মণ্ডুর। (বৈদ্যকনি°)

সিঙ্ঘান (পুং) কুরওবৃদ্ধি। (ত্রিকা°)

সিঙ্ঘিনী (স্ত্রী) নাসিকা। (হলায়ুধ)

সিচ, ১ ক্ষরণ। ২ সেচন। তুদাদি° উভয়পদী° সক° সেট্। লট্ সিঞ্চতি-তে। লিট্ সিষেচ, সিষিচে। লুট্ সেক্তা। লৃট্ সেক্ষ্যতি তে। লুঙ্ অসিচৎ, অসিক্ত, অসিচেতাং, অসিক্ষাতাং। সন্ সিসিক্ষতি-তে। যঙ্ সেসিচ্যতে, সেসিক্তি। ণিচ্ সেচয়তি। লুঙ্ অসীসিচৎ। অভি+সিচ্=অভিষেক। উৎ+সিচ্=উৎসেক, গর্ব্ব। নি+সিচ্=নিষেক।

সিচ্ (স্ত্রী) বস্ত্রপ্রান্ত। "পিতুর্ব্বর্ণঃ পুত্রঃ সিচমা রেভে" (ঋক্ ৩।৩১।২) 'সিচং বস্ত্রপ্রান্তং' (সায়ণ) সিচ্-ক্বিপ্। ২ সেক।

সিচয় (পুং) সিচং সিঞ্চনমেতি প্রাপ্নোতীতি ইন-অচ্। ১ বস্ত্র।

"ভূষাভোগিফণারত্নরোচিঃসিচয়চারবে।
নমঃ প্রলীনমুক্তায় হরকল্পমহীরুহে ॥" (রাজতর° ১।১)

২ জীর্ণ বস্ত্র। (ত্রিকা°)

সিজকপুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবার প্রান্তস্থ একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। চারিটী মাত্র গ্রাম লইয়া এই রাজ্য গঠিত। ভূপরিমাণ ২৯ বর্গমাইল। এখানকার সর্দারেরা ইংরাজ গবর্মেণ্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে বার্ষিক কর দিয়া থাকেন।

সিজ্ঞাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিন্ধুপ্রদেশের শিকারপুর জেলার লার্খানা উপবিভাগের একটী তালুক। ভূপরিমাণ ১৯২ বর্গ মাইল। এখানে সর্ব্বসমেত ৮৬টী গ্রাম আছে।

সিজিল (আরবী) চলিত অর্থ আয়ত্তাধীন, সহজ।

সিজু, পূর্ব্ববঙ্গ আসাম প্রদেশের গারোপাহাড় জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। সমেশ্বরী বা সোমেশ্বরী নদীতটে অবস্থিত। এই গ্রামে বহুসংখ্যক জেলিয়ার বাস আছে। নদীতে মৎস্য ধরিয়া বিক্রয় ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। এই গ্রামের সন্নিহিত স্থানে একটী কয়লার খনি ছিল। সুসঙ্গের মহারাজ এক সময়ে ঐ খনি হইতে কয়লা উত্তোলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, এখন ব্যয়বাহুল্যে সে উদ্যম ব্যর্থ হইয়াছে। সামেশ্বরী নদীতটস্থ চুণাপাথরের স্তরে বহুসংখ্যক বিচিত্র গুহা দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে সিজু গ্রামের নিকটস্থ গুহাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ইহার প্রবেশপথ ২০ ফিট্ উচ্চ এবং অভ্যন্তরস্থ গৃহটি সুবৃহৎ ও উহার ছাদ গম্বুজাকার। এই গুহার ভিতর দিয়া একটি জলধারা প্রবাহিত আছে। সমস্ত দিন গুহাভ্যন্তরে গমন করিলেও ঐ ক্ষুদ্র স্রোতের উৎপত্তি স্থান দৃষ্টিগোচর হয় না।

সিজৌলা, উত্তর-পশ্চিম ভারতের ফতেপুর জেলার কোড়া তহসীলের অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৫°৫৯´২৮´´ এবং দ্রাঘি° ৮০°৩´৪৫´ পূঃ। এখানে একমাত্র রাজপুত জাতির বাস দৃষ্ট হয়।

সিঞ্চৎ, (ত্রি) সিঞ্চতীতি সিঞ্চ-শতৃ। সেচনকর্ত্তা, জলসেককারী।

সিঞ্চল পাহাড়, দার্জ্জিলিঙ্গ প্রদেশের একটী অত্যুচ্চ পর্ব্বত। তিস্তা নদী পর্য্যন্ত এই পর্ব্বত বিস্তৃত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮৬০৭ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতের উপর ইংরাজসৈন্যের সেনানিবাস আছে। সন্নিকটবর্ত্তী অন্যান্য পর্ব্বতের অপেক্ষা সিঞ্চল-পাহাড় অধিক উচ্চ। ইহার দুইটী গিরিশৃঙ্গ বড় ও ছোট দূরবীণ নামে স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। এই পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি তৃণাচ্ছাদিত এবং তাহাদের চতুর্দ্দিক্ বাঁশ, সমঙ্গা (Fern) ও অন্যান্য আরণ্য বৃক্ষাদিতে পরিপূর্ণ। আকাশ পরিষ্কার থাকিলে এই পাহাড়ের উপর হইতে গৌরীশঙ্কর দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে সিঞ্চল পাহাড় সৈনিক বিভাগের হস্তে অর্পিত হইয়াছে।

সিঞ্চিতা (স্ত্রী) সিঞ্চ-ণিচ-ক্ত-টাপ্। পিপ্পলী। (শব্দচ°)

সিঞ্জা (স্ত্রী) অলঙ্কারধ্বনি, অলঙ্কারের শব্দ। এই শব্দ তালব্য শকারাদি পাঠই সাধু। কাহারও মতে দন্ত্যসাদিও হয়।

সিঞ্জিতিকা (স্ত্রী) সেব এই নামে প্রসিদ্ধ ফল, চলিত সেওফল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে এই ফল দুই প্রকার। গুণ—বৃষ্য, গুরু, ধাতুবর্দ্ধক, পাক ও রসে শীতল, কফকর। ২ বদরফল। (বৈদ্যকনি°)

সিড়্ সিড়্ (দেশজ) ঈষৎ স্ফুরণ জন্য অনুভব।

সিত (ক্লী) সিতঃ শুক্লবর্ণো হস্ত্যস্তীতি অচ্। ১ রৌপ্য। ২ মূলক। (রাজনি°) ৩ চন্দন। (রত্নমালা) ৪ শ্বেতচন্দন।

'সিতং মলয়জং শীতং গোশীর্ষসিতচন্দনং।'(গরুড়পু° ২০৮ অ°)
(পুং) সিনোতীতি সি বন্ধনে (অঞ্জিঘৃসিভ্যঃ ক্তঃ। উণ্ ৩।৮৯) ইতি ক্ত। ৫ শুক্লবর্ণ। (অমর) ৬ শুক্রাচার্য্য। (শব্দরত্না°) ৭ শর। (নানার্থধ্বনিম°) (ত্রি) ৮ শুক্লবর্ণযুক্ত। সো-ক্ত। ৯ সমাপ্ত। ১০ নিবদ্ধ। ১১ জ্ঞাত। (বিশ্ব) ১২ ধববৃক্ষ, চলিত ধাওয়া গাছ। ১৩ শ্বেততিল। (বৈদ্যকনি°)

সিতকটভী (স্ত্রী) শ্বেতকটভীবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতকণ্টা (স্ত্রী) সিতঃ শুক্লঃ কণ্টো যস্যাঃ। শ্বেতকণ্টকারী।

সিতকঙ্গু (স্ত্রী) সর্জ্জরস, ধুনো। (বৈদ্যকনি°)

সিতকণ্টারিকা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতকণ্ঠ (পুং) সিতঃ কণ্ঠো যস্য। ১ দাত্যূহপক্ষী, চলিত ডাহুক পাখী। (শব্দরত্না°) (ত্রি) ২ শ্বেতকণ্ঠযুক্ত।

সিতকমল (ক্লী) সিতং কমলং। শ্বেত পদ্ম।

সিতকর (পুং) সিতঃ শুক্লঃ করো যস্য। ১ কর্পূর। (রাজনি°) ২ শুভ্রকিরণ, চন্দ্র।

সিতকরা (স্ত্রী) নীলদূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

সিতকর্ণী (স্ত্রী) সিতঃ কর্ণইব পুষ্পমস্যাঃ ঙীষ্। ১ বাসক। (রাজনি°) কোন কোন স্থলে ইহার পাঠান্তর সিতপর্ণী এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতকল্যাণঘৃত (ক্লী) স্ত্রীরোগাধিকারোক্ত ঘৃতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—বিশুদ্ধ গব্যঘৃত চারিসের। গব্যদুগ্ধ ১৬ সের। কল্কার্থ কুমুদপুষ্প, পদ্মকাষ্ঠ, বেণারমূল, গোধূম, রক্তশালি, মুগানি, ক্ষীরকাকোলী, গম্ভারীফল, যষ্টিমধু, বেড়েলামূল, গোরক্ষ-চাকুলিয়ামূল, উৎপল, তালের মাতী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শতমূলী, শালপানি, জীরা, ত্রিফলা, গোমকবীজ, অথবা কাকুড়বীজ ও কাচা-কলা এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, পাকার্থজল ৮ সের। ঘৃত-পাকের বিধানানুসারে এই ঘৃতপাক করিতে হইবে। স্ত্রীদিগের শ্বেতপ্রদররোগে এই ঘৃত বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত গরম দুগ্ধের সহিত।০ আনা পরিমাণ হইতে সেবন আরম্ভ করিতে হয়। ক্রমে সহ্য হইয়া আসিলে মাত্রা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। এই ঘৃত সেবন করিলে প্রদর, রক্তগুল্ম, রক্তপিত্ত, হলীমক, কামলা, জীর্ণজ্বর, পাণ্ডুরোগ প্রভৃতি আশু নিবারিত হয়, এবং যে সকল স্ত্রীদিগের উত্তমরূপ রজোস্রাব হয় না, তাহাদের পক্ষেও ইহা বিশেষ উপকারী। এই ঘৃত সেবনে স্ত্রীদিগের সকল রজোদোষ বিনষ্ট হইয়া তাহারা গর্ভধারণ করিয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিতকাচ (পুং) শ্বেতবর্ণ কাচ।

সিতকাঞ্চন (পুং) শ্বেতপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ।

সিতকারিকা (স্ত্রী) হ্রস্ব বাট্যালক, চলিত ক্ষুদ্র বেড়েলা।

সিতকুঞ্জর (পুং) সিতঃ কুঞ্জরো যস্য। ১ ইন্দ্র। ২ ইন্দ্রের হস্তী, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এই জন্য উহাকে সিতকুঞ্জর কহে। সিতঃ কুঞ্জরঃ। ৩ শ্বেতহস্তী।

সিতকুম্ভী (স্ত্রী) শ্বেতপাটলা, শ্বেতপুষ্প পারুল। (রাজনি°)

সিতকেশ (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ)

সিতক্ষার (পুং) শ্বেতটঙ্কণ, শ্বেত সোহাগা। (রাজনি°)

সিতক্ষুদ্রা (স্ত্রী) শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতগুঞ্জা (স্ত্রী) সিতা গুঞ্জা। শ্বেতগুঞ্জা। (রাজনি°)

সিতচন্দন (ক্লী) সিতং চন্দনং। শ্রীখণ্ডচন্দন, সারচন্দন।

সিতচিল্লী (স্ত্রী) শ্বেত বাস্তুক, চলিত ছুদে বেতো। (বৈদ্যকনি°)

সিতচিহ্ন (পুং) সিতানি চিহ্নানি যত্র। বালুকাগড়, চলিত বেলেমাছ।

সিতছত্র (ক্লী) সিতং ছত্রং। রাজছত্র, রাজাদিগের ছত্র শুভ্রবর্ণ এই জন্য রাজছত্রকে সিতছত্র কহে।

সিতছত্রা (স্ত্রী) সিতং ছত্রমিব পুষ্পমস্যাঃ। শতপুষ্পা, চলিত শুল্ফা।

সিতছত্রিত (পুং) সিতছত্রং জাতমস্যেতি ইতচ্। শ্বেতছত্রযুক্ত।
"নলঃ সিতচ্ছত্রিতকীর্ত্তিমণ্ডলঃ
স রাশিরাসীন্মহসাং মহোজ্জ্বলঃ॥" (নৈষধ ১।১)

সিতচ্ছদ (পুং) সিতৌ ছদৌ পক্ষৌ যস্য। হংস। (হেম) ২ রক্ত শোভাঞ্জন, লাল সজিনা। (বৈদ্যকনি°)

সিতচ্ছদা (স্ত্রী) সিতশ্ছদো যস্যাঃ। শ্বেতদূর্ব্বা। (রাজনি°)

সিতজ (পুং) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজফল (পুং) মধুনারিকেল বৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজলজ (ক্লী) শ্বেতপদ্ম। (বৈদ্যকনি°)

সিতজা (স্ত্রী) মধুশর্করা, মধুর চিনি। (রাজনি°)

সিতজাম্রক (পুং) বহু রসাল আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সিতজীরক (ক্লী) শুক্লজীরক, শ্বেতজীরে। (রাজনি°)

সিতদর্ভ (পুং) সিতো দর্ভঃ। শ্বেত কুশ।

সিতদীধিতি (পুং) সিতা শুক্লা দীধিতিঃ কিরণো যস্য। চন্দ্র।

সিতদীপ্য (পুং) সিতং দীপ্যং দীপ্তির্যস্য। শ্বেতজীরক। (রাজনি°)

সিতদূর্ব্বা (স্ত্রী) সিতা দূর্ব্বা। শ্বেতদূর্ব্বা। (রত্নমালা)

সিতদ্রু (পুং) সিতঃ দ্রুর্বৃক্ষো যস্য। মোরট বৃক্ষবিশেষ, শ্বেত মোরট। (রত্নমালা) ২ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ। ৩ অর্জ্জুন বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিতদ্রুম (পুং) শ্বেতবৃক্ষ।

সিতধাতু (পুং) সিতঃ শুক্লো ধাতুঃ। ১ কঠিনী, চলিত খড়িমাটি। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ ধাতু মাত্র।

সিতপক্ষ (পুং) সিতৌ পক্ষৌ যস্য। ১ হংস। (শব্দরত্না°) সিতঃ পক্ষঃ। ২ শুক্লপক্ষ। (বৃহৎস° ৬০।২০)

সিতপট (ত্রি) সিতং পটং যস্য। ১ শ্বেতবস্ত্রধারী। (পুং) ২ গ্রন্থকারভেদ।

সিতপদ্ম (ক্লী) সিতং পদ্মং। শ্বেতপদ্ম।

সিতপর্ণী (স্ত্রী) সিতং পর্ণমস্যাঃ ঙীষ্। অর্কপুষ্পিকা বৃক্ষ।

সিতপাটলা (লিকা) (স্ত্রী) সিতা পাটলা। শুক্লপাটলা বৃক্ষ, চলিত শ্বেত পারুল। হিন্দী শ্বেত পাড়রি, পর্য্যায়—সিতকুম্ভী, ফলেরুহা, সিতামোঘা, কুবেরাক্ষী, শ্বেতাহ্বা, কাষ্ঠপাটলা, ধবলপাটলী। গুণ—তিক্ত, গুরু, উষ্ণ, বাতদোষ, বমি, হিক্কা, কফ, শ্রম, ও শোফনাশক। (রাজনি°)

সিতপীত (ত্রি) ১ শ্বেত ও পীতবর্ণ। ২ শ্বেত ও পীতবর্ণবিশিষ্ট।

সিতপুঙ্খা (স্ত্রী) সিতঃ পুঙ্খো যস্যাঃ। শ্বেতশরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতপুষ্প (ক্লী) সিতং পুষ্পমস্য। ১ কৈবর্ত্তীমুস্তক। (জটাধর) (পুং) ২ শ্বেতপুষ্প, রোহিতক, চলিত শ্বেত রোড়া। (রাজনি°) ৩ কাসতৃণ কেসেঘাস। ৪ তগর বৃক্ষ। ৫ দ্বীপান্তর খর্জ্জুরী বৃক্ষ, পিণ্ডী খেজুরের গাছ। ৬ শিরীষ বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। সিতপুষ্পা মল্লিকা, মল্লিকা ফুলের গাছ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিতপুষ্পী, শ্বেতাপরাজিতা। ২ নাগদন্তী, হাতিশুঁড়া। ৩ নাগবল্লীলতা, চলিত পাণলতা। (বৈদ্যকনি°)

সিতপ্রভ (ত্রি) সিতা প্রভা যস্য। শ্বেতকান্তি।

সিতপ্রভা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু° ৭৭।১৫)

সিতমণি (পুং) সিতঃ মণিঃ। স্ফটিক।

সিতমরিচ (ক্লী) সিতং মরিচং। শ্বেত মরিচ, সাদা মরিচ, পর্য্যায়—সিতাখ্য, সিতবল্লীজ, বালুক, বহুল, ধবল, চন্দ্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, বিষজন্য দৃষ্টিরোগনাশক, অবৃষ্য, যুক্ত দ্বারা রসায়ন। (রাজনি°)

সিতমাষ (পুং) সিতো মাষঃ। রাজমাষ। (হারাবলী)

সিতমেঘ (পুং) শুভ্রবর্ণ মেঘ।

সিতমোসা (স্ত্রী) শ্বেত পাটল বৃক্ষ, শ্বেত পারুল গাছ।

সিতরক্ত (ত্রি) শুভ্র ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট। ২ শ্বেত ও রক্তবর্ণ।

সিতরঞ্জন (পুং) সিতং রঞ্জয়তীতি রঞ্জ-ল্যু। পীতবর্ণ। (হেম)

সিতরজস্ (ক্লী) কর্পূর। (বৈদ্যকনি°)

সিতরশ্মি (পুং) সিতঃ শুক্লো রশ্মি, কিরণো যস্য। শুভ্র কিরণ চন্দ্র।

সিতরাগ (পুং) রৌপ্য। (বৈদ্যকনি°)

সিতলতা (স্ত্রী) চিত্রকূটে খ্যাত অমৃতস্রবা লতা, চলিত রক্ত রুদন্তী। (রাজনি°)

সিতলশুন (পুং) শুক্লরসোন। (বৈদ্যকনি°)

সিতবর্ণা (স্ত্রী) ক্ষীরিণী বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবর্ষাভূ (স্ত্রী) সিতা বর্ষাভূঃ। পুনর্নবা। (রাজনি°)

সিতবল্লরী (স্ত্রী) ভূমিজম্বুবৃক্ষ, বনজাম। (পর্য্যায়মুক্তা°)

সিতবল্লীজ (ক্লী) শ্বেতমরিচ। (রাজনি°)

সিতবারক (পুং) শালিঞ্চ শাক। (রত্নমালা)

সিতবারণ (পুং) শ্বেতহস্তী।

সিতবারিক (পুং) সিংহলী পিপ্পলী।

সিতশর্করা (স্ত্রী) সিতা শুভ্রা শর্করা। ধবলশর্করা, চিনি, শুভ্রবর্ণ চিনি। (বৈদ্যকনি°)

সিতশায়কা (স্ত্রী) সিতা শায়কা। শ্বেত শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শাল্মলী বৃক্ষ, শ্বেতশিমুল। ২ শ্বেত শিংশপা, শ্বেত শিশু গাছ। (বৈদ্যকনি°)

সিতশিম্বিক (পুং) সিতা শিম্বির্যস্য, কপ্। গোধূম। (হেম) ইহার পাঠান্তর সিতিশিম্বিক দেখিতে পাওয়া যায়।

সিতশিব (ক্লী) সিতং শুক্লং শিবং মঙ্গলজনকঞ্চ। সৈন্ধবলবণ। এই শব্দের রূপান্তর শিতশিব, সিতসিব, শীতসিব। (অমরটীকা)

সিতশুক্তি (ত্রি) পর্ব্বতভেদ। (সহ্যাদ্রি° ২।৫।১০)

সিতশূক (পুং) সিতঃ শূকো যস্য। যব। (ভরত)

সিতশূরণ (পুং) সিতঃ শূরণঃ। বনশূরণ, চলিত বুনো ওল। শ্বেতবর্ণ ওল। (রাজনি°)

সিতসাপ্ত (পুং) সিতাঃ সপ্তয়ো ঘোটকা যস্য। ১ অর্জ্জুন। (কিরাত ১৩।১৯) সিতঃ সপ্তিঃ। ২ শ্বেতাশ্ব, শ্বেতবর্ণ অশ্ব।

সিতসর্ষপ (পুং) সিতঃ সর্ষপঃ। গৌর সর্ষপ। (রাজনি°)

সিতসায়কা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

সিতসিংহী (স্ত্রী) সিতা সিংহীব। শ্বেত কণ্টকারী। (রাজনি°)

সিতসিন্ধু (স্ত্রী) সিতা শুক্লজলা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (শব্দরত্না°)

সিতসিব (ক্লী) সৈন্ধবলবণ। [সিতশিব দেখ]

সিতহূণ (পুং) দেশভেদ। (বৃহৎসংহিতা ১১।৬১)

সিতা (স্ত্রী) সিত-টাপ্। শর্করা, চিনি। গুণ—সুমধুর, রুচিকর, বাত, পিত্ত, আম, দাহ, মূর্চ্ছা ও ছর্দ্দি জ্বরনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক। [বিশেষ বিবরণ শর্করা ও চিনি শব্দে দেখ] ২ বচা, বচ। ৩ সোমবাজী। ৪ সিংহলী। (পর্য্যায়মুক্তাবলী) ৫ আমলকী। ৬ গোরোচনা। ৭ বৃদ্ধি। ৮ সুরামেদ। (রাজনি°) ৯ রৌপ্য। ১০ শুক্ল ত্রিবৃতা, চলিত শ্বেত তেউড়ী। ১১ ত্রিসন্ধি পুষ্প বৃক্ষ। ১২ শ্বেত পুনর্নবা। (বৈদ্যকনি°) ১৩ আস্ফোতক, চলিত হাপরমালী। ১৪ গিরিজাপরাজিতা। ১৫ মল্লিকা পুষ্পবৃক্ষ। ১৬ শ্বেত পাটলিকা, শ্বেত পারুল। ১৭ শ্বেতকণ্টকারী। ১৮ বিদারী, ভূই কুমড়া। ১৯ শ্বেত দূর্ব্বা। ২০ শ্বেত শিম্বী।

সিতাংশু (পুং) সিতা অংশবো যস্য। ১ চন্দ্র, সিতকিরণ। ২ কর্পূর।

সিতাংশুতৈল (ক্লী) সিতাংশুজাতং কর্পূরসম্ভবং তৈলং। ১ কর্পূরতৈল। (রাজনি°)

সিতাখণ্ড (পুং) সিতায়াঃ খণ্ডো যত্র। মধুজাত শর্করা, পর্য্যায়—

খণ্ডক, সিতজা, শর্করজা, মাধবী, মধুশর্করা, মাক্ষীশর্করা। গুণ—অতি মধুর, চক্ষুষ্য, ছর্দ্দি, কুষ্ঠ, ব্রণ, কফ, শ্বাস, হিক্কা, পিত্ত ও অস্রদোষনাশক। (রাজনি°)

সিতাখ্য (স্ত্রী) সিত আখ্যা যস্য। ১ শ্বেত মরিচ।

সিতাখ্যা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্ব্বা। (রাজনি°)

সিতাগ্র (পুং) সিতঃ অগ্রো যস্য। কণ্টক। (হারাবলী)

সিতাঙ্ক (পুং) সিতঃ অঙ্কো যত্র। বালুকাগড়মৎস্য, চলিত বেলেগুড়ি মাছ। (হারা°) ইহার পাঠান্তর সিতাঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় এবং এই সিতাঙ্গ পাঠই সাধু।

সিতাঙ্গ (পুং) সিতং অঙ্গং যস্য। শ্বেত রোহিতবৃক্ষ, চলিত শ্বেত রোড়া গাছ। ২ বালুকাগড় মৎস্য। (রাজনি°)

সিতাজাজী (স্ত্রী) শ্বেত জারক। (রাজনি°)

সিতাত্রয় (ক্লী) সিতায়াঃ ত্রয়ং। ত্রিশর্করা, তিন প্রকার চিনি, গুড়োৎপন্না, হিমোৎপন্না ও মধুরা মিশ্রি, এই তিন প্রকার চিনির নাম সিতাত্রয়। (রাজনি°)

সিতাদি (পুং) সিতায়াঃ আদি কারণং। গুড়। (রাজনি°)

সিতানন (পুং) সিতমাননং যস্য। ১ গরুড়। ২ বিল্ববৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ শুক্ল মুখযুক্ত।

সিতান্ত, মেরুর নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৪১)

সিতাপাক (পুং) মৎস্যণ্ডী, মিছরী। (ভাবপ্র°)

সিতাপাঙ্গ (পুং) সিতৌ অপাঙ্গৌ যস্য। ময়ূর। (ত্রিকা°)

সিতাফল (ক্লী) স্বনামখ্যাত ফল, চলিত আতা ও লোণাফল, হিন্দী সিতাফল, তামিল সিতা। পক্কফলগুণ—পাচক; বীজ কৃমিনাশক।

সিতাজ (ক্লী) সিতমজং। শ্বেত কমল, শ্বেত পদ্ম। (রাজনি°)

সিতাবরায় (সেতাব রায়), মুসলমান শাসনের শেষভাগে ও ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে বাঙ্গালার একজন প্রসিদ্ধ রাজকর্ম্মচারী। শকসেন বংশীয় কায়স্থ জাতিতে সিতাব রায় দিল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লীর সম্রাট্ মহম্মদ শাহের প্রধান কর্ম্মচারী খাঁদৌরাণের পরিবারমধ্যে শৈশবে প্রতিপালিত হইয়া, সিতাব রায় আগা-সুলেমান নামক জনৈক কর্ম্মচারীর অধীনে অতি অল্প বেতনে সামান্য চাকরী করিতে আরম্ভ করেন। আগা সুলেমান খাঁদৌরাণ-পরিবারের একজন বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন। সিতাব রায় নিজ অসাধারণ বুদ্ধি ও কর্ম্মদক্ষতার প্রভাবে শীঘ্রই আগা সুলেমানের সকল কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার পরামর্শানুসারে খাঁদৌরাণের পারিবারিক যাবতীয় কার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। এইরূপে সিতাব রায় উভয় পরিবারের মধ্যে একজন কর্ত্তৃপক্ষরূপে পরিণত হইলেন। কিন্তু খাঁদৌরাণের পুত্র সেমসামুদ্দৌলা মক্কা যাত্রা করিলে এবং মুসলমান রাজধানী দিল্লীতে নানারূপ বিদ্রোহ ও অরাজকতা উপস্থিত হইলে, সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তাঁহার এই অভিপ্রায় রাজদরবারে প্রকাশিত হইলে, তাঁহার বন্ধুবান্ধবদিগের অনুরোধে সিতাব রায় বেহারের ডেপুটী দেওয়ান, রোটাসদুর্গের রক্ষাকর্ত্তা এবং সেমসামুদ্দৌলার বঙ্গদেশে যে সকল জায়গীর ছিল, সেই সকল ভূমিখণ্ডের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইলেন। এইরূপে তিনটী উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়া সিতাব রায় দিল্লী পরিত্যাগপূর্ব্বক পাটনায় উপনীত হইলেন। তৎকালে মীরজাফর বাঙ্গালার নবাব। যখন সিতাব রায় পাটনায় পৌছিলেন, তখন মীরজাফর তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সিতাব রায় পাটনায় পদার্পণ করিয়াই রাজা রামনারায়ণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং রাজা রামনারায়ণ নবাবের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। সিতাব রায় যে তিনটী পদের জন্য দিল্লী হইতে সনন্দ লইয়া আসিয়াছিলেন, মহম্মদী খাঁ নামক রামনারায়ণের একজন বন্ধু সেই সময়ে উক্ত তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সিতাব রায় বুঝিলেন যে রামনারায়ণের সহিত বন্ধুত্ব সংস্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে। আবার নবাব মীরজাফর অতি অলস ব্যক্তি, রাজকার্য্য কিছুই বুঝেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা কম। এইরূপ নানা কারণে সিতাব রায় স্থির করিলেন যে তিনি উদীয়মান ইংরাজরাজের সহিত মিলিত হইয়া নিজের সৌভাগ্য পরীক্ষা করিবেন। অতঃপর তিনি কর্ণেল ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদে আগমন করিলেন, ক্লাইব তাঁহার উপর সাতিশয় প্রীত হইলেন এবং তাঁহার প্রাপ্ত সনন্দানুসারে পদপ্রাপ্তির জন্য রাজা রামনারায়ণকে সুপারিস পত্র দিলেন। সেই সুপারিস পত্র লইয়া সিতাব রায় পুনর্ব্বার মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ক্লাইব সাহেব অনুরোধ পত্র দিয়াছেন, সুতরাং মীরজাফর আর কোন আপত্তি করিলেন না। তিনিও রামনারায়ণকে সিতাবের পদপ্রাপ্তির জন্য বিশেষ করিয়া লিখিলেন। দেওয়ান রামনারায়ণ এবার আর কোন কথা বলিলেন না, সিতাবকে অবিলম্বে সনন্দানুযায়ী পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ক্রমে সিতাব রায়ের সহিত রামনারায়ণের সখ্য সংস্থাপিত হইল; তিনি পদগৌরব ও সম্মানের সহিত মুর্শিদাবাদে বাস করিতে লাগিলেন।

১৭৬০ খৃঃ অব্দে পুর্ণিয়ার রাজস্ব রীতিমত আদায় না হওয়ায়, নবাব মীরজাফর পুর্ণিয়ার শাসনকর্ত্তা খাদেম হুসেনকে উচ্ছেদ করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। ইংরাজপক্ষ অর্থাৎ এমিয়ট, ক্লাইব প্রভৃতি মধ্যস্থ হইয়া এই গোলযোগ মিটাইয়া দিলেন এবং খাদেম হুসেন মীরজাফরের আজ্ঞাধীন রহিলেন। এই সময়ে নবীন যুবক শাহ আলম্ দিল্লীর সম্রাট্। তাঁহার পক্ষে দিলের খাঁ

ও আসারৎ খাঁ সৈন্যপরিচালক। ইংরাজ পলাশী যুদ্ধে জয়ী হইয়া মীরজাফরকে বঙ্গের সিংহাসনে বসাইয়াছেন, রামনারায়ণকে দিয়া পাটনায় আধিপত্য করিতেছেন, এই সকল কথায় তদানীন্তন দিল্লীর সম্রাটের সম্মতি ছিল না। শাহ আলম্ সসৈন্যে পাটনার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রথমে পাটনার বাহিরে রামনারায়ণের সহিত তুমুল যুদ্ধ হইল, এই যুদ্ধে রামনারায়ণ পরাভূত হইলেও, সিতাব রায় প্রভূত বিক্রম প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অতঃপর শাহ আলম্ স্বয়ং পাটনা নগরী অবরোধ করিলেন। বাদশাহের পাটনা অবরোধের পূর্ব্বেই রামনারায়ণ ও সিতাব রায় ইংরাজের সহিত মিলিত হইয়া নগররক্ষার যথাসম্ভব আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। মুসেল সাহেবের সাহায্যে শাহ-আলম্ নগর আক্রমণ করিলেন। সিতাব রায় অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিলেন; তিনি দিবারাত্রি আহারনিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক নগরপ্রাচীরের উপর পরিভ্রমণ করিয়া সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিতেন এবং সাধ্যমত যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু কএকদিনের মধ্যে সেল সাহেব নগরপ্রাচীরের একস্থান ভেদ করিতে সমর্থ হইলেন। তথাপি সিতাব রায় ও রামনারায়ণ কোন গতিকে নগর রক্ষা করিলেন। কিন্তু পুনরায় আক্রান্ত হইলেই নিরুপায়, তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় কাপ্তেন নক্সের সৈন্যদল পাটনার নিকটবর্ত্তী হইল। ঐ দিন রাত্রেই নক্স সাহেব শত্রু-শিবির আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। শাহ আলম্ টিকারীর দিকে প্রস্থান করিয়া নবসৈন্য সাহায্যের প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এদিকে পূর্ণিয়ার নবাব খাদেম হুসেন বাদশাহের সহিত যোগ দিবার অভিপ্রায়ে হাজিপুরের নিকট পৌছিলেন। কাপ্তেন নক্স পরপারে গিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিলেন। তাঁহার দল অতি ক্ষুদ্র, সেই জন্য রামনারায়ণ তাঁহার সহিত সসৈন্যে যাইতে অসম্মত হইলেন। নক্স সিতাব রায়কে তাঁহার সহিত গমন করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। সিতাব রায় সাহসী, বীর পুরুষ। তিনি নক্সের কথায় সম্মত হইয়া তাঁহার তিনশত সৈন্য সহ সাগ্রহে কাপ্তেন নক্সের দলের সহিত যোগ দিলেন এবং অনতিবিলম্বে তাঁহারা গঙ্গার পরপারে উপনীত হইলেন। নক্স সিতাব রায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিকালেই শত্রুপক্ষ আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন, কিন্তু সেই রাত্রির অন্ধকারের আধিক্য হেতু তাঁহাদের বাসনা কার্য্যে পরিণত হইল না। নিশাবসানে শত্রুপক্ষের একদল সৈন্য তাঁহাদিগের সম্মুখীন হইল। যদিও তাঁহারা তখন যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন না এবং শত্রুপক্ষ তাঁহাদিগকে চতুর্দ্দিকে আক্রমণ করিয়াছিল, তথাপি নক্স ও সিতাব রায় অসাধারণ পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ছয় ঘণ্টা যুদ্ধের পর খাদেম হুসেন পরাস্ত হইল এবং বাদশাহের সহিত মিলিত হইবার আশা পরিত্যাগ করিয়া উত্তরে বেতিয়ার দিকে প্রস্থান করিলেন। মুতাক্ষরীণ-প্রণেতা গোলাম্ হোসেন এই যুদ্ধের সময় পাটনায় উপস্থিত ছিলেন। কাপ্তেন নক্স পাটনায় ফিরিয়া আসিয়া সিতাব রায়ের অসামান্য সাহস ও বীরত্বের প্রশংসা করিয়াছিলেন। নক্স সাহেব আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পুনঃ পুনঃ বলিয়াছিলেন, "ইনিই প্রকৃত নবাব, আমি এমন নবাব আর কখনও দেখি নাই।"

এই যুদ্ধে সিতাব রায়ের বীরত্ব ও সাহস দর্শন করিয়া ইংরাজ-কর্ম্মচারিগণ তাঁহার ক্ষমতা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিলেন। ক্রমে সিতাব রায় তাঁহার অসামান্য বুদ্ধি ও বিক্রমপ্রভাবে ইংরাজ-গণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের মধ্যে স্বীয় প্রতি-পত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তখন সিতাব রায় ইংরাজ-দলের একজন প্রধান ক্ষমতাশালী পুরুষ।

১৭৬১ খৃঃ অব্দের ১৫ই জানুয়ারি তারিখে বিহার নগরের তিন ক্রোশ পশ্চিমে গোয়ান্ নামক স্থানে সম্রাট্ শাহ আলমের সৈন্যদলের সহিত ইংরাজদিগের পুনরায় ভীষণ যুদ্ধ হইল। কর্ণেল কার্ণাক ইংরাজসৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। শাহ আলমের সৈন্যগণ অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিলেও ইংরাজহস্তে পরাজিত হইল। যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই কার্ণাক সাহেব সিতাব রায়কে সন্ধি করিবার অভিপ্রায়ে শাহ আলমের শিবিরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট্ এই সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। সিতাব রায় শাহ আলমের নিকট হইতে বিদায় লইবার সময় বলিয়া আসিলেন,—"এক্ষণে সন্ধির যে সমস্ত নিয়মে বাদশাহ সম্মত হইলেন না, কিন্তু তাঁহাকে স্বয়ং সেই নিয়মেই সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিতে হইবে। তখন সন্ধি হইলেও, যেরূপ নিয়মে তাহা স্বীকৃত হইবে, তাহা সম্রাটের সম্মান বা সুবিধাবর্দ্ধন করিবে না। যদিও এক্ষণে এই সকল লোক আপনার সভার শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু ইহারা যখন নিজ নিজ মনোরথ পূর্ণ করিতে অকৃতকার্য্য হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিবে, তখনই আপনি স্বয়ং সন্ধির জন্য প্রার্থনা করিবেন। সম্রাট্ বুঝিয়া দেখুন, তখন কিরূপ নিয়মে আবদ্ধ হইয়া, আপনাকে সন্ধি করিতে বাধ্য হইতে হইবে।"

সিতাব রায়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছিল। শাহ আলমের আর্থিক অবস্থা হীন হইয়া পড়িল। সাহায্যকারিগণ একে একে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল, ইংরাজসৈন্য ক্রমাগত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল, অগত্যা তাঁহাকে সন্ধির প্রস্তাব করিতে হইল। তিনি স্বয়ং ইংরাজশিবিরে উপনীত

হইয়া সন্ধির প্রার্থনা করিলেন। ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি সংস্থাপিত হইয়া কিছু দিনের জন্য যুদ্ধবিগ্রহাদি স্থগিত রহিল।

মীরকাসিম বাঙ্গলার নবাব হইবার পর হইতে রাজা রামনারায়ণকে বিষনয়নে দেখিতে লাগিলেন। ইংরাজগণ পাটনা পরিত্যাগ করিবা মাত্র, নবাব হিসাব নিকাশের জন্য রামনারায়ণকে উৎপীড়িত করিতে লাগিলেন। রামনারায়ণ ভাল করিয়া হিসাব বুঝাইয়া দিতে পারিলেন না;—তিনি অনেককে নিকাশী কাগজ পত্র সহ পলাইয়া যাইতে পরামর্শ দিয়াছেন ইত্যাদি জনবর প্রচারিত হইবা মাত্র, তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইল।

সিতাব রায়কেও এইরূপ নির্য্যাতন করিবার সঙ্কল্প হইয়াছিল। নবাব মীরকাসিম দিল্লীর সম্রাটের নিকট হইতে বেহারের দেওয়ানী লাভ করিয়াছেন। মীরকাসিম সিতাব রায়ের নিকট হইতে হিসাব নিকাশ চাহিলেন। নবাব তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সিতাব রায়কে ধৃত করিবার জন্য নবাব তাঁহার পাটনার বাটীতে লোক প্রেরণ করিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ সাহসের জন্য সিতাব রায় চির প্রসিদ্ধ। তিনি স্বীয় পরিবারবর্গ সহ আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। নবাব তাঁহার বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া স্তম্ভিত হইলেন এবং কিছুকালের নিমিত্ত তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে ক্ষান্ত হইলেন।

কিন্তু সিতাব রায়ের দুরদৃষ্ট উপস্থিত। তিনি যে তিনটী পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, মীরকাসিম সেই তিনটী পদ প্রাপ্তির নিমিত্ত বাদশার নিকট হইতে সনন্দ পাইলেন। আবার হিসাব নিকাসের জন্য সিতাব রায়ের উপর নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। ইংরাজগণ প্রথম হইতেই সিতাব রায়কে স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। তাঁহার এই বিপদে ইংরাজকর্ম্মচারিগণ বিচলিত হইয়া তাঁহাকে মীরকাসিমের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। ইংরাজগণের মধ্যতায় স্থিরীকৃত হইল যে, কলিকাতার ইংরাজ কাউন্সিল সিতাব রায়ের হিসাব পরীক্ষা করিয়া তাঁহার বিচার করিবেন। নবাব এই কথায় সম্মত হইলেন। কার্ণাক সাহেবের সহিত সিতাব রায়কে কলিকাতায় প্রেরণ করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে কিছুই প্রমাণিত হইল না এবং কাউন্সিলের কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে নবাবের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। একদল ইংরাজসৈন্যের সহিত সিতাব রায় সরযুপার হইয়া অযোধ্যায় নবাবের রাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

তৎকালে সুজাউদ্দৌলা অযোধ্যার নবাব। সিতাবরায় অযোধ্যায় উপনীত হইয়া সুজাউদ্দৌলার অধীনে চাকরী গ্রহণ করিলেন। নবাবের মন্ত্রী বেণী বাহাদুরের সহিত তাঁহার বিশেষ পরিচয় হইল। তিনি ক্রমে বেণী বাহাদুরের একজন বিশ্বস্ত প্রিয় পাত্র হইয়া উঠিলেন। সেই সময়ে সুজাউদ্দৌলার সহিত মীরকাসিমের সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, কিন্তু মন্ত্রী বেণীর সহিত কোনরূপ পরামর্শ না করিয়া নবাব এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মন্ত্রীর মনে কেমন একটু বিদ্বেষভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে এই সিতাবরায়ের দ্বারা মীরজাফরের সহিত ইংরাজগণের পুনরায় সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবেন। এইরূপ জল্পনা করিয়া তিনি পত্রসহ সিতাবরায়কে মীরজাফরের নিকট প্রেরণ করিলেন। এদিকে নবাব সুজাউদ্দৌলা স্বয়ং মীরকাসিমের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন। যাহা হউক, সেই যুদ্ধে উভয়পক্ষে সংযোগের সুযোগ ঘটিল। সুজাউদ্দৌলা ও শাহ আলম্ একপক্ষে রহিলেন; অপরপক্ষে বলবান্ ইংরাজজাতি আপনাদের বীরত্ব ও দেশবাসীর উপকারিতায় অদৃষ্টপথে নির্ভর করিয়া চলিলেন। এই সময়ে মেজর কার্ণাকের সুপরিচিত রাজা সিতাব রায় ইংরাজপক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। নবাব সুজাউদ্দৌলা কোন মতে ইংরাজের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিলেন না দেখিয়া ইংরাজগণ রাজা বলবন্ত সিংহের পরামর্শানুসারে চুণারগড় অবরোধ করিলেন। কিন্তু ইহাতে ইংরাজসৈন্য বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। সেনানায়কের মৃত্যুতে তাঁহারা অবরোধ উঠাইয়া সুজাউদ্দৌলার আক্রমণকারী সেনাদলের অনুসরণ করিলেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই মেজর ষ্টিবার্টের অধীনে একদল ইংরাজসৈন্য লক্ষ্ণৌ অধিকারে আদিষ্ট হইলেন। রাজা সিতাবরায় ও নজফউদ্দৌলা তাঁহার সহকারীরূপে গমন করেন। পথে গমন করিতে করিতে সিতাবরায় আলাহাবাদ দুর্গ অধিকারে মনোযোগী হইলেন। প্রাচীরভেদী কামান দ্বারা দুর্গদ্বারের একস্থান ভিন্ন হইলে দুর্গাধিকারী ও তৎপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা আলীকম্ খাঁ সম্যগ্ভাবে যুদ্ধসজ্জা করিতে পারিলেন না। তিনি সিতাবরায়ের কথায় বিশ্বাস করিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে সসম্মানে সুজাউদ্দৌলার শিবিরে প্রেরণ করা হইল। ইংরাজ আলাহাবাদ অধিকার করিয়া লইলেন।

এই বিজয়ের পর কিছুদিনের জন্য সিতাব রায় রাজা বলবন্তের সহিত মিলিত হইয়া উক্ত প্রদেশদ্বয়ের শাসন-শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার পরামর্শ মতে মীর কাসিমের তাড়িত মীর রোকনআলীখাঁ, শাহ ফরহৎআলী, শাহ সবরবেগ প্রভৃতি রাজকার্য্যবিনিয়োগসমর্থ ব্যক্তিকে ইংরাজ গবর্মেণ্ট প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারূপে নিযুক্ত করেন। অতঃপর যখন তাঁহারা শুনিলেন যে, উজীর সদলবলে তাঁহাদের দণ্ডবিধান করিতে অগ্রসর হইতেছেন, তখন ইংরাজ-সেনাপতি রাজা

সিতাব রায় ও মীর্জা নজফর্খাঁকে সঙ্গে লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। কোড়ার নিকট উভয় পক্ষের সংঘর্ষ হইল। মহারাষ্ট্র-সেনাপতি মলহররাও এই সময়ে সুজার পক্ষে আসিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি কৌশলক্রমে রাজা সিতাব রায়কে স্বীয় সৈন্য দ্বারা ঘেরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন। জগদীশ্বরের অপার করুণায় এক্ষেত্রে সিতাব রায় স্বীয় অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাইয়া আসেন।

অতঃপর সিতাব রায় স্বীয় অধীনস্থ অল্পসংখ্যক সৈন্য এবং তাঁহার সাহায্যার্থ প্রেরিত ইংরাজ সৈন্য সঙ্গে লইয়া ইংরাজ-সেনাপতির সহিত মিলিত, হইলেন। অনন্তর তাঁহারা উভয়ে পুনরায় চুর্গ অবরোধ করিতে মনস্থ করিলেন। অচিরে চুণার চুর্গ ইংরাজের করায়ত্ত হইল। সুজাউদ্দৌলা কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া স্বয়ং দ্বাদশাধিক অশ্বারোহী সেনামাত্র লইয়া ইংরাজ সেনাপতির শরণাপন্ন হইতে চলিলেন। ইংরাজ শিবি-রাভিমুখে উজীরের এবম্প্রকারে আগমনসংবাদ শ্রবণ করিয়া সেনাপতি ও সিতাব রায় তাঁহার অভ্যর্থনার্থ পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। ইংরাজ-সেনাপতিকে পদব্রজে আসিতে দেখিয়া সুজা তৎক্ষণাৎ পাল্‌কী হইতে নামিয়া সেনাপতিকে আলিঙ্গন করিলেন। তাঁহার সম্মানের জন্য এই স্থানেই তাঁহাকে যথেষ্ট নজর প্রদান করা হইয়াছিল।

ইংরাজ-শিবিরে আসিয়া সুজাউদ্দৌলা বিশেষ সমাদরে কিছু-ক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তদনন্তর তিনি নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। এখানে আসিয়া তিনি সিতাব রায়ের পরামর্শ মত ইংরাজের সহিত সন্ধি বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এদিকে সিতাব রায়ও তাঁহার সহিত সন্ধির কথাবার্তা লইয়া পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বস্থাপনের চেষ্টা পাইতেছিলেন, এই সময়ে সিতাব রায়ের সৌজন্যে সুজাউদ্দৌলা এরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি ইংরাজের সহিত সন্ধি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজগণ সুজাউদ্দৌলার নিকট হইতে যুদ্ধের ব্যয় স্বরূপ ৫০ লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হন। আলাহাবাদ দিল্লীশ্বরকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে নজফ্‌খাঁর বার্ষিক একলক্ষ টাকা বৃত্তি ধার্য্য হয়।

উজীর সুজাউদ্দৌলা যখন ইংরাজের প্রাপ্য টাকা পরিশোধের ব্যবস্থা করেন, তখন তাঁহাকে ইংরাজ সেনাপতির নিকট তাঁহার মূল্যবান্ জহরতাদি বন্ধক স্বরূপ রাখিতে হয়। ঐ সকল মণি-রত্নাদির মূল্য নিরূপণ করিতে রাজা সিতাব রায়কে বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ইংরাজ গবর্ণর যখন নাজিম উদ্দৌলাকে বাঙ্গালার মসনদে বসাইলেন এবং মীরজাফরভ্রাতা মহম্মদ কাসিমখাঁ আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন, তখন রামনারায়ণের ভ্রাতা ধিরাজ-নারায়ণকে আজিমাবাদের দেওয়ান বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করা হইল। রাজা সিতাব রায়ের প্রতি তখন কাহারও দৃষ্টি পতিত হয় নাই। সিতাব রায় তৎকালে সম্রাটের অধীনে বিহার প্রদেশের দেওয়ান পদে নিযুক্ত ছিলেন। ইংরাজের সহিত বিশেষতঃ ইংরাজ-সেনাপতি কার্ণাকের সহিত তাঁহার যেরূপ সৌহার্দ্য ছিল, তাহাতে তাঁহার পরামর্শে কার্য্য করাই সুজাউদ্দৌলা সঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি রাজা সিতাব রায়কে অনুগত রাখিবার জন্য আজিমগড় ও জৌনপুরের অন্তর্গত লক্ষটাকা আয়ের একটী সম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন।

এই সময় লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন করেন। তিনি ভারতের তদানীন্তন গোলযোগের অবস্থা দেখিয়া আলাহা-বাদে যাইয়া সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করাই উপযুক্ত বিবেচনা করিলেন। সিতাব রায় তাঁহার সঙ্গে চলিলেন। উভয়ে প্রথমে সম্রাটের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সুজার শিবিরে উপনীত হইলেন। সেখানে তাঁহার নিকট তাঁহারা বঙ্গ-বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লইবার প্রস্তাব করিলেন। উজীরের ও সম্রাটের অনুমতিক্রমে বাঙ্গালার দেওয়ানী সনদ লিখিত হইল (১৭৬৫খৃঃ)। ইংরাজ কোম্পানী বার্ষিক ২০লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইলেন।

আলাহাবাদ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সিতাব রায় কিছুদিন আজিমাবাদে বাস করিয়া পুনরায় ক্লাইবের সহিত কলিকাতায় মিলিত হন। সিতাব রায়ের বিনয়নম্র ব্যবহার, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও হৃদয়হারী বাক্‌শক্তি এবং ইংরাজের প্রতি সহানুভূতি এই সময়ে লর্ড ক্লাইবের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছিল। সিতাব রায় কলিকাতায় আসিলে ক্লাইব কৌন্সিলের পরামর্শানুসারে তাঁহাকে রাজস্ব ও রাজ্যপরিচালন বিষয়ে তাঁহার সহকারী-রূপে নিযুক্ত রাখিতে চেষ্টা পান। কিন্তু সুচতুর সিতাব রায় ইহাতে শত্রুপক্ষের ও দুষ্টলোকের চক্ষুপীড়া উপস্থিত হইবে জানিয়া পীড়ার অছিলায় কার্য্যগ্রহণে অক্ষম বলিয়া ক্লাইবকে জানাইলেন। ক্লাইব তখন এরূপ সুযোগ্য লোকের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তিনি কিছুতেই রাজার ওজর শুনিলেন না। তাঁহার নিজ বিশ্বস্ত চিকিৎসক দ্বারা তিনি রাজার চিকিৎসা করাইলেন। অচিরে রাজার পীড়া আরোগ্য হইয়া গেল। তখন তিনি বাধ্য হইয়াই রাজকীয় কার্য্যে মনো-নিবেশ করিলেন। ইংরাজ গবর্মেণ্টের আদেশক্রমে তাঁহাকে 'মহারাজা' ও 'বাহাদুর' উপাধি দেওয়া হইল। তিনি পাঁচহাজারী অশ্বারোহী সেনাধ্যক্ষপদে উন্নীত হইলেন। তাঁহাকে আরও নূতন জায়গীর দিয়া সম্মানিত করা হইল এবং ঐ সম্পত্তি ও

সেনাদলরক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য তাঁহাকে মাসিক ২৫ হাজার এবং তাঁহার নিজের জন্য মাসিক ৫ হাজার টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। গবর্মেণ্টের যাবতীয় কার্য্য পরিদর্শনের নিমিত্ত তাঁহার উপর প্রভূত ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল। এমন কি তিনি নূতন নবাব সৈফ্‌উদ্দৌলার মোহররক্ষী হইয়াছিলেন।

এইবার মহারাজ সিতাব রায় আজিমাবাদের শাসনকর্ত্তা হইয়া আজিমাবাদে দেখা দিলেন (১৭৬৬খৃঃ)। তাঁহার কার্য্য-তৎপরতায় ধিরাজনারায়ণ বড় প্রীত হইলেন না, বরং তাঁহার অনুষ্ঠিত নূতন কতকগুলি বিধি দেখিয়া বড়ই বিরক্ত হইলেন। তাহার পর তিনি দেওয়ানী কাগজপত্রে ধিরাজনারায়ণের গলদ বাহির করিতে লাগিলেন, এবং ধিরাজনারায়ণকে সরকারী টাকার অপব্যয় জন্য অপরাধী করিয়া তাঁহাকে ঐ অপহৃত অর্থ প্রত্যর্পণের জন্য আদেশ পাঠাইলেন। ক্লাইব ও সেনাপতি কার্ণাক প্রভৃতিও তাঁহাকে টাকা প্রত্যর্পণের জন্য বিশেষভাবে বলিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু ধিরাজনারায়ণ ক্ষুদ্রপত্রে আপনার অপ-রাধ স্বীকার করিয়া নানারূপ ওজর করিতে লাগিলেন।

রাজকীয় কোন গোলমালের মীমাংসার জন্য লর্ড ক্লাইব এই সময় একবার সুজাউদ্দৌলার সহিত সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিলেন। ঐ সঙ্গে সম্রাটের সাক্ষাৎ প্রয়োজন হইল। কলিকাতা হইতে লর্ড ক্লাইব, ফৈজাবাদ হইতে উজীর, আলাহাবাদ হইতে সম্রাট্‌পক্ষে মণিরুদ্দীন্ এবং বারাণসী হইতে রাজা বলবন্ত সিংহ এক সময়ে ছাপরায় মিলিত হইলেন।

লর্ড ক্লাইব আজিমাবাদের নিকট উপনীত হইলে রাজা সিতাব রায় তাঁহার উপযুক্ত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। অনন্তর উভয়ে একত্র নদীপার হইয়া ছাপরার দরবার অভিমুখে চলিলেন। দরবার শেষ হইলে তাঁহারা উভয়ে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। পথে আসিতে আসিতে ধিরাজনারায়ণের নিকট হইতে টাকা আদায়ের প্রস্তাব তুলিয়া সিতাব রায় বলিলেন, বন্ধুত্ব ও সৌজন্যের খাতিরে আমার দ্বারা টাকা আদায় অসম্ভব। মুর্শিদাবাদ হইতে মহম্মদ রেজাখাঁকে পাঠাইয়া বলপূর্ব্বক টাকা আদায় না করিলে সুবিধা হইবে না। মুর্শিদাবাদে আসিয়াই ক্লাইব মন্ত্রী মহম্মদ রেজাখাঁকে ধিরাজনারায়ণের নিকট টাকা আদায়ের জন্য পাঠাই-লেন। ধিরাজ নানা পীড়নের পর কার্য্যচ্যুত হইলেন এবং কলি-কাতা কৌন্সিলের অভিমতে মহারাজ সিতাব রায় আজিমাবাদ প্রদেশের সর্ব্বময় কর্তৃত্ব লাভ করিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই লর্ড ক্লাইব স্বদেশে চলিয়া গেলেন (১৭৬৭ খৃঃ)।

১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার সর্ব্বত্রই একরূপ শাসন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। রাজা ও শাসনকর্ত্তাগণ সকলেই, এমন কি, সিতাব রায় পর্য্যন্ত কৌন্সিলের বিষদৃষ্টিতে পড়িলেন। তাঁহার কৃত কার্য্যাবলী তন্ন তন্ন করিয়া পরীক্ষার জন্য মিঃ ব্যান্‌সিটার্ট ও মিঃ পলক আজিমাবাদ-মন্ত্রিসভার সদস্য হইলেন। ব্যান্সিটার্ট সিতাব রায়ের দোষোদ্‌ঘাটনে যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার সুচতুর বুদ্ধি কৌশলে বিমোহিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি রাজা সিতাব রায়কে নির্দ্দোষ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ব্যান্সিটার্ট রাজা সিতাব রায়ের নিকট বিশেষরূপ সম্মানিত ও আপ্যায়িত হইয়াছিলেন, অন্ততঃ চক্ষুলজ্জার খাতিরে তিনি প্রকাশ্য ভাবে তাঁহার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারেন নাই। তিনি বিলাতে প্রত্যাগত হইবার সময় কতকগুলি গোপনীয় কাগজপত্র তাড়া বাঁধিয়া মোহরাঙ্কিত (Seal) করিয়া যান। ওয়ারেন হেষ্টিংস গবর্ণর হইয়া আসিয়া তাহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ মহম্মদ রেজাখাঁ ও রাজা সিতাব রায়কে বন্দী করিয়া কলিকাতায় আনিতে আদেশ প্রেরণ করেন। মুর্শিদাবাদের ইংরাজ-কর্ম্মচারী জনগ্রাহাম আদেশ পাইয়া তাহা আজিমাবাদে সিতাব রায়ের নিকট প্রেরণ করিলেন। সিতাব রায় ঐ আদেশপত্র অমান্য না করিয়া বজরা আরোহণে ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় উপনীত হইলেন। এদিকে কলিকাতা কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে সিতাব রায় বরখাস্ত হইয়াছেন এবং আজিমাবাদের পূর্ব্ব গঠিত কার্য্যকরী সভা রাজস্ব সংগ্রহ করিবার অধিকার পাইলেন।

১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ সিতাবরায় নজরবন্দীরূপে কলিকা-তায় আনীত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে বাটীতে বাস করিতেন, তাঁহার সেই কলিকাতার বাটীতেই তাঁহাকে বাস করিতে দেওয়া হইল। দুই মাস গত হইলে একদিন কৌন্সিল হইতে আদেশ প্রচারিত হইল যে, "মহারাজ সিতাব রায়কে রাজকীয় রাজস্বের দেওয়ানী পদ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার স্থানে আজিমাবাদের কৌন্সিলের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করা হইল। রাজ্যের সমুদয় কর্ম্মচারী যেন তাঁহাদের আদেশ পালন করে; কিন্তু মহারাজা এখনও নিজামতের তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্রতী রহিয়াছেন, সুতরাং সকল কর্ম্মচারীই যেন তাঁহাকে পূর্ব্ববৎ সম্মান প্রদর্শন করে।"

ইংরাজ রক্ষীদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া মহারাজ সিতাবরায় যখন কলিকাতায় আনীত হন, তখন গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মুর্শিদাবাদ যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি অবিলম্বে তথা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া প্রথমেই সিতাবরায়ের বিচার করিতে বসিলেন। মহামতি গবর্ণর ও কৌন্সিলের সভ্য বাহাদুর-গণের বিচারে রাজা নির্দ্দোষ ও একান্ত রাজভক্ত বলিয়া সাব্যস্ত হইলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পুনরায় আজিমাবাদের দেওয়ান-পদে নিযুক্ত করিয়া আজিমাবাদ কৌন্সিলের উপর যে আদেশ পত্র প্রচার করেন তাহার স্থূল মর্ম্ম এই—

কলিকাতার কমিটী ও য়ুরোপের প্রধান প্রধান রাজ্যেশ্বরগণ রাজা সিতাব রায়ের প্রভুত্বে ও সর্ব্বময় কর্তৃত্বে রাজকার্য্যপরিচালনে সন্দিহান হইয়া তাঁহার কার্য্যাবলীর প্রকৃত অবস্থা অবগত হইবার জন্য তাঁহাকে বিচারাধীন করিয়াছিলেন। এরূপ রাজভক্ত, ইংরাজের প্রতি চিরানুরক্ত এবং ইংরাজের শুভাকাঙ্ক্ষী মহদন্তঃকরণ ব্যক্তিকে এরূপ ভাবে না জানিয়া পীড়ন করা সর্ব্বতোভাবে অন্যায় হইয়াছে। তাঁহার প্রতি দুষ্ট লোকের যে মিথ্যা দোষারোপ করিয়াছে, তাহা ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অমূলক।

যে ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের নিকট সিতাবরায় একদিন আদর, যত্ন ও সম্মানে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন, সেই ইংরাজের কার্য্যে জীবন পাত করিয়াও তাঁহাদের হস্তে এইরূপ নিগৃহীত হইবেন, এরূপ চিন্তা তিনি কোন দিন হৃদয়ে স্থান দেন নাই। ইংরাজের এই আচরণ চিন্তা করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্রমশঃ হতাশ হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়া পড়িল। তিনি আজিমাবাদে উপনীত হইবার কিছু দিন পরেই উদরাময় রোগে দেহত্যাগ করিলেন (১৭৭৩ খৃঃ)।

ঐ সময়ে গবর্ণর হেষ্টিংস বারাণসী যাইবার জন্য আজিমাবাদে উপনীত। তিনি মহারাজ সিতাবরায়কে সঙ্গে লইয়া যাইবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াই আসিয়াছিলেন। মহারাজ তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তিনি তাঁহার দুরদৃষ্টের কথা গবর্ণরকে জানাইলেন। হেষ্টিংস দুই দিন তথায় অবস্থান করিয়া রাজার তত্ত্বাবধান করিলেন, তৎপরে কার্য্যানুরোধে বারাণসী চলিয়া গেলেন। হেষ্টিংস বারাণসী হইতে ফিরিবার পূর্ব্বেই রাজা সিতাবরায় লোকান্তর গমন করেন। তাঁহার মৃতদেহ গঙ্গাতীরে দাহ করা হয়।

গবর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস মৃত রাজার প্রতি তাঁহার অবিচলিত বিশ্বাসের প্রমাণ স্বরূপ তৎপুত্র কল্যাণসিংহকে পিতার পদে নিয়োজিত করিলেন। কল্যাণসিংহ পিতার ন্যায় কার্য্যপটু ও বিবেচক না হইলেও তিনি পিতার জায়গীর ও বেতন পাইতে আদিষ্ট হইলেন, অধিকন্তু তাঁহার মাতার বৃত্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

১৭৬৯-৭০ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বেহারে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, ইহাই আমাদের দেশে "ছিয়াত্তরে মন্বন্তর" নামে খ্যাত। যখন দুর্ভিক্ষ প্রবল ভাব ধারণ করিয়াছে, নিত্য সহস্র সহস্র অনাহারী প্রজা অন্নাভাবে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতেছে, অন্নের জন্য আর্ত্ত ও দুঃস্থের আর্ত্তনাদে দেশ পূর্ণ হইয়াছে, তখন দয়ার্দ্রচিত্ত মহারাজ সিতাবরায় দরিদ্র, বৃদ্ধ, খঞ্জ, অন্ধ, বধির, মূক ও অন্নাভাবে বিপদাপন্ন ব্যক্তি মাত্রকে আহার্য্য দিবার জন্য বিশেষ সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি শুনিলেন, বারাণসী ধামে ধান্যাদি শস্যের মূল্য অনেক কম। অবিলম্বে তিনি নিজ লোকজনদিগকে নৌকা লইয়া বারাণসী ধামে যাইতে আদেশ দিলেন। তাহারা রাজভাণ্ডার হইতে অর্থ লইয়া মাসের মধ্যে তিনবার যাওয়া আসা করিত। যতদিন দুর্ভিক্ষ চলিয়া ছিল, ততদিনই তাঁহার লোকেরা ঐরূপ ভাবে শস্য আনিয়া ছিল। এতদ্ভিন্ন আজিমাবাদে শস্যরক্ষা ও তাহা বিলি করিবার জন্য স্বতন্ত্র লোক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, মহারাজ সিতাব রায় হিন্দু হইলেও মুসলমান ধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান্ ছিলেন। তিনি সিয়ামতের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন এবং সেই মতে অনেক ক্রিয়ানুষ্ঠানও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে, রাজা সিতাবরায় দেবদ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন না। একথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াই মনে হয়। সম্ভবতঃ গোলাম হোসেন তাঁহাকে ঐরূপে সাজাইয়া মুসলমান ধর্ম্মের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা পাইয়া থাকিবেন।

রাজা সিতাবরায় বাল্যকালে দিল্লী নগরীতে (শাহজহানাবাদে) জীবনাতিপাত করিয়া কতকটা মুসলমান আদব কায়দার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তৎপরে কখনও সম্রাটের অধীনে, কখনও উজীর সুজার অধীনে কখনও বা ইংরাজের তত্ত্বাবধানে কার্য্য করিয়া তিনি তাঁহাদেরই মনোরঞ্জক আচার গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। তিনি মুসলমান পর্ব্বোপলক্ষে যেরূপ দরিদ্র মুসলমান প্রজাদিগকে ভোজ দিয়া প্রীত হইতেন, তদ্রূপ গৃহপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে গঙ্গাতীরে পবিত্রভাবে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া চরিতার্থ হইতেন। বাস্তবিক, রাজা সিতাবরায় কর্ম্মজীবন লইয়া ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, ধর্ম্মজীবনের বিকাশ তাহাতে অতি অল্পই পরিলক্ষিত হয়, কেন না তিনি প্রতিমাপূজায় তাদৃশ নিষ্ঠাবান্ ছিলেন না। "দীয়তাং ভুজ্যতাং" এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং পোষ্যবর্গের ভরণপোষণ স্বর্গের প্রশস্ত পথ তাহা তিনি অবগত ছিলেন।

সিতাভ (পুং) সিতা শুক্লা আভা যস্য। কর্পূর।

সিতাভা (স্ত্রী , সিতা আভা যস্যাঃ। তক্রাহ্বা। (রাজনি°)

সিতাভ্র (পুং) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্নোতীতি অভ্র গতৌ অণ্। ১ কর্পূর।

"পুংসি ক্লীবে চ কর্পূরঃ সিতাভ্রো হিমবালুকঃ।
ঘনসারশ্চন্দ্রসংজ্ঞো হিমনামাপি চ স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সিতাভ্রক (ক্লী) সিতং শুভ্রমভ্রমিব প্রাপ্নোতীতি অভ্র-ণ্বুল্। কর্পূর।

সিতামণ্ডূর, অম্লপিত্তরোগের উপকারক ঔষধভেদ।

সিতাম্লোক্ষ (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশেষ।

সিতাম্বর (পুং) সিতমম্বরং যস্য। শ্বেতবস্ত্র পরিহিতব্রতী। (হলায়ুধ) যিনি শুভ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করেন। (ত্রি) ২ শুক্লবস্ত্রপরিধায়ী মাত্র, যাহারা শুক্লবস্ত্র পরিধান করে।

সিতাম্ভোজ (ক্লী) সিতং অম্ভোজং পদ্মং। সিতাম্বুজ, শ্বেতপদ্ম, শ্বেতকমল।

সিতার্জ্জক (পুং) সিতমর্জ্জয়তীতি অর্জ্জ ণ্বুল্। ১ শ্বেততুলসী। শ্বেতপত্র ক্ষুদ্র তুলসী। হিন্দী শ্বেতাজ্ বলা, পর্য্যায়—বৈকুণ্ঠ, বটপত্র, কুঠেরক, জম্বীর, গন্ধবহন, সুমুখ, কটুপত্রক। গুণ—কটু, উষ্ণ, কফবাত, নেত্ররোগ-নাশক, রুচিকর ও সুখপ্রসবকারক। (রাজনি°)

সিতালক (পুং) আলয়তি ভূষয়তীতি অল-ণিচ্-ণ্বুল্, সিতঃ আলকঃ। শ্বেত মন্দারক। (রাজনি°)

সিতালতা (স্ত্রী) সিতা লতা। শ্বেত দূর্ব্বা। (রত্নমালা)

সিতালর্ক (পুং) সিতঃ অলর্কঃ। শ্বেত মন্দারক, শ্বেত ও রক্ত আকন্দ। (রাজনি°)

সিতালিকটভী (স্ত্রী) শ্বেত কিনিহী বৃক্ষ (রাজনি°)

সিতাবর (পুং) সিতমাবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্। শাকবিশেষ, চলিত সুষুনী। পর্য্যায়—সুচ্যাহ্ব, সূচাপত্রক, শ্রীবারক, শিখী, বক্র, স্বস্তিক, সুনিষণ্ণক, কুরুট, কুকুট, সূচীদল, শ্বেতাবর, মেধাকৃৎ, গ্রাহক। গুণ—সংগ্রাহী, কষায়, উষ্ণ, ত্রিদোষনাশক, মেধা ও রুচিপ্রদ, দাহ ও জ্বরনাশক, রসায়ন। (রাজনি°)

সিতাবরী (স্ত্রী) সিতাবর-ঙীষ্। বাকুচী, সোমরাজ। (রাজনি°)

সিতাশ্ব (পুং) সিতঃ শ্বেতঃ অশ্বো যস্য। ১ অর্জ্জুন। (ভারত বনপ°) (ত্রি) ২ শ্বেত অশ্ববিশিষ্ট।

সিতাসিত (পুং) বর্ণেন সিতঃ বস্ত্রেণ অসিতঃ। ১ বলদেব। (হেম) সিত শুক্র ও অসিত শনি, শুক্র ও শনি, শুক্রযুক্ত শনি।

"সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিৎ
বুধঃ শশী সৌম্য সিতৌ রবীন্দূ।" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

৩ শুক্র ও কৃষ্ণ, শুক্র সহিত কৃষ্ণ। (ভাবত ৭।১৩০।২৯)

সিতাহ্বয় (পুং) সিত আহ্বয়ো যস্য। ১ শ্বেত শিগ্রু, সাদা-সাজনা। ২ শ্বেতরোহিত, সাদা রোড়া। (রাজনি°) ৩ শ্যামশালি, চলিত কাল ধান।

সিতাহ্বা (স্ত্রী) সিতপাটলী বৃক্ষ, সাদা পারুল গাছ। (রাজনি°)

সিতি (ত্রি) ১ শুক্ল। ২ কৃষ্ণ। (অমরটীকায় রমানাথ)

সিতিকণ্ঠ (পুং) সিতিঃ কৃষ্ণঃ কণ্ঠো যস্য। শিতিকণ্ঠ, শিব।

সিতিমন্ (পুং) সিতস্য সিতের্বা ভাবঃ ইমনিচ্। শুক্লতা, শৌক্ল্য।

"সিতং সিতিম্না সুতরাং মুনের্বপু-
বিসারিভিঃ সৌধমিবাথ লম্ভয়ন্।" (মাঘ ১।২৫)

২ কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণত্ব।

সিতিবার (পুং) সিতং বৃণোতীতি বৃ-অণ্। সুনিষণ্ণক। (ভাবপ্র°)

সিতিবাসস্ (পুং) সিতি নীলং বাসো যস্য। বলদেব। (মাঘ ১।৬)

সিতেক্ষু (পুং) সিতঃ ইক্ষুঃ। শ্বেতেক্ষু। (রাজনি°)

সিতেতর (পুং) সিতাদিতরঃ। ১ শ্যামশালি, কালধান। ২ কুলত্থ। (রাজনি°) ৩ শুক্লেতরবর্ণ। সিতশ্চ অসিতশ্চ। কৃষ্ণ ও শুক্ল বর্ণ, এই অর্থ হইলে উক্ত শব্দ দ্বিবচনান্ত হয়।

"নানালক্ষণবেষাভ্যাং কৃষ্ণরামৌ বিরেজতুঃ।
স্বলঙ্কৃতৌ বালগজৌ পর্ব্বণীব সিতেতরৌ॥"

(ভাগবত ১০।৪১।৭১)

সিতেতরগতি (পুং) সিতেতরা কৃষ্ণা গতি র্যস্য। অগ্নি।

সিতেতরসরোজ (ক্লী) সিতেতরং সরোজং। নীলপদ্ম।

সিতোৎপল (ক্লী) সিতং উৎপলং। শ্বেতপদ্ম।

সিতোদ, মেরুর পশ্চিমস্থ পর্ব্বতভেদ। (লিঙ্গপু° ৪৯।৩৯)

সিতোদর (পুং) সিতমুদরং যস্য। ১ কুবের। (হেম) (ত্রি) ২ শুক্ল কুক্ষিযুক্ত। (ক্লী) সিতমুদরং। ৩ শুক্লকুক্ষি।

সিতোদ্ভব (ক্লী) সিত উদ্ভবো যস্য। ১ শ্বেত চন্দন। (ত্রি) সিতায়া উদ্ভবো যস্য। ২ শর্করাজাত।

সিতোপল (ক্লী) সিতং উপলমিব। কঠিনী, চলিত খড়ী। (ত্রিকা°) সিতঃ উপলঃ। স্ফটিক। (রাজনি°)

সিতোপলা (স্ত্রী) সিত উপল ইব আকৃতি র্যস্যাঃ, স্ত্রিয়াং টাপ্। শর্করা, চিনি, মিছরী।

"সিতা সিতোপলা চৈব মৎস্যণ্ডী শর্করা স্মৃতা।" (গরুড়পু° ২০৮)

গুণ—লঘু, বাতপিত্তনাশক ও শীতল।

সিতোপলাদি লেহ, যক্ষ্মরোগনাশক ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—গুড়ত্বক্ ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ, চিনি ১৬ ভাগ একত্র মাড়িয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিবে। অথবা ঐ সকল দ্রব্যচূর্ণ ছাগ দুগ্ধের সহিত সেবন করিতে দিবে। ইহাতে শ্বাস, কাস ও ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হয়।

সিদলাঘাট, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত কোলার জেলার একটী তালুক। ইহার ভূপরিমাণ ১৬৩ বর্গ মাইল, তন্মধ্যে ৭৮ বর্গ মাইলে চাষ আবাদ হইয়া থাকে। লোকসংখ্যা ৬০ হাজারের অধিক। জলকরের সহিত সিদলাঘাটের রাজস্ব প্রায় ৫৬ হাজার টাকা। এখানে একটী ফৌজদারি কাছারি ও ছয়টী পুলিসের থানা আছে। কেবল মাত্র ৫৪ জন পুলিস কর্ম্মচারী এই তালুকের শান্তি রক্ষা করে।

সিদলি, আসামপ্রদেশের অন্তর্গত গোয়ালপাড়া জেলার একটী পার্ব্বতীয় দোয়ার। ইহার ভূপরিমাণ ৩৯১ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৬৮ বর্গমাইল রক্ষিত জঙ্গল-মহল। এই জঙ্গল-মহলের অধিকাংশই শাল গাছ। তদ্ভিন্ন ৪২ বর্গ মাইল ভূমিখণ্ডে চাষ-আবাদ হইয়া থাকে। সিদলির লোকসংখ্যা ২৪ হাজার। অন্যান্য দোয়ার ভূখণ্ডের ন্যায় সিদলিও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে ভোটান যুদ্ধের পর ইংরাজের হস্তে অর্পিত হইয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ সিদলির

রাজার সহিত রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সাত বৎসরের জন্য একটী বন্দোবস্ত করেন। ইহাতে স্থিরীকৃত হইয়াছিল যে, রাজা ইংরাজগণকে বার্ষিক উনত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করিবেন। কিন্তু রাজা এই রাজস্ব আদায় করিতে অসমর্থ হওয়ায়, তাঁহার অনুরোধানুসারে সিদলি কোর্ট অভ ওয়ার্ডসের অধীনে ন্যস্ত হইয়াছিল। এখনও ইহা কোর্ট-অভ-ওয়ার্ডসের তত্ত্বাবধানে আছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত রাজার বন্দোবস্তের কাল উত্তীর্ণ হইলে, রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে সিদলিতে নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সমস্ত ভূখণ্ড পাঁচটী মৌজায় বিভক্ত হইল; প্রত্যেক মৌজা এক একটী মৌজাদারের অধীনে রহিল। এই মৌজাদারগণ কৃষকদিগের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিয়া ইংরাজ সরকারে জমা দিত। সংগৃহীত সমগ্র রাজস্ব হইতে শতকরা ২০ ভাগ সিদলির রাজাকে প্রদান করা হইত। এইরূপে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রায় ৫৩ হাজার টাকা রাজস্বরূপে ইংরাজরাজ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহসম্বন্ধে এইরূপ প্রথা সিদলিতে এখনও প্রচলিত আছে।

সিদু, ছোটনাগপুর প্রদেশান্তর্গত সিংহভূম জেলার একটী পীর বা কএকটী গ্রামসমবিষ্ট।

সিদ্দি (সিধী), আরব দেশের মস্কট্ এবং আফ্রিকার জাঞ্জিবার ও আবিসিনিয়ার অধিবাসী। পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজগণ ইহাদিগকে ধৃত করিয়া আনিয়া ভারতের নানা স্থানে ক্রীতদাস স্বরূপ বিক্রয় করিত। ইংরাজশাসনকালে এই প্রথা উঠিয়া গিয়াছে। এইরূপে সিধীগণ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া হায়দরাবাদে, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত জঞ্জিরা দ্বীপে এবং উত্তর কণাড়া জেলায় বাস করিতেছে। সিধীগণ বহু পুরুষ নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের সহিত বিবাহাদি আদান প্রদান করিতেছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের জাতীয় বিশেষত্ব লোপ পায় নাই। আফ্রিকার নিগ্রোদিগের ন্যায় তাঁহাদের মস্তকে এখনও কোমল পশম সদৃশ দীর্ঘ কেশ বর্ত্তমান এবং তাহাদের গাত্রের বর্ণ নিগ্রোদিগের ন্যায় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। উত্তর-কণাড়াবাসী সিধীগণের অধিকাংশই অতি দরিদ্র। ইহারা গ্রাম হইতে দূরে জঙ্গলে বাস করিয়া থাকে এবং আরণ্য ভূমিতে সামান্য চাষ করিয়া, সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। জঞ্জিরা দ্বীপে প্রায় দুই শত সিধীর বাস। ইহাদিগের অবস্থা অনেকাংশে উন্নত। জঞ্জিরার নবাবের সহিত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই পারিবারিক সম্পর্ক আছে এবং তজ্জন্য তাহারা নবাব সরকার হইতে বৃত্তি পাইয়া থাকে। জঞ্জিরার কএকটী সিধী ছত্রপতি শিবাজীর সময়ে মুসলমান পক্ষে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। [জঞ্জিরা শব্দ দেখ]

সিদ্ধ (পুং) সিধ-ক্ত। ১ দেবযোনিবিশেষ। সিদ্ধগণ, সিদ্ধ ও সাধ্য প্রভৃতি দেবগণ। অণিমাদি গুণোপেত, অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি গুণযুক্ত। বিশ্বাবসু প্রভৃতি দেবগণ। দুর্গাপূজাকালে এই সকল দেবগণের পূজা করিতে হয়। (দুর্গোৎসবপ°) ব্যাসাদি যোগসিদ্ধ, যাহারা যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। যোগ অবলম্বন করিয়া যিনি অণিমা প্রভৃতি সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাকে সিদ্ধ কহে।

তন্ত্রমতে মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট। যিনি তন্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তিনি সিদ্ধনামে অভিহিত। তন্ত্রে লিখিত আছে যে,—

"সম্যগনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধি র্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ভবেদ্ধ্রুবং ॥
পুনরনুষ্ঠিতে মন্ত্রে যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
পুনস্তেনৈব কর্ত্তব্যং ততঃ সিদ্ধো ন সংশয়ঃ ॥
পুনঃ সোঽনুষ্ঠিতো মন্ত্রো যদি সিদ্ধির্ন জায়তে।
উপায়াস্তত্র কর্ত্তব্যাঃ সপ্ত শঙ্করভাষিতাঃ ॥
ভ্রামণং রোধনং বশ্যং পীড়নং পোষশোষণং।
দহনান্তং ক্রমাৎ কুর্য্যাৎ ততঃ সিদ্ধোভবেন্মনুঃ ॥" ইত্যাদি।

সাধন দ্বারাই সিদ্ধ হয়। সাধক যথাবিধানে মন্ত্র দ্বারা জপাদিরূপ উপাসনা করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। যদি মন্ত্রের সম্যক্ অনুষ্ঠান করিলেও সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে পুনরায় সেইরূপ বিধানে অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাহাতেও যদি সিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে আবার উক্ত প্রকার অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে তিনবার করিয়া যদি সিদ্ধ না হইতে পারেন, তাহা হইলে শিবোক্ত মন্ত্রের ভ্রামণ, রোধন, বশীকরণ, পীড়ন, পোষণ, শোষণ ও দাহন এই ৭ প্রকার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই প্রকার উপায়ের মধ্যে প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে আর পৃথক্ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। মন্ত্র সিদ্ধ না হইলে পর পর উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ইহাতে নিশ্চয়ই মন্ত্র সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধের লক্ষণ,—উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে সিদ্ধ তিন প্রকার, উত্তম সিদ্ধ, মধ্যম সিদ্ধ ও অধম সিদ্ধ। ইহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিই মন্ত্রসিদ্ধির একমাত্র লক্ষণ, মনে যাহা কিছু অভিলাষ হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা বিনা ক্লেশে পূরণ হইবে, ইহাই উত্তমা সিদ্ধির লক্ষণ, যাহারা এইরূপ মন্ত্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে উত্তমসিদ্ধ পুরুষ কহে।

মৃত্যুহরণ, দেবতাদর্শন, পরকায়প্রবেশ, পরপুরপ্রবেশ, শূন্যমার্গে বিচরণ, খেচরীদেবীগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের কথা শ্রবণ, পার্থিবতত্ত্বজ্ঞান, বাহনভূষণাদি বহুদ্রব্যলাভ, দীর্ঘজীবন, সকলকে বশীকরণ, সকল স্থানে চমৎকারজনক কার্য্য

প্রদর্শন, দৃষ্টি দ্বারা রোগাপনয়ন, বিষনিবারণ, সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য, বিষয়ভোগে বৈরাগ্য, মুক্তিকামনা, অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস, সর্ব্বভূতের প্রতি দয়া, সর্ব্বজ্ঞতাগুণের স্ফূর্ত্তি, এই সকল মধ্য সিদ্ধির লক্ষণ। ইহাতে যাহারা সিদ্ধ হইয়াছেন, তাহাদিগকে মধ্যমসিদ্ধ কহে।

কীর্ত্তি ও বাহনভূষণাদিলাভ, দীর্ঘজীবন, রাজপ্রিয়তা, রাজ-পরিবারাদি সর্ব্বজনবাৎসল্য, লোকবশীকরণ, প্রভূত ঐশ্বর্য্য ও ধনসম্পত্তিলাভ, পুত্রদারাদি সম্পদ্‌লাভ এই সকল অধম সিদ্ধির লক্ষণ। এই সিদ্ধি যাহারা লাভ করিয়াছেন, তাহাদিগকে অধম-সিদ্ধ কহে। (তন্ত্রসার)

এই সকল সিদ্ধির বিশেষ বিবরণ তন্ত্রশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা গুরুগম্য, গুরূপদেশ বিনা ইহা লাভ করা যায় না। সিদ্ধ-গুরু, সিদ্ধমন্ত্র প্রদান ও তাহার প্রণালী সম্যকরূপে শিক্ষা দিলে সাধক তদনুসারে জপাদিরূপ সাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে লিখিত আছে যে, সিদ্ধ ৩৪ প্রকার, কিন্তু ভক্ত এই ৩৪ প্রকার সিদ্ধির এক প্রকার সিদ্ধিও কামনা করেন না।

"চতুস্ত্রিংশদ্বিধঃ সিদ্ধঃ সর্ব্বকর্ম্মোপকারকঃ।
তমুপৈতি স্বয়ং সিদ্ধঃ ভক্তস্তং নৈব বাঞ্ছতি॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণজ° ৭৮ অ°)

এই সকল সিদ্ধি যথা—অণিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, মহিমা, ঈশিত্ব, বশিত্ব, কামাবসায়িতা, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, মনোযায়িত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, বহ্নিস্তম্ভ, জলস্তম্ভ, চিরজীবিত্ব, বায়ু-স্তম্ভ, ক্ষুৎপিপাসা ও নিদ্রাস্তম্ভন, কায়ব্যূহপ্রবেশ, বাক্‌সিদ্ধ, মৃতানয়ন, প্রাণাকর্ষণ, প্রাণদান, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিস্তম্ভন ইত্যাদি। সিদ্ধমন্ত্র গ্রহণ করিয়া তাহার উপাসনা করিলে এই সকল সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধি দেখ]

২ বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত একবিংশতি যোগ। জ্যোতিষমতে এই যোগ শুভ, এই যোগে যে কোন শুভকার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য এই যোগের নাম সিদ্ধযোগ। যদি কোন জাতক এই যোগে জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে জিতেন্দ্রিয়, সকল কলাশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, গৌরবর্ণ, অতিশূর, মধুর, বিনীত, সত্যবাদী এবং প্রভূতভোগী হয়।

"জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বকলানিধানো
গৌরোঽতিশূরো মধুরো বিনীতঃ।
সত্যোপপন্নঃ কৃতভূরিভোগো
যস্য প্রসূতৌ কিল সিদ্ধযোগঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

৩ ব্যবহার। (শব্দরত্না°) ৪ কৃষ্ণধুস্তূর। ৫ গুড়। (রাজনি°)

(ত্রি) ৬ প্রসিদ্ধ, বিখ্যাত। ৭ নিত্য। ৮ নিষ্পন্ন। (শব্দরত্না°) ৯ মুক্ত, যাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছেন। ১০ পক্ব, যাহা পাক করা হইয়াছে। ১৩ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী। (ভারত ভীষ্ম) ১৪ কৃষ্ণনির্গুণ্ডী, কাল নিসিন্দা। ১৫ শ্বেত সর্ষপ। (স্ত্রী) ১৬ সৈন্ধব লবণ। (রাজনি°)

সিদ্ধ, তাজক-বৈষ্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধক (পুং) সিদ্ধ ইব ইবার্থে কন্। ১ সিন্ধুবার। ২ শাল। (রাজনি°) সিদ্ধ স্বার্থে কন্। সিদ্ধ শব্দার্থ।

সিদ্ধকজ্জল (ক্লী) যে কজ্জল ধারণ করিলে লোক বশীভূত হয়।

সিদ্ধকাম (ত্রি) সিদ্ধঃ কামো যস্য। সফলমনোরথ, যাহার অভি-লাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ৪।৪।১০৫)

সিদ্ধকামেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা কামেশ্বরী। কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তির অন্তর্গত প্রথম মূর্ত্তি। কালিকাপুরাণে কামাখ্যাবিবরণে ইহার বিশেষ বিবরণ কথিত হইয়াছে। ইহার ধ্যান,—

"রবিশশিযুতকর্ণা কুঙ্কুমা পীতবর্ণা
মণিকনকবিচিত্রা লোলকর্ণা ত্রিনেত্রা।
অভয়বরদহস্তা সাক্ষসূত্রপ্রশস্তা
প্রণতসুরনরেশা সিদ্ধকামেশ্বরী সা॥" (কালিকাপু° ৬২অ°)

সিদ্ধকার্য্য (ত্রি) যে কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধকুণ্ড (ক্লী) কামাখ্যাস্থিত কুণ্ডভেদ। (কালিকাপুরাণ ৬২ অ°)

সিদ্ধকূট, হিমালয়স্থ সিদ্ধশৃঙ্গবিশেষ। (হিম° খ° ৮।৮৩)

সিদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) ১ সিদ্ধস্থান, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ করা যায়, তাহাকে সিদ্ধক্ষেত্র কহে। ২ সিদ্ধাশ্রম। ৩ যে ক্ষেত্রে সাধুরা সিদ্ধ হইয়া থাকেন। ৪ পুণ্যতীর্থভেদ।
(স্কান্দে নাগর ৫০।৭)

সিদ্ধগঙ্গা (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা গঙ্গা। মন্দাকিনী। (জটাধর) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধগঙ্গা হইয়াছে।

সিদ্ধগতি (স্ত্রী) সিদ্ধদিগের গতি, যে পথে সিদ্ধগণ বিচরণ করেন।

সিদ্ধগুরু (পুং) সিদ্ধঃ গুরুঃ। মন্ত্রসিদ্ধিবিশিষ্ট গুরু, যে গুরুর মন্ত্রসিদ্ধ হইয়াছে। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সিদ্ধগুরুরনিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে সেই মন্ত্র অচিরে সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধগুরু, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচার্য্য। ইনি নরেশ্বরপরীক্ষা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধগ্রহ (পুং) গ্রহভেদ। এই গ্রহ সিদ্ধদিগকে অবমাননা ও ক্রুদ্ধ হইলে তাহাদিগকে শাপ প্রদান করে এবং ক্ষিপ্রমত্ত ও রাগান্বিত হয়, এজন্য সিদ্ধগ্রহ কহে।

"অবমন্যতি যঃ সিদ্ধান্ ক্রুদ্ধাশ্চাপি শপন্তি যং।
উন্মাদ্যতি স তু ক্ষিপ্রং জ্ঞেয়ঃ সিদ্ধগ্রহস্তু সঃ॥" (ভারতবনপ°)

সিদ্ধচন্দ্রগণি, কাদম্বরী-টীকাপ্রণেতা। ইনি জৈনগুরু ভানুচন্দ্রের শিষ্য।

সিদ্ধচাউল (দেশজ) তণ্ডুলভেদ। তণ্ডুল দুই প্রকার, আতপ ও সিদ্ধ। ধান্য প্রথমে জলে ভিজাইয়া তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। ধান্য সিদ্ধ হইয়া ফাটিয়া ফাটিয়া পড়িলে তাহা নামাইয়া শুকাইতে হয়। পরে উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে উহা ঢেকীতে ভানিলে সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত হয়, ধান সিদ্ধ করিয়া এই চাউল প্রস্তুত করিতে হয়, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধ চাউল। বিধবা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণের এই চাউল ভোজন নিষিদ্ধ। হবিষ্যে ও দৈবপূজাদিতে এই চাউল দিতে নাই।

সিদ্ধজন (পুং) সিদ্ধঃ জনঃ। সিদ্ধ মনুষ্য, যে সকল মানব সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধজল (ক্লী) সিদ্ধং পক্কং জলং যত্র। ১ কাঞ্জিক। (হারাবলী) সিদ্ধং জলমিতি। ২ পক্কবারি, পক্কজল। যে জল পাক করা হইয়াছে।

সিদ্ধতাপস (পুং) সিদ্ধস্তাপসঃ। যে সকল তপস্বী সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধত্ব (ক্লী) সিদ্ধস্য ভাবঃ। সিদ্ধপুরুষের ভাব বা ধর্ম্ম, সিদ্ধের কার্য্য।

সিদ্ধত্রিস্রোতা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। শৃঙ্গাটক পর্ব্বত পাদমূল হইতে ইহা প্রবাহিত। (কালিকাপু° ৮০।৪)

সিদ্ধদর্শন (ক্লী) সিদ্ধস্য দর্শনং। সিদ্ধ পুরুষের দর্শন, মুক্ত পুরুষের দর্শন। বিশ্বাবসু প্রভৃতি সিদ্ধ দেবতার দর্শন।

সিদ্ধদেব (পুং) সিদ্ধোদেবঃ। শিব। (শব্দরত্না°)

সিদ্ধদ্রব্য (ক্লী) সিদ্ধং পক্কং দ্রব্যং। পক্কদ্রব্য, পাক করা জিনিস।

সিদ্ধধাতু (পুং) সিদ্ধো ধাতুঃ। পারদ। (ত্রিকা°)

সিদ্ধধামন্ (ক্লী) সিদ্ধক্ষেত্র, সিদ্ধস্থান। ২ প্রসিদ্ধ স্থান।

সিদ্ধনন্দিন, একজন প্রাচীন বৈয়াকরণ। অভিনব শাকটায়নকৃত শব্দানুশাসনে ইঁহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সিদ্ধনাগার্জ্জুন (পুং) গ্রন্থকারভেদ। [নাগার্জ্জুন দেখ।]

সিদ্ধনাগার্জ্জুনতন্ত্র, একখানি তন্ত্র।

সিদ্ধনাথ (পুং) ১ আচার্য্যভেদ। ২ তুলাদানপ্রকরণপ্রণেতা।

সিদ্ধনারায়ণ, একজন বৈষ্ণব শাস্ত্রকার। [নারায়ণদাস সিদ্ধ দেখ।]

সিদ্ধান্তবাগীশ, ১ তীর্থকৌমুদীপ্রণেতা। ২ শ্যামা-সপর্য্যাক্রম রচয়িতা।

সিদ্ধপতি (পুং) বৌদ্ধাচার্য্য মুদ্গলগোমিনের নামান্তর। (তারনাথ)

সিদ্ধপথ (পুং) ১ আকাশ।

"ছিন্নাঃ সিদ্ধপথে দেবৈ র্লঘুহস্তৈঃ সহস্রধা।"

(ভাগবত ৬।১০।২৫) 'সিদ্ধপথে আকাশে' (স্বামী) সিদ্ধানাং পন্থাঃ। ২ সিদ্ধদিগের বিচরণপথ, সিদ্ধ দেবগণ যে পথে বিচরণ করেন। ৩ প্রসিদ্ধ পথ।

সিদ্ধপদ (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধপাত্র (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত শল্যপ°) ২ দেবপুত্রভেদ।

সিদ্ধপাদ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধপীঠ (পুং) সিদ্ধঃ পীঠঃ। সিদ্ধস্থান। তন্ত্রশাস্ত্রে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে যে, যে স্থানে দেবীর উদ্দেশে লক্ষ পশুবলি হইয়াছে, বা কোটি হোম, বা কোটি সংখ্যক মহাবিদ্যা মন্ত্র জপ হইয়াছে, সেই স্থানকে সিদ্ধপীঠ কহে।

"জাতোলক্ষবলির্যত্র হোমো বা কোটিসংখ্যকঃ।
মহাবিদ্যাজপঃ কোটিঃ সিদ্ধপীঠঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধপীঠস্থলে উপাসনা করিলে অচিরে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।

সিদ্ধপুর (ক্লী) সিদ্ধং পুরং। ভূগোলের অধোদেশবিশেষ।

"লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ
প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ
সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ॥" (সিদ্ধান্তশিরো°)

সিদ্ধপুর, বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত উত্তর কণাড়া জেলার একটী মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ২৩৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩৭ হাজার। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশ পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। এই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকা প্রদেশে অনেক গুলি সুরম্য উদ্যান দেখিতে পাওয়া যায়। সিদ্ধপুরের কেন্দ্রস্থলে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের মধ্যে উর্ব্বরা অধিত্যকা ধৌত করিয়া বহুতর পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইতেছে। এই সকল নদী শস্যক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিবার জন্য বিশেষ উপযোগী। অধিত্যকার ভূমি অতিশয় উর্ব্বরা, কিন্তু পশ্চিম দিকের ভূমিখণ্ড লাল মাটীতে পরিপূর্ণ। ঐ সকল স্থানে ভালরূপ কৃষিকার্য্য হয় না। সিদ্ধপুরে প্রধানতঃ ধান্য, ইক্ষু, ছোলা, কুলথি, পাণ এবং নেবু উৎপন্ন হইয়া থাকে। সিদ্ধপুরের পশ্চিমাংশের স্বাস্থ্য ভাল নহে; তথায় শীত ও বর্ষা কালে জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন মহকুমার সাধারণ স্বাস্থ্য ভালই বলিতে হয়।

সিদ্ধপুরে কএকটী জঙ্গল মহল আছে। ইহাদিগের মধ্যে সহ্যাদ্রি জঙ্গলই সর্ব্বপ্রধান। এই জঙ্গল হইতে বৃক্ষাদি ছেদিত হইয়া অন্যত্র প্রেরিত হয় না; স্থানীয় লোকের ব্যবহারার্থ বিক্রীত হইয়া থাকে। এই জঙ্গলে বহুতর চন্দন গাছ জন্মিয়া থাকে। কেবল চন্দন গাছগুলি কাটাইয়া জঙ্গল মহলের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে পাঠাইয়া থাকেন। হরীতকী ও রিটা জঙ্গল হইতে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হয়।

এই মহকুমার শাসনকেন্দ্রের নামও সিদ্ধপুর। তথায় একটী চিকিৎসালয় ও বাজার আছে। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় দুই হাজার।

২ সিদ্ধপুর, বরদা রাজ্যের অন্তর্গত গুজরাটের একটী নগর। সরস্বতী নদীর উপরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°২৩´ পূঃ। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারি হাজার। সিদ্ধপুর অতি প্রাচীন নগর ও হিন্দুদিগের পবিত্র তীর্থস্থান।

সিদ্ধপুর, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত চিতলদুর্গ জেলার একটী পল্লী। এই স্থান অক্ষা° ১৪° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫১´ পূঃ। এই স্থানের সন্নিকটে একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান। সিদ্ধপুর হইতে মৌর্য্যসম্রাট্ অশোকের গিরিলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সিদ্ধপুর পর্য্যন্ত সম্রাট্ অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহার দক্ষিণে তাঁহার রাজ্য ছিল, এরূপ কোন প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই।

সিদ্ধপুষ্প (পুং) সিদ্ধপ্রিয়ং যস্যসিদ্ধং বা পুষ্পমস্ত। করবীর বৃক্ষ।

সিদ্ধপ্রয়োজন (পুং) সিদ্ধানাং প্রয়োজনং যস্য। গৌরসর্ষপ।

সিদ্ধপ্রাণেশ্বর (পুং) অরাতিসারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারদ, গন্ধক, অভ্র, প্রত্যেকে ৪ মাষা, সর্জ্জিক্ষার, সোহাগার খই, যবক্ষার, পঞ্চ লবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, যবানী, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ ও শুলফা প্রত্যেকের চূর্ণ ১ মাষা, এই সমুদয় একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ মাষাপরিমাণে বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান পানের রস। ঔষধ সেবনের পর উষ্ণজল পান করিতে হয়। এই ঔষধ সেবন করিলে অরাতিসার, গ্রহণী বা কেবল অর আশু প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বাত, পরিণামশূল প্রভৃতি রোগেও এই ঔষধ বিশেষ উপকারী। অরাতিসারে ইহা একটী উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ভৈষজ্যরত্না° অরাতিসাররোগা°)

সিদ্ধবুদ্ধ (পুং) যোগাচার্য্যভেদ।

সিদ্ধভূমি (স্ত্রী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধমত (ক্লী) ১ আনন্দদর্শন। ২ সিদ্ধদিগের সম্মত।

সিদ্ধমনোরথ (পুং) কর্ম্মমাসের দ্বিতীয় দিন।

সিদ্ধমন্ত্র (পুং) সিদ্ধো মন্ত্রঃ। সিদ্ধিপ্রাপ্ত মন্ত্র, যে মন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে, তাহার নাম সিদ্ধমন্ত্র। গুরু শিষ্যকে যখন মন্ত্র প্রদান করিবেন, তখন সিদ্ধ, সাধ্য, সুসিদ্ধ, অরি প্রভৃতি বিচার করিয়া প্রদান করিবেন। সিদ্ধমন্ত্র প্রদান করিলে অচিরে মন্ত্র সিদ্ধি হইয়া থাকে। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, নপুংসক মন্ত্র, সূর্য্যের অষ্টাক্ষর, পঞ্চাক্ষর, একাক্ষর, দ্ব্যক্ষর, ও ত্র্যক্ষর মন্ত্র, এবং সকল দেবতার একাক্ষর মন্ত্র, মালামন্ত্র ও বৈদিকমন্ত্র, এই সকল মন্ত্রে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না। ইহা ভিন্ন কালী, নীলা, মহাদুর্গা, ত্বরিতা, ছিন্নমস্তা, বাগ্‌বাদিনী, অন্নপূর্ণা, প্রত্যঙ্গিরা, কামাখ্যাবাসিনী, বালা, মাতঙ্গী, শৈলবাসিনী এবং দশমহাবিদ্যা এই সকল দেবতার মন্ত্র সিদ্ধ অর্থাৎ এই সকল দেবতার মন্ত্র প্রদান করিতে হইলেও সিদ্ধাদি বিচার করিতে হয় না। এই সকল দেবতার সকল মন্ত্রই দেওয়া যায়। যে মন্ত্রের অন্তে 'নমঃ' এই পদ থাকে, তাহাকে নপুংসক মন্ত্র কহে। স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র, এবং স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক দত্তমন্ত্র ইহাতে সিদ্ধাদি বিচার করিবে না।

"স্বপ্নলব্ধে স্ত্রিয়া দত্তে মালামন্ত্রে চ ত্র্যক্ষরে।
বৈদিকেষু চ সর্ব্বেষু সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
হংসস্তাষ্টাক্ষরস্তাপি তথা পঞ্চাক্ষরস্ত চ।
এক দ্বিত্র্যাদিবীজস্ত সিদ্ধাদীন্ নৈব শোধয়েৎ॥
কালী নীলা মহাদুর্গা ত্বরিতা ছিন্নমস্তিকা।
বাগ্‌বাদিনী চান্নপূর্ণা তথা প্রত্যঙ্গিরা পুনঃ।
কামাখ্যাবাসিনী বালা মাতঙ্গী শৈলবাসিনী।
ইত্যাদ্যাঃ সকলা দেবাঃ কলৌ পূর্ণফলপ্রদাঃ।
সিদ্ধমন্ত্রতয়া নাত্র যুগসেবাপরিশ্রমঃ।
তথাচৈতা মহাবিদ্যাঃ কলিদোষান্ন বাধিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

উক্ত দেবগণের মন্ত্র সিদ্ধমন্ত্র, দশমহাবিদ্যার মন্ত্রও সিদ্ধ মন্ত্র, এই জন্য উক্ত বিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে। তন্ত্রোক্ত অকড়ম চক্রে সিদ্ধ বিচার করিতে হয়। যথা বিধানে এই চক্র অঙ্কিত করিয়া বামাবর্ত্তে মেষ হইতে মীন পর্য্যন্ত ১২টী রাশি কল্পনা করিয়া লইবে। এই চক্রের নবম, পঞ্চম ও প্রথম সিদ্ধগৃহ, মন্ত্রের অক্ষর এবং নামের অক্ষর এই চক্রের যে স্থানে হইবে, তাহাতেই সিদ্ধাদি বুঝিয়া লইতে হইবে। [অকড়ম চক্রশব্দ দেখ] উক্ত সিদ্ধগৃহে নামের আদ্যক্ষর এবং মন্ত্রের আদ্যক্ষর একত্র সন্নিবিষ্ট হইলে তাহাই সিদ্ধমন্ত্র বুঝিতে হইবে।

সিদ্ধমাতৃকা (স্ত্রী) ১ মাতৃকাক্ষরবিশেষ। ২ দেবীভেদ।

সিদ্ধমানস (ত্রি) সিদ্ধং মানসং যস্য। সফল মনোরথ, যাহার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। (রামা° ১।৬৭।১৯)

সিদ্ধমোদক (পুং) সিদ্ধান্ মোদয়তীতি মুদ-ণিচ্-ণ্বুল্। তবরাজোদ্ভবখণ্ড, চলিত মালখণ্ডী। (রাজনি°)

সিদ্ধযোগ (পুং) ১ সঙ্গতযোগ, সুযোগ্যরূপে মিলন, ঠিক মিল। ২ সিদ্ধিলাভার্থ যোগক্রিয়া।

সিদ্ধযোগিনী (স্ত্রী) ১ যোগিনীবিশেষ। ২ মনসাদেবী।

সিদ্ধরস (পুং) সিদ্ধো রসঃ। ১ পারদ। ২ রসসিদ্ধ। (ত্রি) সিদ্ধোরসো যস্য। ৩ ধাতু প্রভৃতি।

সিদ্ধরসা (স্ত্রী) হিমবৎ পাদনিঃসৃত নদীভেদ। উমাকুণ্ড হইতে উদ্ভূত। (হিম° খ° ১৪।১৭)

সিদ্ধরসায়ন (ত্রি) রসায়নবিশেষ, যে রসায়ন সেবনে দীর্ঘজীবন লাভ বা অমর হওয়া যায়।

সিদ্ধরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর°) ২ প্রসিদ্ধ চৌলুক্যরাজ জয়সিংহ সিদ্ধরাজ নামে খ্যাত। [চৌলুক্য দেখ।]

সিদ্ধরাত্রী, রসরত্নসমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধরুদ্রেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধল (পুং) রাঢ়দেশের গ্রামভেদ। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের একটী গাঁই।

সিদ্ধলক্ষ (ত্রি) অব্যর্থ লক্ষ, অব্যর্থসন্ধান। (কথাসরিৎসা°)

সিদ্ধলক্ষ্মণ (পুং) ১ তিথিনির্ণয়প্রণেতা। ইনি কাশ্মীর রাজা প্রতাপদেবের আদেশে উক্ত গ্রন্থখানি রচনা করেন। ২ নির্ণয়ামৃত প্রণেতা অল্লাডনাথের পিতা, ইনিও একজন সুপণ্ডিত ছিলেন।

সিদ্ধলক্ষ্মী (স্ত্রী) লক্ষ্মীর মূর্ত্তিভেদ।

সিদ্ধলোক (পুং) সিদ্ধানাং লোকঃ অবস্থিতিস্থানং। সিদ্ধদিগের লোক, সিদ্ধদেবগণ যে লোকে অবস্থান করেন, তাহাকে সিদ্ধলোক কহে। (ভাগবত ৪।১২।৮০)

সিদ্ধবট (ক্লী) পুণ্যস্থানভেদ। শ্রীশৈলের দক্ষিণপাদস্থ পুণ্যস্থল।

সিদ্ধবটী (স্ত্রী) দেবীবিশেষ।

সিদ্ধবৎ (অব্যং) সিদ্ধইব ইবার্থে বতি। সিদ্ধের ন্যায়, সিদ্ধতুল্য, সিদ্ধসদৃশ।

সিদ্ধবন (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধবর্ত্তি (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রদা বর্ত্তি। ঐন্দ্রজালিকের দণ্ড। ঐন্দ্রজালিকগণ নরমানুষের অস্থিদণ্ড সহায়ে ভৌতিক দৃশ্যের সকল কার্য্য সিদ্ধ করিয়া থাকেন।

সিদ্ধবস্তি (স্ত্রী) বস্তিভেদ। ইহার লক্ষণ—

"পঞ্চমূলস্য নিষ্কাথৈ তৈলং মাগধিকা মধু।
সসৈন্ধবঃ সযষ্ট্যাহ্বঃ সিদ্ধবস্তিরিতি স্মৃতঃ॥" (ভাবপ্র°)

পঞ্চমূলের কাথ, তৈল, পিপ্পলী, মধু, সৈন্ধব এবং যষ্টিমধু এই সকল একত্র করিয়া যে বস্তি প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে সিদ্ধবস্তি কহে। [বিশেষ বিবরণ বস্তি শব্দে দেখ।]

সিদ্ধবস্তু (ক্লী) সিদ্ধং বস্তু। পক্ব বস্তু, পাক করা জিনিস, পক্ব দ্রব্য।

সিদ্ধবাস (পুং) জনপদবিশেষ। (কথাস° ৩৬।১১৪)

সিদ্ধবিদ্যা (স্ত্রী) সিদ্ধা বিদ্যা। দশমহাবিদ্যা। কালী, তারা প্রভৃতি দশটী মহাবিদ্যাকে সিদ্ধবিদ্যা কহে।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (তন্ত্রসার)

[মহাবিদ্যা শব্দ দেখ]

সিদ্ধবীর্য্য (পুং) মুনিবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৭৪।৩৮)

সিদ্ধশাল্মলীকল্প, ধ্বজভঙ্গরোগনাশক ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—ভূমিকুষ্মাণ্ড, তালমূলী, আমলকী ও শ্বেত পুনর্ণবা প্রত্যেক সমভাগ, গন্ধক অর্দ্ধভাগ ও পারদ তাহার অর্দ্ধ (পারদ ও গন্ধকে কজ্জলী করিবে)। এই সমুদায় একত্র করিয়া শ্বেত সিমুলের মূলের রসে ও মহিষের দুগ্ধে যথাক্রমে ৭ বার ভাবনা দিয়া শুকাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৪ মাষা, অনুপান ঘৃত ও মধু। ঔষধ সেবনান্তে কিছু দুগ্ধ পান করা বিধেয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসম্বন্ধ (ত্রি) সিদ্ধার্থ। যাহা অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়াছে।

সিদ্ধসলিল (ক্লী) সিদ্ধং পক্বং সলিলং যত্র। কাঞ্জিক। (ত্রিকা°) ২ সিদ্ধজল, পক্বজল, উষ্ণজল।

সিদ্ধসাধন (ক্লী) সিদ্ধস্য সাধনং। সিদ্ধ বস্তুর সাধন, যাহা স্বতঃ সিদ্ধ তাহার সাধন। যে বস্তু সিদ্ধ আছে তাহার সাধন অর্থাৎ প্রমাণ করাকে সিদ্ধসাধন কহে। (পুং) সিদ্ধানাং সাধনমস্মাৎ। ২ গৌর সর্ষপ, শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°)

সিদ্ধসাধিত (ত্রি) সিদ্ধির উদ্দেশে কৃতসাধন। বিদ্যাবিশেষে সম্যক্জ্ঞানলাভার্থে অধ্যবসায় সহকারে যে সাধনা।

সিদ্ধসাধ্য (পুং) সিদ্ধাৎ সাধ্যঃ। মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, এই মন্ত্র দ্বিগুণ জপ করিলে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"সিদ্ধসিদ্ধো যথোক্তেন দ্বিগুণাৎ সিদ্ধসাধ্যকঃ।
সিদ্ধসুসিদ্ধোঽর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্॥" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধসিদ্ধ (পুং) মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র যথোক্ত বিধানে জপ করিলে সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মন্ত্রের যে জপ বিহিত হইয়াছে, সেই জপ করিলে উহা সিদ্ধ হইবে।

সিদ্ধসিন্ধু (স্ত্রী) সিদ্ধগণসেবিতা সিন্ধুঃ। গঙ্গা। (ত্রিকা°) সিদ্ধগণ সর্ব্বদা গঙ্গা জল সেবন করেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধসিন্ধু হইয়াছে।

সিদ্ধসুসিদ্ধ (পুং) সিদ্ধাৎ সুসিদ্ধঃ। মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র অর্দ্ধ জপ করিলে সিদ্ধি হয়। [সিদ্ধসাধ্য শব্দ দেখ]

সিদ্ধসূত, ধ্বজভঙ্গরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—জারিত মুক্তা, শোধিত পারদ, জারিত স্বর্ণ, জারিত রৌপ্য ও যবক্ষার প্রত্যেকে ১ তোলা মাত্রায় একত্র করিয়া রক্তোৎপল পত্রের রসে উত্তম রূপে মাড়িয়া উহার সহিত গন্ধক ১ তোলা মিশ্রিত করিয়া মাড়িবে। পরে পূর্ণচন্দ্র রস প্রস্তুত করিবার নিয়মানুসারে ৩ প্রহর পর্য্যন্ত উহা পাক করিবে। শীতল হইলে উহা বাহির করিয়া লইবে। ইহা ৫ রতি মাত্রায় সেবনীয়। তালমূলীর রস অথবা চিনি অনুপান। পথ্য—ঘৃত, দুগ্ধ, পারাবত ও তিত্তির মাংস প্রভৃতি। ইহা সেবনে শুক্র বৃদ্ধি হইয়া ধ্বজভঙ্গরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

সিদ্ধসেন (পুং) সিদ্ধা সেনা যস্য। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন জ্যোতির্বিদ্।

সিদ্ধসেন আচার্য্য, ব্যাখ্যালেশপ্রণেতা।

সিদ্ধসেনগণি, তত্ত্বার্থটীকারচয়িতা।

সিদ্ধসেবিত (পুং) সিদ্ধৈঃ সেবিতঃ। ১ বটুকভৈরব। সিদ্ধগণ

ইহাকে উপাসনা করেন, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধসেবিত। (ত্রি) ২ সিদ্ধজনোপাসিত, সিদ্ধ জন কর্ত্তৃক উপাসিত।

সিদ্ধস্থল (ক্লী) সিদ্ধস্থান, সিদ্ধক্ষেত্র।

সিদ্ধহেমকুমার (পুং) রাজভেদ। (হেমটীকা)

সিদ্ধহেমন্ (ক্লী) বিশুদ্ধ স্বর্ণ, খাটি সোনা।

সিদ্ধা (স্ত্রী) সিধ-ক্ত-টাপ্। ১ ঋদ্ধিনামৌষধ। (রাজনি°) ২ যোগিনীবিশেষ, অষ্ট যোগিনীর মধ্যে একটী যোগিনী, মঙ্গলা, পিঙ্গলা, ধন্যা, ভ্রামরী, ভদ্রিকা, উল্কা, সিদ্ধা ও সঙ্কটা এই অষ্ট যোগিনী।

সিদ্ধাঙ্গনা (স্ত্রী) সিদ্ধস্য অঙ্গনা। সিদ্ধদিগের স্ত্রী।

সিদ্ধাজ্ঞ (ত্রি) সিদ্ধা আজ্ঞা যস্য। সিদ্ধ আজ্ঞাবিশিষ্ট, সফলবাক্য, যে আদেশ করা হয়, তাহাই সফল হয়।

সিদ্ধাঞ্জন (ক্লী) অঞ্জনভেদ।

সিদ্ধাদেশ (পুং) সিদ্ধানামাদেশঃ। সিদ্ধদিগের আদেশ, সিদ্ধগণের আজ্ঞা। (ত্রি) সিদ্ধঃ আদেশো যস্য। ২ সফল বাক্য, যাহাদের আদেশ সিদ্ধ হয়।

সিদ্ধানন্দ, ভুবনেশ্বরীদণ্ডক নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ত (পুং) সিদ্ধঃ অন্তো যস্মাৎ। পূর্ব্ব পক্ষের নিরাস করিয়া সিদ্ধ পক্ষের স্থাপন। পরীক্ষকগণ বহুবিধ পরীক্ষা এবং হেতু দ্বারা সাধন করিয়া যে নির্ণয় করেন, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। পর্য্যায়—রাদ্ধান্ত। (অমর) কোন পক্ষের প্রমাণাদি দ্বারা নিশ্চয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি যে ষোড়শ পদার্থ কথিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে সিদ্ধান্ত ষষ্ঠ। ইহার লক্ষণ—

"তন্ত্রাধিকরণাভ্যুপগমস্থিতিঃ সিদ্ধান্তঃ।" (ন্যায়দ° ১।১।২৬)

'তন্ত্রং শাস্ত্রং তদেবাধিকরণং জ্ঞাপকতয়া যস্য যাদৃশস্য যোঽভ্যুপগমস্তস্য সমীচীনতয়া স্থিতিঃ শাস্ত্রার্থনিশ্চয়ঃ সিদ্ধান্তঃ' (ভাষ্য)

শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে যাহা অসংশয়রূপে নির্ণয় করা হয়, তাহাকে সিদ্ধান্ত কহে। ন্যায়দর্শনে ইহার বিষয় বিশেষ ভাবে আলোচিত হইয়াছে, আমরা অতি সংক্ষেপে ইহার আলোচনা করিলাম। কোন অনিশ্চিত বিষয়ে শাস্ত্রাদিপ্রমাণ দ্বারা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রানুরূপ নির্ণয় করাকে সিদ্ধান্ত কহে। কি করিলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়, এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দুঃখের কারণ কি, কোন উপায় অবলম্বন করিলে ঐ কারণের নিবৃত্তি হয়, ইত্যাদি শাস্ত্রানুসারে পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত হইল যে অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি হইলে দুঃখ নিবৃত্তি হয়। ইহাই সিদ্ধান্ত। 'অভ্যুপগমস্থিতিসিদ্ধান্তঃ', অভ্যুপগম শব্দের অর্থ স্বীকার বা নিশ্চয়, অতএব কোন অর্থের নিশ্চয়ের নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত আবার চারি প্রকার, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—তন্ত্র শব্দের অর্থ শাস্ত্র, স্বশাস্ত্রসিদ্ধ এবং অন্য সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ যে সিদ্ধান্ত তাহার নাম সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, যে শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধান্ত করা হইবে, প্রথমে সেই শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধ হইবে, এবং অন্য সকল শাস্ত্রের সহিত তাহার অবিরোধ হইবে, তাহাকেই সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে। যথা চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, রূপাদি ইন্দ্রিয়ার্থ ও প্রমাণ দ্বারা অর্থ গ্রহণ, এই সকল সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অর্থাৎ এই সিদ্ধান্তে কাহারও সহিত বিরোধ নাই, সকল শাস্ত্রানুসারেই ইহা প্রমাণিত হয়, এই জন্য ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত।

প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত,—যে সিদ্ধান্ত সমান তন্ত্রসিদ্ধ, পরতন্ত্র সিদ্ধ নহে, অথবা যে সিদ্ধান্ত স্ব স্ব শাস্ত্রসিদ্ধ, তাহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত অসতের উৎপত্তি নাই, সতের বিনাশ নাই, আত্মার কোন গুণ নাই, ইহা সাংখ্য শাস্ত্রে সিদ্ধান্তিত হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সকলে স্বীকার করেন না, সমানতন্ত্র অর্থাৎ পাতঞ্জলদর্শনে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু পরতন্ত্র ন্যায়শাস্ত্রে ইহা সিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং এই স্থলে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত হইল। অসৎ বস্তুর উৎপত্তি হয়। উৎপন্ন বস্তুর বিনাশ হয়, আত্মার কতক গুণ আছে, ন্যায়দর্শনে ইহা সিদ্ধান্ত হইয়াছে, প্রতিতন্ত্র বৈশেষিক দর্শনে ইহা সমর্থিত হইয়াছে। ইহা ন্যায়দর্শনসিদ্ধ, কিন্তু সাংখ্যদর্শনে ইহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। এইরূপ এক শাস্ত্রে যাহা সিদ্ধান্ত হইবে, অপর শাস্ত্রে তাহা যদি সিদ্ধান্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত কহে।

অধিকরণ সিদ্ধান্ত—যে অর্থের সিদ্ধি হইলে আনুষঙ্গিকরূপে অপর অর্থও সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ যে অর্থ সিদ্ধি ভিন্ন যে অর্থ সিদ্ধ হয় না, তাহার নাম অধিকরণসিদ্ধান্ত। ইহার দৃষ্টান্ত—যাহা আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, তাহাই এখন স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ শত শত অনুভব লোকপ্রসিদ্ধ। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ। কারণ ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে এক আত্মার দর্শন ও স্পর্শন অসম্ভব। কেননা দর্শন চক্ষুরিন্দ্রিয়সাধ্য, এবং স্পর্শন ত্বগিন্দ্রিয়সাধ্য। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের স্পর্শ করিবার ক্ষমতা নাই, ত্বগিন্দ্রিয়ের দর্শনের ক্ষমতা নাই। তাহা হইলে ইহাতে সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে, ত্বগিন্দ্রিয়ও আত্মা নহে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা দর্শনের এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শনের কর্ত্তা আত্মা চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ত্বগিন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হওয়াতে আনুষঙ্গিক রূপে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে, চক্ষু ও ত্বগাদি ইন্দ্রিয় এক নহে, নানা ইন্দ্রিয় সকল নিয়ত বিষয় ও তাহারা জ্ঞাতা নহে, ইহারা জ্ঞাতার জ্ঞানের সাধন, অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা জ্ঞাতার জ্ঞান হইয়া থাকে, দর্শনাদি জ্ঞান হইতেছে বলিয়া তত্তদ্ জ্ঞানের সাধন ইন্দ্রিয় সকল অনুমেয়, এবং গন্ধাদি গুণের অধিকরণ দ্রব্য, গন্ধাদি গুণমাত্র

নহে। গন্ধাদিগুণ হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন পদার্থ। ইহাই অধিকরণ সিদ্ধান্ত; যে স্থলে এইরূপ সিদ্ধান্ত হইবে, তথায় অধিকরণসিদ্ধান্ত হইয়া থাকে।

অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত—প্রতিবাদী যাহা বলিয়াছে, তাহা সঙ্গত কি অসঙ্গত, প্রমাণসিদ্ধ বা অপ্রমাণিত ইত্যাদি কোনরূপ বিচার না করিয়াই তাহা স্বীকার করিয়া লইয়া ঐ বিষয়সংক্রান্ত কোন বিশেষ'ধর্ম্মাদির বিচার করার নাম অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। অর্থাৎ প্রতিবাদীর কথা যুক্তিযুক্তই হউক বা নিতান্ত অযুক্তই হউক তাহা মানিয়া লইয়া প্রকারান্তরে প্রতিবাদীকে পরাজিত করিবার অভিপ্রায়ে তদ্গত বিষয়ের পরীক্ষাই অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে, মীমাংসকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, শব্দ দ্রব্যপদার্থ ও নিত্য। নৈয়ায়িকগণ ইহাতে বলেন যে শব্দ গুণপদার্থ ও অনিত্য। ইহাতে যদি নৈয়ায়িক শব্দের দ্রব্যত্ব মানিয়া লইয়া শব্দ নিত্য কি অনিত্য এই বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি গর্ব্বের সহিত মীমাংসকদিগকে পরাজিত করিয়া শব্দের অনিত্যত্ব সংস্থাপন করেন। ইহাতে ভাষ্যকার বলেন যে, নিজের অতিশয় বুদ্ধিমত্তা প্রখ্যাপনের জন্য এবং প্রতিবাদীর বুদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগমসিদ্ধান্তের অবতারণা হইয়া থাকে। কারণ তুমি যাহা বলিলে, তাহাই মানিয়া লইলাম। কিন্তু তথাপি তোমার মত টিকিতে পারে না, যেহেতু তাহাতে আরও কতকগুলি দোষ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, প্রতিবাদীর সিদ্ধান্ত মানিয়া লইয়া সেই সিদ্ধান্ত সম্বন্ধীয় কতক গুলির দোষ প্রদর্শন করিয়া উহা খণ্ডন করিলে এই সিদ্ধান্ত হয়। ইহার নামও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। (ন্যায়দর্শন)

চরকের বিমানস্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে—

"অথ সিদ্ধান্তঃ। সিদ্ধান্তো নাম যঃ পরীক্ষকৈ র্বহুবিধং পরীক্ষ্য হেতুভিঃ সাধয়িত্বা স্থাপ্যতে নির্ণয়ঃ স সিদ্ধান্তঃ, সচোক্তশ্চতুর্ব্বিধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ, অধিকরণসিদ্ধান্তঃ অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ইতি।" (চরক বিমানস্থান' ৮ অ)

পরীক্ষকগণ বহুবিধ অর্থ পরীক্ষা করিয়া এবং হেতুসমূহ দ্বারা সাধন করিয়া যে বিষয় নির্ণয় করেন, তাহারই নাম সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত চারি প্রকার সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত। প্রতিবাদীর উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে। বাদী হেতু প্রভৃতি দ্বারা স্বপক্ষ স্থাপন করিলে, প্রতিবাদী তাহার উত্তর দিবেন। এই উত্তরের পর তবে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা বাদিকর্ত্তৃক হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কর্ত্তৃক কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, অথবা কার্য্যের বৈধর্ম্ম্য দ্বারা হেতু উপদিষ্ট হইলে তদ্বিষয়ে প্রতিবাদিকর্ত্তৃক কার্য্যের সাধর্ম্ম্য দ্বারা যে হেতুর উক্তি, তাহাই উত্তর। এইরূপ উত্তরের পর সিদ্ধান্ত করা আবশ্যক।

প্রধান প্রধান সকল তন্ত্রেই যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন রোগের নিদান, রোগসমূহ ও সাধ্যরোগের চিকিৎসা সকল আয়ুর্ব্বেদতন্ত্রেই প্রসিদ্ধ, ইহা সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। প্রধান প্রধান এক এক তন্ত্রে যাহা যাহা প্রসিদ্ধ, তাহা প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যেমন কোন তন্ত্রে রস ৮ প্রকার, কোন তন্ত্রে ৬ প্রকার। যেমন রোগসকল কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত এবং কোন তন্ত্রে বাতাদিকৃত ও ভূতাদিকৃত, ইহাই প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত। যে অধিকরণ প্রস্তূয়মান হইলে অন্যান্য অধিকরণ সিদ্ধ হইয়া থাকে, তাহাকে অধিকরণসিদ্ধান্ত কহে। নিস্পৃহত্ব হেতু মুক্ত পুরুষ আনুষঙ্গিক কর্ম্ম করেন না, এই বিষয় বলাতেই সিদ্ধ হইল যে, এক কর্ম্মফল দ্বারাই প্রেত্যভাব অর্থাৎ পরজন্ম হয়। আত্মবুদ্ধির আতিশয্য খ্যাপনের জন্য এবং পরবুদ্ধির অবজ্ঞানার্থ বাদী বাদকালে যে অসিদ্ধ, অপরীক্ষিত, অনুপদিষ্ট বা অহেতুক বিষয় বলিতে প্রবৃত্ত হন, তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম প্রভৃতিকে প্রধানরূপে ব্যাখ্যা করিবে, অথচ ইহারা কেন যে প্রধান তাহার হেতু নির্দ্দেশ করিবে না। এইরূপে যে অসিদ্ধাদি বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাহাকে অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত কহে। (চরক বিমানস্থা° ৮অ°)

৩ নববিধ জ্যোতির্গ্রন্থ, যথা ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, সূর্য্যসিদ্ধান্ত, সোমসিদ্ধান্ত, বৃহস্পতিসিদ্ধান্ত, গর্গসিদ্ধান্ত, নারদসিদ্ধান্ত, পরাশরসিদ্ধান্ত, পুলস্ত্যসিদ্ধান্ত ও বশিষ্ঠসিদ্ধান্ত।

সিদ্ধান্তপঞ্চানন (পুং) বাক্যতত্ত্ব নামক দীধিতি ও পদার্থতত্ত্বালোক নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য, সংক্রান্তিকৌমুদীপ্রণেতা।

সিদ্ধান্তবাগীশভট্টাচার্য্য, কারকচক্র বা ষট্কারকবিবেচনপ্রণেতা। ইহার নাম ভবানন্দ।

সিদ্ধান্ত বাচস্পতি, শুদ্ধিমকরন্দ প্রণেতা।

সিদ্ধান্তাচার (পুং) সিদ্ধান্তো যত্র, তাদৃশ আচারঃ। তান্ত্রিক আচারবিশেষ। আপনাকে দেবতা বিবেচনা করিয়া মনে মনে যিনি দেবী শক্তির ভজনা করেন, তাদৃশ যে আচার তাহাকে সিদ্ধান্তাচার কহে।

"আত্মানং দেবতাং মত্বা যজেদ্দেবীঞ্চ মানসৈঃ।
সদা শুদ্ধঃ সদা শান্তঃ সিদ্ধান্তাচার উচ্যতে॥" (আচারভেদতন্ত্র)

সিদ্ধান্তিত (ত্রি) সিদ্ধান্ত তারকাদিত্বাদিতচ্। যাহা সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, মীমাংসিত, নির্ণীত।

সিদ্ধান্তিন্ (ত্রি) সিদ্ধান্তোহস্ত্যস্যেতি ইন্। ১ সিদ্ধান্তকারী, মীমাংসক। ২ আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্রভাষ্যপ্রণেতা।

সিদ্ধান্ন (ক্লী) সিদ্ধং অন্নং। পকান্ন, ভাত, পক্ক দ্রব্য। দেবতাকে পকান্ন নিবেদন করিতে হইলে সিদ্ধান্ন বলিয়া উল্লেখ করিতে হয়।

সিদ্ধাপগা (স্ত্রী) সিদ্ধসেবিতা আপগা। গঙ্গা। (হেম)

সিদ্ধাম্বা (স্ত্রী) সিদ্ধানাং অম্বা। দুর্গা।

সিদ্ধায়িকা (স্ত্রী) চতুর্বিংশতি বুদ্ধশাসন দেবতার অন্তর্গত দেবীবিশেষ।

সিদ্ধারি (পুং) মন্ত্রবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে, এই সিদ্ধারি মন্ত্র জপ করিলে বান্ধব বিনষ্ট হয়, সুতরাং এই মন্ত্র গ্রহণ করিবে না।

"সিদ্ধস্তুসিদ্ধোহর্দ্ধজপাৎ সিদ্ধারির্হন্তি বান্ধবান্।" (তন্ত্রসার)

সিদ্ধার্থ (পুং) সিদ্ধোহর্থো যস্য। ১ বুদ্ধার্হৎপিতা। (হেম) ২ শাক্যসিংহ। ৩ একজন প্রধান কবি। (মেদিনী) সিদ্ধোহর্থো যস্মাং। ৪ শ্বেত সর্ষপ। (অমর) ৫ বটীবৃক্ষ। (রাজনি°) ৬ প্রসিদ্ধার্থ, প্রসিদ্ধ অর্থবিশিষ্ট।

"সিদ্ধার্থং নিত্যসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে।
গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ সপ্রয়োজনঃ॥" (ব্যাকরণটীকা)

সিদ্ধার্থক (পুং) সিদ্ধার্থ-কন্। সিদ্ধার্থ শব্দার্থ। স্বনামখ্যাত সর্ষপ, শ্বেত সরিষা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতরক্তঘ্ন, গ্রহ-দোষ ও ত্বগ্‌দোষনাশক, রুচিকর, বিষ, ভূত ও ব্রণনাশক।

সিদ্ধার্থমতি (পুং) সিদ্ধার্থে মতি র্যস্য। বোধিসত্ত্বভেদ।

সিদ্ধার্থা (স্ত্রী) সিদ্ধোহর্থো যস্যাঃ। চতুর্থ জিনমাতা। (হেম)

সিদ্ধাশ্রম (পুং) সিদ্ধানাং আশ্রমঃ। সিদ্ধদিগের আশ্রম। মুক্ত পুরুষগণ যে আশ্রমে অবস্থান করেন।

সিদ্ধাসন (ক্লী) সিদ্ধং আসনং। আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া যোগাভ্যাস করিলে অচিরে যোগসিদ্ধ হইয়া থাকে।

সিদ্ধি (স্ত্রী) সিধ্-ক্তিন্। ভগবতী দুর্গা।

"সাধনাৎ সিদ্ধিরিত্যুক্তা সাধকা বাথ ঈশ্বরী।" (দেবীপু° ৪৫ অঃ)

২ ঋদ্ধিনামৌষধ। (অমর) ৩ যোগবিশেষ। ৪ নিষ্পত্তি। ৫ পাদুকা। ৬ অন্তর্দ্ধি। ৭ বৃদ্ধি। (মেদিনী) ৮ মোক্ষ। (হেম) ৯ সম্পত্তি। (ধরণি) ১০ বুদ্ধি। (শব্দরত্ন) ১১ সাফল্য, সফলতা। ১২ সাধ্যসাধনজ্ঞান। (চরক সূ ১ অ) ১৩ প্রশমনোপায়। (বাভট কল্পস্থা ৬ অ°)

সাধনা দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধি র্ভবতি তাদৃশী।" (যোগশাস্ত্র)

যে প্রকার ভাবনা করা হয়, সেই প্রকারই সিদ্ধি হইয়া থাকে। অণিমাদি অষ্ট সিদ্ধি। অষ্টাদশ প্রভৃতি ভেদে সিদ্ধি বহু প্রকার আছে।

অণিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাবসায়িত্ব এই অষ্টসিদ্ধি। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির উল্লেখ আছে। পূর্ব্বোক্ত অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি, সর্ব্বজ্ঞত্ব, দূরশ্রবণ, পরকায়প্রবেশন, বাক্‌সিদ্ধি, কল্পবৃক্ষত্ব, কল্পবৃক্ষের নিকট যেমন যাহা প্রার্থনা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ হয়, তদ্রূপ যাঁহারা এই সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট যাহা প্রার্থনা করা যায়, তাহাই লাভ হয়। সৃষ্টিসংহার এবং সৃষ্টি করিতে ক্ষমতা, ও অমরত্বলাভ এই অষ্টাদশ প্রকার সিদ্ধির অন্তর্গত।

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৬ অঃ)

পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে—

"জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ।" (পাতঞ্জলদ° ১।১)

"দেহান্তরিতা জন্মনা সিদ্ধিঃ, ঔষধিভিঃ অসুরভবনেষু রসায়নেনেত্যেবমাদি, মন্ত্রৈঃ আকাশগমনাণিমাদিলাভঃ, তপসা সঙ্কল্পসিদ্ধিঃ কামরূপী যত্র তত্র কামগ ইত্যেবমাদি' (ব্যাসভাষ্য)

শরীর, ইন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণের অলৌকিক শক্তিলাভের নাম সিদ্ধি। এই সিদ্ধি পাঁচ প্রকার, জন্মজা, ঔষধিজা, মন্ত্রজা, তপোজা ও সমাধিজা। জন্ম মাত্রেই উৎপন্ন, ঔষধিপ্রভাবে জাত, মন্ত্র প্রভাবে জায়মান, তপস্যা প্রভাবে উৎপন্ন বা সমাধি হইতে লব্ধ। যে সিদ্ধি দেহান্তরিত অর্থাৎ অন্য দেহে প্রকাশ পায়, তাহাকে জন্ম সিদ্ধি কহে। যেখানে দেখা যায়, জন্ম লাভ করিয়াই কোন অলৌকিক সিদ্ধি লাভ হইয়াছে, তাহা দেহান্তরিত সিদ্ধি। যে দেহে সিদ্ধির উপায় সংযম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অথচ সিদ্ধি সেই দেহে প্রকাশ পায় নাই, সে দেহে হইতেও পারে না, যেমন মনুষ্য দেহে সংযম অভ্যাস করিয়া মরণান্তর দেবদেহ পাওয়াই অণিমাদি সিদ্ধি, যেমন পক্ষিগণের আকাশগমনরূপ সিদ্ধি, মানবগণ কোনও কারণে দৈত্যভবনে গমন করিয়া অসুরকন্যাগণপ্রদত্ত রসায়ন সেবন করিয়া শরীরের অজর ও অমরভাব এবং অন্যান্য নানাবিধ সিদ্ধিলাভ করে, তাহাকে ঔষধিজা সিদ্ধি কহে। অসুরভবন ভিন্নও এই সিদ্ধিলাভ হইতে পারে। মাণ্ডব্যমুনি রসায়ন সেবন করিয়া এই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তপস্যা দ্বারা সঙ্কল্পসিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছাপূরণ হয়, কামরূপী ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ করিয়া যেখানে সেখানে গমন করিতে পারে, এইটী তপঃসিদ্ধি।

সিদ্ধচিত্ত সমুদায়ের মধ্যে কোন চিত্ত মুক্তিলাভ করে, তাহা দেখাইবার জন্য পাঁচ প্রকার সিদ্ধি উক্ত হইয়াছে। যদিও সমস্ত সিদ্ধির মূল কারণ সংযম, তথাপি যেরূপ সিদ্ধির সাক্ষাৎ কারণ সংযম, তাহাকেই সংযমসিদ্ধি বলা হইয়াছে। অন্যগুলি যাহা কালান্তরে বা অন্যকে অবলম্বন করিয়া হয়, তাহাই জন্মাদি সিদ্ধি। ফলকথা এই যে সকল সিদ্ধির মূলেই সমাধি থাকা আবশ্যক।

রাজকুমার নন্দীশ্বর না মরিয়াই উগ্র তপঃপ্রভাবে দেবশরীর লাভ করেন। রাজা নহুষ শাপবশে সর্পশরীর ধারণ করেন,

যোগিগণ সিদ্ধিপ্রভাবে বহু শরীর ধারণ করেন। ইত্যাদি সকলই সিদ্ধির ফল। ঐশ্বর্য্যশালী যোগী এক হইয়াও সিদ্ধিপ্রভাবে অনেক হইয়া থাকেন, এবং অনেক হইয়াও পুনরায় এক হইতে পারেন। তাঁহার এক চিত্ত হইতে অনেক চিত্ত জন্মে। যোগীশ্বর আপনার শরীর একরূপ, দুইরূপে বা বহুরূপে সৃষ্টি করেন, শরীরের বিকার করিতে পারেন। উক্ত যোগী কোন কোন শরীরের দ্বারা শব্দাদি বিষয় উপভোগ ও কোন শরীরের দ্বারা উগ্র তপস্যা করেন। সূর্য্য যেরূপ রশ্মিগণের প্রতিসংহার করেন, তদ্রূপ যোগীশ্বরও শরীর সকল প্রতিসংহার করিয়া থাকেন।

"একস্থ প্রভুশক্ত্যা বৈ বহুধা ভবতীশ্বরঃ।
ভূত্বা যস্মাত্তু বহুধা ভবত্যেকঃ পুনস্ততঃ ॥
তস্মাচ্চ মনসো ভেদা জায়ন্তে চৈত এবহি।
একধা স দ্বিধা চৈব ত্রিধা চ বহুধা পুনঃ ॥
যোগীশ্বরঃ শরীরাণি করোতি বিকরোতি চ।
প্রাপ্নুযাদ্ বিষয়ান্ কৈশ্চিৎ কৈশ্চিদুগ্রং তপশ্চরেৎ ॥
সংহরেচ্চ পুনস্তানি সূর্য্যো রশ্মিগণানিব ॥" (যোগভাষ্য ধৃত)

জন্মজ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার সিদ্ধি অভিহিত হইয়াছে, সুতরাং সিদ্ধচিত্তও পাঁচ প্রকার। এই পাঁচ প্রকার সিদ্ধির মধ্যে সমাধিজ সিদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই সিদ্ধি হইতেই ক্রমে মুক্তি হয়, সমাধি জন্য সিদ্ধি জন্মিলে চিত্তে আশয় অর্থাৎ সংস্কার জন্মে না, অদৃষ্ট জন্মিতেও অদৃষ্টের অপেক্ষা করে, জন্য মাত্রের প্রতি অদৃষ্টই কারণ, আত্মজ্ঞ যোগীর প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্ম নষ্ট হয়, রাগাদি পূর্ব্বক প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং অভিনব ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পারে না, ভোগের দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হয়, সমাধিজ সিদ্ধি দ্বারা প্রারব্ধে অতিরিক্ত সঞ্চিত কর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়াছে, পুনর্ব্বার জন্ম হইবে, এরূপ উপায় নাই, কারণ জন্মের কারণ ধর্ম্মাধর্ম্ম জন্মিতে পারিতেছে না, এইরূপ হইলে তখন সমাধি জন্য সিদ্ধিতে মুক্তিলাভ হওয়া থাকে। সুতরাং সমাধিজ সিদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অন্যান্য সিদ্ধিতে নানা প্রকার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মে কিন্তু সমাধিজ সিদ্ধি না হইলে দুঃখের অত্যন্ত নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হয় না।

সংযম হইতে প্রথমে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে অনেক অলৌকিক শক্তিলাভ হয়। কোন কোন সিদ্ধিতে কিরূপ শক্তি জন্মে তাহার বিষয় পাতঞ্জলদর্শনের বিভূতিপাদে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহা আলোচিত হইল। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই তিনটীর সাধারণ নাম সংযম, যোগী সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে প্রথমে ধারণা, তৎপরে ধ্যান এবং এই ধ্যানই গাঢ় হইলে সমাধি হয়, এই সমাধি হইতে নানা প্রকার সিদ্ধি হয়, এই সকল সিদ্ধিলাভ করিয়া পুনরায় দৃঢ়তমরূপে সমাধি অভ্যাস না করিলে তাহাদের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিরূপ মুক্তি হয় না, সিদ্ধিসকল সম্প্রজ্ঞাত সমাধিরই ফল।

চিত্তের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধারাসমূহকে একত্র সংযত করিলে তাহার শক্তিবিশেষের প্রাদুর্ভাব হয়। বর্ষাকালে নদীর চারিদিকের প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া একটী ধারা প্রবাহিত রাখিলে তাহাতে যেমন বিষম বেগ হয়, তদ্রূপ নানা বিষয় হইতে চিত্তবৃত্তি প্রতিনিবৃত্ত করিয়া একটী বিষয়ে রাখিতে পারিলে তাহাতে এমন একটী অপূর্ব্ব শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় যে, তাহার প্রভাবে সমস্তই সিদ্ধ হইতে পারে। একেবারে রুদ্ধ করিয়া নদীর বেগ ছাড়িয়া দিলে যেমন আরও অতিরিক্ত বেগ জন্মে, তদ্রূপ সমস্ত চিত্তবৃত্তি রোধ করিয়া তাদৃশ পরিশুদ্ধ চিত্তকে বিষয়ে বিষয়ে অবস্থাপিত করিলে তাহাতেও অত্যধিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপ শক্তি লাভ করাকেই সিদ্ধি কহে।

যে যোগী সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যানও সমাধি এই তিনটী জয় করিতে পারেন, অর্থাৎ ইচ্ছা মাত্রে এই তিনটীকে সংযত করিতে পারেন, তাঁহার প্রজ্ঞালোক অর্থাৎ সম্পূর্ণজ্ঞানশক্তির পূর্ণবিকাশ হয়।

ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা এই তিনটী চিত্তের পরিণাম, এই ত্রিবিধ পরিণামে চিত্ত সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই সমস্তই জানিতে পারা যায়। এই সিদ্ধি দ্বারা ত্রিকালজ্ঞ হওয়া যায়। অনুভব ও অবিদ্যাদিজন্য সংস্কার এবং কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সংস্কার এই উভয়বিধ সংস্কারে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে স্বকীয় বা পরকীয় ব্যক্তির পূর্ব্ব পূর্ব্বজন্ম পরিজ্ঞান হয়। যোগীদেহের রূপে সংযম করিলে তাহাতে যে সিদ্ধি হয়, সেই সিদ্ধি বলে রূপ চক্ষুর দ্বারা গৃহীত এবং শক্তির প্রতিবন্ধ হয়, গ্রাহ্য শক্তির প্রতিবন্ধক হইলে পরকীয় চাক্ষুষ জ্ঞানের বিষয় হয় না, এইরূপে অন্তর্ধ্যানসিদ্ধি হয়। নৈষধকাব্যে নলের যে অন্তর্দ্ধান বর্ণিত আছে, তাহা এই সিদ্ধিরই ফল। এই অন্তর্ধান সিদ্ধি হইলে অপরে তাহাকে দেখিতে পাইবে না, এবং তিনি সকলকেই দেখিতে পাইবেন।

সূর্য্যে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহা দ্বারা চতুর্দ্দশ ভুবনের জ্ঞানও চন্দ্রে সংযম করিলে তারাব্যূহের জ্ঞান হয়। সূর্য্যের আলোকে তারাগণ অভিভূত থাকায়, সূর্য্যে সংযম দ্বারা তারাগণের বিশেষ জ্ঞান হয় না, ধ্রুবনক্ষত্রে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তারাগণের গতি জানা যায়। এই সকল সিদ্ধি বাহ্য সিদ্ধি।

আধ্যাত্মিক সিদ্ধি—শরীরের মধ্যস্থলে নাভিচক্র অবস্থিত, এই নাভিচক্রে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহার ফলে কায়ব্যূহ অর্থাৎ দেহান্তর্গত সমস্ত পদার্থের সম্যক্ জ্ঞান হয়। কণ্ঠকূপে

চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি, কূর্ম্মনাড়ীতে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তের স্থিরতা, মূর্দ্ধজ্যোতিতে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে অন্তরীক্ষবাসী সিদ্ধগণের প্রত্যক্ষ, হৃদয়ে চিত্তসংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে চিত্তসংবিৎ অর্থাৎ চিত্তজ্ঞান জন্মে।

মুমুক্ষু যোগীর পক্ষে এই সকল সিদ্ধি উপসর্গ অর্থাৎ অনিষ্টকারক। কারণ উহা আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। সাধারণে ইহা লাভ করিতে পারিলে কৃতকৃতার্থ হন, কিন্তু মুমুক্ষু ইহাতে কথনই সন্তুষ্ট হন না, তিনি আরও কঠোরতম সংযম সাধন করিয়া থাকেন।

চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল, একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, ধর্ম্মাধর্ম্ম বশতঃই চিত্তের শরীরে বন্ধ হয়, সংযম দ্বারা সেই বন্ধন শিথিল হইলে যে সিদ্ধি হয়, এবং যে যে নাড়ী দ্বারা চিত্তের গমনাগমন হয়, সংযম দ্বারা তাহার জ্ঞান হইলে জীবিত বা মৃতের শরীরে চিত্তের প্রবেশ হইতে পারে। সংযম দ্বারা উদান বায়ুকে জয় করিতে পারিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনত্যাগ করিবার শক্তি জন্মে। সমান বায়ুকে জয় করিলে অগ্নিতুল্য তেজস্বী। আকাশে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে আকাশগমনে শক্তি জন্মে। সমস্তভূতে সংযম করিলে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি এবং কায়সম্পৎ জন্মে, ও ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতগণ দ্বারা তাহার শরীরের অভিঘাত হয় না। অগ্নিতে দগ্ধ, জলে ডোবা ইত্যাদি হয় না, সুন্দররূপ, শরীরের মাধুর্য্য, অতিশয় বীর্য্য ও বজ্রের ন্যায় দৃঢ় শরীর এই সকলকে কায়সম্পৎ কহে। ইন্দ্রিয়ে চিত্তসংযম করিলে মনোজবিত্ব সিদ্ধি হয়। যাহা হইতে অধিক হইতে পারে না, দেহের এরূপ শীঘ্রগতিকে মনোজবিত্ব কহে। স্থূল শরীরকে অপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছানুসারে অতি দূরদেশস্থ ও বহুকালীন অতীতাদি বিষয় আকারে ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিলাভের নাম বিকরণ ভাব, প্রকৃতি ও তৎকার্য্যবর্গকে আপনার অধীন করার নাম প্রধান জয়। এই তিনটী সিদ্ধির নাম মধুপ্রতীকা। মধুর যেমন সমস্ত অবয়বে অমৃত রস, এই সিদ্ধিরও তদ্রূপ বলিয়া ইহার এই নাম হইয়াছে।

পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে যে দেবর্ষি নারদ ক্ষণমাত্রে চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমন করেন, তাহা এই সিদ্ধির ফল। মন যেরূপ অপ্রতিবন্ধে ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত জগৎ চিন্তা করিতে সমর্থ, তদ্রূপ শরীরের স্বচ্ছন্দগমন হয়। প্রধান জয় অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে প্রকৃতির পরিচালনা করিতে পারিলে সর্ব্বেশ্বরত্ব লাভ হয়। বুদ্ধি পৃথক্ ও পুরুষ পৃথক্ এই বিবেকজ্ঞানে সংযম করিলে যে সিদ্ধি হয়, তাহাতে তিনি সর্ব্বনিয়ামক ও সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন।

এই যে সকল সিদ্ধি কথিত হইয়াছে, ইহাতে উক্ত সকল অলৌকিক শক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহাতে যিনি কৃতকৃতার্থ হন, তাহার মুক্তি হয় না। এই সকল সিদ্ধিতেও যিনি সংযম ত্যাগ না করিয়া বিবেকখ্যাতিবিষয়ে সংযম করেন, তাহার অপবর্গ হইয়া থাকে। তখন পুরুষ আপনার স্বরূপে অবস্থান করে। বিবেকখ্যাতিই সকলের শ্রেষ্ঠ, কিন্তু পুরুষের স্বরূপে অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করিলে আর উহাতে বাঞ্ছা থাকে না, যাহাতে স্বরূপে অবস্থান হয়, তাহার প্রতি চেষ্টা হইয়া থাকে। এই চেষ্টার ফলেঃ দুঃখ নিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইয়া থাকে। (পাতঞ্জলদ°)

সাধক এই সকল সিদ্ধিবলে অনেক অলৌকিক কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যথাবিধি মন্ত্রাদির জপ প্রভৃতি কর্ম্ম করিলে সিদ্ধি হইয়া থাকে, এই সিদ্ধি হইলে সাধক যাহা ইচ্ছা করেন, তৎক্ষণাৎ তাহা করিতে সমর্থ হন। এই সিদ্ধি উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে তিন প্রকার, কোন উপায় অবলম্বন করিলে সিদ্ধি হয়, তাহা কালী তারা প্রভৃতি প্রকরণে বিশেষভাবে আলোচিত হইয়াছে। সাধক গুরুর উপদেশানুসারে সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন। গুরু উত্তর সাধক হইয়া কার্য্য করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। যাহার সিদ্ধিলাভ হইতে বিলম্ব হয়, তিনি মন্ত্রের ভ্রামণ প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করিবেন।

"মনোরথানামক্লেশসিদ্ধিরুত্তমলক্ষণং।
মৃত্যুনাং হরণং তদ্বদ্দেবতাদর্শনং তথা॥"
প্রয়োগে হস্তাক্লেশসিদ্ধি সিদ্ধেস্তু লক্ষণং পরং॥" (তন্ত্রসার)

[সিদ্ধ শব্দ দেখ।]

তন্ত্রসারে সিদ্ধি ও সিদ্ধির উপায় প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে এই স্থলে আর উল্লিখিত হইল না।

সিদ্ধি (দেশজ) স্বনামখ্যাত মাদক দ্রব্য বিশেষ, ভঙ্গা, ভাঙ্। ইহার সংস্কৃত নাম বিজয়া, গুণ কটু, কষায়, উষ্ণ, তিক্ত, বাত ও কফনাশক, সংগ্রাহী, বাক্‌প্রদ, বলকারক, মেধাকর ও অতিশয় কোষ্ঠাগ্নিবর্দ্ধক। [বিজয়াশব্দ দেখ]

সিদ্ধিকর (ত্রি) করোতীতি কৃ-ট, সিদ্ধেঃ করঃ। সিদ্ধিকারক, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিকারক (ত্রি) সিদ্ধিকারী, যিনি সিদ্ধি করেন।

সিদ্ধিক্ষেত্র (ক্লী) সিদ্ধেঃ ক্ষেত্রং। সিদ্ধিস্থান, সিদ্ধিক্ষেত্র, যে স্থানে সিদ্ধিলাভ হয়।

সিদ্ধিচামুণ্ডাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধিজ্ঞান (ক্লী) সিদ্ধিবিষয়ক জ্ঞান, প্রকৃত জ্ঞান।

সিদ্ধিদ (পুং) সিদ্ধিং দদাতীতি দা-ক। ১ বটুক ভৈরব। (ত্রি) ২ সিদ্ধিদাতা মাত্র, যিনি সিদ্ধি প্রদান করেন।

সিদ্ধিদাতৃ (ত্রি) সিদ্ধিদানকারী, সিদ্ধিদ। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সিদ্ধিদাত্রী দুর্গা।

সিদ্ধিবীজ (ক্লী) সিদ্ধের্বীজং কারণং। সিদ্ধির কারণ।

সিদ্ধিভূমি (স্ত্রী) সাংখ্যজ্ঞানপ্রবর্ত্তক। 'সিদ্ধিঃ সাংখ্যজ্ঞানং তস্যা-ভূমিঃ ক্ষেত্রং প্রবর্ত্তকং'

সিদ্ধিমৎ (ত্রি) সিদ্ধি অস্ত্যর্থে মতুপ্। সিদ্ধিবিশিষ্ট, যাহারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

সিদ্ধিমন্ত্র (পুং) সিদ্ধমন্ত্র।

সিদ্ধিমন্বন্তর (ক্লী) জনপদভেদ।

সিদ্ধিমার্গ (পুং) মুক্তিমার্গ, মোক্ষপথ।

সিদ্ধিযাত্রিক (পুং) সিদ্ধির জন্য যাত্রাকারী, মুমুক্ষু।

সিদ্ধিযোগ (পুং) সিদ্ধের্যোগো যত্র। জ্যোতিষোক্ত তিথিবার-ঘটিত শুভ যোগবিশেষ। এই যোগ শুভ, ইহাতে যাত্রা করিলে সিদ্ধি হয়, এই জন্য ইহার নাম সিদ্ধিযোগ। প্রতিপদ, একাদশী ও ষষ্ঠী তিথির নাম নন্দা, শুক্রবারে এই নন্দা তিথি, বুধবারে ভদ্রা (দ্বিতীয়া, দ্বাদশী, ও সপ্তমী), শনিবারে রিক্তা (চতুর্থী, চতুর্দ্দশী ও নবমী), মঙ্গলবারে জয়া (তৃতীয়া, ত্রয়োদশী ও অষ্টমী) এবং বৃহস্পতিবারে পূর্ণা (পঞ্চমী, দশমী অমাবস্যা ও পূর্ণিমা) তিথি হইলে সিদ্ধিযোগ হয়।

"শুক্রে নন্দা বুধে ভদ্রা শনৌ রিক্তা কুজে জয়া।
গুরৌ পূর্ণা চ সংযুক্তা সিদ্ধিযোগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" (জ্যোতিঃসারসং)

যে দিন জ্যোতিষোক্ত অমৃতযোগ হয়, সেই দিনে যদি এই সিদ্ধিযোগ হয়, তাহা হইলে বিষযোগ হয়, অর্থাৎ সেই দিন অতি নিন্দিত, মধু ও সর্পি এই দুইই উত্তম, কিন্তু এই দুইটী যেমন একত্র মিশ্রিত হইলে বিষতুল্য অনিষ্টকারক হয়, তদ্রূপ সিদ্ধি ও অমৃত এই দুইটী একদিনে হইলে বিষযোগ হয়।

"অমৃতং সিদ্ধিযোগশ্চ যদ্যেকস্মিন্ দিনে ভবেৎ।
তদিন্দুনষ্ট ভবেদ্দুষ্টং মধুসর্পির্যথা বিষং॥" (জ্যোতিঃসারসং)

সিদ্ধিযোগিনী (স্ত্রী) সিদ্ধিপ্রিয়া যোগিনী। যোগিনীভেদ। তন্ত্র-শাস্ত্রে এই যোগিনীর পূজা ও সাধনপ্রণালীর বিষয় অভিহিত হইয়াছে।

"প্রণবাদ্যাশ্চ যা বিদ্যাঃ শূদ্রাদৌ ন সমীরিতাঃ।
অন্ত্যাক্ষৈব বিশেষো যৎ যোষিচ্চৈব মুপাসয়েৎ॥
ডাকিনী সা ভবত্যেব ডাকিনীভিঃ প্রজায়তে।
পতিহীনা পুত্রহীনা যথা স্যাৎ সিদ্ধযোগিনী॥" (তন্ত্রসার)

[যোগিনী শব্দ দেখ]

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে যে দক্ষের ৫০টী কন্যাকে সিদ্ধিঃ যোগিনী কহে। এই সকল যোগিনী সর্ব্বলোকমাতা, ইহাদের নাম যথা—সতী, জ্যোতি, স্মৃতি, সন্তুতি, সন্নতি, অরুন্ধতী, কীর্ত্তি, লক্ষ্মী, ধৃতি, মেধা, পুষ্টি, শ্রদ্ধা, ক্রিয়া, মতি, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, তুষ্টি, সিদ্ধি, রতি, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরু-ত্বতী, সঙ্কল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা, বিশ্বা, অদিতি, দিতি, দনু, কালা-দনা, আয়ুষা, সিংহিকা, সুরসা, কদ্রু, বিনতা, সুরভি, খসা, ক্রোধা, ইরা, ও প্রাধা।

"ক্রোধা ইরা চ প্রাধা চ দক্ষকন্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
পঞ্চাশৎ সিদ্ধযোগিন্যঃ সর্ব্বলোকস্য মাতরঃ॥" (অগ্নিপু°)

সিদ্ধিরাজ (পুং) ১ পর্ব্বতভেদ।

সিদ্ধিলী (স্ত্রী) সিদ্ধিং লাতীতি লা-ক ঙীষ্। ক্ষুদ্র পিপীলিকা, ক্ষুদে পিপড়া।

সিদ্ধিবাদ (পুং) জ্ঞানগোষ্ঠী। (নীলকণ্ঠ)

সিদ্ধিবিনায়ক (পুং) সিদ্ধিদাতা বিনায়কঃ। সিদ্ধিদাতা গণেশ, গণেশ সিদ্ধি দান করেন, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিদ্ধিবিনায়কব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। সিদ্ধিবিনায়কের উদ্দেশে এই ব্রত করিতে হয়।

সিদ্ধসাধক (পুং) ১ শ্বেত সর্ষপ। (রাজনি°) ২ দমনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°) (ত্রি) ৩ সিদ্ধির সাধনকারী।

সিদ্ধিসাধন (পুং) সিদ্ধিসাধক। (ক্লী) সিদ্ধির সাধন।

সিদ্ধিস্থান (ক্লী) সিদ্ধেঃ স্থানং। পুণ্য স্থানবিশেষ, সিদ্ধিক্ষেত্র। যে স্থানে সাধনা করিলে দেবতা প্রসন্ন হইয়া সিদ্ধি প্রদান করেন।

"অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি সিদ্ধিস্থানানি যানি তু।
যস্মিন্নারাধিতা দেবী ক্ষিপ্রং ভবতি সিদ্ধিদা॥" (দেবীপু°)

দেবীপুরাণে লিখিত আছে যে শতশৃঙ্গ, ত্রিকূট পর্ব্বত, বিন্ধ্য, গঙ্গা, রেবাতীর, পয়োষ্ণী, মণ্ডলেশ্বর প্রভৃতি স্থান সিদ্ধিস্থান, অর্থাৎ এই সকল স্থানে দেবীর আরাধনা করিলে অচিরে সিদ্ধি লাভ হয়। ২ চরকোক্ত স্থানভেদ। চরকে সিদ্ধিস্থানে কল্পনাসিদ্ধি, বস্তিসিদ্ধি, বস্তি বিরেচন ও ব্যাপৎসিদ্ধি, পঞ্চকর্ম্ম-সিদ্ধি, ফলমাত্রসিদ্ধি প্রভৃতি এবং তন্ত্রযুক্তির বিষয় বিশেষ ভাবে লিখিত হইয়াছে। ইহাই চরকের শেষ স্থান। (চরক)

সিদ্ধেশ্বর (পুং) সিদ্ধানামীশ্বরঃ। সিদ্ধগণের অধিপতি। (ভাগবত)

সিদ্ধেশ্বরী (স্ত্রী) সিদ্ধা ঈশ্বরী। দেবীবিশেষ। তন্ত্রশাস্ত্রে এই দেবীর পূজাদির বিবরণ লিখিত আছে।

"সিদ্ধাং সিদ্ধেশ্বরীং সিদ্ধবিদ্যাধরগণৈর্যুতাং।
মন্ত্রসিদ্ধিপ্রদাং যোনিসিদ্ধিদাং লিঙ্গশোভিতাং॥"

(মুণ্ডমালাতন্ত্র ১১ প°)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে কৃষ্ণ, বলরাম ও গোপগণ কর্ত্তৃক যে সিদ্ধা দেবী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার নাম সিদ্ধেশ্বরী। উক্ত পুরাণে মথুরাপরিক্রমপ্রাদুর্ভাব নামাধ্যায়ে ইহার বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

সিদ্ধৈশ্বর্য্য (ক্লী) সিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্য্য।

সিদ্ধোদক (ক্লী) ১ তীর্থবিশেষ। (কথাসরিৎসা°) সিদ্ধং উদকং। ২ সিদ্ধ জল, গরম জল। ৩ কাঁজি। (হারাবলী)

সিদ্ধৌঘ (পুং) সিদ্ধানামোঘঃ। গুরুক্রমবিশেষ, সিদ্ধসমূহ, তন্ত্রে সিদ্ধৌঘ, দিব্যৌঘ প্রভৃতির উল্লেখ আছে। তন্ত্রোক্ত বিধিতে ইঁহাদের পূজা করিতে হয়। নারদ, কাশ্যপ, শম্ভু, ভার্গব, ও কুলকৌশিক, এই পাঁচজন সিদ্ধৌঘ।

"নারদঃ কাশ্যপঃ শম্ভু র্ভার্গবঃ কুলকৌশিকঃ।
এতে পঞ্চ মহাদেবাঃ সিদ্ধৌঘাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" (তন্ত্রশাস্ত্র)

তন্ত্রসারে লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ, কূর্ম্মনাথ, মীননাথ, মহেশ্বর ও হরিনাথ এই পাঁচ জন সিদ্ধৌঘ। তারাবতী, ভানুমতী, জয়া, বিশ্বা ও মহোদরী ইঁহারা এই সকল সিদ্ধৌঘদিগের গুরু। (তন্ত্রসার) তন্ত্রশাস্ত্রে ইহাদের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

সিদ্ধৌর, অযোধ্যাপ্রদেশের বড়বাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার উত্তরে প্রতাপগঞ্জ, পূর্ব্বে সুরাজপুর, দক্ষিণে হায়দারগড় ও সুবেহা এবং পশ্চিমে সত্রিখ পরগণা অবস্থিত। এই পরগণার ভূপরিমাণ ১৪১ বর্গমাইল। ৯৫ বর্গমাইলে কৃষিকার্য্য হয়। এই পরগণা দুইভাগে বিভক্ত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৮৩হাজার, তন্মধ্যে প্রায় ১৩ হাজার মুসলমান ও ৭০ হাজার হিন্দু। পূর্ব্বে এই স্থান ভরদিগের অধিকারভুক্ত ছিল। সৈয়দ সালার মসাউদ ভরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সিদ্ধৌর হইতে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এই স্থানের মুসলমান লোকসংখ্যার অধিকাংশই সৈয়দবংশসম্ভূত। সম্রাট্‌ অকবরের রাজত্বকালে এই পরগণা প্রথমে গঠিত হইয়াছিল।

সিদ্ধৌষধ (ক্লী) সিদ্ধং ঔষধং। অব্যর্থ ঔষধ, যে ঔষধ সেবনে রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়, তাহাকে সিদ্ধৌষধ কহে।

সিদ্ধৌষধি (পুং) ঔষধি বর্গবিশেষ, ঔষধিগণ, এই গণ যথা— তৈলকন্দ, সুধাকন্দ, ক্রোড়কন্দ, রুদন্তিকা ও সর্পাক্ষা, এই পাঁচটী সিদ্ধৌষধিগণ।

"তৈলকন্দঃ সুধাকন্দঃ ক্রোড়কন্দো রুদন্তিকা।
সর্পনেত্রযুতাঃ পঞ্চ সিদ্ধৌষধিকসংজ্ঞকাঃ ॥" (রাজনি°)

সিধ্‌, ১ গতি, গমন। ২ শাস্ত্রশাসন, অনুশাসন। ৩ মাঙ্গল্য, মঙ্গলক্রিয়া। ৪ নিষ্পত্তি। ভ্বাদি পরস্মৈ সক সেট্‌। নিষ্পত্তি অর্থে দিবাদি পরস্মৈ। লট্‌ সেধতি। লোট্‌ সেধতু। লিট্‌ সিষেধ সিষিধতুঃ সিষিধুঃ। লুট্‌ সেদ্ধা, সেধিতা। লৃট্‌ সেৎস্যতি, সেধিষ্যতি। লুঙ্‌ অসৈৎসীৎ, অসেধীৎ, অসৈদ্ধাং অসেধিষ্টাং। অসৈৎসুঃ অসেধিষুঃ। সন্‌ সিসেধিষতি। সিসিধিষতি, সিষিৎসতি। যঙ্‌ সেষিধ্যতে। যঙ্‌ লুক্‌ সেষেদ্ধি। ণিচ্‌ সেধয়তি। দিবাদি পক্ষে লট্‌ সিধ্যতি। লুট্‌ সেদ্ধা। লৃট্‌ সেৎস্যতি। লৃঙ্‌ অসেৎস্যৎ। লুঙ্‌ অসিধৎ, অসিধাতাং। অপ+সিধ=অপনোদন। নি+সিধ—নিষেধ, নিবারণ। প্রতি+সিধ্‌—প্রতিষেধ, নিষেধ।

সিধ্‌ (দেশজ) সন্ধি, সন্ধি শব্দের অপভ্রংশ। চোরেরা সিধ্‌ করিয়া চুরী করিয়া থাকে।

সিধা (দেশজ) ১ সোজা, সরল। ২ চাউল ও ঘৃতাদি খাদ্যদ্রব্য-সমূহ দ্বারা সজ্জিত ভোজ্য। সিধাতে চাউল, ডাউল, ঘৃত, তৈল, লবণ ও মিষ্ট প্রভৃতি দ্রব্য থাকে। ৩ সরলচিত্ত।

সিধাবিদায় (দেশজ) কোন কর্ম্ম উপলক্ষে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ-দিগকে সিধা ও বিদায় দেওয়াকে সিধাবিদায় কহে।

সিধৌত, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কড়পা জেলার একটী তালুক বা মহকুমা। ইহার ভূপরিমাণ ৬১০ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৫৯ হাজার। এই তালুকে ৭৯টী গ্রাম আছে। এই স্থানে লাল, বালু ও কালমাটি দেখিতে পাওয়া যায় ; কঙ্কর ও ক্ষারযুক্ত মাটিও স্থানে স্থানে বিদ্যমান। পোনেয়ার অধিত্যকার মাটি অতিশয় উর্ব্বরা। অধিত্যকা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে প্রায়ই কৃষিকার্য্য হয় না, কারণ তালুকের সকল স্থানই ছোট ছোট পাহাড়ে পূর্ণ। এই সকল পাহাড়ের মধ্যে লঙ্কামল্লে, মল্লকাকোন্দ ও পালকোন্দা পর্ব্বতশ্রেণীই প্রধান। সাধারণ শস্যাদি ভিন্ন এই স্থানে নীল ও কার্পাস প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। সিধৌতের রাজস্ব প্রায় ১৫০ হাজার টাকা।

২ সিধৌত তালুকের প্রধান নগর ও শাসনকেন্দ্র। এই নগর পোনেয়ার নদীর উপরে এবং অক্ষা° ১৪°২৭′ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৯°০′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় চারি-হাজার। পূর্ব্বে এই নগর চিত্তাইল রাজ্যের অধিকারভুক্ত ছিল। তৎপরে ইহা কড়পার পাঠানদিগের হস্তগত এবং তদনন্তর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে হায়দারআলি এই নগর অধিকার করিয়াছিলেন। ইংরাজশাসনের প্রারম্ভে সিধৌত কড়পা জেলার রাজধানী ছিল, কিন্তু এক্ষণে কেবল মাত্র একজন ম্যাজিষ্ট্রেট এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। সিধৌত পোনেয়ার নদীর উপরে অবস্থিত বলিয়া এবং ইহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও নদীগুলির সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া লোকেরা ইহাকে দক্ষিণকাশী নামে বর্ণনা করে।

সিধ্ম (ত্রি) ১ সাধক। "অভিসিধ্মো অজিগাৎ" (ঋক্‌ ১।৩২।১৩) 'সিধ্মঃ সাধকঃ সিধু সংরাদ্ধৌ অস্মাদৌণাদিকো মক্‌' (সায়ণ) (ক্লী) ২ কিলাস রোগ। (হেম) ৩ সপ্তমহাকুষ্ঠের অন্তর্গত কুষ্ঠরোগবিশেষ। লক্ষণ—

"শ্বেতং তাম্রং তনু চ যদ্রজো ঘৃষ্টং বিমুঞ্চতি।
প্রায়শ্চোরসি তৎ সিধ্মমলাবুকুসুমোপমং ॥" (মাধবনি°)

যে কুষ্ঠরোগে চর্ম্ম অলাবু পুষ্পের ন্যায় শ্বেত ও তাম্রবর্ণ হয়,

এবং ঘর্ষণ করিলে যাহা হইতে ধূলীর স্তায় নির্গত হয়, তাহাকে সিধ্মকুষ্ঠ কহে। এই রোগ প্রায়ই বক্ষঃস্থলে হয়। এই কুষ্ঠ হইলে নিম্নোক্ত প্রণালী অনুসারে চিকিৎসা করিলে ইহা প্রশমিত হয়। কুড়, মূলার বীজ, প্রিয়ঙ্গু, সর্ষপ, হরিদ্রা ও নাগকেশর, এই সকল চূর্ণ করিয়া উহাতে প্রলেপ, বা মূলার বীজ ও অপাঙ্গের রস দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ, কদলীর ক্ষার ও হরিদ্রা একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ, অথবা দারুহরিদ্রা, মূলার বীজ, হরিতাল, দেবদারু ও তাম্বুল পত্র এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা, শঙ্খচূর্ণ অর্দ্ধতোলা, এই সকল জল দ্বারা একত্র পেষণ করিয়া ঐ কুষ্ঠের উপর প্রলেপ দিলেও উহা আশু প্রশমিত হয়। (ভাবপ্র°)

[কুষ্ঠরোগ দেখ]

সিধ্মান (ক্লী) সিধ-মন্-সচ কিৎ। কিলাস রোগ, ক্ষুদ্রকুষ্ঠ। (সুশ্রুত)

সিধ্মপুষ্পিকা (স্ত্রী) সিধ্মস্ত কিলাসস্ত পুষ্পং বিদ্যতে যস্তাঃ, সিধ্মপুষ্প-ঠন্। কুষ্ঠব্যাধিভেদ। সিধ্মকুষ্ঠ। (নিদান)

সিধ্মল (ত্রি) সিধ্ম অস্যাস্তীতি সিধ্ম (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি লচ্। কিলাসী, কিলাসরোগী, কুষ্ঠরোগী। (ত্রিকা°)

সিধ্মলা (স্ত্রী) সিধ্ম-লচ্-টাপ্। ১ মৎস্যবিকৃতি, শুট্‌কী মাছ। (ত্রি) ২ কুষ্ঠরোগিণী। ৩ আমবাতাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ।

সিধ্মবৎ (ত্রি) সিধ্মমস্যাস্তেতি সিধ্ম অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। কিলাসরোগী।

সিধ্মা (স্ত্রী) কিলাস রোগ। (হেম)

সিধ্য (পুং) সিধ্যন্ত্যস্মিন্নর্থা ইতি সিধ (পুষ্যসিধ্যৌ নক্ষত্রে। পা ৩।১।১১৬) ইতি ক্যপ্ প্রত্যয়েন নিপাতিতঃ। পুষ্যা নক্ষত্র। এই নক্ষত্র শুভ নক্ষত্র। ইহাতে যে কোন শুভ কার্য্যানুষ্ঠান করা যায়, তাহা সিদ্ধ হয়, এই জন্য ইহার এই নাম হইয়াছে।

সিধ্র (ত্রি) ফল বা পানীয়াদি রূপ ফলার্থী।

"দীর্ঘো ন সিধ্রমাকৃণোতি" (ঋক্ ১।১৭৩।১১)

'সিধ্রং ফলং পানীয়াদিরূপং ফলার্থিনং বা' (সায়ণ)

(পুং) সাধু। ৩ বৃক্ষ। (উজ্জ্বল)

সিধ্রকা (স্ত্রী) সিধ্র-স্বার্থে কন্, অভিধানাৎ স্ত্রীত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত সিধ্ গাছ। (অমর)

সিধ্রকাবণ (ক্লী) সিধ্রকাণাং বনমিতি ণত্বং। দেবোদ্যান। (ত্রিকা°) সিধ্রকা শব্দের পর বন শব্দের ন বিকল্পে ণত্ব হয়, সুতরাং ব্যাকরণের এই বিধানানুসারে সিধ্রকাবন, সিধ্রকাবণ এই দুইপদ হইবে।

সিন্, কাশ্মীর রাজ্যের গিল্‌গিট জেলা এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতবাসী একটী জাতি। সিন্‌গণ প্রথমে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অধিকার করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করে। সিন্‌গণ যে পূর্ব্বে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু পাঁচ ছয় শতবৎসর পূর্ব্বে ইহারা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। যদিও সিন্‌গণ বহুদিন হইল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি গাভীদিগকে ইহারা অতিশয় ভক্তি করে। নিষ্ঠাবান্ সিন্ গোরুর মাংস বা দুগ্ধ ভক্ষণ করে না; এমন কি গোদুগ্ধপূর্ণ পাত্রও ইহাদিগের অস্পৃশ্য। ইহাদিগের নিকট কুক্কুটমাংসও অভক্ষ্য। তজ্জন্য সিনেরা যে সকল পল্লীতে বাস করে, সেই সকল স্থানে একটী কুক্কুটও দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ নানা কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, সিন্‌গণ পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিল। সম্ভবতঃ ইহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ হইতে আগমন পূর্ব্বক সিন্ধুনদ পার হইয়া হিন্দুকুশের উপরে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা সিনা ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

সিন (ক্লী) সিনোতি বধ্নাতি আত্মানমিতি সিঞ্ বন্ধনে (ইন্ষিঞ্জীতি। উণ্ ৩।২) ইতি নক্। ১ শরীর। ২ অন্ন। (নিঘণ্টু ২।৭) (পুং) ৩ গ্রাস। ৪ কাণ। (ত্রি) ৫ শুক্ল গুণবিশিষ্ট।

সিনবৎ (ত্রি) সিন অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। সিনবিশিষ্ট, অন্নযুক্ত। "সিন বদস্ব সাতং" (ঋক্ ১০।১০৩।১১) 'সিনবৎ সিনং অন্নং তদ্বচ্চাস্ত' (সায়ণ)

সিনী (স্ত্রী) শুক্লগুণবিশিষ্টা। পর্য্যায়—শ্বেতা, সিতা, সিনী ও শ্বেনী।

সিনীবালী (স্ত্রী) সিনী শুক্লা বালা চন্দ্রকলা অস্যামিতি, যদ্বা সিনা শুক্লয়া চন্দ্রকলয়া বল্যতে মিশ্র্যতে বা বল মিশ্রণে ঘঞ্, ততো ঙীষ্। দৃষ্টেন্দুকলামাবস্যা। চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা। চতুর্দ্দশীযুক্তা অমাবস্যা তিথির নাম সিনীবালী। (অমর) ২ দুর্গা।

"গর্ভং দেহি সিনীবালী গর্ভং দেহি সরস্বতী।"

সিন্দুক (পুং) সিন্ধুবার বৃক্ষ। (অমর)

সিন্দুবার (পুং) সিন্ধুং গজমদং বারয়তি তিক্তত্বাৎ বৃ-অণ্। পাক্ষিকো ধস্য দ। বৃক্ষবিশেষ, চলিত নিসিন্দা গাছ, হিন্দী শম্ভালু, মহারাষ্ট্র লিগুর, তৈলঙ্গ ববিল্লি, বম্বে সিগুণ্ডী, তামিল নিনচিবি। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিন্ধক, সিন্ধবারক, সিন্ধুক, সিন্ধুবারক, সিন্দুক, নিগুণ্ডী, ইন্দ্রসুরিস, ইন্দ্রাণিকা, ইন্দ্রাণী, পৌলোমী, শক্রাণী, কামনাশিনী, শ্বেতপুষ্প, সিন্দুবারণক, স্থিরসাধনক, অনন্ত, সিনক, অর্থসিন্ধুক। গুণ—কটু, তিক্ত, কফ, বাত, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কণ্ডূতি ও শূলনাশক ও কায়সিদ্ধিদ। (রাজনি°) ভাবপ্রকাশমতে স্মৃতিশক্তিপ্রদ, কষায়, কটু, লঘু, কেশ ও নেত্ররোগে হিতকর, শূল, শোথ, আম, বায়ু, কৃমি, কুষ্ঠ, অরুচি, শ্লেষ্ম, ও ব্রণনাশক।

সিন্দুবারক (পুং) সিন্দুবার বৃক্ষ।

সিন্দুবারচ্ছদা (স্ত্রী) বননিগুণ্ডী, বুনোনিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দুসহা (স্ত্রী) কৃষ্ণনিগুণ্ডী। চলিত কাল নিশিন্দা। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূর (ক্লী) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ ক্ষরণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ১।৬৯) ইতি উরন্, সম্প্রসারণঞ্চ। রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ। চলিত সিঁদুর, পর্য্যায়—নাগসম্ভব, নাগরেণু, রক্ত, সীমন্তক, নাগজ, নাগগর্ভ, শোণ, বীররজঃ, গণেশভূষণ, সন্ধ্যারাগ, শৃঙ্গারক, সৌভাগ্য, অরুণ, মঙ্গল্য। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণ-বিরোপণ, কুষ্ঠ, অস্র, ভ্রম, কণ্ডূতি ও বিসর্পনাশক। (রাজনি°)

সাধারণতঃ সীসা হইতে সিন্দূর প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহার রাসায়নিক নাম Red oxide of lead। গলিত সীসার উপর দিয়া ক্রমাগত সংশোধিত বায়ু পরিচালিত করিলে, সেই সীসা সিন্দূরে পরিণত হয়। সীসা হইতে প্রস্তুত সিন্দূরকে চলিত কথায় মেটে-সিন্দূর বলে। তদ্ভিন্ন চীনদেশ হইতে যে সিন্দূর আমদানি হইয়া থাকে, তাহা পারদ হইতে প্রস্তুত হয়। এই সিন্দূর চীনে-সিন্দূর নামে পরিচিত। চীনা সিন্দূরের রাসায়নিক নাম sulphide of mercury। পারদ ও গন্ধক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দ্বারা মিশ্রিত করিলে এই চীনা সিন্দূর তৈয়ার হয়। চীনা সিন্দূর ভারতবর্ষে অতি অল্প পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বৈদ্যকে যে স্থলে সিন্দূর গ্রহণের বিধান আছে, তথায় সিন্দূর শোধন করিয়া ব্যবহার করিতে হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। শোধন প্রণালী—দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে বিশুদ্ধ হয়। বিশুদ্ধ সিন্দূর উষ্ণবীর্য্য, ভগ্নসন্ধানকারক, ব্রণশোষক ও ব্রণরোপক, বিসর্প, কুষ্ঠ, কুণ্ডু ও বিষনাশক।

দেবীপূজায় যেমন বস্ত্রাদি উপচার দিয়া পূজা করিতে হয়, তদ্রূপ নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া সিন্দূর দান করিতে হয়।

"সিন্দূরঞ্চ বরং রম্যং ভালে শোভাবিবর্দ্ধনং।
পূরণং ভূষণানাঞ্চ সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাং ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ২১ অ)

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সধবা স্ত্রীগণ সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিলে পতির আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়। এই জন্য সকল সধবা স্ত্রীই পতির মঙ্গল কামনায় সীমন্তে সিন্দূর ধারণ করিয়া থাকেন।

"হরিদ্রাং কুঙ্কুমঞ্চৈব সিন্দূরং কজ্জলং তথা।
কার্পাসকঞ্চ তাম্বূলং মাঙ্গল্যাভরণং শুভং ॥
কেশসংস্কারকবরী করকর্ণবিভূষণং।
ভর্ত্তুরায়ুষ্যমিচ্ছন্তী দূরয়েন্ন পতিব্রতা ॥" (কাশীখণ্ড ৪অঃ)

স্ত্রীগণ স্বামীবিয়োগের পর আর সিন্দূরের চিহ্ন ধারণ করেন না। (পুং) ২ বৃক্ষবিশেষ। (মেদিনী)

সিন্দূরকারণ (ক্লী) সিন্দূরস্য কারণং। সীসক, সীসক হইতে সিন্দূর হয়। (হেম)

সিন্দূরজনা, বেরাররাজ্যের অন্তর্গত অমরাবতী জেলার একটী নগর। ইলিচপুর হইতে ৬০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এই নগর অবস্থিত। ইহার লোকসংখ্যা প্রায় ৯ হাজার। অধিবাসিগণের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক, তবে প্রায় দুই শত জন জৈনও এই স্থানে বাস করিয়া থাকে। সিন্দূরজনা হইতে এক মাইল দূরে একটী অতিসুন্দর কূপ আছে। কথিত আছে, পূর্ব্বে একজন জায়গীরদার কর্ত্তৃক প্রায় ৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার খনন হইয়াছিল। সপ্তাহে একদিন এই স্থানে একটী বৃহৎ হাট বসে। এই হাটে প্রধানতঃ তেঁতুল, কার্পাস ও অহিফেন বিক্রয় হইয়া থাকে। এই স্থানে একটী সরকারী স্কুল ও পুলিসের থানা আছে।

সিন্দে (সিন্ধিয়া), গোয়ালিয়ার রাজ্যের প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র রাজবংশ। মহারাষ্ট্র-বীর রণজি সিন্দে হইতে এই বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। [গোয়ালিয়র দেখ।]

সিন্দূরতিলক (পুং) সিন্দূরস্যেব তিলকো যস্য। হস্তী। (মেদিনী)

সিন্দূরতিলকা (স্ত্রী) সিন্দূরস্য তিলকো যস্যাঃ। সধবা নারী, সধবা স্ত্রীগণ সিন্দূরের তিলক ধারণ করিয়া থাকেন, এই জন্য তাহাদিগকে সিন্দূরতিলকা কহে।

সিন্দূরপুষ্পা (স্ত্রী) সিন্দূরবৎ রক্তবর্ণং পুষ্পং যস্যাঃ, পাককর্ণেতি ঙীষ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ, পর্য্যায়—সিন্দূরী, বীরপুষ্পী, গুণ—কটু, তিক্ত, কষায়, শ্লেষ্মা, বাত, শিরঃপীড়া, ও ভূতনাশক এবং চণ্ডীপ্রিয়।

সিন্দূরা (স্ত্রী) শ্বেত নির্গুণ্ডী। (বৈদ্যকনি°)

সিন্দূরী (স্ত্রী) সিন্দূরং তদ্বদ্বর্ণোঽস্ত্যস্যা অস্তীতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ রোচনী। ২ রক্ত চেলিকা। ৩ ধাতকী। (মেদিনী)

সিন্ধু (পুং) স্যন্দতে ইতি স্যন্দ্ প্রস্রবণে (স্যন্দেঃ সম্প্রসারণংধশ্চ। উণ্ ১।১২) ইতি উ। দস্য ধশ্চ। ১ সমুদ্র, সাগর। (অমর) ২ বমথু। ৩ দেশবিশেষ, সিন্ধুদেশ। ৪ নদবিশেষ, সিন্ধুনদ। (মেদিনী) ৫ গজমদ। (হেম) ৬ সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচন্দ্রিকা) ৭ শ্বেতটঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°) ৮ রাগবিশেষ। এই রাগ মালকোশ রাগের পুত্র।

"মাধবঃ শোভনঃ সিন্ধুর্মারুমেবাড়্কুন্তলাঃ।
কলিঙ্গঃ সোমসংযুক্তঃ কৌশিকস্য সুতা ইমে ॥" (সঙ্গীতসন্ধু)

(স্ত্রী) ৯ নদীভেদ, সিন্ধুনদী। এই নদীর জল-গুণ—সুশীতল, লঘু, স্বাদু, সর্ব্বব্যাধিনাশক, নির্ম্মল, দীপন, পাচন, বল, বুদ্ধি ও আয়ুঃপ্রদ।

"শতদ্রোবিপাশাযুজঃ সিন্ধুনদ্যাঃ
সুশীতং লঘু স্বাদু সর্ব্বাময়ঘ্নং।
জলং নির্ম্মলং দীপনং পাচনঞ্চ
প্রদত্তে,বলং বুদ্ধিমেধায়ুষঞ্চ ॥" (রাজনি°)

সিন্ধু, উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ নদ। পবিত্র কৈলাস পর্ব্বতের উত্তরাংশ হইতে সিন্ধুনদ বহির্গত হইয়াছে। এই নদের উৎপত্তি-স্থান এখনও মনুষ্যের অগম্য। কথিত আছে, সিন্ধু সিংহমুখ

হইতে বাহির হইয়াছিল। এই নদ অক্ষা° ৩২° উঃ ও দ্রাঘি° ৮১ পূঃ মধ্যে উত্থিত হইয়া অক্ষা° ৩৪° ২৫´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭২°৫১´ পূঃ মধ্যে পঞ্জাব প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং তদনন্তর অক্ষা° ২৮°২৭´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে উক্ত প্রদেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ মধ্যে সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া এই প্রদেশের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া অবশেষে অক্ষা° ২৩°৫৮´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৭°৩০´ পূঃ মধ্যে আরব-সাগরে পতিত হইতেছে। সিন্ধু অববাহিত ভূখণ্ডের পরিমাণ প্রায় ৩৭২,৭০০ বর্গমাইল। সিন্ধুনদ দীর্ঘে প্রায় ১৮০০ মাইলেরও অধিক হইবে। ইংরাজরাজত্বের মধ্যে যে সকল নগর সিন্ধুর উপরে বিদ্যমান, তন্মধ্যে নিম্নলিখিত নগরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—করাচি, কোত্রি, হায়দরাবাদ, সেহবান, সাক্কর, রোড়ি, মিথুন-কোট, দেরাগাজিখাঁ, দেরা ইস্মাইলখাঁ, কালবাগ ও আটক।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থান বৃটীশ সাম্রাজ্যের বহির্ভাগে, তিব্বত রাজ্যের অন্তর্গত। হিমালয়ের শীর্ষদেশে, যে স্থানে মানসরোবর হ্রদ বর্ত্তমান এবং যে স্থান হইতে শতদ্রু, ব্রহ্মপুত্র ও ঘার নদী বহির্গত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে উত্থিত হইয়া সিন্ধু প্রায় ১৬০ মাইল পর্য্যন্ত সিংকাবাব নামে বিখ্যাত হইয়াছে। এই স্থলে ঘার নদীর সহিত সংযুক্ত হইয়া সিন্ধু কাশ্মীরপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে এবং উত্তর পশ্চিমদিকে লেহ নামক নগর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইয়া জস্কর নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। পরিব্রাজক ডাঃ টমসন সাহেব এই সকল স্থান ভ্রমণপূর্ব্বক সিন্ধুর এই অংশের বিবরণী লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, এই সকল স্থানে নদীর ধারে ধারে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল প্রস্রবণ হইতে প্রায়ই গন্ধকসংযুক্ত দূষিত গ্যাস উত্থিত হইয়া থাকে; এক একটী প্রস্রবণের জলের উত্তাপ ১৭৪° ফা হইবে।

সিন্ধুর উৎপত্তিস্থানের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬,০০০ ফিট্, কিন্তু কাশ্মীরের সীমান্ত-প্রদেশ অতিক্রম করিবামাত্র ইহা একেবারে দুই হাজার ফিট্ নিম্নে পতিত হইয়াছে, আবার লেহ নগরের উচ্চতা ১১,২৭৮ ফিট্ মাত্র। সিন্ধুর এই অংশ দ্রুত-বেগে বহুতর পর্ব্বত ও অধিত্যকা অতিক্রম করিয়া প্রবাহিত হইয়া থাকে। বর্ষাকালে এই অংশের জল অধিক হইয়া নিকট-বর্ত্তী স্থানসমূহ প্রতিবৎসরেই প্লাবিত করে। আবার সমতল-ভূমিপ্রবাহিত অংশের জল ভীষণ বায়ুদ্বারা তাড়িত হইয়া পার্শ্ব-স্থিত তটভূমি ভাসাইয়া দেয়। গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে কখন কখন নদীর জল এত কমিয়া যায় যে, তখন অনায়াসে লোকে নদীপার হইতে পারে; কিন্তু ঠিক তাহার পরদিনই সূর্য্যোদয়ের সহিত হিমালয়ের উপরিস্থিত বরফ গলিতে আরম্ভ করিলে নদীবক্ষ ক্রমেই স্ফীত হইতে থাকে এবং মধ্যাহ্নে নদীতে বান নামিলে নদ এমন ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তখন আর কাহারো নদী পার হইতে সাধ্য থাকে না।

সিন্ধু উৎপত্তিস্থান হইতে ৮১২ মাইল অন্তরে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে নদীর এই অংশের পরিসর প্রায় ২০০ হাত এবং সেই সময়ে ইহার গভীরতাও অতি অল্প। তখন কাঠ ভাসাইয়া লোকে পরপারে উত্তীর্ণ হয়। শীত-কালে নদীর জল ও জলবেগ এত কমিয়া যায় যে, তখন অক্লেশে লোকে নদী পার হয়; কিন্তু সময়ে সময়ে হঠাৎ নদীতে বান ডাকে। কথিত আছে, রণজিৎসিংহের প্রায় ৭০০০ অশ্বারোহী সৈন্য নদীপার হইবার সময় এইরূপ বানের মুখে পতিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। রাবলপিণ্ডি জেলার আটক নগরের কিঞ্চিৎ উত্তরে আফগানিস্থানপ্রবাহিত কাবুল নদী সিন্ধুগর্ভে পতিত হইয়াছে। বর্ষাকালে এই উভয় নদীর সঙ্গমস্থলের তরঙ্গ-মালা অতিশয় ভীতিপ্রদ, প্রকৃতির সেই ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্য দর্শন করিয়া সকলেই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হয়।

আটকনগর পর্য্যন্ত সিন্ধুবক্ষে নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়, ইহার ঊর্দ্ধে নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হওয়ায় নদীর জলগতি অতি খরতর ও প্রায় প্রপাতাকারে নিপতিত হয়। উৎপত্তিস্থান হইতে আটক পর্য্যন্ত নদীর গতি ৮৬০ মাইল এবং এখান হইতে সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত প্রায় ৯৪০ মাইল। তিব্বতভূমে ১৬০০০ ফিট্ উচ্চ-ভূমি হইতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া এই নদী সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ২০৭৯ ফিট্ উচ্চে আটকনগরে আসিয়াছে, সুতরাং উচ্চ হিমালয়পৃষ্ঠ হইতে উহা ৮৬০ মাইল পথাতিবাহনে ১৪ হাজার ফিট্ নামিয়াছে এবং এই কারণেই এখানকার জলপ্রবাহ প্রপাতাকার-বেগবিশিষ্ট। ইহার পর নদীবক্ষ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইলেও বহুদূর পর্য্যন্ত প্রায়ই সমতল, ইহার অববাহিকা ভূমি ২০০০ ফিটের নিম্ন নাই। আটকনগরের সন্নিকটে দুর্গের অপর পারে গ্রীষ্ম ঋতুতে নদীর বেগ প্রতি ঘণ্টায় ১৩ মাইল, কিন্তু শীত ঋতুতে উহার বেগ খর্ব্ব হইয়া আসে, তখন উহার বেগ প্রতি ঘণ্টায় ৫ হইতে ৭ মাইল পর্য্যন্ত হয়। যখন এখানে বন্যা দেখা দেয়, তখন সাধারণতঃ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫০।৭ ফিট্ জল উঠে। শীতকালে বন্যার জলের রেখা ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয়। বন্যার হ্রাস ও বৃদ্ধি হেতু বিভিন্ন ঋতুতে গর্ভের বিস্তার বিভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন সময়ে ২৫০ গজ, আবার কোন সময়ে ১০০ গজেরও কম হইতে দেখা যায়। এখানে সিন্ধুনদ পার হইবার জন্য খেয়া নৌকা ও নৌকানির্ম্মিত সেতু আছে। ইহার উত্তরাংশে প্রায়ই লোকে চামড়ার মশকে চড়িয়া নদী পার হয়। পেশাবরে যাই-বার বড় রাস্তা এই নগর দিয়া নদীর অপর পারে গিয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পেশাবরে রেলপথ বিস্তারের জন্য এখানে একটী পাকা পুল বাধা হয়। ঐ পুলের উপর দিয়া রেলবর্ত্ম বিদ্যমান। এই পথবিস্তারে বোম্বাই ও কলিকাতার সহিত পেশাবরের সংযোগ সাধিত হয়। এই সেতুর উপরে দাঁড়াইয়া সিন্ধুনদের উত্তর ও দক্ষিণ এবং সম্মুখস্থ হিমাচলের দৃশ্য বড়ই মনোরম বোধ হয়।

আটক ছাড়িয়া সিন্ধুনদ ক্রমাগত দক্ষিণে নামিয়াছে এবং উহা পশ্চিম পঞ্জাব ও সুলেমান পর্ব্বতের ঠিক সমান্তরালভাবে চলিয়াছে। সিন্ধুপ্রদেশ হইতে উত্তরাভিমুখে বন্নু জেলার যে বিস্তৃত রাস্তা গিয়াছে, তাহা এই নদীর পশ্চিম উপকূল দিয়া প্রবাহিত। অপর একটী রাস্তা মূলতান হইতে নদীর পূর্ব্বতীর দিয়া রাবলপিণ্ডি গিয়াছে। এখানে এই নদী দেরা ইসমাইলখাঁ, দেরাগাজী ও সুলেমান পর্ব্বতমালার পূর্ব্বস্থ ইংরাজাধিকৃত একটী ভূভাগকে সিন্ধুসাগর-দোয়াব হইতে পৃথক্ করিয়াছে।

দেরাগাজীখাঁ জেলার দক্ষিণে এবং মিথুনকোটের উত্তরে পাচটী শাখানদীর মিলিত জলরাশি সিন্ধুতে নিপতিত হইয়াছে। ঐ পঞ্চশাখা পঞ্জ-আব্ নামে মুসলমান ঐতিহাসিকের নিকট প্রসিদ্ধ এবং উহা হইতেই পঞ্জাব প্রদেশের নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ঐ পঞ্চনদ সিন্ধু ও যমুনার মধ্যে প্রবাহিত এবং উহারা যথাক্রমে ঝিলাম, চন্দ্রভাগা (চেনাব), ইরাবতী (রাবী), বিতস্তা (বিয়াস) এবং শতদ্রু (শতলেজ) নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত পঞ্চনদ সমুদ্র হইতে ৪১০ মাইল উত্তরে মিথুনকোট নামক স্থানের নিকটে সিন্ধুনদে মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গমস্থানের উত্তরে সিন্ধুর বিস্তৃতি ৬০০ গজ এবং গভীরতা ১২ হইতে ১৫ ফিট্। জলবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ৯১৭১৯ কিউবিক ফিট। পঞ্চনদ যেখানে সিন্ধুতে সঙ্গত হইয়াছে, তথাকার নদীবক্ষ ১০৭৬ গজ বিস্তৃত, স্রোতবেগ প্রতিঘণ্টায় ২ মাইল এবং জলবেগ প্রতিসেকেণ্ডে ৬৮৯৫৫ কিউবিক ফিট। সঙ্গমের দক্ষিণে পঞ্চনদ সিন্ধু নামে খ্যাত হইয়া সমুদ্রাভিমুখে গিয়াছে এবং তথায় নদীর বিস্তৃতি বহুক্রোশ পর্য্যন্ত ২০০০ গজ। বিভিন্ন ঋতুতে ঐ বিস্তারের কমবেশ হইয়া থাকে।

পঞ্জাবের মধ্য দিয়া সিন্ধুর গর্ভ যতদূর বিস্তৃত আছে, তাহার মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ ও উচ্চ বালিয়াড়ী (Sand banks) এবং সুবিস্তৃত বালুকাসমাকীর্ণ তটভূমি দৃষ্ট হয়। বিস্তৃত বালুকাপূর্ণ তটভূমি বিরাজিত থাকিলেও ইহার তীরদেশ প্রাকৃতিক দৃশ্যে পূর্ণ। ভকরের সমীপস্থ নদাতীর খর্জ্জুরাদি নানা জাতীয় বৃক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে।

মিথুনকোট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৫৮ ফিট উচ্চ। এখানে সিন্ধুনদ পঞ্জাব বহাবলপুর রাজ্যের সীমারূপে প্রবাহিত। কাশ্মর নগরের (অক্ষা° ২৮°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৯°৪৭´ পূঃ) নিকট সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কাশ্মর নগর সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বোত্তর সীমায় অবস্থিত। ভক্কর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সিন্ধুনদ "লোয়ার সিন্দ" নামে পরিচিত। সিন্ধুবাসীরা ইহাকে 'দরিয়া' শব্দে উল্লেখ করেন এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্লিনি ইহাকে Indus incolis Sindus appallatus শব্দে বিবৃত করিয়াছেন। সিন্ধুনদ সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে ৫৮০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে বক্র গতিতে প্রবাহিত হইয়া, নানা শাখাপ্রশাখায় আরব্যোপসাগরে নিপতিত হইয়াছে। এই প্রদেশে ইহার বক্ষবিস্তার ৪৮০ হইতে ১৬০০ গজ এবং যখন বন্যা থাকে না তখনই প্রায় ৬৮০ গজ থাকে।

বন্যার সময় নদীর দক্ষিণাংশের বিস্তার স্থানে স্থানে এক মাইলও হয় এবং জলের গভীরতা বন্যার প্রাবল্য অনুসারে ৪ হইতে ২৪ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হইতেও দেখা যায়। হিমালয়পৃষ্ঠে তুষাররাশি বিধৌত হইয়া নিরন্তর যে ঘোলাটে জল পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া নিম্নে অবতরণ করে, তাহাতে সামান্য পরিমাণে কার্ব্বনেট অব সোডা ও পটাস্ নাইট্রেট্ পাওয়া যায়। বন্যার সময় ইহার স্রোতোবেগ প্রতি ঘণ্টায় ৮ মাইল হয় এবং অন্যান্য সময়ে ৪ মাইল থাকে। নদীর বেগের তারতম্যানুসারে ইহার জলনির্গমেরও ন্যূনাধিক্য হয় অর্থাৎ বন্যার সময় ৪৪৬০৮৬ হইতে অন্য সময়ে ৪০৮৫৭ কিউবিক ফিট্ পর্য্যন্ত জল প্রতি সেকেণ্ডে নদীগর্ভ দিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। এই স্থানের জলের তাপও বায়ু হইতে ১০° ফা° কম।

সিন্ধুনদের 'ব' দ্বীপ ভাগ প্রায় ৩ হাজার বর্গমাইল এবং ইহা সমুদ্রোপকূলে প্রায় ১২৫ মাইল স্থান ব্যাপিয়া আছে। এখানে আদৌ কোনরূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। মৃত্তিকাভাগ প্রায়ই বালুকা ও কর্দ্দম মিশ্রিত। যে সকল স্থান অপেক্ষাকৃত নিম্ন ও জলাময়, তথায় বড় বড় ঘাস জন্মিয়া থাকে এবং ঐ সকল ক্ষেত্র গোচারণের বিশেষ উপযোগী। উচ্চ স্থানগুলিতে প্রচুর ধান্য জন্মে। বদ্বীপাংশের জলবায়ু শৈত্যভাবাপন্ন ও বড়ই সুখপ্রদ, শীতকালে ইহা আরও মনোরম বলিয়া বোধ হয়। বন্যার সময় এখানকার স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ হইয়া উঠে। নদীর মোহানা ধরিয়া তুলনা করিলে দেখা যায় যে গঙ্গার বদ্বীপ যেরূপ সুন্দর বনবিভাগে বিমণ্ডিত, সিন্ধুর বদ্বীপে তাদৃশ কোনরূপ বনমালা নাই। সিন্ধুর বালুকাময় বদ্বীপের সহিত আফ্রিকার নীলনদের বদ্বীপের কতক তুলনা হইতে পারে।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু-বদ্বীপের উত্তর কোণ হইতে বাঘিয়ার ও সীতা নামক দুইটী শাখা নদী বিভক্ত হইয়া সিন্ধুনদে প্রবাহিত ছিল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে উহা পুনরায় পূর্ব্বগতি পরিত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়াছে। সমুদ্রোপকূলস্থ শাহবন্দর জেলায় প্রচুর

লবণস্তর দৃষ্ট হয়। এখানে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে খেদেবারী শাহবন্দরে পণ্যদ্রব্যাদি গতায়াত করিত, কিন্তু উক্ত বর্ষের ভূকম্পে নদীগর্ভসমুত্থিত হওয়ায় উহাতে জল চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নদীবক্ষে আর নৌকাগমনের সুবিধা নাই। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কাকেবাড়ীর খাড়ী ক্রমশঃ ৭৭০ গজ বর্দ্ধিত হইয়া নদীরূপে পরিণত হয় এবং উহা দ্বারা নদীমুখে পণ্য দ্রব্যাদি লইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে উক্ত খাড়ির মুখ বালুকা-স্তূপে সম্পূর্ণরূপে ভরিয়া যাওয়ায় উহা বাণিজ্য চালনার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে হাজাম্রো শাখা ক্ষুদ্র নৌকাগমনের উপযোগী ছিল, পরে তাহাই সিন্ধুনদের মূল মোহানা হইয়া পড়িয়াছে।

ইহাদ্বারা অনুমান হয় যে, সিন্ধুনদ বালুকাময় ভূবক্ষে প্রবাহিত হইয়া নিরন্তর আপন গতি পরিবর্ত্তন করিতেছে। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বদ্বীপাংশে ঘোড়াবাড়ী নগর নদীকূলের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল, ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থান হইতে নদী সরিয়া যাওয়ায় নগরটী শ্রীভ্রষ্ট হইতে আরম্ভ করে এবং নূতন নদীর কূলে কএক বৎসর পরে পুনরায় কেটি নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছু দিন পরে বন্যার জলে ঐ নগরাংশ প্লাবিত হইয়া নগরের বিস্তর ক্ষতি করে এবং উহারই উত্তরে দ্বিতীয় কেটি নগর পুনর্গঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে ঠট্ট ও ভিমান-জো পুরা নামক স্থানের মধ্যে নদী-গর্ভে শৈলস্তর দৃষ্ট হয়, ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ঐ সকল শৈল নদীগর্ভ হইতে ৮ মাইল দূরে ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ধারেজাব বনমালা নদীর প্রবল স্রোতে বিধৌত হইয়া যায় এবং প্রায় সহস্র একার ভূমি জলগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

মাচ মাস হইতে সিন্ধু নদীর জল বাড়িতে থাকে এবং আগষ্ট-মাসে উহা পূর্ণ মাত্রায় বাড়িয়া উঠে। এই সময় হায়দরাবাদের নিকটবর্ত্তী গিদুবন্দরে জলের গভীরতা ১৫ ফিট্ হয়, সেপ্টেম্বর মাস হইতে পুনরায় জল কমিতে থাকে। এই নদীতে নানা প্রকার মৎস্য ও জলজ জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৩৩, ১৮৪১ ও ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে এখানে তিনবার ভয়ানক বন্যা হয়। শেষোক্ত বর্ষের ১০ই আগষ্ট তারিখে প্রাতে ৫ ঘটিকার সময় নদীগর্ভে অল্পমাত্র জল দেখা যায়। বেলা ১১টার সময় জল ১১ ফিট্ উচ্চ হয়; বেলা ১॥০ টার অকস্মাৎ ৫০ ফিট্ উচ্চ হইয়া উঠে এবং সন্ধ্যা কালে ৯০ ফিট্ উত্থিত হইয়া নৌসেরা সেনাবাসের অধিকাংশ স্থান ভাসাইয়া লইয়া যায়।

বালুকাময় মরুপ্রায় সিন্ধুপ্রবাহিত প্রদেশে পঞ্চনদ বিদ্যমান থাকিলেও পার্ব্বত্য গর্ভনিবন্ধন নদীগুলিতে নিরন্তর জলাল্পতা পরিদৃষ্ট হয়। এই কারণে তদ্দেশে সকল সময়েই জলাভাব পরি-লক্ষিত হইয়া থাকে, অথচ বন্যার সময় নদীকূল ভাসিয়া যাওয়ায় নদীতীরে যাহা কিছু শস্য উৎপন্ন হয় তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ এ প্রদেশের এই জলাভাব দূর করিবার জন্য খাল কাটিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে সিন্ধুর তীরভূমি হইতে ৩০ বা ৪০ মাইল বিস্তৃত কএকটী খালও কাটা হয়। মোগল সম্রাট্‌গণের যত্নে ঐ সকল খাল কাটা হইলেও ঐ গুলি ইংরাজ ইঞ্জিনিয়ারদিগের দ্বারা চালিত কৃষিকর্ম্মোপযোগী জলনালীর (Irregation Canals) সমতুল্য হয় নাই।

ইংরাজাধিকারে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ৬৩ মাইল বিস্তৃত সক্করখাল কাটার কার্য্যারম্ভ হয় এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে উহার কার্য্য শেষ হইয়াছিল। পরবর্ত্তিকালে কাশ্মরের উত্তর হইতে বেগারীমাল পর্য্যন্ত সিন্ধুতীরে একটী বাঁধ দেওয়া হইয়াছে। এই বাঁধ স্থাপিত হওয়ায় সিন্দ-পিষিণ্ বা কান্দাহার রেলপথে নিরাপদে গমনাগমনের সুবিধা হইয়াছে। সিন্ধুনদ ও সুলেমান পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী দেরাজাত জেলায় এই নদী হইতে ৬১৮ মাইল বিস্তৃত খাল। তন্মধ্যে ইংরাজাধিকারে প্রায় ১০৮ মাইল স্থানে খাল কাটা হয়। সিন্ধুপ্রদেশে সিন্ধুনদ হইতে পশ্চিম দিকে খালসমূহ সক্কর, সিন্ধু ঘব বা লার্খানা, বেগারী ও পশ্চিম-নাড়া খাল এবং পূর্ব্বতীর হইতে পূর্ব্বাভিমুখে পূর্ব্ব-নাড়া ও ফেলুলী খাল বিদ্যমান আছে। ঐ সকল খালের প্রত্যেকটী হইতে আবার কতকগুলি জলনালী ৭টা ক্ষুদ্র খাল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়াছে। উহা দ্বারা নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের কৃষিক্ষেত্রে জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

[সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুনদ বিস্তৃতায়তন হইলেও নদীবক্ষ ষ্টিমার বা নৌকা-যোগে বাণিজ্যপরিচালনের উপযোগী নহে। নদীগর্ভস্থ পর্ব্বত-মালা ও বালুচর উহার প্রধান অন্তরায়। বিশেষ সাবধানের সহিত এই নদীবক্ষে নৌকা বা ষ্টীমার গমনাগমন করে। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'ইণ্ডাস ভেলী ষ্টেট্ রেলওয়ে' স্থাপিত হইবার পরে এই পথে সহজে ও নিষ্কণ্টকে বাণিজ্য পণ্য আমদানী বা রপ্তানী করিবার সুবিধা ঘটায় জলপথে বাণিজ্যের আদর কমিয়াছে। তবে সিন্ধু-রেল কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত 'ইণ্ডাস্ ফ্লোটিলা কোম্পানী" বার্ষিক ৫১৯০০০০৲ টাকার মাল বিলাতে রপ্তানীর জন্য সমুদ্রমুখে আনিয়া থাকে এবং প্রায় ৫১৮০১০০ টাকার বিলাতী পণ্য সিন্ধু-প্রবাহিত উত্তর প্রদেশে লইয়া যায়।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথমে ষ্টীমার চালাইবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গবর্মেণ্ট বাহাদুর ১০ খানি ষ্টীমার যাতায়াতের ব্যবস্থা করেন। কোট্রী নামক স্থানে গবর্মেণ্টের বাণিজ্যকুঠী ও ষ্টীমার রাখার সদর আফিস ছিল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে এই ষ্টীমার কোম্পানী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া কারবার উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সিন্দ রেল কোম্পানীর সঙ্গে সঙ্গে "ইণ্ডাস্

#

ফ্লোটিলা" নামে একটী স্বতন্ত্র ষ্টীমার কোম্পানী স্থাপিত হয়। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ষ্টীমার কোম্পানী রেল কোম্পানীর সহিত মিশিয়া যায় এবং পঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর নগরে কার্য্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'দি ওরিয়েণ্টাল ইনলণ্ড ষ্টীম কোম্পানী' ৩ খানি ষ্টীমার ও ৯ খানি বজরা লইয়া কার্য্যারম্ভ করেন। তাঁহাদের ষ্টীমারগুলির শক্তি জলবেগের সমকক্ষ নহে দেখিয়া তাঁহারা ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের কিছু পরে কারবার উঠাইয়া দেন। সিন্ধু নদে এখন যে সকল দেশীয় নৌকা চলে, তন্মধ্যে পণ্যবাহী নৌকাগুলি ডুন্‌তি ও জোরাক ফেরি নৌকাগুলি কৌম্বাল ও জেলেডিঙ্গি ডুণ্ডো নামে পরিচিত। মীর সর্দ্দারগণের সুসজ্জিত বজরাগুলি ঝাঁপ্‌তী নামে বিখ্যাত, ইহা সেগুণকাষ্ঠে নির্ম্মিত চারিটী মাস্তল যুক্ত। এই নৌকা চালাইতে ৩০টী দাঁড়ি আবশ্যক।

সিন্ধুক (পুং) সিন্ধুরেব স্বার্থে কন্। সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সিন্ধুক (দেশজ) বড় বড় বাক্স। পূর্ব্বে চারিদিকে খোপ খোপ কাটা এক প্রকার বৃহৎ বাক্স প্রস্তুত হইত, তাহার নাম সিন্ধুক ছিল, অধুনা এই সিন্ধুকের প্রচলন এক প্রকার উঠিয়া গিয়াছে। ইহা অতিশয় সুদৃঢ়। মূল্যবান্ দ্রব্য সকল ইহাতে রক্ষিত হইত।

সিন্ধুকন্যা (স্ত্রী) লক্ষ্মী, সমুদ্রমন্থনকালে লক্ষ্মী সমুদ্র হইতে উত্থিতা হন, এই জন্য ইহাকে সিন্ধুকন্যা কহে।

সিন্ধুকফ (পুং) সিন্ধোঃ কফ ইব। সমুদ্রফেনা। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুকর (স্ত্রী) সিন্ধৌ সিন্ধুদেশে কীর্য্যতে ইতি কৃ-অপ্। শ্বেত-টঙ্কণ, সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুক্ষিৎ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিভেদ।

সিন্ধুখেল (পুং) সিন্ধোঃ তৎসমীপে খেলতীতি খেল-ক। সিন্ধু-দেশ। (শব্দরত্না°)

সিন্ধুগপ্ত (পুং) সিন্ধুতীরস্থ নগরভেদ।

সিন্ধুজ (স্ত্রী) সিন্ধোর্জায়তে ইতি জন-ড। ১ সৈন্ধব লবণ। (ত্রি) ২ সমুদ্রজাত, যে সকল দ্রব্য সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুজন্মন্ (পুং) সিন্ধোর্জন্ম উৎপত্তির্যস্য। সৈন্ধব লবণ।

সিন্ধুজা (স্ত্রী) সিন্ধোর্জায়তে জন-ড-টাপ্। লক্ষ্মী। (জটাধর)

সিন্ধুড়া (স্ত্রী) মালব রাগের পত্নী। রাগিণীবিশেষ। ধানুষী, মালসী ও সিন্ধুড়া প্রভৃতি মালব রাগের পত্নী।

"ধানুষী মালসী রামকিরী চ সিন্ধুড়া তথা।

অশ্বাবারী ভৈরবী চ মালবস্য প্রিয়া ইমাঃ ॥" (সঙ্গীতদামোদর)

সিন্ধুতস্ (অব্য) সিন্ধু-তসিল। সিন্ধুদেশ হইতে, সিন্ধুনদী হইতে। সিন্ধুদেশে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়, এবং ঐ প্রত্যয় হইলে পদটী অব্যয় হয়।

সিন্ধুতীরসম্ভব (পুং) সোহাগা। (রাজনি°)

সিন্ধুদেশ (পুং) সিন্ধু নামক দেশ, সিন্ধুপ্রদেশ। [সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।]

সিন্ধুদ্বীপ (পুং) ১ রাজর্ষিবিশেষ। ২ অম্বরীষের পুত্র ঋক্‌মন্ত্র দ্রষ্টা ঋষি। ৩ রাহুর পুত্রভেদ। (ভারত) ৪ নাভের পুত্র।

সিন্ধুনদ (পুং) সিন্ধুনামকো নদঃ। নদভেদ, সিন্ধু নামে প্রসিদ্ধ নদ।

সিন্ধুনন্দন (পুং) সিন্ধোঃ ক্ষীরোদস্য নন্দনঃ। চন্দ্র। (ত্রিকা°)

সিন্ধুনাথ (পুং) সিন্ধূনাং নদীনাং নাথঃ। সমুদ্র।

"মৎকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ

সিন্ধুনাথশয়নে নিষেদুষঃ।" (মাঘ ২৪।৩৮)

সিন্ধুপতি (পুং) সিন্ধূনাং পতিঃ। নদীদিগের পালয়িতা। "ঋতস্য গোপা সিন্ধুপতী" (ঋক্ ৭।৬৫।২°) 'সিন্ধুপতী-নদ্যাঃ পালয়িতারৌ মিত্রাবরুণেন।' (সায়ণ) ২ নদীদিগের পতি, সমুদ্র।..

সিন্ধুপত্নী (স্ত্রী) সমুদ্রপত্নী, নদী।

সিন্ধুপথ (পুং) সিন্ধূনাং পন্থাঃ। সিন্ধুপ্রদেশের পথ।

সিন্ধুপর্ণী (স্ত্রী) গম্ভারীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সিন্ধুপারজ (ত্রি) সিন্ধুর পারজাত ঘোটক।

সিন্ধুপুত্র (পুং) সিন্ধোঃ পুত্রঃ। ১ মর্কটেন্দু। (শব্দচ°) ২ চন্দ্র। ৩ সিন্ধুরাজপুত্র। ৪ সিন্ধুমুনিপুত্র।

সিন্ধুপুষ্প (পুং) সিন্ধৌ পুষ্প্যতি প্রকাশতে ইতি পুষ্প-ফুল্লনে অচ্। ১ শঙ্খ। (শব্দচ°) ২ কদম্ব বৃক্ষ। ৩ বকুল বৃক্ষ।

সিন্ধুপ্রদেশ, ইংরাজাধিকৃত ভারতের পশ্চিম সীমান্তস্থিত একটী প্রদেশ। বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে একজন কমিশনরের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিশাসিত। অক্ষা° ২৩° হইতে ২৮°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৬৬°৪০´ হইতে ৭১° পূঃ। ইহা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সর্ব্বো-ত্তরপশ্চিমপ্রদেশ এবং সিন্ধু নদের নিম্ন উপত্যকা ও বদ্বীপাংশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় বেলুচিস্থান, পঞ্জাব প্রদেশ ও বহাবলপুর রাজ্য, পূর্ব্বে রাজপুতনার অন্তর্গত জয়শালমের ও যোধপুররাজ্য, দক্ষিণে কচ্ছের রণ প্রদেশ ও আরব্যোপসাগর এবং পশ্চিমে খিলাতের খাঁর অধিকৃত রাজ্য।

সিন্ধুপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ইংরাজাধিকৃত ৫টী জেলা ও (২) খয়েরপুরের সামন্তরাজ্য। ইংরাজাধিকৃত জেলা-গুলির সর্ব্বসমেত ভূপরিমাণ ৪৭৭৮৯ বর্গমাইল এবং খয়েরপুর রাজ্যের পরিমাণ ৬১০৯ বর্গমাইল। ইংরাজাধিকারে করাচী-নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইলেও এক সময়ে মহাসমৃদ্ধ হায়-দরাবাদ নগরী এখানকার রাজধানী ছিল।

সিন্ধুপ্রদেশের প্রত্যেক বিভাগই পলিময়। এখানকার ভূপৃষ্ঠ অন্বেষণ করিলে মনে হয় সিন্ধুনদ অথবা তাহার কোন একটী শাখা কোন না কোন সময়ে এই প্রদেশের এক স্থানে না এক স্থানে প্রবাহিত ছিল। বর্ত্তমান কালে সিন্ধুনদ যে পরিবর্ত্তন-শীল গতি লইয়া প্রবাহিত, যুগ যুগান্তরেও এই নদী এই ভাবেই

অস্থির গতিতে প্রবহমান ছিল এবং তাহারই ফলে নদীজলে সঞ্চারিত বালুকারাশি এই প্রদেশের সর্ব্বত্র পলির আকারে বিস্তৃত আছে। ভূতত্ত্বের আলোচনায় জানা গিয়াছে যে, এক সময়ে হিমালয় শৈলের শিবালিক শৃঙ্গপর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল। পর্ব্বতবক্ষস্থ শম্বুকাস্থি প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ। সেই প্রাচীন যুগের পর প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে যখন শিবালিক উচ্চ শিখরারোহী পর্ব্বতরূপে উৎক্ষিপ্ত হইল তখন সমুদ্রতট ক্রমে দক্ষিণে সরিয়া আসিল। কাশ্মীরের পর্ব্বতগুলি যে সময়ে ঊর্দ্ধে জাগিয়া উঠিয়াছিল, সেই সময় পঞ্চনদ পর্ব্বতপৃষ্ঠ হইতে প্রবাহিত হইয়া ক্রমে পঞ্জাব ও সিন্ধুর নিম্ন সমতল ভূমিতে পদার্পণ করে। আমরা ঋগ্বেদীয় যুগে পঞ্জাবপ্রদেশে প্রবাহিত পঞ্চনদের উল্লেখ পাই। কালে ঐ নদী একত্র সঙ্গত হইয়াছে এবং কালে উহা গতির পরিবর্ত্তনে সমুদ্রমুখে বদ্বীপ সৃষ্টি করিয়াছে। সিন্ধু পার্ব্বত্যপ্রপাতে সে প্রস্তরকণিকানিচয় বহন করিয়া আনে, নিম্ন প্রান্তরে বেগের হ্রাস হওয়ায় তাহা আর স্রোতে ভাসাইয়া লইয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তাহা নদীবক্ষে এক এক স্থানে থিতাইয়া পড়ে এবং ধারাবাহিক রূপে ঐ স্থানে উত্তরোত্তর পলি জমিয়া ঐ স্থানটী ক্রমে উচ্চ ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশভাগের অপেক্ষা উচ্চ হইয়া প্রকৃত দ্বীপাকারে ভূপৃষ্ঠে সমুত্থিত হইতেছে। পার্ব্বত্য জলস্রোত নদীবক্ষে প্রবাহিত হইয়া এই স্থানে বাধা প্রাপ্ত হয় এবং উহার উভয় পার্শ্ব দিয়া অতি বেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই কারণে ঐ সকল স্থান হইতে নদীকূলে খাল কাটিয়া ক্ষেত্রাদিতে জল লইবার বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে।

সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যে কীরথার পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উচ্চ। উহার কোন কোন স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭ হাজার ফিটেরও অধিক, এই পর্ব্বতমালা উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত এবং ১২০ মাইল ইংরাজরাজ্যের সীমা ব্যাপিয়া দণ্ডায়মান আছে। ২৮° অক্ষাংশের পর হইতে ইহা পাবশৈল নামে পরিচিত এবং সমুদ্রাভিমুখে মঞ্জ অন্তরীপ পর্য্যন্ত ৯০ মাইল বিস্তৃত। ইহা উচ্চতায় কীরথার পর্ব্বতমালা হইতে অনেক নিম্ন।

পাবশৈলমালার কন্দর ও উপত্যকাপথে একমাত্র হাব নদী প্রবাহিত। সিন্ধু ও তাহার অন্যান্য শাখার ন্যায় এই নদীতেও সকল সময়ে জল থাকে। করাচী জেলার পশ্চিমে ও হাব নদীর তীরভূমে কোহিস্থানের জঙ্গলপূর্ণ পার্ব্বত্য অধিত্যকা ভূমি। উত্তরে কীরথার শৈলশ্রেণী হইতে পূর্ব্বাভিমুখে সেহবান্ উপবিভাগ পর্য্যন্ত লকি নামক পর্ব্বতমালা। উহা যে আগ্নেয় গিরির উদ্গীরণরাশি হইতে গঠিত তাহা প্রস্তরস্তরাদি পর্য্যবেক্ষণ করিলে জানিতে পারা যায় এবং এখনও এখানে অনেক স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ ও গন্ধকগন্ধনির্গমের আঘ্রাণ পাওয়া যায়।

তালপুর রাজ্যের রাজধানী হায়দরাবাদ নগরের সন্নিকটে সিন্ধু উপত্যকার ব্যবধান গঞ্জো নামক একটী গণ্ডশৈল। উহা ১০০ ফিট্ উচ্চ এবং চূণাপাথরে গঠিত। ঐ শ্রেণীর আর একটী পর্ব্বতশ্রেণী জয়শালমীর হইতে উত্তরপশ্চিমাভিমুখে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ও প্রায় ১৫০ ফিট্ উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের এক একটী অংশে রোহড়ী ও সক্কর নগর এবং ভক্করদুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।

সিন্ধুপ্রদেশ মরুসদৃশ বালুকাময় ঊষর ভূমিতে পূর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে পলিময় উর্ব্বর মৃত্তিকাপূর্ণ ভূখণ্ডের অভাব নাই। শিকারপুর ও লার্থনা বিভাগের নিকটবর্ত্তী, উত্তরদক্ষিণে ১০০ মাইল বিস্তৃত একটী উর্ব্বর দ্বীপ দৃষ্ট হয়। উহার এক দিকে সিন্ধু নদ ও অপর দিকে পশ্চিম-নাড়া নদী। ঐরূপ সিন্ধুনদও পূর্ব্ব ধাড়ার মধ্যে ৭০।৮০ মাইল বিস্তৃত আর একটী উর্ব্বর ভূখণ্ড দৃষ্ট হয়। থর ও পার্কার জেলার পূর্ব্ব মরু নামক বৃক্ষলতাদিবিহীন পতিত ভূমিতে এক সময়ে সিন্ধুনদ প্রবাহিত ছিল এবং প্রাচীন নগরমালা সেই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড সুশোভিত করিত, ঐ সকল নগরনিম্নে যে নদী বিদ্যমান ছিল, ধ্বস্ত স্তূপরাশির পার্শ্বস্থিত নদীখাত তাহাই প্রমাণ করিতেছে। যখন এই প্রদেশে ঐ সকল নদী ও নগর বিদ্যমান ছিল, তৎকালে সিন্ধুপ্রবাহিত এই প্রদেশ যে বিশেষ শস্যশালিনী ছিল তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। কালে ভীষণ বন্যায় অথবা নদীর গতি পরিবর্ত্তনে কিম্বা অভাবনীয় কারণে এই প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়া থাকিবে বলিয়াই অনুমান হয়। উক্ত জেলার পূর্ব্বাংশে অসংখ্য বালিয়াড়ি (sand-hill) দৃষ্ট হয়, বায়ুসঞ্চালনে বালুকারাশি ক্রমশঃ এক দিকে চালিত হইয়া ঐরূপ খণ্ড খণ্ড শৈলাকারে স্তূপীকৃত হইয়াছে। শিকারপুর নগরের ৩০ মাইল পশ্চিমে পাট নামক ঊষরভূমি। উহা বোলান-পাস নামক গিরিসঙ্কটের পাদমূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থান কর্দ্দমে পূর্ণ, বোলান, নাড়ি ও কীরথার শৈলগাত্রবিধৌত জলরাশিসঞ্চয়ে কর্দ্দমের উৎপত্তি হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন উপযুক্ত পরিমাণ জলের অভাবে এই প্রদেশের আরও অনেক স্থান অনুর্ব্বর ও শস্যাদিবিহীন রহিয়াছে।

সাধারণতঃ দেখিতে গেলে এই মাত্র বলা যায় যে, সিন্ধুপ্রদেশে পার্থিব সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই। সেহবান্ উপবিভাগের মাঞ্চর হ্রদ এবং পূর্ব্ব-নাড়া নদীর বন্যাপ্রবাহে গঠিত কতকগুলি ক্ষুদ্র হ্রদ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ হইলেও কেহই সেই সুরম্য দেশে যাইয়া বাস করিতে চাহে না, কারণ তথাকার বায়ু বড়ই দুর্গন্ধময় এবং তাহা সেবনে মারাত্মক পীড়া উৎপন্ন হয়, বর্ত্তমান সিন্ধুনদের উভয় তীরস্থিত ১২ মাইল ভূমি শস্যশ্যামলা হইলেও তথায় দৃষ্টি-আকর্ষক কোন দৃশ্যই নাই। ভক্করের উত্তরে সাধ-বেলা নামে আর একটী দ্বীপ আছে। ইহা উদ্ভিজ্জাদি

বিভূষিত এবং উহা একটী পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য। ইহার অদূরবর্ত্তী তীরভূমি বাবলা ও খর্জ্জুর বৃক্ষপূর্ণ।

সিন্ধুপ্রদেশ এরূপ বিস্তীর্ণ হইলেও এখানে বনমালা নিতান্তই কম। খয়েরপুর লইয়া সমগ্র সিন্ধুবিভাগের অরণ্যনিচয় ৬২৫ বর্গমাইল হইবে। উহার অধিকাংশই ঘেট্‌কী হইতে দক্ষিণে মধ্য বদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং গবর্মেণ্টের তত্ত্বাবধানে ৯০টী স্বতন্ত্র বনবিভাগে বিভক্ত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের বন্যায় ধারেজার বনমালা জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। উহার পরবর্ত্তী দুই বৎসরে সুন্দর বেলো ও সামিতিয়া বনবিভাগ যথাক্রমে নষ্ট হয়।

সিন্ধুর দক্ষিণপূর্ব্বে কচ্ছের রণপ্রদেশ। উহা প্রায় ৯ হাজার মাইল বিস্তৃত একটী লবণময় জলা ও উষর ভূমি। এখানে কোন রূপ বৃক্ষাদি জন্মে না। সিন্ধুনদের কোরি মোহানাস্থিত লখপৎ বন্দর জুন হইতে নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমুদ্রজলে প্লাবিত হয়। এই কারণে প্রতিবর্ষে উক্ত সময়ে কচ্ছের কাঠিয়াবাড়ের অনেক স্থানে খাত কাটিয়া লবণ জলপূর্ণ করিয়া রাখা হয়। পরবর্ত্তী ছয় মাসে উহা শুষ্ক হইয়া ভূপৃষ্ঠে লবণ ফুটিয়া উঠে। পূর্ব্বে ঐ স্থান হইতে লবণ প্রস্তুত হইত, এক্ষণে খালের পরিবর্ত্তনে অথবা মনুষ্য কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ খাত কাটার পর উহা একটী সুদীর্ঘ জলায় পরিণত হইয়াছে। রণপ্রদেশে উর্ব্বর ক্ষেত্র নিতান্ত কম। কোরি নদীর অন্য একটা নাম পুরাণ।

এখানকার পার্ব্বত্য বনভাগে ব্যাঘ্র, হায়ণা, গুর্খর (বন্যগর্দ্দভ), নেকড়ে, খেক্‌শিয়াল, বনবরাহ ও নানা জাতীয় হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধুনদের বদ্বীপাংশস্থ বনপ্রদেশে হংস কাওবাদি নানা জাতীয় জলচর ও স্থলচর পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। মহিষের সংখ্যাও যথেষ্ট, ইহারা দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। মহিষদুগ্ধের ঘৃত এখানকার একটী প্রধান পণ্য। এখানকার অশ্বগুলি ক্ষুদ্রকায় হইলেও কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়। উত্তর সিন্ধুবাসী বলুচ জাতি এই অশ্বপালন করিয়া থাকে এবং তাহাদের যাহাতে শাবকাদি উৎপন্ন হয় তাদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ রাখে। ইংরাজগবর্মেণ্ট বিলাতী পুংজাতীয় অশ্বের সহিত এদেশীয় স্ত্রীজাতীয় অশ্বের সংযোগ করাইয়া উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্ম হইতেছে দেখিয়াছেন। ঐ সকল অশ্ব সাধারণতঃ অশ্বারোহী সেনাদলে ব্যবহৃত হয়।

সিন্ধুপ্রদেশের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার উপায় নাই। সুপ্রাচীন ঋগ্বেদসংহিতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, সেই পূর্ব্ব যুগে সিন্ধুতীরভূমি আর্য্যনিবাসরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ঋঙ্মন্ত্রে ঋষিগণ সিন্ধুর জল পরম পবিত্র ও দেবাশ্রিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই নদীর তীরে বসিয়া আর্য্যগণ যাগযজ্ঞ করিতেন। সিন্ধুনদতটসমাশ্রিত এই দেশ সিন্ধুপ্রদেশ নামে বিদিত। প্রাচীন বৈদিক যুগে আমরা আর্য্যনিবাসভূত ত্রিসপ্তসিন্ধুপ্রবাহিত দেশের উল্লেখ পাই। উহা সপ্তনদপ্রদেশ নামে খ্যাত এবং তিন ভাগে বিভক্ত। উহার প্রত্যেক বিভাগেই সাতটী করিয়া নদী আছে। একবিংশতিনদী প্রবাহিত দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সিন্ধুনদই রাজার ন্যায় বিদ্যমান। শাখা নদী গুলি তাহার শিশু তুল্য।

উক্ত সিন্ধুনদের পূর্ব্বপারে যে সপ্তনদপ্রদেশ তাহাই আমাদের বর্ত্তমান সিন্ধু ও পঞ্জাব প্রদেশ এবং সিন্ধুনদের পশ্চিম পারে যে আর্য্যাবর্ত্তান্তর্গত সপ্তনদপ্রদেশ তাহা এক্ষণে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত ও মুসলমানাবাস বলিয়া পরিগণিত। এই দ্বিতীয় সপ্তনদ বিভাগে তৃষ্টামা, সুসর্ত্তু, রসা, শ্বেত্যী, কুভা, ক্রমু ও গোমতী সপ্তনদী প্রবাহিত এবং উহারা সাক্ষাৎ পরম্পরায় সিন্ধুসঙ্গত। উক্ত নদীসপ্তকের মধ্যে সুসর্ত্তু নদী সুবাস্তু বা স্বাৎ, শ্বেতী দেবাইস্‌মাইল খাঁ-প্রদেশতলবাহিনী অর্জ্জুনী, কুভা কাবুল, ক্রমু কুরম্‌ ও গোমতী গোমাল নামে প্রসিদ্ধ, সুতরাং এই সপ্তনদ প্রদেশ পশ্চিমোত্তর ভারতের পুরাতন আর্য্যাবর্ত্তাংশের পশ্চিম সপ্তনদপ্রদেশ। ইহা বেলুচিস্থান, আফগানস্থান ও বন্নু প্রভৃতি প্রদেশ লইয়া গঠিত। এই সিন্ধুনদের পশ্চিমোত্তরে অতিদূরে আরও একটী নদীসপ্তকপ্রবাহিতপ্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার মধ্যে উর্ণাবতী কৈলাশ নিম্নস্থ উর্ণা প্রদেশে; হিরণ্ময়ী, বাজিনীবতী ও সীলমাবতী নাম্নী নদীত্রয় আরও উত্তরে অবস্থিত; এণী নদী নিম্ন বেলুচী স্থানে প্রবাহিত এবং চিত্রা চিত্রল হইতে আসিয়া কুভায় মিলিত। ঋজীতী নাম্নী অপর নদী উহারই সমীপদেশে বিদ্যমান ছিল বলিয়া বোধ হয়।

এই ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত দেশ এক সময়ে পশ্চিমে পারস্য ও এসিয়া মাইনর সীমা হইতে পূর্ব্বে যমুনা ও গঙ্গাতীর এবং উত্তরে উত্তরকুরু হইতে দক্ষিণে সমুদ্রতট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্য্যগণের ঐ বিস্তৃত নিবাসভূমির মধ্যে সিন্ধুনদই সর্ব্বপ্রধান ছিল এবং আর্য্যগণ এই নদীর বিষয় বিশেষ ভাবে জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং কালে ত্রিসপ্ত নদীপ্রবাহিত সিন্ধুসেবিত এই আর্য্যাবাস সপ্ত সিন্ধু * নামে আখ্যাত হয়। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা ঐ সপ্ত সিন্ধুকে "হপ্‌ত্‌ হিন্দ্‌" শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। মুসলমান জাতির আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ও উত্তরের সপ্তনদ প্রদেশ প্রাচীন নাম হারাইয়া মুসলমানদিগের প্রদত্ত নামেই অভিহিত হইয়েছে। [বেদ শব্দে আর্য্যাবাস দেখ।]

পূর্ব্ব সপ্তনদান্তর্গত বর্ত্তমান সিন্ধুপ্রদেশও পঞ্চনদ প্রদেশরূপে

---

* বেদে সিন্ধু শব্দ নদীবাচক। সপ্তনদ কালে সপ্ত সিন্ধু হইয়া থাকিবে। ঋগ্বেদের ১।১২২।৬, ৪।৫৪।৬, ৪,৪৫।৩, ৫।৫৩।৯, ৭।৯৫।১, ৮।১২।৩, ৮,২৪।১৩, ৮।২০।১৫, ৮।২৬।১৮, ১০,৬৪।৯ ও ১০।৭২।১ মন্ত্রে সিন্ধুনদের উল্লেখ আছে।

প্রসিদ্ধ ছিল। উহা ভারতের অন্তর্ভুক্ত এবং আর্য্যনিবাসরূপে গণ্য। আর্য্য উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এখানে আর্য্য রাজবংশেরও প্রতিষ্ঠা হয়। ঋগ্বেদের ১।১২৬ সূক্তে সিন্ধুনিবাসী রাজা ভাবয়ব্যের উল্লেখ আছে। তিনি হিংসারহিত, কীর্ত্তিমান্ ও সমগ্র সোমযাগের অনুষ্ঠানকারী ছিলেন। অথর্ব্ববেদের ১৪।১।৪৩ মন্ত্রে সিন্ধুসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। ভারত-ভীষ্ম পর্ব্বে ৬।০।৪০) সিন্ধুদেশ ও অধিবাসিবর্গের কথা আছে। তথাকার রাজগণ যে প্রথিতনামা ছিলেন, তাহা বনপর্ব্বের ও ভাগবতের (৫।১২।৬) উক্তি হইতেই বুঝা যায়। পৌরাণিক যুগে ইহা প্রাচীন অবন্তির অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত। রাজকবি কল্হণ ও মহাকবি কালিদাস সিন্ধুদেশবাসী রাজার ও তথাকার যোদ্ধা অধিবাসীদিগের গৌরব কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শকরাজগণের অভ্যুদয়ে সিন্ধুপ্রদেশের কতকাংশে শকশাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। নানা স্থানের ধ্বস্ত নগর ও তাহার স্তূপ মধ্যে নিহিত মুদ্রা তাহার অন্যতম নিদর্শন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন, নোয়ার সিন্ধু ও হিন্দু নামে দুই পুত্র ছিল। ঐ সিন্ধু হইতেই সিন্ধু প্রদেশের নামকরণ হয়। সিন্ধু বংশধরগণ এখানে বহু বৎসর ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। ৭১১ খৃষ্টাব্দে আরবগণ কর্ত্তৃক যখন সিন্ধুপ্রদেশ আক্রান্ত হয়, তখন সিন্ধুপ্রদেশের অরোর নামকস্থানে হিন্দুরাজবংশের প্রভাব বিস্তৃত ছিল।

ঐ অরোর নগর বর্ত্তমান রোহড়ী নগরের সন্নিকটে সিন্ধুতীরে বিদ্যমান ছিল। অরোর নগরী নানা সৌধমালায় ও উপবন নিচয়ে শোভা সম্পাদন করিত। কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ঐ হিন্দুরাজ্য কাশ্মীর ও কনোজ হইতে সুরাট ও ওমান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান আফগানরাজ্যের রাজধানী কান্দাহার ও সুলেমান শৈল প্রদেশও ইহার অন্তর্নিবিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। ঐ সুপ্রাচীন রাজবংশের পাঁচজন মাত্র রাজার নাম পাওয়া যায়। তাঁহারা ১৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

উক্ত রাজবংশের শেষ রাজার কচ্ছনামে একজন মন্ত্রী ছিলেন। তিনি স্বীয় প্রভুর মৃত্যুর পর স্বয়ং সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার পর তদ্বংশীয় দুই জন মাত্র রাজা এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ডাহিরের রাজত্বকালে স্ত্রী ক্রীতদাসী ও অন্যান্য ভারতীয় পণ্যক্রয় করিবার জন্য খলিফা আবদুল মালিক কর্ত্তৃক কএকজন আরব দেশীয় বণিক্ এখানে প্রেরিত হয়। স্থানীয় দস্যুদল তাহাদের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া নিহত করে। বণিক্‌দলের মধ্যে যে দুএক জন পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিল, তাহারা গোপনে পলাইয়া খলিফার নিকট আপনাদের এই দুঃখ বার্ত্তা নিবেদন করিল। খলিফা ইস্‌লামধর্ম্মী, এই অবমাননায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইলেন। তিনি ভারতবাসী হিন্দু (কাফের) দিগকে ইহার প্রতিশোধ দিবার জন্য যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাহার সেনাদল সংগৃহীত হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করেন। খলিফা এই সূত্রে কাফেরদিগকে দমন করিয়া ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচার করিবেন এই আশায় প্রণোদিত হইয়া বিপুল আয়োজনে প্রাণপাত করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র মহম্মদ কাসিম সকিফি সেই সেনাদল লইয়া সিন্ধুবিজয়ে বহির্গত হন, ৭১১ খৃঃ মহম্মদ-কাসিম সিরাজ নগর হইতে সদলে অগ্রসর হইয়া প্রথমেই দেবল বন্দর অবরোধ করেন। এই স্থানকে কেহ কেহ মনোরা বা ঠট্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। অতঃপর কাসিম নেরণকোট (নায়ারণকোট) অভিমুখে অগ্রসর হন। নেরণকোট পরে হায়দরাবাদ নামে খ্যাত হয়। এই নগর অবরোধের পর কাসিম সেহবান্ দুর্গ জয় করিয়াছিলেন। এখান হইতে স্বীয় সেনাদল লইয়া কাসিম নেরণ কোটে প্রত্যাবৃত্ত হন। তখন সিন্ধুনদ নায়ারণকোটের পূর্ব্ব দিয়া প্রবাহিত ছিল। কাসিম সিন্ধু পার হইয়া ডাহিরের রাজ্য আক্রমণ করেন। রাবল দুর্গাবরোধ কালে মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে রাজা ডাহির রণক্ষেত্রে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রপরিবারবিজেতা কর্ত্তৃক বন্দীভাবে নীত হন। ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম অরোর রাজধানী জয় করেন এবং তদনন্তর মূলতান জয় করিয়া বহু ধনরত্ন অধিকার করিয়াছিলেন। কাসিমের শেষ জীবন কিরূপ অতিবাহিত হইয়াছিল, আরবের ইতিহাসে বিবৃত।

মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সিন্ধুবিজয়প্রসঙ্গে সিন্ধু প্রদেশের কতক পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীক ঐতিহাসিকের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ৩২৫ খৃঃ পূঃ আলেকসান্দর সসৈন্যে আসিয়া স্বীয় সেনাপতি পাদ্দিকাসের সহিত মিলিত হন। পাদ্দিকাস আরাস্তনৈ ও ওস্সাদিওই জাতিকে বশে আনয়ন করিয়া স্বনামে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। অনন্তর তিনি সোগদোই রাজধানীতে উপনীত হইয়া নৌ-নির্ম্মাণের জন্য কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। অতঃপর এখান হইতে তিনি মোসিকনোদিগের রাজধানীতে উপনীত হন। ঐ রাজধানী সম্ভবতঃ আলোরপুরী, ইহার পর তিনি সিন্ধুর পশ্চিমপারস্থ পার্ব্বত্যদেশবাসী অস্‌সিকানো ও সাম্বোজাতিকে পরাভূত করিয়া তাঁহাদের রাজধানী সিন্দিমান (বর্ত্তমান সেহ্‌বান্) অধিকার করেন। এখান হইতে তিনি আরখোসীয় ও সরাঙ্গীয় জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া স্বীয় সেনাপতি ক্রাটেরশকে কর্ম্মানিয়া রাজ্যজয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

গ্রীষ্মকাল অতীত হইলে পার্দ্দিকাস স্বয়ং সিন্ধু বদ্বীপের উত্তর

কোণস্থ (হায়দরাবাদের পূর্ব্বে অবস্থিত) পাত্তালনগরে সমুপস্থিত হন। এখান হইতে তিনি কতক নৌ-বাহিনী সঙ্গে লইয়া এবং নিয়ারখুসের অধীনে অপরাংশ সমর্পণ করিয়া ও তাঁহাকে তাঁহার পশ্চাদনুসরণ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং আলেকসান্দরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ পারস্যোপসাগরে উপনীত হন।

আলেকসান্দর সমুদ্রপথে পারস্ত যাত্রাকালে আরাবিও [বর্ত্তমান নাম পুরালী] নদী উত্তরণপূর্ব্বক ওরিটে লুশবেলা-নামক জাতিদিগকে পরাভূত করেন। বন্ত ওরিটেগণ এখানে মিসরের ভাবিরাজা টলেমীকে বিষাক্ত বাণে বিদ্ধ করিয়াছিলেন। দিওদোরস্ সিকুলাস বলেন এই ঘটনা সিন্ধুপ্রদেশের হার্ম্মোটে লিয়া নামক স্থানে ঘটে। অতঃপর গ্রীক্ নৌ-বাহিনী করাচীর নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে উপস্থিত হয়। ঐ স্থান আলেকসান্দরের "হাভেল"বন্দর বলিয়া উক্ত। এখানে উক্ত নৌবাহিনী ২৪ দিন অবরুদ্ধ ছিল।

১৬০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের সমকালে এখানে যে গ্রীক্‌শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহা যবনরাজ প্রথম আপোলোদোতসের প্রচলিত মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায়। শকরাজ তোরমানপুত্র মিহিরকুল সিন্ধুবিজয়ে সমাগত হইয়াছিলেন, মুজমলুৎ-তবারিখ নামক মুসলমান ইতিহাসে উক্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। রাজ-তরঙ্গিণীতে উক্ত ঘটনা সিংহলবিজয় বলিয়া লিখিত।

স্থাণ্বীশ্বর-পতি আদিত্যবর্দ্ধনের পুত্র প্রভাকরবর্দ্ধন অনুমান ৫৮৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

সিন্ধুপ্রদেশের হিন্দু রাজবংশ

১ রায় দীবাইজ ৪৯৫খৃঃ ; ইনি শাকলাধীশ্বর শককুলতিলক তোরমাণের সমসাময়িক।

২ রায় সিহরস—১এর পুত্র

৩ রায় সাহসী—২র পুত্র

৪ রায় সিংহরস ২য়—৩য়ের পুত্র ; ইনি সম্ভবতঃ পারস্যপতি খস্রু নৌসির্ব্বানের (৫৩১-৫৭৯খৃঃ) হস্তে পরাজিত ও নিহত হন।

৫ রায় সাহসী ২য়—ইনি ৬৩১ খৃষ্টাব্দে সীলাইজ নামক ব্রাহ্মণের পুত্র চাচ কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট হন।

ব্রাহ্মণ-রাজবংশ

৬ চাচ—৬৩ খৃঃ ; ইনি স্বীয় প্রভু রায় ২য় সাহসীর রাজ-পুরাধ্যক্ষ ছিলেন। সিংহাসনাধিকারের অব্যবহিত পরেই ইনি চিতোর অথবা জয়পুরের রাণা মহরৎকে যুদ্ধে নিহত করেন। ৬৩৫ খৃষ্টাব্দে কীরমান রাজ্য জয় করিয়া ইনি তত্তদূর পর্য্যন্ত সিন্ধু-রাজ্যের সীমা বিস্তৃত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী বর্ষে মুচীরাহ্ দেবল আক্রমণ করেন। চাচ ৪০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৭ চন্দ্র—চাচের ভ্রাতা, ইনি ৮০ বৎসর রাজ্য-শাসন করেন।

৮ ডাহির—৬র পুত্র, ইনি ৭১৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ কাসিম কর্ত্তৃক পরাজিত হন।

খলিফাগণের অধিকারে এখানে যে সকল মুসলমান শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের নাম পাইবার উপায় নাই। ৮৭১ খৃষ্টাব্দে খলিফা মুতামিদ্ সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তৃপদে য়াকুব্-ইবন্-লাইস্ শফারীকে নিযুক্ত করেন। ইনি স্বীয় ভুজবলে বুস্ত, জাবুলিস্থান, জমীন্-ই-দাবর, গজনী, তুখারিস্থান, বাল্খ, কাবুল, হিরাট, বদ্ঘাই, বুষঞ্জ, জাম, বাথ্রুজ, সিজিস্থান প্রভৃতি জনপদ অধিকার করেন। পশ্চিম এসিয়াখণ্ডের এই রাজ্যগুলি বিজয়-করণাভিপ্রায়ে ও তাহাতে শাসন-শৃঙ্খলাস্থাপনে তাঁহাকে বিশেষভাবে ব্যাপৃত থাকিতে হয় ; সুতরাং সিন্ধুপ্রদেশের উপর লক্ষ্য রাখিতে তিনি অবসর পান নাই। ঐ সময় হইতেই এখানে বিশৃঙ্খলা হইতেছিল। ৮৭৯ খৃষ্টাব্দে য়াকুব ইরাক্ জয় করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথিমধ্যে দেহত্যাগ করেন। তদনন্তর তাঁহার ভ্রাতা উমরু মুবফ্‌ফিকের পুত্র খলিফা মুতাজিদ কর্ত্তৃক খুরাসান, ফার্স, ইস্পাহান্ সিজিস্থান, কীরমান্ ও সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে মনসুরও মূলতানে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য স্থাপন করেন।

সুমরাবংশ

গজনীপতি মান্দুদের সিন্ধুবিজয়ের কিছু পরে মূলতানের শাসনকর্ত্তা ইবন্‌সুমরা ১০৫৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুরাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করেন, ইনি গজনীপতিকে আপনার অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিক মীরমাসুম লিখিয়াছেন, সিন্ধুবাসীরা গজনীপতির অধীনস্থ শাসনকর্ত্তা আবদুর রসীদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া তাঁহার অধীনতা উন্মোচনপূর্ব্বক সুমরাকে আপনাদের রাজা বলিয়া গ্রহণ করে। পরে সুমরা বংশীয়গণ ভুজবলে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা উপভোগ করিয়াছিলেন।

১ সুমরা—১০৫৩ খৃঃ অঃ।

২ ভুঙ্গর ১ম রাজ্যকাল ১৫ বৎসর। ১র পুত্র

৩ দূদা ১ম ১০৬৯ খৃঃ ২৪ বর্ষ। ২য় পুত্র।

৪ সিঙ্ঘার „ ১৫ বৎসর।

৫ খফীফ্ „ ৩৬ বৎসর।

৬ উমার „ ৪০ „

৭ দূদা ২য় „ ১৪ „

৮ ফতু „ ৩৩ „

৯ গেঁড়া ১ম, „ ১৬ „

১০ মহম্মদ তূর „ ১৫ „

১১ গেঁড়া ২য়, „ ১৫ „

১২ দূদা ৩য়, „ ২৪ „

১৩ তাজি ,, ২৮ ,,

১৪ ছনেসর ,, ১৮ ,,

১৫ ভুঙ্গর ২য় ,, ১৫ ,,

১৬ খফীফ্ ২য় ,, ১৮

১৭ দুদা ৪র্থ ,, ২৫ ,,

১৮ উমারসুমরা ,; ৩৫ ,,

১৯ ভুঙ্গর ৩য় ,, ১০ ,,

২০ হামীর, সম্মাজাতি কর্ত্তৃক রাজ্যভ্রষ্ট।

এই বংশের শাসনকালের মধ্যসময়ে সিন্ধুপ্রদেশে আরও কয়েকজন মুসলমান-শাসনকর্ত্তার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে নাসির্ উদ্দীন্ কবাছা ১২০৩ হইতে ১২১৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত; ঘোর ও গজনীর অধিপতি সৈফুদ্দীন অল্-হসন্ কার্লুখ্ ১২৩৯ খৃষ্টাব্দ এবং নাসির্ উদ্দীন্ মহম্মদ ইবন্-অল্-হসন ১২৩৯ হইতে ১২৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সিন্ধু-শাসন করিয়াছিলেন।

সম্মাবংশ

সিন্ধুর সুমরা বংশীয় মুসলমান নরপতিকে রাজ্যচ্যুত করিয়া অরমীল রাজসিংহাসন অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে সম্মাবংশীয় উনাড় রাজ্যাপহারী অরমীলকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং রাজা হন। নবীন রাজার অত্যাচারে ও অসদ্ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া সম্মাবংশীয়গণ তাঁহাকে নিহত করেন। সম্মাবংশীয় ১৯জন রাজার নাম—

১ জাম উনাড়

২ জাম জুনা সম্মা,

৩ তমাছি—জাম উনাড়ের পুত্র (তারিখ-ই-মহ্মী)

৪ মালিক খৈরুদ্দীন্—১৩৫১ খৃঃ মহম্মদ ইবন্ তোগলক যখন ঠট্ট আক্রমণ করেন, তখন ইনি সিন্ধুসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

৫ জাম বাবিনিয়া—৪র পুত্র

৬ জাম তমাছি ২য়—৫র ভ্রাতা

৭ জাম শালহ্ উদ্দীন্—

৮ জাম তমাছি ২য়—৫র ভ্রাতা ১৩৬৭ খৃঃ

৯ জাম শালহ্ উদ্দীন্—১৩৮০ খৃঃ

১০ জাম নিজামুদ্দীন্—৯র পুত্র

১১ জাম আলী শের—৭ বৎসর রাজত্ব

১২ জাম করণ

১৩ জাম ফত্ খাঁ—১৩৯৭খৃঃ

১৪ জাম তোগলক—১৩র ভ্রাতা, ২৮ বর্ষ রাজত্ব

১৫ জাম সিকন্দর—১৪র পুত্র, দেড় বৎসর রাজত্ব।

১৬ জাম রায়ধন—কচ্ছ প্রদেশ হইতে সমাগত।

১৭ জাম সঞ্জর—৮ বৎসর রাজত্ব।

১৮ জাম নিজামউদ্দীন্—১৪৬১ খৃঃ, ইহার হিন্দু নাম নন্দ।

মূলতানের অধিপতি সুলতান হুসেন লঙ্গাহ্ (১৪৬৯ খৃঃ) ইহার সমসাময়িক ছিলেন। ইহার রাজত্বের শেষভাগে কান্দাহার-পতি শাহবেগ সিন্ধুবিজয়-বাসনায় সেনা প্রেরণ করেন; কিন্তু নন্দের সুকৌশলে তিনি পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হন।

১৯শ জাম ফিরোজ—১৮র পুত্র, ১৫০৯ খৃঃ; ইঁহাকে পরাজিত করিয়া শাহবেগ অর্ঘুন সিন্ধু অধিকার করেন (১৫২০ খৃঃ)।

উপরি উক্ত রাজবংশীয়দিগের রাজত্বের সময় মুসলমান-ইতিহাসে নিরূপিত না থাকায় প্রকৃত বিবরণ উদ্ধৃত করা গেল না।

মহম্মদ কাসিমের সিন্ধুবিজয় হইতে সম্ভবতঃ সিন্ধু প্রদেশে মুসলমানের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়। কাসিম খলিফা সুলেমানের আদেশে নিহত হইয়াছিলেন।

৭৩৮ খৃষ্টাব্দে হাকীম অল্ কলাবীর অধীনে অমরু ইবন্ মহম্মদ ইবন্ কাসিম সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইনিই মন্সুরিয়া (মনসুরি) নগরের প্রতিষ্ঠাতা। অল্ মাসুদী বলেন, সিন্ধুর শেষ আমীর জামহুরের পুত্র মনসুর হইতে ইহার নামকরণ হয়। ৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম-চালুক্যরাজ জনাশ্রয় পুলকেশিবল্লভের রাজত্বকালে তাজিক (আরব) গণ সিন্ধু, কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র-প্রদেশ সমূলে উৎসাদিত করেন। খলিফা ২য় মারবান্ কর্ত্তৃক ৭৪৪ খৃষ্টাব্দে আবুল খত্তব, ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সুলেমান ইবন্ হাসম্ ৭৪৯ খৃঃ মনসুর ইবন্ জামহুর ও ৭৫০ খৃঃ অঃ আবদুর রহমন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন।

৭৫০ খৃষ্টাব্দে ওম্মিয়িদবংশীয় খলিফাগণের রাজ্যলোপ হয় এবং অব্বাস বংশীয়গণ সমগ্র মুসলমান-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন। সিন্ধু-প্রদেশ তৎকালে উক্ত বংশের অধীন হইয়াছিল। মুসলমানদিগকে উত্তরোত্তর প্রবল হইতে দেখিয়া স্থানীয় হিন্দুরাজগণের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহারা ভারতে মুসলমানপ্রভাব খর্ব্ব করিবার মানসে আপনাদের বল বৃদ্ধি করিতে যত্নবান্ হইলেন। এইরূপে উত্তর-ভারতসীমান্তে হিন্দুরাজবংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

এই সময়ে ৭৭১ খৃঃ সিন্ধুরাজ কর্ত্তৃক বোগদাদ নগরে খলিফা অল্ মন্সুর-সকাশে দূত প্রেরিত হইয়াছিল। অধিক সম্ভব, এই সময়ে ভারতবাসী কএকজন পণ্ডিত আরববাসীদিগকে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষা দেন। রুহ্ ইবন্ হাতিম ঐ সময়ে সিন্ধু-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

৭৬৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা হাসম ইবন্ অমরু অল্ তঘলাবীর সেনাপতি অমরু ইবন্ জমাল সিন্ধুসৈন্য লইয়া বলভীরাজ ৬ষ্ঠ শিলাদিত্য ধ্রুবভটকে পরাস্ত করেন। ৭৬৮ খৃষ্টাব্দে উমার ইবন্

হফ্স ইবন্ ওসমান এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। খলিফার আদেশে তিনি আফ্রিকায় স্থানান্তরিত হন।

৭৭৬ খৃষ্টাব্দে খলিফা অল্ মহদী সিন্ধুর হিন্দু রাজাদিগকে দমন করিবার জন্য স্বীয় সেনাপতি আবদুল মালিক ইবন সিহাবুল্ মুসম্মাঈকে প্রেরণ করেন। বোগদাদসেনাপতি সদলে আসিয়া বড়দা (পোরবন্দর ?) অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনাদলের কতক এখানে পীড়ায় মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ পারস্যোপসাগরে জলমগ্ন হয়।

সুদূর প্রতীচ্য জগতের অধীশ্বর হইয়া খলিফাগণ প্রাচ্য-ভারতের উপর উপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে সমর্থ হইলেন না। ভারতে মুসলমানশক্তি ক্রমশঃই হীনবল হইতে লাগিল। অবশেষে অনুমান ৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভারতে মুসলমান-প্রভাব বিলুপ্ত হইল। ঐ সময়ে মুলতান ও মনসুর-জনপদে দুইটী প্রভূত শক্তিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহাদের মধ্যে একজনের রাজ্য অরোর হইতে সপাথ সিন্ধু উপত্যকার সমগ্র উত্তরাংশ এবং অপরের রাজ্য অরোর নগর হইতে সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই শেষোক্ত দক্ষিণ সিন্ধুসাম্রাজ্য ইংরাজাধিকৃত সিন্ধুপ্রদেশের প্রায়ই অনুরূপ।

এই সিন্ধুরাজ্য তৎকালে শস্যপূর্ণ ছিল। অরোরনগরী নানা সৌধমালায় শোভিত হয় এবং নগরটী সুরক্ষিত করিবার মানসে উহার চারিদিকে দুই থাক প্রাচীর সহ দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই নগরী মুলতান নগরীর সমতুল্য এবং সিন্ধুপ্রদেশের একটী প্রধান বাণিজ্য-ক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত হয়।

আরবদিগের অধিকারকালে আরবরাজগণ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে অতি সামান্যই রাজস্ব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহাদের অধীনে দেশীয় সামন্তগণই দেশের প্রকৃত রাজা ছিলেন এবং তাঁহাদের দ্বারাই এতৎপ্রদেশের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। আরবদেশীয় যোদ্ধৃগণ তৎকালে জায়গীর পাইয়া জমীদার হইয়াছিলেন এবং ইস্লামধর্ম্মের পবিত্র মস্জিদ বা সমাধিমন্দির প্রভৃতির ব্যয়ভার বহনের জন্যও মুক্তহস্তে ভূসম্পত্তি প্রদত্ত হইয়াছিল। তৎকালে খোরাসান ও জাবুলীস্থান হইতে হাটাপথে এবং চীন, সিংহল ও মলবার প্রভৃতি স্থান হইতে জলপথে বৈদেশিক বণিক্‌গণ এখানে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে আসিতেন। আরবগণ সিন্ধুদেশবাসী হিন্দুগণকে যথেচ্ছ ধর্ম্মাচরণ করিতে অধিকার দিয়াছিলেন।

১০১৯ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মাহ্মুদ যখন ভারত আক্রমণ করেন, তখন সিন্ধুপ্রদেশ কাদির বিল্লাহ্ আবদুল অব্বাস আহ্মদ নামক এক মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন ছিল। ঐ মুসলমান শাসনকর্ত্তা নামে মাত্র খলিফার অধীন ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনিই সিন্ধুরাজ্যেশ্বর বলিয়া ঘোষিত হন। মুলতান ও উচ্ছ-প্রদেশ বিজয়ের পর মাহ্মুদ স্বীয় উজীর আবদুর রজাইকে সিন্ধু-বিজয়ে প্রেরণ করেন। উক্ত উজীর ১০২৬ খৃষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করিয়া উহা গজনীপতি মাহ্মুদের রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন।

ইহার ছয়বর্ষ পরে ১০৩২ খৃষ্টাব্দে মুলতানের শাসনকর্ত্তা ইবন্ সুমার সিন্ধুপ্রদেশে সুম্রা রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। তিনি প্রথমে গজনীপতিগণের অধীন সামন্তরূপে রাজ্য-শাসন করিলেও প্রকৃতপক্ষে স্বহস্তে শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন। অনুমান ১০৫১ খৃষ্টাব্দে সুম্রা-রাজগণ প্রকৃত প্রস্তাবে স্বাধীন হন এবং ভুজবলে আপনাদের রাজ্যসীমা নসরপুর পর্য্যন্ত বিস্তার করেন। উক্ত নসরপুরনগর বর্ত্তমান হালা হইতে ২৬ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

এই রাজবংশে রাজা থফীফ স্বীয় বীর্য্য ও ভুজবলে চতুর্দ্দিগ্‌বর্ত্তী রাজন্যগণকে স্তম্ভিত করিয়া প্রবল পরাক্রান্ত রাজা বলিয়া পরিচিত হন। তিনি ঠট্টনগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া বংশের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তাঁহার বীর্য্য-প্রভাবে পশ্চিম সীমান্তস্থ বন্য-জাতিসমূহ হতবীর্য্য হইয়াছিল। থফীফের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সুম্রা বংশের প্রতিপত্তির হ্রাস হইতে থাকে। পরবর্ত্তী রাজগণ বিলাসভোগে মত্ত হইয়া আপনাদের মহত্ত্ব বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানরাজ উর্বা মহলের রাজত্বকালে কচ্ছ-প্রদেশ হইতে সমাগত ঔপনিবেশিক সম্মাজাতীয়েরা মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়া ঐ রাজাকে নিহত করে এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে আপনাদের মধ্য হইতে জাম উনার নামক এক ব্যক্তিকে সিন্ধুসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিল।

উক্ত সম্মাগণ হিন্দু অথবা বৌদ্ধ ছিলেন। সিন্ধুতীরে সমা-নগরে তাঁহাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সেহ্-বান নগরই প্রাচীন সমানগর। উক্ত সম্মাগণ প্রায়ই রাজধানীতে বাস করিতেন না। তাঁহারা ঠট্টের ৩ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত মকলিশৈলের পাদমূলস্থ সামুই নগরে অথবা ঠট্ট-রাজধানীতে বাস করিতেন। অধিক সম্ভব, সম্মারাজগণ যাদব-বংশীয় রাজপুত ছিলেন এবং ১৩৯১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইস্লাম্ ধর্ম্মে দীক্ষিত হন নাই।

জাম উনার সিন্ধু-সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া ৩॥০ বর্ষকাল রাজত্ব করেন। তিনি সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ করতলগত করিতে পারেন নাই। কারণ তৎকালে তুরুষ্করাজের পক্ষে হকীমগণ ভক্কর ও তৎসমীপবর্ত্তী প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। দ্বিতীয় সম্মারাজ জুনা ভক্কর আক্রমণ করিলে হকীমগণ তাহা রক্ষা করিতে অসমর্থ হন এবং তাঁহারা রাজধানী ও দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া উচ্ছে যাইয়া আশ্রয়লাভ করেন। তাঁহার পরবর্ত্তী তমাছির রাজত্ব-

কালে দিল্লীপতির সেনাদল সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া ভক্কর অধিকার করে এবং জাম সবংশে ধৃত হইয়া বন্দীভাবে দিল্লীতে আনীত হন। ১৩৭২ খৃষ্টাব্দে ফিরোজশাহ তোগলক সিন্ধু আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সিন্ধুপতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। এই অধীনতায় বাধ্য হইয়া পরে সম্মাবংশীয়েরা ইস্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। এই বংশে ১৫ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছিলেন।

অর্ঘূণবংশীয় আফগানগণ মোগলসম্রাট্ চেঙ্গিজ্ খাঁর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে শাহবেগ অর্ঘূণ কান্দাহার হইতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া জাম ফিরোজ সম্মার রাজধানী ঠট্টনগরী লুণ্ঠন করেন এবং তৎপর বৎসর হইতেই প্রকৃত প্রস্তাবে সিন্ধুপ্রদেশে অর্ঘূণবংশের শাসনকাল আরম্ভ হয়। জাম ফিরোজ শাহবেগের নিকট আপনার পরাভব স্বীকার করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। ঐ বন্দোবস্ত পত্রানুসারে জামরাজগণ ঠট্ট হইতে সক্কর পর্য্যন্ত সিন্ধুপ্রদেশভাগ ভোগ করিতে পান এবং শাহবেগ লখির উত্তরদিগ্বর্ত্তী সিন্ধুপ্রদেশের রাজা হন। কিছু দিন পরে, জামরাজগণ পুনরায় উক্ত সন্ধিপত্র অস্বীকার করিয়া তদ্বিপরীতাচরণ করিতে থাকেন, তাহার ফলে উভয় পক্ষে সেহ্বানের নিকটস্থ তলহিনগরসান্নিধ্যে একটা যুদ্ধ হয়। উহাতে অর্ঘূণবংশীয়েরা প্রভূতবলে আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং জামরাজগণ পরাজিত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হন। অতঃপর শাহ বেগ ভক্কাদুর্গ জয় করেন এবং প্রাচীন অরোরদুর্গ হইতে ইষ্টকাদি আনাইয়া উহার প্রাচীরাদি পুনর্নির্ম্মাণ করান। ১৫২২ খৃঃঅঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটে; মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে তিনি গুজরাত আক্রমণের আয়োজনে ব্যাপৃত ছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মৃত্যুতে সমস্ত যুদ্ধসজ্জাই বিফল হইয়া যায়। শাহ বেগ যে কেবল সাহসী ও বীর ছিলেন এরূপ নহে, তিনি একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, ইস্লাম-ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ বুৎপত্তি ছিল এবং তিনি অনেক গ্রন্থের টীকা করিয়া যান।

তাঁহার বংশধর মীর্জা শাহ হুসেন জাম ফিরোজকে ঠট্ট হইতে কচ্ছপ্রদেশে তাড়াইয়া দেন। অনন্তর তাঁহারই উৎপীড়নে জাম ফিরোজ গুজরাটে পলায়ন করেন। এখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়। শাহ হুসেন এখন সিন্ধুপ্রদেশের একমাত্র রাজা হইলেন। আন্তর্জাতিক বিদ্রোহে সিন্ধুসীমান্তবাসী বিভিন্ন জাতি নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে উৎসন্ন প্রায় হইতেছে দেখিয়া তিনি প্রথমেই তাহাদের দণ্ডবিধান করিতে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং অচিরেই তাহাদের সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া সেই সেনাদল লইয়া মূলতান ও উচ্ছনগর এবং সেই সঙ্গে দিলাবরদুর্গ লুণ্ঠনপূর্ব্বক তথাকার যথা সর্ব্বস্ব সঙ্গে লইয়া আসেন।

শাহ হুসেনের রাজ্যকালে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে আফগান শের শাহের হস্তে মোগলসম্রাট্ হুমায়ুন পরাস্ত হন। ঐ সময়ে তিনি সিন্ধু-অভিমুখে পলায়মান হইয়া ভক্করদুর্গ অধিকারে চেষ্টা পান, কিন্তু তিনি এ উদ্যমেও ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিলেন।

অতঃপর মোগলসম্রাট্ কিছুদিন যোধপুররাজ্যে বাস করেন। এখান হইতে তিনি ১৫৪২ খৃষ্টাব্দে অমরকোট ঘুরিয়া পুনরায় সিন্ধুপ্রদেশে উপনীত হন এবং পুনরুদ্যমে সিন্ধুপ্রদেশ-বিজয়ে সেনা পরিচালনা করেন। দুঃখের বিষয়, এবারেও তাঁহার সমুদয় চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে শাহ হুসেন অপুত্রক অবস্থায় দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গেই অর্ঘূণবংশের রাজ্য লোপ হয়। শাহ হুসেন ৩৪ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। অতঃপর এখানে তর্খানবংশের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। এই রাজবংশ অধিকদিন রাজ্যসুখ ভোগ করিতে পারে নাই। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে মোগল-সম্রাট্ অকবর শাহ ঠট্টের শাসনকর্ত্তা মীর্জা জানি বেগকে পরাস্ত করিয়া সিন্ধুরাজ্য দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্যভুক্ত করেন। অকবর শাহের রাজ্যশাসনবিধিতে ইহা সুবা মুলতানের অন্তর্গত হইয়াছিল।

মোগলসম্রাট্গণ যখন আপনাদের শৌর্য্যবীর্য্য-প্রভাবে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াছিলেন এবং যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে মোগলশাসনে শান্তি বিরাজ করিতেছিল, তখন সিন্ধুপ্রদেশে ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটে নাই। নাদির শাহ কর্ত্তৃক সিন্ধুপ্রদেশ মোগলসাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পর এখানে নূতন রাজবংশের অভ্যুত্থান হয়। ঐ সময়ে দাউদপুত্র নামে প্রখ্যাত মুসলমান তন্তুবায়জাতি দলবলে পুষ্ট হইয়া সাধারণে প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই তাঁতিগণ দাউদ-খাঁ নামক জনৈক মুসলমানের বংশধর। এই কারণে তাঁহারা সাধু ভাষায় দাউদপুত্র নাম গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা বস্ত্র-বয়নকার্য্যে কালাতিপাত করিলেও সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। খানপুর, তবাই ও সক্কর প্রদেশের নানা স্থানে দাউদপুত্রগণ বাস করিতেন। স্থানীয় মাহর নামক হিন্দু অধিবাসিবর্গের সহিত বিবাদবিসম্বাদে কাল কাটাইয়া অবশেষে দাউদপুত্রগণ উত্তর সিন্ধুপ্রদেশে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাদের রাজধানী সিকারপুরে নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। [সিকারপুর দেখ।]

সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুর অধিকার বিলুপ্ত হইবার পর হইতে মোগলশাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ঠট্টনগর মুসলমানশাসনকর্ত্তৃগণের যুদ্ধকেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। নিকটবর্ত্তী রাজ্যবাসী ও সিন্ধুর বিভিন্ন স্থানের শাসকগণ ঠট্টের সমৃদ্ধি ও গৌরবে মুগ্ধ

হইয়া ঠট্ট আক্রমণ করিতেন। মোগলসম্রাট্ জাহাঙ্গীর নিরন্তর এইরূপ যুদ্ধবিপ্লবের উপদ্রব হইতে পরিত্রাণ লাভের আশায় মোগল-সাম্রাজ্যের সীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহে অস্থায়ী শাসনকর্তা নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তদনুসারে সিন্ধুপ্রদেশে বংশানুক্রমিক রাজপ্রতিনিধি-স্থাপনের ব্যবস্থা তিরোহিত হয়। অস্থায়ী শাসনকর্তৃগণ পররাজ্যাপহরণে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত ছিলেন না; এই কারণে তাঁহারা পরশ্রীকাতর হইয়াও যুদ্ধ করিতেন না।

খৃষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর শেষভাগে নিম্ন সিন্ধু-উপত্যকা প্রদেশে কলহোরাবংশের অভ্যুত্থান হয়। কলহোরাগণ ইস্‌লামধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা কন্ধাঠানিবাসী মহম্মদ (১২০৪খৃঃ) হইতে আপনাদের বংশোৎপত্তি স্বীকার করেন এবং অনেকে বলিয়া থাকেন যে প্যায়গম্বর মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাস হইতে এই কলহোরাবংশের উৎপত্তি।

সিন্ধুপ্রদেশের চান্দুকানগরে একটী ফকিরসম্প্রদায় বাস করিতেন। ঐ সম্প্রদায়ের গুরু আদম শাহ ধর্ম্মাত্মা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। অনেকেই তাঁহার সাধু চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ হইতেই এই সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

মুলতানের মুসলমানশাসনকর্তা উক্ত ফকিরসম্প্রদায়ের উত্তরোত্তর দলপুষ্টি দেখিয়া ভীত হইলেন। পাছে তাহারা দলবদ্ধ হইয়া মুলতানে কোনরূপ অঘটন ঘটায় এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত ফকির-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সেনাদল প্রেরণ করেন। মুলতানসৈন্য গুরু আদম শাহকে ধৃত করিয়া নিহত করে এবং তাঁহার শিষ্য ফকিরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

আদম শাহের শিষ্য ফকিরগণ পূর্ব্বাপর প্রায় শতাব্দকাল ব্যাপিয়া মোগল-শাসন-কর্তৃপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করেন। অবশেষে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে নাজির মহম্মদ কলহোরার অধীনে সমবেত হইয়া তাহারা সম্রাট্‌সৈন্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয় এবং ঐ মুসলমানগণ তাঁহার অধীনে থাকিয়া একটী স্বতন্ত্র শাসনকেন্দ্র সংগঠন করেন।

১৭০১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরা সিরাই বা তালপুরবাসী জাতিবিশেষের সহিত মিলিত হইয়া সিকারপুর আক্রমণপূর্ব্বক তরগরে রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর ইনি মোগলসম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকট হইতে খুদা য়ার খাঁ উপাধি ও দেরাজাত প্রদেশ জায়গীর স্বরূপ লাভ করিয়াছিলেন। ১৭১১ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কওয়ারো ও লার্থানাসহরের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান জয় করেন।

১৭১৯ খৃষ্টাব্দে য়ার মহম্মদ কলহোরার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নূর মহম্মদ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হন। তিনি সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই দাউদপুত্রদিগের অধিকৃত নহর উপবিভাগ কাড়িয়া লন। অল্প দিনের মধ্যেই সেহবান্ ও তদধীন দেশভাগ তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। এই সময়ে তাঁহার রাজ্যসীমা মুলতান সীমান্ত হইতে ঠট্টপ্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। কেবল ভক্করদুর্গ তৎকালে তাঁহার করায়ত্ত হয় নাই। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত দুর্গ কলহোরা-বংশের পদানত হয়।

একমাত্র ভক্করদুর্গ ব্যতীত রাজপুতনার মরুপ্রদেশ হইতে বলুচস্থানের পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশভাগ নূর মহম্মদের শাসনাধীন হইয়াছিল। তাঁহার রাজ্যকালে সিন্ধুপ্রদেশের সর্ব্বশেষ মুসলমানরাজবংশের আদিপুরুষ তালপুরবাসী বলুচ জাতীয় মীর বহরাম প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি কলহোরারাজ নূর মহম্মদের অধীনে সেনানায়ক ছিলেন এবং রণক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া বিশেষ যশোলাভ করিয়াছিলেন।

১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে পারস্যপতি নাদিরশাহ ভারতরাজধানী দিল্লী মহানগরী বিলুণ্ঠিত করিয়া মোগলসাম্রাজ্যের দৃঢ়বন্ধনী শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। সিন্ধুনদের যে সকল পশ্চিম প্রদেশ অকবরশাহের যত্নে মোগলসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, এতদিনের পর নাদির শাহ তাহা পারস্য রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ ঠট্ট ও সিকারপুর প্রদেশ নাদির শাহকে প্রদত্ত হইয়াছিল।

দিল্লী রক্তস্রোতে ভাসাইয়া নাদির শাহ কাবুলে প্রত্যাবৃত্ত হন। অনন্তর তিনি দুর্বৃত্ত ও রাজদ্বেষী নূর মহম্মদের দণ্ডবিধান করিবার জন্য পুনরায় সিন্ধু ও পঞ্জাব আক্রমণের উদ্যোগ করেন। নাদির শাহের সিন্ধু আক্রমণের কারণ এই যে নূর মহম্মদ ঠট্টের সুবাদার সাদিক আলীকে ৩ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উক্ত প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে আদেশ করেন। তাঁহার এই অযথা উৎপীড়ন নাদির শাহের ভাল বোধ হয় না। তিনি নূর মহম্মদকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইতেছেন জানিয়া কলহোরারাজ অমরকোটে পলায়ন করিলেন। ইহাতেও তিনি আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া অতঃপর পারস্যপতিকে সিকারপুর ও শিবিপ্রদেশ উপঢৌকনস্বরূপ প্রদান করিয়া আত্মসমর্পণ করেন। উক্ত দুইটী প্রদেশ পরে নাদির শাহ কর্ত্তৃক দাউদপুত্র ও আফগানদিগকে প্রদত্ত হইয়াছিল। নাদিরশাহ নূর মহম্মদকে বার্ষিক ২০ লক্ষ টাকা রাজস্ব দিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তাঁহাকে শাহ কুলী খাঁ উপাধি প্রদান করেন।

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, ১৭৪৮ খৃঃ সিন্ধুপ্রদেশ আহ্মদশাহ দুরানীর অধীন হয়। দুরানী সর্দ্দার নূর মহম্মদকে শাহ নবাজ খাঁ উপাধি দিয়া অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে রাজস্ব বাকী পড়ায় আহ্মদ শাহ সদলে সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হন।

তাঁহার আগমনসংবাদ পাইয়া নূর মহম্মদ জয়শালমীর অভিমুখে পলাইয়া যান এবং সেই খানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র মহম্মদ মুরাদ যাব খাঁ এই সময়ে কান্দাহারপতির মনস্তুষ্টি করিয়া স্বয়ং পিতৃসত্ত্বে সত্ববান্ ও রাজ্যেশ্বর হন। ইনি মুরাদাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসিগণ মোরাদের কঠোর শাসনে উৎপীড়িত হইয়া রাজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন এবং তাহারা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তাঁহার ভ্রাতা গোলাম শাহকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। প্রায় দুই বৎসর কাল অন্তর্বিপ্লবে রাজ্যমধ্যে নানা গোলযোগ সংঘটিত হইলে নূতন রাজা সমস্ত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া স্বীয় রাজপদ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহ কচ্ছ আক্রমণ করেন, ঝণা নামক স্থানে উভয় পক্ষে ঘোর সংগ্রাম ঘটে। পর বৎসরে গোলাম শাহ পুনরায় নবোদ্যমে কচ্ছবিজয়ে গমন করিয়া সিন্ধুতীরস্থ বাস্তা ও লখপৎ বন্দর অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ১৭৬৮ খৃঃ অব্দে প্রাচীন নেরণকোট (নারায়ণকোট) নগরের উপর হায়দরাবাদ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত এখানে রাজধানী স্থাপিত ছিল। গোলাম শাহের রাজ্যকালের প্রারম্ভে ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ঠট্টনগরে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একটী কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সরসরাজ খাঁ ইংরাজকুঠীর কার্য্যাধ্যক্ষগণের কার্য্যাবলী অনুমোদন করেন নাই। তাঁহার নিষেধে অবশেষে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজকোম্পানী ঐ কুঠী তুলিয়া দিতে বাধ্য হন। ইহার অব্যবহিত পরে বলুচীরা রাজাকে রাজ্যচ্যুত করে এবং তৎপরে প্রায় দুই বৎসরকাল সিন্ধুরাজ্যে অরাজকতা বিদ্যমান থাকে।

১৭৭৭ খৃষ্টাব্দে গোলাম শাহের ভ্রাতা গোলাম নবি খাঁ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময় তালপুর সর্দ্দার মীর বিজর বিদ্রোহী হইয়া উঠেন। উভয় পক্ষের যুদ্ধে কলহোরা-রাজ জীবনদান করিলে তদীয় ভ্রাতা আবদুল নবি খাঁ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। পাছে গৃহশত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারী হন, এই ভয়ে এবং আপনার রাজাসন অটল রাখিবার অভিপ্রায়ে তিনি রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই আপনার আত্মীয়স্বজনকে শমনসদনে প্রেরণ করেন। অনন্তর তিনি তালপুরসর্দ্দার মীর বিজরকে স্বীয় মন্ত্রিত্ব দান করিয়া তুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৭৮১ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার-রাজ বহুদিনের বাকী রাজস্ব আদায়ের জন্য একদল আফগান সৈন্য সিন্ধুআক্রমণে প্রেরণ করেন। তাহারা সিন্ধুর সমীপবর্ত্তী হইলে মীর বিজর সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সিকারপুরে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। মীর বিজরের অমিতবিক্রম ও অদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য লক্ষ্য করিয়া সিন্ধুপতি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। মীর বিজয় জীবিত থাকিলে কখনই তাঁহার রাজ্য নিষ্কণ্টক হইবেনা মনে করিয়া তিনি গোপনে তাঁহার নিধন সাধন করিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ বিজরপুত্র আবদুল্লা খাঁর নিকট তালপুরে পৌছিল। তিনি রাজার প্রতি একবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়িলেন, পিতৃশোকে পীড়িত হইয়া তিনি প্রকাশ্যভাবেই সেই কপটাচারী রাজাকে দণ্ড দিতে উদ্যত হইলেন। তাঁহার অধীনস্থ সেনাদল একদিন অকস্মাৎ রাজাকে আক্রমণ করিল। রাজা বীরপুত্র আবদুল্লার বীরত্বের পরিচয় অবগত ছিলেন, তিনি ক্রুদ্ধ মন্ত্রিপুত্রের সহিত সমরে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ হইবেন না ভাবিয়া খিলাত নগরে পলাইয়া গেলেন। এখান হইতে তিনি স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা পান; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কএকবার বিশেষ উদ্যমে অগ্রসর হইয়াও তিনি ব্যর্থমনোরথ হন। অবশেষে কান্দাহার-রাজের সাহায্যে শেষ কলহোরাপতি আবদুল নবি স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

সিন্ধুসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইবার পর দুর্ভাগ্যক্রমে ও গ্রহচক্রে আবদুল নবির হৃদয়ে স্বজাতিবিদ্বেষ জাগিয়াছিল এবং তাহারই ফলে বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত মন্ত্রী মীর বিজরের প্রাণসংহার করিয়াছিলেন। তালপুর সর্দ্দারের প্রাণবিয়োগে তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। তাহাদের হৃদয়নিহিত ক্রোধবহ্নি রাজার রাজ্যত্যাগেও উপশমিত হয় নাই। কান্দাহার-পতির অনুকম্পায় আবদুল নবি সিংহাসন লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তিনি মনে করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিক হইতেই অবিশ্বাস ছুরিকা তাঁহার দেহ বিদ্ধ করিতেছে। তিনি কিছুতেই শান্তিভোগ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ নানা দুশ্চিন্তায় বিচলিত হইয়া তিনি পূর্ব্বোক্ত আবদুল্লা খাঁকেই বিদ্রোহি-দলপতি বলিয়া সাব্যস্ত করিলেন। অবিলম্বে তালপুরবংশধর আবদুল্লার বিরুদ্ধে গুপ্ত-হত্যাকারী নিযুক্ত হইল। দেখিতে দেখিতে কএক দিনের মধ্যে আবদুল্লা নিহত হইলেন।

আবদুল্লা খাঁর মৃত্যুতে উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহার পরমাত্মীয় মীর ফতে আলী জিঘাংসার বশবর্ত্তী হইয়া রাজাকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রমে ভীত হইয়া রাজা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মীর ফতে আলী তখন তাঁহাকে ধৃত করিয়া রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। কলহোরারাজ সিংহাসনলাভের আশায় পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু মীর ফতে আলীর নিকট পুনরায় পরাজিত হইয়া যোধপুর রাজ্যে পলাইয়া যান। তাঁহার বংশধরগণ এখনও যোধপুরে উচ্চ সম্মানে ভূষিত আছেন। আবদুল নবি হইতেই সিন্ধুপ্রদেশে কলহোরাশাসন বিলুপ্ত হয়।

১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে মীর ফতে আলী সিন্ধুপ্রদেশের রায় বা রাজা-

রূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনিই তালপুরবংশের প্রথম নরপতি। কান্দাহার-রাজ জমান শাহের নিকট হইতে তিনি যে ফর্ম্মাণ আনাইয়াছিলেন, তাহাতে রাজা তালপুর মীর বংশকেই সিন্ধুর শাসনকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন।

তালপুর মীরদিগের অধিকারে সিন্ধুপ্রদেশ বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং তাঁহারা স্ব স্ব জনপদে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিলেও মূলতঃ একবংশ সম্ভূত হওয়ায় "তালপুর মীর" বলিয়া ইতিহাসে খ্যাত ছিলেন। ফতে আলী খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মীর সোহ্‌রাব খাঁ, স্বীয় অনুচরদল সঙ্গে লইয়া রোহড়ী নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। রোহড়ীর চতুঃসীমাবর্ত্তী প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আবার তাঁহারই পুত্র মীর থারো খাঁ সদলে শাহবন্দরে যাইয়া বাস করেন। ইনিও মীর সোহ্‌রাবের ন্যায় হায়দরাবাদের মূলবংশের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া শাহবন্দরের সন্নিকটস্থ দেশভাগে স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

এইরূপে সিন্ধুপ্রদেশে তিনটী তালপুরবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। হায়দরাবাদ বা শাহদাদপুরবংশীয়গণ মধ্য-সিন্ধুপ্রদেশের রাজ্যেশ্বর ছিলেন। মীর থারোর সন্তানসন্ততিপরম্পরা মীরপুরে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালন করেন,ইহারা মীরপুর বা মণিকানি-বংশ নামে পরিচিত। মীর সোহ্‌রাবের বংশধরগণ সেহরাবাণী নামে খ্যাত। ইহাদের রাজধানী খয়েরপুরে ছিল।

হায়দরাবাদ-মীর বংশের প্রতিষ্ঠাপক ফতে আলী রাজ্যবল বর্দ্ধিত করিবার মানসে আপনার কনিষ্ঠ গোলাম আলী, করম আলী ও মুরাদ আলী নামক ভ্রাতৃত্রয়কে রাজকার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত করেন। ভ্রাতৃবর্গের উপর রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি খিলাতের শাসনকর্ত্তার অধিকৃত করাচীপ্রদেশ ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে জয় করিয়া লন। যোধপুররাজের নিকট হইতে অমরকোট উদ্ধারের বলবতী বাসনা তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া ছিল; তিনি সেনাদল সংগ্রহপূর্ব্বক যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইয়াও বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মীরগণ অমরকোট আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছিলেন।

১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফতে আলীর মৃত্যু হয়। তিনি মৃত্যুকালে শোভদার নামে এক পুত্র রাখিয়া যান। কিন্তু পুত্রের হস্তে রাজ্যভার না দিয়া তিনি ভ্রাতৃত্রয়কেই রাজ্যের উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করেন। তাঁহাদের মধ্যে গোলাম আলী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তিনি ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মসনদে উপবিষ্ট থাকিয়া রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে তিনি গতাসু হইলে তাঁহার পুত্র মীরমহম্মদ রাজপদ প্রাপ্ত হন নাই। তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয় করম্ আলী ও মুরাদ আলী হায়দরাবাদের মীরবংশের নায়ক হন। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে করম আলীর মৃত্যু হয়। তিনি অপুত্রক ছিলেন. কিন্তু মুরাদ আলী নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ নামে দুই পুত্র রাখিয়া যান। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত নূরমহম্মদ ও নাসির খাঁ আপনাদের জ্যেষ্ঠতাতজ ভ্রাতা শোভদার ও মহম্মদের সহিত একযোগে নির্ব্বিরোধে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূর মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার শাহদাদ ও হুসেন আলী নামে দুই পুত্র ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় তালপুর-রাজ্যের অধিকারী হন। ভ্রাতৃদ্বয় আপন পিতৃব্য নাসির খাঁর সহযোগে রাজকার্য্য চালাইতেন।

তালপুরমীরগণের শাসনকালে হায়দরাবাদ নগরী ও তাহার উপকণ্ঠস্থ খুদাবাদ নগর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। উক্ত মীরগণের বাসভবন ও তাঁহাদের সমাধিমন্দিরগুলি দেখিবার জিনিস। উক্ত সুন্দর সুন্দর অট্টালিকাগুলি স্থানীয় সমৃদ্ধির গৌরববর্দ্ধক সন্দেহ নাই।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত সিন্ধুবাসীর প্রথম সংস্রব ঘটে, ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজাজ্ঞায় ইংরাজ-কোম্পানী ঠট্টের কুঠী উঠাইয়া দিতে বাধ্য হন। তালপুর-মীরগণের সহিত বাণিজ্যসম্বন্ধ পরিবর্দ্ধিত করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজ কোম্পানী পুনরায় ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে দূত (Commercial mission) প্রেরণ করেন। ঐ দূতগণের বাণিজ্যসম্বন্ধ-বর্দ্ধনপ্রস্তাব মীরগণের মনোমত হয় নাই সুতরাং এবারেও ইংরাজেরা সিন্ধুপ্রদেশে প্রবেশাধিকার পাইলেন না। তৎকালে ঠট্ট, শাহবন্দর ও করাচী নগরে কার্য্যপরিদর্শনার্থ সময়ে সময়ে ইংরাজের একজন এজেণ্ট বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে সিন্ধুবাসিগণের অশেষ লাঞ্ছনা ও যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। অবশেষে মীরগণের আদেশে তাঁহাকে চিরদিনের মত সিন্ধুপ্রদেশ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। তদানীন্তন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই অবমাননার কোনরূপ প্রতিশোধ লয়েন নাই, বরং উপেক্ষা করিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কোম্পানীর কর্মাধ্যক্ষগণ মীরদিগের সহিত একটী বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে ফরাসীদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে স্থান দিবেন না বলিয়াই মীরগণ স্বীকার করেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সিন্ধুবাসী অসভ্য খোসাজাতি কচ্ছপ্রদেশে লুটতরাজ আরম্ভ করে। তাহাদের এই উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্য পাঠাইবার আবশ্যক হয়। তদনুসারে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনাপতি লেপ্টেনাণ্ট (পরে সার আলেকসান্দর) বার্ণিশ সদলে প্রেরিত হন। মীরগণ প্রথমে তাঁহাকে নানা ছলনায় ও ভয় দেখাইয়া অগ্রসর হইতে দেন নাই। অবশেষে কোন কারণে বাধ্য হইয়া মীরগণ তাঁহাকে সিন্ধুনদ বাহিয়া উত্তর অভিমুখে যাইতে আদেশ প্রদান করেন। ইংরাজসেনাপতি ঐ সময়ে

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহকে দিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডেশ্বরের প্রেরিত কতকগুলি উপহার সঙ্গে লইয়াছিলেন। তৎকালে সিন্ধুতীরবর্ত্তী দেশভাগ সাধারণের অজ্ঞাত ছিল। প্রতিষ্ঠা-কাঙ্ক্ষী ইংরাজ সিন্ধুপ্রদেশের তত্ত্বানুসন্ধানোদ্দেশেই এই নৌ-যাত্রায় বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছিলেন। ইহারই দুইবর্ষ পরে কর্ণেল পটিঞ্জার বাণিজ্যবিস্তার ব্যপদেশে মীরদিগের সহিত একতা ও সন্ধিস্থাপন করিতে সমর্থ হন, উক্ত সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, "ইংরাজ-বণিক্‌গণ পণ্যসংগ্রহপূর্ব্বক সিন্ধুপ্রদেশের নদী-নালায় ও পথেঘাটে স্বেচ্ছায় গমনাগমন করিতে পারিবেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সিন্ধুর কোথাও বাস করিতে পারিবেন না।

হায়দরাবাদের মীরদিগের অভিমতে খয়েরপুরের মীরগণও উক্ত সন্ধির ব্যবস্থা সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা ইংরাজদিগের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পটিঞ্জার সিন্ধুর সমুদ্রোপকূল-বর্ত্তী স্থানসমূহ ও বদ্বীপাংশ জরিপ করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন, কিন্তু তখনও সিন্ধুরাজ্যে পণ্যপ্রবেশের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে সিন্ধুনদ দিয়া সেনা প্রেরণ করিলে, সহজে ও সময় সংক্ষেপে তাহারা মূল-সেনাদলের সহিত মিলিতে পারিবে ভাবিয়া ইংরাজগণ সিন্ধুনদের উপর দিয়া সেনাচালনা করেন। উপরি বর্ণিত সন্ধিপত্রের সর্ত্তানুসারে নদীবক্ষে সেনাচালনা নিষিদ্ধ ছিল। ভারত-প্রতিনিধি লর্ড অকলাণ্ড এই বিপদের সময়ে হিতাহিত বিচারশূন্য হইয়া স্বার্থবশে চালিত হইলেন। তিনি সন্ধির সর্ত্ত উল্লঙ্ঘন করিয়া নদীপথেই সেনা চালাইবার আদেশ করিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, এই ভয়ানক সময়ে যে সকল সর্দ্দার ইংরাজকে সাহায্য করিতে বিরত থাকিবে, তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ ইংরাজগণ কাড়িয়া লইবেন।

উক্ত বৎসরের ডিসেম্বর মাসে সার্ জন কীনের অধীনে ইংরাজসৈন্য সিন্ধুপ্রদেশে যাইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি সেই সেনাবাহিনী লইয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে অশক্ত হইলেন। কারণ মীরগণ তাঁহাদের রসদাদি ও শকটাদি সংগ্রহের পথে নানা বিঘ্ন উৎপাদন করিতেছিলেন। এইরূপ কষ্টে পড়িয়া জন কীন্ বড়ই বিরক্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি হায়দরা-বাদ আক্রমণের ভয় দেখাইলে তাঁহারা তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত হন। মীরদিগের মনে এইরূপ বৈরভাব আছে জানিয়া, ইংরাজগণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই হইতে, সিন্ধুপ্রদেশে একদল সেনা রক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঐ সেনাদল কোথাও না যাইয়া সিন্ধুরাজ্যেই ছাউনী করিয়া থাকিবে এবং সিন্ধুবাসী কেহ ইংরাজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলে তাহাকে দণ্ড দিবার জন্য অগ্রসর হইবে। ঐ রিজার্ভ সেনাদল সিন্ধুপ্রদেশে আসিয়া শিবির সন্নিবেশ করিলে, করাচীর নিকটস্থ মনোরাদুর্গ-বাসী বলুচসৈন্য তাহাদের কার্য্যে বাধা প্রদান করে। তাহাতে ইংরাজগণ বাধ্য হইয়াই ঐ দুর্গ অধিকার করিয়া লন।

অতঃপর ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের প্রধান মীরবংশ ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ঐ সন্ধির সর্ত্তে তাঁহারা আফগানরাজ শাহ সুজাকে বাকী রাজস্ব বাবত মোট ২৩ লক্ষ টাকা দিয়া মুক্তি পান। এতদ্ভিন্ন সিন্ধুপ্রদেশে ৫ হাজার ইংরাজ-সৈন্যরক্ষার অধিকার দেওয়া হয় এবং ঐ সেনাদলের ব্যয়-ভার কতকাংশে মীরগণ বহন করিতে স্বীকৃত হন। ঐ সঙ্গে সিন্ধু-নদগামী পণ্যদ্রব্যবাহী নৌকাসকলের উপর "টোল" বা শুল্ক আদায় রহিত হয়। খয়েরপুরের মীরগণ ইংরাজের সহিত ঐরূপ মর্ম্মে সন্ধিসর্ত্তে আবদ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা সেনাদলের ব্যয়ভার বহন করিতে স্বীকৃত হন নাই। ইংরাজগণ ঐ সন্ধির অস্তে ভক্করদুর্গ অধিকার করিয়া লইলেন।

ইংরাজপ্রতিনিধিগণ সাম্যবিধানে অতি সাবধানে রাজকার্য্য পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সৌজন্যে দেশবাসী জনসাধারণ ও মীরগণ একবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন। দেশে অনতিকাল পরেই শান্তি বিরাজিত হইল। তাহারই ফলে সিন্ধুনদে ষ্টীম্ ফ্লোটিলা অবাধে চলিতে আরম্ভ করিল।

১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মীর নূর মহম্মদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রদ্বয় তালপুররাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে সার্ চার্লস নেপিয়ার দক্ষিণ সিন্ধুপ্রদেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন এবং মীরগণ রাজকর না দেওয়ায় তাহাদিগকে করাচী, ঠট্ট, সক্কর, ভক্কর ও রোহড়ী নগর ছাড়িয়া দিবার প্রস্তাব করিয়া পাঠান। মীরগণ কিছুতেই ঐ প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহারা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন, বিনাযুদ্ধে মীরগণ ইংরাজের প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া নেপিয়র যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। বিষম গোলযোগ দেখিয়া মীরগণ ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সন্ধিপত্রে সাক্ষর করিলেন।

সিন্ধুরাজের বলুচ সেনাদল এরূপ ভাবে ইংরাজকরে স্বাধী-নতা অর্পণ করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না, তাহারা রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল। মেজর আউট্‌রাম রেসিডেন্সী রক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সেনাবল না থাকায় নদীবক্ষস্থ বাষ্পীয় পোতারোহণ পূর্ব্বক নেপিয়ারের সহিত মিলিত হইলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারী নেপিয়ার সদলে অগ্রসর হইয়া জিঞানীর নিকটে ফুলেলানদীতীরে বলুচদিগকে পরাজিত করিলেন। হায়দরাবাদ ও খয়েরপুরের মীরগণ আত্মসমর্পণ করিলেও বন্দীভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন।

হায়দরাবাদদুর্গ ও মীরদিগের রাজকোষ হস্তগত করিয়া নেপিয়ার পলায়িত শত্রুপক্ষের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। তখন প্রায় ২০ হাজার সৈন্য মীরপুরপতি শের মহম্মদের ছত্র-তলে দাবো নামক স্থানে সমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছে। নেপিয়র ৫০০০ সেনা মাত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিলেন। সিন্ধু-সৈন্য ছত্রভঙ্গ হইয়া পলাইল। শের মহম্মদ মরুপ্রদেশের অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। অতঃপর নেপিয়ার মীরপুর, থাস ও অমরকোট জয় করেন। এতদিনে সিন্ধু বিজিত বলিয়া ঘোষিত এবং ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইল। [নেপিয়ার দেখ।]

পরাজিত মীরগণ ইংরাজকোম্পানীর পরামর্শে বোম্বাই, পুনা ও কলিকাতায় নজরবন্দীরূপে প্রেরিত হইলেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে লর্ড ডেলহৌসী নিরীহ মীরদিগকে সিন্ধুপ্রদেশে প্রত্যাগত হইয়া হায়দরাবাদে বাস করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। বাস্তবিকই মীরগণ বলুচ-জাতির স্বভাবসিদ্ধ সরলতায় পূর্ণ। বলবীর্য্যে পুষ্ট হইলেও তাঁহারা বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহারা অর্থসঞ্চয় করিতে ভালবাসিতেন, কিন্তু অর্থব্যয়ে স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে কখনও চেষ্টাপর হন নাই।

সিন্ধুরাজ্য ইংরাজরাজ্যভুক্ত হইবার পর, নেপিয়ার এখান-কার প্রথম গবর্ণর হন। তাঁহার সময়ে, জায়গীর ভূমি ব্যতীত মীরগণ পৌনে চারি লক্ষ টাকা নির্দ্ধারিত বৃত্তি পাইয়াছিল। ১৮৫১ হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে স্থানীয় কমিসনর সর বার্টল ফ্রেরীর যত্নে এখানে রেলপথ বিস্তার, বন্দরাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক উন্নতি সাধিত হয়। [খয়েরপুর, মীরপুর, হায়দরাবাদ, তালপুর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজার আধিপত্যে এখানে বিভিন্ন জাতির বাস ঘটিয়াছে। সিন্ধি জাতি এখানকার আদিম অধি-বাসী। ওম্মিয়দ খলিফাবংশের অধিকারে ইহারা মহম্মদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। ইহারা সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু মিথ্যাবাদী ও মদ্য-পায়ী। ইহাদের মধ্যে প্রায় ৩০০ স্বতন্ত্র থাক বা বংশ আছে, কিন্তু জাতিবিচার নাই। ইহাদের ভাষা এদেশীয়, সংস্কৃত মূলক। হিন্দু, মরাঠী, বঙ্গভাষা ও প্রাচীন প্রাকৃতের সহিত ইহার সৌসাদৃশ্য আছে। ইহাতে পাশ্চত্য ভাষার কোন সংমিশ্রণ আছে বলিয়া বোধ হয় না। উত্তর ও দক্ষিণ সিন্ধু এবং থরপ্রদেশের সিন্ধী ভাষা পরস্পর সামান্য পৃথক্। ইহাদের ভাষার কোন মৌলিক গ্রন্থ নাই। আরবী ভাষা হইতে অনূদিত কতকগুলি ধর্ম্মগ্রন্থ ও জাতীয় সঙ্গীত তাহাদের সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে।

বৈদেশিকের মধ্যে সৈয়দ, আফগান, বলুচ ও কাফ্রি প্রভৃতি জাতি এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। কলহোরা-রাজগণের ও তালপুর-মীরদিগের শাসনসময়ে ঐ সকল মুসলমান এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। আফ্রিকার জাঞ্জিবর ও আবিসিনীয়া বাসী কতকগুলি ক্রীতদাস মুসলমান-বণিক্দিগের দ্বারা এখানে আনীত হইয়াছে। ইংরাজাধিকারে উহারা স্বাধীনভাবে বিবাহাদি করিতে সমর্থ হইলেও, সর্ব্বতোভাবে আপনাদের পূর্ব্ব প্রভু-বংশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। এখানকার ব্রাহ্মণগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। মুসলমান ও ইংরাজ আমলে কেরাণীবৃত্তিজীবী ব্রাহ্মণগণ আমিল নামে একটী স্বতন্ত্র থাক ভুক্ত হইয়াছে। উহারা ব্রাহ্মণ হইলেও চালচলনে সর্ব্ব প্রকারে মুসলমানের অনুকরণ প্রিয়। অন্যান্য শ্রেণীর হিন্দুরা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী কালে পঞ্জাব প্রভৃতি স্থান হইতে এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে।

করাচী—এখানকার প্রধান বন্দর ও ইংরাজের রাজধানী। ইংরাজরাজ বহু অর্থব্যয়ে এখানকার বন্দর-বিভাগ সংগঠন করিয়াছেন। সিকারপুর—বোলানপাস নামক সঙ্কট দিয়া খোরা-সানে বাণিজ্য চালাইবার পণ্যভাণ্ডার। হায়দরাবাদ—তালপুর-রাজগণের রাজধানী। এতদ্ভিন্ন এখানে আর ও কয়টী নগর আছে, যাহার প্রাচীন কীর্ত্তিমালা প্রত্নতত্ত্ববিদের আদরের সামগ্রী,—অলোর বা অরোর নগর—প্রাচীন হিন্দুরাজবংশের রাজধানী, ব্রাহ্মণাবাদ একটী প্রাচীন নগর, শাহদাদপুরের সন্নিকটে অব-স্থিত। এখানে একটী বিস্তৃত ধ্বস্ত স্তূপ দৃষ্ট হয়। উহা বড় প্রাচীন। ভক্কর—সিন্ধুনদের মধ্যস্থিত একটী দ্বীপোপরি স্থাপিত নগর ও দুর্গ। খয়েরপুর—তন্নামকরাজ্যের রাজধানী। কোটরী—হায়দরাবাদের অপর পারে অবস্থিত। এখানে ইণ্ডাস-ভেলী রেলপথের ষ্টেসন আছে। লার্থানা—এখানে নানাপ্রকার দেশীয় দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা আছে। রোহড়ী, সেহ্বান, শাহ-বন্দর, সক্কর, ঠট্ট, যাকোবাবাদ, কন্তার, গড়হী-যসিন্ ও মটারী এখানকার অপর প্রসিদ্ধ নগর। ঐ সকল স্থানে প্রত্নতত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট উপকার আছে।

মুসলমান অধিকারে এখানে সিয়া ও সুন্নীমত প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে যে এখানে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল তাহা ইতিহাস আলোচনা করিলেই বুঝা যায়। কিন্তু ঐ হিন্দুধর্ম্ম যে ক্রমে পাশ্চাত্য বৈদেশিকের সংমিশ্রণে মিশ্র ভাবাপন্ন হইয়া ছিল, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তখনও শক জাতির অভ্যু-দয়ে এখানে তন্ত্রধর্ম্মাচারীর অনেক আচারব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয় এবং কালে তাহাও হিন্দুর ধর্ম্মাচারের সহিত মিশিয়া হিন্দুভাবা-পন্ন হয়। মুসলমানদিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে এবং অত্যা-চারে ও উৎপীড়নে এখানকার অধিবাসী মাত্রই ইসলামধর্ম্মে দীক্ষিত হয়। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ণমাত্রায় ইসলাম-ধর্ম্মাচার পালন করিতেছে, কেহ বা আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষাচরিত হিন্দুর ক্রিয়ানুষ্ঠান সমূলে বিসর্জ্জন না দিয়া অথবা সম্যক্রূপে

বিস্তৃত হইতে না পারিয়া একত্র উভয় প্রকার আচারই পালন করিতেছে।

৯৮৫ খৃষ্টাব্দে কর্ম্মতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ীরা ইরাফ্ হইতে বিতাড়িত হইয়া সিন্ধুপ্রদেশে আগমন করেন। হাসিফ আবুল ফিদা অনুমান করেন, সম্ভবতঃ ৩২৬ হিজিরায় কর্ম্মতীয় মতাবলম্বীর অধঃপতন ঘটিতে থাকে। ৩৬০ ও ৩৬৩ হিজিরায় মিশররাজ্যে কর্ম্মতীয়গণ দুইবার পরাজিত হন। তদনন্তর তাঁহারা আর পাশ্চত্যজগতে দাঁড়াইবার স্থান পান নাই।

সিন্ধুপ্রসূত (ক্লী) সৈন্ধবলবণ, সিন্ধুজ। (সুশ্রুত)

সিন্ধুমথ্য (ত্রি) সিন্ধুমথনজাত অমৃত।

"অমৃতমমরবর্য্যানাশয়ৎ সিন্ধুমথ্যং॥" (ভাগবত ৮।১৩।৪৭)

'সিন্ধুমথ্যং সিন্ধোর্মথনেন জাতমমৃতং' (স্বামী)

সিন্ধুমন্থজ (ক্লী) সিন্ধুমন্থাজ্জায়তে ইতি জন-ড। সৈন্ধবলবণ। (ত্রি) সিন্ধুমন্থনজাত মাত্র, সমুদ্রমন্থনকালে যাহা উৎপন্ন হয়।

সিন্ধুমাতৃ (স্ত্রী) সিন্ধূনাং মাতা। জলসমূহের মাতৃস্বরূপা সরস্বতী। "সপ্তথী সিন্ধুমাতা" (ঋক্ ৭।৩৬।৬) 'সিন্ধূঃ মাতা অপাং মাতৃভূতা সরস্বতী।' (সায়ণ) (ত্রি) সিন্ধুঃ মাতা যস্য। সমুদ্রমাতৃক, সিন্ধু অর্থাৎ সমুদ্র যাহার মাতা। 'সিন্ধুমাতরা সমুদ্রমাতৃকৌ' (ঋগ্‌ভাষ্যে সায়ণ ১।৪৬।২)

সিন্ধুর (পুং) সিন্ধুং মদং রাতি দদাতীতি রা-ক। হস্তী। (হেম)

সিন্ধুরদ্বেষিন্ (পুং) সিন্ধুরং হস্তিনং দেষ্টীতি দ্বিষ-ণিনি। সিংহ।

সিন্ধুরাজ (পুং) সিন্ধূনাং রাজা। ১ নদীপতি সমুদ্র। ২ রাজভেদ। ৩ মুনিভেদ। (রামা)

সিন্ধুরাজ্ঞী (স্ত্রী) সিন্ধুরাজপত্নী।

সিন্ধুরাব (পুং) সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য রাবঃ শব্দঃ। সমুদ্রশব্দ, সমুদ্রগর্জ্জন, সমুদ্রের ধ্বনি। ২ সিন্ধুবার।

সিন্ধুল (পুং) ধারাপতি ভোজের পিতা। [ভোজ দেখ।]

সিন্ধুলবণ (ক্লী) সিন্ধুজাতং লবণং। সৈন্ধবলবণ। (রত্নমালা)

সিন্ধুবার (পুং) সিন্ধুমপি বৃণোতি গচ্ছতীতি বৃ-অণ্। ১ হয়োত্তম। (ত্রিকা°) সিন্ধুং মদজলমপি বারয়তি তিরস্করোতি তিক্তরসেন বৃ-ণিচ্-অণ্। ২ সিন্ধুবার বৃক্ষ। (অমর)

[সিন্ধুবার শব্দ দেখ]

সিন্ধুবারক (পুং) সিন্ধুবার এব স্বার্থে কন্। সিন্ধুবার বৃক্ষ। (শব্দরত্না)

সিন্ধুবারিত (পুং) সিন্ধুর্মদজলং বারিতো যেন। সিন্ধুবার বৃক্ষ।

সিন্ধুবাসিন্ (ত্রি) সিন্ধৌ সিন্ধুদেশে বসতীতি বস-ণিনি। সিন্ধুদেশে বাসকারী, যাহারা সিন্ধুপ্রদেশে বাস করে।

সিন্ধুবাসিনী (স্ত্রী) লক্ষ্মী।

সিন্ধুবাহন (ত্রি) নদীদিগের প্রবাহয়িতা।

"সিন্ধুবাহসা মাধ্বী মম" (ঋক্ ৫।৭৫।২) 'সিন্ধুবাহসা নদীনাং প্রবাহয়িতারৌ বৃষ্টিপ্রেরণেন' (সায়ণ) বৃষ্টি দ্বারা যিনি নদীসমূহের প্রবাহ বৃদ্ধি করেন। (পু) ২ মন্ত্রপতি, রাজভেদ।

সিন্ধুবীর্য্যা (পুং) রাজা মরুত্তের ভার্য্যা। ইহার কন্যার নাম বপুষ্মতী। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৩১ অ°)

সিন্ধুবৃষ (স্ত্রী) বিষ্ণু। (হেম)

সিন্ধুবেষণ (পুং) গম্ভারী বৃক্ষ। (শব্দচ°)

সিন্ধুশয়ন (পুং) সিন্ধুঃ ক্ষীরোদঃ শয়নং যস্য। বিষ্ণু। কল্পান্তকালে বিষ্ণু ক্ষীরোদসমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ন করেন।

সিন্ধুষামন্ (ক্লী) সামভেদ। (লাট্যা° ১।৬।৩১)

সিন্ধুষেণ (পুং) রাজভেদ। (মুদ্রারা°)

সিন্ধুসঙ্গম (পুং) সিন্ধূনাং সঙ্গমো যত্র। নদী, নদ ও সমুদ্রের পরস্পর মিলন। পর্য্যায়—সম্ভেদ। (অমর) ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি ও অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন যে, "সিন্ধোর্নদ্যোঃ সঙ্গমো মেলকঃ সম্ভেদঃ, সম্ভিদন্তি মিলন্তি অস্মিন্নিতি সম্ভেদ-ঘঞ্, সিন্ধুশব্দেন নদীনদসমুদ্রশ্চোচ্যতে তেন নদ্যোর্নদয়োর্নদীসমুদ্রয়োশ্চ মেলকঃ সম্ভেদঃ ইতি বৈকুণ্ঠাদয়ঃ" (ভরত)

সিন্ধুসাগর (পুং) সিন্ধুর সাগরে সঙ্গমস্থান, সিন্ধুনদ যে স্থলে সাগরে মিলিত হইয়াছে।

সিন্ধুসূনু (পুং) সিন্ধোঃ সূনুঃ। সিন্ধুপুত্র।

সিন্ধুস্তৃত (ক্লী) সিন্ধু হইতে বহির্গত।

সিন্ধুসৌবীর (পুং) সিন্ধু ও সৌবীর দেশ। (বৃহৎসং ১০।৬)

সিন্ধুসৌবীরক (পুং) সিন্ধুসৌবীর এব স্বার্থে কন্। সিন্ধু ও সৌবীর দেশের লোক। (বৃহৎস° ৯।১৯)

সিন্ধূত্তম (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপর্ব্ব)

সিন্ধূত্থ (ক্লী) সিন্ধূদ্ভব, সৈন্ধবলবণ। (ত্রি) ২ সমুদ্র হইতে উত্থিত বস্তুমাত্র।

সিন্ধূদ্ভব (ক্লী) সিন্ধোরুদ্ভবো যস্য। সৈন্ধবলবণ। (রত্নমালা) (ত্রি) ২ সিন্ধু হইতে উৎপন্ন, সমুদ্রজাতমাত্র, যাহা সমুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে।

সিন্ধূপল (ক্লী) সিন্ধোঃ সমুদ্রস্য উপলমিব। সৈন্ধবলবণ।

সিপাহী (পারসী) সৈনিক, যোদ্ধৃপুরুষ, চলিত সিপাই।

সিপাহীগিরি (পারসী) সৈনিকদিগের কার্য্য, যোদ্ধৃপুরুষের কার্য্য, যুদ্ধ, লড়াই।

সিপাহীবিদ্রোহ—সিপাহীবিদ্রোহ বলিলে প্রধানতঃ ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে যে লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষের ইতিহাসের পৃষ্ঠা কলঙ্কিত করিয়াছে, তাহাই লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু তৎপূর্ব্বেও কয়েকবার ক্ষুদ্রবৃহৎ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সংক্ষেপে ঐ যুদ্ধের একটু আভাষ দিয়া, সেই বৃহৎ ব্যাপারের অবতারণা করা যাইবে।

সর্ব্ব প্রথম, ১৭৬৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে পাটনায় ইংরাজ ও দেশীয় সেনাদের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ প্রকাশ পায়। কিন্তু ঐ বিদ্রোহ গুরুতর আকার ধারণা করিতে না করিতেই সেনাধ্যক্ষ মন্‌রো বিশেষ তৎপরতার সঙ্গে তাহা দমন করেন। এই সময়ে ২৪ জন বিদ্রোহীকে বন্দুকে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

বিশেষ লাভজনক 'ডবল ভাতার' প্রথা উঠাইয়া দেওয়াতে ১৭৬৬ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে দ্বিতীয় বার বিদ্রোহের সূচনা হয়। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের যত্নে এই বিদ্রোহ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়।

সৈনিক বিভাগে যে সকল লাভজনক পদ ছিল, লর্ড কর্ণওয়ালিস সে গুলি উঠাইয়া দেন। এই কারণে ১৭৯৫ খৃঃ অব্দে বাঙ্গালার য়ুরোপীয় সৈনিক কর্ম্মচারিগণ প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহী হইয়া উঠে। সার্ জন্‌শোরের যত্নে এই বিদ্রোহ আপোশে মিটিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মান্দ্রাজে ইংরাজ সৈনিকপুরুষেরা বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করে, কতিপয় দেশীয় সেনার দলও তাহাদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের নানারূপ কৌশলে অচিরেই ইহা প্রশমিত হয়।

১৮০৬ খৃঃ অব্দে বেল্লূর দুর্গের দেশীয় সৈন্যগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে, তাহারা ঊর্দ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারীদিগকে ও অন্যান্য য়ুরোপীয়দিগকে বিনাশ করিয়া প্রথমে ব্যাপার বড় গুরুতর করিয়া তুলে। কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যা সমাগত হইবার পূর্ব্বেই বীরবর কর্ণেল গীলেস্‌পি অশ্বারোহণে আর্কট হইতে ঘটনা স্থলে আসিয়া উপস্থিত হন, ইহাতে বিদ্রোহীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে। টিপু সুলতানের পরিবার বেল্লূরে বাস করিতেছিলেন। এই ব্যাপারে তাঁহাদেরও হাত আছে, এইরূপ সন্দেহ করিয়া গবর্মেণ্ট তাঁহাদিগকে বাঙ্গালায় স্থানান্তরিত করেন।

ইহার পরে কয়েক বৎসর বেশ নির্ব্বিঘ্নে কাটিয়া যায়। কিন্তু ১৮২৪ খৃঃ অব্দে আবার দেশীয় সেনাদের মধ্যে অবাধ্যতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। ব্রহ্মদেশে যাইবার আদেশ পাইয়া বারাকপুরস্থিত কয়েকটি দেশীয় সেনার দল ক্ষেপিয়া উঠে। কিন্তু কোনরূপ গুরুতর অত্যাচার করিবার পূর্ব্বেই, প্রধান সেনাপতির আদেশে তাহাদের মধ্যে ৪৪০ জনকে তোপের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়।

তুমুল ঝড় বহিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন আপনার সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করিয়া শান্ত ও নিস্তব্ধভাবে অভীষ্টকার্য্যের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন, ১৮২৪ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহের পরে সিপাহীরাও অনেক দিন পর্য্যন্ত সেই ভাবেই ছিল, শেষে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহবিপ্লবে ইংরাজরাজের আসন সহিত সমগ্র ভারতবর্ষ প্রকম্পিত হইয়া উঠে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি হইতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সৈনিক-বিভাগে শাসন ও শৃঙ্খলার যথেষ্ট অভাব ছিল। শুধু দেশীয় নহে, ইংরাজ সৈন্যগণও মধ্যে মধ্যে এরূপ অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করিতে থাকে, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার ও দেখিয়া দূর করিবার কষ্ট স্বীকার করিতে প্রায় কোন কর্ত্তৃপক্ষই প্রস্তুত ছিলেন না। অধিকাংশ কর্ত্তৃপক্ষই মনে করিতেন, দেশীয় সৈন্য এরূপই হইয়া থাকে; স্বভাবতঃই তাহারা অবাধ্য ও অদম্য। খণ্ড খণ্ড বিদ্রোহানল দমন করিয়াই তাঁহারা যথেষ্ট নিরাপদ হইয়াছেন, ভাবিতেন। দেশীয় সৈন্যদের অন্তঃস্থলে যে অশান্তির আগ্নেয় গিরি ধূমায়িত হইতেছিল, এই খণ্ড বিদ্রোহগুলি তাহার সাময়িক অকালবিকাশমাত্র, তাহা তাঁহারা লক্ষ্য করিতে পারিতেন না এবং কি করা আবশ্যক বিবেচনা করিতেন না।

এই সংক্রামক অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু কেবল যে দেশীয় সেনাদের মনই কলুষিত করিতেছিল তাহা নহে, সাধারণ লোকের মনের উপরও ভীষণভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতেই ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের বিদ্রোহ এরূপ ব্যাপক ও এরূপ ভয়ানক হইয়া উঠিয়াছিল।

অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাব প্রকাশ্যভাবে বলিয়া বেড়াইতেছিলেন যে ইংরাজদিগের হস্তে তাঁহার পরিবার ও পরিজনবর্গের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা নাই। সাধারণ লোকেরাও নানারূপ অভাব অভিযোগ, অত্যাচার অবিচারের কথা শতমুখে প্রচার করিতেছিল। অযোধ্যার তালুকদারেরা যে সকল তালুকে কি তালুকান্তর্গত জমিতে বিধিসঙ্গত দাবী প্রমাণ করিতে পারিতেছিলেন না, সে সকল জমি হইতে তাঁহারা একে একে অপসৃত হইতেছিলেন। ন্যায়সঙ্গত দাবী না থাকিলেও, অনেক দিনের দখলীস্বত্ব বটে। ইংরাজের সভ্য শাসনপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়াতে তাঁহাদের ক্ষমতা নানা ভাবে খর্ব্ব হইতে লাগিল। দুর্ব্বল প্রতিবেশীর উপর পূর্ব্ববৎ আর নিরাপদে অত্যাচার করা চলে না, ইহাও তাঁহাদের ভাল লাগিল না। এদিকে এই সুনিয়মিত শাসনপ্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে যাহারা মুখ্যতঃ উপকৃত হইতেছিল, তাহারাও বৃটীশ শাসনের পক্ষপাতী হইল না, ভাবিল, ইংরাজ বিষকুম্ভপয়োমুখ, কি জানি কি উদ্দেশ্যে এ সকল আপাতমধুর কাজ করিতেছেন। রাজার বা নবাবের ঊর্দ্ধতন রাজকর্ম্মচারিবর্গের মনস্তুষ্টি করিয়া যাহারা জীবন ধারণ করিত, যে সকল বণিক্ ব্যাপারী দরবারী জীবনের পারিপাট্য ও বিলাসিতার উপকরণ যোগাইয়া স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহাদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখিয়া তাহারা অশান্ত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ানক হইয়াছে পুরাতন রাজন্যবর্গের কর্ম্মচ্যুত ও বিব্রত সৈনিকদল, তাহাদের শিক্ষা

নাই, সংযম নাই, ন্যায়ান্যায় বিচার নাই, অর্থ নাই কিন্তু অভাব আছে। ইহারা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়া সর্ব্বত্র অশান্তির বীজ বপন করিতেছে। অহিফেনের উপর অত্যধিক কর স্থাপিত হওয়াতে দরিদ্র অহিফেনসেবীরা ভয়ানক ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ইহার উপর, যাহারা এত দিন পর্য্যন্ত স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে ন্যায় ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া দুর্ব্বল প্রতিবেশীদিগকে নানা প্রকার ব্যস্ত করিয়াছে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে তাহাদেরও অশান্তির পরিসীমা রহিল না।

দেশের যখন এইরূপ অবস্থা, প্রকৃত কারণে বা অকারণে দেশের অধিকাংশ লোকই যখন ইংরাজ রাজপুরুষগণের উপর এইরূপ অসন্তুষ্ট ও হতশ্রদ্ধ, তখন উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের যে সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিমত্তা ও তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতার আবশ্যক, তাহার অনেকটা অভাব ছিল। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিদিগের মধ্যে অনেকেই আত্মসমর্থনপ্রিয় ছিলেন। সর্ব্বসাধারণের মনের কুসংস্কার দূরীভূত হইয়া যাহাতে প্রতিষ্ঠিত গবর্মেণ্টের উপর তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিতে পারে, এরূপ উদ্দেশ্যে অতি অল্প কয়েকজনই আপনাদিগের দায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে প্রস্তুত ছিলেন। অযোধ্যার চিফ্ কমিসনার ম্যাক্‌শন্ ও আয়বায় কমিসনার গবিন্‌স্ সাহেবদ্বয় ক্ষিপ্ত প্রজাবর্গের ও রাজানুগৃহীতদের অভাব অভিযোগ দূর করিতে যত্নবান্ না হইয়া স্ব স্ব প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই অধিকতর ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলে দেশের অশান্তি উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অবশেষে হেন্‌রি লরেন্স অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হইয়া চলিলেন। কিন্তু তাঁহার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই, আর এক গুরুতর বিপদের কারণ সংঘটিত হইল। কিছু দিন যাবৎ জনৈক মুসলমান মৌলবী নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিধর্ম্মীদিগের বিরুদ্ধে ধর্ম্মযুদ্ধ করিবার জন্য মুসলমানদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতেছিল, যখন সে ফৈজাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন আর উপেক্ষা করা চলে না ভাবিয়া তাহাকে ধরিয়া কারাগারে প্রেরণ করা হইল। কখনও যে বৃটীশশাসনের ভিত্তি কম্পিত হইতে পারে, একথা কখনই ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদিগের মনে হয় নাই। কিন্তু কতিপয় মাস পরে জানা গিয়াছিল যে অনিষ্ট করিবার ক্ষমতা এই মৌলবিরও বড় কম নহে। ইংরাজের বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র মুসলমান লইয়া সে ভয়ানক একটা ষড়যন্ত্র পাকাইয়া তুলিয়াছিল।

কিন্তু তখনও শাসনপদ্ধতির যে কোন পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, দেশীয়দিগের মনে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব উদ্রিক্ত করা, দেশীয় সৈন্যদিগকে ইংরাজশাসনের প্রতি আকৃষ্ট করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, একথা প্রায় কাহারও মনে হয় নাই। কাজেই অদৃশ্য অবস্থায় অশান্তি ও অসন্তোষের বীজাণু অধিকতর ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

দেশীয় সৈন্যদের নানারূপ অভাব অভিযোগ ছিল। তাই মনে মনেই তাহারা বিদ্রোহভাব আলোচনা করিয়াছে। যাহাতে ভবিষ্যতে আর তাহারা বিদ্রোহী ও বিপক্ষ না হইতে পারে, সে জন্য কোন চেষ্টাই এপর্য্যন্ত করা হয় নাই। গোপনে গোপনে তাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল; অবাধ্য ও অদম্য দেশীয় সৈনিকেরা মধ্যে মধ্যে খণ্ড বিদ্রোহের সূচনা করিতে পারে, কিন্তু সে বিদ্রোহ যে ভারতময় ছড়াইয়া পড়িতে পারে, সে বিদ্রোহে যে সাধারণ লোকও যোগ দান করিতে পারে একথা কেহই মনে করেন নাই। কিন্তু সৈনিকেরা ইহা জানিত, তাহারা সুযোগ খুঁজিতে লাগিল। পাইতেও বড় বেশি দেরী হইল না।

১৮৫৬ খৃঃ অব্দে ব্রহ্মদেশে সৈন্যের অভিযান প্রেরণ করা আবশ্যক হইল, তাহাদিগকে সমুদ্র পার হইতে হইবে না, এই চুক্তিতে হিন্দুগণ সৈনিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছিল। কাজেই গবর্ণর জেনারল চুক্তিভঙ্গ না করিয়া আর বাঙ্গালা দেশ হইতে ব্রাহ্মণসৈন্য পাঠাইতে পারেন না। তাই তিনি মান্দ্রাজের যে দেশীয় সৈন্যদল General Serviceএ ভর্ত্তি হইয়াছিল, যাহারা সর্ব্বত্র যাইতেই চুক্তি অনুসারে বাধ্য, তাহাদিগকে পাঠাইতে চাহিলেন। কিন্তু তাহার সৈন্যগণ অসন্তুষ্ট হইবে ভাবিয়া মান্দ্রাজের শাসনকর্ত্তা ইহাতে বিশেষ আপত্তি উত্থাপন করিলেন। ইহাতে বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া গবর্ণর জেনারেল এক সাধারণ আদেশ (General order) জারি করিলেন যে, যে লোক যেখানে আবশ্যক সেখানে যাইতে স্বীকৃত হইবে না, তাহাকে সৈনিক বিভাগে লওয়া হইবে না। তিনি মনে করিলেন, এরূপ আদেশে জাতিনাশের আশঙ্কা উত্থাপিত হইবে না। কিন্তু তিনি ভুল বুঝিলেন, যাহাদের উপর সেনাসংগ্রহের ভার ছিল, তাহারা বলিতে লাগিলেন, উচ্চ বংশের লোক এখন আর সৈনিকবিভাগে প্রবেশ করিতে রাজী হইতেছে না। পূর্ব্বনিযুক্ত সিপাহীরাও বলাবলি করিতে লাগিল, যে এই নিয়ম তাহাদের উপরেও বলবৎ হইবে। ইহার উপর আবার কৃপণজনোচিত মিতব্যয়িতা তাহাদিগকে আরও ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। পূর্ব্বে সৈনিকদিগকে চিঠি-পত্রের জন্য ডাক মাশুল দিতে হইত না, শুধু অধ্যক্ষের নামাঙ্কিত মোহরের ছাপ থাকিলেই হইত। এখন সেই নিয়ম উঠাইয়া দেওয়া হইল। আগে যেমন যে সকল সৈন্য বিদেশে প্রেরণের (foreign service) পক্ষে অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইত, তাহাদিগকে কর্ম্মাক্ষমের (invalid) পেন্‌সন্ দিয়া বিদায় করা হইত, এখন আর তাহা করা হইবে না, প্রচার করা হইল। এই সকল সেনাদিগকে

এখন গবর্মেণ্টে সেনানিবাসে আসিয়া কাজ করিতে হইবে। ইহাতে ব্যয়সংক্ষেপ যে বড় বেশী হইল, তাহা নহে, সৈন্যগণ খুবই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। গবমেণ্টের বিরুদ্ধে যে কোন মিথ্যা কথাও সত্য বলিয়া এখন সহজেই তাহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়া রহিল। সুবিধা বুঝিয়া দুষ্ট কুচক্রী লোকেরাও নানা ভাবে, অতি রঞ্জিত করিয়া সত্যে ও মিথ্যায় তাহাদের মন কলুষিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে গবর্মেণ্ট ত্রিশ হাজার শিখসৈন্য সংগ্রহ করিয়া তাঁহাদের উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। শুনিবামাত্রই এ কথা তাহারা বিশ্বাস করিল, আরও শুনিল এবং বিশ্বাস করিল যে, তাহাদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্যই মহারাণী ভিক্টোরিয়া লর্ড ক্যানিংকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাদের সর্ব্বত্র গমন করিতে হইবে, এই সর্ত্তে সৈন্য সংগ্রহ করা হইতেছে। লর্ড ক্যানিং কর্ত্তৃক মিশনারী সম্প্রদায়দিগের উৎসাহ ও সাহায্য দান দেখিয়া এবং দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার জন্য লেডি ক্যানিংএর উৎসাহ ও আগ্রহ চিন্তা করিয়া এই জনরবে তাহারা সহজেই আস্থা স্থাপন করিল। বাঙ্গালার অধিবাসিগণ, বিশেষতঃ পাটনার মুসলমানগণ বিশেষরূপে বিচলিত হইয়া উঠিল। এই জনরব অমূলক, বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এইরূপ ঘোষণাপত্র বাহির করিলেও সাধারণ লোকে তাহা বড় গ্রাহ্য করিল না, ভাবিল, ধর্ম্মচ্যুত করাই যাহাদের উদ্দেশ্য মিথ্যা আশ্বাসে আশ্বস্ত করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। হিন্দু বিধবাদিগের পুনর্ব্বিবাহের অনুকূলে আইন প্রণয়ন ও বিধিবদ্ধ করিয়া লর্ড ক্যানিং এই ধারণা আরও বদ্ধমূল করিয়া তুলিলেন।

এইরূপ অবিশ্বাস আশঙ্কা ও উদ্বেগের ফল যে কেবল সিপাহীদিগের মধ্যেই নিবদ্ধ রহিল, তাহা নহে। তাহাদিগের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল। অযোধ্যার ও উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃই বৃটীশ শাসনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত ছিল। এইরূপ জনরবে তাহারা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ভাবিল, একবার তাহাদিগকে জাতিভ্রষ্ট করিতে পারিলেই রাজ্যলোলুপ ইংরাজ তাহাদিগকে যথায় ইচ্ছা তথায় লইয়া যাইতে পারিবে। তাহারা সংকল্প করিল, যথাসাধ্য প্রতিকূলতা করিয়া এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিবে, অপর স্ফুলিঙ্গও তাহাদের হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, নামমাত্র বেতন পাইয়া এত দিন তাহারা ইংরাজের আনুগত্য করিয়াছে। এখন তাহাদের দিন আসিয়াছে। শীঘ্র হউক কি বিলম্বে হউক, তাহারা স্বধর্ম্মের সম্মান ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিবে, গ্রাম ও নগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থশালী হইবে, রাজা হইয়া রাজকর আদায় করিবে, আর দুই দিনের শিশু ইংরাজকে ধরিয়া সমুদ্রের জলে ভাসাইয়া দিবে। আবার সন্দিগ্ধদিগের সন্দেহ দূর করিবার ও বিশ্বাসীদিগের বিশ্বাস বদ্ধমূল করিবার জন্য এ সময়ে এক হিন্দু-ভবিষ্যদ্বাণীরও অবতারণা করা হইল।—তাহার মর্ম্ম এই, পলাসীযুদ্ধের একশত বৎসর পরেই কোম্পানীর রাজত্ব লুট হইবে।

এই ভাবে সিপাহীদিগের মন ইংরাজরাজত্বের বিরুদ্ধে যথা অযথা কারণে বিচলিত ও উৎক্ষিপ্ত হইয়া রহিল। ইংরাজের শত্রুগণের প্ররোচনায় তাহাদিগের রচিত নানারূপ মিথ্যা সংবাদ ও জনরবে, সাধারণ লোকের মধ্যেও অনেকেই বিশেষরূপে উত্যক্ত হইয়া রহিয়াছে। একটা বিরাট্ বিদ্রোহের জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, সে সকলই করা হইয়াছে।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী দমদমা নামক স্থানে একটি শস্ত্রাগার ছিল। ১৮৫৭ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে এক দিন একজন লস্কর জনৈক হিন্দু সিপাহীকে বলিল "তোমার লোটাটা দাওনা ভাই, একটু জল খাইব।" হিন্দু সিপাহীর লোটায় মুসলমান লস্কর জল খাইবে! সিপাহী বলিল, "তোমার স্পর্শেও আমার লোটা অপবিত্র হইবে।" পূর্ব্ব শিক্ষা বশতঃই হউক কি স্বাভাবিক ক্রোধ বশতঃই হউক, লস্করও বলিল, যে জাতের অত বড়াই করিতেছ, সে জাত আর কয়দিন থাকিবে! এইত সরকার বাহাদুর গরুর ও শূয়ারের চর্ব্বি দিয়া টোটা তৈয়ারি করিতেছেন—দাঁতে কাটিয়া তবে বন্দুকে পরাইতে হইবে। তখন জাত থাকিবে কোথায়? সিপাহীদিগের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও ব্রাহ্মণ। গরু কি শূয়ারের চর্ব্বি উভয়ই তাহাদের পক্ষে অস্পৃশ্য! মুসলমানের পক্ষেও শূয়ার হারাম। এ অবস্থায় এরূপ সংবাদ পাইয়া হিন্দুমুসলমান উভয় জাতীয় সিপাহীই একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। সরকা[illegible] তাহাদের জাতিধর্ম্ম নাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হই[illegible] পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের মনে এরূপ একটা সন্দেহ স্থান পাইয়া[illegible] এখন তাহাদের উত্তেজিত কল্পনা কোম্পানীকে তাহাদের [illegible] ধর্ম্ম, সম্মান, সামাজিক প্রতিপত্তি যাহা লইয়া জীবনের সুখ, [illegible] সার্থকতা, সে সকলই বিনষ্ট করিয়া তাহাদিগকে নিজের [illegible] সাধনের সম্মুখে বলি দিতে উদ্যত বলিয়া স্থির করিয়া [illegible] চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা ব্যবহার করিতে হইবে, এই চিন্তা[illegible] সিপাহীবিদ্রোহের ভীষণ আগুন জ্বলিয়া উঠিল। চ[illegible]শ্রিত টোটার কথাটা কি সম্পূর্ণই মিথ্যা? না, লস্কর ঠিকই ব[illegible]ছিল। তখন কি তাহার কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই চর্ব্বিমিশ্রিত টো[illegible] প্রস্তুত হইতেছিল। কিন্তু দেশীয় সৈন্যদিগকে উহা ব্যব[illegible]রিতে দেওয়া হইবে না প্রথমতঃ এরূপই স্থিরীকৃত হইয়া[illegible] কিন্তু শেষে যদিও ২।৩ বৎসর হইতে স্থানে স্থানে তাহারা [illegible]ব্যবহার করিয়া আসিতেছিল, তথাপি জানিত না বলিয়া [illegible] কোন

উচ্চবাচ্য করে নাই। আজ লস্করের কথায় তাহাদের মাথা ঘুরিয়া গেল, তাহারা বিদ্রোহী হইল।

টোটার সংবাদ পাইয়াই জাতিধর্ম্মনাশভয়ে ভীত ব্রাহ্মণ দৌড়াইয়া যাইয়া সকলকে সেই বার্ত্তা জানাইল। দাবাগ্নির মত মুহূর্ত্তের মধ্যেই কথাটা চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইংরাজের শত্রুপক্ষীয়গণ আরও অতিরঞ্জিত করিয়া ইহা নানা স্থানে প্রেরণ করিতে লাগিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও এই সংবাদ প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। অযোধ্যার রাজ্যচ্যুত নবাবের কর্ম্মচারিগণও এই বিষয়ের অনুকূল ক্রিয়া করিতে ভুলিল না।

অবিলম্বেই দাউ দাউ করিয়া বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ২৮এ জানুয়ারি বারাকপুরে প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হইল। দেশীয় সৈন্যগণ সরকারিগৃহে ও আপনাদিগের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের আবাসস্থানে রাত্রিযোগে অগ্নি প্রদান করিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল, শেষে কলিকাতায় যাইয়া দুর্গ ও কোষাগার অধিকার করিয়া বসিবে। কিন্তু তখনও বিদ্রোহাগ্নি চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হয় নাই। যথাসময়ে যদি গবর্মেণ্ট চর্ব্বিমিশ্রিত টোটা সম্বন্ধীয় এই ভীষণ কুসংস্কার দূর করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে ফল বোধ হয় এমন ভীষণ হইয়া দাঁড়াইত না।

বিদ্রোহ-বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, গবর্মেণ্ট তখন কলুষিত দল-গুলিকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন ও স্থানান্তরিত করা আবশ্যক বিবেচনা করিয়া বারাকপুরের দল বহরমপুরে প্রেরণ করিলেন। এখানে ১৯ নম্বরের দেশীয় পদাতিকের দল তিন সপ্তাহ পূর্ব্বেই উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছিল; কিন্তু টোটা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষ যে কৈফিয়ৎ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাহারা কথঞ্চিৎ শান্ত ভাব অবলম্বন করিয়াছিল। বারাকপুরের দল আসিলে, আবার তাহাদের জাতিনাশের আশঙ্কা নূতন ভাবে নূতন তেজে জাগিয়া উঠিল। বন্দুকে Percussion Cap ব্যবহার করিতে তাহারা একেবারে অস্বীকার করিয়া বসিল। তাহাদিগকে তখনই জবাব দেওয়া হইল; সতেজে, সদর্পে, সসরঞ্জাম তাহারা চুঁচুড়ার দিকে ধাবিত হইল। ইহার কিছু দিন পরে বারাকপুর-স্থিত ৩৪ নং বাঙ্গালার দেশীয় সৈন্য দলের মধ্যে একটা ভীষণ উত্তেজনার স্রোত আসিয়া পড়িল। ২৯শে মার্চ্চ তারিখে মঙ্গল পাঁড়ে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহে যোগদানার্থ তাহার সমব্যবসায়ীদিগকে উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিতে লাগিল; বহু লোকের সমক্ষে দলের অধ্যক্ষকে বিনাশ করিল কিন্তু কেহই কোন উচ্চ বাচ্য করিল না। তখনও প্রকাশ্য ভাবে যোগদান না করিলেও বুঝিতে বাকী রহিল না যে, মনে মনে সকল দেশীয় সৈন্যই তাহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছে। মঙ্গল সিংহের ফাঁসি হইল; কর্ত্তৃপক্ষের সহায়তা করে নাই বলিয়া আরও কয়েক জনের শাস্তি হইল। কিন্তু বিদ্রোহের শিখা ক্রমেই লেলি-হান হইয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বেই উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অপর প্রান্তে দেশীয় সেনাদলের মধ্যে জাতি ও ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা ভীষণ ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। প্রধান সেনাপতি যখন পরিদর্শন উপলক্ষে মার্চ্চ মাসে অম্বলায় উপ-স্থিত হন, তখন পরিষ্কাররূপে জানা গেল যে এদেশেও বিরক্তি ও অশান্তির জীবাণু আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে। টোটা ব্যবহারে এখানকার সৈন্যগণও বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিল। যখন তাহাদের আপত্তি, মিথ্যা ও কুসংস্কারমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন প্রকৃতই অগ্নিকাণ্ড আরম্ভ হইল, ১৭ই এপ্রিল তারিখে সরকারী গৃহসমূহ ও কতিপয় দিবস পরে আরও কয়েক-খানা দেশীয় সেনাবাস ভস্মীভূত হইল।

এইরূপে বিদ্রোহের আগুন ক্রমেই প্রবলতর বেগে জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার উপর আবার দুষ্ট কুচক্রী লোকেরা নানারূপ গুজব রটনা করিয়া সৈন্যদের মন আরও উৎক্ষিপ্ত করিয়া তুলিতে লাগিল। জনরব উঠিল যে হিন্দুর জাতিনাশ করিবার সংকল্প করিয়াই সরকার বাহাদুর ঐরূপ টোটা প্রয়োগ করিবার আয়োজন করিয়াছেন; তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া তাঁহারা আবার গবাস্থিচূর্ণ আটা ও ময়দার সঙ্গে মিশাইবার ও ইঁদারার জলে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! জাতিধর্ম্ম আর রহিল না।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। হতবুদ্ধি ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ অবস্থা বুঝিতেছেন কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ক্রমে তাঁহাদের সমস্যা আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা দেখিলেন সমগ্র উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে চাপাটি বিতরিত হইতেছে; বুঝিলেন ইহার অর্থ—সরকার ধর্ম্মনাশের চেষ্টা করিতেছেন, এইরূপ আশঙ্কা উদ্রিক্ত করিয়া আপামরসর্ব্বসাধারণকে গব-র্মেণ্টের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে প্রণোদিত করা। কিন্তু প্রতীকারের তাঁহারা কোনই উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না।

ইতিমধ্যে উত্তেজনার স্রোত যাইয়া দিল্লীর জনসঙ্ঘকেও নূতন আশার হিল্লোলে বিচলিত করিয়া তুলিয়াছে। মোগল-গৌরবের ধ্বংসবিশেষ গায় মাখিয়া তখনও বৃদ্ধ বাহাদুরশাহ ইংরাজের অনুগ্রহে দিল্লীর মসনদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সমগ্র দেশব্যাপী একটা বিপুল বিদ্রোহ শীঘ্রই জ্বলিয়া উঠিবে, আবার হয়ত দিল্লীর নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করা যাইবে, এই আশায় বাহাদুর শাহের অনুচর ও পার্শ্বচরগণ উৎফুল্ল

হইয়া উঠিলেন। রুশিয়া সম্রাট্ ইংরাজগণকে বিতাড়িত করিবার জন্য সদলবলে শীঘ্রই ভারতবর্ষের দিকে ধাবিত হইবেন, এই আশার বাণীও চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র করিয়া দেওয়া হইল। দিল্লীতে গুলি-বারুদ, অস্ত্রশস্ত্রের প্রায় অফুরন্ত একটা ভাণ্ডার ছিল। এই অস্ত্রাগার রাজপ্রাসাদেরই একপ্রকার অন্তর্ভুক্ত, অথচ যাহাতে ইহা শত্রুহস্তে পতিত না হয় তজ্জন্য গবর্মেণ্ট কোনই বন্দোবস্ত করেন নাই। এখন দিল্লীর সংবাদ পাইয়া তাঁহারা বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন।

এদিকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র আরও পাকিয়া উঠিতে লাগিল। অনেক দিন হইতেই নানাসাহেব গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে ভীষণ প্রতিহিংসা পোষণ করিয়া আসিতেছিল। এখন এই সুযোগ দেখিয়া তিনি বীঠুর, কাল্পি, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া দেশীয় রাজন্যবর্গকে গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন।

ব্যাপার বুঝিয়া অযোধ্যার শাসনকর্ত্তা হেনরি লরেন্স অযোধ্যাবাসীদিগকে শান্ত ও আশ্বস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কর্ম্মচ্যুত দেশীয় সৈন্যদিগকে আবার কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া, নবাব ও তাঁহার অধীনস্থদিগের পেন্সন দানের সুব্যবস্থা করিয়া, ও হৃতসম্পত্তি ভূস্বামীদিগের সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আশা ও আশ্বাস দান করিয়া, তিনি অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইলেন।

কিন্তু গবর্মেণ্ট একটা গুরুতর ভুল করিয়া বসিলেন। প্রধান সেনাপতি, গবর্ণর জেনারেল প্রভৃতি কেহই বুঝিতে পারেন নাই যে তলে তলে ব্যাপার এমন গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছে। যে সকল সৈন্যদলের মধ্যে বিদ্রোহের লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, এতদিন পর্য্যন্ত ইহাঁরা তাহাদিগকে কোনই শাস্তি দেন নাই। যখন শাস্তি প্রদান করিতে অগ্রসর হইলেন, তখনও কোন কঠিন ব্যবস্থা করিলেন না—সুধু বিদ্রোহীদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। তাহারা, যেন স্বাধীন হইয়াছে, এইরূপ ভাবে সগৌরবে সদর্পে চলিয়া গেল। যে সকল দেশীয় সৈন্য তখনও প্রকাশ্যরূপে বিদ্রোহী হয় নাই, তাহারা যখন দেখিল যে অপরাধীদের, ফাঁসী নহে, সুধু কর্ম্মচ্যুতিরূপ শাস্তি ঘটিয়াছে, তখন তাহারা মনে করিল, সরকার বাহাদুর ভয় পাইয়াছেন। সরকারের শাস্তির উপর আর তাহাদের বিশেষ কোন শ্রদ্ধা ভয় রহিল না।

ক্রমেই বিদ্রোহীদিগের সাহস বাড়িতে লাগিল। গুপ্ত বিদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা প্রকাশ্য শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল। লক্ষ্ণৌয়ের ৪৮নং দেশীয় পদাতিক সৈন্যদলের মধ্যে প্রথমেই বিদ্রোহের সূচনা হইল। ডাক্তারখানায় যাইয়া ডাক্তার ওয়েলস্ ঔষধের একটা বোতল তুলিয়া লইয়া মুখে ঔষধ ঢালিলেন। হিন্দু রোগীরা শিহরিয়া উঠিল, তাহাদিগকে এইভাবে উচ্ছিষ্ট খাওয়ান হয়! চক্ষুর নিমিষে কথাটা সিপাহী-দিগের কাণে গেল, আর জাতিনাশ হইতেছে বলিয়া একটা ভীষণ কোলাহল পড়িয়া গেল। তখনই আসিয়া কর্ণেল সাহেব তাহাদের সম্মুখে ঔষধের বোতলটা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, ডাক্তার ওয়েলস্কে ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশান্তির বিশেষ কোন নিবৃত্তি ঘটিল না। কতিপয় দিবস পরেই ওয়েলসের বাংলা অগ্নিতে ভস্মীভূত হইল। তখন আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে সৈন্যদল অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তখনও প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল না। মে মাস আসিল, নবসংগৃহীত সৈন্যদিগকে টোটা ব্যবহার করিবার আদেশ দান করা হইল। তাহারা অস্বীকার করিল। পরবর্ত্তী দিবস সুধু তাহারা নহে, সমগ্র হিন্দুর দলই টোটা ব্যবহারে ভীষণ প্রতিবাদ করিতে লাগিল। লরেন্স প্রথমবার মিষ্ট কথায় তাহাদের আপত্তি খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। ৩রা মে, রবিবার দিবস, দেশীয় সৈন্যগণ যেন প্রকাশ্যভাবেই বিদ্রোহিতা করিবে বলিয়া বোধ হইল। লরেন্স শুনিলেন, তাহারা কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি, যে কয়েকজন সৈন্য তখনও তাঁহার দিকে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া বিদ্রোহীদিগের দিকে ধাবমান হইলেন। যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছে, তখন উভয় পক্ষের সাক্ষাৎ হইল। অন্ধকারে শত্রুসংখ্যা ঠিক করিতে না পারিয়া বিদ্রোহীদল ভীতচকিত হইয়া চতুর্দ্দিকে সরিয়া পড়িতে লাগিল। যাহারা পলাইতে পারিল না, তাহারা আত্মসমর্পণ করিল। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে, ১৪ই মে তারিখে, মিরাটে প্রকাশ্য বিদ্রোহের অভিনয় সংঘটিত হইল।

বিদ্রোহিগণ জেল ভাঙ্গিয়া কয়েদী খালাস করিল, ছাউনীর মধ্য দিয়া প্রচণ্ড বেগে অগ্রসর হইতে লাগিল, যেখানে য়ুরোপীয়দের পাইল, সেখানেই তাহাদিগকে কাটিয়া রক্তনদী প্রবাহিত করিতে লাগিল। শেষে দিল্লীস্থিত দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে উত্তেজিত ও উৎক্ষিপ্ত করিবার জন্য দিল্লীর দিকে ধাবমান হইল। অপ্রস্তুত অবস্থায় আক্রান্ত হইয়া ইংরাজকর্ত্তৃপক্ষগণ দিল্লীরক্ষার কোনই বন্দোবস্ত করিতে পারিলেন না। অনেকেই, স্ত্রীলোক, বালকবালিকা পর্য্যন্ত বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইল। শেষে, আত্মরক্ষা ও দুর্গরক্ষা উভয়ই অসম্ভব দেখিয়া তাঁহারা শস্ত্রাগার কামান দাগিয়া উড়াইয়া দিয়া যথাসম্ভব সংগোপনে দিল্লীত্যাগ করিলেন। ক্রমে উত্তরপশ্চিম প্রদেশের সকলগুলি ছাউনীই বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান

করিল, ইংরাজগণ নানাস্থানে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া আবালবৃদ্ধবনিতা শত্রুর হাতে প্রাণ হারাইল। নানা স্থানেই বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু দিল্লীই তাহাদের প্রধান কেন্দ্রস্থান হইয়া দাঁড়াইল। পঞ্জাবে দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিয়া, সার জন্ লরেন্স তাহাদিগকে অনেকটা শাসনে আনিতে সমর্থ হইলেন। এদিকে শিখ এবং আফগানসৈন্যগণও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিল না।

অযোধ্যা এবং রোহিলখণ্ডের আপামরসর্ব্বসাধারণই যেন উন্মত্তভাবে বিদ্রোহের স্রোতে ঝম্প প্রদান করিল। বেরিলির নবাব এবং অযোধ্যার বেগমও বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে প্রকাশ্যভাবে যোগদান করিলেন। সার কলিন ক্যাম্প্‌বেলকে তাহারা দুই দুই বার বিশেষরূপে ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কিন্তু দিল্লী, কাণপুর এবং লক্ষ্ণৌতেই বিদ্রোহের তুমুল কাণ্ড সংঘটিত হইতেছিল। ৬ই জুন তারিখে কাণপুরের সৈন্যগণ বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করে। তাহারা পেশবা বাজীরাওয়ের দত্তকপুত্র ধন্দুপন্থ ডাকনাম নানা সাহেবকে মহারাষ্ট্রীয়দিগের পেশবা বলিয়া ঘোষণা করিল। বিদ্রোহীদিগের হস্তে নিষ্কৃতি পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই দেখিয়া কাণপুরের য়ুরোপীয়গণ নানাসাহেবের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কথা থাকে, তাহাদিগকে তিনি জলপথে নিরাপদে আলাহাবাদ পর্য্যন্ত যাইতে দিবেন। তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরাজগণ স্ত্রীপুত্র সমভিব্যাহারে নৌকায় যাইয়া আরোহণ করিলেন, আর অমনি তীর হইতে বন্দুকের খেলা চলিতে লাগিল। নিরপরাধ হতভাগ্যদের রক্তে নদীর জল লাল হইয়া উঠিল—একটিমাত্র নৌকার কয়েকজন মাঝি ব্যতীত এই ভীষণ কাপুরুষোচিত আক্রমণ হইতে কেহই রক্ষা পাইল না। এই ভীষণ বার্ত্তা পাইয়া, এখনও যাহারা কাণপুরে নানা সাহেবের হস্তে বন্দী রহিয়াছে, তাহাদিগের লোমহর্ষণ পরিণাম চিন্তা করিয়া সমগ্র ইংরাজসমাজ ভয়ানক বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৫ই জুলাই তারিখে জেনারেল হ্যাভ্‌লক্ আসিয়া কাণপুরের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। তখন নিরুপায় দেখিয়া, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন নানা সাহেব ১২৫ জন স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাকে পশুর মত হত্যা করিলেন।

দিল্লীই বিদ্রোহিগণের প্রধান আড্ডা। দিল্লী হস্তগত করিতে না পারিলে শীঘ্র বিদ্রোহদমনের সম্ভাবনা নাই। ৩১শে মে তারিখে জেনারেল বার্ণার্ড দিল্লী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। ব্রিগেডিয়ার উইল্‌সনের অধীনেও মিরাট্ হইতে একদল ইংরাজসৈন্য প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল। গাজিউদ্দিন নগর হইতে মাইলখানেক দূরে হিন্দান্ নদী প্রবাহিত। বিদ্রোহীরা আসিয়া এই নদীর অপর পারে আক্রমণকারিগণকে প্রতিহত করিবার জন্য ঠিক হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ইংরাজদিগকে দেখিয়াই তাহারা কামানে অগ্নিসংযোগ করিল। ইংরাজসৈন্যগণও অবিলম্বেই প্রত্যাহ্বান করিল। ইতিমধ্যে কর্ণেল ম্যাকেঞ্জি এবং মেজর টুম্‌ও আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও যখন বিদ্রোহীরা দেখিল যে আর জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তাহারা হটিতে লাগিল, কিন্তু ইংরাজসৈন্যের বিপুল বিক্রমে শীঘ্রই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।

শ্রান্তক্লান্ত ও আহত ইংরাজসৈন্যগণ বিজয়লব্ধ ভূমিতে নিশি যাপন করিলেন। এদিকে পলাতক বিদ্রোহিগণ দিল্লীতে পৌছিলে, পরাজয়ের জন্য ধিক্কার দিয়া, দলবৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে আবার অদৃষ্ট পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করা হইল। আবার আসিয়া নদীর অপর পার হইতে তাহারা ইংরাজসৈন্যের প্রতি গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল। এবারও ভাগ্যলক্ষ্মী তাহাদের উপর তেমনই অপ্রসন্ন রহিলেন। অনেক হতাহত ফেলিয়া বিদ্রোহিগণ রণক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল। ৫ই জুন তারিখে বার্ণার্ড আসিয়া উইল্‌সনের বিজয়ী সৈন্যের সঙ্গে যোগদান করিলেন। শেষে সকলে মিলিয়া দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদল দিল্লীর উত্তরপশ্চিম কোণে পাঁচ মাইল দূরবর্ত্তী বাদ্‌লীকা সরাই নামক স্থানে সুরক্ষিত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। ৮ই জুন তারিখে ইংরাজসৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। অনেক রক্তপাত করিয়া, অনেক জীবন বিনষ্ট করিয়া বিদ্রোহীরা আক্রমণকারীদিগের শক্তি পরীক্ষা করিল—কিন্তু শেষে আর তাহারা শত্রুর গোলাগুলির সম্মুখে মুহূর্ত্তও তিষ্ঠিতে পারিল না; যে যে পথ পাইল, সে সেই পথ দিয়াই দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হইল।

অতিমাত্র শ্রান্তক্লান্ত হইয়া পড়িলেও, শত্রুকে নষ্টশক্তি পুনরুদ্ধার করিবার মত সময় ও সুযোগ দান করিতে অনিচ্ছুক হইয়া বার্ণার্ড তখনই দুই পথে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অবিলম্বে দুই পক্ষে ভীষণ অগ্নির খেলা চলিতে লাগিল। অবিশ্রান্ত ষোল ঘণ্টা হাটিয়া ও যুদ্ধ করিয়া বেলা পাঁচটার সময় ইংরাজসৈন্য অমিতবল শত্রুকে পরাস্ত করিয়া বিজয়োল্লাস করিয়া উঠিলেন। সংখ্যায় অগণিত হইলেও বিদ্রোহীরা আপনার স্থান রক্ষা করিতে পারিল না—পলাইয়া যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইল।

তখনও সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসে নাই। সমস্ত

দিনের অমানুষিক পরিশ্রম, অনাহার ও অবিশ্রামের পরে ইংরাজসৈন্য দিল্লীর তোরণসম্মুখে শিবির স্থাপন করিয়া এক রাত্রির মত বিশ্রাম করিতে প্রস্তুত হইল। তাহাদের মন আজ অনেক পরিমাণে শান্ত ও আশ্বস্ত—বিশ্বাস আছে, অবিলম্বেই তাহারা প্রাচীরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পাইবে।

এদিকে, মিরাটে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াই উত্তরপশ্চিম-প্রদেশের শাসনকর্তা মিঃ কলভিন্ আগ্রাবাসী ইংরাজদিগকে লইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, সকলে যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইবেন, কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহীদিগের সাহস আরও বাড়িয়া যাইবে মনে করিয়া অনেকেই এ প্রস্তাবে আপত্তি করিলেন। লেফটেনান্ট গবর্ণর অনেক মিষ্ট কথায় দেশীয় সৈন্যগণকে প্রবুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিলেন, সুধু যে কয়েকজন ইংরাজ আছেন, তাঁহাদের শক্তির উপর নির্ভর না করিয়া সিন্ধিয়া, হোল্‌কার এবং ভরতপুরের রাজার নিকটও সাহায্য প্রার্থনা করা আবশ্যক। সাহায্য প্রার্থনা করা হইল—তাঁহারাও আনন্দচিত্তে সহায় হইলেন। আগ্রার সম্বন্ধে কল্‌ভিন্ অনেকটা আশ্বস্ত হইলেন।

কিন্তু শীঘ্রই আলিগড়ের বিদ্রোহসংবাদ আসিয়া তাঁহাকে আকুল করিয়া তুলিল। এখানকার দেশীয় সৈন্যগণ অনেকদিন পর্য্যন্ত প্রভুভক্তি ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়া আসিতেছিল, এমন কি জনৈক ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে বিদ্রোহে লিপ্ত হইবার জন্য উত্তেজিত করিতেছিল বলিয়া তাহারা তাহাকে ধরাইয়াও দিল। কিন্তু বিচারান্তে যখন ব্রাহ্মণের ফাঁসি হইল, তখন তাঁহার কম্পিতদেহের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া জনৈক সিপাহী চীৎকার করিয়া উঠিল "ঐ দেখ, আমাদের ধর্ম্মরক্ষার জন্যই আজ ব্রাহ্মণের প্রাণ গেল!" অমনি তাহাদের রুদ্ধ রোষ ও ঘৃণা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল; কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহারা প্রাণে মারিল না সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া, আপনারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য সদর্পে দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল। এইভাবে সুধু যে আলিগড়ই কর্ত্তৃপক্ষের হস্তচ্যুত হইল, তাহা নহে; মিরাট্ ও আগ্রার মধ্যে সংবাদ আদানপ্রদানের পথও বন্ধ হইল এবং ইহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ক্রমে এতাবা, বুলন্দসহর এবং মৈনপুরীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। আগ্রায় একটা ভীষণ আতঙ্কের প্রবাহ বহিল—গাড়ী-গাড়ী স্ত্রীলোক, বালকবালিকা আস্‌বাব-পত্র আসিয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে লাগিল; নিরস্ত্র ভীত দেশীয় অধিবাসিবৃন্দ যাইয়া যেখানে পারিল, আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিল। প্রত্যেক ইংরাজ রিভল্‌বার ও তলোয়ার হস্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

৩০শে মে তারিখে মথুরার দুর্গরক্ষায় নিযুক্ত সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; তাহাদের দৃষ্টান্তে উত্তেজিত হইয়া ভরতপুরের রাজা যে দল পাঠাইয়াছিলেন এবং যাহাদের উপর এতটা আস্থা স্থাপন করা হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিয়া কর্ম্মচারিদিগকে তাড়াইয়া দিল। চতুর্দ্দিকের অবস্থা দেখিয়া আগ্রার দেশীয় সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করা হইল—আবার আগ্রাবাসীরা হাঁফ্ ছাড়িলেন।—কিন্তু সে মুহূর্ত্তের জন্য। অচিরেই রোহিলখণ্ড হইতে ভীষণ সংবাদ আসিল, মথুরার বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াও শাজাহানপুরের সিপাহীগণ কয়েকদিন পর্য্যন্ত বেশ শান্তশিষ্টই ছিল; কিন্তু শেষে যেন আর তাহাদের সহ্য হইল না; ৩১শে তারিখে তাহারাও ক্ষেপিয়া উঠিল। কয়েকজন ইংরাজ বিদ্রোহীদিগের হাতে প্রাণ হারাইল—আর কয়েকজন কোন প্রকারে পলাইয়া যাইয়া অযোধ্যাপ্রদেশের পোবাইন্ রাজার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিল। রাজা সে আশ্রয় দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিলেন। তখন আশায় বুক বাঁধিয়া, পূর্ণ একটি দিন ও একটি রাত্রি নানা দুঃখকষ্ট সহিয়া, তাহারা অযোধ্যার মোহাম্মদি নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছিল। এখানে দ্বিতীয় একদল ইংরাজের সঙ্গে তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তখন উভয় দল একত্র হইয়া আরঙ্গাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ৫ই জুন তারিখে, যখন তাহারা আরঙ্গাবাদ হইতে মাত্র অর্দ্ধ মাইল দূরে, তখন পশ্চাদ্ধাবনকারী সিপাহীরা আসিয়া তাহাদের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিল। উপায় নাই দেখিয়া সকলে (দলে স্ত্রীলোক ও বালকের সংখ্যাই অনেক ছিল) মিলিয়া এক বৃক্ষতলে বসিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় আততায়ীরা আসিয়া তাহাদের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিল।

এদিকে রোহিলখণ্ডের রাজধানী বেরিলি লইয়া সরকার বড় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এখানে কমিশনারের বাসস্থান এবং তিন দল দেশীয় সৈন্যও বাস করিয়া থাকে। দমদমের সেই লস্করের কথা শুনিয়া প্রথমতঃ এখানেও বেশ একটু উত্তেজনার লক্ষণ দেখা গিয়াছিল, কিন্তু শেষে যেন সে ভাবটা অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হইয়া আসিল। ২৯শে মে পর্য্যন্ত বেশ কাটিল। কিন্তু সেই দিন শুনা গেল, যে সেই দিনই দেশীয় পদাতিকের দুইটি দলই অস্ত্রধারণ করিবে। বাকী দলটি অশ্বারোহী। কিন্তু সে দিন কিছুই হইল না। ৩১শে মে তারিখে সংবাদ পাওয়া গেল যে অবিলম্বেই পদাতিকের দল বিদ্রোহী হইবে। অশ্বারোহিদলের নেতা, কাপ্তেন ম্যাকেঞ্জি প্রস্তুত হইবার জন্য উঠিলেন, অমনি সংবাদ আসিল, বিদ্রোহ আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার অশ্বারোহীদের উপর তাঁহার বড়

ভরসা ছিল, কিন্তু যাইয়া দেখিলেন, তাহারাও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। অনেক বুঝাইলেন, প্রথমতঃ তাহারা ইতস্ততঃ করিল, শেষে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তখন নিরুপায় কাপ্তেন যে ২৩জন সিপাহী এখনও বিশ্বাস রক্ষা করিতেছিল, তাহাদিগকে লইয়া নৈনিতালের দিকে প্রস্থান করিলেন। হতাবশিষ্ট য়ুরোপীয়েরা ইতিপূর্ব্বেই সেইদিকে ছুটিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে বেরিলিতে খান্ বাহাদুর খান্ নামক জনৈক গভর্মেণ্টের পেন্সনভোগী মুসলমান আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণা করেন এবং যে সকল য়ুরোপীয়দিগকে হাতে পায়, তাহাদিগকে পশুর মত হত্যা করেন।

পরবর্ত্তী দিবস, ১লা জুন তারিখে, বুদাওনের সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ উইলিয়াম্ এড্ওয়ার্ডস্ সেখানে সম্পূর্ণ একাকী ছিলেন, অন্য কোন য়ুরোপীয়ই সেখানে ছিল না। এতদিন পর্য্যন্ত তিনি অকুতোভয়ে শান্তিরক্ষার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন, এখন চতুর্দ্দিক্ হইতে বেষ্টিত হইয়া তিনি আর তিষ্ঠিতে পারিলেন না।

এতদিন পর্য্যন্ত মুরাদাবাদে অনেক শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। জজ্ উইল্‌সনের চরিত্রের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া দেশীয় সৈন্যগণ শুধু যে নীরবে বসিয়াছিল তাহা নহে, তিন তিন বার তাহারা বহির্ব্বিদ্রোহীদের আক্রমণ হইতে মুরাদাবাদ রক্ষাও করিয়াছে। কিন্তু শেষে আর সংক্রামক ব্যাধি হইতে তাহারাও নিষ্কৃতি পাইলনা। বেরিলির সংবাদ পাইয়া তাহারা বিশেষ রূপেই বিচলিত হইয়া উঠিল, এবং ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহের পতাকা তুলিয়া দাঁড়াইল। সহরময় লুটতরাজ পড়িয়া গেল, ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ প্রাণ লইয়া পলাইলেন।

মুরাদাবাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রোহিলখণ্ডের ইংরাজশাসন বিলুপ্ত হইল। খান্ বাহাদুর আপনাকে রাজপ্রতিনিধি বলিয়া ঘোষিত করিলেও, সকলে তাহার শাসন মানিল না। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অরাজকতার মহামারী চলিতে লাগিল। মুসলমানদিগের হস্তে হিন্দুদিগের লাঞ্ছনা ও দুর্গতির সীমা রহিল না। চতুর্দ্দিকে একটা ভীষণ হাহাকার পড়িয়া গেল।

ফরক্কাবাদে ১০ নং দেশীয় পদাতিকের দল প্রতিষ্ঠিত ছিল। বিশেষ রাজভক্ত না হইলেও তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত বাধ্য ও বশীভূত রহিল। ১৬ই জুন তারিখে তাহারা অধিনায়ককে জানাইল যে সীতাপুরের বিদ্রোহীদল তাহাদিগকে আপনাদের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগকে হত্যা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছে—কিন্তু তাহারা বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান না করিয়া কোম্পানীর জন্যই লড়াই করিবে। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই তাহারা অধ্যক্ষকে জানাইল যে আর তাহারা তাঁহার আজ্ঞা পালন করিতে পারিবে না, এবং তাঁহাকে যাইয়া দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইতে পরামর্শ দিল। কর্ণেল স্মিথ তাহাদের পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করিতে মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। তাঁহার সঙ্গে প্রায় সত্তর জন যুদ্ধাক্ষম ইংরাজ ছিলেন; ইহার উপর আবার অস্ত্রশস্ত্রেরও শোচনীয় রূপে অভাব ছিল। তথাপি তাঁহারা আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। লুণ্ঠিত দ্রব্যের বিভাগ লইয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আপনাদিগের মধ্যে মারামারি কাটা কাটি করিয়া, অবশেষে ২৭এ জুন তারিখে বিদ্রোহিদল দুর্গ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। চারি দিন পর্য্যন্ত তাহাদের গুলিগোলাবর্ষণে দুর্গবাসীদিগের বিশেষ কোনই অনিষ্ট হইল না। পঞ্চম দিবসে তাহারা নূতন প্রণালীতে যুদ্ধ আরম্ভ করিল। এবার দুর্গবাসীদিগের অনেকেই হতাহত হইতে লাগিল। এই ভাবে আরও কয়েক দিন যুদ্ধ চলিল। অবশেষে যখন কর্ণেল স্মিথ্ বুঝিলেন যে তাঁহার জনবল অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, রসদাদিরও অপ্রতুলতা ঘটিয়াছে, তখন তিনি দুর্গ হইতে পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিলেন।

দুর্গপ্রাকারের নিম্ন দেশে তিন খানা নৌকা বাঁধা ছিল। ৩রা জুলাই রাত্রিযোগে দুর্গবাসিগণ যাইয়া ধীরে ধীরে নিঃশব্দে নৌকায় অবতরণ করিলেন। তখন রাত্রি প্রায় প্রভাত হইয়া আসিয়াছে, ঊষার মলিন আলোকে ইংরাজশোণিতলোলুপ সিপাহীরা দেখিতে পাইল, তাহাদের শিকার পলাইয়া যাইতেছে। 'মার্ মার্' রবে তাহারা পশ্চাদ্ধাবন করিতে লাগিল। হঠাৎ একটা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল। ইহার লোকদিগকে অন্য নৌকায় স্থানান্তরিত করিতে যে সময় লাগিল, তাহাতে সিপাহিগণ আসিয়া পড়িয়া অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিয়া দিল। তাড়াতাড়ি অন্য দুই খানা নৌকা ছুটিয়া চলিয়া সংগ্রামপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল।

এখানেও আবার অন্য এক খানা নৌকা চড়ায় লাগিয়া গেল; চতুষ্পার্শ্বের অধিবাসিবৃন্দ আসিয়া তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল! নৌকায় কয়েকজন সাহসী ইংরাজপুরুষ ছিলেন; তীরে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহারা আক্রমণকারীদিগকে অনেক দূর পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, নৌকা খানা অনেক দূরে চলিয়া গিয়াছে। তাঁহারা হতাশ হইয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন, এমন সময়ে দুই নৌকা বোঝাই সিপাহীর দল আসিয়া তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আর উপায় নাই দেখিয়া দলপতি রবার্টসন্ স্ত্রীলোকদিগকে ছেলেপুলে লইয়া নদীতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। অনেকেই তাহা করিলেন, অবশিষ্টগণ কেহ বা সেখানেই হতাহত হইয়া পড়িয়া রহিলেন, কেহ বা বন্দী হইয়া ফরক্কাবাদের নবাবের সমীপে উপনীত হইলেন, সেখানে নানা লাঞ্ছনা ভুগিয়া

তাহারা প্রাণ হারাইলেন। আর বাকী যাহারা, তাহারা স্রোতস্বতীর খরস্রোতে ভাসিয়া অতল জলে ডুবিয়া গেলেন।

ফরকাবাদের নবাব দেশীয় কর্ম্মচারীদিগকে আপনার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিতে প্ররোচিত করিলেন ও যেখানে খৃষ্টান লোক পাইলেন, সেখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া আপনার পাশবিক-প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন।

ফতেগড়ের বিদ্রোহের ফলে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দোয়াব্-প্রদেশ হইতে ইংরাজের শাসন একেবারে অন্তর্হিত হইল।

বিদ্রোহের বন্যা ক্রমেই সমগ্র দেশ ছাইয়া ফেলিতে লাগিল। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া এবং তাঁহার প্রধান মন্ত্রী দিনকর রাও, বরাবরই ইংরাজশাসনের পক্ষপাতী ও বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষ ছিলেন। ইংরাজ স্ত্রীলোক ও বালকবালিকাগণকে তাঁহারা রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ইহারা আগ্রায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর বলিয়া পাঠাইলেন গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ না ঘটা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে। ১৪ই জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে ঝান্সীতে বিদ্রোহীরা লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের অভিনয় করিয়াছে। সেই রাত্রি অতিবাহিত হইতে না হইতেই গোয়ালিয়র-বাসী ইংরাজদিগেরও অদৃষ্ট আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। রাত্রি নয়টার তোপ পড়িতে না পড়িতেই বংশীধ্বনি হইল ও বন্দুক হস্তে সিপাহীগণ যে যাহার ঘর ছাড়িয়া মহা কোলাহলে বাহির হইয়া পড়িল। অধ্যক্ষগণ শশব্যস্তে সৈন্যশ্রেণীর দিকে ধাবমান হইলেন, কিন্তু আর শান্তি স্থাপন করিতে পারিলেন না। সেখানেই তাহাদের চারিজন নিহত হইলেন। বন্দুকের আওয়াজ, আগুনের হুহু শব্দ, উন্মত্ত বিদ্রোহীদের তাণ্ডব চিৎকার শুনিয়াই ইংরাজপুরুষগণ যে যাহার বাড়ী ঘর ছাড়িয়া পলাইতে লাগিলেন। কিন্তু পলাইয়া যাইবেন কোথায়? চতুর্দ্দিক্ হইতে রক্তলোলুপ সিপাহীগণ আসিয়া তাহাদের উপর পড়িতে লাগিল; কলকল রবে রক্ত নদী প্রবাহিত হইল। মাত্র কয়েকজন ইংরাজ দুঃসহ দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা ও তাড়না সহিয়া অবশেষে আগ্রায় যাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। পলিটিকাল এজেণ্ট ম্যাক্‌ফার্সন সাহেবও এই রূপেই রক্ষা পাইয়াছিলেন। কিন্তু পলায়নের আগে, নিজের প্রাণ উপেক্ষা করিয়াও তিনি যাইয়া সিন্ধিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং যাহাতে বিদ্রোহিদল ও তাঁহার নিজের সৈন্য গোয়ালিয়রের সীমা অতিক্রম করিতে না পারে সে জন্য তাঁহার ক্ষমতাপ্রয়োগ করিবার অনুরোধ করিলেন। ইহা না হইলে ভারতবর্ষ রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া পড়িত। ম্যাক্‌ফার্সনের চরিত্রগুণে সিন্ধিয়া মুগ্ধ ছিলেন, সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি তাঁহার এই অনুরোধ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার নিজের সমূহ বিপদের আশঙ্কা ছিল, কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। গোয়ালিয়রের বিদ্রোহিদল ও সৈন্য সামন্ত যাইয়া যদি ইংরাজরাজের শত্রুগণের সঙ্গে মিলিত হইত, তবে ভারতে ইংরাজরাজত্ব রক্ষা করা সুকঠিন হইয়া পড়িত।

রাজপুতনার অবস্থা অনেকটা আশাপ্রদ। এখানকার রাজন্যবর্গ ইংরাজশাসনের দিকে অনেক পরিমাণে আকৃষ্ট ছিলেন। বড়লাট গবর্ণর জেনারেলের প্রতিনিধি লরেন্স সাহেবের সৌজন্য ও পরিণামদর্শিতায় সহজে যে কেহ বিদ্রোহাচরণ করিবে এমত সম্ভাবনাও বড় বেশি ছিল না। রাজপুতনার কেন্দ্রস্বরূপ আজমীরে অর্থপূর্ণ কোষাগার ও অস্ত্রপূর্ণ অস্ত্রাগার ছিল। দেশের যত ধনী মহাজনেরাও এই স্থানেই বসবাস করিতেন। লরেন্স দেখিলেন এরূপ স্থান যদি একবার বিপক্ষগণ দখল করিয়া বসিতে পারে, তবে তাহাদের সঙ্গে সহজে আঁটিয়া উঠা যাইবেনা। তাই তিনি ইহার রক্ষার জন্য কৌশল অবলম্বন করিলেন। এখানে এক দল সিপাহী ও একদল মের সৈন্য ছিল। সিপাহীগণ ঘৃণার চক্ষুতে দেখিত বলিয়া মেরগণ তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিত না। লরেন্স কৌশলে সিপাহীদিগকে স্থানান্তরিত করিয়া আর একদল মেরসৈন্য আনিয়া আজমীর সুরক্ষিত করিলেন।

কিন্তু ইহার কতিপয় দিবস পরেই নাসিরাবাদ নামক স্থানে ইংরাজদের যে দেশীয় সৈন্য ছিল, তাহারা ক্ষেপিয়া উঠিল, ও গ্রামনগর লুণ্ঠন করিয়া কর্ম্মচারীদিগের বাংলা ভস্মীভূত করিয়া তাহারা দিল্লীর অভিমুখে রওনা হইল।

সংবাদ আসিয়া যথা সময়ে আগ্রায় পৌঁছিল। শাসনকর্ত্তা কলভিন্ আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। সমস্ত ইংরাজ বালকবালিকাস্ত্রীলোকদিগকে দুর্গাভ্যন্তরে যাইয়া আশ্রয় লইতে আদেশ করিলেন, কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ব্যতীত অন্য কোন জিনিষই তাহারা দুর্গে লইয়া যাইতে পারিল না।

আগ্রা রক্ষার জন্য একদল য়ুরোপীয় সৈন্য ও কোটার রাজপুত রাজার প্রেরিত একদল এবং নবাব সৈফ্‌উল্লার চালিত একদল দেশীয় সৈন্য ছিল। ৪ঠা জুলাইর পরে সন্দেহ হইল যে, কোটার সৈন্যগণ হয়ত তেমন বিশ্বাসী নহে। পরীক্ষার জন্য তাহাদিগকে বিদ্রোহীদের আক্রমণ করিবার আদেশ দেওয়া হইল, তাহারা যাইয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দান করিল। সেই দিন রাত্রে নবাব সৈফ্‌উল্লাও আসিয়া জানাইলেন যে তাঁহার সৈন্যদিগকেও আর বিশ্বাস করা যায় না। কাজেই যাহাতে তাহারা কোন অনিষ্ট করিতে না পারে এই জন্য তাহাদিগকে কেরৌলী নামক স্থানে অপসৃত করা হইল। ৫ই জুলাই প্রাতে সংবাদ পাওয়া গেল যে বিদ্রোহীরা আসিয়া আগ্রা আক্রমণ

করিবার উদ্যোগ করিতেছে, অধ্যক্ষ পল্ হুইল্ তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার সুযোগ না দিয়া নিজেই যাইয়া আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। ৮০০ শত মাত্র বৃটীশ সৈন্য তাঁহার অধীনে ছিল। তাহাই লইয়া তিনি অপরাহ্নে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। তিন মাইল দূরে গ্রামের ভিতরে ও বহির্দ্দেশে শত্রুগণ অবস্থিতি করিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা কামান দাগিল ; তিনিও প্রত্যুত্তর করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলিতে লাগিল। শত্রুগণ সুরক্ষিত—ইংরাজসৈন্য তাহাদের বিশেষ কোনই অনিষ্ট করিতে পারিল না, বরং নিজেরাই ক্রমে নিস্তেজ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে পল হুইল্ যখন দেখিলেন যে শত্রুগণ তাঁহার পলায়নের পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে, তখন সৈন্যদিগকে আগ্রায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আগ্রাদুর্গাভ্যন্তরবাসিনীদের দুঃখযন্ত্রণার কথা বর্ণনার অতীত। এই যুদ্ধের উপর তাহাদের সকল আশাভরসা নির্ভর করিতেছে, জানিয়া তাহারা সোদ্‌গ্রীব হইয়া কামান-বন্দুকের গর্জ্জন শুনিতেছিলেন। শেষে উৎকণ্ঠা এতই বেশি হইয়া পড়িল যে, তাহারা যাইয়া দুর্গদ্বারে দাঁড়াইয়া রণক্ষেত্রের দিকে চাহিয়া রহিলেন, অকস্মাৎ দেখিলেন, রুধিরাক্ত কলেবরে শত্রুকর্তৃক তীব্রবেগে অনুসৃত হইয়া, একদল সৈন্য আসিয়া 'তৃষ্ণায় বুক ফাটিয়া গেল' বলিতে বলিতে দুর্গাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন! তাঁহাদের সকল আশাভরসা নির্ম্মূল হইল। তখন তাঁহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া স্বামীপুত্রের বিরহ ভুলিয়া, আহতদিগের পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। এই আহতদিগের মধ্যে কাপ্তেন্ ডি অর্‌লি ছিলেন। তিনি কহিলেন "আমার কবরের উপর একখানা পাথরে লিখিয়া রাখিও যে যুদ্ধ করিতে করিতেই আমি প্রাণদান করিয়াছি।"

ইতিমধ্যে বিদ্রোহীদিগের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া আগ্রাবাসী যত গুণ্ডা ও বদ্‌মায়েসের দল লুটতরাজ, গৃহে অগ্নিপ্রয়োগ, ইংরাজ দেখিলেই হত্যা প্রভৃতি লোমহর্ষণকাণ্ড আরম্ভ করিয়া দিল। দুই দিন পর্য্যন্ত এই অরাজককাণ্ড অপ্রতিহতবেগে চলিতে লাগিল। শেষে ৮ই জুলাই তারিখে কতিপয় ইংরাজ সৈনিক সহরের বাহির হইয়া নিরুদ্বেগে চতুর্দ্দিক্ প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। অরাজকতা অনেকটা প্রশমিত হইল।

প্রকৃতপক্ষে আবদ্ধ না হইয়াও অনেক দিন পর্য্যন্ত আগ্রাদুর্গের ইংরাজগণ আবদ্ধের ন্যায় জীবন যাপন করিলেন। শেষে যখন দেখিলেন যে, দিল্লীজয়ের সংবাদ আর আসিতেছে না, এদিকে এরূপ নিষ্কর্ম্ম নিরানন্দ জীবনও আর বহন করা যায় না, তখন তাঁহারা সশস্ত্র বাহির হইয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহে পুনরায় কিয়ৎপরিমাণে কোম্পানীর প্রভুত্ব স্থাপন করিতে লাগিলেন।

আগ্রা-দুর্গবাসিগণ যে এত সহজে নিস্কৃতি পাইল, সে সুধু ম্যাক্‌ফারসনের চেষ্টায় ও বুদ্ধির গুণে। গোয়ালিয়র হইতে পলাইয়া আসিয়াও তিনি সিন্ধিয়া ও দিনকর রাওয়ের সঙ্গে সর্ব্বদা চিঠিপত্রের আদান প্রদান করিতেন। পুনঃ পুনঃ ইংরেজকে পরাজিত হইতে দেখিয়া এবং নিজ সৈন্যদিগের মধ্যে বিরক্তি ও অসন্তুষ্টির স্পষ্ট লক্ষণ দেখিয়াও যে সিন্ধিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া রহিলেন, সে কেবল ম্যাক্‌ফারসনেরই গুণে। তাঁহার সৈন্যদল যদি একবার গোয়ালিয়রের সীমা পার হইয়া আসিয়া বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করিতে পারিত, তবে যে ভারতবর্ষের ইতিহাস কিরূপ হইয়া দাঁড়াইত, তাহা বলা যায় না।

চতুর্দ্দিকে যখন ইংরাজের প্রতিপত্তি ও সম্মান এইভাবে কলঙ্কিত ও খর্ব্ব হইয়া আসিতেছিল, তখন মীরাটের ম্যাজিষ্ট্রেট্ রবার্ট ডান্‌লপ্ যেরূপ বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখাইয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসা ও অনুকরণীয়। তিনি ছুটি লইয়া হিমালয়প্রদেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন ; মীরাট্ ও দিল্লীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া তিনি আর নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, একেবারে মীরাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানকার কর্ম্মচারিগণ হতাশভাবে একেবারে হাত পা গুটাইয়া বসিয়াছিলেন। ডান্‌লপ্ আসিয়া যত রাজভক্ত কর্ম্মচারীদিগকে ডাকিয়া একটা ভলাণ্টিয়ারের দল সংগঠিত করিলেন। পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উইলিয়াম্‌স্‌কে এই দলের নেতৃত্বে বরণ করিলেন। অবিশ্রান্ত শিক্ষা ও উৎসাহ দিয়া তিন দিনের মধ্যেই উইলিয়াম্‌স্ ইহাদিগকে দস্তুরমত যুদ্ধক্ষম একটি সৈন্যদলে পরিণত করিয়া ফেলিলেন। দুই এক দিনের মধ্যেই এই দল বিদ্রোহ-দমনে বাহির হইল। প্রথম অভিযানেই তাহারা বিপক্ষদিগকে পরাস্ত, হতাহত ও বন্দী করিয়া তিনটি গ্রাম পুনরায় ইংরাজের দখলে আনিল। এতদিন পর্য্যন্ত রাজকর বন্ধ ছিল, এখন আবার তাহাও আদায় হইতে লাগিল। কিন্তু ডান্‌লপ্ ইহাতেও নিশ্চিন্ত ও নিশ্চেষ্ট হইলেন না। প্রায়ই তিনি সদলবলে সফরে বাহির হইতে লাগিলেন। বিদ্রোহীদিগের অত্যাচারে ভীত ও উৎপীড়িত অধিবাসীদিগকে আশ্বস্ত ও অত্যাচারীদিগকে পরাস্ত করিয়া তিনি চতুর্দ্দিকে ইংরাজপ্রাধান্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দিকে ইংরাজ ও অন্যান্য য়ুরোপীয়গণ যখন বিদ্রোহীদিগের অত্যাচার ও উৎপীড়নের ভয়ে কাতর ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছিলেন, লর্ড ক্যানিং তখনও ধীরগম্ভীরভাবে কর্ত্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিলেন। বারাকপুর ও দানাপুরের দেশীয় সৈন্যবৃন্দকে নিরস্ত্র ও কর্ম্মচ্যুত করিবার জন্য কলিকাতার অধিবাসিবৃন্দ পীড়াপীড়ি করিলেও, অনেকদিন পর্য্যন্ত তিনি তাহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। শেষে যখন দেখিলেন যে বাস্তবিকই ইহাদের

প্রভুভক্তি ও সততা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ পাওয়া গিয়াছে, তখনই তিনি তাহাদিগকে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। কলিকাতার য়ুরোপীয় ও অন্যান্য খৃষ্টানসম্প্রদায় 'ভলাণ্টিয়ারের' কাজ করিতে প্রস্তুত হইলে প্রথমবার তিনি অস্বীকৃত হন, কিন্তু শেষে যখন বুঝিলেন যে স্থানীয় বদ্মায়েস মুসলমানদিগের ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অসন্তুষ্ট সিপাহীদিগের হস্তে কলিকাতায় অত্যাচার সংঘটিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা উপস্থিত হইয়াছে, তখন ১২ই জুন তারিখে তিনি এই ভলাণ্টিয়ারের দল সংগঠন করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। এদিকে নেপালের পলিটিকাল এজেণ্ট রামসের মারফত তত্রত্য প্রধান মন্ত্রী ও সর্ব্বময় কর্ত্তা জঙ্গবাহাদুরের সঙ্গে সাহায্যের জন্যও কথাবার্ত্তা চালাইতেছিলেন। তদনুসারে হেন্‌রি লরেন্সের সাহায্যার্থ তিন সহস্র গুর্খা-সৈন্য ২৩শে জুন তারিখে কাটামুণ্ড হইতে প্রেরিত হইল।

এদিকে তাঁহার মহদভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া সংবাদপত্রসমূহ তাঁহাকে নানাভাবে গালিগালাজ করিতেছিল; বিশেষতঃ তাহাদের ঐরূপ লেখালেখির ফলে জাতীয় বিদ্বেষ আরও ভয়ানক আকার ধারণ করিয়া ভারতবর্ষকে আরও অশান্তিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ১৩ই জুন তারিখে তিনি একটা act (বিধি) প্রণয়ন করিলেন। সংবাদপত্রওয়ালারা ইহাকে গ্যাগিং ('কণ্ঠরোধ') য়্যাক্ট্ নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই act অনুসারে প্রত্যেক মুদ্রাকরকেই সরকার হইতে লাইসেন্স লইতে হইত, এবং শাসনবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণ যে সকল পুস্তক বা প্রবন্ধ আপত্তিজনক মনে করিতেন, তাহাই বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন।

বারাকপুর ও দানাপুরের দলকে আগেই নিরস্ত্র করা হইয়াছিল। ১৪ই জুন তারিখে দমদমা এবং কলিকাতার দলগুলিকেও সেইরূপ করা হইল। এই দিন সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাসে একটা চিরস্মরণীয়। জনরব উঠিল যে বারাকপুরের সিপাহীগণ আপনাদের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে বিনাশ করিতে পারিলেই কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইবে এবং এখানে অযোধ্যার নবাবের যে সকল সশস্ত্র অনুচর আছে, তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া খৃষ্টানদিগের শোণিতে গঙ্গার জল রঞ্জিত করিবে। এই জনরবে বণিক্ ও ব্যবসায়িগণ বড় বিশেষ বিচলিত হইলেন না; কিন্তু যে সকল উচ্চ রাজকর্ম্মচারী এতদিন পর্য্যন্ত বিপদের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করিয়াছেন, এখন তাঁহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া, কোনমতে প্রাণ লইয়া যাইয়া গঙ্গাবক্ষে জাহাজে চড়িয়া বসিলেন, নিম্নতন কর্ম্মচারী ও ইউরেশিয়ানেরা চৌরঙ্গির ময়দান পার হইয়া দুর্গদ্বারে আসিয়া প্রবেশের জন্য দুর্গাধ্যক্ষকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। দেশীয় লোকেরাও ভয়ে ভয়ে যে যেখানে পারিল, যাইয়া আশ্রয় লইতে লাগিল। সমস্ত দিন এইভাবে গেল—কেহই আসিয়া আক্রমণ করিল না, রাত্রি আসিল—রাত্রি ভোরও হইল। কৈ বিদ্রোহীরাত আসিল না? তখন সহরে অনেক পরিমাণে শান্তি ফিরিয়া আসিল।

পরবর্ত্তী দিবস সোমবারে আবার একটি গুরুতর ঘটনা ঘটিল। অযোধ্যায় নবাবের অনুচরগণ সশস্ত্র।—জানিতে পারা গেল, তাহাদিগের সহানুভূতি বিদ্রোহীদিগের দিকে। শুধু তাহাই নহে, তাহারা দুর্গস্থ সিপাহীদিগকে কলুষিত করিবারও চেষ্টা করিতেছে। এখন আর তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট বসিয়া থাকা যায় না। নবাবকে ও তাঁহার অনুচরবর্গকে আবদ্ধ করিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল, এড্‌মণ্ড্ ষ্টোন্‌কে পাঠাইলেন। চতুর্দ্দিকে পাহারা নিযুক্ত করিয়া ইনি যাইয়া রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান প্রধান পারিষদবর্গকে বন্দী করিয়া তিনি নবাবের সন্নিধানে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শেষে নবাবকে বন্দী করিয়া ফোর্টউইলিয়ম দুর্গে লইয়া আসিলেন। এইভাবে অযোধ্যার ষড়যন্ত্রকারীর দল হীনবীর্য্য হইয়া পড়িল।

কিন্তু দেশময় ষড়যন্ত্র—দেশময় বিদ্রোহ। এক দিকে বিদ্রোহীরা পরাজিত ও নিরস্ত্র হইতেছে, অপর দিকে তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিতেছে। ২৫শে জুলাই তারিখে দানাপুরের সিপাহীদিগকে নিরস্ত্র করিবার চেষ্টা করা হইল। যখন তাহাদিগকে তাহাদিগের বারুদের ব্যাগ ঢালিয়া ফেলিতে বলা হইল, তাহারা কর্ত্তৃপক্ষের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। জেনারেল অনুপস্থিত ছিলেন, তাঁহার আদেশ না পাইয়া ইংরাজসৈন্য কিছুই করিতে পারিল না; বিদ্রোহিদল নির্ব্বিঘ্নে শোণনদী পার হইয়া গেল। ২৭শে জুলাই তারিখে তাহারা আরায় আসিয়া পৌছিল। পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া ইংরাজসৈন্য ও কর্ম্মচারিগণ প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছিলেন। কারাগার ভাঙ্গিয়া কয়েদিদিগকে খালাস করিয়া ও কোষাগার লুট করিয়া বিদ্রোহিদল আসিয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, কিন্তু কিছুই করিতে পারিল না। তখন তাহারা দুর্গ অবরোধ করিয়া কামান দাগিয়া দুর্গ উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ইংরাজদিগের সৌভাগ্যবশতঃ ২৯এ জুলাই তারিখে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া ডান্‌বার সাহেব আরার সাহায্যার্থ আসিয়া পৌছিলেন। বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে তুমুল যুদ্ধ হইল। স্বয়ং ডান্‌বার নিহত হইলেন। অনেক ইংরাজসৈন্য হতাহত হইল, অনেকে শোণ নদীর দিকে পলায়ন করিল, শেষে কোনপ্রকারে দানাপুরে যাইয়া পৌছিয়া আত্মরক্ষা করিল। কিন্তু আরার দল তখনও শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণ করিল না।

এদিকে ভিন্‌সেন্ট্‌ আয়ার কলিকাতা হইতে আলাহাবাদ যাইতেছিলেন। ২৮শে জুলাই তারিখে বক্সারে পৌঁছিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বিদ্রোহিগণ আরা অবরোধ করিয়াছে। তখন তিনি আরার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ১লা আগষ্ট তারিখে সন্ধ্যাবেলায় তিনি আরার অনতিদূরবর্ত্তী গুজরাজগঞ্জ নামক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন। এইখানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার তুমুল যুদ্ধ হইল। অতি কষ্টে তিনি জয়লাভ করিয়া আরা উদ্ধার করিলেন। বিদ্রোহীরা যাইয়া জগদীশপুর নামক স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তিনি সেখান পর্য্যন্ত তাহাদিগকে তাড়া করিলেন। ১১ই আগষ্ট তারিখে এখানেও তুমুল যুদ্ধ হইল, অনেক ইংরাজ ও শিখসৈন্য হতাহত হইল, কিন্তু পরিণামে ইহারাই জয়লাভ করিলেন। আপনার হতাবশিষ্ট সৈন্যসামন্ত লইয়া বিদ্রোহিদলেব নেতা বৃদ্ধ কুমার সিং পলায়ন করিল। ১৩ই তারিখে আয়ার জগদীশপুরে প্রবেশ করিলেন। ২০শে আগষ্ট তিনি আবার আলাহাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

বারাণসী রক্ষার জন্য গভমেণ্ট বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এখানে ষড়যন্ত্রকারীদের একটা প্রধান আড্ডা ছিল। তাই কলিকাতা হইতে একদল ইংরাজসৈন্য লইয়া জেম্‌স্‌ নেইল্‌ ৩রা জুন তারিখে বারাণসী আসিয়া পৌঁছিলেন। পরবর্ত্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, আজিম্‌গড়ে বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছে। শুনিয়াই তিনি কাশীর দেশীয় সৈন্যদলকে অবিলম্বে নিরস্ত্র করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। আপত্তি না করিয়া তাহারাও অস্ত্র রাখিয়া দিল, কিন্তু হঠাৎ একদল ইংরাজসৈন্যকে তাহাদের দিকে আসিতে দেখিয়া, তাহারা তখনই আবার অস্ত্র তুলিয়া লইল এবং তাহাদের উপর গুলি চালাইতে আরম্ভ করিল। তুমুল যুদ্ধ হইল, কিন্তু পরিণামে নেইলই জয়লাভ করিলেন। বিদ্রোহীদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়া ও বেনারসে শান্তি বিধান করিয়া ৯ই জুন তারিখে নেইল্‌ আলাহাবাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

আলাহাবাদে প্রথমতঃ শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। ৪ঠা জুন তারিখে যখন বারাণসীর বিদ্রোহের সংবাদ পাওয়া গেল, তখনই বুঝা গেল যে বারাণসী হইতে তাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল এখানে আসিয়া পৌঁছিবে, এবং স্থানীয় সিপাহীরা ও অন্যান্য লোক তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিবে। বাস্তবিকই ৬ই জুন তারিখে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, বারাণসীর দলও আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। তুমুল সংগ্রাম বাধিল, যে সকল ইংরাজ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইতে পারে নাই, তাহারা শত্রুহস্তে প্রাণ হারাইল, অনেক হিন্দুও হতাহত হইল, প্রভূত দ্রব্যজাত লুণ্ঠিত ও অপহৃত হইল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আলাহাবাদে ইংরাজের প্রভুত্ব অন্তর্হিত হইয়া মুসলমানের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। দুর্গাভ্যন্তরে বহুসংখ্যক য়ুরোপীয় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছিল; মুসলমানগণ দুর্গজয়ের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু ১১ই জুন তারিখে নেইল্‌ আসিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া আলাহাবাদ ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ইংরাজশাসনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন।

কাণপুরে নানা সাহেবের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে লোমহর্ষণকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, ইতিপূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। ১৬ই জুলাই তারিখে হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত সংঘটিত হয়। নিরস্ত্র, নির্ব্বিরোধ বালকবালিকা স্ত্রীলোকদিগকেও হত্যা করিয়া একটা কূপে ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে নরশোণিতে আপনার হস্ত কলঙ্কিত করিয়া নানা সাহেব পেশবা হইয়া বসিলেন।

২৩শে মে তারিখে কাণপুরে বিদ্রোহ আরম্ভের সংবাদ লক্ষ্ণৌতে যাইয়া পৌঁছে। ৩০শে মে লক্ষ্ণৌব সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে; কিন্তু সকল সিপাহী ইহাতে যোগদান করে নাই। লরেন্স বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত কবিয়া তাড়াইয়া দেন। ৩১শে মে তাহারা আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়। এবারও তাহারা পরাজিত হয়। তাহাদের কয়েকজন ইংরাজের হাতে বন্দী হয়। এদিকে অযোধ্যা-প্রদেশের নানা স্থানেই বিদ্রোহ আরম্ভ হয়; ৩রা জুন তারিখে সীতাপুরের কমিশনার সাহেব এবং আরও কয়েকজন ইংরাজ ও বালকবালিকা হত হয়। ইহার পরে চতুর্দ্দিকেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে; বহু স্থানে য়ুরোপীয়গণ হত ও নানা প্রকারে উৎপীড়িত হয়। লক্ষ্ণৌ কিন্তু এখনও ইংরাজদিগেব হাতেই রহিয়া যায়। মুচিভবনে বিদ্রোহীদিগকে আনিয়া ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলান হয়; এবং রেসিডেন্সী সুরক্ষিত করিবার জন্য বন্দোবস্ত চলিতে থাকে। আবার নভেম্বর মাসে আসিয়া কাজে ভর্ত্তি হইলেই চলিবে, এই ভরসা দিয়া সিপাহীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

২৯শে জুন তারিখে সংবাদ আসিল যে দশমাইল দূরবর্ত্তী চিন-হাট নামক স্থানের সন্নিকটে একদল বিদ্রোহী আসিয়া মজুত হইয়াছে, শীঘ্রই তাহারা আসিয়া লক্ষ্ণৌ আক্রমণ করিবে। ৩০শে জুন তারিখে লরেন্স তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য বাহির হইলেন। ভীষণ যুদ্ধে তাঁহার অনেক সৈন্য নিহত হইল—উপায়ান্তর না দেখিয়া তিনি সৈন্যদিগকে লক্ষ্ণৌর দিকে পলায়নের আদেশ দিলেন। রেসিডেন্সিতে একটা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল, যে যেদিকে পারিল পলাইতে লাগিল। শত্রুপক্ষও আসিয়া চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া বসিল। ২রা জুলাই তারিখে স্বয়ং লরেন্স নিহত হইলেন;

ক্রমে অবরুদ্ধদের সংখ্যা কমিয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু বিদ্রোহীদের সংখ্যা ও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অবরুদ্ধের দুঃখযন্ত্রণা, অভাব ও অসুবিধার সীমা রহিল না, তথাপি তাহারা ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রাণপণে আত্মরক্ষা করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে কাণপুর ও লক্ষ্ণৌর অবরোধ উদ্ধার করিবার ভার বিখ্যাত যোদ্ধা হেনরি হ্যাভ্‌লকের উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ৭ই জুলাইর অপরাহ্ণে তিনি আলাহাবাদ হইতে রওনা হইলেন। ফতেপুরের অনতিদূরে একদল বিদ্রোহীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই যুদ্ধে একজন ইংরাজও হত হইল না; বিপক্ষেরা অনেক কামান বন্দুক ফেলিয়া পলায়ন করিল। কিন্তু ১৫ই জুলাই তারিখে তাহারা আবার আয়ং নামক স্থানে সমবেত হইয়া হ্যাভ্‌লকের গতি রোধ করিবার চেষ্টা করিল। এখানেও পরাজিত হইয়া তাহারা যাইয়া পাণ্ডুনদী নামক স্থানে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। এখানে একটা দুর্ল্লঙ্ঘ্য নদী ছিল, তাহার উপরে একটা সেতু ছিল। শত্রুপক্ষ সেই সেতু উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ক্ষিপ্রগতি অমিতপরাক্রম হ্যাভ্‌লক অবিলম্বে যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। অনেক হতাহত ও অস্ত্রশস্ত্র রাখিয়া তাহারা কাণপুরের অভিমুখে পলায়ন করিল।

পরবর্ত্তী দিবস শ্রান্তক্লান্ত সৈন্য লইয়া হ্যাভ্‌লক ২৩ মাইল দূরবর্ত্তী কাণপুরের দিকে ধাবিত হইলেন। ১৬ মাইল অতিক্রম করিয়া সংবাদ পাইলেন যে পাঁচ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে নানা সাহেব তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। অমনি তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহুক্ষণব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল। হ্যাভ্‌লকের রণ-কৌশলে ও তাঁহার অধীনস্থ সেনাপতি ও সৈন্যদিগের বীরত্ব ও উৎসাহে শত্রুসৈন্য পরাজিত হইয়া কাণপুরের দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সহসা আবার তাহারা ফিরিয়া দাঁড়াইল; অনেকক্ষণ ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল—উভয় পক্ষেই অনেক হতাহত হইল। শেষে আর তিষ্ঠিতে না পারিয়া নানা সাহেব সসৈন্যে কাণপুর ছাড়িয়া একেবারে বিঠুরের দিকে পলায়ন করিল। ইংরাজ আসিতেছে শুনিয়া সহস্র সহস্র নগরবাসীও কাণপুর ছাড়িয়া চতুর্দ্দিকে পলাইতে লাগিল। ১৭ই তারিখে হ্যাভ্‌লক যাইয়া কাণপুরে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু যাঁহাদিগকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আর পাইলেন না—তাঁহাদের রক্ত মাটিতে জমাট বাঁধিয়া পড়িয়া রহিয়াছে!

১৮ই জুলাই তিনি যাইয়া অধিকতর সুরক্ষিত নবাবগঞ্জে আড্ডা গাড়িলেন। ২০শে তারিখে আলাহাবাদ হইতে নেইল্ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাণপুরের রক্ষাভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া ২৫শে তারিখে হ্যাভ্‌লক গঙ্গাপার হইয়া লক্ষ্ণৌ অভিমুখে রওনা হইলেন। ২৯শে তারিখে উনাও সহরের অদূরে একদল শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল, শেষে অস্ত্রশস্ত্র শত্রুর হাতে সমর্পণ করিয়া তাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলাইল। আবার কয়েক মাইল অগ্রসর হইতে না হইতেই বসিরৎগঞ্জ নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎকার ঘটিল। এখানেও হ্যাভ্‌লক্ জয়লাভ করিলেন।

এদিকে কলেরা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় প্রভৃতি নানা কারণে তাঁহার দল বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। এমত অবস্থায় আর অধিকদূর অগ্রসর হওয়া সমীচীন বিবেচনা না করিয়া তিনি ৩১শে জুলাই তারিখে মঙ্গলবার নামক স্থানে ফিরিয়া আসিলেন। নূতন সৈন্যের জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিয়া জানিলেন যে ২।৩ মাসের মধ্যেও পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন এরূপ ভাবে বসিয়া থাকা ভাল মনে না করিয়া তিনি আবার লক্ষ্ণৌর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বসিরৎগঞ্জে শত্রুপক্ষের সঙ্গে তাঁহার আরও দুই বার যুদ্ধ হইল। দুই বারই তাহারা পরাজিত হইল। তথাপি যুদ্ধ ও পীড়ায় ক্রমাগত সৈন্যক্ষয় হওয়াতে তাঁহাকে আবার কাণপুরে ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু হ্যাভ্‌লক্ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বিঠুরে তান্তিয়া তোপীর অধীনে শত্রুপক্ষ প্রবল হইয়া বসিয়া রহিয়াছে। ১৬ই আগষ্ট তারিখে হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া বিঠুর আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষেই বহুসৈন্য হতাহত হইবার পরে ইংরাজ সেনাপতি বিঠুর হইতে বিদ্রোহীদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। ইহার পরে নূতন বলে বলীয়ান্ হইয়া হ্যাভ্‌লক্ ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর দিকে ধাবিত হইলেন। সেই দিনই মঙ্গলবার নামক স্থানে শত্রুসৈন্যের সঙ্গে তাঁহার একবার সঙ্ঘর্ষ ঘটিল। স্বচ্ছন্দে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে লক্ষ্ণৌর অদূরবর্ত্তী আলম্‌বাগ নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ইংরাজসৈন্য যাইয়া ৮ই জুন তারিখে দিল্লী অবরোধ করিয়াছিল। শত্রুসংখ্যায় ৩০০০০ হাজার, তাহারা ৮০০০ হাজারের উপরে নয়। ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে কয়েকজন মাত্র ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ আক্রমণ করিল, ভীষণ যুদ্ধের পরে কাশ্মীরদ্বার অধিকৃত হইল। তখন চারি লাইনে বিভক্ত হইয়া সমস্ত ইংরাজসৈন্য যাইয়া দিল্লীদুর্গে প্রবেশ করিল; কিন্তু শত্রুর সমস্তগুলি সুরক্ষিত স্থান অধিকার করিতে আরও পাঁচদিন সময় লাগিল। ১৪ই হইতে ১৭ই সেপ্টেম্বর ইংরাজদিগের আর বিশ্রাম ছিল না। কলেজ, কোতোয়ালী, গির্জ্জা, কাছারী, বারুদখানা, ব্যাঙ্ক প্রভৃতি এই কয়দিনের মধ্যে তাঁহাদিগের হস্ত-

গত হইল। দিল্লীর বৃদ্ধ রাজা সিরাজউদ্দীন্ হায়দর শাহগাজী দুইটি পুত্রের সঙ্গে বন্দী হইলেন, পুত্রদ্বয়কে গুলি করিয়া নিহত করা হইল; রাজাকে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে প্রেরণ করা হইল। এইখানেই ১৮৭২খৃঃ অব্দে তিনি মানবলীলা সাঙ্গ করেন। দিল্লীতে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া বিদ্রোহিদল আগ্রার দিকে পলায়ন করিল। সসৈন্যে কর্ণেল গ্রেট্‌হেড্ তাহাদিগের অনুসরণ করিলেন; বুলন্দসহরে তাহাদের একদলকে পর্য্যস্ত করিয়া মাল্‌গড়ের দুর্গ বিধ্বস্ত করিলেন এবং আলিগড়ে যাইয়া আর একদলকে পরাভূত ও বিত্রস্ত করিলেন। বিদ্রোহিদল ক্রমেই নিস্তেজ ও হতোৎসাহ হইয়া পড়িতে লাগিল। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে আউট্রাম ও হ্যাভ্‌লক্ যাইয়া লক্ষৌর অবরুদ্ধদিগকে উদ্ধার করিলেন; কিন্তু তখনো শত্রুসংখ্যা প্রবল রহিল। ১৮৫৮খৃঃ অব্দের মার্চ্চমাসে কলিন্ ক্যাম্প্‌বেল যাইয়া লক্ষৌতে পৌঁছিলেন। সেকেন্দরবাগে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হইল, দুই হাজারের উপর বিদ্রোহী রণক্ষেত্রে শয়ন করিল—দক্ষিণপূর্ব্ব কোণের উপকণ্ঠগুলিতে আবার ইংরাজের বিজয়-নিশান উড়িতে লাগিল। কিন্তু বিদ্রোহিদল তখনও সহরের মধ্যভাগ অধিকার করিয়া রহিল। ক্যাম্প্‌বেল্ লক্ষৌ অবরোধ করিলেন, ক্রমাগত আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত ও নিরুৎসাহ করিতে লাগিলেন, অনেকে পলাইয়া যাইয়া প্রাণ বাঁচাইল, অবশেষে ২১শে মার্চ্চ তারিখে লক্ষৌ একেবারে বিদ্রোহিবিমুক্ত হইয়া আবার ইংরাজের শাসনাধীন হইল।

বিদ্রোহের বন্যা যাইয়া পশ্চিম ও পূর্ব্ব বেহার, বাঙ্গালা এবং ছোটনাগপুরেও প্রবেশ করিয়াছিল। এখানে কুমার সিংহের সঙ্গে আজিমগড়ে ইংরাজসৈন্যের যুদ্ধ হয়। ইংরাজগণ জয়লাভ করেন। বাঙ্গালা প্রদেশ অনেক পরিমাণে শান্ত ও অবিচলিত ছিল। চট্টগ্রাম ও ঢাকায় বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহা সহজেই দমন করা হইল। ভাগলপুরেও বিদ্রোহ সংঘটিত হইয়াছিল, তাহাও সহজেই নিভিয়া গেল। ছোটনাগপুরের অসভ্যজাতিগুলি ক্ষেপিয়া উঠিয়া কয়েকদিন পর্য্যন্ত একটু অসুবিধা করিয়াছিল, কিন্তু ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের প্রারম্ভেই তাহারা নরম হইয়া আসিল।

বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতেও নানা স্থানে ছোটখাট রকমের বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। কিন্তু গবর্ণর লর্ডএল্‌ফিন্‌ষ্টোনের তীক্ষ্ণ পরিণামদর্শিতা ও সুকৌশলে কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিতে পারে নাই।

কিন্তু মধ্য-ভারতবর্ষ লইয়া কোম্পানীকে বিশেষ বেগ পাইতে হয়। এখানে এ সময়ে হোল্‌কার রাজ্যে হেন্‌রি ডুরাণ্ড নামে গবর্মেণ্টের একজন প্রতিনিধি বাস করিতেছিলেন। তিনি প্রথম হইতেই বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিলেন। হোল্‌কারও বরাবরই ইংরাজদিগের প্রতি ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। ইন্দোর, মালব, ধার প্রভৃতি নানাস্থানে ছোটখাট রকমের অভ্যুত্থান হয়। গোয়ারিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাভূত করিয়া ডুরাণ্ড আবার ইন্দোরে ফিরিয়া আসেন।

ঝান্সীতে একটা বিরাট বিদ্রোহের সূচনা হয়; ঝান্সীর রাণী বিদ্রোহীদিগের সঙ্গে যোগদান করেন, য়ুরোপীয় স্ত্রী-পুরুষ বালক-বালিকাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। ইহার পরে নওগাঁয়েও সিপাহীরা ক্ষেপিয়া উঠে, নানা প্রকারের অত্যাচার সহ্য করিয়া ইংরাজগণ বান্দা নামক স্থানে পলাইয়া যাইয়া কোনমতে রক্ষা পান। বুন্দেলখণ্ডের অধিবাসিগণও বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদান করে। সাগর এবং নর্ম্মদারাজ্যে ভয়ানক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সাগরের ইংরাজ অধিবাসিগণ ১লা জুলাই হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দুর্গে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। হায়দরাবাদের নিজাম ইংরাজের অনুরক্ত হইলেও তিনি সকলকে শাসনে রাখিতে পারিলেন না। ১৭ই জুলাই তারিখে একদল রোহিলা যাইয়া ইংরাজের রেসিডেন্সী আক্রমণ করিল, কিন্তু শীঘ্রই বিতাড়িত হইয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িতে হইল।

মধ্য-প্রদেশের নানাস্থানে বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া স্যর হিউ রোজ্ বোম্বাই হইতে একদল সৈন্য লইয়া ঝান্সীর পথে কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন। ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে তিনি আসিয়া ইন্দোরে পৌঁছিলেন। রথগড়ে বিদ্রোহীদিগের একটা আড্ডা ছিল, রোজ্ যাইয়া সেই স্থান অবরোধ করিলেন। কয়েক দিন আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়া ২৮শে জানুয়ারি (১৮৫৮খৃঃ অঃ) তারিখে বিদ্রোহিগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। ইহার পরে বরোদিয়া নামক স্থানে বিদ্রোহীদিগকে পরাজিত ও বিত্রস্ত করিয়া তিনি যাইয়া সাগরপ্রদেশে ইংরাজের নষ্ট প্রাতপত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন। বিগত বৎসর ঝান্সীতে যে ভীষণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ লইবার জন্য উন্মত্ত হইয়া রোজ্ তখন ঝান্সীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে শাহগড় নামক স্থানে বিদ্রোহীরা তাঁহার গতিরোধ করিতে চেষ্টা করিল। এই উপলক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল, অবশেষে শত্রুগণ পলায়ন করিল এবং ১৭ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজসৈন্য বেতোয়া নদী পার হইয়া ঝান্সীর দিকে চলিতে লাগিল। পর দিবস সংবাদ আসিল যে, বিদ্রোহীদিগের আর একটি আড্ডা স্থান চন্দেরীও ইংরাজদিগের হস্তগত হইয়াছে।

২১শে মার্চ্চ সকালে ৭টার সময় ইংরাজসৈন্য আসিয়া ঝান্সীর সম্মুখে উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে চন্দেরীর দলও আসিয়া পৌঁছিল, হিউ রোজ্ তখন দুর্গও অবরোধ করিয়া বসিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিতে লাগিল—৩০শে ও ৩১শে মার্চ্চ দুর্গবাসিগণ

প্রাণপণ করিয়া দুর্গরক্ষার চেষ্টা করিলেন, এমন কি স্ত্রীলোকেরাও কামান দাগিতে বসিয়া গেলেন। সন্ধ্যা বেলায় সংবাদ আসিল যে ঝান্সীরক্ষার্থ তান্তিয়া তোপী সসৈন্যে আগমন করিতেছেন। দুর্গবাসীদিগের উৎসাহ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। হতাশ্বাস না হইলেও ইংরাজসৈন্য অনেকটা উদ্বিগ্ন ও ভীত হইল। একদিকে একজন অপূর্ব্ব বীরাঙ্গণার নেতৃত্বে দুর্গবাসিগণ তাহাদিগের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিতেছে, অপরদিকে তান্তিয়ার মত একজন বীরপুরুষের নেতৃত্বে ২২০০০ হাজার বিদ্রোহী আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া রোজ্ যাইয়া কতক সৈন্য লইয়া বেতোয়া নদীর পারে তান্তিয়াকে আক্রমণ করিলেন। ১লা এপ্রিল তুমুল যুদ্ধের পরে অনেক হতাহত ও আঠাইশটি বন্দুক ফেলিয়া তান্তিয়া নদীপার হইয়া পলাইয়া গেল।

তখন রোজ্ আসিয়া আবার পূর্ণবেগে ঝান্সী আক্রমণ করিলেন। অবশেষে ৩রা এপ্রিল তারিখে বিপক্ষগণ হঠিতে আরম্ভ করায়, একটু একটু করিয়া ইংরাজসৈন্য নগর অধিকার করিতে লাগিল। নিরুপায় দেখিয়া রাণী ৪ঠা রাত্রে কয়েকজন অনুচর সহ কাল্পী নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। ২৫শে তারিখে হিউ কাল্পীর অভিমুখে রওনা হইলেন, কিন্তু পথিমধ্যে অবগত হইলেন যে তান্তিয়া তোপী কুঞ্চ নামক স্থানে যাইয়া অবস্থান করিতেছে; এবার তাহার দল আরও পুষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি কুঞ্চে আসিয়া বিপক্ষ দিগকে আক্রমণ করিলেন (৬ই মে)। অতিরিক্ত পরিশ্রম, তৃষ্ণা ও তাপে অনেক ইংরাজসৈন্য মারা পড়িল। তথাপি বিদ্রোহীরা তাহাদের সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদের অনেক হতাহত হইল, তান্তিয়া পলাইয়া গেল, হতাবশিষ্ট বিদ্রোহীরা কাল্পীতে যাইয়া বান্দার নবাবের আশ্রয় লইল। এখানে নানার একজন ভ্রাতুষ্পুত্র, রাও সাহেব, বাস করিতেছিলেন, তিনি এবং রাণী ইহাদিগকে খুব উত্তেজিত ও উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন।

২২শে মে তারিখে কাল্পীর নিকটবর্ত্তী গলৌলী নামক স্থানে ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে তাহাদের যুদ্ধ ঘটিল,—শেষে পলাইয়া তাহারা প্রাণ রক্ষা করিল। কাল্পী ইংরাজের হস্তগত হইল। ঝান্সীর রাণী এবং রাও সাহেব গোয়ালিয়রের অদূরবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে পলাইয়া গেলেন। অবিলম্বে তান্তিয়া তোপীও এখানে আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দান করিল। পরামর্শ হইল, গোয়ালিয়রে যাইয়া তাহারা সিন্ধিয়ার সৈন্যদিগকে ইংরাজের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিবেন। যে কয়েকজন সৈন্যসামন্ত ছিল, তাহাই লইয়া ইহারা আসিয়া গোয়ালিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুন সিন্ধিয়া যাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্য যাইয়া বিপক্ষের সঙ্গে যোগদান করিল। নিরুপায় দেখিয়া তিনি নিজে আগ্রার দিকে পলায়ন করিলেন; দুর্গ, কোষাগার ও অস্ত্রাগার প্রভৃতি সকলই বিপক্ষের হস্তগত হইল, নানাসাহেব পেশবা বলিয়া বিঘোষিত হইলেন।

সংবাদ পাইয়া হিউ রোজ্ গোয়ালিয়ারের অভিমুখে রওনা হইলেন। গোয়ালিয়ারের অনতিদূরে মোরার নামক স্থানে শত্রু সৈন্যের সঙ্গে তাঁহার প্রথম সংঘর্ষণ ঘটিল। তাহাদের অনেক হতাহত হইল। বাকি যাহারা, তাহারা পলাইয়া গেল, (১৬ই জুন)। মোরার ইংরাজের অধিকারে আসিল।

১৮ই জুন তারিখে কোটা-কি-সরাই নামক স্থানে স্মিথের অধীনস্থ ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে গোয়ালিয়ারের বিদ্রোহী সৈন্যদলের তুমুল যুদ্ধ হইল, বিদ্রোহীরা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল,নিহতদিগের মধ্যে পুরুষবেশে রাণীর মৃতদেহও পাওয়া গিয়াছিল।

১৯শে জুন তারিখে হিউ রোজ্ যাইয়া গোয়ালিয়ার আক্রমণ করিলেন, তুমুল যুদ্ধের পরে বিপক্ষগণ চতুর্দ্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল, ইংরাজ সৈন্য যাইয়া গোয়ালিয়ার অধিকার করিল, কিন্তু দুর্গ তখনও শত্রুর হাতেই রহিয়া গেল। ২০শে জুন ভীষণ সংগ্রামের পরে ইহাও অধিকৃত হইল, সিন্ধিয়া আবার তাঁহার রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

তান্তিয়া ও রাওসাহেব পলাইয়া গিয়াছিলেন—জওরা আলিপুরে ইংরাজসৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। পরাজিত হইয়া তাঁহারা রাজপুতনায় পলায়ন করিলেন। ইহার পরে নানা স্থানে তান্তিয়ার সঙ্গে ইংরাজদিগের ছোটবড় রকমের কয়েকটী সংঘর্ষ ঘটে,সকল গুলিতেই তিনি পরাজিত হন, কিন্তু শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহারা তান্তিয়াকে ধরিতে পারেন নাই। অবশেষে মানসিং নামক তান্তিয়ার একজন অনুচর বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া ১৪ই এপ্রিল রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় তাঁহাকে ইংরাজের হাতে ধরাইয়া দেয়। ১৮ই তারিখে তাঁহার ফাঁসি হয়। ইহার পরেই প্রকৃত প্রস্তাবে বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। দুই এক স্থানে দুই একটা স্ফুলিঙ্গ জ্বলিয়া উঠিলেও তাহা তখনই নির্ব্বাপিত হইয়াছে। ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ৩০শে নভেম্বর তারিখে অবশিষ্ট 'বিদ্রোহীরা কতক আত্মসমর্পণ করে এবং কতক নেপালের প্রান্ত সীমা পার হইয়া চলিয়া যায়। ধুন্ধুপন্থ নানারও আর কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

বিদ্রোহ দমন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহারাণী ভিক্টোরিয়া কোম্পানীর হাত হইতে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন ও ১৮৫৮ খৃঃ অব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ ঘোষণা পত্র প্রচার করেন।

সিপিল (পুং) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

সিপুন (পুং) লতাভেদ।

সিপ্র (ক্লী) সিচ ক্ষরণে ক্বিপ্, সিচং ক্ষরণং রাতীতি রা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ চস্থ প। সরোবরবিশেষ, সিপ্রসরোবর। (কালিকাপু° ৪১অঃ) (পুং) ২ চন্দ্র। (ত্রিকা°) ৩ নিদাঘ সলিল। ৪ মর্ম্ম। (মেদিনী)

সিপ্রা (স্ত্রী) সিপ্র-স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ উজ্জয়নীদেশের নদীভেদ, শিপ্রানদী। ২ হিমালয়সমীপে অবস্থিত নদী। ইহার উৎপত্তিবিবরণ কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—বিধাতা দেবগণের উপভোগের জন্য হিমালয়শৃঙ্গে একটী সরোবর নির্ম্মাণ করেন, ইহার নাম সিপ্র, ইহা অতিশয় মনোরম। এমন কি মহাদেব যখন সতী-বিরহে কাতর হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করেন, তখন তিনি এই সরোবরতীরে আসিয়া এবং ইহার মনোরম শোভা নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য শোক বিস্মৃত হন।

দেবগণ এই সরোবর অতিযত্নে রক্ষা করিতেন। মানবগণ যদি কোন গতিকে এই সরোবরে স্নান ও ইহার জল পান করিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা চিরকাল সবল ও অমর হইয়া থাকেন। এই সরোবর বর্ষাকালে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বা নিদাঘসন্তাপে শুষ্ক হয় না, চিরদিনই সমানভাবে থাকে।

বশিষ্ঠদেবের যখন অরুন্ধতীর সহিত বিবাহ হয়, তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর বেদমন্ত্রপাঠ করিয়া শান্তিবিধান করেন, অর্থাৎ শান্তিজল প্রদান করেন, ঐ সকল শান্তিজল অতিশয় প্রবৃদ্ধ হইয়া মানস পর্ব্বতের গুহাভেদ করিয়া সিপ্রসরোবরে আসিয়া পতিত হয়। এই সরোবর চিরদিনই সমানভাবে থাকিত, কিন্তু এই শান্তিজল ইহাতে পতিত হইয়া প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। তখন বিষ্ণু এই সরোবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছে দেখিয়া চক্রদ্বারা গিরিশৃঙ্গ ছেদন করিয়া দিলেন, তখন ঐ প্রবৃদ্ধ জলরাশি ঐ ছিন্ন-মার্গদ্বারা মহেন্দ্রপর্ব্বত ঘুরিয়া দক্ষিণসাগরে প্রবিষ্ট হইল। সিপ্র-হইতে হইয়াছে বলিয়া, ব্রহ্মা ইহার নাম সিপ্রা রাখেন। এই নদী গঙ্গার ন্যায় পূতসলিলা। যিনি এই নদীতে স্নান, দান ও পিতৃগণের তর্পণাদি করেন, তাঁহার গঙ্গানদীর ন্যায় ফল হয়। (কালিকাপু° ১৯অ°) [শিপ্রা দেখ।]

সিফিল্লা (স্ত্রী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত গ্রামভেদ। (রাজতর°)

সিভ্, হিংসা। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সেভতি। লোট্ সেভতু। লিট্ সিষেভ। লুঙ্ অসেভীৎ। সন্ সিষেভি-ষতি। ণিচ্ সেভয়তি। লুঙ্ অসেষিভৎ। যঙ্ সেষিভ্যতে।

সিম (পুং) সি-বন্ধনে (অবিসিবি-সিশুষিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ১।১৪৩) ইতি মন্ সচ-কিৎ। সমুদায়, সর্ব্ব, এই শব্দ সর্ব্বনাম এই শব্দের রূপ সর্ব্বশব্দের ন্যায় হইয়া থাকে।

সিম (ত্রি) শ্রেষ্ঠ। (ঋক্ ১।১০২।৩)

সিমরাওন (শিবরাওন), বাঙ্গালার চম্পারণ্য জেলার একটী প্রাচীন ধ্বস্ত নগর, ইহার কতকাংশ এক্ষণে নেপালসীমান্ত-রেখার মধ্যে পড়িয়াছে। এখনও এখানে দুর্গের যে ধ্বস্ত নিদর্শন দেখা যায়, তাহা চতুষ্কোণ এবং ১৪ মাইল পরিধিবিশিষ্ট বহিঃ-প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। ইহার অভ্যন্তর দিকে ১০ মাইল পরিধিযুক্ত আর একটী প্রাচীরপরিবেষ্টনী আছে। প্রাচীর-বেষ্টনীদ্বয়ের মধ্যে অনেকগুলি বড় বড় অট্টালিকা দৃষ্ট হয়। সকলগুলিই ধ্বস্ত এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। অভ্যন্তর ভাগে ইস্‌ড়া নামে একটী দীর্ঘিকা আছে, উহা লম্বে ৬৬৬ হাত এবং প্রস্থে ৪২০ হাত হইবে। স্থানীয় মন্দিরাদি ও রাজপ্রাসাদ হইতে যথেষ্ট স্থাপত্যশিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। ঐ গুলি সাধারণতঃ ইষ্টকের উপর খোদাই করা। প্রাসাদটী নগরের ঠিক মধ্যস্থলে এবং গোপুরম্ উত্তরাংশে অবস্থিত। উভয় অট্টালিকাই ধ্বস্ত-স্তূপে পরিণত হইয়াছে এবং বৃহদাকার বৃক্ষগুলি তদুপরি উৎপন্ন হইয়া ঐ স্থানদ্বয়কে নিবিড় জঙ্গলে আবৃত করিয়াছে। ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে নান্যদেব এই দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং তাহার বংশে ছয় জন রাজা মহা সমারোহে এখানে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। ৬ষ্ঠ হরি সিংহদেব ১৩২২ খৃষ্টাব্দে মুসলমান কর্ত্তৃক রাজ্য ভ্রষ্ট হন।

সিমগা, মধ্য প্রদেশের রায়পুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরি-মাণ ১৪০১ বর্গমাইল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর। মধ্য প্রদেশ ও উক্ত জেলার মধ্যে একটী ইহা প্রধান নগর এবং তহসীলের বিচার সদর। রায়পুর নগর হইতে ২৮ মাইল উত্তরে বিলাসপুর যাইবার পথে শিবনদের তীরে অবস্থিত।

সিমলা, পঞ্জাবের ছোটলাটের শাসনাধীন একটী জেলা। নিম্ন হিমালয়ের পার্ব্বত্য অধিত্যকাদেশে স্থাপিত এবং উক্ত পর্ব্ব-তাংশের কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ লইয়া ইহা গঠিত। ঐ সকল খণ্ড খণ্ড দেশভাগের চারি দিকেই স্বাধীন পার্ব্বত্য রাজগণের অধিকৃত রাজ্যসমূহ বিদ্যমান আছে। রাজকীয় কর্ম্মসূত্রে ঐ সকল সামন্ত সর্দ্দারেরা সিমলার ডেপুটী কমিশনরের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত। এই রাজকর্ম্মচারীই এক্ষণে পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহে এক্স-অফিসিও সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বলিয়া পরিচিত। সিমলা নগরই এখান-কার বিচারসদর। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°১১´ পূঃ।

এই জেলা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থিত সামন্তরাজ্যগুলি যে শৈলশৃঙ্গোপরি স্থাপিত তাহা পশ্চিম হিমালয়শৈলের মধ্যবাহিত সর্ব্বোচ্চ শৈলশ্রেণীর দক্ষিণ সানু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মূল পর্ব্বতের বসহর রাজ্যসীমা হইতে ধীরে ধীরে দক্ষিণপশ্চিমা-ভিমুখে অবতীর্ণ হইয়া গঙ্গা ও সিন্ধুর অববাহিকা দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী অম্বালা জেলার সমতল প্রান্তরে মিশিয়াছে। সিমলা

শৈল-সান্নিধ্যে ঐ অববাহিকাদ্বয়ে যথাক্রমে যমুনা ও শতদ্রু নদী প্রবাহিত।

জেলার উত্তরপূর্ব্বে এই শৈলশৃঙ্গ দুই ভাগে বিভক্ত। উহার একটী উত্তরপশ্চিমে ঘুরিয়া শতদ্রু উপত্যকা বেষ্টন করিয়াছে এবং অপরটী দক্ষিণপূর্ব্বে বাঁকিয়া সুবাথুর উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এই পর্ব্বতাংশেই সিমলার বিখ্যাত শৈলাবাস স্থাপিত। সুবাথু হইতে সমানভাবে নামিয়া আসিয়া, ঐ পর্ব্বতশৃঙ্গ নিম্ন হিমালয়ের পর্ব্বতমালায় আসিয়া মিশিয়াছে, সিমলার দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতমালার মধ্যে শতদ্রু ও তোঁস নদীর মধ্যগত ছোড় নামক শৈলশৃঙ্গ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ঐ স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১১৯৮২ ফিট্ উচ্চ। এই পর্ব্বতমালার প্রত্যেক স্থানই প্রকৃতির অভিনব সৌন্দর্য্যমালায় বিভূষিত। এখান হইতে পর্ব্বতপৃষ্ঠের চতুর্দ্দিকে অবলোকন করিলে সুদূর উত্তরের তুষারমণ্ডিত শৈলশৃঙ্গসমূহ নয়নপথে পতিত হয়। ঐ সকল শৈলপৃষ্ঠে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে সূর্য্যরশ্মি নিপতিত হওয়ায় উহাদের সৌন্দর্য্যও মুহুর্মুহু পরিবর্ত্তনশীল বলিয়া বোধ হয়। তুষার রেখার নিম্ন পর্য্যন্ত সমগ্র শৈলভাগই Rhododendron নামক বৃক্ষমালায় সমাচ্ছাদিত। স্থানে স্থানে সুবৃহৎ দেবদারু বৃক্ষসমূহ উন্নতশিরে দণ্ডায়মান হইয়া শিখরভূমিকে শোভমান করিয়াছে। পার্ব্বত্য পথঘাট ও নদীনালাগুলি ইতস্ততঃ রেখাকারে বিন্যস্ত হওয়ায় প্রতীয়মান হয় যে, ঐ পর্ব্বতখণ্ড যেন চিত্র রেখা দ্বারা বিভক্ত।

সিমলা শৈলাবাসের কোন একটী সমুন্নত স্থানে দাঁড়াইয়া সুদূর দক্ষিণে দৃষ্টিপাত করিলে সম্মুখে সুবাথু ও কসৌলীর শৈলপৃষ্ঠ ও পরে অম্বালার প্রশস্ত প্রান্তর নয়নগোচর হয়। ইহার বাম দিকেই ছোড় নামক শৈল বিরাজিত, শৈলপৃষ্ঠ যেন ক্রমশঃ ঢালু হইয়া অসংখ্য কন্দর ও গহ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। অদ্রির নদীপ্রবাহিত উপত্যকাভূমি অপূর্ব্ব শস্যশোভায় চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত করিতেছে। উত্তরের অত্যুচ্চ শৈলশৃঙ্গাবলীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ঐশ মহিমার অপূর্ব্ব নিদর্শন উপলব্ধি করা যায়। বিমানারোহী শৈলশৃঙ্গসমূহ যেন সৃষ্টিকর্ত্তার ক্রিয়া ও গাম্ভীর্য্যের পরিচয় দিতেছে। পর্ব্বতশ্রেণীগুলি পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যেন জালের ন্যায় নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ঐ শ্রেণীনিচয় তরঙ্গায়িত, একটীর উপর আর একটী উঠিয়াছে এবং ক্রমে তাহা উচ্চ হইতে উচ্চতর ও তুষারমণ্ডিত হইয়া আকাশের গায় মিশিয়াছে। এই জেলার মধ্য দিয়া শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদী প্রবাহিত।

সিমলার সেনাবাস ও ছাউনীগুলি ব্যতীত সমগ্র জেলার ভূপরিমাণ ৮১ বর্গমাইল। ঐ স্থান পাঁচটী স্বতন্ত্র এলাকায় বিভক্ত। ১ম কাল্কা-এলাকা—কালকা সিমলাশৈলের পাদমূলে অবস্থিত। সিমলাশৈলে উঠিবার রাস্তা কালকা হইতে গিয়াছে। পূর্ব্বে সিমলাযাত্রীরা প্রথমে কাল্কায় আসিয়া বিশ্রাম করিত। এখানে তাহাদের খাদ্যাদি সংগ্রহের বিশেষ অসুবিধা বোধ করিয়া পাতিয়ালার মহারাজ একটী বাজার ও রসদাদির ডিপো স্থাপনের জন্য ইংরাজ গবমেণ্টকে এই স্থান ছাড়িয়া দেন। ২য় টী শিব এলাকা নামে খ্যাত, ভরৌলী কালা ও কলাগ গ্রামে এবং কসৌলীর নিকটবর্ত্তী চারিটী ক্ষুদ্র গ্রাম লইয়া এই বিভাগ গঠিত। ইহার সর্ব্বসমেত ভূমিপরিমাণ ১৫ হাজার একার। সিমলা-শৈলাবাসে যাইবার পথে সুবাথু হইতে কিয়ারীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটী নিম্ন উপত্যকাখণ্ডে ভরৌলী রাজ্য। গোরখা যুদ্ধের অবসানে এখানকার রাজবংশ বিলুপ্ত হয় এবং তদবধি এই স্থান ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইয়াছে। ৩য় টী সিমলা এলাকা—ভূপরিমাণ ৪ হাজার একার। এখানকার সমস্তই শৈলাবাস, কেবল মাত্র ২ শত একার ভূমিতে চাষ হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেউস্থল ও পাতিয়ালার রাজাকে অন্য জমি দিয়া ইংরাজ গবমেণ্ট এই জমি গ্রহণ করেন। ৪র্থ এলাকার নাম কোট-নাই। সিমলা শৈলের ২০ মাইল দক্ষিণে গিরিনদীর উৎপত্তিস্থানের চতুষ্পার্শ্বে ২২ হাজার একার পরিমিত এটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে রাণা ভগবান্ সিংহ স্বেচ্ছায় এই প্রদেশ ইংরাজকরে অর্পণ করেন। ৫ম এলাকা কোট-গুরু বা কোটগড় নামে পরিচিত। সিমলা হইতে ২২ মাইল উঃ পূঃ শতদ্রুতীরস্থ হাথু পর্ব্বতোপরি ১১ হাজার একার পরিমিত ভূমি লইয়া ইহা গঠিত। ইহা পূর্ব্বে কোট-খাইরাজের অধিকারে ছিল। কুলুরাজ তাঁহার নিকট হইতে কাড়িয়া লন। তৎপরে বসহররাজ কুলুপতিকে পরাজিত করিয়া বলপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে এই প্রদেশ জয় করিয়া লন। অনন্তর প্রায় ৪০ বৎসর কাল ইহা বসহর রাজ্যভুক্ত থাকে। তৎপরে গোর্খা সৈন্য এই স্থান আক্রমণ ও জয় করে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের সময় কুলুরাজের প্রার্থনায় ইংরাজ-সৈন্য সাহায্যার্থ অগ্রসর হয় এবং কুলুসৈন্য কোটগড় অধিকার করে। উক্ত যুদ্ধের অবসানে এই স্থান ইংরাজের করতলগত হয়।

১৮১৫-১৮১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধে সিমলা জেলার খণ্ড খণ্ড বিভাগগুলি ইংরাজ গবমেণ্টের করতলগত হয়। পূর্ব্বকালে সিমলাশৈলের এই পার্ব্বত্য রাজ্যগুলি ও কাঙড়া জেলার কতকস্থান জালন্ধরের কটোচ রাজ্যের অধীন ছিল। কালে গৃহবিবাদে উক্ত রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে এই প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তগণের অধীনে শাসিত হয়। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভ সময় এই সকল সর্দ্দারেরা পরস্পরে সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিল। গোর্খাগণ পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া দেশীয় সর্দ্দারদিগকে উত্যক্ত

করিলে তাঁহারা বাধ্য হইয়াই ইংরাজকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। তদনুসারে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসৈন্ত গোর্খাজাতির বিরুদ্ধে অভিযান করিয়া শতদ্রু ও ঘর্ঘরার মধ্যবর্তী সমুদায় পর্ব্বত-পৃষ্ঠ অধিকার করিয়া বসে। এ সময়ে কুমায়ুন ও দেরাদুন জেলা ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়, কতকগুলি স্থান ছাউনী স্থাপনের উপযোগী জানিয়া ইংরাজগবমেণ্ট তাহা নিজ অধিকারে রাখিয়া দেন এবং কেউন্থলরাজ্যের কতকাংশ পাতিয়ালা রাজাকে বিক্রয় করেন। এতদ্ব্যতীত পার্ব্বত্য রাজাদিগের যে সকল রাজ্য গোর্খারা অধিকার করিয়া লইয়াছিল, ইংরাজ গবমেণ্ট তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন। গড়বালরাজ্য যুক্তপ্রদেশের ছোটলাটের শাসনাধীনে আনীত হয় এবং কতকগুলি সামন্তরাজ্য পঞ্জাবের শাসনাধীন করিয়া সিমলাশৈল-রাজ্যমালা (Simla Hill states) নামে বিদিত হয়।

যে শৈলাংশে সিমলার স্বাস্থ্যাবাস (Simla sanitarium) প্রতিষ্ঠিত, ঐ স্থান ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবমেণ্টের করতলগত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কেউন্থলের রাজা আরও খানিকটা জমি গবমেণ্টকে দান করেন। এই শৈলবাস হইতে ৩।০ মাইল দূরে জুটোঘ নামে একটী শৈলশিখর দৃষ্ট হয়। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবমেণ্ট পাতিয়ালার মহারাজকে করোলীর দুইটী গ্রাম দিয়া তদ্বিনিময়ে ঐ স্থান গ্রহণ করেন। রাণা ভগবান্ সিংহ কোটখাই ও কোটগড়প্রদেশের বিশেষ কোন আয় নাই দেখিয়া উহা ইংরাজ গবমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। কসৌলী পূর্ব্বে বিজয়রাজের শাসনাধীন ছিল। ইংরাজ গবমেণ্ট বার্ষিক কিছু কর দিতে স্বীকৃত হইলে বিজয়রাজ উহা গবমেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। পূর্ব্বেই ইংরাজ গবমেণ্ট সুবাথুশৈল সেনাদলের ছাউনীরূপে মনোনীত করিয়া রাখেন, অন্যান্য অংশ এইরূপে বিভিন্ন সময়ে ইংরাজের হস্তগত হওয়ায় সিমলা একটী জেলারূপে গঠিত হয়।

সিমলা, কসৌলী, দিগ্‌সাই, সুবাথু, সেলেন ও কাল্‌কা এখানকার প্রধান নগর। ঐ সকল স্থানই অল্পবিস্তর বাণিজ্যপ্রধান। সিমলা পর্ব্বতজাত দ্রব্যনিচয়ের একটী প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দিল্লী হইতে কাল্‌কা পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় সিমলার শৈলবাসে আসিবার ও পণ্য দ্রব্যাদি আমদানী রপ্তানী করিবার বিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছে। কাল্‌কা হইতে সিমলাশৈলে উঠিবার যে প্রাচীন রাস্তা আছে, তাহা কসৌলী ও সুবাথু হইয়া গিয়াছে, ঐ পথ প্রায় ৪১ মাইল। অশ্ব, খচ্চর, পনিঘোড়া ও গবাদি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া ঐ পথে উঠিবার সুবিধা নাই। টোঙ্গা নামক যানই এখানকার প্রসিদ্ধ গমনোপায়। অশ্ব বদল করিয়া এই পথে ৮ ঘণ্টায় আসা যায়। দিগসাই ও সেলেন হইয়া যে শকটগমনোপযোগী রাস্তা সিমলায় আসিয়াছে তাহা ৫৮ মাইল। দ্বিচক্র যুক্ত শকট এই পথে ৯।১০ ঘণ্টায় আসিতে পারে এবং এই পথেই সাধারণতঃ সিমলার যাবতীয় বাণিজ্য চলিয়া থাকে। বিশ্রামের জন্য এই পথের ধারে মাঝে মাঝে বাঙ্গালা (staging bungalow) স্থাপিত আছে। প্রাচীন পথের ধার দিয়া এখানকার টেলিগ্রাফ চালিত, কাল্‌কা, কসৌলী ও সিমলায় টেলিগ্রাফের ষ্টেশন আছে। অল্পদিন হইল রেলপথও গিয়াছে।

অম্বালার কমিসনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিসনর দ্বারা এখানকার সমস্ত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। তিনি পার্ব্বত্য রাজ্যসমূহেরও পরিদর্শক।

সিমলা শৈলমালার জলবায়ু অতীব মনোরম। য়ুরোপীয়ের নিকট ইহা বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ এবং ইংলণ্ডবাসী ইংলণ্ডে যেরূপ বাস করেন, এখানকার আবহাওয়াও তদনুরূপ। এই কারণে তাঁহারা সিমলাকে ইংলণ্ডের অনুরূপ স্থান বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা বাসযোগ্য করিবার জন্য অনেক স্থানে স্বাস্থ্যাবাস ও সেনাবাস প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সিমলায় প্রতি মাসে যেরূপ শৈত্য উপলব্ধি করা যায়, তাহার একটী তালিকা এখানে লিপিবদ্ধ হইল—

জানুয়ারী	৪০·২°;	ফেব্রুয়ারী	৪১·৮°
মার্চ্চ	৪৯·২°;	এপ্রিল	৫৮·৭°
মে	৬৩·৫°;	জুন	৬৭·৬°
জুলাই	৬৪·৩°;	আগষ্ট	৬৩·১°
সেপ্টেম্বর	৬১·৩°;	অক্টোবর	৫৫·৬°
নবেম্বর	৪৮·৭°;	ডিসেম্বর	৪৪·৭°

২ পঞ্জাব প্রদেশের সিমলা জেলার একটী তহসীল, সিমলা বরৌলী পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। ভূপরিমাণ ৪ বর্গমাইল।

সিমলা (শৈল), পঞ্জাবের সিমলা জেলার একটী সুবিখ্যাত নগর ও উক্ত জেলার বিচারসদর। ভারতবাসী য়ুরোপীয়ের পক্ষে ইহা সর্ব্বপ্রধান স্বাস্থ্যকর স্থান। শৈলপৃষ্ঠের যে অধিত্যকাংশে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাসযোগ্য করা হইয়াছে, তাহা চিত্রপটে প্রতিফলিত পার্থিবজগতে সৌন্দর্য্যময়ী দৃশ্যাবলীর ন্যায় হৃদয়হারী এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে ও গ্রীষ্মপ্রধান কর্কট-ক্রান্তি-সীমার অনেক উত্তরে স্থাপিত হওয়ায় এই স্থানটী রুক্ষ ও শৈত্যপ্রধান; এই কারণে শীতপ্রধান দেশবাসী য়ুরোপীয়গণ গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সমতল পৃষ্ঠে অধিক কাল বাস করিতে অশক্ত হওয়ায় মধ্যে মধ্যে সিমলার শৈলবাসে আসিয়া বাস করেন। উত্তরকালে ইংরাজগবমেণ্ট এই স্থানেই ভারতসাম্রাজ্যের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী মনোনীত করিয়াছেন এবং তদুদ্দেশ্যে এখানে রাজপাটস্থাপনের উপযোগী কার্য্যালয়াদি নির্ম্মাণের ব্যবস্থাও হয়।

ভারতের অন্যতম রাজধানী দিল্লীর উত্তরে, মধ্য হিমাচল-শ্রেণী হইতে দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে প্রসৃত একটী শাখাশৈল-শিখরে সিমলা নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭০৮৪ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ৩১° ৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ১১´ পূঃ, অম্বালা হইতে ৭৮ মাইল উত্তরপূর্ব্বে এবং শৈলপাদমূলস্থ কাল্কা ষ্টেশন হইতে শকটপথে ৫৮ মাইল ব্যবধানে স্থাপিত শীত ঋতু প্রবল হইলে অর্থাৎ নবেম্বর মাসের মাঝা মাঝি এখানকার অধিবাসিবর্গ নিম্নে নামিতে থাকে। গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণও এই সময়ে কলিকাতা রাজধানীতে স্থানান্তরিত হন। এই কারণে জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে এখানকার লোকসংখ্যা অতিশয় কম হয়। মার্চ্চমাস হইতে পুনরায় লোকসমাগম হয়। গবর্মেণ্টের কেরাণীদলের সঙ্গে সঙ্গে নানা শ্রেণীর বণিক্ ও লোকজন সিমলায় উঠিতে আরম্ভ করেন,আগষ্ট মাস হইতে এখানে স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের আগমন ঘটে এবং য়ুরোপীয়গণ সিমলায় শরৎ বসন্ত ও শীতের সংমিশ্রিত বায়ুসেবনার্থ পূজার অবকাশের পূর্ব্বে এখানে সমাগত হইতে থাকেন ; এই কারণে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরেই এখানকার জনতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃদ্ধি পায়।

ইতিহাস পঠে জানা যায়, সিমলা শৈলের যে অংশে এবং যে ভূমিখণ্ডের উপর অধুনা সিমলার শৈলাবাস প্রতিষ্ঠিত, ১৮১৫-১৬ খৃষ্টাব্দে গোর্খাযুদ্ধের অবসানে তাহা ইংরাজগবর্মেণ্টের করায়ত্ত হয়। পার্ব্বত্য সামন্তসর্দ্দারদিগের সহিত মিত্রতা রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজগবর্মেণ্টের রক্ষিত এসিষ্টাণ্ট পলিটিকাল এজেণ্ট লেপ্টেনাণ্ট রস সাহেব ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কাষ্ঠের কুটীর নির্ম্মাণ করেন। উহার তিন বৎসর পরে তাঁহারই স্থলাভিষিক্ত লেপ্টেনাণ্ট কেনেডি একখানি পাকাবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তাঁহার চেষ্টায় সিমলার মনোহর স্বাস্থ্যের ও দৃশ্যের কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে প্রচারিত হয়। কেনেডি অর্থব্যয়ে সুন্দর বাসভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রের বন্ধুবান্ধব এবং অম্বালা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানবাসী য়ুরোপীয় রাজকর্ম্মচারিগণের অনেকে তাঁহার পথানুসরণ করিয়া স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনার্থ এখানে এক একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে এই পার্ব্বত্য উপনিবেশের নাম য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে কতকটা প্রসিদ্ধি লাভ করে। উহার পর বৎসর লর্ড আমহার্ষ্ট ভরতপুরদুর্গ বিজয়ের পর উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে অন্যান্য স্থানের কার্য্যাদি সমাধান করিয়া গ্রীষ্ম ঋতুর প্রারম্ভে ধীরে ধীরে সিমলায় আসিয়া উপস্থিত হন এবং প্রায় সমস্ত গ্রীষ্ম ঋতুই এখানে অতিবাহিত করিয়া যান।

ভারতরাজপ্রতিনিধির শুভাগমন ও বাস হইতেই সিমলার শৈলাবাস উত্তরভারতবাসী য়ুরোপীয় মাত্রেরই চিত্তাকর্ষণ করে এবং সেই সঙ্গে সিমলার শৈলাবাসের উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়। অতঃপর ভারতরাজ প্রতিনিধি প্রায় প্রতিবৎসরেই একবার অন্ততঃ কএক সপ্তাহের জন্যও এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন ; তাহার সঙ্গে গবর্মেণ্টের রাজপাটও কতকপরিমাণে এখানে আসিয়াছিল। প্রথম প্রথম বড়লাট বাহাদুরের এখানে আসিবার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় অবধারিত ছিল না। বৎসরের যে কোন ঋতুতেই তাঁহার সুবিধা হইত, তিনি এখানে আসিয়া নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করিতেন। অবশেষে কলিকাতায় নিদারুণ গ্রীষ্মের সময় প্রাণান্তকর প্রখর সূর্য্যোত্তাপে দেহ দগ্ধ না করিয়া তিনি ঐ সময়ের কএক সপ্তাহকাল হিমাচলের শীতল বাতাসে অতিবাহিত করিতে বাসনা করেন। তদনুসারে তাঁহার আদেশে গ্রীষ্ম ঋতুতেই কএক সপ্তাহের জন্য রাজকার্য্যালয় সিমলায় স্থানান্তরিত হইতে আরম্ভ করে। তাঁহার পরবর্ত্তী গবর্ণর জেনারলগণ সময় নির্দ্ধারিত করিয়া সমগ্র গ্রীষ্ম ঋতুই সিমলায় কাটাইবার ব্যবস্থা করেন। তদবধি সেই ব্যবস্থাই চলিয়া আসিতেছে। ১৯০৯-১০ খৃষ্টাব্দে লর্ড মিণ্টোর শাসনকালে এখানে কলিকাতা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে একটী রাজপাট রক্ষার ব্যবস্থা হয়। কেরাণীগণের যাতায়াত ব্যয় হ্রাস করিবার উদ্দেশে এবং এখান হইতে পশ্চিম ভারতীয় সীমান্তপ্রদেশসমূহের সহিত অতি সুযোগে রাজকার্য্য পরিচালিত হইবে ভাবিয়া সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে।

বিখ্যাত শিখযুদ্ধের অবসানে পঞ্জাবপ্রদেশ ইংরাজরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলে সিমলার সমাদর আরও বাড়িয়া উঠে। কারণ ঐ সময় হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান সর্দ্দারগণ ইংরাজরাজকে সম্মানপ্রদর্শনার্থ প্রতিবৎসর সিমলা রাজধানীতে আসিতে আরম্ভ করেন। এই স্থান পঞ্জাবের নিকটবর্ত্তী এবং সর্দ্দারগণও সুবিধামত এখানে আসিতে পারে জানিয়া গবর্মেণ্ট এখানেই পাকা রাজধানী করিলেন। অধিকন্তু এখান হইতে ভারতপ্রতিনিধি গবর্ণর জেনারল বাহাদুরের শীতকালে ভারত রাজ্য পরিদর্শনেরও যথেষ্ট সুবিধা হয়।

প্রথমে গবর্ণর জেনারলের সঙ্গে কএকজন মাত্র কর্ম্মচারী সিমলায় আসিয়া রাজকার্য্য করিতেন। কিন্তু ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে সর জন লরেন্সের শাসনকালে সিমলাই প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজরাজের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। ঐ সময়ে সেক্রেটেরিয়ট ও বিচারবিভাগের যাবতীয় কার্য্যালয়াদি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি এখানে নিয়মিতরূপে গ্রীষ্মের সময় ভারতরাজধানী স্থানান্তরিত হইয়া থাকে। কেবল মাত্র ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষের সময় গবর্মেণ্টের রাজপাট উঠিয়া আসে নাই।

তাহারা সমতল ক্ষেত্রে বসিয়াই দুর্ভিক্ষের প্রপীড়িত অধিবাসিবর্গের তত্ত্বাবধানকার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন।

এইরূপে ধীরে ধীরে সিমলার শৈলাবাসের ক্রমিক উন্নতি সংঘটিত হইতে থাকে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে সিমলায় সবে মাত্র ৩০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তৎপরে ক্রমে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ১০০ এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ২৯০ খানি গৃহ নির্ম্মিত হয়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে এখানে সর্ব্ব সমেত ১১৪১ খানি বাসগৃহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, অধুনা সিমলা শৈলপৃষ্ঠের সুবিস্তৃত বক্ষে অসংখ্য বাঙলা-গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ শৈলপৃষ্ঠ অর্দ্ধচন্দ্রাকার পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃত এবং উহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ৬ মাইল হইবে। ইহার পূর্ব্বপ্রান্তে জাকো নামক শৈলশৃঙ্গ, উহা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই শৃঙ্গোপরি দেবদারু, ওক ও রোডোডেণ্ড্রন বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। শৃঙ্গটী কোণাকৃতি চূড়ার ন্যায় ঊর্দ্ধে উত্থিত। উহার চারিপার্শ্বে পাঁচ মাইল বিস্তৃত রাস্তা কাটা আছে। উহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণের বিশেষ উপযোগী।

পশ্চিম প্রান্তে প্রস্পেক্টহিল নামে একটী শৈলশৃঙ্গ আছে, উহা জাকো হইতে উচ্চতায় কম। এই পর্ব্বতগাত্রে কোনরূপ বৃহদাকার বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায় না, উহা কেবলমাত্র তৃণ দ্বারা সমাচ্ছাদিত। জাকো শৈলের দক্ষিণপাদমূলেই অনেক লোকের বাস, পশ্চিম প্রান্তের অপর দুইটী শৈলাংশেও বসবাস কম নহে। এই শৈলদ্বয়ের একটীতে রাজপ্রতিনিধিদিগের পূর্ব্বতন 'পিটার হোফ' নামক প্রাসাদ স্থাপিত ছিল এবং অপরটীর শিরোদেশে মানমন্দিরের সুবৃহৎ অট্টালিকা বিরাজ করিত। ঐ মানমন্দির এক্ষণে রাজকর্ম্মচারীদিগের সাধারণ বাসভবনে পরিণত হইয়াছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের জন্য অবজার ভেটরী হিলে একটী নূতন ও সুন্দর বাসভবন নির্ম্মিত হয়; উহা পূর্ব্বোক্ত লাটভবনের পশ্চিমাংশে অবস্থিত।

জাকোহিলের পশ্চিম পাদমূলে একটী গীর্জ্জা স্থাপিত আছে। উহারই নিম্নে দক্ষিণ শৈলপৃষ্ঠে দেশীয় দিগের একটী বাজার। উহাই সিমলা শৈলাবাসকে দেশীয় ও য়ুরোপীয়দিগকে দুইটী অংশে বিভক্ত করিয়াছে। বাজারের পূর্ব্ব দিকের যে অংশে দেশীয় লোকের বাস তাহা ছোট সিমলা নামে খ্যাত এবং পশ্চিমাংশ বৈলুগঞ্জ নামে প্রসিদ্ধ। সিমলা শৈলের উত্তরে লম্ব রেখায় অপর একটী পর্ব্বতশাখা বিস্তৃত আছে। উহা নানা প্রকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে পূর্ণ। এই স্থান ইলিসিয়াম্ স্থাপনের উপযোগী বলিয়া গৃহীত হইয়াছে, পশ্চিম প্রান্তরে ৩।০ মাইল দূরে জুটোঘ শৈলখণ্ডে কামানবাহী সেনাদলের একটী আড্ডা আছে।

গ্রীষ্মকালে সিমলা শৈলাবাসে সমাগত ব্যক্তিবর্গের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহই এখানকার প্রধান বাণিজ্য, তবে এখান হইতে অহিফেন, চরস, নানাপ্রকার ফল, সুপারী এবং নিকটবর্ত্তী শৈল ও রামপুর সীমান্ত হইতে সমানীত পশম এখান হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়। পরিচ্ছদাদি অন্য যাহা কিছু আবশ্যক হয় তাহা প্রায়ই য়ুরোপীয় দোকানদারদিগের দোকান হইতে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। ঐ দোকানগুলি কলিকাতার বড় বড় দোকানের এক একটী শাখা, এখন এখানে তিনটী ব্যাঙ্ক, ক্লাব, কতকগুলি গীর্জ্জাঘর, টাউনহল ও তিনচারিটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

পূর্ব্বে সিমলাশৈলে নিরন্তরপ্রবাহী ঝরণা না থাকায় বিলক্ষণ জলাভাব আছে। মহাসু শৈল হইতে জল পাম্প করিয়া পাইপ দ্বারা সিমলায় আনীত হইয়াছে। সময় সময় শৈলবাসিগণের আধিক্য হেতু জলাভাব পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে বাঁধ দিয়া স্বতন্ত্র জলাধার নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। অনেকগুলি প্রস্রবণ প্রায়ই গ্রীষ্মের সময় শুকাইয়া যায়।

সিমলাহিল্ ষ্টেট্স্, সিমলা শৈলাবাসের চতুর্দ্দিকস্থ ২৩টী সামন্তরাজ্য লইয়া এই বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ব সীমায় হিমালয়ের উচ্চ প্রাচীর, উত্তরপশ্চিমে কাঙড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত কুলু ও স্পিতির পর্ব্বতমালা এবং শতদ্রু নদী; দক্ষিণপশ্চিমে অম্বালার সমতল প্রান্তর এবং উত্তরপূর্ব্বে দেরাদুন ও গড়বালের সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ৩০° পূঃ হইতে ৩২° ৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩০´ হইতে ৭৯° ১´ পূঃ মধ্য। অম্বালার কমিশনরের অধীনস্থ একজন ডেপুটী কমিশনার দ্বারা এই রাজ্যগুলির শাসনবিধি পরিদর্শিত হইয়া থাকে। ইংরাজ গবমেণ্টের তালিকায় ইনি Superintendent of hill-statesনামে বিদিত। নিম্নে সামন্তরাজ্যগুলির নাম ও সংক্ষেপ বিবরণ প্রদত্ত হইল :—

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১	সিরমুর (নাহন)	১০৭৭	২০৬৯	...
২	বিলাসপুর (কহ্‌লুর)	৪৪৮	১০৭৩	৮০০০৲
৩	বসহর (বস্‌সাহির)	৩৩২০	৮৩৬	৩৯৪০৲
৪	হিন্দুর (নালাগড়)	২৫২	৩৩১	৫০০০৲
৫	সুকেত	৪৭৪	২২০	১১০০০৲
৬	কেউন্থল	১১৬	৮৩৮	...
৭	বাঘল	১২৪	৩৪৬	৩৬০০৲
৮	জব্বল	২৮৮	৪৭২	২৫২০৲
৯	ভর্জ্জি	৯৬	৩২৭	১৪৪০৲
১০	কুম্ভার সেন	৯০	২৫৪	২০০০৲
১১	মহীলোক	৫৮	২২২	১৪৪০৲
১২	বলাসন	৫১	১৫২	১০৮০৲

	রাজ্য	ভূপরিমাণ	গ্রামসংখ্যা	দেয় রাজস্ব
১৩	বাগহাট	৩৬	১৭৮	৬০০
১৪	কুথার	৭	১৫০	১০০০
১৫	ধামী	২৬	২১৪	৭২০
১৬	তরোছ	৬৭	৪৪	২৯০
১৭	সাঙ্গড়ী	১৬	১০৫	...
১৮	কুণিহার	৮	৬৬	১৮০
১৯	বীঝা	৪	৩১	১৮০
২০	মাঙ্গল	১২	৩১	৭০
২১	রবাই	৩	১৮	—
২২	দরকুটী	৫	৮	...
২৩	দাধি	১	১০	...

জেলার বিবরণে সিমলা শৈলমালার যে বর্ণনা প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল শৈলমালার মধ্যে উপরি কথিত সামন্তরাজ্যগুলি স্থাপিত; সুতরাং ইংরাজাধিকৃত সিমলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য হইতে এখানকার বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। শতদ্রু ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত পর্ব্বতপৃষ্ঠোপরি সিমলাশৈলরাজ্যমালা বিরাজিত রহিয়াছে। সিমলার দক্ষিণপূর্ব্ব এবং শতদ্রু ও যমুনার শাখা তোঁস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী শৈলনিচয় ছোড় শৈলশিখরে আসিয়া একত্র হইয়াছে। ঐস্থান সমুদ্রশিখর হইতে ১১৯৮২ ফিট্ উচ্চ। ছোড়শৃঙ্গ সিমলাশৈলের দক্ষিণমুখী একটী শাখার চরম সীমা। বাস্তবিক, ঐ গিরিরাজির নিশ্চিত কোন বিবরণ লিপিবদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার। তবে যিনি জগৎপাতার এই মহতী কীর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনিই এই স্থানের গাম্ভীর্য্যপূর্ণ দৃশ্যে মোহিত হইয়াছেন। মোটের উপর ঐ পর্ব্বতশাখাগুলিকে তিনটী মূলভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে (১) ছোড় পর্ব্বত ও তৎপাদপ্রসূত দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে শাখানিচয়; (২) মধ্য-হিমালয় হইতে সুবাথু পর্য্যন্ত বিস্তৃত সিমলাশৈল এবং (৩) নিম্ন হিমাচল পর্ব্বতপ্রদেশ। ইহা উত্তরপূর্ব্ব হইতে উত্তরপশ্চিমে অম্বালার সীমারূপে প্রচলিত।

নিম্ন হিমালয়শৈলমালাকেও দুই থাকে পরিগণিত করা হয়। উহার সম্মুখবর্ত্তী হিমাচলপাদের বহিঃস্তর অর্থাৎ সমতল প্রান্তরাভিমুখী প্রথম শ্রেণী। ইহার গঠনপ্রণালী উত্তরের হোসিয়ারপুর জেলার শিবালিকশৈল অথবা দক্ষিণপূর্ব্বাংশে গাঙ্গেয় অন্তর্ব্বেদীর মধ্যস্থিত হিমালয়শাখার অনুরূপ। নিম্ন হিমালয় ও শিবালিকপর্ব্বতমালা পরস্পরে সমান্তরাল ভাবে অবস্থিত, ইহাদের মধ্যে বিস্তৃত প্রান্তরভূমি পরিদৃষ্ট হয়। নাহনরাজ্যে এইরূপ স্থানকে খিয়ার্দা-দূন এবং নালাগড়ে দূন বলে। ঐ স্থানগুলি প্রচুর শস্যশালী ও উপত্যকার মত।

শতদ্রুর অপর পারে এবং স্পিতি ও লাহুলের দক্ষিণে বসহর রাজ্যের কুণাবর বিভাগ। এখানে প্রায় ৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে উত্তম চাষবাস হয়। স্থানটী বিশেষ স্বাস্থ্যকর। বৃষ্টি বা শীতের আধিক্য নাই। কুণাবরবাসীদিগকে কুণাবরী বলে। আকৃতিপ্রকৃতি লক্ষ্য করিলে ইহাদিগকে ভারতসম্ভূত একটী আদিম জাতি বলিয়াই ধারণা হয়; কিন্তু আচারব্যবহারে এবং ধর্ম্মকর্ম্মে ইহারা অনেকাংশে তিব্বতীয়দিগের অনুরূপ। উত্তর কুণাবরবাসীরা বাণিজ্যপ্রিয়, ইহারা চরস ক্রয় করিতে লেহ্ এবং পসম আনিতে গর্দ্দোপ পর্য্যন্ত গিরিপথে গমনাগমন করে এবং বিনিময়ার্থ ইহারা যে সকল পণ্য দ্রব্য লইয়া যায় তাহা সাধারণতঃ খচ্চর, ছাগল ও ভেড়ার পৃষ্ঠে চাপাইয়া তাড়াইয়া লইয়া যায়।

এখানকার শৈলমালাবিধৌত জল পার্ব্বতীয় নালাপথে প্রবাহিত হইয়া ধীরে ধীরে শতদ্রু, পাবর, গিরি-গঙ্গা, গম্ভার ও সর্সা নদীতে রূপান্তরিত হইয়াছে। শতদ্রুনদী চীনরাজ্য হইতে হিমাচলের শৃঙ্গের মধ্যস্থিত পথ দিয়া বসহর রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ঐ শৃঙ্গদ্বয়ের সর্ব্বোচ্চতরটী সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২০১৮৩ ফিট্ উচ্চ। বসহররাজ্যের মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্ব্বে নামিবার কালে শতদ্রুনদী মধ্যহিমালয় ও ক্ষিতিশৈলের জলরাশি পাইয়া পুষ্টকলেবর হইয়াছে, অনন্তর কুলু, কাঙড়া ও বিলাসপুর হইয়া পশ্চিমাভিমুখে আসিয়াছে। কোটগড়ের নিকটে এই নদীবক্ষে বঙ্গটু ও লৌরী নামক স্থানে সেতু আছে। বিলাসপুরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা লইয়া লোকে নদীবক্ষে গমনাগমন করে, সাধারণ চামড়ার মশক জলে ভাসাইয়া তাহার উপর চড়িয়া নদী পারাপার হয়। বাস্পা ও স্পিতি নদী ইহার প্রধান শাখা।

পাবর নদী তোঁস নদীর শাখা; মধ্য হিমালয় ও সিমলাশৈলের দক্ষিণ ঢালুর জলরাশিসঞ্চয়ে বসহররাজ্যে ইহার উৎপত্তি। মিলিত নদী গড়বাল জেলার মধ্যে যমুনায় আসিয়া পতিত হইয়াছে।

গিরি বা গিরিগঙ্গা নদী ছোড়-শৈলের উত্তরস্থ পর্ব্বতশ্রেণীতে উদ্ভূত। ছোড় ও সিমলাশৈলের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকার জলরাশি সঞ্চয় করিয়া এই নদী ধীরে ধীরে নাহন রাজ্যের মধ্য দিয়া তোঁস সঙ্গমের দশ মাইল দক্ষিণে যমুনায় মিশিয়াছে। মহাসু শৈলাংশ হইতে সমুদ্ভূত অশ্নী বা আসন নদী ইহার প্রধান শাখা।

গম্ভার নদী দগ্‌সাই শৈল প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া সুবাথু অতিক্রমপূর্ব্বক বিলাসপুরের ৮ মাইল দক্ষিণে শতদ্রুতে মিশিয়াছে। বিলীনী প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বতীয় ক্ষুদ্র স্রোতোমালা ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। সর্সা নদী নালাগড়ের দূনপ্রদেশ বিধৌত জলরাশি হইতে সমুৎপন্ন। এই নদীতে সকল সময়ে জল থাকে না। অপরগুলিতে থাকে। পাবর ও গিরিগঙ্গা উহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ।

উপরে যে ২৩টী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্যের উল্লেখ করা হইল, উহাদের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইংরাজ অধিকারের যাহা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই একমাত্র উপাদান। স্থানান্তরে উক্ত সামন্তরাজ্যগুলির ইতিবৃত্ত স্বতন্ত্র লিপিবদ্ধ থাকায় এখানে আর লিখিত হইল না।

[তত্তদ্ শব্দ দেখ।]

সিমা (স্ত্রী) মহানাম্নী সামভেদ।

সিমোগা, মহিসুর রাজ্যের নাগর বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ১৩° ৩০´ হইতে ১৪° ২৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৪° ৪৪´ হইতে ৭৬° ৫´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৭৯৭ বর্গ মাইল। ইহার উত্তরে ও পশ্চিমে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারগড় ও উত্তর-কণাড়া জেলা।

এই জেলায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের অদ্ভুত বিকাশ দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব সীমা মহিসুর অধিত্যকার সমরেখায় আবদ্ধ সমতল প্রান্তরভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২১০০ ফিট উচ্চ। এই উচ্চতা ক্রমশঃ জেলার পশ্চিমাংশে উচ্চতর হইয়া পশ্চিমঘাট পর্ব্বতমালার মালনাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এখানে তুঙ্গা, ভদ্রা, বরদা, শরাবতী প্রভৃতি কএকটী নদী বিদ্যমান আছে। সুপ্রসিদ্ধ গারসোপ্পা প্রপাত এই নদীর পর্ব্বতপৃষ্ঠে অবস্থিত।

সিমোগা জেলার ইতিহাস পাওয়ার বিশেষ উপায় নাই। এখানে ৮৯ যুধিষ্ঠিরাব্দে উৎকীর্ণ রাজা জনমেজয়ের ৩ খানি শাসন দৃষ্ট হয়। উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মাত্রই সন্দিহান।

কাদম্বরাজগণ হইতে এখানকার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে চালুক্য রাজগণ কাদম্বদিগকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। অতঃপর কলচুরিরাজ চালুক্যপতিকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যে লিঙ্গায়ত মত প্রবর্ত্তিত হয় এবং হামছায় একটী জৈনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। [তত্তদ্ রাজবংশ দেখ।]

ইহার পর হোয়শাল বল্লালগণ ও বিজয়নগররাজবংশ যথাক্রমে এখানে রাজত্ব করেন। বিজয়নগর রাজবংশের অধঃপতনে কেলাডি ও বাসবপাটনবংশীয় পালেগার সর্দ্দারের শাসনাধিকৃত হয়। কেলোডিরা ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে ইক্কেরী ও পরে বেদনূরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। বাসবপাটন-বংশকে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তেরিকেরী নগরে এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কেলাডিদিগকে বেদনূরে পরাজিত করিয়া হায়দার আলী এই প্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের অধঃপতনের পর দেশস্থ ব্রাহ্মণগণের কঠোর শাসনে ও পীড়নে দেশবাসীরা বড়ই উৎপীড়িত হইতে থাকে। অবশেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা বিদ্রোহী হইলে ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাদের সহায় হইয়া ব্রাহ্মণদিগকে অধিকারচ্যুত করে এবং পূর্ব্বতন কেলাডি ও বাসবপাটন-বংশীয় সর্দ্দারগণকে পুনরায় রাজ্যাধিকার দান করেন।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৪৭ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। তুঙ্গা ও ভদ্রাসঙ্গমের অনতিদূরে তুঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৩°৫৫´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩৬´ ৫´´ পূঃ। সিমোগা নামটী শিবমুখ শব্দের অপভ্রংশ; আবার কেহ কেহ বলেন যে শী মোগে অর্থাৎ মিষ্টান্নভাণ্ড হইতে সিমোগা নাম কল্পিত হইয়াছে। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে মরাঠা সৈন্যগণ টিপুসুলতানের সেনাপতিকে পরাস্ত করিয় নগর লুণ্ঠন করিয়া ছিলেন।

সিম্ব (পুং) শিম।

সিম্বা (স্ত্রী) সম বৈক্লব্যে উল্কাদয়শ্চেতি সাধুঃ। শমীধান্য।

'শমী সমী শিম্বী শিম্বঃ সিম্বা সিম্বিরপীষ্যতে।' (দ্বিরূপকোষ)

এই শব্দে তালব্য ও দন্ত্য এই দুই সকারই হয়। [শিম্বা দেখ।]

সিম্বি (স্ত্রী) ১ শিম্বা। (দ্বিরূপকোষ) ২ নখীনামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি°)

সিম্বিতিকা (স্ত্রী) শিম্বি, সিম্বিকা।

সিম্বিজা (স্ত্রী) শমীধান্য। (ভাবপ্র°)

সিম্বী (স্ত্রী) সিম্বি-পক্ষে ঙীষ্। নিষ্পাবী। (রাজনি°)

সিম্তুক (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (পঞ্চতন্ত্র)

সিয়া, মুসলমান ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। [মুসলমান শব্দ দেখ।]

সিয়াগোষ, ব্যাঘ্রজাতীয় চতুষ্পদ প্রাণীভেদ। অনেকে ইহাদিগকে নেকড়ে-বাঘের জাতি বলিয়া গণ্য করে। প্রাণিবিদ্গণের ভাষায় ইহারা *Felis caracal* or *Caracal melanotis* নামে খ্যাত। ইংরাজিতে Red Lynx বলে। গাত্রবর্ণ ধূম্রাভ, উদর অপেক্ষাকৃত ফিকে অথবা সাদা, পুচ্ছাগ্র কাল, ভিতর সাদা ও অগ্রভাগে গোছাকারে লোম আছে। বাঘ বা বিড়ালের ন্যায় ইহাদেরও গোঁফ হয়। চক্ষের উপর জ্রও দৃষ্ট হয়। ইহারা লম্বে ২৬ হইতে ৩০ ফিট্ হয়, পুচ্ছ ৯।১০ ফিট্, কর্ণ ৩ ফিট্ এবং উচ্চতায় ১৬ হইতে ১৮ ফিট হইয়া থাকে।

দক্ষিণ ভারতের উত্তর সরকারে, হায়দরাবাদ ও নাগপুরের মধ্যবর্ত্তী নিবিড় জঙ্গলে, মৌএর নিকটস্থিত বিন্ধ্যশৈলমালায়, জয়পুর রাজ্যে, খান্দেশ, কচ্ছ ও গুজরাত প্রদেশে; তিব্বতে, পারস্যে, আরবে ও আফ্রিকা মহাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতে দেখা যায়, হিমালয় পর্ব্বতে বাঙ্গালায় ও পূর্ব্ব ভারতের অপর কোন স্থানে সিয়াগোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

ইহারা শশক, কুক্কুট, চিল, কাক, বক প্রভৃতি শীকার করিতে পারে। পালন করিলে সিয়াগোষ বেশ পোষ মানে।

মৃগয়ার্থ বড়োদার গাইকোবাড় একদল শিক্ষিত সিয়াগোষ পালন করিতেছেন।

বিভিন্ন স্থানে বাস হেতু ইহাদের আকৃতিগত বৈষম্যও ঘটিয়া থাকে, এই কারণে প্রাণিবিদ্‌গণও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতি স্বীকার করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নাম দিয়াছেন। তিব্বতের সাধারণ সিয়াগোষ F. isabellina, ঐ ছোট বিড়ালের ন্যায়—F. manul, তিমোরের—F. Megaotis, য়ুরোপের F. lynx, F. Cervaria, F. pardina, F. bonialis (উত্তর মেরুজাত)। এই শেষোক্ত শ্রেণী উত্তর আমেরিকায়ও দেখিতে পাওয়া যায়। উত্তর আমেরিকার অন্যত্র F. Rufa নামে আর এক শ্রেণীর সিয়াগোষ আছে।

সিয়ান্ (দেশজ) চতুর। কূটবুদ্ধি।

সিয়ানা, যুক্ত প্রদেশের বুলন্দসহর জেলার একটী নগর।

সিয়ার, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরিপথ। উগ্র অক্ষা° ৩১°১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৫৮´ পূর্ব্বে হিমালয়ের দক্ষিণ দিক্‌স্থ একটী পর্ব্বতশিখর দিয়া কুণাবরে আসিয়াছে। এই স্থান সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ১৩৭১২০ ফিট্ উচ্চ। এখানে দাঁড়াইয়া সিমলা শৈলের ছোড়শৃঙ্গ হইতে যমুনোত্তরী শৃঙ্গ পর্য্যন্ত বিশাল পর্ব্বতপৃষ্ঠের একটী শোভাময় দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয়।

সিয়ারসোল, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী বিস্তৃত কয়লার খনি। এই কয়লার থাক রাণীগঞ্জ হইতে স্বতন্ত্র। এখানকার কয়লা তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। বিভিন্নস্তরে বিভিন্ন প্রকারের কয়লা দেখা যায়।

সিয়ালখবস, বলরামপুরবাসী নিকৃষ্ট জাতি। চৌর্য্যবৃত্তিই ইহাদের একমাত্র উপজীবিকা।

সির (পুং) পিপ্পলীমূল, পিপুলমূল। (হেম)

সিরণ (সিরিন), পঞ্জাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র নদী। ইহা অক্ষা° ৩৪°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°.৯´ পূঃ, ভোগারমঙ্গ শৈলকন্দর হইতে উদ্ভূত হইয়া পাখ্‌লী উপত্যকা ও তানাবলের মধ্য দিয়া তারবেলা নামক স্থানে (অক্ষা° ৩৪°৫´ উঃ এবং ৭২°৪৪´ পূঃ) সিন্ধুনদে সঙ্গত হইয়াছে। এই শাখানদীটি মোট ৮০ মাইল লম্বা, কোথাও নৌকাযোগে যাত্রা করিবার উপায় নাই, তবে সকল স্থানেই হাটিয়া পার হওয়া যায়। নদীবক্ষে অল্পজল থাকিলেও ইহার দ্বারা চাসবাসের বেশ সুবিধা হয়। পাখ্‌লী-স্বাথী নামক উপত্যকাবাসী জাতিরা নদীর জলে শস্যোৎপাদনে বিশেষ সুবিধা পায়। নদীর উভয় তীরের দৃশ্য অতীব মনোহারী। ক্ষীণ-কলেবরা এই পার্ব্বত্য নির্ঝরিণী মৃদুমন্দ গতিতে পর্ব্বতপৃষ্ঠ অতিক্রম করিতে করিতে কোথাও দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে নিম্নস্থ খাতে নিপতিত হইয়াছে, কোথাও পর্ব্বতকন্দর ভেদ করিয়া কলকল নিনাদে শস্যশ্যামলা উপত্যকাভূমে প্রবাহিত হইতেছে, কোথাও বা ক্ষীণসূক্ষ্ম রেখাকারে পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রধাবিত হইতেছে। বন্যা আসিয়া যখন নদীর বক্ষকে স্ফীত করিয়া তুলে, তখন নদীর অবস্থা যৌবনোদ্ভিন্না রমণীর ন্যায় সদাই ঢল ঢল হয়। নদীর উভয়কূল তখন জলপ্লাবনে নিষিক্ত হইয়া যায় এবং সূর্য্যোত্তাপোজ্জ্বল সেই জলরাশি বিশাল রজতাস্তরণের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। নদীতীরের দৃশ্য পাখলী উপত্যকার ও তানাবল শৈলদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম।

এই নদীবক্ষে বৃহদাকার মহাশির মৎস্য বিচরণ করে। অনেকে ঐ মৎস্য ধরিবার জন্য এই পার্ব্বত্য দেশে আসিয়া থাকে। নদীটী পার্ব্বত্যবক্ষে প্রবাহিত হওয়ায় উহার স্রোতোবেগ অতীব প্রখর, এই কারণে ইহার তীরে অসংখ্য কলকারখানা (Mills) স্থাপিত হইয়াছে।

সিরলকোপ্পা, মহিসুর রাজ্যের সিমোগা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৪°২০´৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫°১৯´৫৩´´ পূঃ। এই স্থানটী বাণিজ্যপ্রধান। মিউনিসিপালিটী থাকায় স্থানটীর অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। নিত্য সামান্য বাজার এবং সপ্তাহে বড় রকমের একটী হাট বসে। এখানে গবর্মেণ্টের মদ্য চোলাই করিবার একটী কারখানা আছে। দেশীয় লোকেরা ইক্ষু হইতে এক প্রকার গুড় প্রস্তুত করে, তাহা বিশেষ সমাদরে বোম্বাই ও মান্দ্রাজে বিক্রীত হয়।

সিরস্‌গাঁও, দাক্ষিণাত্যের বেরার বিভাগের ইলিচপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২১°২০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৪৫´ পূঃ। এই নগর এতৎপ্রদেশের অন্যান্য নগরাপেক্ষা সবিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং নগরের অধিবাসিবর্গও ধনবান্। নগরাংশ হইতে বার্ষিক ১৪৮১০ টাকা ভূমির খাজনা আদায় হয়।

সিরা (স্ত্রী) সিনোতীতি সিঞ্ বন্ধনে রক্। (উণ্ ২।১৩) নাড়ী, শিরা। শরীরের মধ্যস্থিত রক্ত গমনের পথ, শিরাপথে রক্তের গতি হইয়া থাকে। সরণ অর্থাৎ রক্তের গমনাগমন হয়, এই জন্য সিরা নাম হইয়াছে।

"স্থানাদন্যত্র স্রবণাৎ স্রোতাংসি সরণাৎ সিরাঃ।" (চরক° ৩০অ°)

সিরাসমূহের উৎপত্তি স্থান নাভি। নাভিমূল হইতে সমস্ত শরীরে সিরাসকল পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। [শিরা শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ অম্বুবাহিনী। (হেম)

সিরা, মহিসুররাজ্যের তুমকূড় জেলার একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৫৯০ বর্গমাইল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই স্থান চিত্তলদুর্গ জেলার অধীন ছিল।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও তালুকের বিচার সদর। অক্ষা° ১৩° ৪৪´ ৪৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৭´ ১৬´´ পূঃ।

পূর্ব্বে এই নগর একটী মুসলমানরাজ্যের রাজধানী ছিল। প্রবাদ রত্নগিরিরাজ্যের রঙ্গপ্প নায়ক এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু তিনি দুর্গনির্ম্মাণকার্য্য সমাধা করিবার পূর্ব্বে ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজসেনাপতি রণদুল্লা খাঁ নগর অবরোধ করিয়া অধিকার করেন। ইহার পর বিজাপুরপতি শিবাজীর পিতা শাহজীকে সিরাপ্রদেশ জায়গীর দেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ অরঙ্গজেব বিজাপুররাজ্য জয় করিয়া শাসনশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরস্থ দক্ষিণ প্রদেশ একটী স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন, সিরা তাহার রাজধানী হয় এবং মুসলমানশাসনকর্ত্তা তথাকার শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হন। উক্ত শাসনকর্ত্তৃগণের মধ্যে কাসিম খাঁ ও দিলাবর খাঁর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিলাবরের শাসনকালে নগরের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয়, ঐ সময়ে এখানে প্রায় ৫০ হাজার ঘর লোকের বাস ছিল। দিলাবর বহু যত্নে ও ব্যয়ে যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান, তাহা এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে ধ্বস্ত, তাহারই অনুকরণে পরে বঙ্গলূর শ্রীরঙ্গপত্তনের প্রাসাদ নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সিরানগর মুসলমানের অধিকারভুক্ত হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে হায়দার আলী উহা পুনরায় অধিকার করিয়া লন। দাক্ষিণাত্যে কর্ণাটক যুদ্ধে যখন উভয় পক্ষ আত্মপক্ষসমর্থনে ব্যতিব্যস্ত, তখন সিরানগরে সেই রাজনৈতিক ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল। টিপু সুলতান যখন গঞ্জামনগর প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি এই নগর হইতে ১২ হাজার ঘর লোক তথায় পাঠাইয়া ছিলেন।

উপরি বর্ণিত বিপ্লবনিবন্ধন এই নগর উত্তরোত্তর শ্রীভ্রষ্ট হইতে থাকে এবং স্থানীয় অট্টালিকাদি উপযুক্ত সংস্কারের অভাবে ক্রমশঃ নিপতিত হয়। এখনও জুম্মা মসজিদ ও প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গ বিদ্যমান আছে।

এখানকার কুরুম্বর জাতীয় অধিবাসীরা এখনও এক প্রকার কম্বল বুনিয়া থাকে; উহার এক একখানি ৷৷০ আনা হইতে ১২৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। পূর্ব্বে এখানে ছিটের কাপড়ের কারবার ছিল, এখন তাহা উঠিয়া গিয়াছে। এখনও এখানে মোহরের গালা প্রস্তুতের কারবার আছে।

সিরাগুপ্পা, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেল্লরী জেলার বেল্লরী তালুকের অন্তর্গত একটী নগর। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ১৫° ৩৮´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৩´ ৩০´´ পূঃ। নগরের গঠনপ্রণালী তাদৃশ সুন্দর নহে, তজ্জন্য নগরের জল উত্তম রূপে নিকাশ হইতে পারে না। কাজে কাজেই নগরবাসীর স্বাস্থ্যও ভাল থাকেনা।

সিরাজ্উদ্দৌলা, বাঙ্গালার নবাব আলিবর্দ্দী খাঁর দৌহিত্র, বীরশ্রেষ্ঠ জইন্ উদ্দীন্ ও আমিনা বেগমের পুত্র, বাঙ্গালার মস্‌নদের উত্তরাধিকারী। সিরাজউদ্দৌলা ১৭৩০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই সময় আলিবর্দ্দীর সৌভাগ্যসূর্য্য মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত। দৌহিত্রকে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিয়া বৃদ্ধ তাঁহাকে অত্যধিক আদরে লালনপালন করিতে লাগিলেন। আব্দারে আব্দারে বালক ক্রমেই অধিকতর উদ্ধত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার কোনই চেষ্টা করা হইল না। স্নেহান্ধ নবাব ভাবিলেন, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরিত্রও সংশোধিত হইয়া আসিবে।

বাল্যকাল হইতেই সিরাজের বহু চরিত্রহীন, ন্যায়ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ইয়ার-মোসাহেব জুটিল। এমন দুষ্কৃতি বোধ হয় কমই আছে, যাহা ইহাদের উৎসাহ, উত্তেজনা ও অনুকরণে পড়িয়া, সিরাজ পূর্ণমাত্রায় করিতে অণুমাত্র কুণ্ঠিত বা সঙ্কুচিত হইতেন।

মাতামহ প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেন, তথাপি ইহাদের পরামর্শে সিরাজ মনে করিলেন, তাঁহার ভালবাসা যত মৌখিক। পিতা জইনুদ্দীন বেহারের নায়েব-নাজিম্ ছিলেন,—এখন রাজা জানকীরাম সেই পদে সমাসীন। ভাল বাসিলে কি আর আলিবর্দ্দী তাঁহাকে এই পদ হইতে বঞ্চিত রাখিতেন?—বর্গীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আলিবর্দ্দী ১৭৫০ খৃঃ অব্দে উড়িষ্যায় গমন করিলেন। এই সুযোগে প্রণয়িনী লুৎফউন্নিসা বেগম ও জনকয়েক অনুচর লইয়া সিরাজউদ্দৌলা পাটনার দিকে গমন করিলেন। নবাবের অনুমতিপত্র না পাইয়া জানকীরাম তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে দিলেন না। উভয় পক্ষে নামমাত্র যুদ্ধের অবতারণা হইতে না হইতেই সিরাজের অনুচরবর্গ তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিল। দুর্গের বাহিরে তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া বৃদ্ধ রাজভক্ত জানকীরাম নবাবের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে, নবাব যখন সিরাজের ধৃষ্টতার কথা শুনিলেন, তখন ইহাঁরই অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার স্নেহপ্রবণ প্রাণ শিহরিয়া উঠিল। শত কার্য্যত্যাগ করিয়াও তিনি পাটনার দিকে ধাবিত হইলেন—অগ্রে অগ্রে মিষ্টবাক্যে পত্র লিখিয়া একজন দূত পাঠাইলেন। সিরাজ উত্তর দিলেন, "আপনার স্তোভবাক্যে আর আমি ভুলিব না। আমার ন্যায্য দাবী আমি বলপূর্ব্বক আদায় করিবই। বাধা দেন—যুদ্ধ হইবে এবং আপনার মস্তক আমার ক্রোড়ে কি আমার মস্তক আপনার পদপ্রান্তে না পতিত হওয়া পর্য্যন্ত সে যুদ্ধের মীমাংসা হইবে না।"

পাটনায় পৌঁছিয়াই নবাব যাইয়া দৌহিত্রকে আলিঙ্গন

করিয়া বলিলেন, "নির্ব্বোধ, তুমি ভুল বুঝিয়াছ। বেহারের নায়েব-নাজিমীর জন্য তুমি লালায়িত হইয়াছ! সাধ্য থাকিলে আমি তোমাকে সমস্ত ভারতবর্ষের বাদশাহী দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম না!"—আবার মিলন হইল, উভয়ে একত্রে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন।

এখন হইতে সিরাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও কামসেবা সম্পূর্ণ অপ্রতিহতভাবে চলিতে লাগিল। মুতাক্ষরীণকার গোলাম হোসেন লিখিয়াছেন, "(সিরাজ) পদমর্য্যাদা, বয়স বা স্ত্রীপুরুষ কিছুই গ্রাহ্য করিতেন না।······নবাব দেখিয়াও না দেখায়······ তাঁহার অসঙ্গত ও মজ্জাগত কামাসক্তির নিকট স্ত্রীপুরুষ উভয়ই নিঃসঙ্কোচে ও অবাধে বলি পড়িতে লাগিল!—ক্রমে তাঁহার পাপ-পুণ্যের ভেদজ্ঞান পর্য্যন্ত রহিল না; কামের চরিতার্থতার জন্য তিনি নিকট আত্মীয়কুটুম্বও বিচার করিতেন না।···অবশেষে এমন হইল যে তাঁহাকে দেখিলে লোকে "ও খোদা রক্ষা কর!" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিত!"

একবার চরিত্রের স্খলন হইলেই সংশোধন করিয়া উঠা কঠিন। তাহাতে সিরাজ ত দুষ্কর্ম্মের স্রোতে গা ভাসাইয়াই দিয়াছিলেন। তাঁহার রক্ষার আর পথ রহিল না। ক্রমে যে কোন দুষ্কর্ম্মের কল্পনা ও সাধন তাঁহার একেবারে স্বভাবসিদ্ধ হইয়া পড়িল।

নোয়াজিস্ মহম্মদ আলিবর্দ্দী খাঁর প্রথম জামাতা। তিনি ঢাকার ডেপুটী নবাব—তাঁহার প্রিয়পাত্র হোসেনকুলী খাঁ তাঁহার দেওয়ানের কার্য্য করিতেন ও সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। ক্রমে হোসেনকুলী খাঁর সঙ্গে সিরাজের মাতৃস্বসা ও মাতা উভয়েরই কলঙ্কের কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল। নররক্তপাতেও সিরাজের কোনরূপ কুণ্ঠা ছিল না। তিনি সংকল্প করিলেন, কুলীখাঁকে হত্যা করিবেন। লোকের চক্ষে ধূলিপ্রদানের জন্য আলিবর্দ্দী রাজমহলের দিকে মৃগয়ায় বাহির হইলেন। সিরাজের আদেশে তাঁহার অনুচরবর্গ হোসেনকুলীকে ও তাঁহার সহোদর অন্ধ হায়দরকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিল। পূর্ব্বেই সংবাদ আসিয়াছিল যে, সিরাজের আদেশক্রমে ঢাকায় হোসেনকুলীর ভ্রাতুষ্পুত্রেরও প্রাণ বিনাশ করা হইয়াছে।

তাঁহার সংশোধনের কোনই ব্যবস্থা না করিয়া, দৌহিত্রগত-প্রাণ আলিবর্দ্দী বরং তাঁহার উদ্দাম কাম-কল্পনার সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তির ব্যবস্থাই করিতে লাগিলেন। বহু অর্থব্যয় করিয়া, গৌড় হইতে বহুবিধ বহুমূল্য প্রস্তর আনিয়া ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরে তাঁহার জন্য হীরাঝিল নামে এক অপূর্ব্ব প্রমোদভবন নির্ম্মিত করাইলেন। ইহার ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ নবাব মন্‌সুরগঞ্জ নামক বাজার স্থাপন করিয়া, জমিদারগণের উপর "নজরানা মন্‌সুরগঞ্জ" নামে একটি নূতন আব্‌ওয়াব্ চাপাইয়া দিলেন। ইহাতে বার্ষিক ৫০১৫৯৭৲ টাকা আদায় হইত।

দৌহিত্রের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বৃদ্ধ কিন্তু মনে মনে বড়ই কাতর ও ক্ষুণ্ণ হইতেছিলেন। রাজ্যভার স্কন্ধে পড়িলে সংশোধিত হইতে পারে, এই মনে করিয়া ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে তিনি সিরাজকে পরিদর্শন উপলক্ষে হুগলী অঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এইখানেই ইংরাজদিগের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল। ইংরাজকোম্পানী ১৫৫৬০৲ টাকা ব্যয় করিয়া তাঁহার শুভদৃষ্টি ক্রয় করিলেন। ইহার ফলে নবাব লিখিলেন,—"অতঃপর তাঁহাদের বাণিজ্যের উপর সুদৃষ্টি রাখা হইবে"।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের প্রথমভাগে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ শোথ ও উদরী রোগে অন্তিম শয্যায় শায়িত হইলেন। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে এই সময় হইতে সিরাজউদ্দৌলা রাজকার্য্য পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, এই সময় নাকি তিনি মাতামহের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে পানদোষ ত্যাগ করিবেন বলিয়া কোরাণ স্পর্শ করিয়া শপথগ্রহণও করেন।

নবাবের জ্যেষ্ঠাকন্যা ঘেসেটী বেগমের এক অপোগণ্ড পোষ্য-পুত্র ছিল। পিতার আসন্ন সময় উপস্থিত দেখিয়া এই পোষ্যের জন্য সিংহাসন অধিকার করিতে তিনি লালায়িত হইলেন। হোসেন্ কুলীখাঁর আমলে রাজা রাজবল্লভ ঢাকায় পেস্কার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তিনিই তথাকার সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠেন। ঘেসেটী বেগম যখন সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকাইতে বসিলেন, তখন কুচক্রী রাজবল্লভও তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। কিন্তু মনে মনে স্থির করিলেন, পরিণামে যে পক্ষ জয়লাভ করিবে, প্রকাশ্যতঃ তাহারই পক্ষ অবলম্বন করিবেন। ইতিমধ্যে যথাসম্ভব নিরাপদ হইবার জন্য তিনি আপন পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে কলিকাতায় যাইয়া ইংরাজদিগের আশ্রয়ে ধন-সম্পদ্ ও পরিবার লইয়া বাস করিবার পরামর্শ দিলেন। তাহাকে কিছুদিনের জন্য কলিকাতায় আশ্রয় দিবার জন্য কাশিমবাজারের ইংরাজ কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্ সাহেব কলিকাতার অধ্যক্ষ হল্‌ওয়েল্ সাহেবকে একপত্র লিখিলেন। অল্পদিন পরেই, সুধু পরিবার ধনসম্পদ্ নহে, সরকারী নিকাশের কাগজপত্র পর্য্যন্ত লইয়া কৃষ্ণবল্লভ যাইয়া কলিকাতায় পৌছিলেন। হল্‌ওয়েল্ তখন অনুপস্থিত, রাজবল্লভের নিকট অনেক প্রত্যাশা আছে মনে করিয়া কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্যগণ একমত হইয়া কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দান করিলেন। কলিকাতার প্রধান ব্যবসায়ী কূটনীতি আমীরচাঁদ (উমীচাঁদ)কেও কৃষ্ণবল্লভের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছিল—তিনি তাঁহার জন্য উপযুক্ত বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

কৃষ্ণবল্লভের কলিকাতা প্রস্থান ও ইংরাজ বণিক্‌গণের তাঁহাকে আশ্রয়দানরূপ ধৃষ্টতার কথা অবিলম্বে যাইয়া সিরাজের কাণে পৌঁছিল। কোম্পানীর গতিবিধির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হইল। কাশিমবাজারের ইংরাজকর্ম্মচারিগণ প্রমাদ গণিলেন—বৃদ্ধ নবাবের মৃত্যুর পরে না জানি কি বিপদ্‌ ঘটে।

দুই মাস রোগভোগের পরে, ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (১১৬৯ হিঃ সালের ৯ই রজব্‌ তারিখ) আলিবর্দ্দীখাঁর জীবনলীলার অবসান হইল। সিংহাসনে অধিরূঢ় হইয়াই সিরাজ, কৃষ্ণবল্লভকে প্রেরণ করিবার জন্য কলিকাতার অধ্যক্ষ ড্রেক্‌ সাহেবকে পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন। ড্রেক্‌ তখন কলিকাতায় ছিলেন না। তখনও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে সিরাজের সিংহাসন লইয়া বিবাদের নিষ্পত্তি হয় নাই। কৃষ্ণবল্লভকে ফেরত পাঠাইলে রাজবল্লভ অসন্তুষ্ট হইবেন, এই আশঙ্কা করিয়া কাউন্সিল ঠিক করিলেন, সিরাজের অনুরোধ রক্ষা করা হইবে না। তাঁহারা বরং একটু বাড়াবাড়িও করিলেন। প্রেরিত দূত ও তাহার আনীত পত্র সন্দেহজনক বলিয়া তাঁহারা তাহাকে অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

এই সংবাদে সিরাজ ইংরাজের উপর জাতক্রোধ হইয়া রহিলেন—যদিও ঘেসেটীবেগমের সঙ্গে গৃহবিবাদের কথা স্মরণ করিয়া এসময়ে তিনি প্রকাশ্যে কিছুই বলিলেন না।

সিংহাসনে অধিরূঢ় হইবার কিছুদিন পরেই সিরাজউদ্দৌলা ঘেসেটীবেগমকে অবাদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনদৌলত হীরাজহরৎ রাজকোষভুক্ত করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। বেগমের পক্ষীয়েরা ভয়ে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল, তাহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ও তিনি নিজে বন্দিনী হইলেন।

এই সময়ে ইংরাজদিগের সঙ্গে সিরাজের প্রকাশ্য সংঘর্ষ ঘটিবার সূত্রপাত হইল। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধিবার উপক্রম হওয়াতে ইংরাজ কোম্পানী কলিকাতার দুর্গ সুদৃঢ় করিবার জন্য উদ্যত হইলেন (১৭৫৬ খৃঃ অব্দে)। এই সময়ে নবাব আলিবর্দ্দী মৃত্যুশয্যায় শায়িত। এই সুযোগে ইংরাজ বণিক্‌ নবাবের অনুমতি না লইয়াই দুর্গ সংস্কার আরম্ভ করিয়া দিলেন। সংবাদ পাইয়া সিরাজউদ্দৌলা অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়া দুর্গের সংস্কৃত অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ প্রচার করিলেন।

এদিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগেরও সূত্রপাত হইল। পুরাতন দেওয়ান্ ই-তন্ মীরজাফরকে নামে মাত্র প্রধান সেনাপতি রাখিয়া সিরাজ তাঁহার স্থলে মীরমদনকে নিযুক্ত করিলেন। নিজের দেওয়ান মোহনলালকে পাঁচহাজারী মন্‌সব্‌দারী ও 'মহারাজা' উপাধি দিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে উন্নীত করিলেন। ইহাই সিরাজের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে যে ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইবে, তাহার কেন্দ্রীভূত হইয়া রহিল। তাঁহার অত্যাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতায় পুরাতন কর্ম্মচারীমাত্রই তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন এবার আবার তাঁহারা বিশেষরূপে অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। যেমন করিয়াই হউক তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতেই হইবে, ইহাই তাঁহাদের দৃঢ় সংকল্প হইল। তদনুসারে ষড়যন্ত্রও ক্রমেই পরিপক্ক হইয়া উঠিতে লাগিল।

ঘেসেটী বেগমের ন্যায় সিরাজের পিতৃব্যপুত্র শওকৎজঙ্গও তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ ছিলেন। ঘেসেটী বেগমকে বন্দিনী করিয়া সিরাজ শওকতের বিরুদ্ধে পূর্ণিয়ার অভিমুখে রওনা হইলেন। কিন্তু হঠাৎ আবার মধ্যপথ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

পূর্ণিয়ার পথে সিরাজ রাজমহল পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিয়াছেন, এমন সময়ে দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য তিনি ইংরাজদিগের উপর যে আদেশ জারি করিয়াছিলেন, তাহার জবাব আসিল। দুর্গ ভাঙ্গিতে অনিচ্ছুক। প্রেসিডেণ্ট ড্রেক্‌ সাহেব নবাবকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মোলায়েম সুরে লিখিলেন "আমরা নূতন দুর্গ প্রস্তুত করিতেছি না—জীর্ণ সংস্কার করিতেছি মাত্র। ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমরা পূর্ব্ব হইতে সতর্কতা অবলম্বন করিতেছি।"

এই উত্তর পাইয়া সিরাজ ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন—বারবার ইংরাজগণ তাঁহার আদেশ অমান্য করিতেছে! তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিতে হইবে, সংকল্প করিয়া তিনি পূর্ণিয়া যাওয়া স্থগিত রাখিয়া মুর্শিদাবাদে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সর্ব্ব প্রথমে কাশিমবাজারের ইংরাজকুঠী অবরোধ করিবার পরামর্শ হইল। ২৪শে মে জমাদার উমারবেগ্‌ তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কাশিমবাজারে উপস্থিত হইলেন। ১লা জুনের মধ্যে সৈন্যসংখ্যা দ্বাদশ সহস্রে পরিণত হইল। প্রমাদ গণিয়া কুঠীর অধ্যক্ষ একশত লোক পাঠাইবার জন্য কলিকাতায় পত্র লিখিলেন। এখানে লেফ্‌টেনাণ্ট ইলিয়টের অধীনে মাত্র ৩৫ জন সিপাহী এবং কয়েকজন লস্কর ছিল।

নিরুপায় হইয়া ২রা জুন কুঠীর অধ্যক্ষ ওয়াট্‌স্‌ সাহেব সিরাজের সমক্ষে যাইয়া কম্পিত কলেবরে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দিয়া নবাব নিম্নলিখিত সর্ত্তে মুচ্‌লিকা লেখাইয়া লইলেন—(১) রাজদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় যদি কোন প্রজা কলিকাতায় পলাইয়া যায়, তবে নবাবের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র তাহাকে সরকারে সমর্পণ করিতে হইবে। (২) গত কয়েকবৎসরের বাণিজ্যের দস্তুরি হিসাব দিতে হইবে এবং তাহাদের অপব্যবহার জনিত রাজকরের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিতে হইবে। (৩) বাগ্‌বাজারে পেরিংপয়েণ্টে যে দুর্গ-প্রাকার নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিতে, ও প্রজাগণের

সমূহ ক্ষতি হইতেছে বলিয়া কলিকাতার জমিদার হল্‌ওয়েল্ সাহেবের ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে হইবে। কুঠীতে আরও দুইজন কলেট ও ওয়াট্‌সন্ ইংরাজ ছিলেন। তাঁহাদিগকে আনিয়া মুচলিকায় তাঁহাদিগেরও স্বাক্ষর লওয়া হইল। তাঁহাদের তিনজনকে নবাবশিবিরে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। ৫ঠা জুন তারিখে দুর্গও নবাবের হাতে সমর্পিত হইল। নবাবের সৈন্যগণ কর্ত্তৃক দ্রব্যাদি লুণ্ঠিত হইল; অপমানিত হইয়া ইলিয়ট্ সাহেব আত্মহত্যা করিলেন। সৈন্যগণ মুর্শিদাবাদে বন্দী অবস্থায় রহিল; কামানবন্দুক নবাবের হস্তগত হইল।

ইহা করিয়াই যদি নবাব নিরস্ত থাকিতেন, তবেই তাঁহার পক্ষে মঙ্গলের হইত; পূজোপচারে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া নিশ্চয়ই ইংরাজ কর্ম্মচারিগণ কাশিমবাজারের কুঠীর পুনরুদ্ধার করিতেন। কিন্তু শনিরুদ্ধ নবাব তাহা না করিয়া, কলিকাতার অভিমুখে ধাবিত হইলেন। ইংরাজ মুচুলিকার সর্ত্ত প্রতিপালন করেন কিনা, তাহা দেখিবার সময়টুকু অপেক্ষা করিতেও তিনি রাজী হইলেন না। হুগলীর প্রধান সওদাগর খোজাবাজিদ্ এবং আমীরচাঁদ উভয়েই নবাবকে নিরস্ত করিবার জন্য অনেক ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ ভ্রাতাদ্বয়ও চেষ্টার ত্রুটি করিয়াছিলেন না—কিন্তু কোনও ফল হইল না। খোজাবাজিদ্‌কে নবাব কহিলেন, "ইংরাজগণ মুর্শিদকুলীখাঁর সময়ে যেমন, এখন যদি তেমনভাবে বাণিজ্য করিতে প্রস্তুত না হয়, তবে তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হইবে।" তাঁহাদিগের ধনদৌলত লাভের লোভও যে তাঁহার হৃদয়ে আধিপত্য করিতে ছিল না, এমন নহে।

৯ই জুন, কাশিমবাজার নবাবের হস্তগত হইয়াছে, এইরূপ সংবাদ পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী দিবসই সংবাদ আসিল যে, ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন। অমনি ঢাকা, বালেশ্বর, লক্ষ্মীপুর প্রভৃতি স্থানের কুঠীর কর্ম্মচারীদিগকে তহবিলপত্রসহ যত সত্বর সম্ভব কলিকাতায় চলিয়া আসিবার জন্য পত্র লেখা হইল। সাহায্যের জন্য মান্দ্রাজ ও বোম্বাইতে সংবাদ প্রেরণ করা হইল। ওলন্দাজ এবং ফরাসীদিগের নিকটও সাহায্য ভিক্ষা করা হইল,...কিন্তু কেহই অগ্রসর হইলেন না।

কলিকাতার দুর্গে এই সময়ে মাত্র ১৯০ জন সৈনিক ও ২৫০ শত ভলান্টিয়ার ছিল; ইহার মধ্যে সৈনিক ৬০ ও ভলান্টিয়ার ৬৫, মোট ১২৫ জন মাত্র ইংরাজ ছিল। ইঁহাদিগকে লইয়াই গবর্ণর ড্রেক্ সাহেব দুর্গরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। যেমন তেমন করিয়া ১৪শত সিপাহী ও আহার্য্য সংগ্রহ করা হইল।

বর্ত্তমান শিবপুর বাগানের স্থলে, ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে, নদীমুখ রক্ষা করিবার জন্য ছোটখাট রকমের একটি দুর্গ ছিল। ইহাতে ১৩টি কামান ও ৫০ জন সিপাহী ছিল। এই দুর্গকে টানা দুর্গ বলিত। ১৩ই জুন তারিখে জাহাজে চড়িয়া নদীপার হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গ অধিকার করিল, কতকগুলি কামান অকর্ম্মণ্য করিয়া বাকীগুলিকে জলে ফেলিয়া দিল। কিন্তু পরবর্ত্তী দিবসই হুগলির ফৌজদার-প্রেরিত সৈন্যদল আসিয়া ইংরাজদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

এদিকে আমীরচাঁদ যাহাতে পলাইয়া যাইতে না পারে এবং কৃষ্ণবল্লভও যাইয়া যাহাতে নবাবের সঙ্গে যোগদান না করে, এই জন্য ইহাদের উভয়কে ড্রেক সাহেব বন্দী করিয়া রাখিলেন।

১৫ই জুন তারিখে সসৈন্যে সিরাজ আসিয়া হুগলিতে পৌঁছিলেন। প্রকাশ্যভাবে যোগদান না করিলেও, ফরাসিগণ বারুদ দিয়া নবাবের সাহায্য করিলেন। কলিকাতায় হুলস্থূল পড়িয়া গেল—অনেকেই পলায়ন করিল, ফিরিঙ্গিগণ যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল।

১৬ই জুন বাগবাজারের দিক্ দিয়া কলিকাতা আক্রমণ আরম্ভ হইল, কিন্তু এদিকে নবাবসৈন্য কোনই সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। গুপ্তচরের সহায়তায় তাহারা সংবাদ পাইল যে, পূর্ব্ব ও দক্ষিণপূর্ব্ব দিক্ অরক্ষিত। পর দিবস তাহারা পূর্ব্বদিক্ দিয়া নগরে প্রবেশ করিয়া বড়বাজার পর্য্যন্ত দখল করিল ও অগ্নিসংযোগে বড়বাজার ভস্মীভূত করিল।

১৮ই জুন দুর্গের বহির্ভাগে কামানের খেলা হইল। পরাজিত হইয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া দুর্গে আশ্রয় লইল। ভাগীরথীর বক্ষে জাহাজ ও নৌকা প্রস্তুত ছিল; রাত্রিযোগে ইংরাজ-মহিলাগণকে সেখানে অপসারিত করা হইল; পুরুষগণ আর একদিন চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, এই পরামর্শ হইল। কিন্তু পরদিবস প্রাতে যখন ফিরিঙ্গি স্ত্রী ও বালকবালিকাদিগকে জাহাজে তুলিবার ব্যবস্থা করা হইল, তখন আর কাহারও চিত্তস্থৈর্য্য রহিল না। মহা কোলাহল করিয়া যে যে দিক্ দিয়া পারিল নৌকা ও জাহাজে যাইয়া উঠিতে লাগিল। স্বয়ং ড্রেক্ সাহেবও পলায়ন করিলেন। জাহাজ খুলিয়া দিল। যাহারা তীরে রহিল, তাহারা রোষে ক্ষোভে ও ভয়ে দুর্গদ্বার বন্ধ করিল। হল্‌ওয়েল্ সাহেব আরও দুইদিন দুর্গ রক্ষার চেষ্টা করিলেন।

২০শে জুন নবাব সৈন্য অমিততেজে দুর্গ আক্রমণ করিল। পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মানীবোদে দুর্গমধ্যে এখন মাত্র ১৭০ জন লোক ছিল। তাহারা আত্মসমর্পণ করিবার জন্য হল্‌ওয়েল্‌কে ধরিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই নানাদিক্ দিয়া নবাবসৈন্য দুর্গে প্রবেশ করিতে লাগিল—অনেক ইংরাজ সৈন্য হতাহত হইল। দুর্গশিরে নবাবের জয়পতাকা পৎপৎ করিয়া উড়িতে লাগিল। ৫টার সময় নবাব

যাইয়া দুর্গে প্রবেশ করিলেন। সর্ব্বপ্রথম আমীরচাঁদ ও কৃষ্ণবল্লভকে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব তাঁহাদিগকে সমুচিত সম্মান ও শিরোপা প্রদান করিলেন। সদস্যবর্গের অনুরোধে রাজবল্লভকে পূর্ব্বেই ক্ষমা করা হইয়াছিল। ইংরাজের কোষাগার অধিকৃত হইল। হল্‌ওয়েল্‌কে বন্দী অবস্থায় আনিয়া উপস্থিত করিলে, নবাব তাঁহার বন্ধন-মোচনের আজ্ঞা প্রদান করিলেন। মাণিকচাঁদের উপর দুর্গভার ন্যস্ত করিয়া নবাব স্বীয় শিবিরে ফিরিয়া আসিলেন। কয়েকজন গোরা নবাবসৈন্যের সঙ্গে কলহ করিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগকে বন্দী করিতে আদেশ দেওয়া হইল। রাত্রিকালে তাহাদিগকে ছোট একটা কামরায় বন্দী করিয়া রাখা হইল। অসহ্য গ্রীষ্মে ও দারুণ পিপাসায় অধিকাংশই মৃত্যুমুখে পতিত হইল, যখন রজনী ভোর হইল, তখন দেখা গেল, মাত্র ২৩ জন জীবিত রহিয়াছে। ইহাই হইল **"অন্ধকূপহত্যা"**। এই ভীষণ হত্যাকাণ্ডের জন্য সিরাজকে কোনমতেই দায়ী করা যায় না। ২১শে জুন সকাল বেলায় যখন তিনি এই ভীষণ কাহিনী অবগত হইলেন, তখনই বন্দীদিগকে বাহিরে আনিবার আদেশ প্রচার করেন। গুপ্ত কোষাগারের কোন সংবাদ না পাওয়াতে হল্‌ওয়েল্‌কে তিন জন অনুচরের সঙ্গে মীরমদনের অধীনে বন্দী করিয়া নৌকাযোগে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করা হইল। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কেরী নাম্নী যুবতীকেও আটক করিয়া রাখা হইল। তদ্ভিন্ন সমস্ত বন্দী ও বন্দিনীদিগকেই মুক্তি প্রদান করা হইল।

কলিকাতার নাম "আলিনগর" রাখিয়া ২রা জুলাই তারিখে নবাব হুগলীর নিকটবর্ত্তী স্থানে গঙ্গা পার হইয়া স্থলপথে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে রওনা হইলেন। আলিনগরের শাসন-ভারও রাজা মাণিকচাঁদের উপর ন্যস্ত হইল।

পথিমধ্যে ফরাসীরা সার্দ্ধ তিনলক্ষ ও ওলন্দাজগণ সার্দ্ধ চারিলক্ষ টাকা দিয়া নবাবের কোপদৃষ্টি হইতে রক্ষা পাইলেন। ইংরাজদিগকে কলিকাতায় পুনঃপ্রবেশের অনুমতি প্রদান করাও হইয়াছিল, কিন্তু জনৈক গোরা উন্মত্ত হইয়া একজন মুসলমানকে নিহত করিয়াছিল বলিয়া এই অনুমতি প্রত্যাহার করা হইল। ইংরাজগণ পলাইয়া ফল্‌তায় তাঁহাদের যে জাহাজ ছিল, সেই জাহাজে যাইয়া পৌঁছিলেন। আলিবর্দ্দী-বেগমের অনুকম্পায় কারামুক্ত হইয়া হল্‌ওয়েল্‌ও ১৬ই জুলাই তারিখে ফল্‌তায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কাশিমবাজারের বন্দী ওয়াট্‌স্‌ এবং কলেট্‌ সাহেবকেও তৎপূর্ব্বে ওলন্দাজদিগের হাতে অর্পণ করা হইয়াছিল।

এদিকে ১১ই জুলাই তারিখে মুর্শিদাবাদে পৌঁছিয়াই নবাব আদেশ প্রচার করিলেন যে তাঁহার রাজ্যমধ্যে যেখানে ইংরাজের যে সম্পত্তি আছে, তাহাই সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে।

ব্যাপার ক্রমেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বাহিরে ইংরাজের সঙ্গে শত্রুতা; গৃহেও ভীষণ ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল।

মীরজাফর প্রভৃতি সেনাপতিবর্গ এবং দুর্লভরাম প্রভৃতি হিন্দুকর্ম্মচারী সকলেই নবাবের ব্যবহারে ভারি উত্যক্ত ও অপমান বোধ করিতে লাগিলেন। পদে পদে তাঁহাদিগকে উপেক্ষা ও অপদস্থ করিয়া নূতন নূতন প্রিয়পাত্রদিগকে তাঁহাদের উপর নিযুক্ত করা হইতেছে। মাণিকচাঁদকে কলিকাতার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা, ইহাঁদের পক্ষে একেবারেই অসহ্য হইল। এদিকে অসদ্ব্যবহারে জগৎশেঠ প্রভৃতি গণ্যমান্য অনেক লোকও নবাবের উপর অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

সকলে মিলিয়া একটা ষড়যন্ত্র পাকাইতে লাগিলেন। মীরজাফর শওকৎজঙ্গকে লিখিলেন, তিনি যদি কতকগুলি নিয়ম পালন ও রাজ্যরক্ষার সুব্যবস্থা করিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ হন, তাহা হইলে সকলেই তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন। বিনাক্লেশে তিনি বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়া বসিবেন। প্রস্তাবটি ভারতের ইতিহাসে নূতন নহে—প্রজাশক্তি রাজাকে সিংহাসন দান করিতে যাইতেছে!

পত্র পাইয়া আলিবর্দ্দী খাঁর দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী শওকৎ-জঙ্গের মাথা ঘুরিয়া গেল। তাঁহার তুলনায় সিরাজও বরং ভাল, সিরাজের তবু বিবেচনা করিবার শক্তি ছিল। নাম লিখিতেও শওকৎজঙ্গকে গলদঘর্ম্ম হইতে হইত। তোষামোদ-কারীদিগের প্ররোচনায় তাঁহার হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। বার্ষিক এক কোটি রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইলে শওকৎ বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার মসনদ অধিকার করিয়া লইতে পারেন, এই মর্ম্মে দিল্লীর উজীরের স্বাক্ষরিত এক পরওয়ানাও ষড়যন্ত্রকারিদল সংগ্রহ করিয়া লইল। শওকতের যে টুকুও ধীরতা ছিল, এই পরওয়ানা দর্শন করিয়া সে টুকুও বিদায় হইল। তাঁহার নবাবী মেজাজ হইয়া উঠিল, অনেক পুরাতন কর্ম্মচারিদিগকে তিনি অপমানিত করিয়া বিদায় করিলেন। অকারণে কোষাধ্যক্ষ লালু হাজারীকে নির্ব্বাসিত করা হইল। লালু যাইয়া মুর্শিদাবাদে সিরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। সমস্ত অবগত হইয়া নবাব কিছু চিন্তিত হইলেন, দেখিলেন নিজের ওম্‌রারাও তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে উদ্যত হইয়াছেন। তখন তিনি তাঁহাদিগের মনোরঞ্জন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদিগের পরামর্শ মত কাজ করিতে লাগিলেন। শওকৎ-জঙ্গের চরিত্রের বিষয় অবগত হইয়া পূর্ব্বেই ষড়যন্ত্রকারিদল অনেকটা হতোৎসাহ হইয়া পড়িয়াছিলেন, এখন তাঁহারা

আরও নরম হইয়া আসিলেন। শওকতের অভিপ্রায় জানিবার জন্ম তাঁহার নিকট এক পত্রও প্রেরণ করা হইল, তদুত্তরে মস্তিষ্কশূন্য যুবক লিখিলেন, "আমি নবাবীর সনন্দ পাইয়াছি। তাই বলিয়া তোমাকে প্রাণে মারিতে চাই না। তুমি ঢাকা জেলার যেথানে ইচ্ছা, যাইয়া বসবাস করিতে পার, তোমার ভরণপোষণের সেই জায়গা আমি সনন্দদ্বারা তোমাকে লিখিয়া দিব। ইতিমধ্যে রাজকোষসহ অন্যান্য দ্রব্যাদি তুমি আমার কর্ম্মচারীদিগের নিকট বুঝাইয়া দিয়া মুর্শিদাবাদ হইতে প্রস্থান করিবা।"

পত্রের মর্ম্ম অবগত হইয়া সকলেই বলিলেন, শওকৎকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। তখন বর্ষাকাল, শরতের প্রারম্ভেই যুদ্ধারম্ভ হইবে, স্থির হইল। এদিকে দুর্ভাগ্যবশতঃ, এতদিন পর্য্যন্ত সিরাজ দিল্লীদরবার হইতে কোনই সনন্দ লন নাই, সেই কথা উত্থাপিত হইল। নবাব মহাতাপচাঁদ জগৎশেঠকে দায়ী করিলেন, শেঠেরাই বরাবর এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে সকল লোকের সম্মুখে বিস্তর অপমান সহ্য করিতে হইল। 'রাজকোষে অর্থের অনাটন'—শেঠবাহাদুর এই টুকু বলিতে না বলিতেই সিরাজ আদেশ করিলেন, 'বণিক্‌দিগের নিকট হইতে তিন কোটী টাকা তুলিয়া লও'। জগৎশেঠ আবার প্রতিবাদ করিলেন, "ইহাতে প্রজাদের উপর বড় জুলুম করা হইবে।" আর সিরাজের সহ্য হইল না। কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জ্জিত হইয়া প্রকাশ্য দরবারেই তিনি বৃদ্ধ জগৎশেঠের গণ্ডে চপেটাঘাত করিলেন। শুধু তাহাই নহে, তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাইবারও আদেশ প্রদান করিলেন। মীরজাফরপ্রমুখ সকলেই ইহাতে আপত্তি করিলেন, নবাব কাহারও কথা শুনিলেন না। তখন ক্রুদ্ধ ক্ষুণ্ণ সেনাপতি কহিলেন, "যতদিন না দিল্লী হইতে সনন্দ আনা হইবে, ততদিন আমি কি আমার সহকারী কেহই আপনার সপক্ষে অস্ত্রধারণ করিব না।" তখন সিরাজ অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিলেন, কারামুক্ত করিয়া জগৎশেঠের নিকট ক্ষমা চাহিলেন। সকল গোলমাল মিটিয়া গেল।

বর্ষান্তে শওকতের বিরুদ্ধে যাত্রা করা হইল। পাটনার নায়েব-নাজিম রাজা রামনারায়ণকে ঐ দিক্ হইতে আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করা হইল। এদিকে স্বয়ং সিরাজ রাজমহলের পথে এবং রাজা মোহনলাল মালদহ জেলার দিক্ হইতে শওকৎকে আক্রমণ করিবার জন্য বিপুল আয়োজন করিয়া রওনা হইলেন। নবাবগঞ্জ ও মনিহারীর মধ্যবর্ত্তী সুরক্ষিত স্থানে শওকৎ সৈন্য সমাবেশ করিয়াছেন। উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। শওকতের পক্ষে শ্যামসুন্দর ও সিতাবলাল এবং সিরাজের পক্ষে মোহনলাল ও লালুহাজারী, এই চারিজন হিন্দুবীর ছিলেন। যুদ্ধে শওকৎপক্ষ পরাজিত হইল। নেশায় অজ্ঞান শওকৎকে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ় করাইয়া পলায়নপর সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল; সেই সময়ে শত্রুপক্ষের একটা গোলা আসিয়া তাঁহার ললাটদেশ বিদীর্ণ করিল।

যুদ্ধান্তে কিছুদিন পর্য্যন্ত মহারাজ মোহনলাল পুর্ণিয়ায় থাকিয়া শত্রুপক্ষের সম্পত্তির বিলিবন্দোবস্ত করেন। তাঁহার প্রত্যাগমনের পরে পুর্ণিয়ার শাসনভার তাঁহার পুত্রের উপর ন্যস্ত হয়।

এদিকে ফল্‌তার জাহাজে ইংরাজদিগের দুর্গতির সীমা রহিল না। খাদ্যদ্রব্যের অভাবে তাঁহাদের বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। শোভাবাজার-রাজবংশের প্রবর্ত্তক নবকৃষ্ণ, আমীরচাঁদ প্রভৃতি কয়েকজন লোক সংগোপনে যাহা সংগ্রহ করিয়া দিতেন, তাহাতেই কোনপ্রকারে তাঁহাদের দিন গুজরান হইতে লাগিল। ১৭৫৬খৃঃ অব্দের প্রারম্ভে ফরাসীদিগের সহিত বিবাদ বাধিবার উপক্রম হইলে একদল রণপোত লইয়া ওয়াট্‌সন্ ও ক্লাইব বিলাত হইতে ভারতের পূর্ব্বোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে কলিকাতার দুঃসংবাদ যাইয়া মান্দ্রাজ-দরবারে পৌঁছিল। অনেক বাদানুবাদের পরে কলিকাতা উদ্ধারের চেষ্টা করা হইবে, স্থিরীকৃত হইল। ক্লাইবকে প্রধান সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার ও নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সনের অধীনে ১৬ই অক্টোবর তারিখে কোম্পানীর পাঁচখানি জাহাজ ও পাঁচখানি রণতরী নয়শত গোরা ও পনের শত সিপাহী লইয়া কলিকাতার অভিমুখে রওনা হইল। পথিমধ্যে অনেক বিপদ্ আপদ্ সহ্য করিয়া ডিসেম্বর মাসে তাঁহারা ফল্‌তায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

বাঙ্গালায় ইংরাজকে পুনরায় বাণিজ্য করিবার অধিকার দান করিবার জন্য আর্কটের নবাব মহম্মদ আলীর, নিজাম সলাবৎজঙ্গের এবং মান্দ্রাজের অধ্যক্ষ পিগট্ সাহেবের তিনখানা অনুরোধপত্র ক্লাইব সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি নিজেও একখানা লিখিয়া সেই পত্রগুলি মাণিকচাঁদের নিকট প্রেরণ করিলেন। মাণিকচাঁদ তাহা সিরাজের নিকট পাঠাইলেন না। তখন আরও দুইখানা পত্র সিরাজকে লিখিয়া এবং ইংরাজ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়াই আসিয়াছে, নগরের মধ্যে এইরূপ আতঙ্ক জন্মাইবার জন্য তখনই তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ করিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর তারিখে মায়াপুরের সন্নিকটে অবতরণ করিয়া স্থলপথে ইংরাজসৈন্য বজবজের দিকে অগ্রসর হইল। সংবাদ পাইয়া রাজা মাণিকচাঁদও বজ্‌বজ্‌

রক্ষার্থে রওনা হইলেন। উভয় পক্ষে একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই মাণিকচাঁদ পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেন। কিন্তু দুর্গ তখনও অধিকৃত হয় নাই। জলপথে আসিয়া ওয়াট্‌সন্‌ দুর্গের উপর অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ করিতে না করিতেই সৈন্যগণ দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

মাণিকচাঁদ কলিকাতায় দুর্গ রক্ষার্থ পাঁচশত মাত্র সিপাহী রাখিয়া প্রথমে হুগলী, পরে হুগলী হইতে মুর্শিদাবাদের অভিমুখে পলায়নপর হইলেন।

বজ্‌বজ্‌ অধিকারের পরে ক্লাইব ও ওয়াট্‌সন্‌ টানা দুর্গের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দুর্গরক্ষিগণ আগেই পলায়ন করিয়াছিল। বিনা রক্তপাতে দুর্গ ইংরাজের হাতে আসিল।

ইহার পরে ২রা জানুয়ারি তারিখে ক্লাইব্‌ আসিয়া কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। তৎপূর্ব্বে দুইখানা যুদ্ধ জাহাজও আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই জাহাজের সঙ্গে দুর্গরক্ষীদের সামান্য একটু গুলিগোলা বর্ষণের পরেই তাহারা দুর্গ ছাড়িয়া পলায়ন করিল। নয়জন মাত্র লোকের প্রাণ বলি দিয়া ক্লাইব কলিকাতার দুর্গ পুনরধিকার করিলেন। তাঁহাদের পূর্ব্বের জিনিষপত্র প্রায় সকলই পাওয়া গেল। আবার ড্রেক্‌ দুর্গস্বামী নিযুক্ত হইলেন। ইহার পরে ইংরাজের দৃষ্টি হুগলীর উপর পড়িল। চারিখানা যুদ্ধ জাহাজ লইয়া কিল্‌প্যাট্রিক্‌ ও কাপ্তেন কুট ১০ই জানুয়ারির তারিখে হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিয়ৎকাল অগ্নিবৃষ্টি করিতেই দুর্গরক্ষিগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিল। সপ্তাহখানেক ধরিয়া দুর্গ, ফৌজদারের সম্পত্তি, নগর এবং বাণ্ডেল প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলি লুণ্ঠন করিয়া ইংরাজসৈন্য কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল।

ওয়াট্‌সন্‌ নবাবকে ইংরাজের বাণিজ্যাধিকার পুনঃ প্রদানের অনুমতি ও ক্ষতিপূরণ চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। উত্তরে সিরাজ্‌উদ্দৌলা লিখিয়া পাঠাইলেন "ড্রেক্‌ আমার দুর্ব্বিনীত প্রজাকে আশ্রয় দিয়াছিল। তাহাকে শাস্তি দিয়াছি। অন্য অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলে আবার ইংরাজকে বাণিজ্য করিতে দিতে প্রস্তুত আছি।" ইহার উত্তরে ওয়াট্‌সন্‌ আবার লিখিলেন "আপনার কর্ম্মচারিগণ আপনাকে প্রতারিত করিয়াছে। তাহাদিগকে শাস্তি দিন ও আমাদের ক্ষতিপূরণ করুন। কোম্পানীকে লিখিলেই তাহারা ড্রেকের বিচার করিবেন।"

কিন্তু এই পত্র নবাবের নিকট যাইয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই হুগলীর লুণ্ঠনবার্ত্তা আসিয়া পৌঁছিয়াছে। তিনি আর সহ্য করিতে পারিলেন না। অবিলম্বে সসৈন্যে কলিকাতার দিকে রওনা হইলেন।

এই সময়ে ফরাসীদের সঙ্গে আবার ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। পাছে বা ফরাসীরা যাইয়া নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইব সশঙ্কিত হইয়া উঠিলেন এবং নবাবের সঙ্গে সন্ধিবন্ধন করিবার জন্য জগৎশেঠকে পত্র লিখিলেন। জগৎশেঠের কৌশলে প্রশমিতরোষ সিরাজ হুগলী হইতে সন্ধি সমর্থন করিয়া ইংরাজদিগকে লিখিলেন, "তোমরা হুগলী লুণ্ঠন করিয়া আমার প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছ। তাহার প্রতীকারের জন্য আমি এখানে আসিয়াছি, যদি ভবিষ্যতে বণিকের মতই চলাফেরা করিতে স্বীকৃত হও, তবে আমিও তোমাদের ক্ষতিপূরণ করিতে প্রস্তুত আছি। আর যদি খৃষ্টান হইয়াও তোমরা যুদ্ধই চাও, তবে আর আমার দোষ কি?" উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ৩০শে জানুয়ারী তারিখে নবাব সসৈন্যে কলিকাতার অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্লাইব্‌ও নিশ্চেষ্ট বসিয়া ছিলেন না। বাগ্‌বাজারের মাইলখানেক উত্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়া তিনি নবাবের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। নবাবের অগ্রগামী সৈন্যের সহিত ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তাঁহার সংঘর্ষ হইল। কোন পক্ষই হটিল না। সিরাজ আসিয়া নবাবগঞ্জে পৌঁছিয়া ইংরাজ সন্ধি করিতে প্রস্তুত কিনা জানিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। নবাবের ভয়ে কেহ ইংরাজদিগকে খাদ্যদ্রব্য সরবরাহ করিতেছিল না, দেশীয় ভৃত্যগণও সরিয়া পড়িতেছিল। কাজেই ক্লাইব্‌ও সন্ধির জন্যই ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলেন! নবাবের পত্র পাইয়া তিনি দুইজন ইংরাজদূতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে নবাব আসিয়া কলিকাতায় পৌঁছিয়াছেন। আমীরচাঁদের বাগানে প্রকাশ্য দরবার হইল। দূতদ্বয়কে দেওয়ানের শিবিরে যাইয়া সন্ধিপত্র সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবার আদেশ প্রদান করিয়া সিরাজ সভা ভঙ্গ করিলেন। অমাত্যবর্গের ভাব দেখিয়া দূতদ্বয়ের বড় ভয় হইল। এদিকে আমীরচাঁদও গোপনে তাহাদিগকে সাবধান হইতে পরামর্শ দিলেন। তাহারা রাত্রির অন্ধকারে পলাইয়া যাইয়া সকল অবস্থা জ্ঞাপন করিলেন। ক্লাইব্‌ তৎক্ষণাৎ লোকলস্কর লইয়া আসিবার জন্য ওয়াট্‌সন্‌কে পত্র লিখিলেন। মধ্যরাত্রের পূর্ব্বেই ছয়শত সৈন্য আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিল। ক্লাইবের অধীনে এখন পাঁচশত গোরা, আটশত সিপাহী ও ৬০ জন গোলন্দাজ মাত্র; এদিকে নবাবের দলে ১৮ হাজার অশ্বারোহী ১৫ হাজার পদাতিক, অসংখ্য অনুচর ৫০টি হস্তী ও ৪০টি কামান ছিল।

কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভীত বা বিচলিত না হইয়া ক্লাইব্‌ সেই রাত্রেই নবাবসৈন্য আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। নিঃশব্দে সাঁরি বাঁধিয়া ইংরাজসৈন্য যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিল। প্রথমতঃ নিদ্রার ঘোরে এমন অতর্কিত আক্রমণে নবাব-সৈন্য কতকটা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল। কিন্তু শেষে তাহারা

প্রকৃতিস্থ হইয়া ইংরাজসৈন্যের উপর গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অনেকক্ষণ যুদ্ধ করিয়া ৫৭জন হত ও ১৩৭জন আহত হইলে, ইংরাজসৈন্য হটিয়া আসিল।

কিন্তু এই নৈশ আক্রমণে নবাব বড় ভয় পাইলেন। তাঁহার অনেক ক্ষতি হইয়াছে। সন্ধির জন্য পুনরায় তিনি ইংরাজশিবিরে লোক প্রেরণ করিলেন। দূরদর্শী ইংরাজ সন্ধির প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

উভয় পক্ষই সন্ধিবন্ধনের জন্য সমুৎসুক। ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দারুণ অপমানজনক সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল; ইংরাজদিগের অভিপ্রায় অনুসারে সেনাপতি মীরজাফর এবং দেওয়ান দুর্লভরামও এই সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে কোম্পানীকে আবার বাণিজ্য করিবার সমস্ত অধিকারই প্রদান করা হইল; কলিকাতার দুর্গ সংস্কার করিবার এবং বিনা বাটায় কোম্পানীর নিজ নামে টাকা প্রচলন করিবার অধিকারও তাহাদিগকে দেওয়া হইল। আর লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যর্পণ বা তাহাদের ন্যায্যমূল্য প্রদান করিবেন বলিয়া নবাব সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিলেন। ইহাও উল্লেখ থাকিল, যে কোন তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধের সময় উভয়কে উভয়ে সাহায্য করিবেন।

ফরাসীগণ পাছে নবাবের সঙ্গে যোগদান করে, এই ভয়ে ক্লাইব্‌ তাঁহার সঙ্গে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। তিনি আবার ফরাসীদিগের সঙ্গে বিবাদ করিতে উদ্যত হইয়া উঠিলেন; নবাবের নিকট এই জন্য সাহায্য প্রার্থনাও করিলেন। অসন্তুষ্ট নবাব মুখে কিছুই প্রকাশ করিলেন না, কেবল বলিয়া পাঠাইলেন দাক্ষিণাত্য হইতে বুসী যদি দলবল লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে উদ্যত হন, তবে যেন তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া না হয়।

নবাবের "মৌনং সম্মতিলক্ষণং" ভাবিয়া ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শুনিয়া নবাব নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। শুধু তাহাই নয়, হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমারের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে তিনি লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ চন্দননগর আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইলে বাধা দিও।"

ওয়াট্‌স্‌ সাহেব ও আমীরচাঁদ চন্দননগর অধিকারের পরে দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দিবার লোভ দেখাইয়া নন্দকুমারকে হস্তগত করিলেন। তাহার পর ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে তাঁহারা যাইয়া অগ্রদ্বীপে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। আমীরচাঁদ যখন ব্রাহ্মণের পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, ইংরাজ সন্ধিবন্ধন রক্ষা করিবেনই, তখন নবাব, মীরজাফরকে সসৈন্যে চন্দননগর যাইবার যে আদেশ দিয়াছিলেন, সেই আদেশ প্রত্যাহার করিলেন। ক্লাইবও লিখিয়া পাঠাইলেন "নবাব অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহারা ফরাসীদিগের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না।"

মুর্শিদাবাদ দরবারে ফরাসী পক্ষই প্রবল ছিলেন। খোজা বাজীদ ও জগৎশেঠ উভয়ই তাঁহাদের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলেন। যাহাতে এই উভয় পক্ষে কোন গোলমাল না হয়, এই জন্য নবাব ইংরাজদিগকে নানারূপে বুঝাইতে লাগিলেন। যে কারণেই হউক ইংরাজপক্ষও আপাততঃ শান্ত রহিলেন"।

এদিকে নবাব এক নূতন বিপদের সংবাদ পাইলেন। দিল্লী বিধ্বস্ত করিয়া আহাম্মদ্‌ সা আব্‌দালী বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। রাজ্যরক্ষার্থ সিরাজ্‌উদ্দৌলা পাটনার দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্কল্প করিয়া সন্ধি-পত্রের সর্ত্তানুযায়ী ইংরাজদিগের নিকট সৈন্যসাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন।

এই সুযোগ দেখিয়া ইংরাজ আবার ফরাসীদমনের ধূয়া তুলিলেন। উত্তর লিখিলেন, "শত্রু এত নিকটে থাকিতে কেমন করিয়া আমরা যাইয়া অতদূরে আপনার সঙ্গে যোগদান করিব? বলেন ত' চন্দননগর হইতে ফরাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া যাইয়া আপনার সাহায্যার্থ উপস্থিত হই।" সঙ্গে সঙ্গে নবাবকে বিশেষরূপে ভয়ও দেখান হইল, "আপনি সন্ধিপালনে প্রস্তুত নহেন দেখিতেছি। আমাদের প্রাপ্য টাকা শীঘ্র পরিশোধ না করিলে আপনার সমূহ বিপদ্‌ ঘটিবে। আমরা এমন সমরানল প্রজ্বলিত করিব যে সমস্ত গঙ্গার জলেও তাহা নির্ব্বাপিত হইবে না।" ইহার উত্তরে সিরাজ লিখিলেন, "মধ্যে হোলীর বন্ধ পড়িয়াছিল বলিয়া অঙ্গীকৃত টাকা দিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি ফরাসীদিগের সাহায্য করি নাই। এখনও আমি অনুরোধ করিতেছি, আপনারা সন্ধি স্থাপন করুন।" তখন ইংরাজপক্ষ হইতে লেখা হইল "পাঠান আসিলেই আমরা আপনার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইব। চন্দননগরের ফরাসীদিগের সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিবার অধিকার নাই। কাজেই তাহাদিগের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন হইতে পারে না। সম্প্রতি আমরা আপনার সাহায্যার্থ চন্দননগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকিব।"

ইহার উত্তরে সিরাজ এক বিস্তৃত পত্র লেখেন, তাহার মর্ম্ম এই—চন্দননগরের ফরাসী যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করিবে, তাহা যদি অন্য সকলে অমান্য করে, তবে আর কেমন করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বাস করা যায়? ফরাসীরাও আমার প্রজা, আমার শরণাগত। তাই তাহাদিগকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমি আপনাদিগকে সন্ধি করিতে লিখিয়াছিলাম। আপনাদের সঙ্গে বিরোধে তাহাদিগকে সাহায্য করা আমার উদ্দেশ্য নহে। শরণাগত শত্রুকেও আশ্রয় দিতে হয়; তবে, যদি তাহাদের সরলতায় সন্দেহ করিবার কারণ থাকে, তখন অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা হইবে।

ইহাতে নবাব ইংরাজদিগকে ফরাসী আক্রমণ করিবার অনুমতি দিয়াছেন কি না, এবং এ পত্রই নবাব লিখিয়াছিলেন কি না, সে বিষয়ে নানা রকমের মত আছে। যাহাই হউক, ওয়াট্‌সন্‌ ইহাকে অনুমতিপত্রস্বরূপই ধরিয়া লইলেন।—পরে চন্দননগর আক্রমণের বিরুদ্ধে নবাবের দরবার হইতে নানারূপ পত্র আসা সত্ত্বেও তাঁহার সংকল্পের ব্যতিক্রম ঘটিল না। জলপথে তিনি স্বয়ং ও স্থলপথে ক্লাইব্‌ চন্দননগরের দিকে ধাবিত হইলেন। জলপথে যাহাতে ইংরাজসৈন্য চন্দননগর পর্য্যন্ত আসিতে না পারে, তজ্জন্য ফরাসীগণ গঙ্গায় কতকগুলি জাহাজ নিমজ্জিত করিয়া রাখে। ইহাদের মধ্য দিয়া চলিবার জন্য সঙ্কীর্ণ একটি পথ ছিল, টেরানু নামক জনৈক বিশ্বাস-ঘাতক ফরাসীসৈনিক সেই পথ দিয়া ইংরাজদিগকে চন্দননগরের নিম্নদেশে আনিয়া হাজির করে! উৎকোচে বশীভূত হইয়া নবাবের উপদেশ সত্ত্বেও হুগলীর ফৌজদার রাজা নন্দকুমার এই অত্যাচার দমন করিতে অগ্রসর হইলেন না। অসহায় ফরাসীগণ প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত হইল, দুর্গ ও তৎসঙ্গে দশলক্ষ টাকা ইংরাজদিগের হস্তগত হইল।

ইংরাজসৈন্য চন্দননগরের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এই সংবাদ পাইয়া সিরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যার্থ একদল সৈন্য প্রেরণ করেন, এতক্ষণে ফরাসীরা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, যাইয়া কোন ফল নাই! বলিয়া নন্দকুমার সেই সৈন্যদলকেও প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। নিজের আচরণ সমর্থন করিয়া তিনি যে কৈফিয়ৎ দিলেন, তাহা সন্তোষজনক হইল না। দুঃসময়ে পড়িয়া প্রকাশ্যে কিছু না বলিলেও সিরাজ তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিতে লাগিলেন।—আবার ফরাসী ফরাসী করিয়াই ইংরাজ ও নবাবে গোল বাধিল। চন্দননগর হইতে বিতাড়িত ফরাসীরা যাইয়া নবাবদরবারে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজগণ প্রমাদ গণিলেন। নবাব যদি তাহাদের সঙ্গে যোগদান করেন, তবে আর ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা যাইবে না। সন্ধির মর্ম্ম অনুসারে ফরাসীরা নবাবেরও শত্রু, এমত অবস্থায় তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়া নবাব সন্ধিপত্রের উল্লঙ্ঘন করিতেছেন, ইত্যাদি মর্ম্মের চিঠি নবাবকে লেখা হইল এবং ভয়প্রদর্শনার্থ হুগলীর উত্তরে যাইয়া একদল ইংরাজসৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিল। নবাব ভারি অসন্তুষ্ট হইলেন; তথাপি যখন সংবাদ পাইলেন যে, কতকগুলি ফরাসী-জাহাজ ভারতবর্ষের দিকে আসিতেছে, তখন চতুরতা অবলম্বন-পূর্ব্বক লিখিয়া পাঠাইলেন, "ইংরাজ সৈন্যের অত্যাচারে হুগলী বর্দ্ধমান হিজলী প্রভৃতি স্থান জনশূন্য হইয়া উঠিয়াছে, আপনাদের পক্ষ হইতে নাকি আবার কালীঘাটও কলিকাতার জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবী করা হইয়াছে। আপনারা নিশ্চয়ই এ সকল ব্যাপারের কিছুই জানেন না। যাহাতে এই সকল রহিত হইয়া অঙ্কুরিত বন্ধুভাবই উত্তরোত্তর পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়, আশা করি তাহাই করিবেন। এদিকে শুনিলাম ফরাসীরা দক্ষিণপথ হইতে ফৌজ আনিতেছে। আমার রাজ্যে যদি তাহারা বিবাদ করিতে চায়, লিখিবেন, আপনাদের সাহায্যার্থ আমি সিপাহী পাঠাইয়া দিব। আপনাদের অঙ্গীকৃত টাকাগুলি আমি প্রায় পরিশোধ করিয়া আনিয়াছি।"

ইংরাজপক্ষ নবাবের বন্ধুত্বের উপর বড়ই দাবী করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্লাইব লিখিয়া পাঠাইলেন, "কাশিমবাজারে যদি ফরাসীরা আশ্রয় পাইতে থাকে, তবে আর নবাবের বন্ধুতা কোথায়?"—ক্রোধে দিগ্বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হইয়া সিরাজ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "না, আর না। ওয়াট্‌সন্‌কে শূলে চড়াইলে তবে আমার জ্বালার নিবৃত্তি হইবে!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই তাঁহার চৈতন্য সঞ্চার হইল। ইংরাজ পক্ষীয় পারিষদেরাও বুঝাইলেন যে "মুষ্টিমেয় কয়েকটা ফরাসীর জন্য ইংরাজের সঙ্গে বিবাদ করিয়া দেশে অশান্তি স্থাপন করা যুক্তিসঙ্গত নহে।" তখন ফরাসীদিগকে স্থানান্তরিত করাই সমীচীন মনে করিয়া নবাব কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ মুঁসো ল সাহেবকে দরবারে ডাকিয়া পাঠাইলেন। প্রথমেই ওয়াট্‌স্‌ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। ওয়াট্‌স্‌ কহিলেন "নবাবের ইচ্ছা যে, এখানকার কুঠী সমর্পণ করিয়া আপনারা কলিকাতায় যান।" মুসোঁ তাহাতে অস্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। নবাব সদয়ভাবে কহিলেন "ওয়াট্‌সের প্রস্তাবে রাজী না হইলে আপনাদিগকে আমার এ রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে হইবে। আপনাদের জন্য সমস্ত রাজ্য আমি বিপন্ন করিতে পারি না। আমি যখন আপনাদের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলাম, তখন আপনারা বিমুখ হইয়াছিলেন। এখন আমার নিকট আপনারাও সাহায্য আশা করিতে পারেন না।" তখন উপায়ান্তর অভাবে ফরাসীরা পাটনার দিকে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময় নবাব বলিলেন, "ভগবান্‌ আপনাদের পথ প্রদর্শক হউন।"

নবাবের অবস্থা ক্রমেই অধিকতর কণ্টকিত হইয়া উঠিতে লাগিল, অমাত্য ও পারিষদবর্গকে তিনি সন্দেহের চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহারাও তাঁহাকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা দূরে সরিয়া পড়িতেছেন। দোস্ত মহম্মদ খাঁ সাসেরামে চলিয়া গেলেন। মোহনলালের কর্তৃত্ব সহ্য হইবে না বলিয়া রাজা দুর্ল্লভরাম সৈন্যদল লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে দূরে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন। সন্দেহে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া সিরাজ এ সময়ে আবার জগৎশেঠকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিতে লাগিলেন। ইংরাজের সঙ্গে সেই কলঙ্কিত সন্ধিস্থাপন-

সময়ে মীরজাফর ইংরাজদিগের পক্ষ ছিলেন বলিয়া, তাঁহার শত্রুগণ তাঁহার উপর হইতে নবাবের মন বিগ্‌ড়াইয়া দিল। পূর্ব্বে আবার প্রধান সেনাপতিত্ব পাইয়া তিনি কথঞ্চিৎ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এখন আবার নবাবের উপর বীতরাগ হইয়া তিনি দরবারে আসা একেবারে বন্ধ করিয়া দিলেন।

তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিবার মত যথেষ্ট কারণ যে ছিল না, এমন নহে। তথাপি স্থিরবুদ্ধি কৌশলী লোকে যাহা করিত, সিরাজ তাহা করিতে পারিলেন না। শত্রু ইংরাজ শিয়রে দাঁড়াইয়া; তথাপি তাঁহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া যে আবার বাধ্য ও বশীভূত করিবেন, তাহা তিনি করিতে পারিলেন না। নবীন মন্ত্রী মোহনলাল কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত, অন্য কাহারও নবাবকে সুপরামর্শ দিবার মত সৎসাহস ছিল না, কাজেই উভয় পক্ষের মধ্যে যে মনোমালিন্য সঞ্জাত হইয়াছিল, তাহা ক্রমেই অধিকতর ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। কৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য মাণিকচাঁদ প্রথমে বন্দী হন, শেষে দশলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন, যাহাতে নবাবের বিপক্ষদল অধিকতর ক্ষেপিতে থাকে, তিনিও তাহার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ভিতরে যখন এরূপ অবস্থা, বাহিরে তখন সিরাজের মাথার উপর বজ্রগর্ভ মেঘ উদিত হইতেছিল। ফরাসীরা পাটনার দিকে অগ্রসর হইতেছে, শুনিয়াই ক্লাইব্ তাহাদের পিছনে এক-দল সৈন্য প্রেরণ করিবার সংকল্প করিলেন। কথাটা নবাবের কাণে গেল। দুষ্টা সরস্বতী তাঁহার স্কন্ধে চাপিল—ক্রোধে আত্ম-হারা হইয়া তিনি আদেশ করিলেন, ইংরাজদূত এখনই আমার দরবার হইতে চলিয়া যাউক, আর ইংরাজেরা ফরাসীদের উপর কোনরূপ অত্যাচার করিবে না, ওয়াট্‌স্ যদি এই মর্ম্মে অঙ্গী-কারপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকৃত না হন, তবে অবিলম্বে তিনি কাশিমবাজার ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রস্থান করুন। তিন দিনের সময় লইয়া ওয়াট্‌স্ কলিকাতায় সকল লিখিয়া পাঠাই-লেন। অর্থাদি তথায় স্থানান্তরিত করিবার আদেশ দিয়া কলি-কাতার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন ও কাশিমবাজার রক্ষার জন্য ৪০ জন গোরা ও নৌকায় করিয়া আহার্য্যের আবরণে কিছু গুলিবারুদও পাঠাইলেন। ওয়াট্‌সন্ নবাবকে লিখিয়া পাঠাইলেন, একজন ফরাসীও যতক্ষণ এদেশে থাকিবে, ততক্ষণ আমরা নিরস্ত হইব না। তবে, তাহারা যদি আত্মসমর্পণ করে, তবে আর তাহাদের কোন অনিষ্ট করা হইবে না। শীঘ্রই আমরা কাশিমবাজারে সৈন্য পাঠাইতেছি; তখন যাহাতে দুই সহস্র সৈন্য আমরা স্থলপথে পাটনা পাঠাইতে পারি, আপনাকে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। তবেই আপনার দেশে শান্তি সংস্থা-পিত হইবে। ক্রমেই সন্ধির মর্ম্ম ও প্রসার তাহারা বর্দ্ধিত করিয়া লইতেছেন।

সিরাজের নিতান্তই দুঃসময় উপস্থিত, তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, দরবারের প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্ম-চারিবর্গের সঙ্গে নবাবের মনোমালিন্য চলিতেছে, এই সংবাদ পাইয়া ক্লাইব্ ওয়াট্‌স্ সাহেবকে তাহাদিগের সঙ্গে বন্ধুতা স্থাপ-নের জন্য পত্র লিখিলেন। বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীর দলও ইহাই চাহিতেছিলেন। এখন জগৎশেঠের মন্ত্রণাভবনে ক্রমাগত ষড়যন্ত্র চলিতে লাগিল, রাজ্যের অনেক মাতব্বরই ইহাতে সংলিপ্ত ছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ষড়যন্ত্রকারীর দলে ছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সময় বুঝিয়া ঘেসেটী বেগমও যোগদান করিলেন, তাঁহার হাতে কিছু অর্থ ছিল; তাঁহার সাহায্যে তিনি মীরজাফরকেও হস্তগত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংরাজেরাও যাহাতে এই ষড়যন্ত্রে সংলিপ্ত হন, আমীরচাঁদের মধ্যস্থতায় তাহারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। তাঁহা-দিগের মনোভাব বুঝিবার জন্য জগৎশেঠ ২০শে এপ্রিল নবা-বের একজন অশ্বারোহী দলের অধিনায়ক, ইয়ার লুৎফ্ খাঁকে ওয়াট্‌স্ সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। নিজে সাক্ষাৎ করিতে সাহসী না হইয়া ওয়াট্‌স্ আমীরচাঁদকে তাঁহার নিকট পাঠাইলেন। লুৎফ্ খাঁ মীরজাফরের হইয়া বলিলেন, 'পাটনা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই নবাব ইংরাজদিগকে দূরীভূত করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার চরিত্রে ঘৃণাপরবশ হইয়া প্রধান প্রধান পাত্রমিত্রগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র গড়িয়া তুলিতেছেন। উপযুক্ত নেতার অভাবে তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে কোন কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে নবাব করিলে জগৎশেঠ, দুর্ল্লভরাম প্রভৃতি সকলকেই ইংরাজদিগের সহায়তা করিতে প্রস্তুত আছেন। এজন্য ইংরাজেরা আমার সঙ্গে যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে চাহেন, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি। নবাব পাটনায় গেলে, তাঁহার অনুপস্থিতি-সুযোগে সহজেই রাজধানী অধিকার করা যাইবে।' আমীরচাঁদের মুখে এই প্রস্তাব অবগত হইয়া ওয়াট্‌স্ তখনই সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন এবং এই মর্ম্মে ক্লাইবকেও পত্র লিখিলেন।

পর দিবসই আবার মীরজাফরের প্রেরিত খোজা পিক্রু যাইয়া ওয়াট্‌সের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিল। মীরজাফর বলিয়া পাঠাই-য়াছেন, আমার নিজের জীবনের আশঙ্কা হইয়াছে বলিয়াই আমি নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিতে ইংরাজগণ সহায়তা করিলে দুর্ল্লভরাম, জগৎ-শেঠ প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোকেরাও যোগ দান করিতে সম্মত

ও স্বীকৃত আছেন, ইংরাজদিগের মত হইলে অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। কিন্তু সিরাজের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিবার জন্য আপাততঃ হুগলী হইতে ইংরাজশিবির তুলিয়া লইতে হইবে। এই সংবাদ পাইয়াই ক্লাইব ফরাসীদলের জন্য সৈন্যপ্রেরণ আপাততঃ বন্ধ রাখিয়া নবাবকে একখানি মধুর পত্র লিখিলেন, এবং হুগলীর ছাউনী সরান সম্বন্ধে পরামর্শ করিবার জন্য কলিকাতার দরবারে চলিয়া আসিলেন। এইসময়ে আবার মীরজাফরের প্রেরিত মীর্জ্জা আমীর বেগও কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন; সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য প্রধান প্রধান কর্ম্মচারিগণ যে স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন, এখন আপনারা সহায় হইলেই নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে উদ্ধার করা যায়। দরবার ঠিক করিলেন, মীরজাফরের মত ক্ষমতাশালী লোকের প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করাই যুক্তি সঙ্গত। তখন হুগলী হইতে অর্দ্ধেক সৈন্য চন্দননগরে ও অর্দ্ধেক সৈন্য কলিকাতায় লইয়া আসা হইল এবং নবাবকে আরও ভাল করিয়া প্রতারিত করিবার জন্য তাঁহার নিকট লেখা হইল, "আমাদের সৈন্য আমরা হুগলী হইতে সরাইয়া লইলাম। আপনিও পলাসী হইতে সৈন্য সরাইয়া লইয়া সৌহৃদ্য রক্ষা করুন।* এখানে আপনার কোন বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী থাকিলে আমাদের সত্যপরায়ণতা ও ন্যায়নিষ্ঠার পরিচয় পাইতে পারিতেন। নীচ লোকের অসত্য কথা শুনিয়া যেন কখনও প্রতারিত হইবেন না।" কিন্তু তৎপূর্ব্বেই যে ৪০ জন ইংরাজ সৈন্য কাটোয়ায় প্রেরিত হইয়াছিল, দুর্ল্লভরাম তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিয়া ছিলেন; এবং বহু ইংরাজ সৈন্য সংগোপনে কাশিমবাজার প্রেরিত হইয়াছে, গুপ্তচরের মুখে এই সংবাদ পাইয়া, সিরাজ কাশিমবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিলেন; কোথাও কিছু না পাওয়া গেলেও তাঁহার সন্দেহ দূর হইল না। আহম্মদ শা আব্‌দালী না আসাতে এখন তাঁহার ইংরাজভীতিও অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে; কিন্তু বিশ্বাস আছে যে, ইংরাজগণ মুর্শিদাবাদ পর্য্যন্ত না আসিয়া ছাড়িবে না। তাই নানা প্রকারে মীরজাফরের মনস্তুষ্টি করিয়া তাঁহাকে পনের হাজার সৈন্য লইয়া পলাশীতে যাইয়া দুর্ল্লভরামের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পাঠাইলেন এবং পদ্মা বহিয়াই ইংরাজ রাজধানীর দিকে আসিবে, এই আশঙ্কা করিয়া ভাগীরথী-মুখে শালবৃক্ষের কাঁড়ি প্রোথিত করিয়া আবদ্ধ করিলেন। আর ফরাসীদিগকেও আয়ত্ত রাখিবার জন্য মুঁসো লকে ভাগলপুরে অবস্থান করিবার জন্য পত্র লিখিলেন এবং তাহাদের ব্যয়ভার বহন করিবার জন্য বিহারের কর্ম্মচারীদিগের উপর আদেশ দিলেন।

নবাবের এই সকল আচরণে ইংরাজপক্ষ এখন আর প্রকাশ্য ভাবে কোনই প্রতিবাদ করিলেন না। তাঁহারা মীরজাফরের সঙ্গে পাকাপাকি বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। নবাবের মনে যাহাতে কোন রূপ সন্দেহ জন্মিতে না পারে, এই জন্য পলাশী যাইবার আদেশ পাইয়া মীরজাফর বিনা বাক্যব্যয়ে পলাশী যাত্রা করিলেন।

এদিকে কলিকাতার গুপ্ত দরবারের উপদেশ অনুসারে ওয়াট্‌স্‌ মীরজাফরের সঙ্গে টাকা পয়সার কথা উত্থাপন করিলেন। এতদিন পর্য্যন্ত আমীরচাঁদকে মীরজাফরের সম্বন্ধে কোন কথাই বলা হয় নাই। কিন্তু এখন আর তাহার মত ধূর্ত্ত লোককে ফাঁকি দেওয়া চলিবে না, ভাবিয়া ওয়াট্‌স্‌ তাঁহাকে মীরজাফরের কথা বলিলেন। আমীরচাঁদ বুঝিলেন, ষড়যন্ত্র সিদ্ধ হইলে, মীরজাফরের নিকট হইতে বিস্তর অর্থ পাওয়া যাইবে। তাই বলিলেন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইলে, একদিকে আমার যেমন প্রভূত অর্থনাশ হইবে অপর দিকে তেমনই আমার প্রাণ লইয়া টানাটানি পড়িবে। এমত অবস্থায় আমাকে সুধু নষ্ট অর্থ প্রত্যর্পণ করিলেই চলিবে না, নবাবের রাজকোষ-প্রাপ্ত মণিমুক্তার চতুর্থাংশ এবং প্রাপ্ত অর্থের মধ্যে শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবে আমাকে দিতে হইবে। এখন সম্মত না হইলে বিপদের সম্ভাবনা আছে, এই জন্য ১৪ই মে তারিখে মীরজাফরের সঙ্গে যে সন্ধি-পত্র লেখা হইবে, তাহার খসড়ার সঙ্গে আমীরচাঁদের জন্যও একটা চুক্তিপত্র কলিকাতার দরবারে পাঠান হইল। ১৭ই মে তারিখে ঐ দরবারে সন্ধি-পত্রের খসড়ার ও আমীরচাঁদের প্রস্তাবের বিষয় বিবেচিত ও নির্দ্ধারিত হইল। রাজকোষ হইতে প্রাপ্য অর্থের নিম্নলিখিত রূপ বণ্টন স্থিরীকৃত হইল, কোম্পানী এক কোটী, ইংরাজ ও ফিরিঙ্গি বণিক্‌গণ ৫০ লক্ষ, দেশীয় বণিক্‌গণ ২০ লক্ষ, আরমাণী বণিক্‌গণ ৭ লক্ষ, নৌসেনা ২৫ লক্ষ, এবং সৈন্যবিভাগ ২৫ লক্ষ পাইবে। কাউন্সিলের সভ্যদিগকেও যথাযোগ্য পারিতোষিক দিতে হইবে, একথারও উল্লেখ থাকিল। ওয়াটস্‌ সাহেব খস্‌ড়ায় আমীরচাঁদের নামে ৩০ লক্ষ লিখিয়া দিলেন, কাউন্সিল তাহাকে কিছুই দিতে সম্মত হইল না, অথচ সে যাইয়া ষড়যন্ত্রের কথা নবাবকে না বলিয়া দেয়, এই জন্য তাহাকে প্রতারিত করাই স্থিরীকৃত হইল। লাল ও সাদা দুই খানা কাগজে সন্ধি-পত্র লেখা হইল, সাদা খানি আসল, লাল খানা জাল। প্রথম খানায় আমীরচাঁদের কোনই উল্লেখ থাকিল না—দ্বিতীয় খানায় তাহাকে ৩০ লক্ষ টাকা দিবার কথা থাকিল। ওয়াটসন্‌ ব্যতীত কাউন্সিলের সকল সদস্যই ইহাতে

* মুসোঁ ল প্রভৃতি ফরাসীদিগকে কাশিমবাজার হইতে তাড়াইয়া দিবার পূর্ব্বে ইংরাজদিগের উপর বিরক্ত হইয়া সিরাজ্‌উদ্দৌলা রাজা দুর্ল্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পলাশীক্ষেত্রে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

স্বাক্ষর করিলেন, ওয়াটসনের নাম ক্লাইবের আদেশ অনুসারে লুসিংটন্‌ লিখিয়া ছিলেন।

১৯শে মে তারিখে দুই খানা সন্ধি-পত্রই মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইল।

এদিকে এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে নবাবের মন হইতে ইংরাজদিগের উপর সকল সন্দেহ তিরোহিত হইল, এই সময়ে পেশবা বাজী রাওয়ের নিকট হইতে একজন দূত কলিকাতায় আইসে, তাহার আগমনের উদ্দেশ্য, ইংরাজগণ সহায়তা করিলে, মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া বাঙ্গালা লুণ্ঠন করিতে পারে। ইহাদের সঙ্গে জানা শুনা নাই, কি জানি নবাবেরই বা পরীক্ষা মাত্র, এই মনে করিয়া ক্লাইব পত্র খানা নবাবের নিকট পাঠাইয়া দেওয়া স্থির করিলেন, নবাবের চক্রান্ত হইলেও ইংরাজদিগের উপর তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপিত হইবে। ফলেও তাহাই হইল, ইংরাজদিগকে পরম মিত্র মনে করিয়া তিনি অধিকাংশ সৈন্যই মুর্শিদাবাদে ফিরাইয়া লইয়া গেলেন।

জাল সন্ধি-পত্র দেখাইয়া সদস্যগণ আমীরচাঁদকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া যাইয়া একেবারে নিজেদের মুষ্টিগত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে বলিলেন সে সব ঠিক হইয়াছে। কি জানি শেষে প্রাণ লইয়া টানা টানি পড়িবে, আপনি এ অবস্থায় কলিকাতায় যাইয়া বাস করুন। আমীরচাঁদও তাহাই করিলেন।

ইংরাজদিগের উপর বিশ্বাস পুনঃ স্থাপিত হওয়াতে সিরাজ পলাশী হইতে মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে দিয়া এখন আর বিশেষ কোন কার্য্য নাই দেখিয়া আবার নবাব তাহাকে নানা ভাবে অপদস্থ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর দরবারে আসা বন্ধ করিলেন, অধীনস্থ সৈন্যদিগকে বলিয়া রাখিলেন, তাঁহার প্রাসাদ আক্রান্ত হইলেই যেন তাহারা আসিয়া রক্ষার চেষ্টা করে। এদিকে বিশেষ সংগোপনে ইংরাজদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। সন্ধি-পত্র দেখিয়া রাজা দুর্ল্লভরাম একটু আপত্তি করিলেন, তাঁহাকে যে একটি কপর্দ্দকও দিবার কথা নাই! তখন ওয়াটস্‌ কহিলেন, "আপনি খাজাঞ্চিখানার কর্ত্তা। যখন টাকা ভাগ করিবেন, তখন চলিত প্রথানুযায়ী আমরা আপনাকে আমাদের প্রাপ্য হইতে শতকরা ৫৲ টাকা করিয়া দিব।" রাজাবাহাদুর শান্ত ও আশ্বস্ত হইলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন তারিখে মীরজাফর সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন। বিধাতার কি আশ্চর্য্য বিধি! এই তারিখেই নবাব আদেশ করিলেন, সেনাপতি সেরেস্তার কাজকর্ম্ম মীরজাফর খাজা হাদীকে বুঝাইয়া দিবেন।

মীরজাফর যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত রূপ টাকা বণ্টনের কথা ব্যতীত উল্লেখ থাকিল যে, কলিকাতা ও দক্ষিণে কুল্পী পর্য্যন্ত স্থান ইংরাজদিগের জমিদারীভুক্ত হইবে, ইহার জন্য ইংরাজেরা নবাবসরকারে অন্যান্য জমিদারের মত রাজকর দিবেন, যে কেহ ইংরাজের শত্রু সে নবাবেরও শত্রু। বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার ফরাসীদিগের যে সকল কুঠী আছে, সে সকলই ইংরাজদিগের দখলে আসিবে, এবং ফরাসীরা আর এদেশে বাস করিতে পাইবে না। নবাব হইলেই আমি সর্ত্তানুযায়ী সমস্ত টাকা কোম্পানীর হাতে দিব, এবং হুগলীর দক্ষিণে কখনও কোন দুর্গ নির্ম্মাণ করিব না।

ইংরাজগণ (ওয়াটসন্‌, ক্লাইব, ড্রেক, ওয়াটস্‌, বিচার) যে সন্ধি-পত্রে স্বাক্ষর করিলেন, তাহাতে এই সকল সর্ত্ত ব্যতীত লেখা থাকিল যে আমাদের সমস্ত সৈন্য লইয়া আমরা মীরজাফরের বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার সুবেদারি প্রাপ্তির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব এবং নবাব হইবার পরে যখনই কোন শত্রুর বিরুদ্ধে তিনি আমাদের সাহায্য চাহিবেন, তখনই আমরা প্রাণপণে তাঁহার সাহায্য করিব।

এতদ্ব্যতীত ক্লাইব, ওয়াটসের সাহায্যে আর একখানা স্বীকার-পত্রও মীরজাফরকে দিয়া লিখাইয়া লইলেন, তাহার মর্ম্ম এই—"কমিটিকে (ওয়াট্‌স্‌ ও তাহার অন্তর্ভুক্ত) ১২ লক্ষ ও সৈন্যদিগকে ৪০ লক্ষ টাকা উপহার দিব।"

এই সকল কার্য্য অতি সংগোপনেই সমাধা হইল—নবাব কি তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারীদিগের কেহই ইহার ঘুণাক্ষরও জানিতে পারিলেন না।

সকল ঠিক হইয়া গেল 'শুভস্য শীঘ্রং' নীতির অনুসরণ করিয়া ক্লাইব ১২ই জুন তারিখে সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

এই সময় গুপ্ত মন্ত্রণার সংবাদ যাইয়া নবাবের কাণে পৌঁছিল, ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তিনি মীরজাফরকে তাঁহার গৃহেই আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। প্রমাদ গণিয়া ওয়াট্‌স্‌ বায়ুসেবনে বাহির হইবার উপলক্ষে ১২ই তারিখে মুর্শিদাবাদ হইতে পলায়ন করিলেন, ১৩ই বেলা ৩টার সময় তিনি যাইয়া কাল্‌নায় ইংরাজসৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই দিনই নবাব মীরজাফরের প্রাসাদ আক্রমণ করিবেন, সংকল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু ওয়াট্‌সের পলায়নের সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, বিপদ্‌ আসন্ন, এ সময়ে যেমন করিয়াই হউক মীরজাফরকে বাধ্য ও প্রসন্ন রাখিতেই হইবে। আপোষের কথাবার্ত্তা পাড়িয়া তিনি লোক পাঠাইলেন, কিন্তু মীরজাফর দরবারে আসিতে স্বীকৃত হইলেন না। তখন আত্মমর্য্যাদা ও আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া সামান্য কয়েকজন অনুচর মাত্র লইয়া সিরাজই তাঁহার গৃহে আগমন করিলেন। কোরাণ স্পর্শ করিয়া উভয়ে সন্ধি-

স্থাপন করিলেন। মীরজাফর শপথ করিলেন, তিনি কখনই ইংরাজদিগের সঙ্গে যোগদান বা ইংরাজদিগের সাহায্য করিবেন না। নবাবও স্বীকৃত হইলেন যে, উপস্থিত গোলযোগের মীমাংসা হইয়া গেলেই তিনি মীরজাফরকে সম্পত্তি ও সপরিবারে অন্যত্র যাইয়া নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতে দিবেন।

সিরাজ সরলবিশ্বাসী—সন্ধিস্থাপনের পরে তিনি মীরজাফরকে পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাস করিতে লাগিলেন। মুঁসো লকে ভাগলপুর হইতে চলিয়া আসিতে লিখিয়া এবং সৈন্যদল পুনরায় পলাশীর দিকে প্রেরণের বন্দোবস্ত করিয়া, ১৪ই জুন তারিখে তিনি ইংরাজদিগকে লিখিলেন "সন্ধিপত্র অনুযায়ী প্রায় সমস্ত টাকাই আমি দিয়াছি, মাণিকচাঁদের বিষয়ও এক প্রকার মীমাংসিত হইয়াছে। এমত অবস্থায় ওয়াট্‌স্‌ ও কাশিমবাজার কুঠির অন্যান্য ইংরাজদিগকে পলাইতে দেখিয়া আপনারা সন্ধি পালন করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক নহেন, ইহাই আমার বিশ্বাস। যাক্‌ আমি যে সন্ধিভঙ্গ করি নাই, এজন্য ভগবান্‌কে ধন্যবাদ দিতেছি।"

১৩ই জুন তারিখে ক্লাইব্‌ চন্দননগর হইতে নবাবকে নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখিলেন "আপনি সন্ধিপত্র অনুযায়ী কার্য্য করেন নাই, এখনও টাকা পরিশোধ করিতে পারিলেন না। ফরাসীদিগের সঙ্গে সদ্ভাব রাখিতেছেন—বুসীকে আসিতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাকে এখনও টাকা দিয়া পালন করিতেছেন। আমাদিগকে নানাভাবে অপমানিত করিতেছেন। আমরা সকলই নির্ব্বিবাদে সহ্য করিয়াছি। এখন আমাদের সৈন্য মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিতেছে। আপনার প্রধান প্রধান পাত্রমিত্র, মীরজাফর, জগৎশেঠদ্বয়, দুর্ল্লভরাম, মীরমদন, মোহনলাল প্রভৃতি যেরূপ মীমাংসা করিয়া দিবেন, আশা করি আপনি রক্তপাত বন্ধ রাখিবার জন্য, তাহাতেই সম্মত হইবেন।" ঐ তারিখেই তিনি চন্দননগর হইতে দুইশত সৈন্য লইয়া ভাগীরথীপথে রওনা হইলেন। সিপাহীরা পদব্রজে মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা করিল। পথে হুগলীর ফৌজদার একবার বাধা দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; কিন্তু ক্লাইবের সাজসজ্জা দেখিয়া ও তাড়া খাইয়া তিনি আর মাথা তুলিলেন না।

১৬ই জুন ইংরাজসৈন্য কাঁটোয়া হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী পাটুলী নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, দুর্গাধিপতির সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিল, একটু যুদ্ধের অভিনয় দেখাইয়াই তিনি আত্মসমর্পণ করিবেন। ১৭ই প্রাতে কুটের সঙ্গে অল্প একটু শক্তিপরীক্ষার পরই দুর্গবাসিগণ পলাইয়া গেল, দুর্গ ইংরাজদিগের অধিকৃত হইল।

ক্লাইব প্রত্যহই মীরজাফরকে আশা ও উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেছিলেন। ১৭ই তারিখে মীরজাফরের পত্রে জানিতে পারিলেন, যে মুখে তিনি নবাবের পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ তিনি ইংরাজদিগের সঙ্গে যে সন্ধি-বন্ধন হইয়াছে, তদনুরূপই চলিবেন। ক্লাইব সন্দেহে ও উদ্বেগে বিচলিত হইয়া উঠিলেন। ১৯শে তারিখে আর এক পত্র পাইলেন, তাহাতে লেখা ছিল, মীরজাফর পলাশী রওনা হইলেন। রণক্ষেত্রে তিনি বামে বা দক্ষিণে শিবির সন্নিবেশ করিবেন এবং সেখান হইতে ইংরাজদিগের সঙ্গে সংবাদ আদানপ্রদান করিবেন। এই সংবাদ পাইয়া সন্দেহ অনেক পরিমাণে তিরোহিত হইল বটে, কিন্তু ভয় ও দুশ্চিন্তা দূর হইল না। রণক্ষেত্রে মীরজাফরের অশ্বারোহী সেনার সাহায্য না পাইলে যে কোনই আশা নাই! ইংরাজপক্ষ অশ্বারোহিবিহীন।

এদিকে ইংরাজসৈন্যের রণযাত্রার সংবাদ এবং ক্লাইবের শেষ পত্র পাইয়া সিরাজও যুদ্ধের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, সেনানায়কদিগের উপর সৈন্যসংগ্রহের আদেশ করিলেন, সৈন্যগণের অনেক বেতন বাকী ছিল, এই বেতন না পাইলে তাহারা অগ্রসর হইতে রাজী হইল না। তিনদিন এই গোলযোগে কাটিল। অবশেষে প্রভূত অর্থ দিয়া নবাব তাহাদিগকে বাধ্য করিলেন। তাহারা পলাশীর অভিমুখে রওনা হইল।

মীরজাফরের অভিপ্রায় ঠিক বুঝিতে না পারিয়া ক্লাইব্‌-প্রমুখ ইংরাজগণ বড়ই শঙ্কিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। মন্ত্রণা-সভা আহূত হইল। প্রশ্ন—এখনই নবাবসৈন্য আক্রমণ করা যাইবে, না বর্ষাকালটা কাঁটোয়ায়ই কাটাইয়া মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের সাহায্য লইয়া যুদ্ধের উদ্যোগ করা যাইবে? সভায় ২০জন সভ্য উপস্থিত ছিলেন—ক্লাইব্‌প্রমুখ ১৩জন কাঁটোয়ায় থাকার পক্ষে মত দিলেন, বাকী ৭জন তখনই যুদ্ধ করিবার পক্ষে। কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল না। অবশেষে কাটোয়াবাসের অযৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়া ক্লাইব, প্রত্যুষেই গঙ্গাপার হইবার আদেশ দিলেন। ২২শে তারিখে মীরজাফরের নিকট হইতেও একপত্র আসিল ইহাতে ইংরাজদিগের কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও উপদেশ লিখিত ছিল। ইহার উত্তরে "দাদপুর পর্য্যন্ত গেলেও যদি মীরজাফর ইংরাজ-সৈন্যের সঙ্গে যোগদান না করেন, তবে তাঁহারা নবাবের সঙ্গে সন্ধি করিবেন" ইহা লিখিয়া পাঠাইয়া ইংরাজগণ পলাশীর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন (২২শে জুন)। পথিমধ্যে নানা দুর্য্যোগ ভোগ করিয়া রাত্রি ১টার সময় তাঁহারা আসিয়া পলাশীর আম্র-কাননে পৌছিলেন। ইতি পূর্ব্বেই সিরাজ্‌উদ্দৌলা আসিয়া দাদপুরের দক্ষিণে এক প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিয়াছেন। সম্মুখে মীরমদন ও মোহনলালের বাহিনী, বামে পলাশীগ্রাম পর্য্যন্ত, বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম ও ইয়ারলুৎফের অধীনস্থ সৈন্যদল এবং দক্ষিণে ৪টি মাত্র কামান ও অল্প কয়েকজন গোলন্দাজ লইয়া ফরাসী সিন্‌ফ্রে।

রজনীপ্রভাতে নবাবের এই বিবাটবাহিনী ও বিপুল আয়োজন দেখিয়া ইংরাজপক্ষের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কিন্তু মীরজাফর প্রভৃতি তাঁহাদেরই সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া, ক্লাইব যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। কামান ৮টি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তিনি দক্ষিণে সিপাহী ও বামে গোরা সৈন্য সন্নিবেশিত করিলেন।

৮টা বাজিতে না বাজিতেই ফরাসী গোলন্দাজগণ কামানে অগ্নি-সংস্পর্শ করিলেন—দক্ষিণপার্শ্বস্থ নবাব-সৈন্যও অশ্রান্তবেগে গুলিগোলা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইংরাজসৈন্যও প্রত্যুত্তর করিল, কিন্তু সংখ্যায় তাহারা মুষ্টিমেয়—ইহারও আবার ১০জন গোরা ও ২০জন সিপাহী অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। প্রমাদ দেখিয়া ক্লাইব যাইয়া সসৈন্যে আম্র-কাননের অভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এখানেও নবাব-সৈন্য তাহাদিগের উপর গুলি-বর্ষণ করিতে লাগিল। এ সকলই মীরমদন ও মোহনলালের কাজ। প্রভুদ্রোহী মীরজাফর, দুর্ল্লভরাম ও লুৎফ্‌ দর্শকস্থানীয় হইয়া দাঁড়াইয়াই রহিয়াছেন! আম্র-কাননের বৃক্ষ ও বাঁধগুলি অনেক পরিমাণে ইংরাজসৈন্যদিগের কবচের কার্য্য করিল। ক্লাইব প্রভৃতি ঠিক করিলেন, সমস্তদিন তাঁহারা এই আশ্রয়তলে থাকিয়াই যুঝিবেন, শেষে রজনীর অন্ধকারে যাইয়া নবাবশিবির আক্রমণ করিবেন। মহাবীর মীরমদন অশ্রান্ত পরিশ্রমে ইংরাজ-সৈন্যের উপর গুলিবর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সিরাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ হঠাৎ পায় দারুণ আঘাত লাগিয়া তিনি ভূতলশায়ী হইলেন, অল্পক্ষণ পরেই তাঁহার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল।

সিরাজ এখন ভীত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেন, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য মীরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন—অনেক সাধ্যসাধনার পরে সেনাপতি আসিয়া নবাবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, আত্মাভিমান বিস্মৃত হইয়া, তাহার সম্মুখে রাজমুকুট রাখিয়া, সিরাজ বিনীতভাবে কহিলেন "আপনি আমার আত্মীয়, মহামতি আলিবর্দ্দীখাঁর কথা স্মরণ করিয়া আপনি আমার পূর্ব্বকৃত সমস্ত অপরাধ ভুলিয়া যাউন্। সৈয়দ বংশোচিত মহত্ত্ব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া আপনি আমাকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন—কুটুম্বের কাজ করুন।" এ অনুনয়ে দুরাকাঙ্ক্ষ দুরভিসন্ধি মীরজাফর বিচলিত হইবার নহেন। তিনি প্রতারণার উপর প্রতারণা করিলেন, বলিলেন "আজ সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। আজ সৈন্যদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করুন, কাল আমি সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া যুদ্ধে অগ্রসর হইব।" আরও কহিলেন "আপনার ভয় নাই, শত্রুসৈন্য রাত্রে শিবির আক্রমণ করিবে না।"

এদিকে মহাবীর মোহনলাল ও ফরাসী গোলন্দাজগণ অবিশ্রান্ত গুলিগোলা বর্ষণ করিয়া ইংরাজপক্ষকে ক্রমশঃ ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য করিয়া তুলিতেছিলেন। এমন সময় স্বাধীনচিন্তা-বিরহিত, ভীতিবিহ্বল সিরাজ, মীরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার জন্য আদেশ প্রেরণ করিলেন। প্রথমে, মোহনলাল বিশেষ আপত্তি করিলেন—আর একটু হইলেই বোধ হয় যুদ্ধের মীমাংসা হইয়া যাইবে। কিন্তু মীরজাফরের বিরক্তি দর্শনে ও দুর্ল্লভরামের পরামর্শে নবাবের পুনঃ পুনঃ আদেশ পাইয়া শেষে তিনি নিতান্ত অনিচ্ছায় পশ্চাৎপদ হইতে আরম্ভ করিলেন। এদিকে মীরজাফর্ ক্লাইব্‌কে লিখিয়া পাঠাইলেন, "সঙ্গে সঙ্গেই, অগত্যা রজনীযোগেই শিবির আক্রমণ করিবেন, তবেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে।" সেনাপতি মোহনলালকে পশ্চাতে সরিতে দেখিয়া ভীত চকিত হইয়া সৈন্যগণও পলায়নপর হইল ইংরাজ-সৈন্য তাহাদিগের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। বহিঃশত্রুব অপেক্ষাও গৃহশত্রুকে বেশি ভয় করিয়া সিরাজ্‌উদ্দৌলা হস্তিপৃষ্ঠে রাজধানী অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

রাত্রিকালে ইংরাজ-সৈন্য দাদপুরে রজনী যাপন করিল। পর দিবস প্রাতে পুত্র মীরণ ও অনুচরবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া মীরজাফর যাইয়া ইংরাজশিবিরে উপনীত হইলেন, বাঙ্গালা বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সম্বোধন করিয়া ক্লাইব্ তাঁহাকে আলিঙ্গন ও আপ্যায়ন করিলেন।

সিরাজ্‌উদ্দৌলা পলাইয়া আসিয়া ২৪শে জুন প্রাতে রাজধানীতে প্রবেশ করিলেন। প্রধান প্রধান সেনাপতিগণকে তিনি তাঁহার শরীররক্ষার জন্য রাজবাটীতেই অপেক্ষা করিতে বলিলেন, কিন্তু কেহই, এমন কি তাঁহার আপনার শ্বশুর ইরোজখাঁও তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পাত্রমিত্র সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেল। নবাব অর্থে লোক বশীভূত করিবার চেষ্টা করিলেন, যাহার যাহা প্রাপ্য আছে তাহা পরিশোধ করিয়া দিবেন বলিয়া রাজকোষাগার উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। ন্যায্য অন্যায্যভাবে অসংখ্য লোক আসিয়া টাকা লইয়া গেল, কিন্তু কেহই তাঁহার রক্ষার জন্য অগ্রসর হইল না।

তখন বিপদে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনি ধনরত্নসহ বেগমদিগকে গোপনে উঠাইয়া ও স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া রাত্রি ৩টার সময় মন্সুরগঞ্জের প্রাসাদত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন ও ভগবান্‌গোলায় যাইয়া নৌকারোহণ করিলেন। ইতিমধ্যে সিরাজের পলায়নের সংবাদ পাইয়া মীরজাফর যাইয়া মন্সুরগঞ্জ প্রাসাদ অধিকার করিয়া বসিলেন ও তাঁহাকে ধরিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক প্রেরণ করিলেন।

তিন দিন সপরিবারে অনাহারে কাটাইয়া সিরাজ রাজমহলের অপর পারে চারিক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে আসিয়া পৌঁছিলেন,

শিশু কন্যার জন্য দুগ্ধ ও অন্যান্যের জন্য আহার্য্য সংগ্রহের চেষ্টায় ক্ষুৎপিপাসাকাতর নবাব যাইয়া দান্‌শা ফকীরের আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্ব হইতেই এই ফকীরপ্রবর নবাবের উপর ক্রোধযুক্ত ছিল, এখন সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাকে ধরাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়া রাজমহলের ফৌজদার মীরজাফরের ভ্রাতা মীর দাউদকে সংবাদ দিলেন। সদলে মীরজাফরের প্রেরিত মীর কাসেম আলি যাইয়া সপরিবারে নবাবকে বন্দী করিলেন। তাঁহাদের পদপ্রান্তে পড়িয়া সিরাজ কাতরক্রন্দনে ভিক্ষা চাহিলেন "আমাকে প্রাণে না মারিয়া কোন এক নিভৃত স্থানে যাইয়া বাস করিতে দাও—সামান্য বৃত্তিতেই আমার চলিবে।" কিন্তু কে তখন তাঁহার কথায় কর্ণপাত করে? তাঁহার ধনরত্ন সকলই লুণ্ঠিত হইল। পলায়নের ঠিক অষ্টমদিবসে বন্দীভাবে আবার তিনি মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর—মীরজাফর মন্সুরগঞ্জ প্রাসাদে সুখশায়িত। পুত্র মীরণ আপনার কক্ষের পার্শ্বস্থকক্ষে সিরাজকে বন্দী করিয়া রাখিবার আদেশ প্রদান কবিলেন। কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্ট না হইয়া দুরাচার, মহম্মদীবেগ্ নামক এক অনুরক্ত অনুচরকে সিরাজের প্রাণনাশের জন্য প্রেরণ করিল। তাহাকে দেখিয়াই সিরাজ প্রাণভয়ে ভীত হইয়া উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে প্রণাম করিয়া স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। শেষে ঘাতকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি আমাকে মারিতে আসিয়াছ? কেন আমাকে কোন নিভৃত স্থানে বাস করিতে দিতেও কি তাহাদের প্রবৃত্তি হইল না?" তারপর ক্ষণকাল মৌনী থাকিয়া নিজেই আবার বলিয়া উঠিলেন "না, না, তাহা হইলে হোসেন কুলীর তৃপ্তি হইবে কেন? তাহার হত্যার প্রায়শ্চিত্ত হইল কৈ?" পাষণ্ড মহম্মদী বেগের তরবারির আঘাতে তাঁহার শির মুহূর্ত্তমধ্যে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল, দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইল! শেষে তাঁহার দেহের কর্ত্তিত অংশগুলি হস্তিপৃষ্ঠে চড়াইয়া সমস্ত নগর প্রদক্ষিণ করিয়া আনা হইল?—এবং সর্ব্বশেষে আলিবর্দ্দীখাঁর সমাধিপার্শ্বে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইল।

প্রভুদ্রোহী দুর্ল্লভরামের হস্তে প্রভুভক্ত মোহনলালেরও বোধ হয় এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল।

সিরাজগঞ্জ, বাঙ্গালার পাবনা জেলার একটী উপবিভাগ, অক্ষা° ২৪° ০´ ৪৫´ উঃ হইতে ২৪° ৪৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯° ১৭´ হইতে ৮৯° ৫৩´ পূঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৪৬ বর্গমাইল। শাহজাদপুর উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ও রাজগঞ্জ থানা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। সিরাজগঞ্জ নগর এখানকার বিচারসদর।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং নদীতীরবর্ত্তী সর্ব্ব প্রধান বাণিজ্যবন্দর। মূল ব্রহ্মপুত্র খাত বা যমুনানদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৪° ২৬´ ৫৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৯°, ৪৭´ ৫´´ পূঃ। পাট আমদানী ও রপ্তানীর জন্য যতগুলি বাণিজ্যকেন্দ্র আছে তাহার মধ্যে সিরাজগঞ্জের আড়ঙ্গ সর্ব্ববৃহৎ এবং এখানকার পাটও সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অনেক সময় পাট দেখিতে ঠিক রেশমের ন্যায় বোধ হয়।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জের উপকণ্ঠস্থ মাছিমপুরে সিরাজগঞ্জ-জুট-কোম্পানীর ষ্টীম কুঠী স্থাপিত হয়। ইহাতে চটের থলে প্রভৃতি প্রস্তুত হইত এবং প্রায় ৩॥৹ হাজার লোক খাটিত। তাহাদের কাজকর্ম্মে বিশেষ সুবিধা হইতেছে দেখিয়া ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বড় বড় ছয়টী কুঠীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এখানে শাখা কুঠী স্থাপন করিয়া পাট খরিদের ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে টাকা লেন দেনের সুবিধা হইবে বলিয়া য়ুরোপীয় বণিক্-সমিতির প্রার্থনানুসারে কলিকাতার ব্যাঙ্ক অব্ বেঙ্গল এখানে একটী এজেন্সী স্থাপন করিয়া হুণ্ডীতে টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

এখানে রঙ্গপুর, কোচবিহার, ময়মনসিংহ, বগুড়া, গোয়ালপাড়া প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নানা প্রকার দ্রব্য আমদানী হইয়া থাকে এবং তৎপরিবর্ত্তে বিলাতী বস্ত্র, লবণ প্রভৃতি দ্রব্য রপ্তানী হয়, এখানকার ঘাটে অনুমান ৫০ হাজার বোট নিরন্তর আমদানী ও রপ্তানীর জন্য দাঁড়াইয়া আছে।

ধানবন্দী নদীর খেয়াঘাট, কালীবাড়ী ঘাট, রাহুয়াবাড়ী ঘাট ও জুট কোম্পানীর মাছিমপুর ঘাট এখানকার বাণিজ্যের প্রধান আড্ডা। পাবনা হইতে চাঁদাইকোণা পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে ঐ রাস্তা দিয়া অনেক মালও সিরাজগঞ্জের হাটে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

সিরাপত্র (পুং) হিন্তাল। (রাজনি°)

সিরাপ্রহর্ষ (পুং) সিরাহর্ষ। নেত্ররোগবিশেষ। [সিরাহর্ষ দেখ।]

সিরামূল (ক্লী) সিরায়াঃ মূলং। সিরাব মূল, যে স্থান হইতে সিরা উদ্ভূত হইয়াছে, নাভিমূল, নাভিদেশ হইতে সিরাসকল নির্গত হইয়া থাকে।

সিরামোক্ষ (পুং) রক্তমোক্ষণ। (সুশ্রুত)

সিরাল (ক্লী) সিরাঃ সন্তি-অস্য (প্রাণিস্থাদাতোলজন্যতরস্যাং। পা ৫।২।৯৬) ইতি লচ্। ১ সিরাযুক্ত, সিরাবিশিষ্ট, যাহাদের শরীরে অধিক সিরা বাহির হইয়া থাকে। ২ কর্ম্মরঙ্গ, কামরাঙ্গা। (শব্দচ°)

সিরালক (পুং) সিরাল এব কন্। অস্থিভঙ্গবৃক্ষ, চলিত হাড়ভাঙ্গাগাছ। (শব্দচ°)

সিরালু (ত্রি) সিরাঃ সন্তি অস্য সিরা-অস্ত্যর্থে লু। সিরাল, সিরাযুক্ত।

সিরাবৃত্ত (ক্লী) সীসক।

সিরাবেধ (পুং) সিরায়াঃ বেধঃ। সিরা বিদ্ধকরণ, সিরার বেধ, রক্তের দোষ জন্মিলে সিরাবিদ্ধ করিয়া রক্ত মোক্ষণ করিতে হয়, কোন কোন স্থলের সিরা বেধ্য এবং কোন স্থলের সিরা বেধ করিতে নাই, চরক সুশ্রুত প্রভৃতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [শিরাবেধ শব্দ দেখ]

সিরাব্যধ (পুং) সিরায়াঃ ব্যধঃ। শিরাবেধ। (সুশ্রুত)

সিরাব্যধন (ক্লী) সিরায়াঃ ব্যধনং। সিরাবেধ। সিরা বিদ্ধকরণ।

সিরাহর্ষ (পুং) নেত্ররোগবিশেষ। মোহবশতঃ সিরোৎপাত রোগী যদি যথাবিধানে চিকিৎসিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত রোগীর সিরাহর্ষ রোগ হয়। এই রোগ হইলে রোগীর চক্ষু রক্তবর্ণ ও অত্যন্ত স্রাবান্বিত হয় এবং ইহাতে দৃষ্টিশক্তির অভাব হইয়া থাকে। (ভাবপ্র° নেত্ররোগাধি°)

সিরোৎপাত (পুং) নেত্ররোগবিশেষ, যে চক্ষুরোগে চক্ষুর সিরাজাল কখন বেদনাযুক্ত, কখন বা বেদনাবিহীন, কখন রক্তবর্ণ বা কখন বিকৃতবর্ণবিশিষ্ট হইলে তাহাকে সিরোৎপাত কহে।

সিরোহী—ভারতগবর্মেণ্টের অধীন রাজপুতানা এজেন্সীর অন্তর্ভুক্ত, অক্ষা° ২৪°২২´ ও ২৫°১৭´´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭২°২২´ ও ৭৩°১৮´´ পূর্ব্ব মধ্যে অবস্থিত একটি দেশীয় রাজ্য। ক্ষেত্রফল প্রায় ৩০২০ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মাড়বার বা যোধপুর রাজ্য, দক্ষিণে পালানপুর এবং ইদর ও দন্তরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মহীকান্তা রাজ্য, পূর্ব্বে মেবার বা উদয়পুর এবং পশ্চিমে যোধপুর।

সিরোহী পার্ব্বত্যপ্রদেশ—দক্ষিণপশ্চিম হইতে উত্তর পূর্ব্বাভিমুখে বিস্তৃত আরাবলী-পর্ব্বতশ্রেণী ইহাকে দুইটী প্রায় সমখণ্ডে বিভক্ত করিয়াছে। এখানে যে সকল পাহাড় ও পর্ব্বত আছে, তাহাদের মধ্যে আরাবলীর প্রান্তস্থিত আবু পাহাড়ই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহার উচ্চতম শির সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫৬৫৩ ফিট্ উচ্চ।

সিরোহীর পর্ব্বতাংশ অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত ও সমতল বলিয়া এখানে লোকসংখ্যা ও চাষবাস অধিকতর, পর্ব্বতশ্রেণী হইতে অসংখ্য জলধারা বা নালা বহির্গত হইয়া উভয় খণ্ডকেই নানাভাবে বিভক্ত করিয়াছে, বর্ষার সময় এই সকল নালা দুকূল প্লাবিত করিয়া খরতরবেগে প্রবাহিত হইয়া থাকে, কিন্তু বৎসরের অন্য সময় ইহাদের গর্ভে বিন্দুপরিমাণ জল ও পাওয়া যায় না। এই সকল নালার জল আসিয়া লোনী ও বনাস্ নদীতে পতিত হয়। সিরোহীস্থিত আরাবলীর নিম্নাংশ নিবিড় বনসমাচ্ছাদিত এবং এখানকার অসংখ্য প্রস্তরস্তূপের প্রায় সকলগুলিই ঘন জঙ্গলসমাবৃত। এই সকল বন ও জঙ্গলের মধ্যে খয়ের, কাবুল, ধাও প্রভৃতি বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এখানকার নদীগুলির মধ্যে পশ্চিম বনাস্ই যা একটু উল্লেখযোগ্য, ইহাও আবার গ্রীষ্ম ঋতুতে শুকাইয়া যাইয়া স্থানে স্থানে পরস্পর বিযুক্ত কতকগুলি গভীর জলাশয়ের মত হইয়া থাকে। এই বনাস্ নদী আরাবলী পর্ব্বত হইতে বহির্গত হইয়া সিরোহী ও গুজরাটপ্রদেশ বিধৌত করিয়া কচ্ছের রাণে যাইয়া বিলীন হইয়াছে। সিরোহীতে এখনও কৃত্রিম হ্রদের অনেক লুপ্তাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে আবু পর্ব্বতের উপরিস্থিত নখিতলাও ব্যতীত অন্য কোন হ্রদ বা ঝিলই দৃষ্টিগোচর হয় না। সিরোহীর ভূগর্ভে সর্ব্বত্র ঠিক একই সমতলে ও একই রকমের জল পাওয়া যায় না। উত্তরপূর্ব্বাংশে ৯০ হইতে ১০০ ফিট্ গভীর কূপ খনন না করিলে জল পাওয়া যায় না এবং এত খননশ্রমের পরেও যাহা পাওয়া যায়, তাহাও আবার ঈষৎ লবণাক্ত, কিন্তু উত্তরপশ্চিমাংশের কূপগুলি সাধারণতঃ ৭০ হইতে ৯০ ফিটের বেশী গভীর নহে; আবার পূর্ব্বভাগের কূপগুলি ১৫ হইতে আরম্ভ করিয়া ৪০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর। জলও এখানকার সুস্বাদু। যতই দক্ষিণে আসা যায় কূপের গভীরত্ব ততই কমিয়া আসে।

সিরোহীর অরণ্যে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক প্রভৃতির অভাব নাই। ১৮৬৮-৬৯ খৃঃ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ ঘটে, তাহার পূর্ব্বে শাম্বর এবং চিতল জাতীয় হরিণ প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যাইত—এখন তাহাদের সংখ্যা বড়ই কমিয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে চিকর নামক হরিণ ও চতুঃশৃঙ্গ হরিণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কৃষ্ণসার একেবারেই দুর্ল্লভ। শশক ও খরগোস অপর্য্যাপ্ত, মেঠো ইঁদুরের উৎপাতে বালুপ্রধান দেশগুলি ব্যতিব্যস্ত। ধূসর বর্ণের তিত্তির পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পার্ব্বত্য অংশে বন্যকুক্কুট যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বনাস্ নদী ব্যতীত অন্যত্র মৎস্য কদাচিৎ দৃষ্ট হয়; এবং এখানেও সাধারণতঃ রোহ, মুড়েল, পরি, চিলবা ব্যতীত অন্য মৎস্য প্রায় পাওয়া যায় না।

আরাবলীতে নীলবর্ণের শ্লেটের উপরে গ্রেনাইট পাথর দেখিতে পাওয়া। উপত্যকাসমূহে চিত্রবিচিত্র কোয়ার্টজ (quartz) ও শিষ্টোজ্ নামক শ্লেট পাথর প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান। এখানে আরও বিস্তর পাথর পাওয়া যায়। শুনিতে পাওয়া যায় সিরো সহরের উপরের যে পার্ব্বত্যপ্রদেশ, সেখানে কিছুদিন পূর্ব্বে একটা তাম্রখনি আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সিরোহীর বর্ত্তমান রাজবংশ দেওরা রাজপুত জাতীয়, ইঁহারা সুবিখ্যাত চৌহান্ বংশেরই একটি শাখা—চৌহান্ বংশীয় দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজের বংশধর দেবরাজ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া ইঁহারা আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। যতদূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে বোধ হয় যে ভীলগণই এখানকার আদিম

অধিবাসী ছিল। তাহাদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সর্ব্ব প্রথম গিহেলাট্ বংশীয় রাজপুতগণ আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহাদের পরে প্রমার বংশীয়েরা আসিয়া এখানে প্রাধান্য স্থাপন করেন—চন্দ্রাবতীতে ইহাদের রাজধানী ছিল, এখনও ইহার যে ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ইহার পূর্ব্বসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচায়ক।

বহুকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহের পরে ইহঁাদিগকে পরাজিত ও হীনবীর্য্য করিয়া চৌহান্ বংশীয়েরা আসিয়া ১১৫২ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এখানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। কিন্তু তখনও তাঁহারা প্রমারদিগকে একেবারে শাসনাধীন করিতে পারেন নাই—ইহাঁরা যাইয়া আবু পর্ব্বতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে ইহাঁরা একদিন যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এখনও কালের কঠিন শাসন উপেক্ষা করিয়া তাহার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইঁহাদিগকে এই সুরক্ষিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত দুর্গ হইতে বিতাড়িত করিতে অসমর্থ হইয়া চৌহানেরা কৌশল অবলম্বন করিলেন, উভয় বংশের মধ্যে বন্ধুত্ব ও আত্মীয়তা স্থাপন উপলক্ষ্য করিয়া ইহাঁরা প্রমারদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন তোমাদের কএকটি মেয়ে আমাদের সঙ্গে বিবাহ দাও। সরলবুদ্ধি প্রমারগণ সম্মত হইয়া সিরোহীর দক্ষিণ প্রান্তস্থিত ভদেল গ্রামে দ্বাদশটী কন্যা লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়ে ক্রূরবুদ্ধি চৌহানগণ সম্মুখ সমরে যাহা করিতে পারেন নাই প্রবঞ্চনা দ্বারা তাহাই সাধন করিলেন, অতর্কিতে প্রমারদিগের উপর পতিত হইয়া তাঁহারা অধিকাংশকেই নিহত করিলেন, এবং পলায়নপর হতাবশিষ্টদিগকে তাড়া করিয়া যাইয়া অরক্ষিত দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। এখনও প্রমারদিগের বংশধরগণ আবু পর্ব্বতেই বসতি করিতেছেন, সেই ভীষণ বিশ্বাসঘাতকতার কথা স্মরণ করিয়া এখনও তাঁহারা আপনাদের কন্যাদিগকে আর সমতলে অবতরণ করিতে দেন না।

সিরোহীবাসী চৌহান্‌দিগের সম্বন্ধে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিশেষ কিছুই জানা যায় না। এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে যোধপুরের সঙ্গে ইহঁাদের যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাহাতে ইহাদিগকে বিশেষ ক্ষতিস্বীকার করিতে হইয়াছিল। এই সময়ে আবার বন্য মীনাজাতীয়দিগের ঘন ঘন উৎপাতেও ইহঁাদিগকে বিশেষরূপে উপদ্রুত হইতে হইয়াছিল। রাজবংশ দুর্ব্বল হইয়া পড়াতে, দক্ষিণাংশের ঠাকুরগণ ইহঁাদের অধীনতা অস্বীকার করিয়া যাইয়া পালনপুরের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই রূপে বিপন্ন ও হীনবল হইয়া পড়ায় তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি (regent) রাও শিও সিং বৃটীশ গবর্মেণ্টের আশ্রয় প্রার্থনা করেন, কাপ্তেন টড্ তখন পশ্চিম রাজপুতনার পলিটিকাল এজেণ্ট ছিলেন, সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তিনি সিরোহীর উপর যোধপুরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিলেন।

অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে বৃটীশগবর্মেণ্টের সঙ্গে সিরোহীরাজের সন্ধিবন্ধন হয়। গবর্মেণ্টের সাহায্যে বন্য মীনাদিগের সহায়তা পাইয়া যে সকল ঠাকুরেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল, সিরোহীরাজ তাহাদিগকে পরাজিত ও বশীভূত করেন। এই সন্ধি-অনুসারে রাও শিবসিংকে বৎসরে ১৩৭৬ পাউণ্ড রাজকর দিতে হইত; কিন্তু ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহীবিদ্রোহের সময় তিনি গবর্মেণ্টের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া এই রাজকর অর্দ্ধেক কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সিরোহীরাজের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ গবমেণ্ট ১৫টি তোপধ্বনির ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আবশ্যক হইলে তিনি দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবেন, এই মর্ম্মের এক সনন্দ দিয়াছেন।

সিরোহীতে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ (১৩২৮৮) ও সন্ন্যাসীর বাস। কিন্তু বাণিয়া এবং মহাজনদিগের সংখ্যাই বেশী, তাঁহাদের অধিকাংশই আবার জৈনধর্ম্মাবলম্বী। রাজপুতের সংখ্যা ১৩৪৮৬। ইহারা বারটি দল বা উপদলে বিভক্ত। সংখ্যায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও শক্তি ও প্রাধান্যে ইহারাই শীর্ষস্থানীয়। রাজপুতদিগের মধ্যেও আবার চৌহানবংশীয়েরাই সংখ্যা ও প্রাধান্যে প্রবল, তাহাদের পরেই শিশোদিয়া ও রাঠোরবংশীয়েরা, ইহারা সংখ্যায় প্রায় সমতুল। যে সকল রাজপুতের জায়গীর নাই, কিম্বা যাহারা জায়গীরদারদের ঘনিষ্ট আত্মীয় নহে, তাহারা সরকারের অধীনে চাকুরী করিয়া কি চাষবাস করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করে। তাহাদিগকে লইয়াই রাজার সৈন্যদল গঠিত—এইজন্য তাহাদিগকে 'দিওয়ানীব্যাস্ত' বা গ্রামরক্ষক বলিয়া থাকে এবং চাষবাসের জন্য বিনাকরে তাহাদিগকে জমি দেওয়া হয়। কল্‌চী, রবরী এবং ধেরদিগের সংখ্যাও বড় কম নহে। অনার্য্য এবং অর্দ্ধ-অনার্য্যের (ভীল, গিবৃহিয়া, মীনা প্রভৃতি) লোকও এখানে বিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। সিরোহীর দক্ষিণপূর্ব্বকোণে যে পার্ব্বত্যদেশ (ভীকর) আছে, গিরসিয়ারা প্রধানতঃ সেখানেই বসবাস করিয়া থাকে। শুনিতে পাওয়া যায়, পূর্ব্বে তাহারাও রাজপুতই ছিল, ভীল-রমণী বিবাহ করিয়া অর্দ্ধ-অনার্য্যের দলে যাইয়া পড়িয়াছে, লুটতরাজই পূর্ব্বে তাহাদের ব্যবসায় ছিল; কিন্তু এখন তাহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিয়াছে। গুজরাট্ হইতে সমাগত কুলীর দলও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাহারাও এখন চাষবাসে নিযুক্ত, মীনা এবং ভীলেরা যথাক্রমে সিরোহীর উত্তর ও পশ্চিমাংশে বাস করে; চুরিডাকাতি, লুটপাটই যেন তাহাদের স্বভাব। মুসলমানগণ সাধারণতঃ তহশীলদার ও সিপাহীর কার্য্য করিয়া থাকে।

এখানকার ভাষা মারবাড়ী ও গুজরাঠী এই উভয় ভাষার সংমিশ্রণে সমুদ্ভূত। শিক্ষার দিকে লোকের তেমন দৃষ্টি ও আগ্রহ নাই। সিরোহী, বোহেড়া এবং মদার, এই তিনটি প্রধান সহরে কয়েকটিমাত্র জাতীয় ভাষার স্কুল আছে। গ্রাম্যপতির তত্ত্বাবধানে বাণিয়া ও মহাজনের ছেলেরা ব্যবসায় চালাইবার মত লিখিতে ও হিসাব রাখিতে শিক্ষিত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্যসভ্যতার সুফল, পোষ্টঅফিস্, টেলিগ্রাফ, রেলওয়ে প্রভৃতি এখনও এখানে তেমন প্রসার লাভ করিতে পাবে নাই। সমস্ত সিরোহীতে পাঁচটিমাত্র ডাকঘর আছে, টেলিগ্রাফ অফিস্ মোটেই নাই; এই সেদিনমাত্র (১৮৮০ খৃষ্টাব্দে), রাজপুতনামালবা রেলওয়ে ইহার মধ্য দিয়া চালিত হইয়াছে। হাটাপথের মধ্যেও আজমীর হইতে সিরোহীর মধ্য দিয়া যে রাজবর্ত্ম আহ্মদাবাদ পর্য্যন্ত গিয়াছে সেইটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার গ্রীষ্ম ভয়ানক দুঃসহ, শীত অল্পস্থায়ী ও সুসহ। লোকবহুল নহে বলিয়া এদেশে মহামারী কখনও সংঘটিত হয় না। স্বাস্থ্য সাধারণতঃ ভাল। দক্ষিণ ও পূর্ব্বাংশে বৃষ্টি মন্দ হয় না, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বৃষ্টির বড়ই অভাব। বায়ু সাধারণতঃ দক্ষিণপশ্চিমকোণ হইতেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। ব্যারাম-পীড়ার মধ্যে যকৃৎ-প্লীহার বিবৃদ্ধিসমন্বিত ম্যালেরিয়া ও কম্পজ্বরই প্রধান। বর্ষান্তে ও শীতঋতুর প্রারম্ভে স্থানে স্থানে আমাশয় দেখা দিয়া থাকে। চিকিৎসার তেমন সুবন্দোবস্ত নাই, রাজধানী সিরোহীতে একটিমাত্র সরকারী ডাক্তারখানা আছে। অবৃষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে এদেশে বড় ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, ১৭৪৬, ১৭৮৫, ১৮১২, ১৮১৩ এবং ১৮৬৮-৬৯ সালে এদেশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষে উৎসন্নপ্রায় হইয়াছিল।

১৮৮১-৮২খৃঃ অব্দে রাজ্যের স্থূল রাজস্বের একটা হিসাব লওয়া হইয়াছিল। তখন দেখা গিয়াছিল, ১৪৯২৪০ টাকা বার্ষিক রাজস্ব আদায় হইয়া থাকে। অহিফেনের উপর কর বৃদ্ধি করাতে তাহার পর রাজস্ব আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে।

দেওয়ানী মোকদ্দমা পঞ্চায়েৎদ্বারা মীমাংসিত হইয়া থাকে। ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার রাজধানীতে মন্ত্রী ও জেলাসমূহে তহশীলদারদের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। সিরোহীতে একটিমাত্র জেল আছে। সৈনিকবিভাগে ২টি কামান, ১০৮ জন অশ্বারোহী ও ৫০০ শত পদাতিক আছে।

গোধূম ও যব এখানকার প্রধান শস্য। সরিষাও যথেষ্ট উৎপাদন করা হয়। সরিষার তৈল যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গোধূম, যব ও সরিষা রবিশস্য। এ গুলি উঠিয়া গেলে কতকগুলি জমিতে তখন তখনই চাষ দিয়া কয়াং এবং ধৈনা বুনা হইয়া থাকে এবং বর্ষারম্ভ হইবার পূর্ব্বেই ইহাদিগকে কাটিয়া আনিয়া গৃহে মজুত করা হয়। এখানে একই জমিতে বরাবর একই শস্য উৎপাদন করা হয়; কিন্তু দুই তিন বৎসর অন্তরই জমিতে সার দেওয়া হয়। বর্ষায় বজরা, মুগ, মুথ্, অড়হর, কুলথ্, জুয়ার প্রভৃতি শস্য জন্মান হয়। ইহাদিগকে 'খরিফ' শস্য বলা হইয়া থাকে। পার্ব্বত্যপ্রদেশের 'জঙ্গল' পোড়াইয়া ও ভস্মে বীজবপন করিয়া তিল, কুরি, বাঁশ, কুদ্র, মল্ এবং সেনবালাই উৎপন্ন করা হয়। তুলা এবং শণ-পাট স্থানীয় ব্যবহারের উপযোগী পরিমাণে মাত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। এখানে এখনও অনাবাদী জমির পরিমাণই অধিক।

রাজপুতনার অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় এখানেও রাজাই একমাত্র ভূম্যধিকারী। রাজবংশীয়েরা ও অন্য যাঁহারা রাজার পূর্ব্ব-পুরুষের সঙ্গে এই দেশ জয় করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরেরা কিছু কিছু জমি দানস্বরূপ ভোগ করিয়া আসিতেন সত্য, কিন্তু এই জমিতে তাঁহাদের প্রকৃতপক্ষে মালিকান্ স্বত্ব নাই। রাজাকে মান্য করিয়া চলিবেন ও আবশ্যক মত যুদ্ধকার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিবেন, এই সর্ত্তে ইহারা এই সকল জমি ভোগদখল করিয়া থাকেন। তবে ভাকরে গিরসিয়াদেরই ভূম্যধিকারীর স্বত্ব বিদ্যমান। নিয়মিতরূপে রাজকর দিতে পারিলে, কৃষিপ্রজাদের জমির উপর পুরুষানুক্রমিক স্বত্ব বর্ত্তিয়া থাকে। নিষ্কর চাষী জমিও এদেশে বিস্তর আছে। রাজপুত, ভীল, মীনা ও কুলীদের লইয়া একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, ইহাকে দিবালী সম্প্রদায় বলে। গ্রামের রক্ষার ভার ইহাদের উপর সংন্যস্ত। ইহারা এবং ব্রাহ্মণ, ভাট ও চারণগণ নিষ্কর জমি ভোগ করিয়া থাকেন।

যে সমস্ত জায়গীর আছে, তাহার জন্য রাজা উৎপন্ন পণ্যের একটা নির্দ্দিষ্ট অংশ ও স্থানীয় প্রথানুরূপ রাজকর পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ এইভাবে উৎপন্ন শস্যের ½ অংশ রাজকর-স্বরূপ দেওয়া হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রাম্যভৃত্য, যথা কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর প্রভৃতি তাহারাও বৃত্তিস্বরূপ উৎপন্ন শস্যের অংশভাগী হইয়া থাকে। এই অংশ বাদ দিয়া যাহা থাকে, কৃষকগণ সাধারণতঃ তাহার ⅓ হইতে আরম্ভ করিয়া ¼ পর্য্যন্ত পাইয়া থাকে।

২ সিরোহীপ্রদেশের রাজধানীর নাম সিরোহী। ইহা রাজপুতনা-মালব-রেলওয়ের আবুরোড্ ষ্টেশন হইতে ২৮ মাইল উত্তরে এবং আজমীর হইতে ১৭১ মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে ছোরা, তলোয়ার, বর্শা ও সূচ্ প্রস্তুত হয়।

সিমুর (সর্ম্মোর), নিম্ন হিমালয়প্রদেশস্থিত একটী পার্ব্বত্য সামন্তরাজ্য। নাহন ইহার রাজধানী। নাহন নগরের নামানুসারে ইহা নাহনরাজ্য বলিয়াও কথিত হয়। ইহা পঞ্জাব

গবর্মেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। ইহার উত্তর সীমায় বশাসন ও জব্বল নামক পার্ব্বত্য রাজ্য, পূর্ব্বে ইংরাজাধিকৃত দেরাদুন জেলার মধ্যবর্ত্তী তোঁস ও যমুনা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অম্বালা জেলা ও কালসিয়া সামন্তরাজ্যের কতকাংশ এবং উত্তরপশ্চিমে পাতিয়ালা ও কেউঁথল রাজ্য। অক্ষা° ৩০° ২৪´ হইতে ৩১° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৫´ হইতে ৭৭° ৫০´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ১০৭৭ বর্গ মাইল।

সির্মুর রাজ্য উত্তরে উচ্চচূড় ছোড় শৈল (১১৯৮২ ফিট্) হইতে দক্ষিণাভিমুখে ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া দক্ষিণ সীমান্তে গিরি-যমুনা-সঙ্গমে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট্ উচ্চে পরিণত হইয়াছে। এই সঙ্গম হইতে খিয়ার্দ্দা-দুন নামক উপত্যকা ভূমি পশ্চিমাভিমুখে নাহন শৈল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা পূর্ব্বপশ্চিমে ২৫ মাইল দীর্ঘ এবং প্রস্থে ১৩ হইতে ৬ মাইল। পূর্ব্ব সীমায় যমুনার নিম্ন অববাহিকা হইতে ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া ঘটুশান গিরিসঙ্কটের নিকট ইহা ২৫০০ ফিট্ উচ্চ হইয়াছে এবং ঐ স্থান হইতেই আবার পশ্চিমাভিমুখে অবতরণ করিয়াছে, সুতরাং ঘটুশানের উচ্চ ভূমিই এখানকার জলবাধ, এখান হইতে সির্মুরের জলরাশি পর্ব্বত গাত্র বাহিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রবাহিত। পূর্ব্বদিকে গিরি নদী ও তাহার শাখা জলাল পালুব এবং তোঁস নদীর শাখা মিনুস ও নৈরাই পার্ব্বত্য জলনালীসমূহে পুষ্ট হইয়া যমুনার অববাহিকার মধ্য দিয়া যমুনায় আসিয়া মিশিয়াছে। অপর পশ্চিম দিকে মার্কণ্ড প্রভৃতি কতকগুলি পার্ব্বত্য নদী সরস্বতী ও ঘাঘর নদীর অববাহিকায় প্রবাহিত হইয়া উক্ত নদীদ্বয়ে মিলিত হইয়াছে।

খিয়ার্দ্দাদুন উপত্যকার উত্তরপশ্চিমপ্রান্তে শ্রেন শৈলশিখর, উত্তরে গিরি নদীর তীরভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণপূর্ব্বে তাণ্ডু ভবানী (৫৭০০ ফিট্) এবং উত্তরপশ্চিমে সণ্ড দেবী (সরস্বতী দেবী ৬২৯৯ ফিট্) নামে দুইটী উন্নতচূড় পর্ব্বত আছে। খিয়ার্দ্দাদুনের দক্ষিণভাগে শিবালিক শৈল। এই শৈলশিখর জলগর্ভ হইতে সমুত্থিত হইয়াছে। হিমালয়ের অপরাপর অংশ যে যুগে ভূপৃষ্ঠ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তাহার অনেক পরে শিবালিক শৈলাংশ পর্ব্বতে পরিণত হইয়াছে। এখানে কালেরুক জীবদেহের শৈলাস্থি পাওয়া গিয়াছে। [শিবালিক দেখ।]

সির্মুরে নানা জাতীয় পাথর পাওয়া যায়। কিন্তু মূল্যবান্ পাথর কিছুই নাই। কালসিতে তাম্রখনি পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে ঐ খনি হইতে তামা উঠাইবার ব্যবস্থা হয়, কিন্তু কার্য্য সুবিধাজনক না হওয়ায় উহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অভ্রের ও সীসকের খনি আছে, প্রচুর লৌহও পাওয়া যায়। সির্মুরের রাজা অনেক অর্থ ব্যয়ে লোহা গালাই ও ঢালাই করিবার জন্য একটী কারখানা স্থাপন করেন, কিন্তু খনি হইতে লৌহ উঠাইয়া কারখানায় আনাব জন্য যানাদির সুবিধা না থাকায় তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই।

এখানকার বনভাগে নানা জাতীয় হিংস্র পশু দেখিতে পাওয়া যায়। সেই নিবিড় অরণ্যের মধ্যে জনমানবের প্রবেশের পথ নাই। শীকারীরা বিশেষ চেষ্টা করিয়া পথ কাটিয়া গেলেও অনেক সময় পথ ভ্রষ্ট হইয়া বনমধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে বাধ্য হয়। অনেক স্থলে বন্য পক্ষী দেখা যায় বটে, দেশবাসীরা সংস্কার বশতঃ তাহাদিগকে হিংসা করে না।

সির্মুর শব্দের অর্থ শিরমোড় বা শিরোমুকুট। এখানেই রাজার প্রাসাদ আছে। স্থানীয় কিংবদন্তী এই যে প্রাচীনকালে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিত, সেই বংশের শেষ রাজা ঘটনা চক্রে বন্যা জলে ভাসিয়া যান এবং তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। ঐ সময়ে অর্থাৎ অনুমান ১০৯৫ খৃষ্টাব্দে জয়শালমীর রাজবংশধর রাজা অগ্রসেন রাবল গঙ্গাতীরে তীর্থক্রিয়া সম্পাদনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। তিনি নিকটবর্ত্তী রাজ্য শূন্য হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সদলে তথায় অগ্রসর হন এবং সির্মুরসিংহাসন অধিকার করেন। তদবধি তাঁহারই বংশধরেরা সির্মুর শাসন করিয়া আসিতেছেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে গোর্খাগণ সির্মুর অধিকার করে এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ সেনাপতি সর্ ডেভিড্ অক্টরলোনী তাহা গোর্খাদিগের হস্ত হইতে উদ্ধার করেন।

অতঃপর ইংরাজ গবর্মেণ্ট সির্মুররাজাকে তাঁহার পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন। তাঁহার অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে জৌনসর ও বাবর পরগণা ইংরাজরাজ দেরাদুন জেলা ভুক্ত করিয়া লইলেন। গোর্খাযুদ্ধের সময় যে মুসলমান সর্দ্দার ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন ইংরাজ গবর্মেণ্টের পুরস্কার স্বরূপ তাহাকে কুটাহা বা গড়হি দুর্গ ও তৎপরগণা প্রদান করেন এবং কেউঁথলের রাজাকে গিরিনদীর উত্তর তীরবর্ত্তী প্রদেশ ছাড়িয়া দেওয়া হয়। ইহার পর ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ অনুকম্পা পুরঃসর সির্মুররাজকে খিয়ার্দ্দাদুন নামক উপত্যকাদেশ প্রত্যর্পণ করিয়াছিলেন।

১৮৮৭-৮৮ খৃষ্টাব্দে এখানে রাজা সাংসের প্রকাশ রাজত্ব করিতেছিলেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি শিক্ষা ও সদ্গুণে ভূষিত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্টের কৃপাদৃষ্টিতে কে, সি, এস, আই উপাধি প্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট ইঁহার সম্মানার্থ ১১টী তোপের ব্যবস্থা করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২১ সেপ্টেম্বর, ইংরাজরাজ কর্তৃক প্রদত্ত সনদের সর্ত্তানুসারে এখানকার সর্দ্দারেরা ইংরাজরাজকে আবশ্যক মত সেনাসাহায্য করিতে বাধ্য। সির্মুররাজকে কোনরূপ রাজকর দিতে হয় না। তাঁহার

প্রাণদণ্ড দিবার অধিকার নাই। এতদ্বিষয়ে তাঁহাকে অম্বালার কমিশনরের অভিমত গ্রহণ করিতে হয়।

এখানকার অধিবাসীরা হিন্দু। উত্তর সির্মুরবাসীরা আর্য্য-বংশসম্ভূত হইলেও উহাদের মুখাকৃতি মোঙ্গলীয় ধরণের। এখানে কুনেত নামে এক শ্রেণীর হিন্দু আছে। উহারা রাজপুত-বংশসম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। বর্ত্তমানে উহাদের মধ্যে পত্নী-ক্রয় ও বিধবা-বিবাহ রূপ দুইটী নিকৃষ্ট আচার প্রচলিত হওয়ায় উহারা উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট হেয়।

সির্সা, পঞ্জাবের লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণরের অধীন হিসার ডিভিসনের অন্তর্ভুক্ত অক্ষরেখার ২৯°১৩´ ও ৩০°২৩´ উত্তর মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৭৩°৫৬´ ও ৭৫°২২´ পূর্ব্বের মধ্যে বিস্তৃত একটি জেলা। পরিমাণ ৩০০৪ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ১৯০১ সনের সেন্‌সাস্ অনুসারে ১৫৮৬৫১।

ইহার উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তে জেলা ফিরোজপুর ও দেশীয় রাজ্য পাতিয়ালা, পশ্চিমে শতলেজ নদী, দক্ষিণপশ্চিমে বহবালপুর ও বিকানীর এবং পূর্ব্ব সীমায় হিসার জেলা। শাসনকেন্দ্র সির্সা সহরে প্রতিষ্ঠিত।

ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে ইহা বিকানীরের অনুর্ব্বরা মরুভূমি ও শৎলেজরাজ্যসমূহের মধ্যবর্ত্তী, ইহা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে অনেক উচ্চে অবস্থিত, বৃক্ষাদি বিবর্জ্জিত একখণ্ড উন্মুক্ত সমতল ভূমির মত। কেবল শৎলেজের সন্নিকটে যা একটু উর্ব্বরস্থান আছে। বর্ষার সমাগমে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর জলপ্লাবনে এই ক্ষুদ্র স্থানটুকু বিধৌত হইয়া থাকে, কিন্তু ইহার চতুষ্পার্শ্বের প্রদেশগুলি এতই উচ্চ যে, কূপ খনন করিয়া জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা না করিলে, হৈমন্তিক শস্যাদি একেবারেই উৎপাদন করা যায় না। এই যে উর্ব্বর জমিখণ্ড, ইহার পূর্ব্বদিকেই সুবিস্তৃত প্রধান অধিত্যকাটি অবস্থিত, পূর্ব্বে ইহা সুধু পশুচারণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হইত; এখন অনেক পরিমাণে চাষবাসের জন্যও ব্যবহৃত হয়। ইহার পূর্ব্বদেশে ঘাঘর নদী প্রবাহিত, এখানে ধান্য ও গোধূম প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, কিন্তু ঘাঘরের দক্ষিণে যে দেশ, সে দেশ কখনও জলের মুখ দেখিতে পায় না, কোন শস্যাদিও এখানে জন্মে না।

এই যে স্থানে স্থানে একটু উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাও বৃটীশ অধিকারের ফল। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া এখানে একটা উপনিবেশ স্থাপনের জন্য চেষ্টা চলিতেছে। এই ঔপনিবেশিকেরাই দেশটাকে যে টুকু বাসোপযোগী করিয়া তুলিয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে দুইটি মাত্র নদী আছে শৎলেজ ও ঘাঘর। বর্ষায় যখন হিমালয়ের তুষারস্তূপ বিগলিত হইতে থাকে, তখন শৎলেজ দুকূল ছাপিয়া ভরিয়া উঠিয়া ৪।৫ মাইল পর্য্যন্ত সির্সাকে বিধৌত করিয়া থাকে। ঘাঘর, হিমালয় হইতে সামান্য একটি জলধারার মত বহির্গত হইয়া পাতিয়ালা পর্য্যন্ত আসিয়াছে, এখানে সরস্বতীর জলে দেহপুষ্ট করিয়া সির্সা প্রদেশে যাইয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু উৎপত্তিস্থান হইতে ২৯০ মাইল আসিতে না আসিতেই বিকানীরের মরুভূমি ইহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে। ঘাঘর মধ্যে মধ্যেই গতি পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করে, ইহার ফলে সির্‌সাতে দুইটি ছম্ব্ বা ঝিল্ উৎপন্ন হইয়াছে।

রাজস্ব আদায়ের সৌকর্য্যার্থে সির্‌সা জেলা পাঁচটি চক্রে বিভক্ত হইয়াছে। যথা ১ বাগর—ঘাঘর উপত্যকার দক্ষিণভাগে অবস্থিত, বালুকাময় প্রদেশ। ২ নালী—ঘাঘরের উপত্যকান্তর্গত প্রদেশ। ৩ রোহী অর্থাৎ নির্জ্জল প্রদেশ, ঘাঘর উপত্যকা হইতে শৎলেজের পূর্ব্ব তটভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ৪ উতার—শৎলেজের পূর্ব্ব তটভূমি হইতে বর্ত্তমান শৎলেজ উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং ৫, হিতার—এই প্রদেশ বর্ষায় শৎলেজের জলে বিধৌত হইয়া উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

এখানে বন্য জন্তুর বড়ই অভাব, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে শৎলেজের সন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ব্যাঘ্র এবং রোহীতে বন্য গর্দ্দভ দেখিতে পাওয়া যাইত। বন্য-শূকরও এখন একেবারেই তিরোহিত। এখন সুধু হরিণ ও কৃষ্ণসার, শশক ও শৃগালই দেখিতে পাওয়া যায়। পক্ষীর মধ্যে, শীত ঋতুতে কুঞ্জ, বন্যহাঁস, জলকুক্কুট প্রভৃতি বিচরণ করিতে আসিয়া থাকে।

বাসের অনুপযোগী বলিয়া ও অন্যান্য নানা কারণে সির্‌সা এক প্রকার জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু বৃটীশ শাসনের অন্তর্ভুক্ত হইবার পর হইতে লোকসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৮৬২ খৃঃঅব্দে যে সেটেলমেণ্ট হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, তখন এখানে ১৫১১৮২ জন মাত্র লোক ছিল। ১৮৬৮ সনের সেন্‌সাসে এই সংখ্যা ২১০৭৯৫ বলিয়া নির্দ্ধারিত হয়, ১৮৮১ সনে যে সেন্‌সাস্ হয়, তাহার রিপোর্টে দেখা যায়, এই ১৩ বৎসরে লোক সংখ্যা আরও ৪২৪৮০ বাড়িয়াছে। ১৯০১ সালের সেন্‌সাস্ রিপোর্ট অনুসারে পূর্ব্ববর্ত্তী দশ বৎসরের মধ্যে বিংশ সহস্র (১৯৯৩৫) লোক কমিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ, ১৮৯৮ সনে দেশটার লোক সংখ্যা অত্যধিক হইয়া পড়িয়াছিল—অসুবিধা বোধ করিয়া ক্রমে তাহারা নানাস্থানে যাইতে আরম্ভ করে, তাই হ্রাস দেখা যাইতেছে। এই হ্রাসের মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ১১৪০৩ এবং স্ত্রীলোকের সংখ্যা ৮৫৩২।

এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোক আছে। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি।

এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে জাঠ জাতিই প্রধান; তারপরে রাজপুত। এই উভয় জাতির মধ্যেই হিন্দু, শিখ, ও মুসলমান আছে এবং এই দুইটি মিলিয়া সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় অর্দ্ধেকে দাঁড়াইয়াছে। জাঠ হিন্দু ও রাজপুত হিন্দুদিগের মধ্যে আচারব্যবহারগত বেশ পার্থক্য দৃষ্ট হয়। জাঠদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে—রাজপুতদিগের মধ্যে নাই। কিন্তু এই উভয়দলের মুসলমানদিগের মধ্যে এমন কোন বিশেষ পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হয় না। সংখ্যায় বেশি না হইলেও রাজপুতদিগের মধ্যে ভট্টিনামে যে সম্প্রদায় আছে, তাহারাই এখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে ক্ষমতা ও আধিপত্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা প্রায় সকলেই মুসলমান; কিন্তু পরিশ্রমে বিমুখ বলিয়া ইহাদের অবস্থা ক্রমশঃই খারাপ হইয়া পড়িতেছে। পরিশ্রমী ও কর্ম্মক্ষম বলিয়া জাঠদিগের অবস্থাই সমধিক উন্নত। আরও দুইদল রাজপুত এখানে আছে, তন্মধ্যে বট্টুরা সকলেই মুসলমান এবং শতলেজের উর্ব্বর উপত্যকার অধিকাংশ স্থানের মালিক। আর জৈয়া রাজপুতেরা পূর্ব্বে বেশ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল; ভট্টি এবং বিকানীরবাসী রাজপুতদিগের সঙ্গে আধিপত্য লইয়া অনেক বাদবিসম্বাদ করিয়াছে। এখন তাহাদের জমির লেশমাত্র নাই। হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত। বণিয়া এবং অরোরাগণ ব্যবসায়বাণিজ্য লইয়া ব্যস্ত, এতদ্ব্যতীত বহুসংখ্যক চামার এবং ভুঁইমালীও আছে।

উপজীবিকা হিসাবে বিভাগ করিলে এখানকার অধিবাসীদিগকে স্থূলতঃ নিম্নলিখিত ছয়ভাগে বিভক্ত করা যায়—১ চাকুরীজীবী ও উকীল ডাক্তার প্রভৃতি। ২, যাহারা গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে ভৃত্যশ্রেণী, ৩ ব্যবসায়ী ও মহাজন; ৪, কৃষিজীবী ও পশুপালক; ৫, যাহারা শরীর খাটাইয়া দ্রব্যজাত প্রস্তুত ও বিক্রয় করে; এবং ৬, যাহারা কিছুই করে না বা বিশেষ কোন কার্য্যাবলম্বী নহে।

ইহাদিগের মধ্যে কৃষিজীবীর সংখ্যাই অধিক, পঞ্জাবের অন্যান্য জেলায় শতকরা ৫৫ জন, কিন্তু এখানে শতকরা ৬৬জন পুরুষ কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। প্রচুর পরিমাণে এবং সস্তায় জমি পাওয়া যায় বলিয়া এখানকার অধিবাসীদিগের অনেকেই, পৈতৃক ব্যবসায়ানুমোদিত না হইলেও, অল্প বিস্তর জমিজমা রাখিয়া কৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

শস্যোৎপাদনক্ষম জমির অর্দ্ধাংশের অপেক্ষা বড় বেশি পরিমাণ জমি এখনও চাষের অধীনে আনা হয় নাই। বাজরাই এখানকার প্রধান শস্য। জোয়ার, মটর, সিম্ ও তিল মন্দ উৎপন্ন হয় না। রবিশস্যের মধ্যে যব ও গোধূমই প্রধান। স্থানে স্থানে ধান্যের চাষও হইয়া থাকে।

আর্থিক ও সাংসারিক স্বচ্ছলতার হিসাবে, এখানকার অধিবাসিবর্গ পঞ্জাবের অন্যান্য স্থানের অধিবাসী হইতে অনেক পরিমাণে উন্নত ও সুখী. সামান্য পরিশ্রমেই ইহারা প্রচুর গ্রাসাচ্ছাদন সংগ্রহ করিতে পারে। যদিও অধিক সংখ্যক লোকই কুটীরবাসী, তথাপি ইচ্ছা করিলেই অনেকে খুব সহজে সুন্দর বাসভবন প্রস্তুত করিতে পারে। কৃষিকার্য্যের সফলতার জন্য প্রধানতঃ বারিবিন্দু পতনের উপর নির্ভর করিতে হইলেও, দুর্ভিক্ষ ত দূরের কথা, কখনও এখানে খাদ্য-দ্রব্যের গুরুতর অপ্রতুলতাও ঘটে নাই। অন্য অন্য স্থানে চাষী প্রজারা সুদখোর মহাজনদিগের ভক্ষ্য-স্থানীয়; এখানে কিন্তু কৃষককুল কখন ঋণ করিবার প্রয়োজন অনুভব করে না। ইহারা আবার একটু সতর্ক এবং পরিণামদর্শী। আগামী বৎসর কৃষির অভাবে অজন্মা হইতে পারে, এই আশঙ্কায় সাধারণতঃই ইহারা ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখে।

এখানকার অধিবাসীরা কতকটা অস্থায়ী বা বেদে প্রকৃতি। এক জায়গায় ৩।৪ বৎসর কাটাইয়াও সুবিধা বোধ না করিলে, তাহারা স্ত্রীপুত্র, গরুলাঙ্গল, জিনিষপত্র সমেত স্থানান্তরে যাইয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ প্রকৃতি ও অভ্যাস ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে। বাগরী জাঠেরা এবং মুসলমানেরা অনেক স্থানেই স্থায়ীরূপে বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

এখানে পানীয় জলের অভাবেই বড় কষ্ট ও অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেশের সর্ব্বত্রই কূপখননের ব্যবস্থা হইতেছে। নানা স্থান হইতে কৃষককুল আনিতে হইয়াছে বলিয়া, তাহাদিগকে জমা ও দখল সম্বন্ধে অনেক সুবিধা করিয়া দিয়া জমিতে আকৃষ্ট করিয়া রাখিবার চেষ্টা করা হইয়াছে, কাজেই এখানকার রাইয়তদিগের অবস্থা অনেক ভাল। এখানে টাকায় ও শস্যে খাজনা দিবার প্রথা আছে। যে জমির জন্য টাকায় খাজনা লওয়া হয়, তাহাতে ধান জন্মিবার সুবিধা থাকিলে প্রতি একরে ৩৷৷০ টাকা হইতে ৪৲ টাকা; গোধূম জন্মিবার সুবিধা থাকিলে একর প্রতি ১৷৶০ টাকা হইতে ২৲ টাকা এবং অন্যান্য শস্যের জন্য একার প্রতি ১৷০ হইতে ১৷৷০ টাকা খাজনা দিতে হয়।

যাতায়াতের তেমন সুবিধা নাই, সিরসার উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া রেবারি-ফিরোজপুর রেলওয়ে গিয়াছে, পাকা রাস্তা আদৌ নাই। দুইটি বেশ ভাল ও প্রশস্ত কাঁচা রাস্তা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরও কয়েকটি কাঁচা রাস্তা আছে। বর্ষার সময় ব্যতীত এই সকল পথে চলাচল তেমন কষ্টকর নহে, তবে যখন বড় গরম পড়িতে থাকে, তখন তৃষ্ণায় বড় কষ্ট পাইতে হয়। এই সকল রাস্তার সাহায্যেই বাণিজ্য-দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

এখানকার উৎপন্ন শস্যাদি প্রধানতঃ পশ্চিমে সিন্ধু-

প্রদেশে ও পূর্ব্বে দিল্লী সহরে প্রেরিত হয়। পূর্ব্বে সির্সা সহর ও পশ্চিমে ফাছিলকা, এই দুইটি স্থানই বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র স্থান। পশম, তিল, সরিষা প্রভৃতি করাচীতে রপ্তানী করা হয়, আর পূর্ব্বদেশ হইতে তুলা, ধান্যাদি ও যুরোপাগত বস্ত্রাদি আমদানী করা হইয়া থাকে। এখানকার পার্ব্বত্য দ্রব্যের মধ্যে একমাত্র সাজিমাটিই উল্লেখযোগ্য।

এখানকার হাওয়া শুষ্ক, বৃষ্টি তেমন বেশি হয় না। পীড়ার মধ্যে জ্বরই প্রধান, যত মৃত্যু হয়, তন্মধ্যে ৢই জ্বরের জন্য। কলেরা, বসন্ত, পেটের অসুখও এখানে বেশই আছে।

বিদ্যাশিক্ষার দিকে লোকের দৃষ্টি এখনও উল্লেখ যোগ্যরূপে আকৃষ্ট হয় নাই। সমগ্র দেশে এখনও ১৫০ শতের উপর বিদ্যালয় হয় নাই এবং ছাত্রসংখ্যা দুই হাজারের উপরে হইবে না। সামান্য কয়েকজন স্ত্রীলোক লিখিতে ও পড়িতে পারে।

ডেপুটি কমিশনার সাহেব এখানকার সর্ব্বপ্রধান রাজকর্ম্মচারী, তাঁহার অধীনে একজন এসিষ্টাণ্ট ও একজন একৃষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার, তিনজন তহশীলদার এবং তাঁহাদের কয়েকজন সহকারী আছেন। এখানে ৭টি থানা আছে।

এখানকার প্রধান সহর ও শাসনকেন্দ্রের নামও সির্সা। ইহার চতুর্দ্দিকে ৮ ফুট্ উচ্চ মৃত্তিকানির্ম্মিত প্রাচীর, রাস্তাগুলি প্রশস্ত সমান্তরাল ভাবে টানা। হংসী, হিসার, পাতিয়ালা ও বিকানীর হইতে অনেক মহাজন ও ব্যবসায়ীকে আনিয়া প্রথমতঃ এখানে স্থাপিত করা হয়। তাহাদের ব্যবসায়ের গুণে সহরটি ক্রমেই সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। রাজপুতনা হইতে আগত হিন্দু বাণিয়াগণই এখানকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যবসায়ী। মোটা কাপড় এবং মাটির বাসনই এখানকার প্রধান শিল্পজাত। এখানে আদালত গৃহ, খাজাঞ্চি খানা, গির্জ্জা, পুলিশ ষ্টেসন, মিউনিসিপাল আফিস, জেল, সরাই, সরকারী ঔষধালয় এবং দুইটী স্কুল আছে।

সির্সা জেলা প্রথমে ভট্টিয়ানা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান শাসনকেন্দ্রের অনতিদূরে পুরাতম সির্সা সহরের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাহার পূর্ব্ব গৌরবের সাক্ষীস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। এখানে পূর্ব্বকালে একটি দুর্গও ছিল। প্রবাদ যে ১৩ শতাব্দী পূর্ব্বে সরস্ নামে এক জন রাজা ছিলেন। তিনিই এই সহর ও দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। তখন ইহার নাম ছিল সরস্বতী। সমৃদ্ধ এবং শ্রীও ছিল যথেষ্ট। আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ১৭২৬ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে এই স্থান একেবারে জনশূন্য হইয়া পড়ে। এখনও ইহার চতুষ্পার্শ্বে বহু স্থানে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৃত্তিকাস্তূপ দেখিতে পাওয়া যায়—এগুলি ফলতঃ পূর্ব্বকালের সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ও জনপদের শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুতবংশধর মুসলমানগণ এখানকার প্রভুত্ব পরিচালনা করিতেন বলিয়া বোধ হয়। এই মুসলমানদিগের মধ্যে নানা সম্প্রদায় ছিল; কিন্তু ভট্টিগণই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ছিলেন; তাঁহাদের নামানুসারেই বোধ হয় পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের নাম ভট্টিয়ানা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এদেশ এই নামেই পরিচিত ছিল। এই ভট্টি মুসলমানেরা পশু চরাইয়া বেড়াইত এবং প্রতিবেশীর পশু ও দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করাই তাহাদের প্রথম ও প্রধান কাজ ছিল।

১৭৩১ খৃষ্টাব্দে পাতিয়ালা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলাসিং ভট্টিদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথম চেষ্টা করেন। ১৭৪৪ খৃঃ অব্দে তদীয় উত্তরাধিকারী অমরসিংহ ভট্টিনায়ক আমীর খাঁকে পরাজিত করিয়া প্রায় সমস্ত সির্সা জেলাই আপনার অধিকারভুক্ত করিয়া লয়েন। কিন্তু ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষে অগণ্য মানুষ ও পশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়; যাহারা রক্ষা পায়, তাহারা বাড়ীঘর ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। প্রায় সমস্ত দেশটাই জনমানবশূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ঘাঘর উপত্যকায় ইংরাজদিগের অধিকার প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়; কিন্তু ১৮০২ খৃষ্টাব্দে হংসীতে যে যুদ্ধ হয়, তাহার ফলে ইহা আবার মহারাষ্ট্রীয়দিগের পদানত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে সন্ধিবন্ধন হয়, তাহার ফলে সিন্ধিয়া ইংরাজদিগকে সির্সা অর্পণ করেন।

তখন সমস্ত দেশটাই একপ্রকার অনধ্যুষিত, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষ এদেশের শাসনবিষয়ে কোনই হস্তক্ষেপ করেন নাই। ভট্টিরাই নির্ব্বিবাদে ভোগ দখল করিতে থাকে, ইহার পরেও ইংরাজগবর্মেণ্ট এদেশ সম্বন্ধে তেমন মনোযোগ প্রদান না করাতে শিখ্ রাজারা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করাইতে থাকেন। কিন্তু ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ এদেশে প্রকাশ্যভাবে আধিপত্য স্থাপন করেন ও ঘাঘর উপত্যকা ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যাইয়া, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ভট্টিয়ানা জেলা স্থাপন করেন। নানা স্থান হইতে লোক আসিয়া উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের পরে এই জেলা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ হইতে পৃথক্ করিয়া পঞ্জাবের অংশভুক্ত করা হইয়াছে।

সিল, উঞ্ছ, কণিকাদির গ্রহণ। তুদাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সিলতি। লোট্ সিলতু। লিট্ সিষেল। লুঙ্ অসেলীৎ। ণিচ্ সিলয়তি, লুঙ্ অসিষিলৎ। সন্ সিষিলিষতি। যঙ্ সেষিল্যতে।

সিলং (শিলং), খাশী ও জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশের প্রধাননগর এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশের গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৯০০ ফিট্ ঊর্দ্ধে, অক্ষা° ২৫° ৩২´ ৩৯´´ উত্তরে ও দ্রাঘি° ৯১° ৪৫´ ৩২´´ পূর্ব্বে এবং গৌহাটি হইতে ৬৪ মাইল

দক্ষিণে অবস্থিত। পূর্ব্বে ইহা চেরাপুঞ্জি, খাসী ও জয়ন্তীয়ার প্রধান নগর ছিল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজধানী সিলংএ স্থানান্তরিত হয় এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন নূতন পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামপ্রদেশ সংগঠিত হয়, তখন সিলং যুক্তপ্রদেশের রাজধানীরূপে পরিণত হইয়াছে। গ্রীষ্মঋতুর রাজধানী বলিয়া, বিশেষতঃ ঢাকায় এখনও কর্ম্মচারীদের বাসগৃহ ও লাট সাহেবের অফিসগৃহ প্রভৃতি নির্ম্মিত হয় নাই বলিয়া, গবর্মেণ্টের যত প্রধান প্রধান অফিস সমস্ত এখন এখানেই প্রতিষ্ঠিত। অনেক আসামবাসী আসিয়া এখানে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতেছেন। কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গের এবং অন্যান্য প্রদেশেরও অসংখ্য লোক এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। লোকসংখ্যা ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে টোঙ্গায় (মনুষ্যপৃষ্ঠে) আরোহণ করা ব্যতীত শিলংএ পৌছিবার অন্য উপায় ছিল না। কিছুদিন আগে গৌহাটী পর্য্যন্ত রেলওয়ে গিয়াছিল, এবং গৌহাটী হইতে অল্পদিন হইল সিলং পর্য্যন্ত চলিয়াছে। স্থানটিকে সর্ব্বপ্রকারে বাসোপযোগী ও মনোরম করিয়া তুলিবার জন্য গবর্মেণ্ট অজস্র অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সরকারী প্রিণ্টিংপ্রেস (মুদ্রাযন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত—গবর্মেণ্টের যত কাগজপত্র এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গেজেট্ এখানে ছাপা হয়। এখানে খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদিগের উপাসনার জন্য গির্জ্জাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এই স্থানের দৈর্ঘ্য ৭ মাইল এবং প্রস্থ ১॥০ মাইল ছিল, কিন্তু সিলং এখন উভয় দিকেই ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করিতেছে। সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতনিঃসৃত ঝরণা হইতে উত্তম পানীয় জল সরবরাহ করিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বাজার এবং অন্যান্য অনেক সুবিধাজনক স্থানে জলের কল স্থাপিত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মাবলীও যাহাতে সুচারুরূপে প্রতিপালিত হইয়া স্থানীয় স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, গবর্মেণ্ট তাহার জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেছেন। এখানে সৈন্যবলও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সিলং বেশ সুখশীতল স্থান। স্থানীয় উত্তাপ কদাচিৎ ৮০° ডিগ্রির উপরে উঠিয়া থাকে। ডিসেম্বর, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে জমিতে তুষারকণা জমিয়া থাকে, কিন্তু কখনও বরফপাত হয় না। এখানে অগ্নিপ্রজ্জ্বলনের উদ্দেশ্যে পাথুরে কয়লাই সমধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। গড়ে বৎসরে ৮৭·৮৪ ইঞ্চি পরিমাণ বৃষ্টিপাত হয়। এখানে লোকে সাধারণতঃ আমাশয়, উদরাময় ও যকৃতের গোলযোগজনিত পীড়ায় ভুগিয়া থাকে। কিন্তু য়ুরোপীয়গণ যদি কোন প্রকারে একটা বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে, তবে তাঁহাদের স্বাস্থ্য বেশ ভালই থাকে।

সিলং রাজধানীর অদূরে সিলং নামে একটা পর্ব্বতশ্রেণীও আছে। ইহার সর্ব্বোচ্চশিখর সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৬৪৫০ ফিট্ উচ্চ, এদেশে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর স্থান আর নাই। ইহার শিখরদেশ সমুচ্চ বাহাদুরীবৃক্ষের অরণ্যে সমাচ্ছাদিত। প্রকৃত-পক্ষে এই পর্ব্বতের নামই সিলং এবং যে স্থান এখন সর্ব্বত্রও সাধারণতঃ সিলং বলিয়া পরিচিত, তাহার প্রকৃত নাম লাবান।

সিলক (পুং) শিলক, ঋষিভেদ।

সিলাও, বেহারের অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। বেহার মহকুমা হইতে প্রায় ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। কাহারও মতে এই স্থানেই বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়যুক্ত বিক্রমশিলা নগরী ছিল। এখান-কার খাজা প্রসিদ্ধ।

সিলাচী (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৫।৫।১)

সিলাঞ্জালা (স্ত্রী) লতাভেদ। (অথর্ব্ব ৬।১৬।৩)

সিলিকমধ্যম (পুং) সঙ্গত মধ্যপ্রদেশ, নিবিড় মধ্যভাগ। "সিলিকমধ্যমাসঃ সংশূরণাসঃ" (ঋক্ ১।১৬৩।১০) 'সিলিকমধ্য-মাসঃ সম্ভৃতাঃ সঙ্গতাঃ মধ্যপ্রদেশা যেষাং তে তথোক্তাঃ, মধ্যে নিবিড়া ইত্যর্থঃ।' (সায়ণ)

সিলীন্ধ্র (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত সিলিন্দে মাছ। এই মাছ স্বাদু ও সুপথ্য। (রাজনি°)

সিলেট, শ্রীহট্টের নামান্তর। পূর্ব্বকালে শিলহট্ট ও শিলহাট্ নামে খ্যাত ছিল। প্রাচীন বৈষ্ণব-গ্রন্থে "ছিলট" নাম আছে। তাহা হইতেই ইংরাজগণের নিকট 'সিলট' বা 'সিলেট' হইয়াছে। উত্তরে খাশিয়া ও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত, পূর্ব্বে কাছাড় জেলা, দক্ষিণে পার্ব্বত্য ত্রিপুরা, পশ্চিমে ত্রিপুরা ও ময়মনসিংহ জিলা। এই জেলা উত্তর অক্ষাংশ ২৩°৫৯´ হইতে ২৫°১৩´ এবং পূর্ব্ব দ্রাঘিমা ৯০°৫৮´ হইতে ৯২°৩৮´ মধ্যে, সমুদ্র হইতে ৫৫ ফিট উর্দ্ধে অবস্থিত।

এই জেলার পরিণামফল ৫৪৪৩ বর্গমাইল এবং লোক সংখ্যা ২২৪১৮৪৮।

এখানে ১৯১টি পরগণা আছে। গ্রামের সংখ্যা প্রায় ১০০০০ হইবে। বাজারের সংখ্যা প্রায় চারিশত।

জনসাধারণের সুশিক্ষার জন্য একটি কলেজ, ৭টী এনট্রান্স স্কুল, ৪২টি মধ্য-ইংরাজী স্কুল, ১৪টি মধ্য-বঙ্গ বিদ্যালয়, এবং ৩৮ উচ্চ প্রাথমিক ও ৭৫১টি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং বালিকা শিক্ষার্থ একটি মধ্য শ্রেণীর বিদ্যালয় ও ৮৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে।

এখানে ৪৩টি দাতব্য চিকিৎসালয় ও ১৩৮টী পোষ্ট আফিস (তন্মধ্যে ৩২টি ডাকঘরে টেলিগ্রাফের তার সংলগ্ন) আছে। সিলেট সহরেই টেলিগ্রাফের পৃথক্ আফিস আছে, তথা হইতে ৫টি লাইন ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়াছে।

ইংরাজ আমলে এই জেলা পাঁচভাগে বিভক্ত হইয়াছে; যথা

উত্তর সিলেট, করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ। এই পাঁচটি সবডিভিসনের অধীনে ১৬টি থানা ও তদধীনে ১২টি ফাঁড়ি আছে।

সুরমাবিভাগের কমিশনারের অধীনে এই জেলা একজন ডিপুটী কমিশনার কর্তৃক শাসিত হইতেছে, তিনি সিলেট সহরেই অবস্থান করেন। তদ্ব্যতীত তথায় পুলিশ সুপারিন্টেণ্ড ও তাঁহার সহকারী জেলসুপারিন্টেণ্ড প্রভৃতি আছেন। বিচার-বিভাগে ডিষ্ট্রিক্টজজ ও তদীয় সহকারী এবং সবজজ, এডিশনেল সবজজ এবং মুন্সেফগণ, আর ফৌজদারীবিভাগে এসিষ্টাণ্ট-কমিশনার ও একষ্ট্রাএসিষ্টাণ্ট কমিশনারগণ আছেন।

প্রত্যেক মহকুমায় একজন এসিষ্টাণ্ট বা একষ্ট্রা এসিষ্টাণ্ট কমিশনার আছেন। মহকুমাগুলিতে পুলিসের এক এক জন ইনিস্পেক্টর থাকেন। এ জেলায় ৬ জন পুলিসইনিস্পেক্টর, ৪৯ জন সব্ ইনিস্পেক্টর, ১১৪ জন হেডকনেষ্টবল ও ২৬৭ জন কনেষ্টবল আছে। গ্রাম্য চৌকিদারের সংখ্যা বর্ত্তমান ৫১৫৮।

এখানে অনেক প্রসিদ্ধ পাহাড় আছে, প্রধান কয়েকটির নাম (পূর্ব্বদিক্ হইতে) দেওয়া গেল—

পলডংয়ের পাহাড়—জেলার সর্ব্বপূর্ব্বে, ইহার উচ্চশৃঙ্গের নাম ছত্রচূড়া, প্রায় ২০৩৪ ফিট্ উচ্চ। চু-আলিয়া বা প্রতাপগড়ের পাহাড়, তাহার প্রায় পাঁচ মাইল পূর্ব্বে, ইহার সর্ব্বাধিক উচ্চতা ১৫০০ ফিট্। আদম আইল—চু-আলিয়ার অল্প পশ্চিমে, সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৮০০ ফিট উচ্চ। লংলার পাহাড়—লংলা পরগণায়, উচ্চ শৃঙ্গ চাঁড়েরগজ ১১০০ ফিট্ উচ্চ। আদমপুরের পাহাড়,—লংলার পাহাড়ের দক্ষিণপশ্চিমে বিস্তৃত। বড়শীযোড়া পাহাড়—ইহা ৩০০ ফিটের অধিক উচ্চ নহে, এই পাহাড়ে অনেক চা-বাগান আছে। সাতগার পাহাড়—ইহাও ৬০০ ফিটের উচ্চ নহে এবং এ পাহাড়েও বহুতর চা-বাগান। রঘুনন্দন পাহাড়—ইহা জেলার দক্ষিণপশ্চিম দিকে অবস্থিত, ইহার উচ্চতা প্রায় ৭০০ ফিট্। লাউড়ের পাহাড়—লাউড় পরগণায়, জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ পাহাড়ে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আছে।

শ্রীহট্টের নদীর সংখ্যাও অল্প নহে, এখানে প্রধান প্রধান নদীগুলির নামোল্লেখ করা হইল। বরবক্র বা বরাকই—এ জেলার প্রধান ও মূলনদী। ইহা মণিপুরের উত্তরে অঙ্গামীনাগা পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রায় ১৮০ মাইল প্রবাহিত হইয়া কাছাড় জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। কাছাড়ের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত নৌকা চলে, তথা হইতে পশ্চিমমুখে বদরপুরের নিকট আসিয়া দুই শাখাতে বিভক্ত হইয়া শ্রীহট্ট জেলায় প্রবেশ করিয়াছে। একশাখা—সুরমা; শ্রীহট্ট সহর ও সুনামগঞ্জ প্রভৃতি ইহার তীরে অবস্থিত। দ্বিতীয় শাখা—কুশিয়ারা বা বরাক; করিমগঞ্জ, ফেঞ্চুগঞ্জ ও বালাগঞ্জ বন্দর প্রভৃতি ইহার তীরে রহিয়াছে।

ধলেশ্বরী—কালনী, বিবিয়ানা প্রভৃতি শ্রীহট্টের অনেক নদীর মিলনে এক প্রকাণ্ড জলস্রোত ধলেশ্বরী নামে প্রবাহিত হইয়া মেঘনার সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাদের শাখানদী-সমূহ—লঙ্গাই, মনু, খোয়াই, ধলাই, ইহারা আবার কুশিয়ারাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গোয়াইন, পিয়াইন, বৌলাই, যাদুকাটা ইহারা সুরমার সহিত সংস্পৃষ্ট।

হাওর—শ্রীহট্টে অনেকটি হাওর আছে। যে সমস্ত প্রান্তর বর্ষায় জলপূর্ণ হইয়া যায়, তাহাই হাওর নামে খ্যাত, হাওরের যে অংশে সর্ব্বদা জল থাকে, তাহা বিল নামে কথিত হয়। জিলকার হাওর, ঝিনকার হাওর, হাইল হাওর, হাকালুকির হাওর, মাকানকান্দির হাওর, ঘুঙ্গিয়াজুরির হাওর, শনির হাওর, শণবিল, কাওয়াদীঘী প্রভৃতি প্রধান।

"অমৃতকুণ্ড" নামে একটি হ্রদ আছে।

উৎস—পণা, ফুলতলির প্রস্রবণ, ঠাণ্ডাকুয়া প্রভৃতি উৎস প্রসিদ্ধ। জয়ন্তীয়াস্থিত তপ্তকুণ্ডের জল উষ্ণ।

প্রপাত—মাধব, হলহলি প্রভৃতি বিখ্যাত।

মরুভূমি—যাদুকাটা নদীর তীরদেশে মরুভূমির একটা নমুনা দৃষ্ট হয়। অনেক স্থান বালুকারাশিতে সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তথায় বৃক্ষাদি কিছুই জন্মে না।

উৎপন্ন দ্রব্য।

শ্রীহট্টের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যই ধান্য। শালি, আছরা, আমন, বাগদার, আশু প্রভৃতি বহু জাতীয় ধান্য প্রচুররূপে উৎপন্ন হয়। তদ্ব্যতীত তিসি, সর্ষপ, ইক্ষু, কলাই, শণ ও পাই ইত্যাদি জন্মে।

ফলের মধ্যে শ্রীহট্টের কমলা ভারতবিখ্যাত। এত মিষ্ট রসাত্মক কমলালেবু শ্রীহট্টব্যতীত কুত্রাপি পাওয়া যায় না। শ্রীহট্টের কমলার মিষ্টতার কথা আইন-ই-অকবরি, রিয়াজ-উস্‌সলাতিন প্রভৃতি পারস্য গ্রন্থে উল্লিখিত আছে।

শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানে অতি মিষ্ট রসাত্মক আনারস উৎপন্ন হয়, এতাদৃশ মিষ্ট রসাত্মক আনারস জলডুব ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিলে না। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় কদলী, লেবু, আম্র, কাঁঠাল, বেল, বদরি, জাম, পেঁপে প্রভৃতি ফল পাওয়া যায়।

শাকসব্জির মধ্যে কুমড়া, লাউ, বেগুণ, মানকচু, ওল, সীম, করলা, কাকরোল, গোলআলু, মেটে আলু, নটে ও নালি শাক, পালংশাক, ও কপি, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

মসলার মধ্যে শ্রীহট্টের তেজপত্র অতি বিখ্যাত। জয়ন্তীয়ার উৎপন্ন খাসিয়া পাণ প্রসিদ্ধ, মরিচ ও ঝলাঙ্গ নামে রশুন জাতীয় মসলা সর্ব্বত্র আদরণীয়।

শ্রীহট্টের জঙ্গলে নানা জাতীয় মূল্যবান্ বৃক্ষ আছে। চাম, জারইল, পুমা, পংতা, কাওয়াঠোটি, কাইমূলা, পালান, নাগকেশর, বংশীবট (রবার), বট প্রভৃতি বিখ্যাত। পাহাড়ে তদ্ব্যতীত বিবিধরূপ বাঁস ও বেত এবং ছন জন্মে, এবং প্রতিবৎসরই নদীপথে নাম্যইয়া আনা হইয়া থাকে। গবর্মেণ্ট এই সকল বনজ দ্রব্যের উপর কর আদায় করিয়া থাকেন।

শিল্প।

শ্রীহট্টের শিল্প-সম্ভার এক সময় অতি বিস্তৃত ছিল, কিন্তু বিলাতি শিল্পের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাহা নিতান্ত হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। লস্করপুরের উর্ণি চাদর এখনও শ্রীহট্টের সূত্রশিল্পের নাম রক্ষা করিতেছে, এই উর্ণি ঢাকাই চাদর হইতে হীন নহে। শ্রীহট্টের মণিপুরী খেস ও মসারি অতি সুন্দর জিনিষ এবং প্রসিদ্ধ। জুগিয়ানা গিলাপ বা যুগ্ম চাদর এখানে সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

পূর্ব্বে শ্রীহট্টের কাষ্ঠে অর্ণবতরি ও রণতরি প্রস্তুত হইত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে একাদশ সহস্র মণবাহী এক জাহাজ শ্রীহট্টে নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং মাদ্রাজ-দুর্ভিক্ষে বিংশতি সংখ্যক জাহাজের এক বহর চাউল ও ধান্য লইয়া তথায় গিয়াছিল। নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর সময়ে শ্রীহট্টের কয়েক মহালের আয় হইতে সমরতরি যোগাইবার প্রথা ছিল। এখনও হবিগঞ্জের পলওয়ার নৌকা উল্লেখযোগ্য। তদ্ব্যতীত পালঙ্ক, চৌকি, আলমায়রা, টেবিল, চেয়ার প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শ্রীহট্টের কাষ্ঠনির্ম্মিত খেলানা অতি সুন্দর। বংশ ও বেত্রনির্ম্মিত শিল্পের মধ্যে শীতলপাটিই ভারতবিখ্যাত। এইরূপ পাটি শ্রীহট্ট ব্যতীত অন্যত্র মিলে না। শ্রীহট্টের পাতার ছাতা অত্যন্ত কার্য্যোপযোগী ও মজবুদ। শ্রীহট্টের বাঁশের মুড়া বা চেয়ার ও কুশাসন বহুল পরিমাণে ব্যবহারে লাগে এবং চাঁচ বা ধাড়ী বহুল পরিমাণে "দরমা" নামে কলিকাতায় রপ্তানি হয়।

শ্রীহট্টের হস্তিদন্তের পাটী, দাবা, চিরুণি, পাখা প্রভৃতি দ্রব্যগুলি শিল্প-নৈপুণ্যের সুন্দর উদাহরণ। পূর্ব্বে এখানে গণ্ডারের চর্ম্মে উৎকৃষ্ট ঢাল প্রস্তুত হইত, এক্ষণে আর হয় না। রিয়াজ-উস্ সলাতিনে লিখিত আছে যে এই স্থান হইতে এই ঢাল হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র যাইত। উৎকৃষ্ট কাল রঙ্গের জন্য এই ঢাল আদৃত ছিল। যে জাতি এই ঢাল তৈয়ার করিত, এখনও তাহারা ঢালকর নামে খ্যাত।

ধাতব শিল্পের মধ্যে পাঁচগার কর্ম্মকারদের প্রস্তুত "খড়্গ" "দা," বদরপুরের বটি, কটনাঙ্গ ও ব্রহ্মবানের পিত্তলের বাসন প্রসিদ্ধ। পাঁচগার জনার্দ্দন কর্ম্মকার ১০৪৭ হিঃ সালে জাহানকোষ নামক প্রসিদ্ধ কামান নির্ম্মাণপূর্ব্বক যশস্বী হইয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীহট্টের আগরের আতর ও চা উল্লেখ করাও আবশ্যক। এই আগরের আতর আরব প্রভৃতি স্থানে অতি আদরের সহিত গৃহীত হয়। চা বিলাতে প্রেরিত হইয়া থাকে।

খনিজ দ্রব্য।

খনিজ দ্রব্যের মধ্যে সিলেটের চুণ অতি বিখ্যাত। "সিলেট-চুণ" সকলেই বিশেষ আদর করিয়া থাকে, ইহা প্রধানতঃ ছাতক হইতে রপ্তানী হয়।

তদ্ব্যতীত এখানে স্থানে স্থানে কয়লার খনিও আছে। সিলেট ও কাছাড় সীমায় মেটে-তৈল মিলে। এখানকার পাহাড়গুলিতে লবণের খনি আছে, পূর্ব্বে অনেক স্থলে ঐ খনির লবণ ব্যবহার করিত, কিন্তু এখন আর তাহা ব্যবহারে আসে না ; কোন কোন খনি ইংরাজ-আমলের প্রথমেই পাথর চাপা দিয়া নষ্ট করা হয়।

বাণিজ্যস্থান।

সিলেট, বালাগঞ্জ, আজমীরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, মৌলবী-বাজার, নবিগঞ্জ, ও বাণিয়াচঙ্গে নৌকাযোগে অন্তর্ব্বাণিজ্য এবং রেলওয়ে ও ষ্টিমারযোগে বহির্ব্বাণিজ্য চলিয়া থাকে। নারায়ণগঞ্জ হইতে প্রত্যহ সিলেটের দিকে একখানি ষ্টিমার যাত্রা করিয়া থাকে। এখানকার লোকাল বোর্ডের অধীনে ১২০০ মাইল রাস্তা আছে, ইহার সাহায্যে প্রায় সর্ব্বত্র যাতায়াত করা যায়। পাব্লিকওয়ার্ক ডিপার্টমেণ্টের অধীনেও প্রায় ১২০ মাইল পথ সংরক্ষিত।

এখানে প্রধানতঃ কাপড়, কাগজ, ঔষধ, চিনি, লবণ, মিছরি, জুতা প্রভৃতি, কড়াই, মদ, গাঁজা, আফিম, চিনা ও এনামেল বাসন, লবঙ্গ, এলাচ, তামাক, নারিকেল, সুপারি প্রভৃতি আমদানী হয়।

রপ্তানীর মধ্যে চাউল, মধু, চা, আতর, কমলালেবু, চুণ, ঘৃত, শীতলপাটী, দরমা (চাঁচ), শুষ্ক মৎস্য, মহিষের সিং, চর্ম্ম, ও হস্তী প্রধান।

পশুপক্ষী ও মৎস্যাদি—মৎস্যের মধ্যে রুই (রোহিত), বাউ (কাতল), চিতল, বোয়াল, ঘাঘট, শউল প্রধান।

পক্ষীর মধ্যে বিহঙ্গরাজ পক্ষীর নাম আইন-ই-অকবরিতেও আছে,ইহারা নানাবিধ জীবজন্তুর শব্দের অনুকরণ করিতে সমর্থ। ময়না ও তোতাপাখী মনুষ্যের মত কথা কহিতে পারে। শেরগঞ্জ, শ্যামা, ও দৈয়েল সুন্দর গান করে। তদ্ব্যতীত কোকিল, বউকথা কও প্রভৃতি এবং ধনেশ্বর, ঘুঘু, কুক্কুট, শালিক, তিতির, হংস প্রভৃতি বহুজাতীয় পক্ষী পাওয়া যায়।

পশুর মধ্যে হস্তীই প্রধান। তদ্ব্যতীত বিবিধ জাতীয় ব্যাঘ্র, ভল্লুক, গণ্ডার, হরিণ, বন্য গো, বনবিড়াল, নানা জাতীয় বানর ও বনমানুষ প্রভৃতি পাহাড়ে আছে।

অধিবাসী ও ধর্ম।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে প্রথমেই পার্ব্বত্যজাতির উল্লেখ করিতেছি। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি বনমানুষের দুই এক স্তর উপরের জীব। লুসাই জাতি এখনও কাচা মাংস ভক্ষণ করে। তদ্ব্যতীত কুকি, গারো, খাশিয়া ও সিংটেং এবং টিপরা পার্ব্বত্য জাতির মধ্যে পরিগণিত। ইহাদের সংখ্যা আট সহস্রের কম নহে।

লাসুংজাতি এক্ষণে সমতলবাসী হইয়াছে এবং স্বভাবও অনেকটা সমতা প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের সংখ্যা সার্দ্ধছয়শত মাত্র।

মণিপুরীজাতি বাঙ্গালীসংস্রবে অনেকটা সভ্য হইয়াছে, এই জেলার নানা স্থানে ইহাদের উপনিবেশ আছে। ইহাদের সংখ্যা ১৬০৪৩ জন। হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈশ্য, দাস, সাহু বা সাহা, বারুই, তেলি, নাপিত, গণক, ভাট, কৈবর্ত্ত, কুমার, কুশিয়ারী বা রাঢ়, কেওয়ানী, গাড়ওয়ান, তাঁতি, ময়রা, মাহারা, মালো, যুগী, নমঃশূদ্র, শাঁখারি, শুঁড়ী, মালী, ডোম, পাটনী, ধোপা ও কামার প্রভৃতি জাতিই সংখ্যায় অধিক।

কুশিয়ারী বা রাঢ় জাতি পূর্ব্বে পার্ব্বত্য জাতি ছিল; ইহারা বলবান্ ও পরিশ্রমী, শ্রীহট্টের জলডুব নামক স্থানেই ইহাদের বাস। এই জাতি বঙ্গের অন্য কোন জেলায় নাই।

মাহারা জাতিও অন্যত্র দুর্ল্লভ। রাজা সুবিদনারায়ণ এই জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে।

সাহাগণ বৈশ্য জাতীয় বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু সিলেটের করিমগঞ্জ, দক্ষিণ সিলেট, ও উত্তর সিলেটের সাহুগণ অন্য স্থান স্থিত সাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজা সুবিদনারায়ণের সময়ে ইহারা কোন সামাজিক বিবাদে বৈশ্য ও কায়স্থজাতি হইতে ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বিগণের মধ্যে এই কয়েক জাতীয় লোক সিলটে আছে, যথা—কুরেষি, সৈয়দ, মোগল, পাঠান, শেখ, মাহিমাল, জোলা, গাইন, নাগারছি, মীরশিকারি, ও বেজ। খৃষ্টানধর্ম্মীদিগের মধ্যে রোমান কাথলিক চার্চ্চের খৃষ্টানগণের একটী বহুকালের উপনিবেশ আছে।

এখানে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী লোকের সংখ্যা ১০৪৯২৪৮, ইহার মধ্যে শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব সংখ্যাই অধিক।

শাক্তদের মধ্যে বামাচারী মতও আছে, এমতে মদ্যপানাদি দুষণীয় নহে।

কিশোরীভজন নামে এক ঘৃণ্য উপসম্প্রদায়ী নিজ নিজকে বৈষ্ণবধর্ম্মী বলিয়া পরিচিত করে। বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতের সহিত কিশোরী-ভজনের কোন প্রকার সামঞ্জস্য বা সাধারণ সাদৃশ্যও নাই, এই কল্পিত মতে একজন স্ত্রীলোককে সাধনের সহায় স্বরূপ গ্রহণ করিতে হয়, যাহা বিশুদ্ধ বৈষ্ণবমতে একান্ত বর্জ্জনীয়।

এই জেলায় জগন্মোহনী নামে আর একটি ধর্ম্ম সম্প্রদায় প্রচলিত আছে। এই ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিগণও আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত করে। এই ধর্ম্মের উৎপত্তিস্থান ও শ্রীহট্ট। মাছুলীয়া-গ্রামবাসী জগন্মোহন গোসাঞী এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইহার নাম জগন্মোহনী সম্প্রদায়। এই ধর্ম্মে প্রতিমা পূজার পদ্ধতি নাই এবং ইহারা গুরুকেই মোক্ষদাতা রূপে ভজনা করে। ইহারা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ ও সংসারত্যাগী। এই জেলার অন্তর্গত বিথঙ্গলের আখড়াই ইহাদের প্রধান গদি। জগন্মোহন গোসাঞির শিষ্যের প্রশিষ্য রামকৃষ্ণ গোসাঞি হইতেই এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হয়। ৺অক্ষয়কুমার দত্তের "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" গ্রন্থের ১ম ভাগে এই ধর্ম্মের কথা উল্লেখিত হইয়াছে।

সিলটে মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তির সংখ্যা ১১৮০৩২৪ জন। ইহাদের মধ্যে প্রায় সমস্তই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত, সিয়াদের সংখ্যা অতি সামান্য।

ধর্ম্মোৎসব—হিন্দুদের মধ্যে দোল, দুর্গোৎসব, ঝুলনযাত্রা, রথযাত্রা প্রভৃতিই বিশেষ আড়ম্বরে সম্পন্ন হয়। মনসা পূজা ও মাঘী সংক্রান্তি প্রতিপালন ইতর ভদ্র সকলেই করে। নৌকা-পূজা ও গোবিন্দকীর্ত্তন সিলেটের দুইটি বিশেষ ধর্ম্মোৎসব। নৌকাকারে সুবৃহৎ কাঠামে মনসামূর্ত্তির সহিত গোবিন্দকীর্ত্তন সন্ধ্যা হইতে প্রভাত পর্য্যন্ত জলসংবাদ, রূপখেদ, দূতীসংবাদ, অভিসার ও মিলন এই পর্য্যায়ে অবিচ্ছেদে গাইতে হয়।

মণিপুরীদের মধ্যে রাসগান বিশেষ বিখ্যাত। সিলেটের মণিপুরীরাস দর্শনযোগ্য। মণিপুরী ১০।১৫টি কুমারী সুসজ্জিতা হইয়া বঙ্গভাষায় কৃষ্ণলীলা গান করিয়া থাকে, তাহাতে সভ্যতার আভরণশূন্য অনাবৃত্ত মাধুরী ফুটিয়া উঠে।

সিলেটে অনেক তীর্থকল্প স্থান আছে, তাহাতে সময়ে সময়ে স্থানীয় ও প্রাতিবেশী জেলাসমূহের বহুলোকের সমাগম ঘটে।

বামজঙ্ঘা মহাপীঠ—ইহা দালজোরের কালীবাড়ী নামেই খ্যাত। জয়ন্তীয়ার বাউরভাগ পরগণায় এই পীঠ অবস্থিত, এখানে সতীর বামজঙ্ঘা পতিত হইয়াছিল। এই স্থানের দেবীর নাম জয়ন্তী এবং ভৈরব ক্রমদীশ্বর। জয়ন্তীর নামানুসারে উক্ত অঞ্চল জয়ন্তীয়া নামে কথিত হয় এবং তদুত্তরবর্ত্তী পর্ব্বতও জয়ন্তীয়া পর্ব্বত নামে খ্যাত।

গ্রীবাপীঠ—সিলেট সহর হইতে অল্প (প্রায় দেড় মাইল মাত্র) দক্ষিণে গোটাটিকরের জৈনপুর নামক স্থানে দেবীর গ্রীবা পতিত হওয়ায় ঐ স্থান মহাপীঠরূপে খ্যাত হয়।

তন্ত্রে আছে—'গ্রীবা পপাত শ্রীহট্টে সর্ব্বসিদ্ধপ্রদায়িনী।
দেবী তত্র মহালক্ষ্মীঃ সর্ব্বানন্দশ্চ ভৈরবঃ॥"
অন্নদামঙ্গলে ইহার অনুবাদ স্বরূপ লিখিত হইয়াছে যে :—
"শ্রীহট্টে পড়িল গ্রীবা মহালক্ষ্মী দেবী।
সর্ব্বানন্দ ভৈরব বৈভব যাহা সেবি।"

মুসলমান অত্যাচারে যখন বহু দেবদেবী নানা স্থানে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন, যখন শ্রীহট্টের সন্নিকটবর্ত্তী ঊনকোটি প্রভৃতি স্থানে সেই অত্যাচারের বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তখন বোধ হয় এই গ্রীবাপীঠ সেবক ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক লুক্কায়িত হইয়াছিল। এই পীঠের পরিচয় ক্রমে লোকের স্মৃতিপথ হইতে চলিয়া গিয়াছিল। প্রায় শতাধিকবর্ষ হইল, ঐ স্থানের অধিবাসী বৈদ্যবংশীয় দেবীপ্রসাদ দাস একটী পথনির্ম্মাণে জনৈক লোককে নিযুক্ত করিলে, সে পীঠস্থানে পুনঃপুনঃ আঘাত করায় এক দেবীমূর্ত্তি আবির্ভূত হইয়া তাহাকে নিবারণ করেন ও রাত্রে প্রসাদকে স্বপ্নে সমস্তই জ্ঞাত করেন। সেই সময়ই শ্রীপীঠ প্রকাশিত হয়। তাহার পর আরও অনেক আধ্যাত্মিক প্রমাণে উহা মহাপীঠরূপেই সর্ব্বসাধারণে প্রকাশিত হইয়াছে, এই মহাপীঠের অনতিদূরে ঈশানকোণে সর্ব্বানন্দ ভৈরব বিরাজিত। ইনিও প্রায় ৩০ বৎসর হইল স্বপ্নযোগে আপনার প্রকাশপথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ঠাকুরবাড়ী—এই স্থান সিলেটেই অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ পরগণায় অবস্থিত। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পিতামহ উপেন্দ্র মিশ্রের বাড়ী এই স্থানে ছিল, এই স্থানেই জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি জন্ম গ্রহণ করেন। এই স্থানেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আগমন করিয়াছিলেন।

পণাতীর্থ—এই স্থান সুনামগঞ্জের অন্তর্গত। অদ্বৈতপ্রকাশ গ্রন্থমতে শ্রীমৎ অদ্বৈত বাল্যকালে স্বীয় জননীর অভিপ্রায় মতে যোগবলে তীর্থসমূহকে এস্থানে আনয়ন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থ স্নানের পূর্ণ ফল পাওয়া যায় বলিয়া ইহার নাম পণাতীর্থ বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করে। অদ্বৈতপ্রকাশে লিখিত আছে যে অদ্বৈত পণ করিয়া তীর্থসমূহকে আনয়ন করায় ইহা পণা নামে খ্যাত হয়।

নির্ম্মাই শিব—এই শিব ১৪৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মাই নাম্নী জনৈক ত্রিপুররাজকুমারী কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিলেন। ইঁহার নামে অনেক লোক মানসিক রক্ষা করিয়াও আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হয়। শিবরাত্রি-যোগে এখানে বৃহৎ মেলা হয়।

ঊনকোটী তীর্থ—ইহা ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত। এস্থানে অনেক দেববিগ্রহ ছিল, কালাপাহাড়ের অত্যাচারে অনেক মূর্ত্তি বিকলাঙ্গ হইয়াছে।

সিদ্ধেশ্বর শিব—এ শিব সিদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত ও শ্রীহট্ট-কাছাড় সীমায় বদরপুর নামক স্থানে কপিলমুনি কর্ত্তৃক স্থাপিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই স্থানেই কপিলের আশ্রম ছিল। যথা বায়ুপুরাণে
"যত্র তেপে তপঃ পূর্ব্বং সুমহৎ কপিলো মুনিঃ।
যত্র বৈ কপিলং তীর্থং তত্র সিদ্ধেশ্বরো হরঃ॥"

হাটকেশ্বর শিব—এই শিব শ্রীহট্টের শেষ হিন্দুনৃপতি গৌড়-গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরিপূজিত হইতেন।
"নকুলেশঃ কালীপীঠে শ্রীহট্টে হাটকেশ্বরঃ।"

মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে শিবের অষ্টোত্তর শত নাম মধ্যে ইহারই নাম আছে। সিলেট হইতে এই শিব জয়ন্তীয়ায় নীত হন ও পরে তথা হইতে চুড়খাই নামক স্থানে স্থাপিত হন; অদ্যাপি চুড়খাইতে ইনি আছেন। বারুণী উপলক্ষে এই স্থানে একটি মেলা বসে।

বরবক্রতীর্থ—ইহা সিলেটে একটি প্রধান নদের নাম। এই নদ পুণ্যসলিল বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গ বরবক্রতীর্থযাত্রাপূর্ব্বক এখানে আগমন করিয়াছিলেন। বরবক্রমাহাত্ম্য নামে বায়ুপুরাণে একটি আধুনিক অধ্যায়ই আছে। ইহার বরবক্র নাম সম্বন্ধে উক্ত পুরাণে লিখিত আছে :—
"যস্মৈবং নদরাজস্য বক্রে বক্রে চ পুণ্যদঃ।
তীর্থঃ প্রশস্তো বিখ্যাতো বরবক্রস্ততঃ স্মৃতঃ॥"

এ সকল ব্যতীত তুঙ্গেশ্বর মহাদেব, পঞ্চখণ্ডের ও জগন্নাথ-পুরের বাসুদেব, পাথারিয়ায় মাধবতীর্থ, জয়ন্তীয়ার তপ্তকুণ্ড প্রভৃতি তীর্থস্থানীয় বটে।

সিলেটে বহুতর আখড়া বা দেবস্থান আছে। বিথঙ্গলের আখড়া তন্মধ্যে প্রধান। তদ্ব্যতীত যুগলটীলার আখড়া, পানিশালির আখড়া প্রভৃতি খ্যাতনামা।

মুসলমান তীর্থের মধ্যে সহরস্থিত শাহজলালের দরগাই বিখ্যাত; ইহা ভারতবর্ষীয় মুসলমানতীর্থের মধ্যে একটি প্রধান স্থান। দূরদূরান্তর হইতেও যাত্রিগণ এ দরগা দর্শনে আগমন করেন। দিল্লীর শেষ সম্রাট্ মহম্মদ শাহের পুত্র ফিরোজ শাহ ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই মুসলমানতীর্থদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। সুদূর হায়দরাবাদ হইতে নিজামবাহাদুরের মন্ত্রী এই দরগা দর্শনার্থী হইয়া আসিয়াছিলেন। ইহা এত প্রসিদ্ধ!

ঐতিহাসিক কথা।

সিলেট অতি প্রাচীন দেশ। মহাপীঠপ্রতিষ্ঠা কত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছিল, কে জানে? বায়ুপুরাণ, তীর্থচিন্তামণি, মহালিঙ্গার্চ্চনতন্ত্র, যোগিনীতন্ত্র প্রভৃতিতে শ্রীহট্টের নদনদী ও তীর্থাদির উল্লেখ আছে।

কামরূপ অতি প্রাচীন দেশ, কামরূপে ভস্মাচল বলিয়া যে

স্থান আছে, কথিত হয় যে ধ্যাননিরত হরের কোপে তথায় কামদেব ভস্ম হইয়াছিলেন, পরে তিনি দেবকৃপায় রূপ ধারণ করায় তদ্দেশ কামরূপ নামে খ্যাত হয়। কামরূপের প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর। এখানে নরকের পুত্র ভগদত্ত রাজত্ব করিতেন। পুরাকালে সিলেট প্রভৃতি পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থান এই কামরূপের অধীন ছিল। এখানকার লাউড় পর্ব্বতে ভগদত্তের এক বাড়ী ছিল, তিনি যোজনগামী গজারোহণে এস্থানে আসিয়া এদেশ শাসন করিতেন। অদ্যাপি লোকে লাউড় পর্ব্বতে এক উচ্চস্থান দেখাইয়া ভগদত্ত রাজার বাড়ীর পরিচয় দিয়া থাকে। ভগদত্ত রাজা মহাভারতের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ময়মনসিংহের মধুপুর জঙ্গলেও ভগদত্ত রাজার একটা বাসবাটীর পরিচয় পাওয়া যায়।

পূর্ব্ববঙ্গ পাণ্ডববর্জ্জিত বলিয়া খ্যাত। পূর্ব্ববঙ্গে পাণ্ডবগণ আগমন করেন নাই, কেন না তাঁহাদের সময়ে বঙ্গদেশের অনেক স্থল সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হয় নাই, তাই তাঁহারা ঐ সকল দেশে যাইতে পারেন নাই। শ্রীহট্টের পশ্চিমাংশ, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার কতকাংশ লইয়া তৎকালে একটা সাগরের অংশ বা হ্রদ ছিল, সুতরাং শ্রীহট্টেও পাণ্ডবাগমন ঘটে নাই। তবে শ্রীহট্টের পর্ব্বতসঙ্কুল উচ্চ ভূভাগে ভ্রমণের ঐ রূপ কোন বাধা ছিল না। জয়ন্তীয়ার পূর্ব্বনাম নারীদেশ বলিয়া কথিত। মহাভারতের সময়ে ঐ দেশের অধীশ্বরী প্রমীলা ছিলেন। জৈমিনিভারতে লিখিত আছে যে অর্জ্জুন এই নারীদেশ জয় করিয়া প্রমীলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তৎসন্নিকটবর্ত্তী মণিপুর ও নাগরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। নাগরাজ্যই বর্ত্তমান নাগাপাহাড়, তথায় তিনি উলূপীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মণিপুরও সমুদ্রতীরে অবস্থিত বলিয়া উল্লিখিত আছে। এই সমুদ্রতীরবর্ত্তী মণিপুর কিন্তু মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর মধ্যে ছিল। [মণিপুর দেখ।]

ভাটেরার তাম্রশাসন—শ্রীহট্টের ভাটেরা নামক স্থানে এক তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়, উহাতে পাঁচ জন রাজার নাম ও গুণের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের নাম—নবগীর্ব্বাণ, তৎপুত্র গোকুল দেব, তৎপুত্র নারায়ণ দেব, তৎপুত্র কেশব দেব, তাঁহার তৃতীয় পুত্র ঈশান দেব।

কেশব দেব বটেশ্বর নামক শিবের উদ্দেশে ৩৭৫ হাল ভূমি ও ২৯৬ বাড়ী দান করিয়াছিলেন। এই ভূমিদান ২৩২৮ যুধিষ্ঠিরাব্দে হইয়াছিল। ঈশান দেবও মধুকৈটভারির জন্য এক প্রস্তরময় মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার ১৭শ রাজ্য-সংবতে ২ হাল ভূমি দান করেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে এই নৃপতিগণ বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহাদের ভয়ে পার্শ্ববর্ত্তী ক্ষুদ্র নরপতিবর্গ বিনিদ্র থাকিত। ইহাদের সমরতরি, রণমাতঙ্গ, যুদ্ধরথ ও অগণ্য পদাতিসৈন্য যখন শত্রুবিমর্দ্দনে ধাবিত হইত, তখন বিপক্ষগণ ভয়ে আপনিই বশ্যতা স্বীকার করিত। এই নৃপতিবর্গ যে শ্রীহট্টের অংশবিশেষে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন ছিলেন, তার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশানদেবের পরে আর কে কে তদ্বংশে আবির্ভূত হইয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, তাহা জ্ঞাত হওয়া যায় না। ইহারা অতি প্রাচীন কালেই শ্রীহট্ট শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত প্রস্তরমন্দির ইত্যাদির চিহ্নও এখন নাই, তাহা সুদূর কালগর্ভে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। প্রশস্তিতে যে সকল গ্রামের নাম পাওয়া যায়, তাহাও এক্ষণে বিলুপ্ত। একস্থলে সীমানির্দ্দেশে সাগরের উল্লেখ থাকায় শ্রীহট্টের একাংশ যে সাগর জলের তলে ছিল, তাহা বোধ হইয়া থাকে।

হিউএন্‌সাঙ্গের সিলেটদর্শন—খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএনসাঙ্গ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তিনি কামরূপ গমনকালে সিলেট দিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে, পূর্ব্বদিকে সাগরপার্শ্বে 'শিলিচটল' বা শ্রীচটল দেশে পঁহুছিয়াছিলেন। শিলহাট ও শ্রীচটলকে কেহ:কেহ অভিন্ন মনে করেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, শ্রীচটলই বর্ত্তমান চট্টগ্রাম। পূর্ব্বে সিলেট হ্রদতীরে অবস্থিত ছিল। সেই সাগরের শেষ নিদর্শনই এক্ষণে হবিগঞ্জ, ও সুনামগঞ্জস্থ হাওরে পরিণত হইয়াছে। বরাক, সুরমা, প্রভৃতি নদীর পলিদ্বারা উহা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া এতদ্রূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সাগর শব্দ হইতে সায়র ও তাহা হইতে হায়র ও ইহাই অবশেষে হাওর শব্দে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। পরিব্রাজক হিউএন্‌সাঙ্গের সময় পর্য্যন্ত শ্রীহট্ট যে কামরূপের অধীন ছিল, তাহা তদীয় ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়।

ত্রৈপুর-রাজগণ—ত্রিপুরবংশীয় রাজগণের রাজধানী প্রাচীন কালে কপিলা নদীতীরে ছিল এবং উহা ত্রিবেগ নামে খ্যাত ছিল। বর্ত্তমান ত্রিপুরা জেলায় তৎকালে 'কামলঙ্কা' নামে এক রাজ্য ছিল, কাহারও বিশ্বাস, কামলঙ্কাই বর্ত্তমান কুমিল্লা সহররূপে খ্যাত হইয়াছে।

ত্রৈপুররাজগণ একস্থানে বহুদিন থাকেন নাই, ত্রিবেগ হইতে ক্রমশঃ দাক্ষিণদিকে তাঁহাদের রাজধানী অগ্রসর হইয়াছিল; ত্রিবেগ হইতে ঐ রাজধানী বরবক্রতীরে খলংমা নামক স্থানে প্রথমে স্থানান্তরিত হয়। তৎপর কাছাড় জেলায় এবং তাহার পর সিলেটের নানাস্থানে ঐ রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। মহারাজ প্রতীতের সময় বরবক্র নদ কাছাড় ও

ত্রৈপুররাজগণের রাজ্যের মধ্যসীমা ছিল, সুতরাং এই সময় হইতেই এই রাজবংশীয়দের বিবরণ শ্রীহট্ট ইতিহাসের অন্তর্গত।

প্রতীতের পঞ্চম পুরুষে জুজারুফা রাজা হইয়া রাঙ্গামাটী জয় করেন, এই বিজয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তিনি আদিপুরুষ ত্রিপুরের নামে ত্রিপুরাব্দের প্রচলন ও নবজিত রাজ্যের নাম ত্রিপুরা রাখেন। ইহার পুত্রের সময়ে রাজধানী কৈলাসহরে নীত হয়। কৈলাসহর পূর্ব্বে কৈলারগড় নামে খ্যাত ছিল, মুসলমানগণ ইহাকে জাজিনগর বলিতেন। কৈলারগড় রাজধানী স্থাপনের পূর্ব্বে শ্রীহট্টের পূর্ব্ব প্রান্তে নানা সময়ে ঐ রাজধানী নানা স্থানে ছিল বলিয়া জানা যায়, এখনও অনেক স্থলে তাহার নিদর্শন আছে।

শ্রীহট্টে সাম্প্রদায়িক ব্রাহ্মণানয়নই ত্রৈপুর রাজবংশীয়ের এক প্রধান কীর্ত্তি। রাঙ্গামাটী বিজেতার পৌত্রের নাম ডুঙ্গুরফা (প্রথম) আর্য্য ভাষায় তিনিই আদি ধর্ম্মপা নামে কথিত হইয়াছেন। আদি ধর্ম্মপা একটি যজ্ঞ করিতে কৃত সঙ্কল্প হইয়া মিথিলা হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আনয়নপূর্ব্বক সঙ্কল্পিত যজ্ঞ সম্পাদন করেন * ও পরে উক্ত পাঁচজন ব্রাহ্মণকে কতক ভূমি দান করেন। উক্ত ভূখণ্ড পাঁচজন ব্রাহ্মণমধ্যে বিভক্ত হওয়ায় পঞ্চখণ্ড নামে খ্যাত হয়। যে পাঁচজন বিপ্র আগমন করেন তাহাদের নাম শ্রীনন্দ, আনন্দ, গোবিন্দ, শ্রীপতি ও পুরুষোত্তম। ইহাদের গোত্র যথাক্রমে বৎস, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, কৃষ্ণাত্রেয় ও পরাশর। ইঁহারা এতদ্দেশে এক বৎসর বাসের পর, স্ব স্ব স্ত্রীপুত্রাদি আনয়নের জন্য দেশে গমন করেন। তাহারা প্রত্যাগমন কালে, বিশেষ অনুরোধ ক্রমে কাত্যায়ন, কাশ্যপ, মৌদ্গল্য, স্বর্ণকৌশিক ও গৌতম গোত্রীয় আরও পাঁচজন বিপ্রকে আনয়ন করেন। এই দশ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ হইতেই শ্রীহট্টের সাম্প্রদায়িক বিপ্রবর্গের উদ্ভব ও বিস্তৃতি। আদি ধর্ম্মপার পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞ ৫১ ত্রিপুরাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল।

প্রথম ডুঙ্গুর ফার ১৭শ পুরুষ পরে ঐ বংশে ধর্ম্মধর নামে এক রাজা হন, ইঁহার সময়ে পূর্ব্বোক্ত মিথিলাগত বাৎস্য গোত্রে নিধিপতি নামে এক দ্বিজ বিশেষ তপঃশক্তিসম্পন্ন ও সিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। ধর্ম্মধর তাঁহার গুণে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে একদান পত্রে 'মনকুল প্রদেশ' নামে শ্রীহট্টের এক সুবিস্তৃত ভূভাগ দান করেন (১১৯৪ খৃঃ)। এই দান প্রাপ্ত ভূমির বলে নিধিপতিবংশীয়গণ বিশেষ শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠেন। ইহার পুত্র-পৌত্রাদি বিশেষ ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া অবশেষে তৎপ্রদেশের শাসনভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সময়ের কিছু পরে ধর্ম্মধরের পুত্র কীর্ত্তিধরের সময়ে গিয়াসউদ্দীন্ কর্ত্তৃক সর্ব্ব প্রথম এদেশ আক্রান্ত হয়, কীর্ত্তিধর পরাজিত হইয়া এই প্রাচীন রাজধানী (কৈলারগড়) ত্যাগ করেন ও কসবাতে নূতন রাজপাট প্রতিষ্ঠা করেন। ইঁহার সময় পর্য্যন্তই ত্রৈপুর বংশীয় রাজগণের কথা শ্রীহট্ট ইতিহাসের অংশরূপে গণ্য করা কর্ত্তব্য।

খণ্ডরাজ্য—এই সময় শ্রীহট্ট অনেক খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে একটির নাম "মগধ," ইহা অধুনা বিলুপ্ত; কামাখ্যাতন্ত্রে ও বাবাথর নামক প্রাচীন পাঁচালীগ্রন্থে ইহার নাম পাওয়া যায়। ২—'অমুই', ৩—'উদিসি'; ওলন্দাজ গবর্ণর কৃত প্রাচীন মানচিত্রে এই দুইটী দেশের নাম পাওয়া যায়। ৪—মুয়াজ্জমাবাদ (অর্থাৎ পুণ্য স্থান), একটি মসজিদের প্রস্তর লিপি হইতে এই নাম পাওয়া যায়। ৫—ভাটী, আইন-ই-অকবরিতে এই নাম আছে। কিন্তু এ সকল বিলুপ্ত খণ্ডরাজ্যের কোন বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায় না। তবে এ পর্য্যন্ত শ্রীহট্টে হবিগঞ্জ প্রভৃতি নিম্ন অঞ্চল ভাটি নামে কথিত হয়।

এতদ্ব্যতীত আজমরদন নামে আর একটি খণ্ড রাজ্য ছিল, আজমরদন বর্ত্তমান আজমীরগঞ্জ বলিয়া অনুমিত। ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে মালিক ইয়াজবেগ এই রাজ্য আক্রমণ করিয়া বহুধন লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তী কালে সিলেটে তিনটি খণ্ডরাজ্য বিশেষ বিখ্যাত হইয়া উঠে;—১ গৌড়, ইহা উত্তর সিলেট সবডিভিশন লইয়া ছিল; ২ লাউড় বা বাণিয়াচঙ্গ ইহা সুনামগঞ্জ হবিগঞ্জ সবডিভিশনে, এবং ৩ জয়ন্তীয়া, গৌড় রাজ্যের উত্তরপূর্ব্বাংশে বিস্তৃত ছিল। তদ্ব্যতীত তরফ ইটা, ও প্রতাপগড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গৌড়ের অধীনে ছিল।

গৌড়রাজ্য—রাজা গোবিন্দ গৌড়রাজ্যের শেষ হিন্দু নরপতি। তিনি সাধারণতঃ গৌড় গোবিন্দ নামে কথিত হইয়া থাকেন। শ্রীহট্ট সহরের উত্তরের মজুমদারি নামক স্থানের সন্নিকটে গড়দুয়ার বলিয়া একটি স্থান আছে, এই স্থানে গৌড় গোবিন্দের গড় বা দুর্গ ছিল। ইহার আর একটি দুর্গ টীলার উপরে ছিল বলিয়া ঐ স্থান টিলাগড় নামে খ্যাত হইয়াছে।

সহরের উত্তরাংশে একটী উচ্চ টিলায় ইঁহার এক বাড়ী ছিল, সময় সময় তিনি এস্থানে অবস্থিতি করিতেন; ঐ টিলার নাম মিনারের (মনাবায়ের) টিলা। এই গৌড়গোবিন্দের রাজ্য মধ্যে বুরহান্ উদ্দীন্ নামক একজন মুসলমান বাস করিত, একদা সে নিজ পুত্রের জন্মোপলক্ষে একটি গোহত্যা করে, দৈব বশতঃ একটা চিল একখণ্ড মাংস রাজপ্রাসাদে (মতান্তরে ব্রাহ্মণ গৃহে) নিক্ষেপ করে, তাহা পরে রাজার গোচর হইলে রাজাদেশে বুরহানউদ্দীনের হস্তচ্ছেদ করা হয়। বুরহানউদ্দীন্ এই

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২য় ভাঃ ৩য় অংশে ১৮৬ পৃষ্ঠায় এই যজ্ঞবিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

ঘটনায় প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া সুবর্ণগ্রামে (১ম) সদলে উপস্থিত হইয়া সামস্ উদ্দীনের নিকট ইহার সুবিচার চাহে; তখন গৌড় গোবিন্দের বিরুদ্ধে সিকন্দর শাহা প্রেরিত হন, কিন্তু তিনি সত্বরেই প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীগমনপূর্ব্বক সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ ফিরোজ শাহকে এই বিবরণ জানাইয়া বিচারপ্রার্থী হইলে, সম্রাট্ নিজ ভাগিনেয় সিকন্দর গাজীকে সিলেট জয়ার্থ প্রেরণ করেন। সিকন্দর সসৈন্যে সিলটে আসিয়া কিছুই করিতে সমর্থ হন নাই, তাঁহার সকল সৈন্য গৌড়গোবিন্দের যাদুবিদ্যার ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িয়াছিল। এই সংবাদ সম্রাট্ অবগত হইয়া সৈন্যদের ভয়-নিবারণার্থে নাসিরুদ্দীন্ নামক জনৈক পীরকে সিলটে পাঠাইলেন। এদিকে সিকন্দরের পরাজয়ে বুরহান্ উদ্দীন্ নিরাশ হইয়া দেশ ছাড়িয়া মদিনাতীর্থে গমন করিতে সঙ্কল্প করিয়া দিল্লী উপস্থিত হয়, সেই সময় আরব হইতে শাহ জলাল নামক জনৈক সাধু বহুতর অনুসঙ্গী সহ ধর্ম্মপ্রচার জন্য এদেশে আগমন করেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তাঁহাকে এ সকল ঘটনা বলিলে তিনি সিলটে গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিবেন ও গোবিন্দকে দমন করিবেন বলেন। বুরহান্ উদ্দীন্ তখন শাহ জলালের কথায় পথ-প্রদর্শক স্বরূপ সঙ্গে চলিল।

মুসলমানদের ইতিহাসে চারিজন শাহ জলালের কথা পাওয়া যায়; প্রথমের নিবাস বোখারা দেশে ছিল, ২য় শাহ জলাল তাব্রিজদেশবাসী, ৩য় শাহ জলাল য়েমেন দেশী এবং ৪র্থ গজ্নেয়া দেশের লোক ছিলেন।

সিলেটে ৩য় শাহ জলালই আগমন করেন, আরবের য়েমেন দেশে তাঁহার জন্ম হয় এবং শৈশবেই তিনি পিতৃমাতৃহীন হইয়া পড়িলে তদীয় মাতুল সৈয়দ আহম্মদ কবীর তাঁহাকে পালন করেন। আহম্মদ কবীর একজন প্রসিদ্ধ সাধু পুরুষ ছিলেন, প্রথম শাহ জলাল পীর, বোখারা দেশে যাঁহার জন্ম, তিনিই ইঁহার গুরু। কবীর কালে নিজ ভাগিনেয় (৩য়) শাহ জলালকে নিজ শিষ্যরূপে সাধন ভজন শিক্ষা দিয়াছিলেন। একদা তাঁহার আশ্রমে একটা ব্যাঘ্র একটি হরিণকে তাড়াইয়া আনিলে গুরুর অভিপ্রায়ে শাহ জলাল বাঘটাকে চপটাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দেন। কবীর এই ঘটনায় নিজ শিষ্যের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে স্বাধীনভাবে হিন্দুস্থানে গিয়া ধর্ম্মপ্রচারের আদেশ দিয়াছিলেন।

সেই আদেশ মত শাহ জলাল য়েমেনি ভারতবর্ষে আগমন করেন। সিলেট পর্য্যন্ত আসিতে তাঁহার অনুষঙ্গিবর্গের সংখ্যা ৩৬০জন হইয়াছিল। পথে প্রয়াগে তিনি যখন উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন সৈন্য সহ সিকন্দর শাহাও তথায় আসিয়াছিলেন, উভয়েই এক উদ্দেশ্যে একস্থানে যাইতেছেন, উভয়ের অকস্মাৎ সম্মিলন হইল, সিকন্দরও শাহ জলালের এক শিষ্যরূপে গণ্য হইলেন।

এইরূপে তাঁহারা সিলটে পৌঁছিলে, গৌড়গোবিন্দ শাহ জলালের নিকট এক প্রকাণ্ড ধনু পাঠাইয়া বলিয়া দেন যে যদি তিনি বা তাঁহার সঙ্গী কেহ এই লৌহধনুতে গুণ যোজনা করিতে পারেন, তবে তিনি বিনা যুদ্ধে দেশ ছাড়িয়া যাইবেন। শাহ জলাল স্বয়ং এই যশঃপ্রত্যাশী হইলেন না, তাঁহার আদেশে নসিরউদ্দীন্ শাহ অনায়াসে সেই প্রকাণ্ড লৌহধনুতে গুণ দিয়া ফিরাইয়া দিলেন।

গৌড়গোবিন্দ প্রকৃতই ভীত হইয়া পলায়নের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন ও নদীপারের উপায়-স্বরূপ নৌকার চলাচল বন্ধ করিয়া দিলেন। কিন্তু উদ্যোগী সাধু পুরুষকে বাধা দিতে পারিলেন না, তাঁহারা স্ব স্ব উপাসনার জন্য আনীত চর্ম্মাসনসমূহ জলে ভাসাইয়া তদাশ্রয়ে একে একে পার হইয়া গেলেন।

গৌড় গোবিন্দ এ সংবাদে রাজবাটী ছাড়িয়া পেঁচাগড় নামক এক লুক্কায়িত আরণ্য দুর্গে পলায়ন করিলেন। শাহ জলাল সানুচর সহরে উপস্থিত হইয়া তিনদিন ঈশ্বরারাধনা করিলেন, তৎপর মিনারের টিলাস্থিত বাড়ী আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত করা হয়। তদবধি এইরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত হইয়াছে যে শাহ জলালের আজানের প্রতিধ্বনিতে সপ্ততাল উচ্চবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

শাহ জলাল সম্রাট্ ভাগিনেয় সিকন্দরকে সিলেটের শাসন-ভার সমর্পণ করেন, সিকন্দরের মৃত্যুর পর তাঁহার আর এক অনুচর নাম হায়দরগাজী সিলটের শাসনভার পাইয়াছিলেন। হায়দরগাজীর পরেও কয়েক বৎসর শাহ জলালের দরগার প্রধান ব্যক্তিদের উপরই এ দেশশাসনের ভার থাকিত; ইঁহাদের শাসন ক্ষমতা কিন্তু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ নাই।

ইংরাজ ঐতিহাসিকদের মতে শাহ জলালের সিলেট আক্রমণ ১৩৮৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে। এই সময় ২য় শামস্উদ্দীন্ বঙ্গদেশের নবাব। কিন্তু বিশেষ প্রমাণ সহ কেহ আমাদিগকে লিখিয়াছেন যে শ্রীহট্টবিজয় ১ম শামস্ উদ্দীনের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল; কেহ বা তাহারও কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী বলেন। শাহ জলালের অনুষঙ্গিবর্গের বংশাবলীর পুরুষগণনায় এই বিজয় ব্যাপার ১ম শামসউদ্দীনের মৃত্যুর পরেই সংঘটিত হয় বলিয়া অনুমান করা যায়।

শাহ জলালের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তৃগণ।—শাহ জলালের মৃত্যুর পর কে কে সিলেট শাসন করেন ঠিক জানা যায় না, সিকন্দর ও হায়দরগাজীর পরেই ইস্পেন্দিয়ার নামক একব্যক্তি শ্রীহট্টের

শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইনি শাহ জলালের দরগার সম্মুখস্থ অপূর্ণ মসজিদটী নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন; দৈব দুর্ঘটনায় উহা আর পূর্ণ হয় নাই।

যখন সৈয়দ হুসেন শাহ বাঙ্গালার অধীশ্বর, সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী রুকন্ খাঁ নামক একব্যক্তি সিলেট শাসন জন্ম প্রেরিত হইয়াছিলেন, তৎপর গহর খাঁ শ্রীহট্ট শাসন করেন, গহরপুর পরগণা ইহাঁর নামে স্থাপিত হয়। গহর খাঁর পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ পরগণার মহম্মদাবাদ নাম করিয়াছেন। মহম্মদ খাঁর পরে খোজা ওসমান, রিয়াসত আলী, কেদার রায় প্রভৃতি শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের অনেক জমিদার বিদ্রোহাবলম্বন করিলে, তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা লোদী খাঁ এই বিদ্রোহ দমন করায় সম্রাট্ শের শাহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে পুরস্কৃত হইয়াছিলেন। শ্রীহট্টের প্রসিদ্ধ মজুমদার পরিবার ইহাঁরই বংশ সম্ভূত। লোদী খাঁর পরে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র জাহান খাঁ শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, জাহানপুর গ্রাম তাঁহার নামেই স্থাপিত হয়। এতকাল পর্য্যন্ত শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তার পদের নাম কানুনগো ছিল, সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে কানুনগো পদের ক্ষমতা অত্যন্ত হ্রাস প্রাপ্ত হয় ও কানুনগোদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব আদায়ের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতে শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তাগণ আমিন নামে খ্যাত হন। শ্রীহট্ট সহরে একজন প্রধান আমিন থাকিতেন, অবস্থাভেদে তাহার একাধিক সহকারী থাকিতেন, ইহারাও আমিন নামে খ্যাত ছিলেন।

অকবরের সময়ে শ্রীহট্ট—সম্রাট্ অকবরের সময়ে শ্রীহট্ট জেলা আট ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল, এক এক ভাগ এক একটি মহল নামে কথিত হইত, এই আটটি মহলের নাম যথা,—প্রতাপগড় (পঞ্চখণ্ড), লাউড়, হাবিলি সিলেট, জয়ন্তীয়া, সতর খণ্ডল (সরাইল), বাজুয়া বা বাহুয়া সহর, বাণিয়াচঙ্গ, হরিনগর। এই আট মহলের রাজস্ব ১৬৭০৪০৲ টাকা নিরূপিত ছিল, দাম নামে একরূপ তাম্র মুদ্রায় কর আদায় হইত। এই নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব ব্যতীত শ্রীহট্ট হইতে প্রতিবর্ষে ১১০০ অশ্বারোহী, ১৯০ হস্তী ও ৪২৯২০ পদাতি দিল্লীতে প্রেরিত হইত। ঐ সময় শ্রীহট্টে খোজা, ক্রীত দাসদাসী পাওয়া যাইত। কাষ্ঠ, কমলা, শেরগঞ্জ ও বিহঙ্গরাজ পক্ষী মিলিত।

অকবরের সময়ে যিনি আমিন পদে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাকে কামরূপের রাজা নরনারায়ণের সেনাপতি বিলারায়ের সহিত ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হইয়াছিল; পরে তাঁহাকে পরাভব স্বীকার করিয়া কর দিতে হইয়াছিল। তাহার পর ১৫৯৯ খৃঃ তাঁহাকে ত্রিপুররাজ অমর মাণিক্যের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়।

জাহাঙ্গীরের সময়ে মহম্মদ জমন শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, ইনি ইসলাম খাঁ সহ আসামবিজয়ে গমন করিয়া হাজো অধিকার করিয়াছিলেন। শাহজাহানের সমকালবর্ত্তী আমিনের নাম ইব্রাহিম খাঁ। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের সময় লুৎফউল্লা খাঁ, জান মহম্মদ খাঁ, দরহাদ খাঁ, মহাফতা খাঁ, নুরউল্লা খাঁ, ও সৈয়দ মহম্মদ আলী খাঁ, আব্দুলহেম খাঁ, সাদক খাঁ, করতলব খাঁ, এবং কার গুজার খাঁ এই কয়েক আমিনের নাম পাওয়া যায়; ইহাদের অনেকেই নায়েব ফৌজদার ছিলেন। দরহাদ খাঁ শ্রীহট্টের শাহ জলালের দরগায় বড় মস্‌জিদটি প্রস্তুত করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং কয়েকটি সেতুও তিনি নির্ম্মাণ করেন।

সম্রাট্ বাহাদুর শাহের সময়ে মতিউল্লা খাঁ শ্রীহট্টের আমিন ছিলেন, তৎপরবর্ত্তী আমিনগণের নাম শুকুরউল্লা খাঁ, হরেকৃষ্ণ দাস, সমসের খাঁ, সুজাউদ্দীন্ খাঁ, সৈয়দ রফিউল্লা খাঁ প্রভৃতি। নবাব হরেকৃষ্ণ দাস শ্রীহট্টের দস্তিদার বংশীয় ছিলেন, শুকুরউল্লাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে এই পদে নিয়োজিত করা হইয়াছিল। মাত্র তিন বৎসর শাসনের পর শুকুরুল্লা কর্ত্তৃক তিনি নিহত হন। তখন শ্রীহট্ট শাসনের ভার তিন ব্যক্তির উপর অর্পিত হয়, ইহাদেরই যুক্ত নাম সাদেকুলহর মাণিক, সাদেক উল্লা, হরদয়াল, ও মাণিকচন্দ্র দেওয়ান এই তিন জনে সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মাণিকচন্দ্র দেওয়ান, শ্রীহট্টের স্বর্গীয় স্বনামখ্যাত জনহিতৈষী রাজা গিরিশচন্দ্রের পূর্ব্ব পুরুষ ছিলেন। ইহাদের পর আরও কয়েকজন আমিনের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের বিষয়ে কোন ঘটনাই জানা যায় না। আমিনদের হস্ত হইতেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনভার গ্রহণ করেন।

তরফ—তরফ গৌড়ের অংশরূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু পূর্ব্বে তরফ স্বাধীন ছিল, যে সময় এদেশ শাহজলাল কর্ত্তৃক বিজিত হয়, তখন তরফে আচাক নারায়ণ নামে এক হিন্দু নরপতি ছিলেন। তিনি ত্রিপুররাজের অধীন রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। শাহজলাল কর্ত্তৃক গৌড় (শ্রীহট্ট) বিজিত হইলে, তাঁহার অনুসঙ্গী দ্বাদশ জন পীর ও স্বয়ং সেনাপতি নসিরউদ্দীন্ ঐ দেশ জয় করিতে ধাবিত হন। তাঁহাদের আগমনসংবাদ প্রাপ্তে আচাক নারায়ণ পলায়নপূর্ব্বক ত্রিপুরায় গমন করেন ও তথা হইতে মথুরাগমনপূর্ব্বক তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।

এইরূপে তরফ বিজিত হইলে নসিরউদ্দীন্ ইহার রাজা হন। নসিরউদ্দীন বংশীয় সৈয়দগণ দীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে তরফ শাসন করিয়াছিলেন, পরে তাঁহাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায় তাঁহারা জমিদারের মত হইয়া পড়েন, কিন্তু অপরিমিত ব্যয় ও বৃথা আড়ম্বর প্রযুক্ত শীঘ্রই সমস্ত ভূসম্পত্তি চ্যুত হওয়ায়

নিতান্ত দীনদশা প্রাপ্ত হন। এই বংশীয় সৈয়দগণ এখনও তরফে আছেন, তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা হীন হইলেও তাঁহারা অতিশয় সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তরফে হিন্দুদের মধ্যে ভুজেশ্বর, সুঘর ও জয়পুরের মজুমদারগণও বিশেষ সম্মানিত। পূর্ব্বে ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উচ্চ রাজকীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ভুজেশ্বরের হরিশরণ সেন এক ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার বাক্য সিদ্ধ ছিল, এবং সাধনপ্রভাবে তিনি অপরের মনোগত কথা অবগত হইতে পারিতেন।

ইটা—তরফের ন্যায় ইটাও গৌড়রাজ্যের অংশবিশেষ ছিল। পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িক বিপ্র নিধিপতির উল্লেখ করা হইয়াছে, এই নিধিপতির অষ্টম পুরুষে ভানুনারায়ণ জন্ম গ্রহণ করেন। চন্দ্র সিংহ নামে এক টিপরা জাতীয় সামন্তসর্দ্দার বিদ্রোহী হইয়া ত্রিপুরাধিপতিকে উত্ত্যক্ত করিতেছিল। ভানুনারায়ণ নিজ সৈন্য-সামন্ত সহ যুদ্ধে উহাকে পরাজিত করিয়া ত্রিপুরপতি হইতে রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারই রাজ্যাংশ বর্ত্তমানে ভানুগাছ পরগণায় পরিণত হইয়াছে, রাজা সুবিদনারায়ণ ইঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র। সুবিদনারায়ণ বহলোল লোদীর সময়ে জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁহার সময়ে সাম্প্রদায়িক সমাজে অনেকগুলি সামাজিক বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। পাল্‌কী আরোহণে স্থানান্তরে গমনকালে শিবিকায় থাকিয়া তাম্বূল ও তাম্রকূট সেবনের জন্য তিনি মালির পরিবর্ত্তে দেব জাতীয় শূদ্রদের দ্বারা শিবিকা বহাইতেন, এই শিবিকাবাহকগণ মাহারা জাতি নামে খ্যাত হয়।

একদা সাহাজাতীয় কয়েক ব্যক্তিকে কোন ব্রাহ্মণ তর্পণ করাইতে ছিলেন, রাজমন্ত্রী উমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ-নামীয় পরাশর-গোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণ ও অপর কয়েক জন রাজকর্ম্মচারী সহ ঐ স্থান দিয়া যাইতেছিলেন। তর্পণ যথাশাস্ত্র হইতেছে না দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুসারে সেই ব্রাহ্মণকে তর্পণের মন্ত্রাদি বলিয়া দেন। এই কথা শুচিব্রত রাজার কর্ণগোচর হইলে তিনি সামাজিক বিচারে মন্ত্রী প্রভৃতিকে দণ্ডিত করেন। এই সূত্রে মন্ত্রী সহ তাঁহার বিবাদ হয় এবং তিনি মন্ত্রী প্রভৃতিকে সমাজচ্যুত করেন। মন্ত্রী সদলে বহুদিন পৃথক্ থাকেন, পরে শ্রীহট্টের দেওয়ান সহ তিনি সম্মিলিত হন। দেওয়ানের উদ্যোগে রাজার বিরুদ্ধে খোজা ওসমান যুদ্ধার্থে প্রেরিত হন, ও ঘোরতর যুদ্ধের পর রাজাকে পরাভূত করেন। মন্ত্রী প্রভৃতি সেই হইতে স্বসমাজে আর গৃহীত হইতে পারেন নাই এবং সাহু রূপেই গণ্য হইয়া থাকেন, উত্তর শ্রীহট্ট, করিমগঞ্জ ও দক্ষিণ শ্রীহট্টেই বর্ত্তমানে সেই সমাজচ্যুত মন্ত্রিদলস্থ ব্যক্তিবর্গের বংশীয়গণ বাস করিতেছে; মৌলিক সাহাদের সহ ইংহাদের সম্বন্ধ নাই; বলিতে গেলে কায়স্থ ও মৌলিক সাহাদের মধ্যে ইহারা মধ্যবর্ত্তীস্বরূপে অবস্থিতি করিতেছে; শ্রীহট্ট জেলায় সামাজিক সম্মানও তাহাদের কম নহে; স্বর্গীয় রাজা গিরিশচন্দ্র এই বংশই উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, খোজা ওসমান রাজবাটী লুণ্ঠনাদিতে বহু অর্থ লাভ করিয়া প্রবল হইয়া উঠেন; তখন শের শাহ দিল্লীর সিংহাসনে সমারূঢ়; খোজা ওসমান আরও কয়েকটি জমিদারের সহ ষড়যন্ত্রক্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থিত হইলে, লোদি খাঁ তাঁহাকে দমনের জন্য আদিষ্ট হন ও কয়েকটী যুদ্ধের পর পরাজিত করেন। লোদি খাঁকে শ্রীহট্টের কানুনগো পদ (শাসনকর্তৃত্ব) প্রদত্ত হয়। তাঁহার বংশীয়গণও বর্ত্তমানে মজুমদার বংশ নামে খ্যাত হইয়াছেন।

প্রতাপগড়—ইহাও গৌড়ের অংশরূপে গণ্য ছিল। প্রাচীন কালে প্রতাপসিংহ নামে জনৈক হিন্দু নৃপতি এখানে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার নামানুসারেই এই স্থানের প্রতাপগড় নাম হয়। কিন্তু ইঁহাদের সম্বন্ধে কোন কথাই জানা যায় না।

খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মীর্জ্জামালিক মহম্মদ তোরাণী নামে জনৈক মুসলমান শ্রীহট্টে আসিয়া দেওয়ালীতে অবস্থিতি করেন, ইহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র মালিক প্রতাব পশু শিকার উদ্দেশ্যে এস্থানে আসিয়া এ প্রদেশের এক অধিবাসীর রূপবতী কন্যাকে বিবাহ করিয়া এখানকার অধিবাসিরূপে গণ্য হন। এস্থান পূর্ব্বে ত্রিপুররাজ্যের অন্তর্গত ছিল, মাণিক প্রতাব এই স্থানে প্রজাপত্তনাদি করায় মহারাজ প্রতাপ মাণিক্যের সহিত তাঁহার বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তিনি কিন্তু বিবাদে প্রবৃত্ত না হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করেন। তখন ত্রিপুররাজ্যে অন্তর্ব্বিবাদ চলিতে ছিল বলিয়া তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয়। অতঃপর ধন্য মাণিক্যের সহিত প্রতাপমাণিক্যের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে মাণিক প্রতাব নিজ পুত্র বাজিদের সহিত প্রতাপ মাণিকের সহায়তা করেন; প্রতাপ মাণিক তাঁহাদের বীরত্বে তুষ্ট হইয়া বাজিদের সহিত রত্নাবতী নাম্নী কন্যার বিবাহ দেন ও প্রতাপগড় রাজ্য যৌতুক প্রদান করেন। বাজিদের সহিত কাছাড়রাজেরও এক যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে বাজিদ জয়লাভ করেন; সেই যুদ্ধে নিহত কাছাড় সৈন্যের মুণ্ডশ্রেণী মধ্যে বাজিদ এক দীঘী খোদাইয়া ছিলেন, অদ্যাপি উক্ত সুগভীর দীর্ঘিকা "মুণ্ডমালার দীঘী" নামে খ্যাত আছে। এই বাজিদই পূর্ব্বোক্ত কানুনগো লহর খাঁর বিদ্রোহী কর্ম্মচারীদ্বয়কে আশ্রয় দেওয়ায়, সম্রাট্ কর্তৃক নিগৃহীত হইয়া কর দিতে বাধ্য হন এবং প্রতাপগড় তদবধি দিল্লীর মুসলমানসাম্রাজ্যের অংশরূপে গৃহীত হইয়া গৌড়ের অধীন হয়।

লাউড়—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিজয়মাণিক্য নামে লাউড়ে এক রাজা ছিলেন বলিয়া জানা যায়, ইঁহার নামের একটা রৌপ্য-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তিনি বাসুদেববিগ্রহ স্থাপন করিয়া

বাসুদেবের পূজক ব্রাহ্মণকে অনেক ভূমি দান করিয়াছিলেন। পূজক ব্রাহ্মণ জগন্নাথের নামে উক্ত স্থান জগন্নাথপুর নামে খ্যাত হইয়াছে।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে লাউড় দেশে দিব্যসিংহ নামে এক ব্রাহ্মণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন; প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্যের পিতা কুবেরাচার্য্য তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। এই রাজা দিব্যসিংহ অবশেষে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া কৃষ্ণদাস নামে খ্যাত হন, ইহার রচিত বাল্যলীলা-সূত্র, এবং বাঙ্গালা বিষ্ণু-ভক্তিরত্নাবলী অদ্যাপি তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিতেছে।

বাণিয়াচঙ্গের কেশববংশীয় রাজগণ অনেক দিন লাউড় রাজ্য শাসন করেন। বাণিয়াচঙ্গে পূর্ব্বে জনবসতি ছিল না, কেশবমিশ্রই এস্থানে প্রজা বসাইয়া ছিলেন। তিনি কনোজী কাত্যায়নগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন ও নৌকাযোগে এদেশে আগমন করেন; তাঁহার নৌকায় একটি বণিক্ ও নৌকাচালক চংজাতীয় লোকই সেই স্থানের প্রথম উপনিবেশকারী হওয়ায়, ঐ স্থান বাণিয়াচঙ্গ নামে খ্যাত হয়। কেশবমিশ্রের পুত্র দক্ষ, তৎপুত্র নকুলও তাহার পুত্র কল্যাণ। কল্যাণের বাহুধর ও পদ্মনাভ নামে দুই পুত্র হয়। পদ্মনাভ দিল্লী হইতে কর্ণখাঁ উপাধিলাভ করেন। কর্ণখাঁর পুত্র প্রসিদ্ধ গোবিন্দ খাঁ।

এই সময়ে জগন্নাথপুরে জয়সিংহ ও বিজয়সিংহ নামে দুই ভ্রাতা উক্ত অঞ্চলের রাজা ছিলেন, লাউড় প্রথমতঃ ইঁহাদের অধিকারে ছিল, পরে গোবিন্দ খাঁ লাউড় আক্রমণ করায় তাঁহাদের মধ্যে বিবাদের সূত্রপাত হয়। এই বিবাদের সংবাদ দিল্লীতে পৌঁছিয়াছিল এবং গোবিন্দ খাঁ দিল্লীতে নীত হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হন; তাঁহার নাম তখন হবিব খাঁ হয়। এই হইতেই বাণিয়াচঙ্গের হিন্দুরাজগণ মুসলমান হন। নন্দনের কল্যাণ ব্যতীত গণপতি নামে এক পুত্র ছিলেন, ইঁহার বংশীয়গণ বাণিয়াচঙ্গে অবস্থিতি করিতেছেন।

১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে লাউড় রাজ্য খাসিয়াজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয় ও রাজবাটী ভগ্ন হয় এবং লাউড় পরিত্যক্ত হয়। ঐ সময় হইতে বাণিয়াচঙ্গের বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে রাজগণ বাণিয়াচঙ্গ ও লাউড় উভয় স্থানেই বাস করিতেন।

লাউড়ে অদ্বৈতাচার্য্যের বাড়ী ছিল, লাউড়েই ঈশান নাগর কর্ত্তৃক অদ্বৈতপ্রকাশ রচিত হয়। যে নারায়ণ দেব নামক কবিকে লইয়া ময়মনসিংহ গৌরব করে, সেই কবি এই বাণিয়াচঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত জলসুখা পরগণায় নগর গ্রামে জন্মিয়াছিলেন ও তথা হইতেই ময়মনসিংহের বোর গ্রামে উঠিয়া যান; এই স্থানেই পরবর্ত্তীকালে কবি মকরন্দ, নরনারায়ণ প্রভৃতি ভট্টগণ কবিতা রচনায় বিশেষ চাতুর্য্য প্রদর্শন করেন।

জয়ন্তী,—জয়ন্তী শ্রীহট্টের গৌরবাস্পদ স্থান, ইংরাজ আগমনের পর অনেক কাল পর্য্যন্তও জয়ন্তী নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জয়ন্তীই মহাভারতের প্রমীলার রাজ্য, ইহা যে পূর্ব্বে হিন্দু রাজ্য ছিল, তাহার বহু প্রমাণ আছে। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে এই স্থানে কামদেব নামক জনৈক হিন্দুরাজা ছিলেন, কবিরাজ নামে এক কবি তাঁহার সভায় থাকিতেন। তাহার পর ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণবংশীয় কেদারেশ্বর, ধনেশ্বর, কন্দর্পরায় ও জয়ন্তীরায় রাজত্ব করেন বলিয়া জানা যায়।

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমে জয়ন্তীয়া পার্ব্বত্য সিন্টেং-জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়, পর্ব্বতরায় তাহাদের প্রথম রাজা; পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া জয়ন্তীয়ার রাজত্ব করেন বলিয়া তিনি পর্ব্বতরায় নামে খ্যাত হন। ইহার পর যিনি জয়ন্তীয়া শাসন করেন, তিনি বুড়াপর্ব্বত রায় নামে কথিত হন; তৎপরবর্ত্তী রাজা বড় গোসাঞি, ইহার সময়ে ৺বামজঙ্ঘা মহাপীঠ প্রকাশিত হয়। ইহার পরে বিজয়মাণিক রাজা হন, ত্রিপুরার মহারাজ বিজয়মাণিক্য জয়ন্তীয়ার বিজয়মাণিকের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, অবশেষে উভয়ের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল। বিজয়মাণিকের সময়ে কামরূপের কোচনৃপতি নরনারায়ণের সেনাপতি বিলারায় জয়ন্তীয়া আক্রমণ ও ইহাকে করদ রাজ্য করিয়া লইয়াছিলেন; বিজয় মাণিকের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রতাপ রায় ১৫৯২খৃঃ পর্য্যন্ত জয়ন্তীয়া শাসন করেন, তৎপর ধন-মাণিক রাজা হন। ধন-মাণিকের সময় কাছাড়রাজ শত্রুদমন জয়ন্তীয়া জয় করিয়াছিলেন। ১৬১২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে পুত্র যশোমাণিক রাজা হন, ইনি আহোমরাজ সুসেংফার সহিত নিজ কন্যা বিবাহ দেন। ইনিই জয়ন্তেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করেন বলিয়া কথিত আছে। পরে সুন্দর রায় ও তৎপরে ছোটপর্ব্বত রায় জয়ন্তীয়ার রাজা হন। ইহার পরে যথাক্রমে যশোমন্ত রায়, বানসিংহ, প্রতাপ সিংহ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও রাম সিংহ রাজা হন। রামসিংহের সময়ে কাছাড়ের সহিত জয়ন্তীয়ার বিষম বিরোধ উপস্থিত হয়, জয়ন্তীয়াপতি কাছাড়রাজকে বন্দী করিলে, কাছাড়ের রাণীর প্রার্থনায় আহোমরাজ রুদ্র সিংহের সৈন্য জয়ন্তীয়ায় প্রবেশ করে, উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হয়, এই যুদ্ধে প্রজাগণও উত্তেজিত হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণদান করিয়াছিল। রামসিংহের পরে জয়নারায়ণ রাজা হন, তৎপরে দ্বিতীয় বড় গোসাঞি সিংহাসনারোহণ করেন, তিনি লীলাপুরী নামক এক সন্ন্যাসী হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক রামপুরী নামে খ্যাত

হন, ইহার স্ত্রী রাণী কাশাসতীর প্রদত্ত বহুতর দেবত্র ও ব্রহ্মত্র অদ্যাপি জয়ন্তীয়ায় অনেকে ভোগ করিতেছে। তৎপরবর্ত্তী রাজা ছত্র সিংহ, এবং তাহার পরে যাত্রানারায়ণ রাজা হন; ইহার পরে দ্বিতীয় রামসিংহ জয়ন্তীয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হন; ইনি ঢুপী নামক স্থানে ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রামেশ্বর শিব স্থাপন এবং অনেকভূমি দেবত্র দান করেন। উক্ত মঠ ঢুপীর মঠ নামে অভিহিত। ইহার সময়ে জয়ন্তীয়ায় একটী বৃটীশ প্রজাকে বলি দেওয়া হয়, গবর্মেণ্ট ইহা জ্ঞাত হইয়াও প্রতিকারপরায়ণ হন নাই, তবে রাজাকে গবর্মেণ্ট এক তীব্র পত্রে ভবিষ্যতে তাঁহার রাজ্যে যাহাতে এরূপ না ঘটে, তজ্জন্য সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পরে রাজেন্দ্র সিংহ জয়ন্তীয়ার রাজা হন, তাঁহার সময়েও দেবীর নিকট নরবলি দেওয়া হয়, এবার গবর্মেণ্ট জয়ন্তীয়ায় সৈন্য প্রেরণ করেন, কিন্তু রাজেন্দ্র সিংহ বিনাযুদ্ধেই আত্মসমর্পণ করেন; ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এইরূপে জয়ন্তীয়া ইংরাজাধিকারভুক্ত হয়।

ইংরাজ-শাসন—১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী গ্রহণ করেন। শ্রীহট্টও ঐ সময়ে গৃহীত হয়। প্রসিদ্ধ ইংরাজ ঔপন্যাসিক থেকারের পিতামহ মিঃ থেকারে ঢাকাবোর্ড কর্ত্তৃক শ্রীহট্টের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন, তখন এই পদে যাঁহারা নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে "রেসিডেণ্ট" বলিত। তৎপরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তাদের নাম—মিঃ সমনার, মিঃ হলাণ্ড ও মিঃ লিণ্ডসে। ইনি তৎকালের অনেক কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; তাহা পাঠে জানা যায় যে তখন ঢাকা হইতে শ্রীহট্টে নৌকা আসিতে অনেক বড় বড় হ্রদ (হাওর) অতিক্রম করিয়া আসিতে হইত, লিণ্ডসে একটী হ্রদ শত মাইল বিস্তারিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্দর্শন-যন্ত্রসাহায্যে তাঁহাকে দিগ্‌নির্ণয় করিতে হইয়াছিল। শ্রীহট্ট পঁহুছিয়া প্রথমেই শাহজলালের দরগায় গিয়া তাঁহাকে সেলামি ৫টি সুবর্ণ-মুদ্রা দিতে হইয়াছিল, ইহাই রীতি ছিল। পূর্ব্বে আমিনগণও শ্রীহট্টে আসিয়া দরগায় গিয়া সেলামি দিতেন ও তথা হইতে শাসনের জন্য "টীকা" গ্রহণ করিতেন। তখন শ্রীহট্টে কড়ির প্রচলন ছিল, লিণ্ডসে সাহেব তাহা উঠাইয়া দিয়াছিলেন। শ্রীহট্টের রাজস্ব তখন ২৫০০০০ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এত টাকার কড়ি ঢাকায় নৌকা বোঝাই করিয়া প্রেরণ করা ভারি অসুবিধাজনক ছিল। লিণ্ডসে সাহেব শ্রীহট্টবাসী দ্বারা একদল দেশীয় সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এই সৈন্যদলই পরে চেরাপুঞ্জীতে, তৎপরে শিলং-সহরে নীত হয়, এখনও "সিলেট লাইট ইনফেন্‌ট্রী" নামে অভিহিত।

তাঁহার সময়ে শ্রীহট্টের মুসলমানগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া "ইংরাজ রাজ্য" ধ্বংস করিতে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল, কিন্তু লিণ্ডসে সাহেব ৫০টি সিপাহী সহ যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া দলপতিকে নিহত করিলে এ দল ছত্রভঙ্গ হইয়া কোথায় পলাইয়া যায়, আর ইংরাজরাজ্য ধ্বংস করিতে চেষ্টা করে নাই। এই হাঙ্গামা এক মহরম্ পর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

লিণ্ডসের পরে জন উইলিস্ সাহেব শ্রীহট্টে আগমন করেন, তাহার সময়ে দশসালা বন্দোবস্ত হয়। তিনি শ্রীহট্টে ২৬৩১০টি মহালের ৩১৯৯১১৲ টাকা রাজস্ব স্থির করিয়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন।

শ্রীহট্টে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে দশসালা মহালগুলি বিভক্ত, ঐ সকল মহালের নাম, যথা—বজিনা, তোপখানা, বখলা, জায়সীর, মোদরস', শিবোত্তর, দুর্গোত্তর, বিষ্ণু-উত্তর, খারিজ জমা, ইমাম, খাস মহাল, সাদি, মোরশাই, খুসবাগ, নানকর, রসুম জামিনী, খোরপোষ, খানেবাড়ী, হড় মহান, তনখা মোরজাই, ছেগা, বক, নজর, পঞ্চতন ইত্যাদি। এই সকল ভিন্ন, প্রায় ১৭৭০টি নিষ্কর মহাল রাখা হইয়াছিল।

ইংরাজ শাসনকালে সময় সময় কুকি জাতি প্রজার উপর অত্যাচার করায় গবর্মেণ্টকে অস্ত্রসাহায্যে তাহা দমন করিতে হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এই অত্যাচারের সূত্রপাত হয়।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের একদল বিদ্রোহী সিপাহী ত্রিপুরার মধ্য দিয়া শ্রীহট্টে উপস্থিত হইয়াছিল, লাতু নামক স্থানে কর্ণেল বিং একদল সৈন্য সহ তাহাদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু একটি বিদ্রোহীর গুলিতে প্রথমেই তিনি রণস্থলে নিপতিত হন, তখন সুবেদার অযোধ্যাসিংহ বিশেষ পরাক্রমে ও কৌশলে উক্ত বিদ্রোহিগণকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া শ্রীহট্ট হইতে বিতাড়িত করেন।

১৮৭১ খৃষ্টাব্দে কুকিগণ শ্রীহট্টের কাছাড়িয়া পাড়া আক্রমণ করিয়া বহু নরহত্যা করে ও কাছাড়ের একটি বাঙ্গলা আক্রমণ ও সাহেবকে নিহত করিয়া তাহার এক কুমারী কন্যাকে ধরিয়া লইয়া যায়। ইহার পর গবর্মেণ্ট বিশেষ উদ্যমে কুকিদিগকে আক্রমণ করেন ও তাহাদের অনেক স্থান করতলগত করিয়া লন, ইহাই এখন লুশাই ডিষ্ট্রীক্টরূপে পরিণত হইয়াছে; ইহার পর আর তাহারা কোনরূপ অত্যাচার করে নাই।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীহট্টকে আসামপ্রদেশভুক্ত করা হয় ও এক জন ডিপুটী কমিশনারের উপর জেলার শাসনভার সমর্পিত হয়। ১৮৭৭ অব্দে শ্রীহট্ট জেলাকে চারি সবডিভিশনে বিভক্ত করা হয়, ১৮৮২ খৃঃ সদর ডিভিশন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া ৫টি সবডিভিশন হইয়াছে।

শ্রীহট্টে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে একবার ভূকম্প হয়, ইহাতে শ্রীহট্টের বহু ক্ষতি হইয়াছিল, কিন্তু সে ভূকম্প ১৮৯৭ ইং ১২ই জুনের

প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পের তুলনায় কিছুই নহে; এই ভূকম্পে শ্রীহট্ট সহর একবারে বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল, একখান দালানও শ্রীহট্টে ছিল না, প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সমস্ত কীর্ত্তি বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং অনেক মনুষ্য প্রাণ হারায়; মৃত্যুসংখ্যা সরকারী গণনা মতেই ৫৪৫ জন হইয়াছিল।

শ্রীহট্টের প্রধান প্রধান গ্রন্থকার ও কবি।

বলভদ্র ভট্টাচার্য্য—শ্যামলবর্ম্মার জীবনচরিত প্রণেতা।

হরিহরাচার্য্য—জ্যোতিস্তত্ত্বরচয়িতা।

কুবেরাচার্য—বত্তকচন্দ্রিকা ইঁহার রচিত বলিয়া কথিত।

রঘুনাথ শিরোমণি—চিন্তামণি দীধিতি প্রভৃতি বহু গ্রন্থকৃৎ।

গোবিন্দাচার্য্য—দীপিকা প্রভা প্রভৃতি। (১৫০০ খৃঃ)

দিব্যসিংহ (কৃষ্ণদাস)—বাল্যলীলাসূত্রম, বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীকৃৎ।

রেহান উদ্দীন্—পারস্য কবিতা।

পীর বাদশাহ—গঞ্জেতরাজ।

মুহম্মদ আরসাদ—জবর-উল্-মোকল্লফ্।

মুরারি গুপ্ত—শ্রীচৈতন্যচরিতম্ ও বাঙ্গালা পদাবলী (১৫১৫খৃঃ)

যদুনাথ কবিচন্দ্র—বাঙ্গালা পদাবলী।

মহেশ্বর ন্যায়লঙ্কার—অষ্টাবিংশতি প্রদীপ প্রণেতা। (স্মৃতিকর)

ঈশান নাগর—অদ্বৈতপ্রকাশ রচয়িতা (বাঙ্গালা গ্রন্থ)

রতিকান্ত সিদ্ধান্তরত্ন—দুর্গসিংহ কৃতকলাপ টীকাব্যাখ্যা।

বাণীনাথ বিদ্যাসাগর—কাতন্ত্র ব্যাকরণের বিদ্যাসাগরী টীকা।

প্রজাপতি দাস—চণ্ডী-টীকা।

শ্যামাকিশোর ঘোষ—বাঙ্গালা জয়দেব, অসংখ্যপদাবলি।

রামশরণ দে—চৈতন্য বিলাস-রচয়িতা।

যোগজীবন মিশ্র—মনঃসন্তোষণী-প্রণেতা।

রামভদ্র ভট্টাচার্য্য—চৈতন্যরত্নাবলী-রচয়িতা।

নাসির উদ্দীন্ হায়দর—'সুহেলি এমন' নামক পারস্য গ্রন্থ।

[চৈতন্যদেব, অদ্বৈত ও বাঙ্গালা ভাষা শব্দে বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সিলেট নাগরী—খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে শাহ জলাল নামক এক শক্তিশালী সাধু পুরুষ আরবদেশের য়েমেন-প্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন; ঘটনাক্রমে তাঁহাকে সৈন্য-সামন্ত সহ শ্রীহট্টের তদানীন্তন হিন্দু ভূপতি গৌড়গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইয়াছিল; এক প্রকার বিনা রক্তপাতেই শ্রীহট্ট মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। শাহ জলালের সঙ্গে ৩০ জন মুসলমান আউলিয়া আগমন করেন; তাঁহারা এবং সৈন্য-সামন্তেরও অনেকে শ্রীহট্টের নানাস্থানে বস-বাস করিতে লাগিলেন। [সিলেট দেখ।]

তাঁহাদের অধিকাংশই উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অধিবাসী ছিলেন। তখনও বোধ হয় আরব্য অক্ষরে হিন্দী ভাষা লিখিত হইত না; উর্দ্দুরও সৃষ্টি হয় নাই। তাই এই সকল মুসলমান প্রধানতঃ হিন্দী-ভাষারই চর্চ্চা করিয়া দেবনাগরাক্ষরে লেখা পড়া করিতেন। তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের সাধারণ মুসলমানের মধ্যেও নাগরাক্ষর প্রচলিত হইয়াছিল। কালক্রমে যদিও পশ্চিমাঞ্চলে মুসলমান-সমাজে হিন্দী আরব্য অক্ষরে লিখিত হইয়া আরব্য-পারস্য-শব্দ-বহুল উর্দ্দুতে পরিণত হইল, এবং সেই উর্দ্দু ক্রমশঃ সমগ্র মুসলমানাধিকৃত ভারতবর্ষে বিস্তৃত হইয়া শ্রীহট্টেও পৌঁছিয়াছিল, তথাপি এই অঞ্চলের মুসলমানেরা নাগরাক্ষর একবারে পরিত্যাগ করিল না। তবে এই নাগরাক্ষরের প্রসার অনেকটা খর্ব্ব হইল; এক দিকে স্থানীয় বঙ্গভাষা ও অন্যদিকে মুসলমানের আলোচ্য আরব্য-পারস্য ও উর্দ্দু ভাষা এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া নাগরাক্ষর বিকৃত ও বিরলপ্রচার হইতে লাগিল। খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে ইহার এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে যাহারা বঙ্গাক্ষর জানিত না তাহারা কেবল পরস্পরেই চিঠি পত্র লিখিতে এই নাগরাক্ষরের ব্যবহার করিত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর হইল, মুনশী আব্দুল করিম্ * নামক জনৈক শ্রীহট্টবাসী এই বিকৃত নাগরাক্ষর "সিলেট নাগরী" নাম দিয়া ছাপার অক্ষর প্রস্তুত করাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বেই আরব্য পারস্য পুস্তকের ন্যায়, এই অক্ষরে দুই এক খানি পুথি লিথোপ্রেসে মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু অক্ষর ঢালাই হওয়ার পর হইতেই এই অক্ষর মুদ্রাযন্ত্রের আশ্রয় পাইয়া বহু প্রচলন হইয়াছে, পূর্ব্বে এই অক্ষর শ্রীহট্ট সহরের আশে পাশে মাত্র প্রচলিত ছিল। ছাপার পর এখন শ্রীহট্ট জেলায় সর্ব্বত্র, কাছাড়, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও ঢাকা অর্থাৎ পদ্মার পূর্ব্বদিকে বঙ্গভূমির সর্ব্বত্র এই অক্ষর মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

সিলেট্ নাগরীতে ৩২টি মাত্র অক্ষর, পাঁচটি স্বর এবং ২৭টি ব্যঞ্জন। অনুস্বার এবং ৫টি মাত্র স্বর-চিহ্ন আছে; আকার, একটি, ইকার (ি), একটি উ'কার (ু), একার ও ঐকার।

অক্ষরগুলির প্রতি অনুধাবন করিলে দেখা যাইবে যে আ, ও, থ, ছ, ঝ, ল এবং হ এই গুলির আকৃতি নাগরাক্ষর হইতে স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। স্বর-চিহ্নগুলি ঠিক্ দেবনাগরের মত। সমস্ত অনুনাসিক বর্ণ মধ্যে ন এবং ম আছে। অথচ এত কাট-ছাটের মধ্যে অতিরিক্ত 'ড়' একটি নিতান্ত আবশ্যক ভাবে রাখা

* ইনি, আরব, মিসর ও য়ুরোপ প্রভৃতি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বহু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন এবং স্বদেশে আসিয়া নিজ সমাজের হিতানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় দৈবাৎ জাহাজ হইতে নদীগর্ভে পড়িয়া গিয়া অকালে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন।
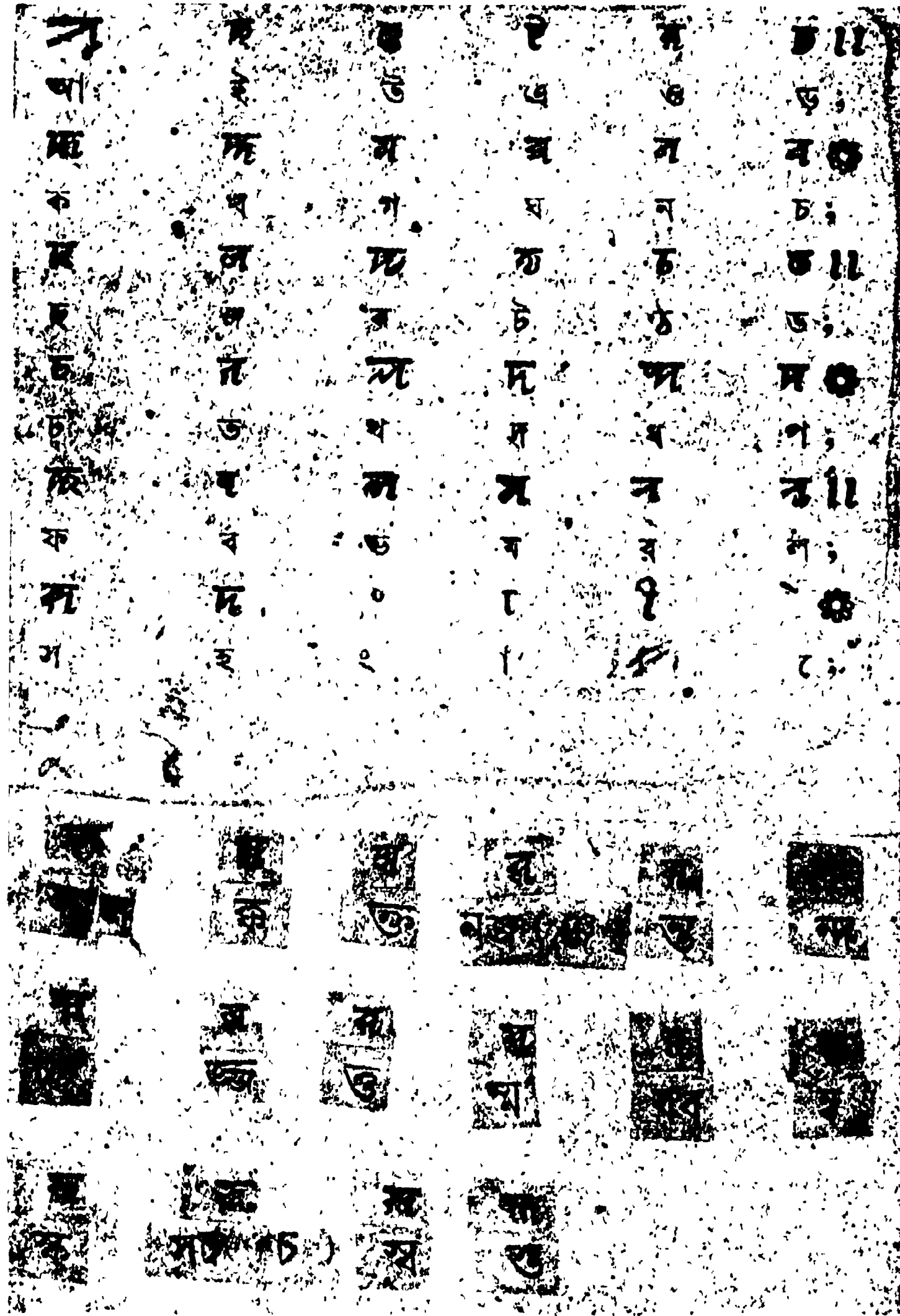
সিলেটী নাগরীর বর্ণমালা

হইয়াছে। স্বরবর্ণেই সংক্ষেপটা কিছু বেশী; অ, ঈ, উ, ঋ, ও, ঔ এই অপ্রয়োজনীয় স্বরগুলি বর্জ্জিত হইয়াছে।

মাত্র ১৬টি সংযুক্ত বর্ণ রাখা হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথমটি বঙ্গ বা সংস্কৃত ভাষায় কোথাও পাওয়া যাইবে না; ইহা আলেফ্-লাম আল, কেবল 'আল্লা' শব্দ লিখিতেই ইহার প্রয়োজন। বাকী ১৫টি বিশেষভাবে পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে সাধারণতঃ আরবী বা পারসী শব্দে সচরাচর যে সকল সংযুক্ত-বর্ণের প্রয়োগ আছে, তাহাই মাত্র রাখা হইয়াছে। বাঙ্গালার সংযুক্ত বর্ণের সংখ্যা প্রায় দ্বিশত হইবে; এই গুলি শিক্ষা করা বঙ্গভাষা-ভাষীর পক্ষে বড় কঠিন। ইহার সংখ্যা মাত্র ১৫টীতে পরিণত হওয়ায় এই নাগরী সাধারণ মুসলমানের পক্ষে সুগম হইয়াছে, তাই ইহার আদর দিন দিন বাড়িতেছে। ঞ্জতে 'ঞ' এর কাজ 'ন' দ্বারা এবং 'সচ' স্থলে 'শ' এর কাজ 'স' দ্বারাই সম্পন্ন হইয়াছে।

সিলেবিস্, ভারত মহাসাগরস্থ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সুবৃহৎ দ্বীপ। বোর্ণিও দ্বীপের পূর্ব্বে মাকেসর প্রণালীর ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষাং ১° ৫৫´ হইতে ৫° ৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘিং ১১৩° ১´ হইতে ১ ৬° ৪১´ পূঃ মধ্য। ভূপরিমাণ ৫৭২৫০ বর্গমাইল। ইহা লম্বে ৭৬৮ মাইল এবং প্রস্থে সর্ব্বাধিক বিস্তার ১০০ মাইল। ইহার আকৃতি ঠিক গঙ্গাফড়িংএর মত। এই কারণে ইহার উত্তরে একটি, পূর্ব্বে দুইটী এবং দক্ষিণে একটী উপসাগর সংগঠিত হইয়াছে। দক্ষিণ উপসাগরের নাম বোনি, পূর্ব্বের দুইটী

গোরঙ্গতলু বা তোমিনী ও কোডলা বা তোমৈকু এবং উত্তরে রটী পালোস্ নামে খ্যাত। এই উপসাগরচতুষ্টয় যে দেশভাগ দ্বারা বেষ্টিত তাহা চারিটী প্রায়োদ্বীপাকারে গঠিত। পূর্ব্বাংশের ন্যায় পশ্চিমাংশে কোন উপসাগর নাই, তবে দক্ষিণে মন্দার-প্রদেশের সমুদ্রকূলের জলভাগকে মন্দারোপসাগর বলে।

এই দ্বীপের পূর্ব্বাংশে উপসাগর ও বিস্তৃত সমুদ্র থাকিলেও এই অংশে ব্যবসা-বাণিজ্য না থাকায় পাশ্চাত্য বণিকগণের নিকট উহা আজিও অজ্ঞাত রহিয়াছে, পশ্চিম উপকূলদেশে সিলেবিস-বাসীর সহিত যুরোপীয়দিগের বাণিজ্যসম্পর্ক বিস্তৃত হইয়াছে। এই দ্বীপের মধ্যস্থলে একটী পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয়। উহার সর্ব্বোচ্চ শিখর লোম্পোবাতঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৮২০০ ফিট্ উচ্চ। বোণি উপসাগর ও বোর্ণিওর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্রপ্রণালীর মধ্যগত প্রায়োদ্বীপভাগে লবয় বা তাপঙ্গদানো নামে একটী সুদীর্ঘ হ্রদ দৃষ্ট হয়। উহা দৈর্ঘ্যে ২৫ মাইল ও প্রস্থে ৮।১০ মাইল। জলের গভীরতা ৩০ ফিট্। এই হ্রদ হইতে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী বোণি উপসাগরে আসিয়া নিপতিত হইয়াছে। ঐ সকল নদীতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকাযোগে লোকে যাতায়াত করে। এই প্রদেশ তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমে পূর্ণ। বন্য অশ্ব ও গবাদি এই স্থানে সর্ব্বদা বিচরণ করিয়া থাকে।

সিলেবিস্ দ্বীপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। ঐ গুলির মধ্যে সদঙ্গ নদীই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কিন্তু এখানে কোন রূপ বাণিজ্য না থাকায় উহাতে সাধারণের গতিবিধি নাই। এই নদী মাকেসর প্রণালীতে নিপতিত হইয়াছে। চিনুরণ নদী লবয় হ্রদ হইতে উৎপন্ন হইয়া বোণি উপসাগরে নিপতিত। এই নদী বাণিজ্য-প্রধান এবং প্রায় ৪০ টন পণ্যবাহী নৌকাসকল এই নদীবক্ষে মালপত্র লইয়া নিরন্তর যাতায়াত করে।

এখানে তামা ও টিনের খনি পাওয়া গিয়াছে। স্বর্ণ ও লৌহ যথেষ্ট পরিমাণে আছে। পর্ব্বতভাগে যথেষ্ট বন, ঐ বনে গৃহোপযোগী যথেষ্ট কাষ্ঠ জন্মে, কিন্তু শাল বা সেগুন কাষ্ঠ জন্মে না। সাবু, কোকো, মরিচ, লবঙ্গ, সুপারি, কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য এখানে উৎপন্ন হয় এবং ঐ সকল দ্রব্যের বাণিজ্যলোভে আকৃষ্ট হইয়া বৈদেশিক বণিকগণ এদেশে আসিয়া উপস্থিত হন।

সুমাত্রা, যব ও বোর্ণিও দ্বীপে যে জাতীয় লোকের বাস আছে, এখানকার অধিবাসীরাও সেই জাতির অন্তর্গত। ইহাদের গাত্র-বর্ণ হরিদ্রাভ পিঙ্গল, শ্মশ্রুহীন ও দীর্ঘ কেশযুক্ত। অবস্থাভেদে ইহাদের মধ্যে অল্প শিক্ষিত এবং বন্য অসভ্য লোকও দেখা যায়। এমন কি, তাহাদিগকে নরমাংসলোলুপ রাক্ষস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বুগী, মন্দার, মাকেসর ও বোএতন দ্বীপবাসীরা কতকাংশে সভ্য হইয়া চাষবাস করিতেছে। ইহাদের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রায়োদ্বীপাংশে যাহারা বাস করে, তাহারা অধিকতর সভ্য ও সুশিক্ষিত। ইহারা সকলেই বুগী জাতির উদ্ভাবিত অভিনব বর্ণমালায় লেখাপড়া করে।

এখানকার পার্ব্বত্যপ্রদেশে যে বন্য জাতির বসবাস আছে, মলয়বাসীরা তাহাদিগকে বাক্ (বক?) নামে অভিহিত করে। মধ্য সিলেবিসবাসী বন্য বর্ব্বরেরা সভ্যদিগের নিকট তুরাজা (বর্ব্বর) নামে অভিহিত। ইহারা নরমাংসভোজী। নরমুণ্ডের অন্বেষণে ইহারা বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়। সিলেবিসের আদিম অধিবাসী ব্যতীত এখানকার উপকূলদেশে মলয় জাতিরা আসিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা সকলেই প্রায় মৎস্যজীবী ধীবর।

উন্নত সিলেবিসবাসীরা মলয় ও যবদ্বীপবাসীর শিল্পকলা সমুদায়ই শিক্ষা করিয়াছে। ইহারা স্ত্রীপুরুষে কার্য্য করে, তুলা হইতে সূতা কাটিয়া বস্ত্র বয়ন ও রঙ করিতে জানে। ঐ সকল বস্ত্র যুরোপের নানা স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। দেশটী উষ্ণপ্রধান এবং পর্ব্বতময় বলিয়া এখানে চাষবাসের বিশেষ সুবিধা হয় না। এই জন্য দেশবাসীরা নৌকাযোগেই সাধারণতঃ বৈদেশিক বাণিজ্য লইয়া ব্যাপৃত থাকে। ইহারা নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহে কার্পাসবস্ত্র, স্বর্ণচূর্ণ, খাদ্যোপযোগি-পক্ষীর বাসা, কচ্ছপের খোলা, চন্দনকাষ্ঠ, কফি, চাউল ও ত্রিপঙ্গ নামক দ্রব্য লইয়া গমন করে।

সিলেবিস দ্বীপের প্রাচীন কোন ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় না। যুরোপবাসী প্রাচীনগণ অথবা মধ্য যুগের উন্নত যুরোপীয় বণিকগণ সিলেবিসের নামগন্ধও জানিতেন না। যব ও বালিদ্বীপের নাম প্রাচীন কাল হইতে যেরূপ প্রখ্যাত ছিল, এখানকার সেরূপ উল্লেখ নাই। আরব দেশীয় মুসলমান বণিকগণ পূর্ব্বদ্বীপপুঞ্জে সমাগত হইয়া এতদ্দেশীয় বাণিজ্যভাণ্ডার সর্ব্বতোভাবে গ্রাস করিলেও সিলেবিস দ্বীপের বিশেষ ইতিবৃত্ত যে অবগত ছিলেন এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহারা যে দ্বীপেই এলাচ-লবঙ্গাদি মসলা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথবা যেখানে ঐ সকল মসলা পাওয়া যায় এরূপ সংবাদ পাইয়াছিলেন তদ্দেশেই পোত-যোগে যাত্রা করিয়াছিলেন। সিলেবিসদ্বীপে ঐ জাতীয় কোন প্রকার দ্রব্য উৎপন্ন না হওয়ায় তাঁহারা এই দ্বীপের দিকে লক্ষ্য রাখেন নাই। যে পাশ্চাত্য বণিক্সম্প্রদায় সুমাত্রা, যব, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপের নামকরণ করেন তাঁহারাও সিলেবিস্ দ্বীপের কোন নাম দিয়া যান নাই। যুরোপীয় ভ্রমণকারীদিগের মধ্যে বার্ব্বোসা প্রথমে সিলেবিস দ্বীপের পরিচয় প্রদান করেন। তিনি লিখিয়াছেন, এদেশীয় লোকেরা সুন্দরাকৃতি, খড় বা তৃণবিশেষ দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র পরিধান করে বটে, কিন্তু তাহাতে সমগ্র দেহ আবৃত করে না; কেবল লজ্জানিবরণের জন্য কোমর হইতে জানুর

নিম্ন পর্য্যন্ত আচ্ছাদিত রাখে। তাহারা আপনাদের ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার নৌকা প্রস্তুত করে এবং তাহাতে চড়িয়া লবঙ্গ, পিপুল, তাম্র, টিন ও খম্বাৎপ্রদেশজাত কার্পাসবস্ত্র বিক্রয়ার্থ মলাক্কাদ্বীপে আসিয়া থাকে। ঐ সঙ্গে তাহারা এক প্রকার তরবারি ও অন্যান্য লৌহাস্ত্র বা লৌহপাত্র এবং স্বর্ণ বিক্রয়ও করিত। তাহারা নরমাংসভুক্ ছিল। মলাক্কার নরপতি যদি প্রাণদণ্ডে কোন অপরাধীকে দণ্ডিত করিতেন, তাহা হইলে সিলেবিসবাসী বণিকেরা রাজার নিকট হইতে তাহাকে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া কাটিয়া খাইয়া ফেলিত।

বার্ব্বোসার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ডি বারোস্ লিখিয়াছেন যে সকল দ্বীপ হইতে ঐ জাতি বাণিজ্যার্থ মলাক্কা বা মাকেসর প্রভৃতি দ্বীপে সমাগত হইত, তাহা সিলেবী নামে খ্যাত। এই কারণে তিনি ঐ জাতির বাসভূমিকে The island of Celebes নামে আখ্যাত করেন। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একজন পর্ত্তুগীজ নাবিক এই দ্বীপে সোনা পাওয়া যায় শুনিয়া একখানি দেশীয় নৌকায় চড়িয়া মলাক্কা হইতে এখানে আসেন। সুতরাং পর্ত্তুগীজদিগের মলাক্কায় বাণিজ্যসম্পর্ক বিস্তৃত হইবার পরে সিলেবিস দ্বীপ আবিষ্কৃত হয় এবং উহার প্রায় ১৫ বৎসর পরে ১৫৪০ খৃষ্টাব্দে ঐতিহাসিক ডি-কুটে এই স্থানের বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার লিখিত বিবরণীতে অনেক গোলমাল ও অসামঞ্জস্য থাকিয়া যায়।

তিনি লিখিয়াছেন, সিলেবিস দ্বীপের দক্ষিণ পুচ্ছদেশে বুগী জাতির বাস। ইহারা আপনাদের মধ্য হইতে এক জনকে রাজা নির্ব্বাচিত করে। সবিতোর নগরী ইহাদের রাজধানী, নগরটী কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহাবলীতে সুসজ্জিত। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং দাহাস্থি একটী ভাণ্ডে রাখিয়া নিকটবর্ত্তী কোন নির্দ্দিষ্ট ময়দানে যাইয়া প্রোথিত করে ও তদুপরি সমাধিমন্দির রচনা করিয়া রাখে এবং একবৎসর ধরিয়া মৃতের নিকটাত্মীয়েরা ঐ সমাধিস্থলে খাদ্যাদি রাখিয়া যায়। পক্ষী, কুক্কুর, বিড়াল প্রভৃতি ঐ সকল দ্রব্য খায়। দেবতাপূজার জন্য তাহাদের কোন মন্দিরাদি নাই, তবে জগদীশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞান করিয়া তাহারা আকাশ পানে চাহিয়া যোড় করে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। সাধারণে একটী মাত্র বিবাহ করে, কিন্তু রাজা ৩।৪ পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন।

বুগীদিগের পর মকশ (মাকেসর) রাজ্য, গোয়া উহার রাজধানী, এখানকার অধিবাসীরা শবদেহ প্রোথিত করে। ইহার দক্ষিণে দিরপ রাজ্য। এখানকার রাজা তাহাদের আপনাদের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত। অধিবাসিবর্গের আচার-ব্যবহার বুগীদিগের মত, ইহারা অনেক উন্নত, রমণীরা রেশমী বস্ত্র ও স্বর্ণবলয়াদি অলঙ্কার ধারণ করে। পেলাঙ নামক পোতগুলি পান্‌সির আকার। উহা যুদ্ধের সময় ছিপের কার্য্য করে। মালপত্র বহনের জন্য লোপি নামে এক প্রকার বড় নৌকা এবং জোজোগা নামে তদপেক্ষা বৃহত্তর নৌকা তাহারা ব্যবহার করে। ডি-কুটে সিলেবিসের যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয় বুগী প্রভৃতি প্রাচীন সিলেবিস্‌বাসিগণ তখন হিন্দু-ধর্ম্মের ছায়া অবলম্বন করিয়া চলিয়াছিল। তখনও মুসলমানপ্রভাবে তাহারা ইস্‌লামধর্ম্মে দীক্ষিত হয় নাই। যুক্তকরে ঊর্দ্ধমুখে ভগবদারাধনা এবং শবদেহ দাহ ও অস্থি-সমাধি-দান প্রভৃতি আচার হিন্দু-ধর্ম্মের আশ্রয়ে সংক্রমিত হইয়াছে বলিয়া ধারণা হয়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের ভাষাতেও ধর্ম্মতত্ত্বের অনেক শব্দ সংস্কৃতমূলক দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি মলয় ও যববাসীর গৃহীত সংস্কৃত শব্দ সামান্য বিকৃতাকারে পঠিত হয় মাত্র।

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে যখন পর্ত্তুগীজ নাবিকদল প্রথমে সিলেবিস পরিদর্শনে আগমন করেন, তখন তাহারা মাকেসর রাজ্যের রাজধানী গোয়ানগরে কএক ঘর ঔপনিবেশিক মুসলমান বণিক্ মাত্রকে দেখিয়াছিলেন। কিংবদন্তী এই যে, ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে উক্ত দেশের রাজা এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ সকলে ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তৎপরবর্ত্তিকাল হইতে এখানকার অধিবাসিবর্গের আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তন হইতে থাকে।

১৬০৭ খৃষ্টাব্দে অতি সামান্যভাবে ওলন্দাজ বণিক্‌দল সিলেবিসদ্বীপে বাণিজ্যার্থ আগমন করেন; কিন্তু তাঁহারা আপনাদের বাণিজ্যভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য মাকেসররাজ অথবা উপকূলদেশবাসী রাজগণের সহিত কোনরূপ বন্দোবস্ত করেন নাই। ইহার প্রায় ৩০ বৎসর পরে ওলন্দাজেরা গোয়াস্থ মাকেসর জাতির অধিনায়কের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধে একটী সুমীমাংসাপূর্ণ সন্ধি করিয়া লন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা মাকেসর রাজ্য জয় করিয়া পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া দেন। এই সময় হইতে প্রায় দুই শতাব্দ কাল পর্য্যন্ত ওলন্দাজগণ এখানে আপনাদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে মাকেসরে এবং ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেনাডা ও কেমা নামক স্থানে ওলন্দাজগণ বন্দর স্থাপন করিয়া স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ উন্নতি করেন। ঐ বন্দরে বৈদেশিক বাণিজ্যের কোনরূপ শুল্ক গৃহীত হয় না।

সিল্লকী (স্ত্রী) শল্লকী বৃক্ষ। (ভরত)

সিল্লন (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১৮৩)

সিল্লরাজ (পুং) রাজভেদ। (রাজতর° ৭।১২৬৭)

সিল্‌বেরা (আণ্টোনিও ডি,), একজন পর্ত্তুগীজ সেনাপতি। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটরাজ ৩য় মহম্মদ দীউ দুর্গ আক্রমণ

করিলে সেনাপতি গিল্দেরা অসীম সাহসে ভর করিয়া শত্রুসেনা বিমুখ করিয়াছেন। গুজরাটসৈন্ত তাঁহার ভীমবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অবরোধ উঠাইয়া লইয়া পলায়ন করে।

সিবর (পুং) হস্তী। (জটাধর)

সিবান্, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার বাঁশডিহা তহসীলের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬°০১´৩৮´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩°০৭´১৪´´ পূঃ। আরবরাজ্যের মদিনানগর হইতে সমাগত একজন শেখ বংশধর কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এখানে ১২টী চিনির কারখানা আছে।

সিবালিক (শৈলমালা), হিমালয়পাদ-মূলস্থ শৈলসানু। যুক্তপ্রদেশের ডেরাদুন জেলা, পঞ্জাবের হুসিয়ারপুর জেলা এবং সির্মুর রাজ্যে গঙ্গানদীতট হইতে বিপাশা নদীকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহা প্রায় ২০০ মাইল দীর্ঘ, ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফিট্ এবং ডেরাদুন জেলায় এই পর্ব্বতের মোহন নামক সঙ্কট দিয়া সাহারাণপুর হইতে দেহরা ও মুসৌরী যাওয়া যায়। গঙ্গার পূর্ব্বাংশে প্রায় ৬০০ মাইল বিস্তৃত স্থানে সিবালিকের সমযুগের সমস্তর দৃষ্টিগোচর হয়। এই পর্ব্বতের টার্সিয়ারি ডিপজিট মধ্যে গণ্ডার অপেক্ষা বৃহদাকার জীবদেহাস্থি (Sivatherium) এবং অন্যান্য চতুষ্পদ জীবদেহ পাওয়া গিয়াছে।

সিষাধয়িষা (স্ত্রী) সাধয়িতুমিচ্ছা সাধ-সন্-অ, টাপ্। সাধনেচ্ছা, সাধন করিবার অভিলাষ।

"সিষাধয়িষয়া শূন্যা সিদ্ধির্যত্র ন বিদ্যতে।
স পক্ষস্তত্র বৃত্তিত্বজ্ঞানাদনুমিতি র্ভবেৎ॥" (ভাষাপরি° ৭০)

সিষাধয়িষু (ত্রি) সাধয়িতুমিচ্ছুঃ সাধি-সন্-উস্। সাধন করিতে অভিলাষী।

সিষাসতু (ত্রি) বিভাগ করিতে ইচ্ছুক, বিভাগ করিতে অভিলাষী। "সিষাসতু রয়ীনাং" (ঋক্ ৯।৪৭।৫) 'রয়ীনাং ধনানাং সিষাসতুঃ সংভক্তুমিচ্ছুঃ' (সায়ণ)

সিষাসনি (পুং) সম্ভজনশীল, সম্যক্ ভজনশীল। "সিষাসনি বর্ণতে কারঃ" (ঋক্ ১০।৫৩।১১) 'সিষাসনিঃ সম্ভজনশীলঃ' (সায়ণ)

সিষাসু (ত্রি) ধনলাভ করিতে অভিলাষী।

"জনা বি হুয়ন্তে সিষাসবঃ" (ঋক্ ১।১০২।৬) 'সিষাসবঃ ধনং লব্ধুকামাঃ, সনাশংসভিক্ষ উঃ। ইত্যুপ্রত্যয়ঃ (সায়ণ)

সিষেবয়িষু (ত্রি) সেবয়িতুমিচ্ছুঃ সেবি-সন্-উ। সেবা করাইতে ইচ্ছুক।

সিষ্ণাসু (ত্রি) স্নাতুমিচ্ছুঃ সন্, ষত্বং, তত উ। স্নান করিতে অভিলাষী।

সিঞ্চু (ত্রি) সোম দ্বারা আসিচ্যমান।

"ইন্দ্রানঃ সিঞ্চ বা মদে" (ঋক্ ৮।১৯।৩১)
'হে সিঞ্চো সিঞ্চি সেচনার্থঃ, সোমেনাসিচ্যমানঃ' (সায়ণ)

সিসংগ্রাময়িষু (ত্রি) সংগ্রাময়িতুমিচ্ছুঃ সংগ্রাম-সন্-উ। যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, যুদ্ধার্থী।

সিসৃক্ষা (স্ত্রী) স্রষ্টুমিচ্ছা, সৃজ-সন্-অ, টাপ্। সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা।

সিসৃক্ষু (ত্রি) স্রষ্টুমিচ্ছুঃ সৃজ-সন্-উ। সৃষ্টি করিতে অভিলাষী।

সিস্নাসু (ত্রি) স্না-সন্ উ। স্নান করিতে ইচ্ছুক। স্না ধাতুর স বিকল্পে ষত্ব হইয়া 'সিষ্ণাসু' এইরূপ হয়।

সিস্বালী, রাজপুতনার কোটা রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। কোটা হইতে ৩৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

সিহুণ্ড (পুং) সুহীবৃক্ষ। (শব্দরত্না°)

সিহোন্দা, যুক্তপ্রদেশের বান্দা জেলাস্থ একটী প্রাচীন ধ্বস্ত নগর। কেন নদীর দক্ষিণ-কূলে বান্দানগর হইতে ১১ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। স্থানীয় কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ভারতযুদ্ধের সময় এই নগর শ্রীসমৃদ্ধিতে ভূষিত ছিল। এখন এখানে যে সকল ধ্বস্ত কীর্ত্তি দৃষ্ট হয়, তাহার সমস্তই প্রায় মুসলমানপ্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মোগলশাসনসময়ে এই নগর একটী সরকারের প্রধান বিচারকেন্দ্র ছিল। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে খাঁ জাহান বিদ্রোহী হইয়া এইখানে মোগলসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। অরঙ্গজেবের পর হইতে এই স্থান শ্রীভ্রষ্ট হয়। মুসলমানের কীর্ত্তি-স্বরূপ এখানে ১০০ মস্‌জিদ ও ৯০০ ইন্দারা দৃষ্ট হয়। নিকটবর্ত্তী শৈলশৃঙ্গে একটী সুবৃহৎ দুর্গের ধ্বস্ত স্তূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। নগরের নিকটস্থ ঐরূপ আর একটী শৈলশৃঙ্গে দেবী অঙ্গলেশ্বরীর মন্দির বিদ্যমান। পূর্ব্বে এইখানে তহসীলের কাছারী ছিল, সিপাহীবিদ্রোহের পর উহা গীর্ব্বান গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সিহোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের ভাউনগর-রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। সিহোর-শৈলের পাদমূলে ভবনগর, হইতে ১৩ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭২°১´৪৫´´ পূঃ। এই স্থান অতি প্রাচীনকালে সারস্বতপুর নামে খ্যাত ছিল, পরে সিংহপুরী নামে বিদিত হয়। ভবনগর প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই নগরেই উক্ত রাজবংশীয়েরা বাজত্ব করিতেন। বর্ত্তমান নগরের অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে প্রাচীন নগর অবস্থিত। এখানে তামা ও পিত্তলের বাসনাদির কারবার আছে। ভবনগরে গোণ্ডাল রেলপথের একটী ষ্টেশন থাকায় স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

সিহোর, মধ্যভারত এজেন্সীর ভোপাল রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর সবেণ নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°১১´৫৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭°৭´১৬´´ পূঃ। এখান হইতে সাগর, আশীর-

গড়, মৌ, ইন্দোর, দেবাস ও সঙ্কোচ যাইবার বিস্তৃত রাস্তা থাকার স্থানটী বাণিজ্যপ্রধান হইয়াছে। ভোপাল পলিটিকাল এজেন্সীর ইহা সদর এবং এখানে সেনাবাস আছে।

সিহোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থাবিভাগের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৫৪৷৹ বর্গমাইল। এখানে মহী, মেশ্রী ও গোমা নদী প্রবাহিত। এখানকার সর্দ্দার সদা পরমার নরসিংহজি (১৮৮৭খৃঃ) গাইকোবাড়রাজকে বার্ষিক ৪৮০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন।

সিহোরা, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৯৭ বর্গমাইল। গ্রাম ও নগরসংখ্যা ৭২৫।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও সিহোরা তহসীলের বিচার-সদর। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের জব্বলপুর শাখার সিংহারা ষ্টেশন হইতে ২৷৹ মাইল দূরে এবং হিরণনদী হইতে ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৩°২৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০°৯´ পূঃ। স্থানটী বাণিজ্যকেন্দ্র।

সিহোরা, (তিরোরা) মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাণ্ডারা নগর হইতে ৩০ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ২১°২৪´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৫৮´ পূঃ। এখানে কার্পাসবস্ত্র বয়নের কারবার আছে।

সিহ্লু (পুং) সিহ্লতি মনো যত্র সিহ-ঘঞ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্বনামখ্যাত গন্ধ দ্রব্য, শিলারস, পর্য্যায়-তুরুষ্ক, পিণ্ডক, যাবন, সিহ্লক, পিণ্যাক, কপি, চঞ্চল, তৈলাখ্য, যাব, যাবন, সল্লকীদ্রব, পিষ্টক, তৈলপণা, বৃকধূপ, (জটাধর) গুণ—কটু, স্বাদু, স্নিগ্ধ, উষ্ণ, শুক্র ও কান্তিবর্দ্ধক, বৃষ্য, সুস্বরকারক, স্বেদ, কুষ্ঠ, জ্বর, দাহ ও গ্রহনাশক। (ভাবপ্র°)

সিহ্লক (পুং) সিহ্ল এব স্বার্থে কন্। সিহ্ল, শিলারস।

সিহ্লকী (স্ত্রী) সল্লকী। (শব্দরত্না°)

সিহ্লভূমিকা (স্ত্রী) সল্লকী। (শব্দরত্না°)

সীক সেক। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ সীকতে। লিট্ সীকিতা। লৃট্ সীকিষ্যতি। লুঙ্ অসীকিষ্ট।

২ দীপ্তি। ৩ আমর্ষণ, স্পর্শ। চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সীকয়তি। লুঙ্ অসিষীকৎ।

সীখা (স্ত্রী) শিখা।

সীচাপু (স্ত্রী) পক্ষিণী। "আলভতে রাত্রে সীচাপূঃ" (শুক্লযজু° ২৪।২৫) 'সীচাপূঃ পক্ষিণীঃ' (মহীধর)

সীতা (স্ত্রী) সিনোতীতি সিঞ্ বন্ধে বাহুলকাৎ ক্ত, দীর্ঘশ্চ। (উণ ৩।৯০) ১ লাঙ্গলপদ্ধতি। অমরটীকায় ভরত এই শব্দের ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন। "যে লাঙ্গলরেখায়াং সিনোতি খনতি ভূমিং সীতা, ষি ন গ ঞ বন্ধে নাম্নীতি ত, নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ, সীতা দন্ত্যাসাদি, শেতি ভুবি ইতি শীতা তালব্যাশাদিচ।" (ভরত) ২ জনকরাজনন্দিনী, রামচন্দ্রের পত্নী। পর্য্যায়—বৈদেহী, মৈথিলী, জানকী, ধরণীসুতা, ভূমিসম্ভবা। (জটাধর)

মিথিলারাজ রাজর্ষি জনকের দুহিতা ও ত্রিলোকবিশ্রুত রঘুকুলতিলক ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের মহিষী। ত্রিভুবনেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর অংশে ইহাঁর জন্ম। ইহাঁরই অসামান্য পাতিব্রত্য ও সেই পাতিব্রত্যের অগ্নিপরীক্ষার উপর মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণ প্রতিষ্ঠিত, জগতের মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কাব্য, উপন্যাস ও ইতিহাসে যদি কাহারও পূত চরিত্র অনন্ত মাহাত্ম্যে অনাড়ম্বর গাম্ভীর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তবে সে এই সীতারই চরিত্র; সীতার চরিত্র ঐতিহাসিক কি কাল্পনিক, তাহা লইয়া অনেক তর্কবিতর্ক চলিয়াছে ও চলিতেছে। মহাকবির মহাকাব্য ব্যতীত সে সময়ের যখন কোন ইতিহাস নাই, তখন এবিষয়ে 'চোখে আঙুল দিয়া' প্রমাণ করিবার মত কিছুই পাওয়া যাইবে না। তবে একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, বাস্তব জীবনে আদর্শ না পাইলে, অথবা আদর্শ গড়িয়া তুলিবার মত উপাদান না পাইলে, কবি কল্পনাও এমন কিছু সৃষ্টি করিতে পারে না, যাহা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কোটী কোটী লোকের চিত্তের উপর আপনাকে এমন প্রস্ফুটভাবে অঙ্কিত করিয়া রাখিতে পারে। অন্ততঃ হিন্দুর ঘরে ঘরে সীতার সহস্রাংশের একাংশসম্ভূতা যে সকল পুণ্যস্মৃতি রমণীর স্বামীপ্রেমোজ্জ্বল চিত্র ফুটিয়া উঠিয়া এখনও হিন্দুস্থানকে পবিত্র ও সঞ্জীবিত করিতেছে, তাহা দেখিয়া আমরাও সীতার চরিত্রকে সম্পূর্ণ কবি-কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারি না।

মহাকবি বাল্মীকি সীতার জন্মপ্রসঙ্গে রাজর্ষি জনকের মুখ দিয়া বলিতেছেন—

"অথ মে কৃষতঃ ক্ষেত্রং লাঙ্গলাদুত্থিতা ততঃ।
ক্ষেত্রং শোধয়তা লব্ধা নাম্না সীতেতি বিশ্রুতা।
ভূতলাদুত্থিতা সা তু ব্যবর্দ্ধত মমাত্মজা॥"

আমার লাঙ্গলদ্বারা ক্ষেত্র কর্ষণ করিবার সময় একটী কন্যা উত্থিত হয়। সীতা (লাঙ্গল-পদ্ধতি) হইতে পাইয়াছিলাম বলিয়া তাহার নাম সীতা রাখা হয়। ভূতল হইতে উত্থিতা আমার সেই আত্মজা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।—ভবিষ্যতে, ভগবতী সীতাদেবীর যে সর্ব্বংসহামূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যাইবে, সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী ভগবান্ বাল্মীকি তাহা পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছিলেন। সীতা যাহা নীরবে নির্ব্বিবাদে সহিয়া গিয়াছেন, সর্ব্বংসহা বসুন্ধরা ব্যতীত অন্যের পক্ষে তাহা সহিয়া যাওয়া সুকঠিন। এই জন্যই বোধ হয় কবি তাঁহার এইরূপ জন্মবৃত্তান্তের অবতারণা করিয়াছেন। নতুবা কেমন করিয়া সত্য-

পরায়ণ রাজর্ষি জনক সীতাদেবীকে 'আত্মজা' বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন ? যাহাই হউক, লাঙ্গলের মুখে কি জনকের ঔরসে, যে ভাবেই সীতা জন্মিয়া থাকুন, একথা ঠিক যে, জনকের ঘরে তিনি অপত্য-নির্ব্বিশেষে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

রাজর্ষির পূর্ব্বপুরুষ দেবরাত, দক্ষযজ্ঞ সময়ে মহাদেব কর্ত্তৃক যে ধনু ব্যবহৃত হইয়াছিল, সেই ধনুর অধিকারী হইয়াছিলেন। ক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে সেই হরধনু জনক পাইলেন। সাধারণ লোকের পক্ষে এই ধনুতে আরোপণাদি করা একেবারেই অসম্ভব। অলোকসামান্যা কন্যাকে অনন্যসাধারণ পতির হাতে সমর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে, পিতা তাহাকে "বীর্য্যশুল্কা" করিয়া রাখিলেন. অর্থাৎ যিনি এই হরধনুতে আরোপণাদি করিতে পারিবেন, তিনিই এই সুন্দরীললামভূতা কন্যারত্ন লাভ করিবেন, এইরূপ পণ করিয়া বসিলেন।

সীতার বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাঁহার সদ্গুণাবলীর ও সম্মোহন সৌন্দর্য্যের সৌগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে বড় বড় রাজচক্রবর্ত্তী ও পরশুরাম রাবণ প্রভৃতির ন্যায় মহামহা বীরসকল আসিয়া হরধনু উত্তোলনের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যাপতি রঘুকুলতিলক রাজা দশরথের ঘরে চারি মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ শ্রীরামচন্দ্র এবং তৃতীয় ভ্রাতা লক্ষ্মণের বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়া শত্রুমিত্র সকলেই মুগ্ধ, রাক্ষসগণের অত্যাচার হইতে যজ্ঞরক্ষার জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্র আসিয়া একদিন দশরথের নিকট শ্রীরাম-লক্ষ্মণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।

যজ্ঞরক্ষা করিয়াও পথিমধ্যে ভীষণ-দর্শন, দুরাচারিণী তাড়কা রাক্ষসীকে বিনাশ করিয়া বিশ্বামিত্রের সমভিব্যাহারে রাম-লক্ষ্মণ আসিয়া রাজর্ষি জনকের সভায় উপস্থিত হইলেন। মহর্ষির অভিপ্রায়, রাজর্ষি শ্রীরামচন্দ্রের হাতে সীতাদেবীকে সমর্পণ করেন, জনকেরও ইহাই একান্ত ইচ্ছা—কিন্তু কন্যাকে তিনি "বীর্য্যশুল্কা" করিয়া রাখিয়াছেন।

যে ধনু দেখিয়াই ত্রিভুবনবিজয়ী মহা মহা বীরগণ পরাজয়-কলঙ্ক স্বীকার করিয়া গিয়াছেন ; সেই বিরাট্ ধনু দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র কহিলেন,— 'এই দিব্য ধনুর্ব্বর আমি হস্তদ্বারা স্পর্শ করিতেছি। (সুধু তাহাই নয়,) আমি ইহা উত্তোলন করিতে এবং ইহাতে টঙ্কার দিতেও যত্নবান্ হইব।'

বলিয়া সহস্র সহস্র বিস্ময়-বিস্ফারিত চক্ষুর সমক্ষে বালক রাম সেই অতুলন ধনু অবলীলাক্রমে উত্তোলনপূর্ব্বক, তাহাতে গুণ যোজনা করিলেন ও টঙ্কার দিলেন। তৎপরে তাহা ভাঙ্গিয়া ভূমিখণ্ডতলে নিক্ষেপ করিলেন। পর্ব্বত বিদীর্ণ হইলে পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে যেমন ভীষণ ভূমিকম্প সমুৎপন্ন হয়, এই শব্দে সেখানেও তেমনই হইল।

রামচন্দ্রের বীর্য্যদর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত জনক কহিলেন—

'দশরথাত্মজ রামকে স্বামিরূপে পাইয়া আমার কন্যা সীতা জনককুলের কীর্ত্তি বৃদ্ধি করিবে, হে কৌশিক, "সীতা বীর্য্যশুল্কা" বলিয়া আমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, আমার সে প্রতিজ্ঞা সার্থক হইল। "প্রাণেভ্যোঽপি প্রিয়তরা" সীতাকে আমি রামচন্দ্রের হাতেই সমর্পণ করিব।'

রাজা দশরথকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য অযোধ্যায় লোক প্রেরিত হইল। পরমসন্তুষ্ট রাজা উপাধ্যায় ও পুরোহিত-সহকারে অবিলম্বে বিদেহ-নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহা সমারোহে, উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, 'অযোনিসম্ভবা' 'সুরসুতোপমা, বীর্য্যশুল্কা' সীতাদেবী শ্রীরামচন্দ্রের হস্তে অর্পিত হইলেন। 'সর্ব্বাভরণভূষিতা' সীতাকে আনয়ন করিয়া অগ্নির সম্মুখে রাজর্ষি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,

"ইয়ং সীতা মম সুতা সহধর্ম্মচরী তব।
প্রতীচ্ছ চৈনাং ভদ্রং তে পাণিং গৃহ্ণীষ্ব পাণিনা।
পতিব্রতা মহাভাগা ছায়েবানুগতা সদা॥"

তোমার মঙ্গল হউক, আমার দুহিতা এই সীতা তোমার সহধর্ম্মিণী হউক ; তুমি হস্ত দ্বারা ইহার হস্ত গ্রহণ কর। এই মহাভাগা অতিশয় পতিব্রতা হইবেন ও সর্ব্বদা ছায়ার ন্যায় তোমার অনুগমন করিবেন।

আকাশে দেবতা ও মর্ত্ত্যে ঋষিমহাপুরুষদিগের মুখ হইতে "সাধু সাধু" শব্দ বিনির্গত হইল—দেব-দুন্দুভিধ্বনির সঙ্গে অন্তরীক্ষ হইতে অসংখ্য পুষ্পবৃষ্টি হইল।

রাত্রি প্রভাত হইলে জনকের নিকট বিদায় লইয়া মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধূসমভিব্যাহারে অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পিতা, মাতা, আত্মীয় স্বগণ, পৌরজন, প্রজাবর্গ সকলের যথাবিহিত প্রীতিসাধন করিয়া রামচন্দ্র, সীতার হৃদয়মন্দিরে অধিষ্ঠিত হইয়া, তদ্গতপ্রাণে বহুবর্ষ কাটাইয়া দিলেন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে দম্পতীর প্রেম ও প্রীতির আকর্ষণ অধিকতর বলবান্ হইয়া উঠিতে লাগিল। একেত 'সীতা' রামের বড় আদরের জিনিষ ; তাহাতে আবার তাঁহার অনন্যসাধারণ রূপ ও গুণ—রাম একেবারে সীতাগতপ্রাণ হইয়া তাঁহাকে ভালবাসিতে লাগিলেন। উভয়ের হৃদয়েই দিন দিন প্রীতি বিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

জগতে যাঁহারা আদর্শপুরুষ, কেবল মহৎ লক্ষ্যের সঙ্গে যাঁহারা একীভূত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়। ইহা বিধাতার বিধান। সীতা রামগত-

প্রাণা—আদর্শ সাধ্বী। স্বামীতে তিনি একেবারে আত্মবিলোপ করিয়াছিলেন। ভগবান্ তাঁহার পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন।

রামের চরিত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া রাজা দশরথ তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। রাজ্যময় একটা আনন্দোল্লাসের হিল্লোল প্রবাহিত হইল—কিন্তু তাহাতে কৈকেয়ীসহচরী মন্থরার হৃদয়ে ঈর্ষ্যার তরঙ্গ সমুদ্ভূত হইল। দাসীর কুটিল পরামর্শে বিষাক্তহৃদয়ে কৈকেয়ী রামের অভিষেক বন্ধ কারবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন, শুধু তাহাই নহে, রাজভোগ, রাজসুখ ত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রকে সুদীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর বল্কল পরিধানপূর্ব্বক আরণ্যজীবন যাপন করিতে হইবে, নিষ্ঠুরা দশরথের নিকট এইরূপ প্রার্থনাও করিলেন।

চারত্রগুণে সীতা শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনেরও চিত্তাকর্ষণে কিরূপ সমর্থ হইয়াছিলেন, রামবনবাসের পূর্ব্বে দশরথ কৈকেয়ীকে সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। সীতা আদর্শপত্নী, আদর্শ কুলবধূ। স্বামীর সুখেই সীতা সুখী। রাজ্যাভিষেকের কি বনগমনের সংবাদে তিনি অল্প মাত্রও বিচলিত হন নাই—রাজাই হউন, আর বনবাসীই হউন, তাঁহার স্বামী তাঁহারই—সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই তিনি স্বামীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী।

রাম সীতার সঙ্গে সুখে বিশ্রম্ভালাপ করিতেছেন, এমন সময়ে সুমন্ত্র আসিয়া কৈকেয়ীর নির্ঘাতবাণী শুনাইবার জন্য, তাঁহাকে লইয়া গেলেন। যাইবার সময় শুভাকাঙ্ক্ষিণী পত্নী কহিলেন,—(তখনও সকলেই জানেন অভিষেক হইবে) "লোককর্ত্তা ব্রহ্মা যেমন বাসবের রাজসূয়াভিষেক করিয়াছিলেন, রাজা দশরথও যেন ব্রাহ্মণনিষেবিত রাজ্যে তোমায় সেইরূপ অভিষেক করেন। তোমাকে দীক্ষিত, ব্রতসম্পন্ন, শ্রেষ্ঠাজিনধারী, শুচি, কুরঙ্গশৃঙ্গপাণি দেখিয়া, আমি পরম প্রীতমনে ভজনা করিব। বজ্রধর তোমার পূর্ব্ব দিক্, যম দক্ষিণ দিক্, বরুণ পশ্চিম দিক্ ও কুবের উত্তর দিক্ রক্ষা করুন।"

কৈকেয়ীর নিকট অরণ্যগমনে প্রতিশ্রুত হইয়া রামচন্দ্র ফিরিয়া আসিয়া জননীর নিকট বিদায় লইলেন। এদিকে তখনও "রাজ্যাভিষেক হইবে" সীতার মনে এইরূপই ধারণা ছিল—দেবকার্য্য সমাধা করিয়া তিনি হৃষ্টমনে, কৃতজ্ঞচিত্তে স্বামীর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিয়াছেন। রামচন্দ্র আসিয়া যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ কারলেন, তখন তাঁহার মুখচ্ছবি শোক-সন্তপ্ত, ইন্দ্রিয় সকল চিন্তা-ব্যাকুলিত—চিরপ্রফুল্ল স্বামীর ঈদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় জানকী সর্ব্বাঙ্গে কাঁপিয়া উঠিলেন, জননীর নিকট বিদায় লইবার সময় শ্রীরামচন্দ্র আত্ম-সংযম রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কিন্তু সদ্যোভিন্নযৌবনা একান্তানুরক্তা পত্নীকে এইরূপ একটা দুঃসহসংবাদ জ্ঞাপন করিতে স্বভাবতঃই তিনি বড় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন,—মনে করিলেন, সাধারণ স্ত্রীজনসুলভ আশা-আকাঙ্ক্ষায় তাঁহারও হৃদয় উদ্বেলিত। আনন্দময় অভিষেকে—স্বামীর মুখে ঈদৃশ ভাবান্তর দেখিয়া বৈদেহী স্বভাবতঃই বিচলিত হইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তোমার অভিষেকের আয়োজন হইয়াছে। অথচ তোমার এ কেমন ভাব দেখিতেছি? আগে ত' কখনও তোমার মুখবর্ণ এমন মলিন, এমন অপ্রফুল্ল দেখি নাই!"

তখন রাম তাঁহার নিকট চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য ভরতের রাজ্যাভিষেকের ও আপনার অরণ্যপ্রবাসের কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন। সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায়, এইরূপ স্ফুটনোন্মুখ আশাবিভঙ্গ ও বাহ্যসম্পদ্‌বিচ্যুতিতে সীতা কতই না বিলাপ করিবেন, অদৃষ্টকে কতই না ধিক্কার দিবেন, রামচন্দ্র বোধ হয় এইরূপই কোন আশঙ্কা করিয়া এতটা সঙ্কোচ বোধ করিতে-ছিলেন। কিন্তু সীতা তাহার কিছুই করিলেন না।

শ্রীরামচন্দ্র একথা কখনও মনে করিতে পারেন নাই যে, পত্নী আবার তাঁহার সহগামিনী হইবেন; তাই তিনি সীতাকে তাঁহার বনবাসকালীন কর্ত্তব্য বিধিমতে বুঝাইতে লাগিলেন, বলিলেন, "পিতা ভরতকে যৌবরাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সুতরাং এক্ষণে তিনিই আমাদিগের রাজা, অতএব তাঁহাকে বিশেষরূপে প্রসন্ন করা তোমার উচিত। আমার জন্য ব্যাকুল না হইয়া তুমি ব্রতোপবাস ও কৌলিক কার্য্যাদিতে সময় অতিবাহিত করিও। তুমি ধর্ম্ম ও সত্যব্রতনিরতা হইয়া এখানেই বাস করিও—যে কার্য্যে কাহারও অনিষ্ট না হয়, এমন কার্য্যই করিও।"

অভিষেকভঙ্গে ও রাজ্যসুখবিচ্যুতিতে সীতা বিচলিত হইলেন না—কিন্তু স্বামীকে ভালবাসিতেন বলিয়াই স্বামীর এই প্রকার উক্তিতে সংক্ষুব্ধ হইয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমাকে লঘুপ্রকৃতির মনে করিয়া তুমি যাহা বলিলে তাহাতে আমি হাসি সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। আমি কি এতই নীচপ্রকৃতির যে তুমি বনে যাইবে, আর আমি রাজপ্রাসাদে রাজসুখ ভোগ করিতে থাকিব? আমি জানি, পত্নী স্বামীরই ভাগ্যানুবর্ত্তিনী; অতএব তোমার বনগমনের সঙ্গে আমিও বনগমনে আদিষ্ট হইয়াছি। 'ন পিতা নাত্মজো নাত্মা ন মাতা ন সখীজনঃ। ইহ প্রেত্য চ নারীণাং পতিরেকো গতিঃ সদা।' পিতা, পুত্র, আত্মা, মাতা, সখীজন—কেহই স্ত্রীলোকের অবলম্বন নহেন,—ইহপরকালে স্বামীই তাঁহার একমাত্র গতি। অতএব আমিও তোমার সঙ্গে সঙ্গেই বনগমন করিব, কুশকণ্টকসকল মর্দ্দন

করিতে করিতে আমি তোমার অগ্রে অগ্রে চলিব। স্বামী সুখেই থাকুন আর দুঃখেই থাকুন, তাঁহার পদতলে থাকাই স্ত্রীলোকের সমস্ত স্বর্গীয় ও পার্থিব সুখ; তাঁহার পদসেবা করাই তাহার পক্ষে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি অপেক্ষাও সুখকর। অতএব তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে গ্রহণ কর। স্বামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি পিতামাতা-কর্তৃক যথাশাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছি, তোমাকে আর এখন আমাকে এসম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না। তোমার সহগমন করা আমার কর্ত্তব্য এবং আমি যাইব-ই। তোমাকে কোন প্রকারেই বিব্রত হইতে হইবে না। তোমার সহিত শত সহস্র বৎসর বনে বাস করিতে হইলেও আমার তিল পরিমাণ কষ্ট হইবে না। তোমা বিহনে স্বর্গও আমার নিকট সুখকর হইবে না। তুমি পরিত্যাগ করিয়া গেলে, নিশ্চয়ই আমি জীবন বিসর্জ্জন করিব।"

সীতার ভক্তি ও দৃঢ়তা দেখিয়া রামচন্দ্র মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইলেন; কিন্তু ভাবিলেন, বনবাসের দুঃখকষ্টানভিজ্ঞা স্বামিপরায়ণা উদ্দাম কল্পনাজনক বনবাসকেও হয় ত পরম রমণীয় বলিয়া ভাবিয়া লইয়াছেন, এবং আরণ্য জীবনের দুঃখকষ্ট বিপদাপদ্ বুঝাইয়া বলিলে সংকল্প হইতে বিনিবৃত্ত হইতে পারেন। এই আশায় তিনি আবার বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, বনবাস যে কি ভীষণ বিপদ্‌সঙ্কুল, তাহা অবগত নও বলিয়াই তুমি এখন দৃঢ়তা প্রকাশ করিতেছ। বনে প্রতিমুহূর্ত্তে জীবন হাতে করিয়া বেড়াইতে হয়—সেখানে সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ মানুষ দেখিলেই হনন করিবার জন্য ধাবিত হয়। হাসিয়া সীতা উত্তর করিলেন, "পিতৃগৃহে বাস করিবার সময় ভিক্ষুকীদের মুখে আমি বনবাসের দোষগুণ সকলই শুনিয়াছি। তুমি যে সকল ভয় দেখাইলে, সে সকল ভয়ে আমি অণুমাত্রও ভীতা নহি। তোমার সঙ্গে থাকিলে, দেবাধিপতি মহেন্দ্রও আমাকে অপমান করিতে সাহস করিবেন না। ঠিক জানিয়া রাখ, তুমি যদি আমায় সঙ্গে না লও, আমি তবে আত্মহত্যা করিবই করিব।"

তখনও স্বামীকে অবিচলিত দেখিয়া সাধ্বীর চক্ষু হইতে দরবিগলিতধারে অশ্রু পতিত হইতে লাগিল। রামচন্দ্র তাঁহাকে নানা ভাবে সান্ত্বনা দান করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন অভিমানিনী ক্রোধে, ক্ষোভে গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "তোমাকে পুরুষ বলিয়া জানিয়াই পিতা আমার তোমার হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, তিনি কি জানিতেন যে শেষে তুমি এমন স্ত্রীজনোচিত কাপুরুষতার বশবর্ত্তী হইবে! আমাকে কি তুমি শুধু তোমার বিহারশয্যাসঙ্গিনী বলিয়া মনে কর? আমি তোমার সঙ্গে বনে যাইবই যাইব—আমাকে তুমি সত্যবানের বশবর্ত্তিনী পত্নী সাবিত্রীর মত বলিয়া জানিও। সঙ্গে না লও, আমি অদ্যই বিষপান করিব—জীবিত থাকিয়া তোমার বিরহ-জনিত নরক-যন্ত্রণা আমি সহ্য করিতে পারিব না।" এইরূপ বলিতে বলিতে তিনি যাইয়া স্বামীকে জড়াইয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার অশ্রু মুছাইয়া সোহাগান্ধ স্বামী কহিলেন, "কাহারও ভয়ে ভীত হইয়া যে তোমাকে আমি সঙ্গে লইতে চাহি নাই, তাহা নহে, তোমাকে রক্ষা করিবার মত শক্তি আমার যথেষ্ট আছে। তোমার দুঃখ হইলে আমি স্বর্গেরও অভিলাষী নহি। তোমার মনোভাব সম্পূর্ণরূপে জানিবার জন্যই আমি এত আপত্তি করিয়াছি।"

আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তিতে সীতার আর আনন্দের পরিসীমা নাই! ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার যাহা কিছু ছিল, পরম আনন্দে তাহা তিনি দুই হাতে বিলাইতে লাগিলেন।

জ্যেষ্ঠের একান্তানুরক্ত লক্ষ্মণ সহগমনের জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিছুতেই রাম তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। তখন ভ্রাতা ও সহধর্ম্মিণীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীরামচন্দ্র বনগমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। কৈকেয়ীর স্বহস্ত আনীত মুনিপরিধেয় চীর গ্রহণ করিয়া রাম অক্ষুব্ধ হৃদয়ে রাজবসন পরিত্যাগ করিলে জ্যেষ্ঠের পদানুসরণকারী লক্ষ্মণও অবিলম্বে মুনিবেশে সজ্জিত হইলেন। কিন্তু চীর পরিধানে অনভিজ্ঞা জানকী কৈকেয়ীর প্রদত্ত চীরবাস গ্রহণ করিয়া বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। অশ্রুপূর্ণলোচনে তিনি স্বামীকে কহিলেন কেমন করিয়া চীর পরিধান করিতে হয়, আমি যে তাহা জানিনা! তখন রামচন্দ্র অগ্রসর হইয়া স্বয়ং চীরবসন পরাইয়া দিলেন। তাঁহাকে এইরূপ করিতে দেখিয়া পৌরজনবর্গ দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাজগুরু বশিষ্ঠ কৈকেয়ীকে নানারূপে ভর্ৎসনা করিয়া বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা হইয়াই সীতাকে বনগমনের জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সর্ব্বতোভাবে রামানুগতজীবিতা সাধ্বী বল্কল পরিধান করিয়া স্বামীর অনুগমন করাই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন।

তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া শ্বশ্রূ কৌশল্যা দেবী কহিলেন, "পতিব্রতা সত্যবাদিনী রমণীদিগের দৃঢ় বিশ্বাস, একমাত্র স্বামীই স্ত্রীলোকদিগের সুখমোক্ষদাতা আরাধ্যদেবতা।"

কৃতাঞ্জলিপুটে সীতা উত্তর করিলেন "মা পিত্রালয় হইতেই আমি স্বামিসেবা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছি। আপনার উপদেশ পালন করিতে আমি এক টুকুও পরাঙ্মুখ হইব না। আমি জানি স্বামীই নারীর একমাত্র দেবতা—আমি যে কখনও সেই স্বামীকে অবমাননা করিব এরূপ আশঙ্কা আপনি কখনও মনে স্থান দিবেন না।"

তখন গুরুজনের নিকট বিদায় লইয়া তিন জনে রথারোহণে

দণ্ডকারণ্যের দিকে প্রস্থান করিলেন, পথিমধ্যে যেখানে যাহা দেখিতে লাগিলেন তাহারই সম্বন্ধে স্বামীকে নানারূপ সরল স্বভাব-সুলভ প্রশ্ন করিয়া ও দেবরকে তাহা আনয়ন করিয়া দিবার আদেশ প্রদান করিয়া সীতাদেবী পরম আনন্দে চলিতে লাগিলেন। অযোধ্যার সুখের কথা একটি বারও তাঁহার মনে হইল না।

ক্রমে তাঁহারা গঙ্গাতীরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে রথ বিদায় করিয়া রামচন্দ্র নৌকাযোগে গঙ্গাপার হইবার সংকল্প করিলেন। সারথি সুমন্ত্র অনেক আপত্তি করিলেন—রামচন্দ্র কিছুতেই তাহা কাণে তুলিলেন না।

গঙ্গাপার হইয়া তাঁহারা পদব্রজে চলিতে লাগিলেন। যিনি কখনও কক্ষ হইতে কক্ষান্তর ব্যতীত অন্য কোথাও হাটিয়া যান নাই, যাঁহার পাদপদ্ম প্রফুল্ল কুসুম সদৃশ কোমল, আজ সেই জনক-নন্দিনী, দশরথ-পুত্রবধূ পরমানন্দে কণ্টক-কঙ্করাকীর্ণ পথে পদব্রজে চলিয়া যাইতেছেন!

চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিবার সংকল্প করিয়া রাম সেই দিকে গমন করিতে লাগিলেন। যাঁহারা চিরকাল রাজভোগে অভ্যস্ত, আজ তাঁহাদের সহজ বনজাত ফল মূলই একমাত্র আহার্য্য। পথশ্রান্তি, দারুণ রৌদ্রভোগ, ফলমূলাহার—কিছুতেই সীতার ভ্রূক্ষেপ নাই—তাঁহার চিরপ্রফুল্ল মুখ কখনই অপ্রফুল্ল হয় না! রামলক্ষ্মণও সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার চিত্ত বিনোদন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাঁহারা চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে ফলমূল অপর্য্যাপ্ত; পর্ব্বতগাত্র বাহিয়া সুস্বাদুজলধারা অবিরল ঝর্‌ঝর্ করিয়া ঝরিতেছে। মধুর বিহগকূজনে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত। স্থানমাহাত্ম্যে সকলই মুগ্ধ হইলেন! এইখানেই বাস করিবার সংকল্প করিয়া তাঁহারা যাইয়া মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। রামের আদেশে লক্ষ্মণ এক পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিলেন। স্থান-মাধুর্য্যে তাঁহারা অযোধ্যা-পরিত্যাগের দুঃখও ভুলিয়া গেলেন। একদিন রাম সীতাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আনন্দিতে! এখানে তোমার ও লক্ষ্মণের সাহায্যে বহু বহু বৎসরবাস করিতে হইলেও শোকানল আমাকে দগ্ধ করিতে পারিবে না।" নানাভাবে তিনি তদেকান্তনির্ভর পত্নীর সুখস্বচ্ছন্দতা সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সীতাও স্বামীর সোহাগআদরে চিত্রকূটের অতুলন শোভাসম্পদ্ সন্দর্শনে, কলকলনাদিনী মন্দাকিনীর পূতস্নিগ্ধ সলিলাবাহনে, প্রবাসজনিত দুঃখ সম্পূর্ণ রূপেই বিস্মৃত হইলেন।

ইতিমধ্যে রাজা দশরথের মৃত্যু হইয়াছে; মাতুলালয় হইতে ভরতকে অযোধ্যায় আনা হইয়াছে। কিন্তু তিনি আসিয়া রামবিহীন অযোধ্যায় বাস করিতে সম্মত হইলেন না; পরিজনবর্গ সমভিব্যাহারে চিত্রকূট পর্ব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানা মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া রামচন্দ্র চিত্রকূট পর্ব্বত পরিত্যাগ করিলেন।

তাঁহারা আসিয়া অত্রিমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। অত্রি তাঁহাদিগকে পরম সমাদরে গ্রহণ করিলেন, তাঁহার পত্নী, মহাভাগা ধর্ম্মনিরতা অনসূয়া সীতাকে অপত্য-নির্ব্বিশেষে যত্ন করিতে লাগিলেন।

সন্নিকটেই দণ্ডকারণ্য। রামচন্দ্র শুনিলেন, এখানে বহু রাক্ষসের বাস। মুনিঋষিগণ তাঁহাদিগকে রাক্ষসের অত্যাচার হইতে পরিত্রাণ করিবার জন্য রামচন্দ্রকে সকাতরে অনুরোধ করিলেন, রামচন্দ্রও পত্নী ও ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিলেন।

দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া রাম তত্রত্য মুনিঋষিগণ কর্তৃক বহু সম্মান সহকারে গৃহীত হইলেন। তাঁহাদিগেরই আশ্রয়ে রজনী যাপন করিয়া, প্রভাতে তিনি রাক্ষসদমনার্থ সীতা ও লক্ষ্মণকে লইয়া অরণ্যের নিবিড় অংশে প্রবেশ করিলেন। এইখানে পর্ব্বতশৃঙ্গ তুল্য এক রাক্ষসের সঙ্গে তাঁহাদের প্রথম সাক্ষাৎ হইল, তাঁহাদিগকে দেখিয়াই রাক্ষস অতিবেগে ধাবিত হইল এবং চক্ষুর নিমেষে সীতাদেবীকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া কহিল, "দুইজন তাপসের এক রমণীর সহিত বাস কিছুতেই সঙ্গত হইতে পারে না। তোরা নিতান্ত পাপী ও অধর্ম্মচারী, এই সুন্দরীকে আমি বিবাহ করিব। আমি বিরাধ রাক্ষস; হত্যা করিয়া তোদের দুইজনের রক্তপান করিব।" সীতাদেবী রাক্ষসের করকবলে পতিত হইয়া ঝটিকাবিত্রস্ত কদলীবৃক্ষের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার অঙ্গে পরপুরুষের স্পর্শ দেখিয়া রামচন্দ্র বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিয়া লক্ষ্মণ বিরাধের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। রামও চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, উভয় ভ্রাতার সঙ্গে রাক্ষসের বহুক্ষণ ভীষণ যুদ্ধ হইল। অবশেষে বিরাধকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র যাইয়া পত্নীকে আলিঙ্গনদান করিয়া সান্ত্বনা করিলেন।

ক্রমে তাঁহারা নানা স্থান ঘুরিয়া, নানা মুনিঋষিগণ কর্তৃক সৎকৃত ও সম্মানিত হইয়া দণ্ডকারণ্যের নিবিড় প্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। স্বামীকে রাক্ষসবধে প্রতিশ্রুত ও উদ্যত দেখিয়া, ধর্ম্মতত্ত্বাভিজ্ঞা জানকী একদিন তাঁহাকে কহিলেন "নাথ! সূক্ষ্ম বিচার করিয়া দেখিলে, মহাত্মা হইয়াও তুমি অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছ! কামজাখ্য ব্যসন ত্রিবিধ—মিথ্যাকথন, পরদারগমন এবং শত্রুর অবর্ত্তমানে হিংসা। প্রথম দুইটি তোমাতে অবর্ত্তমান এবং কখনও যে বর্ত্তিবে, সেরূপ সম্ভাবনাও নাই! কিন্তু তোমাকে এক মহামোহ আশ্রয় করিতেছে; অকারণে তুমি জীব-

হিংসায় লিপ্ত হইতেছ! ঋষিদিগের নিকট প্রতিশ্রুত হইয়া রাক্ষসবধার্থ তুমি দণ্ডকারণ্যের দিকে চলিয়াছ। কিন্তু আমার কথা শ্রবণ কর, তুমি এ অহেতু জীবক্ষয়ের সংকল্প ত্যাগ কর। শাস্ত্রে বলে "শস্ত্রসংযোগ অগ্নিসংযোগের ন্যায় বিকার হেতু।" তুমি সকলই জান। তোমাকে উপদেশ দিবার মত ধৃষ্টতা আমার নাই; আমি তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি মাত্র। আর্ত্তকে ত্রাণ করিবার জন্য ক্ষত্রিয়গণ অস্ত্রধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু এখন তুমি তাপস, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ক্ষাত্রধর্ম্ম পালন করিও, এখন যদি তুমি মুনিদিগের ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তবেই আমার শ্বশুর ও শাশুড়ীর অক্ষয় আনন্দলাভ হইবে। কিন্তু আমি স্ত্রীলোক-স্বভাবসুলভ চপলতাবশতঃই এইরূপ বলিতেছি। দেবর লক্ষ্মণের সহিত পরামর্শ করিয়া যাহা ভাল মনে হয় কর।"

সাধ্বী পত্নীর মঙ্গলকামনাপ্রসূত কথা শুনিয়া শ্রীরামচন্দ্র উত্তর করিলেন, "প্রিয়ে, এইমাত্র তুমিই ত ক্ষাত্রধর্ম্ম নির্দ্দেশ করিয়াছ, ক্ষত হইতে যে ত্রাণ করে, সে ক্ষত্রিয়। রাক্ষসোৎপাতে প্রপীড়িত, জীবনসংশয় মুনিঋষিগণ আমাকে পরিত্রাণের জন্য অনুরোধ করিয়াছেন ক্ষত্রধর্ম্মের বশবর্ত্তী হইয়া আমিও স্বীকৃত হইয়াছি। প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রাণ থাকিতে আমি তাহার অন্যথা করিতে পারিব না, সত্য চিরকালই আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়। আবশ্যক হইলে আমি তোমাকে লক্ষ্মণকে, এমন কি নিজের প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু কখনই আমি সত্যভ্রষ্ট হইতে পারিব না।"

রাম আবার চলিতে লাগিলেন। ক্রমে এই ভাবে তাঁহার আরণ্যবাসের দশবৎসর কাটিয়া গেল!

অবশেষে সুতীক্ষ্ণ ঋষির নিকট পথসংক্রান্ত উপদেশ লইয়া রামচন্দ্র অগস্ত্যাশ্রমে যাইয়া উপনীত হইলেন। বিবিধ ফলফুলশোভিত, বিহগকুজনমুখরিত পিপ্পলীর তীব্রগন্ধে আকুলিত, মনোমুগ্ধকর বনাভ্যন্তরপ্রদেশে তাঁহার বাস। এখানে হিংসাদ্বেষ নাই, আছে সুধু শান্তি ও মধুরতা।

অগস্ত্যের নির্দ্ধারণ অনুসারে তাঁহার আশ্রম হইতে দ্বিযোজনদূরবর্ত্তী বিবিধ ফলমূলোদকসুলভ 'পঞ্চবটী' বনে যাইয়া শ্রীরামচন্দ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে সীতা একেবারেই সঙ্গিনীশূন্যা হইলেন, ইতি পূর্ব্বে যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই মুনিপত্নী ও মুনিকন্যাগণের অকৃত্রিম স্নেহ ও যত্নে তিনি বনবাসের দুঃখ ভুলিয়া গিয়াছেন, সমস্ত দিন শ্রান্তক্লান্ত হইয়া আসিয়া স্বামিসোহাগিনী তাঁহাদিগের শ্রবণলোলুপকর্ণে অতুলা স্বামীর দেবোপম মহত্ত্বের গীতি গাইয়া আপনার শ্রান্তিক্লান্তি অপনোদন ও চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন। এখানে নিকটে কোন লোকালয় বা মুনিঋষির আশ্রম নাই।

এখানেই রামায়ণের মূলভিত্তি প্রোথিত হইল। রাক্ষসরাজ-রাবণ-ভগিনী শূর্পণখার নাসাকর্ণচ্ছেদন করিয়া ও তাহার রক্ষক খরদূষণাদি চতুর্দ্দশসহস্র রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিয়া রাম সীতার অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রতি রক্ষোরাজ দুরন্ত রাবণের লোভ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। রামের কঠোর শাসনে রাক্ষসকুল তাঁহার ভীম মূর্ত্তি সর্ব্বত্র দেখিতে লাগিল, তাহারা যাইয়া রাবণের নিকট কাঁদিয়া পড়িল।

রাবণ সীতাহরণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, তাহার আদেশে মারীচ রাক্ষস বিচিত্র স্বর্ণ-মৃগের রূপ ধারণ করিয়া রামের আশ্রমের সান্নিধ্যে আসিয়া বিচরণ করিতে লাগিল। তাহাকে দেখিয়া পরম পুলকিত হইয়া সীতা স্বামী ও দেবরকে স্বর্ণমৃগ ধরিয়া দিবার জন্য নির্ব্বন্ধাতিশয় সহকারে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাম, সীতার রক্ষার ভার লক্ষ্মণের উপর সংন্যস্ত করিয়া পলায়মান মৃগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

তাঁহার শরে আহত হইয়া মারীচ প্রাণত্যাগ করিবার সময়ও এক চাল চালিয়া গেল, সে রামের কণ্ঠ অনুকরণ করিয়া "হা সীতে! হা লক্ষ্মণ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল।

স্বামীর কণ্ঠোত্থিতবৎ প্রতীয়মান আর্ত্তস্বর শুনিয়া সীতা অস্থির হইয়া পড়িলেন, লক্ষ্মণকে বলিলেন "যাও তুমি অবিলম্বে তোমার ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর হও।" লক্ষ্মণ মায়াবী মারীচকে জানিতেন। সীতার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহাকে একা ফেলিয়া যাইতে তিনি সম্মত হইলেন না। তখন স্বামীর বিপদ্ আশঙ্কায় অভিভূত হইয়া সীতা লক্ষ্মণকে কঠোর দুর্ব্বাক্যে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, "ভাইকে বিপন্ন জানিয়াও তুমি তাঁহার রক্ষার্থে অগ্রসর হইতেছ না! আজ বুঝিলাম, মুখে পরম মিত্র হইলেও, অন্তরে অন্তরে তুমি তাঁহার ভীষণ শত্রু! আমার লোভেই তুমি তাঁহার অনুগমন করিতেছ না,—আমার লোভেই তুমি তাঁহার মৃত্যু দেখিতে চাহিতেছ!" তাঁহার দুর্ব্বাক্য শুনিয়া লক্ষ্মণের চক্ষু দিয়া জল আসিল, তিনি শোকবিহ্বলা ভ্রাতৃজায়াকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করিলেন, বলিলেন "দেবী, আপনার স্বামী দেবতা, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব সকল লোকেরই অবধ্য, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, তিনি শীঘ্রই অনাহত দেহে ফিরিয়া আসিবেন। ঐ কণ্ঠস্বর তাঁহার নহে, মায়াবী রাক্ষসের।"

নিয়তি কেহই রোধ করিতে পারে না। লক্ষ্মণের আশ্বাসবাক্যে আশ্বস্ত না হইয়া সীতা অধিকতর দুর্ব্বাক্য বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই তুই ভরতের গুপ্তচর, আমাকে পাইবার অভিলাষে তুই রামের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছিস্; কিন্তু জানিস্ তোদের সে আশায় ছাই; রামবিহীন হইয়া আমি এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিব না।"

তাঁহার ঈদৃশ তপ্তনারাচতুল্য বাক্য-যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া লক্ষ্মণ কহিলেন, "আপনি আমার দেবতা, আপনাকে আমি যথাযথ উত্তর দিতে পারি না। রাম যেখানে আছেন, আমি সেখানেই যাইতেছি। কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া যে আপনাকে আর দেখিতে পাইব, আমার সে আশা নাই।" তারপরে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া ও বনদেবতাদিগের উপর তাঁহার রক্ষার ভার সংন্যস্ত করিয়া ক্ষুব্ধ লক্ষ্মণ শ্রীরামের অনুসন্ধানে চলিলেন।

সুযোগ বুঝিয়া, উত্তম গৈরিকবসনে দেহ বিভূষিত করিয়া লম্বমান শিখা দোলাইয়া, ছত্র, যষ্টি ও কমণ্ডলুধারী, পাদুকা-পরিহিত সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া দশানন আসিয়া ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে "ভিক্ষাং দেহি" বলিয়া অরক্ষিতা সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন।

সীতার মনোহর দন্ত ও ওষ্ঠ, চন্দ্রতুল্য বদন, পদ্মপলাশ-নয়নযুগল, পদ্মাসনভ্রষ্টা লক্ষ্মীর ন্যায় দেহ-লাবণ্য দেখিয়া রাবণ একেবারে মোহিত হইলেন। শেষে নানাভাবে অব্রাহ্মণোচিত-ভাষায় তাঁহার রূপলাবণ্যের সুখ্যাতি করিয়া বলিলেন, "তোমার রূপে আমি পাগল হইয়াছি—রাক্ষস-সেবিত এই স্থান ত্যাগ করিয়া তুমি আমার সঙ্গে চলিয়া আইস।"

স্বামীর অমঙ্গলাশঙ্কায় বিমনা সীতাদেবীর কর্ণে রাবণের কুৎসিত প্রার্থনা প্রবিষ্ট হইল না। কিন্তু দ্বারে ব্রাহ্মণবেশী অতিথি উপস্থিত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পাদ্যাসন দিয়া অর্চ্চনা করিলেন; পরে ভোজনার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বলিলেন, "এই সিদ্ধান্ন ভোজন করিয়া আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন্।"

অরক্ষিতা সীতাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিবার মানসে রাবণ কৌশল খুঁজিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কে? কাহার ভার্য্যা?" উত্তর না দিয়া অবমাননা করিলে অতিথি অভিসম্পাত করিতে পারেন, এই আশঙ্কায় জানকী আত্মপরিচয়, স্বামীর পরিচয়, রাজ্যাভিষেকের কথা, বনবাস প্রভৃতি সকলই যথাযথ বিবৃত করিলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন? আপনার গোত্র কি? কি জন্যই বা এই বিজন অরণ্যে একাকী পরিভ্রমণ করিতেছেন?" এবার রাবণ যথার্থ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, "দেবাসুর, নর, যক্ষ, রক্ষঃ, গন্ধর্ব্ব যাহার ভয়ে ভীত, আমি সেই সমুদ্রপরিবেষ্টিত, পর্ব্বতশিখরস্থিত লঙ্কানগরীর অধীশ্বর রাক্ষসপতি রাবণ। অনিন্দিতাঙ্গি, তোমাকে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি। এসো তুমি, আমার সঙ্গে এসো। নানা দিগ্দেশ হইতে যে সকল সুরসুন্দরীদিগকে আনিয়া আমি আমার অন্তঃপুর পূর্ণ করিয়াছি, তাহাদের সকলের শীর্ষস্থানীয়া মহিষী হইয়া তুমি পরমসুখে কালযাপন করিবে। বহুতর উপবনে তুমি আমার সঙ্গে বিহার-সুখ উপভোগ করিবে, পাঁচসহস্র পরিচারিকা তোমার পরিচর্য্যা করিবে।"

ব্রীড়াবিনম্র, কোমলাঙ্গী, সীতার সর্ব্বাঙ্গ দিয়া সতীত্বের তীব্রজ্বালা বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। ত্রিভুবনভয় রাবণকে তৃণবৎ তুচ্ছ করিয়া তিনি গর্জ্জিয়া উঠিলেন, তুই "শৃগাল—আমি সিংহিনী। তুই আমাকে পাইবার লোভ করিয়াছিস্! ইহার অপেক্ষা তুই বরং বস্ত্রাগ্রে প্রজ্বলিত অগ্নি ধারণ করিবার চেষ্টা করিস্। সিংহে ও শৃগালে, সমুদ্রে ও গোষ্পদে, চন্দনে ও কর্দ্দমে, গজে ও মার্জ্জারে, স্বর্ণে ও লৌহে, গরুড়ে ও কাকে, হংসে ও শকুনীতে যে প্রভেদ, আমার স্বামী রঘুনন্দন রামে ও তোতে সেই প্রভেদ। মরিবার জন্যই আজ তোর এ লোভ হইয়াছে!" বলিয়া ক্রোধ, ঘৃণা ও ক্ষোভে তিনি ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন।

ক্রুদ্ধ রাবণ ভ্রূভঙ্গিসহকারে আবার বলিতে লাগিল, "আমার ভয়ে ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বিকম্পিত, আমি যেখানে বাস করি, পবন তথায় শঙ্কিতভাবে প্রবাহিত হয়, ভয়ে সূর্য্য চন্দ্রের ন্যায় কোমল ও স্নিগ্ধ হয়, বৃক্ষপত্র কম্পিত হয় না, নদীর জলও স্তম্ভিত হয়। আর তোমার স্বামী নির্ব্বীর্য্য, রাজ্যভ্রষ্ট, ফলমূলাহারী ব্রহ্মচারী। যুদ্ধে সে আমার এক অঙ্গুলিরও তুল্য হইবে না। আমাকে প্রত্যাখ্যান করিও না—শেষে অনুতাপ করিতে হইবে।"

ক্রোধে আরক্তলোচনা সীতা পরুষবাক্যে উত্তর করিলেন, তিনি যে নিঃসহায়, স্বামী-দেবর কেহই যে উপস্থিত নাই, সতীর সে দিকে লক্ষ্য নাই, "ইন্দ্রের শচীকে হরণ করিয়া বরং জীবিত থাকিতে পারিস্; কিন্তু রামের সীতাকে হরণ করিয়া, অমৃত পান করিলেও, তোর রক্ষা নাই।"

অনুনয়-বিনয়ে কার্য্যসিদ্ধি হইবার নহে দেখিয়া রাবণ তখন স্বকীয় আরক্তবিংশতিনয়ন, বিংশতিবাহু, দশবদন, নীলমেঘসদৃশ কৃতান্ততুল্য ভয়ঙ্কর রাক্ষসমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। কিছুক্ষণ এই মূর্ত্তিতে স্থিরদৃষ্টিতে সীতার দিকে চাহিয়া থাকিয়া "কোন্ গুণে তুমি রাজ্যচ্যুত বিফলমনোরথ অল্পায়ুঃ রামের প্রতি এত অনুরক্ত রহিয়াছ? এসো, অনন্তশান্তিসম্পন্ন অতুল বৈভবশালী দেবদানবত্রাস ইচ্ছারূপী লঙ্কেশ্বরের সর্ব্বপ্রধানা মহিষী, সর্ব্বময়-কর্ত্রী হও আসিয়া" বলিতে বলিতে যাইয়া হঠাৎ পাপিষ্ঠ বামহস্তে রাম-প্রিয়ার আবেণী-সম্বদ্ধ অপর্য্যাপ্ত কেশরাজি ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার করিশুণ্ডোপম উরুদ্বয় চাপিয়া ধরিলেন। তাহার ভীষণ যমোপম মূর্ত্তি দেখিয়া বনদেবতারাও ভয়ে চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। অদূরে রাক্ষসাধিপের মায়াময় রথ সিদ্ধজত

ছিল। সীতাকে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যাইয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন। লক্ষ্মীস্বরূপিণী সীতাকে এইভাবে অবমানিতা ও অপহৃতা হইতে দেখিয়া বনস্থলীও যেন শোকে মুহ্যমান হইয়া পড়িল।

প্রচণ্ড বেগে রথ চলিতে লাগিল। উদ্‌ভ্রান্তচিত্তা, উন্মাদিনী শোকাকুলা সীতা দেবর লক্ষ্মণ ও স্বামী রামকে স্মরণ করিয়া তারস্বরে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, "হায়! তোমরা জানিলে না যে দশানন রাবণ আমাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইতেছে!" পুষ্পিত কর্ণিকারতরুদিগকে, হংসসারসশোভিত গোদাবরীকে, বনদেবতাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামকে,—আমার স্বামীকে, দেখিলে বলিবেন, 'তোমার সীতা বিহ্বলা হইয়া রাবণকর্ত্তৃক অপহৃত হইয়াছে।' বৃক্ষোপরি নিদ্রিত, রামভক্ত বৃদ্ধ জটায়ুকে দেখিয়া বলিলেন, "রাম-লক্ষ্মণকে আমার দুরবস্থার কথা অবশ্য অবশ্য জানাইবেন।"

জটায়ু প্রাণপণ করিয়া সীতার রক্ষার জন্য চেষ্টা করিলেন, শেষে আহত হইয়া অর্দ্ধমৃত অবস্থায় রামের আগমন-প্রত্যাশায় পড়িয়া রহিলেন।

রাবণ-জটায়ুর যুদ্ধের অবসরে সীতা রথ হইতে অবতরণ করিয়া "হা রাম, হা লক্ষ্মণ, রক্ষা কর!" বলিতে বলিতে পলাইতে লাগিলেন। জটায়ুকে বিনাশ করিয়া রাবণ তাঁহার দিকে ধাবিত হইলেন; কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পুনর্ব্বার রথে উঠাইয়া লইলেন। সীতা দুইহাতে অলঙ্কারগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন,—কোন্ পথে রাবণ তাঁহাকে লইয়া যাইতেছেন, রাম যেন তাহা জানিতে পারেন, এই উদ্দেশ্য।

রথ ক্রমাগত চলিতে লাগিল, পথি মধ্যে পর্ব্বতশৃঙ্গে উপবিষ্ট পাচটি বানর দেখিতে পাইয়া, ইহারা যদি রামকে সংবাদ দিতে পারে এই আশায় সীতাদেবী, রাবণের অলক্ষিতে, আপনার সুবর্ণপ্রভ উত্তরীয়, কৌশেয় বস্ত্র ও অলঙ্কারসকল তাহাদিগের দিকে নিক্ষেপ করিলেন।

রথ ক্রমে পম্পানদী পার হইয়া লঙ্কার দিকে চলিতে লাগিল। শেষে তিমিকুম্ভীরসমাকীর্ণ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া একেবারে লঙ্কায় আসিয়া পৌছিল, তখন সীতাদেবীকে একেবারে অন্তঃপুরে লইয়া গিয়া রাবণ কতকগুলি বিকটদর্শনা পিশাচীকে কহিলেন, "আমার অনুমতি ব্যতীত পুরুষ বা স্ত্রী কেহই যেন কখনও ইহাকে দেখিতে না পায়। ধনরত্ন বস্ত্রালঙ্কার ইনি যখন যাহা চাহেন, তখনই ইঁহাকে তাহা আনিয়া দিবে। যে কেহ অপ্রিয় কথা বলিবে, তাহারই আমি প্রাণ বিনাশ করিব।" স্বামী হইতে সাধ্বীর মন বিচ্যুত করিবার জন্য মূর্খ দশানন প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল।

লঙ্কার অতুল ঐশ্বর্য্য, কল্পনাতীত বৈভব, অমরাবতীরও অধিক সৌন্দর্য্য দেখাইয়া রাবণ সীতার মনোহরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, বলিলেন, "বিশাললোচনে, আজ আমার রাজ্য, রাজপাট, জীবন সকলই তোমার অধীন, তুমি প্রসন্না হও। আমার কথায় অমত করিয়াই বা কি করিবে? রাজ্যচ্যুত, বনবাসী, হীনবীর্য্য রামের এমন কোনই ক্ষমতা নাই যাহাতে সে আসিয়া এই লঙ্কাপুরী হইতে তোমাকে উদ্ধার করিবে। অতএব তাহার আশা ছাড়িয়া দিয়া, তুমি আমাকে ভজনা কর। আর আমিই বাস্তবিক তোমার স্বামী হইবার উপযুক্ত, যৌবন কখনও চিরস্থায়ী নয়—মনের সুখে তুমি আমার সহিত বিহার কর।" ঘৃণায় ক্ষোভে ও রোষে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া রামগতপ্রাণা সীতা অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

রাবণ আবার বলিতে লাগিলেন "সুন্দরি, ধর্ম্মনাশের ভয়ে তুমি ভীতা হইও না। আমি তোমাকে ঋষিদিগের সম্মত প্রথানুসারে বিবাহ করিব। এই দেখ যে রাবণ কখনও কোন স্ত্রীলোকের নিকট মস্তক অবনত করে নাই, আজ সে তাঁহার দশ দশটি মস্তকই তোমার পদ-প্রান্তে লুটাইতেছে! চাও একবার তাঁহার দিকে প্রসন্ন নেত্রে চাও।" ঘৃণাবশে চক্ষুতে চাহিয়া এবার সীতা উত্তর করিলেন, "ওরে ধৃষ্ট রাক্ষসাধম, তুই যতই কেন না দর্প করিস্, তুই ঠিক জানিস্, দেবদানবগণের অবধ্য হইয়া থাকিলেও, রঘুকুলতিলক, সত্যপ্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ মহাবীর রামের সঙ্গে শত্রুতা করিয়া প্রাণ থাকিতে তুই পরিত্রাণ পাইবি না। মৃত্যু আসিয়া তোর মস্তকের নিকট দাঁড়াইয়াছে। সবংশে তোর নিধন প্রাপ্ত হইবার সময় আসিয়াছে বলিয়াই তুই এমন ধর্ম্মরহিত কার্য্য করিয়াছিস্। তুই ঠিক জানিস্, আমাকে তুই বন্ধন বা বধ করিতে পারিবি, কিন্তু আমি তোকে কখনই প্রীতির চক্ষুতে দেখিব না।"

তখন ক্রুদ্ধ ব্যর্থকাম রাবণ ভয়প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "শোন বৎসরের মধ্যে যদি আমার অনুগতা না হও, তবে পাচকেরা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে।" তারপর বিকটদর্শনা রাক্ষসীদিগকে কহিলেন, যা ইহাকে অশোককাননে লইয়া যা। মিষ্ট কথায়ই হউক, আর ভয় প্রদর্শন করিয়াই হউক, যাহাতে ইনি আমার বাধ্য হন, তাহার চেষ্টা করিবি।

তখন সেই রাক্ষসীরা তাঁহাকে অশোককাননে লইয়া গেল। ললাটোচ্ছ্রাসনাসিকা পিঙ্গলনেত্রা লম্বিতোষ্ঠী সহচরীদিগের বীভৎস আকৃতি দর্শনে সীতার প্রাণ শুকাইয়া গেল, কিন্তু সতীত্ব যাহার জীবন, সতীধর্ম্ম যাঁহার ব্রত, প্রাণের মমতা যে তাঁহার একেবারেই অপরিজ্ঞাত। সীতা অনন্ত দুঃখ, অসহ্য তাড়না ও

নিদারুণ উৎপাতের মধ্যেও অচল অটল ভাবে রামের মানসমূর্তি পূজা করিতে লাগিলেন।

রাক্ষসীদিগের তাড়নায়, অনিদ্রায় অনাহারে রাবণের মর্ম্মদাহী প্রস্তাবে সীতার দেহ ক্রমে ক্রমে অস্থি-চর্ম্মে পর্য্যবসিত হইতে লাগিল। ধূমজালসমাচ্ছন্না অনলশিখার ন্যায় তাঁহার কান্তি আজ দুর্লক্ষ্য হইয়া পড়িয়াছে। শোকে দুঃখে তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অজস্র অশ্রুধারা প্রতিনিয়ত বর্ষিত হইতেছে।

রাবণ তাঁহাকে এক বৎসর সময় দিয়াছেন; এই ভাবে তাহার দশমাস কাটিয়া গেল।

তাঁহার অন্বেষণে হনুমান্ আসিয়া যখন অশোককাননে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন একদিন বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত দশানন আসিয়া সীতার সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই জানকী বাতাহতকদলীর ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। পরিধানে জীর্ণবাস, কোন প্রকারে উরুদ্বয় দ্বারা উদর দেশ ও করদ্বয় দ্বারা স্তনযুগল আবরণ করিয়া তিনি দরবিগলিতধারে অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহ শ্রীভ্রষ্ট, আভরণ-বিহীন তথাপি তাঁহার সৌন্দর্য্যছটায় কামাতুর রাবণের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। নানারূপ ইঙ্গিত করিয়া মধুরবচনে রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিলেন, তুমি স্ত্রীরত্ন, এ অবস্থায় থাকা তোমার উচিত নহে। তোমার যৌবন, তোমার রূপমাধুরী দেখিয়া কে না বিচলিত হয়। তোমার যে যে অঙ্গ দেখিতেছি, আমার চক্ষু সেই সেই অঙ্গেই নিবদ্ধ হইয়া থাকিতেছে! ত্রিভুবন মথিত করিয়া আমি যে সকল অমূল্য রত্নরাজী আহরণ করিয়াছি, সে সকলই তোমার পদপ্রান্তে! তুমি আজ্ঞা কর, উজ্জ্বল বসন-ভূষণে তোমার সুন্দর দেহ সজ্জিত হউক।

তাঁহার দুর্নীত কথা শুনিয়া সীতাদেবী প্রথমতঃ রোদন করিতে লাগিলেন। শেষে ঘৃণা ও ক্ষোভে ক্রমোচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "আমি পতিব্রতা পরপত্নী। মন্দোদরীর ধর্ম্ম রক্ষা করা যেমন তোমার কর্ত্তব্য, আমার ধর্ম্ম রক্ষা করাও তোমার তেমনই কর্ত্তব্য। ধন-সম্পদের প্রলোভন দেখাইয়া তুমি আমাকে প্রলুব্ধ করিতে পারিবে না। বাঁচিবার যদি ইচ্ছা থাকে, তবে এখনই যাইয়া আমার স্বামীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করা উচিত। বজ্রপাত হইতে মহাবৃক্ষের যেমন উদ্ধার নাই, রামের হাতেও তেমন তোমার উদ্ধার নাই।"

তাঁহার কথা শুনিয়া রাবণ পরুষ স্বরে বলিতে লাগিলেন, "আর মাত্র দুই মাস বাকী আছে। তখন তোমাকে আমার শয্যাশায়িনী হইতেই হইবে, নতুবা আমার প্রাতর্ভোজনের জন্য তোমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটা হইবে।"

সীতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, গর্ব্বিতস্বরে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "রে রাক্ষসাধম আমাকে যখন তুই পাপ কথা বলিয়াছিস্, তখন তোর আর মুক্তি নাই। রে অনার্য্য, যে পাপ-চক্ষুতে তুই আমাকে দেখিতেছিস্ কেন তোর সে পাপ চক্ষু উৎ-পাটিত হইয়া ভূতলে পতিত হইতেছে না! পাপ-কথা উচ্চারণ করিয়া তোর জিহ্বা কেন শীর্ণ হইতেছে না!"

ক্রোধে আরক্তলোচন হইয়া রাবণ সীতার দিকে বক্র দৃষ্টি-পাত করিলেন। শ্মশানস্থ চৈত্যবৃক্ষের ন্যায় তাঁহাকে ভয়ানক দেখা যাইতে লাগিল। তিনি ভীষণ স্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "রে রামাভিলাষিণি, আজই আমি তোকে বধ করিব।" এমন সময়ে ধান্যমালিনী রাক্ষসী আসিয়া আলিঙ্গন করিয়া রাবণকে স্থানান্তরে লইয়া গেল। যাইবার সময় দশানন রাক্ষসী-দিগকে বলিয়া গেলেন, সীতা যাহাতে অচিরেই আমার বশীভূতা হয়, তোমরা সকলে মিলিয়া তাহার চেষ্টা কর। দান, ভেদ, দণ্ডপ্রয়োগ, সান্ত্বনা, তিরস্কার যেমন করিয়াই হউক, ইহাকে বাধ্য ও বশীভূত কর।

এই রাক্ষসীদিগের মধ্যে কাহারও একনয়ন, এককর্ণ, কাহা-রও কর্ণ গোকর্ণ সদৃশ, কাহারও কর্ণ হস্তপরিমিত, কেহ নাসাহীন, কেহ সিংহমুখ, কেহ গোমুখ। রাবণের আদেশ পাইয়া ইহারা সীতাকে নানাভাবে উৎপীড়ন করিতে লাগিল, নীরবে অশ্রু বিস-র্জ্জন করিয়া সীতা সকলই সহিতে লাগিলেন। একজটা, হরিজটা প্রভৃতি রাক্ষসীগণ রামের উপর হইতে তাঁহার মন ফিরাইবার জন্য রাবণের কতই না সুখ্যাতি ও রামচন্দ্রের কতই না নিন্দা ও অখ্যাতি করিতে লাগিল। কিন্তু সীতা এক কথা বই দুই কথা বলিলেন না, "আমায় খাইতে হয় খাও, আমার মন ফিরিবার নহে, সাবিত্রী যেমন সত্যবানের, দময়ন্তী যেমন নলের, শচী যেমন ইন্দ্রের, সুখে দুঃখে অবিচালিতা সহধর্ম্মিণী, আমাকেও রামচন্দ্রের তেমনি অবিচালিতা সহধর্ম্মিণী বলিয়াই জানিও।" তখন ক্রোধান্ধ হইয়া প্রলম্বিতপ্রদীপ্ত ওষ্ঠ লেহন করিতে করিতে রাক্ষসীরা চিৎকার করিয়া উঠিল "এসো আমরা ইহাকে ভক্ষণ করি।" বিনতা দন্ত বিকাশ করিয়া, চণ্ডোদরী শূল ঘূর্ণিত করিয়া, অজামুখী বিকট জিহ্বা লেলিহান করিয়া ও শূর্পণখা বিকট হাসি হাসিয়া, সীতার যকৃৎ, প্লীহা, পাকস্থলী, বক্ষস্থল প্রভৃতি বিভাগ ও ভক্ষণ করিবার ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল।

অশ্রুমার্জ্জনা করিতে করিতে শোকসন্তাপে কাতর হইয়া সীতা যাইয়া এক শিংশপা বৃক্ষের তলে উপবেশন করিলেন। এখানেও তাঁহার শান্তি হইল না, রাক্ষসীরা এখানে আসিয়াও তাঁহাকে উত্যক্ত করিতে লাগিল, তখন সেই শিংশপাসন্নিহিত এক অশোকবৃক্ষের বিপুল কুসুমিত শাখা অবলম্বন করিয়া জানকী "হা রাম, হা রাম" বলিয়া দরবিগলিতধারে অশ্রুবর্ষণ

করিতে লাগিলেন। কখনও প্রমত্তা ও ভ্রান্তচিত্তার ন্যায় ধূলাবলুণ্ঠিতা হইতেছেন, কখনও আবার অধোমুখে বসিয়া কাতরে বিলাপ করিতেছেন। কখনও মনে হইতেছে বনবাসের চতুর্দ্দশ বৎসরান্তে রামচন্দ্র যাইয়া অযোধ্যায় বিশালাক্ষী স্ত্রীদিগের সহিত ক্রীড়ায় রত হইবেন, আর তাঁহাকে চিরকাল এই প্রাণনাশকর দুঃখ সহ্য করিতে হইবে!—না, তাহা তিনি পারিবেন না। তখন উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করিয়া এক হাতে বেণী ও অপর হাতে অশোকের শাখা অবলম্বন করিয়া দাঁড়াইলেন।

এমন সময়ে সমীপবর্ত্তী শিংশপাবৃক্ষের ঘন পত্রের মধ্যে লীন হইয়া তদন্বেষণরত মহাবীর হনুমান্ রামের মহিমা কীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। চিরাভিলষিত রামনাম শুনিয়া সীতার দেহ পুলকিত হইয়া উঠিল, নেত্রপ্রান্তে শিশির বিন্দুর মত অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল—এ শত্রু রাক্ষসপুরীতে কে আবার তাঁহাকে মধুর রামনাম শুনাইতে আসিল? বিস্ময়বিমুগ্ধা জানকী বক্র কেশজালসমাচ্ছন্নমুখমণ্ডল উত্তোলিত করিয়া ঊর্দ্ধদিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিলেন, এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া শেষে পবনতনয় রামভক্ত হনুমান্‌কে দেখিতে পাইলেন, আর প্রাণত্যাগ করা হইল না।

কিন্তু প্রথম দর্শনে হনুমান্‌কে মায়াবী রাবণ মনে করিয়া ভয়ে সংজ্ঞাশূন্যা হইয়া একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িলেন,—শেষে অনেকক্ষণ পরে, সংজ্ঞা লাভ করিয়া বিহ্বলভাবে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন।

দূর হইতে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ধীরে ধীরে হনুমান্ বৃক্ষাগ্রভাগ হইতে নামিয়া আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, "পদ্মপলাশলোচনে, কে তুমি হীন মলিন কৌশেয় বসন পরিধান করিয়া অশোকের শাখা অবলম্বনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া রহিয়াছ। সচ্ছিদ্র কলসীর ন্যায় তোমার কমলনেত্র হইতে অবিরল জলধারা বহিতেছে, কেন? বল তুমি কি রামমহিষী সীতাদেবী!" তখন সীতাদেবী সংক্ষেপে আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন, ইহাও বলিলেন যে রাবণ তাঁহাকে আর দুই মাস মাত্র সময় দিয়াছে, এই দুই মাসেও যদি তাঁহার রামদর্শন লাভ না হয়, তবে তিনি এ প্রাণ আর ধারণ করিবেন না। হনুমানের মুখে স্বামী ও দেবরের কুশলসংবাদ অবগত হইয়া জানকীর হৃদয় আনন্দ পরিপূর্ণ হইল, তাঁহার সকল দুঃখ, সকল কষ্টের যেন এক মুহূর্ত্তেই অবসান হইয়া গেল! বাঁচিয়া থাকিলে মানুষ, শত বৎসরের পরে হইলেও, এক দিন না একদিন সুখের মুখ দেখিতে পায়ই পায়।

কিন্তু এদিকে হনুমান্ যতই নিকটে আসিতে লাগিলেন, ততই সীতার মনে "আবার মায়াবী রাবণ নয় ত!" এইরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগ হইতে লাগিল। ভয়ে তিনি বৃক্ষশাখা ত্যাগ করিয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। বানরশ্রেষ্ঠের অভিবাদনের উত্তরে মুখ তুলিয়া দেখিতে সাহস না করিয়া তিনি ধীর কাতরস্বরে বলিলেন, "যে মায়াবী রাবণ আমাকে ছলনা করিয়া লইয়া আসিয়াছে, তুমি কি সেই রাবণ! অনাহারে অনিদ্রায় শোকে-দুঃখে আমি অতি দীনভাবে কালযাপন করিতেছি, ইহার উপর ক্লেশ দেওয়া কি তোমার উচিত হইতেছে" তার পরে আবার ঈষৎ উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "না মা তুমি বোধ হয় সেই রাবণ নও। তোমাকে দেখিয়া তবে আমার মন উৎফুল্ল হইবে কেন? বল, বল সত্যই কি তুমি আমার জীবন সর্ব্বস্ব রামের কথা বলিবার জন্যই আমার কাছে আসিয়াছ!" ইহার উত্তরে রামের গুণানুকীর্ত্তন করিয়া ও আপনার যথাযথ পরিচয় দিয়া রামভক্ত হনুমান্ তাঁহার আশঙ্কা অপনোদনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন কিয়ৎ পরিমাণে বিগতভয়া জানকী কহিলেন, "কোথায় কেমন করিয়া রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে তোমাদের পরিচয় ও মিত্রতা হইল এবং তাঁহাদের দেহে যে সকল বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে, তাহা বিশেষ করিয়া বল, তবেই আমার সন্দেহ দূর হইবে। সীতাদেবীর আদেশানুযায়ী কার্য্য করিয়া ও রামের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় অভিজ্ঞানস্বরূপ তাঁহার হস্তে প্রদান করিয়া মহাবীর তাঁহার সকল শঙ্কা, সকল সন্দেহ তিরোহিত করিলেন। রামনামাঙ্কিত অঙ্গুরীয় দর্শন করিয়া ভর্ত্তাকেই যেন পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ আনন্দাতিশয্যে সীতার তাম্র শুক্লায়তেক্ষণ বদনমণ্ডল রাহুবিমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় আবার উজ্জ্বল ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। হনুমান্ প্রমুখ বানর বীরদিগকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি রামচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার দেবতুল্য স্বামী দুঃখে বিমূঢ় হইয়া কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হন নাই ত, মিত্রবর্গের প্রতি সাম দান এবং শত্রুর প্রতি ভেদ দণ্ডনীতির অনুসরণ করিতেছেন ত? তিনি পুরুষকার অবলম্বন করিয়া আমার মুক্তির লাভের চেষ্টা করিতেছেন ত? দেবতাদিগের অনুগ্রহলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন ত!" সর্ব্বশেষে প্রাণের অন্তস্তলোত্থিত প্রশ্নটি—যাহার উত্তর শুনিবার জন্য সমস্ত অস্তিত্ব যাইয়া তাঁহার শ্রবণদ্বয়ে কেন্দ্রীভূত হইল—সেই প্রশ্নটি করিলেন, "আমি নয়নের অন্তরাল বলিয়া আমার স্বামী আমায় ভুলিয়া যান নাই ত? আমাকে তিনি উদ্ধার করিবেন ত? আমার বিরহে তাঁহার কনককান্তি পদ্মসমানগন্ধি মুখমণ্ডল শুষ্ক হইয়াছে ত?" উত্তরে হনুমান্ বলিলেন, "দেবি আপনার অদর্শনজনিত শোকে আত্মহারা হইয়া রামচন্দ্রের আজ সিংহাক্রান্ত হস্তীর ন্যায় অবস্থা হইয়াছে। আপনি ব্যতীত তাঁহার অন্য ধ্যান, অন্য চিন্তা নাই। আপনার কথা ভাবিতে ভাবিতে গাত্র হইতে তিনি দংশনকারী মশক কীট প্রভৃতি ঝাড়িয়া ফেলিতেও বিস্মৃত হন। অর্দ্ধাশন অনশনেই প্রায় তাঁহার দিন কাটিয়া যায়—মধু, মাংস

প্রভৃতি তিনি স্পর্শও করেন না। তাঁহার চোখে নিদ্রা নাই, একটু ঘুম আসিলেই "হা সীতে হা সীতে?" বলিয়া জাগরিত হন। স্ত্রীলোকের চিত্তবিনোদন পুষ্প প্রভৃতি দেখিলেই রামচন্দ্র পুনঃ পুনঃ "হা প্রিয়ে" বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকেন. তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত আপনার উদ্ধার সাধন করা, আপনার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হওয়া।"

শুনিয়া সীতার নয়নযুগল হইতে দরবিগলিতধারে হর্ষ ও বিষাদের অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। হনুমানকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার কথাগুলি তুল্যভাবে অমৃতময় ও বিষসংপৃক্ত।" কিন্তু তাঁহার বদনমণ্ডল, মেঘবিমুক্ত শারদ চন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। স্বামীর উৎসাহ, বল, বিক্রম, পৌরুষ, সকলই তাঁহার বিশেষরূপে জানা ছিল; আবার নিজের নিষ্পাপ হৃদয়ও তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। ধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী জয়েও তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।—তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার সিংহবিক্রম স্বামী নিশ্চয়ই তাঁহাকে রাক্ষসের হাত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন। তাই যখন হনুমান্ তাঁহাকে পৃষ্ঠে করিয়া স্বামিসকাশে লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিলেন, তখন তিনি এই বলিয়া আপত্তি করিলেন, "আমাকে পৃষ্ঠে করিয়া যখন তুমি বায়ুবেগে আকাশমার্গে চলিতে থাকিবে, আমি হয়ত তখন ভয়ে তোমার পৃষ্ঠদেশ হইতে পড়িয়া প্রাণ হারাইব। স্ত্রীলোক লইয়া পলায়ন করিতেছ দেখিলে, রাক্ষসেরা নিশ্চয়ই তোমার পশ্চাদ্ধাবন করিবে, তখন তোমার নিজের প্রাণ রক্ষা করাই সংশয় হইবে। বিশেষতঃ তুমি আমাকে উদ্ধার করিলে, রামচন্দ্র নিজে উদ্ধার করিতে পারিলেন না বলিয়া তাঁহার যশোহানি হইবে। ইহার উপর, স্বেচ্ছায় আমি পরপুরুষের দেহ স্পর্শ করিতে বিশেষ কুণ্ঠা বোধ করি।—যাও তুমি, যাহাতে রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিও," বলিয়া, বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি শিরোরত্ন বাহির করিয়া তিনি হনুমানের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "ইহা রামচন্দ্রকে প্রদান করিও, আর আমার এই অসহ্য শোকের কথা ও রাক্ষসদিগের হস্তে আমার লাঞ্ছনার কথা তাঁহাকে সবিশেষ বলিও। পথে তোমার মঙ্গল হউক।"

হনুমানের মুখে সীতার সংবাদ পাইয়া রাম আসিয়া সদলবলে লঙ্কার দ্বারে উপস্থিত হইলেন, সেই সময়ে রাবণ একদিন সীতার মনোমোহন করিবার জন্য নূতন এক চক্রান্তের অবতারণা করিলেন।

অদীনার্হা হইয়াও দীনা, শোকোদ্বিগ্নমানসা সীতা অশোকতরুমূলে অধোমুখে উপবিষ্টা, অদূরে ঘোরা রাক্ষসীর দল তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। এমন সময়ে কুচক্রী দশানন যাইয়া ধৃষ্টবাক্যে বলিলেন "আজ যুদ্ধে তোমার রাম নিহত হইয়াছে, এত দিনে আমার হাতে তোমার আশামূল সর্ব্বথা ছিন্ন ও দর্প সর্ব্বথা চূর্ণ হইল। অয়ি বিমূঢ়ে, এখন আর কি আশায় থাকিবে? এস, এক্ষণে বুদ্ধিমতীর মত আসিয়া আমাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ কর।" এবং অদূরে আদেশানুচারী বিদ্যুজ্জিহ্বাকে দণ্ডায়মান দেখিয়া বলিলেন "রামের ছিন্ন মস্তক আনিয়া সীতার সম্মুখে রাখ।" আদেশানুসারে রামের মায়ামুণ্ড ও ধনুর্ব্বাণ সীতার পুরোভাগে স্থাপিত হইল। রাবণ আবার বলিলেন "যাহা হইবার হইয়াছে, এখন আমায় আত্মসমর্পণ কর।" ছিন্নমূল কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূপতিত হইয়া সীতা ক্রন্দন ও নানাভাবে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ কোন বিশেষ রাজকার্য্য উপস্থিত হওয়াতে রাবণকে সেখান হইতে প্রস্থান করিতে হইল। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গেই মায়ামুণ্ড এবং ধনুর্ব্বাণ অন্তর্হিত হইল।

বিভীষণপ্রিয়া সরমা রাবণের আজ্ঞায় সীতার রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইঁহাকে এরূপ মোহিত ও শোকাকুল দেখিয়া তাঁহার দয়াকোমলপ্রাণে বড় আঘাত লাগিল—তিনি প্রাণপণে সীতাকে সান্ত্বনা দান করিতে লাগিলেন এবং বলিলেন "আমি অন্তরীক্ষ হইতে দেখিয়াছি সাগরতীর বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়াছে, রাম ও লক্ষ্মণ কুশলেই আছেন। মায়াবী রাক্ষস মায়া প্রকাশ করিয়া তোমাকে বিমোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তুমি আশ্বস্তা হও, শীঘ্রই তুমি মুক্তিলাভ করিবে।" বারিপাতে দাবানলদগ্ধ ধরণীর ন্যায়, সরমার এই সকল আশ্বাস বচনে সীতার শোকদগ্ধ হৃদয় শান্ত ও শীতল হইল।

রামরাবণে ভীষণ যুদ্ধ হইল,—ক্রমে ক্রমে লঙ্কা বীরশূন্য হইল,—স্বয়ং রাবণ নিহত হইলেন। বিভীষণকে রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া রামচন্দ্র সসৈন্যে কুশলে আছেন, সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য হনুমান্‌কে সীতাসকাশে পাঠাইলেন।

হর্ষাতিশয্যে সীতা প্রথমতঃ কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, তাঁহার গণ্ডদ্বয় বহিয়া প্রবলবেগে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। শেষে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "পৃথিবীতে এমন কোন ধনরত্ন আছে, যাহা দিয়া আমি এই আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি।" হনুমান্ যখন তাঁহার উৎপীড়নকারিণী রাক্ষসীদিগকে তাড়না করিতে গেলেন, তখন বাধা দিয়া সীতা বলিলেন, "স্বেচ্ছায় নহে,—প্রভুর নিয়োগে ইহারা আমাকে কষ্ট দিয়াছে। ইহারা তোমার দণ্ডার্হ নহে।"—মূর্ত্তিমতী ক্ষমা ও দয়া আবার কোথায়? যাইবার সময় হনুমান্‌কে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমার প্রভুকে বলিও, তাঁহার পূর্ণচন্দ্রানন দেখিবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি।" হনুমানের কথা শুনিয়া রাম কিয়ৎকাল অধোমুখে মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; তাঁহার রাজীবলোচন ঈষৎ আর্দ্র হইয়া উঠিল,

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি বিভীষণকে বলিলেন "বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিত করিয়া সীতাকে এখানে আনয়ন কর।" বিভীষণের মুখে রামের আদেশ শুনিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে জানকী কহিলেন "না, এই ভাবেই, অস্নাত অবস্থায়ই, আমি তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

কিন্তু তাহা হইল না। তাঁহার বহুদিনের অমার্জ্জিত কেশ-কলাপ তৈলসংপৃক্ত ও সুমার্জ্জিত করা হইল। অবশেষে রত্না-লঙ্কারে বিভূষিতা হইয়া সীতাদেবী শিবিকারোহণে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বামীর সন্দর্শনে চলিলেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বানর সৈন্য কিল্ কিল্ করিতে লাগিল। তখন স্বামীর আদেশ-ক্রমে জানকী পদব্রজেই কম্পিত কলেবরে যাইয়া স্বামিসম্মুখে দাঁড়াইলেন।

কিন্তু কৈ সে আকাঙ্ক্ষিত আলিঙ্গন, সে সান্ত্বনার বাণী কৈ? সীতা শুনিলেন, তাঁহার স্বামী বলিতেছেন "তুমি রাক্ষসগৃহে বহু কাল বাস করিয়াছ; আমি তোমার চরিত্রের উপর সন্দিহান হইয়াছি। তুমি রাবণের অঙ্কস্পর্শদুষ্টা—আমার পরম প্রীতি-ভাজন হইলেও, আজ তুমি আমার চক্ষুর পীড়াদায়ক! তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি, তোমার জন্য নহে, বংশের গৌরব রক্ষার জন্য। আমার কাজ শেষ হইয়াছে। তুমি যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পার, যাহাকে ইচ্ছা আত্মসমর্পণ কর।"

দেবোপম স্বামীর এই বজ্রসম কথা শুনিয়া পতিপরায়ণা সীতার মর্ম্মে দারুণ আঘাত লাগিল—লজ্জায় ও দুঃখে তিনি মৃতপ্রায় হইলেন। গদ্গদকণ্ঠে, কিন্তু সাধ্বীরমণীজনোচিত তেজের সঙ্গে তিনি স্বামীকে কহিলেন, "স্ত্রীর প্রতি এরূপ কঠোর উক্তি সুধু ইতরজনের মুখেই শোভা পায়! এতই যদি মনে ছিল, তবে হনুমান্ যখন লঙ্কায় গিয়াছিল, তখন সে কথা বলিয়া পাঠাও নাই কেন? তাহা হইলে ত' তোমাকে আর এত লোকক্ষয় ও শ্রমস্বীকার করিতে হইত না।" তার পরে সজলনয়নে দেবর লক্ষ্মণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভাই লক্ষ্মণ, অবিলম্বে চিতা প্রজ্বালিত কর। এই লাঞ্ছিত দেহভার আর আমি বহন করিতে পারিব না।" রাম আপত্তি করিলেন না। চিতা প্রজ্বলিত হইল। প্রদক্ষিণ করিয়া ও "স্বামী ভিন্ন কখনও কাহারও চিন্তা আমি মনে স্থান দিই নাই। অথচ সেই স্বামী আমাকে দুষ্টা বলিয়া সন্দেহ করিতেছেন। হে সর্ব্বসাক্ষী হুতাশন, আপনি জানেন আমি বিশুদ্ধচরিত্রা—আপনি আমাকে স্থানদান করুন্" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া সীতা অগ্নিপ্রবেশ করিলেন।

মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বর্ণপ্রতিমা অগ্নিতে বিলীন হইলেন। অন্তস্তলোত্থিত যে স্নেহ ও প্রেমের উৎস শ্রীরামচন্দ্র এতক্ষণ সম্মানের কঠোরহস্তে চাপিয়াছিলেন, এখন শোকাবেগে তাহা শতমুখে ঊর্দ্ধদিকে ছুটিয়া উঠিল—আকুল হইয়া রাম জানকীকে প্রত্যর্পণ করিবার জন্য অগ্নিদেবের আবাহন করিতে লাগিলেন। অগ্নিদেব সীতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। স্বর্গ হইতে নামিয়া আসিয়া দেবগণ সীতার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া রামকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিলেন। অগ্নিপরীক্ষায় সীতার সতীত্ব উজ্জ্বলতর-রূপে ফুটিয়া উঠিল।

তখন বন্ধুবান্ধব ভক্ত ও অনুগতদিগকে সমভিব্যাহারে করিয়া সস্ত্রীক ও সভ্রাতৃক রামচন্দ্র পুষ্পকরথে চড়িয়া অযোধ্যার অভিমুখে রওনা হইলেন। পূর্ব্বপরিচিত দণ্ডকারণ্যের নানা স্থান পরিদর্শন করিয়া দম্পতী সকল দুঃখ, সকল জ্বালা ভুলিয়া গেলেন।

রাম রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু বিধাতা তাঁহার ও জানকীর অদৃষ্টে সুখ লিখেন নাই। গুপ্তচর ভদ্রের মুখে পুরবাসিগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত সীতার নিন্দাবাদ শুনিয়া রাম আবার বিচলিত হইয়া উঠিলেন, বর্জ্জন করিবার সংকল্প করিয়া লক্ষ্মণকে আদেশ করিলেন, "ইহাকে বাল্মীকির তপোবনে রাখিয়া আইস।" সীতা তখন পঞ্চম মাস গর্ভবতী, তপোবন দর্শনের ছল করিয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে রথে করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পর পারেই মাতৃসমা জানকীকে জন্মের মত বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে হইবে, ভাবিয়া লক্ষ্মণ আর উদ্গত অশ্রু রোধ করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া সীতা কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন তাঁহার পাদমূলে নিপতিত হইয়া লক্ষ্মণ তাঁহাকে বিসর্জ্জনের দারুণ সংবাদ অবগত করাইলেন।

বিশ্বাস হইল না; প্রথমতঃ পাষাণপ্রতিমার মত সীতা অচল অটলভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু শেষে আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না—শোকে বিহ্বল হইয়া তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, তাঁহার ললাটদেশ হইতে অজস্র ঘর্ম্মস্রাব হইতে লাগিল। তিনি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "রামবিহনে কেমন করিয়া আমি বনবাসদুঃখ সহ্য করি? জানিয়া শুনিয়া, দয়াময় হইয়াও, তুমি আমাকে এমন বিপদ্-সমুদ্রে নিক্ষেপ করিলে? ঋষিকন্যাগণ যখন এই বিসর্জ্জনের কারণ জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন আমি কি বলিব, প্রভো? তুমি যখন পরিত্যাগ করিলে, তখন গঙ্গাগর্ভই আমার উপযুক্ত স্থান। কিন্তু তোমার সন্তান যে আমার গর্ভে রহিয়াছে! তুমি আমার স্বামী, ইহপরকালের দেবতা। তোমার অভিপ্রায় সাধন আমার প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়। যাও, লক্ষ্মণ, দুঃখিনীকে পরিত্যাগ করিয়া যাও, রাজার আদেশ প্রতিপালন কর। তোমার

অগ্রজকে সান্ত্বনা করিও, আমার দুঃখে যাহাতে বিহ্বল না হন, তাহার চেষ্টা করিও।"

বাল্মীকি সীতাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন। যথাসময়ে এইখানে তাঁহার কুশলব নামে যমজ পুত্র হইল।

ইহার দ্বাদশ বৎসর অতীত হইবার পরে শ্রীরামচন্দ্র রাজসূয়-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। লবকুশসমভিব্যাহারে মহর্ষি বাল্মীকি নিমন্ত্রিত হইয়া যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার রচিত রামায়ণ-গাঁথা বালক লবকুশ মুখে মুখে গাইয়া সভাস্থ সকলকে মোহিত করিল। উৎসুক হইয়া রাম তাঁহাদের পরিচয় জানিলেন, শুনিলেন ইহারাই রামায়ণ-কথিত তাঁহার পুত্রদ্বয় লব ও কুশ। আবার সীতাকে গ্রহণ করিবার জন্য রামের মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইল। ভাবিলেন, সর্ব্বসমক্ষে সীতার বিশুদ্ধচরিত্রতার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে আবার অন্তঃপুরে স্থাপন করিবেন।

পর দিবস প্রাতে মহর্ষিগণ ও নিমন্ত্রিত রাজন্যবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া রামচন্দ্র যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে সীতাদেবীকে সঙ্গে করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। আবার পরীক্ষা দিতে হইবে শুনিয়া, অগ্নিপরীক্ষার পরেও স্বামীর মনের সন্দেহ দূরীভূত হয় নাই বুঝিতে পারিয়া অভিমানিনী সাধ্বীর মনে দারুণ আঘাত লাগিল। সভামধ্যে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া তিনি কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন, "মাতঃ বসুন্ধরে, আমাকে তুমি গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে। তুমি জান, কায়মনোবাক্যে আমি স্বামীরই অর্চ্চনা করিয়াছি, আর আমি দুঃখ সহিতে পারিতেছি না, মা! আমাকে তোমার গর্ভে স্থান দাও।" পদতলে বসুন্ধরা দ্বিধা বিভক্ত হইল, আদর্শসাধ্বী দুঃখের জীবন লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। (বাল্মীকিরামায়ণ)

মহাভারত ও সকল পুরাণেই অল্পবিস্তর সীতার পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তিত হইয়াছে, তন্মধ্যে পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে ৫৫ হইতে ৬৭ অধ্যায়, ব্রহ্মপুরাণে ১৫৪-১৫৭ অঃ, অগ্নিপুরাণে ৭৫-১৭৭ অঃ, গরুড়পুরাণ পূর্ব্বখণ্ডে ১৪৭ অঃ, শিবপুরাণ ৩১অঃ, শ্রীমদ্ভাগবত ও দেবীভাগবতে ৯ম স্কন্ধে অপরাপর পুরাণাদি হইতে কিছু বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। মূলতঃ সকল আখ্যায়িকাই একরূপ, অতি সামান্য যাহা প্রভেদ আছে, বাহুল্য-ভয়ে তাহা আর লিপিবদ্ধ করা হইল না।

বৌদ্ধজগতে রামসীতার কথা আছে, কিন্তু তথায় সীতা দশরথের কন্যা, অথচ রামের সহধর্ম্মিণী। জৈনদিগের নিকটও সীতা মন্দোদরীর কন্যা। রবিষেণরচিত জৈন পদ্মপুরাণে সীতাচরিত্র বর্ণিত আছে। [পুরাণ শব্দ ১০২-৩ পৃষ্ঠা ও রামচন্দ্র দ্রষ্টব্য।]

৩ নদীভেদ, সীতা নদী। কালিকাপুরাণে এই নদীর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত আছে, যে হিমালয়ের যে সানুতে দেবগণের একটী বৃহতী সভা হইয়াছিল, তথায় বিধাতার বাক্যানুসারে সীতা নামে একটী দেবনদীর উৎপত্তি হয়। চন্দ্র যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলে তাহাকে প্রথমে দেবগণ এই সীতাসলিলে স্নান করাইয়া ব্রহ্মার বাক্যানুসারে তাঁহাকে সেই জল পান করান। চন্দ্রের স্নান করার কারণ তখন সেই সীতাজল অমৃত হইয়া বৃহল্লোহিত সরোবরে নিপতিত হয়। সেই মানস সরোবরে উক্ত অমৃতজল পতিত হইয়া উহা অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মা ইহা দেখিতে থাকিলে সেই স্থান হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা উদ্ভূতা হন। ব্রহ্মা তাঁহার চন্দ্রভাগা নাম রাখেন। (কালিকাপু°) [চন্দ্রভাগা দেখ]
৪ লক্ষ্মী। ৫ উমা। ৬ শস্যাধিদেবতা। (নানার্থধ্বনিম°)
৭ মদিরা।। (রাজনি°) ৮ গঙ্গাস্রোতঃ।

"গঙ্গায়াস্তু ভদ্রসোমা মহাভদ্রাথ পাটলা।
তস্যাঃ স্রোতসি সীতা চ বঙ্কুর্ভদ্রা চ কীর্ত্তিতা।
ততোদেহলকনন্দাপি শারিণী ত্বলনিম্নগা॥" (শব্দমালা)

সীতা, হিমবৎপ্রদেশপ্রবাহী একটী নদী। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, রাজা সুদর্শন ভূমি বিদারণপূর্ব্বক কনখলা নাম্নী গঙ্গার শাখাকে খাণ্ডবীপুরে আনয়ন করেন। খাণ্ডবীপুরের দক্ষিণে কনখলার সহিত সীতানদী সঙ্গতা হইয়াছে।

(কালিকাপু° ৮৯।৫০-৫১)

২ যারকন্দপ্রবাহিত একটী নদী। বর্ত্তমানে জাকজার্তিস্ নামে পরিচিত। চীনপরিব্রাজক যুঅনচুয়ং "সি-তো" শব্দে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

সীতা, একজন স্ত্রীকবি। ভোজপ্রবন্ধে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। বামনালঙ্কারবৃত্তিগ্রন্থে "মা ভৈঃ শশাঙ্ক" আরম্ভক যে শ্লোকটী বর্ণিত আছে, অলঙ্কারতিলকমতে তাহা সীতাদেবীর লিখিত।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার ভাগলপুরজেলার মন্দরশৈলোপরিস্থ একটী পুণ্যতোয়া সরোবর। নিকটবর্ত্তী ভূমিভাগ হইতে ৫০০ ফিট্ উচ্চে উক্ত শৈলবক্ষে অবস্থিত। ইহা চতুষ্কোণ এবং লম্বে ১০০ ফিট্ এবং প্রস্থে ৫০ ফিট্। পর্ব্বতবক্ষ কাটিয়া এই পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের মুখে শুনা যায়, শ্রীরামচন্দ্র বনবাসকালে এই শৈলে পত্নীসহ কিছুকাল অবস্থান করেন। সীতাদেবী এই কুণ্ডে স্নান করিতেন বলিয়া উহার নাম সীতাকুণ্ড ও উহার এত মাহাত্ম্য। ঐ কুণ্ডের উত্তরপাড়ে রাজা চোল কর্ত্তৃক মধুসূদনদেবের মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। কালাপাহাড় ঐ মন্দির ধ্বংস করিতে আসিলে পাণ্ডাগণ দেবমূর্ত্তি কুণ্ডমধ্যে লুকাইয়া রাখে এবং পরে দ্বিতীয় মন্দিরটী সবুলপুরের

জমিদারবর্গের দ্বারা কাজরানী দীঘির ধারে নির্ম্মিত হয়। সীতাকুণ্ডের উত্তরে শঙ্খকুণ্ড নামক প্রস্রবণ।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার মুঙ্গেরজেলাস্থ একটী উষ্ণপ্রস্রবণ ও কুণ্ড। মুঙ্গের নগর হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। কুণ্ডটী ইট দিয়া গাঁথা। ইহার সন্নিকটে আরও চারিটী কুণ্ড আছে, উহাদের জল শীতল ও ময়লাপূর্ণ; কিন্তু সীতাকুণ্ডের জল উষ্ণ ও স্বচ্ছ। সীতাকুণ্ড তীর্থ হইবার পর ঐ চারিটী কুণ্ড নির্ম্মিত হয় এবং উহারা যথাক্রমে রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড ও শত্রুঘ্নকুণ্ড নামে পরিচিত। রামচন্দ্র রাবণবধজনিত পাপক্ষালনের জন্য কষ্টহারিণীতে স্নান করিতে আইসেন। দেবগণ এখানে সীতাদেবীর পূজা গ্রহণ করেন নাই। তাহাতে সীতাদেবী এখানে পুনরায় দেবগণসমক্ষে অগ্নিপরীক্ষা প্রদান করেন। সীতাদেবী অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিলে অগ্নি নির্ব্বাপিত হয় এবং তদভ্যন্তর হইতে জলধারা নির্গত হইয়া থাকে। ঐ জলধারা অগ্নির অবস্থাননিবন্ধন উষ্ণ হয়।

কষ্টহারিণীতে স্নান করিয়া সকল তীর্থযাত্রীই সীতাকুণ্ডে স্নান করিতে আইসে। মৈথিলিব্রাহ্মণগণ উহাদের যাজকতা করে। ডাঃ বুকানন হামিল্টন কুণ্ডজলের তাপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। তাহার দ্বারা জানা যায় যে বর্ষার প্রারম্ভে উক্ত জল অপেক্ষাকৃত শীতল থাকে এবং বর্ষাপগমে অধিকতর তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তাঁহার প্রদত্ত তালিকা নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

তারিখ	সময়	বায়ুতাপ	জলতাপ	
৭ই এপ্রিল	সূর্য্যোদয়	৬৮° ফাঃ	১৩০°	জলগর্ত্তের যে স্থানে নিরন্তর বুদ্বুদ উঠে।
২০এ "	সূর্য্যাস্ত	৮৪° "	১২২°	
২৮এ "	"	৯০° "	৯২°	এই সময়ে অনেকে স্নান করে।
২১এ জুলাই	"	৯০° "	১৩২°	
২১এ সেপ্টেম্বর	সন্ধ্যা	৮৮° "	১৩০°	এই সময়ে জল ফুটিতে থাকে।

মুঙ্গের নগরের দক্ষিণে যে শৈলমালা দৃষ্ট হয়, তাহাতে আরও কতকগুলি উষ্ণপ্রস্রবণ দেখা যায়। তন্মধ্যে ঋষিকুণ্ড ও ভীমবাঁধ উল্লেখযোগ্য। ঋষিকুণ্ডের জলোত্তাপ ১১০° হইতে ১১৪° পর্য্যন্ত হয় এবং ভীমবাঁধের গর্ত্তস্থ জল ১৪৪° হইতে ১৫০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত উত্তপ্ত হইতে দেখা যায়। [মুঙ্গের দেখ।]

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার চম্পারণ্যজেলার একটী পুণ্যস্থান। মতিহারী হইতে ১২ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে তিনদিনস্থায়ী একটী মেলা বসে। যাত্রিগণ ঐ কুণ্ডতীরে রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তি পূজা করিতে আইসে। এই কুণ্ডে সীতাদেবী বিবাহের পূর্ব্বে স্নান করিয়াছিলেন।

সীতাকুণ্ড, বাঙ্গালার চট্টগ্রামজেলার সীতাকুণ্ড শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৫৫ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা° ২২° ৩৭´ ৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১° ৪১´ ৪০´ পূঃ। এই শৈলশিখর হিন্দুর নিকট পবিত্র তীর্থরূপে সম্মানিত। সীতাকুণ্ড শৈলশিরে দাঁড়াইয়া প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় এবং সন্ধ্যায় সূর্য্যাস্ত সন্দর্শন বড়ই মনোরম। সূর্য্যাস্তের সময় সমুদ্রবক্ষে সূর্য্যকিরণ নিপতিত হওয়ায় মনে হয় সূর্য্যদেব রজতসাগরের অপর পারে নিমগ্ন হইতেছেন।

২ উক্ত শৈলোপরিস্থ একটী প্রস্রবণ ও কুণ্ড। ইহা এক্ষণে শুকাইয়া গিয়াছে অথবা তাহা ভরাট করিয়া দেওয়া হইয়াছে, কারণ ঐ প্রস্রবণের জল তৈলাক্ত ও স্বাস্থ্যকর নহে। কিন্তু এখনও ঐ কুণ্ডস্থানের মাহাত্ম্য বিলুপ্ত হয় নাই। এই পর্ব্বতেই সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রনাথতীর্থ; এই কারণে সীতাকুণ্ড ও চন্দ্রনাথ সমপর্য্যায়বাচক হইয়া পড়িয়াছে। কিংবদন্তী এই যে, ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও দেবাদিদেব মহাদেব এই তীর্থভূমে বিহার করিয়াছিলেন। চন্দ্রনাথে ইহা রম্য বিহারস্থান। প্রতিবৎসর ফাল্গুন মাসে শিবচতুর্দ্দশীপর্ব্বোপলক্ষে এখানে মহাসমারোহ হয় এবং প্রায় ২০ হাজার তীর্থযাত্রী সমাগত হইয়া থাকে। চৈত্রে ও কার্ত্তিকে এবং সূর্য্য ও চন্দ্রগ্রহণসময়ে অনেকে স্নানার্থ সমাগত হয়। এই পর্ব্বতে পূর্ব্বে উঠিতে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস সীতাকুণ্ড বা চন্দ্রনাথশৈলে একবার আরোহণ করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না। এক্ষণে চন্দ্রনাথশৈলে উঠিবার জন্য পর্ব্বতগাত্র কাটিয়া সিঁড়ি প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানে প্রতিবৎসর চৈত্রসংক্রান্তিতে পর্ব্বতবাসী বৌদ্ধদিগের একটী সভা হইয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস তথাগতের তিরোধানের পর এই শৈলপৃষ্ঠে গৌতম বুদ্ধের দেহাবশেষ ভস্মীভূত হইয়াছিল। বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানবাসীরা যেরূপ মৃতের অস্থি গঙ্গাসলিলে অথবা কাশীতে স্থাপন পুণ্যজনক মনে করিয়া দেশান্তর হইতে গঙ্গাতীরে আনয়ন করে, সেইরূপ বৌদ্ধেরা দূরদেশ হইতে তাঁহাদের আত্মীয়গণের অস্থি ঐ বুদ্ধদেহদাহকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া থাকে। তাঁহাদের বিশ্বাস, ইহাতেই প্রেতের পুণ্যলাভ হইবে এবং সে সুখে স্বর্গলোকে বাস করিবে।

ঐ শৈলে ভরতকুণ্ড নামক স্থানে একটী প্রস্রবণ দৃষ্ট হয়। ইহার জলও তৈলাস্বাদযুক্ত, কিন্তু শীতল। এখানে প্রস্তরস্তরের ফাট দিয়া একপ্রকার দুর্গন্ধময় বাষ্প নির্গত হয়, উহাতে অগ্নিসংযোগ করিলে জ্বলিতে থাকে। [চন্দ্রনাথ দেখ।]

সীতাগৌরীব্রত, ব্রতবিশেষ।

সীতাতীর্থ, একটী তীর্থ। বায়ুপুরাণান্তর্গত সীতাতীর্থমাহাত্ম্যে ইহার উল্লেখ আছে।

সীতাধ্যক্ষ—প্রাচীন কালে ভারতে যখন হিন্দুরাজা ছিলেন, তখন সেই রাজা নিজের জন্য কতকগুলি খামার (স্বভূমি) জমি রাখিতেন এবং বেতনভোগী কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে সেই জমিতে সর্ব্ব প্রকারের ধান্য, পুষ্প, ফল, মূল, শাক, পাট, কার্পাস প্রভৃতি যথাকালে বপন ও কর্ত্তন করাইতেন, রাজার এই খামার জমির নাম ছিল 'সীতা' এবং যাহার উপর এই 'সীতার' তত্ত্বাবধানের ভার ছিল, তাহাকে সীতাধ্যক্ষ বলা হইত। চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে লিখিত আছে—

যথাসময়ে বিবিধ প্রকারের বীজ ও সার সংগ্রহ করা, বীজ বপন, শস্যকর্ত্তন ও পর্য্যবেক্ষণ করা, এবং উৎপন্ন শস্যের রাজ-ভাগ আদায় করা এই সকল ছিল সীতাধ্যক্ষের কার্য্য।

উৎপন্ন শস্য-ভাগ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম ছিল—

যে জমিতে হস্ত দ্বারা জল সেচনের ব্যবস্থা আছে। (হস্তপ্রাবর্ত্তিম), তাহাতে উৎপন্ন শস্যের ১/৫ অংশ, কাঁধে করিয়া জল আনিয়া যে জমিতে জল সিঞ্চন করিতে হয় (স্কন্ধপ্রাবর্ত্তিম), তদুৎপন্ন শস্যের ১/৪ অংশ, যে জমিতে নদী হইতে যন্ত্র দ্বারা জল আনয়নের ব্যবস্থা আছে (স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম), তাহার শস্যের ১/৩ অংশ, এবং নদীহ্রদপুষ্করিণী কি কূপ হইতে উত্তোলিত জল দ্বারা যে জমি সেচনের ব্যবস্থা আছে (নদীসরস্তটাককূপোদ্ঘাট) তাহাতে উৎপন্ন শস্যের মোট ১/৪ অংশ—রাজার প্রাপ্য। ইহা-দিগকে "উদকভাগ" বলা হইত।

এতদ্ব্যতীত, যে সকল কৃষক নিজের জমিতে চাষশস্যরোপণ প্রভৃতি করিত (স্ববীর্য্যোপজীবী) তাহাদিগের নিকট হইতেও যে শস্য ভাগ পাওয়া হইত, তাহার ও আদায় ভার এই সীতা-ধ্যক্ষের উপর ন্যস্ত ছিল, এখানে সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের ১/৬ হইতে ১/৪ অংশ পর্য্যন্ত রাজকর আদায় করা হইত।

সীতানগর, মধ্য প্রদেশের দামোজেলার দামোতহসীলের অন্তর্গত একটী নগর।

সীতানগরম্, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণাজেলার অন্তর্গত একটী শৈলপ্রদেশ। অক্ষা° ১৬° ২৮′ হইতে ১৬° ২৯′ ৪০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩৮′ হইতে ৮৮° ৩৮′ ৪০ পূঃ মধ্য। কৃষ্ণানদীর দক্ষিণকূলে বেজবাড়ার অপর পারে অবস্থিত। এই শৈলমালার পার্শ্বদেশে উন্দবল্লীর গুহা বলিয়া পরিচিত কএকটী গুহা এবং পর্ব্বতগাত্রক্ষোদিত একটী চারিতল মন্দির দৃষ্ট হয়। এই গুহামন্দির এক্ষণে বিষ্ণূপাসকদিগের অধিকৃত এবং মন্দিরমধ্যে বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত। পূর্ব্বে উহা কাহার দ্বারা কোন্ সময়ে ও কি উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার ঠিক কোন প্রমাণ নাই।

সীতানবমীব্রত, ব্রতবিশেষ।

সীতাপাহাড়, চট্টগ্রামপার্ব্বত্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটী শৈল।

সীতাপুর, যুক্তপ্রদেশের অযোধ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটী দেশভাগ (ডিভিসন)। উহা তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন এবং তত্রত্য কমিশনর বাহাদুরের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত। ভূপরিমাণ ৭৫৫৫ মাইল। অক্ষা° ২৬° ৫৩′ হইতে ২৮° ৪২′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৪৪′ হইতে ৮১° ২৩′ পূঃ মধ্য। সীতাপুর, হার্দ্দোই ও খেরী জেলা লইয়া ইহা গঠিত। ইহার উত্তরে নেপালরাজ্য, পূর্ব্বে বরাইচ জেলা, দক্ষিণে বারবাঁকী, লখ্নৌ ও উণাও জেলা এবং পশ্চিমে ফরুখাবাদ, শাহজাহানপুর ও পিলিভিৎ জেলা, এই বিভাগে সর্ব্বসমেত ২১টী নগর ও ৫৮২৪টী গ্রাম আছে।

২ যুক্তপ্রদেশের সীতাপুর-বিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। তথাকার ছোটলাটের শাসনাধীন। অক্ষা° ২৭° ৭′ হইতে ২৭° ৫৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০° ২১′ হইতে ৮১° ২৩′ পূঃ মধ্য। ইহার উত্তরে খেরী-জেলা, পূর্ব্বে বরাইচ জেলার মধ্যবর্ত্তী ঘর্ঘরা নদী, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বারবাঁকী, লখ্নৌ ও হার্দ্দোই জেলার মধ্যবর্ত্তী গোমতী নদী। ভূপরিমাণ ২২৫১ মাইল। সীতাপুর নগর এখানকার বিচারসদর এবং খৈরাবাদ অন্যতম বাণিজ্য-প্রধান নগর।

সীতাপুর জেলা উত্তরপশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে ৭০ মাইল বিস্তৃত। সমগ্র জেলাটীকে একটী বিস্তৃত প্রান্তরভূমি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার উত্তরপশ্চিমপ্রান্ত সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৫০৫ ফিট্ উচ্চ এবং উহা ক্রমশঃ নিম্ন হইয়া দক্ষিণপূর্ব্বপ্রান্তে ৪০০ ফিট্ উচ্চতায় আসিয়াছে। সুতরাং উহা প্রতি মাইলে প্রায় ১৷০ ফুট ঢালু হইয়াছে বুঝা যায়। উত্তরপশ্চিমপ্রান্তের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে জলরাশি ধীরে ধীরে দক্ষিণাভিমুখে অবতরণ করায় এখানে প্রায় সকল স্থানেই নদীনালার আবির্ভাব হইয়াছে। অনেক স্থলেই বর্ষার বারিপ্রবাহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা স্বাভাবিক জলখাতে সঞ্চিত হইয়া দীর্ঘ বাঁধের ন্যায় প্রতীয়মান হয়; কিন্তু ঐ সকল স্থলে গ্রীষ্মকালে আদৌ জল থাকে না, সমস্ত শুকাইয়া যায়।

এখানে বনমালা বা জঙ্গলমাত্র নাই, তবে সর্ব্বত্রই আম্রাদি ফলবৃক্ষের উপবন দৃষ্ট হয়, কৃষিক্ষেত্রগুলি তাহার মাঝে মাঝে বিদ্যমান থাকায় মনে হয়, আতপতাপক্লিষ্ট পথিককে বিশ্রাম-দানার্থই যেন প্রকৃতিদেবী এইরূপে ছায়াদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভূ-পৃষ্ঠ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, এই জেলার পশ্চিমাংশ পর্ব্বতসানুময়। উত্তর হইতে একটী শৈলশ্রেণী চৌকা ও ঘর্ঘরার উৎপত্তিস্থান হইতে কতকটা সমরেখায় আসিয়াছে। এই কারণে জেলার পশ্চিমাংশ পার্ব্বত্য প্রদেশ-

মূলত নীরস মৃত্তিকাবিশিষ্ট। ঐ মৃত্তিকা ক্রমশঃ শুষ্ক হইয়া অপেক্ষাকৃত পশ্চিমে গোমতীতীরে আরও শুষ্কতর বালুকাক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জেলার পূর্ব্বাংশ উর্ব্বর ও বৃক্ষমালাসমাকীর্ণ। ইহা সাধারণতঃ পলিময় মৃত্তিকাপূর্ণ, কেননা কেবানী ও চৌকা ও ঘর্ঘরার অন্তর্বেদী লইয়া ইহা গঠিত। এই কারণে এখানে ধান্যের চাষ অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। এই সকল উর্ব্বরক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে উষরভূমিও যথেষ্ট আছে। উহাতে লবণ ফুটিয়া থাকে। এই লোণাজমিতে বাবলাগাছ ভিন্ন আর কিছুই উৎপন্ন হয় না।

ঘর্ঘরা এখানকার প্রধান নদী। বর্ষার সময় এই নদী ৪ হইতে ৬ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। চৌকা নদী ঘর্ঘরার ৮ মাইল পশ্চিমে সমরেখায় প্রবাহিত হইয়া বারবাঁকী জেলার বহরামঘাট নামক স্থানে পরস্পরে মিলিত হইয়াছে। ঘর্ঘরা ব্যতীত এই জেলার অপর কোন নদীতে বড় বড় নৌকা সকল যাতায়াত করিতে পারে না। উৎপত্তিস্থান হইতে সঙ্গম পর্য্যন্ত উভয় নদীর মধ্যে কতকগুলি জলখাত পরস্পরকে সংযোজিত করিয়াছে। ঘর্ঘরাসঙ্গম পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইলে আমরা গোণ, ওয়েল, কেবানী, সরায়ণ ও গোমতীনদীর অববাহিকাভূমি দেখিতে পাই।

চুণের কাঁকর (nodular limestone) এখানকার প্রধান খনিজদ্রব্য, তদ্ভিন্ন আর কোন দ্রব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে বৃহদাকার যে সকল বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে আম্র, অশ্বত্থ, বট, গুলার, পাকুড়, নিম, শিশু, তুণ, শিমুল, জাম, বিল্ব, কাঁঠাল, বাবলা, খয়ের, ধাক, খেজুর, আওনলা (আমলকী), তেঁতুল ও কাছনাড় প্রধান। বংশও নানাপ্রকারের দেখা যায়। মুঞ্জ ঘাস ও শরপাট তৃণ হইতে এখানকার অধিবাসিরা দড়ী প্রভৃতি প্রস্তুত করে।

জঙ্গলদেশে নানাজাতীয় হরিণ, নীলগাই, বনবরাহ, নেকড়ে বাঘ, শৃগাল, খ্যাঁকশিয়াল ও খরগোস প্রভৃতি ক্ষুদ্রকায় পশু বিচরণ করিতে দেখা যায়। ঘর্ঘরার কুম্ভীর ও শিশুক যথেষ্ট।

অযোধ্যাপ্রদেশের ইতিহাস লইয়াই এই জেলার ইতিহাস। কিন্তু এই প্রদেশভাগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জাতি কিরূপে ঔপনিবেশিকভাবে আসিয়া উপনিবেশস্থাপন সহকারে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহার পূর্ব্বাপর ইতিহাস বিশেষভাবে আলোচনার বিষয়।

এই জেলার পূর্ব্বাংশে চৌকা ও কৌরিয়ালা নদীর মধ্যস্থলে রাইকবাড় নামে একটী প্রভাবশালী জাতির বাস আছে। ঐ দেশভাগ উত্তর ও দক্ষিণ কুন্দরী নামে খ্যাত। রাইকবাড়গণ এই স্থানে প্রায় দুইশতাব্দকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। বারবাঁকী ও বরাইচজেলার রামনগর ও চৌন্দী সম্পত্তির অধিকারীরা রাইকবাড়বংশের বড় ঘর। ঐ বংশের একটী শাখা সীতাপুর, মল্লাপুর, ছাহলারী ও রামপুর নামক স্থানে আসিয়া বাস করে। উক্ত স্থানগুলি কৌরিয়ালা নদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত। রাইকবাড়গণের মধ্যে যে ব্যক্তি পৈতৃক বাসস্থান ছাড়িয়া অপর একস্থানে বাস করিতে গেলেন, তিনিই পৈতৃক সম্পত্তির অংশস্বরূপ ৩ বা ৪ খানি গ্রাম পাইয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহারা একে একে বিদ্যাবুদ্ধি ও বাহুবলে এবং চৌন্দী ও রামনগর-রাজবংশের সাহায্যে সকলেই কিছু কিছু স্থান অধিকার করিয়া শক্তি সঞ্চয় করেন। ছাহলারীর সর্দ্দার সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীদলভুক্ত হওয়ায় ইংরাজগবর্মেণ্ট তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া লন।

জেলার উত্তরাংশে সীতাপুর, লাহারপুর, হরগ্রাম, চন্দ্রা ও তাম্বৌর পরগণায় প্রতাপশালী গৌড়ব্রাহ্মণগণের বাস। মোগলসম্রাট্ আলমগীর বাদশাহের রাজত্বকালের শেষ সময়ে ইহারা নার্কজাড়ী নামক স্থান হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে খেরীবাসী জানবার ও অহবন জাতিকে তাড়াইয়া দিয়া বলপূর্ব্বক তৎপ্রদেশ অধিকার করিয়া লন। সীতাপুর ও লোহারপুরে আপনাদের শক্তি অক্ষুন্ন রাখিয়া গৌড়গণ ক্রমশঃ উত্তরপশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হন এবং কুচড়া পর্য্যন্ত আপনাদের বিজয়বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেন। অতঃপর বল-দৃপ্ত গৌড়গণ মুহম্মদীর মুসলমানরাজাকে পরাস্ত করিয়া তৎপ্রদেশ অধিকার করিলে, রোহিলাগণ উক্ত মুসলমানরাজের সহায় হইয়া গৌড়দিগকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইল। কুকড়া নগরের ২০ মাইল উত্তরে মৈলানি নামক স্থানে গৌড়গণ আফ্‌গানহস্তে পরাভব স্বীকার করেন। এই যুদ্ধে তাঁহাদের অনেক জনক্ষয় হইয়াছিল।

এই সময়ে অযোধ্যার নবাবগণের আদেশে নাজিম শীতল-প্রসাদ দেশলুণ্ঠনে বহির্গত হন। গৌড়গণ এই সময়ে ধৌরাহরের নরপতির সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার গতিরোধ করিবার চেষ্টা পায়। ধৌরাহরনগরসান্নিধ্যে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে গৌড়গণ সদলে পরাভূত হন। ঐ সময়ে খৈরীগড়দুর্গের নিম্নবাহিনী নদীকূলে তাহাদের একজন বন্দীকৃত সর্দ্দারের শিরশ্ছেদ করা হইয়াছিল। তদবধি গৌড়ব্রাহ্মণগণ শান্তভাব অবলম্বন করিয়া নিরীহ ভূমিপালরূপে বিদ্যমান আছে।

দক্ষিণে বারবাঁকী জেলাস্থ বিলহরার খান্‌জাদাবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহারা মাহ্মূদাবাদ ও সদরপুরের অন্তর্গত সমস্ত পরগণা ও বিশ্বান নামক ভূসম্পত্তি বন্ধকীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হন। এই বংশের অনেকে কর্ম্মজীবনে

বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। লখ্‌নৌর শেখজাদাবংশের সহিত কুটুম্বিতা-সূত্রে তাঁহারা পরস্পরে আবদ্ধ হওয়ায় তাহাদের প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। ঐ সময়ে উদ্ধত রাইকবাড়গণ ইহাদের বীরত্বপ্রভাবে মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই।

সীতাপুর, সিধৌলী, মহোলী, মাহ্মূদাবাদ, মিশ্‌রিখ্‌, বিশ্বান, লহরপুর, তম্বোর, থানার্গাও, হরগাঁও ও নিমখার নামক স্থানে পুলিসের থানা আছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে নিমখারের মেলায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হয় এবং তাহাতে বহুলোক কালকবলে নিপতিত হইয়াছিল। ১৭৬৯-৭০, ১৭৮৪-৮৫, ১৮৩৭-৩৮ ও ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে জলাভাবনিবন্ধন এখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে এখানে ভীষণ বন্যা আইসে এবং জুলাই হইতে সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত সমগ্র দেশভাগ জলমগ্ন থাকে। তাহাতে প্রায় জেলার ৮০ আনা শস্য নষ্ট হইয়া যায়; অসংখ্য গরুবাছুর জলস্রোতে নিমজ্জিত হইয়া অথবা খাদ্যাভাবে মারা পড়ে।

৩ অযোধ্যাপ্রদেশের উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ইহার উত্তরে লখিমপুর, পূর্ব্বে বিশ্বান, দক্ষিণে সিধৌলী এবং পশ্চিমে মিস্‌রিখ্‌। ভূপরিমাণ ৫৬৯ বর্গমাইল। সীতাপুর, হরগ্রাম, লহরপুর, খৈরাবাদ, পীরনগর ও রামকোট পরগণা লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত।

৪ উক্ত জেলার উক্ত উপবিভাগের অন্তর্গত একটী পরগণা। ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণপ্রান্তে সরায়ণ নদী প্রবাহিত। এখানকার ১৫৯ খানি গ্রামের মধ্যে ১১৫ খানি গ্রাম গৌড়রাজপুতদিগের অধিকৃত। কিংবদন্তী এই যে, দশরথতনয় রামচন্দ্র বনবাসকালে সীতাসমভিব্যাহারে এখানে আসিয়া কিছুদিন বাস করেন। রাজা বিক্রমাদিত্য সীতারামের সেই পবিত্র বনবাসভূমির উপর একটী নগর স্থাপন করিয়া সীতাদেবীর সম্মানার্থ তাহার সীতাপুর নামকরণ করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দের শেষভাগে দিল্লীশ্বর পৃথ্বীরাজের আত্মীয় গোহেলদেব নামক জনৈক চৌহানরাজপুত এই দেশ আক্রমণপূর্ব্বক স্থানীয় কুর্ম্মী অধিবাসীদিগকে তাড়াইয়া দেন। গোহেলদেব এবং তাঁহার বংশধরেরা এখানে প্রায় ৫ শতাব্দকাল রাজত্ব করেন। মোগলসম্রাট্‌ অরঙ্গজেব বাদশাহের রাজত্ব-সময়ে চন্দ্রসেনপরিচালিত গৌড়রাজপুতগণ এদেশে আসিয়া চৌহানদিগকে রাজ্যভ্রষ্ট করেন। তৎকালে কেবল সীতাপুর, সয়াদৎনগর ও তেহার নামক স্থান চৌহানদিগের অধিকারে ছিল।

চন্দ্রসেনের চারিপুত্র ছিল। তাঁহাদের বংশধরেরা এক্ষণে প্রায় সমস্ত পরগণার অধিকারী রহিয়াছেন। রাজা টোডরমল্ল প্রথমে সীতাপুরকে পরগণায় বিভক্ত করিয়াছিলেন।

৫ উক্ত জেলার উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচারসদর। এখানে ইংরাজসেনারক্ষার জন্য একটী সেনাবাস আছে। লখ্‌নৌ হইতে শাহজহানপুর যাইবার পথের ঠিক মধ্যস্থলে সরায়ণ নদীর কূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৩৪´ ৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮০ ৪২´ ৫৫´´ পূঃ। নগর ও সেনাবাসটী আম্রকাননের মধ্যস্থলে অবস্থিত। এখানে মিউনিসিপালিটী আছে।

সীতাপুর, যুক্তপ্রদেশের বান্দাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। পবিত্র চিত্রকূটশৈলের পাদমূলের অনতিদূরে পৈশুনী নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানে অনেক প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান। স্থানীয় লোকে ঐ মন্দিরস্থ দেবতাকে বিশেষ ভক্তি করিয়া থাকে এবং তীর্থযাত্রা উদ্দেশে তথায় গমন করে।

তীর্থযাত্রিগণ এখানে আসিয়া স্নানান্তে চিত্রকূটশৈলের পঞ্চক্রোশ প্রদক্ষিণ করে এবং ঐ সকল দেবমন্দিরে পূজাদি দেয়। যে সময়ে চিত্রকূট মহাপুণ্যক্ষেত্র বলিয়া পরিগণিত ছিল এবং বন্য কোলজাতি ঐ স্থানে বাস করিত, তখন এই নগর জয়সিংহপুর নামে খ্যাত ছিল।

এই জেলার পূর্ব্বাংশে অহবন বা অহবংশ নামে একটী প্রতাপশালী ক্ষত্রিয় রাজবংশের উৎপত্তি হয়। ইহারা গুজরাতবাসী চাবড়ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত। কর্ম্মসূত্রে এতদ্দেশে আসিয়া ইহারা ক্রমে নিমখার, অরঙ্গাবাদ ও মহোলী পরগণা, খৈরাবাদের কতকাংশ এবং খেরী ও হর্দোই জেলার কতক স্থান অধিকার করিয়া আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের ১০৯ পুরুষ পর্য্যন্ত একটী বংশলতা পাওয়া যায়। এই বংশের প্রধান দিতোলীর রাজা লোণসিংহ ইংরাজের সহিত বিদ্রোহাচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই ফলে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সিপাহীযুদ্ধের অবসানে ইংরাজগবমেণ্ট তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন এবং তাঁহার রাজ্যও কএকজনের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। তাঁহার ভ্রাতা ইংরাজরাজের নিকট হইতে ঐ নষ্টরাজ্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার সমস্ত যত্নই বিফল হইয়া যায়। ঐ সময়ে লোণসিংহের অধিকৃত সম্পত্তি ২৭০০ গ্রামে বিভক্ত ছিল।

সীতাপুরে অহবন বা অহবংশের যে শাখা বিদ্যমান আছে, তাহাদের প্রভাব বা প্রতিপত্তি কিছুই নাই। তাঁহারা এখনও কুমার উপাধিতে সাধারণে সম্মানিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছেন। খেরীর বিচারাদালতে কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে ইহাদের কতকগুলি প্রাচীন দলিল দাখিল করিতে হয়। ঐ সকল দলিলে মোগলসম্রাট্‌ অকবর ও জাহাঙ্গীর বাদশাহ অহবংশসর্দ্দারকে মহারাজ বলিয়া সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহাদের অধিকৃত পরগণাগুলি অযোধ্যার নবাবগণকর্ত্তৃক

কতক মোগলকর্ম্মচারীদিগকে প্রদত্ত হয় এবং কতক অহবংশের অধীনস্থ কায়স্থকর্ম্মচারিগণ ভোগদখল করিতেছেন।

সীতাপুরের মধ্যাংশে কএকটী ক্ষত্রিয়বংশ প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল, একদিকে চৌহানবংশ ও অন্যদিকে তাম্বৌর নগরে রঘুবংশীয়গণ রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। বিশ্বান্ ও খৈরাবাদ ব্যতীত প্রায় সকল পরগণাই একটী না একটী স্বতন্ত্র ক্ষত্রিয়-বংশের বলদর্পে আয়ত্ত হইয়াছিল। এই সকল বংশের প্রধানেরা অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি ঠাকুর নামে খ্যাত হইতেন এবং তাঁহারাই আপনাপন দলের নেতা ছিলেন। স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ তাঁহাদের দলভঙ্গ করিয়া অধিকৃত পরগণা বিভিন্নরূপে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা দক্ষিণ অযোধ্যার কানঙ্গাপুরিয়া, সোমবংশীয় ও বাই জাতির ন্যায় প্রভাবসম্পন্ন গৌড়দিগের অধিকার খর্ব্ব করিতে সমর্থ হন নাই। ঐ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত্রিয়বংশের মধ্যে গুণ্ডলামৌ পরগণার বাচ্ছিল, বাড়ীর ও পীরনগরের বাই; মালবানের পমার; রামকোট ও কুরৌনার জানবার এবং মাচ্ছেত্তার কচ্ছবাহ, বাই, জানবার ও রাঠোরগণ প্রসিদ্ধ। জানবারগণ সরায়ণ নদীর পশ্চিমে ও বাইগণ পূর্ব্বদিকে বাস করিত। তাহারা এবং বাচ্ছিল ও রঘুবংশীগণ এখানকার পুরাতন অধিবাসী। পমার, কচ্ছবাহ ও গৌড়গণ রাজপুতনা হইতে এতদ্দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কেবলমাত্র মিতৌলীর অহবন-রাজ, ইতৌঞ্জার পমাররাজ এবং বৌন্দীর রাইকবাড়-রাজ স্বজাতিসমাজে কর্ত্তৃত্ব করিতে সমর্থ এবং সামাজিকগণের দ্বারা বিশেষরূপে সম্মানিত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকল রাজারা বংশপরম্পরাগত হইতেন না। স্বজাতি মধ্যে যিনিই বীর্য্যবান্ ও বিক্রমশালী তিনিই রাজা উপাধিতে সম্মানিত হইতেন। বর্ত্তমান সময়ে সে প্রথার লোপ হইয়াছে। এখন সকলেই নির্জীব—উপাধিধারী মাত্র।

বিখ্যাত সিপাহীবিদ্রোহের সময় ১৮৫৭ খৃঃ এখানকার সেনাবাসস্থ দেশীয় সিপাহীর দল ৩রা জুন তারিখে বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে। স্ত্রীপুত্র লইয়া পলায়মান ইংরাজগণ তাহাদের গুলির আঘাতে নিহত হয়। কতকগুলি মাত্র লখনৌ নগরে পলাইয়া রাজভক্ত জমিদারগণের নিকট আশ্রয় লাভ করে। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ১৩ই এপ্রিল তারিখে সর্হোপ গ্রাণ্ট বিশ্বান নগরের নিকট বিদ্রোহিগণকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে। তদবধি এখানে শান্তি স্থাপিত হয়।

[সিপাহীবিদ্রোহ দেখ।]

সীতাপুর এখানকার প্রধাননগর ও বিচারসদর। খৈরাবাদ, লহরপুর বিশ্বান্, আলম-নগর, টমসনগঞ্জ, মাহ্মূদাবাদ ও পৈতেপুর নগর এখানকার অন্যান্য স্থানের বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে জমিদার ব্যতীত ২৩ জন তালুকদার আছেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজা আমীর হসন খাঁ, ঠাকুরাণী পৃথ্বীপাল কুমারী (ঠাকুর শিউবক্সসিংহের বিধবা পত্নী), ঠাকুর জবাহির সিংহ, ঠাকুর রুদ্রপ্রতাপ সিংহ ও মহম্মদ বকর আলী খাঁ প্রধান। মুসলমান তালুকদারগণ ৭০৪টী গ্রাম ও রাজপুত তালুকদারগণ ১৩৭৯টী গ্রামের অধিকারী।

উৎপন্ন নানাপ্রকার শস্য ব্যতীত এখানে তামাকের বিস্তৃত চাষ হয়। ঐ দোক্তা হইতে এখানে যে তামাক প্রস্তুত হয়, তাহা উৎকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ। বিশ্বানের তাজিয়া দেশবিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে কার্পাসবস্ত্র-নির্ম্মাণ ও ছিট ছাপার কারবার আছে। সীতাপুর হইতে লখনৌ ও শাহজহানপুর যাইবার যে দুইটী পাকারাস্তা আছে এবং লখিমপুর, হার্দোই, মাহ্মূদাবাদ, বরাইচ, মল্লাপুর, মেহেন্দীঘাট, শাগুিল, নীমসার, কাস্তা, মিতৌলী, পিহানী প্রভৃতি স্থানে গমনাগমনের সুবিধার্থ যে রাস্তা আছে, তাহাতে স্থানীয় দ্রব্যনিচয় বিভিন্ন স্থানে লইয়া যাইবার বিশেষ সুবিধা হয়।

সীতাবল্দী, মধ্যপ্রদেশের নাগপুরজেলার অন্তর্গত নাগপুর নগরের নিকটস্থ একটী বিখ্যাত রণক্ষেত্র এবং ইংরাজসৈন্যের সেনাবাস। অক্ষা° ২১° ৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৮´ পূঃ।

[নাগপুর দেখ।]

সীতামউ, মধ্যভারতের পশ্চিম মালব এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ৩৫০ বর্গমাইল। এখানকার রাজা সিন্দেরাজসরকারে বার্ষিক ৫৫০০০৲ টাকা কর দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে ৬০০০০৲ টাকা কর দিতে হইত, ১৮৬০খৃষ্টাব্দে ইংরাজগবর্মেণ্টের প্রার্থনানুসারে সিন্দেরাজ ৫ হাজার টাকা রাজস্ব কম লইতে স্বীকৃত হন।

শৈলানার ন্যায় সীতামউও পূর্ব্বে রতলাম্ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে রতলাম-রাজ রামসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র কস্তুরদাস সীতামউ-সম্পত্তির অধিকারী হন। তদবধি ঐ রাজ্য পৃথগ্‌ভাবে গণিত হইতেছে। এখানকার সর্দ্দারেরা রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ইংরাজ-গবর্মেণ্টের নিকট ইনি সম্মানসূচক ১১টী তোপ পাইয়া থাকেন। নানাজাতীয় শস্য, অহিফেন ও তুলা এখানকার প্রধান পণ্য।

২ মধ্যভারতের সীতামউরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৩´ পূঃ। নগরটী পার্ব্বত্য অধিত্যকাপ্রদেশে স্থাপিত এবং সুদৃঢ় প্রাচীরপরিবেষ্টিত, রাজপুতনা-মালবরেলপথের মালবশাখার দিলান্দা ষ্টেশন হইতে ১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

সীতামাড়ি—ত্রিহুতপ্রদেশের মজঃপুর জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। ইহার মোট ক্ষেত্রফল ৬৩৬১৬০ একর। তন্মধ্যে ২৮৭৪৪৪ একরে ধান্য, ১৫৮৩২৭ একরে ভাদই এবং ১২৮৬৪১ একরে রবিশস্য জন্মে। এখানে বিঘাপ্রতি ধান্যের নিম্নলিখিত নিয়ম বাঁধা আছে—আশু ধান্যোৎপাদক উচ্চ জমির জন্য বিঘাপ্রতি ২৲—৪৲ টাকা; হৈমন্তিক ধান্যোৎপাদক নিম্ন জমির জন্য বিঘা প্রতি ২৲—৫৲ টাকা, এতদ্ব্যতীত যে সকল 'ভিট্' জমিতে আলু, সর্ষপ, ইক্ষু, তামাক, তুলা, পাট, অহিফেন, কলাই, মুগ, মুশুরি প্রভৃতি জন্মে, তাহার জন্য উৎপন্ন শস্যের মূল্যানুসারে বিঘা প্রতি ৷৷০ আনা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দিতে হয়।

১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এই মহকুমা প্রথম স্থাপিত হয়। ইহাতে শেওহর, সীতামাড়ি, বেলামোচ, পকাউনী এবং জলী নামক চারিটি থানা আছে।

মহকুমার প্রধান নগরের নামও সীতামাড়ি। ইহা অক্ষা° ২৬° ৩৫´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫° ৩২´ পূঃ। লক্ষ্মণ দাই নামক নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এখানে প্রধানতঃ হিন্দু, মুসলমান্ এবং খৃষ্টানের বাস; তন্মধ্যে আবার সংখ্যায় হিন্দুই সর্ব্বাপেক্ষা বেশি। এই সহরে মিউনিসিপালিটির বন্দোবস্ত আছে। সুপরিচালিত একটি ডাক্তারখানা ও একটি স্কুল আছে। ফৌজদারী কাছারী, একটি মুন্সেফ কাছারী, একটি থানা এবং একটি ভাটিখানাও এখানে প্রতিষ্ঠিত। পোষ্ট আফিস্ এবং বেশ বড় রকমের একটি বাজারও আছে। এই বাজার প্রত্যহই বসিয়া থাকে। চাউল, সর্ষপ, তিল, চামড়া এবং নেপালী জিনিষই এখানে অধিক পরিমাণে খরিদ-বিক্রয় হইয়া থাকে। সখোয়াকাষ্ঠ বর্ষাকালে নদীর জলে ভাসাইয়া আনিয়া মজুত ও বিক্রয় করা হয়। সোরা এবং শৈত্তা এখানে প্রভূতপরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের নবমী তিথিতে এখানে একটি বৃহৎ মেলা বসিয়া থাকে; ইহাকে রামনবমীর মেলা বলা হয়। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস যে এই তিথিতে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। নবমী তিথির তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে আরম্ভ করিয়া এক পক্ষ পর্য্যন্ত এই মেলার অধিবেশন হইতে থাকে। এই উপলক্ষে দূর দূরান্তর হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে। সীতামাড়ির বলদ খুব প্রসিদ্ধ বলিয়া এই মেলায় তাহারই বেশি আমদানী হয়; ঘোড়া হাতীও বিক্রয়ার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। মেলা উপলক্ষে নানা স্থান হইতে নানা রকমের জিনিষ পত্রই আসিয়া থাকে; তন্মধ্যে সেওয়ানের মৃণ্ময় বাসনপত্রই সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখান হইতে তিনটি প্রশস্ত রাজবর্ত্ম দ্বারবঙ্গ, মজঃফরপুর এবং প্রান্ত সীমার দিকে চলিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মণদাই নদীর উপরে একটি কাষ্ঠ নির্ম্মিত সেতুও আছে। এখানে নয়টি দেবমন্দির আছে; তন্মধ্যে পাঁচটি, এক আঙ্গিনায়ই অধিষ্ঠিত। এই মন্দিরগুলি সীতা, হনুমান্, শিব এবং দাহী নামক দেবতাগণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত।

প্রবাদ—সীতা হইতে সীতামাড়ি নামের উৎপত্তি। একদিন রাজা জনক জমি চাষ করিতে করিতে লাঙ্গলের আঘাতে এক মৃণ্ময় পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলেন, সেই পাত্রাভ্যন্তর হইতেই সীতাদেবী বাহির হন। একটি পুরাতন পুষ্করিণী দেখাইয়া এখনও লোকে বলিয়া থাকে, এই খানে প্রথম সীতাদেবীকে পাওয়া গিয়াছিল।

এখানে গোশকটের বিশেষ প্রচলন আছে। সীতামাড়ি, মেজর গঞ্জ, বৈরাগনিয়া, শেওহর, বনগাঁও, মন্তপুর এবং কামতৃল এই কয়টি সীতামাড়ি মহকুমার প্রধান সহর। এখানে নদী পথে বাণিজ্যব্যাপারের সুবিধা নাই, বড় বর্ষার সময়েও মাত্র ২৫০ মণ বোঝাই নৌকা এ পর্য্যন্ত আসিতে পারে।

সীতামূড়ী—গয়া জেলার পুনাবা হইতে ১৪ মাইল দূরে এবং নয়াদা ও গয়া রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী নদ্গুড়া নামক গ্রাম হইতে মাইল খানেক দক্ষিণপূর্ব্ব-কোণে অবস্থিত একটি গ্রাম।

এখানে একটি উপযুক্ত ময়দানের মধ্যে প্রকাণ্ড এক খণ্ড গ্রেনাইট্ পাথরে খোদিত একটি বৃহৎ গুহা আছে। দরজাটি ইজিপ্সিয়ান্ ধরণে গঠিত, ঊর্দ্ধভাগে ১ ফুট্ ১০ ইঞ্চি ও অধোভাগে ২ ফিট্ এক ইঞ্চি প্রশস্ত, ৩ ফিট্ ৫ ইঞ্চি দীর্ঘ রাস্তা বাহিয়া চলিলে একেবারে গুহার অভ্যন্তর দেশে যাইয়া উপনীত হওয়া যায়। কক্ষটি পাদদেশে ১৫ ফিট্ ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ, ঊর্দ্ধদেশে ১৫ ফিট দীর্ঘ; মধ্যস্থলে ৬ ফিট ইঞ্চি উচ্চ, এবং ১১ ফিট ইঞ্চি প্রশস্ত। ছাদটি খিলান এবং একেবারে মেজের উপর হইতে উত্থিত। গুহার অভ্যন্তর দেশের প্রাচীরগুলি সুমার্জ্জিত ও চাক্‌চিক্যশালী। যে প্রস্তরখাদ খুদিয়া এই গুহাটি নির্ম্মাণ করা হইয়াছে, তাহা বেশ পুরু এবং ঘন। ইহার ভিতরে কি বাহিরে কোথাও কোন খোদিতলিপি নাই। বরাবর গুহাগুলি যে সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, এটিও সম্ভবতঃ সেই সময়ের।

সীতাম্পেট্টা, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী গিরিপথ। অক্ষা° ১৮° ৪০´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৩° ৫৫´ পূঃ। বিজাগাপাটম্ হইতে গঞ্জাম এবং জয়পুরে আসিবার ইহাই প্রধান রাস্তা। এই পথে শকটযোগে পণ্যাদি লইয়া যাতায়াত করা যায়।

সীতাযজ্ঞ (পুং) হলকর্ষণার্থ যজ্ঞ। (পার° গৃ°)

সীতারাম, ১ আর্য্যাবিজ্ঞপ্তিকাব্য প্রণেতা। ২ জানকীপরিণয়-নাটকরচয়িতা। ৩ বৈরাগ্যরত্ন ও সাহিত্যবোধ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থপ্রণেতা। ৪ সময়াচারনিরূপণ নামক তন্ত্রশাস্ত্রপ্রণেতা।

সীতারামচন্দ্র (রাজাবাহাদুর), রামচন্দ্রচম্পুপ্রণেতা বিশ্বনাথ সিংহের প্রতিপালক জনৈক হিন্দুনরপতি।

সীতারামনগরম্‌, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্‌ জেলার বোব্বিলীতালুকের অন্তর্গত একটী প্রাচীননগর। বোব্বিলী হইতে ৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। এখানে একটী প্রাচীন দুর্গ ও কতকগুলি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

সীতারাম পরলীকর, বেদমুখ নামক গ্রন্থরচয়িতা।

সীতারামপল্লী, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্সীর গঞ্জামজেলার অন্তর্গত একটী নগর। ইহার প্রাচীন নাম সত্রপুরম্‌। পরে ছত্রপুর নামে আখ্যাত হয়। [ছত্রপুর দেখ।]

সীতারামপুর, বাঙ্গালার বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ বিভাগের অন্তর্গত একটী কয়লার খাত। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এখানে প্রথম একটী খাদ কাটা হয়। অতঃপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ঐ স্থানে আরও ৪টী খাদ কাটিয়া কয়লা তুলিবার ব্যবস্থা হয়; কিন্তু তাহাতে যে কয়লা উঠে তাহা উৎকৃষ্ট না হওয়ায় কোম্পানী ঐ খাদ ছাড়িয়া দেন। এখন ঐ স্থান একটী গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে।

ইষ্টইণ্ডিয়া রেলপথের হাবড়া (কলিকাতা) ষ্টেশন হইতে সীতারামপুর ষ্টেশন ১৩৮ মাইল। এখান হইতে উক্ত রেলপথের গ্রাণ্ডকর্ড লাইন বহির্গত হইয়া গয়াধামের নিকট দিয়া মোগলসরাই ষ্টেশনে মিশিয়াছে।

সীতারামরাজ, ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগরমের রাজা আনন্দরাজ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, তদীয় নাবালক পোষ্যপুত্র বিজয়রাম রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু নাবালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা সীতারামরাজই প্রকৃতপক্ষে রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি চিকাকোল্‌ নামক স্থানে মহারাষ্ট্রীয়বলে বলীয়ান্‌ পর্লাকিমেদীর রাজাকে পরাভূত করিয়া বিজয়নগরের সীমা অনেক বর্দ্ধিত করেন; তৎপরে দক্ষিণদেশে রাজমহেন্দ্রী পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এইভাবে তিনি জয়পুর, পালকোণ্ডা এবং আরও ১৫টি স্থানের জমিদারদিগকে স্বশাসনে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগের রাজা হইয়া বসেন।

সীতারাম বেশ চতুর ও দৃঢ়সংকল্প পুরুষ ছিলেন। বৎসরে নিয়মিতরূপে ৩০০০০ পাউণ্ড পেসকাশ্‌ দিয়া তিনি শুধু যে কোম্পানীকে বাধ্য ও সন্তুষ্ট রাখিয়াছিলেন, তাহা নহে। বিদ্রোহী পার্ব্বত্য রাজাদিগকে দমন করিবার সময় কোম্পানীর নিকট হইতে সৈন্যসাহায্যও যথেষ্ট পাইতেন।

এদিকে যতই তাঁহার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ভ্রাতা (প্রকৃত রাজা) এবং রাজ্যের অনেক প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট ও সন্দিহান হইতে লাগিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে সরাইবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু মান্দ্রাজের গবর্ণর ও কৌন্সিলের মেম্বরগণ তাঁহার পক্ষসমর্থন করিতেছিলেন। রাজা না হইয়াও সীতারাম রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সার্কিট্‌ কমিটির রিপোর্ট অনুসারে সীতারামকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করা হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে আর একবার তিনি রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিতে আহূত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে মান্দ্রাজে অপসারিত করা হয়। ইহার পর আর বিজয়নগরের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না।

সীতারাম রায় (রাজা)—একজন প্রসিদ্ধ কায়স্থ নৃপতি। রাজা সীতারাম রায়ের বংশপরিচয় যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে ইহাঁর ঊর্দ্ধতন দশপুরুষের সংবাদ পাওয়া যায়। যে সম্ভ্রান্ত উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে সীতারামের জন্ম, সেই উত্তররাঢ়ীয় কুলেই স্বাধীন হিন্দু নরপতি রাজা গণেশ সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন; এবং এই রাজা গণেশের জামাতাই দিনাজপুরের বর্ত্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; যশোহরের নিকটবর্ত্তী রাজোপাধিধারী চাঁচড়ার জমিদারবংশও এই কায়স্থশ্রেণি হইতেই সমুৎপন্ন।

সীতারামের পূর্ব্ব পুরুষগণ, বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের কল্যাণগঞ্জ থানার এলাকাধীন গিধিনা গ্রামে বাস করিতেন, তাঁহাদের উপাধি ছিল দাস, তাঁহারা কাশ্যপগোত্রীয়, নবাবদত্ত উপাধি বিশ্বাসখাস।

সীতারামের ঊর্দ্ধতন একাদশ পুরুষ রামদাস দাস, মাতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে হস্তী দান করিয়াছিলেন বলিয়া 'গজদানী' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই হস্তিদানব্যাপার হইতে বুঝা যায় যে তৎপূর্ব্বে না হইলেও তখন হইতেই এই বংশ শ্রীসম্পন্ন ছিল। গজদানী মহাশয়ের পরে ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন সংবাদ জানা যায় নাই। কিন্তু তাঁহার অধস্তন সপ্তম পুরুষ ও রাজা সীতারাম রায়ের প্রপিতামহ রামরাম দাসই নবাবদের নিকট হইতে প্রথমে বিশ্বাসখাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার পুত্র হরিশ্চন্দ্র কর্ম্মদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপ নবাব কর্তৃক "রায়রায়ান্‌" উপাধিতে বিভূষিত হন। সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণও পিতৃ-অর্জ্জিত এই উপাধি লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সরকারী কার্য্যোপলক্ষে তিনি প্রথমে রাজমহল হইতে ঢাকায় গমন করেন, এবং পরে ভূষণার ফৌজদারের অধীনে রাজস্বসংক্রান্ত সাঁজোয়াল নিযুক্ত হইয়া ভূষণায় গমন করেন। এই উপলক্ষে প্রথমে তিনি ইহার নিকটবর্ত্তী গোপালপুর নামক স্থানে ও পরে হরিহরনগরের নিকট সূর্য্যকুণ্ডে বাড়ী প্রস্তুত করেন ও সপরিবারে বাস করিতে থাকেন। ক্রমে এখানে তিন

একটি তালুক ও বর্ত্তমান মহম্মদপুরের নিকটবর্ত্তী শ্যামনগরের জোতসত্ব বন্দোবস্ত করিয়া লন।

বর্দ্ধমান জেলায় কাঁটোয়া মহকুমার অধীন মহীপতিপুর গ্রামের এক কুলীনকন্যার সঙ্গে ইঁহার বিবাহ হয়। ইঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তবে তিনি যে একজন অসামান্যা রমণী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্রের জীবন হইতেই অনেকটা জানা যায়। প্রবাদের মুখে প্রকাশ যে যখন ষোড়শবর্ষীয় বালিকা মাত্র, তখন তিনি খড়্গ হস্তে করিয়া একাকিনী একদল ভীষণ দস্যুর গতিরোধ করিয়াছিলেন। সীতারামের জননীর সম্বন্ধে ইহা একেবারে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না। ইঁহার নাম সম্বন্ধে প্রবাদ মহম্মদপুরে যে বারওয়ারী পূজাস্থান আছে, তাহা ইঁহার নামানুসারেই এখনও দয়াময়ীতলা নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সীতারামের এক কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন, তাঁহার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ।

বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে অনুমান করা যায় যে,সীতারাম ১৬৫৭ কি ৫৮ খৃষ্টাব্দে মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন, পিতা উদয়নারায়ণ তখন ভূষণায় ছিলেন। সেখানে বিদ্যাভ্যাসের তেমন সুবিধা ছিলনা বলিয়া, মাতুলবংশের কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে ঢাকায় থাকিয়া তিনি আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত তিনি সামরিক বিদ্যা অভ্যাস করিতে থাকেন। এখানে মহম্মদ আলী নামক জনৈক ফকির তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন। ইনি সীতারামের প্রতি এতই অনুরক্ত ছিলেন যে পরে চিরদিন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া মন্ত্রণাদাতার কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহারই নামানুসারে মহম্মদপুর নগরের নামকরণ হয়।

সামরিক বিদ্যার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধা থাকিলেও, সীতারাম ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের তর্ক শুনিতে ও তর্কে যোগদান করিতে আমোদ অনুভব করিতেন, জয়দেব ও চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। কোন ব্রাহ্মণের সঙ্গে তিনি ইহাদিগের আবৃত্তি-প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া তাঁহাকে আটখানি জমি ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন।

সীতারাম যখন অজ্ঞাতনামা যুবকমাত্র, তখন সায়েস্তা খাঁ ঢাকার নবাব। পাঠান করিম খাঁ বিদ্রোহী হইয়া ফৌজদার ও নবাবের প্রেরিত সৈন্যদলকে কয়েকবার পরাজিত করিলেন। সীতারাম এই বিদ্রোহীকে দমন করিতে পারিবেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করেন। নবাব তাঁহাকে ৭ হাজার পদাতিক ঢালি সৈন্য ও ৩ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্বে বরণ করিয়া বিদ্রোহদমনের জন্য প্রেরণ করেন।

সীতারামের উপর বিজয়-লক্ষ্মী প্রসন্না হইলেন, যুদ্ধে করিম খাঁ পরাজিত ও নিহত হইলে, তাহার দুর্গ ও ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী সীতারাম নবাব-সমীপে প্রত্যাগমন করিলেন, সন্তুষ্ট নবাব তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ, চাকলা ভূষণার অন্তর্গত নলদী পরগণা জায়গীর ও রায় রায়াণ উপাধি প্রদান করিলেন।

এই পরগণায় তখন ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব, লোকসংখ্যা অতি অল্প, রাজস্বের অবস্থাও তেমন ভাল নহে।

জায়গীর পাইয়া সীতারাম, রামরূপ ঘোষ ও মুনিরাম নামক দুই জন কর্ম্মপ্রার্থীকে সঙ্গে করিয়া ভূষণায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির মহম্মদ আলীও সঙ্গে আসিলেন। আসিবার সময় পথিমধ্যে একদল দস্যুকে পরাজিত করিয়া, সীতারাম দস্যুদলপতি বক্তারকে তাহার সাহস ও যুদ্ধকৌশলে মুগ্ধ হইয়া, বন্ধু বলিয়া আলিঙ্গন করেন। বক্তারও আর দস্যুতা করিবেন না এবং শীঘ্রই ভূষণায় যাইয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইবেন, এইরূপে প্রতিশ্রুত হইয়া চলিয়া যান।

উদয়নারায়ণ তখন সপরিবারে গোপালপুরের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন। বাদশাহবংশের সহিত ঘনিষ্ট সম্পর্কিত আবু তোরাপ তখন ভূষণায় ফৌজদার ছিলেন। সীতারামের সদ্গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে সবিশেষ স্নেহ ও সহায়তা করিতে লাগিলেন।

অবিলম্বে সীতারাম কালীগঙ্গার তীরবর্ত্তী বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্রে, দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া হরিহরনগর নাম দিয়া এক সুবৃহৎ নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। বহু সংখ্যক দেবালয়ও এখানে স্থাপন ও প্রতিষ্ঠা করা হইল।

মহম্মদপুরের অন্তর্গত সূর্য্যকুণ্ডে নলদী পরগণায় কাছারিবাড়ী স্থাপন করিয়া, সীতারাম কনিষ্ঠ লক্ষ্মীনারায়ণকে রাজস্ব আদায় ও প্রজাপত্তনাদি করিবার জন্য দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। দস্যুর ভীষণ উৎপাতে এই অঞ্চলে বাস করা তখন সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া, বনে জঙ্গলে জলপথে নৌকায় নৌকায় ঘুরিয়া সীতারাম দস্যুদমনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাদের মধ্যে শ্যামা রঘো হরে প্রভৃতি দ্বাদশ জন সুপ্রসিদ্ধ। দস্যুদমন করিয়া সীতারাম উচ্চচরিত্র ও যুদ্ধনিপুণ দলপতিদিগকে আপনার সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইলেন। এই কার্য্যে বক্তার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন।

তিনি যখন এই ব্যাপারে ব্যাপৃত, তখন তাঁহার জনক ও জননী উভয়ই কালগ্রাসে পতিত হন। পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে সীতারাম হয় হস্তী প্রভৃতি দান ও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন; হরিহরনগরের ব্রাহ্মণ-কায়স্থ সমাজের অনুরোধে বিস্তর অর্থব্যয়ে "ধনভাণ্ডার দোহা" নামক এক সুবৃহৎ পুষ্করিণী খনন করেন;

এবং পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধের দিন কায়স্থের বাড়ীতে ভোজন করিতেন না, তাহা রহিত করিয়া ঐ দিনেই ব্রাহ্মণভোজনের প্রথা প্রবর্ত্তন করেন।

দস্যুদলন করিয়া সীতারাম তদ্দেশবাসীর হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেন। নিম্নলিখিত কবিতাটি এই প্রসঙ্গে রচিত হইয়াছিল—

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতী হয়ে গেলা দূর।
এখন বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে।
এখন রামী শ্যামী পোঁটলা বেঁধে গঙ্গা স্নানে যাবে॥"

সীতারামের দানশক্তি যথেষ্ট ছিল। দীনদরিদ্রের পিতৃশ্রাদ্ধ, কন্যাদায়গ্রস্তের কন্যাবিবাহে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন। অর্থ প্রাপ্তির জন্য এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কয়েকটি শ্লোক রচনা করিয়া আনেন, তাহাতে সীতারামকে নিশানাথ ও তাঁহার সহচরগণকে মোচ্‌ড়াসিং, গাবুর-ডলন ইত্যাদি নাম প্রদান করা হয়। সীতারামও তদবধি ইহাদিগকে রহস্য করিয়া এই নামেই সম্বোধন করিতেন। তাহাতেই অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াছেন যে, সীতারামের সৈন্যাধ্যক্ষদিগের প্রকৃত নামই এইরূপ ছিল।

দস্যুদলনে প্রবৃত্ত হইয়া সীতারাম দেখিলেন, কেবল দস্যুতায় নহে বৈদেশিক লুণ্ঠনকারীদিগের উৎপাতে এবং স্থানীয় জমিদারগণের, ফৌজদারের ও নবাবের অত্যাচারে দেশের লোকের শান্তি-সুখ নাই,—কৃষি-বাণিজ্য-শিল্প সকলই শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। দেশের এ দুরবস্থা দূর করিবার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন—সহচর রামরূপ, বক্তার, রূপচাঁদ ঢালী, ফকির মাছকাটা প্রভৃতিও জীবন উৎসর্গ করিয়া দেশের জন্য খাটিতে লাগিলেন।

সীতারামের দস্যুদলনে নবাব সন্তুষ্ট, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিতে ফৌজদার ক্ষুব্ধ। তাই বন্ধুবর্গের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তিনি স্থির করিলেন, কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রীতিভাজন হইয়া আসিবেন।

এই পরামর্শ মতে তিনি যাইয়া ফৌজদারকে জানাইলেন যে গয়া ও প্রয়াগধামে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান করিতে একবার যাওয়া নিতান্ত আবশ্যক, তিনি যতদূরে থাকেন, ততই মঙ্গল ভাবিয়া ফৌজদার আবু তোরাপও সহজেই সম্মতি প্রদান করিলেন। তখন ফকির মহম্মদ আলী, কুলগুরু রত্নেশ্বর বাচস্পতি, বক্তার, ফকির রূপচাঁদ ও লক্ষ্মীনারায়ণকে হরিহরনগরে রাখিয়া, তিনি রামরূপ ও মুনিরামকে সঙ্গে লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে নানাতীর্থ পর্য্যটনপূর্ব্বক দিল্লীতে বাদশাহ আরঙ্গজেবের দরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুণগ্রাহী নবাব সায়েস্তা খাঁর পত্রে পূর্ব্বেই বাদশাহ সীতারামের গুণপণার কথা অবগত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার মুখে নিম্ন বঙ্গের দুরবস্থার কথা শুনিয়া সম্রাট্ তাঁহাকে "রাজা" উপাধির পাঞ্জাসহ ফরমান্, নিম্ন বঙ্গের সুনিয়ম ও সুশৃঙ্খলা স্থাপন এবং প্রজাপত্তনের অধিকার দান করিলেন।

তখন তিনি প্রফুল্লমনে দিল্লী হইতে মুর্শিদাবাদে আসিয়া যথোপযুক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে এবং সেলামী ও নজর দিয়া নবাব মুর্শিদ্‌কুলী খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন; কুলী খাঁও তাঁহাকে দশবৎসরের নিষ্কর আবাদী সনন্দ প্রদান করিলেন। কথা ছিল জমির উন্নতি হইলে কিছু নজরান্ ও আব্‌ওয়াব্ আদায় করিয়া দিতে হইবে। ইহার উপর, গড়বেষ্টিত বাসস্থাননির্ম্মাণের এবং দেশের উপদ্রব দমনের জন্য সৈন্যরক্ষার অধিকারও তিনি প্রাপ্ত হইলেন।

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সীতারাম গড় প্রাকারবেষ্টিত রাজধানী নির্ম্মাণ করিবার মত উপযুক্ত স্থানের অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, অবশেষে ফকির মহম্মদ আলীর নির্ব্বাচনানুসারে নারায়ণপুরে রাজধানী নির্ম্মিত হইল, এবং ফকিরের নামানুসারে ইহার নাম মহম্মদপুর রাখা হইল। ইহার উত্তরে ছত্রাবতী ও বারাসিয়া নদী, পূর্ব্বে এলেংখালীর খাল; মধ্যদেশে কালীগঙ্গা এবং পশ্চিমে কতকগুলি বৃহৎ বৃহৎ বিল থাকাতে স্থানটি স্বভাবতঃই অনেকটা সুরক্ষিত। এই রাজধানী সম্ভবতঃ ১৬৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সীতারাম এখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজবাড়ী দৈর্ঘ্যে এক মাইল ও প্রস্থে কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ মাইল। দুর্গটি চতুষ্কোণ, ইহার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে সুগভীর গড়, দক্ষিণে ৬৮৭ হাত ব্যাসের বৃত্তাকার পুষ্করিণী, এবং পূর্ব্বোত্তরে উদয়গঞ্জের খাল ও বাজার। এই বাড়ী ছাড়া সীতারাম আরও কয়েকটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন, যথা বিনোদপুরের পল্লীভবন, বীরপুরে কালীগঙ্গাতীরস্থ আড়ঙ্গভবন এবং সূর্য্যকুণ্ডের ও শ্যামগঞ্জের সুবৃহৎ ভবনদ্বয়।

তাঁহার গুণগ্রামের সৌরভে মুগ্ধ হইয়া নানা স্থান হইতে হিন্দু মুসলমান্ নির্ব্বিশেষে নানা শ্রেণীর গুণী ও শিল্পিগণ আসিয়া মহম্মদপুরে বাস করিতে আরম্ভ করিলেন,—অল্পদিনের মধ্যেই মহম্মদপুর ধনেজনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল—শেষে আর নগরে লোক ধরে না—বহুগ্রাম ঘুরিয়া উপকণ্ঠ সৃষ্ট হইতে লাগিল।

এই প্রকারে আপনাকে সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সীতারাম দেশের হিতার্থে আত্মসমর্পণ করিলেন। যে সকল বীরপুরুষেরা তাঁহার এই মহৎসংকল্পসাধনে প্রাণ দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যে তাঁহার প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী, দ্বিতীয়

সেনাপতি আমিন বেগ বা হাম্লা বাঘা, ঢালি সর্দ্দার মাছকাটা, রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারাখাঁ, দোস্ত মামুদ সর্দ্দার, সোণাগাজি সর্দ্দার, ও গোলামী সর্দ্দার এই চারিজন পাঠান সীতারামের শরীররক্ষক ছিলেন, এখনও ইহাদের বংশধরগণ মাগুরার ৯ মাইল দক্ষিণে কাতলি গ্রামে বাস করিতেছে। দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান ছাড়া সীতারামের সৈন্যদলে ক্ষত্রিয়েরও অভাব ছিল না। এখনও মহম্মদপুরের অন্তর্গত কাটগড়াপাড়া, নহাটা, সিংহড়া, বিয়েল ও গন্ধখালী গ্রামে ক্ষত্রিয়পল্লী বর্ত্তমান আছে। তাঁহার রসদদাতাদিগের মধ্যে কুমরুলের দত্তবংশের পূর্ব্বপুরুষ রূপনারায়ণ দত্ত অন্যতম, রাম-পাল-বিজয়ের সময় সুন্দররূপে রসদাদি সরবরাহ করিয়াছিলেন বলিয়া সীতারাম ইহাঁকে ৯৮ পালি জমি নিষ্কর দিয়াছিলেন।

তাঁহার জমিদারীসংক্রান্ত কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে কর্ম্মদক্ষ বিশ্বস্ত দেওয়ান গোবিন্দরায়, অন্যতম দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার, পেস্কার ভবানীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী, মুন্সী বলরাম দাস ও বাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক গদাধর সরকারের নাম ও বিবরণ পাওয়া যায়। গোবিন্দ রায়ের বংশধরগণ এখনও গড়েদহ আড়পাড়ায়, রাঢ়ী শ্রেণীয় ব্রাহ্মণ যদুনাথ মজুমদারের উত্তব পুরুষগণ কানুটিয়া গ্রাম, ভবানীপ্রসাদের বংশধরগণ ফরিদপুর জেলায় নলিয়া গ্রামে, বলরাম দাসের উত্তরাধিকারিগণ যশোর জেলার কাদিরপাড়ায় এবং গদাধরের বংশধরগণ বোর্ণিআম গ্রামে বাস করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব মুনিরাম রায় সীতারামের পক্ষে প্রথমে ঢাকায় ও পরে মুর্শিদাবাদে বিশেষ প্রতিপত্তি সহকারে মোক্তারি করিতেন, ইহাঁর বংশধরগণ মহম্মদপুরের অদূরবর্ত্তী ধুলস্কুড়া গ্রামে বাস করিতেছেন।

কুলপঞ্জিকা ও গুরুকুলপঞ্জীতে সীতারামের বিবাহ সম্বন্ধে তিনটির উল্লেখ আছে। কিন্তু বীরপুরে 'আড়ঙ্গবাটী' বা 'নওয়া রাণীর' বাটী বলিয়া সীতারামের এক বাটী ছিল, তাহা হইতে মনে হয় তাঁহার আরও দুইটি পত্নী ছিলেন। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত দাসপলসা গ্রামের সরল খাঁর (ঘোষ বংশীয় কুলীন) কন্যা কমলা তাঁহার প্রথমা পত্নী, অন্য পত্নীচতুষ্টয়ের নাম ধাম জানা যায় নাই।

দিল্লী হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সীতারাম সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে আরম্ভ করেন, ক্রমে তাঁহার বেলদার সৈন্যের সংখ্যা দ্বাবিংশতি সহস্রে পরিণত হয়। অবসর সময়ে ইহারা পুষ্করিণী খনন প্রভৃতি কার্য্যও করিত, এই বেলদার সৈন্যের অধিকাংশই নমঃ-শূদ্র জাতীয়; বৎসরে ১॥০ মাসের অধিক একজনকে কাজ করিতে হইত না। কাজেই ইহারা কৃষিকার্য্য প্রভৃতিও করিতে পারিত। যুদ্ধের সময় ইহারা সড়্‌কি, ধনুর্ব্বাণ, অসি ও গুলাল বাঁশ লইয়া যুদ্ধ করিত। প্রথমতঃ সীতারাম ইহাদিগকে বেতন দিতেন, শেষে লাঙ্গল গরু কিনিয়া দিয়া চাকরাণ জমি দান করিতেন। প্রত্যেক অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় তাহারা ছুটি পাইত।

জমিদার হিসাবে সীতারাম এক প্রকার আদর্শ স্থানীয় ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে হিন্দু মুসলমান্ উভয় ধর্ম্মের লোক ছিল; নিরপেক্ষভাবে তিনি তাঁহাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন। হিন্দুর জন্য দেবালয় ও মুসল-মানের জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দিতেন, দীঘি পুষ্করিণী খনন করাইয়া, গোলাগঞ্জ বাজার বসাইয়া এবং রাস্তাঘাট প্রস্তুত করাইয়া, তিনি প্রজার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। পর্ত্তুগীজ, আসামী, মগ প্রভৃতি দস্যু-গণ আসিয়া যাহাতে প্রজাদিগকে উৎপীড়িত ও বিপদ্‌গ্রস্ত করিতে না পারে এজন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। মোট কথা, দেশের কৃষি-বাণিজ্য ও শিল্পবিষয়ক উন্নতি সাধন করিতে তিনি কোন কার্য্য করিতেই কষ্ট জ্ঞান করিতেন না। কখনও তিনি উচ্চহারে রাজকর কি আবওয়াব আদায় করেন নাই, বরং সার্ব্বজনীন দুঃসময় ও দুর্ব্বৎসরের সময় প্রজাদিগের কর অনেক পরিমাণে মাপ করিতেন এবং বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন প্রভৃতি কার্য্যে আবশ্যক মত তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতেন, দেশের কৃষি বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতিকল্পে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহার মহত্ব, উদারতা ও সুশাসন দেখিয়া চতুর্দ্দিকের জমিদারবর্গের প্রজাপুঞ্জ আসিয়া তাঁহার শান্তি-শীতল শাসন-ছত্রতলে সমবেত হইতে লাগিল। এই ভাবে ক্রমশঃই তাঁহার জমিদারীর আয়তন ও পরিমাণ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ইহা ছাড়া অত্যাচারী জমিদারবর্গের উত্ত্যক্ত প্রজাপুঞ্জের কাতর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়াও তিনি যুদ্ধবিগ্রহাদি দ্বারা রাজ্যবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ভূষণায় মুকুন্দরায়ের বংশ-ধরগণ গৃহবিবাদে প্রবৃত্ত হইলে, দুর্ব্বল পক্ষ আসিয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন। তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে যোগদান করিলে, প্রবল পক্ষের সঙ্গে তুমুল বিবাদ আরম্ভ হয়। কালে তাঁহাদের অনেকেই পলাইয়া যাইয়া ফৌজদারের আশ্রয় লন; অল্প কয়েক জন সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়া মহম্মদপুরেই বাস করিতে থাকেন। এই কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি পোক্‌তানি, রোকনপুর, রূপাপাত ও রশুলপুর পরগণা প্রাপ্ত হয়েন। গৃহ-বিবাদ-সূত্রে, তিনি দৌলতখাঁ পাঠানের বংশধরগণেরও চারি পরগণা জমিদারীর মালিক হইয়া বসেন। মুকুন্দ রায়েরই উত্তব পুরুষ পরমানন্দের নিকট হইতে তিনি মকিমপুর পরগণা লাভ করেন। সমাদ্দার উপাধিধারী জনৈক ব্রাহ্মণ সাহ উজিয়াল পর-গণার মালিক ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পরে গৃহবিবাদে উত্ত্যক্ত হইয়া

তদীয় পত্নী এই পরগণার শাসনভারও সীতারামের হস্তে সমর্পণ করেন। খড়েরা পরগণাও কালক্রমে তাঁহার এলাকাভুক্ত হয়। চিরুলিয়া পরগণার জমিদারগণ প্রজাপীড়ন আরম্ভ করিলে, সীতারাম তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া এই পরগণা আপনার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লয়েন। নলডাঙ্গার রাজবংশের মহম্মদশাহী পরগণারও কিয়দংশ তাঁহার হস্তগত হয়।

ইহার পরে সীতারাম সমুদ্রতীরবর্ত্তী রামপাল নামক স্থান অধিকার করিবার জন্য বহির্গত হন। তখন চাঁচড়ার রাজা মনোহর রায় তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুর আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। তিনি আসিয়া বুনাগাঁতি নামক স্থানে সসৈন্যে শিবির সংস্থাপন করিয়া মহম্মদপুর আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এদিকে সীতারামের দেওয়ান যদুনাথ মজুমদার কালে খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক দুইটি বড় কামান, ৩০টি ছোট পুরাতন কামান ও বহু সৈন্যসামন্ত লইয়া কুল্লে পর্য্যন্ত গমন করেন। যোগাড়যন্ত্র দেখিয়াই মনোহর নিরাশ হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বিজিত পরগণার জমিদারদিগের মধ্যে যাঁহারা সীতারামের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে তিনি করদরাজার ন্যায় প্রতিপালন করিতেন। তাঁহার অধিকৃত পরগণাগুলির মধ্যে ২৯টি পরগণার নাম জানা যায়। এই সকল পরগণার অন্তর্ভুক্ত স্থানগুলি এখন যশোর, খুলনা, নদীয়া, ফরিদপুর ও বরিশাল জেলার মধ্যে পড়িয়াছে। তাঁহার জমিদারীর পরিমাণ সর্ব্বসমেত ৭০০০ বর্গমাইল হইবে।

তদীয় দেওয়ান যদুনাথ মজুমদারের বংশধর ৺দুর্গাচরণ মজুমদার মহাশয়ের নিকট হইতে জানা গিয়াছিল যে বনকর ও জলকর ছয়লক্ষ টাকা ব্যতীত সীতারামের রাজস্ব ৭৮ লক্ষ টাকা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে সীতারামের জমিদারীর সীমানা মোটামুটি ভাবে নিম্নলিখিতরূপে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। উত্তরে পাবনা জেলার দক্ষিণাংশ, পূর্ব্বে আড়িয়াল খাঁ নদী ও বরিশাল জেলার অংশ, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর এবং পশ্চিমে যশোর ও নদীয়া জেলার অংশ।

পরস্পরের সহায়তা-বন্ধনে স্বীকৃত হইয়া সীতারাম চাঁচড়া-রাজ মনোহর রায়, নদীয়ার রাজা রামচন্দ্র, নাটোরের রাজা রামজীবন এবং পুঁটিয়া ও তাহেরপুরের রাজা প্রভৃতির সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেন।

কিন্তু সন্ধিবন্ধন হইলে কি হইবে? মনে মনে এই সকল রাজারাই তাঁহার শ্রীবৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইতেছিলেন, এবং কোথায় কোন সুযোগে তাঁহাকে অধঃপাতিত করিবেন, তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, গৃহবিবাদের সূত্রে কি অন্য কোন কারণে যে সকল জমিদারের সম্পত্তি তাঁহার করতলগত হইয়াছিল, সেই সকল জমিদারেরাও তাঁহাকে জব্দ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিলেন। এক প্রকার ঢাকার রাস্তা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া যাহাকে মুর্শিদাবাদ সদরে আপনার পক্ষে মোক্তারী করিবার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন, সেই মুনিরামও তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কৃতজ্ঞতা বলিয়া মনে করিলেন, হত্যা করিয়া কন্যাকে সীতারামের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইয়াছিল, এই ধারণা তাঁহাকে শত্রুতাসাধনে আরও বদ্ধপরিকর করিয়া তুলিল। এদিকে ভুষণার ফৌজদার আবু তোরাপ প্রকাশ্যভাবে সীতারামের কোন অনিষ্ট চেষ্টায় সাহস না পাইলেও, মনে তাঁহার উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—সীতারামকে তিনি তাঁহার যথেচ্ছাচারিতার বিঘ্নস্বরূপ মনে করিতেন। মুজ্জানগরের ফৌজদারও তাঁহাকে ভাল চক্ষুতে দেখিতেন না।

এদিকে নানা কারণে তাঁহার জমিদারী বাড়িয়া যাইতেছে, তাঁহার শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে, তাঁহার রাজ্যে নূতন নগর ও নূতন গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, এই সকল কথা যাইয়া প্রতিনিয়ত তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনপর শত্রুপক্ষ ফৌজদার আবু তোরাপের কাণের নিকট ধ্বনিত করিতে লাগিল, ফৌজদারও মুর্শিদাবাদে নবাব কুলী খাঁর নিকট, কর আদায়ের অনুমতির জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। বাদশাহী ও নিজদত্ত সনন্দের কথা মনে করিয়া অনেকদিন পর্য্যন্ত নবাব এ সকল পত্রে মনোযোগই করিলেন না; কিন্তু শেষে, দাক্ষিণাত্য জয়ের জন্য সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পুনঃপুনঃ অর্থের তাগিদে উদ্ভ্রান্ত হইয়া ও মুনিরামের মুখে ও তৎকর্ত্তৃক কলুষিতকর্ণে ফৌজদারের পত্রে সীতারামের স্বাধীন হইবার অভিপ্রায় ও কৌশল অবগত হইয়া মুর্শিদকুলী খাঁ সনন্দের কথা বিস্মৃত হইয়া সীতারামের দখলী সকল পরগণার যথারীতি কর আদায়ের জন্য আবু তোরাপের উপর আদেশ প্রচার করিলেন। আবু তোরাপ তদনুসারে কর চাহিয়া পাঠাইলেন। এদিকে পূর্ব্ব হইতেই ফৌজদারের দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া সীতারাম মোক্তার মুনিরামকে মুর্শিদকুলী খাঁর দরবারে সনন্দের কথা, এখনও কর প্রদান করিবার সময় আসিতে ছয়বৎসর বাকী আছে, ইত্যাদি কথা তুলিবার জন্য পুনঃপুনঃ পত্র লিখিতেছিলেন। আর মুখে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া তাঁহারই অন্নে পুষ্ট, অর্থে স্ফীত মুনিরাম তলে তলে তাঁহার বিরুদ্ধে নবাবকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতেছিলেন। প্রথম যখন ফৌজদার কর চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন মুনিরামের কথায় নির্ভর করিয়া সীতারাম বলিয়া পাঠাইলেন যে খড়েরা প্রভৃতি পরগণার কর, আবাদী সনন্দ অনুসারে, আরও ছয়বৎসর পরে

দিতে হইবে ; নল্‌দী পরগণা তিনি জায়গীর স্বরূপ পাইয়াছিলেন ইহার জন্য ত কর দিতেই হইবে না। রামপাল প্রভৃতি কয়েকটি পরগণা তাঁহার যুদ্ধলব্ধ, অতএব নিষ্কর। বাকী পরগণাগুলি তাঁহার নিজের নহে সুধু সুশাসন ও সুশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই এগুলি তিনি কতকগুলি নাবালক ও বিধবার পক্ষ হইতে হাতে লইয়াছেন। এই সকল পরগণার শৃঙ্খলা বিধান করিতে তাঁহাকে অনেক অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে, তাই, আরও কয়েকবৎসর অতীত না হইলে, রাজস্ব দেওয়া কষ্টকর।

অল্পবুদ্ধি পরচালিত ফৌজদার ক্রোধে অস্থির হইয়া উঠিলেন, একদিন সীতারাম সভা করিয়া বসিয়া আছেন—নানাদিগ্দেশ হইতে গুণী, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও বণিক্‌গণ তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে ফৌজদারের লোক আসিয়া জানাইলেন যে "৭ দিনের মধ্যে কড়ায় গণ্ডায় রাজস্ব বুঝাইয়া না দিলে, মেয়ে পুরুষে সীতারামকে হাবুজখানায় পুরিয়া ধানে চালে মিশাইয়া খাওয়ান হইবে এবং তাঁহার জমিদারী বাজেয়াপ্ত করা হইবে।" এরূপ উক্তিতে সীতারামের মত পুরুষসিংহ বড়ই বিচলিত হইয়া উঠিলেন, ফৌজদারের লোক চলিয়া গেলে অশুভ মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখদিয়া বাহির হইল, "আবু তোরাপের কাটামুণ্ডের দাম দশ হাজার টাকা।"

প্রধান সেনাপতি মেনাহাতী প্রভুর এককথা বই দুইকথা জানিতেন না, এবং চিরকাল প্রাণপণ করিয়া সেই এক কথাই প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছেন। তিনি একটুকুও ইতস্ততঃ না করিয়া দশসহস্র সৈন্য লইয়া যাইয়া ভূষণার কেল্লা অবরোধ করিলেন ; উভয়পক্ষে সমস্ত দিনব্যাপী তুমুল সংগ্রাম চলিল। অবশেষে হিন্দুসৈন্য জয়লাভ করিল, সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময়ে মেনাহাতী ভীমবেগে মুসলমান সৈন্য আক্রমণ করিয়া আবু তোরাপের শিরশ্ছেদ করিলেন। এই যুদ্ধে ছয়শত ফৌজদারী সৈন্য নিহত হইল। আবু তোরাপের কাটামুণ্ড রাজপদে উপহৃত হইল।

এই ভূষণার যুদ্ধের পরেই কালানল জ্বলিয়া উঠিল, নবাব জামাতা আবু তোরাপের মৃত্যুর সংবাদে মুর্শিদকুলী খাঁ সীতারামকে পরাজিত ও বন্দী করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিলেন। অবস্থা বুঝিয়া সীতারামও পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তিনি আপনার সৈন্যসংখ্যা বর্দ্ধিত ও সৈন্যদিগকে সুশিক্ষিত করিতে লাগিলেন ; কর্ম্মকারগণ দিবারাত্র জাগিয়া যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করিতে লাগিল ; অল্পদিনের মধ্যেই প্রভূত পরিমাণে গুলিবারুদ প্রভৃতি সংগৃহীত হইল। খাদ্য দ্রব্যেরও যাহাতে অপ্রতুলতা না ঘটে, তাহারও চেষ্টা করা হইল, যশোরের অন্তর্গত লক্ষ্মীপাশা গ্রামের সন্নিকটবর্ত্তী দিঘালিয়ায় নূতন এক বাড়ী প্রস্তুত করাইলেন। আবশ্যক হইলে পরিবারবর্গকে এখানে স্থানান্তরিত করিবেন, এই উদ্দেশ্য ছিল। মুর্শিদকুলী খাঁর পত্রে আবু তোরাপের নিধনসংবাদ অবগত হইয়া দিল্লী হইতে বক্সআলি খাঁ নামক একজন সেনাপতিকে ভূষণায় ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া সসৈন্যে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। ভূষণাবিজয়ের পরে স্বয়ং সীতারাম ভূষণায় ও মেনাহাতী মহম্মদপুরের দুর্গে সসৈন্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বক্সআলির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া আমিন্ বেগকে মহম্মদপুরের এবং রূপচাঁদ ঢালিকে ভূষণার কেল্লা রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া সীতারাম মেনাহাতী, বক্তার প্রভৃতিকে লইয়া বক্সআলির বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। পদ্মাবক্ষে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে সীতারাম দুই হাতে কালে খাঁ ও ঝুমঝুম খাঁ নামক দুইটি বড় বড় কামান দাগিয়াছিলেন। বহুসংখ্যক মুসলমান সৈন্য হত হইলে বক্সআলি পলায়ন করিলেন,ভূষণার উত্তরে আবার যুদ্ধ হইল···এবারও মুসলমানগণ পরাজিত হইল। বক্সআলি পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিলেন।

সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌছিলে মুর্শিদকুলী সিংহরামের অধীনে বহুসংখ্যক সুবাদারী সৈন্য ও রাণীভবানীর বংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দয়ারামের অধীনে একদল জমিদারী সৈন্য জল ও স্থল পথে সীতারামের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। এবার চতুষ্পার্শ্বস্থ সীতারামের পতনাকাঙ্ক্ষী জমিদারবর্গ তলে তলে তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন ; শত্রুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য সীতারাম যে সকল চর নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহারাও ইহাদিগের উৎকোচে বাধ্য হইয়াছে। কাজেই সীতারাম সংবাদ পাইবার বহুপূর্ব্বেই নবাবী সৈন্য অপ্রতিহতভাবে একেবারে ভূষণা ও মহম্মদপুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। সম্মুখসংগ্রামে প্রবৃত্ত না হইয়া নবাব পক্ষীয়েরা এবার সীতারামের সঙ্গে ভেদনীতির পন্থা অবলম্বন করিলেন। কৌশলে তাহারা সন্ধ্যোপরত মহাবীর মেনাহাতীকে হত্যা করিলেন। সীতারাম তখন ভূষণায়, বন্ধু, মন্ত্রী ও সেনাপতি মেনাহাতীর নিধনসংবাদে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন, এখন আর কাহাকেও তিনি তেমন বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। মেনাহাতীর মৃত্যুর তিন দিন পরে তিনি সংকল্প করিলেন, সসৈন্যে ভূষণা ছাড়িয়া তিনি মহম্মদপুরে চলিয়া আসিবেন। কিন্তু যেমন করিয়াই হউক, সংবাদ নবাবসৈন্যের কর্ণে গেল, তাহারা প্রস্তুত হইয়া রহিল।

রাত্রিযোগে সীতারাম ভূষণার কেল্লা হইতে বহির্গত হইলেন, প্রায় এক মাইল পথ আসিয়াছেন, তাঁহার কতক সৈন্য পথমধ্যবর্ত্তী নদী পার হইয়া গিয়াছে, কতক বা পার হইবার আয়োজন করিতেছে, এমন সময়ে সম্মুখে ও পশ্চাতে যথাক্রমে

সুবেদারী সৈন্য ও জমিদারী সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া ফেলিল। যে সকল সৈন্য নদীর অপর পারে ছিল, তাহাদিগের আসা পর্য্যন্ত সীতারাম যুদ্ধে বিরত রহিলেন। ভয়ানক তমসাচ্ছন্ন রজনী শত্রুমিত্র চিনিয়া উঠা কঠিন। রাত্রি প্রভাত না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিদ রাখার জন্য সীতারাম দূত প্রেরণ করিলেন। সিংহরাম, বলিয়া পাঠাইলেন, সীতারাম, বক্তার, আমিনবেগ ও রূপচাঁদ ঢালি প্রভৃতি তাঁহার দশজন সৈন্যাধ্যক্ষ আত্মসমর্পণ করিলে, তিনি একেবারেই যুদ্ধ করিবেন না, বরং যাহাতে সীতারাম তাঁহার রাজ্য ফিরিয়া পাইতে পারেন, তাহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন। ইতিমধ্যে সীতারামের বাকী সৈন্য ও সেনাপতিগণ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইয়াছেন। যুদ্ধ করা কি আত্মসমর্পণ করা এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। গুরুদেব রত্নেশ্বর, বেলদার সৈন্যাধ্যক্ষ মদন বসু ও রূপচাঁদ ঢালি যুদ্ধ করার বিপক্ষে এবং বক্তার, আমিনবেগ প্রভৃতি অবশিষ্ট সকলেই যুদ্ধের স্বপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিলেন। তখন যুদ্ধ করাই স্থিরীকৃত হইল, রাত্রিভোর পর্য্যন্ত আর অপেক্ষা না করিয়া বক্তার ও আমিন্‌বেগ্ দক্ষিণ ও উত্তর দিক্ দিয়া সুবাদারী সৈন্য আক্রমণ করিলেন; কামান লইয়া স্বয়ং সীতারাম তাঁহাদের মধ্যদেশের উপর পতিত হইলেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। বক্তার, রূপচাঁদ, ফকির ও আমিনবেগের অসামান্য রণকৌশলে এবং সীতারামের অতুল পরাক্রমে মুসলমানসৈন্য পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল, বিজয়ী সীতারাম যাইয়া মহম্মদপুরে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তাঁহার প্রভূত বলক্ষয় ও যুদ্ধোপকরণ বিনষ্ট হইল।

চতুর্দ্দিকের জমিদারগণ তাঁহার বিনাশসাধনে দৃঢ় সংকল্প, রসদ সংগ্রহের উপায় পর্য্যন্ত তাঁহার বন্ধ। সীতারাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে হঠাৎ মুসলমানসৈন্য আসিয়া মহম্মদপুর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ্ হইতে নবাগতবলে তাহারা বলীয়ান্ হইয়া আসিয়াছে।

এইরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া সীতারাম সহোদরোপম বিশ্বস্ত সেনাপতিগণের সঙ্গে প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই যুদ্ধে কামান, বন্দুক, গুলাল, তীর, অসি, বল্লম, বর্শা প্রভৃতি সকলই ব্যবহৃত হইয়াছিল। জনশ্রুতি এইরূপ যে স্বয়ং রাণী কখনও গুরুদেবের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কামান দাগিয়াছিলেন। কিন্তু অগণিত নবাবসৈন্যের সম্মুখে এই মুষ্টিমেয় দল আর কতক্ষণ টিকিতে পারে? ধীরে ধীরে একটি একটি করিয়া সীতারামের সৈন্য ও সেনাপতি পড়িতে লাগিলেন; যতক্ষণ অস্ত্র ছিল, যতক্ষণ হাতের সম্মুখে একটা কিছু পাইয়াছিলেন, ততক্ষণ মহাবীর সীতারামের সম্মুখে কেহই অগ্রসর হইতে পারে নাই। অবশেষে তিনি মল্লযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, বহুসংখ্যক মুসলমানবীর আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। এইভাবে রাজা সীতারাম বন্দী হইলেন।

বন্দী-অবস্থায় সীতারাম মুর্শিদাবাদে আনীত হইলেন। ইহার পরে তাঁহার পরিণাম সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহার শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় পুত্র বলরাম দাস যে সকল ভূমিদান করিয়াছিলেন, সেই সকলের সনন্দদৃষ্টে এইটুকু স্থির জানিতে পারা যায় যে, মহম্মদপুরে কি পথিমধ্যে নহে,—মুর্শিদাবাদেই সীতারাম দেহত্যাগ করেন। এখন এখানে লৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ থাকিয়া লৌহশলাকার খোঁচায় জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়াছিল, কি, জেলের কষ্ট সহিতে না পারিয়া ও রাজ্য পুনরুদ্ধারের কোন আশা না থাকায় তিনি পায়রা উড়াইয়া আত্মহত্যা করেন, অথবা ছদ্মবেশী শালওয়ালাদিগের আক্রমণ হইতে কোন বিশিষ্ট রাজকর্ম্মচারীকে রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন ও সেই আঘাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে, ইহার কোনটিই নিশ্চয়রূপে নির্দ্ধারিত করা যায় না। তবে গুরুকুলপঞ্জিকা-অনুসারে শেষের অভিমতটিই বলবান্ বলিয়া বোধ হয়।

রাজ্যের আয়তন ও রাজস্ব বৃদ্ধি করাই সীতারামের একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। প্রজাদিগকে বহিঃশত্রু ও অন্তঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করা তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য্য ছিল। তখন আসামী ও পর্ত্তুগীজদস্যুদিগের অত্যাচার ও উপদ্রবে দেশে বাস করা সুকঠিন হইয়া পড়িয়াছিল, ঘরে স্ত্রীকন্যা লইয়া কেহ সুখে বা শান্তিতে নিদ্রা যাইতে পারিত না। বাহিরে গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইতে হইলে দুর্গানাম জপ করিয়া যাইতে হইত। ইহাদিগকে দমন করিবার জন্য রাজা সীতারাম আধুনিক পাংশা ষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী চন্দনী নদীতীরস্থ নারায়ণপুরে ও রামতীরে, গন্ধখালী ও কালিকাপুরে এবং নহাটা, সিংহড়া ও মাদারিপুরে ক্ষত্রিয় ও পাঠানসৈন্য সন্নিবেশিত করিয়া এই দস্যুদিগের উৎপাত নিবারণ করেন। আভ্যন্তরীণ শত্রুর উপদ্রবও বড় কম ছিল না; চোরডাকাতের ভয়ে লোকেরা শশব্যস্তে দিন কাটাইত। দেশীয় দস্যুদিগকে সীতারাম কেমন করিয়া দলন করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। চোরের অত্যাচার কমাইবার জন্য তিনি দুইটি পন্থা অবলম্বন করেন। অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে গ্রাম্য চৌকিদারদিগের উপরি পাওনা নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট ও অধিকতর কর্ত্তব্যপরায়ণ করিয়া তোলেন এবং যাহাতে চোরেরাই চৌর্য্যবৃত্তি ত্যাগ করে, সেই উদ্দেশ্যে তিনি তাহাদিগকে নৌকা ও অর্থ দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রবৃত্ত

করিবার চেষ্টা পান। এইভাবে দেশে শান্তিসংস্থাপন করিতে তিনি অনেকটা কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

তাঁহার সময়, অর্থ ও চিন্তা নানাবিধ লোকহিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। তাঁহার রাজ্যমধ্যে তিনি বিস্তর দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য অসংখ্য 'জাঙ্গাল' নামধেয় রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বহু বাজার-বন্দরও তিনি প্রতিষ্ঠা করিয়া যান, তন্মধ্যে খুলনা, বাগেরহাট, বনগ্রাম, মাদারীপুর, বোয়ালমারী, সৈদপুর, লক্ষীপাশা, লোহাগড়া, বেলেকান্দি, মাধবপুর প্রভৃতি এখনও শ্রীসম্পন্ন রহিয়াছে। তাঁহার খনিত দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণীর মধ্যে বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, খুলনা এবং নদীয়া জেলায় এখনও প্রায় পাঁচ শতের উপর পুষ্করিণী কালের সর্ব্ববিধ্বংসী হস্তের তাড়না অতিক্রম করিয়া সীতারামের বিজয়বৈজয়ন্তীর কাজ করিতেছে।

সীতারাম আদর্শ জমিদার ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই সুশাসনের গুণে ও চরিত্রের মাহাত্ম্যে তাঁহাকে সমানভাবে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিত। লোকশিক্ষার দিকেও তাঁহার সবিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাঁহার সভায় সংস্কৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের সমধিক আদর ছিল; এক তাঁহার রাজধানী মহম্মদপুরেই বাইশটি ব্যাকরণ, সাহিত্য প্রভৃতির এবং পাঁচটি আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের চতুষ্পাঠী ছিল। তাঁহার রাজ্যমধ্যে সর্ব্বশুদ্ধ অন্যূন দ্বিশতাধিক টোল ছিল। আরবী এবং পারসীভাষার প্রতিও তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। একমাত্র মহম্মদপুরেই এই দুই ভাষার শিক্ষাদানের জন্য ৩টি মোক্তাব ছিল। এতদ্ব্যতীত সাধারণ শিক্ষার জন্যও বহুসংখ্যক পাঠশালা ছিল।

হিন্দুধর্ম্মের প্রতি রাজা সীতারাম সবিশেষ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন, দেবমন্দির ও দেবতাপ্রতিষ্ঠা এবং যথারীতি দেবার্চ্চনার জন্য দেবোত্তর দানে তিনি একেবারে মুক্তহস্ত ছিলেন। তাঁহার রাজধানীতে বহুলোকের দোল, দুর্গোৎসব, জন্মাষ্টমী ও ঝুলনোৎসব হইত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহপূজার সেবাইত স্বরূপ নাটোরের বড় তরফ এখনও তাঁহার প্রদত্ত বহু দেবোত্তর ভূমি ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন।

এদিকে মুসলমানধর্ম্মে বিশ্বাসী না হইলেও মুসলমান প্রজাদিগের হিতের ও প্রীতির জন্য তিনি মসজিদাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার রক্ষার জন্য কিছু কিছু লাখেরাজ জমিও নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন।

সীতারামের প্রকাণ্ড দুর্গ সিংহদ্বার, পুণ্যাহগৃহ, মালখানা, তোষাখানা, অন্তঃপুর, সেনাবারিক, দোলমঞ্চ, কাছারী-জেল, এবং কানন-গো-কাছারী, এই নয় অংশে বিভক্ত ছিল। ইহাদিগের ধ্বংসাবশেষ এখনও তাঁহার অসামান্য কীর্ত্তির এবং দেশের স্থাপত্য ও শিল্প-বিস্তার যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও সীতারামের আসন বড় অল্প উচ্চে প্রতিষ্ঠিত নহে। দেশ যখন মুসলমানের অত্যাচারে মধ্যে মধ্যে দারুণ যাতনা উপলব্ধি করিতেছিল, মুসলমানের ছায়া স্পর্শ করিলেও যখন হিন্দুকে স্নান্ করিতে হইত,—তখনও সীতারাম মুসলমানদিগকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতেছিলেন এবং হিন্দুমুসলমানের ধর্ম্মগত পার্থক্য ঠিক থাকিয়াও উভয়ের জাতিগত হিংসাদ্বেষ প্রভৃতি দোষগুলির নিরাকরণ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। শুধু ইহাই নহে, তিনি হিন্দুর বিভিন্ন ধর্ম্মমতের, সাম্প্রদায়িকতাজাতিভেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডীগুলি অতিক্রম করিয়া অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়া ছিলেন, তাঁহার দেবালয়ে শিবমূর্ত্তির পার্শ্বেই রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ স্থাপন, তাঁহার সৈন্যদলে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, হাঁড়ি, ডোমের সমান অধিকার, তাঁহার দেবোত্তর জমিতে ব্রাহ্মণকায়স্থ শূদ্রের বিভিন্নতানাশ—সুস্পষ্টাক্ষরে তাঁহার সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টির পরিচয় দিতেছে।

কায়স্থসমাজের উন্নতি সাধন করিবার জন্যও সীতারাম চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। যশোহরের অন্তর্গত চাঁচড়া-রাজের প্রজা পীতাম্বর দত্তের পরিবারভুক্ত কোন রমণীকে মুসলমানধর্ম্মে দীক্ষিত করে। চাঁচড়ারাজের সমাজস্থ লোক হইলেও চাঁচড়া-রাজ, এই অপরাধের জন্য পীতাম্বরকে সমাজে স্থানদান করিতে স্বীকৃত হইলেন না। নিরুপায় পীতাম্বর 'অগতির গতি' উদার হৃদয় রাজা সীতারামের শরণাপন্ন হইলেন। সীতারাম স্বসমাজ লইয়া তাহার বাড়ীতে আহার করিয়া তাহাকে সমাজে তুলিয়া দিলেন। উত্তররাঢ়ী ও বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদান স্থাপনের জন্যও সীতারাম যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তদীয় মোক্তার মুনিরাম বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন; কুটুম্বিতা করিয়া তাঁহার মত দুষ্টবুদ্ধি লোককে হাতে রাখিবার জন্য সীতারাম তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেন। প্রকাশ্যে তাঁহাকে অসন্তুষ্ট করিতে সাহসী না হইয়া মুনিরামের পুত্র স্বীয় ভগিনীকে গোপনে হত্যা করেন। মুনিরাম ইহাতে 'রক্ষা পাইলাম' বলিয়া হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচেন। এস্থলে দেখা যায় সামাজিক সঙ্কীর্ণতা সন্তান-স্নেহের উপরও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল।

বংশগত কৌলীন্য-সম্মান তিনি বড় শ্রদ্ধার চক্ষুতে দেখিতেন না। কোন কুলীনই কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যাইয়া তাঁহার নিকট সাহায্য পান নাই। তাঁহার নিকট জ্ঞানী, গুণী ও বিদ্বান্ লোকের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কুলীন ব্রাহ্মণের অনূঢ়া কন্যাদিগকে তিনি সৎস্বভাবান্বিত শ্রোত্রিয় বংশজ প্রভৃতি শ্রেণীর লোকের সঙ্গে বিবাহ দিতে বলিতেন। অনেক কুলীনকন্যাকে তিনি মাতৃজ্ঞানে

আশ্রয় দান করিয়া গিয়াছেন। শ্রোত্রিয় ও বংশজ অনেক সময়ই অর্থাভাবে বিবাহ করিতে পারিতেন না,—বিবাহের জন্য সীতারাম তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিতেন।

তাঁহার সময়ে রাজ্যে শিল্প-বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তখন ইংলণ্ডেও কাগজ প্রস্তুত করার কল আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু পাট, কাপড় ও পুরাতন কাগজ পচাইয়া তখন এখানে এক রকমের কাগজ প্রস্তুত করা হইত। ইহার নাম ছিল ভূষণাই কাগজ, এই কাগজ দৈর্ঘ্যে ২০।২২ ইঞ্চি ও প্রস্থে ১২।১৩ ইঞ্চি এবং শ্বেত ও হরিদ্রা বর্ণের হইত। সর্ব্ব প্রথমে ভূষণায় প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া এই কাগজের নাম 'ভূষণাই' রাখা হইয়াছিল। বস্ত্রশিল্পেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল; তল্লাবেড়ের মিহি উড়্নি এখনও প্রসিদ্ধ। সীতারামের আমলে তুঁতে ও কার্পাসের চাষ যথেষ্ট হইত এবং স্থানে স্থানে রেশ্মী বস্ত্র, কার্পাসবস্ত্র, রঙ্গিন সাড়ী ও ছিট্ প্রস্তুত হইত। তখন সুন্দর সুন্দর পাটি প্রস্তুত হইয়া নানা দেশে রপ্তানি হইত। সূত্রধর ও কর্ম্মকারের ব্যবসায়েরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল; গাড়ী পাল্কী, নৌকা, বাক্স, সিন্দুক প্রভৃতি, কাটারি, শড়কি, বল্লম, খড়্গা, খুব, ছুরি, কামান, বন্দুক প্রভৃতি এবং নানাবিধ কারুকার্য্যখচিত স্বর্ণরৌপ্যের গহনাপত্র প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এখানকার কৃষ্ণবর্ণের কুজো, জালা প্রভৃতি য়ুরোপেও রপ্তানী হইত। যুদ্ধের বারুদ-গোলা প্রভৃতি মহম্মদপুরেই প্রস্তুত হইত। পাট, তুলা, নানাবিধ তরীতরকারী, চাউল ডাইল প্রভৃতি এখানে প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

সীতাবল্লভ (পুং) সীতায়া বল্লভঃ। সীতাপতি, শ্রীরামচন্দ্র।

সীতীলক (পুং) সতীলক, কলায়। (অমরটীকায় রায়°)

সীৎকার (পুং) সীৎ-কৃ-ভাবে-ঘঞ্। মানবদিগের গুণানুরাগজ শব্দ।

"গেহিন্যা চিকুরগ্রহসময়সীৎকারমীলিতদৃশাপি।
বালা কপোলপুলকং বিলোক্য নিহতোঽস্মি শিরসি পদা॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ২১৬)

সীৎকৃত (ক্লী) সীৎ-কৃ-ক্ত। মানবদিগের গুণানুরাগজ শব্দ।

'শব্দো গুণানুরাগোত্থঃ প্রণাদঃ সীৎকৃতং নৃণাং।' (হেম)

সীত্য (ক্লী) সীতয়া নির্বৃত্তমিতি সীতা-যৎ। ১ ধান্য। (ত্রি) সীতয়া সমিতং (নৌ বয়োধর্ম্মেতি। পা ৪।৪।৯১) ইতি যৎ। ২ কৃষ্টক্ষেত্রাদি।

সীদন্তীয় (ক্লী) সামভেদ।

সীদ্য (ক্লী) আলস্য।

সীধু (পুং) সীধু পৃষোদরাদিত্বাৎ শস্ত-স। মদ্যবিশেষ। পক্ক ও অপক্ক ইক্ষুরসকৃত মদ্য। আসব, অরিষ্ট, সুরা প্রভৃতি ভেদে মদ্য বহুবিধ। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে সীধু দুইপ্রকার, পক্করসসীধু ও অপক্করসসীধু। প্রস্তুতপ্রণালী—ইক্ষুরস সিদ্ধ করিয়া যে সীধু প্রস্তুত হয়, তাহাকে পক্করসসীধু, অপক্ক ইক্ষুরস দ্বারা যে সীধু প্রস্তুত করা হয়, তাহাকে সীতরসসীধু কহে।

পক্করসসীধু—শ্রেষ্ঠগুণদায়ক, স্বর ও বর্ণপ্রসাদক, অগ্নিবর্দ্ধক, বলকারক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক, সদ্যঃস্নিগ্ধকারক, রুচিজনক, বিবন্ধ, মেদ, শোষ, অর্শঃ, শোথ, উদর ও কফরোগনাশক। সীতরসসীধু—পক্করসসীধু হইতে অল্পগুণদায়ক, বিশেষতঃ লেখনগুণযুক্ত।

"ইক্ষোঃ পক্কৈ রসৈঃ সিদ্ধঃ সীধুঃ পক্করসশ্চ সঃ।
আমৈস্তৈরেব যঃ সীধুঃ স চ শীতরসঃ স্মৃতঃ॥
সীধুঃ পক্করসঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বরাগ্নিবলবর্ণকৃৎ।
বাতপিত্তকরো হৃদ্যঃ স্নেহনো রোচনো হরেৎ॥" (রাজনি°)

সীধুগন্ধ (পুং) সীধোরিব গন্ধো যস্য। বকুল। (শব্দরত্না°)

সীধুপুষ্প (পুং) সীধুবৎ গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্য। ১ কদম্ব। ২ বকুল। (রাজনি°)

সীধুপুষ্পী (স্ত্রী) সীধুবৎ-গন্ধযুক্তং পুষ্পং যস্যাঃ ঙীষ্। ধাতকী। (রাজনি°)

সীধুরস (পুং) সীধোরিব রসো যত্র। আম্রবৃক্ষ। (রাজনি°)

সীধুরাক্ষ (পুং) মাতুলুঙ্গবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

সীধুরাক্ষিক (ক্লী) কাশীষ, চলিত হিরাকস। (বৈদ্যকনি°)

সীধুবৃক্ষ (পুং) স্নুহীবৃক্ষ, চলিত সীজগাছ। (বৈদ্যকনি°)

সীধুসংজ্ঞ (পুং) সীধোঃ সংজ্ঞা। বকুলবৃক্ষ। (রাজনি°)

সীধ্র (ক্লী) অপান, পায়ু, মলদ্বার।

সীপ (পুং) তর্পণার্থ জলপাত্র, দেবপূজা ও তর্পণাদি করিবার জন্য যাহাতে জল রাখা হয়। চলিত কোষা।

"বস্তুতস্তু অত্রাম্বুদ্ধৃতস্য ক্ষেপাসম্ভবাৎ উদ্ধৃতপদং হস্তাদন্যেন সীপাদিনোদ্ধৃতপরং।" (বিচারনির্ণয়)

সীমক (ত্রি) সীমন্-স্বার্থে কন্। সীমা, অবধি।

সীমতস্ (অব্য°) সীমন্-তসিল্। সীমা পর্য্যন্ত, সীমা হইতে, সীমা বিষয়ে। পঞ্চমী ও সপ্তমীর অর্থে তসিল্ প্রত্যয় হয়।

সীমন্ (পুং) সীয়তে ইতি সি-(নামন্-সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধুঃ। গ্রামাদির অবধারিত অন্তভাগ। চলিত সীমানা, পর্য্যায়—মর্য্যাদা, অবধি, আঘাট। (জটাধর) ২ স্থিতি। (মাঘ ৩।৫৭) ৪ ক্ষেত্র। ৫ অণ্ডকোষ। (মেদিনী) ৬ বেলা। (বিশ্ব)

সীমন্ত (পুং) সীম্নোঽন্তঃ, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সাধু। কেশের বর্ম্ম, চলিত সিঁথি। সীম-অন্ত সন্ধি হইয়া সীমান্ত হইতে পারিত, কিন্তু 'সীমন্তঃ কেশবেশেষু' এই সূত্রানুসারে কেশবিন্যাস অর্থে

নিপাতপ্রযুক্ত এই পদ সিদ্ধ হইল। ১ সংস্কারবিশেষ, সীমন্তোন্নয়নসংস্কার। [সীমন্তোন্নয়ন দেখ।]

২ প্রত্যঙ্গবিশেষ। বৈদ্যকে লিখিত আছে যে—

"চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ, তে চাস্থিসংঘাতবদ্‌গণনীয়া যতস্তৈর্যুক্তা অস্থিসংঘাতাঃ" (সুশ্রুত শরীরস্থা°)

সীমন্ত ১৪টী, যতগুলি অস্থিসংঘাত সীমন্তও ততগুলি। কাহারও কাহার মত এই যে, অস্থিসংঘাত ১৮টী। কাহার কাহার মতে অস্থির সংখ্যা ৩০৬, কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০০। হস্ত ও পাদে ১২০ খণ্ড, শ্রোণী, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর ও বক্ষ এই সকল স্থানে ১১৭, গ্রীবার উর্দ্ধে ৬৩, পাদাঙ্গুলিসমূহের প্রত্যেকে তিনটী করিয়া পঞ্চদশ, তলকূর্চ্চ ও গুল্‌ফদেশে সর্ব্ব সমেত ১০টী, পার্ষ্ণিদেশে ১, জঙ্ঘায় ২, জানু ও উরুদেশে এক একটী, এইরূপে প্রতি সকথিতে ৩০টী করিয়া ৬০টী, বাহুদ্বয়েও ঐ রূপ ৬০টী, কটিদেশে ৫, তন্মধ্যে গুহ্য, যোনি ও নিতম্বদ্বয়ে ৪ এবং অবশিষ্ট একখানি কটিদেশের নিম্নভাগে ত্রিকস্থানে অবস্থিত, প্রত্যেক পার্শ্বে ৩৬, পৃষ্ঠে ৩০, বক্ষে ৮, অক্ষনামক ২ খণ্ড, গ্রীবাদেশে ৯ খণ্ড, কণ্ঠে ৪, হনুদ্বয়ে ২, দন্তে ৩২, নাসিকায় ৩, তালুতে ১, গণ্ড, কর্ণ ও শঙ্খে একএকখণ্ড এবং মস্তকে ৬ খণ্ড। এই সকল অস্থিসংঘাত সীমন্তক নামে অভিহিত। (সুশ্রুত শরীরস্থা°)

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে যে, অস্থির মিলনস্থান সীবিত অর্থাৎ সেলাই করা হয়, বলিয়া উহার নাম সীমন্ত হইয়াছে।

"চতুর্দ্দশৈব সীমন্তাঃ কথিতা মুনিপুঙ্গবৈঃ।
সংঘাতাঃ সীবিতা যৈস্ত সীমন্তা স্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (ভাবপ্র°)

এই সীমন্ত যথা—গুল্‌ফদেশে ১, জানুতে ১, এবং বঙ্ক্ষণে ১, এই প্রকার অপর পদে তিনটী ও বাহুদ্বয়ে ৩টী করিয়া ৬টী, ত্রিকদেশে ১, ও মস্তকে ১ এই চতুর্দ্দশটী সীমন্ত।

সীমন্তক (ক্লী) সীমন্তে কায়তি শোভতে ইতি কৈ-ক। সিন্দূর। (রাজনি°) (পুং) ২ নরকাবাস।

'লক্ষপঞ্চৈব নরকাবাসা সীমন্তকাদয়ঃ।' (হেম)

সীমন্তিত (ত্রি) সীমন্তোহস্য সঞ্জাতঃ তারকাদিত্বাদিতচ্‌। (পা ৫।২।৩৬) সীমন্তযুক্ত।

সীমন্তবৎ (ত্রি) সীমন্ত অস্ত্যর্থে মতুপ্‌, মস্য-ব। সীমন্তযুক্ত, সীমন্তবিশিষ্ট।

সীমন্তিনী (স্ত্রী) সীমন্তোহস্যা অস্তীতি ইনি ঙীষ্‌। নারী, স্ত্রী। স্ত্রীগণ সীমন্ত অর্থাৎ কেশবিন্যাস করিয়া থাকে, এইজন্য উহাদিগকে সীমন্তিনী কহে।

সীমন্তোন্নয়ন (ক্লী) সীমন্তস্য উন্নয়নং উত্তোলনং যত্র। সংস্কারবিশেষ। দশবিধ সংস্কারের মধ্যে তৃতীয় সংস্কার। এই সংস্কার গর্ভাবস্থায় করিতে হয়। গর্ভাধান সংস্কারের পর গর্ভনিশ্চয় হইলে পুংসবন সংস্কার করিয়া তৎপরে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিতে হয়। এই সংস্কারে সীমন্ত অর্থাৎ বধূর সীঁতি উত্তোলন করা হয়, এই জন্য এই সংস্কারের নাম সীমন্তোন্নয়ন হইয়াছে। সংস্কারতত্ত্বে এই সংস্কারের বিধানাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে ইহার বিষয় লিখিত হইল। ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে এই সংস্কার প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে, পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে এই সংস্কার হইতে দেখা যায়। কিন্তু হীনজাতীয় কোন কোন শ্রেণীর মধ্যে এই সংস্কার প্রচলিত আছে।

এই সংস্কার গর্ভের চতুর্থ, ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে বিধেয়। গর্ভের তৃতীয় মাসে পুংসবনসংস্কার করিয়া চতুর্থ মাসে এই সংস্কারকার্য্য করিবে, ইহাতে অসমর্থ হইলে ষষ্ঠ মাসে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অষ্টম মাসে করিবে। চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম এই তিন মাসের মধ্যে এই সংস্কার অবশ্যকর্ত্তব্য। এই সংস্কারকার্য্য দ্বারাই জাতবালকের গর্ভবাসজনিত দোষের পরিহার হয়। সুতরাং এই সংস্কারকার্য্য না করিলে বিশেষ প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। এই সংস্কার চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম মাসে কর্ত্তব্য, এই তিনটী বিধান থাকায়, কেহ কেহ বলেন যে ইহা মুখ্য ও গৌণবিধি। কিন্তু রঘুনন্দন ইহাতে মীমাংসা করিয়াছেন যে, এই তিনটী তুল্যবিধি, ইহার মধ্যে কেহ মুখ্য ও গৌণ নহে। অন্নপ্রাশন-স্থলে ষষ্ঠাষ্টম মাসের ন্যায় অর্থাৎ ষষ্ঠ মাস মুখ্য, অষ্টম মাস গৌণ, এইরূপ মুখ্য গৌণ বিধান নহে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কাল প্রশস্ত। চতুর্থ মাসে এই সংস্কার করিতে পারিলে ভাল হয়, না করিলে যে দোষ হইবে, তাহা নহে। ইহাতে তিনি হেতু দিয়াছেন যে সমর্থের ক্ষেপাযোগ অর্থাৎ সমর্থ ব্যক্তি যদি কার্য্য উপেক্ষা করিয়া না করে এবং পরে করিব বলিয়া ফেলিয়া রাখে, তাহার সেই কর্ম্ম নাও হইতে পারে। কারণ মৃত্যুর যখন স্থিরতা নাই, তখন সমর্থ ব্যক্তি উপযুক্ত কাল পাইলেই তাহা করিবে, ফেলিয়া রাখিবে না।

যদি চতুর্থ, ষষ্ঠ কিম্বা অষ্টম মাসেও এই সীমন্তোন্নয়ন না করা হয়, তাহা হইলে নবম মাসে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া এই সংস্কার করিবে। এই সংস্কার না করিতে যদি বালক প্রসূত হয়, তাহা হইলে সেই বালককে ক্রোড়ে রাখিয়া এই সংস্কার করিবে। তাহাও যদি না করা হয়, তাহা হইলে নামকরণ ও অন্নপ্রাশনাদি সংস্কারকালে এই সংস্কার করিয়া তবে পরবর্ত্তী সংস্কার করিবে। পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কার না করিয়া পরবর্ত্তী সংস্কার হইবে না। ফলতঃ যতদিন পর্য্যন্ত বালক প্রসূত না হয়, ততদিনই সীমন্তোন্নয়নের কাল। যদি কোন স্ত্রীর সীমন্তোন্নয়ন-

সংস্কার না হইয়া গর্ভ বিনষ্ট হয় এবং পুনরায় তাহার গর্ভ হইলে গর্ভস্পন্দনের পরই এই সংস্কার করিবে। ইহাতে উক্ত কাল-নিয়ম প্রভৃতি বিবেচনা করিবে না।

"অথ গোভিলঃ—সীমন্তোন্নয়নং প্রথমে গর্ভে চতুর্থে মাসি ষষ্ঠে অষ্টমে বা। অথ পুংসবনানন্তরং। সীমন্তঃ কেশরচনাবিশেষঃ। বাশব্দৈকাল্ল চতুর্থাদিমাসানাং তুল্যবদ্বিকল্পঃ। কিন্তু পূর্ব্ব-পূর্ব্বকালঃ প্রশস্তঃ। সমর্থস্ত ক্ষেপাযোগাদিতি ন্যায়াৎ। ততশ্চ নবমমাসাদৌ প্রায়শ্চিত্তং কৃত্বৈব কর্ত্তব্যং। প্রথমগর্ভ ইত্যুপাদানাৎ। যদি কথঞ্চিদকৃত এতস্মিন্ সংস্কারে গর্ভনাসে পুনর্গর্ভোৎপত্তৌ অয়ং কালনিয়মো ন, কিন্তু গর্ভস্পন্দনে সীমন্তোন্নয়নং যাবন্ন বালপ্রসবঃ।"

"যা নার্য্যকৃতসীমন্তা প্রসূতে চ কথঞ্চন।
অঙ্কে নিধায় তং বালং পুনঃসংস্কারমর্হতি॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পুংসবন সংস্কারের পর এই সংস্কার কর্ত্তব্য। যদি পুংসবন সংস্কার না করা হয়, তাহা হইলে যে দিন সীমন্তোন্নয়ন হইবে, সেই দিন মহাব্যাহৃতিহোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া প্রথমে পুংসবন সংস্কার করিবে, যথাবিধানে ঐ সংস্কার করিয়া তবে সীমন্তোন্নয়ন সংস্কার করিবে। এই সকল সংস্কার পিতার কর্ত্তব্য। পিতা যদি না করিতে পারেন, তাহা হইলে ভ্রাতা প্রভৃতি ইহার অনুষ্ঠান করিবেন। সংস্কারকার্য্য মাত্রেই ষোড়শমাতৃকাপূজা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। কিন্তু যে স্থলে একদিনে দুই তিনটী সংস্কারকার্য্য হয়, তথায় প্রত্যেক কার্য্যের জন্য পৃথক্ করিয়া আর বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হয় না, একটী বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিলেই সিদ্ধি হইবে।

"যদি পুংসবনং ন কৃতং, তদা তস্মিন্নেব দিনে প্রায়শ্চিত্তাত্মক-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা পুংসবনঞ্চ কৃত্বা সীমন্তোন্নয়নং কার্য্যং।

যেষান্তু ন কৃতাঃ পিত্রা সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ।
কর্ত্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ॥
অবিদ্যমানে পিত্রর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৃভিঃ পূর্ব্বসংস্কৃতৈঃ॥
উভয়করণে তন্ত্রেণৈব মাতৃকাপূজাদি।
গণশঃ ক্রিয়মাণে তু মাতৃভ্যঃ পূজনং সকৃৎ।
সকৃদেব ভবেৎ শ্রাদ্ধমাদৌ ন পৃথগাদিষু॥" (সংস্কারতত্ত্ব)

সংস্কার কার্য্যমাত্রেই জ্যোতিষোক্ত শুভদিন দেখিয়া করিতে হয়। সুতরাং এই সংস্কার চতুর্থাদি তিনমাসে বিধেয় হইলেও উক্ত সকল মাসে যে দিন শুভ হইবে, সেই দিনই এই সংস্কার করিতে হয়। জ্যোতিষমতে শুভদিনে—মাসাধিপতি বলবান্ এবং চন্দ্র শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে উক্ত মাসে রিক্তা ভিন্ন তিথিতে, পূর্ব্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, হস্তা, মূলা, শ্রবণা, পুনর্ব্বসু, মৃগশিরা, পুষ্যা, আর্দ্রা ও অনুরাধা নক্ষত্রে, মকর ও মেষ ভিন্ন লগ্নে, মিথুন, তুলা ও কন্যারাশির নবাংশে, রবি, মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে, যুতযামিত্রবেধ, দশযোগ-ভঙ্গ, দিনদগ্ধা, মাসদগ্ধা, চন্দ্রদগ্ধা, ত্র্যহস্পর্শ, ব্যাঘাতাদি নিষিদ্ধ যোগভিন্ন দিনে সীমন্তোন্নয়ন প্রশস্ত। লগ্নের নবম, পঞ্চম, চতুর্থ, সপ্তম, ও দশমে শুভগ্রহ থাকিলে এবং তৃতীয়, ষষ্ঠ, দশম ও একাদশে পাপগ্রহ থাকিলে চন্দ্র-তারা শুদ্ধ হইলে এই সংস্কার করা আবশ্যক।

"ষষ্ঠে মাসেঽষ্টমেঽহ্নীজ্যাকুজদিনকৃতাং নন্দভদ্রে তিথৌ চ।
মৈত্রে মূলে মৃগাঙ্কে করপিতৃপবনে পৌষ্ণবিষ্ণুত্রিযুগ্মে।
পুষ্যাখাদিত্যরৌদ্রে যুবতিহরিঝষে বৃশ্চিকে বাপি লগ্নে
চন্দ্রে তারানুকূলে শুভমপি নিয়তং স্যাচ্চ সীমন্তকর্ম্ম॥
মৃগাজরহিতে লগ্নে নবাংশে পুংগ্রহস্য চ।
কেচিদ্বদন্তি সীমন্তং তথা রিক্তেতরে তিথৌ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

সীমন্তোন্নয়নপদ্ধতি—শুভদিনে প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া ষোড়শমাতৃকাপূজা, বসুধারা ও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিতে হইবে। তৎপরে যদি গর্ভাধান ও পুংসবন সংস্কার না হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ শাট্যায়ন-হোম করিয়া ঐ সংস্কার কার্য্য করিবে। তৎপরে বিরূপাক্ষ জপ পর্য্যন্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া কৃতস্নানা বধূকে অগ্নির পশ্চিমদিকে এবং নিজের দক্ষিণে উত্তরাগ্রকুশাতে পূর্ব্বমুখে উপবেশন করাইয়া প্রকৃত কর্ম্ম সমাপন করিবে। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি-হোম করিবে। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দো হগ্নির্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্‌ছন্দো বায়ুর্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা।"

তৎপরে পতি বধূর পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ হইয়া একবৃন্তস্থিত পক্ব দুইটী যজ্ঞডুম্বুর ফল পট্টসূত্র দ্বারা গ্রথিত করিবে, তাহাতে একখানি স্বর্ণফলকে বাসুদেবের পদচিহ্ন অঙ্কিত করিয়া এবং রক্ষার জন্য নিম্ব, সর্ষপ ও ভল্লাতকযুক্ত করিয়া লইবে। ঐ ফলদ্বয় লইয়া উক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া বধূর গলদেশে বাঁধিয়া দিবে। মন্ত্র যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীদেবতা উড়ুম্বরফলযুগল-বন্ধনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব।
পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥"

তৎপরে পতি দর্ভপিঞ্জলী তিনটী গ্রহণ করিয়া উক্ত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক বধূর সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতিঋর্ষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ।" "ওঁ ভূঃ" এই মন্ত্রে বধূর সীমন্ত উন্নয়ন করিয়া উক্ত দর্ভপিঞ্জলী কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় আবার দর্ভপিঞ্জলী গ্রহণ করিয়া "প্রজাপতিঋর্ষিরুষ্ণিকছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ ভুবঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্বোক্তরূপে দর্ভপিঞ্জলী কেশপাশে স্থাপন করিবে। তৎপরে পুনরায় উক্ত প্রণালীতে দর্ভপিঞ্জলী দ্বারা নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা দর্ভপিঞ্জলীভিঃ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। "ওঁ স্বঃ।"

তৎপরে শর নামক তৃণ গ্রহণ করিয়া সীমন্ত উত্তোলন করিয়া দিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতিঋর্ষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ স্ত্রীদেবতা শরেণ সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যেনাদিতেঃ সীমানং নয়তি প্রজাপতির্মহতে সৌভগায় তেনাহমস্যৈ সীমানং নয়ামি প্রজামস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোমি।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া শরদ্বারা কেশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সীমন্ত উত্তোলনপূর্ব্বক শর তথায় স্থাপন করিবে।

তৎপরে সূত্রপূর্ণ তর্কু গ্রহণ করিয়া কেশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতিঋর্ষির্জ্জগতীছন্দো রাকাদেবতা সূত্রপূর্ণতর্কুণা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ রাকামহং সুহবাং সুষ্টুতী হুবে শৃণোতু নঃ সুভগা বোধতু ত্মনা সীব্যত্বপঃ সূচ্যা অচ্ছিদ্যমানয়া দদাতু বীরং শতদায়মুক্থ্যং।"

তৎপরে ত্রিশ্বেতা শললী গ্রহণ করিয়া কেশান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া উহা দ্বারা সীমন্তোন্নয়ন করিবে। মন্ত্র—

"প্রজাপতিঋর্ষির্জ্জগতীছন্দো রাকাদেবতা ত্রিশ্বেতয়া শলল্যা সীমন্তোন্নয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ যাস্তে রাকে সুমতয়ঃ সুপেশসো যাভির্দদাসি দাশুষে বসূনি তাভির্নোঽদ্য সুমনা উপাগহি সহস্রপোষং সুভগে ররাণা।"

তৎপরে একটী স্থালীতে তিলতণ্ডুল ও মাষ সাধিত কৃষর এবং তাহার উপরিভাগে ঘৃত প্রদান করিয়া বধূকে উহা দেখাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবে—

"প্রজাপতিঋর্ষি স্ত্রীদেবতা বধূপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ। ওঁ কিং পশ্যসি।"

তৎপরে বধূ উক্ত স্থালী অবলোকন করিলে পতি বধূকে উক্ত মন্ত্রপাঠ করাইবে—

"প্রজাপতিঋর্ষিঃ স্ত্রীদেবতা স্থালীপাকাবেক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাং পশূন্ সৌভাগ্যং মহ্যং দীর্ঘায়ুষ্ট্বং পত্যুঃ।"

তৎপরে যথাবিধানে মহাব্যাহৃতিহোম ও ঘৃতাক্ত প্রাদেশপ্রমাণ সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া প্রকৃত কর্ম্ম শেষ করিবে। তদনন্তর সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতা ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবে।

তাহার পর পতিপুত্রবতী নারী এই বধূকে লইয়া গিয়া শান্তিকলস জল দ্বারা স্নান করাইয়া মাঙ্গলিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে এবং তাহাকে বলিবে—

"ত্বঞ্চ বীরসূস্ত্বং ভব জীবসূস্ত্বং ভব, জীবপত্নী ত্বং ভব॥"

ইত্যাদিরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। তৎপরে ঐ স্ত্রী পূর্ব্বপ্রস্তুত কৃষর ভোজন করিবে। (ভবদেবপদ্ধতি) যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়দিগের সীমন্তোন্নয়নে মন্ত্রের কিছু কিছু ভিন্নতা আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা এই স্থলে আর বলা হইল না। মাত্র সামবেদীয়দিগের ক্রম লিখিত হইল। হোমাদি কার্য্যসকল পদ্ধতিতে যেরূপ লিখিত আছে, তদনুসারে করিতে হইবে।

সীমন্ধরস্বামিন্ (পুং) জৈনাচার্য্যভেদ। (শত্রুঞ্জয়মা°)

সীমলিঙ্গ (ক্লী) সীম্নঃ লিঙ্গং। সীমার চিহ্ন।

"গ্রামীয়ককুলানাঞ্চ সমক্ষং সীম্নি সাক্ষিণঃ।
প্রষ্টব্যাঃ সীমলিঙ্গানি তয়োশ্চৈব বিবাদিনোঃ॥" (মনু ৮।২৫৪)

সীমা (স্ত্রী) সীয়তে ইতি সি (নামন্ সীমন্ ব্যোমন্নিতি। উণ্ ৪।১৫০) ইতি মনিন্ প্রত্যয়েন সাধু (ডাবুভাভ্যামন্যতরস্যাং। পা ৪।১।১৩) ইতি পাক্ষিকী ডাপ্। গ্রামাদির অবধারিত অন্তভাগ, অন্ত, অবধি, প্রান্তভাগ। চলিত সীমানা, যাহার যে অধিকৃত ভূমি, তাঁহার অন্তভাগকে সীমা কহে। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে সীমাহরণ করিতে নাই, সীমাহরণে সকল প্রকার পাতক হইয়া থাকে। [সীমাবিবাদ শব্দ দেখ] ২ স্থিতি। ৩ ক্ষেত্র। ৪ বেলা, সমুদ্রবেলা, তীর। ৫ মুষ্ক, অণ্ডকোষ। (মেদিনী)

সীমাকৃষাণ (ত্রি) ক্ষেত্রকর্ষক।

"গোপাঃ সীমাকৃষাণা যে সর্ব্বে চ বনগোচরাঃ॥" (যাজ্ঞবল্ক্য ২।১৫৩)

সীমাগিরি (পুং) সীমাপর্ব্বত। সীমান্তপ্রদেশে যে সকল পর্ব্বত অবস্থিত, তাহাদিগকে সীমাপর্ব্বত কহে।

সীমাতিক্রম (পুং) সীমায়াঃ অতিক্রমঃ। সীমার অতিক্রম, সীমানা ছাড়াইয়া যাওয়া। যাহার যে সীমানা, তাহা অতিক্রম করিয়া অপরের সীমায় যাওয়া।

সীমাতিক্রমণোৎসব (পুং) আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে করণীয় উৎসববিশেষ, বিজয়োৎসব।

সীমানা (দেশজ) সীমা, অবধি, সীমান্ত শব্দের অপভ্রংশ।

সীমাধিপ (পুং) সীমায়াঃ অধিপঃ। সীমাধ্যক্ষ, যাহার উপর সীমন্তের রক্ষার ভার থাকে।

সীমান্ত (পুং) সীমায়াঃ অন্তঃ। সীমার অন্ত, সীমার শেষ।

সীমান্তর (ক্লী) অপর সীমা, ভিন্ন সীমানা।

সীমাপহারিন্ (ত্রি) সীমামপহর্ত্তুং শীলমস্য অপ-হৃ ণিনি। সীমা অপহরণকারী, যিনি সীমা অপহরণ করেন। সীমাপহর্ত্তা ইহকালে রাজদ্বারে দণ্ড এবং পরকালে নরক ভোগ করিয়া থাকেন। এই জন্য লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সীমাপহরণ করা বিধেয় নহে।

সীমাপাল (পুং) সীমাং পালয়তি পাল-অচ্। সীমা-রক্ষক, সীমা-পালক।

সীমালিঙ্গ (ক্লী) সীমাস্থিত চিহ্ন, সীমা স্থলে যে সকল চিহ্ন থাকে, তাহাকে সীমালিঙ্গ কহে। (মনু ৯।২৪৯)

সীমাবিবাদ (পুং) সীমায়া বিবাদঃ। সীমাবিষয়ক বিবাদ, অষ্টাদশ প্রকার ব্যবহারের মধ্যে ব্যবহারভেদ। পরস্পরের মধ্যে যদি সীমানা লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজার নিকট নালিশ করিলে, রাজা বা রাজপ্রতিনিধি বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সীমা নির্ণয় করিয়া দিবেন। ব্যবহারতত্ত্ব, মিতাক্ষরা ও মন্বাদি সংহিতায় ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইতেছে,—দুইটী গ্রামের সীমা লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে রাজা জ্যৈষ্ঠ মাসে উক্ত বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। কারণ জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের কিরণ অতি প্রখর থাকে, এবং ঐ প্রখরালোকে সীমাচিহ্ন স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্য উক্ত সময়েই সীমাবিবাদের মীমাংসা করাই প্রশস্ত। সীমাস্থলে বট, অশ্বত্থ, কিংশুক, শাল্মলি, সাল, তাল, উডুম্বর, অথবা যে সকল বৃক্ষ ক্ষীরশালী ও দীর্ঘকালস্থায়ী এইরূপ বৃক্ষ রোপণ করা বিধেয়। গুল্ম, বাঁশ, নানাবিধ শমী বৃক্ষ, বল্লীলতা, মাটির ঢিবি, শর, কুব্জক, ও শাখোটক প্রভৃতি বৃক্ষকে সীমাচিহ্ন করিলে কখনই সীমা বিনষ্ট হয় না। সীমাদ্বয়ের সন্ধিস্থলে তড়াগ, কূপ, জলপ্রণালী, দেবায়তন এই সকল চিহ্ন করিলে তথায় বহু জনের সমাগম হয়, এই জন্য ইহাতে সীমা চিরকাল ঠিক থাকে। এই সকল সীমার প্রকাশ্য চিহ্ন, ইহা ভিন্ন আরও কতকগুলি অপ্রকাশ্য চিহ্ন রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। কারণ সীমা লইয়া প্রায়ই পরস্পরের মধ্যে বিবাদ হইয়া থাকে। এই জন্য যাহাতে সীমাবিবাদ না হইতে পারে, তাহার প্রতি যত্নশীল থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য।

পাষাণ, অস্থি, গরুর বালাঞ্চি, তুষ, ছাই, খাপরা, ঘুটে, ইষ্টক, অঙ্গার, খোলা, বালুকা এবং অন্য প্রকার বস্তু, যাহা শীঘ্র বিনষ্ট হয় না, এই প্রকার বস্তু সীমাসন্ধিস্থানে অপ্রকাশ ভাবে রাখিবে। কারণ বিবাদকাল উপস্থিত হইলে ইহা দ্বারা বিবাদ মীমাংসার বিশেষ সুবিধা হয়। রাজা উক্ত রূপ প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য চিহ্ন, দীর্ঘকাল ভোগ, ও নদী দেখিয়া সীমা নির্ণয় করিয়া দিবেন।

এই সকল চিহ্ন দ্বারাও যদি বিবাদের মীমাংসা না হয়, তাহা হইলে সাক্ষী দ্বারা সীমাবিবাদ মীমাংসা করিবে। রাজা গ্রামস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে বাদী ও প্রতিবাদীর সমক্ষে সীমাচিহ্নসকলের বিষয় সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। সাক্ষিগণ উক্তরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমানিশ্চয় সম্বন্ধে যাহা বলিবে তাহা এবং সাক্ষীদিগের নাম সীমাপত্রে লিখিয়া দিবেন। সাক্ষিগণ রক্ত বস্ত্র পরিধান, রক্ত মাল্য ধারণ ও মস্তকোপরি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তাহাদের নিজ নিজ সুকৃতি দ্বারা সীমাসম্বন্ধে শপথ করিবে। সাক্ষিগণ সত্য কথা কহিলে নিষ্পাপ হইবে, তাহারা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের প্রত্যেককে দুই শতপণ করিয়া দণ্ড বিধান করিবেন। উক্তরূপে সাক্ষী দ্বারা সীমা নিরূপণ ও তাহার মীমাংসা করা কর্ত্তব্য।

যে স্থলে কোন সাক্ষী না থাকে, তথায় সীমান্তের চতুর্দ্দিকস্থ ধার্ম্মিক চারিজন লোক সংযতভাবে রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া প্রমাণ করিয়া দিবে। এইরূপ লোকের অভাবে গ্রামবাসী মৌল অর্থাৎ অনেক পুরুষ ধরিয়া গ্রামে যাহাদের বাস এইরূপ লোক ধরিয়া তাহাদের দ্বারা সীমা নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। এই সকল লোকের অভাবে বনচারী পুরুষ, ব্যাধ, শাকুনিক অর্থাৎ পাখমারা, গোপ, জেলে, বনমধ্যে ওষধিখননকারী, শাপুড়ে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফলপুষ্পকাষ্ঠাদি আহরণ জন্য যাহারা সর্ব্বদা বনে যাতায়াত করে, তাহাদিগকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাহারা যেরূপ বলিবে, রাজা সেইরূপ সীমাই নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান, অথবা গৃহ এই সকলের সীমা লইয়া যদি বিবাদ হয়, তাহা হইলে প্রতিবেশীর সাক্ষ্য লইয়া উক্ত বিবাদ নিবারণ করা কর্ত্তব্য। ঐ সকল সাক্ষীরা যদি মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে রাজা তাহাদের প্রত্যেককে পাঁচ শতপণ দণ্ড বিধান করিবেন। ভয় দেখাইয়া যদি কেহ গৃহ, তড়াগ, আরাম বা ক্ষেত্রের সীমা হরণ করে, তাহা হইলেও রাজা তাহার পাঁচ শতপণ দণ্ড করিবেন। অজ্ঞানাবস্থায় করিলে তাহার দুইশতপণ দণ্ড হইবে।

যদি এই সকল উপায় অবলম্বন করিলেও সীমার মীমাংসা না হয়, এবং যদি অন্য কোন উপায়ও না থাকে, তাহা হইলে রাজা স্বয়ং যেরূপ সীমানির্দ্দেশে অধিক উপকারের সম্ভাবনা, সেইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। (মনু ৮ অ°)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে সীমাবিবাদপ্রকরণেও ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। মনুক্ত ব্যবস্থাই উহাতে সমর্থিত হইয়াছে। জ্ঞানপূর্ব্বক কখনও সীমা হরণ করিতে নাই। যিনি সীমা হরণ করেন, তাহার বংশলোপ হয়, তিনি ইহলোকে নিন্দিত ও পরলোকে নিরয়ভাগী হইয়া থাকেন।

সুতরাং সকলেরই নিজের নিজের সীমা পিল্পা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া ঠিক রাখা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সীমাবৃক্ষ (পুং) সীমাপ্রদেশে অবস্থিত বৃক্ষ। চলিত সীমানার গাছ। সীমাসন্ধিস্থলে সাল প্রভৃতি দীর্ঘকালস্থায়ী বৃক্ষ রোপণের বিধান আছে। অনেক স্থলে সীমানার গাছ দেখিয়া সীমাবিবাদ মীমাংসিত হইয়া থাকে। (মনু ৮।২৪৬)

সীমাসন্ধি (পুং) সীমায়াঃ সন্ধিঃ। সীমাসন্ধি, সীমানার সংযোগ স্থান, পরস্পরের সীমানা যে স্থলে একত্র মিলিত হইয়াছে।

সীমাসেতু (পুং) সীমায়াঃ সেতুঃ। সীমানাস্থিত আইল, সীমা ঠিক রাখিবার জন্য মাটি দিয়া যে আইল প্রস্তুত হয়।

সীমিক (পুং) স্যমতি শব্দায়তে ইতি স্যমু শব্দে (স্যমেঃ সম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২।৪৩) ইতি কিনন্, ধাতোঃ সম্প্রসারণং দীর্ঘশ্চ। ১ বৃক্ষভেদ। ২ বল্মীক। ৩ সূক্ষ্ম কৃমি জাতি। (সংক্ষিপ্তসার উণা°)

সীমীক (পুং) সীমিকশব্দার্থ।

সীর (পুং) সীনোতি সীয়তে ইতি বা সি বন্ধে (শু সি চি মিঞাং দীর্ঘশ্চ। উণ ২।২৫) ইতি ক্রন্ দীর্ঘশ্চ। ১ সূর্য্য। (মেদিনী) ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ হল।

"সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভিক্ষেত্রমারুহ্য মালং।" (মেঘদূত ১৬)

সীরক (পুং) সীর সংজ্ঞায়াং কন্। শিশুমার। (শব্দমালা) সীর স্বার্থে কন্। সীরশব্দার্থ।

সীরদেব (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। পরিভাষাবৃত্তি নামক ব্যাকরণ-রচয়িতা। মাধবীয়ধাতুবৃত্তিতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

সীরধ্বজ (ত্রি) সীরঃ ধ্বজে যস্য। চন্দ্র বংশীব রাজবিশেষ, জনক রাজা। বিষ্ণুপুবাণ মতে ইহার পিতার নাম হ্রস্বরোম ও পুত্র ভানুমান্। ইনি অপত্যের জন্য যজনভূমি কর্ষণ করিতে থাকিলে সীরে সীতা নামক দুহিতা উৎপন্ন হইয়াছিল।

ভাগবত মতে ইঁহার পুত্র কুশধ্বজ। ইহার নাম নিরুক্তি এই রূপ লিখিত আছে যে, ইনি যজ্ঞার্থভূমি কর্ষণ করিতেছিলেন, সেই ভূমি কর্ষণকালে সীরাগ্র হইতে সীতা দেবী উৎপন্না হন, এই জন্য ইহার নাম সীরধ্বজ হইয়াছে।

"ততঃ সীরধ্বজো যজ্ঞে যজ্ঞার্থং কর্ষতো মহীং।
সীতা সীরাগ্রতো জাতা তস্মাৎ সীরধ্বজঃ স্মৃতঃ॥"
(ভাগবত ৯।১৩।১৮) [জনক দেখ]

সীরপতি (পুং) হলাধিষ্ঠাতা বা স্বামী। কৃষক। (অথ র্ব° ৬।৩০।১)

সীরপাণি (পুং) সীরঃ পাণৌ যস্য। বলদেব।

সীরভৃৎ (পুং) সীরং বিভর্ত্তি ভৃ-কিপ্-তুক্চ। হলধর, বলদেব। (ত্রি) ২ হলধারী মাত্র।

সীরবাহ (ত্রি) সীর বহ-অণ্। হলবাহনকারী।

সীরবাহক (পুং) হলবাহক, কৃষক।

সীরা (স্ত্রী) নদীভেদ। "সীরা ন স্রবন্তীঃ" (ঋক্ ১।১৭৪।৯) 'সীরা নদীনামৈতৎ সরণবতী ন'দীরিব' (সায়ণ)

সীরিন্ (পুং) সীরোঽস্যাস্তীতি ইনি। হলধর, বলদেব।

সীলন্ধ (পুং) মৎস্যবিশেষ, চলিত সিলিন্দা মাছ। গুণ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, বৃষ্য, পাকে মধুর ও গুরু, বাতপিত্তহর, হৃদ্য ও আমবাতকর

"সীলন্ধঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো হৃদ্য আমবাতকরশ্চ সঃ॥" (ভাবপ্রকাশ)

সীলমাবৎ (ত্রি) রজ্জুভূত ওষধি দ্বারা যাহাবদ্ধ হয়, তাহাকে সীলমা কহে, তাদৃশ ওষধিযুক্ত। "উর্ণাবতী যুবতিঃ সীলমাবতী" (ঋক্ ১০।৭৫।৮) 'সীলমাবতী সীরাণিষযোষধ্যা রজ্জুভূতয়া বধ্যন্তে সা সীলমেতি নিগদ্যতে কৃষীবলৈঃ, তাদৃগোষধ্যুপেতা' (সায়ণ)

সীব্, তন্তুসন্তান, সীবন, সেলাই। দিবাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সীব্যতি। লিট্ সিষেব। লুট্ সেবিতা। লৃট্ সেবিষ্যতি। লুঙ্ অসেবীৎ, অসেবিষ্টাং অসেবিষুঃ। সন্ সিসেবিষতি। যঙ্ সেষীব্যতে। ণিচ্ সেবয়তি। লুঙ্ অসীষিবৎ। সিবু সিব ধাতু ঘন্ পরে ইকার দীর্ঘ হয়।

সীবক (ত্রি) সীবনকারী, সেলাই কর্ম্মকারী।

সীবন (ক্লী) সিবু্ তন্তুসন্তানে ল্যুট্। ষ্ঠিবুসিব্যোর্ল্যুটি বা দীর্ঘঃ। ইতি স্বামী। মুগ্ধবোধ মতে 'ষ্ঠীবন সীবনে বা' ইতি সূত্রাৎ নিপাতিতঃ। তন্তুসন্তান, সূচীকর্ম্ম, চলিত সেলাই, পর্য্যায়—সেবন, স্যূতি, উতি, ব্যূতি। (শব্দরত্না°)

সীবনী (স্ত্রী) সিব ল্যুট্ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। লিঙ্গমণ্যধঃসূত্র, লিঙ্গের অগ্র হইতে গুহ্য পর্য্যন্তকে সীবনী কহে। ইহা চারিপ্রকার বেল্লিত, গোফণিকা, তুন্নসীবনী ও ঋজুগ্রন্থি। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ২৫ অ°)

সীস্ (দেশজ) তর্জ্জনী ও বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা নিম্নোষ্ঠাগ্র চাপিয়া বায়ু গ্রহণ দ্বারা তীক্ষ্ণ শব্দকরণ। সিটি, ইংরাজী Whistle।

সীস (ক্লী) সীসক। (হেম)

সীসক (ক্লী) সীসমেব স্বার্থে কন্। ধাতুবিশেষ, সপ্তধাতুর মধ্যে একটী ধাতু। চলিত—সীসা। হিন্দী—সীষক, শীষা। তৈলঙ্গ—শিষমু। পর্য্যায়—সীস, সীসপত্রক, গণ্ডুপদভব, সিন্দূরকারণ, বর্দ্ধ, স্বর্ণারি, যবনেষ্ট, সুবর্ণক, বধ্রক, পিচ্চট, সুবর্ণারি, ত্রপু, বধ্রক, মহাবল, যবনেষ্টক, বহুমল, চীন, পিষ্ট, জড়, ভুজঙ্গম, উরগ, কুরঙ্গ, পরিপিষ্টক, মৃদুকৃষ্ণায়স, পদ্ম, তারশুদ্ধিকর, শিরাবৃত্ত, বয়োবঙ্গ, চীনপিষ্ট।

"দৃষ্ট্বা ভোগিসুতাং রম্যাং বাসুকিস্তু মুমোচ যৎ।
বীর্য্যং জাতস্ততো নাগঃ সর্ব্বরোগাপহো নৃণাং।
সীসং বধ্রশ্চ বপ্রঞ্চ যোগেষ্টং নাগনামকং॥" (ভাবপ্রকাশ)

ভাবপ্রকাশে এই ধাতুর উৎপত্তিবিবরণ এইরূপ লিখিত

আছে যে বাসুকী রমণীর সর্পকন্যা অবলোকন করিয়া যে বীর্য্য ত্যাগ করেন, তাহা হইতে সর্ব্বরোগনাশক সীসকের উৎপত্তি হয়।

সীসক ঔষধে ব্যবহার করিতে হইলে শোধন ও মারণ করিয়া করিতে হয়। অশুদ্ধ সীসক ব্যবহার করিলে নানাপ্রকার ব্যাধি জন্মে, এইজন্য যথাবিধানে শোধন করিয়া ব্যবহার করিবে।

শোধনপ্রণালী—সীসক অগ্নির উত্তাপে গালাইয়া তৈল, তক্র, কাঁজি, গোমূত্র ও কুলত্থ কলায়ের কাথ এবং আকন্দের আটা এই কএকটী দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যে যথাক্রমে তিন তিন বার নিঃক্ষেপ করিলে ইহা শোধিত হয়।

মারণ-প্রণালী—পাণের রসদ্বারা মনঃশিলা মর্দ্দন করিয়া সীসের উপরি লেপন করিয়া ৩২ বার পুটে পাক করিলে সীস ভস্ম হয়।

অন্যবিধ—একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত পাত্রে সীসক স্থাপন করিয়া অগ্নিসংযোগে তাহা গালাইয়া লইবে, পরে উহার চারিভাগের একভাগ তেঁতুলগাছের ও অশ্বত্থগাছের ত্বক্‌চূর্ণ নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর উহা অগ্নির উপর রাখিয়া এক-প্রহরকাল লোহার হাতাদ্বারা চালনা করিতে হইবে, এইরূপ করিলে সীসক ভস্ম হয়। তৎপরে ঐ ভস্মের সমপরিমাণ মনঃশিলা মিলিত করিয়া দ্বিগুণ কাঁজিতে পেষণ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে, তৎপরে উহা শীতল হইলে পুনর্ব্বার কাঁজি ও মনঃশিলার সহিত মর্দ্দন করিয়া পুটে পাক করিবে। এই প্রকার ৬০ বার পাক করিলে সীসক মারিত হয়।

মারিতসীসকগুণ—লঘু, সারক, রুক্ষ, চক্ষুর হিতকারক, ঈষৎ পিত্তপ্রকোপক এবং কুষ্ঠ, মেহ, কফ, ক্রিমি, পাণ্ডু ও শ্বাসরোগনাশক, বিশেষতঃ ইহা মেহরোগে বিশেষ উপকারী, যে কোন মেহ হউক না কেন, ইহা সেবনে আশু উপকার হয়। মারিতসীসক সেবনদ্বারা শতহস্তীর ন্যায় বল জন্মে, আয়ু ও রতিশক্তি বর্দ্ধিত, অগ্নিদীপ্তি ও ব্যাধিবিনষ্ট দেহের পুষ্টি এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে।

রসেন্দ্রসারসংগ্রহমতে শোধনপ্রণালী—সীসক গলাইয়া সচ্ছিদ্র পাত্রের নিম্নে আকন্দদুগ্ধে ভিজাইয়া রাখিলে সীসক শোধিত হয়।

সীসকভস্ম—সীসার পাত প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বকপাতা পেষণ করিয়া লেপ দিবে, পরে অপামার্গক্ষার চতুর্থাংশ মিশ্রিত করিয়া বাসকের কাটিদ্বারা একপ্রহরকাল নাড়িয়া বাসকরসে ৭ বার পুট দিলে সিন্দূরের ন্যায় ভস্ম হয় বা বাসকপত্রের রসে তিন বার গজপুট দিলে সীসা ভস্ম হয়। ইহা বীর্য্য, আয়ু ও কান্তিবর্দ্ধক এবং মেহনাশক। (রসেন্দ্রসারসংগ্রহ)

রাজনির্ঘণ্টমতে—সীসক বঙ্গের ন্যায় গুণযুক্ত, উষ্ণ, কফ ও বাতনাশক, অর্শোঘ্ন, গুরু, লেখন, বর্ণনীল, মৃদু, স্নিগ্ধ, নির্ম্মল, শুক্র এবং রৌপ্যসংশোধনে ইহা উৎকৃষ্ট।

সীসপত্রক (ক্লী) সীসক। (হেম)

সীসর (পুং) কুকুররূপ বালগ্রহভেদ। (পার° গৃ° ১।১৬)

সীসোপধাতু (পুং) সীসস্য উপধাতুঃ। সিন্দুর, সিন্দুর সীসা হইতে প্রস্তুত হয়। (ভাবপ্রকাশ)

সীহোরগ্রাম, একটী ব্রাহ্মণপণ্ডিত-সেবিত প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখান-কার সভাকর্ত্তৃক "ভ্রমবাদখণ্ডননিরাস" নামে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

সীহুণ্ড (পুং) সেহুণ্ডবৃক্ষ, মনুহী। (অমর)

সু, ১ প্রসব। ২ ঐশ্বর্য্য। ৩ গমন। গমনার্থে ভ্বাদি° উভয়°, প্রসব অর্থে অদাদি° পরস্মৈ°, ঐশ্বর্য্য-অর্থে স্বাদি° উভয়°। ৪ স্নান। ৫ পীড়ন। ৬ সুরাসন্ধান। ৭ যোগ। ৮ মন্থন। এই সকল অর্থে ভ্বাদি° উভয়° সক° অনিট্‌। লট্‌ সবতি। সবতি-তে। অদাদিপক্ষে সৌতি। স্বাদিপক্ষে সুনোতি, সুনুতে। লিট্‌ সুষাব, সুষুবতুঃ, সুষুবে। লুট্‌ সোতা। লৃট্‌ সোষ্যতি-তে। লুঙ্‌ অসৌষীৎ, অসাবীৎ, অসোষ্ট। কর্ম্মবাচ্যে লট্‌ সূয়তে। লুঙ্‌ অসাবি। অসাবিষত। সন্‌ সুসূষতি-তে। যঙ্‌ সোসূয়তে। যঙ্‌লুক্‌ সোষবীতি, সোষোতি, ণিচ্‌ সাবয়তি। লুঙ্‌ অসূষবৎ।

সু (অব্য°) ১ নির্ভর। ২ উত্তম, শোভন, সুন্দর। ৩ শুভ। ৪ অতিশয়, অত্যন্ত। ৫ অনায়াস। ৬ পূজা। ৭ উৎকর্ষ। ৮ সৌন্দর্য্য। ৯ সমৃদ্ধি। ১০ কষ্ট। ১১ হর্ষ। ১২ অনুমতি।

সু প্রাদিউপসর্গের মধ্যে একটী উপসর্গ। এই উপসর্গ ধাতুর পূর্ব্বে বসিলে এই উপসর্গ অনুসারে ধাতুর অর্থ হয়। মুগ্ধবোধটীকায় দুর্গাদাস পূজা, অনায়াস ও অতিশয় সু উপ-সর্গের এই তিনটী অর্থ করিয়াছেন।

"সু পূজানায়াসাতিশয়েষু" (দুর্গাদাস)

ব্যাকরণমতে বিভক্তিবিশেষ। প্রথমার একবচনে সু এবং সপ্তমীর বহুবচনে সুপ্‌ বিভক্তি হয়। প্রথমার একবচনে সুর 'স' এবং সপ্তমীর বহুবচনে সুপের 'সু' থাকে। "সু, ঔ, জস্‌" ইত্যাদি সুপ্‌ বিভক্তি।

সুআ (দেশজ) সূক্ষ্মতন্তু, শুঁয়া।

সুআপোকা (দেশজ) কীটভেদ, শূক। সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণাগ্রকীট, এই কীট গাত্রে বসিলে ইহার অগ্রসকল গায়ে লেপিয়া যায়। উহা গায়ে লাগিলে ছুরী দ্বারা উত্তমরূপে চাঁচিয়া পরে কেশ দ্বারা মর্দ্দন করিতে হয়, তৎপরে ঐ স্থানে চুণ লেপিয়া দিলে আর ঐ স্থানে কোন অসুখ হয় না। নচেৎ ঐ কীটের কাটা

শরীরে বিধিয়া থাকিলে ঐ স্থান চুল্‌কাইতে থাকে এবং ফুলিয়া উঠে, এমন কি অনেক সময় ঐ স্থান অস্ত্র না করিলে ভাল হয় না। ঐ কীট বিষাক্ত, এই জন্য ঐ কীট শরীরের যে কোন স্থানে লাগে, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার করা বিধেয়।

সুইগাঁম, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাট বিভাগের পালনপুরের অন্তর্গত একটী দেশীয় সামন্তরাজ্য। ইহার উত্তর ও পূর্ব্বে বাও রাজ্য, দক্ষিণে চাড়চাত রাজ্য এবং পশ্চিমে লবণময় রণপ্রদেশ। ভূপরিমাণ ২২০ মাইল। এখানকার রাজবংশ এবং বাও রাজ্যের রাণারা জ্ঞাতি-সম্পর্ক। অনুমান ৫ শত বৎসর পূর্ব্বে রাণা সঙ্গাজি স্বীয় কনিষ্ঠ পুত্র পঞ্চাজিকে এই প্রদেশের রাজ্যভার অর্পণ করেন। বাও প্রভৃতি নিকটবর্ত্তী রাজ্যগুলি ইঁহার "ভায়াদ" অর্থাৎ রাজ্যাধিকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্যতীত অপর ভ্রাতৃগণের লব্ধ সম্পত্তি। সুইগাঁমের ঠাকুরেরা বিখ্যাত দস্যুসর্দ্দার ছিলেন। খৃষ্টীয় ১৯শ শতাব্দীর প্রারম্ভে খোসা নামক দস্যুজাতির সহিত মিলিত হইয়া সুইগাঁমের সর্দ্দারেরা বিশেষ উপদ্রব ও অত্যাচার আরম্ভ করেন। তাহার প্রতিবিধান জন্য ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল মাইলস্ তথায় সদলে অগ্রসর হইয়া সর্দ্দার ঠাকুরকে কতকগুলি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তদবধি এই নিরীহ চৌহান রাজপুতবংশ শান্তিপ্রিয় কৃষকের ন্যায় ভূমি-কর্ষণ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ইহাদের দত্তকগ্রহণের অধিকার নাই, জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজ্যাধিকারী হন।

২ উক্ত সুইগাঁম রাজ্যের প্রধাননগর। অক্ষা° ২৪°৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১°২১´ পূঃ। উত্তর গুজরাটে ইংরাজ-শক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে সুইগাঁম রাজকীয় কার্য্যের উদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশক একটী লক্ষ্যস্থল হইয়াছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এখানে ভয়ানক ভূমিকম্প হয়। তদবধি নগর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তীস্থান লবণময় হইয়া যায় এবং কূপাদি খনন ব্যর্থ হয়। প্রায় ১৫ ফিট্ মাটীর নিম্নে সর্ব্বত্রই লবণাস্বাদ-যুক্ত জল বাহির হইতে দেখা যায়। পালনপুরের পলিটিকাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধানে এই রাজ্য শাসিত।

সুঁচ (দেশজ) সূচী, সূচী শব্দের অপভ্রংশ।

সুঁচের ছেদা (দেশজ) সূচীছিদ্র, সূচীর অগ্রভাগে যে ছিদ্র থাকে, এই ছিদ্রে সূতা পরাইয়া সেলাইকার্য্য করা হইয়া থাকে।

সুঁড়ি (দেশজ) অপ্রশস্তপথ, গলিপথ, সুঁড়িপথ, সুঁড়িরাস্তা। যে সকল পথ খুব ছোট, তাহাকে সুঁড়িপথ কহে। অপ্রশস্ত পয়ঃপ্রণালীকেও সুঁড়ি কহে, যথা—সুঁড়িখাল। ২ শৌণ্ডিকজাতি।

সুঁতি (দেশজ) ক্ষুদ্র খাল, নালা, ক্ষুদ্র জলপথ স্রোতঃশব্দের অপভ্রংশ। ২ সূত্র-নির্ম্মিত পদার্থ, সূতার জিনিষ।

সুঁদী (দেশজ) শ্বেতোৎপল, কুমুদ, সাদা নালকে সুঁদীনাল কহে। কোন কোন স্থলে নীলোৎপল, বা নীলনালও সুঁদীনাল নামে কথিত হয়।

সুঁদর (দেশজ) ১ কাষ্ঠবৃক্ষবিশেষ। সুঁদরীকাঠ। সুন্দরশব্দের অপভ্রংশ। সাধারণে রূপবান্ মূর্খ বালকদিগকে 'সুঁদর বাঁদর' বলিয়া বিদ্রূপ করে।

সুঁদরী (দেশজ) কাষ্ঠবৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষ অতি বৃহৎ হয়। জ্বালানীকাঠের মধ্যে সুঁদরী কাঠ উত্তম। এই কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ়। এই বৃক্ষের বড় বড় গুঁড়ি তক্তা করিয়া তাহাতে নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। লবণাম্বুপ্রদেশে এই বৃক্ষ জন্মে। মিঠাজল পাইলে এই গাছ মরিয়া যায়।

সুঊতি (স্ত্রী) শোভনরক্ষণ, উত্তমরূপরক্ষা।

"বঊতয়ঃ সুঊতয়ো বঊতয়ঃ" (ঋক্ ৮।৪৭।১)

'সুঊতয়ঃ শোভনরক্ষণানি' (সায়ণ)

সুকচর, বাঙ্গালার নোয়াখালী জেলার হাতীয়া থানার অন্তর্গত একটী মৌজা বা গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২০°২৪´০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯১°৭´৫০´´ পূঃ।

সুকচর, কলিকাতা নগরের উত্তরে পাণিহাটী গ্রামের সন্নিকটে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটী গণ্ডগ্রাম।

সুকক্ষ (পুং) অঙ্গিরাবংশোদ্ভূত ঋক্‌মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।

সুকঙ্কবৎ (পুং) পর্ব্বতভেদ। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে এই পর্ব্বত মেরুর দক্ষিণপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত। (মার্ক°পু° ৫৫।৪)

সুকটু (পুং) ১ শিরীষবৃক্ষ। ২ অতিশয় কটু, অত্যন্ত ঝাল।

সুকণ্টকা (স্ত্রী) সুষ্ঠু কণ্টকোঽস্যাঃ। ১ ঘৃতকুমারী। ২ পিণ্ডীখর্জ্জুরবৃক্ষ।

সুকণ্ঠ (ত্রি) সু সুন্দরঃ কণ্ঠো যস্য। উত্তমকণ্ঠযুক্ত, যাহার কণ্ঠস্বর অতিমধুর, সুগায়ক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুকণ্ঠী গন্ধর্ব্বী। গন্ধর্ব্বদিগের কণ্ঠস্বর অতি মধুর। (ভাগবত ১০।৮৩।৪৩)

সুকণ্ডু (পুং) সু শোভনা কণ্ডু র্যত্র। কণ্ডুরোগ, চলিত চুল্‌কনা।

সুকথা (স্ত্রী) সু শোভনা কথা। উত্তম কথা, সুবাক্য।

সুকন্দ (পুং) সু সুন্দরঃ কন্দো যস্য। ১ কশেরু, চলিত কেশুর।

সুকন্দক (পুং) সু সুন্দরঃ কন্দো যস্য কপ্। ১ পলাণ্ডু, পেয়াজ। (অমর) ২ বারাহীকন্দ। ৩ মুখালু। ৪ ধরণীকন্দ। ৫ দেশভেদ ও তদ্দেশবাসী।

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব্ব ৯।৫২)

সুকন্দকরণ (পুং) শ্বেতপলাণ্ডু। (বৈদ্যকনি°)

সুকন্দন (পুং) বৈজয়ন্তীতুলসী। (বৈদ্যকনি°) ২ বর্ব্বরক। বাবুই।

সুকন্দা (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। (রাজনি°) ২ বন্ধ্যাকর্কোটকী।

সুকন্দিন্ (পুং) সুকন্দোঽস্যাস্তীতি ইনি। শূরণ, চলিত ওল।

সুকন্যক (ত্রি) সু শোভনা কন্যকা যস্য। শোভনা কন্যাযুক্ত, যাহার সুন্দরী কন্যা আছে।

সুকন্যা (স্ত্রী) সু শোভনা কন্যা। শর্য্যাতিরাজকন্যা। (ভাগবত ৯।৩ অ°) ২ শোভনা কন্যা, সুন্দরী কন্যা।

সুকন্যক (ত্রি) শোভনা কন্যা যস্য। সুকন্যাযুক্ত। (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকপর্দা (স্ত্রী) শোভনকবরীযুক্তা স্ত্রী, যে স্ত্রীগণ উত্তমরূপে কেশবন্ধন করিয়াছেন।

"সিনীবালী সুকপর্দা সুকুরীরা" (শুক্লযজু° ১১।৫৬)
'সুকপর্দা কপর্দেছিত্র স্ত্রীণামুচিতঃ কেশবন্ধবিশেষঃ শোভনঃ কপর্দো যস্যাঃ সা' (মহীধর)

সুকপোল (ত্রি) শোভন কপোলবিশিষ্ট, স্ত্রিয়াং টাপ্। সুকপোলা।

"সুনাসাং সুদতীং বালাং সুকপোলাং বরাননাং।
সমবিন্যস্তকর্ণাভ্যাং বিভ্রতীং কুণ্ডলশ্রিয়ং॥" (ভাগবত ৪।২৫।২০)

সুকমল (ক্লী) উত্তম কমল, উত্তম পদ্ম।

সুকর (ত্রি) সুখেন ক্রিয়তে ইতি সু-কৃ (ঈষদ্দুঃসুষু কৃচ্ছ্রা-কৃচ্ছ্রার্থেষু খল্। পা ৩।৩।১২৬) ইতি খল্। ১ সুখকর, অক্লেশসাধ্য, যাহা অনায়াসে করা যায়, সুসাধ্য।

"ক্রিয়মাণন্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"
(মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকরত্ব (ক্লী) সুকরস্য ভাবঃ ত্ব। সুকরের ভাব বা ধর্ম্ম, সৌকর্য্য, সুখে কার্য্যসাধন।

সুকরা (স্ত্রী) সু সুখং করোতীতি কৃ-অচ্-টাপ্। সুশীলা গাভী। (অমর)

সুকর্ণ (ত্রি) সু শোভনৌ কর্ণৌ যস্য। শোভনকর্ণবিশিষ্ট, সুন্দরকর্ণযুক্ত।

সুকর্ণক (পুং) সুন্দরঃ কর্ণ ইব কন্দো যস্য। ১ হস্তিকন্দ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ সুন্দরকর্ণবিশিষ্ট।

সুকর্ণরাজ, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্যা° ৩১।৭২)

সুকর্ণিকা (স্ত্রী) সুন্দরঃ কর্ণ ইব পর্ণমস্যাঃ কাপি অত ইত্বং। ১ মূষিককর্ণী, চলিত মুষাকাণী। (শব্দরত্না°) ২ মহাবলা।

সুকর্ণী (স্ত্রী) শোভনঃ কর্ণ ইব পত্রমস্যাঃ ঙীষ্। ইন্দ্রবারুণী।

সুকর্ম্মন্ (পুং) সু শোভনং কর্ম্ম যস্মাৎ। যোগভেদ, বিষ্কম্ভ প্রভৃতি সপ্তবিংশ যোগের অন্তর্গত সপ্তমযোগ। জ্যোতিষ মতে এই যোগে কর্ম্ম করিলে শুভ হইয়া থাকে এই জন্য ইহার নাম সুকর্ম্মন্ হইয়াছে। কোষ্ঠীপ্রদীপে লিখিত আছে যে, জাতক এই যোগে জন্মগ্রহণ করিলে পরোপকারী, কলাকুশল, হর্ষযুক্ত, যশস্বী, এবং সুকর্ম্মা বলিয়া জগতে বিখ্যাত হয়।

"পরোপকারী কুশলঃ কলাসু
হর্ষেণ যুক্তো নিতরাং যশস্বী।
প্রসূতিকালে যদি চেৎ সুকর্ম্মা
নরঃ সুকর্ম্মা ভবতি প্রসিদ্ধঃ॥" (কোষ্ঠীপ্র°)

২ বিশ্বামিত্র। (মেদিনী) (ত্রি) সু শোভনং কর্ম্ম যস্য। ৩ শোভন কর্ম্মশীল, উত্তম কর্ম্মকারী, সৎক্রিয়াশীল, যিনি সর্ব্বদা সৎকর্ম্মনিরত থাকেন।

সুকল (ত্রি) সুষ্ঠু কল্যতে ইতি সু-কল-খল্। দাতা ও ভোক্তা, যিনি দান ও ভোজনে সমর্থ। (অমর) ভরত ইহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ করিয়াছেন যে যিনি একাই দান ও ভোজন এই দুই কর্ম্ম করিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনিই সুকল নামে খ্যাত।

"য এক এব দত্তে ভুঙ্ক্তে চ তত্র, বিখ্যাতত্বাৎ সুষ্ঠু অতি-শয়েন বা কল্যতে শব্দ্যতে অসৌ সুকলঃ।" (ভরত)

২ মধুরাস্ফুট শব্দকারক। ৩ অবিকল।

সুকল্প (ত্রি) অতি নিপুণ।

"কালেন যৈর্বা বিমিতাঃ সুকল্পৈঃ
ভূপাংশবঃ খে মিহিকা দ্যুভাসঃ॥" (ভাগ° ১০।১৪।৭)
'সুকল্পৈঃ অতিনিপুণৈঃ' (স্বামী) (পুং) ২ উত্তম কল্প।

সুকল্পিত (ত্রি) উত্তমরূপে কল্পিত, অর্থাৎ যাহা উত্তমরূপে কল্পনা করা হইয়াছে।

সুকবি (পুং) সু শোভনঃ কবিঃ। উত্তম কবি, যাহারা উত্তম কবিতা লিখিতে পারেন। কালিদাস প্রভৃতি সুকবি।

সুকবিতা (স্ত্রী) সু শোভনা কবিতা। উত্তম কবিতা, সুকবি যে সকল কবিতা লেখেন।

সুকষ্ট (ত্রি) অতিশয় কষ্টযুক্ত ব্যাধি। (পুং) ২ অতিশয় কষ্ট।

সুকাণ্ড (ত্রি) সু শোভনঃ কাণ্ডো যস্য। কারবেল্ললতা, করলা-গাছ। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাণ্ডযুক্ত বৃক্ষাদি।

সুকাণ্ডিকা (স্ত্রী) সুন্দরঃ কাণ্ডো যস্যাঃ কন্ টাপি অত ইত্বং। কাণ্ডীরলতা, কারবেল্ললতা। (রাজনি°)

সুকাণ্ডিন্ (পুং) সুন্দরাঃ কাণ্ডা ইব চরণানি সন্ত্যস্যেতি ইনি। ১ ভ্রমর। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাণ্ডযুক্ত।

সুকান্তি (ত্রি) সু শোভনা কান্তি র্যস্য। উত্তম কান্তিবিশিষ্ট, সুন্দর কান্তিযুক্ত।

সুকামব্রত (ক্লী) ব্রতভেদ, কাম্যব্রত, উত্তমরূপ কামনা করিয়া যে ব্রতানুষ্ঠান করা হয়, কামনা করিয়া ক্রিয়মাণ ব্রত।

সুকামা (স্ত্রী) সুষ্ঠু কাম্যতে হসৌ সুকাম-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ ত্রায়মাণালতা, চলিত বলালতা। (রাজনি°) সুষ্ঠু কামো যস্যাঃ। শোভন কামযুক্তা।

সুকার (পুং) কুঙ্কুমশালি। (রাজনি°)

সুকাল (পুং) সু শোভনঃ কালঃ। সুসময়, উত্তমকাল, শুভ সময়।

সুকালিন (পুং) শূদ্রদিগের পিতৃগণ।

"সোমপানাম বিপ্রাণাং ক্ষত্রিয়াণাং হবির্ভুজঃ।
বৈশ্যানামাজ্যপানাম শূদ্রাণাস্তু সুকালিনঃ॥" (মনু ৩।১৯৭)
'কালয়ন্তি অপবর্জ্জয়ন্তি কর্ম্মেতি সুকালিনঃ' (মেধাতিথি)

সুকালুকা (স্ত্রী) জোড়ীক্ষুপ। (রাজনি°)

সুকাশন (ত্রি) অতিশয় দীপ্তিশালী, সুন্দর দীপ্তিবিশিষ্ট।

সুকাষ্ঠক (ক্লী) সু শোভনং কাষ্ঠমস্যেতি কন্। ১ দেবকাষ্ঠ। (রাজনি°) ২ সুন্দর কাষ্ঠ, উত্তম দারু।

সুকাষ্ঠা (স্ত্রী) সু শোভনং কাষ্ঠমস্যাং। কটুকী, চলিত কট্‌কী। ২ কাষ্ঠকদলী। (রাজনি°)

সুকিন্দা, হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার মৃণ্ময়পাত্র প্রসিদ্ধ।

সুকিংশুক (ত্রি) উত্তম কিংশুক বৃক্ষনির্ম্মিত বস্তু। "সু কিংশুকং শর্ম্মলিং বিশ্বরূপং" (ঋক্ ১০।৮৫।২০) 'সুকিংশুকং শোভনকিংশুকবৃক্ষনির্ম্মিতং' (সায়ণ)

সুকীর্ত্তি (স্ত্রী) ১ শোভনা স্তুতি, উত্তমরূপে কীর্ত্তিত হয়, এই জন্য শোভনা স্তুতিকে সুকীর্ত্তি কহে।

"দেবঃ সুকীর্ত্তিং ভিক্ষে" (ঋক্ ২।২৮ ১) 'সুকীর্ত্তিং শোভনা স্তুতিং' (সায়ণ) (ত্রি) সু শোভনা কীর্ত্তি র্যস্য। ২ শোভনকীর্ত্তিবিশিষ্ট, উত্তম কীর্ত্তিযুক্ত। "নো বরুণঃ সুকীর্ত্তি রিষশ্চ" (ঋক্ ১।১৮৬।৩) 'সুকীর্ত্তিঃ শোভনকীর্ত্তিমান্' (সায়ণ)

সুকুচা (স্ত্রী) সুন্দর স্তনবিশিষ্টা। (ভারত বনপ°)

সুকুট্ট (পুং) জনপদভেদ। (ভারত সভাপ°)

সুকুণ্ডল (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত আদিপ°)

সুকুন্দ (পুং) সল্লকীনির্যাস, সরল আটা। (বৈদ্যকনি°)

সুকুন্দক (পুং) পলাণ্ডু, পেঁয়াজ। (শব্দরত্না°)

সুকুন্দন (পুং) বর্ব্বর, বাবুই। (রাজনি°)

সুকুমার (ত্রি) সুষ্ঠু কুমারয়ত্যনেনেতি সুকুমারকে কেলৌ ঘঞ্। ১ কোমল, অতিমৃদু, অতি কোমল। (অমর) (পুং) ২ উত্তম বালক। ৩ পুণ্ড্রেক্ষু। ৪ বনচম্পক। ৫ ক্ষব। ৬ শ্যামাক। ৭ রাজমাষ, কঙ্গুনী ধান্য, চলিত কাঙ্গ্‌নী ধান। (রাজনি°) ৮ দৈত্যবিশেষ। ৯ মোদকৌষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—অর্দ্ধপল পরিমাণ তেউড়ী, ইক্ষুচিনি ও মধু একপল, এলাচি ও মরিচ এক নিষ্ক এই সকল দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া মৃদু অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া দুই কর্ষ পরিমাণ ভোজন করিবে। এই মোদক সেবনে অল্প বিরেচন, রক্তপিত্ত ও বায়ুরোগ প্রশমিত হয়।

"ত্রিবৃদর্দ্ধং পলং চূর্ণং সিতা ক্ষৌদ্রং পলং পলং।
এলাত্বঙ্‌মরিচানাঞ্চ নিষ্কং প্রতি বিমিশ্রয়েৎ॥
কিঞ্চিদ্‌মৃদ্বগ্নিনা তপ্তং কর্ষদ্বয়ঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
বিরেকঃ সুকুমারাণাং রক্ত-পিত্তানিলাপহঃ॥" (বৈদ্যকসংগ্রহ)

(ক্লী) ৯ ব্যাঙা-পিত্তল। (বৈদ্যকনি°) ১০ তমালপত্র। ১১ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত গুণভেদ।

"অনিষ্ঠুরাক্ষরপ্রায়ং সুকুমারমিহেষ্যতে।
বন্ধশৈথিল্যদোষস্তু দর্শিতঃ সর্ব্বকোমলে।" (কাব্যাদর্শ ১।৬৯)

যে স্থলে শব্দবিন্যাস প্রায়ই অনিষ্ঠুরাক্ষর অর্থাৎ শ্রুতিকটু-রহিত হয়, তথায় সুকুমারগুণ হয়। কোমলাক্ষরসকল বহুলরূপে বিবৃত হইলে এই গুণ হইয়া থাকে।

"কোমলাক্ষরবাহুল্যং বদন্তি সুকুমারতাং।" (ক্রমদীশ্বর)

শব্দ ও অর্থভেদে এই গুণ দুই প্রকার, যে স্থলে শব্দের কাঠিন্য বিন্যস্ত হয়, তথায় শব্দসুকুমার এবং যে স্থলে অর্থের অপারুষ্য, অর্থাৎ অর্থ বোধে কোনরূপ জটিলতা থাকে না, তথায় অর্থগুণ হয়। উদাহরণ—

"মধুরয়া মধুবোধিতমাধবী মধুসমৃদ্ধিসমেধিতমেধয়া।
মধুকরাঙ্গনয়া মুহুরুন্মদধ্বনিভৃতা নিভৃতাক্ষরমুজ্জগে॥"

সুকুমারক (ক্লী) সুকুমারমিব কন্। ১ তমাল-পত্র। ২ তেজপত্র। (রাজনি°) (পুং) সুকুমার এব স্বার্থে কন্। ৩ শালিভেদ। শ্যামাধান। ৪ সুন্দর বালক।

সুকুমারতা (স্ত্রী) সুকুমারস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য গুণ।

"ভগিনী-ভগবত্যাদি সর্ব্বত্রৈবানুমন্যতে।
বিভক্তমিতি মাধুর্য্যমুচ্যতে সুকুমারতা॥" (কাব্যাদর্শ ১।৬৮)

সুকুমারবন (ক্লী) মেরুর অধোদেশে অবস্থিত বন। অনেক সময় এই বনে ভগবান্ মহেশ্বর উমার সহিত ক্রীড়া করেন।

"সুকুমারবনং মেরোরধস্তাৎ প্রবিবেশ হ।
যত্রাস্তে ভগবান্ শর্ব্বো রমমাণঃ সহোময়া॥"
(ভাগবত ৯।১।২৫)

সুকুমারা (স্ত্রী) সু-কুমার-টাপ্। ১ জাতী। ২ নবমালিকা। ৩ কদলী। ৪ স্পৃক্কা। ৫ মালতী। (রাজনি°)

সুকুমারিকা (স্ত্রী) কদলী বৃক্ষ। (রাজনি°)

সুকুমারী (স্ত্রী) সুকুমার-ঙীষ্। ১ নবমালিকা। ২ শঙ্খিনী। (গরুড়পু° ২০৮ অ°) ৩ স্পৃক্কানামক গন্ধদ্রব্য, চলিত গেঁঠেলা। ৪ শিম্বীভেদ। (পর্য্যায়মুক্তা°) ৫ বনমল্লিকা। ৬ মহাকারবেল্লক, বড় করলা। ৭ ইক্ষু। (বৈদ্যকনি°) ৮ কদলী বৃক্ষ। ৯ ত্রিসন্ধি পুষ্পবৃক্ষ। (রাজনি°)

সুকুমারীক (ত্রি) সু-শোভনা কুমারী যস্য, কপ্ বহুব্রীহৌ

অন্তোদাত্তং (পা ৬।২।১৭৩) উত্তমকুমারীযুক্ত, যাহার উত্তম-কুমারী আছে।

সুকুরীরা (স্ত্রী) স্ত্রীগণ শৃঙ্গারার্থ শিরোদেশে যে সুবর্ণাভরণ ধারণ করে, তাহাকে কুরীর কহে। শোভনকুরীরবিশিষ্টা স্ত্রী, যে সকল স্ত্রী মস্তকে সুন্দর সুবর্ণাভরণ ধারণ করিয়াছে। উত্তম মুকুটধারিণী।

"সিনিবালী সুকপর্দ্দা সুকুরীরা" (শুক্লযজু° ১১।৫৬) 'সুকুরীরা স্ত্রীভিঃ শৃঙ্গারার্থং শিরসি ধার্য্যমাণং কনকাভরণং কুরীরঃ শোভনঃ কুরীরো যস্যাঃ সা সুকুরীরা সুমুকুটা' (মহীধর)

সুকুল (ক্লী) সু উত্তমং কুলং। উত্তমকুল, শ্রেষ্ঠবংশ। (ত্রি) সু শোভনং কুলং যস্য। ২ উত্তমকুলোৎপন্ন, সদ্বংশজ।

সুকুল (দেশজ) ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপাধিবিশেষ। শুক্লশব্দের অপভ্রংশ।

সুকুলতা (স্ত্রী) সুকুলস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। সুকুলের ভাব বা ধর্ম্ম।

সুকুলীন (ত্রি) উত্তমকুলোৎপন্ন, সদ্বংশজাত। উত্তম কুলীন।

সুকুসুমা (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ°)

সুকুর্ব্বর (পুং) গ্রহভেদ। (পার°গৃ° ১।১৬)

সুকৃৎ (ত্রি) সুষ্ঠু করোতীতি কৃ (সুকর্ম্মপাপমন্ত্রপুণ্যেষু কৃঞঃ। পা ৩।২।৮৯) ইতি কিপ্, তুগাগমঃ। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, পুণ্য কর্ম্মকারী।

"সন্ত এব সুকৃতাং হি পচ্যতে
কল্পবৃক্ষফলধর্ম্মি কাঙ্ক্ষিতং।" (রঘু ১১।৫০)

সুকৃত (ক্লী) সু-কৃ-ক্ত। পুণ্য। পুণ্যজনক কার্য্যকে সুকৃত কহে। দৈব, পৈত্র্য, বা মানুষ বিষয়ে যে কিছু শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যায়, তাহাকেই সুকৃত কহে।

"ক্রিয়মাণে কর্ম্মণীদং দৈবে পিত্র্যেঽথ মানুষে।
যত্র যত্রানুকীর্ত্ত্যেত তত্তেষাং সুকৃতং বিদুঃ॥" (ভাগ° ৮।২৩।৩১)

যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত হয়, তাহাই সুকৃত, আর অশুভাদৃষ্টের জনক কর্ম্ম দুষ্কৃত। এক মাত্র সুকৃত দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক সুখ হইয়া থাকে। এই জন্য সকলেরই সুকৃত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। শুক্ল, কৃষ্ণ ও শুক্লাকৃষ্ণ ভেদে কর্ম্ম তিন প্রকার, তন্মধ্যে একমাত্র শুক্ল কর্ম্মই সুকৃত। জাতি ও ভোগ একমাত্র কর্ম্মের দ্বারাই হইয়া থাকে। অতএব জন্মগ্রহণ করিয়া আয়ুষ্কালে সুকৃত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, এবং তাহার ফলে সুখ ভোগ হইয়া থাকে। (ত্রি) ২ সুবিহিত, যাহা উত্তমরূপে করা হইয়াছে। ৩ শুভ, দান, পুরস্কার, দয়া, বদান্যতা ইত্যাদি। ৪ পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক। ৫ ভাগ্যবান্। সুকৃত।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাৎ তৎ সুকৃতমুচ্যত ইতি যদ্বৈতৎ সুকৃতং"
(তৈত্তিরীয় উপ° ২।৭)

এই উৎপত্তির পূর্ব্বে ইহা অসৎ ছিল, এই অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইয়াছে, আত্মা স্বয়ংই ইহা করিয়াছেন, এই জন্য ইহা সুকৃত।

সুকৃতকর্ম্মন্ (ক্লী) সুকৃতং কর্ম্ম। পুণ্য কর্ম্ম, পুণ্যজনক কর্ম্ম। (ত্রি) সুকৃতং কর্ম্ম যস্য। পুণ্যকর্ম্মকারী, পুণ্যাত্মা, ধার্ম্মিক।

সুকৃতদ্বাদশী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত দ্বাদশী তিথিতে কর্ত্তব্য।

সুকৃতব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

সুকৃতাত্মন্ (ত্রি) সুকৃত কর্ম্মকারী, পুণ্যাত্মা।

সুকৃতি (স্ত্রী) সু-কৃ-ক্তিন্। ১ পুণ্য। সৎকর্ম্ম, ধর্ম্ম, অদৃষ্ট, ভাগ্য, শুভ।

সুকৃতিত্ব (ক্লী) সুকৃতিনো ভাবঃ ত্ব। সুকৃতির ভাব বা ধর্ম্ম, সৎকর্ম্ম, সুকৃতি।

সুকৃতিন্ (ত্রি) সুকৃতমস্যাস্তীতি ইনি। পুণ্যবান্, ধার্ম্মিক, শুভযুক্ত।

"চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥" (গীতা ৭।১৬)

সুকৃতি না থাকিলে কেহই ভগবদারাধনা করিতে পারে না। এই জন্য ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন, আর্ত্তি, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী এই চারিজন সুকৃত কর্ম্মকারীই আমার উপাসনা করিয়া থাকে।

সুকৃত্য (ক্লী) সুকৃত, পুণ্য। "ভাবং বিধত্তো নিতরাং মহাত্মন্ কিং বাবশিষ্টং যুবয়োঃ সুকৃত্যং।" (ভাগবত ১০।৪৮।৩৩)

(পুং) ২ ঋষিভেদ। (পা ৪।১।৯৯)

সুকৃত্যা (স্ত্রী) শোভনকর্ম্ম, উত্তমকর্ম্ম।

"শমীভিঃ সুকৃতঃ সুকৃত্যয়া" (ঋক্ ৩।৬০।৩)
'সুকৃত্যয়া শোভনেন কর্ম্মণা' (সায়ণ)

সুকৃত্বন্ (ত্রি) সু-কৃ-ক্বনিপ্ তুক্‌চ। শোভনকর্ম্মা, শুভ কর্ম্ম-কারী। "মদে মদে ববক্ষিথা সুকৃত্বনে" (ঋক্ ৮।১৩।৭) 'সুকৃত্বনে শোভনকর্ত্রে যজমানায়' (সায়ণ)

সুকৃষ্ট (ত্রি) ভালরূপে কর্ষিত।

সুকৃষ্ণ (ত্রি) অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, গাঢ় কৃষ্ণ।

সুকেত, পঞ্জাব গবর্মেণ্টের পলিটিকাল এজেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত একটি পার্ব্বত্য রাজ্য। শতলেজ নদীর উত্তর তীরে, অক্ষা° ৩১°১৩´৪৫´´ ও ৩১° ১৫´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৯´ ও ৭৭°২৬´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ক্ষেত্রফল ৪৭৪ বর্গ মাইল। এখানে একটি সহর ও ২১৯টি গ্রাম আছে। অধিবাসীদিগের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি, সামান্য সংখ্যক মুসলমান এবং খৃষ্টানও আছে। রাজার আয় এক লক্ষ টাকার উপর।

১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুকেত মণ্ডি রাজ্যের সঙ্গে

সংযুক্ত ছিল। কিন্তু এই উভয় রাজ্য মধ্যে মোটেই সম্প্রীতি ছিল না, বরং অনবরত যুদ্ধবিগ্রহই চলিতেছিল, ইহার ফলে উক্ত বৎসর দুইটি রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল, কালক্রমে শিখশক্তিই এখানে প্রবল হইয়া উঠিল, কিন্তু ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে লাহোরে ইংরাজ গবর্মেণ্টের সঙ্গে শিখদিগের যে সন্ধি বন্ধন হয়, সেই সন্ধি অনুসারে সুকেত ইংরাজরাজের হাতে আসে এবং সেই বৎসরই পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে ভোগ দখল করিবার স্বত্ব সহ এই রাজ্য রাজপুতরাজ অগরসিংহকে প্রদান করা হয়। অগরসিংহের মৃত্যুর পরে তদীয় পুত্র রুদ্রসেন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তদীয় পুত্র দস্ত নিকন্দন সেনকে রাজপদ প্রদান করা হয়। ইনি সম্মানসূচক ১১টি তোপধ্বনির অধিকারী। ৪০ জন অশ্বারোহী ও ৩৬৫ জন পদাতিক রাখিবার ইহাঁর অধিকার আছে। এখানকার রাজবংশ গৌড়ের সেনরাজবংশীয় বলিয়া পরিচিত।

সুকেত—পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার একটী পর্ব্বত শ্রেণী।

সুকেত (ত্রি) সূর্য্য। (তৈত্তিরীয় স° ৫।৩।৩)

সুকেতন (পুং) সুনীথরাজপুত্র। এই শব্দের পাঠান্তর নিকেতন এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভাগবত ৯।১৮।৮)

সুকেতু (ত্রি) মনুষ্য ও পক্ষীদিগের শব্দজ্ঞাতা।

"সুবাচঃ সুকেতব উষসো রেব দূযুঃ" (ঋক্ ৩।৭।১০)

'সুকেতবঃ বয়সাং মনুষ্যাণাঞ্চ শব্দৈঃ সুপ্রজ্ঞানাঃ' (সায়ণ)

২ চিত্রকেতুর পুত্র। (ভারত ৮ প°) ৩ তাড়কা রাক্ষসীর পিতা। ৪ সাগরের পুত্র। ৫ নন্দিবর্দ্ধনের পুত্র। ৬ কেতুমন্তের পুত্র। ৭ সুনীথ রাজপুত্র। (ত্রি) উত্তম কেশযুক্ত।

সুকেশ (পুং) রাক্ষসভেদ। [সুকেশি দেখ]

সুকেশা (স্ত্রী) শোভনঃ কেশো যস্যাঃ। সুন্দর কেশযুক্তা, সুন্দর কেশবিশিষ্টা।

"সুকেশী সুকেশা রথ্যা" (মুগ্ধবোধব্যা°)

সুকেশি (পুং) স্বনামখ্যাত রাক্ষসভেদ। সুকেশ রাক্ষস। রামায়ণে লিখিত আছে, সুকেশি বিদ্যুৎকেশের পুত্র। সন্ধ্যার কন্যা সালকটঙ্কটার সহিত বিদ্যুৎকেশের বিবাহ হয়। কিছু দিন পরে এই কন্যা বিদ্যুৎকেশ হইতে গর্ভ ধারণ করে। এই রাক্ষসী গর্ভবতী হইয়াই মন্দরপর্ব্বতে গমনপূর্ব্বক তথায় মেঘতুল্য গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যুৎকেশের সহিত বিহার করিবার জন্য সেই স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করে।

এদিকে ঐ শিশু মাতাপিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া কাঁদিতে ছিল। এমন সময়ে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত বৃষে চড়িয়া আকাশপথে যাইতে যাইতে ঐ শিশুর ক্রন্দনধ্বনি শুনিতে পান, পরে পার্ব্বতীর অনুরোধে মহাদেব ঐ শিশুকে তাহার মাতার মত চিরজীবী এবং তাহাকে আকাশগমনের শক্তি প্রদান করেন। পার্ব্বতী তদবধি রাক্ষসদিগকে এই বর দেন যে তাহারা সদ্য গর্ভ ধারণ করিবে, এবং সদ্যই তাহা প্রসব করিবে। ঐ প্রসূত সন্তান মাতার তুল্য বয়ঃ প্রাপ্ত হইবে। সুকেশ এইরূপ বর লাভ করিয়া অতিশয় গর্ব্বিত হইয়া উঠিল। সুকেশ গ্রামনী নামক গন্ধর্ব্বের দেবতা নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করে। এই কন্যার গর্ভে মাল্যবান্, সুমালী ও মালী নামক পুত্র হয়। ইহারাই রাক্ষসগণের পূর্ব্ব পুরুষ। ইহাদের পুত্রপৌত্রে রাক্ষসবংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। (রামায়ণ ৭।৪-৬ স°)

সুকেশিন্ (ত্রি) সুকেশ অস্ত্যর্থে ইনি। সুন্দর কেশবিশিষ্ট। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। সুকেশিনী, উত্তম কেশবিশিষ্টা স্ত্রী।

সুকেশী (স্ত্রী) শোভনঃ কেশো যস্যাঃ ঙীষ্। ১ স্বর্গবেশ্যাভেদ। (ভারত ১৩।১৯।৪৫) ২ উত্তম কেশযুক্তা নারী।

সুকেশীভার্য্য (ত্রি) সুকেশী ভার্য্যাযস্য। যাহার পত্নী সুকেশী, সুকেশী ভার্য্যাযুক্ত।

সুকেসর (পুং) ১ সিংহ। (ত্রি) ২ সুন্দর কেশরযুক্ত।

সুকোমল (ত্রি) অতিশয় কোমল।

সুকোলী (স্ত্রী) সু শোভনা কোলী। ১ ক্ষীরকাকোলী। (রত্নমালা) ২ শোভনবদরী।

সুকোশা (স্ত্রী) কোশাতকী, চলিত ঝিঙ্গা। (রাজনি°)

সুক্ত (ক্লী) কন্দাদিকৃত সন্ধানবিশেষ। লক্ষণ—

"কন্দমূলফলাদীনি সস্নেহলবণানি চ।
যত্র দ্রবেঽভিষূয়ন্তে তৎসুক্তমভিধীয়তে ॥" (শার্ঙ্গধর)

কন্দ, মূল, ফলাদি ও স্নেহ অর্থাৎ ঘৃততৈলাদিযুক্ত লবণ যেই দ্রবে অর্থাৎ জলাদিতে অভিভূত হয় মিশিয়া যায়, তাহাকে সুক্ত কহে। চুক্রাপর নামক তদ্ভেদ, চুক্রসুক্ত।

"যন্মধ্বাদি শুচৌ ভাণ্ডে সগুড়ক্ষৌদ্রকাঞ্জিকং।
ধান্যরাশৌ ত্রিরাত্রস্থং সুক্তং চুক্রং তদুচ্যতে ॥"

(বাভট সূত্রস্থা°)

এই সুক্ত গুড়াদি ভেদে চারি প্রকার, গুড়সুক্ত, ইক্ষুরসসুক্ত, মস্তুশুক্ত ও মাধ্বীকসুক্ত। মধু প্রভৃতি একটী বিশুদ্ধ নূতন ভাণ্ডে গুড়, ক্ষৌদ্র ও কাঞ্জিক প্রভৃতির সহিত রাখিয়া ধান্যরাশির মধ্যে তিন দিন রাখিলে এই চুক্রসুক্ত হয়। গুণ—রক্তপিত্ত ও কফ নাশক, বায়ুর অনুলোমকারী, অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, অম্ল, রুচিকর, দীপন, পাণ্ডু ও কৃমিনাশক। ইহা এক প্রকার অম্ল আচারবিশেষ। (বাভট সূত্র°)

চলিত সুক্ত—এক প্রকার ব্যঞ্জনভেদ। কন্দ, মূল ও ফল, অর্থাৎ ডুমুর, কাচকলা, মূলা প্রভৃতি দ্রব্য তিক্ত দ্রব্যের সহিত পাক করা হইলে তাহাকে সুক্ত কহে।

সুক্তা (স্ত্রী) সুক্তিকা, তিন্তিড়ী, তেঁতুল। (বৈদ্যকনি°)

সুক্রতু (ত্রি) সু শোভনঃ ক্রতু র্যস্য। শোভনকর্ম্মা। "সাম্রাজ্যায় সুক্রতুঃ" (ঋক্ ১।২৫।১০) 'সুক্রতু শোভনকর্ম্মা' (সায়ণ)

সুক্রতুয়া (স্ত্রী) আপনার শোভনকর্ম্মেচ্ছা, আপনার শুভ কর্ম্মেচ্ছা। "আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে" (ঋক্ ১।৩১।৩) 'সুক্রতুয়া শোভনকর্ম্মেচ্ছয়া, সুক্রতুমাত্মন ইচ্ছতি, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্, অকৃৎসার্ব্বধাতুকয়োরিতি দীর্ঘঃ, পা ৭।৪।২৫, ক্যজন্তস্য ধাতু সংজ্ঞায়াং অপ্রত্যয়ঃ, ততষ্টাপ্' (সায়ণ)

আপনার শুভ কর্ম্ম ইচ্ছা করিতেছে, এই অর্থে ক্যচ্ প্রত্যয় এবং ক্রতুর উকার দীর্ঘ হইয়া সুক্রতূয়, এই নামধাতু হইল, পরে এই ধাতুর উত্তর অ টাপ্ করিয়া সুক্রতূয়া এই পদ সিদ্ধ হইয়াছে।

সুক্রুদ্ধ (ত্রি) অতিশয় ক্রুদ্ধ।

সুক্লেশ (ত্রি) সু অতিশয়ঃ ক্লেশো যত্র। অতিশয় ক্লেশবিশিষ্ট, যাহাতে অতিশয় ক্লেশ হয়। (কথাসরিৎসা° ৫১।২০১)

সুক্বণ (পুং) সু শোভনং ক্বণঃ শব্দঃ। সুশব্দ, উত্তম ধ্বনি। (অমর)

সুক্বড়িচন্দন (ক্লী) স্বনামখ্যাত শ্রীখণ্ড চন্দনের অন্যতম চন্দন। গুণ—তিক্ত, কৃচ্ছ্র, রক্তপিত্ত ও দাহনাশক, শীতল, সুগন্ধি। ২ শুক্লচন্দন।

সুক্ষত (ত্রি) অতিশয় ক্ষত।

সুক্ষত্র (ত্রি) শোভন ধনোপেত, অতিশয় ধনী। "সুক্ষত্রাসো বিশাদসঃ" (ঋক্ ১।১৯।৫) 'সুক্ষত্রাসঃ শোভন ধনোপেতাঃ, ধননামসু ক্ষত্রং' (সায়ণ)

সুক্ষত্রিয় (পুং) উত্তমক্ষত্রিয়, ক্ষত্রিয়ের গুণসম্পন্ন। "গতিং প্রবীরসুলভাং তস্মিন্ সুক্ষত্রিয়ে গতে।" (রাজতর° ১৬৪)

সুক্ষয় (পুং) শোভন যজ্ঞগৃহ। "অববেতি সুক্ষয়ঃ সুতে" (ঋক্ ১০।২৩।৪) 'সুক্ষয়ং শোভনং যজ্ঞগৃহং' (সায়ণ)

সুক্ষিতি (ত্রি) ১ শোভননিবাস, উত্তমনিবাসবিশিষ্ট। ২ উত্তমপুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট। "ইষমূর্জ্জং সুক্ষিতিং বিশ্বমাভাঃ" (ঋক্ ১০।২০।১০) 'সুক্ষিতিং শোভননিবাসং যদ্বা ক্ষিতয়ো মনুষ্যাঃ শোভনপুত্রপৌত্রাদিকং' (সায়ণ) (স্ত্রী) ২ শোভনাক্ষিতি। "চিৎসুক্ষিতিং দধেঃ" (ঋক্ ১।৪০।৮) 'সুক্ষিতিং, শোভনা ক্ষিতিঃ সুক্ষিতিং' (সায়ণ)

সুক্ষুব্ধ (ত্রি) অতিশয় ক্ষুব্ধ, অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত।

সুক্ষেত্র (ক্লী) সু শোভনং ক্ষেত্রং। শোভন ক্ষেত্র, উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র, সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপিত হইলে সুফল হইয়া থাকে।

"সুবীজঞ্চৈব সুক্ষেত্রে জাতং সম্পদ্যতে যথা।" (মনু ১০।৬৯)

(পুং) ২ দশম মনুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯৪।১৫) ৩ বাস্তুভেদ। যে বাস্তুর পূর্ব্বদিকে শালা থাকে না, তাহাকে সুক্ষেত্র বাস্তু কহে। এই বাস্তু শুভ ফলদায়ক।

"প্রাক্শালয়া বিযুক্তং সুক্ষেত্রং বৃদ্ধিদং বাস্তু।" (বৃহৎসংহিতা ৫৩।৩৭)

সুক্ষেত্রিয়া (স্ত্রী) আত্মনঃ শুভক্ষেত্রমিচ্ছা সুক্ষেত্র-ক্যচ্, সুক্ষেত্রিয় নামধাতু অ-টাপ্। আপনার শুভক্ষেত্রবিষয়ক ইচ্ছা। "সুক্ষেত্রিয়া সুগাতুয়া বসূয়া চ যজামহে" (ঋক্ ১।৯৭।২) 'সুক্ষেত্রিয়া, শোভনং ক্ষেত্রং সুক্ষেত্রং তদ্বিষয়েচ্ছা, সুপ আত্মনঃ ক্যচ্' (সায়ণ)

সুক্ষেম (ক্লী) সুমঙ্গল। (বৃহৎস° ১০।২)

সুক্ষোভ্য (ত্রি) অতি ক্ষোভণীয়।

সুখ, সুখ, আনন্দ। অদন্ত চুরাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ সুখয়তি। লোট সুখয়তু। লিট্ সুখয়াঞ্চকার। লিটে কৃ, অস ও ভূর, অনুপ্রয়োগ হইয়া থাকে। লুঙ্ অসুসুখৎ।

সুখ (ক্লী) সুখয়তীতি সুখ-অচ্। আত্ম বা মনোবৃত্তিগুণবিশেষ। পর্য্যায়—সুৎ, প্রীতি, প্রমদ, হর্ষ, প্রমোদ, আমোদ, সম্মোদ, আনন্দথু, আনন্দ, শর্ম্ম, শাত, মদ, ভোগ, রভস, নির্বৃতি, ধৃতি, বীচি, সম্মেদ, মোদ, নন্দথু, নন্দ, মুদা, সৌখ্য, উপজোষ, আনন্দ, জোষ। (শব্দরত্না°)

সুখ আত্মার ধর্ম্ম কি মনের ধর্ম্ম এই বিষয় লইয়া দার্শনিকদিগের মধ্যে মতভেদ আছে, কেহ বলেন ইহা আত্মবৃত্তিগুণবিশেষ, আবার কেহ বলেন, তাহা নহে সুখদুঃখ মনের কর্ম্ম। ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনমতে সুখ আত্মার গুণ, ২৪টী আত্মার গুণ আছে, তাহার মধ্যে সুখ একটী। এই সুখ দুইপ্রকার নিত্য ও জন্য। তাহার মধ্যে নিত্যসুখ পরমাত্মার বিশেষ সুখের অন্তর্বর্ত্তী। আর জন্যসুখ জীবাত্মার বিশেষ সুখের অন্তর্গত। এই সুখ শুভ-অদৃষ্টজন্য, এই শুভ অদৃষ্টজন্য ধন, মিত্রলাভ, আরোগ্য, মিষ্টান্নপান, পুত্রাদিজন্ম, তৎপাণ্ডিত্যলাভ ও কান্তাসম্ভোগাদি সুখ হইয়া থাকে। কারণ থাকিলে কার্য্য থাকিবেই, সুখের কারণ শুভ অদৃষ্ট, শুভ অদৃষ্ট থাকিলে তজ্জন্য সুখ হইবেই হইবে।

"সুখন্তু জগতামেব কাম্যং ধর্ম্মেণ জন্যতে।
অধর্ম্মজন্যং দুঃখং স্যাৎ প্রতিকূলং সচেতসাং॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

জগতের কাম্য যে সুখ তাহা ধর্ম্মদ্বারা জন্মে, এবং অধর্ম্ম জন্য দুঃখ হইয়া থাকে। সুখ আত্মার গুণ হইলেও মনোগ্রাহ্য অর্থাৎ মনঃদ্বারাই সুখদুঃখের গ্রহণ হয়।

'মনোগ্রাহ্যং সুখং দুঃখমিচ্ছাদ্বেষো মতিঃ কৃতিঃ।" (ভাষাপ°)

সাংখ্য ও পাতঞ্জলমতে ইহা প্রকৃতির ধর্ম্ম। সত্ত্বগুণের ধর্ম্ম সুখ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি, প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং এই জগৎ সুখ, দুঃখ ও মোহময়। জাগতিক সকল পদার্থেই সুখ, দুঃখ ও মোহ

আছে। যাহাতে সত্ত্বগুণের ভাগ অধিক তাহা সুখময়, যাহাতে রজোগুণ অধিক তাহা দুঃখময়।

যাহা অনুকূলবেদনীয় বলিয়া জানা যায়, তাহাই সুখ। এবং যাহা প্রতিকূলবেদনীয় বলিয়া জানা যায় তাহাকে দুঃখ কহে। সুখসম্পাদনে প্রাণিমাত্রেরই প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। সকলেরই চেষ্টা হয় 'দুঃখং মাভূৎ সুখং মে ভূয়াৎ' যেন আমার দুঃখভোগ না হয়, সর্ব্বদাই সুখ হয়। অভিলষিত শব্দাদির বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অভিমতবিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ইন্দ্রিয়পরিচালনাসাপেক্ষ, অনেক স্থলে অভিমতবিষয়ের সম্বন্ধসম্পাদন চেষ্টাসাপেক্ষ। যাহারা অভিনয় দর্শন বা গীতশ্রবণজন্য সুখানুভব করেন, তাহারা নাট্যশালাদিতে যাইয়া অভিমতবিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ-সম্পাদনপূর্ব্বক সুখানুভব করিয়া থাকেন।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, প্রত্যেক সুখসাধনের সহিত অন্ততঃ কিঞ্চিন্মাত্র দুঃখভোগ অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। সুখভোগ করিব, দুঃখভোগ করিব না, ইহা হইতে পারে না। সুখভোগের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে। নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া কখনই বিষয়-গ্রহণ করা যায় না। অন্ততঃ শারীরিক শক্তিগুলির পরিচালনাও আবশ্যক হয়। ইষ্টসাধনজ্ঞানই প্রবৃত্তির কারণ, অর্থাৎ আমার ইহাতে ইষ্টসাধন হইবে, এই জ্ঞান না হইলে প্রবৃত্তি হয় না, অতএব কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইলে ইষ্টসাধনতাজ্ঞান হইবেই হইবে। আমার সুখ হউক এই ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানেই লোক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু কার্য্য করিতে যাইয়া দুঃখভোগ করিয়া থাকে। মনুষ্য রজঃপ্রধান, দুঃখ রজোগুণের পরিণামবিশেষ। সুতরাং মনুষ্য দুঃখে জড়িত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুখ সত্ত্বগুণের কার্য্য। মনুষ্যের সত্ত্বগুণ থাকিলেও তাহা প্রধান নহে। মানবের দুঃখ যেরূপ সুলভ, সুখ সেরূপ নহে। কিন্তু সুখের মোহিনীশক্তি অতুলনীয়া। ভূতাবিষ্টের ন্যায় দিক্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া লোক সুখসম্পাদনের জন্য ব্যাকুল হয়। সামান্য সেতু যেমন প্রখর স্রোতের গতিরোধ করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ বাধা-বিঘ্ন তাৎকালিক উৎসাহ ও উদ্যমের গতিরোধ করিতে পারে না। তখন কষ্টকে কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না, অক্লান্তমনে অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে প্রবৃত্তি হয়। কবি বলিয়াছেন—"নহি সুখং দুঃখৈ বিনা লভ্যতে" সুখ-ভোগ করিতে হইলে অনেক দুঃখভোগ করিতে হয়। ধন লাভ করিতে পারিলে সুখ হইবে, এই আশায় মুগ্ধ হইয়া ধনার্জ্জনের জন্য লোকে কতই না কষ্ট করিয়া থাকে। অধিক কি যে শরীরের বা জীবনের সুখের জন্য ধনার্জ্জনে প্রবৃত্ত হয়, ধনার্জ্জনব্যাসক্ত ব্যক্তি তৎকালে সেই শরীর বা জীবনের প্রতিও লক্ষ্য করে না। ধনার্জ্জনের জন্য শরীর বা জীবন বিসর্জ্জনেও কুণ্ঠিত হয় না। ইহা মোহান্ধ মানবের অনুরূপ কার্য্য, সুখের মোহিনী শক্তির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাধারণ জীব ইহার জন্য লালায়িত।

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই সুখের তিন প্রকার বিভাগ করিয়াছেন, সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। ইহার লক্ষণ—

"যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমং।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজং॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমং।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতং॥
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতং॥" (গীতা ১৮।৩৮-৪০)

যে সুখ প্রথমে বিষের ন্যায়, এবং পরিণামে অমৃত তুল্য বোধ হয় ও যে সুখ দ্বারা আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মে, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ। এই সুখ জ্ঞান, বৈরাগ্য, ধ্যান ও সমাধি দ্বারা সাধিত হয়। জ্ঞানাদির সাধন করিতে হইলে প্রথমে বিষের ন্যায় কষ্টকর বোধ হয়, কারণ উহা মনের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধ, মন যাহা চায়, তাহার বিরুদ্ধ অনুষ্ঠান করিলে প্রথমে মনের পক্ষে উহা অতিশয় ক্লেশকর হয়। বিধিপূর্ব্বক যমনিয়মাদি সাধন করিলে পরে পরমানন্দদায়ক বলিয়া বোধ হয়, নিদ্রালস্যাদি দোষবর্জ্জিত হইয়া স্বচ্ছন্দতা সহকারে সংস্থিতির নাম আত্মবুদ্ধিপ্রসাদ। সাত্ত্বিক সুখ এই আত্মজ্ঞানের নিতান্ত অনুগত। অনাত্ম বুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে যে সমাধি-সুখের উদয় হয়, তাহাই সাত্ত্বিক সুখ।

বিষয় ও ইন্দ্রিয় সংযোগে যে সুখের উৎপত্তি হয়, এবং যে সুখ প্রথমে অমৃত তুল্য, ও পরিণামে বিষবৎ বোধ হয়, তাহা রাজস সুখ। শব্দাদি বিষয় ও শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ বশতঃ যে সুখের উৎপত্তি হয়, অর্থাৎ সুস্বরশ্রবণে, সুরূপদর্শনে, সুমধুর-আস্বাদনে, সুগন্ধ আঘ্রাণে, সুকোমল-স্পর্শে বা স্ত্রী সঙ্গমাদিতে যে সুখোৎপত্তি হয়, তাহার নাম রাজস সুখ। এই সুখ লাভে মন ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংযত করিতে হয় না বলিয়া প্রথমে অমৃতের ন্যায় সুখকর হয়। এই সুখের বিচ্ছেদকালে ইহপারলৌকিক বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়, এই জন্য ইহাকে পরিণামে বিষতুল্য বলা হইয়াছে।

যে সুখ প্রারম্ভে ও পরিণামে বুদ্ধিকে মোহমুগ্ধ করে, এবং নিদ্রা ও আলস্যাদি হইতে উৎপন্ন হয় তাহাই তামস সুখ। যে সুখ আত্মজ্ঞান হইতে বা বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগ হইতে উৎপন্ন না হইয়া কেবল তন্দ্রা, আলস্য ও উন্মাদ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই তামস সুখ বলিয়া কথিত হয়।

এই তিন প্রকার সুখের মধ্যে যাহাতে সাত্ত্বিক সুখ লাভ হয় তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। সংসারে বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-জনিত যে সুখ লাভ হয়, শাস্ত্র তাহাকে সুখ নামক দুঃখ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জগতে সুখ এত কম, যে তাহাকে সুখ না বলাই উচিত। একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানেই যথার্থ সুখ লাভ হয়। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে যে—

"সন্তোষাদনুত্তমঃ সুখলাভঃ।" (পাতঞ্জলদ° ১।৪২) 'তথাচোক্তং—

যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যমহৎ সুখং।

তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাং॥' (ব্যাসভাষ্য)

একমাত্র সন্তোষ হইতেই অনুত্তম সুখ লাভ হয়। সন্তোষ শব্দের অর্থ তৃষ্ণাক্ষয়, বাসনার নাশ। শাস্ত্রে কথিত আছে যে কাম অর্থাৎ লৌকিক বিষয়জনিত যে সমস্ত সুখ এবং দিব্য অর্থাৎ সঙ্কল্পমাত্র হইতে লব্ধ যে সমস্ত সুখ ইহার কোনটীই তৃষ্ণাক্ষয় সুখের ষোড়শ ভাগের এক ভাগেরও তুল্য নহে।

অভাববোধই দুঃখের কারণ। তাদৃশ বোধ না থাকিলে আত্মার পরিপূর্ণতা অনুভব হয়। ইহাকেই আত্মারাম কহে। মহাভারতে লিখিত আছে যে, রাজা যযাতি বৃদ্ধাবস্থায়ও ভোগ-তৃষ্ণা দূর করিতে না পারিয়া নিজের পুত্র পুরুর যৌবন গ্রহণ করিয়া বিষয় ভোগ করেন, নিজের যৌবন ও পুত্রের যৌবন এই উভয় কাল ধরিয়া বিষয়ভোগ করিয়া দেখিলেন, ভোগতৃষ্ণা যাইবার নহে, বরং অনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় প্রতিদিন তাহা বাড়িতেছে, তখন তিনি বলিলেন—

"যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভি র্যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতাং।

তাং তৃষ্ণাং সংত্যজন্ প্রাজ্ঞঃ সুখেনৈবাভিপূর্য্যতে॥" (ভারত)

পামরগণ যে তৃষ্ণাকে ত্যাগ করিতে পারে না, বৃদ্ধ হইলেও যাহা ক্ষীণ হয় না, পণ্ডিতগণ সেই তৃষ্ণাকে পরিত্যাগ করিয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন। ভোগে বিষয়তৃষ্ণা দূর হয় না, বরং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে যে

"নিরাশঃ সুখী পিঙ্গলাবৎ" (সাংখ্যদ° ৪।১১)

'আশাং ত্যক্ত্বা পুরুষঃ সন্তোষাখ্যসুখবান্ ভূয়াৎ, পিঙ্গলাবৎ। পিঙ্গলা নাম বেশ্যা কান্তার্থিনী কান্তমলব্ধা নির্বিণ্ণা সতী বিহায়াশাং সুখিনী বভূব।

আশা হি পরমং দুঃখং নৈরাশ্যং পরমং সুখং।

তথা সংছিদ্য কান্তাশাং সুখং সুষাপ পিঙ্গলা॥" (ভাষ্য)

আশাশূন্যতাই সুখের কারণ, যতক্ষণ আশা ততক্ষণ দুঃখ, যিনি আশা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সুখী। ভাগবতে পিঙ্গলা নামক এক বেশ্যার উপাখ্যানে বর্ণিত আছে যে, এই বেশ্যা কান্তার্থিনী হইয়া সমস্ত রাত্রি কান্তা-গমের আশায় অতিবাহিত করিল, কিন্তু কান্তসমাগম হইল না, তখন সে আশা পরিত্যাগ করিয়া সুখে নিদ্রিতা হইল। অতএব আশাই দুঃখের কারণ। আশাত্যাগেই সুখ। যিনি আশা ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনিই সুখী। যম, নিয়ম, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগানুষ্ঠান বা ভগবদুপাসনা দ্বারা এই সুখ লাভ হইয়া থাকে।

এই যে সুখের বিষয় কথিত হইল, এই সুখ সংসারে বিরল। সংসারবিগমে এই সুখ লাভ হইয়া থাকে। শাস্ত্রের চক্ষে সংসারে সুখ নাই। কিন্তু অজ্ঞানী ইহজগতে পুণ্যাদৃষ্ট বলে যে সুখ ভোগ করেন, ঐ সুখ ক্ষণভঙ্গুর, স্থায়ী নহে। তাহারা সংসারে অশেষ-বিধ সুখ ভোগ করিলেও জরামরণাদি দুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পায় না। সুতরাং সংসার স্বভাবতঃ দুঃখ স্বরূপ, ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কারণ জরা মরণাদি দুঃখ স্বাভাবিক! সুখ স্বাভাবিক নহে, আগন্তুক উপায়সাধ্য। জরা মরণাদির জন্য যেরূপ কোন চেষ্টা ও যত্ন করিতে হয় না, উহা আপনিই উপস্থিত হয়। সুখের জন্য কিন্তু বিস্তর চেষ্টা করিতে হয়। এক জন দার্শনিক কুপিত ফণিফণার ছায়ার সহিত সাংসরিক সুখের উপমা দিয়াছেন। উপরি ভাগে শাণিত কৃপাণ সূক্ষ্মসূত্রে ঝুলিতেছে, তাহার নিম্ন ভাগে উপবেশন করিয়া বিশ্রাম সুখ অনুভব করার ন্যায় সাংসারিক সুখ দুঃখানুষক্ত ও বিপদসঙ্কুল।

সংসার প্রকৃতির কার্য্য। প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং সংসার যে দুঃখাত্মক হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। সত্ত্বগুণ সুখাত্মক বটে, সত্ত্ব প্রকৃতির মধ্যে একটী, সুতরাং সংসারে সুখও আছে, দুঃখও আছে। কিন্তু দুঃখের তুলনায় সুখ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাংসারিক সুখ কুপিত ফণিফণাছায়ার তুল্য, এই উপমার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইতে পারে যে সুখলেশ যৎসামান্য, দুঃখরাশির অবধি নাই। প্রগাঢ় অন্ধকারের মত দুঃখরাশি সুবিস্তীর্ণ, মধ্যে খদ্যোতিকার ন্যায় সুখের আবির্ভাব ও তিরোভাব হয় মাত্র।

সাংখ্যদর্শনের মতে দ্যুলোক হইতে সত্যলোক পর্য্যন্ত সত্ত্ব বহুল, এই জন্য ঐ স্থানবাসী লোকসকল সুখী। ভূলোক বা মনুষ্যলোক রজোবহুল, এই জন্য এই স্থানস্থিত লোকসকল স্বভাবতঃ দুঃখী।

জগতের মানব সুখের জন্য লালায়িত। শাস্ত্রে সুখের নানা উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যাগ, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে সংসারে সুখ লাভ হইয়া থাকে। এই সুখ স্থায়ী নহে। ভোগ দ্বারা এই সুখের নিবৃত্তি হয়। যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে স্বর্গবাস হইয়া থাকে। স্বর্গ শব্দের অর্থ এক প্রকার সুখবিশেষ। স্বর্গে যতদিন অবস্থান করা যায়, ততদিন নিরব-চ্ছিন্ন সুখভোগ হয় সত্য, কিন্তু শুভ কর্ম্মের ক্ষয় হইলে স্বর্গেরও ক্ষয় হইয়া থাকে।

শাস, মিছরী, নারিকেল, তিলতৈল ও ঘৃতপক্ব ব্যঞ্জনাদি আহার করিতে দেওয়া যাইতে পারে। রাত্রিকালে গমের বা যবের রুটি অথবা লুচি এবং পুর্ব্বোক্ত তরকারী প্রভৃতি। সুজি, ছোলার বেশম, ঘৃত ও অল্পমিষ্ট সংযোগে প্রস্তুত যে কোন খাদ্য সহ্যমত খাইতে দেওয়া যায়। উষ্ণজল শীতল করিয়া অথবা অবস্থা বিশেষে ঈষদুষ্ণ পানীয় অথবা বায়ুর উপদ্রব অধিক থাকিলে পুরাতন তেঁতুল জলে ভিজাইয়া সেইজল কিংবা লেবুর রসের সহিত মিছরির সরবৎ পান করিবে। শ্লেষ্মার আধিক্য না থাকিলে নদী বা প্রশস্ত সরোবরের জলে স্নান করা যাইতে পারে।

ফলকথা যে কোন ঔষধ, অন্ন বা পানীয় বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, উষ্ণবীর্য্য, ও বাতানুলোমক তাহাই হিক্কা ও শ্বাস রোগের হিতকর বলিয়া জানিতে হইবে। যে দ্রব্যটী বাতজনক, কিন্তু কফনাশক অথবা যে দ্রব্যটী কফকারক অথচ বাতনাশক সে দ্রব্যটী ঐকান্তিক ভাবে বা অব্যভিচরিতরূপে এই রোগে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। যাহা কেবল বাতনাশক তাহা অনেকস্থলে ব্যবহৃত হইতে পারে এবং তাহাতে কিঞ্চিৎ উপকার হয়। কিন্তু যাহা কেবল শ্লেষ্মানাশক অর্থাৎ যে ঔষধ, অন্ন বা পানীয় ব্যবহারে শরীর রসহীন হইয়া অতিশয় কর্ষিত হয়, তাহাদ্বারা কখনই হিক্কাশ্বাস রোগের কিছুমাত্র উপশম হয় না; অতএব এই রোগে ঔষধ পথ্য প্রভৃতি যাহা কিছু ব্যবহার করা হউক না কেন যাহাতে বায়ুর গমনপথ বিশোধিত থাকে, নিয়ত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করিতে হইবে, কেননা নদ, নদী প্রভৃতি বৃহজ্জলাশয়াদির গতিরোধ হইলে তাহা যেমন ছাপাইয়া উঠে, সেইরূপ শ্বাসরোগীর বায়ু কফাদিকর্তৃক রুদ্ধগতি হইয়া অধিকতর উদীর্ণ হইয়া উঠে এবং নানারূপ উপদ্রব উপস্থিত করে।

"উদীর্য্যতে ভৃশতরং মার্গরোধাদ্বহজ্জলং।
যথা তথানিলস্তস্য মার্গং নিত্যং বিশোধয়েৎ ॥" (চরক চি° ১৭)

অপথ্য—গুরুপাক, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্যদ্রব্য, দধি, মৎস্য এবং লঙ্কার ঝাল প্রভৃতি ব্যবহার, রাত্রিজাগরণ, অত্যন্ত পরিশ্রম, অগ্নি বা রৌদ্রের উত্তাপ, অতি ভোজন, সাতিশয় দুশ্চিন্তা, শোক, ক্ষোভ, ক্রোধ প্রভৃতি মনোবিকার, এইরোগে সর্ব্বথা পরিত্যাগ করা একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্বাসকাস (পুং) শ্বাসযুক্তঃ কাসঃ। শ্বাসযুক্ত কাসরোগ। শ্বাসজনক কাস, চলিত হাঁপকাস।

শ্বাসকুঠাররস (পুং) শ্বাসস্য কুঠার ইব তন্নামকো রসঃ। শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, সোহাগার খই, মনছাল, মরিচ, এবং ত্রিকটু ইহাদের প্রত্যেকটী সমানভাগ জলে উত্তমরূপে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান আদার রস ও মধু। এই ঔষধসেবনে শ্বাসকাস, স্বরভঙ্গ ও জ্বর প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। অন্যবিধ প্রস্তুত প্রণালী—বিষ, গন্ধক, সোহাগার খই, মনছাল, এই সকল দ্রব্য প্রত্যেকে ১০ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, পিপুল ৬ তোলা, শুণ্ঠী ৬ তোলা, এই সকল দ্রব্য একত্র জলে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান পানের রস বা আদার রস ও মধু। এই ঔষধ সেবনে বিষম শ্বাসকাস, একাদশ প্রকার ক্ষয়, প্রতিশ্যায় প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না°)

শ্বাসচিন্তামণি (পুং) শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—লৌহচূর্ণ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, পারদ ১ তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা অর্দ্ধতোলা ও স্বর্ণ অর্দ্ধতোলা এই সকল দ্রব্য একত্র মাড়িয়া কণ্টকারীর রসে, আদার রসে, ছাগী দুগ্ধে ও যষ্টি মধুর কাথে ভাবনা দিতে হয়। তৎপরে ইহা ৪ রতিপ্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ও বহেড়াচূর্ণ। এই ঔষধ সেবন করিলে শ্বাসকাস ও যক্ষ্মরোগ প্রভৃতি আরোগ্য হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শ্বাসরোগাধি°)

শ্বাসতা (স্ত্রী) শ্বাসস্য ভাবঃ তল-টাপ্। শ্বাসের ভাব বা ধর্ম্ম।

শ্বাসপ্রশ্বাসধারণ (ক্লী) শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্ধারণং যত্র। প্রাণায়াম। (হেম) প্রাণায়াম করিতে হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ধারণ করিতে হয়।

শ্বাসভৈরবরস (পুং) শ্বাসরোগাধিকারোক্ত ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—রস, গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, মরিচ, চই এবং চিতামূল এই সকলের চূর্ণ সমভাগ লইয়া আদার রসে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই ঔষধ জলের সহিত সেবন করিলে শ্বাস, কাস ও স্বরভেদ প্রভৃতি রোগ নিরাকৃত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° শ্বাসরোগাধি°)

শ্বাসহেতি (পুং) শ্বাসস্য হেতিরিব। নিদ্রা। (হেম)

শ্বাসারি (পুং) শ্বাসস্য অরিঃ। পুষ্করমূল। (রাজনি°)

শ্বাসিন্ (পুং) শ্বাসয়তীতি শ্বস-ণিচ্-ণিনি। ১ বায়ু। শ্বাসো হস্ত্যস্তীতি ইনি। (ত্রি) ২ শ্বাসযুক্ত। ৩ শ্বাসরোগবিশিষ্ট, শ্বাসরোগী।

ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে এই রোগ মহাপাতকজ, সুতরাং এই রোগ হইলে অগ্রে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিয়া তৎপরে চিকিৎসা কর্ত্তব্য। যদি অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত শ্বাসরোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তবে তাহার দহন ও বহন করা উচিত। যদি প্রায়শ্চিত্ত করা না হয়, তাহা হইলে যাহারা ইহার দহন বহনাদি করিবেন, তাহাদিগকেও যতিচান্দ্রায়ণ করিতে হইবে। (প্রায়শ্চিত্তবি°)

শ্বাহি (পুং) যদুবংশীয় রাজভেদ। (ভাগবত ৯।২৩।৩০)

শ্বি, ১ গতি। ২ বৃদ্ধি। ৩ স্ফীতভাব। ভ্বাদি° পরস্মৈ° সক° সেট্। লট্ শ্বয়তি। লুট্ শ্বয়িতা। শিশ্বায় শিশ্বিয়তুঃ।

৺লৃট্ শ্বয়িষ্যতি। লিঙ্ শূয়াৎ। লুঙ্ অশ্বৎ। অশ্বয়ীৎ। কর্ম্মবাচ্য লট্ শূয়তে। সন্ শিশ্বয়িষতি। যঙ্ শেশ্বীয়তে শোশূয়তে। যঙ্ লুক্ শেশ্বয়ীতি, শেশ্বেতি। ণিচ্ শ্বায়য়তি। লুঙ্ অশূশবৎ, অশিশ্বয়ৎ। ণিচ্-সন্ শিশ্বায়য়িষতি। ক্ত-শূন।

শ্বিক্ন (পুং) জনপদ ও তন্নিবাসী। (শতপথব্রা°)

শ্বিৎ, বর্ণ, শ্লৌক্ল, শুক্লীভাব। ভ্বাদি° আত্মনে° অক° সেট্। লট্ শ্বেততে। শিশ্বিতে। লুট্ শ্বেতিতা। লৃট্ শ্বেতিষ্যতে। লুঙ্ অশ্বেতিষ্ট, অশ্বেতিষাতাং, অশ্বেতিষত। অশ্বিতৎ, অশ্বিততাং, অশ্বিতন্। ক্ত-শ্বিত।

শ্বিতীচী (স্ত্রী) শ্বৈত্যপ্রাপ্তা, প্রকাশপ্রাপ্তা, প্রকাশিতা।

"কৃষ্ণাদস্থানিষ্ট শ্বিতীচী" (ঋক্ ১।১২৩।৯)

'শ্বিতীচী শ্বৈত্যং গচ্ছন্তী প্রকাশং প্রাপ্তবতী' (সায়ণ)

শ্বিত্ন (ত্রি) শ্বেতবর্ণ। "অধশ্বিত্নেষু বিংশতিং শতা" (ঋক্ ৮।৪৬।৩১) 'শ্বিত্নেষু শ্বেতবর্ণেষু' (সায়ণ)

শ্বিত্ন্য (ত্রি), শুক্লবর্ণ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ, শুক্লবর্ণার্হ। "সনৎ ক্ষেত্রং সখিভিঃ শ্বিত্ন্যেভিঃ" (ঋক্ ১।১০০।১৮) 'শ্বিত্ন্যেভিঃ শ্বেতবর্ণৈঃ অলঙ্কারেণ দীপ্তাঙ্গৈঃ, শ্বিতা বর্ণে ঔণাদিকো ক্ত-প্রত্যয়ঃ, শ্বিত্নং শুক্লবর্ণ অর্হতীতি শ্বিত্ন্যাঃ ছন্দসি চেতি যঃ' (সায়ণ)

শ্বিত্র (ক্লী) শ্বেততে ইতি শ্বিত-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চীতি। উণ্ ২।১৩) কিলাসভেদ, শ্বেতকুষ্ঠ, চলিত ধবলরোগ। পর্য্যায়—কুষ্ঠ, শ্বেত বা শ্বেত্র। (অমর ও তট্টীকা)

নিদান।—মাধবকরের রোগবিনিশ্চয় বা নিদান নামক গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, বিরুদ্ধাশনাদি ও পাপকর্ম্ম প্রভৃতি কুষ্ঠরোগোক্ত কারণসমূহই শ্বিত্ররোগের নিদান। [কুষ্ঠ দেখ।]

"কুষ্ঠৈকসম্ভবং শ্বিত্রং কিলাসং দারুণং ভবেৎ।" (মাধব)

'কুষ্ঠৈকসম্ভবমিতি কুষ্ঠেন সহ একং সমানং বিরুদ্ধাশনপাপকর্ম্মাদি সম্ভবো নিদানং যস্য তৎ শ্বিত্রমিতি' (বিজয়রক্ষিত)

চরকে কথিত হইয়াছে, মিথ্যাকথন, বিশ্বাসঘাতকতা, গুরুলোকের নিন্দা ও তাহাদিগকে তিরস্কার বা যে কোন প্রকার নির্য্যাতন করা, ইহ ও পূর্ব্ব জন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম, দেশ কাল ও সংযোগ-বিরুদ্ধ দ্রব্য সেবন প্রভৃতি কারণে কিলাস রোগের উৎপত্তি হয়।

"বচাংস্যতথ্যানি কৃতঘ্নভাবো নিন্দা গুরূণাং গুরুধর্ষণঞ্চ।
পাপক্রিয়া পূর্ব্বকৃতঞ্চ কর্ম্মহেতুঃ কিলাসস্য বিরোধি চান্নম্॥"
(চরক চি° ৭ অঃ)

নামনিরুক্তি ও লক্ষণ—চরকে লিখিত হইয়াছে যে, কিলাস রোগ দারুণ, অরুণ ও শ্বিত্র এই তিন নামে অভিহিত হয়। এই ত্রিবিধ কিলাসই প্রায় ত্রিদোষ হইতে উৎপন্ন হয়; দোষ রক্তাশ্রিত হইলে উহা রক্তবর্ণ, মাংসাশ্রিত হইলে তাম্রবর্ণ এবং মেদকে আশ্রয় করিলে শ্বেতবর্ণ হইয়া যথাক্রমে উক্ত দারুণ, অরুণ ও শ্বিত্র নামে কথিত হয়। এই তিনটীর মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্বটী অপেক্ষা পরপরটী ক্রমশঃ কষ্ট সাধ্য।

"দারুণঞ্চারুণং শ্বিত্রং কিলাসং নামভিস্ত্রিভিঃ।
বহুচ্যতে তৎ ত্রিবিধং ত্রিদোষং প্রায়শশ্চ তৎ॥
দোষে রক্তাশ্রিতে রক্তং তাম্রং মাংসসমাশ্রিতে।
শ্বেতং মেদঃশ্রিতে শ্বিত্রং গুরু তচ্চোত্তরোত্তরম্॥"
(চরক চি° ৭অঃ)

মাধব-নিদানে উক্ত হইয়াছে যে, বাতাদি পৃথক্ তিন দোষ কর্ত্তৃক উক্ত রক্তাদি তিন প্রকার ধাতু সংশ্রয়ে যথাক্রমে ঐ ত্রিবিধ কিলাসের উৎপত্তি হয়। বায়ু হইতে উৎপন্ন কিলাস রুক্ষ ও অরুণবর্ণ, পিত্তোৎপন্ন গুলি নবোদ্গত কমলপত্রবৎ তাম্রবর্ণ, দাহ যুক্ত এবং রোমবিধ্বংসকারী, কফ হইতে যাহাদের উৎপত্তি তাহারা শ্বেতবর্ণ, ঘন, গুরু এবং কণ্ডুযুক্ত।

ভোজকৃত গ্রন্থে ব্রণজ ও দোষজ ভেদে শ্বিত্ররোগ প্রথমতঃ দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণিত। পরে দোষজ আবার আত্মজ ও পরজ ভেদে দুই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্ষত অবস্থায় তাহার উপর অযথোপচার হেতু ব্রণজ এবং দ্বিপ্রকার দোষজের মধ্যে পরকীয় সংশ্রব জন্য পরজ ও দেহস্থ বাতাদি কর্ত্তৃক আত্মজ শ্বিত্ররোগের উদ্ভব হয়।

"শ্বিত্রন্তু দ্বিবিধং বিদ্যাৎ দোষজং ব্রণজং তথা।
তত্র মিথ্যোপচারাদ্ধি ব্রণস্য ব্রণজং স্মৃতং॥
দোষজঞ্চ দ্বিধা প্রোক্তমাত্মজং পরজং তথা।
পরসংস্কারসংস্পর্শাৎ যৎ তৎ পরজমুচ্যতে।
তদাত্মজং বিজানীয়াৎ যদ্দেহেষনিলাদিজং॥" (ভোজ)

সুশ্রুতে কুষ্ঠ এবং কিলাস, এই উভয়ের ভেদ নির্ণয় স্থলে দেখান হইয়াছে যে, কিলাস ত্বগ্‌গত ও অপরিস্রাবী, আর কুষ্ঠ মাত্রই ধাত্বন্তরাবগাহী ও স্রাবশীল। নিম্নোক্ত বিশ্বামিত্রবচনও এই বাক্যের প্রতিপোষক; যথা—

"যদা ত্বচমতিক্রম্য তদ্ধাতূনবগাহতে।
হিত্বা কিলাসসংজ্ঞান্তু কুষ্ঠসংজ্ঞাং লভেত্তদা॥" (বিশ্বামিত্র)

পূর্ব্বোক্ত 'দোষে রক্তাশ্রিতে' ইত্যাদি চরকবচনের সহিত আপাততঃ এই উক্তিদ্বয়ের বিরোধভাব দৃষ্ট হইতেছে বটে; কিন্তু বিশ্বামিত্র-বচনের মর্ম্ম এই যে, যে সময়ে প্রদুষ্ট দোষ ত্বগতিক্রমপূর্ব্বক রক্তাদি ধাতুকে আশ্রয় করিয়া যাবতীয় কুষ্ঠ লক্ষণ প্রকাশ করে, তখন উহারা কুষ্ঠরোগের প্রবর্ত্তক এবং যখন কুষ্ঠের অন্যান্য লক্ষণ ব্যতিরেকে কেবল মাত্র ত্বগ্‌গত রক্ততাম্রাদি বর্ণতাকারক হয়, তখন তাহারা কিলাস রোগের জনক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব ইহাতে চরকবচনের সহিত বিশ্বামিত্র ও সুশ্রুতোক্ত বাক্যদ্বয়ের কোন বিরুদ্ধ ভাব থাকিতেছে না।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ—যে শ্বিত্রের রোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ, যাহার ত্বক্ পুরু নহে, যে গুলি পরস্পর অসংশ্লিষ্ট এবং যাহা অগ্নিদগ্ধজ ক্ষত হইতে উৎপন্ন নহে, সেই গুলি সাধ্য; আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ যে সকল শ্বিত্র ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর মিলিত হইতে থাকে, যাহার ত্বক্ অতিশয় পুরু বলিয়া বোধ হয় এবং যাহার অভ্যন্তরস্থ রোমাবলী রক্ত বর্ণের ন্যায় ও যাহা বহুবর্ষোৎপন্ন তাহা অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। গুহ্য এবং হস্ত পদাদির তলদেশ ও ওষ্ঠভাগে জাত শ্বিত্র সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

চিকিৎসা।

শ্বিত্ররোগে প্রথমে বমন বিরেচনাদি দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উর্দ্ধাধ শোধন করিয়া পরে প্রশমন ঔষধ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। বিরেচনার্থ গুড়ের সহিত কাকোডুম্বরের রস শ্রেষ্ঠ। অগ্রে স্নেহ সেবন দ্বারা স্নিগ্ধ হইয়া পরে যথাবল উক্ত ঔষধ পান করিয়া রৌদ্র সেবন করিলে অনায়াসে বিরেচন হইবে। বিরিক্ত ব্যক্তি পিপাসু হইলে তিন দিন পর্য্যন্ত পেয়া পান করিবে। শ্বিত্র স্থানে স্ফোটক জন্মিলে কণ্টক দ্বারা উহা বিদ্ধ করিবে, ইহাতে সমস্ত রস নিঃসৃত হইলে কাকোডুম্বর, অসন, প্রিয়ঙ্গু ও শুলফা এই সকল দ্রব্য জলে সিদ্ধ করিয়া সেই কাথ জল অথবা পলাশক্ষারসংযুক্ত ফাণিত অর্থাৎ অৰ্দ্ধপক্ব-ইক্ষুরস প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথোপযুক্ত মাত্রায় এক পক্ষ পর্য্যন্ত পান করিবে। খদিরজলমিশ্র পানীয় অথবা কেবল জল শ্বিত্ররোগীর বিশেষ উপকারী।

মনঃশিলা, বিড়ঙ্গ, হীরাকস, গোরোচনা, পীত যুঁইএর পাতা ও সৈন্ধব, ইহাদের প্রলেপ শ্বিত্ররোগে প্রযোজ্য। কদলীক্ষার ও গন্ধভাস্থিভস্ম, গোরক্তে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। মালতীর ক্ষার হস্তিমূত্রে প্রক্ষেপ দিয়া পর্য্যুষিত হইলে তদ্দ্বারা প্রলেপ দেওয়া কর্ত্তব্য। নীলোৎপল, কুড় ও সৈন্ধব হস্তিমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিতে হয়। মূলার বীজ ও সোমরাজী অথবা কাকোড়ুম্বর, বাসক, সোমরাজী ও চিতা, গোমূত্রে পেষণ করিয়া কিংবা ময়ূরপিত্তে মনঃশিলা পেষণ করিয়া তদ্দ্বারা প্রলেপ দিলে শ্বিত্ররোগ প্রশমিত হইয়া থাকে। সোমরাজী, লাক্ষা, গোপিত্ত, রসাঞ্জন, তুতে, পিপুল ও কান্তলৌহভস্ম এই সকল উত্তম রূপে পেষণপূর্ব্বক প্রলেপ দিলে কিলাস রোগ বিনষ্ট হয়।

বড় ও ছোট ডুমুরের মূল এক এক পল পরিমাণে গ্রহণ করিয়া ষোল পল জলের সহিত সিদ্ধ করিতে করিতে চতুর্থভাগাবশেষে ঈষদুষ্ণাবস্থায় পান করিবে। এই ঔষধ পানান্তে তৈলাক্ত শরীরে রৌদ্রে অবস্থিতি করিলে শ্বিত্র ও পুণ্ডরীক কুষ্ঠে স্ফোট উৎপন্ন হয়; এই স্ফোটকগুলি আপন হইতে বা কণ্টকাদি দ্বারা ভিন্ন হইলে চিতাবাঘ বা হস্তীর চর্ম্ম দগ্ধ করিয়া তৈলের সহিত মিশ্রিত করিবে ও তদ্দ্বারা প্রলেপ দিবে। কৃষ্ণসর্প সুদগ্ধ করিয়া মসী প্রস্তুত করিতে হয়। এই মসী ও বিভীতকতৈল উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক মিশ্রিত করিয়া শ্বিত্রস্থানে প্রলেপ দিলে উহা শীঘ্র আরোগ্য হয়। কৃষ্ণসর্পভস্ম দেড়গুণ জলে সাতবার বস্ত্রগালিত করিবে; পরে এই জল চতুর্গুণ ও তৈল একগুণ একত্র পাক করিবে; ইহা শ্বিত্রনাশের একটী প্রধানতম ম্রক্ষণৌষধ। চাকুন্দে-বীজ, কুড় ও যষ্টিমধু ঘৃতের সহিত পেষণ করিয়া শ্বেতবর্ণ গৃহ-কুক্কুটকে সমস্ত দিনরাত্র ও পরদিন সমস্ত বেলা পর্য্যন্ত উপবাসী রাখিয়া রাত্রিকালে আহারের সময় ঐ সংপিষ্টদ্রব্যগুলি দ্বারা উত্তমরূপে তাহার উদর পূর্ণ করিবে; পরে এই আহার পরিপাকান্তে সে যে সকল পুরীষ ত্যাগ করিবে, তাহা লইয়া শ্বিত্রের উপর প্রলেপ দিবে এবং পূর্ব্বোক্ত উড়ুম্বর কাথাদির সহিত উহা এক মাস পর্য্যন্ত সেবন করিবে,তাহাহইলে অতি শীঘ্রই শ্বিত্ররোগ বিনষ্ট হইবে। গজবিষ্ঠা উত্তম রূপে দগ্ধ করিয়া ক্ষার প্রস্তুত পূর্ব্বক গজমূত্রের সহিত একত্র সংমিশ্রণ ও বহুবার উহা বস্ত্রগালিত করিবে, পরে এই জল দ্রোণ পরিমাণে লইয়া তাহাতে জলের দশম ভাগ সোমরাজীবীজ পাক করিতে করিতে যখন তাহা চিক্কণতা প্রাপ্ত হইবে, তখন নামাইয়া তদ্দ্বারা গুটিকা করিবে; গুটিকাঘর্ষণে শ্বিত্রস্থান আশু সবর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আম্র এবং হরীতকীর পত্র ও ত্বক্ কাথবিধানে পাক করিয়া তাহাতে পরিষ্কার তুলার বর্ত্তি উত্তমরূপে ভাবিত করিবে; অনন্তর সেই বর্ত্তি কটুতৈলে সিক্ত করিয়া তাম্রময় প্রদীপে রাখিয়া প্রদীপ্ত করিলে যে মসী প্রস্তুত হইবে, তাহা আবার হরীতকীর কাথে ভাবিত করিয়া কটুতৈলে ডুবাইয়া বারম্বার কিলাসে ম্রক্ষণ করিলে সত্বর উহা উপশম প্রাপ্ত হয়।

শ্বিত্রপঞ্চাননতৈল এবং কুষ্ঠরোগের যাবতীয় তৈল, ঘৃত, ঔষধ ও পথ্যাপথ্যাদি এই রোগে নিয়ত ব্যবহার্য্য। পাপজন্য শ্বিত্ররোগে প্রায়শ্চিত্তাদি দ্বারা পাপক্ষয় হইলে পরে বমন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, রুক্ষশক্ত ভক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা উহার নাশ হইয়া থাকে।

"শুদ্ধ্যা শোণিতমোক্ষৈর্বিরুক্ষণৈশ্চ শক্তুনাম্।
শ্বিত্রং কস্যচিদেব প্রশাম্যতি ক্ষীণপাপস্য॥"(চরক চি° ৭অ:)

শ্বিত্রক (ত্রি) শ্বিত্ররোগযুক্ত।

শ্বিত্রঘ্নী (স্ত্রী) শ্বিত্রং শ্বিত্ররোগং হন্তীতি হন-টক্-ঙীষ্। শীতপর্ণী, চলিত বিছুটী। (শব্দচ°)

শ্বিত্রিন্ (ত্রি) শ্বিত্রমস্যাস্তেতি শ্বিত্র-ইনি। শ্বিত্ররোগযুক্ত, শ্বেত কুষ্ঠরোগী, যাহাদের ধবলকুষ্ঠ হয়। মনুতে লিখিত আছে, এই রোগ সংক্রামক। কন্যার পিতামাতার শ্বিত্ররোগ থাকিলে, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই। পিতা মাতার থাকিলে, পরে তাহারও হইতে পারে, এই জন্য শ্বিত্রি-কন্যাবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"হীনক্রিয়ং নিষ্পুরুষং নিশ্ছন্দো রোমশার্শসং।
ক্ষয্যাময়াব্যপস্মারিশ্বিত্রিকুষ্ঠিকুলানি চ॥" (মনু ৩।৭)

যাহাদের শ্বিত্ররোগ থাকে, তাহারা অপাঙ্‌ক্তেয়, তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিতে নাই।

"ভ্রামরী গণ্ডমালী চ শ্বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।
উন্মত্তোহন্ধশ্চ বর্জ্জাঃ স্যুর্বেদনিন্দক এব চ॥" (মনু ৩।১৬১)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে যে বস্ত্র চুরি করিলে সেই পাপে নরকভোগের পর শ্বিত্ররোগ হয়।

"শ্বিত্রী বস্ত্রং শ্বা রসন্তু চীরী লবণহারকঃ।" (যাজ্ঞবল্ক্য° ৩।২১৫)

শ্বিদ, 'শৌক্ল্য। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ শ্বিন্দতে। লুঙ্ অশ্বিন্দিষ্ট। এই ধাতু ইদিৎ।

শ্বেত (ক্লী) শ্বেততে ইতি শ্বিত-অচ্। রূপা। (অমর) (পুং) ২ শুক্লবর্ণ। ৩ দ্বীপবিশেষ। (ভারত ১২।৩৩৫।৮) ৩ পর্ব্বতভেদ। (মেদিনী) শ্রীমদ্ভাগবতে লিখিত আছে যে এই পর্ব্বত জম্বূদ্বীপের পর্ব্বতের মধ্যে একটী। ভাগবতের ৫ স্কন্ধে ১৬ অধ্যায়ে এই পর্ব্বতের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। [জম্বূদ্বীপ দেখ]

৪ কপর্দ্দক। ৫ শুক্রগ্রহ। ৬ শ্বেতাভ্র। ৭ শঙ্খ। ৮ জীবক। (জটাধর) ৯ শিবাবতারবিশেষ। কূর্ম্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কলি যুগের প্রথমে বৈবস্বত মন্বন্তরে ভগবান্ মহাদেব হিমালয় পর্ব্বতের রমণীয় শিখরে শ্বেতরূপে অবতীর্ণ হন।

"মহাদেবাবতারাণি কলৌ শৃণুত সুব্রতাঃ।
আদৌ কলিযুগে শ্বেতো দেবদেবো মহাদ্যুতিঃ।
নাম্না হিতায় বিপ্রাণামভূদ্বৈবস্বতে হন্তরে॥
হিমবচ্ছিখরে রম্যে ছগলে পর্ব্বতোত্তমে।
তস্য শিষ্যাঃ শিখাযুক্তা বভূবুরমিতপ্রভাঃ॥
শ্বেতঃ শ্বেতশিখশ্চৈব শ্বেতাস্যঃ শ্বেতলোহিতঃ।
চত্বারস্তে মহাত্মনো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ॥" (কূর্ম্মপু° ৫অ°)

শ্বেত, শ্বেতশিখ, শ্বেতাস্য, ও শ্বেতলোহিত এই চারি জন ব্রাহ্মণ ইঁহার শিষ্য ছিলেন।

১০ রাজবিশেষ। (অগ্নিপু° অন্নদাননামাধ্যায়) ১১ নাগবিশেষ। (ভাগবত ৫।২৪।৩০) (ত্রি) শ্বেতো বর্ণো হস্যাস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্। ১২ শুক্লবর্ণযুক্ত। (অমর) ১৩ শ্বেতবর্ণ বস্তু। কবিকল্পলতায় শ্বেত বস্তুর বিষয় এইরূপ লিখিত আছে যে, সুধাংশু, উচ্চৈঃশ্রবা, শম্ভু, কীর্ত্তি, জ্যোৎস্না, শরদ্‌ঘন, প্রাসাদ, সৌধ, তগর, মন্দারদ্রুম, হিমাদ্রি, সূর্য্যকান্ত, ইন্দুকান্ত, কর্পূর, কম্বু, রজত, হলী, হিমশ্লোক, ভস্ম, হিণ্ডীর, চন্দন, করকা, হিম, হার, ঊর্ণনাভতন্তু, অস্থি, স্বর্গঙ্গা, হস্তিদন্ত, অভ্র, শেষাহি, শর্করা, দুগ্ধ, দধি, গঙ্গা, সুধাজল, মৃণাল, সিকতা, হংস, বক, কৈরব, চামর, রম্ভাগর্ভ, পুণ্ডরীক, কেতকী, শঙ্খ, নির্ঝর, লোধ্র, সিংহধ্বজ, ছত্র, চূর্ণ, শুক্তি, কপর্দ্দক, মুক্তা, কুসুম, নক্ষত্র, দন্ত, পুণ্য, উশনাঃ, সত্ত্বগুণ, কৈলাস, কাশ, কার্পাস, হাস, বাসবকুঞ্জর, নারদ, পারদ, কুন্দ, খটিকা ও স্ফটিক প্রভৃতি বস্তু শ্বেতবর্ণ।
(কবিকল্পলতা ২ স্তবক)

শ্বেতক (ক্লী) শ্বেতমেব স্বার্থে কন্। ১ রূপ্য, রূপা। (রাজনি°) (পুং) ২ বরাটক, কড়ি। ৩ শ্বেত। (ত্রি) ৪ শ্বেতগুণবিশিষ্ট।
"কৃষ্ণশ্বেতকপীতকতাম্রাণামীষদপি চ বিষমাণাম্।" (বৃহৎস°)
(ক্লী) ৫ উত্তম কাংস্য, ভাল পিত্তল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকটভী (স্ত্রী) ১ শুক্ল কটভী বৃক্ষ, সাদা কড়ই গাছ (বাভট উত্তর) ২ শ্বেত গুঞ্জা।

শ্বেতকণ্টক (পুং) শ্বেত লজ্জালুলতা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকণ্টকারিকা [রী] (স্ত্রী) শুভ্রপুষ্প কণ্টকারী। (রাজনি°) হিন্দি শ্বেত রেঙ্গনী। সংস্কৃত পর্য্যায়—সিতকণ্টকারিকা, শ্বেতা, ক্ষেত্রদূতী, লক্ষ্মণা, সিতসিংহী, সিতক্ষুদ্রা, বার্ত্তাকিনী, সিতা, সিক্তা, কটুবার্ত্তাকী, ক্ষেত্রজা, কপটেশ্বরী, নিঃস্নেহফলা, বামা, সিতকণ্ঠা, মহৌষধী, গর্দ্দভী, চন্দ্রিকা, চান্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পা, প্রিয়ঙ্করী, নাকুলী, দুর্লভা, রাস্না। গুণ—রোচক, কটু, উষ্ণ, কফবাতনাশক, চক্ষুর হিতকারক, দীপন, রসনিয়ামক।

ভাবপ্রকাশে কয়েকটী অতিরিক্ত পর্য্যায় ও গুণ বর্ণিত হইয়াছে। পর্য্যায়—ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্দ্দভা, চন্দ্রভা। গুণ—তিক্ত, সারক, লঘু, রুক্ষ, পাচন এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, কফ, বায়ু, পীনস, পার্শ্বপীড়া, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক। শ্বেত ও পীত উভয়বিধ কণ্টকারীর ফলই কটু রসযুক্ত, তিক্ত, পাকে কটু, শুক্ররেচক, মলভেদক, লঘু, পিত্ত ও অগ্ন্যুদ্দীপক এবং কফ, বায়ু, কণ্ডু, কাস, কৃমি ও জ্বরনাশক। কণ্টকারীর ফলের এ ছাড়া গর্ভকারিত্ব একটী বিশেষ গুণ আছে।

শ্বেতকণ্টারিকা (স্ত্রী) শাদা কণ্টিকারী। হিন্দি—শ্বেতরেঙ্গনী, শ্বেত ভটকটৈয়া। তেলেগু—বিলিয় নেলগুলু। গুণ—কটু, উষ্ণ বাত ও শ্লেষ্মঘ্ন, চক্ষুর হিতকর, দীপন, রসপাচক। (রাজনি°)

শ্বেতকদম (দেশজ) শ্বেতবর্ণ কদম্ববিশেষ।

শ্বেতকন্দা (স্ত্রী) শুক্লাতিবিষা, শাদা আতইচ।

শ্বেতকপোত (পুং) দর্ব্বীকর সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্প°)

শ্বেতকমল (ক্লী) শ্বেতপদ্ম। (রাজনি°)

শ্বেতকরবী (দেশজ) সাদা করবী ফুলের গাছ।

শ্বেতকরবীর (পুং) শ্বেত করবী।

শ্বেতকর্ণ (পুং) রাজা সত্যকর্ণের পুত্রভেদ। (হরিবংশ)

শ্বেতকাক (পুং) শুক্ল কাক, সাদা কাক।

শ্বেতকাকীয় (ত্রি) ১ কুক্কুর, মৃগ ও কাকসম্বন্ধীয় বা তত্তদ্‌বিষয়াভিজ্ঞ অর্থাৎ যিনি কুকুরের নিয়ত জাগরূকত্ব, মৃগের

ভয়চকিতত্ব ও কাকের ইঙ্গিতজ্ঞের বিষয় উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

"ঈদৃশৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈ রাজ্ঞঃ শাসনদূষকৈঃ" (মৃচ্ছকটিক)

'খা চ এতশ্চ (=মৃগ) কাকশ্চ তেষামিমে শ্বেতকাকীয়াস্তৈঃ নিত্য জাগরুকত্বভয়চকিতত্বেঙ্গিতজ্ঞত্বৈঃ' (টীকা)

২ বকসম্বন্ধীয়। বর্ষাকালে বক যেরূপ স্বয়ং নীড়স্থ থাকিয়া বকী কর্ত্তৃক আহৃত অন্নে প্রতিপালিত হয় তদ্রূপ উপায়াদি।

"ভর্ত্তারং দুঃখশীলমুপাচরৎ। উপায়ৈঃ শ্বেতকাকীয়ৈঃ"
(মহাভারত আদিপর্ব্ব)

'অন্নে তু শ্বেতকাকো বকস্তদীয়ৈঃ তং হি বর্ষাসু নীড়স্থং বক্যেব পুষ্ণাতি' (নীলকণ্ঠ)

শ্বেতকাঞ্চন (পুং) শুক্লপুষ্প কাঞ্চনবৃক্ষ, সাদা কাঞ্চনফুলের গাছ।

শ্বেতকাণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেত দূর্ব্বা। (রাজনি)

শ্বেতকাপোতী (স্ত্রী) স্বনামখ্যাত মহৌষধি। (সুশ্রুত চি°)

শ্বেতকাম্বোজী (স্ত্রী) শ্বেতগুঞ্জা, সাদা কুঁচ। (রাজনি°)

শ্বেতকাষ্ঠা (স্ত্রী) শ্বেত পাটলা, সাদা পারুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভারত আদিপর্ব্ব)

শ্বেতকিণিহী (স্ত্রী) শ্বেতা কিণিহী। বৃক্ষবিশেষ। পর্য্যায়—সিতাভিকটভী, গিরিকর্ণিকা, শিরীষপত্রী, কালিন্দী, শতপত্রা, বিষঘ্নিকা, মহাশ্বেতা, মহাপৌত্তী, মহাদিকটভী। গ্রন্থান্তরে সিতাভিকটভী স্থানে সিতালিকটভী এবং মহাদিকটভী স্থানে মহানিকটভী এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। গুণ—কটু, উষ্ণ, এবং গুল্ম, বিষ, আধ্মান, শূলদোষ, বায়ু, কফ ও জীর্ণরোগনাশক।

শ্বেতকুঁচ (দেশজ) শ্বেত গুঞ্জা, সাদা কুঁচ।

শ্বেতকুঞ্জর (পুং) শ্বেতঃ কুঞ্জরঃ। ১ ঐরাবত হস্তী। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল গজ।

শ্বেতকুম্ভিকা [স্ত্রী] (স্ত্রী) শুক্ল পাটলবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতকুরুণ্টক (পুং) শুক্লঝিণ্টী, সাদা ঝাঁটী। গুণ—তিক্ত, দন্ত ও কেশের হিতকর, স্নিগ্ধ, মধুর, উষ্ণ, তীক্ষ্ণবীর্য্য, এবং বলী, পলিত, কুষ্ঠ ও বাতরক্তদোষ, কফ, কণ্ডূ ও বিষনাশক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতকুশ (পুং) তৃণবিশেষ. শুক্লদর্ভ, সাদা কুশ তৃণ। পর্য্যায়—সিতদর্ভ, হ্রস্বকুশ, পূত, যজ্ঞীয় পত্রক, বজ্র, ব্রহ্মপবিত্র, তীক্ষ্ণ, যজ্ঞভূষণ, সূচীমুখ, পুণ্যতৃণ, বর্হি, পূততৃণ। মূলের গুণ—শীতল, রুচিকর, মধুর এবং পিত্ত, রক্ত, জ্বর, তৃষ্ণা, শ্বাস ও কামলানাশক।

শ্বেতকুষ্ঠ (ক্লী) শ্বিত্র বা ধবলরোগ। (মাধব নিদান) মনুতে উল্লিখিত হইয়াছে, বস্ত্রাপহরণ করিলে এই রোগের উৎপত্তি হয়।

"অন্নহর্ত্তাময়াবিত্বং মৌক্যং বাগপহারকঃ।
বস্ত্রাপহারকঃ শ্বৈত্র্যং পঙ্গুতামশ্বহারকঃ॥" (মনু ১১।৫১)

[শ্বিত্র শব্দ দেখ।]

শ্বেতকৃষ্ণা (স্ত্রী) কীটজাতিভেদ।

শ্বেতকুসুমা (স্ত্রী) শ্বেত নির্গুণ্ডী, শ্বেতপুষ্প, নিসিন্দা।

শ্বেতকেতু (পুং) শ্বেতঃ কেতুর্যস্য। ১ বুদ্ধ। ২ কেতুগ্রহবিশেষ।

পশ্চিম দিকে শ্বেতকেতু, ঊর্দ্মিকেতু ও ধূমকেতু, এই তিন প্রকার কেতুর উদয় হইয়া থাকে। যে সময়ে শ্বেতকেতুর উদয় হয়, তখন পৃথিবী শ্বেতাস্থিতে পরিপূর্ণ হয়, মানুষে মনুষ্য-মাংস ভক্ষণ করে, অর্থাৎ যারপর নাই দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়া সমস্ত জীবকে কষ্ট দেয় এবং সমস্ত জগৎ ক্ষুধা ও ভয়ে প্রপীড়িত হইয়া চক্রবৎ ভ্রমণ করিতে থাকে।

"কেতবো হ্যত্র দৃশ্যন্তে বারুণাস্ত্রয় এব তে।
ঊর্দ্মিকেতু শ্বেতকেতু র্ধূমকেতুস্তৃতীয়কঃ॥
শ্বেতকেতুর্যদা দৃশ্যেৎ শ্বেতাস্থি কুরুতে মহীম্।
তদা মানুষমাংসানি ভক্ষয়ন্তীহ মানুষাঃ॥
ক্ষুদ্ভয়ার্ত্তং জগৎকৃৎস্নং চক্রবদ্ ভ্রমতে তদা।" (সময়ামৃত)

মতান্তরে চারি প্রকার কেতুর উল্লেখ দেখা যায়; তন্মধ্যে শ্বেতকেতুর উদয়ে জগৎ শস্ত্রাকুল, লোহিতের উদয়ে অগ্নিভয়, পীত কেতুর উদয় হইলে ক্ষুদ্ভয় এবং কৃষ্ণকেতুর উদয়াবস্থায় প্রবল রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

"শ্বেতঃ শস্ত্রাকুলং কুর্য্যাৎ লোহিতস্ত্বগ্নিজং ভয়ং।
ক্ষুদ্ভয়ং পীতকঃ কুর্য্যাৎ কৃষ্ণো রোগমথোল্বণম্॥" (সময়ামৃত)

এই কেতু জটা সদৃশ শ্যামবর্ণ, এবং আকাশের ত্রিভাগগামী, ও যেদিকে উদিত হয়, তাহার বিপরীত দিকে নিবর্ত্তিত হয়। এই কেতুর উদয়ে প্রজা ত্রিভাগীকৃত অর্থাৎ সমস্ত প্রজার চারি ভাগের এক ভাগ বিনষ্ট হয়।

"শ্বেতাখ্যস্তু জটাকারী শ্যামো ব্যোমত্রিভাগগঃ।
নিবর্ত্ততে হপসব্যেন ত্রিভাগীকুরুতে প্রজাঃ॥" (সময়ামৃত)

৩ মুনিবিশেষ। উদ্দালক মুনির পুত্র। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পাঠে জানা যায় যে ইনি পিতার আদেশে রাজর্ষি জনকের নিকট গিয়া সর্ব্ব প্রথম ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে ইঁহার ব্রহ্মবিদ্যালাভ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দৃষ্ট হয়। পুরাকালে স্ত্রীগণ স্বামীর সমক্ষেও অন্য পুরুষ গ্রহণ করিত, স্ত্রীদিগের পুরুষ-গ্রহণ বিষয়ে কোন বিশেষ নিয়ম ছিল না, শ্বেতকেতু এই দোষ নিবারণ করিয়া সমাজের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। মহাভারতে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যে, উদ্দালক নামে ধর্ম্মপরায়ণ এক মহর্ষি ছিলেন, শ্বেতকেতু নামে তাহার এক পুত্র হয়। একদা এক ব্রাহ্মণ শ্বেতকেতুর পিতার সম্মুখে তাহার জননীর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন, যে আইস, আমরা গমন করি। শ্বেতকেতু মাতাকে অন্য পুরুষ কর্ত্তৃক যেন বলপূর্ব্বক নীয়মানা দেখিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। পিতা উদ্দালক পুত্রের এইরূপ

, ক্রোধ দেখিয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস! তুমি কোপাকুল হইও না, ইহা সনাতন ধর্ম্ম, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্ব্ব বর্ণের অঙ্গনারাই অবারিতা। পৃথিবীতে গোগণ যেরূপ ব্যবহার করে, প্রজাগণও স্ব স্ব বর্ণে সেইরূপ আচরণ করিয়া থাকে।

শ্বেতকেতু পিতার এই বাক্য শুনিয়াও কোপবেগ সহ্য করিতে না পারায় এই নিয়ম করিলেন যে, অদ্য প্রভৃতি যে নারী ভর্ত্তাকে অতিক্রম করিয়া ব্যভিচারিণী হইবে, তাহার ঘোর দুঃখদায়ক ভ্রূণহত্যা সদৃশ পাতক হইবে। আরও যে পুরুষ পতিব্রতা প্রণয়িনী ভার্য্যাকে অতিক্রম করিয়া পরনারী সম্ভোগ করিবে, তাহারও ঐরূপ পাতক হইবে। এবং যে পত্নী স্বামী কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদনার্থে নিযুক্তা হইয়া তাহার বাক্যে অবহেলা করিবে, তাহারও উক্তরূপ পাতক হইবে। শ্বেতকেতু এই রূপে ধর্ম্মানুসারিণী সমাজের মর্য্যাদা স্থাপন করেন। তদবধি স্ত্রীপুরুষের যদৃচ্ছা ব্যবহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। (ভারত আদিপ° ১২২ অ°)

২ শ্বেতবর্ণ পতাকা। যুদ্ধ প্রকরণে শ্বেতবর্ণ পতাকা প্রদর্শন সন্ধির সূচক।

শ্বেতকেশ (পুং) শ্বেতাঃ কেশা যস্মাৎ। ১ রক্ত শিগ্রু, রক্ত সজিনা। (জটাধর) শ্বেতঃ কেশঃ। ২ শুক্লবর্ণ কেশ।

শ্বেতকোল (পুং) শ্বেতঃ কোলঃ ক্রোড়দেশো যস্য। শফর মৎস্য, চলিত পুটীমাছ। (ত্রিকা°)

শ্বেতখদির (পুং) শ্বেতঃ খদিরঃ। শুক্ল খদিরবৃক্ষ, চলিত পাপ্‌রী খয়ের গাছ। মহারাষ্ট্র—পাড়্‌রা খের। কলিঙ্গ—বিলিয়তুতি, পাপরীখয়ের, তৈলঙ্গ—তেল্লচণ্ড। সংস্কৃত পর্য্যায় কদর, শ্বেতসার, কার্ম্মুক, কুষ্ঠকণ্টক, সোমসার, সোমবৃক্ষ, সোমবল্ক, পথিদ্রুম। গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ, কণ্ডূতি, কুষ্ঠ, কফ, বাত ও ব্রণনাশক। (রাজনি°)

কোন কোন পুস্তকে কার্ম্মুকস্থানে 'কামুক' এবং কুষ্ঠকণ্টক স্থানে 'কুষ্ঠকণ্টক' এইরূপ পাঠান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্বেতগঙ্গা (স্ত্রী) তীর্থভেদ। এইতীর্থে স্নান করিয়া যিনি শ্বেতমাধবকে অবলোকন করেন, তাহার শ্বেতদ্বীপে গতি হয়।

"শ্বেতাং গঙ্গাং নরঃ স্নাত্বা যঃ পশ্যেৎ শ্বেতমাধবং।
মৎস্যাক্ষং মাধবঞ্চৈব শ্বেতদ্বীপং স গচ্ছতি।" (তীর্থচিন্তামণি)

শ্বেতগজ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লোগজঃ। ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত, ঐরাবত শুভ্রবর্ণ, এইজন্য উহাকে শ্বেতগজ কহে। ২ শুভ্রবর্ণ হস্তী।

শ্বেতগরুৎ (পুং) শ্বেতঃ গরুৎপক্ষো যস্য। হংস, রাজহংস।

শ্বেতগিরি (পুং) শ্বেতপর্ব্বত, জম্বুদ্বীপের বর্ষপর্ব্বতের মধ্যে পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৪।৭)

শ্বেতগুঞ্জা (স্ত্রী) শ্বেতা গুঞ্জা। শুক্লবর্ণ গুঞ্জা, সাদা কুঁচ। পর্য্যায়—শ্বেতকাম্বোজী, ভূতিকা, কাকাদনী, কাকপীলু, চক্রশল্যা, চূড়ালা। গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ। ইহার বীজ বমনকারক, মূলশূল ও বিষনাশক। ইহার পত্র বশীকার্য্যে প্রশস্ত। (রাজনি°)

শ্বেতগুণবৎ (ত্রি) শ্বেতগুণ অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্য বঃ। শ্বেতগুণবিশিষ্ট, শ্বেতগুণযুক্ত।

শ্বেতগোকর্ণী (স্ত্রী) লতাভেদ।

শ্বেতঘণ্টা (স্ত্রী) নাগদন্তী, চলিত হাতিশুঁড়ে। ২ দন্তী। (রাজনি°)

শ্বেতঘণ্টী (স্ত্রী) শ্বেতঘণ্টা।

শ্বেতচন্দন (ক্লী) শ্বেতং চন্দনং। শুভ্রবর্ণ চন্দন, সাবচন্দন। চন্দন বলিলেই শ্বেতচন্দন বুঝায়। [চন্দন দেখ।]

শ্বেতচম্পক (পুং) শ্বেতঃ শুভ্রবর্ণশ্চম্পকঃ। শ্বেতচাঁপা, শুভ্রবর্ণ চম্পক।

শ্বেতচরণ (পুং) শ্বেতৌ চরণৌ যস্য। ১ প্লবচর জলপক্ষিবিশেষ। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬অ°) (ত্রি) ২ শ্বেতচরণবিশিষ্ট।

শ্বেতচিল্লিকা (স্ত্রী) শ্বেতা চিল্লিকা। শ্বেতচিল্লী, শাকভেদ। পর্য্যায় বাস্তূকী, সুপথ্যা, সিতচিল্লী, উপচিল্লী, অরম্নী, ক্ষুদ্রবাস্তূকী, গুণ—মধুর, ক্ষার, শীতল, ত্রিদোষশমনকারী ও জ্বরনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতছত্র (ক্লী) শ্বেতং ছত্রং। শুভ্রবর্ণছত্র। (ভাগবত ৯।১০।৪২)

শ্বেতছদ (পুং) শ্বেতঃছদো যস্য। ১ হংস। (হলায়ুধ) ২ গন্ধপত্র, চলিত বাবুই তুলসী। (শব্দচ°)

শ্বেতজয়ন্তী (স্ত্রী) শ্বেতাজয়ন্তী, শুক্লজয়ন্তীবৃক্ষ, শ্বেতজন্তী।

শ্বেতজরণ (পুং) শুক্লজীরক, শাদাজীরা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতজলজ (ক্লী) কুমুদ, চলিত হেলাফুল। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতজীরক (পুং) শ্বেতজীরকঃ। গৌরজীরক, চলিত শাদাজীরে। গুণ—রুচিকর, কটু, মধুর, দীপন, ক্রিমিনাশক, বিষ ও জ্বরনাশক ও উদরাধ্মানজনক। (রাজনি°)

শ্বেতটঙ্কক (পং) (ক্লী) শ্বেতং টঙ্ককং। শ্বেতটঙ্কণ, চলিত সাদা সোহাগা। পর্য্যায় লোহি, সিন্ধুকর, সিন্ধু, মালতীতীরসম্ভব, শিব, দ্রাবকর, শীতক্ষার, টঙ্কণ। গুণ—স্নিগ্ধ, কটু, উষ্ণ, কফ, বাত, আম, ক্ষয়, শ্বাস, কাস ও মলনাশক। (রাজনি°)

শ্বেততণ্ডুলমণ্ড (পুং ক্লী) শ্বেততণ্ডুলস্য মণ্ডঃ। আতপতণ্ডুলসিদ্ধ মণ্ড, আলোচাউলের মণ্ড, গুণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেষ্মবর্দ্ধক, শোষনাশক, অশ্মরী, মেহ, ছর্দ্দি ও বাতবর্দ্ধক। (অত্রিস° ১২ অ°)

শ্বেততপস্‌ (পুং) শ্বেত নামক একজন ঋষি।

শ্বেততর (পুং) বৈদিক শাখাবিশেষ।

শ্বেততরুলতা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পুষ্পবিশিষ্ট একজাতীয় তরুলতা (Ipomœa quamoclit)।

শ্বেততুলসী (স্ত্রী) শুভ্র পত্র তুলসী বৃক্ষ। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতত্রিবৃৎ (স্ত্রী) শুক্লমূল ত্রিবৃৎ, চলিত সাদা তেওড়ী। হিন্দী

—শ্বেতনিশোত্তর। গুণ—রেচক, বায়ুনাশক, রুক্ষ, পিত্তজ্বর, শ্লেষ্মা, পিত্তজ শোথ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্র°)

শ্বেতদন্তা (স্ত্রী) শ্বেতদন্তী, শ্বেত দূর্ব্বা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদন্তা (স্ত্রী) নাগদন্তী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদূর্ব্বা (স্ত্রী) শ্বেতা দূর্ব্বা। শুক্ল দূর্ব্বা। পর্য্যায়—গোলোমী, সিতাখ্যা, চণ্ডা, ভদ্রা, ভার্গবী, দুর্ম্মরা, গৌরী, বিশ্লেশান-কান্তা, অনন্তা, শ্বেতা, দিব্যা, শ্বেতকান্তা, প্রচণ্ডা, সহস্রবীর্য্যা, সহস্র-কান্তা, সহস্র-পর্ব্বা, সুরবল্লভা, শুভা, সুপর্ব্বা, সিতছদা, স্বচ্ছা, কচ্ছান্তরুহা। ইহার গুণ—অতি শিশির, মধুর, বমন, পিত্ত, আম, অতিসার, কাস, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, রুচিকর। (রাজনি°)

শ্বেতদ্যুতি (পুং) চন্দ্র। (হেম)

শ্বেতদ্রুম (পুং) শ্বেতঃ দ্রুমঃ। বরুণবৃক্ষ, বরুণ গাছ।(বৈদ্যকনি°)

শ্বেতদ্বিপ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ দ্বিপঃ। ১ ইন্দ্রহস্তী, ঐরাবত। (ত্রিকা°) ২ শুক্লবর্ণ হস্তী।

শ্বেতদ্বীপ (পুং) শ্বেতো দ্বীপঃ। ১ চন্দ্রদ্বীপ, বৈকুণ্ঠাখ্য বিষ্ণুর ধামকে শ্বেতদ্বীপ কহে।

"শৃঙ্গাণীমানি ধিষ্ণ্যাণি ব্রাহ্মণো মে শিবস্য চ।
ক্ষীরোদং মে প্রিয়ং ধাম শ্বেতদ্বীপঞ্চ ভাস্বরম্॥"(ভাগ° ৮।৪।১৮)

২ ইংলণ্ডের নামান্তর। ইংরাজী Albania নামের অনুকরণে ইহার বাঙ্গালায় শ্বেতদ্বীপ নামকরণ করা হইয়াছে।

"শ্বেতদ্বীপ জিনি রণে ফিরিব আবার।
তা না হয় এইখানে বিদায় সবার॥" (পলাশীর যুদ্ধ)

শ্বেতধাতু (পুং) শ্বেতো ধাতুঃ। খটিকা, দুগ্ধ পাষাণ, চলিত ফুলখড়ি। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ ধাতু দ্রব্য।

শ্বেতধামন্ (পুং) শ্বেতং ধাম কিরণং যস্য। ১ চন্দ্র। ২ কর্পূর ৩ সমুদ্র ফেন। (মেদিনী)

শ্বেতধূনক (ক্লী) শুক্ল-ধূনক। (রসর° অরচি°)

শ্বেতনা (স্ত্রী) উষা কালীনাহ্বান। "উততাা মে যশসা শ্বেত-নায়ৈ" (ঋক্ ১।১২২।৪) 'শ্বেতনায়ৈ ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী, উষঃ কালীনা-হ্বানায়' (সায়ণ)

শ্বেতনাড়ী (স্ত্রী) খটিকা, চলিত ফুলখড়ি। (বৈদ্যকনি°) ২ শ্বেতাপরাজিতা। (চরক সূত্রস্থা° ২ অ°)

শ্বেতনামন্ (পুং) শ্বেতবর্ণ অপরাজিতা পুষ্প।

শ্বেতনামা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতনিষ্পাবা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প নিষ্পাব, চলিত সাদা শিম্। ইহার গুণ—রুচিকর, মধুর, অম্ল কষায়, শীতল, বাতবর্দ্ধক, বল ও আধ্মানকর এবং পুষ্টিকারক। (রাজনি°)

শ্বেতনীল (পুং) শ্বেতো নীলশ্চ 'বর্ণো বর্ণেনেতি' সমাসঃ। ১ মেঘ। (শব্দরত্না°) ২ শুক্ল ও নীলবর্ণ।

শ্বেতপক্ষ (পুং) শ্বেতঃ পক্ষো যস্য। হংস, শ্বেত গরুৎ।

শ্বেতপট (পুং) বৈদিক আচার্য্যভেদ।

শ্বেতপটল (ক্লী) যশদ ধাতু, দস্তা বিশেষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতপত্র (পুং) শ্বেতং পত্রং পক্ষো যস্য। ১ হংস। রাজহংস। ২ শ্বেত কমল। ৩ শ্বেত তুলসী। ৪ হ্রস্বদর্ভ। ক্ষুদ্র সাদা কুশ। (বৈদ্যকনি°) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্বেতপত্রা, শ্বেত শিংশপা, সাদা শিশু গাছ। (রাজনি°)

শ্বেতপত্ররথ (পুং) শ্বেতপত্রো হংসো রথো বাহনং যস্য। ব্রহ্মা। (শব্দমালা)

শ্বেতপদ্ম (ক্লী) শ্বেতং শুক্লং পদ্মং। সিতাম্ভোজ, পর্য্যায়—সিতাব্জ, পুণ্ডরীক, শ্বেতবারিজ, হরিনেত্র, শরৎপদ্ম, শারদ, শম্ভুবল্লভ। গুণ—হিম, তিক্ত, মধুর, পিত্ত, দাহ, অস্র, ভ্রম ও পিপাসানাশক। (রাজনি°)

শ্বেতপর্ণ (পুং) শ্বেতার্জক। (পর্য্যায়মুক্তা°) ২ ভদ্রাশ্ববর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৯।৪) স্ত্রিয়াং টাপ্। শ্বেতপর্ণা, বারিপর্ণী, চলিত পানা। (রত্নমালা)

শ্বেতপর্ণাস (পুং) শ্বেত তুলসী। পর্য্যায়—অর্জক, গন্ধপত্র, কঠেরক। (রত্নমালা)

শ্বেতপর্ব্বত (পুং) পর্ব্বতভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শ্বেতপাই (দেশজ) বৃক্ষভেদ। (Elæocarpus Lanceæfolius)।

শ্বেতপাকী (স্ত্রী) শ্বেতপাক্যাঃ ফলং। শ্বেতপাকী বৃক্ষের ফল। (পা ৪।৩।১৬৭)

শ্বেতপাটলা (স্ত্রী) শুক্ল পুষ্প পারুল বৃক্ষ। (জটাধর)

শ্বেতপাণিমরিচ (দেশজ) গুল্মভেদ (Polygonum pilosum)।

শ্বেতপাদ (পুং) শিবানুচরগণভেদ। (হেম)

শ্বেতপারাবত (পুং) শুভ্র কপোত, সাদা পায়রা। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপাষাণ (পুং) ১ শুভ্র প্রস্তর, সাদা পাথর। (রসেন্দ্রসা°) ২ স্ফটিক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপিঙ্গ (পুং) দেহেন শ্বেতঃ জটয়া পিঙ্গশ্চ বর্ণো বর্ণেনেতি সমাসঃ। ১ সিংহ। (হেম)

শ্বেতপিঙ্গল (পুং) ১ সিংহ। (ত্রি) ২ শুক্ল কপিল বর্ণযুক্ত মাত্র। ৩ মহাদেব।

"মহাপ্রসাদো দমনঃ শত্রুহা শ্বেতপিঙ্গলঃ॥" (ভারত ১৩ প°)

শ্বেতপিঙ্গলক (পুং) শ্বেতপিঙ্গল-কন্ স্বার্থে। সিংহ। (শব্দমালা)

শ্বেতপিণ্ডীতক (পুং) মহাপিণ্ডী তরু, শ্বেতপুষ্প মদনবৃক্ষ, সাদা ময়না গাছ। (রাজনি)

শ্বেতপুঙ্খা (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প শরপুঙ্খা। (রাজনি°)

শ্বেতপুনর্নবা (স্ত্রী) শুভ্র পুনর্নবা, শ্বেতমূল পুনর্নবা। ইহার

গুণ—কটু, কষায়ানুরস, দীপন এবং পাণ্ডু, শোথ, বায়ু, গরদোষ, শ্লেষ্মা, ব্রণ ও উদররোগনাশক। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতপুষ্প (পুং) ১ শ্বেতসিন্ধুবার বৃক্ষ, সাদা নিসিন্দা গাছ। ২ মহাশণক্ষুপ, চলিত শাল গাছ। ৩ সেবন্তী পুষ্পবৃক্ষ, চলিত শেউতী। ৪ বরুণ বৃক্ষ। ৫ অর্কবৃক্ষ, আকন্দ গাছ। (ক্লী) ৬ শুক্ল পুষ্প মাত্র।

শ্বেতপুষ্পক (পুং) ১ করবীর বৃক্ষ। ২ শ্বেতকাশতৃণ। (বৈদ্যকনিঘ°) (ত্রি) ২ শুক্লপুষ্পযুক্ত।

শ্বেতপুষ্পা (স্ত্রী) ১ কোষাতকী লতা, সাদা ঘোষা। ২ শ্বেত শণ, সাদা শণ ক্ষুপ। ৩ শ্বেত নির্গুণ্ডী, সাদা নিশিন্দা। ৪ শ্বেত গোকর্ণিকা, সাদা অপরাজিতা। ৫ নাগদন্তী, কাঁকড়ী। ৬ মৃগের্ব্বারু। (রাজনি°)

শ্বেতপুষ্পিকা [ষ্পী] (স্ত্রী) ১ পুত্রদাত্রী লতা। ২ মহাশণপুষ্পিকা। বড় সাদা শণ ক্ষুপ। (রাজনি°)

শ্বেতপুঁই (দেশজ) শ্বেতবর্ণ পুতিকা শাকভেদ।

শ্বেতপূরিকা (স্ত্রী) খাদ্য দ্রব্যভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—গোধূম চূর্ণের সহিত এরূপ ভাবে ঘৃত মিশ্রিত করিতে হইবে যে, ঐ চূর্ণ গুলি যেন আপনা হইতেই পিণ্ডাকারে পরিণত হয়; পরে উক্ত পিণ্ডের সহিত কিঞ্চিৎ জল মিশাইয়া উত্তমরূপে মর্দ্দনপূর্ব্বক তদ্দ্বারা পূপ অর্থাৎ পুলি প্রস্তুত করিয়া ঘৃতে পাক করিবে, পাকান্তে চিনির রসে ফেলিলে উহা অত্যন্ত দুর্জ্জর ও জড়তাকারক হয়; কিন্তু স্বভাবতঃ ইহা ধাতুবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, গুরু, বাত ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতপ্রসূনক (পুং) শ্বেতানি প্রসূনানি যস্য। ১ শাকবৃক্ষ, চলিত শেগুণ গাছ।

'তিক্তঃ শাকতরুঃ সেতুবৃক্ষঃ শ্বেতপ্রসূনকঃ।' (শব্দমালা)

(ত্রি) ২ শুক্লবর্ণপুষ্পযুক্ত।

শ্বেতফলা (স্ত্রী) শুক্ল বৃহতী, সাদা ব্যাকুড়।

শ্বেতবুহ্না (স্ত্রী) বনতিক্তা। (রত্নমালা)

শ্বেতবৃহতী (স্ত্রী) শুক্ল ক্ষুদ্র বার্ত্তাকী। পর্য্যায়—শ্বেতা, শ্বেতমহোটিকা, শ্বেতসিংহী, শ্বেতফলা, শ্বেতবার্ত্তাকিনী। ইহার গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, ব্যঞ্জনযোগে রোচক এবং নানা প্রকার নেত্ররোগের উপকারক। (রাজনি°)

শ্বেতভণ্টিকা (স্ত্রী) শুক্ল বার্ত্তাকী। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতভণ্ডা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রত্নমালা)

শ্বেতভদ্র (পুং) গুহ্যকভেদ। (ভারত সভাপর্ব্ব)

শ্বেতভানু (ত্রি) চন্দ্র। (হরিবংশ)

শ্বেতভিক্ষু (পুং) পাণ্ডবভিক্ষু। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পাণ্ডুবর্ণ বস্ত্রধারী ও ধূর্ত্ততপস্বী বলিয়া উল্লিখিত।

শ্বেতভৃঙ্গরাজ (পুং) শুক্লপুষ্প ভৃঙ্গরাজ, সাদা ভীমরাজ। হিন্দী—শফেদ ভাংরা।

শ্বেতমঞ্জরী (স্ত্রী) চুচু ক্ষুপ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতমণ্ডল (পুং) ১ চক্ষুর অভ্যন্তরস্থ শুক্লভাগ। ২ মণ্ডলি-সর্প বিশেষ। (সুশ্রুত কল্প)

শ্বেতমন্দার [ক] (পুং) ১ শ্বেতার্ক বৃক্ষ, শ্বেতাকন্দ গাছ। বম্বে—শ্বেতমংদার। কর্ণাট—বিলিয় মন্দারণ। হিন্দী—শ্বেত আর্ক। পর্য্যায়—পৃথ্বীকুরবক, দীর্ঘায়ুষ্য, সিতালর্ক, দীর্ঘালর্ক, সিতাহ্বয়। ইহার গুণ—অত্যুষ্ণ, তিক্ত, মলশোধন এবং মূত্রকৃচ্ছ্র ও কৃমিনাশক।

শ্বেতমরিচ (ক্লী) ১ শোভাঞ্জন বীজ, শজিনা-বীজ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরে-মিরিয়ে। কর্ণাট—বিলিয়-মেনসু। তেলগু—তেল্ল-মিরিয়ালু। ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ এবং বিষ, ভূতগ্রহ ও দৃষ্টিরোগনিবর্ত্তক। যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিতে পারিলে রসায়নের কার্য্য করে। (রাজনি°) ২ শ্বেতশিগ্রু, শ্বেতপুষ্প শজিনা গাছ।

শ্বেতমহোটিকা (স্ত্রী) শ্বেত বৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতমাণ্ডব্য (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতমাধব (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (পুং) ২ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

শ্বেতমাল (পুং) শ্বেতা শুক্লবর্ণা মালা যস্য। ১ মেঘ। ২ ধূম। (বিশ্ব) মেদিনী ও শব্দরত্নাবলীতে 'শ্বতমাল' এইরূপ পাঠ আছে।

শ্বেতমাষ (ক্লী) সাদা মাষকলাই।

শ্বেতমুর্গা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ মোরগফুল।

শ্বেতমূত্রতা (স্ত্রী) কফরোগে শ্বেতবর্ণ ধূমনির্গমন।

শ্বেতমূল [লা] (পুং স্ত্রী) শ্বেত পুনর্নবা।

শ্বেতমৃগ (পুং) ভূশয়মৃগবিশেষ। (চরক)

শ্বেতমেহ (ক্লী) শীতমেহ।

শ্বেতমোদ (পুং) পীড়াকারক গ্রহবিশেষ। ইহাদের আবেগে মনুষ্য শরীরে নানারূপ রোগের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (হরিবংশ)

শ্বেতযাবন্ (ত্রি) শ্বেতং যাতীতি শ্বেত-যা-বণিপ্। ১ শ্বেত প্রাপ্ত, শ্বৈত্য আছে যাহাতে। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। শ্বেতযাবরী = ২ কতিপয় নদীবিশেষের নামভেদ। ইহাদের জল সাতিশয় স্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণ বলিয়া ঐরূপ নাম হইয়াছে।

"উত স্যা শ্বেতযাবরী বাহিষ্ঠা" (ঋক্ ৮।২৬।১৮)

'শ্বেতযাবরী নাম্নো নদ্যাস্তীরেঽশ্বিনাবস্তোৎ। উত অপিচ শ্বেতযাবরী শ্বেতজলা যাতীতি শ্বেতযাবরী।' (সায়ণ)

শ্বেতযূথিকা (স্ত্রী) শুক্ল যূথিকা, সাদা যুঁইফুল। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতরক্ত (পুং) শ্বেতো রক্তশ্চ। ১ পাটল বর্ণ, চলিত গোলাবী রঙ্। ২ পাটলবর্ণ বিশিষ্ট।

শ্বেতরঞ্জন (ক্লী) শ্বেতং সিতাভং রঞ্জয়তি রঞ্জ-ল্যুট্। সীসক।

শ্বেতরত্ন (ক্লী) স্ফটিক। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতরথ (পুং) শ্বেতো রথো যস্য। ১ শুক্রগ্রহ। (শব্দরত্না°) ২ শুক্লবর্ণ স্যন্দন।

শ্বেতরশ্মি (পুং) ১ চন্দ্র। ২ শ্বেত ঐরাবত রূপধারী গন্ধর্ব্ববিশেষ।

শ্বেতরস (ক্লী) নবনীত। দুগ্ধে যে সাদা মাটা থাকে।

শ্বেতরাই (দেশজ) শ্বেত রাজিকা। সাদা রাই সরিষা।

শ্বেতরাজি [জী] (স্ত্রী) শ্বেতেন বর্ণেন রাজতে ইতি রাজ-অচ্ ততো গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ বিকল্পে হ্রস্বশ্চ। চচেণ্ডা, চিচিণ্ডা, চিচিন্দা।

শ্বেতরাজিকা (স্ত্রী) শ্বেতপীত সর্ষপ, চলিত রাই-সরিষাভেদ।

শ্বেতরাবক (পুং) নিগুণ্ডী বৃক্ষ।

শ্বেতরাস্না (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্প রাস্না বিশেষ। (ভূরিপ্রয়োগ)

শ্বেতরূপ্য (ক্লী) দস্তামিশ্রিত পিউটার নামক ধাতু। (হেম)

শ্বেতরোচিস্ (পুং) শ্বেতং রোচির্যস্য। চন্দ্র। (হলায়ুধ)

শ্বেতরোধ্র[লোধ্র] (পুং) পট্টিকা লোধ্র, শুক্ল লোধ।

শ্বেতরোহিত (পুং) পুষ্পেণ শ্বেতঃ ফলেন লোহিতঃ লস্য রঃ। ১ শুক্লপুষ্প রোহিতবৃক্ষ, চলিত সাদা রোড়া বা রয়না গাছ। হিন্দি—শ্বেত রোহিড়। পর্য্যায়—সিতপুষ্প, সিতাহ্বয়, সিতাঙ্গ, শুক্লরোহিত, লক্ষ্মীবান্, জনবল্লভ। ইহার গুণ—কটু, স্নিগ্ধ, কষায়, শীতল এবং ক্রিমিদোষ, ব্রণ, প্লীহা, রক্তদোষ ও নেত্ররোগপ্রশমক। (রাজনি°) ২ গরুড়ের নামান্তর।

শ্বেতলক্ষ্মণা (স্ত্রী) শ্বেতকণ্টকারিকা, সাদাকণ্টকারী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতলোহিত (পুং) ১ শিবাবতারভেদ। ২ শিবাংশসম্ভূত শ্বেতের প্রবর্ত্তিত শাখা সম্প্রদায়।

শ্বেতবক্ত্র (পুং) স্কন্দানুচরভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্বেতবচা (স্ত্রী) ১ শুক্ল বচ, অতিবিষা। পর্য্যায়—মেধ্যা, ষড়্‌গ্রন্থা, দীর্ঘপত্রিকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, হৈমবতী, মঙ্গল্যা। ইহার গুণ—বুদ্ধি, মেধা, আয়ু ও সমৃদ্ধি প্রদ, বৃষ্য, দীপন এবং কফ, ভূতগ্রহ, বাত ও ক্রিমিদোষনিবর্ত্তক। ভাবপ্রকাশে উল্লিখিত হইয়াছে যে, পারসীক বচও শুক্লবর্ণ এবং হৈমবতী নামে অভিহিত ও শ্বেত বচের ন্যায় গুণবিশিষ্ট ; অধিকন্তু শূলরোগঘ্ন।

শ্বেতবৎসা (ত্রি) ১ শ্বেতবর্ণ বৎসবিশিষ্টা (গাভী)।
(শতপথব্রা° ৫।৩।২।১)

শ্বেতবর্ণক (ক্লী) শ্বেত রক্তচন্দন। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবর্ণা (স্ত্রী) ১ বরাটকভেদ, সাদাবর্ণের কড়িবিশেষ। (রাজনি°) ২ শ্বেতপুষ্প পাটলবৃক্ষ, শ্বেতপারুল গাছ। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবর্ব্বরক (ক্লী) বর্ব্বরচন্দন। (রাজনি°)

শ্বেতবর্ব্বরিকা (স্ত্রী) শুভ্রতুলসী, শ্বেততুলসী। (রাজনি°)

শ্বেতবল্কল (পুং) শ্বেতং বল্কলং যস্য। উদুম্বর বৃক্ষ, যজ্ঞডুমুর গাছ। (জটাধর)

শ্বেতবল্লী (স্ত্রী) শুক্লবাস্তুক শাক। (বৈদ্যকনিঘ°)

শ্বেতবস্ত্রিন্ (ত্রি) শ্বেতবস্ত্রধারী। (কালচক্র)

শ্বেতবাজিন্ (পুং) শ্বেতো বাজী ঘোটকোযস্য। ১ চন্দ্র। ২ অর্জ্জুন। ৩ শুক্লঘোটক।

শ্বেতবরাহ (পুং) ব্রহ্মার সৃষ্টির আদিযুগের প্রথম কল্প। ইহার পরিমাণ ৪৩২০০০০০০০ বর্ষ ; এই কল্পের স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তমজ, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ প্রভৃতি ছয়টী মনু যথাক্রমে অতীত হইয়াছে ; বর্ত্তমানে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর অধিকারকাল ; ইহারও সপ্তবিংশ যুগ গত হইয়া বর্ত্তমান অষ্টাবিংশ যুগে কলির প্রারম্ভ হইয়াছে।

২ বিষ্ণুর রূপভেদ। ৩ তীর্থভেদ।

শ্বেতবারিজ (ক্লী) শ্বেতপত্র। (রাজনি°)

শ্বেতবার্ত্তাকিনী (স্ত্রী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতবাসস্ (পুং) শ্বেতং বাসোযস্য। ১ শুক্লবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী। (হলায়ুধ) (ত্রি) ২ পরিহিত শুক্লবসন, যে শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়াছে।

শ্বেতবাহ্ (পুং) শ্বেতেন বাহনেন উহ্যতে ইতি বহ-ণ্বি (পা ৩।২।৬৪)। ইন্দ্র।

শ্বেতবাহ (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ বাহো ঘোটকো যস্য। ১ অর্জ্জুন। ২ ইন্দ্র। ৩ অর্জ্জুনবৃক্ষ। (বাভট সূ°)

শ্বেতবাহন (পুং) শ্বেতং বাহনং যস্য। ১ শিব। (হরিবংশ) ২ চন্দ্র। ৩ অর্জ্জুন। ইনি শ্বেতবর্ণ ঘোটকযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতেন বলিয়া এই নাম প্রাপ্ত হন।

"শ্বেতাঃ কাঞ্চনসন্নাহা রথে যুজ্যন্তি মে হয়াঃ।
সংগ্রামে যুদ্ধমানস্য তেনাহং শ্বেতবাহনঃ ॥"(ভারত বিরাটপ°)

৪ মকর। ৫ রাজাধিদেবের পুত্র এবং বিদূরথের পৌত্র।
(হরিবংশ ৩৮।২.)

শ্বেতবাহিন্ (পুং) শ্বেতবাহঃ শ্বেতঘোটকোঽস্যাস্তীতি ইনি। অর্জ্জুন। (শব্দরত্ন)

শ্বেতবিটকতা (স্ত্রী) শ্বেতা বিট্ যস্য, শ্বেতবিটকঃ তস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। কফাধিক্য জন্য শুক্ল পুরীষতা, কফের আধিক্য হইলে পুরীষ শুক্লবর্ণ হয়। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতবীজ (পুং) শ্বেতকুলত্থ, শ্বেত কুলত্তি কলায়।

শ্বেতবুহ্না (স্ত্রী) বনতিক্তা।

'শ্বেতবুহ্না কপীতস্থ বনতিক্তা বিসর্পিণী।
শঙ্খিনী চারুচিচ্চা চ গিরিজ্ঞা ধূসরচ্ছদা ॥' (রত্নমা°)

শ্বেতবৃন্তাক (পুং) শুক্লবর্ণ বার্ত্তাকু, সাদা বেগুন। এই বার্ত্তাকু ভোজন করিতে নাই। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতবৃহতী (স্ত্রী) শুক্লবর্ণ ক্ষুদ্রবৃহতী, সাদা বৃহতী। কলিঙ্গ—বিলিয়

শুম্ভু। বম্বে—পাণ্ডরী ও ডোরলী। ইহার গুণ—বাতশ্লেষ্মনাশক, রুচিকর, অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে নানা নেত্ররোগনাশক।

শ্বেতবৃক্ষ (পুং) শ্বেতোবৃক্ষঃ। ১ বরুণবৃক্ষ। (রাজনি°) ২ শুক্লবর্ণ বৃক্ষ।

শ্বেতব্রত (পুং) ধর্ম্মসম্প্রদায়ভেদ। (বাসবদত্তা)

শ্বেতশরপুঙ্খা (স্ত্রী) শ্বেতা শরপুঙ্খা। ক্ষুপবিশেষ। হিন্দী—শ্বেতশরফোঁকা। পর্য্যায়—সিতসায়কা, শিতপুঙ্খা, শ্বেতপুঙ্খা, শুভ্রপুঙ্খা। গুণ—কটু, উষ্ণ, ক্রমি ও বাতরোগনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশর্করাকন্দ (দেশজ) সাদা শকরকন্দ আলু।

শ্বেতশারিবা (স্ত্রী) শারিবাভেদ, চলিত শ্বেত অনন্তমূল। এই অনন্তমূল দুগ্ধগর্ভা অর্থাৎ ইহা ভাঙ্গিলে ভিতর হইতে দুগ্ধবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হয়। ইহার গুণ—শীতল, মধুর, শুক্রবর্দ্ধক, গুরু, স্নিগ্ধ, তিক্ত, সুগন্ধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু ও জ্বরনাশক, দেহদৌর্গন্ধ, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, ও অরুচিনাশক, আমদোষ, ত্রিদোষ, বিষ ও রক্তদোষনাশক এবং কফ, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ ও রক্তপিত্ত প্রশমক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতশাল (দেশজ) সাদা বর্ণের শালগাছ।

শ্বেতশাল্মলি (পুং) শুক্লপুষ্প কিংশুকবৃক্ষ। এই শাল্মলীবৃক্ষে শুক্লবর্ণ পুষ্প হয়, এইজন্য উহাকে শ্বেতশাল্মলি কহে। চলিত শ্বেত° শিমুলগাছ। হিন্দী সেনিবল ও হতিয়ান। তামিল ইল্‌বম্‌।

শ্বেতশিংশপা (স্ত্রী) শ্বেতপত্র শিংশপাবৃক্ষ। চলিত সাদা শিশুগাছ। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরাশিংশপা ও শিশব। কলিঙ্গ—বিজিয় ইবীড়্‌। ইহার গুণ—তিক্ত, শীতল ও পিত্তদাহনাশক।

শ্বেতশিখ (পুং) শিবাবতার শ্বেতপ্রবর্ত্তিত শিষ্যসম্প্রদায়। (হেম)

শ্বেতশিগ্রু (পুং) শ্বেতঃ শুক্লঃ শিগ্রুঃ। শুক্লশোভাঞ্জন, চলিত সাদা সজিনা। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরা সেগবা, বিলিয়মুগ্গি। এই বৃক্ষের পুষ্প ও পত্র শুভ্রবর্ণ। পর্য্যায়—সুতীক্ষ্ণ, মুখভঙ্গ, সিতাহ্বয়, শ্বমূল, শ্বেতমরিচ, রোচন, মধুশিগ্রুক। গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, শোফ, অঙ্গব্যথা, মুখজাড্য ও বায়ুনাশক, রুচিকর, দীপন।

শ্বেতশিমুল (দেশজ) শ্বেতশাল্মলী বৃক্ষ।

শ্বেতশিম্বা (স্ত্রী) শ্বেতাশিম্বা। শ্বেতশিম্বিকা, রাজশিম্বী, সাদা শিম। (রত্নমালা)

শ্বেতশিলা (স্ত্রী) শ্বেতবর্ণ পাষাণভেদ, চলিত শ্বেতপাথরকুচা। ইহার গুণ—শীতল, স্বাদু, মেহকৃচ্ছ্রনাশক, মূত্ররোধ, অশ্মরী, শূল, ক্ষয় ও পিত্তনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশীর্ষ (পুং) দৈত্যবিশেষ। (হরিবংশ)

শ্বেতশুঙ্গ (পুং) শ্বেতা শুঙ্গা যস্য। ১ যব। (জটাধর) (ত্রি) ২ শুক্লবর্ণ শুঙ্গযুক্ত।

শ্বেতশূক (পুং) শ্বেতঃ শূকো যস্য। যব। (রাজনি°)

শ্বেতশূরণ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণ শূরণঃ। বনশূরণ, চলিত বুনো ওল। মহারাষ্ট্র ও বম্বে—পাণ্ডরাশূরণ। কলিঙ্গ—বিলিয়-শূরণ। ইহার গুণ—রুচিকর, কটু, উষ্ণ, ক্রমিঘ্ন, গুল্ম, শূল ও অরুচিনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতশেফালিকা (স্ত্রী) শুক্লশেফালিকা বৃক্ষ।

শ্বেতশৈল (পুং) পর্ব্বতভেদ। (হরিবংশ)

শ্বেতশৈলময় (ত্রি) শ্বেতবর্ণ মর্ম্মর প্রস্তরদ্বারা সমাচ্ছাদিত। (রাজত° ৮।৩০২)

শ্বেতশ্রেষ্ঠ (পুং) চন্দনবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতসর্প (পুং) ১ বরুণবৃক্ষ। (জটাধর) শ্বেতঃ শুভ্রবর্ণসর্প। ২ সাদা সাপ।

শ্বেতসর্জ্জ (পুং) শ্বেতঃ শ্বেতবর্ণঃ সর্জ্জঃ। শ্বেতধূনক, চলিত সাদাধুনো।

শ্বেতসর্ষপ (পুং) শ্বেতঃ সর্ষপঃ। শ্বেতবর্ণ সর্ষপ, সাদা সরিষা, রাই সরিষা। (পর্য্যায়মুক্তা°)

শ্বেতসার (পুং) শ্বেতঃ সারো যস্য। ১ খদির। (জটাধর) ২ সজীব-উদ্ভিজ্জাদির অন্তর্নিহিত শ্বেতবর্ণ পদার্থ বিশেষ (starch)। ইহা তুষারের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, দেখিতে উজ্জ্বল, অঙ্গুলি দ্বারা চাপিলে অল্প অল্প শব্দ হইয়া থাকে। গোধূম, গোল-আলু প্রভৃতিতে ইহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

শ্বেতসিংহী (স্ত্রী) শ্বেতবৃহতী। (রাজনি°)

শ্বেতসিদ্ধ (পুং) স্কন্দানুচরগণভেদ। (ভারত ৯ পর্ব্ব)

শ্বেতসুরসা (স্ত্রী) শ্বেতা সুরসা। ১ শুক্লশেফালিকা। (অমর) ২ শ্বেত নির্গুণ্ডী। ৩ শ্বেতপুষ্প তুলসীবৃক্ষ, সাদা তুলসীগাছ।

শ্বেতসুরা (স্ত্রী) সুরাভেদ, চলিত ধেনো মদ। (রাজনি°)

শ্বেতস্পন্দা (স্ত্রী) শ্বেতাপরাজিতা। (রাজনি°)

শ্বেতহনু (পুং) সর্পভেদ, রাজিমৎ জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত)

শ্বেতহয় (পুং) শ্বেতো হয়ঃ। ১ ইন্দ্রাশ্ব, ঐরাবত। (ত্রিকা°) শ্বেতো হয়ো যস্য। ২ অর্জ্জুন। (হেম) ৩ শুক্লবর্ণ ঘোটক, সাদা ঘোড়া। ৪ শ্বেতবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট।

শ্বেতহর (পুং) মহাশাল বৃক্ষ। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতহস্তিন্ (পুং) শ্বেতো হস্তী। ১ ঐরাবত। ২ শুক্লবর্ণ গজ, সাদা হাতী। [হস্তী দেখ।]

শ্বেতা (স্ত্রী) শ্বেত-টাপ্। ১ বরাটিকা, কড়ি। ২ কাষ্ঠপাটলা, চলিত কাঁটাশিরীষ। ৩ অতিবিষা। ৪ অপরাজিতা। ৫ শ্বেত বৃহতী। ৬ শ্বেতকণ্টকারী। ৭ পাষাণভেদী। ৮ শিলাবল্কলা। ৯ শ্বেতদূর্ব্বা। ১০ বংশরোচনা। ১১ স্ফটী। ১২ স্ফটিকারিকা, চলিত ফিট্‌কারী। ১৩ গম্ভারী বৃক্ষ। ১৪ লূতাভেদ, মাকড়সা

বিশেষ। ১৫ শর্করাজাত সুরা। ইহার গুণ—কাস, অর্শ, গ্রহণী, শ্বাস ও প্রতিশ্যায়নাশক, মূত্র, কফ, শুক্র, রক্ত ও মাংসবর্দ্ধক। (সুশ্রুত সূত্রস্থা° ৪৬ অ°) ১৫ শরীরের সপ্তত্বকের অন্তর্গত তৃতীয় ত্বক্। ইহা ব্রীহির দ্বাদশভাগ প্রমাণ। এই ত্বক্ চর্ম্মদল, অজগল্লী ও মশকের অধিষ্ঠানস্বরূপ, অর্থাৎ অবল্লী প্রভৃতি রোগ এই ত্বকেই হইয়া থাকে, অন্য ত্বকে হয় না।

'সা শ্বেতা ব্রীহের্দ্বাদশভাগপ্রমাণা, চর্ম্মদলাজগল্লীমশকাধিষ্ঠানা" (সুশ্রুত সা° ৪ অ°) ১৬ শুক্লাগুঞ্জা, সাদাকুঁচ।

শ্বেতাক্ষ (পুং) সোমলতা ভেদ। (সুশ্রুত চি ২৯ অ°)

শ্বেতাঞ্জন (ক্লী) শুক্লাঞ্জন, সাদা আজন, সাদা সুর্ম্মা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাঢ়কী (স্ত্রী) শ্বেতপুষ্পাঢ়কী, চলিত সাদা অড়হর। (রাজনি°)

শ্বেতাণ্ড (ত্রি) যাহাদিগের অণ্ডকোষ শ্বেতবর্ণ।

শ্বেতাত্রিবৃৎ (স্ত্রী) শুক্লত্রিবৃতা, ত্রিপুটা, সর্ব্বানুভূতী, সরলা, নিশোত্তরা, রেচনী। ইহার গুণ—রেচন, স্বাদু, উষ্ণ, বায়ু, পিত্ত, জ্বর, শ্লেষ্মা, শোথ, উদরনাশক ও রুক্ষ। (ভাবপ্রকাশ)

শ্বেতাত্রেয় (পুং) ঋষিভেদ।

শ্বেতাদ্রি (পুং) শ্বেতঃ অদ্রিঃ। ১ শ্বেতপর্ব্বত। ২ কৈলাস পর্ব্বত। (ভাগবত ৮।৮।৪)

শ্বেতাদ্রিকর্ণিকা (স্ত্রী) শুক্লগিরিকর্ণিকা। (বাভট উত্ত° ৬ অ°)

শ্বেতানুলেপন (ত্রি) শ্বেতং অনুলেপনং যস্য। শ্বেত অনুলেপনবিশিষ্ট। (পুং) ২ বলরাম। (ভারত)

শ্বেতানুকাশ (ত্রি) শুভ্রদীপ্তিবিশিষ্ট। (শাঙ্খ°ব্রা° ১৪।১)

শ্বেতাভদ্রা (স্ত্রী) শ্বেতগোকর্ণী, সাদা অপরাজিতা। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতাভ্র (ক্লী) শ্বেতবর্ণ অভ্র, সাদা অভ্র। (রাজনি°)

শ্বেতাম্লি (স্ত্রী) ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—অম্লিকা, পিষ্টোড়ী, পিণ্ডিকা। ইহার গুণ—মধুর, বৃষ্য, পিত্তনাশক ও বলপ্রদ। (রাজনি°)

শ্বেতাম্বর (ত্রি) ১ শ্বেতবস্ত্র। ২ শ্বেতবস্ত্রধারী। ৩ জৈনযতিভেদ। [জৈন দেখ।] ৪ শিব। ৫ ছন্দোমাত্তরচয়িতা। বৃত্তরত্নাকরাদর্শে ইহার উল্লেখ আছে।

শ্বেতায়িন্ (ত্রি) শ্বেতের বংশপরম্পরা।

শ্বেতাযুগ্ম (ক্লী) শ্বেতায়াঃ যুগ্মং। দুইপ্রকার অপরাজিতা।

"শ্বেতাযুগ্মং তাপসানাঞ্চ বৃক্ষঃ" (বাভট সূ° ১৫ অ°)

শ্বেতারণ্য (ক্লী) তীর্থবিশেষ। মায়াবরমের সন্নিকটে তিরুবালাড়ু প্রদেশে কাবেরী নদীতটে অবস্থিত।

"রুদ্রেণেব বিনির্দগ্ধঃ শ্বেতারণ্যে পুরান্তকঃ।" (রামা° ৩।৩৫।৩৩)

শ্বেতারিরস (পুং) শ্বিত্ররোগাধিকারোক্ত রসৌষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—পারদ, গন্ধক, ত্রিফলা, ভৃঙ্গরাজ, হাকুচবীজ, তেলারমুচী, কৃষ্ণতিল, নিমবীজ, এই সকল দ্রব্য ভৃঙ্গরাজের রসে ৩ সপ্তাহ ক্রমাগত পেষণ ও শুষ্ক করিয়া এই ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ অর্দ্ধতোলা পরিমাণে সেবনীয়। অনুপান মধু ও ঘৃত। এই ঔষধসেবনে শ্বিত্রকুষ্ঠ আশু নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° কুষ্ঠাধি°)

শ্বেতার্ক (পুং) শ্বেতঃ শুক্লবর্ণঃ অর্কঃ। শুক্লার্কবৃক্ষ, সাদা আকন্দগাছ। পর্য্যায়—তপন, শ্বেত, প্রতাপ, সিতার্কক, শর্করাপুষ্প, বৃত্তমল্লিকা। গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মলশোধনকারক, মূত্রকৃচ্ছ্র, অস্র, শোফ, ব্রণদোষ ও বিষনাশক। (রাজনি°)

শ্বেতার্চ্চিস্ (পুং) চন্দ্র।

শ্বেতাবর (পুং) শ্বেতং শুক্লবর্ণং আবৃণোতীতি আ-বৃ-অচ্। সিতাবর শাক, সুনিষণ্ণকশাক। (রাজনি.)

শ্বেতাবলোকন (পুং) শ্বেতং অবলোকনং যস্মিন্। কফজরোগ বিশেষ। কফ বৃদ্ধি হইলে বস্তু সকল শুভ্রবর্ণ দেখায়। (মাধবনি°)

শ্বেতাশ্ব (পুং) ১ কৈটর্য্য, চলিত ঘোড়াগুটী। (পর্য্যায়মু') (পুং) শ্বেতো হশ্বো যস্য। ২ অর্জ্জুন। ৩ শ্বেতবর্ণ অশ্ব, সাদা ঘোড়া।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ভেদ। এই উপনিষদের শঙ্করাচার্য্য কৃত ভাষ্য আছে।

শ্বেতাস্য (পুং) শিবাবতার শ্বেতের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়।

শ্বেতাহ্বা (স্ত্রী) শ্বেতা আহ্বা যস্যাঃ। সিতপাটলা, চলিত শ্বেতপারুল°। (রাজনি°) ২ শুক্লগোকর্ণী। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতেক্ষু (পুং) শ্বেত ইক্ষুঃ। শুক্লবর্ণ ইক্ষু, সাদা আখ। পর্য্যায়—সিতেক্ষু, কোষ্ঠেক্ষু, বংশপত্রক, সুবেশ, পাণ্ডুরেক্ষু। ইহার গুণ—কাঠিন্য, রুচিকর, গুরু, কফ ও মূত্রকারক, দীপন, পিত্তজ্বর দাহনাশক, পাকে ঈষদুষ্ণ। (রাজনি°)

শ্বেতোৎপল (পুং) একজন প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্।

শ্বেতৈরণ্ড (পুং) শ্বেতঃ এরণ্ড। শুক্ল এরণ্ড বৃক্ষ, সাদা রেড়ির গাছ। হিন্দী শফেদ্ এরণ্ড। মহারাষ্ট্র—পাণ্ডরে এরণ্ড। ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, গুরু, মধুর, তিক্ত, বৃষ্য, স্বাদু, বাত, উদাবর্ত্ত, কফজ্বর, কাস, ও উদররোগনাশক, শোথ, শূল, কটি, বস্তি, শিরঃপীড়া, শ্বাস, আনাহ, কুষ্ঠ, গুল্ম, প্লীহা, আম ও পিত্তনাশক। (বৈদ্যকনি°)

শ্বেতোদর (পুং) শ্বেতমুদরং যস্য। ১ কুবের। (ত্রিকা°) ২ দর্ব্বীকর জাতীয় সর্পবিশেষ। (সুশ্রুত কল্পস্থা° ৪ অ°) ৩ শ্বেতবর্ণ উদর।

শ্বেতৌহী (স্ত্রী) শ্বেতবাহ-ঙীষ্। ইন্দ্রাণী। (বোপদেব)

শ্বেত্য (ত্রি) শ্বেতবর্ণযুক্ত। ২ শ্বেতবর্ণযুক্ত উষা।

"কুশদ্বৎসা রুশতী শ্বেত্যা" (ঋক্ ১।১১৩।২)

'শ্বেত্যা শ্বেতবর্ণোষা' (সায়ণ)

শ্বেত্র (ক্লী) শ্বিত্ররোগ। (অমরটীকা)

কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ-সাদিপালি, জালন্ধর-কর্পূরতলা, কত্রি-রোহিরি, লয়ালপুর-মানেবাল, সাউদার্ণ পঞ্জাব।

ভারতীয় রেলপথসমূহের ব্যবধানমান (Gauge) ও বিস্তৃতি বিবরণ এবং কোন্ কোন্ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত নিম্নে প্রদত্ত হইল—

ষ্টাণ্ডার্ড গেজ বা আদর্শ ব্যবধানমান ৫'—৬"।

১ কোম্পানীর দ্বারা পরিচালিত ষ্টেট রেলওয়ে—ইষ্ট ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল সেণ্ট্রাল, গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিন্সুলার, ইণ্ডিয়ান মিডলণ্ড, ভোপাল-ইটার্সী (বৃটীশবিভাগ), মান্দ্রাজ রেলওয়ে, গঙ্গা-রতলম্-নগ্না (বোম্বে বরোদার অন্তর্গত), বেজবাড়া (নিজামরাজ্যে), সালেম-আমের (মান্দ্রাজ)।

২ গবর্মেণ্ট দ্বারা চালিত ষ্টেট রেল সকল—নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, আউধ-রোহিলখণ্ড, ইষ্টার্ণ বেঙ্গল, মুর্শিদাবাদ ব্রাঞ্চ, জালন্ধর-কর্পূরতলা-সুলতানপুর।

৩ গ্যারাণ্টিড কোম্পানী দ্বারা চালিত—বোম্বে-বরোদা-সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া, মান্দ্রাজ রেল কোম্পানী, হরিদ্বার-দেরা (আউধ রেলের অন্তর্গত)।

৪ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে পরিচালিত—দিল্লী-অম্বালা কাল্কা (মার্টিন কোম্পানী), তারকেশ্বর (সেওড়াফুলি হইতে), সাউথ-বিহার (লক্ষ্মীসরাই গয়া), সাউদার্ণ পঞ্জাব, তাপ্তী-উপত্যকা, কলিকাতা পোর্ট কমিশনার রেলওয়ে।

৫ কোম্পানী চালিত দেশীয় ষ্টেট রেলওয়ে—বিণা-গুণবরণ, ভোপাল-উজ্জয়িনী, নিজাম গ্যারাণ্টিড ষ্টেট রেলওয়ে, নগ্না-উজ্জয়িনী, পেটলাড়-কাম্বে (বোম্বে বরোদা), পেটলাড তারাপুর, কোলার গোল্ডফিল্ড।

৬ দেশীয় ষ্টেট রেলওয়ে—রাজপুর-ভাতিন্দা, জম্বু-কাশ্মীর, লুধিয়ানা-ধুরি-জখল, জালন্ধর কর্পূরতলা সুলতানপুর।

'মিটার গেজ' বা ৩'-৩⅜" ব্যবধানমানে নির্ম্মিত রেলপথ।

৭ কোম্পানী দ্বারা চালিত ষ্টেট রেলসমূহ—বেঙ্গল এবং নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, ত্রিহুত ষ্টেট এবং সিগোলী, নর্থ ওয়েষ্টার্ণ, লক্ষ্ণৌ বরেলী, রাজপুতানা-মালব, পালানপুর দেশা, সাউদার্ণ মার্হাট্টা, গণ্টাকুল-মহিসুর, মহিসুর বিভাগ সাউথ ইণ্ডিয়ান, তিন্নেবেলি কুইলন, যোধপুর হায়দ্রাবাদ, আসাম বেঙ্গল, ব্রহ্মদেশ রেলওয়ে, নীলগিরি রেলওয়ে, বেল্লারী-রায়দুর্গ, হুস্পেট-কত্তুর (সাউথ মার্হাট্টা)।

মিটার গেজ বলিয়া কথিত কিন্তু ২'—৬" ব্যবধানমান।

৮ গবর্মেণ্ট চালিত ষ্টেট রেল—ইষ্টার্ণ বেঙ্গল নর্দ্দার্ণ বিহার, কাউনিয়া-ধুবড়ি, রাণাঘাট-কৃষ্ণনগর, তিস্তা-কুড়িগ্রাম, সান্তাবাড়ী এক্সটেন্সন, কাণপুর-বরেবাল।

৯ সাহায্যপ্রাপ্ত (assisted) কোম্পানী—দেওঘর রেলওয়ে ময়মনসিংহ-জামালপুর, জগন্নাথগঞ্জ রেলওয়ে, রোহিলখণ্ড-কুমায়ুন, বেঙ্গল-ডুয়ার্স, ভিক্ষু-নদিয়া, আমেদাবাদ-পরান্তিজ, নোয়াখালি (আসাম বেঙ্গল)।

১০ একেশ্বর চালিত (unassisted company)—লেভো এবং টিকক-মার্গারিট।

১১ কোম্পানী চালিত নেটিভ ষ্টেট রেলওয়ে—গায়কবাড় মেসানা, হায়দরাবাদ গোদাবরী উপত্যকা, কোলাপুর রেলওয়ে, হিন্দুপুর-যশোবন্তপুর, মহিসুর-নঞ্জনগুড, বিরুর-সিমোগা, পালনপুর-দেশা, বিজাপুর-কলোলকাছি, জয়পুর, শোরাণপুর-কোচিন, তেন্নিবেলি-কুইলন, ত্রিবাঙ্কুর রেলওয়ে।

১২ নেটিভ ষ্টেট চালিত নেটিভ ষ্টেট রেলওয়ে—যোধপুর-বিকানীর, উদয়পুর-চিতোর, ভবনগর-গণ্ডাল, জুনাগড়-পোরবন্দর, জেটালসর-রাজকোট, জামনগর রেলওয়ে, ধ্রাঙ্-গধ্রা।

স্পেশাল 'গেজ' ২'—৬" এবং ২'—০"।

১৩ কোম্পানী চালিত ষ্টেট লাইন—রায়পুর ধামতারি (বেঙ্গল-নাগপুর) জব্বলপুর-গণ্ডিয়া, তিরুপাথর-কৃষ্ণগিরি, মোরারপুর-ধর্ম্মপুরী।

১৪ ষ্টেট লাইন—নৌসেরা-দুর্গাই (নর্থ ওয়েষ্টার্ণ), খুসাল গড়-কোহাট থাল।

দাগুট ও ঘোড়হাট (শিলং) রেলপথ, ২'০" ব্যবধানমান।

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (assisted) চালিত—দার্জ্জিলিং-হিমালয়ান, হাবড়া-আমতা, হাবড়া-শিয়াখালা, তেজপুর-বালিপাড়া, ২'০" ব্যবধানমান।

১৫ বিভিন্ন কোম্পানীর সাহায্যে (assisted) চালিত—বর্সিলাইট, পাওয়ান, কাল্কা-সিমলা, ঠাটন-ডুইনাজেক, মদুরা-জেলা, বক্তিয়ারপুর-বিহার, শাহদরা-সাহারণপুর, দ্বারা থেরিয়া।

স্বতন্ত্র কোম্পানী দ্বারা—বারসত-বসিরহাট, তারকেশ্বর-মগরা।

রেলা, সিংহভূম জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানে একটী প্রসিদ্ধ পীরের আস্তানা আছে।

রেব, প্লুতগতি, (লাফাইয়া যাওয়া)। ভ্বাদি আত্মনে অক-সেট্। লট্ রেবতে। লোট্ রেবতাং। লিট্ রিরেবে। লুট্ রেবিতা। লিচ্ রেবয়তি। লুঙ্ অরিরেবৎ।

রেবট (পুং) রেবতে ইতি রেব বাহুলকাৎ অটচ্। ১ শূকর। ২ বেণু। ৩ বাতুল। ৪ বিষবৈদ্য। (স্ত্রী) ৫ দক্ষিণাবর্ত্তশঙ্খ।

রেবণ (পুং) জনৈক প্রসিদ্ধ মীমাংসক। চরিত্রসিংহ ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

রেবণসিদ্ধ, রসরত্নাকরপ্রণেতা।

রেবত (পুং) ১ জম্বীর, জামির লেবু। (জটাধর) ২ আরগ্বধ বৃক্ষ। (শব্দরত্না°) ৩ রাজবিশেষ, ইনি রেবতীর পিতা এবং বলরামের শ্বশুর। (মহাভারত) দেবী ভাগবতে লিখিত আছে, ইনি আনর্ত্তের পুত্র এবং শর্য্যাতির পৌত্র। রেবত স্বীয় কন্যা রেবতীকে কোন্ বরে সমর্পণ করিবেন, তাহা জানিবার জন্য রেবতীর সহিত ব্রহ্মলোকে গমন করেন। ব্রহ্মা বলরামকে এই কন্যা সমর্পণ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার আজ্ঞানুসারে রেবত রেবতীকে বলরামের হস্তে সমর্পণ করেন। (৭।৭-৮ অ°)

৪ অন্ধক বা অনন্তরাজের পুত্রভেদ। ৫ বর্ষভেদ।

রেবত, সহ্যাদ্রিবর্ণিত রাজভেদ। (সহ্য° ২৭।৩০)

রেবত আয়ুষ্মৎ, বৌদ্ধাচার্য্যভেদ।

রেবতক (স্ত্রী) রেবত ইব কায়তীতি কৈ-ক। পারাবত। (রাজনি°)

রেবতি (স্ত্রী) কামদেবপত্নী। (ত্রিকা°)

রেবতিপুত্র (পুং) রেবতীর তনয়।

রেবতী (স্ত্রী) রেবতস্যাপত্যং স্ত্রী, রেবত-অণ্ ন বৃদ্ধিঃ-ঙীষ্। ১ নক্ষত্রভেদ, এই নক্ষত্র অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের শেষ নক্ষত্র, এই নক্ষত্রের সংখ্যা ২৭। এই নক্ষত্র মৎস্যাকৃতি, এবং ৩২টী তারকাযুক্ত। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পুষাখ্য সূর্য্য। এই নক্ষত্রে মীনরাশি। শতপদ চক্রানুসারে এই নক্ষত্রে নামকরণ করিলে 'দে, দো, চ, চি,' চারিটী পাদে উক্ত চারিটী অক্ষরের আদ্যক্ষর নাম হইয়া থাকে।

এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে অতিশয় তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, সুন্দর-আকৃতি, শত্রুনাশক, বিদ্বান্, নৃপসেবক, বিদেশবাসী ও শূর হয়। (কোষ্ঠীপ্র°) অষ্টোত্তরীমতে এই নক্ষত্রে জন্ম হইলে শুক্রের দশা হয়, নক্ষত্রের পরিমাণ মোটামুটি ৬০ দণ্ড ধরিলে এক একটী নক্ষত্রে ৫।৩ পাঁচ বৎসর তিনমাস কাল ভোগ হইয়া থাকে। প্রতিনক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ৩ মাস ২২ দিন ৩০ দণ্ড এবং একদণ্ডে ১ মাস, ১ দিন ৩০ দণ্ড ভোগ হইয়া থাকে। নক্ষত্রের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়, সেইস্থলে দশার ভোগ্য ভুক্ত নির্ণয় করিতে হইলে ৫ বৎসর ৩ মাসকে ভাগ করিয়া স্থির করিতে হয়। [মীনরাশি শব্দ দেখ]

২ মাতৃকাভেদ। ৩ স্ত্রীগবী। (অজয়পাল) ৪ দুর্গা।

"রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নদী বা রেবতী মতা।
অতিথগুনবদ্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥" (দেবীপু° ৪৫অ°)

৫ বালগ্রহবিশেষ। বালকগণ এই গ্রহকর্তৃক পীড়িত হইলে এই গ্রহের পূজাদি করিতে হয়। ইহার চিকিৎসার বিষয় সুশ্রুতে ও ভাবপ্রকাশে এইরূপ আছে—

অশ্বগন্ধা, অজশৃঙ্গী, শ্যামলতা, পুনর্নবা, মৃণালি, মাষাণি ও ভূমিকুষ্মাণ্ড ইহাদিগের ক্বাথসেক; যব, অশ্বকর্ণ, অর্জ্জুন, ধাতকী, তিন্দুক ও কুষ্ঠ বা সর্জ্জরস সহযোগে পাককরা তৈল অভ্যঙ্গে; কাকোল্যাদিগণ যোগে পাককরা ঘৃত পানে; কুলখ, শঙ্খচূর্ণ ও সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য প্রদেহে এবং গৃধ্র ও উলূকের পুরীষ, যব, যবফল ও ঘৃত ইহাদিগের ধূপ প্রাতে ও সায়ংকালে প্রয়োগ করিলে এই গ্রহাবেশ নিরাকৃত হয়।

শ্বেতপুষ্প, খই, দুগ্ধ, শালি অন্ন ও দধিদ্বারা গোয়াল ঘরে বলি নিবেদন করিয়া এবং নদী সঙ্গমে ধাত্রী ও কুমারকে স্নান করাইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে স্তব করিতে হয়—

"নানাশস্ত্রধরা দেবী চিত্রমাল্যানুলেপনা।
চলৎকুণ্ডলিনী শ্যামা রেবতী তে প্রসীদ তু॥
উপাসতে যাং সততং দেব্যো বিবিধভূষণাঃ।
লম্বা করালা বিনতা তথৈব বহুপুত্রিকা।
রেবতী শুষ্কনাসা চ তুভ্যং দেবী প্রসীদ তু॥"
(সুশ্রুত উত্তর° ৩১ অ° এবং ভাবপ্র° মধ্য° ৪র্থ ভাগ)

৬ বলদেবপত্নী। রেবতের কন্যা, রাজা রেবত ব্রহ্মার আদেশে বলরামের সহিত ইহার বিবাহ দেন। [রেবত দেখ।]

৭ রৈবত মনুর মাতা। [রৈবত মনু দেখ]

রেবতী, যুক্তপ্রদেশের বালিয়া জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [রেওতী দেখ।]

রেবতী, মহিসুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রেবতীদ্বীপ, দাক্ষিণাত্যের একটী প্রসিদ্ধ জনপদ, পূর্ব্বচালুক্য-রাজ মঙ্গলীশ ৫৯৭ খৃষ্টাব্দে এইস্থান জয় করিয়াছিলেন।

রেবতীপুর, যুক্তপ্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। [রেওতীপুর দেখ।]

রেবতীভব (পুং) ১ রেবতীজাত। ২ শনিগ্রহ।

রেবতীরমণ (পুং) রেবত্যাঃ রমণঃ। ১ বলরাম। ২ বিষ্ণু।

রেবতীশ (পুং) রেবত্যাঃ ঈশঃ। বলরাম।

রেবতীসুত (পুং) স্কন্দভেদ।

রেবত্য (ত্রি) ১ প্রসিদ্ধ। ২ সুন্দর। (পাঃ ৪।৪।১২২)

রেবন্ত (পুং) সূর্য্যপুত্রবিশেষ। ইনি গুহ্যকদিগের অধিপতি। সূর্য্যদেবের বড়বা রূপধারিণী সংজ্ঞা নামক পত্নীর গর্ভে রেবন্তের উৎপত্তি হয়। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে যে রাজগণ তোরণপ্রান্তে প্রতিমা বা ঘটে সূর্য্যপূজার বিধানানুসারে রেবন্তের পূজা করিবেন। ইহার ধ্যান—

"সূর্য্যপুত্রং মহাবাহুং দ্বিভুজং কবচোজ্জ্বলম্।
অশ্বস্থং শুক্লবস্ত্রেণ কেশান্ বিভজ্য বাসসা॥
কশাং বামকরে বিভ্রদ্দক্ষিণে তু করে পুনঃ।
খড়্গং ভুক্ত মহাতীক্ষ্ণং সিতসৈন্ধবসংস্থিতম্॥"
(কালিকাপু° ৮৫অ°)

কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রিতে যখন লক্ষ্মীপূজা করিতে হয়, তাহার পূর্ব্বে দ্বারোপান্তে অশ্বের সহিত রেবন্তকে যথা-বিধান পূজা করিতে হয়।

"দ্বারোপান্তে সুদীপ্তশ্চ সংপূজ্যো হব্যবাহনঃ।

যবাক্তঘৃতোপেতৈ স্তণ্ডুলৈশ্চ সুতর্পিতঃ॥

উত্তরবস্তির্ব্বরুণো গজবস্তির্ব্বিনায়কঃ।

পূজ্যঃ সাশ্বশ্চ রেবন্তো যথাবিভববিস্তরৈঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

রেবন্তমনুসূ (স্ত্রী) রেবন্তং মনুঞ্চ সূতে সূ-ক্বিপ্। সংজ্ঞা।

রেবা (স্ত্রী) রেবতে উৎপ্লুত্য গচ্ছতীতি রেব-অচ্-টাপ্। নর্ম্মদানদী।

"রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং" (মেঘদূত ২০)

বরাহপুরাণে লিখিত আছে যে, রেবানদীতে শিবলিঙ্গের উৎপত্তি হইয়া থাকে। (বরাহপু০) [নর্ম্মদা শব্দ দেখ।]

২ কামপত্নী রতি। ৩ নীলীবৃক্ষ। (মেদিনী) ৪ দুর্গা।

"রেবা তু নর্ম্মদা দেবী নন্দা বা রেবতী মতা।

অতিগুণবন্ধা বা লোকে দেবী প্রকীর্ত্তিতা॥"

(দেবীপু০ ৪৫ অ০)

৫ সামভেদ।

রেবা, মধ্যভারতের বাঘেলখণ্ড এজেন্সীর অন্তর্গত একটী দেশীয় রাজ্য। অক্ষা০ ২২°৩৯´ হইতে ২৫° ১২´উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮০°৪৬´ হইতে ৮২°৫১´ পূঃ। ভূপরিমাণ ১০০০০ বর্গমাইল। ইহার উত্তর সীমা বান্দা, আলাহাবাদ, ও মীর্জাপুর জেলা; পূর্ব্বে মীর্জাপুর জেলার কতকাংশ ও ছোটনাগপুরের অন্তর্গত দেশীয় সামন্তরাজ্য; দক্ষিণে ছত্তিশগড়, মণ্ডলা ও জব্বলপুর জেলা এবং পশ্চিমে বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত মৈহর, নাগোদ, সোহাবল ও কোঠী নামক দেশীয় সামন্ত রাজ্য। এই রাজ্যের পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর অংশে গঙ্গার উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া পর-পর তিন থাক অধিত্যকায় শোভিত গিরিমালা, তাহার উত্তরপূর্ব্বাংশে বিন্ধ্যাচল ও পন্নার গিরিমালা, পন্নার অধিত্যকা ছাড়াইয়া তাহারই সমরেখায় কৈমুর গিরিমালা উঠিয়াছে। এই রাজ্যের একতৃতীয়াংশ কৈমুর গিরিমালার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশে, শোণনদের অববাহিকায় অবস্থিত। শোণনদ এই রাজ্যের দক্ষিণসীমায় উঠিয়া রাজ্যের মধ্যদিয়া উত্তর-পূর্ব্বসীমা ভেদ করিয়া মীর্জাপুর জেলায় গিয়াছে, ইহার প্রধান শাখা মহানদী। রাজ্যের অপরাংশে তমসা বেহের, বিলন্দ প্রভৃতি শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া আলাহাবাদ জেলায় গিয়া পড়িয়াছে।

এই রাজ্য খনিজ ও বনজাত দ্রব্য-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ। এখানকার রামনগর পরগণায় উমারিয়া গ্রামে উৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া গিয়াছে, এবং কয়লা তুলিয়া আনিবার জন্ত বিলাসপুর-এতাবা রেলওয়ের কাটনি-উমারিয়া শাখা নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানকার জোহিলা-নদীর উপত্যকায় ও সোহাগপুরেও অত্যুৎকৃষ্ট কয়লা পাওয়া গিয়াছে।

এখানে নানাপ্রকার মাটী দেখা যায়—'মেড়' বা কালামাটী, 'সেঙ্গবন্' বা শ্বেতাভ, 'দোমাট' অর্থাৎ মেড় ও সেঙ্গবন্ মিশ্রিত,'ভাটা' বা লাল শুক্না অসার মাটী। রেবার বনে শাল, খদির, সর্জ্জ, তিণ্ডু প্রভৃতি বড় গাছ, লাক্ষা, মহুয়া, বুড়া, রজন, ও গঁদ যথেষ্ট পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের অধিবাসী অধিকাংশই হিন্দু, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও কুড়্মির সংখ্যাই বেশী। তৎপরে গোঁড়, কোল প্রভৃতি আদিম জাতি। মুসলমানের সংখ্যা এখানে তেমন বেশী নাই। এখানকার উৎপন্ন দ্রব্য হইতেই অধিকাংশ রাজস্ব আদায় হয়। মোট আয় প্রায় ২২ লক্ষ টাকা।

এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের সাত্না ও দভৌরা ষ্টেসন এবং রাজ্যের মধ্যদিয়া দাক্ষিণাত্যে যাইবার বড়রাস্তা গিয়াছে।

ইতিহাস।—রেবার বর্ত্তমান রাজবংশ ব্যাঘ্রদেবের সন্তান। ব্যাঘ্রদেব গুজরাত হইতে আসিয়া শোণ ও তমসা-প্রবাহিত জনপদ অধিকার করেন। তৎপূর্ব্বে এই প্রদেশ চন্দেল, চেদি বা কলচুরি, চৌহান্, সেঙ্গর ও গোঁড় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল। রেবার রাজভাটগণের মতে ৫৮০ সম্বতে ও বারার ভাটগণের মতে ৬৮৩ সংবতে ব্যাঘ্রদেব দলবল লইয়া কালঞ্জরের ১৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে মর্ফানামক দুর্গে আসিয়া বাস করেন। মর্ফার ১২ মাইল উত্তরে বাঘেলবাড়ী ও ১২ মাইল দক্ষিণে বাঘোলান গ্রাম ব্যাঘ্রদেবের পূর্ব্ব স্মৃতি ঘোষণা করিতেছে, কিন্তু ভাটগণ যে, সংবৎ স্থির করিয়াছেন, তাহা সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

পিয়াবন ও অলহাঘাট হইতে যে সকল শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে এই সমুদায় প্রদেশ তত্রত্য চেদিপতি গাঙ্গেয়দেবের অধিকারভুক্ত ছিল। তাঁহার বংশধর ডাহলীয় রাজা নরসিংহ দেব ১২১৬ সংবতে এবং তাঁহার ভ্রাতা বিজয় সিংহ দেব ১২৩৮ সংবতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। এমন কি, ত্রৈলোক্যবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে, ১২৯৭ সংবতে (১২৪০ খৃষ্টাব্দে) তিনি তমসার উপত্যকা প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। এরূপ স্থলে ঐ সকল স্থানে ব্যাঘ্রদেবের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ব্যাঘ্রদেব ও তাঁহার বংশধরগণের আধিপত্য বিস্তারের সহিত এই প্রদেশ বাঘেলখণ্ড নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল।

ভাটদিগের গ্রন্থে ব্যাঘ্রদেবের পিতার নাম সিদ্ধরাজ জয়সিংহ, এবং তৎপরে কর্ণদেব, সোহাগদেব, শার্ঙ্গদেব, বিশাল দেব, ভানুদেব, অনীকদেব ও বিল্লনদেব এই কয়জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়। এই বিল্লনদেবের পুত্র দলকেশ্বর দেব ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি এবং তাঁহার কনিষ্ঠ মলকেশ্বর মিন্হাজের তবকাৎই নাসিরি নামক ইতিহাসে "দলকি-ব-মলকি" নামে প্রখ্যাত হইয়াছেন। এরূপ স্থলে তাঁহার ৮ম পুরুষ পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যাঘ্রদেবকে আমরা খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীর লোক বলিয়া গণ্য করিতে পারি। চেদিরাজ-গণের প্রতাপ-সূর্য্য অস্তমিত হইলে তদ্বংশীয় কোন রাজা এই প্রদেশে অধিকার বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১২০৩ খৃষ্টাব্দে কুতব্ উদ্দীন্ আইবক কালঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন, সে সময়ে এখানে চন্দেলপতি অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুতব্ উদ্দীনের মৃত্যুর পর চন্দেলরাজ কালঞ্জর দুর্গ ও তাঁহার পূর্ব্বাধিকারভুক্ত সমস্ত জনপদ পুনরায় দখল করিয়া লইলেন।

মুসলমান ইতিহাস হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, তৎপরে ১২৩৪ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি বয়ানা, কনোজ, গোয়ালিয়ার প্রভৃতি স্থান হইতে বহুসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কালঞ্জর ও জমু আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। 'জমু' কোথায় তাহা মুসলমান্ ইতিহাসে স্পষ্ট কিছু উল্লেখ নাই, গোয়ালিয়র হইতে ৫০ দিনের পথ এই মাত্র লিখিত আছে। ইহাতে ঐস্থান রেবারাজ্যের অন্তর্গত বান্ধোগড় বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে যে, তৎকালে চন্দ্রাত্রেয়গণ যেমন কালঞ্জরে, সেইরূপ বাঘেলগণ বান্ধোগড়ে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তৎপরে ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীপতি উলুঘ খাঁর (পরে যিনি সম্রাট্ বল্বন্ নামে খ্যাত হন) অধীনে কালঞ্জরপতিকে পরাজয় করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। এইবার মুসলমান-সৈন্য কালঞ্জর ছাড়াইয়া এক রাণার অধিকারে গিয়া পড়িল। মুসলমান ইতিহাসে তিনি দলকি-ব-মলকি নামে খ্যাত, কালঞ্জর বা মালবপতির তাঁহার উপর কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহার সৈন্য-সংখ্যাও যেমন অসংখ্য, ধনরত্নও সেইরূপ অজস্র। তাঁহার দুর্গগুলি সুরক্ষিত ও সুদৃঢ়। তাঁহার রাজ্য নানা জঙ্গল ও অক্রবক্র গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। তৎপূর্ব্বে কোন মুসলমান-সৈন্য এই রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই। যখন মুসলমানসৈন্য রাজধানীতে পৌছিল, রাজা অতি সাবধানে রজনীর গাঢ় অন্ধকারে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া পরিবারবর্গ সহ দুর্গম গিরিপ্রদেশ আশ্রয় করিলেন। প্রথমে সেই দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে কোন মুসলমান-সৈন্য উঠিতে সম্মত হয় নাই। উলুঘ্ খাঁর উৎসাহবাক্যে রজ্জু ও মঞ্চসাহায্যে মুসলমান-সৈন্য সেই দুরারোহ গিরিতেও উঠিয়া পড়িল। রাণা সপরিবারে বন্দী হইলেন। এই সময় মুসলমানেরা যে ধনরত্ন লুঠিয়া পাইয়াছিল, তাহা আর গণিয়া শেষ করা যায় না।* মুসলমান ঐতিহাসিক যে দলকি-ব-মলকি নামক রাজার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি এক ব্যক্তি নহেন। বাঘেল-ভট্টগ্রন্থোক্ত দলকেশ্বর ও মলকেশ্বর নামক দুই রাজকুমার।

দলকেশ্বর ও মলকেশ্বরের পর বরিয়ার-দেব, তৎপরে বল্লাল রাজা হন। ভট্টগ্রন্থমতে এই বল্লালদেব দিল্লীশ্বর তিমুরশাহকে সাহায্য করায় তাঁহার নিকট বহু খেলাত সহ কালঞ্জর দুর্গ লাভ করেন। ভট্টগ্রন্থে যে সময় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এককালেই অগ্রাহ্য। আবুলফজলের আইন-ই-অক্বরী হইতে জানা যায়, ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে নাসির উদ্দীন্ ১ম মাহ্মূদের আদেশে উলুঘখাঁর অভিযানের ৫০ বর্ষ পরে আলাউদ্দীন্ মুহম্মদ খিলিজী বান্ধোগড় আক্রমণ করেন, তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছিল। এ সময়ে বাঘেলরাজের প্রভাবে দিল্লীশ্বরও বিচলিত হইয়াছিলেন। মুসলমানঐতিহাসিক নিয়ামৎ-উল্লার বিবরণ হইতে জানিতে পারি যে, সিকন্দর লোদীর সময় ভাটের রাজা ভিড় (ভট্টগ্রন্থমতে ভীর) মীর্জাপুরের নিকট গঙ্গাতীরে কান্তিৎ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি জৌনপুরের শাসনকর্ত্তা মুবারক খাঁকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। অল্পদিন পরেই তিনি মুবারককে ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় সুলতান সসৈন্যে কান্তিতে উপস্থিত হইলেন। রায় ভীর গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিলেন; সুলতানও তাঁহার কান্তিতের অধিকার স্বীকার করিয়া খেলাত দানে তাঁহাকে সম্মানিত করিলেন। কিন্তু বাঘেলরাজ নিজ প্রাণনাশের আশঙ্কা করিয়া ১৪৯৫ খৃষ্টাব্দে পলাইয়া আসিলেন। সিকন্দর তাঁহাকে দণ্ড দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন। খানঘাটী বা গহ্বনি (কথোলি) নামক স্থানে রাজকুমার বীরসিংহদেব সসৈন্যে আসিয়া সুলতানের গতি-রোধ করিলেন। হিন্দু-মুসলমানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। কুমার বীরসিংহ পরাজিত হইলেন। সুলতান অবিলম্বে বান্ধোগড়ে পৌছিলেন। রাজা ভীর সরগুজাভিমুখে পলায়ন করেন, পথেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সুলতান বান্ধোগড়ের ১০ ক্রোশ উত্তর কাফুন্দ নামক স্থান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত রসদের অভাবে তাঁহাকে ফিরিতে হইল।

অল্পকাল পরেই জৌনপুরের হোসেনশাহ সিকন্দরের

* Elliot's Muhammadan Historians, vol. II, 366.

বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিল। এই সময় বাঘেলরাজকুমার সুলতানের সাহায্য করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণে দিল্লীশ্বর আর কোন অত্যাচার না করিয়া বাঘেলরাজ্য ছাড়িয়া যান। ইহারই অত্যল্পকাল পরে সুলতান সিকন্দর লোদীর বাঘেল-রাজকুমারীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছা হইল। বাঘেলপতি শালিবাহন দিল্লীশ্বরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তা লিখিয়াছেন যে, ৯০৪ হিজরীতে (১৪৯৮-৯৯ খৃষ্টাব্দে) শালিবাহন ভগিনী-দানে অসম্মত হইলে সিকন্দর পুনরায় ভাট আক্রমণ করিলেন। তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যগণ দুর্ভেদ্য বান্ধোগড় জয় করিল। সিকন্দর সমস্ত রাজ্য ধ্বংস ও জনশূন্য করিয়া জৌনপুরে ফিরিলেন।

শালিবাহনের পর বীরসিংহদেব রাজা হইলেন। তৎপুত্র রাজা বীরভানুদেব। রাজভাট অজেশ বীরভানু সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন,—

"দিল্লী কে জিতেক সর্দ্দার মনসবদার
রাজা রাও উমরাও সভি কো নিপাত ভও।
বেগম বিচারি কহি কিতহু ন পাই থা,
বান্ধোগড় গাঢ়ো গূঢ় তাকো পছ্ পাত ভও।
শেরশাহ সলিল প্রলয়ে কো বঢ়ো অজেশ
বুরৎ হুমায়ূন্ কে মা'হি উৎপাত ভও।
বস্গীন্ বালক অকবর বচাই-বে কো,
বীরভান ভূপতি অক্ষেবর কো পাত ভও।"

অর্থাৎ দিল্লীতে সর্দ্দার, মন্‌সবদার, রাজা, রাও, উমরাও সকলই নিপাত হইল। অভাগিনী বেগম (হুমায়ুনপত্নী) কোথাও আশ্রয় পাইলেন না। অবশেষে সুদৃঢ় বান্ধোগড় তাঁহার আশ্রয়স্থল হইল। অজেশ বলেন, তৎপরে শেরশাহের প্রভাব চলিল। যদিও হুমায়ুন জলমগ্ন হইতে রক্ষা পাইলেন, তাঁহার মহা উৎপাত ঘটিল এবং কেবল বীরভানুরূপ অক্ষয়বট আশ্রয় করিয়া বালক অকবর রক্ষা পাইয়াছিলেন।

বাস্তবিক শেরশাহের অত্যাচারে হুমায়ুন রাজ্যচ্যুত হইলে অকবরের মাতা শিশুকে লইয়া বান্ধোগড়ে পলাইয়া যান। এখানেও প্রবাদ আছে যে, বীরভানুদেব সৈন্য দিয়া বালক অকবরকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অকবরের সিংহাসনলাভের পূর্ব্বেই বীরভানুর পুত্র রামচন্দ্র দেব পিতৃরাজ্য লাভ করেন। অকবর দিল্লীর মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইলে তিনি বাঘেলরাজের উপকার কখন বিস্মৃত হন নাই। অকবরের শাসনকালের ইতিহাসে রাজা রামচন্দ্রের নামও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

১৫৫৫ খৃষ্টাব্দে রামচন্দ্র রাজা হন। ঐ বর্ষে সিকন্দর শূরের পুত্র ইব্রাহিম আসিয়া রামচন্দ্রের আশ্রয়গ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরস্থ করাঁগ্রাম হইতে রামচন্দ্রের তাম্রশাসন বাহির হইয়াছে। এই শাসনপত্র খানি "অকবরশাহ-গাজী"র ২য় বর্ষে অর্থাৎ ১৫৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে উৎকীর্ণ। ভারতপ্রসিদ্ধ গায়ক তান্‌সেন প্রথমে এই রামচন্দ্রের সভাতেই গান করিতেন। অকবর তাঁহার ৭ম বর্ষে (১৫৬২ খৃষ্টাব্দে) রামচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইয়া তানসেনকে আনাইয়া ছিলেন, তাহাতে রামচন্দ্র বড়ই মর্ম্মাহত হন। যখন আসফ্ খান্ গড়া আক্রমণে যাত্রা করেন, রামচন্দ্র তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য অস্ত্র-ধারণ করেন। অবশেষে পরাজয়ের সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি অকবরের বশ্যতাস্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। অকবরের ১৪শ বর্ষে রামচন্দ্র কালঞ্জর দুর্গ হারাইলেন। তজ্জন্য অপমানের ভয়ে নিজে না গিয়া রামচন্দ্র পুত্র বীরভদ্রকে দিল্লী-দরবারে পাঠান। তাহাতে অকবর রামচন্দ্রের উপর অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহার ২৮শ বর্ষে যখন তিনি শাহাবাদে উপস্থিত, তৎকালে তিনি ভাট অভিমুখে আপনার সৈন্যচালনা করিয়াছিলেন। এ সময় বীরভদ্র অকবরকে অনেক বুঝাইয়া ঠাণ্ডা করেন। পরে রামচন্দ্র নিজে অকবরের নিকট হাজির হইলেন। অকবর কিন্তু অতি সম্মানের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্রের পর তৎপুত্র বীরভদ্র রাজা হন। তিনি দিল্লী হইতে নিজ রাজধানীতে ফিরিবার সময় পাল্‌কী হইতে পড়িয়া গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হন। তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। বিকানেরের রাঠোররাজ কল্যাণমলের কন্যার সহিত বীরভদ্রের বিবাহ হয়। সেই রাজকন্যা পতির সহমরণে উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীশ্বর অকবর তাঁহার শিশু পুত্রগণের দিকে চাহিয়া রাণীর অনুমরণে বাধা দেন।

অকস্মাৎ বীরভদ্রের মৃত্যুতে বান্ধোগড়ে বিশৃঙ্খলা ঘটিল; এই সময়ে বিক্রমাদিত্য বা বিক্রমজিৎ নামে রাজসম্পর্কিত এক যুবক বাঘেলসিংহাসন অধিকার করিয়া বসিলেন। ইনিই বর্ত্তমান রেবানগরীর প্রতিষ্ঠাতা। এ দিকে অকবর বিক্রমজিৎকে ধরিয়া আনিবার জন্য ইস্মাইল্ কুলিখান্‌কে সসৈন্যে বান্ধোগড়ে পাঠাইলেন। বিক্রমজিৎ মোগলসেনা-পতির নিকট লোক পাঠাইয়া রাজধানী অবরোধ করিতে নিষেধ করেন। অকবর বিক্রমজিতের কথায় কর্ণপাত করেন নাই। আটমাস অবরোধের পর অকবরের ৪২শ বর্ষে বান্ধোগড় মোগল-অধিকারভুক্ত হইল।

অকবর তাঁহার ৪৭শ বর্ষে রামচন্দ্রের পৌত্র দুর্য্যোধনকে ভাটরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তিনি দুর্য্যোধনকে উপযুক্ত খেলাত পাঠাইয়াও সম্মানিত করিয়াছিলেন। তৎপরে

জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে (তাঁহার ২১শ বর্ষে) রামচন্দ্রের অপর পৌত্র অমরসিংহ দিল্লীর দরবারে সামন্ত বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু শাহজাহান তাঁহার রাজ্যের ৮ম বর্ষে রতনপুরপতিকে শাসন করিবার জন্য আবদুল্লাখান্ বাহাদুরকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দেন। অমরসিংহ বিনা যুদ্ধে বশ্যতাস্বীকার করেন। অমরসিংহের পর তৎপুত্র অনুপসিংহ রাজা হন। শাহজাহানের ২৪শ বর্ষে অনুপসিংহ চৌরাগড়ের জমিদার দয়াবামকে আশ্রয়দান করেন, তজ্জন্য চৌরাগড়ের জায়গীরদার পাহাড়সিংহ বুন্দেলা অনুপসিংহকে আক্রমণ করেন। অনুপসিংহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া সপরিবারে রেবা রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া শৈলমালায় আশ্রয়গ্রহণ করেন। ইহার ৫ বর্ষ পরে আলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা সৈয়দ সলাবৎখান্ অনুপসিংহকে দিল্লীর দরবারে লইয়া যান, এখানে তিনি মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে পাঁচহাজারী মন্সবদার পদ দিয়া তাঁহাকে বান্ধু ও পার্শ্ববর্ত্তী জনপদসমূহের শাসনাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ দলকেশ্বর হইতে অনুপ পর্য্যন্ত বাঘেলরাজগণের যেরূপ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। অনুপের পরবর্ত্তী বাঘেলরাজগণ সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকগণ নীরব। তৎপরে ভট্টগ্রন্থে ভানুসিংহের নাম আছে। ইনি অনুপসিংহের পুত্র কি না, তৎসম্বন্ধে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ভট্টকবিগণ ভানুসিংহকে হিন্দু বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। ভানুসিংহের পর অনিরুদ্ধ রাজা হন। অনিরুদ্ধের যখন মৃত্যু হয়, তখন তাঁহার পুত্র অদ্ভুতসিংহ ৬ মাসের শিশু। এই সংবাদ পাইয়া পন্নারাজ ছত্রশালের পুত্র হৃদয়শাহ ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে রেবা আক্রমণ করেন। শিশু অদ্ভুতসিংহকে লইয়া তাহার মাতা প্রতাপগড়ে পলাইয়া যান। হৃদয়শাহের মৃত্যুর পর অদ্ভুতসিংহ পিতৃরাজধানী অধিকার করেন। তিনি ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে তৎপুত্র অজিতসিংহ রাজা হইলেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র জয়সিংহদেব রাজ্যাধিকার পাইলেন। এই জয়সিংহের রাজত্বকালে রেবারাজ্যে বৃটীশপ্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে জয়সিংহ বৃটীশগবর্মেণ্টের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে এখান হইতে সতীদাহ উঠিয়া যায়। তৎপরে তাঁহার পুত্র বিশ্বনাথ পিতৃসম্পদ লাভ করিলেও তিনি ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে পুত্র রঘুরাজসিংহকে সিংহাসন ছাড়িয়া দেন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে রঘুরাজসিংহের মৃত্যু হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটীশগবর্মেণ্টকে সাহায্য করায় গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বহু জায়গীর দান, পোষ্যপুত্র গ্রহণের অধিকার ও সম্মানসূচক ১৯টি তোপ নির্দ্দেশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার নাবালক পুত্র মহারাজ বাহাদুর ব্যঙ্কটেশ-রমণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। রেবারাজের ৬৯১টি অশ্বারোহী, ৩১৩৫টি পদাতি ও ৫৪টি কামান আছে।

নিম্নে রেবারাজগণের তালিকা উদ্ধৃত হইল—

নাম	আনুমানিক অভিষেককাল	মন্তব্য
১। ব্যাঘ্রদেব	খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দ	
২। কর্ণদেব		
৩। সোহাগদেব		সোহাগপুরস্থাপয়িতা
৪। শার্ঙ্গদেব		
৫। বিশালদেব		
৬। ভানুদেব		
৭। অনীকদেব		
৮। বিহ্লণদেব		
৯। দলকেশ্বর	১২৪০ খৃঃঅঃ	মুসলমান ইতিহাসে উভয়ে দলকি ও মলকি নামে খ্যাত
১০। মলকেশ্বর		
১১। বরিয়ারদেব	১৩০০ খৃঃঅঃ	
১২। বল্লালদেব	১৩৩০ „	
১৩। সিংহদেব	১৩৬০ „	
১৪। ভৈরবদেব	১৩৯০ „	
১৫। নরহরিদেব	১৪২০ „	
১৬। ভীরদেব	১৪৫০ „	
১৭। শালিবাহনদেব	১৪৯৪ „	
১৮। বীরসিংহদেব	১৫২০ „	বীরসিংহপুর-প্রতিষ্ঠাতা
১৯। বীরভানুদেব	১৫৪০ „	
২০। রামচন্দ্রদেব	১৫৫৪ „	
২১। বীরভদ্র	১৫৯১ „	
২২। বিক্রমাদিত্য	১৫৯২ „	রেবানগরী-প্রতিষ্ঠাতা
২৩। দুর্য্যোধন	১৬০১ „	
২৪। অমরসিংহ	১৬২০ „	
২৫। অনুপসিংহ	১৬৪৫ „	
২৬। ভানুসিংহ	১৬৭০ „	
২৭। অনিরুদ্ধসিংহ	১৫৯৫ „	
২৮। অদ্ভুতসিংহ	১৭২৫ „	
২৯। অজিতসিংহ	১৭৭৫ „	
৩০। জয়সিংহদেব	১৮০৯ „	
৩১। বিশ্বনাথসিংহ	১৮২৫ „	
৩২। রঘুরাজসিংহ	১৮৫৪ „	
৩৩। ব্যঙ্কটেশরমণ	১৮৮০ „	

রেবা, বাঘেলখণ্ডের অন্তর্গত রেবারাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা০ ২৪°৩১´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি০ ৮১°২০´ পূঃ; আলাহাবাদ হইতে ১৩১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। লোক-সংখ্যা প্রায় ২৫ হাজার, তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই প্রায় বিশহাজার। এই নগর তিনটী দুর্গপ্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত, তন্মধ্যে শেষ প্রাকারের মধ্যে রেবারাজের প্রাসাদ অবস্থিত।

রেবাকান্থা (রেবা অর্থাৎ নর্ম্মদার কণ্ঠ বা কিনারা)—বোম্বাই গবর্মেণ্টের অধীনে একটী পলিটিকাল এজেন্সি। ৬১টী ছোট বড় মিত্র বা করদ রাজ্য লইয়া ১৮২১ ২৬ খৃষ্টাব্দে এই এজেন্সি গঠিত। এই ৬১টী রাজ্যের মধ্যে ৮টীকে কর দিতে হয় না, ৫টী বৃটীশ গবর্মেণ্টের করদ (ইহার মধ্যে তিনটীর নিকট বরোদার গাইকবাড়ও কর পাইয়া থাকেন), ১টী ছোট উদয়পুরের এবং অবশিষ্টগুলি বরোদার গাইকবাড়ের অধীন করদ।

রাজ্যগুলি অক্ষা০ ২১°২৩´ হইতে ২৩°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৩°৩´ হইতে ৭৪°১৮´ পূঃ পর্য্যন্ত, নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণকূল হইতে বরাবর ৫০ মাইল, এবং মহীনদী ছাড়াইয়া নর্ম্মদার উত্তরাংশে ১২ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার উত্তর সীমায় ডুঙ্গরপুর ও বাঁসবাড়ার মেবাড় রাজ্য; পূর্ব্বে ঝালোদ উপ-বিভাগ, পাঁচমহলের দোহাদ, খান্দেশ জেলা ও ভোপাবরএজেন্সির আলিরাজপুর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে বরোদারাজ্য ও সুরাত জেলা; এবং পশ্চিমে ভরোচ, বরোদা-রাজ্য, পাঁচমহল, খেড় ও আহ্মদাবাদ জেলা। উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১৪০ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তার ১০ হইতে ৫০ মাইল। মোট ভূপরিমাণ ৪৭৯২ বর্গ মাইল। এই ভূভাগের দক্ষিণে রাজপিপ্‌লা গিরিমালা ও মধ্যভাগে বিন্ধ্যাদ্রি প্রসারিত হইয়াছে। এখানে নানাস্থানে নানা খনিজ দ্রব্যের আকর পাওয়া যায়। ঐ খনিজ দ্রব্যের মধ্যে অকীক, চুনি, নানা বর্ণের মর্ম্মর ও নানাপ্রকার দানাদার পাথর আছে। ইহার অধিকাংশ বনভূভাগ, তাহাতে পহুয়া, মেহগনি, শিশু, বেহেদা, তিন্তড়ী, নানাপ্রকার আম্র, অর্জ্জুন, বিল্ব, খদির প্রভৃতি বৃক্ষ জন্মে। জীব জন্তুর মধ্যে এখানে ব্যাঘ্র, চিতা, ভল্লুক, বন্য বরাহ, শাম্বরহরিণ, চিত্রমৃগ, নীলগাই ও বাইসন মহিষ এবং পক্ষিজাতির মধ্যে নানাপ্রকার হংস, কারণ্ডব, তিত্তিরি ও জলচর পক্ষী দেখা যায়।

খৃষ্টীয় ৮ম হইতে ১০ম শতাব্দ পর্য্যন্ত রেবাকান্থা কোলি ও ভীল সর্দ্দারগণের শাসনাধীন ছিল। খৃষ্টীয় ১১শ, ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে মুসলমান আক্রমণে রাজপুত সর্দ্দারগণ এখানে আসিয়া কোলি ও ভীলগণের অধিকার গ্রাস করিয়া বসেন। তন্মধ্যে রাজপিপ্‌লার রাজাই সর্ব্বপ্রধান। খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আহ্মদাবাদের সুলতানগণ সমস্ত রেবা-কান্থা অধিকার করেন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দে এই ভূভাগে মরাঠাদিগের প্রভাব বিস্তৃত হয়।

এখানকার সর্দ্দারগণের কনিষ্ঠ বংশ সময় সময় নূতন রাজ্য অধিকার করিয়া লইতেন, তাঁহাদের বংশধরেরাই এক্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার বলিয়া গণ্য। মরাঠাদিগের লুটপাটে এই প্রদেশ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বরোদার গাইকবাড় তৎপ্রতি-বিধানে মনোযোগী না হওয়ায় শান্তিস্থাপনকল্পে বৃটীশ গবর্মেণ্ট এই প্রদেশে হস্তক্ষেপ করেন। ১৮২১ খৃষ্টাব্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত গাইকবাড়ের সন্ধি হয়। তাহাতে গাইক-বাড়ের অধীনস্থ সমস্ত করদ রাজ্য বৃটীশ শাসনাধীন হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুমেবাসের সর্দ্দার বৃটীশগবর্মেণ্টের অধীন হন। ঐ সময়েই সিন্ধিয়ার অধিকারভুক্ত পাঁচমহলের রাজ-নৈতিক কর্তৃত্ব বৃটীশগবর্মেণ্টের হস্তে ন্যস্ত হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রেবাকান্থার পলিটিকাল এজেন্সি গঠিত হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ঐ এজেন্সি তুলিয়া দিয়া সর্দ্দারগণের হস্তেই শাসনভার প্রদত্ত হয়। পরে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পুনরায় এজেন্সি স্থাপিত এবং সর্দ্দারগণের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইল। ৬১টী রাজ্যের মধ্যে রাজপিপ্‌লাই সর্ব্বপ্রধান ও প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার বলিয়া গণ্য। ছোট উদয়পুর, বারিয়া, শুঁঠ, লুনাবাড়া ও বালা-সিনোর এই কয়টী ২য় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য ও স্ব স্ব প্রজার দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা। অবশিষ্ট ৫৫টীর মধ্যে সংখেড় মেবাসের অধীন ২৬, পাণ্ডুমেবাসের অধীন ২২, দোরকামেবাসের অধীন ৩টী, এবং নিষ্কর কদানা ও সঞ্জেলি রাজ্য ৩য় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

রেবাচল, সৌরাষ্ট্রের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ।

রেবাদণ্ড, বোম্বাইপ্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বাণিজ্যবন্দর। আলীবাগ সদর হইতে ৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৮° ৩২´ ৫০´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭২° ৫৮´ পূঃ।

এখানে পর্ত্তুগীজজাতির অনেক কীর্ত্তি আছে। কারণ একসময়ে ইহা পর্ত্তুগীজাধিকৃত কোঙ্কণরাজ্যের মধ্যে শেষ উপনিবেশ ছিল। এখানকার গুম্বেজপরিশোভিত কোলিদুর্গ ও নগরপ্রাচীর দেখিবার জিনিষ। কোণ্ডলিকা নদীমোহানার বন্দরাংশ পোতাদি রক্ষার বিশেষ উপযোগী। ঐ স্থানের জল প্রায় ৩৫ ফিট গভীর। এখানে রেশমীবস্ত্রের বিস্তৃত কার-বার আছে।

রেবারি, পঞ্জাব প্রদেশের গুরগাঁও জেলার রেবারি নামক স্থান-বাসী বেনিয়াজাতির একটী শাখা; ইহারা প্রধানতঃ কার্পাস বস্ত্র

বিক্রয় করিয়া থাকে। গয়া নগরে ইহাদের কএক ঘর আছে। রাজপুতনা ও হিন্দুস্থানের অপরাপর স্থানে ইহাদের বাস আছে। তথায় ইহারা উষ্ট্র, ছাগ, ভেড়া প্রভৃতি পালন করিয়া জীবিকার্জ্জন করে। অধিকাংশ লোকই হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী, কোথাও কোথাও ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী রেবারিও দেখা যায়। রাজপুতনার হিন্দু রেবারিগণ বিশেষ সুচতুর এবং ভট্টি অথবা দাউদপুত্রগণের ন্যায় দুর্দ্দান্ত দস্যু। ইহারা অপরের দলবদ্ধ বিচরণকারী উষ্ট্রাদি পশু এরূপ কৌশলে অপহরণ করে যে, তাহা মনে করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রথমে তাহাদের দলস্থ একব্যক্তি ভীমবেগে পশুদল মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রথম লক্ষ্য পশুর গাত্রে বর্শা বিদ্ধ করে। ঐ ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত নির্গত হইলে সে বরবার মুখে বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া রক্তসিক্ত করিয়া লয়। পরে সেই সরক্ত বস্ত্রখণ্ড লইয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে প্রস্থান করে। রক্ত গন্ধে মোহিত হইয়া দ্বিতীয় পশুটী যেমন তাহার পদানুসরণ করিতে থাকে, অমনি দলস্থ অপর পশুগুলি গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে থাকে। এইরূপে তাহারা ঐ পশুগুলিকে কোন নিভৃত স্থানে লইয়া যায় এবং আপনারা পরস্পরে বিভাগ করিয়া লয়।

গুজরাতের রেবারিগণ আপনাপন উষ্ট্রছাগাদি পশুদল লইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করে এবং তাহাদের দুগ্ধ ও পশমাদি বিক্রয় করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

রেবারি, পঞ্জাব প্রদেশের গুর্গাঁও জেলার একটী তহশীল। ভূপরিমাণ ৪২৬ বর্গমাইল। উক্ত জেলার উত্তরপশ্চিম পার্ব্বত্য প্রদেশ লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। এখানকার মৃত্তিকা বালুপূর্ণ হইলেও স্থানীয় আহীর অধিবাসীদিগের যত্নে প্রচুর জল সরবরাহের জন্য কৃষিক্ষেত্রসমূহ প্রভূত শস্যশালী হইয়াছে। জয়পুর নামক শৈলদেশ হইতে কএকটী পর্ব্বতগাত্রবাহিনী খরস্রোতা ক্ষুদ্র নদী এই উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত দেখা যায়। ঐ নদীমালার মধ্যে হংসবতী ও সাহেবী নদীই প্রধান।

২ উক্ত জেলার একটী নগর এবং তহশীলীর বিচার-সদর; দিল্লী হইতে জয়পুর যাইবার পথে (অক্ষা° ২৮°১২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭০°৪০´ পূঃ) অবস্থিত। এখানে রিবারি-ফিরোজপুর এবং রাজপুতনা মালব রেলপথের একটী জংসন আছে।

এই নগর অতি প্রাচীন। এখনও পিত্তল বাসনের কারবার এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। ইংরাজাধিকারে আসিবার পর এই স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিকতর সমৃদ্ধিতে পদার্পণ হইয়াছে। এখানকার বাণিজ্যভাণ্ডার এখনও মুক্ত হস্তে বৈদেশিকের নিকট আপনার স্বদেশীয় রত্নরাশি ঢালিয়া দিতেছে। মিউনিসিপালিটীর অধীন থাকায় এইস্থান পূর্ব্বাপেক্ষা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখা যায়। বর্ত্তমান নগরের পূর্ব্বপ্রাচীর পার্শ্বে বুধিরেবারি নামক স্থানই প্রাচীন রেবারি নগরের ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন। স্থানীয় লোকে বলে যে, কোন সময়ে রাজা কর্ণপাল এই নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান নগরভাগও সহস্রাব্দের কম হইবে না। রাজা রেব স্বীয় রেবতী নাম্নী কন্যার নামানুসারে এই নগরের নামকরণ করেন। এখানকার দেশীয় সামন্তরাজগণ মোগল অধিকারকালে প্রায় অর্দ্ধ স্বাধীন ভাবে রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই নগরপ্রান্তবর্ত্তী গোফানগড় নামক স্থানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করান। উহা এখন ভগ্নাবস্থায় পতিত হইলেও তাঁহাদের রাজশক্তির পরিচয় দিতেছে। তাহারা যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন তাহা তাঁহাদের প্রচারিত মুদ্রাদি হইতে বেশ বুঝা যায়। ঐ সকল রাজন্যবর্গের প্রচলিত মুদ্রা আজিও গোলকশিক্কা নামে প্রসিদ্ধ।

মোগল-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর, এই নগর প্রথমে মহারাষ্ট্রকরে ও পরে ভরতপুরের জাটরাজগণের হস্তে নিপতিত হয়। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে দিল্লী প্রদেশ ইংরাজ করে আসিবার কাল পর্য্যন্ত এই নগর ভরতপুররাজের অধীন ছিল। পরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রেবারি পরগণা ইংরাজ শাসনাধীন হইলে এই নগরে বিচার সদর স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮১৬ খৃঃ পর্য্যন্ত সদরের নিকটবর্ত্তী ভরাবাস নামক স্থানে একটী সেনানিবাস বা গোরাবাজার প্রতিষ্ঠিত হয়। উহা নশিরাবাদে স্থানান্তরিত হইলে, স্থানীয় বিচারসদরও গুর্গাঁও নগরে উঠিয়া গিয়াছিল। ইংরাজরাজের কঠোর শাসনে দস্যুর লুণ্ঠনভয় সাধারণের মন হইতে তিরোপিত হইল। পার্শ্ববর্ত্তী সামন্তরাজ্য সমূহ হইতে দলে দলে বণিক্‌দল আসিয়া এখানে বসতি করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে নগরের শ্রীবৃদ্ধি বাড়িয়া উঠিল।

ইংরাজরাজ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে এই নগর ভরতপুররাজের হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তেজসিংহ নামা জনৈক সর্দ্দারকে ইজারা দেন। তাঁহার বংশধরগণ সিপাহীবিদ্রোহ পর্য্যন্ত এখানে পূর্ণপ্রতাপে রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কিন্তু গৃহবিবাদে, যথেচ্ছচারিতায় ও অমিতব্যয়িতা দোষে এই সামন্তবংশের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্বলিত হইবামাত্রই তেজসিংহের পৌত্র রাও তুলারাম স্বয়ং স্বাধীনভাবে রেবারির শাসনভার গ্রহণ করিলেন। তিনি রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া

কামান চালাইয়া লইলেন। অত্যল্পকাল মধ্যে সেনাদল সংগ্রহ করিয়া স্বয়ং দুর্দ্ধর্ষ মেও জাতিকে বশীভূত করিয়া ফেলিলেন। বস্তুতঃ তিনি যেন ইংরাজরাজকে উপেক্ষা করিয়াই এই সকল ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিলেন। ক্রমশঃই বিদ্রোহী-দলে যোগ দিয়া ইংরাজের সর্ব্বনাশ সাধনরূপ তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ ব্যক্ত হইয়া পড়িল, কিন্তু তিনি মনে মনে ইংরাজ-রাজকে বড় ভয় করিতেন। দিল্লী হইতে ইংরাজ সেনাদল তাঁহাকে দমনার্থ অগ্রসর হইলে, তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা গোপালদেব, ইংরাজ শিবিরে আসিয়া বশ্যতা স্বীকার না করিয়া পলাতক বেশে দ্বারে দ্বারে আশ্রয় লাভের চেষ্টায় ঘুরিয়া বেড়ান। এই অবস্থায় তাঁহাদের উভয়ের মৃত্যু ঘটে।

নগরভাগ পার্শ্ববর্ত্তী সমতল ক্ষেত্র অপেক্ষা নিম্নস্তরে স্থাপিত। এই কারণে সময় সময় পর্ব্বতপ্রবাহিত নদীমালা হইতে বন্যার জল আসিয়া নগর প্লাবিত করে। ১৮৭৩ খৃঃ সাহেবী নদীর বন্যাপ্রবাহ অসাধারণরূপে উদ্বেলিত হইয়া ৭ মাইল দূর হইতে ছুটিয়া আসিয়া নগর ভাসাইয়া দিয়াছিল। এখানকার পথঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে রাও তেজসিংহ প্রতিষ্ঠিত সুবৃহৎ দীর্ঘিকা, উহা প্রস্তর সোপান শ্রেণী দ্বারা বাঁধান। পুষ্করিণীর চারি পার্শ্বেই দেবমন্দির আছে। নগরবাসিগণ ঐ দীর্ঘিকায় স্নান করিয়া প্রত্যহ দেবমন্দিরাদি সন্দর্শন করিয়া থাকে। এই পুষ্করিণীর পার্শ্বে সুবৃহৎ উদ্যান, সাধারণ লোকে প্রত্যহ ঐ স্থানে বায়ুসেবনার্থ বিচরণ করিয়া থাকে। রেলষ্টেসনের নিকটে ঐরূপ আর একটী সুন্দর দীর্ঘিকা আছে। উহা চারিপার্শ্বেই মসজিদ-পরিশোভিত।

পিত্তল ও বাঙ্গা পিতল ধাতুর পাত্রাদির জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। এতদ্ভিন্ন এখানে অতি উৎকৃষ্ট মাথার পাগ্‌ড়ী প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাজপুতনায় সুদূর বিস্তৃত রেলপথ থাকায় এখন নানাস্থানের পণ্যদ্রব্য আবশ্যকীয় স্থানসমূহে সমানীত হইতেছে। পূর্ব্বে এই রেবারির হাট হইতে রাজপুতনার সর্ব্বত্র দ্রব্যাদি প্রেরিত হইত। এখানে বিচারাদালত ও রাজকার্য্যালয় ব্যতীত টাউনহল, সরাই, গবর্মেণ্টস্কুল প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা আছে।

রেবাস, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কোলাবাজেলার আলীবাগ উপ-বিভাগের অন্তর্গত একটী বন্দর। আলীবাগ হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা৽ ১৮° ৪৭´ ২০´´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭২° ৫৮´ ৩০´´ পূঃ। এখানে অধিকাংশই মৎস্যব্যবসায়ীর বাস। বোম্বাই হইতে প্রত্যহ এখানে ষ্টীমার যাতায়াত করে। স্থানীয় শস্যাদির বাণিজ্যের জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

রেবেলগঞ্জ, বাঙ্গালার সারণজেলার অন্তর্গত একটী নগর। [গোদনা দেখ।]

রেবোত্তরস্ (পুং) বৈদিক ঋষিভেদ। (শত° ব্রা° ১২।৮।১।১৭)

রেশম, তুঁত গাছে যে নানা প্রকার পলু বা কীট জন্মে, তাহারই কোষ বা গুটী হইতে যে সূক্ষ্ম সূত্র বাহির হয়, তাহাই রেশম। নানা প্রকার রেশম-কীট বা পলু হইতে রেশম বাহির করা হয়। তাহারাও আবার প্রধানতঃ বন্য ও গৃহপালিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত।

গৃহপালিত তুঁত পোকা বা রেশমকীটও নানা প্রকার। তাহাদের নাম যথা—(১) বিলাতী পলু (Bombyx mori), (২) বড় পলু (Bombyx textor), (৩) নিস্তারি, মাদ্রাজী বা বা কেনারী পলু (Bombyx crœsi), (৪) দেশী বা ছোট পলু (Bombyx fortunatus), (৫) চীনাপলু (Bombyx sinensis), এ ছাড়া আরাকানী পলু (Bombyx arracanensis); বড় পাট বা আসামী পলু ও মেদিনীপুরের বুলু এই কয় প্রকার কীট উল্লেখযোগ্য। আরাকানী ও বড় পাট বড় পলুরই অন্তর্গত। মেদিনীপুরের ঈষৎ হরিদ্বর্ণের আভাযুক্ত শ্বেতকোষ-উৎপাদনকারী বুলু ও আসামের ছোট পাট চীনা পলুর অন্তর্গত। এই গুলিকে গৃহপালিত বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

বন্য রেশম কীটও নানাপ্রকার, তন্মধ্যে থিওফিলা (Theophyla) জাতীয় কীটই ব্যবহারোপযোগী সুন্দর কোষ প্রস্তুত করে। ওসিনারা (Ocinara), ত্রিলোকা (Trilocha) ও বঙ্গো-সিয়া এই তিন জাতীয় কীট অতি নিকৃষ্ট কোয়া প্রস্তুত করে।

উপরোক্ত নানা প্রকারের তুঁত পোকা ভিন্ন আরও কয়েক জাতীয় কীট গুটী প্রস্তুত করে। তন্মধ্যে যে সকল গুটী হইতে একথাই সূতা বাহির হয়, তাহাই বেশী আদৃত। যে সকল গুটী হইতে একথাই সূতা হয়, তাহাদের নাম—

(১) বিলাতী কোয়া (Bombyx Lacyocampa otus) (২) সাংহাই কোয়া, (৩) আসামের মুগা (Antheræa Assama) ও তসর-গুটী (Antheræa mylytta) প্রধান। এরূপ কাটাই করার উপযুক্ত আরও নানা প্রকার কোয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু সে গুলি এত দুর্লভ যে জঙ্গল হইতে খুজিয়া বাহির করিয়া তাহা দ্বারা ব্যবসা চালান এক প্রকার অসম্ভব।

যে সকল কোয়া কাটাই করা যায় না অর্থাৎ যে কোয়ার একথাই সূতা বাহির করা যায় না, তাহাদিগের মধ্যে অধি-কাংশই অকর্ম্মণ্য, এই জাতীয় গুটীর মধ্যে রেড়ীর কোয়া (Attacus Risini ও Attacus Atlas) সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইহারা রেড়ীর পাতা খাইয়া কোষ নির্ম্মাণ করিতে পারে। ইহার মধ্যে আটিকাস্ আটলাস্ প্রকারের কীট আটিকাস রিসিনী অর্থাৎ

খাঁটী রেড়ীর কোয়া অপেক্ষা প্রায় দশগুণ রেশম দিয়া থাকে, কিন্তু এই রেশম তুঁতের রেশম অথবা গরদ বা এণ্ডির রেশমের ন্যায় কোমল নহে। Attacus cynthia নামক যে বন্য রেশম-কীট পাওয়া যায়, তাহা গৃহপালিত রেড়ীর কীটেরই জাতিভেদ মাত্র। কুকিউলা (Cricula) জাতীয় নিকৃষ্ট রেশম-কীট ভারতবর্ষের নানা স্থানে পাওয়া যায়। রাঁচী অঞ্চলে ইহার সূতা ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া আর শত শত প্রকার নিকৃষ্ট রেশম কীট আছে, কিন্তু তাহাদের রেশম কাজে আসে না। ফ্রান্স দেশে নাসপাতি ফলের গাছে এক প্রকার মাকড়সা রেশম কোষ প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহার কোয়া হইতে সূতা বাহির করিয়া ছোট ছোট দুই একখানি কাপড়ও প্রস্তুত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা কোন কালে ব্যবসায়ের উপযোগী হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

গৃহপালিত রেশম-কীটের মধ্যে বড় পলুই শ্রেষ্ঠ। কাহারও বিশ্বাস, মণিপুর হইতে প্রথম এদেশে বড় পলু আনীত হয়। বন্য রেশম কোষসমূহের মধ্যে বিলাতী কোয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যে কীট এই কোষ প্রস্তুত করে, উহা কোয়রেকাস্ আইলেক্স নামক গাছের পাতা খায়। যত প্রকার বিলাতী কোয়া আছে, সমস্তই চীন দেশ হইতে কোন না কোন সময়ে বিলাতে গিয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গদেশে যত প্রকার রেশমকীট পালিত হয়, তন্মধ্যে বড় পলুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, মালদহ প্রভৃতি জেলায় পলু উৎপন্ন করিবার জন্য বিস্তৃত তুঁতের চাষ আছে। বাঙ্গালায় কিরূপে তুঁতের চাষ হয়, সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি।

তুঁতের চাষ।

শীতকালে কোদাল দিয়া এক এক হাত গভীর করিয়া জমি খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। বৈশাখ পর্য্যন্ত এইরূপে জমি ফেলিয়া রাখিয়া পরে বৃষ্টি পড়িলেই দুইবার চাষ দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসেও একবার চাষ দেওয়া হয়। বর্ষাশেষ হইয়া গেলেই জমিতে লাঙ্গল ও মৈ দিতে হয়। এইরূপে চাষ দিলে জমি উত্তম প্রস্তুত হইবে। তখন একটী দড়ি দিয়া লাইন ঠিক করিয়া কোদাল দিয়া এক হাত অন্তর মাটীতে একটী কোপ দিয়া যায়। পরে সেই কোপান জমিতে ছোট ছোট এক একটী ডাল পোতা হয়।

মাঘ ফাল্গুনে ডাল লাগাইতে হইলে অগ্রহায়ণে জমি খুঁড়িয়া পৌষ মাসে চাষ শেষ করিতে হয়। পরে ডাল লাগাইবে। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে ও মেদিনীপুর অঞ্চলে মাঘ ফাল্গুন মাসে জমিতে ডাল লাগান হয়। সেই ডালগুলি পাকা অথবা আঙ্গুলের মত সরু সরু হইবে। কাটা হইলে এক মাস পর্য্যন্ত ছায়ায় রাখিয়া ৩।৪ দিন অন্তর তাহাতে জল দিতে হইবে। সকল জমিতেই তুঁত গাছ জন্মে। তবে ভাল চাষ হইলে শীঘ্র শীঘ্র গাছ বড় হয়। ডাল লাগাইবার পর যখন গাছ গুলি ঠিক লাইন করিয়া ৪।৮ অঙ্গুলি উচ্চ হইয়া উঠিবে, তখন একবার খুরপি দিয়া নিড়াইতে হইবে। আড়াই মাস পরেই সেই গাছ এক হাত দেড় হাত উচ্চ হইয়া উঠিবে। এই সময় গাছের পাতা নিতান্ত নরম ও পাতলা হয়। এই পাতাকে নৈচা পাতা বলে। নৈচা পাতা যদি রেশমের পলুকে শেষাবস্থায় দেওয়া যায়, তাহা হইলে পোকার রসা নামে এক প্রকার রোগ হয়। এই কারণ ঐ সময় গাছগুলি একবার গোড়া ঘেঁসিয়া কাটিয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানে লাঙ্গল দিতে হয়। তৎপরে যে নূতন গাছ বাহির হইবে। তাহাই প্রথম পোকা পুষিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

তুঁতের জমিতে পুষ্করিণী বা পগারের মাটী উত্তম সার। নীলের সিটী প্রতি বিঘায় পাঁচ গাড়ী, পচা গোবরের সার প্রতি বিঘায় ১০ গাড়ী, পচা পলুর নাদী প্রতি বিঘায় দুই গাড়ী, খোল প্রতি বিঘায় আধমণ—তুঁতের জমির পক্ষে ইহাই উত্তম সার। সার ভিন্ন তুঁতের আবাদের তেজ থাকে না। এ ছাড়া আরও পাইট করিবার ব্যবস্থা আছে। তুঁতের জমিতে প্রায় জল দিবার রীতি নাই। যেখানে জল দিবার সুবিধা আছে, সেখানে জল সিচাইলে বৎসরে একই জমিতে দুইবারের অধিক পাতা কাটিতে পারা যায়। অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, চৈত্র, ভাদ্র ও আষাঢ় এই চারি মাসে চারিবার পাতা কাটিয়া পলু পোষা যায়। পরে মাঘী ও বৈশাখী আরও দুইটী বন্দ অর্থাৎ বৎসরে ছয়বার পলু পোষার রীতি বঙ্গদেশের কোন কোন স্থলে প্রচলিত আছে। রীতিমত আবাদ করিলে দুই বৎসর পরে প্রতি বিঘায় একশত মণ পাতা হইতে পারে। পলুকে একশত মণ পাতা খাওয়াইতে পারিলে পাঁচ মণ আন্দাজ কোয়া হইতে পারে। বীজের উপযুক্ত কোয়া হইলে দুই টাকা সের বিক্রয় হয়। অর্থাৎ ২৫৲ টাকা খরচ করিয়া এক বিঘা জমিতে বৎসর ২০০৲ হইতে ৪০০ টাকার কোয়া হইতে পারে। এদেশে সাধারণে যে নিয়মে চাষ করে তাহাতে কিছু বেশী খরচ পড়ে। কিন্তু যদি তুঁত গাছ বড় হইতে দেওয়া যায়, তবে আর আবাদের খরচ লাগে না। অন্যান্য দেশে বড় গাছের পাতা খাওয়াইয়া রেশমের পলু পালন করে। এ কারণ এদেশ অপেক্ষা অন্যান্য দেশের রেশমের কোয়া সস্তা। এদেশেও অপর দেশের ন্যায় বড় তুঁত গাছ প্রস্তুত করা আবশ্যক। গাছ বড় করিতে হইলে চারি পাঁচ বৎসর গাছের পাতা খরচ করিতে নাই। পরে পাঁচ বৎসর পরে গাছ ব্যবহারোপযোগী হয়। অবশ্য কৃষকদিগের পক্ষে এরূপ গাছ রক্ষা করা সাধ্যায়ত্ত নয়।

জমিদারগণের এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। ইহাতে জমিদারের যথেষ্ট লাভের সম্ভাবনা আছে।

সকল প্রকার তুঁত গাছই যে পলুর পক্ষে উপযুক্ত তাহা নয়। বড় বড় কাল ফলপ্রদ যে তুঁত গাছ দেখিতে পাই, তাহাতে পলুর সুবিধা হয় না। ছোট পলুজাতীয় পোকা এই গাছের পাতা খাইয়া প্রায়ই কালশিরা রোগে মরিয়া যায়। তবে অন্যান্য জাতি এই প্রকার পাতা খাইয়া অতি সামান্য রেশম প্রস্তুত করে। ছোট পলু বাঙ্গালার দেশী তুঁত ভিন্ন অন্য কোন তুঁত পাতা খাইয়া সুবিধা মত কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে না। বিলাতী তুঁত, চীনে তুঁত, ফিলিপাইনের তুঁত প্রভৃতি কয়েক জাতীয় তুঁতের গাছ বড় হয়। ইহাদের পাতা খাইয়া পলু উত্তম কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে।

রোপণের সময় উপস্থিত হইলে একটী বোতল মধ্যে কর্পূরের জলে দুই ঘণ্টা কাল তুঁতের বীজ ভিজাইয়া রাখিবে। দুই ঘণ্টা পরে বোতল হইতে বীজ বাহির করিয়া রোপণ করিতে হইবে। এরূপ ভাবে বীজ রোপণ করিলে শীঘ্রই অঙ্কুরিত হয়। এদেশে সাধারণতঃ গাছের ছোট ছোট ডাল কাটিয়া তাহাই লাগান রীতি। গুঁড়ি মোটা হইবে, পাতা ও ডাল বেশী হইবে, গাছে না চড়িয়া নিম্ন হইতেই সহজে ডাল নামাইতে পারা যাইবে, এইরূপ নিয়মে তুঁত গাছ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এরূপ করিতে হইলে প্রথম চারি বৎসর পৌষ বা মাঘ মাসে সাত হাতের উপর যত ডাল হইবে, সেই সব ডাল নামাইয়া কাটিয়া দিতে হইবে। তুঁত পাতাই রেশম-কীটের জীবন এবং রেশমলাভের প্রকৃষ্ট উপায়। তাই প্রথমেই তুঁতের চাষ উল্লেখ করা হইল।

রেশম-কীটের বিবরণ।

প্রথমেই ছোট পলু বা দেশী পলু, চক্রা কেনেরী বা মাদ্রাজী পলু, চীনা ও বুলু বড় পলু এই পাঁচ প্রকার রেশম পোকার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে চীনা, বুলু ও বড় পলু মেদিনীপুর জেলাতেই অধিক দেখা যায়। মুর্শিদাবাদ ও বীরভুম জেলাতেও অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পোকা বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র স্বভাবতঃ জন্মে। ইহার কোয়া বা গুটী অতি সুন্দর, শ্বেতবর্ণ ও বৃহদাকার। বড় পলুর রেশম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দুঃখের বিষয়, বড় পলুর কোয়া প্রস্তুত করা প্রায় উঠিয়া গিয়াছে এবং ইহার রেশমের চালানও প্রায় বন্ধ হইয়াছে। বড় পলু হইতে যাহা কিছু ধলী রেশম, তাহা প্রায় দেশীয় তাঁতীরা বেশী দরের কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য কিনিয়া রাখে। মেদিনীপুর অঞ্চলে সাদা লালী বা হরিদ্রাবর্ণ পাটখিলা ও সবুজের আভাযুক্ত সাদা এই চারি প্রকার রংএর বড় পলু দেখা যায়। বড় পলুর প্রজাপতি চৈত্রমাসে ডিম পাড়ে, সেই ডিম পুনরায় মাঘমাসে মুখায় অর্থাৎ তাহাতে পোকা বাহির হয়। এদেশে অতিযত্নে পলু পুষিবার নিয়ম আছে।

এদেশে রেশম উৎপাদনকারিগণ পলু পুষিবার জন্য উপযুক্ত ঘর করিয়া রাখে। প্রায় মাটির দেওয়ালযুক্ত দুই খানি ঘর হয়। কেহ কেহ ডবল বেড়া দিয়াও ঘর প্রস্তুত করে। ঘরটী এমন ভাবে প্রস্তুত করিতে হয়, যেন তাহাতে শীতের বা গ্রীষ্মের হাওয়া চলাচল করিতে না পারে। ঘর গুলিতে একটী করিয়া প্রশস্ত দ্বার ও ঘরের উপরদিকে একটী বা দুইটী ছোট খিড়কী থাকা আবশ্যক। ঘরটীর কোন দিক্ দিয়া যেন মাছি আসিতে না পারে। এই জন্য খিড়কীতে ও দ্বারের উপরে দুই খানি চিক ঝুলাইয়া রাখিতে হয়। যতক্ষণ রৌদ্র থাকিবে, ততক্ষণ চিক ফেলিয়া রাখা উচিত। যে সময়ে মাছির উপদ্রব বেশী, সেই সময় বেশী সাবধান থাকিতে হয়। যে ঋতুতে সচরাচর যে মুখে হাওয়া বহে, তাহার বিপরীতমুখী ঘরে পলু পোষা উচিত। পলু যখন কোয়া কাটিয়া প্রজাপতিরূপে বাহির হয়, তখন তাহারা বীজোৎপাদনের উপযোগী হয়। প্রজাপতি কোষ হইতে বাহির হইয়াই স্ত্রীপুরুষে সঙ্গত হয়। দুই এক দিনের মধ্যেই ডিম পাড়িতে থাকে। এক একটী প্রজাপতি ৪০০।৫০০ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম পাড়িয়া ফেলে। ডিম পাড়িবার পরেই কোষ-জীবিগণ প্রজাপতিকে মারিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া ফেলে। সব ডিমই যে কাজে লাগে তাহা নয়। কতক ডিম ফোটে না, কতক ডিম মাকড়ে খায়, কতক বা টিকটিকী ও ইন্দুরের ভক্ষ্য হয়। এইরূপে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহারও সকল প্রজাপতির ডিমে সমান কোয়া হয় না। বড় পলুর চারিটী মাত্র প্রজাপতির ডিমে, নিস্তারী পলুর ছয়টী মাত্র প্রজাপতির ডিমে এবং ছোট পলুর দশটী প্রজাপতির ডিম হইতে এক সের কোয়া হইতে পারে।

তুঁতপাতাই পলুর জীবন। ডিম হইতে যখন পলু কেবল মাত্র মুখাইবে, তখন দেড়মণ কোয়ার পলু বড় ডালার আধ খানিতে থাকিবে। দেড়মণ কোয়া প্রস্তুত করিতে গেলে ৪০ খানি বড় বড় ডালা চাই। প্রত্যেক ডালা আন্দাজ ৪ হাত লম্বা ও ৩ হাত চওড়া অথবা যদি ডালাগুলি গোল হয়, তাহা হইলে তাহাদের ব্যাস ৩॥০ হাত হওয়া চাই। ডালা ছোট হইলে পরিশ্রমও বেশী হয়। ডালায় রাখিবার প্রথমাবস্থায় পলুকে ফাঁক ফাঁক করিয়া রাখিতে হয়। এ সময় যত পাতা খাওয়াইতে পারিবে, ততই পলু বড় হইবে। ৩০ দিন পাতা খাইয়া ক্রমশঃ বাড়িয়া প্রায় ১০০ গুণ স্থানে ছড়াইয়া পড়িবে। ঐ ৩০ দিনের মধ্যে ৪ বার কলপ অর্থাৎ পলু ৪ বার খোলস

ছাড়ে। এক একবার খোলস ছাড়িবার পরে পলু প্রায় ৩ গুণ বাড়িয়া উঠে। অর্থাৎ যে পলু প্রথমে আধ ডালায় থাকে, প্রথম খোলস অর্থাৎ মেটে কলপের পরে দেড় ডালায় রাখিতে হইবে। দো-কলপের পরে ৪॥৹ ডালায় রাখিতে হইবে। তে কলপের পর ১৩ ডালায় এবং এবং শোধের কলপ সারা হইলে অর্থাৎ শেষ বার খোলস ছাড়িবার পর ৪০ ডালায় রাখিতে হইবে।

শীতকালে ৩০ খানি ডালাতেও ১॥৹ মণ কোয়া প্রস্তুত হইবার উপযুক্ত পলু রাখা যাইতে পারে। দেড়মণ কোয়া প্রস্তুতের জন্য ৩০ মণ তুঁত পাতার যোগাড় চাই। পাতা যদি বাঁচিয়া যায়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু কোন গতিকে টানা-টানী পড়িলে বিশেষ ক্ষতি। দেড়মণ কোয়ার জন্য বড়পলুর ১৫০ চোকড়ীর ডিম, নিস্তারীর ২৫০ চোকড়ীর ডিম ও ছোট পলুর ৪০০ চোকড়ীর ডিম রাখা চাই। যে দেশে পাতা অধিক পাওয়া যায়, সেখানে ইহার দ্বিগুণ ডিম রাখিলেও ক্ষতি নাই। মুর্শিদাবাদের লোকেরা ৫০০ নিস্তারীর চোকড়ীর বা ছোটপলুর ৮০০ চোকড়ীর ডিম হইতে ১॥৹ মণ কোয়া বাহির করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল মনে করে। যদি ডিমের বদলে কোয়া আনিয়া ডিম পাড়ান হয়, তবে যত চোকড়ী বলা গিয়াছে তাহার দ্বিগুণ কোয়া চাই। যে দেশে তুঁতপাতার সুবিধা নাই, সেখানে দেড়মণ কোয়া প্রস্তুত করিবার জন্য ৫০০ নিস্তারী কোয়ার ডিম চাই।

পূর্ব্বে যে ৪০ খানি ডালার কথা বলিলাম, সেই ডালা ঢাকা দিবার জন্য ৮০ খানি পুঁটিমাছ ধরা জালের মত মাপসই জাল আবশ্যক। পলুর উপর জাল বিছাইয়া ঐ জালের উপর তাজা পাতা দিলে পলু নীচেকার ময়লা পাতা হইতে উপরের তাজা পাতা খাইতে উঠে। তিনবার পাতা দিবার পরে, পলুসমেত জালখানি অপর এক ডালায় রাখিতে হয় এবং যে ডালায় প্রথমে পলু ছিল, সেই ডালার ময়লা ঘরের বাহিরে আনিয়া ঝাড়িতে হয়। অপর ডালার উপর যে পলু রাখা হইল, তাহার উপরও অপর একখানি জাল বিছাইয়া তাজা পাতা দিতে হইবে। তিনবার পাতা দিবার পর অর্থাৎ একদিন পরে আবার উপরের জালখানির সহিত পলু অন্য ডালায় রাখিয়া নীচের জাল ও ডালা বাহিরে আনিয়া ময়লা পরিষ্কার করিতে হয়। এইরূপে প্রত্যেক ডালার জন্য দুইখানি করিয়া জালের আবশ্যক।

দ্বিতীয় ডালার উপর পলু বড় ঘন হইয়া থাকিলে, এক ডালার পলু দুই ডালায় রাখিতে হয়। যদি দেখা যায় যে, অনেক পলু ময়লা পাতার উপর নিশ্চল ভাবে পড়িয়া আছে, উপরে উঠিতেছে না, তখন কলপ ছাড়িতেছে বুঝিতে হইবে। আর যে পলুগুলি উপরে উঠিয়া যায়, তবে তাহার উপর জাল না দিয়া কেবল পাতা দিতে হইবে। রহা-পলুর ডালা যে মাচানে রাখা হয়, সেই মাচানে রাখিতে হইবে। তাহাতেও সম্ভবতঃ তিন চারিবার পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিতে হয়। পলুর ঘর বেশী ঠাণ্ডা হইলে আরও দুই একবার পাতা খাইয়া তবে রহিতে পারে। জাল তুলিলে পর যদি দেখা যায় যে, অল্পসংখ্যক পলু পড়িয়া আছে, তবে সেই রহা পলুগুলি খুঁটিয়া উঠাইয়া উপরের পলুর সহিত মিশাইয়া দিয়া তাহার উপর জাল দিয়া পাতা দিতে হইবে। পরদিন ডালা পরিষ্কার করিবার সময় পূর্ব্ববৎ রহা ও কাচী পলুকে পৃথক্ পৃথক্ ডালায় রাখিয়া পাতা ছড়াইয়া দিয়া মাচানে রাখিয়া ২৪ ঘণ্টা পাতা দেওয়া বন্ধ রাখিবে। এ সময়ে ঘর যাহাতে গরম থাকে তাহা করা উচিত।

পলু যখন নিতান্ত ক্ষুদ্র থাকে, তখন বঁটি দিয়া অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম করিয়া পাতা কুচাইয়া পলুর উপর ছিটাইয়া দিতে হয়। পলু যত বড় হইতে থাকিবে, পাতাও সেইরূপ বড় বড় করিয়া কুচাইয়া দিবে। দোকলপের পর সরু সরু আস্ত আস্ত ডাল শুদ্ধ পাতা দেওয়া যাইতে পারে। পলুকে নরম হইতে ক্রমে শক্ত-পাতা খাইতে দেওয়া হয়।

প্রথমে যে পলুপোকা উঠে, তাহাকে কড়াপাতা দিয়া তাহার পরবর্ত্তী ওঠা পলুকে যদি নরম পাতা খাইতে দেওয়া হয়, তাহা হইতে রসানামে একপ্রকার রোগ ধরে।

বিলাতী পলুর ডিম আলগাই পাওয়া যায়। বড় পলুর ডিম কাপড়ের উপর লাগিয়া থাকে। দেশীপলুর ডিম ডালা বা কাগজের উপর পাড়ান হয়, তাহাতেই ডিমগুলি আঁটিয়া থাকে। তুঁতিয়ার জলে ডিম ধুইয়া লইতে হয়। ডিম যে ঘরে থাকে, সে ঘর যেন অধিক ঠাণ্ডা বা অধিক গরম না হয়। ছোট পলু, নিস্তারী, চীনা ও বুলু এই কয় পলুর বেশী শীতগ্রীষ্মে বড় ক্ষতি হয় না। ছোট পলু নিস্তারী প্রভৃতির ডিম মুখাইলে তাহার উপর ছোট ছোট পাতা কাটিয়া বিছাইয়া দিতে হয়। প্রাতঃকাল হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত পলু পোকা মুখাইতে থাকে, এ জন্য মুখান পলুর উপর বৈকালে পাতা ছিটাইয়া দেওয়া উচিত। ভাল ডিম ভাল করিয়া রাখিলে দুই দিবসেই প্রায় সমস্ত মুখাইয়া পড়ে। প্রথম দিবসের পোকা নীচের থাকে ও শেষ দিবসের পোকা উপরের থাকে রাখিতে হয়। প্রত্যহ প্রাতে বেলা দ্বিপ্রহরে ও রাত্রি ৯ টার সময় পাতা দিতে হয় এবং একদিন অন্তর বেলা দ্বিপ্রহরে পাতা দিবার পর জাল দিয়া ডালা পরিবর্ত্তন ও পলু ঘন হইলে পাতলা করিয়া দিতে হয়। পলু গ্রীষ্মের সময় মুখাইয়া ২৩/২৪ দিন পাতা খাইয়া কোয়া তৈয়ার

করে। সেই সময় গোড়া পলুকে প্রত্যহ চারি পাঁচ বার পাতা দিলে ১৮।১৯ দিনের মধ্যে পাতা খাইয়া কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে। শীতের সময় সচরাচর ৩০।৪০ দিনে কিন্তু ঘর গরম করিয়া রাখিয়া ২৪।২৫ দিনেও কোয়া প্রস্তুত করিতে পারে। পলুর ঘর অতি সাবধানে ও আস্তে আস্তে ঝাট দিতে হয়, যেন ধূলা না উড়ে। ধূলা লাগিলে পলুর কালশিরা নামে রোগ জন্মে।

পলুর রোগ।

পলুর নানাপ্রকার রোগ জন্মে। তন্মধ্যে কটারোগই কিছু বেশী সংক্রামক। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, এক গৃহে এক স্থানে ১২ জাতীয় পলু পালিত হয়, তন্মধ্যে ১১ জাতীয় পলু বিশুদ্ধ বীজ হইতে উৎপন্ন এবং কেবল এক জাতীয় কটা-রোগযুক্ত বীজ হইতে উৎপন্ন। এই বার জাতীয় পলুর মধ্যে অল্পদিন মধ্যেই রেড়ীর পলু ও তুঁত গাছের বন্য পলু ভিন্ন অপর সকল পলুই একত্র সংস্রবে অল্পবিস্তর কটারোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সুতরাং রোগী পলুকে সুস্থ পলুর সহিত একত্র রাখিতে নাই। কালশিরা ও রসা রোগের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নানা জাতীয় পলু একই ছোট ঘরে রাখিয়া দেখা গিয়াছে, যে ছোট পলু যত সহজে রোগাক্রান্ত হয়, নিস্তারী পলু তত সহজে হয় না। আবার নিস্তারী পলু যত সহজে রোগে পড়ে, বড় পলু তত সহজে রোগে পড়ে না। গৃহপালিত পলুগুলি বেশী সংক্রামক রোগগ্রস্ত হয়, কিন্তু বন্য পলুগুলি বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দ্বারা সহজে সেরূপ রোগগ্রস্ত হয় না, পোষা পলু অপেক্ষা বন্য পলু স্বভাবতঃ চঞ্চল ও বলিষ্ঠ। কোন কোন পোষা পলু আবার দেখিতে বন্য পলুর মত। ফ্রান্সদেশে মরিকো বা কাফ্রী নামক এক প্রকার পলু দেখা যায়, তাহারা অত্যন্ত কৃষ্ণবর্ণ ও অতিশয় বলবান্। এসিয়া মাইনরের স্মার্ণা-নগরের নিকট বুর্ণাবৎ গ্রামে পলুর বীজের একটী বড় কারখানা আছে। ঐ কারখানায় পলুর গায়ে জিব্রার ন্যায় কাল কাল ডোরা হয়। এই জাতীয় পলু বড় বলবান্ ও সহজে রোগা-ক্রান্ত হয় না। ঘরের মধ্যে পলুর পালনই পলুর রোগের কারণ। প্রত্যেক খোপে বা ঘরায় ১৬।১৭ ডালা পলু না রাখিয়া কেবল ৮।১০ খানি ডালামাত্র রাখিলে এবং প্রত্যেক ডালায় ২।৩ কাহন পলু না রাখিয়া দেড় কাহন বা দুই কাহন রাখিলে পলু পোকা বেশ সুস্থ ও সবল থাকিতে পারে। উপরোক্ত কটা (Pebrine) সরা (Grasserie) ও কালশিরা (Flacherie) রোগ ব্যতীত চূণা বা ছিট (Muscardine), লালী বা রাঙ্গী, মাছি, কোয়াকাটা পোকা বা কাণ কুটুর ও সোরেপোকা, গাজলা কোয়া, ডবল কোয়া বা গেঁঠে কোয়া প্রভৃতি রোগ এবং পিপীলিকা, মাকড়সা, টিক্‌টিকি, বোল্‌তা প্রভৃতির উৎপাত পলুর অনিষ্টকর।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে মেন্‌ভিল্ সাহেব প্রথমে কটারোগের বীজ আবিষ্কার করেন, কিন্তু তৎকালে তিনি ইহাকে চূণারোগের বীজ বলিয়া অনুমান করেন; তৎপরে ১৮৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে পাস্তুর সাহেব বিশেষ পরীক্ষা করিয়া ইহাকে চূণারোগের বীজ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রকাশ করেন। কিন্তু এদেশের রেশম-জীবিগণ তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে কটা ও চূণা ভিন্ন রোগ বলিয়াই জানে। কটা রোগের বাহ্য লক্ষণ য়ুরোপ ও বাঙ্গালায় এক প্রকার নহে। এদেশে সাধারণতঃ এইরূপ লক্ষণ দেখা যায়—

১। পলু মুখাইবার সময় ৩০ দিন পরে হঠাৎ বহুসংখ্যক পলুর প্রাণহানি।

২। মৃত্যুর পূর্ব্বে পলুর বর্ণ কটা ও স্বচ্ছ।

৩। আকারে ছোট হয়, অথবা নিয়মিত পালন করিলেও ছোট বড় দেখায়। এদেশে যেমন বাহ্যলক্ষণে পলুর রঙ্ কটা হয়, বিলাতে সেইরূপ পলুর গায়ে গোলমরিচের গুঁড়ার মত বাহিরে ছোট ছোট কাল দাগ হয়। কিন্তু অণুবীক্ষণদ্বারা দেখিলে উভয় স্থানের রোগের বীজে পার্থক্য লক্ষিত হয় না।

বিলাতে ও অন্যান্য দেশে যেখানে বৎসরে একবার মাত্র পলু পোকা হয়, সেখানে অনায়াসেই কটারোগ দমন করা যায়, কারণ তথায় অণ্ডগুলি ১০ মাস কাল ফোটে না, ঐ সময় বেশ পরীক্ষা চলিতে পারে, কিন্তু এদেশে ৮ হইতে ১৫ দিনের মধ্যে পলু মুখায় বলিয়া পরীক্ষার সময় থাকে না। কটারোগেরও আবার তারতম্য আছে। যদি চোকৃড়ি বা প্রজাপতি পরীক্ষাকালে শতকরা ৮০।৯০ টার প্রত্যেকটীতেই যদি ভূরি ভূরি কটারোগের বীজ দেখা যায়, তবে সেই চোক্‌ড়ির ডিম হইতে কখনই পলু হইতে পারে না, কিন্তু যদি ঐ গুলিতে ২।৪টী কটার বীজ দেখা যায়, তবে চোক্‌ড়ির ডিম হইতে কোয়া হইলেও হইতে পারে। এই কটারোগই চূণা, রসা, কালশিরা ও লালী ইত্যাদি রোগের সহায়তা করে। এ কারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া কটার প্রতিকার সর্ব্বাগ্রে করা আবশ্যক। কেমন করিয়া কোথা হইতে নির্দ্দোষ পলুর মধ্যে কটারোগ আসে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। এ কারণ যেখানে যেখানে বীজের কারখানা আছে, সেখানে অণুবীক্ষণযন্ত্র রাখা আবশ্যক, পরীক্ষা না করিয়া কোন চোক্‌ড়ী কারখানায় পোষা উচিত নয়। প্রত্যেকবারেই পরীক্ষা করিয়া ডিম রাখা উচিত। কটার বীজটা যে কি তাহাও এখনও ঠিক নির্ণীত হয় নাই। কটার মধ্যে যে আবার অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিন্দু দেখা যায়, তাহাই কটার বীজাণু। এই বীজাণু দীর্ঘজীবী। ৭।৮ মাস পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না। চোক্‌ড়ী ও কোয়াতেই অধিক পরিমাণে বীজাণু থাকে। এ কারণ পলু পাকিয়া উঠিলে পাকা পলুগুলি চন্দ্রকীতে দিয়া সে গুলি কিছু

দূরে অন্য ঘরে দেওয়া উচিত। চোকড়ী কাটাই, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা ও কোয়া মজুত রাখা এ সকল পলুর ঘর হইতে কিছু দূরে অন্য ঘরে করা উচিত। রেশম কাটাই করিতে গেলে কোয়া ভাপাইতে ও সিদ্ধ করিতে হয়। কি কটা, কি চুণা, কি কালশিরা এই সকল রোগের বীজাণু ৫।৭ মিনিটে জলে সিদ্ধ হইলে মরিয়া যায়।

সাবধান হইবার জন্য নির্ব্বাচনের পর পলুর ঘর বীজ হইতে ভিন্ন হওয়া উচিত। বীজ যে ঘরে রাখা হয়, সেখানে ইন্দুর ও অপর জন্তু উপদ্রব হইতে পারে। ডালার কোয়া ইন্দুর বা পিপীলিকায় না খায়, এইজন্য পলুর ঘরে যেরূপ বন্দোবস্ত থাকে, বীজের ঘরেও সেরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। মাচানের খুঁটী চারিটীর নিম্নে মেজের উপর আধহাত উর্দ্ধে ৪ খানি শরা বসাইয়া দিলে মাচানের উপর ইন্দুর উঠিতে পারে না। শরা চারিখানি গোবর মাটী দিয়া খুঁটার সহিত ভাল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। বীজের ঘরে মাচানের উপর হইতেও ইন্দুর আসিতে পারে, এইজন্য ঐ ঘরে খুঁটী চারিটীর উপরেও চারিখানি শরা আঁটিয়া রাখা উচিত। শরা আঁটিয়া রাখিয়া তাহার উপর সেঁকো বিষ দিতে হয়। বীজের ঘরে বাঁশের খুটী না করিয়া যদি উপর হইতে শিকল ঝুলাইয়া সেই শিকলের উপর কোয়ার ডালা রাখিবার বন্দোবস্ত করা হয়, তাহা হইলে নিম্ন হইতে ইন্দুর বা পিপীলিকা উঠিবার সম্ভাবনা থাকে না। কটা পরীক্ষা করিতে হইলে যেদিন চোকড়ী ঢাকিয়া রাখা যায়, তাহার ৫ দিন পরে পরীক্ষা আরম্ভ করিতে হয়। পরীক্ষাকালে যে বীজাণুগুলি পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। কালশিরার বীজ, রসার দানা ও চুণার বীজ এ সকল কিছু দেখিতে হয় না। কটার বীজ পরীক্ষা অতি সহজ, অভ্যাস হইলে প্রতিদিন ৩০০ চোকড়ী পরীক্ষা চলিতে পারে। কটারোগের বীজ পাকিলে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা ৬০০ গুণ বাড়িলে ঠিক তিলের মত দেখায়, ঐ বীজ পাকিতে ১০ হইতে ২০ দিন সময় লাগে। তবে সেই সঙ্গে কালশিরা থাকিলে ১০ দিনের মধ্যেই কটার বীজ পাকিয়া উঠে। ডিমের দোষে কটা হয় তাহা নহে, ডালায়, ঘরে, চন্দ্রকীতে, কেবল উঠানে, লাট কোয়ার কাসারের গাদায় ও নাদী দেওয়া জমিতে এবং বিশুদ্ধ ডিম হইতেও পলুর কটারোগ জন্মিতে পারে। এ কারণ পরীক্ষিত ডিমগুল ও ঘর ডালা প্রভৃতি তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লইয়া পলু পোষা উচিত। পলু যুণাইবার পূর্ব্বে চন্দ্রকীগুলি উত্তপ্ত করিয়া তাহাতেও তুঁতিয়ার জল দেওয়া কর্ত্তব্য। কটারোগ এ দেশে শীতকালেই দেখা যায়, অন্য সময় কটারোগের বীজ, পলুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া অন্যান্য রোগ টানিয়া আনে। যে ডিমে কটা রোগ নাই, সেই ডিম হইতে পলু পুষিলে অন্যান্য রোগ হয় না। কটাযুক্ত বীজ হইতে পলু ২৫ দিনের মধ্যে পাকাইতে পারিলে কিছু কোয়া পাওয়া যাইতে পারে।

চুণা রোগ হইলে অনেক সময় গন্ধক জ্বালাইয়া তাহা নিবারণ করা যায়। রহা অবস্থাতেই চুণারোগের বীজ পলুর গায়ে উৎপন্ন হয়। এই রোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংক্রামক। কটারোগ যেমন শোদের কলপ শেষ হইবার পরেই দেখা দেওয়া সম্ভব, চুণা রোগ সেরূপ নহে। প্রথম যে দিন কাসারের মধ্যে ২।১টী পলু দেখা যাইবে, সেই দিনই সকল ডালার ভালরূপে ময়লা পরিষ্কার করিয়া দেওয়া উচিত। যেন কোন ডালাতে মরা পলু না থাকে। প্রথম দিন ময়লা পরিষ্কার করিবার পরেই পলুকে পাতা না দিয়া তুঁতিয়ার জলে পলুর ঘর নিকাইয়া ফেলা উচিত। আধসের গন্ধক জ্বালাইয়া দিয়া দরজা জানালা ৪।৫ ঘণ্টা বন্ধ রাখিবে। পরে পলুকে পাতা দিলে চুণারোগ কাটিয়া যায়।

চুণারোগের পরেই রসা রোগ পলুর পক্ষে অনিষ্টকর। য়ুরোপে রসা রোগে পলুর বিশেষ ক্ষতি হয় না, এজন্য য়ুরোপীয় রেশমতত্ত্ববিদ্‌গণ এ সম্বন্ধে কিছুই আলোচনা করেন নাই। রসা কি কারণে জন্মে, তাহাও য়ুরোপে জানা নাই। এ দেশে কিন্তু কখন কখন রসারোগে সমস্ত পলুই মারা যায়। এ কারণ এ দেশের রেশমকারিগণ রসা রোগের লক্ষণ ভাল করিয়া জানিয়া রাখে। এ দেশে অগ্রহায়ণ হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত প্রায় অনাবৃষ্টির কারণ বায়ু বেশ শুষ্ক থাকে। ২।৩ মাস বৃষ্টি না হইয়া হঠাৎ যদি একদিন অতিশয় বৃষ্টি হয় ও সেই সময় যদি পলু রোজে থাকে, তবে ঐ সমস্ত পলু প্রায় রসায় মারা যায়। আবার কলপ চারিটী হইবার সময় একটী পলুও মারা না গেলে পাকিবার সময় ২।৪টী পলুতে রসা হয়। পাকিবার সময় এইরূপ য়ুরোপেও ২।৫টির রসা হইতে দেখা যায়। অধিক দিন বৃষ্টি না হইয়া হঠাৎ একদিন বৃষ্টি হইলে পলুকে বড় তুঁত গাছের পাতা দিলে আর রসা হয় না। রোজের পলুকে পাতা দিবার সময় কোমল পত্রগুলি ফেলিয়া কড়া পাতা দিলেও সেই পলুতে আর রসা হইবার সম্ভাবনা থাকে না। এ কারণ রেশমচাষিগণের সকলেরই কতকগুলি বড় তুঁত গাছ থাকা আবশ্যক। আবশ্যক হইলেই ঐ গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া পলুকে খাওয়াইলেই রসা নিবারণ করা যাইতে পারে। রোজের পলুকে ছায়াস্থানের পাতা খাওয়াইলে রসা, লালী ও কালশিরা এই তিন প্রকার রোগই জন্মিয়া থাকে। যে সকল কারণে রসা হয়, সেই সকল কারণে কালশিরা রোগও হইতে পারে, এজন্য য়ুরোপস্থ পণ্ডিতগণ এই উভয় রোগকে অভিন্ন বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। রসা সংক্রামক নহে, কালশিরা রোগই সংক্রামক।

এ দেশে আট হইতে ১৫ দিনের মধ্যে ডিম ফুটায় বলিয়া বড় পলু ভিন্ন অন্ত পলুর ডিম ভাপিয়া যাইতে পারে না, কিন্তু বিলাতে ১০ মাস ধরিয়া ডিম সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয়। এই সময়ে ডিমের অযত্ন হইলে তাহা ভাপিয়া যাইতে পারে, কোথাও বা রৌদ্রে ও বায়ুতেও শুকাইয়া যাইতে পারে, অথবা আর্দ্র হইয়া ছাতা ধরিতে পারে। এইরূপে দূষিত ডিম হইতে যে পলু হয়, তাহাতে সচরাচর কালশিরা জন্মে। কিন্তু ঐ গুলি সাবধানে রাখিয়া তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লইলে আর কালশিরা রোগ হইতে পারে না। পরিপাকশক্তির হ্রাস, অন্ত্রের মধ্যে রসাল বা দুষ্পাচ্য পত্রের অবস্থান, এবং ত্বক্ হইতে বাষ্প-উদ্গমের বাধা হইলে পলুর অন্ত্রের মধ্যে কালশিরার বীজাণু উৎপন্ন হয়। আবার তুঁতের পাতা জলের সহিত মিশাইয়া রাখিলেও তাহাতে কালশিরার অণু জন্মে। কোন পলুর কালশিরা হইয়াছে কি না ঠিক করিয়া লইতে হইলে, তাহার অন্ত্রের রস অণুবীক্ষণযন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা উচিত। যদি অন্ত্রের রসে কালশিরার অণু না থাকে, তবে কালশিরা হয় নাই, ঠিক করিতে হইবে। অণু থাকিলে তবে নিশ্চয় কাল-শিরা হইয়াছে জানিবে। কাহারও মতে কালশিরা রোগের বীজাণু একই প্রকার, আবার কাহারও কাহারও মতে এই জাতীয় রোগের বীজাণু দুই প্রকার। এক প্রকার অণু হইতে গ্যাটীন্ রোগ জন্মে, তাহাই এদেশে সলফা, তাতকে বা হাঁসা নামে প্রসিদ্ধ। কালশিরা রোগের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা আলোচনা করিয়া বৈজ্ঞানিকগণ স্থির করিয়াছেন, হাঁসা পলু ও কালশিরা পলু একই অণু হইতে জন্মে। অর্থাৎ ঐ দুই রোগের সংস্রবে যে অণুগুলি দেখা যায়, তাহা একই অণুর বিভিন্ন অবস্থা। কালশিরার পলুর মধ্যে যেমন বিন্দুবৎ অণু থাকে, হাঁসা পলুর মধ্যেও সেইরূপ সূত্রখণ্ডের ন্যায় অণু দেখা যায়। হাঁসা পলু মরিয়া গেলে কালশিরা পলুর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ও পূতিগন্ধযুক্ত হয়। উভয় প্রকার পলু মরিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে উভয়ের রসেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সূত্রখণ্ডবৎ অণু সকল চলাচল করিতেছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা তাহা দেখা যায়, কখন কখন কালশিরা ও কটারোগ একত্র হইয়া পাকিবার পূর্ব্ব দিবসেই হঠাৎ পলু মরিয়া যায়। এ দেশের অনেক পলু ব্যবসায়ীর বিশ্বাস—রাতচোরা নামক পেচক জাতীয় এক প্রকার বৃহদাকার পক্ষী পলুর উপর দিয়া গিয়া অভিসম্পাত করাতেই পলুর এইরূপ হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে। কিন্তু এ কুসংস্কারের কিছুমাত্র মূল নাই। হঠাৎ পলু মরিয়া গেলে তাহাকে উপরা-খাওয়া বলে। এরূপ স্থলে উপরের ডালার পলু মরিল না, কিন্তু তাহারই নিম্নের ২।৩ ডালার পলু সবই মরিয়া গেল; আবার তাহারই নিম্নের একখানি ডালার হয়ত কোন পলু মরে নাই এরূপ দেখা যায়। ইহার কারণ এই ঘরের নিম্নভাগ অপেক্ষা উপর ভাগের বায়ু অধিক দূষিত। এ কারণ 'উপরা খাওয়া' মাচানের উপর দিকেই অধিক হয়। সর্ব্বোপরিস্থ ডালাখানির পলু প্রায় উপরা খাওয়া হইয়া মরে না, তাহার কারণ তাহার উপর বায়ু অনেকটা চলাচল করে। মোটের উপর অপরিষ্কার ও আবদ্ধ বায়ুর কারণেই উপরা-খাওয়া হইয়া থাকে। আবদ্ধ বায়ুর মধ্যে নিতান্ত ক্ষীণ পলু থাকিলে নিশ্চয়ই তাহাদের কালশিরা জন্মে। যে দ্বার ও জানালা দিয়া উত্তপ্ত বায়ু প্রবেশ করিতে পারে, সেই দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া ঊর্দ্ধ খিড়কীগুলি খুলিয়া রাখিলে বায়ুর চলাচল হইলে কখনই এইরূপ হয় না।

ফাল্গুন চৈত্র মাসে এ দেশে তুঁতের পাতায় তেমন আঁস থাকে না বলিয়া ঐ সময়ের পাতা খাইয়া পলুর অবয়ব গঠন সম্বন্ধে কিছু ব্যাঘাত হয়। তাহাতেই লালী বা রাঙ্গী জন্মে। অনেক সময় এই রোগ পুরুষানুক্রমিক হইয়া পড়ে। এ জন্য পাকিবার সময় যে পলুতে আবক লালী হয়, তাহার সঙ্গ ব্যবহার করা উচিত নয়। লালীর ফরাসী নাম কুর অর্থ খর্ব্বাকার। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার একটী নাম কুরকুটে, অর্থ খর্ব্বাকার। পলু কোয়া প্রস্তুত না করিয়া লোহিত বর্ণ খর্ব্বাকার হইয়া পড়ে বলিয়া এইরূপ নাম হইয়াছে। নৈচাপাতা, ছায়াস্থানের পাতা ও অল্প পাতা খাইতে দিলেও পলুর রাঙ্গী হয়। বর্ষাকালে অথবা আর্দ্রস্থানে কোয়া থাকিলে তাহাতে অনেক সময় গাজ্‌লা লাগে। গাজ্‌লা কোয়া হইতে সূতা বাহির হয় না, এই কোয়া কাটাইবার সময় অনেক বেগ পাইতে হয়, গাজ্‌লা কোয়া হইতে মোটা খসখসে সূতাই বেশী পাওয়া যায়। গাজ্‌লা দোষ নিবারণেরও উপায় আছে। পলু চন্দ্রকীতে রাখিয়া ঐ চন্দ্রকীগুলি কোন ঘরে তাহা উত্তমরূপে আটিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া দাও। সেই আবদ্ধ ঘরে দুই মণ সদ্য পোড়া শামুক বা ঘুটিং রাখিতে হইবে, ঐ ঘুটিং-এর প্রভাবে ঘরের বায়ুর জলীয় ভাগ টানিয়া যায়। এখানে কোয়া হইতে পলুর মুখ দিয়া যেমন সূত্র বাহির হয় অমনি শুকাইয়া যায়।

এ দেশে কখন কখন দুইটী পলুতে একটী কোষ প্রস্তুত করে। অবশ্য বড় পলু, ছোট পলু ও নিস্তারী পলুর মধ্যে এরূপ কোয়া অতি বিরল। য়ুরোপ, চীন ও জাপানে কখন কখন দুই তিনটা পলু একত্র একটী কোয়া নির্ম্মাণ করে। এরূপ কোয়াকে গেঁটে কোয়া (Double cocoon) বলে। এ দেশে এক কাহন মধ্যে একটী গেঁটে কোয়া বাহির করাও কঠিন, কিন্তু য়ুরোপ, চীন ও জাপানে শতকরা কখন কখন ৬০।৭০টী পর্য্যন্ত গেঁটে কোয়া দেখা যায়। গেঁটে কোয়া কাটাই করা যায় না, এজন্য কেহ

কেহ পৃথক্ করিয়া লইয়া বীজের জন্য ব্যবহার করে। কিন্তু গেঁটে কোয়ার বীজ হইতে যে কোয়া হয়, তাহাতে অধিকাংশ গেঁটে কোয়াই বাহির হইয়া থাকে, সুতরাং গেঁটে কোয়া ব্যবহার করা উচিত হয়। য়ুরোপে ও জাপানে অধিক গেঁটে কোয়া জন্মে বলিয়া তথায় ব্যবসায়ীরা গেঁটে কোয়া বেচিয়া প্রায়ই বিক্রেতাকে ঠকাইয়া থাকে। ভারতবর্ষের মধ্যে কাশ্মীর ও পঞ্জাবে বম্বিক্স 'মরী' (Bombyx mori) জাতীয় অবশ্য বিলাতী পলুতে গেঁটে কোয়া অধিক দেখা যায়। গেঁটে কোয়া সকের জন্য কখনও ব্যবহার করিতে নাই।

পলুর পালন।

সকল পলুর পালন প্রথা এক প্রকার নয়। বিভিন্ন জাতীয় কয়েকটী পলুর পালন প্রথা লিপিবদ্ধ হইল।

বড়পলু।—এদেশে যত প্রকার রেশমের কোয়া হয়, তন্মধ্যে বড়পলুই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলার বড়পলুর কোয়া শ্বেতবর্ণ ও দেখিতে অতিসুন্দর। মেদিনীপুর অঞ্চলে শ্বেত, পীত, হরিত, পাটল এই চারিবর্ণের কোয়া দেখা যায়। বড়-পলুর ডিম ফোটাইতে দশমাস লাগে। ইহার ডিম ভাল করিয়া মুখাইতে হইলে কাপড়ের উপর ডিম গাড়ান উচিত, তাহার ১৫ দিন পরে জলে ধুইয়া ভাল ডিমগুলি কাপড় হইতে খসাইয়া লইতে হয়। পরে ছায়ায় লইয়া শুকাইয়া বেলেমাটীর হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া হাঁড়ীর মুখ ভাল করিয়া আঁটিয়া দিতে হয়। হাঁড়ীতে রাখিবার পূর্ব্বে হাঁড়ীর তলায় পেঁজা তুলা আল্‌গা করিয়া ছাড়াইয়া রাখা উচিত। মশারির কাপড়ের দুইটী থলি চাই, এক একটী থলির মধ্যে ২ ছটাক ওজনের ডিম রাখিবে। থলির মধ্যে ডিম পাত্‌লা ও আল্‌গা ভাবে যেন থাকে। হাঁড়ীর মুখ হইতে থলির ব্যবধানে যেন আট অঙ্গুলি ফাঁক থাকে। সে ঘরে যেন কোন প্রকার অগ্নিজ্বালান অথবা অধিক বায়ু সঞ্চালন না হয়। রৌদ্রও যেন প্রবেশ করিতে না পারে। অথবা যে ঘর অধিক শীতল সেই ঘরে ঝুলাইয়া রাখিবে। ১৫ দিন হইতে ২ মাস পর্য্যন্ত বেশী শীত খাওয়াইয়া পরে দিবারাত্র দশ বার দিন সমান ভাবে ৭৫° ডিগ্রী উত্তাপে রাখিতে পারিলে ডিম বেশ ভাল রকম ফুটিয়া উঠে। ইচ্ছা করিলে অতি অল্পকাল মধ্যেও বড়পলুর ডিম ফুটান যাইতে পারে। অত্যধিক শীত খাওয়াইয়া পরে উত্তাপে রাখিলে অসময়ে ডিম ফুটিতে পারে। সদ্যপ্রসূত বড়পলু বা বিলাতী পলুর ডিম খাঁটী হাইড্রোক্লোরিক এসিডে ৫ মিনিট ডুবাইয়া জলে ধুইয়া শুকাইয়া লইয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দিলে ছোট পলুর ডিমের মত ১০।১২ দিন মধ্যেই ফুটিয়া উঠে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে বেশী গরম হয় বলিয়া বড়পলু পোষা উচিত নয়।

বিলাতীপলু।—বিলাতী পলুর পালন অনেকটা বড়পলুরই মত। প্রভেদ এই যে বড়পলুর ডিমকে ৬০° হইতে ৫০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ফারেনহিট্ দিতে হয়, কিন্তু বিলাতী পলুর ডিমকে ৪০° হইতে ৩০° ডিগ্রী পর্য্যন্ত ঠাণ্ডায় রাখিতে হয়। এ কারণ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে বিলাতীপলু পোষা সুবিধাজনক নহে। বেশী শীত পড়িলে বিলাতী পলুর ডিম দার্জ্জিলিং বা অন্য কোন উচ্চ শৈলে পাঠাইয়া ২।১ মাস পরে নিম্ন প্রদেশে আনিয়া গরম জায়গায় রাখিয়া দিলে ১০।১২ দিনের মধ্যেই পলু মুখাইয়া পড়ে। অপর সময়ে বরফ কলের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া সকল সময়ই ৩০° কি ৪০° ডিগ্রী ঠাণ্ডা খাওয়াইতে হয়। মান্দ্রাজ সহরের বরফের কার-খানায় বিলাতীপলু পালনের উদ্যোগ চলিতেছে। নিম্নবঙ্গে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ভাদ্র মাসে বিলাতীপলু পালন করিলে প্রায়ই কালশিরা রোগে মারা যায়। আবার সাধারণ এদেশী তুঁত পাতা খাইয়া বিলাতীপলু পুষিতে হইলে বড়বড় তুঁত গাছ প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। এরূপ করিতে পারিলে ছোট পলু বা নিস্তারীপলু অপেক্ষা বিলাতীপলু পোষায় অধিক লাভ আছে। আবার ছোট পলুর পক্ষে বড় তুঁত গাছের পাতা নিতান্ত অনিষ্ট-কর। একারণ যিনি বড় বড় তুঁত গাছ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে বিলাতীপলু পোষাই কর্ত্তব্য। সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশের রেশম শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু বিলাতী পলুতে আয় বেশী। এদেশী ৫।৬টী রেশমের কোয়ায় ব্যবহারোপযোগী যতটা রেশম সূত্র প্রস্তুত হয়, বিলাতী পলুর ৩।৪টী একত্র কাটাই করিলে সেইরূপ রেশম প্রস্তুত হইতে পারে। কি বিলাতী পলু কি বড় পলু উভয়ের ডিমই হইবার পরে অন্ততঃ দেড় মাস কাল উষ্ণ স্থানে রাখিয়া শীত খাওয়াইবার জন্য বরফের বাক্সে অথবা শীতপ্রধান পাহাড়ে রাখা উচিত। বিলাতী পলুর পালন সম্বন্ধে বিশেষ কোন নিয়ম নাই, কেবল বড়গাছের পাতা অথবা কড়া পাতা খাওয়াইতে পারিলে বিলাতী পলু হইতে ভাল কোয়া পাওয়া যায়। শীত খাওয়াইবার পূর্ব্বে বড়পলু বা বিলাতী পলুর ডিম তুঁতিয়ার জলে ডুবাইয়া পরে পরিষ্কার জলে ধুইয়া লইতে হয়।

ছোট পলু ও নিস্তারী পলু—বিলাতী ও বড় পলুকে যেরূপ শীত খাওয়াইতে হয়, নিস্তারী, ছোট পলু ও চীনার পলুর ডিম সম্বন্ধে এরূপ কোন নিয়ম প্রয়োজন হয় না, এই সকল পলু কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল সময়েই মুখাইয়া থাকে। এই সকল পলু পালন করা অতি সহজ বলিয়াই বিলাতী ও বড় পলুতে উৎকৃষ্ট রেশম হইলেও, এ দেশের কৃষকেরা সাধারণতঃ ছোট পলু প্রভৃতি পালন করিয়া থাকে। সকল প্রকার পলুকেই মুখাই-বার পূর্ব্বে তুঁতিয়ার জলে ধুইয়া লওয়া আবশ্যক।

ছোট পলু, নিস্তারী পলু ও বড় পলু পাকিলে অনায়াসেই চিনিয়া লওয়া যায়। পাকা পলু বাছিয়া লইয়া কোয়া প্রস্তুতের জন্য চন্দ্রকীর উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। বিলাতী পলু পাকিলে সহজে চেনা যায় না। আবার চন্দ্রকীর উপর রাখিয়া দিলেও তেমন ভাল কোয়া জন্মায় না। পাকা বিলাতী পলু গুলি প্রায় চন্দ্রকীর উপরে চলিয়া বেড়ায় এবং সুবিধা পাইলে দেওয়াল বাহিয়া মট্‌কার উপর গিয়া কোয়া প্রস্তুত করে। এ কারণ এই পলুর কোয়াপ্রস্তুতকালে কিছু সাবধান হওয়া আবশ্যক। পলু রোজে উঠিবার কালে ঘরের খুঁটী গুলি ও কাঠী গুলিতে শুকনা ঝাউর ডাল অথবা অরহরের শুকনা ডাল গোছা গোছা করিয়া সারি বাঁধিয়া দেওয়া উচিত। বিলাতী পলু পাকিতে আরম্ভ করিলেই ডালের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে। ক্রমে ডালা হইতে বাহিরে আসিয়া ঘরার কাঠির উপর আসিয়া শুকনা পাতা খাইয়া তাহারই মধ্যে কোয়া প্রস্তুত করিতে থাকে। পাতা দিবার পর যে পলু পাতার উপর না থাকিয়া ডালার চারিদিকে আসিয়া পড়ে, তাহাদিগকে পাকা বলিয়া জানিবে। অবিলম্বে সে গুলি বাছিয়া লইয়া চন্দ্রকীর নীচে রাখিয়া দিলে তাহাতেই কোয়া প্রস্তুত করে। অধিকাংশ বলবান্ পলুই ঘরা হইতে পলাইবার চেষ্টা করে। কিন্তু কালশিরা রোগগ্রস্ত হইলে সেরূপ পলায়নের চেষ্টা থাকে না। এরূপ স্থলে বিলাতী পলু দেশীয় পলুর ন্যায় কাসারের মধ্যে কোয়া রাখে। দেশীয় পলুর কার্সারী কোয়া বীজের জন্য রাখা উচিত।

তসর।

সাল, আসন, অর্জ্জুন, হরিতকী, বয়ড়া, কুল, জিওল, দেশী আবলুস, সিধা, মহুয়া, কস্তি, ঢাক, লোধ, শিমুল, করমচা, জাম, অশ্বথ, ফল্‌সা, রেড়ী, সেগুন, বাদাম এই সকল বৃক্ষে স্বভাবতঃ তসরকীট জন্মে। যেখানে স্বভাবতঃ তসরকীট হয়, সেখানে কোন নূতন গাছ পুতিলে সেই গাছের পাতা খাইয়াও কখন কখন তসরকীট কোষ প্রস্তুত করে। যে গাছের পাতা তীব্র গন্ধযুক্ত অথবা তিক্ত গন্ধে বা স্পর্শে ক্লেশদায়ক, ঐ সকল পাতা তসরকীটে খায় না। নিতান্ত ছোট গাছের পাতাতেও ছাড়িয়া দিলে তাহা খায় না। ইহারা স্বভাবতঃ বড় গাছের কড়াপাতা খাইয়া কোষ প্রস্তুত করে। তসর কীটও বন্য ও গৃহপালিত দুই অবস্থায় দেখা যায়, সাঁওতালেরা প্রধানতঃ ৩টী ঋতু বা বন্দে তসরকীট পালন করে। প্রথম বা ধুরিয়া বন্দে বৈশাখ মাসের প্রথমে তসর কীট পালন করিতে হয়। কারণ ঐ সময়ে পূর্ব্ব বৎসরের সঞ্চিত অধিকাংশ বীজের কোয়া হইতে পতঙ্গ কাটিয়া বাহির হয়। যে রাত্রে পতঙ্গ বাহির হয়, তাহার পর দিনই ডিম পাড়ে। ডিম ফুটিতে কেবল আট দিন মাত্র লাগে। পরে সেই সকল কীট ফুটিয়া প্রায় দুই মাস পাতা খাইয়া পরে কোয়া প্রস্তুত করে। এই ধুরিয়া বন্দের বড় বোঁটাযুক্ত ছোট ছোট কোয়া গুলি বর্ষাতি বন্দের বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। এই কোয়ার মধ্যে যে কীট থাকে, তাহা অত্যন্ত ক্ষীণ। সবল কীট যে কোয়ার মধ্যে থাকে, ঐ গুলি প্রায় কৃষ্ণবর্ণ ও তাহাদের বোঁটা গুলি ছোট ছোট। বর্ষাতি বন্দের যে ছোট ছোট অথচ সাদারঙের কোয়াগুলি যাহা বীজের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়, উহাকে 'লারিয়া' কোয়া বলে। লারিয়া কোয়া হইতে ৬ই কি ৭ই জ্যৈষ্ঠ কোয়া কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। পরদিবসই তাহারা ডিম পাড়ে। আট দিন পরেই ডিমগুলি ফুটায়, পরে সেই কীট গুলি দেড়মাস কাল গাছে থাকিয়া পাতা খাইয়া আষাঢ়ের শেষে বা শ্রাবণের প্রথমে কোয়া প্রস্তুত করে। বর্ষাতি বন্দের লারিয়া কোয়া তৎপরে তৃতীয় বন্দ অর্থাৎ 'জাড্ডুই' বন্দের বীজের জন্য রাখা হয়। জাড্ডুই বন্দের উপযুক্ত গুটী হইতে ২০এ ২১এ শ্রাবণ প্রজাপতি বাহির হয়। তৎপরদিন তাহারাও ডিম পাড়ে। পূর্ব্বের ন্যায় এ ডিম গুলিও আটদিনেই ফুটিয়া উঠে। দুইমাস কাল আহার করিয়া আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহে কোয়া প্রস্তুত করে। কীটাবস্থায় তসরকীটকে দিবারাত্র বাহিরে গাছের উপর রাখিয়া দিতে হয়। অন্য সময়ে ঘরের ভিতর রাখা যাইতে পারে। বেশী বীজের কোয়া রাখিতে হইলে ঘরের মাঝে না রাখিয়া বাহিরে একটী বাঁশের উপর রাখিয়া দেওয়া হয়। রৌদ্র ও বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিবার জন্য গুটীগুলির উপরে একটী খড়ের ছাউনী করিয়া দিতে হয়। যে দিন দুই একটী প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইতে দেখা যায়, সেই দিনই বাঁশ গাছি নামাইয়া কোয়া গুলিকে ধনুকের আকারে বাঁধিয়া বাঁশে ঝুলাইয়া দিতে হয়। রাত্রি ৯।১০টার সময় গুটি কাটিয়া প্রজাপতি বাহির হয়। বাহির হইবামাত্র পুরুষগুলি উড়িয়া যায়। স্ত্রী গুলি ধনুকের উপরেই বসিয়া থাকে। রাত্রি ১২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত পুরুষগুলি আসিয়া ধনুকের উপর বসিতে থাকে। যে গুলি উড়িয়া গিয়াছিল, সেই গুলি আসে কি না তাহা ঠিক বলা যায় না। প্রত্যুষে ধনুক গুলি ঘরের মধ্যে আনিয়া রাখিয়া দেয়। বৈকালে স্ত্রী গুলিকে বড় বড় পাতার ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া ঠোঙার মুখ কাটি দিয়া আবদ্ধ করিয়া দেয়। ফাঁকা ঠোঙার মধ্যে যতই সে উড়িতে চেষ্টা করে, ততবারই সে কতক গুলি করিয়া ডিম পাড়ে। বন্য অথবা স্বাভাবিক অবস্থায় প্রজাপতি এক গাছ হইতে অন্য গাছে উড়িয়া গিয়া বহু গাছে ২।৩টী করিয়া ডিম পাড়িয়া রাখে। ঠোঙার মধ্যে ডিম পাড়াইলে পাঁচ দিন পরে ঠোঙা গুলি খুলিয়া প্রজাপতি গুলি ফেলিয়া দিতে হয় ও ডিমগুলি

সাবধানে খুটিয়া লইতে হয়। পরে ভাল করিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া উপরিস্থিত ধুলি ও পালক ফুঁদিয়া উড়াইয়া দিতে হয়। ঠোঙার মধ্যে রাখিয়া কাটি দিয়া গাছের ডালে আঁটিয়া দেওয়া উচিত। পিপীলিকা নিবারণের জন্য গাছের গুঁড়িতে ভেলার তৈল লেপিয়া দিতে হয়। অষ্টম দিবসে ডিম ফুটিয়া পোকা বাহির হয়। এই সময়ে কীটপালককে প্রত্যহ সমস্ত দিন গাছের তলায় থাকিয়া সেই পোকাগুলিকে চৌকী দিতে হয়। সাঁওতালেরা আঠাকাঠি ও ধনু লইয়া গাছতলায় বসিয়া পোকার চৌকী দেয়। ঠোঙাগুলি ছোট ছোট গাছে সংলগ্ন করিয়া দেওয়াতে পোকাগুলি সেই গাছের পাতা খাইয়া ফেলে, পরে সেই পোকা সমেত গাছের ডালগুলি কাটিয়া অন্য গাছে লাগাইয়া দেয়। গাছের পাতা নিতান্ত সরস হইলে কিম্বা সূর্য্যের উত্তাপ নিতান্ত প্রখর হইলে শেষাবস্থায় তসরকীটে রসারোগ ধরে। তাহাতে অধিকাংশই মরিয়া যায়। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন বৃষ্টি হইলে তসর পোকা ভাল হয়।

রেড়ী বা এরণ্ড গাছের পাতা খাইয়া যে সকল পোকা নিকৃষ্ট জাতীয় পোকা প্রস্তুত করে, তাহাকে এণ্ডি বলে। এণ্ডির কোয়া কাটাই করা যায় না। এক একটী কোয়া হইতে এক এক গাছি সূতা বাহির হয় না। ধুনিয়া ও পিঁজিয়া কাপাসের ন্যায় ইহা হইতে সূতা বাহির করিতে হয়। এণ্ডি গুটীর সূতা পশম কাপাস এমন কি গরদের সূতা অপেক্ষাও শক্ত। এণ্ডি গুটীর মধ্যে অল্প বিস্তর প্রায়ই ঘোর পাটকিলা রংএর কোয়া দেখা যায়। এই পাটকিলা রংএর কোয়ার পরিমাণ যত কম হয়, ততই ভাল। বীজের কোয়া বাছিয়া পালন করিতে পাঁচ ছয় বন্দের পাটকিলা গুটী ধ্বংস করিয়া পরিষ্কার সাদা কোয়া রাখা যাইতে পারে। য়ুরোপে এণ্ডির কাপড় অপেক্ষা এণ্ডির কোয়াই অধিক চালান যায়। পাটকিলা কোয়া মিশাল করায় তেমন দাম হয় না। পাটকিলা কোয়া হইতে যে সূতা হয়, তাহাকে পরিষ্কার করিয়া সাদা করা দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য।

পলু পোকার যেমন কালশিরা ও কটারোগ হয়, আসামের এণ্ডি পোকারও সেইরূপ কালশিরা ও কটারোগ হইতে দেখা যায়। সেখানে ঐ দুই রোগে অনেক সময় এণ্ডি পোকার সর্ব্বনাশ করে। বগুড়া ও কোচবিহারের এণ্ডি পোকা আসামের এণ্ডিপোকা অপেক্ষা সবল। ঐ দুই স্থানে এখনও কটারোগ প্রবেশ করিতে পারে নাই। এণ্ডিকীটপালন আসাম দেশের একটী প্রধান উপজীবিকা। পলুপোকা পালন করিবার সময়ে যে উপায়ে মাছির উৎপাত নিবারণ করিতে হয়, এণ্ডিপোকা পালনের সময়ও ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিতে হয়। পলুপোকা ও এণ্ডিপোকা উভয়ই প্রায় এক নিয়মে পালন করিতে হয়। তুঁত পোকা কোয়া প্রস্তুত করিবার উপযুক্ত হইলে তাহাকে যেমন সহজেই বাছিয়া ডালা হইতে পৃথক্ করা যায়, এণ্ডিপোকা কোয়া প্রস্তুতের উপযুক্ত হইলে সেরূপে সহজে বাছিয়া লওয়া যায় না। ঐ সময়ে যেমন পলু পোকাকে চন্দ্রকীর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া হয়, এণ্ডিকোয়া প্রস্তুতের পক্ষে কিন্তু তাহা উপযুক্ত নয়। বিলাতী পলুর কোয়া প্রস্তুতের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিতে হয়, এণ্ডির কোয়া প্রস্তুতের জন্য সেইরূপ বন্দোবস্তই করা উচিত। এণ্ডির কোয়া খাইয়ে বা বান্‌কে কাটাই করা যায় না। যে পোকা ডালা হইতে বাহিরে গিয়া কোয়া প্রস্তুত করে, সে গুলি স্বভাবতঃই অধিক সবল। বীজের জন্য তাহা হইতে সম্পূর্ণ শ্বেতবর্ণের কতকগুলি কোয়া বাছিয়া রাখা উচিত। তুঁত পলুর কোয়া হইতে প্রজাপতি কাটিয়া বাহির হইতে ৮ হইতে ২০ দিন পর্য্যন্ত লাগে, কিন্তু এদেশে এণ্ডির কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে গ্রীষ্মকালে ১৫ দিন ও শীতকালে ৩০ দিন পর্য্যন্ত লাগে। এণ্ডির কোয়া কাটাই করা যায় না বলিয়া সমস্ত গুটী হইতেই প্রজাপতি বাহির হইতে দেওয়া উচিত। অনেকে এণ্ডির কোয়া রৌদ্রে শুকাইয়া অভ্যন্তরস্থ ইষে বা জীবন্ত কীটগুলি মারিয়া ফেলে। এরূপ শুক্‌না ইষে সমেত গুটীতে ২০০০ হইতে ২৫০০টায় এক সের হয়, কিন্তু জীবন্ত ইষে থাকিলে ৭০০।৮০০ কোয়াতেই এক সের হয়। লাট এণ্ডিকোয়ার দর এক মণের ১০০৲ টাকা হইলে শুক্‌না ইষে সমেত কোয়ার দাম মাত্র ২০৲ টাকা হয়। এণ্ডি-কোয়া হইতে প্রজাপতি বাহির হইতে দিলে তাহা অনেক কাজে আসে। হংসকুক্কুটাদি অনেক পাখীর আহার্য্য হইতে পারে। সে গুলি সারের গাদায় পুতিয়া দিলে সারের তেজ বাড়ে। কুকী প্রভৃতি কোন কোন অসভ্য জাতি কোষ হইতে ইষে বাহির করিয়া তাহা পাক করিয়া খায়। এণ্ডির লাট-কোয়া রেশমের লাট কোয়ার মত সহজে কাটাই করা যায় না। তবে ক্ষারমিশ্রিত জলে ২।৩ ঘণ্টা সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া শুকাইয়া লইবে, পরে রেশমের লাটের ন্যায় সহজেই কাটাই করা যাইতে পারে। কলাপাতা অথবা যে কোন প্রকার নূতন গাছের ক্ষার ব্যবহার করা উচিত। রেশমের লাট কোয়া কাটাই করিয়া যে পরিমাণে লাভ হয়, এণ্ডি কাটাই করিয়াও সেই পরিমাণে লাভ হইতে পারে। এণ্ডি সূতা মটকার সূতার চেয়ে শক্ত। ইহার দাম সের করা ৭।৮ টাকা। তসর কোয়ার লাট এণ্ডি কোয়া অপেক্ষা সহজে কাটাই করা করা যায়। কিন্তু তাহাও কিছুক্ষণ ক্ষার জলে সিদ্ধ করিয়া না লইলে সহজে সূতা বাহির হয় না। যত প্রকার রেশম সূতা এদেশে প্রস্তুত হয়, তন্মধ্যে কেটেই সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। কেটের

কাপড় ক্রমাগত ব্যবহার করিলেও ৬।৭ বৎসর স্থায়ী হয়। ১০ গজ লম্বা ও এক গজ চওড়া কেটের থান ৫।৬ টাকায় পাওয়া যায়।

চসম।

চসম বলিলে ঠিক এক রকম জিনিস বোঝা যায় না।— ১ চন্দ্রকী হইতে কোয়া ঝুড়িবার সময় কোয়ার উপর যে আঁইস বা ফেঁসো বাদ যায়, তাহার নাম চসম। ২ ফেঁসোর ন্যায় অতি অল্প আঁইসযুক্ত ছেনিয়া কোয়াকেও চসম বলে। ৩ কাটাই করিবার সময় কোয়ার গুছি বা থাই বাহির করিতে যে রেশম টুকু বাদ যায়, তাহাও চসম। ৪ গেঁটে কোয়া কাটাই করা যায় না, এ কারণ তাহাকেও চসম বলা হয়। ৫ রেশমের লাট কোয়া ও তসরের লাট কোয়াও চসম বলিয়া গণ্য। ৬ এণ্ডি প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতীয় কোয়াকেও চসম বলা যায়। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী ও মালদহ জেলাতে রেশমের লাট কোয়া বা চসম হইতে মটকা, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লাট তসরের কোয়া হইতে কেটে ; রংপুর, দিনাজপুর, আসাম, পূর্ণিয়া,বগুড়া, জলপাইগুড়ী, কোচবেহার,চট্টগ্রাম,গয়া, শাহাবাদ ও পুরী প্রভৃতি স্থানে এণ্ডির কোয়ায় এণ্ডি নামক কাপড় প্রস্তুত হয়।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিলাতে চসমের ব্যবহার কেহই জানিত না। ঐ সময় হইতেই বিলাতে চসমের ব্যবহার আরম্ভ। সেই অবধি তথায় রেশম অপেক্ষা চসমের অত্যধিক আদর বাড়িয়া যাইতেছে। চসম পরিষ্কার করিয়া ধুনিয়া পিজিয়া লইবার জন্য বড় বড় কল কারখানা প্রস্তুত হইতেছে। চসমের কারখানায় যেরূপ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ও বহুমূল্যের কলের ব্যবহার দেখা যায়, রেশম শিল্পের অন্য অন্য বিভাগে সেরূপ কলের বন্দোবস্ত নাই। বিলাতে চসম হইতে সাটিন, নিকৃষ্ট জাতীয় মখমল ও নানা প্রকার রেশমের কাপড় প্রস্তুত হইতেছে।

রেশম কাটাই করিবার উপায়।

কোয়াগুলি রৌদ্রে শুকাইয়া অথবা কার্ব্বন বাইসালফাইড্ দিয়া মারিয়া ফেলিতে হয়। বর্ষা ভিন্ন অন্য সময়ে ভাপ্ খাওয়াইতে হয়। যেখানে বেশী কোয়া কাটাই হয়, সেখানে ভাপ্ দিবার জন্য তুন্দুলের আবশ্যক। তুন্দুলে ৫ মিনিটকাল ১৬০° ডিগ্রী উত্তাপে রাখিয়া দিলে কোয়ার মধ্যস্থ পোকা নিশ্চয় মরিয়া যায়। তুন্দুল করিবার পরে একদিন রৌদ্রে দিয়া ভাল করিয়া শুকাইয়া লইতে হয়। ঘুটিং চুণের ঘরে কোয়া রাখিয়া দিলেও সহজে শুকাইয়া যায়। সেই ঘরে অগ্নি বা আলোক লইয়া যাওয়া উচিত নয়।

এদেশে কোয়া কাটাই করিয়া সূতা বাহির করিবার জন্য তিনটী আয়োজনের আবশ্যক, ১ম, একটী ঘাই বা গরম জলের পাত্র যেখানে কোয়াগুলি ঘুরিয়া থাকে ও সূতা বাহির হয়। ২য়, একটী চস্‌মা অর্থাৎ দুইটী লৌহশলাকার প্রান্ত ভাগে সংলগ্ন দুইটী ক্ষুদ্র ও সচ্ছিদ্র চীনা মাটীর পাত্র। যে কাষ্ঠ-ফলকের সম্মুখে ঐ শলাকা দুইটী সংলগ্ন থাকে, তাহারই অপর-ভাগে আরও দুইটী পিত্তলের শলাকা লম্বভাবে খাড়া থাকে। ঘাইয়ের মধ্যগত কতকগুলির কোয়ার থাই চসমার একটী ছিদ্র দিয়া তবিলের চরকীতে লাগাইয়া দিতে হয়। ৩য়, তবিল বা চরকী। এই চরকীতে রেশমের থাই আটকাইয়া দিয়া হাতল দিয়া ঘুরাইলে ঘাইয়ের কোয়া হইতে সূতা আপনি খুলিয়া আসিতে থাকে। একটী কোয়া শেষ হইলে আর একটী কোয়া সেইস্থানে তৎক্ষণাৎ রাখিতে হয় এবং তাহারও থাই পূর্ব্ববৎ লাগাইয়া দিতে হয়। তবিলের উপর লক দুইটী ঠিক একস্থানেই পাছে জড়াইয়া যায়, তজ্জন্য তাহার উপরি ভাগে একটী দণ্ড জাঁতার সহিত ঘুরিতে থাকে। যে দণ্ডটী ঐরূপে খেলিতে থাকে,তাহার উপরি ভাগে দুইটী কাচের ক্ষুদ্র শলাকা খাড়া থাকায় দণ্ডটী বামে ও দক্ষিণে খেলে বলিয়া লক্ দুইটী তবিলের উপর একই স্থানে না জড়াইয়া ২।৩ ইঞ্চি স্থান ব্যাপিয়া জড়াইতে থাকে। ইহাতে সুবিধা এই লক ছিঁড়িয়া গেলেই উহার থাই সহজে খুঁজিয়া পাওয়া যায় এবং রেশমের বন্দিগুলি কাটাই হইতে হইতেই শুকাইয়া যায়।

বিলাতে রেশম কাটাইএর তিনটী প্রণালী প্রচলিত দেখা যায় ;—১, ইতালীয় প্রণালী ২, ফরাসী প্রণালী ; ৩, রোটেলিনো গালবিয়াটী প্রণালী। ইতালীয় প্রণালীতে কাটাই করিলে একটী সূতার সহিত নিকটস্থ সূতার সম্বন্ধ রাখিতে হয় না। এমন কি, কাটাই করিতে করিতে সূতা ছিঁড়িয়া গেলে নিকটস্থ সূতার কাটাই বন্ধ রাখিয়া সূতার থাই তবিলের সহিত যোগ করিয়া দিবার কোন আবশ্যক হয় না। এই প্রণালীতে সূতা বাহির করিতে গেলে দুইটী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাচের চাকার প্রয়োজন হয়। মাঝে মাঝে সেই চাকা দুটী ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, ঐ চাকা ভাঙ্গিয়া গেলে সবমাটী। ফরাসী প্রণালী প্রায় বঙ্গদেশের প্রণালীর মত ; ইহাতে পাশাপাশী দুইটী সূতা ফের দিয়া কাটাই করিতে হয়। ইহা অতি সহজ বলিয়া সকলে এই প্রণালীর পক্ষপাতী। রোটে-লিনো গালবিয়াটি প্রণালী ইতালীয় অপেক্ষাও জটিল। এই প্রণালীতে একই সূতা দুইটী ভিন্ন স্থানে ফের দিয়া কাটাই করিতে হয়। তজ্জন্য চারিটী সরু কাচের চাকা দরকার ; অধিকতর সংঘর্ষণ দ্বারা শেষ সূতাগুলি দৃঢ় ও সুগোল ভাবে সম্মিলিত করিয়া সূতা প্রস্তুত করা যাইতে পারে বলিয়া এই জটিল প্রণালী অবলম্বিত হইয়া থাকে। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সূতা প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু ব্যবহারের পক্ষে নানাবাধাও ঘটে। বঙ্গদেশের প্রণালী অতি সহজ ও অতি অল্প ব্যয়সাধ্য।

রেশম কাটাইএর জন্ত এখন য়ুরোপে নানা প্রকার কল প্রস্তুত হইতেছে। মালদহ অঞ্চলে বৎসরে প্রায় ২০০০৲ মণ থমরু রেশম প্রস্তুত হয়। বীরভূম জেলাতেও যে যে গ্রামে পলু পোষা হয়, সেখানে কিছু কিছু থমরু প্রস্তুত হইয়া থাকে। মালদহের রেশম অপেক্ষা বীরভূমের থমরু নিকৃষ্ট। মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দির নিকট বসোয়া, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি কএকটী গ্রামে যে সকল পট্টবস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহা বীরভূমের থমরু রেশম হইতে। কিন্তু ঐ জেলার মীর্জাপুর প্রভৃতি যে সকল গ্রামে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় বোনা হয়, তাহাতে মালদহের রেশমই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। থমরু রেশমের কলন অধিক হয়। একজন কাটানী বানকী রেশমের তিনগুণ থমরু রেশম কাটাই করিতে পারে। বানকী রেশম এককালে কেবল দুই বন্দী প্রস্তুত হয়, কিন্তু থমরু এককালে ছয় বন্দী হইতে পারে ও কাটাই খরচ অনেক কম পড়ে।

রেশমের ইতিহাস।

সাধারণের বিশ্বাস যে চীন দেশই রেশমের প্রথম জন্মস্থান, এই চীন হইতেই ভারতে ও য়ুরোপে রেশম গিয়াছে; কিন্তু যখন এ দেশের লোক চীনের নামগন্ধ জানিত না, তাহারাও পূর্ব্ব হইতে ভারতে রেশমের ব্যবহার প্রচলিত। এদেশে ধর্ম্ম কর্ম্মে দেশজাত দ্রব্য ভিন্ন বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের নিয়ম নাই। যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম কালে সর্ব্বত্র পট্টবস্ত্রের ব্যবহার প্রচলিত ইত্যাদি দৃষ্টান্ত দেখিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে রেশম বিদেশীয় হইলে এদেশীয়েরা কখনই ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যবহার করিতেন না। কেহ কেহ "ক্ষৌমে বসনে বসানা" ইত্যাদি বৈদিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া বিবাহে ব্যবহৃত উক্ত ক্ষৌম বস্ত্রকেই রেশমী বস্ত্র বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাচীন বৈদিক সংহিতাদিতে ক্ষৌম শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী বৈদিক ও স্মৃতি সাহিত্যে যেখানে ক্ষৌম বস্ত্রের উল্লেখ আছে, সেখানে প্রাচীন টীকাকারেরা ক্ষৌমশব্দের শণ নির্ম্মিত বস্ত্র ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এরূপস্থলে ধর্ম্মশাস্ত্রে পট্টবস্ত্রের ব্যবহারের প্রসঙ্গ থাকিলেও বৈদিক সময়ে রেশমের প্রকৃত ব্যবহার ছিল কিনা তৎপক্ষে সন্দেহ।

অথর্ব্ববেদীয় কৌশিকসূত্রে "ক্ষৌমিকীং বৈশ্যায়" (৫৭.৩) অর্থাৎ বৈশ্যাকে ক্ষুমানির্ম্মিত মেখলা দিবে। এই ক্ষৌম শব্দ দেখিয়াও কেহ কেহ "রেশম" কল্পনা করেন, কিন্তু মনুসংহিতাকার নিজেই ঐ ক্ষৌম শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"ক্ষত্রিয়স্য তু মৌর্ব্বীজ্যা বৈশ্যস্য শণতান্তবী।" (২।৪২) অর্থাৎ বৈশ্যের শণ-তন্তুই মেখলা হইবে। ক্ষৌম শব্দে পট্টবস্ত্রও বুঝায়, কিন্তু ঐ পট্টবস্ত্রের অর্থ শণের পাট, তাহা রেশম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মনুসংহিতায় রেশম ও তসর বস্ত্রের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় যথা—

"কৌষেয়াবিকয়োরূষৈঃ কুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমাণাং গৌরসর্ষপৈঃ॥" (মনু ৫।১২০)

অর্থাৎ কৌষেয় ও পশম লোনামাটী দিয়া পরিশুদ্ধ করিবে। অংশুপট্ট বা রেশম শ্রীফল দ্বারা এবং গৌরসর্ষপ দ্বারা ক্ষৌম-বস্ত্র শোধন করিবে। উক্ত প্রমাণ হইতে দুই প্রকার রেশমের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে। এদুটীর মধ্যে একটী তসর ও অপরটী রেশম। তসর গুটী হইতে যে নিকৃষ্ট রেশম পাওয়া যাইত, তাহাই কৌষেয় এবং পট্ট বা বড় পাট নামক পলুর কোষ হইতে যে অংশু পাওয়া যাইত, তাহাই অংশুপট্ট নামে অভিহিত। মনুসংহিতায় চীন প্রভৃতি জনপদবাসী ভারতবর্ষের অন্তর্গত জাতি বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে। অথচ মনুসংহিতায় চীনাংশুক অর্থাৎ চীনদিগের নির্ম্মিত সূক্ষ্ম বস্ত্রের কোন উল্লেখ নাই। ইহাতে মনে হয় যে, মনুসংহিতা-রচনাকালে ভারতবর্ষে কৌষেয় ও অংশুপট্ট নামে যে দুইপ্রকার বস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহা চীনাংশুক হইতে স্বতন্ত্র। মহাভারতে রাজসূয় পর্ব্বাধ্যায়ে দেখাযায় যে চীনগণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে চীনাংশুক উপহার দিয়াছিল।—

"প্রমাণরাগস্পর্শাঢ্যান্ বাহ্লীচীনসমুদ্ভবম্।
ঊর্ণঞ্চ রাঙ্কবঞ্চৈব পট্টজং কীটজন্তথা॥" (সভা ৫২।২৬)

সম্ভবতঃ ঐ সময়েই ভারতবর্ষে প্রথম চীনাংশুকের প্রচলন হইয়া থাকিবে। ধর্ম্মকর্ম্মে না হইলেও চীনাংশুক ভারতবাসীর বিলাস সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। যথা—

"চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য"
(কালিদাসের শকুন্তলা ১ম অঙ্ক)

সম্ভবতঃ চীনাংশুক ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিলাসের সামগ্রী বলিয়া গণ্য হইলে চীনজাতীয় পলু এদেশে আনীত ও তাহার প্রতিপালনের ব্যবস্থা হইয়া থাকিবে। সংস্কৃত সাহিত্যে রেশম কীটের নাম পুণ্ড্রীক। এখনও মালদহ অঞ্চলে যাহারা রেশমকীট পালন করে, তাহারা পুণ্ড্রীকাক্ষ বা পুণ্ড্র বা পুঁড়ো নামে খ্যাত। পুণ্ড্রীক শব্দই অপভ্রংশে পোঁড়, পোলু, পুলু বা পলু হইয়াছে। খৃষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের নিকট পুণ্ড্রীক নামক এক বণিক শাখার সন্ধান জৈনদিগের কল্পসূত্রে পাওয়া যায়। মালদহ হইতে বগুড়া পর্য্যন্ত এক সময়ে প্রচুর পরিমাণে রেশম উৎপন্ন হইত ও যথেষ্ট পলুর ব্যবসা প্রচলিত ছিল। এখানে যাহারা পলুর ব্যবসা করিত, তাহাদের মধ্যে এক উচ্চ শ্রেণী জৈনশাস্ত্রে পুণ্ড্রীক নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে কৌষেয়, পট্ট, ক্রিমিকসূত্র, কীটতন্তু, কীটসূত্র, কীটজ, দুকূল ও দুগুল এই কয়েকটী রেশমের পর্য্যায় পাওয়া যায়। উক্ত নাম গুলি দ্বারাও বৈদেশিক

সংশ্রবের কোন প্রকার আভাস পাওয়া যায় না। চীন ভাষায় ৎসৌ (Tsau) অর্থে কোয়া, শি (Tsi) অর্থে পলুকীট বোঝায়, এই শি হইতেই মোগল সিকে, কোরিয়া সির, গ্রীক সেরিকোন্, লাটিন সেরিকম্ (Sericum) জর্ম্মান্ সিডেন (Seiden), ফরাসী সোয়ি (Soie), রুষ সিওলক্ (Sheolk), অ্যাংগ্লো-সাক্সন সিওলক (Seolc) আইসলণ্ডীয় সিল্কে (Silke), ও ব্রহ্মদেশীয় সা (Tsa)। উক্ত নামগুলি দেখিলে স্পষ্টই মনে হয়, চীন ও মোঙ্গোলিয়া হইতে রেশম য়ুরোপে গিয়া পঁহুছিয়াছে। আসামী ভাষায় পাট শব্দে কোয়া, কাশ্মীরি ভাষায় পাট শব্দে রেশম, এমন কি তামিল ভাষায়ও পট্টু শব্দে রেশম বুঝাইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষার ঐ শব্দগুলি সংস্কৃত পট্ট শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে সন্দেহ নাই। উদ্ধৃত বিভিন্ন ভাষার শব্দ সমূহ হইতে কি বোঝা যাইতেছে না যে ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তবাসী ব্রহ্মবাসিগণ চীনদিগের নিকট হইতে রেশমের নামগ্রহণ করিলেও কি দক্ষিণভারতে কি সুদূর উত্তর ভারতে কোথাও বৈদেশিক নাম গৃহীত হয় নাই। ইহাদ্বারা অংশুপট্ট বা ভারতীয় রেশম যে ভারতবাসীর নিজস্ব তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। মহাভারতে পলুপোকা 'কৃমি' নামে উক্ত হইয়াছে।* এখনও কাশ্মীর অঞ্চলে পলু-পালনকারিগণ ক্রিমিকনামে খ্যাত। এমন কি রামায়ণেও আসামের উত্তরাংশ কোষকার বলিয়া প্রথিত হইয়াছে—

"মাগধাংশ্চ মহাগ্রামান্ পুণ্ড্রাঙ্গাংস্তথৈব চ।
ভূমিঞ্চ কোশকারাণাং ভূমিঞ্চ রজতাকরাম্॥"
(কিষ্কিন্ধ্যা ৪০।২৩)

রামায়ণের বর্ণনা হইতেই মনে হয়, হিমালয়ের ক্রোড়স্থ কোষকার নামক জনপদ হইতে অতি পূর্ব্বকালে চীন ও ভারতবাসী রেশম বা তসরের সন্ধান পাইয়া থাকিবে। বাইবেলের প্রাচীন অংশে সেরিকোথ (Sherikoth of Issiah 19. IX) নামে রেশমের উল্লেখ আছে। ভাষাবিদ্‌গণ ঐ শব্দ হইতে চীনের সহিত সংশ্রব স্বীকার করেন। এদিকে হিব্রু মেশি ও দোমেসেক্, আরবী দিমক্সে ও কুশ এবং পারসিক অব্রেশম বা রেশম একপর্য্যায়বাচক শব্দ। এই সকল শব্দের সহিত চীন বা ভারতীয় রেশম শব্দের কোন প্রকার সংশ্রব নাই।

চীন-ইতিহাসে লিখিত আছে, ফোহি নামক চীন-সম্রাটের পত্নী সিলিংচী ২৭০০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে রেশমের সূতা আবিষ্কার করেন, কিন্তু বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, চীনের ইতিহাসে যে সকল প্রাচীনতম গল্প লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা খৃষ্ট জন্মের তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ঐ সময়ে চীনের অত্যাশ্চর্য্য প্রাচীর-নির্ম্মাতা চীন-সম্রাট্ চি-হোয়াঙ-তি সমস্ত প্রাচীন চীনগ্রন্থ পোড়াইয়া ফেলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর চীনের প্রাচীন ইতিহাস স্মৃতি হইতে পুনরায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এরূপ স্থলে চীন ইতিহাসের অতি প্রাচীন ঘটনাবলী নিঃসন্দেহে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। অবশ্য খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দে চীনে যে রেশম ও তসরের বাণিজ্য চলিতেছিল, ঐ সময়ের গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সাধারণের বিশ্বাস, রোমসম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দে কয়েকজন সন্ন্যাসী যতির নিকট চীনের রেশমী বস্ত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগকে চীন দেশে পুনরায় যাইতে অনুরোধ করেন। তাঁহারাই চীনদেশ হইতে চীনাপলুর উৎকৃষ্ট ডিম লইয়া রোমে ফিরিয়া আইসেন। সেই বীজকোষ হইতেই য়ুরোপে রেশম প্রস্তুতের সূত্রপাত ও সেই সময় হইতে রেশমের ব্যবসাও ক্রমে ক্রমে য়ুরোপের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এইরূপে চীনের রেশম য়ুরোপে প্রচারিত হইলেও তৎপূর্ব্বে রোমকসাম্রাজ্যে রেশম অপরিজ্ঞাত ছিলনা। প্লিনির বর্ণনা হইতে জানা যায়—আসিরীয়া দেশে পলু পোকা জন্মিত। দক্ষিণ য়ুরোপ হইতেও বন্য পলুপোকা ও রেশম প্রস্তুতপ্রণালী অতি সামান্য ভাবে লোকের জানা ছিল। প্লিনির মতে প্লোতেশের কন্যা পাম্ফিলী (Pamphile) কোষ নামক দ্বীপ হইতে রেশম কাটাই ও রেশম বোনার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এই সকল প্রমাণে দেখা যাইতেছে, চীনের রেশম এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র আদৃত ও প্রচলিত হইলেও অতি পূর্ব্বকালেও দক্ষিণ য়ুরোপের লোকেরা বন্য রেশমকীটের বৃত্তান্ত অবগত ছিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর পর সমস্ত য়ুরোপে চীনের রেশম আদৃত হওয়ায় একমাত্র চীনকেই সাধারণে রেশমের আদি জন্মভূমি বলিয়া মনে করিয়া থাকে।

ফরাসীপণ্ডিত বৈতাড় (M. Boitard) বলেন যে, রেশম ভারতের জিনিস। তাঁহার মতে, সম্রাট্ জষ্টিনিয়ান্ (Justinian) সন্ন্যাসিগণের দ্বারা যে রেশমকীটের ডিম্ব আনাইয়া ছিলেন, তাহা চীনদেশ হইতে নহে, পঞ্জাবের প্রান্তে সিরহিন্দ নামক উত্তরভারত হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। চীনেরা দুর্ভেদ্য প্রাচীর হইতে বহির্গত হইয়া সুগন্ধি ও গরমমসলার পরিবর্ত্তে হিন্দুকে রেশম দিয়া যাইত। অত্যুর্ব্বর অনুগাঙ্গ প্রদেশে পরে ঐ রেশমেরও চাষ বিস্তৃত হইয়াছিল।

প্রোকোপিয়াসের (Procopius de Bello Gallico) বর্ণনা হইতেও জানিতে পারি যে, ৫০০ হইতে ৫৬৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কএকজন সন্ন্যাসী ভারত হইতে রোমক-সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানের সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা শুনিতে পাইলেন,

* "কৃমিভিঃ কোষকারস্থ বধ্যতে স্ব পরিগ্রহাৎ।" (ভারত ১২।৩২৯।২৯)

সম্রাটের ইচ্ছা নয় যে আর পারস্য হইতে রেশম খরিদ করেন। তখন তাঁহারা সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, যদি তিনি অনুমতি করেন, তাহা হইলে তাঁহারা রোমরাজ্যের মধ্যেই রেশম জন্মাইতে পারেন, আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। তাঁহারা আরও জানাইলেন যে নানা জাতিসমাকুল ভারতের সেরিন্দা (সর্‌হিন্দ্) নামক স্থানে তাঁহাদের বহুকালের বাস। ঐ স্থান হইতে তাঁহারা রেশমকীট আনিয়া দিতে পারেন।

আবার বৈজন্তীবাসী থিওফানেশ (Theophanes of Byzantium) খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিয়াছেন যে,—সম্রাট্ জষ্টিনিয়ানের রাজত্বকালে একজন পারসিক লাঠির মধ্যে লুকাইয়া কতকগুলি রেশমকীটের ডিম বৈজন্তীরাজধানীতে আনিয়াছিল। তাহা হইতেই রোমকেরা রেশমকীট-পালন-প্রথা ও রেশমোৎপাদন শিক্ষা করিয়াছিল, তৎপূর্ব্বে রোমরাজ্যে আর কেহ রেশমপালন ব্যাপার জানিত না।

উদ্ধৃত প্রমাণগুলি হইতে মনে হইতেছে—যে য়ুরোপীয় সাধারণের বিশ্বাস থাকিলেও চীন হইতে রোম-রাজধানীতে রেশমকীট যায় নাই। ভারতসীমান্ত সর্‌হিন্দ্ অথবা তাহারই নিকটবর্ত্তী পারস্যসীমা হইতে সম্ভবতঃ রেশমবীজ রোমরাজ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভারতে বহুকাল হইতে রেশমের চাষ প্রচলিত, এবং ভারত হইতেও যে প্রাচীন সুসভ্য দেশসমূহে রেশমের বীজ গিয়া থাকিবে, তাহাও অসম্ভব নহে।

ভারতে এখন যতপ্রকার রেশমকীট দেখা যায়, তাহার সকল গুলিকে আমরা ভারতীয় বলিতে প্রস্তুত নহি। রেশম-তত্ত্ববিদ্‌গণের গবেষণা ফলে এই ভারতেই প্রধানতঃ ১৫ প্রকার পলুকীট ও ৩১ প্রকার তসরকীটের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ঐ সকল জাতির মধ্যেও আবার কতকগুলি উপজাতি দেখা যায়। ঐ সকলের মধ্যে বিলাতী পলু (Bombyx mori), ও চীনা পলু (Bombyx sinensis) এবং এই দুই শ্রেণীর কতকগুলি উপজাতিকে আমরা ভারতীয় বলিতে প্রস্তুত নহি, উহারা বিভিন্ন সময়ে ভারতে আনীত ও প্রতিপালিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে চীনাপলু কতদিন হইল এদেশে আনীত হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। উহা বহুকাল হইতে বঙ্গবাসী হইয়া পড়িয়াছে। বিলাতী পলু চীনের সকল প্রদেশে, কাশ্মীর, আফগানিস্থান, পারস্য, বোখারা, সিরীয়া, ফ্রান্স, ইতালী, স্পেন, সুইডেন, রুষিয়া, তুরুষ্ক, ইজিপ্ট, আলজিরিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি সকল দেশেই এখন জন্মিতেছে, কিন্তু ইহার আদি জন্মস্থান চীনদেশ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে বঙ্গদেশে বিলাতী পলু-পালনের বন্দোবস্ত হয়। কিন্তু ইহা গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশ অপেক্ষা শীতপ্রধান স্থানেই ভাল রকম জন্মে।

১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্পিড সাহেব লিখিয়াছেন যে, ১২০ বর্ষ হইল বড় পলু ইতালী হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে। হটন সাহেবের মতে, এই রেশমকীট চীন হইতে বাঙ্গালায় আসিয়াছে; তবে কতকাল হইল আনা হইয়াছে, তাহা কেহ বলিতে পারে না। কিন্তু এই পলুকে আমরা বিদেশগত বলিতে প্রস্তুত নহে। ইহা "দেশী" পলু নামে এদেশে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ; এই নাম হইতেই এই পলুকে গৌড়ীয় বা ভারতীয় বলিয়া গ্রহণ করিতে আপত্তি নাই। ১২০ বর্ষের পূর্ব্বে প্রকাশিত ফরাসী বাণিজ্য-কোষ হইতে জানিতে পারি যে তৎপূর্ব্বে কাসিমবাজার, হরিপাল, জঙ্গীপুর, রাধানগর, সোণামুখী, নদীয়া, বগুড়া, রঙ্গপুর ও নিম্ন আসামে এই কীট প্রচুর পরিমাণে পালিত হইত।

কাশ্মীরে পূর্ব্বাপর রেশমের চাষ চলিতেছে। ঐখানে চীন ও বোখারা হইতে ভাল রেশমকীট আনা হইতেছে। পাস্তুর প্রণালীতে এখানে ইতালীয় রেশমকোষ আনাইয়া চাষ আরম্ভ হইয়াছে। বৃটীশ-গবর্মেন্টের কৃষিবিভাগের যত্নে ও য়ুরোপীয় রেশম বণিকগণের যত্নে কেবল বঙ্গদেশ বলিয়া নহে, ভারতের নানাস্থানে দেশীয় ও বিদেশীয় নানা প্রকার রেশমের চাষ বিস্তার হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, যে রেশম-ব্যবসায়ে দেশীয়গণ এক সময় জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদের রেশম ব্যবসায় আর সেরূপ আগ্রহ নাই।

রেশমের বাণিজ্য।

সকল সভ্য দেশেই সৌখীন জিনিস বলিয়া রেশমের আদর ও বাণিজ্য আছে। বহু সহস্র বর্ষ হইতে চীনদেশে সমভাবে রেশম-বাণিজ্য চলিতেছে। অন্য দেশে অল্প বিস্তর রেশমের আমদানী রপ্তানী হইলেও চীনদেশে আমদানী নাই, কেবল রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, চীন বরাবর কাহারও নিকট রেশমের জন্য মুখাপেক্ষী নহে। চীনের সকল জেলাতেই যেমন প্রভূত রেশম উৎপন্ন হয়, তেমনি নানা দেশে চীন হইতে সেই সকল উৎপন্ন রেশম রপ্তানী হইয়া থাকে। ঐ সকল রেশম হইতে রুমাল, চাদর, শিরস্ত্রাণ, সাটিন, ফিতা প্রভৃতি নানা জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

চীনের মত জাপানেও যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হয়। জাপানে একপ্রকার আজি পোকা জন্মিয়া বহু রেশমের কোয়া নষ্ট করিয়া থাকে। তথাপি এখানে রেশমী বস্ত্রাদি যথেষ্ট প্রস্তুত হয় এবং বিলাত ও ভারতের বাজারে যথেষ্ট আমদানী হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব উপদ্বীপ, শ্যামদেশ, পারস্য প্রভৃতি স্থানে যে রেশম উৎপন্ন হয়, তাহার অধিকাংশ অন্তর্বাণিজ্যেই যায়। পারস্যে যেজ্‌দ্‌প্রদেশে হোসেন কুলী খাঁ নামে এক প্রকার উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হয়। মধ্য এসিয়ায় বোখারা রেশমব্যবসার একটী

প্রধান স্থান। চীনের রেশম অপেক্ষা এখানকার রেশম নিকৃষ্ট। এখানকার প্রধানতঃ তিন প্রকার রেশম ভারতে রপ্তানী হয়, তাহা লবি-অবি (নদী তীরোৎপন্ন), বর্দ্দনজই ও চিল্লা-জারদার। শেষোক্ত রেশমই শ্রেষ্ঠ, ইহা হজরৎ ইমাম্ ও কুবাদ প্রদেশে জন্মে।

ভারতবর্ষে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হইলেও য়ুরোপের বাজারে ভারতীয় রেশম অপেক্ষা চীন, জাপান, শ্যাম ও পারস্যের রেশমই বেশী আদৃত। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যত্নে বঙ্গে উৎকৃষ্ট রেশম প্রস্তুত করাইবার চেষ্টা হয়, এজন্য তাঁহারা ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের জমিদারবর্গকে অনুরোধ করেন, ঐ সময়ে ইতালী হইতে কএক জন রেশমকর এদেশে আসেন। সে সময়ে ইতালীয় প্রথায় রেশম জন্মিলেও পরে এ দেশীয়রা ঐ প্রথা তেমন সুবিধাজনক নহে মনে করিয়া গ্রহণ করে নাই। ভারতের সকল স্থান অপেক্ষা বঙ্গদেশেই বেশী রেশম উৎপন্ন হয়। এখান হইতে উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, পঞ্জাব, এমন কি কাশ্মীর পর্য্যন্ত বঙ্গীয় রেশম রপ্তানী হইয়া থাকে। বারাণসীতে যে উৎকৃষ্ট রেশম কাপড় প্রস্তুত হয়, তাহার রেশম অধিকাংশ বঙ্গদেশীয়। মুর্শিদাবাদ ও মালদহ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট রেশম বস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে। তাহা দেখিতে বিলাতী রেশম বস্ত্রের ন্যায় পরিষ্কার। বিলাতী রেশম ধৌত করিলে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, কিন্তু দেশী রেশম সেরূপ নষ্ট না হইয়া বরং ধুইলে ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি হয়। এদেশে থাড়ি করিয়া সকল রেশমই প্রায় রঙ করা হয়, বাজারে ১৪ প্রকার রঙের রেশম বস্ত্র দেখা যায় যথা—গাঢ়নীল বা কাল, ফিকে নীল বা ছেয়ে রং, লাল ও গোলাপী, বাসন্তী বা হলুদে রঙ্, জরদ বা কমলানেবুর রঙ্, সবুজ, বেগুনী, বনেশ বা সুরমাই, পীতাম্বরী, সোণালী, হীরামণ-কণ্ঠী, ময়ুরকণ্ঠী, ধূপছায়া ও আসমানী। বালুচরে রেশমের উপর জরীর কাজ করিয়া "রেইয়া" ও "মেখলা" নামক বস্ত্র প্রস্তুত হয়। রেইয়ায় আসামী রমণীদিগের ব্যবহারোপযোগী চাদর ও মেখলায় তথায় কোমরবন্দ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপ ও আমেরিকায় সকল দেশে রেশম উৎপন্নের যথেষ্ট চেষ্টা থাকিলেও ফ্রান্স সকল দেশকেই পরাস্ত করিয়াছে। অপর সকল দেশ অপেক্ষা ফ্রান্স হইতেই অধিক রেশম অন্যদেশে রপ্তানী হয়। ইংলণ্ড সকল দেশ অপেক্ষা ফ্রান্স হইতেই অধিক রেশম খরিদ করেন।

পৃথিবীর কোন্ কোন্ দেশে কত পরিমাণ রেশম ও চশম উৎপন্ন হয় এবং কত আমদানী ও কত রপ্তানী হয়, তাহার একটী মোটামুটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল; ইহা হইতে বিভিন্ন দেশের রেশমের অবস্থা কতকটা অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারিবে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বিভিন্ন দেশে মোট উৎপন্ন।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্-মণ	মোট উৎপন্ন-মণ
চীন	২৬২৫০০	২১২৫০০	৪৭৫০০০
জাপান	৯৭৫০০	৮০০০০	১৭৭৫০০
মলয় উপদ্বীপ	২৩৭৫০	১৮৭৫০	৪২৫০০
ভারতবর্ষ	১৫৬২৫	১৩৫০০	২৯১২৫
মধ্যএসিয়া	২৬০০০	২১৬২৫	৪৭৬২৫
এসিয়াস্থ তুরুষ্ক	১৭৫০০	১৬২৫০	৩৩৭৫০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৪০০০	১২৫০	৫২৫০
বল্কানরাজ্য	৭৫০	৩৭৫	১১২৫
গ্রীস্	৮৭৫	৫০০	১৩৭৫
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরি	৬৬২৫	৫৫০০	১২১২৫
ইতালী	১০৫০০০	৯০০০০	১৯৫০০০
ফ্রান্স	১৮০০০	১৫০০০	৩৩০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	২০০০	১২৫০	৩২৫০
সুইজর্লণ্ড	৭৫০	১২৫০	২০০০
জর্ম্মণী	...	১২৫	১২৫
বৃটন	...	৭৫০	৭৫০
মরোক্কো	১২৫	১২৫	২৫০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	১২৫	১২৫০	১৩৭৫
মেক্সিকো	২৫	...	২৫

বিভিন্ন দেশে আমদানী।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্ মণ	মোট আমদানী-মণ
চীন	...	...	...
জাপান	২৫০	৫০	৩০০
মলয় উপদ্বীপ	৪৩৭৫	...	৪৩৭৫
ভারতবর্ষ	১৫০০০	১৫০০০	৩০০০০
মধ্যএসিয়া	১০০০	...	১০০০
য়ুরোপীয় রুষিয়া	১১২৫০	৫০০০	১৬২৫০
আরব	৩০০	...	৩০০
এসিয়া তুরুষ্ক	৫০০০	...	৫০০০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৫০	...	৫০
বল্কানরাজ্য	১৫০	...	১৫০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১২৫০০	১৩৫০০	২৬০০০
ইতালী	৩৫০০০	১৯১২৫	৫৪১২৫
ফ্রান্স	১৩২৭৫০	১৬৪৭৫০	২৯৭৫০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	৩১২৫০	...	৩১২৫০
সুইজর্লণ্ড	৫৪৩৭৫	৩২৫০০	৮৬৮৭৫
জর্ম্মণী	৫৪৩৭৫	৩২৫০০	৮৬৮৭৫

দেশ	রেশম-মণ	চসম-মণ	মোট আমদানী-মণ
বেলজিয়ম্	১৮৭৫	...	১৮৭৫
বৃটন	২৮৫০০	৮২২৫০	১১০৭৫০
মিসর	৪২৫০	...	৪২৫০
টিউনিস ও ত্রিপলী	১৮৭৫	...	১৮৭৫
আলজিরিয়া	৭৫০	...	৭৫০
মোরোক্কো	১৬২৫	...	১৬২৫
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	৬৬২৫০	১৫৭৫০	৮২০০০
মেক্সিকো	২৫০	...	২৫০
অষ্ট্রেলিয়া	...	৩৫০০	৩৫০০

বিভিন্ন দেশে রপ্তানী।

দেশ	রেশম-মণ	চসম্-মণ	মোট রপ্তানী-মণ
চীন	১১৮৭৫০	৯৪৫০০	২১৩২৫০
জাপান	৭১০০০	৪৫০০০	১১৬০০০
মলয় উপদ্বীপ	১৮৭৫	৩০০০	৪৮৭৫
ভারতবর্ষ	৪০০০	১৫০০০	১৯০০০
মধ্যএসিয়া	৩১২৫	১৫৭৫০	১৮৮৭৫
এসিয়াস্থ তুরুষ্ক	১৫৫০০	১৩৭৫০	২৯২৫০
য়ুরোপীয় তুরুষ্ক	৩৩৭৫	৫০০	৩৮৭৫
বল্‌কানরাজ্য	২৫০	...	২৫০
গ্রাস্	৫৫০	...	৫৫০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১০৩৭৫	৯৬২৫	২০০০০
ইতালী	১৩০০০০	৪১৭৫০	১৭১৭৫০
ফ্রান্স	৬০৭৪০	৪৭৫০০	১০৮২৫০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	১২৫০	১০০০	২২৫০
জর্ম্মণী	১২২৫০	১৩৭৫০	২৮০০০
বেলজিয়ম্	৫০০	...	৫০০
বৃটন	২৬২৫	১০৮৭৫	১৩৫০০
মিসর	১০০	...	১০০

বিভিন্ন দেশে রেশমের ব্যবহার।

দেশ	দেশীয়রেশম	বিদেশীয়রেশম	মোট
চান	১৪৩৭৫০	...	১৪৩৭৫০
জপান	২৮৭৫০	২৫০	২৯০০০
মলয় উপদ্বীপ	২৫০০০	৪৩৭৫	২৯৩৭৫
ভারতবর্ষ	১১৮৭৫	১৫৬২৫	২৭৫০০
মধ্যএসিয়া	২১২৫০	...	২১২৫০
য়ুরোপীয় রুষিয়া	...	১১২৫০	১১২৫০
লেভাণ্ট	২৮৭৫	১০০০০	১২৮৭৫
ইতালী	৩৭৫০	৬২৫০	১২০০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	২৫০০	৯০০০	১:৫০০
ফ্রান্স	১৬২৫০	৭৩৭৫০	৯০০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	১০০০	৩০০০	৪০০০
সুইজর্লণ্ড	...	৩৫০০০	৩৫০০০
জর্ম্মণী	...	৪৭৫০০	৪৭৫০০
বৃটন	...	২২৫০০	২২৫০০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	...	৬৬১৫০	৬৬২৫০
মেক্‌সিকো	...	২৫০	২৫০
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ		৬২৫০	৬২৫০

বিভিন্ন দেশে রেশমসূত্রের ব্যবহার।

দেশ	মোট-মণ	দেশ	মোট-মণ
চীন	১৮১২৫০	জাপান	৩৯০০০
মলয় উপদ্বীপ	৩৪৩৭৫	ভারতবর্ষ	৩৩০০০
মধ্যএসিয়া	২৬৬২৫	য়ুরোপীয় রুষিয়া	১৩৭৫০
লেভাণ্ট	১৩৩৭৫	অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	১৭২৫০
ইতালী	১৫৭৫০	স্পেন ও পর্ত্তুগাল	৫০০০
সুইজর্লণ্ড	৩৮১২৫	জর্ম্মণী	৭৭৫০০
বৃটন	৩৬২৫০	ইউনাইটেডষ্টেট ও	
মেক্‌সিকো	৩৭৫	কানাডা	৭১২৫৬
মিসর ও আফ্রিকার		অষ্ট্রেলিয়া	১২৫০
অন্যান্য দেশ	৮৫০০		

বিভিন্ন দেশে চসম্-সূত্রের ব্যবহার।

দেশ	দেশীয় চসমসূত্র	বিদেশীয় চসমসূত্র	মোট মণ
চীন	৩৭৫০০	...	৩৭৫০০
জাপান	১০০০০	...	১০০০০
মলয় উপদ্বীপ	৫০০০	...	৫০০০
ভারতবর্ষ	৫০০	৫০০০	৫৫০০
মধ্যএসিয়া	৫৩৭৫	...	৫৩৭৫
য়ুরোপীয় রুষিয়া	...	২৫০০	২৫০০
লেভাণ্ট	৫০০	...	৫০০
অষ্ট্রিয়া ও হঙ্গেরী	২৫০০	৩২৫০	৫৭৪০
ইতালী	৫০০০	৭৫০	৫৭৫০
ফ্রান্স	২৭৫০০	১২৫০০	৪০০০০
স্পেন ও পর্ত্তুগাল	...	১০০০	১০০০
সুইজর্লণ্ড	৩৩৭৫	...	৩৩৭৫
জর্ম্মণী	৬২৫০	২৩৭৫০	৩০০০০
বৃটন	১৩৭৫০	...	১৩৭৫০
ইউনাইটেডষ্টেট ও কানাডা	৪৭৫০	২৫০	৫০০০

দেশ	দেশীয় চসমসূত্র	বিদেশীয় চসমসূত্র	মোট মণ
মেক্সিকো	...	১২৫	১২৫
মিসর ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ		২২৫০	২২৫০
অষ্ট্রেলিয়া	...	১২৫০	১২৫০

ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানী।

খৃঃ অব্দ	রেশম	চসম্	কোয়া	মোট মূল্য (টাকা)
১৮৮৩।৮৪	৭৪৫০	১১০৭৫	৫৫০	৬২৭৫০০০৲
১৮৮৪।৮৫	৬৬২৫	১১৯০০	১১২০	৪৬৩৮০০০৲
১৭৮৫।৮৬	৪৪৭৫	১২৮০০	৭০০	৩৩২২০০০৲
১৮৮৬।৮৭	৫৬০০	১২৭৫০	১৪২৫	৪৮৪৩০০০৲
১৮৮৭।৮৮	৫৬৫০	১২৪৭৫	২১৫০	৪৮০৮০০০৲
১৮৮৮।৮৯	৫৪০০	১৬৪২৫	৪৬৭৫	৫১৮৭০০০৲
১৮৮৯।৯০	৭৪০০	১৫৪০০	৩২৭৫	৬৩৯৮০০০৲
১৮৯০।৯১	৬২৭৫	১৩৬৫০	১৮২৫	৫২১০০০০৲
১৮৯১।৯২	৬৪০৫	১২৬৫০	১৬২৫	৫১৮৬০০০৲
১৮৯২।৯৩	৮১৭৫	১৩৫৭৫	৯৫০	৬১৭৫০০০৲

ভারতে রেশমের আমদানী।

খৃং অব্দ	পরিমাণ	মূল্য
১৮৮৫।৮৬	১৩২৫	৪৯২৫
১৮৮৬।৮৭	৪৫০	২০২৫
১৮৮৭।৮৮	৪২৫	২২২৫
১৮৮৮।৮৯	১৬২৫	৭৫০
১৮৮৯।৯০	১৫৭	৭০০

রেশমী (দেশজ) রেশম হইতে উৎপন্ন।

রেশমী মিঠাই (দেশজ) শর্করা পাকবিশেষ হইতে প্রস্তুত মিষ্টান্নভেদ।

রেশয়দারিন্ (ত্রি) হিংসিতের প্রতিহিংসাকারী।

রেশী (স্ত্রী) জল। (তৈত্তিরীয়সং ৩।৩।৩।১)

রেষ, হ্রেষা, ঘোটকশব্দ। ভ্বাদি° আত্মনে° সক° সেট্। লট্ রেষতে। লোট্ রেষতাং। লুঙ্ অরেষিষ্ট।

রেষ (পুং) ১ ক্ষতি, হানি। ২ হিংসা।

রেষণ (ক্লী) রেষ-ল্যুট্। ১ অশ্বশব্দ, হ্রেষারব। ২ ব্যাঘ্রের চিৎকার। (ত্রি) ৩ হিংসন। আঘাতকরণ। ৪ ক্ষতি, হিংসা।

রেষা (স্ত্রী) ব্যাঘ্রের নিনাদ। অশ্বের হ্রেষারব।

রেষিন্ (ত্রি) হিংসাশীল।

রেষ্ট (ত্রি) ক্ষতিকারক, হিংসাকারী, দ্বেষী, দ্বেষ্টা।

রেষ্মচ্ছিন্ন (ত্রি) প্রলয়ঙ্কর ঝঞ্ঝাবাতে উচ্ছিন্ন বা বিদীর্ণ।

রেষ্মন্ (পুং) প্রলয় কাল। (শুক্লযজুঃ ১৬।৩০)

রেষ্মমথিত (ত্রি) প্রবল বাত্যায় দলিত।ববিধ্বস্ত

রেষ্ম্য (ত্রি) প্রলয়কালেও যিনি বিদ্যমান থাকেন।

"নমো রাত্ত্যায় চ রেষ্ম্যায় চ নমো বাস্তব্যায় চ"

(শুক্লযজুঃ ১৬।৩০)

'রিষ্যন্তে নশ্যন্তি ভূতান্যত্রেতি রেষ্মা প্রলয়কালঃ (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যন্তে। পা ৩।৩।৭৫) ইতি মনিন্, তত্র ভবঃ রেষ্ম্যঃ তস্মৈ প্রলয়েঽপি বিদ্যমানায়' (বেদদীপ)

রেসলপুর, মধ্যপ্রদেশের হোসঙ্গাবাদজেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম।

রেহলী, মধ্যপ্রদেশের সাগরজেলায় অন্তর্গত একটী তহসীল। ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৪২১ বর্গমাইল নিষ্কর ও ৮৮০ বর্গমাইল ভূমির রাজস্ব ধার্য্য আছে।

২ সাগরজেলার অন্তর্গত একটী নগর ও রেহলী উপ-বিভাগের সদর। সোণার ও দেহার নদীসঙ্গমের অদূরে উচ্চ ভূমির উপর স্থাপিত। অক্ষা° ২৩° ৩৮´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯° ৫´ পূঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৫০ ফিট্ উচ্চ। এই স্থান সমধিক উর্ব্বর ও স্বাস্থ্যপ্রদ। গুড়, দোলোচিনি ও গমের ব্যবসায় জন্য এই স্থান প্রসিদ্ধ।

পূর্ব্বে গোঁড়রাজগণ এখানে রাজত্ব করিতেন। তৎপরে বলদেববংশীয় রাখালজাতির এক শাখা নিকটবর্ত্তী খামারিয়া গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকে। তাহারা খামারিয়া হইতে রাজপাট উঠাইয়া রেহলী নগরে রাজধানী স্থাপন ও সুদৃঢ় দুর্গাদির দ্বারা তাহা সুরক্ষিত করে। পন্নার বুন্দেলাসর্দ্দার রাজা ছত্রশাল আহীরজাতির নিকট হইতে এই স্থান জয় করিয়া লন। পরে তিনি ফরুখাবাদের শাসনকর্ত্তা মহম্মদ খাঁ বঙ্গশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। পেশবা বাজীরাও ঐ সময়ে তাঁহাকে সাহায্য করায় প্রত্যুপকার স্বরূপ অন্যান্য সম্পত্তির সহিত তিনি পেশবাকে এই স্থান দান করেন। বর্ত্তমান দুর্গ উক্ত পেশবার যত্নে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই সময়ে এখানে অনেক সম্ভ্রান্তবংশীয় মহারাষ্ট্রপুঙ্গব আসিয়া বাস করেন। এখনও তাঁহাদের ভগ্নপ্রায় অট্টালিকাসমূহ বিদ্যমান আছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে সাগরজেলার সহিত রেহলী ইংরাজরাজের অধিকারভুক্ত হয়।

রৈ, শব্দ। ভ্বাদি° পরস্মৈ° অক° অনিট্। লট্ রায়তি। লোট্ রায়তু। লিট্ ররৌ। লুট্ রাতা। লুঙ্ অরাসীৎ।

রৈক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। রয়িক এইরূপ পাঠান্তর আছে।

(ছান্দোগ্য উপ° ৪।১।৩)

রৈক্বপর্ণ (পুং) জনপদভেদ। (ছান্দোগ্যউপ° ৪।২।৫)

রৈথ (পুং) রেথের গোত্রাপত্য। (পা° ৪।১।১১২)

রৈগ্রাম, স্কন্দপুরাণ বর্ণিত একটী পুণ্যক্ষেত্র। ক্ষীরাব্ধির পশ্চিম

তীরে অবস্থিত। এখানে ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের বাস ছিল। সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্গত কামাক্ষী-মাহাত্ম্যে রৈক্ষেত্রের বিশেষ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

রৈণব (পুং) রেণুর গোত্রাপত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ১২।১৪) ২ সামভেদ।

রৈণুকেয় (পুং) ১ পরশুরাম। ২ রেণুকার গর্ভজাত।

রৈতস (ত্রি) রেতঃ সম্বন্ধীয়। (শত° ব্রা° ১৪।৫।৫।২)

রৈতিক (ত্রি) রীতি বা পিত্তল সম্পর্কীয় বা তন্নির্মিত। (সুশ্রুত)

রৈত্তিক, ঋষিপ্রবর্ত্তিত গোত্রভেদ। (স্কান্দে নাগরখ° ১০৮।১৩)

রৈত্য (ত্রি) পিত্তলনির্ম্মিত পাত্র।

"তাম্রায়ঃ কাংস্যরৈত্যানাং ত্রপুণঃ সীসকস্য চ।"(মনু৫।১১৪)

'রীতিঃ পিত্তলং তন্ময়ং পাত্রং রৈত্যং' (কুল্লুক)

রৈভ (পুং) রেভের গোত্রাপত্য।

রৈভী (স্ত্রী) ১ ঋগ্‌মন্ত্রভেদ। (ঋক্ ১০।৮৫।৬) ২ আথর্ব্বণীয় মন্ত্রদ্বয়। (অথর্ব্ব ২০।১২৭।৪৬)

রৈভ্য (পুং) সুমতির পুত্র ও দুষ্মন্তের পিতা। (ভাগ° ৯।২০।৭) ২ মুনিবিশেষ। (লিঙ্গপু° ৬৩।৫১) জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্। কেশবার্ক মুহূর্ত্তচিন্তামণিতে ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন।

রৈবত (পুং) ১ স্বর্ণালুবৃক্ষ। (গরুড়পু° ২০৮ অ°) ২ শৈলভেদ। এই পর্ব্বতে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে হরণ করিয়াছিলেন।

(ভারত ১।২২১।৬) [উজ্জয়ন্ত ও গির্ণর দেখ।]

৩ শঙ্কর। (মেদিনী) ৪ দৈত্যবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে, এই দৈত্য বালগ্রহের অন্যতম।

"অদিতিং রেবতীং প্রাহুর্গ্রহস্তস্যাস্তু রৈবতঃ।

সোঽপি বালান্ মহাঘোরো বাধতে বৈ মহাগ্রহঃ॥"

(ভারত ৩।২২৮।২৮)

রেবত্যাং ভবঃ রেবতী-অণ্। ৫ বর্ত্তমান কল্পীয় পঞ্চম মনু। এই মনু রেবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনি দুর্দ্দম-রাজপুত্র, এই মন্বন্তরে বিকুণ্ঠ অবতার, বিভু ইন্দ্র, ভূতরয়াদি দেবতা, হিরণ্যরোমাদি সপ্তর্ষি। বলি ও বিন্ধ্যাদি সেই মনুর পুত্র। (ভাগবত) মৎস্যপুরাণের মতেও রৈবত পঞ্চম মনু। এই মনুর সময় দেববাহু, সুবাহু, পর্জ্জন্য, সোমপ, মুনি, হিরণ্যরোমা, সপ্তাশ্ব, এই ৭ জন সপ্তর্ষি, অভূতরজস্ প্রভৃতি দেবতা; তত্ত্বদর্শী অরুণ, বিত্তবান্ হব্যপ, কাপ, মুক্ত, নিরুৎসুখ, সত্ত্ব, নির্ম্মোহ, প্রকাশক, ধর্ম্মবীর্য্য ও বলোপেত এই দশজন রৈবতমনুর পুত্র। (মৎস্যপু° ৯ অ°) ৬ রুদ্রভেদ।

"অজৈকপাদহির্ব্বুধ্নো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।" (মৎস্যপু° ৯।২৯)

৭ সামভেদ। ৮ ব্রহ্মর্ষিভেদ। (ললিতবিস্তর) ৯ বালরোগ-বিশেষের অধিষ্ঠাতৃ-অপদেবতাবিশেষ।

১০ মেঘ। (নিঘণ্টু ১।১০) ১১ সোমলতাবিশেষ।

"অগ্নিষ্টোমো রৈবতশ্চ যথোক্ত ইতি সংজ্ঞিতঃ।" (সুশ্রুত ৪।২৯)

১৩ ঋষিবিশেষ।

"নারদঃ সুমহাতেজা ঋষিভিঃ সহিতস্তদা।

পারিজাতেন রাজেন্দ্র রৈবতেন চ ধীমতা॥" (ভারত ২।৫।১১)

(ত্রি) ১৪ ধনবান্।

"রৈবতা সো হিরণ্যৈরভি স্বধাভিঃ" (ঋক্ ৫।৬০।৪)

'রৈবতা সো ধনবন্তঃ' (সায়ণ)

১৪ রাজভেদ। (ভারত উদ্যোগপর্ব্ব) ১৫ আনর্ত্তের (কুশস্থলী) রাজা ককুদ্মিনের পিতৃপুরুষ। ১৬ রাজা অমৃতোদনের ঔরসে রেবতীর গর্ভজাত পুত্রভেদ। ১৭ আনর্ত্তরাজধানী কুশস্থলীর সন্নিকটস্থ পর্ব্বতভেদ। ১৮ শাকদ্বীপের অন্তর্গত পর্ব্বতভেদ।

(লিঙ্গপু° ৫৬।১৭)

রৈবতক (পুং) স্বার্থে কন্। রৈবতপর্ব্বত। পর্য্যায় উজ্জয়ন্ত।

"ততঃ কতিপয়াহস্য তস্মিন্ রৈবতকে গিরৌ।

বৃষ্ণ্যন্ধকানামভবদুৎসবো নৃপসত্তম॥" (ভারত ১।২২০।১)

২ শকুন্তলা-বর্ণিত দ্বারপালভেদ। ৩ রৈবতক পর্ব্বতবাসী জাতি।

(স্ত্রী) ৪ পারেবতবৃক্ষ। (রাজনি°)

রৈবতিক (ত্রি) রেবতী (রেবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬) ইতি ঠক্। রেবতীর অপত্য।

রৈবতিকীয় (ত্রি) ১ রেবতীসম্বন্ধীয়। ২ রেবতীসম্ভব।

রৈবত্য (ক্লী) ১ ধন। অর্থ। ২ সামভেদ।

রৈষ্ণায়ন (পুং) গোত্রভেদ। (সংস্কারকৌমুদী)

রো, টমাস (Sir Thomas Roe), একজন ইংরাজ রাজদূত। ভারতে বাণিজ্য-বিস্তারের প্রত্যাশায় ইংলণ্ডেশ্বর ১ম জেমস্ ইঁহাকে মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সভায় পাঠাইয়া দেন। ইংলণ্ডেশ্বরের সৌজন্যতা দেখিয়া ও উপহারপ্রাপ্তে প্রীত হইয়া ভারতেশ্বর টমাস রো'র বাণিজ্যোন্নতিবিষয়ক প্রস্তাব শ্রবণ করেন। এই দেশহিতকর উদ্দেশ্যসাধনার্থে তিনি ইংরাজ-দূতের সহিত কএকদিন পরামর্শ করেন। সুযোগ পাইয়া রাজদূত সম্রাটের চিত্তবিনোদনার্থ মনোহারী বাক্যলহরী প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ তাঁহার আলাপে পরিতুষ্ট হইয়া ইংরাজজাতিকে ভারতবাণিজ্যের অনেকগুলি বিষয়ে অধিকার দান করিয়াছিলেন।

দিল্লী রাজদরবারে এবং ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে টমাস রো দিল্লীর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের তাৎকালীন বিবরণ স্বীয় পত্রাদি মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ঐ সকল আলোচনা কারণে সে সময়ের ভারতেতিহাসের অনেক প্রকৃত বিবরণ সংগৃহীত হইতে পারে।

রোক (পুং) রুচ্-ঘঞ্, ন্যঙ্ক্বাদিত্বাৎ কুত্বং। ১ ক্রয়ভেদ। ২ দীপ্তি। "দিবশ্চিদাতে রুচয়ন্ত রোকাঃ" (ঋক্ ৪।৬।৭) 'তে রোকাস্বদীয়া দীপ্তয়ঃ' (সায়ণ)
(ক্লী) ৩ ছিদ্র। (অমর) ৪ নৌকা। ৫ চল। (মেদিনী)

রোক (দেশজ) বিক্রম। সাহস।

রোকে (দেশজ) ১ গতিরোধপূর্ব্বক। ২ গতি সংযত রাখিয়া গমন। যেমন 'বামে রোকে'।

রোকো (দেশজ) গাড়ীর গতি স্থিরকরণ।

রোগ (পুং) রুজ্যতেঽনেনেতি রোজনমিতি বা রুজ-ঘঞ্, যদ্বা রুজতীতি রুজ-(পদরুজবিশস্পৃশো ঘঞ্। পা ৩।৩।১৬) ইতি কর্ত্তরি ঘঞ্। ১ কুষ্ঠৌষধ। (মেদিনী)

২ দেহভঙ্গকার। পর্য্যায়—রুজ্, রুজা, উপতাপ, ব্যাধি, গদ, আময়, অপাটব, আম, আতঙ্ক, ভয়, উপঘাত, ভঙ্গ, আর্ত্তি, তমোবিকার, গ্লানি, ক্ষয়, অনার্জ্জব, মৃত্যুভৃত্য, অম, মান্দ্য, আকল্প। (হেম) পাপের ফল রোগ, পাপ করিলে রোগ হইয়া থাকে। পাপের গুরু লঘুভেদে রোগেরও গুরু লঘু আছে। পাপ অতিপাতক, মহাপাতক ও অনুপাতক ভেদে তিনপ্রকার, সুতরাং রোগও অতিপাতকজ, মহাপাতকজ ও অনুপাতকজ ভেদে তিন প্রকার।

অতিপাতকাদি পাপের অনুষ্ঠান করিলে প্রথমে নরক ভোগ হয়। পূর্ব্বজন্মকৃত সেই পাপ নরকভোগের পরে আবার ব্যাধিরূপে দেহকে পীড়িত করে। সুতরাং পাপই একমাত্র রোগের কারণ। নিষ্পাপ ব্যক্তি রোগ ভোগ করে না। রোগ হইলে রোগের কারণ যে পাপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। পাপের ক্ষয় হইলে রোগেরও ক্ষয় হয়। ইষ্টমন্ত্রজপ, হোম, দান ও সুরার্চ্চন প্রভৃতি দ্বারাও রোগের শান্তি হইয়া থাকে। অর্শ প্রভৃতি রোগ অতিপাতকজ। কুষ্ঠ, রাজযক্ষ্মা, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাশ, দুষ্টব্রণ, গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অক্ষিনাশ এই সকল রোগ মহাপাতকজ। জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূল, শ্বাস, অজীর্ণ, জ্বর, ছর্দ্দি, রক্তার্ব্বুদ, বিসর্প প্রভৃতি রোগ উপপাতকজ। কর্ম্মবিপাকে কোন্ পাপে কি রোগ হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে*। [কর্ম্মবিপাক শব্দ দেখ]

যাহারা পথ্যাশী, বিজিতেন্দ্রিয়, দেবদ্বিজভক্ত এবং স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী, তাঁহাদের রোগ হয় না। বৈদ্যকমতে রোগ ও রোগের কারণাদির বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"রোগস্তু দোষবৈষম্যং দোষসাম্যমরোগতা।
রোগা দুঃখস্য দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে॥" (বাগ্‌ভট)

দোষের বৈষম্যকে রোগ কহে, বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষ যখন বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, তখনই রোগ হয়। দোষের সাম্য থাকিলে শরীর নীরোগ হয়। আহার বিহারাদি এইরূপ ভাবে করিতে হইবে যে, যাহাতে দোষের বৈষম্য না হয়, দোষের বৈষম্য হইলেই রোগ হইবে। রোগ শরীরের দুঃখদায়ক।

নিজ ও আগন্তুভেদে রোগ দুই প্রকার। প্রথমে বায়ু প্রভৃতি দোষ কুপিত হইয়া পরে যে স্থলে রোগ উৎপাদন করে, তাহাকে নিজ এবং যে স্থলে রোগ উৎপন্ন হইয়া পরে বাতাদি দোষকে কুপিত করে, তাহাকে আগন্তু রোগ কহে। এই সকলপ্রকার রোগের অধিষ্ঠান দেহ ও মন। তন্মধ্যে জ্বর প্রভৃতি রোগের অধিষ্ঠান দেহ এবং মদ, মূর্চ্ছা, সংন্যাস প্রভৃতির আধার মন। (বাগ্‌ভট)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দোষের বিষমতা রোগ এবং সমতাই আরোগ্য। রোগমাত্রই প্রাণীদিগের বিশেষ ক্লেশদায়ক। এই রোগ চারিপ্রকার, স্বাভাবিক, আগন্তুক, মানসিক এবং কায়িক। ইহার মধ্যে যে রোগ স্বভাবজাত তাহাকে স্বাভাবিক যথা ক্ষুধা, পিপাসা, নিদ্রা, বার্দ্ধক্য ও মৃত্যু; ইহা স্বাভাবিক রোগ, এই স্বভাবজাত রোগ সকলকেই ভোগ করিতে হইবে, ইহা ভিন্ন জন্ম হইতে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাকেও সহজ রোগ কহে, যেমন জন্মান্ধ প্রভৃতি।

---

* "মহাপাতকজং চিহ্নং সপ্তজন্মসু জায়তে।
উপপাপোদ্ভবং পঞ্চ ত্রীণি পাপসমুদ্ভবম্॥
দুষ্কর্ম্মজা নৃণাং রোগা যান্তি চৈব ক্রমাচ্ছমম্।
জপৈঃ সুরার্চ্চনৈর্হোমৈর্দানৈস্তেষাং শমো ভবেৎ॥
পূর্ব্বজন্মকৃতং পাপং নরকস্য পরিক্ষয়ে।
বাধতে ব্যাধিরূপেণ তস্য কৃচ্ছ্রাদিভিঃ শমঃ॥
কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহো গ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছ্রাশ্মরীকাশা অতীসারভগন্দরৌ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনম্।
ইত্যেবমাদয়ো রোগা মহাপাপোদ্ভবাঃ স্মৃতাঃ।
জলোদরযকৃৎপ্লীহা শূলরোগব্রণানি চ॥
শ্বাসাজীর্ণজ্বরচ্ছর্দ্দিভ্রমমোহগলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদবিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবা গদাঃ॥
অর্শ আদ্যা নৃণাং রোগা অতিপাপাদ্ভবন্তি হি।
অন্যে চ বহবঃ রোগা জায়ন্তে রোগসঙ্করাঃ॥
উচ্যন্তে হি নিদানানি প্রায়শ্চিত্তানি চ ক্রমাৎ।
মহাপাপেষু সর্ব্বং স্যাৎ তদর্দ্ধমুপপাতকে।
দদ্যাৎ পাপেষু ষষ্ঠাংশং কল্প্যং ব্যাধিবলাবলম্॥" (মলমাসতত্ত্ব)

অভিশাপাদিজনিত কিংবা জন্মান্তর-ভাবি রোগকে আগন্তুক রোগ কহে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, দীনতা, ক্রূরতা, শোক, বিষাদ, ঈর্ষা, অসূয়া, ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি। ইহা ভিন্ন অপস্মার, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, ভ্রম, মোহ, তম ও সংন্যাস প্রভৃতিও আগন্তুক। পাণ্ডু প্রভৃতি রোগকে কায়িক কহে।

এই রোগ আবার কর্ম্মজ, দোষজ এবং কর্ম্মদোষজ এই উভয় জনিত বলিয়া তিন প্রকার কথিত হইয়াছে।

কর্ম্মজ রোগ—পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল দুষ্কর্ম্ম হইতে যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কর্ম্মজ রোগ কহে, এই কর্ম্মজ রোগ দোষত্রয়ের দুষ্টতাবশতঃ উৎপন্ন হয় না। এইরোগ কেবল ভোগ ও প্রায়শ্চিত্তাদির দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। ইহা চিকিৎসাসাধ্য নহে। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, শাস্ত্রানুসারে যথাবিধি রোগ নির্ণয়পূর্ব্বক চিকিৎসিত হইলেও যে সকল রোগের উপশম হয় না, তাহাকে কর্ম্মজ রোগ কহে।

"যথাশাস্ত্রন্তু নির্ণীতো যথাব্যাধিচিকিৎসিতঃ।
ন শমং যাতি যো ব্যাধিঃ স জ্ঞেয়ো কর্ম্মজো বুধৈঃ॥" (ভাবপ্র০)

দোষজ রোগ।—অনিয়মিত আহার ও বিহারাদি দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে দোষজ রোগ কহে। ইহাতে কেহ কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, পূর্ব্বজন্মকৃত প্রবল সুকৃত থাকিলে আহার ও বিহারাদির নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও কোন রোগ হয় না এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, অতএব দোষজ ব্যাধির কারণও যে পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্ম, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে ইহাকে দোষজ ব্যাধি কিরূপে বলা যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে, পূর্ব্বজন্মকৃত দুষ্কর্ম্ম দোষজ ব্যাধির মূলকারণ বটে, কিন্তু অনিয়মিত আহার বিহার দ্বারা বাতাদি দোষত্রয় কুপিত হইয়া যে রোগসমূহের হেতু হইয়া থাকে, তাহাও প্রত্যক্ষ লক্ষিত হয়, সুতরাং উহাদিগকে ঐ হিসাবে দোষজ ব্যাধি বলা যায়।

কর্ম্মদোষজ রোগ।—যদি দোষ অল্পপরিমাণে দূষিত হয়, তাহাতে অতি প্রবল রোগ জন্মে, তাহা হইতে তাহাকে কর্ম্মদোষজ রোগ কহে। প্রবলতম দুষ্কর্ম্মই এই রোগের মূল কারণ। দোষের অল্পতা হেতু রোগের অল্পতা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না হইয়া অল্পদোষেও রোগ প্রবল হয়। দুষ্কৃতক্ষয় হইলে তবে ঐ রোগের ক্ষয় হইয়া থাকে। এই রোগে অল্পদোষও উক্ত রোগের অন্যতর কারণ, যেহেতু অল্পদোষও রোগোৎপত্তির কারক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং দোষ ও কর্ম্ম এই উভয় হেতুদ্বারা উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাকে কর্ম্মদোষজ রোগ কহে।

দুষ্কর্ম্মক্ষয় হইলে দুষ্কর্ম্মকৃত রোগসমূহ, উপযুক্ত ঔষধ প্রযুক্ত হইলে দোষজরোগ সকল এবং দুষ্কর্ম্ম ও দোষক্ষয় হইলে কর্ম্মদোষজ রোগ সকল ক্ষয় হইয়া থাকে। উপযুক্ত ঔষধ প্রযোজিত হইলে দোষজরোগসমূহ ক্ষয় হয়, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দোষজ ব্যাধির মূল কারণ দুষ্কর্ম্ম, ঔষধ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত যে সকল দ্রব্যাদি আবশ্যক, তাহার অভাবজনিত ক্লেশভোগ দ্বারা এবং কটু, তিক্ত, কষায় প্রভৃতি মনের অপ্রীতিকর দ্রব্য ভক্ষণাদি জনিত ক্লেশভোগ দ্বারা দুষ্কর্ম্মের হ্রাস হয়। তৎপরে ঔষধ প্রযোজিত হইলে রোগসমূহের প্রত্যক্ষীভূত হেতুর অর্থাৎ কুপিত দোষের ক্ষয় হইয়া থাকে।

রোগ সমূহ সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্য ভেদে তিন প্রকার, ইহার মধ্যে সাধ্য রোগও আবার দুই প্রকার, সুখসাধ্য ও কষ্টসাধ্য। যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা প্রশমিত হয়, তাহাকে সাধ্য; যে রোগ চিকিৎসায় আরোগ্য হয় না, তাহা অসাধ্য; যে রোগ চিকিৎসা দ্বারা স্থগিত থাকে এবং চিকিৎসা না করিলে প্রাণ বিনাশ করে, তাহাকে যাপ্য রোগ কহে। যত্নের সহিত স্তম্ভ যোজনা করিলে পতনোন্মুখ গৃহ যেরূপ রক্ষিত হয়, উপযুক্ত ঔষধাদি দ্বারা সুচিকিৎসিত হইলে যাপ্য রোগীরও শরীর তদ্রূপ রক্ষিত হইয়া থাকে।

রোগোৎপাদক দোষের প্রকোপজনিত অন্যান্য যে সকল বিকার উৎপন্ন হয়, তাহার নাম উপদ্রব। (ভাবপ্র০ পূর্ব্বখ০)

রোগ, রোগের কারণ ও তাহা নিরূপণাদির বিষয় সুশ্রুতে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে—

পুরুষে সুখ দুঃখ সংযোগ হইলেই তাহাকে রোগ কহে। এই দুঃখ তিন প্রকার, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এই তিন প্রকার দুঃখ সপ্ত প্রকার রোগে পরিণত হয়। সপ্ত প্রকার যথা—১ আদিবলজাত, ২ জন্মবলজাত, ৩ দোষবলজাত, ৪ সংঘাতবলজাত, ৫ কালবলজাত, ৬ দৈববলজাত ও ৭ স্বভাববলজাত।

১ আদিবলজাত।—এই রোগ দুই প্রকার, মাতৃদোষজাত ও পিতৃদোষজাত, মাতৃদোষপ্রযুক্ত জন্মান্ধ, বধির, মূক, মিনমিন ও বামন প্রভৃতি। এই মাতৃদোষ আবার দুই প্রকার, রসজনিত দোষ এবং দৌহৃদজনিতদোষ। (গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগের যে আহার বিহারাদির অভিলাষ জন্মে, তাহাকে দৌহৃদ কহে, এই দৌহৃদ পূরণ না হইলে সন্তানে দোষ জন্মে।)

দোষবলজাত।—আতঙ্ক অথবা মিথ্যা আহারবিহারজনিত যে সকল রোগ, তাহাদিগকে দোষবলজাত রোগ কহে। এই

দোষবলজাত রোগ দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক, শারীরিক দোষও দুই প্রকার, আমাশয় আশ্রিত ও পক্কাশয় আশ্রিত। পূর্ব্বোক্ত সকল রোগকে আধ্যাত্মিক রোগ কহে। আগন্তু রোগই সংঘাতবলজাত রোগ, আগন্তুক রোগ দুই প্রকার, শস্ত্রাঘাত জনিত ও হিংস্রজন্তুকৃত। এই আগন্তুক রোগ আধিভৌতিক রোগ নামে অভিহিত হয়।

শীত, উষ্ণ, বাত, বর্ষা প্রভৃতি কারণে যে সকল রোগ জন্মে, তাহাদিগকে কালবলজাত রোগ কহে। এই কালবলজাত রোগ দুই প্রকার, যথা—ঋতুবিপর্য্যয়জাত, ও স্বাভাবিক ঋতুজনিত, দেবদ্রোহ ও অভিশাপাদি জনিত অথবা অথর্ব্ববেদোক্ত মারণ প্রভৃতি কার্য্য করিলে নানা প্রকার উপসর্গ-জড়িত যে রোগ হয়, তাহাকে দৈববলজাত রোগ কহে। এই দৈববলজনিত রোগ আবার দুই প্রকার, বিদ্যুৎ বা বজ্রাঘাতকৃত এবং পিশাচাদিকৃত। ইহাদিগকে আরও দুই প্রকারে বিভাগ করা যাইতে পারে, আকস্মিক (যাহা ঘটনাক্রমে জন্মে) এবং সংসর্গজাত।

ক্ষুধা, পিপাসা, জরা, মৃত্যু ও নিদ্রা প্রভৃতি স্বভাববলজাত রোগও দুই প্রকার, কালকৃত ও অকালকৃত। অতিশয় যত্ন করিলেও কিছুতে যাহা রোধ করা যায় না, তাহা কালকৃত এবং যত্ন না করিলেও যাহা অনায়াসেই ঘটে, তাহাকে অকালকৃত কহে।

বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মাই সকল প্রকার রোগের মূল, রোগ হইলেই তাহাদের ন্যূনাধিকভাবে লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন এই সমস্ত বিশ্ব সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনগুণ ব্যতীত থাকিতে পারে না, তদ্রূপ রোগ সমূহও বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা ব্যতীত থাকিতে পারে না। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা রোগের একমাত্র আশ্রয়, সুতরাং রোগ উহাদিগকে আশ্রয় না করিয়া থাকিতে পারে না।

দোষ, ধাতু এবং মলের পরস্পর সংসর্গ স্থান এবং কারণভেদে বিবিধ প্রকার হইয়া থাকে। সপ্তধাতু ও দোষকর্ত্তৃক দূষিত হইয়া যে সকল রোগ জন্মে, সেই সকল রোগের রসজ, রক্তজ, মাংসজ, মেদোজ, অস্থিজ, মজ্জজ এবং শুক্রজ এই সকল নাম দেওয়া যাইতে পারে। ইহার মধ্যে আবার রসধাতু দূষিত হইলে অন্নে অশ্রদ্ধা, অরুচি, অপাক, অঙ্গমর্দ্দ, জ্বর, হৃল্লাস, তৃপ্তি (ক্ষুধার অভাব), শরীরের গৌরব, পাণ্ডু, হৃদ্রোগ, মার্গের উপরোধ, কৃশতা, মুখবৈরস্য, অবসন্নতা, অকালে কেশের সঙ্কোচ ও পক্কতা প্রভৃতি বিকার জন্মে। শোণিত দূষিত হইলে কুষ্ঠ, বিসর্প, পীড়কা, নীলিকা, তিল, ব্যঙ্গ, কচ্ছু, ইন্দ্রলুপ্ত, প্লীহা, বিদ্রধি, গুল্ম, বাতরক্ত, অর্শ, অর্ব্বুদ, অঙ্গমর্দ্দ, অসৃগ্দর, রক্তপিত্ত, এবং মুখ, মলদ্বার ও মেঢ্রদেশে পাক প্রভৃতি বিকার জন্মে। মাংস দূষিত হইলে—অধিমাংস, অর্ব্বুদ, অর্শ, অধিজিহ্বা, উপকুশ, গলগণ্ডিকা, অলজী এবং মাংস সংহতি প্রভৃতি বিকার জন্মে। মেদ দূষিত হইলে—গ্রন্থি, বৃদ্ধি, গলগণ্ড, অর্ব্বুদ, ওষ্ঠপ্রকোপ, মধুমেহ, অতিস্থূলতা, ও অতিশয় ঘর্ম্মনির্গম প্রভৃতি বিকার উপস্থিত হয়। অস্থি দূষিত হইলে—অধ্যস্থি, অধিদন্ত, অস্থিতোদ, ও কুনখ প্রভৃতি বিকার হয়। মজ্জা দূষিত হইলে—তমোদৃষ্টি, মূর্চ্ছা, ভ্রম, শরীরের গৌরব, উরু ও জঙ্ঘার স্থূলতা, চক্ষের অভিষ্যন্দী প্রভৃতি রোগ জন্মে। শুক্র দূষিত হইলে—ক্লীবতা, প্রহর্ষণ (গায়ে কাটা দেওয়া বা শরীর রোমাঞ্চ হওয়া), শুক্রাশ্মরী ও শুক্রমেহ প্রভৃতি বিকার জন্মে। মলাশয় দূষিত হইলে—ত্বক্‌রোগ, মলরোধ বা অতিশয় মল নিঃসৃত হয়। শারীরিক কোন ইন্দ্রিয়ের স্থান দূষিত হইলে—ইন্দ্রিয় কার্য্যের অপ্রবৃত্তি অথবা অস্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। দোষ সকল কুপিত হইয়া শরীরের সর্ব্বস্থানে ধাবিত হইতে থাকে, তাহার মধ্যে যে স্থানে সেই কুপিত দোষের সংসর্গে অঙ্গদোষ বিগুণ হয়, সেই স্থানেই রোগ হইয়া থাকে।

এইস্থলে এইরূপ সংশয় জন্মিতে পারে যে, জ্বর প্রভৃতি রোগ বায়ু, পিত্ত, ও কফ এই তিন দোষকে নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, কি তাহাদিগের বিরাম আছে? যদি নিত্য আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বদা সকল প্রাণীর পীড়িত থাকিতে হয়। যদি বায়ু, পিত্ত ও কফ ভিন্ন এবং জ্বরাদিরোগ ভিন্ন এইরূপ বলা যায়, তবে জ্বরকালে অন্য প্রকার লক্ষণ না হইয়া কি নিমিত্ত কেবল বায়ু, পিত্ত ও কফের লক্ষণ দৃষ্ট হয়? এ কারণ বায়ু পিত্ত কফই জ্বরাদি রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহার মীমাংসায় বলা হইয়াছে যে, বায়ু, পিত্ত ও কফেই জ্বরাদিরোগ প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু তাহাতে নিত্য অবস্থিতি করে না। যেমন বিদ্যুৎ, বাত, বর্ষা, ও বজ্র আকাশ ব্যতীত প্রকাশ পায় না, অথচ তাহারা নিয়ত আকাশে থাকে না, অন্য কোন কারণ দ্বারা আকাশে সম্ভূত হয়, জ্বরাদিরোগও তদ্রূপ অন্য কারণে বায়ু, পিত্ত ও কফকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তরঙ্গ বা বুদ্বুদ যেমন জল হইতে ভিন্ন নহে, অথচ জল থাকিলেই তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ বা বুদ্বুদ থাকে না, অন্য কারণদ্বারা তাহা জলে উৎপন্ন হয়, জ্বরাদিরোগও তদ্রূপ অন্য কারণ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও কফে উৎপন্ন হয়।

কোন প্রকার স্বাভাবিক নিয়মলঙ্ঘনে অথবা ঋতুর প্রভাবে বায়ু, পিত্ত ও কফের মধ্যে একটী বা ততোধিক দোষ বৃদ্ধি হয়।

সেই বাতাদি দোষ সেইরূপ কোন কারণে কুপিত হয়, ঐ কুপিত দোষ শরীরের কোন একদেশ আশ্রয় করিলে এক-দেশগত রোগ জন্মে। সর্ব্বাঙ্গব্যাপ্ত হইলে জ্বর প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গগতরোগ হয়। দোষ কুপিত হইয়া শরীরের একদেশেই আশ্রয় করুক, বা সমস্ত শরীরই আশ্রয় করুক, দোষের প্রকোপ মাত্রই রক্তের প্রকোপ হয়। রক্ত কুপিত হইলেই উষ্ণ ও অধিকতর বেগবান্ হইয়া উঠে। তজ্জন্য প্রায় সকল রোগেই জ্বরের লক্ষণ দৃষ্ট হয়, অর্থাৎ শরীর উষ্ণ এবং ধমনী বেগবতী বলিয়া অনুভব হয়।

নিদান, পূর্ব্বরূপ, রূপ, উপশয় ও সম্প্রাপ্তি এই পাঁচটী রোগজ্ঞানের কারণ।

"নিদানং পূর্ব্বরূপাণি রূপাণ্যুপশয়স্তথা।

সম্প্রাপ্তিশ্চেতি বিজ্ঞানং রোগাণাং পঞ্চধা স্মৃতং ॥" (সুশ্রুত)

যাহা দ্বারা দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিতে পারে, তাহাকে নিদান কহে, বিপ্রকৃষ্ট ও সন্নিকৃষ্ট ভেদে নিদান দুই প্রকার। বিরুদ্ধ আহার বিহারাদিকে বিপ্রকৃষ্ট অর্থাৎ দূরবর্ত্তিনিদান, এবং কুপিত বাতাদিদোষকে সন্নিকৃষ্ট অর্থাৎ নিকটবর্ত্তিনিদান বলা যায়।

রোগ বিশেষ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা ভাবিরোগ অনুমান করা যায়, তাহার নাম পূর্ব্বরূপ। পূর্ব্ব-রূপও দুইভাগে বিভক্ত, সামান্য ও বিশেষ। যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা বায়ু, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই তিন দোষের কোনও বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ না হইয়া কোন ভাবিরোগমাত্র অনুমান করা যায়, তাহাকে সামান্য পূর্ব্বরূপ কহে। আর যে পূর্ব্বরূপ দ্বারা ভাবিরোগের দোষভেদ পর্য্যন্ত অনুমান করিতে পারা যায়, তাহাকে বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ কহে। এই বিশিষ্ট পূর্ব্বরূপ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে রূপ কহে। বস্তুতঃ যে সমস্ত লক্ষণদ্বারা উৎপন্নরোগ অবগত হইতে পারা যায়, তাহার নাম রূপ কহে।

নিদান বিপরীত বা রোগ বিপরীত অথবা এতদুভয়ের বিপরীত কার্য্যকারক ঔষধ বিশেষ সেবন এবং তদ্রূপ আহার বিহারাদি দ্বারা রোগের উপশম হইলে তাহাকে উপশয় কহে। ইহার বিপরীতের নাম অনুপশয়। এই উপশয় ও অনুপশয় দ্বারা রোগের গূঢ় লক্ষণ নির্ণয় করিতে হয়। দোষ সকল যেরূপ কুপিত হইয়া শারীরিক অবয়ব বিশেষে অবস্থান বা বিচরণপূর্ব্বক রোগোৎপাদন করে, তাহাকে সম্প্রাপ্তি কহে। সংখ্যা, বিকল্প, প্রাধান্য, বল ও কালানুসারে এই সম্প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ৮ প্রকার জ্বর, ৫ প্রকার গুল্ম এবং ১৮ প্রকার কুষ্ঠ প্রভৃতি বিভেদের নাম সংখ্যা। ত্রিদোষজ রোগের কুপিত দোষসমূহ কোন দোষ কি পরিমাণে কুপিত হইয়াছে; তাহা জানিবার জন্য প্রত্যেক দোষের লক্ষণ বিবেচনাপূর্ব্বক যে অংশাংশে বিভাগ করা হয়, তাহার নাম বিকল্প। ঐরূপ রোগের মিলিত দোষসমূহ মধ্যে যে দোষ স্বকীয় নিদান দ্বারা দূষিত হয়, তাহাই প্রধান এবং ঐ কুপিত দোষসংসর্গে অন্য দোষদ্বয় কুপিত হইলে, তাহা অপ্রধান নামে অভিহিত হয়। যে রোগ সমুদয় নিদানদ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং যাহার পূর্ব্বরূপ ও রূপ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়, সেই রোগ বলবান্, আর যাহা অল্প নিদানদ্বারা উৎপন্ন হইয়া অল্পমাত্র পূর্ব্বরূপ ও রূপ প্রকাশ করে, তাহা হীনবল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

এই সমুদয় রোগই সাধারণতঃ দোষজ ও আগন্তুক দুই ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বে যে সকল ভেদ বলিয়াছি, তাহা এই দুইভাগের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল রোগ বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিন দোষের পৃথক্ এক একটী বা মিলিত দুইটী অথবা তিনটী দোষ হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা-দিগকে দোষজ কহে। একটী দোষ কুপিত হইলে অপর দুই দোষকেও কুপিত করিয়া তুলে, এজন্য কোন রোগই এক দোষজ হয় না, ইহাই সাধারণ নিয়ম। তবে যে, একটী, দুইটী বা তিনটী দোষ রোগের প্রথম উৎপাদক হয়, তদনুসারে রোগও একদোষজ, দ্বিদোষজ বা ত্রিদোষজ নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যে সকল রোগ অভিঘাত, অভিচার, অভিশাপ ও ভূতা-বেশ প্রভৃতি কারণ বশতঃ সহসা উৎপন্ন হয়, তাহাদের নাম আগন্তুক। স্ব স্ব নিদানানুসারে দোষ বিশেষ কুপিত না হইলে দোষজ রোগের উৎপত্তি হয় না। কিন্তু আগন্তুক রোগের প্রথমেই যাতনা প্রকাশ পাইয়া পরে দোষ বিশেষকে কুপিত করে, ইহাই উভয়বিধ রোগের পার্থক্য।

প্রকুপিত বায়ু, পিত্ত ও কফ এই ত্রিদোষ দোষজ রোগোৎপত্তি বিষয়ে বিপ্রকৃষ্ট নিদান। বিবিধ অহিতজনক আহার-বিহারাদি রূপ নিদান দ্বারা ঐ তিন দোষ কুপিত হইয়া রোগোৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা ভিন্ন কতিপয় উৎপন্ন রোগ ও রোগ বিশেষের নিদান হয়। যেমন জ্বর-সন্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে জ্বর, জ্বর ও রক্তপিত্ত এই উভয় রোগ হইতে রাজযক্ষ্মা, প্লীহাবৃদ্ধি হইতে উদররোগ, উদররোগ হইতে শোথ, অর্শ হইতে উদররোগ বা গুল্ম, প্রতিশ্যায় হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয়রোগ এবং ক্ষয়রোগ হইতে ধাতুশোষ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। এই সকল রোগোৎপাদক রোগের মধ্যে কোন কোন রোগ

অন্য রোগ উৎপাদন করিয়াও স্বয়ং বর্ত্তমান থাকে, এবং কোন রোগ অন্য রোগোৎপাদন করিয়া নিবর্ত্তিত হয়।

রোগ-পরীক্ষা।

"রোগমাদৌ পরীক্ষেত ততোঽনন্তরমৌষধম্।
ততঃ কর্ম্মভিষক্ পশ্চাৎ জ্ঞানপূর্ব্বং সমাচরেৎ॥" (চরক)

রোগ হইলে প্রথমে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিতে হয়। পরীক্ষা করিয়া তৎপরে তাহার যথাজ্ঞান চিকিৎসা বিধেয়। চিকিৎসার প্রথম উপায় রোগ-পরীক্ষা। যথাযথরূপে রোগনির্ণয় না হইলে তাহার চিকিৎসা হইতে পারে না। অনিশ্চিত রোগের কোন ঔষধই ফলপ্রদ হয় না, বরং তাহাতে হিতে বিপরীত হইয়া থাকে।

রোগপরীক্ষায় শাস্ত্রে তিনটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শাস্ত্রোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান। প্রথমে রোগীর নিকট সমুদয় অবস্থা শুনিয়া শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট লক্ষণের সহিত তাহা মিলাইতে হইবে। তৎপরে অনুমান দ্বারা রোগের আগন্তুক দোষ ও তাহার বলাবল নিশ্চয় করিয়া লইতে হইবে। রোগীর নিকটে অবস্থা অবগত হইবার সময়ে সমুদয় ইন্দ্রিয় দ্বারাই প্রত্যক্ষ করা আবশ্যক। রোগীর বর্ণ, আকৃতি. পরিমাণ অর্থাৎ ক্ষীণতা বা পুষ্টতা ও কান্তি এবং মল, মূত্র নেত্র প্রভৃতি যাবতীয় দর্শনযোগ্য বিষয় তাহা দর্শন করিয়া, রোগীর মুখ হইতে তাহার সমস্ত অবস্থা এবং অন্ত্রকূজন, সন্ধি-স্থানে বা অঙ্গুলিপর্ব্বসমূহের স্ফুটন প্রভৃতি শরীরগত যে সকল লক্ষণ শ্রবণ করা আবশ্যক, তাহা শ্রবণ দ্বারা শারীরিক গন্ধ প্রকৃত আছে কি বিকৃত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষার জন্য সর্ব্বশরীরগত গন্ধ এবং মল, মূত্র, শুক্র ও বান্ত-পদার্থ প্রভৃতির গন্ধ ঘ্রাণ দ্বারা আর সন্তাপ ও নাড়ী গতি প্রভৃতি স্পর্শ দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হয়। অগ্নিবল, শারীরিকবল, জ্ঞান ও স্বভাব প্রভৃতি বিষয় সকল কার্য্যবিশেষ দ্বারা অনুমান করিয়া লইতে হয়। ক্ষুধা, পিপাসা, অরুচি, গ্লানি, নিদ্রা ও স্বপ্নদর্শন প্রভৃতি রোগীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে হয়।

লক্ষণে অতি সামান্যমাত্র ভিন্ন দুই বা তিনটী রোগের মধ্যে কোন্ রোগ হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় করিতে না পারিলে প্রথমে সামান্য ঔষধ প্রয়োগ করিবে, তাহা দ্বারা উপকার বা অপকার বুঝিয়া রোগ নির্ণয় করিবে। লক্ষণ বিশেষদ্বারা সাধ্যতা, অসাধ্যতা বা যাপ্যতা নিশ্চয় করিতে হয়। রোগীর অরিষ্ট লক্ষণ উপস্থিত হইলে মৃত্যু স্থির করিতে হয়। রোগীর নাড়ী, মূত্র, নেত্র, জিহ্বা প্রভৃতি বিশেষরূপে পরীক্ষা করা আবশ্যক।

রোগোৎপাদক দোষ—সর্ব্বশরীরে পরিব্যাপ্ত হইয়া যে সকল মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ করে, তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ কহে। বস্তুতঃ যে কোন লক্ষণদ্বারা ভাবিমৃত্যু অনুভব করিতে পারা যায়, তাহারই নাম অরিষ্ট চিহ্ন। চিকিৎসক এই অরিষ্ট চিহ্নের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। এই অরিষ্ট লক্ষণ রোগ-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর জীবনের আশা থাকে না, কিন্তু তথাপি রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয় নহে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর জীবন থাকে, ততক্ষণ তাহার চিকিৎসা করা বিধেয়। কোন কোন রোগে কিরূপ অরিষ্ট লক্ষণ দেখা যাইলে রোগীর মৃত্যুর সম্ভাবনা, তাহার বিষয় বৈদ্যকশাস্ত্রে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

অরিষ্টলক্ষণ—শরীরের যে সকল অঙ্গ স্বভাবতঃ যে প্রকার থাকে, তাহার অন্যথা হইলে রোগীর মৃত্যু স্থির করিতে হইবে। শুক্লবর্ণের কৃষ্ণতা, কৃষ্ণবর্ণের শুক্লতা, রক্ত প্রভৃতি বর্ণের অন্য প্রকার বর্ণ হওয়া, স্থিরের অস্থিরতা, অস্থিরের স্থিরতা, স্থূলের কৃশতা ইত্যাদি প্রকার স্বভাবের বিপরীত হইলে অরিষ্ট লক্ষণ স্থির করিতে হয়। সাধারণ ভাবে বলিতে গেলে বলা যায় যে, শরীর বা স্বভাবের কোনরূপ বিকৃত ঘটিলেই তাহাকে অরিষ্ট লক্ষণ বলা যায়।

যে সকল রোগীর ভোজন না করিলেও মলমূত্রের বৃদ্ধি বা ভোজন করিলেও মলমূত্রের অভাব, স্তনমূল, হৃদয় বা বক্ষঃস্থলে বেদনা, কোন অঙ্গের মধ্যস্থল স্ফীত ও উভয়দিক্ কৃশ, অথবা মধ্যস্থল কৃশ ও উভয়দিক্ স্ফীত, অর্দ্ধাঙ্গে শোথ, বা সমস্ত শরীর শুষ্ক এবং স্বর নষ্ট, হীন, বিকল বা বিকৃত হওয়া বা দন্ত, মুখ, নখ প্রভৃতি স্থানে বিবর্ণ পুষ্পের ন্যায় চিহ্ন বা দৃষ্টিমণ্ডলে ভিন্ন প্রকার বিকৃতরূপ দর্শন কেশ বা অঙ্গ তৈলাভাক্তের ন্যায় দেখান, ইত্যাদি প্রকার অরিষ্টচিহ্ন জানিতে হইবে। অতিসার রোগে অরুচি বা দুর্ব্বলতা, কাসরোগে তৃষ্ণাভিভূতত্তা, ক্ষীণতা, বমন, অরুচি, সফেনপূয় রক্তবমন, হস্তপদ ও মুখস্ফীতি প্রভৃতি লক্ষণ বিশেষ অরিষ্টজনক।

অসাধ্য রোগের লক্ষণ—পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাধ্য, অসাধ্য ও যাপ্যভেদে রোগ তিনপ্রকার। সাধ্যরোগও যদি যথা-বিধি চিকিৎসা না হয়, তাহা হইলে অসাধ্য হইয়া থাকে। বাতব্যাধি, প্রমেহ, কুষ্ঠ, অর্শ, ভগন্দর, অশ্মরী, মূঢ়গর্ভ এবং উদররোগ এই ৮ প্রকার রোগ স্বাভাবিক অসাধ্য। বল ও মাংসক্ষয়, শ্বাস, তৃষ্ণা, শোষ, বমি ও জ্বর এই উপদ্রব বা মূর্চ্ছা, অতিসার, ও হিক্কা উপস্থিত হইলে রোগ অসাধ্য হইয়া থাকে। যে যে রোগে যে যে উপদ্রব নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে এবং প্রমেহ রোগে চিত্ত

আবিষ্টের ন্যায় এবং অত্যন্ত ধাতুক্ষরণ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে তাহা অসাধ্য।

কুষ্ঠরোগ—ক্ষত অঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া রসনিঃসরণ, চক্ষুরক্তবর্ণ ও স্বরভঙ্গ এবং বমন, বিরেচন, নস্য, নিরূহবস্তি ও উত্তরবস্তি, এই পঞ্চকর্ম্মে কোন ফল না দর্শিলে অসাধ্য এবং অর্শরোগ, তৃষ্ণা, অরুচি, অতিশয় বেদনা, অতিশয় রক্তনিঃসরণ, শোথ ও অতিসার এই সকল উপদ্রব হইলে, ভগন্দররোগে বায়ু, মূত্র, পুরীষ, কৃমি এবং শুক্র এই সকল নিঃসৃত হইলে, অশ্মরীরোগে নাভি ও কোষ স্ফীত হইলে এবং প্রস্রাব বদ্ধ ও অতিশয় যন্ত্রণা হইলে, মূঢ়গর্ভরোগে গর্ভকোষে শূলবেদনা, কুক্ষিদেশে রক্ত বদ্ধ হওয়া এবং যোনিমুখ সমাচ্ছাদিত হইয়া এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে উহা অসাধ্য হয়। যে যে রোগ যে সকল উপদ্রবে অসাধ্য হয়, তাহা তত্তদ্ রোগবর্ণনা স্থলে অভিহিত হইয়াছে। [তত্তদ্ রোগ শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

রোগ অসাধ্য হইলে তাহা রোগীর নিকট কহিবে না, এবং রোগীকে সামান্য রোগ বলিয়া সর্ব্বদা আশ্বস্ত করিবে। কারণ রোগী জীবনের প্রতি হতাশ্বাস হইলে অনেক সাধ্য রোগও অসাধ্য হয়। রোগীর অনুগত, বিশ্বস্ত ও প্রিয়ব্যক্তি ২।১ জন সর্ব্বদা নিকটে থাকিয়া আশ্বাসপূর্ণ প্রিয়বাক্য দ্বারা তাহাকে সন্তুষ্ট রাখিবে। রোগীর নিকট অধিক লোক থাকা উচিত নহে। যে গৃহ শুষ্ক, পরিষ্কৃত এবং যাহাতে উত্তমরূপে বায়ু প্রবাহিত হইতে পারে, সেইরূপ সুন্দর গৃহে রোগীর বাসস্থান স্থির করা বিধেয়। রোগীর শয্যা শুষ্ক ও সুকোমল হইবে।

রোগ উৎপন্ন হইবামাত্রই যথাবিধানে তাহার চিকিৎসা করিবে। দোষের অল্পতা হইলেও উপেক্ষা করা উচিত নহে, যে হেতু রোগ অল্প হইলেও অগ্নি, শত্রু ও বিষের ন্যায় বিকার উপস্থিত হইতে পারে।

শরীর ধারণ করিলেই রোগ ভোগ করিতেই হইবে, যাহার রোগ হয় তাহাকে রোগী কহে। এই রোগী চিকিৎস্য ও অচিকিৎস্য ভেদে দুই প্রকার। যে রোগীর প্রকৃতি, বর্ণ ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহ বিকৃত না হইয়া স্বভাবে আছে, এবং যে রোগী সুখ ও দুঃখজনক ক্রিয়াদিতে বিহ্বল না হন এবং চিকিৎসকের বাধ্য ও ইন্দ্রিয় দমন করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন, তাহাকে চিকিৎস্য রোগী কহে। যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রোধশীল, অবিচারিত কার্য্যকারী, ভয়শীল, ব্যাকুলচিত্ত, শোকাভিভূত, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়সেবী, এবং চিকিৎসকের বাক্যানুসারে না চলিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে চলিয়া থাকে, তাহাকে অচিকিৎস্য রোগী কহে। অর্থাৎ চিকিৎসক এইরূপ রোগীকে চিকিৎসা করিবেন না। (সুশ্রুত, ভাবপ্র০)

রোগকাষ্ঠ (ক্লী) পদ্মকাষ্ঠ, চলিত বকম কাষ্ঠ। (রাজনি০)

রোগগ্রস্ত (ত্রি) জ্বরযুক্ত, পীড়িত।

রোগঘ্ন (ক্লী) রোগং হন্তীতি হন-টক্। ১ ঔষধ। (ত্রি) ২ রোগনাশক। স্ত্রিয়াং ঙীপ্ রোগঘ্নী।

"ত্রিফলা সর্ব্বরোগঘ্নী ত্রিতাপঘ্নতমূর্চ্ছিতা" (সুশ্রুত ১।৪৪)

রোগজ্ঞ (পুং) রোগং জানাতীতি জ্ঞা-ক। বৈদ্য। (রাজনি০)

রোগজ্ঞান (ক্লী) রোগবিষয়ে অভিজ্ঞতা।

রোগদ (ত্রি) পীড়াদায়ক।

রোগনাশন (ত্রি) ১ রোগহর (ঔষধ)। ২ রোগনিগ্রহণ। ৩ রোগদমন।

রোগপতি (পুং) রোগস্য পতিঃ। জ্বর, যে কোন কঠিন রোগ হউক না কেন, তাহারা জ্বরকে আশ্রয় না করিয়া প্রবল হইতে পারে না, এইজন্য জ্বর রোগপতি। (বৈদ্যকনি০)

রোগপ্রদ (পুং) জ্বরদায়ক।

রোগভাজ্ (ত্রি) রোগং ভজতে ভজ-ণ্বি। রোগযুক্ত, রোগী।

"দান্তঃ সুখী সুশীলো দুর্ম্মেধা রোগভাক্ পিপাসুশ্চ।
অল্পেন চ সন্তুষ্টঃ পুনর্ব্বসৌ জায়তে মনুজঃ॥" (বৃহৎস০ ১০১।৪)

রোগভূ (স্ত্রী) রোগাণাং ভূঃ স্থানং ব্যাধিমন্দিরত্বাৎ। শরীর।

রোগমার্গ (পুং) রোগাণাং মার্গঃ। শাখাদি রোগাবর্ত্ত। এই রোগমার্গ শাখা, মর্ম্মাস্থিসন্ধি ও কোষ্ঠ এই ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে শাখাশব্দে রক্তাদি ধাতুসমূহ ও ত্বক্ ইহা বাহ্যরোগমার্গ, মর্ম্ম অস্থিসন্ধিস্থান মধ্যে রোগমার্গ এবং কোষ্ঠ অভ্যন্তর রোগমার্গ। (চরক সূত্রস্থা০ ১১ অঃ) [রোগ দেখ]

রোগমুক্ত (ত্রি) রোগাৎ মুক্তঃ। রোগ হইতে মুক্ত।

রোগমুরারি (পুং) নবজ্বরাধিকারে রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী—পারা, গন্ধক, বিষ, লৌহ, ত্রিকটু, তামা প্রত্যেক সমভাগ, সীসা অর্দ্ধভাগ, এই সকল দ্রব্য যথা নিয়মে মর্দ্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী করিতে হইবে। অনুপান পাণ ও আদার রস। এই ঔষধ সেবনে নবজ্বর আশু প্রশমিত হয়। (রসকৌ০)

রোগরাজ (পুং) রোগাণাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। রাজযক্ষ্মরোগ।

"ইতি ব্যাধিসমূহস্য রোগরাজস্য হেতুজম্।
রূপমেকাদশবিধং হেতুশ্চোক্তশ্চতুর্বিধঃ॥" (চরক চি০৮অ০)

রোগলক্ষণ (ক্লী) রোগাণাং লক্ষণং নিদান, রোগব্যঞ্জক চিহ্ন।

রোগবিজ্ঞান (ক্লী) রোগস্য বিজ্ঞানং। যে সকল উপায় দ্বারা রোগের সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহাকে রোগবিজ্ঞান কহে। দর্শন, স্পর্শ ও প্রশ্ন এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা রোগ জ্ঞান হইয়া থাকে, এই জন্য ইহা তিন প্রকার। মূত্র ও জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী প্রভৃতি স্পর্শ ও দূতাদিকে প্রশ্ন করিলে সকল জানা যায়।

"দর্শনস্পর্শনপ্রশ্নৈর্বা যথেজ্ঞানং ত্রিধামতম্।
দর্শনাদ্ব্রজিহ্বাদ্যৈঃ স্পর্শনান্নাড়িকাদিভিঃ।
প্রশ্নৈর্দূতাদিবচনাদিতি ত্রেধা সমুচ্যতে॥"
(ভৈষজ্যরত্না০) [রোগ দেখ]

রোগবিনিশ্চয় (পুং) রোগস্য বিনিশ্চয়ঃ। ১ রোগনিশ্চয়, রোগনির্ণয়। ২ মাধবকৃত রুগ্‌বিনিশ্চায়ক গ্রন্থ।

রোগশান্তক (পুং) রোগান্ শান্তয়তীতি শান্তি-ণ্বুল্। ১ বৈদ্য, চিকিৎসক। রোগের শান্তি বিধান করেন, এই জন্য বৈদ্যকে রোগশান্তক কহে। (শব্দচ০)

রোগশান্তি (স্ত্রী) রোগমুক্তি, পীড়ার অপনোদন।

রোগশিলা (স্ত্রী) রোগায় রোগনিবৃত্তয়ে শিলা। মনঃশিলা।

রোগশিল্পিন্ (পুং) রোগে শিল্পীব। বৃক্ষবিশেষ, স্বর্ণালীবৃক্ষ। চলিত শরালু বা সোণালু গাছ। (জটাধর)

রোগশ্রেষ্ঠ (পুং) রোগেষু শ্রেষ্ঠঃ। জ্বর। (রাজনি০)

রোগহ (ক্লী) রোগান্ হন্তীতি হন্-ড। ঔষধ। (শব্দচ০)

রোগহরদ্রব্য (ক্লী) রোগহরং দ্রব্যং। রোগনাশক বস্তু, যে দ্রব্য দ্বারা রোগ বিনষ্ট হয়।

"দ্রব্যাণি মধুরাদীনি বক্ষ্যে রোগহরাণ্যহম্।
শালিযষ্টিকগোধূমক্ষীরঞ্চৈব তথা মধু॥" (গরুড়পু০ ১৭৭অ০)

রোগহারিন্ (পুং) রোগং হরতি, হৃ-ণিনি। ১ বৈদ্য। (ত্রি) ২ রোগনাশক।

রোগহৃৎ (ত্রি) রোগং হরতি হৃ-কিপ্ তুক্ চ। রোগনাশক।

রোগহেতু (পুং) রোগস্য হেতুঃ। রোগের হেতু, রোগের কারণ, বৈদ্য রোগনিদান স্থলে প্রথমে রোগের হেতু নিশ্চয় করিবেন।

রোগাধীশ (পুং) রোগস্য অধীশঃ। রাজযক্ষ্মরোগ। (রাজনি০)

রোগাসন (পুং) জ্বর। (বৈদ্যকনি০)

রোগাহ্বয় (পুং) কুষ্ঠৌষধ, কুড়। (বৈদ্যকনি০)

রোগিত (ত্রি) ১ রোগযুক্ত। পীড়িত। ২ কুকুরের উন্মাদ রোগ। চলিত কথায় হন্না।

রোগিতরু (পুং) রোগিণাং শোকনাশকস্তরুঃ। অশোকবৃক্ষ।

রোগিন্ (ত্রি) রোগোঽস্যাস্তীতি রোগ-ইনি। রোগযুক্ত। পর্য্যায়—ব্যাধিত, বিকৃত, গ্লান, গ্লান, মন্দ, আতুর, অভ্যান্ত, অভ্যমিত, রুগ্ন, সাময়, অপটু, আময়াবী, গ্লাস্নু (অমর)

রোগিবল্লভ (ক্লী) রোগিণাং বল্লভং প্রিয়ং। ঔষধ। (শব্দচ০) (ত্রি) ২ রোগিপ্রিয়।

রোগোদক (ক্লী) রোগজনকং উদকং। মলিন দুর্গন্ধাদি-যুক্ত রোগজনক জল।

রোগ্য (ত্রি) ১ অপথ্য। অহিত। (শব্দচ০) ২ রোগসম্বন্ধী।

রোচ (ত্রি) রুচ-ঘঞ্। ১ রুচিকর। ২ আলোকিত। (অথর্ব্ব ১৭।১।২১) (পুং) ৩ রাজভেদ।

রোচক (পুং) রোচয়তীতি রুচ্ ণিচ্-ণ্বুল্। ১ ক্ষুধা, পর্য্যায়—বুভুক্ষা, অশনা, জিঘৎসা, রুচি। (হেম) ২ কদলী। (শব্দরত্না০) ৩ রাজপলাণ্ডু। ৪ অবদংশ। ৫ গ্রন্থিপর্ণভেদ। নেপালে 'ভাঁড়উর' নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পর্য্যায়—নিশাচর, ধনহর, কিতব, গণহাসক। গুণ—মধুর, তিক্ত, কটু, লঘু, তীক্ষ্ণ, রুক্ষ, শীতল, কণ্ডু, কুষ্ঠ, কফ, বায়ু, স্বরভেদ, অস্রজ্বর, বিষ ও ব্রণনাশক। (ভাবপ্র০) ৬ কাচকুপ্যাদিকারক।

"মায়ূরকাঃ ক্রাকচিকা বেধকা রোচকাস্তথা।" (রামা০ ২।৮২।২৩)
'রোচকাঃ কাচকুপ্যাদিকর্ত্তারঃ ইতি কতকঃ'। (টীকা)
(ত্রি) ৭ রুচিকারক।

রোচকদ্বয় (ক্লী) লবণদ্বয়, বিট্‌লবণ ও সৈন্ধবলবণ। (বৈদ্যকনি০)

রোচকিন্ (ত্রি) ১ ক্ষুধাযুক্ত। ২ ইচ্ছাশীল।

রোচন (পুং) রোচয়তীতি রোচি-নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ১ কূটশাল্মলি। (অমর) ২ কাম্পিল্ল। (ভাবপ্র০) ৩ শ্বেতশিগ্রু। ৪ পলাণ্ডু। ৫ আরগ্বধ। ৬ করঞ্জ। ৭ অঙ্কোঠ। ৮ দাড়িম। (রাজনি০) ৯ রোগাধিষ্ঠাতৃ-দেবযোনিবিশেষ।

"কুম্ভাণ্ডঃ কুম্ভমূর্দ্ধা চ রোচনো বৈকৃতো গ্রহঃ।" (হরি: ১৬৬।৭৫)
১০ বিষ্ণুর ঔরসে দক্ষিণার পুত্রদিগের মধ্যে অন্যতম। ইনি স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের একজন দেবতা। (ভাগবত ৪.১.৭) ১১ স্বারোচিষ মন্বন্তরের ইন্দ্র। (ভাগবত ৮।১।২০) ১২ ভারত-বর্ষের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ।

"তুঙ্গপ্রস্থো নাগগিরী রোচনঃ পাণ্ডরাচলঃ।" (মার্কপু০ ৫৭।১৩)
(ত্রি) ১৩ রোচক। ১৪ দীপ্তিশালী। "অক্লেশরং রোচনং চারুশাবং মহাবলং ধর্ম্মনেতারমাড্যং।" (হরিবংশ ১২৯।৩৫)
১৫ শোভমান।

"ভৃঙ্গালিকোকিলরুতৈ র্ভ্রমরৈর্বিশিষ্টৈঃ পশ্য লক্ষ্মণ।
রোচনৈর্দ্বিজৈঃ পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিষম্॥" (ভট্টি-৬.৭৩)
১৫ অনুরাগকর। (ভাগ০ ১।১০.১১) ১৬ কামের পঞ্চবাণের একতম। ১৭ মহাভিষ্ণাপিত রাজভেদ। (মহা০ ৩।১৭)

রোচনক (পুং) রোচয়তীতি রোচি-ল্যু, ততঃ কন্। ১ জম্বীর। (রাজনি০) ২ গুণ্ডা-রোচনী, কম্পিল্লীকা। ৩ বংশরোচনা। স্বার্থে কন্। রোচনশব্দার্থ।

রোচনফল (পুং) রোচনং রুচিকরং ফলমস্য। বীজপূরক।

রোচনস্থা (স্ত্রী) ১ আলোকে অবস্থানকারী। ২ আকাশে বাসকারী।

রোচনফলা (স্ত্রী) রোচনং রোচকং ফলমস্যাঃ। চিচিণ্টা, চলিত ফুটী। (রাজনি০)

রোচনা (স্ত্রী) রোচয়তে বা, রুচ্-(বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৭৮) ইতি যুচ্-টাপ্। ১ রক্তকহ্লার। ২ গোপিত্ত। ৩ গোরোচনা।

"কর্ণৌ চর্ম্ম চ বালাংশ্চ বস্তিং স্নায়ুঞ্চ রোচনাং।
পশুষু স্বামিনাং দদ্যাৎ মৃতেষঙ্গানি দর্শয়েৎ॥" (মনু ৮।২৩৪)

৪ সুন্দরযোষিৎ। (মেদিনী) ৫ বসুদেবপত্নী। (ভাগ° ৯।২৪।৪৫) ৬ আকাশ, স্বর্গ। ৭ কৃষ্ণশাল্মলী। (মরাঠী=কালী সাবরী)। ৮ বংশরোচনা। ৯ পর্ব্বতভেদ। (জৈন হরি° ৫।২০৭)

রোচনামুখ (পুং) দৈত্যভেদ। (ভারত ৫।৩৬৮৫)

রোচনাবৎ (ত্রি) আলোকযুক্ত। উজ্জ্বল। দীপ্তিমান্।

রোচনিকা (স্ত্রী) রোচনৈব স্বার্থে কন্, টাপি অত ইত্বং। ১ বংশরোচনা। (রাজনি°) ২ গুণ্ডারোচনী। (রত্নমালা)

রোচনী (স্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ্ 'কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি' ল্যুট্ ততো ঙীষ্। ১ আমলকী। ২ গোরোচনা। ৩ মনঃশিলা। ৪ শ্বেতত্রিবৃতা। ৫ গুঁড়ারোচনী নামে খ্যাত বণিক্দ্রব্যভেদ। পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কর্কশ, চন্দ্র, রক্তাঙ্গ, কম্পীল, কাম্পিল, কাম্পিল্য, রেচনী। (ভরত) ৬ দন্তী। ৭ দীপ্তিমান্ আকাশ। (ঋগ্বেদ ১।১০২।৮)। ৮ তারকা। ৯ সামভেদ।

রোচমান (পুং) রোচতে ইতি রুচ-শানচ্। ১ অশ্বগ্রীবাস্থিত রোমাবর্ত্ত। 'শ্রীবৃক্ষো হৃদয়াবর্ত্তো রোচমানো গলোদ্ভবঃ।'(ত্রিকা) ২ নৃপবিশেষ। (ভারত ১।৬৭।১৮) (ত্রি) ৩ দীপ্যমান।

"রোচমানৈঃ সমাযুক্তচূড়ামণ্যঙ্গদাদিভিঃ।
গন্ধর্ব্বকুলসন্তৃতিসংসিদ্ধৈরিব ভূষিতম্॥"(কথাসরিৎসা° ৭৪।৭৮)

৪ কল্পান্তর ষাড়্‌কেম।

রোচি (স্ত্রী) আলোক, রশ্মি (শাকপূ° ৬৬।৪)। হরিবংশে "স্বরোচিভিঃ রোচিভিঃ" স্থলে মিত্রবাসনা আলোকিত অর্থ করিয়াছেন। (হরিবংশ)

রোচিন্ (ত্রি) রোচতে ইতি রুচ-ণিনি। রোচিষ্ণু, অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল।

রোচিষ (পুং) বিভাবসুর পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১৩)

রোচিষ্ণু (ত্রি) রোচতে তচ্ছীলঃ রুচ্ (অলংকৃঞ্ নিরাকৃঞিতি। পা ৩।২।১৩৬). ইতি ইষ্ণুচ্। অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিশীল। পর্য্যায়—বিভ্রাজ্, ভ্রাজিষ্ণু। (অমর)

"তত্র পুষ্করবৃন্দানি ভিন্দন্ বাণৈর্নিরন্তরম্।
শ্যামলাম্বররোচিষ্ণুস্তমাংসীব রবিঃ করৈঃ॥"
(কথাসরিৎসা° ৯৮।৯)

২ রোচক। (সুশ্রুত)

রোচিস্ (স্ত্রী) রোচতেঽনেনেতি রুচ বাহুলকাৎ হ্যসুন্ (উণ্ ২।১১২) ১ প্রভা, দীপ্তি।

"রথাঙ্গপানেঃ পটলেন রোচিষা-
মৃষিত্বিষঃ সংবলিতা বিরেজিরে॥" (মাঘ ১।২১)

রোচী (স্ত্রী) রোচতে ইতি রুচ-ইন্, বা ঙীষ্। হিল-মোচিকা। (শব্দরত্না°)

রোচ্য (ত্রি) রুচ্-ণ্যৎ। (চজোঃ কুঘিণ্ণ্যতোঃ। পা ৭।৩।৫২) ইতি কবর্গাদেশো ন। ১ প্রকাশ্য। ২ প্রীতিবিষয়।

ষোড়শ ভাগ সম্পূর্ণ।